স্কন্দ পুরাণম্।

বিষ্ণুখণ্ডম্।

(বেঙ্কটাচল-পুরুষোত্তমক্ষেত্র-বদরিকাশ্রম-কার্ত্তিকমাস-মার্গশীর্ষমাস-
ভাগবত-বৈশাখমাসাযোধ্যামাহাত্ম্যাত্মকম্ ।)

শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্।

বঙ্গানুবাদসমেতম্।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেসিন-প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৫ পনের টাকা।

স্কন্দপুরাণের সূচী পত্র।

বিষ্ণু-খণ্ড।

বিষয় — পৃষ্ঠা।

বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্য।

১ম অঃ।—পুণ্য নৈমিষারণ্যে শৌনাকাদি ঋষিগণের দ্বাদশবার্ষিকসত্রে সূতের আগমন, সূতসমীপে ঋষিগণের গিরীন্দ্রবিষয়ক প্রশ্ন, তত্ত্বে নারদের সুমেরুশিখরস্থ যজ্ঞবরাহদর্শন ও যজ্ঞবরাহস্তুতিবর্ণন, ধরণীর বরাহসমীপে আগমন ও তৎকর্তৃক বরাহদেবের পূজা, ধরণীর নিকট বরাহ কর্তৃক স্বামিপুষ্করিণীর সর্ব্বতীর্থ-শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ, কুমারধারা তুম্বতীর্থ পাণ্ডবতীর্থ ও পাপনাশন তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, ধরণীকৃত বরাহস্তুতি, ধরণীর সহিত বরাহের বৃষভাচলে আগমন ও স্বামিপুষ্করিণীর পশ্চিমতটে অবস্থান, অধ্যায়ফলশ্রুতি, ঋষিগণের ধরণীবরাহ-বিষয়ক পুনঃ প্রশ্ন। ৭০১

২য় অঃ। বরাহারাধন বিধান,—মন্ত্র ও ধ্যান, বরাহারাধনে ফলশ্রুতি। ৭০৭

৩য় অঃ।—অগস্ত্য কর্ত্তৃক ভগবান্ বরাহের আরাধনা, বরাহের প্রীতি ও বরদান, অগস্ত্য-প্রার্থনায় ভগবানের সর্ব্বদৃগ্গোচরত্ব, অযোধ্যাপতি মিত্রবর্ম্মনন্দন আকাশরাজের জন্ম, ধরণীতল হইতে পদ্মাবতীর উৎপত্তি, আকাশরাজের প্রতি আকাশবাণী, আকাশরাজের বসুদান নামক সুতোৎপত্তি। ৭০৯

৪র্থ অঃ।—পদ্মাবতীর পদ্মিনী নামোৎপত্তির কারণ, পদ্মিনীসমীপে নারদের আগমন, নারদ কর্ত্তৃক পদ্মিনীর দেহলক্ষণবর্ণন, সখীবাক্যে পদ্মিনীর পুষ্পচয়নার্থ উদ্যানে বিচরণ, শ্রীনিবাসের মৃগয়া, বন্যহস্তীর আক্রমণভয়ে পলায়মানা পদ্মিনীর অশ্বারূঢ় পুরুষ দর্শন, পুরুষ কর্ত্তৃক পদ্মিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা, পদ্মিনীর ইঙ্গিতে সখী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রদান, সখীর জিজ্ঞাসায় অশ্বারোহী শ্রীনিবাসের আত্মপরিচয় জ্ঞাপন, পদ্মিনীপ্রাপ্তিকাম অশ্বারোহীর প্রতি সখীগণের তর্জ্জন, শ্রীনিবাসের স্বপুরে গমন। ৭১১

৫ম অঃ।—পদ্মিনীর স্মরণে শ্রীনিবাসের মোহ, শ্রীনিবাসদর্শনার্থ বকুলমালিকার আগমন, বিবশ শ্রীনিবাসের প্রতি বকুলমালিকার উপদেশ, বকুলমালিকার নিকট পদ্মিনীপরিণয়-কারণ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসের পুনর্মোহ, বকুলমালিকার পুনঃ উপদেশ, আকাশরাজ-সমীপে বকুলমালিকার আগমনপ্রসঙ্গে পথ পরিচয়, পথের শোভাবর্ণন, বকুলমালিকার অযোধ্যাপুর প্রবেশপথে পদ্মিনীসখীগণ সহ সাক্ষাৎকার ও বিবিধ কথোপকথন। ৭১৪

৬ষ্ঠ অঃ।—বকুলমালিকার প্রশ্নে পদ্মিনী-সখীগণ কর্ত্তৃক উদ্যানে পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহী পুরুষদর্শন জ্ঞাপন, পুরুষদর্শনে পদ্মিনীর কাতরতা, আকাশরাজের দৈবজ্ঞসমীপে পদ্মিনীবিষয়ক প্রশ্ন বর্ণন, দৈবজ্ঞগণের যথাযথ উত্তর কথন, দৈবজ্ঞবাক্যে অগস্ত্যেশলিঙ্গের পূজার জন্য মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণ ও তৎসঙ্গে দ্রব্যসম্ভার সহ পুরনারীগমনবর্ণন, বকুলমালিকার আত্মপরিচয় প্রদান ও আগমনকারণ কথন, পুলিন্দ-কামিনীর পদ্মিনীবিষয়ক ভবিষ্যবাণী, ধরণীর পদ্মিনীসমীপে গমন ও কাতরতার হেতু জিজ্ঞাসা, পদ্মিনীর ভাগবতলক্ষণবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসের প্রতি অনুরক্তি জ্ঞাপন, বকুলমালিকার সহিত সখীগণের ধরণীসমীপে আগমন। ৭১৮

৭ম অঃ।—ধরণীর নিকট শ্রীনিবাসবার্ত্তা নিবেদন প্রসঙ্গে বকুলমালিকা কর্ত্তৃক শঙ্খনৃপ-তির স্বামিপুষ্করিণী সন্নিধানে তপশ্চরণ বর্ণন, বকুলমালিকার বাক্যে ধরণ্যাদির বিবাহসম্মতি, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক লগ্ননিরূপণ, শুক সহ বকুল-

বিষয় পৃষ্ঠা

মালিকার শ্রীনিবাসসমীপে গমন, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিবাহ-যোগ্য পুরালঙ্কারাদি নির্ম্মাণ, শুকমুখে শ্রীনিবাসের পদ্মিনীবার্ত্তা শ্রবণ, বনমালা প্রদানপূর্ব্বক শুককে পুনঃ পদ্মিনীসন্নিধানে প্রেরণ, পদ্মিনী কর্ত্তৃক শুকহস্তে শ্রীনিবাসপ্রদত্ত মাল্যগ্রহণ, পদ্মিনীর বিবাহোদ্‌যোগ। ১২২

৮ম অঃ।—শ্রীনিবাসাদেশে ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক বিবাহসজ্জা, ব্রহ্মাদির সহিত শ্রীনিবাসের আকাশরাজপুরে আগমন, পদ্মিনীর বিবাহ, শ্রীনিবাসের নিকট আকাশরাজের ভক্তিলাভ বর প্রাপ্তি, বিবাহসভায় সমাগত ব্রহ্মাদির নিজ নিজ পুরে প্রস্থান। ১২৭

৯ম অঃ।—বসু নামক নিষাদবৃত্তান্ত, সুত বধোদ্যত বসুর প্রতি তরুশাখাস্থিত বিষ্ণুর উপদেশ, বিষ্ণুভক্ত রঙ্গদাসের স্বামিপুষ্করিণীতীরে গমন ও তৎকর্ত্তৃক শ্রীনিবাসের দিব্য উদ্যান মণ্ডপাদি নির্ম্মাণ, গন্ধর্ব্বক্রীড়াদর্শনে রঙ্গদাসের বিষ্ণুদাসত্ববিস্মৃতি, বিগতমোহ লজ্জিত রঙ্গদাসের প্রতি শ্রীনিবাসের উপদেশ, তোণ্ডমান্‌ নৃপের বৃত্তান্ত,—শ্রীনিবাসসমীপস্থ পঞ্চবর্ণ শুক বিবরণ, নিষাদ সহ তোণ্ডমানের শ্রীনিবাসসমীপে আগমন, তোণ্ডমানের প্রতি রেণুকার উক্তি, দেবগণকৃত লক্ষ্মীস্তুতি, ক[illegible] [illegible]বর ও লক্ষ্মীর স্তবের ফলশ্রুতি ১২৯

১০ম অঃ।—রাজা তোণ্ডমানের পিতৃসন্নিধানে রাজ্যপ্রাপ্তি ও বসুসমীপে বরাহবার্ত্তা শ্রবণ, বসুবাক্যে তোণ্ডমানের বেঙ্কটাচলে গমন ও কপিলা গোক্ষীরদ্বারা বরাহদেবের অভিষেক, অস্থিসরোবরের মাহাত্ম্য, কুর্ম্মপুরে ভীম নামক কুম্ভকার বৃত্তান্ত, পত্নীসহ ভীমের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি, তোণ্ডমান্‌ নৃপেরবিষ্ণুসারূপ্য প্রাপ্তি, এই সকল মাহাত্ম্য শ্রবণের ফলশ্রুতি। ১৩৫

১১শ অঃ।—স্বামিপুষ্করিণী মাহাত্ম্যকীর্ত্তন প্রসঙ্গে, পরীক্ষিতের মৃগয়া, শমীক ঋষির গলে মৃতসর্প প্রদান, পরীক্ষিতের প্রতি শমীকপুত্রের অভিশাপ পরীক্ষিতের তক্ষকদংশন, তক্ষকপ্রলোভনে প্রতিনিবৃত্ত মহাপাপগ্রস্ত কাশ্যপের ঋষিজ্যোপদেশে স্বামিপুষ্করিণীস্নানে মহাপাতকমুক্তি; শাকল্যোক্ত ধর্ম্মকীর্ত্তন। ১৪২

১২শ অঃ।—স্বামিপুষ্করিণীস্নানে তামিস্রাদি নরক নিবৃত্তি ও তৎপ্রসঙ্গে তামিস্রাদি বহুবিধ নরক নাম-নিরুক্তি, স্বামিতীর্থ মাহাত্ম্য বিষয়ে শ্রদ্ধাহীন মানবগণের মহানরক প্রাপ্তি। ১৪৭

১৩শ অঃ।—ধর্ম্মগুপ্তচরিত বর্ণন প্রসঙ্গে ব্যাঘ্র-ভল্লুকের উপাখ্যান,—ভল্লুকরূপী ভৃগুবংশোদ্ভব ধ্যানকাষ্ঠের ও ব্যাঘ্ররূপী কুবের-সচিবের শাপমুক্তি, বিশ্বাসঘাতক ধর্ম্মগুপ্তের উন্মাদরোগ প্রাপ্তি, জৈমিনিবাক্যে স্বামিপুষ্করিণীসেবায় ধর্ম্মগুপ্তের উন্মাদরোগমুক্তি। ১৫০

১৪শ অঃ।—সুমতি নামক দ্বিজের উপাখ্যান, চৌর্য্যকার্য্যে কিরাতী-নিরত সুমতির ব্রহ্মবধজনিত মহাপাতকপ্রাপ্তি, সুমতির প্রতি দুর্ব্বাসার ব্রহ্মহত্যানাশোপায় কথন, স্বামিপুষ্করিণীস্নানে সুমতির ব্রহ্মহত্যানিবৃত্তি ১৫৪

১৫শ অঃ।—রাম-কৃষ্ণ তীর্থমাহাত্ম্য,—মহর্ষি রামকৃষ্ণের তীব্র তপস্যা, তদীয় তপস্যায় প্রসন্ন ভগবানের আবির্ভাব। ১৫৬

১৬শ অঃ।—বেঙ্কটাচলে জলদানমাহাত্ম্য, ইক্ষ্বাকু-কুলোদ্ভব হেমাঙ্গের দানকথা, জলদানাভাবে তদীয় তির্য্যক্‌যোনি লাভ, বহুজন্মান্তে গৃহ-গোধিকারূপী হেমাঙ্গের রাজা শ্রুত-কীর্ত্তিনিলয়ে দ্বিজশ্রুতদেবের পাদোদকস্পর্শে জাতিস্মরত্ব লাভ, শ্রুতদেব কর্ত্তৃক জলদানের পাত্র ও স্থান-কীর্ত্তন, শ্রুতদেবকৃত পুণ্য-প্রত্যর্পণপ্রভাবে গোধারূপী হেমাঙ্গের মুক্তি। ১৫৮

১৭শ অঃ।—বেঙ্কটাদ্রির ক্ষেত্রাদি বর্ণন ও তীর্থ-শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ। ১৬১

১৮শ অঃ।—বেঙ্কটপতির বিভূতিবর্ণন ১৬২

১৯শ অঃ।—বেঙ্কটশৈলে ব্রহ্মাদির নিরন্তর বাস বর্ণন, শৈলারোহণবিধান, পাপবিনাশনাখ্য তীর্থমাহাত্ম্য, দৃঢ়মতি শূদ্রবৃত্তান্ত,—সুমতি দ্বিজকর্ত্তৃক দৃঢ়মতির প্রতি বৈদিক কর্ম্মোপদেশ দান, শূদ্রের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ দানে সুমতির দুর্গতি, পশ্বাদি বহু জন্মের পর সুমতির দ্বিজজন্ম লাভ ও ব্রহ্মরাক্ষসের আক্রমণ, অগস্ত্যবাক্যে সুমতির বেঙ্কটাচলে গমন, পাপবিনাশন তীর্থে স্নান ও ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্তি, সুমতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট শূদ্রের বিবিধ-নরকভোগের পর গৃধ্রজন্ম লাভ এবং এই গৃধ্রজন্মে পাপবিনাশন জলপানে দিব্যদেহ প্রাপ্তি। ১৬৫

২০ অঃ।—পাপবিনাশন তীর্থমাহাত্ম্য, দরিদ্র ভদ্রমতি দ্বিজবৃত্তান্ত,—পত্নী কামিনীর সহিত ভদ্র-

বিষয়	পৃষ্ঠা
মতির বেঙ্কটাচলে গমন, কামিনীর নিকট ভূমিদান প্রশংসাশ্রবণ, ভদ্রমতিকে ভূমিদান করিয়া সুঘোষের সদ্গতি, প্রতিগ্রহানন্তর ভূমিদানার্থ ভদ্রমতির পাপবিনাশনতীরে গমন, ভূমিদান-প্রভাবে ভদ্রমতির ভগবৎপ্রাপ্তি।	৭৭০
২১ শ অঃ।—রামানুজনামক দ্বিজবৃত্তান্ত,—আকাশগঙ্গাতীরে রামানুজের তপস্যায় ভগবদাবির্ভাব, রামানুজের ভগবৎ-স্তুতি, ভগবৎ-সমীপে রামানুজের প্রার্থনা, ভগবদ্বর্ণিত আকাশ-গঙ্গার স্নানকাল ও ভাগবতলক্ষণ।	৭৭৪
২২ শ অঃ।—দানযোগ্য সৎপাত্র নির্ণয়, আকাশগঙ্গামাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধে বন্ধ্যাপতি নিমন্ত্রণে পুণ্যশীলের গর্দ্দভত্ব প্রাপ্তি ও আকাশ গঙ্গায় অবগাহনে পুণ্যশীলের পুনঃ স্বরূপতা লাভ।	৭৭৮
২৩ শ অঃ।—চক্রতীর্থমাহাত্ম্য, পদ্মনাভ দ্বিজের চক্রতীর্থে তপশ্চরণ, ভগবানের আবির্ভাব, পদ্মনাভের স্তুতিবাদ সংকৃত প্রার্থনায় ভগবানের চক্রতীর্থে নিরন্তর অধিষ্ঠান, পদ্মনাভ-বধোদ্যত অসুরের সংহারার্থ ভগবানের চক্র প্রেরণ, চক্র কর্ত্তৃক অসুর সংহার ও পদ্মনাভকে ভগবানের বরদান।	৭৮১
২৪ শ অঃ।—সুন্দর নামক গন্ধর্ব্বের উপাখ্যান,—তদীয় রাক্ষসত্ব প্রাপ্তি ও বশিষ্ঠের উপদেশে মোচন।	৭৮৪
২৫ শ অঃ।—জাবালিতীর্থ মাহাত্ম্য,—দুরাচার নামক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান,—দুরাচারের বেতাল সহ সমাগম, জাবালিতীর্থস্নানে উভয়ের মহাপাতক ক্ষয়, জাবালি কর্ত্তৃক পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের দোষ কীর্ত্তন।	৭৮৭
২৬ শ অঃ।—ঘোণতীর্থ-মাহাত্ম্য,—তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের উপাখ্যান,—তুম্বুরুর অভিশাপে তৎ-পত্নীর ভেকত্ব প্রাপ্তি, ঘোণতীর্থে অগস্ত্যের দর্শনে ভেকত্ব মোচন, অগস্ত্য কর্ত্তৃক পতিব্রতা-ধর্ম্ম কীর্ত্তন।	৭৮৯
২৭ শ অঃ।—বেঙ্কটাচলে সর্ব্বতীর্থের স্থিতি, স্বামিপুষ্করিণী প্রভৃতি ষট্ তীর্থে স্নানকাল নির্ণয়, পুরাণশ্রবণ-প্রশংসা, পুরাণবক্তার গুরুত্ব কীর্ত্তন।	৭৯৫
২৮ শ অঃ।—কটাহতীর্থ মাহাত্ম্য,—কটাহ-তীর্থ পান বিধান, কেশব নামক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান,—গণিকাসংসর্গে পদ্মনাভসুত কেশবের ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্তি, পুত্ররক্ষণোদ্যত পদ্মনাভের প্রতি ব্রহ্মহত্যার উক্তি, ভরদ্বাজের উপদেশে কটাহতীর্থপানে কেশবের ব্রহ্মহত্যা নিবৃত্তি, সপুত্র পদ্মনাভের প্রতি ভগবদুপদেশ।	৭৯৮
২৯ শ অঃ।—অর্জ্জুনের তীর্থযাত্রা বৃত্তান্ত, অর্জ্জুনের নানা তীর্থস্নানান্তে সুবর্ণমুখরী তীর্থে গমন।	৮০৩
৩০ শ অঃ।—সুবর্ণমুখরী বর্ণন, অর্জ্জুনের সুবর্ণমুখরীতীরস্থ ভরদ্বাজাশ্রমে গমন, অর্জ্জুনের প্রতি ভরদ্বাজের আতিথ্যসৎকার।	৮০৬
৩১ শ অঃ।—ভরদ্বাজের প্রতি অর্জ্জুনের সুবর্ণমুখরীমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা, অর্জ্জুন সমীপে ভরদ্বাজের শিববিবাহ বর্ণন, অগস্ত্যের দক্ষিণ দিকে যাত্রা।	৮০৯
৩২ শ অঃ।—অগস্ত্যের প্রতি নদী উৎপাদনার্থ আকাশবাণী, সুবর্ণমুখরী উৎপাদনার্থ অগস্ত্যসমীপে মহর্ষিগণের প্রার্থনা, অগস্ত্যের তপস্যা, ব্রহ্মার আগমন, অগস্ত্যের প্রার্থনায় গঙ্গার প্রতি ব্রহ্মার আদেশ, সুবর্ণমুখরী-প্রাদুর্ভাব।	৮১১
৩৩ শ অঃ।—ইন্দ্রাদিকৃত সুবর্ণমুখরীস্তুতি, বায়ুকৃত সুবর্ণমুখরী নামনিরুক্তি, অগস্ত্যের সমীপে সুবর্ণমুখরীমাহাত্ম্য বর্ণন, অগস্ত্য-প্রতিমা দান বিধি।	৮১৫
৩৪ শ অঃ।—অগস্ত্য ও অগস্ত্য তীর্থের মাহাত্ম্য, সুবর্ণমুখরী-স্নান-কাল নির্ণয়, দেবর্ষি-পিতৃতীর্থ মাহাত্ম্য, বেণা সুবর্ণমুখরীসঙ্গম, ব্যাঘ্রপদা-সুবর্ণমুখরী-সঙ্গম শঙ্খতীর্থ বর্ণন।	৮১৭
৩৫শ অঃ।—কম্পা সুবর্ণমুখরীসঙ্গম, সুবর্ণমুখরীতীরস্থ বেঙ্কটাচলবর্ণন, বেঙ্কটেশ্বরমাহাত্ম্য তৎকৃত ভূতসৃষ্টি।	৮২২
৩৬ শ অঃ।—বরাহকৃত পৃথিবী-উদ্ধারবর্ণনা-প্রসঙ্গে কল্পবৃত্তান্ত এবং শ্বেত বরাহাবতার ও তন্মাহাত্ম্য।	৮২৬
৩৭ শ অঃ।—শঙ্খ রাজার উপাখ্যান,—ঈশ্বরাদেশে শঙ্খের বেঙ্কটেশ্বর দর্শনার্থ বেঙ্কটাচলে গমন, অগস্ত্যের ভগবদ্দর্শনার্থ বেঙ্কটাচলে আগমন।	৮৩০
৩৮ শ অঃ।—অগস্ত্য শঙ্খাদির আরাধনায় ভগবানের আবির্ভাব, ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় ভগবানের সৌম্যরূপ ধারণ, অগস্ত্যপ্রার্থনায়	

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বর্ণমুখরীর প্রতি সর্বতীর্থশ্রেষ্ঠস্বরূপ বরদান, ও শঙ্খ রাজাকে বরদানান্তে অন্তর্দ্ধান।	৮৩৮
৩৯ শ অঃ।—পুত্রলাভার্থ অঞ্জনার তপস্যা ও পুত্রবরলাভ।	৮৩৯
৪০ শ অঃ।—ব্যাসকথিত আকাশগঙ্গাস্নান-কাল ও বেঙ্কটাচলে দানপ্রশংসা।	৮৪০

বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্য সমাপ্ত।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রমাহাত্ম্য।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অঃ।—জৈমিনি-ঋষিগণ সংবাদ,—পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সর্বক্ষেত্রোত্তমত্ব কথন, সৃষ্টি-ব্যাকুল ব্রহ্মার বিষ্ণুস্তুতি, ভগবানের আবির্ভাব এবং দক্ষিণ সাগরের উত্তরতীরস্থ নীলপর্বতে স্বীয় অধিষ্ঠানে অঙ্গীকার ও ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণনান্তে অন্তর্দ্ধান।	৮৪৩
২য় অঃ।—নীলপর্বতস্থ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ব্রহ্মার আগমন, ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবানের স্তব কাক-চতুর্ভুজত্ব দর্শনে ব্রহ্মার বিস্ময় ও নীলাচলে পুরুষোত্তমদর্শন, ব্রহ্মকৃত পুরুষোত্তমস্তব, যমের পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন ও পুরুষোত্তমস্তুতি, পুরুষোত্তমাদেশে যমের প্রতি লক্ষ্মীর উক্তি, লক্ষ্মীসমীপে যমের ক্ষেত্রমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা।	৮৪৬
৩য় অঃ।—যম-লক্ষ্মী সংবাদ,—মার্কণ্ডেয়ের প্রলয়কালে নৌকারোহণে একার্ণবে পরিভ্রমণ, বটবৃক্ষ দর্শন, বটবৃক্ষস্থ বালকরূপী ভগবানের বাক্যে তৎসমীপে আগমন ও ভগবানের স্তুতি, মার্কণ্ডেয়ের ভগবদুদর মধ্যে প্রবেশানন্তর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও তৎসমস্তের অন্ত না পাইয়া বহির্গমন, যমেশ্বর লিঙ্গবিবরণ।	৮৪৯
৪র্থ অঃ।—কপালমোচনাদি নানাতীর্থ বিবরণ, সাগরাবধি বটমূল পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য, নৃসিংহ তীর্থমাহাত্ম্য, মঙ্গলাদি অষ্টদেবতার অষ্টদিকে প্রতিষ্ঠা, কপালমোচন যমেশ্বর মার্কণ্ডেয় বিশ্বেশ্বর বটেশ্বর নীলকণ্ঠ ঈশান ও ক্ষেত্রপালাদিকের প্রতিষ্ঠা, ইন্দ্রদ্যুম্নবৃত্তান্ত, ব্রহ্মা ও যমের স্বধাম গমন, ভগবানের দারুমূর্ত্তিতে ইন্দ্রদ্যুম্নকে বরদান, পুণ্ডরীক ও অম্বরীষ নামক পাপিষ্ঠ-দ্বয়ের আগমন, ইন্দ্রদ্যুম্নকর্তৃক দারুমূর্ত্তি স্থাপন, দারুমূর্ত্তি মাহাত্ম্য।	৮৫২
৫ম অঃ।—তীর্থমাহাত্ম্য,—পুণ্ডরীক ও অম্বরীষের বেশ্যাসঙ্গাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক সাধুত্বলাভ, তপশ্চরণ, ভগবানের আবির্ভাব, পুণ্ডরীক ও অম্বরীষের ভগবদ্ভক্তি ও মুক্তিলাভ।	৮৫৮
৬ষ্ঠ অঃ।—ঋষিগণের প্রশ্নে জৈমিনি কর্তৃক পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সীমানির্দ্দেশাদি সহ সম্যক্ পরিচয় প্রদান।	৮৬৩
৭ম অঃ।—অবন্তী নগরস্থ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার আদেশে বিদ্যাপতি নামক ব্রাহ্মণের পুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শনার্থ যাত্রা, পথে শবর সহ সাক্ষাৎকার, উভয়ের কথোপকথন।	৮৬৫
৮ম অঃ।—বিদ্যাপতিকে "রাজকার্য্য ও ভগবদ্দর্শন না করিয়া আহার করিব না" এইরূপ সঙ্কল্পবন্ধন তিন দিবস উপবাসী জানিয়া দয়া করিয়া তাঁহাকে লইয়া শবরের স্বপল্লীগমন, বিদ্যাপতির রোহিণীকুণ্ডে গমন ও ভগবদ্দর্শন, ভগবানের স্তব।	৮৭০
৯ম অঃ।—বিদ্যাপতির স্বদেশ গমনোদ্যোগ, ভগবৎপূজাকালে ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা দেবগণের নয়নাবরণ, দেবগণের ভগবৎস্তুতি ও "অতঃপর কাহারও দৃশ্য হইব না" এইরূপ ভগবৎপ্রত্যাদেশ বিদ্যাপতির অবন্তীগমন ও রাজাকে ভগবৎনির্ম্মাল্য-মালা প্রদান, বিদ্যাপতি ও ইন্দ্রদ্যুম্নের ভগবদ্ভক্তি, বিদ্যাপতির ইন্দ্রদ্যুম্ন সমীপে পুরুষোত্তমক্ষেত্র ও তত্রত্য রোহিণী কুণ্ডাদি তীর্থবার্ত্তা কীর্ত্তন।	৮৭৫
১০ম অঃ।—ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতি সংবাদ, নারদের আগমন ও বৈষ্ণবমাহাত্ম্য বর্ণন।	৮৮০
১১শ অঃ।—ইন্দ্রদ্যুম্নকে নীলাচলস্থ নীলমাধব দর্শন করাইতে নারদের স্বীকার ও সপৌর সানুচর ইন্দ্রদ্যুম্নকে লইয়া নীলমাধব দর্শনার্থ যাত্রা, পথে উৎকলদেশবাসিনী চর্চ্চিকাদেবী দর্শন, ওড্ররাজকর্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রত্যুদ্গমন, ইন্দ্রদ্যুম্ন সহ সম্ভাষণান্তে নিশীথে ওড্ররাজের পুরী প্রত্যাবর্তন।	৮৮৮
১২ শ অঃ।—ইন্দ্রদ্যুম্ন সমীপে নারদের পর্বত মধ্যবর্ত্তী শিবমন্দির বৃত্তান্ত কীর্ত্তন, গৌরীপ্রিয় কামনায় শঙ্করের অবিমুক্ত পুরী	

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রতিষ্ঠা ও কাশীরাজকে বরদান, শ্রীকৃষ্ণ সহ কাশীরাজের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের নিক্ষিপ্ত সুদর্শন চক্র দ্বারা কাশীরাজের শিরশ্ছেদ ও কাশীপুরী দাহ, ক্রুদ্ধ শঙ্কর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পাশুপতাস্ত্র প্রয়োগ, শ্রীকৃষ্ণের পাশুপতাস্ত্র বিজয়, ভীত শঙ্কর কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব, শঙ্করস্তবে প্রসন্ন বিষ্ণুর পুরুষোত্তম ক্ষেত্র স্থাপন করিতে আদেশ প্রদান, বিষ্ণুর আদেশে শঙ্করের পুরুষোত্তম ক্ষেত্র স্থাপন, শঙ্করস্থাপিত ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য শ্রবণে ইন্দ্রদ্যুম্নের নীলমাধব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, একাম্র নামক ত্র্যম্বক-ক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক কোটি লিঙ্গেশের পূজা ও স্তুতি ইন্দ্রদ্যুম্নের বৈষ্ণবত্ব বর্ণন, শিবের অন্তর্দ্ধান, নারদের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্নের কপোতক্ষেত্রে গমন, বিশ্বেশাদি দেবতা নমস্কারান্তে রথা-রোহণে নারদের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্নের ভগবৎ-সমীপে গমন।	৮৯৬
১৩ শ অঃ।—কপোতেশস্থলী বিবরণ, শঙ্করের তপস্যার্থ কুশস্থলী গমন ও তপস্যা, তপস্যায় শঙ্করের কপোতবৎ কৃশতা তপস্যা-তুষ্ট ভগবানের শঙ্কর প্রতি বরদান, কপোতেশ্বর প্রতিষ্ঠা, কপোতেশ্বরের নাম নিরুক্তি, বিশ্বেশ্বরমহিমা বর্ণন, পাতালবাসী অসুরগণের উৎপীড়ন, অসুরবিনাশার্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিল্বফল প্রদানপূর্ব্বক অন্ধকরিপু শঙ্করের স্তব, শঙ্কর কর্ত্তৃক অসুর বধ, বিশ্বেশ্বর স্থাপন, বিশ্বেশ্বর নামনিরুক্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণন।	৯০৪
১৪ শ অঃ।—সপুরোহিত ইন্দ্রদ্যুম্নের নারদ সহ নীলকণ্ঠক্ষেত্রে গমন, পথিমধ্যে বামবাহু স্ফুরণাদি দুর্নিমিত্ত দর্শনে নারদের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা, নারদমুখে ভগবদন্তর্দ্ধান শ্রবণ ও মোহ প্রাপ্তি, পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্নের চৈতন্য সম্পাদন, ইন্দ্রদ্যুম্নের বিলাপ, নারদ কর্ত্তৃক সান্ত্বনাবাক্যে ব্রহ্মার আদেশ কথন।	৯০৬
১৫ শ অঃ। সনারদ ইন্দ্রদ্যুম্নের নীলকণ্ঠ দর্শনার্থ গমন, তথা হইতে নীলভূধরে আগমন-পূর্ব্বক নরসিংহ দর্শন, অনন্তর তাঁহাদের পুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শন, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক জগ-ন্নাথের স্তুতি, স্তব তুষ্ট ভগবান কর্ত্তৃক ইন্দ্র-দ্যুম্নের প্রতি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে আদেশ, ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ।	৯১০
১৬ শ অঃ।—নারদাদেশে ইন্দ্রদ্যুম্নের নর-সিংহ মূর্ত্তি স্থাপনার্থ গমন, নরসিংহালয় নির্ম্মা-ণার্থ বিশ্বকর্ম্ম-তনয়ের ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট আগ-মন, ইন্দ্রদ্যুম্নাদেশে বিশ্বকর্ম্ম-তনয়ের দেবালয় নির্ম্মাণ, অনন্তর নারদ কর্ত্তৃক নরসিংহ-মূর্ত্তি স্থাপন, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নরসিংহ-স্তুতি ও নৃসিংহ-মাহাত্ম্য বর্ণন।	৯১৩
১৭ শ অঃ।—ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞে দেবগণের নিমন্ত্রণ, সভামণ্ডপ বর্ণন, যজ্ঞার্থ দেবগণের নিকট প্রার্থনা, দেবগণের অনুমতি, যজ্ঞারম্ভ, দানমানাদি দ্বারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আপ্যায়ন, যজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্দ্রদ্যুম্নের কান্তি বৃদ্ধি ও স্বপ্নে শেষশায়ীর দর্শন লাভ, স্বপ্নযোগে বিষ্ণুর স্তুতি, নারদের নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কথন ও নারদ কর্ত্তৃক স্বপ্নের সাফল্য কীর্ত্তন।	৯১৮
১৮ শ অঃ।—যজ্ঞান্তে রাজার অবভৃতোদ্-যোগ, বিশ্বেশ্বরাসন্ন প্রদেশে সমুদ্রতটে অকস্মাৎ এক বৃক্ষাবির্ভাব, তদ্দর্শনে ইন্দ্রদ্যুম্নসন্নিধানে রক্ষকগণের নিবেদন, অবভৃত স্নানান্তে ইন্দ্র-দ্যুম্নের যজ্ঞ পরিসমাপ্তি, নারদ কর্ত্তৃক উক্ত বৃক্ষমাহাত্ম্য বর্ণন, বৃক্ষস্থাপন, ইন্দ্রদ্যুম্নের বিষ্ণু-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ-বিষয়ক প্রশ্ন ও 'কে এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে' ইত্যাকার চিন্তা, বৃদ্ধ বর্দ্ধকি-রূপে ভগবানের রাজসমীপে দর্শন দান এবং "আমিই বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিব" বলিয়া যজ্ঞ-বেদিতে ভগবানের অন্তর্দ্ধান।	৯২৪
১৯ শ অঃ।—আকাশবাণীর অনুসারী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মূর্ত্তি-সংস্কারাদি, সিংহাসনস্থিত রাম-কৃষ্ণ-সুভদ্রা-দর্শন, নারদ কর্ত্তৃক বাসুদেবের মূর্ত্তিচতুষ্টয় কথন, রামাদির লেপসংস্কারার্থ আকাশবাণী, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, মূর্ত্তিদর্শনে রাজার আনন্দ।	৯২৭
২০শ অঃ।—নারদোপদেশে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব, নারদ কর্ত্তৃক ভগবদ্রূপী স্থাণুর স্তব, ঋষিগণের ভগবদ্বর্ণন, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সপরিবার ভগবানের পূজা, তথায়, তাঁহার কোটিসংখ্যক গো দান করণ, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ভগবৎপ্রাসাদ নির্ম্মাপণ, প্রাসাদ প্রতিষ্ঠোপলক্ষে বিধির আদেশে তথায় দেবগণের আগ-মন।	৯৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
২১শ অঃ।—জনৈক ঋগ্বেদী দ্বিজ কর্ত্তৃক দারুময় ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, নারদ কর্ত্তৃক দ্বিজবাক্যের অনুমোদন ও ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি বেদবিহিত ভগবদুপাসনার্থ উপদেশ প্রদান, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক প্রাসাদ নির্ম্মাণ, প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নারদের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্নের ব্রহ্মলোকে গমনেচ্ছা প্রকটন।	৯৩৫
২২শ অঃ।—জগন্নাথের প্রণাম ও প্রদক্ষিণান্তে নারদ সহ রথারোহণে রাজার ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ, পথে নৃপতির প্রাসাদনাশাশঙ্কা, নারদের সান্ত্বনা, ব্রহ্মলোকের দ্বারদেশে উপনীত নারদের প্রতি দৌবারিকগণের সভা প্রবেশ প্রার্থনা, দৌবারিক কর্ত্তৃক দ্বারমুক্ত।	৯৩৯
২৩শ অঃ।—নারদ কর্ত্তৃক দৌবারিকগণ সমীপে রাজার পরিচয় প্রদান, দৌবারিক বাক্যে নারদের ব্রহ্মসভায় গমন ও রাজার দ্বারদেশে অবস্থিতি, নারদমুখে ইন্দ্রদ্যুম্নের আগমন শ্রবণে সভা প্রবেশার্থ ব্রহ্মার অনুমতি, রাজার সভাপ্রবেশ, রাজা কর্ত্তৃক ব্রহ্মার স্তব, সভাবিভূতিদর্শন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রাজার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা, তদুত্তরে রাজা কর্ত্তৃক প্রাসাদপ্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মার আগমন প্রার্থনা, ইত্যবসরে দুর্ব্বাসা ঋষির ব্রহ্মসমীপে আগমন ও দ্বারদেশে দিক্‌পালাদির অবস্থান বর্ণন, ব্রহ্মার আদেশে দিক্‌পালাদির সভাপ্রবেশ ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রাজার দিক্‌পাল হইতে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন, প্রাসাদ প্রতিষ্ঠার্থ আগমনে ব্রহ্মার অঙ্গীকার ও দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহার্থ রাজার গমনানুমোদন, ব্রহ্মার আদেশে রাজা ও পদ্মনিধি সহ দেবগণের পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন।	৯৪২
২৪শ অঃ।—সুচিরাগত উৎকণ্ঠিত রাজার জগন্নাথদর্শনে আনন্দাবির্ভাব ও স্তুতিপ্রণতি, দেবগণ কৃত জগন্নাথস্তব, সদেব ইন্দ্রদ্যুম্নের নরসিংহ দর্শন ও প্রণতি, দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহার্থ পদ্মনিধির সহিত রাজার নীলগিরির শিখরস্থ প্রাসাদসমীপে গমন, মন্দির দর্শনে দেবগণের বিস্ময় ও বিবিধ বিতর্ক, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দেবগণসমীপে আনুপূর্ব্বিক আকাশবাণী প্রভৃতি বর্ণন, পদ্মনিধির তদীয় কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা, রাজা কর্ত্তৃক নারদসমীপে দ্রব্যসম্ভারের ফর্দ্দ প্রার্থনা।	৯৪৭
২৫শ অঃ।—রাজার প্রার্থনায় নারদের ফর্দ্দ প্রদান, ফর্দ্দানুসারে পদ্মনিধির দ্রব্যাসাদন, নারদ কর্ত্তৃক রথাদি নির্ম্মাণবিষয়ক কতিপয় বিশেষ বিধি কথন, রথত্রয় নির্ম্মাণ ও নারদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠা, মুনি-জৈমিনি সংবাদে রথপ্রতিষ্ঠা বর্ণন।	৯৫০
২৬শ অঃ।—রাজাদেশে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিশাল দেবশালা নির্ম্মাণ, তৎপ্রতিষ্ঠার্থ রাজার দ্রব্যসাধন ও গাল নৃপতিপ্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ হইতে মাধবকে আনয়ন, তচ্ছ্রবণে অন্য রাজার আক্রমণাশঙ্কায় সসৈন্য গাল নৃপতির ক্রোধ ও তথায় আগমন, পরে "এই কার্য্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারা ইহা সমাহিত হইবে" শুনিয়া গালের বিস্ময় ও রাজার ভূরি প্রশংসা, বিষ্ণুভক্ত গালের প্রতি ইন্দ্রদ্যুম্নের বিবিধ বিনয়-ব্যবহার পুরঃসর প্রাসাদাদি রক্ষার ভারার্পণ, ইত্যবসরে ব্রহ্মলোকবিভূতিসহ দিব্য বিমানারূঢ় ব্রহ্মার আগমন, তদুদ্দেশে গাল রাজা সহ ইন্দ্রদ্যুম্নের ভূমিলুণ্ঠন, বিবিধ স্তব ও সানন্দে গাত্রোত্থান।	৯৫৫
২৭শ অঃ।—ব্রহ্মার অবতারণার্থ কাঞ্চন সোপান সন্নিবেশ, বেত্রহস্ত গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মার পথ প্রদর্শন, দুর্ব্বাসা ও নারদের হস্ত ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার অবতরণ, অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক পদ্মযোনি কর্ত্তৃক সিদ্ধ বিদ্যাধরাদির প্রতি তদীয় পাদপতিত ইন্দ্রদ্যুম্নের সৌভাগ্য কথন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রণতি সহকৃত জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রা সুদর্শনের স্তব, ব্রহ্মার নীলগিরিতে গমন ও প্রাসাদদর্শনে আনন্দ, দেবগণ সহ ব্রহ্মার যথাযোগ্য আসনে উপবেশন, ব্রহ্মার আদেশে শান্তিপৌষ্টিকাদির জন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ভরদ্বাজের বরণ, ভরদ্বাজের কার্য্যানুষ্ঠান, ভগবদ্দর্শনে তত্রত্য জনগণের জীবন্মুক্ততা, ভরদ্বাজপ্রার্থনায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের জীবন্যাস, স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি, ব্রহ্মা ও নারদাদির পৃথক্ পৃথক্ কৃষ্ণস্তব, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবাভিষেক, বৈশাখ মাসের পুষ্যাযুক্ত শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ঐ তিথির মাহাত্ম্য কথন।	৯৫৯
২৮শ অঃ।—নৃসিংহমূর্ত্তিদর্শনে ইন্দ্রদ্যুম্নাদির অকস্মাৎ ভয়োৎপত্তি, নারদপ্রার্থনায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নৃসিংহের প্রভাববর্ণন, স্তব ও নৃসিংহমন্ত্রে	

বিষয়	পৃষ্ঠা
তদীয় প্রতিষ্ঠা, প্রত্যক্ষমূর্ত্তি বেদাদির আগমন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্নের নৃসিংহমন্ত্রে দীক্ষা, লক্ষ্মী-নৃসিংহ শান্তিক্রিয়া, দারুময়ী দেবমূর্ত্তি-পূজামাহাত্ম্য।	৯৪৬
২৯শ অঃ।—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রে বলভদ্রের, পুরুষসূক্তে পুরুষোত্তমের ও দেবী-সূক্তে দেবী সুভদ্রার পূজা, বিষ্ণুভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্নের রক্ষার্থ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব, দারুময় ভগবানের ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি বরদান, ভগবান কর্ত্তৃক স্নানমাহাত্ম্য কথন, মাস-তিথ্যাদির উদ্দেশ বিধান, জপ-স্নানাদির ফলশ্রুতি।	৯৯
৩০শ অঃ।—বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠ স্নানাদির মাহাত্ম্যকথনপ্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয়হ্রদে স্নান, অক্ষয়-বট, অক্ষয়বট মূলস্থিত নারায়ণ, বলরাম ও বিষ্ণুবাহন গরুড়, রথস্থ দারুময় বিষ্ণু ও বলভদ্র ও সুভদ্রা, স্বর্গদ্বার ও চতুর্দ্দিক প্রভৃতির দর্শনাদি, সাগরাবগাহনাদি এবং অন্যান্য তীর্থ ক্ষেত্রাদির মাহাত্ম্য বর্ণন।	৯৭৭
৩১শ অঃ—ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে স্নান নৃসিংহ-মন্ত্রোচ্চারণ, মণ্ডপস্থিত পুরুষোত্তম দর্শন ও জ্যৈষ্ঠমাসীয় পুরুষোত্তম স্নানমাহাত্ম্য, পুরুষো-ত্তমস্তোত্রপদ্ধতি এবং পুরুষোত্তমদর্শনে অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি বর্ণন।	৯৮৩
৩২শ অঃ।—ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর স্নানের বিবিধ বিধি, দক্ষিণমূর্ত্তিদর্শনমাহাত্ম্য, জ্যৈষ্ঠ-পঞ্চকব্রত, যাত্রাবিধি, পুরুষোত্তম দর্শনফল, পঞ্চদীপপ্রজ্বালন পুরঃসর নৃসিংহপূজার কর্ত্ত-ব্যতা, জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমায় উপবাসপূর্ব্বক কৃষ্ণ, বল-রাম ও সুভদ্রার পূজাফল।	৯৯০
৩৩শ অঃ।—মহাবেদীর মহোৎসব, প্রধান প্রধান দেবতার পূজা, স্নান বিবিধ দান, রথত্রয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা, দৈবাৎ অমঙ্গলাবকাদি অদ্ভুত সংঘটিত হইলে তাহার শান্তি, রথস্থ বিষ্ণুদর্শনে কিংবা মহাবেদীতে কৃষ্ণ বলভদ্র ও সুভদ্রাদর্শনে মহাফল ও সহস্র দীপ প্রজ্বালন মাহাত্ম্য বর্ণন।	৯৯৭
৩৪শ অঃ।—অশ্বমেধাদি তীর্থদ্বয়ের মাহাত্ম্য, বিন্দুতীর্থ মাহাত্ম্য, মহাবেদীতে পিতৃ-কার্য্যের ফল, এবং ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর, নৃসিংহ-ক্ষেত্র, বনজাগরণ তীর্থ ও হৃষীকেশতীর্থে স্নান জলাদির ফল বর্ণন।	১০০১
৩৫শ অঃ।—রথযাত্রাবিধি, পুনর্যাত্রা ও তৎকালে রথস্থ কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রাদর্শন ফল এবং কৃষ্ণাদির স্তুতি প্রকার।	১০০৫
৩৬শ অঃ।—শয়নোৎসব ব্রতবিধি, চাতু-র্ম্মাস্য পুণ্যবর্ণন, চাতুর্ম্মাস্যে স্নান ও দেব-দর্শনাদি বিধি, চাতুর্ম্মাস্যে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য বস্তুবিচার, চাতুর্ম্মাস্যে পালনীয় কতিপয় নিয়ম ও চাতু-র্ম্মাস্য ব্রতোদ্যাপন মাহাত্ম্য শ্রবণাবশ্যকতা।	১০০৬
৩৭শ অঃ।—দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিকৃত্য কথন প্রসঙ্গে পুরুষোত্তমের পঞ্চামৃতাভিষেক ও পূজাদি কথন, পুরুষোত্তমের দর্শনাকাঙ্ক্ষিত দেব-গণের নাম নির্দ্দেশ ও তাঁহাদের পূজাফল বর্ণন, শ্বেতবাসে ইন্দ্রদ্যুম্নের নৃসিংহ দর্শন শ্বেত রাজা কর্ত্তৃক পুরুষোত্তম নৃসিংহের পূজা, পদ্মযাজন কর্ত্তৃক শ্বেতরাজের প্রতি বরদান।	১০
৩৮শ অঃ।—শ্বেতরাজের প্রতি বর-দানান্তে ভগবানের অন্তর্দ্ধান, ভগবানের উচ্ছিষ্ট ভক্ষমাহাত্ম্য, কলিকাল নির্ণয়, চিন্তা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হেতু কলিরফলা-দির কথন, ভগবানের দয়াদাক্ষিণ্যাদি স্বভাব বর্ণন, সশঙ্কিত জনৈক দ্বিজ বড়ুর উচ্ছিষ্টবোধে পুরুষোত্তমপ্রসাদ ভক্ষণে তাহার দেহপীড়া, প্রসাদ বুদ্ধিতে দেবোচ্ছিষ্ট-ভোজী দ্বিজগণের দেববৎ দেহকান্তি, ভগবদা-রাধনায় পূর্ব্বোক্ত দেবোচ্ছিষ্টাবমাননাকারী দ্বিজের দেহকান্তিলাভ, দমনক দৈত্যবধ প্রসঙ্গে সুগন্ধ নির্ম্মাল্যোৎপত্তি, ভগবদ্ভক্ত-লক্ষণ ও দেবপূজাবিধি, অভীষ্ট জনের সহিত দেবোচ্ছিষ্ট ভোজনের ফল বর্ণন।	১০১৪
৩৯শ অঃ।—দক্ষিণামূর্ত্তি দর্শন ও শয়ন-উৎসবে সর্ব্বযাত্রা সিদ্ধি কথন, ভগবৎপার্শ্ব-পরিবর্ত্তন কাল, ভগবানের কৌমুদী নামক উত্থানোৎসব প্রসঙ্গে উত্থানোৎসবের পূজাদি ও তৎপূজাপ্রভাবে সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থাভিষেক ফল প্রাপ্ত কথন।	১০২৩
৪০শ অঃ।—অগ্রহায়ণ-শুক্লষষ্ঠীতে ভগ-বানের প্রাবরণোৎসব ফল, পুষ্যাভিষেকোৎসব বিষয়ক ব্রতবিধি।	১০২৮
৪১ শ অঃ।—উত্তরায়ণ প্রসঙ্গ, উত্তরায়ণ কৃত্য, কল্পদ্রুমমহোৎসবানুষ্ঠান ও তাহার ফল-শ্রুতি, বিষ্ণুপ্রীতিকর বৈষ্ণব হোম।	১০৩০

বিষয় পৃষ্ঠা

৪২ শ অঃ।—ফাল্গুনমাসীয় দোলারোহণ বিধি কথন। ১০৩৬

৪৩ শ অঃ।—ফাল্গুনপূর্ণিমায় সংসার ব্রত বিধান কথন, বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণুস্তব, জ্যৈষ্ঠপঞ্চক ব্রত ও ব্রতোদ্যাপন কথন। ১০৩৮

৪৪ শ অঃ।—বাসন্তিক দমনভঞ্জিকা যাত্রা ও মাহাত্ম্য কথন। ১০৪১

৪৫ শ অঃ।—সকাম মানবগণের বিভূতি-লাভার্থ দেবপূজা, মুনিগণের নীলাচলে গমনার্থ জৈমিনির উপদেশ, মুনিগণ কর্ত্তৃক পুনরায় ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষয়ক প্রশ্ন, মুনিকর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্ন-শ্বেত নৃপতি প্রসঙ্গে ক্ষেত্র ও দারুময় মূর্ত্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। ১০৪৫

৪৬ শ অঃ।—ক্ষেত্র ও দারুময় দেবমাহাত্ম্য শ্রবণে প্রশংসাপূর্ব্বক মুনিগণের তথায় গমনাভিলাষ, জৈমিনিবাক্যে অতৃপ্ত উদ্দালকের পুনঃ প্রশ্ন, জৈমিনি কর্ত্তৃক বিবিধ ধর্ম্ম কথনানন্তর মোক্ষোপায় কথন। ১০৪৮

৪৭ শ অঃ।—জৈমিনি কর্ত্তৃক উদ্দালকের প্রতি বিবিধ উদাহরণোপন্যাসপূর্ব্বক আত্মার স্বরূপ বর্ণন এবং তৎপ্রসঙ্গে জগন্নাথক্ষেত্রে মৃত্যু প্রভৃতির প্রশংসা। ১০৫১

৪৮শ অঃ।—যুগকালাদি ভেদে জগন্নাথক্ষেত্রমাহাত্ম্য, দুর্ব্বাসা ঋষি ও মধ্যদেশবাসী দ্বিজদ্বয়ের উপাখ্যান, দ্বিজদ্বয়ের প্রশ্নে জনৈক জ্যোতির্ব্বিৎ কর্ত্তৃক তাঁহাদের মরণকাল ও মরণস্থান নির্ণয় এবং তন্মধ্যে একজনের পুরুষোত্তম ক্ষেত্র গমনে প্রবৃত্তি। ১০৫৩

৪৯ শ অঃ।—পুরুষোত্তম ক্ষেত্র গমনেচ্ছু দ্বিজ সমীপে দুর্ব্বাসার আগমন, দ্বিজকর্ত্তৃক পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা দুর্ব্বাসার পূজা ও স্তব, দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক দ্বিজের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কথন ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র গমনের উপদেশ, দুর্ব্বাসার সহিত দ্বিজের পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাত্রা, দ্বিজের চিত্তশুদ্ধি পরীক্ষার্থ কান্তার মধ্যে দুর্ব্বাসার সহসা অন্তর্দ্ধান, দ্বিজের খেদোক্তি, সেই কান্তার মধ্যে তৃষ্ণাতুরা জনৈক রমণীর সহিত দ্বিজের সাক্ষাৎকার ও মদনপীড়া, দুর্ব্বাসার মায়া-নির্ম্মিত রমণীর আত্মপরিচয় প্রদান, তাহাকে নিজ পত্নী জানিয়া গ্রহণ ও শ্বশুরগৃহে পত্নীর সহিত একমাস অবস্থান। ১০৫৫

৫০শ অঃ।—দ্বিজের জ্বররোগাক্রান্তি, তদীয় আলয়ে বিষ্ণুদূত ও যমদূতগণের আগমন ও দ্বিজকে গ্রহণার্থ তদীয় পুণ্য ও পাপ কথনপূর্ব্বক উভয় পক্ষের কলহ, ক্ষেত্রযাত্রা প্রভাবে দ্বিজের মোহাপগম ও কামিনীসম্ভোগ জন্য বিবিধ খেদ, সহসা দুর্ব্বাসার আবির্ভাব, পীড়িত যমদূতগণের যম সমীপে গমন ও দ্বিজবৃত্তান্ত কথন, তৎশ্রবণে বিষ্ণুদূত সহ যুদ্ধার্থ যমের উদ্যোগ, ইত্যবসরে জনৈক বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক দ্বিজকে ক্ষেত্রস্থ চতুঃসীমা মধ্যে আনয়ন, ক্ষেত্রসামীপ্য প্রভাবে দ্বিজের বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্তি, দুর্ব্বাসার ব্রহ্মলোকে গমন। ১০৫৯

৫১ শ অঃ।—ক্ষেত্রস্থিত বহুতীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে বিবিধ দানপ্রশংসা। ১০৬২

৫২ শ অঃ।—মাঘী পূর্ণিমা প্রসঙ্গ ও তন্মাহাত্ম্য,—মাঘীপূর্ণিমায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বিবিধ কর্ত্তব্য বর্ণন, পাষণ্ড বংশোদ্ভব ধার্ম্মিক দৃঢ়মতির উপাখ্যান,—সহস্র গয়াশ্রাদ্ধে পিতৃগণের নরকমুক্তি হইল না দেখিয়া দৃঢ়মতির খেদ, মাঘী পূর্ণিমায় সাগরতীরে তদীয় পাষণ্ড পিতৃগণের উদ্দেশে দানার্থ দৃঢ়মতির প্রতি আকাশবাণী। ১০৬৫

৫৩ শ অঃ।—আকাশবাণী শ্রবণে দ্বিজ দৃঢ়মতির সাগরতীরে মাঘী পূর্ণিমায় পিণ্ড দান, তদীয় পাষণ্ড পিতৃগণের বিমানারোহণে ব্রহ্মলোকে গমন। ১০৬৯

৫৪ শ অঃ।—পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে কন্তুর উপাখ্যান,—ক্ষেত্র গমন প্রভাবে কন্তুর দিব্যগতি, কার্ত্তিকের মহাদেব সংবাদে অর্দ্ধোদয়কালীন ক্ষেত্রমাহাত্ম্য ও তুলাপুরুষাদি বিবিধ দান প্রশংসা। ১০৭১

৫৫শ অঃ।—কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক মহাদেব সমীপে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের দশাবতার ক্ষেত্রনাম-নিরুক্তি জিজ্ঞাসা, তদুত্তরে মহাদেব কর্ত্তৃক বিষ্ণুর বিবিধ অবতার গ্রহণ বর্ণন। ১০৭৫

৫৬ শ অঃ—মহাদেব কর্ত্তৃক পুরুষোত্তমের বিবিধ পূজা জপ স্তব ও প্রার্থনাদি বর্ণন প্রসঙ্গে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব কথন। ১০৭৭

৫৭ শ অঃ।—পুরুষোত্তমক্ষেত্রের কার্ত্তিকপূর্ণিমা ব্রত প্রতিষ্ঠাবিধান, কার্ত্তিকপূর্ণিমাব্রত প্রতিষ্ঠামাহাত্ম্য উপসংহার, জৈমিনি সমীপে

বিষয় পৃষ্ঠা

মুনিগণের পুরাণ শ্রবণবিধি জিজ্ঞাসা, সাধুবাদ সহকারে ঋষিগণের প্রতি জৈমিনির পুরাণ-শ্রবণ ক্রম বর্ণন, তচ্ছ্রবণে পরিতৃপ্ত ঋষিগণের জৈমিনিকে দক্ষিণাদান ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক মুক্তি লাভ। ১০৮০

পুরুষোত্তমক্ষেত্রমাহাত্ম্য সমাপ্ত ॥

বদরিকাশ্রম-মাহাত্ম্য।

১ম অঃ।—সূত-শৌনক সংবাদ প্রসঙ্গে "কি উপায়ে মুক্তি হয়," এই প্রশ্নে শিব-স্কন্দ সংবাদারম্ভ,—প্রথমতঃ গঙ্গা গোদাবরী যমুনা নর্ম্মদাদি বহুতীর্থ বর্ণন পুরঃসর কাশী বদরিকাশ্রম প্রভৃতি ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণন, অযোধ্যা ক্ষেত্র মাহাত্ম্য, গোমতী তীর্থ স্নানবিধি বর্ণন, পঞ্চক্রোশী তীর্থযাত্রা ফল কথন, বিশ্রান্তি তীর্থ স্নানফল, রামতীর্থে সুবর্ণ দান মাহাত্ম্য, মার্কণ্ডেয় তীর্থ স্নানফল কথন, জগন্নাথ দর্শন মাহাত্ম্য কথন, ইন্দ্রদ্যুম্নহ্রদ স্নান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, এবং বদরী নাম কীর্ত্তনে উপযুক্ত সর্ব্বফল প্রাপ্তি কথন। ১০৮৬

২য় অঃ।—বদরিকাশ্রম ক্ষেত্রের উৎপত্তি ও তন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, শিব কর্ত্তৃক সুতাসঙ্গমকারী ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ছেদন বৃত্তান্ত বর্ণন, ব্রহ্মহত্যা দোষ নিবৃত্ত্যর্থ তাঁহার সর্ব্বতীর্থে ভ্রমণ, ভ্রমণ করিতে করিতে গিরিজাপতির বদরিকাশ্রমে গমন, তথায় গমনে তাঁহার ব্রহ্মহত্যা দোষ নিবৃত্তি, দশাশ্বমেধিক তীর্থ বর্ণন, ব্যাসবাক্যে অগ্নির বদরিকাশ্রমে গমন ও তৎকৃত ভগবৎ-স্তুতি বর্ণন। ১০৯০

৩য় অঃ।—অগ্নিতীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন, নারদী প্রভৃতি পঞ্চ শিলা মাহাত্ম্য,—নারদের তপস্যা, নারদ সমীপে দ্বিজরূপী হরির আগমন, নারদ কর্ত্তৃক হরির স্তব, হরির বরদান, নারদী শিলার উৎপত্তি, নারদের মধুপুরে গমন, মার্কণ্ডেয়ের তপস্যা ও মার্কণ্ডেয়ী শিলোৎপত্তি। ১০৯৩

৪র্থ অঃ।—বৈনতেয়ী শিলা মাহাত্ম্য বর্ণন,—গরুড়ের তপস্যা, হরির আবির্ভাব ও বরদান—বৈনতেয়ী শিলার উৎপত্তি, বারাহী শিলা মাহাত্ম্য বর্ণন, বারাহীশিলা মাহাত্ম্য বর্ণনে দেবতা ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তুতি, নারসিংহী শিলা মাহাত্ম্য। ১০৯৭

৫ম অঃ।—ভগবৎপ্রদক্ষিণ ফল কথন, বিশালয়ে ভগবানকে দেখিতে না পাইয়া ক্ষীরাব্ধিতে দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তুতি, ভগবদাবির্ভাব, "কুমেধা ব্যক্তিগণ আমায় দর্শন করিবে, এই ভয়ে আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম" এই বলিয়া ভগবানের অন্তর্দ্ধান, শিব কর্ত্তৃক ভগবৎস্থাপন, বদরিকাশ্রম দর্শন ও তন্নাম গ্রহণে ব্রহ্মাণ্ডদানফল প্রাপ্তি, এবং বদরী ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি ও দান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। ১১০১

৬ষ্ঠ অঃ।—পিতৃতীর্থ কপালমোচনতীর্থ ও ব্রহ্মতীর্থোৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণন, ঐ ঐ স্থানে ব্রহ্মার তপস্যা করণ, ভগবদ্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের স্তুতি, ভগবৎপ্রসাদে তাঁহার সৃষ্টি করণাধিকার প্রাপ্তি, তাঁহার সর্ব্ব বেদাধিকার প্রাপ্তি, সরস্বতী স্নান প্রভাবে বেদব্যাসের পুরাণাদি সংহিতা করণাধিকার প্রাপ্তি, কাম্যতীর্থ মাহাত্ম্য ও বসুধারা তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণন। ১১০৫

৭ম অঃ।—প্রভাস-পুষ্কর-গয়া-নৈমিষ-কুরুক্ষেত্র ও পঞ্চধারাতীর্থ মাহাত্ম্য, পঞ্চধারাতীর্থের মলিনত্ব প্রাপ্তি, মলিনতা নিবারণ জন্য তাঁহাদের বদরিকাশ্রমে গমন, সোমকুণ্ডের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণন, সপ্তপদ চতুঃস্রোতোবহী তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। ১১১০

৮ম অঃ।—বিশালায় ভগবন্নিবাস হেতু সন্তুষ্ট ইন্দ্রাদি দেবগণের মেরুত্যাগ করিয়া বিশালায় গমন; ইন্দ্রাদি দেবগণের সুখ বিধানার্থ ভগবানের বিশালায় মেরু স্থাপন, দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তুতি, ভগবদাদেশে দেবগণের বিশালায় বাস, বদরিকাশ্রমে লোকপাল স্থাপন, বদরিকাশ্রমে স্নান করিলে তন্নিমিত্ত সর্ব্বফল প্রাপ্তি কথন, ধর্ম্মক্ষেত্র বর্ণন, ও দণ্ডপুষ্করিণী তীর্থ কীর্ত্তন। ১১১৫

বদরিকাশ্রম-মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

বিষয়	পৃষ্ঠা

কার্ত্তিকমাস-মাহাত্ম্য।

১ম অঃ।—মঙ্গলাচরণ, কার্ত্তিকমাস মাহাত্ম্য জানিবার জন্য সূতের প্রতি শৌনকের প্রশ্ন, সূতের প্রশ্নোত্তর দান, ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে কার্ত্তিক ব্রত প্রশংসা, আপৎ কালে ব্রত ব্যবস্থা সঙ্কোচ। ১১২০

২য় অঃ।—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নারদসমীপে কার্ত্তিক ব্রতধর্ম্ম বর্ণন, গুরুশুশ্রূষাবর্ণন প্রসঙ্গে গৌতম শিষ্য [illegible] প্রশংসা, [illegible] প্রসঙ্গে সত্য-কেতু [illegible] উপাখ্যান [illegible] দ্বিজের ইতিহাস, পুষ্করের ইতিহাস, [illegible] মাহাত্ম্য, [illegible] ইতিহাস, [illegible]প্রসঙ্গে শালগ্রাম শিলাদানমাহাত্ম্যে [illegible]পত্নীর বৈধব্য মোচন কীর্ত্তন। ১১২৩

৩য় অঃ।—কার্ত্তিক ব্রতারম্ভ ও ব্রতাবসান কাল কথন, ব্রতমাহাত্ম্য কীর্ত্তন। ১১২৮

৪র্থ অঃ।—কার্ত্তিক স্নানবিধি, স্নানকাল নিরূপণ, তুলারাশিগত দিবাকরে স্নান [illegible] পণ, পঞ্চনদীতীর্থ মাহাত্ম্য, স্নান [illegible] মধ্যম ও অধম কাল লক্ষণ, [illegible] ব্যক্তির লক্ষণ, চতুর্ব্বিধ স্নান [illegible] ১১২৯

৫ম অঃ।—উষাকাল হইতে [illegible] সূর্য্য-পূর্ব্বোৎসর্গ ও দন্তধাবনাদি [illegible] কৃত্য হবিষ্য ও নিরামিষাদি অন্ন নিরূপণ, [illegible] হইতে শয়নান্ত কৃত্য কথন। ১১৩৪

৬ষ্ঠ অঃ।—কার্ত্তিকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, বিবিধ দান কথন। ১১৩৮

৭ম অঃ।—বিষ্ণুমন্দিরে দীপদান মাহাত্ম্যে কুৎস দ্বিজের বিবরণ, পরন্তু দীপপ্রবোধন মাহাত্ম্য,—চন্দ্রমুখী [illegible] ইতিহাস, আকাশদীপদান মাহাত্ম্য,—ধর্ম্মরাজাদের ইতি-হাস, চন্দ্রশর্ম্মা ও সুনন্দনসংবাদে কার্ত্তিক ব্রত-ধর্ম্মনিরূপণ, আকাশদীপদান নিয়ম, আকাশ দীপদাতার পিশাচমুক্তি, হরিকর দ্বিজের ইতিবৃত্ত, কর্পূরদীপ দান মাহাত্ম্য। ১১৩৯

৮ম অঃ।—তুলসীমাহাত্ম্য,—ধর্মমেধা ও সুমেধা দ্বিজের ইতিবৃত্ত। ১১৪৬

৯ম অঃ।—বৎসদ্বাদশীবিধান, বৎসদ্বাদশী ব্রত প্রভাবে একাকী গোপাঙ্গনার ঐশ্বর্য্য লাভ, যমত্রয়োদশীব্রত, হৈমনৃপের ইতিহাস, নরক-চতুর্দ্দশী, দীপাবলী বিধান, পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদি, সায়ং-কালে মহালক্ষ্মী মহাকালী ও মহাসরস্বতীর পূজা, লক্ষ্মীপ্রবোধোৎসব দীপোৎসব ও নীরাজন, বলিরাজ্য ও [illegible] ক্রীড়া কৌতুক বর্ণন, অর্দ্ধ-রাত্রে অলক্ষ্মীর বহির্নিঃসরণ, সুখরাত্রিব্রত। ১১৫০

১০ম অঃ।—দ্যূতপ্রতিপৎ, বলিরাজ্যে প্রতিপদের উৎসব,—অঙ্গনে গোময়মূর্ত্তি পূজা, গোবর্দ্ধনপূজা, মহিষ বৃষভাদির যুদ্ধক্রীড়া নিশাতে বলিপূজা, গোক্রীড়া, যষ্টিকাকর্ষণ। ১১৫৫

১১শ অঃ।—যমদ্বিতীয়া ব্রত বিধান, সূত শৌনক সংবাদে যমদ্বিতীয়ায় যমের ভগিনী যমুনার গৃহে নিমন্ত্রণ বর্ণন, যমের ভগিনীগৃহে আগমন, ঐ দিন নারকীদিগের মুক্তি, ভগিনী গৃহে ভোজন করিয়া যমের মনস্তুষ্টি, ভগি-নীর প্রতি বরদান ব্রতমাহাত্ম্য। ১১৫৯

১২শ অঃ।—ধাত্রীমাহাত্ম্য,—ধাত্রীপূজা, ধাত্রী [illegible] দেবাধিষ্ঠান, ধাত্রী-চ্ছায়ামাহাত্ম্য, [illegible] ইতিহাস, ধাত্রী [illegible] পুনর্জন্মমুক্তি, ধাত্রীচ্ছায়ায় ভোজনমাহাত্ম্য, [illegible] ধাত্রী [illegible] মাহাত্ম্য, ধাত্রী-[illegible] ধাত্রী-পূজা [illegible] ভোজন [illegible] মাহাত্ম্য। ১১৬৪

১৩শ অঃ।—[illegible] পূর্ব্বজন্ম [illegible] শঙ্খাসুরের উপাখ্যান প্রসঙ্গে কার্ত্তিকব্রত মাহাত্ম্য। ১১৭১

১৪শ অঃ।—[illegible] সংবাদ,—তুলসীর জন্ম [illegible] এবং নারদ কর্ত্তৃক উত্তর দান প্রসঙ্গে [illegible] দেহ হইতে জলন্ধরোৎপত্তি বর্ণন, বৃহস্পতিকৃত শঙ্করস্তব। ১১৭৫

১৫শ অঃ।—জলন্ধরের দিগ্বিজয়, বৃহস্প-তির 'জীব' নাম প্রাপ্তি। ১১৭৭

১৬শ অঃ।—যুদ্ধপরাজিত দেবগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব, বিষ্ণুর আবির্ভাব ও জলন্ধরের সহিত যুদ্ধ, জলন্ধরযুদ্ধে বিষ্ণুর প্রীতি, জলন্ধরের প্রতি বরদান, জলন্ধরগৃহে কমলার গমন, জল-ন্ধরের রাজ্য পালন, একদা তদীয় গৃহে নারদের গমন। ১১৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা

১৭ শ অঃ।—নারদ দর্শনে দানব কর্ত্তৃক তদীয় সৎকার, নারদ কর্ত্তৃক কৈলাসস্থ উমার সৌন্দর্য্য বর্ণন, উমা আনয়নার্থ জলন্ধরের রাহু প্রেরণ, ক্রুদ্ধ রুদ্রের ভ্রূমধ্য হইতে রুদ্রসেনার উৎপত্তি। ১১৮৬

১৮ শ অঃ।—দেবাসুর সংগ্রাম, রুদ্রসেনার পরাভব। ১১৮৩

১৯ শ অঃ।—গণপতি নন্দী প্রভৃতি শিবানুচরের পরাভবে বীরভদ্রোৎপত্তি, যুদ্ধে বীরভদ্রের পতন। ১১৮৫

২০ শ অঃ।—অনুচরগণ কর্ত্তৃক রুদ্রসমীপে যুদ্ধবার্ত্তা প্রদান, রুদ্রের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন ও জলন্ধরের সহিত যুদ্ধ, দানব কর্ত্তৃক রুদ্রমোহিনী গন্ধর্বী মায়ার আবিষ্কার, মায়াদেবীর মোহিনীমায়ায় মহাদেবের মোহ, জলন্ধরের শিববেশ ধারণপূর্ব্বক উমাসমীপে গমন, উমাকটাক্ষে জলন্ধরের জড়ত্ব প্রাপ্তি, উমাসমীপ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ভীত দানবের যুদ্ধার্থ রুদ্রসমীপে আগমন, দানবভীতা উমার বিষ্ণুস্মরণ, বিষ্ণুর আবির্ভাব, বিষ্ণুকর্ত্তৃক জলন্ধরপত্নী বৃন্দার পাতিব্রত্য বিনাশার্থ জলন্ধর রূপ ধারণে অঙ্গীকার, বিষ্ণুর যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন, মহাদেবের মোহাপগম, জলন্ধর সহ যুদ্ধ। ১১৮৭

২১শ অঃ।—বিষ্ণুকর্ত্তৃক জলন্ধরবেশ ধারণপূর্ব্বক তদীয় পুরে গমন, স্বপ্নযোগে বৃন্দার দুর্নিমিত্ত দর্শন, বৃন্দার পাতিব্রত্য ভঙ্গ, জলন্ধর বিনাশশঙ্কায় বৃন্দার বিলাপ, বৃন্দা-বিষ্ণুর পরস্পর শাপ প্রদান, বৃন্দার জীবন বিসর্জ্জন, তদীয় দেহ ভস্মোপরি বিষ্ণুর বিলুণ্ঠন। ১১৮৯

২১শ অঃ।—জলন্ধর সহ মহাদেবের যুদ্ধে জলন্ধর কর্ত্তৃক মায়া গৌরীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও তদীয় গাত্রে প্রহার, রোরুদ্যমানা গৌরীদর্শনে বিস্মিত শঙ্করের তূষ্ণীম্ভাব, সমরে শঙ্করের মহাভীষণরূপ ধারণ, অসুরগণের পলায়ন, শঙ্কর কর্ত্তৃক শুম্ভনিশুম্ভের প্রতি অভিশাপ ও সুদর্শনচক্র দ্বারা জলন্ধরের শিরশ্ছেদ, শঙ্কর সমীপে দেবগণ কর্ত্তৃক বৃন্দালাবণ্য-মোহিত বিষ্ণুর বার্ত্তাপ্রদান, শিবাদেশে বিষ্ণু-প্রবোধনার্থ দেবগণ কর্ত্তৃক শক্তিনিচয়ের স্তব, স্তবতুষ্ট শক্তিগণের বীজত্রয় প্রদান। ১১৯১

২৫ শ অঃ।—শক্তিপ্রদত্ত বীজত্রয় হইতে ধাত্রী মালতী ও তুলসীর উৎপত্তি এবং ধাত্রী প্রভৃতির মাহাত্ম্য। ১১৯৩

২৪ শ অঃ।—ধর্ম্মদত্তের কার্ত্তিক ব্রত প্রভাবে কলহা রাক্ষসীর রাক্ষসদেহমুক্তি। ১১৯৫

২৫শ অঃ।—কলহাবাক্যে ধর্ম্মদত্ত কর্ত্তৃক দানমাহাত্ম্য কথন, বিষ্ণুদূতানীত বিমানে কলহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি, বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক ধর্ম্মদত্তের প্রতি বরদান ১১৯৭

২৬শ অঃ।—বিষ্ণুভক্তি মাহাত্ম্য,—চোলরাজ ও বিষ্ণুদাস দ্বিজের ইতিবৃত্ত। ১১৯৮

২৭শ অঃ।—অতিথিপ্রিয় বিষ্ণুদাসাখ্য দ্বিজের কৃতান্নাপহারী চণ্ডালের প্রতি ঘৃত-দানার্থ ধাবন, পৃষ্ঠাগত বিষ্ণুদাসভয়ে চোর চণ্ডালের পলায়ন ও পথে মূর্চ্ছা, বিষ্ণুদাস কর্ত্তৃক চণ্ডালের বিবিধ সৎকার, চণ্ডালরূপধারী হরির প্রকটরূপে বিষ্ণুদাসের প্রতি বরদান, স্বর্গ হইতে বিমানাগমন, বিমানারোহণে বিষ্ণু-দাসের স্বর্গগমনে চোলরাজের অগ্নি প্রবেশ, চোলরাজকে ভগবানের স্বরূপ প্রদর্শন, চোল-রাজের মুক্তি। ১১৯৮

২৮শ অঃ।—কার্ত্তিকমাসে গণ্ডকীস্নানে জয়। বিজয়ের বিষ্ণুপার্ষদত্ব প্রাপ্তি। ১২০৩

২৯শ অঃ। কার্ত্তিকব্রতীর পুণ্য সংসর্গে কুবেরের যক্ষত্ব লাভ। ১২০৫

৩০শ অঃ।—কার্ত্তিক ব্রত ও দানা-সমর্থ ব্যক্তির ব্রত ও দানপুণ্য প্রাপ্তির উপায়, পাতিব্রত্য মাহাত্ম্য, মাসোপবাস ব্রতবিধান। ১২০৭

৩১শ অঃ।—দ্বাপরযুগোৎপত্তি কাল, কুষ্মাণ্ড নবমী ব্রত বিধান, তুলসী বিবাহ বিধি কথন। ১২১১

৩২শ অঃ।—ভীষ্মপঞ্চক ব্রত বিধান। ১২১৩

৩৩শ অঃ।—প্রবোধিনী একাদশী মাহাত্ম্য ও দ্বাদশী বিধান। ১২১৭

৩৪শ অঃ।—কার্ত্তিক ব্রতের উদ্যাপন বিধি। ১২২১

৩৫শ অঃ।—বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী ও ত্রিপুরোৎসব মাহাত্ম্য। ১২২৩

৩৬শ অঃ।—অষ্টক, পুষ্করিণী তিথিত্রয় মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ঐ দিনত্রয়ের গ্রাহ্য বর্জ্জ্যাদি বর্ণন, পুরাণ শ্রবণ মাহাত্ম্য। ১২২৬

কার্ত্তিকমাসমাহাত্ম্য সমাপ্ত।

বিষয় পৃষ্ঠা

মার্গশীর্ষমাস-মাহাত্ম্য ।

১ম অঃ।—সূত-শৌনক সংবাদ,—বিষ্ণু কর্তৃক ব্রহ্মার নিকট মার্গশীর্ষ মাস ব্রতের পুণ্য শ্রবণ মাহাত্ম্য বর্ণন, গোপীগণকৃত মার্গশীর্ষ-প্রাতঃস্নান, প্রাতঃস্নান পুণ্যে গোপীগণের কৃষ্ণ-প্রাপ্তি। ১২৩০

২য় অঃ—প্রাতঃস্নানাদি ত্রিপুণ্ড্র ধারণান্ত মার্গশীর্ষকৃত্য ও তন্মাহাত্ম্য। ১২৩১

৩য় অঃ।—দ্বারবতীমৃত্তিকা ও তুলসী-মৃত্তিকাদি দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ বিধি, গোপীচন্দন দ্বারা দেহ মুদ্রাঙ্কন বিধি, ভগবদবতার ও আয়ুধাদি চিহ্ন ধারণ ফল, ভগবানের নামাঙ্কিত ব্যক্তির সর্বকর্ম্মাধিকারত্ব। ১২৩৬

৪র্থ অঃ।—দেহে তপ্ত চক্রাঙ্কণ ও পদ্মবীজ এবং তুলসীমালা ধারণ ফল, ধাত্রীফল মালা ধারণ ও তুলসী কাষ্ঠ ধারণমাহাত্ম্য, ভগবন্মূর্ত্তি স্থাপন ও পূজাদি। ১২৩৮

৫ম অঃ।—পঞ্চামৃত ও শঙ্খোদক স্নান ফল, শঙ্খ পূজা মাহাত্ম্য। ১২৪১

৬ষ্ঠ অঃ।—ঘণ্টাবাদ্য ও বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজা, তুলসী কাষ্ঠ ও চন্দনাদি কথন। ১২৪৩

৭ম অঃ।—ভগবানের উদ্দেশে জাতী পুষ্প দান পুণ্য বর্ণন, ভগবৎপ্রিয় পুষ্প, জাতী পুষ্প-দানের শ্রেষ্ঠতা, বিষ্ণুকণ্ঠে সহস্র জাতী পুষ্প-মালার্পণের পুণ্য। ১২৪৫

৮ম অঃ।—তুলসীর মাহাত্ম্য—তুলসী-প্রসাদনকারীর সর্ব্ব পুণ্য প্রাপ্তি, তুলসী দ্বারা ভগবৎপূজা ফল, সহস্র বর্ত্তিযুক্ত দীপদান প্রশংসা। ১২৪৭

৯ম অঃ।—নৈবেদ্যাদির যথাবিধি পাত্র নির্ণয়, নৈবেদ্য ব্যঞ্জনাদির প্রস্তুতি প্রক্রিয়া। ১২৫০

১০ম অঃ। ভগবৎপ্রতিমা নির্ম্মাণমাহাত্ম্য, প্রদক্ষিণাদি ফল কথন, ভগবৎপ্রসাদভক্ষণ পুণ্য, মার্গশীর্ষে দেবপূজোদ্যাপন ও ফল বর্ণন। ১২৫২

১১শ অঃ।—একাদশীমাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে বীরবাহুর উপাখ্যান,—বীরবাহু ভবনে ভরদ্বাজের আতিথ্য, বীরবাহুর পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত ও তদীয় শূদ্রত্ব কথন। ১২৫৫

১২শ অঃ।—ভরদ্বাজসমীপে বীরবাহুর পূর্ব্বজন্মের শূদ্রত্বপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা, তদুত্তরে ভরদ্বাজ কর্তৃক তদীয় বিপ্রজন্ম ও পরে দশমীযুক্ত একাদশী করণে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি কথন, দশমীযুক্ত একাদশীর বর্জ্জ্যতা, আতিথ্য সৎকারের অবশ্য কর্ত্তব্যতা, একাদশী ব্রতোদ্যাপন ও অখণ্ড একাদশীব্রত কথন। ১২৬০

১৩শ অঃ।—দ্বাদশী জাগরণ ও জাগরণ বাসরে দানাদি বিধির বর্ণন, দ্বাদশীজাগরণ-মাহাত্ম্য। ১২৬৪

১৪শ অঃ।—দ্বাদশীর মৎস্যোৎসব,—মৎস্যোৎসবে পূজা জপাদির নিয়ম, স্নান সময়ে নদীসমীপে প্রার্থনা মন্ত্র, ভগবানের উদ্দেশে পুষ্পাদিদান ফল মৎস্যরূপী বিষ্ণুর স্বর্ণপ্রতিমা দান মাহাত্ম্য। ১২৬৮

১৫শ অঃ।—মার্গশীর্ষে দ্বিজদম্পতির পূজা বিধি, গো ভূমি প্রভৃতি বিবিধ দান মাহাত্ম্য, দানাদি দ্বারা দ্বিজগণের সন্তোষোৎপাদন মাহাত্ম্য, ভগবন্নাম মাহাত্ম্য। ১২৭০

১৬শ অঃ।—ভগবানের ধ্যান ও ধ্যান মাহাত্ম্য, শুক্লশিখা লক্ষণ। ১২৭৪

১৭শ অঃ।—মথুরা মাহাত্ম্য ও মথুরায় বিবিধ কৃত্যবর্ণন। ১২৭৮

মার্গশীর্ষ মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

ভাগবত মাহাত্ম্য।

১ম অঃ।—সূত-শৌনক সংবাদে মথুরা ও হস্তিনাপুরের রাজ্যাভিষেকাদি বর্ণন,—বজ্রনাভকে মথুরাপুরে ও পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরে অভিষেক করিয়া যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানান্তে বজ্রনাভের দর্শনার্থ পরীক্ষিতের মথুরাপুরে আগমন, বজ্রনাভ কর্তৃক পরীক্ষিতের সৎকার ও উভয়ের বিবিধ কথোপকথন, মথুরারাজ্যের প্রজাহীনতা সম্বন্ধে বজ্রনাভ কর্তৃক পরীক্ষিৎসমীপে কতিপয় প্রশ্ন, পরীক্ষিতের ইঙ্গিতে শাণ্ডিল্য ঋষির আহ্বান, শাণ্ডিল্যের আগমন ও রাজা কর্তৃক সৎকার লাভ, শাণ্ডিল্য কর্তৃক 'ব্রজ' শব্দের অর্থ কৃষ্ণকৃত ব্রজলীলা, গোবর্দ্ধন ও মথুরা মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন। ১২৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
২য় অঃ।—কথাবসানে শাণ্ডিল্যের স্বীয় আশ্রমে আগমন, শাণ্ডিল্যপ্রসাদে পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভের মথুরায় গোবিন্দ ও গোপীগণের লীলাস্থান অবলোকন, কৃষ্ণনামানুসারে বহু গ্রাম নগর পত্তন এবং কুণ্ড কূপাদি বিবিধ পূর্ত্ত প্রবর্ত্তন, শিবলিঙ্গ স্থাপন কৃষ্ণশোকে কাতরা কৃষ্ণপত্নীগণের কালিন্দীর প্রতি উক্তি, কালিন্দীর সদুক্তি, কালিন্দী কর্ত্তৃক ভগবদ্গুণ বর্ণন, গোবর্দ্ধন সমীপে পরীক্ষিতাদির উদ্ধব দর্শন।	১২৮৬
৩য় অঃ —উদ্ধব-পরীক্ষিৎ-সংবাদ উদ্ধব কর্ত্তৃক ভগবন্মাহাত্ম্য ও বাললীলাদি বর্ণন, ভাগবত পাঠে ভগবৎপ্রীতি, ভাগবত শ্রবণে মোক্ষ, সুপ্তাহ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ফল, সৃষ্টি স্থিতি ও লয় বর্ণন, ভাগবত শ্রবণে পরীক্ষিতের উৎসুক্য, উদ্ধবকর্ত্তৃক শুকমুখে ভাগবত শ্রবণার্থ উপদেশ, কলিনিগ্রহার্থ পরীক্ষিতের দিগ্বিজয়, স্যক্তরাজ্য বজ্রনাভের বৃন্দাবন গমন, ভাগবত শ্রবণ ও মুক্তি।	১২৮৮
৪র্থ অঃ।—সূত শৌনক সংবাদ,—শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবানের ঐক্য কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ বিধি ও মাহাত্ম্য।	১২৯১

ভাগবতমাহাত্ম্য সমাপ্ত।

বৈশাখমাস-মাহাত্ম্য।

১ম অঃ।—সূত সমীপে ঋষিগণের বৈষ্ণবধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, অম্বরীষ-নারদ সংবাদ,—নারদ কর্ত্তৃক বৈশাখ মাস প্রশংসা, বৈশাখ স্নান মাহাত্ম্য।	১২৯৭
২য় অঃ।—বৈশাখ ব্রতাকরণে দোষশ্রুতি, বৈশাখ ব্রত প্রশংসা,—জল, ব্যজন, ছত্র, পাদুকা ও অন্নদানের অবশ্য কর্ত্তব্যতা।	১২৯৯
৩য় অঃ।—বৈশাখের শ্রেষ্ঠতা,—শয্যাকম্বলাদি বিবিধ দান, বিশ্রাম গৃহ-নির্ম্মাণ ও বাপীকূপাদির সংস্থান-মাহাত্ম্য, অপুত্রকের সপুত্রনির্ণয়, তাম্বূলাদি বিবিধ দানফল।	১৩০১
৪র্থ অঃ।—বৈশাখব্রতীর বর্জ্জ্যবস্তু নির্ণয়, গৃহস্নানের দোষ শ্রুতি, নদী প্রভৃতির স্নান প্রশস্ততা, মধুসূদনের পূজা অর্ঘ্য দানাদি।	১৩০৪
৫ম অঃ।—বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শনান্তর বৈশাখের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ।	১৩০৭
৬ষ্ঠ অঃ।—বৈশাখ জলদান প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ রাজার উপাখ্যান,—জলদানাভাবে হেমাঙ্গের তির্য্যগ্ যোনিলাভ, মিথিলারাজভবনে গোধাদেহ প্রাপ্তি, শ্রুতদেবপ্রসাদে পুনঃ পূর্ব্বদেহ লাভ।	১৩০৯
৭ম অঃ।—মিথিলাভূপতির প্রশ্নে শ্রুতদেব কর্ত্তৃক বৈশাখের জলদানাদি বিবিধ পুণ্য কীর্ত্তন ও তৎপ্রসঙ্গে তদীয় পিতার অতীত বৃত্তান্ত কথন।	১৩১৩
৮ম অঃ।—বৈশাখ মাহাত্ম্য,—হর-গৌরী-সংবাদে কক্কুৎস্থের ইতিবৃত্ত বর্ণন।	১৩১৬
৯ম অঃ।—মৈথিলরাজজিজ্ঞাসায় শ্রুতদেব কর্ত্তৃক কুমার জন্ম বর্ণন, বৈশাখ ধর্ম্ম প্রশংসা।	১৩২৩
১০ম অঃ।—অশূন্য শয়নব্রত ও বৈশাখে ছত্রাদি দান মাহাত্ম্য।	১৩৩০
১১শ অঃ।—বশিষ্ঠাদেশে মৈথিলনৃপের বৈশাখ ব্রতাচরণ, তদীয় বৈশাখ ব্রত প্রভাবে যমপুরীর শূন্যতা, নারদের যমসমীপে গমন ও মৈথিলনৃপের পুণ্যাচরণ কীর্ত্তন, নারদবাক্যে উত্তেজিত যমের যুদ্ধার্থ মিথিলাপুরে গমন, ভূপতির সহিত যুদ্ধ, পুণ্যপ্রভাবে ভূপতির জয়, যমের রাজার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ, তন্নিবারণার্থ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রত্যাগ, ব্রহ্মাস্ত্র নিবৃত্তি, রাজা কর্ত্তৃক সুদর্শনের স্তব, পরাজিত যমের ব্রহ্মসদনে গমন, যমাগমনে দেবগণের বিবিধ বিতর্ক।	১৩৩৫
১২শ অঃ।—ব্রহ্মার নিকট যমের গমন ও বৈশাখব্রতী মিথিলাপতি কীর্ত্তিমান্ কর্ত্তৃক স্বাধিকারচ্যুতি বিষয়ক দুঃখ নিবেদন।	১৩৪৩
১৩শ অঃ।—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বৈশাখ মাস মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক যমের সান্ত্বনা, তৎশ্রবণে অতৃপ্তকাম যমের ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুসন্নিধানে গমন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিষ্ণুসমীপে যমের দুরবস্থা বর্ণন, কীর্ত্তিমানের প্রতি অন্যায় আচরণে বিষ্ণুর অনিচ্ছা, "বেনরাজের রাজ্যকালে বৈশাখধর্ম্ম বিলুপ্ত ও তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে" যমের প্রতি বিষ্ণুর এবংবিধ বরদান এবং বিষ্ণুকর্ত্তৃক বৈশাখ ধর্ম্ম প্রশংসা।	১৩৪৫

বিষয় — পৃষ্ঠা

১৪শ অঃ।—বৈশাখ মাসমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে দুর্ব্বাসার শিষ্য সত্যনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ দ্বিজদ্বয়ের উপাখ্যান,—বিষ্ণুকথাপরায়ণ সত্যনিষ্ঠের বিষ্ণুপ্রাপ্তি বিষ্ণুকথা বিরক্ত তপোনিষ্ঠের বিষ্ণুবিরক্তি-ফলে,তপোনিষ্ঠের পিশাচত্ব প্রাপ্তি,বহুকাল পরে তপোনিষ্ঠের সত্যনিষ্ঠসংসর্গলাভ ও সত্যনিষ্ঠের উপদেশে বিষ্ণুভক্তিলাভপূর্ব্বক পিশাচত্ব মুক্তি। ১৩৫০

১৫শ অঃ।—পাংশীল ত্রিবিযশার পুত্র পুরুযশার উপাখ্যান,—পুরুযশার রাজ্য প্রাপ্তি পূর্ব্বজন্মে জলদানাভাবে তদীয় রাজ্যনাশ, রাজার গিরিগুহায় গমন, বহুকালান্তে গুরুর সহিত সাক্ষাৎকার, গুরুকর্ত্তৃক অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতোপদেশ, অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতাচরণে পুরুযশার পুনঃ রাজ্য প্রাপ্তি। ১৩৫৬

১৬শ অঃ।—অক্ষয় তৃতীয়ায় বিষ্ণুস্তবে পুরুযশার বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ। ১৩৫৮

১৭শ অঃ।—বৈশাখধর্ম্ম প্রসঙ্গে পাদুকাদান মাহাত্ম্য,—শঙ্খনামক দ্বিজের উপাখ্যান, শঙ্খকর্ত্তৃক ব্যাধসমীপে বৈশাখধর্ম্ম কীর্ত্তন, প্রসঙ্গতঃ তচ্ছ্রবণে দন্তিল ও কোহলের মুক্তি। ১৩৬২

১৮শ অঃ।—শঙ্খ কর্ত্তৃক ব্যাধের পূর্ব্বজন্ম কথন,—শঙ্খের উপদেশে ব্যাধের পাদুকাদান প্রবৃত্তি, কংকর্ত্তৃক ছিন্ন পাদুকাদান, পাদুকাদান প্রভাবে ব্যাধের দিব্যগতি। ১৩৬৬

১৯শ অঃ।—ব্রহ্ম শব্দ প্রতিপাদন প্রসঙ্গে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষা। ১৩৭১

২০শ অঃ।—সত্ত্বাদি গুণভেদে জীবগণের পৃথক্ পৃথক্ জন্ম কথন, প্রলয় বর্ণন, অবতার কর্ম্ম, ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ। ১৩৭৭

২১শ অঃ।—বৈশাখ মাস মাহাত্ম্যে সর্পের মুক্তি, সর্পের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত, শঙ্খ-ব্যাধ সংবাদে ব্যাধের বাল্মীকি ঋষিত্ব প্রতিপাদন। ১৩৮২

২২শ অঃ।—বৈশাখ তিথি মাহাত্ম্য ও কলিধর্ম্ম নিরূপণ। ১৩৮৭

২৩শ অঃ।—অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতমাহাত্ম্য। ১৩৯৪

২৪শ অঃ।—বৈশাখ শুক্লদ্বাদশী মাহাত্ম্য ও কাশ্মীর দেশস্থ দেবদ্বিজ কথা। ১৩৯৭

অঃ।—বৈশাখী শুক্লা ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা তিথির মাহাত্ম্য, বৈশাখ-মাহাত্ম্য শ্রবণ ফল। ১৪০৪

বৈশাখমাসমাহাত্ম্য সমাপ্ত।

অযোধ্যা-মাহাত্ম্য।

১ম অঃ।—সূত-শৌনক সংবাদে অযোধ্যা-মাহাত্ম্য বর্ণন,—অগস্ত্য ঋষির অযোধ্যাগমন, অযোধ্যাপ্রভাবদর্শনে অগস্ত্যের আনন্দ, অযোধ্যাশব্দের ব্যুৎপত্তি,অগস্ত্য-ব্যাস সংবাদে বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চাগ্নিসাধন, বিষ্ণুশর্ম্মার প্রতি ভগবানের তুষ্টি ও তাঁহার ভগদ্দর্শন, ভগবানের বরদান, বিষ্ণুশর্ম্মার নিকট চক্রদ্বারা ভগবানের জলানয়ন, চক্রতীর্থোৎপত্তি, বিষ্ণুহরি মূর্ত্তি স্থাপন, বিষ্ণুহরি মাহাত্ম্য। ১৪০৯

২য় অঃ।—ব্রহ্মার অযোধ্যাগমন, যজ্ঞান্তঃ স্নান, ও ব্রহ্মকুণ্ড প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রহ্মকুণ্ড মাহাত্ম্য ও সরযূতীরস্থ ঋণমোচন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, লোমশ কর্ত্তৃক পাপমোচন ও অগস্ত্য কর্ত্তৃক সহস্রধারা মাহাত্ম্য বর্ণন। ১৪১৫

৩য় অঃ।—অগস্ত্য কর্ত্তৃক স্বর্গদ্বার ও মুক্তিদ্বার তীর্থবর্ণন এবং চন্দ্রহরির ব্রত ও চন্দ্রসহস্র-ব্রতোদ্যাপন। ১৪২১

৪র্থ অঃ।—ধর্ম্মহরি মাহাত্ম্য,—তীর্থ যাত্রা-প্রসঙ্গে ধর্ম্মের অযোধ্যায় আগমন, অযোধ্যা-প্রভাব দর্শনে ধর্ম্মের নৃত্য, তদ্দর্শনে তথায় ভগবানের আগমন, ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ভগবৎ-স্তুতি, ভগবানের বরদান, ধর্ম্মহরি তীর্থ প্রতিষ্ঠা, রঘুরাজের দিগ্বিজয়,—স্বদেশে রঘুর সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান, যজ্ঞসমাপ্তির পর রঘুসমীপে,গুরুদক্ষিণার্থী কৌৎসের আগমন ও রঘুর ধর্ম্মভাব দর্শনে প্রত্যাবর্ত্তন প্রবৃত্তি, রঘুর আশ্বাসবাণী ও কুবের জয়ার্থ যাত্রা, রঘুভীত কুবের কর্ত্তৃক স্বর্ণবৃষ্টি, কৌৎসকে স্বর্ণদান, কৌৎসের আশ্রমগমন, স্বর্ণখনি মাহাত্ম্য। ১৪২৫

৫ম অঃ।—সূত-শৌনক সংবাদে পবিত্র স্বর্ণ খনি মাহাত্ম্য বর্ণন,—বিশ্বামিত্রের তপস্যা শ্রবণে তৎসমীপে দুর্ব্বাসার আগমন, বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক প্রস্তুত পায়স দ্বারা ভোজনাভিলাষী দুর্ব্বাসার তৃপ্তিসাধন, কৌৎস কর্ত্তৃক গুরুদক্ষিণা,

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রদান প্রার্থনা, ভক্তিতুষ্ট বিশ্বামিত্রের গুরু-দক্ষিণায় প্রত্যাখ্যান, কৌৎসের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রোষপর ঋষি বিশ্বামিত্রের কৌৎসের প্রতি চতুর্দ্দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা দানাজ্ঞা, তিলোদকী তীর্থমাহাত্ম্য।	১৪৩০
৬ ষ্ঠ অঃ।—সীতাকুণ্ডমাহাত্ম্য, চক্রহরি ও গুপ্তহরি তীর্থ মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে দেবাসুরযুদ্ধ বর্ণন, পরাজিত দেবগণের ভগবৎস্তুতি, ভগবানের আবির্ভাব, ভগবদাদেশে দেবগণের অযোধ্যায় আগমন, ভগবানের আশ্বাসবাণী — গুপ্তভাবে ভগবানের অযোধ্যায় অবস্থানাঙ্গীকার, গুপ্তহরি তীর্থের প্রতিষ্ঠা, চক্রহরি তীর্থে দানমাহাত্ম্য, সরযূ ও ঘর্ঘরসঙ্গমে স্নানমাহাত্ম্য, গোপ্রতারমাহাত্ম্য, দেবকার্য্য সাধনানন্তর রামচন্দ্রের স্বধাম গমন সময়ে দেবকৃত স্তুতি, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বানরগণের প্রতি বরদান, দেবগণের অযোধ্যায় অবস্থিতি।	১৪৩২
৭ম অঃ।—ক্ষীরোদ তীর্থ মাহাত্ম্য,—ক্ষীরোদ তীর্থে পুত্রকাম দশরথের পুত্রেষ্টি প্রসঙ্গ, ধনযক্ষ তীর্থমাহাত্ম্য,—ধনযক্ষ তীর্থের নাম-নিরুক্তি, বশিষ্ঠকুণ্ডমাহাত্ম্য, চতুঃষষ্টিযোগিনী পূজা, যোগিনীকুণ্ডে স্নানফল, উর্ব্বশীকুণ্ড, ঘোষরাজার আদিত্যস্তব, ঘোষার্ককুণ্ড, রুক্মিণীকুণ্ড, বৃহস্পতিকুণ্ড ও সাগরকুণ্ডমাহাত্ম্য	১৪৪৪
৮ম অঃ।—রতিকুণ্ড ও কামকুণ্ড, রতিমদন-পূজা, মহেশ্বর ক্ষেত্র, মহারত্ন, দুর্ভগা, মহাভব, মহাবিদ্যা, সিদ্ধপীঠ, দুগ্ধেশ্বর ও হনুমৎকুণ্ড-মাহাত্ম্যবর্ণন, বশিষ্ঠ-রাম সংবাদ, অযোধ্যা-মাহাত্ম্য, ক্ষীরেশ্বর, সীতাকুণ্ড, সুগ্রীবতীর্থ ও বিভীষণ সরোবর বর্ণন, অযোধ্যা যাত্রাবিধি।	১৪৫২
৯ম অঃ।—গয়াকূপ পিশাচ-মোচন, মাণ্ডবা, ভরতকুণ্ড, মানস প্রভৃতি তীর্থ ও গৌতমাশ্রম-বর্ণন, ভৈরবকুণ্ড ও জটাকুণ্ড মাহাত্ম্য।	১৪৫৯
১০ম অঃ।—মত্ত গজেন্দ্রতীর্থ ও সরযূ-মাহাত্ম্য, বিঘ্নেশ্বরস্থান, রামজন্মস্থান ও অযোধ্যা-মাহাত্ম্য।	১৪৬৩

অযোধ্যামাহাত্ম্য সমাপ্ত।

বিষ্ণুখণ্ড সমাপ্ত

স্কন্দ পুরাণম্।

বিষ্ণুখণ্ডম্।

বেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। পাবনে নৈমিষারণ্যে শৌনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ। চক্রিরে লোকরক্ষার্থং সত্রং দ্বাদশবার্ষিকম্॥ ১॥ তানভ্যগচ্ছৎ কথকো ব্যাসশিষ্যো মহামতিঃ। মুনিরুগ্রশ্রবা নাম রোমহর্ষণসম্ভবঃ॥ ২॥ সম্যগভ্যর্চিতস্তৈস্তৈঃ সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ। কথয়ামাস তান্দিব্যং পুরাণং স্কান্দনামকম্॥ ৩॥ সৃষ্টিসংহারবংশানাং বংশানুচরিতস্য চ। কথাং মন্বন্তরাণাঞ্চ বিস্তরাৎ স ন্যবেদয়ৎ॥ ৪॥ কথাস্তীর্থপ্রভাবাণাং শ্রুত্বা তে মুনিপুঙ্গবাঃ। ঊচিরে বশিনং সূতং কথাশ্রবণকাঙ্ক্ষয়া॥ ৫॥ ঋষয় ঊচুঃ। রোমহর্ষণ সর্বজ্ঞ পুরাণার্থবিশারদ। মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামো গিরীন্দ্রাণাং মহীতলে। কথ্যতাং নো মহাভাগ কে প্রধানা মহীধরাঃ॥ ৬॥ শ্রীসূত উবাচ। এতমেব পুরা প্রশ্নমপৃচ্ছং জাহ্নবীতটে। ব্যাসং মুনিবরশ্রেষ্ঠং সোঽব্রবীন্মে গুরূত্তমঃ॥ ৭॥ ব্যাস উবাচ। পুরা দেবযুগে সূত নারদো মুনিসত্তমঃ। সুমেরুশিখরং গত্বা নানারত্নসুশোভিতম্॥ ৮॥ তন্মধ্যে বিপুলং দীপ্তং ব্রহ্মণো দিব্যমালয়ম্। দৃষ্ট্বা তস্যোত্তরে দেশে পিপ্পলদ্রুমমুত্তমম্॥ ৯॥ সহস্রযোজনোচ্ছ্রায়ং বিস্তীর্ণং দ্বিগুণং তথা। তন্মূলে মণ্ডপং দিব্যং নানারত্নসমন্বিতম্॥ ১০॥ পদ্মরাগমণিস্তম্ভৈঃ সহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতম্। বৈদূর্য্য-

---

প্রথম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—শৌনকাদি মহর্ষিগণ লোকরক্ষার জন্য পুণ্য নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ব্যাসশিষ্য বাগ্মী মহামতি রোমহর্ষণ মুনি উগ্রশ্রবা তথায় তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। পৌরাণিকোত্তম সূত শৌনকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্কন্দনামক দিব্য পুরাণ বর্ণন করেন। সূত পুরাণ কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে সৃষ্টি, লয়, বংশ, বংশানুচরিত, মন্বন্তর এবং তীর্থমাহাত্ম্য এইসকল বিস্তার রূপে বর্ণন করিতেছিলেন। পরে মুনিপুঙ্গবগণ তাঁহার মুখে তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই জিতেন্দ্রিয় সূতকে তীর্থ বিষয়ক অন্যান্য কথা শ্রবণাভিলাষে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ, পুরাণার্থবিশারদ রোমহর্ষণ! আমরা মহীতলস্থিত গিরীন্দ্রগণের মাহাত্ম্য শ্রবণে অভিলাষ করি, অতএব হে মহাভাগ—গিরিগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বকালে আমি জাহ্নবীতীরে বসিয়া মদীয় গুরু মুনিসত্তম ব্যাসসমীপে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে গুরুশ্রেষ্ঠ ব্যাস আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। ব্যাস বলেন,—"হে সূত। পূর্ব্বে দেবযুগে মুনিসত্তম নারদ নানারত্নে উপশোভিত সুমেরুশিখরে গমন করিয়া সেই শিখরমধ্যে বিপুল প্রভাশালী দিব্য ব্রহ্মালয় সন্দর্শন করেন এবং তাহার তীরের উত্তর দিকে এক উত্তম পিপ্পল বৃক্ষ দেখিতে পান। ঐ বৃক্ষের উচ্চতা সহস্র যোজন এবং বিস্তৃতি তাহার দ্বিগুণ। ঐ পিপ্পলতরুমূলে নানারত্ন-সমাচিত এক

মুক্তামণিভিঃ কৃতস্বস্তিকমালিকম্। ১১॥ নবরত্নসমাকীর্ণং দিব্যতোরণশোভিতম্। মৃগপক্ষিভিরাকীর্ণং নবরত্নময়ৈঃ শুভৈঃ॥ ১১॥ পুষ্পরাগমহাদ্বারং সপ্তভূমিকগোপুরম্। সন্দীপ্তবজ্রসুকৃত-কবাটদ্বয়শোভিতম্॥ ১৩॥ প্রবিশ্যাসৌ দদর্শান্তর্দিব্যমৌক্তিকমণ্ডপম্। বৈদূর্য্যবেদিকং তুঙ্গমারুরোহ মহামুনিঃ॥ ১৪॥ তন্মধ্যে তুঙ্গমতুলং রত্নপাদবিরাজিতম্। দদর্শ মুক্তাসঙ্কীর্ণং সিংহাসনং মহাদ্যুতি॥ ১৫॥ তন্মধ্যে পুষ্করং দিব্যং সহস্রদলশোভিতম্। শ্বেতং চন্দ্র-সহস্রাভং কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলম্॥ ১৬। তস্য মধ্যে সমাসীনং পূর্ণচন্দ্রাযুতপ্রভম্। কৈলাসপর্ব্বতাকারং সুন্দরং পুরুষাকৃতিম্॥ ১৭॥ চতুর্ব্বাহুমুদারাঙ্গং বরাহবদনং শুভম্। শঙ্খচক্রাভয়বরান্ বিভ্রাণং পুরুষোত্তমম্॥ ১৮॥ পীতাম্বরধরং দেবং পুণ্ডরীকায়তেক্ষণম্। পূর্ণেন্দুসৌম্যবদনং রপগাজ্জমুখাম্বুজম্॥ ১৯॥ সামধ্বনি যজ্ঞমূর্ত্তিং স্রুবতুণ্ডং স্রুবনাসিকম্। ক্ষীরসাগরসঙ্কাশং কিরীটোজ্জ্বলিতাননম্॥ ২০॥ শ্রীবৎসবক্ষসং শুভ্র-যজ্ঞসূত্রবিরাজিতম্। কৌস্তুভশ্রীসমুদ্ভাতং সমুন্নতমহোরসম্॥ ২১॥ জাম্বুনদময়ৈর্দিব্যৈঃ সুরত্নাভরণৈর্যুতম্। বিদ্যুন্মালাপরিক্ষিপ্তশরন্মেঘমিবোজ্জ্বলম্॥ ২২॥ রামপাদকমলাক্রান্তপাদপীঠবিরাজিতম্। কটকাঙ্গদকেয়ূর-কুণ্ডলোজ্জ্বলিতং সদা॥ ২৩॥ চতুর্মুখবসিষ্ঠাত্রি-মার্কণ্ডেয়মুনীশ্বরৈঃ। ভৃগ্বাদিভিরনেকৈশ্চ সেব্যমানমহর্নিশম্॥ ২৪॥ ইন্দ্রাদিলোকপালৈশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ। সেবিতং দেবদেবেশং প্রণিপত্যাভিগম্য চ॥ ২৫॥ দিব্যৈরুপনিষদ্ভাগৈরভিষ্টুয় ধরাধরম্। নারদঃ পরমপ্রীতঃ স্থিতো দেবস্য সন্নিধৌ॥২৬॥ এতস্মিন্নন্তরে চাভূদ্দিব্যদুন্দুভিনিঃস্বনঃ॥ ২৭॥ তদা সমাগতা দেবী ধরণী সখিসংযুতা। সবস্ত্রসাগরাকার-দিব্যাম্বরসমুজ্জ্বলা॥ ২৮॥ সুমেরুমন্দরাকারস্তনভারাবনামিতা। নবদূর্ব্বাদলশ্যামা সর্ব্বাভরণভূষিতা॥ ২৯॥ ইলয়া বৈ পিঙ্গলয়া

দিব্য মণ্ডপ বিদ্যমান। ঐ মণ্ডপ সহস্র পদ্মরাগমণিস্তম্ভে অলঙ্কৃত, বৈদূর্য্য, মুক্তা ও মণিদ্বারা উহার স্বস্তিক-মালিকা (আলপানা) বিরচিত। উহা নবরত্নে সমাকীর্ণ ও দিব্য তোরণদ্বারা শোভিত, এবং সেই শুভ নবরত্নময় মণ্ডপ মৃগ ও পক্ষিগণে আকীর্ণ। ঐ মণ্ডপের দ্বার পুষ্পরাগময় ও গোপুর সপ্তভূমিক, প্রদীপ্ত বজ্রমণিময় সুন্দর কপাটদ্বয়ে ঐ মণ্ডপ উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১—১৩। মহামুনি নারদ সেই দিব্য মুক্তানির্ম্মিত মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৈদূর্য্যনির্ম্মিত উচ্চ বেদীতে আরোহণ করিলেন এবং তন্মধ্যে আবার অষ্টপাদসমন্বিত মুক্তা সমাকীর্ণ মহাদ্যুতিশালী অতীব উচ্চ এক সিংহাসন দর্শন করিলেন। ঐ সিংহাসনমধ্যে উজ্জ্বল কর্ণিকাবিশিষ্ট সহস্রদলশোভিত সহস্র চন্দ্রপ্রভার ন্যায় দিব্য এক শ্বেত পদ্ম বিদ্যমান। তাহার মধ্যে আবার অযুত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী কৈলাসপর্ব্বতাকার সুন্দর এক পুরুষ সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহার শরীর উদার চতুর্ব্বাহু, ও রূপ মনোহর বরাহের মত, ঐ পুরুষোত্তম হস্তচতুষ্টয়ে, শঙ্খ, চক্র অভয় ও বর ধারণ করিতেছেন। উঁহার পরিধানে পীতবসন, লোচন আয়ত, কমলতুল্য ও পূর্ণেন্দুর ন্যায় সৌম্যদর্শন এবং সেই মুখাম্বুজ রূপলাবণ্যময়। ঐ দেবের ধ্বনি সাম, মূর্ত্তি যজ্ঞ, তুণ্ড স্রুক্ এবং নাসিকা স্রুব; উঁহার মস্তকে ক্ষীরসাগরের ন্যায় উজ্জ্বল কিরীট বিদ্যমান থাকিয়া মুখকান্তি সমধিক সম্পাদন করিতেছে, উঁহার বক্ষোদেশ শ্রীবৎসশোভিত এবং উহাতে শুভ্র যজ্ঞসূত্র বিরাজিত, ঐ বক্ষোদেশ সমুদ্ভাসিত কৌস্তুভকান্তি ও সমুন্নত হইয়াছে। ঐ দেব জাম্বুনদময় দিব্য সুন্দর রত্নাভরণে ভূষিত, বিদ্যুন্মালাপরিক্ষিপ্ত শরৎকালীন মেঘের ন্যায় ঐ ভূষণসমূহে উঁহার ঔজ্জ্বল্য হইয়াছে। উঁহার পাদতলে একটী পাদপীঠ শোভা পাইয়াছে এবং ঐ দেব সর্ব্বদা কটক, অঙ্গদ, কেয়ূর ও কুণ্ডল দ্বারা উজ্জ্বলরূপ ধারণ করিয়াছেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, অত্রি, মার্কণ্ডেয় ও ভৃগু প্রভৃতি অনেক মুনীশ্বরগণ নিরন্তর উঁহার সেবা করেন, ইন্দ্রাদি লোকপাল, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ, এই দেবদেবের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিবিধ প্রণিপাতদ্বারা উঁহার সন্তোষ সাধন করিয়া থাকেন। দেবর্ষি নারদ সেই ধরাধারী দেবকে সন্দর্শন করিয়া দিব্য উপনিষদ দ্বারা উঁহার স্তব করত পরম প্রীতিসহকারে উঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন।১৪-২৬। এই সময় দিব্য দুন্দুভি নির্ঘোষিত হইলে সখীসহ ধরিত্রীদেবী সেই দেবের সমীপে আগমন করিলেন। ঐ ধরিত্রীদেবী বস্ত্র-সমন্বিত সাগরাকার দিব্যবস্ত্রে শোভিত, সুমেরু ও মন্দরতুল্য স্তনদ্বয়ের ভারে নম্র, নব দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামাঙ্গী এবং বিবিধ আভরণে ভূষিত। ইলা ও পিঙ্গলা নাম্নী

সখীভ্যাঞ্চ সমন্বিতা। ততস্তাভ্যাং সমানীতং পুষ্পাণাং নিচয়ং মহী ॥ ৩০ ॥ শ্রীমদ্বরাহদেবস্য পাদমূলে বিকীর্য্য চ। প্রণম্য দেবদেবেশং কৃতাঞ্জলিপুটা স্থিতা ॥ ৩১ ॥ তাং দেবীং শ্রীবরাহোহপি হ্যালিঙ্গ্যাঙ্কে নিধায় চ ॥ ৩২ ॥ পপ্রচ্ছ কুশলং পৃথ্বীং প্রীতিপ্রবণমানসঃ ॥ ৩৩ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। ত্বাং নিবেশ্য মহীদেবি শেষশীর্ষে সুখাবহে। লোকং ত্বয়ি নিবেশ্যৈব ত্বৎসহায়ান্ ধরাধরান্। ইহাগতোহস্ম্যহং দেবি কিমর্থং ত্বমিহাগতা ॥ ৩৪ ॥ পৃথিব্যুবাচ। মাং সমুদ্ধৃত্য পাতালাৎ সহস্রফণশোভিতে। রত্নপীঠ ইবোত্তুঙ্গে সরত্নেহনন্তমূর্দ্ধনি। কৃত্বা মাং সুস্থিরাং দেব ভূধরান্ সন্নিবেশ্য চ ॥ ৩৫ ॥ মদ্ধারণক্ষমান্ পুণ্যান্ স্বন্ময়ান্ পুরুষোত্তম। তেষু মুখ্যান্মহাবাহো মদাধারান্ বদস্ব মে ॥ ৩৬ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। সুমেরুর্হিমবান্ বিন্ধ্যো মন্দরো গন্ধমাদনঃ। শালগ্রামশ্চিত্রকূটো মাল্যবান্ পারিযাত্রকঃ ॥ ৩৭ ॥ মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ সিংহাদ্রিরপি রৈবতঃ। মেরুপুত্রোহঞ্জনো নাম শৈলঃ স্বর্ণময়ো মহান্ ॥ ৩৮ ॥ এতে শৈলবরাঃ সর্ব্বে ত্বদাধারা বসুন্ধরে। যে ময়া দেবসঙ্ঘৈশ্চ ঋষিসঙ্ঘৈশ্চ সেবিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ এতেষু প্রবরান্ বক্ষ্যে তত্ত্বতঃ শৃণু মাধবি। শালগ্রামশ্চ সিংহাদ্রিঃ শৈলেন্দ্রো গন্ধমাদনঃ ॥ ৪০ ॥ এতে শৈলবরা দেবি দিশং হৈমবতীং শ্রিতাঃ। দক্ষিণস্যাং প্রতীতাংস্ত বক্ষ্যে শৈলান্ বসুন্ধরে ॥৪১॥ অরুণাদ্রির্হস্তিশৈলো গৃধ্রাদ্রির্ঘটিকাচলঃ। এতে শৈলবরাঃ সর্ব্বে ক্ষীরনদ্যাঃ সমীপগাঃ ॥ ৪২ ॥ হস্তিশৈলাদুত্তরতঃ পঞ্চযোজনমাত্রতঃ। সুবর্ণমুখরী নাম নদীনাং প্রবরা নদী ॥ ৪৩ ॥ তস্যা এবোত্তরে তীরে কমলাখ্যং সরোবরম্। তত্তীরে ভগবানাস্তে শুকস্য বরদো হরিঃ ॥ ৪৪ ॥ বলভদ্রেণ সংযুক্তঃ কৃষ্ণো ভক্তার্ত্তিনাশনঃ। বৈখানসৈর্মুনিগণৈর্নিত্যমারাধিতোহমলৈঃ ॥ ৪৫ ॥ কমলাখ্যস্য সরস উত্তরে কাননোত্তমে। ক্রোশদ্বয়ার্দ্ধমাত্রে তু হরিচন্দনশোভিতে। শ্রীবেঙ্কটাচলো নাম বাসুদেবালয়ো মহান্ ॥ ৪৬ ॥

সখীদ্বয় ধরিত্রীদেবীর সঙ্গে আগমন করিয়াছিল, তাঁহারা বহুবিধ পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া ধরিত্রীদেবীকে প্রদান করিল। দেবী ঐ সকল পুষ্প বরাহদেবের পাদমূলে বিকিরণ করিলেন এবং সেই দেবদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বরাহদেবও দেবীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। অনন্তর প্রীতিপ্রবণমনা বরাহদেব পৃথিবীকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ; বরাহ বলিলেন,—হে মহাদেবি! তোমাকে সুখবাহন শেষনাগের মস্তকে ন্যস্ত এবং তোমাতে ত্রিলোক ও তোমার সাহায্যকারী ধরাধরদিগকে রক্ষিত করিয়া আমি এখানে আগমন করিয়াছি ; হে দেবি! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? পৃথিবী উত্তর করিলেন,—হে দেব! আমাকে পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়া তুঙ্গ রত্নপীঠের ন্যায় সহস্রফণাশোভিত রত্নসমন্বিত অনন্তের মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন। হে পুরুষোত্তম! আমার ধারণযোগ্য বিন্ময়, বহু পুণ্য পর্ব্বতও আমাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন ; এ সকলই সত্য, কিন্তু হে মহাবাহো! ঐ পর্ব্বত সকলের মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠ আধার কে, তাহা আমাকে বলুন। বরাহ বলিলেন,— সুমেরু, হিমবান্, বিন্ধ্য, মন্দর, গন্ধমাদন, শালগ্রাম, চিত্রকূট, মাল্যবান্, পারিযাত্রক, মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, সিংহগিরি, রৈবত, মেরুতনয় শ্রেষ্ঠ স্বর্ণময় অঞ্জন ;—হে বসুন্ধরে! এই শৈল-শ্রেষ্ঠগণ সকলেই তোমার উত্তম আধার। হে মাধবি! দেব ও ঋষিগণসহ আমি ইহাদের সেবা করিয়া থাকি। এক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান শৈলের বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। শালগ্রাম, সিংহাদ্রি ও গন্ধমাদন ইহাঁরা সকলে শৈলশ্রেষ্ঠ এবং যেদিকে হিমালয়ের অবস্থান, ইহাঁরাও সেইদিকে অবস্থিত। হে বসুন্ধরে! এক্ষণে দক্ষিণ দিক্‌স্থিত শৈলসমূহের কথা কীর্ত্তন করিতেছি ; অরুণাদ্রি, হস্তিশৈল এবং গৃধ্র এই সকল শৈলশ্রেষ্ঠ ক্ষীরনদীর সমীপস্থ। হস্তিশৈলের উত্তরে পঞ্চযোজন আয়ত সুবর্ণমুখরী নামে এক শ্রেষ্ঠ নদী আছে। তাহার উত্তর তীরে কমলাখ্য সরোবর বিদ্যমান। এই সরোবরতীরে ভগবান্ হরি বিরাজ করেন। ইনি শুককে বরদান করিয়াছিলেন। ২৭—৪৪। হরি এখানে কৃষ্ণ-বলরামরূপে একযোগে ভক্তের পীড়া নাশ করেন এবং অমল বৈখানস মুনিগণ নিত্য ইহাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। কমলাখ্য সরোবরের উত্তরে একটী মনোরম কানন-ভূমি বিদ্যমান, ইহা ক্রোশদ্বয়-পরিমাণ এবং হরিচন্দনশোভিত।

সপ্তযোজনবিস্তীর্ণঃ শৈলেন্দ্রো যোজনোচ্ছ্রিতঃ। অস্তি স্বর্ণময়ো দেবি রত্নসানুভৃদায়তঃ॥ ৪৮॥ ইন্দ্রাদ্যা দৈবতগণা বসিষ্ঠাদ্যা মুনীশ্বরাঃ। সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ মরুতো দানবা দৈত্যরাক্ষসাঃ। রম্ভাদ্যা অপ্সরঃসঙ্ঘা বসন্তি নিয়তং ধরে॥ ৪৮॥ তপশ্চরন্তি নাগাশ্চ গরুড়াঃ কিন্নরাস্তথা। এতৈরধিষ্ঠিতাস্তত্র সরিতঃ পুণ্যদর্শনাঃ। সরাংসি বিবিধাস্তত্র সন্তি দিব্যানি মাধবি॥ ৪৯॥ তীর্থানাং চৈব সর্ব্বেষাং শৃণুষ্ব প্রবরাণি বৈ॥ ৫০॥ চক্রতীর্থং দৈবতীর্থং বিয়দ্গঙ্গা তথৈব চ। কুমারধারিকাতীর্থং পাপনাশনমেব চ। পাণ্ডবং নাম তীর্থঞ্চ স্বামিপুষ্করিণী তথা॥ ৫১॥ সপ্তৈতানি বরাণ্যাহুর্নারায়ণগিরৌ শুভে। এতেষু প্রবরা দেবি স্বামিপুষ্করিণী শুভা॥ ৫২॥ অস্যাস্ত পশ্চিমে তীরে নিবসামি ত্বয়া সহ। আস্তেঽস্যা দক্ষিণে তীরে শ্রীনিবাসো জগৎপতিঃ॥ ৫৩॥ গঙ্গাদ্যৈঃ সকলৈস্তীর্থৈঃ সমা সা সাগরাম্বরে। ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি সরাংসি সরিতস্তথা। তেষাং স্বামিত্বমাপন্নং ধরে স্বামিসরোবরে॥ ৫৪॥ স্বামিপুষ্করিণীং পুণ্যাং সেবিতুং দিব্যভূধরে। বসন্তি সর্ব্বতীর্থানি তেষাং সঙ্খ্যাং বদামি তে॥ ৫৫॥ ষট্‌ষষ্টিকোটিতীর্থানি পুণ্যেঽস্মিন্ ভূধরোত্তমে। তেষু চাত্যন্তমুখ্যানি ষট্ তীর্থানি বসুন্ধরে॥ ৫৬॥ পঞ্চানাং তীর্থরাজানাং তুম্বো গর্ভসমো মহান্। গর্ভবাসভয়ধ্বংসী স্নাতানাং ভূধরোত্তমে॥ ৫৭॥ ধরণ্যুবাচ। ষট্ তীর্থানি মহাবাহো ত্বয়োক্তানি মহীধরে। মাহাত্ম্যং বদ তেষাং মে যথাকালং যথাবিধি। ফলানি তেষু স্নাতানাং নরাণাং বদ ভূধর॥৫৮॥ শ্রীবরাহ উবাচ। নারায়ণাদ্রিমাহাত্ম্যং বদামি শৃণু মাধবি॥৫৯॥ দেবাশ্চ ঋষয়শ্চৈব যোগিনঃ সনকাদয়ঃ। কৃতেঽঞ্জনাদ্রিং ত্রেতায়াং নারায়ণগিরিং তথা॥ ৬০॥ দ্বাপরে সিংহশৈলঞ্চ কলৌ শ্রীবেঙ্কটাচলম্। প্রবদন্তীহ বিদ্বাংসঃ পরমাত্মালয়ং গিরিম্॥ ৬১॥ যোজনানাং সহস্রান্তে দ্বীপান্তরগতোঽপি বা। যো নমেদ্ভূধরেন্দ্রং তদ্দিশমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং

তথায় শ্রীবেঙ্কটাচল নামে বাসুদেবের এক উত্তম আলয় আছে। এই শৈলের বিস্তার সপ্তযোজন ও উচ্চতা এক যোজন। হে দেবি! ইহার আয়ত সানুদেশ স্বর্ণ ও রত্নময়; ইন্দ্রাদিদেবগণ, বশিষ্ঠাদি মুনীশ্বর সকল, সিদ্ধ, সাধ্য, মরুত, দানব, দৈত্য, রাক্ষস এবং রম্ভাদি অপ্সরোগণ—নিয়ত এই পর্ব্বতে বাস করেন। নাগ, গরুড় ও কিন্নরগণ এখানে সতত অধিষ্ঠিত থাকিয়া তপস্যা করেন। হে, মাধবি! এখানে পুণ্যদর্শন বিবিধ দিব্য সরোবর বিরাজিত রহিয়াছে। হে দেবি! তত্রত্য নিখিল তীর্থের যে তীর্থ প্রধান, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। চক্রতীর্থ, দৈবতীর্থ, আকাশগঙ্গা, পাপনাশন, কুমারধারিকা, পাণ্ডবতীর্থ ও স্বামিপুষ্করিণী—নারায়ণগিরির এই সাতটী তীর্থই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়। হে দেবি! এই সাতটী তীর্থের মধ্যে শোভনা স্বামিপুষ্করিণীই শ্রেষ্ঠ। ইহার পশ্চিম-তীরে আমি তোমার সহিত একত্র বাস করি। ইহার দক্ষিণ তীরে জগৎপতি শ্রীনিবাস বাস করেন। হে সাগরাম্বরে! এই স্বামিপুষ্করিণীতীর্থ গঙ্গাদি সকল তীর্থের তুল্য। এই ত্রিলোকে যে সকল তীর্থ, সরোবর ও নদী বিদ্যমান—এই স্বামিপুষ্করিণীই তৎসকলের উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে। পুণ্য স্বামিপুষ্করিণীকে সেবা করিবার জন্য এই দিব্য ভূধরে যে সকল তীর্থ বাস করেন, সম্প্রতি তাঁহাদিগের সংখ্যা কীর্ত্তন করিতেছি। এই পাবন ভূধরোত্তম বেঙ্কটাচলে ষট্‌ষষ্টিকোটি তীর্থ বিদ্যমান। হে বসুন্ধরে! ইহার মধ্যে ছয়টী অত্যন্ত প্রধান; অবশিষ্ট পঞ্চতীর্থরাজের মধ্যে আবার গর্ভের ন্যায় তুম্বতীর্থ শ্রেষ্ঠ। এই ভূধরোত্তমে স্নান করিলে গর্ভবাসভয়-বিধ্বংস হয়। ধরণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাবাহো! আপনি এই মহীধরে যে ছয়টী তীর্থের কথা বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহার মাহাত্ম্য এবং ঐ তীর্থসেবার কাল ও বিধি কীর্ত্তন করুন; হে ভূধর! ঐ তীর্থসমূহে মানব স্নান করিলে যে সকল ফল লাভ করে, তাহাও বলুন। বরাহ উত্তর করিলেন,—হে মাধবি! নারায়ণাদ্রির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেব, ঋষি ও সনকাদি বিদ্বান্ যোগিগণ বলিয়া থাকেন,—সত্য যুগে অঞ্জনাদ্রি, ত্রেতায় নারায়ণগিরি, দ্বাপরে সিংহশৈল এবং কলিতে শ্রীবেঙ্কটাচল—এই সকল পরমাত্মার আলয়। ৪৫—৬১। সহস্র যোজন ব্যবধানে কিংবা দ্বীপান্তরে থাকিয়াও মানব যদি ভক্তিপূর্ব্বক এই ভূধরের উদ্দেশে প্রণাম করে, তবে সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ ভূধরস্থিত ছয়টী তীর্থের মাহাত্ম্য ও সেবাকাল কীর্ত্তন

স গচ্ছতি ॥৬২॥ তস্মিন্ ষট্‌তীর্থমাহাত্ম্যং যথাকালং বদামি তে ॥ ৬৩ ॥ শৃণুষ্বাবহিতা ভদ্রে সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। কুম্ভসংস্থে রবৌ মাঘে পৌর্ণমাস্যাং মহাতিথৌ ॥ ৬৪ ॥ মঘানক্ষত্র-যুক্তায়াং ভূধরেন্দ্রে বসুন্ধরে। কুমারধারিকা-নাম সরসী লোকপাবনী ॥ ৬৫ ॥ যত্রাস্তে পার্ব্বতী-সূনুঃ কার্ত্তিকেয়োঽগ্নিসম্ভবঃ। দেবসেনাসমাযুক্তঃ শ্রীনিবাসার্চ্চকোঽমলে ॥ ৬৬ ॥ তস্যাং যঃ স্নাতি মধ্যাহ্নে তস্য পুণ্যফলং শৃণু। গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু যঃ স্নাতি নিয়মাদ্ধরে। দ্বাদশাব্দং জগদ্ধাত্রি তৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৭ ॥ যোঽন্নং দদাতি তত্তীর্থে শক্ত্যা দক্ষিণয়ান্বিতম্। স তাবৎ ফলমাপ্নোতি স্নানে তূক্তং ফলং যথা ॥ ৬৮ ॥ মীনসংস্থে সবিতরি পৌর্ণমাসীতিথৌ শুভে। উত্তরাফল্গুনী-যুক্তে চতুর্থে কাল উত্তমে ॥ পঞ্চানামপি তীর্থানাং তুম্বেস্থ গিরিগহ্বরে। যঃ স্নাতি মনুজো দেবি পুনর্গর্ভে ন জায়তে ॥ ৭০ ॥ অগ্নিবাহস্থিতে ভানৌ চিত্রানক্ষত্রসংযুতে। পূর্ণিমাখ্যে তিথৌ পুণ্যে প্রাতঃ-কালে তথৈব চ। আকাশগঙ্গাসরিতি স্নাতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১ ॥ বৃষভস্থে রবৌ রাধে দ্বাদশ্যাং রবিবাসরে। শুক্লে বাপ্যথবা কৃষ্ণে পক্ষে ভৌমসমন্বিতে ॥ ৭২ ॥ শুক্লে বাপ্যথবা কৃষ্ণে ভানুবারেণ সংযুতে। পুষ্যানক্ষত্র-সংযুক্তহস্ত-র্ক্ষেণ যুতেঽপি বা ॥ ৭৩ ॥ তীর্থে পাণ্ডবনাম্যত্র সঙ্গবে স্নাতি যো নরঃ। সেহ দুঃখমবাপ্নোতি পরত্র সুখমশ্নুতে ॥ ৭৪ ॥ শুক্লে পক্ষেঽথবা কৃষ্ণে যার্কবারেণ সপ্তমী। পুষ্যনক্ষত্রসংযুক্তা হস্তর্ক্ষেণ যুতাপি বা ॥ ৭৫ ॥ তস্যাং তিথৌ মহাভাগে পাপ-নাশনসংজ্ঞকে। তীর্থে যঃ স্নাতি নিয়মাদ্ভূধরেন্দ্রস্য মস্তকে ॥ ৭৬ ॥ কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে স নরোত্তমঃ ॥ ৭৭ ॥ শৃণু দেবি পরং গুহ্য-মনন্তাখ্যে মহাগিরৌ। মদ্দিব্যালয়বায়ব্যে শিখরে গিরিগহ্বরে। দেবতীর্থমিতি খ্যাতং তটাকমতিশোভনম্ ॥ ৭৮ ॥ তস্মিন্ পুণ্যতমে দেবি স্নানকালং বদামি তে ॥ ৭৯ ॥ গুরুপুষ্যে ব্যতীপাতে সোমশ্রবণকে তথা। দিনেষেতেষু যঃ স্নাতি তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৮০ ॥ যানি কানীহ পাপানি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি চ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি

করিতেছি। হে ভদ্রে! সাবধানে সর্ব্বপাপপ্রণাশন এই তীর্থকথা শ্রবণ কর। হে বসুন্ধরে! রবির কুম্ভরাশিতে অবস্থান কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কিংবা মঘানক্ষত্রযুক্ত মাঘীপূর্ণিমা মহাতিথিতে এই অমল ভূধরেন্দ্রস্থিত কুমারধারিকানামকী সরোবর অতীব লোকপাবন হন। এখানে অগ্নিসম্ভব পার্ব্বতীনন্দন কার্ত্তিকেয়, শ্রীনিবাস কর্তৃক পূজিত হইয়া দেবসেনা সমভিব্যাহারে বিরাজ করেন। যে ব্যক্তি মধ্যাহ্ন-কালে এই তীর্থে স্নান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে জগদ্ধাত্রি! দ্বাদশ বৎসর নিয়মপূর্ব্বক গঙ্গাদি তীর্থসমূহে স্নান করিলে যে ফল, এই তীর্থে স্নান করিলেও তাহার সমান ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই তীর্থে শক্তি অনুসারে দক্ষিণাসহ অন্নদান করে, স্নানে যে ফল কথিত হইয়াছে, অন্ন-দানেও তাহার সেই ফল প্রাপ্তি ঘটে। হে দেবি! যে ব্যক্তি রবির মীনরাশিতে অবস্থানকালে উত্তর-ফল্গুনীযুক্ত পৌর্ণমাসীতে চতুর্থ অর্থাৎ কুতপাদি কালে বেঙ্কট গিরিগুহাস্থিত পঞ্চতীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুম্বতীর্থে স্নান করে, তাহার আর গর্ভবাস হয় না। যে ব্যক্তি সূর্য্য মেষস্থিত হইলে চিত্রানক্ষত্রসংযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে পূত প্রাতঃকালে আকাশগঙ্গা-নাম্নী নদীতে স্নান করে, তাহার মোক্ষ লাভ হয়। ভাস্কর বৃষস্থিত হইলে কিংবা রবিবারসংযুক্ত বৈশাখী দ্বাদশীতে অথবা শুক্ল কিংবা কৃষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারযুক্ত দ্বাদশীতিথি বা শুক্ল কিংবা কৃষ্ণপক্ষীয় রবিবারযুক্ত দ্বাদশীতিথিতে পুষ্যা কিংবা হস্তানক্ষত্র যুক্ত হইলে যে ব্যক্তি সঙ্গব-কালে পাণ্ডবতীর্থে স্নান করে, তাহার ইহকালে দুঃখ দূর হয় এবং পরকালে সুখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে মহাভাগে! শুক্ল কিংবা কৃষ্ণ পক্ষের রবিবারযুক্ত সপ্তমী, পুষ্যা কিংবা হস্তানক্ষত্রযুক্তা হইলে যে ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক ভূধরেন্দ্র বেঙ্কটাচলের মস্তকস্থিত পাপ-নাশন নামক তীর্থে স্নান করে, সেই নরোত্তম কোটি-জন্মার্জ্জিত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।৬২-৭৭। দেবি! এক্ষণে অনন্ত মহাগিরির পরম গুহ্য দেব-তীর্থের বিষয় শ্রবণ কর। এই গিরিতে আমার এক দিব্য আলয় আছে। ঐ আলয়ের বায়ব্য দিক্‌স্থিত শিখরে গুহাগহ্বরে এই বিখ্যাত দৈবতীর্থ বিদ্যমান এবং ইহার ক্ষুদ্রতট বিশেষ শোভা-সম্পন্ন। দেবি! এই পুণ্যতম দৈবতীর্থের স্নানকাল তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। গুরুবারে পুষ্যানক্ষত্রের যোগে, ব্যতীপাতে কিম্বা সোমবার শ্রবণানক্ষত্রে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। এই পূত দৈবতীর্থে স্নানকারীর জ্ঞান

দৈবতীর্থেঽতিপাবনে॥ ৮১॥ পুণ্যান্যপি চ বর্দ্ধন্তে দৈবতীর্থনিমজ্জনাৎ। দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি পুত্র-পৌত্রসমন্বিতঃ। অন্তে স্বর্গং সমাসাদ্য চন্দ্রলোকে মহীয়তে॥ ৮২॥ তদ্দিনেঽন্নদো দেবি যাবজ্জীবান্নদো ভবেৎ। অতিগুহ্যতমং দেবি প্রোক্তং তুভ্যং বসুন্ধরে॥ ৮৩॥ ব্যাস উবাচ। শ্রুত্বাথ পৃথিবী দেবী প্রীতিপ্রবণমানসা। ইষ্টাভির্বাগ্‌ভিরতুলং তুষ্টাব ধরণীধরম্॥ ৮৪॥ ধরণ্যুবাচ। নমস্তে দেবদেবেশ বরাহবদনাচ্যুত। ক্ষীরসাগরসঙ্কাশ বজ্রশৃঙ্গ মহাভুজ॥ ৮৫॥ উদ্ধৃতাস্মি ত্বয়া দেব কল্পাদৌ সাগরান্তসঃ। সহস্রবাহুনা বিষ্ণো ধারয়ামি জগন্ত্যহম্॥ ৮৬॥ অনেকদিব্যাভরণযজ্ঞসূত্রবিরাজিত। অরুণারুণাম্বরধর দিব্যরত্নবিভূষিত॥ ৮৭॥ উদ্যদ্ভানুপ্রতীকাশপাদপদ্ম নমো নমঃ। বালচন্দ্রাভদংষ্ট্রাগ্রমহাবলপরাক্রম॥ ৮৮॥ দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গ তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডল। ইন্দ্রনীলমণিদ্যোতিহেমাঙ্গদবিভূষিত॥ ৮৯॥ বজ্রদংষ্ট্রাগ্রনির্ভিন্নহিরণ্যাক্ষ মহাবল। পুণ্ডরীকাভিতাম্রাক্ষ সামস্বনমনোহর॥ ৯০॥ শ্রুতিসীমন্তভূষাত্মন্ সর্ব্বাশ্চর্য্যবিক্রম। চতুরান শম্ভুভ্যাং বন্দিতায়তলোচন॥ ৯১॥ সর্ব্ববিদ্যাময়াকার শব্দাতীত নমো নমঃ। আনন্দবিগ্রহানন্ত কালকাল নমো নমঃ॥ ৯২॥ ইতি স্তুত্বাচলা দেবী ববন্দে পাদয়োর্ব্বিভুম্। বন্দমানাং সমুদ্বীক্ষ্য দেবঃ ফুল্লবিলোচনঃ॥ ৯৩॥ উদ্ধৃত্য ধরণীং দেবীমালিলিঙ্গেঽথ বাহুভিঃ। আঘ্রায় ধরণীবক্ত্রং বামাঙ্কে সন্নিবেশ্য চ॥ ৯৪॥ আরুহ্য গরুড়েশানং জগাম বৃষভাচলম্। মুনীন্দ্রৈর্নারদাদ্যৈশ্চ স্তূয়মানো মহীপতিঃ॥ ৯৫॥ স্বামিপুষ্করিণীতীরে পশ্চিমে লোকপূজিতে। আস্তে বরাহবদনো মুনীন্দ্রৈস্তত্র পূজিতঃ। বৈখানসৈর্ম্মহাভাগৈব্রহ্মতুল্যৈর্ম্মহাত্মভিঃ॥ ৯৬॥ ব্যাস উবাচ। তং দৃষ্ট্বা নারদঃ সূত মুনীন্নামুক্তবান্ পুরা। তদেতদহমশ্রৌষং তত্র বৈ মুনিসংসদি॥

কিংবা অজ্ঞানকৃত যে সকল পাপ, তৎসমস্তই বিনষ্ট হয় এবং দৈবতীর্থে মজ্জনকারীর অন্যান্য পুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি পুত্র-পৌত্র-সমন্বিত হইয়া দীর্ঘ আয়ু লাভ করে এবং অন্তে স্বর্গে গমন করিয়া তারপর চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! ঐ দিনে যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সে চির-কাল অন্নদাতা হয়। হে বসুন্ধরে! তোমার নিকট এই যে সকল কথা কহিলাম, ইহা অতি গোপনীয়। ব্যাস বলিলেন,—এই সকল শ্রবণ করিয়া দেবী পৃথিবী অত্যন্ত প্রীতিমতী হইলেন এবং বহু ইষ্ট বাক্য দ্বারা ধরণীধরের আরাধনা করিলেন। ধরণী বলি-লেন,—হে দেবদেবেশ, বরাহবদন অচ্যুত! আপ-নাকে নমস্কার। হে ক্ষীরসাগরপ্রভ, বজ্রশৃঙ্গ, মহা-ভুজ! আপনি কল্পের আদিতে সাগরজল হইতে আমার উদ্ধারসাধন করিলে আমি সহস্রবাহু দ্বারা সমগ্র জগৎ ধারণ করি। হে বিষ্ণো! আপনি অনেক দিব্য আভরণে ভূষিত, আপনার বক্ষে যজ্ঞ-সূত্র বিরাজিত, আপনার পরিধানে অরুণ বসন, আপনি দিব্য রত্নে বিভূষিত এবং আপনার পাদপদ্ম উদীয়মান ভাস্করের ন্যায় আভাসমন্বিত; হে দেব! আপনাকে নমস্কার। আপনার দংষ্ট্রাগ্র বালচন্দ্রের ন্যায় আভাবিশিষ্ট; আপনি মহাবলপরাক্রম; দিব্য চন্দনে আপনার অঙ্গসকল লিপ্ত হইয়াছে; আপনার কুণ্ডলযুগল তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়; আপনার দ্যুতি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় ও স্বর্ণাভরণে আপনার শরীর বিভূষিত। হে মহাবল! আপনি বজ্রের ন্যায় দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা হিরণ্যাক্ষকে বিদীর্ণ করিয়াছেন। আপ-নার লোচনযুগল কমলের ন্যায় মনোরম; আপনি সাম-নিস্বন দ্বারা মন হরণ করেন। হে সর্ব্বাত্মন্! বেদের যে শীর্ষস্থান, তাহারও তুমি ভূষণস্বরূপ এবং তোমার বিক্রম অতীব মনোজ্ঞ। হে আয়তলোচন! চতুরা-নন ও শম্ভু কর্ত্তৃক তুমি পূজিত হও, তোমার আকার সর্ব্ববিদ্যাময়; তুমি শব্দাতীত; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি আনন্দের নিলয়, ও কালেরও কাল, তোমাকে নমস্কার। অচলা পৃথ্বীদেবী এই-রূপে স্তব করিয়া বিভুর পাদদ্বয় বন্দনা করিলেন। তখন দেবীকে বন্দনা করিতে দেখিয়া বিভু বিষ্ণুর লোচন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ধরণীদেবীকে বাহু-দ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার আনন আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে বামাঙ্কে স্থাপন করিলেন। অনন্তর মহীপতি বিষ্ণু নারদাদি মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া গরুড়ারোহণে বৃষভা-চলে গমন করিলেন। স্বামিপুষ্করিণীর লোকপূজিত পশ্চিমতীরে বরাহবদন দেব বিষ্ণু বিদ্যমান, সেখানে ব্রহ্মতুল্য মহাভাগ মহাত্মা বৈখানস মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক এই বরাহবদন পূজিত হন।৭৮-৯৬। ব্যাস বলিলেন,—হে সূত! পূর্ব্বকালে নারদ সেই স্থান দর্শন করিয়া মুনিগণকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি সেই মুনি

৯৭॥ যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়া সূত মাহাত্ম্যং ধরণীভৃতাম্। ময়া তদুক্তং যথাবদ্ধি নারদাচ্চ পুরা শ্রুতম্ ॥ ৯৮॥ য ইদং ধর্ম্মসংবাদমাবয়োঃ সূত পাবনম্। পঠেদ্বা দেবপুরতো ব্রাহ্মণানাং পুরস্তথা ॥ ৯৯॥ সর্ব্বেষামপি বর্ণানাং শৃণ্বতাং ভক্তিপূর্ব্বকম্। স প্রতিষ্ঠামবাপ্নোতি পুত্রপৌত্রৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ১০০ ॥ শৃণ্বতামপি সর্ব্বেষাং যদিষ্টং তদ্ভবিষ্যতি ॥ ১০১ ॥ সূত উবাচ। ইতি মে ভগবান ব্যাসঃ প্রোবাচ মুনিসেবিতঃ। যথা শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদ্গুরোঃ ॥ ১০২ ॥ তত্তথা সর্ব্বমেবাত্র ময়াপ্যুক্তং মুনীশ্বরাঃ। শ্রুত্বা সূতবচস্ত্বিত্থং তে প্রীতমনসোঽভবন ॥ ১০৩ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। সূত ত্বয়োক্তং ভুবি পর্ব্বতেষু পুণ্যেষু পুণ্যস্ত মহীধরস্য। মাহাত্ম্যমস্মাকমহীন্দ্রনাম্নঃ পাপাপহং মোক্ষফলপ্রদায়কম্ ॥ ১০৪ ॥ ততো বৃষাদ্রিং সম্প্রাপ্য বরাহো ধরণীযুতঃ। কিমুক্তবান ধরণ্যৈ স তন্নো ব্রূহি মহামতে ॥ ১০৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীবেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যে ধরণীবরাহসংবাদে নারদস্য সুমেরুশিখরস্থযজ্ঞবরাহদর্শনপ্রাপ্ত্যাদিবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে কথাং পুণ্যাং পুরাতনীম্। বৈবস্বতেঽন্তরে পূর্ব্বং কৃতে পুণ্যতমে যুগে ॥১॥ নারায়ণাদ্রৌ দেবেশং নিবসন্তং ক্ষমাপতিম্। বরাহরূপিণং দেবং ধরণী সপিরিস্তিতা ॥ ২ ॥ প্রণম্য পরিপপ্রচ্ছ রক্তপদ্মায়তেক্ষণম ॥ ৩ ॥ ধরণ্যুবাচ। আরাধ্যঃ কেন মন্ত্রেণ ভবান প্রীতো ভবিষ্যতি। তং মে বদ ত্বং দেবেশ যঃ প্রিয়ো ভবতঃ সদা ॥ ৪ ॥ জপতাং সর্ব্বসম্পত্তিকারকং পুত্রপৌত্রদম্। সার্ব্বভৌমত্বদং চৈব কামিনাং কামদং সদা ॥ ৫ ॥ অন্তে যন্ত্বৎপদপ্রাপ্তিং দদাতি নিয়মাত্মনাম্। এবন্ত তং বদ প্রীত্যা ময়ি বারাহ মানদ ॥ ৬ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ইতি পৃষ্টস্তয়া ভূম্যা প্রাহ প্রীতিস্মিতাননঃ ॥ ৭ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। শৃণু দেবি পরং গুহ্যং সদাঃ

গণের সভায় থাকিয়া তাহা শুনিয়াছিলাম। হে সূত! তুমি যে আমাকে ধরণীধর অচলগণের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এ বিষয় নারদের মুখে আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই আমি যথাবৎ বলিলাম। হে সূত! যে ব্যক্তি আমাদের এই পূতধর্ম্মসংবাদ—দেবতা, ব্রাহ্মণ কিংবা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণাভিলাষী যে কোন জাতীয় মানবগণের সমক্ষে পাঠ করে, সে ব্যক্তি পুত্রপৌত্র-সমন্বিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহাদেরও অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। সূত বলিলেন,—মুনিজনসেবিত ভগবান্ ব্যাস আমাকে এইরূপই বলিয়াছিলেন, পুরাকালে গুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়নসমীপে আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, হে মুনীশ্বরগণ! আপনাদের নিকট আমি তদ্রূপই বলিলাম। অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ সূতের মুখে এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! এই ক্ষিতিতলে যে সকল পুণ্য পর্ব্বত আছে তন্মধ্যে অতিপবিত্র মহীন্দ্রনামক মহীধরের পাপহর মোক্ষফলপ্রদায়ক মাহাত্ম্য আপনি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর বরাহদেব ধরণীর সহিত বৃষাচলে গমন করিয়া ধরিত্রীকে কি বলিয়াছিলেন, হে মহামতে! তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। ৯৭—১০৫।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন।—হে মুনিগণ! পুরাতনী পুণ্যকথা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে পুণ্যতম সত্যযুগের বৈবস্বত-মন্বন্তরে পৃথিবীপতি দেবেশ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া নারায়ণ পর্ব্বতে বাস করেন। তখন সখীসমাবৃতা দেবী-ধরণী পদ্মের ন্যায় রক্তাভ আয়তনেত্র বরাহরূপী বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। ধরণী বলিলেন,—আপনি কোন মন্ত্রদ্বারা আরাধিত হইলে প্রীত হন এবং আপনার যাহা সতত প্রিয়, হে দেবেশ! তাহা আমাকে বলুন। হে মানদ, বরাহ! কামনাপূর্ব্বক জপ করিলে আপনার যে মন্ত্র সতত সর্ব্বসম্পত্তিকারক, পুত্রপৌত্রপ্রদ, কামদ ও সার্ব্বভৌমত্বপ্রদ হয় এবং আত্মবশ ব্যক্তির অন্তে আপনার শ্রীপদপদ্মপ্রাপ্তি ঘটে, প্রীতিপূর্ব্বক আমার নিকট তাদৃশ মন্ত্র কীর্ত্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—বরাহদেব ধরিত্রীদেবীর এবংবিধ বাক্যে প্রীত হইয়া স্মিতমিতনেত্রে উত্তর করিলেন।১—৭। বরাহ বলিলেন,—হে দেবি!

সম্পত্তিকারকম্। ভূমিদং পুত্রদং গোপ্যমপ্রকাশ্যং কদাচন॥ ৮॥ কিন্তু শুশ্রূষবে বাচ্যং ভক্তায় নিয়তাত্মনে॥ ৯॥ ওঁ নমঃ শ্রীবরাহায় ধরণ্যুদ্ধরণায় চ। বহ্নিজায়াসমাযুক্তঃ সদা জপ্যো মুমুক্ষুভিঃ॥১০॥ অয়ং মন্ত্রো ধরাদেবি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। ঋষিঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তো দেবতা ত্বহমেব হি॥ ১১॥ ছন্দঃ পঙ্ক্তিঃ সমাখ্যাতা শ্রীং বীজং সমুদাহৃতম্। চতুর্লক্ষং জপেন্মন্ত্রং সদ্গুরোর্লব্ধতন্মনুঃ॥ ১২॥ জুহুয়াৎ পায়সান্নং বৈ ক্ষৌদ্রসর্পিঃসমন্বিতম্। অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি মনঃশুদ্ধিপ্রদায়কম্॥ ১৩॥ শুদ্ধস্ফটিক-শৈলাভং রক্তপদ্মদলেক্ষণম্। বরাহবদনং সৌম্যং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনম্॥ ১৪॥ শ্রীবৎসবক্ষসং চক্রশঙ্খাভয়করাম্বুজম্। বামোরুস্থিতয়া যুক্তং ত্বয়া মাং সাগরাম্বরে॥১৫॥ রক্তপীতাম্বরধরং রক্তাভরণ-ভূষিতম্। শ্রীকূর্ম্মপৃষ্ঠমধ্যস্থশেষমূর্ত্ত্যব্জসংস্থিতম্॥ ১৬॥ এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সদা চাষ্টোত্তরং শতম্। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মোক্ষং চান্তে ব্রজেদ্ধ্রুবম্॥১৭॥ প্রোক্তং ময়া তে ধরণি যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়ামলে। অতঃ কিং তে ব্যবসিতং ব্রূহি তদ্বিমলাননে॥ ১৮॥ শ্রীসূত উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বা ততো ভূমিঃ প্রপ্রচ্ছ পুনরেব তম্। কেনৈবা-নুষ্ঠিতং দেব পুরা প্রাপ্তং ফলং চ কিম্॥ ১৯। ইতি পৃষ্টঃ পুনর্দেবঃ শ্রীবরাহোঽব্রবীদিদম্। পুরা কৃতযুগে দেবি ধর্ম্মো নাম মনুর্মহান্॥২০॥ ব্রহ্মণোঽমুং মনুং লব্ধা জপ্ত্বাস্মিন্ ধরণীধরে। মাং চ দৃষ্ট্বা বরং লব্ধ্বা প্রাপ্তোঽহভুম্নামকং পদম্॥ ২১॥ ইন্দ্রো দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ পুরা ভ্রষ্টস্ত্রিবিষ্টপাৎ। অনেনৈষ্ট্বার্চ্চ মাং দেবি পুনঃ প্রাপ্তস্ত্রিবিষ্টপম্॥ ২২॥ অন্যেঽপি মুনয়ো ভূমে জপ্ত্বা প্রাপ্তাঃ পরাং গতিম্। অনন্তঃ পন্নগাধীশো হ্যমুং লব্ধ্বাথ কশ্যপাৎ॥ ২৩॥ শ্বেতদ্বীপে জপিত্বৈব বভূব ধরণীধরঃ। তস্মাজ্জপ্যঃ সদা চেহ মন্ত্রস্যৈষ চ ধরার্থিভিঃ॥ ২৪॥ শ্রীসূত উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বাথ সুপ্রীতা পুনঃ প্রাহ ধরাধরম্॥ ২৫॥

সদ্যঃসম্পত্তিকারক, ভূমিদ ও পুত্রদ পরম গুহ্য মন্ত্র শ্রবণ কর; ইহা গোপনীয়, কদাচ প্রকাশ্য নহে; কিন্তু শুশ্রূষাশীল নিয়তাত্মা ভক্তের নিকট বক্তব্য। মুমুক্ষুগণ 'ওঁ নমঃ শ্রীবরাহায়' ইহার সঙ্গে বহ্নিজায়া অর্থাৎ স্বাহা যোগ করিয়া "ওঁ নমঃ শ্রীবরাহায় স্বাহা" এই মন্ত্র সতত জপ করিবে। হে ধরাদেবি! এই মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। এই মন্ত্রের ঋষি—সঙ্কর্ষণ, দেবতা—আমি অর্থাৎ বরাহ, ছন্দঃ—পংক্তি, এবং বীজ—শ্রীং বলিয়া অভিহিত হয়। এই মন্ত্র সদ্গুরুর নিকট লাভ করিয়া চতুর্লক্ষ জপ এবং মধু ও ঘৃত সহ পায়সান্নে হোম করিতে হয়। অনন্তর মনঃশুদ্ধিপ্রদায়ক বরাহদেবের ধ্যান কীর্ত্তন করিতেছি। বরাহদেবের শরীরপ্রভা শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়, নেত্র রক্তপদ্মপত্র-সদৃশ, মুখ বরাহমুখবৎ এবং সৌম্য; ইঁহার চারি বাহু, মস্তকে কিরীট, বক্ষে শ্রীবৎসমণি, হস্ত-চতুষ্টয়ে চক্র, শঙ্খ, অভয় ও পদ্ম; হে সাগরাম্বরে! তুমি আমার বাম ঊরুতে অবস্থানপূর্ব্বক আমার সহিত মিলিতভাবে বিরাজিত। বরাহদেবের পরিধানে রক্ত-পীত বসন এবং তিনি রক্তাভরণভূষিত ও কূর্ম্মপৃষ্ঠোপরি শেষনাগের মস্তকস্থ পদ্মের উপর সংস্থিত। এইরূপে ধ্যান করিয়া সর্ব্বদা অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিতে হয় এবং এইরূপ করিলে সর্ব্ববিধ কামলাভ হয় ও অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে অমলে ধরণি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহা বলিলাম। হে অমলাননে! অতঃপর যাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা বল। বরাহদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধরিত্রী-দেবী পুনরায় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—দেব! পূর্ব্বকালে কে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল? বরাহদেব এইরূপে পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি! পুরাকালে সত্যযুগে ধর্ম্মনামক এক শ্রেষ্ঠ মনু ছিলেন। তিনি ব্রহ্মার নিকট এই মন্ত্র লাভ করিয়া জপ করেন। হে দেবি! অনন্তর তিনি আমাকে দর্শন ও আমার নিকট বর লাভ করিয়া আমার পদপ্রাপ্ত হন। পূর্ব্বকালে দুর্ব্বাসার শাপে শচীপতি স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হন। হে দেবি! তিনিও এই মন্ত্রে আমাকে পূজা করিয়া পুনরায় স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। হে দেবি! অন্য আরও অনেক মুনি এই বরাহমন্ত্র জপ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পন্নগ-পতি অনন্ত, কশ্যপসমীপে এই মন্ত্র লাভ করেন এবং শ্বেতদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিয়া ধরণীধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব ইহকালে ভূমিকামী মানবের এই মন্ত্র সতত জপ করা কর্ত্তব্য। সূত বলিলেন,—এতৎশ্রবণে অতীব প্রীতা হইয়া পৃথিবী পুনরায় ভূধর বরাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধরণ্যুবাচ। বেঙ্কটাখ্যে মহাশৈলে শ্রীনিবাসো জগৎপতিঃ। কদা হ্যায়াতি দেবেশঃ শ্রীভূমিসহিতোঽমলঃ॥ ২৬॥ কথং কল্পান্তরস্থায়ী ভবিষ্যতি জনার্দ্দনঃ। এতদ্‌ব্রূহি বরাহ ত্বং মহৎ কৌতূহলং মম॥ ২৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধরণীবরাহসংবাদে শ্রীবরাহমন্ত্রারাধনবিধ্যাদিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবরাহ উবাচ। হন্ত তে কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তং বরাননে। শৃণু পুণ্যং মহাদেবি সভবিষ্যং সহোত্তরম্॥ ১॥ বৈবস্বতেঽন্তরে দেবি পূর্ব্বে কৃতযুগেঽন্তরে। বায়োস্তপো মহদ্দৃষ্ট্বা শ্রীভূমিসহিতোঽনঘে। আগচ্ছচ্ছ্রীনিবাসশ্চ স্বামিপুষ্করিণীতটে॥২॥ দক্ষিণেঽস্মিন্ পুণ্যতম আনন্দাখ্যবিমানকে। বসিষ্যতি চ শ্রীকান্তো বায়োঃ প্রিয়করো হরিঃ॥ ৩॥ তদারভ্য হৃষীকেশঃ সেনান্যারাধিতোঽনিশম্। আকল্পান্তমদৃশ্যোঽস্মিন্ বিমানেঽসৌ বসিষ্যতি॥৪॥ ধরণ্যুবাচ। অদৃশ্যো ভগবান্ মর্ত্ত্যৈঃ কথং দৃশ্যো ভবিষ্যতি॥ ৫॥ শ্রীনিবাসোঽপি দেবেশোঽভবদ্দক্ষিণপার্শ্বগঃ। এতদ্বদ সুরাধীশ জনৈরারাধ্যতে কথম্॥ ৬॥ শ্রীবরাহ উবাচ। অগস্ত্যোঽস্মিন্ সমাসাদ্য দৃষ্ট্বা দেবং সনাতনম্। আরাধ্য দ্বাদশাব্দং তং প্রীণয়িত্বা পুনঃপুনঃ॥ ৭॥ যযাচে তত্র সান্নিধ্যং ভবান্ দৃশ্যো ভবত্বিতি। এবমুক্তো হৃষীকেশঃ শ্রীভূমিসহিতো ধরে॥ ৮॥ শ্রীভগবানুবাচ। অহং দৃশ্যো ভবিষ্যামি ত্বৎকৃতে সর্ব্বদেহিনাম্। এতদ্বিমানং দেবর্ষে ন দৃশ্যং স্যাৎ কদাচন॥ ৯॥ আকল্পান্তং মুনীন্দ্রাণাম্ দৃশ্যোঽহ নাত্র সংশয়ঃ। মুনিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রীতঃ প্রায়াৎ স্বমাশ্রমম্॥ ১০॥ ততশ্চতুর্ভুজো দেবঃ স দৃশ্যোঽভূন্নরাদিভিঃ। বিমানে মুনিচিন্ত্যেঽস্মিন্নাসিত্বা চ তথোত্তরম্॥ ১১॥ আরাধ্যমানঃ স্কন্দেন বায়ুনা সেবিতঃ সদা। এবং গতে মহাকালে চতুর্যুগসমন্বিতে॥ ১২॥ অষ্টাবিংশে তু সম্প্রাপ্তে দ্বাপরান্তে বসুন্ধরে। যুদ্ধে চ ভারতেঽতীতে

ধরণী বলিলেন,—শ্রীনিবাস জগৎপতি দেবেশ বিমল বরাহ ধরিত্রীর সহিত বেঙ্কটনামক মহাশৈলে কোন্ সময় আগমন করেন এবং জনার্দ্দন কল্পান্ত কালেও স্থায়ী হন! হে বরাহাত্মন্! এই সকল শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে, অতএব বলুন।৮—২৭।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীবরাহ বলিলেন,—অহো! বরাননে! তোমার নিকট পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, হে মহাদেবি! তুমি ভূত অতীত ও অনাগত বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ কর। হে অনঘে! পূর্ব্বকালে সত্যযুগের বৈবস্বত মন্বন্তরে বায়ুর সুমহৎ তপস্যাদর্শনে শ্রীনিবাস ভূমির সহিত স্বামিপুষ্করিণীতীরে আগমন করেন। বায়ুর প্রিয়কারী শ্রীপতি হরি স্বামিপুষ্করিণীর পরম পাবন দক্ষিণতীরে আনন্দনামক বিমানে বাস করেন এবং হৃষীকেশ তদবধি কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক নিরন্তর আরাধিত হইয়া কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত এই বিমানে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করেন। ধরণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—মানবগণের অদৃশ্য দেবেশ ভগবান্ শ্রীনিবাস আপনার দক্ষিণপার্শ্বগ হইয়া কিরূপে দৃশ্য হইয়াছিলেন এবং জনগণ তাঁহাকে কিরূপেই বা আরাধনা করিয়াছিল? হে সুরাধীশ! এই সকল কথা বলুন। বরাহ উত্তর করিলেন,—মহর্ষি অগস্ত্য এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক সনাতন বরাহদেবকে দর্শন করেন এবং দ্বাদশ বৎসর যাবৎ পুনঃ পুনঃ আরাধনা করত তাঁহাকে প্রীত করিয়া "ভগবন্ দৃশ্য হউন্" এইরূপ বলিয়া তাঁহার সান্নিধ্য কামনা করেন। হে ধরে! তখন ভূমির সহিত হৃষীকেশ ঋষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ বলেন,—"তোমার প্রার্থনায় আমি দেহিগণের দৃশ্য হইব বটে; কিন্তু হে দেবর্ষে! এই বিমান কদাচ কেহ দেখিতে পাইবে না। আমি কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে মুনীন্দ্রগণের দৃশ্য হইব, সংশয় নাই। অনন্তর ঋষি অগস্ত্য বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।১—১০। অনন্তর বরাহ চতুর্ভুজরূপে মানবগণের দৃশ্য হইতে লাগিলেন; কিন্তু বায়ু ও কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক সতত আরাধিত হইয়া তদবধি আর তিনি মুনি-চিন্তিত বিমানে উপবেশন করিলেন না। হে বসুন্ধরে! অনন্তর এইরূপে চতুর্যুগ-সমন্বিত বহুকাল অতীত হইলে দ্বাপর-যুগের অবসানে অষ্টাবিংশতি যুগে ভারত-

তিষ্যে সন্তি যুগে তথা ॥ ১৩ ॥ বিক্রমার্কাদয়ো ভূপাঃ শকাঃ শূদ্রাদয়স্তথা। গমিষ্যন্তি স্বর্গলোকং মাম-জ্ঞাত্বা বরাননে ॥ ১৪ ॥ ততঃ সোমকুলোদ্ভূতো মিত্রবর্ম্মা মহারথঃ। তুণ্ডীরমণ্ডলে রাজা নারায়ণ-পুরে বসন্ ॥ ১৫ ॥ ভবিষ্যতি বরারোহে মহা-ভাগ্যোদয়ো মহান্। তস্মিন্ শাসতি ভূলোকং ধর্ম্মেণ পৃথিবীপতৌ ॥ ১৬ ॥ অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সর্ব্বশস্যবিভূষণা। নিরীতিকোঽভবৎ সর্ব্বো জনো ধর্ম্মসমন্বিতঃ ॥ ১৭ ॥ তস্য পত্নী সমভবৎ পাণ্ড্যকন্যা মনোরমা। তস্য যজ্ঞে কুলোত্তংসো বিয়ন্নামা সুতোঽস্য বৈ ॥ ১৮ ॥ তস্য পত্নী তু ধরণী নাম্নাসী-চ্ছকবংশজা। তস্মিন্ রাজ্যং বিনিক্ষিপ্য মিত্র-বর্ম্মা নৃপোত্তমঃ ॥ ১৯ ॥ যযৌ তপোবনং পুণ্যং বেঙ্কটাদ্রেঃ সমীপতঃ ॥ ২০ ॥ আকাশনামা ভূ মহান্ রাজাভূৎ সার্ব্বভৌমকঃ। একদারব্রতো রাজা ধরণীসক্তচেতনঃ ॥ ২১ ॥ যজ্ঞার্থং শোধয়া-মাস ভুবমারণিতীরতঃ। কাঞ্চনেন হলেনৈব কৃষ্যমাণে ধরাতলে ॥ ২২ ॥ বীজমুষ্টিং বিকিরতা দৃষ্টা কন্যা ধরোদগতা। পদ্মশয্যাগতা রম্যা সর্ব্ব-লক্ষণলক্ষিতা ॥ ২৩ ॥ তপ্তজাম্বূনদময়ী পুত্রিকেব বিরাজতী। তাং দৃষ্ট্বা স মহীপালো বিস্ময়োৎ-ফুল্ললোচনঃ ॥ ২৪ ॥ আদায় তনয়া চেয়ং মমৈবেতি পুনঃপুনঃ। জহর্ষ মন্ত্রিভিশ্চৈনং প্রাহ বাগশরীরিণী ॥ ২৫ ॥ সত্যং তবৈব তনয়া বর্দ্ধয়স্ব সুলোচনাম্। ততঃ প্রীতমনা রাজা স্বপুরং প্রবিবেশ হ ॥ ২৫ ॥ আহূয় ধরণীং দেবীমিদমাহ মহীপতিঃ। দেবদত্তামিমাং পশ্য ভূতলাদুত্থিতাং মম ॥ ২৭ ॥ আবাভ্যাং তদ-পুত্রাভ্যাং পুত্রীয়ং ভবিতা ধ্রুবম্। ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ দেব্যা হস্তে প্রীত্যা বিয়ন্নৃপঃ ॥ ২৮ ॥ তস্যাং গৃহং প্রবিষ্টায়াং ধরণী গর্ভমাদধৌ। বিয়-ন্নৃপশ্চ সুপ্রীতো বীক্ষ্য স্নিগ্ধবিলোচনাম্ ॥ ২৯ ॥ উবাচ ফলিতা সুভ্রূর্লতা সান্তানিকী চ মে ॥ ৩০ ॥ অথ সা ধরণী দেবী কালে কমললোচনা। সুপ্রশস্তে মুহূর্ত্তে চ স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু। গ্রহেষু সুষুবে পুত্রং

যুদ্ধের অবসানে তিষ্যযুগ উপস্থিত হইবে, হে বরাননে! তখন বিক্রম ও অর্কাদি ভূপ, শক এবং শূদ্রগণ আমাকে জানিতে না পারিয়া স্বর্গে গমন করিবেন। হে বরারোহে! অনন্তর সোম-বংশসম্ভব মহাভাগ্যসম্পন্ন মহারথ মিত্রবর্ম্মা তুণ্ডীর-মণ্ডলের নারায়ণপুরে রাজা হইয়া বাস করত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। ঐ ভূপাল ধর্ম্ম দ্বারা ভূর্লোক শাসন করিতে থাকিলে বিনা বর্ষণেই পৃথিবী সর্ব্বশস্যবিভূষিতা হইবেন। তাঁহার রাজ্যে কোথায়ও অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিভাব থাকিবে না এবং নিখিল মানব ধার্ম্মিক হইবে। তৎকালে মনোরমা পাণ্ড্যতনয়া তাঁহার পত্নী হইলেন ও আকাশনামক তাঁহার কুলভূষণ এক তনয় জন্ম-গ্রহণ করিল এবং ঐ আকাশের শকবংশজাত ধরণী-নাম্নী পত্নী হইলেন। নৃপোত্তম মিত্রবর্ম্মা নিজতনয় আকাশের প্রতি তদীয় রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া বেঙ্কটশৈলের সন্নিকটে এক পুণ্য তপোবন আশ্রয় করিলেন; তদীয় তনয়শ্রেষ্ঠ আকাশই সর্ব্বভৌম হইলেন। রাজা আকাশ আর দ্বিতীয় দার পরি-গ্রহ করেন নাই। তিনি সতত ধরণীতেই নিরত থাকিতেন। তিনি যজ্ঞার্থ আরণীর তীরভূমি শোধন করিয়াছিলেন। তদনন্তর সুবর্ণময় হলদ্বারা বসুধাতল কৃষ্যমাণ হইলে বীজমুষ্টি বিকিরণ করিতে করিতে ভূতলে একটী কন্যা দেখিতে পাইলেন। এই কন্যা সরোজশয্যায় শয়ানা, রমণীয়া এবং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা। তিনি যেন তপ্তকাঞ্চনের পুত্তলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই কন্যাকে দর্শন করিয়া মহীপাল আকাশের বিস্ময়ে নয়ন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহাকে গ্রহণ করিয়া রাজা "ইনি আমারই কন্যা" পুনঃপুনঃ এই কথা বলিতে বলিতে মন্ত্রিগণ সহ আহ্লাদিত হইলেন। তখন একটী আকাশবাণী উত্থিত হইয়া নৃপতি আকা-শকে বলিল,—"সত্যসত্যই ইনি তোমার কন্যা; তুমি এই সুলোচনা কন্যাকে পালন কর।" অনন্তর মহীপতি প্রীতমনে স্বীয় পুরে প্রবেশ করিলেন এবং সহধর্ম্মিণী দেবীধরণীকে ডাকিয়া আনিয়া এই কথা বলিলেন,—"দেবি! এই ভূতলোত্থিতা দেবদত্তা কন্যা সন্দর্শন কর, আমাদের পুত্র-কন্যা নাই, ইনি নিশ্চয়ই আমাদের কন্যারূপে বিরাজ করিবেন।" নৃপতি আকাশ এইরূপ বলিয়া প্রীতিভরে প্রিয়ার করে সেই কন্যা অর্পণ করিলেন। অনন্তর শুভ-লক্ষণা ঐ কন্যা রাজার গৃহে প্রবেশ করিলে রাণী ধরণী গর্ভধারণ করিলেন, রাজা আকাশও স্নিগ্ধ-বিলোচনা পত্নীকে সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতমানসে বলিলেন,—হে সুভ্রু! আজ আমার সন্তানপ্রসূ লতায় ফল ধরিয়াছে। ১১—৩০। অনন্তর যথাকালে

মেষস্থে চ দিবাকরে ॥ ৩১ ॥ দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টির্গৃহেহপতৎ। ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শস্তজ্জন্ম-দিবসে তদা ॥ ৩২ ॥ পুত্রস্তুতিপ্রবক্তৃণাং সুপ্রীতঃ পুত্রজন্মনি। সর্ব্বস্বদানমকরোচ্ছত্রচামরবর্জিতম্ ॥ ৩৩ ॥ কপিলাকোটিদানঞ্চ বৃষভাণাং শতাধিকম্। দিবসে দ্বাদশে পুণ্যে জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। চকার নামধেয়ঞ্চ বসুদান ইতি স্বয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। আকাশতনয়ো দেবী বসুদানো মনোরমঃ। ববৃধে দিবসৈর্বালঃ শুক্লপক্ষ ইবোড়ুরাট্ ॥ ৩৫ ॥ উপনীতো বিনীতোহসৌ গুরুভির্ব্রহ্মপারগৈঃ। পিতুরস্ত্রাণি শস্ত্রাণি মন্ত্রবৎ সোহপ্যশিক্ষত ॥ ৩৬ ॥ চতুষ্পাদং ধনুর্ব্বেদং সঙ্গোপাঙ্গমধীতবান্। পিতা তেনাতিবলিনা দুরাধর্ষঃ পরৈরভূৎ ॥ ৩৭ ॥ আকাশ ইব নিষ্পঙ্কো গ্রীষ্মে ভানুমতা যুতঃ। বৈশাখ ইব মধ্যাহ্নে দুঃসহো দুর্নিরীক্ষকঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীস্কান্দেহগস্ত্যপ্রার্থনয়া ভগবতঃ সর্ব্বজনদৃগ্গোচরত্বাদিবর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

কমললোচনা দেবী ধরণী এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ তনয়ের জন্মকালে পঞ্চগ্রহ অত্যন্ত উচ্চস্থ ছিল। দিবাকর মেষরাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব ঐ মুহূর্ত্ত অতি প্রশস্ত। তখন দেবদুন্দুভি নিনাদিত ও গৃহে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং বায়ু সুখস্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিল। সুতজন্মহর্ষিত নৃপতির সমীপে যে যে আসিয়া পুত্রজন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল, ছত্র ও চামর ব্যতীত রাজা তাহাদিগকে সর্ব্বস্ব দান করিলেন। তিনি কোটি কপিলা ও শত বৃষভ দান করিলেন এবং পুত্রের দ্বাদশদিনে জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াসকল সম্পাদিত করিলেন এবং তিনি নিজেই পুত্রের নাম রাখিলেন,—'বসুদান'। বরাহ বলিলেন,—হে দেবি! মনোরম আকাশসুত বালক বসুদান শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের স্থায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মপারগ গুরুগণ দ্বারা বিনীত বসুদান উপনীত হইয়া পিতার নিকট মন্ত্রবান্ অস্ত্র-শস্ত্র সকল শিক্ষা করিলেন। তিনি পিতার নিকট সাঙ্গোপাঙ্গ চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলে তদীয় পিতা আকাশ, তনয় বসুদানের প্রভাবে শত্রুগণের অবধ্য হইলেন এবং গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যযুক্ত নির্ম্মল মধ্যাহ্ন-আকাশের স্থায় দুঃসহ ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। ৩১—৩৮।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ। উক্তং ভগবতা তস্য ক্ষিতিপস্য পুত্রস্য নাম চ। অযোনিজায়াস্তৎপুত্র্যাঃ কিং নাম চ তদাকরোৎ ॥ ১ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ইতি পৃষ্টঃ পুনঃ প্রাহ শ্রীবরাহো জগৎপতিঃ ॥ ২ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। আকাশরাজো মতিমাংস্তাং দৃষ্ট্বা কমলেশয়াম্ ॥ ৩ ॥ পদ্মিনীতি চ নাম্না বৈ চকার বসুধাসুতাম্। তাং তু যৌবনসম্পন্নাং সখীভিঃ পরিবারিতাম্ ॥ ৪ ॥ আরামে বিহরন্তীঞ্চ শুককোকিলনাদিতে। যদৃচ্ছয়াগতস্তত্র নারদো মুনিসত্তমঃ ॥৫॥ বনলক্ষ্মীমিবালোক্য বিস্ময়াদিদমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ নারদ উবাচ। কাসি কস্য সুতা ভীরু হস্তং দর্শয় মে তব। ইত্যুক্তা সা সুচার্বঙ্গী স্বাত্মানং মুনয়েহব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ বিয়দ্রাজসুতা ব্রহ্মন্ লক্ষণানি বদস্ব মে। ইত্যুক্তঃ স তদা প্রাহ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥৮॥ নারদ উবাচ। শৃণু ত্বং চারুবদনে লক্ষণানি বদামি তে। পাদৌ প্রতিষ্ঠিতৌ সুভ্রু রক্তপদ্মদলান্বিতৌ ॥৯ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

ধরণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্। আপনি আকাশ-তনয়ের নাম কহিলেন; কিন্তু নৃপতি আকাশের অযোনিজ তনয়ার কি নামকরণ হইল? সূত বলিলেন,—বরাহদেব ধরণী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। বরাহ বলিলেন,—মতিমান্ আকাশরাজ বসুধাসুতা কমললোচনা কন্যাকে পদ্মোপরি শয়ান দেখিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন,—'পদ্মিনী'। যৌবনসম্পন্না পদ্মিনী একদিন সখীগণে পরিবৃত হইয়া শুক-কোকিলনাদিত আরামে বিহার করিতেছিলেন। তখন মুনিসত্তম নারদ তথায় যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া বনলক্ষ্মীর স্থায় সেই কন্যাকে দর্শন করত বিস্ময়সহকারে এই কথা বলিয়াছিলেন। নারদ বলিয়াছিলেন,—হে ভীরু! তুমি কাহার কন্যা এবং তুমি কে? আমাকে তোমার হস্ত দর্শন করাও। নারদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া সেই মনোহরাঙ্গী কন্যা মুনির নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি নৃপতি আকাশের কন্যা, এক্ষণে আপনি আমার হস্তলক্ষণ কীর্ত্তন করুন। অনন্তর কন্যাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই মুনিসত্তম নারদ বলিতে লাগিলেন। ১—৮। নারদ বলিলেন,—হে চারুবদনে! লক্ষণসকল কীর্ত্তন

পাদাঙ্গুল্যঃ সমা রক্তা রক্ততুঙ্গনখান্বিতাঃ। গুল্‌ফৌ গূঢৌ সমাবেতৌ জঙ্ঘে চারোমশে শুভে ॥ ১০ ॥ জানুনী সমসুস্নিগ্ধে সমাবূরূ ক্রমাদ্রুরু। নিতম্বৌ পৃথুলৌ পীনৌ জঘনং চিন্তামেব হি ॥ ১১ ॥ নাভির্ম্মণ্ডলবান্নিম্নঃ পার্শ্বৌ তে মেদুরাবুভৌ। ত্রিবলীললিতং মধ্যং রোমরাজিবিরাজিতম্ ॥ ১২ ॥ স্তনৌ পীনৌ ঘনৌ স্নিগ্ধাবুন্নতৌ মগ্নচুচুকৌ। করৌ তে রক্তপদ্মাভৌ পদ্মরেখাসমন্বিতৌ। সুসূক্ষ্মৌ রক্তসৎপর্ব্ব-নিরন্তর-সমাঙ্গুলী ॥ ১৩ ॥ শুকতুণ্ডসমাকারনখপঙ্ক্তিবিরাজিতৌ। দীর্ঘৌ চ কোমলৌ ভদ্রে ভুজৌ তে পুষ্পদণ্ডবৎ ॥ ১৪ ॥ পৃষ্ঠং তে বেদিবদ্ভাতি বিলগ্নমৃজু মধ্যমম্। কণ্ঠস্তু রক্তো দীর্ঘশ্চ স্কন্ধৌ চাবনতৌ শুভে ॥ ১৫ ॥ মুখং প্রসন্নং সততমকলঙ্কশশিপ্রভম্। কপোলৌ কনকাদর্শ-সদৃশৌ কুণ্ডলোজ্জ্বলৌ ॥১৬॥ তিলপুষ্পসমাকারা নাসিকা তে শুভাননে। অকলঙ্কাষ্টমীচন্দ্রসদৃশোঽতিমনোহরঃ ॥ ১৭ ॥ দৃশ্যতেঽয়ং ললাটস্তে নীলালকসুশোভিতঃ। মূর্দ্ধা তে সমবৃত্তশ্চ স্নিগ্ধায়তকচান্বিতঃ ॥ ১৮ ॥ স্মিতসংশোভিদশনং বিম্বাধরসমন্বিতম্। মুখং তে বিষ্ণুযোগ্যং স্যাদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ১৯ ॥ নাভিস্তে দক্ষিণাবর্ত্ত আবর্ত্ত ইব গাঙ্গজঃ। ত্বং হি ক্ষীরাব্ধিসম্ভূতা লক্ষ্মীরিব হি দৃশ্যসে ॥ ২০ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা পূজিতস্তাভির্নারদোঽন্তর্দ্দধে তদা। এতচ্ছ্রুত্বাথ তৎসখ্যাস্তামূচুঃ পদ্মিনীং সখীম্ ॥ ২১ ॥ বনং গচ্ছাম পুষ্পার্থং বসন্তঃ সমুপাগতঃ। কর্ণিকারাশ্চ চূতাশ্চ চম্পকাঃ পারিভদ্রকাঃ ॥ ২২ ॥ পলাশাঃ পাটলাঃ কুন্দা রক্তাশোকাশ্চ পুষ্পিতাঃ। পদ্মিন্যঃ সিন্ধুবারাশ্চ মালত্যো যূথিকালতাঃ ॥ ২৩ ॥ কহ্লারকরবীরাশ্চ সজ্বর্ষাদিব পুষ্পিতাঃ। পুষ্পাবচয়নং কুর্ম্মো বনেঽস্মিন্ সুমনোহরে ॥২৪॥ ইত্যুক্ত্বা তা বনং জগ্মুরাকাশতনয়াযুতাঃ। পুষ্পাণ্যাহরমাণাস্তু বিচরন্ত্যস্ততস্ততঃ ॥ ২৫ ॥ কঞ্চিদ্গজেন্দ্রং দদৃশুঃ শুভ্রদন্তদ্বয়োজ্জ্বলম্। গণ্ডভিত্তিত-লোদ্ভূতমদধারাদ্বয়োজ্জ্বলম্ ॥ ২৬ ॥ উন্নতং করিণীযূথৈঃ সমুপেতং রজোজ্জ্বলম্। ফুৎকারিপুষ্করপ্রোদ্যচ্ছীকরাপুরি-

---

করিতেছি, শ্রবণ কর। হে সুভ্রূ! পাদতল রক্তপদ্মদলের ন্যায়; পাদাঙ্গুলী সুসংশ্লিষ্ট; নখ রক্ত ও তুঙ্গ; গুল্‌ফদ্বয় গূঢ় ও পরস্পর সমান; জঙ্ঘাদ্বয় রোমহীন ও সুন্দর; জানুদ্বয় সমান সুস্নিগ্ধ; ঊরুদ্বয় সমান ও ক্রমস্থূল; নিতম্বদ্বয় পৃথুল ও পীন; জঘন স্নিগ্ধ; নাভি নিম্ন ও মণ্ডলযুক্ত; পার্শ্বদ্বয় কোমল; মধ্যদেশ ত্রিবলীদ্বারা মনোজ্ঞ ও রোমরাজিরাজিত এবং স্তনদ্বয় ঘন, পীন, স্নিগ্ধ, উন্নত ও মগ্নচুচুক—এই সকল শুভ লক্ষণ। হে ভদ্রে! তোমার করদ্বয় রক্তপদ্মাভ ও সুসূক্ষ্ম পদ্মরেখারাজিত; অঙ্গুলী সকল সুসংশ্লিষ্ট; অঙ্গুলীর পর্ব্ব রক্তাভ, নিরন্তর ও সুন্দর; নখপংক্তি সকল শুকতুণ্ডাকার এবং বাহুদ্বয় কমল ও পুষ্পদণ্ডের ন্যায় দীর্ঘ। হে শুভে! তোমার পৃষ্ঠ বেদীর ন্যায় শোভিত; মধ্যদেশ বিলগ্ন ও ঋজু; কণ্ঠ রক্তবর্ণ ও দীর্ঘ; স্কন্ধ অবনত; মুখ নিষ্কলঙ্ক শশধরের ন্যায় সতত প্রসন্ন; কপোল কনকদর্পণের ন্যায়, কুণ্ডলাকার ও উজ্জ্বল এবং তোমার নাসিকা তিলকুসুমসদৃশ। হে শুভাননে! তোমার নীলালকশোভিত ললাট অষ্টমীর অকলঙ্ক চন্দ্রমার ন্যায় মনোহর দেখিতেছি। তোমার মূর্দ্ধা সমবৃত্ত, স্নিগ্ধ ও দীর্ঘ-কেশ-সমন্বিত; তোমার দশনপংক্তি ঈষৎ হাস্য ও বিম্বাধরসমন্বিত হইয়া শোভিত হইতেছে; তোমার মুখখানি দেখিয়া আমার নিশ্চয়ই মনে হইতেছে,—বিষ্ণুর যোগ্য তুমি পাত্রী। তোমার নাভি গঙ্গার অবর্ত্তের ন্যায় দক্ষিণাবর্ত্ত; অতএব তোমাকে ক্ষীরাব্ধিতনয়া লক্ষ্মী বলিয়া মনে হইতেছে। বরাহ বলিলেন,—সখীগণ-সমক্ষে পদ্মিনীর নিকট নারদ এইরূপ বলিয়া তাঁহাদের পূজাগ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সখীগণ পদ্মিনীকে কহিলেন,—বসন্ত সময় সমুপাগত হইয়াছে, চল আমরা পুষ্পচয়নের জন্য বনে গমন করি। হে সখি! ঐ দেখ,—কর্ণিকার, চূত, চম্পক, পারিভদ্রক, পলাশ, পাটল, কুন্দ, রক্তাশোক, পদ্মিনী, সিন্ধুবার, মালতী, যূথিকালতা, কহ্লার এবং করবীর কুসুম সকল যেন মদনের শরীরসংঘর্ষেই পুষ্পিত হইয়াছে। অতএব চল আমরা এই সুমনোহর কাননে গমন করিয়া পুষ্প চয়ন করি। সখীগণ এইরূপ বলিয়া আকাশরাজকুমারী পদ্মিনীসহ বনে গমনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করত পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন ।৯—২৫। তখন এক বন্য গজরাজ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। ঐ গজের শুভ্র দন্তদ্বয় উজ্জ্বল ও উহার গণ্ডভিত্তির তলদেশে দুইটী উজ্জ্বল মদধারা ক্ষরিত হইতেছে; গজ করিণীযূথের সহিত মিলিত হইয়া উজ্জ্বল রাগে রঞ্জিত হইয়াছে এবং শুণ্ড উন্নত করিয়া ফুৎকার

তাননম্ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্ট্বা চোদ্বিগ্নহৃদয়া বনস্পতি-মুপাশ্রিতাঃ। এতস্মিন্নন্তরে চাশু দদৃশুর্হয়মুত্তমম্ ॥২৮ অকলঙ্কেন্দুধবলং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্। স্ফুরদ্বিদ্যুল্লতা-যুক্ত-শরন্মেঘমিবোন্নতম্ ॥ ২৯ ॥ তস্মিংশ্চ পুরুষং কৃষ্ণং মদনাকারবর্চ্চসম্। পুণ্ডরীকদলাকারকর্ণান্তা-য়তলোচনম্ ॥ ৩০ ॥ সুসূক্ষ্মক্ষৌমসংবীতনীলচূলিক-য়োজ্জ্বলম্। পদ্মরাগমণিদ্যোতিস্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৩১ ॥ সুবর্ণরত্নখচিতশার্ঙ্গদিব্যধনুর্দ্ধরম্। অপরেণ করেণৈব বহন্তং কাঞ্চনং শরম্। ৩২ ॥ পীতকক্ষৌম-সংবীতকটিদেশং সুমধ্যমম্। রত্নকঙ্কণকেয়ূরকটি-সূত্রবিরাজিতম্ ॥ ৩৩ ॥ বিশালবক্ষঃসংশোভি-দক্ষিণাবর্ত্তসংযুতম্। স্বর্ণযজ্ঞোপবীতেন স্ফুরৎস্কন্ধং মনোহরম্ ॥ ৩৪ ॥ ঈহামৃগং সমুদ্দিশ্য মহাবেগাদনু-দ্রুতম্। তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা নার্য্যঃ সস্মিতাস্তস্থুরত্র বৈ ॥ ৩৫ ॥ তং দৃষ্ট্বা হয়মারূঢ়ং গজেন্দ্রো নম্রমস্তকঃ। তুণ্ডমুদ্ধৃত্য গর্জ্জন্ বৈ বিনিবৃত্য যযৌ বনম্ ॥ ৩৬ ॥ তস্মিন্ গতে গজে তত্র হয়ারূঢ়ঃ সমাবযৌ। ঈহামৃগং বিচিন্বানঃ পুষ্পলাবীসমীপতঃ ॥ ৩৭ ॥ তাঃ সমেত্য স চোবাচ তুরগোপরি সংস্থিতঃ। অত্রাগতো মৃগঃ কশ্চিদীহামৃগ ইতীরিতঃ ॥ ৩৮ ॥ দৃষ্টো বা ভবতীভিঃ স ব্রূত মে কন্যকা ইতি ॥ ৩৯ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। প্রত্যূচুস্তাস্ত তং কন্যা দৃষ্টোঽস্মাভির্ন কশ্চন ॥ ৪০ ॥ কিমর্থমাগতোঽস্মাকং বনং বরধনুর্দ্ধর। অত্রাবধ্যা মৃগাঃ সর্ব্বে বর্ত্তমানা নিষাদপ ॥ ৪১ ॥ আশু গচ্ছ বনাদস্মাদাকাশনৃপপালিতাৎ। ইতি তাসাং বচঃ শ্রুত্বা হয়াদবরুরোহ সঃ ॥ ৪২ ॥ কাস্ত যূয়মিয়ং চাপি কন্যকাম্বুজসন্নিভা। সুভগা চারুসর্ব্বাঙ্গী পীনোন্নত-পয়োধরা। ব্রূত মেঽহং গমিষ্যামি শ্রুত্বা স্বস্থালয়ং গিরিম্ ॥ ৪৩ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ধরণ্যাত্মজয়ে-রিতা। সখী পদ্মবতী প্রাহ নিষাদং পর্ব্বতালয়ম্ ॥৪৪ আকাশরাজতনয়া বসুধাতলসম্ভবা। অস্মাকং নায়িকা শূর পদ্মিনী নাম নামতঃ ॥ ৪৫ ॥ ব্রূহি ত্বং

করায় জলকণায় উহার মুখ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর এইরূপ ভীষণ গজদর্শনে তাঁহারা উদ্বিগ্নহৃদয় হইয়া এক বনস্পতির আশ্রয় লইলেন এবং তৎ-কালেই একটী উত্তম উন্নত অশ্ব সন্দর্শন করিলেন। ঐ অশ্ব অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় ধবলবর্ণ ও সুবর্ণা-লঙ্কারে ভূষিত হওয়ায় যেন চকিত-বিদ্যুল্লতা-জাল-যুক্ত শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ অশ্বের উপর মদনের ন্যায় কমনীয় এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ; তাঁহার নয়নদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় ও আকর্ণ-বিস্তৃত; তাঁহার পরিধানে সুসূক্ষ্ম ক্ষৌমবসন, মস্তকে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ শিখা, কান্তি পদ্মরাগমণির ন্যায় এবং কর্ণ উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বারা মণ্ডিত। তাঁহার এককরে স্বর্ণ ও রত্নখচিত দিব্য শার্ঙ্গ ধনু এবং তিনি অপর হস্তে কাঞ্চনময় শর ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার সুমধ্যম কটিদেশ পীতবর্ণ ক্ষৌমবসনে আবৃত রহিয়াছে। তাঁহার করে রত্নকঙ্কণ, কর্ণে কেয়ূর এবং কটীতে কটীসূত্র বিরাজিত; তাঁহার বিশাল বক্ষে দক্ষিণাবর্ত্ত-যুক্ত যজ্ঞসূত্র শোভিত হওয়ায় মনোহর স্কন্ধদেশ উজ্জ্বল হইয়াছে এবং তিনি এক শার্দ্দূলের প্রতি শর-সন্ধান করিয়া প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইয়াছেন। নারীগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ঈষৎহাস্য-আস্যে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। গজরাজ সেই অশ্বারূঢ় পুরুষকে দেখিয়া নিবৃত্ত হইল এবং তুণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক নম্র মস্তকে গর্জ্জন করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর গজ বিনিবৃত্ত হইলে ঐ অশ্বারূঢ় পুরুষ শার্দ্দূল অন্বেষণ করিতে করিতে পুষ্পচয়ন-কারিণী নারীগণ-সমীপে আগমন করিলেন এবং অশ্বের উপরে থাকিয়াই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—হে কন্যকাগণ! কোন এক শার্দ্দূল এইদিকে আগমন করিয়াছে, তোমরা দেখিয়াছ কি? যদি দেখিয়া থাক, আমাকে বল। বরাহ কহিলেন,—তখন পুরুষের কথায় কন্যাগণ উত্তর করিল,—আমরা কিছুই দেখি নাই, হে ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ! কেন আমাদের বনে আগমন করিয়াছ? হে নিষাদপতে! এই বনে যে সকল মৃগ বিচরণ করে, তাহারা অবধ্য। অতএব আকাশ-নৃপতি-পালিত এই বন হইতে সত্বর প্রস্থান কর। সেই পুরুষ এই কথা শুনিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সখীগণের প্রতি সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে কমল-কান্তি-কন্যকাগণ! তোমরা কে? আর এই সুভগা, মনো-হরাঙ্গী, পীনোন্নত-পয়োধরা কন্যাই বা কে? এই সকল আমাকে বল, আমি ইহা শ্রবণ করিয়া আমার পর্ব্বতস্থিত নিজালয়ে গমন করিব। ২৬—৪৩। অনন্তর তাঁহার বাক্য শুনিয়া ধরণীসুতার ইঙ্গিতক্রমে সখী পদ্মাবতী সেই পর্ব্বতবাসী নিষাদকে বলিল,—হে শূর! ইনি আকাশরাজের কন্যা, বসুধাতল হইতে উত্থিত হইয়াছেন। ইনি আমাদের নায়িকা; ইঁহার নাম পদ্মিনী। হে সৌম্যদর্শন! এক্ষণে বলুন, আপনি

সুভগাবধূরেষ কিন্নামা কস্য বা সুতঃ। জাতিঃ কা কুত্র তে বাসঃ কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ। ইতি পৃষ্টঃ স তাঃ প্রাহ মন্দস্মিতমুখাম্বুজঃ॥ ৪৬॥ দিবাকরকুলং প্রাহুরস্মাকস্ত পুরাবিদঃ। যস্য নামান্যনন্তানি পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৪৭॥ বর্ণতো নামতশ্চাপি কৃষ্ণং প্রাহুস্তপস্বিনঃ। ব্রহ্মদ্বিষাং সুরারীণাং যস্য চক্রং ভয়াবহম্॥ ৪৮॥ যস্য শঙ্খধ্বনিং শ্রুত্বা মোহমীয়ুর্হি বৈরিণঃ। যস্য বৈ ধনুষস্তুল্যং ধনুর্নৈবামরেষপি॥ ৪৯॥ তং মাং বীরপতিং প্রাহুর্বেঙ্কটাদ্রিনিবাসিনম্। তস্মাদদ্রিতটাৎ সোহহং নিষাদৈরনুগৈর্বৃতঃ॥ ৫০॥ মৃগয়ার্থং হয়ারূঢ়ো যুষ্মাকং বনমাগতঃ। ময়াপ্যনুদ্রুতঃ কশ্চিন্মৃগো বায়ুগতির্যযৌ॥ ৫১॥ তমদৃষ্ট্বা বনং পশ্যন্ দৃষ্টবান্ সুভগামিমাম্। কামাদিহাগতোহহং বো ময়া কিং লভ্যতে ত্বিয়ম্॥ ৫২॥ ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধাস্তাঃ পুনরব্রুবন্। আকাশরাজো দৃষ্ট্বা ত্বাং কৃত্বা নিগড়বন্ধনম্। যাবন্নয়তি তাবত্ত্বং গচ্ছ শীঘ্রং স্বমালয়ম্॥ ৫৩॥ তর্জ্জিতস্তাভিরেবং স হয়মারুহ্য শীঘ্রগম্। যুক্তঃ স্বানুচরৈঃ সর্বৈর্যযৌ দ্রুততরং গিরিম্॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধরণীবরাহসংবাদ উদ্যানবাসিন্যাঃ পদ্মাবত্যাঃ সমীপে নারদাগমনশ্রীনিবাসমৃগয়াদি-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবরাহ উবাচ। সম্প্রাপ্য চালয়ং দিব্যমবতীর্য্য হয়োত্তমাৎ। বিসৃজ্য সানুগান্ সর্বান্ দেবান্ কিরাতরূপকান্॥ ১॥ বিশ্রমধ্বমিতি প্রোচ্য বিবেশ মণিমণ্ডপম্। আরুহ্য মণিসোপানং পঞ্চকক্ষা অতীত্য চ॥ ২॥ মুক্তাগৃহং সমাসাদ্য তস্মিন্ লোলাস্থিতে শুভে। নবরত্নময়ে মঞ্চে সংবিবেশাবশো হরিঃ॥ ৩॥ সংস্মরন্ পদ্মগর্ভাভাং তামেবায়তলোচনাম্। তনুমধ্যাং পীনকুচাং মন্দস্মিতমুখাম্বুজাম্॥ ৪॥ ক্ষীরাব্ধিতনয়ামেব মেনে পদ্মোদ্ভবাং শুভাম্। তস্যাং গতমনা দেবঃ শ্রীনিবাসো মুমোহ চ॥ ৫॥

কাহার তনয় ও আপনার নাম কি? আপনার কোন জাতি? কোন্ স্থানেই বা বাসস্থান এবং কিজন্য এইস্থানে আগমন করিয়াছেন? কামিনীগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার মুখাম্বুজে হাসি দেখা দিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—ললনাগণ! পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ আমাদের বংশকে সূর্য্যবংশ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহার নাম অনন্ত, যাঁহার ... সকল মনীষিগণেরও পাবন, তপস্বিগণ যাঁহার বর্ণ ও নাম এ উভয় কৃষ্ণ কহিয়া থাকেন, যাঁহার চক্র ব্রহ্মদ্বেষী দৈত্যগণের ভয়াবহ, বৈরিগণ যাঁহার শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া মোহিত হয়, সুরগণমধ্যেও যাঁহার ধনুর তুল্য ধনু নাই, পণ্ডিতগণ আমাকেই সেই বেঙ্কটাচলবাসী বীরপতি বলিয়া থাকেন। আমি সেই বেঙ্কটাদ্রির তটদেশ হইতে নিষাদগণে পরিবৃত হইয়া অশ্বারোহণে মৃগয়ার জন্য তোমাদের বনে আগমন করিয়াছি। আমি বনে প্রবেশ করিয়াই এক পশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই। তখন ঐ পশুও দ্রুতবেগে পলায়ন করে। অনন্তর আমি তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হইয়া এই সৌম্যমুখী কামিনীকে দেখিতে পাই। "আমি এখানে আসিয়া কামার্ত্ত হইয়াছি। এক্ষণ ইঁহাকে পাইতে পারি কি? কুমারীগণ কৃষ্ণের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহারা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"আকাশরাজ যাবৎ তোমাকে দেখিয়া নিগড়ে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া না যান, এই সময়মধ্যে তুমি নিজালয়ে গমন কর।" এইরূপে কুমারীগণ কর্ত্তৃক তর্জ্জিত হইয়া কৃষ্ণ, শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অনুচরগণ সহ সত্বর গিরিগুহায় আশ্রয় লইলেন। ৪৪—৫৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

বরাহ বলিলেন,—সেই কৃষ্ণ নিজালয়ে গমন করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং অনুরাগভরে কিরাতরূপধারী দেবানুচরগণকে "তোমরা বিশ্রাম কর" এই কথা বলিয়া মণিমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর হরি মণিমণ্ডপের মণিসোপানে আরোহণ-পূর্ব্বক পঞ্চ কক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তাগৃহে উপনীত হইলেন এবং ক্রমে মণিমণ্ডপস্থ সেই শোভমান মনোজ্ঞ নবরত্নময় মঞ্চে গিয়া উপবেশন করিলেন। রত্নমঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পদ্মগর্ভের ন্যায় আরক্ত ও আয়তলোচনা ক্ষীণকটী পীনপয়োধরা মন্দ হাস্যযুক্ত কমলমুখীকে স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এই পদ্মোদ্ভবা শোভমানা কন্যা নিশ্চিতই

ততো মধ্যাহ্নসময়ে কৃত্বান্নং দিব্যমুত্তমম্ । সূপদংশং সুগন্ধঞ্চ দেবার্হমতিশোভনম্ ॥ ৬ ॥ শুদ্ধান্নং পায়সান্নঞ্চ গৌড়ং মুদ্গান্নমেব চ । কৃত্বা পঞ্চবিধাপূপান্ পূরিকাবটকানপি ॥ ৭ ॥ দেবং দ্রষ্টুং যযৌ শীঘ্রং সখী বকুলমালিকা । পদ্মাবতীপদ্মপত্রাচিত্ররেখাসমন্বিতা ॥ ৮ ॥ নিবেশ্য দ্বারি দেবস্য তাঃ সর্ব্বাঃ প্রমদোত্তমাঃ । বিবেশ তৎসমীপং সা স্বয়ং বকুলমালিকা ॥ ৯ ॥ গত্বা সমীপং দেবস্য ববন্দে ভক্তিভাবতঃ । দৃষ্ট্বাথ দেবং বিবশং পর্য্যঙ্কে রত্নভূষিতে ॥ পাদসংবাহনং কৃত্বা নিমীলিতবিলোচনম্ । তং ধ্যায়ন্তঞ্চ কিমপি ব্যাজহার শুচিস্মিতা ॥ ১১ ॥ উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ কিং শেষে পুরুষোত্তম । পরমান্নং কৃতং দেব ভোক্তুমাগচ্ছ মাধব ॥ ১২ ॥ কিংবা শ্রমার্ত্তবচ্ছেষে সর্ব্বলোকার্ত্তিনাশন । মৃগয়ামটতা দেব কিং দৃষ্টং ভবতা বনে ॥ ১৩ ॥ অবস্থা তে বিশালাক্ষ কামুকস্যেব দৃশ্যতে । কা দৃষ্টা দেবকন্যা বা মানুষী বাহিকন্যকা ॥ ১৪ ॥ ব্রূহি মে ত্বমচিন্ত্যাত্মন্ কন্যাত্বাক্ষিপ্তহারিণীম্ ॥ ১৫ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ । তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা নিঃশ্বাসমকরোদ্বিভুঃ । নিঃশ্বসন্তং পুনঃ প্রাহ প্রীতা বকুলমালিকা ॥ ১৬ ॥ এবং মনোহরা কা সা তবাপি পুরুষোত্তম । তামব্রবীদ্ধৃষীকেশো বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ॥ ১৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । পুরা ত্রেতাযুগে পুণ্যে রাবণং হতবানহম্ । তদা বেদবতী কন্যা সাহায্যমকরোচ্ছুভা ॥ ১৮ ॥ সীতারূপাভবল্লক্ষ্মীর্জনকস্য মহীতলাৎ । গতে ময়ি তু মারীচং হন্তুং পঞ্চবটীবনে ॥ ১৯ ॥ মমানুজোঽপি মামেব সীতয়া চোদিতোঽন্বয়াৎ । তদন্তরে রাক্ষসেন্দ্রো হর্ত্তুং সীতামুপাযযৌ ॥ ২০ ॥ অগ্নিহোত্রগতো বহ্নিস্তং জ্ঞাত্বা রাবণোদ্যমম্ । আদায় সীতাং পাতালে স্বাহায়াং সন্নিবেশ্য চ ॥ ২১ ॥ তেনৈব রক্ষসা স্পৃষ্টাং পুরা বেদবতীং শুভাম্ । অগ্নৌ বিসৃষ্টদেহাং তাং সংহর্ত্তুং রাবণং পুনঃ ॥ ২২ ॥ সীতায়া রূপসদৃশীং কৃত্বা চৈবোৎসসর্জ্জ হ । সা রাবণহৃতা ভূত্বা লঙ্কায়াঞ্চ নিবেশিতা ॥ ২৩ ॥

ক্ষীরাব্ধিতনয়া লক্ষ্মী ।” শ্রীনিবাস এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই কন্যার প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইলে তিনি মোহ প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর তদীয়সখী বকুলমালিকা উত্তম দিব্য অন্ন, উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত উপদংশ (ভাজা), দেবভোজ্য অত্যুত্তম শুদ্ধ গুড়নির্ম্মিত পায়স, মুদ্গান্ন, পঞ্চবিধ পূপ (পিষ্টক), পূরিক (পূলী পিষ্টক) এবং বটক (বড়ী ভাজা) প্রস্তুত করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহার দর্শন মানসে সত্বর গমন করিলেন । বকুলমালিকা যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তিনি প্রমদোত্তমা পদ্মাবতী, পদ্মপত্রা ও চিত্রলেখা এই সখীত্রয়কে দ্বারদেশে রাখিয়া একাকীই সেই দেবসমীপে গমন করেন । অনন্তর বকুলমালিকা সেই দেবের সমীপে গমন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন ; কিন্তু দেখিলেন, তিনি রত্নভূষিত পর্য্যঙ্কে বিবশ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন । অনন্তর সখী বকুলমালিকা তাহার পাদসংবাহন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি নেত্র উন্মীলিত করিলেন বটে, কিন্তু কি যেন ধ্যান করিতে লাগিলেন । বকুলমালিকা তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম দেবদেবেশ ! আপনি কি জন্য শয়ান রহিয়াছেন, গাত্রোত্থান করুন । হে কমলাক্ষ ! আপনার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে,—আপনি যেন কামপীড়িতের ন্যায় হইয়াছেন । আপনি কোন দেবী মানুষী বা অহিকন্যা দর্শন করিয়াছেন ? আপনার কে মন হরণ করিয়াছে ? হে অচিন্ত্যাত্মন্ ! সেই কন্যার কথা আমাকে বলুন ।১—১৫ । বরাহ বলিলেন,—সখীর সেই কথা শুনিয়া বিভু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন । তাঁহাকে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া প্রীতি বশতঃ বকুলমালিকা পুনরায় বলিল,—পুরুষোত্তম ! কে সে এমন কন্যা যে, আপনারও মন হরণ করিল ! সখীর কথায় হৃষীকেশ উত্তর করিলেন,—তোমাকে যথার্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর । ভগবান্ বলিলেন,—পুরাকালে পবিত্র ত্রেতাযুগে আমি যখন রাবণকে নিহত করি, কন্যা বেদবতী তখন লক্ষ্মীরূপে আমার সাহায্য করিয়াছিলেন । লক্ষ্মী তখন সীতারূপে মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া জনকের কন্যাত্ব গ্রহণ করেন । আমি মায়ামৃগরূপী মারীচকে সংহার করিবার জন্য পঞ্চবটী বনে গমন করি । আমার অনুজ লক্ষ্মণও সীতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমার অনুগমন করেন । এই সময় রাক্ষসেন্দ্র রাবণ সীতাহরণ-মানসে তাঁহার সমীপে উপনীত হয় । অগ্নিহোত্রগত বহ্নি তখন রাবণের উদ্যম দেখিয়া সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক পাতালে গমন করত স্বাহাতে রক্ষিত করেন । পূর্ব্বকালে রাক্ষসস্পৃষ্টা কন্যা শোভনা-বেদবতী স্বীয় শরীর হুতাশনে রক্ষিত করিয়া সীতাসদৃশ রূপ ধারণ করিলে রাবণ সেই কন্যাকে অপহরণ করিল । অনন্তর তিনি রাবণ

হৃতে তু রাবণে পশ্চাৎ পুনরগ্নিং বিবেশ সা। অগ্নিস্তু রক্ষিতাং লক্ষ্মীং স্বাহায়াং মম জানকীম্ ॥২৪॥ দত্ত্বা হস্তে চ মামাহ সীতয়া সহিতাং সখীম্। ইয়ং বেদবতী দেব সীতায়াঃ প্রিয়কারিণী ॥ ২৫ ॥ সীতার্থং রাক্ষসপুরে তেন বন্দীকৃতা স্থিতা। তস্মাদেনাং বরেণৈব প্রীণয় ত্বং প্রিয়া সহ ॥ ২৬ ॥ ইতি বহ্নিবচঃ শ্রুত্বা সীতা মামবদচ্ছুভা। মম প্রীতিকরী নিত্য-মিয়ং বেদবতী বিভো ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ পরং ভাগবতীং দেবৈনাং বরয় প্রভো ॥ ২৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। তথা দেবি করিষ্যামি হ্যষ্টাবিংশে কলৌ যুগে। তাবদেষা ব্রহ্মলোকে বসত্বমরপূজিতা ॥ ২৯ ॥ পশ্চাত্তু ভূমিতনয়া ভবিষ্যতি বিয়ৎসুত! ইতি দত্তবরা পূর্ব্বং ময়া লক্ষ্ম্যা চ সুন্দরী ॥ ৩০ ॥ অদ্য নারায়ণপুরে সম্ভূতা ধরণীতলাৎ। পদ্মাসমা পদ্মনেত্রা পদ্মাদত্তবরা সতী ॥ ৩১ ॥ সখীভিরনুরূপাভির্ব্বনে পুষ্পাণি চিন্বতী। মৃগয়ামটতা তত্র ময়া দৃষ্টা মনোরমা ॥ ৩২ ॥ তস্যা রূপং ময়া বক্তুং ন শক্যং শতহায়নৈঃ। লক্ষ্ম্যেব চ তয়া মেঽন্যা সঙ্গমো ভবিতা যদি ॥ ৩৩ ॥ প্রাণাঃ স্থিরা ভবিষ্যন্তি সত্যমিত্যবধারয় ॥ ৩৪ ॥ ত্বং তত্র গত্বা তাং কন্যাং দৃষ্ট্বা বকুলমালিকে। জানীহি রূপলাবণ্যাদিষু যোগ্যেতি চাস্তু বৈ। অনবদ্যা বিশালাক্ষী পদ্মেন্দীবরলোচনা। ইত্যুক্ত্বা মোহমাপন্নং তং প্রাহ বকুলা পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ ইতো গচ্ছামি দেবেশ মনোজ্ঞা তব যত্র সা ॥ ৩৬ ॥ মার্গং বদ রমাধীশ গমিষ্যে যেন তাং প্রতি। এবমুক্তো রমাধীশস্তাং প্রাহ বকুলস্রজম্ ॥ ৩৭ ॥ ইতো গচ্ছ মহাভাগে শ্রীনৃসিংহগুহা যতঃ। তন্মার্গেণাবতীর্য্যাস্মাদ্ভূধরেন্দ্রান্মনোরমাৎ ॥৩৮॥ অগস্ত্যাশ্রমমাসাদ্য দৃষ্ট্বা লিঙ্গং তদর্চ্চিতম্। অগস্ত্যেশ ইতি খ্যাতং সুবর্ণমুখরীতটে ॥ ৩৯ ॥ তীরেণৈব ততো গচ্ছ শুকব্রহ্মঋষের্ব্বনম্। পশ্যন্তী স্বর্ণমুখরীং তত্র কল্লোলমালিনীম্ ॥ ৪০ ॥

কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। তার পর রাবণ নিহত হইলে আবারও তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করেন। অগ্নি তখন স্বাহার্পিতা লক্ষ্মী—জানকীকে আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া আমাকে ও সীতা সহ সখীকে বলিলেন,—হে দেব! এই বেদবতী কন্যা সীতার প্রিয়কারিণী; সী- সতীত্ব রক্ষার জন্য ইনি বন্দিরূপে রাবণপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন; অতএব বরদান করিয়া লক্ষ্মীর সহিত ইঁহাকে প্রীত করুন। অগ্নির বাক্য শুনিয়া শোভনা সীতাও আমাকে বলিলেন,—"হে বিভো! এই বেদবতী সতত আমার প্রিয় করিয়াছেন, অতএব হে দেব! এই অত্যুত্তম ভগবতী কন্যাকে আপনি বরণ করুন। ভগবান্ বলিলেন,—হে দেবি! কলির অষ্টাবিংশ যুগে আমি ঐরূপ কার্য্য করিব। ঐ সময়ের আগমন কাল পর্য্যন্ত ইনি অমরপূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করুন; তার পর ইনি ভূমিতনয়া হইয়া আকাশরাজের গৃহে যাইবেন। হে সুন্দরি! আমি এবং লক্ষ্মী পুরাকালে ঐ সুন্দরীকে এইরূপ বরদান করিয়াছিলাম। সম্প্রতি নারায়ণপুরে ধরণীতল হইতে এই পদ্মসদৃশী পদ্মনেত্রা সতী বেদবতী সমুদ্ভূতা হইয়া অনুরূপা সখীসমভিব্যাহারে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছেন। আমি মৃগয়া জন্য বনে ভ্রমণ করিতে করিতে গিয়া এই মনোহারিণী কন্যাকে দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার রূপের কথা কি বলিব, শত বৎসরেও আমি তাঁহার রূপ বর্ণনে সমর্থ নহি। হে সখি! তুমি সত্য সত্যই জানিও—লক্ষ্মীরূপিণী সেই কন্যার সহিত যদি আমার সঙ্গম লাভ হয়, তবেই আমার প্রাণ সুস্থির হইবে। হে বকুলমালিকে! তুমি নারায়ণপুরে গমন করিয়া ঐ কন্যাকে দর্শন কর এবং জান যে, রূপলাবণ্যে এই কন্যা আমার যোগ্য কি না? "আহা! সে কন্যা—অনিন্দিতা পদ্মকুমুদবৎ বিশালনয়না" এই বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তখন সখী বকুলমালিকা আবার তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—হে দেব! যেখানে আপনার মনোহারিণী রমণী বিরাজ করিতেছেন, এখনই আমি তথায় গমন করিতেছি। হে রমাপতে! আমি কেমন করিয়া তথায় সেই কন্যার নিকটে গমন করিব, সে পথ আমাকে বলিয়া দিন। এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া রমানাথ সখী বকুলমালিকাকে কহিলেন,—হে মহাভাগে! এই যে শ্রীনৃসিংহগৃহ দেখিতেছ, তুমি প্রথমে এই দিক্ দিয়া গমন কর। তার পর এই পথ দিয়া যাইতে যাইতে মনোরম গিরিবর অতিক্রম করিয়া অগস্ত্যাশ্রম দেখিতে পাইবে, তথায় সুবর্ণমুখরী-তটে এক বিখ্যাত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, উঁহার নাম অগস্ত্যেশ; তুমি ঐ পূজ্য লিঙ্গ দর্শন করিয়া সুবর্ণমুখরীর তীর অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিলে ব্রহ্মর্ষি শুকের আশ্রম দেখিতে পাইবে। তুমি কল্লোলমালিনী সুবর্ণমুখরীকে দর্শন করত

তত্র পদ্মসরো নাম পাবনং পদ্মসংযুতম্। তত্র আরাধ্য তত্তীরে তপন্তং মুনিসত্তমম্ ॥ ৪১ ॥ ছায়া-শুকং নমস্কৃত্য কৃষ্ণঞ্চ বলসংযুতম্। আরাধ্যমানং মুনিনা শুকেন সততং শুভে ॥ ৪২ ॥ ইন্দ্রনীলমণি-শ্যামং পীতনির্ম্মলবাসসম্। তীর্থযাত্রাং গমিষ্যন্তং বলভদ্রং সিতাকৃতিম্ ॥ ৪৩ ॥ উপাসয়ন্তং বরদং মুক্তান্বিতকরদ্বয়ম্। উদ্যন্তং পাদুকাযুক্তং বলভদ্রং প্রণম্য চ ॥ ৪৪ ॥ আদায় স্বর্ণকমলং সরসোঽস্মাদ্বরাননে। তীর্ত্বা সুবর্ণমুখরীং বনান্যুপ-বনানি চ ॥ ৪৫ ॥ অরণীতীরমাসাদ্য বিশ্রম্য চ বনান্তরে। নারায়ণপুরীং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ঞ্চ গমিষ্যসি ॥ তস্যাশ্চোপবনে বৃক্ষান্ পুষ্পাঢ্যান্ ফলসংযুতান্। পনসাম্রশিরীষাংশ্চ কুন্দতিন্দুকপাটলান্ ॥ ৪৭ ॥ পুন্নাগ-নাগবরণসরনসালাঙ্কোলচম্পকান্। বকুলামলকা-স্তালাংস্তালহিন্তালপদ্মকান্ ॥ ৪৮ ॥ জম্বুনিম্বকদম্বৈ-লাপিপ্পলীমধুকার্জ্জুনান্। প্রিয়ঙ্গুহিঙ্গুখর্জ্জুরমায়ুরা-শোকলোধ্রকান্ ॥ ৪৯ ॥ অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষবদরী-ভূর্জ্জকীচকান্। চিঞ্চাকিংশুকমন্দার-শাল্মলীবীজ-পূরকান্ ॥ ৫০ ॥ পূগনারঙ্গলিকুচনারিকেলৈবনা-কুলান্। মল্লিকামালতীকুন্দযূথিকাকেতকীযুতান্। ॥ ৫১ ॥ করবীরাজসম্পন্নান্ রাজরম্ভাবিরাজিতান্। ময়ূরকীরগরুড়শুকসারসসঙ্কুলান্ ॥ ৫২ ॥ ভৃঙ্গঝঙ্কার-নিবিড়ানারামান্ সুমনোহরান্। পশ্যন্তী পরমং হর্ষমবাপ্য চ নদীতটে ॥ ৫৩ ॥ গত্বা পূর্ব্বোত্তরে মার্গে পুরীমিন্দ্রপুরীসমাম্। গঙ্গয়েবাবৃতাং নিত্যং সরিতা-রণিনাময়া ॥ ৫৪ ॥ আকাশরাজনগরীং গত্বা তত্রোচিতং কুরু ॥ ৫৫ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। ইত্যা-দিশ্য সুরাধীশঃ সখীং তাং বকুলাভিধাম্। বিসৃজ্য শয়নে শুভ্রে স শিশ্যে শ্রীসমন্বিতঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রণম্য দেবদেবেশং সখী বকুলমালিকা। গুঞ্জামণিসমা-কারং রক্তাশ্বমধিরুহ্য সা ॥ ৫৭ ॥ যথোক্তমার্গেণ যযৌ পশ্যন্তী বিবিধান্মৃগান্। মত্তেভান্ পর্ব্বতা-কারান্ শ্বেতদন্তবিভূষিতান্ ॥৫৮॥ করিণীযূথসহিতান্ জলদাদানতৎপরান্। সিংহাংশ্চঘনপ্রখ্যান্ সিংহী-যূথৈরনুদ্রুতান্ ॥ ৫৯ ॥ শার্দূলর্ক্ষাংশ্চ খড়্গাংশ্চ শরভান্ গবয়ান্ মৃগান্। কৃষ্ণসারাংশ্চ গোমায়ুশশাংশ্চ

গমন করিতে থাকিলে কমলমালা-সমন্বিত পূতপদ্ম সরোবর দর্শন করিবে। ঐ পদ্মসরোবরে তীরে ছায়া শুকনামক এক মুনি তপস্যা করিতেছেন। তুমি সরো-বরে স্নান করিয়া মুনিসত্তম ছায়াশুক এবং বলরাম সহ কৃষ্ণকে নমস্কার করিও। হে শুভে! কৃষ্ণ ও লাঙ্গলধর বলদেব তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন; মুনিসত্তম শুক ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় শ্যাম নির্ম্মল পীত বসন-পরিধায়ী মুক্তা-ন্বিত-করদ্বয়, বরদ কৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন। হে বরাননে! তুমি পাদুকাযুক্ত উদীয়মান বলভদ্রকে প্রণাম ও সেই পদ্মসরোবর হইতে একটী স্বর্ণকমল গ্রহণ করিয়া সুবর্ণমুখরী নদী উত্তীর্ণ হইবে। তারপর ক্রমে বিবিধ বন উপবন অতিক্রমপূর্ব্বক অরণীতীর প্রাপ্ত হইয়া তীরস্থ বনে বিশ্রাম করিবে এবং ইহার পরই নারায়ণপুরী দর্শন করিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হইবে। ঐ নারায়ণপুরীর উপবন পুষ্প-ফলাঢ্য ও রসযুক্ত পনস, আম্র, শিরীষ, কুন্দ, তিন্দুক, পাটল, পুন্নাগ, নাগ, বরণ, রসাল, অঙ্কোল, চম্পক, বকুল, আম-লক, শাল, তাল, হিন্তাল, পদ্ম, জম্বু, নিম্ব, কদম্ব, এলা, পিপ্পলী, মধুক, অর্জ্জুন, প্রিয়ঙ্গু, হিঙ্গু, খর্জ্জুর, মায়ুর, অশোক, লোধ্রক, অশ্বত্থ, উডুম্বর, প্লক্ষ, বদরী, ভূর্জ্জ, কীচক, চিঞ্চা, কিংশুক, মন্দার, শাল্মলী, বীজপূরক, পূগ, নাগরঙ্গ, লিচুক, নারিকেল প্রভৃতি তরু দ্বারা পূর্ণ এবং মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, যূথিকা, কেতকী, করবীর, কমল, রাজরম্ভা প্রভৃতি কুসুম-বৃক্ষে সমাকীর্ণ। বকুলমালিকে! তুমি ময়ূর, কীর, গরুড়, শুক, সারস প্রভৃতি বিহগ-সমাকুল এবং ভৃঙ্গগণের ঝঙ্কারে নিয়ত মনোহর আরামভূমি সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইবে। অনন্তর নদী-তটের উত্তর-পূর্ব্ব পথে গমন করিয়া সুরসরিৎ গঙ্গা-পরিবেষ্টিতা ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় অরণী নামে প্রসিদ্ধ সরিৎপরিবৃত আকাশরাজধানীতে গমনপূর্ব্বক যথোচিত কার্য্য সম্পাদন কর। ১৬-৫৫। বরাহ বলিলেন,—সুরাধীশ কৃষ্ণ সখী বকুলমালি-কাকে এইরূপ আদেশপূর্ব্বক বিদায় দিয়া শুভ্র শয্যায় লক্ষ্মীর সহিত শয়ন করিলেন। অনন্তর সখী বকুলমালিকা দেবদেবকে প্রণামপূর্ব্বক গুঞ্জামণি-সদৃশ অশ্বে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পথে বিবিধ মৃগদর্শন করিতে করিতে আকাশরাজধানীর উদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—কোথাও শ্বেত দন্তবিভূষিত কারিণীযূথসমন্বিত মেঘজলগ্রহণ-তৎপর মত্তমাতঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে, কোথাও মেঘাকার শত শত সিংহ সিংহীযূথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে, এতদ্ভিন্ন অনেক শার্দ্দুল, গণ্ডার, শরভ, গবয়, মৃগ, কৃষ্ণসার, গোমায়ু, শশক, মনোরম

প্রিয়কানপি ॥ ৬০ ॥ সারসাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ মার্জ্জরান্ বনগোচরান্। বৃকাংশ্চ কান্ শূকরাংশ্চ সুবাচঃ পক্ষিণস্তথা ॥ ৬১ ॥ পশ্যন্তী বিবিধাকারাংস্তম্যন্তী চ মুহুর্মুহুঃ। আসসাদারণীতীরং পশ্চিমং পাদপাকুলম্ ॥ ৬২ ॥ অবতীর্য্যারুণাদশ্বাদগস্ত্যেশসমীপতঃ। দৃষ্ট্বাগস্ত্যেশ্বরং লিঙ্গমগস্ত্যেন সুপূজিতম্ ॥ ৬৩ ॥ তত্র স্নাত্বা পীত্বা চ বিশশ্রাম নদীতটে ॥ ৬৪ ॥ তত্রাগতা চ রাজগৃহাদ্‌যোষিতো দেবসন্নিধৌ। সখীঃ পদ্মালয়ায়াস্তা দৃষ্ট্বা বকুলমালিকা ॥৬৫॥ গত্বা সমীপে তাসাং সা কিংবদন্তীং স্ম পৃচ্ছতি ॥ ৬৬ ॥ বকুলমালিকোবাচ। কা যূয়ং যোষিতো ব্রূত বিচিত্রাভরণাস্রজঃ। কুতঃ সমাগতা হ্যত্র কিং কার্য্যং বোঽমলাননাঃ ॥ ৬৭ ॥ তাস্ত তস্যা বচঃ শ্রুত্বা স্মিতপূর্ব্বমথাব্রুবন্। শৃণুষ্বাবহিতা দেবি বয়ং বক্ষ্যামহেঽধুনা ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধরণীবরাহসংবাদে পদ্মাবতীদর্শনেন শ্রীনিবাসস্য মোহপ্রাপ্ত্যাদিবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সারস, ময়ূর, বন্য মার্জ্জার, বৃক, শুক, শূকর এবং অন্যান্য মধুরবাক্ পক্ষী সকল দর্শন করিয়া মুহুর্মুহু হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি অরণী নদীর পাদপাকুল পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইয়া অরুণ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক অগস্ত্যের সমীপে গমন করিলেন এবং অগস্ত্যপূজিত অগস্ত্যেশ্বর লিঙ্গ দর্শন, অরণী নদীতে স্নান ও জলপান করিয়া নদীতটে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাজগৃহ হইতে তথায় অগস্ত্যেশ সমীপে পুরস্ত্রীগণ আগমন করিয়াছিলেন; তখন বকুলমালিকা পদ্মালয়ার সখীগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের কিংবদন্তী বিদিত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বকুলমালিকা বলিলেন,—হে নারীগণ! তোমরা বিচিত্র আভরণ ও মাল্যে বিভূষিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছ, এক্ষণে বল, তোমরা কে? হে অমলাননা নারীগণ! তোমরা কোথা হইতে আগমন করিয়াছ এবং এখানে তোমাদের কার্য্যই বা কি? অনন্তর রাজস্ত্রীগণ তাঁহার বাক্য শুনিয়া হাস্যআস্যে উত্তর করিলেন, হে দেবি! সম্প্রতি আমরা বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। ৫৬—৬৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যোষিত ঊচুঃ। বয়মাকাশরাজস্য শুদ্ধান্তনিলয়াঃ স্ত্রিয়ঃ। সখ্যঃ পদ্মালয়ায়া বৈ দুহিতুর্বসুধাপতেঃ ॥ ১ ॥ রাজপুত্রীং পুরস্কৃত্য গতাঃ পূর্ব্বং বনান্তরম্। কুর্ব্বন্ত্যঃ পুষ্পাবচয়ং রাজপুত্র্যর্থমাকুলাঃ ॥ ২ ॥ বৃক্ষমূলে সমাসীনাস্তত্র পশ্যাম পুরুষম্। ইন্দ্রনীলমণিশ্যামমিন্দিরামন্দিরোরসম্ ॥ ৩ ॥ ঈষৎস্মিতমুখং চারুপীনদীর্ঘভুজদ্বয়ম্। সুপীতাম্বরং হেমবাণবাণাসনোজ্জ্বলম্ ॥ ৪ ॥ সুবর্ণমুকুটং হারকেয়ূরাদিবিভূষিতম্। তং তু পদ্মালয়া দৃষ্ট্বা সখী কমললোচনা ॥ ৫ ॥ তপ্তহেমনিভাকারা পশ্য পশ্যেতি সাব্রবীৎ। পশ্যন্তীনাং তদাস্মাকং গতোঽন্তর্দ্ধানমাশু সঃ ॥ ৬ ॥ সা সখী মূর্চ্ছিতাস্মাভিনীতা রাজগৃহং ততঃ ॥ ৭ ॥ দৃষ্ট্বাঽবস্থাং নৃপঃ পুত্রীমপৃচ্ছদ্দৈবচিন্তকম্। বদ বিপ্রেন্দ্র পুত্র্যা মে গ্রহচারফলং মুনে ॥ ৮ ॥ বৃহস্পতিসমো বিপ্রো বিচার্য্যাব্রবীন্ন পেচরান্। অনুকূলা গ্রহাঃ সর্ব্বে তব পুত্র্যা নৃপোত্তম ॥ ৯ ॥ কিন্তু

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজপুরনারীগণ বলিলেন,—আমরা আকাশরাজের পুরনারী, বসুধাধিপতি আকাশরাজনন্দিনী পদ্মালয়ার সখী। আমরা রাজপুত্রীকে অগ্রে করিয়া পূর্ব্বে বনমধ্যে গিয়াছিলাম, এবং পুষ্পচয়ন করিতে গিয়া আমরা রাজপুত্রীর জন্য আকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা বৃক্ষমূলে সমাসীনা ছিলাম, এমন সময়ে একটী পুরুষ আমাদের নয়নপথে পতিত হন। তাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীলের ন্যায় শ্যাম, বক্ষস্থল লক্ষ্মীর বাসগৃহের ন্যায়, আস্য ঈষৎহাস্যযুক্ত এবং তাঁহার বাহুদ্বয় দীর্ঘ, পীন ও মনোজ্ঞ। তাঁহার পরিধানে পীত বসন। হস্তে উজ্জ্বল হেমশর ও হেম শরাসন, মস্তকে সুবর্ণ মুকুট, এবং তিনি হারকেয়ূরাদি দ্বারা ভূষিত। তপ্তকাঞ্চনসদৃশী সখী কমললোচনা পদ্মালয়া তাঁহাকে দেখিয়া আমাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—"সখীগণ দেখ, দেখ।" সখীর কথায় আমরা যেমন তাঁহার দিকে তাকাইলাম, অমনই সেই পুরুষ সত্বর অন্তর্হিত হইলেন। সখী পদ্মালয়া তখন মূর্চ্ছিতা হইলেন, আমরা তাঁহাকে রাজগৃহে আনয়ন করিলাম। ১—৭। অনন্তর রাজা পদ্মালয়াকে অবস্থা দেখিয়া দৈবজ্ঞকে প্রশ্ন করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র মুনে! আমার তনয়ার গ্রহচার ফল কীর্ত্তন করুন। বৃহস্পতিতুল্য

নিজ্রাং প্রেক্ষলং কিঞ্চিদ্ভ্রান্তিকরং নৃপ। তমুবাচ পুনর্ধীমান্ প্রশ্নকালং বিচার্য্য চ ॥ ১০ ॥ ছায়াং গুণিত্বা লগ্নঞ্চ তৎফলানি বিচার্য্য চ। লগ্নে লগ্নাধিপশ্চন্দ্রঃ কেন্দ্রে চৈব বৃহস্পতিঃ ॥ ১১ ॥ নিদ্রাক্তি দিনপক্ষী তু প্রশ্নপক্ষী তু রাজ্যগঃ। শৃণু রাজন্ ফলং তস্য স্বাস্থ্যমেব ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥ উত্তমঃ পুরুষঃ কশ্চিদাগতঃ কন্যকাং প্রতি। তং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতা পুত্রী তেন যোগং সমেষ্যতি ॥ ১৩ ॥ তেনৈব প্রেষিতা কাচিদাগমিষ্যতি কন্যকা। সা তু বক্ষ্যতি যদ্বাক্যং তদ্ধিতন্তে ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ তৎ কুরুষ মহারাজ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্। কিঞ্চ সর্ব্বার্থদং যত্তু সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ১৫ ॥ বক্ষ্যামি তৎ কুরুষ্বাদ্য পুত্র্যাস্তব সুখাবহম্। কারয়াগস্ত্যলিঙ্গস্য ব্রাহ্মণৈরভিষেচনম্ ॥ ১৬ ॥ ইত্যুক্ত্বাথ গৃহং যাতো রাজানং দৈবচিন্তকঃ ॥ ১৭ ॥ আকাশরাজোঽপি তদা বিপ্রানাহূয় বৈদিকান্। অভ্যর্চ্চ্যাজ্ঞাপয়ামাস গত্বা দেবালয়ং দ্বিজাঃ ॥ ১৮ ॥ মহাভিষেকং শম্ভোশ্চ কুরুধ্বং মন্ত্রপূর্ব্বকম্। ইত্যনুজ্ঞাপ্য তানস্মানাহূয়াভ্যবদচ্ছুভে ॥ ১৯ ॥ মহাভিষেকসম্ভারান্ সম্পাদয়ত কন্যকাঃ। ইত্যাজ্ঞপ্তা নৃপেণৈব বয়ং দেবালয়ং গতাঃ ॥ ২০ ॥ ব্রূহি ত্বং সুভগেঽস্মাকং ত্বদাগমনমঞ্জসা। কুতোঽহসি কস্য বার্থেন ক বা জিগমিষা হি তে ॥ ২১ ॥ দিব্যাশ্বমধিরুহ্যেমং দেবলোকাদিবাগতা ॥২২॥ শ্রীবরাহ উবাচ। ইতি তাভিস্তদা পৃষ্টা হৃষ্টা বকুলমালিকা। প্রোবাচ বাচং মধুরাং হর্ষয়ন্তীব বালিকাঃ ॥ ২৩ ॥ বকুলমালিকোবাচ। শ্রীবেঙ্কটাদ্রেঃ প্রাপ্তাহং নাম্না বকুলমালিকা। ধরণীং দ্রষ্টুকামাহমারুহ্যেমং তুরঙ্গমম্ ॥ ২৪ ॥ দ্রষ্টুং শক্যা ভবেদ্দেবী কিমু তত্র নৃপালয়ে। ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা তাঃ প্রোচুর্নৃপকন্যকাঃ ॥ ২৫ ॥ অস্মাভিঃ সহিতা ত্বং বৈ দ্রক্ষ্যসে ধরণীং শুভে। ইত্যুক্ত্বা সা ততস্তাভিরাগতা নৃপমন্দিরম্ ॥ ২৬ ॥

বিপ্র মনে মনে খেচরগণের গতি চিন্তা করিয়া বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! আমি দেখিতেছি—আপনার কন্যার সমস্ত গ্রহই অনুকূল! কিন্তু হে নৃপ! গ্রহফল সকল স্বাভাবিকই একটু ভ্রান্তিকর হইয়া থাকে। অনন্তর ধীমান্ বিপ্র আবার প্রশ্নকাল বিচার করিয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি তখন ছায়াকে গুণিত করিলেন এবং ক্রমে লগ্ন স্থির করিয়া ফল বিচার আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন,—লগ্নে লগ্নাধিপতি চন্দ্র এবং কেন্দ্রে বৃহস্পতি, দিনপক্ষী নিদ্রিত ও প্রশ্নপক্ষী রাজ্যগ। ইহা দেখিয়া তিনি কহিলেন,—হে রাজন্! এক্ষণে ফল শ্রবণ করুন;—আপনার কন্যা সুস্থ হইবে। কোন এক উত্তম পুরুষ আপনার কন্যার উদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া ইনি মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন; আর ইঁহার বিবাহ সেই পুরুষেরই সঙ্গে হইবে। তাঁহার প্রেরিত এক কন্যা আগমন করিবেন, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাতেই আপনার হিত হইবে। হে মহারাজ! সত্যসত্যই বলিতেছি, আপনি তাহাই করুন। আমি আরও একটী সর্ব্বার্থদ ও সর্ব্বরোগনিবারক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছি, তাহা আপনি অদ্যই করুন, ইহা কন্যার সুখাবহ। আপনি ব্রাহ্মণ দ্বারা অগস্ত্যলিঙ্গের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করুন। দৈবজ্ঞ রাজাকে এই কথা বলিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন, আকাশরাজও বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান ও তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া আদেশ করিলেন—হে দ্বিজগণ! আপনারা দেবালয়ে গমন করিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক শম্ভুর মহাভিষেক করুন। রাজা ব্রাহ্মণগণের প্রতি এই আদেশ করিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—হে কন্যাগণ! তোমরা মহাভিষেকের দ্রব্যসম্ভার সম্পাদন কর। রাজা কর্ত্তৃক আমরা এইরূপে আদিষ্ট হইয়া দেবালয়ে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে হে সুভগে! আমাদিগের নিকট বল, তুমি কে? এবং তোমার আগমনের কারণই বা কি? দেখিতেছি,—দিব্য অশ্বে আরোহণ করিয়া তুমি যেন স্বর্গলোক হইতে আগমন করিতেছ! তোমার এখানে কি প্রয়োজন? তোমার অভিলাষ কি? এবং কোথা হইতে আসিয়াছ, এই সকল বল ॥৮—২২। বরাহ বলিলেন,—রাজান্তঃপুরকন্যাগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া বকুলমালিকা হৃষ্ট হইলেন এবং সেই কন্যাগণকে প্রমুদিতা করিয়াই যেন এই কথা বলিতে লাগিলেন। বকুলমালিকা বলিলেন,—আমি শ্রীবেঙ্কটাদ্রি হইতে আসিয়াছি, আমার নাম বকুলমালিকা। আমি ধরণীর দর্শনমানসে এই তুরঙ্গারোহণে আগমন করিয়াছি, আমি রাজভবনে সেই দেবীকে দেখিতে পাইব কি? নৃপকন্যাগণ বকুলমালিকার বাক্য শুনিয়া উত্তর দিল,—হে শুভে! আমাদের সঙ্গে আগমন কর, তবেই তুমি সেই ধরণীকে দেখিতে পাইবে।” এইরূপ বলিয়া তাঁহারা রাজভবনে

আগচ্ছন্তীমু তাস্বেবং ধরণী তু পুলিন্দিনীম্ ॥ ২৭ ॥ আয়ান্তীং বীথিকায়াং সা সগুঞ্জাশঙ্খভূষিতাম্ । শিশুং স্তনন্ধয়ং পৃষ্ঠে বদ্ধা বস্ত্রাঞ্চলেন বৈ ॥২৮॥ বদামি সত্যং শৃণুত ভূতং ভব্যং ভবিষ্যকম্ । বদন্তী বীথিবীথীষু তামাহ্বয় শুচিস্মিতা ॥ ২৯ ॥ স্বর্ণশূর্পং সমাদায় তস্মিন্ মুক্তা নিধায় চ । ত্রিপ্রস্থমাত্রাংস্ত্রীন্ রাশীন্ কৃত্বা তস্যৈ নিধায় চ ॥ ৩০ ॥ বদ সত্যং পুলিন্দে ত্বমেষ্যদ্বা ভূতমেব বা । ইত্যেবং ধরণী দেবী পৃচ্ছন্তী তাং স্থিতাভবৎ ॥ ৩১ ॥ পৃষ্টা সাবদদন্ত্যাস্তু মনসা যদ্বিচিন্তিতম্ । মধ্যরাশৌ চিন্তিতং তে বদ কল্যাণি মে ঋজু ॥ ৩২ ॥ ওমিধত্যাহাথ ধরণী পুলিন্দাং রাজবল্লভা । ধরণ্যুবাচ । রাশিরুক্তঃ ফলং ব্রূহি ধনরাশিং দদামি তে ॥ ৩৩ ॥ পুলিন্দোবাচ । সত্যং বদামি তে সুভ্রু শিশোরন্নং প্রযচ্ছ মে । ইত্যুক্তা সা তু ধরণী স্বর্ণপাত্রেঽন্নমাদদে ॥ ৩৪ ॥ দত্ত্বা তস্যৈ পুলিন্দিস্তে সত্যং ব্রবীতি প্রাবদৎ । সক্ষীর মাদায় দত্ত্বা পুত্রায় ভামিনী ॥ ৩৫ ॥ সা সত্যমবদৎ সুভ্রূস্ত্ব দুহিতুর্দেহশোষণম্ । পুরুষাদাগতং ভীরু তদ্রূপাদর্শনাদিয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ অঙ্গতাপং সমাপন্না হ্যনঙ্গশরপীড়িতা । সা তু দেবাদিদেবো বৈ বৈকুণ্ঠা-দাগতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ শ্রীবেঙ্কটাদ্রিশিখরে স্বামি-পুষ্করিণীতটে । মায়াবী পরমানন্দঃ শ্রিয়া সহ রমাপতিঃ ॥ ৩৮ ॥ কামরূপী বিহরতে ভক্তাভীষ্ট-প্রদো হরিঃ । স তুরঙ্গং সমারুহ্য বিহরন্ কাননা-ন্তরে ॥ ৩৯ ॥ আগত্যোপবনং রাজ্ঞি তব কন্যাং স দৃষ্টবান্ । রমাসমামিমাং দৃষ্ট্বা স্বয়ং কামবশং গতঃ ॥ ৪০॥ স্বশক্তিং ললিতাং দেবঃ প্রেষয়িষ্যতি তেঽন্তিকম্ । রমেব ত্বং সমেত্যৈষা রমিষ্যতি সুখং চিরম্ ॥ ৪১ ॥ এতৎ সত্যং মম বচঃ পশ্চাদ্দ্যেব নৃপাত্মজে । পুত্রস্যান্নং প্রযচ্ছেতি তুষ্ণীমাস পুলিন্দিনী ॥ ৪২ ॥ অন্নং দত্ত্বা পুনর্ভূরি তস্যৈ তাং বিসসর্জ্জ হ । তস্যাং বিনির্গতায়াং তু পুলিন্দ্যামনিন্দিতা ॥ ৪৩ ॥ উত্থায়

প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যখন রাজভবনে গমন করেন, তখন ধরণী দর্শন করিলেন,—পথিমধ্যে গুঞ্জা ও শঙ্খে ভূষিতা এক পুলিন্দকামিনী একটী স্তন্যপায়ী শিশুকে বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া আগমন করিতেছে এবং সেই রমণী পথে পথে বলিতেছে, হে নারীগণ ! আমি ভূত, ভব্য ও ভবিষ্য গণনা করিয়া বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। অনন্তর শুচিস্মিতা ধরণী তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি স্বর্ণশূর্প আনয়ন করিয়া তাহাতে মুক্তা ন্যস্ত করিলেন, এবং ঐ মুক্তা সকল তিন প্রস্থে তিনটী রাশি করিয়া পুলিন্দকামিনীকে প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে পুলিন্দে! তুমি ভূত, ভব্য, ভবিষ্য যাহা জান, সত্য করিয়া বল ; ধরণী এইরূপ বলিয়া পুলিন্দার পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। পুলিন্দা গণনা করিয়া উত্তর করিল,—হে কল্যাণি! তুমি ঐ শূর্পস্থিত মুক্তার মধ্যরাশি চিন্তা করিয়াছ, এক্ষণে সরল মনে বল—আমি ঠিক বলিয়াছি কিনা? তখন রাজবল্লভা ধরণী পুলিন্দার উক্তি স্বীকার করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ধরণী বলিলেন,—হে পুলিন্দে! তুমি আমার চিন্তিত বিষয় ঠিকই বলিয়াছ, এক্ষণে অভ্রান্ত ফলাফল কীর্ত্তন কর, তোমাকে আমি বহুধন প্রদান করিব। পুলিন্দা উত্তর করিল,—হে সুভ্রু! তোমার সত্য ফলাফল বলিতেছি, তুমি আমার শিশুটীকে কিছু অন্ন দাও। অনন্তর ধরণী স্বর্ণ-থালে অন্ন আনিয়া পুলিন্দার প্রার্থিত অন্নদান করিয়া বলিলেন, সত্য ফল বল। অনন্তর পুলিন্দা ক্ষীরযুক্ত সেই অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রকে প্রদান করিয়া বলিল,—"হে সুভ্রু! তোমার কন্যার শরীর শীর্ণ হইতেছে, ইহা কোন পুরুষ হইতেই সঙ্ঘটিত হইয়াছে। হে ভীরু! তোমার কন্যা কোন পুরুষের রূপ দর্শনপূর্ব্বক কামশরে পীড়িতা হইয়া অঙ্গতাপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই পুরুষ অন্য কেহ নহেন, তিনি দেবদেব স্বয়ং বিষ্ণু। তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়া বেঙ্কটাদ্রিশিখরে স্বামিপুষ্করিণীতীরে রমার সহিত বিহার করেন। মায়াবী পরমানন্দ কামরূপী ভক্তাভীষ্টপ্রদ রমাপতি তুরগে আরোহণ করিয়া কাননাভ্যন্তরে বিহার করিতেছিলেন, হে রাজ্ঞি! তিনি অগস্ত্যোপবনে তোমার কন্যাকে দর্শন করেন। রমার সমান তোমার কন্যাকে দেখিয়া তিনি অনঙ্গবশবর্ত্তী হন। সম্প্রতি ঐ দেব বিষ্ণু স্বীয় প্রিয় সখীকে তোমার নিকট প্রেরণ করিবেন, তোমার কন্যাও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মীর ন্যায় সুখে বিচরণ করিবেন। হে নৃপাত্মজে! তুমি অদ্যই আমার বাক্য সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে।" তুমি আমার পুত্রকে অন্নদান কর, এই বলিয়া পুলিন্দিনী তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। ২৩—৪২। ধরণীও পুনরায় ভূরি অন্নদান করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। পুলিন্দিনী চলিয়া গেলে অনিন্দিতা ধরণী

তাজনাত্তত্মাদ্বিবেশান্তঃ পুরং শুভম্। যত্র পদ্মালয়া কন্যা সমাস্তে সখীবৃতা ॥ ৪৪ ॥ গত্বা পুত্রীসমীপস্থা কন্যাং কামাতুরাং সুতাম্। পুত্রি কিং তে করিষ্যামি বস্তু কিং বা প্রিয়ং শুভে ॥ ৪৫ ॥ ইতি মাত্রাভিপৃষ্টা সা মন্দমাহ মনস্বিনী ॥ ৪৬ ॥ নেত্রাভিরামং যল্লোকে সতামপি মনঃপ্রিয়ম্। যদ্দ্রষ্টুকামা ব্রহ্মাদ্যা যত্তু সর্ব্বগতং মহৎ ॥ ৪৭ ॥ তেজসামপি তেজস্বি দেবানামপি দৈবতম্। ভক্তৈঃ সদ্ভিরিহ প্রাপ্য-মভক্তৈর্ন কদাচন ॥ ৪৮ ॥ তস্মিন্নেব মনো মেহদ্য বস্তুন্যীহ প্রবর্ত্ততে। তদেবান্বিষ্যতাং মাতর্ভক্তানাং সর্ব্বকামদম্ ॥ ৪৯ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বাথ ধরণী তামপৃচ্ছৎ পুনঃ সুতাম্। তদ্ভক্তলক্ষণং ব্রূহি যৈঃ প্রাপ্যং তৎসুলোচনে ॥ ৫০ ॥ পদ্মালয়োবাচ। ভক্তানাং লক্ষণং মাতঃ শৃণু গুহ্যং সমাহিতা। শঙ্খ-চক্রাঙ্কিতা নিত্যং ভুজযুগ্মে বসুন্ধরে ॥ ৫১ ॥ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং সান্তরালং তেষামেব বিশেষতঃ। পুণ্ড্রানি দ্বাদশ পুনর্ধারয়ন্তি তথাপরে ॥ ৫২ ॥ ললাটোদ-রহৃৎকণ্ঠে জঠরে পার্শ্বয়োরপি। কূর্পরয়োর্ভুজদ্বন্দ্বে পৃষ্ঠে চ গলপৃষ্ঠকে ॥ ৫৩ ॥ কেশবাদীনি নামানি দ্বাদশাঙ্গেষু দ্বাদশ। বাসুদেবেতি তন্মূর্দ্ধ্নি ধারয়ন্তি নমোহস্ত্বিতি ॥ ৫৪ ॥ তেষাং তু নিয়মান্ বক্ষ্যে মাতঃ শৃণু মনোরমান্। বেদপারায়ণরতাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি বৈদিকম্ ॥ ৫৫ ॥ সত্যং বদন্তি যে দেবি নাসূয়ন্তি পরান্ ক্বচিৎ। পরনিন্দাং ন কুর্ব্বন্তি পরস্বং ন হরন্তি চ ॥ ৫৬ ॥ ন স্মরন্তি ন পশ্যন্তি ন স্পৃশন্তি কদাচন। পরদারান্ সুরূপাংশ্চ যে চ তান্ বিদ্ধি বৈষ্ণবান্ ॥ ৫৭ ॥ সর্ব্বভূতদয়াবন্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। সদা গায়ন্তি দেবেশমেতান্ ভক্তানবেহি বৈ ॥ ৫৮ ॥ যেন কেন চ সন্তুষ্টাঃ স্বদারনিরতাশ্চ যে। বীতরাগভয়ক্রোধাস্তান্ ভক্তান্ বিদ্ধি বৈষ্ণবান্ ॥ ৫৯ ॥ এবং বিধৈর্গুণৈর্যুক্তাঃ পঞ্চায়ুধধরা অপি। পিত্রা চাচার্য্যরূপেণ শিষ্টেনান্যেন বা পুনঃ ॥ ৬০ ॥ স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন বহ্নিমাদায় বৈ বুধঃ। চক্রাদ্যায়ুধমন্ত্রেণ জুহুয়াৎ ষোড়শা-হুতীঃ ॥ ৬১ ॥ মূলমন্ত্রেণ সূক্তেন পৌরুষেণ ততঃ পরম্। জাতবেদঃসুমন্ত্রেন পশ্চাদষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৬২ ॥ হুত্বা মহাব্যাহৃতিভিশ্চক্রাদীংস্তত্র

অঙ্গন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং স্বীয় সখীগণপরিবৃতা তনয়া পদ্মালয়া যে স্থানে অব-স্থান করিতেছিলেন, সেই সুশোভন অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি কামাতুরা পুত্রীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে শুভে পুত্রি! কোন্ বস্তু তোমার প্রিয় এবং আমি তোমার কি হিত সাধন করিব? মাতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মনস্বিনী কন্যা মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল। হে মাতঃ! যিনি ত্রিলোকে নয়নাভিরাম, সাধুদিগেরও মনঃপ্রিয়, যাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ কামনা করেন, যিনি সর্ব্বগত ও মহৎ, তেজঃপুঞ্জগণের তেজস্বী, দেবগণের দেবতা; যাঁহাকে সাধুগণ লাভ করেন—অভক্তগণ কদাচ দেখিতে পায় না, সেই বস্তুতেই আমার মন স্থিত হইয়াছে, অতএব হে মাতঃ! ভক্তগণের নিখিল কামদাতা সেই পুরুষকেই আপনি অন্বেষণ করুন। বরাহ বলিলেন,—কন্যার কথা শুনিয়া ধরণী পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—হে সুলোচনে! যে সকল ভক্তগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের লক্ষণ কীর্ত্তন কর। পদ্মালয়া বলি-লেন,—হে মাতঃ! আপনি সমাহিতমনে বিষ্ণুভক্ত-গণের গুহ্য লক্ষণ শ্রবণ করুন। হে বসুন্ধরে! সেই বিষ্ণুর ভক্তগণের ভুজদ্বয় শঙ্খচক্র-চিহ্নিত থাকিবে এবং তাঁহারা অন্তরালযুক্ত ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারণ করিবেন। এক্ষণে ঐ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বিশেষত্ব বলিতেছি,—ভক্তগণ ললাট, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ, জঠর, উভয় পার্শ্ব, কূর্পর-দ্বয়, পৃষ্ঠ, গণ্ডপার্শ্ব এবং বাহুদ্বিতয়ে দ্বাদশটী পুণ্ড্র ধারণ করেন। ঐ দ্বাদশ পুণ্ড্র আবার কেশবাদি বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিয়া দ্বাদশাঙ্গে বিন্যস্ত করেন এবং "হে বাসুদেব নমোহস্তু" এই মন্ত্রে প্রথমে মস্তকে তিলক অর্পণ করিয়া থাকেন। হে মাতঃ! এই তিলকধারণের মনোরম নিয়ম বলি-তেছি, শ্রবণ করুন। যাঁহারা বেদপাঠনিরত হইয়া বৈদিক কর্ম্মের আচরণ করেন, যাঁহারা সত্য কথা কহেন, কদাচ অপরের অসূয়া করেন না, পরনিন্দা বা পরধন হরণ করেন না, পরনারী সুরূপা হইলেও কদাচ স্মরণ, দর্শন বা স্পর্শ করে না, তাহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবেন। যাঁহারা নিখিল প্রাণীতে দয়ালু, সকল ভূতে হিতরত এবং যাঁহারা অহর্নিশ দেবেশ হৃষীকেশের নামানুকীর্ত্তন করেন, তাঁহা-দিগকেই ভক্ত বলিয়া বিদিত হইবেন। যাঁহারা যথালাভে সন্তুষ্ট, স্বদারনিরত এবং যাঁহারা রাগ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণবভক্ত বলিয়া অবগত হইবেন। হে মাতঃ! এই সকল গুণবিশিষ্ট শঙ্খ-চক্রাদি পঞ্চায়ুধধারী ব্যক্তিই ভক্ত। বুদ্ধিমান্ মানব আচার্য্যরূপী পিতা বা অন্য কোন শান্ত ব্যক্তি দ্বারা স্ব গৃহ্যোক্ত বিধানে

তাপয়েৎ। সহ্যান্ স্বস্ত্রগুপ্তান্ গুরুণা মন্ত্রবন্ধায়য়েদ্বুধঃ॥ ৬৩॥ ভুজদ্বয়ে শঙ্খচক্রে মূৰ্দ্ধ্নি শার্ঙ্গশরৌ তথা। ললাটে তু গদা ধার্য্যা হৃদয়ে খড়্গমেব চ॥৬৪॥ এবং ধার্য্যাণি পঞ্চৈব বিষ্ণুভক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ। অথবা ভুজয়োশ্চক্রশঙ্খৌ চৈব সুলক্ষণৌ॥ ৬৫॥ এবং লাঞ্ছনযুক্তা যে ভক্তাস্তে বৈষ্ণবা স্মৃতাঃ। তৈরেব লভ্যং তদ্ ব্রহ্ম সদাচারসমন্বিতৈঃ॥ ৬৬॥ তস্মিন্নেব মম প্রীতিস্তৎপ্রাপ্তিং কাঙ্ক্ষতে মনঃ। মাতর্বিষ্ণুং বিনান্যেষু বাঞ্ছা কাচিন্ন জায়তে॥ ৬৭॥ স্মরামি শ্যামলং বিষ্ণুং বদামি হরিমচ্যুতম্। তেনৈব মাতর্জীবামি তদ্‌যোগে চিন্ত্যতাং বিধিঃ॥ ৬৮॥ শ্রীবরাহ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা মাতরং দীনা বিররামাম্বুজাননা। তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়ামাস বিষ্ণুঃ প্রীতঃ কথং ভবেৎ॥ ৬৯॥ এতস্মিন্নন্তরে কন্যা অগস্ত্যেশং সমর্চ্চ্য চ। আগতা ধরণীং দ্রষ্টুং সহৈব বকুলস্রজা॥ ৭০॥ আগতান্ ব্রাহ্মণান্ সাধ্বী পূজয়িত্বা সুভোজনৈঃ। দত্ত্বাথ দক্ষিণাঃ পূর্ণা বস্ত্রালঙ্কারসংযুতাঃ॥ ৭১॥ আশিষো বাচয়িত্বাথ বাঞ্ছিতার্থস্য সিদ্ধয়ে। বিসৃজ্য ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বাস্তাঃ পৃচ্ছৎ স্বযোষিতঃ॥ ৭২॥ পূজয়িত্বা অগস্ত্যেশমাগতাস্তা মনস্বিনীঃ॥ ৭৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সখীবিনিবেদিতপদ্মাবত্যুদন্তবিষ্ণুভক্তলক্ষণাদিবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ। কৈষা ব্রূত বরা কন্যা যুষ্মাভিঃ সঙ্গতা কুতঃ। কিমর্থমাগতা চেহ পূজ্যেষা প্রতিভাতি মে॥ ১॥ কন্যকা উচুঃ। এষা দিব্যাঙ্গনা দেবী ত্বয়ি কার্য্যার্থমাগতা। দেবালয়ে সঙ্গতেয়মস্মাভিঃ শিবসন্নিধৌ॥ ২॥ পৃষ্টাবদচ্চ ভবতীং দ্রষ্টুমেবাগতেতি বৈ। শক্যা দ্রষ্টুং রাজগৃহে ময়া রাজ্ঞী সুখেন বা॥ ৩॥ এবং পৃষ্টাস্ততো ব্রূমঃ সহাস্মাভিশ্চ গম্যতাম্। বয়ং তু ধরণীদাস্যো গমিষ্যামো নৃপালয়ম্॥ ৪॥ ইত্যুক্তাস্মাভিরায়াতা ত্বৎসমীপং বসুন্ধরে। ভবত্যা পৃচ্ছতামেষা কিমি-

---

অগ্নিগ্রহণপূর্ব্বক চক্রাদি আয়ুধমন্ত্রে ষোড়শাহুতী প্রদান করিবে। অনন্তর মূল মন্ত্র, পুরুষসূক্ত, জাত বেদোমন্ত্র ও মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া চক্রাদি অস্ত্র সকল তপ্ত করিবেন এবং ... উক্ত তা সহ্য হয়, তাবৎ গুরুদ্বারা ঐ অস্ত্র সকল মন্ত্রযুক্ত করিয়া ধারণ করিবেন। মুমুক্ষু বিষ্ণুভক্তগণ ভুজদ্বয়ে শঙ্খচক্র, মস্তকে শার্ঙ্গ-শর, ললাটে গদা, হৃদয়ে খড়্গ এইরূপে পঞ্চায়ুধ ধারণ করেন, কিন্তু হে মাতঃ। আবার কোন ভক্ত কেবল ভুজদ্বয়েই সুলক্ষণ শঙ্খ চক্র ধারণ করিয়া থাকেন। হে জননি! এবংবিধ লক্ষণান্বিত মানবগণই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া অভিহিত হন এবং ইহারাই সদাচারনিষ্ঠ হইয়া সেই ব্রহ্ম বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মাতঃ! আমারও সেই বস্তুতে প্রীতি, আমার মন অন্য কিছুই কামনা করে না; বিষ্ণু বিনা অন্য কোন বস্তুতে আমার কোনরূপ বাঞ্ছা নাই। আমি সেই শ্যামল বিষ্ণুকেই স্মরণ এবং সেই অচ্যুত হরিরই নাম-কীর্ত্তন করি; হে মাতঃ! আমি সেই বিষ্ণুর আশায়ই জীবিত রহিয়াছি, অতএব তাঁহার সহিত মিলনের উপায় করুন। শ্রীবরাহ বলিলেন,—সেই কমলাননা দীনা পদ্মালয়া মাতাকে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে ধরণী তাহা শুনিয়া চিন্তা করিলেন,—এখন কি করিলে বিষ্ণু প্রীত হন। ধরণী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজপুর-কন্যাগণ অগস্ত্যেশের অর্চ্চনা, বিবিধ উত্তম ভোজ্য দ্বারা সমাগত ব্রাহ্মণগণের পূজা, তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত পূর্ণ দক্ষিণাদান, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ এবং তাঁহাদিগকে বিদায় প্রদান করিয়া বকুলমালার সহিত ধরণীকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন। ধরণী স্বীয় সখীগণকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—মনস্বিনী রাজকন্যারা অগস্ত্যেশের পূজা করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে কি? ৪৩—৭৩।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর ধরণী পুরকন্যাগণের সহিত এক অভিনবা কামিনীকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই উত্তমা কন্যাটী কে? কোথায়ই বা তোমার সহিত মিলিত হইয়াছেন? এবং ইনি কিজন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছেন? ইহাঁকে দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনি আমার পূজ্যা। কন্যকাগণ উত্তর করিল,—এই দিব্যাঙ্গনা দেবী কোন কার্য্যবশত আপনার নিকট আসিয়াছেন এবং দেবালয়ে শিবসমীপে ইনি আমাদের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। ইহার সহিত আমাদের যখন প্রথম সঙ্গম ঘটে, আমাদের প্রশ্নে ইনি বলিলেন,—আমি ধরণীদর্শন

ত্ত্যাগ্নবৎ ভব॥ ৫॥ শ্রীবরাহ উবাচ। ইতি তাসাং বচঃ শ্রুত্বা তামপৃচ্ছদ্বসুন্ধরা॥ ৬॥ ধরণ্যুবাচ। কুতস্ত্বমাগতা দেবি কিং বা কার্য্যং ময়া তব। ব্রূহি সত্যং করিষ্যামি ত্বদাগমনকারণম্॥ ৭॥ বকুলমালিকোবাচ। বেঙ্কটাদ্রেঃ সমায়াতা নাম্না বকুলমালিকা॥ ৮॥ স্বামী নারায়ণোঽস্মাকমাস্তে শ্রীবেঙ্কটাচলে। কদাচিদ্ধয়মারুহ্য হংসশুক্লং মনোজবম্॥ ৯॥ মৃগয়ার্থং গতো রাজ্ঞো বেঙ্কটাদ্রেঃ সমীপতঃ। বনানি বিচরন্ কালে শোভনে কুসুমাকরে॥ ১০॥ পশূন্মৃগান্ গজান্ সিংহান্ গবয়ান্ শরভান্ রুরূন্। শুকান্ পারাবতান্ হংসান্ পত্রিণোঽন্যান্ নান্তরে॥ ১১॥ গজরাজং তত্র কঞ্চিদ্যূথপং মদবর্ষিণম্। করেণুসহিতং তুঙ্গমন্বগচ্ছৎসুরোত্তমঃ॥ ১২॥ বনাদ্বনান্তরং গত্বা নৃপং শঙ্খমুপাগতম্। তপস্যন্তং বৃহচ্ছৈলে প্রতিষ্ঠাপ্য জনার্দ্দনম্॥ ১৩॥ শ্রীভূমিসহিতং নিত্যমর্চ্চয়ন্তং চ ভক্তিতঃ। শঙ্খনাগবিলং নাম সরঃ পাবনমুত্তমম্॥ ১৪॥ তৎসরস্তীরমাসাদ্য তুরঙ্গাদবরুহ্য চ। রাজবেশং সমাসাদ্য তমপৃচ্ছন্নৃপোত্তমম্॥ ১৫॥ ক্রিয়তে কিং নৃপশ্রেষ্ঠ পাদেঽস্মিন্ শেষভূভৃতঃ॥ ১৬॥ শঙ্খ উবাচ। অহং হৈহয়দেশীয়ঃ পুত্রঃ শ্বেতস্য ভূভৃতঃ। মহাবিষ্ণোঃ প্রীতয়েঽত্র কৃতবানখিলান্ ক্রতূন্॥ ১৭॥ অদর্শনান্মহাবিষ্ণোর্নির্বিণ্ণোঽহং নৃপাত্মজ। তদানীমবদদ্দিব্যা বাণী সর্ব্বার্ত্তিনাশিনী॥ ১৮॥ রাজন্মাত্র ভবিষ্যামি প্রত্যক্ষস্তে বচঃ শৃণু। গচ্ছ নারায়ণাদ্রিং ত্বং তপঃ কুর্ব্বিতি মাং স্ফুটম্॥ ১৯॥ ততো দেশমহং ত্যক্ত্বা তপসারাধয়াম্যহম্। অত্র দেবং নৃপাচিন্ত্যং প্রতিষ্ঠাপ্য শ্রিয়ঃ পতিম্॥ ২০॥ অগস্ত্যানুগ্রহান্নিত্যমর্চ্চয়ামি বিধানতঃ। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সোৎ-

---

মানসে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আমি সুখে রাজপুরে রাজ্ঞীর দর্শনলাভে সমর্থ হইব কি?" আমরা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলাম—"আমরাও সেই ধরণীর পরিচারিকা, আমরাও রাজপুরে গমন করিব, অতএব তুমি আমাদের সহিত গমন কর।" হে বসুন্ধরে! এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া ইনি আমাদের সহিত আগমন করত আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছেন। আপনি এখন ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন,—"তুমি কিজন্য আসিয়াছ?" বরাহ বলিলেন,—অনন্তর ধরণী পরিচারিকাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বকুলমালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধরণী বলিলেন,—হে দেবি! আপনি কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন? আমার নিকটেই বা কি প্রয়োজন? আপনার আগমনকারণ কীর্ত্তন করুন, আমি সত্যই বলিতেছি,—আমি আপনার অভীষ্ট পূরণ করিব। বকুলমালিকা উত্তর করিলেন,—আমি বেঙ্কটাচল হইতে আসিয়াছি,—আমার নাম বকুলমালিকা, আমাদের প্রভু বিষ্ণু, তিনি বেঙ্কটাচলে বাস করিতেছেন। তিনি কোন এক সময় মনের ন্যায় বেগগামী হংসবৎ শুক্লবর্ণ হয়ারোহণে পর্ব্বতরাজ বেঙ্কটাদ্রির সমীপে মৃগয়ার্থ বিচরণ করেন। তিনি অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে ক্রমে সুশোভন কুসুমাকর বনে উপস্থিত হন। সেই সুরোত্তম মৃগ, গজ, সিংহ, গবয়, শরভ, রুরু প্রভৃতি অনেকানেক পশু এবং শুক, পারাবত, হংস ও অন্যান্য পক্ষিগণ সন্দর্শন করিতে করিতে বনান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক এক মদবর্ষী অত্যুচ্চ করেণু-পরিবেষ্টিত যূথপ মত্ত গজরাজ দর্শন করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। অনন্তর তিনি বন হইতে বনান্তরে গমন করিয়া রাজা শঙ্খের সমীপে উপনীত হন। রাজা শঙ্খ গিরিবরে ভূমিদেবীর সহিত জনার্দ্দনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিভরে সতত পূজা করত তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার আশ্রমসমীপে শঙ্খনাগ বিল নামক এক পূত অত্যুত্তম সরোবর বিরাজিত।১-১৪। বিষ্ণু সেই সরোবরতীরে উপনীত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং রাজবেশ পরিধানপূর্ব্বক শঙ্খসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি এই ভূধররাজের পাদদেশে কি নিমিত্ত তপস্যা করিতেছেন? শঙ্খ উত্তর করিলেন,—আমি হৈহয়বংশীয় রাজা শ্বেতের তনয়, মহাবিষ্ণুর প্রীতির জন্য আমি অখিল ক্রতু সম্পাদন করিয়াছি; হে নৃপাত্মজ! আমি তাঁহার দর্শন না পাইয়া নির্ব্বিন্ন হই! তখন সর্ব্বার্ত্তিনাশিনী এক আকাশবাণী উত্থিত হয়; ঐ আকাশবাণী বলেন,—"হে রাজন্! আমি এখানে তোমাকে দর্শন দান করিব না, আমার বাক্য শ্রবণ কর, তুমি নরায়ণ পর্ব্বতে গমন করিয়া আমাকে প্রফুল্লচিত্তে আরাধনা কর। আমি তদবধি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছি। হে নৃপ! আমি মহর্ষি অগস্ত্যের প্রসাদে এখানে সেই অচিন্ত্য কমলাপতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধিপূর্ব্বক নিত্য

প্রাণঃ প্রাহ তং বিভুঃ ॥ ২১ ॥ গচ্ছ নারায়ণাদ্রিং ত্বমত্র পাদে কিমাস্থতে। অকুষ্ঠানেন মার্গেণ পশ্চিমে শিখরে স্থিতম্ ॥ ২২ ॥ প্রণম্য বিষক্সেনং ত্বং বালং ন্যগ্রোধমূলকঃ। স্বামিপুষ্করিণীং গত্বা স্নাত্বা তীরেঽথ পশ্চিমে ॥ ২৩ ॥ অশ্বত্থং তত্র বল্মীকং দ্রক্ষ্যসে নৃপনন্দন। তয়োর্ম্মধ্যং সমাসাদ্য তপঃ কুর্ব্বিত্যচোদয়ৎ ॥ ২৪ ॥ কশ্চিচ্ছ্বেতো বরাহোঽস্মিন্ বল্মীকে চরতি ধ্রুবম্। সতু পুণ্যবতামেব দর্শনং যাতি ভূপতে ॥ ২৫ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। ইত্যাদিষ্ট হয়ারূঢ়ো জগাম মৃগয়াং বিভুঃ। চরন্ বনাদ্বনং সুভ্রুঃ সমাসাদ্যারণীং নদীম্ ॥ ২৬ ॥ অবরুহ্য হয়াত্তত্র বিচচার তটে শুভে। বনান্তাদাগতো বায়ুঃ পদ্মকহ্লারশীতলঃ। শ্রমাপনয়নো মন্দং সিষেবে পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ তরবঃ পুষ্পবর্ষাণি বিকিরন্তঃ সষেবিরে। এবং স বিচরন্ দেবঃ পুষ্পভারানতাংস্তরূন্ ॥ ২৮ ॥ বিচিন্বন্ গজরাজং তং পুষ্পলাবীর্দ্দদর্শ হ। কন্যাঃ সুবেশা রুচিরা মেঘেষ্বিব শতহ্রদাঃ ॥ ২৯ ॥ তাসাং মধ্যগতাং তন্বীং রমণীতিমনোহরাম্। লক্ষ্মীসমাং হেমবর্ণাং তস্যাং সক্তমনা অভূৎ ॥ ৩০ ॥ তাং গৃধ্নুরাহ তাঃ কন্যাঃ কেয়মিত্যেব পুরুষঃ। উক্তস্তাভিরিয়ং কন্যা বিয়দ্রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥ ইদং শ্রুত্বা বচস্তাসাং হয়মারুহ্য বেগবান্। আজগামাশু ভগবান্ স্বালয়ং রুচিরং গিরিম্ ॥ ৩২ ॥ তত্র স্বালয়মাসাদ্য স্বামিপুষ্করিণীতটে। মামাহূয়াবদদ্দেবো হলা বকুলমালিকে ॥ ৩৩ ॥ বিয়দ্রাজপুরং গত্বা প্রবিশ্যান্তঃপুরং সখি। তৎপত্নীং ধরণীং প্রাপ্য পৃষ্ট্বা কুশলমেব চ ॥ ৩৪ ॥ যাচস্ব তনয়াং তস্যা রুচিরাং কমলালয়াম্। রাজ্ঞোঽভিমতমাজ্ঞায় শীঘ্রমাগচ্ছ ভামিনি ॥ ৩৫ ॥ ইত্থং দেবেন চাজ্ঞাপ্তা দেবি ত্বদ্গৃহমাগতা। যথোচিতং কুরুষ্বেহ রাজ্ঞা মন্ত্রিযুতেন চ ॥ ৩৬ ॥ কন্যয়া চ বিচার্য্যৈব

পূজা করিতেছি। বিভু বিষ্ণু শঙ্খনৃপতির কথা শুনিয়া সোৎসাহে তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি নারায়ণাদ্রিশিখরে গমন কর। কেন এই পাদদেশে উপবেশন করিয়া রহিয়াছ? এই অদ্রির পশ্চিম শিখরে ন্যগ্রোধমূলে বালরূপী বিষক্সেন অবস্থিত আছেন। তুমি এই পথে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম কর। হে নৃপনন্দন! তুমি স্বামিপুষ্করিণীতে গমন করিয়া তথায় স্নান কর। তারপর এই পুষ্করিণীর পশ্চিমতীরে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইবে, সেখানে এক বল্মীকস্তূপ আছে। তুমি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তপশ্চরণ কর। হে ভূপতে! এই বল্মীকমধ্যে এক শ্বেতবরাহ বিচরণ করেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি,—তিনি পুণ্যকারীদিগকেই দর্শন দান করিয়া থাকেন। বরাহ বলিলেন,—বিভু বিষ্ণু এইরূপ আদেশ করিয়া হয়ারোহণে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। হে সুভ্রু! অনন্তর তিনি একবন হইতে অন্য বনে—এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে অরণী-নদীর তীরে উপনীত হন এবং তুরগ হইতে অবতরণ করিয়া সুশোভন তটভূমিতে বিচরণ করিতে থাকেন। অনন্তর পদ্মকহ্লারসম্পর্কে সুশীতল শ্রমাপহারী সমীরণ বনান্তর হইতে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া সেই পুরুষোত্তমের সেবা করেন এবং তরুগণ ইতস্ততঃ কুসুমবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিতে থাকেন। সেই বিভু এইরূপে পুষ্পভারাবনত তরুরাজি মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত সেই গজরাজের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে সুবেশা মনোজ্ঞা মেঘমালাগত রুচির বিদ্যুতের ন্যায় কতিপয় কন্যা দর্শন করেন। ঐ কন্যাগণ তখন পুষ্পচয়ন করিতে করিতে এই কাননে আগমন করিয়াছিল। প্রভু বিষ্ণু ঐ কন্যাগণের মধ্যগতা কমলার ন্যায় মনোহর স্বর্ণবর্ণা এক তন্বীকে দেখিতে পান।১৫-৩০। তাহাকে দেখিয়া তাঁহার মন ঐ কন্যায় আসক্ত হয়। অনন্তর তিনি ঐ সুন্দরীকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া অন্যান্য কন্যাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? তাহারা উত্তর দিল,—ইনি মহাত্মা আকাশরাজের কন্যা। অনন্তর সেই ভগবান্ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে তথা হইতে গমন করিয়া সত্বর স্বীয় মনোজ্ঞ গিরিপুরে উপনীত হইলেন। তিনি স্বামিপুষ্করিণীর তটস্থিত স্বীয় আলয়ে আসিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—অয়ি সখি, বকুলমালিকে! তুমি আকাশরাজের গৃহে গমন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক তদীয় পত্নী ধরণীর নিকট গমন করত কুশল জিজ্ঞাসান্তে তাঁহার মনোহরা কমলালয়া কুমারীকে যাচ্ঞা কর। হে ভামিনি! তুমি এ বিষয়ে রাজারও মত গ্রহণ করিয়া সত্বর আমার সমীপে আগমন করিবে। হে দেবি! আমার প্রভু কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া আমি আপনার গৃহে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে রাজার

প্রোচ্যতামুত্তমং বচঃ ॥ ৩৭ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। অথ তস্যা বচঃ শ্রুত্বা প্রীতা রাজ্ঞী বভূব হ। আহূয়াকাশরাজং তমুপেত্য কমলালযাম্ ॥ ৩৮ ॥ মন্ত্রিমধ্যেঽবদদ্দেবী বচনং বকুলস্রজঃ। শ্রুত্বা প্রীতোঽবদদ্রাজা মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতান্ ॥ ৩৯ ॥ আকাশরাজ উবাচ। কন্যা ত্বযোনিজা দিব্যা সুভগা কমলালযা। অর্থিতা দেবদেবেন বেঙ্কটাদ্রিনিবাসিনা ॥ ৪০ ॥ পূর্ণো মনোরথো মেঽদ্য ব্রূত কিং সম্মতং তু বঃ। শ্রুত্বা মন্ত্রিগণাঃ সর্ব্বে রাজ্ঞো বচনমুত্তমম্ ॥ ৪১ ॥ প্রোচুঃ সুপ্রীতমনসো বিয়দ্রাজং মহীপতিম্। বয়ং কৃতার্থা রাজেন্দ্র কুলং সর্ব্বোন্নতং ভবেৎ ॥ ৪২ ॥ ভবৎকন্যেয়মতুলা শ্রিয়া সহ রমিষ্যতি। দীয়তাং দেবদেবায় শার্ঙ্গিণে পরমাত্মনে ॥ ৪৩ ॥ অয়ং বসন্তঃ শ্রীমাংশ্চ শুভং শীঘ্রং বিধীযতাম্ ॥ ৪৪ ॥ আহূয় ধিষণং লগ্নং বিবাহার্থং বিধীয়তাম্ ॥৪৫॥ তথাস্ত্বিত্যাহ্বয়ামাস সুরলোকাদ্বৃহস্পতিম্। পপ্রচ্ছ কন্যাবরয়োর্বিবাহার্থং নরেশ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥ রাজোবাচ। কন্যায়া জন্মনক্ষত্রং মৃগশীর্ষমিতি স্মৃতম্। দেবস্য শ্রবণর্ক্ষন্তু তয়োর্যোগো বিচার্য্যতাম্ ॥ ৪৭ ॥ শ্রুত্বাব্রবীৎ স ধিষণস্তয়োরুত্তরফল্গুনী। সম্মতা সুখবৃদ্ধ্যর্থং প্রোচ্যতে দৈবচিন্তকৈঃ ॥ ৪৮ ॥ তয়োরুত্তরফল্গুন্যাং বিবাহঃ ক্রিয়তামিতি। বৈশাখমাসে বিধিবৎ ক্রিয়তামিতি সোঽব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। রাজা তু ধিষণং তত্র সম্পূজ্যাথ বিসৃজ্য চ। দেবস্য দূতিকামাহ গচ্ছ দেবালযং শুভে ॥ ৫০ ॥ বৈশাখে দেবদেবায় কল্যাণং বদ সুব্রতে। বৈবাহিকবিধানঞ্চ কৃত্বা চাগম্যতামিতি ॥ ৫১ ॥ ততো দেব্যাঃ প্রিয়করং শুকং দূতং তয়া সহ। বিসৃজ্য বায়ুং স্বসুতমিন্দ্রাদ্যানয়নেঽসৃজৎ ॥ ৫২ ॥ আহূয় বিশ্বকর্ম্মাণং পুরালঙ্কারকর্ম্মণি। নিযোজয়ামাস সোঽপি নির্ম্মমে নিমিষান্তরাৎ ॥ ৫৩ ॥ ইন্দ্রোঽসৃজৎ পুষ্পবৃষ্টিং ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। ধনদো ধনধান্যাদ্যৈঃ পূরয়ামাস

সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার যাহা কর্ত্তব্য করুন। হে দেবি! এ বিষয়ে আপনার কন্যার সহিতও বিচার করিয়া দেখুন, তার পর আমাকে যথোচিত উত্তর প্রদান করিবেন। বরাহ কহিলেন,—অনন্তর বকুলমালিকার উক্তি শ্রবণ করিয়া ধরণী প্রীত হইলেন এবং রাজার সমভিব্যাহারে কন্যা কমলালয়ার সমীপে গমন করিলেন। ক্রমে তথায় মন্ত্রিগণ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সমক্ষে বকুলমালিকার কথা আমূল কীর্ত্তন করিলেন। রাণীর কথা শুনিয়া আকাশরাজ প্রীতিপূর্ণ-মানসে সপুরোহিত মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—এ দিকে আমার কন্যা কমলালয়া অযোনিজা, দেখিতেও পরম রমণীয়া; তারপর প্রার্থীও বেঙ্কটাদ্রিনিবাসী দেবদেব বিষ্ণু, অতএব অদ্য আমার মনোরথ পূর্ণ হইল; বলুন, এ বিষয়ে আপনারা সম্মত ত? মন্ত্রিগণ রাজার সেই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিসহকারে পৃথ্বীপতি আকাশরাজকে বলিলেন,—রাজন্! আমরা কৃতার্থ হইলাম, ইহাতে আপনার বংশও সমুন্নত হইবে। আপনার এই নিরুপমা কন্যাও রমার সহিত বিহার করিবে। আরও দেখুন, শ্রীমান্ বসন্ত সময় সমাগত, অতএব দেবদেব শার্ঙ্গী পরমাত্মা বিষ্ণুকে সত্বর এই কন্যা প্রদান করুন। হে নৃপ! সুরাচার্য্য বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া বিবাহলগ্ন নিরূপণ করুন। রাজা "তাহাই হউক" বলিয়া সুরলোক হইতে বৃহস্পতিকে আহ্বানপূর্ব্বক বরকন্যার বিবাহের বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন।৩১—৪৬। রাজা বলিলেন,—হে সুরাচার্য্য! কন্যার জন্মনক্ষত্র—মৃগশীর্ষ এবং বর দেবদেবের—শ্রবণা, এক্ষণে বিচার করিয়া বরকন্যার উত্তম যোগ বিহিত করুন। রাজার বাক্য শুনিয়া বৃহস্পতি উত্তর করিলেন,—ইঁহাদের জন্ম-নক্ষত্রানুসারে উত্তরফল্গুনীই উত্তম যোগ হইতেছে, বরকন্যার সুখসমৃদ্ধিবৃদ্ধি বিষয়ে দৈবজ্ঞগণ এইরূপই কহিয়া থাকেন; অতএব বৈশাখমাসের উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রেই ইঁহাদের বিবাহক্রিয়া বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করুন। বরাহ বলিলেন,—অনন্তর রাজা বৃহস্পতিকে পূজা করিয়া বিদায় দিলেন এবং দেবদূতিকা বকুলমালিকাকে কহিলেন,—শুভে! তুমি এক্ষণে দেবদেবের নিকট গমন কর। হে সুব্রতে! বৈশাখমাসে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে, এই কল্যাণ বাণী দেবদেবকে বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিবে,—বিবাহযোগ্য বিধানানুসারে তিনি যেন যথাকালে আগমন করেন।০ অনন্তর আকাশরাজ দেবীর প্রিয়কর শুককে দূতরূপে বকুলমালিকা সহ প্রেরণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে আনয়ন জন্য স্বীয় তনয় পবনকে আদেশ করিলেন। অনন্তর রাজা বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া পুরসংস্কার ও অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ জন্য আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মাও নিমেষমধ্যে সমস্ত নির্ম্মাণ করিলেন। শচীপতি পুষ্পবর্ষণ করিলেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল, ধনদ

বেঙ্ক তং ॥ ৫৪ ॥ যমশ্চ রোগরহিতাংশ্চকার মনুজান্ ভুবি। বরুণো রত্নজালানি মৌক্তিকাদীন্ন্যপূরয়ৎ ॥ ৫৫ ॥ এবং সম্পাদ্য সর্ব্বাণি যযুর্দেবা বৃষাচলম্ ॥ ৫৬ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। ততঃ সা হয়মারুহ্য শুকেন সহিতা যযৌ। শ্রীবেঙ্কটাদ্রিমাসাদ্য দেবালয়সমীপতঃ ॥ ৫৭ ॥ অবরুহ্য তুরঙ্গাৎ সা সশুকাভ্যন্তরং যযৌ। দৃষ্ট্বা দেবং রত্নপীঠে শ্রিয়া সহ সুলোচনম্ ॥ ৫৮ ॥ প্রণম্য হৃষ্টবদৎ প্রীতা কৃত্যং তত্র কৃতং বিভো। মাঙ্গল্যবার্ত্তাং বক্তুং বৈ শুক এষ সমাগতঃ ॥ ৫৯ ॥ বদেতি দেবেনাজ্ঞপ্তঃ শুকো নত্বা তমব্রবীৎ। শুক উবাচ তাং প্রত্যাহ সুতা ভূমের্মামঙ্গীকুরু মাধব ॥ ৬০ ॥ বদামি তব নামানি স্মরামি ত্বদ্বপুঃ সদা। ধ্রিয়ন্তে তব চিহ্নানি ভুজাদ্যঙ্গে রমাপতে ॥ ৬১ ॥ ত্বদ্ভক্তানর্চ্চয়ামীহ পঞ্চসংস্কারসংযুতান্। ত্বৎপ্রীতয়ে হি কর্ম্মাণি করোমি মধুসূদন ॥ ৬২ ॥ এবং সদৈবাচরন্ত্যাঃ পিত্রোরনুমতে মম। কুরু প্রসাদং দেবেশ মামঙ্গীকুরু মাধব ॥ ৬৩ ॥ ইতি বিজ্ঞাপয়ামাস কমলজা ধরাসুতা। শুকস্য বচনং শ্রুত্বা সুপ্রিয়ং প্রাহ্ন হরিঃ ॥ ৬৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। কর্ত্তুং কল্যাণমুদ্বাহমাগমিষ্যামি চামরৈঃ। শুক গচ্ছ বদৈবং তামিত্থং দেবোহব্রবীদিতি ॥ ৬৫ ॥ শুকঃ শ্রুত্বা দেববাক্যমাদায় বনমালিকাম্। দেবদত্তাং যযৌ শীঘ্রং বিয়দ্রাজসুতাং প্রতি ॥ ৬৬ ॥ তুলসীমালিকাং দত্ত্বা মৃগনাভিসুগন্ধিনীম্। প্রণম্য দেবীমবদচ্ছুকো দেববচঃ শুভম্ ॥ ৬৭ ॥ শ্রুত্বা তন্মালিকাং গৃহ্য ভূমিজা শিরসা দধৌ। চক্রেহলঙ্কারমুচিতং দেবাগমনকাঙ্ক্ষিণী ॥ ৬৮ ॥ বিয়দ্রাজোহপি সানন্দমিন্দুমাহূয় সাদরম্। অন্নং বিধীয়তাং রাজন্ বিবিধং রসসংযুতম্ ॥ ৬৯ ॥ বিষ্ণোর্নৈবেদ্যযোগ্যং যৎপরমান্নং বিধীয়তাম্। দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ নরাণামপি সম্মতম্ ॥ ৭০ ॥ চতুর্ব্বিধং সুগন্ধাঢ্যমমৃতাংশৈঃ সুধাকর। এবং কৃত্বা সংবিধানং প্রতীক্ষ্যাগমনং বিভোঃ ॥ ৭১ ॥ সভায়াং মন্ত্রিসহিতঃ সমাস্ত শ্রীভ-

---

ধনধান্যাদি দ্বারা তদীয় পুরী পূরণ করিয়া দিলেন; যম রাজ্যস্থিত প্রজাগণকে রোগরহিত করিলেন, বরুণ মৌক্তিকাদি বিবিধ রত্নজালে রাজভবন পরিপূরিত করিলেন। দেবগণ এইরূপে উপহারোপকরণ সমূহ সম্পাদন করিয়া বৃষাচলে চলিয়া গেলেন। অনন্তর শুকের সহিত বকুলমালিকা অশ্বারোহণে গমন করিলেন এবং বেঙ্কটাচলের দেবালয়সমীপে উপনীত হইয়া তুরগ হইতে অবতরণপূর্ব্বক শুকসমভিব্যাহারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সখী বকুলমালিকা রত্নপীঠে রমার সহিত সুলোচন দেবকে সন্দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রীতচিত্তে বলিলেন,—বিভো! আপনার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। এই দেখুন, সেই মাঙ্গল্য বার্ত্তা বলিবার জন্য শুক আমার সহিত আসিয়াছে। অনন্তর বিষ্ণু কর্ত্তৃক মঙ্গল বার্ত্তাকথনে আদিষ্ট হইয়া শুক তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিল। শুক বলিল,—ধরণীতনয়া আপনার প্রতি প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—"হে মাধব! আমাকে অঙ্গীকার করুন, হে রমাপতে! আমি আপনার নাম কীর্ত্তন করি, সতত আপনার শরীর স্মরণ করি, বাহু প্রভৃতি অঙ্গে আপনার চিহ্ন ধারণ করি, পঞ্চসংস্কারযুক্ত আপনার ভক্তগণকে পূজা করি, হে মধুসূদন! আমি যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করি, তাহা আপনারই প্রীতির নিমিত্ত। হে মাধব! পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে এইরূপ আচারপরায়ণা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অঙ্গীকার করুন। হে দেবেশ! ধরণীনন্দিনী কমলালয়া এইরূপ নিবেদন করিয়াছেন। অনন্তর ভগবান্ হরি আত্মহিতকর শুকবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—"হে শুক! আমি এই মঙ্গলময় বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য অমরনিকরে পরিবৃত হইয়া আগমন করিব। তুমি গমন কর; আর দেবদেব এই কথা বলিয়াছেন, ইহা পদ্মালয়াকে নিবেদন কর। শুক দেবদেবের কার্য্য শ্রবণ ও তাঁহার প্রদত্ত বনমালা গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর আকাশরাজনন্দিনীর নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে কস্তুরীসৌরভযুক্ত তুলসীমালা প্রদান ও প্রণাম করিয়া বিষ্ণুর কথিত বাক্য সকল নিবেদন করিলেন। ভূমিতনয়া পদ্মালয়া দেবদেবের বাক্যশ্রবণ ও মালাগ্রহণপূর্ব্বক মস্তকে স্থাপন করিলেন এবং দেবাগমনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া যথাযোগ্য অলঙ্কারে ভূষিত হইলেন। আকাশরাজও চন্দ্রকে সানন্দে আহ্বান করিয়া আদরসহকারে কহিলেন,—হে সুধাকর! বিবিধ রসযুক্ত অন্ন, বিষ্ণুর নৈবেদ্যযোগ্য পায়সান্ন, এবং দেব, ঋষি ও মানবগণের সম্মত চতুর্ব্বিধ রসযুক্ত সুগন্ধাঢ্য অন্ন সকল স্বীয় অমৃতাংশদ্বারা সম্পন্ন করুন। এইরূপে বৈবাহিক বিধি সকল সাধিত হইলে কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীতিমান্

শ্রীভগবানসঃ । পুত্রীমলঙ্কৃতাং কৃত্বা ধরণীসহিতো নৃপঃ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধরণীবরাহসংবাদে ধরণীদেব্যৈ বকুলমালিকানিবেদিতশ্রীনিবাসোদন্তকমলালয়াকল্যাণবিধ্যাদিবৃত্তান্তবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীবরাহ উবাচ । ততো দেবাধিদেবোঽপি লক্ষ্মীমাহূয় ভামিনীম্ । কিং কার্য্যং বদ কল্যাণি বিবাহার্থং সুলোচনে ॥ ১ ॥ আজ্ঞাপয়স্ব স্বসখীঃ রমে কার্য্যং কুরু প্রিয়ম্ । শ্রীস্তু কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা সখীরাহূয় চোদয়ৎ ॥ ২ ॥ প্রিয়াজ্ঞপ্তা ততঃ প্রীতিঃ সুগন্ধং তৈলমাদদৌ । শ্রুতিঃ ক্ষৌমং সমাদায় তস্থৌ দেবস্য সন্নিধৌ ॥ ৩ ॥ ভূষণানি সমাদায় স্মৃতিরপ্যায়যৌ মুদা । ধৃতিরাদর্শমাধত্ত শান্তির্মৃগমদং দধৌ ॥ ৪ ॥ যক্ষকর্দ্দমমাদায় হ্রীঃ স্থিতা পুরতো হরেঃ । কীর্ত্তিঃ কনকপট্টঞ্চ সরত্নং মুকুটং দধৌ ॥ ৫ ॥ ছত্রং দধৌ তদেন্দ্রাণী চামরন্তু সরস্বতী । দ্বিতীয়ং চামরং গৌরী ব্যজনে বিজয়াজয়ে ॥ ৬ ॥ আগতাস্তাঃ সমালোক্য শ্রীরুত্থায়াথ সত্বরা । সুগন্ধং তৈলমাদায় দেবমভ্যজ্য শীর্ষতঃ ॥ ৭ ॥ উদ্বর্ত্তিতং গন্ধচূর্ণৈর্দেবাঙ্গং পরিমৃজ্য চ । আনীতান্ করিভিস্তোয়কলশান্ কাঞ্চনাঙ্কতম্ ॥ ৮ ॥ বিয়দ্গঙ্গাদিতীর্থেভ্যঃ কর্পূরাদিসুবাসিতান্ । একমেকং সমাদায় ত্বভ্যষিঞ্চদ্রমা হরিম্ ॥ ৯ ॥ সন্ধূপ্য কেশান্ ধূপেন তানাশ্যামান্ ববন্ধ চ । সুগন্ধেনানুলিপ্যাঙ্গং স্বর্ণবর্ণেন তদ্বিভোঃ ॥ ১০ ॥ পীতকৌশেয়কং বদ্ধা কট্যাং কাঞ্চীসমন্বিতম্ । মুকুটাদিবিভূষাভির্ভূষয়ামাস চেন্দিরা ॥ ১১ ॥ অঙ্গুলীয়করত্নানি সর্ব্বাস্বেবাঙ্গুলীষু চ । আদর্শং দর্শয়ামাস ধৃতির্দেবস্য সন্নিধৌ ॥ ১২ ॥ দৃষ্টাদর্শং দেবদেবো হ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রং স্বয়ং দধৌ । আরুহ্য গরুড়ং পশ্চাৎ স্বয়ং লক্ষ্মীসমন্বিতঃ ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মেশবহ্নিবরুণযমযক্ষেশসেবিতঃ । বসিষ্ঠাদ্যৈর্ম্মুনীন্দ্রৈশ্চ সনকাদ্যৈশ্চ যোগিভিঃ ॥

রাজা মন্ত্রী ও ধরণী সমভিব্যাহারে সভায় উপবেশনপূর্ব্বক বিভু বিষ্ণুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ৪৭—৭২ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭।

অষ্টম অধ্যায় ।

বরাহ বলিলেন,—অনন্তর দেবাধিদেব বিষ্ণুও ভামিনী লক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—হে সুলোচনে কল্যাণি! বল, এক্ষণে বিবাহের জন্য আমার কি করা উচিত? হে রমে! তুমি স্বীয় সখীগণকে আদেশ করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য বিধান কর, তাহারা আসিয়া আমার বেশভূষা সম্পাদন করুক। তখন লক্ষ্মী কৃষ্ণবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণবেশ সাধনার্থ আদেশ করিলেন। অনন্তর রমার আদেশে সখী প্রীতি—বিভুর শরীরে সুগন্ধ তৈল প্রদান করিল। শ্রুতি—ক্ষৌম বসন আনয়ন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং মুদান্বিতা স্মৃতি—ভূষণনিচয় আনয়ন করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। ধৃতি দর্পণ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইল; শান্তি কস্তুরী হস্তে লইয়া উপস্থিত হইল। হ্রী—যক্ষকর্দ্দম লইয়া হরির পুরোভাগে রহিল। কীর্ত্তি রত্নসমন্বিত কনকপট্ট-মুকুট-করে নিকটে আসিয়া উপনীত হইল। ইন্দ্রাণী ছত্র ধারণ করিলেন, চামরদ্বয়ের—একটী সরস্বতী এবং অপরটী গৌরী করে লইয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং জয়া বিজয়া ব্যজন ধারণ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মীও অমরবধূগণকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন এবং সুগন্ধ তৈল লইয়া বিষ্ণুর শীর্ষ হইতে পাদ পর্য্যন্ত মাখাইয়া দিলেন। অনন্তর মুদান্বিতা লক্ষ্মী গন্ধচূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জন করিয়া করিকর্ত্তৃক আনীত কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত গঙ্গাদিতীর্থ জলপূর্ণ শত শত সুবর্ণ কলসের এক একটী গ্রহণপূর্ব্বক হরিকে অভিষিক্ত করিলেন।১—৯। তৎপর তাঁহার সিক্ত কেশ ধূপ দ্বারা সন্ধূপিত করিয়া কেশকলাপ বন্ধন করিয়া দিলেন। অনন্তর স্বর্ণবর্ণ সুগন্ধ দ্বারা বিভুর অঙ্গ লিপ্ত করিলেন, এবং কটীদেশে কাঞ্চীসমন্বিত পীত কৌশেয় বসন বন্ধন ও মুকুটাদি ভূষণ দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিলেন। তারপর সখী ধৃতি আসিয়া অঙ্গুলিমালায় অঙ্গুরীয়করত্ন প্রদান করিয়া সম্মুখে দর্পণ দর্শন করাইলেন। দেবদেব বিষ্ণু আদর্শতলে মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া স্বয়ংই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলেন; তৎপর লক্ষ্মী সহ গরুড়ারোহণে-ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র, বরুণ, যম, যক্ষেশ প্রভৃতি দেবগণ, বশিষ্ঠাদি মুনীন্দ্রগণ, সনকাদি যোগিগণ, এবং

১৫॥ ভক্তৈর্ভাগবতৈর্যুক্তো নারায়ণপুরীং যযৌ। অগ্রগন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৫ ॥ দেবদুন্দুভয়ো নেদুস্তদা দেবস্য সন্নিধৌ। জপন্তঃ স্বস্তিসূক্তানি মুনয়স্তং সমন্বযুঃ ॥ ১৬ ॥ দেবো দেবগণৈর্যুক্তো বিষক্সেনাদিপার্ষদৈঃ। সখীভিঃ স্যন্দনস্থাভির্বকুলাদ্যাভিরন্বিতঃ। আকাশরাজস্য পুরমাসসাদ স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ১৭ ॥ দেবমাগতমালোক্য কন্যামৈরাবতস্থিতাম্। পুরীং প্রদক্ষিণীকৃত্য গোপুরদ্বারমাগতাম্ ॥ ১৮ ॥ আলোক্যাকাশরাজোঽপি সমানীয় বধূবরৌ। বন্ধুভিঃ সহিতস্তস্থৌ দেবমালোক্য কেশবম্ ॥ ১৯ ॥ বিষ্ণুর্মালাং স্বকণ্ঠস্থাং হস্তেনাদায় সস্মিতঃ। কমলায়াঃ স্কন্ধদেশে মুমোচ সুমনশ্চিতাম্ ॥ ২০ ॥ আদায় মল্লিকামালাং সাপি কণ্ঠে সমর্পয়ৎ। এবং ত্রিবারং তৌ কৃত্বা বাহনাদবরুহ্য চ ॥ ২১ ॥ স্থিত্বা পীঠে ক্ষণং পশ্চাদ্‌গৃহং বিবিশতুঃ শুভম্। ব্রহ্মাদিদেবযূথৈশ্চ সহিতৌ ভূমিজাহরী ॥ ২২ ॥ মাঙ্গল্যসূত্রবন্ধাদি সাঙ্গুরার্পণমজ্জজঃ। বৈবাহিকং কারয়িত্বা লাজহোমান্তমেব চ ॥ ২৩ ॥ ব্রতাদেশং সমাজ্ঞায় শয়িতৌ কমলাহরী। চতুর্থে দিবসে সর্ব্বং সমাপাদ্য চতুর্মুখঃ ॥ ২৪ ॥ অনুজ্ঞাপ্য বিহঙ্গরাজমারোপ্য গরুড়ে হরিম্। দেবীভ্যাং সহিতং দেবং দেবৈর্গন্তুং প্রচক্রমে ॥ ২৫ ॥ দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ সম্প্রাপ্য বৃষভাচলম্। তুষ্টুবুর্দেবদেবেশং ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥ ২৬ ॥ শুকাদয়ো মুনিগণাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমম্। স্তূয়মানোঽথ দেবোঽপি বিবেশ মণিমণ্ডপম্ ॥ ২৭ ॥ রমাধরণিজাভ্যাঞ্চ তত্র সিংহাসনং যযৌ ॥ ২৮ ॥ আকাশরাজোঽপি তদা মহেন্দ্রাদিসুরৈঃ সহ। পুত্রীবিষ্ণোঃ প্রিয়ার্থঞ্চ প্রাভৃতং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ২৯ ॥ সৌবর্ণেষু কটাহেষু তণ্ডুলান্ শালিসম্ভবান্। মৃদ্‌পাত্রাণ্যনেকানি ঘৃতকুম্ভশতানি চ ॥ ৩০ ॥ পয়োঘটসহস্রাণি দধিভাণ্ডান্যনেকশঃ। দিব্যানি চূতকদলীনারিকেলফলানি চ ॥ ৩১ ॥ ধাত্রীফলানি কুষ্মাণ্ডরাজরম্ভাফলানি চ। পনসান্মাতুলুঙ্গাংশ্চ শর্করাপূরিতান্ ঘটান্ ॥ ৩২ ॥ সুবর্ণমণিমুক্তাশ্চ ক্ষৌমকোট্যম্বরাণি চ। দাসীদাসসহস্রাণি কোটিশো গাস্তথৈব চ ॥ ৩৩ ॥ হংসেন্দুশুক্লবর্ণানাং হয়ানামযুতং দদৌ। তুঙ্গানাং নিত্যমত্তানাং গজানামধিকং

ভাগবত ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া নারায়ণপুরে গমন করিলেন। তখন বিষ্ণুর সমীপে গন্ধর্ব্বপতিগণ গান ও অপ্সরঃ সকলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইল এবং মুনিগণ স্বস্তিসূক্ত জপ করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন। বিষক্সেনাদি পার্ষদ ও অন্যান্য দেবগণসমন্বিত দেব বিষ্ণু রথস্থ বকুলমালিকাদি সখীগণ সমভিব্যাহারে আকাশরাজের অলঙ্কৃত সুন্দর পুরে উপনীত হইলেন। অনন্তর দেববিষ্ণুকে আগমন করিতে দেখিয়া আকাশরাজও কন্যা পদ্মালয়াকে ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পুরী প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বরবধূকে গোপুরসমীপে আনয়ন করিলেন এবং বন্ধুগণ সহ দণ্ডায়মান হইয়া দেব কেশবকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিষ্ণু ঈষৎ সহাস্য-আস্যে স্বীয় কণ্ঠস্থ মালা গ্রহণপূর্ব্বক প্রীতিভরে কমলার স্কন্ধদেশে প্রদান করিলেন এবং কমলাও একটী মল্লিকামালা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। কমলা ও হরি এইরূপে পরস্পর বারত্রয় মাল্যপ্রদান সম্পন্ন করিয়া বাহন হইতে অবতরণ করিলেন এবং ক্ষণকাল পীঠে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণসহ সুশোভন পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পদ্মযোনি ব্রহ্মা মাঙ্গল্যসূত্র বন্ধনাদি আনুষ্ঠানিক বৈবাহিক বিধি সমাধান করিলে কমলা ও হরি ব্রতাদেশ বিদিত হইয়া বর-শয্যায় শয়ন করিলেন। অনন্তর চতুর্ম্মুখ চতুর্থ দিবসীয় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আকাশরাজের অনুমতিক্রমে হরিকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া পদ্মালয়া লক্ষ্মী ও দেবগণসহ বৃষাচলে গমন করিলেন। ১০—২৬। তাঁহাদের গমনসময়ে দিব্য দুন্দুভি নিনাদিত হইল; ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাদিগকে স্তব করিতে লাগিলেন, এবং শুকাদি মুনিগণও সেই পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন। দেবেশ এইরূপে স্তূয়মান হইয়া মণিমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং রমা ও ধরণীকন্যা পদ্মালয়াসহ মণ্ডপস্থ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তৎকালে আকাশরাজও মহেন্দ্রাদি সুরগণসহ কন্যা পদ্মালয়ার প্রীতির জন্য উপঢৌকন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সুবর্ণকটাহপূর্ণ শালি তণ্ডুল, অনেক মৃদ্‌পাত্র, শত শত ঘৃতকুম্ভ, সহস্র কলস জল, অনেক দধিভাণ্ড, দিব্য আম্র, কদলী, নারিকেল ফল, অনেক আমলকী, কুষ্মাণ্ড, রাজরম্ভা, পনস, মাতুলুঙ্গ প্রভৃতি ফল, শর্করাপূরিত বহুঘট, সুবর্ণ, মণিমুক্তা, কোটি কোটি ক্ষৌমবসন, সহস্র দাসদাসী, কোটি গো, হংস ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অযুত অশ্ব,

শতানি ॥৩৪॥ অন্তঃপুরচরা নারীনৃত্যগীতবিশারদাঃ। দদৌ চতুঃসহস্রাণি শ্রীনিবাসায় বিষ্ণবে। দত্বা চৈতানি সর্ব্বাণি তস্থৌ দেবপুরে বিভুঃ ॥ ৩৫ ॥ দৃষ্ট্বা দেবোঽপি তৎসর্ব্বং দেবীভ্যাং সহিতো হরিঃ ॥ ৩৬ ॥ সুপ্রীতঃ প্রাহ রাজানং শ্বশুরং বেঙ্কটেশ্বরঃ। বরং বৃণীষ হে রাজন্ গুরো মত্তো যদীচ্ছসি ॥ ৩৭ ॥ ইতি শ্রীশবচঃ শ্রুত্বা বিয়দ্রাজোঽবদদ্বিভুম্। ত্বৎসেবৈবেহ দেবৈবং ভূয়াদব্যভিচারিণী ॥ ৩৮ ॥ মনস্ত্বৎপাদকমলে ত্বয়ি ভক্তির্ম্মমাস্তু বৈ ॥ ৩৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ত্বয়া যদুক্তং রাজেন্দ্র সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি। ইতি দত্বা বরং তস্মৈ সম্মান্যৈব যথোচিতম্ ॥ ৪০ ॥ ব্রহ্মেশাদিসুরান্ সর্ব্বান্ সমভ্যর্চ্চ্য যথোচিতম্। স্বর্লোকগমনায়ৈবমনুমেনে মুদা হরিঃ। গতেষু তেষু সর্ব্বেষু শ্রিয়া ভূমিজয়া যুতঃ ॥ ৪১ ॥ বিহরন্ স যথাপূর্ব্বং স্বামিপুষ্করিণীতটে। আস্তে দিব্যালয়ে দেবোঽপ্যর্চ্চ্যমানো গুহেন বৈ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধরণীবরাহসংবাদে ব্রহ্মাদিভিঃসহ শ্রীনিবাসস্য বিয়দ্রাজপুরগমনকমলালয়াপরিণয়াদিবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নিত্যমত্ত অত্যুচ্চ শতাধিক হস্তী, নৃত্যগীত-বিশারদ চতুঃসহস্র অন্তঃপুরচারিণী নারী—শ্রীনিবাস বিষ্ণুকে দান করিলেন এবং বিভু বিষ্ণুকে তৎসমস্ত প্রদান করিয়া দেবপুরে বাস করিতে লাগিলেন। দেবীর সহিত বেঙ্কটপতি তৎসমস্ত অবলোকন করিয়া প্রীত হইলেন, এবং শ্বশুর আকাশরাজকে বলিলেন,—হে গুরো রাজন্! আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন। শ্রীপতির এইরূপ সানুগ্রহ বাক্য শ্রবণ করিয়া আকাশরাজ বিভুর নিকটে প্রার্থনা করিলেন,—হে দেব! আমার মতি সতত আপনার পাদপদ্মে আকৃষ্ট থকে, এবং আমি আপনাকে সেবা করিতে পারি, আপনার প্রতি আমার এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তৎসমস্তই আপনার সিদ্ধ হইবে। অনন্তর হরি রাজাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বরদান করিলেন এবং ব্রহ্মা, ঈশানাদি সুরগণকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া প্রফুল্লমনে তাঁহাদিগকে স্বর্গলোকে গমনের জন্য অনুমতি দিলেন। সুরগণ চলিয়া গেলে লক্ষ্মী ও ধরণীনন্দিনীর সহিত পূর্ব্বের মত স্বামিপুষ্করিণীতীরে বিহার করত কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া দেবালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ২৬—৪২।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ। কলৌ যুগে ভূমিধর কেন ত্বং দ্রক্ষ্যসে প্রিয়। বিমানং কেন তে দেব কার্য্যতেঽস্মিন্ মহীধরে ॥ ১ ॥ শ্রীনিবাসোঽপি কেনৈব দ্রক্ষ্যতে সুভগাকৃতিঃ। এতদুক্তেহি মম প্রীত্যা শ্রোতুং কৌতূহলং বিভো ॥ ২ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। বক্ষ্যামি শৃণু হে দেবি ভবিষ্যদ্যদ্বদামি তে। অস্মিন মহীধরে পুণ্যে নিষাদো বসুনামকঃ ॥ ৩ ॥ শ্যামাকবনপালোঽভূদ্ভক্তিমান্ পুরুষোত্তমে। শ্যামাকতণ্ডুলান্ পক্বা মধুনা পরিষিচ্য চ ॥ ৪ ॥ নিবেদ্য দেবদেবায় শ্রীভূমিসহিতায় চ। এবং ভক্তিমতস্তস্য ভার্য্যা চিত্রবতী শুভা ॥ ৫ ॥ অসূত তনয়ং বালা বীরনামানমুত্তমম্। বসুঃ পুত্রেণ সহিতো ভার্য্যয়া পতিভক্তয়া ॥ ৬ ॥ কস্মিংশ্চিদ্দিবসে পুত্রং শ্যামাকং পালয়েতি চ। বিসৃজ্য পত্ন্যা সহিতো মধ্বন্বেষণ-

নবম অধ্যায়।

ধরণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রিয় ভূমিধর! কি করিলে কলির মানবগণ আপনাকে দেখিতে পায়? আর কি প্রয়োজনে এই মহীধরে বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আর সুভগাকৃতি আপনার শ্রীনিবাসরূপও কি কোন মানব দেখিতে পারে? হে বিভো! আমার এই সকল শুনিবার জন্য কৌতূহল হইতেছে; অতএব আমার প্রীতির জন্য তৎসমস্ত কীর্ত্তন করুন। বরাহ বলিলেন,—হে দেবি! ভবিষ্যদ্ বিষয়ক কথা পরে বলিব, সম্প্রতি একটী উপাখ্যান শ্রবণ কর। এই মহীধরে বসু নামক এক নিষাদ পুরুষোত্তমে ভক্তিমান্ হইয়া শ্যামাকবনের পালনে নিযুক্ত হইয়াছিল। ঐ নিষাদ এক সময় শ্যামাকতণ্ডুল পাক ও উহা মধু দ্বারা সিক্ত করিয়া লক্ষ্মী ও ভূমিসুতার সহিত দেবদেবের উদ্দেশে নিবেদন করে। ঐ ভক্তিমান্ নিষাদের পত্নী চারুরূপা বালা চিত্রবতী দেবানুগ্রহে বীর নামক এক উত্তম তনয় প্রসব করে। একদা বসু পতিব্রতা পত্নী ও পুত্রসহ অবস্থানপূর্ব্বক পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে পুত্র! তুমি এই শ্যামাকবন পালন কর” এই বলিয়া পুত্রের

তৎপরঃ ॥ ৭ ॥ গতো বনান্তরং শীঘ্রং মধুচ্ছত্রদিদৃক্ষয়া। বালঃ শ্যামাকপক্বানি গৃহীত্বাগ্নৌ নিধায় চ ॥ ৮ ॥ পিষ্ট্বা নিবেদয়ামাস বৃক্ষমূলে শ্রিয়ঃ পতেঃ। নৈবেদ্যং ভক্ষয়িত্বৈব বীরস্তাস সুখেন বৈ ॥ ৯ ॥ তদন্তরে বসুশ্চাপি মধ্বাদায় সমাগতঃ। শ্যামাকান্ ভক্ষিতান্ দৃষ্ট্বা সন্তর্জ্জ্য সুতমাত্মনঃ ॥ ১০ ॥ খড়্গমাদায় তং হন্তুং ত্বরয়া হস্তমুদ্দধৌ ॥১১॥ তদ্বৃক্ষস্থস্তদা বিষ্ণুঃ খড়্গং জগ্রাহ পাণিনা। খড়্গো গৃহীতঃ কেনেতি পশ্যন্ বৃক্ষং দদর্শ সঃ ॥ ১২ ॥ খড়্গচক্রগদাপাণিং বৃক্ষারূঢ়ার্দ্ধবিগ্রহম্। মুক্ত্বা বসুশ্চ তং খড়্গং প্রণম্যোবাচ কেশবম্ ॥ ১৩ ॥ কিমিদং দেবদেবেশ চেষ্টিতং ক্রিয়তে ত্বয়া ॥ ১৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। বসো শৃণু বচো মে ত্বং পুত্রস্তে ভক্তিমান্ ময়ি। ত্বত্তোঽপি মে প্রিয়তমস্তস্মাৎ প্রত্যক্ষমাগতঃ ॥ ১৫ ॥ অস্য সর্ব্বত্র তিষ্ঠামি তব স্বামিসরস্তটে। ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা প্রীতিমানভবদ্বসুঃ ॥ ১৬ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু পাণ্ড্যদেশাৎ সমাগতঃ। বাল্যাৎ প্রভৃতি শূদ্রোঽপি বিষ্ণুভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ১৭ ॥ নারায়ণপুরীং প্রাপ্য শ্রীবরাহং প্রণম্য চ। তত্র শ্রুত্বা শ্রীনিবাসং বেঙ্কটাদ্রিনিবাসিনম্ ॥ ১৮ ॥ স্বয়ম্ভুবং দেবদেবসেবিতং প্রযযৌ ততঃ। সুবর্ণমুখরীং প্রাপ্য স্নাত্বা চোত্তীর্য্য তত্তটে ॥ ১৯ ॥ কমলাখ্যে সরসি চ স্নাত্বা পুণ্যপ্রদায়িনি। তত্তীরবাসিনং দেবং কৃষ্ণং রামেণ সংযুতম্ ॥ ২০ ॥ নমস্কৃত্য ততঃ প্রায়াদ্বনং গজঘটাযুতম্। শনৈঃ সম্প্রাপ্য শেষাদ্রিং নির্ঝরং সন্দদর্শ হ ॥ ২১ ॥ তৎসমীপং সমাসাদ্য কপিলাপূজিতং শিবম্। তৎপুরশ্চক্রতীর্থং তদগাধং পাপনাশনম্ ॥ ২২ ॥ তত্র স্নাত্বা ততোঽগচ্ছদ্বেঙ্কটাদ্রিং শনৈঃশনৈঃ। আরোঢুং গচ্ছতা মার্গে যুক্তো বৈখানসেন চ ॥ ২৩ ॥ রঙ্গদাসস্তারুরোহ বালো দ্বাদশবার্ষিকঃ। স্বামিপুষ্করিণীং প্রাপ্য স্নাত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ বৈখানসেন মুনিনা গোপীনাথেন পূজিতম্। বনমধ্যে তরোর্মূলে স্বামিপুষ্করিণীতটে ॥ ২৫ ॥ তিষ্ঠন্তং

প্রতি শ্যামাক পালনের ভার অর্পণ করিয়া পত্নীর সহিত মধু অন্বেষণে তৎপর হয় এবং মধুচ্ছত্র দর্শনাভিলাষে বনান্তরে গমন করে! অনন্তর তাহার শিশু তনয় পক্ব শ্যামাক আনয়নপূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ শ্যামাক পেষণ করত বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদন করে এবং তদন্তে ঐ নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া তরুমূলে উপবিষ্ট হয়। ইত্যবসরে বসুও মধু আহরণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং শ্যামাক ভক্ষিত দেখিয়া পুত্রের প্রতি তর্জ্জন করিতে থাকে। অনন্তর বসু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিহত করিবার জন্য সত্বর খড়্গ উত্তোলন করিলে বৃক্ষশাখাস্থিত বিষ্ণু হস্তদ্বারা সেই খড়্গ গ্রহণ করেন। নিবাদ বসু "কে আমার খড়্গ গ্রহণ করিল" এইরূপ চিন্তা করত বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শঙ্খ, চক্র ও গদাপাণি বৃক্ষারূঢ় এক পুরুষবিগ্রহ দর্শন করিল। অনন্তর বসু খড়্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কেশবকে কহিতে লাগিল,—হে দেবদেবেশ! কি জন্য আপনি আমার খড়্গরোধ করিলেন? ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে বসো! আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পুত্র আমার প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ এবং তোমা হইতেও প্রিয়তর; আর তজ্জন্যই আজ আমি তোমাদের প্রত্যক্ষে সমাগত হইয়াছি। এই স্বামিপুষ্করিণীর তীরে সর্ব্বত্রই আমি বাস করিয়া থাকি। নিবাদ বসু দেবদেব বিষ্ণুর একবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীতিমান্ হইল। এই সময় শূদ্র হইয়াও বাল্যকাল হইতে বিষ্ণুভক্তিমান্ রঙ্গদাস নামক এক ব্যক্তি পাণ্ড্যদেশ হইতে তথায় আগমন করিল। ঐ রঙ্গদাস ভগবদ্দর্শনমানসে নারায়ণপুরে গমনও শ্রীবরাহকে প্রনাম করিয়াছিল। তথায় শুনিতে পায়, শ্রীনিবাস বেঙ্কটাচলে গিয়া বাস করিতেছেন। অনন্তর সেবরাহদেবকে প্রণাম করিয়া দেবদেবসেবিত স্বয়ম্ভূ বেঙ্কটাচলে উপনীত হয়। অনন্তর রঙ্গদাস সুবর্ণমুখরীতটে গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হয় এবং পুনরায় পুণ্যপ্রদ কমলাখ্য সরোবরে স্নান ও সেই তীরবাসী বলরামসহ কৃষ্ণকে দর্শন করে। অনন্তর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বহু গজাকীর্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করে। রঙ্গদাস ক্রমে শেষাদ্রিতে উপনীত হইয়া এক নির্ঝর অবলোকন করে। ১-২১। অনন্তর শূদ্র রঙ্গদাস নির্ঝরসমীপে কপিলাপূজিতশিবকে সন্দর্শন করিয়া ঐ শিবসম্মুখস্থ অগাধ পাপনাশন চক্রতীর্থে গমন করে এবং তথায় স্নান করিয়া ধীরে ধীরে বেঙ্কটাচলের দিকে অগ্রসর হয়। বৈখানসগণ তখন তপস্যা করিবার জন্য ঐ পথে গমন করিতেছিলেন। দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালক রঙ্গদাসও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া গমন করে এবং ভক্তিসহকারে স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করিয়া স্বামিপুষ্করিণীর তটে বনমধ্যস্থ তরুমূলে অবস্থিত বৈখানসপূজিত পীত-নীল-কৃষ্ণ আকাশস্থ ...

পুণ্ডরীকাক্ষং শ্রীভূমিসহিতং হরিম্। আকাশস্থং সন্দদর্শ পীতনীলাকৃতিং শুভম্॥ ২৬॥ পার্শ্বস্থ-শঙ্খচক্রাভ্যাং গদাসিভ্যাং নিষেবিতম্। পক্ষৌ বিস্তার্য্য চাকাশে দেবমূর্দ্ধ্নি বিতানবৎ॥ ২৭॥ স্থিতঞ্চ গরুড়েশানং পশ্চাচ্ছার্ঙ্গশরং তথা॥ ২৮॥ এবং দৃষ্ট্বা শ্রীনিবাসং বিস্মিতো রঙ্গদাসকঃ। অস্য দেবস্য চারামং করিষ্যামীত্যচিন্তয়ৎ॥ ২৯॥ নিশ্চিত্য মনসা সর্ব্বং তরুমূলেঽবসৎ সুধীঃ। কৃত্বা বৈখানসান্বিষ্টোর্নৈবেদ্যঞ্চ দিনেদিনে॥ ৩০॥ শনৈশ্ছিত্ত্বা বনং ঘোরং বৃক্ষাংশ্চিচ্ছেদ পার্শ্বগান্। আস্থানচিঞ্চাং দেবস্য রমায়াশ্চম্পকং তরুম্॥ ৩১॥ দেবাজ্ঞপ্তো বর্জ্জয়িত্বা তাবুভৌ দেবসেবিতৌ। দেবস্য পরিতো ভূমৌ শিলাকুড্যং তদাকরোৎ॥ ৩২॥ তৎকুড্যস্যৈব পরিতঃ পুষ্পারামাংশ্চকার হ। মল্লিকাকরবীরাজকুন্দমন্দারমালতীঃ॥ ৩৩॥ তুলসী-চম্পকানাঞ্চ বনান্যেব চকার হ। খনিত্বা তত্র কূপস্য বর্দ্ধয়ংস্তজ্জলৈর্বনম্॥ ৩৪॥ আরামপুষ্পাণ্যাদায় স্বয়ং দামান্যথাকরোৎ। বিচিত্রাণি তদা বদ্ধা পূজকস্য করে দদৌ॥ ৩৫॥ আদায় পূজকস্তানি স্কন্ধে মূর্দ্ধ্নি

ববন্ধ চ। শ্রীনিবাসস্য দেবস্য শ্রীভূমিসহিতস্য চ॥ ৩৬॥ এবং দেবস্য কৈঙ্কর্য্যং কুর্ব্বংস্তস্যোদারধীঃ। তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য সমাস্তাঃ সপ্ততের্গতাঃ॥ ৩৭॥ কুর্ব্বাণে পুষ্পাবচয়ং রঙ্গদাসে মহাত্মনি॥ ৩৮॥ আরামে সরসি স্নাতুং গন্ধর্ব্বঃ কশ্চিদাযযৌ। গন্ধর্ব্বরাজকন্যাভিস্তরুণীভিঃ সমন্বিতঃ॥ ৩৯॥ জলক্রীড়াং করোতি স্ম দিবি স্থাপ্য বিমানকম্। স্বরূপাভিশ্চ সহিতং ক্রীড়ন্তং কমলাকরে॥ ৪০॥ পশ্যন্ শ্রীরঙ্গদাসোঽয়ং ব্যস্মরন্মাল্যসঞ্চয়ম্। জিতেন্দ্রিয়োঽপি তৎক্রীড়াং পশ্যন্ রেতঃ সসর্জ্জ হ॥ পশ্যতস্তস্য সরসঃ সমুত্তীর্য্য মনোহরম্। দিব্য-বস্ত্রাণি চাচ্ছাদ্য কান্তাভিঃ সহ সস্মিতম্॥ ৪২॥ অধিরুহ্য বিমানস্থ যযৌ স ধনদালয়ম্। গতে গন্ধর্ব্বরাজে তু রঙ্গদাসো বিমোহিতঃ॥ ৪৩॥ ত্যক্ত্বা চ তানি মাল্যানি স্নাত্বা সরসি লজ্জিতঃ। পুনরাহৃত্য পুষ্পাণি শনৈর্দেবালয়ং যযৌ॥ ৪৪॥ বৈখানসস্তু তং দৃষ্ট্বা পূজাকালমতীত্য চ। আগতং কিমিতি

নয়ন সুশোভন হরিকে ভূমিজা সহ সন্দর্শন করিল। রঙ্গদাস আরও দেখিল,—শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসি তদীয় পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, তদীয় বাহন গরুড় আকাশে পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে চন্দ্রাতপের কার্য্য করিতেছে এবং তাঁহার পশ্চাদ্দিকে শার্ঙ্গ ও শর রক্ষিত হইয়াছে। রঙ্গদাস শ্রীনিবাসকে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং সে মনে মনে চিন্তা করিল,—এই দেব শ্রীনিবাসের একটী মনোহর আরাম নির্ম্মাণ করিব। ধীমান্ রঙ্গদাস মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তরুমূলের আশ্রয় লইল এবং বৈখাসনগণের হস্তে হরিপূজায় নৈবেদ্যাদি দিন দিন প্রেরণ করিতে লাগিল। অনন্তর রঙ্গদাস ধীরে ধীরে বন সকল ছেদন করিয়া এবং দেবাদেশে তদীয় অধিষ্ঠান চিঞ্চা ও রমাধিষ্ঠান চম্পকতরু বর্জ্জন করিয়া পার্শ্বস্থ তরুগণ কর্ত্তন করিতে লাগিল; কেন না ঐ তরুদ্বয় দেবসেবিত। দেবের সম্মুখস্থ ভূমিতে শিলাকুড্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অগ্রে পুষ্পারাম প্রস্তুত করিল এবং ঐ আরামে মল্লিকা, করবীর, অজ, কুন্দ, মন্দার, মালতী, তুলসী ও চম্পক—এই সকল বৃক্ষ রোপণ করিল। রঙ্গদাস আরামসমীপে কূপ খনন করিয়া ঐ কূপজল দ্বারা বৃক্ষ সকল পরিবর্দ্ধিত করিল এবং বৃক্ষে পুষ্পোদ্গম হইলে আরাম-পুষ্পের বিচিত্র মালা গাঁথিয়া শ্রীনিবাসের জন্য পূজকের করে অর্পণ করিল। ২২—৩৫। পূজক ঐ মালা গ্রহণ করিয়া ভূমি সমন্বিত শ্রীনিবাসের মস্তকে ও স্কন্ধদেশে বন্ধন করিয়া দিলেন। এইরূপে হরির কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উদারবুদ্ধি রঙ্গদাসের প্রায় সপ্ততি বৎসর অতীত হইল। অনন্তর মহাত্মা রঙ্গদাস একদা আরাম হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, তখন তরুণী গন্ধর্ব্বরাজকন্যা সমভিব্যাহারে এক গন্ধর্ব্ব সরোবরে স্নানার্থ আগমন করে এবং বিমান আকাশে রাখিয়া সেই সুরূপা নারীগণ সহ কমলকাননে ক্রীড়া করিতে থাকে। রঙ্গদাস জিতেন্দ্রিয় হইয়াও ঐ গন্ধর্ব্বনারীর ক্রীড়া দর্শন করত মাল্যনির্ম্মাণ ভুলিয়া গেল এবং সহসা তাহার রেতঃ পতিত হইল। অনন্তর দেখিতে দেখিতে রঙ্গদাসের সমক্ষেই গন্ধর্ব্বরাজ মনোহর সরোবর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দিব্যবস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করত পত্নীগণসহ সহাস্য-আস্যে বিমানা-রোহণে কুবেরালয়ে গমন করিল। অনন্তর গন্ধর্ব্ব-রাজ চলিয়া গেলে রঙ্গদাস বিমোহিত হইল এবং লজ্জিতমনে হস্তস্থিত মাল্য ফেলিয়া দিয়া সরোবরে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার পুষ্পাহরণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে দেবালয় সমীপে গমন করিল। তদনন্তর বৈখাসনগণ রঙ্গদাসকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

প্রাহ সখেহতিক্রম্য চাগতঃ ॥ ৪৫ ॥ ন বদ্ধা মালিকা-
প্যাপি ত্বয়ারামে চ কিং কৃতম্ ॥ ৪৬ ॥ শ্রীবরাহ
উবাচ। ইত্থং পৃষ্টো রঙ্গদাসো নাবদল্লজ্জয়া ততঃ।
লজ্জিতং রঙ্গদাসন্তং প্রোবাচ মধুসূদনঃ ॥ ৪৭ ॥
শ্রীভগবানুবাচ। লজ্জয়া কিং রঙ্গদাস ময়া ত্বং
মোহিতো হ্যসি। ত্বং তাবজ্জিতকামোহসি ধীরো
ভব মহামতে ॥ ৪৮ ॥ গন্ধর্ব্বরাজবদ্রাজা ভবিতাসি
মহীতলে। তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগান্ ভক্তিমান্ময়ি
সর্ব্বদা ॥ ৪৯ ॥ প্রাকারঞ্চ বিমানঞ্চ কারয়িষ্যসি মে
তদা। তত্র মুক্তিং প্রদাস্যামি প্রীতো পরময়া যুতঃ ॥
৫০ ॥ অত্রৈব কুরু সেবাং ত্বমাশরীরবিমোক্ষণাৎ।
মদ্ভক্তানাং সকামানামেবং মুক্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনর্নোবাচ কিঞ্চন। শ্রুত্বা
তদ্রঙ্গদাসোহপি চকারারামমুত্তমম্ ॥ ৫২ ॥ সাগ্রং
শতাব্দং সেবিত্বা গতঃ স্বর্গমমন্দধীঃ। জাতঃ
সোমকুলে তুঙ্গে তোণ্ডমানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ৫৩ ॥
সুবীরতনয়ো বীরো নন্দিনীগর্ভসম্ভবঃ। স পঞ্চ-
বর্ষাদ্ভুতবিষ্ণুভক্তিঃ স্বয়ং সুধীঃ। সৌশীল্য-
শৌর্য্যবীর্য্যাদিগুণানামাকরো মহান্ ॥ ৫৪ ॥ পাণ্ড্যস্ত
তনয়াং পদ্মামুপযেমে মনোহরাম্। ততো রাজা
শতং কন্যা নানাদেশ্যাঃ স্বয়ংবরাঃ ॥ ৫৫ ॥ রেমে
দেবেন্দ্রবদ্ভূমৌ নারায়ণপুরে বসন্। অনুজ্ঞাং প্রাপ্য
পিতৃতঃ পুত্রঃ পঞ্চাস্যবিক্রমঃ ॥ ৫৬ ॥ উদ্দিশ্য মৃগয়াং
বীরো বেঙ্কটাদ্রেঃ সমীপতঃ ॥ ৫৭ ॥ পাদচারেণ
বিচরন্ পরিবারৈঃ সমন্বিতঃ। মদধারাং বিমুঞ্চন্তং
দদর্শ গজযূথপম্ ॥ ৫৮ ॥ তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো ভূত্বা
গ্রহীতুং তমনুদ্রুতঃ। সুবর্ণমুখরীং তীর্ত্বা ব্রহ্মর্ষিং
শুকমুত্তমম্ ॥ ৫৯ ॥ নমস্কৃত্যাভ্যনুজ্ঞাতস্ততো-
হগমদ্বনাদ্বনম্। দদর্শ রেণুকাং দেবীং বল্মীকাকার-
সংস্থিতাম্ ॥ ৬০ ॥ ইষ্টদামিষ্টভক্তানাং দিব্যারাম-
নিবাসিনীম্। পরিবারৈঃ সদোপেতাং পূজিতাং
ত্রিদশৈরপি ॥ ৬১ ॥ তোণ্ডমানপি তাং নত্বা ততঃ
পশ্চান্মুখো যযৌ ॥ ৬২ ॥ পঞ্চবর্ণং শুকং দৃষ্ট্বা তং
জিঘৃক্ষুরনুদ্রুতঃ। স বদন্ শ্রীনিবাসেতি গিরিং শীঘ্র-

হে সখে! দেখিতেছি, তুমি আজ পূজাকাল অতি-
ক্রম করিয়া আগমন করিয়াছ, এবং মাল্যনির্ম্মাণ
না করিয়া আরামে বসিয়া কি কার্য্য করিয়াছ?
বরাহ বলিলেন,—রঙ্গদাস এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া
লজ্জাবশতঃ কোনই উত্তর করিল না। তখন মধু-
সূদন লজ্জিত রঙ্গদাসকে বলিতে লাগিলেন।
ভগবান্ বলিলেন,—হে রঙ্গদাস! তুমি আমার
মায়ায় মোহিত হইয়াছ, অতএব লজ্জা পরিত্যাগ
কর। হে মহামতে! তুমি এক্ষণে জিতকাম
হইয়াছ, অতএব সুস্থির হও। তুমি মহীতলে
গন্ধর্ব্বরাজার অনুরূপ রাজা হইবে, সেখানে আমার
প্রতি সতত ভক্তিমান্ থাকিয়া বিবিধ ভোগ্য উপ-
ভোগ করিবে এবং তুমি আমার আলয়ের প্রাচীর
ও বিমান নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে সতত প্রীত
করিলে, আমি মুদান্বিত হইয়া তোমাকে মুক্তিপ্রদান
করিব। এক্ষণে শরীর পরিত্যাগ পর্য্যন্ত এইখানে
থাকিয়া আমার সেবা কর। হে বৎস! আমার সকাম
ভক্তগণের এইরূপেই মুক্তি হইয়া থাকে। ভগবান্
এইরূপ বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে অনিন্দিত-
বুদ্ধি রঙ্গদাসও ভগবদুক্তি শ্রবণপূর্ব্বক এক অত্যুত্তম
আরাম নির্ম্মাণ করিলেন এবং সমগ্র একশত বৎসর
ভগবৎসেবা করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থিত হইলেন।
অনন্তর উচ্চ চন্দ্রবংশে নন্দিনীগর্ভে রাজা সুবী-
রের তোণ্ডমান্ নামে এক বিখ্যাত বীর তনয় সমুৎ-
পন্ন হয়। ধীমান্ তোণ্ডমানের বয়ঃক্রম যখন পঞ্চ-
বৎসর, তখন বিষ্ণুভক্তি স্বয়ংই তাহাকে আশ্রয়
করেন। শৌর্য্য, বীর্য্য, সৌশীল্য প্রভৃতি গুণের
আকার মহান্ তোণ্ডমান পাণ্ড্য রাজার মনোহারিণী
তনয়াকে বিবাহ করেন এবং নারায়ণপুরে অবস্থান
করিয়া নানাদেশীয় শত শত স্বয়ম্বরা কন্যাগণের
সহিত ভূতলে দেবেন্দ্রের ন্যায় রমণ করিতে
লাগিলেন। অনন্তর সিংহবিক্রম বীর তোণ্ডমান্
পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মৃগয়ার্থ বেঙ্কটাচল
সমীপে গমন করিলেন এবং পরিবারপরিবৃত
হইয়া পাদচারে বিচরণ করিতে করিতে মদধারাবর্ষী
এক গজরাজকে সন্দর্শন করিলেন।৩৬—৫৮। তখন
রাজা তোণ্ডমান্ বিস্মিত হইয়া সেই বন্যকরীকে
ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। অনন্তর
তিনি সুবর্ণমুখরী উত্তীর্ণ হইয়া অত্যুত্তম ব্রহ্মর্ষি
শুককে নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি
গ্রহণপূর্ব্বক এক বন হইতে অন্য বনে বিচরণ
করিতে লাগিলেন। অনন্তর তোণ্ডমান্ কানন-
ভূমি বিচরণ করিতে করিতে বল্মীকাকারে অব-
স্থিতা, ভক্তগণের অভীষ্টদা, দিব্য আরামনিবাসিনী
সতত পরিবারগণে মিলিতা, অমরপূজিতা রেণুকা
দেবীকে সন্দর্শন ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাদ্-
দিকে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি এক পঞ্চবর্ণ

তস্থং যযৌ ॥ ৬৩ ॥ অন্বব্রজন্ স রাজাপি গিরিরাজং সমারুহৎ। দরীশ্চ বিবিধাঃ পশ্যন শিখরাণি সমন্ততঃ ॥ ৬৪ ॥ শুকমন্বেষমাণোহসৌ শ্যামাকবনমেয়িবান্। তমদৃষ্ট্বা শুকবরং বনপালং দদর্শ হ ॥ ৬৫ ॥ তং তু রাজানমায়ান্তং প্রত্যুদ্গাচ্ছন্ স সত্বরঃ। প্রণম্য বিনয়োপেতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ৬৬ ॥ তোণ্ডমানপি সম্পূজ্য তং পপ্রচ্ছ বনেচরম্। পঞ্চবর্ণঃ শুকঃ কশ্চিদ্দৃষ্টশ্চাত্রাগতস্ত্বয়া ॥ ৬৭ ॥ শ্রীনিবাসেতি চ বদন্ ক্ব গতোহসৌ বনেচর ॥ ৬৮ ॥ বনেচর উবাচ। স পঞ্চবর্ণো রাজেন্দ্র শ্রীনিবাসপ্রিয়ঃ সদা। পার্শ্ববর্ত্তী সদা তস্য শ্রীভূমিভ্যাং বিবর্দ্ধিতঃ ॥ ৬৯ ॥ স্বামিপুষ্করিণীতীরে সদাস্তে দেবসন্নিধৌ। গ্রহীতুং স শুকঃ শ্রীমান্ তু কেনাপি শক্যতে ॥ ৭০ ॥ বিহৃত্য স্বেচ্ছয়া নিত্যমস্মিন গিরিবরে শুভে। দিনান্তে দেবমাসাদ্য তৎসমীপে বসত্যয়ম্ ॥ ৭১ ॥ তং দেবমারাধয়িতুং গমিষ্যামি নৃপাত্মজ। বিশ্রম্যতাং বৃক্ষমূলে যাবদাগমনং মম ॥ ৭২ ॥ পুত্রেণানেন সহিতো বিহর ত্বং যথাসুখম্ ॥ ৭৩ ॥ রাজোবাচ। ত্বয়া সহাগমিষ্যামি দ্রষ্টুং দেবং জনার্দ্দনম্। ত্বং মে দর্শয় দেবেশং বেঙ্কটাদ্রিনিবাসিনম্ ॥ ৭৪ ॥ তস্য রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা শ্যামাকং মধুমিশ্রিতম্। চূতপত্রপুটে ক্ষিপ্ত্বা রাজ্ঞা সহ যযৌ হরিম্ ॥ ৭৫ ॥ গত্বা সুদূরমধ্বানং পশ্যন্তৌ তৌ শিলাতলম্। মুহূর্ত্তাদেব সম্প্রাপ্তৌ স্বামিপুষ্করিণীং শুভাম্ ॥ ৭৬ ॥ স্নাত্বা তত্র বিধানেন রাজ্ঞা সহ নিষাদপঃ। দর্শয়ামাস দেবেশং রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭৭ ॥ স্বামিপুষ্করিণীতীরে স্থিতং শ্রীবৃক্ষমূলকে। অতসীপুষ্পসঙ্কাশমম্বুজায়তলোচনম্ ॥ ৭৮ ॥ চতুর্ভুজমুদারাঙ্গমীষৎস্মিতমুখাম্বুজম্। দিব্যপীতাম্বরধরং কিরীটকটকোজ্জ্বলম্ ॥ ৭৯ ॥ পার্শ্বস্থাভ্যাং সুরূপাভ্যাং শ্রীভূমিভ্যাং সমন্বিতম্। পরিতঃ শঙ্খচক্রাসিগদাশার্ঙ্গৈঃ সুসেবিতম্ ॥ ৮০ ॥ অন্যৈশ্চ দিব্যায়ুধৈশ্চাপি দিব্যমাল্যৈর্নিষেবিতম্। স্কন্দেনারাধ্যমানং তং ত্রিসন্ধ্যং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৮১ ॥

শুক দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য শুকের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলে শুক 'শ্রীনিবাস' এই নামটী উচ্চারণ করিয়া সত্বর গিরির মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা তোণ্ডমান্‌ও তাঁহার অনুসরণপূর্ব্বক গিরিতে আরোহণ করিলেন এবং ঐ গিরির চারি দিকে বিবিধ শিখর ও গুহায় শুকের অন্বেষণ করিতে করিতে শ্যামাকবনে উপনীত হইলেন। কিন্তু তিনি শুককে দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু এক বনপাল তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। অনন্তর বনপাল রাজাকে আসিতে দেখিয়া সত্বর তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল এবং প্রণামপূর্ব্বক বিনয় প্রদর্শন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাজা তোণ্ডমান্ বনেচরকে সৎকার করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বনেচর! এখানে একটী পঞ্চবর্ণ শুক আসিয়াছে, সে 'শ্রীনিবাস' এই শব্দটীমাত্র উচ্চারণ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি? বনেচর উত্তর করিল,—হে রাজেন্দ্র। ঐ পঞ্চবর্ণ শুক সতত শ্রীনিবাসের প্রিয় এবং ধরণী ও লক্ষ্মী কর্ত্তৃক লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া শ্রীনিবাসের পার্শ্বেই বাস করিয়া থাকে। হে শ্রীমন্! ঐ শুক সতত স্বামিপুষ্করিণীর তীরে দেবসন্নিধানে বাস করে; অতএব কেহই তাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। শুক সতত এই সুশোভন গিরিবরে স্বেচ্ছা-বিহার করিয়া দিবাবসানে দেবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহারই সমীপে বাস করে। ৬৯—৭১। হে নৃপাত্মজ! আমি সেই শ্রীনিবাসের আরাধনার্থ গমন করিতেছি। আমি যতক্ষণ প্রত্যাগমন করি, আপনি এই তরুমূলে অবস্থিত হইয়া আমার এই তনয়ের সহিত ততক্ষণ যথাসুখে বিহার করুন। রাজা বলিলেন,—হে বনেচর! আমি তোমার সহিত দেব জনার্দ্দনের দর্শন মানসে আগমন করি, তুমি আমাকে বেঙ্কটাচলনিবাসী দেবেশকে দর্শন করাও। অনন্তর বনেচর রাজার বাক্য শুনিয়া চূতপত্রপুটে মধুমিশ্রিত শ্যামাক রক্ষিত করিয়া রাজার সহিত হরির নিকট গমন করিল। রাজা ও বনেচর সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া এক শিলাতল সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে শোভমান স্বামিপুষ্করিণীতীর প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই বিধিপূর্ব্বক স্নান করিলেন। তৎপর নিষাদপতি সেই মহাত্মা রাজাকে স্বামিপুষ্করিণীর তীরস্থিত শ্রীবৃক্ষমূলে দেবেশ শ্রীনিবাসকে সন্দর্শন করাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—সেই শ্রীনিবাসের কান্তি অতসীকুসুমের ন্যায়, নয়ন আয়ত ও পদ্মবৎ রক্তাভ; তিনি চতুর্ভুজ, উদারশরীর; তাঁহার মুখকমল ঈষৎ হাস্যযুক্ত, পরিধানে দিব্য পীতাম্বর, মস্তক কিরীটকটকে উজ্জ্বল; পার্শ্বে সুরূপা রমা ও ধরণী বিরাজিতা; তাঁহার চারিদিকে শঙ্খ, চক্র, অসি, গদা শার্ঙ্গধনু ও অন্যান্য দিব্য বিবিধ আয়ুধ বিদ্যমান। দিব্যমাল্যে শোভিত হইয়া সেই পুরুষো-

স্বর্মীকপুঞ্জাদাজমাজানুপুরুষোত্তমম্। ততো দৃষ্ট্বা নৃপা দেবং প্রণেমতুরুভৌ তদা॥ ৮২॥ রাজা তু প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। আনন্দলহরীং প্রাপ্য ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥ ৮৩॥ নিষাদোঽপি নিবেদ্যৈব শ্যামাকং মধুমিশ্রিতম্। রাজ্ঞে তদর্দ্ধং দত্ত্বৈব শিষ্টার্দ্ধং ভুক্তবান্ স্বয়ম্॥ ৮৪॥ পীত্বা পুষ্করিণীতোয়ং তেন রাজ্ঞা সমন্বিতঃ। স পুনঃ শ্যামকবনে পুণ্যাং পর্ণকুটীং যযৌ॥ ৮৫॥ উষিত্বা চৈকরাত্রং তু প্রাতরুত্থায় ভূমিপঃ। স্বসৈন্যেন সমাযুক্তো নিবৃত্তঃ স্বপুরং যযৌ॥ ৮৬॥ পুনর্দ্দেবীবনং গত্বা হয়াদবততার হ। চৈত্রশুক্লনবম্যাং তু পূজয়ামাস রেণুকাম্॥ ৮৬॥ হবিষ্যং পরমান্নঞ্চ সোপস্করমনেকশঃ। পশুপহারসহিতং ধূপদীপসমন্বিতম্॥ ৮৮॥ সুরাঘটীশতং দত্ত্বা জাতীকেসরবাসিতম্। এবং সম্পূজিতা দেবী প্রীতা রাজ্ঞে বরং দদৌ॥ ৮৯॥ আবিষ্টঃ পুরুষঃ কশ্চিদবদন্নৃপসত্তমম্। শৃণু রাজন্ ভবিষ্যং তে রাজ্যং নিহতকণ্টকম্॥ ৯০॥ রাজংস্তবৈব নাম্নাত্র রাজধানী ভবিষ্যতি। মৎসমীপে মহারাজ চিরং রাজ্যং করিষ্যসি॥ ৯১॥ দেবদেবপ্রসাদাচ্চ ভবিষ্যতি তবানঘ। ইতি দত্ত্বা বরং তস্মা আবিষ্টঃ প্রকৃতিং যযৌ॥ ৯২॥ ততো লব্ধবরো রাজা যযৌ শুকমুনিং পুনঃ॥৯৩॥ অভিবাদ্য মুনিং তেন পূজিতো মুদিতোঽভবৎ। মাহাত্ম্যং সরসো ব্রূহি কমলাখ্যস্য মে মুনে॥ ৯৪॥ শ্রীশুক উবাচ। পুরা দুর্ব্বাসসঃ শাপাদবতীর্ণা সুরালয়াৎ। পদ্মা পদ্মাক্ষদয়িতা বিষ্ণুনা সহিতা নৃপ॥ ৯৫॥ সরঃ কাঞ্চনপদ্মাঢ্যমিদং প্রাপ্য মহেশ্বরী। তপশ্চকার বর্ষাণাং দিব্যানামযুতং রমা॥ ৯৬॥ ততো দেবা বিচিন্বন্তঃ শ্রিয়ং বিষ্ণুসমন্বিতাম্। পুরন্দরেণ সংযুক্তা রাজন্নস্মিন্ সরোবরে॥ ৯৭॥ স্থিতাং সুবর্ণকমলে পুণ্ডরীকাক্ষসংযুতাম্। দৃষ্ট্বা প্রীতিসমাযুক্তাঃ প্রণম্যাম্বুজধারিণীম্। কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সেন্দ্রাস্তুষ্টুবুর্লোকমাতরম্॥ ৯৮॥ দেবা উচুঃ। নমঃ শ্রিয়ৈ লোকধাত্র্যৈ ব্রহ্মমাত্রে নমো নমঃ। নমস্তে পদ্মনেত্রায়ৈ পদ্মমুখ্যৈ নমো নমঃ॥ ৯৯॥ প্রসন্নমুখপদ্মায়ৈ পদ্মকান্ত্যৈ নমো নমঃ। নমো বিল্ববনস্থায়ৈ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমো নমঃ॥

ত্তম কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক ত্রিসন্ধ্য আরাধিত হইতেছেন। তাঁহার পাদপদ্ম বল্মীক দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে এবং তিনি আজানুলম্বিত-ভুজ। অনন্তর বনচরে ও রাজা শ্রীনিবাসকে দর্শন করিয়া উভয়েই প্রণাম করিলেন। বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক আনন্দলহরীতে ভাসমান হইয়া এতই তন্ময় হইলেন যে, তৎকালে তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। নিষাদপতিও মধুমিশ্রিত শ্যামক নিবেদন করিয়া রাজাকে তাহার অর্দ্ধ প্রদান ও অবশিষ্ট অর্দ্ধ স্বয়ং ভোজন করিলেন। এবং স্বামিপুষ্করিণীর জল পান করিয়া রাজার সহিত পুনরায় পুণ্য শ্যামাকবনের পর্ণকুটীরে আগমন ও একরাত্র বাস করিয়া প্রভাতে পুনরায় স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর রাজা চৈত্রমাসের শুক্লা নবীতে দেবীবনে গমনপূর্ব্বক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রেণুকাকে পূজা করিলেন। তিনি পরম হবিষ্যান্ন, অনেক উপকরণ, ধূপদীপসমন্বিত পশু উপহার এবং জাতীকুসুমের কেসরসদৃশ সৌরভসম্পন্ন শত সুরাকলস প্রদান করিয়া দেবীকে পূজা করিলে রেণুকা রাজায় প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে বরদান করিলেন। তখন অনেক পুরুষ নৃপের সমীপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—রাজন্! তোমার ভবিষ্য কলাফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাজন্! তোমার রাজ্য হতকণ্টক হইবে, তোমার নামে রাজধানী প্রসিদ্ধি লাভ করিবে এবং হে অনঘ মহারাজ! দেবদেব শ্রীনিবাসের প্রসাদে আমার সমীপে চিরকাল রাজ্য পালন করিবে।৭২-৯১। সেই পুরুষ এইরূপ বর দিয়া স্বীয় প্রকৃতিতে লীন হইলেন। অনন্তর লব্ধবর রাজা শুকমুনির সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও পূজা করিয়া মুদিতমনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনে! কমলাখ্য সরোবরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। শুক উত্তর করিলেন,—হে নৃপ! পূর্ব্বকালে দুর্ব্বাসার শাপে রাজীবলোচন বিষ্ণুর পত্নী কমলা সুরালয় হইতে বিষ্ণুর সহিত আগমন করিয়া স্বর্ণকমলে সমৃদ্ধ এই সরোবরে উপনীত হন এবং মহেশ্বরী রমা দিব্য অযুত বৎসর এই স্থানে তপস্যা করেন। হে রাজন্! অনন্তর সুরগণ বিষ্ণুসমন্বিত লক্ষ্মীকে অন্বেষণ করিতে করিতে পুরন্দরের সহিত এই সরোবরে মিলিত হন। তখন তাঁহারা রমাকে পুণ্ডরীকনয়ন হরির সহিত স্বর্ণকমলে বিরাজিত দেখিয়া প্রীতিমান্ হইলেন এবং সুররাজ ইন্দ্রসহ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অম্বুজধারিণী লোকমাতাকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—লক্ষ্মীকে নমস্কার, লোকধাত্রী ব্রহ্মমাতাকে নমস্কার নমস্কার; হে পদ্মনেত্রে! তোমাকে নমস্কার, হে পদ্মবদনে! তোমাকে নমস্কার নমস্কার! যাহার মুখকমল প্রসন্ন, সেই

১০০॥ বিচিত্রক্ষৌমধারিণ্যৈ পৃথুশ্রোণ্যৈ নমো নমঃ। পক্কবিল্বফলাপীনতুঙ্গস্তন্যৈ নমো নমঃ ॥১০১॥ সুরক্তপদ্মপত্রাভকরপাদতলে শুভে। সুরত্নাঙ্গদকেয়ূরকাঞ্চীনূপুরশোভিতে। যক্ষকর্দ্দমসংলিপ্তসর্ব্বাঙ্গে কটকোজ্জ্বলে ॥ ১০২ ॥ মাঙ্গল্যাভরণৈশ্চিত্রৈর্মুক্তাহারৈর্বিভূষিতে। তাটঙ্কৈরবতংসৈশ্চ শোভমানমুখাম্বুজে ॥ ১০৩ ॥ পদ্মহস্তে নমস্তভ্যং প্রসীদ হরিবল্লভে। ঋগ্‌যজুঃসামরূপায়ৈ বিদ্যায়ৈ তে নমো-নমঃ ॥ ১০৪ ॥ প্রসীদাস্মান্ কৃপাদৃষ্টিপাতৈরালোকয়াব্জিজে। যে দৃষ্টাস্তে ত্বয়া ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রত্বং সমাপুঃ ॥ ১০৫ ॥ শ্রীশুক উবাচ। ইতি স্তুতা তদা দেবৈর্বিষ্ণুবক্ষঃস্থলালয়া। বিষ্ণুনা সহ সংদৃশ্যা রমা প্রীতাবদৎ সুরান্ ॥ ১০৬ ॥ শ্রীরুবাচ। সুরারীন্ সহসা হত্বা স্বপদানি গমিষ্যথ। যে স্থানহীনাঃ স্বস্থানাদ্ ভ্রংশিতা যে নরা ভুবি ॥ ১০৭ ॥ তে মামনেন স্তোত্রেণ স্তুত্বা স্থানমবাপ্নুয়ুঃ। অথৈশুর্বিল্বপত্রৈর্মামর্চয়ন্তি নরা ভুবি ॥ ১০৮ ॥ স্তোত্রেণানেন যে দেবা নরা যুষ্মৎকৃতেন বৈ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামাকরাস্তে ভবন্তি বৈ ॥ ১০৯ ॥ ইদং পদ্মসরো দেবা যে কেচন নরা ভুবি। প্রাপ্য স্নানং করিষ্যন্তি মাং স্তুত্বা বিষ্ণুবল্লভাম্ ॥ ১১০ ॥ তেঽপি শ্রিয়ং দীর্ঘমায়ুর্বিদ্যাং পুত্রান্ সুবর্চ্চসঃ। লব্ধা ভোগাংশ্চ ভুক্তান্তে নরা মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১১১ ॥ ইতি দত্বা বরং দেবী দেবেন সহ বিষ্ণুনা। আরুহ্য গরুড়েশানং বৈকুণ্ঠস্থানমাযযৌ ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধরণীবরাহসংবাদে বসুনামকনিষাদ-
বৃত্তান্তপদ্মসরোমাহাত্ম্যাদিবর্ণনং নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ। ইদং পদ্মসরো নাম রাজন্ পাপপ্রণাশনম্। কীর্ত্তনাৎস্মরণাৎস্নানান্নৃণাং লক্ষ্মীপ্রদং ভুবি। কৃত্বা স্নানং ত্বমপ্যস্মিন্ ব্রজ স্বপিতুরন্তিকম্ ॥১॥ শ্রীবরাহ উবাচ। এতচ্ছুকবচঃ শ্রুত্বা স্নাত্বা পদ্ম-

---

পদ্মকান্তি লক্ষ্মীকে নমস্কার। তুমি বিল্ববনে বাস কর, তোমায় নমস্কার। হে বিষ্ণুপত্নি! তোমায় নমস্কার! বিচিত্র ক্ষৌমধারিণী পৃথুশ্রোণি লক্ষ্মীকে নমস্কার। যাঁহার স্তনদ্বয় পক্কবিল্বফলের ন্যায় পীন ও তুঙ্গ, সেই কমলাকে নমস্কার। হে শুভে! তোমার কর ও পাদতলের আভা সুরক্ত পদ্মপত্রের ন্যায়; তুমি উত্তম রত্ন, অঙ্গদ, কেয়ূর, কাঞ্চী ও নূপুর দ্বারা শোভিত, তোমার সর্ব্বাঙ্গ যক্ষকর্দ্দমে লিপ্ত, তুমি করে উজ্জ্বল কটক এবং বিচিত্র মাঙ্গল্য আভরণ ও মুক্তাহারে শোভিত হইয়াছ, তাটঙ্ক আভরণে তোমার মুখপদ্ম উপশোভিত হইয়াছে, হে হরিবল্লভে! হে পদ্মকরে! তুমি প্রসন্না হও, তোমাকে নমস্কার! তুমি ঋক্, যজুঃ ও সামরূপা বিদ্যা; তোমাকে নমস্কার। তুমি আমাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছ বলিয়াই আমরা ব্রহ্মত্ব, রুদ্রত্ব ও ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব হে অব্জিজে! কৃপাদৃষ্টিপাত দ্বারা আমাদিগকে দর্শন করিয়া আমাদের প্রতি প্রীতা হও। শুক বলিলেন,—অনন্তর সুরগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুতা হইয়া বিষ্ণুহৃদয়বাসিনী রমা বিষ্ণুর সহিত সুরগণকে দর্শনদান করত প্রীতিপূর্ব্বক এই কথা কহিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন,—যে সকল সুর স্বস্থানচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহারা শীঘ্রই অসুরগণকে বিনাশ করিয়া স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হউন এবং পৃথিবীতেও যাহারা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারাও এই স্তবদ্বারা আমার আরাধনা করিয়া স্ব স্ব স্থান লাভ করুক। হে দেবগণ! ভূলোকে যে সকল মানব অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা আমার পূজা ও আপনাদের কৃত এই স্তোত্র দ্বারা স্তব করিবে, তাহারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের আলয় হইবে। হে দেবগণ! মর্ত্ত্যের যে কোন নর এই কমলসরোবরে উপনীত হইয়া স্নান ও বিষ্ণুপ্রিয়া আমাকে স্তব করে, তাহারাও শ্রী, দীর্ঘ আয়ু, বিদ্যা ও তেজস্বী তনয় লাভ করে এবং বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর রমা সুরগণকে এইরূপ বর দিয়া বিষ্ণুর সহিত গরুড়ারোহণে স্বীয় আলয় বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ৯২—১১২।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

শুক বলিলেন,—হে রাজন্! ভূতলে পাপপ্রণাশন এই কমলসরোবরের কীর্ত্তনে ও স্মরণে এবং এখানে স্নান করিলে নরগণের লক্ষ্মীলাভ হয়। তুমিও এই সরোবরে স্নান করিয়া স্বীয় পিতার সমীপে গমন কর। বরাহ বলিলেন,—রাজা তোণ্ডমান্ শুক বাক্য

সরোবরে॥ ২॥ তং নত্বা হয়মারুহ্য তোণ্ডমান্ স্বপুরং যযৌ। তং পিতা যুবরাজানং কৃত্বা ত্রীন্ বৎসরানথ॥ ৩॥ রঞ্জকত্বঞ্চ সামর্থ্যং শৌর্য্যং বীর্য্যং সুশীলতাম্। ভক্তিং বিপ্রেষু পুত্রস্য বীক্ষ্য রাজা সমন্ত্রিভিঃ॥ ৪॥ স্বপদে স্থাপয়ামাস স্বভিষিচ্য বিধানতঃ। অনুনীয় সুতং পত্ন্যা সার্দ্ধং রাজা বনং যযৌ॥ ৫॥ তোণ্ডমানপি সাম্রাজ্যং লব্ধা রাজ্যং চকার হ। নিষাদস্য বনে দেবো বারাহং রূপমাস্থিতঃ॥ ৬॥ শ্যামাকপক্কং ভক্ষিত্বা রাত্রৌ রাত্রৌ চচার হ। পদানি স বরাহস্য চান্বিয়েষ দিবাদিবা॥ ৭॥ অদৃষ্ট্বা তং বরাহং স রাত্রৌ জাগ্রদ্ধনুর্দ্ধরঃ। স্থিতোঽপশ্যচ্চরন্তং তং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥ ৮॥ বরাহং সুভগাকারং শ্যামাকবনমধ্যতঃ। তং দৃষ্ট্বা ধনুরাদায় সিংহনাদং চকার হ॥ ৯॥ বরাহস্তদ্ধ্বনিং শ্রুত্বা বনান্নিষ্ক্রম্য সত্বরম্। যযৌ তং চাপ্যনুযযৌ বরাহং স নিষাদপঃ॥ ১০॥ রাত্রিশেষমনুক্রত্য বনে চন্দ্রসমপ্রভম্। বল্মীকং প্রবিশন্তং চ দদর্শ স নিষাদপঃ॥ ১১॥ গচ্ছন্তং পূর্ণিমাচন্দ্রমস্তং গিরিবরং যথা। বিস্মিতোঽখনয়ৎ কোপাদ্বল্মীকং স নিষাদপঃ॥ ১২॥ ধরাবরাহো দদৃশে মূর্চ্ছিতোঽবং পপাত হ। পিতরং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা তৎপুত্রো ভক্তিমাংস্তদা॥ ১৩॥ বরাহদেবং তুষ্টাব তেন শ্রীকোঽভবদ্ধরিঃ। আবিশ্য পিতরং তস্য প্রোবাচ মধুসূদনঃ॥ ১৫॥ শ্রীভগবানুবাচ। অহং বরাহদেবেশো নিত্যমস্মিন্ বসাম্যহম্। রাজ্ঞে ত্বমুক্ত্বা মামত্র প্রতিষ্ঠাপ্যৈব পূজয়॥ ১৫॥ বল্মীকং কৃষ্ণগোক্ষীরৈঃ ক্ষালয়িত্বা তদুত্থিতে। শিলাতলে চ বারাহমুদ্ধৃত্য ধরণীস্থিতম্॥ ১৬॥ কারয়িত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য বিপ্রৈর্বৈখানসৈশ্চ মাম্। পূজয়েদ্বিবিধৈর্ভোগৈস্তোণ্ডমান্ রাজসত্তমঃ॥ ১৭॥ ইত্যুক্ত্বা তং জহৌ দেবঃ স চ স্বস্থো বভূব হ। সুখাসীনং তু পিতরং নমস্কৃত্য নিষাদজঃ॥ ১৮॥ ন্যবেদয়দ্দেববচঃ পিত্রে সর্ব্বং যথাতথম্। স শ্রুত্বা বিস্মিতো ভূত্বা কৃৎস্নং পুত্রবচঃ শুভম্॥ ১৯॥ রাজ্ঞে বক্তুং যযৌ শীঘ্রং নিষাদঃ

শ্রবণপূর্ব্বক কমলসরোবরে স্নান ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্বারোহণে স্বপুরে গমন করিলেন। অনন্তর বৎসরত্রয় অতীত হইলে তদীয় পিতা, তোণ্ডমানের প্রজারঞ্জকতা, শৌর্য্য, বীর্য্য, শীল বিপ্রভক্তি প্রভৃতি রাজোচিত গুণাবলী অবলোকন করত মন্ত্রিগণের মতানুসারে বিধিপূর্ব্বক অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে স্বীয়পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তনয়কে বিবিধ নীতিশিক্ষা প্রদান করিয়া পত্নীর সহিত স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। তোণ্ডমানও সাম্রাজ্য লাভ করিয়া প্রজাগণকে পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হরি বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রতিরাত্রে নিষাদপালিত পক্ক শ্যামক ভক্ষণ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। নিষাদও দিবাভাগে পদচিহ্ন দর্শন করিয়া বরাহের অন্বেষণ আরম্ভ করিল। তদনন্তর বরাহকে দেখিতে না পাইয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক রজনীতে জাগিয়া থাকিয়া শ্যামকবনমধ্যে কোটিচন্দ্রের তুল্য প্রভাশালী সুভগাকার বরাহকে দর্শন করিল। নিষাদপতি তখন বরাহকে দেখিয়া ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিল। বরাহও সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বন হইতে নির্গমন করত পলায়ন করিলে নিষাদপতিও তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। নিষাদপতি সমস্ত রজনী বরাহের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া রাত্রিশেষে শশধরকান্তি বরাহকে বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিল। নিষাদপতি অস্তাচলগামি-পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সেই বরাহকে বল্মীকে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইল এবং ক্রোধবশত সেই বল্মীক খনন করিতে আরম্ভ করিল। নিষাদ বল্মীক খননপূর্ব্বক বরাহকে দর্শন করত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর তদীয় ভক্তিমান্ তনয় পিতাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বরাহকে স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে মধুসূদন নিষাদের শরীরে আবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন। ১—১৫। ভগবান্ বলিলেন,—আমি বরাহরূপে সতত এই বল্মীকে বাস করি, তুমি রাজাকে এই বিষয় জানাইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠিত করত পূজা কর। তিনি আরও বলিলেন,—নৃপসত্তম। তোণ্ডমান্ কৃষ্ণ গোক্ষীর দ্বারা এই বল্মীক খনিত করিলে ধরণী সহিত বারাহ শিলাতল হইতে উত্থিত হইবেন; অনন্তর রাজা তাঁহাকে বৈখানস বিপ্রগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা পূজা করুন।" বরাহ এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলে নিষাদ চৈতন্য লাভ করিল এবং নিষাদতনয় পিতাকে সুখসমাসীন দেখিয়া তাহাকে নমস্কারপূর্ব্বক বরাহদেবের বাক্য সকল যথাযথ নিবেদন করিল। নিষাদপতি পুত্রকথিত সুশোভন বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল এবং অনুগগণসহ রাজার নিকট

খাদুগৈঃ সহ। বসুর্নিষাদাধিপতী রাজদ্বারমুপাগমৎ॥ ২০॥ নিষাদাধিপমাজ্ঞায় দ্বারপালৈর্নৃপোত্তমঃ। আহূয় তং নিষাদেশং সভায়াং মন্ত্রিভিঃ সহ॥ ২১॥ সৎকৃত্য তং বসুং রাজা সপুত্রং সপরিচ্ছদম্। পপ্রচ্ছ প্রীতিমান্ রাজন্ বসুং তং বনগোচরম্। কিমাগমনকৃত্যং তে বদ ত্বং বনগোচর॥ ২২॥ বসুরুবাচ। রাজন্মম বনে দৃষ্টমাশ্চর্য্যং শৃণু ভূপতে॥ ২৩॥ কশ্চিচ্ছ্বেতবরাহস্ত শ্যামাকমচরন্নিশি। তং বরাহং ধনুষ্পাণিরন্বধাবমহং নৃপ॥ ২৪॥ অনুক্রতো বায়ুবেগো গত্বা বল্মীকমাবিশৎ। স্বামিপুষ্করিণীতীরে পশ্যতো মম ভূপতে॥ ২৫॥ বল্মীকমথনং ক্রোধা-মূর্চ্ছিতো হ্যপতং ভুবি। মৎপুত্রোঽহয়ং সমাগত্য মাং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতং ভুবি॥ ২৬॥ শুচির্ভূত্বা দেবদেবং তুষ্টাব মধুসূদনম্। ততো ময়ি সমাবিশ্য বরাহো-হভ্যবদৎ সুতম্॥ ২৭॥ রাজ্ঞে নিবেদয় ক্ষিপ্রং মচ্চরিত্রং নিষাদপ। কৃষ্ণগোক্ষীরসেকেন বল্মীকং ক্ষালয়েন্নৃপঃ॥ ২৮॥ দৃশ্যতে চ শিলা কাচিদ্বল্মীকস্থা সুশোভনা। বামাঙ্কস্থভুবং মাঞ্চ বরাহবদনং স্থিতম্॥ ২৯॥ কারয়িত্বা শিল্পিনাথ প্রতিষ্ঠাপ্য মুনীশ্বরৈঃ। বৈখানসৈর্মুনিবরৈরর্চ্চয়েত্তোণ্ডমানপি॥ ৩০॥ অথ গত্বা শ্রীনিবাসং বল্মীকাবৃতপদ্দ্বয়ম্। কপিলাকৃষ্ণগোক্ষীরসেচনৈঃ ক্ষালয়েচ্ছনৈঃ॥ ৩১॥ আপাদপীঠপর্য্যন্তং ক্ষালয়িত্বা দিনে দিনে। কুর্য্যাৎ প্রাকারমুভয়োরুত্তরে দক্ষিণে তথা॥ ৩২॥ ইত্যুক্ত্বা চৈব মামুক্তদেবঃ স্বস্থোঽভবং নৃপ। ইদন্তে বক্তু-মায়াতো দেবদেবচিকীর্ষিতম্॥ ৩৩॥ শ্রীবরাহ উবাচ। তোণ্ডমানপি তচ্ছ্রুত্বা সুপ্রীতো বিস্মিতো-ঽভবৎ। ততঃ কার্য্যং বিনিশ্চিত্য মন্ত্রিভিঃ পুষ্করাদিভিঃ॥ ৩৪॥ বেঙ্কটাদ্রিং জিগমিষুর্গোপানাহূয় সর্ব্বশঃ। কৃষ্ণাশ্চ কপিলা গাবো যাঃ কাশ্চিৎ সন্তি মামিকাঃ॥ ৩৫॥ তাঃ সবৎসা আনয়ধ্বং বেঙ্কটাদ্রি-সমীপতঃ। ইত্যাজ্ঞাপ্য নৃপো গোপান্ শ্বো যাত্রেতি চ মন্ত্রিণঃ॥ ৩৬॥ বিসৃজ্য প্রকৃতীঃ সর্ব্বা বিবেশান্তঃ-পুরং বশী। উক্ত্বা কথাং তাং পত্নীভ্যঃ সুষ্বাপ

এই বৃত্তান্ত বলিবার জন্য সত্বর গমন করিল। অনন্তর নিষাদাধিপতি বসু রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া নৃপসত্তম তোণ্ডমান্ দ্বারপালগণ দ্বারা তাহাকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন এবং মন্ত্রিগণসহ সপুত্র সানুগ নিষাদ-রাজের সৎকার করিয়া প্রীতিভরে বনেচর বসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বনেচর! তোমার আগমন-কারণ কীর্ত্তন কর। বসু বলিল, —হে ভূপতে! বনে আমি এক আশ্চর্য্য ঘটনা অব-লোকন করিয়াছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! রাত্রি-যোগে কোন এক শ্বেতবরাহ শ্যামকাবনে বিচরণ করিতেছিল, হে নৃপ! আমি ধনুষ্পাণি হইয়া ঐ বরা-হের অনুসরণ করি। অনন্তর বায়ুবেগে বরাহের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া স্বামি-পুষ্করিণী-তীরে এক বল্মীক মধ্যে প্রবিষ্ট হই। হে ভূপতে! আমি বল্মীক দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া উহা খনন করত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হই। অনন্তর আমার তনয় তথায় গমনপূর্ব্বক আমাকে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত দর্শন করিয়া পূতভাবে দেবদেব মধুসূদনের স্তব করিয়াছিল। অনন্তর বরাহ আমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রকে বলিলেন,—"হে নিষাদপতে! সত্বর রাজার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে আমার চরিত্র শ্রবণ করাও, রাজা কৃষ্ণগোক্ষীর-সেক দ্বারা বল্মীক প্রক্ষালিত করুন, এইরূপ করিলে তিনি বল্মীকমধ্যে এক সুশো-ভন শিলা দেখিতে পাইবেন। অনন্তর শিল্পী দ্বারা ঐ শিলায় আমার এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করুন। ঐ মূর্ত্তির বামক্রোড়ে ভূমিদেবী থাকিবেন এবং রাজা বৈখানস মুনীশ্বরগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা করিবেন। হে নিষাদতনয়! আরও বলি, "রাজা তোণ্ডমনে শ্রীনিবাসসমীপে গমন করিয়া বল্মীকাবৃত তদীয় পাদদ্বয় দেখিতে পাইবেন। অনন্তর কপিলা কৃষ্ণগোক্ষীর সেবন দ্বারা প্রতিদিন পাদ হইতে পীঠ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে প্রক্ষালন করিবেন এবং ঐ বল্মীকের উত্তর-দক্ষিণে একটী প্রাকার নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন।" হে নৃপ! মধুসূদন এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমিও সুস্থ হইলাম। সম্প্রতি দেবদেব শ্রীনিবাসের অভীষ্ট কীর্ত্তন করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। ১৬—৩৩। বরাহ বলি-লেন,—অনন্তর রাজা তোণ্ডমানও নিষাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইলেন এবং পুষ্করাদি মন্ত্রিগণসহ এ বিষয় নিশ্চয় করিয়া বেঙ্কটাচল গমনে অভিলাষ করিলেন। রাজা গোপগণকে আনয়ন করিয়া বলিলেন,—"আমার যে সকল কপিলা কৃষ্ণ-গো আছে, বেঙ্কটাচলের সমীপে ঐ সকল গো লইয়া চল।" বশী রাজা গোপগণের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়া বলিলেন,—"হে মন্ত্রিগণ! আমি পরশ্ব দিবস যাত্রা করিব।" এইরূপ বলিয়া প্রজাগণকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং পত্নী-

স্তিমি পার্থিবঃ ॥ ৩৭ ॥ তং স্বপ্নে শ্রীনিবাসোঽপি বিলমার্গং হ্যদর্শয়ৎ। স্বপুরাদ্যাবিলং মার্গে পল্লবান্‌-ব্যকিরদ্বিভুঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং স্বপ্নং নৃপো দৃষ্ট্বা প্রাতরুত্থায় সত্বরঃ। আহুয় মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্ প্রকৃতীর্ব্রাহ্মণানপি ॥ ৩৯ ॥ স্বপ্নং তথাবিধং চোক্তাপশ্যদ্দ্বারেঽথ পল্লবান্। শুভে মুহূর্ত্তে প্রযযৌ হয়মারুহ্য তোণ্ডমান্ ॥ ৪০ ॥ পশ্যন্ পল্লবভঙ্গাংশ্চ শনৈঃ প্রীতো যযৌ বিলম্। দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপন্নো নির্ম্মমে তত্র পত্তনম্ ॥ ৪১ ॥ বিলমন্তঃ-পুরে কৃত্বা প্রাকারং চাপ্যকারয়ৎ। বসংস্তত্র নৃপেন্দ্রোঽসৌ নির্জ্জিত্য পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৪২ ॥ যথোক্তং দেবদেবেন ক্ষীরপ্রক্ষালনাদিকম্। কৃত্বা প্রাকারনির্ম্মাণং কর্ত্তুমুদ্যোগমাযযৌ ॥ ৪৩ ॥ তদানীং দেবদেবেন স্বয়মাজ্ঞাপিতো নৃপঃ। তিন্তিড়ীং চম্পকং চোভৌ পালয়েতৌ নগোত্তমৌ ॥ ৪৪ ॥ মম চাস্থানিকী চিঞ্চা লক্ষ্ম্যাঃ স্থানঞ্চ চম্পকঃ। নমস্কার্য্যৌ নৃপেন্দ্রৌ হি ঋষিদেবনরৈঃ সদা ॥ ৪৫ ॥ সংস্থাপ্যৈতৌ নৃপশ্রেষ্ঠ ছেদয়স্বাপরান্ নগোত্তমান্। প্রাকারমাত্রং কুরু মে দ্বারগোপুরসংযুতম্ ॥ ৪৬ ॥ বিমানং তু ভবদ্বংশ্যো নাম্না নারায়ণো নৃপঃ। কারয়িষ্যতি প্রত্যক্ষং স্বর্ণেনালঙ্করিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। এবমুক্তা তোণ্ডমানং বিররাম শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ৪৮ ॥ এবং দেববচঃ শ্রুত্বা কৃত্বা প্রাকারমেব চ। পূজয়ামাস মুনিভির্বৈখানসকুলোদ্ভবৈঃ ॥ ৪৯ ॥ নিত্যং বিলেন চাগত্য দেবং নত্বা নৃপোত্তমঃ। রাজ্যং চকার ধর্ম্মেণ ভুঞ্জানো ভোগমুত্তমম্ ॥ ৫০ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু দাক্ষিণাত্যো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫১ ॥ গঙ্গাস্নানায় গচ্ছন্ বৈ সদারঃ প্রযযৌ পুরাৎ। মার্গেঽথ গর্ভিণী জাতা ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণঃ স চ ॥ ৫২ ॥ তাং তু গর্ভবতীং দৃষ্ট্বা স্বাত্মানুগমনেঽক্ষমাম্। রাজানং দ্রষ্টুকামোঽসৌ রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ৫৩ ॥ দ্বাঃস্থেনা-জ্ঞাপিতো রাজা তমাহুয় দ্বিজোত্তমম্। পূজয়িত্বা তু বিধিবৎপপ্রচ্ছ কুশলং দ্বিজম্ ॥ ৫৪ ॥ রাজোবাচ। কিমাগমনকৃত্যং তে কিং করিষ্যাম্যহং দ্বিজ। ব্রাহ্মণ উবাচ। বাসিষ্ঠো বীরশর্ম্মাহং সামবেদী নৃপোত্তম ॥ ৫৫ ॥ সাদরো নির্গতো রাজন্ গঙ্গাস্নানায়

গণসমীপে এই বৃত্তান্ত বলিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতেছেন, যেন শ্রীনিবাস তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সুরঙ্গপথ দেখাইয়া দিতেছেন এবং শ্রীপুর হইতে সুরঙ্গপথ পর্য্যন্ত পল্লব বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। রাজা রজনীতে এইরূপ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সত্বর মন্ত্রী, প্রজা ও ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তথাবিধ স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং সত্য সত্যই দেখিতে পাইলেন, দ্বারে পল্লব পড়িয়া রহিয়াছে। অনন্তর রাজেন্দ্র তোণ্ডমান শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রা করিয়া হয়ারোহণে পল্লব সন্দর্শন করিতে করিতে প্রীতিভরে ধীরে ধীরে সুরঙ্গপথে অগ্রসর হইয়া শ্রীনিবাসপুরে উপনীত হইলেন। তিনি পুর দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তথায় অন্তঃপুর, পত্তন প্রাকারাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক পৃথিবী জয় করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দেবদেবা-দিষ্ট ক্ষীরপ্রক্ষালন ও প্রাচীরনির্ম্মাণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গমনে উদ্যত হইলে স্বয়ং দেবদেব শ্রীনিবাস পুনরায় আজ্ঞা করিলেন,—হে নৃপোত্তম! এই যে বৃক্ষোত্তম তিন্তিড়ী ও চম্পক দেখিতেছ, ইহা যথাক্রমে আমার এবং লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। নৃপ, ঋষি, দেব ও [illegible] এই নগদ্বয়কে প্রণাম করিয়া থাকেন; [illegible] অপরিহার্য্য। অপরাপর বৃক্ষসকলকে ছেদন করিয়া ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ইহাদিগকে পালন কর। ৩৪—৪৬। হে নৃপ! তোমার বংশধর রাজা নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ মদীয় জনৈক ভক্ত বিমান নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণদ্বারা ঐ বিমান অলঙ্কৃত করিবে। বরাহ বলি-লেন,—রমাপতি রাজা এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে রাজা তোণ্ডমান্ দেববাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাকার নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বৈখানসবংশোৎপন্ন মুনিগণ দ্বারা শ্রীনিবাসের পূজা করাইলেন এবং নৃপোত্তম নিত্য সুরঙ্গপথে আগমন করিয়া দেবকে নমস্কার করত উত্তম ভোগ্য উপভোগ করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দক্ষিণা-পথবাসী দ্বিজোত্তম বীরশর্ম্মা গঙ্গাস্নানে অভিলাষী হইয়া পত্নীসহ পুর হইতে বহির্গত হইলেন। অন-ন্তর পথগমনকালে তদীয় পত্নী গর্ভবতী হইলে ব্রাহ্মণ গর্ভবতী পত্নীকে তাঁহার অনুগমনে অক্ষম দেখিয়া রাজদর্শন-অভিলাষে রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। অনন্তর রাজা দ্বারপালগণের মুখে ব্রাহ্ম-ণের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই দ্বিজোত্তমকে সভায় আহ্বান করিলেন এবং যথাবিধি পূজা করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজ! আপনার আগমনের কারণ কি, আমি আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য সাধন করিব? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—হে নৃপোত্তম! বশিষ্ঠবংশে আমার জন্ম, নাম বীরশর্ম্মা; এবং আমি সামবেদী।

সাদরঃ। মার্গে চ গর্ভিণী জেয়ং কৌশিকী পুণ্যশালিনী॥ ৫৬॥ নাম্না লক্ষ্মীরিতি খ্যাতা সুশীলা চ পতিব্রতা। সংস্থাপ্যৈনাং তব গৃহে ব্রতং নির্বর্ত্তয়াম্যহম্॥ ৫৭॥ তন্মাদ্রাজন্ প্রযচ্ছাস্যৈ যথেষ্টং ভক্তবেতনে। তাবচ্চ রক্ষ্যতাং লক্ষ্মীর্যাবদাগমনং মম॥ ৫৮॥ শ্রীবরাহ উবাচ। রাজা তস্য বচঃ শ্রুত্বা তণ্ডুলানি ধনান্যপি। দত্ত্বা ষণ্মাসপর্য্যন্তং গৃহমন্তঃপুরে দদৌ॥ ৫৯॥ তাং ন্যস্য ব্রাহ্মণঃ প্রীতো গঙ্গাস্নানায় নির্যযৌ। গত্বা ভাগীরথীং গঙ্গাং প্রয়াগে ক্ষেত্র উত্তমে॥ ৬০॥ স্নাত্বা কাশীং ততো গত্বা তত্রোষিত্বা দিনত্রয়ম্। গয়াং প্রাপ্য পিতৃশ্রাদ্ধমকরোদ্‌ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥ ৬১॥ গত্বাযোধ্যামপি পুরীং প্রযযৌ বদরীবনম্। শালগ্রামং ততো গত্বা স্বদেশং প্রতি নির্যযৌ॥ ৬২॥ সংবৎ-সরদ্বয়েঽতীতে চৈত্রে মাসি শুভে দিনে। নিবৃত্তো-ঽসৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শনৈরাগত্য মাধবে॥৬৩॥ একাদশ্যাং শুক্লপক্ষে পুরা রাজানমাযযৌ। রাজা তু বিস্মৃত্য তদা ব্রাহ্মণীং নাস্মরন্নৃপঃ॥ ৬৪॥ ব্রাহ্মণী মানিনী গেহে মৃতা শুষ্কা বভূব হ। বীরশর্ম্মা ততো বিপ্রো গঙ্গাতোয়করণ্ডকম্॥ ৬৫॥ বিমুচ্য বন্ধনং ধেকং গঙ্গান্তঃকরকঃ শুভম্। প্রদায় রাজ্ঞে পপ্রচ্ছ পত্নী কুশলিনীতি মে॥ ৬৬॥ স্মৃত্বাথ রাজা বিপ্রং তং স্থীয়তামিতি চাব্রবীৎ। অন্তঃপুরং ততো গত্বা তামপশ্যন্মৃতাং গৃহে॥ ৬৭॥ অনুক্ত্বা ব্রাহ্মণে তস্মৈ প্রবিশ্য বিলমুত্তমম্। শ্রীনৃসিংহং নমস্কৃত্য পুনঃ প্রাপ্য বিলোত্তমম্॥ ৬৮॥ শ্রীনিবাসং যযৌ দ্রষ্টুং শ্রীভূমি-সহিতং পরম্। তং দৃষ্ট্বা সহসায়ান্তং জুগুহাতে ধরারমে॥ ৬৯॥ প্রণমন্তমবোচত্তং কিমকালে নৃপাগতঃ। নৃপোঽবদৎ প্রণম্যেশং ভীতোঽথ ব্রাহ্মণীং মৃতাম্॥ ৭০॥ তচ্ছ্রুত্বা দেবদেবোঽপি মা ভৈ রাজন্ দ্বিজোত্তমাৎ। আন্দোলিকাং তামারোপ্য স্ত্রীভিঃ স্বাভিঃ সমন্বিতাম্॥ ৭১॥ মদালয়াৎ পূর্ব্বভাগে দ্বাদশ্যাঃ স্নাপয় প্রভো। অস্থিনাম্নি সরস্যস্মিন্নপমৃত্যুনিবারণে॥৭২॥ প্রাপ্তজীবা সমং স্ত্রীভির্ব্রাহ্মণেন চ যোক্ষ্যতে। শীঘ্রং যাহি

হে রাজন্! আমি আদর সহকারে পত্নীর সহিত গঙ্গাস্নানে আগমন করিলে আমার এই পুণ্য-শালিনী পত্নী গর্ভিণী হন। ইনি কৌশিকবংশোদ্‌-ভবা, সুশীলা পতিব্রতা এবং লক্ষ্মী নামে বিখ্যাতা। আমি ইঁহাকে আপনার গৃহে রাখিয়া ব্রতাদি নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষী হইয়া এখানে আগমন করি-য়াছি; অতএব হে রাজন্! আমি যত দিন না প্রত্যাবর্ত্তন করি, তাবৎ আপনি এই মদীয় পত্নী লক্ষ্মীকে যথাভিলষিত ভোজ্য ও বেতন দানে রক্ষা করুন। বরাহ বলিলেন,—রাজা ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরে বাসস্থান এবং ছয় মাস পর্য্যন্ত চলিতে পারে এইরূপ তণ্ডুল ও ধনাদি দান করিলেন। ব্রাহ্মণও পত্নীকে রাজভবনে ন্যস্ত করিয়া প্রীতমনে গঙ্গাস্নানার্থ বহির্গত হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণোত্তম উত্তম প্রয়াগক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক ভাগীরথীজলে স্নান, তদনন্তর কাশীগমন ও তথায় দিনত্রয় অবস্থান করিয়া গয়ায় আসিয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলেন; তারপর অযোধ্যাপুরী, বদরীবন ও শালগ্রাম তীর্থ দর্শন করিয়া নিজ দেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে বৎসরদ্বয় অতীত হইলে চৈত্রমাসের শুভ দিনে ব্রাহ্মণোত্তম প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং ধীরে ধীরে চৈত্রমাস অতীত করিয়া বৈশাখমাসের শুক্লা-একাদশীতে পুনরায় রাজার নিকট গমন করিলেন। এদিকে রাজাও বিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মণীর আর কোন সংবাদ লন নাই, মানিনী ব্রাহ্মণী অনাহারে মৃত ও শুষ্ক হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর বিপ্র বীরশর্ম্মা রাজার সমীপে আগমনপূর্ব্বক গঙ্গাজলের করণ্ডক (পেঁটরা) হইতে একটী গঙ্গাজলের কমণ্ডলু খুলিয়া লইয়া রাজকরে অর্পণ করত পত্নীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।৪৭—৬৬। রাজা বিপ্র বীরশর্ম্মার বাক্যে তাঁহাকে "কিছুকাল অপেক্ষা করুন" এই উত্তর দিয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণী গৃহে মরিয়া রহিয়াছেন। রাজা এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণকে কিছুই বলিলেন না, তিনি সেই উত্তম সুরঙ্গপথে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীনৃসিংহকে নমস্কার করিয়া পুনরায় ভূমির সহিত শ্রীনিবাসের দর্শনমানসে গমন করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া রমা ও ধরা লুক্কায়িত হইলেন। অনন্তর তথায় উপনীত হইয়া দেবেশকে প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নৃপ! তুমি সহসা অকালে কি জন্য আগমন করিয়াছ? ভীত রাজা শ্রীনিবাসকে প্রণাম করিয়া মৃত ব্রাহ্মণীর বিষয় নিবেদন করিলেন। দেবদেব নৃপবাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন,—রাজন্! ব্রাহ্মণ হইতে ভীত হইও না। হে নৃপ! আমার আলয়ের পূর্ব্বভাগে অস্থি-নামক এক সরোবর আছে, ঐ সরোবর অপমৃত্যুনিবারক; তুমি তোমার পুরস্ত্রীগণসহ মৃত ব্রাহ্মণপত্নীকে দোলায় আরোহণ করাইয়া দ্বাদশীর

নৃপশ্রেষ্ঠ যথোক্তং বচনং কুরু ॥ ৭৩ ॥ ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা প্রযযৌ স্বপুরং নৃপঃ। আন্দোলিকাসু রম্যাসু স্ত্রিয় আরোপ্য তামপি ॥ ৭৪ ॥ ব্রাহ্মণং চ পুরস্কৃত্য দ্রষ্টুং দেবং যযৌ নৃপঃ। অস্থিকূটসরঃ প্রাপ্য স্নাপয়ামাস তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭৫ ॥ স্বগস্থিরূপা সা চাপি তাভিঃ ক্ষিপ্তা সরোবরে। প্রাপ্তজীবা যথাপূর্ব্বং সুব্যঞ্জিতশরীরজা ॥ ৭৬ ॥ উত্থিতা সরসঃ স্নাত্বা রাজ্ঞীভিঃ সহমঙ্গলা। প্রাপ্তা চ ব্রাহ্মণং প্রীতা ভর্ত্তারং পুনরাগতম্ ॥ ৭৭ ॥ রাজা হরিং পূজয়িত্বা ব্রাহ্মণায় ধনং দদৌ। সহস্রনিষ্কপর্য্যন্তং বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৭৮ ॥ স্বদেশগমনায়ৈব সাদরং বিসসর্জ্জ হ। বিপ্রঃ শ্রুত্বা স্ত্রিয়ো বৃত্তং প্রভাবং বেঙ্কটেশিতুঃ ॥ ৭৯ ॥ আশীঃ প্রযুজ্য রাজ্ঞেঽথ স্বদেশং প্রযযৌ দ্বিজঃ। বিপ্রে গতে শ্রীনিবাসো রাজানং পুনরব্রবীৎ ॥ ৮০ ॥ দিনে দিনে চ মধ্যাহ্নে নৈবেদ্যানন্তরং নৃপ। আগত্য মামর্চ্চয়িত্বা যথেষ্টং স্বর্ণপঙ্কজৈঃ ॥ ৮১ ॥ গত্বা পুরীং স্বধর্ম্মেণ রাজ্যং কুরু নরাধিপ। যদ্যদিষ্টং তব নৃপ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮২॥ নাগন্তব্যমকালে তু ত্বয়া নৃপ কদাচন। এবং কালার্চ্চনং কৃত্বা গত্বা ত্বং স্বপুরে বস ॥ ৮৩ ॥ রাজোবাচ। তথা করিষ্যে দেবেশ মধ্যাহ্নে চার্চ্চয়াম্যহম্। ইতি দেবাজ্ঞয়া নিত্যমর্চ্চয়ন্ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ ॥ ৮৪ ॥ তদূর্দ্ধং তুলসীপুষ্পং জাম্বূপঙ্কজং স মৃন্ময়ম্ ॥ ৮৫ ॥ বিস্মিতো দেবদেবেশমপৃচ্ছন্নৃপসত্তমঃ। রাজোবাচ। কেনার্চ্চ্যসে মৃন্ময়ৈশ্চ কমলৈস্তুলসীসমৈঃ ॥ ৮৬ ॥ রাজ্ঞা পৃষ্টো দেবদেবঃ স্মৃত্বা রাজানমব্রবীৎ। কশ্চিৎ কুলালো মদ্ভক্তঃ কুর্ব্বগ্রামে বসত্যসৌ ॥ ৮৭ ॥ স্বগৃহেঽর্চ্চয়তে রাজংস্তদঙ্গীক্রিয়তে ময়া। ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা তং দ্রষ্টুং প্রযযৌ নৃপঃ ॥ ৮৮ ॥ গত্বা কুর্ব্বপুরং তস্য কুলালস্য গৃহং যযৌ। রাজানমাগতং দৃষ্ট্বা প্রণম্যৈবাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ৮৯ ॥ স্থিতং তং ভীমনামানং পপ্রচ্ছ নৃপসত্তমঃ। তোণ্ডমানুবাচ। ভীম পূজয়সে দেবং কথং বদ কুলোত্তম ॥ ৯০ ॥ শ্রীবরাহ

দিবস অস্থিসরোবরে স্নান করাও। এইরূপ করিলেই ব্রাহ্মণপত্নী জীবিত হইবেন। তৎপর তোমার পুরনারীরা ব্রাহ্মণীকে লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত করিয়া দিবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি সত্বর গমন করিয়া আমার বাক্যপালন কর। অনন্তর দেববাক্যে রাজা নিজপুরে গমন করি এক মনোরম আন্দোলিকায় নিজ পুরস্ত্রী ও ব্রাহ্মণীকে আরোপিত করিয়া ব্রাহ্মণকে অগ্রে রাখিয়া শ্রীনিবাসের দর্শনার্থ গমন করিলেন এবং অস্থিকূট সরোবর সমীপে গমন করিয়া স্ত্রীগণকে তথায় স্নান করাইলেন। অনন্তর পুরনারীগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণপত্নীর অস্থি অস্থিসরোবরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ব্রাহ্মণপত্নী জীবন লাভ করিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বেও যেরূপ শরীর ছিল, এক্ষণেও তদ্রূপই সুব্যঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি রাজ্ঞীগণ সহ স্নান করিয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন এবং মঙ্গলযুক্ত হইয়া পুনরায় স্বামীর সমীপে গমনপূর্ব্বক পরম প্রীতি লাভ করিলেন। রাজাও হরির পূজা করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে সহস্র নিষ্কধন ও বিবিধ বস্ত্রদান করিয়া স্বদেশগমনার্থ সাদরে বিদায় দিলেন। বিপ্র বীরশর্ম্মা পত্নীর বৃত্তান্ত শ্রবণ, বেঙ্কটেশ্বরের প্রভাব দর্শন এবং রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। বিপ্র চলিয়া গেলে শ্রীনিবাস পুনরায় রাজাকে বলিলেন,—হে নৃপ! তুমি প্রতিদিন মধ্যাহ্ন সময়ে নৈবেদ্যের পর আগমনপূর্ব্বক বিবিধ নৈবেদ্য ও স্বর্ণকমল দ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় স্বপুরে গমন করত ধর্ম্মতঃ রাজ্য পালন কর। হে রাজন্! এইরূপ করিলে তোমার যাহা যাহা অভীষ্ট, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। হে নৃপ! অকালে কখনও তুমি আগমন করিও না এবং যথাকালে অর্চ্চনা করিয়া স্বর্গবাস লাভ কর। রাজা নিবেদন করিলেন,—হে দেবেশ! আপনার আদেশে আমি মধ্যাহ্নসময়েই পূজা করিব। এই বলিয়া রাজা শ্রীনিবাসের আদেশে সতত স্বর্ণ-কমলদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন।৬৭—৮৪। অনন্তর রাজা একদা মৃন্ময় তুলসীপুষ্প দর্শন করিয়া বিস্ময় সহকারে দেবদেবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন,—আপনি মৃণ্ময় কমল বা তুলসীদলদ্বারা কেন পূজিত হন? রাজার প্রশ্নে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শ্রীনিবাস উত্তর করিলেন,—কুর্ব্বগ্রামে আমার ভক্ত জনৈক কুম্ভকার বাস করে, হে রাজন্। ঐ কুম্ভকার নিজের গৃহে থাকিয়া যে অর্চ্চনা করে, আমি তাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকি। অনন্তর দেববাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সেই কুম্ভকারের দর্শনমানসে কুর্ব্বপুরে কুম্ভকারের গৃহে উপনীত হইলে কুম্ভকার রাজাকে দর্শনপূর্ব্বক প্রণত হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নৃপশ্রেষ্ঠ তোণ্ডমান ভীমনামক কুম্ভকারকে তথাবিধরূপে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন,—হে কুলোত্তম ভীম!

উবাচ। পৃষ্টঃ প্রাহ কুলালোঽপি জাতু জানে ন চার্চ্চনম্। কেনোক্তং নৃপতিশ্রেষ্ঠ কুলালোঽর্চ্চয়তীতি হি ॥ ৯১ ॥ তোণ্ডমান্নুবাচ। দেবেন শ্রীনিবাসেন মযোক্তং হি ত্বদর্চ্চনম্। স তু শ্রুত্বা নৃপবচঃ স্মৃত্বা দেববরং পুরা ॥ ৯২ ॥ ভীম উবাচ। যদা প্রকাশিতা পূজা যদা রাজা সমাগতঃ। তোণ্ডমাংস্তেন সংবাদ-স্তদা মোক্ষং গমিষ্যসি ॥৯৩॥ ইতি পূর্ব্বং বরং দেবো দত্তবান্ বেঙ্কটেশ্বরঃ ॥ ৯৪ ॥ ইত্যুক্ত্বাথ কুলালোঽপি পত্ন্যা সার্দ্ধং তথৈব চ। বিমানমাগতং দৃষ্ট্বা দেবং দৃষ্ট্বা জনার্দ্দনম্ ॥ ৯৫ ॥ প্রণমন্ প্রজহৌ প্রাণান্ সদারো ভক্তসত্তমঃ। পশ্যতো রাজরাজস্য বিমান-মধিরুহ্য চ ॥ ৯৬ ॥ দিব্যরূপধরো দেব্যা সার্দ্ধং বিষ্ণু-পদং যযৌ। দৃষ্ট্বা রাজাদ্ভুতং তত্র স্বপুরং প্রাপ্য হর্ষিতঃ ॥ ৯৭ ॥ স্বপুত্রং শ্রীনিবাসাখ্যমভিষিচ্য বিধানতঃ। পরিপালয় ধর্ম্মেণ মানবাংশ্চ বসুন্ধরাম্ ॥ ৯৮ ॥ ইত্যাজ্ঞাপ্য সুতং ধীমাংস্ততাপ পরমং তপঃ। তপ্যতস্তস্য দেবোঽপি প্রত্যক্ষমভবদ্ধরিঃ ॥ ৯৯ ॥ আরুহ্য গরুড়ং দেবো রমাভূমিসমন্বিতঃ ॥ ১০০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। কিং করোমি নৃপশ্রেষ্ঠ তপসা তোষিতস্তব। ইত্যুক্তো দেবদেবেন তোণ্ডমানপি রাজরাট্ ॥ ১০১ ॥ প্রীতিমান্ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা সগদ্গদ-মুবাচ হ। ত্বল্লোকে বস্তুমিচ্ছামি জরামরণবর্জ্জিতে ॥ ১০২ ॥ ইদমেব বরং দেহি মাধবৈতন্মমেপ্সিতম্ ॥ ১০৩ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা নিপপাতোর্ব্ব্যাং সাষ্টাঙ্গং দেবসন্নিধৌ। তদা কলেবরং মুক্ত্বা বিমানং ত্বারুরোহ চ ॥ ১০৪ ॥ গন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানোঽসৌ সারূপ্যং প্রাপ্য শার্ঙ্গিণঃ। যচ্ছোকমোহরহিতং জরা-মরণবর্জ্জিতম্ ॥ ১০৫ ॥ পুনরাবৃত্তিরহিতং তদ্বিষ্ণোঃ পদমাযযৌ ॥ ১০৬ ॥ এতত্তবিষ্যং দেবেশি মযোক্তং বরবর্ণিনি। যঃ শ্রাবয়েদ্যঃ শৃণুয়াদ্বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০৭ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ইত্যুক্তং দেব-দেবেন সভবিষ্যং মহোত্তরম্। শৃণুয়াদ্যঃ পঠেত্তস্যা কথাং পুণ্যাং পুরাতনীম্ ॥ ১০৮ ॥ স তু ভুক্ত্বা-খিলান্ কামানন্তে বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধরণীবরাহসংবাদে ভবিষ্যদ্বর্ণনে
তোণ্ডমচ্চক্রবর্ত্তিবৃত্তবর্ণনং নাম দশমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

তুমি শ্রীনিবাসকে কিরূপে পূজা কর, আমার নিকট বল। বরাহ বলিলেন,—নৃপ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কুম্ভকার উত্তর করিল,—আমি কখনও অর্চ্চনা জানি না, হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! কুম্ভকার পূজা করে, একথা আপনাকে কে বলিল? রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্রীনিবাসদেব আমার সমীপে তোমার পূজার বিষয় বলিয়াছেন। অনন্তর রাজার কথা শুনিয়া দেবদেবকে স্মরণপূর্ব্বক ভীম উত্তর করিল,—“যৎকালে তোণ্ডমান্ আসিয়া পূজা আবিষ্কার করিবেন এবং যখন তুমি ঐ রাজার নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, তখন তোমার মুক্তি হইবে” পূর্ব্বে বেঙ্কটপতি আমাকে এইরূপ বর দান করিয়াছেন। এই কথা বলিবামাত্র এক বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তসত্তম কুম্ভকার ভীম পত্নীর সহিত দেব জনার্দ্দনকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং রাজার সমক্ষেই দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক বিমানারোহণে বিষ্ণুপুরে গমন করিল। তখন ধীমান্ রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং শ্রীনিবাসাখ্য স্বীয় তনয়কে যথাবিধি অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি আদেশ করিলেন,—হে পুত্র! ধর্ম্মানুসারে বসুন্ধরা ও মানবগণকে প্রতিপালন কর। পুত্রের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়া ধীমান তোণ্ডমান্ দুষ্কর তপশ্চরণ করিতে থাকিলে ভগবান্ দেব হরি রমা ও ভূমির সহিত গরুড়ারোহণে আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখা দিলেন এবং বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব? দেবদেব এইরূপ বলিলে সম্রাট্ তোণ্ডমান্‌ও প্রীতিভরে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক গদ্‌গদবাক্যে নিবেদন করিলেন,—হে মাধব! জরামরণবর্জ্জিত তোমার বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার অভীষ্টবর, এক্ষণে আমাকে এই বর প্রদান করুন। বরাহ বলিলেন,—রাজা এই কথা বলিয়া সষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপুরঃসর শ্রীনিবাসসন্নিধানে ভূমিতে পতিত হইলেন এবং সদ্যঃ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বিমানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তোণ্ডমান্ শার্ঙ্গীর সারূপ্য প্রাপ্ত হইলে গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শোকমোহবিহীন জরামরণবর্জ্জিত পুনরাবৃত্তিরহিত বিষ্ণুর পরমপদে প্রবেশ করিলেন। বরাহ বলিলেন,—দেবেশি! এই আমি তোমার নিকট ভবিষ্য ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায় সে বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া থাকে। সূত বলিলেন,—দেবদেব শ্রীনিবাস এইরূপে মহোত্তর ভবিষ্য বৃত্তান্ত করিয়াছেন। যে

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি স্বামিপুষ্করিণীং শুভাম্। লক্ষীকৃত্য কথামেকাং পবিত্রাং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১॥ কাশ্যপাখ্যো দ্বিজঃ পূর্ব্বমস্মিংস্তীর্থবরে শুভে। স্নাত্বাতিমহতঃ পাপাদ্বিমুক্তো নরকপ্রদাৎ॥ ২॥ ঋষয় উচুঃ। মুনে কাশ্যপনামাসাবকরোৎ কিং হি পাতকম্। স্নাত্বা তীর্থবরে হ্যত্র যস্মাম্মুক্তোঽভবৎ ক্ষণাৎ॥ ৩॥ এতন্নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্রূহি সূত কৃপাবলাৎ। ত্বদ্বচোঽমৃতভৃপ্তানাং ন পিপাসাপি বিদ্যতে॥ ৪॥ শ্রীসূত উবাচ। স্বামিপুষ্করিণ্যাশ্চ মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকম্। ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি পঠতাং পাপনাশনম্॥ ৫॥ অভিমন্যুসুতো রাজা পরীক্ষিন্নাম নামতঃ। অধ্যাস্ত হাস্তিনপুরং পালয়ন ধর্ম্মতো মহীম্॥ ৬॥ স রাজা জাতু বিপিনে চচার মৃগয়ারতঃ। ষষ্টিবর্ষবয়া ভূপঃ ক্ষুতৃষ্ণাপরিপীড়িতঃ॥ ৭॥ নষ্টমেকং স বিপিনে মার্গয়ন্ মৃগমাদরাৎ। ধ্যানারূঢ়ং মুনিং দৃষ্ট্বা প্রাহ ভূপালকোত্তমঃ॥ ৮॥ ময়া বাণেন বিপিনে মৃগো বিদ্ধোঽধুনা মুনে। দৃষ্টঃ স কিং ত্বয়া বিপ্র বিদ্রুতো ভয়কারতঃ॥ ৯॥ সমাধিনিষ্ঠো মৌনিত্বান্ন কিঞ্চিদপি সোঽব্রবীৎ। ততো ধনুরটন্যা স স্কন্ধে তস্য মহামুনেঃ॥ ১০॥ নিধায় মৃতসর্পন্তু কুপিতঃ স্বপুরং যযৌ। মুনেস্তস্য সুতঃ কশ্চিচ্ছৃঙ্গী নাম বভূব বৈ॥ ১১॥ সখা তস্য কৃশাখ্যোঽভূচ্ছৃঙ্গিণো দ্বিজসত্তমঃ। সখায়ং শৃঙ্গিণং প্রাহ কৃশাখ্যঃ স সখা ততঃ॥ ১২॥ পিতা তব মৃতং সর্পং স্কন্ধেন বহতেঽধুনা। মা ভূদ্দর্পস্তব সখে মা ক্রুধ্যস্ত্বমিদং বৃথা॥ ১৩॥ সোঽভবৎ কুপিতঃ শৃঙ্গী দিৎসুঃ শাপং নৃপায় বৈ। মস্তান্তে শবসর্পং যো ন্যস্তবান মূঢ়চেতনঃ॥ ১৪॥ স সপ্তরাত্রান্ ম্রিয়তাং সন্দষ্টস্তক্ষকাহিনা। শশাপৈবং মুনিসুতঃ সৌভদ্রেয়ং পরীক্ষিতম্॥ ১৫॥ শমীকাখ্যঃ পিতা [illegible] শপ্তং শ্রুত্বা সুতেন তম্। নৃপং

ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই পুরাতন পুণ্যকথা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে অখিল কামনা উপভোগ করিয়া অন্তকালে বিষ্ণু পদে গমন করিয়া থাকে।৮৫—১০৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ। অনন্তর সুশোভনা স্বামিপুষ্করিণী লক্ষ্য করিয়া এক পবিত্র উপখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বকালে কাশ্যপ নামক জনৈক দ্বিজ এই পুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া নরকপ্রদ অতিমহৎ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে। দ্বিজ কশ্যপ এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যে, এই তীর্থবর স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সেই পাতক হইতে সদ্য মুক্ত হন? হে সূত। ইহা শুনিবার জন্য আমাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; অতএব কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন, বিশেষতঃ আপনার বাক্যামৃতে তৃপ্ত হওয়ায় আমাদের দ্রব্যান্তরের পিপাসা দূরীভূত হইয়াছে। সূত উত্তর করিলেন,—স্বামিপুষ্করিণীর মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক ইতিহাস কহিতেছি, ইহা পাঠ করিলে মানবগণের নিখিল পাপ বিদূরিত হয়। [illegible] রাজা পরীক্ষিৎ হস্তিনাপুরে বাস [illegible] পালন করিতেন; ষষ্টিবর্ষবয়স্ক মৃগয়াবত রাজা পরীক্ষিৎ কদাচিৎ বনে বিচরণ করিতে করিতে ক্ষুধাতৃষ্ণাকুল হইয়া তাঁহার বাণে আহত এক মৃগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। অনন্তর নৃপশ্রেষ্ঠ পরিক্ষিৎ ধ্যানারূঢ় এক মুনিকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে। আমি অরণ্য মধ্যে এক মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছি, ভয়কাতর ঐ মৃগ বাণবিদ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছে, আপনি তাহাকে দেখিয়াছেন কি? কিন্তু সমাধিমান মৌনী মুনি তাঁহার বাক্যে কোনই উত্তর করিলেন না। নৃপতি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুষ্কোটি দ্বারা এক মৃত সর্প আনয়ন করিয়া সেই মহামুনির স্কন্দদেশে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুনির শৃঙ্গী নামে এক তনয় ছিল। তাঁহার সখা দ্বিজসত্তম কৃশ, অনন্তর শৃঙ্গিসখা কৃশ শৃঙ্গীকে বলিল,—সম্প্রতি তোমার পিতা স্কন্ধে এক মৃত সর্প বহন করিতেছেন। অতএব হে সখে! আর তুমি আমার প্রতি দর্প প্রদর্শন করিও না, কেননা তোমার গর্ব্ব বৃথা। সখার কথায় শৃঙ্গী মৃতসর্পদাতা নৃপের প্রতি কুপিত হইয়া অভিশাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন এবং তিনি বলিলেন,—"যে মূঢ়জ্ঞান মোহবশতঃ আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ন্যস্ত করিয়াছে, অদ্য হইতে সপ্তরাত্রমধ্যে তক্ষকদংশনে তাহার মৃত্যু হউক।" মুনিতনয় শৃঙ্গী সুভদ্রাতনয় রাজা পরীক্ষিৎকে এইরূপে অভিশাপ [illegible]

প্রোবাচ তনয়ং শৃঙ্গিণং মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৬ ॥ রক্ষকং সর্ব্বলোকানাং নৃপং কিং শপ্তবানসি। অরাজকে বয়ং লোকে স্থাস্যামঃ কথমঞ্জসা ॥ ১৭ ॥ ক্রোধেন পাতকং ভূয়াদ্দয়য়া প্রাপ্যতে সুখম্। যঃ সমুৎপাদিতং কোপং ক্ষময়ৈব নিরস্যতি ॥ ১৮ ॥ ইহ লোকে পরত্রাপ্যসাবত্যন্তং সুখমশ্নুতে। ক্ষমাযুক্তা হি পুরুষা লভন্তে শ্রেয় উত্তমম্ ॥ ১৯ ॥ ততঃ শমীকঃ স্বং শিষ্যং প্রাহ গৌরমুখাভিধম্। ভো গৌরমুখ গত্বা ত্বং বদ ভূপং পরীক্ষিতম্ ॥ ২০ ॥ ইমং শাপং মৎ-সুতোক্তং তক্ষকাধিপদংশনম্। পুনরায়াহি শীঘ্রং ত্বং মৎসমীপং মহামতে ॥ ২১ ॥ এবমুক্তঃ শমীকেন যযৌ গৌরমুখো নৃপম্। সমেত্য চাব্রবীদ্ভূপং সৌভদ্রেয়ং পরীক্ষিতম্ ॥ ২২ ॥ দৃষ্ট্বা সর্পং পিতুঃ স্কন্ধে ত্বয়া বিনিহিতং মৃতম্। শমীকস্য সুতঃ শৃঙ্গী শশাপ ত্বাং রুষান্বিতঃ ॥ ২৩ ॥ এতদ্দিনাৎসপ্তমেঽহ্নি তক্ষকেণ মহাহিনা। দষ্টো বিষাগ্নিনা দগ্ধো ভূয়াদাশ্বভিমন্যুজঃ ॥ ২৪ ॥ এবং শশাপ ত্বাং রাজন্ শৃঙ্গী তস্য মুনেঃ সুতঃ। এতদ্বৃত্তং পিতা তস্য প্রাহিণোন্মাং ত্বদন্তিকম্ ॥ ২৫ ॥ ইতীরয়িত্বা তং ভূপমাশু গৌরমুখো যযৌ। গতে গৌরমুখে পশ্চাদ্রাজা শোকপরায়ণঃ ॥ ২৬ ॥ অভ্রংলিহমথোত্তুঙ্গমেকস্তম্ভং সুবিস্তৃতম্। মধ্যেগঙ্গং ব্যতনুত মণ্ডপং নৃপ-পুঙ্গবঃ ॥ ২৭ ॥ মহাগরুড়মন্ত্রজ্ঞৈরোষধিজ্ঞৈশ্চিকিৎ-সকৈঃ। তক্ষকস্য বিষং হন্তুং যত্নং কুর্ব্বন্ সমাহিতঃ ॥ ২৮ ॥ অনেকদেবব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিপ্রবরান্বিতঃ। আস্তে তস্মিন নৃপস্তুঙ্গে মণ্ডপে বিষ্ণুভক্তিমান্ ॥২৯॥ তস্মি-ন্নবসরে বিপ্রঃ কাশ্যপো মান্ত্রিকোত্তমঃ। রাজানং রক্ষিতুং প্রায়াত্তক্ষকস্য মহাবিষাৎ ॥ ৩০ ॥ সপ্তমে-ঽহনি বিপ্রেন্দ্রো দরিদ্রো ধনকামুকঃ। অত্রান্তরে তক্ষকোঽপি বিপ্ররূপী সমাযযৌ ॥ ৩১ ॥ মধ্যে-মার্গং বিলোক্যাথ কাশ্যপং প্রত্যভাষত। ব্রাহ্মণ ত্বং কুত্র যাসি বদ মেঽদ্য মহামুনে ॥ ৩২ ॥ ইতি পৃষ্টস্তদাবাদীৎ কাশ্যপস্তক্ষকং দ্বিজঃ। পরী-ক্ষিতং মহারাজং তক্ষকোঽদ্য বিষাগ্নিনা ॥ ৩৩ ॥ ধক্ষ্যতে তং শময়িতুং তৎসমীপমুপে-

---

পিতা মুনিপুঙ্গব শমীক তনয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজার কথা উল্লেখ করিয়া তনয়কে উপদেশ প্রদান করিলেন। মুনি বলিলেন,—পুত্র! সর্ব্বলোকরক্ষক রাজাকে কেন তুমি অভিশাপ প্রদান করিলে? এক্ষণে অরাজক রাজ্যে আমরা নির্ভয়ে কিরূপে বাস করিব? দেখ, ক্রোধ করিলে পাপ হয়, আর দয়া দ্বারাই সুখলাভ হইয়া থাকে; যখনই ক্রোধের উদ্রেক হয়, তখনই ক্ষমাদ্বারা উহার নিরাস করা উচিত; যে ব্যক্তি এইরূপ করে, সে ইহ-পর উভয়লোকেই অত্যন্ত সুখলাভ করিয়া থাকে। আর ক্ষমাযুক্ত লোকই উত্তম শ্রেয়ঃ লাভ করে। অনন্তর শমীক স্বীয় শিষ্য গৌরমুখকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে গৌরমুখ! তুমি রাজা পরীক্ষিৎসমীপে গমন করিয়া আমার পুত্রমুখোচ্চারিত তক্ষকদংশনরূপ শাপবাণী তাঁহাকে শ্রবণ করাও এবং হে মহামতে! এইরূপ বলিয়াই তুমি সত্বর আমার নিকট চলিয়া আইস। শমীক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গৌরমুখ তৎক্ষণাৎ নৃপসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সেই সুভদ্রানন্দন রাজা পরিক্ষিৎকে বলিলেন,—হে রাজন্! শমীকসুত শৃঙ্গী তদীয় পিতার স্কন্ধে আপনার নিক্ষিপ্ত মৃত সর্প সন্দর্শন করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক "অভিমন্যুনন্দন পরীক্ষিৎ অদ্য হইতে সপ্তম দিনে মহাসর্প তক্ষক কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করুক" আপনাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছে এবং তাঁহার পিতা শমীকই আমাকে আপনার নিকট এই সংবাদ প্রদানের জন্য পাঠাইয়াছেন। গৌরমুখ রাজাকে এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলে, রাজা শোককাতর হইলেন এবং নৃপ-পুঙ্গব পরীক্ষিৎ আত্মরক্ষার জন্য গঙ্গার মধ্য স্থানে অত্যুচ্চ আকাশ-স্পর্শী একটী মাত্র স্তম্ভের উপর সুবিস্তৃত এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন। বিষ্ণু-ভক্তিমান্ রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক-বিষনাশ মানসে বিবিধ যত্ন অবলম্বনপূর্ব্বক মহাগরুড় মন্ত্র ও ওষধি-বিদ্ চিকিৎসকগণ, অনেক দেব, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি-প্রবরগণে সমন্বিত হইয়া সমাহিতান্তঃকরণে সেই অত্যুচ্চ মণ্ডপে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর সপ্তমদিনে বিপ্রশ্রেষ্ঠ সর্পমন্ত্রবিৎ ধনার্থী দরিদ্র কাশ্যপ তক্ষকের মহাবিষ হইতে রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য আগমন করিতেছেন; এই সময় তক্ষকও বিপ্রবেশ ধারণপূর্ব্বক আসিতেছিল; পথিমধ্যে উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটিল। বিপ্রবেশ-ধারী তক্ষক কাশ্যপকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে মহামুনে ব্রহ্মন্! তুমি অদ্য কোথায় যাইতেছ, আমাকে বল।১—৩২। তক্ষক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দ্বিজ কাশ্যপ উত্তর করিলেন,—অদ্য তক্ষক পরী-ক্ষিৎ-মহারাজকে বিষাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে, আমি ঐ বিষের উপশম করিব, এই জন্য নৃপসন্নিধানে

য্যহম্। ইত্যুক্তঃ স চ তং বিপ্রং তক্ষকঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥ তক্ষকোঽহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ময়া দষ্টশ্চিকিৎসিতুম্। ন শক্যোঽব্দশতেনাপি মহামন্ত্রাযুতৈরপি ॥ ৩৫ ॥ চিকিৎসিতুং চেন্মদ্দষ্টং শক্তিরস্তি তবাধুনা। অনেকযোজনোচ্ছ্রায়ং দশাম্যুজ্জীবয় দ্রুমম্ ॥ ৩৬ ॥ ততো ভবান্ সমর্থো হীত্যেবং মে ভাতি হে দ্বিজ। ইতীরয়িত্বা তং বৃক্ষমদশত্তক্ষকস্তদা ॥ ৩৭ ॥ অভবত্তদ্ভস্মসাৎ সোঽপি বৃক্ষোঽত্যন্তসমুচ্ছ্রিতঃ। পূর্ব্বমেব নরঃ কশ্চিত্তং বৃক্ষমধিরূঢবান্ ॥ ৩৮ ॥ তক্ষকস্য বিষোত্থাভিঃ সোঽপি দগ্ধোঽভবত্তদা। তন্নরং ন বিজজ্ঞাতে তৌ চ কাশ্যপতক্ষকৌ ॥ ৩৯ ॥ কাশ্যপঃ প্রতিজজ্ঞেঽথ তক্ষকস্যাপি শৃণ্বতঃ। মন্মন্ত্রশক্তিং পশ্যন্তু সর্ব্বে বিপ্রাদয়োঽধুনা ॥ ৪০ ॥ ইতীরয়িত্বা তং বৃক্ষং ভস্মীভূতং বিষাগ্নিনা। আজীবয়ন্মন্ত্রশক্ত্যা কাশ্যপো মান্ত্রিকোত্তমঃ ॥ ৪১ ॥ স নরস্তেন বৃক্ষেণ সাকমুজ্জীবিতোঽভবৎ। অথাব্রবীত্তক্ষকস্তং কাশ্যপং মন্ত্রকোবিদম্ ॥ ৪২ ॥ যথা ন মুনিবাঙ্মিথ্যা ভবেদেবং কুরু দ্বিজ। যত্তে রাজা ধনং দদ্যাত্ততোঽপি দ্বিগুণং ধনম্ ॥ ৪৩ ॥ দদাম্যহং নিবর্ত্তস্ব শীঘ্রমেব দ্বিজোত্তম। ইত্যুক্ত্বানর্ঘরত্নানি তস্মৈ দত্ত্বা স তক্ষকঃ ॥ ৪৪ ॥ ন্যবর্ত্তয়ৎ কাশ্যপং তং ব্রাহ্মণং মন্ত্রকোবিদম্। অল্পায়ুষং নৃপং মত্বা জ্ঞানদৃষ্ট্যা স কাশ্যপঃ ॥ ৪৫ ॥ স্বাশ্রমং প্রযযৌ তূষ্ণীং লব্ধরত্নশ্চ তক্ষকাৎ। সোঽব্রবীত্তক্ষকঃ সর্পান্ সর্ব্বানাহূয় তৎক্ষণে ॥ ৪৬ ॥ যূয়ং তং নৃপতিং প্রাপ্য মুনীনাং বেষধারিণঃ। উপহারফলান্যাশু প্রযচ্ছত পরীক্ষিতে ॥ ৪৭ ॥ ৪৩ ॥ তথেত্যুক্ত্বা সর্ব্বসর্পা দদূ রাজ্ঞে ফলান্যমী। তক্ষকোঽপি তথা তত্র কস্মিংশ্চিদ্বদরীফলে ॥ ৪৮ ॥ কৃমিবেশধরো ভূত্বা ব্যতিষ্ঠদ্দংশিতুং নৃপম্। অথ রাজা প্রদত্তানি সর্ব্বৈর্ব্রাহ্মণরূপকৈঃ ॥ ৪৯ ॥ পরীক্ষিন্মন্ত্রিবৃদ্ধেভ্যো দত্ত্বা সর্ব্বফলান্যপি ॥ ৫০ ॥ কৌতূহলেন জগ্রাহ স্থূলমেকং করে ফলম্। তস্মিন্নবসরে সূর্য্যোঽপ্যস্তাচলমগাহত ॥ ৫১ ॥ মিথ্যা ঋষিবচো মা ভূদিতি তত্রত্যমানবাঃ। অন্যোঽন্যমবদন্ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাশ্চ নৃপা-

---

গমন করিতেছি। কাশ্যপের উক্তি শুনিয়া তক্ষক পুনরায় উত্তর করিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমিই সেই তক্ষক, আমি দংশন করিলে শতমহামন্ত্র দ্বারা অযুত বর্ষেও তুমি তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে সমর্থ নহ; যদি আমার দ্বারা দষ্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিবার সামর্থ্য তোমার থাকে, তবে সম্প্রতি আমি এই বহুযোজন উচ্চ বৃক্ষকে দংশন করিতেছি, তুমি পুনরায় ইহাকে জীবিত কর। হে দ্বিজ! যদি জীবিত করিতে পার, তবে বুঝিব—নিশ্চয়ই তোমার সামর্থ্য আছে। এইরূপ বলিয়া তক্ষক সেই বৃক্ষকে তখন দংশন করিল, দেখিতে দেখিতে সেই অত্যুচ্চ তরুও ভস্মসাৎ হইয়া গেল। যখন তক্ষক ও কাশ্যপের কথোপকথন হয়, ইহার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি ঐ বৃক্ষে আরূঢ় হইয়াছিল। তক্ষকের বিষবহ্নিতে সেও বৃক্ষের সঙ্গে ভস্ম হইল; কিন্তু কাশ্যপ কিংবা তক্ষক ঐ মানবকে জানিতে পারিলেন না। তক্ষকের সগর্ব্ববাণী শ্রবণে মন্ত্রকোবিদ কাশ্যপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন,—সম্প্রতি ব্রাহ্মণাদি সকলেই আমার মন্ত্রশক্তি অবলোকন করুক। এই বলিয়া তিনি সেই বিষাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষভস্ম গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রশক্তিবলে জীবিত করিলেন এবং সেই বৃক্ষারূঢ় মানবও বৃক্ষের সহিত জীবিত হইয়া উঠিল। অনন্তর এই ব্যাপার দর্শনে তক্ষক মন্ত্রকোবিদ কাশ্যপকে বলিল,—হে দ্বিজ! এক্ষণে যাহাতে মুনিশমীকের বাক্য মিথ্যা না হয়, তাহাই করুন। হে দ্বিজোত্তম! রাজা আপনাকে যে ধনদান করিবেন, আমি আপনাকে তাহার দ্বিগুণ অর্পণ করিতেছি, আপনি সত্বর নিবৃত্ত হউন। অনন্তর তক্ষক এইরূপ বলিয়া মন্ত্রবিৎ দ্বিজ কাশ্যপকে মহামূল্য বহুরত্ন দান করিল; কাশ্যপও জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা নৃপকে অল্পায়ু জানিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং তক্ষকসমীপে ধনরত্ন লাভ করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর তক্ষক তৎক্ষণাৎ সর্পগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রতি আদেশ দিল,—হে সর্পগণ! তোমরা মুনিবেশ ধারণপূর্ব্বক সত্বর সেই রাজার সমীপে উপস্থিত হও এবং রাজাকে বিবিধ ফল উপহার প্রদান কর। তক্ষকাদিষ্ট কপটমুনিবেশী সর্পগণ রাজসন্নিধানে গমন করিয়া ফল উপহার দিতে চলিল। এদিকে তক্ষকও রাজাকে দংশন করিবার জন্য কীটরূপ ধারণপূর্ব্বক এক বদরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল। অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ বিপ্ররূপি-সর্পগণপ্রদত্ত ফল সকল গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধমন্ত্রিগণকে অর্পণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুতূহল বশতঃ ঐ ফল সকলের মধ্য হইতে একটী স্থূলফল কর দ্বারা গ্রহণ করিলেন। এই সময় তপনদেব অস্তাচলগমনোন্মুখ, তত্রত্য ব্রাহ্মণ,

স্তদা॥ ৫২॥ এবং ব্রুবৎসু সর্ব্বেষু ফলে তস্মিন্ন্দৃশ্যত। সাধু রক্তঃ কৃমিঃ সর্ব্বৈ রাজ্ঞা চাপি পরীক্ষিতা॥ ৫৩॥ অয়ং কিং মাং দশেদদ্য ক্রিমিরিত্যুক্তবান্ নৃপঃ। নিদধে তৎফলং কণ্ঠে সকৃমি দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৫৪॥ তক্ষকোহস্মিন্ স্থিতঃ কণ্ঠে কৃমিরূপী ফলে তদা। নির্গত্য তৎফলাদাশু নৃপদেহমবেষ্টয়ৎ॥ ৫৫॥ তক্ষকাবেষ্টিতে ভূপে পার্শ্বস্থা দুদ্রুবুর্ভয়াৎ। অনন্তরং নৃপো বিপ্রাস্তক্ষকস্য বিষাগ্নিনা॥ ৫৬॥ দগ্ধোহভূত্তৎপ্রসাদাশু সপ্রাসাদো বলীয়সা। কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং তস্য নৃপস্য সপুরোহিতাঃ॥ ৫৭॥ মন্ত্রিণস্তৎসুতং রাজ্যে জনমেজয়নামকম্। রাজানমভ্যষিঞ্চন্ বৈ জগদ্রক্ষণবাঞ্ছয়া॥ ৫৮॥ তক্ষকাদ্রক্ষিতুং ভূপমায়াতঃ কাশ্যপাভিধঃ। যো ব্রাহ্মণো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স সর্ব্বৈর্নিন্দিতো জনৈঃ॥ ৫৯॥ বভ্রাম সকলান্ দেশান্ শিষ্টৈঃ সর্ব্বৈশ্চ দূষিতঃ। অবস্থানং ন লেভে স গ্রামে বাপ্যাশ্রমেহপি বা॥ ৬০॥ যান্ যান্ দেশানসৌ যাতস্তত্র তত্র মহাজনৈঃ। তত্ত্ব-দেশাস্থিতস্তঃ সন্ত্রাকল্যং শরণং যযৌ॥ ৬১॥ প্রণম্য শাকল্যমুনিং কাশ্যপো নিন্দিতো জনৈঃ। ইদং বিজ্ঞাপয়ামাস শাকল্যায় মহাত্মনে॥ ৬২॥ কাশ্যপ উবাচ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শাকল্য হরিবল্লভ। মুনয়ো ব্রাহ্মণাশ্চান্যে মাং নিন্দন্তি সুহৃজ্জনাঃ॥ ৬৩॥ নাস্যাহং কারণং জানে কিং মাং নিন্দন্তি মানবাঃ। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গুরুস্ত্রীগমনং তথা॥ ৬৪॥ স্তেয়ং সংসর্গদোষো বা ময়া নাচরিতং ক্বচিৎ। অন্যান্যপি চ পাপানি ন কৃতানি ময়া মুনে॥ ৬৫॥ তথাপি নিন্দন্তি জনা বৃথা মাং বান্ধবাদয়ঃ। জানাসি চেত্ত্বং শাকল্য ময়া দোষং কৃতং বদ॥ ৬৬॥ উক্তোহথ কাশ্যপেনৈব শাকল্যাখ্যো মহামুনিঃ। ক্ষণং ধ্যাত্বা বভাষে তং কাশ্যপং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৬৭॥ শাকল্য উবাচ। পরীক্ষিতং মহারাজং তক্ষকাদ্রক্ষিতুং ভবান্। আয়াসীদর্দ্ধমার্গে তু তক্ষকেণ নিবারিতঃ॥ ৬৮॥ চিকিৎসিতুং সমর্থোহপি বিষরোগাদিপীড়িতম্। যো ন রক্ষতি লোকেহস্মিংস্তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৬৯॥ ক্রোধাৎ কামাদ্ভয়াল্লোভাম্মাৎসর্য্যা-

---

নৃপ ও অন্যান্য মানবগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"ব্রাহ্মণবাক্য যেন মিথ্যা না হয়"। তাঁহারা এইরূপ বলিতে থাকিলে রাজা ও অন্য সকলে রাজার হস্তস্থিত ফলের মধ্যে এক রক্তবর্ণ কীট স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইলেন। তখন রাজা পরীক্ষিৎ কীটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন,—"এই কীটই কি অদ্য আমাকে দংশন করিবে?" রাজা এইরূপ বলিয়া সেই ফলটী কণ্ঠে ধারণ করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! কণ্ঠস্থ ফল মধ্যে অবস্থিত, কীটরূপী তক্ষক তখন সত্বর সেই ফল হইতে বহির্গত হইয়া রাজার শরীর বেষ্টন করিল। পার্শ্বস্থ লোকগণ তখন ভীত হইয়া পলায়নপর হইল; হে, বিপ্রগণ! তদনন্তর রাজা বলবান্ তক্ষকবিষাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাসাদসহ ভস্মীভূত হইলেন। অনন্তর মন্ত্রিগণ পুরোহিতদিগের সাহায্যে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পৃথিবী রক্ষণমানসে তৎপুত্র রাজা জনমেজয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজার রক্ষার জন্য আসিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ ধনলোভে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিখিল-জনগণের নিন্দাভাজন হইলেন এবং নিন্দিতগণ কর্ত্তৃক হইয়া সকল দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কি আশ্রম, কি গ্রাম, কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। তিনি যে যে দেশে যাইতে লাগিলেন, তত্তত্য মহাজনগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অবশেষে শাকল্য মুনির সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর নিখিলজননিন্দিত কাশ্যপ মহাত্মা শাকল্য মুনিকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার নিন্দাবাদের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। কাশ্যপ কহিলেন,—সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ হরিবল্লভ শাকল্য! মুনিগণ, অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, এমন কি আমার সুহৃদ্ব্যক্তিরাও আমাকে নিন্দা করিতেছে, কিন্তু হে ভগবন্! মানবগণ কেন আমাকে নিন্দা করে, আমি ইহার কারণ কিছু জানি না। হে মুনে! ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গুরুপত্নীগমন, স্তেয়, সংসর্গ-দোষ, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল পাপ আছে,—এ সকলতো আমি কদাচ আচরণ করি নাই, তথাপি আমার বান্ধবগণ বৃথা আমাকে নিন্দা করিতেছে। হে শাকল্য! আমি কি দোষ করিয়াছি, আপনার যদি জানা থাকে বলুন।৩৩-৬৬। হে দ্বিজসত্তমগণ! কাশ্যপকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহামুনি শাকল্য ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইয়া কাশ্যপকে বলিতে লাগিলেন। শাকল্য বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি তক্ষক হইতে মহারাজ পরীক্ষিতকে রক্ষা করিবার জন্য আসিয়া অর্দ্ধপথে তক্ষক কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছেন; কিন্তু বিষরোগীর চিকিৎসা-সমর্থ যে ব্যক্তি রোগীকে রক্ষা না করে, ত্রিলোকমধ্যে তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলা হয়; ক্রোধ, কাম, ভয়, লোভ, মাৎসর্য্য

মোহতোহপি বা। যো ন রক্ষতি বিপ্রেন্দ্র বিষরোগাতুরং নরম্ ॥ ৭০ ॥ ব্রহ্মহা চ সুরাপী বা স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। সংসর্গদোষদুষ্টশ্চ নাপি তস্য বিনিষ্কৃতিঃ॥ ৭১ ॥ কন্যাবিক্রয়িণশ্চাপি হয়বিক্রয়িণস্তথা। কৃতঘ্নস্যাপি শাস্ত্রেষু প্রায়শ্চিত্তং তু বিদ্যতে ॥ ৭২ ॥ বিষরোগাতুরং যস্তু সমার্থোহপি ন রক্ষতি। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি ॥ ৭৩ ॥ ন তেন সহ পঙ্‌ক্তৌ চ ভুঞ্জীত সুকৃতী জনঃ। ন তেন সহ ভাষেত ন পশ্যেত্তং নরং ক্বচিৎ ॥ ৭৪ ॥ তৎসম্ভাষণমাত্রেণ মহাপাতকভাগ্‌ভবেৎ। পরীক্ষিৎ স মহারাজঃ পুণ্যশ্লোকশ্চ ধার্ম্মিকঃ ॥ ৭৫ ॥ বিষ্ণুভক্তো মহাযোগী চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা। ব্যাসপুত্রাদ্ধরিকথাং শ্রুতবান্ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৭৬ ॥ অরক্ষিত্বা নৃপং তং তু বচসা তক্ষকস্য যৎ। নিবৃত্তস্তেন বিপ্রেন্দ্রৈর্ব্বান্ধবৈরপি দূষ্যসে ॥ ৭৭ ॥ স পরীক্ষিন্মহারাজো যদ্যপি ক্ষণজীবিতঃ। তথাপি যাবন্মরণং বুধৈঃ কার্য্যং চিকিৎসিতম্ ॥ ৬৮ ॥ যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা মুমূর্ষোর্ম্মানবস্য হি। তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ ॥৭৯॥ ইতি প্রাহুঃ পুরা শ্লোকং ভিষগ্বিদ্যাব্ধিপারগাঃ। তচ্চিকিৎসাশক্তোহপি যস্মাদকৃতভেষজঃ ॥ ৮০ ॥ অর্দ্ধমার্গনিবৃত্তশ্চ তেন ত্বং গর্হিতো হ্যসি। শাকল্যেনৈবমুদিতঃ কাশ্যপঃ প্রত্যভাষত ॥ ৮১ ॥ কাশ্যপ উবাচ। মমৈতদ্দোষশান্ত্যর্থমুপায়ং বদ সুব্রত। যেন মাং প্রতিগৃহ্ণীয়ুর্ব্বান্ধবাঃ সসুহৃজ্জনাঃ ॥ ৮২ ॥ কৃপাং ময়ি কুরুষ ত্বং শাকল্য হরিবল্লভ। কাশ্যপেনৈবমুক্তস্তু শাকল্যোহপি মুনীশ্বরঃ ॥ ৮৩ ॥ ক্ষণং ধ্যাত্বা জগদ্দেবং কাশ্যপং কৃপয়া তদা ॥৮৪॥ শাকল্য উবাচ। অস্য পাপস্য শান্ত্যর্থমুপায়ং প্রবদামি তে। তৎকর্ত্তব্যং ত্বয়া শীঘ্রং বিলম্বং মা কৃথা দ্বিজ ॥ ৮৫ ॥ সুবর্ণমুখরীতীরে লক্ষ্মীপতিনিবাসভূঃ। বেঙ্কটাদ্রিরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ ॥ ৮৬ ॥ তস্মিন্ শেষগিরৌ পুণ্যে সুরাসুরনমস্কৃতে। ব্রহ্মহত্যাসুরাপানস্বর্ণস্তেয়াদিনাশকে ॥ ৮৭ ॥ স্বামিপুষ্করিণী চেতি সর্ব্বপাপাপনোদিনী। উত্তরে শ্রীনিবাসস্য বর্ত্ততে মঙ্গলপ্রদা ॥ ৮৮ ॥ তং গত্বা বেঙ্কটং শৈলং স্বামিপুষ্ক-

---

ও মোহবশত যে ব্যক্তি বিষরোগাতুর নরকে রক্ষা করে না, সে—ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপী, স্তেয়ী, গুরুতল্পগ, সংসর্গদোষ-দুষ্ট; তাহার কদাচ নিষ্কৃতি নাই; কন্যাবিক্রয়ী, হয়বিক্রয়ী এবং কৃতঘ্ন শাস্ত্রে ইহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত আছে; কিন্তু বিষচিকিৎসা জানিয়াও যে ব্যক্তি বিষাতুরকে রক্ষা না করে, অযুত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও তাহার নিষ্কৃতি হয় না। সুকৃতী ব্যক্তি তাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিবেন না, তাহার সহিত সম্ভাষণ, এবং তথাবিধ মানবকে কদাচ দর্শনও করিবেন না। ঐরূপ ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণমাত্রও করিলে মহাপাতকভাগী হইতে হয়। মহারাজ পরীক্ষিত ধার্ম্মিক এবং পুণ্যশ্লোক, তিনি বিষ্ণুভক্ত, মহাযোগী, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ্যের রক্ষিতা এবং তিনি ভক্তিসহকারে ব্যাসনন্দন শুকসমীপে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন; আপনি তাঁহাকে রক্ষা না করিয়া তক্ষকের বাক্যে যে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই জন্যই বিপ্রেন্দ্রগণ ও আপনার বান্ধবেরা আপনাকে নিন্দা করিয়া থাকে। মহারাজ পরীক্ষিত যদ্যপি ক্ষণকালও জীবিত থাকেন, এইরূপ বিয়া পণ্ডিতগণের মরণ পর্য্যন্ত তাঁহার চিকিৎসা করা উচিত; মুমূর্ষু মানবের প্রাণ যে পর্য্যন্ত কণ্ঠাগত হয়, তাবৎকালাবধি চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য; কেননা কালের কুটিলা গতি। চিকিৎসাশাস্ত্র-সাগরের পারগামী পণ্ডিতগণ এই সকল শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি চিকিৎসাশক্ত হইয়াও চিকিৎসা করেন নাই এবং অর্দ্ধপথ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তজ্জন্যই আপনি নিন্দিত। অনন্তর শাকল্য কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া কাশ্যপ প্রত্যুত্তর করিলেন। কাশ্যপ বলিলেন,—হে সুব্রত! আমার এই দোষ শান্তির নিমিত্ত উপায় বলুন। হে শাকল্য! যেরূপ করিলে আমার সুহৃদ্ বান্ধবগণ আমাকে গ্রহণ করে, হে হরবল্লভ! আমার প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করিয়া আমাকে বিহিত উপায় বলিয়া দিউন। অনন্তর কৃপাপরবশ মুনীশ্বর শাকল্য কাশ্যপ কর্ত্তৃক নিবেদিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। শাকল্য বলিলেন,—হে দ্বিজ ।৬৭-৮৪। আপনার এই পাপপ্রশমনের জন্য উপায় বলিতেছি, আপনি সত্বর তাহা পালন করুন, বিলম্ব করিবেন না। সুবর্ণমুখরীতীরে সর্ব্বলোকপূজিত বিখ্যাত বেঙ্কটাদ্রি; ঐ বেঙ্কটাদ্রি রমাপতি বিষ্ণুর বাসভূমি। উহার অপর নাম শেষগিরি; সেই সুরাসুর-পূজিত পুণ্য শেষগিরি—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান এবং স্বর্ণস্তেয়াদি-জনিত সকল পাপ বিনাশ করে; তথায় সর্ব্বপাপবিনাশিনী বিখ্যাত স্বামিপুষ্করিণী; ঐ মঙ্গলদায়িনী স্বামিপুষ্করিণী শ্রীনিবাসের আবাসের উত্তরে বিরাজিত। আপনি ঐ বেঙ্কটশৈলে গমন করিয়া স্নান-

রিণীং শুভাম্। স্নাত্বা সঙ্কল্পপূর্ব্বং তু বরাহস্বামিনং হরিম্ ॥ ৮৯ ॥ সেবিত্বা পশ্চিমে তীরে নির্গত-হরিমন্দিরম্। গত্বা তত্র বিধানেন স্বর্ণাচলনিবাসিনম্ ॥ ৯০ ॥ শ্রীনিবাসং পরং দেবং ভক্তানামভয়প্রদম্। শঙ্খচক্রধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্ ॥৯১॥ দৃষ্ট্বা নির্ধূতপাপোঽসি সংশয়ং মা কৃথা দ্বিজ। শাকল্যেনৈবমুক্তস্তু কাশ্যপো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৯২ ॥ গত্বা বেঙ্কটশৈলেন্দ্রং সুরাসুরনমস্কৃতম্। পুষ্করিণ্যাং শুভায়াং তু স্নাতো নিয়মপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৩ ॥ স্বস্থোঽভূৎ কাশ্যপো বিপ্রো বিষবিদ্যাব্ধিপারগঃ। সর্ব্বৈঃ বন্ধুজনা বিপ্রাঃ কাশ্যপং ব্রাহ্মণোত্তমম্ ॥ ৯৪ ॥ পূজয়িত্বা বিধানেন পূজ্যোঽসি ন চ সংশয়ঃ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা বেঙ্কটাচলবৈভবম্ ॥ ৯৫ ॥ যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীবেঙ্কটাচলস্থস্বামিপুষ্করিণী-
মাহাত্ম্যে কাশ্যপদোষনিবৃত্তির্নামৈকা-
দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ। সূত সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ বেদবেদাঙ্গপারগ। শ্রীস্বামিপুষ্করিণ্যাশ্চ বৈভবং বদ নঃ প্রভো ॥ ১ ॥ যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ মুক্তঃ স্যান্মানবো ভুবি ॥ ২ ॥ শ্রীসূত উবাচ। স্বামিতীর্থং প্রশংসন্তি স্নান্তি বা কথয়ন্তি যে। অষ্টাবিংশতিভেদাংস্তে নরকান্নোপভুঞ্জতে ॥ ৩ ॥ তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবৌ। কুম্ভীপাকং কালসূত্রমসিপত্রবনং তথা ॥ ৪ ॥ কৃমিভক্ষোঽন্ধকূপশ্চ সন্দংশঃ শাল্মলী তথা। লালাভক্ষো হ্যবীচিশ্চ সারমেয়াদনং তথা ॥৫॥ তথৈব বজ্রকণকঃ ক্ষারকর্দ্দমপাতনম্। রক্ষোগণাশনং চাপি শূলপ্রোতনিরোধনম্ ॥ ৬ ॥ তিরোধানাভিধং বিপ্রাস্তথা সূচীমুখাভিধম্। পূযশোণিতভক্ষঞ্চ বিষাগ্নিপরিপীড়নম্ ॥ ৭ ॥ অষ্টাবিংশতিসংখ্যাতমেতন্নরকসঞ্চয়ম্। ন যাতি মনুজো বিপ্রাঃ স্বামিতীর্থনিমজ্জনাৎ ॥ ৮ ॥ বিত্তাপত্যকলত্রাণাং যোঽন্যেষামপহারকঃ। স কালপাশবদ্ধোঽয়ং যমদূতৈর্ভয়ানকৈঃ ॥ ৯ ॥ তামিস্রে নরকে ঘোরে

পূর্ব্বক স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করুন এবং বরাহরূপী হরিকে সেবা করিয়া পশ্চিমতীরে নির্গমন করুন। তথায় এক হরিমন্দির আছে, অনন্তর ঐ হরিমন্দিরে গমনপূর্ব্বক ভক্তগণের অভয়প্রদ শঙ্খচক্রধর বনমালাবিভূষিত স্বর্ণাচলনিবাসী পরমদেব শ্রীনিবাসকে বিধিপূর্ব্বক দর্শন করিয়া সর্ব্বপাপবিমুক্ত হউন; হে দ্বিজ! আপনি এবিষয়ে সংশয় করিবেন না। অনন্তর ভিষগ্‌বিদ্যাপারগ মুনিপুঙ্গব কাশ্যপ, শাকল্যের আদেশে সুরাসুরনমস্কৃত বেঙ্কটাচলে গমন ও তত্রত্য শোভন স্বামিপুষ্করিণীতে নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিয়া সুস্থ হইলেন। তখন তদীয় বান্ধবগণ সেই ব্রাহ্মণোত্তমকে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিলেন,—"হে বিপ্র! আপনি পূজ্য, সংশয় নাই।" হে বিপ্রগণ! এই আপনাদের নিকট বেঙ্কটাচলের বিভূতি কীর্ত্তন করিলাম, যে নর ভক্তিপূর্ব্বক এই বেঙ্কটমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। ৮৫—৯৬।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বেদবেদাঙ্গপারগ সূত! যাঁহার স্মরণমাত্র মানব মুক্তিলাভ করে, হে প্রভো! আপনি আমাদিগের নিকট সেই স্বামিপুষ্করিণীর ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রগণ! যাঁহারা স্বামিপুষ্করিণীর কীর্ত্তন, প্রশংসা, কিম্বা তথায় স্নান করেন তাঁহারা অষ্টাদশপ্রকার নরক ভোগ করেন না। তামিস্র অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, কৃমিভক্ষ, অন্ধকূপ সন্দংশ, শল্মলী, লালাভক্ষ, অবীচি, সারমেয়াদন, বজ্রকণক, ক্ষারপাতন, কর্দ্দমপতন, রক্ষোগণাশন, শূলনিরোধন, প্রোতনিরোধন, তিরোধান, সূচীমুখ, পূযভক্ষ, শোণিতভক্ষ, বিষাগ্নিপরিপীড়ন,—নরকসমূহের এই অষ্টাবিংশতি ভেদ; হে বিপ্রগণ যে মানব স্বামিতীর্থে নিমজ্জন করেন, তাহাকে এই অষ্টাবিংশতি নরকে গমন করিতে হয় না। যে ব্যক্তি বিত্ত, অপত্য, কলত্র, কিংবা অন্য কোন বস্তু অপহরণ করে; ভীষণ যমদূতগণ তাহাকে কালপাশে বন্ধন করিয়া ঘোর তমিস্র নরকে বহুবৎসর যাবৎ পাতিত করে; কিন্তু এবংবিধ পাপকারীও যদি স্বামি-

পাত্যন্তে বহুবৎসরম্। স্নাতি চেৎস্বামিতীর্থে স তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে॥ ১০॥ মাতরং পিতরং বিপ্রান্ যো দ্বেষ্টি পুরুষাধমঃ। স কালসূত্রনরকে বিস্তৃতাযুতযোজনে॥ ১১॥ অধস্তাদগ্নিসন্তপ্তে ঊর্দ্ধ্যার্কমরীচিভিঃ। স্থলে তাম্রময়ে বিপ্রাঃ পাত্যতে ক্ষুধয়ার্দ্দিতঃ॥ ১২॥ স্নাতি চেৎপুষ্করিণ্যাং বৈ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। যো দেবমার্গমুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে কুপথে নরঃ॥ ১৩॥ সোঽসিপত্রবনে ঘোরে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ। স্নাতি চেৎস্বামিতীর্থে তু তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে॥ ১৪॥ যোঽশ্নাতি পংক্তিভেদেন পক্বং সূপাদিকং নরঃ। অকৃত্বা পঞ্চযজ্ঞান্ বা ভুঙ্ক্তে মোহেন স দ্বিজাঃ॥ ১৫॥ পাত্যতেঽয়ং যমভটৈ-র্নরকে কৃমিভোজনে। ভক্ষ্যমাণঃ কৃমিশতৈর্ভক্ষয়ন্ কৃমিসঞ্চয়ান্॥ ১৬॥ স্বয়ঞ্চ কৃমিভূতঃ সংস্তিষ্ঠেদ্যাব-দঘক্ষয়ম্। স্নাতি চেৎস্বামিতীর্থে বৈ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে॥ ১৭॥ যো হরেদ্বিপ্রবিত্তানি স্নেহেন বলতোঽপি বা। অন্যেষামপি বিত্তানি রাজা তৎ-পুরুষোঽপি বা॥ ১৮॥ অয়োময়াগ্নিকুণ্ডেষু সন্দংশৈঃ সোঽপি পীড়িতঃ। সন্দংশে নরকে ঘোরে পাত্যতে যম পুরুষৈঃ॥ ১৯॥ স্নাতি চেৎস্বামিতীর্থে তু তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। অগম্যাং যোঽভিগচ্ছেত্ত স্ত্রিয়ং বৈ পুরুষাধমঃ॥ ২০॥ অগম্যং পুরুষং যোষিদভিগচ্ছেত্ত বা দ্বিজাঃ। তাবয়োময়নারীঞ্চ পুরুষং চাপ্যয়োময়ম্॥ ২১॥ তপ্তাবালিঙ্গ্য তিষ্ঠেতাং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরম্। সূচ্যাখ্যে নরকে ঘোরে পাত্যেতে যমকিঙ্করৈঃ॥ ২২॥ স্নাতি চেৎস্বামিতীর্থে চ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। বাধতে সর্ব্বজন্তূন্ যো নানোপায়ৈরুপ-দ্রবৈঃ॥ ২৩॥ শাল্মলীনরকে ঘোরে পাত্যতে বহুকণ্টকে। স্নাতি চেৎস্বামিতীর্থে তু তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে॥ ২৪॥ রাজা বা রাজভৃত্যো বা যঃ পাষণ্ডমনুব্রতঃ। ভেদকো ধর্ম্মসেতূনাং বৈতরণ্যাং নিপাত্যতে॥ ২৫॥ স্নাতি চেৎস্বামিতীর্থে তু তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। বৃষলীসঙ্গদুষ্টো বা শৌচাদ্যা-চারবর্জ্জিতঃ॥ ২৬॥ ত্যক্তলজ্জস্ত্যক্তবেদঃ পশুচর্য্যা-রতঃ সদা। স পূয়বিষ্ঠামূত্রাসৃক্শ্লেষ্মপিত্তাদি-পূরিতে॥ ২৭॥ অতিবীভৎসনরকে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ। স্নাতি চেৎস্বামিতীর্থে তু তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে॥ ২৮॥ যঃ শ্বভির্গর্দ্দভৈর্ব্বন্যান্ বাণৈর্ব্বা বাধতে মৃগান্। স বিধ্যমানো বাণৌঘৈঃ পরত্র

তীর্থে স্নান করে, তবে সে ঐরূপ তামিস্র নরকে পাতিত হয় না। যে পুরুষাধম মাতা, পিতা কিংবা বিপ্রগণের দ্বেষ করে, হে বিপ্রগণ! অযুত যোজন বিস্তৃত কালসূত্র নরকে তাহার পতন হয় এবং ঐ যমদূতগণ ক্ষুধার্দ্দিত নারকীকে অধোদিকে অগ্নি ও উপরে রবি কিরণ দ্বারা সন্তপ্ত তাম্রময় স্থলে পাতিত করে। যদি ঐরূপ নারকীও স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করে, তবে নরকে তাহার পতন হয় না। যে ব্যক্তি বেদমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া কুপথে গমন করে, যমকিঙ্করগণ তাহাকে অসিপত্রবনে নিক্ষেপ করে; কিন্তু স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করিলে ঐরূপ পতন হয় না। হে দ্বিজগণ! যে মানব পংক্তিভেদে পক্ব সূপাদি ভক্ষণ কিংবা পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া মোহবশতঃ ভক্ষণ করে যমদূতগণ তাহাকে কৃমিভোজন নরকে পাতিত করে, কখন কৃমিগণ পাতকীকে আবার কখনও বা নারকী ব্যক্তি কৃমিকুলকে ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং যে পর্য্যন্ত পাপক্ষয় না হয়, পাতকী তাবৎ-কাল কৃমি হইয়া বাস করে; কিন্তু স্বামিতীর্থে স্নান করিলে ঐরূপ নরকে পতন হয় না। স্নেহ দেখাইয়া বা বলপূর্ব্বককোন রাজপুরুষ বা রাজা বিপ্রবিত্ত কিংবা অন্য কাহারও ধন হরণ করিলে লৌহময় অগ্নি-কুণ্ডে পতিত ও সন্দংশ দ্বারা পীড়িত হইয়া যমদূত-গণ কর্ত্তৃক সন্দংশ নরকে পতিত হয়; কিন্তু স্বামি-তীর্থস্নানে তাহাকে তথাবিধ নরকে পতিত হইতে হয় না। হে দ্বিজগণ! যে পুরুষাধম অগম্যা স্ত্রীগমন কিংবা যে নিন্দিতা স্ত্রী অগম্য পুরুষের সেবা করে, এই পুরুষ-স্ত্রী উভয়কেই যথাক্রমে অয়োময় প্রতপ্ত নারী ও পুরুষের সহিত আলিঙ্গন করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহাতে সঙ্গীত থাকিতে হয় এবং যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে সূচীনামক নরকে পাতিত করে। কিন্তু স্বামিতীর্থ-স্নানে ঐরূপ পতন হয় না। বিবিধ উপদ্রব দ্বারা যে নর নিখিল প্রাণীর পীড়া উৎ-পাদন করে, বহুকণ্টকাকীর্ণ শাল্মলী নরকে তাহার পতন হয়; কিন্তু স্বামিতীর্থে স্নান করিলে তাহার নরকে পতন হয় না। রাজা কিংবা রাজ-ভৃত্য যদি পাষণ্ডের অনুগমন কিংবা ধর্ম্মসেতুভেদ করে, তবে বৈতরণীতে পতিত হয়; কিন্তু স্বামিতীর্থে স্নান করিলে নরকগমন হয় না। বৃষলীসঙ্গদুষ্ট শৌচাচাররহিত, নির্লজ্জ, বেদত্যাগী এবং সতত পশুচর্য্যারত ব্যক্তিকে, যমকিঙ্করগণ পূয, বিষ্ঠা, শোণিত, শ্লেষ্মা এবং পিত্তাদিপূরিত অতি বীভৎস নরকে পাতিত করে, কিন্তু স্বামিতীর্থে স্নান করিলে তথাবিধ নরকে পতন হয় না। যে ব্যাধ কুক্কুর

যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২৯ ॥ প্রাণরোধাখ্যনরকে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ। স্নাতি চেৎস্বামিতীর্থে তু তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে ॥ ৩০ ॥ দাম্ভিকো যঃ পশূন্ যজ্ঞে বিধ্যনুষ্ঠানবর্জ্জিতঃ। হন্ত্যসৌ পরলোকেষু বৈশসে নরকে দ্বিজাঃ ॥ ৩১ ॥ কর্ত্ত্যমানো যমভটৈঃ পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ। স্নাতি চেৎপুষ্করিণ্যাং বৈ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে ॥ ৩২ ॥ আত্মভার্য্যাং সবর্ণাং যো রেতঃ পায়য়তে যদি। পরত্র রেতঃপায়ী স রেতঃকুণ্ডে নিপাত্যতে ॥ ৩৩ ॥ স্নাতি চেৎপুষ্করিণ্যাং বৈ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। যো দস্যুর্ম্মার্গমাশ্রিত্য গরদো গ্রামদাহকঃ ॥ ৩৪ ॥ বণিগ্দ্রব্যাপহারী চ স পরত্র দ্বিজোত্তমাঃ। বজ্রদংষ্ট্রাভিধে ঘোরে পাত্যতে নরকে চিরম্ ॥ ৩৫ ॥ স্নাতি চেৎস্বামিতীর্থে তু তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। বিদ্যন্তে যানি চান্যানি নরকাণি পরত্র বৈ ॥ ৩৬ ॥ তানি নাপ্নোতি মনুজঃ স্বামিতীর্থনিমজ্জনাৎ। পুষ্করিণ্যাং সকৃৎস্নানাদশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৩৭ ॥ আত্মবিদ্যা ভবেৎ সাক্ষান্মুক্তিশ্চাপি চতুর্ব্বিধা। ন পাপে রমতে বুদ্ধির্ন ভবেদ্দুঃখমেব বা ॥ ৩৮ ॥ তুলাপুরুষদানেন যৎফলং লভ্যতে নরৈঃ। তৎফলং লভ্যতে পুম্ভিঃ স্বামিতীর্থনিমজ্জনাৎ ॥ ৩৯ ॥ গোসহস্রপ্রদানেন যৎপুণ্যং হি ভবেন্নৃণাম্। তৎপুণ্যং লভতে মর্ত্ত্যঃ স্বামিতীর্থনিমজ্জনাৎ ॥ ৪০ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যং যমিচ্ছতি পুরুষঃ। তং তং সদ্যঃ সমাপ্নোতি স্বামিতীর্থনিমজ্জনাৎ ॥ ৪১ ॥ মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। সদ্যঃ পূতো ভবেদ্বিপ্রাঃ স্বামিতীর্থনিমজ্জনাৎ ॥ ৪২ ॥ প্রজ্ঞা লক্ষ্মীর্যশঃ সম্পজ্জ্ঞানং ধর্ম্মো বিরক্ততা। মনঃশুদ্ধির্ভবেন্নৃণাং স্বামিতীর্থনিষেবণাৎ ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মহত্যাযুতঞ্চাপি সুরাপানাযুতং তথা। অযুতং গুরুদারাণাং গমনং পাপকারিণাম্ ॥ ৪৪ ॥ স্তেয়াযুতং সুবর্ণানাং তৎসংসর্গাশ্চ কোটিশঃ। শীঘ্রং বিলয়মায়ান্তি স্বামিতীর্থনিমজ্জনাৎ ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মহত্যাসমানানি সুরাপানসমানি চ। গুরুস্ত্রীগমনেনাপি যানি তুল্যানি চাস্তিকাঃ ॥ ৪৬ ॥ সুবর্ণস্তেয়তুল্যানি তৎসংসর্গসমানি চ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি স্বামিতীর্থনিমজ্জনাৎ ॥ ৪৭ ॥ উক্তেষেতেষু সন্দেহো

কিংবা বাণদ্বারা বন্য মৃগগণকে পীড়িত করে, অন্তকালে যমকিঙ্করগণও তাহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া থাকে এবং তাহাকে প্রাণরোধনামক নরকে পাতিত করে; ঐরূপে নারকীও যদি স্বামিতীর্থে স্নান করে, তবে তাহাকে তথাবিধ নরকে গমন করিতে হয় না। হে দ্বিজগণ! অনুষ্ঠান ও বিধিবর্জ্জিত হইয়া যে দাম্ভিক যজ্ঞে পশুহনন করে, যমকিঙ্করগণ তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বৈশাস নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে; কিন্তু স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করিলে তদৃশ নরকভোগ হয় না। যে জন স্বীয় সবর্ণাস্ত্রীকে রেতঃপান করায়, সে পরত্র রেতঃপায়ী হয় এবং যমদূতগণ তাহাকে রেতঃকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, কিন্তু স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করিলে তথাবিধ নরক ভোগ হয় না। হে দ্বিজোত্তমগণ। যে দস্যু পথে অবস্থিত হইয়া বিষপ্রদান, গ্রামদাহ কিম্বা বণিক দ্রব্য হরণ করে, পরকালে বজ্রদংষ্ট্রনামক নরকে তাহাকে চিরপতিত হইতে হয়; কিন্তু স্বামিতীর্থের স্নানপ্রভাবে তাদৃশ নরকে পতন হয় না। অধিক বলিব কি, অন্যান্য যে সকল নরক আছে, মানব স্বামিতীর্থে নিমজ্জন করিয়া পরকালে আর ঐ সকল নরক দর্শন করে না। যে ব্যক্তি স্বামিপুষ্করিণীতে একবারমাত্র স্নান করে, তাহার অশ্বমেধফল লাভ, আত্মবিদ্যার সাক্ষাৎকার এবং চতুর্ব্বিধ মুক্তি হয়; তাহার বুদ্ধি পাপে রত হয় না, কদাচ দুঃখ হয় না এবং তুলাপুরুষদানে মানবগণ যে ফললাভ করে, স্বামিপুষ্করিণী-নিমজ্জনেও তাদৃশ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সহস্র গোপ্রদানে মানবের যে ফল লাভ হয়, মানব স্বামিতীর্থে নিমজ্জন করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, পুরুষ ইহার যে কোনটী ইচ্ছা করে, স্বামিতীর্থমজ্জনে সদ্যঃ তাহা লাভ হয়। হে বিপ্রগণ! মহাপাতকযুক্ত কিংবা সর্ব্বপাতকযুক্ত মানবও স্বামিতীর্থ নিমজ্জনে সদ্য পূত হয়। প্রজ্ঞা, লক্ষ্মী, যশঃ, সম্পৎ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিরাগতা, মনঃশুদ্ধি—স্বামিতীর্থনিষেবণে মানবের এই সকল লাভ হয়। ব্রহ্মহত্যাযুক্ত হউক, সুরাপানযুক্ত হউক, কিংবা অযুত গুরুদারগমন করুক, অযুত সুবর্ণ চুরি করুক, কোটি কোটি সুবর্ণস্তেয়ীর সংসর্গ করুক—স্বামিতীর্থনিষেবণে সত্বর ঐ সকল পাপ বিলীন হয়। আস্তিকগণ কহিয়া থাকেন,—ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানে যে পাপ সঞ্চিত হয়, মাত্র এক গুরুস্ত্রীগমনজন্য পাপ উহার সমান; এবং সুবর্ণস্তেয়ী ও তৎসংসর্গকারী এ উভয়েই তুল্যপাপী; কিন্তু একমাত্র স্বামিতীর্থনিষেবণে তথাবিধ সর্ব্বপ্রকার পাতক বিনষ্ট হয়। স্বামিতীর্থমহিমায় অশ্রদ্ধ

ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন। জিহ্বাগ্রে পরশুং তপ্তং প্রক্ষিপন্তি চ কিঙ্করাঃ ॥ ৪৮ ॥ অর্থবাদমিমং সর্ব্বং ব্রুবন্ বৈ নরকং ব্রজেৎ। শূকরঃ স হি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৪৯ ॥ অহো মৌর্খ্যমহো মৌর্খ্যমহো মৌর্খ্যং দ্বিজোত্তমাঃ। স্বামিতীর্থাভিধে তীর্থে সর্ব্বপাতকনাশনে ॥ ৫০ ॥ অদ্বৈতজ্ঞানদে পুংসাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি। ইষ্টকামপ্রদে নিত্যং তথৈবাজ্ঞাননাশনে ॥ ৫১ ॥ স্থিতেঽপি তদ্বিহায়ায়ং রমতেঽন্যত্র বৈ জনঃ। অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥ ৫২ ॥ স্নাতস্য স্বামিতীর্থে তু নাস্ত্যন্তকাদ্ভয়মপি বৈ। স্বামিতীর্থং পশ্যন্তি তত্র স্নান্তি চ যে নরাঃ ॥ ৫৩ ॥ স্তুবন্তি চ প্রশংসন্তি স্পৃশন্তি চ নমন্তি চ। ন পিবন্তি হি তে স্তন্যং মাতৄণাং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ৫৪ ॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ স্বামিতীর্থস্য বৈভবম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং সর্ব্বপাপনিবর্হণম্ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীস্বামিপুষ্করিণীতীর্থমহিমানুবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ব্যক্তিগণের মহানরকপ্রাপ্তি হয়। এই যাহা কথিত হইল, ইহাতে সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে। এই সকল মাহাত্ম্যে শ্রদ্ধাহীন হইলে যমকিঙ্করগণ জিহ্বায় তপ্ত পরশু নিক্ষেপ করে, যে ব্যক্তি এই সকল বিষয়ে হেতুবাদের অবতারণা করে, সে নরকে পতিত হয় এবং সে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃত শূকর বলিয়া অভিহিত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! অহো কি মূর্খতা! কি মূর্খতা!! কি মূর্খতা!!! পুরুষগণের অদ্বৈতজ্ঞানপ্রদ সর্ব্বপাপপ্রণাশন্ ভুক্তি মুক্তিদায়ক অভীষ্টকামদাতা এবং নিত্য অজ্ঞাননাশন স্বামিতীর্থ থাকিতেও এই পরম তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া মানব অন্যত্র রতি প্রদর্শ করে! অহো! মোহের কি মাহাত্ম্য? আমি উহা বলিতে সমর্থ নহি। স্বামিতীর্থের স্নানকারীর অন্তক হইতে ভয় নাই। হে দ্বিজসত্তমগণ! যে সকল লোক স্বামিতীর্থ দর্শন, স্পর্শন, প্রশংসা বা তথায় স্নান কিম্বা তাহার স্তব করেন; তাঁহাদের আর মাতৃস্তন পান করিতে হয় না। হে বিপ্রগণ! এই আপনাদের নিকট স্বামিতীর্থের ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিলাম। এই তীর্থ মানবগণের ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ ও সর্ব্বপাপ বিদূরিত করে। ৯—৫৫।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। ভূয়োঽপি সম্প্রবক্ষ্যামি স্বামিতীর্থস্য বৈভবম্। যুষ্মাকমাদরেণাহং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ॥ ১ ॥ নন্দো নাম মহারাজঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ। ধর্ম্মেণ পালয়ামাস সাগরান্তাং ধরামিমাম্ ॥ ২ ॥ তস্য পুত্রঃ সমভবদ্ধর্ম্মগুপ্ত ইতি স্মৃতঃ। রাজ্যরক্ষাধুরং নন্দো নিজপুত্রে নিধায় সঃ ॥ ৩ ॥ জিতেন্দ্রিয়ো জিতাহারঃ প্রবিবেশ তপোবনম্। তাতে তপোবনং যাতে ধর্ম্মগুপ্তাভিধো নৃপঃ ॥ ৪ ॥ মেদিনীং পালয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো নীতিতৎপরঃ। ঈজে বহুবিধৈর্যজ্ঞৈর্দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণানাং দদৌ বিত্তং ক্ষেত্রাণি চ বহূনি সঃ। সর্ব্বে স্বধর্ম্মনিরতাস্তস্মিন্ রাজনি শাসতি ॥ ৬ ॥ কদাচিন্নাভবন্ পীড়াস্তস্মিংশ্চোরাদিসম্ভবাঃ। কদাচিদ্ধর্ম্মগুপ্তোঽয়মারুহ্য তুরগোত্তমম্ ॥ ৭ ॥ বনং বিবেশ বিপ্রেন্দ্রা মৃগয়ারসকৌতুকী। তমালতালহিন্তালকুরবাকুলদিঙ্মুখে ॥ ৮ ॥ বিচচার বনে তস্মিন্ সিংহব্যাঘ্রভয়ানকে। মত্তালিকুলসন্নাদসম্মূর্চ্ছিতদিগন্তরে ॥ ৯ ॥ পদ্মকহ্লারকুমুদনীলোৎপলবনাকুলে। তটাকে রস-

---

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ! আপনাদের শ্রদ্ধাদর্শনে আমি পুনরায় স্বামিতীর্থের বিভূতি কীর্ত্তন করিতেছি। সোমবংশসম্ভব রাজা নন্দ ধর্ম্মানুসারে এই সাগরান্তা বসুন্ধরা পালন করিতেন। তাঁহার এক তনয় নাম ধর্ম্মগুপ্ত। জিতেন্দ্রিয় জিতাহার রাজা নন্দ, নিজ তনয়ের উপর রাজ্যরক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া তপোবনে গমন করিলে নীতিতৎপর ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র ধর্ম্মগুপ্ত মেদিনী পালন করেন এবং বহুবিধ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের পূজা করেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে ধন ও বহু ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহার শাসনকালে সকলেই স্বধর্ম্মনিরত ছিল এবং কদাচ চৌর্য্যজনিত পীড়া তাঁহার রাজ্যে প্রভাব পায় নাই। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অনন্তর মৃগয়ারসকৌতুক রাজা ধর্ম্মগুপ্ত একদা এক উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। ঐ বনের সকল দিক্—তাল, তমাল, হিন্তাল, কুরব ও বকুল তরুরাজি দ্বারা সমাকুল, তথায় ভীষণ সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রগণ বিচরণ করিতেছে; মত্ত অলিকুলের ঝঙ্কারে দিগ্দিগন্তর সম্মূর্চ্ছিত হইয়াছে; কমল, কহ্লার, কুমুদ, নীলোৎপল

সম্পূর্ণে তপস্বিজনমণ্ডিতে ॥ ১০ ॥ তস্মিন্ বনে সঞ্চরতো ধর্ম্মগুপ্তস্য ভূপতেঃ। অতূদ্বিভাবরী বিপ্রা-স্তমসাবৃতদিঙ্মুখা ॥ ১১ ॥ রাজাপি পশ্চিমাং সন্ধ্যা-মুপাস্য বিনয়ান্বিতঃ। জজাপ চ বনে তত্র গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥ ১২ ॥ সিংহব্যাঘ্রাদিভীত্যাস্মিন বৃক্ষ-মেকং সমাশ্রিতে। রাজপুত্রে তদর্ত্তাসমৃক্ষঃ সিংহ-ভয়ার্দ্দিতঃ ॥ ১৩ ॥ অন্বধাবত বৃক্ষং তমেকঃ সিংহো বনেচরঃ। অনুক্রতঃ স সিংহেন ঋক্ষো বৃক্ষমুপা-রুহৎ ॥ ১৪ ॥ আরুহ্য ঋক্ষো বৃক্ষং তং দদর্শ জগতী-পতিম্। বৃক্ষস্থিতং মহাত্মানং মহাবলপরাক্রমম্ ॥ উবাচ ভূপতিং দৃষ্ট্বা ঋক্ষোঽহং বনগোচরঃ। মা ভীতিং কুরু রাজেন্দ্র বৎস্যাবো রজনীমিহ ॥ ১৬ ॥ মহাসত্ত্বো মহাকায়ো মহাদংষ্ট্রসমাকুলঃ। বৃক্ষমূলং সমায়াতঃ সিংহোঽয়মতিভীষণঃ ॥ ১৭ ॥ রাত্র্যর্দ্ধং ভজ নিদ্রাং ত্বং রক্ষ্যমাণো ময়োদ্যতঃ। ততঃ প্রসুপ্তং মাং রক্ষ শর্ব্বর্য্যর্দ্ধং মহামতে ॥ ১৮ ॥ ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সুপ্তে নন্দসুতে হরিঃ। প্রোবাচ ঋক্ষং সুপ্তোঽয়ং নৃপো মে ত্যজ্যতামিতি ॥ ১৯ ॥ তং সিংহমব্রবীদৃক্ষো ধর্ম্মজ্ঞো দ্বিজসত্তমাঃ। ভবান্ ধর্ম্মং ন জানীতে মৃগরাজ বনেচর ॥ ২০ ॥ বিশ্বাস-ঘাতিনাং লোকে মহাকষ্টং ভবত্যহো। ন হি মিত্র-দ্রুহাং পাপং নশ্যেদ্যজ্ঞাযুতৈরপি ॥ ২১ ॥ ব্রহ্ম-হত্যাদিপাপানাং কথঞ্চিন্নিষ্কৃতির্ভবেৎ। বিশ্বাস-ঘাতিনাং পাপং ন নশ্যেজ্জন্মকোটিভিঃ ॥ ২২ ॥ নাহং মেরুং মহাভারং মন্যে পঞ্চাস্য ভূতলে। মহাভার-মিমং মন্যে লোকবিশ্বাসঘাতকম্ ॥ ২৩ ॥ এব-মুক্তোঽথ ঋক্ষেণ সিংহস্তূষ্ণীং বভূব হ। ধর্ম্মগুপ্তে প্রবুদ্ধে তু ঋক্ষঃ সুষ্বাপ ভূরুহে ॥ ২৪ ॥ ততঃ সিংহোঽব্রবীদ্ভূপমেনমৃক্ষং ত্যজস্ব মে। এবমুক্তোঽথ সিংহেন রাজা সুপ্তমশঙ্কিতঃ ॥ ২৫ ॥ স্বাঙ্কন্যস্ত-শিরস্কং তমৃক্ষং তত্যাজ ভূতলে। পাত্যমানস্ততো রাজ্ঞা সমালম্বিতপাদপঃ ॥ ২৬ ॥ ঋক্ষঃ পুণ্যবশাদ্-বৃক্ষান্ন পপাত মহীতলে। স ঋক্ষো নৃপমভ্যেত্য কোপাদ্বাক্যমভাষত ॥ ২৭ ॥ কামরূপধরো রাজন্নহং ভৃগুকুলোদ্ভবঃ। ধ্যানকাষ্ঠাভিধো নাম্না ঋক্ষরূপ-

---

প্রভৃতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং রসাপূর্ণ ক্ষুদ্র তটভূমি তপস্বিজন দ্বারা মণ্ডিত হওয়ায় ঐ বন এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হে বিপ্রগণ! রাজা ধর্ম্মগুপ্ত বনে বিচরণ করিতেছেন; ক্রমে রাত্রি আসিল,—হঠাৎ অন্ধকারে সকল দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর বিনয়ী রাজা, সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সেই বনে বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। রাজা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু হইতে ভীত হইয়া এক বৃক্ষের আশ্রয় লই-লেন। তিনি দেখিলেন,—সিংহ হইতে ভীত হইয়া এক ভল্লুকও সেই বৃক্ষের উপর আরোহণ করিল এবং বৃক্ষারোহণ করিয়া রাজাকে দেখিতে পাইল। অনন্তর মহাত্মা মহাবলপরাক্রম রাজাকে বৃক্ষে অবস্থিত দেখিয়া ঋক্ষ বলিল,—হে রাজেন্দ্র! আপনি ভীত হইবেন না, আমরা উভয়েই রাত্রিতে এই বৃক্ষে বাস করিব। এই মহাসত্ত্ব মহাকায় মহাদংষ্ট্রা-সমাকুল অতি ভীষণ সিংহ বৃক্ষমূলে আসিতেছে। হে মহামতে! আপনি আমাকর্ত্তৃক রক্ষ্যমাণ হইয়া রাত্রির অর্দ্ধ নিদ্রিত থাকুন এবং অপরার্দ্ধ আমি নিদ্রা যাইব, আপনি জাগিয়া থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন। রাজা ও ঋক্ষের এইরূপ কথোপ-কথন হইলে রাজা নিদ্রা যাইলেন। সিংহ ঋক্ষকে বলিল,—হে ঋক্ষ! রাজা নিদ্রিত হইয়াছেন, তাঁহাকে নিক্ষেপ কর।১—১৯। হে দ্বিজসত্তমগণ! ধর্ম্মজ্ঞ ঋক্ষ সিংহের কথায় উত্তর করিল, হে বনেচর মৃগ! তুমি ধর্ম্ম জান না, অহো! ত্রিলোকে বিশ্বাস-ঘাতীর মহাকষ্ট হইয়া থাকে, অযুত যজ্ঞ দ্বারাও মিত্রদ্রোহীর পাপ বিদূরিত হয় না। ব্রহ্মহত্যাদি-জনিত পাপের কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি হয় বটে, কিন্তু কোটি জন্মেও বিশ্বাসঘাতীর পাতক বিনষ্ট হয় না। হে পঞ্চাস্য! ভূতলে আমি মেরুর ভার গুরু মনে করি না, কেবল বিশ্বাস-ঘাতককেই আমি গুরুভার মনে করি। অনন্তর ঋক্ষ এইরূপ বলিলে সিংহ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। তদনন্তর অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে ধর্ম্মগুপ্ত প্রবুদ্ধ হইলেন, ঋক্ষ বৃক্ষশাখায় শয়ন করিল। সিংহ পূর্ব্ববৎ রাজাকে বলিল,—হে ভূপ! ঋক্ষকে পরি-ত্যাগ কর। অনন্তর সিংহের কথা শুনিয়া নৃপ নির্ভীক হৃদয়ে স্বীয় ক্রোড়ে ন্যস্তশিরস্ক সুপ্ত ঋক্ষকে ভূতলে পরিত্যাগ করিলেন। রাজা ফেলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু সে স্বীয় পুণ্যবলে তরু আশ্রয় করিয়া-ছিল, তাই সে ভূতলে পতিত হইল না। অনন্তর ঋক্ষ নৃপসমীপে আগমনপূর্ব্বক কোপভরে বলিল,—হে রাজন্! আমি ঋক্ষ নহি, আমি ভৃগু-বংশসম্ভব, আমার নাম—ধ্যানকাষ্ঠ; আমি কাম-

যথাক্রমং ॥ ২৮ ॥ কস্মাদনাগসং শুক্লমত্যাক্ষীম্মাং ভবান্নৃপ। মচ্ছাপাদতিশীঘ্রং ত্বমুন্মত্তশ্চর ভূতলে ॥ ২৯ ॥ ইতি শপ্ত্বা মুনির্ভূপং ততঃ সিংহমভাষত। ন সিংহস্ত্বং মহাযক্ষঃ কুবেরসচিবঃ পুরা ॥ ৩০ ॥ হিমবদ্গিরিমাসাদ্য কদাচিত্ত্বং বধূসখঃ। অজ্ঞানাদ্গৌতমাভ্যাশে বিহারমতনোর্মুদা ॥ ৩১ ॥ গৌতমোহপ্যুটজাদ্দৈবাৎ সমিদাহরণায় বৈ। নির্গতস্ত্বাং বিবসনং দৃষ্ট্বা শাপমুদাহরৎ ॥ ৩২ ॥ যস্মান্মমাশ্রমেহদ্য ত্বং বিবস্ত্রঃ স্থিতবানসি। অতঃ সিংহত্বমদ্যৈব ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ ইতি গৌতমশাপেন সিংহত্বমগমৎপুরা। কুবেরসচিবো যক্ষো ভদ্রনামা ভবান্ পুরা ॥ ৩৪ ॥ কুবেরো ধর্ম্মশীলো হি তদ্ভৃত্যাশ্চ তথৈব হি। অতঃ কিমর্থং ত্বং হংসি মামৃষিং বনগোচরম্ ॥ ৩৫ ॥ এতৎসর্ব্বমহং ধ্যানাজ্জানামি হি মৃগাধিপ। ইত্যুক্তো ধ্যানকাষ্ঠেন ত্যক্ত্বা সিংহত্বমাশু সঃ ॥ ৩৬ ॥ যক্ষরূপং গতো দিব্যং কুবেরসচিবাত্মকম্। ধ্যানকাষ্ঠমসাবাহ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো মুনিম্ ॥ ৩৭ ॥ অদ্য জ্ঞাতং ময়া সর্ব্বং পূর্ব্ববৃত্তং মহামুনে। গৌতমঃ শাপকালে মে শাপান্তমপি চোক্তবান্ ॥ ৩৮ ॥ ধ্যানকাষ্ঠেন সংবাদ ঋক্ষরূপেণ তে যদা। তদা নির্মুক্ত সিংহত্বং যক্ষরূপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৯ ॥ ইতি মামব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ গৌতমো মুনিপুঙ্গবঃ। অদ্য সিংহত্বনাশান্মে জানামি ত্বাং মহামুনে ॥ ৪০ ॥ ধ্যানকাষ্ঠাভিধং শুদ্ধং কামরূপধরং সদা। ইত্যুক্ত্বা তং প্রণম্যাথ ধ্যানকাষ্ঠং স যক্ষরাট্ ॥ ৪১ ॥ বিমানবরমারুহ্য প্রযযাবলকাপুরীম্। উন্মত্তরূপং তং দৃষ্ট্বা মন্ত্রিণস্তু নৃপোত্তমম্ ॥ ৪২ ॥ পিতুঃ সকাশমানিন্যু রেবাতীরে নৃপোত্তমম্। তস্মৈ নিবেদয়ামাসুর্মতিভ্রংশং সুতস্য চ ॥ ৪৩ ॥ জ্ঞাত্বা তু পুত্রবৃত্তান্তং পিতা বৈ নন্দনস্তদা ॥ ৪৪ ॥ পুত্রমাদায় সহসা জৈমিনেরন্তিকং যযৌ। তস্মৈ নিবেদয়ামাস পুত্রবৃত্তান্তমাদিতঃ ॥ ৪৫ ॥ ভগবন্ জৈমিনে পুত্রো মমাদ্যোন্মত্ততাং গতঃ। অস্যোন্মাদবিনাশায় ব্রূহ্যুপায়ং মহামুনে ॥ ৪৬ ॥ ইতি পৃষ্টশ্চিরং দধ্যৌ

রূপ; ঋক্ষরূপে আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছি। হে নৃপ! আমি নিরাপরাধ, অতএব আপনি কেন আমাকে সিংহের মুখে নিক্ষেপ করিলেন? হে নৃপ! "আপনি আমার শাপে উন্মত্ত হইয়া ভূতলে বিচরণ করুন।" কামরূপী ঋক্ষ রাজাকে এইরূপ অভিশপ্ত করিয়া সিংহকে বলিল,—হে সিংহরূপিন্! তুমিও সিংহ নও, পূর্ব্বকালে কুবেরের সচিব ছিলে, তুমি মহাযক্ষ। তুমি একদা হিমাদ্রিতে পত্নীসহায় হইয়া বিচরণ করিতে করিতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে উপনীত হও এবং আনন্দে বিভোর হইয়া সেই আশ্রমেই বিহার কর; দৈববশে গৌতম তখন সমিধ্ আরোহণের জন্য পর্ণকুটীর হইতে নির্গত হইয়া তোমাকে বিবস্ত্র দর্শন করত শাপবাণী উচ্চারণ করেন,—যে হেতু তুমি আমার আশ্রমে আসিয়া অদ্য বিবস্ত্র হইয়াছ, অতএব তুমি অদ্যই সিংহত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।" মহর্ষি গৌতম পুরাকালে এইরূপ শাপ প্রদান করিলে তুমি সিংহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলে। তুমি কুবেরসচিব, ভদ্রনামা যক্ষ, কুবের একজন ধার্ম্মিক, তাঁহার ভৃত্যগণও তদ্রূপ ধর্ম্মশীল; আমি বনবাসী ঋষি; তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও কেন আমার হিংসা করিতেছ? হে মৃগাধিপ! ধ্যানবলে আমি এ সকল জানিতে পারিতেছি। ধ্যানকাষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সেই সিংহ সিংহরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুবের-সচিবাত্মক দিব্য যক্ষরূপ ধারণ করিল এবং প্রাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া মুনি ধ্যানকাষ্ঠকে বলিল,—হে মহামুনে! অদ্য আমার সকল পুরাবৃত্তই মনে পড়িয়াছে, আপনি যাহা বলিয়াছেন ইহা ঠিকই;—মহর্ষি গৌতম শাপ দিয়া তৎপর শাপান্তও করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন,—ঋক্ষরূপী ধ্যানকাষ্ঠের মুখে যখন এই সংবাদ তোমার সমীপে ব্যক্ত হইবে, তখন সিংহত্ব পরিহার করিয়া যক্ষরূপ প্রাপ্ত হইবে। হে ব্রহ্মন্! মুনিপুঙ্গব গৌতম আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, হে মহামুনে! অদ্য আমার সিংহত্ব বিনষ্ট হওয়ায় আমি জানিতে পারিয়াছি,—আপনি বিশুদ্ধস্বভাব এবং সতত কামরূপধর; আপনার নাম—ধ্যানকাষ্ঠ। অনন্তর যক্ষরাজ এইরূপ বলিয়া ধ্যানকাষ্ঠকে প্রণামপূর্ব্বক বিমানবরে আরোহণ করিয়া অলকাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে উন্মত্ত রাজা স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে মন্ত্রিগণ সেই নৃপসত্তমকে দেখিয়া রেবাতীরস্থ তদীয় পিতার নিকট লইয়া গেলেন এবং তাঁহার তনয় ধর্ম্মগুপ্তের চিত্তভ্রংশতার কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। রাজা পুত্রের বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তনয়সহ জৈমিনির নিকট গমনপূর্ব্বক আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুত্রবৃত্তান্ত সকল তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্ জৈমিনে! সম্প্রতি আমার পুত্র উন্মত্ততা

জৈমিনির্মুনিপুঙ্গবঃ। ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং নৃপ-নন্দনমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥ ধ্যানকাষ্ঠস্য শাপেন হ্যুন্মত্তস্তে সুতোঽভবৎ। তস্য শাপস্য মোক্ষার্থমুপায়ং প্রব্রবীমি তে ॥ ৪৮ ॥ সুবর্ণমুখরীতীরে বেঙ্কটে নাম পর্ব্বতে। সর্ব্বপাপহরে পুণ্যে নানাধাতুবিনির্ম্মিতে ॥ ৪৯ ॥ স্বামিপুষ্করিণী চেতি তীর্থমস্তি মহত্তরম্। পবিত্রাণাং পবিত্রং হি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ॥ ৫০ ॥ শ্রুতিসিদ্ধং মহাপুণ্যং ব্রহ্মহত্যাদিশোধকম্। নীত্বা তত্র সুতং তেঽদ্য স্নাপয়স্ব মহামতে ॥ ৫১ ॥ উন্মাদস্তৎক্ষণাদেব তস্য নঙ্ক্ষ্যেন্ন সংশয়ঃ। ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাসৌ জৈমিনিং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৫২ ॥ নন্দঃ পুত্রং সমাদায় স্বামিপুষ্করিণীং যযৌ। তত্র চ স্নাপয়ামাস পুত্রং নিয়মপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৩ ॥ স্নানমাত্রাত্ততঃ সদ্যো নষ্টো-ন্মাদোঽভবৎ সুতঃ। স্বয়ং সস্নৌ স নন্দোঽপি স্বামি-পুষ্করিণীজলে ॥ ৫৪ ॥ উষিত্বা দিনমেকন্তু সহপুত্রঃ পিতা তদা। সেবিত্বা বেঙ্কটেশঞ্চ শ্রীনিবাসং কৃপা-নিধিম্ ॥ ৫৫ ॥ পুত্রমাপৃচ্ছ্য নন্দস্তু প্রযযৌ তপসে বনম্। গতে পিতরি পুত্রোঽপি ধর্ম্মগুপ্তো নৃপো দ্বিজাঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রদদৌ বেঙ্কটেশস্য বহুবিত্তানি ভক্তিতঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং ধান্যং ক্ষেত্রাণি চ দদৌ তদা ॥ ৫৭ ॥ প্রযযৌ মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং স্বাং পুরীং তদনন্তরম্। ধর্ম্মেণ পালয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্ট-কম্ ॥ ৫৮ ॥ পিতৃপৈতামহং বিপ্রা ধর্ম্মগুপ্তোঽতি-ধার্ম্মিকঃ। উন্মাদৈরপ্যপস্মারৈগ্রহৈর্দুষ্টৈশ্চ যে নরাঃ ॥ ৫৯ ॥ গ্রস্তা ভবন্তি বিপ্রেন্দ্রাস্তেঽপি চাত্র নিমজ্জনাৎ। পুষ্করিণ্যাং বিমুক্তাঃ স্যুঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৬০ ॥ স্বামিপুষ্করিণীং ত্যক্ত্বা তীর্থমন্যদ্‌-ব্রজেত্তু যঃ। স্নিগ্ধং স গোপয়স্ত্যক্ত্বা স্নুহীক্ষীরং প্রযাচতে ॥ ৬১ ॥ স্বামিতীর্থং স্বামিতীর্থং স্বামিতীর্থ-মিতি দ্বিজাঃ। ত্রিঃপঠন্তো নরা এবং যত্র ক্বাপি জলাশয়ে ॥ ৬২ ॥ স্নান্তি সর্ব্বে নরাস্তে বৈ যান্তি ব্রহ্মণঃ পদম্। এবং বঃ কথিতা বিপ্রা ধর্ম্মগুপ্তকথা শুভা ॥ ৬৩ ॥ যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা বিন-শ্যতি ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বামিপুষ্করিণীমহিমানুবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাপ্ত হইয়াছে, হে মহামুনে! আপনি ইহার উন্মত্ততা দূর হইবার উপায় বলুন। মুনিপুঙ্গব জৈমিনি রাজার প্রার্থনায় তখনই ধ্যানস্থ হইলেন এবং অনেকক্ষণ ধ্যানের পর কহিলেন,—হে নৃপ! ধ্যান-কাষ্ঠের অভিশাপে তোমার তনয় উন্মত্ত হইয়াছে, এক্ষণে সেই শাপমোচনের উপায় বলিতেছি। সুবর্ণমুখরীর তীরে সর্ব্বপাপহরে নানাধাতু বিনির্ম্মিত পূত বেঙ্কটাচল অবস্থিত; সেখানে স্বামিপুষ্করিণী নামক এক মহত্তর তীর্থ আছে; দেবসম্মত মহাপুণ্য ব্রহ্মহত্যাদি শোধক ঐ স্বামিতীর্থ মঙ্গলেরও মঙ্গল এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতর; হে মহামতে! তুমি অদ্যই স্বীয় তনয়কে লইয়া গিয়া স্বামিতীর্থে স্নান করাও। এইরূপ করিলেই তৎক্ষণাৎ ইহার উন্মত্ততা দূর হইবে, সংশয় নাই। রাজা নন্দ মুনিকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া মুনিপুঙ্গব জৈমিনিকে প্রণাম-পূর্ব্বক পুত্রকে লইয়া স্বামিপুষ্করিণীতে গমন করিলেন এবং তথায় গিয়া নিয়মানুসারে তনয়কে স্নান করাই-লেন। অনন্তর স্নান মাত্রেই ধর্ম্মগুপ্তের উন্মাদতা বিনষ্ট হইল। তখন পিতা নন্দও স্বয়ং স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান ও পুত্রসহ এক রাত্রি তথায় বাস করিয়া কৃপা-নিধি বেঙ্কটপতি শ্রীনিবাসকে সেবা করিলেন এবং পুত্রকে বলিয়া কহিয়া তপস্যার্থ বনগমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর পিতা চলিয়া গেলে তনয় ধর্ম্ম-গুপ্তও ভক্তিসহকারে বেঙ্কটপতির উদ্দেশে বহু বিত্ত এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন, ধান্য ও ক্ষেত্র প্রভৃতি দান করিয়া মন্ত্রিগণসহ স্বীয় পুরে গমন করিলেন। হে বিপ্রগণ! অতিধার্ম্মিক ধর্ম্মগুপ্ত নিষ্কণ্টক হইয়া ধর্ম্মানুসারে পিতৃ-পিতামহের রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! যে সকল নর উন্মাদ, অপস্মার কিংবা দুষ্টগ্রহগণ কর্ত্তৃক গ্রস্ত হয়, আমি তিন সত্য করিয়া বলিতেছি, তাহারাও এই স্বামি-তীর্থে নিমজ্জন করিয়া রোগমুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বামিতীর্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যতীর্থে গমন করে, স্নিগ্ধ গোদুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্নুহীতরুর (মনসাগাছের) ক্ষীর প্রার্থনার ন্যায় তাহার ঐ তীর্থ-গমন বিফল হয়। হে দ্বিজগণ! মানবগণ যে কোন জলাশয়ে "স্বামিতীর্থ" এই শব্দটী তিনবার উচ্চারণ করিয়া স্নান করুক না কেন, তাহারাও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট ধর্ম্মগুপ্তের পূতকথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ-মাত্রে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপও বিদূরিত হয়। ২০—৬৪।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। ভো ভোস্তপোধনাঃ সর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসিনঃ। স্বামিতীর্থস্য মাহাত্ম্য ভূয়োঽপি প্রবদাম্যহম্॥ ১ ॥ পুরা কিরাতীসংসর্গাৎ সুমতির্ব্রাহ্মণঃ সুরাম্। পীতবান পুষ্করিণ্যাং স স্নাত্বা পাপাদ্বিমোচিতঃ॥ ২॥ ঋষয় উচুঃ। সুমতিঃ কস্য পুত্রোঽসৌ কথং স চ সুরাং পপৌ। কথং কিরাত্যাসক্তোঽভূৎ সূত পৌরাণিকোত্তম॥ ৩ ॥ সর্ব্বেষাং বিস্তরাদেতদ্বদ ত্বং কৃপয়াধুনা॥ ৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। মহারাষ্ট্রাভিধে দেশে ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাস্তিকঃ। যজ্ঞদেব ইতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ৫ ॥ দয়ালুরাতিথেয়শ্চ শিবনারায়ণার্চ্চকঃ। সুমতির্নাম পুত্রোঽভূদ্যজ্ঞদেবস্য তস্য বৈ॥ ৬ ॥ পিতরং স পরিত্যজ্য ভার্য্যামপি পতিব্রতাম্। প্রযযাবুৎকলে দেশে বিটগোষ্ঠীপরায়ণঃ॥ ৭ ॥ কাচিৎ কিরাতী তদ্দেশে বসন্তী যুবমোহিনী। যুনাং সমস্তদ্রব্যাণি প্রলোভ্য জগৃহে চিরম্॥ ৮॥ তস্যা গৃহং স প্রযযৌ সুমতির্ব্রাহ্মণাধমঃ। সুমতিং স চ জগ্রাহ কিরাতী নির্ধনং দ্বিজম্॥ ৯ ॥ তস্যা যুক্তোঽথ সুমতিস্তৎ-সংযোগৈকতৎপরঃ। ইতস্ততশ্চৌরয়িত্বা বহুদ্রব্যাণি সন্ততম্॥ ১০ ॥ দত্বা তস্যৈ চিরং রেমে তদ্গৃহে বুভুজে চ সঃ। একেন চষকেণাসৌ তয়া সহ সুরাং পপৌ॥ ১১ ॥ এবং স বহুকালং বৈ রমমাণস্তয়া সহ। পিতরৌ নিজপত্নীঞ্চ নাস্মরদ্বিষয়াতুরঃ॥ ১২ ॥ স কদাচিৎ কিরাতৈস্তু চৌর্য্যং কর্ত্তুং যযৌ সহ। বিপ্রস্য কস্যচিদ্গেহে সোঽপি কৈরাতবেশভৃৎ॥১৩॥ যযৌ চোরয়িতুং দ্রব্যং সাহসী খড়্গহস্তবান্। তদ্-গৃহস্বামিনং বিপ্রং হত্বা খড়্গেন সাহসাৎ॥ ১৪ ॥ সমাদায় বহু দ্রব্যং কিরাতীভবনং যযৌ। তং তান্তমনুযাতি স্ম ব্রহ্মহত্যা ভয়ঙ্করী॥ ১৫ ॥ নীল-বস্ত্রধরা ভীমা ভৃশং রক্তশিরোরুহা। গর্জ্জন্তী সাট্ট-হাসং সা কম্পয়ন্তী চ রোদসী॥ ১৬॥ অনুদ্রুতস্তয়া সোঽয়ং বভ্রাম জগতীতলে। এবং ভ্রমন্ ভুবং সর্ব্বাং কদাচিৎ সুমতিঃ স্বয়ম্॥ ১৭ ॥ স্বগ্রামং প্রযযৌ ভীত্যা বিপ্রবন্ধুর্হরাত্মবান। অনুদ্রুতস্তয়া

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে নৈমিষারণ্যবাসি-তপোধন-গণ। পুনরায় স্বামিতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি-তেছি। পূর্ব্বকালে সুমতিনামক জনৈক ব্রাহ্মণ কিরাতরমণীর সংসর্গে পড়িয়া সুরাপান করেন, তিনিও স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন,—হে পৌরাণিকোত্তম। এই সুমতি কাহার তনয়? কেন তিনি সুরাপান করিলেন?এবং কিরূপেই বা তিনি কিরাতপত্নীতে আসক্ত হন? হে সূত। আমা-দের প্রতি কৃপা করিয়া এই সকল বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—মহারাষ্ট্র দেশে যজ্ঞদেব নামে বিখ্যাত আস্তিক বেদবেদাঙ্গ-পারগ দয়ালু আতিথেয় শিব-নারায়ণপূজক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সুমতি ঐ ব্রাহ্মণ যজ্ঞদেবের পুত্র। লম্পটগণসংসর্গী সুমতি পিতা ও পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া উৎকল দেশে গমন করে। ঐ দেশে যুবজনমনোহারিণী জনৈকা কিরাত-রমণী বাস করিত; ঐ কিরাতী অত্যল্পকালে যুবক-গণকে নানারূপে প্রলোভিত করিয়া তাহাদের ধন-রত্ন গ্রহণ করিত। দ্বিজাধম সুমতি তাহারই গৃহে গমন করে। কিরাতরমণীও সেই নির্দ্ধন ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করে। সুমতি সতত্তই কিরাতীতে অনুরক্ত থাকিত, কদাচ তাহাকে পরিত্যাগ করিত না। সুমতি প্রতিদিন চারিদিক হইতে বহু ধনরত্ন অপহরণ করিয়া কিরাতরমণীকে প্রদানপূর্ব্বক তাহার সহিত রতিবিহার করিত এমন কি, ঐ কিরাতীর গৃহে আহারও করিত। এক সঙ্গেই তাহার সহিত সুরাপান করিত। ১—১১। রূপ-রসাদি বিষয়মত্ত সুমতি এই রূপে বহুকাল তাহার সহিত রমণ করিয়া পিতা, মাতা, ও নিজ পত্নীকে আর স্মরণও করিল না। অনন্তর সুমতি এক দিন কিরাত বেশ ধারণ করিয়া কিরাতগণসহ জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে চুরি করিতে গমন করে, এবং দুঃসাহসী সুমতি অসিহস্তে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্রব্য অপহরণ করিতে থাকে। অনন্তর অসি দ্বারা গৃহস্বামীকে নিহত করিয়া বহু দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক কিরাতীভবনে গমন করে। সুমতি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকিলে নীলবস্ত্রপরিধানা লোহিতকেশা ভীমবদনা ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা ভূতল কম্পিত করিতে করিতে অট্টহাস্য সহকারে গর্জ্জন-পূর্ব্বক সুমতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। সুমতি আর কিরাতীর গৃহে গমন করিতে সমর্থ হইল না, সে ব্রহ্মহত্যা মূর্ত্তি দ্বারা অনুক্রান্ত হইয়া জগতীতলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। দুরাত্মা বিপ্রবন্ধু স্বী-

ভীতঃ প্রযযৌ স্বগৃহং প্রতি ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মহত্যাপ্যনুক্রম্য তেন সাকং গৃহং যযৌ। পিতরং রক্ষ রক্ষেতি সুমতিঃ শরণং যযৌ ॥ ১৯ ॥ মা ভৈষীরিতি তং প্রোচ্য পিতা রক্ষিতুমুদ্যতঃ ॥ তদানীং ব্রহ্মহত্যেয়ং তত্তাতং প্রত্যভাষত ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মহত্যোবাচ। মৈব ত্বং প্রতিগৃহ্ণীষ যজ্ঞদেব দ্বিজোত্তম। অসৌ সুরাপী স্তেয়ী চ ব্রহ্মহা চাতি-পাতকী ॥ ২১ ॥ মাতৃদ্রোহী পিতৃদ্রোহী ভার্য্যাত্যাগী চ পাতকী। কিরাতীসঙ্গদুষ্টশ্চ হ্যেনং মুঞ্চ দুরাত্মকম্ ॥ ২২ ॥ গৃহ্লাসি চেদিমং বিপ্র মহাপাতকিনং সুতম্। ত্বদ্ভার্য্যামস্য ভার্য্যাঞ্চ ত্বাঞ্চ পুত্রমিমং দ্বিজ ॥ ২৩ ॥ ভক্ষয়িষ্যামি বংশঞ্চ তস্মান্মুঞ্চ সুতং ত্বিমম্। ইমং ত্যজসি চেৎপুত্রং যুষ্মান্মুঞ্চামি সাম্প্রতম্ ॥ ২৪ ॥ নৈকস্যার্থে কুলং হন্তুমর্হসি ত্বং মহামতে ॥ ইত্যুক্তঃ স তয়া তত্র যজ্ঞদেবোঽব্রবীচ্চ তাম্ ॥ ২৫ ॥ যজ্ঞদেব উবাচ। বাধতে মাং সুতস্নেহঃ কথমেনং পরিত্যজে। ব্রহ্মহত্যা তদাকর্ণ্য দ্বিজোক্তং তমভাষত ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মহত্যোবাচ। অয়ং হি পতিতো ভূত্বা বর্ণাশ্রমবহিষ্কৃতঃ। পুত্রেঽস্মিন্মা কুরু স্নেহং নিন্দিতং চাস্য দর্শনম্ ॥ ২৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মহত্যা সা যজ্ঞদেবস্য পশ্যতঃ। তলেন প্রজহারাস্য পুত্রং সুমতিনামকম্ ॥ ২৮ ॥ রুরোদ তাত তাতেতি পিতরং প্রব্রুবন্মুহুঃ ॥ ২৯ ॥ রুরুদুর্জ্জনকো মাতা ভার্য্যাপি সুমতেস্তদা। এতস্মিন্নন্তরে তত্র দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করাংশকঃ ॥ ৩০ ॥ দিষ্ট্যা সমাযযৌ যোগী ধার্ম্মিকো মুনিসত্তমঃ। যজ্ঞদেবোঽথ তং দৃষ্ট্বা মুনিং রুদ্রাবতারকম্ ॥ ৩১ ॥ স্তুত্বা প্রণম্য শরণং যযাচে পুত্রকারণাৎ। দুর্ব্বাসাস্ত্বং মহাযোগিন্ সাক্ষাদ্বৈ শঙ্করাংশকঃ ॥ ৩২ ॥ ত্বদ্দর্শনমপুণ্যানাং ভবিতা ন কদাচন। ব্রহ্মহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চাভূৎ সুতো মম ॥ ৩৩ ॥ এনং প্রহর্ত্তুমায়াতা ব্রহ্মহত্যাপি বর্ত্ততে। ভূয়াদ্যথা মে পুত্রোঽয়ং মহাপাতকমোচিতঃ ॥ ৩৪ ॥ ঘোরা চ ব্রহ্মহত্যেয়ং যথা শীঘ্রং লয়ং ব্রজেৎ।

রূপে সমস্ত ভূতল পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভীতিবশতঃ স্বীয় বাসগ্রামে উপস্থিত হইল। ব্রহ্মহত্যাও তাহারঅনুসরণ করিল। সুমতি ভীত হইয়া হইয়া যেমন স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিল, ব্রহ্মহত্যাও তাহার সহিত সুমতিগৃহে প্রবেশ করিল। অনন্তর সুমতি পিতাকে সম্বোধন করিয়া—"আমায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া তাঁহার শরণ লইলে পিতাও "ভয় নাই" এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া সুমতির রক্ষার জন্য উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মহত্যা তৎকালে সুমতির পিতাকে বলিতে লাগিল। ব্রহ্মহত্যা বলিল,-"হে দ্বিজোত্তম যজ্ঞদত্ত! আপনি ইহাকে গ্রহণ করিবেন না, এই পাতকী সুমতি —সুরাপী, স্তেয়ী, ব্রহ্মহা, মাতৃদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী, পত্নীত্যাগী এবং কিরাতীসংসর্গদুষ্ট; অতএব এই দুরাত্মা অতিপাতকী সুমতিকে পরিত্যাগ করুন। হে বিপ্র! যদি আপনি এই মহাপাতকী তনয়কে গ্রহণ করেন, তবে আপনার পত্নী, পুত্রবধূ, আপনি এবং আপনার তনয় সুমতি—এই সকলকেই আমি ভক্ষণ করিব। হে দ্বিজ! অতএব আপনার পুত্র সুমতিকে পরিত্যাগ করুন। আর আপনি যদি ইহাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমিও আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিব। হে মহামতে! আপনি কদাচ একজনের জন্য সমস্ত কুল বিনষ্ট করিবেন না। ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া যজ্ঞদেব তাহাকে বলিতে লাগিলেন। যজ্ঞদেব বলিলেন,—সুতস্নেহ আমাকে পীড়িত করিতেছে, আমি কিরূপে ইহাকে পরিত্যাগ করি? দ্বিজ যজ্ঞদত্তকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যাও তাঁহাকে বলিতে লাগিল। ব্রহ্মহত্যা বলিল,—এই সুমতি পতিত হইয়া বর্ণাশ্রমবহিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দর্শনও নিন্দিত; অতএব এইরূপ পুত্রে স্নেহ করিবেন না। এইরূপ বলিয়া যজ্ঞদেবের সমক্ষেই তল দ্বারা তনয় সুমতিকে প্রহার করিল। তখন সুমতি পিতাকে "হে তাত, হে তাত!" মুহুর্মুহু এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। সুমতি ক্রন্দন করিতেছে দেখিয়া তদীয় পিতা, মাতা এবং পত্নীও রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ধার্ম্মিক যোগী শঙ্করাংশ মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা দৈবক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১২—৩০। অনন্তর যজ্ঞদেব রুদ্রাবতার ঋষি দুর্ব্বাসাকে সন্দর্শনপূর্ব্বক স্তুতি ও প্রণাম করিয়া শরণ লইলেন এবং পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিলেন,—হে দুর্ব্বাসা! আপনি মহাযোগী সাক্ষাৎ শঙ্করাংশ; পুণ্যহীন মানব কদাচ আপনার দর্শন লাভে সমর্থ হয় না। আমার তনয় সুমতি ব্রহ্মহা, সুরাপায়ী ও স্তেয়ী হইয়াছে; ব্রহ্মহত্যা ইহাকে হনন করিবার জন্য আসিয়াছে এবং সে এইখানেই আছে; হে মুনে! যে উপায়ে আমার পুত্র মহাপাতকমুক্ত হয় এবং এই ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যাও সত্বর লয় পায়,

তদুপায়ং বদস্বাদ্য মম পুত্রে দয়াং কুরু ॥ ৩৫ ॥ অয়মেব হি পুত্রো মে নান্যোঽস্তি তনয়ো মুনে। অস্মিন্ মৃতে তু বংশো মে সমুচ্ছিদ্যেত মূলতঃ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ পিতৃভ্যঃ পিণ্ডানাং দাতাপি ন ভবেদ্-ধ্রুবম্। ততঃ কৃপাং কুরুষ্ব ত্বমস্মাসু ভগবন্ মুনে ॥ ৩৭ ॥ ইত্যুক্তঃ স তদোবাচ দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করাংশকঃ। ধ্যাত্বাথ সুচিরং কালং যজ্ঞদেবং দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। যজ্ঞদেব কৃতং পাপমতিক্রূরং সুতেন তে। নাস্য পাপস্য শান্তিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি ॥ ৩৯ ॥ তথাপি তে সুতস্যাহং তস্য পাপস্য শান্তয়ে। প্রায়শ্চিত্তং বদিষ্যামি শৃণু নান্যমনা দ্বিজ ॥ ৪০ ॥ বেঙ্কটাদ্রৌ মহাপুণ্যে সর্ব্বপাতকনাশনে। স্বামিপুষ্করিণী চেতি বর্ত্ততে মঙ্গলপ্রদা ॥ ৪১ ॥ স্নাতি চেত্তব পুত্রোঽয়ং পাতকান্মুচ্যতে ক্ষণাৎ। এবং শ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যং যজ্ঞদেবো মহামতিঃ ॥ ৪২ ॥ পুত্রমাদায় সুমতিং স্বামিপুষ্করিণীং গতঃ। স্নাপয়ামাস সুমতিং হত্যয়া পীড়িতং সুতম্ ॥ ৪৩ ॥ আকাশবাণী তং বিপ্রমুবাচ মধুরস্বরা। যজ্ঞদেব মহাভাগ স্নানে-

আমার পুত্রের প্রতি কৃপা করিয়া অদ্য সেই উপায় বলিয়া দিউন। হে মুনে! আমার এই একটি ভিন্ন আর দ্বিতীয় পুত্র নাই, ইহার মৃত্যু হইলে আমার বংশ সমূলে উচ্ছিন্ন হইবে এবং তৎপরে এজগতে আমার পিতৃগণের পিণ্ড দাতা কেহই থাকিবে না। অতএব হে ভগবন্! হে মুনে! আমাদের প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। দ্বিজ যজ্ঞদেব কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শঙ্করাংশ দুর্ব্বাসা ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইয়া দ্বিজোত্তম যজ্ঞদেবকে বলিলেন। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—হে যজ্ঞদেব! তোমার তনয় অতি দুষ্কর পাপ করিয়াছে, অযুত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও এ পাপের শান্তি হইবে না। তথাপি তোমার পুত্রের পাপশান্তির জন্য এক প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিতেছি, হে দ্বিজ! তুমি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ কর। মহাপুণ্য ও সর্ব্বপাতকনাশন বেঙ্কটাচলে মঙ্গলদায়িনী স্বামিপুষ্করিণী বিদ্যমান আছে; যদি তোমার তনয় তথায় গিয়া স্নান করিতে পারে, সদ্যই পাতকবিমুক্ত হইবে। মহামতি যজ্ঞদেব ঋষি দুর্ব্বাসার এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তনয় সুমতিকে লইয়া সেই স্বামি পুষ্করিণীতে গমন করিলেন এবং ব্রহ্মহত্যাপীড়িত তনয়কে স্বামিতীর্থে স্নান করাইলেন। তখন মধুরাক্ষরা আকাশবাণী দ্বিজ যজ্ঞদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"হে

নানেন সুতস্ত ॥ ৪৪ ॥ পূতোঽভবত্তব সুতঃ সংশয়ং মা কৃথা দ্বিজ। এবম্প্রভাবং তত্তীর্থং পাপবৃক্ষ-কুঠারকম্ ॥ ৪৫ ॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রা ইতি-হাসং পুরাতনম্। শৃণ্বতাং পঠতাং চাপি বাজপেয়-ফলং লভেৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বামিপুষ্করিণীতীর্থমহিমানুবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। বেঙ্কটাখ্যে মহাপুণ্যে সর্ব্ব-পাতকনাশনে। কৃষ্ণতীর্থস্য মাহাত্ম্যং শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ১ ॥ যত্র মজ্জনমাত্রেণ কৃতঘ্নোঽপি বিমুচ্যতে। পিতৃন মাতৄর্গুরূংশ্চাবমন্যন্তে মোহ-মোহিতাঃ ॥ ২ ॥ যে চাপ্যন্যে দুরাত্মানঃ কৃতঘ্না নিরপত্রপাঃ। তে সর্ব্বে কৃষ্ণতীর্থেঽস্মিন্ শুধ্যন্তি স্নানমাত্রতঃ ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণনামা মুনিঃ পূর্ব্বং বেঙ্কটাহ্বয় ভূধরে। অবর্ত্তত তপঃ কুর্ব্বন্ বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ সমাহিতঃ ॥ ৪ ॥ স তত্র কল্পয়ামাস স্নানার্থং তীর্থ-

মহাভাগ সুব্রত যজ্ঞদেব! স্বামিতীর্থে স্নান করিয়া তোমার তনয় পূত হইল। হে দ্বিজ! তুমি এ বিষয় সংশয় করিও না।" সূত বলিলেন,—পাপতরুর কুঠারস্বরূপ স্বামিতীর্থের এইরূপই প্রভাব। হে বিপ্রগণ! এই আপনাদের নিকট পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি এই পুণ্য ইতিহাস শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার বাজপেয়ফল লাভ হইয়া থাকে। ৩১—৪৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—যেখানে মজ্জনমাত্রেই কৃতঘ্নও পাপমুক্ত হয়, এক্ষণে সেই মহাপুণ্য সর্ব্বপাপ-প্রণাশন বেঙ্কটাদ্রির কৃষ্ণতীর্থমাহাত্ম্য সুসমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি মোহমোহিত হইয়া পিতা, মাতা, কিংবা গুরুর অবমাননা করে এবং যাহারা নির্লজ্জ, কৃতঘ্ন ও দুরাত্মা তাহারা এই কৃষ্ণতীর্থে স্নান করিয়া শুদ্ধিলাভ করে। পূর্ব্বকালে কৃষ্ণনামক জনৈক মুনি বেঙ্কটভূধরে অবস্থিত হইয়া সমাহিত মনে বিষ্ণুর ধ্যান করত তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনিই

মুত্তমম্। তত্র স্নাত্বা সকৃন্মর্ত্ত্যঃ কৃতঘ্নোহপি বিমুচ্যতে ॥ ৫ ॥ অত্রেতিহাসং বক্ষ্যামি পুরাণং পাপনাশনম্। যস্য শ্রবণমাত্রেণ নরো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬॥ পুরা বভূব বিপ্রেন্দ্রো রামকৃষ্ণো মহামুনিঃ। সত্যবান্ শীলবান্ বাগ্মী সর্ব্বভূতদয়ান্বিতঃ ॥৭॥ শত্রুমিত্রসমো দান্তস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। পরে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ব্রহ্মতত্ত্বৈকসংশ্রয়ঃ ॥ ৮ ॥ এবম্প্রভাবঃ স মুনিস্তপস্তেপে সুদারুণম্। স বৈ নিশ্চলসর্ব্বাঙ্গস্তিষ্ঠন্ সর্ব্বত্র ভূতলে ॥ ৯ ॥ পরমাণ্বন্তরং বাপি ন স্বস্থানাচ্চচাল সঃ। স্থিত্বা তত্র তপস্যন্তমনেকশতবৎসরান্ ॥ তং চাক্রমত বল্মীকং ছাদিতাঙ্গঞ্চকার বৈ। বল্মীকাক্রান্তদেহোহপি রামকৃষ্ণো মহামুনিঃ ॥ ১১ ॥ অকরোত্তপ এবাসৌ বল্মীকং ন হ্যবুধ্যত। তস্মিংশ্চ তপ্যতি তপো বাসবো মুনিপুঙ্গবে ॥ ১২ ॥ বিসৃজ্য মেঘজালানি বর্ষয়ামাস বেগবান্। এবং দিনানি সপ্তায়ং ববর্ষ চ নিরন্তরম্ ॥ ১৩ ॥ ধারাবর্ষেণ মহতা বৃষ্যমাণোহপি বৈ মুনিঃ। তদ্বর্ষং প্রতিজগ্রাহ নিমীলিতবিলোচনঃ ॥ ১৪ ॥ মহতা স্তনিতেনাশু তদা বধিরয়ন্ শ্রুতীঃ। বল্মীকস্যোপরিষ্টাদ্বৈ নিপপাত মহাশনিঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মিন্ বর্ষতি পর্জ্জন্যে শীতবাতাদিদুঃসহে ॥১৬॥ বল্মীকশিখরং ধ্বস্তং বজ্রাশনিতাড়িতম্। তদা প্রাদুরভূদ্দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ১৭ । বিনতানন্দনারূঢ়ো বনমালাবিভূষিতঃ। রামকৃষ্ণস্য তপসা তোষিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥ তপোনিধে রামকৃষ্ণ বেদশাস্ত্রার্থপারগ। মদাবির্ভাবদিবসে যঃ স্নাতি মনুজোত্তমঃ ॥ ১৯ ॥ তস্য পুণ্যফলং বক্তুং শেষেণাপি ন শক্যতে। মকরস্থে রবৌ বিপ্র পৌর্ণমাস্যাং মহাতিথৌ ॥ ২০ ॥ পুষ্যনক্ষত্রযুক্তায়াং স্নানকালো বিধীয়তে। তদ্দিনে স্নাতি যো মর্ত্ত্যঃ কৃষ্ণতীর্থে মহামতিঃ ॥ ২১ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বান্ কামাঁল্লভেত সঃ। মদাবির্ভাবদিবসে কৃষ্ণতীর্থজলে শুভে ॥ ২২ ॥ স্নাতুং তত্র সমায়ান্তি স্বপাপপরিশুদ্ধয়ে। দেবা মনুষ্যাঃ সর্ব্বে চ দিকপালাশ্চ মহৌজসঃ ॥ ২৩ ॥ এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভাঃ। তে সর্ব্বে কৃষ্ণতীর্থেহস্মিন্ স্নানাৎ পূতা ভবন্তি হি ॥২৪॥ ত্বন্নাম্নেদং

স্নানার্থ এই উত্তম তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন। কৃতঘ্নও এই তীর্থে একবার মাত্র স্নানে পাপমুক্ত হয়। যাহার শ্রবণ মাত্রে মানব মুক্তিলাভ করে, সেই কৃষ্ণতীর্থের পাপনাশন পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বকালে সত্যবাদী, চরিত্রবান্, বাগ্মী, নিখিল প্রাণীতে দয়াযুক্ত, শত্রু-মিত্রে সমদর্শী, দান্ত, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয় মহামুনি বিপ্রেন্দ্র রামকৃষ্ণ—পরম-ব্রহ্মে একনিষ্ঠ হইয়া একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব আশ্রয়পূর্ব্বক সুদারুণ তপশ্চরণ করেন। তিনি তপস্যার্থ ক্ষিতিতলে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল করিয়াছিলেন, এক পরমাণুপরিমাণেও স্বস্থান হইতে বিচলিত হন নাই। তিনি এইরূপে এক স্থানে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিতে থাকিলে বহু শত বৎসর অতীত হইয়া গেল। বাল্মীক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। মহামুনি রামকৃষ্ণের শরীর বল্মীকাক্রান্ত হইলেও তন্ময়তা বশতঃ তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না, একমাত্র তপস্যাই করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার তীব্র তপস্যা দর্শনে ভীত বাসব, মেঘমালা সৃজনপূর্ব্বক সেই মুনিপুঙ্গব রামকৃষ্ণের উপর সবেগে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া সাতদিন নিরন্তর একই ভাবে বৃষ্টি করিলেন। কিন্তু অত্যন্তধারা বর্ষণে অভিষিক্ত হইয়াও মহামুনি রামকৃষ্ণ অম্লানবদনে সেই বর্ষণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং নয়ন উন্মীলন করিলেন না। ১—১৪। তখন ঐ বল্মীকের উপর এক মহাশনি নিপতিত হইল, সেই মহাশনির পতন শব্দে তৎক্ষণাৎ নিখিললোকের শ্রবণশক্তি বধির হইয়া গেল। ক্রমে বজ্রাহত হইয়া বল্মীকশিখর বিধ্বস্ত হইলে মুনির মস্তকে শীতবাতাদিদুঃসহ পর্জ্জন্য বর্ষণ হইতে লাগিল। তখন মুনি রামকৃষ্ণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্খচক্র-গদাধর বনমালাবিভূষিত বিষ্ণু বিনতানন্দন গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়া মুনিকে কহিলেন,—হে তপোনিধে রামকৃষ্ণ! হে বেদশাস্ত্রপারগ! আমার আবির্ভাবদিনে যে নরোত্তম এই পুণ্যতীর্থে স্নান করে, শেষনাগও তাহার পুণ্যফল বলিতে সমর্থ হয় না। হে বিপ্র! দিবাকরের মকররাশিতে অবস্থানকালীন পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত মহাতিথি পৌর্ণমাসীই স্নানের বিহিত কাল; যে মহামনা মানব স্ব স্ব পাপশুদ্ধির জন্য আমার আবির্ভাবদিনে কৃষ্ণতীর্থে আগমনপূর্ব্বক স্নান করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া নিখিল কামনা লাভ করিতে সমর্থ। সকল দেব ও মনুষ্য এবং কোটিসূর্য্যতুল্য প্রভাশালী মহাত্মা দিক্‌পালগণ সকলেই কৃষ্ণতীর্থে স্নান করিয়া পূত হন। হে মুনে! আপনার নামানুসারে এই মহাতীর্থ "রামকৃষ্ণ" তীর্থ নামে ত্রিলোকে

[illegible]তীর্থঞ্চ লোকে প্রখ্যাতিমেষ্যতি। ইত্যুক্তা শ্রীনিবাসস্তু তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ২৫॥ এবম্প্রভাবং তত্তীর্থং মহাপাপবিশোধনম্। বুদ্ধিশুদ্ধিপ্রদং পুংসাং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্॥ ২৬॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ কৃষ্ণতীর্থস্য বৈভবম্। শৃণ্বতাং পঠতাং চৈব বিষ্ণু-লোকপ্রদায়কম্॥ ২৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামকৃষ্ণতীর্থমহিমানুবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। বেঙ্কটাখ্যে মহাপুণ্যে তৃষার্ত্তানাং বিশেষতঃ। জলদানমকুর্ব্বাণস্তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১॥ তস্মাদ্বেঙ্কটশৈলেন্দ্রে যথাশক্ত্যনুসারতঃ। জলদানং হি কর্ত্তব্যং সর্ব্বেষাং জীবনং মহৎ॥ ২॥ অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। বিপ্রস্য গৃহগোধায়াঃ সংবাদং পরমাদ্ভুতম্॥ ৩॥ পুরা চেক্ষ্বাকুবংশেঽভূদ্ধেমাঙ্গ ইতি ভূমিপঃ। ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মভূয়িষ্ঠো জিতামিত্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪॥ যাবন্তো ভূমিকণিকা যাবন্তস্তোয়বিন্দবঃ। যাবন্ত্যুডুনি গগনে তাবতীর্গা দদাত্যসৌ॥ ৫॥ যেনেষ্টং[illegible] ভূমির্বর্হিষ্মতী স্মৃতা। গোভূতিলহিরণ্যাদ্যৈস্তোষিতা বহবো দ্বিজাঃ॥ ৬॥ তেনাদত্তানি দানানি ন বিদ্যন্তে ইতি শ্রুতম্। তেন দত্তং জলং নৈকং সুখলভ্যমিতি দ্বিজাঃ॥ ৭॥ বোধিতো ব্রহ্মপুত্রেণ বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। অমূল্যং সর্ব্বতোলভ্যং তদ্দাতুঃ কিং ফলং লভেৎ॥ ৮॥ ইতি দুর্ব্বুদ্ধিহেতুবাদৈর্ন জলং দত্তবান্ বিভুঃ। অলভ্য-দানে পুণ্যং স্যাদিত্যবাদীৎ সযুক্তিকম্॥ ৯॥ স আনর্চ্চ দ্বিজান্ ব্যঙ্গান্ দরিদ্রান্ বৃত্তিকর্শিতান্। নানর্চ্চ শ্রোত্রিয়ান্ বিপ্রান্ ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ১০॥ প্রখ্যাতান্ পূজয়িষ্যন্তি সর্ব্বলোকাঃ সহার্হণৈঃ। অনাথানামবিদ্যানাং ব্যঙ্গানাঞ্চ কুটুম্বিনাম্॥ ১১॥ দরিদ্রাণাং গতিঃ কা বা তস্মাত্তে মদ্দয়াস্পদাঃ। ইতি দুষ্টেষু পাত্রেষু দত্তবান্ কিমপি স্বকম্॥ ১২॥ তেন দোষেণ মহতা চাতকত্বং ত্রিজন্মসু। একজন্মনি গৃধ্রত্বং শ্বত্বং বা সপ্ত জন্মসু॥ ১৩॥ প্রাপ্য পশ্চাদ্-

---

খ্যাতি লাভ করিবে। শ্রীনিবাস এইরূপ বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে দ্বিজগণ! এবম্ভূত বিভূতিসম্পন্ন মহাপাপবিশোধন রামকৃষ্ণ তীর্থ মানবগণের শুদ্ধি, বুদ্ধি এবং সকল ঐশ্বর্য্য প্রদান করে। এই আপনাদের নিকট কৃষ্ণতীর্থের ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিলাম। যাঁহারা ইহা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। ১৫—২৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫

ষোড়শ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—যে ব্যক্তি মহাপুণ্য বেঙ্কটাচলে গিয়া তৃষার্ত্তদিগকে বিশেষরূপে জলদান না করে, তাহার তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্তি হয়; জলই নিখিল লোকের শ্রেষ্ঠ জীবনস্বরূপ; অতএব শক্তি অনুসারে শৈলরাজ বেঙ্কটে জলদান করিবে। এ বিষয়ে বিপ্র ও গৃহগোধার পরমাদ্ভুত সংবাদ—পুরাতন ইতিহাস-রূপে উদাহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুকুলে হেমাঙ্গ নামে এক রাজা ছিলেন। ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ জিতশত্রু বিজিতেন্দ্রিয় রাজা হেমাঙ্গ পৃথি-বীতে যত বালি যত জলবিন্দু এবং আকাশে যত নক্ষত্র—তত পরিমাণ গোদান করিয়াছিলেন। ১-৫। তিনি যে ভূমিতে বর্হি অর্থাৎ কুশদ্বারা যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন, সেই ভূমি বর্হিষ্মতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করি-য়াছে। রাজা হেমাঙ্গ গো, ভূমি, তিল এবং হিরণ্য দানে অনেক ব্রাহ্মণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; তৎকালে তাঁহার দান গ্রহণ করেন নাই, এরূপ ব্রাহ্মণই ছিলেন না। হে দ্বিজগণ! তিনি এত দান করিলেন, কিন্তু অনায়াসলভ্য বুঝিয়া একমাত্র জলদান করি-লেন না। মহামনা ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, "যাহার মূল্য নাই, এরূপ সর্ব্বস্থান-লভ্য জলদান করিয়া দাতার কি হয়?" বিভু হেমাঙ্গ এই হেতুবাদ দ্বারা মলিনবুদ্ধি হইয়া তৎকালে জলদান করেন নাই। বশিষ্ঠ আরও একটা কথা সযৌক্তিক বলিয়াছিলেন; যাহাদের সতত দান গ্রহণ ঘটে না, এইরূপ ব্যক্তিকে দানই প্রশস্ত।" রাজা হেমাঙ্গও বুঝিলেন, প্রখ্যাত ব্যক্তিকে দান-মানাদি দ্বারা সকলেই পূজা করিয়া থাকে; অনাথ, অবিদ্য, ব্যঙ্গ এবং দরিদ্র কুটুম্বগণের কি গতি হইবে? ইহারা অবশ্যই আমার দয়াস্পদ। রাজা এইরূপ মনে করিয়া বিকলাঙ্গ, দরিদ্র, বৃত্তিবিহীন, দৈন্যদশাগ্রস্ত দ্বিজগণকেই পূজা করিয়াছিলেন; পরন্তু শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবাদী দ্বিজগণকে ধনদান করিলেন না। তিনি তথাবিধ অযোগ্য পাত্রে ধনদান করিয়া সেই মহাদোষে তিনজন্ম চাতক,

গৃহে জাতো-[illegible]গৃহগোধিকা। শ্রুতকীর্ত্তেস্ত ভূপস্য মিথিলাধিপতের্দ্বিজাঃ ॥১৪॥ গৃহদ্বারপ্রতোল্যাং স্ম বর্ত্ততে কীটকাশনঃ। অষ্টাশীতিষু বর্ষেষু স্থিতং তেন দুরাত্মনা ॥ ১৫ ॥ বিদেহাধিপতের্গেহং কদাচিদৃষিসত্তমঃ। শ্রুতদেব ইতি খ্যাতঃ শ্রান্তো মধ্যাহ্ন আগমৎ ॥ ১৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় জাতহর্ষো নরাধিপঃ। মধুপর্কৈঃ সুসম্পূজ্য তস্য পাদাবনেজনীঃ ॥ ১৭ ॥ অপো মূর্দ্ধ্ন্যাবহৎ ক্ষিপ্রং তদোৎক্ষিপ্তৈশ্চ বিন্দুভিঃ। দৈবোপদিষ্টকালেন প্রোক্ষিতা গৃহগোধিকা ॥ ১৮ ॥ সদ্যো জাতিস্মৃতিরভূৎ কৃতকর্ম্মাভিদুঃখিতা। ত্রাহি ত্রাহীতি চুক্রোশ ব্রাহ্মণং গৃহমাগতম্ ॥ ১৯ ॥ তির্য্যগ্জন্তুরবং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণো বিস্মিতোঽভবৎ। কুতঃ ক্রোশসি গোধে ত্বং দশেয়ং কেন কর্ম্মণা ॥ ২০ ॥ উপদেবোঽথ দেবো বা ত্বং নৃপোঽথ দ্বিজোত্তমঃ। কস্ত্বং ব্রূহি মহাভাগ ত্বামদ্যাহং সমুদ্ধরে ॥ ২১ ॥ ইত্যুক্তঃ স নৃপঃ প্রাহ শ্রুতদেবং মহাপ্রভুঃ। [illegible]কুলজঃ শস্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ২২ ॥ যাবন্তো ভূমিকণিকা যাবন্তস্তোয়বিন্দবঃ। যাবন্ত্যুডূনি গগনে তাবতীর্গা অদামহম্ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বৈর্যজ্ঞৈর্ময়া চেষ্টং পূর্ত্তাস্ত্বাচরিতানি মে। দানান্যপি চ দত্তানি ধর্ম্মজাতং স্বনুষ্ঠিতম্ ॥ ২৪ ॥ তথাপি দুর্গতির্জাতা ন মে চোর্দ্ধগতির্বিভো। ত্রিবারং চাতকত্বং মে গৃধ্রত্বং চৈকজন্মনি ॥ ২৫ ॥ সপ্তজন্মসু চ শ্বত্বং প্রাপ্তং পূর্ব্বং ময়া দ্বিজ। ধরতানেন ভূপেন চাপঃ পাদাবনেজনীঃ ॥ ২৬ ॥ বিন্দবো দূরমুৎক্ষিপ্তাস্তৈঃ সিক্তোঽহং কথঞ্চন। তদা জন্মস্মৃতিরভূত্তেন মে হতপাপ্মনঃ ॥ ২৭ ॥ গোধাজন্মানি ভাব্যানীত্যষ্টাবিংশতি মে দ্বিজ। দৃশ্যন্তে দৈবদিষ্টানি বিদ্যতে জন্মভির্ভূশম্ ॥ ২৮ ॥ ন কারণং প্রপশ্যামি তন্মে বিস্তরতো বদ। ইত্যুক্তঃ স দ্বিজঃ প্রাহ জ্ঞাতং বিজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ২৯ ॥ শৃণু ভূপ প্রবক্ষ্যামি তব দুর্গতিকারণম্। ন জলস্তু ত্বয়া দত্তং বেঙ্কটাহ্বয়-

---

একজন্ম গৃধ্র ও সপ্তজন্ম কুক্কুর হইয়াছিলেন এবং তদনন্তর ঐ রাজা পুনরায় গৃহগোবিকা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! ঐ কীটভোজী দুরাত্মা গৃহগোধিকা সম্প্রতি মিথিলাধিপতি রাজা শ্রুতকীর্ত্তির গৃহদ্বারের প্রতোলীতে অষ্টাশীতি বর্ষযাবৎ অবস্থান করিতেছে। অনন্তর একদা বিখ্যাত ঋষিসত্তম শ্রুতদেব শ্রান্ত হইয়া মধ্যাহ্ন সময়ে বিদেহাধিপতি শ্রুতকীর্ত্তির গৃহে আগমন করেন। নরাধিপ সহসা, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উত্থিত হন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে পাদ্য দ্বারা তদীয় পাদ ধৌত ও মধুপর্কাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করেন। অনন্তর রাজা দ্বিজপাদোদক মস্তকে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু ভাগ্যবলে সেই পাদোদকবিন্দু দ্বারা গৃহ গোধিকা প্রোক্ষিপ্ত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং স্বীয় কর্ম্মদ্বারা ক্লিষ্ট জন্ম সকল তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে। গৃহগোধিকা গৃহাগত ব্রাহ্মণকে সন্দর্শন করিয়া "ত্রাহি ত্রাহি" রবে, অর্থাৎ ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণও সহসা তির্য্যগ্ জন্তুর রব শ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"হে গোধে! তুমি কোথা হইতে [illegible] আহ্বান করিতেছ? কোন কর্ম্ম আচরণ করিয়া তোমার এই দশা উপস্থিত, তুমি কি উপদেব, দেব, নৃপ কিম্বা দ্বিজোত্তম? হে [illegible]! [illegible] আমায় [illegible] বল, আমি অদ্যই তোমাকে উদ্ধার করিব।" শ্রুতদেব কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া গোধারূপী বসুধাধিপ উত্তর করিলেন, আমি ইক্ষাকুকুলোৎপন্ন এবং শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ; ভূতলে যত জলবিন্দু আছে এবং গগনে যত নক্ষত্র বিদ্যমান, আমি তত গোদান করিয়াছি; আমি সর্ব্ববিধ যজ্ঞ ও পূর্ত্তকর্ম্ম করিয়াছি, হে বিভো! আমি বহুবিধ দানাদি করিয়া সকল ধর্ম্মকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছি; তথাপি আমার দুর্গতি হইয়াছে, আমি ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। আমি পূর্ব্বে তিন বার চাতক, একজন্ম গৃধ্র এবং সাতবার কুক্কুর হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি; হে দ্বিজ! তদনন্তর রাজা শ্রুতকীর্ত্তি আপনার পাদধৌত করিয়া সেই পাদোদক যেমন তাঁহার মস্তকে ন্যস্ত করেন, তখন ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত ঐ পাদোদকবিন্দুর কণামাত্র দ্বারা আমি সিক্ত হইয়াছি এবং আমার জন্মস্মৃতি জাগরূক হইয়াছে, আমিও বিগতপাপ হইয়াছি। ৬—২৭। হে দ্বিজ! আমার অষ্টাবিংশতিবার গোধাজন্ম হইবে; অতএব দেখিতেছি,—অব্যাহত দৈবনির্ব্বন্ধ বহুজন্ম দ্বারা আমার ভোগ করিতে হইতেছে। আমি ইহার কারণ দেখিতেছি না, অতএব এ বিষয় বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন। দ্বিজ শ্রুতদেব গোধা কর্ত্তৃক নিবেদিত হইয়া বলিলেন,—আমি বিজ্ঞান-নয়ন দ্বারা তোমার দুর্গতির কারণ জানিতে পারিয়াছি। হে ভূপ! সম্প্রতি সে সকল কীর্ত্তন করি, তুমি শ্রবণ কর। হে ভূপ!

ভূধরে ॥ ৩০ ॥ তজ্জলং সুলভং মত্বা ন মৌল্যমিতি নিশ্চিতঃ। নাধ্বগানাং দ্বিজাতীনাং ঘর্ম্মকালে-ঽপ্যজানতা ॥ ৩১ ॥ তথা পাত্রং সমুৎসৃজ্য হ্যপাত্রে প্রতিপাদিতম্। জলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য ন হি ভস্মনি হূয়তে ॥ ৩২ ॥ তুলসীন্তু সমুৎসৃজ্য বৃহতী পূজ্যতে হু কিম্। অনাথব্যঙ্গপঙ্গুত্বং ন প্রযোজকতামিয়াৎ ॥ ৩৩ ॥ পঙ্গ্বাদ্যা যেঽপ্যনাথা হি দয়াপাত্রং হি কেবলম্। তপোনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠাঃ শ্রুতিশাস্ত্রপরায়ণাঃ ॥ ৩৪ ॥ বিষ্ণুরূপাঃ সদা পূজ্যা নেতরে তু কদাচন। তত্রাপি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং প্রিয়া বিষ্ণোঃ সদৈব হি ॥ ৩৫ ॥ জ্ঞানিনামপি ভূপাল বিষ্ণুরেব সদা প্রিয়ঃ। তস্মাজ্‌ জ্ঞানী সদা পূজ্যঃ পূজ্যাৎ পূজ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬ ॥ ন জলঞ্চ ত্বয়া দত্তং সাধবো বা ন সেবিতাঃ। তেন তে দুর্গতিশ্চেয়ং প্রাপ্তা চেক্ষাকুনন্দন ॥ ৩৭ ॥ বেঙ্কটাদ্রৌ কৃতং পুণ্যং তুভ্যং দাস্যামি শান্তয়ে। ভূতং ভব্যং ভবত্তেন কর্ম্মজাতং বিজেষ্যসি ॥ ৩৮ ॥ ইত্যুক্ত্বাপ উপস্পৃশ্য দদৌ পুণ্যমনুত্তমম্। যদ্দত্তং ব্রাহ্মণেনাপি স্নানং চৈকদিনে কৃতম্ ॥ ৩৯ ॥ তেন ধ্বস্তাখিলাগাস্ত ত্যক্ত্বা চ গৃহগোধিকা। রূপং কর্ম্মোচিতং ঘোরং সদ্যোঽভূদ্‌দিব্য পূরুষঃ ॥ ৪০ ॥ দিব্যং বিমানমারূঢ়ো দিব্যস্রগম্বরভূষণঃ। পশ্যতামেব সাধূনাং মৈথিলস্য গৃহান্তরে ॥ ৪১ ॥ বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা পরিক্রম্য প্রণম্য চ। অনুজ্ঞাতো যযৌ রাজা স্তূয়মানোঽমরৈর্দিবম্ ॥ ৪২ ॥ তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগান্ বর্ষাযুতমতন্দ্রিতঃ। স এব চেক্ষাকুকুলে ককুৎস্থোঽভূন্মহারথঃ ॥ ৪৩ ॥ সপ্তদ্বীপপ্রতীপালো ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্মতঃ। দেবেন্দ্রস্য সমো বিষ্ণোরংশ এবং মহাপ্রভুঃ ॥ ৪৪ ॥ বোধিতশ্চ বসিষ্ঠেন সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্মনোহরান্। অনুষ্ঠায়াখিলান্ রাজা তেন ধ্বস্তাশুভাদিকঃ ॥ ৪৫ ॥ দিব্যং জ্ঞানং সমাসাদ্য বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্তবান্। তস্মাদ্বেঙ্কটশৈলেন্দ্রঃ পুণ্যঃ পাপবিনাশনঃ ॥ ৪৬ ॥ তস্মিংশ্চ জলদানং তু বিষ্ণুলোকপ্রদায়কম্। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা জলদানস্য বৈভবম্। বেঙ্কটাদ্রৌ মহাপুণ্যে সর্ব্বপাতকনাশনে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলদানবৈভববর্ণনং নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

জলের কোন মূল্য নাই, উহা সুখলভ্য, এইরূপ মনে করিয়া নিদাঘ দিনে পথপর্য্যটক দ্বিজগণের যে জলই জীবন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তুমি বেঙ্কটাচলে জলদান কর নাই। অপিচ দানের যোগ্যপাত্র অতিক্রম করিয়া তুমি অযোগ্য পাত্রে ধন দান করিয়াছ। দেখ, জলন্ত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে কেহ আহুতি প্রদান করে না, তুলসী পরিত্যাগ করিয়া কেহ কি বৃহতী পূজা করে? পঙ্গু আদি অনাথগণ কেবল দয়ারই পাত্র; কিন্তু অনাথ পঙ্গুরা কখন দানগ্রহণ-যোগ্য হইতে পারে না। যাঁহারা তপোনিষ্ঠ, জ্ঞাননিষ্ঠ, বেদশাস্ত্রপরায়ণ, তাঁহারা বিষ্ণুরূপী ও সতত পূজ্য; কিন্তু অপর কোন ব্যক্তিই পূজ্য নহে। হে ভূপাল! এই সকলের মধ্যেও আবার জ্ঞানিগণ বিষ্ণুর সর্ব্বদা প্রিয় এবং বিষ্ণু জ্ঞানিগণের প্রিয়; অতএব জ্ঞানীই পূজ্য হইতেও পূজ্যতর। তুমি জলও দান কর নাই বা সাধুগণেরও সেবা কর নাই; হে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন! এই জন্ত তোমার দুর্গতি হইয়াছে। হে নৃপ! আমি বেঙ্কটাচলে যে সকল কর্ম্মাচরণ করিয়াছি, তোমার পাপশান্তির জন্ত তাহা দান করিতেছি। ইহা দ্বারা তুমি সেই ভূত, ভবিষ্য এবং বর্ত্তমান কর্ম্মজাত ক্ষয় করিতে পারিবে। শ্রুতদেব এইরূপ বলিয়া জলস্পর্শপূর্ব্বক তাঁহার কৃত অনুত্তম পুণ্য সকল দান করিলেন। শ্রুতদেবও যে পুণ্যদান করিয়াছিলেন, উহা একদিনের স্নানকৃত পুণ্য; কিন্তু রাজা সেই পুণ্য প্রভাবেই বিধৌতপাপ হইয়া স্বীয় কর্ম্মলভ্য ঘোর গৃহগোধারূপ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ এক দিব্য পুরুষরূপে পরিণত হইলেন। তখনই এক দিব্য বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। মৈথিল পুরস্থিত সাধুগণের সমক্ষেই রাজা অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া দিব্য মাল্য চন্দন ও বস্ত্রে ভূষিত হইয়া বিমানে আরোহণ করিলেন এবং সাধুগণের অনুজ্ঞাগ্রহণ করত অমরনিকর দ্বারা স্তূয়মান হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন। অনলস রাজা অযুতবৎসর স্বর্গপুরে উত্তম ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া তিনিই ইক্ষ্বাকুকুলে বিখ্যাত মহারথ ককুৎস্থ নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সপ্তদ্বীপের প্রতিপালক ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন সাধুসম্মত ইন্দ্রতুল্য-প্রভাশালী মহাপ্রভু ককুৎস্থ বিষ্ণুর অংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। তিনি বশিষ্ঠসমীপে জ্ঞানলাভ করিয়া নিখিল মনোহর ধর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ অশুভ বিনাশ করিয়া এবং দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! অতএব বেঙ্কট শৈলের পুণ্যজনক ও পাপ-

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। বেঙ্কটাদ্রেস্তু মাহাত্ম্যং ভূয়োঽপি প্রবদাম্যহম্। যুষ্মাকং সাবধানেন শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ১॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানি চ। তানি সর্ব্বাণি বর্ত্তন্তে বেঙ্কটাহ্বয়ভূধরে॥ ২॥ তস্মিন্নগোত্তমে পুণ্যে বসন্তং পুরুষোত্তমম্। শঙ্খচক্রধরং দেবং পীতাম্বরধরং শুভম্॥ ৩॥ কৌস্তুভালঙ্কৃতোরস্কং ভক্তানামভয়প্রদম্। দেবদেবং বিশালাক্ষং বেদবেদ্যং সনাতনম্॥ ৪॥ অঙ্গকোশলকর্ণাটকাশীগুর্জ্জরদেশগাঃ। চোলকেরলপাণ্ড্যাদিসর্ব্বদেশসমুদ্ভবাঃ॥ ৫॥ সকুটুম্বাশ্চ সেবার্থমায়ান্তি প্রতিবৎসরম্। দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সিদ্ধা যোগিনঃ সনকাদয়ঃ॥ ৬॥ যে ভাদ্রপদমাসে তু বেঙ্কটেশমহোৎসবে। সেবাং কুর্ব্বন্তি তে সর্ব্বে নিষ্পাপা উত্তমোত্তমাঃ॥ ৭॥ তত্র শ্রীবেঙ্কটেশস্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। চকার কন্যামাসে তু ধ্বজারোপমহোৎসবম্॥ ৮॥ প্রতিবর্ষং চ তৎসেবানিমিত্তঃ সর্ব্বমানবাঃ। সর্ব্বে দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যা মহৌজসঃ॥ ৯॥ ব্রহ্মোৎসবে ভগবতঃ সমায়ান্তি দ্বিজোত্তমাঃ। বিদ্যানাং বেদবিদ্যেব মন্ত্রাণাং প্রণবো যথা॥ ১০॥ প্রাণবৎ প্রিয়বস্তূনাং ধেনূনাং কামধেনুবৎ। তথা বেঙ্কটশৈলেন্দ্রঃ ক্ষেত্রাণামুত্তমোত্তমঃ॥ ১১॥ শেষবৎ সর্ব্বনাগানাং পক্ষিণাং গরুড়ো যথা। দেবানাং তু যথা বিষ্ণুর্ব্বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা॥ ১২॥ তথা বেঙ্কটশৈলেন্দ্রঃ ক্ষেত্রাণামুত্তমোত্তমঃ। ভূরুহাণাং সুরতরুর্ভার্য্যেব সুহৃদাং যথা॥ ১৩॥ তীর্থানাং তু যথা গঙ্গা তেজসাং তু রবির্যথা। তথা বেঙ্কটশৈলেন্দ্রঃ ক্ষেত্রাণামুত্তমোত্তমঃ॥ ১৪॥ আয়ুধানাং যথা বজ্রং লোহানাং কাঞ্চনং যথা। বৈষ্ণবানাং যথা রুদ্রো রত্নানাং কৌস্তুভো যথা॥ ১৫॥ তথা বেঙ্কটশৈলেন্দ্রঃ ক্ষেত্রাণামুত্তমোত্তমঃ। নানেন সদৃশো লোকে বিষ্ণুপ্রীতিবিবর্দ্ধনঃ॥ ১৬॥ ন মাধবসমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগম্। ন চ বেদসমং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্॥ ১৭॥ ন জলেন সমং দানং ন সুখং ভার্য্যয়া সমম্। ন কৃষেস্তু সমং বিত্তং ন লাভো জীবিতাৎ পরঃ॥ ১৮॥

বিনাশন। এই বেঙ্কটাচলে জলদান বিষ্ণুলোকপ্রদায়ক। এই আপনাদের নিকট মহাপুণ্য সর্ব্বপাতকনাশন বেঙ্কটশৈলের জলদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।২৮—৪৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—আপনাদের নিকট পুনরায় বেঙ্কটাদ্রির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, সুসমাহিতমনে সাবধানে শ্রবণ করুন। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, বেঙ্কটাচলে সেই সকল তীর্থই বিরাজিত। সেই পুণ্য নগোত্তম বেঙ্কটাচলে পীতাম্বরধারী শঙ্খচক্রধর শুভ পুরুষোত্তম বাস করেন। ভক্তগণের অভয়প্রদ দেব বিষ্ণুর বক্ষস্থল কৌস্তুভালঙ্কৃত এবং লোচনযুগল বিশাল। অঙ্গ, কোশল, কর্ণাট, কাশী, গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশবাসিগণ এবং সকুটুম্ব চোল, কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি দেশোৎপন্ন জনগণ প্রতিবৎসরেই বেদবেদ্য সনাতন দেবদেব বিষ্ণুর সেবার্থ বেঙ্কটাচলে আগমন করেন। দেব, ঋষি, সিদ্ধ, সনকাদি যোগী এবং অন্যান্য নিষ্পাপ অত্যুত্তম জনগণ বেঙ্কটাচলের ভাদ্রপদমাসীয় মহোৎসবে আগমন করিয়া দেবদেবের সেবা করিয়া থাকেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এখানে আশ্বিনমাসে যে ধ্বজারোহণ মহোৎসব সমাহিত করেন, ঐ উৎসবের নাম ব্রহ্মোৎসব; হে দ্বিজোত্তমগণ! দেবদেবের সেবার্থ নিখিল মানব, দেব, গন্ধর্ব্ব, মহৌজা সিদ্ধ ও সাধ্যগণ প্রতিবৎসরেই ভগবানের এই ব্রহ্মোৎসবে আগমন করেন। যেমন বিদ্যাসমূহের মধ্যে বেদবিদ্যা, মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রণব, নিখিল প্রিয়বস্তুর মধ্যে প্রাণ, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু; সর্পের মধ্যে শেষনাগ, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, দেবগণ মধ্যে বিষ্ণু, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ; তরুরাজির মধ্যে সুতরাং, সুহৃদ্গণের মধ্যে ভার্য্যা, তীর্থমধ্যে গঙ্গা, তেজস্বীদিগের মধ্যে রবি, আয়ুধগণের মধ্যে বজ্র, ধাতুসমূহের মধ্যে স্বর্ণ, বৈষ্ণবগণের মধ্যে রুদ্র, এবং রত্নানিচয় মধ্যে কৌস্তুভ, তদ্রূপ ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে এই অত্যুত্তম বেঙ্কটশৈলেন্দ্রই শ্রেষ্ঠ। ত্রিলোকে বেঙ্কটশৈলের ন্যায় বিষ্ণুপ্রীতিবর্দ্ধক আর কোন স্থান নাই।১—১৬। যেমন বৈশাখের সমান মাস নাই, সত্য সদৃশ যুগ নাই, বেদের তুল্য শাস্ত্র নাই, গঙ্গার অনুরূপ তীর্থ নাই, জলদান তুল্য দান নাই, পত্নীসঙ্গের মত সুখ নাই, কৃষির

ন তপোঽনশনাত্তত্র দানাৎ পরমং সুখম্। ন ধর্ম্মস্ত দয়াতুল্যো ন জ্যোতিশ্চক্ষুষা সমম্ ॥১৯॥ ন তৃপ্তিরশনাতুল্যা ন বাণিজ্যং কৃষেঃ সমম্। ন ধর্ম্মেণ সমং মিত্রং ন সত্যেন সমং যশঃ ॥ ২০ ॥ যথা তথা ভগবতঃ স্থানেন সদৃশং ন হি ॥ ২১ ॥ যৎকীর্ত্তনং সকলপাপহরং মুনীন্দ্রা যদ্বন্দনং সকলসৌখ্যদমেব লোকে। যাত্রাপি যৎ প্রতি সুরৈরপি পূজনীয়া তাদৃঙ্মহান্ ভবতি বেঙ্কটশৈলমুখ্যঃ ॥ ২২ ॥ তস্যানুভাবং প্রবদামি ভূয়ঃ সমস্ততীর্থানি বসন্তি যত্র এবং সমস্তেষু চ মুখ্যতীর্থং শ্রীস্বামিনামাস্তি সরোবরং তৎ ॥ ২৩ ॥ মাহাত্ম্যমেতস্য মযোচ্যতে কথং যৎপশ্চিমে রোধসি ভূবরাহঃ। আলিঙ্গ্য কান্তামতি সৌম্যমূর্ত্তির্বিরাজতে বিশ্বজনোপকারী ॥ ২৪ ॥ শ্রীস্বামিপুষ্করিণ্যাশ্চ দক্ষিণে বেঙ্কটেশ্বরঃ। আলিঙ্গিতবপুর্লক্ষ্ম্যা বর দো বর্ত্ততে চিরম্ ॥ ২৫ ॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমুত্তমম্। যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষেত্রমহিমানুবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। অথেদানীং প্রবক্ষ্যামি বেঙ্কটেশ্বরবৈভবম্। যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ শ্রীবেঙ্কটেশ্বরং দেবং যঃ পশ্যতি সকৃন্নরঃ। স নরো মুক্তিমাপ্নোতি বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥ দশবর্ষৈস্তু যৎ পুণ্যং ক্রিয়তে তু কৃতে যুগে। ত্রেতায়ামেকবর্ষেণ তৎ পুণ্যং সাধ্যতে নৃভিঃ ॥ ৩ ॥ দ্বাপরে পঞ্চমাসেন তদ্দিনেন কলৌ যুগে। তৎ ফলং কোটিগুণিতং নিমিষে নিমিষে নৃণাম্ ॥ ৪ ॥ নিঃসন্দেহং ভবেদেবং শ্রীনিবাসবিলোকিনাম্। শ্রীবেঙ্কটেশ্বরে দেবে তীর্থানি সকলান্যপি ॥ ৫ ॥ বিদ্যন্তে সর্ব্বদেবাশ্চ মুনয়ঃ পিতরস্তথা। এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং সর্ব্বদৈব বা ॥ ৬ ॥ যে স্মরন্তি মহাদেবং শ্রীনিবাসং বিমুক্তিদম্। কীর্ত্তয়ন্ত্যথবা বিপ্রাস্তে মুক্তাঃ পাপপঞ্জরাৎ ॥ ৭ ॥ নারায়ণং পরং দেবং বেঙ্কটেশং প্রয়ান্তি বৈ। পূজিতং শঙ্খরাজেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ৮ ॥ তস্য স্মরণ-

---

সমান বিত্ত নাই, জীবন লাভের তুল্য লাভ নাই, অনাহার সদৃশ তপস্যা নাই, দানের সমান শ্রেষ্ঠ সুখ নাই, দয়াতুল্য ধর্ম্ম নাই, চক্ষুর সমান জ্যোতি নাই, অশনা তুল্য তৃপ্তি নাই, কৃষির সমান বাণিজ্য নাই, ধর্ম্মের সমান মিত্র নাই এবং সত্যের সমান নয়ন নাই, তদ্রূপ ভগবানের অধিষ্ঠানস্থানের তুল্য উত্তম স্থান আর নাই। হে মুনীন্দ্রগণ! যাঁহার কীর্ত্তনে সকলপাপ বিনষ্ট হয়, যাঁহাকে বন্দনা করিলে সর্ব্ববিধ সৌখ্য প্রাপ্তি ঘটে, যিনি অমরগণেরও পূজনীয়, শৈলশ্রেষ্ঠ বেঙ্কটও তাঁহার সদৃশ শ্রেষ্ঠ। যেখানে সমস্ত তীর্থ বাস করে, এবং যিনি সকল তীর্থের মুখ্য স্বামিসরোবর নামে বিখ্যাত, আমি পুনরায় তাঁহার বৈভব কীর্ত্তন করিতেছি। যাঁহার পশ্চিম তীরে বিশ্বজনোপকারী অতিসৌম্যমূর্ত্তি ভূবরাহ কান্তাকে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজ করিতেছেন; আমি সেই স্বামিতীর্থের মাহাত্ম্য কিরূপে কীর্ত্তন করিব? বরদ বেঙ্কটেশ্বর স্বামিপুষ্করিণীর দক্ষিণে লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিয়া চির বিরাজিত। হে বিপ্রগণ! এই আপনাদের নিকট উত্তম ক্ষেত্রকথা কীর্ত্তন করিলাম, যিনি ভক্তির সহিত সতত শ্রবণ করেন, তাঁহার বিষ্ণুলোক লাভ হয়।১৭—২৬।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর যাহা শ্রবণ করিলে নিঃসংশয় সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়, সম্প্রতি সেই বেঙ্কটেশ্বরবিভূতি কীর্ত্তন করিতেছি। যে মানব বেঙ্কটপতিকে একবারমাত্র দর্শন করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে দশ বৎসরে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, ত্রেতাযুগে মানব এক বৎসরেই তৎপুণ্য লাভ করিতে পারে; সেই পুণ্য আবার দ্বাপরে পাঁচমাসে এবং কলিযুগে পাঁচদিনে মাত্র লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীনিবাসকে দর্শন করিলে মানবগণের নিমিষে নিমিষে তৎপুণ্যের কোটিগুণ সঞ্চিত হয়, সন্দেহ নাই। নিখিল তীর্থ, দেব, মুনি এবং পিতৃগণ দেব বেঙ্কটেশ্বরে বিরাজিত। যে সকল বিপ্র এক দুই কিংবা তিনবার অথবা সর্ব্বদা বিমুক্তিদ মহাদেব শ্রীনিবাসকে স্মরণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা পাপপঞ্জর হইতে মুক্ত হন এবং বেঙ্কটনাথ পরমদেব নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন। শঙ্খরাজপূজিত সচ্চিদানন্দ[illegible]

স্মরণেন যমপীড়াপি নো ভবেৎ। শ্রীনিবাসং মহাদেবং যেঽর্চ্চয়ন্তি সকৃন্নরাঃ ॥ ৯ ॥ কিং দানৈঃ কিং ব্রতৈস্তেষাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। বেঙ্কটেশং পরং দেবং যো ন চিন্তয়তি ক্ষণম্ ॥ ১০ ॥ অজ্ঞানী স চ পাপী স্যাৎ স মূকো বধিরস্তথা। স জড়োঽন্ধশ্চ বিজ্ঞেয়ং ছিদ্রং তস্য সদা ভবেৎ ॥ ১১ ॥ শ্রীনিবাসে মহাদেবে সকৃদ্দৃষ্টে মুনীশ্বরাঃ। কিং কাশ্যা গয়য়া চৈব প্রয়াগেণাপি কিং ফলম্ ॥ ১২ ॥ দুর্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং মানবা ইহ ভূতলে। বেঙ্কটেশং পরং দেবং যে পশ্যন্ত্যর্চ্চয়ন্তি বা ॥ ১৩ ॥ জন্ম তেষাং হি সফলন্তে কৃতার্থাশ্চ নেতরে। বেঙ্কটেশে পরে দেবে দৃষ্টে বা পূজিতেঽপি বা ॥ ১৪ ॥ শম্ভুনা ব্রহ্মণা কিং বা শক্রেণাপ্যখিলামরৈঃ। বেঙ্কটেশে মহাদেবে ভক্তিযুক্তাশ্চ যে নরাঃ ॥ ১৫ ॥ তেষাং প্রণামস্মরণপূজাযুক্তাশ্চ যে নরাঃ। ন তে পশ্যন্তি দুঃখানি নৈব যান্তি যমালয়ম্ ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি সুরাপানাযুতানি চ। দৃষ্টে নারায়ণে দেবে বিলয়ং যান্তি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৭ ॥ যে বাঞ্ছন্তি সদা ভোগং স্বারাজ্যং ত্রিদশালয়ে। বেঙ্কটাদ্রিনিবাসং তে প্রণমন্তু সকৃন্মুদা ॥ ১৮ ॥ যানি কানি চ পাপানি জন্মকোটিকৃতানি চ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি বেঙ্কটেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ১৯ ॥ সম্পর্কাৎ কৌতুকাল্লোভাদ্ভয়াদাপি চ সংস্মরন্। বেঙ্কটেশং মহাদেবং নৈবাসৌ চ দুঃখভাক্ ॥ ২০ ॥ বেঙ্কটাচলদেবেশং কীর্ত্তয়ন্নর্চ্চয়ন্নপি। অবশ্যং বিষ্ণুসারূপ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে ক্ষণাৎ। তথা পাপানি সর্ব্বাণি বেঙ্কটেশ্বরদর্শনম্ ॥ ২২ ॥ বেঙ্কটেশ্বরদেবস্য ভক্তিরষ্টবিধা স্মৃতা। তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং তৎপূজাপরিতোষণম্ ॥ ২৩ ॥ স্বয়ং তৎপূজনং ভক্ত্যা তদর্থে দেহচেষ্টিতম্। তন্মাহাত্ম্যকথাবাঞ্ছাশ্রবণেষাদরস্তথা ॥ ২৪ ॥ স্বরনেত্রশরীরেষু বিকারস্ফুরণং তথা। শ্রীনিবাসস্য দেবস্য স্মরণং সততং তথা ॥ ২৫ ॥ বেঙ্কটাদ্রিনিবাসং তমাশ্রিত্যৈবোপজীবনম্। এবমষ্টবিধা ভক্তির্যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥ স এব মুক্তিমাপ্নোতি শৌনকাদ্যা মহৌজসঃ। ভক্ত্যা

বিষ্ণুর স্মরণমাত্রে মানবের যমপীড়া হয় না। যে সকল মানব মহাদেব শ্রীনিবাসকে একবারমাত্র পূজা করেন, তাঁহাদের দান, ব্রত, তপস্যা কিংবা যজ্ঞ করিয়া কি হইবে? যে ব্যক্তি পরমদেব বেঙ্কটপতিকে ক্ষণকালও স্মরণ করে না; সে ব্যক্তি অজ্ঞান, পাপী, মূক, বধির, জড়, অন্ধ হয় এবং তাহার সকল কার্য্যই দোষযুক্ত হইয়া থাকে। হে মুনীশ্বরগণ! শ্রীনিবাসকে একবারমাত্র দর্শন করিলে, তাহার গয়া, কাশী বা প্রয়াগে গিয়া কি ফল? এই ক্ষিতিতলে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে সকল মানব পরমদেব বেঙ্কটপতিকে দর্শন বা অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের মানবজন্ম সফল এবং তাঁহারাই কৃতার্থ। পরম দেব বেঙ্কটেশকে দর্শন করিলে শম্ভু, ব্রহ্মা, শক্র ও অমরনিকরের দর্শনের আর প্রয়োজন হয় না। যাহারা বেঙ্কট-ভূধরপতিতে ভক্তিমান্; যে সকল মানব সেই বেঙ্কটপতির ভক্তগণকে প্রণাম, স্মরণ, বা পূজা করে, তাহারা কদাচ দুঃখের মুখ দর্শন করে না বা যমপুরে গমন করে না। সহস্র ব্রহ্মহত্যা বা অযুত সুরাপান করিয়াও নারায়ণের দর্শনে অশেষরূপে তৎসমস্ত পাপ বিলীন হইয়া যায়। যাহারা সতত ত্রিদশালয়, রাজ্য ও বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা মুদিতমনে সেই বেঙ্কটশৈলবাসী শ্রীনিবাসকে একবার প্রণাম করুন।১—১৮। বেঙ্কটেশ্বরের দর্শনে জন্মকোটিকৃত সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়। সম্পর্কবশতঃ হউক, কৌতুকেই হউক বা লোভ কিংবা ভয়প্রযুক্তই হউক, মানব মহাদেব বেঙ্কটেশ্বরের সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিলে কি ইহ কি পর, কোনকালেই দুঃখভাগী হয় না। বেঙ্কটাচলপতির নাম কীর্ত্তন ও পূজনকারী অবশ্যই বিষ্ণুসারূপ্য লাভ করে, সংশয় নাই। প্রদীপ্ত অনল যেরূপ ক্ষণকাল মধ্যে কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, বেঙ্কটাদ্রিপতির দর্শনও তদ্রূপ সমস্ত পাপ ভস্ম করিয়া থাকে। বেঙ্কটভূধরপতির ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্যদর্শন; তাঁহার পূজা ও পরিতোষসাধন; ভক্তিভরে তাঁহার উদ্দেশে নিজকৃত পূজা; তাঁহার ইষ্টার্থ দৈহিক চেষ্টা; তাঁহার মাহাত্ম্যকথায় অভিলাষ; মাহাত্ম্য শ্রবণে আদর; স্বর, নেত্র ও শরীরে বিকারস্ফুরণ; সতত শ্রীনিবাস দেবের স্মরণ; বেঙ্কটাদ্রিতে বাস; বেঙ্কটাচলের আশ্রয়ে জীবিকা অর্জ্জন, বেঙ্কটেশের প্রতি এই অষ্টবিধ ভক্তি কথিত হয়। হে মহাতেজা শৌনকাদি মুনিগণ! অন্যের কথা কি বলিব। এই অষ্টবিধ ভক্তি যে ম্লেচ্ছে বর্ত্তমান, সেও মুক্তি লাভ করে। হে বিপ্রগণ! উগ্রতেজা যতিগণের

ধনঞ্জয়া মুক্তিরত্র জ্ঞানেন নিশ্চিতা ॥ ২৭ ॥ বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণাদযতীনামূর্দ্ধরেতসাম্। সা চ মুক্তির্বিনা জ্ঞানং বেদান্তশ্রবণোদ্ভবম্। যত্যাশ্রমং বিনা বিপ্রা বিরক্তিঞ্চ বিনা তথা ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বেষাঞ্চৈব বর্ণানামখিলাশ্রমিণামপি। বেঙ্কটেশ্বরদেবস্য দর্শনাদেব কেবলম্ ॥ ২৯ ॥ অপুনর্ভবদা মুক্তির্ভবিষ্যত্যবিলম্বিতম্। কৃমিকীটাশ্চ দেবাশ্চ মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৩০ ॥ তুল্যা বেঙ্কটশৈলেন্দ্রে শ্রীনিবাসপ্রসাদতঃ। পাপং কৃতং ময়ানেকমিতি মা ক্রিয়তাং ভয়ম্ ॥ ৩১ ॥ মা গর্ব্বঃ ক্রিয়তাং পুণ্যং ময়াকারীতি বা জনৈঃ। বেঙ্কটেশে মহাদেবে শ্রীনিবাসে বিলোকিতে ॥ ৩২ ॥ ন ন্যূনা নাধিকাশ্চ স্যুঃ কিন্তু সর্ব্বে মহাজনাঃ। বেঙ্কটাখ্যে মহাপুণ্যে সর্ব্বপাতকনাশনে ॥ ৩৩ ॥ শ্রীনিবাসং পরং দেবং যঃ পশ্যতি সভক্তিকম্। ন তেন তুল্যতামেতি চতুর্ব্বেদ্যপি ভূতলে ॥ ৩৪ ॥ বেঙ্কটেশ্বরদেবেশং যঃ পূজয়তি ভক্তিতঃ। স কোটিকুলসংযুক্তঃ প্রয়াতি হরিমন্দিরম্ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীনিবাসাচ্চ ন সমং নাধিকং পুণ্যমস্তি বৈ। বেঙ্কটাদ্রিনিবাসং তং দ্বেষ্টি যো মোহমাস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মহত্যাযুতং তেন কৃতং নরককারণম্। তৎসম্ভাষণমাত্রেণ মানবো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩৭ ॥ শ্রীনিবাসপরা বেদাঃ শ্রীনিবাসপরা মখাঃ। শ্রীনিবাসপরাঃ সর্ব্বে তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ৩৮ ॥ অন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য শ্রীনিবাসং সমাশ্রয়েৎ। সর্ব্বযজ্ঞতপোদানতীর্থস্নানে তু যৎফলম্ ॥ ৩৯ ॥ তৎফলং কোটিগুণিতং শ্রীনিবাসস্য সেবয়া। বেঙ্কটাদ্রিনিবাসং তং চিন্তয়ন্ ঘটিকাদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥ কুলৈকবিংশতিং ধৃত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। স্বামিপুষ্করিণীতীর্থে স্নানং দেবস্য দর্শনম্ ॥ ৪১ ॥ যদি লভ্যেত বৈ পুংসাং কিং গঙ্গাজলসেবয়া। বেঙ্কটেশং পরং দেবং যঃ কদাপি ন পশ্যতি ॥ ৪২ ॥ সঙ্করঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ন পিতুর্বীজসম্ভবঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বেঙ্কটেশো দয়ানিধিঃ ॥ ৪৩ ॥ দ্রষ্টব্যোঽতিপ্রযত্নেন পরলোকেচ্ছয়া দ্বিজাঃ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা বেঙ্কটেশস্য বৈভবম্ ॥ ৪৪ ॥ যস্ত্বেতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পঠতে চ সভক্তিকম্। স বৈ বেঙ্কটনাথস্য সেবাফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীবেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যে বেঙ্কটেশ্বরবৈভবানুবর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণে একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে ও [illegible] ফলে মুক্তি হইয়া থাকে। আরও দেখুন, কঠোর যত্যাশ্রম পালন, বৈরাগ্য, আর বেদান্ত শ্রবণজন্য জ্ঞান ভিন্ন সে মুক্তি অসম্ভব ; কিন্তু সর্ব্ববিধ বর্ণ ও অখিল আশ্রমীরই কেবলমাত্র বেঙ্কটেশ্বরদেবের দর্শনে অবিলম্বেই অপুনর্ভবা মুক্তি হইয়া থাকে। কৃমি, কীট, দেব এবং তপোধন মুনিগণ—শ্রীনিবাসের অনুগ্রহে বেঙ্কটশৈলেন্দ্রে এ সকলই তুল্য। কোন মানবই যেন "আমি অনেক পাপ করিয়াছি" এই বলিয়া ভীত না হয়, আর কেহই যেন "আমি অনেক পুণ্য করিয়াছি" বলিয়া গর্ব্ব না করে ; বেঙ্কটেশ মহাদেব শ্রীনিবাসের দর্শনে কেহই ন্যূন বা অধিক থাকে না,—সকলেই মহাজন। সর্ব্বপাতকনাশন মহাপুণ্য বেঙ্কটশৈলে যে নর ভক্তি সহকারে শ্রীনিবাসকে দর্শন করে, চতুর্ব্বেদসম্পন্ন মানবও ভূতলে তাহার তুল্য নহে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বেঙ্কটপতি দেবেশ শ্রীনিবাসের পূজা করে, সে কোটিকুল সহ হরিমন্দিরে গমন করে। শ্রীনিবাসের সমান বা তাঁহা হইতে অধিক পবিত্র কিছুই নাই, মোহ আশ্রয় করিয়া যে মানব বেঙ্কটশৈলনিবাসী সেই শ্রীনিবাসকে দ্বেষ করে, সে ব্রহ্মহত্যাযুক্ত হয় এবং নরকের দ্বার প্রস্তুত করে ও তাহার সহিত সম্ভাষণ মাত্রেই নর নরকে গমন করিয়া থাকে।১৯—৩৭। বেদ, ও যজ্ঞ এবং অন্যান্য সকলই শ্রীনিবাসময়, তিনি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুরই সত্তা নাই ; অতএব অন্য নিখিল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীনিবাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নিখিল যজ্ঞ, তপস্যা, দান এবং তীর্থস্নানে যে ফল কথিত হয়, একমাত্র শ্রীনিবাসের সেবায় তাহার কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। যে মানব ঘটিকাদ্বয় বেঙ্কটশৈলনিবাসী শ্রীনিবাসকে স্মরণ করে, সে একবিংশতি কুল সহ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। যদি কখনও সুকৃত পুরুষগণের ভাগ্যবশে স্বামিপুষ্করিণীতীর্থে স্নান ও শ্রীনিবাসদর্শন ঘটে, তবে তাঁহাদের গঙ্গাজলসেবা করিয়া কি হইবে ? হে দ্বিজগণ ! যে মানব কখনও পরম দেব বেঙ্কটপতিকে দর্শন করে নাই, সে সঙ্কর,—কদাচ তাহার পিতার বীজ হইতে সমুৎপন্ন নহে। অতএব পরলোককামী মানব সর্ব্ব প্রযত্নে দয়ানিধি বেঙ্কটভূধরপতিকে [illegible] সহকারে দর্শন করিবে। হে বিপ্রগণ ! এই আপনাদের নিকট বেঙ্কটেশের ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিলাম। যিনি ইহা ভক্তিসহকারে সতত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীসূত উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি বেঙ্কটাচলবৈভবম্। যুষ্মাকং সাবধানেন শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ১ ॥ লক্ষকোটিসহস্রাণি সরাংসি সরিতস্তথা। সমুদ্রাশ্চ মহাপুণ্যা বনান্যপ্যাশ্রমা অপি ॥ ২ ॥ পুণ্যানি ক্ষেত্রজাতানি বেদারণ্যাদিকানি চ। মুনয়শ্চ বসিষ্ঠাদ্যাঃ সিদ্ধচারণকিন্নরাঃ ॥ ৩ ॥ লক্ষ্ম্যা সহ ধরণ্যা চ ভগবান্মধুসূদনঃ। সাবিত্র্যা চ সরস্বত্যা সহৈব চতুরাননঃ ॥ ৪ ॥ পার্ব্বত্যা সহ দেবেশস্ত্র্যম্বকস্ত্রিপুরান্তকঃ। হেরম্বষণ্মুখাদ্যাশ্চ দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৫ ॥ আদিত্যাদিগ্রহাশ্চৈব তথাষ্টবসবো দ্বিজাঃ। পিতরো লোকপালাশ্চ তথান্যে দেবতাগণাঃ ॥৬॥ মহাপাতকসজ্ঘানাং নাশনে লোকপাবনে। দিবানিশং বসন্ত্যস্তর্বেঙ্কটাচলমূর্দ্ধনি ॥ ৭ ॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ বুদ্ধিসৌখ্যং নৃণাং ভবেৎ। তন্মূর্দ্ধনি কৃতাবাসাঃ সিদ্ধচারণযোষিতঃ ॥ ৮ ॥ পূজয়ন্তি সদাকালং বেঙ্কটেশং কৃপানিধিম্। কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ ॥ ৯ ॥ অঞ্জলয়া °বিনশ্যন্তি বেঙ্কটাচলমারুহ্যতঃ ॥ ১০ ॥ বেঙ্কটাদ্রিং গিরিং তং তু প্রার্থয়েৎ পুণ্যবর্দ্ধনম্। স্বর্ণাচল মহাপুণ্য সর্ব্বদেবনিষেবিত ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মাদয়োঽপি যং দেবাঃ সেবন্তে শ্রদ্ধয়া সহ। তং ভবন্তমহং পদ্ভ্যামাক্রমেঽহং নগোত্তম ॥ ১২ ॥ ক্ষমস্ব তদঘং মেঽদ্য দয়য়া পাপচেতসঃ। ত্বন্মূর্দ্ধনি কৃতাবাসং মাধবং দর্শয়স্ব মে ॥ ১৩ ॥ প্রার্থয়িত্বা নরস্ত্বেবং বেঙ্কটাদ্রিং নগোত্তমম্। ততো মৃদুপদং গচ্ছেৎ পাবনং বেঙ্কটাচলম্ ॥ ১৪ ॥ বেঙ্কটাদ্রৌ মহাপুণ্যে সর্ব্বপাতকনাশনে। স্বামিপুষ্করিণীতীর্থে স্নাত্বা নিয়মপূর্ব্বকম্ ॥ ১৫ ॥ পিণ্ডদানং ততঃ কুর্য্যাদপি সর্ষপমাত্রকম্। শমীদলসমানান্ বা দদ্যাৎ পিণ্ডান্ পিতৄন্ প্রতি ॥১৬॥ স্বর্গস্থা মোক্ষমায়ান্তি স্বর্গং নরকবাসিনঃ ॥ ১৭ ॥ ততস্তস্যোপরি মহৎ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্। সর্ব্বতীর্থোত্তমং পুণ্যং নাম্না পাপবিনাশনম্ ॥ ১৮ ॥ অস্তি পুণ্যতমে বিপ্রাঃ পবিত্রে বেঙ্কটাচলে। যস্য সংস্মরণাদেব গর্ভবাসো ন বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥ তৎপ্রাপ্য তু নরঃ স্নায়াৎ স্বামিতীর্থস্য চোত্তরে। তত্র স্নানান্নরা যান্তি বৈকুণ্ঠং

বেঙ্কটেশ শ্রীনিবাসের সেবাফল লাভ করিয়া থাকেন।৩৮—৪৫।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ইহার পর ও আপনাদের নিকট বেঙ্কটাচলের বৈভব বর্ণন করিতেছি, সাবধানে সুসমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ। এই বেঙ্কট শৈল লক্ষকোটি সহস্র সরোবর, নদী, সমুদ্র, মহাপুণ্য বন, আশ্রম ও বেদারণ্যাদি পুণ্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠান। বসিষ্ঠাদি মুনি, সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণ, লক্ষ্মী ও ধরণীর সহিত ভগবান মধুসূদন, সরস্বতী ও সাবিত্রীসহ চতুরানন ব্রহ্মা, পার্ব্বতীর সহিত দেবেশ ত্রিপুরান্তক ত্রিলোচন, গণপতি ও কার্ত্তিকাদি ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ; আদিত্যাদি গ্রহগণ, অষ্টবসু, পিতৃগণ, লোকপাল ও অন্যান্য দেবগণ—মহাপাতকরাশিবিনাশন লোকপাবন বেঙ্কটাচলের মস্তকে দিবানিশ বাস করেন। এই বেঙ্কটাদ্রির দর্শন মাত্রে মানবগণের সৌখ্যভাবসম্পন্ন জ্ঞান জন্মে। সিদ্ধ-চারণরমণীগণ নিরন্তর বেঙ্কটগিরির শিখরে বাস করিয়া কৃপানিধি বেঙ্কটপতির সতত পূজা করেন। এই বেঙ্কটশৈলের সমীরণ-সংস্পর্শে কোটি ব্রহ্মহত্যা ও কোটি অগম্যাগমন জন্য অঙ্গলগ্ন-কলুষ লয় প্রাপ্ত হয়।১—১০। অনন্তর নর-পুণ্যবর্দ্ধন গিরিবর বেঙ্কটভূধরে আরোহণ সময়ে বক্ষ্যমাণরূপে প্রার্থনা করিবে,—“হে মহাপুণ্য স্বর্ণাচল! যিনি দেবসমূহের সেব্য, ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত সেবা করিয়া থাকেন, আমি সেই আপনাকে পদদ্বয় দ্বারা আক্রমণ করিতেছি। হে নগোত্তম। আমি পাপচিত্ত, আজ আমার পাদস্পর্শজনিত পাপ হইতে আমাকে দয়া দ্বারা ক্ষমা করুন এবং আপনার মস্তকস্থিত মাধবকে আমার নয়নগোচর করুন।” নর এইরূপে নগোত্তম বেঙ্কটশৈলসমীপে প্রার্থনা করিয়া তদনন্তর মৃদুপদে পূত বেঙ্কট পর্ব্বতে গমন করিবে এবং তৎপরে সর্ব্বপাপপ্রণাশন মহাপুণ্য বেঙ্কটগিরির স্বামিপুষ্করিণীতীর্থে নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিয়া সর্ষপ বা শমীপত্রপ্রমাণ পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিবে। হে মুনিগণ! এইরূপ করিলে স্বর্গস্থ পিতৃগণ মোক্ষ ও নরকগামী পিতৃকুল স্বর্গলাভ করেন। অনন্তর তদূর্দ্ধে পুণ্যতম পবিত্র বেঙ্কট শৈলে সর্ব্বলোকবিখ্যাত সর্ব্বতীর্থোত্তম মহাপুণ্য পাপনাশন নামক তীর্থ; হে বিপ্রগণ! এই তীর্থের সম্যক্স্মরণে প্রাণিগণের গর্ভবাসক্লেশ হয় না। এই তীর্থ স্বামিপুষ্করিণীর উত্তরে বিরাজিত,

[illegible] ॥২০॥ ঋষয় উচুঃ। সূত পাপবিনাশা-খ্যতীর্থস্য ব্রূহি বৈভবম্। ব্যাসেন বোধিতস্ত্বং হি বেত্থ সর্ব্বং মহামুনে ॥ ২১ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ব্রহ্মাশ্রমপদে বৃত্তাং পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে। বক্ষ্যামি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা যুষ্মাকং তু কথাং শুভাম্ ॥ ২২ ॥ তদা-শ্রমপদং পুণ্যং ব্রহ্মাশ্রমপদং শুভম্। নানাবৃক্ষসমা-কীর্ণং পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে ॥ ২৩ ॥ বহুগুল্মলতা-কীর্ণং মৃগদ্বিপনিষেবিতম্। সিদ্ধচারণসঙ্ঘুষ্টং রম্যং পুষ্পিতকাননম্ ॥ ২৪ ॥ যতিভির্বহুভিঃ কীর্ণং তাপ-সৈরুপশোভিতম্। ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈঃ সূর্য্যজ্বলন-সন্নিভৈঃ ॥ ২৫ ॥ নিয়মব্রতসম্পন্নৈঃ সমাকীর্ণং তপস্বিভিঃ। দীক্ষিতৈর্যাগশীলৈশ্চ যতাহারৈঃ কৃতাত্মভিঃ ॥ ২৬ ॥ বেদাধ্যয়নসম্পন্নৈর্বৈদিকৈঃ পরি-বেষ্টিতম্। বর্ণিভিশ্চ গৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ ॥ ২৭ ॥ স্বাশ্রমাচারনিরতৈঃ স্ববর্ণোক্তবিধায়িভিঃ। বালখিল্যৈশ্চ ঋষিভিঃ সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ২৮ ॥ তস্মিন্নাশ্রমে পুণ্যে কশ্চিচ্ছূদ্রো দৃঢ়মতির্দ্বিজাঃ। সাহসী ব্রাহ্মণাভ্যাসমাজগাম মুদান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥ আগতো হ্যাশ্রমপদং পূজিতশ্চ তপস্বিভিঃ। মাত্রা দৃঢ়মতিঃ শূদ্রঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণনাম বৈ ॥ ৩০ ॥ তান্ স দৃষ্ট্বা মুনি-গণান্ দেবকল্পান্মহৌজসঃ। কুর্ব্বতো বিবিধান্ যজ্ঞান্ সম্প্রাহৃষ্যত শূদ্রকঃ ॥ ৩১ ॥ অথাস্য বুদ্ধিরভবত্তপঃ কর্ত্তুমনুত্তমম্। ততোঽব্রবীৎ কুলপতিং মুনিমাগত্য তাপসম্ ॥ ৩২ ॥ দৃঢ়মতিরুবাচ। তপোধন নম-স্তেঽস্তু রক্ষ মাং করুণানিধে। তব প্রসাদাদিচ্ছামি যাগং কর্ত্তুং প্রসীদ মে ॥ ৩৩ ॥ এবমুক্তস্তু শূদ্রেণ তমাহ ব্রাহ্মণস্তদা ॥ ৩৪ ॥ কুলপতিরুবাচ। যাগে দীক্ষাং তু শক্যো ন শূদ্রো হীনজন্মভাক্। শ্রূয়তে যদি তে বুদ্ধিঃ শুশ্রূষাদিরতো ভব ॥ ৩৫ ॥ উপ-দেশো ন কর্ত্তব্যো জাতিহীনস্য কর্হিচিৎ। উপদেশে মহান দোষ উপাধ্যায়স্য বিদ্যতে ॥ ৩৬ ॥ নাধ্যাপয়েদ্-বুধঃ শূদ্রং তথা নৈব চ যাজয়েৎ। ন পাঠয়েত্তথা শূদ্রং শাস্ত্রং ব্যাকরণাদিকম্ ॥ ৩৭ ॥ কাব্যং বা

মানব এখানে উপস্থিত হইয়া স্নান করিবে। যে সকল মানব এই পাপনাশন তীর্থে স্নান করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন সংশয় নাই। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত। আপনি ব্যাসসমীপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, আপনি সমস্তই বিদিত আছেন, অতএব হে [illegible]। পাপবিনাশন তীর্থের বিভূতি কীর্ত্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ। আপনাদের পুণ্য প্রশ্নের উত্তর করিতেছি, এই ঘটনা হিম-বানের পার্শ্বস্থিত শুভ ব্রহ্মাশ্রমপদে সংঘটিত হইয়া-ছিল। সেই নানাবৃক্ষসমাকীর্ণ পুণ্যাশ্রম সুশোভন ব্রহ্মাশ্রমপদ মনোহর হিমালয়ের পার্শ্বদেশে অবস্থিত; ঐ আশ্রম বহুগুল্ম-লতাকীর্ণ এবং মৃগ ও গজগণ-নিষেবিত। তত্রত্য রম্য পুষ্পিত কাননে সিদ্ধচারণগণ নৃত্য-গীত করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাশ্রম-পদের সর্ব্বত্রই যতিগণ দ্বারা সমাকীর্ণ ও তপস্বি-সমূহদ্বারা উপশোভিত, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল তেজঃ-সম্পন্ন মহাভাগ তপস্বী ব্রাহ্মণগণ বিবিধ নিয়ম ও ব্রতাদি ধারণ করিয়া আশ্রমের সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। কত কত বেদাধ্যয়ননিরত কৃতাত্মা যাগশীল বৈদিক বিপ্র, যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া যতাহার অবলম্বনে এই আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত করিয়া বাস করিতেছেন। এই আশ্রমে বর্ণী গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুগণ স্ব স্ব বর্ণোক্ত বিধান দ্বারা আপন আপন আশ্রমাচারে নিরত রহিয়া-ছেন এবং বহু বালখিল্য ঋষিদ্বারা আশ্রমের চতু-র্দ্দিক্ আকীর্ণ হইয়াছে।১১—১৮। হে দ্বিজগণ। পুরা-কালে কৌতুহল বশতঃ দৃঢ়মতি নামক জনৈক শূদ্র সাহসে নির্ভর করিয়া ব্রহ্মাশ্রমপদস্থিত ব্রাহ্মণগণের আশ্রমে আগমন করে। তখন তপস্বিগণ যথা-বিধি অভ্যাগতের সৎকার করিলে সেই শূদ্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। অনন্তর শূদ্র, দেবকল্প মহৌজা বিবিধযাগকারী সেই মুনিগণকে দর্শন করিয়া পরম হৃষ্ট হইল। অনন্তর সেই শূদ্রকের অনুত্তম তপস্যা করিবার বুদ্ধি জন্মিল। সে তাপস মুনি কুলপতির সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিল। দৃঢ়মতি শূদ্রক বলিল,—হে তপোধন। আপনাকে নমস্কার। হে করুণানিধে। আমাকে রক্ষা করুন। আপনার অনুগ্রহে আমি যাগ করিতে অভিলাষ করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। শূদ্রককর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া কুলপতি বলিতে লাগিলেন। কুল-পতি বলিলেন,—আমি হীনজন্মভাগী শূদ্রকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিতে সমর্থ নহি। যদি তোমার বুদ্ধি তদ্রূপ প্রশস্ত হইয়া থাকে, তবে শুশ্রূষানিরত হও। দেখ, হীনজাতি কোন লোককেই উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কেননা হীন জাতিকে উপদেশ দানে উপাধ্যায়ের মহাদোষ হয়। কোন বুদ্ধিমান্ মানবই শূদ্রকে অধ্যাপন বা যাজন করিবেন না, ব্যাকর-ণাদি শাস্ত্র পড়াইবেন না, এমন কি, কাব্য-[illegible],

নাটকং বাপি শুখালঙ্কারমেব বা। পুরাণমিতিহাসঞ্চ শূদ্রং নৈব তু পাঠয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ যদি চোপদিশেদ্বিপ্রঃ শূদ্রেভ্যেতানি কর্হিচিৎ। ত্যজেয়ুর্ব্রাহ্মণা বিপ্রং তং গ্রামাদ্ব্রহ্মসঙ্কুলাৎ ॥ ৩৯ ॥ শূদ্রায় চোপদেষ্টারং দ্বিজং চণ্ডালবত্ত্যজেৎ। শূদ্রং চাক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৪০ ॥ তচ্ছুশ্রূষস্ব ভদ্রং তে ব্রাহ্মণান্ শ্রদ্ধয়া সহ। শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা মন্বাদিভিরুদীরিতা ॥ ৪১ ॥ ন হি নৈসর্গিকং কর্ম্ম পরিত্যক্তুং ত্বমর্হসি। এবমুক্তঃ স মুনিনা স শূদ্রোঽচিন্তয়ত্তদা ॥ ৪২ ॥ কিং কর্ত্তব্যং ময়া হ্যদ্য ব্রতে শ্রদ্ধা হি মে পরা। যথা স্যান্মম সুজ্ঞানং যতিষ্যেঽহং তথাদ্য বৈ ॥ ৪৩ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা শূদ্রো দৃঢ়মতিস্তদা। গত্বাশ্রমপদাদ্দূরং কৃতবানুটজং শুভম্ ॥ ৪৪ ॥ তত্র বৈ দেবতাগারং পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥ পুষ্পারামাদিকং চাপি তটাকখননাদিকম্ ॥ ৪৫ ॥ শ্রদ্ধয়া কারয়ামাস তপঃসিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ। অভিষেকাংশ্চ নিয়মানুপবাসাদিকানপি ॥৪৬ ॥ বলিং কৃত্বা চ হুত্বা চ দৈবতান্যভ্যপূজযৎ। সঙ্কল্পনিয়মোপেতঃ ফলাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ নিত্যং কন্দৈশ্চ মূলৈশ্চ পুষ্পৈরপি তথা ফলৈঃ। অতিথীন্ পূজয়ামাস যথাবৎ সমুপাগতান্ ॥ ৪৮ ॥ এবং হি সুমহান্ কালো ব্যতিচক্রাম তস্য বৈ ॥ ৪৯ ॥ অথাশ্রমমগাত্তস্য সুমতির্নাম নামতঃ। দ্বিজো গর্গকুলোদ্ভূতঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫০॥ স্বাগতেমুনিমারাধ্য তোষয়িত্বা ফলাদিকৈঃ। কথয়ন্ বৈ কথাঃ পুণ্যাঃ কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ৫১ ॥ ইত্থং বিপ্রঃ স পাদ্যাদ্যৈরুপচারৈস্তু পূজিতঃ। আশীর্ভিরভিনন্দ্যৈনং প্রতিগৃহ্য চ সৎক্রিয়াম্ ॥ ৫২ ॥ তমাপৃচ্ছ্য প্রহৃষ্টাত্মা স্বাশ্রমং পুনরাযযৌ। এবং দিনে দিনে বিপ্রঃ শূদ্রেঽস্মিন্ পক্ষপাতবান্ ॥ ৫৩ ॥ আগচ্ছদাশ্রমং তস্য দ্রষ্টুং তং শূদ্রযোনিজম্। বহুকালং দ্বিজস্যাভূৎ সংসর্গঃ শূদ্রযোনিনা ॥ ৫৪ ॥ স্নেহস্য বশমাপন্নঃ শূদ্রোক্তং নাতিচক্রমে। অথাগতং দ্বিজং শূদ্রঃ প্রাহ স্নেহবশীকৃতম্ ॥ ৫৫ ॥ হব্যকব্যবিধানং মে ব্রূহি ত্বং তু গুরুর্মতঃ। এবমুক্তঃ স শূদ্রেণ সর্ব্বমেবোপাদিশৎ ॥ ৫৬ ॥ কারয়ামাস শূদ্রস্য পিতৃকার্য্যাদিকং

অলঙ্কার, পুরাণ, ইতিহাস এসকল শাস্ত্রও শূদ্রকে কথনও অধ্যাপন করিবেন না। যদি কথন কোন বিপ্র শূদ্রকে এই সকল শাস্ত্র উপদেশ দেন, তবে এই ব্রহ্ম-সঙ্কুল গ্রাম হইতে অন্যান্য বিপ্রগণ তাহাকে বিতাড়িত করিবেন। শূদ্রের উপদেষ্টা দ্বিজ চণ্ডালবৎ ত্যাজ্য; অতএব অক্ষরাত্মক 'শূদ্র' শব্দটিও দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ দ্বিজশুশ্রূষাকেই শূদ্রধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অতএব শ্রদ্ধা সহকারে দ্বিজগণের শুশ্রূষা কর, ইহাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। শুশ্রূষা তোমার স্বাভাবিক কর্ম্ম, তুমি ইহা পরিত্যাগ করিবার যোগ্য নহ। মুনি কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া শূদ্র তখন চিন্তা করিতে লাগিল,—আমি আজ কি করি। ব্রতেই যে আমার পরম শ্রদ্ধা জন্মিতেছে, অতএব যেরূপ করিলে আমার পরম জ্ঞান জন্মে, আমি আজ তাহারই আচরণ করিব। তখন মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দৃঢ়মতি শূদ্র—আশ্রম পদের দূরে গিয়া এক উত্তম পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিল এবং তথায় দেবতাগার, পুণ্যায়তননিচয়ও পুষ্পোদ্যানাদি বিরচন এবং তড়াগ খননাদি সমাধা স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য শ্রদ্ধা সহকারে তপস্যা করিতে লাগিল। শূদ্রক বিবিধ অভিষেক, নিয়ম, উপবাসাদি, বলিপ্রদান ও হোম দ্বারা দেবতাগণের পূজা করিল এবং সঙ্কল্পবদ্ধ, নিয়মযুক্তও, জিতেন্দ্রিয় হইয়া কন্দ, মূল, পুষ্প ও ফল দ্বারা সতত যথাগত অতিথিগণকে পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে শূদ্রের অনেককাল অতীত হইলে গর্গকুলোদ্ভব সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুমতি নামে দ্বিজ শূদ্রকের আশ্রমে আগমন করিলেন। শূদ্রক স্বাগতবাক্যে সুমতি মুনিকে আরাধনা ও ফলাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া পুণ্যকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে কুশল জিজ্ঞাসা করিল। বিপ্র সুমতি—শূদ্রপ্রদত্ত পাদ্যাদি উপচার দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া আশীর্ব্বাদ বাক্যে তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং তাহার প্রদত্ত সৎক্রিয়া গ্রহণপূর্ব্বক বিদায় লইয়া প্রহৃষ্টমনে পুনরায় স্বীয় আশ্রমে প্রস্থিত হইলেন। বিপ্র সুমতি শূদ্রককে দেখিবার জন্য এইরূপে প্রতিদিন তাহার আশ্রমে আসিয়া কালক্রমে শূদ্রকের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন, এবং বহুকাল শূদ্রযোনির সংসর্গ করিয়া স্নেহে বশীভূত হইলেন,—তিনি শূদ্রের বাক্য অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অনন্তর শূদ্র একদিন স্নেহবশীকৃত বিপ্রকে সমাগত দেখিয়া বলিল,—হে বিপ্র! আপনি আমার মান্য গুরু, অতএব আমাকে হব্যক ব্যবিধানে উপদেশ প্রদান করুন। অনন্তর দ্বিজোত্তম সুমতি, শূদ্র কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাকে সমস্ত হব্যকব্য বিধান উপদেশ দিলেন। ২৯—৫৬।

তদা। পিতৃকার্য্যে কৃতে তেন বিসৃষ্টঃ স দ্বিজোত্তমঃ॥ ৫৭॥ অথ দীর্ঘেণ কালেন পোষিতঃ শূদ্রযোনিনা। ত্যক্তো বিপ্রগণৈঃ স্বোহয়ং পঞ্চত্বমগমদ্দ্বিজঃ॥ ৫৮॥ বৈবস্বতভটৈর্নীত্বা পাতিতো নরকেঽপি। কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ॥ ৫৯॥ ভুক্ত্বা ক্রমেণ নরকাংস্তদন্তে স্থাবরোহভবৎ। গর্দ্দভস্ত ততো জজ্ঞে বিড়্বরাহস্ততঃ পরম্॥ ৬০॥ জজ্ঞেঽথ সারমেয়োঽসৌ পশ্চাদ্বায়সতাং গতঃ। অথ চণ্ডালতাং প্রাপ্য শূদ্রযোনিমগাত্ততঃ॥ ৬১॥ গতবান্ বৈশ্যতাং পশ্চাৎ ক্ষত্রিয়স্তদনন্তরম্। প্রবলৈর্ব্বাধ্যমানোঽসৌ ব্রাহ্মণো বৈ তদাভবৎ॥ ৬২॥ উপনীতঃ স পিত্রা তু বর্ষে গর্ভাষ্টমে দ্বিজঃ। বর্ত্তমানঃ পিতুর্গেহে স্বাচারাভ্যাসতৎপরঃ॥ ৬৩॥ গচ্ছন্ কদাচিদ্‌গহনে গৃহীতো ব্রহ্মরক্ষসা। রুদন্ ভ্রমন্ স্খলন্মূঢ়ঃ প্রলপন্ প্রহসন্নসৌ॥ ৬৪॥ শশ্বদ্ধাহেতি চ বর্দন্ বৈদিকং কর্ম্ম সোঽত্যজৎ। দৃষ্ট্বা সুতং তথাভূতং পিতা দুঃখেন পীড়িতঃ॥ ৬৫॥ সুতমাদায় চ স্নেহাদগস্ত্যং শরণং যযৌ। সুবর্ণমুখরীতীরে তপশ্চন্তং শিবাগ্রতঃ॥ ৬৬॥ ভক্ত্যা মুনিং প্রণম্যাসৌ পিতা তস্য সুতস্য বৈ। তস্মৈ নিবেদয়ামাস স্বপুত্রস্য বিচেষ্টিতম্॥ ৬৭॥ অব্রবীচ্চ তদা বিপ্রঃ কুম্ভজং মুনিপুঙ্গবম্। এষ মে তনয়ো ব্রহ্মন্ গৃহীতো ব্রহ্মরক্ষসা॥ ৬৮॥ সুখং ন লভতে ব্রহ্মন্ রক্ষ তং করুণাদৃশা। নাস্তি মে তনয়োঽপ্যন্যঃ পিতৃণামৃণমুক্তয়ে॥ ৬৯॥ তস্য পীড়াবিনাশার্থমুপায়ং ব্রূহি কুম্ভজ। ত্বৎসমস্ত্রিষু লোকেষু তপঃশীলো ন বিদ্যতে॥ ৭০॥ ত্বাং বিনান্য পরিত্রাতা ন মে পুত্রস্য বিদ্যতে। পুত্রে দয়াং কুরু গুরো দয়াশীলা হি সাধবঃ॥ ৭১॥ শ্রীসূত উবাচ। এবমুক্তস্তদা তেন কুম্ভজো ধ্যানমাস্থিতঃ। ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালমব্রবীদ্ ব্রাহ্মণং ততঃ॥ ৭২॥ অগস্ত্য উবাচ। পূর্ব্বজন্মনি তে পুত্রো ব্রাহ্মণোঽয়ং মহামতে। সুমতির্নাম বিপ্রোঽয়ং মতিং শূদ্রায় বৈ দদৌ॥ ৭৩॥ কর্ম্মাণি বৈদিকান্যেষ সর্ব্বাণ্যুপদিদেশ বৈ। অতোঽয়ং নরকান্ ভুক্ত্বা কল্পকোটিসহস্রকম্॥ ৭৪॥ জাতো

তিনি তাহার পিতৃকার্য্য শ্রাদ্ধাদি করাইলেন এবং পিতৃকৃত্য সমাপ্ত হইলে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল শূদ্রপুষ্ট সুমতি, দ্বিজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন যমদূতগণ তাহাকে লইয়া গিয়া নরকে নিক্ষিপ্ত করিল। অনন্তর নারকী সুমতি প্রবল কর্ম্মদ্বারা বাধ্যমান হইয়া ক্রমে কোটি সহস্র ও শত কোটি কল্পকাল নরকনিকর ভোগ করিলেন ও তদনন্তর স্থাবর হইয়া জন্ম লইলেন এবং তারপর ক্রমে গর্দ্দভ, বিড়্বরাহ, সারমেয় এবং বায়সযোনি, প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর চণ্ডালযোনি তৎপর ক্রমে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং কালে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর দ্বিজ গর্ভাষ্টমবর্ষে পিতা কর্ত্তৃক উপনীত ও স্বীয় অচারে তৎপর হইয়া পিতার নিকট বাস করিতে লাগিলেন। দ্বিজ সুমতি একদা বনগমন করিলে একটা ব্রহ্মরাক্ষস তাঁহাকে গ্রহণ করিল, তিনি বৈদিক কর্ম্ম সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক কখন রোদন, কখন ভ্রমণ, কখন মূঢ়ের ন্যায় প্রলাপভাষণ, কখন হাস্য এবং কখনও বা নিরন্তর 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন। পিতা তথাভূত তনয়কে দেখিয়া পীড়িত হইলেন এবং স্নেহবশতঃ তাহাকে লইয়া গিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রয় লইলেন। মহর্ষি অগস্ত্য সুবর্ণমুখরীতীরে শিবকে সম্মুখে রাখিয়া তপস্যা করিতেছিলেন।৫৭—৬৬। পিতা ভক্তিপূর্ব্বক কুম্ভসম্ভব মুনি অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া স্বীয় পুত্রের আচরিত কর্ম্মসকল তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, এবং বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার এই পুত্রকে ব্রহ্মরাক্ষস গ্রহণ করিয়াছে, তনয় ক্ষণমাত্রও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না; হে ব্রহ্মন্! করুণাদৃষ্টিপাতে ইহাকে রক্ষা করুন। পিতৃগণের ঋণমোচন করে আমার এরূপ আর দ্বিতীয় তনয়, নাই, অতএব হে কুম্ভজ! ইহার পীড়ানাশের উপায় বিধান করুন! হে গুরো! আপনার সমান তপঃশীল ত্রিভুবনে আর কেহ নাই, আপনি ভিন্ন আমার তনয়ের পরিত্রাতাও আমি আর কাহাকে দেখি না; অতএব আমার তনয়ের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন; কেমনা সাধুগণ দয়াশীল। সূত কহিলেন,—দ্বিজ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া কুম্ভযোনি অগস্ত্য ধ্যানাবলম্বন করিলেন; এবং ক্ষণকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া ব্রাহ্মণকে বলিতে লাগিলেন। অগস্ত্য বলিলেন,—হে মহামতে! তোমার এই পুত্র পূর্ব্বজন্মেও ব্রাহ্মণ ছিল, ইহার নাম ছিল। এ ব্যক্তি সুমতি শূদ্রে বুদ্ধি অর্পণ করিয়া তাহাকে নিখিল বৈদিক কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করে; অনন্তর সহস্রকোটিকল্পকাল নরক ভোগ

ভুবি তদনন্তেষু স্থাবরাদিষু যোনিষু। ইদানীং ব্রাহ্মণো জাতঃ কর্ম্মশেষেণ তে সুতঃ॥ ৭৫॥ যমেন প্রেষিতেনাত্র গৃহীতো ব্রহ্মরক্ষসা। ক্রূরেণ পাতকেনাদ্য পূর্ব্বজন্মকৃতেন বৈ॥ ৭৬॥ উপায়স্তে প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মরক্ষোবিনাশনে। শৃণুষ্ব শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সমাধায় চ মানসম্॥ ৭৭॥ সুবর্ণমুখরীতীরে ঋষিসঙ্ঘনিষেবিতে। বর্ত্ততে দৈবতৈঃ সেব্যঃ পাবনো বেঙ্কটাচলঃ॥ ৭৮॥ তস্যোপরি মহাতীর্থং নাম্না পাপবিনাশনম্। অস্তি পুণ্যং প্রসিদ্ধঞ্চ মহাপাতকনাশনম্॥ ৭৯॥ ভূতপ্রেতপিশাচানাং বেতালব্রহ্মরক্ষসাম্। মহতাঞ্চৈব রোগাণাং তীর্থং তন্নাশকং স্মৃতম্॥ ৮০॥ সুতমাদায় গচ্ছ ত্বং তত্তীর্থং গিরিমধ্যগম্। প্রযতঃ স্নাপয় সুতং তীর্থে পাপবিনাশনে॥ ৮১॥ স্নানেন ত্রিদিনং তত্র ব্রহ্মরক্ষো বিনশ্যতি। নৈবোপায়ান্তরং তস্য বিনাশে বিদ্যতে ভুবি॥ ৮২॥ তস্মাচ্ছীঘ্রং প্রযাহি ত্বং বেঙ্কটাহ্বয়পর্ব্বতম্। তত্র পাপবিনাশাখ্যতীর্থে স্নাপয় তে সুতম্॥ ৮৩॥ মা বিলম্বং কুরুষাত্র ত্বরয়া যাহি বৈ দ্বিজ। ইত্যুক্তঃ স দ্বিজোঽগস্ত্যং প্রণম্য ভুবি দণ্ডবৎ॥ ৮৪॥ অনুজ্ঞাতশ্চ তেনাসৌ প্রযযৌ বেঙ্কটাচলম্। সুতেন সাকং বিপ্রোঽসৌ গত্বা পাপবিনাশনম্॥ ৮৫॥ সঙ্কল্পপূর্ব্বং সংস্নাপ্য দিনত্রয়মসৌ সুতম্। সস্নৌ স্বয়ঞ্চ বিপ্রেন্দ্রঃ পিতা পাপবিনাশনে। সমাগতঃ পপৌ তোয়ং কৃত্বা চাপ্যাহ্নিকক্রমম্॥ ৮৬॥ অথ তস্য সুতস্তত্র বিমুক্তো ব্রহ্মরক্ষসা॥ ৮৭॥ সমজায়ত নীরোগঃ স্বস্থঃ সুন্দররূপধৃক্। সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধোঽসৌ ভুক্ত্বা ভোগাননেকশঃ॥ ৮৮॥ দেহান্তে প্রযযৌ মুক্তিং স্নানাৎ পাপবিনাশনে। পিতাপি তত্র স্নানেন দেহান্তে মুক্তিমাপ্তবান্॥ ৮৯॥ তেনোপদিষ্টোঽয়ং শূদ্রঃ স ভুক্ত্বা নরকান্ ক্রমাৎ। অনেকাসু জনিত্বা চ কুৎসিতাস্বপি যোনিষু॥ ৯০॥ গৃধ্রজন্মাভবৎ পশ্চাদ্বেঙ্কটাচলভূধরে। স কদাচিজ্জলং পাতুং তীর্থে পাপবিনাশনে॥ ৯১॥ সমাগতঃ পপৌ তোয়ং সিষিচে চাত্মনস্তনুম্। তদৈব দিব্যদেহঃ সন্ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥ ৯২॥ দিব্যং বিমানমারুহ্য প্রযযাবমরালয়ম্॥ ৯৩॥ শ্রীসূত উবাচ। এবম্প্রভাবমেতদ্ধি

করিয়া তদনন্তর পৃথিবীতে স্থাবরাদি বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মশেষ হওয়ায় এক্ষণে ব্রাহ্মণ হইয়া তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই ক্রূর ব্রহ্মরাক্ষস যমপ্রেরিত, তোমার তনয়ের পূর্ব্বজন্মকৃত পাতকের ফলেই আজ ব্রহ্মরাক্ষস ইহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মরাক্ষসের বিনাশ বার্ত্তা কীর্ত্তন করিতেছি, মনঃসমাধানপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ কর। ঋষিগণনিষেবিত সুবর্ণমুখরীতীরে নিখিল দেবসেব্য পূত বেঙ্কট পর্ব্বত অবস্থিত; তাহার শিখরদেশে পাপবিনাশন নামক মহাতীর্থ বিদ্যমান; ঐ প্রসিদ্ধ তীর্থ অতীব পূত ও মহাপাপবিনাশক। এই তীর্থ ভূত, প্রেত, পিশাচ, বেতাল, ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি হইতে সমুৎপন্ন এবং অন্যান্য বিবিধ উৎকট রোগের নাশক; অতএব পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিরিমধ্যগত ঐ পাপবিনাশন তীর্থে গমনপূর্ব্বক প্রযতমনে পুত্রকে স্নান করাও; ঐ তীর্থে তিন দিন স্নান করিলেই ব্রহ্মরাক্ষস পলায়ন করিবে, ব্রহ্মরাক্ষসের বিনাশের ইহা ভিন্ন ত্রিলোকে আমি আর উপায়ান্তর দেখিনা। অতএব সত্বর বেঙ্কটাচলে গমন কর এবং সেই পাপবিনাশ নামক তীর্থে তনয়কে স্নান করাও। হে দ্বিজ! এখানে আর বিলম্ব করিও না, সত্বর গমন কর। অনন্তর দ্বিজ অগস্ত্যকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশ লইয়া বেঙ্কট গিরিতে গমন করিলেন। অনন্তর দ্বিজ পুত্রের সহিত পাপবিনাশন তীর্থে গমনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া তাহাকে তিন দিন স্নান করাইলেন এবং নিজেও সেই তীর্থে স্নান করিয়া আহ্নিককৃত্য সমাধানপূর্ব্বক জল পান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৬৭—৮৬। অনন্তর পাপবিনাশন তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মরাক্ষস তদীয় তনয়কে পরিত্যাগ করিল; তখন সে নীরোগ, স্বস্থ এবং সুন্দররূপ হইল এবং ক্রমে সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধ হইয়া বিবিধ ভোগ্য উপভোগ করত দেহাবসানে মুক্তি লাভ করিল। পিতাও সেই পাপবিনাশন তীর্থের স্নানপ্রভাবে দেহান্তে মুক্তিভাগী হইলেন। সুমতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট শূদ্র অনেক নরক ভোগ করিয়া ক্রমে বহু কুৎসিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করত অবশেষে গৃধ্রজন্ম লাভ করিয়া বেঙ্কটশৈলে অবস্থান করে। ঐ গৃধ্র একদিন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পাপবিনাশন তীর্থে আগমনপূর্ব্বক তীর্থজল পান করিয়া আত্মতনু ত্যাগ করে এবং তখনই সর্ব্বাভরণভূষিত দেব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক বিমানারোহণে অমরালয়ে চলিয়া যায়। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ!

তীর্থং পাপবিনাশনম্। পাপানাং নাশনাদ্বিপ্রাঃ পাপনাশাখ্যমিতিং হি তৎ ॥ ৯৪ ॥ ইত্থং রহস্যং কথিতং মুনীন্দ্রাস্তদ্বৈভবং পাপবিনাশনস্য। যন্মজ্জনাদ্বিবেকাৎ সহসা বিমুক্তৌ দ্বিজশ্চ শূদ্রশ্চ বিনিন্দ্যকৃত্যৌ ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাপবিনাশনতীর্থমহিমানুবর্ণনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। পুনশ্চাহং প্রবক্ষ্যামি পাপনাশনবৈভবম্। ভগবদ্ভক্তিভাবেন শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ১ ॥ ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপবিনাশনম্। যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ আসীৎ পুরা দ্বিজবরো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। দরিদ্রো বৃত্তিহীনশ্চ নাম্না ভদ্রমতির্দ্বিজঃ ॥ ৩ ॥ শ্রুতানি সর্ব্বশাস্ত্রাণি তেন বিপ্রেণ ধীমতা। শ্রুতানি চ পুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥ ৪ ॥ অভবংস্তস্য ষট্ পত্ন্যঃ কৃতা সিন্ধুর্যশোবতী। কামিনী চৈব মালিনী চৈব শোভা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫ ॥ তাসু পত্নীষু তস্যাসীৎ পুত্রাণাঞ্চ শতদ্বয়ম্। তে সর্ব্বে তস্য পুত্রাদ্যাঃ ক্ষুধয়া পরিপীড়িতাঃ ॥ ৬ ॥ অকিঞ্চনো ভদ্রমতিঃ ক্ষুধার্ত্তানাত্মজান্ প্রিয়ান্। পশ্যন্ প্রিয়াঃ ক্ষুধার্ত্তাশ্চ বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥ ধিগ্জন্ম ভাগ্যরহিতং ধিগ্জন্ম ধনবর্জ্জিতম্। ধিগ্জন্ম কীর্ত্তিরহিতং ধিগ্জন্মাতিথ্যবর্জ্জিতম্ ॥ ৮ ॥ ধিগ্জন্মাচাররহিতং ধিগ্জন্ম জ্ঞানবর্জ্জিতম্। ধিগ্জন্ম যত্নরহিতং ধিগ্জন্ম সুখবর্জ্জিতম্ ॥ ৯ ॥ ধিগ্জন্ম বন্ধুরহিতং ধিগ্জন্ম খ্যাতিবর্জ্জিতম্। নরস্য বহ্বপত্যস্য ধিগ্জন্মৈশ্বর্য্যবর্জ্জিতম্ ॥ ১০ ॥ অহো গুণাঃ সৌম্যতা চ বিদ্বত্তা জন্ম সৎকুলে। দারিদ্র্যাম্বুধিমগ্নস্য সর্ব্বমেতন্ন শোভতে ॥ ১১ ॥ বিপ্রাঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বান্ধবা ভ্রাতরস্তথা। শিষ্যাশ্চ সর্ব্বে মনুজাস্ত্যজন্ত্যৈশ্বর্য্যবর্জ্জিতম্ ॥ ১২ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মতিমান্ ধীরো ভদ্রমতির্দ্বিজঃ। চণ্ডালো বা দ্বিজো বাপি ভাগ্যবানেব পূজ্যতে ॥ ১৩ ॥ দরিদ্রঃ পুরুষো লোকে শববল্লোকনিন্দিতঃ। অহো সম্পৎসমাযুক্তো নিষ্ঠুরো বাপ্যনিষ্ঠুরঃ ॥ ১৪ ॥ গুণহীনোঽপি গুণবান্ মূর্খো বাপি স পণ্ডিতঃ। নিষ্ঠুরো

পাপবিনাশন তীর্থ এবম্ভূত প্রভাবসম্পন্ন। পাপসমূহের বিনাশ করে বলিয়া ইহার নাম পাপবিনাশন হইয়াছে। যেখানে স্নান করিয়া নিন্দিত দ্বিজ ও শূদ্রক বিমুক্ত হইয়াছে, মুনীন্দ্রগণ সেই পাপবিনাশন তীর্থের এইরূপই রহস্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৮৭—৯৫।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—পুনরায় পাপনাশন নামক তীর্থের বিভূতি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা সমাহিত মনে ভগবানে ভক্তিমান্ হইয়া শ্রবণ করুন। আমি এবিষয়ে সর্ব্বপাপবিনাশন এক ইতিহাস কহিতেছি, ইহা শুনিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়, সংশয় নাই। পূর্ব্বকালে বেদবেদাঙ্গপারগ, বিত্তহীন, দরিদ্র, দ্বিজবর ভদ্রমতিনামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধীমান্ দ্বিজ ভদ্রমতি নিখিল বেদ, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করেন। তাঁহার ছয়টী পত্নী, কৃতা, সিন্ধু, যশোবতী, কামিনী, মালিনী এবং শোভা। ১—৫। ভদ্রমতির ছয় পত্নীতে দুইশত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। একদা তদীয় তনয়গণ ক্ষুধায় পরিপীড়িত হয়, অকিঞ্চন দ্বিজ ভদ্রমতি প্রিয় আত্মজ ও পত্নীগণকে ক্ষুধিত দর্শনে আকুলেন্দ্রিয় হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—ভাগ্যরহিত জন্মে ধিক্, ধনবর্জ্জিত জন্মে ধিক্, কীর্ত্তিরহিত জন্মে ধিক্, আতিথ্যবর্জ্জিত জন্মে ধিক্, আচাররহিত জন্মে ধিক্, জ্ঞানবর্জ্জিত জন্মে ধিক্, যত্নহীন জন্মে ধিক্, সুখবর্জ্জিত জন্মে ধিক্, বন্ধুহীন জন্মে ধিক্, খ্যাতিবর্জ্জিত জন্মে ধিক্ এবং বহু অপত্যশালী জন্মে ধিক্, ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত জন্মে ধিক্। অহো! দারিদ্র্যজলধিমগ্ন ব্যক্তির সৎকুলে জন্মলাভ, সৌম্য এবং পাণ্ডিত্য এ সকল শোভমান হয় না। অহো! বিপ্র, পুত্র, পৌত্র, বান্ধব, ভ্রাতা, শিষ্য এবং সকল মানবই ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। অনন্তর মতিমান্ ধীর ভদ্রমতি এইরূপ আলোচনা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, চণ্ডালই হউক, আর দ্বিজই হউক, ভাগ্যবান্ই পূজ্য! লোকে দরিদ্র ব্যক্তি শবের ন্যায় নিন্দিত। অহো! সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিষ্ঠুর হইয়াও দয়াবান্, গুণহীন হইয়াও গুণবান্ এবং মূর্খ হইয়াও পণ্ডিত হয়। নিষ্ঠুর হউক বা গুণহীনই হউক কিংবা ধর্ম্মহীনই হউক

বা গুণী বাপি ধর্ম্মহানোঽথ বা নরঃ॥ ১৫ ॥ ঐশ্বর্য্য-গুণযুক্তশ্চেৎ পূজ্য এব ন সংশয়ঃ। অহো দরিদ্রতা দুঃখং তত্রাপ্যাশাতিদুঃখদা॥ ১৬ ॥ আশাভিভূতাঃ পুরুষা দুঃখমশ্নুবতে ক্ষণাৎ॥ ১৭ ॥ আশায়া যে দাসা দাসাস্তে সর্ব্বলোকস্য। আশা দাসী যেষাং তেষাং দাসায়তে লোকঃ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-বেত্তাপি দরিদ্রো ভাতি মূর্খবৎ। আকিঞ্চন্য-মহাগ্রাহগ্রস্তানাং নাস্তি মোচকঃ॥ ১৯ ॥ অহো দুঃখমহো দুঃখমহো দুঃখং দরিদ্রতা। তত্রাপি পুত্র-দারাণাং বাহুল্যমতিদুঃখদম্॥ ২০ ॥ এবমুক্ত্বা ভদ্র-মতিঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ। অত্যৈশ্বর্য্যপ্রদং ধর্ম্মং মনসা চিন্তয়ংস্তদা। তুষ্ণীং স্থিতো ভদ্রমতি-র্মহাক্লেশসমন্বিতঃ॥ ২১ ॥ তদানীং তাসু ভার্য্যাসু কামিনী পতিদেবতা॥ ২২ ॥ ভার্য্যা সাধু-গুণৈর্যুক্তা পতিং তং প্রত্যভাষত॥ ২৩ ॥ কামিন্যু-বাচ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ। মম নাথ মহাভাগ বাক্যং শৃণু মহামতে॥ ২৪ ॥ সুবর্ণ-মুখরীতীরে ঋষিসঙ্ঘনিষেবিতে। বর্ত্ততে দৈবতৈঃ সেব্যঃ পাবনো বেঙ্কটাচলঃ॥ ২৫ ॥ তস্মিন্ বেঙ্কটশৈলেন্দ্রে সুরাসুরনমস্কৃতে। বর্ত্ততে পাবনং তীর্থং পাপানাং দাহকং শুভম্॥ ২৬ ॥ তত্র গত্বা মহাভাগ পাপনাশে মহামতে। কুরু স্নানং প্রযত্নেন ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ॥ ২৭ ॥ তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং নারদাচ্চ শ্রুতং ময়া। বালভাবে মম পিতুরন্তিকে প্রোক্তবান্মুনিঃ॥ ২৮ ॥ বেঙ্কটাদ্রৌ মহাপুণ্যে সর্ব্ব-পাতকনাশনে। সর্ব্বদুঃখপ্রশমনে সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়কে॥ ২৯ ॥ পাপনাশে মহাতীর্থে স্নাত্বা সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্। অত্যৈশ্বর্য্যপ্রদং ধর্ম্মং মনসা চিন্তয়ংস্তদা॥ ৩০ ॥ ভূমিদানং বিনিশ্চিত্য সর্ব্ব-দানোত্তমোত্তমম্। প্রাপকং পরলোকস্য সর্ব্বকাম-ফলপ্রদম্॥ ৩১ ॥ দানানামুত্তমং দানং ভূদানং পরিকীর্ত্তিতম্। তদ্দত্ত্বা সমবাপ্নোতি যদ্যদিষ্টতমং নরঃ॥ ৩২ ॥ ইত্যেবং নারদেনোক্তং শ্রুত্বা মে জনকো দ্বিজঃ। সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা শেষাদ্রিং প্রাপ্তবাংস্তদা॥ ৩৩ ॥ তত্র গত্বা মহাভাগঃ সর্ব্ব-সম্পৎপ্রদায়কম্। ভূদানং বিপ্রবর্য্যায় শ্রোত্রিয়ায় প্রদত্তবান্॥৩৪॥ ততো মে জনকো বিদ্বন্ সর্ব্বভাগ্য-

---

যদি ইহারা ঐশ্বর্য্যযুক্ত হয়, তবেই পূজিত হইয়া থাকে, সংশয় নাই। অহো! একেত দারিদ্রই বিশেষ দুঃখ, তারপর আবার আশা অতি দুঃখদা; কেননা আশাতিভূত মানবগণই সদ্য দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যাহারা আশার বশবর্ত্তী, তাহারা সর্ব্বলোকেরই দাস, আশা যাহাদের দাসীবৎ বশীভূতা, তাহাদের নিকট সমস্তই দাসবৎ হইয়া থাকে। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তাও দারিদ্রদোষে মুর্খের ন্যায় প্রতিভাত হয়, যাহাদিগকে দারিদ্ররূপ কুম্ভীর গ্রাস করিয়াছে, তাহাদের মুক্তিদাতা কেহই নাই! অহো! কি কষ্ট, কি কষ্ট, কি কষ্ট! দরিদ্রের মত দুঃখ আর নাই! ইহাতেও আবার পুত্র ও পত্নী-বাহুল্য অতিদুঃখদ। সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ ভদ্রমতি এই-রূপ বলিয়া অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যপ্রদ একমাত্র ধর্ম্মকেই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভদ্রমতি মহাক্লেশ-যুক্ত হইয়া আর কিছুই বলিলেন না, তিনি তুষ্ণীম্ভব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর তাঁহার পত্নীগণমধ্যে বিবিধ সাধুগুণযুক্ত পতিদেবতা কামিনী পতিকে বলিতে লাগিলেন। কামিনী কহিলেন,—হে ভগ-বান্! আপনি সকল ধর্ম্ম জানেন এবং সকল শাস্ত্রা-র্থের পারগ; হে নাথ! হে মহাভাগ! হে মহামতে! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। মুনিগণনিষেবিত সুবর্ণ-মুখরীতীরে দেবসেব্য পাবন বেঙ্কটাচল বিদ্যমান; সেই সুরাসুরনমস্কৃত বেঙ্কটাদ্রিতে নিখিল পাপের দাহক এক শুভ পূততীর্থ আছে। হে মহামতে মহা-ভাগ! আপনি সেই পাপনাশন তীর্থে গমনপূর্ব্বক পত্নীপুত্র সহ স্নান করুন।১—১৭। আমি যখন বালিকা ছিলাম, তখন মহর্ষি নারদ আমার পিতার নিকট আগমন করিয়া ঐ তীর্থের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন; তখন আমি মহর্ষি নারদের মুখে সেই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম। সর্ব্বপাপপ্রণাশন মহাপুণ্য সর্ব্বদুঃখনাশক নিখিল সমৃদ্ধিদ ঐ তীর্থ বেঙ্কটপর্ব্বতে অবস্থিত। তৎকালে মুনি বলিয়াছিলেন, ইহলোকে যে কিছু দান আছে, ভূমিদানই সকলের শ্রেষ্ঠ; অতএব মানব ঐ পাপনাশক মহাতীর্থে সঙ্কল্প-পূর্ব্বক স্নান করিয়া ঐশ্বর্য্যপ্রদ ধর্ম্মকে মন দ্বারা চিন্তা করত "ভূমিদানই নিখিলদানের মধ্যে অনুত্তম দান" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরলোকপ্রাপক সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ ভূমিদান করিলে যাহা যাহা অভীষ্ট, তৎ সমস্তই লাভ করে। অনন্তর আমার পিতা দেবর্ষি নারদের মুখে এই ভূমিদানমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তৎকালে অত্যন্ত হৃষ্ট হন এবং তৎক্ষণাৎ শেষ-শৈলে গমন করেন। মহাভাগ পিতা তথায় গিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয়গণকে নিখিল সমৃদ্ধিদায়ক ভূমি দান করেন। হে বিদ্বন্! অনন্তর আমার পিতা

সমন্বিতঃ। ইহলোকে সুখং প্রাপ্য চান্তে বিষ্ণুপুরং যযৌ॥ ৩৫॥ ত্বঞ্চ গত্বা মহাভাগ বেঙ্কটাদ্রিং নগোত্তমম্। কুরু দানং প্রযত্নেন ভূদানং সর্ব্বকামদম্॥৩৬॥ ভূমিদানস্য মাহাত্ম্যং শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ। ন কোঽপি গদিতুং শক্তো লোকেঽস্মিন্ ভগবন্ প্রভো॥ ৩৭॥ ভূমিদানাৎপরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। পরং নির্ব্বাণমাপ্নোতি ভূমিদো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৮॥ স্বল্পামপি মহীং দত্ত্বা শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্॥ ৩৯॥ ভূমিদঃ সর্ব্বদঃ প্রোক্তো ভূমিদো মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ। ভূমিদানং বৃষাদ্রৌ চ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৪০॥ মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। দশহস্তাং মহীং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৪১॥ সৎপাত্রে ভূমিদাতা যঃ সর্ব্বদানফলং লভেৎ। ভূমিদস্য সমো নাস্ত্যস্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥ ৪২॥ দ্বিজস্য বৃত্তিহীনস্য যঃ প্রদদ্যান্মহীং শুভাম্। তস্য পুণ্যফলং বক্তুং শেষো নার্হঃ কদাচন॥ ৪৩॥ বিপ্রস্য বৃত্তিহীনস্য সদাচারস্য কস্যচিৎ। যোঽল্পামপি মহীং দদ্যাৎ স বিষ্ণুর্নাত্র সংশয়ঃ॥৪৪॥ ইক্ষুগোধূমকেদারপূগবৃক্ষাদিসংযুতা। পৃথ্বী প্রদীয়তে যেন স বিষ্ণুর্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৫॥ বৃত্তিহীনস্য বিপ্রস্য দরিদ্রস্য কুটুম্বিনঃ। স্বল্পামপি মহীং দত্ত্বা বিষ্ণুসাযুজ্যমশ্নুতে॥ ৪৬॥ সক্তস্য দেবপূজাসু বিপ্রস্যাটবিকা মহী। দত্তা ভবতি গঙ্গায়াং ত্রিরাত্রস্নানজং ফলম্॥ ৪৭॥ বিপ্রস্য বৃত্তিহীনস্য সদাচাররতস্য চ। দ্রোণিকাং পৃথিবীং দত্ত্বা যৎফলং লভতে শৃণু॥ ৪৮॥ গঙ্গাতীরেঽশ্বমেধানাং শতানি বিধিবন্নরঃ। কৃত্বা যৎফলমাপ্নোতি তদাপ্নোতি মহৎ ফলম্॥ ৪৯॥ দদাতি তারিকাং ভূমিং দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে। তস্য পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি মন্নাথ ভগবন্ প্রভো॥ ৫০॥ অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ। নিধায় জহ্নবীতীরে যৎফলং তল্লভেত সঃ॥ ৫১॥ ভূমিদানং মহাদানমতিদানং প্রকীর্ত্তিতম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনমপবর্গফলপ্রদম্॥ ৫২॥ যচ্ছ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া যুক্তো ভূমিদানফলং লভেৎ। ভার্য্যায়া বচনং শ্রুত্বা হ্যিতিহাসসমন্বিতম্॥ ৫৩॥ সন্তুষ্টো মনসি ধ্যাত্বা শেষাচলনিবাসিনম্॥ ৫৪॥ গন্তুং প্রচক্রমে বুদ্ধ্যা ক্রীড়াচলমনুত্তমম্। ততো ভদ্রমতিঃ সৌম্যঃ সর্ব্ব-

---

ইহলোকে বিবিধ ভাগ্যসমন্বিত ও সুখভাগী হইয়া অন্তে বিষ্ণুপুরে গমন করিয়াছিলেন। হে মহাভাগ! আপনিও নগোত্তম বেঙ্কটাচলে গমন করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে নিখিলকামদ ভূমিদান করুন। হে ভগবন্! আপনি সমাহিত হইয়া ভূমিদানমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। হে প্রভো! ত্রিলোকে কেহই এই ভূমিদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। ভূমিদান হইতে শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই, হইবেও না; ভূমিদাতা পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই। আহিতাগ্নি শ্রোত্রিয়কে অল্পমাত্র ভূমিদান করিলেও পুনরাবৃত্তিরহিত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তাহার সকলদানই করা হয় এবং সে মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। বৃষপর্ব্বতে ভূমিদান করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। মহাপাতক কিংবা সর্ব্বপাতকযুক্ত নরও দশহস্তপরিমিত ভূমিদান করিয়া নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। যে মানব সৎপাত্রে ভূমিদান করে, সে সকল দানের ফললাভ করে। ভূমিদান সদৃশ দান ত্রিলোকে নাই। বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি উত্তম ভূমিদান করে, শেষনাগও কদাচ তাহার পুণ্যফল কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন না। বিত্তহীন সদাচাররত ব্রাহ্মণকে অল্পমাত্রও ভূমি যে ব্যক্তি দান করেন, তিনি স্বয়ং বিষ্ণু, সংশয় নাই। ইক্ষু, গোধূম, কেদার ও পূগবৃক্ষাদি সংযুক্ত ভূমিদাতা স্বয়ং বিষ্ণু, সংশয় নাই। ১৮—৪৫। বিত্তহীন দরিদ্র কুটুম্বী বিপ্রকে অত্যল্পমাত্র মহীদান করিলেও বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হয়। দেবপূজানুরক্ত বিপ্রকে সকাননা ভূমিদানে গঙ্গায় ত্রিরাত্র স্নানের ফললাভ হয়। সদাচাররত বিত্তহীন ব্রাহ্মণকে দ্রোণিকাপরিমাণ ভূমিদানে যে ফল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। নর গঙ্গাতীরে যথাবিধি শতাশ্বমেধ করিয়া যে ফললাভ করে, পূর্ব্বোক্তরূপ দান করিলেও তদ্রূপ মহাফল লাভ হইয়া থাকে। হে ভগবন্! যে ব্যক্তি দরিদ্র দ্বিজাতিকে বিপুল ভূমিদান করে, তাহার যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি,—বিধিপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে সহস্র অশ্বমেধ এবং শতবাজপেয় যজ্ঞের যে ফল তৎফল লাভ হয়। ভূমিদানই অতিদান ও মহাদান নামে অভিহিত হয় এবং ভূমিদানই সর্ব্বপাপপ্রশমন ও অপবর্গ-ফলপ্রদ। হে প্রভো! হে নাথ! অধিক বলিব কি, ভূমিদানের মাহাত্ম্যও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে ভূমিদানের ফল লাভ হয়। ভদ্রমতি, পত্নীর ইতিহাসসমন্বিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইলেন এবং মনে মনে শেষশৈলনিবাসীকে স্মরণ করিয়া ক্রীড়াচলগমনে উপক্রম করিলেন। অনন্তর সৌম্য-

ধর্ম্মপরায়ণঃ॥ ৫৫ ॥ সুশালিং নাম নগরীং কলত্র-সহিতো যযৌ। সুঘোষং নাম বিপ্রেন্দ্রং সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিতম্॥ ৫৬॥ গত্বা যাচিতবান্ ভূমিং পঞ্চহস্তা-য়তাং দ্বিজঃ। সুঘোষো ধর্ম্মনিরতস্তং নিরীক্ষ্য কুটুম্বিনম্॥ ৫৭॥ মনসা প্রীতমাপন্নং সমভ্যর্চ্চেন-মব্রবীৎ। কৃতার্থোঽহং ভদ্রমতে সফলং মম জন্ম চ। মৎকুলং চানঘং জাতং ত্বং হি প্রাপ্তোঽসি মে যতঃ॥ ৫৮॥ ইত্যুক্ত্বা তং সমভ্যর্চ্চ্য সুঘোষো ধর্ম্ম-তৎপরঃ। পঞ্চহস্তপ্রমাণাং তাং দদৌ তস্মৈ মহা-মতিঃ॥ ৫৯॥ পৃথিবী বৈষ্ণবী পুণ্যা পৃথিবী বিষ্ণু-পালিতা। পৃথিব্যাস্তু প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনা-র্দ্দনঃ॥ ৬০ ॥ মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্রাঃ সুঘোষস্তং দ্বিজেশ্বরম্। বিষ্ণুবুদ্ধ্যা সমভ্যর্চ্চ্য তাবতীং পৃথিবীং দদৌ॥ ৬১ ॥ স ভদ্রমতয়ে বিপ্রা ধীমাংস্তাং যাচিতাং ভুবম্। দত্তবান্ হরিভক্তায় শ্রোত্রিয়ায় কটু-ম্বিনে॥ ৬২ ॥ সুঘোষো ভূমিদানেন কোটিবংশ-সমন্বিতঃ। প্রপেদে বিষ্ণুভবনং যত্র গত্বা ন শোচতি॥৬৩॥ বিপ্রো ভদ্রমতিশ্চাপি পুত্রদারসমন্বিতঃ। গতো বেঙ্কটশৈলেন্দ্রং সুরাসুরনমস্কৃতম্॥ ৬৪॥ গন্ধর্ব্বযক্ষশৈলাদিসেবিতং মেরুপুত্রকম্। বৈকুণ্ঠা-দাগতং দিব্যং ক্রীড়াচলমনুত্তমম্॥ ৬৫ ॥ তত্র স্বামিসরস্তোয়ে নির্ম্মলে পাবনে শুভে। দারপুত্রাদি-সংযুক্তঃ স্নাত্বা সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্॥ ৬৬॥ তৎপশ্চিমতটে শ্বেতশূকরং বসুধাধরম্। নত্বা তত্র বিধানেন শ্রীনিবাসালয়ং গতঃ॥ ৬৭॥ তত্র ব্রহ্মাদিদেবৈশ্চ সেবিতং বেঙ্কটেশ্বরম্। দৃষ্টবান্ সহ পুত্রাদ্যৈর্ব্বিষ্ণু-ভক্তো মহামতিঃ॥ ৬৮॥ ভক্ত্যা প্রণম্য দেবেশং শ্রীনিবাসং কৃপানিধিম্। পুত্রদারাদিসংযুক্তঃ পাপ-নাশনমাযযৌ॥ ৬৯॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন কৃতধর্ম্মা-দিসৎক্রিয়ঃ। কস্মৈচিদ্বিষ্ণুভক্তায় শ্রোত্রিয়ায় মহা-মতিঃ॥ ৭০॥ বিষ্ণুবুদ্ধ্যা স প্রদদৌ ভূদানং মোক্ষদং শুভম্॥৭১॥তদা প্রাদুরভূদ্দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥৭২॥ বিনতানন্দনারূঢ়ো বনমালাবিভূষিতঃ। পাপনাশস্য তীরে তু ভূদানস্য প্রভাবতঃ॥ ৭৩॥ তদা ভদ্রমতিঃ সৌম্যঃ স্তোতুং সমুপচক্রমে॥ ৭৪॥ নমো নমস্তে-ঽখিলকারণায় নমো নমস্তেঽখিলপালকায়। নমো নমস্তেঽমরনায়কায় নমো নমো দৈত্যবিমর্দ্দনায়॥৭৫॥

দর্শন সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজ ভদ্রমতি পত্নীর সহিত সুশালি নাম্নী নগরীতে উপনীত হইয়া সকল ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত বিপ্রেন্দ্র সুঘোষসমীপে গমনপূর্ব্বক পঞ্চ-হস্তায়ত ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। ধর্ম্মনিরত সুঘোষ কুটুম্বী ভদ্রমতিকে দর্শন করিয়া মনে মনে প্রীত হই-লেন এবং তাঁহাকে সম্যক্রূপে পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—হে ভদ্রমতে! অদ্য আমি কৃতার্থ হই-লাম, আমার জন্ম সফল হইল এবং আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার কুল পবিত্র হইল। ধর্ম্ম-তৎপর সুঘোষ এইরূপ বলিয়া ভদ্রমতির পূজা করি-লেন এবং মহামতি সুঘোষ "পৃথিবী বৈষ্ণবী" ইত্যাদি মন্ত্রে তাঁহাকে পঞ্চহস্তায়ত ভূমিদান করি-লেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ধীমান্ সুঘোষ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভদ্রমতিকে বিষ্ণুবুদ্ধিতে পূজা করিয়া তাঁহার প্রার্থিত ভূমিদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সুঘোষ বিষ্ণুভক্ত শ্রোত্রিয় এবং কুটুম্বভরণশীল বিপ্র ভদ্র-মতিকে ভূমিদান করিয়া সেই দানপ্রভাবে কোটি বংশের সহিত যেখানে গমন করিলে শোকপ্রাপ্তি হয় না, সেই বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন। অনন্তর পুত্রদারসমন্বিত বিপ্র ভদ্রমতিও সুরাসুরনমস্কৃত বেঙ্কট শৈলেন্দ্রে গমন করিলেন। এই শৈলেন্দ্র গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও অন্যান্য পর্ব্বতাদি দ্বারা নিষেবিত। ইনি মেরুর তনয় এবং এই দিব্য ক্রীড়াচল বিষ্ণুপুর বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। বিপ্র ভদ্র-মতি পত্নীপুত্রসমন্বিত হইয়া তত্রত্য স্বামিতীর্থের নির্ম্মল পুণ্যজলে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং স্বামিতীর্থের পশ্চিমতটস্থিত ধরণী ও শ্বেতশূকর মূর্ত্তিকে বিধিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া শ্রীনিবাসালয়ে গমন করিলেন।৪৬—৬৭। বিষ্ণুভক্ত ভদ্রমতি স্ত্রীপুত্র-সহ ব্রহ্মাদিদেবগণসেবিত বেঙ্কটেশ্বরকে দর্শন করি-লেন এবং ভক্তিভরে দয়ানিধি দেবেশ শ্রীনিবাসকে প্রণাম করিয়া পাপনাশন তীর্থে গমন করিলেন। অনন্তর মহামতি ভদ্রমতি পাপনাশক তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া বিবিধ ধর্ম্মাদি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া জনৈক শ্রোত্রিয় বিষ্ণুভক্তকে বিষ্ণুজ্ঞানে মোক্ষদ পুণ্য ভূমি দান করিলেন। পাপনাশনতীরে তাঁহার ভূমিদান হইয়া গেলে সেই দানপ্রভাবে শঙ্খচক্র গদাধারী বিনতাতনয় গরুড়ারোহণ বনমালা বিভূষিত শ্রীনিবাস আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর বিভু প্রাদুর্ভূত হইলে সৌম্যদর্শন ভদ্রমতি স্তব করিতে উদ্যত হইলেন। ভদ্রমতি বলিলেন ;—হে অখিললোককারণ! আপনাকে নমস্কার নমস্কার, আপনি নিখিল লোকের পালক, আপনাকে নমস্কার নমস্কার ; হে অমরনায়ক! আপনাকে নমস্কার নম-স্কার ; আপনি দৈত্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়াছেন

নমো নমস্তে ভক্তজনপ্রিয়ায় নমো নমঃ পাপবিদারণায়। নমো নমো দুর্জ্জননাশকায় নমোঽস্তু তস্মৈ জগদীশ্বরায়॥ ৭৬॥ নমো নমঃ কারণবামনায় নারায়ণায়ামিতবিক্রমায়। শ্রীশার্ঙ্গচক্রাসিগদাধরায় নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়॥ ৭৭॥ নমঃ পয়োরাশিনিবাসকায় নমোঽস্তু লক্ষ্মীপতয়েঽব্যয়ায়। নমোঽস্তু সূর্য্যাদ্যামিতপ্রভায় নমো নমঃ পুণ্যগতাগতায়॥ ৭৮॥ নমো নমোঽর্কেন্দুবিলোচনায় নমোঽস্তু তে যজ্ঞফলপ্রদায়। নমোঽস্তু যজ্ঞাঙ্গবিরাজিতায় নমোঽস্তু তে সজ্জনবল্লভায়॥ ৭৯॥ নমো নমঃ কারণকারণায় নমোঽস্তু শব্দাদিবিবর্জ্জিতায়। নমোঽস্তু তেঽভীষ্টসুখপ্রদায় নমো নমো ভক্তমনোরমায়॥ ৮০॥ নমো নমস্তেঽদ্ভুতকারণায় নমোঽস্তু তে মন্দরধারকায়। নমোঽস্তু তে যজ্ঞবরাহনাম্নে নমো হিরণ্যাক্ষবিদারকায়॥ ৮১॥ নমোঽস্তু তে বামনরূপভাজে নমোঽস্তু তে ক্ষত্রকুলান্তকায়। নমোঽস্তু তে রাবণমর্দ্দনায় নমোঽস্তু তে নন্দসুতাগ্রজায়॥ ৮২॥ নমস্তে কমলাকান্ত নমস্তে সুখদায়িনে। শ্রিতার্ত্তিনাশিনে তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ॥ ৮৩॥ ইথং স্তোত্রেণ সংস্তুতো দেবো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। বাৎসল্যেনাব্রবীদ্বাক্যং শ্রীনিবাসো দয়ানিধিঃ॥ ৮৪॥ তাত তুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে স্তোত্রেণ মহতা দ্বিজ। সর্ব্বভোগসমাযুক্তঃ পুত্রপৌত্রাদিভির্বৃতঃ॥ ৮৫॥ ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য দেহান্তে মুক্তিমাপ্নুহি। ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৮৬॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ পাপনাশনবৈভবম্। তত্তীরে ভূপ্রদানস্য মাহাত্ম্যং চাপি বর্ণিতম্॥ ৮৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাপবিনাশন-তীর্থে ভূদানফলানুবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

আপনাকে নমস্কার নমস্কার। আপনি ভক্তজনপ্রিয়, পাপবিদারণ, দুর্জ্জননাশন, জগদীশ্বর, আপনাকে বার বার নমস্কার। হে কারণবামন! হে অমিতবিক্রম নারায়ণ। আপনি শ্রী ... চক্র, অসি, এবং গদা ধারণ করিয়াছেন, হে পুরুষোত্তম! আপনাকে নমস্কার। হে অব্যয় লক্ষ্মীপতে। আপনি পয়োরাশিতে বাস করেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি সূর্য্যাদির ন্যায় অমিত প্রভাসম্পন্ন এবং আপনি পুণ্য ও গতাগত, আপনাকে নমস্কার। দিবাকর ও শশধর, আপনার নয়ন, আপনি যজ্ঞফল প্রদান করেন, যজ্ঞাঙ্গ সকল আপনারই অঙ্গে বিরাজিত, হে সজ্জনবল্লভ! আপনাকে নমস্কার। আপনি কারণেরও কারণ, আপনি শব্দাদি-বিবর্জ্জিত, ভক্তগণের মনোরম এবং আপনি ভক্তগণের অভীষ্ট সুখ প্রদান করিয়া থাকেন; আপনি ভক্তগণের অন্তঃকরণরূপী, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে অদ্ভুত কারণ! আপনি মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছেন, আপনি যজ্ঞবরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। হে বামনরূপিন্! আপনি ক্ষত্রিয়কুলের অন্তক, আপনি রাবণকে বিমর্দ্দিত করিয়াছেন এবং আপনি নন্দসুতাগ্রজ, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে কমলাকান্ত! আপনি সুখদাতা, আশ্রিতগণের আর্ত্তিনাশন, আপনাকে বার-বার নমস্কার নমস্কার। অনন্তর দয়ানিধি ভগবান্ ভক্তবৎসল শ্রীনিবাস দ্বিজ ভদ্রমতি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া বাৎসল্যবশতঃ বলিতে লাগিলেন,—"হে তাত। তোমার অত্যুত্তম স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, হে দ্বিজ। তুমি পুত্রপৌত্রাদির সহিত ইহলোকে বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া দেহাবসানে মুক্তিলাভ করিবে।" ভগবান বিষ্ণু এইরূপ বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে বিপ্রগণ। এই আপনাদের নিকট পাপনাশন-বিভূতি ও তত্তীরে ভূমিদান-ফল বর্ণন করিলাম। ৬৪—৮৭।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। ভো ভোস্তপোধনাঃ সর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসিনঃ। আকাশগঙ্গাতীর্থস্য মাহাত্ম্যং প্রবদাম্যহম্॥ ১॥ আকাশগঙ্গানিকটে সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ। রামানুজ ইতি খ্যাতো বিষ্ণুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২॥ তপশ্চকার ধর্ম্মাত্মা বৈখানসমতে স্থিতঃ। গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো বিষ্ণুধ্যান-

---

একবিংশতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে নৈমিষারণ্যবাসি-তপোধন-ঋষিগণ! এক্ষণে আকাশগঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি। ঐ আকাশগঙ্গার সমীপে বিষ্ণুভক্ত জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ ধর্ম্মাত্মা রামানুজ নামে বিখ্যাত দ্বিজ বৈখানসমতে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ দ্বিজ রামানুজ

পঞ্চাগ্নিগঃ ॥ ৩ ॥ জপন্নষ্টাক্ষরং মন্ত্রং ধ্যায়ন্ হৃদি জনার্দ্দনম্। বর্ষাস্বাকাশগো নিত্যং হেমন্তেষু জলেশয়ঃ ॥ ৪ ॥ সর্ব্বভূতহিতো দান্তঃ সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিতঃ। বর্ষাণি কতিচিৎ সোঽয়ং জীর্ণপর্ণাশনোঽভবৎ ॥ ৫ ॥ কঞ্চিৎ কালং জলাহারো বায়ুভক্ষঃ কিয়ৎ সমাঃ ॥ ৬ ॥ অথ তত্তপসা তুষ্টো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। প্রত্যক্ষতামগাত্তস্য শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৭ ॥ বিকচাম্বুজপত্রাক্ষঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ। বিনতানন্দনারূঢ়শ্ছত্রচামরশোভিতঃ ॥ ৮ ॥ হারকেয়ূরমুকুটঃ কটকাদিবিভূষিতঃ। বিষ্বক্‌সেনসুনন্দাদিকিঙ্করৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৯ ॥ বীণাবেণুমৃদঙ্গাদিবাদকৈর্নারদাদিভিঃ। গীয়মানঃ সুবিভবঃ পীতাম্বরবিরাজিতঃ ॥ ১০ ॥ লক্ষ্মীবিরাজিতোরস্কো নীলমেঘনিভচ্ছবিঃ। সনকাদিমহাযোগিসেবিতঃ পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১১ ॥ মন্দস্মিতেন সকলং মোহয়ন্ ভুবনত্রয়ম্। স্বভাসা মুনয়ন্ সর্ব্বা দিশো দশ বিরাজয়ন্ ॥ ১২ ॥ সুভক্তসুলভো দেবো বেঙ্কটেশো দয়ানিধিঃ। পুনঃ সন্নিদধে তস্য রমানুজমহামুনেঃ ॥ ১৩ ॥ আবির্ভূতং তদা দৃষ্ট্বা শ্রীনিবাসং কৃপানিধিম্। পীতাম্বরধরং দেবং তুষ্টিং প্রাপ মহামুনিঃ ॥ ১৪ ॥ ভক্ত্যা পরময়া যুক্তস্তুষ্টাব জগদীশ্বরম্ ॥ ১৫ ॥ রামানুজ উবাচ। নমো দেবাধিদেবায় শঙ্খচক্রগদাভৃতে। নমো নিত্যায় শুদ্ধায় বেঙ্কটেশায় তে নমঃ ॥ ১৬ ॥ নমো ভক্তার্ত্তিহন্ত্রে তে হব্যকব্যস্বরূপিণে। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে ॥ ১৭ ॥ নমঃ পরেশায় নমোঽতিভূম্নে নমোঽস্তু লক্ষ্মীপতয়ে বিধাত্রে। নমোঽস্তু সূর্য্যেন্দুবিলোচনায় নমো বিরিঞ্চ্যাদ্যভিবন্দিতায় ॥ ১৮ ॥ যো নামজাত্যাদিবিকল্পহীনঃ সমস্তদোষৈরপি বর্জ্জিতো যঃ। সমস্তসংসারভয়াপহারিণে তস্মৈ নমো দৈত্যবিনাশকায় ॥ ১৯ ॥ বেদান্তবেদ্যায় রমেশ্বরায় বৃষাদিবাসায় বিধাতৃপিত্রে। নমোনমঃ সর্ব্বজনার্ত্তিহারিণে নারায়ণায়ামিতবিক্রমায় ॥ ২০ ॥ নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে ভূয়ো ভূয়ো নমস্তুভ্যং বেঙ্কটাদ্রিনিবাসিনে ॥ ২১ ॥ ইতি স্তুত্বা বেঙ্কটেশং শ্রীনিবাসং জগদ্‌গুরুম্।

নিদাঘদিনে পঞ্চাগ্নিমধ্যে, বর্ষাকালে আকাশে এবং হেমন্তে জলে শয়ন করিয়া জনার্দ্দনকে হৃদয়ে ধ্যানপূর্ব্বক অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। নিখিল প্রাণীর হিতে রত সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিত দান্ত দ্বিজ কতিপয় দিবস জীর্ণপর্ণাশনে থাকিয়া, কতিপয় দিবস জলাহারে এবং কতিপয় বৎসর বায়ু ভক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ করেন। অনন্তর ভগবান্ ভক্তবৎসল শঙ্খচক্রগদধারী বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া রামানুজকে দর্শনদান করিলেন। সেই কোটিসূর্য্যপ্রভাশালী গরুড়বাহন পীতবসনপরিধায়ী বিষ্ণুর নয়ন বিকসিত পদ্মপত্রের ন্যায় এবং তিনি ছত্র ও চামর দ্বারা উপশোভিত; তাঁহার অঙ্গে হার, কেয়ূর, মুকুট ও কটকাদি দ্বারা বিভূষিত; বিষ্বক্‌সেন সুনন্দাদি তদীয় পরিবারগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, এবং নারদাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক বীণা, বেণু, মৃদঙ্গাদি বাদিত ও তাঁহার বিভূতি গীত হইতেছে। সেই নীলজলদদ্যুতি বিষ্ণুর বক্ষোদেশে রমাদেবী বিরাজিত রহিয়াছেন। সনকাদি মহাযোগিগণ উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। তিনি ভক্তসুলভ দয়ানিধি বেঙ্কটস্বামী। তিনি ঈষৎ সহাস্য আস্যে ভুবনত্রয় বিমোহিত করিয়া স্বীয়কান্তি দ্বারা দিগন্ত উজ্জ্বলিত করিয়া মহামুনি রামানুজসমীপে গমন করিলেন। ১—১৩। অনন্তর মহামুনি রামানুজ কৃপানিধি পীতবসন শ্রীনিবাসকে আবির্ভূত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরম ভক্তিভরে সেই জগদীশ্বর জনার্দ্দনকে স্তব করিতে লাগিলেন। রামানুজ বলিলেন,—হে দেবাধিদেব! আপনি শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। হে বেঙ্কটেশ! আপনি নিত্য ও শুদ্ধ, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভক্তগণের পীড়া হরণ করেন, আপনি হব্যকব্যরূপী; আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তিত্রয়রূপে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার। হে পরেশ! আপনি প্রধান, লক্ষ্মীপতি এবং বিধাতা; আপনাকে নমস্কার। হে বিভো! সূর্য্যচন্দ্র আপনার নয়নদ্বয় এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার বন্দনা করেন, আপনাকে নমস্কার। যাঁহার নাম বা জাতি প্রভৃতি কল্পনা করা যায় না, যিনি সমস্ত দোষবর্জ্জিত এবং সমস্ত সংসারের ভয় দূর করিয়াছেন, আমি সেই দৈত্যগণ-বিমর্দ্দনকারী দেব বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যিনি বেদান্তবেদ্য রমাপতি, বৃষাদিবাহন, ব্রহ্মারও জনক, আমি সেই সর্ব্বজনপীড়াহারী অমিতবিক্রম নারায়ণকে নমস্কার করি। হে ভগবন্, বাসুদেব! হে শার্ঙ্গিন্! আপনাকে নমস্কার। হে বেঙ্কটশৈলবাসিন্! আপনাকে বার বার নমস্কার। অনন্তর বিপ্রবরোত্তম মুনি রামানুজ জগদ্‌গুরু বেঙ্কটাদ্রিনাথ শ্রীনিবাসকে এইরূপে স্তব

রামানুজো মুনিস্তূষ্ণীমাস্তে বিপ্রবরোত্তমঃ ॥ ২২॥ শ্রুত্বা স্তুতিং শ্রুতিসুখাং স্তুতস্তস্য মহাত্মনঃ। অবাপ পরমং তোষং বেঙ্কটাচলনায়কঃ॥ ২৩॥ অথালিঙ্গ্য মুনিং শৌরিশ্চতুর্ভিবাহুভিস্তদা। বভাষে প্রীতিসংযুক্তো বরং বৈ ব্রিয়তামিতি॥ ২৪॥ তুষ্টোঽস্মি তপসা তেঽদ্য স্তোত্রেণাপি মহামুনে। নমস্কারেণ চ প্রীতো বরদোঽহং তবাগতঃ॥ ২৫॥ রামানুজ উবাচ। নারায়ণ রমানাথ শ্রীনিবাস জগন্ময়। জনার্দ্দন জগদ্ধাম গোবিন্দ নরকান্তক॥ ২৬॥ ত্বদ্দর্শনাৎ কৃতার্থোঽস্মি বেঙ্কটাদ্রিশিরোমণে। ত্বাং নমস্যন্তি ধর্ম্মিষ্ঠা যতস্ত্বং ধর্ম্মপালকঃ॥ ২৭॥ যং ন বেত্তি ভবো ব্রহ্মা যং ন বেত্তি ত্রয়ী তথা। ত্বাং বেদ্মি পরমাত্মানং কিমস্মাদধিকং পরম্॥ ২৮॥ যোগিনো যং ন পশ্যন্তি যং ন পশ্যন্তি কর্ম্মঠাঃ। পশ্যামি পরমাত্মানং কিমস্মাদধিকং পরম্॥ ২৯॥ এতেন চ কৃতার্থোঽস্মি বেঙ্কটেশ জগৎপতে। যন্নামস্মৃতিমাত্রেণ মহাপাতকিনোঽপি চ॥ ৩০॥ মুক্তিং প্রয়ান্তি মনুজাস্তং পশ্যামি জনার্দ্দনম্। ত্বৎপাদপদ্মযুগলে নিশ্চলা ভক্তিরস্তু মে॥ ৩১॥ শ্রীভগবানুবাচ। ময়ি ভক্তির্দৃঢ়া তেঽস্তু রামানুজ মহামতে। শৃণু চাপ্যপরং বাক্যমুচ্যতে তে ময়া দ্বিজ॥ ৩২॥ মেষসংক্রমণে ভানোশ্চিত্রানক্ষত্রসংযুতে। পৌর্ণমাস্যাঞ্চ গঙ্গায়াং স্নানং কুর্ব্বন্তি যে জনাঃ॥ ৩৩॥ তে যান্তি পরমং ধাম পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্। বিয়দ্গঙ্গাসমীপে ত্বং বস রামানুজ দ্বিজ॥ ৩৪॥ এতৎ প্রারব্ধদেহান্তে মৎস্বরূপমবাপ্স্যসি। বহুনা কিমিহোক্তেন বিয়দ্গঙ্গাজলে শুভে॥ ৩৫॥ স্নান্তি যে বৈ জনাঃ সর্ব্বে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ। ভবন্তি মুনিশার্দ্দুল নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩৫॥ রামানুজ উবাচ। কিংলক্ষণা ভাগবতা জায়ন্তে কেন কর্ম্মণা। এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কৌতূহলপরো যতঃ॥ ৩৭॥ শ্রীবেঙ্কটেশ উবাচ। লক্ষ্ম ভাগবতানাস্তু শৃণুষ্ব মুনিসত্তম॥ ৩৮॥ বক্তুং তেষাং প্রভাবস্তু শক্যতে নাব্দকোটিভিঃ॥ ৩৯॥ যে হিতাঃ সর্ব্বজন্তূনাং গতাসূয়া বিমৎসরাঃ। জ্ঞানিনো নিঃস্পৃহাঃ শান্তাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৪০॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং ন কুর্ব্বতে।

করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। বেঙ্কটাচলনায়ক শৌরি, মহাত্মা রামানুজকৃত শ্রবণসুখকর স্তব শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। এবং বাহুচতুষ্টয় দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীত মনে বলিলেন,—হে মহামুনে! বর প্রার্থনা কর। আমি অদ্য তোমার তপস্যা, স্তোত্র ও নমস্কারে প্রীত হইয়া বরদানার্থ সমাগত হইয়াছি। রামানুজ বলিলেন,—হে নারায়ণ! আপনি রমার পতি, লক্ষ্মী আপনার আবাস, আপনি জগন্ময়। হে জনার্দ্দন! আপনি জগতের আশ্রয় ও নরকের অন্তক। হে গোবিন্দ! আপনার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম, ইহা হইতে আর অধিক কি আছে? যোগী ও কর্ম্মিগণ যাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না, সেই পরমাত্মাকে অদ্য দর্শন করিতেছি, ইহা হইতে অধিক বর আর কি? হে বেঙ্কটেশ! আমি কৃতার্থ হইলাম। হে জগৎপতে! মহাপাতকী মানবগণও যাঁহার নাম স্মরণমাত্রে মুক্তিলাভ করে, আমি সেই জনার্দ্দনকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমি আর কিছুই চাহি না, আপনার পাদপদ্মে যেন আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে। ভগবান্ বলিলেন,—হে মহামতে! আমাতে তোমার দৃঢ়ভক্তি হউক। হে রামানুজ! আরও একটি কথা শ্রবণ কর;—হে দ্বিজ! চিত্রানক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এবং পূর্ণিমা তিথিতে যাঁহারা আকাশগঙ্গায় স্নান করিবেন, তাঁহারা পুনর্জ্জন্মবর্জ্জিত হইয়া আমার নিত্যধামে গমন করিবেন। হে দ্বিজ! তুমি আকাশগঙ্গার সমীপে বাস কর। হে রামানুজ এই প্রারব্ধ দেহান্তে আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হইবে। অধিক আর বলিব কি? ইহকালে যে সকল মানব পুণ্যময় আকাশগঙ্গার জলে স্নান করেন, তাঁহারা সকলেই ভাগবতোত্তম। হে মুনিশার্দ্দুল! এ বিষয়ে কোনই বিচার বিতর্ক নাই। ১৪—৩৫। রামানুজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! ভাগবতগণের লক্ষণ কি? এবং কোন্ কর্ম্ম দ্বারা মানবগণ ভাগবত বলিয়া বিদিত হন? আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব এ সকল আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। বেঙ্কটপতি উত্তর করিলেন,—হে মুনিসত্তম! ভাগবতগণের লক্ষণ শ্রবণ কর, ভাগবতগণের বিভূতি কোটি বৎসরেও আমি বলিতে সমর্থ নহি। যাঁহারা নিখিল প্রাণীর হিতে রত, যাঁহারা অসূয়া, মৎসর ও স্পৃহা ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহারা জ্ঞানী ও শান্ত—তাঁহারাই ভাগবতোত্তম। যাঁহারা কর্ম্ম, মন কিংবা বাক্য দ্বারাও পরপীড়া করেন না

অপরিগ্রহশীলাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥ সৎকথাশ্রবণে যেষাং বর্ত্ততে সাত্ত্বিকী মতিঃ। মৎপাদাম্বুজভক্তা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪২ ॥ মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষাং কুর্ব্বতে যে নরোত্তমাঃ। যে তু দেবার্চ্চনরতা যে তু তৎসাধকা নরাঃ। পূজাং দৃষ্ট্বা তু মোদন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৩ ॥ বর্ণিনাঞ্চ যতীনাঞ্চ পরিচর্য্যাপরাশ্চ যে। পরনিন্দামকুর্ব্বাণাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৪ ॥ সর্ব্বেষাং হিতবাক্যানি যে বদন্তি নরোত্তমাঃ। যে গুণগ্রাহিণো লোকে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥ আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যে পশ্যন্তি নরোত্তমাঃ। তুল্যাঃ শত্রুষু মিত্রেষু তে বৈ ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৬ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তারঃ সত্যবাক্যরতাশ্চ যে। তেষাং শুশ্রূষবো যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥ ব্যাকুর্ব্বন্তি পুরাণানি তানি শৃণ্বন্তি যে তথা। তদ্বক্তরি চ ভক্তা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৮ ॥ যে গোব্রাহ্মণশুশ্রূষাং কুর্ব্বন্তি সততং নরাঃ। তীর্থযাত্রাপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৯ ॥ অন্যেষামুদয়ং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি মানবাঃ। হরিনামপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫০ ॥ আরামারোপণরতাস্তটাকপরিরক্ষকাঃ। কাসারকূপকর্ত্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫১ ॥ যে বৈ তটাককর্ত্তারো দেবসদ্মানি কুর্ব্বতে। গায়ত্রীনিরতা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫২ ॥ যেঽভিনন্দন্তি নামানি হরেঃ শ্রুত্বাতিহর্ষিতাঃ। রোমাঞ্চিতশরীরাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৩ ॥ তুলসীকাননং দৃষ্ট্বা যে নমস্কুর্ব্বতে নরাঃ। তৎকাষ্ঠাঙ্কিতকর্ণা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৪ ॥ তুলসীগন্ধমাঘ্রায় সন্তোষং কুর্ব্বতে তু যে। তন্মূলমৃদ্ধরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৫ ॥ স্বাশ্রমাচারনিরতাস্তথৈবাতিথিপূজকাঃ। যে চ বেদার্থবক্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৬ ॥ বিদিত্বানি চ শাস্ত্রাণি পরার্থং প্রবদন্তি যে। সর্ব্বত্র গুণভাজো যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৭ ॥ পানীয়দাননিরতা হ্যন্নদানরতাশ্চ যে। একাদশীব্রতপরাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৮ ॥ গোদাননিরতা যে চ কন্যাদানরতাশ্চ যে। মদর্থং কর্ম্মকর্ত্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৯ ॥ মন্মানসাশ্চ মদ্ভক্তা যে

যাঁহারা প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই ভাগবতোত্তম। যাঁহাদের সাত্ত্বিকী বুদ্ধি সাধু কথা শ্রবণে রত, ও যাঁহারা আমার পাদপদ্মের ভক্ত, তাঁহারাই ভাগবতোত্তম। যে সকল নরোত্তম মাতাপিতার শুশ্রূষা করেন, যাঁহারা দেবার্চ্চনরত এবং যিনি দেবপূজার সাধক ও দেবপূজা দেখিয়া যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাঁহারাই ভাগবতোত্তম। যাঁহারা বর্ণাশ্রমী ও যতিগণের পরিচর্য্যা করেন এবং যাঁহারা পরনিন্দা করেন না, তাঁহারাই ভাগবতোত্তম। যে সকল নরোত্তম নিখিল প্রাণীর প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগ করেন ও প্রাণিসমূহের গুণগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ভাগবতোত্তম। যে সকল শ্রেষ্ঠ মানব সকল প্রাণীকে স্বীয় আত্মার ন্যায় সমান দর্শন করেন এবং শত্রু ও মিত্রে তুল্য ব্যবহার করেন, তাঁহারাই ভাগবতোত্তম বলিয়া অভিহিত। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্তা ও সত্যবাক্যরত, তাঁহারা এবং তাঁহাদিগকে যাঁহারা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারাও ভাগবতোত্তম। যাঁহারা পুরাণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, ঐ ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতৃগণের প্রতি যাঁহারা ভক্তিমান্, তাঁহারাও ভাগবতোত্তম। যে সকল মানব সতত গোব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করেন এবং তীর্থযাত্রাপরায়ণ, তাঁহারা ভাগবতোত্তম। অন্যের অভ্যুদয় দর্শনে যাঁহাদের মন আনন্দিত হয় এবং যাঁহারা হরিনামপরায়ণ, তাঁহারা ভাগবতোত্তম।৩৬—৫০। যাঁহারা উদ্যানপ্রতিষ্ঠায় রত, পুষ্করিণীর পরীক্ষক এবং সরোবর ও কূপকর্ত্তা, তাঁহারা ভাগবতোত্তম। যাঁহারা পুষ্করিণী ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাঁহারা গায়ত্রীনিরত, তাঁহারা ভাগবতোত্তম। যাঁহারা হরিনাম শ্রবণে হৃষ্ট ও রোমাঞ্চিতশরীর হইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, তাঁহারা ভাগবতোত্তম। তুলসীকানন দেখিয়া যে সকল নর নমস্কার করেন ও কণ্ঠে তুলসীকাষ্ঠ ধারণ করেন, তাঁহারা ভাগবতোত্তম। যাঁহারা তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সন্তুষ্ট হন এবং তুলসীমূলের মৃত্তিকা ধারণ করেন, তাঁহারা ভাগবতোত্তম। যাঁহারা স্ব স্ব আশ্রমনিরত, অতিথিপূজক এবং বেদার্থবক্তা তাঁহারা ভাগবতোত্তম। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ বিদিত হইয়া পরের জন্য প্রয়োগ করেন এবং সর্ব্বত্র যাঁহাদের গুণ আদৃত হয়, তাঁহারা ভাগবতোত্তম। যাঁহারা অন্ন ও পানীয় দাননিরত এবং যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে একাদশীব্রত করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভাগবতোত্তম। যাঁহারা গোদান ও কন্যাদাননিরত এবং যাঁহারা আমারই জন্য সতত কার্য্যাচরণ করেন, তাঁহারা ভাগবতোত্তম। যাঁহার চিত্ত আমাতেই

মত্ভজনলোলুপাঃ। মন্নামস্মরণাসক্তাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৬০॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাত্তে ব্রবীম্যহম্। মদ্গুণায় প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৬১॥ এতে ভাগবতা বিপ্রাঃ কেচিদত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ। মমাপি গদিতুং শক্যা নাব্দকোটিশতৈরপি॥ ৬২॥ রামানুজ মহাভাগ মদ্ভক্তানাঞ্চ লক্ষণম্। ময়ি ভক্তে ত্বয়ি প্রীত্যা যুক্তং কিল মহামতে॥ ৬৩॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ শৌনকাদ্যা মহৌজসঃ। বৃষাদ্রৌ চ বিয়দ্গঙ্গাতীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৬৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আকাশগঙ্গামাহাত্ম্যরামানুজবিপ্রব্রতচর্য্যাদিবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। ভগবন্ সূত সর্ব্বজ্ঞ বেদবেদান্তকোবিদ। দানানি কস্মৈ দেয়ানি দানকালশ্চ কীদৃশঃ॥ ১॥ কশ্চ তৎপ্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সর্ব্বং নো বক্তুমর্হসি॥ ২॥ শ্রীসূত উবাচ। মহাপুণ্যপ্রদে ক্ষেত্রে বেঙ্কটাখ্যে দ্বিজোত্তমাঃ। সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ পরমো গুরুঃ॥ ৩॥ তস্মৈ দানানি দেয়ানি স তারয়তি পণ্ডিতঃ। ব্রাহ্মণঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বর্জ্জয়িত্বা ত্ববর্ণকম্॥ ৪॥ ষণ্ডস্য পুত্রহীনস্য দস্যাচাররতস্য চ। বেদবিদ্বেষিণশ্চৈব দ্বিজবিদ্বেষিণস্তথা॥ ৫॥ স্বকর্ম্মত্যাগিনশ্চাপি দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্। পরদাররতস্যাপি পরদ্রব্যরতস্য চ॥ ৬॥ গায়কস্যাপি বিপ্রস্য দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্। অসূয়াবিষ্টমনসঃ কৃতঘ্নস্য চ মায়িনঃ॥ ৭॥ জ্ঞানশূন্যস্য বিপ্রস্য দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্। নিত্যং যাচকপরস্যাপি হিংসকস্যাবলস্য চ॥ ৮॥ নামবিক্রয়িণশ্চৈব বেদবিক্রয়িণস্তথা। স্মৃতিবিক্রয়িণশ্চৈব ধর্ম্মবিক্রয়িণস্তথা॥ ৯॥ পরোপতাপশীলস্য দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্। যে কেচিৎ পাপনিরতা নিন্দিতাঃ সুকৃতৈস্তথা। ন তেভ্যঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্ন দেয়ং বাপি কিঞ্চন॥ ১০॥ সৎকর্ম্মনিরতায়ৈব শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে॥ ১১॥ বৃত্তিহীনায় বৈ দেয়ং দরিদ্রায় কুটুম্বিনে। দেবপূজাসু সক্তায় পুরাণকথকায় চ॥ ১২॥ দেয়ং

অর্পিত হইয়াছে, যাঁহারা আমার ভক্ত ও আমার পূজার জন্য লোলুপ, আমার নাম স্মরণে আসক্ত, তাঁহারাই ভাগবতোত্তম। [illegible] আর অধিক বলিয়া কি হইবে? সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিতেছি;—যাঁহারা সতত মদ্গুণ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত তাঁহারাই ভাগবতোত্তম। হে রামানুজ! এই যে সকল ভাগবত বিপ্রগণের কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা ভিন্ন আরও লক্ষণযুক্ত অনেক ভাগবত আছেন, আমি সে সকল শতকোটি বৎসরেও বলিতে সমর্থ নহি। হে মহাভাগ! আমার ভক্তগণের যাহা লক্ষণ, সেই সমস্তই তোমাতে বিদ্যমান, তুমি যথার্থই আমার ভক্ত; হে মহামতে! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম। সূত কহিলেন,—হে মহাতেজা শৌনকাদি বিপ্রগণ! এই আপনাদের নিকট বৃষশৈলস্থিত আকাশগঙ্গার মাহাত্ম্যকথা কীর্ত্তন করিলাম।৫১—৬৪

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন,—হে সূত! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও বেদবেদান্তকোবিদ; হে ভগবন্! কাহাকে দান করা কর্ত্তব্য? দানফল কীদৃশ? কোন্ ব্যক্তিই বা দান গ্রহণ করিবেন? এই সকল আমাদের নিকট বলুন। সূত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! ব্রাহ্মণই বর্ণনিচয়ের পরম গুরু, যে বুদ্ধিমান্ মানব বেঙ্কট পর্ব্বতের পুণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি মুক্ত হন। ব্রাহ্মণ, হীনবর্ণের দান ভিন্ন সকলের দানই প্রতিগ্রহ করিবেন। ষণ্ড, পুত্রহীন, দস্যাচাররত, বেদবিদ্বেষী, দ্বিজবিদ্বেষী, স্বকর্ম্মত্যাগী, ইহাদের দান নিষ্ফল হয়। যে ব্যক্তি পরদার ও পরদ্রব্যে রত এবং যেব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া গীতদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহার দান ব্যর্থ। যাহার মন অসূয়াবিষ্ট এবং যে কৃতঘ্ন, মায়ী, জ্ঞানশূন্য—এইরূপ ব্রাহ্মণের দত্তবস্তু পণ্ড হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিত্য দুর্ব্বলের হিংসা করে, নাম, বেদ, স্মৃতি ও ধর্ম্ম বিক্রয় করে এবং পরকে পীড়িত করাই যাহার স্বভাব, তাহার দান বিফল। যাহারা পাপনিরত ও সাধুগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত, তাহাদিগকে দান বা তাহাদিগের নিকট কদাচ প্রতিগ্রহ করিবে না।১—১০। যাঁহারা সৎকর্ম্মনিরত, শ্রোত্রিয়, আহিতাগ্নি, বৃত্তিহীন, দরিদ্র, কুটুম্বভরণকারী, দেবপূজাসক্ত, পুরাণবক্তা, বিশেষতঃ দরিদ্র, হে বিপ্রগণ! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহাদিগ-

প্রশস্ততো বিপ্রা দরিদ্রায় বিশেষতঃ। বহুনা কিমিহোক্তেন শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১৩॥ সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ প্রদাতুং শক্যতে সদা। বন্ধ্যাভর্ত্রে প্রদত্তঞ্চেদ্রাসভো জায়তে নরঃ॥ ১৪॥ নাস্তিকং ভিন্নমর্য্যাদং পুত্রহীনং জড়ং খলম্। স্তেয়িনং কিতবঞ্চৈব কদাচিন্নাভিবাদয়েৎ॥ ১৫॥ পাষণ্ডং পতিতং ব্রাত্যং বেদবিক্রয়িণং তথা। কৃতঘ্নং পাপনিরতং কদাচিন্নাভিবাদয়েৎ॥ ১৬॥ তথা স্নানং প্রকুর্ব্বন্তং সমিৎপুষ্পকরং তথা। উদপাত্রধরঞ্চৈব ভুঞ্জন্তং নাভিবাদয়েৎ॥ ১৭॥ বিবাদশালিনং চণ্ডং বমন্তং জনমধ্যগম্। ভিক্ষান্নধারিণঞ্চৈব শয়ানং নাভিবাদয়েৎ॥ ১৯॥ বন্ধ্যাঞ্চ পুষ্পিণীং জারাং সূতিকাং গর্ভপাতিনীম্। ব্রতঘ্নীঞ্চ তথা চণ্ডীং কদাচিন্নাভিবাদয়েৎ॥ ১৯॥ সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেম্বপি। প্রত্যেকং তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাতনম্॥ ২০॥ শ্রাদ্ধব্রতে নিযুক্তঞ্চ দেবতাভ্যর্চ্চকং তথা। যজ্ঞঞ্চ তর্পণঞ্চৈব কুর্ব্বন্তং নাভিবাদয়েৎ॥ ২১॥ কুর্ব্বতে বন্দনং যস্ত ন কুর্য্যাৎ প্রতিবন্দনম্। নাভিবাদ্যঃ স দ্বিজেয়ো যথা শূদ্রস্তথৈব চ॥ ২২॥ তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণোত্তমঃ। বন্ধ্যাপতিং দ্বিজং ক্রূরং কদাচিন্নাভিবাদয়েৎ॥ ২৩॥ শ্রীসূত উবাচ। অত্রেতিহাসং বক্ষ্যামি পুণ্যশীলস্য ধীমতঃ। সনৎকুমারমুনয়ে নারদেন প্রভাষিতম্॥ ২৪॥ তদ্বক্ষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ। পুরা গোদাবরীতীরে সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ॥ ২৫॥ পুণ্যশীলো দ্বিজবরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। দয়াবান্ সর্ব্বভূতেষু দেবাগ্নিদ্বিজপূজকঃ॥ ২৬॥ কর্ম্মণা জন্মশুদ্ধশ্চ মাতাপিতৃহিতে রতঃ। গুরুভক্তঃ সদাক্ষিণ্যো ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্মতঃ॥ ২৭॥ এতাদৃশগুণৈর্যুক্তঃ পুণ্যশীলস্য ধীমতঃ॥ ২৮॥ গৃহং সম্প্রাপ্তবান্ বিপ্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। প্রার্থিতঃ পুণ্যশীলেন পিতৃশ্রাদ্ধেঽতিবেগতঃ॥ ২৯॥ তং বিপ্রং শ্রোত্রিয়ং শান্তং পিতৃশ্রাদ্ধে নিযোজ্য বৈ। শ্রাদ্ধং চকার ধর্ম্মাত্মা প্রত্যাব্দিকমনুত্তমম্॥ ৩০॥ ততঃ কালান্তরে তস্য পুণ্যশীলস্য চাননে। বৈরূপ্যং প্রাপ্তমত্যুগ্রং রাসভাননবত্তদা॥ ৩১॥ ততঃ খিন্নমনা ভূত্বা পুণ্যশীলো-

---

কেই দান করিবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! শ্রবণ করুন, আর বহু বলিয়া কি হইবে! ব্রাহ্মণগণকেই সতত দান করা যাইতে পারে। যাহার পত্নী বন্ধ্যা, তাহাকে দান করিলে মানব গর্দ্দভ-জন্ম প্রাপ্ত হয়। যাহারা নাস্তিক, মর্য্যাদাভেদকারী, পুত্রহীন, জড়, খল, চোর এবং ধূর্ত্ত ইহাদিগকে কদাচ অভিবাদনও করিবে না। পাষণ্ড, পতিত, বেদ-বিক্রয়ী, কৃতঘ্ন, পাপনিরত, ইহাদিগকেও অভিবাদন করা কদাচ বিধেয় নহে। যিনি স্নান-প্রবৃত্ত; যাহার করে সমিৎ, পুষ্প কিম্বা কুশ রহিয়াছে; যাহার করে জলপাত্র এবং যিনি ভোজন করিতেছেন, এইরূপ ব্যক্তিকে কদাচ প্রণাম করিবে না। কলহশালী, ক্রোধী, বমনকারী, জলমধ্যস্থিত, ভিক্ষান্নধারী এবং শয়ান ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবে না। বন্ধ্যার কন্যা, অসতী, নবপ্রসূতা, গর্ভঘাতিনী, ব্রতঘ্নী এবং ক্রোধনা এই সকল স্ত্রীলোককে কদাচ অভিবাদন করিবে না। সভায়, যাগগৃহে কিংবা দেবালয়ে অবস্থিত ব্যক্তিগণকে প্রত্যেকতঃ নমস্কার করিলে তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট হয়। যিনি শ্রাদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত, দেবপূজায় প্রবৃত্ত বা যজ্ঞ কিংবা তর্পণ করিতেছেন, তাঁহাকে অভিবাদন করিবে না। যেব্যক্তি প্রণত ব্যক্তিকে প্রত্যভিবাদন না করে, সে শূদ্রবৎ; তাহাকে অভিবাদন করা বিধেয় নহে। অতএব সকলকালেই বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণোত্তম বন্ধ্যাপতি ও ক্রূর ব্রাহ্মণকে কদাচ অভিবাদন করিবেন না। ১১—২৩।

সূত কহিলেন,—এবিষয়ে ধীমান্ পুণ্যশীলের একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, দেবর্ষি নারদ মুনি ইহা সনৎকুমারসমীপে বর্ণন করিয়াছিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি এক্ষণে সেই ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, আপনারা সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পুরাযুগে গোদাবরী তীরে পুণ্যশীল, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় জনৈক দ্বিজবর বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বভূতে দয়াবান্, এবং দেব, দ্বিজ ও অগ্নির পূজা করিতেন। কর্ম্মদ্বারাই তাঁহার শুদ্ধ জন্ম লাভ হইয়াছিল এবং তিনি পিতা ও মাতার হিতানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। তিনি গুরুজনে ভক্তিমান্, দাক্ষিণ্য ও ব্রাহ্মণ্যসম্পন্ন এবং সাধুসম্মত ছিলেন। এই সকল গুণযুক্ত বেদবেদাঙ্গপারগ সেই দ্বিজ এক সময়ে ধীমান্ পুণ্যশীলের গৃহে আগমন করিলে তিনি অতি দ্রুতবেগে গমন করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। এবং ধার্ম্মিক পুণ্যশীল শ্রোত্রিয় শান্ত সেই দ্বিজবরকে শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিয়া অনুত্তম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে

হৃতির্ধার্ম্মিকঃ। নিঃশস্য বহুধা খিন্নঃ প্রপেদেঽগস্ত্য-যোগিনঃ॥ ৩২॥ সুবর্ণমুখরীতীরে ঋষিসঙ্ঘনিষেবিতে। আশ্রমং পরমং দিব্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ৩৩॥ তত্রাশ্রমে মুনিবরৈঃ সেব্যমানমহর্নিশম্। দৃষ্ট্বাগস্ত্যং মহাত্মানং সর্ব্বলোকহিতৈষিণম্॥ ৩৪॥ প্রণামমকরোত্তস্মৈ গার্দ্দভাস্যোঽতিদুঃখিতঃ॥ ৩৫॥ পুণ্যশীল উবাচ। তপোনিধে নমস্তুভ্যমগস্ত্য মুনিসেবিত। কুৎসিতাস্যং মহাপাপং রক্ষ রক্ষ দয়ানিধে॥ ৩৬॥ কেন দোষেণ মে চাত্র মুখমাসীৎ কুরূপতা॥ ৩৭॥ ময়ি প্রীত্যা মহাভাগ বদস্ব মুনিসত্তম॥ ৩৮॥ অগস্ত্য উবাচ। বিপ্রবর্য্য মহাভাগ পুণ্যশীল মহামতে। আননস্য বিরূপং বৈ শৃণু নান্যমনা দ্বিজ॥ ৩৯॥ কশ্চিদ্বিপ্রঃ গুণনিধিঃ বেদবেদাঙ্গপারগম্। শ্রোত্রিয়ং পুত্ররহিতং শ্রাদ্ধে ত্বং বিনিযুক্তবান্॥ ৪০॥ তেন দোষেণ মহতা মুখে তব বিরূপতা। যে লোকে হব্যকব্যাদৌ বন্ধ্যায়াঃ স্বামিনং দ্বিজম্॥ ৪১॥ নিযোজয়ন্তি তে যান্তি মুখে গর্দ্দভরূপতাম্। শুভকর্ম্মণি বা বিপ্র পৈতৃকে বাপি কর্ম্মণি॥ ৪২॥ বন্ধ্যাপতিং মহাপাপং কদাচিন্ন নিমন্ত্রয়েৎ। বন্ধ্যাপতিং মহাক্রূরং বৃষলীপতিমেব বা॥ ৪৩॥ শ্রেয়স্কামী হি বিপ্রেন্দ্র শ্রাদ্ধে তু ন নিমন্ত্রয়েৎ। বেদশাস্ত্রাদিযুক্তোঽপি কুলীনঃ কর্ম্মঠোঽপি বা॥ ৪৪॥ বন্ধ্যাভর্ত্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধে ত্যাজ্যঃ কথঞ্চন। জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞেষু ব্রতেষু চ তপঃসু চ॥ ৪৫॥ সমর্থোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রাদ্ধে বন্ধ্যাপতিং ত্যজেৎ। অলভ্যে তু দ্বিজে পাত্রে ভস্মমাত্রোপজীবিনম্॥ ৪৬॥ পুত্রবন্তং সদাচারং শ্রাদ্ধার্থং তু নিমন্ত্রয়েৎ। তদভাবে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুত্রং বানুজমেব বা॥ ৪৭॥ আত্মানং বা নিযুক্ত শ্রাদ্ধে বন্ধ্যাপতিং ত্যজেৎ। পুণ্যশীল মহাভাগ চোদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে। সর্ব্বথা পুত্রহীনং তু শ্রাদ্ধার্থং ন নিয়োজয়েৎ॥ ৪৮॥ বন্ধ্যাপতিং দ্বিজং যস্তু শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিয়োক্ষ্যতি॥ ৪৯॥ তচ্ছ্রাদ্ধমাসুরং জ্ঞেয়ং কর্ত্তা চ নরকং ব্রজেৎ॥ ৫০॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন তদ্দোষবিনিবৃত্তয়ে। উপায়ং তে প্রবক্ষ্যামি স্বর্ণমুখ্যাস্তটে শুভে॥ ৫১॥ বর্ত্ততে

পুণ্যশীলের মুখ রাসভাননের ন্যায় বিবর্ণ বীভৎস হয়। তখন অতি ধার্ম্মিক পুণ্যশীল খিন্নমনা হন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ করিতে করিতে যোগিবর অগস্ত্যসমীপে গমন করেন। ঋষিগণনিষেবিত সর্ব্বকামফলপ্রদ দিব্য অগস্ত্যাশ্রম সুবর্ণমুখরীতীরে অবস্থিত এবং মুনিবরগণ সতত ঐ আশ্রমপদের সেবা করিতে থাকেন। অতি দুঃখিত গর্দ্দভমুখ পুণ্যশীল তথায় গমন করিয়া নিখিললোকহিতৈষী মহাত্মা আগস্ত্যকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। পুণ্যশীল বলিলেন,—হে অগস্ত্য! মুনিগণ সতত আপনাকে সেবা করেন, হে তপোনিধে! আপনাকে নমস্কার। হে দয়ানিধে! আমি কুৎসিতাস্য মহাপাপ, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে মহাভাগ! কি দোষে আমার মুখ কুৎসিত হইয়াছে, হে মুনিসত্তম! আমার প্রতি প্রীত হইয়া ইহা বলুন। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মহামতে, মহাভাগ, পুণ্যশীল! অন্যমনা হইয়া তোমার আননের বৈরূপ্যকারণ শ্রবণ কর। হে দ্বিজ! তুমি গুণনিধি পুত্রহীন শ্রোত্রিয় দ্বিজকে শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলে; ঐ বিপ্র বেদবেদাঙ্গপারগ ও নিখিল গুণের নিধি হইলেও অপুত্রক; তুমি এই মহাদোষে কুৎসিতাস্য হইয়াছ। এই ত্রিলোকে যেসকল লোক হব্যকব্যক্রিয়ায় বন্ধ্যাপতিকে নিযুক্ত করে, তাহারা গর্দ্দভমুখতা প্রাপ্ত হয়। হে বিপ্র! শুভকর্ম্মই হউক, আর পৈতৃক কর্ম্মই হউক, বন্ধ্যাপতিকে কদাচ নিমন্ত্রণ করিবে না! হে বিপ্রেন্দ্র! মঙ্গলকামী ব্যক্তি শ্রাদ্ধে বন্ধ্যাপতি, মহাক্রূর এবং বৃষলীস্বামীকে নিমন্ত্রণ করিবে না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেদশাস্ত্রাদিযুক্ত, কুলীন কিংবা কর্ম্মঠ হইলেও বন্ধ্যাপতি শ্রাদ্ধে একেবারেই ত্যাজ্য। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে তপস্যায় শ্রাদ্ধে কিংবা ব্রতে অপুত্রক দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সমর্থ হইলেও অবশ্যই ত্যাগ করিবে। শ্রাদ্ধাদিনে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ একান্ত অলভ্য হইলে বরং সদাচারসম্পন্ন পুত্রবান্ ভস্মমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণকেও নিমন্ত্রণ করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তদভাবে অনুজ বা তনয়কে নিযুক্ত করিবে, কিংবা স্বয়ং নিযুক্ত হইবে, তথাপি অপুত্রককে নিমন্ত্রণ করিবে না। হে মহাভাগ পুণ্যশীল! আমি বাহু উত্তোলন করিয়া বলিতেছি, কদাচ শ্রাদ্ধে পুত্রহীনকে নিমন্ত্রণ করিবে না। ২৪—৪৮। যে শ্রাদ্ধকর্ত্তা অপুত্রককে শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করে, তাহার সেই শ্রাদ্ধ আসুর এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা নরকে গমন করে। অধিক বলিয়া আর কি হইবে? এক্ষণে তোমার এই দোষশান্তির উপায় বলিতেছি;—পুণ্য-

দেবসঙ্ঘৈশ্চ সেবিতো বেঙ্কটাচলঃ। মেরুপুত্রো মহাপুণ্যঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৫২ ॥ তস্মিন্ বেঙ্কটশৈলেন্দ্রে সুরাসুরনমস্কৃতে। বিয়দ্গঙ্গেতি নাম্না বৈ তীর্থমস্তি মহত্তরম্ ॥ ৫৩ ॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্। ত্বং গত্বা বেঙ্কটং শৈলং স্বামিপুষ্করিণীজলে ॥ ৫৪ ॥ স্নাত্বা সঙ্কল্পপূর্ব্বং তু গঙ্গাতীর্থমনন্তরম্। গত্বা তীর্থবিধানেন স্নানং কুরু মহামতে ॥ ৫৫ ॥ স্নানমাত্রাত্ততঃ সদ্যো মুখস্যাস্য মহামতে। বৈরূপ্যং তৎক্ষণাদেব নঙ্ক্ষ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ এবমুক্তঃ পুণ্যশীলো হ্যগস্ত্যেন মহাত্মনা। তং প্রণম্য মহাত্মানং বেঙ্কটাদ্রিং ততো যযৌ ॥ ৫৭ ॥ তত্র গত্বা মহাভাগঃ স্বামিপুষ্করিণীজলে। স্নাত্বা নিয়মপূর্ব্বং তু বিয়দ্গঙ্গাসমীপগঃ ॥ ৫৮ ॥ তত্র স্নানেন ধর্ম্মাত্মা কামবক্ত্রোপমং মুখম্। প্রাপ্তবান্ পুণ্যশীলস্তু অহো তীর্থস্য বৈভবম্ ॥ ৫৯ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা নারদেন প্রভাষিতম্। সনৎকুমারমুনয়ে শৌনকাদ্যা মহৌজসঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আকাশগঙ্গামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ময় সুবর্ণমুখরীতীরে দেবসেবিত সর্ব্বকামফলপ্রদ মহাপুণ্য মেরুতনয় বেঙ্কটপর্ব্বত অবস্থিত। সেই সুরাসুরনমস্কৃত শৈলেন্দ্র বেঙ্কটে বিয়দ্-গঙ্গা নামে এক মহাতীর্থ আছে। ঐ তীর্থ সর্ব্বপাপপ্রণাশন এবং আয়ুঃ ও আরোগ্যবর্দ্ধন। হে মহামতে! তুমি বেঙ্কটগিরিতে গমন কর এবং প্রথমে তত্রত্য স্বামিপুষ্করিণীতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া তদনন্তর তীর্থবিধানক্রমে গঙ্গাতীর্থে স্নান করিবে। হে মহামতে! গঙ্গাতীর্থে স্নানমাত্রেই তৎক্ষণাৎ তোমার মুখবৈরূপ্য দূর হইবে, সংশয় নাই। অনন্তর পুণ্যশীল, মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই মহাত্মাকে প্রণামপূর্ব্বক বেঙ্কটাচলে গমন করিলেন এবং মহাভাগ পুণ্যশীল তথায় গমন করিয়া নিয়মপূর্ব্বক স্বামি-পুষ্করিণীজলে স্নান করত বিয়দ্গঙ্গাসমীপে উপনীত হইলেন। অহো! গঙ্গাতীর্থের কি ঐশ্বর্য্য! ধর্ম্মাত্মা পুণ্যশীল সেই তীর্থে স্নান করিয়াই কাম-মুখের ন্যায় সুন্দর মুখ প্রাপ্ত হইলেন। সূত বলিলেন,—হে শৌনকাদি মহাতেজা বিপ্রগণ! এ বিষয় নারদ মুনি সনৎকুমারকে এইরূপই বলিয়াছিলেন। আমি তাহাই আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ৪৯—৬০।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। অথাহং সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজেন্দ্রাঃ সত্যবাদিনঃ। চক্রতীর্থস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ যে শৃণ্বন্তি মহাপুণ্যং চক্রতীর্থস্য বৈভবম্। তে যান্তি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ২ ॥ অন্নদানে চ বিমুখা জলদানে তথৈব চ। গোদানবিমুখা যে চ শুদ্ধাস্তেঽত্র নিমজ্জনাৎ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎপুণ্যতমং তীর্থঞ্চক্রতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। পুরা শ্রীবৎসগোত্রীয়ঃ পদ্মনাভো জিতেন্দ্রিয়ঃ। চক্রপুষ্করিণীতীরে সোঽতপ্যত মহত্তপঃ ॥ ৫ ॥ দয়াযুক্তো নিরাহারঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। আত্মবৎসর্ব্বভূতানি পশ্যন্ বিষয়নিঃস্পৃহঃ ॥ ৬ ॥ সর্ব্বভূতহিতো দান্তঃ সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিতঃ। বর্ষাণি কতিচিৎ সোঽয়ং জীর্ণপর্ণাশনোঽভবৎ ॥ ৭ ॥ কাঞ্চিৎকালং জলাহারো বায়ুভক্ষঃ কিয়ৎসমাঃ। এবং দ্বাদশ বর্ষাণি পদ্মনাভো মহা-

---

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে সত্যবাদি-দ্বিজগণ! অনন্তর সর্ব্বপাপপ্রণাশন চক্রতীর্থমাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিতেছি; যাঁহারা এই মহাপুণ্য চক্রতীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহারা বিষ্ণুভবনে গমন করেন, কদাচ তাঁহাদের পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা অন্ন, জল ও গোদানে বিমুখ, তাহারাও এই তীর্থে নিমজ্জন করিয়া শুদ্ধি লাভ করে; অতএব এই চক্রতীর্থ একটী অনুত্তম পুণ্য-তমতীর্থ। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বকালে শ্রীবৎসগোত্রীয় পদ্মনাভ-নামক জনৈক জিতেন্দ্রিয় দ্বিজ চক্রপুষ্করিণীতীর্থে তীব্র তপস্যা করেন। বিপ্র পদ্মনাভ—দয়াযুক্ত সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি নিখিলপ্রাণীকে আত্মবৎ দর্শন করিতেন। রূপাদি বিষয়ে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। মহামুনি পদ্মনাভ নিরাহার, দান্ত, সর্ব্বভূতহিতরত ও সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিত হইয়া কতিপয় বৎসর জীর্ণপর্ণাশনে, কিছুকাল জলাহারে, কয়েক বৎসর বায়ুভক্ষণে—এইরূপে দ্বাদশবর্ষ তপস্যা

মুনিঃ॥ ৮॥ অতপ্যত তপো ঘোরং দেবৈরপি সুদুষ্করম্। অথ তত্তপসা তুষ্টো ভগবান্ কমলাপতিঃ॥ ৯॥ প্রত্যক্ষতামগাত্তস্য শঙ্খচক্রগদাধরঃ। বিকচাম্বুজপত্রাক্ষঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ॥ ১০॥ উন্মীল্য চক্ষুষী তত্র দৃষ্টবান্ বেঙ্কটেশ্বরম্। শঙ্খচক্রধরং শান্তং শ্রীনিবাসং কৃপানিধিম্। দৃষ্ট্বা দেবং মহাত্মানং স্তোতুং সমুপচক্রমে॥ ১১॥ নমো দেবাধিদেবায় বেঙ্কটেশায় শার্ঙ্গিণে। নারায়ণাদ্রিবাসায় শ্রীনিবাসায় তে নমঃ॥ ১২॥ নমঃ কল্মষনাশায় বাসুদেবায় বিষ্ণবে। শেষাচলনিবাসায় শ্রীনিবাসায় তে নমঃ॥ ১৩॥ নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় বিশ্বরূপায় সাক্ষিণে। শিবব্রহ্মাদিবন্দ্যায় শ্রীনিবাসায় তে নমঃ॥ ১৪॥ নমঃ কমলনেত্রায় ক্ষীরাব্ধিশয়নায় তে। দুষ্টরাক্ষসসংহর্ত্রে শ্রীনিবাসায় তে নমঃ॥ ১৫॥ ভক্তপ্রিয়ায় দেবায় দেবানাং পতয়ে নমঃ॥ ১৬॥ প্রণতার্ত্তিবিনাশায় শ্রীনিবাসায় তে নমঃ॥ ১৭॥ যোগিনাং পতয়ে নিত্যং বেদবেদ্যায় বিষ্ণবে। ভক্তানাং পাপসংহর্ত্রে শ্রীনিবাসায় তে নমঃ॥ ১৮॥ এবং স্তুতো মহাভাগঃ শ্রীনিবাসো জগন্ময়ঃ। পদ্মনাভাখ্যঋষিণা চক্রতীর্থনিবাসিনা॥ ১৯॥ সন্তোষং পরমং প্রাপ্য বেঙ্কটেশো দয়ানিধিঃ॥ ২০॥ পদ্মনাভং দ্বিজবরং শান্তং ধর্ম্মপরায়ণম্। সুধাধারোপমং বাক্যমব্রবীৎ পুরুষোত্তমঃ॥ ২১॥ শ্রীনিবাস উবাচ। দ্বিজবর্য্য মহাভাগ মৎপাদকমলার্চ্চক। চক্রতীর্থস্য তীরে ত্বমাকল্পং পূজয়ন্ বস॥২২॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। অন্তর্দ্ধানং গতে দেবে শ্রীনিবাসে জগদ্গুরৌ॥ ২৩॥ চক্রতীর্থস্য তীরে তু বাসং চক্রে মহামতিঃ। ততঃ কালান্তরে কশ্চিদ্রাক্ষসো ভীমদর্শনঃ॥ ২৪॥ মুনিং তং পদ্মনাভাখ্যং নারায়ণপরায়ণম্। আযযৌ ভক্ষিতুং ক্রূরঃ ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ॥ ২৫॥ ব্রাহ্মণং তরসা সোঽয়ং রাক্ষসো জগৃহে তদা। গৃহীতস্তরসা তেন বিপ্রো বেদাঙ্গপারগঃ॥ ২৬॥ প্রচুক্রোশ দয়াম্ভোধিমাপন্নানাং পরায়ণম্। নারায়ণং চক্রপাণিং রক্ষ রক্ষেতি বৈ মুহুঃ॥ ২৭॥ বেঙ্কটেশ দয়াসিন্ধো শরণাগতপালক। ত্রাহি মাং পুরুষব্যাঘ্র রক্ষোবশমুপাগতম্॥

করিয়াছিলেন। পদ্মনাভ এইরূপে দেবগণেরও সুদুষ্কর তপস্যা করিলে তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিকসিতপদ্মপত্রনেত্র সূর্য্যকোটিসমপ্রভ শঙ্খ-চক্রগদাধর ভগবান্ কমলাপতি তাঁহার সমক্ষে আগমন করিলেন। অনন্তর পদ্মনাভ নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—শান্ত শঙ্খচক্রগদাধর কৃপানিধি বেঙ্কটেশ্বর শ্রীনিবাস তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান। তিনি সেই মহাত্মা দেব শ্রীনিবাসকে সন্দর্শন করিয়া স্তব করিতে উপক্রম করিলেন। পদ্মনাভ বলিলেন,—শার্ঙ্গী বেঙ্কটেশ দেবাধিদেবকে নমস্কার; হে নারায়ণ! হে শ্রীনিবাস। তুমি পর্ব্বতে বাস কর, তোমাকে নমস্কার। পাপনাশন, বাসুদেব বিষ্ণুকে নমস্কার; হে শেষশৈলনিবাসিন্, শ্রীনিবাস! তোমাকে নমস্কার। শ্রীনিবাস! তুমি ত্রৈলোক্যের নাথ, বিশ্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী এবং শিব ব্রহ্মাদিও আপনাকে বন্দনা করেন, আপনাকে নমস্কার। হে কমলনেত্র! আপনি ক্ষীরসাগরে শয়ন ও দুষ্ট রাক্ষসগণকে নিধন করেন, হে শ্রীনিবাস! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি ভক্তপ্রিয় ও দেবগণেরও পতি, আপনাকে নমস্কার। হে শ্রীনিবাস। আপনি প্রণতগণের আর্ত্তিবিনাশ করেন, আপনাকে নমস্কার। হে শ্রীনিবাস। আপনি যোগিগণের পতি, নিত্য বেদবেদ্য, হে বিষ্ণো। আপনি ভক্তগণের কলুষধ্বংস করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার।১—১৮। অনন্তর চক্রতীর্থ নিবাসী পদ্মনাভ নামক ঋষি কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া জগন্ময় মহাভাগ শ্রীনিবাস পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং দয়ানিধি পুরুষোত্তম বেঙ্কটেশ সুধাধারোপম বাক্যে দ্বিজবর শান্ত সর্ব্ব-ধর্ম্মপরায়ণ পদ্মনাভকে বলিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস বলিলেন,—হে মহাভাগ দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার পাদপদ্মের অর্চ্চনা করিয়াছ, এক্ষণে চক্রতীর্থতীরে অবস্থিত হইয়া আকল্পকাল আমার পূজা কর। ভগবান্ বিষ্ণু পদ্মনাভকে এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর জগদ্গুরু শ্রীনিবাস অন্তর্ধান করিলে মহামতি পদ্মনাভ চক্রতীর্থতীরে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদিন ক্রূর ভীমদর্শন এক রাক্ষস ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া নারায়ণপরায়ণ মুনি পদ্মনাভকে ভক্ষণ করিতে আগমন করে। অনন্তর রাক্ষস অতিবেগে ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিল। তখন রাক্ষসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দেববেদাঙ্গপারগ পদ্মনাভ ক্রন্দন করিতে করিতে মুহুর্মুহু চক্রপাণি নারায়ণকে বলিতে লাগিলেন,—হে দয়ানিধে! আপনার দয়াবারিধিনিমগ্ন আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে বেঙ্কটেশ! আপনি দয়ার সাগর এবং

২৮॥ লক্ষ্মীকান্ত হরে বিষ্ণো বৈকুণ্ঠ গরুড়ধ্বজ। মাং রক্ষ রাক্ষসাক্রান্তং গ্রাহাক্রান্তং গজং যথা॥ ২৯॥ দামোদর জগন্নাথ হিরণ্যাসুরমর্দ্দন। প্রহ্লাদমিব মাং রক্ষ রাক্ষসেনাতিপীড়িতম্॥ ৩০॥ ইত্যেবং স্তবতস্তস্য পদ্মনাভস্য হে দ্বিজাঃ। স্বভক্তস্য ভয়ং জ্ঞাত্বা চক্রপাণির্দয়ানিধিঃ॥ ৩১॥ স্বচক্রং প্রেষয়ামাস ভক্তরক্ষণকারণাৎ। প্রেরিতং বিষ্ণুচক্রং তদ্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥ ৩২॥ আজগামাথ বেগেন চক্রপুষ্করিণীতটম্। অনন্তাদিত্যসঙ্কাশমনন্তাগ্নিসমপ্রভম্॥ ৩৩॥ মহাজ্বালং মহানাদং মহাসুরবিমর্দ্দনম্। দৃষ্ট্বা সুদর্শনং বিষ্ণো রাক্ষসোঽথ প্রদুদ্রুবে॥ ৩৪॥ দ্রবমাণস্য তস্যাশু রাক্ষসস্য সুদর্শনম্। শিরশ্চকর্ত্ত সহসা জ্বালামালাদুরাসদম্॥ ৩৫॥ ততো বিপ্রবরো দৃষ্ট্বা রাক্ষসং পতিতং ভুবি। মুদা পরময়া যুক্তস্তুষ্টাব চ সুদর্শনম্॥ ৩৬॥ পদ্মনাভ উবাচ। বিষ্ণুচক্র নমস্তেঽস্তু বিশ্বরক্ষণদীক্ষিত। নারায়ণকরাম্ভোজভূষণায় নমোঽস্তু তে॥ ৩৭॥ যুদ্ধেষ্বসুরসংহারকুশলায় মহারব। সুদর্শন নমস্তুভ্যং ভক্তানামার্ত্তিনাশন॥ ৩৮॥ রক্ষ মাং ভয়সংবিগ্নং সর্ব্বস্মাদপি কল্মষাৎ। স্বামিন্ সুদর্শন বিভো চক্রতীর্থে সদা ভবান্॥ ৩৯॥ সন্নিধেহি হিতায় ত্বং জগতো মুক্তিকাঙ্ক্ষিণঃ। ব্রাহ্মণেনৈবমুক্তং তদ্বিষ্ণুচক্রং মুনীশ্বরাঃ॥ ৪০॥ তৎ প্রাহ পদ্মনাভাখ্যং প্রীণয়ন্নিব সৌহৃদাৎ॥ ৪১॥ সুদর্শন উবাচ। পদ্মনাভ মহাপুণ্যং চক্রতীর্থমনুত্তমম্। অস্মিন্ বসামি সততং লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ৪২॥ ত্বৎপীড়াং পরিচিন্ত্যাহং রাক্ষসেন দুরাত্মনা॥ ৪৩॥ প্রেরিতো বিষ্ণুনা বিপ্র ত্বরয়া সমুপাগতঃ। ত্বৎপীড়কোঽপি নিহতো ময়ায়ং রাক্ষসাধমঃ॥ ৪৪॥ মোচিতস্ত্বং ভয়াদস্মাত্ত্বং হি ভক্তো হরেঃ সদা। চক্রতীর্থে মহাপুণ্যে সর্ব্বপাপহরে দ্বিজ॥৪৫॥ সততং লোকরক্ষার্থং সন্নিধানং করোমি তে। অস্মিন্ মৎসন্নিধানাত্তে তথান্যেষামপি দ্বিজ॥ ৪৬॥ ইতঃ পরং ন পীড়া স্যাদ্ভূতরাক্ষসসম্ভবা। অস্মিন্

শরণাগতের পালক, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! রাক্ষসকবলগত আমাকে রক্ষা করুন। হে বিষ্ণো! আপনি রমাপতি, আপনার কোন বিষয়েই কুণ্ঠা নাই, হে গরুড়ধ্বজ! কুম্ভীরাক্রান্ত করীর ন্যায় রাক্ষস দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে দামোদর! আপনি ত্রিজগতের নাথ, আপনি হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছেন, আমি রাক্ষস দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি; এক্ষণে প্রহ্লাদের ন্যায় আমাকে রক্ষা করুন। হে দ্বিজগণ! পদ্মনাভ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া দয়ানিধি চক্রপাণি স্বীয় ভক্তের ভয়কারণ জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভক্তরক্ষণের জন্য চক্র প্রেরণ করিলেন। অনন্তর প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু-প্রেরিত সেই বিষ্ণুচক্র প্রচণ্ডবেগে চক্রপুষ্করিণীতীরে আসিয়া উপনীত হইল। ঐ চক্র অসংখ্য সূর্য্য ও অনন্ত অনলের তুল্য প্রভাশালী; তাহার জ্বালামালা অতি ভীষণ এবং চক্র হইতে উত্থিত ভীমনাদ দৈত্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে সমর্থ। তখন বিষ্ণুচক্র দর্শনে ভীত হইয়া রাক্ষস পলায়ন করিল। জ্বালামালা-দুরাসদ সুদর্শনও সেই পলায়মান রাক্ষসের পশ্চাদ্গমন পূর্ব্বক তাহাকে ছিন্ন করিল। অনন্তর বিপ্রবর পদ্মনাভ রাক্ষসের মস্তক ভূমিতলে পতিত দেখিয়া পরম হর্ষ সহকারে সুদর্শনের স্তব করিতে লাগিলেন। ১৯—৩৬। পদ্মনাভ বলিলেন,—হে বিষ্ণুচক্র! তুমি বিশ্ব পালনের জন্য দীক্ষিত হইয়াছ, তুমি নারায়ণের করকমলের ভূষণ, তোমাকে নমস্কার। হে সুদর্শন তোমার রব অতি ভীষণ, তুমি সমরে অসুরসংহারে কুশল, তুমি ভক্তগণের পীড়া বিদূরিত কর, তোমাকে নমস্কার। হে স্বামিন্! আমি অত্যন্ত ভয়সংবিগ্ন হইয়াছি,—হে সুদর্শন! আমাকে নিখিল আপদ্ হইতে রক্ষা কর। হে বিভো! তুমি চক্রতীর্থে সতত আমার সন্নিধানে থাকিয়া মোক্ষকামী জগদ্বাসীর হিত সাধন কর! হে মুনীশ্বরগণ! ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই বিষ্ণুচক্র সুদর্শন সৌহৃদ্যদর্শনে বিপ্র পদ্মনাভকে প্রীত করিয়া বলিতে লাগিল। সুদর্শন বলিল,—হে পদ্মনাভ! আমি নিখিল লোকের হিত কামনায় এই মহাপুণ্য অনুত্তম চক্রতীর্থে বাস করিব। হে দ্বিজ! তুমি হরির নিত্যভক্ত, কেননা দুরাত্মা রাক্ষস তোমাকে পীড়িত করিয়াছিল, বিষ্ণু তোমার পীড়া চিন্তা করিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার আদেশে সত্বর সমুপাগত হইয়াছি। তোমার পীড়াদায়ক রাক্ষসাধমকেও আমি নিহত করিয়া তোমাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছি। হে দ্বিজ! এক্ষণে লোকহিতের জন্য সর্ব্বপাপহর মহাপুণ্য চক্রতীর্থে সতত তোমার সন্নিধানে বাস করিব। হে দ্বিজ! আমার সান্নিধ্য হেতু এই চক্রতীর্থে ইতঃপর তোমার

মৎসন্নিধানাৎ স্যাচ্চক্রতীর্থমিতি প্রথা ॥ ৪৭ ॥ স্নানং যেঽত্র প্রকুর্ব্বন্তি চক্রতীর্থে বিমুক্তিদে। তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বংশজাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৪৮ ॥ বিধূতপাপা যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। ইত্যুক্তা বিষ্ণুচক্রং তৎপদ্মনাভস্য পশ্যতঃ ॥ ৪৯ ॥ অন্যেষামপি বিপ্রাণাং পশ্যতাং সহসা দ্বিজাঃ। চক্রপুষ্করিণীং তাং তু প্রাবিশৎ পাপনাশিনীম্ ॥ ৫০ ॥ শ্রীসূত উবাচ। চক্রতীর্থস্য মাহাত্ম্যং বিপ্রেন্দ্রাঃ পাপনাশনম্। যুষ্মাকং কথিতং সর্ব্বং শৌনকাদ্যা মহৌজসঃ ॥ ৫১ ॥ চক্রতীর্থসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। অত্র স্নাত্বা নরা বিপ্রা মোক্ষভাজো ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ কীর্ত্তয়েদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। চক্রতীর্থাভিষেকস্য প্রাপ্নোতি ফলমুত্তমম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রতীর্থমহিমানুবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। ভগবন্ রাক্ষসঃ কোঽসৌ সূত পৌরাণিকোত্তম। বিষ্ণুভক্তং মহাত্মানং যো ব্রাহ্মণমধাবত ॥ ১ ॥ শ্রীসূত উবাচ। বক্ষ্যামি রাক্ষসং ক্রূরং তং বিপ্রাঃ শৃণুতাদরাৎ। যথা চ রাক্ষসো জাতো মুনীনাং শাপবৈভবাৎ ॥ ২ ॥ পুরা বৈকুণ্ঠসদৃশে শ্রীরঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে। বসিষ্ঠাত্রিমুখাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুভক্তা মহৌজসঃ ॥ ৩ ॥ শ্রীরঙ্গনাথং দেবেশং ভক্তানামভয়প্রদম্। উপাসাঞ্চক্রিরে মুক্ত্যৈ শ্রীরঙ্গপুরবাসিনঃ ॥ ৪ ॥ কদাচিত্তত্র গন্ধর্ব্বো বীরবাহুসুতো বলী। সুন্দরো নাম বিপ্রেন্দ্রা বিটগোষ্ঠীপরায়ণঃ ॥ ৫ ॥ ললনাশতসংযুক্তো বিবস্ত্রঃ সলিলাশয়ে। চিক্রীড় স বিবস্ত্রাভিঃ সাকং যুবতিভির্ম্মুদা ॥ ৬ ॥ কবেরজায়াস্তীর্থে তু বসিষ্ঠো মুনিভিঃ সহ। মধ্যাহ্নিকং কর্ত্তুমনা যযৌ শ্রীরঙ্গমন্দিরাৎ ॥ ৭ ॥ তানৃষীনবলোক্যাথ রামাস্তা ভয়কাতরাঃ। বাসাংস্যাচ্ছাদয়ামাসুঃ সুন্দরো ন তু

এবং অন্য কোন ব্যক্তিরই রাক্ষসসম্ভব পীড়া হইবে না। আর আমার সান্নিধ্যহেতু আজ হইতে এই তীর্থ চক্রতীর্থ নামে প্রথিত হউক। যে সকল লোক এই বিমুক্তিদ চক্রতীর্থে স্নান করিবেন, তাঁহাদের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি বংশধরগণ সকলেই বিগতপাপ হইয়া বিষ্ণুর পদে গমন করিবেন। হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুচক্র সুদর্শন এইরূপ বলিয়া পদ্মনাভের এবং অন্যান্য দ্বিজগণের চক্ষুর সমক্ষেই সহসা সেই পাপনাশিনী চক্র পুষ্করিণীতে প্রবেশ করিলেন। সূত কহিলেন,—হে মহাতেজা শৌনকাদি বিপ্রেন্দ্রগণ! আপনাদিগের নিকট পাপনাশন চক্রতীর্থমাহাত্ম্য সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। এই চক্রতীর্থের সমান তীর্থ আর হয়ও নাই, হইবেও না। হে দ্বিজগণ! মানবগণ এই চক্রতীর্থে স্নান করিয়া মোক্ষভাগী হয়, সংশয় নাই। যদি সমাহিত মনে এই অধ্যায়টী পাঠ বা শ্রবণ করে, তবে নর চক্রতীর্থাভিষেকের উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়। ৩৭—৫৩।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! হে পৌরাণিক প্রধান! হে ভগবন্! এই রাক্ষস কে? আর কিরূপেই বা সে মহাত্মা বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে পীড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিল? সূত উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই রাক্ষস যেরূপে মুনিগণের শাপপ্রভাবে রাক্ষসদেহ লাভ করে, তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি, আপনারা আদরসহকারে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে বৈকুণ্ঠ সদৃশ শ্রীরঙ্গনামক বিষ্ণুমন্দিরে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। একদা বশিষ্ঠ ও অত্রিপ্রমুখ মহাতেজা বিষ্ণুভক্তগণ মুক্তিকামনায় শ্রীরঙ্গপুরে বাস করিয়া ভক্তগণের অভয়প্রদ দেবেশ শ্রীরঙ্গনাথের উপাসনা করেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অনন্তর লম্পটসংসর্গপরায়ণ বীরবাহুতনয় সুন্দর নামক জনৈক বলবান্ গন্ধর্ব্ব তথায় আগমন করে এবং সে ললনাগণযুক্ত ও স্বয়ং বিবস্ত্র হইয়া বিবস্ত্রা যুবতীগণের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে জলাশয়ে জলকেলি করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অন্যান্য মুনিগণের সহিত মাধ্যাহ্নিক উপাসনার্থ শ্রীরঙ্গমন্দির হইতে কাবেরীতীর্থে গমন করেন। ১—৭। অনন্তর গন্ধর্ব্বরমণীগণ সেই ঋষিগণকে সন্দর্শনপূর্ব্বক ভয়কাতর হইয়া বস্ত্র দ্বারা স্ব স্ব শরীর আচ্ছাদন

সাহসী॥ ৮ ॥ ততো বসিষ্ঠঃ কুপিতঃ শশাপৈনং গতত্রপম্॥ ৯ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। যস্মাৎ সুন্দর গন্ধর্ব দৃষ্ট্বাস্মান্ লজ্জয়া ত্বয়া। বাসো নাচ্ছাদিতং শীঘ্রং যাহি রাক্ষসতাং ততঃ॥ ১০ ॥ এবমুক্তে বসিষ্ঠেন রামাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা। প্রণিপত্য বসিষ্ঠং তং ভক্তিনম্রেণ চেতসা॥ ১১॥ মুনিমণ্ডলমধ্যে তু বসিষ্ঠমিদমব্রুবন্॥ ১২ ॥ রামা উচুঃ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ চতুরাননন্দন। দয়াসিন্ধোঽবলোক্যাস্মান্ কোপং কর্ত্তুমর্হসি॥১৩॥ পতিরেব হি নারীণাং ভূষণং পরমুচ্যতে। পতিহীনা তু যা নারী শতপুত্রাপি সা মুনে॥ ১৪ ॥ বিধবেত্যুচ্যতে লোকে তাসাং জন্ম নিরর্থকম্। তৎপ্রসাদং কুরু মুনে পত্যাবস্মাকমাদরাৎ॥১৫॥ একোঽপরাধঃ ক্ষন্তব্যো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ক্ষমাং কুরু দয়াসিন্ধো যুষ্মচ্ছিষ্যেঽত্র সুন্দরে॥ ১৩ ॥ শ্রীসূত উবাচ। বসিষ্ঠঃ প্রার্থিতস্ত্বেবং সুন্দরস্যাঙ্গনাজনৈঃ। প্রোবাচ বচনং ভূয়ঃ প্রসন্নঃ স দ্বিজোত্তমঃ॥ ১৭ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। ন মে স্যাদ্বচনং মিথ্যা কদাচিদপি সুভ্রুবঃ। উপায়ং বঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং শ্রদ্ধয়া স্ত্রিয়ঃ॥ ১৮॥ ষোড়শাব্দাবধিঃ শাপো ভর্ত্তুর্বৈ ভবিতা ধ্রুবম্। ষোড়শাব্দাবধৌ চৈব সুন্দরো রাক্ষসাকৃতিঃ॥ ১৯॥ যদৃচ্ছয়া বেঙ্কটাদ্রিং সর্ব্বপাপহরং শুভম্। গত্বাসৌ চক্রতীর্থং তৎ গমিষ্যতি সুরাঙ্গনাঃ॥ ২০॥ আস্তে তত্র মহাযোগী পদ্মনাভো মুনীশ্বরঃ। ভক্ষার্থং তং মুনিং সোঽয়ং রাক্ষসোঽভিগমিষ্যতি॥ ২১॥ ততো ব্রাহ্মণরক্ষার্থং প্রেরিতং চক্রমুত্তমম্। বিষ্ণুনাস্য শিরঃ কায়াচ্ছিরিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২২॥ ততঃ স্বং রূপমাসাদ্য শাপান্মুক্তঃ স সুন্দরঃ। পতির্বস্ত্রিদিবং ভূয়ো গন্তা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ২৩॥ ততস্ত্রিদিবমাসাদ্য সুন্দরোঽয়ং পতির্হি বঃ। রময়িষ্যতি সুন্দর্য্যো যুষ্মান্ সুন্দরবেষভৃৎ॥ ২৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ইত্যুক্ত্বা তু বসিষ্ঠস্তাঃ সুন্দরস্য বরাঙ্গনাঃ। স্বাশ্রমং প্রযযৌ তূর্ণং শ্রীরঙ্গেশ্বরভক্তিমান্॥ ২৫ ॥ অথ রামাস্তমালিঙ্গ্য সুন্দরং পতিমাত্মনঃ। রুরুদুঃ শোকসন্তপ্তা দুঃখসাগরমধ্যগাঃ॥ ২৬॥ দৃশ্যমানাসু

করিল, কিন্তু গর্ব্বিত গন্ধর্ব দুঃসাহসী সুন্দর বিবস্ত্রই রহিল। অনন্তর মহর্ষি বশি কুপিত হইয়া নির্লজ্জ নিন্দিতকর্ম্মা সুন্দরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে নির্লজ্জ সুন্দর! তুমি আমাদিগকে দেখিয়াও বস্ত্রদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিলে না, অতএব হে গন্ধর্ব! তুমি রাক্ষস দেহ প্রাপ্ত হও। মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে রমণীগণ ভক্তিবিনীত-হৃদয়ে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক মুনিমণ্ডলমধ্যে অবস্থিত ঋষি বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল। রমণীগণ বলিল,—হে ব্রহ্মনন্দন! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ; আমাদিগকে দেখিয়া হে ভগবন্! আমাদের প্রতি আপনার কোপ করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা আপনি দয়ার সাগর; হে মুনে! পতিই নারীর পরম ভূষণ, পতিহীনা নারী শতপুত্রা হইলেও লোকে তাহাকে বিধবা বলিয়া থাকে এবং তাহাদের জন্ম নিরর্থক; সুতরাং স্বামী বড়ই আদরের বস্তু। হে মুনে! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের পতির প্রতি কৃপা করুন। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। সুন্দর আপনাদের শিষ্য; অতএব হে দয়াসিন্ধো! আপনারা তাহাকে ক্ষমা করুন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপে সুন্দররমণীগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—হে সুন্দরীগণ! আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। ইহার এক উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ কর। ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত তোমাদের স্বামী সুন্দর, পাপভোগ করিবে। হে সুরাঙ্গনাগণ! সুন্দর ষোড়শ বৎসর রাক্ষসাকৃতি হইয়া ইচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে সর্ব্বপাপহর পুণ্য বেঙ্কটগিরিতে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য চক্রতীর্থে উপনীত হইবে।৮-২০। তথায় পদ্মনাভ নামক এক মুনীশ্বর মহাযোগী আছেন। রাক্ষসরূপী সুন্দর তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য গমন করিবে। অনন্তর বিষ্ণু ব্রাহ্মণরক্ষার্থ সুদর্শন চক্র প্রেরণ করিবেন এবং সেই বিষ্ণুচক্র ইহার শিরশ্ছেদন করিয়া কায় হইতে ভূতলে পাতিত করিবে, সংশয় নাই। তৎপর তোমাদের পতি সুন্দর শাপমুক্ত হইয়া নিজরূপ ধারণপূর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন করিবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। হে গন্ধর্ব্বরমণীগণ! অনন্তর তোমাদের পতি এই সুন্দর দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের রতিবর্দ্ধন করিবে। সূত কহিলেন,—অনন্তর শ্রীরঙ্গেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ বশিষ্ঠ সুন্দরাঙ্গনাগণকে এইরূপ বলিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রস্থিত হইলেন। তখন অঙ্গনাগণ পতি সুন্দরকে আলিঙ্গন করিল এবং শোকসন্তপ্ত ও দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

তত্রৈবং সুন্দরো রাক্ষসোঽভবৎ। মহাদংষ্ট্রো মহাকায়ো রক্তশ্মশ্রুশিরোরুহঃ ॥ ২৭ ॥ তং দৃষ্ট্বা ভয়সম্বিগ্না জগ্মু রামাস্ত্রিবিষ্টপম্। ততো রাক্ষসবেশোঽয়ং সুন্দরো ভৈরবাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥ ভক্ষয়ন্ প্রাণিনঃ সর্ব্বান্ দেশাদ্দেশং বনাদ্বনম্। ভ্রমন্ননিলবেগোঽয়ং বেঙ্কটাদ্রিং নগোত্তমম্ ॥২৯॥ প্রবিশ্যাসৌ মহাপাপী চক্রতীর্থং ততো যযৌ। এবং ষোড়শবর্ষাণি ভ্রমতোঽস্য যযুস্তদা ॥ ৩০ ॥ ততস্তু ষোড়শাব্দান্তে রাক্ষসোঽয়ং মুনীশ্বরাঃ। ভক্ষিতুং পদ্মনাভন্তং চক্রতীর্থনিবাসিনম্ ॥ ৩১ ॥ উপাদ্রবদ্বায়ুবেগঃ স চাস্তৌষীজ্জনার্দ্দনম্। যোগিনা চ স্তুতো বিষ্ণুস্তদা চক্রমচোদয়ৎ ॥ ৩২ ॥ রক্ষিতুং পদ্মনাভন্তং রাক্ষসেন প্রপীড়িতম্। অথাগত্য হরেশ্চক্রং রাক্ষসস্য শিরোঽহরৎ ॥ ৩৩ ॥ ততোঽয়ং রাক্ষসং দেহং ত্যক্ত্বা দিব্যকলেবরঃ। বিমানবরমারুহ্য সুন্দরঃ পুষ্পবর্ষিতঃ ॥ ৩৪ ॥ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা ববন্দে তং সুদর্শনম্। তুষ্টাব শ্রুতিরম্যাভির্ব্বাগ্‌ভিরগ্র্যাভিরাদরাৎ ॥ ৩৫ ॥ সুন্দর উবাচ। সুদর্শন নমস্তেঽস্তু বিষ্ণুহস্তৈকভূষণ। নমস্তেঽস্তুরসংহর্ত্রে সহস্রাদিত্যতেজসে ॥ ৩৬ ॥ কৃপাবেশেন ভবতস্ত্যক্ত্বাহং রাক্ষসীং তনুম্। স্বং রূপমভজং বিষ্ণোশ্চক্রায়ুধ নমোঽস্তু তে ॥ ৩৭ ॥ অনুজানীহি মাং গন্তুং ত্রিদিবং বিষ্ণুবল্লভ। ভার্য্যা মে পরিশোচন্তি বিরহাতুরচেতসঃ ॥ ৩৮ ॥ ত্বন্মনস্কো ভবিষ্যামি যাবজ্জীবং যথা হ্যহম্। তথা রূপং কুরুষ ত্বং ময়ি চক্র নমোঽস্তু তে ॥ ৩৯ ॥ এবং স্তুতং বিষ্ণুচক্রং সুন্দরেণ সভক্তিকম্। অনুজগ্রাহ সহসা তথাস্ত্বিতি মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪০ ॥ চক্রায়ুধাভ্যনুজ্ঞাতঃ সুন্দরো ব্রাহ্মণোত্তমম্। প্রণম্য তেনানুজ্ঞাতো গন্ধর্ব্বস্ত্রিদিবং যযৌ ॥ ৪১ ॥ সুন্দরে তু গতে স্বর্গং পদ্মনাভো মুনীশ্বরঃ। তচ্চক্রং প্রার্থয়ামাস বিষ্ণ্বায়ুধ নমোঽস্তু তে ॥ ৪২ ॥ চক্রায়ুধ নমামি ত্বাং মহাসুরবিমর্দ্দন। সন্নিধানং কুরুষ ত্বং চক্রতীর্থেঽমলে শুভে ॥ ৪৩ ॥ ত্বৎসন্নিধানাৎ সর্ব্বেষাং স্নাতানাং পাপিনামিহ। পাপনাশং কুরুষ ত্বং মোক্ষঞ্চ কুরু শাশ্বতম্ ॥ ৪৪ ॥ চক্র[illegible]র্থমিতি খ্যাতিং লোকেঽস্য পরিকল্পয়। ত্বৎসন্নিধানাদত্রত্যমুনীনাং ভয়নাশনম্ ॥

দেখিতে দেখিতে সুন্দর অঙ্গনাগণসমক্ষেই রাক্ষসশরীর প্রাপ্ত হইল। তখন অঙ্গনাগণ সেই [illegible]দংষ্ট্র মহাকায় রক্তশ্মশ্রু লোহিতকুন্তল রাক্ষ[illegible] [illegible]খিয়া ভয়োদ্বিগ্ন-মনে ত্রিদশালয়ে গমন করিল। ভৈর[illegible]তি রাক্ষসরূপী সুন্দরও দেশ হইতে দেশান্তরে ও বন হইতে বনান্তরে গমন করিয়া প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপাপী সুন্দর একদিন নগোত্তম বেঙ্কটাচলে প্রবেশ করিয়া চক্রতীর্থে উপনীত হইল। এ সময় তাহার রাক্ষসদেহের ষোড়শ বৎসর অতীত হইয়াছে। হে মুনীশ্বরগণ! ষোড়শবৎসরান্তে সুন্দর চক্রতীর্থনিবাসী পদ্মনাভকে ভক্ষণ করিবার জন্য বায়ুবেগে প্রধাবিত হইলে যোগী পদ্মনাভের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু সুদর্শন চক্র প্রেরণ করেন। অনন্তর রাক্ষস-পীড়িত পদ্মনাভের রক্ষার জন্য বিষ্ণু-প্রেরিত সুদর্শন আসিয়া রাক্ষসের শিরশ্ছেদন করিল। অনন্তর রাক্ষসরূপী সুন্দর রাক্ষসশরীর পরিত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ করিলে তাহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। তখন সুন্দর প্রাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া সেই সুদর্শনের স্তব করিতে লাগিল। সুন্দর বলিল,—হে সুদর্শন! তুমিই একমাত্র বিষ্ণুর করভূষণ; তোমাকে নমস্কার। তুমি অসুরগণকে নিহত করিয়াছ, তোমার তেজ সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, তোমার কৃপাবলেই আমি আজ রাক্ষস শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বশরীর প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বিষ্ণুচক্র! তোমাকে নমস্কার।২১—৩৭। হে বিষ্ণুপ্রিয়! আমার পত্নীগণ বিরহকাতর হইয়া একান্ত অনুতপ্ত হইয়াছে। আমাকে ত্রিদশালয়ে গমন করিতে অনুমতি করুন। হে চক্র! যাহাতে আমি যাবজ্জীবন আপনার উপর মন ন্যস্ত করিতে পারি, আপনি আমাকে সেইরূপ করুন। হে মুনীশ্বরগণ! সুন্দর ভক্তিভরে বিষ্ণুচক্রকে এইরূপ স্তব করিলে সুদর্শন "তাহাই হউক" বলিয়া তাহাকে অনুগ্রহীত করিলেন।৮ তখন শাপমুক্ত সুন্দর সুদর্শনের অনুজ্ঞাগ্রহণ, দ্বিজোত্তম পদ্মনাভকে প্রণাম ও তদীয় চরণ বন্দন করিয়া বিমানারোহণে ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। সুন্দর স্বর্গে চলিয়া গেলে মুনীশ্বর পদ্মনাভ সেই চক্রের নিকট প্রার্থনা করিলেন;—হে বিষ্ণুচক্র! তোমাকে নমস্কার। হে চক্রায়ুধ! তুমি মহাসুরকে বিমর্দ্দিত কর, তোমায় নমস্কার। তুমি এই অমল পুণ্য চক্রতীর্থের সন্নিধানে বাস কর। যে সকল পাপী এই চক্রতীর্থে স্নান করিবে, তুমি চক্রতীর্থে সন্নিহিত থাকিয়া তাহাদের পাপ বিনষ্ট এবং তাহাদিগকে সনাতন মুক্তি

৪৫॥ ইতঃ পরং ভবত্বার্য্য চক্রায়ুধ নমোঽস্তু তে। ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো ভয়ং মা ভবতু প্রভো॥ ৪৬॥ ইতি সম্প্রার্থিতং চক্রং পদ্মনাভেন যোগিনা। তথৈবাস্ত্বিতি সম্ভাষ্য তস্মিংস্তীর্থে তিরোহিতম্॥৪৭॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা রাক্ষসস্তোদ্ভবো ময়া। মাহাত্ম্যং চক্রতীর্থস্য কথিতঞ্চ মলাপহম্॥ ৪৮॥ যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে মানবো ভুবি॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রতীর্থমহিমানুবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। ভোভোস্তপোধনাঃ সর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসিনঃ। বেঙ্কটাদ্রৌ মহাপুণ্যে সর্ব্বপাতকনাশনে॥ ১॥ ততো জাবালিতীর্থস্য মাহাত্ম্যং বর্ণয়াম্যহম্। দুরাচারাভিধো যত্র স্নাত্বা মুক্তোঽভবদ্দ্বিজঃ॥ ২॥ মুনয় ঊচুঃ। দুরাচারাভিধঃ কোঽসৌ সূত তত্ত্বার্থকোবিদ। কিঞ্চ পাপং কৃতং তেন দুরাচারেণ বৈ মুনে॥ ৩॥ কথং বা পাতকান্মুক্তস্তীর্থেঽস্মিন্ স্নানবৈভবাৎ। এতচ্ছ্রবচ্ছুমাণানাং বিস্তরাদ্বদ নো মুনে॥ ৪॥ শ্রীসূত উবাচ। মুনয়ঃ শ্রূয়তাং তস্য দুরাচারস্য পাতকম্। জাবালিতীর্থস্নানেন যথা মুক্তশ্চ পাতকাৎ॥ ৫॥ দুরাচারাভিধো বিপ্রঃ কাবেরীতীরমাশ্রিতঃ। কশ্চিদাস্তে দ্বিজঃ পাপী ক্রূরকর্ম্মরতঃ সদা॥ ৬॥ ব্রহ্মঘ্নৈশ্চ সুরাপৈশ্চ স্তেয়িভির্গুরুতল্পগৈঃ। সদা সংসর্গদুষ্টোঽসৌ তৈঃ সাকং ন্যবসদ্দ্বিজাঃ॥ ৭॥ মহাপাতকসংসর্গদোষেণাস্য দ্বিজস্য বৈ। ব্রাহ্মণ্যং সকলং নষ্টং নিঃশেষেণ দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৮॥ মহাপাতকিভিঃ সার্দ্ধং দিনমেকং তু যো দ্বিজঃ। নিবসেৎ সাদরং তস্য তৎক্ষণাদ্বৈ দ্বিজন্মনঃ॥ ৯॥ ব্রাহ্মণস্য তু চৈকাংশো নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ। দ্বিদিনং সেবনাৎ স্পর্শাদ্দর্শনাচ্ছয়নাত্তথা॥১০॥ ভোজনাৎ সহ পঙ্ক্তৌ চ মহাপাতকিভির্দ্বিজাঃ। দ্বিতীয়ভাগো নশ্যেত ব্রাহ্মণস্য ন সংশয়ঃ॥ ১১॥ ত্রিদিনাচ্চ তৃতীয়াংশো নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ। চতুর্দ্দিনাচ্চতুর্থাংশো বিলয়ং

দান কর। হে চক্রায়ুধ! তোমাকে নমস্কার। হে আর্য্য! ইতঃপর এই তীর্থ যাহাতে লোকে চক্রতীর্থ নামে খ্যাতি লাভ করে এবং অত্রত্য মুনিগণ যাহাতে এই চক্রতীর্থে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইতে পারেন, আপনি এইস্থানে বাস করিয়া তাহাই করুন। হে প্রভো! আপনি এইখানে বাস করিয়া ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ হইতে ভয় দূর করুন। অনন্তর যোগী পদ্মনাভ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত বিষ্ণুচক্র সুদর্শন "তাহাই হউক" বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক সেই তীর্থে তিরোহিত হইলেন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট রাক্ষসের উৎপত্তি এবং চক্রতীর্থের মহাফল কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৩৮—৪৯।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে নৈমিষরণ্যবাসি-তপোধনগণ! অনন্তর সর্ব্বপাতকনাশন মহাপুণ্য বেঙ্কটপর্ব্বতের জাবালিতীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি। হে দ্বিজগণ! দুরাচার নামক জনৈক দ্বিজ এই তীর্থে স্নান করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন। মুনিগণ প্রশ্ন করিলেন,—হে সূত! আপনি তত্ত্বার্থ যথাযথ বিদিত আছেন। হে মুনে! এই দুরাচার কে? ঐ দুরাচার কি পাপ করিয়াছিল? এবং এই তীর্থে স্নানপ্রভাবে কিরূপেই বা সে পাপমুক্ত হইল? আমরা এই সকল শুনিতে ইচ্ছা করি, হে মুনে! বিস্তরপূর্ব্বক বলুন। সূত উত্তর করিলেন,—হে মুনিগণ! সেই দুরাচারের পাতককথা এবং জাবালিতীর্থে স্নান করিয়া যেরূপে সেই দুরাচার মুক্ত হইয়াছিল, তৎসমস্ত শ্রবণ করুন। ১—৫। কাবেরীতীরে দুরাচার নামক জনৈক দ্বিজ বাস করিত, ঐ দুরাচার বিপ্র পাপী, ও ক্রূরকর্ম্মরত ছিল। সে ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপী, স্তেয়ী এবং গুরুপত্নীগামী ব্যক্তিগণের সহিত সতত বাস করিয়া তাহাদের সঙ্গবশে নিতান্ত দূষিত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! মহাপাতকীদিগের সংসর্গে থাকিয়া বিপ্র দুরাচারের ব্রহ্মণ্য অশেষরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল। যে দ্বিজ মহাপাতকিগণের সহিত আদর সহকারে এক দিন বাস করে, তাহার ব্রহ্মণ্যের একাংশ নষ্ট হইয়া থাকে, সংশয় নাই। হে দ্বিজগণ! দুইদিন মহাপাতকীর সেবন, স্পর্শন, দর্শন কিম্বা তাহার সহিত শয়ন এবং এক পংক্তিতে, শয়ন করিলে নিঃসংশয় দ্বিতীয় অংশ নষ্ট হয়। এইরূপ তিনদিন করিলে তৃতীয়াংশ, চারি দিনে চারি অংশ এবং অতঃপর

যাতি হি ধ্রুবম্ ॥ ১২ ॥ অতঃ পরং চ তৈঃ সাকং শয়নাসনভোজনৈঃ। তত্তুল্যপাতকী ভূয়ান্মহাপাতকিসঙ্গবান্ ॥ ১৩ ॥ তেন ব্রাহ্মণ্যহীনোঽহং দুরাচারাভিধো দ্বিজঃ। গ্রস্তোঽভবত্তীষণেন ব্যালেনেব বলীয়সা ॥ ১৪ ॥ অসৌ পরবশস্তেন বেতালেনাতিপীড়িতঃ। দেশাদ্দেশং ভ্রমন্ বিপ্রো বনাচ্চৈব বনান্তরম্ ॥ ১৫ ॥ পূর্ব্বপুণ্যবিপাকেন দৈবযোগেন স দ্বিজঃ। বেঙ্কটাদ্রিং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১৬ ॥ অনুদ্রুতঃ পিশাচেন বেতালেন দ্বিজো যযৌ। স্নমজ্জয়ৎ স বেতালো মহাপাতকনাশনে ॥ ১৭ ॥ জাবালিতীর্থে বিপ্রেন্দ্রা মহাপাতকিসঙ্গিনম্। উদতিষ্ঠৎ ক্ষণাদেব বেতালেন বিমোচিতঃ ॥ ১৮ ॥ উত্থিতোঽসৌ দ্বিজো বিপ্রাস্তস্মাত্তীর্থাত্তু পাবনাৎ। স্বস্থো ব্যচিন্তয়ৎ কোঽহং স্বর্ণমুখ্যাঃ সমীপতঃ ॥ ১৯ ॥ কথং ময়াগতমহো কাবেরীতীরবাসিনা। ইতি চিন্তাকুলঃ সোঽগাজ্জাবালেস্তীর্থমুত্তমম্ ॥ ২০ ॥ জাবালিং চ মহাত্মানং যোগীন্দ্রবরমুত্তমম্। সমাগম্য প্রণম্যাসৌ দুরাচারোঽভ্যভাষত ॥ ২১ ॥ ন জানে ভগবন্ বিপ্র পর্ব্বতোঽহং বদাধুনা। কাবেরীতীরনিলয়ো দুরাচারাভিধো হ্যহম্ ॥ ২২ ॥ কৃপয়া ব্রূহি মে ব্রহ্মন্নত্র কথমাগতম্। ইতি পৃষ্টো মুনিস্তেন দুরাচারেণ সুব্রতঃ ॥ ২৩ ॥ ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তমভবদ্দুরাচারং কৃপানিধিঃ ॥ ২৪ ॥ জাবালিরুবাচ। মহাপাতকিসংসর্গাদ্দুরাচারস্য তে পুরা। ব্রাহ্মণ্যং নষ্টমভবদ্বেতালস্ত্বাং ততোঽগ্রহীৎ ॥ ২৫ ॥ তেনাবিষ্টস্ত্বমায়াতো বিবেশোঽত্র বিমূঢ়ধীঃ। স্নমজ্জয়ত্ত্বাং বেতালস্তীর্থেঽস্মিন্নতিপাবনে ॥ ২৬ ॥ অত্র মজ্জনমাত্রেণ বিমুক্তঃ পাতকাত্ত্ববান্। জাবালিতীর্থে যে স্নানং পুণ্যং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ ॥ ২৭ ॥ তেষাং নশ্যন্তি বৈ সত্যং পঞ্চপাতকসঞ্চয়াঃ। সৎকর্ম্মসাধনে পুণ্যতীর্থেঽস্মিন্ স্নানমাত্রতঃ ॥ ২৮ ॥ মহাপাতকিসংসর্গদোষস্তে বিলয়ং গতঃ। ত্বামগ্রহীদ্যো বেতালঃ পুরায়ং ব্রাহ্মণোঽভবৎ ॥ ২৯ ॥ মৃতেঽহনি পিতৃশ্রাদ্ধং নাকরোৎ পার্ব্বণেন বৈ। তেন স্বপিতৃভিঃ শপ্তো বেতালত্বমগাদয়ম্ ॥ ৩০ ॥ সোঽপি জাবালিতীর্থস্য জলে স্নানপ্রভাবতঃ। বেতালত্বং বিহায়ৈব বিষ্ণুলোকমবাপ্তবান্ ॥ ৩১ ॥ ন কুর্য্যাদ্যো নরঃ শ্রাদ্ধং

ইহা হইতে অধিক দিন শয়ন, একত্র উপবেশন কিংবা শয়ন করিলে তাঁহার তুল্য পাতক হয়। এই দ্বিজ দুরাচার ঐরূপে সংসর্গদোষে ব্রহ্মণ্যহীন হইয়া মহাপাতকে লিপ্ত হয়। অনন্তর প্রবল ব্যালগ্রস্তবৎ এক ভীষণ বেতাল কর্ত্তৃক পরিপীড়িত পরবশ দ্বিজ দুরাচার দেশ হইতে দেশান্তরে এবং এক বন হইতে অন্যবনে—এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে বেতাল পিশাচকর্ত্তৃক অনুদ্রুত হইয়া পূর্ব্বপুণ্যলব্ধ দৈববশে সর্ব্বপাতকনাশন মহাপুণ্য বেঙ্কটাচলে গমন করে, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! পাপসংসর্গী দ্বিজ দুরাচার বেতাল সহ মহাপাতকনাশন জাবালিতীর্থে নিমজ্জনপূর্ব্বক তীরে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি বেতালবিমুক্ত হইয়াছেন। তখন তিনি সেই পাবন তীর্থ হইতে উত্থিত হইয়া সুস্থ হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আমি কাবেরীতীরবাসী; কিন্তু কিরূপে এই সুবর্ণমুখরীতীরে সমাগত হইলাম? আর এই যে পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, ইহারই বা নাম কি? দ্বিজ এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া জাবালীতীর্থে গমনপূর্ব্বক যোগীন্দ্রবর মহাত্মা জাবালিসমীপে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—হে ভগবন্! আমি এই পর্ব্বতের নাম বিদিত নহি, ইহা আমাকে বলুন; কবেরীতীরে আমার বাস, আমার নাম দুরাচার; হে ব্রাহ্মণ! আমি এখানে কিরূপে আসিলাম, আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাহা বলুন! অনন্তর দুরাচার কর্ত্তৃক সুব্রত কৃপানিধি জাবালি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্ষণকাল ধ্যানপূর্ব্বক উত্তর করিলেন। জাবালি বলিলেন,—হে দুরাচার! পুরাকালে মহাপাতকিসংসর্গে তোমার ব্রহ্মণ্য নষ্ট হইলে বেতাল তোমাকে আশ্রয় করে, সেই বেতাল দ্বারা আবিষ্ট হইয়া তোমার সকল জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল; অতএব বেতালবলে তুমি এখানে আগমন করিয়াছ। আর বেতালই তোমাকে এই অতিপাবন তীর্থে নিমজ্জিত করিয়াছে এবং এই তীর্থে নিমজ্জন করিয়াই পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। যে সকল মানব জাবালি তীর্থে স্নান করে, আমি সত্যই বলিতেছি,—তাহাদের পঞ্চ পাতক ক্ষয় হয়। সৎকর্ম্মসাধন এই পুণ্যতীর্থে স্নানমাত্রেই তোমার মহাপাপসংসর্গজনিত দোষ বিলীন হইয়াছে। যে বেতাল তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিল, এই বেতালও পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ ছিল। এই ব্রাহ্মণ মৃতদিনে পিতৃগণের পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করে নাই, এজন্য পিতৃগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বেতালত্ব লাভ করে। ৬—৩০ সেই বেতালও এক্ষণে জাবালি-তীর্থজলে স্নানের প্রভাবে বেতালত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন

মাতাপিত্রোর্মৃতেহহনি। বেতালত্বমবাপ্যাশু পশ্চান্নরকমশ্নুতে ॥ ৩২ ॥ শ্রীসূত উবাচ। দুরাচারো মহাপাপী তীর্থেহস্মিন্ স্নানমাত্রতঃ। প্রাপ্তবান্ বিষ্ণুলোকং বৈ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৩ ॥ এবং বঃ কথিতং পুণ্যং দুরাচারবিমোক্ষণম্। তস্মাৎ পুণ্যতমং তীর্থং সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥ ৩৪ ॥ যত্র হি স্নানমাত্রেণ দুরাচারো বিমোচিতঃ। যানি নিষ্কৃতিহীনানি পাপান্যপি বিনাশয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ শূদ্রেণ পূজিতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বা যো নমেদ্দ্বিজঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন স্মৃতিষু তস্যোক্তং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৩৬ ॥ নশ্যেত্তস্যাপি তৎপাপং তীর্থে জাবালিসংজ্ঞকে। বিপ্রনিন্দাকৃতং চৈব প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৩৭ ॥ বিশ্বাসঘাতুকানাং চ কৃতঘ্নানাং চ নিষ্কৃতিঃ। ভ্রাতৃভার্য্যারতানাং চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৩৮ ॥ তেষাং জাবালিতীর্থে বৈ স্নানাচ্ছুদ্ধির্ভবিষ্যতি। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা জাবালেস্তীর্থবৈভবম্ ॥ ৩৯ ॥ যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে মানবো ভুবি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জাবালিতীর্থমহিমানুবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

করিয়াছে। যে নর মাতাপিতার মৃতদিনে শ্রাদ্ধ না করে, সে বেতালত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সত্বর নরকে গমন করে। সূত কহিলেন,—মহাপাপী দুরাচার এই তীর্থে স্নান মাত্রেই পুনর্জ্জন্মরহিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছে। এই আপনাদের নিকট দুরাচারের মুক্তি কথিত হইল। দুরাচারও এই তীর্থে স্নানমাত্র পাপমুক্ত হইয়াছিল। অতএব এই তীর্থ পুণ্যতম, সর্ব্বপাপহর ও সুশোভন। যে সকল পাপের কোনরূপে নিষ্কৃতি নাই, সে সকল পাপও এই তীর্থে বিনষ্ট হয়। শূদ্রপূজিত লিঙ্গ বা বিষ্ণুকে যে দ্বিজ নমস্কার করে, ঋষিগণ স্মৃতিশাস্ত্রে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট করেন নাই; কিন্তু জাবালি তীর্থে স্নান করিলে তৎপাপও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিপ্রনিন্দুক, বিশ্বাসঘাতী, কৃতঘ্ন এবং ভ্রাতৃপত্নীরত, ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই; জাবালি তীর্থে স্নানে ইহারাও শুদ্ধিলাভ করে। হে বিপ্রগণ! এই আপনাদের নিকট জাবালিতীর্থের প্রভাব কীর্ত্তিত হইল। এই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়।৩১—৪০।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। অত্রাহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৌনকাদ্যা মহৌজসঃ। ঘোণতীর্থস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র স্নানং জনানাং তু জন্মান্তরতপঃফলম্। উত্তরাফল্গুনীযুক্তশুক্লপক্ষীয়পর্ব্বণি ॥ ২ ॥ তুম্বোস্তীর্থং মীনসংস্থে রবৌ তীর্থানি সর্ব্বশঃ। অপরাহ্ণে সমায়ান্তি গঙ্গাদীনি জগত্রয়ে ॥ ৩ ॥ ঋষয় উচুঃ। ভগবন্ ভূতসর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ। গাঙ্গদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বা ঘোণতীর্থেঽতিপাবনে ॥ ৪ ॥ কিমর্থং স্নান্তি বৈ তত্র মীনসংস্থে প্রভাকরে ॥ ৫ ॥ শ্রীসূত উবাচ। পাপিনো মনুজাঃ সর্ব্বে অস্মাসু স্নান্তি যত্নতঃ। বিসৃজ্য পাপজালানি কৃতার্থা যান্তি বৈ জনাঃ ॥ ৬ ॥ অস্মাকং পাপজালং তৎকথং নশ্যন্তি সর্ব্বতঃ। এবমালোচ্য তীর্থানি গঙ্গাদীনি প্রযত্নতঃ ॥ ৭ ॥ সংস্মৃত্য ব্রহ্মপুত্রস্য নারদস্য মহাত্মনঃ। বাক্যং মনোহরং দিব্যং সর্ব্বপাপনিষূদনম্ ॥ ৮ ॥ গত্বা শ্রীবেঙ্কটং শৈলং ব্রহ্মহত্যাদিশোধকম্। তত্র স্নাত্বা তীর্থবর্য্যে স্বামিপুষ্করিণীজলে ॥ ৯ ॥ অনন্তরং ততো বিপ্রা

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মহাতেজা শৌনকাদি মুনিগণ! সর্ব্বপাপবিনাশন ঘোণতীর্থ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, জন্মান্তরসঞ্চিত তপঃফলেই মানবের ঘোণতীর্থে স্নান ঘটিয়া থাকে। চৈত্রমাসের উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষীয় পর্ব্বদিবসে অপরাহ্ণে জগতীতলের গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থই এই ঘোণতীর্থে মিলিত হয়। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! আপনি নিখিল শাস্ত্রার্থ বিদিত আছেন। আপনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ। হে ভগবন্! চৈত্রমাসে গঙ্গাদি তীর্থ সকল কেন অতি পাবন ঘোণতীর্থে আগমন করে? সূত উত্তর করিলেন,—পাপী মানবগণ যত্নপূর্ব্বক ঘোণতীর্থে স্নান করিয়া সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও কৃতার্থ হয়। গঙ্গাদি তীর্থ সকল "আমাদের পাপ কিরূপে বিনষ্ট হইবে" এইরূপ মনে করিয়াই ঘোণতীর্থে যত্নপূর্ব্বক আগমন করিয়া থাকে। ঐ তীর্থ সকল ব্রহ্মনন্দন মহাত্মা নারদের মনোহর বাক্য স্মরণ করিয়াই সর্ব্বপাপনিষূদন বেঙ্কটশৈলে গমন করে এবং তীর্থবর স্বামিপুষ্করিণীজলে স্নান করিয়া তদনন্তর চৈত্রমাসের

ঘোণতীর্থেহতিপাবনে। উত্তরাফল্গুনীযুক্তশুক্লপক্ষীয়-পর্ব্বণি ॥ ১০ ॥ স্নান্তি তীর্থানি সর্ব্বাণি মীনসংস্থে প্রভাকরে। তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং কো বেত্তি ভুবনত্রয়ে ॥১১॥ তস্মাৎ পুণ্যতমং তীর্থং ঘোণতীর্থং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১২ ॥ আরামোচ্ছেদকং ক্রূরং কন্যাতুরগবিক্রয়ম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতুকম্ ॥ ১৩ ॥ দেবদ্রব্যাপহর্তারং তথা দত্তাপহারকম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতুকম্ ॥ ১৪ ॥ তটাকসেতুভেত্তারং পরস্ত্রীসঙ্গলোলুপম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহুঃ স্তেয়িনং বুধাঃ ॥ ১৫ ॥ দদামীতি দ্বিজায়োক্ত্বা পশ্চাদ্যো নাস্তিকোহধমঃ। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং সুরাপং তং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৬ ॥ গুরুবিপ্রজনদ্বেষ্যমাত্মস্তুতিপরায়ণম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহুঃ স্তেয়িনং বুধাঃ ॥ ১৭ ॥ অসংস্কৃতান্নভোক্তারংপি তৃশেষান্নভোজিনম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহুঃ স্তেয়িনং দ্বিজাঃ ॥ ১৮ ॥ পিতৃশেষান্নদাতারং মাতাপিতৃবিরোধিনম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহুঃ স্তেয়িনং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥ পরস্ত্রীসঙ্গনিরতং ভ্রাতৃভার্য্যারতিপ্রিয়ম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহুর্গুরুতল্পগম্ ॥ ২০ ॥ চাণ্ডালভাষিণং বিপ্রং সদৈবাদর্ভপাণিকম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তৎসংসর্গস্তু পঞ্চমম্ ॥ ২১ ॥ রজস্বলাচণ্ডালধ্বনিং শ্বশ্রান্নভোজিনম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তৎসংসর্গস্তু পঞ্চমম্ ॥ ২২ ॥ পুরাণোদ্বাহমৌঞ্জ্যাদিধর্ম্মাণাং বিঘ্নকারকম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহুঃ পশুঘাতুকম্ ॥ ২৩ ॥ শরণাগতহন্তারং সর্ব্বতীর্থপরাঙ্মুখম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহুর্ভ্রূণহং বুধাঃ ॥ ২৪ ॥ পিতৃযজ্ঞপরিত্যক্তং ত্যক্তভার্য্যং কুলাধমম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহুর্গোবিঘাতুকম্ ॥ ২৫ ॥ মহাপাপসমানানি ক্ষুদ্রপাপানি যানি চ। ঘোণস্নানপরিত্যক্তমাশ্রয়ন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৬ ॥ মহাপাপরতং বিপ্রাঃ শ্বপচং বা কুলাধমম্। ক্রূরং কুলান্তকং কষ্টমদত্তং কর্ম্মবর্জ্জিতম্ ॥ ২৭ ॥ পশুঘ্নং পরদ্রোহমাশ্রিতং পিশুনং তথা। অসত্যভাষিণং দম্ভপরদাররতং তথা ॥ ২৮ ॥ মিত্রদ্রোহং কৃতঘ্নঞ্চ ভ্রূণহং চাতিপাতকম্। পরদাররতং পাপং পরাণামর্থসূচকম্ ॥

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষীয় পর্ব্বদিনে অতি পাবন ঘোণতীর্থে স্নান করিয়া থাকে।১—১০। ভুবনত্রয়ে ঐ ঘোণতীর্থের মাহাত্ম্য কেহই জানিতে সমর্থ হয় না। অতএব হে দ্বিজগণ! এই ঘোণতীর্থ হইতে পুণ্যতম তীর্থ আর নাই। আরামোচ্ছেদক, ক্রূর, কন্যা ও হয় বিক্রয়ী ব্যক্তি যদি ঘোণতীর্থে স্নান না করে, তবে পণ্ডিতগণ তাহাকেই ব্রহ্মঘাতক কহিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দেবদ্রব্য হরণ কিংবা দান করিয়া পুনরায় দত্তবস্তু প্রতিগ্রহ করে অথচ ঘোণতীর্থে স্নান করে না; তাহাকেও ব্রহ্মঘাতক বলা হয়। পুষ্করিণীর তীরভেদকারী ও পরদারলোলুপ মানব ঘোণতীর্থে স্নান না করিলে জ্ঞানিগণ তাহাকে চোর বলিয়া থাকেন। যে অধম, দ্বিজকে দান করিব বলিয়া না দেয়, সে ঘোণস্নান-পরিত্যাগী হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে সুরাপী বলিয়া অভিহিত করেন। যে আত্মস্তুতিপরায়ণব্যক্তি গুরু ও দেবগণের দ্বেষ করে, ঘোণস্নানবিহীন ঐরূপ নরকেও বুধগণ স্তেয়ী বলিয়া থাকেন। অসংস্কৃত কিংবা পিতৃশ্রাদ্ধের শেষান্ন ভোজনকারী মানব যদি ঘোণস্নান পরিত্যাগ করে, দ্বিজগণ তাহাকেও স্তেয়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। পিতৃগণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নদানকারী ও মাতাপিতার বিরোধী ব্যক্তি ঘোণস্নানবিহীন হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকেও স্তেয়ী কহিয়া থাকেন। পরস্ত্রীসঙ্গনিরত কিংবা ভ্রাতৃভার্য্যাগমনকারী ঘোণস্নানবিহীন হইয়া গুরুতল্পগ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়।১—২০। যে বিপ্র সতত চণ্ডালের সহিত অভিভাষণ করে এবং করে কুশধারণ করে না, অথচ ঘোণস্নানবিহীন, এইরূপ বিপ্রকে পঞ্চমহাপাতকী বলা হয়। ভোজনকালে যে ব্যক্তি রজস্বলা কিংবা কুক্কুরভোজী চণ্ডালের ধ্বনি শ্রবণ করে অথচ ঘোণস্নান করে না, এইরূপ নরকেও পঞ্চমহাপাতকিমধ্যে ধরা হয়। ঘোণস্নান পরিত্যক্ত, এবং পুরাণ, বিবাহ ও উপনয়নাদি মৌঞ্জীক্রিয়ার, হন্তারকব্যক্তি পণ্ডিতগণের মতে পশুঘাতী নামে অভিহিত। নিখিল তীর্থে পরাঙ্মুখ ও শরণাগতের নিহন্তা যদি ঘোণস্নান পরিত্যাগ করে, বুধগণ তাহাকে ভ্রূণহত্যাকারী কহিয়া থাকেন। যে কুলাধম পিতৃযজ্ঞ ও ভার্য্যা পরিত্যাগ করে অথচ ঘোণস্নান করে না, বিজ্ঞগণ তাহাকে গোঘাতী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে ব্যক্তি ঘোণস্নান পরিত্যাগ করে, মহাপাপতুল্য পাপ এবং ক্ষুদ্র পাপ সকলও তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অহো! ঘোণতীর্থের কি অদ্ভুত বৈভব! হে বিপ্রগণ! মহাপাপরত, শ্বপচ, কুলাধম, ক্রূর, কুলান্তক, দুঃখী, কর্ম্মবর্জ্জিত, পশুঘ্ন, পরদ্রোহী, শরণাগতহন্তা, অসত্যভাষী, দম্ভপরায়ণ, পরদাররত, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, ভ্রূণহা, অতিপাতকী, পরপত্নীরত,

কম্ ॥ ২৯ ॥ অনৃতং কৃষিকর্ম্মাণং স্বামিদ্রোহকং বঞ্চকম্। সলোভং পিতৃহন্তারং সর্ব্বদেবপরাঙ্মুখম্ ॥ ৩০ ॥ আত্মপ্রশংসাং কুর্ব্বাণং ধর্ম্মবিঘ্নকরং শঠম্। অপাত্রব্যয়কর্ত্তারং সানুকূল্যবিভেদকম্ ॥ ৩১ ॥ সুপুষ্পফলোপেতবৃক্ষবিচ্ছেদকারকম্। বিশ্বাসঘাতুকং চৈব বীরহত্যাপরায়ণম্ ॥ ৩২ ॥ অনগ্নিকমপুত্রঞ্চ বিষকর্ম্মপ্রয়োগিণম্। গুরুদ্বেষকরং পাপং দম্পত্যোর্বিরসাবহম্ ॥ ৩৩ ॥ গ্রামাধিপত্যং কুর্ব্বাণং তথা দেবালয়স্য চ। ভৃতকাধ্যাপকং বিপ্রং ক্রূরকর্ম্মপরায়ণম্ ॥ ২৪ ॥ প্রকৃতীকৃতপাপৌঘং গুহ্যাঘৌঘপরায়ণম্। অজ্ঞানাদঘকর্ত্তারং জ্ঞানাদ্দুষ্কর্ম্মকারকম্ ॥ ৩৫ ॥ এতান্ সর্ব্বাংশ্চ বিপেত্রা ঘোণতীর্থং মনোহরম্। পুনাতি স্নানপানাদ্যৈরহো তীর্থস্য বৈভবম্ ॥ ৩৬ ॥ শ্রীসূত উবাচ। অত্রেতিহাসং বক্ষ্যামি পুরাণং পাপনাশনম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনমপবর্গফলপ্রদম্ ॥ ৩৭ ॥ পুরা গার্গ্যো মহাতেজাঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। সর্ব্বজ্ঞো নীতিমান্ বিপ্রঃ প্রাহ চেত্থং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৮॥ দেবলঞ্চ মহাত্মানং নমস্কৃত্য প্রসন্নধীঃ। কথয়স্ব মহাভাগ ময়ি কারুণিকো ভব। ঘোণতীর্থস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥ ৩৯ ॥ দেবল উবাচ। তুম্বুরুর্নাম গন্ধর্ব্বো ভার্য্যাং শপ্ত্বা পতিব্রতাম্। অত্র স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য বেঙ্কটেশং দয়ানিধিম্ ॥ ৪০ ॥ প্রাপ্তবান বিষ্ণুলোকং বৈ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪১ ॥ গার্গ্য উবাচ। কিমর্থং দেবল ঋষে ভার্য্যাং রূপবতীং স্রিয়ম্। তুম্বুরুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৪২ ॥ শপ্তবান্ কেন দোষেণ ভার্য্যাং সর্ব্বগুণান্বিতান্। তদ্বদস্ব মহাভাগ শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে ॥ ৪৩ ॥ তুম্বুরুর্নাম গন্ধর্ব্বো ভার্য্যাং প্রীত্যা হ্যুবাচ হ। মাঘত্রয়ে ময়া সাকং স্নানং কুরু মলাপহম্ ॥ ৪৪ ॥ মাঘমাস্যুদিতে সূর্য্যে সর্ব্বকল্মষনাশনে। তীরেঽস্মিন্ বিষ্ণুপূজার্থং গোময়ালেপনং কুরু ॥ ৪৫ ॥ রঙ্গবল্ল্যাদিভিঃ শুভ্রপদ্মস্বস্তিকধাতুভিঃ। শুশ্রূষাং কুরু মে বিষ্ণোর্ম্মাসেঽস্মিন্মঙ্গলপ্রদে ॥ ৪৬ ॥ মাঘেঽস্মিন্মাধবস্যাগ্রে কুরু ত্বং দীপবর্ত্তিকাম্। সধূপং পাবকং ভক্ত্যা সমর্পয় হরেঃ পুরঃ ॥ ৪৬ ॥ কুরু পাকং শুচির্ভূত্বা মাধবায় মহাত্মনে। প্রদক্ষিণানমস্কারৈর্ভক্ত্যা মাঘে ময়া সহ ॥ ৪৮ ॥ কুরুষ্ব দেবদেবস্য সপর্য্যাং বিষ্ণবেঽন্বহম্। পুরাণশ্রবণং বিষ্ণোঃ কুরু

পাপ, পরার্থদ্রোহী, অনৃতবাদী, কৃষিকর্ম্মকারী, স্বামিদ্রোহী, বঞ্চক, লোভী, পিতৃহন্তা, দেবপরাঙ্মুখ, আত্মপ্রশংসাকারী, ধর্ম্মবিঘ্নকারী, শঠ, অপাত্রে দানকারী, আনুকূল্যবিঘাতক, মনোজ্ঞ-ফল-পুষ্পযুক্ত বৃক্ষের ছেদনকারী, বিশ্বাসঘাতক, বীরহত্যাপরায়ণ, অগ্নিহীন, অপুত্রক, বিষদাতা, গুরুদ্বেষী, দম্পতির পরস্পর বিচ্ছেদকারী, বলপূর্ব্বক গ্রামের আধিপত্যকারী, দেবালয়ের অধিপতি, বেতনভুক্ অধ্যাপক, ক্রূরকর্ম্মপরায়ণ, স্বভাবপাপী, গূঢ়পাপী, এবং জ্ঞান ও অজ্ঞানপূর্ব্বক পাপকারী,—মনোহর ঘোণতীর্থে স্নান ও ঘোণজলপানে পূত হয়। সূত বলিলেন,—এ বিষয়ে পাপনাশন পুরাতন একটী ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে নিখিল কলুষ নাশ এবং অপবর্গফলপ্রাপ্তি হয়। পূর্ব্বকালে জিতেন্দ্রিয় নীতিমান্ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহাতেজা প্রসন্নমনা সর্ব্বজ্ঞ গার্গ্য—মহাত্মা দেবলকে নমস্কার করিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন;—হে মহাভাগ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বপাপহর ঘোণতীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। ২৯—৩৯। দেবল বলিলেন,—তুম্বুরু নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিল। তুম্বুরু পতিব্রতা পত্নীকে অভিশপ্ত করিয়া কলুষিত হয়। অতঃপর দয়ানিধি এই বেঙ্কটেশকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়া পুনর্জ্জন্মরহিত বিষ্ণুলোকে গমন করে। গার্গ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ঋষে দেবল! গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হইয়া কি নিমিত্ত পতিব্রতা রূপবতী স্ত্রীকে অভিশপ্ত করিয়াছিল? হে মহাভাগ! তুম্বুরু কি দোষে সর্ব্বগুণান্বিতা পত্নীকে অভিশাপ প্রদান করেন, ইহা শুনিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিতেছে, অতএব বলুন। দেবল বলিলেন,—একদা তুম্বুরু প্রীতিভরে ভার্য্যাকে বলিল,—হে প্রিয়ে! মাঘত্রয়ে তুমি আমার সহিত এই তীর্থে স্নান কর, এই স্নান মলাপহ। মাঘমাসে সূর্য্য উদিত হইলে এই সর্ব্বপাপবিনাশন তীর্থের তীরভূমি গোময় দ্বারা লেপন এবং এখানে রঙ্গবল্ল্যাদি ধাতু দ্বারা শুভ্র পদ্মক ও স্বস্তিক অঙ্কিত কর। হে দয়িতে! এই মঙ্গলপ্রদ বৈষ্ণবমাসে আমার শুশ্রূষা কর এবং হে প্রিয়ে! এই মাঘ মাসে মাধবের উদ্দেশে দীপবর্ত্তিকা প্রদান কর। হে প্রিয়ে! অনল প্রজ্বালিত করিয়া বিষ্ণুর সম্মুখে ধূপদান এবং শুচি হইয়া অন্নাদি পাকপূর্ব্বক মহাত্মা মাধবকে প্রদান করত আমার সহিত প্রণাম ও প্রদক্ষিণ কর। তুমি অনলস হইয়া আমার সহিত প্রতিদিন দেবদেব বিষ্ণুর পরিচর্য্যা ও পুরাণ শ্রবণ কর এবং

নিত্যমত্তক্রিতা ॥ ৪৯ ॥ নিত্যং স্নাত্বা প্রযত্নেন পিব পাদদোকং হরেঃ। কৃষ্ণ বিষ্ণো মুকুন্দেতি নারায়ণ জনার্দ্দন ॥ ৫০ ॥ অচ্যুতানন্ত বিশ্বাত্মন্নিতি কীর্ত্তয় সন্ততম্। ক্রোধমাৎসর্য্যালোভাদীংস্ত্যক্ত্বা ত্বং ব্রতমাচর ॥ ৫১ ॥ তেন তে জায়তে মুক্তির্বিষ্ণুলোকশ্চ শাশ্বতঃ। ইত্থং সা ভর্ত্তৃগদিতং শ্রুত্বা গন্ধর্ব্ববল্লভা। ভর্ত্তারমব্রবীৎ কোপাদসহ্যং দুর্গতিপ্রদম্ ॥ ৫২ ॥ মাঘে চোদ্ভূতশীতে তু প্রাতর্ম্মন্দোদিতে রবৌ। কথং নিমজ্জয়েদস্মিন্মাঘে শীতার্ত্তিদেহনঘ ॥ ৫৩ ॥ যত্ত্বয়োক্তানি কর্ম্মাণি ন শক্যানি ময়াহনঘ। ন করোমি পত্তে স্নানং প্রাতঃকালে ত্বয়া সহ ॥ ৫৪ ॥ মৃতৌ শীতাতিপাতেন ন চ মে রক্ষকো ভবান্। ইত্যেবমুদিতং শ্রুত্বা পতির্গন্ধর্ব্ববল্লভঃ ॥ ৫৫ ॥ স শান্তোহপি শশাপাথ ভার্য্যাং চাপ্রিয়বাদিনীম্। পুত্রঞ্চ ধর্ম্মবিমুখং ভার্য্যাঞ্চাপ্রিয়ভাষিণীম্ ॥ ৫৬ ॥ অব্রহ্মণ্যঞ্চ রাজানং সদ্যঃ শাপেন দণ্ডয়েৎ। ইতি ন্যায়ং বিচিন্ত্যাসৌ শশাপেত্থং সতীং তদা ॥ ৫৭ ॥ বেঙ্কটাদ্রৌ মহাপুণ্যে সর্ব্বপাতকনাশনে। ঘোণতীর্থসমীপে চ পিপ্পলদ্রুমকোটরে ॥ ৫৮ ॥ জলহীনেহতিতে মূঢ়ে মণ্ডূকা ভব কেবলম্। ইত্যেবং ভর্ত্তৃবাক্যং তচ্ছ্রুত্বা গন্ধর্ব্ববল্লভা ॥ ৫৯ ॥ পতিত্বা পাদয়োস্তস্য তুষ্টুবুং প্রার্থয়ৎ সতী। বিশাপমবদৎ পশ্চাদ্ভর্ত্তা বৈ তুম্বুরুস্তদা ॥ ৬০ ॥ অগস্ত্যো বৈ মহাভাগস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। ঘোণতীর্থবরে স্নাত্বা পৌর্ণমাস্যাং মহাতিথৌ ॥ ৬১ ॥ শিষ্যেভ্যো বৈ যদা তস্মিন্নশ্বত্থদ্রুমসন্নিধৌ। ঘোণতীর্থস্য মাহাত্ম্যং বক্তি বৈ ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥৬২ ॥ তদা পিপ্পলবৃক্ষস্য কোটরে ত্বং সমাহিতা। শ্রুত্বা বৈ ঘোণতীর্থস্য মাহাত্ম্যং মোক্ষদায়কম্ ॥ ৬৩ ॥ বিধূয় সর্ব্বপাপানি ময়া সাকং রমিষ্যসি ॥ ৬৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ ধর্ম্মপত্নী পতিব্রতা। ভর্ত্তৃশাপান্মহাঘোরাং মণ্ডূকতনুমাশ্রিতা। শেষাদ্রিশিখরে তস্মিন্ ঘোণতীর্থস্য দক্ষিণে ॥ ৬৫ ॥ শনৈঃ শনৈর্গতা নারী পিপ্পলদ্রুমকোটরম্। অব্দাযুতং গন্তুং তস্যা অশ্বত্থদ্রুমকোটরে ॥ ৬৬ ॥ ততঃ কালান্তরেহগস্ত্যো বেঙ্কটাদ্রিং মনোহরম্। গত্বা শ্রীস্বামিতীর্থে চ স্নাত্বা

প্রযত্ন সহকারে নিত্য স্নান করিয়া হরির পাদোদক পান কর। অনন্তর ক্রোধ, মাৎসর্য্য এবং লোভাদি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মুকুন্দ, নারায়ণ, জনার্দ্দন, অচ্যুত, অনন্ত, বিশ্বাত্মন্,—এই সকল নাম কীর্ত্তন কর। হে প্রিয়ে এইরূপ করিলে তোমার মুক্তি হইবে এবং তুমি নিত্য বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে। গন্ধর্ব্বপত্নী স্বামীর নিকট এইরূপ শুনিয়া কোপভরে ভর্ত্তাকে দুর্গতিপ্রদ অসহ্য বাক্য বলিল,—অনঘ! মাঘমাসের প্রাতঃকালে নবোদিত সূর্য্যে দুঃসহ শীত হইয়া থাকে, আমি কেমন করিয়া পীড়াকর ঐ শীতসময়ে জলে নিমজ্জন করিব? হে স্বামিন্! আপনি যাহা বলিয়াছেন, এই কার্য্য আমার পক্ষে অসহ্য। আমি যদি শীতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হই, তবে আপনি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না; সুতরাং আমি প্রাতঃকালে আপনার সহিত একবারও স্নান করিতে সমর্থ নহি। অনন্তর গন্ধর্ব্বপতি পত্নীর এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক শান্ত হইয়াও অপ্রিয়বাদিনী পত্নীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। ধর্ম্মবিমুখ পুত্র, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা এবং অব্রহ্মণ্য নৃপকে সদ্যই শাপদ্বারা দণ্ডিত করিতে হয়,—গন্ধর্ব্বপতি এই কর্ত্তব্য বোধে তখন সেই সতীকে শাপ দিয়াছিলেন। তিনি পত্নীর প্রতি এইরূপ শাপ প্রয়োগ করেন,—হে মূঢ়ে! সর্ব্বপাতকনাশন মহাপুণ্য বেঙ্কটপর্ব্বতে ঘোণতীর্থ বিদ্যমান, ঐ তীর্থে এক পিপ্পল বৃক্ষ আছে, তুমি ভেক হইয়া ঐ জলবিহীন পিপ্পলতরুর কোটরে বাস কর! অনন্তর গন্ধর্ব্বদয়িতা পতির এইরূপ শাপবাণী শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া শাপবিমুক্তি প্রার্থনা করিলেন। পত্নীর বাক্যে প্রীত হইয়া গন্ধর্ব্ব তখন উত্তর করিলেন,—হে প্রিয়ে! ঘোণতীর্থবরে বিজিতেন্দ্রিয় মহাভাগ তপস্বী অগস্ত্যের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি ব্রাহ্মণোত্তম অগস্ত্য যখন মহাতিথি পৌর্ণমাসীতে ঘোণতীর্থে স্নান করিয়া অশ্বত্থমূলে উপবেশনপূর্ব্বক শিষ্যগণসমীপে ঘোণতীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, তখন তুমি সমাহিত-মনে পিপ্পলকোটর হইতে অগস্ত্যবর্ণিত মোক্ষদায়ক ঘোণতীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিধূতপাপা হইয়া আমার সহিত রমণ করিবে। ৪০—৬৪। অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে তদীয় পতিব্রতা ধর্ম্ম-পত্নী স্বামিশাপে মহাঘোর ভেকশরীর প্রাপ্ত হইল, এবং শেষাদ্রিশিখরস্থিত ঘোণতীর্থের দক্ষিণে ধীরে ধীরে গমন করিয়া পিপ্পলকোটরে আশ্রয় লইল। এই তরু-কোটরে ভেকরূপিণী গন্ধর্ব্বকামিনীর অযুত বৎসর অতীত হইল। তদনন্তর কালান্তরে মহর্ষি অগস্ত্য মনোহর বেঙ্কটগিরিতে গমন করি-

নিয়মপূর্ব্বকম্ ॥ ৬৭ ॥ বরাহস্বামিনং দেবং নত্বা তীর্থস্য দক্ষিণে। বেঙ্কটেশালয়ং গত্বা শ্রীনিবাসং কৃপানিধিম্ ॥ ৬৮ ॥ বেদবেদ্যং বিশালাক্ষং দেবদেবং সনাতনম্। নত্বাগস্ত্যো মহাভাগো ঘোণতীর্থং ততো যযৌ ॥ ৬৯ ॥ তত্র স্নাত্বা তীর্থবর্য্যে স্বশিষ্যৈর্যোগিনাং বরঃ। পিপ্পলদ্রুমচ্ছায়ায়াং শিষ্যেভ্যো ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৭০ ॥ ঘোণতীর্থস্য মাহাত্ম্যং ব্রহ্মহত্যাবিনাশকম্। সর্ব্বমঙ্গলদং পুণ্যং সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়কম্ ॥ ৭১ ॥ উক্তবান যোগিনাং শ্রেষ্ঠো হ্যগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ ॥ ৭২ ॥ তদা শ্রুত্বা তু বর্ষাভূঃ পাদয়োস্তস্য যোগিনঃ। পতিত্বা জ্ঞানদীপেন বিদিত্বা বৈভবং মুনেঃ ॥ ৭৩ ॥ পূর্ব্বরূপং সমাসাদ্য নারীরূপং মনোহরম্। অগস্ত্য যোগিনাং শ্রেষ্ঠ রক্ষ রক্ষ দয়ানিধে ॥ ৭৪ ॥ মাং রক্ষ দয়য়া ব্রহ্মন্ পতিবাক্যবিরোধিনীম্। ইত্যুক্ত্বা তং বিশালাক্ষী বিররাম ততঃ পরম্ ॥ ৭৫ ॥ অগস্ত্য উবাচ। কা ত্বং সুশ্রোণি ভদ্রং তে ভেকজন্মপ্রদায়কম্। পাপং পূর্ব্বভবে চাসীত্তন্মদস্ব চ মা চিরম্ ॥ ৭৬ ॥ নার্য্যুবাচ। তুম্বুরুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। তস্য ভার্য্যাস্ম্যহং বিপ্র হ্যগস্ত্য মুনিসেবিত ॥ ৭৭ ॥ ভর্ত্তা মে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞস্তুম্বুরুর্মুনিসত্তমঃ। সর্ব্বধর্ম্মান্মনোজ্ঞা ত্বং কুরু নিত্যং ময়া সহ ॥ ৭৮ ॥ পতিবাক্যং তদা শ্রুত্বা পরলোকোপকারকম্। অসহ্যং বাক্যমত্যুগ্রং দুর্গতিপ্রদমেব হি ॥ ৭৯ ॥ ময়া চোক্তং হি দুর্ব্বুদ্ধ্যা হে তাত মুনিসত্তম ॥ ৮০ ॥ অগস্ত্য উবাচ। কুশাগ্রবুদ্ধিস্তে ভর্ত্তা শশাপ ত্বং কৃপান্বিতঃ। এবং শাপো যুক্ত এব পতিবাক্যবিরোধিনীম্ ॥ ৮১ ॥ পতিবাক্যমনাদৃত্য স্বেচ্ছয়া বর্ত্ততে তু যা। সা নারী নিরয়ে ঘোরে পতত্যাচন্দ্রতারকম্ ॥ ৮২ ॥ ন স্বাতন্ত্র্যং তু নারীণাং নোল্লঙ্ঘ্যং পতিভাষণম্। পাতিব্রত্যেন পুণ্যেন পতিশুশ্রূষণেন চ ॥ ৮৩ ॥ স্ত্রিয়ো বিষ্ণুপদং যান্তি ন চান্যৈরপি সুব্রতৈঃ। পতির্ম্মাতা পতির্ব্বিষ্ণুঃ পতির্ব্রহ্মা পতিঃ শিবঃ ॥ ৮৪ ॥ পতির্গুরুঃ পতিস্তীর্থমিতি স্ত্রীণাং বিদুর্ব্বুধাঃ। পতি-

---

লেন এবং স্বামিতীর্থে নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিয়া তীর্থের দক্ষিণে অবস্থিত বরাহস্বামীকে প্রণামপূর্ব্বক বেঙ্কটপতি কৃপানিধি শ্রীনিবাসসমীপে গমন করিলেন। অনন্তর যোগিবর মহাভাগ অগস্ত্য বেদবেদ্য বিশাললোচন সনাতন দেবদেবকে প্রণামপূর্ব্বক ঘোণতীর্থে গমন করিলেন এবং শিষ্যগণসহ সেই তীর্থবরে স্নান করিয়া পিপ্পলতরুর ছায়ায় শিষ্যগণসমীপে শ্রদ্ধাসহকারে সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়ক সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, ব্রাহ্মহত্যাদিবিনাশন পুণ্য ঘোণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যোগিশ্রেষ্ঠ ঋষি ভগবান্ অগস্ত্য ঘোণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে ভেক তখন সেই যোগিবরের চরণ-কমলে পতিত হইয়া জ্ঞান-প্রদীপ দ্বারা সেই মুনির বিভূতি বিদিত হইল এবং সদ্যঃ ভেকশরীর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বরূপ মনোহর নারীরূপ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সেই বিশাললোচনা গন্ধর্ব্বরমণী "হে যোগিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য! আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর, হে কৃপানিধে! আমি পতির বাক্য অবহেলা করিয়াছিলাম, হে ব্রহ্মন্! আমায় রক্ষা কর রক্ষা কর।" এইরূপ বলিয়া বিরত হইল। অগস্ত্য বলিলেন,—হে সুশ্রোণি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কে? আর কি নিমিত্তই বা অভিশপ্ত হইয়া ভেকদেহ ধারণ করিয়াছিলে? এক্ষণে আমার নিকটে এই সকল বর্ণন কর।৬৫—৭৬। গন্ধর্ব্বপত্নী বলিল,—হে বিপ্র! সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ তুম্বুরুনামক জনৈক গন্ধর্ব্ব আছেন, হে অগস্ত্য! আমি তাহার পত্নী। হে মুনিসেবিত! স্বামী সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ মুনি; তিনি আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন,—"হে প্রিয়ে! তুমি প্রশান্তমনা হইয়া আমার সহিত নিত্য ধর্ম্ম কার্য্য কর।" হে তাত মুনিসত্তম! অনন্তর আমি সেই পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া উহা পরলোকোপকারক হইলেও আমি তাঁহাকে দুর্গতিপ্রদ অত্যুগ্র অসহ্য দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলাম! অগস্ত্য বলিলেন,—তোমার স্বামীর বুদ্ধি কুশাগ্রের ন্যায়, তিনি তোমাকে ভালই বলিয়াছিলেন। তিনি যে রোষপরবশ হইয়া তোমাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন, ইহা ঠিকই হইয়াছে; কেননা তুমি পতিবাক্যে অবহেলা করিয়াছ। যে নারী পতিবাক্য উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছানুকার্য্য করে, যে পর্য্যন্ত আকাশে চন্দ্রসূর্য্য উদিত হন, তাবৎকাল ঐ নারী ঘোর নিরয়ে বাস করে। নারীর স্বতন্ত্রতা অবলম্বনীয় নহে এবং পতির বাক্য কদাচ উল্লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে; পতির ব্রত ও পতির শুশ্রূষা করিয়া নারীগণ বিষ্ণুলোকে গমন করে; কিন্তু অন্য কোন সুকৃত দ্বারা তাদৃশ গতি লাভ হয় না। পণ্ডিতগণ বলেন,—পতিই নারীর,—মাতা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, গুরু এবং তীর্থ। একবার পতির বাক্যে অনাদর

বাক্যমপাকৃত্য যা নারী সুকৃতৈঃ পরৈঃ ॥ ৮৫ ॥ সদৈব যুজ্যতে সাপি নৈব শুদ্ধা ভবেৎ সকৃৎ। পতিহীনা তু যা নারী গুরুভির্ধর্ম্মবিত্তমৈঃ ॥ ৮৬ ॥ সা কৃতজ্ঞা বিদধ্যাত্তু ব্রতং ধর্ম্মফলপ্রদম্। পতিনা প্রেরিতা সৈব পতিবুদ্ধিপরায়ণা ॥ ৮৭ ॥ পতি-পাদাব্জতীর্থেন যা স্নাতা সা হরিপ্রিয়া। সা স্নাতা সর্ব্বতীর্থেষু গঙ্গাদিষু ন সংশয়ঃ ॥ ৮৮ ॥ তস্মাত্তৎ-কৃতদোষস্থ স্বামায়াতীতি তৎফলম্। ভুক্তস্ত্যা-স্তেহত্র শৃণ্বস্ত্যা ঘোণতীর্থস্য বৈভবম্ ॥ ৮৯ ॥ মুক্তি-রানীচ্ছুভাঙ্গং তন্নারীরূপং পুনর্[illegible] তস্মাদ্ঘোণস্য তীর্থস্য তুম্বুতীর্থমিতীহ বৈ ॥ ৯০ ॥ লোকে প্রসিদ্ধির-ভবদহো তীর্থস্য বৈভবম্ ॥ ৯১ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ঘোণতীর্থে মহাপুণ্যে সর্ব্বপাপবিনাশিনি। স্নান্তি যে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ শৌনকাদ্যা মহৌজসঃ ॥ ৯২ ॥ তেষাং ক্রতুফলং পুণ্যং তীর্থাযুতফলং ভবেৎ। কপিলাগোসহস্রং তু যো দদাতি দিনে দিনে ॥ ৯৩ ॥ তৎফলং সমবাপ্নোতি স্নানাত্তুম্বুরুতীর্থকে। রত্ন-কোটিসহস্রাণি যো দদাতি দিনে দিনে ॥ ৯৪ ॥ মত্তেভানাং সহস্রাণি তথৈবাশ্বাযুতান্যপি। তৎফলং সমবাপ্নোতি ঘোণতীর্থাবগাহনাৎ ॥ ৯৫ ॥ কন্যা-কোটিপ্রদানেন যৎ ফলং ঋষিভিঃ স্মৃতম্। তৎ-ফলং সমাবাপ্নোতি ঘোণতীর্থাচ্চ পাবনাৎ ॥ ৯৬ ॥ হেমাম্বরসহস্রং যঃ কুরুক্ষেত্রে প্রযচ্ছতি। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি ঘোণতীর্থস্য বৈভবাৎ ॥ ৯৭ ॥ গুর্ব্বর্থে ব্রাহ্মণার্থে চ স্বাম্যর্থে যস্ত্যজেত্তনুম্। তৎফলং সমাবাপ্নোতি ঘোণতীর্থস্য বৈভবাৎ ॥ ৯৮ ॥ আপ-ন্নার্ত্তিহরাণাঞ্চ তীর্থসেবাপরাত্মনাম্। সত্যব্রতানাং যৎপুণ্যং ঘোণতীর্থাচ্চ তদ্ভবেৎ ॥ ৯৯ ॥ যৎফলং শ্রাদ্ধকর্ত্তৃণাং পিতৃণামিন্দুসংক্ষয়ে। তৎফলং সম-বাপ্নোতি ঘোণতীর্থাব্ধি পাবনাৎ ॥ ১০০ ॥ গঙ্গায়াং নর্ম্মদায়াঞ্চ সরযূচন্দ্রভাগয়োঃ। সর্ব্বেষু পুণ্যতীর্থেষু যঃ স্নানং কুরুতে নরঃ। তৎফলং সমবাপ্নোতি ঘোণতীর্থাব্ধি পাবনাৎ ॥ ১০১ ॥ তস্মাৎ পুণ্যতমং তীর্থং ঘোণতীর্থং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ১০২ ॥ য ইমং শৃণুতেহধ্যায়ং সর্ব্বপাপনিবর্হণম্। বাজপেয়ফলং তস্য বিষ্ণুলোকশ্চ শাশ্বতঃ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তুম্বুরুতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

করিয়া যে নারী বিবিধ সুকৃত করে, সে কখনও শুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। পতিহীনা কৃতজ্ঞা নারী ধর্ম্মজ্ঞ উত্তম গুরুর নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মফল-প্রদ ব্রতাদি করিবে। পতিবুদ্ধিপরায়ণা যে নারী পতিকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া পতিপাদপদ্ম-রূপ তীর্থজলে স্নান করে, সে হরির বল্লভা হইয়া থাকে এবং সেই নারীরই গঙ্গাদি নিখিল তীর্থে স্নান করা হইয়া থাকে, সংশয় নাই। অতএব তোমার কৃতকর্ম্মের জন্যই তুমি এই ফল প্রাপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে সেই ফল উপভোগ করিতে করিতে অদ্য তুমি এই ঘোণতীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মুক্তিলাভ-পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বরূপ সুন্দর শরীর প্রাপ্ত হইলে এবং তোমার স্বামীর নামানুসারে এই তীর্থের অপর নাম তুম্বুরু হইল। অহো! তীর্থের কি বিভূতি! তদবধি এই তীর্থ ঘোণতীর্থ ও তুম্বুরু তীর্থ নামে ত্রিলোকে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সূত বলিলেন,—হে মহৌজা শৌনকাদি মুনিগণ! যে সকল লোক সর্ব্বপাপবিনাশন এই মহাপুণ্য ঘোণ-তীর্থে স্নান করেন, তাঁহাদের পুণ্য যজ্ঞফল এবং অযুততীর্থস্নানের ফললাভ হয়। প্রতিদিন এই তুম্বুরু-তীর্থে স্নান করিয়া মানব সহস্র কপিলা-গোদানের তুল্য ফল লাভ করে। নিত্য সহস্রকোটি রত্ন ও সহস্র মত্তহস্তী দান করিলে যে ফল, এই ঘোণতীর্থে স্নান করিলেও তাহার তুল্য ফল হয়। ঋষিগণ কোটিকন্যাদানে যে ফল কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই পাবন ঘোণতীর্থস্নানেও তাহার সমান ফল হয়। ঘোণতীর্থ-মাহাত্ম্যে মানব পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে প্রদত্ত সহস্র সুবর্ণবস্ত্র দানের ফল লাভ করে। মানব গুরু, ব্রাহ্মণ কিম্বা স্বামীর জন্য তনুত্যাগ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, একবারমাত্র ঘোণতীর্থে স্নান করিলে তৎফললাভ হইয়া থাকে। বিপন্নের পরিত্রাতা, তীর্থসেবাপরায়ণ এবং সত্যব্রত মানব-গণের যে পুণ্য লাভ হয়, ঘোণতীর্থে স্নান করিলে তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে। অমাবস্যায় পিতৃ-গণের শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল হয়, পাবন-ঘোণতীর্থে স্নান করিলেও তাহার সমান ফলপ্রাপ্তি ঘটে। গঙ্গা, নর্ম্মদা, সরযূ, চন্দ্রভাগা এবং অন্যান্য পুণ্য-তীর্থে স্নান করিয়া নর যে ফল লাভ করে, পাবন ঘোণতীর্থে স্নান করিলেও তৎফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব পণ্ডিতগণ এই ঘোণতীর্থকেই পুণ্য-তম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বপাপ-নিবর্হণ এই অধ্যায় শ্রবণ করেন, তাঁহারা বাজপেয়-

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। বেঙ্কটাদ্রৌ মহাপুণ্যে সর্ব্বসঙ্কট-নাশনে। সন্তি বৈ কতি তীর্থানি সূত পৌরাণিকোত্তম॥ ১॥ তেষাং সংখ্যাঞ্চ মে ব্রূহি কতি মুখ্যানি তত্র বৈ। তত্রাপ্যত্যুত্তমুখ্যানি বদ মে মুনিসত্তম॥ ২॥ সদ্ধর্ম্মরতিদাস্তত্র কতি মুখ্যানি তানি চ। কানি জ্ঞানপ্রদাস্তত্র ভক্তিবৈরাগ্যদানি চ॥ ৩॥ মুক্তিপ্রদানি কান্তত্র তানি মে বদ সুব্রত॥ ৪॥ শ্রীসূত উবাচ। ষট্‌ষষ্টিকোটিতীর্থানি পুণ্যান্তত্র নগোত্তমে। অষ্টোত্তরসহস্রাণি তেষু মুখ্যানি সুব্রতাঃ॥ ৫॥ সদ্ধর্ম্মরতিদাস্তত্র সন্তি চাষ্টোত্তরং শতম্। সহস্রেভ্যশ্চ মুখ্যানি পৃথক্ তেভ্যশ্চ তানি চ॥ ৬॥ ভক্তিবৈরাগ্যদাস্তত্র ষষ্টিরষ্টোত্তরে শতে॥ ৭॥ মুক্তিদাস্তত্র ষট্ চৈব বেঙ্কটাচলমূর্দ্ধনি। স্বামিপুষ্করিণী চৈব বিয়দ্‌গঙ্গা ততঃ পরম্॥ ৮॥ পশ্চাৎপাপবিনাশঞ্চ পাণ্ডুতীর্থমতঃপরম্। কুমারধারিকাতীর্থং তুম্বোস্তীর্থমতঃপরম্॥৯॥ কুম্ভমাসে পৌর্ণমাস্যাং মঘাযোগো যদা ভবেৎ। কুমারধারিকাং যান্তি সর্ব্বতীর্থানি হে দ্বিজাঃ॥ ১০॥ তত্র যঃ স্নাতি বিপ্রেন্দ্রা রাজসূয়ফলং লভেৎ। মুক্তিশ্চ ভবিতা তত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১১॥ অন্নদানবিবিধস্তত্র সার্দ্ধং দক্ষিণয়া দ্বিজাঃ। উত্তরাফল্গুনীযুক্তশুক্লপক্ষীয়পর্ব্বণি॥ ১২॥ তুম্বোস্তীর্থং মীনসংস্থে রবৌ তীর্থানি সর্ব্বশঃ। অপরাহ্ণে সমায়ান্তি তত্র স্নাতো ন জায়তে॥ ১৩॥ মৌঞ্জীবন্ধং বিবাহঞ্চ কারয়েদ্দ্রব্যদানতঃ। মেষসংক্রমণে ভানৌ চিত্রানক্ষত্রসংযুতে॥ ১৪॥ পৌর্ণমাস্যাং সমায়ান্তি বিয়দ্‌গঙ্গাং তথৈব চ। তত্র স্নাত্বা নরঃ সদ্যঃ শতক্রতুফলং লভেৎ॥ ১৫॥ সুবর্ণং তত্র দাতব্যং কন্যাদানং বিশেষতঃ। বৃষভস্থে রবৌ বিপ্রা দ্বাদশ্যাং হরিবাসরে॥ ১৬॥ শুক্লে বাপ্যথ কৃষ্ণে বা ভৌমেনাপি সমন্বিতে। পাণ্ডুতীর্থং সমায়ান্তি গঙ্গাদীনি জগত্রয়ে॥ ১৭॥ তত্র স্নাত্বা চ গাং দত্বা মুচ্যতে প্রতিবন্ধকাৎ। আশ্বযুক্ শুক্লপক্ষে চ সপ্তম্যাং ভানুবাসরে॥ ১৮॥ উত্তরাষাঢ়যুক্তায়াং তথা পাপবিনাশ-

---

ফল লাভ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিত্য বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। ৭৭—১০৩।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পৌরাণিকোত্তম সূত! মহাপুণ্য সর্ব্বসঙ্কট-নাশন বেঙ্কটাচলে কত তীর্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা, কোন্ কোন্ তীর্থ শ্রেষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও আবার কোন্ কোন্ তীর্থ অত্যুত্তম, হে মুনিসত্তম! এই সমস্ত ও অপর কোন্ তীর্থ উত্তম ধর্ম্মে রতিদান করে, তাহাদের মধ্যেও আবার কে কে প্রধান; কোন্ তীর্থ জ্ঞানপ্রদ, কোন্ তীর্থ ভক্তি-বৈরাগ্যদায়ক এবং কোন্ তীর্থ মুক্তিপ্রদ, হে সুব্রত! ইহাদের নাম ও সংখ্যা কীর্ত্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—হে সুব্রতগণ! ষট্‌ষষ্টিকোটি পুণ্যতীর্থ এই নগোত্তম বেঙ্কটাচলে বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে অষ্টোত্তরসহস্র প্রধান; তন্মধ্যে আবার অষ্টোত্তর শত তীর্থ উত্তম ধর্ম্মে রতি প্রদান করে; অবশিষ্ট প্রধান সহস্র তীর্থের মধ্যে অষ্টষষ্টি তীর্থ ভক্তি ও বৈরাগ্য প্রদান করিয়া থাকে। স্বামিপুষ্করিণী, আকাশগঙ্গা, পাপবিনাশন, পাণ্ডুতীর্থ, কুমারধারিকা ও তুম্বুরুতীর্থ বেঙ্কটশিখরে এই ষট্ তীর্থ মুক্তিদায়ক। ১—৯। হে দ্বিজগণ! যখন ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা মঘানক্ষত্রযুক্ত হয়, তখন সকল তীর্থই কুমারধারিকায় গমন করে; হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যে নর ঐ সময় কুমারধারিকায় স্নান করে, তাহার বাজপেয় ফললাভ ও মুক্তি হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোনই তর্ক নাই। হে দ্বিজগণ! তথায় সদক্ষিণ অন্নদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। দিবাকর মীনরাশিতে গমন করিলে ঐ চৈত্রমাসীয় উত্তরফল্গুনীযুক্ত পূর্ণিমাতে অপরাহ্ণে তুম্বুরুতীর্থে অন্যান্য তীর্থ সকল আগমন করিয়া থাকে। যে মানব তৎকালে তুম্বুরুতীর্থে স্নান করে, দ্রব্যাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণের বিবাহ ও মৌঞ্জিবন্ধন উপনয়নাদি সম্পন্ন করিয়া দেওয়ার সমান ফল তাহার হয় এবং তাহার আর জন্ম হয় না। বৈশাখ মাসের চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীতে আকাশগঙ্গায় যাবতীয় তীর্থের সমাগম হয়। তখন স্নান করিয়া সুবর্ণ বিশেষতঃ কন্যাদান করিবে; এইরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার শতক্রতুফল লাভ হইবে। হে বিপ্রগণ! জ্যৈষ্ঠ মাসের রবি কিংবা মঙ্গলবারযুক্ত শুক্ল অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশীতিথিতে ত্রিভুবনস্থিত তীর্থ সকল পাণ্ডুতীর্থে আগমন করে; মানব তখন এই তীর্থে স্নান ও গোদান করিয়া নিখিল প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত হয়। রবিবারযুক্ত ও উত্তরাষাঢ়ানক্ষ-

নম্। উত্তরাভাদ্রযুক্তায়াং দ্বাদশ্যাং বা সমাগতঃ॥ ১৯॥ শালগ্রামশিলাং দত্ত্বা স্নাত্বা চ বিধিপূর্ব্বকম্। মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈশ্চ জন্মকোটিশতোদ্ভবৈঃ॥ ২০॥ ধনুর্ম্মাসে সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যামরুণোদয়ে। আয়ান্তি সর্ব্বতীর্থানি স্বামিপুষ্করিণীজলে॥ ২১॥ তত্র স্নাত্বা নরঃ সদ্যো মুক্তিমেতি ন সংশয়ঃ। যস্য জন্মসহস্রেষু পুণ্যমেবার্জ্জিতং পুরা॥ ২২॥ তস্য স্নানং ভবেদ্‌বিপ্রা নান্যস্য হ্যকৃতাত্মনঃ। বিভবানুগুণং দানং কার্য্যং তত্র যথাবিধি॥ ২৩॥ শালগ্রামশিলাদানং গাং দদ্যাচ্চ বিশেষতঃ॥ ২৪॥ যে শৃণ্বন্তি কথাং বিষ্ণোঃ সদা ভুবনপাবনীম্। তে বৈ মনুষ্যলোকেঽস্মিন্ বিষ্ণুভক্তা ভবন্তি হি॥ ২৫॥ যদ্যশক্তঃ সদা শ্রোতুং কথাং ভুবনপাবনীম্। মুহূর্ত্তং বা তদর্দ্ধং বা ক্ষণং বা বিষ্ণুসৎকথাম্। যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা দুর্গতির্নাস্তি তস্য হি॥ ২৬॥ যৎফলং সর্ব্বযজ্ঞেষু সর্ব্বদানেষু যৎফলম্। সকৃৎপুরাণশ্রবণাত্তৎফলং বিন্দতে নরঃ॥ ২৭॥ কলৌ যুগে বিশেষেণ পুরাণশ্রবণাদৃতে। নাস্তি ধর্ম্মঃ পরঃ পুংসাং নাস্তি মুক্তিপ্রদং পরম্॥২৮॥ পুরাণশ্রবণং বিষ্ণোর্নামসঙ্কীর্ত্তনং পরম্। উভে এব মনুষ্যাণাং পুণ্যদ্রুমমহাফলে॥ ২৯॥ পিবন্নেবামৃতং যস্তাদেকঃ স্যাদজরামরঃ। বিষ্ণোঃ কথামৃতং কুর্য্যাৎ কুলমেবাজরামরম্॥ ৩০॥ বালো যুবাথ বৃদ্ধো বা দরিদ্রো দুর্ভগোঽপি বা। পুরাণজ্ঞঃ সদা বন্দ্যঃ স পূজ্যঃ সুকৃতাত্মভিঃ॥ ৩১॥ নীচবুদ্ধিং ন কুর্ব্বীত পুরাণজ্ঞে কদাচন। যস্য বক্ত্রোদ্গতা বাণী কামধেনুঃ শরীরিণাম্॥ ৩২॥ ভবকোটিসহস্রেষু ভূত্বা ভূত্বাবসীদতাম্। যো দদাত্যপুনর্বৃত্তিং কোঽন্যস্তস্মাৎ পরো গুরুঃ॥ ৩৩॥ ব্যাসাসনসমারূঢ়ো যদা° পৌরাণিকো দ্বিজঃ। আ সমাপ্তেঃ প্রসঙ্গস্য নমস্কুর্য্যান্ন কস্যচিৎ॥ ৩৪॥ ন দুর্জ্জনসমাকীর্ণে ন শূদ্রশ্বাপদাবৃতে। দেশে ন দ্যূতসদনে বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ॥ ৩৫॥ সুগ্রামে সুজনাকীর্ণে সুক্ষেত্রে দেবতালয়ে। পুণ্যে বাথ নদীতীরে বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ॥ ৩৬॥ শ্রদ্ধাভক্তিসমাযুক্তা নান্যকার্য্যেষু লালসাঃ। বাগ্‌যতাঃ শুচয়োঽব্যগ্রাঃ শ্রোতারঃ পুণ্যভাগিনঃ॥৩৭॥ অভক্ত্যা যে কথাং পুণ্যাং শৃণ্বন্তি মনুজাধমাঃ। তেষাং পুণ্যফলং নাস্তি দুঃখং জন্মনি জন্মনি॥ ৩৮॥ পুরাণং যে

সমন্বিত ভাদ্রমাসীয় শুক্লসপ্তমী কিংবা উত্তরভাদ্রপদযুক্ত দ্বাদশীতিথিতে তীর্থ সকল পাপনাশনে আগমন করে। এই দিনে বিধিপূর্ব্বক স্নান ও শালগ্রামশিলা দান করিলে মানবের শতকোটি জন্মসম্ভূত পাপ দূরীভূত হয়। পৌষ মাসের শুক্লদ্বাদশীর অরুণোদয়ে স্বামিপুষ্করিণীজলে সকল তীর্থ আগমন করে, তৎকালে স্বামিতীর্থে স্নান করিয়া মানব সদ্যই মুক্ত হয়, সংশয় নাই। হে বিপ্রগণ! যাঁহারা পূর্ব্ব সহস্র সহস্র জন্মে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের এই তীর্থে স্নান ঘটে, অন্যান্য অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণের ঘটে না। এই তীর্থে বিভবানুসারে যথাবিধি শালগ্রাম শিলা বিশেষতঃ গোদান করিতে হয়। হে বিপ্রগণ! যাহারা ভুবনপাবনী বিষ্ণুকথা সতত শ্রবণ করেন, মনুষ্যলোকে তাঁহারাই বিষ্ণুভক্ত। যাঁহারা ভুবনপাবনী বিষ্ণুকথা সতত শুনিতে অশক্ত, তাঁহারাও যদি মুহূর্ত্ত, তদর্দ্ধ বা ক্ষণকালও ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুকথা শ্রবণ করেন, তবে দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। সর্ব্ববিধ দান ও যজ্ঞে যে ফল কীর্ত্তিত হয়, মানব একবার মাত্র পুরাণ শ্রবণেই তৎফল লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে; বিশেষতঃ কলিকালে পুরুষদিগের পুরাণশ্রবণভিন্ন ধর্ম্ম বা মুক্তিদায়ক অন্য কিছুই নাই। পুরাণ ও বিষ্ণুর পরম নাম শ্রবণ—এই দুইটীই মানবগণের পুণ্যবৃক্ষের মহাফল। ১০—২৯। এই ফলদ্বয়ের মধ্যে বিষ্ণুনামামৃত পানে মানব নিজে অজর ও অমর হয় কিন্তু অপর বিষ্ণু কথাময় পুরাণ শ্রবণেই কুল সমস্ত জরামৃত্যুবিহীন হয়। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, দরিদ্র কিংবা দুর্ভাগ্য হইলেও সুকৃতাত্মগণের নিকট পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি বন্দ্য ও পূজ্য। যাঁহার কণ্ঠ হইতে বিনির্গত বাণী দেহধারিগণের নিকট কামধেনুর ন্যায় হয়, সেই পুরানজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি কদাচ নীচবুদ্ধি করিবে না। সহস্র সহস্র বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মানবগণ বিষাদিত হয়, অতএব যিনি তাদৃশ মানবগণের পুরাণোপদেশদ্বারা পুনর্জ্জন্ম রোধ করেন, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ গুরু আর কে আছে? পুরাণবক্তা বিপ্র ব্যাসাসনে সমারূঢ় হইয়া পাঠসমাপ্তিপর্য্যন্ত কাহাকেও নমস্কার করিবেন না। সুধী পুরাণজ্ঞ—দুর্জ্জনসমাকীর্ণ এবং শূদ্র কিংবা শ্বাপদাবৃত স্থানে অথবা দ্যূতগৃহে পুরাণ কীর্ত্তন করিবেন না। সুগ্রাম, পুণ্যজনাকীর্ণ কিম্বা স্থান, পুণ্যক্ষেত্র, দেবতালয়,পুণ্য নদতীর সুধী পুরাণপণ্ডিত এইসকল স্থানেই পুরাণ কীর্ত্তন করিবেন। শ্রোতৃগণ—শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত, অন্যান্য কার্য্যে লালসাহীন, বাগ্‌যত, শুচি, অব্যগ্র এবং পুণ্যভাগী হইবেন। যে সকল মনুজাধম ভক্তিহীন হইয়া পুণ্য পুরাণকথা শ্রবণ করে, তাহাদের পুণ্য

তু সম্পূজ্য তাম্বূলাদ্যৈরুপায়নৈঃ। শৃণ্বন্তি চ কথাং ভক্ত্যা ন দরিদ্রা ন পাপিনঃ॥ ৩৯॥ কথায়াং কথ্যমানায়াং যে গচ্ছন্ত্যন্যতো নরাঃ। ভোগান্তরে প্রণশ্যন্তি তেষাং দারাশ্চ সম্পদঃ॥ ৪০॥ সোষ্ণীষমস্তকা যে চ কথাং শৃণ্বন্তি পাবনীম্। তে বালকাঃ প্রজায়ন্তে পাপিনো মনুজাধমাঃ॥ ৪১॥ তাম্বূলং ভক্ষয়ন্তো যে কথাং শৃণ্বন্তি পাবনীম্। শ্ববিষ্ঠাং ভক্ষয়ন্ত্যেতে নরকে চ পতন্তি হি॥ ৪২॥ যে চ তুঙ্গাসনারূঢ়াঃ কথাং শৃণ্বন্তি দাম্ভিকাঃ। অক্ষয্যান্নরকান্ ভুক্ত্বা তে ভবন্ত্যেব বায়সাঃ॥৪৩॥ যে চ বীরাসনারূঢ়া যে চ সিংহাসনস্থিতাঃ। শৃণ্বন্তি সৎকথাং তে বৈ ভবন্ত্যর্জ্জুনপাদপাঃ॥ ৪৪॥ অসম্প্রণম্য শৃণ্বন্তো বিষবৃক্ষা ভবন্তি হি। তথা শয়ানাঃ শৃণ্বন্তো ভবন্ত্যজগরা হি তে॥ ৪৫॥ যঃ শৃণোতি কথাং বক্তুঃ সমানাসনসংস্থিতঃ। গুরুতল্পসমং পাপং সম্প্রাপ্য নরকং ব্রজেৎ॥ ৪৬॥ যে নিন্দন্তি পুরাণজ্ঞং সৎকথাং পাপহারিণীম্। তে বৈ জন্ম শতং মর্ত্ত্যাঃ শুনকাশ্চ ভবন্তি হি॥ ৪৭॥ কথায়াং কীর্ত্ত্যমানায়াং যে বদন্তি তুরুত্তরম্। তে গর্দ্দভাঃ প্রজায়ন্তে কৃকলাসাস্ততঃ পরম্॥ ৪৮॥ কদাচিদপি যে পুণ্যাং ন শৃণ্বন্তি কথাং নরাঃ। তে ভুক্ত্বা নরকান্ ঘোরান্ ভবন্তি বনশূকরাঃ॥ ৪৯॥ কথায়াং কীর্ত্ত্যমানায়াং বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। কোট্যব্দং নরকান্ ভুক্ত্বা ভবন্তি গ্রামশূকরাঃ॥ ৫০॥ যে কথামনুমোদন্তে কীর্ত্ত্যমানাং নরোত্তমাঃ। অশৃণ্বন্তোঽপি তে যান্তি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫১॥ যে শ্রাবয়ন্তি মনুজাঃ পুণ্যাং পৌরাণিকীং কথাম্। কল্পকোটিশতং সাগ্রং তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণঃ পদে॥৫২॥ আসনার্থং প্রযচ্ছন্তি পুরাণজ্ঞস্য যে নরাঃ। কম্বলাজিনবাসাংসি তথা মঞ্চকমেব বা॥ ৫৩॥ স্বর্গলোকং সমাসাদ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্। স্থিত্বা ব্রহ্মাদিলোকেষু পদং যান্তি নিরাময়ম্॥ ৫৪॥ পুরাণস্য প্রযচ্ছন্তি যে চ সূত্রং নবং বরম্। ভোগিনো জ্ঞানসম্পন্নাস্তে ভবন্তি ভবে ভবে॥ ৫৫॥ যে মহাপাতকৈর্যুক্তা হ্যুপপাতকিনশ্চ যে। পুরাণশ্রবণাদেব তে যান্তি পরমং পদম্॥ ৫৬॥ বেঙ্কটাদ্রেস্তু মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ত ঋষয়স্ততঃ। ব্যাসপ্রসাদসম্পন্নং সূতং

কিছুই হয় না, পরন্তু জন্মে জন্মে দুঃখ হইয়া থাকে। যাঁহারা তাম্বুলাদি উপায়ন দ্বারা পুরাণ গ্রন্থ পূজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পুণ্য পুরাণ কথা শ্রবণ করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ এবং তাঁহাদের কদাচ দারিদ্র্যদুঃখ হয় না। পুরাণকথা আরম্ভ হইলে যাহারা অন্যত্র চলিয়া যায় বা ভোগান্তরে আসক্ত হয়, তাহাদের পত্নী ও সকল সম্পদ্ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা উষ্ণীষ দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া পুণ্য পুরাণকথা শ্রবণ করে, তাহারা নরাধম বালক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা তাম্বুল ভক্ষণ করিতে করিতে পাবন পুণ্যকথা শ্রবণ করে, তাহারা কুক্কুরবিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং নরকে পতিত হয়। যে দাম্ভিক উচ্চাসনে আরূঢ় হইয়া পুরাণ শ্রবণ করে, সে অক্ষয় নরক ভোগ করিয়া কাকজন্ম লাভ করে। যাহারা বীরাসনারূঢ় কিংবা সিংহাসনস্থিত হইয়া পুণ্য পুরাণ শ্রবণ করে, তাহারা অর্জ্জুন পাদপ হয়; প্রণাম না করিয়া শ্রবণ করিলে বিষবৃক্ষ এবং শয়ান হইয়া শ্রবণে অজগর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা পুরাণবক্তার সমানাসনে বসিয়া শ্রবণ করে, তাহারা গুরুতল্পগ পাপ প্রাপ্ত হইয়া নরকে গমন করে। যাহারা পুরাণজ্ঞ ও পাপহারিণী পুণ্য পুরাণকথার নিন্দা করে, তাহারা শত মানবজন্মের পর কুক্কুর হইয়া জন্ম লয়। পুরাণ কথা কীর্ত্ত্যমান হইতে হইতে যে ব্যক্তি দুষ্ট উত্তর করে, তাহারা বহু গর্দ্দভজন্মলাভ করিয়া অনন্তর অনেক কৃকলাস জন্ম প্রাপ্ত হয়। যে সকল মানব কদাচ পুণ্য পুরাণকথা শ্রবণ করে না, তাহারা বিবিধ নরকভোগান্তে বন্য শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কথা কীর্ত্তন কালে যে নর বিঘ্ন উৎপাদন করে সে কোটি বৎসর নরক ভোগ করিয়া গ্রাম্যশূকরজন্ম লাভ করে। যে সকল নরোত্তম পুরাণকথার অনুমোদন করেন, পুরাণ শ্রবণ না করিলেও তাঁহারা নিত্য অব্যয় পদ লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল মানব পুণ্য পৌরাণিককথা শ্রবণ করান, তাঁহারা শতকোটি কল্পকাল ব্রহ্মপদে বাস করেন। যে সকল লোক পৌরাণিকের উপবেশনার্থ কম্বল, অজিন, বস্ত্র কিংবা মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া দেন, তাঁহারা বিবিধ ঈপ্সিত বস্তুর উপভোগান্তে স্বর্গলোকে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মাদি লোকে অবস্থান করিয়া নিরাময় পদলাভ করেন। যিনি পুরাণগ্রন্থ বন্ধনের জন্য উত্তম নূতন সূত্র প্রদান করেন, তিনি প্রতিজন্মেই ভোগী ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকেন। যাহারা মহাপাতক ও উপপাতকযুক্ত, তাহারাও পুরাণ শ্রবণ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ঋষিগণ বেঙ্কটাচলের

পৌরাণিকোত্তমম্। পূজয়িত্বা যথান্যায়ং প্রহর্ষমতুলং গতাঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সর্বতীর্থমহিমোপসংহারপূর্ব্বক-
পুরাণশ্রবণপ্রক্রিয়াদ্যনুবর্ণনং নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। সূত সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ বেদবেদান্তপারগ। শ্রীবেঙ্কটাচলে তীর্থং কটাহাখ্যং সুপাবনম্ ॥ ১ ॥ শ্রূয়তে তস্য মাহাত্ম্যং খ্যাপ্যতে চ জগত্রয়ে। অস্মাকমেতদ্‌ব্রূহি ত্বং কৃপয়া ব্যাসশাসিত ॥ ২ ॥ পুরা বৈ নারদঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মপুত্রো মহামুনিঃ। দৃষ্টা বৈ নৈমিষারণ্যং সম্প্রাপ্তো দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৩ ॥ তদানীং ব্রহ্মপুত্রং তমর্ঘ্যপাদ্যাদিভিঃ শুভৈঃ। পূজয়িত্বা যথান্যায়ং পবিত্রে চ কুশাসনে ॥ ৪ ॥ সন্নিবেশ্য মহাভক্ত্যা বিনয়ানতকন্ধরাঃ। প্রণম্য প্রার্থয়ামাসুরিমে সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ ॥ ৫ ॥ ত্বাং বিনা নারদ শ্রীমন্নস্মাকং ভুবনত্রয়ে। ধর্ম্মোপদেশকঃ কশ্চিন্নাস্তি নাস্তি মহর্ষিবু ॥ ৬ ॥ বেঙ্কটাদ্রৌ মহাপুণ্যে সর্ব্বদেবনিষেবিতে। বৈকুণ্ঠাদাগতে দিব্যে সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতে ॥ ৭ ॥ কটাহতীর্থমাহাত্ম্যং বর্ণয়াদ্য বনৌকসাম্ ॥ ৮ ॥ শ্রীনারদ উবাচ। শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে শৌনকাদ্যা মহৌজসঃ। কটাহতীর্থমাহাত্ম্যং কো বেত্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৯ ॥ মহাদেবো বিজানাতি তস্য তীর্থস্য বৈভবম্। যানি কানি চ পুণ্যানি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানি বৈ ॥ ১০ ॥ তানি গঙ্গাদতীর্থানি স্বপাপপরিশুদ্ধয়ে। কটাহতীর্থসেবাঞ্চ কুর্ব্বন্তি দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চেতরজাতয়ঃ স্পৃশন্তি তজ্জলমিতি ন পিবেদ্‌যো বিমূঢ়ধীঃ ॥ ১২ ॥ স হি চণ্ডালতাং প্রাপ্য কুম্ভীপাকে পতিষ্যতি। ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থো যতীশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ সেবয়া তস্য তীর্থস্য প্রাপ্নোতি পরমং পদম্। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু তত্তীর্থস্য প্রশংসনম্ ॥ ১৪ ॥ বহুধা বর্ণ্যতে পঞ্চমহাপাতকনাশনম্। অত্যদ্ভুততরং হি বিপ্রাঃ সর্ব্বলোকৈকপাবনম্ ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মহত্যাযুতং চাপি সুরাপানাযুতং তথা। অযুতং গুরুদারাণাং গমনং

মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ব্যাসানুগ্রহলব্ধ পৌরাণিকোত্তম সূতকে যথাযোগ্য পূজা করত বিপুল আনন্দ লাভ করিলেন। ৩০—৫৭।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

—০—

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সূত! আপনি বেদবেদান্তের পারগামী, অতএব সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ। হে মুনে! বেঙ্কটাচলের সুপাবন কটাহতীর্থ বিখ্যাত, ত্রিজগতে কটাহতীর্থের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হয়; হে ব্যাসশিষ্য! আপনি অনুগ্রহ করিয়া কটাহতীর্থের মাহাত্ম্য আমাদের নিকট বলুন। পূর্ব্বকালে দ্বিজসত্তম মহর্ষি ব্রহ্মতনয় শ্রীমান্ নারদ নৈমিষারণ্যের দর্শনমানসে এখানে সমাগত হন। অনন্তর ঋষি সকল শুভ পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলে তিনি পবিত্র কুশাসনে উপবেশন করিলে বিনয়াবনতকন্ধর নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিসমূহ মহাভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—হে শ্রীমন্ নারদ! মহর্ষিগণের মধ্যে আপনাকে ভিন্ন ভুবনত্রয়ে এমন কোন লোকই দেখি না—যিনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। হে দেবর্ষে! সর্ব্বদেব-নিষেবিত মহাপুণ্য বেঙ্কটাচলে কটাহতীর্থ প্রতিষ্ঠিত। ঐ কটাহতীর্থ দিব্যসিদ্ধ-গন্ধর্ব্বসেবিত এবং উহা যেন বৈকুণ্ঠ হইতে সমাগত হইয়াছে। আমরা বনবাসী ঋষি, অদ্য আমাদের নিকট সেই কটাহতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। ১—৮। নারদ উত্তর করিলেন,—হে শৌনকাদি মহর্ষিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। এই ত্রিভুবনে কটাহতীর্থের মাহাত্ম্য কে বিদিত আছেন? একমাত্র মহাদেবই সেই তীর্থের বিভূতি জানিতে সমর্থ। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে গঙ্গাদি যে সকল পুণ্যতীর্থ আছে, স্ব স্ব শুদ্ধির জন্য তাহারা কটাহতীর্থের সেবা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এবং অন্যান্য জাতিগণ কটাহতীর্থের জল স্পর্শ করে; এই মনে করিয়া যে মূঢ় মানব জলপান না করে, সে চণ্ডালজন্ম লাভ করিয়া কুম্ভীপাকে পতিত হয়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতীশ্বর সকলেই এই তীর্থসেবা করিয়া পরম পদপ্রাপ্ত হন। শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণনিচয়ে পঞ্চমহাপাতকনাশন এই কটাহতীর্থের প্রশংসা বহুধা বর্ণিত হইয়াছে। হে বিপ্রগণ! সর্ব্বলোকপাবন এই কটাহতীর্থ অতীব অদ্ভুত। এই কটাহতীর্থের সেবা করিলে অযুত-

পাপকারণম্ ॥১৬॥ স্তেয়াযুতং সুবর্ণানাং তৎসংসর্গাশ্চ কোটয়ঃ। শীঘ্রং বিলয়মায়ান্তি তস্য তীর্থস্য সেবয়া॥ ১৭॥ যানি নিষ্কৃতিহীনানি পাপানি বিবিধানি চ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি তীর্থস্যাস্য নিষেবণাৎ॥ ১৮॥ ইদং তীর্থং মহাপুণ্যং ভগবৎপাদনিঃসৃতম্। কুষ্ঠাদি-রোগযুক্তো যঃ প্রত্যহঞ্চ পিবেদিদম্॥ ১৯॥ সোঽপি রোগবিহীনঃ সন্ বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি। ভগবান্ শঙ্করো দেবো রহস্যানুভবে পুরা॥ ২০॥ পার্ব্বত্যৈ কথয়ামাস তস্য তীর্থস্য বৈভবম্। উক্তেষেতেষু সন্দেহো ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন॥ ২১॥ অর্থবাদোঽয়-মিতি চ ন বক্তব্যং কদাচন। যোঽর্থবাদমিদং ব্রূয়ুস্তেষাং বৈ নাস্তিকাত্মনাম্॥ ২২॥ জিহ্বাগ্রে পরশুং তপ্তং প্রক্ষিপন্তি চ কিঙ্করাঃ। তস্মাৎ কটাহ-তীর্থং তু সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ॥ ২৩॥ সর্ব্বদুঃখ-প্রশমনমপবর্গফলপ্রদম্। যত্র পীত্বা নরো ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ২৪॥ এবমুক্ত্বা মহাভাগঃ কাশীং ত্রৈলোক্যপাবনীম্। সম্প্রাপ্তো নারদঃ শ্রীমান্ সূত পৌরাণিকোত্তম॥ ২৫॥ সংক্ষেপতশ্চ ভগবান্ নৈমিষে হ্যুক্তবান্ খলু। ইদানীং শ্রোতু-মিচ্ছামঃ কটাহস্য চ বৈভবম্॥ ২৬॥ সুবিস্তরেণ চাস্মাকং বদ সূত কৃপাবশাৎ॥ ২৭॥ শ্রীসূত উবাচ। ভোভোস্তপোধনাঃ সর্ব্বে নৈমিষারণ্য-বাসিনঃ। কটাহতীর্থমাহাত্ম্যং শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ২৮॥ কটাহতীর্থং ভো বিপ্রাঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রু-তম্। সর্ব্বসম্পৎকরং শুদ্ধং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ২৯॥ দুঃস্বপ্ননাশনং হ্যেতন্মহাপাতকনাশনম্। মহা-বিঘ্নপ্রশমনং মহাশান্তিকরং নৃণাম্॥ ৩০॥ স্মৃতিমাত্রেণ যৎ পুংসাং সর্ব্বপাপনিষূদনম্। মন্ত্রেণাষ্টাক্ষরেণৈব পিবেত্তীর্থং মনোহরম্॥ ৩১॥ অথবা কেশবাদ্যৈশ্চ নামভির্ব্বা পিবেজ্জলম্। যদ্বা নামত্রয়েণাপি পিবেত্তীর্থং শুভপ্রদম্॥ ৩২॥ আহোস্বিদ্বেঙ্কটেশস্য মন্ত্রেণাষ্টাক্ষরেণ বৈ। পিবেৎ কটাহতীর্থং তদ্ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়কম্॥ ৩৩॥ বিনা মন্ত্রেণ যো বিপ্রঃ সম্পিবেত্তীর্থমুত্তমম্। পাপং মে নাশয় ক্ষিপ্রং জন্মান্তরকৃতং মহৎ॥ ৩৪॥ ইত্যুক্ত্বা স পিবেন্নিত্যং মোক্ষমার্গৈকসাধনম্। স্বামিপুষ্করিণীস্নানং বরাহ-শ্রীশদর্শনম্॥ ৩৫॥ কটাহতীর্থপানঞ্চ ত্রয়ং ত্রৈলোক্য-দুর্লভম্। বহুনা কিমিহোক্তেন ব্রহ্মহত্যাদি-নাশনম্॥ ৩৬॥ পুরা কশ্চিদ্দ্বিজো মোহাৎ

ব্রহ্মহত্যা, অযুত-সুরাপান, অযুত-গুরুদারগমন, অযুত সুবর্ণস্তেয় এবং তৎসংসর্গজন্য কোটি কোটি পাপ সত্বর বিলয় প্রাপ্ত হয়। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও নিষ্কৃতি হয় না, এই কটাহতীর্থের সেবা করিলে তথাবিধ বহু পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। এই কটাহতীর্থ ভগবৎপাদনিঃসৃত; অতএব মহাপুণ্য; কুষ্ঠাদিরোগীও যদি প্রত্যহ এই তীর্থের জলপান করে, তবে রোগহীন হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। ভগবান্ শঙ্কর এই তীর্থের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া পূর্ব্বকালে পার্ব্বতীর সমীপে তীর্থবৈভব বলিয়াছিলেন; অত-এব এই সকল উক্তিতে কদাচ সন্দেহ কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে অর্থবাদের নিবেশ কদাচ উচিত নহে। এই তীর্থমাহাত্ম্যবিষয়ে যে অর্থবাদের অবতারণা করে, সেই নাস্তিকাত্মা ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে যমকিঙ্কর-গণ তপ্ত পরশু নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ভক্তি-পূর্ব্বক এই তীর্থের জল পান করিয়া নর নিখিল কামনা প্রাপ্ত হয়; অতএব সর্ব্বদুঃখ প্রশমন ও অপবর্গ ফলপ্রদ এই কটাহতীর্থ প্রযত্ন সহকারে সদা সেবনীয়। হে পৌরাণিকোত্তম সূত! মহাভাগ শ্রীমান্ নারদ এই কথা বলিয়া ত্রিলোকপাবনী বারাণসীপুরে গমন করেন। তিনি নৈমিষারণ্যে বসিয়া সংক্ষেপে এ বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বিস্তাররূপে কটাহতীর্থের বিভূতি শ্রবণে আমাদের অভিলাষ হই-তেছে, অতএব হে সূত! কৃপা করিয়া এবিষয় বর্ণনা করুন।৯—২৭। সূত উত্তর করিলেন,—হে নৈমিষা-রণ্যবাসি ঋষিগণ! আপনারা সকলে কটাহতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। হে দ্বিজসত্তমগণ! কটাহ-তীর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত, সর্ব্বসম্পৎকর, শুদ্ধ, সর্ব্বপাপ-প্রণাশন, দুঃস্বপ্ননাশন ও মহাপাপনাশক। হে বিপ্রগণ! মানবগণের মহাবিঘ্নপ্রশমন মহাশান্তি-কর এই কটাহতীর্থের স্মরণমাত্রেই সর্ব্বপাপ-বিধ্বংস হইয়া থাকে। অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা কিংবা বিষ্ণুর কেশবাদি নাম অথবা বিষ্ণুর নামত্রয়মন্ত্র বা বেঙ্কট-পতির অষ্টাক্ষর মন্ত্র কীর্ত্তনপূর্ব্বক শুভপ্রদ কটাহ-তীর্থের জল পান করিলে মানবগণের ভুক্তিমুক্তি লাভ হয়। "আমার জন্মান্তরকৃত মহাপাপ বিনষ্ট কর" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, বিনা মন্ত্রেও যে বিপ্র নিত্য উত্তম কটাহতীর্থে প্রবেশ করেন। এই স্নানই তাঁহার মোক্ষমার্গের সাধক হইয়া থাকে। স্বামিপুষ্করিণীস্নান, বরাহদেব-দর্শন এবং কটাহতীর্থের জলপান ত্রৈলোক্যে এই তিন বস্তু দুর্লভ। এ বিষয়ে অধিক বলিয়া আর কি হইবে,

কেশবাখ্যো বহুশ্রুতম্। হত্বা খড্গেন দুর্ব্বুদ্ধ্যা ব্রহ্মহত্যামবাপ্তবান্॥ ৩৭॥ সোঽপি তস্মিন্মহাতর্থে পীত্বা জলমনুত্তমম্। কেশবাখ্যো মহাপাপী বিমুক্তো ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৩৮॥ ঋষয় উচুঃ। কস্য পুত্রঃ কেশবাখ্যঃ কথং প্রাপ্তো ভয়ঙ্করীম্। ব্রহ্মহত্যামতিক্রূরামস্মাকং বক্তুমর্হসি॥ ৩৯॥ শ্রীসূত উবাচ। তুঙ্গভদ্রাতটে রম্যে গন্ধর্ব্বৈরুপসেবিতে। অগ্রহারো মহানাসীদ্বেদাঢ্য ইতি নামতঃ॥ ৪০॥ তস্মিন্ বেদপুরে রম্যে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। শব্দশাস্ত্রপরাঃ সর্ব্বে জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ॥ ৪১॥ মীমাংসাতর্কশাস্ত্রজ্ঞাঃ সর্ব্বে বেদান্তবাদিনঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নিরতা অন্নদানপরাঃ সদা॥ ৪২॥ পুত্রবন্তশ্চ তে সর্ব্বে হ্যগ্রহারে মহাজনাঃ। বেদাঢ্যেঽপ্যগ্রহারে বৈ পদ্মনাভ ইতি শ্রুতঃ॥ ৪৩॥ তস্য পুত্রঃ কেশবাখ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। মাতরং পিতরং ত্যক্ত্বা ভার্য্যামপি পতিব্রতাম্॥ ৪৪॥ সর্ব্বদা গণিকাসক্তো বেশ্যাগারং বিবেশ হ। দিনদ্বয়ে চ তাং বেশ্যামনুভূয় দ্বিজস্ততঃ॥ ৪৫॥ নিষ্কদ্বয়ং প্রদাতব্যং হস্তে দত্ত্বা গতঃ সুখম্। বেশ্যায়া চাধনস্যাক্তস্তৎসংযোগেকতৎপরঃ॥ ৪৬॥ ইতস্ততশ্চোরয়িত্বা বহুদ্রব্যাণি সন্ততম্। দত্ত্বা তয়া চিরং রেমে তদ্গৃহে বুভুজে চ সঃ॥ ৪৭॥ একেন চষকেনাসৌ তয়া সহ সুরাং পপৌ। স কদাচিৎ কিরাতৈস্তু দ্রব্যং হর্ত্তুং যযৌ দ্বিজঃ॥ ৪৮॥ বিপ্রস্য কস্যচিদ্গেহে সোঽপি কৈরাতবেশধৃক্। কেশবো বিপ্রবন্ধুর্বৈ সাহসী খড়্গহস্তবান্॥ ৪৯॥ তদ্গৃহস্বামিনং বিপ্রং হত্বা খড্গেন সাহসাৎ। সমাদায় বহুদ্রব্যং বেশ্যাগারং বিবেশ হ॥ ৫০॥ তং যান্তমন্বগাতি স্ম ব্রহ্মহত্যা ভয়ঙ্করী। নীলবস্ত্রধরা ভীমা ভৃশং রক্তশিরোরুহা॥ ৫১॥ গর্জ্জন্তী সাট্টহাসং সা কম্পয়ন্তী চ রোদসী। অনুক্রতস্তয়া বিপ্রো বভ্রাম জগতীতলে॥ ৫২॥ এবং ভ্রমন্ ধরাং সর্ব্বাং বিপ্রবন্ধুর্দুরাত্মবান্। স্বগ্রামং প্রযযৌ ভীত্যা শৌনকাদ্যা মহৌজসঃ॥ ৫৩॥ অনুক্রতস্তয়া ভীতঃ প্রযযৌ স্বনিকেতনম্। ব্রহ্মহত্যাপ্যনুক্রত্য তেন

এই তীর্থপ্রভাবে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে কেশবনামক জনৈক দ্বিজ, দুর্ব্বুদ্ধিবশত মোহিত হইয়া এক বেদবিৎ বিপ্রকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হন। সেই মহাপাপী কেশবও এই মহাতীর্থ কটাহের জল পান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেশব কাহার পুত্র ? কি করিয়াই বা তিনি ভয়ঙ্কর মহাক্রূর ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হইয়াছিলেন ? এ বিষয় আমাদের নিকট বলুন। সূত উত্তর করিলেন,—গন্ধর্ব্বগণনিষেবিত রম্য তুঙ্গভদ্রাতটে বেদপুর নামক এক নগর আছে, তথায় বেদাঢ্য নামে জনৈক প্রধান অগ্রহার ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই রম্য বেদপুরনগরে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই বেদপারগ, শব্দশাস্ত্রনিরত, জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক, মীমাংসা ও সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, বেদান্তবাদী, ধর্ম্মশাস্ত্রনিরত, সতত অন্নদাতা এবং সকলেই পুত্রবান্ ও অগ্রগ্রহণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই অগ্রহার বেদাঢ্যের বংশে পদ্মনাভ নামক জনৈক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃত কেশব তাঁহারই তনয়। বেশ্যাসক্ত কেশব পিতা, মাতা এবং পতিব্রতা পত্নী পরিত্যাগ করিয়া সতত গণিকাগৃহেই বাস করিতে লাগিল। অনন্তর দিনদ্বয় অতীত হইলে কেশব সেই বেশ্যায় আসক্ত হইয়া তাহার হস্তে নিষ্কদ্বয় প্রদানপূর্ব্বক অতীব সুখানুভব করিল। বেশ্যাগণ নির্ধন ব্যক্তিতে অনুরক্ত থাকে না, বেশ্যাসক্ত কেশব এইরূপ মনে করিয়া ইতস্ততঃ চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা বহু দ্রব্য আহারণপূর্ব্বক বেশ্যাকে দান করত তাহার সহিত বিবিধ রতিসুখ অনুভব করিতে লাগিল। ৩৭—৪৭। কেশব সেই বেশ্যার গৃহে ভোজন ও তাহার সহিত একপাত্রে মদ্যপান করিতে লাগিল। একদা কেশব কিরাতবেশ ধারণপূর্ব্বক অন্যান্য কিরাতগণ সহ জনৈক দ্বিজের গৃহে চুরি করিতে গিয়াছিল। দ্বিজাধম দুঃসাহসিক কেশব হস্তে খড়্গ লইয়া সেই দ্বিজের গৃহে প্রবেশ করিল এবং খড়্গ দ্বারা সেই গৃহস্বামী ব্রাহ্মণকে নিহত করিয়া তাঁহার সমস্ত দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক বেশ্যালয়ে প্রবেশ করিল। তখন ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যাও কেশবের অনুসরণ করিল। সেই ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যার পরিধানে নীল বস্ত্র, মস্তকের কেশসমূহ অত্যন্ত লোহিতবর্ণ এবং সে যেন অট্টাহাস সহকারে গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিল। কেশব তাহাকে দর্শন করিয়া ভীতিবশতঃ বেশ্যাগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রধাবিত হইল এবং সমস্ত জগতীতল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কেশব যে স্থানে যাইতে লাগিল, ব্রহ্মহত্যাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গমন করিল। মহাতেজা শৌনকাদি মুনিগণ! দ্বিজাধম দুরাত্মা কেশব ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তৃক অনুদ্রুত

ন্নাকৌ গৃহং যযৌ ॥ ৫৪ ॥ জনকং রক্ষ রক্ষেতি কেশবঃ শরণং যযৌ। মা ভৈষীরিতি স প্রোচ্য পিতা রক্ষিতুমুদ্যতঃ ॥ ৫৫ ॥ ক্রূরৈনং ব্রহ্মহত্যা সা জনকং প্রত্যভাষত ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মহত্যোবাচ। মৈনং ত্বং প্রতিগৃহ্ণীথ পদ্মনাভ দ্বিজোত্তম। অয়ং সুরাপী স্তেয়ী চ ব্রহ্মহা চাতিপাতকী ॥ ৫৭ ॥ মাতৃদ্রোহী পিতৃদ্রোহী ভার্য্যাত্যাগী চ দুষ্টধীঃ। গণিকাসক্তচিত্তশ্চ হ্যেনং মুঞ্চ দুরাত্মকম্ ॥ ৫৮ ॥ গৃহ্ণাসি চেৎ সুতং বিপ্র মহাপাতকিনং বৃথা। ত্বদ্ভার্য্যামস্য ভার্য্যাঞ্চ ত্বাঞ্চ পুত্রমিমং দ্বিজ ॥ ৫৯ ॥ ভক্ষয়িষ্যামি বংশঞ্চ তস্মান্মুঞ্চ দুরাত্মকম্। ইমং ত্যজসি চেৎ পুত্রং যুষ্মান্ মুঞ্চামি সাম্প্রতম্ ॥ ৬০ ॥ নৈকস্যার্থে কুলং হন্তুমর্হসি ত্বং মহামতে। ইত্যুক্তঃ স তয়া তত্র পদ্মনাভোঽব্রবীচ্চ তাম্ ॥ ৬১ ॥ পদ্মনাভ উবাচ। বাধতে মাং সুতস্নেহঃ কথং পুত্রং পরিত্যজে। ব্রহ্মহত্যা তদাকর্ণ্য পদ্মনাভং তমব্রবীৎ ॥ ৬২ ॥ ব্রহ্মহত্যোবাচ। পুত্রোঽয়ং পতিতস্তেঽদ্য বর্ণাশ্রমবহিষ্কৃতঃ। পুত্রেঽস্মিন্ মা কুরু স্নেহং নিন্দিতং তস্য দর্শনম্ ॥ ৬৩ ॥ ইত্যুক্তা ব্রহ্মহত্যা সা পদ্মনাভস্য পশ্যতঃ। হস্তেন প্রজহারাস্য সুতং কেশবনামকম্ ॥ ৬৪ ॥ রুরোদ তাত তাতেতি জনকং প্রব্রুবন্মুহুঃ। রুরুদুর্জনকো মাতা ভার্য্যা তস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৬৫ ॥ তস্মিন্ কালে মহাভাগো ভরদ্বাজো মহামুনিঃ। দিষ্ট্যা সমাযযৌ যোগী শৌনকাদ্যা মহৌজসঃ ॥ ৬৬ ॥ পদ্মনাভোঽথ তং দৃষ্ট্বা ভরদ্বাজং মহামুনিম্। তস্মৈ প্রণম্য শরণং যযাচে পুত্রকারণাৎ ॥ ৬৬ ॥ ভরদ্বাজ মহাভাগ সাক্ষাদ্বিষ্ণ্বংশকো ভবান্। ত্বদ্দর্শনমপুণ্যানাং ভবিতা ন কদাচন ॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চাভূৎ সুতো মম। পুত্রং প্রহর্ত্তুমায়াতা ব্রহ্মহত্যা ভয়ঙ্করী ॥ ৬৯ ॥ ভূয়াদ্যথা মে পুত্রোঽয়ং মহাপাতকমোচিতঃ। ঘোরেয়ং ব্রহ্মহত্যা চ যথা শীঘ্রং লয়ং ব্রজেৎ ॥ ৭০ ॥ তদুপায়ং বদস্বাদ্য মম পুত্রে দয়াং কুরু। এক এব হি পুত্রো মে নান্যোঽস্তি তনয়ো মুনে ॥ ৭১ ॥ সুতে মৃতে তু বংশো মে সমুচ্ছিদ্যেত মূলতঃ। ততঃ পিতৃভ্যঃ পিণ্ডানাং

হইয়া সমস্ত জগতীতল পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভীতিবশতঃ অবশেষে স্বীয় আবাসে উপনীত হইল। ব্রহ্মহত্যাও তাহার সহিত তদীয় গৃহে প্রবেশ করিল। তখন সে "হে জনক! আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর" এই বলিয়া পিতার শরণাপন্ন হইল। তখন তদীয় পিতা পদ্মনাভ "ভয় নাই ভয় নাই" বলিয়া তনয়ের রক্ষার্থে উদ্যত হইলে ব্রহ্মহত্যা "এই কেশব অতীব ক্রূরমতি" এইরূপ বলিয়া পদ্মনাভকে বলিতে লাগিল। ব্রহ্মহত্যা বলিল,—হে দ্বিজোত্তম পদ্মনাভ! ইহাকে গ্রহণ করিও না; এই কেশব সুরাপী, তস্কর, ব্রহ্মঘাতী, অতিপাতকী, মাতৃদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী, ভার্য্যাত্যাগী, কুবুদ্ধি এবং বেশ্যাসক্ত; অতএব এই দুরাত্মাকে পরিত্যাগ কর। হে বিপ্র! এই মহাপাতকী পুত্রকে যদি বৃথা গ্রহণ কর, হে দ্বিজ! তবে তোমার ভার্য্যা, পুত্রবধূ, পুত্র এমন কি তোমার বংশসহিত তোমাকেও ভক্ষণ করিব। অতএব এই দুরাত্মাকে ত্যাগ কর; আর ইহাকে ত্যাগ করিলে সম্প্রতি তোমাকে ও তোমার ভার্য্যা পুত্রবধূ প্রভৃতি অন্যান্য সকলকেই ত্যাগ করিব। হে মহামতে! একজনের জন্য সমস্ত কুল বিনাশ করা তোমার উচিত হয় না। ব্রহ্মহত্যা এইরূপ বলিলে, দ্বিজ পদ্মনাভ ব্রহ্মহত্যাকে বলিতে লাগিলেন। পদ্মনাভ বলিলেন,—পুত্রস্নেহ আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করিতেছে, অতএব কিরূপে ইহাকে পরিত্যাগ করিব? ব্রহ্মহত্যা পদ্মনাভের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল। ৪৮-৬২। ব্রহ্মহত্যা বলিল,—তোমার এই তনয় পতিত হইয়া বর্ণাশ্রমবহিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার দর্শনও নিন্দনীয়; অতএব ইহাকে ত্যাগ কর। ব্রহ্মহত্যা এইরূপ বলিয়াই পদ্মনাভের সমক্ষেই পদ্মনাভ-তনয় কেশবকে হস্ত দ্বারা প্রহার করিল। কেশব বারবার "হা পিতঃ হা পিতঃ" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে দুরাত্মা কেশবের জনক, জননী, এবং ভার্য্যাও রোদন করিতে লাগিলেন। হে মহৌজা শৌনকাদি মুনিগণ! এই অবসরে মহাভাগ মহামুনি যোগী ভরদ্বাজ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর পদ্মনাভ সেই মহামুনি ভরদ্বাজকে দর্শনপূর্ব্বক স্তুতি প্রণতি দ্বারা পুত্রের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—হে মহাভাগ ভরদ্বাজ! আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ; মনুষ্যগণ কদাচ আপনার দর্শনলাভ করিতে পারে না। আমার পুত্র ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী এবং তস্কর হইয়াছে; ভয়ঙ্কর ব্রহ্মহত্যা তাহাকে প্রহার করিতে আগমন করিয়াছে। এক্ষণে আমার পুত্র যাহাতে মহাপাতকবিমুক্ত হয় এবং এই ভীষণ ব্রহ্মহত্যাও সত্বর লয় পায়, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করিয়া তাহার উপায় বলুন। হে মুনে! আমার অন্য তনয় নাই, কেশবই আমার একমাত্র পুত্র; আমার

তাত্রাপি ন ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৭২ ॥ ততঃ কৃপাং কুরুষ্ব ত্বমস্মাসু ভগবন্মুনে। ইত্যুক্তঃ স ভরদ্বাজঃ সাক্ষান্নারায়ণাংশকঃ ॥ ৭৩ ॥ ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং পদ্মনাভং বচোঽব্রবীৎ ॥ ৭৪ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। পদ্মনাভ কৃতং পাপমতিক্রূরং সুতেন তে। নাস্য পাপস্য শান্তিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি ॥ ৭৫ ॥ তথাপি তে সুতস্যাহমস্য পাপস্য শান্তয়ে। প্রায়শ্চিত্তং বদিষ্যামি পদ্মনাভ শৃণু দ্বিজ ॥ ৭৬ ॥ গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে দ্বিশতীযোজনে দ্বিজ। পূর্ব্বাম্ভোধেঃ পশ্চিমে তু পঞ্চভির্যোজনৈর্ম্মিতে ॥ ৭৭ ॥ সুবর্ণমুখরীতীরে চোত্তরে ক্রোশমাত্রকে। বেঙ্কটাদ্রিরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ৭৮ ॥ মেরুপুত্রো মহাপুণ্যঃ সর্ব্বদেবাভিবন্দিতঃ। বৈকুণ্ঠলোকাদানীতো বিষ্ণোঃ ক্রীড়াচলো মহান্ ॥ ৭৯ ॥ গরুত্মতা বেগবতা স্বর্ণমুখ্যাস্তটে শুভে। বর্ত্ততে দেবসঙ্ঘৈশ্চ ঋষিসঙ্ঘৈশ্চ পূজিতঃ ॥ ৮০ ॥ তস্মিন্ বেঙ্কটশৈলেন্দ্রে সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্। লক্ষ্মীদেব্যা চ ভূদেব্যা নীলাদেব্যা সমাগতঃ ॥ ৮১ ॥ বর্ত্ততে বেঙ্কটেশঃ স সাক্ষান্মোক্ষপ্রদায়কঃ। তস্য বেঙ্কটনাথস্য হ্যালয়স্য তথোত্তরে ॥ ৮২ ॥ কটাহতীর্থং বিপ্রেন্দ্র বর্ত্ততে মঙ্গলপ্রদম্। ব্রহ্মহত্যাদিপাপঘ্নং বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কম্ ॥ ৮৩ ॥ সুতেন সাকং বিপ্রেন্দ্র পিব তীর্থং মনোহরম্। ভরদ্বাজস্য বাক্যং তচ্ছ্রুত্বা বৈ বেদসম্মিতম্ ॥ ৮৪ ॥ শিরসা তং প্রণম্যাথ যযৌ বেঙ্কটপর্ব্বতম্ ॥ ৮৫ ॥ তং গত্বা বেঙ্কটং শৈলং স্বামিপুষ্করিণীজলে। সুতেন সাকং বিপ্রেন্দ্রঃ সস্নৌ নিয়মপূর্ব্বকম্ ॥ ৮৬ ॥ বরাহস্বামিনং নত্বা শ্রীনিবাসালয়ং গতঃ। প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা বিমানং সম্প্রণম্য চ ॥ ৮৭ ॥ পদ্মনাভোঽথ পুত্রেণ কেশবেন ত্বরাত্মনা। পপৌ কটাহতীর্থং তদ্ব্রহ্মহত্যাবিনাশকম্ ॥ ৮৮ ॥ তদানীং ব্রহ্মহত্যা সা শীঘ্রমেব লয়ং গতা। অনন্তরং ততো গত্বা বেঙ্কটেশং কৃপানিধিম্ ॥ ৮৯ ॥ পুত্রেণ সহ বিপ্রেন্দ্রঃ পদ্মনাভো দদর্শ সঃ। তদা প্রাদুরভূদ্দেবো বেঙ্কটেশো দয়ানিধিঃ ॥ ৯০ ॥ কটাহতীর্থপানেন তোষিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। পদ্মনাভ মহাবুদ্ধে বেদবেদান্তপারগ। ভরদ্বাজস্য বাক্যেন প্রাপ্য বেঙ্কটপর্ব্বতম্ ॥ ৯২ ॥ কটাহতীর্থং ত্বং পীত্বা কৃতার্থোঽসি ন সংশয়ঃ। তব পুত্রঃ

এই পুত্র মরিলেই আমার কুল সমূলে উৎসাদিত হইবে; এবং এই তনয় ভিন্ন আমার পিতৃগণের জলপিণ্ডদাতা আর কেহই নাই। হে [illegible] ভগবন্! অতএব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন সাক্ষাৎ নারায়ণাংশ ভরদ্বাজ পদ্মনাভ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া ক্ষণকাল ধ্যান করত তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে পদ্মনাভ! তোমার ক্রূর তনয় অত্যন্ত পাপ করিয়াছে, অযুত প্রায়শ্চিত্তেও এ পাপের শান্তি নাই। হে দ্বিজ পদ্মনাভ! তথাপি আমি তোমার পুত্রের পাপশান্তির এক প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দ্বিজ! গঙ্গার দক্ষিণভাগে দ্বিশতযোজন এবং পূর্ব্বসাগরের পশ্চিমে পাঁচযোজনপরিমিত স্থান ব্যবধানে, সুবর্ণমুখরীতীরের ক্রোশমাত্র উত্তরে সর্ব্বলোকনমস্কৃত সুরগণপূজিত সুমেরু-তনয় মহাপুণ্য বিখ্যাত বেঙ্কট পর্ব্বত অবস্থিত। বেগবান্ গরুড়—বিষ্ণুর ক্রীড়াপর্ব্বত এই শ্রেষ্ঠ বেঙ্কটগিরিকে বৈকুণ্ঠ হইতে আনয়ন করিয়া সুশোভন সুবর্ণমুখরীতীরে স্থাপিত করিয়াছে। দেব ও ঋষিগণ সতত ইহার পূজা করেন এবং এই বেঙ্কটশৈলেন্দ্র মোক্ষদায়ক। সাক্ষাৎ বেঙ্কটপতি শ্রীনিবাস লক্ষ্মী, ভূমি ও নীলা দেবীর সহিত বিদ্যমান রহিয়াছেন। হে বিপ্রেন্দ্র! বেঙ্কটনাথালয়ের উত্তরে মঙ্গলদায়ক কটাহ তীর্থ। এই তীর্থ ব্রহ্মহত্যাদি-পাপবিনাশ ও অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুত্রের সহিত তথায় গমন করিয়া কটাহ তীর্থোদক পান কর। অনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদ্মনাভ ভরদ্বাজের বেদসম্মিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বেঙ্কটশৈলে চলিয়া গেলেন।৬৩—৮৪। তিনি তথায় গিয়া পুত্রের সহিত নিয়মপূর্ব্বক স্বামিপুষ্করিণীজলে স্নান করিলেন। তদনন্তর বরাহস্বামীকে প্রণাম, শ্রীনিবাসালয়ে গমন, তাঁহাকে ও তদীয় বিমানকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া ত্বরাত্মা তনয় কেশবের সহিত ব্রহ্মহত্যাবিনাশন কটাহতীর্থের বারিপান করিলেন; তখন ব্রহ্মহত্যাও মুহূর্ত্তমধ্যে বিলীন হইয়া গেল। অনন্তর বিপ্রেন্দ্র পদ্মনাভ পুত্রের সহিত গমন করিয়া কৃপানিধি বেঙ্কটপতিকে দর্শন করিলেন; দয়ানিধি বেঙ্কটপতিও কটাহতীর্থপায়ী পদ্মনাভের প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে পদ্মনাভ! তুমি বেদবেদান্তের পারগামী, সম্প্রতি ভরদ্বাজবাক্যে বেঙ্কটাচলে আসিয়া মহাতীর্থ কটাহের বারিপান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ, তোমার তনয় কেশবও

কেশবাখ্যো বিমুক্তো ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৯৩॥ তস্মাৎ কটাহতীর্থং তু সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ। তস্মিংস্তীর্থে মহাভাগ পীত্বা জলমনুত্তমম্॥ ৯৪॥ পাপিনোঽপি কৃতার্থাঃ স্যুঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। মামকং লোকমাগত্য সুখী ভব মহামতে ৯৫॥ ইত্যুক্ত্বা বেঙ্কটেশোঽসাবন্তর্দ্ধানং গতস্ততঃ॥ ৯৬॥ শ্রীসূত উবাচ। তস্মাত্তপোধনাঃ সর্ব্বে শৌনকাদ্যা মহৌজসঃ। কটাহতীর্থমাহাত্ম্যমিতিহাসসমন্বিতম্॥ ৯৭॥ যথাশ্রুতং ময়া সম্যক্কথোক্তং ভবতাং দ্বিজাঃ॥৯৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কটাহতীর্থপ্রশংসনং নামাষ্টা-
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। তীর্থানামিহ সর্ব্বেষাং প্রভাবঃ কথিতস্ত্বয়া। নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ ক্ষেত্রাণাং সরসামপি॥ ১॥ নিদেশাৎ পদ্মগর্ভস্য স্বর্ণমুখরী নদী। নীতা ভুবমগস্ত্যেন ব্যাখ্যাতা ভবতানঘ॥ ২॥ তদুৎপত্তিপ্রভাবঞ্চ তীর্থৌঘাংস্তৎসমাশ্রয়ান্। শ্রোতুং সম্প্রীতিরুৎপন্না তন্নো বক্তুং ত্বমর্হসি॥ ৩॥ প্রণম্য শম্ভুং নন্দীশং ষড়াস্যং ব্যাসমেব চ। মুনিভিঃ প্রার্থিতঃ সূতস্তদা বক্তুং প্রচক্রমে॥ ৪॥ শ্রীসূত উবাচ। সাধু পৃষ্টং মহাভাগা ভবদ্ভির্মঙ্গলাবহম্। আখ্যানমেতদাম্নায়শ্রবণোদ্ভূতসিদ্ধিদম্॥ ৫॥ শ্রুতা-বহিতা দিব্যাং কথাং কল্মষনাশিনীম্। ভরদ্বাজেন কথিতাং পার্থায় কথয়ামি বঃ॥ ৬॥ অবাপ্য দ্রুপদাৎ প্রাজ্ঞাদ্যাজ্ঞসেনীং পৃথাসুতাঃ। ধৃতরাষ্ট্রনিদেশেন জগ্মুঃ করিপুরং শুভম্॥ ৭॥ ভীষ্মেন চাম্বিকেয়েন তত্র সম্মানিতাস্তদা। দুর্য্যোধনাদিভিঃ সার্দ্ধং ন্যবসন্ পঞ্চ বৎসরান্॥ ৮॥ ততোঽনুশিষ্টো ভীষ্মাদ্যৈর্ধৃতরাষ্ট্রো মহাযশাঃ। সর্ব্বেষাং কুলবৃদ্ধানাং বাসুদেবস্য চাগ্রতঃ॥ ৯॥ প্রদদৌ পাণ্ডুপুত্রেভ্যস্তৎসেবাহৃষ্টমানসঃ। সার্দ্ধরাজ্যং পুরবরং পাণ্ডবপ্রস্থসংজ্ঞিকম্॥ ১০॥ আমন্ত্র্য পাণ্ডুতনয়া ধৃতরাষ্ট্রাদিকান্ কুরূন্। জগ্মুস্তৎপাণ্ডবপ্রস্থং পুরং কৃষ্ণসমন্বিতাঃ॥ ১১॥ ইন্দ্রপ্রস্থাহ্বয়ে তত্র রচিতে বিশ্বকর্ম্মণা। বসন্ পুরেঽখিলং পৃথ্বীং সানুজো ধর্ম্ম-

---

ব্রহ্মহত্যাবিমুক্ত হইয়াছে, সংশয় নাই। অতএব এই কটাহতীর্থ প্রযত্ন সহকারে সেবনীয়। হে মহাভাগ! আমি তিন সত্য করিয়া কহিতেছি,—পাপিগণও এই কটাহতীর্থের অনুত্তম বারিপানে কৃতার্থ হইয়া থাকে। হে মহামতে! তুমি সত্বরই আমার বৈকুণ্ঠলোকে আগমন করিয়া সুখী হইবে। বেঙ্কটপতি এইরূপ বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সূত বলিলেন,—হে শৌনকাদি তপোধনগণ। আপনারা সকলেই মহাতেজঃসম্পন্ন। হে দ্বিজগণ! এই ইতিহাসসমন্বিত কটাহতীর্থমাহাত্ম্য আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা সম্যক্ রূপে আপনাদের নিকট বর্ণন করিলাম। ৮৫—৯৮।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! আপনি তীর্থ, নদী, পর্ব্বত, ক্ষেত্র ও সরোবরসমূহের প্রভাব বর্ণন করিয়াছেন। হে অনঘ! পদ্মগর্ভ ব্রহ্মার আদেশে মহর্ষি অগস্ত্য যেরূপে স্বর্ণমুখরী নদীকে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন করিয়াছেন; এক্ষণে স্বর্ণমুখরী ও তদাশ্রিত তীর্থসমূহের প্রভাব শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের ঔৎসুক্য হইতেছে। অতএব তৎসমস্ত আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। অনন্তর সূত মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া নন্দীশ, শম্ভু, ষড়ানন এবং ব্যাসকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। সূত বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন; এই আখ্যানপাঠ মঙ্গলাবহ এবং শ্রবণে সকল সিদ্ধি লাভ হয়। এই উপাখ্যান ভরদ্বাজ, পার্থের নিকট বলিয়াছিলেন, আমিও তাহাই আপনাদের নিকট বলিয়াছি। যুধিষ্ঠিরাদি কুন্তীনন্দনগণ প্রাজ্ঞ দ্রুপদরাজের নিকট যাজ্ঞসেনীকে প্রাপ্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সুশোভন হস্তিনাপুরে গমন করেন। তথায় অম্বিকাতনয় ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া পাঁচবৎসরকাল দুর্য্যোধনাদির সহিত বাস করেন। অনন্তর পাণ্ডুনন্দনগণের সেবায় পরিতুষ্ট মহাযশা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মাদির অনুশাসনে নিখিল-কুলবৃদ্ধগণ ও বাসুদেবের সমক্ষে তাঁহাদিগকে অর্দ্ধরাজ্যের সহিত খাণ্ডবপ্রস্থ নামক উত্তমপুর প্রদান করেন। ১—১০। তখন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুতনয়গণ ধৃতরাষ্ট্রাদি কুরুগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কৃষ্ণসমভিব্যাহারে সেই পুরবর খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির বিশ্বকর্ম্মরচিত ইন্দ্রপ্রস্থপুরে বাস করত অনুজগণ

নন্দনঃ ॥ ১২ ॥ গতে কৃষ্ণে নিজপুরং নারদস্যানুশাসনাৎ। প্রতিজ্ঞাং চক্রিরে পার্থা ধর্ম্মজ্ঞা দ্রৌপদীং প্রতি ॥ ১৩ ॥ যথাক্রমেণ সা কৃষ্ণা বর্ষমেকৈকমাদরাৎ। একৈকস্য গৃহে তিষ্ঠেৎ প্রতিনির্ণয়পূর্ব্বকম্ ॥ ১৪ ॥ যঃ পশ্যেত্তাং পরগৃহে স্থিতাং পাঞ্চালনন্দিনীম্। তেনৈকহায়নমিতং বিধেয়ং তীর্থসেবনম্ ॥ ১৫ ॥ এবং কৃতপ্রতিজ্ঞাস্তে পাণ্ডুভূপালনন্দনাঃ। ব্যাপারৈর্লোকসামান্যৈর্নিন্যুঃ কালমতন্দ্রিতাঃ ॥ ১৬ ॥ অথ জানপদো বিপ্রো রাজগেহাঙ্গনে স্থিতঃ। চুক্রোশ বহুধা ধেনুর্হৃতা মে তস্করৈরিতি ॥ ১৭ ॥ সমাশ্বাস্য চ তং বিপ্রং প্রবিবেশ ধনঞ্জয়ঃ। আয়ুধানি সমানেতুং ত্বরয়া শস্ত্রমন্দিরম্ ॥ ১৮ ॥ তত্রাপশ্যৎ সমাসীনৌ পাঞ্চালীধর্ম্মনন্দনৌ। জানন্নপি প্রতিজ্ঞাং স ধনুর্জগ্রাহ সেষুধি ॥ ১৯ ॥ স গত্বা তস্করানাজৌ নিহত্য নৃপনন্দনঃ। নিবর্ত্ত্য ধেনুং তাং তস্মৈ দদৌ বিপ্রায় সাদরম্ ॥ ২০ ॥ অথ বিজ্ঞাপয়ামাস ফাল্গুনো ধর্ম্মনন্দনম্। তীর্থযাত্রা ময়া কার্য্যা সময়োল্লঙ্ঘনাদিতি ॥ ২১ ॥ অনুজস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ। উবাচ বচনং ধীরঃ সাদরং ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ২২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। গবার্থং ব্রাহ্মণার্থঞ্চ যদ্বদেদনৃতং বচঃ। যদাচরেদসৎকর্ম্ম তৎসত্যং তৎসমঞ্জসম্ ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণার্থং গবার্থঞ্চ ত্বয়া কর্ম্মেদৃশং কৃতম্। তদসম্ভাবমাপ্নোতি কথং কথয় সুব্রত ॥ ২৪ ॥ প্রজাপালনকৃত্যস্য চোরোপেক্ষণশিক্ষণৈঃ। নূনং ফলং ভবেদ্রাজ্ঞো ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধজম্ ॥ ২৫ ॥ অসাধ্যান্ বৈরিণো জ্ঞাত্বাপ্যবনীশো ন ভদ্রভাক্। স্বদেশোপপ্লবকরাস্তস্করা যদ্যশিক্ষিতাঃ ॥ ২৬ ॥ অস্মাকং ভূভুজাং লোকজালস্য চ হিতং হি যৎ। ত্বয়েদৃশং কৃতং কর্ম্ম নাস্তি দোষো হ্যতস্তব ॥ ২৭ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ধর্ম্মপুত্রস্য বচনমাকর্ণ্য রচিতাঞ্জলিঃ। পুনর্বিজ্ঞাপয়ামাস ধর্ম্মনিত্যো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৮ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। মৈবং ভূপাল বাদীস্ত্বং স্বপ্রতিজ্ঞাতিলঙ্ঘনম্। জানতা ধর্ম্মসর্ব্বস্বমুল্লঙ্ঘ্য ধর্ম্মমূর্ত্তিনা ॥ ২৯ ॥

সহ পৃথিবীরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ নিজপুরে চলিয়া গেলে একদিন তথায় দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি আদেশ করিলেন যে, দ্রৌপদী যথাক্রমে এক এক বৎসর করিয়া আদর সহকারে তোমাদিগের এক এক জনের গৃহে বাস করিবেন; তোমাদের মধ্যে যিনি এই দ্রৌপদীকে একে অন্যের গৃহে দর্শন করিবেন, তাঁহাকে একবৎসর কাল তীর্থভ্রমণ করিতে হইবে। ধর্ম্মজ্ঞ পৃথিবীপতি পাণ্ডুনন্দনগণ, নারদের অনুশাসনে দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিরলসভাবে অলোকসামান্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর জনপদবাসী জনৈক দ্বিজ একদিন রাজগৃহাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—"তস্করগণ আমার ধেনু হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।" তখন ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণের করুণ বাণী শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং অস্ত্র আনয়ন করিবার জন্য অস্ত্রাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন,—সেই গৃহে ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠির ও যাজ্ঞসেনী একাসনে সমাসীনা রহিয়াছেন; কিন্তু কি করেন, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা জানিয়াও কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাজতনয় অস্ত্রাগারে প্রবেশপূর্ব্বক সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তস্করের পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে তস্করকে নিহত করিয়া ধেনু আনয়ন করত আদর সহকারে দ্বিজের করে অর্পণ করিলেন। ১১—২০। অনন্তর ফাল্গুন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন;—আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি, অতএব আমি তীর্থযাত্রা করিব। অনুজ অর্জ্জুনের বাক্য শুনিয়া ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বীর যুধিষ্ঠির আদর সহকারে এই বাক্য বলিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের জন্য অনৃতবাক্য প্রয়োগ করে কিংবা যে অসৎকর্ম্মের আচরণ করে, তাহার সে বাক্য সত্য ও কার্য্য সাধু হইয়া থাকে। তুমি ব্রাহ্মণ ও গোরুর জন্য ঈদৃশ কর্ম্মাচরণ করিয়াছ। যে নৃপ বুঝিবেন,—বৈরিগণ অসাধ্য অর্থাৎ প্রশমিত হইবার নহে, তিনি কদাচ মঙ্গলভাজন হন না; অশিক্ষিত তস্করগণই স্বদেশের উপপ্লব করিয়া থাকে। তুমি মাদৃশ ভূপাল ও নিখিল লোকের হিতকামনায় ঈদৃশ কর্ম্ম করিয়াছ, অতএব ইহাতে তোমার কোনই দোষ নাই। সূত কহিলেন,—সনাতন ধর্ম্মনিষ্ঠ ধনঞ্জয়, ধর্ম্মতনয়ের বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনরায় নিবেদন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন,—হে ভূপাল! আপনি এরূপ আদেশ করিবেন না, কেন না, আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি; আরও দেখুন, যাহাদের ধর্ম্মই একমাত্র সর্ব্বস্ব, যিনি

কৃত্যাকৃত্যবিদা দক্ষেণাত্মনা প্রাক্ সমীরিতা। নোল্লঙ্ঘনীয়া সততং প্রতিজ্ঞা পুরুষেণ হি ॥ ৩০ ॥ অশক্তানাং গতিঃ সেয়ং যদ্বন্ধুগুরুবাক্যতঃ। ধর্ম্মং ত্যজন্তি সময়ং ত্যক্ত্বা প্রাক্ স্বং সমীরিতম্ ॥ ৩১ ॥ কৃপয়া তীর্থগমনাদার্য্যো যদি নিবর্ত্তয়েৎ। হতপ্রতিজ্ঞং মাং লোকাম্ জল্পতঃ কো নিবারয়েৎ ॥ ৩২ ॥ মমাপি তীর্থযাত্রায়াং কৌতুকোত্তরলং মনঃ। কর্ত্তব্যঞ্চ ন্মৃতং রাজন্নারদাদিষ্টশাসনম্ ॥ ৩৩ ॥ তৎপ্রসীদ মহারাজ যত্তীর্থগমনোদ্যমে। সম্মাননীয়ঃ প্রভুভিঃ সময়ো হ্যনুজীবিনাম্ ॥ ৩৪ ॥ তথেতি ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং কৃতানুমতিরর্জ্জুনঃ। অগ্রজং তোষয়ামাস প্রণামপ্রশ্রয়াদিভিঃ ॥ ৩৫ ॥ যথার্হং ভীমসেনাদীন্ ভ্রাতৃনামন্ত্র্য পাণ্ডবঃ। কৃতস্বস্ত্যয়নো ভব্যৈর্নির্যযৌ ধরণীসুরৈঃ ॥ ৩৬ ॥ পৌরাণিকা জ্যোতিষিকা ভিষজো ধরণীসুরাঃ। অনুজগ্মুর্ভৃত্যগণাঃ শিল্পিনঃ সূতমাগধাঃ ॥ ৩৭ ॥ যুধিষ্ঠিরাজ্ঞয়া তস্য ভোগ-ত্যাগক্ষমং ধনম্। গৃহীত্বানুযযুঃ স্নিগ্ধাঃ সভ্যাঃ কোশাধিকারিণঃ ॥ ৩৮ ॥ স রাজপুত্রঃ প্রথমং প্রাপ্য ভাগীরথীং নদীম্। গঙ্গাদ্বারং প্রয়াগঞ্চ সিষেবে কাশিকামপি ॥ ৩৯ ॥ পশ্যংস্তীর্থানি জাহ্নব্যা-স্তত্তীরোপান্তবর্ত্মনা। আসসাদ সমুত্তুঙ্গকল্লোলং দক্ষিণোদধিম্ ॥ ৪০ ॥ মহানদীং মহাপুণ্যাং প্রসিদ্ধং পুরুষোত্তমম্। সিংহাচলঞ্চ সংবীক্ষ্য প্রাপ্তবান্ কৃতকৃত্যতাম্ ॥ ৪১ ॥ ততো দদর্শ কৌন্তেয়ঃ পুণ্যাং গোদাবরীং নদীম্। সমস্তদুরিতব্রাতশাতনোত্তীর্ণ-গৌরবাম্ ॥ ৪২ ॥ কৃতাভিষেকস্তত্তোয়ৈর্বিধিবৎ-পাণ্ডুনন্দনঃ। প্রমোদং বিবিধৈর্দ্দানৈরকরোদ্ভূ-সুবর্ণকৈঃ ॥ ৪৩ ॥ নদীং মলাপহাখ্যাঞ্চ দৃষ্ট্বা মোদং যযৌ শুভম্। ততঃ সমাসসাদাসৌ কৃষ্ণবেণীং সরিদ্বরাম্ ॥ ৪৪ ॥ শিবস্য নিয়তাবাসং চতুর্দ্বারসম-ন্বিতম্। নানাতীর্থগণাকীর্ণং শ্রীপর্ব্বতমবৈক্ষত ॥ ৪৫ ॥ নদীং পিনাকিনীং তীর্ত্বা গত্বা দেবর্ষি-সেবিতম্। নারায়ণপ্রিয়াবাসমপশ্যদ্বেঙ্কটাচলম্ ॥ ৪৬ ॥

ধর্ম্মমূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হন, যাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান আছে এবং যিনি সুদক্ষ, তাদৃশ পুরুষের পূর্ব্ব কৃত প্রতিজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি যে ধর্ম্মসম্মত বাক্য বলিয়াছেন, উহা অশক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে অবলম্বনীয়। অশক্ত ব্যক্তিগণই গুরু ও বান্ধবের বাক্যে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বাক্য লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকে। আর আর্য্য যদি কৃপাপরবশ হইয়া তীর্থগমন হইতে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন, তবে "আমি হতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি" লোকে যে এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিবে, কে তাহাদিগকে বারণ করিবে? হে রাজন্! তীর্থযাত্রার কৌতুকে আমার মন দ্রবীভূত হইয়াছে; অতএব আমি নারদের শাসন অবশ্যই পালন করিব। হে মহারাজ! আমার তীর্থযাত্রার জন্য আপনি প্রসন্ন হউন; দেখুন, প্রভুগণ অনুজীবীদিগের নির্ব্বন্ধের প্রতি আদর করিয়া থাকেন। অনন্তর অর্জ্জুনের বাক্যে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ তদীয় তীর্থযাত্রায় অনুমোদন করিলে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন প্রণামবিনয়াদি দ্বারা অগ্রজকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণকে সম্ভাষণ করিয়া তীর্থযাত্রায় উদ্যত হইলেন। তখন ভব্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাঁহার কুশলকামনায় বিবিধ মঙ্গলাবহ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। পৌরাণিক, জ্যোতিষিক, চিকিৎসক ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং বহুসংখ্যক ভৃত্য, শিল্পী ও সূত-মাগধগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির 'ধনের ত্যাগেই ভোগক্ষয় হয়' জানিয়া কোষাধ্যক্ষগণকে ধন লইয়া অর্জ্জুনের অনুগমনে আদেশ করিলে স্নিগ্ধ ও সভ্য কোষাধ্যক্ষগণও ধনগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর রাজতনয় অর্জ্জুন প্রথমে ভাগীরথীর সেবা করিয়া ক্রমে ভাগীরথীতীরপথে গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ ও কাশিকা দর্শন করিতে করিতে অত্যুচ্চ কল্লোলশালী দক্ষিণ সাগরে উপনীত হইলেন এবং ক্রমে পুণ্যা মহানদী, প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম ও সিংহাচল অবলোকন করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। অনন্তর কুন্তীতনয় অর্জ্জুন, যাঁহার দর্শনে সমস্ত দুরিত বিদূরিত হয় সেই পুণ্ডতৃণ্যার গোদাবরীতীর সন্দর্শন করিয়া বিধিপূর্ব্বক গোদাবরীবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইলেন এবং প্রমোদসহকারে বিবিধ ভূমি ও সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন। তার পর হৃষ্টান্তঃকরণে শোভনা মলাপহা নাম্নী নদী সন্দর্শনপূর্ব্বক সরিদ্বরা কৃষ্ণবেণীতীরে গমন করিলেন এবং কৃষ্ণবেণী দর্শন করিয়া শ্রীপর্ব্বতে উপনীত হইলেন। এই শ্রীপর্ব্বতে পার্ব্বতীপতি শিবের একটী আবাস বিদ্যমান। ঐ আবাস চতুর্দ্বারসমন্বিত ও নানা তীর্থগণ সমাকীর্ণ; শিব এই স্থানে নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন এই শ্রীপর্ব্বত দর্শনপূর্ব্বক পিনাকিনী নদী পার হইয়া দেবর্ষিসেবিত

শৃঙ্গেষ্বস্য ভূভৃত্তুঙ্গে স্থিতং লোকৈকনায়কম্। অপূজয়দ্ধরিং ভক্ত্যা প্রসিদ্ধং শুভসিদ্ধয়ে ॥ ৪৭ ॥ অবরুহ্য বেঙ্কটমহাদ্রিশৃঙ্গতঃ স দদর্শ সিদ্ধমুনিসঙ্ঘসেবিতাম্। কলসোদ্ভবেন মুনিনা সমাহৃতাং তটিনীং সুবর্ণমুখরীসমাহ্বয়াম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অর্জ্জুনতীর্থযাত্রাগমনবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়।

সূত উবাচ। তথা সর্ব্বাণি তীর্থানি সমালোক্যাগতস্য চ। মুদং প্রযচ্ছ্যাঞ্চকে সা পার্থস্য মহাপগা ॥ ১ ॥ যস্যাস্তটনিকুঞ্জেষু মোদন্তে বনিতাঃ সুখাঃ। সিদ্ধাঃ সংসেবিতা বাতৈঃ শীকরাসারশীতলৈঃ ॥ ২ ॥ যা সমুদ্যতহস্তেব গঙ্গামাকাশবাহিনীম। আলিঙ্গিতুং সমুত্তুঙ্গৈঃ কল্লোলৈরভ্রসঙ্গিভিঃ ॥ ৩ ॥ ধর্মেরাগতিসন্তুষ্টৈস্তরুশাখোপলম্বিভিঃ। বল্কলৈশ্চ বিরাজন্তে যত্তটাশ্রমভূময়ঃ ॥ ৪ ॥ মুনীন্দ্রৈঃ সুরবর্য্যৈশ্চ স্থাপিতানি সমন্ততঃ। যত্তটদ্বিতয়ে ভান্তি দিব্যলিঙ্গানি শূলিনঃ ॥ ৫ ॥ যদীয়সৈকতাবাসবিশ্রান্তা মানসং সরঃ। ন স্মরন্তি নিজাবাসং মরালা বিহগোত্তমাঃ ॥ ৬ ॥ শমিতাবগ্রহাতঙ্কৈঃ কুল্যামুখবিনির্গতৈঃ। পুষ্ণাতি তোয়ৈঃ শস্যানি লোকরক্ষাক্ষমাণি যা ॥ ৭ ॥ চক্রবাককুচোত্তুঙ্গবীচিবল্লীবিভূষিতা। আবর্ত্তনাভিবিলসৎসৈকতশ্রোণিমণ্ডলা ॥ ৮ ॥ প্রফুল্লপদ্মবদনা চলন্মীনযুগেক্ষণা। বিলসৎফেনবসনা হংসযানমনোহরা ॥ ৯ ॥ জলপক্ষিরবালাপা নয়নানন্দকারিণী। অপূর্ব্বকামিনীরূপং যা বিভাতি সুধিপ্রিয়া ॥ ১০ ॥ রোদস্যন্তরবাহিন্যাস্তস্যাঃ প্রাচ্যাং ধনঞ্জয়ঃ। দদর্শ শৈলমুত্তুঙ্গং কালহস্তিসমাহ্বয়ম ॥ ১১ ॥ উদগ্রশিখরাভোগোল্লিখিতাকাশমণ্ডলম্। সপ্তপাতালমূলাধোরূঢ়-

---

নারায়ণের প্রিয় আবাস বেঙ্কটাচল অবলোকন করিলেন। এই বেঙ্কটশৈলের অত্যুচ্চ শৃঙ্গদেশে লোকনায়ক হরি বিরাজিত, অর্জ্জুন শুভসিদ্ধির জন্য ভক্তি সহকারে সেই হরিকে পূজা করিলেন। অনন্তর কুন্তীতনয় অর্জ্জুন বেঙ্কটাচলের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সিদ্ধ ও মুনিগণ সেবিত কুম্ভসম্ভব মহর্ষি অগস্ত্যানীত সুবর্ণমুখরীনাম্নী নদী সন্দর্শন করিলেন। ২১—৪৮।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অর্জ্জুন যাবতীয় তীর্থ দর্শন করিয়া সুবর্ণমুখরীতীরে আগমন করিলে সেই নদীশ্রেষ্ঠা সুবর্ণমুখরী তাঁহার সাতিশয় আনন্দবর্দ্ধন করিল। তিনি দেখিলেন,—সেই তটিনীতটের নিকুঞ্জে বনিতাগণ প্রমোদ সহকারে বিচরণ করিতেছে, সিদ্ধগণ শীকরসংসর্গে সুশীতল সমীরণ দ্বারা সেবিত হইয়া পরম সুখভোগ করিতেছেন, হস্তদ্বয় উদ্যত করিয়া যেন সুবর্ণমুখরী আকাশ-বাহিনী মন্দাকিনীকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তাঁহার অত্যুচ্চ কল্লোলমালা আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে, সেই সুবর্ণমুখরীতীরবাসী ব্রাহ্মণগণের আতিথি-সন্তুষ্ট-বৃক্ষশাখাবলম্বিত বল্কল দ্বারা উহার তটস্থিত আশ্রমভূমিসমূহ শোভিত হইয়াছে, সুরগণ ও মুনিগণের পরিধান বল্কল দ্বারা শোভিত হইতেছে, সুবর্ণমুখরীতীরের চারিদিকে অনেক সুর মুনিগণের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উভয়তীরেই অনেক দিব্য শিবলিঙ্গ শোভা পাইতেছে। ১—৫। বিহগোত্তম হংসসমূহ সুবর্ণমুখরীর সৈকতাবাসে বাস করিয়া নিজাবাস মানস সরোবর বিস্মৃত হইয়াছে এবং লোকরক্ষার জন্য এখানে অবগ্রহাদি শঙ্কাবিরহিত কুল্যামুখবিনির্গত অতি-পবিত্র জলধারা শস্য সকল পরিপুষ্ট হইতেছে। এই সাগরপ্রিয়া সুবর্ণমুখরীর বক্ষ চক্রবাকসমন্বিত-বীচিবল্লীবিভূষিত হওয়ায় অত্যুচ্চ কুচের ন্যায় শোভিত হইতেছে, আবর্ত্তন দ্বারা সৈকতসমূহ উত্থিত হইয়া শ্রোণি মণ্ডলের শোভা বিস্তার করিতেছে, প্রস্ফুটিত কমলদল যেন বদনের ন্যায় অনুমিত হইতেছে, চঞ্চল মীন যেন নয়নের প্রতিনিধির কার্য্য করিতেছে, ফেনরাশির মধ্যে শ্বেতহংসগণ বিচরণ করিয়া বসনের অনুকরণ করিতেছে এবং মধুরবাক্ পক্ষিকুল মধুর কলধ্বনি দ্বারা ইহার বাগ্বিভব বিস্তার করায় মনে হইতেছে যেন এই সাগররমণী সুবর্ণমুখরী একটী দিব্যনারীরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। অতঃপর ধনঞ্জয় আকাশ হইতে প্রবাহিত এই সুবর্ণমুখরীর পূর্ব্বতীরে কালহস্তী নামক একটী অত্যুচ্চ শৈল সন্দর্শন করিলেন। এই শৈলের উচ্চ শিখরদেশ যেন আকাশমণ্ডলকে বিলেখন করিতেছে এবং পাষাণকীর্ণ মূলদেশ যেন অধোদেশে

মূলোপশাখিতম্ ॥ ১২ ॥ স্নাত্বা তস্যাং মহানদ্যাং তস্মিন্ শৈলে সুরার্চ্চিতম্ । অপশ্যদর্জ্জুনো দেবং কালহস্তীশনামকম্ ॥ ১৩ ॥ সম্পূজ্য চ মহাদেবং নগেন্দ্রতনয়াসখম্ । মনসা ভক্তিযুক্তেন কৃতার্থত্ব মুপেয়িবান্ ॥ ১৪ ॥ ততো মহাগিরৌ তস্মিন্নদ্ভুতৈক নিকেতনে । চচারাদ্ভুতপূর্ব্বাণাং বিশেষাণাং দিদৃক্ষয়া ॥ ১৫ ॥ সিদ্ধানালোকয়ামাস বসতো গিরিসানুষু । গায়তো দেবদেবস্য চরিত্রাণ্যবলায়ুতান ॥ ১৬ ॥ অপ্সরোললনাজুষ্টান্ পুষ্পাসবমদাকুলান্ । নিকুঞ্জেষু সমাসীনান্ গন্ধর্ব্বানৈক্ষতাদরাৎ ॥ ১৭ ॥ বিবিক্তেষু প্রদেশেষু শিবধ্যানপরায়ণান্ । অপশ্যদ্‌যোগিনো দিব্যানাদরানন্দশালিনঃ ॥ ১৮ ॥ প্রশান্তান্যাশ্রমপদান্যবৈক্ষত সমন্ততঃ । বলিনীবারবিলসদ্দ্বার ভূমিশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ১৯ ॥ নিরাহারান্ বায়ুভুজঃ পর্ণাদানাতপাশনান্ । শান্তানালোকয়ামাস মুনীন্নিয়মিতেন্দ্রিয়ান্ ॥ ২০ ॥ মুদং বিতেনিরে তস্য নেত্রয়োঃ কমলাকরাঃ । ফুল্লসৌগন্ধিকামোদসংবাসিতদিগম্বরাঃ ॥ ২১ ॥ মৃগয়াসম্ভৃতধিয়শ্চরতোঽধিজ্যকার্ম্মুকান্ ॥ ২২ ॥ দদর্শান্বেষিতমৃগান্ কিরাতান্ বনিতাযুতান্ । ততো দক্ষিণদিগ্‌ভাগে চরন্নদ্রের্ম্মনোহরে ॥ ২৩ ॥ পুণ্যমাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্ভরদ্বাজস্য কৌরবঃ । কদলীনারিকেলাম্র-কোলচম্পকচন্দনৈঃ ॥ ২৪ ॥ তক্কোলাশোকহিন্তাল-তালকেতকিদাড়িমৈঃ । জম্বুকদম্বকতকখদিরার্জ্জুন-পাটলৈঃ ॥ ২৫ ॥ নাগপুন্নাগসরলদেবদারুকরঞ্জকৈঃ । লবঙ্গলুঙ্গলবলীপ্রিয়ঙ্গুতিলকৈরপি ॥ ২৬ ॥ বিভীতক-শ্রীফলাশ্বত্থমধূকপ্লক্ষকেসরৈঃ । পূগজম্বীরনারঙ্গ-নিম্বামলককৌশিকৈঃ ॥ ২৭ ॥ অন্যৈশ্চ ফলপুষ্পাঢ্যৈঃ শোভিতং ধরণীরুহৈঃ । বাসন্তীকুন্দজাত্যাদিলতাভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ২৮ ॥ অপূর্ব্বসৌরভাকৃষ্টভ্রমরীভিঃ সমন্ততঃ । চক্রবাকবকক্রৌঞ্চহংসকারণ্ডবাশ্রয়ৈঃ ॥ সৌগন্ধিকোৎপলাম্ভোজকৈরবৌঘবিরাজিতৈঃ । সরোভিরমৃতস্যন্দিমধুরস্ফারবারিভিঃ ॥ ৩০ ॥ সমাপাদিতলক্ষ্মীকং কৌতুকৈকনিকেতনম্ । সিংহদন্তাবলব্যাঘ্রতরক্ষুরুরুঋক্ষুভিঃ । মৃগৈরন্যৈঃ সমাকীর্ণমন্যোহন্যহিতকারিভিঃ ॥ ৩১ ॥ জিতচৈত্ররথোদ্যান-

সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন এই মহানদী সুবর্ণমুখরীতে স্নান করিয়া সুরগণপূজিত দেব কালহস্তীশকে সন্দর্শন করিলেন এবং ভক্তিভরে নগেন্দ্রনন্দিনীর প্রিয় সখা মহাদেবের পূজা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন। তারপর প্রাণিগণপরিপূর্ণ এই পর্ব্বতে একটী অদ্ভুত নিকেতন সন্দর্শন করিয়া বিশেষ বিশেষ দৃশ্য সকলের দর্শন মানসে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন ;—কোন স্থানে সিদ্ধগণ শৈলসানুতে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, কোন স্থানে দেবদেবের চরিত্র গান করিতেছে, অপ্সরোগণ পুষ্পের আসবপানে আকুল হইয়া বিহার করিতেছে এবং নিকুঞ্জসমূহে গন্ধর্ব্বগণ সমাসীন রহিয়াছে। তিনি সাদরে এই সকল সন্দর্শন করিয়া আবার দেখিলেন ;—নির্জ্জন প্রদেশে শিবধ্যানপরায়ণ প্রসন্নবদন যোগিগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন ; চারিদিকেই তাঁহাদের প্রশান্ত আশ্রমপদ শোভা পাইতেছে। যোগিগণের আশ্রমপর্ণকুটীর-নিকটে আশ্রমপশুর বলি প্রদানার্থ দ্বারদেশে নীবার পড়িয়া রহিয়াছে। কত বিজিতেন্দ্রিয় শান্ত ঋষি তপস্বী নিরাহার, বায়ুভক্ষ, পর্ণাশন ও আতপাহারী হইয়া তপস্যা করিতেছেন। পাণ্ডুনন্দন এই সমুদায় আদর সহকারে সন্দর্শন করিলেন। তত্রত্য সরোবরনিকরে কমলদল বিকসিত হওয়ায় সুগন্ধে দিগ্‌গুল সুবাসিত ও আমোদিত হইয়াছে, কাননভূমে ভূমিপালগণ মৃগয়ার্থ প্রভূতসম্ভারে সম্ভৃত হইয়া সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন এবং কোথাও বা কিরাতগণ বনিতাগণসহ মৃগগণের অন্বেষণ করিতেছে ;—এই সব দেখিয়া শুনিয়া কুন্তীতনয় অর্জ্জুনের নয়নদ্বয় অতীব মুদান্বিত হইল। অনন্তর কৌরব অর্জ্জুন মনোহর দক্ষিণদিকে বিচরণ কারতে করিতে ভরদ্বাজের পুণ্যাশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই ভরদ্বাজাশ্রম—কদলী, নারিকেল, আম্র, কোল, চম্পক, চন্দন, তক্কোল, অশোক, হিন্তাল, তাল, কেতক, দাড়িম, জম্বু, কদম্ব, কতক, খদির, অর্জ্জুন, পাটল, নাগ, পুন্নাগ, সরল, দেবদারু, করঞ্জক, লবঙ্গ, লুঙ্গলবলী, প্রিয়ঙ্গু, তিলক, বিভীতক, শ্রীফল, অশ্বত্থ, মধূক, প্লক্ষ, কেশর, পূগ, জম্বীর, নারঙ্গ, নিম্ব, আমলক, কৌশিক, এবং অন্যান্য ফলপুষ্পাঢ্য মহীরুহগণে শোভিত হইতেছে। ৬—২৭। কুন্দ ও জাতি প্রভৃতি বাসন্তী লতায় আশ্রমপদের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, ভ্রমরীনিকর অপূর্ব্ব সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সরোবরসমূহে বিকসিত সুগন্ধি উৎপল ও কুমুদিনী-নিচয় বিরাজিত রহিয়াছে, তথায় চক্রবাক, বক, ক্রৌঞ্চ, হংস ও কারণ্ডবগণ বিচরণ করিতেছে। আশ্রমের সকলদিকই সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, তরক্ষু, রুরু, মৃগ ও পরস্পর

ময়ূরীরঞ্জনক্ষমম্ ॥ ৩২ ॥ অতিবাঙ্মনসোদারং পরমানন্দকারণম্। শিবাগমানাং দব্যানামর্থজাতমহুত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥ প্রকাশয়ন্তি শাবানাং যত্র মঞ্জুগিরঃ শুকাঃ। যস্মিন্ হুতাশনোদারধূমশ্যামলিতং নভঃ ॥ ৩৪ ॥ অকালজলদভ্রান্তিমাতনোতি শিখণ্ডিনাম্। যস্মিন্ বিহারশ্রান্তানাং সিংহানাং স্বেচ্ছয়াগতাঃ ॥ ৩৫ ॥ নির্ব্বাপয়ন্তি গাত্রাণি করিণঃ করশীকরৈঃ। তদাশ্রমপদং পশ্যন্ বিস্ময়াক্রান্তমানসঃ ॥ ৩৬ ॥ প্রভাবং পাণ্ডুতনয়ঃ প্রশশংস তপস্বিনাম্। নিবার্য্য তত্র তত্রৈব সকলানকু... বনঃ ॥ ৩৭ ॥ মিত্রৈর্ব্বিপ্রবরৈঃ সার্দ্ধং প্রবিবেশ তমাশ্রমম্। অগ্রে দদর্শ কৌন্তেয়ঃ স্ফুরৎপাবকতেজসম্ ॥ ৩৮ ॥ ভরদ্বাজং মুনিবরৈরনেকৈঃ পরিবারিতম্। ভস্মানুলিপ্তসর্ব্বাঙ্গং মৃগচর্ম্মোত্তরীয়কম্ ॥ ৩৯ ॥ নববারিদসংবীতং কৈলাসমিব ভাস্বরম্। জটাভির্লম্বমানাভির্ভাস্বন্তং স্বর্ণকান্তিভিঃ ॥ ৪০ ॥ স্থিরবিদ্যুল্লতাকীর্ণমিব শারদনীরদম্। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণার্থৈরেকীভূয় সমাগতৈঃ ॥ ৪১ ॥ অঙ্গীকৃতমিবাকারং দিব্যজ্ঞানশুভাস্পদম্। ধৃতিক্ষান্তিদয়াতুষ্টিশান্তিভির্নিত্যসেবিতম্ ॥ ৪২ ॥ প্রিয়াভিরিব রক্তাভিরখণ্ডব্রহ্মবর্চ্চসম্। উপগম্য শনৈঃ পার্থস্তৎপাদাম্বুজয়োঃ পুরঃ ॥ ৪৩ ॥ চক্রে প্রণামং সাষ্টাঙ্গং সমালিঙ্গিতভূতলম্ ॥ ৪৪ ॥ তমাগতং পৃথাপুত্রমুত্থাপ্য মুনিপুঙ্গবঃ। আশীর্ভিরেধয়াঞ্চক্রে প্রহর্ষোৎফুল্লমানসঃ ॥ ৪৫ ॥ সম্পূজ্য চ যথান্যায়ং তমর্ঘ্যাদ্যৈঃ প্রিয়াতিথিম্। বিনির্দিষ্টাসনাসীনং তমপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥ ৪৬ ॥ সম্মাননমবাপ্যাস্মান্মুনেঃ পাণ্ডবমধ্যমঃ। প্রিয়ৈর্বা... নিপতেরকরোন্মনসো মুদম্ ॥ ৪৭ ॥ সস্মারাথ ভরদ্বাজ স্বর্দ্ধেনুং কামদোহিনীম্। সা বিতেনেহতিমহতীং ভক্ষ্যভোজ্যাদিকল্পনাম্ ॥ ৪৮ ॥ ভুক্ত্বা পার্থঃ সানুচরস্তমুপাস্য তপোনিধিম্। দিনশেষং কথালাপকৌতুকেনাত্যবাহয়ৎ ॥ ৪৯ ॥ ততঃ সায়ন্তনীং সন্ধ্যামুপাস্য হুতপাবকঃ। বিপ্রৈরমাত্যৈঃ সহিতো

হিতকারক অন্য পশুগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। আশ্রমের কোথাও মঞ্জুভাষী শুকশাবক সকল মধুররবে দিব্য শিবাগমার্থ প্রকাশ করিতেছে, কোথাও হুতধূম উদ্গীর্ণ হইয়া আকাশমণ্ডল শ্যামল করায় ময়ূরগণের তদ্দর্শনে মেঘভ্রম হইতেছে, কোথাও সিংহগণ বিহারে পরিশ্রান্ত হইয়া শান্তিকামনায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আগমন করিতেছে, কোথাও করিগণ করশীকর দ্বারা শরীর-তাপ বিদূরিত করিতেছে। পরমানন্দজনক বর্ণনাতীত অভীষ্টদায়ক মঙ্গলাবহ উদার ভরদ্বাজাশ্রম যেন এই সকল বনসমৃদ্ধিতে চৈত্ররথ ও নন্দনকাননকেও পরাজিত করিয়াছে। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সেই আশ্রমপদ সন্দর্শনপূর্ব্বকবিস্ময়াক্রান্ত হৃদয়ে তপঃপ্রভাবের প্রশংসাপূর্ব্বক অনুজীবীদিগকে নিবারণ করিয়া মিত্র ও বিপ্রগণসহ আশ্রমমধ্যে গমন করিলেন। দেখিলেন,—অনেক মুনিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভরদ্বাজ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মদ্বারা অনুলিপ্ত হইয়াছে, তিনি মৃগাজিনে সমাসীন রহিয়াছেন। এবং মৃগাজিনের উত্তরীয় তাঁহার গলদেশে বিলম্বিত হইয়াছে। নূতন জলদগণে পরিবেষ্টিত কৈলাসশৈলের ন্যায় তাহার শরীর প্রদীপ্ত হইতেছে, তাঁহার মস্তকে উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি সুদীর্ঘ জটাসকল বিলম্বিত হওয়ায় তাঁহাকে দেখিয়া স্থির-সৌদামিনী-সমন্বিত শারদজলদজাল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণবাণী যেন একত্র হইয়া তথায় সমাগমনপূর্ব্বক দিব্য-জ্ঞানময় শুভাস্পদ আকার পরিগ্রহ করিতেছে, ধৃতি, ক্ষান্তি, দয়া, তুষ্টি এবং শান্তি যেন প্রিয় অনুরক্ত পত্নীর ন্যায় সতত তাহার সেবা করিতেছেন। অর্জ্জুন সেই অখণ্ড ব্রহ্মকান্তি ঋষিকে দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পাদসরোজপ্রান্তে উপনীত হইলেন এবং ভূতল আলিঙ্গিত করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন মুনিপুঙ্গব ভরদ্বাজ কুন্তীতনয় ধনঞ্জয়ের হস্তবারণপূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদবাক্যে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা সেই প্রিয় অতিথি পার্থের যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশনে অনুমতিপ্রদানপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন ঋষিসমীপে এবংবিধ সৎকার প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ প্রিয়বাক্যে মুনীশ্বর ভরদ্বাজের সন্তোষ সাধন করিলেন। অনন্তর ঋষি ভরদ্বাজ স্বর্গীয় কামধেনুকে স্মরণ করিলেন। কামধেনুও তৎক্ষণাৎ প্রভূত ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা আশ্রম পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। অর্জ্জুন অনুচরগণসহ সেই সকল ভোজ্য ভোজন করিয়া সেই তপোনিধি ভরদ্বাজের উপাসনা করত বিবিধ কৌতুককথালাপে দিন অতিবাহিত করিলেন। ২৮—৪৯। পরে সায়ং সময় সমাগত হইলে সন্ধ্যোপাসনা ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া বিপ্র ও অমাত্যগণ

হর্ষো তস্য কুটীগৃহান্ ॥ ৫০ ॥ তত্রাসীনো মুনিপতে-রাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ। আনন্দ্যমানো মুমুদে তন্নদী-শীতলানিলৈঃ ॥ ৫১ ॥ সম্প্রাপিতা কেন ভুবঃ প্রভূতা কস্মান্মহীধ্রাদধিকপ্রভাবা। ইতি প্রভাবং পরিপৃচ্ছ্য নদ্যাঃ শ্রোতুং মুনীন্দ্রান্মতিরস্য জজ্ঞে ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বর্ণমুখরীমাহাত্ম্যপ্রশংসায়াং ভরদ্বাজাশ্রমবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। কৃতসায়ন্তনবিধিং হুতাশনসমদ্যুতিম্। সুখাসীনং মুনিপতিং প্রণম্য ভরতর্ষভঃ ॥ ১ ॥ তদীয়শীতলামোদসুধাপূরানুমোদিতঃ। গম্ভীরং প্রশ্রয়োপেতমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২॥ অর্জ্জুন উবাচ। মুনিপুঙ্গব লোকেঽস্মিন ধন্য একোঽহমেব হি। পুত্রাবিশেষং ভবতা যদেবং সমাগাদৃতঃ ॥ ৩ ॥ ভবদাদরসঞ্জাতকৌতুকং মম মানসম্। ভবদ্বাক্যামৃতং দিব্যং পাতুং ত্বরয়তীব মাম্ ॥ ৪ ॥ কস্মাচ্ছৈলাদিয়ং জাতা কেনানীতা মহানদী। কিং পুণ্যং স্নানদানাদ্যৈঃ কৃতৈস্তত্রোপলভ্যতে ॥ ৫ ॥ অস্যাঃ প্রভাবং প্রভবং প্রভুস্ত্বং মম সন্মুনে। বক্তুমর্হসি কার্য্যো হি ভক্তানুগ্রহ এব তে ॥ ৬ ॥ অর্জ্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা ভরদ্বাজো দ্বিজোত্তমঃ। তদাননং সমালোক্য বাক্যং বাক্যবিদব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। ত্বমর্জ্জুন মহাবাহো কৌরবান্বয়পাবনঃ। বিশেষান্মম মান্যোঽসি ধর্ম্মপুত্রানুজো যতঃ ॥ ৮ ॥ অনেকে ভূমিপা দৃষ্টা ন তে ত্বমিব ফাল্গুন। লীলার্জ্জবদয়ৌদার্য্যধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনঃ ॥৯॥ কুলং বিদ্যা ধনং চৈব বলিনাং মদকারণম্। ভবাদৃশানাং ভব্যানাং তানি প্রশ্রয়কারণম্ ॥ ১০ ॥ প্রাজ্যেষু রাজ্যভোগেষু বিদ্যমানেষু কৌরব। ঋতে ভবন্তং কো বান্যো নোপৈতি বিকৃতের্বশম্ ॥ ১১ ॥ পরবানস্মি কৌন্তেয় গুণৈর্লোকোত্তরৈস্তব। কিমস্ত্যকথনীয়ং তে কৌতুকোপেতমানস ॥ ১২ ॥

সহ অর্জ্জুন ভরদ্বাজের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন। পর্ণকুটীরে প্রবিষ্ট হইয়াও অর্জ্জুন পুনরায় মুনীশ্বর ভরদ্বাজ ঋষির আশীর্ব্বাদে প্রমুদিত হইলেন, নদী-সংসর্গে সুশীতল মন্দ মন্দ সমীরণ সেবনে তাঁহার মন অতীব প্রফুল্লিত হইল এবং পৃথিবীতলে এই স্থান কিরূপে প্রভূত বিভূতি-সম্পন্ন হইল, পর্ব্বতসমূহের মধ্যে ইহার ঐশ্বর্য্য এত অধিক কেন, আর এই মহানদীর বা সমধিক মাহাত্ম্য কেন হইল, মুনিগণ-সমীপে অর্জ্জুনের এই সকল জানিবার জন্য অভিলাষ হইল। ৫৮—৫২।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর ভরতর্ষভ অর্জ্জুন সায়ংকালীন উপাসনা ও হুতাশনে আহুতি প্রদান প্রভৃতি সায়ন্তন বিধি সমাপনপূর্ব্বক সুখাসীন অনলপ্রভ মুনীশ্বর ভরদ্বাজকে প্রণাম করিলেন এবং তদীয় শীতলামোদ সুধাপূর্ণ বাক্যে হৃষ্ট ও অনুমোদিত হইয়া গাম্ভীর্য্যযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! বসুধামধ্যে একমাত্র আমিই ধন্য; কেননা, আপনি সুতনির্ব্বিশেষে আমাকে সম্যক্ সমাদৃত করিয়াছেন। আপনার আদরে আমার হৃদয় কৌতুকপূর্ণ হইয়াছে এবং আপনার দিব্য অমৃতময় বাক্যসুধাপানে আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। হে মুনে! কোন্ শৈল হইতে পুণ্যসলিলা এই মহানদী সমাগত হইয়াছেন, কোন্ মহাত্মা ইহাকে আনয়ন করিয়াছেন, এই নদীর জলে স্নান ও জলপানে কি পুণ্য সঞ্চয় হয়? হে সাধো মুনে! ইহার প্রভাব বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, আপনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব ইহার প্রভাব আমার নিকট বর্ণন করুন।১—৬। অর্জ্জুনের বাক্য শুনিয়া দ্বিজোত্তম ভরদ্বাজ তদীয় আনন অবলোকনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে মহাবাহো অর্জ্জুন! তুমি কুরুগণের কুল পবিত্র করিয়াছ, বিশেষতঃ তুমি ধর্ম্মরাজের অনুজ, অতএব আমার বহুমান্য; হে ফাল্গুন! লীলা, সারল্য, দয়া, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যশালী অনেক ভূপাল আমি দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার অনুরূপ দ্বিতীয় দর্শন করি নাই। কুল, বিদ্যা এবং ধন বলীয়ান্দিগের এই সকলই মত্ততার হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু হে কৌরব! তোমাদিগের মত নৃপতিগণের এই সমস্ত বিনয়েরই কারণ হইয়াছে। প্রভূত রাজ্য, বিদ্যমান থাকিতেও তুমি ভিন্ন আর কাহার মন না বিকৃতির বশতা প্রাপ্ত হয়? হে কৌন্তেয়! তুমি অনন্যসাধারণ গুণশালী ও দয়াবান্; তোমার মন একান্ত কৌতুহলাধিত

শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যাং যথা মুনিমুখাচ্ছ্রুতাম্। যাং শ্রুত্বা পাতকাত্তস্মান্মুচ্যন্তে সর্ব্বজন্তবঃ ॥ ১৩ ॥ পূর্ব্বং দাক্ষায়ণী দেবী জনকেনাবমানিতা। ত্যক্ত্বা তনুং তাং নীহারগিরেরভবদাত্মজা ॥ ১৪ ॥ সপ্তর্ষিভিরুপাগম্য প্রার্থিতো ধরণীধরঃ। মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাং পুত্রীং বিবাহে দাতুমুদ্যতঃ ॥ ১৫ ॥ বৃষভাঙ্কো জগৎস্বামী বিবোঢ়ুং সর্ব্বমঙ্গলাম্। প্রাপ্তো হিমবদাবাসমোষধীপ্রস্থনামকম্ ॥ ১৬ ॥ তচ্ছাসনাৎ সমাজগ্মুঃ স্থাবরাণি চরাণি চ। ভূতানি ভূতনাথস্য কল্যাণমভিনন্দিতুম্ ॥ ১৭ ॥ *ভূরিভাবসন্তপ্তা ভূমিরুত্তরসংশ্রয়া। নিম্নতামাযযৌ বদযাবৎপাতালমাশ্রিতা ॥ ১৮ ॥ নির্ম্মলাবলাম্বরবাদস্মাত্তৃশং দক্ষিণগামিনী ঊর্দ্ধং গতা চ তৎ দৃষ্ট্বা সর্ব্বেবামভবদ্ভয়ম ॥ ১৯ ॥ জ্ঞাত্বা তাং বিকৃতিং ভূমেস্ত্রীগস্ত্যং মহেশ্বরঃ। ইত এহি মহাপ্রাজ্ঞেত্যুক্ত্বা বচনমব্রবীৎ ॥ ২০ ॥ আগতেষু সমস্তেষু ভূতেষত্র বসুন্ধরা। ভূভারেণ সমাক্রান্তা বিকৃতিং সমুপাগতা ॥ ২১ ॥ তদ্ভবঃ সাম্যাকরণে ত্বমর্হসি মহামতে। ত্বত্তো নান্যত্র হি ত্বত্তঃ পরমেতত্‌ কথং ভবেৎ ॥ ২২ ॥ মত্তেজঃসম্ভবো হি ত্বং লোকসংরক্ষণোদ্যতঃ। তস্মাদ্মদ্বচনাদ্বৎস ভুবমেতাং সমীকুরু ॥ ২৩ ॥ মৎপাণিগ্রহণালোককৌতুকায়ত্তবুদ্ধিষু। আগতেষু সমস্তেষু স্থাতব্যং ভবতাপি চ ॥ ২৪ ॥ ত্বং ন তিষ্ঠসি চেদত্র ন কাশ্চিদ্ধৃতিং ভুবঃ। অপনেতুং হি শক্নোতি তদাস্তব্যং ত্বয়ানঘ ॥ ২৫ ॥ ইমাং গিরিসুতাপাণিগ্রহকল্যাণভাসুরাম্। মূর্ত্তিং প্রদর্শয়িষ্যামি যত্র তিষ্ঠন্ তত্র তে ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা তং পরিষজ্য বিসৃজ্য মহেশ্বরঃ। তথেতি তং প্রণম্যাসৌ যযৌ যাম্যাং দিশং মুনিঃ ॥ ২৭ ॥ বিন্ধ্যাদ্রিং সমতিক্রম্য দক্ষিণামাগতে দিশম্। অগস্ত্যে মুনিশার্দ্দূলে মহী সাম্যমুপাযযৌ ॥ ২৮ ॥ ভূবোঽপনীয় বিকৃতিং স্থিতং কলশজং মুনিম্। তুষ্টুবুর্হর্ষতরলাঃ সুরগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ২৯ ॥ স দদর্শ ততো গত্বা কঞ্চিচ্ছৈলং

হইয়াছে, অতএব তোমার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই। হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে মুনিগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, সেই পুণ্যকথা কীর্ত্তন করিব, এই দিব্য কথা শ্রবণ করিলে প্রাণিগণ পাপমুক্ত হয়। এক্ষণে এই পুণ্যাখ্যান শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দক্ষদুহিতা দেবী দাক্ষায়ণী পিতার নিকট অপমানিতা হইয়া তনুত্যাগ করত হিমবানের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ধরণীধর হিমবান সপ্তর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় কন্যা গিরিজাকে মৃত্যুঞ্জয়ের করে অর্পণ করিতে অভিলাষ করেন। তখন বৃষধ্বজ জগৎস্বামী শঙ্করও তাঁহাদের প্রার্থনায় সর্ব্বমঙ্গলা গিরিজার পাণিগ্রহণার্থ ওষধিপ্রস্থ হিমালয়ের আলয়ে আগমন করেন। তখন তাঁহার আদেশে নিখিল স্থাবর, চর, ও ভূতগণ, ভূতপতির মঙ্গল অভিনন্দন করিবার জন্য তাঁহার অনুগমন করিলে তাহাদিগের ভূরিভাবে সন্তপ্ত হইয়া ধরিত্রী হিমালয়ের উত্তর হইতে পাতাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত নিম্নতা প্রাপ্ত হইলেন। তখন লোকগণ ভারবশত ভূমির একদিক নিমগ্ন ও অপরদিক ঊর্দ্ধগত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলে মহেশ্বর ভূমির এবংবিধ বিকৃতাবস্থা জানিতে পারিয়া মহর্ষি অগস্ত্যকে বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমার সমীপে আগমন কর। অনন্তর অগস্ত্য তাঁহার সমীপাগত হইলে ঈশ্বর বলিলেন,—নিখিল লোক আমার অনুগমন করায় বসুন্ধরা ভারাদেব ভারে পীড়িত হইয়া বিকৃত হইয়াছেন, হে মহামতে! এক্ষণে তুমিই বসুধার সমীকরণে সমর্থ, আর তোমা ভিন্ন এই কার্য্যে কে পারগ হইবে কেননা, তুমিই একমাত্র আমার তেজে অভ্যুত্থিত হইয়া লোকরক্ষার জন্য ব্যবস্থিত রহিয়াছ। অতএব হে বৎস! আমার বাক্যে এই বসুধাকে সমান করিয়া দাও এবং আমার পাণিগ্রহণব্যাপারে কৌতুকাবিষ্ট-চিত্ত সমাগত লোকগণকে তুমিই রক্ষা কর। ৭—২৪। হে ভদ্র! তুমি এখানে থাকিলে কিছুতেই পৃথিবীর বিকৃত-ভাব দূর হইবে না, তুমিই বিকৃতভাব অপনোদন করিতে সমর্থ, হে অনঘ! অতএব সত্বর ইহার উপায় বিধানার্থ গমন কর। আমি মনোজ্ঞা গিরিজার পাণিগ্রহণ করিয়া সত্বরই বিবাহবেশে গিরিজার সহিত তুমি যেখানে থাকিবে, সেইস্থানে গিয়াই দর্শন দান করিব। মহেশ্বর এইরূপ বলিয়া ঋষি অগস্ত্যকে বিদায় দিলেন। মহামুনি অগস্ত্যও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর মুনিশার্দ্দূল অগস্ত্য বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে উপনীত হইলেন, অমনিই মহীও পূর্ব্বরূপ সাম্যভাব ধারণ করিল। তখন কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য পৃথিবীর বিকৃতভাব অপনীত করিয়া অবস্থিত হইলে হর্ষতরলায়িতচিত্তে সুর, গন্ধর্ব্ব ও

সমুন্নতম্। বিততৈর্ধরণীং পাদৈর্ধৃত্বা সংস্থিতমগ্রতঃ॥ ৩০॥ মহৌষধীনাং রত্নানামশেষাণাং স্বয়ম্ভুবা। অখণ্ডতেজোদীপ্তানাং বিনির্ম্মিতমিবাকরম্॥ ৩১॥ সমুন্নতৈঃ শিখরৈর্নিপতদ্ব্যোম ভূতলে। উদারধারা-সম্পন্নৈর্দধাতীব নিরন্তরম্॥ ৩২॥ শনৈরারুহ্য তং শৈলমগস্ত্যো মুনিপুঙ্গবঃ। নিবাসায় মতিং চক্রে রম্যে তচ্ছিখরস্থলে॥ ৩৩॥ তস্যামৃতোপমেয়স্য পদ্মোৎপলকুলশ্রিয়ঃ। নানাদ্রুমপরীতস্য কাসারস্যোত্তরে তটে॥ ৩৪॥ মনোহরে মহীভাগে বিধায়াশ্রমমুত্তমম্। আরাধ্য পিতৃদেবর্ষীন্ বিবিধদ্বাস্তুদেবতাম্॥ ৩৫॥ উবাস সুচিরং তত্র মুনিসঙ্ঘসমন্বিতঃ। দেবতাসিদ্ধগন্ধর্ব্বাপ্সরোজুষ্টমহীধরে॥ ৩৬॥ তপঃসমাবেশিতচিত্তবৃত্তৌ তপোবনে তিষ্ঠতি কুম্ভজাতে। প্রশস্তসৌভাগ্যসমন্বিতোঽদ্রিরগস্ত্যশৈলাহ্বয়মাসসাদ॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুবর্ণমুখরীমাহাত্ম্যপ্রশংসায়ামর্জ্জুন-ভরদ্বাজসংবাদে শঙ্করবিবাহাগস্ত্যদক্ষিণদিগ্-গমনবর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১॥

কিন্নরগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষি এক সমুন্নত শৈলদর্শন করিয়া ভারার্থ পৃথিবীর উপরে তাহাকে স্থাপিত করিলেন। এই ধরণীধরও পাদদ্বারা পৃথিবীকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইল। হে অর্জ্জুন! ঐ পর্ব্বত যেন অবিচ্ছিন্ন তেজে দীপ্ত অশেষ মহৌষধি ও রত্ননিচয়ের আকররূপে প্রতিভাত হয় এবং ঐ মহৌষধি ও রত্ন তথায় স্বয়ংই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূতলে ঐ পর্ব্বতের উদারধারাসমন্বিত সমুন্নত শিখররাজি যেন ভূতল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। মুনিপুঙ্গব অগস্ত্য ধীরে ধীরে সেই শৈলে গমনপূর্ব্বক তদীয় রম্য শিখরে বাস করিতে অভিলাষ করিয়া পদ্ম ও উৎপলকুলে দিব্যকান্তিসমন্বিত অমৃতোপম মহীরুহে পরিবেষ্টিত মনোহর সরোবরের উত্তর তটে মহীভাগে এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। ঋষি অগস্ত্য অন্যান্য ঋষিগণ সহ যথাবিধি দেব, ঋষি, বাস্তু, ও পিতৃগণের আরাধনা করিয়া সুচির কাল তথায় বাস করিলেন। কুম্ভসম্ভব মহর্ষি অগস্ত্য দেব সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণসমন্বিত সেই মহীধরে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যায় চিত্তবৃত্তি সমাহিত করত বাস করায় প্রশস্ত সৌভাগ্যসমন্বিত ঐ পর্ব্বত অগস্ত্য শৈল নামে বিখ্যাত হইল! ২৫—৩৭।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভরদ্বাজ উবাচ। স কদাচিন্মুনিবরঃ কৃতপৌর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ঃ। বিবেশ দেবতাগারং সমারাধয়িতুং শিবম্॥ ১॥ অদৃশ্যরূপা বাগ্দেবী তত্রাশ্রাবি মহাত্মনা। তেনাদ্ভুতোপপন্নেন ব্যক্তবর্ণসমুজ্জ্বলা॥ ২॥ আকাশবাণ্যুবাচৈনমগস্ত্যং জপতাং বরম্। নদীহীনো হ্যয়ং দেশঃ প্রসিদ্ধোঽপি ন শোভতে॥ ৩॥ জ্ঞানবিজ্ঞানবিমুখঃ সাকার ইব ভূসুরঃ। দীক্ষেব দক্ষিণাহীনা জ্যোৎস্নাহীনেব শর্ব্বরী॥ ৪॥ ন বিভাতি নদীহীনা পৃথ্বীয়ং ভূসুরোত্তম। প্রবর্ত্তয় নদীং কাঞ্চিল্লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ৫॥ অগাধদুরিতোদ্ভূতভীতিমোচনশালিনীম্। হিতমেতৎ সুরৌঘানামেতন্মুনিবরার্থিতম্॥ ৬॥ ভদ্রমেতন্মনুষ্যাণামেতদাচর সুব্রত। দেবানামৃষিবর্য্যাণাং ভুজগানাং হিতাবহাম্॥ ৭॥ পাপপঙ্কপ্রশমনীং প্রবর্ত্তয় মহা-

---

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ভরদ্বাজ বলিলেন,—একদা মহাত্মা মুনিবর অগস্ত্য সমস্ত পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া শিবারাধনার্থ দেবতাগৃহে প্রবেশ করিলে এক অদৃশ্যরূপ বাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। অনন্তর সেই অদ্ভুত বাক্যে বিস্মিত তপস্বিপ্রবর অগস্ত্যের সমীপে এক সমুজ্জ্বল ব্যক্তাক্ষর-সমন্বিত আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিতে লাগিল;—এই প্রসিদ্ধ দেশ নদীহীন হওয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানবিমুখ শরীরধারী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণাহীন দীক্ষা ও জ্যোৎস্নাশূন্য শর্ব্বরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে না। হে বিপ্রবর! নদীবিহীন-পৃথিবী কদাচ শোভিত হয় না, অতএব লোকহিতের জন্য কোন এক নদীর প্রতিষ্ঠা কর। হে মুনিবর সম্প্রতি আমার এই প্রার্থনা; তুমি এইরূপে একটী নদী আনয়ন কর, যেন তদ্দ্বারা অত্যন্ত দুরিত বিদূরিত হয়, অত্যদ্ভুত ভীতিও দূরে পলায়ন করে। হে মুনে! এইরূপ করিলেই তোমার সুরগণের হিতসাধন করা হইবে। সুব্রত মানবগণের মঙ্গলাবহ এই কার্য্য তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য; কেবল মানবগণের নহে, এই কার্য্য দেব, মুনীশ্বর এমন কি

নদীম্॥ ৮॥ শ্রীভরদ্বাজ উবাচ। তদাকর্ণ্য বচো বিপ্রঃ ক্ষণং চিন্তাপরায়ণঃ। সমাপ্য দেবতাপূজাং বহির্ব্বেদ্যামুপাবিশৎ॥ ৯ ॥ আনায়য়ামাস তদা তদাশ্রমগতান্মুনীন্। তেষামকথয়চ্চাসৌ দিব্যবাণী-রিতং বচঃ॥১০॥ তদদ্ভুতমুপশ্রুত্য মুনয়ো হৃষ্টমানসাঃ॥ ১১॥ অভিবন্দ্য মুনিশ্রেষ্ঠং মৈত্রাবরুণিমব্রুবন্॥১২॥ মুনয় উচুঃ। মহাশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যাণাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্। তবৈব শোভতে দিব্যং স্বচ্চরিত্রং কৃপা-নিধে॥১৩॥ তব হুঙ্কারমাত্রেণ ভ্রষ্টো দেবাধিরাজ্যতঃ। নহুষঃ কীটতাং প্রাপ ততশ্চিত্রং কিং বিদ্যতে॥ ১৪ ॥ সমাবৃতধরাচক্রঃ কল্লোলাত্তাম্বরঃ। কিং ততো বিদ্যতে চিত্রং যদব্ধিশ্চুলকীকৃতঃ॥ ১৫ ॥ সূর্য্য-মার্গনিরোধার্থং প্রবৃত্তো বিন্ধ্যভূধরঃ। ত্বয়া প্রশান্তিং গমিতঃ কিং ততো বিদ্যতে পরম্॥ ১৬॥ তবাদ্ভুতানি কর্ম্মাণি কঃ স্তোতুং প্রভবেদ্ভুবি। মন্মহাভাগ্যযোগাত্ত্বং প্রাপ্তোঽহসীতি শরীরিতাম্॥১৭ বয়ং কৃতার্থাঃ সঞ্জাতাস্ত্রৈলোক্যে যন্মহামুনে। নিবসামোঽত্র ভবতা সনাথা হ্যাশ্রমস্থলে॥ ১৮ ॥ বর্ণ্যো হি যাম্যতো দূরে বিষয়োঽয়ং দ্বিজোত্তম। সমস্তবস্তুপূর্ণোঽপি নদীহীনো ন রাজতে॥ ১৯ ॥ কিমলঙ্ঘনদীস্নানেনামুনা হতজন্মনা। অনদীকে জনপদে বাসাদজননং বরম্॥ ২০॥ পরিপাকস্তু ভাগ্যানামস্মাকং সমুপস্থিতঃ। যদাদিষ্টোঽসি বিবুধৈঃ প্রবর্ত্তয় মহানদীম্॥ ২১॥ প্রবর্ত্তিতায়াং দেশেঽস্মিন্ মহানদ্যাং তবানঘ। কদান্নু খলু যাস্যামঃ কৃতস্নানাঃ কৃতার্থতাম্॥ ২২ ॥ কিং বিতর্কেণ বহুনা প্রযত্নঃ ক্রিয়তাং ধ্রুবম্। সমানেতুং জগদ্বন্দ্যাং শরণ্যাং সরিদুত্তমাম্। ২৩॥ শ্রীভরদ্বাজ উবাচ। স তেষাং বচনং হৃদ্যং মানয়িত্বা মহাদ্বিজঃ। সমানেষ্যামি সরিতমিতি চক্রে বিনিশ্চয়ম্॥ ২৪॥ মুনীশ্বরৈরনু-জ্ঞাতস্তানভ্যর্চ্চ্য সুরানপি। বিশেষপূজাং বিধি-

---

পৃথিবীস্থ নিখিল প্রাণীরই কুশল হইবে। অতএব পৃথিবীতে পাপপ্রশমনে সমর্থ একটী মহানদীর প্রতিষ্ঠা কর। ১--৮। ভরদ্বাজ বলিলেন,—দ্বিজবর অগস্ত্য এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তাপরায়ণ হইলেন এবং দেবতার্চ্চনা সমাপন করিয়া আসিয়া বহির্ব্বেদীতে উপবেশন করিলেন। তিনি তখন আশ্রমবাসী ঋষিকে আহ্বান করিয়া এই আকাশবাণীর বিষয় তাঁহাদিগের নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন। মুনিগণ সেই অদ্ভুত-আকাশ বাণী শ্রবণে হৃষ্টমানস হইয়া মিত্রাবরুণতনয় মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে বন্দনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।মুনিগণ কহিলেন,—হে কৃপানিধে! আজ আমরা আপনার মুখে যাহা শুনিলাম, ইহা আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্যতর ও মঙ্গলসকলেরও মঙ্গল, ইহা আপনারই দিব্য চরিত্রে শোভা পায়। কেননা আপনার হুঙ্কারমাত্রে রাজা নহুষ যে স্বর্গরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কীটতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কি বিচিত্র নহে? ধরাচক্রকে সমাবৃত করিয়া কল্লোলদ্বারা অম্বর-তল বিতাড়িত করত সাগর যখন স্ফীত হইয়া-ছিল, তৎকালে আপনি যে গণ্ডূষমাত্রে তাহা পান করিয়াছিলেন, তাহাতে কি বৈচিত্র্য নাই? বিন্ধ্যভূধর যৎকালে সবিতার পথ নিরোধ করে, আপনি আসিয়াছিলে যে গর্ব্বিত পর্ব্বতকে খর্ব্বীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাতেও কি বৈচিত্র্য বিদ্যমান নাই? আপনার অদ্ভুত কর্ম্মের কথা ভূতলে কে বলিতে সমর্থ? আমাদের ভাগ্য বশতই আপনি শরীর ধারণ করিয়াছেন। হে মহামুনে! আপনার আশ্রমস্থলে আমরা যে আবাস লাভ করিয়াছি, এবং আপনি যে আমাদিগকে সনাথ করিয়াছেন, ইহাতে ত্রিলোকমধ্যে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। হে দ্বিজো-ত্তম! দক্ষিণদেশের বহুদূরে অবস্থিত আমাদের বর্ণনীয় এই রাজ্যটী সমস্তবস্তুপরিপূর্ণ হইয়াও এক-মাত্র নদী না থাকায় শোভা পাইতেছে না, বলিতে কি, আমরাও নদীস্নানবিমুখ হইয়া বৃথা জন্মগ্রহণ করিতেছি, বস্তুতঃ নদীহীনদেশে বাস অপেক্ষা জন্ম না হওয়াই শ্রেয়ঃ, কিন্তু আজ আমাদের ভাগ্য-ফল ফলিবার উপযুক্ত অবসর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হে অনঘ! দেবগণ যাহা আদেশ করিয়াছেন, আপনি সেই মহানদী প্রবর্ত্তিত করুন। অহো! কোনদিন এদেশে আপনার প্রবর্ত্তিত মহা-নদীতে স্নান করিয়া জন্ম সার্থক করিব? হে মুনে! এবিষয়ে আর বহু তর্কের প্রয়োজন নাই, আপনি অবশ্যই জগদ্বন্দ্য শরণ্য, নদীশ্রেষ্ঠ মহানদীকে আনয়ন জন্য প্রযত্ন করুন। ভরদ্বাজ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ঋষিদিগের হৃদয়গ্রাহী বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের বাক্যের আদর করত "আমি নদী আনয়ন করিব" ইহা নিশ্চয় করিলেন। অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য মুনীশ্বরগণের অনুজ্ঞাগ্রহণ, সুরনিকরের অর্চ্চনা এবং বিধিপূর্ব্বক ত্রিপুরারি হরের বিশেষরূপে পূজা করিয়া বহু দুঃসহ ক্লেশদ ব্রতের

রব্বিধায় পুরবিদ্বিষঃ ॥ ২৫ ॥ অঙ্গীকৃত্য ব্রতং গাঢ়ং বহুলক্লেশদুঃসহম্। অনন্তসুলভং যত্নাৎ স চকার মহত্তপঃ ॥ ২৬ ॥ ঘোরেষু ঘর্ম্মদিবসেষন্তরস্থো হবিভুজাম্। চতুর্ণাং সবিতৃন্যস্তদৃষ্টির্নাপযযৌ ক্রমম্ ॥ ২৭ ॥ বার্ষিকেষু দিনেষূগ্রবায়ুসম্পাতদুঃসহৈঃ। আসারৈস্তাড্যমানোঽপি নোদ্বেগমগমদ্ধৃদি ॥ ২৮ ॥ হেমন্তে সময়ে তিষ্ঠন্ কণ্ঠদঘ্নেষু বারিষু। জপধ্যানপরো ভূত্বা ন কিঞ্চিদ্বিকৃতিং যযৌ ॥ ২৯ ॥ ততঃ সমীহিতার্থস্য বিলম্বমবলোক্য সঃ। পুনর্গাঢ়তরাং নিষ্ঠাং প্রপেদে লোকভীষণাম্ ॥ ৩০ ॥ নিগৃহ্য মানসীং বৃত্তিং নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অবিজ্ঞাতবহির্বৃত্তিস্তস্থৌ পাষাণবত্তদা ॥ ৩১ ॥ এবং তপস্যতস্তস্য সর্ব্বাঙ্গেষু হুতাশনঃ। অভ্রংলিহো জ্বলজ্জ্যোতির্নিশ্চক্রাম ভয়ঙ্করঃ ॥ ৩২ ॥ ততোঽদ্ভুতশিখাজালৈরাবৃতাঃ সর্ব্বতো দিশঃ। সমুদগ্রভয়োদ্বিগ্না জনৌঘাঃ পরিচুক্রুশুঃ ॥ ৩৩ ॥ তদা তথাবিধং ঘোরং জগৎসঙ্ক্ষোভমাগতম্। দেবা বিজ্ঞাপয়ামাসুর্নমস্কৃত্যাব্জজন্মনে ॥ ৩৪ ॥ তানাশ্বাস্য ততো ব্রহ্মা সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতঃ। প্রাদুরাসীৎকুম্ভভুবঃ পুরোভাগে তপস্যতঃ ॥ ৩৫ ॥ তমাগতং সমালোক্য ব্রহ্মাণং পরমং দ্বিজঃ। প্রণম্য বিবিধৈঃ স্তোত্রৈস্তোষয়ামাস তন্মনাঃ ॥ ৩৬ ॥ ততস্তং বিনয়ানম্রমগস্ত্যং বীক্ষ্য পদ্মভূঃ। প্রসাদসুমুখো ভূত্বা পূতাং গিরমুপাদদে ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি তপসা দুষ্করেণ তবানঘ। বৃণীষ্ব যদ্যদিষ্টং তে তত্তদাস্যামি সুব্রত ॥ ৩৮ ॥ অগস্ত্য উবাচ। তব প্রসাদাৎসকলমুপপন্নং মম প্রভো। সম্প্রযচ্ছসি চেৎকামং যাচে নিঃশঙ্কয়া ধিয়া ॥ ৩৯ ॥ নদীহীনমিমং দেশং দৃষ্ট্বা খিদ্যতি মে মনঃ। অর্থাববোধরহিতং শ্রুতিপাঠমিবাধিকম্ ॥ ৪০ ॥ উর্ব্বীং পাবয়িতুং দক্ষাং রক্ষিতুঞ্চ মহানদীম্। প্রসাদং কুরু দেবেশ মমেষ্টমিদমেব হি ॥ ৪১ ॥ শ্রীভরদ্বাজ উবাচ। অগস্ত্যস্য বচঃ শ্রুত্বা ভূয়াদেবমিতি ব্রুবন্। সস্মার মনসা ব্রহ্মা সুরবর্ম্মাশ্রয়াং নদীম্ ॥ ৪২ ॥ অথোপেত্য বিয়দ্গাঙ্গা পুরস্তাৎ পর-

---

গাঢ় অঙ্গীকার করিলেন। তিনি ঘোরতর নিদাঘদিনে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক সূর্য্যে ন্যস্তদৃষ্টি হইয়া অনন্তসুলভ মহাতপস্যা করিতে লাগিলেন, ইহাতে কদাচ তিনি ক্লান্ত হইলেন না। তিনি কখন বর্ষাকালে দুঃসহ তীব্র বায়ুসম্পাতে ও আসারধারায় তাড্যমান হইয়াও হৃদয়ে অণুমাত্র উদ্বেগ প্রাপ্ত হইলেন না। হেমন্তে আকণ্ঠ জলমধ্যে বাস করত জপধ্যানপরায়ণ হইয়া তপস্যা করিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কোনরূপ বিকৃত ভাব উৎপন্ন হইল না। হে অর্জ্জুন! ইহাতেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির বিলম্ব দেখিয়া তিনি পুনরায় লোকভীষণ গাঢ়তর নিষ্ঠা অবলম্বন করিলেন। জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি অগস্ত্য মনোবৃত্তি নিগ্রহ করত নিরাহার হইলেন এবং বাহ্যবৃত্তি সকল বিদূরিত করিয়া পাষাণের ন্যায় হইয়া গেলেন। অগস্ত্য এইরূপে তপস্যা করিতে থাকিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে আকাশস্পর্শী জাজ্জ্বল্যমান এক ভয়ঙ্কর অগ্নি নির্গত হইয়া অদ্ভুত শিখাজালামালায় সমস্ত দিক্ আবৃত করিয়া ফেলিল। তখন লোক সকল সেই ঋষিশরীরোত্থিত অগ্নি হইতে ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর সুরগণ জগৎসঙ্ক্ষোভকারক সেই ঘোরতর অগ্নি সন্দর্শন করিয়া সত্বর ব্রাহ্মণের সমীপে গমন করত তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক এই অগ্নির বিষয়ে নিবেদন করিলে চতুরানন ব্রহ্মা সুরগণকে আশ্বস্ত করিয়া সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-নিষেবিত তপস্বী অগস্ত্যের আশ্রমভূভাগে তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। ৯—৩৫। তন্মনা দ্বিজ অগস্ত্যও সেই দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক বিবিধ স্তবে তাঁহাকে প্রীত করিলেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিনয়নম্র সেই ঋষি অগস্ত্যকে অবলোকন করত প্রীত ও প্রসন্নবদন হইয়া এই পবিত্র কথা কহিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে অনঘ! আমি তোমার দুশ্চর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি; হে সুব্রত! এক্ষণে তোমার যদি কোন অভীষ্টবর প্রার্থনীয় থাকে, তবে আমি তাহা দান করিব। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—প্রভো! আপনার অনুগ্রহে আমি সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে যদি আমাকে অভিলষিত প্রদানে অঙ্গীকার করেন, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে আমি প্রার্থনা করিতে পারি। হে ব্রহ্মন্! এই দেশ নদীহীন দেখিয়া অর্থজ্ঞানহীন বেদপাঠের ন্যায় আমার মন অত্যন্ত খিন্ন হইয়াছে, হে দেবেশ! এক্ষণে পৃথিবী পবিত্র ও রক্ষা করিতে সমর্থ এইরূপ একটী মহানদীই আমার অভীষ্ট; অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। ভরদ্বাজ বলিলেন অনন্তর ব্রহ্মা অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া "ইহাই হইবে" এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া মনে মনে আকাশপথস্থিত সুরনদীকে স্মরণ করিলেন। তখন

যেষ্ঠিনঃ। অভিনম্রমুকুটস্তত্রপ্রশস্তাঞ্জলিভাস্বরা ॥ ৪৩॥ স্বশাসনাৎ সমায়াতাং বিনয়ানতমস্তকাম্। তাং সর্বজগতাং ধাত্রীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। গঙ্গে ময়ানুশাস্তাসি কার্যে লোকোপকারকে। তথাপি লোকরক্ষায়াং মমেব নিয়তা স্থিতিঃ ॥ ৪৫ ॥ দেশে নদীবিহীনেহত্র প্রবর্ত্তয়িতুমাপগাম্। হিতার্থং সর্বলোকানাং কুম্ভজন্মা সমীহতে ॥ ৪৬ ॥ তস্মাত্বমবতীর্য্যোর্ব্বীং স্বাংশেনৈকেন ভূজনান্। পুনীহি গচ্ছ বসুধামেতদ্দর্শিতবর্ত্মনা ॥ ৪৭ ॥ ভূলোকে সম্প্রবৃত্তে তু প্রবাহে সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিণঃ। সেবিষ্যন্তে সুরবরা মুনিবর্য্যাশ্চ সন্ততম্ ॥ ৪৮ ॥ নদীষুত্তমতাং যাহি ত্রাহি ত্বৎসংশ্রয়ান্ জনান্। কুরু প্রিয়মগস্ত্যস্য গচ্ছ ভদ্রে যথাসুখম্ ॥ ৪৯ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে ব্রহ্মা তয়া নদ্যা চ তেন চ। প্রণামপূজনস্তোত্রৈর্বিশেষৈরভিনন্দিতঃ ॥ ৫০ ॥ দিব্যতেজোময়ীং মূর্ত্তিং দর্শয়িত্বা বচোহব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥ গঙ্গোবাচ। মদীয়াংশোহয়মবনং সম্প্রাপ্য মুনিবল্লভ। পূরয়িষ্যতি তেহভীষ্টং নদীরূপং সমাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা সিদ্ধবাহিন্যাং গতায়াং তৎপ্রযুক্তয়া। গন্তব্যং বর্ত্মনা কেনেত্যুক্তো মুনিরুবাচ তাম্ ॥ ৫৩ ॥ অগস্ত্য উবাচ। গচ্ছন্ পুরস্তাৎ কল্যাণি ত্বদীয়গমনোচিতম্। অহং প্রদর্শয়িষ্যামি মার্গং ত্বং মামনুব্রজ ॥ ৫৪ ॥ ইত্যুক্তা মুনিনা তেন সম্প্রহৃষ্টা তবানঘ। যদিষ্টং তৎকরিষ্যেহহমিতি প্রোবাচ সা শুভা ॥ ৫৫ ॥ অথ মুনিরবতার্য্য তাং নগেন্দ্রাদ্ধৃততটিনীতনুমভ্রসঙ্গিশৃঙ্গাৎ। মুদিততরমনা যযৌ পুরস্তাত্তদভিমতাং পদবীং প্রদর্শয়ন্ সঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুবর্ণমুখরীমাহাত্ম্যপ্রশংসায়াং সুবর্ণমুখর্য্যাবির্ভাববর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

দীপ্তিমতী আকাশগঙ্গা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার অগ্রে উপনীত হইয়া স্বীয় মস্তকস্থিত মুকুট অবনত করত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার শাসনাবস্থিতা বিনয়ানতকন্ধরা সমস্ত জগতের পালয়িত্রী সেই গঙ্গাদেবীকে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে গঙ্গে! তুমি [illegible] অনুশাসনে অবস্থিতা আমি যেমন লোকরক্ষায় নিযুক্ত আছি, আমার ন্যায় তোমাতেও সেই লোকরক্ষাভার নিত্য ন্যস্ত আছে, সম্প্রতি তুমি একটী লোকহিতকর কার্য্য কর। এই নদীবিহীন দেশে মহর্ষি অগস্ত্য একটী নদী প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি নিখিল-লোকের হিতকামনায় এই স্থানে একটী নদী প্রবর্ত্তিত কর। তুমি নিজের এক অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমার প্রদর্শিত পথে বসুধাতলে গমনপূর্ব্বক লোক সকল পবিত্র কর। ভূতলে তোমার প্রবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে সিদ্ধিকামী শ্রেষ্ঠ সুর ও মুনিগণ সতত তোমার সেবা করিবেন। তুমিই আশ্রিতগণকে পরিত্রাণ করিয়া নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে; হে ভদ্রে! এক্ষণে যথাসুখে গমন করিয়া অগস্ত্যের প্রিয় সাধন কর। ভরদ্বাজ বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে আকাশগঙ্গা ও ঋষি অগস্ত্য তাঁহাকে প্রণাম, পূজা ও বিবিধ স্তোত্র দ্বারা অভিনন্দিত করিলে তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর আকাশগঙ্গা মুনীশ্বর অগস্ত্যসমীপে স্বীয় শরীরোৎপন্ন এক অংশে তেজোময়ী এক দিব্যমূর্ত্তি কল্পিত করিয়া ঋষিবরকে প্রদর্শন করত বলিতে লাগিলেন। গঙ্গা বলিলেন,—হে মুনিবল্লভ! আমার এই অংশই বসুধাতলে গমনপূর্ব্বক নদীরূপ ধারণ করত আপনার অভীষ্ট পূরণ করিবে। ভরদ্বাজ বলিলেন,—অনন্তর গঙ্গার আদেশে তাঁহার এক অংশ প্রসিদ্ধ প্রবাহে পরিণত হইয়া ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে ঋষে! এখন কোন পথে গমন করিব? গঙ্গার প্রশ্নে তাঁহাকে মুনি বলিতে লাগিলেন। মুনি বলিলেন,—হে 'কল্যাণি'! তুমি যে পথে গমন করিবে, আমি অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি আমার অনুগমন কর। হে অনঘ অর্জ্জুন! মুনির কথায় সুভদ্রা গঙ্গা প্রীতা হইয়া বলিলেন,—হে মুনে! তোমার যাহা প্রিয়, আমি তাহাই করিব। অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য আকাশস্পর্শী সেই অত্যুচ্চ গিরিবরের শিখর হইতে নদীরূপপ্রাপ্ত আকাশগঙ্গার অংশ লইয়া মুদিতমনে অগ্রে অগ্রে অভীষ্ট পথ প্রদর্শন করিতে করিতে গমন করিলেন। ৩৬—৫৬।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভরদ্বাজ উবাচ। তদা দিব্যবিমানস্থাঃ শক্রমুখ্যা দিবৌকসঃ। অগস্ত্যমন্বযাস্তীং তামনুজগ্মুর্মহাপগাম্ ॥ ১ ॥ নবাবতারাং তাং দিব্যাং সর্ব্বে চ মুনিপুঙ্গবাঃ। কৃতাঞ্জলিপুটাঃ স্তোত্রৈরন্বযাতাঃ সিষেবিরে ॥ ৩ ॥ সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বাঃ সম্ভূতাশ্চ সহস্রশঃ। তাং নদীং তং মুনীন্দ্রঞ্চ প্রশশংসুঃ শুভৈঃ স্তবৈঃ ॥৩॥ সুধোপমানমমলং দিষ্ট্যা লব্ধমিদং জলম্। ইত্যেৎসুক্যরসায়ত্তা ননন্দুর্ধরণীজনাঃ ॥ ৪ ॥ তদা নিদেশাদ্দেবস্থ পদ্মযোনেঃ সমীরণঃ। শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥ বায়ুরুবাচ। সুবর্ণমিব লোকানাং ভাগধেয়াদিয়ং নদী। নীতা ভুবমগস্ত্যেন মুখরীকৃতদিঙ্মুখা ॥ তস্মাদ্যাস্ততি বিখ্যাতিং সর্ব্বলোকাভিনন্দিতাম্। সুবর্ণমুখরীনাম্না ধাম্নি কৈবল্যসম্পদঃ ॥ ৭ ॥ এষা সুবর্ণমুখরী সরিৎসু সকলাস্বপি। বিশিষ্টা সেবনীয়া চ ব্রহ্মণো বচনং ত্বিদম্ ॥ ৮ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। শ্রুত্বেত্থং পবনেনোক্তং বচনং কুম্ভসম্ভবঃ। তুতোষ বিস্ময়াক্রান্তঃ স্বান্তঃপুলকিতাঙ্গকঃ ॥ ৯ ॥ এবমেষা দিব্যনদী স্বানপানাদিকর্ম্মভিঃ। সৌখ্যাবহা মনুষ্যাণাং প্রতিষ্ঠামগমদ্ভুবি ॥ ১০ ॥ আজ্ঞয়া পদ্মগর্ভস্য তটিন্যাকাশবাহিনী। সুবর্ণমুখরীনাম্না পুনাত্যাদ্যৈকসংশ্রয়ান্ ॥ ১১ ॥ বহূন্ গিরীন্দ্রান বনমণ্ডলঞ্চ দেশাননেকান্ সরিদুত্তমেয়ম্। ক্রমাদতিক্রম্য নিষেব্যমাণা মহানদীভির্গিরিসম্ভবাভিঃ ॥ ১২ ॥ বিহারলোলদ্বিরদপ্রকাণ্ডশুণ্ডামহাঘাতরয়োত্থিতৈঃ। পুষ্পোপহারং পৃষতোৎকরেণ হর্ষাদ্দদাতীব দিবাকরস্য ॥ ১৩ ॥ সৌগন্ধিকাম্ভোরুহকৈরবাণাং সৌরভ্যসংবাসিতদিঙ্মুখানাম্। দ্বিরেফভাগ্যৈকনিকেতনানামাধায়ভূতান্ প্রতিনির্ম্মলানি ॥ ১৪ ॥ রোগাহতানামধিকাতুরাণামনাময়ৈকপ্রতিপাদকানি। অন্তর্বহিঃসন্তৃতভুঙ্ক্ষিতাপনিবারণানি প্রিয়কারণানি ॥ ১৫ ॥ লীলাবগাহোৎসুক-

---

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ভরদ্বাজ বলিলেন,—তখন দিব্য বিমানস্থ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ও সকল মুনিপুঙ্গব মহর্ষি অগস্ত্যের পশ্চাদ্গামিনী সেই নবাবতীর্ণা দিব্য মহানদীর অনুগমন করিলেন এবং সকলেই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে করিতে তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক সেই মহানদীর সেবা করিতে লাগিলেন। তথায় সহস্র সহস্র সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বগণ আবির্ভূত হইয়া সুশোভন স্তুতিবাক্যে সেই মহানদী ও মহর্ষি অগস্ত্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ধরণীস্থিত নরগণ ভাগ্যবশে সুধাসদৃশ নির্ম্মল জল লাভ করিয়া ঔৎসুক্য বশতঃ আহ্লাদিত হইল। অনন্তর সমীরণ দেব পদ্মযোনি ব্রহ্মার আদেশে দেবগণের সন্নিধানে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে থাকিলে, তাঁহারাও বায়ুর বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বায়ু বলিলেন,—এই মহানদী সুবর্ণের ন্যায় নিখিল লোকের ভাগ্য-লব্ধ এবং মহর্ষি অগস্ত্য দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া ইহাকে ভূতলে লইয়া যাইতেছেন, অতএব সর্ব্বলোকবন্দিত এই নদী সুবর্ণমুখরী নামে বিখ্যাতি লাভ করিবে এবং আপনারা এই সুবর্ণমুখরীকে মুক্তিসম্পদের নিলয় বলিয়াই বিদিত হইবেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—এই সুবর্ণমুখরীই সরিৎসকলের শ্রেষ্ঠা, বিশিষ্টা ও সেবনীয়া ।১—৮। ভরদ্বাজ বলিলেন,—পবনের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াক্রান্ত কুম্ভসম্ভব অগস্ত্যের শরীর পুলকিত হইল এবং তিনি পরম হৃষ্ট হইলেন। হে নৃপ! এই দিব্য নদী সুবর্ণমুখরী এইরূপে ব্রহ্মার আদেশে আকাশ হইতে প্রবাহিত হইয়া ভূতলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মানবগণ এই সুবর্ণমুখীর জলে স্নান ও ইহার জল পান করিয়া সুখলাভ করে এবং ইহার আশ্রয়ে পবিত্র হয়। গিরিসম্ভবা মহানদীনিবহ কর্ত্তৃক সেব্যমানা সরিদুত্তমা এই মহানদী সুবর্ণমুখী বহু গিরীন্দ্র, বনশ্রেণী ও অনেক দেশ অতিক্রম করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহাতে বিহারপরায়ণ করিগণ প্রকাণ্ড শুণ্ডের মহাঘাতে পুণ্ডরীক কুসুম চয়ন করিয়া মহাবেগে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছে, তদ্দর্শনে মনে হইতেছে যেন, তাহারা দিবাকরকে শীকরযুক্ত পুষ্পোপহার প্রদান করিতেছে। নদীতীরস্থ সুবাসিত পদ্ম ও কুমুদের সুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল সুরভিত হইতেছে এবং প্রত্যেক পদ্ম ও কুমুদে নিরন্তর ভ্রমর বিরাজিত থাকায় অনুমান হইতেছে যেন ঐ পদ্ম ও কুমুদই তাহাদের এক মাত্র নিলয়; তাহারা কখন উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে না। সুবর্ণমুখরী এমনই মঙ্গলাবহ নির্ম্মল জল ধারণ করিয়াছে যে, কত রোগাহত অত্যন্ত আতুর ব্যক্তিও এই জলে অবগাহন করিয়া নিরাময় ও অন্তর্বহিঃ শীতল হইয়া থাকে। অমরনারীগণও লীলাবশতঃ উৎসুক হইয়া সুবর্ণমুখরীর

নাকনারীসীমন্তসিন্দূররজোহরুণানি। তৎকেশপাশচ্যুতপারিজাতপ্রসূনগন্ধৈরধিবাসিতানি ॥ ১৬ ॥ সা বিভর্ত্তী সন্তৃতমঙ্গলানি স্বাদূনি পঙ্কাঙ্কতিনির্ম্মলানি। সুধোপমানানি সুরেন্দ্রসূনোঃ পয়াংসি পাপপ্রতিঘাতুকানি ॥ ১৭ ॥ অগস্ত্যশৈলাৎসমবাপ্তজন্মা নীতা ভুবং কুম্ভসমুদ্ভবেন। প্রশস্ততীর্থৈর্বিরাজমানা সমাযযৌ দক্ষিণবারিরাশিম্ ॥ ১৮ ॥ শীকরাঙ্কতবিভাসৈ রত্নদীপার্পণৈরপি। প্রত্যুদ্যযুস্তামম্ভোধেবীচয়োঽভিমুখাগতাঃ ॥ ১৯ ॥ তরঙ্গহস্তৈরালিঙ্গ্য সম্ভাষ্যোনাং সমাগতাম্। চকার সরিতাং নাথঃ প্রিয়মালোবভাষণৈঃ ॥ ২০ ॥ প্রাপ্যায়মনুকূলায়াং তয়া তস্যামপাংনিধেঃ। প্রহৃষ্টেন তরঙ্গেণ জীবনং বদ্ধয়েত্তদা ॥ ২১ ॥ ইত্থং সংসৃজ্য সরিতমগস্ত্যস্তামুদন্বতা। স্বয়ং যযৌ সমামন্ত্র্য কৃতকৃত্যো যদৃচ্ছয়া ॥ ২২ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। ত্বয়ৈব কথিতো ব্রহ্মন্ মহানদ্যাঃ সমুদ্ভবঃ। অস্যাঃ প্রভাবং ভগবন্নিদানীং শ্রোতুমুৎসহে ॥ ২৩ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। অংহোনিবর্হণং সর্ব্বশ্রেয়সামেককারণম্। শৃণু মাহাত্ম্যমস্যাস্তে কথয়িষ্যামি পাণ্ডব ॥ ২৪ ॥ পাশ্চাত্যং জন্ম সম্প্রাপ্য জ্ঞানিনাং কর্ম্মণঃ ক্ষয়ে। সুবর্ণমুখরীস্নানং সিধ্যেদ্‌ব্রহ্মত্বকারণম্ ॥ ২৫ ॥ এতাং সুবর্ণমুখরীং যোজনানাং শতৈরপি। স্মৃত্বা মনুষ্যঃ পাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ নিঃক্ষিপ্তমস্থি জন্তূনাং সুবর্ণমুখরীজলে। সোপানতাং সমায়াতি ব্রহ্মলোকাধিরোহণে ॥ ২৭ ॥ স্মরন্তঃ স্বর্ণমুখরীং যত্র কুত্রাপি মানবাঃ। তোয়ান্তরেষু স্নাত্বাপি লভন্তে ফলমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥ তাবদেবাভিভূয়ন্তে নরাঃ পাতককোটিভিঃ ॥ সুবর্ণমুখরীস্নানং যাবত্তন্নলভ্যতে শুভম্ ॥ ২৯ ॥ দিব্যান্তরিক্ষভৌমানি তীর্থানি নিজসিদ্ধয়ে। স্মরন্ত্যহরহঃ প্রাতঃ সুবর্ণমুখরীং নদীম্ ॥ ৩০ ॥ অগস্ত্যাচলসম্ভূতা দক্ষিণোদধিগামিনী। পাপানি স্বর্ণমুখরী স্মরণাদেব নাশয়েৎ ॥ ৩১ ॥ সুবর্ণমুখরী-

---

নীরে অবগাহন করেন, আর তাঁহাদের সীমন্ত-সিন্দূরের রজঃ দ্বারা এই নদীর জল অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং তাঁহাদেরই কেশপাশ হইতে পারিজাত প্রসূন স্খলিত হওয়ায় জলও সুবাসিত হইয়াছে। হে সুরেন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন! এই নদীর জল স্বাদু, পঙ্কহীন, অতি নির্ম্মল, সুধোপম ও পাপরাশি নাশ করিতে সমর্থ। এই নদী অগস্ত্য শৈল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কুম্ভসম্ভব মহর্ষি অগস্ত্যই ইহাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছেন। প্রশস্ত তীর্থ সকল এই সুবর্ণমুখরীর নীরে বিরাজিত এবং এই নদী দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত। সাগরের অঙ্কত বীচিনিচয় হইতে যে সকল শীকর উত্থিত হইতেছে, উহার প্রত্যেকটী যেন তদুদ্দেশে অর্পিত এক একটী রত্নপ্রদীপের ন্যায় বিন্যস্ত বলিয়া অনুমান হয়; সরিৎপতি বীচিমালা বিস্তারপূর্ব্বক মহানদী সুবর্ণমুখরীর সম্মুখীন হইয়া তাহার প্রত্যুদ্‌গমন করিতেছে এবং তরঙ্গরূপ বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া সমাগত সুবর্ণমুখরীকে প্রিয় শব্দে সম্ভাষণ করিতেছে। তখন জলনিধি অনুকূলা সুবর্ণমুখরীকে প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তরঙ্গ দ্বারা স্বীয় অঙ্গ অত্যন্ত পরিবৃদ্ধি করিলেন। অনন্তর কৃতকৃত্য মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপে মহানদীকে সৃজন করিলেন এবং মুদিত মনে তাহাকে স্তব ও আমন্ত্রণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে স্বীয় আশ্রমে প্রস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি এই মহানদীর উদ্ভববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন, হে ভগবন্! এক্ষণে ইহার মাহাত্ম্য শ্রবণে আমার মন সমুৎসুক হইতেছে। ৯—২৩। ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে পাণ্ডব! নিখিল মঙ্গলের এক মাত্র নিদানভূত পাপবিনাশন এই মহানদীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুবর্ণমুখরীর জলে অবগাহনই পাশ্চাত্যজন্মপ্রাপ্ত জ্ঞানিগণের নিখিল কর্ম্মক্ষয় ও ব্রহ্মলোকলাভের কারণ হইয়া থাকে। মানব শতযোজন দূর হইতেও এই সুবর্ণমুখরীকে স্মরণ করিয়া কলুষ সকল হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। এই নদীর জলে মানবের অস্থি নিক্ষিপ্ত হইলে, উহা ব্রহ্মলোকারোহণের সোপানের কার্য্য করে। মানব যেখানে থাকিয়াই হউক, সুবর্ণমুখরীকে স্মরণ করিয়া অন্য জলেও যদি স্নান করে, তথাপি উত্তম ফললাভ করিয়া থাকে। মানবের ভাগ্যে যতক্ষণ না সুবর্ণমুখরীর অবগাহন লাভ হয়, ততক্ষণই তাহারা পাতকে পীড়িত হইয়া থাকে; কিন্তু তথায় সুশোভন অবগাহন ঘটিলে আর তাহার শরীরে কলুষরাশি বাস করিতে পারে না। যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে সুবর্ণমুখরীর স্মরণ করেন, স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও ভূতলে যে সকল তীর্থ আছে, তৎসমস্তই তাঁহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই নদী অগস্ত্যাচল হইতে উদ্ভূত হইয়া দক্ষিণ উদধির সহিত সঙ্গতা হইয়াছে। স্মরণমাত্রই এই সুবর্ণমুখরী মানবের পাপনিবহ দূর করে। মানবের কথা আর

স্নানলোলুপেন্দ্রমুখ্যান্তরাত্মনা। বাঞ্ছন্তি মর্ত্ত্যতামেব দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ॥ ৩২ ॥ সুবর্ণমুখরীতোয়পুষ্টশস্যান্নভোজিনঃ। না লিপ্যন্তে মহাপাপৈর্দুর্ভোজনশতোদ্ভবৈঃ॥ ৩৩॥ অপি নিষ্কমিতং পীতং সুবর্ণমুখরীজলম্। নাশয়েদদ্রিতুল্যানি হ্যাশু পাপানি দেহিনাম্॥ ৩৪॥ প্রাপ্যাপি মানুষং জন্ম সুবর্ণমুখরীজলে। যে বা স্নানং ন কুর্ব্বন্তি তেষাং জন্ম নিরর্থকম্॥ ৩৫॥ সুবর্ণমুখরীস্নানং যদেকং বিধিনা কৃতম্। জাহ্নবীস্নান কোটীনাং সমং ভবতি পর্ব্বসু॥ ৩৬॥ গোবিন্দ ইব দেবেষু নক্ষত্রেম্বিব চন্দ্রমাঃ। নরেম্বিব মহীপালো ভুরুহেম্বিব কল্পকঃ॥ ৩৭॥ মহাভূতেম্বিব বিয়ন্মায়েবাখিলশক্তিষু। গায়ত্রীব চ মন্ত্রেষু বজ্রং দেবায়ুধেম্বিব॥ ২৮॥ তত্ত্বেম্বিবাত্মনস্তত্ত্বং রুদ্রাধ্যায়ো যজুঃম্বিব। অনন্ত ইব নাগেষু হিমাচল ইবাদ্রিষু॥ ৩৯॥ পোত্রিক্ষেত্রমিব ক্ষেত্রেম্বিন্দ্রিয়েম্বিব মানসম্। নদীম্বপি চ সর্ব্বাসু সুবর্ণমুখরী বরা॥ ৪০ ॥ নিত্যং স্মরেন্নমস্কুর্য্যাৎ কীর্ত্তয়েন্মনসার্চ্চয়েৎ। শুদ্ধিক্ষেমশিবাপেক্ষী সুবর্ণমুখরীং শুভাম্॥ ৪১॥ অগস্ত্যাচলসম্ভূতাং দক্ষিণোদধিগামিনীম্। সমস্তপাপহর্ত্রীং তাং সুবর্ণমুখরীং শ্রয়ে॥ ৪২॥ মহাপাতকবিধ্বস্তং গাত্রং মম তবোদকৈঃ। ক্ষালয়ামি জগদ্ধাত্রি শ্রেয়সা যোজয়স্ব মাম্॥ ৪৩॥ ইতি সূক্তদ্বয়ং সম্যগুচ্চার্য্য নিয়তো নরঃ। সুবর্ণমুখরীতোয়ে স্নাত্বা শুদ্ধঃ প্রমোদতে॥ ৪৪॥ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পূর্ব্বমগস্ত্যেন সমাহৃতা। স্বয়ং মন্দাকিনী মূর্ত্তা সুবর্ণমুখরী বরা॥ ৪৫॥ এবম্প্রভাবা দিব্যেয়ং কীর্ত্তনীয়া শুভার্থিভিঃ। মনসা ভক্তিযুক্তেন স্নাতব্যা শুভকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ৪৬॥ সোমসূর্য্যোপরাগেষু স্নানদানাদিকং কৃতম্। স্যাদমেয়ফলং পার্থ সুবর্ণমুখরীতটে॥ ৪৭॥ সংক্রান্তাবয়নে পুণ্যে ব্যতীপাতেঽথ বাসরে। সুবর্ণমুখরীস্নানং কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ॥ ৪৮॥ জন্মর্ক্ষে জন্মদিবসে সুবর্ণমুখরীজলে। স্নাত্বা বিধিবদাপ্নোতি ক্ষেমারোগ্যসুখশ্রিয়ঃ॥ ৪৯॥ দুঃস্বপ্নবিঘ্নজং ভূতগ্রহদুঃস্থানজং তথা। সুবর্ণমুখরীতোয়ে স্নাত্বা তরতি কিল্বিষম্॥ ৫০॥ সুবর্ণমুখরীতীরে গোপাদপ্রমিতাং ভুবম্। দত্ত্বা সর্ব্বমহীদানাদ্যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ॥ ৫১॥ ধেনুং সবস্ত্রালঙ্কারাং সুবর্ণমুখরীতটে। দত্ত্বা বিপ্রায় বিধিবদ্যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৫২॥ পুণ্যকালেষু

কি বলিব? সুবর্ণমুখরীর নীরে স্নানলোলুপ ইন্দ্রপ্রমুখ সুরগণও মর্ত্ত্যশরীর পরিগ্রহ করিতে কামনা করেন। সুবর্ণমুখরীর জলে পুষ্ট তদীয় তীরভূমিসমুৎপন্ন শস্যভোজীরা শত শত কদাহার করিয়াও কদাচ মহাপাপে লিপ্ত হয় না। শরীরধারিগণ এই নদীর জল পান করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ পাপও অতি অল্পকাল মধ্যে বিলীন করিতে সমর্থ হয়। মানবজন্ম লাভ করিয়াও যাহারা সুবর্ণমুখীর নীরে অবগাহন না করে, তাহাদের মানবদেহ ধারণ নিরর্থক। যে মানব পর্ব্ববাসরে একবার সুবর্ণমুখরীজলে যথাবিধি নিমজ্জন করে, তাহার কোটি কোটি বার জাহ্নবীজলে অবগাহনের পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। যেমন দেবের মধ্যে গোবিন্দ, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা, নরের মধ্যে নরপাল, বৃক্ষের মধ্যে কল্পবৃক্ষ, মহাভূতের মধ্যে আকাশ, অখিল শক্তির মধ্যে মায়াশক্তি, মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী, দেবায়ুধের মধ্যে বজ্র, তত্ত্বের মধ্যে আত্মতত্ত্ব, যজুর্ব্বেদমধ্যে রুদ্রাধ্যায়, নাগগণমধ্যে অনন্ত, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, ক্ষেত্রমধ্যে পোত্রিক্ষেত্র এবং ইন্দ্রিয়গণমধ্যে মানস প্রধান, তদ্রূপ নদীনিবহমধ্যে সুবর্ণমুখরীই শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধি-ক্ষেম ও কুশলকামী মানব নিত্য শোভন সুবর্ণমুখরীকে মনে মনে স্মরণ, নমস্কার, কীর্ত্তন ও পূজা করিয়া থাকে। যে সংযত মানব "অগস্ত্যাচল" ইত্যাদি সূক্তদ্বয় সম্যক্ উচ্চারণপূর্ব্বক সুবর্ণমুখরীনীরে অবগাহন করেন তিনি শুদ্ধিলাভ করিয়া প্রমুদিত হন। ২৪—৪৪। ব্রহ্মনির্ম্মিত সরিদ্বরা সুবর্ণমুখরী পুরাকালে মহর্ষি কর্ত্তৃক আনীতা হইয়াছেন, ইনি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী মন্দাকিনী; ইঁহার প্রভাব এইরূপই। কুশলকামী মানব এই দিব্য নদীর নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকে। শুভাকাঙ্ক্ষী মানব ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে এই নদীতে স্নান করিবে। হে পার্থ! চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে সুবর্ণমুখরীতীরে অবগাহন ও দানাদির যে ফল, তাহার তুলনা হয় না। সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ ও ব্যতীপাতাদি পুণ্যদিনে সুবর্ণমুখরীস্নানে কোটিকুল উদ্ধার হয়। জন্মনক্ষত্র ও জন্মদিনে যথাবিধি এই নদীর জলে অবগাহন করিলে, ক্ষেম, আরোগ্য, সুখ ও লক্ষ্মীলাভ হইয়া থাকে। সুবর্ণমুখরীজলে স্নানকারী নর দুঃস্বপ্ন, বিঘ্ন, প্রাণী, গ্রহ ও দুঃস্থানজ ভয়রূপ পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়; নর এই নদীর তীরে গোষ্পদপ্রমাণ অতি অল্পমাত্র ভূমি দান করিয়াও নিখিল ভূমণ্ডলদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুবর্ণমুখরীতীরে ব্রাহ্মণকে যথাবিধি সবস্ত্র ও অলঙ্কৃত ধেনু দান করিলে সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। পুণ্যকালে

দানানি বিধেয়ান্তর্থিলান্তপি। ইহামুত্র ফলপ্রাপ্ত্যৈ সুবর্ণমুখরীতটে ॥ ৫৩ ॥ জপো হোমস্তপো দানং পিতৃকর্ম্ম সুরার্চ্চনম্। কৃতং ভবেচ্ছতগুণং সুবর্ণমুখরীতটে ॥ ৫৪ ॥ অন্যত্তে কথয়িষ্যামি বিধেয়ং ব্রতমুত্তমম্। সুবর্ণমুখরীতীরে প্রতিবর্ষং সুখার্থিভিঃ ॥ ৫৫ ॥ মেঘকালে রবিকরৈস্তিরোধানমুপাগতঃ। যদোদেতি মুনিঃ শ্রীমান্মিত্রাবরুণনন্দনঃ ॥ ৫৬ ॥ তস্মিন্ দিনে যে নিয়তাঃ স্নানমস্যাং প্রকুর্ব্বতে। তৈঃ কল্পং চ সুরাবাসে স্থীয়তে কুরুনন্দন ॥ ৫৭ ॥ তদাগস্ত্যস্য যদ্রূপং সুবর্ণেন বিনির্ম্মিতম্। বিধিনা দদতে পার্থ তে যান্তি ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ৫৮ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। বিধিনা কেন কর্ত্তব্যং ব্রতমেতন্মহামুনে। তন্মমাচক্ষ্ব সকলং জিজ্ঞাসোস্তু মহাত্মনঃ ॥ ৫৯ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। অগস্ত্যস্যোদয়দিনং জ্ঞাত্বা নিয়তমানসঃ। স্বশক্ত্যা কারয়েদ্রূপং তস্য হেম্না মহামুনেঃ ॥ ৬০ ॥ সুবর্ণভাস্বরচ্ছায়ং জটাবন্ধমনোহরম্। দধানং করপদ্মাভ্যামক্ষমালাং কমণ্ডলুম্ ॥ ৬১ ॥ বসানং মৃদুলং বল্কং মৃগচর্ম্মোত্তরীয়কম্। সৌম্যং ভস্মরুচিরং রুদ্রাক্ষকৃতভূষণম্ ॥ ৬২ ॥ এবং বিধায় তদ্রূপং স্নাত্বা নিয়তমানসঃ। আচার্য্যং গন্ধপুষ্পাদ্যৈরলঙ্কৃত্য যথাবিধি ॥ ৬৩ ॥ শালেয়তণ্ডুলানাং তামাঢ়কস্যোপরি স্থিতাম্। বস্ত্রদ্বয়সমাযুক্তাং প্রতিমাং প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৬৪ ॥ বিন্ধ্যসংস্তম্ভনো বার্দ্ধিচুলকীকৃতিপেশলঃ। ব্রহ্মাদিসর্ব্বদেবানাং তেজসা সুপ্রকাশিতঃ ॥ ৬৫ ॥ অগস্ত্যঃ কুম্ভসম্ভূতো দেবাসুরনমস্কৃতঃ। প্রীতিমাপ্নোতু মহতীং দানেনানেন মে প্রভুঃ ॥ ৬৬ ॥ ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ধারাপূর্ব্বং সদাক্ষিণম্। দত্ত্বা বিমুক্তঃ পাপেভ্যো যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬৭ ॥ জন্মান্তরকৃতৈর্নমিহ জন্মকৃতৈরপি। মহাপাপোপপাপৌঘৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবাঃ সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ। চরাচরাণি ভূতানি প্রীতিং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ কৃত্বা ব্রতমিদং পুণ্যমগস্ত্যস্য চ স...নঃ। প্রীত্যর্থং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ যথাশক্তি সদক্ষিণম্ ॥ ৭০ ॥ তস্মিন্ কর্ম্মণি চাশক্তো যথাশক্তি মহীসুরান্। স্বর্ণধান্যাদিদানেন তোষয়ে-

---

সুবর্ণমুখরীতীরে বিবিধ দান করিবে, কেন না ঐ দান ইহ ও পরত্র উভয় কালেই ফল বিতরণ করে। সুবর্ণমুখরীতটে জপ, হোম, তপ, দান, পিতৃক্রিয়া ও দেবার্চ্চন যে কিছু কৃত হয়, তাহার ...গুণ পুণ্য হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! সুখা... মানবের সুবর্ণমুখরীতীরে অন্য যে সকল প্রতিব... কর্ত্তব্য উত্তম ব্রত আছে, তাহাও তোমার নিকট বলিতেছি। বর্ষাকালে মিত্রাবরুণনন্দন অগস্ত্যের উদয় হয়, কিন্তু দিবাকরের করপ্রচ্ছাদনে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না! হে কুরুনন্দন! সেই অগস্ত্যোদয়ে সংযত হইয়া যাহারা সুবর্ণমুখরীতীরে অবগাহন করে, তাহারা কল্পকাল ত্রিদশালয়ে বাস করিয়া থাকে এবং হে পার্থ! তৎকালে যাহারা সুবর্ণ দ্বারা অগস্ত্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক যথাবিধি ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহাদের সনাতন ব্রাহ্ম-লোক লাভ হইয়া থাকে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! কিরূপ বিধিতে মহাত্মা অগস্ত্যের এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আমি জিজ্ঞাসু...; অতএব ঐ সকল আমার নিকট বলুন। ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন,—নিয়তমনা মানব অগস্ত্যের উদয় দিন বিদিত হইয়া সুবর্ণ দ্বারা শক্তি অনুসারে সেই মহামুনির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ঐ মুনিমূর্ত্তির কান্তি সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, মস্তকে মনোহর জটাবন্ধন, করকমলযুগলে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, পরিধানে কোমল বল্কল, গলদেশে মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়, শরীর ভস্ম রুচির এবং ভূষণ রুদ্রাক্ষ; এইরূপে সেই সৌম্য অগস্ত্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সমাহিতমনা মানব স্নান করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা আচার্য্যকে যথাবিধি অলঙ্কৃত করিবে এবং সেই মূর্ত্তিকে শালিতণ্ডুলের আঢ়কোপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বস্ত্রদ্বয়যুক্ত করত সেই প্রতিমার পূজা করিবে। অনন্তর "বিন্ধ্যসংস্তম্ভনঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক জলধারা প্রদানপুরঃসর দক্ষিণার সহিত সেই অগস্ত্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হে রাজন্! এইরূপ অগস্ত্যমূর্ত্তি দানে নিখিল পাপ বিনষ্ট ও সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ হয় এবং ইহ ও পরজন্মকৃত মহাপাপ ও উপপাতক সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে, সংশয় নাই।৪৫—৬৮। যে মানব এইরূপ অগস্ত্যমূর্ত্তি দান করে, ব্রহ্মাদিদেব, সনকাদি মহর্ষি ও চারণাদি নিখিল প্রাণী তাহার প্রতি প্রীত থাকেন, সন্দেহ নাই। এই পূত ব্রত সমাধানান্তে পুণ্যাত্মা অগস্ত্যের প্রীতির জন্য দক্ষিণার সহিত যথাশক্তি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। এই ব্রতান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে অসমর্থ ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যথাশক্তি স্বর্ণ কিংবা ধান্যদানে পণ্ডিতগণকে প্রীত করিবে

ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৭১ ॥ তিথিং ন বিত্তশাঠ্যেন তাং যত্নেন সমাচরেৎ। যৎকিঞ্চিদপি চাবশ্যং কর্ম্ম কুর্য্যাচ্চ পুরুষঃ ॥ ৭২ ॥ মহামুনেরগস্ত্যস্য পরিপক্বং তপঃফলম্। নদী সুবর্ণমুখরী কীর্ত্তনীয়া সুরাসুরৈঃ ॥ ৭৩ ॥ এবং তে কথিতঃ সম্যঙ্মহানদ্যাঃ সমুদ্ভবঃ। প্রভাবশ্চ তদাচক্ষ্ব যত্ত্বং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুবর্ণমুখরীপ্রভাবপ্রশংসানাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। শ্রোত্রাঞ্জলিভ্যাং পীত্বাপি ভবদ্বাক্যামৃতং মুহুঃ। মনো নোপৈতি মে তৃপ্তিং ভূয়ঃ শ্রবণকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১ ॥ ক্রিয়াসমভিহারো মে ত্বদ্বাক্যাকর্ণনৈষিণঃ। মনঃ খেদায় মা ভূত্তে করুণাভরিতাত্মনঃ ॥ ২ ॥ ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি নদ্যামস্যাং মহামুনে। কুত্র কুত্র সমর্থানি তীর্থান্যঘনিবর্হণে ॥ ৩ ॥ কাঃ কাঃ পুণ্যতরঙ্গিণ্যঃ সঙ্গতা অনয়া মুনে। কুত্র স্নানেন কৃতাত্মা নোপযাতি যমাত্ময়ম্ ॥ ৪ ॥ হরাচ্যুতাদিদেবানাং পুণ্যান্যায়তনানি চ। যানিযানি চ পুণ্যানি তিষ্ঠন্ত্যস্যাস্তটদ্বয়ে ॥ ৫ ॥ তেষু ক্ষেত্রেষু মনুজৈর্যৎ ফলং সমবাপ্যতে। বিহিতৈর্বিবিধৈৎ স্নানদানাদিশুভকর্ম্মভিঃ ॥ ৬ ॥ সোপাখ্যানমিদং সর্ব্বং বেদিতং বেদবিত্তম। সঞ্জাতা মহতী প্রীতির্বিস্তার্য্যাচক্ষ্ব মে ক্রমাৎ ॥ ৭ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। যৎপৃষ্টং ভবতা পার্থ ক্রমাদ্বিস্তার্য্য কথ্যতে। আরভ্যাগস্ত্যতীর্থেন্দ্রাদস্যাস্তীর্থৌঘবৈভবম্ ॥ ৮ ॥ অখণ্ডজ্ঞানরূপেণ সর্ব্বলোকহিতৈষিণা। সুরাসুরাণাং সম্ভব্যেনাগস্ত্যেন মহাত্মনা ॥৯॥ বসুধামবতীর্ণায়াং প্রথমং তদ্ধরাধরাৎ। স্নাত্বা যত্র মহানদ্যাং সম্প্রাপ্নোতি কৃতার্থতাম্ ॥ ১০ ॥ অগস্ত্যতীর্থমিত্যুক্তং পাবনং তজ্জগত্রয়ে। তত্র স্নানেন শুদ্ধিঃ স্যান্মহাপাতকিনামপি ॥ ১১ ॥ অনেকজন্মাচরিতমহাপাতকসংহতিম্। নিরস্য দিবি মোদন্তে তত্র স্নানরতা জনাঃ ॥ ১২ ॥ যে তত্র তীর্থে যতিনঃ কৃতস্নানা যতেন্দ্রিয়াঃ। গোভূতিলহিরণ্যাদিমহাদানানি

মানব অগস্ত্যোদয় দিন প্রাপ্ত হইয়া কদাচ বৃথা অতিবাহিত করিবে না, ব্রতাঙ্গ কর্ত্তব্য সকলের মধ্যে সকল না হউক, যত্নসহকারে যথাশক্তি কিছুও করিবে। সুরাসুরগণ এই সুবর্ণমুখরীকে মহামুনি অগস্ত্যের তপস্যার পরিপাক স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হে অর্জ্জুন! এই তোমার নিকট মহানদীর সমুদ্ভব বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিলাম, পুনরায় তোমার কি শুনিতে অভিলাষ হইতেছে? ৬৯—৭৪।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে! শ্রুতিযুগল দ্বারা মুহুর্মুহু আপনার বাক্যামৃত পান করিয়াও আমার মন তৃপ্তি পাইতেছে না, পুনরায় আমার মন এই সকল শ্রবণ জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। হে মহাত্মন্! আমার মন পুনঃপুনঃ আপনার বাক্য শ্রবণেচ্ছু আপনি করুণাপূর্ণ মূর্ত্তি; অতএব যেরূপ করিলে আমার হৃদয় খেদ প্রাপ্ত না হয়, তাহাই করুন। সম্প্রতি আমার যাহা শ্রবণে অভিলাষ হইতেছে, বলিতেছি। হে মহামুনে! এই মহানদীর কোন কোন স্থান পাপবিনাশন তীর্থরূপে কোন কোন্ পুণ্যনদী কোন্ কোন্ স্থানে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে? এই মহানদীর কোন্ কোন্ স্থানে স্নান করিলে পাপ নষ্ট হয় ও যম হইতে ভীতি প্রাপ্ত হইতে হয় না? এই নদীর তটে হরিহরাদি দেবগণের যে সকল পুণ্য আয়তন বিরাজমান, সেই সকল ক্ষেত্রে মানবগণ স্নানদানাদি বিবিধ শুভকর্ম্ম করিয়া কি কি ফল প্রাপ্ত হয়? হে বেদবিত্তম! উপাখ্যানসহ এইসকল আপনার যেরূপ জানা আছে, আমার নিকট বিস্তাররূপে বলুন। ক্রমেই আমার প্রীতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে। ১—৭। ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন,—হে পার্থ! তুমি যেরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বিস্তারপূর্ব্বক ক্রমে বলিতেছি। হে অর্জ্জুন! তীর্থরাজ অগস্ত্যতীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়াই এই মহানদীর তীর্থ মাহাত্ম্য। অখণ্ডজ্ঞানরূপী সর্ব্বলোকহিতৈষী মহাত্মা অগস্ত্য সুরাসুরের হিতকামনায় ইহাকে আনয়ন করিয়াছেন। এ নদীই প্রথমে পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীতে, অবতীর্ণা হইয়াছে। এই মহানদীতে স্নান করিয়া মানব কৃতার্থ হয়। এই তীর্থের নাম অগস্ত্যতীর্থ। এই তীর্থই ত্রিজগতে অতিপূত। মহাপাতকীরও এই তীর্থস্নানে শুদ্ধিলাভ হয়। এই তীর্থে স্নানরত মানবগণ অনেকজন্মার্জ্জিত রাশি রাশি মহাপাতক

কুর্ব্বতে ॥ ১৩ ॥ তে প্রাপ্নুবন্তি সম্পূর্ণং গঙ্গাদ্বারে সমাহিতৈঃ। বিহিতানাং শতগুণং দানানাং ফলমর্জ্জুন ॥ ১৪ ॥ অত্রাস্তি ভগবানীশঃ খ্যাতোহগস্ত্যেশসংজ্ঞয়া। স্থাপিতোহগস্ত্যমুনিনা লোকানন্দবিধায়িনা ॥ ১৫ ॥ স্নাত্বা তস্যাং মহানদ্যাং তল্লিঙ্গং পূজয়ন্তি যে। দশানামশ্বমেধানাং ফলং সম্প্রাপ্নুবন্তি তে ॥ ১৬ ॥ ধনূরাশিং পরিত্যজ্য যদা মকরমংশুমান্। বিশেত্তদয়নং পুণ্যমুত্তরং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৭ ॥ তস্মিন্ দিনে যে নিয়তা নদ্যাং স্নাত্বা সমাহিতাঃ। পশ্যন্তি পার্ব্বতীনাথমগস্ত্যেশং সুরার্চ্চিতম্ ॥ ১৮ ॥ অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। ফলং সম্প্রাপ্য মোদন্তে দিবি দেবগণার্চ্চিতাঃ ॥ ১৯ ॥ মৃগসংক্রমবেলায়াং পুরুষৈর্মঙ্গলার্থিভিঃ। অবশ্যমেব কর্ত্তব্যমগস্ত্যেশস্য দর্শনম্ ॥ ২০ ॥ ঐশান্যাং তস্য তীর্থস্য দেশে ক্রোশমিতেহর্জ্জুন। অস্তি তীর্থত্রয়ং খ্যাতং দেবর্ষিপিতৃনামভিঃ ॥ ২১ ॥ দেবর্ষিপিতরস্তত্র মুনিনা তেন পূজিতাঃ। প্রদদুর্হৃষ্টমনসঃ সর্ব্বান্ সমভিবাঞ্ছিতান্ ॥ ২২ ॥ তদা দেবর্ষিপিতৃভিস্লিঙ্গং তীর্থত্রয়ং ক্রমাৎ। অস্মান্নামভিরীড্যং স্যাদিত্যুক্তং তস্য সন্নিধৌ ॥ ২৩ ॥ তস্মিংস্তীর্থত্রয়ে যে তু স্নাত্বা বিহিততর্পণাঃ। ঋণত্রয়বিনির্ম্মুক্তাস্তে যান্তি দিবমক্ষয়ম্ ॥ ২৪ ॥ ততঃ প্রাগুত্তরস্যাং কোণ্যাং যোজনদ্বয়সীমনি। প্রাপ্তা সুবর্ণমুখরীং বেণানাম মহানদী ॥ ২৫ ॥ সমুদগ্ররয়াঘাতনিপাতিততটক্রমা। কুল্যানির্গতবাঃপূরসমাপ্লাবিতকাননা ॥ ২৬ ॥ উত্তুঙ্গপুলিনোৎসঙ্গখেলৎকোককুলাকুলা। অম্বুজামোদলোলালিমালালীলারবান্বিতা ॥ ২৭ ॥ অতিক্রম্য সমুত্তুঙ্গানেকান্ ধরণীধরান্। প্রভূততোয়রুচিরা সুবর্ণমুখরীং গতা ॥ ২৮ ॥ নদীদ্বয়ব্যতিকরে কৃতস্নানা যথাবিধি। দশানামশ্বমেধানামখণ্ডং প্রাপ্নুয়ুঃ ফলম্ ॥ ২৯ ॥ সঙ্গতা বেণয়া পুণ্যা সুবর্ণমুখরী নদী। গিরিদুর্গমমার্গেণ যযাবুত্তরবাহিনী ॥ ৩০ ॥ মধ্যগেন মহীধ্রাণাং মার্গেণ বিষমেণ সা। গত্বা বিরেজে তটিনী যোজনানাং চতুষ্টয়ম্ ॥ ৩১ ॥ পূর্ব্বতস্তস্য দেশস্য

হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমনপূর্ব্বক প্রমুদিত হয়। হে অর্জ্জুন! যে সকল জিতেন্দ্রিয় যতি এই তীর্থে কৃতস্নান হইয়া গো, ভূমি, তিল ও [illegible]দি মহাদানের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা গঙ্গা[illegible] সমাহিতমনা দাতাদিগের বিহিত দানের সম্পূর্ণ শতগুণ ফল লাভ করিয়া থাকেন। এখানে বিখ্যাত অগস্ত্যেশ নামে ভগবান্ বিরাজ করেন। লোকসকলের আনন্দবিধায়ক মহর্ষি অগস্ত্যই ঐ অগস্ত্যেশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মহাতীর্থে স্নান করিয়া যাঁহারা অগস্ত্যলিঙ্গের পূজা করেন, তাঁহারা দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। দিনকর যখন ধনুরাশি পরিত্যাগ করিয়া মকররাশিতে গমন করেন, তখনই অয়ন বা উত্তরে গমন করেন অর্থাৎ সেই কালকে পুণ্য উত্তরায়ন বলে। যে সকল নিয়ত মানব সমাহিত হইয়া উত্তরায়ণে মহানদীতে স্নান করিয়া সুরপূজিত পার্ব্বতীপতি অগস্ত্যেশের দর্শন করেন, তাঁহারা সহস্র অগ্নিষ্টোম ও শত বাজপেয় যাগের ফল লাভ করত সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সুখে স্বর্গে বাস করেন। দিবাকরের মৃগরাশিতে সংক্রমণকালে কুশলকামী মানব অবশ্যই অগস্ত্যেশকে দর্শন করিবে। হে অর্জ্জুন! এই তীর্থের ঈশানকোণে একক্রোশ পরিমাণ স্থানে দেব, ঋষি ও পিতৃ নামক বিখ্যাত তীর্থত্রয় বিদ্যমান। এই স্থানে মহর্ষি অগস্ত্যকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রহৃষ্টমানস দেব, ঋষি ও পিতৃগণ তাঁহাকে নিখিল অভীষ্ট প্রদান করেন এবং মহর্ষি সমীপে তাঁহারা জ্ঞাপন করেন যে, যথাক্রমে এই তীর্থত্রয় আমাদের দেব, ঋষি ও পিতৃনামে পূজিত হউক। যাঁহারা এই তীর্থত্রয়ে যথাক্রমে স্নান ও বিধিপূর্ব্বক তর্পণ করেন, তাঁহারা ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হন। ৮—২৪। অনন্তর প্রাগুত্তর ভূমে যোজনদ্বয়ের সীমাস্থানে বেণা নামক মহানদী সুবর্ণমুখরীর সহিত সঙ্গত হইয়াছে। এই স্থানে বেণানদী অতিতীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়াছে, প্রবাহের আঘাতে তীরতরু পাতিত হইতেছে, জলপ্রবাহ কাননভূমি পরিপ্লাবিত করায় কুল্যা সকল পরিপূরিত হইতেছে, অত্যুচ্চ পুলিনের উৎসঙ্গে বিহারপরায়ণ ভেককুল সলিলাঘাতে আকুল হইতেছে, এবং পদ্মামোদী চঞ্চল অলিকুল লীলাবশতঃ ইহার তীরভূমি সুমধুর স্বরে মুখরিত করিতেছে। প্রভূততোয়া মনোহরা বেণা অত্যুচ্চ গিরিনিকর অতিক্রম করিয়া সুবর্ণমুখরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থানে যে নর বিধিপূর্ব্বক স্নান করে, তাহার দশটী অশ্বমেধের অখণ্ডীয় ফল লাভ হয়। বেণার সহিত মিলিত পুণ্যানদী সুবর্ণমুখরী দুর্গম গিরিপথে উত্তরবাহিনী হইয়া গমন করায় মহীধরগণের মধ্য দিয়া বিষম গতিতে প্রবাহিত হইয়া যোজনচতুষ্টয় ব্যাপিয়া বিরাজ করি-

বিষয়ে সার্দ্ধযোজনে। উদক্কলে মহানদ্যাঃ প্রাগ্বাহিন্যা মনোহরে ॥৩২॥ অগস্ত্যেশ্বরনামাস্তে খ্যাতং লিঙ্গং পুরদ্বিষঃ। স্মরণং দেবমর্ত্ত্যানাং সমস্তাঘনিবারণম্ ॥ ৩৩॥ তত্র স্নাত্বা মহানদ্যাং যে নরা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ। পশ্যন্তি পার্ব্বতীনাথমগস্ত্যেন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩৪॥ অনেকৈঃ পূর্ব্বজনৈরর্জ্জিতং পাপসঞ্চয়ম্। তে নিরস্য সুরাবাসে মোদন্তে কালমক্ষয়ম্ ॥৩৫॥ ততঃ সোদঙ্মুখী ভূত্বা সুবর্ণমুখরী যযৌ। যোজনার্দ্ধমিদং দেশং তীর্থসত্ত্বসমন্বিতা ॥৩৬॥ তস্মিন্ দেশে তু হিন্তালতালসালমনোরমে। গতা সুবর্ণমুখরীং নদীং ব্যাঘ্রপদাহ্বয়া ॥ ৩৭॥ দুর্ব্বারভূরিদুরিতবিনিবারণপেশলা। নীরন্ধ্রতীরবানীরবনমণ্ডলমণ্ডিতা ৩৮॥ সিদ্ধগন্ধর্ব্বললনালীলাগাহনশালিনী। তপস্বিকন্যানিঃক্ষিপ্তবলিপুষ্পবিরাজিতা ॥ ৩৯॥ হংসকারণ্ডবক্রৌঞ্চকুলকোলাহলাকুলা। প্রাক্প্রবাহা সমাগত্য শৈলান্তরগতাধ্বনা ॥ ৪০॥ সঙ্গমে সরিতোস্তত্র কৃতস্নানা নরোত্তমাঃ। সমগ্রমশ্বমেধানাং দশানাং প্রাপ্নুয়ুঃ ফলম্ ॥ ৪১॥ তত্র ব্যাঘ্রপাদাখ্যায়াস্তটে লোকমলাপহে। অনঘং সর্ব্বপাপঘ্নং শঙ্খতীর্থং বিরাজতে ॥ ৪২॥ ব্রহ্মর্ষিনিয়তাবাসং সুরগন্ধর্ব্বসেবিতম্। দর্শনস্নানপানাদ্যৈরমিতানন্দদায়কম্ ॥ ৪৩॥ তত্রাস্তে ভগবানীশঃ শঙ্খেশো নাম ফাল্গুন। শঙ্খনাম্না মুনীন্দ্রেণ লিঙ্গরূপং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৪॥ যে তত্র তীর্থে সুস্নাতাঃ পশ্যন্তি বৃষবাহনম্। দশাশ্বমেধজং পুণ্যং লব্ধা যান্তি সুরালয়ম্ ॥ ৪৫॥ যুক্তা তয়া ব্যাঘ্রপদাভিধানয়া গত্বা ততো যোজনসম্মিতাং ভুবম্। যযৌ মুনীন্দ্রৈর্বৃষভাচলান্তিকং সংসেব্যমানা শুভনির্ম্মলোদকা ॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽগস্ত্যতীর্থাদিবিবিধতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪॥

তেছে। সেই দেশের পূর্ব্বদিক্ দিয়া সার্দ্ধযোজন উদক্কল নামক মনোহর দেশে এই মহানদী প্রাগ্বাহিনী হইয়া চলিতেছে, এই উদক্কলের পূর্ব্বভাগেই ত্রিপুরারির অগস্ত্যেশ্বর নামক বিখ্যাত লিঙ্গ বিদ্যমান; দেব ও মানবগণ এই অগস্ত্যেশের স্মরণ করিয়া সমস্ত দুরিত বিদূরিত করিয়া থাকেন। যে সকল জিতেন্দ্রিয় মানব এই স্থানে মহানদীতে অবগাহন করিয়া অগস্ত্যপ্রতিষ্ঠিত পার্ব্বতীপতিকে দর্শন করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অনেক পাপ বিনষ্ট হয় এবং তাহারা অক্ষয় কাল ত্রিদশালয়ে বাস করিয়া প্রমুদিত হন। অনন্তর মহানদী সুবর্ণমুখরী অর্দ্ধযোজনপরিমিত স্থানে পুনরায় উত্তরবাহিনী হইয়া গমন করিয়াছে। এই স্থানে বহুতীর্থ সুবর্ণমুখরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দেশ হিন্তাল, তাল ও সালতরুরাজি দ্বারা মনোহর এবং এই দেশের মধ্য দিয়া ব্যাঘ্রপদা নদী সুবর্ণমুখরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ব্যাঘ্রপদা নদী ভূরি ভূরি দুর্ব্বার দুরিত নিবারণে সমর্থা। এই নদীর তীরভূমি ঘন বানীরবনমণ্ডলে বিমণ্ডিত। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বদিগের ললনাগণ এই নদীতে সতত লীলাবগাহন করিয়া থাকে এবং তপস্বিতনয়া-গণের নিক্ষিপ্ত বলিপুষ্প সকল নদীর জলে নিত্য বিরাজ করে। হংস, কারণ্ডব ও ক্রৌঞ্চকুলের কোলাহলে উহার সলিলসকল আকুল হয়। শৈলপথের মধ্য দিয়া গমন করায় ব্যাঘ্রপদা এই দেশে প্রাগ্বাহিনী হইয়া গমন করিয়াছে। যে সকল নরোত্তম এই উভয় নদীর সঙ্গমস্থানে অবগাহন করেন, তাঁহারা দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ণ ফল লাভ করিয়া থাকেন। নিখিল লোকের নির্ম্মলতাবিধায়িনী সেই ব্যাঘ্রপদার তীরে সর্ব্বপাপবিনাশন অনঘ শঙ্খতীর্থ বিরাজিত। ব্রহ্মর্ষিরা সুরগন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া এই শঙ্খতীর্থে নিয়ত বাস করেন। এই ব্যাঘ্রপদার দর্শন বা ইহার জলে স্নান কিংবা জলপান অতিমাত্র আনন্দদায়ক। হে ফাল্গুন! এই স্থানে ভগবান্ ঈশ শঙ্খেশ নামে বিরাজ করেন এবং শঙ্খ নামক মুনীন্দ্র লিঙ্গরূপী শঙ্করকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা এই স্থানে উত্তমরূপে স্নান করিয়া বৃষবাহন শঙ্খেশকে দর্শন করেন, তাঁহারা দশ অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করিয়া সুরালয়ে গমন করিয়া থাকেন। মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক সেবিতা বিমলসলিলা শোভনা সুবর্ণমুখরী ব্যাঘ্রপদা নদীর সহিত মিলিত হইয়া এই স্থান হইতে এক যোজনপরিমাণ স্থান ভূতলের দিকে অগ্রসর হইয়া বৃষভাচলে চলিয়া গিয়াছে। ২৫—৪৬।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ভরদ্বাজ উবাচ। সুবর্ণমুখরীং তত্র সঙ্গতা মঙ্গলপ্রদা। কল্যা নাম নদী পুণ্যা কালিন্দী জাহ্নবীমিব ॥ ১ ॥ বৃষভাচলসম্ভূতা তীর্থরাজবিরাজিতা। নদীনামুত্তমা কল্যা কলুষৌঘবিনাশিনী ॥ ২ ॥ নানাতরুলতাব্রাতবিভূষিততটদ্বয়া। মুনিসঙ্ঘসুখাবাসা পুণ্যাশ্রমসমুৎকটা ॥ ৩ ॥ দ্বিজদত্তার্ঘ্যবিলসৎকুশাক্ষতলসত্তটা। অপ্সরঃকুচকস্তূরীপঙ্কক্ষালনপঙ্কিলা ॥ ৪ ॥ দন্তাবলকটচ্যোতন্মদাম্বুসুরভীকৃতা। বিপ্রভূপালবিততমখযূপশতাবৃতা ॥ ৫ ॥ অনাবিলজলাপূরতোষিতাশেষমানবা। একৈবালং পরা কর্ত্তুং মহানদ্যোস্তু পাতকম্ ॥ ৬ ॥ তয়োঃ সঙ্গতয়োঃ স্তোতুং মহিমানং ক ঈশতে। যত্র ব্রহ্মশিলা নাম সরিন্মধ্যে চ বর্ত্ততে ॥ ৭ ॥ অগস্ত্যতপসা পশ্চাদ্গয়াসান্নিধ্যমেতি চ। নদীদ্বয়জলে তত্র স্নাতাঃ পুণ্যে কুরূদ্বহ ॥ ৮ ॥ মখানাং পৌণ্ডরীকাণাং শতস্য ফলমাপ্নুযুঃ। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি সমায়ান্তি পরিক্ষয়ম্ ॥ ৯ ॥ তত্রাতিবিবেকপূতানাং নদীদ্বিতয়সঙ্গমে। সঙ্গতা ভবনাশিন্যা কৃষ্ণবেণীব পাবনী ॥ ১০ ॥ রাজন্তে স্বর্ণমুখরী কল্যয়া সঙ্গতা তদা ॥ ১১ ॥ অথোদীচ্যাং মহানদ্যা যোজনার্দ্ধে বিরাজতে। যোজনোৎসেধসহিতো বিখ্যাতো বেঙ্কটাচলঃ ॥ ১২ ॥ সর্ব্বেষামেব তীর্থানামাশ্রয়োঽয়ং নগোত্তমঃ। অঞ্জনানন্তবৃষভনীলকেসরিপোত্রিণঃ ॥ ১৩ ॥ এতান্যুপবনান্যদ্রেঃ স্যুর্নারায়ণবেঙ্কটৌ। বরাহবপুষা পূর্ব্বং স্বীকৃতত্বান্মধুদ্বিষা ॥ ১৪ ॥ বরাহক্ষেত্রমিত্যার্য্যৈঃ কীর্ত্তিতোঽয়ং মহীধরঃ। সুবর্ণমুখরীতীরে বিখ্যাতে বেঙ্কটাচলে ॥ ১৫ ॥ নিবসত্যচ্যুতো নিত্যমব্ধীন্দ্রতনয়ান্বিতঃ। তস্মিন্ গিরৌ শ্রিয়া সার্দ্ধং বসন্তং বেঙ্কটাধিপম্ ॥ ১৬ ॥ সেবন্তে সিদ্ধগন্ধর্ব্বমুনিমানবদানবাঃ। তস্মিন্ বিন্যস্তচিত্তানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে ॥ ১৭ ॥ বাঞ্ছিতান্যাশু সিধ্যন্তি নশ্যন্তি বিপদোঽর্জ্জুন। যে স্মরন্তি জগন্নাথং

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ভরদ্বাজ বলিলেন,—তথায় গঙ্গার ন্যায় পুণ্যা মঙ্গলপ্রদা কালিন্দী নদী সুবর্ণমুখরীর সহিত মিলিত হইয়াছে, এই স্থলে কালিন্দী কল্যা নামে পরিচিতা। এই কল্যা বৃষভাচল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং নিখিল তীর্থরাজেরই ইহাতে অধিষ্ঠান রহিয়াছে। কলুষ-রাশিনাশিনী কল্যা নদী সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার তীরদ্বয় নানা তরু ও লতাজালে বিভূষিত এবং পুণ্যাশ্রমে পরিকীর্ণ। ঋষিগণ এই সকল আশ্রমে সুখে বাস করিয়া থাকেন। কল্যাতটের কোন স্থান দ্বিজগণপ্রদত্ত অর্ঘের অক্ষত ও কুশায় সমুদ্ভাসিত, কোন স্থান অপ্সরোগণের কুচকস্তূরী পঙ্কক্ষালনে পঙ্কিল, কোন স্থান দন্তীদিগের মদবারিক্ষরণে সুরভিত, আবার কোন স্থান বা ভূদেব ও ভূপালগণের নিখাতিত শত শত মজ্ঞযূপে সমাবৃত। কল্যা অনাবিল জলে সতত পরিপূর্ণ; মানবগণ এই জল পান করিয়া অশেষ সন্তোষ লাভ করে। একমাত্র কল্যাই পাপরাশি পরাভূত করিতে সমর্থ। হে কুরুবর! সুবর্ণমুখরী ও কল্যার সঙ্গমস্থানের মহিমা বর্ণন করিতে কে সমর্থ হয়? এই কল্যার সলিল মধ্যেই ব্রহ্মশিলা প্রতিষ্ঠিত ছিল; পরে মহর্ষি অগস্ত্যের তপস্যায় গয়ায় গিয়া সন্নিহিত হইয়াছে। হে রাজন্! নদীদ্বয়ের এই পুণ্যসঙ্গমে যাঁহারা স্নান করে, তাহারা শত শত পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। সুবর্ণমুখরী ভবনাশিনী কল্যার সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণবেণীর ন্যায় পাবনী হইয়াছে। ১—১০। অতএব এই নদীদ্বয়সঙ্গমে স্নানপূত নরগণের ব্রহ্মহত্যাদি পাপও পরিক্ষীণ হয়। যে স্থানে কল্যা ও সুবর্ণমুখরী উভয়ের সঙ্গম, সুবর্ণমুখরী সেই স্থান হইতে উত্তরদিকে অর্দ্ধযোজন ব্যাপিয়া বিরাজিত। ইহারই তীরে এক যোজন উৎসেধযুক্ত বিখ্যাত বেঙ্কটাচল অবস্থিত। এই নগোত্তম বেঙ্কট নিখিল তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ। এই নগোত্তমে বহু উপবন আছে। সেই সকল উপবনে অনেক অঞ্জননিভ নীলবৃষভ, কেশরী ও বরাহ বিচরণ করে; এই বেঙ্কটশৈল নারায়ণতুল্য বলিয়াই জানিবে। পুরাকালে মধুরিপু হরি বরাহশরীরে এই শৈলবরে বাস করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করায় আর্য্যগণ এই মহীধরকে বরাহক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সুবর্ণমুখরীর তীরে বিখ্যাত এই বেঙ্কটাচলে অচ্যুত সাগরসুতা লক্ষ্মীর সহিত সতত বাস করেন; সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, মুনি, মানব, ও দানবগণ রমার সহিত বেঙ্কটবাসী শ্রীনিবাসকে সতত সেবা করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! যে সকল ভক্ত মানব সেই পুরুষোত্তমে চিত্ত বিন্যস্ত করিয়াছে, তাহাদের অভীষ্ট সত্বর সিদ্ধ হয় এবং আপদসমূহ দূরীভূত হইয়া থাকে। যাঁহারা বেঙ্কটশৈলবাসী জগৎস্বামী শ্রীনিবাসকে স্মরণ করে,

বেঙ্কটাদ্রিনিবাসিনম্॥১৮॥নিরস্তদোষাস্তে যান্তি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥১৯॥ অর্জ্জুন উবাচ। বেঙ্কটাদ্রৌ মহাপুণ্যে সুরাসুরনমস্কৃতঃ। কথং প্রাদুরভূদ্দেবো ভগবান্ কমলাপতিঃ ॥২০॥ কস্য বা কৃতিনস্তত্র প্রসন্নো নিজমদ্ভুতম্। রূপং প্রকাশয়াঞ্চক্রে ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ২১ ॥ বিষ্ণোর্দেবাদিদেবস্য মহিমানং মহামুনে। শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন তন্মে কথয় বিস্তারাৎ ॥ ২২ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। শৃণু বেঙ্কটনাথস্য মহিমানং সমাহিতঃ। বিস্তরেণ সমাখ্যাতুং ব্রহ্মণাপি ন শক্যতে ॥ ২৩ ॥ ধন্যোঽসি দেবদেবস্য মাহাত্ম্যং মধুবিদ্বিষঃ। যস্তত্তিযুক্তাভূতাত শ্রোতুং মতিররিন্দম ॥ কৃতপুণ্যোঽস্ম্যহং পার্থ সর্ব্বভূতপতের্হরেঃ। পবিত্রাণি চরিত্রাণি স্তোষ্যন্তে যন্মযাধুনা ॥ ২৫ ॥ পুরা ভাগীরথীতীরে জনকায় মহাত্মনে। ক্রতুদীক্ষাপ্রসক্তায় বিশুদ্ধজ্ঞানশালিনে ॥২৬॥ বামদেবেন কথিতাং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। কথয়িষ্যামি তে পার্থ বিষ্ণুকীর্ত্তনপাবনীম্ ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বেষামেব ভূতানামাদ্যো নারায়ণঃ প্রভুঃ। জগন্ময়ো জগৎকর্ত্তা চিৎস্বরূপো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৮ ॥ সহস্রশীর্ষা ভগবান্ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। যস্য ভাসা জগদিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥ ২৯ ॥ তস্মাৎ পরতরং তেজস্তস্মাৎ পরতরং তপঃ। তস্মাৎ পরতরং জ্ঞানং যোগস্তস্মাৎ পরো ন চ ॥ ৩০ ॥ বিদ্যা তস্মাদপি পরা নাস্তি পার্থ নরর্ষভ। সর্ব্বেষপি চ ভূতেষু সদা সন্নিহিতঃ প্রভুঃ ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বাণ্যপি চ ভূতানি তস্মিন্নেবাসতে সুখম্। স এব যজ্ঞো যজ্বা চ সাধনং স্রুক্স্রুবাদিকম্ ॥ ৩২ ॥ ফলং ফলপ্রদাতা চ তৎ সম্প্রাপ্যাগতিস্তথা। বহ্নৌ প্রণীতে পশুনা প্রোক্ষিতেন প্রজুহ্বতি। যে তং প্রয়ান্তি তে যান্তি গতিং তৎপ্রতিপাদিতাম্ ॥ ৩৩ ॥ কর্ম্মবন্ধং পশুং কৃত্বা জ্ঞানাগ্নৌ সম্প্রবর্ত্তিতে। যে জুহ্বতে তমুদ্দিশ্য তে তৎসাযুজ্যভাগিনঃ ॥ ৩৪ ॥ হরিঃ সদাশিবো ব্রহ্মা মহেন্দ্রঃ পরমঃ স্বরাট্। সর্ব্বেশ্বরস্য তস্যৈতে পর্য্যায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ সমাহিতোঽনুসন্ধত্তে য ইদং পরমাত্মনঃ। নারায়ণস্য মাহাত্ম্যং স ন যাতি পুনর্ভবম্ ॥ ৩৬ ॥ চিদানন্দময়ঃ সাক্ষী নির্গুণো নিরুপাধিকঃ। নিত্যোঽপি ভজতে তাস্তামবস্থাং স যদৃচ্ছয়া ॥ ৩৭ ॥ পবিত্রাণাং পবিত্রং

তাহারা দোষহীন হইয়া বিষ্ণুর সনাতন অব্যয়পদ লাভ করিয়া থাকে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুরাসুর-নমস্কৃত হরি কিরূপে মহাপুণ্য বেঙ্কট-পর্ব্বতে প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং কোন কৃতী মানবের প্রতি প্রীত হইয়া ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক স্বীয় অদ্ভুতরূপ প্রকাশ করিলেন? হে মহামুনে! দেবদেব বিষ্ণুর প্রভাব শুনিবার জন্য আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব আমার নিকট বিস্তাররূপে যথাযথ বিষ্ণু-মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন,—ব্রহ্মাও যাহা বলিতে সমর্থ নহেন, আমি সেই বেঙ্কটস্বামীর মহিমা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর। হে অরিন্দম! তুমিই ধন্য, কেননা, দেবদেব মধুরিপু হরির প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া তুমি তাঁহার প্রভাব বিদিত হইতে মনন করিয়াছ। হে পার্থ! কেবল তুমিই নহ, মনে হয়—আমিও অনেক পুণ্য করিয়াছি, কেননা সেই পুণ্যবলেই অদ্য আমি সর্ব্বভূতপতি হরির পবিত্র-চরিত্র-কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বকালে বিশুদ্ধ জ্ঞানশালী মহাত্মা জনক যখন জাহ্নবীতটে যজ্ঞে দীক্ষিত হন, তখন বামদেব সেই দীক্ষারত জনকের সমীপে পাপপ্রণাশিনী এই মাহাত্ম্যগাথা কীর্ত্তন করেন। হে পার্থ! আমিও তোমার নিকট সেই পূত কাহিনী বর্ণন করিব। হে পার্থ! প্রভু নারায়ণ—প্রাণিগণের আদি, জগন্ময়, জগৎকর্ত্তা, চিৎস্বরূপী, নিরঞ্জন, সহস্রশীর্ষা, ভগবান্, সহস্রাক্ষ এবং সহস্রপাৎ; তাঁহার আভাসেই এই সচরাচর জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। হে নরর্ষভ! অতএব তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতর তেজ, তপস্যা, জ্ঞানযোগ কিংবা পরতরা বিদ্যা আর কিছুই নাই। সেই প্রভু নিখিল প্রাণীতেই সন্নিহিত রহিয়াছেন এবং ভূতনিবহও তাঁহাতেই সুখে বাস করে। তিনিই যজ্ঞ, যজ্বা, সাধন, স্রুক্ ও স্রুবাদি, ফল, ফলপ্রদাতা, প্রাপ্য ও গতি। প্রণীত বহ্নিতে প্রোক্ষিত পশুদ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া যে সকল যজ্বা তাঁহার গতি-লাভে প্রয়াসী হয়, তিনিই তাহাদিগকে যাগজনিত ফল প্রদান করেন। তিনিই আবার জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম্মবন্ধরূপ পশুদ্বারা আহুতিদাতা জ্ঞানিগণকে সাযুজ্য প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বেশ্বর হরিরই পর্য্যায়ক্রমে সদাশিব, ব্রহ্মা, মহেন্দ্র, পরম ও স্বরাট্ এই সকল অভিধান জানিবে। যে মানব সমাহিত হইয়া পরমাত্মা নারায়ণের এই মাহাত্ম্য সম্যক্ ধ্যান করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। সেই চিদানন্দময় নির্গুণ, লোকসাক্ষী উপাধিবিহীন নারায়ণ নিত্য হইয়াও যদৃচ্ছাক্রমে শ্রীনিবাসাদি পৃথক্ পৃথক্ সেই সেই অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন।১১—৩৭। যে

যোঽগতীনাং পরা গতিঃ। দৈবতং দেবতানাঞ্চ শ্রেয়সাং শ্রেয় উত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥ বোধ্যানাং বোধ্য একোঽসৌ ধ্যেয়ানাং ধ্যেয় উত্তমঃ। বিনয়ানাং সমধিকো বিনয়ো নয়সংযুতঃ ॥ ৩৯ ॥ তেজসাং জনকং তেজঃ প্রকৃষ্টং তপসাং তপঃ। আধারঃ সর্ব্বভূতানামনাদ্যন্তো জনার্দ্দনঃ ॥ ৪০ ॥ তস্যেদন্তাববিজ্ঞানে মূঢ়া ব্রহ্মাদয়োঽপি চ। অজো গৃহ্লাতি জননং সর্ব্বাত্মা হন্তি বিদ্বিষঃ ॥ ৪১ ॥ স্বতন্ত্রোঽপি স্বভক্তানাং পরতন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে। স সাক্ষী কর্ম্মণাং দেবঃ সর্ব্বজ্ঞো গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৪২ ॥ তস্য স্বরূপং মুনয়ো মৃগয়ন্তে সমাহিতাঃ। সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নশ্চ তথা পুনঃ ॥ ৪৩ ॥ অনিরুদ্ধ ইতি খ্যাতং তন্মূর্ত্তীনাং চতুষ্টয়ম্। কীর্ত্তিতঃ প্রণবঃ পশ্চাদ্ধৃদয়ং তস্য ভাস্বরম্ ॥ ৪৪ ॥ ভগবান্ বাসুদেবশ্চ মন্ত্রোঽয়ং তৎপ্রকাশকঃ ॥ ৪৫ ॥ মন্ত্ররাজমিমং নিত্যং প্রজপেদ্যঃ সমাহিতঃ। স বিষ্ণোঃ করুণাযোগাৎ সিদ্ধীনাং ভাজনং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥ আপন্নিবারকঃ সম্পৎপ্রাপকো ভুক্তিমুক্তিদঃ। যথা সসর্জ্জ ভূতানি কল্পাদাবেষ মাধবঃ ॥ ৪৭ ॥ তৎ সর্ব্বং কথয়িষ্যামি

জনার্দ্দন একমাত্র পবিত্রদিগের পবিত্র, অগতিদিগের গতি, দেবগণের দৈবত, শ্রেয়ঃসমূহের শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ, বোধ্যদিগের বোধ্য, ধ্যেয়গণের উত্তম ধ্যেয়, বিনয়ীদিগের নয়যুক্ত সমধিক বিনয়, তেজোদিগের জনক প্রকৃষ্ট তেজঃ,তপস্যার প্রকৃষ্ট তপ,নিখিলপ্রাণীর আধার এবং আদ্যন্তহীন, ব্রহ্মাদিদেবগণও তাঁহার ভাববিজ্ঞানে বিমোহিত হন। তিনি অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন, ধর্ম্মাত্মা হইয়াও শত্রুসমূহের বিনাশ সাধন করেন এবং স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও স্বীয় ভক্তগণের পরতন্ত্র হন। সেই দেব গরুড়ধ্বজই কর্ম্মের সাক্ষী ও সর্ব্বজ্ঞ; ঋষিগণ সমাহিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ অন্বেষণ করেন; সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই বিখ্যাত মূর্ত্তিচতুষ্টয় তাঁহারই মূর্ত্তিভেদ; "ওঁ"কার কীর্ত্তন করিলে পর হৃদয়ে যে ভাস্বররূপ আবির্ভূত হয়, ভগবান্ বাসুদেবই সেই "ওঁ"কার মন্ত্রের প্রকাশক। যিনি সমাহিত হইয়া এই মন্ত্ররাজ ওঁকার নিত্য জপ করেন, তিনি বিষ্ণুর করুণাযোগে সিদ্ধিসমূহের ভাজন হইয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! যিনি আপদ্ নিবারক, সম্পৎপ্রাপক এবং ভুক্তিমুক্তির দাতা, সেই মাধব কল্পের আদিতে যেরূপে সৃষ্টি

সমাহিতমনাঃ শৃণু। তস্য চিন্তয়তঃ সর্গং তেজোরূপং পরং হরেঃ ॥ ৪৮ ॥ বিরিঞ্চ ইতি বিখ্যাতং রাজসং গুণমাশ্রিতম্। তস্য দেবস্য বদনাচ্ছক্রো দেবঃ সপাবকঃ। জজ্ঞে যশ্চ ত্রিলোকেশঃ পাককর্ম্মণি যঃ প্রভুঃ ॥৪৯॥ মনসশ্চাভবচ্চন্দ্রঃ করুণানিত্যশীতলাৎ। অপাং সর্ব্বৌষধীনাঞ্চ বিপ্রাণাং রক্ষকঃ সদা ॥ ৫০ ॥ নেত্রাভ্যামুদভূৎ সূর্য্যস্তস্য বিশ্বপ্রকাশতঃ। শীতোষ্ণবর্ষকৃৎ কালকারণং তেজসাং নিধিঃ ॥৫১॥ প্রাণেভ্যোঽস্য জগৎপ্রাণঃ সমীরঃ সমজায়ত। ধর্ত্তা গ্রহর্ক্ষং স্বর্গঙ্গাবিমানানাং মহাবলঃ ॥ ৫২ ॥ নাভিদেশাৎ সমুৎপন্নমন্তরিক্ষং মহাত্মনঃ। তস্যাসীচ্ছিরসো ব্যোম ভূতসম্ভবকারণম্ ॥ ৫৩ ॥ পাদাম্বুজাভ্যামুদভূদ্ভূমির্ভূতগণাশ্রয়া। বিনিঃসৃতা দিশঃ সর্ব্বাঃ শ্রোত্রাভ্যাং পরমাত্মনঃ ॥ ৫৪ ॥ ভূর্ভুবাদ্যাস্তথা লোকাঃ স্মরণাত্তস্য জজ্ঞিরে। রসাতলাদিলোকাশ্চ যক্ষোরক্ষোগণাদয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ মুখবাহূরুপাদেভ্যো

বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বর্ণন করিতেছি, সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর। হরি সৃষ্টিমানসে যখন চিন্তা করিলেন, তখন তাঁহার পরম তেজোরূপই রাজসগুণের আশ্রয় বিরিঞ্চ ব্রহ্মারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার বদন হইতে পাকশাসন উদ্ভূত হইয়াছিলেন এবং পাকশাসন সহ যে পাবক সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন; সেই ত্রিলোকেশ পাবকই পাককর্ম্মের প্রভু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র আবির্ভূত হন এবং তিনি করুণায় নিত্য শীতল। তাঁহার এই অতিশীতলতা হেতু তিনি নিখিলজল, সর্ব্ববিধ ওষধি ও বিপ্রগণের সতত রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৩৮—৫০। তেজোনিধি সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বপ্রকাশ করত শীত, উষ্ণ, বর্ষা প্রভৃতি বিধান করিয়া কাল ও কারণরূপে সকলের উপর আধিপত্য করেন। মহাবল জগৎপ্রাণ সমীরণ ইঁহার প্রাণনিচয় হইতে সমুৎপন্ন হইয়া গ্রহ, নক্ষত্র, স্বর্গ, গঙ্গা ও বিমান ধারণ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন এই মহাত্মার নাভিদেশ হইতে অন্তরীক্ষ, মস্তক হইতে প্রাণিগণের কারণস্বরূপ আকাশ ও পাদপদ্ম হইতে জীবনিবহের আশ্রয়স্বরূপ ধরিত্রী দেবী সমুদ্ভূত এবং এই পরমাত্মার শ্রবণযুগল হইতে দিক্‌সকল বিনির্গত হইয়াছে। তিনি স্মরণ করিবা মাত্র ভূঃ ও ভুবাদি ও রসাতলাদি লোক সকল এবং যক্ষ, রক্ষ, উরগ প্রভৃতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি মুখ, বাহু,

জনয়ামাস স ক্রমাৎ। ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাদীংশ্চ কুরূদ্বহ ॥ ৫৬ ॥ ছন্দাংসি যজ্ঞস্তুরগা গাবো মেষাবিকাদয়ঃ। অতর্ক্যপ্রভবাং তস্মাত্তৎ-প্রবৃত্তিং প্রতিপেদিরে ॥ ৫৭ ॥ সঙ্কল্পাদ্দেবদেবস্য তস্য স্থাবরজঙ্গমম্। ভূতজাতমভূৎ কালো ভূতো ভাবী ভবংস্তথা ॥ ৫৮ ॥ পিবত্যম্বু সমুদ্রাণাং বড়বানল-রূপধৃক্। কল্পান্তকালে তৎসর্ব্বং বিসৃজত্যাত্মনি স্থিতম্ ॥ ৫৯ ॥ সঞ্চারয়তি ভূতানাং বৃত্তিং সূর্য্যেন্দু-রূপধৃক্। তমোনিরসনাচ্চাপি কালধর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ ॥ ৬০ ॥ জগন্তি কল্পবিরমে বিন্যস্য স্বোদরান্তরে। লীলাবালাকৃতিঃ শেতে বটপত্রে মহাম্বুধৌ ॥ ৬১ ॥ অথ চোদগ্রভোগীন্দ্রভোগতল্পে সুখোচিতে। যোগনিদ্রামবাপ্নোতি সদ্বিতীয়োঽজবাসয়া ॥ ৬২ ॥ নাভিকাসারসম্ভূতাজ্জনয়ামাস পঙ্কজাৎ। সর্ব্বেষাং জগতাং নাথো বিধাতারং চতুর্ম্মুখম্ ॥ ৬৩ ॥ লীলা-হেষা মুকুন্দস্য স্বেচ্ছাযোগপ্রবর্ত্তিনঃ। বিজ্ঞায়তে ন কেনাপি যাথার্থ্যেন স ঈশ্বরঃ ॥ ৬৪ ॥ যদা ধর্ম্মস্য হানিঃ স্যাদধর্ম্মো বর্দ্ধতে যদা। যদা ব্রা মহতীং পীড়াং ভজন্তে দেবতাগণাঃ ॥ ৬৫ ॥ যদাবলেপ-দুর্ব্বারা যান্তি বৃদ্ধিং সুরদ্রুহঃ। ভূমের্ভূমিজনানাঞ্চ যদোদেতি মহদ্ভয়ম্ ॥ ৬৬ ॥ যদা বা নিজভক্তানাং সাধূনামনিবারিতা। দুরন্তাতঙ্কজননী বিপৎ সমুপ-জায়তে ॥ ৬৭ ॥ তদা তদনুরূপাণি রূপাণ্যাস্থায় কৌতুকাৎ। অধর্ম্মমবধূয়াশু কুরুতে জগতো হিতম্ ॥ ৬৮ ॥ সৃজতি বিধিসমাখ্যো রাজসেনাত্মনাসৌ বহতি হরিসমাখ্যঃ সত্ত্বনিষ্ঠঃ প্রপঞ্চম্। হরতি হরসমাখ্যস্তা-মসীমেত্য বৃত্তিং মধুমথনমহিম্নামস্তি বেত্তা ন কোঽপি ॥ ৬৯ ॥ যজ্ঞাঙ্গৈঃ কৃতসকলাঙ্গসন্ধিবন্ধঃ বারাহং বপু-রধিগম্য লোকনাথঃ। শৈলেঽস্মিন্নভজদসৌ যথা নিবাসং তদ্বক্ষ্যে শৃণু বিবুধাধিনাথসূনো ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুবর্ণমুখরীমাহাত্ম্যে বিষ্ণুমাহাত্ম্য-প্রস্তাবে সৃষ্ট্যাদিবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ঊরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃজন করিয়াছেন। হে কুরুবর! বেদশাস্ত্র-নিচয় যজ্ঞ, তুরগ, গো, মেষ এবং ছাগগণ যেন অতর্কিতভাবে সেই মহাপুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই দেবদেব সঙ্কল্প মাত্রেই স্থাবর, জঙ্গম, প্রাণিনিচয়, ভূত ভাবী ও ভবিষ্যৎকাল এই সকল সমুদ্ভূত হইয়াছিল। কালাবসানে তাহারই আদেশে আবার বড়বানল জলধিজল পান করিয়াছিল এবং তিনি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে গ্রাস করিয়া স্বীয় আত্মার মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি কালধর্ম্ম প্রবর্ত্তনমানসে সূর্য্যচন্দ্ররূপী হইয়া অন্ধকার দূর করত প্রাণিগণের বৃত্তি সঞ্চারিত করেন। কল্পশেষে তিনিই সমস্ত জগৎ স্বীয় উদরমধ্যে বিন্যস্ত করিয়া লীলাবশত বালাকৃতি ধারণপূর্ব্বক মহাসাগরমধ্যে বটপত্রে শায়িত হন। তিনি তীব্রতেজা ভোগিবরের সুখোচিত আভোগশয্যায় শয়ান হইলে যোগনিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করে এবং কমলাসনা সাগরতনয়া রমা তাঁহার সমীপে উপবেশন করেন। তখন সেই বিভুর নাভিবিবর হইতে এক পদ্ম উদ্ভূত হয় এবং তিনি সেই পদ্ম হইতে নিখিল জগতের নাথ চতুর্ম্মুখ বিধাতাকে সৃজন করেন। মুকুন্দ স্বেচ্ছাযোগে প্রবৃত্ত হইয়াই এইরূপ লীলা করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে যথার্থতঃ ঈশ্বর বলিয়া বিদিত হইতে সমর্থ হন না। যখন নিরন্তর ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে, যৎকালে সুরসকলে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিতে থাকেন, দেবদ্বেষী দানবগণের জ্ঞান যখন দুর্ব্বার গর্ব্বে পরিচালিত হইতে থাকে, যখন ভূতলস্থ প্রাণিগণের মহাভয় উপস্থিত হয় কিংবা যখন আবার সাধুভক্তগণের দুর্নিবার দুরন্ত আতঙ্কজননী বিপৎ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তিনি জগতের হিতকামনায় কৌতুক বশত উপদ্রবের অনুরূপ অর্থাৎ যে রূপ পরিগ্রহ করিলে সাময়িক উপদ্রপ দূরীভূত হইতে পারে, তদ্রূপ রূপ ধারণ করিয়া সত্বর জগতের অধর্ম্ম-ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই বিভুই রাজসমূর্ত্তি বিধাতৃরূপে জগৎপ্রপঞ্চ সৃজন, সত্ত্বনিষ্ঠ হরিরূপে পালন ও তামসীবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক হররূপে সংহার করেন; অতএব মধুমথন এই বিভুর প্রভাব কে জানিতে সমর্থ হইবে? হে ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন! লোকনাথ হরি যেরূপে যজ্ঞাঙ্গসমূহ দ্বারা স্বীয় শরীরের সকল সন্ধিবন্ধন সন্ধানপূর্ব্বক বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই শৈলে বাস করিতেছেন, তুমি সে সকল শ্রবণ কর। ৫১—৭০।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ভরদ্বাজ উবাচ। পুরা নিশাত্যয়ে ধাতুঃ প্রবুদ্ধো মধুসূদনঃ। পুনঃ প্রবৃত্তিং ভূতানামন্বিয়েষ ধিয়া ভৃশম্ ॥ ১ ॥ বিনা বসুমতীমন্তে ভূতৌঘধরণক্ষমাঃ। ন ভবন্তীতি হৃদয়ে তর্কস্তস্যাজনিষ্ট চ ॥ ২ ॥ অপশ্যৎ প্রণিধানেন মহীং পাতালগোচরাম্। অতিমাত্রভয়োদ্বিগ্নাং পরীতাং মহতাম্বুনা ॥ ৩ ॥ প্রতিপেদে তদা রূপং ভূসমুদ্ধরণোচিতম্। উপকর্ম্মোষ্ঠমনলজিহ্বং প্রনবঘোষণম্ ॥ ৪ ॥ চতুরাম্নায়চরণং প্রায়শ্চিত্তখুরাঙ্কিতম্। প্রাগ্বংশকায়ং বিলসদ্দর্ভরোমাবলীযুতম্ ॥ ৫ ॥ প্রবর্গ্যাবর্ত্তসম্পন্নং দক্ষিণাগ্ন্যুদরান্বিতম্। স্রুক্তুণ্ডমখিলৈঃ সর্ব্বৈঃ সংবিভক্তাঙ্গসন্ধিকম্ ॥ ৬ ॥ দিব্যসূক্তজটাজালং পরব্রহ্মশিরস্তথা। হব্যকব্যবযোপেতং বিশুদ্ধপশুজানুকম্ ॥ ৭ ॥ উক্থাত্যুক্থাদিকচ্ছন্দোমার্গমন্ত্রবলান্বিতম্। সর্ব্বযজ্ঞময়ং দিব্যং বারাহং রূপমাস্থিতঃ ॥ ৮ ॥ অন্বেষ্টুং ধরণীমব্ধের্বিবেশ সলিলান্তরম্। দংষ্ট্রাবালশশাঙ্কোত্থলসৎকান্তিচয়ৈর্হঠাৎ ॥৯॥ কল্পান্তসময়স্ফীতং তমিস্রমপসারয়ন্। অভিভূতাম্বুভৃদ্ঘোষৈর্মুহুস্ত্রাপ্তকন্দরাম্ ॥ ১০ ॥ নিনাদমুখরাং কুর্ব্বন্ গাঢ়ৈর্ঘুর্ঘুরস্বনৈঃ। খুরপ্রখুরবিন্যাসৈর্জর্জরীকৃতবিগ্রহম্ ॥ ১১ ॥ ইতস্ততো বিলুণ্ঠয়ন্নুরগাণামধীশ্বরম্। তীব্রৈর্নিঃশ্বাসপবনৈরাপাতালং সরিৎপতেঃ ॥ ১২ ॥ প্রাপয়ন্নতলস্পর্শমন্তরং দর্শনীয়তাম্। অতিদীর্ঘেণ পোত্রেণ মগ্নোন্মগ্নেন বারিধেঃ ॥ ১৩ ॥ সংক্ষোভিতানি পাথাংসি কুর্ব্বন্নন্তর্যযৌ তদা। সপ্তপাতালমূলাধঃস্থিতাং তোয়ে ভয়াকুলাম্ ॥ ১৪ ॥ বেপমানাং সমালোক্য ধরণীং হৃষ্টমানসঃ। তামারোপ্য দংষ্ট্রাগ্রমুন্মমজ্জ সরিৎপতেঃ ॥ ১৫ ॥ সংস্তূয়মানো মুনিভির্জনলোকনিবাসিভিঃ। তস্মিন্নুদ্বহন্তি প্রেম্ণা দেবে বসুমতীং ক্ষণম্ ॥ ১৬ ॥ প্রতিসারা বভূবাধো বারিধের্ম্মঙ্গলোচিতা। তদুদ্ধারণবেলায়াং

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় ।

ভরদ্বাজ বলিলেন,—পুরাকালে বিধাতার নিশাবসানে মধুসূদন প্রবুদ্ধ হইয়া কিরূপে পুনরায় প্রাণিগণের বাহুল্যরূপে প্রবৃত্তি হয়, মনে মনে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন,—বসুমতী ব্যতীত প্রাণিগণের ধারণে আর কাহারা সমর্থ হইবে? তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলেন—পৃথ্বীদেবী পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তিনি মহাসাগরে পরিপ্লুতা হইয়া অতিমাত্র ভয়োদ্বিগ্ন হইয়াছেন। মধুসূদন ধরিত্রীর এইরূপ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার উদ্ধরণ যোগ্য বরাহবেশ রচনা করিলেন। উপাকর্ম্ম সেই যজ্ঞবরাহের ওষ্ঠ, প্রণবঘোষ—জিহ্বা, চতুরাম্নায়—চরণ, প্রায়শ্চিত্ত—খুর, প্রাগ্‌বংশ—কায়, দর্ভ—রোমাবলী, প্রবর্গ্য—আবর্ত্ত, দক্ষিণাগ্নি—উদর, ও স্রুক্—তুণ্ডরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং যজ্ঞাঙ্গ সকল দ্বারা তাঁহার অঙ্গসন্ধি বিভক্ত হইয়া স্ফুরিত হইল। তাঁহার জটাজাল—দিব্য সূক্ত, মস্তক—পরমব্রহ্ম, বেগ—হব্যকব্য, জানু—বিশুদ্ধ পশু, উক্থ প্রত্যুক্থ—ছন্দোমার্গ, এবং বীর্য্য—মন্ত্র;—হরি এইরূপে সর্ব্বযজ্ঞময় দিব্য বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক ধরণীর অন্বেষণার্থ সাগরের সলিলতলে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার দংষ্ট্রা হইতে বালশশধরের ন্যায় দিব্য কিরণমালা উল্লাসিত হইয়া কল্পান্তসময়স্ফীত অন্ধকার অপসারিত করিল। তিনি সমুদ্র মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে জলের সহিত তাঁহার শরীরের অভিঘাতে মুহুর্ম্মুহু উত্থিত শব্দ যেন মেঘনির্ঘোষ অভিভূত করিল এবং ব্রহ্মাণ্ড-কন্দর আপূরিত করিয়া তুলিল ।১—১০। তিনি গাঢ় ঘুর ঘুর রবে দিগন্ত মুখরিত করিলেন; তাঁহার খুর ও প্রখুরের বিন্যাসে উরগাধীশের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া জর্জ্জরিত হইল, এবং নাগপতি ইতস্তত শরীর বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার তীব্র নিশ্বাসপবনে অতলস্পর্শ জলধি-জল পাতাল হইতে বিভিন্ন হইয়া গেল। তখন উভয়েরই অন্তর পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। বরাহরূপী হরি সাগরনীর সঙ্ক্ষোভিত করিয়া ক্রমেই মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার অতি দীর্ঘ মুখ কখন বা সমুদ্রমধ্যে মগ্ন আবার কখন বা দৃষ্ট হইতে লাগিল। বসুধাদেবী তৎকালে ভয়াকুলা হইয়া সপ্তপাতালমূলের অধোদেশে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বরাহরূপী হরি ধরণীকে বেপমানা দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় দন্তের অগ্রভাগে স্থাপনপূর্ব্বক সাগর হইতে উত্থিত হইলেন। বরাহ প্রেমভরে ক্ষণকাল মধ্যে ধরণীর উদ্ধরণ করিলে তখন জনলোকবাসী ঋষি সকল সম্যক্‌রূপে তাঁহার স্তুতি করিলেন

বরাহবপুষোঽর্জ্জুন ॥ ১৭ ॥ গম্ভীরঘোষৈরম্ভোধিঃ প্রাপ মঙ্গলতূর্য্যতাম্। উদ্বৃত্তবীচিবিক্ষিপ্তশীকরাস্তরসঙ্গতঃ ॥ ১৮ ॥ ভেজে মুক্তাফলচয়ো মঙ্গলাক্ষতবিভ্রমম্। উদূঢ়া তেন দেবেন সা বভৌ সলিলাপ্লুতা ॥ ১৯ ॥ গাঢ়রাগসমুৎপন্নস্বেদক্লিন্নতনুরিব। ইত্থমুদ্ধৃত্য ভগবান্মহীং পাতালভূতলঃ ॥২০॥ সুদৃঢ়ং স্থাপয়ামাস মধ্যেঽম্বুনিধিপাথসাম্। তেনোদ্ধৃতায়াং মেদিন্যাং পূর্ণং তদ্ভূনভোঽন্তরে ॥ ২১ ॥ জলং তৎকৃতমর্য্যাদাব্যবচ্ছিন্নমভূত্তদা। সংস্থাপ্য পৃথিবীমিত্থং তদীয়াধারসিদ্ধয়ে ॥ ২২ ॥ দিগ্গজানহিরাজঞ্চ কমঠঞ্চ ন্যবেশয়ৎ। তেষামপি চ সর্ব্বেষামাধারত্বেন সাদরম্ ॥ ২৩ ॥ অব্যক্তরূপাং স্বাং শক্তিং যুযোজ চ দয়ানিধিঃ। ততো ধরাং সমুদ্ধৃত্য স্থিতং কিটিতনুং হরিম্ ॥ ২৪ ॥ তুষ্টুবুঃ সনকাদ্যাস্তং জনলোকনিবাসিনঃ। তদা বরাহবপুষমারাধ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৫ ॥ তদাজ্ঞয়া জগদ্ব্রহ্মা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ ॥ ২৬ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। কল্পান্তসলিলে মগ্না কথং তিষ্ঠতি ভূরিয়ম্। সপ্তপাতাললোকাধঃ কিমাধারা মহামুনে ॥ ২৭ ॥ কল্পকালঃ কিয়ানেষ স্যাত্তদ্বৃত্তিশ্চ কীদৃশী ॥ ২৮ ॥ এতদ্বিস্তার্য্য সকলং মম ব্রহ্মন্ মুনে বদ ॥২৯॥ ভরদ্বাজ উবাচ। বিনাড়িকানাং ষষ্ট্যা স্যান্নাড়িকৈকা দিনং ভবেৎ। তৎষষ্ট্যা দিবসাস্ত্রিংশন্মাসঃ পক্ষদ্বয়াত্মকঃ ॥ ৩০ ॥ মাসৌ দ্বাবৃতুরিত্যুক্তস্তৈঃ ষড়্ভির্বৎসরো ভবেৎ। অয়নদ্বিতয়াকারঃ শীতবর্ষোষ্ণসংশ্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥ দেবাসুরাণামন্যোন্যমহোরাত্রং বিপর্য্যয়াৎ। উত্তরং দক্ষিণং ভানোরয়নে তে যথাক্রমম্ ॥ ৩২ ॥ মানুষাব্দৈঃ খখব্যোমখাক্ষিপাবকসাগরৈঃ। মহাযুগং ভবেৎ পার্থ কৃতাদ্যাকারসংযুতম্ ॥ ৩৩ ॥ সপ্তত্যা সৈকয়া কালো যুগানামন্তরং

এবং বারিধির অধোদেশ হইতে মঙ্গলোচিতা প্রতিসারা উত্থিতা হইল। হে অর্জ্জুন! বরাহবপুঃ হরি যখন ধরণীর উদ্ধার সাধন করেন, সরিৎপতি তখন গম্ভীর ধ্বনি করিয়া তূর্য্যধ্বনির কার্য্য করিলেন। তখন সরিৎপতির বীচিনিচয় বিক্ষোভিত হওয়ায় যে সকল শীকররাশি ইতস্ততঃ সমুদ্ভূত হইল, তদ্দর্শনে মনে হইতে লাগিল যেন তিনি মুক্তাজাল ও মঙ্গল অক্ষত দ্বারা স্বীয় শরীর বিভূষিত করিয়াছেন এবং জলাপ্লুতা ধরণী সেই দেব কর্ত্তৃক উদূঢ় হইয়াছেন গাঢ়; রাগসমুত্থিত স্বেদ দ্বারা তাঁহার শরীর ক্লিন্ন হইয়াছে। ভগবান্ বরাহ এইরূপে পাতালমূল হইতে ধরণীর উদ্ধার সাধন করিয়া পয়োনিধির মধ্যদেশে সুদৃঢ় স্থাপন করিলেন। তৎকালে জল ও আকাশ এই দুইটী মাত্র বস্তু বিদ্যমান ছিল। বরাহদেব মেদিনীকে উদ্ধার করিয়া ভূলোক ও আকাশ—ইহার মধ্যস্থানে স্থাপিত করিলে উভয়ের অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল এবং জলই অবিচ্ছিন্নরূপে বসুধার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। বরাহ বসুধাকে এইরূপে সংস্থাপনপূর্ব্বক তদীয় আধারসিদ্ধির জন্য দিগ্গজ, অহিরাজ ও কমঠকে সন্নিবেশ করিলেন এবং স্বীয় অব্যক্তা শক্তিকে আদরপূর্ব্বক তাহাদের আধাররূপে নিযোজিত করিলেন। অনন্তর দয়ানিধি বরাহরূপী হরি ধরণীকে উদ্ধৃত করিয়া অবস্থিত হইলে জনলোকবাসী সনকাদি ঋষি সকল তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মাও শূকরশরীর পুরুষোত্তমের আরাধনা করিয়া তাঁহার আদেশে পূর্ব্বরূপ জগৎ সৃষ্টি করিলেন।১১—১৬। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! কল্পাবসানে এই বসুধাদেবী সলিলমগ্না হইয়া কিরূপে অবস্থান করিলেন এবং সপ্তপাতাললোকের অধোদেশে কোন্ বস্তুই বা ইহার আধারের কার্য্য করিয়াছিল? আর এই কল্পকালের পরিমাণই বা কিরূপ! তৎকালের বৃত্তিই বা কি? হে মুনে ব্রহ্মন্! এই সকল বিস্তররূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন,—ষষ্টিবিনাড়িকায় এক নাড়িকা, ষষ্টি নাড়িকায় এক দিন, ত্রিশ দিনে একমাস, এই মাস শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে আবার পক্ষদ্বয়াত্মক; দুই মাসে এক ঋতু এবং তাহারই ছয় ঋতুতে এক বৎসর হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! এই বৎসর আবার অয়নদ্বয়াত্মক। এই সকল অয়ন মধ্যে শীত, বর্ষা ও গ্রীষ্মাদি ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। দিবা ও রাত্রিকে অহোরাত্র বলে। এই যে অহোরাত্র বর্ণিত হইল, ইহা সুর ও অসুরদিগের পরস্পর বিপর্য্যয় ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হয়। হে ভারত! ভানুর অয়নদ্বয়—উত্তর ও দক্ষিণ যথাক্রমে সুর অসুরদিগের দিবা ও রাত্রিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। হে পার্থ! খ (০) খ (০) ব্যোম (০) খ (০) অক্ষি (২) পাবক (৩) এবং সাগর (৪); এস্থলে "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"—এই গণিতশাস্ত্রানুসারে অঙ্ক সকলের পরস্পর বাম দিকে গতি ধরিয়া মানুষপরিমাণের তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার (৪৩২০,০০০) বৎসরে সত্যাদি

মনোঃ। অস্মিন্ শ্বেতবরাহাখ্যে কল্পে জাতান্মনূন্ শৃণু॥ ৩৪॥ স্বায়ম্ভুবঃ স্যাৎ প্রথমস্ততঃ স্বারোচিষো মনুঃ। উত্তমস্তামসাখ্যশ্চ রৈবতশ্চাক্ষুষাহ্বয়ঃ॥ ৩৫॥ এতে গতাঃ প্রাগ্মনবঃ ষট্ সেন্দ্রসুরতাপসাঃ। বৈবস্বতো বর্ত্ততেহদ্য সপ্তমো মনুরর্জ্জুন॥৩৬॥ আদিত্যবস্বুরুদ্রাদ্যাস্তৎকালে দেবতাগণাঃ। ইষ্ট্বাশ্বমেধশতকং তেজস্বী প্রাপ শক্রতাম্॥ ৩৭॥ বিশ্বামিত্রোহহমত্রিশ্চ জমদগ্নিশ্চ কশ্যপঃ। বসিষ্ঠো গৌতমশ্চৈব তে বৈ সপ্তর্ষয়োহর্জ্জুন॥ ৩৮॥ ইক্ষ্বাকুপ্রমুখাঃ শূরা মনুপুত্রা মহাবলাঃ। অবনিং পালয়ামাসুর্নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ৩৯॥ সূর্য্যদক্ষব্রহ্মধর্ম্মরুদ্রাণাং পঞ্চ সূনবঃ। সাবর্ণিরৌচ্যভৌমাদ্যা ভবিষ্যন্মনুসপ্তকম্॥ ৪০॥ চতুর্দ্দশ বিধাতুস্তে ভবন্তি মনবোহহনি। তৎকল্পসংজ্ঞং তস্যান্তে নিশা স্যাত্তৎ সমা শৃণু॥ ৪১॥ দিনাবসানসময়ে ব্রহ্মণঃ পাণ্ডুনন্দন। জায়তেহবগ্রহো ঘোরঃ পৃথিব্যাং শতবার্ষিকঃ॥ ৪২॥ তস্মিন্নবগ্রহে পৃথ্ব্যাং নীরসায়াং ধনঞ্জয়। চতুর্ব্বিধানি ভূতানি সমায়ান্তি পরিক্ষয়ম্॥ ৪৩॥ তদা তপ্তশিখাকারৈস্তপেতো ঘর্ম্মদীধিতিঃ। ময়ূখৈরগ্নিসদৃশৈর্ব্বমন্তিঃ পাবকচ্ছটাঃ॥ ৪৪॥ বিনষ্টগ্রামনগরশৈলবৃক্ষাদিকাননা। কূর্ম্মপৃষ্ঠোপমোর্ব্বী স্যাত্তপ্তায়ঃপিণ্ডসন্নিভা॥ ৪৫॥ ততো বিধাতুর্গাত্রেভ্যঃ সমুৎপন্না মহাঘনাঃ। আচ্ছাদয়ন্তো গগনং গর্জ্জিতধ্বানবন্ধুরাঃ॥ ৪৬॥ সিতপীতারুণশ্যামাশ্চিত্রবর্ণাশ্চ ভীষণাঃ। শৈলেভসৌধবৃক্ষাদিনানারূপসমন্বিতাঃ॥ ৪৭॥ তে শতাব্দমিতং কালং মহাবৃষ্টিং বিতন্বতে। তেনাম্ভসা শমং যাতি সূর্য্যোদ্ভূতো মহানলঃ॥ ৪৮॥ ভূয়শ্চ শতবর্ষাণি বর্ষন্ত্যগ্রং মহাঘনাঃ। তদম্ভসা সমুদ্বেলা বিকৃতিং যান্তি বার্দ্ধয়ঃ॥৪৯॥ কল্পান্তাম্বুদনির্ম্মুক্তং লোকান্ ব্যাপ্নোতি তজ্জলম্। ভূর্ভুবঃস্বর্মহর্লোকানাবৃণোতি তমো মহৎ। তদা নিমগ্না সলিলে মহী পাতালমূলগা॥ ৫০॥ অনষ্টা কথমপ্যাস্তে ব্রহ্ম শক্ত্যবলম্বিতা।

আকারবিশিষ্ট মহাযুগ কথিত হয়। হে পার্থ! এইরূপ সত্যাদি একসপ্ততি যুগ কালে এক মন্বন্তর-ইহার নাম শ্বেত বরাহ কল্প; এই শ্বেত বরাহকল্পে যে সকল মনু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু জন্মগ্রহণ করেন, তারপর ক্রমে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ এই ছয় জন মনু জন্মগ্রহণ করেন এবং ইহাঁদের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্র, অন্যান্য দেব ও তপস্বীরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হে অর্জ্জুন! ইহাঁরা গত হইয়াছেন, সম্প্রতি বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর অধিকার কাল বিদ্যমান। এই মনুর দেবতাগণ আদিত্য, বসু ও রুদ্রাদি এবং শতমেধ যজ্ঞ করিয়া তেজস্বী বৈবস্বত মন্বন্তরেই ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! বিশ্বামিত্র, আমি, ভরদ্বাজ, অত্রি, জমদগ্নি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও গৌতম আমরা সাতজন এই মনুর সপ্তর্ষি। এই মন্বন্তরে ধর্ম্মপরায়ণ ইক্ষ্বাকুপ্রভব মহাবলপরাক্রম শূর মনুতনয়গণ নিত্য অবনী পালন করিয়া থাকেন। হে পার্থ! অতঃপর সূর্য্য, দক্ষ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও রুদ্র ইহাঁদের পঞ্চ তনয় এবং রৌচ্য ও ভৌম এই সাত মনু ভবিষ্যযুগে জন্মগ্রহণ করিবেন। হে অর্জ্জুন! এই যে চতুর্দ্দশ মনু কথিত হইল, ইহাঁদের জীবনকালই ব্রহ্মার একদিন এবং ইহাই কল্পকাল নামে অভিহিত হয়; ইহার পর ব্রহ্মার রাত্রি কালের বর্ষ পরিমাণ শ্রবণ কর। হে পাণ্ডুনন্দন! ব্রহ্মার দিনাবসানসময়ে পৃথিবীতে শতবৎসরব্যাপী ভয়ঙ্কর অবগ্রহ উপস্থিত হয়। হে ধনঞ্জয়! এই অবগ্রহকালে পৃথিবী রসহীনা হইলে চতুর্ব্বিধ প্রাণীই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। তখন তপনতাপ যেন তপ্ত শিখাকার অনুভব হয় এবং অগ্নিকিরণ সদৃশ অনলচ্ছটা বমন করিতে থাকে। অনন্তর গ্রাম, নগর, শৈল, বৃক্ষাদি ও কানননিচয় দগ্ধ হইয়া গেলে ধরিত্রী তপ্ত লৌহপিণ্ড ও কমঠপৃষ্ঠের ন্যায় আকার ধারণ করেন।২৭—৪৫। তখন বিধাতার শরীর হইতে মহামেঘ সমুৎপন্ন হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে গগন আচ্ছাদিত করে এবং আকাশমণ্ডলে ঐ মেঘমালা বন্ধুরবৎ দৃষ্ট হয়। তখন মেঘগণ কখন সিত, পীত, অরুণ ও শ্যামবর্ণ এবং কখন শৈল, হস্তী, সৌধ ও বৃক্ষাদি নানারূপ ধারণ করিয়া ভীষণ হইয়া উঠে। অনন্তর তাহারা শতবৎসরপরিমিত কাল মহাবৃষ্টি বিস্তার করে, এই বৃষ্টিজল দ্বারা সূর্য্যসমুদ্ভূত মহানল উপশমিত হইয়া থাকে। অনন্তর মহামেঘগণ পুনরপি শতবৎসর তীব্র বর্ষণ করিলে এই বৃষ্টিজলে বারিধি উদ্বেলিত হইয়া বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং কল্পান্ত-মেঘনির্ম্মুক্ত জলই লোক সকল পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। অনন্তর ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ও মহঃ লোক মহা অন্ধকারে আবৃত হইলে পৃথিবী সলিলে মগ্না হইয়া পাতালমূলে গমন করেন এবং ব্রহ্ম-

অথ নিঃশ্বাসসম্ভূতো মারুতো ব্রহ্মণোঽর্জ্জুন ॥ ৫১ ॥ উৎসারয়তি তান্ সর্ব্বান্ কল্পান্তোত্থান্মহাঘনান্ । এবং প্রবৃদ্ধঃ পবনঃ শতসংবৎসরাত্মকম্ ॥৫২॥ কালং নিরন্তরং বাতি দুর্নিবারজবোত্থিতঃ । তমুগ্রমনিলং হিত্বা হরের্নাভিসরোরুহে ॥ ৫৩ ॥ যোগনিদ্রামবাপ্নোতি তস্মিন্ পাথসি পদ্মভূঃ । যোগনিদ্রানুষক্তস্য যাতি তস্য জগদ্বিভোঃ ॥ ৫৪ ॥ তাবতী শর্ব্বরী পার্থ দিনং যাবৎপ্রমাণকম্ । নিশায়াং সমতীতায়ামুত্থিতো বেগবান্ পুনঃ ॥ ৫৫ ॥ সৃজত্যখিলজন্তূন্ বৈ পূর্ব্ববচ্ছাসনাদ্ধরেঃ । কল্পে কল্পে সমুচিতৈ রূপৈঃ পাতি জগদ্ধরিঃ ॥ ৫৬ ॥ অস্মিন্ কল্পে শ্বেতবর্ণাং প্রাপ্তবান্ যজ্ঞপোত্রিতাম্ । বরাহবপুষা দেবো বিহরন্নবনীতলে ॥ ৫৭ ॥ স্বপূর্ব্বনিয়তাবাসং প্রপেদে বেঙ্কটাচলম্ । স্বামিপুষ্করিণীতীরে চরংশ্চিরমধোক্ষজঃ ॥ ৫৮ ॥ ভক্ত্যা পরময়া যুক্তমপশ্যজ্জলজাসনম্ । সম্পূজ্য প্রার্থয়ামাস ব্রহ্মা তং ভূতভাবনম্ ॥ ৫৯ ॥ পুরাতনীং নিজাং স্বামিন্ ভজ দিব্যাং তনুমিতি । গৃহীত্বানুনয়ং তস্য ত্যক্ত্বা তাং শূকরাকৃতিম্ ॥ ৬০ ॥ অনন্তভজনীয়াং স্বাং প্রাপ বিশ্বাত্মিকাং তনুম্ । তথা স্থিতং গিরৌ তত্র কৃত্বাপ্যুৎসাহমূর্জ্জিতম্ ॥ ৬১ ॥ দ্রষ্টুং ন শেকুঃ সর্ব্বেঽপি কালেন বহুনাপি চ ॥ ৬২ ॥ অর্জ্জুন উবাচ । দর্শনস্পর্শনাদীনাং হরিরিত্থমগোচরঃ । কথং প্রত্যক্ষতাং প্রাপ মানুষাণাং মহামুনে ॥ ৬৩ ॥ ভাগ্যভূতোঽথ জগতাং যঃ কো বারাধ্য তং বিভুম্ । ইহ প্রকাশয়ামাস কথামেতাং নিবেদয় ॥ ৬৪ ॥ হরিকথাশ্রবণং দুরিতাপহং কথয়তাং সকলাগমবিত্তবান্ । সুকৃতিনাং ননু সম্প্রতি ধূর্য্যতা মুনিবরেণ্য মমাদ্য সমাগতা ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুবর্ণমুখরীমহাত্ম্যপ্রশংসায়াং বরাহাবতারকীর্ত্তনং নাম ষড়্ত্রিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

শক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মহাকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! অতঃপর ব্রহ্মার নিশ্বাসজাত বায়ু কল্পান্তোত্থিত সেই সকল মহা মেঘমালা উৎসারিত করে। তখন পবন এইরূপ প্রবৃদ্ধ হয় যে, উহার গতি দুর্নিবার হইয়া উঠে। ঐ বেগোত্থিত বায়ু তখন শতবৎসর নিরন্তর প্রবাহিত হয়। অনন্তর ব্রহ্মা সেই উগ্র বায়ু পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগনিদ্রা অবলম্বন করত সাগরশায়ী হরির নাভিসরোরুহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হে পার্থ! যোগনিদ্রাভিভূত জগদ্বিভু-পদ্মভূ ব্রহ্মার পূর্ব্বে যে পরিমাণদিন কীর্ত্তন করিয়াছি, তত পরিমাণ রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়। অনন্তর নিশা সম্যক্‌রূপে অতিবাহিত হইলে হরির আদেশে ব্রহ্মা বেগে উত্থিত হইয়া পুনরায় প্রাণিগণকে সৃজন করেন। হে অর্জ্জুন! হরি কল্পে কল্পে সমুচিত অর্থাৎ যখন যে বেশ ধারণ করিলে জগৎ রক্ষিত হয়, সেই বেশই রচনা করিয়া জগৎপালন করিয়া থাকেন। এই শ্বেতকল্পে হরি শ্বেত-যজ্ঞবরাহশরীর গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই শ্বেত বরাহরূপেই অবনীতলে বিচরণ করিয়া থাকেন। সেই বরাহরূপী অধোক্ষজ হরি এক্ষণে স্বীয় পূর্ব্বনিবাস বেঙ্কটাচলে সতত বাস করিয়া সুবর্ণমুখরীতীরে নিরন্তর বিচরণ করেন। অনন্তর ভূতভাবন হরি এক সময়ে ব্রহ্মার পরমভক্তি জানিয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্যক্ পূজা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে স্বামিন্! আপনার দিব্য নিজ পুরাতন তনু গ্রহণ করুন। হরি তখন ব্রহ্মার সানুনয় প্রার্থনায় অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় শূকরাকৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্তসেব্য স্বীয় বিশ্বাত্মিকা তনু পরিগ্রহ করিলেন এবং সেই শরীরকে সমধিক উৎসাহোর্জ্জিত করিয়া সেই বেঙ্কটশৈলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে অর্জ্জুন! বহু কাল যত্ন করিয়াও বিভুর সেই শরীর কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! সেই ভূতভাবন হরি যদি এইরূপই দর্শন ও স্পর্শনাদির অগোচর হন, তবে মনুষ্যগণ কিরূপে তাঁহার দর্শন লাভ করিবে? ভাগ্যবশে জগতীতলে যদি কোন মানব সেই বিভুর আরাধনা করে, তবে ইহকালেই হরি যেরূপে তাহার প্রত্যক্ষীভূত হন, তাহারই উপায় কীর্ত্তন করুন। হে মুনিবরেণ্য! আপনি অখিল আগমবিৎ, হরিকথা শ্রবণ দুরিতাপহ; বিশেষতঃ যাঁহারা হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সুকৃতিসম্পন্ন; অহো! তন্মধ্যে আজ আমার কি গুরুকর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ৪৬—৬৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভরদ্বাজ উবাচ। শৃণু পার্থ প্রবক্ষ্যামি কথামাশ্চর্য্যকারিণীম্। যথাসৌ ভগবানস্মিঞ্জৈলে প্রাপ প্রকাশতাম্॥ ১॥ শ্রুতাভিধানো নৃপতিরস্তি হৈহয়বংশজঃ। যঃ প্রজাঃ স্বা ইব চিরং শশাস ধরণীং শুভাম্॥ ২॥ তস্য পুত্রো গুণনিধিঃ শঙ্খো নাম মহীপতিঃ। পালয়ামাস বসুধাং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ ৩॥ তস্য বিষ্ণৌ জগন্নাথে পুণ্ডরীকায়তেক্ষণে। বভূব নিশ্চলা ভক্তিঃ পরিত্যক্তান্যসংশ্রয়া॥ ৪॥ দেবদেবং জগন্নাথমনন্তং পুরুষোত্তমম্। প্রগাঢ়নিশ্চয়ো নিত্যং ধ্যায়ন্নদ্ভুতবৈভবম্॥ ৫॥ চক্রে ব্রতানি দানানি পুণ্যানি বিবিধানি চ। বেদবেদ্যস্য নিয়তং প্রীত্যর্থং মধুবিদ্বিষঃ॥ ৬॥ তমুদ্দিশ্যৈব বিদধে বাজিমেধাদিকান্ ক্রতূন্। যথোক্তদক্ষিণাযোগাৎ প্রীণিতাশেষভূসুরঃ॥ ৭॥ ইষ্টাপূর্ত্তাত্মকং চক্রে কর্ম্মজাতমতন্দ্রিতঃ। বিন্যস্তহৃদয়ো নিত্যং কেশবে ভক্তবৎসলে॥ ৮॥ স্মরত্যজস্রং গোবিন্দং জপত্যচ্যুতমব্যয়ম্। পূজয়ত্যম্বুজনয়নং সর্ব্বার্তিহরং শার্ঙ্গিণম্॥ ৯॥ শৃণোতি সততং রাজা সংসারার্ণবতারিণীঃ। পৌরাণিকৈঃ সমাখ্যাতাঃ পবিত্রা বৈষ্ণবীঃ কথাঃ॥ ১০॥ ব্রাহ্মণানর্চ্চতি স্বায়ং হরিপ্রীত্যর্থমেব চ। ইত্থং সর্ব্বাত্মনা যুক্তোঽপ্যশ্রান্তঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ১১॥ নাপশ্যচ্ছাশ্বতৈশ্বর্য্যং স্বতন্ত্রং পুরুষোত্তমম্। অপ্রাপ্য দর্শনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বযজ্ঞময়াত্মনঃ॥ ১২॥ স শোকাক্রান্তহৃদয়ঃ পরাং চিন্তামুপাগমৎ॥ ১৩॥ শঙ্খ উবাচ। পরঃসহস্রৈর্জননৈর্মতীতৈর্দুষ্কৃতং বহু। কৃতং ময়া যদপ্রাপ্তং হৃষীকেশস্য দর্শনম্॥ ১৪॥ উপার্জ্জিতানাং তপসামনেকৈঃ পূর্ব্বজন্মভিঃ। অখণ্ডং হি ফলং বিষ্ণোর্দর্শনং মধুঘাতিনঃ॥১৫॥ কথং নু যায়াদ্ভগবান্ বিষয়ং মম নেত্রয়োঃ। কদা বা লভ্যতে শ্রেয়স্তদ্বাক্যাকর্ণনাত্মকম্॥ ১৬॥ হা বিষ্মাং বিহিতাগস্কং ক্রিয়াসাফল্যবর্জ্জিতম্। নারায়ণকৃপাদূরং সংসারক্লেশগোচরম্॥ ১৭॥ ভরদ্বাজ উবাচ। ইতি চিন্তাকুলে তস্মিন্ রাজ্ঞি জীবিতনিঃস্পৃহে। অদৃষ্টমূর্ত্তিঃ সর্ব্বেষাং

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে পার্থ! ভগবান্ হরি যেরূপে বেঙ্কটশৈলে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই বিস্ময়কর কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হৈহয়বংশজ শ্রুতাভিধান নামক জনৈক নৃপতি ছিলেন। তিনি প্রজাগণকে স্বীয় তনয়বৎ দর্শন করত সুশোভনা ধরণীকে পালন করিতেন। সেই নৃপতি শ্রুতাভিধানের সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শঙ্খ নামে এক গুণনিধি তনয় জন্মগ্রহণ করেন। মহীপতি শঙ্খও বসুধা পালন করিয়াছিলেন। নৃপ শঙ্খ বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পদ্মায়তনেত্র জগন্নাথ বিষ্ণুতেই নিশ্চল ভক্তি করিতেন। তিনি দেবদেব জগন্নাথ অদ্ভুতবৈভব অনন্ত পুরুষোত্তম বিষ্ণুর প্রতি প্রগাঢ়নিশ্চয় হইয়া সতত তাঁহাকে ধ্যান করিতেন এবং বেদবেদ্য মধুরিপুর প্রীতির জন্য নিয়ত বিবিধ পুণ্য দান ও ব্রতাদি করিয়াছিলেন। তিনি সেই পুরুষোত্তমের উদ্দেশে যথোক্ত দক্ষিণাযোগে বাজিমেধাদি বহু যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রীতি সাধন করিয়াছিলেন এবং তিনি অতন্দ্রিত হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাত্মক কর্ম্মজাত সম্পাদিত করিয়া ভক্তবৎসল কেশবের প্রতি হৃদয় বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি সতত অম্বুজনয়ন শার্ঙ্গধর অব্যয় অচ্যুত গোবিন্দের নাম স্মরণ, জপ ও তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন এবং সতত পুরাণবক্তাদিগের মুখে সংসার-সাগর-পারের তরণীস্বরূপ পবিত্র বৈষ্ণবী কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১—১০। তিনি হরির প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিতেন। পৃথিবীপতি শঙ্খ এইরূপ অশ্রান্তভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে হরির প্রতি যুক্তমনা হইয়াছিলেন। তিনি শাশ্বতৈশ্বর্য্য পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে স্বীয় আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতেন না। কিন্তু এইরূপ করিয়াও তিনি নিখিল যজ্ঞময়াত্মা বিষ্ণুর দর্শন পাইলেন না, শোকে তাঁহার হৃদয় আক্রান্ত হইল এবং তিনি পরম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। শঙ্খ বলিলেন—আমি পূর্ব্বে সহস্র জন্মে অনন্তর দুষ্কৃত করিয়াছি, তজ্জন্যই আজ আমি হৃষীকেশের দর্শন পাইলাম না। আমি যে আজ মধুঘাতী হরির দর্শনে বঞ্চিত, ইহাই আমার বহু পূর্ব্বজন্মের অনন্ত পাপরাশির অখণ্ডনীয় ফল। এক্ষণে ভগবান্ বিষ্ণু কি করিলে আমার চক্ষুর বিষয়ীভূত হইবেন ও কবেইবা আমি তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্যশ্রবণাত্মক শ্রেয়োলাভ করিব? অহো! আমার ক্রিয়ায় কোনই সাফল্য নাই, আমি সাপরাধ; অতএব আমাকে ধিক্। ভরদ্বাজ বলিলেন,—রাজা, বিষ্ণুমূর্ত্তির অদর্শনে চিন্তাকুল হইয়া জীবনের প্রতি নিস্পৃহ হইলেন। তখন সেই

পৃষ্টতামাহ কেশবঃ ॥ ১৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। মা শোকস্য বশং যায়াঃ শৃণু বক্ষ্যামি তে হিতম্। মদেকশরণং সাধুং ত্বাং ত্যক্ষ্যামি কথং নৃপ ॥ ১৯ ॥ অয়ং বেঙ্কটনামাদ্রিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ। বৈকুণ্ঠাদপি মে রাজান্নবাসোঽতিপ্রিয়াবহঃ ॥ ২০ ॥ তং গত্বা ভূধরবরং তব ভক্ত্যা তপস্যতঃ। গতে সহস্রে বর্ষাণাং যাস্যাম্যলোকনীয়তাম্ ॥ ২১ ॥ ভবানিবোদ্যতোঽগস্ত্যো মম দর্শনমঞ্জসা। ক বা সংদৃশ্যতে বিষ্ণুরেবমাহ চতুর্ম্মুখম্ ॥ ২২ ॥ বৃষভাদ্রৌ হরির্দ্রষ্টুং লভ্যতে নিয়তাত্মভিঃ। গচ্ছ তত্রেতি মুনয়ে কথয়ামাস পদ্মভূঃ ॥ ২৩ ॥ অম্ভোজসম্ভবেনেত্থমাদিষ্টঃ কুম্ভসম্ভবঃ। অঞ্জনাদ্রৌ মহাবাসে তপস্তপ্তুং সমেষ্যতি ॥ ২৪ ॥ তস্মিন্মহীধরে পুণ্যে কৃতবাসো ভবানপি। আরাধ্য মাং তপোনিষ্ঠো মম দর্শনমাপ্স্যসি ॥ ২৫ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। ইত্যাজ্ঞপ্তো ভগবতা শঙ্খো দানববৈরিণা। জগাম প্রীতিমতুলাং ধন্যোঽস্মীতি স্বচেতসি ॥ ২৬ ॥ বিন্যস্য তনয়ং বজ্রং প্রজাপালনকর্ম্মণি। গোবিন্দদর্শনাপেক্ষী নারায়ণগিরিং যযৌ ॥ ২৭ ॥ তস্য শৃঙ্গে সমুত্তুঙ্গে স্বামিপুষ্করিণীং শুভাম্। দিব্যৈঃ পয়োভিরাপূর্ণামাপশ্যদমৃতোপমৈঃ ॥ ২৮ ॥ অনেকসিদ্ধগন্ধর্ব্বদেবর্ষিগণসেবিতাম্। ভবতাপপ্রশমনীং সর্ব্বতীর্থসমাশ্রয়াম্ ॥ ২৯ ॥ জলকাকবকক্রৌঞ্চহংসকারণ্ডবাকুলাম্। কুমুদোৎপলরাজীবসৌগন্ধিকমনোহরাম্ ॥ ৩০ ॥ তাং দৃষ্ট্বা পদ্মিনীং দিব্যাং তত্তীরে বিহিতোটজঃ। তোষিতঃ স্নানপানাদ্যৈর্নির্ব্বিকল্পমনোগতিঃ ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিন্যস্য জগদীশে জনার্দ্দনে ॥ ৩২ ॥ জপধ্যানপরো নিত্যং তপস্তেপে সুদারুণম্। তস্মিন্নেব মুনিঃ কালে শাসনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩৩ ॥ অগস্ত্যোঽপ্যাসসাদাদ্যং শৈলং মুনিশতাবৃতঃ। প্রতীচীং দিশমারভ্য কৃতযত্নঃ প্রদক্ষিণে ॥ ৩৫ ॥ পশ্যংস্তীর্থানি পুণ্যানি বভ্রাম সুচিরং গিরৌ। তত্র তত্র দদর্শাসৌ হরিদর্শনলালসান্ ॥৩৫॥

রাজাকে বলিতে লাগিলেন, সকলেই তাহা শ্রবণ করিল। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি শোকবশীভূত হইও না,তোমার হিত অভিহিত করিতেছি। তুমি আমার প্রতি একনিষ্ঠ ও সাধু; অতএব আমি তোমাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব ? হে রাজন্! এই বেঙ্কটাচল ত্রিলোকেই বিশ্রুত, বৈকুণ্ঠাবাস হইতেও এই স্থান আমার অধিক প্রীতিপ্রদ; তুমি অনেক তপস্যা করিয়াছ, তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি এই বেঙ্কটশৈলবরে গমন করিব। হে রাজন্! সহস্র বৎসর পরে তুমি এই স্থানে আমাকে প্রত্যক্ষ করিবে। মহর্ষি অগস্ত্যও তোমারই মত আমার দর্শনার্থ উদ্যম করিয়া "কোথায় বিষ্ণুর দর্শন পাইব" চতুরানন ব্রহ্মার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন পদ্মযোনি ব্রহ্মা অগস্ত্যকে বলেন,—"হে মুনে! বৃষভাচলে গমনপূর্ব্বক নিয়তাত্মা হইয়া হরির দর্শন লাভ করিবে, তুমি তথায় গমন কর।" অনন্তর কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য অম্ভোজসম্ভব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া মহাবাস অঞ্জনশৈলে তপস্যার্থ গমন করিয়াছেন; অতএব তুমিও এই পুণ্য মহাগিরি অঞ্জনপর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় বাস কর; এবং তপস্যানিষ্ঠ হইয়া আমার আরাধনা করত মদীয় দর্শন লাভ কর। হে নৃপ! এইরূপ করিলেই আমার দর্শনলাভে সমর্থ হইবে। ভরদ্বাজ বলিলেন,—দানবারি হরি নৃপ শঙ্খের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলে তিনি মনে মনে আত্মার ধন্যবাদ করিলেন এবং পরম প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় তনয় বজ্রের প্রতি প্রজাপালন ভার ন্যস্ত করিয়া নারায়ণ দর্শনার্থ নারায়ণগিরিতে গমন করিলেন। ১১—২৭। তিনি নারায়ণ পর্ব্বতে গমন করিয়া দেখিলেন,—সেই গিরিবরের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে সুশোভনা স্বামিপুষ্করিণী বিরাজমানা। অমৃতোপম পয়ো দ্বারা ঐ স্বামীপুষ্করিণী পরিপূরিতা। অনেক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও দেবর্ষি, নিখিল তীর্থের আশ্রয়—ভবতাপনাশিনী সেইস্বামিতীর্থের সেবা করিতেছেন; জলকাক, বক, ক্রৌঞ্চ, হংস ও কারণ্ডবগণে সেই তীর্থজল সমাকুল এবং কুমুদ পদ্ম ও উৎপলের সৌগন্ধে সেই স্থান অতি মনোহর হইয়াছে! নৃপতি শঙ্খ সেই দিব্য পদ্মিনীকে সন্দর্শন করিয়া তাহার তটে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করেন, এবং নির্ব্বিকল্প মনোগতি হইয়া স্নানপানাদি দ্বারা নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি জগদীশ জনার্দ্দনে কর্ম্মজাত বিন্যস্ত করিয়া জপধ্যানপর হইলেন এবং সতত অনন্যমনে সুদারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই সময়েই মহর্ষি অগস্ত্য পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার আদেশে সেই শৈলে আগমন করেন এবং শতমুনিপরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া সেই শৈলের প্রদক্ষিণকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি পুণ্যতীর্থনিচয় দর্শন করিতে করিতে সুচিরকাল গিরি প্রদক্ষিণ করেন এবং সেই

বিরিঞ্চিগুহশক্রেশবিষ্বক্‌সেনাদিকান্ ক্রমাৎ। সনকাদ্যাংশ্চ যোগীন্দ্রান্নারদপ্রমুখানৃষীন্ ॥ ৩৬ ॥ সিদ্ধগন্ধর্ব্বদৈতেয়যক্ষরাক্ষসপন্নগান্। তৈস্তৈঃ সম্মান্যমানোঽসৌ প্রশ্রয়প্রিয়ভাষণৈঃ ॥ ৩৭ ॥ পশ্যন্নাশ্চর্য্যভূতানি সর্ব্বাণি বিচচার হ। স্নাত্বা তীর্থেষু সর্ব্বেষু স্কন্দধারাদিকেষু চ ॥ ৩৮ ॥ তত্র তত্রার্চ্চয়ামাস গোবিন্দং জগতাং পতিম্। এবং ভ্রান্ত্বা গতেঽব্দানাং সহস্রে মুনিসত্তমঃ ॥ ৩৯ ॥ নাপশ্যৎ পুণ্ডরীকাক্ষং চিন্তাশোকপরোঽভবৎ ॥ ৪০ ॥ তস্মিন্ কালে সমাজগ্মুর্ধিষণোশনসৌ পুনঃ। রাজোপরিচরো নাম বসুশ্চ তমৃষীশ্বরম্ ॥ ৪১ ॥ অস্মাকং সফলং জাতং জীবিতং মুনিসত্তম। দৃষ্টো ভবান্ যদস্মাভির্নারায়ণ ইবাপরঃ ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মণা লোকনাথেন যদাদিষ্টং বয়ং মুনে। অচ্যুতালোকনপরাস্তদিদং কথ্যতে তব ॥ ৪৩ ॥ অস্তি দক্ষিণদিগ্‌ভাগে বেঙ্কটো নাম ভূধরঃ। শ্বেতদ্বীপাদপি হরেরাবাসোঽয়মভীপ্সিতঃ ॥ ৪৪ ॥ তস্মিন্ গিরাবগস্ত্যস্ত শঙ্খস্ত চ মহীপতেঃ ॥ দর্শয়িষ্যতি গোবিন্দো নিজরূপং জগদ্গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥ তদানীং সর্ব্বদেবানামৃষীণাং যক্ষরক্ষসাম্। অস্মাকং দেবদেবস্য দর্শনং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ অচিরেণৈব তত্তাবি ততঃ সন্ত্যক্তকল্মষীঃ। অন্বেষ্টুং গচ্ছতাগস্ত্যং তস্মিন্নারায়ণাচলে ॥ ৪৭ ॥ ইত্যাজ্ঞপ্তা বয়ং ধাত্রা সমাগমত্যাত্র ভাগ্যতঃ। দৃষ্টবন্তো মহাভাগং ভবন্তং ভূরিতেজসম্ ॥ ৪৮ ॥ ভবতা সহিতা গত্বা স্বামিপুষ্করিণীতটে। তমপ্যালোকয়িষ্যামঃ শঙ্খং ভাগবতোত্তমম্ ॥ ৪৯ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। গীষ্পতিপ্রমুখৈর্দেবৈরিত্থমাদিষ্টঃ কুম্ভসম্ভবঃ। শোকজালং পরিত্যজ্য যযৌ তৈঃ সহিতো দ্রুতম্ ॥ ৫০ ॥ স দদর্শ মহাবৃক্ষান্ ফলপুষ্পভরানতান্। প্ররূঢ়শাখানিকরচ্ছায়াচ্ছাদিতদিক্তটান্ ॥ ৫১ ॥ সিংহদন্তাবলব্যাঘ্রবরাহমহিষাদিকান্। মৃগানালোকয়ামাস পথ্যন্তঃক্রান্তরাস্তরা ॥ ৫২ ॥ তৈস্তদানীং দদৃশিরে সানবোঽপ্যস্য ভূভৃতঃ। সুবর্ণরেতাআদিশোভিতাস্তত্র তত্র

গিরির সর্ব্বত্রই ক্রমে ব্রহ্মা, শক্র, কার্ত্তিকেয়, ঈশ, বিষ্বক্‌সেনাদি হরিদর্শনাকাঙ্ক্ষী দেবগণ ও সনকাদি যোগীন্দ্র, নারদপ্রমুখ দেবর্ষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও পন্নগগণকে সন্দর্শন করেন। তাঁহারা সকলেই প্রণয় ও প্রিয়ভাষণ দ্বারা মহর্ষি অগস্ত্যের সম্মান করিয়াছিলেন। ঋষি অগস্ত্য সেই সকল বিস্ময়কর ব্যাপার সকল দর্শন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি গিরির কন্দরধারায় ও অন্যান্য তীর্থনিচয়ে স্নান করিয়া সেই সেই স্থানে জগৎপতি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। মুনিসত্তম অগস্ত্যের এইরূপ পরিভ্রমণে সহস্র বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি পুণ্ডরীকনয়ন হরির দর্শন পাইলেন না। তখন মুনিসত্তম অগস্ত্য অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলে তৎকালে বৃহস্পতি, ভার্গব ও উপরিচর বসু আসিয়া সেই ঋষীশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! আজ আমাদের জীবন সফল হইল; কেননা আমরা দ্বিতীয় নারায়ণ সদৃশ আপনাকে দর্শন করিলাম। হে মুনে! আমরা বিষ্ণুদর্শনাভিলাষী হইলে লোকনাথ ব্রহ্মা আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আপনার সমীপে সে সমস্ত বলিতেছি। ব্রহ্মা বলেন,—"শ্বেতদ্বীপের দক্ষিণভাগে বেঙ্কট নামে এক ভূধর আছে। এই বেঙ্কটগিরি হরির অভীপ্সিত আবাস। সেই গিরিতে মহর্ষি অগস্ত্য ও মহীপতি শঙ্খ বাস করেন। জগদ্গুরু গোবিন্দ সেইখানে তাঁহাদিগকে নিজরূপে দর্শনদান করিবেন। ২৮—৪৫। তখন নিখিল দেব, মুনি, যক্ষ, রাক্ষস এবং আমরা সকলেই দেবদেবের দর্শনলাভ করিব; আর এই ব্যাপার অচিরেই সংঘটিত হইবে। অতএব ত্যক্তসঙ্কল্প হইয়া আপনারা অগস্ত্যের অন্বেষণার্থ নারায়ণাচলে গমন করুন।" হে ঋষে! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভাগ্যবশেই আমরা এখানে আগমন করিয়া ভূরিতেজা মহাভাগ আপনাকে দর্শন করিলাম; এক্ষণে আপনার সহিত স্বামিপুষ্করিণীতীরে গমন করত সেই মহাভাগবতোত্তম মহীপতি শঙ্খকে দর্শন করিব। ভরদ্বাজ বলিলেন,—ঋষি অগস্ত্য, বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শোকজাল পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তাঁহাদিগের সহিত গমন করিলেন। অগস্ত্য তথায় গমন করিয়া দেখিলেন,—মহাবৃক্ষ সকল ফল ও পুষ্পভারে আনত হইয়াছে; ঐ সকল মহাতরু হইতে শাখানিকর প্ররূঢ় হইয়া তট ও দিক্ সকল ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছে; সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, বরাহ, মৃগ ও মহিষাদি পথের মধ্যে মধ্যেই বিচরণ করিতেছে। অনন্তর অগস্ত্যপ্রমুখ মুনীশ্বরগণ সেই শৈলের সানুদেশে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন;—মেঘমালা সানুদেশ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সানুদেশের কোথায়ও স্বর্ণ, কোথায়ও

তু ॥ ৫৩ ॥ উচ্চলচ্ছীকরাসারনির্ঝরাহিতদিবৌকসঃ। বেগোদ্ধৃতশিলা দৃষ্টাঃ শতশো গিরিনির্ঝরাঃ ॥ ৫৪ ॥ তেষামাপাদয়ামাস প্রমোদং মন্দমারুতঃ। কমলামোদসংবাহী বিচরন্ গিরিসানুষু ॥ ৫৫ ॥ শুকানাং কোকিলানাঞ্চ তদা শুশ্রুবিরে গিরঃ ॥ ৫৬ ॥ তত্র তত্র সমাসীনান্ বিস্তীর্ণাসু দৃষৎসু তে। সিদ্ধানপশ্যন্ কৃষ্ণস্য গায়তো গুণবৈভবম্ ॥ ৫৭ ॥ অগস্ত্যপ্রমুখাঃ সর্ব্বে পরিক্রম্য মুনীশ্বরাঃ। স্বামিপুষ্করিণীং দিব্যাং দদৃশুর্বিমলোদকাম্ ॥ ৫৮ ॥ তত্তীরে বিহিতাবাসমপশ্যচ্ছঙ্খভূপতিম্। বাঙ্মনঃকায়জং কর্ম্ম সন্নিবেশ্য স্থিতং হরৌ ॥ ৫৯ ॥ স তানালোক্য সহসা মুনীন্দ্রান্ সংশিতব্রতান্। যথোক্তমকরোৎ পূজাং প্রণামস্তুতিপূর্ব্বিকাম্ ॥ ৬০ ॥ আসীনাস্তত্র তে সর্ব্বে সম্ভাব্যান্যোন্যমুৎসুকাঃ। গোবিন্দকীর্ত্তনপরাঃ কৃতার্থত্বং প্রপেদিরে ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুবর্ণমুখরী মাহাত্ম্যপ্রশংসায়াং শ্রীবেঙ্কটাচলং প্রতিশঙ্খাগস্ত্যাদ্যাগমনবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

রজত ও কোথাও বা তাম্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে; গিরিনিকরের উচ্ছলিত শীকররাশি প্রবাহরূপে পরিণত হইয়াছে। দেবগণ ঐ প্রবাহে বাহিত হইতেছেন, কোথাও নির্ঝরবারির বেগে শত শত শিলা উন্মূলিত হইতেছে; কোথাও মন্দ মারুত পদ্মের মকরন্দ গ্রহণপূর্ব্বক গিরিসানুতে বিচরণ করত প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন করিতেছে; কোথাও শুক ও কোকিলগণের মনোহর মধুররব শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং কোথাও সিদ্ধগণ বিস্তীর্ণ শিলাতলে উপবেশন করিয়া কৃষ্ণের গুণবৈভব গান করিতেছে। অনন্তর তাঁহারা গিরিসানু পরিক্রম করিয়া বিমলজলা দিব্য স্বামিপুষ্করিণী দর্শন করিলেন এবং দেখিলেন, ভূপতি শঙ্খও সেই স্বামিপুষ্করিণীর তীরে বাস করিতেছেন;—তিনি বাক্, মন ও কায়জ কর্ম্ম সকল হরিতে অর্পণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। ভূপতি শঙ্খও সংশিতব্রত সেই সকল ঋষিসত্তমকে আসিতে দেখিয়া প্রণাম ও স্তুতিদ্বারা তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই সেই স্থানে উপবেশন করিলেন, এবং পরস্পর আলাপে সমুৎসুক ও গোবিন্দনামকীর্ত্তনে তৎপর হইয়া চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলেন। ৪৬—৬১।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভরদ্বাজ উবাচ। তেষাং হরৌ জগন্নাথে সমাবেশিতচেতসাম্। দিনত্রয়ং গতং তত্র পূজাস্তোত্রপরাত্মনাম্ ॥ ১ ॥ তৃতীয়ে দিবসে প্রাপ্তে তে সর্ব্বে নিদ্রিতা নিশি। অন্তে চতুর্থযামস্য দদৃশুঃ স্বপ্নমুত্তমম্ ॥ ২ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণিং প্রসন্নং পুরুষোত্তমম্। বরদানায় সম্প্রাপ্তমপশ্যন্ স্মেরলোচনম্ ॥ ৩ ॥ উত্থায় মুদিতাত্মানো গৃহান্নির্গত্য পাবনে। স্বামিপুষ্করিণীতোয়ে সস্নুর্বিধিবদাদরাৎ ॥ ৪ ॥ বিধায় বিধিবৎকর্ম্ম সর্ব্বে দিনমুখোচিতম্। গৃহান্ প্রত্যাযযুর্দ্দেবমারাধয়িতুমচ্যুতম্ ॥ ৫ ॥ সদ্যঃ শ্রেয়স্করং মার্গে নিমিত্তং পক্ষিসূচিতম্। দৃষ্ট্বা প্রসাদং দেবস্য করস্থং মেনিরে তদা ॥ ৬ ॥ ততস্ত্রিলোককর্ত্তারং পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্। তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পবিত্রৈর্ব্বেদবর্ণিতৈঃ ॥ ৭ ॥ স্তোত্রাবসানে কৌন্তেয় মুনীন্দ্রঃ কুম্ভসম্ভবঃ। জজাপ

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ভরদ্বাজ বলিলেন,—তাঁহারা সকলেই জগৎপতি হরিতে চিত্তসমাবেশপূর্ব্বক পূজা ও স্তোত্র পাঠ করিয়া দিনত্রয় অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তৃতীয় দিবসে নিশা সমাগতা হইলে সকলেই নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। সেই দিন তাঁহারা রাত্রির চতুর্থযামে অর্থাৎ রাত্রির শেষে এক উত্তম স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—পুরুষোত্তম হরি প্রসন্ন হইয়া শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণপূর্ব্বক ঈষৎ-হাস্য-আস্যে বরদানার্থ তাঁহাদের সমীপে সমাগত হইয়াছেন। তাঁহারা এই স্বপ্ন দেখিয়া আর শয়ন করিলেন না, তখনই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মুদিতমনে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন এবং পূতসলিলা স্বামিপুষ্করিণীতীরে গমন করতঃ আদরসহকারে সেই পুষ্করিণীজলে যথাবিধি অবগাহন করিলেন। তাঁহারা প্রাতঃকালীন নিখিল কার্য্যজাত বিধিপূর্ব্বক সম্পাদিত করিয়া দেব অচ্যুতের আরাধনার্থে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তৎকালে পথিমধ্যে পক্ষিসূচিত সদ্যঃ শ্রেয়স্কর নিমিত্ত সন্দর্শন করিয়া সকলেই হরিকৃপালাভরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধি করস্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ১—৬। অনন্তর তাঁহারা ত্রিলোককর্ত্তা জনার্দ্দনের পূজা করিলেন এবং বেদবর্ণিত বিবিধ পবিত্র স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহারা স্তব করিতে লাগি-

শঙ্খসহিতো মন্ত্রমষ্টাক্ষরং হরেঃ ॥ ৮ ॥ ইত্থং তেষাং জগৎস্বামিন্যচ্যুতেঽর্পিতচেতসাম্। অগ্রভাগে প্রাদুরভূদেকং তেজো মহাদ্ভুতম্ ॥ ৯ ॥ অনেককোটিসংখ্যানামাদিত্যেন্দুহবির্ভুজাম্। একীভূয়াম্বরতলে জ্যোতির্জ্জালমিব স্থিতম্ ॥ ১০ ॥ তত্তেজো বীক্ষ্য তে সর্ব্বেঽমিতাস্তাশ্চর্য্যগোচরাঃ। দধ্যুর্নারায়ণং দিব্যং পরমানন্দবিগ্রহম্ ॥ ১১ ॥ বাঙ্মানসপথাতীতং বিখ্যাতৈশ্বর্য্যভাস্বরম্। সহস্রনেত্রং সাহস্রবাহুপাদৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ১২ ॥ তপ্তকার্ত্তস্বরনিভস্ফুরৎকান্তি মনোহরম্। দংষ্ট্রাকরালং দুর্দ্দর্শং বমন্তং দহনচ্ছটাঃ ॥ ১৩ ॥ কৌস্তুভেন বিরাজন্তং দধানমুরসি শ্রিয়ম্। অবিচিন্ত্যমনাদ্যন্তমত্যন্তভয়দায়কম্ ॥ ১৪ ॥ প্রকাশয়ন্তং ব্রহ্মাণ্ডং সর্ব্বমাত্মনি সর্ব্বগম্। অগস্ত্যশঙ্খপ্রমুখাস্তে সর্ব্বে হৃষ্টচেতসঃ ॥ ১৫ ॥ তমালোক্য জগন্নাথং ভূয়োভূয়ো ববন্দিরে। ভ্রমন্তি লোকরক্ষার্থমায়ুধানি তদা হরেঃ ॥ ১৬ ॥ নিজতেজোবলোপেতাস্তাজগুস্তং নিষেবিতুম্। চক্রমর্কপ্রভং দিব্যা গদা খড়্গশ্চ নন্দকঃ ॥ ১৭ ॥ পুণ্ডরীকং চোগ্ররবঃ পাঞ্চজন্যঃ শশিপ্রভঃ। তদা ব্রহ্মাণ্ডমখিলং পূরয়ামাস নির্ভরঃ ॥ ১৮ ॥ পাঞ্চজন্যস্য নিনদঃ সর্ব্বাসুরভয়ঙ্করঃ। পাঞ্চজন্যধ্বনিং শ্রুত্বা মিতাস্তাশ্চর্য্যভীষণম্ ॥ ১৯ ॥ আযযুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্বংস্বং বাহনমাস্থিতাঃ। ব্রহ্মা রুদ্রঃ শতমখঃ সনকাদ্যাশ্চ যোগিনঃ ॥ ২০ ॥ বসিষ্ঠমুখ্যা মুনয়ো গন্ধর্ব্বোরগকিন্নরাঃ। বিষ্বক্সেনো গরুত্মাংশ্চ বিষ্ণুভৃত্যা জয়াদয়ঃ ॥ ২১ ॥ সরূপাশ্চৈব যে নিত্যাঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ। সুমনোদ্রুমসম্ভূতা সুমনোবৃষ্টিরদ্ভুতা ॥ ২২ ॥ পপাত মেদুরামোদমোদিতাশেষমানসা। ননৃতুর্দ্দিব্যসুদৃশো জগুঃ কিন্নরপুঙ্গবাঃ ॥ ২৩ ॥ তুষ্টুবুর্হর্ষতরলাঃ সুরগন্ধর্ব্বচারণাঃ। দৃষ্ট্বা তে পুণ্ডরীকাক্ষং প্রসন্নং ভক্তবৎসলম্ ॥ ২৪ ॥ প্রণম্য তোষয়ামাসুঃ সাষ্টাঙ্গং বিবিধৈস্তবৈঃ ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মাদয় ঊচুঃ। জয় বিষ্ণো কৃপাসিন্ধো জয় তামরসেক্ষণ। জয় লোকৈকবরদ জয় ভক্তার্ত্তিভঞ্জন ॥ ২৬ ॥ অনন্তমক্ষরং শান্তমবাঙ্মনসগোচরম্। কো বা

লেন। হে কৌন্তেয়! ঋষিগণের স্তোত্র পাঠের অবসানে মহর্ষি অগস্ত্য ভূপতি শঙ্খের সহিত হরির অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা এইরূপে জগৎপতি অচ্যুতে চিত্ত অর্পিত করিলে তাঁহাদের সম্মুখে এক মহা অদ্ভুত তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই তেজ দর্শনে হইতে লাগিল যেন, অনেক কোটিসংখ্যক অ[illegible] চন্দ্র ও দিবাকর উদিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া অম্বরতলে অবস্থান করিতেছে। তাঁহারা সেই অমিততেজঃসন্দর্শন করত বিস্মিত হইয়া পরমানন্দবিগ্রহ দিব্য নারায়ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধ্যানযোগে দেখিতে লাগিলেন,—বাক্য ও মনোময় পথের অতীত, বিখ্যাতবিভূতি, ভাস্বর, সহস্রনেত্র, সহস্রবাহু, সহস্রপাদ, তপ্তকাঞ্চনপ্রভ, প্রদীপ্তকান্তি, মনোহর, ভীষণদংষ্ট্র, দুর্দ্দর্শ, অনলকান্তি বমনকারী, কৌস্তুভরাজিত বক্ষে লক্ষ্মীধারী, অবিচিন্ত্য, অনাদি, অনন্ত, অত্যন্ত ভয়দায়ক, ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশকারী, সর্ব্বাত্মময় ও সর্ব্বগ দেব হরি তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত। অগস্ত্য শঙ্খপ্রমুখ মুনীশ্বরগণ জগন্নাথকে অবলোকন করিয়া পরমহৃষ্টান্তঃকরণে বারবার তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিলেন। হরির যে সকল অস্ত্রজাল নিজ নিজ তেজোবলে যুক্ত হইয়া লোকরক্ষার্থ ত্রিলোকে বিচরণ করে, তাঁহার সেবার জন্য তৎকালে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন অর্কপ্রভচক্র, দিব্য গদা, খড়্গ নন্দক, পুণ্ডরীক এবং উগ্ররব শশিপ্রভ পাঞ্চজন্য প্রভৃতি শস্ত্রনিচয় একনিষ্ঠ হইয়া সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপী হরির পূজা করিল। পাঞ্চজন্যের ধ্বনিতে দানবগণও ভীত হইল। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি অসুরগণ সেই অতীব আশ্চর্য্য ও ভীষণ পাঞ্চজন্যনাদ শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব বাহনে আরোহণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। সনকাদি যোগিগণ, বশিষ্ঠ-প্রমুখ মুনিগণ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, কিন্নর, বিষ্বক্‌সেন, গরুড়, বিষ্ণু-ভৃত্য জয়াদি এবং শ্বেতদ্বীপবাসী সমরূপী ঋষিগণও আগমন করিলেন। তখন তরু হইতে কুসুমবৃষ্টি পতিত হইল। মনোহরনয়ন দিব্য কিন্নরপুঙ্গবগণ গভীর আমোদে অশেষরূপে মুদিতমানস হইয়া গান করিতে লাগিল এবং সুর, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ হর্ষভরে চঞ্চল হইয়া স্তুতি করিল। তখন ব্রহ্মাদি সুরমুনিগণ সেই ভক্তবৎসল প্রসন্নবদন পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে দর্শন করিলেন। তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক বিবিধ স্তবে তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি বলিলেন, হে বিষ্ণো! আপনার নয়ন তাম্রারুণ; হে কৃপাসিন্ধো! আপনার জয় হউক; হে বিভো! আপনি ভক্তগণের আর্ত্তিভঞ্জন করেন। আপনিই একমাত্র লোক-

ত্বমন্তং জানাতি চিদানন্দময়াত্মকম্ ॥ ২৭ ॥ অণোরণুতরং স্থূলাৎ স্থূলং সর্বান্তরস্থিতম্। ত্বামামনন্তি পুরুষং প্রকৃতেঃ পরমচ্যুতম্ ॥ ২৮ ॥ বেদান্তসাররূপং ত্বাং সর্ব্বান্তর্ব্বাহ্যবর্ত্তিনম্। কো হি বর্ণয়িতুং শক্তো মায়য়স্তেষু দেহিষু ॥ ২৯ ॥ ভবদীয়মিদং রূপং দৃষ্ট্বাতিভয়দায়কম্। ভয়োদ্বিগ্না বয়ং সর্ব্বে শান্তং রূপং ভজস্ব হ ॥ ৩০ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। ইতি স্তুতো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ প্রসন্নো গরুড়ধ্বজঃ। মেঘঘোষপ্রতিময়া বাচা সাদরমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ভয়াবহামিমাং মূর্ত্তিমুৎসৃজ্যাহং প্রিয়াবহম্। শান্তং রূপং ভজিষ্যামি মাং পশ্যত নিরাকুলাঃ ॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো ভূত্বা তস্মিন্নেব ক্ষণান্তরে। বিমানে রত্নখচিতে বভূব সুখদর্শনঃ ॥ ৩৩ ॥ চন্দ্রবিম্বাননঃ শান্তো নীলোৎপলদলদ্যুতিঃ। সুবর্ণবর্ণবসনো রত্নভূষণভূষিতঃ ॥ ৩৪ ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মলসৎকরচতুষ্টয়ঃ। তমালোক্য রমাকান্তং ভূয়ো ভূয়ো ববন্দিরে ॥ ৩৫ ॥ সন্তোষয়িত্বা ব্রহ্মাদীনভীষ্টপ্রতিপাদনৈঃ। অবোচদ্বিনয়ানম্রমগস্ত্যং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ত্বং মুনীন্দ্র ব্রতৈর্ঘোরৈশ্চীর্ণৈর্ম্মাং প্রতি সম্প্রতি। পরিক্লিষ্টোঽসি দাস্যামি বরাংস্তেঽভীপ্সিতান্ বদ ॥৩৭॥ ভরদ্বাজ উবাচ। নিশম্য বাক্যং শ্রীভর্ত্তুঃ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ। স রোমাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গঃ কুম্ভজন্মা বচোঽব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥ অগস্ত্য উবাচ। যদ্ধুতং যত্তপস্তপ্তং যদধীতং শ্রুতং ময়া। তৎসর্ব্বং সফলং জাতমাদৃতোঽস্মি যতস্ত্বয়া ॥ ৩৯ ॥ এষোঽহমেব ধর্ম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষপি প্রভো। ত্বাং বিচিন্বস্তমধুনা মামন্বিষ্যাগতোঽসি যৎ ॥ ৪০ ॥ ত্বৎপ্রসাদাৎ পুরৈবাহং প্রাপ্তাখিলমনোরথঃ। ন পশ্যামি বিচিন্ত্যাপি প্রাপ্যং সম্প্রতি মাধব ॥ ৪১ ॥ তথাপি চাপলাদেতত্তব বিজ্ঞাপ্যতে প্রভো। ত্বৎপাদাম্বুজয়োর্ভক্তিমেবং কুরু

সকলের বরদ। আপনার জয় হউক, জয় হউক। হে বিষ্ণো! আপনি অনন্ত, অপার, শান্ত ও বাক্যমনের অগোচর; কে আপনার চিদানন্দময়াত্মকরূপ জানিতে সমর্থ? আপনি অণু হইতেও অণুতর, স্থূল হইতেও স্থূল, আপনি সর্ব্বভূতের অন্তরেই বিরাজ করিয়া থাকেন; মনীষিগণ আপনাকে প্রকৃতির পরবর্ত্তী অচ্যুত পরম পুরুষ বলেন। আপনি বেদান্ত সাররূপ এবং সকলেরই অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করেন। মায়াচালিত পুরুষগণের মধ্যে কে আপনার স্বরূপ বর্ণন করিতে সমর্থ? আমরা ভবদীয় অতি ভীতিদ এই রূপ দর্শন করিয়া ভয়োদ্বিগ্ন হইয়াছি, অতএব আপনি শান্তরূপ ধারণ করুন। ভরদ্বাজ বলিলেন,—গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দন পদ্মযোনিপ্রমুখ সুরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং জলদগম্ভীরবাক্যে আদর সহকারে সুরগণকে বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে বৎসগণ! আমি আমার এই ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রিয়কর শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলাম। আপনারা নিরাকুল হইয়া অবলোকন করুন। হরি এইরূপ বলিয়া ক্ষণকালের জন্য অন্তর্হিত হইলেন এবং তখনই রত্নখচিত বিমানারোহণে সুখদর্শন দিব্যবদন হইয়া পুনরায় তাঁহাদের সমক্ষে দেখা দিলেন। তখন তাঁহার আনন চন্দ্রবিম্বের ন্যায় শান্ত ও নীলোৎপলদলের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন ও বসন সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইল এবং তিনি রত্নাদিভূষণ ধারী বিভূষিত হইলেন ও তাঁহার করচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিলসিত হইল। তখন ব্রহ্মাদি সুরগণ সেই রমাপতিকে দর্শন করিয়া বার বার বন্দন করিতে লাগিলেন। তিনিও ব্রহ্মাদিদেবগণকে অভীষ্ট প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিনয়-নম্রবাক্যে মুনিপুঙ্গব অগস্ত্যকে বলিতে লাগিলেন। ৭—৩৬। ভগবান্ বলিলেন,—হে মুনীন্দ্র! সম্প্রতি আপনি আমার প্রীতির জন্য ঘোর ব্রতাচরণ করিয়া পরিক্লিষ্ট হইয়াছেন, অতএব আমি আপনাকে ভবদীয় অভীষ্ট বর প্রদান করিব। ভরদ্বাজ বলিলেন,—অনন্তর কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য কমলাবল্লভের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন এবং রোমাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গ হইয়া বলিতে লাগিলেন। অগস্ত্য বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি আমাকে যে আদর করিয়াছেন, ইহাতে আমার সমস্তই সফল হইয়াছে। আমি যে আহুতি প্রদান, তপস্যা, অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছি, আজ তৎসমস্তই সফল হইল এবং আজ হইতেই আমি ত্রিলোকমধ্যে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইলাম। আমি আপনার অন্বেষণ করিতেছিলাম, সম্প্রতি আপনিই আমাকে অন্বেষণ করিয়া এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন; অতএব আপনার কৃপাদৃষ্টির পূর্ব্বেই আমার অখিল মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। হে মাধব! এক্ষণে আমি চিন্তা করিয়াও দেখিতে পাইতেছি না যে, আর আমার কি প্রাপ্য আছে। হে প্রভো! তথাপি চাপল্যবশতঃ আমি আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি;—আপনি ইহাই করুন যে, আপনার পাদপদ্মযুগলে

মিয়ন্তরম্॥ ৪২॥ অবধারয় চৈতত্ত্বং সুরপ্রার্থনয়া ময়া। নদী সুবর্ণমুখরী পাতকৌঘবিনাশিনী॥ ৪৩॥ সা ত্বচ্ছৈলকটকসমাসন্না সমাগতা। তাং কৃতার্থয় লোকেশ ত্বদনুগ্রহবৃত্তিভিঃ॥ ৪৪॥ সুবর্ণমুখরী-তোয়ে স্নাত্বা যে বেঙ্কটে স্থিতম্। পশ্যন্তি ভুক্তি-মুক্ত্যোস্ত ভূয়াসুর্ভাজনানি তে॥৪৫॥ অল্পায়ুষো নরা মূঢ়া জ্ঞানযোগপরিচ্যুতাঃ। ন শক্নুবন্তি ত্বাং দ্রষ্টুং ব্রতাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ॥ ৪৬॥ সদাস্মিন্নাস্থিতঃ শৈলে সর্ব্বেষাঞ্চ জগদ্গুরো। প্রসাদসুমুখো দেব কাঙ্ক্ষিতার্থপ্রদো ভব॥ ৪৭॥ শ্রীভগবানুবাচ। যৎপ্রার্থিতং ত্বয়া বিপ্র তত্তথৈব ভবিষ্যতি। নূন-মপ্রতিমা লোকে ময়ি ভক্তিঃ কৃতা ত্বয়া॥৪৮॥ জাহ্নবীব নদী সেয়ং সুবর্ণমুখরী মুনে। স্বাদাশাখ্যা সুরাণাঞ্চ বঞ্ছিতশ্রীবিধায়িনী॥ ৪৯॥ স্বামিপুষ্করিণী চেয়ং নদী মূর্ত্ত্যা সমন্বিতা। সংক্রামিষ্যতি তাং দিব্যাং নদীং তীর্থৌঘসংশ্রয়াম্॥ ৫০॥ বৈকুণ্ঠনাম্নি শৈলেঽস্মিন্নদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বদা। কৃতাবাসো ভবিষ্যামি মুনে প্রার্থনয়া তব॥ ৫১॥ সুবর্ণমুখরীস্নান-ক্ষালিতাঘৌঘকর্দ্দমাঃ। অস্মিন্ বৈকুণ্ঠশৈলে মাং যে পশ্যন্তি সমাহিতাঃ॥ ৫২॥ ভুবি পুত্রাদিসম্পন্নাঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতাঃ। মৃতাস্ত্রিবিষ্টপে ভোগানাকল্প-মনুভূয় চ॥ ৫৩॥ পুনরাবৃত্তিরহিতং কেবলানন্দ-ভাস্বরম্। মৎপদং সমবাপ্স্যন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৫৪॥ মাং দ্রষ্টুমাগতান্ সর্ব্বান্ প্রতীক্ষ্যাভী-প্সিতৈঃ শুভৈঃ। যোজয়িষ্যামি সততং ত্বদ্বচোগৌরবান্মুনে॥ ৫৫॥ পুত্রার্থিনাং বহূন্ পুত্রান্ ধনানি চ ধনার্থিনাম্। তথৈবারোগ্যকামাণাং রোগশান্তিং গরীয়সীম্॥ ৫৬॥ তীব্রাপৎপরিভূতানাং তথৈবাপ-ন্নিবারণম্। দাস্যাম্যভীপ্সিতান্ ভোগান্ দুর্লভা-নপি সর্ব্বদা॥ ৫৭॥ যে যান্ কামানপেক্ষ্যেহ প্রেক্ষন্তে মাং সমাগতাঃ। অবাপ্নুবন্তি তে সর্ব্বে তাংস্তান্ কামান্ন সংশয়ঃ॥ ৫৮॥ স্থিতা বা যত্র কুত্রাপি মাং স্মরন্তি নরোত্তমাঃ। তে সর্ব্বে বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিং লভন্তে মৎপ্রসাদতঃ॥

আমার ভক্তি যেন নিরন্তর বিদ্যমান থাকে। হে লোকেশ! আমি সুরগণের প্রার্থনানুসারে আপনাকে নিবেদন করিতেছি; অবধারণ করুন। পুণ্যা নদী সুবর্ণমুখরী এই শৈল-কটকের নিকট সমাগতা হইয়া সন্নিহিতা হউক এবং সুবর্ণমুখরীর জলে স্নানকারী নরের পাপনিবহ বিনষ্ট হউক; আপনি স্বীয় অনুগ্রহ বৃত্তিদ্বারা ইহাকে কৃতার্থ করুন। হে দেবেশ! আপনি এই স্থানে বাস করুন এবং যাহারা এই সুবর্ণমুখরীনীরে অবগাহন করিয়া বেঙ্কটশৈলস্থিত আপনাকে দর্শন করিবে, তাহারা ভক্তিমুক্তির ভাজন হউক। জ্ঞানযোগহীন অল্পায়ু মূঢ় মানবগণ ব্রত ও অধ্যয়নাদি কার্য্য করিয়াও আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; হে জগদ্গুরো! আপনি সতত এই শৈলে বাস করিয়া সকলের প্রতি প্রীতি-প্রসন্নবদন হউন এবং তাহাদিগের অভীষ্ট প্রদান করুন। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে বিপ্র! আপনি ত্রিলোকে আমার প্রতি অপ্রতিম ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব আপনি যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি,—ঐরূপই হইবে। হে মুনে! এই সুবর্ণমুখরী নদীও জাহ্নবীর ন্যায় হইবে এবং এই নদী সুরগণের অভীষ্ট সমৃদ্ধি প্রদান করিয়া সকলের নিকট আশা নামে পরিগণিত হইবে। এই নদী স্বামিপুষ্করিণী মূর্ত্তিতে নিখিল তীর্থের আশ্রয়রূপ দিব্যনদী মন্দাকিনীকেও অতিক্রম করিবে। হে মুনে! আমিও আপনার প্রার্থনায় আজ হইতে এই শৈলে বাস করিব এবং এই শৈলের নাম বৈকুণ্ঠ-শৈল হইবে। ৩৭—৫১। সুবর্ণমুখরীস্নানে বিধৌতপাপ হইয়া যে সকল লোক এই শৈলে সমাগমনপূর্ব্বক সমাহিতমনে আমাকে দর্শন করিবে, ভূতলে তাহারা পুত্র পৌত্রাদি ও সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইবে এবং মৃত হইয়াও আকল্পকাল স্বর্গসুখ অনুভব করিবে; তাহারা পুনরাবৃত্তিরহিত হইয়া কেবল আনন্দময় আমার ভাস্বরপদ প্রাপ্ত হইবে। এবিষয়ে বিচার বিতর্ক করিবে না। হে মুনে! আপনার বচনগৌরবেই আমি আমার দর্শনাভিলাষী সমাগত মানবগণকে শুভদৃষ্টি দ্বারা দর্শন ও সতত শ্রেয়স্কর কার্য্যে নিযুক্ত করিব। আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী পুত্রার্থী মানবগণকে পুত্র, ধনার্থীকে ধন, আরোগ্য-কামীকে অত্যুত্তম রোগশান্তি, তীব্র আপৎপরি-ভূতকে বিপদ্বারিণী শক্তি, অধিক কি, যে যেরূপ ভোগনিচয় কামনা করিবে, দুর্লভ হইলেও আমি সতত তাহা প্রদান করিব। যে যে মানব যে যে কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আমার দর্শনার্থ এই স্থানে সমাগত হইবে, তাহারা সকলেই সেই সেই অভীষ্ট লাভ করিবে, সংশয় নাই। এই স্থানের ত কথাই নাই, অন্যত্র যে কোন স্থানে থাকিয়া যে সকল নরোত্তম আমাকে স্মরণ করেন, আমার প্রসাদে

৫৯ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা তং মুনিং দেবঃ শঙ্খমালোক্য ভূপতিম্। শৃণ্বতাং ব্রহ্মমুখ্যানামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬০ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। প্রীতোঽস্মি শঙ্খ ভক্ত্যা তে ধ্রুবীপ্সিতং বরম্। দদামি বরদোঽহং তে কৃশিষ্ঠস্ত তপস্ততঃ ॥ ৬১ ॥ শঙ্খ উবাচ। ন যাচেঽন্যন্মহাবাহো ত্বৎপাদাম্বুজসেবনাৎ। যাং প্রাপ্নুবন্তি ভক্তাস্তাং যাচে গতিমুত্তমাম্ ॥ ৬২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। যৎপ্রার্থিতং ত্বয়া শঙ্খ তত্তথৈব ভবিষ্যতি। মৎসেবাযোগভব্যানামলভ্যং নিস্থ বিদ্যতে ॥৬৩॥ আকল্পমিন্দ্রলোকস্থো হ্যপ্সরোগণসেবিতঃ। ভুক্ত্বা বহুবিধান্ ভোগাংস্ততো মল্লোকমেষ্যসি ॥ ৬৪ ॥ এবং দদৌ বরানিষ্টাঞ্ছঙ্খায় পৃথিবীপতে। নারায়ণো জগদ্‌যোনির্ভজতাং কল্পভূরুহঃ ॥৬৫ ॥ ততো ব্রহ্মাদিকান্ সর্ব্বান্ বিসৃজ্য কমলেক্ষণঃ। সংস্তূয় মানসৈর্ভক্ত্যা তত্রৈবান্তর্দধে প্রভুঃ ॥ ৬৬ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। বেঙ্কটাদ্রেঃ প্রভাবোঽয়মাখ্যাতো ভবতেঽর্জ্জুন। নরাঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে শ্রুত্বেমাং পাবনীং কথাম্ ॥ ৬৭ ॥ বারাহং রূপমুৎসৃজ্য ব্রহ্মণাভ্যর্থিতো হরিঃ। মুমোদাত্রাদ্ভুতাকারো মায়য়া মোহয়ন্ জগৎ ॥ ৬৮ ॥ পশ্চাদগস্ত্যশঙ্খাভ্যাং প্রার্থিতঃ সুখদর্শনম্। দদৌ স্থিতাত্মসুভগং শান্তং ভোগাত্মকং বপুঃ ॥ ৬৯ ॥ নারায়ণং বেঙ্কটাদ্রিং স্বামিপুষ্করিণীং তথা। ইমামাখ্যাং চ সংস্মৃত্য মুচ্যন্তে পাতকৈর্জ্জনাঃ ॥ ৭০ ॥ বেঙ্কটাদ্রিসমং স্থানং ব্রহ্মাণ্ডে নাস্তি কিঞ্চন। বেঙ্কটেশসমো দেবো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥ বেঙ্কটাদ্রিসমং স্থানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। স্বামিতীর্থসরস্তুল্যং ন কুত্রাপি চ বিদ্যতে ॥ ৭২ ॥ প্রাতরুত্থায় যে নিত্যং বেঙ্কটেশং স্মরন্তি বৈ। তেষাং করস্থা মোক্ষশ্রীর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭৩ ॥ স্বামিপুষ্করিণীতীর্থে স্নাত্বা সর্ব্বাত্মকং হরিম্। যে বা পশ্যন্তি নিয়তা বরাহাচলবাসিনম্ ॥ ৭৪ ॥ তেঽশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। প্রাপ্নুবন্তি ফলং পূর্ণং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭৫ ॥ বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যং যে

তাঁহারাও অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। ভরদ্বাজ বলিলেন,—বিষ্ণু অগস্ত্যকে এইরূপ বলিয়া বাক্যের অবসান করিলেন, তাঁহার দৃষ্টি নৃপ শঙ্খের উপর পতিত হইল। তিনি ব্রহ্মমুখ্য মুনিগণসমক্ষে ভূপতি শঙ্খকে অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে শঙ্খ! তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। দেখিতেছি,—তপস্যায় তোমার শরীর কৃশ হইয়াছে। আমি বলিতেছি, আমি তোমার বরদ। শঙ্খ উত্তর করিলেন,—হে মহাবাহো! আমি আপনার পাদপদ্ম সেবা ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করি না, আপনার ভক্তগণ যে গতিলাভ করেন, অদ্য আমি সেই উত্তম গতি যাচ্ঞা করিতেছি। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে শঙ্খ! তুমি যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হইবে; দেখ, যাহারা সতত আমার সেবাযোগে নিরত, তাহাদের অলভ্য কিছুই নাই। তুমি আজ হইতে কল্পকাল পর্য্যন্ত অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস কর, তথায় বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া তদনন্তর আমার লোক প্রাপ্ত হইবে। হে অর্জ্জুন! অনন্তর ভক্তকল্পতরু কমললোচন জগদ্‌যোনি নারায়ণ মহীপতি শঙ্খকে এইরূপ অভীষ্টবর প্রদান করিলেন এবং ব্রহ্মাদি সুরগণকে শ্রদ্ধাসহকারে মনে মনে স্তব করতঃ বিদায় দিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! এই তোমার নিকট বেঙ্কটশৈলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এই পূতকথা শ্রবণে মানব পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৫২—৬৭। আমোদভরে মায়াদ্বারা জগৎ বিমোহিত করিয়া হরি এই স্থানে অদ্ভুতাকার বরাহরূপ পরিগ্রহ করেন, তারপর ব্রহ্মা ও তৎপশ্চাৎ অগস্ত্য ও মহীপতি শঙ্খের প্রার্থনায় সেই বরাহরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত সুভগ, সুখদর্শন, শান্ত এবং ভোগাত্মক দেহে তাহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন। নারায়ণ, বেঙ্কটগিরি, স্বামিপুষ্করিণী এবং এই উপাখ্যান স্মরণ করিয়াও প্রাকৃত মানব মুক্তিলাভ করে। ব্রহ্মাণ্ডে বেঙ্কটশৈলের তুল্য অন্য কোন স্থান নাই এবং বেঙ্কটেশ ও তৎসন্নিহিত স্থানের সমান অন্য কোন দেব ও স্থান হয়ও নাই, হইবেও না। হে অর্জ্জুন! স্বামিসরোবরের অনুরূপ সরোবরও অন্যত্র কুত্রাপি নাই। যে মানব প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া বেঙ্কটেশকে স্মরণ করে, মোক্ষসমৃদ্ধি তাহার করস্থিত; সন্দেহ নাই। যে সকল সংযত মানব স্বামিপুষ্করিণীতীরে স্নান করিয়া বরাহশৈলবাসী সর্ব্বাত্মক হরিকে দর্শন করে, তাহাদিগের সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের পূর্ণ ফল লাভ হয়; সংশয় নাই। যে সকল নরোত্তম বেঙ্কটাচলের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, কি

প্রযান্তি নরোত্তমাঃ। তেষাং মুক্তিশ্চ ভুক্তিশ্চ ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ৭৬ ॥ বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যং সংক্ষিপ্য কথিতং তব। অতঃ পরং মহানদ্যাঃ প্রভাবঃ কথ্যতেঽর্জ্জুন ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুবর্ণমুখরীমাহাত্ম্যপ্রশংসায়ামগস্ত্য-শখ্যাদিতপস্তুষ্ট-শ্রীবেঙ্কটেশাবির্ভাবাদিমাহাত্ম্য-বর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ। পুত্রহীনাঞ্জনা পূর্ব্বং দুঃখিতা তপসি স্থিতা। তাং দৃষ্ট্বা মুনিশার্দ্দূলো মতঙ্গো বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ১ ॥ অঞ্জনাখ্যামুবাচেদমত্যুগ্রে তপসি স্থিতাম্ ॥ ২ ॥ মতঙ্গ উবাচ। সমুত্তিষ্ঠাঞ্জনে দেবি কিমর্থং তপসি স্থিতা। বদ দেবি মহাভাগে কার্য্যং তব বরাননে ॥ ৩ ॥ অঞ্জনোবাচ। মতঙ্গ মুনিশার্দ্দূল বচনং মে শৃণুষ্ব হ। পিতা মে কেশরী নাম রাক্ষসঃ শিবতৎপরঃ ॥ ৪ ॥ শৈবং ঘোরং তপশ্চক্রে পুত্রার্থং তু সুদুষ্করম্। পার্ব্বতীসহিতঃ শম্ভুর্বৃষভোপরি সংস্থিতঃ ॥ ৫ ॥ প্রাদুরাসীত্তদা

ইহ, কি পর সকললোকেই তাঁহাদে- ভুক্তিমুক্তি-প্রাপ্তি হয়। হে অর্জ্জুন। বেঙ্কটাচলের মাহাত্ম্য সংক্ষেপ করিয়া তোমার নিকট বলিলাম, অতঃপর মহানদীর প্রভাব বর্ণন করিতেছি। ৬৮—৭৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—পূর্ব্বকালে পুত্রহীনা অঞ্জনা দুঃখিতা হইয়া তপস্যা করিয়াছিল। মুনিশার্দ্দূল বিষ্ণু-তৎপর মতঙ্গ অত্যুগ্র তপস্যান্বিতা সেই অঞ্জনাকে অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে দেবি অঞ্জনে। গাত্রোত্থান কর, হে দেবি। বল—কি জন্য তুমি তপস্যা করিতেছ, হে মহাভাগে! হে বরাননে। তোমার তপস্যার উদ্দেশ্য কি? অঞ্জনা উত্তর করিল,—হে মুনিশার্দ্দূল মতঙ্গ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার পিতা রাক্ষস কেশরী শিবতৎপর। আমার পিতা পুত্রার্থী হইয়া ঘোরতর সুদুষ্কর শৈবতপ করিয়াছিলেন। তখন পার্ব্বতীর সহিত বৃষভারোহণে আগমন

দেবো দদৌ তস্মৈ বরং শুভম্ ॥ ৬ ॥ শম্ভুরুবাচ। শৃণু রাজন প্রবক্ষ্যামি বিধিনা নির্ম্মিতং তব। অস্মিন জন্মন্যপুত্রত্বং তথাপ্যন্যদ্দদামি তে ॥ ৭ ॥ বিখ্যাতা সর্ব্বলোকেষু পুত্রী তব ভবিষ্যতি। তস্যাঃ পুত্রো মহাবুদ্ধিস্তব প্রীতিং করিষ্যতি ॥ ৮ ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা তত্রৈবান্তর্দ্দধে ভবঃ। মাং লব্ধ্বা মৎপিতা বিপ্র কৃতকৃত্যো বভূব হ ॥ ৯ ॥ ততঃ কালান্তরে বিপ্র কেশর্য্যাখ্যো মহাকপিঃ। যযাচেমাং দদস্বেতি পিতরং মে ততঃ পিতা ॥ ১০ ॥ তস্মৈ ম দত্তবাংশ্চৈব পারিবর্হং দদৌ চ সঃ। গবাং লক্ষং শ্রাণি গজলক্ষং মহামনাঃ ॥ ১১ ॥ বাজিনামর্ব্বুদং চৈব রথানামর্ব্বুদং তথা। বস্ত্ররত্নান্যনেকানি দাসদাসীসহস্রকম্ ॥ ১২ ॥ অন্তঃপুরচরীর্নারীর্নৃত্য-গীতবিশারদাঃ। দদৌ বাসঃসহস্রঞ্চ ময়া সাকং মহামতে ॥ ১৩ ॥ পত্যা মে রমমাণায়া ভূয়ান কালো গতো মুনে। অপু দুঃখিতা বিপ্র ব্রতানি বিবি-

---

করিয়া আমার পিতার সমীপে প্রাদুর্ভূত হন এবং তাঁহাকে উত্তম বরদান করেন। শম্ভু বলেন,—হে রাজন। বলিতেছি, শ্রবণ কর, এ জন্মে বিধাতা তোমাকে অপুত্রক করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন; অতএব এ জন্মে তুমি পুত্রহীনই থাকিবে, ইহা বিধাতার বিধান হইলেও তোমাকে আমি সন্তানযুক্ত করিতেছি। তোমার সর্ব্বলোকবিখ্যাত একটী কন্যা হইবে, এবং সেই কন্যার গর্ভজাত মহা প্রজ্ঞাশালী পুত্র তোমার প্রীতিবর্দ্ধন করিবে। হে বিপ্র। অনন্তর হর আমার পিতাকে এইরূপ বর দিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন এবং আমার পিতাও আমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। ১—৯। অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে মহাকপি কেশরী আমার জনকের নিকট আমাকে প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি অঞ্জনাকে যাচ্ঞা করিতেছি, অতএব আমার করে ইহাকে অর্পণ কর।" মহামনা মদীয় পিতা উদারমতি কেশরীর কামনানুসারে এক কোটি গো, লক্ষ গজ, অর্ব্বুদ বাজী, অর্ব্বুদ রথ, অনেক বস্ত্র ও রত্ন, সহস্র দাসদাসী, নৃত্যগীতবিশারদা অনেক অন্তঃপুরচারিণী নারী ও সহস্র বস্ত্র সহ আমাকে তাঁহার করে অর্পণ করিলেন। হে মুনে! অনন্তর আমি সেই পতির সহিত রমমাণা হইলাম। এইরূপে আমাদের বহুদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু হে বিপ্র। তথাপি আমি অপুত্রাই রহিলাম। আমি

ধাণি চ ॥ ১৪ ॥ কৃতানি চ ময়া তত্র কিষ্কিন্ধ্যায়াং মহাপুরি। মাঘে মাসি চ বিপ্রেন্দ্র বৈশাখে কার্ত্তিকে তথা ॥ ১৫ ॥ স্নানদানব্রতাদীনি চাতুর্ম্মাস্যব্রতং তথা। নমস্কারস্তথা বিপ্র প্রদক্ষিণমনুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ শালগ্রামান্নদানানি দীপদানং তথৈব চ। গোদানং তিলদানঞ্চ বস্ত্রদানং মহামুনে ॥ ১৭ ॥ ভূদানং বারিদানঞ্চ দত্বা পুষ্পাদিকং মুনে। যানি যানি চ মুখ্যানি বৈষ্ণবানি ব্রতানি চ। ময়া কৃতানি সর্ব্বাণি সৎপুত্রফলকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১৮ ॥ শ্রবণাদিষু যৎপ্রোক্তং ব্রতং বিপ্রৈর্ম্মহাত্মভিঃ। ময়া কৃতঞ্চ বিপ্রেন্দ্র তুষ্ট্যর্থং মধুবিদ্বিষঃ ॥ ১৯ ॥ যানি যানি চ মুখ্যানি ফলানি বিবিধানি চ। ময়া দত্তানি সর্ব্বাণি সৎপুত্রফলকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২০ ॥ ময়া কৃতান্যসংখ্যানি ব্রতানি বিবিধানি চ। পুত্রং তথাপ্যলব্ধাহং দুঃখিতা তপসি স্থিতা ॥ ২১ ॥ ভবিষ্যতি কথং বিপ্র পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতঃ। যাচেঽহং তু মুনিশ্রেষ্ঠ প্রণতা চ তবাগ্রতঃ ॥ ২২ ॥ বদ ত্বং মুনিশার্দ্দূল দীনাহং তপসি স্থিতা ॥ ২৩ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং বদন্তী তাং প্রাহ মতঙ্গো মুনিসত্তমঃ। শৃণু মদ্বচনং দেবি পুত্রপৌত্রপ্রদায়কম্ ॥ ২৪ ॥ ইতো দক্ষিণদিগ্‌ভাগে দশযোজনদূরতঃ। ঘনাচল ইতি খ্যাতো নৃসিংহস্য নিবাসভূঃ ॥ ২৫ ॥ তস্যোপরি মহাভাগে ব্রহ্মতীর্থং মনোহরম্। তস্যাপি পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে দশযোজনমাত্রতঃ ॥ ২৬ ॥ সুবর্ণমুখরী নাম নদীনাং প্রবরা নদী। তস্যা এবোত্তরে ভাগে বৃষভাচলনামতঃ ॥ ২৭ ॥ তস্যাগ্রে সরসী নাম্না স্বামিপুষ্করিণী শুভা। গত্বা দৃষ্ট্বা শুভং তোয়ং মনঃশুদ্ধিং গমিষ্যসি ॥ ২৮ ॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন বরাহং তং প্রণম্য চ। বেঙ্কটেশং নমস্কৃত্য ততো গচ্ছ বরাননে ॥ ২৯ ॥ উত্তরে স্বামিতীর্থস্য সিংহশার্দ্দূলসংযুতে। চূতপুন্নাগপনসৈর্ব্বকুলামলকৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩০ ॥ চন্দনাগুরুনিম্বৈশ্চ তালহিন্তালকিংশুকৈঃ। কপিত্থাশ্বত্থবিল্বৈশ্চ ইঙ্গুদৈশ্চ বরাননে ॥ ৩১ ॥ এতাদৃশৈর্ম্মহাপুণ্যৈর্বৃক্ষৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ বিয়দ্গঙ্গেতি বিখ্যাতং তীর্থমেকং বিরাজতে ॥ ৩২ ॥ তস্মিংস্তীর্থেঽঞ্জনে দেবি সঙ্কল্পবিধিপূর্ব্বকম্। স্নাত্বা পীত্বা শুভং তোয়ং তীর্থস্যাভিমুখী স্থিতা ॥ ৩৩ ॥ বায়ুমুদ্দিশ্য হে দেবি তপঃ কুরু

দুঃখিতা হইয়া মহাপুরী কিষ্কিন্ধ্যায় অবস্থানপূর্ব্বক পুত্র কামনায় বিবিধ ব্রত করিলাম; হে বিপ্রেন্দ্র! মাঘ, বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে স্নান, দান এবং ব্রত করিলাম; হে দ্বিজ! অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য ব্রত, নমস্কার, উত্তম প্রদক্ষিণ, শালগ্রাম ও অন্ন, দীপ, গো, তিল, বস্ত্র, ভূ, বারি এবং পুষ্প এই সকলও দান করিলাম। হে মুনে! তদনন্তর যে যে মুখ্য বৈষ্ণব ব্রত আছে, সৎপুত্ররূপ ফলকামনায় আমি সে সকলও করিলাম; হে বিপ্রেন্দ্র! মহাত্মা দ্বিজগণ শ্রাবণ মাসে কর্ত্তব্য যে উত্তম ব্রত কহিয়া থাকেন, মধুরিপু হরির প্রীতির জন্য আমি সেই ব্রতও করিয়াছি। এবং ফলের মধ্যে যে সকল উত্তম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সাধুপুত্র-প্রাপ্তিরূপ ফলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আমি সে সকলও দান করিয়াছি। হে দ্বিজ! আমি বলিব কি, আমি অসংখ্য বিবিধ ব্রত করিয়াছি তথাপি আমি তনয়লাভে বঞ্চিত হইয়াছি এবং তজ্জন্যই দুঃখিতা হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার সম্মুখে প্রণতা হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, হে বিপ্র! কি করিলে ত্রিলোকবিশ্রুত অপত্য লাভ হয়, তাহার উপায় করুন। হে মুনিশার্দ্দূল! আমি দুঃখিতা হইয়াই তপস্বিনী হইয়াছি, অতএব পুত্রপ্রাপ্তির উপায় বলুন। সূত কহিলেন,—তপস্বিনী অঞ্জনা এইরূপ বলিতে লাগিলে মুনিসত্তম মতঙ্গ বলিলেন,—হে দেবি! এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর, এই বাক্য পুত্রপৌত্রদায়ক। ১০—২৪। এই স্থানের দক্ষিণদিগ্‌ভাগে দশযোজন ব্যবধানে বিখ্যাত ঘনাচল বিদ্যমান। ঐ ঘনাচল নৃসিংহের আবাসভূমি। হে মহাভাগে! উহার উপর মনোহর ব্রহ্মতীর্থের পূর্ব্বদিকে দশযোজন পরিমাণ স্থানমধ্যে সুবর্ণমুখরীনাম্নী এক নদী আছে। ঐ নদী নদীনিচয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই সুবর্ণমুখরীরই উত্তরে বৃষভনামক শৈল; তাহার ঊর্দ্ধভাগে সুশোভনা স্বামিপুষ্করিণীনাম্নী সরসী বিরাজিতা। হে বরাননে! তুমি সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক ঐ সরসী সন্দর্শন করিয়া মনের শুদ্ধি সম্পাদন কর এবং সেই সরসীতে যথাবিধি স্নান এবং বরাহ ও বেঙ্কটেশকে প্রণাম করিয়া স্বামিতীর্থের উত্তরভাগে চলিয়া যাও। তুমি তথায় দেখিবে,—ঐ স্থান সিংহশার্দ্দূলসমাকুল; মনোহর চূত, পুন্নাগ, পনস, বকুল, আমলক, চন্দন, অগুরু, নিম্ব, তাল, হিন্তাল, কিংশুক, কপিত্থ, অশ্বত্থ, বিল্ব, ইঙ্গুদ প্রভৃতি মহাপুণ্য বিবিধ তরুরাজিতে বিরাজিত। সেখানে বিয়দ্গঙ্গানামক এক তীর্থ বিদ্যমান; হে অঞ্জনে! তুমি সেই তীর্থে যথাবিধি সংকল্পপূর্ব্বক স্নান ও তদীয় শুভবারি পান কর এবং হে দেবি! তুমি সেই

বরারোহে। দেবৈশ্চ রাক্ষসৈর্বিপ্রৈর্মনুজৈর্মুনি-
সত্তমৈঃ ॥ ৩৪॥ ভুজঙ্গৈঃ পক্ষিভিরস্ত্রৈশ্চ শস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ
শুভৈঃ। অবধ্যো ভবিতা পুত্রস্তপসা তে ন সংশয়ঃ ॥
৩৫ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ইতি প্রোক্তাঞ্জনা দেবী
তং প্রণম্য পুনঃপুনঃ। ভর্ত্রা সাকং যযাবাশু
বেঙ্কটাচলসংজ্ঞকম্ ॥ ৩৬ ॥ কাপিলং তীর্থমাসাদ্য
স্নাত্বা নির্ম্মলমানসা। বেঙ্কটাদ্রিং সমারুহ্য স্বামি-
পুষ্করিণীং যযৌ ॥ ৩৭ ॥ স্নাত্বা বরাহমানম্য বেঙ্কটে-
শকৃতানতিঃ। মতঙ্গস্য ঋষের্ব্বাক্যং স্মরন্তী চ মুহু-
র্মুহুঃ ॥ ৩৮ ॥ বিয়দ্গঙ্গাং যযাব[illegible]ঞ্জনা মঞ্জুভাষিণী।
স্নাত্বা পীত্বা শুভং তোয়ং তীরে [illegible] তদুন্মুখী ॥ ৩৯ ॥
প্রাণবায়ুং সমুদ্দিশ্য তপশ্চক্রে যতব্রতা। ফলাহারা
জলাহারা নিরাহার[illegible] ততঃ পরম্ ॥ ৪০ ॥ সহস্রাব্দং
তপশ্চক্রে ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিকা। বয়স্যা বিপুলা নাম
শুশ্রূষামকরোচ্ছুভা ॥ ৪১ ॥ বর্ষাণাং চ সহস্রান্তে
বায়ুর্দেবো মহামতিঃ। প্রাদুরাসীত্তদা তাং বৈ
ভাষমাণো মহামতিঃ ॥ ৪২ ॥ মেষসংক্রমণং ভানৌ
সম্প্রাপ্তে মুনিসত্তমাঃ। পূর্ণিমাখ্যে তিথৌ পুণ্যে
চিত্রানক্ষত্রসংযুতে ॥ ৪৩ ॥ তবেপ্সিতমহং দাস্যে
বরং বরয় সুব্রতে। ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ততঃ
প্রাহাঞ্জনা সতী ॥ ৪৪ ॥ পুত্রং দেহি মহাভাগ বায়ো
দেব মহামতে। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মাতরিশ্বা-
ব্রবীত্ততঃ ॥ ৪৫ ॥ পুত্রস্তেঽহং ভবিষ্যামি খ্যাতিং
দাস্যে শুভাননে। ইতি তস্যৈ বরং দত্ত্বা তত্রৈবাস্ত
মহাবলঃ ॥ ৪৬ ॥ তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবা ইন্দ্রাদ্যা
লোকপালকাঃ। বসিষ্ঠাদ্যা মহাত্মানঃ সনকাদ্যাশ্চ
যোগিনঃ ॥ ৪৭ ॥ ব্যাসাদয়শ্চ বিপ্রেন্দ্রা লক্ষ্ম্যা সাকং
[illegible]ৎপতিঃ। মুনিপত্ন্যো দেবপত্ন্যো ঋষিপত্ন্যস্তথৈব
চ ॥ [illegible]৮ ॥ স্বং স্বং বাহনমারুহ্য দারভৃত্যসুতাদিভিঃ।
আগতাস্তে মহাত্মানো দ্রষ্টুং তাং তপসি স্থিতাম্ ॥
৪৯ ॥ আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যমিতি ব্রুবাণা ব্রহ্মাদয়ো
দেবগণাশ্চ সর্ব্বে। আলোকয়ন্তো দিবি দূরতস্তে
স্থিতাস্তদা ব্রহ্মমহেশমুখ্যাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঽঞ্জনাতপঃকরণপ্রকারাদিবর্ণনং
নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

তীর্থের অভিমুখী হইয়া বায়ুর উদ্দেশ্যে তপস্যা কর। হে বরাননে। তুমি তপস্যা দ্বারা রাক্ষস, বিপ্র, মানব, মুনিসত্তম, ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতির অবধ্য তনয় লাভ করিবে, সংশ[illegible]। সূত কহিলেন,—দেবী অঞ্জনা মুনি মতঙ্গ [illegible] অভি-হিত হইয়া তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিল এবং স্বামীর সহিত সত্বর সেই বেঙ্কটশৈলাভিমুখে প্রস্থিত হইল। অনন্তর তথায় উপনীত হইয়া পূতচিত্তে কাপিলতীর্থে স্নান করত বেঙ্কটগিরিতে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বামিপুষ্করিণী দর্শন, তথায় স্নান এবং বরাহ ও বেঙ্কটনাথকে প্রণিপাত করিল। মঞ্জুভাষিণী অঞ্জনা তখন মুহুর্মুহু মুনি মতঙ্গের আদেশ স্মরণ করিতে করিতে সত্বর বিয়দ্গঙ্গায় গমনপূর্ব্বক স্নান ও উত্তম বারিপান করিয়া তাহার তীরে উত্তরাভিমুখে অব-স্থান করিল এবং যতব্রতা হইয়া জগৎপ্রাণ সমী-রণের উদ্দেশে তপস্যা করিতে লাগিল। অঞ্জনা কদাচিৎ ফলাহারা, কদাচিৎ জলাহারা ও কদাচিৎ নিরাহারা হইয়া নাসাগ্রে নয়ন নিক্ষেপপূর্ব্বক পরম তপস্যা করিতে থাকিল। এইরূপে তাহার সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। অঞ্জনার তপস্যার সময়ে সুশোভনা বিপুলানাম্নী তদীয় বয়স্যা সহচরী [illegible] শুশ্রূষা করিয়াছিল। হে মুনিসত্তমগণ। [illegible] বৎসরান্তরে দিবাকরের মেষরাশি-সংক্রমণকালীন পুণ্য পূর্ণিমা তিথিতে মহামতি বায়ুদেব অঞ্জনাসমীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে সুব্রতে। আমি তোমার অভীষ্ট দান করিব, বর প্রার্থনা কর। তখন সতী অঞ্জনা প্রভঞ্জনের বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল,—হে মহাভাগ বায়ুদেব। আমাকে পুত্র দান করুন। অঞ্জনার বাক্যে বায়ু বলিলেন,—হে শুভাননে। আমিই তোমার পুত্র হইয়া জগতে তোমাকে বিখ্যাতি প্রচার করিব। অনন্তর মহাবল বায়ু অঞ্জনাকে এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অবস্থিত হইলেন। তখন স্ব স্ব বাহনারূঢ় ইন্দ্রাদি লোক-পাল, ব্রহ্মাদি দেব, মহাত্মা বশিষ্ঠাদি, যোগী সনকাদি, বিপ্রেন্দ্র ব্যাসাদি, লক্ষ্মীসহ জগৎপতি বিষ্ণু, মুনি-পত্নী, দেবপত্নী এবং ঋষিপত্নীগণ যথাসম্ভব দার, ভৃত্য ও সুতাদি সমভিব্যাহারে সেই তপস্বিনী অঞ্জনার দর্শন জন্য আগমন করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তখন "ইহা কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য" এই-রূপ বলিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মা ও মহেশ্বরপ্রমুখ সুরগণ সুদূর আকাশে থাকিয়া সেই অঞ্জনাকে অবলোকন করিলেন। ২৫—৫০।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। অঞ্জনাপি বরং লব্ধা ভর্ত্রাং সাকং মুমোদ হ। ব্রহ্মাদীনাগতান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্ট-মানসা ॥ ১ ॥ পত্যা সার্দ্ধং ততঃ স্বস্থা চাঞ্জনা মঞ্জুভাষিণী। ব্রহ্মাদিভিরনুজ্ঞাতো ব্যাসো বেদবিদাং বরঃ ॥ ২ ॥ অঞ্জনাং তামুবাচেদং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩ ॥ ব্যাস উবাচ। অঞ্জনে শৃণু মদ্বাক্যং সর্ব্বলোকোপকারকম্। মতঙ্গস্য ঋষের্বাক্যং শ্রুত্বা নির্ম্মলচেতসা ॥ ৪ ॥ যস্মাত্তু বেঙ্কটং গত্বা তপঃ কৃত্বা সুদুষ্করম্। প্রসূয়তে ত্বয়া পুত্রঃ শূরস্ত্রৈলোক্যবিক্রমঃ ॥ ৫ ॥ ইদং তীর্থোত্তমং তস্মাৎ প্রত্যক্ষদিবসে তব। গঙ্গাদ্যানি চ তীর্থানি সমায়ান্তি জগত্রয়ে ॥ ৬ ॥ বেঙ্কটাদ্রিসমং তীর্থং ব্রহ্মাণ্ডে নাস্তি কিঞ্চন। তত্রাপ্যত্যন্তপুণ্যা বৈ স্বামিপুষ্করিণী শুভা ॥ ৭ ॥ ততোঽধিকমিদং তীর্থং প্রত্যক্ষং দিবসে তব। স্নানার্থং যে সমায়ান্তি চিত্রাঋক্ষসমন্বিতে ॥ ৮ ॥ মেষং পূষণি সম্প্রাপ্তে পূর্ণিমায়াং শুভে দিনে। শৃণু তেষাং ফলং দেবি বক্ষ্যামি তব সুব্রতে ॥ ৯ ॥ গঙ্গাদিসর্ব্ব-তীর্থেষু দ্বাদশাব্দং বরাননে। যৎফলং বিদ্যতে দেবি তৎফলং ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১০ ॥ দানানি কুর্ব্বতাং পুংসাং তেষাং শৃণু ফলোন্নতিম্। স্থানে তুঙ্গং ফলং দেবি বিদ্ধি তেষাং বরাননে ॥ ১১ ॥ অঞ্জনোবাচ। কার্য্যাণি যানি দানানি বেঙ্কটাদ্রৌ নগোত্তমে। তানি সর্ব্বাণি বিপ্রেন্দ্র বদ বেদবিদাং বর ॥ ১২ ॥ ব্যাস উবাচ। অন্নদানং বস্ত্রদানং দ্বয়মেতৎ প্রশস্যতে। পিতুঃ শ্রাদ্ধং বিশেষেণ বেঙ্কটাদ্রৌ নগোত্তমে ॥ ১৩ ॥ সুবর্ণং যে প্রযচ্ছন্তি প্রীতয়ে মধুঘাতিনঃ। সর্ব্বলোকং সমাসাদ্য মোদন্তে মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥ শালগ্রাম-শিলাদানং যে কুর্ব্বন্তি নগোত্তমে। অঙ্গভঙ্গমবাপ্নোতি স্বানুভূতিং চ বিন্দতি ॥ ১৫ ॥ যো দদাতি দ্বিজেন্দ্রায় গোদানং চ কুটুম্বিনে। রোমসংখ্যা-প্রমাণেন বিষ্ণুলোকে বিরাজতে ॥ ১৬ ॥ ভূমিং দদাতি যো দেবি ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে। তস্য পুণ্য ফলং বক্তুং কঃ শক্তো দিবি বা ভুবি ॥ ১৭ ॥ কন্যাং দদাতি যো দেবি শ্রোত্রিয়ায় দ্বিজাতয়ে। বিষ্ণুলোকং

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ব্রহ্মাদির আগমনদর্শনে মঞ্জু-ভাষিণী অঞ্জনা বিস্মিতা হইল এবং বায়ুর নিকট বর লাভ করত স্বামীর সহিত হৃষ্ট হইয়া নিতান্ত নির্বৃতি লাভ করিল। অনন্তর বেদবিদ্‌গণের অগ্রণী ব্যাস ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে অঞ্জনাকে বলিতে লাগিলেন। ব্যাস বলি-লেন,—হে অঞ্জনে! আমার বাক্য শ্রবণ কর, ইহা নিখিল লোকের উপকার কর। মতঙ্গ ঋষির আদেশ শুনিয়া তোমার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়াছে, কেন না তুমি তাঁহারই আদেশে বেঙ্কটশৈলে গমন-পূর্ব্বক সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছ। তুমি যে দিন এই তীর্থোত্তম প্রত্যক্ষ করিয়াছ, সেই দিনই গঙ্গাদি তীর্থনিচয় ত্রৈলোক্যে আগমন করিয়াছে। অতএব বিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণকারী শূর সন্তান তুমি প্রসব করিবে। দেখ, বেঙ্কটাচলের তুল্য ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন তীর্থ নাই, তাতে আবার অতিপূতা সুশোভনা স্বামিপুষ্করিণী—এই গিরিবরে বিরাজ করিতেছে; হে অঞ্জনে! তোমার প্রত্যক্ষ দিবসে এই বিয়দ্‌গঙ্গা তাহা হইতেও অধিক পূতা হইয়াছে। যে সকল লোক চিত্রানক্ষত্রযুক্ত দিবা-করের মেষসংক্রমণকালীন পূর্ণিমায় শুভদিনে এই তীর্থে আগমন করিবেন, হে দেবি সুব্রতে! তাঁহাদিগের পুণ্যফল শ্রবণ কর।১—৯। হে দেবি বরাননে! গঙ্গাদি তীর্থের দ্বাদশ বৎসর সেবা করিয়া যে ফল, তোমার এই তীর্থেও তাদৃশ ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। তোমার এই তীর্থে যাঁহারা বহুদান করেন, তাঁহাদিগেরও পূর্ব্বোক্ত ফল হইয়া থাকে। অঞ্জনা জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ; নগোত্তম বেঙ্কটশৈলে কি কি বস্তু দান করিতে হয়, তাহা বর্ণন করুন। ব্যাস উত্তর করিলেন,—এই স্থানে অন্নদান ও বস্ত্রদানই প্রশস্ত, বিশেষতঃ এই নগোত্তমে পিতৃশ্রাদ্ধ সমধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে। যে সকল মুনি এখানে মধুরিপু হরির প্রীতির জন্য সুবর্ণ কিংবা শালগ্রাম শিলা দান করেন, তাঁহারা যে লোকেই গমন করুন না কেন, সর্ব্বত্রই প্রমুদিত হন। যে মানব কুটুম্বী দ্বিজেন্দ্রকে গোদান করেন, তিনি জন্মলাভ করিয়াও জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হন এবং গোরুর রোমসংখ্যাপ্রমাণ কাল বিষ্ণুলোকে বাস করেন। যিনি কুটুম্বী বিপ্রকে ভূমিদান করেন, ভূতলেই বা কি আর স্বর্গলোকেই বা কি, কেহই তাঁহার পুণ্যফল বলিতে সমর্থ নহে। হে দেবি! এই তীর্থে শ্রোত্রিয় দ্বিজাতিকে যিনি কন্যাদান করেন, তিনি পিতৃগণসহ বিষ্ণু

সমাসাদ্য মোদতে পিতৃভিঃ সহ ॥ ১৮ ॥ প্রপাং কুর্ব্বন্তি যে দেবি শীতলোদকসংযুতাম্। তেষাং পুণ্যফলং বক্তুং শেষেণাপি ন শক্যতে ॥ ১৯ ॥ তিলং দদাতি বিপ্রায় শ্রোত্রিয়ায় কুটুম্বিনে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২০ ॥ ধান্যদানং প্রশংসন্তি বিপ্রা বেদবিদাং বরাঃ। বহুপুত্রা ভবিষ্যন্তি ধান্যদানং প্রকুর্ব্বতাম্ ॥ ২১ ॥ গন্ধচম্পকপুষ্পাদীন্ ছত্রব্যজনচামরান্। তাম্বূলঘনসারাদীন্ যো দদাতি দ্বিজাতয়ে ॥ ২২ ॥ ভুক্ত্বা ভোগং চিরং কালং স্বর্গলোকং ততো ব্রজেৎ। দিব্যবর্ষসহস্রং চ ভুক্ত্বা ভোগাননেকশঃ ॥ ২৩ ॥ সার্ব্বভৌমস্ততো ভূত্বা তত্র ভুক্ত্বা চিরং মহীম্। ততো বিপ্রত্বমাসাদ্য বেদবেদান্তপারগঃ ॥ ২৪ ॥ ততো মুক্তিং সমায়াতি প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ। ইত্যেতৎ কথিতং দেবি বেঙ্কটাচলবৈভবম্ ॥ ২৫ ॥ য এতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং যশ্চাপি পরিকীর্ত্তয়েৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৬ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং পূর্ব্বং ব্যাসেনৈব মহাত্মনা। শৃণুয়াদ্বা পঠেদ্বাপি কৃতকৃত্যো ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ তস্যৈব বংশজাঃ সর্ব্বে মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীবেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যেঽঞ্জনাবরলব্ধাকাশগঙ্গাস্নানকালনির্ণয়াদিবর্ণনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

লোকে গমন করিয়া মুদিত হন। হে দেবি! যিনি শীতল-জলময় জলাশয় নির্ম্মাণ করেন, শেষ নাগও তাঁহার ফল বর্ণন করিতে সমর্থ নহে। যিনি কুটুম্বী শ্রোত্রিয়কে তিল দান করেন, তিনি নিখিল-পাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। বেদ্‌বিদ্‌বরেণ্য বিপ্রগণ এই তীর্থে ধান্যদানের প্রশংসা করিয়া থাকেন, এখানে ধান্যদানে বহুপুত্র লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে যিনি গন্ধ, চম্পক কুসুমাদি, ছত্র, ব্যজন, চামর, তাম্বূল ও ঘনসারাদি দ্বিজাতিকে দান করেন, তিনি সুচিরকাল বিবিধ ভোগ্য উপভোগ করিয়া অনন্তর স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন এবং তথায় দিব্য সহস্র বৎসর অনেকরূপ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করত সুচিরকাল পৃথিবী ভোগ করেন। কেবল ইহাই নহে, তার পর বিপ্রত্ব লাভ ও বেদ-বেদান্তের অন্ত দর্শন করিয়া চক্রপাণির কৃপায় মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে দেবি! এই তোমার নিকট বেঙ্কটাচলের সকল মাহাত্ম্যই বলিলাম, যিনি ইহা নিত্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তিনিও নিখিল কলুষবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া থাকেন। মহাত্মা ব্যাস পূর্ব্বকালে এইরূপ বলিয়াছিলেন। যিনি ইহা শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি কৃতকৃত্য হন এবং তাহার বংশোদ্ভব সকলেই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সংশয় নাই। ১০—২৮।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

সমাপ্তমিদং বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যম্। ২—১।

বিষ্ণুখণ্ডম্।

পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ। ভগবন্ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বতীর্থমহত্ত্ববিৎ। কথিতং ত্বয়া পূর্ব্বং প্রস্তুতে তীর্থকীর্ত্তনে ॥ ১ ॥ পুরুষোত্তমাখ্যং সুমহৎ ক্ষেত্রং পরমপাবনম্। যত্রাস্তে দারবতনুঃ শ্রীশো মানুষলীলয়া ॥ ২ ॥ দর্শনান্মুক্তিদঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ। তন্নো বিস্তরতো ব্রূহি তৎ ক্ষেত্রং কেন নির্ম্মিতম্ ॥ ৩ ॥ জ্যোতিঃপ্রকাশো ভগবান্ সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ। কথং দারুময়স্তস্মিন্নাস্তে পরমপুরুষঃ ॥ ৪ ॥ শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ পরং কৌতুহলং হি নঃ। যতস্ত্বং বদতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বলোকগুরো মুনে ॥ ৫ ॥ জৈমিনিরুবাচ। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে রহস্যং পরমং হি তৎ। অবৈষ্ণবানাং শ্রবণে ভক্তিস্তত্র ন জায়তে ॥ ৬ ॥ যস্য সঙ্কীর্ত্তনাদেব সকলং লীয়তে তমঃ। স্কন্দেন কথিতং পূর্ব্বং শ্রুত্বা শম্ভোর্মুখাম্বুজাৎ ॥ ৭ ॥ সমক্ষং সিদ্ধদেবৌঘসভায়াং মন্দরোদরে। অহমপ্যাগমং তত্র দেবদেবং সমর্চ্চিতুম্। যথাশ্রুতং কথয়তো দেবানাং পুরতো ময়া ॥ ৮ ॥ যদ্যপ্যেষ জগন্নাথঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বভাবনঃ। সন্তি ক্ষেত্রাণি চান্যানি সর্ব্বপাপহরাণি বৈ ॥ ৯ ॥ এতৎ ক্ষেত্রং বরঞ্চাস্য বপুর্ভূতং মহাত্মনঃ। স্বয়ং বপুষ্মাংস্তত্রাস্তে স্বনাম্না খ্যাপিতং হি তৎ ॥ ১০ ॥ তত্র যে স্থাতুমিচ্ছন্তি তে সর্ব্বেঽপি হতাংহসঃ। কিং পুনস্তত্র তিষ্ঠন্তো যে পশ্যন্তি গদাধরম্ ॥ ১১ ॥ অহো তৎ পরমং ক্ষেত্রং বিস্তৃতং দশযোজনৈঃ। তীর্থরাজস্য সলিলাদুত্থিতং বালুকাচিতম্ ॥ ১২ ॥ নীলা-

---

প্রথম অধ্যায়।

একদা মুনিগণ মহর্ষি জৈমিনিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও সমুদয় তীর্থের মাহাত্ম্য অবগত। ইতিপূর্ব্বে তীর্থ কথন-প্রস্তাবে পরম পবিত্রতাজনক পুরুষোত্তমনামক সুমহৎ ক্ষেত্রটীর উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ক্ষেত্রে শ্রীপতি নারায়ণ মানবলীলা সাধনোদ্দেশে দারুময় কলেবর পরিগ্রহণপূর্ব্বক বিরাজমান আছেন। যিনি দর্শন মাত্রেই সাক্ষাৎ মুক্তি ও সকল তীর্থের ফল-প্রদান করেন, সেই ক্ষেত্রটি কোন্ ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে সবিস্তর বর্ণন করুন্। সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ পরমপুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়াও কি নিমিত্ত দারুময়রূপে সেই ক্ষেত্রে স্থিতি করিতেছেন, আপনার নিকট তৎশ্রবণে আমাদিগের কৌতুহল হইতেছে, যেহেতুক আপনি পরমবাগ্মী ও সর্ব্বলোকের গুরু। মহর্ষি জৈমিনি মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে মুনিগণ! সেই পরমরহস্য ক্ষেত্রের বিবরণ পুরাকালে কার্ত্তিকেয় মহাদেবের মুখপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া মন্দরপর্ব্বতে সিদ্ধগণ ও দেবগণের সভাতে বর্ণন করিয়াছিলেন। আমি তখন সেই দেবদেব মহাদেবের পূজনার্থে তথায় গমন করিয়া কার্ত্তিকেয়-মুখ-বিনির্গত তৎসমুদয় যে প্রকার শুনিয়াছিলাম, তাহা অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা বিষ্ণুপরায়ণ নহে, ইহা শুনিয়া তাহাদিগের মনে ভক্তিসঞ্চয় হয় না। কিন্তু তাহার বিবরণ কীর্ত্তনমাত্রেই সমুদয় তমোগুণ লয় প্রাপ্ত হয়। যদিও এই জগন্নাথ সর্ব্বব্যাপী সকলের কারণ এবং বহুলপাপনাশক এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রও আছে, তথাপি এই ক্ষেত্রটি সেই মহাত্মা ভগবানের বপুঃস্বরূপ হওয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছে। ঐ মহাত্মা স্বয়ং বিগ্রহধারী হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন এবং সেই ক্ষেত্রটি স্বনামে বিখ্যাত করিয়াছেন। সেই স্থানে যে ব্যক্তিরা অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় ও যে ব্যক্তিরা বাস করিয়া গদাধরের সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য বর্ণনাতীত। ১—১১। সেই পরম রমণীয় আশ্চর্য্য ক্ষেত্রটি দশ যোজন বিস্তৃত ও তীর্থ-রাজ সমুদ্রের সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া বালুকা-

চলেন মহতা মধ্যস্থেন বিরাজিতম্। একস্তনমিব পৃথ্ব্যাঃ সুদূরাৎ পরিভাবিতম্ ॥ ১৩ ॥ বরাহরূপিণা পূর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য বসুন্ধরাম্। সর্ব্বতঃ সুষমাং কৃত্বা পর্ব্বতৈঃ সুস্থিরীকৃতাম্ ॥ ১৪ ॥ সৃষ্ট্বা চরাচরং সর্ব্বং তীর্থানি স বিদাংবরঃ। ক্ষেত্রাণি চ যথাস্থানং সন্নিবেশ্য যথা পুরা। ততো বিচিন্তয়ামাস সৃষ্টিভারনিপীড়িতঃ ॥ ১৫ ॥ পুনরেতাং ক্রিয়াং গুর্ব্বীং ন লভেয়ং কথঞ্চিতি। তাপত্রয়াভিভূতা হি মুচ্যন্তে জন্তবঃ কথম্ ॥ ১৬ ॥ এবং চিন্তয়মানস্য মতিরাসীৎ প্রজাপতেঃ। মুক্ত্যেককারণং বিষ্ণুং স্তোষ্যেঽহং পরমেশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নমস্তে জগদাধার শঙ্খচক্রগদাধর। যন্নাভিপঙ্কজাদেব জাতোঽহং বিশ্বসৃষ্টিকৃৎ ॥ ১৮ পরমাত্মস্বরূপন্তে ত্বং বেৎসি বৈ জগন্ময়। যন্মায়য়া জগৎ সর্ব্বং নির্ম্মিতং মহতাদিকম্ ॥ ১৯ ॥ যন্নিশ্বাসসমুদ্ভূতং শব্দব্রহ্ম ত্রিধাভবৎ। উপজীব্যং তদেবাহমসৃজং ভুবনানি বৈ ॥ ২০ ॥ ত্বত্তো নাস্তং স্থূলসূক্ষ্মদীর্ঘহ্রস্বাদি কিঞ্চন। বিকারভেদৈর্ভগবন্ ত্বমেবেদং চরাচরম্ ॥ ২১ ॥ কটকাদি যথা স্বর্ণং গুণত্রয়বিভাগশঃ। স্রষ্টা সৃজ্যং ত্বমেবাত্র পোষ্টা পোষ্যঃ জগৎপ্রভো ॥ ২২ ॥ আধারো ধ্রিয়মাণশ্চ ধর্ত্তা ত্বং পরমেশ্বর। ত্বৎপ্রেরিতমতিঃ সর্ব্বঃ চরতে চ শুভাশুভম্ ॥ ২৩ ॥ ততঃ প্রাপ্নোতি সদৃশীং তথৈব বিহিতাং গতিম্। জগতোঽস্য গতির্ভর্ত্তা সাক্ষী ত্বং পরমেশ্বর ॥ ২৪ ॥ চরাচরগুরো সর্ব্ববীজভূত কৃপাময়। প্রসীদাদ্য জগন্নাথ নিত্যং ত্বচ্ছরণস্য মে ॥ ২৫ ॥ জৈমিনিরুবাচ। এবং সংস্তূয়মানস্তু ব্রহ্মণা গরুড়ধ্বজঃ। নীলজীমূতসঙ্কাশঃ শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতঃ ॥ ২৬ ॥ পতগেন্দ্রসমারূঢ়ঃ স্ফুরদ্বদনপঙ্কজঃ। আবিরাসীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিবক্ষুঃ স্ফুরিতাধরঃ ॥ ২৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। যদর্থং মাং স্তুষে ব্রহ্মন ন শক্যঃ প্রতিভাতি সঃ। অনাদ্যবিদ্যা সুদৃঢ়া দুশ্ছেদ্যা কর্ম্মবন্ধনৈঃ। প্রভবন্ত্যাং কথং তস্যাং হীয়েতে হ জন্মনী ॥ ২৮ ॥ তথাপি চেদত্র-

রাশিতে বেষ্টিত। উহার মধ্যস্থল বৃহৎ নীলপর্ব্বত দ্বারা পরিশোভিত আছে। অতিদূর হইতে ইহা পৃথিবীর একটি স্তন-স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হয়। পুরাকালে বরাহবিগ্রহধারী নারায়ণ প্রলয়জলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে, ব্রহ্মা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিশোভিত ও পর্ব্বতবেষ্টিত করিয়া সুন্দররূপ সুস্থির করিয়াছিলেন। তিনি চরাচর সৃষ্টিপূর্ব্বক তীর্থ ও ক্ষেত্র সকল যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া সৃষ্টিভারে আপনাকে নিপীড়িত বোধে চিন্তা করিলেন যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে আর আমার এই গুরুতর কার্য্যভার বহন করিতে না হয় এবং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপে তাপিত জীবেরাই বা কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে। এই প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে প্রজাবৎসল প্রজাপতির মনে উদয় হইল যে, মুক্তির একমাত্র কারণ পরাৎপর পরমেশ্বর বিষ্ণুকেই স্তব করি। এই মনে করিয়া ব্রহ্মা স্তব করিলেন,—হে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারিন্। আপনি জগতের আধার আমি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও স্বয়ং আপনার নাভিপদ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। আমি আপনাকে নমস্কার করি। জগদাত্মন্। আপনার পরমাত্মস্বরূপ আপনিই জানেন। আপনারি মায়াতে এই নিখিল মহদাদি জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। হে ভগবন্! আপনার নিশ্বাসবায়ু হইতে সমুত্থিত শব্দরূপ ব্রহ্ম (ওঁ তৎসৎ) এইরূপে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে। আমি তাহাই আশ্রয় করিয়া এই সকল ভুবন সৃজন করিয়াছি তোমা হইতে স্থূল বা সূক্ষ্ম, দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব কিছুই পৃথক্ নয়। যেমন সুবর্ণ বিকারপ্রাপ্ত হইলে বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার জন্মে, সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়-বিভাগে অবস্থান্তর ভেদে আপনি এই সমুদায় চরাচরস্বরূপ হইয়াছেন। হে জগৎপ্রভো! তুমিই সৃজনকর্ত্তা, তুমিই আবার সৃষ্ট বস্তু হও, তুমি পালনকর্ত্তা এবং তুমিই আবার পালনীয় হও। তুমিই আধার, তুমিই আধেয় এবং তুমিই ধারণকর্ত্তা। সকল জীবেরাই তোমাকর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ও বিহিত কর্ম্মফলানুরূপ অবস্থা লাভ করে। হে পরমেশ্বর! তুমিই জগতের গতি, তুমিই ভরণকর্ত্তা এবং তুমিই ইহার সাক্ষী। হে কৃপাময়! তুমি এই চরাচর জগতের গুরু ও সকল জীবেরই বীজস্বরূপ। হে জগন্নাথ! আমি নিয়ত তোমার শরণাগত, অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ১২-২৫। মহর্ষি জৈমিনি কহিলেন,—হে মুনিগণ! সেই নীলজলধর-সদৃশ শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্নিত দীপ্তিবিশিষ্ট-মুখপঙ্কজ গরুড়ারোহী গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বিষ্ণু এইপ্রকারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে বিস্ফুরিতাধর হইয়া আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি যে নিমিত্ত আমাকে স্তব করিতেছ, তাহা আমার শক্তির অধীন নহে, যেহেতু স্বভাবসিদ্ধা অনাদি সুকঠিনা মায়া কর্ম্মরূপ

কৃতোহধ্যবসায়স্ত্বযানঘ। ক্রমেণ যেন হি ভবেৎ তত্ত্বে বক্ষ্যামি কারণম্ ॥ ২৯ ॥ অহং ত্বং ত্বমহং ব্রহ্ম মন্ময়ঞ্চাখিলং জগৎ। রুচিস্তে যত্র মে তত্র নান্যথেতি বিচারয় ॥ ৩০ ॥ সাগরস্যোত্তরে তীরে মহানদ্যাস্তু দক্ষিণে। স প্রদেশঃ পৃথিব্যাং হি সর্বতীর্থফলপ্রদঃ ॥ ৩১ ॥ তত্র যে মনুজা ব্রহ্মন্ নিবসন্তি সুবুদ্ধয়ঃ। জন্মান্তরকৃতানাঞ্চ পুণ্যানাং ফলভাগিনঃ ॥ ৩২ ॥ নাল্পপুণ্যাঃ প্রজায়ন্তে নাভক্তা ময়ি পদ্মজ। একাম্রকাননাদ্‌যাবৎ দক্ষিণোদধি-তীরভূঃ ॥ ৩৩ ॥ পদাৎ পদাৎ শ্রেষ্ঠতমঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতঃ। সিন্ধুতীরে তু যো ব্রহ্মন্ রাজতে নীলপর্ব্বতঃ ॥ ৩৪ ॥ পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপি সুদুর্লভম্। সুরাসুরাণাং দুর্জ্ঞেয়ং মায়য়াচ্ছাদিতং মম ॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বসঙ্গপরিত্যক্তস্তত্র তিষ্ঠামি দেহভৃৎ। সুরাসুরাবতিক্রম্য বর্ত্তেহহং পুরুষোত্তমে ॥ ৩৬ ॥ সৃষ্ট্যালয়ৈরনাক্রান্তং ক্ষেত্রং মে পুরুষোত্তমম্। যথা মে পশ্যসি ব্রহ্মন্ রূপং চক্রাদি-চিহ্নিতম্ ॥ ৩৭ ॥ ঈদৃশং তত্র গত্বৈব দ্রক্ষ্যসে মাং পিতামহ। নীলাদ্রেরন্তরভুবি কল্পন্যগ্রোধমূলতঃ ॥ ৩৮ ॥ বায়ব্যাং দিশি যৎ কুণ্ডং রৌহিণং নাম বিশ্রুতম্। তত্তীরে নিবসন্তং মাং পশ্যন্তশ্চর্ম্মচক্ষুষা ॥ ৩৯ ॥ তদম্ভসা ক্ষীণপাপা মম সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ। তত্র ব্রজ মহাভাগ দৃষ্ট্বা মাং ধ্যায়তস্তব ॥ ৪০ ॥ প্রকাশং যাস্যতে তস্য ক্ষেত্রস্য মহিমা পরঃ। আশ্চর্য্যভূতঃ পরমস্তবাপি চ ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥ শ্রুতিস্মৃতীতিহাস-পুরাণগোপিতং যন্মায়য়া তন্ন হি কস্য গোচরম্। প্রসাদতো মে স্তবতস্তবাধুনা প্রকাশমায়াস্যতি সর্ব্ব-গোচরঃ ॥ ৪২ ॥ ব্রতেষু তীর্থেষু চ যজ্ঞদানয়োঃ পুণ্যং যদুক্তং বিমলাত্মনাং হি বঃ। অহর্নিবাসাল্লভতে তু সর্ব্বং নিমেষবাসাৎ খলু চাশ্বমেধিকম্ ॥ ৪৩ ॥ ইত্যাদিশ্য বিধিং বিপ্রাস্তদাসৌ পুরুষোত্তমঃ। পশ্যতস্তস্য তত্রৈব প্রভুরন্তরধীয়ত ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুরুষোত্তমক্ষেত্রপ্রশ্নো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বন্ধন দ্বারা দুশ্ছেদ্যা হইয়াছেন, অতএব সেই মায়ার প্রভাব থাকিতে কি প্রকারে মৃত্যু ও জন্ম পরিত্যাজ্য হইবে। হে অনঘ! তথাপি তোমার যদি এইরূপ নিতান্ত অধ্যবসায় জন্মিয়া থাকে, তবে যে নিয়মে মৃত্যু ও জন্ম না হয়, তাহার কারণ তোমাকে বলিতেছি। এই অখিল জগৎ মৎস্বরূপ, আমিও যে তুমিও সেই, যাহাতে তোমার রুচি, তাহাতে আমার রুচি হইবে, অন্যথা বিবেচনা করিও না। সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদী নদীর দক্ষিণ প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল প্রদান করেন। হে ব্রহ্মন্! সেই স্থানে যে মনুষ্যেরা বসতি করিতেছেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধি এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফলভাগী হইয়াছেন। যাহাদিগের অল্পপুণ্য এবং আমাতে ভক্তি নাই, তাহারা সে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। একাম্রকানন ভুবনেশ্বর হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত পবিত্র বলিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! সিন্ধুতীরে যে স্থানে নীলপর্ব্বত বিরাজিত আছে, পৃথিবীর মধ্যে সেই স্থানটি গোপনীয় এবং তোমারও অতি দুর্লভ। তাহা দেবতা ও অসুরগণের দুর্বিজ্ঞেয় এবং মদীয় মায়াতে আবৃত আছে। আমি সকল সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহধারণ করিয়া দেবগণ ও অসুরগণের সংসর্গ পরিহার করিয়া সেই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই নিত্য অবস্থিতি করি। এই ক্ষেত্রটি সৃষ্টি ও প্রলয়ের আক্রমণ হইতে বহির্ভূত। হে পিতামহ! এই স্থলে চক্রাদিচিহ্নিত আমার যে রূপ দর্শন করিতেছ, সেই ক্ষেত্রে গমন করিলে আমাকে তদ্রূপ দর্শন করিবে। নীলপর্ব্বতের মধ্যস্থলে অক্ষয় বটের মূল হইতে বায়ুকোণে যে রৌহিণ নামক বিখ্যাত কুণ্ড আছে, তাহার তীরে আমাকে চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে করিতে জীবেরা সেই কুণ্ডের জলে পবিত্র ও নিষ্পাপ হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করে। হে মহাভাগ ব্রহ্মন্! তুমি সেই ক্ষেত্রে গমন কর। তথায় আমাকে দর্শনানন্তর ধ্যান করিতে করিতে ক্ষেত্রের পরম মহিমা স্পষ্টরূপে অবগত হইবে। তোমারও নিকট সেই মহিমা পরমাশ্চর্য্য বোধ হইবে। সেই স্থান শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে আমারই মায়াদ্বারা গোপিত হইয়া সকলের অগোচর রহিয়াছে। এইক্ষণে তোমার এই স্তব দ্বারা আমি প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব সেই ক্ষেত্রটি সকল ব্যক্তির গোচর হইয়া প্রকাশ পাইবে। নির্ম্মলস্বভাব ব্যক্তিদিগের ব্রত, তীর্থ, যজ্ঞ ও দানে যে সকল ফল উক্ত আছে, সেই ক্ষেত্রে এক দিবারাত্রি মাত্র বাস করিলেই সেই সমুদায় ফল লাভ হয়। নিমেষমাত্র বাস করিলেও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। হে বিপ্রগণ! সেই সময়ে প্রভু পুরুষোত্তম ব্রহ্মাকে এইরূপ

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ। ততো ব্রহ্মাগমৎ তূর্ণং যত্রাস্তে ভগবান্ স্বয়ম্। স্তবাস্তেঽসৌ যথাদৃষ্টস্তথাদ্রাক্ষীৎ প্রভুং তদা ॥ ১ ॥ প্রত্যভিজ্ঞানসংহৃষ্টস্তং দৃষ্ট্বা পরমেশ্বরম্। অত্যদ্ভুতজ্ঞাননিধির্বভূবাসৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২ ॥ যাবৎ স্তোতুং সমারেভে হর্ষসম্ফুল্ললোচনঃ। উদন্বার্ত্তঃ * সমায়াতঃ কুতশ্চিদ্বায়সোত্তমঃ ॥ ৩ ॥ কারণোদক † সম্পূর্ণে তস্মিন্ কুণ্ডে নিমজ্জ্য তম্। বিলোক্য মাধবং নীলরত্নকান্তং কৃপানিধিম্ ॥ ৪ ॥ কাকদেহং সমুৎসৃজ্য লুণ্ঠমানো মুহুঃ ক্ষিতৌ। শঙ্খচক্রগদাপাণিস্তস্য পার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫ ॥ ভিরশ্চস্তাং গতিং দৃষ্ট্বা যোগীন্দ্রাণাং সুদুর্লভাম্। মেনেঽসৌ মুনয়ঃ সৃষ্টিঃ ক্রমাৎ ক্ষীণা ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ মানুষ্যাধিকৃতৌ মুক্তৌ বেদান্তে সংশয়ো ভবেৎ। ন কিঞ্চিদ্দুর্লভঞ্চেহ বিষ্ণুভক্তস্য বিদ্যতে ॥ ৭ ॥ প্রত্যক্ষোঽভূদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পুরাণপুরুষোদিতে ॥ ৮ ॥ সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম নরঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। তস্য সন্দর্শনে বিপ্রা মুক্তিঃ কিং খলু দুর্লভা ॥ ৯ ॥ মনসা ধ্যায়মন্ বিষ্ণুং ত্যজন্ প্রাণান্ বিমুচ্যতে। সাক্ষাৎকৃতৌ ভগবতঃ কিং চিত্রং মুক্তিমেতি যৎ ॥ ১০ ॥ পুরুষোত্তমসংজ্ঞস্য ক্ষেত্রস্য মহিমাদ্ভুতঃ। যত্র কাকোঽপি তং বিষ্ণুং সাক্ষাৎ পশ্যতি ভো দ্বিজাঃ ॥ ১১ ॥ অহো সুদুর্লভঃ ক্ষেত্রমজ্ঞানানাং বিমোচকম্। কিং পুনঃ সততং শান্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞানসংযুজাম্। ঋষয় উচুঃ। নীলাখ্যং মাধবং দৃষ্ট্বা কিং চকার পিতামহঃ। তদ্দর্শনক্ষণান্নষ্ট-দেহবন্ধঞ্চ বায়সম্ ॥ ১৩ ॥ জৈমিনিরুবাচ। অত্যদ্ভুতং দ্বয়ং দৃষ্ট্বা যাবদ্ধ্যায়তি মাধবম্। তাবৎ পিতৃপতিঃ স্বাধিকারভ্রংশসমাকুলঃ ॥ ১৪ ॥ দীনাননো বিশ্বসন্ বৈ তত্র যাতস্ত্বয়ান্বিতঃ। নীলাদ্রৌ মাধবং দৃষ্ট্বা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য

আদেশপূর্ব্বক তদীয় দর্শন-পথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ২৬—৪৪।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর মহর্ষি জৈমিনি কহিলেন,—তাহার পর ভগবান্ স্বয়ং যে স্থানে গিয়া বাস করিলেন, সেই স্থানে গমনানন্তর ব্রহ্মা পূর্ব্বে স্তব করিবার সময় প্রভুকে যে প্রকার দেখিয়াছিলেন; সেখানেও তাঁহাকে সেই প্রকার দর্শন করিলেন। হে মুনিগণ! ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বরকে তথা সন্দর্শনে প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা হর্ষিতচিত্ত হইয়া অদ্ভুত জ্ঞান লাভ করিলেন। যৎকালে তিনি প্রভুর রূপ-দর্শনলাভে হর্ষবিকশিত-লোচনে স্তব করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন স্থান হইতে উত্তম একটি কাক পিপাসার্ত্ত হইয়া উপস্থিত হইল। সেই কাক সেই কারণবারি-পরিপূর্ণ রৌহিণ কুণ্ডে নিমজ্জন এবং সেই নীল-রত্নচ্ছবি কৃপা-নিধি ভগবান্‌কে বিলোকনপূর্ব্বক স্বীয় কাকদেহ পুনঃপুনঃ মৃত্তিকাতে লুণ্ঠন করত তৎপরিত্যাগ করিয়া শঙ্খচক্র-গদাপাণি বিগ্রহ ধারণ-পূর্ব্বক প্রভুর পার্শ্বদেশে অবস্থিত হইল। হে মুনিগণ! ব্রহ্মা যোগীন্দ্রদিগের দুর্লভ ঐ পক্ষীর ঈদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন, এই সৃষ্টি এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রক্ষীণ হইবে। মনুষ্যদিগের মুক্তিবিষয়ে বেদান্তেও সংশয় আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিষ্ণুভক্তদিগের কিছুই দুর্লভ বোধ হয় না। হে দ্বিজগণ। ইতিপূর্ব্বে পুরাণ-পুরুষ ভগবান্ যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মার প্রত্যক্ষগোচর হইল। যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সমুদায় পাপ নষ্ট হয়, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে মোক্ষফল কখন কি দুর্লভ হইতে পারে? যে বিষ্ণুকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলে জীব মুক্ত হয়, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যে মুক্তি লাভ হইবে, ইহা কখন আশ্চর্য্য নহে। হে দ্বিজগণ! পুরুষোত্তম-নামধেয় ক্ষেত্রের মহিমা অতীব অদ্ভুত, যে হেতু, কাকপক্ষীও সেখানে বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারে।১-১০। এই ক্ষেত্রটি পরম দুর্লভ, যে হেতু ইহা অজ্ঞান জীবদিগকেও মুক্তিপ্রদান করে। যাহারা নিরন্তর শান্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞানযুক্ত, তাহাদের মুক্তিতে আর কি সংশয় আছে? ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নীলমাধবকে এবং তদ্দর্শনক্ষণেই দেহ-বন্ধনমুক্ত সেই কাক পক্ষীকে দেখিয়া পিতামহ কি করিলেন? জৈমিনি বলিলেন,—ব্রহ্মা অদ্ভুত ঘটনা-দ্বয় দর্শন করিয়া যে কালে মাধবকে ধ্যান করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে দণ্ডধর স্বীয় অধিকার ধ্বংসের সংশয়ে ব্যাকুল ও ম্লান হইয়া দ্রুত নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সত্বর সেই স্থানে সমাগত হই-

* তাবদেব। † ক.রুণ্যোদক।

চ ॥ ১৫ ॥ তুষ্টাব স জগন্নাথং স্বাধিকারদৃঢ়স্থিতৌ ॥ ১৬ ॥ যম উবাচ। নমস্তে দেবদেবেশ সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারণ। ত্বয়ি প্রোতমিদং সর্ব্বং সূত্রে মণিগণা যথা ॥ ১৭ ॥ ত্বয়া ধৃতং ত্বয়া সৃষ্টং ত্বয়া চাপ্যায়িতং জগৎ। চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপেণ নিত্যং ভাসয়সেঽখিলম্ ॥ ১৮ ॥ বিশ্বেশ্বরং জগদ্‌যোনিং বিশ্বাবাসং জগদ্‌গুরুম্। বিশ্বসাক্ষিণমাদ্যন্তবর্জ্জিতং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১৯ ॥ নমঃ পরমকারুণ্য-জলসম্ভূতসিন্ধবে। পরাপরপরাতীত-বিভবে বিশ্বসম্ভবে ॥ ২০ ॥ ভবসন্তাপনীহারভানবে দীনবন্ধবে। স্বমায়ারচিতাশেষ-বিশেষগুণরজ্জবে ॥ ২১ ॥ নমঃ কমলকিঞ্জল্ক-পীত-নির্ম্মলবাসসে। মহা-হব-রিপুস্কন্ধ-ঘৃষ্টচক্রায় চক্রিণে ॥ ২২ ॥ দংষ্ট্রোদ্ধৃত-ক্ষিতিভৃতে ত্রয়ীমূর্ত্তিমতে নমঃ। নমো যজ্ঞবরাহায় চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষে ॥ ২৩ ॥ নৃসিংহায় মহাদংষ্ট্রমূর্ত্তি-দ্রাবিতশত্রবে। যদপাঙ্গবিলাসৈক-সৃষ্টিস্থিত্যুপ-সংহৃতে ॥ ২৪ ॥ উচ্চাবচাত্মকো হ্যেষ ভবঃ সম্ভবতে মুহুঃ। তমমুং নীলমেঘাভং নীলাশ্মমণি-বিগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥ নীলাচলগুহাবাসং প্রণমামি কৃপা-নিধিম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং শুভকারিণম্। প্রণতাশেষপাপৌঘ-দারিণং মুরবৈরিণম্ ॥ ২৬ ॥ নমস্তে কমলাপাঙ্গ-নিত্যসংস্কারিচক্ষুষে ॥ ২৭ ॥ শ্রীবৎসকৌস্তভোদ্ভাসি মনোজ্ঞস্ফুটবক্ষসে। যৎ-পাদপঙ্কজদ্বন্দ্ব-সংশ্রয়ৈশ্বর্য্যভাগিনী ॥ ২৮ ॥ শ্রীঃ সর্ব্বসংশ্রিতানেকপৃথগৈশ্বর্য্যদায়িনী। যা পরাপর-সম্ভিন্না প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষয়া ॥ ২৯ ॥ নির্ব্বি-কারং পরং ব্রহ্ম বিকারমসৃজচ্চ সা। জগ-ল্লক্ষণসম্পূর্ণাং লক্ষিতাং শুভলক্ষণৈঃ ॥ ৩০ ॥ লক্ষ্মী-শোরসি নিত্যস্থাং লক্ষ্মীং তাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩১ ॥ জৈমিনিরুবাচ। তদৈবং ধর্ম্মরাজেন শ্রীকান্তঃ পরিতোষিতঃ। পার্শ্বস্থাং বল্লকীহস্তাং নেত্রান্তেনা-দিশৎ শ্রিয়ম্ ॥ ৩২ ॥ তেন সম্ভাবিতা লক্ষ্মীর্ভবদুঃখ-বিনাশিনী। শুভায় সর্ব্বলোকানাং যমং প্রোবাচ লীলয়া ॥ ৩৩ ॥ লক্ষ্মীরুবাচ। যদর্থমাবাং স্তৌষি

লেন। অনন্তর নীলপর্ব্বতে মাধবকে দর্শন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া স্বকীয় অধিকারের দৃঢ়রূপে স্থিতির নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন। যম কহিলেন,—হে দেবদেবের ঈশ্বর! আপনি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কারণ। মণি সকল যেমন সূত্রেতে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই সমুদায় জগৎ আপনাতে সংলগ্ন আছে। তুমি এই জগৎকে ধারণ ও সৃজন এবং আপ্যায়ন করিতেছ। হে প্রভো! তুমি চন্দ্র-সূর্য্যাদিরূপে অখিল জগৎ প্রদীপ্ত করিতেছ। তুমি বিশ্বের ঈশ্বর ও বিশ্বযোনি; তুমি বিশ্বের আবাস ও জগতের গুরু; তুমি বিশ্বের সাক্ষী ও উৎপত্তি-বিনাশ-বর্জ্জিত; আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি পরমকরুণার সাগর; তুমিই পর, তুমিই অপর এবং পরাতীত বিভু এবং বিশ্বের সম্ভব। তুমি এই ভবসন্তাপরূপ নীহার-নাশে সূর্য্য-স্বরূপ; তুমি দীনজনের বন্ধু, তুমিই নিজমায়া-রচিত অশেষ বিশেষগুণরূপ রজ্জুস্বরূপ হইয়াছ। যিনি কমলের কেশর সদৃশ পীতবর্ণ নির্ম্মলবস্ত্র পরিধান করেন, যিনি চক্রধারী এবং যাঁহার ঐ চক্রদ্বারা মহাযুদ্ধে শত্রুগণের স্কন্ধদেশ ছিন্ন হয়, যিনি দংষ্ট্রাদ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া পালন করেন, যিনি ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়রূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি যজ্ঞবরাহরূপধারী এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি যাঁহার চক্ষুঃস্বরূপ, আমি সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। যিনি নৃসিংহ অবতারে, যাঁহার ভীষণ দংষ্ট্রা দ্বারা শত্রুগণ বিদ্রাবিত হয়, যাঁহার কটাক্ষপাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় ও বিবিধাত্মক ভব-সংসার পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়, সেই নীলমেঘসন্নিভ নীলকান্তমণিময় নীলাচলের গুহাবাসী কৃপানিধি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শুভকারী প্রণতজনের অশেষ পাপব্যূহবিনাশকারী ভগবান্ মুরবৈরিকে প্রণাম করি। ১১—২৬। কমলার অপাঙ্গসংসর্গে যাঁহার নয়ন নিয়ত শোভিত, যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নিত কৌস্তভমণিপ্রদীপ্ত, যাঁহার পাদপদ্মদ্বয় আশ্রয় করিয়া লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া আশ্রিত ব্যক্তি সকলকে পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য দান করিতে পারেন, যাঁহার সৃষ্টিকরণে প্রবৃত্তি হইলে পরা (প্রকৃতি) পর (পুরুষ) ভিন্না প্রতীয়-মান হয়েন, সেই প্রকৃতি নির্ব্বিকার ব্রহ্মের বিকার সম্পাদন করেন এবং জগতের লক্ষণেতে সম্পূর্ণ ও শুভ লক্ষণ দ্বারা লক্ষিতা এবং নারায়ণের বক্ষঃস্থলে সতত অধিষ্ঠায়িনী সেই লক্ষ্মীকে আমি প্রণাম করি। জৈমিনি কহিলেন,—তৎকালে শ্রীপতি, ধর্ম্মরাজ পিতৃপতির স্তবে পরিতোষিত হইয়া বীণাহস্তা পার্শ্বস্থিতা লক্ষ্মীকে কটাক্ষ-নিক্ষেপে ভঙ্গীক্রমে ইঙ্গিত করিলে ভবদুঃখ-বিনাশিনী লক্ষ্মী তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সকল লোকের মঙ্গল নিমিত্ত অবলীলাক্রমে যমরাজকে কহিতে লাগিলেন,—তুমি যে অভিপ্রায়ে আমাদিগকে স্তব করিতেছ,

স্বং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ দুর্লভং হি তৎ। অত্যাজ্যমাবয়োরেতৎ ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥ কল্পাবসানে ক্ষেত্রং বৈ ন ত্যজাবঃ কদাচন। কল্পাবসানেঽপ্যাবাং যৌ ধীয়েতে পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাদিকপ্রভূণাং হি স্বামিত্বং নেহ বিদ্যতে। নেহ ধর্ম্মপরীপাকাঃ প্রভবন্তি কদাচন ॥ ৩৬ ॥ অত্র প্রবিশতাং নৃণাং তিরশ্চামপি দুষ্কৃতম্। দহ্যতে জ্বলিতাগ্নৌ হি তুলরাশির্যথা ভৃশম্ ॥ ৩৭ ॥ যে বদ্ধাঃ পাপপুণ্যাভ্যাং নিগড়াভ্যামহর্নিশম্। তেষাং সংযমিতা ত্বং হি যমঃ পূর্ব্বং বিনির্ম্মিতঃ ॥৩৮ ॥ অত্র সাক্ষাৎপুরুষস্তং নীলেন্দ্রমণিমণ্ডলম্। দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং মুচ্যতে কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ ৩৯ ॥ অতোঽন্যং কর্ম্মভূমৌ তু প্রভুস্ত্বং যম সঞ্চর। বৈক্লব্যং ক্ষেত্ররাজেঽস্মিন্ মা গাস্ত্বং কর্ম্মসংযমে ॥ ৪০ ॥ তবাপি ভগবানেষ বিধাতা প্রপিতামহঃ। তির্য্যঞ্চং বিষ্ণুসারূপ্যং প্রাপ্তং পশ্যতি কৌতুকাৎ ॥ ৪১ ॥ এবং কর্ম্মপরীপাকং সর্ব্বেষাং বেত্তি কো যম। জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং স্তৌতি দেবং গদাধরম্ ॥ ৪২ ॥ তদ্বশং গন্তুমুচিতা নেহ তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ। বৈবস্বত বসন্ত্যত্র জীবন্মুক্তা মুমুক্ষবঃ ॥ ৪৩ ॥ তয়া সম্বোধিতস্ত্বেবং বিষ্ণুনা শ্রীস্বরূপিণা। ত্যক্তোঽহঙ্কারলজ্জাভ্যাং বিনীতঃ প্রাব্রবীদ্‌যমঃ ॥ ৪৪ ॥ যম উবাচ। মাতস্ত্বয়া যদাজ্ঞপ্তং পুরা নৈতন্ময়া শ্রুতম্। অজ্ঞানোপহতো বেদ্মি রহস্যং কথমুত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥ যস্য স্বরূপং বেদাশ্চ ন চ বেত্তি পিতামহঃ। মহিমানং কথং তস্য বেদ্ম্যহঙ্কারমোহিতঃ ॥ ৪৬ ॥ যদাদিষ্টং সুরেশানি ক্ষেত্রমেতদ্বিমুক্তিদম্। সান্নিধ্যাদ্দেবদেবস্য ঈশ্বরেচ্ছা নিরঙ্কুশা ॥ ৪৭ ॥ অন্যত্র বন্ধদো বিষ্ণুরত্র মোক্ষং দদাতি যৎ ॥ ৪৮ ॥ মমাপি নিরয়াণাঞ্চ স্রষ্টাসৌ ত্রিদিবস্য চ। মৃতানামত্র মুক্তিশ্চেত্তন্মাদ্বদ সুবিস্তরম্ ॥ ৪৯ ॥ ক্ষেত্রসংস্থা প্রমাণঞ্চ ক্ষেত্রস্থিতিফলং হি তৎ। তীর্থানি কানি সন্ত্যত্র কিমন্যদ্বা রহস্যকম্ ॥ ৫০ ॥ কিমধিষ্ঠাতৃ বা ক্ষেত্রং তৎ সর্ব্বং কথয়স্ব মে। সীমানং সম্পরিত্যজ্য নির্ভয়ঃ সঞ্চরে যথা ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাকমুক্তিবিবরণং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

এই ক্ষেত্রে সেটি দুর্লভ ; যে হেতু এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটি আমাদিগের অত্যাজ্য। যখন কল্পাবসান হইবে, তখনও ইহা পরিত্যাগ করিব না। কল্পাবসান হইলে ব্রহ্মা আমাদিগের দুইজনকে স্থাপনা করিবেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রভুদিগেরও এখানে স্বামিত্ব নাই এবং শুভাশুভ কর্ম্মের ফলনিষ্পত্তি এক্ষেত্রে কদাচ প্রভাবশালী হয় না। এস্থানে যে সকল পাপিষ্ঠ মনুষ্য ও পক্ষী প্রবেশ করে, তাহাদিগের দুষ্কৃতি অগ্নিতে তুল্য-রাশির ন্যায় নিঃশেষে দগ্ধ হয়। যে সকল জীবেরা পাপপুণ্যরূপ শৃঙ্খলে দিবারাত্র আবদ্ধ আছে, তাহাদিগের দমনকর্ত্তারূপে তুমি নির্ম্মিত হইয়াছ। অত্রস্থলে নীলকান্তমণির ন্যায় মনোজ্ঞ সাক্ষাৎ শরীরধারী নারায়ণকে দৃষ্টি করিলে লোক কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। হে যম! অতএব অন্যকর্ম্মভূমিতে তুমি প্রভু হইয়া সঞ্চরণ কর। এই প্রধানক্ষেত্রে কর্ম্মফলের নিয়ম লঙ্ঘনহেতু তুমি ক্ষোভ করিও না। যে হেতু তোমার প্রপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা বিষ্ণুসারূপ্যপ্রাপ্ত পক্ষীকে কৌতুহলে দর্শন করিতেছেন। হে যম! সকলের এই কর্ম্মফল কেহ জানে না, ক্ষেত্রের মহিমা জ্ঞাত হইয়া গদাধরকে স্তব করে। যে সকল জীবেরা এই ক্ষেত্রে বাস করিতেছে, তাহারা তোমার বশতাপন্ন হইবে না। হে সূর্য্যতনো! এস্থানে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা জীবন্মুক্ত হইয়া বাস করেন। বিষ্ণুর প্রতিনিধিস্বরূপ লক্ষ্মীকর্ত্তৃক যম এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া অহঙ্কার ও লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন।—হে মাতঃ! তুমি যে আজ্ঞা করিলে তাহা পূর্ব্বে আমি শ্রবণ করি নাই। আমি অজ্ঞানী হইয়া এই উত্তম রহস্যবিষয় কি প্রকারে জ্ঞাত হইব? যাঁহার স্বরূপ বেদসকল ও পিতামহ অবগত নহেন, আমি অহঙ্কারে মোহিত হইয়া তাঁহার মহিমা কি প্রকারে জানিব? হে লক্ষ্মি! বিশ্বেশ্বরি! দেবি! তুমি আদেশ করিলে যে, এই ক্ষেত্র ভগবানের সন্নিধিহেতুক মুক্তি দান করেন, তাহাতে সংশয় কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা অনিবার্য্য। বিষ্ণু অন্যস্থানে বন্ধনদাতা, কেবল এই ক্ষেত্রে মুক্তিদান করেন। এই বিষ্ণু আমায় এবং স্বর্গ নরক সৃজন করিয়াছেন। অতএব এ স্থলে মৃতমাত্রেরই যদি মুক্তিলাভ হয়, তবে এই ক্ষেত্রের স্থিতি কতকাল হইবে এবং এ ক্ষেত্রে বাস করিলে ফল কি? এখানে কত তীর্থ আছে এবং এতদ্ভিন্ন আর গোপনীয় কি আছে? ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতাই বা কে? এতৎসমুদয় আমাকে বর্ণন করুন, তাহা হইলে ইহার অনিবার্য্য সীমা পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে গমন করি। ২৭—৫১।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরুবাচ। সাধু তে বুদ্ধিরুৎপন্না বিষ্ণোঃ সন্নিধিমাশ্রিত্য ॥১॥ অদ্ভুতং কথয়াম্যেতৎ ক্ষেত্রস্য রবিনন্দন। যথাহং ভগবদ্বক্ষঃস্থলস্থা দদৃশে পুরা ॥ ২ ॥ চরাচরে জগত্যস্মিন্ প্রলীনে প্রলয়ে যম। এতৎ ক্ষেত্রমহঞ্চৈব দ্বে এবোপস্থিতে তদা ॥ ৩ ॥ স তদা সপ্তকল্পায়ুর্ম্মর্কণ্ডোরাত্মজো মুনিঃ। প্রনষ্টে স্থাবরচরে নিমগ্নঃ প্রলয়ার্ণবে ॥ ৪ ॥ নাবস্থানমবাপ্যেষ শর্ম্ম লেভে ন কুত্রচিৎ। জলার্ণবে ভ্রমমাণঃ প্রলয়ে স ইতস্ততঃ ॥৫॥ পুরুষোত্তমসাদৃশ্যে ক্ষেত্রে স বটমৈক্ষত। উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য মূলঞ্চ ন্যগ্রোধস্য সমীপতঃ ॥ ৬ ॥ শুশ্রাব বালবচনং মার্কণ্ডেয় মমান্তিকম্। প্রবিশ্য দুঃখমতুলং জহীহি খলু মা শুচঃ ॥ ৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা চিত্রবচনমপ্রতর্ক্যং তদা মুনিঃ। বিস্ময়ং পরমং লেভে স্বদুঃখং নাপ্যচিন্তয়ৎ ॥ ৮ ॥ বারিভিঃ শীর্য্যতে নৈতৎ দহ্যতে কালবহ্নিনা। সম্বর্ত্তকাদিভির্নৈতৎ শোষ্যতে ন বিচাল্যতে ॥ ৯ ॥ একার্ণবে মহাঘোরে নৌরিব ক্ষেত্রমীক্ষ্যতে। যত্রায়ং যূপসদৃশো ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতে মহান্ ॥ ১০ ॥ অবিরুদ্ধং ক্ষেত্রমিদং ন্যগ্রোধ ঈশিতুস্তনুঃ। মহাপ্রলয়বাতেন শাখা নাস্য হি কম্প্যতে ॥ ১১ ॥ তস্যাধস্তাৎ স হি মুনিঃ স্থিত্বা চৈতদচিন্তয়ৎ। একার্ণবেঽস্মিন্ প্রলয়ে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ১২ ॥ ভূপ্রদেশঃ স্থিরতরঃ কথমেষ বিভাব্যতে। অত্রায়ং শাখিপ্রবরঃ কোমলঃ পরিদৃশ্যতে ॥ ১৩ ॥ মার্কণ্ডেয়াগচ্ছ মুহুরিতি সপ্রশ্রয়ং বচঃ। কুতো নিরাশ্রয়মিদং চিন্তয়ন্নিতি সম্প্লবন্ ॥ ১৪ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণিং নারায়ণমলোকয়ৎ। তদঙ্কপদ্মাসনগাং মাঞ্চ বৈবস্বতৈক্ষত ॥ ১৫ ॥ বিবশো জলবাতাভ্যাং তদা সুস্থো ব্যবস্থিতঃ। হৃষ্টান্তরাত্মা স মুনিরারাৎ সাষ্টাঙ্গমানতঃ। প্রসাদনায় দেবস্য স্তোত্রমেতদুদাহরৎ ॥ ১৬ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ত্বৎপাদপদ্মানুসরানুষঙ্গং রুদ্রেন্দ্রপদ্মাসনসম্পদাঢ্যম্। ত্বদ্ভক্তিহীনং পরিতঃ প্রতপ্তং দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্ ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মাদিভি-

---

তৃতীয় অধ্যায়।

লক্ষ্মী কহিলেন,—হে রবিনন্দন! বিষ্ণুসন্নিধানে তোমার এই যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা প্রশংসনীয়। আমি পূর্ব্বে ভগবানের বক্ষঃস্থলে থাকিয়া যে রূপ দর্শন করিয়াছিলাম, ক্ষেত্রের সেই আশ্চর্য্য বিষয় বিবরণ করিতেছি। এই চরাচর জগৎ প্রলয়কালে লীন হইলে এই ক্ষেত্র এবং আমি, এই দুই মাত্র উপস্থিত ছিল। সেই সময়ে সপ্তকল্প পর্য্যন্ত জীবী মার্কণ্ডেয় মুনি চরাচর বিলীন হইলেও প্রলয়সমুদ্রে মগ্ন হইয়া অবস্থানাভাবে কোথাও মঙ্গল লাভ করিতে পারেন নাই। অনন্তর সেই প্রলয়-জলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পুরুষোত্তমসদৃশ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ দেখিলেন। সেই বৃক্ষের মূল উদ্দেশ করিয়া ডুবিতে ডুবিতে বৃক্ষ-সমীপে একটি বালকের বচন শ্রবণ করিলেন, যথা,—হে মার্কণ্ডেয়! আমার নিকট আগমন করিয়া আত্যন্তিক দুঃখ দূর কর, শোক করিও না। মার্কণ্ডেয় মুনি তৎকালে সেই আশ্চর্য্য বচন স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিয়া স্বীয় দুঃখ চিন্তা না করিয়া পরম বিস্ময় লাভ করিলেন। এই ক্ষেত্র বারিতে শীর্ণ, কি কালরূপ অগ্নিতে দগ্ধ, কি সম্বর্ত্তকাদি কর্ত্তৃক শুষ্ক বা বিচলিত হয় না। মহাঘোর একার্ণবে নৌকার ন্যায় এই ক্ষেত্রটি দৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রের মধ্যে যূপকাষ্ঠসদৃশ এই মহৎ বটবৃক্ষটি অবস্থিত আছে। এই ক্ষেত্রটি উত্তম, বটবৃক্ষটি ভগবানের শরীর। মহাপ্রলয় বায়ুতে ইহার শাখাটিও কম্পিত হয় না। মুনিবর সেই বৃক্ষের নিম্নে থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই একার্ণবপ্রলয়ে স্থাবর জঙ্গম সকলই নষ্ট হইল, তবে এই ভূপ্রদেশ কিরূপে স্থিরতর রহিল ও ইহাতে এই বৃক্ষটি কোমল ভাবে দৃষ্ট হইতেছে। 'হে মার্কণ্ডেয়! আগমন কর', এই আশ্রয় রহিত সপ্রশ্রয় বাক্য বারম্বার কোথা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, ইহা চিন্তা করিতে করিতে গমন কালে, হে সূর্য্য-সূনো! শঙ্খচক্রগদাপাণি নারায়ণকে এবং তাঁহার ক্রোড়রূপ পদ্মাসনে স্থিতা আমাকেও দর্শন করিয়াছিলেন। জলবায়ুবেগে বিবশাঙ্গ হইয়াও তৎকালে তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া ভগবানের সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও তাঁহার প্রসন্নতার নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন। ১—১৬। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিষ্ণো! আজ আমি আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র ও চন্দ্রের ন্যায় অসীম সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। পরন্তু এতদিন আমি আপনার ভজনা না করিয়া বিবিধপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। হে দয়া-সাগর! এ সময়ে আমাকে রক্ষা করুন। আপনার পাদপদ্মের মহিমা অপার ও

র্যং পরিচর্য্যমাণং পদাম্বুজদ্বন্দ্বমচিন্ত্যশক্তি। স্বঃসৌখ্য-সম্প্রাপ্তিমিদানতস্ত্বং দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্ ॥ ১৮ ॥ যদঙ্গভূতং জগদণ্ডমেতদনেককোটিপ্রগুণং বিভাতি। লীলাবিলাস-স্থিতিসৃষ্টিলীনং তস্মাৎ সুদীনং পরিরক্ষ বিষ্ণো ॥ ১৯ ॥ একং সুবর্ণং কটকাদিভেদৈর্নানা যথা বা নভসোদিতোহর্কঃ। আধার-বৈষম্য-জলেষু তাদৃগ্বিভাব্যসে নির্গুণ এক এব ॥ ২০ ॥ অশেষ-সম্পূর্ণরুচিপ্রহীণো পাদাব্জসঙ্কল্পবিবর্জ্জিতোহপি। দীনানুকম্পানুগুণং বিভর্ষি যুগে যুগে দেহমপারশক্তে ॥ ২১ ॥ ত্বৎপাদপদ্মং জগদীশ পূর্ব্বমসেব্যতানাত্মধিয়া ময়া যৎ। তৎকর্ম্মণা দারুণপাকভাজং দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্ ॥ ২২ ॥ অশেষলোকস্থিতি-সৃষ্টি-লীনবিলাসি যস্তে ত্রিগুণং বিভাতি। বপুর্মহাত্মন্মহদাদিহেতুর্হেতোর্নমস্তে প্রকৃতেঃ পরস্য ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বত্র গত্বা বৃহদপ্রমেয়ং প্রবর্দ্ধমানং ত্বয়ি বৃংহিতঞ্চ। তদত্র ব্রহ্মরূপং পরিণাম-হেতুং আধ্যাত্মবিশ্বাত্মকমাশ্রয়ামি ॥ ২৪ ॥ একার্ণবে মহাঘোরে নাবস্থাতুং প্রদেশভূঃ। অস্তি লক্ষ্মীপতে মেঘবারিবাতপ্রকম্পনাৎ ॥ ২৫ ॥ ত্রাহি বিষ্ণো জগন্নাথ মগ্নং সংসারসাগরে। মামুদ্ধরাস্মাদ্‌গোবিন্দ কৃপাপাঙ্গবিলোকনাৎ ॥২৬॥ শ্রীরুবাচ। স্তুবন্তমেবং ব্রহ্মর্ষিং সাক্ষান্নারায়ণো বিষ্ণুঃ। বিলোক্যানুগ্রহদৃশা বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ২৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। মার্কণ্ডেয় সুদীনোহসি মামজ্ঞায় দ্বিজোত্তম। দুশ্চরং যত্তপস্তং দীর্ঘায়ুস্তেন কেবলম্ ॥ ২৮ ॥ শয়ানং পুত্রপুটকে পশ্য কল্পবটোর্দ্ধগম্। কা[illegible]রূপং সর্ব্বেষাং কালাত্মানং মহামুনে ॥ ২৯ ॥ এতস্য বিবৃতং বক্ত্রং তত্রাবস্থাতুমর্হসি ॥৩০॥ এবমুক্তো ভগবতা স মুনির্বিস্মিতাননঃ ॥ ৩১ ॥ আরুহ্য দদৃশে বাল-রূপং তস্যাবিশন্মুখে। প্রবিষ্টঃ কণ্ঠমার্গেণ মহায়াম° মহোদরম্ ॥ ৩২ ॥ তত্রাসৌ দদৃশে বিপ্রো ভুবনানি চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাদিদিক্‌পালসুরান্ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বরাক্ষসান ॥ ৩৩ ॥ ঋষীন্ দিব্যঋষীংশ্চৈব ভূতলং সাগরাঙ্কিতম্। নানা [illegible]শৈলৈর্নদীভিশ্চ পর্ব্বতৈঃ

মুক্তি লাভের একমাত্র নিদান, ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই কারণে পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। হে কৃপানিধে! আমি ভজনপূজনহীন অধম, আমাকে দয়া করিয়া রক্ষা করুন। যাঁহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড তদপেক্ষা অনেক কোটি বিস্তৃত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে, এই লীলার সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁহা হইতে হইতেছে, হে দেব! আপনি সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, দয়া করিয়া এই অধমকে পরিত্রাণ করুন। একমাত্র সুবর্ণ যেমন বলয় হার প্রভৃতি রূপভেদে বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়, একমাত্র দিবাকর যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাবিধরূপে প্রতীয়মান হন, তদ্রূপ আপনি নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মরূপী হইয়াও বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছেন। হে অপার শক্তিশালিন্, আপনার কোন প্রকার বাসনা বা সঙ্কল্প না থাকিলেও দীনানুকম্পা নিমিত্ত প্রতিযুগে দেহ ধারণ করিতেছেন। হে জগদীশ! না হয় আমি পূর্ব্বে আত্মজ্ঞানে আপনার পাদপদ্ম সেবা করি নাই, সেই কারণেই আমার এই দারুণ তদ্বিপাক উপস্থিত। হে কৃপানিধে! দয়া করিয়া অধমকে পরিত্রাণ করুন। হে মহাত্মন্! আপনার ত্রিগুণময় শরীর নিখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী, মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের হেতু, আপনি প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বকারণ পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার! আপনাতে যে সর্ব্বব্যাপী অনন্ত অপ্রমেয় বর্দ্ধমান ব্রহ্মরূপ বিদ্যমান, জগৎপ্রপঞ্চের হেতুভূত বিশ্বরূপী আপনার সেই আধ্যাত্মরূপের আশ্রয় করিতেছি। হে লক্ষ্মীপতে! আমি বাত্যা-বৃষ্টি দ্বারা নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি, এই ভীষণ একার্ণবে বিন্দুমাত্রও থাকিবার স্থান পাইতেছি না, হে বিষ্ণো! জগন্নাথ! আমি সংসারসাগরে মগ্ন, আমাকে রক্ষা করুন,—হে গোবিন্দ! কৃপাপাঙ্গ-দৃষ্টি দ্বারা আমাকে এই সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করুন। শ্রী কহিলেন,—ব্রহ্মর্ষি মার্কণ্ডেয়ের স্তব শ্রবণে সাক্ষাৎ নারায়ণ বিভু করুণাকটাক্ষপাত দ্বারা তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন,—হে মার্কণ্ডেয়! তুমি চিনিতে না পারিয়া পূর্ব্বে আমার যে দুষ্কর স্তব করিয়া অতি দুঃখিত হইয়াছিলে, তাহাতেই দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছ। এই কল্প-বটের ঊর্দ্ধদেশে পত্রপুটকে সকলের কালাত্মা বালকসদৃশ যিনি শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহাকে দর্শন কর। ইঁহার যে বিস্তৃত বদন, তাহাতে তুমি অবস্থান করিতে পারিবে।১৭—৩০। মার্কণ্ডেয় ভগবানের এই বাক্য শ্রবণে বিস্মিতবদন হইয়া বৃক্ষে আরোহণানন্তর সেই বালকের রূপ দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার মুখে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কণ্ঠমার্গদ্বারা তাঁহার বিস্তৃত মহোদরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে চতুর্দ্দশ ভুবন ও ব্রহ্মাদি দিক্‌পাল ও দেবগন্ধর্ব্ব-রাক্ষসগণ, ঋষি

কাননৈস্তথা ॥৩৪॥ লক্ষিতং পত্তনপুরগ্রামকর্ব্বটকৈঃ যুতম্। পাতালানি তথা সপ্ত নাগকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৫ ॥ মহার্ঘপুরসৌধৈশ্চ সুধালেপৈঃ সমুজ্জ্বলৈঃ। অনর্ঘমণিভির্নাগৈঃ সেবিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩৬ ॥ জগতাং ধারিণং শেষং সহস্রফণমণ্ডিতম্। ব্যাকর্ত্তারমশেষাণাং শাস্ত্রাণাং শিষ্যমধ্যগম্ ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মাণ্ডোদরগং বস্তু যৎ কিঞ্চিৎ পরমেষ্ঠিনা। সৃষ্টং সর্ব্বং দদর্শাসৌ তৎকুক্ষৌ স মহামুনিঃ ॥ ৩৮ ॥ নাপশ্যদন্তং তৎকুক্ষৌ ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ ॥ ৩৯ ॥ ততো বিনিষ্ক্রম্য পুনর্দদৃশে চ ময়া সহ। পূর্ব্বমালক্ষিতং যদ্ যদাস্থিতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪০ ॥ বিস্ময়োৎফুল্লনয়নঃ প্রণিপত্যেদমুক্তবান্। ভগবন্ দেবদেবেশ কিমদ্ভুতমিদং প্রভো ॥ ৪১ ॥ মহাপ্রলয়সংরোধে সৃষ্টিরত্র বিভাব্যতে। ত্বন্মায়া দুরবচ্ছেদ্যা কথং বিজ্ঞায়তে ময়া ॥ ৪২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। মুনে ক্ষেত্রমিদং চিত্রং শাশ্বতং মে বিভাবয়। ন সৃষ্টিপ্রলয়াবত্র বিদ্যেতে ন চ সংস্থিতিঃ ॥ ৪৩ ॥ সদৈকরূপং পুরুষোত্তমাখ্যং মুক্তিপ্রদং মামিহ সম্প্রবুধ্য। অত্র প্রবিষ্টো ন পুনঃ প্রয়াতি গর্ভস্থিতিং সান্দ্রসুখস্বরূপঃ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যাজ্ঞপ্তো ভগবতা মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। অত্র বাসং করিষ্যামীত্যন্যতীর্থপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৫ ॥ উবাচ স্থিতধীর্বিষ্ণুং ভক্তিশ্রদ্ধামুদান্বিতঃ। অনুগৃহ্লীষ ভগবন্ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। যথা স্থিতো মৃত্যুবশং ন ব্রজে পুরুষোত্তমে ॥ ৪৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অত্র স্থিতিস্তু বিপ্রর্ষে ক্ষেত্রে মোক্ষপ্রসাধকে। করিষ্যামি ন সন্দেহো যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ৪৭ ॥ লয়াবসানে তীর্থং তে রচয়িষ্যামি শাশ্বতম্। যত্তীরে তপ আস্থায় মদ্দ্বিতীয়তনুং শিবম্। আবাধ্য মদনুক্রোশান্মৃত্যুং জেষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৮ ॥ জৈমিনিরুবাচ। এবং পুরা দত্তবরো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। ন্যগ্রোধপবনাশায়াং খাতং চক্রে স বৈ হরেঃ ॥ ৪৯ ॥ পাবনং গর্ত্তমাস্থায় পুজয়িত্বা মহেশ্বরম্। মহতা তপসা বিপ্রো জিতবান্ মৃত্যুমঞ্জসা ॥ ৫০ ॥ মুনেস্তস্যৈব নাম্নায়ং প্রখ্যাতো গর্ত্ত উত্তমঃ। অত্র স্নাত্বা শিবং দৃষ্ট্বা বাজিমেধফলং লভেৎ ॥ ৫১ ॥ শ্রীরুবাচ। পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং

এবং দেবর্ষিগণ, সসাগরা পৃথ্বী, নানাতীর্থ, নদী, পর্ব্বত, কানন, ইত্যাদিতে লক্ষিত এবং নগর, পুর, গ্রাম, কর্ব্বট, অর্থাৎ দ্বিশত গ্রাম, তন্মধ্যে মনোহর স্থান সকল এবং সপ্ত পাতাল, সহস্র নাগকন্যা, সুধালেপদ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট মহামূল্য পুরস্থিত সৌধ অর্থাৎ রাজসদন ও মস্তকে বহুমূল্যমণিবিশিষ্ট নাগগণ কর্ত্তৃক সেবিত জগদ্ধারী সহস্র ফণাতে ভূষিত পরম অদ্ভুত অনন্তদেব, শিষ্যগণ মধ্যে অশেষ শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে-সকল বস্তু ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায় সেই বালকের কুক্ষিমধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন। মুনি তাঁহার কুক্ষিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াও অন্তদর্শন করিতে পারেন নাই। তদনন্তর কুক্ষি হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার আমার সহিত পুরুষোত্তমকে পূর্ব্বের ন্যায় দর্শন করিলেন। মুনি বিস্ময়বিকসিত নয়নে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—হে দেব-দেবেশ! ইহা কি আশ্চর্য্য, মহা প্রলয়কালে এই সৃষ্টি আপনার কুক্ষি দেশেই অবস্থিত হয়, অতএব তোমার মায়া দুশ্চেদ্যা; আমি কি প্রকারে তাহা জ্ঞাত হইব। ভগবান্ কহিলেন,—হে মুনে! আমার এই আশ্চর্য্য ক্ষেত্র নিত্য, ইহা ভাবনা কর। ইহাতে সৃষ্টি, প্রলয় ও সংস্থিতি নাই। নিরন্তর একরূপী পুরুষোত্তম নামক আমাকে মুক্তিদাতা বোধ করিয়া যে ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি সান্দ্রসুখ স্বরূপ হইয়া পুনরায় গর্ভস্থিতি প্রাপ্ত হয় না। মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভগবানের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া 'এই ক্ষেত্রেই বাস করিব, অন্য তীর্থে যাইব না' এই বুদ্ধি স্থির করিয়া ভক্তিশ্রদ্ধাতে হর্ষিত হইয়া এই কথা, বিষ্ণুকে কহিয়াছিলেন,—হে ভগবন্। আমাকে এই অনুগ্রহ করুন, যাহাতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিয়া মৃত্যুর বশতাপন্ন না হই। ভগবান্ কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এই মুক্তিসাধক ক্ষেত্রে আমি স্থিতি করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপ্রলয়াবসানে তোমার নিমিত্ত একটী নিত্যতীর্থ রচনা করিব, তাহার তীরে তপস্যা করিয়া আমার দ্বিতীয়তনু যে শিব, তাঁহাকে আরাধনা করিলে আমার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে জয় করিবে। জৈমিনি পুনরায় কহিলেন, এই প্রকার পূর্ব্বকালে মার্কণ্ডেয় মুনি বরপ্রাপ্ত হইয়া বটবৃক্ষের বায়ুকোণে হরির খাত প্রস্তুত করিয়া সেই গর্ত্তকে আশ্রয়পূর্ব্বক মহাদেবের পুজনানন্তর মহৎ তপস্যাদ্বারা শীঘ্রই মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। সেই গর্ত্তটী মার্কণ্ডেয় খাত বলিয়া খ্যাত আছে। তাহাতে স্নানানন্তর শিবকে দৃষ্টি করিয়া লোক অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে। শ্রী কহিলেন,—এই সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্র

সমুদ্রান্তর্ব্যবস্থিতম্। দ্বিক্রোশং তীর্থরাজস্য তটভূমৌ সুনির্ম্মলম্ ॥ ৫২ ॥ সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্ব্বত-শোভিতম্। যোঽসৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণাত্মকঃ ॥৫৩॥ সংযম্য বিষয়গ্রামং সমুদ্রতটমাস্থিতঃ। উপাসিতং জগন্নাথং চতুঃষষ্টিতমঃ প্রভুঃ ॥ ৫৪ ॥ যমেশ্বর ইতি খ্যাতো যমসংযমনাশনঃ। যং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা তু কোটিলিঙ্গফলং লভেৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জৈমিনিঋষিসংবাদো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরুবাচ। পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং সমুদ্রান্তর্ব্যবস্থিতম্। ত্রিক্রোশং তীর্থরাজস্য তটভূমৌ সুনির্ম্মলম্। সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্ব্বতশোভিতম্ ॥ ১ ॥ যোঽসৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণং প্রভুম্। সংযম্য বিষয়গ্রামং সমুদ্রতটমাশ্রিতঃ ॥ ২ ॥ উপাসিতুং জগন্নাথং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্। তচ্ছ্রুত্বা বচনং সম্যক্ যমঃ প্রাপূজয়চ্ছিবম্। যমেশ্বর ইতি খ্যাতো যমসংযমনাশনঃ। যং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা তু কোটিলিঙ্গফলং লভেৎ ॥ ৩ ॥ সীমাপ্রতীচী ক্ষেত্রস্য শঙ্খাকারস্য মূর্দ্ধনি ॥ ৪ ॥ সর্ব্বকামপ্রদো দেবঃ স আস্তে বৃষভধ্বজঃ। শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠঃ স্যাদেতৎ ক্রোশঃ সুদুর্লভঃ ॥ ৫ ॥ পরমং পাবনং ক্ষেত্রং সাক্ষান্নারায়ণস্য বৈ। সিন্ধুরাজস্য সলিলাদ্ যাবন্মূলং বটস্য বৈ। শঙ্খস্যোদরভাগস্তু সমুদ্রোদকসম্প্লুতঃ ॥ ৬ ॥ যৎসম্পর্কাৎ সমুদ্রোঽত্র তীর্থরাজত্বমাগতঃ ॥ ৭ ॥ যথায়ং ভগবান্ মুক্তিপ্রদো দৃষ্টিপথং গতঃ। (সুদুর্লভং যত্রিতয়মেকৈকং মুক্তিসাধনম্।) তথেদং মরণাৎ ক্ষেত্রং সিন্ধুস্নানাদ্বিমুক্তিদম্ ॥ ৮ ॥ চিচ্ছেদ ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বং রুদ্রঃ ক্রোধাত্তু পঞ্চমম্। তচ্ছিরো হ্যন্ত্যজং গৃহ্ণন্ ব্রহ্মাণ্ডং পরিবভ্রমে ॥ ৯ ॥ অত্রাগতো যদা ব্রহ্মকপালং পরিমুক্তবান্। কপাল-মোচনো ভূত্বা দ্বিতীয়াবর্ত্তসংস্থিতঃ। কপাল-মোচনং পশ্যেৎ প্রণমেৎ পূজয়েচ্চ যঃ। ব্রহ্মহত্যাদি-পাপানাং কঞ্চুকং ব্রহ্মহাত্যসৌ ॥ ১১ ॥ তস্য দক্ষিণ-

---

তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,—ইহার বিস্তার পঞ্চক্রোশ। এই পঞ্চক্রোশের মধ্যে সমুদ্রতটবর্ত্তী দুই ক্রোশ অতি পবিত্র; উহা সুবর্ণ-বালুকা-সমাকীর্ণ এবং নীলাচল দ্বারা শোভিত। ঐ যে সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপী দেব বিশ্বেশ্বর,—যম-ভীতিনিবারক বলিয়া যিনি যমেশ্বর বলিয়া খ্যাত, ঐ চতুঃষষ্টিতম প্রভু বিষয়বাসনা সংযত করিয়া জগন্নাথের উপাসনা করিবার নিমিত্ত সমুদ্র-তটে অবস্থিতি করিতেছেন, উঁহার দর্শনে এবং পূজনে কোটিশিবলিঙ্গ পূজার ফল লাভ হয়। ৩১—৫৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

লক্ষ্মী কহিলেন,—এই ক্ষেত্রের পরিমাণ পঞ্চ-ক্রোশ, এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত অবস্থিত। তাহার মধ্যে তীর্থরাজ সমুদ্রের তটভূমিতে সুবর্ণবালুকাতে আবৃত এবং নীলপর্ব্বতে শোভিত, তিন ক্রোশ পরিমিত স্থান অত্যন্ত নির্ম্মল। তথায় বিশ্বেশ্বর দেব ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাতা জগন্নাথ সাক্ষান্নারায়ণকে উপাসনা করিবার নিমিত্ত সমুদ্রতট আশ্রয় করিয়া আছেন। যম সেই বচন শ্রবণ করিয়া শিবকে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিলেন। যমের সংযম নষ্ট করেন বলিয়া সেই শিবের নাম যমেশ্বর; তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে কোটিলিঙ্গপূজনের ফললাভ হয়। ক্ষেত্রের আকার শঙ্খের ন্যায়, তাহার মস্তকে পশ্চিম সীমা। ঐ শঙ্খাকার ক্ষেত্রের অগ্রে নীলকণ্ঠ নামে শিব অবস্থিত আছেন, এই ক্রোশমাত্র ক্ষেত্র অতি সুদুর্ল্লভ। ইহা সাগরের জল হইতে বটবৃক্ষের মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সাক্ষান্নারায়ণের এই ক্ষেত্রটি পরম পবিত্র, ঐ শঙ্খের উদর ভাগটি সমুদ্রের জলে নিমগ্ন। উহার সংসর্গে এই স্থানে সমুদ্র সকল তীর্থের প্রাধান্য-লাভ করিয়াছেন। যেমন এই ভগবান্ দর্শনপথগত হইলে মুক্তি প্রদান করেন, তদ্রূপ এইক্ষেত্রে মরণ ও সিন্ধুতে স্নানেও মোক্ষদান করেন; অতএব ভগবানের দর্শন, ক্ষেত্রে মরণ ও সিন্ধুতে স্নান, এই তিনটি প্রত্যেকে মুক্তির সাধন ও অতি দুর্ল্লভ। ইতিপূর্ব্বে মহাদেব ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মার পঞ্চমমুখচ্ছেদন করিয়া অত্যাজ্য সেই মস্তক গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করত এখানে আগমন করিয়া শঙ্খাকার ক্ষেত্রের দ্বিতীয়-আবর্ত্ত বেষ্টন স্থানে সেই কপাল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে সেই ব্রহ্মকপাল কপাল-মোচন নামে শিব হইয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই কপালমোচন শিবকে দর্শন, পূজন ও প্রণাম করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা পাপের কঞ্চুক পরিত্যক্ত হয়।১—১১। ঐ কপালমোচনের

---

* শ্রীরুবাচেত্যাদি লভেদিত্যান্তা গ্রন্থঃ মুদ্রী-মুদ্রিত পুস্তকে ন লভ্যতে।

পার্শ্বে তু মরণং ভবমোচনম্ ॥ ১২ ॥ তৃতীয়াবর্ত্তগামাদ্যাং শক্তিং মে বিমলাহ্বয়াম্। জানীহি ধর্ম্মরাজ ত্বং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাম্ ॥ ১৩ ॥ য ইমাং পূজয়েদ্‌ভক্ত্যা প্রণমেৎ কীর্ত্তয়েত্ত বা। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মুক্তিঞ্চান্তে চ বিন্দতি ॥ ১৪ ॥ নাভিদেশে স্থিতং ক্ষেত্রত্রয়ং কুণ্ডং বটো বিভুঃ। কপালমোচনাদ্‌যাবদর্দ্ধাশনী প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১৫ ॥ মধ্যং শঙ্খস্য জানীয়াৎ সুগুপ্তং চক্রপাণিনা। অর্দ্ধমশ্নাতি সলিলং মহাপ্রবলয়বর্দ্ধিতম্ ॥ ১৬ ॥ সৃষ্ট্যাদৌ ধর্ম্মরাজেয়ং শক্তির্মেহর্দ্ধাংশিনী স্মৃতা। তাং দৃষ্ট্বা প্রণমেদ্‌যস্তু ভোগান্ সোহশ্নাতি শাশ্বতান্। সিন্ধুরাজস্য সলিলাদ্‌যাবন্মূলং বটস্য বৈ। কীটপক্ষিমনুষ্যাণাং মরণান্মুক্তিদো মতঃ ॥১৮॥ অন্তর্বেদী স্বিয়ং পুণ্যা বাঞ্ছ্যতে ত্রিদশৈরপি। অত্র স্থিতাং হি পশ্যন্তি সর্ব্বাংশ্চক্রাব্জধারিণঃ ॥ ১৯ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি গগনে চ ত্রিপিষ্টপে। সার্দ্ধত্রিকোটিসংখ্যানি স্বর্গমোক্ষপ্রদানি বৈ ॥ ২০ ॥ তেষামগং তীর্থরাজঃ কীর্ত্তিতঃ পুরুষোত্তমঃ। সর্ব্বেষাং মুক্তিক্ষেত্রাণামিদং সাযুজ্যদং মতম্ ॥ ২১ ॥ অত্র স্থিতা ন শোচন্তি জরাজন্মমৃতিষ্বপি ॥ ২২ ॥ কুণ্ডং রোহিণাখ্যং কারণাখ্যজলেন বৈ। সম্পূর্ণং তিষ্ঠতে নিত্যং স্পর্শনাদ্বন্ধমুক্তিদম্ ॥ ২৩ ॥ অত্র প্রতিষ্ঠিতং বারি প্রলয়ে যৎ প্রবর্দ্ধতে। অত্রৈব লীয়তে পশ্চাৎ তস্মাদ্রোহিণসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৪ ॥ তস্মাত্ত্বেনাত্র চিন্তাস্তু স্বাধিকারবিপর্য্যয়ে। মোক্ষাধিকারিণামত্র নেশ্বরস্ত্বং পরেতরাট্ ॥ ২৫ ॥ ধর্ম্মরাজং সমাদিশ্য লক্ষ্মীরেবং পুরঃ স্থিতম্। ব্রহ্মাণমাহ জগতামম্বা সপ্রশ্রয়ং গিরা ॥ ২৬ ॥ পিতামহ জগন্নাথ বিদিতং সর্ব্বমেব তে। মোক্ষদং সর্ব্বজন্তূনামেতৎ ক্ষেত্রং সমাদিশ ॥ ২৭ ॥ কামাখ্যাং ক্ষেত্রপালঞ্চ বিমলাঞ্চান্তরাস্থিতাম্। সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপোহসৌ নৃসিংহো দক্ষিণে বিভোঃ ॥ ২৮ ॥ হিরণ্যকশিপোর্বক্ষো বিদার্য্যায়ং প্রভোজ্জ্বলঃ। দর্শনাদস্য নশ্যন্তি পাতকানি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥ ভুক্তের্মুক্তেশ্চ যোগ্যঃ স্যুন্নাত্র কার্য্যা বিচারণা। অস্যাগ্রে সন্ত্যজন্ প্রাণান্ ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০ ॥ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম কোটিকোটিগুণং ভবেৎ। ছায়ৈষা কল্প-

দক্ষিণপার্শ্বে মরণে আর জন্ম হয় না। * হে ধর্ম্মরাজ! তাঁহার তৃতীয়াবর্ত্ত-সীমায় আমার বিমলা নামে যে শক্তি আছেন, তিনিও মুক্তিফল প্রদান করেন। যিনি ইঁহাকে ভক্তিভাবে পূজা ও প্রণাম এবং কীর্ত্তন করেন, তিনি সকল অভিলষিত লাভ করিয়া অন্তে মুক্তি লাভ করেন। শঙ্খের নাভিদেশে তিনটি কুণ্ড এবং অক্ষয়বট ও ভগবান্ অবস্থিত আছেন। কপালমোচন হইতে শঙ্খের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ঐ ভাগে অর্দ্ধাশনী শক্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। হে ধর্ম্মরাজ! মহাপ্রলয়ে বর্দ্ধিত জলের অর্দ্ধেক সৃষ্টির আদিতে অশন করেন বলিয়া অর্দ্ধাশনী নামে শক্তিটি খ্যাতা হইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলে শাশ্বত ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিন্ধুরাজের জল হইতে অক্ষয়বটের মূলপর্য্যন্ত স্থানে কীট, পক্ষী ও মনুষ্যদিগকে মরণে ভগবান্ মুক্তিদান করেন, ভগবানের অন্তর্বেদীটি পুণ্যজনক বলিয়া তাঁহাকে দেবতারাও বাঞ্ছা করেন। এ স্থানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলকেই ভগবান্‌রূপে দর্শন করেন। পৃথিবী, গগন ও স্বর্গেও মোক্ষদায়ক যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি সংখ্যক তীর্থ আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটি সাযুজ্যরূপ মুক্তি দান করেন। এখানে স্থিত ব্যক্তিরা জরা, জন্ম ও মরণ-জন্য শোক প্রাপ্ত হয় না। এই যে রোহিণ নামে কুণ্ড কারণ-জলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ আছেন, ইনি স্পর্শন দ্বারা মুক্তি দান করেন। এই কুণ্ডস্থিত জল প্রলয়কালে বর্দ্ধিত হইয়া পশ্চাৎ এই স্থানেই লীন হয়, তাহাতেই ইহার নাম রোহিণ তীর্থ হয। অতএব হে যম! স্বাধিকার বিপর্য্যয় হইবে মনে করিয়া তুমি চিন্তা করিও না, এই স্থানে কেবল মোক্ষাধিকারীদিগেরই তুমি ঈশ্বর হইবে না। জগন্মাতা লক্ষ্মী, সম্মুখস্থিত ধর্ম্মরাজ যমকে এইরূপ আদেশ করিয়া প্রণয-বাক্যে ব্রহ্মাকে কহিলেন যে, হে জগন্নাথ পিতামহ! তুমি সকলই জান, এই ক্ষেত্র সকল জন্তুকে মুক্তি দান করেন। এইটি যমকে আদেশ করুন। কামাখ্য ও ক্ষেত্রপাল শিব ইঁহাদের মধ্যস্থিত বিমলা, ভগবানের দক্ষিণস্থিত সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ নৃসিংহ, যিনি হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রভার দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছেন, এই সকল দর্শন করিলে নিঃসংশয় সকল পাপক্ষয় হয়। আর ভুক্তি ও মুক্তিলাভের জন্য যোগ্য হইবে, তত্র সংশয় নাই। ১২—২৯। এই নৃসিংহের অগ্রে প্রাণত্যাগ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তি হয় ও যে, যেকিছু কর্ম্ম করে, তৎকোটি কোটিগুণ ফল লাভ

* ইদানীং জামা নামে খ্যাত।

বৃক্ষস্য নৃসিংহার্কেণ ভাসিতা। ছায়া হিনস্ত্যবিদ্যাং যা জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো মৃতে ॥ ৩২ ॥ বেদান্তেষু প্রসিদ্ধৈস্তৈর্বিজ্ঞানৈঃ শ্রবণাদিভিঃ। মূঢানাং দুর্লভৈর্বিপ্রা বিনাপ্যত্র বিমোচনম্ ॥ ৩৩ ॥ অবিমুক্তে মুমূর্ষোস্তু কর্ণমূলে মহেশ্বরঃ। দিশতি ব্রহ্মসংজ্ঞানং বোধোপায়ং কৃপানিধিঃ ॥ ৩৪ ॥ তেন বুদ্ধ্যা সমভ্যস্য ক্রমান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। উপদেষ্টুর্মহিম্না হি তস্য জ্ঞানং ন হীয়তে ॥ ৩৫ ॥ তত্র ত্যজন্তি যে প্রাণাংস্তেষাং তৎক্ষণ এব হি। স্বরূপা জায়তে মুক্তিঃ সংশয়ো মাস্তু তে যম ॥ ৩৬ ॥ গতাগতপ্রসক্তানাং কর্ম্মিণাং মূঢ়চেতসাম্। বৈবস্বত কদাচিন্নো বিশ্বাসো হ্যত্র বিদ্যতে ॥ ৩৭ ॥ উৎসৃজ্য বারি গাঙ্গেয়ং স্বাদু শীতং সুনির্ম্মলম্। পিপাসুঃ পল্বলং যাতি তদ্বত্তে মূঢ়চেতসঃ ॥ ৩৮ ॥ ভ্রমন্তি তীর্থান্যন্যানি ত্যক্ত্বৈতৎ ক্ষেত্রমুত্তমম্। ফলাশামোদকৈস্তৃপ্তা লভন্তে শ্রমজং ফলম্ ॥ ৩৯ ॥ স্নানাদব্ধির্দৃশা দেবশ্ছায়য়া কল্পপাদপঃ। যত্র তত্রাপি তৎ ক্ষেত্রং মরণান্মুক্তিদং নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥ যো যত্র কুরুতে ভক্ত্যা বিশ্বাসং বিষয়ে নরঃ। স তু তেনৈব মুচ্যেত, নেত্থং তীর্থমস্তি বৈ ॥ ৪১ ॥ এতত্ত্যক্ত্বান্যতীর্থেষু বিদধাতি রুচিন্তু যঃ। নূনং স্বমায়য়া বিষ্ণোর্বঞ্চিতো লোভলালসঃ ॥ ৪২ ॥ উপদেশেন বহুনা ন প্রয়োজনমস্তি তে। প্রত্যক্ষো হ্যদ্ভুতোঽয়ং কুরুটো বিষ্ণুরূপধৃক্ ॥ ৪৩ ॥ অন্তর্বেদ্যা রক্ষণার্থং শক্তয়োঽষ্টৌ প্রকল্পিতাঃ। উগ্রেণ তপসা পূর্ব্বমহং রুদ্রেণ ভাবিতা ॥ ৪৪ ॥ পত্ন্যর্থং সা ময়া সৃষ্টা গৌরী তস্যাস্তি ভাবিনী। সর্ব্বসৌন্দর্য্যবসতির্বপুষো মে বিনির্গতা ॥ ৪৫ ॥ তদাদিষ্টা ময়া ভদ্রে বচনং মে প্রিয়ং কুরু। অন্তর্ব্বেদীং রক্ষ মম পরিতঃ স্বমূর্ত্তিভিঃ ॥ ৪৬ ॥ সাত্র তিষ্ঠতি মৎপ্রীত্যৈ অষ্টধা দিক্ষু সংস্থিতা ॥ ৪৭ ॥ মঙ্গলাবটমূলে তু পশ্চিমে বিমলা তথা। শঙ্খস্য পূর্ব্বভাগে তু সংস্থিতা সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৪৮ ॥ অর্দ্ধাশনী তথা লম্বাত্র কুবেরদিশি সংস্থিতা। কালরাত্রির্দক্ষিণস্থাং পূর্ব্বস্যান্তু মরীচিকা ॥ ৪৯ ॥ কালরাত্র্যাস্তথা পশ্চাৎ চণ্ডরূপা ব্যবস্থিতা। এতাভিরুগ্ররূপাভিঃ শক্তিভিঃ

করে। এই কল্পবটবৃক্ষের ছায়া নৃসিংহরূপ সূর্য্যদ্বারা মহাদীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ছায়া অত্র জ্ঞান বা অজ্ঞান বশতঃ মরিলেও [illegible] মায়াকে নষ্ট করে, সুতরাং মুক্তিলাভে কোন সন্দেহ নাই। হে মুনিগণ! মূঢ়ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্লভ যে বেদান্তপ্রসিদ্ধ শ্রবণাদি বিজ্ঞান, তদ্ব্যতিরেকেও এ স্থলে মুক্তিলাভ হইবে। বারাণসীক্ষেত্রে কৃপানিধি মহেশ্বর মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণমূলে জ্ঞানের উপায়স্বরূপ ব্রহ্মনাম উপদেশ করেন, তদ্দ্বারা বোধ জন্মিলে অভ্যাস দ্বারা ক্রমে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। উপদেষ্টার মাহাত্ম্যে তাহার জ্ঞানের অন্যথাভাব কদাচ হয় না। এই ক্ষেত্রে যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের তৎক্ষণেই সাক্ষাৎ স্বরূপা মুক্তি জন্মে। হে যম! ইহাতে সংশয় করিও না। কর্ম্মফলভোগী কর্ম্মী, জন্ম ও মরণে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরা কদাচ এই ক্ষেত্রে বিশ্বাস করে না। যে পিপাসু ব্যক্তি স্বাদু শীতল ও নির্ম্মল গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়াও ক্ষুদ্র সরোবরে গমন করে, তদ্রূপ সকল মূঢ় লোকেরা এই উত্তম ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য তীর্থে ভ্রমণ করে, তাহারা ফলের আশারূপ মোদক দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রমজন্য ফললাভে আসক্ত হয়। সমুদ্রস্নানে, ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শনে, কল্পবৃক্ষচ্ছায়াতে এবং এই ক্ষেত্র-ব্যতিরিক্ত যে কোন স্থানে মরণে মুক্তিলাভ হয়। ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে ভক্তির সহিত বিশ্বাস করে, তাহার তাহাতেই মুক্তি লাভ হয়; অতএব এ প্রকার তীর্থ আর কুত্রাপি নাই। যে ব্যক্তি এই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া লোভলালসায় তীর্থান্তরের অভিলাষ করে, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুর নিজ মায়ার দ্বারা মুক্তিলাভে বঞ্চিত হয়। তোমার প্রতি আর অধিক উপদেশের প্রয়োজন নাই, যেহেতু তোমার প্রত্যক্ষই তো দৃষ্ট হইতেছে যে, কাকপক্ষী বিষ্ণুস্বরূপতা ধারণ করিয়াছে। অন্তর্ব্বেদী রক্ষার নিমিত্ত আমি আটটি শক্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, পরে পত্নীর নিমিত্ত উগ্র তপস্যা দ্বারা মহাদেব কর্ত্তৃক উপাসিতা হইয়া আমি নিজ শরীর হইতে সর্ব্বসৌন্দর্য্য-শালিনী গৌরীকে তাঁহার পত্নীরূপে সৃজন করিয়াছি। তৎকালে তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলাম,—ভদ্রে! আমার বাক্যটি অনুমোদনপূর্ব্বক তোমার মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা এই অন্তর্ব্বেদীর চতুর্দ্দিক্ রক্ষা কর। সেই গৌরী আমার প্রীতির নিমিত্ত অষ্টপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অষ্টদিকে সংস্থিতা হইয়াছেন ।৩০—৪৭। বটমূলে অগ্নিকোণে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা, শঙ্খের পূর্ব্বভাগে বায়ুকোণে সর্ব্বমঙ্গলা, উত্তর দিকে অর্দ্ধাশনী, ঈশানকোণে লম্বা, দক্ষিণে কালরাত্রি, পূর্ব্বদিকে মরীচিকা, নৈঋতে চণ্ডরূপা নামে শক্তি আছেন। এই উগ্ররূপা অষ্টশক্তির

পরিরক্ষিতম্ ॥ ৫০ ॥ অল্পপুণ্যস্ত পুংসো হি স্থানমেতৎ সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৫১ ॥ এতাসামষ্টশক্তীনাং দর্শনাৎ কীর্ত্তনাত্তথা। নশ্যন্তি সর্ব্বপাপানি হয়মেধফলং লভেৎ ॥ ৫২ ॥ রুদ্রাণ্যাশ্চাষ্টধা ভেদং দৃষ্ট্বা রুদ্রোহপি শঙ্করঃ। আত্মানমষ্টধা কৃত্বা উপাস্তে পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৩ ॥ আরাধ্য তপসা বিষ্ণুং প্রার্থয়েদ্বরমুত্তমম্। যত্র ত্বং তত্র দেবাহং বসে যদি যথাসুখম্ ॥৫৪॥ ত্বামৃতে কমলাকান্ত নান্যন্নির্ব্বৃতিকারণম্। অন্তর্যামী প্রভো মে ত্বং ত্বাং বিনা বিগ্রহঃ কুতঃ ॥ ৫৫ ॥ মূঢ়াস্ত্বাং ন জানন্তি হৃষ্যন্তি বিষয়ে শুচৌ। নির্ম্মলাম্বরসঙ্কাশং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৫৬ ॥ জৈমিনিরুবাচ। ভগবানপি তং রুদ্রং ক্ষেত্রস্বামিতয়া বিভুঃ। স্থাপয়ামাস পরিতঃ স্বয়ং মধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৭ ॥ কপালমোচনং কামং ক্ষেত্রপালং যমেশ্বরম্। মার্কণ্ডেয়ং তথেশানং বিশ্বেশং নীলকণ্ঠকম্ ॥ ৫৮ ॥ বটমূলে বটেশঞ্চ লিঙ্গান্যষ্টৌ মহেশিতুঃ। তানি দৃষ্ট্বা তথা স্পৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥ অত্র ক্ষেত্রে মৃতা যে চ ন তেষাং ত্বং প্রভুর্যম। যদর্থমাগতস্তং হি তদন্যত্র প্রসাধয় ॥ ৬০ ॥ উপদিশ্য যমায়েথং শ্রীরুবাচ পিতামহম্। ভগবন্ ভগবন্নাভিপদ্মযোনেঽবধারয় ॥৬১॥ তথাপ্যসৌ জগন্নাথো ভক্তায়াত্মসমর্পকঃ। যমেন তোষিতো ভক্ত্যা প্রপন্নার্ত্তিহরঃ প্রভুঃ ॥ ৬২ ॥ সুদর্শনেন শেষেণ ময়া চ তেঽবধাস্যতি ॥ অত্যাজ্যেঽস্মিন্ ক্ষেত্রবরে স্বর্ণবালুকয়াবৃতঃ ॥ ৬৩ ॥ তদ্যমং কথয়িত্বৈবং প্রস্থাপয় স্বমালয়ম্। সাধু মত্বা ততঃ প্রাহ ব্রহ্মাণং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬৪ ॥ শ্রীরুবাচ। ইন্দ্রদ্যুম্নো নাম রাজা যুগে সত্যে ভবিষ্যতি। বৈষ্ণবঃ সর্ব্বযজ্ঞানামাহর্ত্তা শাস্ত্রকোবিদঃ ॥ ৬৫ ॥ অত্রাগত্য মহাভক্তিং করিষ্যতি নৃপোত্তমঃ ॥ ৬৬ ॥ ভগবৎপ্রীতয়ে যো বৈ বাজিমেধসহস্রকম্। করিষ্যতি প্রজানাথস্তদনুগ্রহকারণাৎ ॥ ৬৭ ॥ একদারু-সমুৎপন্নশ্চতুর্দ্ধা সম্ভবিষ্যতি ॥ ৬৮ ॥ দারবপ্রতিমা নানা বিশ্বকর্ম্মা ঘটিষ্যতি। প্রতিষ্ঠাপয়িতা ত্বং হি ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসাদিতঃ ॥ ৬৯ ॥ অস্মাকং সদৃশীনাঞ্চ প্রতিমানাং পিতামহ। ত্বদাজ্ঞাতঃ প্রতিষ্ঠাহি ঘটনা চ

দ্বারা অন্তর্ব্বেদী সর্ব্বতোভাবে রক্ষিতা হইয়াছে। অল্পপুণ্যদিগের এই স্থানটি অতি দুর্লভ। অষ্ট শক্তির দর্শন ও কীর্ত্তন করিলে সকল পাপক্ষয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। রুদ্র তথায় রুদ্রাণীর অষ্টপ্রকার ভেদ দর্শন করিয়া আপনি রুদ্ররূপে আত্মাকে অষ্টধা ভেদ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুকে তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, হে দেব! তুমি যে স্থানে সুখেতে বাস করিবে, আমিও সেই স্থানে বাস করিব। হে কমলাকান্ত! তোমা ব্যতিরেকে আর কেহ মুক্তির কারণ নহে, হে প্রভো! তুমি আমার অন্তর্যামী। তোমা বিনা শরীরই সম্ভবে না। তোমাকে জানিতে না পারিয়া বিষয়রূপ অগ্নিতে মূঢ়েরা হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। হে নির্ম্মল মেঘসন্নিভ দেব! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। জৈমিনি কহিলেন,—ক্ষেত্রস্বামী ভগবান্ সেই অষ্ট প্রকার বিভক্ত রুদ্রকে সকল দিকে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং মধ্যে অবস্থিত হইলেন। কপাল-মোচন (১) কাম (২) ক্ষেত্রপাল (৩) যমেশ্বর (৪) মার্কণ্ডেয়েশ্বর (৫) বিশ্বেশ্বর (৬) নীলকণ্ঠ (৭) বটমূলে বটেশ্বর (৮) মহাদেবের এই অষ্টলিঙ্গ দর্শন স্পর্শন ও পূজা করিয়া সকলে মুক্তিলাভ করে। অতএব হে যমরাজ! কেবল এই ক্ষেত্রে মৃতদিগের তুমি প্রভু নহ, নচেৎ যে নিমিত্ত আগমন করিয়াছ, তাহা অন্যত্র সিদ্ধ করিতে পারিবা। লক্ষ্মীদেবী যমকে এই প্রকার উপদেশ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন।—হে ব্রহ্মন্! অবধারণ করুন, আপনি ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তথাপি এই জগন্নাথ ভক্তব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করেন এবং শরণাগত ব্যক্তির ক্লেশ দূর করেন। এই হেতুক প্রভু যম কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক তোষিত হইয়া আপনাকে এইকথা কহিতে উদ্যত আছেন। সুদর্শন, অনন্তদেব ও আমি (লক্ষ্মী) আমাদিগের সহিত এই অত্যাজ্য ক্ষেত্রে সুবর্ণ-বালুকায় আবৃত হইয়া অবস্থান করিবেন। এই কথা আপনি যমকে বলিয়া তাহাকে স্বীয়ালয়ে প্রেরণ করুন। শ্রী এই কথা উত্তম মনে করিয়া সম্মুখস্থ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—সত্যযুগে বিষ্ণুপরায়ণ ও সকল যজ্ঞের আহর্ত্তা এবং শাস্ত্রে পণ্ডিত ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন; তিনি তৎকালে এই স্থানে আগমন করিয়া এই ক্ষেত্রে মহাভক্তি প্রকাশ করিবেন। সেই প্রজানাথ ভগবানের উৎপন্ন প্রীতির নিমিত্ত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। ভগবান্ তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া একটি দারুতে উৎপন্ন হইবেন। বিশ্বকর্ম্মা ঐ দারুপ্রতিমার ঘটনা করিবেন, তুমি ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই প্রতিমা সকল প্রতিষ্ঠিত করিবা। হে পিতামহ! আমা-

ভবিষ্যতি ॥ ৭০ ॥ জৈমিনিরুবাচ। ইতি শ্রুত্বা শ্রিয়ো বাক্যং চতুর্ব্বক্ত্রো যমশ্চ সঃ। স্বং স্বং পুরং জগ্মতুস্তৌ মুদা পরময়া যুতৌ। ৭১ ॥ ক্ষেত্রস্ত মহিমানন্ত্যং সংস্মৃত্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ। বিস্ময়েন চ হর্ষেণ রোমাঞ্চাঞ্চিতবিগ্রহৌ ॥ ৭২ ॥ সাম্প্রতং মুনয়স্তস্মিন্নিন্দ্রদ্যুম্নপ্রসাদিতঃ। শঙ্খচক্রধরঃ শ্রীমান্ নীলজীমূতসন্নিভঃ ॥ ৭৩ ॥ নীলাচলগুহান্তস্থো বিভ্রদ্দারুময়ং বপুঃ। আস্তে লোকোপকারায় বলেন চ সুভদ্রয়া ॥ ৭৪ ॥ সুদর্শনেন চক্রেণ দারুণা নির্ম্মিতেন চ। সহিতঃ প্রণতার্ত্তীনা নাশনঃ করুণার্ণবঃ ॥ ৭৫ ॥ যং দৃষ্ট্বা পাপবন্ধেন সুদৃঢ়েন বিমুচ্যতে। সুকর্ম্মৌঘপরীপাকো যুগপৎ সমুপস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥ পশ্যতাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠাস্তাপত্রয়সুধানিধিম্। বহবো হ্যবতারা হি বিষ্ণোর্দিব্যাশ্চ মানুষাঃ ॥ ৭৭ ॥ অত্যদ্ভুতানি কর্ম্মাণি মাহাত্ম্যং চাপি বর্ণিতম্। পারিচিত্যান্মনুষ্যাস্তু ন মন্যন্তে সুরা অপি ॥ ৭৮ ॥ দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্। তিরশ্চামপি ভো বিপ্রাস্তস্মিন্ দারুময়ে হরৌ। সর্ব্বাত্মভূতে বসতি চিত্তং সর্ব্বসুখাবহে ॥ ৭৯ ॥ উপজীব্য তমেযাংশং যত্তানন্দস্বরূপিণঃ। ব্রহ্মণঃ শ্রুতিবাগাহেত্যেতৎ তত্রানুভূয়তে ॥ ৮০ ॥ ব্যেতি সংসারদুঃখানি দদাতি সুখমব্যয়ম্। তস্মাদ্দারুময়ং ব্রহ্ম বেদান্তেষূপগীয়তে ॥ ৮১ ॥ কৃতেনাকৃততা বিপ্র কদাচিন্নোপলভ্যতে। ন হি কাষ্ঠময়ী মোক্ষং দদাতি প্রতিমা ক্বচিৎ। আকৃতেহ্যপবর্গস্তু কৃতাত্মা দারুণঃ কথম্ ॥ ৮২ ॥ অধিষ্ঠানং বিনা ব্রহ্ম সুখৈর্নোপলভ্যতে। রহস্যমেতৎ পরমং বিষ্ণোঃ স্থানমনুত্তমম্ ॥ ৮৩ ॥ অলৌকিকী সা প্রতিমা লৌকিকীতি প্রকাশিতা। কুত্র শ্রুতা বা দৃষ্টা বা প্রতিব্যবহরেদিতি ॥ ৮৪ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নায় স বরং তদা দারুবপুর্দদৌ ॥ ৮৫ ॥ দীনানাথৈকশরণং তরণং ভববারিধেঃ। চরাচরসদাবন্দ্য-চরণং তং পরায়ণম্ ॥ ৮৬ ॥ নারায়ণং জগদ্‌যোনিং সৃষ্টি-সংহৃতিকারণম্। মোক্ষণং সর্ব্বপাপানাং দারণং সকলাপদাম্ ॥ ৮৭ ॥ বিভূতীনাং বিসরণং বরণং সদ্ভাগিণাম্। ভরণং সর্ব্বজন্তুনাং

দিগের সদৃশ প্রতিমা তোমার আজ্ঞাদ্বারা প্রতিষ্ঠা ও ঘটনা হইবে। মহর্ষি জৈমিনি কহি[illegible]—লক্ষ্মীদেবীর এই বাক্য ব্রহ্মা ও যমরাজ শ্রবণপূর্ব্বক পরমপ্রীতি লাভ করিয়া ক্ষেত্রের অনন্ত মহিমা পুনঃপুনঃ স্মরণপূর্ব্বক বিস্ময় ও আনন্দে রোমাঞ্চিতশরীরে স্বীয় স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। হে মুনিগণ! ইদানীং সেই ক্ষেত্রে নীলমেঘসদৃশ শঙ্খচক্রধারী ভগবান্, ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নীলাচলের গুহামধ্যে বলরাম সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্রের সহিত দারুময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া লোকদিগের উপকারের নিমিত্ত অবস্থিত হইয়াছেন। তিনি দয়াসাগর এবং প্রণত ব্যক্তিদিগের বিপদ্‌নিবারক। যাঁহাকে দর্শন করিলে সুদৃঢ় পাপবন্ধন ছিন্ন হয়, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ত্রিতাপহরণ বিষয়ে সুধাকর স্বরূপ সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিলে যুগপৎ সৎকর্ম্মের ফলসমূহ উপস্থিত হয়। ভগবান্ বিষ্ণুর এইরূপ দিব্য ও মানুষ বহুবিধ অবতার, অত্যদ্ভুত কর্ম্মসমূহ এবং অতুল মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। মনুষ্যগণ,—এমন কি দেবগণও তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারেন না। হে বিপ্রগণ! দেব, দৈত্য, মানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও তির্য্যক্ জাতি, সকলেরই চিত্ত সকলের আত্মভূত সর্ব্বসুখাবহ সেই দারুময় হরিতে অনুরক্ত ও একান্ত তৎপর। আনন্দস্বরূপ সেই ব্রহ্মের জীবরূপ অংশে জীবের জন্ম হয়, সেই জীবেরাই ব্রহ্মকে এই দারুময় বিগ্রহে অনুভব করেন, ইহা শ্রুতিবাক্যে প্রকাশিত আছে। এই বিগ্রহ সংসারের দুঃখসকল বিনাশ ও অব্যয় সুখপ্রদান করেন, এই নিমিত্ত বেদান্তে দারুময় ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেবল কাষ্ঠময়ী প্রতিমা কখন মুক্তি দিতে পারেন না। হে বিপ্র! যাহা কৃত্রিম, তাহা হইতে অকৃত্রিম মোক্ষ কিরূপে লব্ধ হইয়া থাকে? যে মোক্ষ স্বভাবসিদ্ধ অকৃত্রিম হইতে লব্ধ হয়, তাহা কৃত্রিম প্রতিমা হইতে কি প্রকারে সম্ভবে? অতএব আশ্রয় বিনা ব্রহ্মকে সুখে লাভ করা যায় না, এই কারণেই বিষ্ণুর এই পরম গোপনীয় স্থান। সেই অলৌকিকী প্রতিমা লৌকিকী বলিয়া প্রকাশিতা আছেন; কোন স্থানে শ্রুতা, কোথাও বা দৃষ্টা হইয়াছেন। ৪৮—৮৪। মহর্ষি জৈমিনি মুনিদিগকে বলিয়াছিলেন; সেই দারুময়-শরীর ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে বর দিয়াছিলেন। যিনি দীন অনাথ ব্যক্তিদিগের একমাত্র রক্ষক, সংসার-সাগর হইতে উত্তরণের একমাত্র উপায় এবং সকলেরই একমাত্র অবলম্বন, নিখিল চরাচর সর্ব্বদা যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া থাকে, যিনি সৃষ্টি ও সংহারের কারণ, নিখিল পাপমোচনের উপায়, নিখিল আপদের নিবারক, বিভূতিবর্দ্ধক, বিষয়ভোগীদিগের অভীষ্টপূরক, নিখিল জন্তুর প্রতিপালনকর্ত্তা এবং

ধরণং জগতামপি ॥ ৮৮ ॥ জ্ঞাপণং সর্ব্বভাষাণাং দূষণং সর্ব্বদুষ্কৃতাম্। শোষণং সর্ব্বপঙ্কানাং নীলাদ্রি-শরণং হরিম্ ॥ ৮৯ ॥ শরণং প্রযাত মুনয়ো হ্যনন্যশরণং বিভুম্। নিশ্চেষ্টো দারুবর্ষ্মাপি দিব্যলীলাবিলাসকৃৎ ॥ ৯০ ॥ ক্ষমতে স্বল্পভক্ত্যাপি সোঽপরাধশতং নৃণাম্। অত্র বঃ কথয়িষ্যামি চরিতং পাপনাশনম্ ॥ ৯১ ॥ লীলয়া দারুদেহস্য মুনয়ঃ পরমাত্মনঃ। কুরুক্ষেত্র-সমুদ্ভূতৌ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াবুভৌ ॥ ৯২ ॥ সখায়ৌ জন্মতঃ প্রীত্যা একাহারবিহারিণৌ বৃত্তচ্যুতৌ নিষিদ্ধানামা-হর্ত্তারৌ বিমোহিতৌ ॥ ৯৩ ॥ অস্বাধ্যায়বষট্কারৌ স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতৌ। অপাত্রভূতৌ ধর্ম্মস্য মহাপাতক-দূষিতৌ ॥ ৯৪ ॥ মধুক্ষীবৌ পণ্যযোষিৎ-সহবাসৌ মুদান্বিতৌ। পারলৌকিকচিন্তা তু তয়োঃ স্বপ্নেঽপি নাগতা ॥ ৯৫ ॥ এবং বিবর্ত্তমানৌ তাবায়ুষোঽর্দ্ধং বিনিন্যতুঃ। একদা ভ্রমমাণৌ তৌ যজ্ঞবাটমগচ্ছতাম্ ॥ ৯৬ ॥ শৃণ্বন্তৌ দূরতঃ স্তোত্রং শস্তশব্দং মনোহরম্। দৃষ্ট্বা তাস্তাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতিসঞ্চোদিতা দ্বিজাঃ ॥ ৯৭ ॥ তৌ তদা চক্রতুঃ শ্রদ্ধাং ধর্ম্মে বর্ত্মন্যধার্ম্মিকৌ। সংস্মরন্তৌ স্বজাতিং তৌ পুণ্ডরীকাম্বরীষকৌ ॥ ৯৮ ॥ নিন্দন্তৌ দুশ্চরিত্রং স্বং পরস্পরমভাষতাম্। কথমাবাং তরিষ্যাবো দুষ্কৃতার্ণবমুল্বণম্ ॥ ৯৯ ॥ ইহৈব জন্মন্যাবাভ্যাং বুদ্ধিপূর্ব্বমুপার্জ্জিতম্। ন তচ্ছাস্ত্রং হি জানাতি যদাবাভ্যাঞ্চ দুষ্কৃতম্। সঞ্চিতং তস্য ঘোরস্য প্রায়শ্চিত্তং সুদুর্ল্লভম্ ॥ ১০০ ॥ তথাপি ব্রাহ্মণানেতান্ ব্রহ্মিষ্ঠান্ বৈ সদোগতান্। প্রণিপাতপ্রসন্নান্ বৈ পৃচ্ছাবোঽত্র চ দুষ্কৃতিম্ ॥ ১০১ ॥ ইতি নিশ্চিত্য তৌ বিপ্রানভিবাদ্যাভ্যপৃচ্ছতাম্। যথাবৎ কলুষং স্বং স্বং বিখ্যাপ্য চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১০২ ॥ তে তয়োর্বচনং শ্রুত্বা মীলিতাক্ষা দ্বিজোত্তমাঃ। নাব্রুবন্ কিঞ্চিদন্যোঽন্যং বীক্ষন্তো বিস্মিতাননাঃ ॥ ১০৩ ॥ অহো সুঘোর-কর্ম্মাণি সঞ্চিতানি দুরাত্মনোঃ। যেষু শাস্ত্রং পদং দাতুং প্রায়শ্চিত্তায় ন স্বলম্। ন শক্নুমো বয়ং তস্মাদনয়োর্নিষ্কৃতাদপি ॥ ১০৪ ॥ তেষাং মধ্যে সদোমুখ্যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবপুঙ্গবঃ। ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য-ক্ষয়িতাশেষকল্মষঃ। তাবুবাচ বিহস্যেদং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ ॥ ১০৫ ॥ বৈষ্ণব উবাচ। ভো দ্বিজক্ষত্রদায়াদৌ পাপরাশেঃ সুদারুণাৎ। মুক্তিকে-

---

জগতের ধাতা, যিনি নিখিল ভাষায় অভিজ্ঞ, নিখিল পাপ-নিবারণে সক্ষম, সর্ব্ববিধ পঙ্কের শোষক,—হে মুনিগণ! তোমরা সেই জগদ্‌যোনি প্রভু নীলাচল-স্থিত নারায়ণের শরণাপন্ন হও। তিনি চেষ্টাবিহীন কাষ্ঠময়বপু হইয়াও বিবিধ দিব্য লীলা করিয়া থাকেন। অল্পমাত্র ভক্তি করিলেই তিনি মনুষ্য-দিগের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। হে মুনিগণ! এই স্থলে তোমাদিগের নিকট পাপনাশক দারুদেহের একটি চরিত্র বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। কুরুক্ষেত্রে জাত একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ক্ষত্রিয় জন্মাবধি পরস্পর মিত্র, প্রণয়ে একত্র আহার বিহার করেন। তাঁহারা শৌচাচারবিচ্যুত এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী, মোহযুক্ত, বেদাধ্যয়ন ও দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য-বিবর্জ্জিত, ধর্ম্মের অনধিকারী, মহাপাতক-দূষিত ও মদোন্মত্ত, বেশ্যাসহবাসে সর্ব্বদা হর্ষান্বিত; স্বপ্নেতেও পারলৌকিক চিন্তা করিতেন না। এই প্রকার বিপথগামী সেই দুই জনের আয়ুর অর্দ্ধেক কাল ক্ষয় হইলে একদা ভ্রমণ করিতে করিতে যজ্ঞ-স্থানে গমন করিয়া দূর হইতে মনোহর প্রশস্ত শব্দ-যুক্ত স্তব শ্রবণে এবং শ্রুত্যুক্ত সকল ক্রিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সেই অধার্ম্মিক দুই জনের ধর্ম্মকার্য্যে শ্রদ্ধা জন্মিল। সেই পুণ্ডরীক ও অম্বরীষ নামে দুই জন স্ব স্ব জাতি স্মরণ ও আপন আপন দুশ্চরিত্র নিন্দা করিতে করিতে পরস্পর কহিতে লাগিল,—আমরা দুই জন দুষ্কৃতিরূপ সমুদ্র হইতে কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইব? আমরা উভয়েই ইহজন্মে জ্ঞান-পূর্ব্বক যেরূপ দুষ্কৃতি উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে নাই। চিরসঞ্চিত সেই ঘোরতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুর্লভ। তথাপি এই সকল সভা-গত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে প্রণিপাত দ্বারা প্রসন্ন করিয়া পাপের নিষ্কৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব। ৮৫—১০১। ইহা নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা দুইজনে বিপ্র-গণকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় পাপ বারম্বার যথা-যথ বর্ণন করিয়া নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের দুই জনের বচন শ্রবণানন্তর নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক বিস্মিতবদনে পরস্পর অবলোকন করিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন। কি আশ্চর্য্য! এই দুরাত্মদ্বয়ের অতি ঘোরতর পাপ কর্ম্ম সঞ্চিত হই-য়াছে, যে পাপরাশিতে শাস্ত্রও প্রায়শ্চিত্ত উপদেশের নিমিত্ত সমর্থ হন না; অতএব ইহাদিগের দুই জনকে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দিতে আমরা সমর্থ নহি। যাঁহার ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্যে সমুদয় পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে, সেই সভাস্থিত ব্রাহ্মণ-গণ মধ্যে বক্তাদিগের শ্রেষ্ঠ কোন প্রধান বৈষ্ণব-চূড়ামণি, সহাস্য-বদনে ঐ দুই জনকে এইরূপ বাক্য

ভ্রাতৃভিঃ পূর্ণ্যৈ গচ্ছতং পুরুষোত্তমম্ ॥১০৬॥ ক্ষেত্রোত্তমং দারুময়ো যত্রাস্তে পুরুষোত্তমঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য রাজর্ষে-র্ভক্ত্যানুগ্রহকৃদ্বিভুঃ ॥ ১০৭ ॥ তমারাধ্য জগন্নাথং শঙ্খচক্রগদাধরম্। পাপক্ষয়ং বা মুক্তিং বা স্বেচ্ছয়া প্রাপ্স্যথো ধ্রুবম্ ॥ ১০৮ ॥ ঘোরদুষ্কৃততূলৌঘ-দাবাগ্নিসদৃশস্তু সঃ। তপসৈতৎ ক্ষয়ং নেতুং ন শক্যং জন্মকোটিভিঃ ॥ ১০৯ ॥ যুগপৎ সংক্ষয়ং যাতি যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বকল্মষম্। তস্মা বিলম্বং কুরুতং তত্র শীঘ্রং প্রয়াত বৈ ॥ ১১০ ॥ সুপুণ্যে চোৎকলে দেশে দক্ষিণার্ণব-তোরণে। নীলাদ্রিশিখরাবাসং ব্রজেথাঃ শরণং বিভুম্ ॥ ১১১ ॥ স হি বামিষ্টসংসাধকং প্রদাস্যতি কৃপানিধিঃ। ইত্যাদিষ্টৌ তু তৌ বিপ্র-ক্ষত্রিয়ৌ হর্ষসম্প্লুতৌ তেনৈব বর্ত্মনা বিপ্রা প্রয়াতৌ পুরুষো-ত্তমম্ ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষেত্রপরিমাণাদিনির্দ্দেশো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

কহিলেন। হে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সন্তান। তোমরা যেরূপ দারুণ পাপ করিয়াছ, সেই বিষম পাপরাশি হইতে যদি মুক্তি বাসনা কর, তবে শীঘ্রই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন কর। যে স্থানে দারুময় পুরুষোত্তম আছেন, সেই ক্ষেত্রটি উত্তম। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের ভক্তিদ্বারা প্রীত হইয়া বিভু অনুগ্রহ করিয়া সেই স্থানে আছেন। সেই শঙ্খ-চক্র-গদাধারী জগন্নাথকে আরাধনা করিলে পাপক্ষয় অথবা মুক্তিলাভ হয়। এই দুয়ের মধ্যে যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহা নিশ্চয় প্রাপ্ত হইতে পারিবে। সেই জগন্নাথ ঘোর দুষ্কৃত-রূপ তূলারাশিতে দাবাগ্নিসদৃশ হইয়াছেন। এই দুরপনেয় পাপ তপস্যাদ্বারা কোটি জন্মেও ক্ষয় করিতে তোমরা সমর্থ হইবে না। যাঁহার দর্শনে এককালে সকল পাপ ক্ষয় হয়, তাঁহার সমীপে যাইতে বিলম্ব করিও না। পুণ্যভূমি উৎকলদেশে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে নীলগিরি-শিখরবাসী বিভুর শরণা-গত হও—সেই কৃপাসাগর তোমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি করিবেন। হে মুনিগণ। সেই বৈষ্ণব কর্তৃক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া অত্যন্ত হর্ষপূর্ব্বক সেই পথে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ১০২—১১২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। নির্ব্বিণ্ণচেতসৌ তৌ তু ত্যক্ত্বা বেশ্যাদিসঙ্গতিম্। ধ্যায়ন্তৌ মনসা বিষ্ণুং শুদ্ধান্তর-ব্রতাবুভৌ ॥ কালেন কিয়তা প্রাপ্তৌ নীলাদ্রিং নিলয়ং হরেঃ ॥১॥ তীর্থরাজজলে স্নাত্বা যথাবদ্বিধিচোদিতম্। প্রাসাদদ্বারি তিষ্ঠন্তৌ সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ। ভগবন্তং নিরীক্ষন্তৌ নাপশ্যেতাং তদা দ্বিজাঃ ॥ ২ ॥ বিষণ্ণ-মনসৌ দেবমদৃষ্ট্বা চিন্তয়াকুলৌ। আবেভাতে হ্যনশনং ভগবদ্দর্শনাবধি ॥ ৩ ॥ কীর্ত্তয়ন্তৌ ভগবতো নাম কর্ম্মনাশনম্। তৃতীয়স্যাং ত্রিযামায়াং জ্যোতি-রেকমপশ্যতাম্। ত্রীণ্যহানি পুনস্তৌ চ তথোপ-বসতাং স্থিরৌ ॥ ৪ ॥ মধ্যে সপ্তমরাত্রেস্তু ভগবন্তম-পশ্যতাম্। ত্রিদশানাং স্তুতীঃ শ্রুত্বা দিব্যজ্ঞানৌ বভূব-তুঃ ॥ ৫ ॥ অপাস্তপাপনির্ম্মোকৌ সাক্ষাদ্দেবম-পশ্যতাম্। শঙ্খচক্রগদাপাণিং দিব্যালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৬॥ রত্নপাদুকয়োঃ পৃষ্ঠে ন্যস্তচরণাম্বুজম্। ব্যাকোষ-পুণ্ডরীকাক্ষং প্রসন্নবদনং বিভুম্ ৭॥ বামপার্শ্ব-

---

পঞ্চম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বেশ্যাসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুতাপবিশিষ্ট হইয়া নিয়ত হবিষ্যাশনপূর্ব্বক মনে মনে বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে কিছুকাল পরেই হরির নীল-পর্ব্বতরূপ আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে বৈধ স্নান করিয়া ভগবানের প্রাসাদের দ্বারদেশে অবস্থানপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভগবানের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াও দর্শন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দেবকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণচিত্তে চিন্তাকুল হইয়া যাবৎ ভগবদ্দর্শন না হইয়াছিল, তাবৎ অন-শন ব্রত পালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভগ-বানের পাপনাশক নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তৃতীয় রাত্রিতে একটী জ্যোতীরূপ দেখিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার তাঁহারা আরও তিন দিন স্থিরভাবে উপবাস করিলেন। সপ্তম রাত্রির মধ্যে ভগবানকে দর্শন এবং দেবতাদিগের স্তব শ্রবণ করিয়া তাঁহা-দিগের দিব্যজ্ঞান জন্মিল। তাঁহারা পাপনির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত হইয়া সাক্ষাদ্দেবকে দর্শন করিলেন। দেখি-লেন যে, শঙ্খচক্রগদাপাণি দিব্যালঙ্কারে ভূষিত, রত্ন-পাদুকাদ্বয়ের পৃষ্ঠে বিন্যস্তচরণ, বিকসিত পুণ্ডরীকের ন্যায় চক্ষু ও প্রসন্নবদন, বামপার্শ্বে

পৃষ্ঠাং লক্ষ্মীং বামেনালিঙ্গ্য বাহুনা। নাগবল্লীদলং বক্ত্রমাদদানঃ প্রিয়াহৃতম্॥ ৮॥ রত্নবেত্রকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ চামরপাণয়ঃ। গন্ধতৈলপ্রদীপাংস্তু রত্নবৃত্ত-প্রদীপিকাঃ॥ ৯॥ কাশ্চিদ্দধানাঃ স্বকরৈর্যৌবনাঢ্যাঃ সুভূষিতাঃ। পশ্চাদ্রত্নময়ং ছত্রং বিভ্রতী কাচিদুজ্জ্বলা॥ ১০॥ ধূপপাত্রং মুখাভ্যাসে কৃষ্ণাগুরু-সুধূপিতম্। কাচিদ্দধানা প্রম্লোচাং হসন্তী বিগ্রহশ্রিয়া॥ ১১॥ লীলালকদৃশা দেবানমুগৃহ্নন্তমগ্রতঃ। বদ্ধাঞ্জলি-পুটান্নম্রকন্ধরান্ স্তবতঃ পৃথক্॥ ১২॥ সিদ্ধান্ মুনিগণান্ দিব্যান্ সনকাদীন্ স্মিতেন চ। নারদাদীংশ্চ গন্ধর্ব্বান্ দিব্যগানমনোহরান্॥ ১৩॥ দত্তাবধানং শ্রবণে লীলয়ৈবানুকম্পিনম্। প্রহ্লাদাদীন্ বৈষ্ণবাগ্র্যান্ স্বরূপং ধ্যায়তোঽগ্রতঃ॥১৪॥ চিত্তাকর্ষণ-সংলীনান্ বিদধানং স্ববিগ্রহে। বক্ষঃস্থলপ্রতিল-সৎকৌস্তভপ্রতিবিম্বিতৈঃ॥ ১৫॥ দেবাদিভির্ব্বিশ্ব-রূপমূর্ত্তেঃ স্বস্যাঃ প্রকাশকম্। উপর্য্যুপরি দিব্যায়াঃ পুষ্পবৃষ্টেরধঃস্থিতম্॥ ১৬॥ শ্রীসন্নিধানবিগত-শ্রিয়মপ্সরসাং গণম্। পশ্যন্তং বিবিধং নৃত্যমঙ্গহার-মনোহরম্॥ ১৭॥ দিব্যলীলাবিলাসস্থং দৃষ্ট্বা তৌ দ্বিজবালকৌ। বভূবতুঃ ক্ষণাৎ সর্ব্ব-বিদ্যানাং পারগৌ দ্বিজাঃ॥ ১৮॥ ত্রিঃ পরিক্রম্য দেবেশং কৃতাঞ্জলিপুটাবুভৌ। সাষ্টাঙ্গপাতপ্রণতৌ তুষ্টুবাতে মুদান্বিতৌ॥ ১৯॥ পুণ্ডরীক উবাচ। নমস্তে জগদাধার স্বর্গস্থিত্যন্তকারণ। নারায়ণ নমস্তেঽস্তু পরমাত্মন্ পরায়ণ॥ ২০॥ পরমার্থস্ত্বমেবৈকো ভবাপ্যয়বিবর্জ্জিতঃ। নিত্যানন্দস্বরূপং ত্বাং বিন্দন্তি ধ্যানচক্ষুষঃ॥ ২১॥ চিন্মাত্রং জগতামীশমধিষ্ঠানং পরাৎপরম্। কথং নু মূঢ়হৃদয়াস্ত্বাং জানন্তি সুনির্ম্মলম্॥ ২২॥ কামার্থলিপ্সাসম্প্রাপ্তচেতসোঽ-ত্যন্তদুঃখিনঃ। গতাগতপথে শ্রান্তাঃ সুখভাজঃ কদাচন॥ ২৩॥ অনুকম্পয় মাং নাথ সুদীনং শরণা-গতম্। মূঢ়ং দুষ্কৃতকর্ম্মাণং পতিতং ভবসাগরে॥ ২৪॥ কোঽহন্তু ত্বৎসদৃশো বন্ধুর্ব্বর্ম্মাণে নাথ বর্ত্ততে। স্বক-

বামবাহু দ্বারা আলিঙ্গিতা লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মীদত্ত তাম্বুল-বীটিকা গ্রহণ করিতেছেন। কতকগুলি সুশোভিত যুবতী দাসী হস্তে রত্নবেত্র, কতকগুলি চামর, কতকগুলি গন্ধতৈল প্রদীপ এবং কতক-গুলি উজ্জ্বল রত্ন-প্রদীপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অপর আর একটী দীপ্তিবিশিষ্টা উত্তমা দাসী পশ্চাৎভাগে রত্নময় ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কোন রমণী স্বীয় শরীরসৌন্দর্য্যে প্রম্লোচা অপ্স-রাকে উপহাস করতঃ তাঁহার মুখের নিকটে কৃষ্ণাগুরুধূপযুক্ত ধূপ-পাত্র ধারণ করিয়া আছে। সম্মুখে দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং সনকাদি দিব্য মুনিগণ নতগ্রীব হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতেছেন। তিনি সস্মিতবদনে কটাক্ষপাতে তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিতেছেন। নারদাদি মুনি ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া মনোহর সঙ্গীত করিতেছেন। ভগবান্ সঙ্গীত শ্রবণে অবধান দিয়া তাঁহাদিগের উপরে অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি বৈষ্ণব-চূড়ামণিগণ তাঁহার সম্মুখভাগে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্বরূপ ধ্যান করত একাগ্রভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবান্ তাঁহাদিগকে নিজ বিগ্রহে লীন করিয়া লইতেছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থিত কৌস্তভমণিতে সম্মুখস্থ দেব-গন্ধর্ব্বাদির প্রতিবিম্বপাত হওয়াতে সাক্ষাৎ বিশ্বরূপমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার মস্তকোপরি স্বর্গ হইতে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। অপ্সরোগণ লক্ষ্মীদেবীর সন্নিধানে হতশ্রী, তথাপি তাহারা ভগবানের মনস্তুষ্টির জন্য বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতেছে। ভগবান্ তাহাদের সেই মনোহর নৃত্য দর্শন করিতেছেন। এইরূপে নানাপ্রকার দিব্যলীলা-বিলাসী ভগবান্‌কে দুইজনে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই সর্ব্ব বিদ্যায় পারগ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্‌কে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া সহর্ষে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন।১—১৯। পুণ্ডরীক কহিলেন,—হে নারায়ণ! আপনি জগতের আধার এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতিবিনাশের কারণ; আপনি পরমাত্মা, এবং সকলের একমাত্র আশ্রয়, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনিই অজ অবিনশ্বর একমাত্র পরমবস্তু। যোগিগণ ধ্যান দ্বারা আপনাকে নিত্যানন্দরূপে লাভ করিয়া থাকেন। আপনিই পরাৎপর চিন্ময় জগদীশ্বর ও জগতের আধারস্বরূপ। মূঢ়বুদ্ধি মানবগণ কিরূপে আপনার সুনির্ম্মলস্বরূপ অবগত হইবে। যাহারা কাম ও অর্থলিপ্সায় ব্যাকুল, তাহরা সংসারে কেবল গতায়াত করিয়া শ্রান্ত হইয়া অসীম দুঃখ পায়; আপনার সাক্ষাৎকার-সুখলাভ তাহাদের ভাগ্যে দৈবাৎ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। হে নাথ! আমিও একজন কামার্থ-লোভী দুষ্কর্ম্মা, সেই কারণে সংসারসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি; আমি অতিদীন, আমার আর

র্ভব্যানপেক্ষো যো দীননাথ-দয়ালুকঃ ॥ ২৫ ॥ উচ্চাবচভ্রমা দুঃখং জলযন্ত্রঘটীমিব। অজস্রমধিকর্ত্তারং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে ॥ ২৬ ॥ যোগক্ষেমাভিসন্ধানা যে মূঢ়াস্ত্বামুপাসতে। লীলাবিমুক্তিদং তে বৈ ত্বন্মায়া-পরিমোহিতাঃ ॥ ২৭ ॥ নারায়ণেতি ত্বন্নাম কীর্ত্তিতস্তু যদৃচ্ছয়া। ত্বত্তোঽধিকং জগন্নাথ চতুর্বর্গৈকসাধনম্ ॥ ২৮॥ ত্বন্তু তৈস্তৈঃ পৃথগ্‌যজ্ঞৈস্তাস্তাঃ সিদ্ধীঃ প্রযচ্ছসি। ত্বমেকঃ শরণং নাথ পতিতানাং ভবার্ণবে ॥ ২৯ ॥ জ্ঞাননৌকাসমারূঢ়ঃ করুণাক্ষেপণীকরঃ। পরং পারং প্রভো নেতুং সংসারাব্ধের্বিচেতনম্ ॥ ৩০ ॥ ত্বমেক ঈশিষে ভক্ত্যানন্যয়া পরিচিন্তিতঃ। কেঽপ্যন্যে মুক্তিপ্রদা দেবাঃ শাস্ত্রেষু পরিনিষ্ঠিতাঃ। দুঃখাব্ধিকুম্ভযোনিং তে ত্বদ্ভক্তিং জনয়ন্তি বৈ ॥ ৩১ ॥ তন্মে প্রসীদ ভগবন্ পাদপঙ্কজে তে ভক্তিং দৃঢ়াং বিতর নাথ ভবাব্ধিমূচ্ছোঃ। ঘোরং দুরন্তমপমুং হি যয়া তরেয়মষ্টাঙ্গযোগজনিতশ্রমবর্জ্জিতোঽপি ॥ ৩২ ॥ ধর্ম্মার্থকামনিচয়ৈঃ কুমতিপ্রগৃহ্যৈঃ ক্ষুদ্রৈরনীতিবিরহিতো-ল্পসুখৈর্ন কার্য্যম্। আজ্ঞাপয়াজ্ঞি নলিনদ্বয়-চিন্তনাদ্য-সান্দ্রাম্বুবর্দ্ধিত-সুখার্ণবমজ্জনং মে ॥ ৩৩ ॥ স্তুত্বেত্থং জগদীশস্য পাদপদ্মান্তিকে দ্বিজঃ। পপাত ত্রাহি কৃষ্ণেতি বদন্ বাষ্পার্দ্রয়া গিরা। তস্থৌ স পুনরুত্থায় কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্তুবন্ ॥ ৩৪ ॥ অম্বরীষ উবাচ। প্রসীদ দেবসর্ব্বাত্মন্নসংখ্যেয়-শিরোভুজ। অসংখ্যঘ্রাণনয়ন-পাণিপাদ নমোঽস্তু তে ॥৩৫॥ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাতীতোঽসি নিষ্প্রপঞ্চ প্রপঞ্চকঃ। চতুর্ব্বিধজগদ্ধাম বিশ্বমূর্ত্তে নমোঽস্তু তে ॥ ৩৬ ॥ একপাদস্ত্রিপাদশ্চ তীর্থপাদো-ঽস্যন্তরিক্ষপাৎ। যস্য পাদোদ্ভবা গঙ্গা পুনাতি ভুবন-ত্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং শোধনং যস্য

কেহ নাই, তাই আপনার শরণাপন্ন; দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। হে নাথ! নিজকার্য্যে অবহেলা করিয়া দীন অনাথ ব্যক্তিদিগের উপর দয়া করে আপনি ভিন্ন এইরূপ দীনবন্ধু এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আর কে আছে? হে কৃপাসাগর! আমি জল-যন্ত্র ঘটের ন্যায় উর্দ্ধ-অধঃ ভ্রমণজনিত দুঃখ নিরন্তর প্রাপ্ত হইতেছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। * অবলীলাক্রমে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সক্ষম আপনার নিকট হইতে সংসার-যাত্রানির্ব্বাহের উপায় সংগ্রহ করিবার জন্য যে মূঢ়গণ আপনার উপাসনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনার মায়া-মোহিত ভ্রান্ত জীব। হে জগন্নাথ! আপনার "নারায়ণ"—এই নামকীর্ত্তন আপনা অপেক্ষা সমধিক পরিমাণে চতুর্ব্বর্গ সাধনে সক্ষম। হে নাথ! আপনি পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞের পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। আপনিই,—সংসারসাগরে পতিত ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয়। হে প্রভো! আপনি সংসার-সাগরে পতিত মুগ্ধ ব্যক্তিকে জ্ঞানরূপ নৌকায় আরোহণ করাইয়া করুণারূপ ক্ষেপণী-দণ্ডের সাহায্যে পর পারে লইয়া যাইতে প্রস্তুত; একাগ্র ভক্তি সহকারে যে আপনার ধ্যান করে, আপনি তাহাকে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন। শাস্ত্রে অন্যান্য যে সকল দেবগণ মুক্তিপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদান করিতে পারেন না, দুঃখসাগরে অগস্ত্যরূপিণী ভগবদ্ভক্তি জন্মাইয়া দিয়া থাকেন, (আপনাকে ভক্তি করিতে শিখিলেই জীব সহজেই মুক্তি লাভ করিতে পারে।) হে ভগবন্! আমার উপরে প্রসন্ন হউন, হে নাথ! আমাকে আপনার পাদপদ্মে সুদৃঢ় ভক্তি বিতরণ করুন। আমি অষ্টাঙ্গ যোগ জানি না, যাহাতে অতি দুস্তর ভীষণ সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হই, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাহা করুন। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম,—কুবুদ্ধিদিগের আদরণীয়; আমি ঐ অহিতকর ক্ষুদ্র সামান্য সুখের প্রার্থী নহি। হে নাথ! আমাকে আজ্ঞা করুন,—যেন আমি আপনার পাদপদ্মচিন্তনরূপ শান্দ্র-সুখসাগরে ডুবিয়া থাকিতে পারি। ব্রাহ্মণ এইরূপে জগদীশ্বরের স্তব করিয়া "হে কৃষ্ণ! মামং ত্রাহি" অশ্রুপ্লুতবদনে এই বলিতে বলিতে ভগবানের পাদ-পদ্মপ্রান্তে পতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন।২০—৩৪। অম্বরীষ কহিলেন,—হে সর্ব্বাত্মরূপী দেব! আপনার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য বাহু, আমার উপরে আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার অসংখ্য নাসিকা, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য হস্ত, অসংখ্য চরণ, আপনাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে! আপনি ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের অতীত; আপনি প্রপঞ্চসম্পর্কশূন্য হইলেও জগৎপ্রপঞ্চকারী; আপনি চতুর্ব্বিধ জগতের আধার, আপনাকে নমস্কার। আপনি একপদ, আপনি ত্রিপদ, আপনি তীর্থপদ, অন্তরীক্ষ আপনার পদ। আপনার পাদপদ্ম-সম্ভূতা গঙ্গাদেবী ত্রিভুবনকে

* বাঁশের অগ্রভাগে রজ্জু এবং পশ্চাতে ভার বদ্ধ থাকে। সেই রজ্জুতে কলস বাঁধিয়া কূপ হইতে জল তোলা হয়। সেই কলসকে জলযন্ত্র বলে।

নাম্ন বৈ। কীর্ত্তিতং সর্ব্বশুভদং নমস্তস্মৈ শুভাত্মনে ॥ ৩৮ ॥ দেব ত্বন্নামকীর্ত্ত্যাপি জায়ন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ। কৌতুকাত্বাং হি মৃগ্যন্তি বিদ্বংসো বুদ্ধিশালিনঃ। নাথ ত্বৎপাদসলিলং সংশ্রয়াত্তাপহারকম্। তাপত্রয়াভিভূতস্য ভক্তিং মেহত্র দৃঢ়াং কুরু ॥ ৪০ ॥ অনন্তস্বামিনো মেহদ্য নাস্ত্যন্যৎ প্রার্থনীয়কম্। প্রণিপত্য জগন্নাথ ত্বাং প্রযাচে সহস্রধা ॥৪১॥ সমস্তপুরুষার্থস্য বীজং ত্বৎপাদপঙ্কজে। যাবৎ প্রাণান্ ধারয়ামি তাবদ্ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে ॥ ৪২ ॥ সৃষ্টিং বিনির্ম্মমে চেমাং যয়া ভক্ত্যা পিতামহঃ। সংহরত্যখিলং রুদ্রো লক্ষ্মীশ্চৈশ্বর্য্যদায়িনী ॥ ৪৩ ॥ দীনানুকম্পিংস্তাং ভক্তিং প্রার্থয়ে নান্যমানসঃ। অনাদ্যবিদ্যাপঙ্কেহস্মিন্ সুদৃঢ়ে দুস্তরে ভৃশম্ ॥ ৪৪ ॥ নিমগ্নস্য জগন্নাথ নিরালম্বং প্রণশ্যতঃ। মহামহিম্নস্ত্বদ্ভক্তের্নান্যদস্তি পরায়ণম্ ॥ ৪৫ ॥ শ্রুতিস্মৃত্যাদিসম্ভিন্ন-মার্গাঃ সম্মোহহেতবঃ। ত্বদ্‌ভক্তিমপহায়ৈতে ন প্রবর্ত্তিতুমীশ্বরাঃ ॥ ৪৬ ॥ অনন্তশরণং স্বামিন্নুকম্পয় মাং বিভো। ইতি ব্রুবন্ জগন্নাথপাদপদ্মান্তিকে মুদা ॥ ৪৭ ॥ পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রসীদেতি বদন্ মুহুঃ। ততস্তে দেবতাঃ সর্ব্বে স্তুত্বা সম্পূজ্য কেশবম্। তল্লীলাপাঙ্গসন্তুষ্টাঃ প্রয়াতাস্ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৪৮ ॥ তত উন্মীলিতদৃশৌ পুণ্ডরীকাম্বরীষকৌ ॥ ৪৯ ॥ মায়য়া মোহিতৌ বিষ্ণোঃ স্বপ্নদৃষ্টমবুধ্যতাম্। যাং দৃষ্ট্বা দিব্যলীলাং হি সাক্ষাৎ পললচক্ষুষা ॥ ৫০ ॥ পুনর্মানুষভাবৌ তৌ দিব্যসিংহাসনস্থিতম্। নীলজীমূতসঙ্কাশং ফুল্লপদ্মায়তেক্ষণম্ ॥ ৫১ ॥ শোণাধরং চারুনাসং দিব্যকুণ্ডলভূষিতম্। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণং বনমালিনম্ ॥ ৫২ ॥ পীনোরস্কং চারুহারমনর্ঘ্যমুকুটোজ্জ্বলম্। শ্রীবৎস-কৌস্তুভোরস্কং দিব্যাঙ্গদবিভূষিতম্ ॥ ৫৩ ॥ প্রলম্ববাহুং দীনার্ত্ত-পরিত্রাণসমু-

---

পবিত্র করিতেছেন। যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিধূরিত হয়,—সকল প্রকার শুভ লাভ করা যায়, আপনি সেই শুভময় জগদীশ্বর, আপনাকে নমস্কার। দেব! আপনার নাম কীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয় বলিয়া বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ আপনার অন্বেষণ করিয়া থাকেন। নাথ! আপনার পাদোদক ত্রিতাপনাশক, প্রভো! আমি সেই ত্রিতাপক্লিষ্ট—অধম, আপনার পাদপদ্মে আমাকে সুদৃঢ় ভক্তি প্রদান করুন। হে জগন্নাথ! আপনিই আমার একমাত্র স্বামী, আমি আপনার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার উপরে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য প্রার্থনা আমার নাই। আপনার পাদপদ্মে সমস্ত পুরুষার্থের বীজ বিদ্যমান; অতএব যত দিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন আপনার ঐ পাদপদ্মে আমার যেন সুদৃঢ়া ভক্তি থাকে। যে ভক্তিবলে পিতামহ জগৎ সৃজন, রুদ্রদেব নিখিল লোকসংহার এবং লক্ষ্মীদেবী ঐশ্বর্য্যদানে সমর্থ হইয়াছেন, হে দীনদয়ালো! আমি আপনার নিকটে সেই ভক্তিপ্রার্থনা করিতেছি। হে জগন্নাথ! আমি এই অতি দুস্তর সুদৃঢ় অনাদি অবিদ্যাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া আশ্রয় বিনা মারা যাইতে বসিয়াছি; মহামাহাত্ম্যময়ী আপনার উপরে ভক্তিই এক্ষণে আমার নিস্তারের উপায়; তদ্ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না। শ্রুতি, স্মৃতি, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপায় সকল আপনার পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিতে না পারিলে কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না, প্রত্যুত মোহমুগ্ধ করিয়া থাকে। হে বিভো! হে স্বামিন্! আমার আর কেহই রক্ষক নাই, আপনিই আমার একমাত্র রক্ষক; আমার উপরে দয়া করুন। এই বলিয়া স্তব করিতে করিতে অম্বরীষ জগন্নাথের পাদপদ্মের নিকট পরমানন্দে দণ্ডবৎ হইয়া পতিত হইলেন এবং বারম্বার "প্রসীদ, প্রসীদ" এইরূপ বলিতে লাগিলেন। তৎপরে অন্যান্য দেবগণ, সকলেই জগন্নাথকে স্তব ও পূজা করিয়া তাঁহার করুণাকটাক্ষলাভে পরিতুষ্ট হইয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন।৩৫-৪৮। অনন্তর পুণ্ডরীক ও অম্বরীষ নয়ন উন্মীলন করিয়া বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা স্বপ্নদৃষ্টির মত বিষ্ণুর দিব্যলীলা-সকল দেখিতে পাইলেন। তৎকালে তাঁহারা কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত দিব্যভাবাপন্ন হইলেন। পরে পুনরায় মানুষভাবাপন্ন হইয়া চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিলেন,—ভগবান্ দিব্য সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন, তাঁহার শরীরকান্তি নীলমেঘের ন্যায়, নয়নযুগল প্রফুল্লকমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অধর রক্তবর্ণ, মনোহর নাসিকা, কর্ণে দিব্যকুণ্ডল শোভা পাইতেছে। কণ্ঠে বনমালা, হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। বক্ষস্থল পীন, গলে মনোহর হার, মস্তকে অমূল্য মণিমুকুট শোভা পাইতেছে। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ও কৌস্তভমণি এবং হস্তে দিব্য অঙ্গদ ধারণ করিতেছেন। আজানুলম্বিত বাহু,

দ্যুতম্। সুবর্ণসূত্রসম্বদ্ধ-মধ্যগ্রন্থিমণীযুতম্॥ ৫৪॥ দিব্যপীতাম্বরধরং দিব্যস্রগ্গন্ধভূষিতম্। স্বর্ণপদ্মাসনাসীনং সর্ব্বাঙ্গালিঙ্গিতশ্রিয়ম্॥ ৫৫॥ প্রসন্নসন্তাপহরং সুধাসাগরমুল্বণম্। অশেষবাঞ্ছাফলদং কল্পবৃক্ষং সুপুষ্পিতম্॥ ৫৬॥ দক্ষপার্শ্বস্থিতং তস্য দদৃশাতে হলায়ুধম্। বিভর্ত্তি যেন ব্রহ্মাণ্ডং বলেন মহতা বিভুঃ॥ ৫৭॥ তং বলং নাগরাজানং ফণাসপ্তকমণ্ডিতম্। কৈলাসশিখরোত্তুঙ্গং ধবলং কুণ্ডলোজ্জ্বলম্॥ ৫৮॥ বিচিত্রবনমালাঢ্যং দিব্যনীলনিচোলিনম্। সততং বারুণীক্ষীব-ঘূর্ণন্নয়নপঙ্কজম্॥ ৫৯॥ নিম্নপৃষ্ঠোন্নতোবক্ষং কুণ্ডলীকৃতবিগ্রহম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মসমুজ্জ্বল-চতুর্ভুজম্॥ ৬০॥ নানালঙ্কাররুচিরং নত-কল্মষ-নাশনম্। তযোর্ম্মধ্যে স্থিতাং ভদ্রাং সুভদ্রাং কুঙ্কুমারুণাম্॥ ৬১॥ সর্ব্বলাবণ্যবসতিং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্। লক্ষ্মীং লক্ষ্মীশহৃদয়-পঙ্কজস্থাং পৃথক্স্থিতাম্॥ ৬২॥ বরাব্জধারিণীং দেবীং দিব্যনেপথ্যভূষণাম্। প্রপন্নকল্পলতিকাং সর্ব্বকল্মষনাশিনীম্॥ ৬৩॥ সংসারার্ণবমগ্নানাং তারিণীং দেবতারিণীম্। বামপার্শ্বস্থিতং বিষ্ণোরুদ্রাষ্টাং চক্রমুত্তমম্। দার্ব্বপ্রণির্ম্মিতং বিপ্রাঃ স্বর্ণভক্তিসমুজ্জ্বলম্॥ ৬৪॥ চতুর্দ্ধাবস্থিতং বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা তৌ দ্বিজবাহুজৌ। অরুণোদয়বেলায়াং শ্রমং সার্দ্ধমমস্ততাম্॥ ৬৫॥ সংস্মৃত্য তাং স্বপ্নলীলাং নিশ্চয়ং জগ্মতুস্তদা। ন দারুপ্রতিমা চেয়ং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম প্রকাশতে॥ ৬৬॥ সদোগতানাং বিপ্রাণাং বাক্যং শ্রদ্দধতুশ্চ তৌ। কাবাং মহাপাতকিনৌ যাতনাক্লেশভাগিনৌ॥ ৬৭॥ কেদং পুরসমাক্রান্তস্থিতং বিষ্ণোঃ প্রদর্শনম্। মূর্খয়োরাবয়োরষ্টাদশবিদ্যাপ্রবীণতা॥ ৬৮॥ যস্মাত্তস্মান্ন বাং ভ্রান্তিজ্ঞানং তৎ সত্যবাদিনঃ। যদূচুর্দ্দারবং ব্রহ্ম তীর্থরাজতটে স্থিতম্॥ ৬৯॥ বটমূলে প্রকাশন্তং দৃষ্ট্বা জন্তুর্বিমুচ্যতে। তদেবায়ং জগন্নাথশ্চতুর্দ্ধা সংব্যবস্থিতম্॥

তিনি দীন আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন। মধ্যে সুবর্ণসূত্র গ্রন্থিময় মণিযুক্ত দিব্য পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দিব্যমাল্য ও দিব্যগন্ধে ভূষিত হইয়া সুবর্ণ-পদ্মাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি বিপন্নদিগের তাপহর অতিগভীর সুধাসাগররূপে এবং অশেষ বাঞ্ছা ফলপ্রদ সুপুষ্পিত কল্পতরুরূপে শোভা পাইতেছেন। তাঁহারা আরও দেখিলেন, ভগবান যাঁহার সাহায্যে ত্রিভুবন পালন করিতেছেন, সেই হলায়ুধধারী বলরাম তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। ফণাসপ্তক-শোভিত নাগরাজ বাসুকির অবতার সেই বলরাম কৈলাসশিখরের ন্যায় তুঙ্গ, উজ্জ্বল-মণি কুণ্ডলধারী এবং ধবলমূর্ত্তি। তাঁহার পরিধেয় দিব্য নীল বসন, গলে বিচিত্র বনমালা, নয়নকমল সতত বারুণীমদে আঘূর্ণিত ও আরক্ত, পৃষ্ঠদেশ নিম্ন এবং বক্ষঃস্থল উন্নত। তিনি কুণ্ডলীকৃত শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন। তদীয় হস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম বিরাজিত। তাঁহার অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার, তিনি প্রণত ব্যক্তিবর্গের পাপ দূর করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্য-ভাগে মঙ্গলময়ী সুভদ্রা কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত-মূর্ত্তি হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সেই সুভদ্রা দেবী সকল প্রকার লাবণ্যের আধার। নিখিল-দেবগণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। তিনি লক্ষ্মীপতির হৃৎপঙ্কজবাসিনী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। দেবী সুভদ্রা দিব্য বেশভূষা পরিধান করিয়া হস্তে মনোহর পদ্ম ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। তিনি বিপন্নদিগের নিখিলকলুষনাশিনী কল্পলতিকাস্বরূপা। তিনি সংসারসাগরে মগ্ন ব্যক্তিদিগের নিস্তারকারিণী, এমন কি দেবগণেরও উদ্ধারকারিণী। পুণ্ডরীক ও অম্বরীষ বিষ্ণুর বাম পার্শ্বে মনোহর চক্র (সুদর্শন) দর্শন করিলেন। হে বিপ্রগণ! সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্বর্ণরেখা-বিভূষিত কাষ্ঠময় বিষ্ণুকে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্ররূপে দর্শন করিয়া অরুণোদয় সময়ে শ্রমের সফলতা জ্ঞান করিলেন। সেই স্বপ্নলীলা স্মরণ করিয়া পরে নিশ্চয় জানিলেন, এ দারুপ্রতিমা নয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়াছেন। তাঁহারা সভাস্থিত ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা করিলেন এবং আপনাদিগকে মহাপাতকী ও যাতনাক্লেশভাগী বিবেচনা করিলেন। এই পুরবাসীরা যেরূপ বিষ্ণুর দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমাদিগের কোথায়? আমরা মূর্খ হইলেও এক্ষণে আমাদিগের অষ্টাদশ বিদ্যাতে অধিকার হইয়াছে। অতএব আমাদিগের ভ্রান্তি জ্ঞান নহে, সেই সত্যবাদী ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলিয়াছেন যে, দারুময় ব্রহ্ম তীর্থরাজসমুদ্রের তটে বটমূলে প্রকাশিত আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া জন্তুরা মুক্তিলাভ করেন, সেই জগন্নাথ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটি রূপ প্রকাশ

৭০॥ ক্ষিতৌ যদাবতরন্তি চতুরূপঃ প্রকাশতে ॥৭১॥ তদস্ত সন্নিধাবাবাং স্বাস্তাবঃ প্রাণধারিণৌ । যাবা-ন্নাত্র গচ্ছাবঃ ক্ষুদ্রকামপরাঙ্মুখৌ ॥ ৭২ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মুনয়ো বিষ্ণৌ ভক্তিপরায়ণৌ । নারায়ণাখ্যং সততং জপন্তৌ মুক্তিমাগতৌ ॥৭৩ ॥ জৈমিনিরুবাচ । প্রসঙ্গাৎ কথিতং হ্যেতদ্রহস্যং পাপনাশনম্ । শৃণ্বন্তি যে তু চরিতং পুণ্ডরীকাম্বরীষয়োঃ ॥ ৭৪ ॥ সততং কীর্ত্তয়ন্তশ্চ মুদা পরময়া যুতাঃ । ব্রজন্তি বিষ্ণুনিলয়ং তেঽপি নির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুণ্ডরীকাম্বরীষয়োর্জগন্নাথাদিদর্শনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ । কস্মিন্ দেশে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তৎ ক্ষেত্রং পুরুষোত্তমম্ । যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্দারুরূপী প্রকাশতে ॥ ১ ॥ জৈমিনিরুবাচ । উৎকলো নাম দেশোঽস্তি খ্যাতঃ পরমপাবনঃ । যত্র তীর্থান্যনেকানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥ ২ ॥ দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে স তু দেশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । যত্র স্থিতা বৈ পুরুষাঃ সদাচারনিদর্শনাঃ ॥ ৩ ॥ বৃত্তাধ্যয়নসম্পন্না যজ্বানো যত্র ভূসুরাঃ । সৃষ্ট্যাদৌ ক্রতবো বেদা বেদশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৪ ॥ অষ্টাদশানাং বিদ্যানাং বিধানং সম্প্রকীর্ত্তিতম্ । গৃহে গৃহে নিবসন্তি লক্ষ্মী-র্নারায়ণাজ্ঞয়া ॥ ৫ ॥ লজ্জাশীলা বিনীতাশ্চ আধি-ব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ । পিতৃমাতৃরতাঃ সত্যবাদিনো বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ৬ ॥ ন চাত্র বৈষ্ণবঃ কশ্চিন্নাস্তিকো বাপি বর্ত্ততে । সর্ব্বে পরহিতাস্তত্র ন লুব্ধা ন শঠাঃ খলাঃ ॥ ৭ ॥ দীর্ঘায়ুষস্তত্র জনাঃ স্ত্রিয়শ্চ পতি-দেবতাঃ । সুশীলা ধর্ম্মশীলাশ্চ ত্রপাচারিত্রভূষিতাঃ ॥ ৮ ॥ রূপযৌবনগর্ব্বাঢ্যাঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ । কুল-শীলবয়োবৃত্তানুরূপাচারচঞ্চবঃ ॥ ৯ ॥ স্বকর্ম্মনিরতা-স্তত্র প্রজারক্ষণদীক্ষিতাঃ । ক্ষত্রিয়া দানশৌণ্ডাশ্চ শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১০ ॥ যজন্তে ক্রতুভিঃ সর্ব্বে সততং ভূরিদক্ষিণৈঃ । দীপ্যন্তে চিতয়ো যেষাং যূপাঃ কাঞ্চনভূষিতাঃ ॥ ১১ ॥ যেষাং গৃহেষতিথয়ঃ

করিয়াছেন। অতএব আমরা যাবৎকাল জীবিত থাকিব, তাবৎকাল অন্য সামান্য কামনা পরিত্যাগ করিয়া এই বিষ্ণুর নিকটে বাস করিব। অন্যত্র আর গমন করিব না। হে মুনিগণ! তাঁহারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া 'নারায়ণ' এই নাম সতত জপ করিতে করিতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জৈমিনি কহিলেন,—প্রসঙ্গক্রমে এই পাপনাশক গোপনীয় আখ্যান কথিত হইল। যাহারা পুণ্ডরীক ও অম্বরীষের এই উপাখ্যান শ্রবণ বা পরমানন্দ-সহকারে সতত কীর্ত্তন করিবে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। ৪৯—৭৫।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন্ দেশে সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটি আছে, যাহাতে নারায়ণ সাক্ষাৎ দারুরূপী হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। জৈমিনি কহিলেন,—উৎকল নামে একটি পরমপবিত্র বিখ্যাত দেশ আছে, তাহাতে অনেক তীর্থ ও পুণ্যস্থান বর্ত্তমান। সেই দেশটি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে প্রতিষ্ঠিত, তথাকার লোক সকল সদাচারে বিখ্যাত; ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞ ও বেদাধ্যয়নতৎপর ও যথা-বিধানে যাগকর্ত্তা। সৃষ্টিকাল হইতেই তথায় বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি সমভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঐ দেশ অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যার খনি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের আজ্ঞানুসারে তথাকার গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন। অত্রত্য জনগণ সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, মাতা-পিতৃভক্ত, লজ্জাশীল ও বিনয়ী; আধি বা ব্যাধি-ক্লেশ কাহারই নাই। তথাকার বৈষ্ণবগণমধ্যে কপটধর্ম্মী বা নাস্তিক কেহই নাই। সকলেই পর-হিতৈষী; লোভী, শঠ বা খলপ্রকৃতি লোক তথায় একেবারে নাই। তথাকার, জনগণ সকলেই দীর্ঘজীবী। রমণীগণ পতিপরায়ণা, সুশীলা, ধর্ম্ম-চারিণী এবং লজ্জা ও সচ্চরিত্রগুণভূষিতা। সেই দেশের সকল রমণীই, রূপ-যৌবনগর্ব্বিতা, বিবিধভূষণভূষিতা এবং কুল, শীল ও বয়সের অনুরূপ সদাচারসম্পন্না। তথাকার ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্মনিরত, প্রজাপালনতৎপর, দাতা এবং অস্ত্রবিদ্যা ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ। সকলেই প্রচুর দক্ষিণা দিয়া সর্ব্বদা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তাহাদের গৃহে গৃহে কাঞ্চন-ভূষিত যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ সকল শোভা পাইয়া থাকে। ১—১১।

কামমার্থিকপূজিতাঃ। বৈশ্যাশ্চ কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাবৃত্তিসংস্থিতাঃ॥ ১২॥ দেবান্ গুরূন্ দ্বিজান্ ভক্ত্যা প্রীণয়ন্তি ধনৈরপি। একস্য দ্বারি যাতোঽর্থী ন গচ্ছেদন্যবেশ্মনি॥ ১৩॥ গীতকাব্য-কলা-শিল্প-কুশলাঃ প্রিয়বাদিনঃ। শূদ্রাশ্চ ধার্ম্মিকাস্তত্র স্নান-দান-ক্রিয়াবতাঃ॥ ১৪॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা ধনৈশ্চ দ্বিজসেবকাঃ। যেঽন্যে সঙ্করজাতাস্তে স্বে স্বে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১৫॥ ন বিপর্য্যস্তি ঋতবো নাকালে বর্ষতে ঘনঃ। ন শস্যহানির্ন মরুৎ ক্ষুন্ন পীড়য়তি প্রজাঃ॥ ১৬॥ দুর্ভিক্ষম° নাত্র রাষ্ট্র-ভঙ্গঃ প্রজায়তে। নালভ্যং তত্র বর্ত্তস্তু যৎকিঞ্চিৎ পৃথিবীগতম্॥ ১৭॥ এবং সর্ব্বগুণৈর্যুক্তো নানা-দ্রুমলতাকুলঃ। অর্জ্জুনাশোক-পুন্নাগ-তাল-হিন্তাল-শালকৈঃ॥ ১৮॥ প্রাচীনামলকৈর্লোধ্রৈর্বকুলৈর্নাগ-কেশরৈঃ। নারিকেলৈঃ প্রিয়ালৈশ্চ সরলৈর্দেব-দারুভিঃ॥ ১৯॥ ধবৈশ্চ খদিরৈর্বিল্বৈঃ পনসৈশ্চ কপিত্থকৈঃ। চম্পকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ কোবিদারৈঃ সপাটলৈঃ॥ ২০॥ কদম্বনিম্ব-নিচুলচূতালামল-কৈস্তথা। নাগরঙ্গৈশ্চ জম্বীরৈর্নীপকৈর্মাতুলুঙ্গকৈঃ॥ ২১॥ মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ ন্যগ্রোধাগুরুচন্দনৈঃ। খর্জ্জুরাম্রাতকৈঃ সিদ্ধৈর্মুচুকুন্দৈঃ সকিংশুকৈঃ॥ ২২॥ তিন্দুকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ অশ্বত্থৈশ্চ বিভীতকৈঃ। অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ প্রকীর্ণঃ সুমনোহরৈঃ॥ ২৩॥ মালতীকুন্দবাণৈশ্চ করবীরৈঃ সিতেতরৈঃ। কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ সকুব্জকৈঃ॥ ২৪॥ এলা-লবঙ্গ-কক্কোল-দাড়িমৈর্বীজপূরকৈঃ। শ্রেণী-কৃতৈঃ পুগবনৈরুদ্যানৈঃ শতশো বৃতঃ॥ ২৫॥ নানা°লতাকীর্ণঃ পর্ব্বতৈঃ সিন্ধুভির্বৃতঃ। স এষ দেশপ্রব। উৎকলাখ্যো দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২৬॥ ঋষি-কুল্যা° সমাসাদ্য দক্ষিণোদধিগামিনীম্। স্বর্ণরেখা-মহানদ্যোর্মধ্যে দেশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ২৭॥ সন্ত্যত্র পুণ্যায়তনে ক্ষেত্রাণি সুবহূন্যপি। পূর্ব্বং°বস্তীর্থ-যাত্রায়াং বর্ণিতানি ম° দ্বিজাঃ। ভূস্বর্গঃ সাম্প্রতং হ্যেষ কথিতঃ পুরুষোত্ত°ঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ওড্রদেশপ্র° সাবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

অতিথিগণ তাহাদের বাড়ীতে গমন করিয়া ইচ্ছাধিক সৎকার লাভ করিয়া থাকে। তথাকার বৈশ্যগণ, কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত থাকে এবং ভক্তি ও অর্থ দিয়া দেবতা, গুরু °ণের প্রীতি উৎপাদন করে। যাচক একজনের °তে উপস্থিত হইয়া এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হয় যে, তাহাকে আর অন্য বাড়ীতে যাইতে হয় না। তথাকার সকলেই প্রায় কাব্যসঙ্গীতাদি বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যায় সুনিপুণ এবং প্রিয়বাদী। শূদ্রগণ ধর্ম্মপরায়ণ, সকলেই স্নান-দানাদি সৎকর্ম্মে নিরত। কায়-মনো-বাক্যে এবং অর্থ দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তথায় যে সকল সঙ্কর-জাতি আছে, তাহারাও সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত। তথায় যথাকালে ঋতুর কার্য্য হইয়া থাকে, বিন্দু-মাত্র ব্যত্যয় হয় না, মেঘ অকালে বর্ষণ করে না, শস্যহানি কখনই হয় না, বাত্যা বা অতিবৃষ্টি কখনই হয় না, প্রজাগণ কখনই ক্ষুধায় কাতর থাকে না। দুর্ভিক্ষ, মরক ও রাষ্ট্রবিপর্য্যয় কখনই হয় না, পৃথিবীর কোন বস্তুই তথায় দুর্লভ নহে। সেই দেশ নিখিলগুণসম্পন্ন, নানাবিধ বৃক্ষলতায় সুশোভিত। অর্জ্জুন, অশোক, পুন্নাগ, তাল, হিন্তাল, শাল, প্রাচীনামলক, লোধ্র, বকুল, নাগকেশর, নারিকেল, প্রিয়াল, °পনস, কপিত্থ, চম্পক, কর্ণিকার, কোবিদার, পাটল, কদম্ব, নিম্ব, নিচুল, আম্র, আমলা, নাগরঙ্গ, জম্বীর, নীপ, মাতুলুঙ্গ, মন্দার, পারিজাত, বট, অগুরু, চন্দন, খর্জ্জুর, আম্রাতক (আমড়া), সিদ্ধ, মুচকুন্দ, কিংশুক, তিন্দুক, সপ্তপর্ণ, বিভীতক, ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষরাজি দ্বারা ঐ দেশ অতি মনোহর, মালতী, কুন্দ, বাণ, করবীর, কেতকী, অতিমুক্ত, কুব্জ, এলা, লবঙ্গ, কক্কোল, দাড়িম, বীজপূরক, প্রভৃতি নানা কুসুমবৃক্ষ ঐ দেশে প্রচুর বিদ্যমান। উদ্যানের চারিধার সারি সারি পুগবৃক্ষে বেষ্টিত। হে দ্বিজোত্তমগণ। নানা বৃক্ষ-লতা বিবিধ পর্ব্বত ও নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত এই উৎকল দেশ নিখিল দেশের মধ্যে অতি উত্তম। এই দক্ষিণসমুদ্রগামিনী ঋষিকুল্যানদী অবধি করিয়া উত্তরবর্ত্তিনী স্বর্ণরেখা ও মহানদীর মধ্যে যাবৎ প্রদেশ আছে, তৎসমুদায় দেশ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। হে দ্বিজগণ। এই পবিত্র দেশে বহুতর ক্ষেত্র আছে; ইহা আমি তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে তোমাদের নিকটে পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইরূপ ইহা পৃথিবীতে ভূস্বর্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১২—২৮।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ। কস্মিন্ যুগে স তু মুনে ইন্দ্রদ্যুম্নোঽভবন্নৃপঃ। কস্মিন্ দেশেঽস্য নগরং কথং বা পুরুষোত্তমম্॥ ১॥ গত্বা চ বিষ্ণোঃ প্রতিমাং কারয়ামাস বা কথম্। এতৎ সর্ব্বং বিস্তরতঃ কথয়স্ব মহামুনে॥ ২॥ যাথাতথ্যেন সর্ব্বজ্ঞ পরং কৌতূহলং হি নঃ॥ ৩॥ জৈমিনিরুবাচ। সাধু সাধু দ্বিজশ্রেষ্ঠা যৎপৃচ্ছধ্বং পুরাতনম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্॥ ৪॥ চরিতং তস্য বক্ষ্যামি তথা বৃত্তং কৃতে যুগে। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে সাবধানা জিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ৫॥ আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রা ইন্দ্রদ্যুম্নো মহানৃপঃ। সূর্য্যবংশে স ধর্ম্মাত্মা স্রষ্টুঃ পঞ্চমপুরুষঃ॥ ৬॥ সত্যবাদী সদাচারোঽভবদাতঃ সাত্ত্বিকাগ্রণীঃ। ন্যায়াৎ সদা পালয়তি প্রজাঃ স্বা ইব স প্রজাঃ॥ ৭॥ অধ্যাত্মবিজ্ঞানশৌণ্ডঃ শূরঃ সংগ্রামবর্দ্ধনঃ। সদোদ্যতঃ সদা বিপ্রপূজকঃ পিতৃভক্তিমান্॥ ৮॥ অষ্টাদশসু বিদ্যাসু বৃহস্পতিরিবাপরঃ। ঐশ্বর্য্যেণ সুরাধীশঃ কুবেরঃ কোষসঞ্চয়ে॥ ৯॥ রূপবান্ সুভগঃ শীলো দাতা ভোক্তা প্রিয়ংবদঃ। যষ্টা সমস্তযজ্ঞানাং ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ॥ ১০॥ বল্লভো নরনারীণাং পৌর্ণমাস্যাং যথা শশী। আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ শত্রুক্ষয়ক্ষমঙ্করঃ॥ ১১॥ বৈষ্ণবঃ সত্যসম্পন্নো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। রাজসূয়ং ক্রতুবরং বাজিমেধসহস্রকম্॥ ১২॥ ইয়াজ পরমং শ্রীমান্ মুমুক্ষুর্ধর্ম্মতৎপরঃ। এবং সর্ব্বগুণোপেতঃ পৃথিবীং পালয়ন্নৃপঃ॥ ১৩॥ অবন্তীং নাম নগরীং মালবে ভুবি বিশ্রুতাম্। উবাস সর্ব্বরত্নাঢ্যাং দ্বিতীয়ামমরাবতীম্॥ ১৪॥ অত্র স্থিতো নরপতির্বিষ্ণৌ ভক্তিমনুত্তমাম্। চকার মনসা বাচা কর্ম্মণা পরমাদ্ভুতাম্॥ ১৫॥ এবং প্রবর্ত্তমানোঽসৌ কদাচিৎ শ্রীপতের্বিভোঃ। পূজাসময়মাসাদ্য দেবার্চ্চনগৃহান্তরে॥ ১৬॥ বিদ্বদ্ভিঃ কবিভিশ্চৈব তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গিভিঃ। দৈবজ্ঞৈঃ শ্রোত্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং পুরোহিতমুপস্থিতম্॥ ১৭॥ আদৃতো ব্যাজহারেদং জ্ঞায়তাং ক্ষেত্রমুত্তমম্। যত্র সাক্ষাৎ জগন্নাথং পশ্যাম্যেতেন চক্ষুষা॥ ১৮॥ এবমুক্তো নৃপাগ্র্যেণ বৈষ্ণবেন পুরোহিতঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহর্ষে! কোন্ যুগে সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হইয়াছিলেন? কোন দেশে ইঁহার নগর? এবং তিনি কি প্রকারে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করেন ও কি নিমিত্ত বিষ্ণুর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? এই সকল যথার্থরূপে বিস্তার করিয়া বর্ণন করুন। আমাদের তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সাধু সাধু, আপনারা আমার নিকটে যে সর্ব্বপাপঘ্ন পবিত্র ভোগমোক্ষপ্রদ শুভ পুরাতন কাহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই কাহিনী, সেইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার চরিত্র—সত্যযুগের সেই অদ্ভুত উপাখ্যান. আপনাদের নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি;—হে জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ! আপনারা সকলে একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। জৈমিনি কহিলেন,—হে মুনিগণ! সত্যযুগে সূর্য্যবংশে জাত ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মার পঞ্চম পুরুষ। তিনি সত্যবাদী, সদাচারী, নিষ্পাপ ও সাত্ত্বিকশ্রেষ্ঠ। তিনি প্রজাদিগকে ন্যায়পরতা সহকারে সন্তানের ন্যায় পালন করিতেন। সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতি আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানচর্চ্চানিরত, সংগ্রামে বিজয়ী বিখ্যাত বীর, সর্ব্বদা উদযোগী, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণপূজক এবং পিতৃভক্ত। তিনি অষ্টাদশ বিদ্যায় দ্বিতীয় বৃহস্পতি, ঐশ্বর্য্যে অমরেন্দ্র, এবং ধনসঞ্চয়ে কুবের। তিনি রূপবান্, সুভগ, সুশীল, দাতা, ভোক্তা, প্রিয়ভাষী, নিখিল-যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, ব্রহ্মণ্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নরনারী-প্রিয়পাত্র, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, শত্রুপক্ষের ক্ষতিকর, বৈষ্ণব, সত্যপরায়ণ, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয়। পরমধার্ম্মিক শ্রীমান্ ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ মুক্তিকামনায় রাজসূয় মহাযজ্ঞ এবং শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপ সকল-গুণবিশিষ্ট পৃথিবীপালক সেই রাজা দ্বিতীয়া অমরাবতীর ন্যায় সর্ব্বরত্নযুক্তা সুবিখ্যাতা অবন্তী নগরীতে বাস করিতেন। ১—১৪। তিনি সেই নগরে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে বিষ্ণুর প্রতি অচলা ও পরম অদ্ভুত ভক্তি প্রকাশ করিতেন। এই প্রকারে বর্ত্তমান সেই নরপতি একদা দেবার্চ্চনগৃহে শ্রীপতি বিষ্ণুর পূজা সময়ে, বিদ্বদ্‌বৃন্দ, কবিগণ ও তীর্থযাত্রা-প্রস্তাবকারী দৈবজ্ঞ ও শ্রোত্রিয় প্রভৃতির সহিত উপস্থিত পুরোহিতকে সমাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, জানেন্ উত্তম ক্ষেত্রধাম কোথায়? যেখানে সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবকে এই চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দর্শন করা যায়। পুরোহিত সেই বিষ্ণুভক্ত নৃপশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক এইপ্রকার জিজ্ঞা-

তীর্থযাত্রিব্রজং পপ্রচ্ছ বাচ প্রশ্রয়ং বচঃ ॥ ১৯ ॥ ভো ভোস্তীর্থাটনব্যগ্রা ধার্ম্মিকা দেশকোবিদাঃ। যদাদিশতি দেবোঽয়ং যুষ্মাভিস্তৎ শ্রুতং কিল ॥ ২০ ॥ বিজ্ঞায় তদভিপ্রায়ং কশ্চিৎ সুবহুতীর্থগঃ। উবাচ বাগ্মী রাজানং বদ্ধাঞ্জলিপুটো মুদা ॥ ২১ ॥ রাজন্নেকতীর্থানি ব্যচারিষমহং প্রভো। আ শৈশবাৎ ক্ষিতিতলে শ্রুতান্যন্যৈশ্চ তীর্থগৈঃ। ওড্রদেশ ইতি খ্যাতে বর্ষে ভারতসংজ্ঞকে। দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ২৩ ॥ তত্র নীলগিরির্নাম সমন্তাৎ কাননাবৃতঃ। তস্যোৎসঙ্গে কল্পবৃক্ষঃ সমন্তাৎ ক্রোশসম্মিতঃ ॥ ২৪ ॥ যস্য চ্ছায়াং সমাক্রম্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি। তস্য পশ্চাদ্দিশি খ্যাতং কুণ্ডং রৌহিণসংজ্ঞকম্ ॥ ২৫ ॥ তৎ পূর্ণং কারণাম্ভোভিঃ স্পর্শনাদেব মুক্তিদম্। তস্য প্রাকৃতটমাস্থায় নীলেন্দ্রমণিনির্ম্মিতা ॥ ২৬ ॥ তনুঃ শ্রীবাসুদেবস্য সাক্ষন্মুক্তিপ্রদায়িনী। তত্র কুণ্ডে তু যঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তু পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্য বিমুচ্যতে। তত্রাস্তে আশ্রমশ্রেষ্ঠঃ খ্যাতঃ শবরদীপকঃ ॥ ১৮ ॥ পশ্চিমায়াং দিশি বিস্তারৈর্বেষ্টিতঃ শবরালয়ৈঃ। যস্মাদেকপদীমার্গো যেন বিষ্ণ্বালয়ং ব্রজেৎ ॥ ২৯ ॥ যত্র সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ। জন্তূনাং দর্শনান্মুক্তিং যো দদাতি কৃপানিধিঃ ॥ ৩০ ॥ তত্রোষিতং ময়া রাজন্ বর্ষং শ্রীপুরুষোত্তমে। তুষ্ট্যর্থং দেবদেবস্য ব্রতিনা বনবাসিনা ॥ ৩১ ॥ প্রতিরাত্রং ভগবতো দর্শনায় দিবৌকসাম্। আগতানাং মহারাজ দিব্যগন্ধো হ্যমানুষঃ ॥ ৩২ ॥ নানাস্তুতিবচঃ কল্প-পুষ্পবৃষ্টিশ্চ লভ্যতে। মহিমৈষ ন কুত্রাপি বিষ্ণোঃ স্থানে প্রক'শ ত ॥ ৩৩ ॥ পৌরাণিকী প্রবৃত্তিশ্চ শ্রুতা তত্র মহীপতে। বায়সো মাধবং দৃষ্ট্বা তির্য্যগ্দেহোঽপ্যমুচ্যত ॥ ৩৪ ॥ নাধিকারী পুণ্যকৃত্যে জ্ঞানহীনোঽপি পার্থিব। তৃষ্ণার্ত্তো রৌহিণে কুণ্ডে জলং পাতুং সমাগতঃ ॥ ৩৫ ॥ ত্যক্ত্বা কালবশাৎ প্রাণান্ বিষ্ণুসারূপ্যমাপ্তবান্ অহমাসং পুরা মূর্খস্তৎপ্রসাদাত্তু সাম্প্রতম্ ॥ ৩৬ ॥ অষ্টাদশসু বিদ্যাসু শেষো ন স্যান্মমাপরঃ। মতিশ্চ নির্ম্মলা জাতা বিষ্ণুং

সিত হইয়া তীর্থযাত্রিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সপ্রশ্রয় প্রশ্ন করিলেন। হে তীর্থযাত্রিগণ! আপনারা সর্ব্বদা তীর্থপর্য্যটনে ব্যগ্র ও [illegible]ক এবং বহুদেশদর্শী, এই নরদেব যাহা আ[illegible] করিলেন, তাহা কি আপনারা শুনিয়াছেন? বহুতীর্থগামী বক্তা এক ব্যক্তি সেই পুরোহিতের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া হর্ষপূর্ব্বক রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! আমি শিশুকাল হইতে এই ভূমণ্ডলে অনেক তীর্থ বিচরণ করিয়াছি এবং অন্যান্য তীর্থগামী ব্যক্তির নিকটেও শুনিয়াছি যে, এই ভারতবর্ষে বিখ্যাত ওড্রদেশে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে শ্রীপুরুষোত্তম নামে উত্তম ক্ষেত্র আছে। তাহাতে নীলগিরি নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার চতুর্দ্দিক্ নানা বনে আবৃত; তাহার অন্তভাগে চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ পরিমাণ এক কল্পবৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষের ছায়াস্পর্শে ব্রহ্মহত্যার পাপ নষ্ট হয়। তৎপশ্চিমে রৌহিণ নামে বিখ্যাত এক কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ড কারণসলিলে পূর্ণ এবং দর্শন মাত্রেই মুক্তিপ্রদ; ঐ কুণ্ডের পূর্ব্বতটে নীলকান্তমণি-নির্ম্মিত ভগবান্ বাসুদেবের মূর্ত্তি আছে, উহা সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ। যে ব্যক্তি সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, সে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত [illegible] করে। তাহার পশ্চিমদিকে শবরদীপক নামে বিখ্যাত একটি শ্রেষ্ঠ আশ্রম আছে, উহা শবরজাতির গৃহসমূহে বেষ্টিত। সেই স্থান হইতে বিষ্ণুর আলয়ে গমন করা যায়, এরূপ একটী একপদী পথ আছে, যেখানে সাক্ষাৎ জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদা ধারণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। সেই কৃপানিধি দর্শনমাত্রে জীবগণকে মুক্তি বিতরণ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমি এক বৎসর দেবদেবের তুষ্টির নিমিত্ত বনবাসী তপস্বী হইয়া সেই পুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলাম, তথায় ভগবানের দর্শন নিমিত্ত প্রতিরাত্রিতেই আগত দেবতা সকলের একটি অমানুষ গন্ধ প্রাপ্ত হইতাম। ১৫—৩২। তথায় অনবরত বিবিধ প্রকার স্তুতিবাক্য উদ্‌ঘোষিত ও কল্পবৃক্ষের পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। এইরূপ বিষ্ণুর মহিমা আর কোনও স্থানে দেখা যায় না। হে মহীপতে! সেই স্থানে একটি প্রাচীন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, একটি কাকপক্ষী তির্য্যগ্‌জাতি হইয়াও মাধবকে দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। হে পার্থিব! জ্ঞানহীন পক্ষী পুণ্যকৃত্যে অধিকারী নহে, তথাপি তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া রৌহিণকুণ্ডে জলপান করিবার আশায় আসিয়া কালবশে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমিও পূর্ব্বকালে মূর্খ ছিলাম, ইদানীং তাঁহার প্রসাদাৎ অষ্টাদশ বিদ্যায় আমার আর শেষ নাই। [illegible] বুদ্ধি

পশ্যামি মাধবম্ ॥ ৩৭ ॥ ত্বঞ্চ ধর্ম্মাভিবিষ্ণুভক্তোঽসি সততঞ্চ দৃঢ়ব্রতঃ । অতস্তবোপদেশার্থমাগতোঽহং তবান্তিকে ॥ ৩৮ ॥ নো ধনং ন চ ভূমিঞ্চ ত্বত্তঃ সম্প্রার্থয়েঽধুনা । ব্যলীকমেতন্মা বুধ্য তত্রস্থং শ্রীধরং ভজ ॥ ৩৯ ॥ এবমুক্ত্বা তু জটিলঃ সর্ব্বেষাং পশ্যতাং তদা । অন্তর্দ্ধানং জগামাশু রাজা পরমবিস্ময়ম্ ॥ ৪০ অবাপ্য ব্যাকুলমতিঃ কথং মে নির্ব্বহেদিতি । পুরোহিতমুবাচেদং তস্যৈবার্থস্য সাধনে ॥ ৪১ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ । মম ধর্ম্মার্থকামা হি ত্বদায়ত্তা দ্বিজোত্তম । অবিরুদ্ধস্তৎপ্রসাদাৎ ত্রিবর্গঃ সাধিতো ময়া ॥৪২॥ অমানুষমিদং বৃত্তং শ্রুত্বেদানীমমানুষাৎ ॥ বুদ্ধিস্তবয়তে তত্র যত্রাস্তেঽসৌ গদাধরঃ ॥ ৪৩ ॥ ইদানীঞ্চেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বমত্রার্থে যতিষ্যসি । * চতুর্ব্বর্গস্য সম্পূর্ণঃ প্রাপ্তঃ স্যাৎ সাম্প্রতং ময়া ॥ ৪৪ ॥ পুরোহিত উবাচ । বাঢমেতৎ করিষ্যামি যথা দ্রক্ষ্যসি কেশবম্ । চর্ম্মাচ্ছাদিতচক্ষুর্ভ্যাং সাক্ষান্মুক্তিপ্রদং বিভুম্ ॥ ৪৫ ॥ এবমত্র যতিষ্যামি তত্র সর্ব্বে যথা বয়ম্ । বৎস্যামঃ সুমহাপুণ্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৪৬ ॥ ব্রাহ্মণ্যং কিমতো রাজন্ যস্মিনো জন্মনো ভবেৎ । পুরুষং তমসঃ পারং সাক্ষাদ্দ্রক্ষ্যতি মানবঃ * ॥ ৪৭ ॥ ভ্রাতা বিদ্যাপতির্নাম কনীয়ান্মে ব্রজিষ্যতি । দেশভ্রমণশীলৈশ্চ চারৈঃ সহ তবাধুনা ॥ ৪৮ ॥ তত্র গত্বা জগন্নাথং দৃষ্ট্বা স চ গিরৌ যথা । কটকাবাসসংস্থানং † ভূপ্রদেশং প্রমায় চ ॥ ৪৯ ॥ তূর্ণং প্রবৃত্তিমানেতা শ্রেয়োঽস্মাকং ভবিষ্যতি । তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা পুনরুবাচ হ ॥ ৫০ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ । সাধু ব্রহ্মন্ সমাধায় ব্যবসায়ো বিচারিতঃ । অহং প্রথমতোঽপ্যেতৎ শ্রুত্বৈব কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৫১ ॥ তত্র ক্ষেত্রে ভগবতঃ সন্নিধৌ নিবসাম্যহম্ । তদ্গচ্ছতু ভবদ্ভ্রাতা যথেষ্টং সাধয়িষ্যতি ॥ ৫২ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরে রাজা প্রবিবেশ মুদান্বিতঃ । পুরোহিতোঽপি তান সর্ব্বান্ যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৫৩ ॥ রাজাজ্ঞয়া পূজয়িত্বা প্রাহিণোৎ স্বং স্বমাশ্রমম্ । ভ্রাতরং সুমুহূর্ত্তে চ দৈবজ্ঞবিধিনিশ্চয়ে ॥ ৫৪ ॥ প্রস্থাপয়ামাস তদা কৃতস্বস্ত্যয়নং দ্বিজৈঃ । অথ সর্ব্বৈঃ প্রাত্যহিকৈঃ পুষ্পস্যন্দনমাস্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥ ততঃ

নির্ম্মল হইয়াছে ; আমি সকলেতেই বিষ্ণুরূপ দর্শন করি, অন্যরূপ দেখি না। আপনি বিষ্ণুভক্ত এবং সতত দৃঢ়ব্রত, এই জন্য আপনাকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আপনার নিকট ধন ও ভূমি প্রার্থনা করিতে আসি নাই, আমার এই কথা অলীক বিবেচনা না করিয়া পুরুষোত্তমস্থ পুরুষোত্তমকে ভজনা কর। সেই জটিল তপস্বী এই উপদেশ দিয়া সকল দর্শকদিগের নিকট হইতে সত্বর অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাজা নিতান্ত বিস্ময়ে ব্যাকুলচিত্ত হইলেন যে, আমি ইহা কিরূপে নির্ব্বাহ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহা সাধনের জন্য পুরোহিতকে বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ তোমার অধীন। তোমার প্রসাদাৎ অবিরোধে আমি ঐ ত্রিবর্গ সাধন করিয়াছি। ইদানীং অমানুষ হইতে অমানুষিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যে স্থলে সেই গদাধর আছেন, তথায় আমার বুদ্ধি সত্বরগামিনী হইয়াছে। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। এইক্ষণে আপনি যদি এই নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইতে পারিব। পুরোহিত কহিলেন,—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহাতে সেই সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা কেশবকে চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পাও, তাহা আমি অবশ্য করিব। সেই মহাপুণ্য পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আমরা সকলে গমন করিয়া তাহাতে বাস করিতে পারি, সেইরূপ যত্ন করিব। হে রাজন্! যাহারা এক্ষণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের জন্মের ইহা অপেক্ষা আর কি ফললাভ হইবে? সেই তমোগুণাতীত পুরুষকে মনুষ্য হইয়া সাক্ষাৎ দর্শন করিবে। ইদানীং তোমার দেশভ্রমণশীল চরগণের সহিত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতি গমন করিবেন। সে স্থানে গমন করিয়া সেই নীলগিরিতে জগন্নাথকে দর্শন করিয়া কটকদেশে বাসোপযোগী স্থান নির্ণয়পূর্ব্বক শীঘ্রই সংবাদ আসিলে আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি হইবেক। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি উত্তম নিশ্চয় করিয়াছেন, আমি শ্রবণ মাত্রেই সেই ক্ষেত্রে ভগবানের নিকট বাস করিব নিশ্চয় করিয়াছি, অতএব তোমার ভ্রাতা তত্র গমন করিয়া ইষ্টসাধন করুন্।৩৩—৫২। রাজা ইহা বলিয়া অন্তঃপুরে হর্ষান্বিতচিত্তে গমন করিলেন। পুরোহিতও সেই সকল ব্যক্তিকে রাজাজ্ঞাক্রমে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া স্বীয় স্বীয় আশ্রমে যাইতে বিদায় দিলেন এবং ভ্রাতা

---

* [illegible] ইতি বা পাঠঃ ।

* 'দ্রক্ষ্যসি মাধবম্' ইতি পাঠান্তরম্ ।

† 'কণ্টকাবাসসংস্থানম্' পাঠান্তরম্ ।

যদাশ্রিতো বিপ্রাঃ স তু বিদ্যাপতির্দ্বিজঃ । মনসা চিন্তয়ন্ দেবং মার্গে পুষ্পকমাস্থিতঃ ॥ ৫৬ ॥ অহো মে সফলং জন্ম সুকল্যা শর্ব্বরী চ মে । দ্রক্ষ্যামি যদ্ভগবতো মুখপদ্মমঘাপহম্ ॥ ৫৭ ॥ শ্রবণাদ্যৈরুপায়ৈর্যং যতমানা অহর্নিশম্ । পশ্যন্তি যতয়স্তত্র পুণ্ডরীকে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫৮ ॥ তমদ্য নীলশিখরিশৃঙ্গস্থং বিভ্রতং বপুঃ । বপুঃসম্বন্ধহরণং সাক্ষাদ্‌দ্রক্ষ্যামি চক্রিণম্ ॥ ৫৯ ॥ শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণবাক্যৈর্যদ্রূপমাস্থাপয়িতুং ন শক্যম । তৎ শ্রীনিধে রূপমদৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্ট্বা তরিষ্যাম ভবাম্বুরাশিম্ ॥ ৬০ ॥ যন্নামসঙ্কীর্ত্তনতস্ত্রিধাংহঃসঙ্ঘঃ প্রণাশং স্মরতাং প্রয়াতি । তমদ্য বিশ্বেশ্বরমপ্রমেয়ং সাক্ষাৎ করিষ্যামি গিরৌ বসন্তম্ ॥ ৬১ ॥ যৎপাদপদ্মানহুসংস্থিতস্য পদে পদে দুঃখমুপার্জ্জিতস্য । তমঃপ্রকাণ্ডপ্রভবং কদাচিৎ নাস্মাশ্রিতং কর্ম্মভিবেতি নাশম্ ॥ ৬২ ॥ আবাধ্য সূক্ষ্মং স্বগুহানিবাসং যং পঞ্চকোষানৃতমাত্মসংস্থম্ । বেদান্তগীবাহ ন চাপি বেদং বন্দে স্ববিদ্যৈকনিবেদ্যমাদ্যম্ ॥ ৬৩ ॥ ব্রহ্মাণ্ডমালাকলিতাম্বুলোমং সহস্রমূর্দ্ধাঙ্ঘ্রিদৃশং পুরাণম্ । নিশ্বাসবাতোত্থিত-বেদরাশিং সর্ব্বপ্রপঞ্চেশমহং প্রপদ্যে ॥ ৬৪ ॥ যন্মায়য়া নির্ম্মিতকূটমেতৎ সৃষ্টিক্ষয়স্থানবিলাসিরূপম্ । নিরূপিতারোপিতহেয়রূপস্বরূপহীনং প্রণবস্বরূপম্ ॥ ৬৫ ॥ তির্য্যক্তৃষাশান্তিনিমিত্ততোঽপি যদৃচ্ছয়া যৎসবিধং প্রয়াতঃ । দেহেন তেনৈব স্বরূপমুক্তিমবাপ তং দৃষ্ট্যতিথিং করিষ্যে ॥ ৬৬ ॥ অহো অহো মে খলু ভাগ্যশংসী যৎকোটিজন্মার্জ্জিতপুণ্য একঃ । সম্মুখিতো মে খলু চর্ম্মদৃগ্‌ভ্যাং বিলোকয়িষ্যে জগদাদিকন্দম্ ॥ ৬৭ ॥ ইত্থং সঞ্চিন্তয়ন বিপ্রঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা । অতীতং বহুমধ্বানং নাবুধ্যদ্রথবেগতঃ ॥ ৬৮ ॥ দিনমধ্যে ব্যতিক্রান্তে লম্বিতে বহুবাসবে । বর্ত্মন্যদৃশ্যতাগ্রে তু দেশো ভুবনমঙ্গলঃ । ওড্রসংজ্ঞস্ত ভো বিপ্রাঃ ক্ষিতিমণ্ডলপাবনঃ ॥ ৬৯ ॥ ইত্থং পশ্যন বনান্যাশু গিরিদুর্গাংশ্চ মার্গকান্ । সূর্য্যাস্তময়বেলায়াং মহানদ্যাস্তটেঽভবৎ ॥ ৭০ ॥ অবরুহ্য

বিদ্যাপতিকে স্বস্ত্যয়নপূর্ব্বক শুভক্ষণে প্রেরণ করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর বিশ্বস্ত লোক কর্ত্তৃক পথে আনীত পুষ্পক-রথে আরোহণ করিয়া বিদ্যাপতি মনে মনে জগন্নাথ দেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।—অহো! আমার জন্ম সফল ..., আজ আমার রজনী সুপ্রভাতা হইয়াছে, যেহেতু ভগবানের পাপনাশক মুখপদ্ম দেখিতে পাইব। যাঁহাকে শ্রবণাদি উপায় দ্বারা যতিগণ যত্নবান হইয়া দিবারাত্র দর্শন করিতেছেন; অদ্য আমি সেই নীলগিরির শৃঙ্গেতে শ্বেতপদ্মস্থিত মুক্তিদাতা চক্রধারী পুরুষকে সাক্ষাৎ দর্শন করিব। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণবাক্যে যাঁহার রূপ নিরূপণ করা যায় না, সেই শ্রীনিধির অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব। যাঁহার নাম কীর্ত্তন ও স্মরণে ত্রিবিধ পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, নীলাচলে অবস্থিত সেই অপ্রমেয় বিশ্বেশ্বরকে সাক্ষাৎ করিব। যাঁহার পাদপদ্মের স্মরণ ব্যতীত কোন স্থানেই সুখ নাই, পরন্তু পদে পদে দুঃখ; অসৎ কর্ম্মজনিত পাপ যাঁহার পাদপদ্ম সন্ধানরহিত (যাগযজ্ঞাদি)' কর্ম্ম দ্বারা কখনই বিনষ্ট হয় না, বেদান্তবাদী অনেক আরাধনা করিয়া যাঁহাকে অন্নময়াদি পঞ্চকোষ দ্বারা আবৃত আত্মগুহা-নিবাসী অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, পরন্তু স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন না, আমি সেই একমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা-জ্ঞেয় সর্ব্বাদি দেব জগন্নাথকে বন্দনা করি। যাঁহার লোমে লোমে ব্রহ্মাণ্ডমালা, যাঁহার নিশ্বাসবায়ু দ্বারা বেদরাশি উত্থিত হইয়াছে, যিনি সহস্রমস্তক সহস্রপদ এবং সহস্রচক্ষু, সেই সর্ব্বপ্রপঞ্চের অধীশ্বর দেব জগন্নাথকে আশ্রয় করি। এই জগৎপ্রপঞ্চ যাঁহার মায়ায় সৃষ্ট হইয়া সৃষ্টবস্তু এবং স্থিতি-বিনাশশীল হইয়াছে, আরোপ দ্বারা অজ্ঞলোক যাঁহাকে নশ্বর দারু-ময়-রূপ বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকে, সেই রূপবিহীন প্রণবরূপী জগদীশ্বরকে প্রণাম করি। যাঁহার সন্নিধানে কাকপক্ষী তৃষ্ণাশান্তির নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিয়া সেই দেহ হইতে স্বরূপা মুক্তি পাইয়াছে, আমি তাঁহাকে দর্শন-পথের অতিথি করিব। আহা! আজ আমার কি সৌভাগ্য! না জানি পূর্ব্ব জন্মে কত পুণ্য করিয়াছিলাম, কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্যরাশি আজি অপ্রকাশিত হইয়াছে, যেহেতু, জগতের আদি কারণ জগদীশ্বরকে অদ্য চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইব। বিদ্যাপতি হৃষ্টান্তঃকরণে ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে রথবেগে বহু পথ যে অতীত হইয়াছে; ইহা অনুভব করিতে পারিলেন না। ।৫৩—৬৮। হে বিপ্রগণ! বহুদিন গত হইলে অপরাহ্ণে পথিমধ্যে ভূমণ্ডলের পবিত্রতাজনক ও ভুবনের মঙ্গলকারক ওড্রনামক দেশ সম্মুখে দৃষ্টি করিলেন। এই প্রকারে বন, গিরি, দুর্গ ও পথ সকল দর্শন করিতে করিতে সূর্য্যাস্ত-সময়ে

রথান্নিপ্রায় কৃত্বা চাহ্নিকমাগতঃ। উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং দধ্যৌ স মধুসূদনম্ ॥ ৭১ ॥ রথপৃষ্ঠে স্থিতো রাত্রিং গময়িত্বা ত্বরান্বিতঃ। মহানদীং সমুত্তীর্য্য প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্য সঃ। চিন্তয়ন্নেব গোবিন্দং প্রতস্থে রথমাস্থিতঃ ॥ ৭২ ॥ পশ্যন্নুভয়তো মার্গং শ্রোত্রিয়াণাং হি যজ্বনাম্। ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনাং বিপ্রা গ্রামান্ যূপৈরলঙ্কৃতান্ ॥ ৭৩ ॥ বিলঙ্ঘ্যৈকাম্রকবনং যাবদায়াতি স দ্বিজঃ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণো দদৃশে নরান্ ॥ ৭৪ ॥ জন্মান্তরিতমাত্মানং বুবুধে দিব্যরূপিণম্। অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ ॥ ৭৫ ॥ হর্ষাশ্রুপ্লুতনয়নো নাপশ্যৎ কিঞ্চিদপ্যত। কেবলং মনসা বিষ্ণুং পশ্যন্ বাহ্যে চ ভো দ্বিজাঃ। এবং ব্রজন্ যদা বিপ্রো ধ্যায়ন্ পশ্যন্ স্তুবন্ হরিম্ ॥ ৭৭ ॥ অপশ্যৎ কাননাকীর্ণং কল্পন্যগ্রোধভূষিতম্। নীলাচলং লিহন্তং খং পশ্যতাং পাপনাশনম্ ॥ ৭৮ ॥ অত্যদ্ভুতং নিবসতিং সাক্ষাত্তনুভৃতো হরেঃ। উপত্যকায়ামারূঢ়ঃ সমন্তান্মার্গয়ন্ দ্বিজাঃ ॥ ৭৯ ॥ মার্গং ন লেভে বিপ্রোঽসৌ মুকুন্দালোকনোৎসুকঃ। অভ্যুপ্যত ততো ভূমৌ কুশানাস্তীর্য্য বাগ্যতঃ ॥ ৮০ ॥ দর্শনে তস্য দেবস্য তমেব শরণং যযৌ। ততঃ শুশ্রাব বচনং গিরেঃ পশ্চাদমানুষম্ ॥ ৮১ ॥ ভগবদ্ভক্তিবিষয়ং সংলাপং কুর্ব্বতাং মিথঃ। ততো বিদ্যাপতিহৃষ্টোঽনুসরংস্তজ্জগাম * হ ॥ ৮২ ॥ দদর্শ শবরাকারৈর্বেষ্টিতং পরিতো দ্বিজাঃ। ক্ষেত্রস্য দীপসংস্থানং খ্যাতং শবরদীপকম্ ॥ ৮৩ ॥ তত্র গত্বা শনৈর্বিপ্রঃ প্রবিশ্য বিনয়ান্বিতঃ। দদর্শ বিষ্ণুভক্তাংস্তান্ শঙ্খচক্রগদাধরান্ ॥ ৮৪ ॥ প্রণম্য শিরসা বিপ্রস্তস্থৌ বদ্ধাঞ্জলিস্ততঃ। ততো বিশ্বাবসুর্নাম শবরঃ পলিতাঙ্গকঃ ॥ ৮৫ ॥ অবসায় হরেঃ পূজাং পূজাশেষোপশোভিতঃ। সম্প্রাপ্তো গিরিমধ্যাত্তু তস্মিন্নেব ক্ষণে দ্বিজাঃ ॥ ৮৬ ॥ আলোক্য তং দ্বিজো হর্ষমুপযাতো ব্যচিন্তয়ৎ। এষ প্রাপ্তো হরেঃ স্থানাৎ

মহানদীর তটে উপস্থিত হইলেন। হে বিপ্রগণ! বিদ্যাপতি রথ হইতে ভূমিতে অবরোহণ করিয়া আহ্নিক ক্রিয়া সমাপনানন্তর সায়ংসন্ধ্যা-উপাসনা সম্পন্ন করিয়া মধুসূদনকে চিন্তা করিলেন এবং রথপৃষ্ঠে স্থিতিপূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিয়া শীঘ্র মহানদী পার হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর গোবিন্দকে চিন্তা করিতে করিতে রথে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপরে উভয়দিকে পথদর্শন করিতে করিতে একাম্রবন লঙ্ঘন করিয়া শ্রোত্রিয়, যাজ্ঞিক ও ব্রহ্মতেজস্বীদিগের যূপকাষ্ঠ দ্বারা শোভিত গ্রামে আগমন করিলেন। তখন তত্রস্থ নর সকলকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপে দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিজ দেহটীরও দিব্যরূপ দর্শনে যেন 'জন্মান্তর হইল' ইহা বিবেচনা করিলেন। বিদ্যাপতি রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। হর্ষাশ্রুপ্লুত-নয়ন হওয়াতে তিনি আর কিছুই দর্শন করিতে পারিলেন না। হে দ্বিজগণ! তখন তিনি কেবল হৃদয়ে বাহিরে বিষ্ণুকে দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন,—ব্রাহ্মণ এইরূপে বিষ্ণুর ধ্যান, কখন সাক্ষাৎ দর্শন, কখন স্তব করিতে করিতে কিয়দ্দূর গিয়া নীলাচল পর্ব্বত দেখিলেন;—ঐ পর্ব্বত দর্শকদিগের পাপনাশী, উচ্চতায় অভ্রভেদী;—মধ্যে কল্পবটশোভিত, চতুঃপার্শ্বে কাননশ্রেণীবেষ্টিত। ঐ পর্ব্বত অতি অদ্ভুত; সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুর বাসস্থান। ক্রমে তিনি পর্ব্বতের সন্নিকটভূমিতে আরোহণ করিলেন, কিন্তু সেই মুকুন্দদেবদর্শনোৎসুক বিপ্র চারিদিক অনুসন্ধান করিয়াও পথ প্রাপ্ত হইলেন না। তদনন্তর তিনি বাক্য-সংযমপূর্ব্বক ভূমিতে কুশপত্র বিস্তার করিলেন এবং তদুপরি শয়ন করিয়া সেই মুকুন্দ-দেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার শরণাগত হইলেন। তৎপরে পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে যাঁহারা পরস্পর ভগবদ্ভক্তিবিষয়ের আলাপ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সেই অলৌকিক বাক্য শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বিদ্যাপতি হৃষ্ট হইয়া সেই বাক্য অনুসরণ করিয়া গমন করিলেন। সে স্থানে শবরজাতির বাসগৃহসমূহে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত, এবং শবরদিগের নামে বিখ্যাত ক্ষেত্রের দীপসংস্থানটী দর্শন করিলেন। ৬৯—৮৩। তিনি ক্রমে সেই স্থানে বিনীতভাবে প্রবেশ করিয়া সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বৈষ্ণবদিগকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন। পরে বিশ্বাবসু নামে এক জন বৃদ্ধ শবর হরিপূজা সমাপন করিয়া পূজাবশিষ্ট চন্দনাদি দ্বারা শোভিত হইয়া গিরিমধ্য হইতে বিদ্যাপতির নয়নগোচর হইলেন। বিদ্যাপতি তাঁহাকে দেখিয়া সহর্ষচিত্তে চিন্তা করিলেন, হরির স্থান হইতে শ্রান্ত ও নির্ম্মাল্যভূষিত এই বৈষ্ণব-

* 'তং জগাম বৈ' ইত্যপি পাঠান্তরম্।

[illegible] নির্ম্মাল্যভূষিতঃ। বৈষ্ণবাগ্র্য ইতো বার্ত্তাং বিষ্ণোঃ প্রাপ্স্যামি দুর্ল্লভাম্। চিন্তয়ন্নিতি বিপ্রোঽসৌ শবরেণাভ্যবাদয়ৎ * ॥ ৮৮॥ শবর উবাচ। কুতঃ সমাগতো বিপ্র কাননান্তঃ সুদুস্তরম্। ক্ষুত্তৃট্‌পরীতঃ শ্রান্তশ্চ সুখমত্রাস্যতাং চিরম্ ॥ ৮৯ ॥ পাদ্যমাসনমর্ঘ্যঞ্চ দত্ত্বা বিশ্বাবসুর্দ্বিজম্। উবাচ প্রশ্রয়গিরা প্রাস্তব্যং প্রতিপাদয়ন্ ॥ ৯০ ॥ ফলৈঃ পাকেন বা বিপ্র প্রাণযাত্রা ভবেত্তব। যত্তুভ্যং রোচতে বিপ্র ময়া তদ্বৈ প্রদীয়তে ॥ ৯১ ॥ ভাগ্যং মমাদ্য ভগবন জীবিতং সফলঞ্চ মে। প্রাপ্তোঽসি যদ্‌গৃহং বিপ্র সাক্ষাদ্বিষ্ণুরিবাপরঃ ॥ ৯২ ॥ ইতি ব্রুবাণং শবরং প্রোবাচ দ্বিজপুঙ্গবঃ। ন মে ফলৈর্বা পাকেন কার্য্যং বৈষ্ণবপুঙ্গবঃ ॥ ৯৩ ॥ যদর্থমাগতো দূরাৎ সাধো তৎ সফলং কুরু। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য নৃপতেরবন্তীপুরবাসিনঃ ॥ ৯৪ ॥ পুরোহিতোঽহং সম্প্রাপ্তো বিষ্ণোর্দর্শনলালসঃ। রাজাগ্রে তৈর্থিকানাং হি সমাজেঽবসরে শ্রুতম্ ॥৯৫॥ তীর্থক্ষেত্রপ্রসঙ্গেন কেনচিৎ প্রস্তুতং ময়া। যথা নিবেদিতং ক্ষেত্রং রাজাগ্রে জটিলেন বৈ ॥ ৯৬ ॥ আনুপূর্ব্ব্যা চ তৎসর্ব্বং কথয়ামাস স দ্বিজঃ। এতদর্থং ততঃ সাধো রাজ্ঞা চোৎকণ্ঠিতেন বৈ। প্রেষিতোঽহং হরিং দ্রষ্টুমত্রস্থং নীলমাধবম্। দৃষ্ট্বা যাবন্নৃপতের্বার্ত্তাং নেষ্যামি সোঽপ্যহম্। নিরাহারো ধ্রুবং সাধো তস্মাং বিষ্ণুং প্রদর্শয় ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজোপাখ্যানং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ শবরশ্চিন্তয়াকুলঃ। অস্মাকমুপজীব্যোঽসৌ রহস্যস্থো জনার্দ্দনঃ ॥ ১ ॥ উপস্থিতং নো দুর্দ্দৈবং যেন স্যাৎ সার্ব্বলৌকিকঃ। ন দর্শয়ামি চেদ্বিপ্রং শাপং মেঽসৌ প্রদাস্যতি ॥ ২ ॥ সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো মান্যো বিশেষাদতিথিস্ত্বয়ম্। অস্মিন্ বিফলকামে তু দ্বৌ লোকৌ

শ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হইলাম, ইঁহার নিকট দুর্লভ বিষ্ণুর বার্ত্তা প্রাপ্ত হইব। এইরূপ চিন্তাকরণসময়ে শবর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্র। তুমি কোথা হইতে এই দুর্গম কাননে আগমন করিয়াছ? তুমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতে কাতর ও শ্রান্ত অতএব কিঞ্চিৎকাল এই স্থানে সুখে অবস্থান কর। বিশ্বাবসু, পাদ্য, আসন ও অর্ঘ্য দ্বিজকে অর্পণ করিয়া প্রাস্তব্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়া বিনয়বাক্যে নিবেদন করিলেন,—হে বিপ্র। আপনি ফলদ্বারা না পাক করিয়া আহার নির্ব্বাহ করিবেন? আপনার যাহা অভিরুচি বলুন, আমি তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিব। হে ভগবন্। অদ্য আমার পরম ভাগ্য ও জীবন সফল হইল, যেহেতু সাক্ষাৎ অপর বিষ্ণুস্বরূপ আপনাকে গৃহে প্রাপ্ত হইলাম। শবর এই কথা বলিলে বিদ্যাপতি কহিলেন,—আমার ফলে বা পাকে কোন প্রয়োজন নাই। হে সাধো! যে নিমিত্ত দূর হইতে আসিয়াছি, তাহা সফল করুন। আমি অবন্তীপুরবাসী ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পুরোহিত, বিষ্ণুর দর্শনমানসে আসিয়াছি। রাজসন্নিধানে তীর্থপর্য্যটকদিগের সমাজে কোন তীর্থক্ষেত্রপ্রসঙ্গে এই তীর্থের একটী প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াছি, রাজসন্নিধানে জটিল যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আনুপূর্ব্বিক সেই সকল কথা কহিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই হে সাধো। রাজা উৎকণ্ঠিত হইয়া আমাকে অত্রস্থিত নীলমাধব হরিকে দর্শন করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া নরপতির নিকট সংবাদ লইয়া যাবৎ না যাইব, তাবৎকাল নিশ্চয় অনাহারে থাকিব, হে সাধো। এই হেতুক আমাকে সেই বিষ্ণুর দর্শন করাও। ৮৪—৯৮।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—বিদ্যাপতি এই কথা কহিলে শবর চিন্তাকুলিত হইলেন যে, অহো! আমাদিগের দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল, যেহেতুক অস্মদীয় উপজীব্য ও উভয়লোকের সাধন এই নির্জ্জনস্থ জনার্দ্দন, ব্রাহ্মণকে দর্শন করাইলে সকলেই জানিতে পারিবেক। যদি দেখিতে না দিই, তবে ব্রাহ্মণ আমাকে শাপ দিয়া গমন করিবেন। সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ মান্য, বিশেষতঃ ইনি অতিথি, ইঁহার অভিলাষ পূর্ণ না হইলে আমার উভয় লোকই

---

* [illegible] ইতি বা পাঠঃ।

বিফলো মম । এবং বিচারয়ন্ বিশ্বাবসুঃ শবরপুঙ্গবঃ । জনপ্রবাদং সস্মার পুরাণং শবরালয়ে ॥ ৪ ॥ অন্তর্হিতে দেবে ভূম্যন্তর্নীলমাধবে । ইন্দ্রদ্যুম্নো নরপতিঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৫ ॥ মনুষ্যবপুষা যোঽসৌ ব্রহ্মলোকং ব্রজেদপি । সোঽস্মিন্ প্রজাভিরাগত্য বাজিমেধশতেন চ ॥ ৬ ॥ ইষ্ট্বা দারুময়ং বিষ্ণুং চতুর্দ্ধা স্থাপয়িষ্যতি । অস্য .চেদ্ভাগ্যমুৎপন্নং ব্রাহ্মণস্যাতিথের্ভৃশম্ ॥ ৭ ॥ অন্তর্দ্ধানং ভগবতঃ সন্নিধানমথো ভবেৎ । তদেনং দর্শয়িষ্যামি নীলেন্দ্রমণিমচ্যুতম্ ॥ ৮ ॥ ন পৌরুষেয়ং কস্যাপি কর্ত্তব্যং দেবনির্ম্মিতে । ইত্থং বিচার্য্য মনসা শবরশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৯ ॥ উবাচ বিপ্রং পুরতো ধ্যায়ন্তং বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ১০ ॥ শবর উবাচ । অস্মাভিঃ পূর্ব্বতো হ্যেষ উদন্তঃ শ্রুত এব হি । ইন্দ্রদ্যুম্নো নরপতিরত্র বাসং করিষ্যতি ॥ ১১ ॥ ততোঽপি ভাগ্যবাংস্ত্বং হি যদগ্রে নীলমাধবম্ । চক্ষুষা পশ্যসি ব্রহ্মন্ এহি যামো হ্যধিত্যকাম্ ॥ ১২ ॥ ইত্যুক্ত্বা তং করে ধৃত্বা বর্ত্মনা গহনং যযৌ । উপর্য্যুপর্য্যুপারুহ্য শিলাবিষমবর্ত্মনি ॥ ১৩ ॥ একৈকনরগম্যে চ শিলাকণ্টকদুর্গমে । তমঃপ্রায়ে পথি গচ্ছং বোধয়ন্ বচসা দ্বিজম্ ॥ ১৪ ॥ মুহূর্ত্তাভ্যাং রৌহিণস্য কুণ্ডস্যাবিশতাং তটে । তদ্দৃষ্ট্বা সোঽব্রবীদ্বিপ্রং কুণ্ডমেতদ্বিজোত্তম ॥ ১৫ ॥ রৌহিণাখ্যং মহাতীর্থং কারণং সর্ব্বাপাথসাম্ । অত্র স্নাত্বা নরো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং দ্বিজ ॥ ১৬ ॥ এতস্য পূর্ব্বভাগেঽসৌ কল্পস্থায়িবটো মহান্ । ছায়াং যস্য সমাক্রম্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ১৭ ॥ এতয়োরন্তরে ব্রহ্মন্ নিকুঞ্জাভ্যন্তরস্থিতম্ । পশ্য সাক্ষাজ্জগন্নাথং বেদান্তপ্রতিপাদিতম্ ॥ ১৮ ॥ দৃষ্ট্বা জহীহি সকলং বিবিধং পাপসঞ্চয়ম্ । ইত ঊর্দ্ধং ন শোচস্ব পতিতো ভবসাগরে ॥ ১৯ ॥ জৈমিনিরুবাচ । স তু কুণ্ডে দ্বিজঃ স্নাত্বা সম্প্রহৃষ্টমনাঃ সুধীঃ । দূরাৎ প্রণম্য শিরসা বচসা মনসা হরিম্ । তুষ্টাব চৈকাগ্রমনা হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ২০ ॥ বিদ্যাপতিরুবাচ ! প্রধানপুরুষাতীত সর্ব্বব্যাপিন্ পরাৎপর । চরাচরপরীণাম পরমার্থ নমোঽস্তু তে ॥ ২১ ॥ শ্রুতিস্মৃতি-

বিফল হইবেক । শবরশ্রেষ্ঠ বিশ্বাবসু এই বিবেচনা করিতে করিতে তথাকার প্রাচীন জনপ্রবাদ স্মরণ করিলেন যে, এই স্থানে নীলমাধব ভূমিতলে অন্তর্হিত হইলে শক্রতুল্য পরাক্রমশালী ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে কোন নৃপতি (যিনি মনুষ্য শরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন), প্রজাবর্গের সহিত এখানে আগমন করিয়া শত অশ্বমেধ-যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুকে দারুময়রূপে প্রকারচতুষ্টয়ে স্থাপন করিবেন । এই অতিথি ব্রাহ্মণের যদি অত্যন্ত ভাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে অন্তর্দ্ধানপর ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হইবেন । অতএব ইহাঁকে এই নীলেন্দ্রমণিময় ভগবানের দর্শন করাইব, যে হেতু ঈশ্বর যাহা করিবেন, তাহাতে লোকের চেষ্টায় কিছুই হইতে পারে না । শবর পুনঃপুনঃ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই অব্যয়-বিষ্ণুচিন্তাপরায়ণ পুরোবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে কহিলেন ;—ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে নরপতি এই ক্ষেত্রে বাস করিবেন, এ বৃত্তান্ত আমরা পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি । তুমি যখন তাঁহার অগ্রেই নীলমাধবকে স্বচক্ষে দর্শন করিতে চলিলে, তখন তুমি তাঁহা হইতে অধিকতর ভাগ্যবান্ ; অতএব হে ব্রহ্মন্ ! আইস আমরা পর্ব্বতের উপরিভাগে গমন করি । এই কথা কহিয়া শবরপতি বিদ্যাপতির হস্ত ধারণপূর্ব্বক অতি সঙ্কীর্ণ, কেবল একজন মাত্র মনুষ্যের গমনযোগ্য, প্রস্তর এবং কণ্টকে আবৃত, দুর্গম ও প্রায় অন্ধকারময় পথে চলিলেন । এই পথে যাইতে যাইতে শবর কথায় কথায় তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে বুঝাইতে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে কুণ্ডের তটে উপস্থিত হইলেন ও কুণ্ড দৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন যে, হে দ্বিজোত্তম ! এই মহাতীর্থের নাম রৌহিণ, ইহাতে স্নান করিলে মানবগণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করে । ইহার পূর্ব্বভাগে কল্পপর্য্যন্তস্থায়ী এক মহৎ অক্ষয় বটবৃক্ষ আছে ! তাহার ছায়া প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মহত্যার পাপ ক্ষয় হয় । এই দুয়ের মধ্যে নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে বেদপ্রসিদ্ধ, ঐ দেখ, সাক্ষাৎ জগন্নাথ আছেন ; তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিবিধ সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হও । অদ্যাবধি সংসারসাগরে পতিত হইয়া আর শোক করিও না । ১—১৯ । জৈমিনি কহিলেন,—অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বিদ্যাপতি সন্তোষিত হইয়া বিনতমস্তকে প্রণাম করিয়া একাগ্রমনা ও অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া বাক্য ও মনের দ্বারা হরিকে স্তব করিয়াছিলেন । বিদ্যাপতি কহিলেন,—হে সর্ব্বব্যাপিন্ ! হে পরাৎপর ! আপনি প্রকৃতি-পুরুষের অতীত, চরাচর জগতের পরিণাম [illegible] বস্তু, আপনাকে নমস্কার । হে জগৎপতে ! .

পুরাণেতিহাসসম্প্রতিপাদিতৈঃ। কর্ম্মভিত্বং সমারাধ্য এক এব জগৎপতে ॥ ২২ ॥ ত্বত্ত এতজ্জগৎ সর্ব্বং সৃষ্টৌ সম্পদ্যতে বিভো। ত্বদাধারমিদং দেব ত্বয়ৈব পরিপাল্যতে ॥ ২৩ ॥ কল্পান্তে সংহৃতং সর্ব্বং ত্বৎকুক্ষৌ সাবকাশকম্। সুখং বসতি সর্ব্বাত্মন্নন্তর্যামিন্নমোঽস্তু তে ॥ ২৪ ॥ নমস্তে দেবদেবায় ত্রয়ীরূপায় তে নমঃ। চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপেণ জগদ্ভাসয়তে সদা ॥ ২৫ ॥ সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা যস্য পাদাব্জসঙ্গমাৎ। পুনাতি সকলাল্লোকাংস্তস্মৈ পাবয়তে নমঃ ॥ ২৬ ॥ হবীংষি মন্ত্রপূতানি সম্যগ্দত্তানি বহ্নিষু। পরিণামকৃতে তুভ্যং জগজ্জীবয়তে নমঃ ॥ ২৭ ॥ যদংশমুপজীবন্তি জগন্ত্যানন্দরূপিণঃ। সর্ব্বকল্মষহীনায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ। নির্ম্মলায় স্বরূপায় শুভরূপায় মায়িনে। সর্ব্বসঙ্গবিহীনায় নমস্তে বিশ্বসাক্ষিণে ॥ ২৮ ॥ বহুপাদাক্ষিশীর্ষাস্যবাহবে সর্ব্বজিষ্ণবে। সর্ব্বজীবস্বরূপায় নমস্তে সর্ব্বরূপিণে ॥ ২৯ ॥ নমস্তে কমলাকান্ত নমস্তে কমলানন। নমঃ কমলপত্রাক্ষ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ৩০ ॥ অসারসংসারপরিভ্রমেণ নিপীড্যমানং খলু রোগশোকৈঃ। মামুদ্ধরাস্মাদ্ভবদুঃখজাতাৎ পাদাব্জয়োস্তে শরণং প্রপন্নম্ ॥ ৩১ ॥ জৈমিনিরুবাচ। ইতি স্তুত্বা সুরেশানং দেবং প্রণবরূপিণম্। প্রণতঃ প্রণবং মন্ত্রং জজাপ পুরতো হরেঃ ॥৩২॥ জপান্তে শান্তমনসং কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্। মন্যমানং কৃতার্থং স্বং প্রোবাচ শবরো দ্বিজম্ ॥ ৩৩ ॥ বিশ্বস্তুরুবাচ। কৃতার্থস্ত্বং প্রভুং দৃষ্ট্বা সাম্প্রতং দ্বিজপুঙ্গব। দিনান্তোঽভূদ্গৃহং যামঃ ক্ষুধিতোঽসি শ্রমান্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥ বাসোঽপ্যরণ্যে হিংস্রাণাং নাস্মাকমুচিতা স্থিতিঃ। যাবদ্ভানোর্ভান্তি ভাসস্তাবদ্যামো নিজালয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণং পাণৌ গৃহীত্বা শবরঃ পুনঃ। অজগাম দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্বাশ্রমং

একমাত্র আপনিই শ্রুতি, পুরাণ ও ইতিহাস প্রতিপাদিত কর্ম্মসমূহ দ্বারা আরাধ্য বস্তু। হে বিভো! সৃষ্টিকালে এই নিখিল-জগৎ আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, আপনিই এই জগতের আধার। হে দেব! আপনিই ইহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে সর্ব্বাত্মন্! প্রলয়কালে নিখিল-জগৎ সংহার-প্রাপ্ত হইয়া আপনার উদরমধ্যে অবকাশভাবে সুখে অবস্থান করে। হে অন্তর্যামিন্! আপনাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! দেবত্রয় আপনার রূপ, আপনি দেবতাদিগেরও দেবতা, আপনি চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্করূপে সর্ব্বদা জগৎ আলোকিত করিতেছেন। আপনাকে নমস্কার করি। গঙ্গাদেবী যাঁহার পাদপদ্মসম্পর্কে নিখিলতীর্থরূপিণী হইয়া নিখিল লোক পবিত্র করিতেছেন, আপনি সেই গঙ্গাদেবীরও পবিত্রতাকারী নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার করি। যথাবিধানে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হবিঃ যিনি গ্রহণ করেন, আপনি সেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর নারায়ণ, আপনি এই জগৎ-পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছেন, জগদ্বাসীকে জীবিত রাখিতেছেন, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আনন্দরূপী, এই জগদ্বাসী আপনারই অংশবলে উপজীবিত হইয়া থাকে, আপনিই সেই নিষ্পাপ ব্রহ্মাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি মায়াবী হইয়া শুভরূপী, আপনি সকলপ্রকার-সঙ্গশূন্য হইয়া বিশ্বের সাক্ষী, আপনি নির্ম্মল-স্বরূপ, আপনাকে [illegible] করি। আপনি বহুপাদ, বহুনেত্র, বহুমস্তক, বহুমুখ, বহুবাহু, আপনি সর্ব্ববিজয়ী, আপনি সকলের জীবন-স্বরূপ, অধিক কি আপনি সর্ব্বরূপী, আপনাকে নমস্কার করি। হে কমলাকান্ত! আপনাকে নমস্কার, হে কমলাসন! আপনাকে প্রণাম, হে পদ্মপলাশ-লোচন! হে পুরুষোত্তম। আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। দেব! আমি অসারসংসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোগে শোকে সাতিশয় পীড়িত হইতেছি, সম্প্রতি আমি আপনার পাদপদ্মে শরণাপন্ন, কৃপা করিয়া আমাকে সংসার-ক্লেশসমূহ হইতে উদ্ধার করুন। ২০—৩১। জৈমিনি কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ এইরূপে সুরেশ্বর প্রণবরূপী দেব জগন্নাথকে স্তব করিয়া তাঁহার পুরোভাগে প্রণতভাবে উপবেশন করিয়া প্রণব-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। জপাবসানে যখন প্রশান্তচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিলেন এবং মনে মনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, তখন সেই শবর বিশ্বাবসু ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রভুকে দর্শন করিয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, এক্ষণে দিবাবসান, ক্ষুধিত ও শ্রমান্বিত হইয়াছ, চল আমরা গৃহে গমন করি। অরণ্যমধ্যে হিংস্র জন্তুর বাস, সুতরাং আমাদিগের আর এখানে থাকা উচিত হয় না; চল, সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতে না-যাইতেই গৃহে গমন করি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ!

স্বয়মন্বিতঃ ॥৩৬॥ ব্রাহ্মণোঽপি জগন্নাথং ধ্যায়ন্নানন্দসাগরম্। ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্রমজাতানি দুঃখানি বুবুধে ন হি ॥ ৩৭ ॥ শিলাবিষমমার্গেঽপি কণ্টকোৎকরদুর্গমে। ব্রজন্ন দুঃখং লেভেঽসৌ শরীরানাস্থয়া মুদা ॥ ৩৮ ॥ এবং ব্রজন্তৌ তৌ বিপ্রশবরৌ শবরালয়ম্। সায়াহ্নে সমনুপ্রাপ্তৌ বৈষ্ণবাগ্র্যৌ তু ভো দ্বিজাঃ ॥ ৩৯ ॥ তত্রাতিথিমনুপ্রাপ্তং ব্রাহ্মণং শবরোত্তমঃ। ভোক্ষ্যভোজ্যবিধানৈশ্চ বিবিধৈঃ সমপূজয়ৎ ॥ ৪০ ॥ ততোঽতিতৃপ্তস্তদ্দত্তৈরুপচারৈর্নৃপোচিতৈঃ। বিস্ময়ং পরমং লেভে শবরস্থ সুদুর্লভৈঃ ॥ ৪১ ॥ শবরোঽয়ং নিবসতি বিষমে কাননান্তরে। আরণ্যকৈর্বর্ত্তমানঃ কথমস্য গৃহান্তরে ॥ ৪২ ॥ রাজার্হভক্ষ্যভোজ্যানি সুলভান্যদ্ভুতং মহৎ। ইতি বিস্ময়মাপন্নং ব্রাহ্মণং শবরস্তদা। প্রোবাচ স্নিগ্ধবচসা বিনয়াবনতো ভৃশম্ ॥ ৪৩ ॥ শবর উবাচ। ভো বিপ্র শ্রমহীনোঽসি কচ্চিৎ ক্ষুত্তৃড়্বিবর্জ্জিতঃ। আরণ্যকানাং ভবনে নাগরাণাং সুখং কুতঃ ॥ ৪৪ ॥ অজ্ঞাতা নাগরী বৃত্তিঃ শবরৈস্তু বিশেষতঃ। রাজোপজীবিনাং শ্রেষ্ঠৌ রাজামাত্যপুরোহিতৌ ॥ ৪৫ ॥ তয়ো রাজসমঃ পূজ্যঃ পুরোধাঃ শাস্ত্রসম্মতঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নো নরপতিঃ সার্ব্বভৌমঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৬ ॥ ত্বয়ি তুষ্টে স সন্তুষ্টো ভবিতা বিপ্র ভবিষ্যতি। ইত্যুক্তবত্যরণ্যস্থে স তু প্রীতস্তয়ো দ্বিজঃ। উবাচ শবরং স্মিত্বা বিনয়াদ্ভুতবাদিনম্ ॥৪৭॥ বিদ্যাপতিরুবাচ। সাধো মদুপচারায় কৃতান্যেতানি যানি তে। বস্তূন্যমানুষাণীহ যান্যদৃষ্টানি রাজভিঃ ॥ ৪৮ ॥ চিত্রমেতদ্দিব্যবস্তুসঞ্চয়ঃ শবরালয়ে। এতজ্জ্ঞাতুং কৌতুকং মে সাধো তদ্বর্দ্ধতে মহৎ ॥৪৯॥ শবর উবাচ। এতৎপ্রকাশনে বিপ্র মতির্নোৎসহতে মম। তথাপি তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তিথিভক্ত্যা বদাম্যহম্ ॥ ৫০ ॥ শক্রাদয়ো দেবগণাঃ সমায়ান্ত্যন্বহং দ্বিজ। দিব্যোপচারানাদায় পূজনায় জগৎপতেঃ ॥ ৫১ ॥ পূজয়িত্বা জগন্নাথং স্তুত্বা নত্বা চ ভক্তিতঃ। গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ সন্তোষ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫২ ॥ পুনঃ প্রয়ান্তি সততং ত্রিদিবং সুরসত্তমাঃ। দিব্যান্যেতানি বস্তূনি নির্ম্মাল্যানি জগৎপতেঃ। দত্তানি

সেই ব্যাধ বিশ্বাবসু এই বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক ত্বরা সহকারে নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। বিদ্যাপতি জগন্নাথকে ধ্যান করিতে করিতে আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শ্রমজনিত দুঃখ সকল জানিতে পারেন নাই। প্রস্তর ও কণ্টকে দুর্গম্য পথে গমন করিয়াও ঐ বিপ্র শরীরকে অস্থায়ী বিবেচনায় কিছুমাত্র দুঃখ বোধ করেন নাই। হে মুনিগণ! বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বিপ্র ও শবর উভয়ে এই প্রকার গমন করিয়া সায়াহ্নে শবরের গৃহ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ অতিথিকে প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা শবরোত্তম বিশ্বাবসু সেই কালে তাঁহাকে সুন্দররূপে পূজা করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ শবরের নিকট—যাহা শবরের বাড়ীতে অসম্ভব, এরূপ রাজযোগ্য উপচার প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন,—কি আশ্চর্য্য! এই শবর দুর্গম অরণ্য মধ্যে বাস করে; ইহার প্রতিবেশীরাও অরণ্যবাসী; ইহার বাড়ীতে রাজভোজ্য খাদ্য দ্রব্য সকল কোথা হইতে আসিল! ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে শবর সাতিশয় বিনীতভাবে মধুর বচনে তাঁহাকে কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনার শ্রম দূর হইয়াছে? ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কিছু লাঘব হইয়াছে কি? বনবাসীদিগের গৃহে নাগরিক লোকের সুখ কোথায়? বিশেষতঃ শবরদিগের নগরবাসীর আচার-ব্যবহার জানা কোনক্রমেই সম্ভব না। রাজাশ্রিত ব্যক্তির মধ্যে পুরোহিত ও মন্ত্রী এই দুইটী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তন্মধ্যে পুরোহিতকেও রাজার স্থায় পূজা করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রে আছে! আপনি পরিতুষ্ট হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত প্রতাপশালী সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতিও সন্তুষ্ট হইবেন। অরণ্যবাসী শবর এই কথা বলিলে বিদ্যাপতি প্রীত হইয়া বিস্মিতমুখে বিনয়াম্বিত অদ্ভুতবাদী শবরকে কহিলেন, হে সাধো! তুমি ভোজনের যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা মনুষ্যকৃত বলিয়া বোধ হয় না; রাজারাও ইহা দেখিতে পান না। হে মিত্র! শবরালয়ে এই দিব্য বস্তু কি প্রকারে সঞ্চয় করা হইয়াছে, ইহা জানিতে আমার অত্যন্ত কৌতুক বৃদ্ধি হইতেছে। শবর কহিলেন,—হে বিপ্র! এইটী প্রকাশ করিতে যদিও আমার বুদ্ধি উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেছে না, তথাপি আপনি ব্রাহ্মণ ও অতিথি, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রযুক্ত আমি আপনাকে বলিতেছি। এই জগৎপতির পূজার নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ দিব্যবস্তু সকল গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিদিন এখানে আগমন করিয়া থাকেন। এই জগন্নাথদেবকে ভক্তিক্রমে পূজা, স্তব, প্রণাম ও নৃত্য, গীত, বাদ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন। সে জগৎপতির এই সকল দিব্য নির্ম্মাল্য বস্তু আপনাকে

তুভ্যং ২ বিস্ময়ে কথং বিস্ময়ন্তে ভবান॥ ৫৩॥ বিষ্ণোর্নির্মাল্যভোগেন ক্ষীণরোগজরয়া বয়ম্। সপুত্রবান্ধবাঃ সর্ব্বে নিবসামোঽযুতায়ুষঃ॥ ৫৪॥ বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যভোগেন ক্ষীয়তে পাপসংহতিঃ। ন তচ্চিত্রং দ্বিজশ্রেষ্ঠ যেন স্যান্মুক্তিভাজনম্॥ ৫৫॥ শ্রুত্বৈতদদ্ভুতং কর্ম্ম ব্রাহ্মণো লোমহর্ষণঃ। আনন্দাশ্রু-বিপ্লুতাক্ষঃ স্বং কৃতার্থমমন্যত॥ ৫৬॥ অহো শবর-জন্মাসৌ পশ্যত্যন্তমহীশ্বরম্। তদুচ্ছিষ্টং দিব্য-ভোগমুপভুঙ্ক্তে দিবানিশম্॥ ৫৭॥ নান্যোঽস্য সদৃশো লোকে পৃথিব্যাং সচরাচরে, যাদৃশো বিষ্ণু-ভক্তোঽয়ং শবরো নীলপর্ব্বতে॥ ৫৮॥ কিং গত্বা স্বগৃহে মেঽদ্য কুটুম্বেনাসুখাত্মনা। অনেন সখ্যং নিষ্পাদ্য স্থাস্যাম্যত্র বনান্তরে॥ ৫৯॥ চিন্তয়িত্বা চিরং বিপ্রঃ শ্রীকৃষ্ণাসক্তমানসঃ। পুনঃ প্রোবাচ শবরং ময়ি তে চেদনুগ্রহঃ॥ ৬০॥ সাধো সখ্যং ত্বয়া কার্য্যমিতি মে নিশ্চয়ো মহান। কিং গত্বা সেবয়া রাজ্ঞঃ পরত্রাসুখহেতুনা॥৬১॥ অত্র স্থিত্বা ত্বয়া সার্দ্ধমুপাস্যে মধুসূদনম্। যথা পুনর্দেহবন্ধো যতিষ্যে ন ভবেন্মম॥ ৬২॥ সাধু মিত্র ত্বয়া সার্দ্ধং ভাগ্যান্মে সঙ্গমোঽভবৎ। দুস্তারং ভবসংসারং তরিষ্যে ত্বং-প্রসাদতঃ॥ ৬৩॥ সারমেতৎ প্রশংসন্তি সংসারে ভবসাগরে। যদ্বৈষ্ণবেন মিত্রত্বং দুঃখসংসার-পারদম্॥ ৬৪॥ মিত্রস্য সহবাসেন পুনঃ প্রত্যক্ষ-মেষ্যতি। ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ৬৫॥ ইন্দ্রদ্যুম্নো নৃপতির্ময়ি প্রত্যাগতে সখে। ভগবন্তং সমারাদ্ধুমিহৈব স নিবৎস্যতি॥ ৬৬॥ প্রাসাদং বিপুলঞ্চাত্র চীকীর্ষুর্ভগবৎপ্রিয়ম্। সহস্রমুপ-চারাণাং পূজনায় জগৎপতেঃ। রচয়িষ্যামীতি মহৎ প্রতিজ্ঞাসীন্নৃপোত্তমঃ॥ ৬৭॥ এতাবদ্ব্যবসায়স্য পর্য্যাপ্তঃ স্থানমত্র হি। যথাপ্রদেশং নির্ণীয় তস্য বিজ্ঞাপয়িষ্যতে। প্রতিশ্রুতং তৎপুরতঃ প্রাত-স্তন্মেঽনুমন্যতাম্॥ ৬৮॥ শবর উবাচ। সখে পুরাতনী বার্ত্তা প্রসিদ্ধাত্রৈব তাদৃশী। ত্বয়া যথৈব কথিত ইন্দ্রদ্যুম্নসমাগ-॥ ৬৯॥ কেবলং মাধবং তত্র

প্রদান করিয়াছি, আপনি কি হেতু বিস্ময় প্রাপ্ত হই-তেছেন? আমি এই বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য ভক্ষণে রোগ ও বৃদ্ধাবস্থা দূরীকরণপূর্ব্বক পুত্র ও বান্ধ[illegible] সহিত অযুতবর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া সুখে বা[illegible]বর্ত্তেছি। হে দ্বিজবর। যে প্রসাদ ভক্ষণে মুক্তি[illegible] হয়, তাহাতে যে সামান্য পাপরাশি বিনষ্ট হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বিদ্যাপতি এই দুর্ল্লভ কর্ম্ম শ্রবণে রোমাঞ্চিত ও আনন্দজনিত অশ্রুজলে চক্ষুঃপ্লাবিত করত আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মানিলেন। কি আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি শবরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রত্যহ ভগবান্‌কে দর্শন ও তদীয় দিব্য নির্ম্মাল্য সকল দিবা রাত্র ভোগ করিতেছে। এই নীল-পর্ব্বতবাসী শবর যেরূপ বিষ্ণুভক্ত, ইহার তুল্য বিষ্ণুভক্ত এই চরাচর জগতে আর নাই। আমার আর নিজগৃহগমনে ও অসুখের আস্পদ কুটুম্ববর্গে কি প্রয়োজন? এই শবরের সহিত মিত্রতা বিধানপূর্ব্বক এই অরণ্যের মধ্যেই বাস করিব। ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎকাল চিন্তাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত আসক্ত করিয়া পুনর্ব্বার শবরকে কহিলেন,—হে সাধো। যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ হয়, তবে আপনার সহিত মিত্রতা করিব, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। গৃহে যাইয়া পরলোকের অসুখের কারণ রাজসেবায় [illegible] প্রয়োজন? এখানে থাকিয়া তোমারই সহিত মধুসূদনকে উপাসনা এবং যাহাতে পুনরায় আর দেহরূপ বন্ধনপ্রাপ্তি না হয়, তাহার যত্ন করিব। সাধু মিত্র সাধু! সৌভাগ্যক্রমে আজি তোমার সহিত সম্মিলন হইল, তোমার প্রসাদে আমি দুস্তর সংসার-সাগর পার হইতে সক্ষম হইব। বিষ্ণুর ভক্তের সহিত মিত্রতায় সংসার-দুঃখের অবসান হয়। সাধুগণ সংসার-সাগরে বিষ্ণুভক্তের সহিত মিত্রতা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কারণ, তাদৃশ বিষ্ণুভক্ত বন্ধুর সহবাসে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। হে সখে। আমি প্রত্যাগমন করিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া বাস করিবেন এবং সেই নৃপোত্তম ভগবানের প্রীতিজনক একটী বৃহৎ প্রাসাদ ও জগৎপতির পূজার নিমিত্ত বহুতর উপচার চিকীর্ষায় তাহা সম্পাদন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এইরূপ চেষ্টাযুক্ত সেই রাজার এখানেই উপযুক্ত স্থান; আমি দেশনির্ণয়পূর্ব্বক তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিব, তাঁহার সম্মুখে প্রাতঃকালে এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অতএব আমাকে অনুমতি করুন।৩২—৬৮। শবর কহিলেন,—হে সখে! আপনি ইন্দ্রদ্যুম্ন-সমাগম বিষয় যে প্রকারে বলিলেন, তাহা এই ক্ষেত্রেও পূর্ব্বকাল হইতে সেইরূপে জনশ্রুতিপ্রসিদ্ধ আছে! কিন্তু কেবল মাধবকে সেই মহীপতি দর্শন করিতে

মং প্রজ্যোতি মহীপতিঃ। অচিরাদেব ভগবান্ স্বর্ণবালুকয়াবৃতঃ ॥ ৭০ ॥ প্রতিজজ্ঞে যমায়ৈতদন্তর্দ্ধানং গমিষ্যতি। মহাভাগ্যপরীপাকাৎ প্রত্যক্ষোঽয়ং ত্বয়া কৃতঃ ॥৭১॥ ইন্দ্রদ্যুম্নাগমাভ্যাসে ধ্রুবং স ব্যবধাস্যতি। এষোঽর্থস্তু ত্বয়া মিত্র ন বক্তব্যো নৃপাগ্রতঃ ॥ ৭২ ॥ আগত্য সোঽত্র নৃপতিরদৃষ্ট্বা পরমেশ্বরম্। প্রায়োপবেশব্রতবান্ স্বপ্নে দৃষ্ট্বা গদাধরম্ ॥ ৭৩ ॥ তদাদেশাদ্দারুময়ং প্রভোর্লিঙ্গচতুষ্টয়ম্। পূজয়িষ্যতি ভক্ত্যা চ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বয়ম্ভুবা ॥ ৭৪ ॥ স্থিতিরত্র হরের্যাবদাবয়োর্বংশসংস্থিতিঃ। অনুগ্রহাত্তগবতো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭৫ ॥ তদত্রার্থে সখে খেদং মা ব্রজ ক্ষিপ্রমেব হি। নিবৎস্যতেঽচিরাদেব মিত্রেদানীং সুখং স্বপ ॥ ৭৬ ॥ প্রাতর্দৃষ্ট্বা পুনর্দেবং নীলেন্দ্রাশ্মময়ং বিভুম্। সিন্ধৌ স্নাত্বা তস্য তটে নিবাসায় মহীপতেঃ। দ্রক্ষ্যামঃ সাধুসংস্থানং যথাভিলষিতং সখে ॥ ৭৭ ॥ ইত্যন্যাশ্চ কথাঃ পুণ্যাঃ কৃত্বা তৌ চ পরস্পরম্। শুভস্থানে চাস্বপতাং শয়নে পল্লবাস্তৃতে ॥ ৭৮ ॥ প্রভাতায়াস্তু শর্ব্বর্য্যাং তীর্থরাজোদকেষু বৈ ৮ স্নানং নির্ব্বৃত্য বিধিবৎ মাধবং প্রণিপত্য চ। রাজাবাসস্থানং নির্ণীয় নিজালয়গতৌ পুনঃ ॥ ৭৯ ॥ তত্র মিত্রেণ সংমন্ত্র্য রাজ্ঞো নির্দ্দেশকারণাৎ। রথমারুহ্য ক্ষিপ্রং চাবন্তীপুরমাযযৌ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিদ্যাপতিনাম্নইন্দ্রদ্যুম্নপুরোহিতস্য বিশ্বাবসুশবরসমাগমো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। প্রত্যাগতে ততো বিপ্রে সায়াহ্নে সুরসঙ্কুলে। মাধবার্চ্চনবেলায়াং বাতশ্চণ্ডগতির্ববৌ ॥ ১ ॥ সমুদ্রবালুকা(১)শ্চাসৌ বিচকার চ সর্ব্বশঃ। তেনাকুলদৃশো দেবা ন শেকুরবলোকনে। শ্রীকান্তস্য তদা বিপ্রা দধ্যুস্তে পুরুষোত্তমম্ ॥ ২ ॥ যাবদ্ধ্যানস্থিবদৃশো মুহূর্ত্তং তে দিবৌকসঃ। ধ্যানান্তে বালুকারাশিং দদৃশুর্নচ মাধবম্। রৌহিণঞ্চ তীর্থকুণ্ডং বভুবুর্ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৩ ॥ চিন্তামবাপুর্মহতীং

পারিবেন না, যেহেতু অল্পকাল মধ্যেই ভগবান্ স্বর্ণবালুকা দ্বারা আবৃত হইবেন। ভগবান্ অন্তর্হিত হইবেন বলিয়া যমের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু তুমি মহাভাগ্য প্রযুক্ত ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়াছ। হে মিত্র। ইন্দ্রদ্যুম্নের আগমনের পূর্ব্বে ভগবান্ যে নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইবেন, রাজার নিকটে এ বিষয় কখনই ব্যক্ত কবিও না। সেই নৃপতি এখানে আগমনপূর্ব্বক পরমেশ্বরের দর্শন না পাইয়া প্রায়োপবেশনব্রতে ব্রতী হইয়া গদাধরকে স্বপ্নে দর্শন করিবেন। তিনি তাঁহার আদেশক্রমে ব্রহ্মার দ্বারা প্রভুর দারুময় রূপ-চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত করাইয়া ভক্তিসহকারে পূজা করিবেন। এই ক্ষেত্রে শ্রীহরি যে কাল পর্য্যন্ত অবাস্থতি করিবেন, তদবধি তাঁহার অনুগ্রহে আমাদের উভয়ের বংশ থাকিবেক, তাহাতে কোন সংশয় করিও না। হে সখে। তন্নিমিত্ত এখন খেদ পরিত্যাগ কর; অচিরাৎই ইন্দ্রদ্যুম্ন এখানে বসতি করিবেন; তুমি এখন সুখে শয়ান হও। প্রাতঃকালে নীলকান্তমণিময় প্রভুকে পুনরায় দর্শনানন্তর মহাসমুদ্রে স্নান করিয়া তাহার তটে নৃপতির বাসোপযোগী সাধুলোকের বাসস্থান সকল যথাভিলষিত দর্শন করিব। বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসু উভয়ে এই প্রকার ও অন্যান্য বহুবিধ পুণ্যজনক কথাবার্ত্তা কহিয়া উত্তমস্থানে পল্লবাস্তৃত শয্যায় শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে বিধিপূর্ব্বক স্নানানন্তর মাধবকে প্রণাম করিয়া রাজার বাস-যোগ্যস্থান নির্ণয় করত নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং সেখানে মিত্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নৃপতিকে সংবাদ দেওয়ার জন্য রথারূঢ় হইয়া অবন্তীনগরে প্রস্থান করিলেন। ৬৯—৮০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! বিদ্যাপতি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে সায়ংকালীন পূজার্থ দেবগণ সমাগত হইয়াছেন, এমন সময়ে বায়ু অতিশয় বেগবান্ হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রের বালুকারাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল, তাহাতে দৃষ্টিরোধ হওয়ায় দেবগণ ভগবান্ পুরুষোত্তমকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। দেবগণ মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত ধ্যানেতে নিমীলিতচক্ষু হইয়া তৎপরে ধ্যানাবসানে বালুকারাশি দর্শন করিলেন, মাধবকে ও রৌহিণকুণ্ডকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিবেন কি? তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল বিকল হইয়া পড়িল। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত

(১) 'সুবর্ণবালুকা' ইতি চ পাঠঃ।

হারেক্তি ক্রক্ষদূর্দ্দশম্ ॥ ৪ ॥ কিমেতন্নো হি দুর্দ্দৈবমেকদা সমুপস্থিতম্ । দৃশাং(১) সেচনকঃ শ্রীশঃ ক্ষণাদ্দ্‌যন্নোপলভ্যতে ॥ ৫ ॥ অপরাধঃ কিমস্মাকং লক্ষিতঃ পুরুষোত্তম । যুগপৎ সেবকান্ শ্রীমন্নপহায় ন দৃশ্যসে ॥ ৬ ॥ যেষামর্থে জগন্নাথঃ স্বীচকার কলেবরম্ । তাননাথান পরিত্যজ্য কাননে কিমুপেক্ষ্যসে ॥ ৭ ॥ স্বশরীরবিভূতান্নো বিহায় কমলেক্ষণ । কিমকাণ্ডং রচয়সি কথাশেষান দিবৌকসঃ ॥ ৮ ॥ ভবাংশভূতান্নঃ সর্ব্বান যজ্বানঃ প্রযজন্তি বৈ । ত্বৎপ্রীত্যৈ যজ্ঞপুরুষ ত্বদাদিষ্টফলপ্রদান ॥৯॥ ত্বদঙ্কাববর্ম্মাণস্তদনুগ্রহজীবনাঃ । কান্দিশীকাঃ কুত্র যামঃ সাম্প্রতং ত্বদুপেক্ষিতা ॥ ১০ ॥ দিবিস্থলৈশ্চ কিং কার্য্যং ত্বামনালোক্য মাধব ॥ ১১ ॥ অকৃতার্থস্তয়া হীনা ভবিষ্যামো বনেচরাঃ । নিষ্কলঙ্কসুধাভানুং সুষমাপরিভাবুকম্ ॥ ১২ ॥ তদাস্তঞ্চেন্ন পশ্যামো ন যাস্যামো সুরালয়ম্ । তপ আস্থায় পরমমত্রৈব সংশিতব্রতাঃ ॥ ১৩ ॥ বর্ত্তামহে বন্যবৃত্ত্যা জটাবল্কলধারিণঃ । যাবত্ত্বাং পুণ্ডরীকাক্ষ বিলোকিষ্যামহে বয়ম্ ॥ ১৪ ॥ নিসর্গকরুণাম্ভোধে দীনাম্নস্ত্রাতুমর্হসি । অনাথান্ দীনহৃদয়ান্ ত্বমেব শরণং গতান্ ॥ ১৫ ॥ ত্বদনালোকশোকৈকপারাবারে নিমজ্জতঃ । শুভদৃষ্টিতরণ্যা নঃ সমুদ্ধর জগৎপতে ॥ ১৬ ॥ এবং প্রলপতাং তত্র সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্ । অশরীরা তদা বাণী পুনঃ প্রাদুর্বভূব হ ॥ ১৭ ॥ অত্রার্থে ভোঃ সুরা যত্নং কর্ত্তুমর্হত মা বৃথা । অদ্য প্রভৃতি দেবস্য দর্শনং দুর্লভং ভুবি ॥ ১৮ ॥ তত্র স্থানেঽপি তং নত্বা তদ্দর্শনফলং লভেৎ । স্বয়ম্ভুবোঽন্তিকং গত্বা হেতুং জ্ঞাস্যথ নিশ্চিতম্ ॥ ১৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগতাঃ ॥ ২০ ॥ যমানুগ্রহবৃত্তান্তমবতারঞ্চ দারুণম্ । শ্রুত্বা সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বে তে ত্রিদিবং গতাঃ ॥ ১ ॥ স তু বিদ্যাপতির্বিপ্রো

চিন্তাযুক্ত হইয়া হাহাকাররবে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। হায়! আমাদের সকলেরই দুর্দ্দৈব কি এককালে উপস্থিত হইল? যেহেতু নয়নের তৃপ্তিজনক শ্রীমাধব ক্ষণকালের মধ্যেই আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইলেন। হে পুরুষোত্তম! আমাদিগের কি অপরাধ দেখিয়াছেন? সেবকসকলকে কি এককালে পরিত্যাগ করি শ্রীমান অদৃশ্য হইলেন? যাহাদের নিমিত্ত জগন্নাথ কলেবর স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদিগকে কি তিনি অনাথ করিয়া কাননে পরিত্যাগপূর্ব্বক উপেক্ষা করিলেন? হে কমলেক্ষণ! আমরা তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন, আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কি অকার্য্যের সৃষ্টি করিলেন? এই ক্ষণে স্বর্গবাসী আমাদিগকে এই প্রকার কথাশেষমাত্রই করিয়া রাখিলেন। হে যজ্ঞপুরুষ! যাজ্ঞিক লোকেরা তোমার প্রীতির নিমিত্তই তোমার অংশ হইতে উৎপন্ন আমাদিগের যাগ করিয়া থাকেন, এবং আমরাও তোমার আদেশক্রমে ফল প্রদান করি। আমাদের শরীর তোমার অংশভূত বলিয়া সেই অলঙ্কাররূপ চর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং তোমার অনুগ্রহেই জীবন ধারণ করিতেছি। আমরা এইক্ষণে তোমাকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া ভয়ক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় কোথায় গমন করিব? হে মাধব! যদি তোমাকেই আর না দেখিতে পাইলাম, তবে আমাদের স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে কোন প্রয়োজন নাই। দেব! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের সমস্তই বৃথা, আমরা বনবাসী হইব। নিষ্কলঙ্ক শশধর-স্বরূপ অতি শোভাসম্পন্ন ভবদীয় মুখ যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আর সুরলোকে গমন করিব না, এইখানেই কঠোর পরিশ্রমে ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিব। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! যদি আপনাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমরা জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক বনবাসী হইয়া থাকিব। হে স্বভাব দয়াসাগর! আমরা অনাথ, অতি দীন, আপনার শরণাপন্ন, দয়া করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। হে জগৎপতে! আমরা আপনার অদর্শনে একান্ত শোকসাগারমগ্ন হইতেছি, আপনি সাক্ষাৎকার-প্রদানরূপ নৌকা দ্বারা আমাদিগের উদ্ধার করুন। ১—১৬। সেইস্থানে সকল দেবগণ এইপ্রকার বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা আকাশবাণী হইল যে, ভগবান্ পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইবেন। হে সুরগণ! এজন্য আর বৃথা যত্ন করিও না, অদ্যাবধি পৃথিবীতে ভগবদ্দর্শন দুর্লভ হইল। এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তাঁহার দর্শনের ফল প্রাপ্ত হইবে। এই ঘটনার কারণ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত হও। দেবগণ এই বাণী শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকটে যমের প্রতি অনুগ্রহ-বৃত্তান্ত ও ভগবানের দারুব্রহ্মরূপে অবতার [illegible]

(১) দৃশাং ইতি চ পাঠান্তরম্ ।

রথারূঢ়ো ব্যচিন্তয়ৎ। মম কার্য্যন্ত নিষ্পন্নং যদ্দৃষ্টো নীলমাধবঃ॥ ২২॥ আসমন্তাৎ ক্ষেত্রমিদং পরিভ্রাম্যাবলোকয়ে॥ ২৩॥ অদৃষ্টপূর্ব্বং পরমং সুপুণ্যং সঙ্কীর্ত্তনং যস্য মলাপহারি। ক্ষেত্রোত্তমং শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যং প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রজামি তূর্ণম্॥২৪॥ পৃথ্বীপ্রদক্ষিণফলং শতধা ভজন্তে পর্য্যন্তি যে সকলকল্মষদার্ধ্যবণ্যম্। নীলাদ্রিমণ্ডিতমিদং পুরুষোত্তমাখ্যং মিত্রং মমোপদিশতি স্ম সমুদ্রতীরে॥ ২৫॥ বিচিন্ত্যেত্থং দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পরিবভ্রাম বৈ তদা। ক্ষেত্রং পশ্যন বনঞ্চৈব নানাদ্রুমগণান্বিতম্॥ ২৬॥ নানাপক্ষিগণাঘুষ্টং কূজদভ্রমরগুঞ্জিতম্। অপ্রবিষ্টার্ককিরণং ছায়াতরুগণাবৃতম্॥ ২৭॥ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতং লতাগুল্মোপশোভিতম্। নানাজলাশয়াধারকৃজৎসারসসঙ্কুলম্॥ ২৮॥ পদ্মকহ্লারকুমুদবিকচোৎপলবাজিতম্। ন জলং তত্র কুসুমপরিহীণং লতাদিকম্॥ ২৯॥ পরীত্য বেগাত্তৎ ক্ষেত্রং জগন্নাথ দ্বিজোত্তমঃ। ধ্যায়ন্নিবশনং প্রাজ্ঞঃ প্রাপ্যাবন্তীং দিনাত্যয়ে॥৩০॥ দূতৈরাবেদিতং পূর্ব্বং, স্বাগতং দ্বিজাঃ। শ্রুত্বেন্দ্রদ্যুম্ননৃপতিঃ প্রহর্ষং পরমং যযৌ॥ ৩১॥ তদাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্। বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং তস্থৌ সংহৃষ্টমানসঃ॥ এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রঃ স তু বিদ্যাপতির্দ্বিজাঃ। প্রবেশিকৈর্বেত্রহস্তৈর্দৌবারিকপুরঃসরৈঃ॥৩৩॥ নির্দ্দিষ্টমার্গঃ পৌরৈশ্চানুগতঃ কৌতুকান্বিতৈঃ। নির্ম্মাল্যমালাং নীলাখ্যমাধবস্য সুশোভনাম্। নিধায় পাণৌ রাজাগ্রে প্রবিবেশ ত্বরান্বিতঃ॥ ৩৪॥ তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ সোঽপি সমুত্থায় বরাসনাৎ। প্রসীদ জগদীশেতি বদন্নন্তিকমভ্যগাৎ॥ ৩৫॥ অদ্য মে জীবিতং জাতং সফলং জন্ম কর্ম্ম চ। নির্ম্মাল্যমালাবশগং যৎ পশ্যামীহ মাধবম্॥ ৩৬॥ মালাং মুকুন্দ-শিরসোঽনুপম-প্রমোদ-লোভাধরীকৃতসুরদ্রুম-কান্তগন্ধাম্। অঙ্গীকৃতালিনিচয়াং পবন-প্রসারি-গন্ধ-প্রণাশিতজগৎকলুষাং নমামি॥ ৩৭॥ যৎপাদপঙ্কজ-

স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে সেই বিদ্যাপতি বিপ্রও রথারূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে হেতু নীলমাধবকে দর্শন করিয়াছি। এই ক্ষেত্রধামেও চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণপূর্ব্বক অবলোকন করিয়াছি। যাহার নাম কীর্ত্তনে নিখিল মল ক্ষালন হয়, সেই অতিপবিত্র অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীপুরুষোত্তম-নামক মহাক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিয়া অবিলম্বে গমন করিব। যাহারা নিখিল পাপবিনাশক নীলাচলশোভিত সমুদ্রতীরস্থিত পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করে, তাহারা শতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাভ করে, ইহা আমি মিত্রমুখে শুনিয়াছি। দ্বিজবর এইরূপ চিন্তা করিয়া নানাতরুবিশোভিত কানন ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্র অবলোকন করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই মনোহর কাননে নানাবিধ পক্ষি বাস করে, কুসুমোদ্যানে সর্ব্বদা ভ্রমরঝঙ্কার শ্রুত হইয়া থাকে। তথায় ছায়াবহুল বৃক্ষের এতই বাহুল্য যে, তথায় সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। সকল ঋতুর পুষ্প তথায় এককালে বিকসিত। স্থানে স্থানে বিবিধ লতাও গুল্মে পরিশোভিত। তথাকার সরোবর সকল পদ্ম, কহ্লার, কুমুদও বিকসিত উৎপলে সুশোভিত; তথায় এমন সরোবর বা এমন লতাদি নাই, যাহাতে পুষ্প পাওয়া যায় না। অনন্তর তিনি সেই ক্ষেত্রধামকে রথবেগে পরিভ্রমণপূর্ব্বক নিরশনে থাকিয়া জগন্নাথের ধ্যান করিতে করিতে সায়ংসময়ে অবন্তীনগরে উপস্থিত হইলেন। হে দ্বিজগণ! দূতগণ দূর হইতে বিদ্যাপতির এই আগমন-সংবাদ পূর্ব্বেই রাজসমীপে আবেদন করিল। ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রবণমাত্র পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং জনার্দ্দনের পূজা করিয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে সেই বিদ্যাপতিও নীলমাধবের পরম রমণীয় নির্ম্মাল্য-মালা হস্তে ধারণপূর্ব্বক দ্বারপাল-পুরঃসর বেত্রধারী প্রবেশিক পুরুষগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথে কৌতুকান্বিত পৌরজনগণের অনুগামী হইয়া সত্বর রাজাগ্রে উপস্থিত হইলেন। নরপতিও তাঁহাকে দর্শনমাত্র সিংহাসন হইতে সমুত্থিত হইয়া "জগদীশ প্রসন্ন হও" ইহা বলিতে বলিতে বিদ্যাপতির নিকটে আগমন করিলেন। অদ্য আমার জীবন, জন্ম ও কর্ম্ম সকলই সফল হইল, যেহেতু আজ এই নির্ম্মাল্য-মাল্য দর্শনেই স্বগৃহে বসিয়া মাধবকে অবলোকন করিলাম। আমি মুকুন্দদেবের মস্তক হইতে গৃহীত এই মালাকে প্রণাম করি, ইহার এই অনির্ব্বচনীয় অনুপম সৌরভের নিকটে কল্পপাদপের কুসুমসৌরভ অতি হেয়, বায়ুচালিত এই মাল্য-গন্ধে জগতের পাপরাশি নষ্ট হয়, এই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মধুকরনিকর ইহার সন্নিকর্ষ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ১৭—৩৭। ব্রহ্মাদি দেবগণ

১ 'স্বপুষ্পমিতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ।

পদাব্জরজসোঽনুবন্ধং ব্রহ্মাদয়ঃ পরমসম্পদমাপুরস্য। বিষ্ণোঃ কলেবরসমুজ্জ্বলিতাঙ্গরাগ-সংসক্তপুষ্পনিলয়াং প্রণতোঽস্মি মালাম্ ॥ ৩৮ ॥ পদ্মাং হৃৎপদ্মবসতিং সপত্নীং যা হসত্যসৌ। বিকস্বরৈঃ সুকুসুমৈর্বিষ্ণুক্ষিতিগর্ব্বিতাম্ ॥ ৩৮ ॥ কুত্রস্থিতেয়মাহার্ষীৎ মহিমানং প্রভুজ্জ্বলা। যা শ্রীনিধেঃ শরীরেঽভূৎ সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী চিরম্ ॥ ৪০ ॥ জয় নীলাদ্রিশিখর-ভূষণাঘ-প্রদূষণ। প্রণতার্ত্তিহর শ্রীমংস্ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৪১ ॥ ইতি ব্রুবাণঃ ক্ষিতিপো বাষ্পগদ্‌গদয়া গিরা। জগাম শিরসা ভূমিং স্ফুরদ্রোমাঞ্চকঞ্চুকঃ ॥ ৪২ ॥ সোঽপি বিদ্যাপতির্বিপ্রঃ ক্ষপিতাশেষকল্মষঃ। দিব্যদেহো নৃপস্যাগ্রে ধ্যায়ন্ মাধবমাস্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥ তেজসা সর্ব্বলোকানাং পাপানি ক্ষালয়ন্ সুধীঃ। অনুগৃহ্ণাতু দেবস্ত্বাং নীলাদ্রিশিখরালয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ শ্রীপতেরিয়মাজ্ঞা তে ময়া রূপা প্রকাশিতা। দ্রষ্টুং ক্ষেত্রোত্তমগতং স্বং সাক্ষান্মুক্তিদায়কম্ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যুক্তা[illegible]পতেরামুমোচ গলে স্রজম্। সোঽপ্যুত্থায় ক্ষিতিপতির্মালাং হৃদয়লম্বিনীম্ ॥ ৪৬ ॥ দৃষ্ট্বা মেনে শ্রিয়ঃ কান্তং সাক্ষাদ্ধৃদয়গামিনম্। নিধায় পাণী শিরসি দরমীলিতলোচনঃ ॥ ৪৭ ॥ আনন্দাশ্রুজলক্লিন্নবদনঃ স্তুষ্টুবে হরিম্ ॥ ৪৫ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। জয়াখিলজগৎসৃষ্টি-স্থিতিসংহারশিল্পকৃৎ। লীলাবিশ্ববপুর্নৈমিসখা ব্রহ্মাণ্ডভাবভৃৎ ॥ ৪৯ ॥ অন্তর্যামিন্নশেষাণাং প্রণতার্ত্তিহর প্রভো। ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমুকুট-কীর্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মাম্বুজ ॥ ৫০ ॥ দীননাথ বিপন্নৈকসততত্রাণতৎপর। নির্ব্ব্যাজকরুণাবারি-পারাবারপরাৎপর ॥৫১॥ তদেকশরণং দীনমনাদিভ্রমনির্ভরম্। পরিত্রাহি জগন্নাথ ভক্তাবিরতবৎসল ॥ ৫২ ॥ ইতি স্তবন্নৃপতিঃ স্বাসনে সমুপাবিশৎ। গৃহমেধিব্রহ্মচারি-

---

যাঁহার পাদপদ্ম-রজোলাভে মহতী সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিষ্ণুর কলেবরস্পর্শে পবিত্র এবং তদীয় অঙ্গরাগে রঞ্জিত এই মনোহর মালাকে আমি প্রণাম করি। লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণুর হৃদয়পদ্মে বাস করেন,—বিষ্ণুর উৎসঙ্গে থাকিয়াই তিনি কালযাপন করেন বলিয়া তাঁহার যে গর্ব্ব, তাহা এই মালা দূর করিয়াছে, কারণ এই মালাও [illegible] হৃদয়ে অবস্থিতি লাভ করিয়াছিল, কুসুমসৌন্দর্য্যে লক্ষ্মী হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, আমি বোধ করি, এই মালা সপত্নীবোধে লক্ষ্মীকে উপহাস করিতে সমর্থ! এই মনোহর মালা কোথায় থাকিয়া এরূপ মহিমা লাভ করিল যে, লক্ষ্মীকান্তের শরীরে অবস্থিতিলাভ করিল, আমার বোধ হইতেছে, এই মালা বহুকাল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী হইয়াছিল, নতুবা ইহার এত সৌন্দর্য্য,—এত সৌরভ, কোথা হইতে হইবে? হে নীলাচল-শিরোভূষণ। হে প্রণতদুঃখ-হারিন। লক্ষ্মীকান্ত। আমি আপনার শরণাপন্ন, আমাকে পরিত্রাণ করুন। এই বলিয়া বাষ্প-গদ্‌গদ-বচনে বহুবিধ বাক্যে মালাকে স্তব করিতে করিতে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া ভূমি-পতিতমস্তকে প্রণাম করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিও জগন্নাথ দেবের সাক্ষাৎকার লাভে নিখিল পাপ ক্ষয় করিয়াছিলেন, এমন কি দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি হৃদয়ে মাধবকে ধ্যান করিতে করিতে রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন; ঐ মালা রাজার নিকট প্রদান করিয়া বলিলেন,—যিনি তেজোবলে নিখিল লোকের পাপ ক্ষয় করিয়া থাকেন, সেই নীলাচল-বাসী দেব জগন্নাথ আপনার উপরে অনুগ্রহ করুন। তিনি এই মাল্যদানচ্ছলে আপনাকে সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা মহাক্ষেত্র পুরুষোত্তমে অবস্থিত নিজস্বরূপ দেখিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিয়াছেন”,—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ভূপতির গলদেশে সেই মালা পরাইয়া দিলেন। রাজাও ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত হৃদয়-বিলম্বিত সেই মালা-দর্শনে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকান্তকে হৃদয়গত মনে করিলেন এবং মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুধারায় আপ্লুত-বদন এবং ঈষৎ নিমীলিত-চক্ষু হইয়া জগন্নাথকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৮—৪৫। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—হে প্রভো! জগন্নাথ! আপনার জয় হউক, আপনি নিখিল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, আপনার লোমকূপে লীলার নিমিত্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, এবং আপনি সেই ভার আপনাতে ধারণ করিতেছেন। আপনি নিখিল লোকের অন্তর্যামী, আপনি প্রণতগণের আর্ত্তি হরণ করিয়া থাকেন। আপনার পাদপদ্ম ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ও রুদ্রদেবের মুকুটপ্রভায় বিচিত্র শোভা ধারণ করে। হে পরাৎপর! আমি জানি, আপনি অকপট দয়ার সাগর, আপনি দীন, অনাথ ও বিপন্ন ব্যক্তিদিগের রক্ষণে সর্ব্বদা ব্যস্ত। হে জগন্নাথ! আমিও একজন দীন, এবং চিরদিন মোহে আচ্ছন্ন; আপনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। হে ভক্তবৎসল! দয়া করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। নরপতি এইরূপে স্তব করিতে করিতে,

যতি-বৈখানসৈর্বৃতঃ ॥ ৫৩ ॥ অষ্টাদশসু বিদ্যাসু কুশলৈর্যজ্ঞতিষ্ঠিতৈঃ। মৌনৈঃ স্থবিরভৃত্যৈশ্চ সার্দ্ধং মন্ত্রিপুরঃসরৈঃ ॥ ৫৪ ॥ বিদ্যাপতিং পূজয়িত্বা বহুমানপুরঃসরম্। উপবেশ্যাগ্রতঃ পীঠে পৃষ্টা কুশলমাদৃতঃ ॥ ৫৫ ॥ পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্য বিষ্ণোর্নীলাশ্মবর্ষ্মণঃ। মহিমানং স্বরূপঞ্চ পপ্রচ্ছাবহিতো মুদা ॥৫৬॥ ব্রাহ্মণঃ ক্ষিতিপেনাসৌ পৃষ্টোঽনুভবমাত্মনঃ। ভিন্নদ্বীপপ্রবেশাদি মজ্জনান্তং সরিৎপতেঃ। ক্ষেত্রোত্তমস্য বৃত্তান্তং কথয়ামাস বিস্তরাৎ ॥ ৫৭ ॥ নীলাদ্রিরোহণং নীলমাধবস্য চ দর্শনম্। স্নানঞ্চ রৌহিণে কুণ্ডে মহিমানং বটস্য চ ॥ ৫৮ ॥ নৃসিংহাদ্যষ্টশম্ভূনাং শক্তীনামষ্টসংস্থিতিম্। রথেনাক্রমণাদ্দৃষ্টৌ ক্ষেত্রস্যায়ামবিস্তরৌ ॥৫৯॥ তৎসর্ব্বং বর্ণয়ামাস যথাবদনুপূর্ব্বশঃ। তচ্ছ্রুত্বা চিত্রমতুলং তৈর্থিকাবেদিতং পুরা। সম্প্রতীতো হৃষ্টমনা পুনস্তং ক্ষিতিপোঽব্রবীৎ ॥ ৬০ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। শ্রুতপূর্ব্বং তু ভগবংস্ত্বত্তোঽশ্রৌষং সুদুর্লভম্। ক্ষেত্রোত্তমং দ্বিজশ্রেষ্ঠ সাম্প্রতং বর্ণয়স্ব মে। নীলেন্দ্রমণিমূর্ত্তেশ্চ বিষ্ণোশ্চ স্বরূপং যথাতথম্ ॥ ৬১ ॥ বিদ্যাপতিরুবাচ। হন্ত তে বর্ণয়িষ্যামি দিব্যাং মূর্ত্তিং জগৎপতেঃ। যাং চর্ম্মচক্ষুষা দৃষ্ট্বা জায়তে মুক্তিভাজনম্ ॥ ৬২ ॥ নীলেন্দ্রমণিপাষাণময়ী মূর্ত্তিঃ পুরাতনী। যাঘহং ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্র-পুরোগৈরর্চ্চিতা সুরৈঃ ॥ ৬৩ ॥ আরোপিতেয়ং দিব্যা স্রক্ পূজায়াং হি সুপর্ব্বভিঃ। সেয়ং ন ম্লায়তি নৃপ ন চ গন্ধেন রিচ্যতে ॥ ৬৪ ॥ দিনে বহুতিথে যাতে সদৃশী স্রগ্বরোত্তবা। দিব্যোপহারনির্ম্মাল্যভক্ষণাৎ ক্ষীণকল্মষম্। মাং ন পশ্যসি কিং রাজন্নতিমানুষবর্চ্চসম্ ॥ ৬৫ ॥ সকৃদপ্যশনাদস্য ক্ষুৎপিপাসাবলক্ষয়াঃ। ন বাধন্তে নৃপশ্রেষ্ঠ দৃষ্টেনাদৃষ্টকল্মনম্ ॥ ৬৬ ॥ ভুক্তির্মুক্তিশ্চ দ্বে তত্র রাজেন্দ্র যুগপৎ স্থিতে। ন জরাশোকাদিদুঃখং ন চ তত্র হি বিদ্যতে ॥৬৭॥ যত্র সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ প্রসন্নবদনো বিভুঃ। ফুল্লেন্দীবরপত্রাক্ষঃ প্রসন্নোঽমৃতমুক্তিদঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্ননৃপতের্বিদ্যাপতিং প্রতি পুরুষোত্তমক্ষেত্রবিষয়কতত্ত্বপ্রশ্নো নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯॥

ব্রহ্মচারী, যতি ও বৈখানসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। মহারাজের সমীপে অষ্টাদশবিধ বিদ্যায় পারদর্শী যাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ, মুনিগণ, মন্ত্রী, বৃদ্ধ ভৃত্য প্রভৃতি পরিজন সকল উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও মহারাজকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। মহারাজ বিদ্যাপতিকে বহুসম্মানপূর্ব্বক পূজা করিয়া সম্মুখবর্ত্তী পীঠে উপবেশন করাইলেন এবং কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরমানন্দে একান্তচিত্তে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের ও বিষ্ণুর মণিময় নীলমূর্ত্তির মহিমা স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মহারাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রাহ্মণ, যেরূপ দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বলিলেন। নীলপর্ব্বতে আরোহণ, নীলমাধবের দর্শনব্যাপার, রৌহিণকুণ্ডে স্নান, অক্ষয়বটের মহিমা, নৃসিংহাদি অষ্ট শম্ভু ও অষ্টশক্তির কথা এবং রথে আরোহণ করিয়া সেই মহাক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার যাহা দেখিয়াছিলেন, প্রবেশ হইতে সমুদ্রে মজ্জন পর্য্যন্ত তৎসমস্তই রাজার নিকটে বর্ণন করিলেন। রাজা তীর্থযাত্রীর নিকটে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের মুখে বিচিত্রব্যাপার শ্রবণ করিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—ভগবন্! আপনার মুখে এই যে অতি দুর্লভ পবিত্র ক্ষেত্রের কথা শ্রবণ করিলাম, পূর্ব্বেও ইহা আমি শুনিয়াছিলাম। হে দ্বিজবর! শুনিয়া এখনও আমার আশা মিটে নাই, আপনি পুনর্ব্বার বর্ণন করুন। বিষ্ণুর ইন্দ্রনীল-মণিময়-মূর্ত্তির কথা পুনরন্ধপ যথাযথভাবে কীর্ত্তন করুন। বিদ্যাপতি কহিলেন, হে রাজন্! আমি সেই জগৎপতির অত্যাশ্চর্য্য দিব্য মূর্ত্তি বর্ণন করিতেছি, চর্ম্মচক্ষু দ্বারা ঐ মূর্ত্তি দর্শনে মুক্তিভাজন হওয়া যায়। উহা নীলেন্দ্রমণি দ্বারা নির্ম্মিত ও অতি পুরাতনী এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অহরহঃ অর্চ্চিতা হইতেছেন। এই যে স্বর্গীয়মালা দেখিতেছেন, ইহা দেবগণ কর্ত্তৃক নীলমাধবের পূজায় প্রদত্ত হইয়াছিল। এই নিমিত্তই ইহা ম্লান বা গন্ধবিহীন হয় নাই। অনেক দিন হইয়াছে, তথাচ সৌরভ বা সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। হে রাজন্! আমাকে দেখিতেছেন না যে, দিব্য নির্ম্মাল্য-ভক্ষণে নিষ্পাপ হইয়া মানবাতিরিক্ত তেজোলাভ করিয়াছি। হে নৃপবর! জীবেরা এই নির্ম্মাল্য একবার ভক্ষণ করিলে বলক্ষয় ক্ষুধা ও পিপাসা প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয় না। ইহাকে দর্শনকরিলে শুভ অদৃষ্ট জন্মে। হে রাজেন্দ্র! এই নির্ম্মাল্য ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই এককালে প্রদান করিতেছেন। বস্তুতঃ জরা রোগ শোক প্রভৃতি দুঃখপরম্পরা উহাদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। অধিক কি বলিব, প্রফুল্ল ইন্দীবরপলাশতুল্য নেত্র-

দশমোঽধ্যায়ঃ

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। জন্ম প্রভৃতি তত্র ত্বং ন প্রয়াতো দ্বিজোত্তম। কথং বিদ্যাদ্ভবান্ দিব্যবৃত্তান্তং পুরুষোত্তমে ॥ ১ ॥ বিদ্যাপতিরুবাচ। তত্র স্থিতোঽহং সায়াহ্নে ভগবন্তমুপাগমম্। তস্মিন্ কালে দিব্যগন্ধো ববৌ চ শিশিরো মরুৎ ॥ ২ ॥ উদ্যতঃ সঙ্কুলঃ শব্দঃ শ্রূয়তে স্ম বিয়ৎপথে। ক্রমাদ্যাহি প্রয়াহীতি স তু বর্ণময়ঃ স্বনঃ ॥ ৩ ॥ দিবিষ্ঠানাং পতৎ-পুষ্প-বৃষ্ট্যাচ্ছাদিতপর্ব্বতঃ। সমাগ[illegible]ভূৎ সান্নিধ্যে বৈকুণ্ঠস্য মহীপতে ॥ ৪ ॥ বীণাবেণুমৃদঙ্গানাং চর্চ্চরীণাঞ্চ নিস্বনঃ। অভূতপূর্ব্বস্তত্রাসীদ্দিব্যগানবিমিশ্রিতঃ ॥ ৫ ॥ সহস্রমুপচারাণাং প্রীতয়ে পরমেশিতুঃ। দেবৈঃ সমর্পিতং তত্র মনুষ্যাদৃষ্টপূর্ব্বকম্ ॥ ৬ ॥ সম্পূজ্য বিধিবদ্দেবা করমাত্রোপলক্ষিতাঃ। জয়পূর্ব্বৈশ্চ তং স্তোত্রৈঃ সন্তোষ্য মধুসূদনম্ ॥ ৭ ॥ যথাগতং তে ত্রিদশাঃ প্রয়যুস্ত্রিদশালয়ম্। তেষু যাতেষু শবরঃ সখা বিশ্বাবসুর্মম ॥ ৮ ॥ দিব্যোপহারভোজ্যানি মাল্যঞ্চেদং দদৌ মম। অনর্ঘ্যমেতদম্লানং শ্রীরাজ্যসুখদায়কম্ ॥ ৯ ॥ অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং যোগ্যং তেনাহৃতং ময়া। শৃণুষ্ব তস্য সংস্থানং বিষ্ণোর্যৎ ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১০ ॥ অপূর্ব্বশিল্পনৈপুণ্যং রূপঞ্চাস্য মনোহরম্। ন ভূমিজন্মনা পুংসা শক্যতে গদিতুং হি তৎ ॥ ১১ ॥ ত্বদ্ভাগ্যপৌরুষাভ্যাং তন্নিরীক্ষিতং কথয়ামি তে। সমন্তাদ্গহনাকীর্ণং ক্ষেত্রং নীলা[illegible]দ্রনাভিকম্ ॥১২॥ আয়ামবিস্তৃতিভ্যাঞ্চ বিখ্যাতং ক্রোশপঞ্চকম্। তীর্থরাজস্য বেলায়াং স্বর্ণবালুকয়াবৃতম্ ॥ ১৩ ॥ অদ্রেঃ শৃঙ্গে মহানুচ্চৈঃ কল্পস্থায়ী বটো মহান্। ক্রোশায়তপুষ্পফলবর্জ্জিতঃ পল্লবোজ্জ্বলঃ ॥ ১৪ ॥ সূর্য্যাপক্রমণে তস্য ছায়া নাপক্রমেত

শালী শ্রবণাগত ব্যক্তিদিগের মুক্তিদাতা সাক্ষাৎ জগন্নাথ উহাতে প্রসন্নবদনে প্রভুত্ব করিতেছেন। ৪৬—৬৮।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—দ্বিজবর! [illegible] জন্মাবধি আর কখন সেখানে যান নাই, এ[illegible]বার গিয়াই অল্পদিনের মধ্যে পুরুষোত্তমের দিব্য অদ্ভুত বৃত্তান্ত সকল যেরূপে জানিলেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। বিদ্যাপতি কহিলেন,—মহারাজ! আমি একবার গিয়াই তথাকার ঘটনা সমস্ত জানিয়াছি, তথায় উপস্থিত হইয়া আমি সন্ধ্যাকালে ভগবানের নিকটে গমন করিলাম, তখন তথায় স্বর্গীয় গন্ধশালী সুশীতল বায়ু বহিতেছিল। আকাশপথে "যাও, যাও" এই প্রকার ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছিল। হে মহীপতে! দেখিলাম,—তখন দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সেই নীলাচলকে ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং ক্রমে তাঁহারা বৈকুণ্ঠনাথের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্বর্গীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল; সেই অপূর্ব্ব গীতবাদ্য আমরণ-জন্মে কখনও দেখি নাই। দেবগণ পরমেশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত সহস্র উপচার প্রদান করিলেন। আমার বোধ হয়, সেরূপ উপচার মানুষের কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহার পরে দেবগণ সেই মধুসূদন জগন্নাথের যথাবিধি পূজা, জয়ধ্বনি ও স্তব পাঠ দ্বারা সন্তোষ সাধন করিয়া স্বর্গধামে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে আমার সখা সেই বিশ্বাবসু শবর স্বর্গীয় খাদ্যসামগ্রী এবং এই মালা, আমাকে উপহার দিলেন। এই মালা কখন ম্লান হয় না, ইহার মূল্য নিরূপণ করিতে পারা যায় না, ইহাতে স্ত্রী ও রাজ্য সুখলাভ হইয়া থাকে। এই মালা অলক্ষ্মীপাপরাক্ষস নিপাত করিতে সমর্থ। এক্ষণে বিষ্ণু যে মনোহর ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন, তাহার পরিচয় শুনুন,—সেই পুরুষোত্তমের ক্ষেত্রের শিল্পচাতুরী অতি অপূর্ব্ব, সেই শ্রীক্ষেত্রের অবয়ব অতি মনোজ্ঞ, মর্ত্ত্যবাসী মানব তাহা বর্ণন করিতে, এমন কি ভাল করিয়া দেখিতেও অসমর্থ, আমি আপনার 'ভাগ্য এবং পুরুষকারবলে তাহা দেখিতে সমর্থ হইয়াছি, এক্ষণে আপনার নিকটে তাহার পরিচয় দিতেছি; সেই ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে গহনকানন মধ্যে সেই নীলগিরি সেই ক্ষেত্রের নাভির মত শোভা পাইতেছে। ঐ ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে পাঁচ ক্রোশ, উহার পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রতীর স্বর্ণবালুকায় পূর্ণ। আর ঐ নীলগিরির শৃঙ্গে বৃহৎ এক আকল্পস্থায়ী বটবৃক্ষ; ঐ বৃক্ষের পরিমাণ একক্রোশ; উহাতে ফল পুষ্প কিছুই নাই, কেবল বহুতর পল্লবে পরিপূর্ণ এবং সেই কারণে দেখিতে মনোহর। সূর্য্যদেবের গতিবিধি অনুসারে উহার তলে ছায়ার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়

যে ৷ তস্য পশ্চাৎপ্রদেশে হি কুণ্ডং রৌহিণসংজ্ঞকম্ ॥ ১৫ ॥ জলোদ্গমার্গনীলদৃষদারোহণবিভূষিতম্ । বহিঃস্ফাটিকবেদীভিশ্চতুর্দিক্ষু পরাবৃতম্ ॥ ১৬ ॥ অঘক্ষয়াপহারম্ভিরাভিঃ পূর্ণং মনোহরম্ । তৎপূর্ব্ববেদিকামধ্যে স্তগ্রোধচ্ছায়শীতলে ॥ ১৭ ॥ ইন্দ্রনীলময়ো দেব আস্তে চক্রগদাধরঃ । একাশীত্যঙ্গুলমিতঃ স্বর্ণপদ্মোপবিস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ অষ্টমীচন্দ্রশকলশোভাবিজয়িভালভূঃ । স্মেরেন্দীবরযুগ্মশ্রীধিক্কারোদ্যতলোচনঃ ॥ ১৯ ॥ অনেনামৃতভানূদ্যৎসন্তাপত্রয়মোচনঃ । নাসাপুটদ্বয়োদ্ভাসিতিলপুষ্পপ্রশোভনঃ ॥ ২০ ॥ বপুষোহশ্মময়স্যেহপি সুস্মিতস্নপিতাধরঃ । হাসসংফুল্লগণ্ডাভ্যাং রুচিরং চিবুকং হনুঃ ॥ ২১ ॥ অনন্যপূর্ব্বঘটিতং সৃক্কিণীযুগমঞ্জসা । হাসনিম্নাধরৌ গণ্ডৌ চিবুক সৃক্কিণী শুভে ॥ ২২ ॥ বহন্নিদর্শনং দেবো বিশ্বকর্ম্মাদিশিল্পিনাম্ । মকরাস্যকভূষা-শোভিশ্রুতিযুগেন সং ॥২৩॥ শুক্রভার্গবয়োর্মধ্যে পূর্ণচন্দ্রোপহাসকঃ । গ্রৈবেয়শোভাজনককণ্ঠদেশেন পশ্যতাম্ ॥ ২৪ ॥ দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খস্য মুক্তাজন্মাস্তিশঙ্কৃৎ । পীনায়তস্কন্ধযুগাজানুদীর্ঘচতুর্ভুজঃ ॥ ২৫ ॥ স্বচ্ছনির্ম্মলহারোপশোভিকোরঃস্থলো বিভুঃ । যস্তে চতুর্দ্দশজগদ্দিব্যকৌস্তভবিম্বিতম্ ॥২৬॥ নিম্ননাভিহ্রদাবিষ্ট-তনুরোমালিমঞ্জুলঃ । হারস্থং ত্রিবলিমধ্যেন স্থাণুস্বপরিণামকঃ ॥ ২৭ ॥ সুরত্নমেখলাদাম্না কিঙ্কিণীমৌক্তিকস্রজা । জগল্লাবণ্যপুটকে স্ফিচৌ দেবস্য শোভতঃ ॥ ২৮ ॥ জঘনালম্বিমুক্তাস্রক্পীতচেলোপশোভিতঃ । জঙ্ঘাস্তম্ভযুগং মোক্ষমাঙ্গল্যতোরণাশ্রয়ম ॥ ২৯ ॥ বৃত্তানুপূর্ব্বজানুভ্যাং মালয়াপ্রপদীনয়া । রত্নাঢ্যবলয়াভ্যাং চ শোভেতে চরণৌ বিভোঃ ॥ ৩০ ॥ হারকঙ্কণকেয়ূরমুকুটাদৈরলঙ্কৃতম্ । জ্ঞানাহঙ্কারকৈশ্বর্য্য-শব্দব্রহ্মাসি কেশবঃ ॥ ৩১ ॥ চক্রপদ্মগদাশঙ্খ-পরিণামানি ধারয়ন্ । সর্ব্বাশাদ্যোতকো দেবো নীলাদ্রেরুপরিস্থিতঃ ॥৩২ ॥ ভক্ত্যা প্রণম্য দৃষ্ট্বা য দেহবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ।

না। ঐ বৃক্ষের পশ্চাৎ দিকে রৌহিণ নামক এক কুণ্ড। ঐ কুণ্ডে নামিবার সোপান নীলকান্তমণিনির্ম্মিত, ঐ সোপাণ কুণ্ডের তলদেশ পর্য্যন্ত বিদ্যমান। ঐ কুণ্ডের উপরে চারিদিকে স্ফটিকমণিময় বেদী। ঐ কুণ্ড পাপহারী সলিলে পূর্ণ, ঐ কুণ্ডের বটচ্ছায়া সুশীতল, পূর্ব্ব বেদিকার মধ্যভাগে দেব চক্রগদাধর বিরাজিত আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি ইন্দ্রনীলমণিময়, তাহার পরিমাণ একাশীতি অঙ্গুলি। স্বর্ণপদ্মের উপরে তিনি অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ললাটশোভার নিকট অষ্টমী চন্দ্রখণ্ড পরাজিত, তাঁহার নয়নযুগল বিকসিত একজোড়া ইন্দীবরকে ধিক্কার দিতে উদ্যত, তাঁহার মুখসুধাকরদর্শনে ত্রিতাপের শান্তি হয়। সেই ভগবানের নাসিকাদ্বয় তিলফুলের ন্যায় সুশোভন। তাঁহার শরীর পাষণময় হইলেও অধর হাস্যমাখা, গণ্ডযুগল হার্ষোৎফুল্ল, চিবুক ও হনু অতি মনোহর, ওষ্ঠের দুই প্রান্তভাগের অপূর্ব্ব সুগঠন, গণ্ডদ্বয়ের নিম্নভাগ হাস্যকারণ ন্যুজভাব ধারণ করিয়াছে। দেব জগন্নাথ বিশ্বকর্ম্মাদি শিল্পিবর্গের সুশিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন, তাঁহার কর্ণযুগল মকরমুখ কর্ণভূষণে শোভিত। বৃহস্পতি এবং শুক্রের মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের শোভা তাঁহার নিকট পরাজিত। তাঁহার কণ্ঠদেশে মনোহর গ্রীবাভূষণ, এক হস্তে তিনি মুক্তাভ্রমকারী মনোহর দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ধারণ করিতেছেন। তাঁহার চারি বাহু অজানুলম্বিত, স্কন্ধযুগল অতি পীন ও আয়ত।১-২৫। প্রভুর বক্ষঃস্থলে মনোহর সুনির্ম্মল হার শোভা পাইতেছে। প্রভুর গলে দিব্য কৌস্তভমণি, তাহাতে চতুর্দ্দশজগতের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত। তাঁহার গভীর নাভিহ্রদে সূক্ষ্ম রোমাবলী সুশোভমান। তাঁহার কণ্ঠলম্বিত হার ত্রিবলির মধ্যভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। প্রভু জগন্নাথ দেব স্থাণুর মত অচলভাবে অবস্থিত করিতেছেন। প্রভুর স্ফিকদ্বয়, ত্রিজগতের লাবণ্যের খনি এবং উত্তমরত্নময় কাঞ্চীদাম ও মুক্তানির্ম্মিত কিঙ্কিণীমালায় সুশোভিত। পরিধানে পীতবসন, মুক্তামালা জঘন পর্য্যন্ত বিলম্বিত। তাঁহার মনোহর জানুযুগল স্তম্ভযুগলের ন্যায় সুশোভন মোক্ষদ্বারের মঙ্গলতোরণবৎ প্রতীয়মান। প্রভুর চরণদ্বয় আনুপূর্ব্বিক গোলাকার, জানুযুগলে পদপর্য্যন্তলম্বী মাল্যে এবং রত্নবলয়ে অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রভুর শরীর হার, কঙ্কণ, কেয়ূর ও মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কারে সুশোভিত। হস্তচতুষ্টয়ে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মরূপ পরিণত জ্ঞান অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্য এবং বেদব্রহ্ম ধারণ করিতেছেন। দেব জগন্নাথ এইরূপে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া নীলাচলের উপরিভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলে জীব দেহবন্ধন হইতে

বামপার্শ্বগতা লক্ষ্মীরাশ্লিষ্টা পদ্মপাণিনা ॥ ৩৩ ॥ বল্লকী-বাদনপরা ভগবন্মুখলোচনা। সর্ব্বলাবণ্যবসতিঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা ॥ ৩৪ ॥ তাবপশ্যং হি জগতঃ পিতরাবচলস্থিতৌ। তুষ্ণীভূতৌ স্মেরদৃশানুগৃহ্নন্তৌ চ পশ্যতঃ ॥ ৩৫ ॥ সঞ্জীবৌ ভাবববুধং (?) ভো দীনানুগ্রহকারণাৎ। ছত্রীভূতফণাবৃন্দঃ শেষঃ পশ্চাদ-বস্থিতঃ ॥৩৬॥ অগ্রে ব্যবস্থিতং দৃষ্টং বপুর্বিভ্রৎ সুদর্শ-নম্ কৃতাঞ্জলিপুটং তস্য পশ্চাদগরুড়মাস্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥ এবমদ্ভুতরূপং তং দৃষ্ট্বা সাক্ষাৎ শ্রি.ঃপতিম্। চেতো-বজ্জুভিরাকৃষ্টমিব তত্রৈব ধাবতি ॥ অনেক-জন্মসাহস্রৈঃ স্বকর্ম্মাণ্যর্জিতানি চেৎ। যুগপৎ পবি-পক্কানি যস্যাসৌ তং হি পশ্যতি ॥ ৩৯ ॥ তীর্থস্নান-তপোহোমবেদদানব্রতৈরপি। নালমালোকিতুং মর্ত্ত্যস্তাদৃশং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪০ ॥ যে নীলমূর্ত্তিং বিমলাম্বরাভং ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষোত্তমন্তম্। তে ক্ষীণবন্ধাঃ প্রবিশন্তি বিষ্ণোঃ পুরং হি যৎপ্রাপ্য ন শোচতীহ ॥ ৪১ ॥ বিদ্যাভিবিবাদশভিঃ প্রণীতং নানাবিধং কর্ম্মফলং নৃণাং যৎ। একত্র তৎসর্ব্বমমুষ্য বিষ্ণোঃ সন্দর্শনস্যেতি শতাংশমানম্ ॥ ৪২ ॥ কিমত্র বাচ্যং হ্যধিকং ক্ষিতীন্দ্র পুংসো মতির্যাবতঃপৈতি কামান্। লভেত নীলাদ্রিপতিং প্রণম্য ততোঽধিকং ক্ষেত্রভুবো মহিমা ॥ ৪৩ ॥ স এব দাতা ক্রতুভিঃ স যষ্টা সত্যপ্রবক্তা স তু ধর্ম্মশীলঃ। সর্ব্বৈর্গুণৈঃ সর্ব্ব-ভবৈর্ব্ববিষ্টো নীলাদ্রিনাথঃ খলু যেন দৃষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥ তত্র যে সেবকাঃ সন্তি মাধবস্য জগৎপতেঃ। তেভ্যঃ সকাশান্মাহাত্ম্যমিদং জ্ঞাতং ময়া নৃপ। তস্মিন্ পর-ম্পরায়াতমাদিস্পষ্টৈঃ পুরাতনম্। প্রসিদ্ধমিদমাখ্যানং শ্রোতা তত্র গতো হ্যহম্ ॥ ৪৬ ॥ ত্বদাজ্ঞয়া তত্রগত্বা দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্। নিবেদিতং তে রাজেন্দ্র যথেচ্ছাসি তথা কুরু ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। আপ্তবাক্যাদ্ভগবতঃ শ্রুত্বা রূপমঘাপহম্। কৃত-কৃত্যোঽস্মি ভগবন দিব্যনির্ম্মাল্যসঙ্গমাৎ। বহু-জন্মসর্জ্জিতানি ক্ষীণানি দুরিতানি মে। অধিকারী অহং জাতো দর্শনে শ্রীপতেরিহ ॥ ৪৯ ॥ সর্ব্বাত্ম-নাহং যাস্যামি বাঞ্ছে ন সুসমৃদ্ধিনা। তত্র বাসং

মস্ত হয়। প্রভুর বামপার্শ্বে লক্ষ্মী দেবী পদ্মহস্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার লাবণ্যের আধার দেবী ক্ষীরোদনন্দিনী সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ভগবানের ... নয়ন নিক্ষেপপূর্ব্বক বীণাবাদন করিতেছেন। দেখিলাম— জগতের মাতা-পিতা সেই নীলাচলে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করত স্মেরনয়নে দর্শকবৃন্দকে অনুগৃহীত করিতেছেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অনন্ত নাগ ফণাসমূহ ছত্রাকার করিয়া রহিয়াছেন। ভগবানের পশ্চাদভাগে গরুড় কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করি-তেছে। এই অদ্ভুত রূপসম্পন্ন সাক্ষাৎ শ্রীপতিকে দর্শন করিলে দর্শকের চিত্ত যেন রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই দিকেই ধাবিত হয়। বিদ্যাপতি কহি-লেন, যে ব্যক্তি বহুসহস্র জন্মাবধি স্বীয় সৎকর্ম্মজন্য পুণ্যসঞ্চয়পূর্ব্বক তাহার পরিণামফল এককালে লাভ করিয়াছেন, তিনিই সেই নীলমাধবকে দর্শন করিতে পারেন। নতুবা তীর্থস্নান, তপস্যা, হোম, বেদ, দান, ব্রত প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়াও মর্ত্ত্যবাসিলোকেরা তাদৃশ পুরুষোত্তমকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন না। যাহারা সেই পুরুষোত্তমে অবস্থিত নির্ম্মল গগনের ন্যায় নীলমূর্ত্তি বিষ্ণুকে ধ্যান করে, তাহারা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করত শোকশূন্য হইয়া অবস্থান করে। শাস্ত্রে মনুষ্যদিগের কর্ম্মফল যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই সমগ্র কর্ম্মফল,—একত্র তুলনা করিলে বিষ্ণু-সন্দর্শনজনিত ফলের শতাংশের একাংশের সমান হয়, কি না। (সন্দেহ)। মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, শ্রীক্ষেত্রের মহিমা বড়ই অদ্ভুত, মানবগণ তথায় গিয়া নীলাচলের অধিদেব জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া ইচ্ছার অধিক সম্পদ্ লাভ করে। যিনি সেই ভগবান্ নীলাচলনাথকে দেখিতে পাইয়াছেন, তিনিই দাতা, বিবিধ যজ্ঞকর্ত্তা, সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। এমন কি সর্ব্বগুণে গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হন। রাজন্! তথায় জগৎপতি মাধবের যে সকল সেবক আছেন, তাঁহাদের নিকট তাঁহার এই মহিমা, আমি অবগত হইয়াছি, তথাকার লোকপরম্পরাগত আদি হইতেও পুরাতন এই প্রসিদ্ধ উপাখ্যান শুনিবার নিমিত্ত আমি তথায় গিয়াছিলাম। হে রাজেন্দ্র! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে তথায় গিয়া শ্রীপুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া আসিয়া নিবেদন করিলাম; এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহি-লেন, হে ভগবন্! আমি আপ্তমুখে ভগবানের— পাপনাশক রূপ শ্রবণ এবং এই দিব্য নির্ম্মাল্য ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম, আমার বহুজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনিষ্ট হইল, আমি এখন সেই শ্রীপতিকে দর্শন করিবার অধিকারী হইলাম। অতএব, আমি

করিষ্যামি পুরস্থর্গাণি চৈব হি ॥ ৫০ ॥ ক্রতুনা হয়-মেধেন যক্ষ্যে প্রীত্যৈ মুরদ্বিষঃ। শতোপচারৈঃ শ্রীনাথং পূজয়িষ্যে দিনে দিনে ॥ ৫১ ॥ ব্রতোপ-বাসনিয়মৈঃ প্রীণয়িষ্যে জগদ্গুরুম্। বাক্যামৃতেন সন্তপ্তং যথা মামভিষেক্ষ্যতি। দীনানুকম্পী ভগ-বান্ সাক্ষান্নারায়ণো বিভুঃ ॥ ৫২ ॥ এবং স শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা সংস্তুতে যাবদীশ্বরম্। নারদস্তত্র সংপ্রাপ্তো ভুবনালোককৌতুকী ॥ ৫৩ ॥ তমায়ান্তং ঋষিং দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবাগ্র্যং বিধেঃ সুতম্। আশশংস স্বকার্য্যস্য সিদ্ধিং নরপতিস্তদা ॥ ৫৪ ॥ উত্থায় সহসা বিপ্রঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কৈঃ। বরাসনস্থং প্রণতঃ প্রোবা-চেদং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৫ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। অদ্য মে সফলা যজ্ঞা দানমধ্যয়নং তপঃ। যন্মে গৃহং সমা-গচ্ছদ্ দ্বিতীয়া ব্রহ্মণস্তনুঃ ॥ ৫৬ ॥ কৃতার্থো যদ্যপি মুনে আগমাদনুগ্রহাত্তব। তথাপি ত্বৎপ্রসাদায় কিমাজ্ঞাং করবাণি তে ॥ ৫৭ ॥ কিং প্রয়োজন-মুদ্দিশ্য ভবনং মে পবিত্রিতম্ ॥ ৫৮ ॥ জৈমিনি-রুবাচ। তচ্ছ্রুত্বা নৃপতের্বাক্যং ভক্তিপ্রশ্রয়কোমলম্। উবাচ ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ স্মিতপূর্ব্বং মহীপতিম্ ॥ ৫৯ ॥ নারদ উবাচ। ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপশ্রেষ্ঠ বিমলৈস্তদ্গুণোৎ-করৈঃ। প্রীণিতা দেবতাঃ সিদ্ধা মুনয়ো ব্রহ্মণা সহ ॥ ৬০ ॥ স্বপ্রতিষ্ঠা পৃথগ্‌যোগ্যা গুণা একৈকশস্তব। ব্রহ্মণঃ সদনে স্থিত্যৈ পর্য্যাপ্তাস্ত সমীহিতাঃ ॥ ৬১ ॥ অবতীর্ণো নরং দ্রষ্টুং তিষ্ঠন্তং বদরাশ্রমে। তদ্ধ্যানা-বসরে জ্ঞাতো ব্যবসায়স্তবেদৃশঃ ॥ ৬২ ॥ সাধু ব্যবসিতং রাজন্ যত্তেঽভূদ্বুদ্ধিরীদৃশী। সহস্রজন্মস্ব-ভ্যাসাদ্ভক্তির্ভবতি ভূপতে। নীলাচলগুহাবাসে মাধবে জগতাং ধরে (বে) ॥ ৬৩ ॥ পিতামহো মহাভাগো যমারাধ্য জগৎপতিম্। নির্ম্মমে স সৃষ্টি-মিমাং লেভে পৈতামহং পদম্ ॥ ৬৪ ॥ তদন্বয়-প্রসূতোঽসি যুক্তা তে মতিরীদৃশী। চতুর্ব্বর্গফলা ভক্তির্বিষ্ণৌ নাল্পতপঃফলম্ ॥ ৬৫ ॥ অনাদ্যবিদ্যা সুদৃঢ়পঞ্চক্লেশবিবর্দ্ধিনী। একৈবেয়ং বিষ্ণুভক্তি-

সম্পূর্ণ যত্নসহকারে রাজোচিত সমৃদ্ধিসহায় দ্বারা সেই স্থানে যাইয়া দুর্গ ও পুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিশ্চয়ই বাস করিব। সেই মুরারির প্রীতির নিমিত্ত অশ্ব-মেধযজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক প্রতিদিন শত শত উপচার দ্বারা পূজা করিব। দীনদয়াবান্ প্রভু ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ যাহাতে আমাকে বাক্যামৃতে পরিতৃপ্ত করেন,—আমি অসীম সংসারতাপে দগ্ধ—যাহাতে আমাকে বচনসুধা-সেচনে শীতল করেন, তাহার নিমিত্ত আমি ব্রত-উপবাসাদি কঠিন নিয়মে সেই জগদ্গুরুকে সন্তুষ্ট করিব। ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে ভুবন-দর্শনে কৌতুকাক্রান্ত নারদ ঋষি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। নরপতি তদানীং সেই বৈষ্ণবপ্রধান ব্রহ্মতনয় ঋষিকে সমাগত দেখিয়া স্বকীয় কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনায় আশ্বাসিত হইলেন। হে দ্বিজগণ! রাজা সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নারদমুনিকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা পূজা করিলেন, নারদ বরাসনে সমাসীন হইলে রাজা প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন,—আজি আমার যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন, ও তপস্যা, সমস্তই সফল হইল;—যেহেতু দ্বিতীয় ব্রহ্মমূর্ত্তি—আজ আমার গৃহে উপস্থিত। হে মুনে! যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক আগমন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন, তবে, আপনার প্রসন্নতার নিমিত্ত কি আজ্ঞা পালন করিব, তাহা বলুন। আপনি কি প্রয়োজন বশতঃ আমার এই ভবন পবিত্র করি-লেন ?২৬—৮৫। জৈমিনি কহিলেন,—ব্রহ্মপুত্র নারদ নৃপতির সেই বিনয়-ভক্তি-কোমল বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহা-রাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন! আপনার বিমল গুণসমূহের কথা জানিতে পারিয়া সিদ্ধ, মুনি ও দেবগণ, এমন কি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। আপনার গুণসমূ-হের—প্রত্যেকটীই স্বয়ং প্রতিষ্ঠালাভের উপযুক্ত, সমুদয়ের ত কথাই নাই, সমস্ত মনোরথই পূর্ণ হয়। তাহাতে লোকে ব্রহ্মার সদনে বাস করিতে সমর্থ হয়। আমি বদরিকাশ্রমে অবস্থিত নর-রূপী নারায়ণকে দর্শনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলাম এবং তাঁহার ধ্যানানন্তর তোমার ঈদৃশ ব্যব-সায় অবগত হইলাম। হে রাজন্! তোমার চেষ্টা অতি উত্তম, যে হেতু তোমার ঈদৃশী বুদ্ধি জন্মিয়াছে। হে ভূপ! সহস্র জন্মের অভ্যাস দ্বারা নীলাচল-গুহাবাসী বিশ্বম্ভর মাধবের প্রতি ভক্তি জন্মে। মহাভাগ পিতামহ, যাঁহাকে আরাধনা করিয়া জগতের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন এবং এই সৃষ্টি নির্ম্মাণপূর্ব্বক পৈতামহ—অর্থাৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া-ছেন, তুমি সেই বংশ হইতে উৎপন্ন, অতএব তোমার এই প্রকার বুদ্ধি উপযুক্তই হইয়াছে। ভগ-বদ্বিষ্ণু-প্রতি ভক্তি জন্মিলে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। সুতরাং ইহা অল্পতপস্যার ফল নহে। অনাদি অবিদ্যা বড়ই সুদৃঢ়, ইহা কেবল পঞ্চক্লেশের বর্দ্ধন

স্থদুচ্ছেদায় জায়তে॥ ৬৬ ॥ ভবারণ্যে প্রতিপদং দুঃখসঙ্কটসঙ্কুলে। নরাণাং ভ্রমতাং বিষ্ণুভক্তিরেকা সুখপ্রদা ॥ ৬৭ ॥ নিরালম্বে দ্বন্দ্ববাতপ্রোদ্যাতোর্ম্মিসুদুস্তবে। নিমগ্নানাং ভবাম্ভোধৌ বিষ্ণুভক্তিস্তরী স্মৃতা ॥ ৬৮ ॥ আশ্রিত্যৈকাং ভগবতীং বিষ্ণুভক্তিং তু মাতরম্। সন্তঃ সন্তুষ্টমনসো ন তু শোচন্তি জাতুচিৎ॥ ৬৯ ॥ বিষ্ণুভক্তিসুধাপানসংহৃষ্টানাং মহাত্মনাম্। ব্রাহ্ম্যং পদং স্বল্পলাভো ভাজনানাং বিমুক্তয়ে॥ ৭০ ॥ ত্রিবিধোঽপ্যংহসাং-রাশিঃ সুমহান্ জন্মিনাং নৃপ। বি... র্ম্মহাদাববহ্নৌ স শলভায়তে॥ ৭১ ॥ প্রয়াগগঙ্গাপ্রমুখ-তীর্থানি চ তপাংসি চ। অশ্বমেধ ক্রতুবরো দানানি সুমহান্তি চ॥ ৭২ ॥ ব্রতোপবাসনিয়মাঃ সহস্রাণ্যর্জ্জিতা অপি। সমূহ এষামেকত্র গুণিতং কোটিকোটিভিঃ॥ ৭৩ ॥ বিষ্ণুভক্তেঃ সহস্রাংশ-সমোঽসৌ ন হি কীর্ত্তিতঃ। জৈমিনিরুবাচ। বিষ্ণুভক্তেস্তু মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ব্রহ্মর্ষিণোদিতম্। বিষ্ণুভক্তেঃ স্বরূপং হি জ্ঞাতুকামঃ ক্ষিতীশ্বরঃ। নারদং পুনরাহেদং বাক্যং সৎকার্য়ুক্তিমান্॥ ৭৪ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। মহিমা বিষ্ণুভক্তেস্তু সাধুপ্রোক্তা মুনে মম। তস্যাঃ স্বরূপ-জিজ্ঞাসা চিরান্মে হৃদি বর্ত্ততে॥ ৭৫ ॥ লক্ষণং বর্ণয়েদানীং ভক্তেবৈষ্ণবপুঙ্গব। ত্বদন্যো ন হি বক্তা স্যাদ্বিজ্ঞাতো মে মহীতলে॥ ৭৬ ॥ নারদ উবাচ। সাধু রাজংস্ত্বয়া পৃষ্টং ভক্তিলক্ষণমুত্তমম্। কথয়িষ্যে যথার্থং ত্বাং ভক্তিভাজনমুত্তমম্॥ ৭৭ ॥ অপাত্রে নহি বাচ্যেয়ং নরেঽংহোমলিনান্তরে। শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ প্রোচ্যমানাং ময়ানঘ॥ ৭৮ ॥ সামান্যতো বিশেষাচ্চ বিষ্ণোর্ভক্তিং সনাতনীম্। অত্যন্তদুঃখ...প্তৌ বিচ্ছেদে দুঃখসন্ততেঃ॥ ৭৯ ॥ হেতুরেকোঽয়মেবেতি সংশ্রয়ো ভক্তিরুচ্যতে। ত্রিধা সা গুণভেদেন তুরীয়া নির্গুণা মতা॥ ৮০ ॥ কামক্রোধাভিভূতানাং দৃষ্টাদন্যন্ন পশ্যতাম্। লব্ধয়ে চাভিচারায় ভক্তিঃ স্যাদ্রূপ তামসী॥ ৮১ ॥ যশসে চাতিরিক্তায় পরস্য শ্রদ্ধয়াপি বা। প্রসঙ্গাৎ পরলোকায় ভক্তিঃ সা রাজসী স্মৃতা॥ ৮২ ॥ আমুষ্মিকং

করিতেছে। একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই এই অবিদ্যার উচ্ছেদে সমর্থ। মনুষ্যগণ দুঃখ-সঙ্কটসঙ্কুল সংসার-কাননে অনবরত ভ্রমণ করত কষ্ট পাই...। এক-মাত্র বিষ্ণুভক্তিই তাহাদের সুখজনক। অ... শূন্য ও শীতোষ্ণাদিরূপ দ্বন্দ্ব-বায়ু-সমুত্থিত উর্ম্মি দ্বারা দুস্তর ভবসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের বিষ্ণুভক্তি রূপিণী একমাত্র তরণী বহিয়াছে। সাধুগণ একমাত্র ভগবতী বিষ্ণুভক্তিকেই মাতৃরূপে আশ্রয় করিলে সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান করেন, কখনই শোক প্রাপ্ত হন না। যে সকল মহাত্মা বিষ্ণুভক্তিরূপ সুধাপান করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছেন, তাঁহারা মুক্তিপথে অগ্রসর, ব্রহ্মপদ তাঁহাদের নিকট অতিতুচ্ছ। বিষ্ণুভক্তিরূপ প্রদীপ্ত দাবানলে জীবদিগের কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ পাপরাশিরূপ শলভ সকল দগ্ধ হইয়া যায়। প্রয়াগ, গঙ্গাপ্রভৃতি পবিত্র তীর্থ, তপস্যা, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সৎপাত্রে প্রচুর দান, এবং সহস্র সহস্র সঞ্চিত ব্রতোপবাসাদি সৎকর্ম্ম, এই সকল কোটি কোটি গুণ করিয়া একত্র করিলে বিষ্ণুভক্তির সহস্রভাগের এক ভাগেরও তুল্য হয় না, বিষ্ণুভক্তির মহিমা অনির্ব্বচনীয় অতুলনীয়। জৈমিনি কহিলেন,—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মর্ষির মুখে বিষ্ণুভক্তির এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুভক্তির স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পুনরায় নারদকে কহিলেন।৫৯—৭৪। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—হে মুনে! তুমি যে অত্যুত্তম বিষ্ণুভক্তি বর্ণন করিলে, তাহার স্বরূপ জিজ্ঞাসা আমার হৃদয়ে চিরকাল বিদ্যমান আছে। হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! এইক্ষণে তাহার লক্ষণ কি প্রকার বর্ণনা করুন। আপনার তুল্য সদ্বক্তা ভূতলে আর কোথায় দেখি নাই। নারদ কহিলেন,—রাজন! তুমি যথার্থই ভক্ত, তুমি উত্তমভক্তিলক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তোমার নিকট ভক্তিলক্ষণ যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি। তুমি সৎপাত্র বলিয়া তোমাকে বলিতেছি, অপাত্রে—পাপে আচ্ছন্ন দুর্ব্বিতাশয় মনুষ্যকে ইহা বলিতে নাই। হে নিষ্পাপ নরপতে! আমি তোমার নিকটে সনাতনী বিষ্ণুভক্তি, সামান্য ও বিশেষরূপে বলিতেছি, একান্তচিত্তে শ্রবণ কর। অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইলে তাহার বিনাশ নিমিত্ত একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই সংশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই ভক্তি গুণভেদে তিন প্রকার। অপর যে চতুর্থ প্রকার ভক্তি, তাহাকে নির্গুণ বলা যায়। প্রথমতঃ যাহারা কাম ও ক্রোধাভিভূত, সুতরাং দৃষ্ট পদার্থ মাত্র স্বীকার করে, তাহাদিগের লাভ ও অভিচারের নিমিত্ত ভক্তিকে তামসী কহে। দ্বিতীয়তঃ সমধিক যশোলাভ হইবে বলিয়া, অথবা অপরের শ্রদ্ধাক্রমে প্রসঙ্গতঃ পরলোকের নিমিত্ত যে ভক্তি

স্থিরন্তরং দৃষ্টভাবান্ বিনশ্বরান্। পঞ্চতাশ্রমবর্ণোক্তান্ ধর্ম্মান্নৈব জিহাসতা। আত্মজ্ঞানায় যা ভক্তিঃ ক্রিয়তে সাতু সাত্ত্বিকী। জগচ্চেদং জগন্নাথো নান্যচ্চাপি চ কারণম্। অহঞ্চ ন ততো ভিন্নো মত্তোঽসৌ ন পৃথক্স্থিতঃ। স্রানং বহিরুপাধীনাং প্রেমোৎকর্ষায় ভাজনম্। দুর্ল্লভা ভক্তিরেষা হি মুক্তয়েঽদ্বৈতসংজ্ঞিতা॥ ৮৫ ॥ সাত্ত্বিক্যা ব্রহ্মণঃ স্থানং রাজস্যা শক্রলোকতাম্। প্রয়ান্তি ভুক্ত্বা ভোগান্ হি তামস্যা পিতৃলোকতাম্। পুনরাগত্য ভূর্লোকং ভক্তিং তাং বৈপরীত্যতঃ। তামসো রাজসীং কুর্য্যাৎ রাজসঃ সাত্ত্বিকীং তথা॥৮৭ সাত্ত্বিকো মুক্তিমাপ্নোতি কৃত্বা চাদ্বৈতভাবনাম্। একামপি সমাশ্রিত্য ক্রমান্মুক্তিপথং ব্রজেৎ॥ ৮৮ ॥ বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্য শ্রৌতস্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ। প্রায়শ্চিত্তাদিকং তীর্থ-যাত্রাকৃচ্ছ্রাদিকং তপঃ॥ ৮৯ ॥ কুলে প্রসূতিঃ শিল্পানি সর্ব্বং লৌকিকভূষণম্। কায়ক্লেশফলং তেষাং স্বৈরিণীব্যভিচারবৎ॥ ৯০ ॥ কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রশস্তঃ সর্ব্বলোকানাং ন ত্বষ্টাদশবিদ্যকঃ। ভক্তিহীনো নৃপশ্রেষ্ঠ সজ্জাতির্ধার্ম্মিকস্তথা॥ ৯১ ॥ নাল্পভাগ্যস্য পুংসো হি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে। যাস্তু সম্পদ্য যত্নেন কৃতকৃত্যো ন সীদতি॥ ৯২ ॥ যয়া বেত্তি জগন্নাথং সা বিদ্যা পরিকীর্ত্তিতা। যেন প্রীণাতি ভগবান্ তৎকর্ম্মাশুভনাশনম্। বিষ্ণুভক্তশ্চ সম্প্রোক্তস্তাভ্যাং যুক্তো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ৯৩॥ যৎপাদপাংশুনা বিশ্বং পূয়েত সচরাচরম্। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং স্বেচ্ছয়া প্রভবত্যসৌ। কিং পুনঃ ক্ষুদ্রকামাণাং ভূমিস্বর্গাদিসম্পদাম্॥ ৯৪ ॥ বাসুদেবস্য ভক্তস্য ন ভেদো বিদ্যতেঽনয়োঃ। বাসুদেবস্য যে ভক্তাস্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥৯৫॥ প্রশান্তচিত্তাঃ সর্ব্বেষাং সৌম্যাঃ কামজিতেন্দ্রিয়াঃ। কর্ম্মণা মনসা বাচা পরদ্রোহমনিচ্ছবঃ। দয়ার্দ্রমনসো নিত্যং স্তেয়-

---

করে,তাহাকে রাজসী ভক্তি কহে। তৃতীয়তঃ "ইহার এইটী স্থিরতর, আর সমুদয় দৃষ্টপদার্থাদি বিনাশশীল" যে ব্যক্তি এইরূপ স্থির করত স্ব স্ব আশ্রম ও বর্ণোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া কেবল আত্মজ্ঞান জন্য ভক্তি করে, তাহার ভক্তিকে সাত্ত্বিকী বলা যায়। চতুর্থতঃ এই জগৎই জগন্নাথ। ইহার অন্য কোন কারণ নাই, আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহি, তিনিও আমা হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত নহেন! অতএব বহিরুপাধি অর্থাৎ এই স্থূল—শরীরাদি ও সুখসেব্য গন্ধমাল্যাদি কেবল প্রীতি-বর্দ্ধন করে, উহার দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। এই প্রকার জ্ঞানে মোক্ষ নিমিত্ত যে ভক্তি প্রকাশিত হয়, তাহাকে অদ্বৈত নামে অতি দুর্ল্লভা ভক্তি কহা যায়। সাত্ত্বিকী ভক্তিতে ব্রহ্মলোক, রাজসী ভক্তিতে শক্রলোক ও তামসী ভক্তি দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি পুনর্ব্বার ভূলোকে আগমন করত পূর্ব্বজন্মীয় ভক্তির বৈপরীত্য—অর্থাৎ তামসভক্তিক ব্যক্তি রাজসী, রাজসভক্তিক ব্যক্তি সাত্ত্বিকী ও সাত্ত্বিক ব্যক্তি অদ্বৈতভাবনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন। অতএব যে কোন একটী ভক্তি আশ্রয় করিলে ক্রমে মুক্তিপথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তির বেদ ও স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়া-কলাপ, প্রায়শ্চিত্তাদি, তীর্থযাত্রা, কৃচ্ছ্রব্রতাদি, তপস্যা, সৎকুলে জন্ম ও সমুদয় শিল্প কর্ম্মাদি কেবল লৌকিকভূষণ মাত্র, এবং অসতী স্ত্রীর ব্যভিচারের ন্যায়। উক্ত সমুদয় বিষয়ই সেইরূপে কেবল তাহার শারীরিক ক্লেশদায়ক মাত্র। ৭৫—৯০। যদি কুলাচারবিহীন ব্যক্তি ভগবানের প্রতি দৃঢ়ভক্তি ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তবে সে সকল লোকের মধ্যেই প্রশস্ত; কিন্তু হে রাজন্! ভক্তি-হীন ব্যক্তি অষ্টাদশবিদ্যা-বিশারদ সজ্জাতি ও ধার্ম্মিক হইলেও প্রশংসনীয় হয় না। পুরুষের বিষ্ণুভক্তিলাভ অল্পভাগ্যে ঘটে না। বহু চেষ্টায় বিষ্ণুভক্তি লাভ করিতে পারিলে মানব চরিতার্থ হয়—কখন অবসন্ন হয় না। যে বিদ্যাবলে জগন্নাথকে জানিতে পারা যায়, তাহাই বিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। যাহাতে ভগবানের প্রীতি হয়, সেই কর্ম্মই অশুভনাশক হইয়া থাকে। ভক্তি ও সেই বিদ্যাযুক্ত দৃঢ়ব্রত মনুষ্যই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাদৃশ বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তির পাদরজঃস্পর্শে সচরাচর জগৎ পূত হয়, অধিক কি উহা স্বেচ্ছাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ করিতেও সমর্থ, তাহার নিকটে পৃথিবীর আধিপত্য বা স্বর্গাদি কামনা অতি তুচ্ছ। রাজন্! তোমার নিকটে আর অধিক কি বলিব, বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণু একই কথা, তাহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। বিষ্ণুভক্তের সেবা করিলেই বিষ্ণুর সেবা করা হয়। যে সকল লোকেরা বাসুদেবভক্ত তাঁহাদের লক্ষণ বলিতেছি;—সকলের মধ্যে তাঁহাদের চিত্ত প্রশান্ত এবং স্বয়ং মনোহর ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে পরানিষ্টে অনভিলাষী এবং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই

হিংসাপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৯৬ ॥ গুণেষু পরকীয়েষপক্ষপাতসমন্বিতাঃ। সদাচারাবদাতাশ্চ পরোৎসবনিজোৎসবাঃ ॥ ৯৭ ॥ পশ্যন্তঃ সর্ব্বভূতস্থং বাসুদেবমমৎসরাঃ। দীনানুকম্পিনো নিত্যং ভৃশং পরহিতৈষিণঃ ॥ ৯৮ ॥ রাজোপচারঃ পূজায়াং লালনাৎ সুকুমারবৎ।* কৃষ্ণসর্পাদিরভয়ং বাহ্যে পরিচরন্তি যে ॥৯৯॥ বিষয়েষবিবেকানাং যা প্রীতিরুপজায়তে। বিতন্বতে হি তাং প্রীতিং শতকোটিগুণাং হরৌ ॥১০০ নিত্যকর্ত্তব্যতাবুদ্ধ্যা যজন্তঃ শঙ্করাদিকান্। বিষ্ণুস্বরূপান্ ধ্যায়ন্তি ভক্তাঃ পিতৃগণেষ্বপি ॥১০১॥ বিষ্ণোরন্যৎ পশ্যন্তি বিষ্ণুং নান্যৎ পৃথক্ কৃতম্। পার্থক্যং ন চ পার্থক্যং সমষ্টিব্যষ্টিরূপিণঃ ॥ ১০২ ॥ জগন্নাথ ভবান্মীতি দাসত্বং চাস্মি নো পৃথক্। সেব্যসেবকভাবো হি ভেদো নাথ প্রবর্ত্ততে ॥ ১০৩ ॥ অন্তর্যামিন্ যদা দেব সর্ব্বেষাং ত্বং হৃদি স্থিতঃ। সেব্যো বা সেবকো বাপি ত্বত্তো নান্যোঽস্তি কশ্চন ॥১০৪॥ ইতিভাবনয়া কৃতাবধানাঃ প্রণমন্তঃ সততঞ্চ কীর্ত্তয়ন্তঃ। হরিমজ-জবন্দ্যপাদপদ্মং প্রভজন্তস্তৃণবজ্জগজ্জনেষু ॥ ১০৫ ॥ উপকৃতিকুশলা জগৎস্বজস্রং পরকুশলানি নিজানি মন্যমানাঃ। অপি পরপরিভাবনকে দয়ার্দ্রাঃ শিতমনসঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১০৬ ॥ দৃষদি পরধনে চ লোষ্টখণ্ডে পরবনিতাসু চ কূটশাল্মলীষু। সখি-রিপু-সহজেষু বন্ধুবর্গে সমমতয়ঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১০৭ ॥ গুণগণসুমুখাঃ পরস্য মর্ম্মচ্ছেদনপরাঃ পরিণামসৌখ্যদা হি। ভগবতি সততং প্রদত্তচিত্তাঃ প্রিয়বচনাঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১০৮ ॥ স্ফুটমধুরপদং হি কংসহন্তুঃ কলুষমুষং

করুণারসে আর্দ্র হইয়া আছে, অপহরণ বা হিংসাকার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, ও পরকীয় গুণসমূহে পক্ষপাতিতা নাই এবং সদা সদাচার দ্বারা নির্ম্মল, তাঁহারা পরকীয় উৎসবকার্য্য নিজের উৎসব বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া ভূতপদার্থমাত্রেই বাসুদেবস্বরূপ দর্শন করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা দীনজনের প্রতি সদয় ও অত্যন্ত পরহিতৈষী। তাঁহারা দেবপূজা, উত্তম উত্তম উপচার দান এবং দেবগণের সুপুত্রবৎ লালন পালন ... এবং তাঁহারা বাহ্যবিষয়ে অর্থাৎ পুত্রদারাদিতে কালসর্পের ন্যায় ভয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই সকল বিষয়বিরক্ত—অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদিতে অনাসক্ত সাধু ব্যক্তিদের ঈশ্বরারাধনা দ্বারা যাদৃশী প্রীতি জন্মে, বৈষ্ণবেরাও সেই প্রীতিকে ভগবদ্বিষ্ণু বিষয়ে শতকোটি গুণে বিস্তার করেন। বিষ্ণুভক্তেরা নিত্যকর্ত্তব্যতা জ্ঞানে শঙ্করাদি দেবগণের অর্চ্চনা ও পিতৃগণের তর্পণাদি সমাধা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদিগকেও বিষ্ণুস্বরূপে চিন্তা করেন। এবং তাঁহারা এই সমুদয় জগৎকে বিষ্ণুরূপে দর্শন করেন, কিন্তু বিষ্ণুরূপ সমবায়িকারণ হইতে পৃথক্কৃত ঘটপটাদি কার্য্যরূপজগৎ বিষ্ণুরূপে দর্শন করেন না। এইরূপে যাহারা অসম্ভব পৃথক্ বিধান দেখায়, সে পৃথক্ই হয় না ; যে হেতু এ প্রকার প্রভেদ স্থলেও জগৎকর্ত্তা বিষ্ণু সমস্তাসমস্ত রূপের ন্যায়—অর্থাৎ "রাজার পুরুষ ও রাজ-পুরুষ" এই রূপদ্বয়বিশিষ্ট এক প্রকার পদার্থের ন্যায় কার্য্য ও কারণস্বরূপ রূপদ্বয়ে পরিদৃষ্ট হইতে পারেন। হে জগন্নাথ ! তুমি আমার কারণ, আমি কার্য্য ; এজন্য যে আমি তোমার দাস নহি, এমত নহে, যে হেতুক আমি কার্য্য হইয়াছি বলিয়া তোমা হইতে ভিন্ন। হে জগন্নাথ ! আমি সেবক, তুমি সেব্য ; এই মাত্র ভেদ বিদ্যমান আছে ! ৯১—১০৩। হে অন্তর্যামিন্ ! হে দেব ! তুমি যখন অন্তরে অবস্থান কর, তখন সেব্যই হউক, আর সেবকই হউক, তোমা ভিন্ন অন্য কেহ নাই। এইরূপ ভাবনা করিয়া একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মা যাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন, সেই হরিকে প্রণাম ও তদ্গত-চিত্তে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের নিকট জগদ্বাসী নিখিল লোক তৃণবৎ তুচ্ছ। যাঁহারা জগতে সর্ব্বদা পরের উপকার করেন, পরের কুশলে আপনার কুশল মনে করেন; পরদুঃখে কাতর হইয়া কেবল পরের ভাবনাই ভাবেন, তাদৃশ দয়াবান্ সদাশয় ব্যক্তিগণই বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত। যাঁহারা পরের সম্পদ্‌কে পাষাণ বা লোষ্টখণ্ড জ্ঞান করেন, পরস্ত্রী ও কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলীতে সমদর্শী, আপনার আত্মীয়বর্গ, সুহৃদ্বর্গ ও শত্রুবর্গকে আত্মজ্ঞান করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা একাগ্রভাবে সতত ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, গুণবান্ ব্যক্তির সমাদর করেন, পরের মর্ম্মকথা গোপনে রাখেন, সর্ব্বদাই সকলের প্রিয়কথা বলেন, তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা ভক্তিভাবে কংসহন্তা কৃষ্ণের মধুর পাবনী ভক্ত

---

* পাঠান্তরং—রাজোপচারপূজায়াং লালনাঃ [illegible]।

শুভজল্পৈ ঃ চামলস্থঃ। জয় জয় গরিমঘোষণাং রটন্তঃ কিমু বিভবাঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১০৯ ॥ হরিচরণসরোজযুগ্মচিত্তা জড়িমধিয়ঃ সুখদুঃখসাম্যরূপাঃ ৮ অপচিতিভিচতুরা হরেী নিজাত্মনতবচসঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১১০ ॥ রথচরণগদাব্জশঙ্খমুদ্রাকৃতিতিলকাঙ্কিতবাহুমূলমধ্যাঃ। মুররিপুচরণপ্রণামধূলী-ধৃতকবচাঃ খলু বৈষ্ণবা জয়ন্তি ॥ ১১১ ॥ মুরজিদপঘনাপকৃষ্টগন্ধোত্তমতুলসীদলমাল্যচন্দনৈর্যে। বরমিভূমিব মুক্তিমাপ্তভূষা কৃতিরুচিরাঃ খলু বৈষ্ণবা জয়ন্তি ॥ ১১২ ॥ বিগলিতমদপানশুদ্ধচেতা প্রসভবিনষ্টমহঙ্কৃতিপ্রশান্তাঃ। নরহরিমমরাপ্তবন্ধুমিষ্ট্বা ক্ষয়িতশুচঃ খলু বৈষ্ণবা জয়ন্তি ॥ ১১৩ ॥ ভগবতি সততং প্রভক্তিভাজাং শুভচরিতং তব লক্ষণোহভ্যাধায়ি। শ্রুতিপথ।বতীর্ণমাশু পুংসাং হরন্তি মলং চিরসঞ্চিতং যদেতৎ ॥ ১১৪ ॥ ন হি ধনমপি মৃগ্যতে কদাচিৎ ন খলু শরীরজখেদসম্প্রযোগঃ। মৃদুলঘুবচসাভিধানকীর্ত্তিং ভজনমহং তব দাস্য এব চিন্তা ॥ শুভচরিতমপি বিষন্তি পুংসাং অয়মিহ দুশ্চরিতাভিবদ্ধচিত্তাঃ। মহদকুশলমপ্যবাপ্য সুস্থা ভগবদনন্তরলিকা অবৈষ্ণবাস্তে ॥ ১১৬ ॥ পরমসুখপ্রদং হৃদম্বুজস্থং ক্ষণমপি নানুসজন্তি মত্তচিত্তাঃ। বিতথভবনজালৈরজস্রং বিদধতি নাম হরেরবৈষ্ণবাস্তে ॥ ১১৭ ॥ পরযুবতিধনেষু নিত্যলুব্ধাঃ কৃপণধিয়ো নিজকুক্ষিপূরণোৎসুকাঃ। নিয়তপরভয়াদিমন্যমানা নরপশবঃ খলু বিষ্ণুভক্তিহীনাঃ ॥ ১১৮ ॥ অনবরতমনার্য্যসঙ্গসক্তাঃ পরপবিভাবকহিংসকাতিরৌদ্রাঃ। নবহরিচবণস্মৃতৌ বিরক্তা নরমলিনাঃ খলু দূষতো হি বর্জ্জ্যাঃ ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নসমীপে বিদ্যাপতিবিপ্রস্থ
পুরুষোত্তমক্ষেত্রবিবরণবর্ণনং নাম
দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

নাম কীর্ত্তন এবং উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা তাঁহার জয় ঘোষণা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে হরিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া একাগ্রচিত্তে হরির পাদপদ্ম-যুগল চিন্তা করেন, এবং সেই চিন্তাতেই বিভোর হইয়া সুখদুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, বিনম্রবচনে হরির স্তব এবং হরির পূজাতেই সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। রথচক্র, গদা, পদ্ম, শঙ্খমুদ্রা ইত্যাদির আকৃতিতে বাহুর মূল ও মধ্যে তিলকধারণ ও মধুরিপুচরণে প্রণাম দ্বারা ধূলীকৃত অঙ্গাবরণধারী বৈষ্ণবনিচয় জয়যুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা মুক্তিকামনায় মুরারির অঙ্গসম্পর্কে সুগন্ধি তুলসীপত্র, মাল্য ও চন্দনে আপনার অঙ্গভূষা সম্পাদন করেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব, তাঁহারাই সর্ব্বত্র জয়লাভ করেন। যাঁহাদের দর্প, অভিমান, অহঙ্কার সমস্ত বিগলিত হইয়াছে, দেবগণের আত্মীয় বন্ধু নরহরিকে অর্চ্চনা করিয়া যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, হরিচরণ সেবা করিয়া যাঁহারা বীতশোক হইয়াছেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব; সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই জয়। রাজন্! তোমার নিকটে ভগবানের শুভচরিতমহিমা ভক্তিলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, যাঁহারা সর্ব্বদা ভগবানের উপরে ভক্তিমান্, যাঁহারা ভগবানের শুভচরিত কর্ণগোচর করিয়াছেন, তাঁহাদের চিরসঞ্চিত পাপতাপ রাশি বিমুক্ত হইয়া থাকে। ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে নারদের চিত্ত ভগবৎপ্রেমে আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজন্। তাঁহাকে কখনই ধনপ্রার্থী হইতে হয় না, শরীরক্লেশও তাঁহার হয় না, সর্ব্বদা মৃদু বচনে শান্তভাবে আপনার নাম কীর্ত্তন, আপনার ভজনোৎসব এবং আপনার দাস বা দাস্তবিষয় চিন্তা তাঁহার সর্ব্বদা হইয়া থাকে। আর অবৈষ্ণব লোকেরা পরের উত্তম চরিত্রে দোষ দেয়, কিন্তু স্বয়ং দুশ্চরিত্রতা বিষয়ে চিত্ত আসক্ত করে ও মহান্ অমঙ্গল ঘটনা হইলেও সুস্থচিত্তে ভগবানের চিন্তাদি না করিয়া বিষয়ান্তরে আমোদ প্রকাশ করে, এবং যাহারা সেই পরম সুখের আস্পদ জগন্নাথপদ ক্ষণমাত্রও হৃদয়ে চিন্তা করে না; প্রত্যুত মত্তচিত্ত হইয়া সেই হরিনামকে নিরন্তর মিথ্যা-সমূহরূপ-জাল দ্বারা আচ্ছাদিত করে; তাহারাও বৈষ্ণব নহে। বিষ্ণুভক্তিহীন লোকেরা পরদার পরধন প্রভৃতিতে নিয়ত লোভ প্রকাশ করে, এবং তাহাদের বুদ্ধি অতি কদর্য্য, সর্ব্বদা আত্মোদরপূরণেই উৎসুক, কেবল নিয়তি ও পরভয় প্রভৃতি মানিয়া কালক্ষেপ করে, ঈদৃশ লোক সকলকে নরপশু বই আর কি বলা যাইতে পারে? যাহারা সেই নরহরির চরণস্মরণে বিরক্ত হয়, অনবরত ক্রূলোক-নিকরের সংসর্গে আসক্ত, পর-পরিভবে তৎপর ও হিংসাশীল, সুতরাং অতি

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। নারদাদ্‌ব্রহ্মণঃ পুত্রাদ্ভগবদ্ভক্তি-মুত্তমাম্। শ্রুত্বেত্থং পরমপ্রীত ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপ্যুবাচ তম্॥ ১॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। সাধুসঙ্গস্ত বিদ্বদ্ভি-র্ভবব্যাধিবিনাশনঃ। মমোপদিষ্টো ভগবান্ সোঽভূৎ সাম্প্রতমেব মে॥ ২॥ যেন সাক্ষাৎকৃতো বিষ্ণুঃ পরমাত্মা পরাৎপরঃ। স ত্বং যন্মন্দিরায়াতস্তদন্যঃ সাধুরত্র কঃ॥ ৩॥ ত্বৎসন্নিধানাদ্ভগবন্ তমো মে নাশমভ্যগাৎ। যন্মে ত্বরয়তে চিত্তমর্চ্চিতুং নীল-মাধবম্॥ ৪॥ বেৎসি ব্রহ্মাণ্ডবৃত্তান্তং পর্য্যটন্ সার্ব্ব-লৌকিকঃ। তদাবাং রথমাস্থায় যাস্যাবো নীলপর্ব্বতম্ ৫॥ পুরুষোত্তমসংজ্ঞস্য ক্ষেত্রস্থানস্কৃতং শুভম্। তত্র তীর্থানি সন্তীতি বহুভিঃ কথিতানি মে। ত্বদ্বাক্যাদ্-যদি জানামি ভবেয়ুঃ সফলানি মে॥ ৬॥ নারদ উবাচ। হন্ত তে দর্শয়িষ্যামি ক্ষেত্রং ক্ষেত্রস্থিতানি চ। তীর্থানি শক্তীঃ শম্ভুংশ্চ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমেব চ॥ ৭॥ সাক্ষাদ্রক্ষ্যসি দেবেশং ভক্তস্যাত্মসমর্পকম্। তবানু-গ্রহতঃ শ্রীশং চতুর্দ্ধা সংব্যবস্থিতম্। যস্য সন্দর্শনা-ন্মর্ত্ত্যো জায়তে মুক্তিভাজনম্॥ ৮॥ এবং কথান্তে তৌ প্রীতাবহঃকৃত্যং সমাপ্য চ। যাত্রানুকূলং বিজ্ঞায় পঞ্চম্যাং ভৃগুবাসরে॥ ৯॥ জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণেতরে পক্ষে পুষ্যর্ক্ষে লগ্ন উত্তমে। একত্র শয়িতৌ রাত্রিং নিন্যতু-র্নৃপনারদৌ॥ ১০॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে ইন্দ্র-দ্যুম্নো নৃপোত্তমঃ। ঘোষণাং কারয়ামাস রাষ্ট্রস্য সহ বন্ধুভিঃ॥ ১১॥ যথাবিভবতঃ সৈন্যৈর্নীলাদ্রের্গমনং প্রতি। যাবজ্জীবং তত্র বাসং করিষ্যামো বিনিশ্চি-তম্॥ ১২॥ যা বৃত্তিঃ কল্পিতা যস্য স তয়া তত্র জীবতু। রাজানঃ সাবরোধাশ্চ সামাত্যাঃ সপরি-চ্ছদাঃ॥ ১৩॥ রথৈর্গজৈস্তুরঙ্গৈশ্চ কোষৈঃ সহ পদাতিভিঃ। ব্রজন্তু সজ্জিতাস্তত্র ব্রাহ্মণাঃ সাগ্নি-হোত্রিণঃ॥ ১৪॥ বণিজঃ সহ ভাণ্ডৈশ্চ সপণ্যা পণ্য-জীবিনঃ। রাষ্ট্রকর্ম্মণি নিষ্ণাতঃ কুশলা রাজবর্ম্মসু॥

ভয়ানক, ঈদৃশ নরাধম লোক সকলের সংস্রব অতি দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। ১০৪—১১৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি, এইরূপে ব্রহ্মপুত্র নারদসমীপে অত্যুত্তম বিষ্ণুভক্তি শ্রবণানন্তর পরমপ্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, —ভগবন্! বিদ্বদ্‌গণ আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, সাধুসঙ্গও সংসারপীড়াবিনাশক; সৌভাগ্যক্রমে আজি আমি সেই সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছি। যিনি পরাৎপর পরমাত্মা বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন; সেই আপনি যখন আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন আমার সাধুসঙ্গের বাকী কি? আপনা অপেক্ষা সাধু আর কে আছে? হে ভগবন্! আপনার সন্নিধিলাভে আমার আন্তরিক অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে; যে হেতু সেই নীলমাধবকে অর্চ্চনা করিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইতেছে। তুমি সর্ব্বলোক-বিদিত এবং ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছ, অতএব আমরা দুইজনে রথে উঠিয়া নীলপর্ব্বতে গমন করিব। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহিমা এবং তথায় বহুতর তীর্থ আছে, ইহা আমি বহুলোকের মুখে শুনিয়াছি। এক্ষণে আপনার কথায় যদি প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার সমস্তই সফল হয়। নারদ কহিলেন,—হে নৃপ! হাঁ, আমি তোমাকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্থিত তীর্থ, শম্ভু ও অষ্টশক্তি এবং ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সকলই দেখাইব।১—৭। তুমি সেই ভক্তা-ধীন দেবদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন পাইবে। তোমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই শ্রীপতি রূপ-চতুষ্টয়ে অবস্থিত হইবেন। তাহা দেখিলে মানবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। নারদ ও নৃপ এইরূপ কথাবসানে প্রীত হইয়া দিবস-কৃত্য সম্পন্ন করিয়া যাত্রার অনু-কূল সমুদয় জানিয়া জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লা পঞ্চমী তথিতে শুক্রবারে পুষ্যানক্ষত্রে শুভলগ্নের উভয়ে একত্র শয়নপূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিলেন। অতঃপর প্রভাতকালে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই ঘোষণা করিলেন যে, আমি বিভবানুসারে রাজ্যবাসিবন্ধুগণের সহিত সৈন্য সামন্ত লইয়া নীলপর্ব্বতে গমন করিয়া যাব-জ্জীবন সেখানেই বসতি করিব, ইহা নিশ্চয় করি-য়াছি; অতএব যাহার যেরূপ বৃত্তি—অর্থাৎ ব্যবসায় কল্পিত রহিয়াছে, তিনি তদ্দ্বারাই সেখানে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। আমার অধিকারস্থ রাজপুরুষগণ অন্তঃপুরপরিবারের সহিত আমাত্য, পদাতিক, রথ, গজ, অশ্ব ও ধনকোষ এবং বেশভূষাদি সমুদায় দ্বারা সজ্জিত হইয়া সেই স্থানে গমন করুন। অগ্নিহোত্রী এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সকলেও তথায় যাইয়া বাস করিতে থাকুন। পণ্যজীবি-বণিকগণ পণ্যদ্রব্যের ভাণ্ড লইয়া সেই ক্ষেত্রে গমন করুক।

১৫ ॥ জ্যোতির্ব্বিদো নৃত্যবিদো দণ্ডনীতৌ প্রবীণকাঃ। নৃত্যগায়নবাদিত্র-চতুর্ব্বিধসুবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৬ ॥ গজবাজিনরাণাঞ্চ ভৈষজ্যে শাস্ত্র উত্তমে। কুশলা দৃষ্টকর্ম্মাণো বিদ্যাস্বষ্টাদশস্বপি ॥ ১৭ ॥ উপাঙ্গবিদ্যাস্বু তথা কুহকাখীকুতূহলাঃ। বাটসাহসিকাশ্চোরাস্তথান্যে পঞ্চতোহরাঃ ॥ ১৮ ॥ বিচিত্রকথনাজীবাশ্চাটুকারাশ্চ মাগধাঃ। শাস্ত্রোপজীবিনশ্চৈব তথান্যে শস্যহারকাঃ ॥ ১৯ ॥ দ্যূতকারাশ্চ পুংশ্চল্যো বেশ্যা বেশানুগা বিটাঃ। কুবীবলাশ্চ গোমেষচ্ছাগোষ্ট্রখরবক্ষকাঃ ॥২০॥ শকুন্তপালাশ্চ কপি-ব্যাঘ্রশার্দ্দুলরক্ষকাঃ। আহিতুণ্ডিকগোরক্ষশবরা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ২১ ॥ অন্যে চ যে মালবদেশজাতা আজ্ঞাং মদীয়ামনুপালয়ন্তি। তে যান্তি সর্ব্বে বসতৌ হি নীলাচলে যথাস্বং কৃতবাঞ্ছভাগাঃ ॥ ২২ ॥ এবমাজ্ঞাপ্য নৃপতির্যাত্রায়াঞ্চ কৃতক্ষণঃ। নাবদেন সমাগত্য দৈবজ্ঞমিদমাহ সঃ ॥ ২৩ ॥ সংবৎসর মুহূর্ত্তং মে নির্ণীতং তে যথা পুরা। তাবন্মাঙ্গলিকং বস্তুজাতং সম্যগুপানয় ॥ ২৪ ॥ পুরোহিতমতেনাস্মিন্ ক্ষণে যাবদ্বিমৃগ্যতে। তেনাদিষ্টঃ স গণকঃ পুরোহিতসহায়বান্। আজহার সমস্তানি মাঙ্গল্যানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥ অত্রান্তরে স রাজর্ষিঃ দিব্যসিংহাসনে স্থিতঃ। যাত্রাভিষেকমাঙ্গল্যবিপ্রৈঃ প্রাগল্ভভাষিতঃ ॥২৬॥ শ্রীসূক্তবহ্নিসূক্তাভ্যাং সুক্তেনাদ্বৈবতেন চ। পাবমান্যাদিসূক্তেন পৃথঙ্মাঙ্গল্যবর্দ্ধনৈঃ ॥ ২৭ ॥ তীর্থাম্ভিরোষধীভিশ্চ সগন্ধৈর্ব্বৈঃ পৃথক্ পৃথক্। অভিষিক্তস্ততো রাজা চীনাংশুকহৃতাম্ভসা। ররাজ বপুষা দীপ্তো নির্ধূমঃ পাবকো যথা ॥ ২৯ ॥ আমুক্তশুক্লবসনঃ স্বাচান্তঃ সপবিত্রকঃ। নান্দীমুখান্ পিতৃগণান্ পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ৩০ ॥ জয়া রাষ্ট্রভূতো হুত্বা কণহোমাংশ্চ যত্নতঃ। শঙ্খধ্বনিসুগন্ধাঢ্যং শ্বেতবর্ণং বিধূমকম্ ॥ ৩১ ॥ বহ্নিপ্রদক্ষিণং চক্রে দক্ষিণাবৃত্তিনার্চ্চিষা। সাক্ষাৎকারেণ দদতং জয়ং রাজ্ঞে জয়ার্থিনে ॥ ৩২ ॥ নবগ্রহমখান্তে তু গ্রহকুম্ভেন সেচিতঃ। গ্রহাণাং দৌঃস্থ্যনাশায় সৌস্থ্যস্যাপি বিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩৩ ॥ জ্যোতিঃশাস্ত্রোদিতৈর্মন্ত্রৈর্দৈবজ্ঞবিধি-

---

রাজনীতি-বিষয়ে বিশারদ রাজকার্য্যকুশল ব্যক্তিগণ, জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ, নৃত্যজ্ঞ নটগণ, দণ্ডনীতিতে প্রবীণ কর্ম্মচারিগণ, নৃত্যগীতবাদ্যে অভিজ্ঞজনগণ এবং অশ্ব-হস্তী ও মনুষ্যদিগের চিকিৎসা-কার্য্যে পারদর্শী উত্তম আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যগণ ও অষ্টাদশ-বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ আমার আদেশ অনুসারে তথায় গমন করুন। সাহসী চোর, পঞ্চতোহর (স্বর্ণকার) বিচিত্র বাক্যবাদী (ভাঁড়) চাটুকার (খোসামুদে) ও মগধদেশীয় স্তুতিপাঠকগণ সেই জগন্নাথ দেবকে দেখিয়া আপনাকে পবিত্র করুক। যাহারা শাস্ত্রচর্চ্চায় কালাতিপাত করে, অথবা যাহারা পরের শস্য অপহরণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারাও পাপমুক্তির নিমিত্ত শ্রীক্ষেত্রে গমন করুক। দ্যূতকর, পুংশ্চলী, বেশ্যা, বেশ্যানুসারী বিট, কৃষক, গোমেষাদি-পশুপালকগণ, পক্ষিপালকগণ,—বানর-ব্যাঘ্রাদি-জন্তুবর্গের রক্ষকগণ, বিষবৈদ্যগণ, রাখালগণ, অশ্বচর ও ম্লেচ্ছজাতীয় লোকগণ এতদ্ভিন্ন মালবদেশবাসী,—যাহারা আমার আদেশ পালন করিয়া থাকে—অর্থাৎ প্রজা, তাহারা সকলে সেই নীলাচলে গিয়া বসতি করুক এবং স্ব স্ব জীবিকা পালন করিতে থাকুক। নরপতি এইরূপ অনুমতি করিয়া যাত্রার কালনিশ্চয়পূর্ব্বক নারদসহকারে দৈবজ্ঞকে কহিলেন,—হে দৈবজ্ঞ! তুমি পূর্ব্বে হইতে যেরূপ মুহূর্ত্ত নির্ণয় করিতে, এ সময়েও সেই প্রকার নির্ণয় করিয়া দাও এবং মাঙ্গল্য বস্তু সমুদয় পুরোহিতের মতানুসারে এখনই সম্যক্প্রকারে আয়োজন কর। ৮—২৪। হে দ্বিজগণ! সেই গণক নরপতি কর্ত্তৃক এইরূপ অনুমতি পাইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যজাত আহরণ করিল। সেই রাজর্ষি তখন দিব্য সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মঙ্গলবিধায়ক দ্বিজোত্তমগণের মুখনির্গত মাঙ্গল্য-বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া শুভবর্দ্ধন শ্রীসূক্ত, বহ্নিসূক্ত, অদ্বৈবত সূক্ত ও পাবমান্যাদি সূক্ত দ্বারা পৃথক্ পৃথক্রূপে তীর্থজল, ওষধি, গন্ধোদক প্রভৃতিতে অভিষিক্ত হইলে চীন-বসনে গাত্র মার্জ্জন করিয়া নির্ধূম পাবকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শুক্লবস্ত্র পরিধান, যথাবিধি আচমন ও পবিত্রতা ধারণ করত যত্নের সহিত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও গণদেবতা প্রভৃতির হোম করিলেন; এবং শঙ্খধ্বনি করত সুগন্ধ শুভ্রবর্ণ ধূমশূন্য দক্ষিণাবর্ত্ত-বহ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত বহ্নি জয়ার্থী নৃপতিকে সাক্ষাৎ জয়দান করিয়া থাকেন। অতঃপর নৃপতি গ্রহ-বৈগুণ্য শান্তি ও সুগ্রহের অনুগ্রহের নিমিত্ত নবগ্রহযাগানন্তর গ্রহকুম্ভের বারিদ্বারা অভিষিক্ত হইলেন। অনন্তর দৈবজ্ঞ দ্বারা জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তবিধানে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যাত্রা-

চোক্তিতৈঃ। ততো মাঙ্গল্যনেপথ্যবিধানমুপচক্রমে ॥ ৩৪ ॥ চীনাংশুকপ্রবরণে পিধায় কবচং নিজম্। শিরোবেষ্টনকং শুভ্রং সুরত্নমুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৩৫ ॥ সাবতংসে শ্রুতিযুগে রত্নকুণ্ডলভূষিতে। গ্রৈবেয়কং মহার্ঘং তু হারং তরলভূষিতম্ ॥ ৩৬ ॥ দধারাথ নৃপশ্রেষ্ঠঃ কেয়ূরাঙ্গদমুদ্রিকাঃ। মধ্যেন ত্রিবলীসক্তং স্বর্ণসূত্রং ত্রিবৃদ্দধৌ ॥ ৩৭ ॥ হিরণ্যকিঙ্কিণীযুক্তমুক্তা-তোরণমালিকম্। নানারত্নৈঃ সুঘটিতাং দধাবাথ সুমেখলাম্ ॥ ৩৮ ॥ অনর্ঘ্যে পাদকট·· পাদয়োঃ সন্ন্যবেশয়ৎ। সম্মুখাদর্শিতাদর্শে দদৃশে স্বং বিভূষিতম্ ॥ ৩৯ ॥ মঙ্গলারোপ·শাখায় হৈমপীঠমুপাবিশৎ। প্রাঙ্মুখঃ শ্রীধরং দেবং সংস্মরন্ মধুসূদনম্ ॥ ৪০ ॥ মঙ্গলায়তনং বিষ্ণুং সর্ব্বমঙ্গল্যকারণম্। স্মরণাদস্য নশ্যন্তি পাতকানি বহূন্যপি ॥ ৪১ ॥ সৌমনস্যামথো-মালামার্ত্তবীং গন্ধসম্ভৃতাম্। দধাব প্রথমং বাজা মন্ত্রিতাং স্বপুরোধসা ॥ ৪২ ॥ মৃদং দীপং ফল· দূর্ব্বাং দধি গোরোচনাং ততঃ। মন্ত্রাভিমন্ত্রিতান সর্ব্বান্ সিদ্ধার্থৈরথ রক্ষিতঃ ॥ ৪৩ ॥ আত্মানং দদৃশে রাজা সৌরভেয়ে হবিষ্যথ। মুকুরে মন্ত্রিতে পশ্চাৎ স্বং দৃষ্ট্বা নৃপকেশরী ॥ ৩৪ ॥ বন্দিবৃন্দৈঃ শান্তিঘোষেণ সমুদীর্ণশুভায়তিঃ। যাজুষৈঃ পথিসূক্তৈশ্চ ব্রহ্মমার্গে-ষ্বভিরক্ষিতঃ ॥ ৪৫ ॥ পৌরাণৈর্মঙ্গলৈর্বাক্যৈঃ কৃত-বীর্য্যধৃতির্নৃপঃ। মাগধৈঃ স্তুতিপাঠেন প্রাদুর্ভূতপরা-ক্রমঃ ॥ ৪৫ ॥ পারিজাতহয়ং সত্যা সংযুক্তং গরুড়-ধ্বজম্। ধ্যায়ন্ হৃৎপঙ্কজে রাজা দক্ষিণং পাদ-মুদ্দধৌ ॥ ৪৬ ॥ প্রদক্ষিণীকৃত্য মুনিং নারদং পুরতঃ স্থিতম্। মধ্যদ্বারমুপাগচ্ছদ্বেত্রপাণিভিরাবৃতঃ ॥ ৪৭ ॥ আদিষ্টপদমার্গোঽসাবগ্নিহোত্রপুরঃসরঃ। তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ ·পানাত্মনো দক্ষিণেন বৈ ॥ ৪৮ ॥ মাঙ্গল্য-সূক্তান্ প··ঃ শুভ্রাভান পাণ্ডুবাংশুকান। লাজাঃ সপুষ্পা রাজাগ্রে ক্ষিপতঃ শংসতঃ শুভম্ ॥ ৪৯ ॥ বামপার্শ্বস্থিতা বেশ্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ। শুদ্ধাল-ঙ্কারবসনাঃ স্মেরপদ্মাননাঃ শুভাঃ ॥ ৫০ ॥ ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস ভক্তিনম্রো দ্বিজোত্তমাঃ। বস্ত্রালঙ্কার-মাল্যৈশ্চ সুগন্ধৈরনুলে·নৈঃ। তোষয়ামাস তান্ বিপ্রান্ ভগবদ্বুদ্ধিভাবিতান্ ॥ ৫১ ॥ বেশ্যাভ্যো

কালীন মঙ্গলকৃত্য সমাধা করিলেন। চীনাংশুক আচ্ছাদনে নিজ কবচ আবৃত করিয়া মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ ও তদুপরি মনোহর রত্নময় মুকুট পরিধান করিলেন। কর্ণযুগলে রত্নকুণ্ডল ও অন্যান্য অলঙ্কার পরিধান করিলেন। কণ্ঠে মহামূল্য গ্রৈবেয় ও তরল হার ধারণ করিলেন। অনন্তর মহারাজ হস্তযুগলে কেয়ূর, অঙ্গদ ও অঙ্গুরীয়ক এবং মধ্যদেশে ত্রিবলি উপরে ত্রিগুণ করিয়া স্বর্ণসূত্র ধারণ করিলেন। কটিতটে বিবিধ রত্নময় মনোহর কাঞ্চীদাম ধারণ করিলেন। পাদযুগলে মহামূল্য পাদকটক পরিধান করিলেন। এইরূপে অলঙ্কৃত হইয়া মহারাজ সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া তাহাতে বিভূষিতশরীর সন্দর্শন করিলেন। যাত্রা শুভ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাস্য হইয়া সুবর্ণ-পীঠে, উপবেশনপূর্ব্বক মধুদৈত্যবিনাশী দেব শ্রীধরকে স্মরণ করিলেন; কারণ বিষ্ণু মঙ্গলা-গার, নিখিল মঙ্গলের একমাত্র কারণ, তাঁহার স্মরণে [illegible] পাতক নষ্ট হয়। অগ্রে ঋতুসম্ভূত সুগন্ধি কুসুমমালা পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপূত করিয়া ধারণ করিলেন। পরে মন্ত্রপূত মৃত্তিকা, দীপ, দূর্ব্বা, ফল, দধি ও গোরোচনা প্রভৃতি ধারণ করিলেন ও মন্ত্রিত [illegible] দ্বারা [illegible] অভিরক্ষিত হইলেন। [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] দর্শন করত মন্ত্রিত মুকুরে পুনরায় মুখাদি সমুদয় দেখিলেন। ২৫—৪৪। মঙ্গলপাঠকগণ পুরাণোক্ত মঙ্গলজনক মন্ত্রসকল পাঠ করত মহারাজের বীর্য্য ও ধৈর্য্য বর্দ্ধন করিয়া দিল, স্তুতিপাঠকগণ স্তুতি পাঠ করিয়া তাঁহার পরাক্রমের উত্তেজনা করিয়া দিল। প্রকৃতি-গণের অত্যুচ্চ শান্তিশব্দ দ্বারা অভিলষিত-বিষয়ে ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্ভাবনা করত আয়ুষ্কর মন্ত্র এবং পথিসূক্ত অর্থাৎ গমনীয় পথের বিঘ্ন-বিনাশক-মন্ত্র দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত মাধবকে হৃৎপঙ্কজে ধ্যান করিতে করিতে দক্ষিণ চরণ বিক্ষেপ করিলেন। নারদমুনি অগ্রে অগ্রে চলিলেন, রাজা বেত্রহস্ত-পরিচারকগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া নারদ-মুনিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মধ্যদ্বারে যাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বভাগে অগ্নিহোত্র লইয়া পরিচারক দ্বারা প্রদর্শিত পথে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণদিকে শ্বেত বস্ত্র পরিধায়ী শ্বেতমূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণ মহারাজের অগ্রে অগ্রে পুষ্পরাজি বিকিরণ, মঙ্গলসূক্তপাঠ ও আশী-র্ব্বাদ করিতে করিতে গমন করিতেছেন। বাম পার্শ্বে বেশ্যাগণ শুভ্র বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক সহাস্য-বদনে শশব্যস্তে চামর ব্যজন করিতে করিতে গমন করিতেছে। হে দ্বিজগণ! যাইতে যাইতে রাজা ব্রাহ্মণগণকে ভগবান্ জ্ঞানে ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে পূজা ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। মন্ত্রী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মাগধেভ্যস্তু দীনানাথেভ্য এব চ। রাজাজ্ঞয়মত্যা সচিবো যথার্হং প্রদদৌ ধনম্ ॥ ৫২ ॥ শ্বেতান্ পারাবতান্ হংসান্ শ্বেতাশ্বং শ্বেতকুঞ্জরম্। সচূতপল্লবং শ্বেতমালাকলাবিভূষিতম্ ॥ ৫৩ ॥ কদলীকাণ্ডসম্বদ্ধতোরণাধঃস্থিতং নৃপঃ। পূর্ণকুম্ভং স পশ্যন বৈ মঙ্গলানি বহূনি চ ॥ ৫৪ ॥ সিতাতপত্রেণ শিরঃপ্রদেশে বারিতাতপঃ। যুগপৎ পূর্য্যমাণৈস্তু কম্বুভিঃ শতসংখ্যকৈঃ ॥ ৫৫ ॥ সম্মিশ্রিতানি সুশ্রাব বাদিত্রাণি বহূনি সঃ। তথা মঙ্গলগীতানি জয়শব্দাংশ্চ ভূপতিঃ ॥ ৫৬ ॥ ততো বিবেশ প্রাসাদং নৃসিংহমবলোকিতুম্। যং স্মৃত্বা জায়তে মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বকল্যাণভাজনম্ ॥ ৫৭ ॥ দৃষ্ট্বা স দূরান্নৃহরিং দিব্যসিংহাসনস্থিতম্। প্রণম্য সাষ্টাবয়বং সস্তব্যোপনিষদ্‌গিরা ॥ ৫৮ ॥ দক্ষপার্শ্বস্থিতাং দুর্গাং সর্ব্বদুর্গতিমোচনীম্। ববন্দে চরণাভ্যাসে পশ্যন্তীং কৃপয়া নৃপঃ ॥ ৫৯ ॥ ততঃপুরোধা দেবাঙ্গাদবরোপ্য শুভাং স্রজম্। আসঞ্জয়ামাস গলে সুগন্ধেনানুলেপয়ৎ ॥ ৬০ ॥ নীরাজয়ামাস

দিগকে, সেই স্তুতিপাঠকগণকে এবং দীন ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য ধন প্রদান করিলেন। শ্বেতবর্ণ পারাবত, হংস ও চূতপল্লব শ্বেত মালাকলাদি দ্বারা ভূষিত শ্বেতাশ্ব, শ্বেত কুঞ্জর এবং কদলীকাণ্ডভূষিত তোরণ—অর্থাৎ বহির্দ্বার অধোভাগে স্থাপিত পূর্ণকুম্ভ ও অন্যান্য বহুবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তক প্রদেশে শ্বেতচ্ছত্র ধারণপূর্ব্বক আতপ নিবারণ করিতে লাগিল। এক কালে শত শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। রাজা বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া যুগপৎ বহু প্রকার বাদ্য, মঙ্গল গীত ও জয় শব্দ শ্রবণ করত অনন্তর যাঁহাকে স্মরণ করিলে মানব সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, সেই নৃসিংহ দেবকে দেখিবার নিমিত্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা দূর হইতেই দিব্য সিংহাসনে সমাসীন নৃসিংহ দেবকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক বেদবাক্যে স্তব করিলেন। নৃসিংহদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে নিখিল দুর্গতিহারিণী ভগবতী দুর্গা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি, দয়া করিয়া দর্শকদিগের উপর অনুগ্রহ দৃষ্টি অর্পণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার চরণোপান্তে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। অনন্তর পুরোহিত মহাশয় ঠাকুরের অঙ্গ হইতে মনোহর মাল্য লইয়া মহারাজের গলে পরাইয়া ও অঙ্গে সুগন্ধ লেপন করিয়া দিলেন

রাজ্ঞঃ শিরশ্চাবেষ্টয়ন্মুদা। পুনঃপ্রদক্ষিণীকৃত্য তৌ দেবৌ নৃপসত্তমঃ ॥ ৬১ ॥ শিবিকায়াং সমারোপ্য প্রতস্থে চ পুরস্কৃতৌ। প্রাদুর্ভূয় বহির্দ্বারে রথং দৃষ্ট্বা সুসজ্জিতম্ ॥ ৬২ ॥ তুরঙ্গমৈর্বাতজবৈর্দ্দশভিঃ পরিযোজিতম্। প্রদক্ষিণীকৃত্য নৃপো নারদেন সমাবিশৎ ॥ ৬৩ ॥ ঢক্কামৃদঙ্গনিস্বাণভেরীপণবগোমুখাঃ। মধুরীচর্চ্চরীশঙ্খা অবাদ্যন্ত সহস্রশঃ ॥ ৬৪ ॥ স্যন্দনাঃ কোটিশস্তত্র নৃপাণামনুজীবিনাম। চকাশিরে শ্রেণীকৃতা ইন্দ্রদ্যুম্নরথাভিতঃ ॥ ৬৫ ॥ নানাপ্রহরণোপেতাঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতাঃ। ধ্বজোচ্ছ্রিতাঃ স্বর্ণরৌপ্যৈঃ কিঙ্কিণীজালদর্পণৈঃ ॥ ৬৬ ॥ যন্ত্রৈর্নানাবিধৈর্যুক্তা গম্ভীরস্নিগ্ধনিঃস্বনাঃ। পদাতীনাং কুঞ্জরাণাং হয়ানাং বাতরংহসাম্ ॥৬৭॥ পত্তিসংস্ফোটনৈর্হস্তিবৃংহিতৈর্হয়হ্রেষিতৈঃ। বহুলৈ রথনির্ঘোষৈর্ম্মিশ্রিতা বাদ্যনিঃস্বনাঃ। যুগান্তার্ণবনিস্বানতুল্যাঃ শুশ্রুবিরে জনৈঃ ॥ ৬৮ ॥ তস্মিন্ ক্ষণে পৌরজনাঃ স্বস্বসম্ভারসজ্জিতাঃ। অশ্বৈরাসভৈরুষ্ট্রৈর্বাহিকৈঃ প্রতিতস্থিরে ॥৬৯॥ আন্দোলিকাশ্চ পল্যঙ্কাঃ কোটিশশ্চ তুরঙ্গকাঃ। শ্রেণীভূতাশ্চ দৃশ্যন্তে

এবং পরমানন্দে মহারাজের শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নীরাজন করিলেন। নৃপবর নৃসিংহদেব দুর্গা-দেবীকে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদিগকে শিবিকায় আরোপণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে করিয়া লইয়া চলিলেন। ক্রমে পুরের বহির্ভাগে উপনীত হইয়া সুসজ্জিত রথ দর্শন করিলেন। বায়ুসদৃশগতি দশটি তুরঙ্গমযোজিত রথ দর্শন করিয়া নৃপতি তাহা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নারদের সহিত রথারোহণ করিলেন। ৪৫—৬৩। ঢক্কা, মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব, গোমুখ, মধুরী, চর্চ্চরী, শঙ্খ প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদ্যুম্নরাজার রথের চারিপার্শ্বে আশ্রিত রাজবর্গের সারি সারি রথশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল। সেই সকল রথ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুবর্ণ রৌপ্য কিঙ্কিণী দর্পণে পরিপূর্ণ ধ্বজপতাকায় সুশোভিত ছিল। বিবিধ প্রকার যন্ত্রযুক্ত সেই সকল রথের অতি গম্ভীর ঘর্ঘর-শব্দ, হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব, এবং বিবি বাদ্যের শব্দে সম্মিলিত হইয়া প্রলয়কালের একার্ণবের গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে পুরবাসিগণ নিজ নিজ সাজ সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া, কেহ অশ্বে, কেহ রাসভে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ অন্যবিধ বাহনারোহণে যাইতে লাগিল। তখন সেই পথ

১০৮॥ কবয়ঃ কবয়াঞ্চক্রুঃ কীর্ত্তিং তস্য সুধাময়ীম্॥ তদ্‌গাথাং সুগ্রথিতাং গায়কাঃ কলসুস্বরাঃ॥ ১০২॥ রূপযৌবনলাবণ্য-গর্ব্বিতা গণিকাস্ততঃ। লয়-তালাঙ্গহারৈশ্চ শুদ্ধৈর্নমৃতুঃ পুরঃ॥ ১০৩॥ মাগ-ধাস্তষ্টুবুশ্চৈনং লোকোত্তরশুভাকৃতিম্। গদ্যপদ্য-প্রবন্ধাদ্যৈশ্চিত্রৈঃ পদকদম্বকৈঃ॥ ১০৪॥ ততঃ স রাজা প্রানর্চ্চ বৈষ্ণবাগ্র্যান সভাসদঃ। সুসম্মতৈ-র্গন্ধমাল্য-তাম্বুলৈরতিশোভনৈঃ॥ ১০৬॥ নৃপাংশ্চ শতশস্তত্র সুখাসীনান্ পাজ্ঞয়া। সম্ভাবয়ামাস যথা যোগ্যং নৃপতিভাজনৈঃ॥ ১০৬, অথাপৃচ্ছন্মুনি-বরং নারদং ভগবৎপ্রিয়ম। সিংহাসনার্হে স্বাসীনং বহুমানপুরঃসরম্। হরিচ্চরিতং শ্রোতুং সর্ব্ব-পাপাপনোদনম্॥ ১০৭॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। ভগবন বেদবেদাঙ্গনিধান ভগবৎপ্রিয়। ত্বমেব চরিতং বিষ্ণোর্জানাসি জ্ঞানচক্ষুষা॥ ১০৮॥ হরি-চারিত্র্যসুধয়া দৃঢপঙ্কমলীমসম। ক্ষালয়ান্তর্মম মুনে যদ্যনুক্রোশকো ময়ি॥ ১০৯॥ ইত্থমালাপসম্মিশ্রে মুনে রাজ্ঞঃ কথান্তরে। প্রবিবেশ নৃপং দ্রষ্টুং উৎকলেশঃ প্রবেশকঃ॥ ১১০॥ উবাচ দেব দ্বারান্তে তিষ্ঠত্যুৎকলভূমিপঃ। সোপায়নো দেবপাদ-পদ্মং দ্রষ্টুং সমৌলিকঃ॥ ১১১॥ বিজ্ঞাপিতঃ স রাজর্ষি-র্দ্বাঃস্থেনৈবং সসম্ভ্রমঃ। উবাচ তঞ্চ ভো বিপ্রাঃ শ্রুত্বা তদ্দেশমণ্ডলম্॥ ১১২॥ ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষেশস্য তদ্বার্ত্তাবর্ণনোৎসুকঃ। প্রবেশয়াবিলম্বং তং ধীমনো-ড্রমহীপতিম॥ ১১৩॥ স হি নীলগিরৌ বিষ্ণুং সমারাধ্য সুনির্ম্মলঃ। তস্য সন্দর্শনাৎ সর্ব্বে ভবিষ্যামো হতাংহসঃ॥ ১১৪॥ শ্রুত্বা তদ্বচনং সদ্যো দ্বারপালো মহীপতীম্। প্রবেশয়ামাস সভামিন্দ্রদ্যুম্নস্য ভূপতেঃ॥ ১১৫॥ প্রবিশ্যোড্র-পতিস্তূর্ণং সচিবৈর্বৈষ্ণবৈঃ সহ। ননামাঙ্‌ঘ্রিযুগং সদ্য ইন্দ্রদ্যুম্নস্য সাদরম॥ ১১৬॥ তমুত্থাপ্য স রাজেন্দ্রঃ পুরস্কৃত্য সবৈষ্ণবম্। আসনান্তে নিবেশ্যাথ প্রোচে সপ্রশ্রয়ং বচঃ॥ ১১৭ রাজন সর্ব্বত্র কুশলী ভবা-নোড্রপতে কিল। অপি দেবো বিজয়তে নীলাদ্রি-শিখরালয়ঃ॥ ১১৮॥ কচ্চিত্তে নির্ম্মলা বুদ্ধির্ভগবৎ-

---

নরপতি আসনে উপবেশন করিয়া শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কবিগণ সুধার ন্যায় নির্ম্মল তদীয় কীর্ত্তি বর্ণন করিতে লাগিলেন। গায়কগণ কলস্বরে তদীয় কীর্ত্তিগাথা গান করিতে আরম্ভ করিল। রূপ-যৌবনমত্তা সুন্দরী গণিকাগণ মহারাজের সম্মুখে বিবিধ প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী করত তানলয়সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল, স্তুতিপাঠকগণ গদ্যপদ্যময় মনোহর পদাবলী রচনাপূর্ব্বক তদ্দ্বারায় মহারাজের অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা সেই সভায় সমাসীন প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণকে মনোহরগন্ধ, মাল্য ও তাম্বূল প্রদানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলেন এবং তাঁহার আদেশ-অনুসারে তথায় সমাসীন রাজবর্গকে যথাযোগ্য সমাদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। সর্ব্বপাপ বিনাশক ভগবচ্চরিত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া সিংহাসন তুল্য আসনে আসীন মুনিবর নারদকে বহুসম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সমুদয় বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী ও ভগবৎপ্রিয়, অতএব আপনিই জ্ঞানময় চক্ষুদ্বারা বিষ্ণুচরিত অবগত আছেন, এইহেতু আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে সুধাময় হরিচরিত্র বর্ণনা দ্বারা মদীয় পাপ-পঙ্কমলিন অন্তঃকরণ নির্ম্মল করিয়া দিউন। রাজা ও মুনিবরের এই প্রকার আলাপমিশ্র কথাবসান না হইতেই দৌবারিক আসিয়া রাজ-সমীপে সংবাদ দিল, হে দেব! প্রাচীন মন্ত্রিগণের সহিত উৎকল-দেশাধিপতি, মহারাজের পাদপদ্ম-দর্শনার্থে উপহার লইয়া দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন।৮০—১১১। হে দ্বিজগণ! সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন, দ্বারপালমুখে ইহা অবগত হইয়া "উৎকল দেশ" এই শব্দটী শ্রবণে আরো সসম্ভ্রমে দ্বারপালকে কহিলেন, যে, এইত তবে শ্রীপুরুষোত্তমের ক্ষেত্র, আমি ইহার বার্ত্তা জানিতে অত্যন্ত উৎসুক আছি, অতএব হে ধীমন! তুমি সেই ওড্রমহীপতিকে অবিলম্বে এস্থানে আনয়ন কর, তিনি নীলগিরি-শিখরে বিষ্ণুর সমারাধনা করিয়া নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাঁহাকে সন্দর্শন করিলে আমরা সকলেই পাপশূন্য হইব। দ্বারপাল এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মহীপতিকে সভামধ্যে সদ্য আনয়ন করিল। ওড্রাধিপতি তথায় প্রবেশ মাত্রেই সচিব বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রদ্যুম্নচরণে সাদরে সদ্যঃ প্রণিপাত করিলেন। নরপতি চরণপ্রণত ওড্রপতিকে উত্থাপন করত সমাগত বৈষ্ণবগণের সহিত যথাযোগ্য পূজাপূর্ব্বক আসনৈকপার্শ্বে বসাইয়া সাদরে কহিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! তোমার সর্ব্বত্র কুশল নিশ্চয়, নীলাচলশিখরবাসী জগন্নাথ ত ভাল আছেন? আপনি নিখিল প্রাণীকে [illegible]

পাদপদ্ময়োঃ। উপৈতি সমচিত্তস্য সর্ব্বভূতেষু তে হরৌ ॥ ১১৯ ॥ ওড্রাধীশস্তদা তস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিঃ। উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যং হর্ষবিস্ময়চঞ্চলঃ ॥ ১২০ ॥ স্বামিন্ সর্ব্বত্র কুশলং ত্বৎপাদানুগ্রহান্মম। সূর্য্যে তপত্যন্ধকারঃ কথং বা প্রভবিষ্যতি ॥ ১২১ ॥ নিসর্গগুণসংসর্গ-বশীকৃতমহীভুজা। ত্বয়া সনাথা পৃথিবী জিষ্ণুনেবামরাবতী ॥ ১২২ ॥ সদা ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদস্ত্বয়ি শাসতি মেদিনীম্। নিষেধাচরণং রাজন্ কেবলং শ্রূয়তে শ্রুতৌ ॥ ১২৩ ॥ রাজনীতিষু যে রাজ্ঞাং গুণাঃ সমুদিতাস্ত্বয়ি। তত্রৈকৈকং ক্ষিতিভুজাং গতা দার্ষ্টান্তিকং বিভো ॥ ১২৪ ॥ এতাবদপি সাম্রাজ্যং দুর্লভং তে নৃপোত্তম। অষ্টাদশদ্বীপবতী ক্ষিতিরেকগৃহোপমা ॥ ১২৫ ॥ যদি ত্বাং নাসৃজদ্‌ব্রহ্মা বৎসলং সর্ব্বজন্তুষু। কথং শোকবিহীনাঃ স্যুর্মৃতেষ্বাত্মজবন্ধুষু ॥ ১২৬ ॥ সাধারণা নৃপতয়ো বিষ্ণোর্ব্বংশা ইতি শ্রুতিঃ। ভবাংস্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ কোহন্য ঈদৃগ্‌গুণাকরঃ ॥ ১২৭ ॥ দক্ষিণোদধিতীরেঽস্তি নীলাদ্রিঃ কাননাবৃতঃ। ন তত্র লোকসঞ্চারঃ সদাস্তে নাপি দেবতাঃ ॥ ১২৮ ॥ বাত্যয়া বালুকাকীর্ণো সাম্প্রতং শ্রূয়তে তু সঃ। তদ্বশান্মম রাজ্যেঽপি দুর্ভিক্ষমরকার্দ্দনম্ ॥ ১২৯ ॥ ত্বয্যাগতে তু সর্ব্বস্মিন্ কুশলং নো ভবিষ্যতি। ইত্যুক্তবন্তং নৃপতিরুৎকলেশং দ্বিজোত্তমাঃ। বিসর্জ্জয়ামাস তদা সন্নিবেশায় মানয়ন্ ॥ ১৩০ ॥ নারদং প্রেক্ষ্য নির্ব্বিণ্ণঃ কিমেতদিতি ভো মুনে। যদর্থমগমত্তন্মে বিফলং তদ্বিতর্কয়ে ॥ ১৩১ ॥ ইত্যুক্তবন্তং তং প্রাহ নারদো বৈ ত্রিকালবিৎ। ন কার্য্যো বিস্ময়স্তত্র ভাগ্যবান্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥ ১৩২ ॥ ন বৈষ্ণবানাং বাঞ্ছা হি বিফলা জায়তে ক্বচিৎ। অবশ্যং প্রেক্ষসে রাজন্ বিভ্রতং পার্থিবং বপুঃ। কারণং জগতামাদিং নারায়ণমনাময়ম্।

কি বিষ্ণুসমান জ্ঞান করেন। আপনার বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়া, ভগবানের পাদপদ্মে নিবিষ্ট হইয়াছে ত? ওড্রাধীশ্বর, মহীপতির বাক্য শ্রবণে হর্ষ ও বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, হে স্বামিন্। আপনার পাদপদ্মের অনুগ্রহে আমার সর্ব্বত্র কুশল। সূর্য্যদেব কিরণ বিকীর্ণ করিলে অন্ধকার আর কোথায় প্রভাব পাইয়া থাকে? ইন্দ্রের সান্নিধ্যে অমরাবতীর ন্যায় আপনি থাকাতেই এই পৃথিবী নাথবতী হইয়াছেন! আপনি অলোকসামান্য নৈসর্গিক গুণরাশি দ্বারা নিখিল রাজবর্গকে বশীভূত করিয়াছেন। আপনার এই মেদিনী-শাসনকালে ধর্ম্ম চতুষ্পাদই রহিয়াছে, এবং আপনার প্রতাপবলে নিষিদ্ধাচরণ সকল (চৌর্য্য প্রভৃতি) কেবল শ্রবণেই শ্রুত হয়। প্রভো! রাজনীতিতে রাজাদিগের যে সকল গুণ থাকিবার কথা আছে, সেই সমুদয় গুণই আপনাতে অন্যান্য রাজাদিগের আদর্শরূপে অবস্থিতি করিতেছে। হে মহারাজ! এই সাম্রাজ্য ত অতি তুচ্ছ কথা, অষ্টাদশ-দ্বীপসমেত সমস্ত পৃথিবী আপনার একটী গৃহের তুল্য,—অর্থাৎ আপনি যেরূপ গুণবান্ তাহাতে এক পৃথিবী কি? শত শত পৃথিবীর রাজত্ব পাইতে পারেন। ব্রহ্মা যদি সর্ব্বপ্রাণিবৎসল ভবাদৃশ ব্যক্তিকে সৃজন না করিতেন, তাহা হইলে জনগণ কখন নিজ বন্ধুবর্গের বিচ্ছেদেও বীতশোক হইতে পারিত না। মহারাজ! এইরূপ প্রবাদ আছে যে, সাধারণ নৃপতি মাত্রেই বিষ্ণুর অংশ, অতএব আপনি যে সাক্ষাৎ ভগবান্ ইহাতে সংশয় কি? আপনারসদৃশ সর্ব্বগুণাকর রাজা আর কে আছে ?১১২—১২৭। হে নৃপবর! সেই নীলপর্ব্বত দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভাগে অবস্থিত এবং বনে আবৃত, সেখানে লোকের আর গমনাগমন করিবার শক্তি নাই, এমন কি দেবতারা সর্ব্বদা সে স্থলে যাতায়াত করিতে পারেন না। সম্প্রতি শুনিলাম যে, সেই পর্ব্বতকে প্রচণ্ড বায়ুসমূহ সমুত্থিত হইয়া বালুকারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছে, তন্নিমিত্ত আমার এই রাজ্যেও দুর্ভিক্ষ ও মরকপীড়া উপস্থিত হইতেছে। এখন আপনি আগমন করিয়াছেন, আমাদের সর্ব্বত্র কুশল হইবেক। হে দ্বিজোত্তমগণ! উৎকলেশ্বর এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে নরপতি তাঁহাকে উপবেশন জন্য সম্মানপূর্ব্বক অবসর দিলেন। অনন্তর নারদের দিকে চাহিয়া অতিব্যাকুলভাবে বলিলেন,—হে মুনে! একি ঘটনা হইল, হায়! হায়! আমার বোধ হইতেছে, যে নিমিত্ত এখানে আগমন করিলাম, তাহা বুঝি বিফল হইল! এইরূপ আশঙ্কচিত্ত রাজাকে ত্রিকালজ্ঞ নারদমুনি কহিলেন,—হে রাজন্! ইহাতে বিস্মিত হইতেছেন কেন? তুমি ভাগ্যবান্ পুরুষ ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ; অতএব বৈষ্ণবদিগের বাঞ্ছা কদাপি বিফল হইবার নহে। যিনি পার্থিব শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সেই জগতের আদিকারণ নিরাময় নারায়ণকে তুমি অবশ্যই দেখিতে পাইবে। তিনি তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া স্থিরতররূপে পুনরায়

স্বদস্তুগ্রহহেতোর্বৈ ক্ষিতাববতরিষ্যতি ॥ ১৩৪ ॥ জগচ্চরাচরং সর্ব্বং বিষ্ণোর্ব্বশমুপাগতম্। ন কস্তাপি বশে সোঽস্তি পরমাত্মা সনাতনঃ। কেবলং ভক্তবশগো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৩৫ ॥ ব্রহ্মাদিকীট পর্য্যন্তং প্রসূতং যস্য মায়য়া। স কথং পরতন্ত্রঃ স্যাদৃতে ভক্তজনান্নৃপ ॥ ১৩৬ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলং ভক্তির্মুরদ্বিষঃ। সৈব তদ্গ্রহণোপায়স্তামৃতে নাস্তি কিঞ্চন ॥ ১৩৭ ॥ এক এব যদা বিষ্ণুর্বহুধা স্বস্য মায়য়া। তমৃতে পরমাত্মানং সুখহেতুর্ন বিদ্যতে ॥ ১৩৮ ॥ যেঽপ্যন্যে শিবসূর্য্যাদ্যাস্তৈস্তৈঃ কর্ম্মভিরাদৃতাঃ। যচ্ছন্তি পূজিতাঃ কামং তেঽপি বিষ্ণুপরায়ণাঃ ॥ ১৩৯ ॥ অন্তর্যামী স ভগবান্ দেবানামপি হৃৎস্থিতঃ। যাবৎ ফলং প্রেরয়তি তাবদেব দদত্যমী ॥ ১৪০ ॥ বৈকুণ্ঠস্তস্ত রাজেন্দ্র পদ্মযোনেস্ত পঞ্চমঃ। অষ্টাদশানাং বিদ্যানাং পারগো বৃত্তসংস্থিতঃ ॥ ১৪১ ॥ ত্বয়েন বক্ষিতা পৃথ্বী বিশেষাদ্ব্রাহ্মণার্চ্চকঃ। অবশ্যং দ্রক্ষ্যসি ক্ষেত্রে বৈকুণ্ঠং চর্ম্মচক্ষুষা ॥ ১৪২ ॥ পিতামহেনৈ হঽপ্যত্র কার্য্যে ভবতো মাং নিযুক্তবান্। সর্ব্বং তে কথয়িষ্যামি প্রাপ্তে ক্ষেত্রোত্তমে নৃপ ॥ ১৪৩ ॥ সাম্প্রতং রাত্রিরেষা হি তৃতীয়ং যামমৃচ্ছতি। স্বান্ স্বান্ নিবেশান্ নির্গন্তুং বাত্ত আজ্ঞাপয়াধুনা। ত্বমপ্যন্তর্গৃহং যাহি নিদ্রায়া বশমাগতঃ ॥ ১৪৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নবাক্ত্য উৎকলযাত্রা-নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অবতীর্ণ হইবেন। এই সমুদয় চরাচর জগৎ বিষ্ণুর বশতাপন্ন, কিন্তু সেই পরমাত্মা সনাতন, কাহারও বশ্য নহেন। তবে ভগবান ভক্তবৎসল, কেবল ভক্তদিগেরই বশীভূত হইয়া থাকেন, হে নৃপ। যাঁহার মায়া দ্বারা ব্রহ্মা অবধি কীট পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরমপুরুষ ভক্তজন ব্যতিরেকে কি নিমিত্ত পরতন্ত্রতা স্বীকার করিবেন? মুরহরের প্রতি ভক্তিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মূল কারণ এবং সেই ভক্তিই তাঁহাকে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায়, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। সেই বিষ্ণুই স্বকীয় মায়া দ্বারা বহু প্রকার আকার ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কোনই সুখের হেতু বিদ্যমান নাই। তবে দেখিতেছ যে সকল শিব, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ সেই সেই কর্ম্ম দ্বারা অতিশয় মাননীয় হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিলে অভিলষিত ফলদান করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই আবার বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ। সেই ভগবান্ অন্তর্যামী দেবগণেরও হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনিই যে সকল ফলদান করিতে অনুমতি দেন, উক্ত সকল দেবতারা সেই সেই ফল দান করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! [illegible] বিশেষতঃ পদ্মযোনি ব্রহ্মার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং অষ্টাদশ বিদ্যায় সুপারগ ও সচ্চরিত্র। তুমি রাজনীত্যনুসারে পৃথিবী পালন করিতেছ ও ব্রাহ্মণগণের বিশেষ পূজা করিয়া থাক, তুমি অবশ্যই চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্রবাসে বৈকুণ্ঠনাথকে দর্শন পাইবে। হে নৃপ! পিতামহ ব্রহ্মাও তোমার এই কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন, অতএব সেই ক্ষেত্রমধ্যে গমন করিয়া তোমাকে সকল বিষয় সবিশেষ বলিব, সম্প্রতি রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইয়াছে, এইক্ষণে সকল ব্যক্তিকেই স্ব স্ব গৃহে গমনার্থ অনুমতি করুন। এবং তুমিও অন্তঃপুরে যাইয়া নিদ্রিত হও। ১২৮—১৪৪।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। উক্তে ব্রহ্মসুতেনেত্থমিন্দ্রদ্যুম্নো মহীপতিঃ। মুনেস্ত বচনং শ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ১ ॥ বিচার্য্য পরয়া বুদ্ধ্যা শ্রমং মেনে ফলাবহম্। অহো মে পরমং ভাগ্যং বহুজন্মান্তরার্জ্জিতম্ ॥ ২ ॥ ব্যবসায়ে মমোদ্যুক্তঃ সর্ব্বলোকপিতামহঃ। জীবন্মুক্তং স্বং তনুজং মৎসহায়মকারয়ৎ ॥ ৩ ॥ সহায়ো যাদৃশঃ

দ্বাদশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—ব্রহ্মনন্দন নারদ এই কথা বলিলে পর, মহীপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং বিশিষ্ট বুদ্ধি সহকারে বিচার করিয়া পরিশ্রম সফল মনে করিলেন,—ভাবিলেন, আহা! আমার কি সৌভাগ্য! বহুজন্মে কতই না জানি পুণ্য করিয়াছি, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আজি আমার কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। তিনি জীবন্মুক্ত নিজ পুত্রকে আমার সহায় করিয়া দিয়াছেন। আমি অনেক সুজ্ঞ বৃদ্ধ লোকের উপদেশ শুনিয়াছি যে, পুরুষের সহায় কে-

পুংসাং ভবেৎ কার্য্যং হি তাদৃশম্। শ্রুতং সভাসু সর্ব্বাসু ইতি বৃদ্ধানুশাসনম্॥ ৪॥ স ইত্থং চিন্তয়ন্ রাজা বিসৃজ্য চ সভাসদঃ। ততো মুনিং করে ধৃত্বা বিবেশান্তঃপুরে দ্বিজাঃ॥ ৫॥ তমর্চ্চয়িত্বা বিধিবৎ পর্য্যঙ্কে সহ তেন বৈ। নিশাবশেষং নৃপতির্নিনায় সংলপন্মিথঃ॥ ৬॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে নিত্যং কর্ম্ম সমাপ্য বৈ। পূজয়িত্বা জগন্নাথং স ততার মহানদীম্। ওড্রদেশাধিপেনাগ্রে গচ্ছতাদিষ্টপদ্ধতিঃ। একাম্রকাননং ক্ষেত্রমভিযাতো বলান্বিতঃ॥ ৮॥ স গত্বা কিঞ্চিদধ্বানং প্রাপ্য গন্ধবহাভিধাম্। নদীং বেগবতীং শীততোয়ামুৎক্রম্য বেগবান্॥ ৯॥ পূর্ব্বাহ্নপূজাসময়ে কোটিলিঙ্গেশ্বরস্য বৈ। চর্চ্চরী-শঙ্খকাহাল-মৃদঙ্গমুরজধ্বনিম্। ব্যাপ্নুবানং মহারণ্যং দূরাৎ শুশ্রাব ভূপতিঃ॥ ১০॥ মন্যমানং ভগবতো নীলাচলনিবাসিনঃ। উবাচ নারদং প্রীতো ধ্বনিহৃদ্যো মহামুনে॥ ১১॥ নীলাদ্রিশিখরাবাসঃ প্রাপ্তঃ কিং পরমেশ্বরঃ। যদর্চ্চাসময়ে হ্যেষ শ্রূয়তে সঙ্কুলধ্বনিঃ॥ ১২॥ উতাহো অন্যদেবো বা বর্ত্ততে নিকটে মুনে। ইতি পৃষ্টস্তদা রাজ্ঞা প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১৩॥ রাজন্ সুদুর্লভং ক্ষেত্রং গোপিতং বৈ মুরারিণা। ন তত্রাস্তীতি ভগবান্ কৈরপি জ্ঞায়তে নৃভিঃ॥ ১৪॥ ত্বং হি ভাগ্যবতাং শ্রেষ্ঠস্বাগ্যাত্তে পুরোধসা। দৃষ্টঃ কথঞ্চিদ্ভগবান্ সংযতেন্দ্রিয়বর্ত্মনা॥ ১৫॥ ত্বমেতাবদ্ধলৈর্যুক্তঃ ষড়ঙ্গৈর্নৃপসত্তম। সাহসেঽত্তি প্রবৃত্তোঽসি সংশয়ো মে মহীপতে॥ ১৪॥ স বর্ত্ততে নীলগিরির্যোজনেঽত্র তৃতীয়কে। ইদন্তে-কাম্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতের্বিভোঃ। নাতিদূরে মহীপাল ভীতস্য শরণার্থিনঃ॥ ১৭॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। কথং স ভীতো গিরিশঃ কং বা শরণমাগতঃ। দদাহ ত্রিপুরং ঘোরং শরেণৈকেন যঃ পুরা॥ ১৮॥ অত্র মে বিস্ময়ো জাতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ। রক্ষতা ভবভীতানাং ভবঃ পরমপাবনঃ। কিমর্থং ভবভীতোঽসৌ কঃ সমর্থোঽস্য বৈ জয়ে। নারদ উবাচ। অত্র তে কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তং মহীপতে॥

রূপ হইবে, কার্য্যও সেইরূপ হইবে। দ্বিজগণ! রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া সভাসদ্‌গণকে বিদায় দিয়া মুনিকে হস্তে ধারণপূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নৃপতি যথাবিধানে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সহিত এক পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া নানা কথায় রাত্রি যাপন করিলেন। অনন্তর পরদিন প্রভাতকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক জগন্নাথের পূজা করিয়া মহানদী পার হইলেন। ওড্রদেশাধিপতি অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন, ক্রমে ক্রমে একাম্রকানন নামক ক্ষেত্রে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন, তথা হইতে কিয়দ্দুর গমন করত শীততোয়া বেগবতী গন্ধবহা নদী পার হইয়া অতি বেগে গমন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দূর হইতে শুনিতে পাইলেন, যে কোটি লিঙ্গেশ্বরের পূর্ব্বাহ্নপূজার সময়ের শঙ্খ, চর্চ্চরী, মৃদঙ্গ, মুরজ ও কাহল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে সেই মহারণ্য শব্দিত হইতেছে। তাহাতে প্রীত হইয়া নারদকে বলিলেন,—হে মহামুনে! এই ধ্বনিটী অতিশয় সন্তোষ জন্মাইতেছে; অতএব কি সেই নীল-গিরি-শিখর-বাসী পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলাম? যে হেতু পূজাসময়োচিত এই সকল বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে? অথবা কোন দেবতান্তর নিকটে বিদ্যমান থাকিবেন! রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া মুনিবর কহিলেন,—হে রাজন! সেই দুর্লভ ক্ষেত্রটী ভগবান্ গোপনভাবে রাখিয়াছেন, সে স্থলে মুরারি রহিয়াছেন, ইহা কেহই জানিতে পারে না। তুমি ভাগ্যধর-পুরুষগণের মধ্যে প্রধান, এই জন্য ত্বদীয় সৌভাগ্যক্রমেই সংযতেন্দ্রিয় যে ভবদীয় পুরোহিত, তৎকর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১—১৫। হে নৃপসত্তম! তুমি এই সকল ষড়ঙ্গ বল সমভিব্যাহারে (আড়ম্বরের সহিত) অসমসাহসীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। ইহাতে আমার সংশয় জন্মিতেছে। হে মহীপাল! সেই নীলগিরি এখনও তিন যোজন দূরে রহিয়াছে। এই যে স্থানে বাদ্যোদ্যম শুনিতেছ, উহার অনতিদূরে ভীত ও শরণাকাঙ্ক্ষী ভবানী-পতির একাম্রকানন নামক ক্ষেত্র। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—যিনি পুরাকালে একটী মাত্র শর দ্বারা দুর্দ্দান্ত ত্রিপুরাসুরকে দাহ করিয়াছিলেন, তিনি কি নিমিত্ত ভীত ও কোন ব্যক্তির নিকটে শরণাগত হইলেন, ইহাতে আমার বিস্ময় জন্মিয়াছে, অতএব আমি তাহা যথার্থরূপে শুনিতে বাসনা করি। যে ভবনাথ ভবসংসারে ভীত ব্যক্তি-দিগের রক্ষাকর্ত্তা, সেই পরমপবিত্র গিরিজাপতি এই ভবমধ্যে কি জন্য ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ইহাকে পরাজিত করিতে কোন ব্যক্তিই বা সমর্থ হইয়াছেন? নারদ কহিলেন,—হে মহীপতে! এ বিষয়ে আপনাকে একটী পুরাবৃত্ত বলিতেছি।

উপযেমে পুরা গৌরীং তপসা বশমাগতঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মচারী হিমগিরৌ ভগবান্নীললোহিতঃ। উৎসৃজ্য ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ সোঽনঙ্গশরপীড়িতঃ ॥ ২১ ॥ তয়া রেমে রুচিরয়া যৌবনোন্মত্তয়া নৃপ। তৎপিতুর্বিষয়ে ভোগান্ বুভুজে দেবকাঙ্ক্ষিতান্ ॥ ২২ ॥ কদাচিদথ নির্যান্তী স্ববাসভবনাৎ সতী। সামপূর্ব্বং কুলস্ত্রীভির্মাত্রোক্তা সস্মিতং বচঃ ॥ ২৩ ॥ আর্য্যে মহত্তপস্তপ্তং বরার্থং গহনে বনে। নির্দ্ধনো নিষ্কুলো বৃদ্ধো বরঃ প্রাপ্তো বরাননে ॥ ২৪ ॥ রাত্রিং ন তজ্যসি [illegible] হি সন্নিধিং তাদৃশস্য বৈ। কো গুণঃ কথ্যতাং বৎসে কিংবা পত্যুঃ প্রসাদজম্ ॥ ২৫ ॥ ভূষণাচ্ছাদনং প্রাপ্তং মমৈব গৃহবাসিনঃ। চিরং তিষ্ঠতি ভদ্রে ত্বং পিতৃভোগোপলালিতা ॥ ২৬ ॥ ত্রৈলোক্যে যা তু কন্যা বৈ পরিণীতা পিতুর্গৃহাৎ। প্রযাত্যলঙ্কৃতা ভর্ত্রা পতিবেশ্মেতি শুশ্রুমঃ ॥ ২৭ ॥ অহন্তু মানসী কন্যা পিতৄণাং পিতৃলোকতঃ। আগতাত্র মহাভাগে পরিণীতা হিমাদ্রিণা ॥ ২৮ ॥ ইত্থমুক্তা ময়া হাস্যান্ন ক্রোধান্ন চ লোভতঃ। জামাতুরগ্রে নো বাচ্যং স হি বিষ্ণুসমো মতঃ ॥ ২৯ ॥ নারদ উবাচ। মাতুরিত্থং বচঃ শ্রুত্বা ভর্ত্তৃনিন্দাপ্রপীড়িতা। কোপপ্রস্ফুরদোষ্ঠী সা বাচং নোচে মনাগপি ॥ ৩০ ॥ প্রযযাবন্তিকে ভর্ত্তুর্নিক্রবাণাম্বিকা বচঃ। জগাদ পরুষং বাক্যং স্নেহগর্ভমিতাক্ষরম্ ॥ ৩১ ॥ উমোবাচ। স্বামিন্ন সাম্প্রতক্ষেতৎ স্ববাসঃ শ্বশুরালয়ে। ক্ষোদীয়সামপি গুরো ত্রৈলোক্যস্য কথং নু তে ॥ ৩২ ॥ তদাবয়োর্নাত্র যোগ্যা বসতির্মে প্রিয়া [illegible]তো। ন সন্তি তব বাসায় যোগ্যা বৈ ভূময়ঃ প্রভো ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তঃ শিবয়া সোঽথ ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। তয়া সার্দ্ধং বৃষারূঢো মধ্যদেশং যযৌ ত্বরন্ ॥ ৩৪ ॥ বিলঙ্ঘ্য সর্ব্বতীর্থং বৈ প্রয়াগং পাবনং মহৎ। দক্ষিণোদধিগামিন্যা গঙ্গায়া উত্তরে তটে। বারাণসীং নাম পুরীং গৌর্য্যাবাসায় নির্ম্মমে ॥ ৩৫ ॥ পঞ্চক্রোশমিত[illegible] রম্যাং বরপ্রাসাদশোভিতাম্। অট্টালকশতৈর্যুক্তামসংখ্যাপবনৈর্বৃতাম্।

পুরাকালে ভগবান্ নীলকণ্ঠ তপস্যা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচারিবেশে হিমগিরিশিখরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি কামবাণ-প্রপীড়িত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যৌবনমদমত্তা সুরুচিরা গিরিসুতা গৌরীকে বিবাহ করত [illegible] পিতৃবিষয়ে দেববাঞ্ছিত ভোগ সকল উপভোগপুরঃসর তাঁহার সহিত রমণ করিতেন। একদা সতীদেবী স্বকীয় বাসভবন হইতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা কুলস্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে মমতাপূর্ব্বক সস্মিতবচনে কহিলেন,—হে আর্য্যে! তুমি উত্তম পতি লাভ করিবে বলিয়া গহনকাননে প্রবেশপূর্ব্বক মহতী তপস্যা করিয়াছিলে, অয়ি বরাননে! তাহাতে কি এই ফললাভ হইল যে, ধনহীন কুলহীন একটী বৃদ্ধ বর প্রাপ্ত হইলে? তুমি আবার তাদৃশবরের সন্নিধি রাত্রিকালেও পরিত্যাগ কর না; অতএব হে বৎসে! তোমার সেই পতির কি গুণ আছে, এবং তুমি তাঁহার প্রসাদলব্ধ কি কি অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছ? তিনি ত দেখিতেছি আমার গৃহেই চিরকাল বাস করিলেন। ভদ্রে! তুমিও চিরদিন পিতৃবিষয়ে পালিত হইয়া [illegible]। আমরা শুনিয়াছি যে, এই ত্রৈলোক্যমধ্যে পরিণীতা কন্যারা পতিপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিতা হইয়া পিতৃগৃহ হইতে ভর্ত্তৃ-ভবনে নীত [illegible]। এই আমিও ত পিতৃগণের মানসী [illegible] আমাকে বিবাহ করিয়া পিতৃলোক হইতে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছেন। ১৬-২৮। যাহাহউক সতি! আমি এ সকল কথা পরিহাস ক্রমে বলিতেছি, কোন প্রকার লোভ বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া বলি নাই, অতএব আমার সেই বিষ্ণুসদৃশ জামাতা-সমক্ষে এ কথার অনুষ্ঠান করিও না। নারদ কহিলেন,—গৌরী মাতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করত ভর্ত্তৃ-নিন্দায় অতিশয় দুঃখিত ও কোপ-কম্পিতৌষ্ঠা হইয়া কিছুমাত্র না কহিয়া ভর্ত্তার নিকটে গমন করিলেন, এবং মাতা যে সকল নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন; তাহা গোপনপূর্ব্বক স্নেহগর্ভ স্বল্প-কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুরবাক্যে কহিলেন,—হে স্বামিন্! এইক্ষণে আপনার এই শ্বশুরালয়ে বাস করা উপযুক্ত হইতেছে না, আপনি যখন ত্রৈলোক্যবাসী ক্ষুদ্রাশয়-ব্যক্তিগণেরও গুরু, তখন আপনাকে আর কি নিন্দা করিব? অতএব হে বিভো! আমাদের উভয়েরই এখানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে, হে প্রভো! তোমার বাসযোগ্য ভূমি কি ভূমণ্ডলে নাই? ভগবান্ বৃষভধ্বজ উমাদেবীর এই বাক্য শ্রবণ করত তাঁহার সহিত বৃষারূঢ় হইয়া সত্বরে মধ্যদেশে গমন করিলেন। তথায় পবিত্রতাজনক, সর্ব্বতীর্থময় অতিশ্রেষ্ঠ প্রয়াগতীর্থকে লঙ্ঘনপূর্ব্বক গৌরীর বাসনিমিত্ত দক্ষিণ সমুদ্রে গমনশীলা গঙ্গার উত্তরতটে বারাণসী নামে পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পুরী পঞ্চক্রোশ-পরিমিত, রমণীয় এবং উত্তম উত্তম প্রাসাদ, শতশত

নানাতীর্থসমাযুক্তাং নারীজনসমাকুলাম্ ॥ ৩৬ ॥ আজ্ঞয়া ধূর্জটেঃ শুভ্রাং রচিতাং বিশ্বকর্ম্মণা। পাবনৈঃ শীতলৈর্গাঙ্গসলিলৈঃ ক্ষয়িতাংহসাম্ ॥ ৩৭ ॥ তত্র মধ্যে পুরে স্বর্ণ-প্রাকারাট্টালশোভিতে। রত্নস্তম্ভৈঃ সুঘটিতৈঃ সর্ব্বাশাপরিপূরকে। তয়া রেমে পশুপতিঃ শ্রিয়েব মধুসূদনঃ ॥ ৩৮ ॥ সা পুরী বিশ্বনাথেন কদাচিন্ন বিমুচ্যতে। অবিমুক্তেতি বিখ্যাতা পুণ্যা মুক্তিপ্রদায়িনী। পুরাসীন্মনুজাধীশ সেবিতা ভবভীরুভিঃ ॥ ৩৯ ॥ তত্রোষিতা তদা গৌরী তেন ভর্ত্রা স্বলঙ্কৃতা। মাতরং পিতরং বাপি ন সস্মার মহীপতে ॥ ৪০ ॥ এবং বহুযুগেহতীতে কৈলাসাদ্রিং স জগ্মিবান্। আত্মনঃ কোটিলিঙ্গানি তত্র সংস্থাপ্য বৈ প্রভুঃ ॥ ৪১ ॥ রাজানঃ পলায়ামাসুস্তাং পুরীং বহুশো নৃপ। তত্রাসীৎ কাশিরাজাখ্যঃ পুরা দ্বাপরকে যুগে ॥৪২॥ শম্ভুং সন্তোষয়ামাস তপসোগ্রেণ বৈ প্রভুম্। জরাসন্ধপুরোগাণাং রাজ্ঞাং জেতারমচ্যুতম্ ॥ ৪৩ ॥ সংগ্রামে প্রহরিষ্যামীত্যভিসন্ধায় পার্থিবঃ। প্রাদাত্তস্মৈ বরং সোঽপি পিনাকী পরিতোষিতঃ ॥ ৪৪ ॥ জেতাসি কংসহন্তারং সংগ্রামে ত্বমরিন্দম। তবার্থে প্রমথৈঃ সার্দ্ধমহং যোৎস্যে বৃষস্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥ শম্ভোরিতি বরং লব্ধা প্রমত্তঃ স নরাধিপঃ। শঙ্খচক্রধরং সংখ্যে হরিমাহ্বত বীর্য্যবান্ ॥ ৪৬ ॥ অন্তর্যামী স ভগবান্ জ্ঞাত্বা বৃত্তান্তমীদৃশম্। চক্রং প্রস্থাপয়ামাস কাশীরাজস্য সূদনে ॥ ৪৭ ॥ তমুগ্রদর্শনং চক্রং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্। কাশীরাজশিরশ্ছিত্বা তদ্বলং তাং পুরীং ততঃ। দদাহ কুপিতং রাজন বিষ্ণোরাশয়বীর্য্যবৎ ॥ ৪৮ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা সুমহৎ কর্ম্ম ক্রুদ্ধঃ পশুপতিস্তদা। গণৈর্বৃতো বৃষারূঢ়ঃ পিনাকী তদুপাদ্রবৎ ॥ ৪৯ ॥ ততঃ সুদর্শনং চক্রং দগ্ধা তু প্রমথং গণম্। শম্ভোঃ পাশুপতাস্ত্রং তচ্চকারালাতসন্নিভম্ ॥ ৫০ ॥ পুরা বিষ্ণোর্বরঃ প্রাপ্তঃ শম্ভুনা ভক্তিতোষিতাৎ। বলেনাপ্যায়িষ্যামি তবাস্ত্রং সংস্মৃতস্ত্বয়া। ময়ি চেৎ প্রতিকূলস্তদ্ভবিষ্যতি চ নিষ্প্রভম্।

অট্টালিকা ও অসংখ্য উপবন, নানা প্রকার তীর্থ ও বহুবিধ মনুষ্যে পরিপূর্ণ হইয়া শোভিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা মহাদেবের আজ্ঞানুসারে ঐ পুরীকে শুভ্রবর্ণ করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, এবং পবিত্র সুশীতল গঙ্গাজলে তাহাকে ধৌত করাইলেন। পশুপতি ভগবতীর সহিত, শ্রী ও শ্রীপতির ন্যায় সেই বারাণসীধামে স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর ও অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত এবং সুনির্ম্মিত রত্নস্তম্ভে চতুর্দ্দিক্‌পূর্ণ পুরীমধ্যে রমণ করিতে লাগিলেন। সেই বারাণসীকে মহাদেব কোন কালেই ত্যাগ করিবেন না। তাহা অত্যাজ্য ও মোক্ষদায়িনী বলিয়াও প্রসিদ্ধ আছে। হে রাজন! পূর্ব্ব হইতেই ভবসংসারভীত ব্যক্তিরা তাঁহাকে সেবা করিয়া আসিতেছেন। তদানীং গৌরীদেবী পতি কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়া তাঁহার সহিত তথায় বাস করিতেন। হে নরপতে! মাতা ও পিতাকে আর স্মরণ করিতেন না। এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে গৌরীপতি সেই-স্থানে স্বকীয় কোটিলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক কৈলাস-পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে বহুবিধ নৃপতিগণ সেই পুরীকে পরিপালন করিতেন। ইতিপূর্ব্বে দ্বাপরযুগে কাশীরাজ নামে এক নৃপতি তথায় বাস করিতেন, তিনি অত্যুগ্র তপস্যা দ্বারা মহাদেবের সন্তোষ জন্মাইয়া ভক্তিসহিতক্রমে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, "সংগ্রামে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণের হননকারী নারায়ণকে যে প্রহার করিতে পারি," পিনাকীও তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে অরিন্দম! তুমি রণভূমিতে সেই কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিতে পারিবে। আমিও তোমার সাহায্যার্থে বৃষারূঢ় হইয়া প্রমথগণের সহিত গমন করত যুদ্ধ করিব।"২৯-৪৫। সেই রাজা শম্ভুসমীপে এই প্রকার বরলাভে বীর্য্যশালী ও প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধভূমিতে শঙ্খচক্রধারী হরিকে আহ্বান করিতে লাগিল। অতঃপর অন্তর্যামী ভগবান্ ঈদৃশ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া কাশীরাজের বিনাশের নিমিত্ত চক্রকে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ উগ্রদর্শন সেই চক্র বিষ্ণুর অভিপ্রায়ে বীর্য্যশালী ও কুপিত হইয়া কাশীরাজের মস্তক ও তদীয় বলসহ সেই পুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তদানীং পশুপতি সেই গুরুতর ব্যাপার দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া প্রমথগণের সহিত বৃষারোহণপূর্ব্বক স্বীয় ধনুর্গ্রহণ করিয়া সত্বরই সেখানে গমন করিলেন। তদনন্তর সুদর্শন চক্র তাঁহার প্রমথগণকে দগ্ধ ও পাশুপত অস্ত্রকেও দহন করিয়া অঙ্গার-সদৃশ করিলেন। পুরাকালে বিষ্ণু, মহাদেবের ভক্তি দ্বারা পরিতোষিত হইয়া বর দিয়াছিলেন যে, তোমাকর্ত্তৃক আমি স্মরণীয় হইলে তোমার অস্ত্রকে বলেতে পরিপূর্ণ করিব। কিন্তু তুমি যদি আমার প্রতিকূল আচরণ কর, তবে ঐ

ঘোরে পাশুপতে তস্মিন্নস্ত্রে চ বিফলীকৃতে। বারাণস্যাঞ্চ দগ্ধায়াং ভয়ত্রস্তো বৃষধ্বজঃ। তুষ্টাব জগতামাদিমনাদিং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫২ ॥ মহাদেব উবাচ। নারায়ণং পরং ধাম পরমাত্মন পরাৎপর। সচ্চিদানন্দবিভব নিরঞ্জন নমোঽস্তু তে ॥ ৫৩ ॥ জগৎকারণ সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মকৃদ্গুণভেদতঃ। মায়য়া নিজয়া গুপ্ত স্বপ্রকাশ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৪ ॥ নান্তর্ন বহির্বহিশ্চান্তর্দূরস্থো নিকটাশ্রয়। গুরুর্লঘুঃ স্থিরোঽণীয়ান্ স্থবীয়াংশ্চ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৫ ॥ কোটিশশ্চতুরাস্যশ্চ পরার্দ্ধং মম চাতুলম্। যদপাঙ্গবিলাসোত্থং তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ ৫৬ ॥ একৈকলোমাকলিত-ব্রহ্মাণ্ডগণসংবৃতম্। মানাতীতং বপুর্যস্য তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ৫৭ ॥ স্বকালপরিণামেন বেধসঃ প্রলয়োদ্ভবৌ। মন্বন্তরাদিঘটনাকলনায় নমোঽস্তু তে ॥৫৮॥ স্পষ্টোঽহং তপসা নাথ ত্বৎপ্রভাবানভিজ্ঞকঃ। তৎ ক্ষমস্বাপরাধং মে ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৫৯ ॥ স্তুতিমিত্থং প্রকুর্ব্বাণে তস্মিংস্ত্রিপুরদাহিনি। চক্ররূপং পরিত্যজ্য আবিরাসীদধোক্ষজঃ ॥ ৬০ ॥ প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। তার্ক্ষ্যপৃষ্ঠাসনগতো বনমালাবিভূষণঃ ॥ ৬১ ॥ হারকুণ্ডলকেয়ূরমুকুটাদিভিরুজ্জ্বলঃ। বামোৎসঙ্গগতাং লক্ষ্মীং সত্যাং দক্ষিণপার্শ্বগাম্ ॥ ৬২ ॥ বিভ্রাণঃ কৃষ্ণজীমূতকান্তদেহং কৃপাম্বুধিঃ। ক্রোধাবিষ্ট ইবোবাচ সতীতিং গিরিজাপতিম্ ॥ ৬৩ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। কালেনৈতাবতা শম্ভো দুর্বুদ্ধিঃ কথমাগতা। হেতোর্নৃপতিকীটস্য ময়া যোদ্ধুমুপস্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥ কতি বা মৎপ্রভাবাস্তে নো জ্ঞাতা ধূর্জটে ত্বয়া। সত্যং পাশুপতং তেজঃ সুজ্জয়ঞ্চ সুরাসুরৈঃ। মৎক্রোধরূপং তচ্চক্রমথাপি ক্ষমতে ন যৎ। মামবজ্ঞায় জগতি প্রাণিতি স্বায়তে হি কঃ ॥ ৬৬ ॥ তপোভির্বহুভিঃ পূর্ব্বং মচ্ছরীরতয়োর্জ্জিতঃ। সাম্প্রতং চেচ্চিরং রন্তুং গৌর্য্যা সার্দ্ধমিহেচ্ছসি ॥ ৬৭ ॥ পুরীং বারাণসীঞ্চেমাং যদীচ্ছসি চিরস্থিরাম্। মন্নাম্না ভুবি বিখ্যাতং ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ৬৮ ॥ দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে

অস্ত্রের আর তেজ থাকিবেক না, ঐ ভয়ানক পাশুপত অস্ত্র নিষ্ফল ও বারাণসী দগ্ধ হইলে বৃষভধ্বজ মহাদেব ভয়ে ত্রস্ত হইয়া অনাদি ও জগতের আদি পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন। হে নারায়ণ! তুমি পরম আশ্রয় ও পরমাত্মা ও পরাৎপর, তুমি সৎ, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ এবং নিরঞ্জন, তোমাকে নমস্কার করি। হে জগৎকারণ! তুমি গুণত্রয়ভেদে সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, তুমি নিজমায়ায় গুপ্ত ও স্বপ্রকাশিত, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব! তুমি অন্তঃ ও বহিঃ নহ, অথচ বহিঃ ও অন্তঃ এবং দূরস্থ ও নিকটস্থ, গুরু ও লঘু, তুমি অতিশয় সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত স্থূল হইয়াও স্থিত আছ, তোমাকে নমস্কার করি। যিনি কটাক্ষপাতে কোটিকোটি ব্রহ্মা ও অতুল পরার্দ্ধসংখ্য আমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই কালস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার কলেবর একএকটী লোমসংখ্যায় ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ধারণ করিয়া পরিমাণ-রহিত হইয়াছে, সেই বিশ্বাত্মাকে নমস্কার করি। আপনি ব্রহ্মার স্বকীয় কাল পরিপাক দ্বারা প্রলয় ও উদ্ভব, এবং মন্বন্তর প্রভৃতি ঘটনা করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার করি। হে নাথ! আমি স্পষ্ট হইয়া তপস্যা দ্বারা তোমার প্রভাব জানিতে পারি নাই; অতএব শরণাগত আমার অপরাধ ক্ষমাপূর্ব্বক পরিত্রাণ কর। মহাদেব এই প্রকার স্তব করিলে শ্রীমান্ শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণু চক্ররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক আবির্ভূত হইলেন।২৯-৬০। তাঁহার বদনমণ্ডল প্রসন্ন, গলে বনমালা, হার, কুণ্ডল, কেয়ূর মুকুটাদি উজ্জ্বল অলঙ্কারে তিনি সুসজ্জিত,তাঁহার বামপার্শ্বে ক্রোড়োপরি লক্ষ্মীদেবী এবং দক্ষিণপার্শ্বে সত্যভামা বিরাজমানা, তাঁহার শরীর নীল জলধরের ন্যায় মনোহর। কৃপাসাগর ভগবান অধোক্ষজ যেন ক্রোধান্বিত হইয়া ভয়াতুর মহাদেবকে বলিলেন,—হে শম্ভো! এতকালের পর এখন তোমার কেন দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল ? এই কীটস্বরূপ নৃপতির জন্য আমার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছ ? হে ধূর্জ্জটে! আমার যে কত পরিমাণে প্রভাব আছে, তাহা কি তুমি জান না ? সত্য বটে, তোমার পাশুপত অস্ত্র সুরাসুর সকলকেই পরাজয় করিতে পারে; কিন্তু আমার ক্রোধরূপ সেই চক্রকে অবগত হইয়াও তুমি ক্ষান্ত হইলে না,? এই জগতের মধ্যে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া তোমা ব্যতিরেকে আর কে প্রাণ ধারণ করিতে পারে ? যেহেতু তুমি পূর্ব্বে বহুতর তপস্যা করিয়া আমার শরীররূপে উৎপন্ন হইয়াছ। অতএব সম্প্রতি যদি গৌরীর সহিত চিরকাল এখানে রমণ করিতে এবং বারাণসী পুরীকে স্থিরতর রাখিতে ইচ্ছা কর, তবে আমার নামে বিখ্যাত যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, তাহাতে গমন কর। উহা দক্ষিণসমুদ্রের তীরস্থলে নীল-

নীলাদ্রিবিভূষিতম্। দশযোজনবিস্তীর্ণং যাবদ্বিরজমণ্ডলম্ ॥ ৬৯ ॥ ক্রমশঃ পাবনং ক্ষেত্রং যাবচ্চিত্রোৎপলা নদী। ততঃ প্রভৃতি যো দেশো যাবৎ স্যাদ্দক্ষিণার্ণবঃ ॥ ৭০ ॥ পদাৎ পদাৎ শ্রেষ্ঠতমো নীলাদ্রিরপবর্গদঃ। চতুর্দেহস্থিতোহহং বৈ যত্র নীলমণীময়ঃ ॥ ৭১ ॥ তস্যোত্তরস্যাং বিততং বনমেকাম্রকাহ্বয়ম্। পার্ব্বত্যা যত্র নিবসন্নির্ভয়স্ত্রিপুরান্তকঃ ॥ ৭২ ॥ স্রজতা সর্ব্বলোকানাং মন্নিদেশাৎ স্বয়ম্ভুবা। তত্রাপি কোটিলিঙ্গানাং রাজা ত্বমভিষেক্ষ্যসে ॥ ৭৩ ॥ সর্ব্বতীর্থময়ঞ্চেদং তীর্থং যন্মণিকর্ণিকম্। ইহাহঙ্কারমুৎসৃজ্য ব্রজ ত্বং সপরিচ্ছদঃ ॥ ৭৪ ॥ নারদ উবাচ। ইত্যুক্তো বাসুদেবেন ত্র্যম্বকো নতকন্ধরঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ৭৫ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। দেবদেব জগন্নাথ প্রপন্নার্ত্তিহর প্রভো। ত্বদাজ্ঞাপালনং শ্রেয়ঃ কারণং মে জগৎপ্রভো ॥ ৭৬ ॥ যত্তু মূঢ়তয়া দেব অবলেপঃ কৃতো ময়া। তবৈবানুগ্রহস্তত্র প্রভো চাঞ্চল্যকারণম্ ॥ ৭৭ ॥ যদাদিশসি দেবেশ প্রয়াণং পুরুষোত্তমে। তন্মূর্দ্ধি কৃত্বা যাস্যামি ক্ষেত্রং মুক্তিপ্রদং শিবম্ ॥ ৭৮ ॥ অভিসন্ধিং কুরুষ্বাদ্য মমানুগ্রহকারণম্। পুরুষোত্তমোত্তরং ক্ষেত্রং ত্বমেব পরিপালয়। যথা পুনর্ন্নৈবৃশং তদ্বিনাশমুপযাস্যতি ॥ ৭৯ ॥ নারদ উবাচ। ইত্থমেতৎ পুরা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্। ব্রহ্মশ্রীসহিতং দেবমর্চ্চয়ন্ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৮০ ॥ অত্র সাক্ষাদুমাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা। বয়ং তত্র ব্রজিষ্যামো দ্রক্ষ্যামঃ পুরনাশনম্ ॥ ৮১ ॥ যদেতচ্ছাম্ভবং ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পরম্। রজঃপ্রক্ষালনং শ্রেয়ঃ খ্যাতং বিরজমণ্ডলম্ ॥ ৮২ ॥ সত্ত্বোদ্রিক্ততয়া খ্যাতং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্। যাবন্ত্যন্যানি ক্ষেত্রাণি মুক্তিদানি শ্রুতানি তে ॥ ৮৩ ॥ তানি সর্ব্বাণি রাজেন্দ্র দদতে মুক্তিমত্র বৈ ॥ ৮৪ ॥ এতৎক্ষেত্রং মহারাজ দুষ্কৃতাবিলচেতসাম্। ন বিশ্বাসপথং যাতি রহস্যং চক্রপাণিনঃ ॥ ৮৫ ॥ জৈমিনিরুবাচ। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টহৃদয়ো নৃপঃ। উবাচ মুনিশার্দ্দূলং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।

পর্ব্বতে সুশোভিত ও বিরজমণ্ডল পর্য্যন্ত দশ-যোজন বিস্তীর্ণ এবং চিত্রোৎপলানদী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পবিত্রতাজনক। তাহার পর হইতে দক্ষিণসমুদ্র পর্য্যন্ত প্রদেশটীর একপাদ প্রক্ষেপের স্থান হইতে পর পর শ্রেষ্ঠ ও নীলপর্ব্বত মুক্তিদায়ক। সেই স্থানে আমি নীলকান্তমণিময় শরীরে দেহচতুষ্টয় ধারণ করিয়া আছি। তাহার উত্তরাংশে একাম্র নামে সুপ্রসিদ্ধ কানন বিস্তৃত আছে। হে ত্রিপুরান্তক! তুমি পার্ব্বতীর সহিত তথায় যাইয়া নির্ভয়ে বাস কর। সকল লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আমার অনুমতি ক্রমে তোমাকে কোটি-লিঙ্গের রাজত্ব পদে অভিষিক্ত করিবেন। এই কাশীতে "সর্ব্বতীর্থময়" মণিকর্ণিক তীর্থ আছেন বলিয়া যে অহঙ্কার, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদয় লইয়া তথায় গমন কর। নারদ কহিলেন,—বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাদেব স্কন্ধদেশ অবনতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন,—হে দেব! হে জগন্নাথ! হে প্রভো! তুমি আশ্রিত ব্যক্তির ক্লেশ বিনষ্ট কর, হে জগৎপ্রভো! তুমিই আমার মূলাধার; অতএব তোমার অনুমতি পালন করাই আমার পক্ষে মঙ্গল। হে দেব! আমি নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত যে অহঙ্কার করিয়াছি, তাহাতে আপনার পূর্ব্বকৃত অনুগ্রহই চাঞ্চল্য প্রকাশের কারণ;—হে ভগবন্! আপনি পুরুষোত্তমে গমন করিতে যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা আমি শিরোধার্য্য করিয়া সেই মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রে গমন করিব। অদ্য আমাকে অনুগ্রহের নিমিত্ত সম্মতি প্রদান করুন ও পুরুষোত্তমের উত্তর বিরজা ক্ষেত্রটী আপনিই প্রতিপালন করুন। যাহাতে পুনরায় এইরূপ ভবদীয় চক্র দ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করা না হয়, তাহা করুন। নারদ কহিলেন,—পুরাকালে মহাদেব বলদেব, লক্ষ্মী ও পুরুষোত্তমের পূজা করিয়া সন্তোষোৎপাদনপূর্ব্বক এই ক্ষেত্রটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা সাক্ষাৎ উমাকান্তকে এই স্থানে স্থাপিত করেন, আমরা সেই স্থানে গমন করিয়া পুররিপু হরকে দর্শন করিব ।৬৯—৮১। ঐ শাম্ভব ক্ষেত্রটি তমঃ ও রজোগুণকে বিনাশ করিতে অতি উৎকৃষ্ট; তজ্জন্যই উহার নাম বিরজমণ্ডল। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে সত্ত্বগুণের উদ্রেক নিমিত্ত মুক্তিদায়ক বলা যায়। হে রাজেন্দ্র! অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্র মোক্ষদায়ক বলিয়া বিখ্যাত, সে সমুদয় ক্ষেত্রও এই স্থানে মুক্তিদান করেন। হে মহারাজ! এ ক্ষেত্র পাপেতে আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিগণের বিশ্বাসপথে উপস্থিত হয় না, সুতরাং চক্রপাণির এই গোপনীয় 'ক্ষেত্র' বলিতে হইবে। জৈমিনি কহিলেন,—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, নারদের এই কথা শুনিয়া বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে, হৃষ্টান্তঃকরণে

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। সাধু ত্বে কথিতং ব্রহ্মন্ ক্ষেত্রং পরমপাবনম্। যত্রোমাপতিরাস্তেহসৌ পাবকঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ৮৬॥ অবশ্যং তত্র গচ্ছামঃ পন্থা যদ্যপি বক্রভূঃ। উদ্দিষ্টেষ্টপরিপ্রাপ্তৌ যদিদং কারণং মহৎ॥ ৮৭॥ জৈমিনিরুবাচ। ততস্তৌ মুনিভূপালৌ মধ্যাহ্নসময়ে দ্বিজঃ। প্রাপতুঃ সবলৌ ক্ষেত্রমেকাম্রবনসংজ্ঞিতম্॥ ৮৮॥ বিন্দুতীর্থে নৃপঃ স্নাত্বা তীরস্থং পুরুষোত্তমম্। সম্পূজ্য বিধিবদ যাতঃ কোটীশ্বরমহালয়ম্॥ ৮৯॥ দ্বারিসম্যগাচান্তস্তৎপ্রীত্যৈ সুবহূনি সঃ॥ গজাশ্বধনরত্নানি বস্ত্রালঙ্করণানি চ॥ ৯০॥ দ্বিজেভ্যঃ প্রদদৌ রাজা সাত্বিকং ধর্ম্মমাস্থিতঃ। লিঙ্গং ত্রিভুবনেশং তং মহাস্নানেন পূজয়ন্॥ ৯১॥ অতুলাং প্রীতিমালেভে শিবেবাদ্বৈতদর্শনঃ। স্তুত্বা প্রণম্য ভক্ত্যাসৌ বীণয়া চোপগায্য চ॥ ৯২॥ কৃতাঞ্জলিপুটো দেবপ্রসাদনকৃতোদ্যমঃ। অনন্তমনসা তস্থৌ চিন্তয়ন বৃষভধ্বজম্॥ ৯৩॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান ত্র্যম্বকঃ পরমেশ্বরঃ। সাক্ষাদ্রূপমুবাচেদং স্পষ্টাক্ষরপদং [illegible]॥ ৯৪॥ মহাদেব উবাচ। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ ত্বাদৃশো বৈষ্ণবো ভুবি। দুর্লভঃ খলু তে বাঞ্ছা অচিরাৎ সম্ভবিষ্যতি॥ ৯৫॥ ইত্যুক্তান্তর্দ্দধে শম্ভুঃ পশ্যতস্তু মহীক্ষিতঃ। নারদং পুনরাহেদং যথাদিষ্টং স্বয়ম্ভুবা। তৎ কল্পয় মহাভাগ বাজিমেধপুরঃসরম্॥ ৯৮॥ বিষ্ণোঃ কলেবরে তস্মিন ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। অন্তর্ব্বেদী মহাপুণ্যা বিষ্ণোর্হৃদয়সন্নিভা॥ ৯৭॥ তস্যাঃ সংরক্ষণায়াহং স্থাপিতো বিষ্ণুনাষ্টধা॥ ৯৮॥ শঙ্খাকৃতেরগ্রভাগে নীলকণ্ঠোহহমাস্থিতঃ। দুর্গয়া সহ বিপ্রেন্দ্র তত্রেমং নৃপতিং নয়॥ ৯৯॥ অন্তর্হিতঃ খল্বিদানীং নীলরত্নতনুর্হরিঃ। তত্র শ্রীনরসিংহস্য ক্ষেত্রং কুরু মমাজ্ঞয়া॥ ১০০॥ তত্র নঃ সন্নিধৌ বাজিমেধেন যজতামযম্। সহস্রেণ নৃপশ্রেষ্ঠস্তদন্তে তরুমদ্ভুতম্॥ ১০১॥ দর্শয়ৈনং নৃপশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মরূপমকল্মষম্। চতস্রঃ প্রতিমাস্তেন বিশ্বকর্ম্মা ঘটিষ্যতি॥ ১০২॥ তাসাম্প্রতিষ্ঠিতৌ ব্রহ্মা স্বয়মেবা-

সেই মুনিবরকে কহিতে লাগিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি অতি সাধু অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্র পরম পবিত্রতাজনক বটে, সেস্থানে পবিত্রতাজনক পুরুষোত্তম উমাপতি অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব যদি অতি কুটিল পথেও যাইতে হয়, তথাপি অবশ্যই আমরা সেস্থানে গমন করিব। আমাদের উদ্দিষ্ট মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই ক্ষেত্রই একমাত্র প্রধান। জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর সেই মুনি ও ভূপাল সৈন্যগণসমভিব্যাহারে মধ্যাহ্ন সময়ে একাম্রবন নামক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর নরপতি বিন্দুতীর্থে স্নান করিয়া তীরস্থিত পুরুষোত্তমকে যথাবিধি পূজাপূর্ব্বক কোটীশ্বর শিবের প্রধান আলয়ে সমাগত হইলেন। তাঁহার গৃহদ্বারে সম্যক প্রকারে আচমনপূর্ব্বক সাত্বিকভাবে তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত বহুতর গজ, অশ্ব, ধন, রত্ন, ও বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিলেন এবং শিব ও বিষ্ণুকে অভেদদর্শনে সেই ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গকে মহাস্নানাদিক্রমে পূজা করত অতুল প্রীতি লাভ করিলেন। রাজা দেব নারায়ণকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব পাঠ, প্রণাম ও বীণাবাদনপূর্ব্বক স্তুতি করিয়া বৃষভবাহনকে চিন্তা করত এক পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটে [illegible] অবস্থান করিলেন। হে দ্বিজগণ! তৎপরে [illegible] ত্রিভুবনস্বামী ভগবান পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ নরপতিকে সুস্পষ্টবাক্যে কহিলেন,—হে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ! তোমার ন্যায় বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে দুর্লভ; অতএব নিশ্চয় তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেক।৮২—৯৫। শম্ভু এই কথা বলিয়া রাজার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পুনরায় নারদকে বলিলেন যে, হে মহাভাগ! স্বয়ম্ভু যাহা আদেশ করিয়াছেন, আপনি তথায় অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক কল্পনা করুন। সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটী বিষ্ণুর কলেবর-স্বরূপ, এবং তাহাতে যে অন্তর্ব্বেদী আছে, তাহা বিষ্ণুর হৃদয়স্বরূপ, আমি তথায় সেই অন্তর্ব্বেদী রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণুকর্ত্তৃক অষ্ট প্রকারে স্থাপিত হইয়াছি। সেই বেদীটীর আকৃতি শঙ্খের ন্যায়, আমি তাহার অগ্রভাগে দুর্গার সহিত নীলকণ্ঠ নামে অবস্থান করিতেছি। হে বিপ্রেন্দ্র নারদ! আপনি এই নরপতিকে তথায় লইয়া যাউন। সেই নীলকান্তময় হরি নিশ্চয় ইদানীং অন্তর্হিত হইয়াছেন; অতএব আমার এই অনুমতিক্রমে সেথানে নরসিংহ দেবের ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করুন। এই নৃপবর তথায় আমাদের সন্নিধানে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ সমাধা করুন। অনন্তর উঁহাকে নির্ম্মল ব্রহ্মরূপ অদ্ভুত বৃক্ষটী দর্শন করাও। বিশ্বকর্ম্মা এই বৃক্ষদ্বারা চারিটী প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিবেন, এবং সেই প্রতিমাগুলির প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তথায় স্বয়ং ব্রহ্মা আগমন করিবেন। এই [illegible]

গমিষ্যতি। যথায়ং ক্ষীণপাপঃ স্যাদ্বাজিমেধৈর্যজন্ হরিম্॥ ১০৩॥ তিষ্ঠন্বৎসরসহস্রং বৈ তদন্তে লোকয়িষ্যতি। সমস্তজগতাধারং সর্ব্বকল্মষনাশনম্॥ ১০৪॥ দারবীং তন্মুমাস্থায় দর্শনাদপবর্গদম্। ন তস্য চরিতং বেত্তি ব্রহ্মাহং ত্বঞ্চ নারদ॥ ১০৫॥ আজ্ঞানুষ্ঠানতো ভক্ত্যা প্রসীদতি স কেবলম্। নারদোঽপি মহাদেবং প্রণিপত্য জগদ্গুরুম্॥ ১০৬॥ উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা যদাদিষ্টং ত্বয়া প্রভো। পিতামহোঽপি মামিত্থং নির্দ্দিদেশাস্য কল্পনম্॥ ১০৭॥ পিতামহশ্চ ত্বং নাথ নো ভিন্নঃ পরমাত্মনঃ। নৃপতেরস্য ভাগ্যর্দ্ধিরীদৃশী যৎকৃতে বিভো॥ ১০৮॥ অগোচরাসৌ মনসস্ত্রয়াণামপ্যনুগ্রহঃ। যৎপ্রসঙ্গেন তরণং ভবাব্ধেরপি দুষ্কৃতাম্॥ ১০৯॥ অচিন্ত্যমহিমা হ্যেষ ভগবান্ ভূতভাবনঃ। ন বুদ্ধিগোচরে ভক্তির্যাবত্যা প্রীয়তে হ্যসৌ॥ ১১০॥ চিত্রমত্র তু তিষ্ঠন্তি দেবা নরবরাদিভিঃ। ক্ষুদ্রোঽপি লভতে মুক্তিমনায়াসেন কর্ম্মণা॥ ১১১॥ গব্যোপজীবা গোপ্যস্তা বনচারিগৃহোষিতাঃ। অরণ্যজীবনাঃ প্রাপুর্মুক্তিং কামোপভোগতঃ॥ ১১২॥ দ্রুহ্যন্নিরন্তরং প্রাপ শিশুপালঃ সভান্তরে। ব্যাধো হৃদয়মাবিধ্য গতিং প্রাপ সুদুর্লভাম্॥ ১১৩॥ বস্ত্রাকর্ষং গৃহং নীত্বা কুব্জ্যেনং বুভুজে পুরা। যং ধ্যানলয়মাপন্না লভন্তে ন সুরস্ত্রিয়ঃ॥ ১১৪॥ চাণ্ডালায় দদৌ মুক্তিং দূরস্থায়াপি নো পুনঃ। আসন্নায়াতিভক্তায় শ্রোত্রিয়ায় পুরা বিভুঃ॥ ১১৫॥ মায়াভির্বঞ্চয়েৎ ত্বাং হি পিতামহমপি প্রভুঃ। তিষ্ঠন্তি দুঃখবহুলাস্তপোভির্দেহবন্ধনাঃ॥ ১১৬॥ গৌতমাদ্যা ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠা কল্পান্তবাসিনঃ। ঈদৃক্তাদৃকপরিচ্ছেদগোচরং নাস্য চেষ্টিতম্॥ ১১৭॥ ব্যাবসায়েন বহুনা কালেন মহতা তথা। নির্ণেতুং শক্যতে নাস্য চরিতং বা সুমেধসা॥ ১১৮॥ উপায়া বহবঃ সন্তি যে শাস্ত্রপরিনিষ্ঠিতাঃ। বিমুষাং মোচনায়েহ বহুশস্তে ষতন্তি বৈ॥ ১১৯॥ সর্ব্বেষামুত্তমোপায়ো বসতিঃ পুরুষোত্তমে। অবশ্যং স্বামিসাযুজ্যং প্রাপয়েৎ সুসখা যথা॥ ১২০॥ তদেনং মায়িনং প্রাপ্তুমুপায়ো নাস্ত-

---

সহস্র বৎসর অবস্থিতিপূর্ব্বক সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিলে নিষ্পাপ হইবেন। তদনন্তর নিখিল জগতের আশ্রয়, পাপরাশিবিনাশী, দর্শন দ্বারা অপবর্গদাতা বিষ্ণুকে দারুময়ীমূর্ত্তিতে অবলোকন করিতে পারিবেন। সেই হরি-চরিত্র কি ব্রহ্মা, কি আমি, কি তুমি, কেহই অবগত নহে। কেবল ভক্তিযোগে আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই তিনি প্রসন্ন হয়েন। নারদও জগদ্গুরু মহাদেবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রাঞ্জলি হইয়া কহিলেন যে, হে প্রভো! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, পিতামহও আমাকে এইপ্রকার ইহার কল্পনা করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে নাথ! আপনি বা পিতামহ সেই পরমাত্মা বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নহেন, তন্নিমিত্ত এই নৃপতিরও ভাগ্যসম্পত্তি ঈদৃশী হইয়া উঠিয়াছে। আপনাদের (ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব) দেবত্রয়ের যুগপৎ অনুগ্রহ মনের অগোচর বলিতে হইবে, যাঁহার প্রসঙ্গে দুষ্কৃতিশীল ব্যক্তিরা ভবসাগরতরণে সমর্থ হইয়া থাকে। ভূতভাবন ভগবদ্বিষ্ণুর মহিমা অচিন্তনীয়। তিনি যে প্রকার ভক্তিতে প্রীতিলাভ করেন, তাহাও বুদ্ধির বিষয় হয় না। কি আশ্চর্য্য! দেখ, কত কত দেবগণ ও প্রধান প্রধান নরগণ এই ভুবনে অবস্থিতি করিলেও অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি অনায়াসে কর্ম্ম দ্বারা বিষ্ণুসন্তোষোৎপাদনপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সেই সকল গব্যোপজীব্য গোপিকাগণ পর্ণকুটীরাদিতে অবস্থানপূর্ব্বক অরণ্যে ফলমূল দ্বারা জীবন ধারণ করত একমাত্র কামোপভোগ দ্বারাই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত শিশুপাল নিরন্তর দ্রোহ প্রকাশ করিয়াও তাঁহাকে সভামধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্যাধও হৃদয় বিদ্ধ করিয়াও অতি দুর্লভগতি লাভ করিল। পূর্ব্বকালে কুব্জী বস্ত্রাকর্ষণপূর্ব্বক গৃহে লইয়া উপভোগ করিতে সমর্থ হইল; কিন্তু সুরস্ত্রীরা যাবজ্জীবন নিরন্তর ধ্যান করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হন নাই। পূর্ব্বকালে তিনি দূরস্থিত চণ্ডালকেও মুক্তি দান করিলেন; কিন্তু আসন্ন ও অতি ভক্ত শ্রোত্রিয়কেও বঞ্চনা করিয়াছেন। সেই প্রভু মায়াদ্বারা আপনাকে ও পিতামহকে বঞ্চনা করেন, গৌতমাদি ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার তপস্যা করেন, অথচ তদ্দ্বারা বহুদুঃখনিলয় দেহবন্ধনধারণে কল্পান্তবাসী হইয়া আছেন। অধিক কি বলিব, অতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও প্রভুর চরিত্রনির্ণয়ে শক্ত হন না। যদিও জ্ঞানিগণের মুক্তির নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত যে বহুবিধ উপায় রহিয়াছে, তাহা দ্বারা মোক্ষের পথ অনুসরণ করা যায়, তথাচ সেই সমুদয় উপায় অপেক্ষা একমাত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করাই প্রধান উপায়; এই উপায়টী স্বকীয় সখার ন্যায় নিশ্চয়ই স্বামি-সাযুজ্য—অর্থাৎ (বিষ্ণুসাযুজ্য) লাভ করিয়া দেন, অতএব মায়াবী

শ্রীয়কঃ। স্বয়ং বিধায় হরিণা ক্ষেত্ররাসঃ সুরক্ষিতঃ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসঙ্গেন জায়তে সার্ব্বলৌকিকঃ। তদাজ্ঞাপয় দেবেশ গৃহীত্বৈনং বলাম্বিতম্॥ ১২১॥ উপত্যকায়াং সংস্থাপ্য দীক্ষয়িত্বা মহাক্রতৌ। অগমিষ্যামি পাদাব্জসমীপস্তে বৃষধ্বজ॥ ১২২॥ জৈমিনিরুবাচ। তথেত্যুক্তা মহাদেবঃ ক্ষণাদন্তর্দধে মুনে। সোঽপি রাজ্ঞো রথে তিষ্ঠন্ প্রযযৌ ক্ষেত্রমুত্তমম্॥ ১২৩॥ দ্বিতীয়েঽহ্নি কপোতেশস্থলীমাসেদিবান্ নৃপঃ। দৈর্ঘ্যায়ামসমাযুক্তাং জলধারক্রমাকুলাম্॥ ১২৪॥ বিশ্বেশপূর্ব্বসীমায়াং সমুদ্রতটমাস্থিতং। সেনাবা যোগ্যাং তাং মন্ত্রিণা সন্নিবেদিতাম্॥১২৫॥ যথাস্থানং যথাযোগ্যং স্থাপয়িত্বা নৃপোত্তমঃ। বিশ্বেশ্বরং কপোতেশং নমস্কৃত্য প্রপূজ্য চ॥ ১২৬॥ রথমাস্থায় মতিমান্ সহিতো ব্রহ্মসূনুনা। মনসা বচসা বিষ্ণুং নীলাচলনিবাসিনম্। চিন্তয়ন্ কীর্ত্তয়ন্ বিপ্রা জগাম সন্নিধিং হরেঃ॥ ১২৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নস্যোৎকাম্রকাননগমনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুকে পাইবার নিমিত্ত ঐই এক বিঘ্নশূন্য উপায় রহিয়াছে। হরি, স্বয়ংই ক্ষেত্ররূপ বাসস্থান পূর্ব্বক অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপালের প্রসঙ্গে এই ক্ষেত্রটী সকল লোকেরই বিদিত হইতেছে। অতএব হে দেবেশ্বর বৃষধ্বজ। আপনি অনুমতি করুন, আমি ইঁহাকে সসৈন্যে সেই নীল পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে সংস্থাপনপূর্ব্বক মহাযজ্ঞে দীক্ষিত করিয়া পুনরায় শ্রীচরণসমীপে আগমন করি। (জৈমিনি কহিতেছেন) সেই দেবদেব মহাদেব নারদকে অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহার সমীপে সহসা অন্তর্দ্ধান হইলেন। এবং সেই ঋষিও রাজরথে আরোহণপূর্ব্বক উত্তম ক্ষেত্রধামে প্রয়াণ করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে তাঁহারা কপোতেশ্বর শিবের ভবনে উপনীত হইলেন, এই স্থলটী দীর্ঘ ও প্রশস্ত এবং বিবিধ বৃক্ষশ্রেণী ও জলাশয়সমূহে মনোরম। উহার পূর্ব্বসীমায় সমুদ্রতটে বিশ্বেশ্বর নামে এক শিব আছেন; হে দ্বিজগণ! রাজমন্ত্রী ঐ স্থানের সৈন্যনিবাসযোগ্যতা আবেদন করিলে নরপতি যথাযোগ্যস্থানে সকলকে স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে সংস্থাপনপূর্ব্বক কপোতেশ নামে বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার ও যথাবিধি পূজা করিয়া ব্রহ্মপুত্র নারদের সহিত রথারোহণে মনোবাক্যে সেই নীলাচলনিবাসী বিষ্ণুকে চিন্তন ও কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিসন্নিধানে গমন করিলেন। ৯৬—১২৭।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ। কপোতেশস্থলী সা হি কথং খ্যাতা মহামুনে। কো বা কপোতঃ কশ্চেশ এতন্নো বক্তুমর্হসি॥ ১॥ জৈমিনিরুবাচ। পুরা কুশস্থলী সা হি অসেব্যা সর্ব্বজন্তুভিঃ। তীক্ষ্ণধারৈঃ কুশাগ্রৈশ্চ পবিতঃ কণ্টকৈশ্চিতা॥ ২॥ নিস্তরুর্নির্জ্জলাধারা পিশাচবসতির্যথা॥ ৩॥ যথাপূর্ব্বং ভগবতে নান্যো দেবো হি পূজ্যতে। পূজ্যঃ স্যামহমপ্যেবং শর্ব্বাণীদূর্জ্জটিস্তদা॥ ৪॥ চিন্তয়িত্বেতি তস্যৈব বিষ্ণোর্ভক্তৌ মনো দধৎ॥ ৫॥ সর্ব্বনির্বিষয়ে দেশে স্থিত্বাহং নিষ্পরিগ্রহঃ। সুমহত্তপ আস্থায় তোষয়িষ্যামি তং হরিম্। কিংবা দেয়ং রমেশায় স্তুতিঃ কা শারদাপতেঃ। সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডনাথস্য কিমন্যত্তুষ্টিকারণম্॥ ৬॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে জৈমিনে! সেই কপোতেশস্থলী নামটী কি জন্য বিখ্যাত হইল এবং কপোত ও তাহার ঈশই বা কে? এ সকল বিষয় আপনি আমাদিগকে বলুন। জৈমিনি বলিলেন,—পূর্ব্বকালে একটী সুপ্রসিদ্ধ কুশস্থলী ছিল, উহাতে সকল জন্তুই বাস করিত, অতি তীক্ষ্ণধার কুশাগ্র এবং বহুতর কণ্টক দ্বারা ঐ স্থলীটীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত ছিল। উহাতে বৃক্ষ ও জলাশয় ছিল না, পিশাচগণের বাসযোগ্য স্থান বলিয়া বিবেচনা হইত। একদা দেবেশ্বর ধূর্জ্জটি মনে এই অভিলাষ করিলেন যে, যেন একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত পূর্ব্বে আর কোন দেবতাই পূজ্য ছিলেন না, আমিও এখন সেইরূপ পূজনীয় হইব। মহাদেব এই প্রকার চিন্তা করিয়া সেই বিষ্ণুর ভক্তিবিষয়ে এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক মনোনিবেশ করিলেন। আমি অপরাপর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপুরঃসর বিষয়শূন্যদেশে অবস্থান করিয়া একমাত্র মহতী তপস্যা অনুষ্ঠানদ্বারা সেই হরিকে সন্তুষ্ট করিব। তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপতি, অতএব তাঁহাকে দেয় বস্তুই বা কি? তিনি স্বয়ং বাক্পতি, তাঁহার স্তুতি করিবই বা কি? এবং

তদিয়াবাহবত্বনামুগযোগোহস্তি তস্য বৈ। অন্তর্যাগং সমাশ্রায় নির্ব্যলীকেন চেতসা। ভক্তেভ্য আত্মপ্রদং চরাচরগুরুং হরিম্। আরাধয়িষ্যে সর্ব্বেষাং পূজ্যঃ স্যাং তৎপ্রসাদিতঃ॥ ৭॥ তত ইত্যভিসন্ধায় যযৌ পুণ্যাং কুশস্থলীম্। সমীপে নীলগোত্রস্য সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিতাম্॥ ৮॥ তত্র তেপে তপস্তীব্রং বায়ুভক্ষ্যো মহেশ্বরঃ। কপোত ইব সূক্ষ্মোহভূদষ্টমূর্ত্তিরপি প্রভুঃ॥ ৯॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ঐশ্বর্য্যং প্রদদৌ তদা। যেনাত্মতুল্যঃ সঞ্জাতঃ পূজাসম্মাননাদিষু॥ ১০॥ তপঃপ্রভাবাত্তস্যাসীৎ স্থলী বৃন্দাবনোপমা। সরস্তড়াগসরসীনদীভিঃ শোভিতান্তরা॥ ১১॥ নানাদ্রুমৈর্লতাভিশ্চ সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পকৈঃ। মধুমত্তদ্বিরেফাণাং ঝঙ্কারমুখরাশয়া। নানাপক্ষিগণাকীর্ণা সর্ব্বজন্তুসুখাবহা। কপোতসদৃশো জাতো যতঃ স তপসা শিবঃ। মুরারেরাজ্ঞয়া যত্র কপোতেশ্বরতাং গতঃ॥ ১২॥ তদাপ্রভৃতি বসতি মৃড়ান্যা ত্র্যম্বকঃ সদা॥ ১৩॥ যেহর্চ্চয়ন্তি কপোতেশং স্তুবন্তি প্রণমন্তি চ। বিধূতকল্মষাস্তে বৈ প্রয়ান্তি পুরুষোত্তমম্॥ ১৪॥ অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি বিশ্বেশমহিমাং দ্বিজাঃ॥ ১৫॥ পাতালবাসিনঃ পূর্ব্বং দৈত্যা ভিত্ত্বা মহীতলম্। উপদ্রবন্তি ভূর্লোকং ভক্ষয়ন্তি জনাংস্তথা॥ ১৬॥ ভারাবতারণার্থায় দেবকীগর্ভসম্ভবঃ। পালয়ামাস পৃথিবীং যদা স ভগবান্ প্রভুঃ॥ ১৭॥ যাদবৈঃ পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং তদা তৎস্থলমাগতঃ। তীর্থরাজস্য সলিলে স্নাত্বা তং নীলমাধবম্। দূরাৎ প্রণম্য মনসা দৈত্যদ্বারমুপাগতঃ॥১৮॥ দৃষ্ট্বা তদ্বিবরং ঘোরমপ্রবেশ্যন্তু মানবৈঃ। ভ্রান্ত্যা স মোহয়ন্ লোকান্ প্রথয়ন্ শিবপূজ্যতাম্॥ ১৯॥ বৈল্বং ফলং সমাদায় তত্রাবাহ্য ত্রিলোচনম্। পূজয়িত্বা পুরারাতিং তুষ্টাবান্ধকনাশনম্॥ ২০॥ শ্রীভগবানুবাচ। নমস্তে ত্রিগুণাতীত গুণত্রয়বিভাগকৃৎ। ত্রয়ীময় ত্রয়াতীত ত্রিকালজ্ঞানিনে নমঃ॥ ২১॥ শশিসূর্য্যাগ্নিনেত্রায় ব্রহ্মণ্যায় বরাত্মনে।

তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তাঁহার অন্যই বা কি আর তুষ্টির কারণ? অতএব ভগবানের সন্তোষের কারণ যে অন্তর্যাগ, তাহাই একচিত্তে আশ্রয় করিয়া ভক্তগণে আত্মসমর্পক সেই চরাচরগুরু হরির আরাধনা করিব, তাহাতেই আমি তাঁহার প্রসাদে সকলের পূজনীয় হইব। অনন্তর এইরূপ স্থির করিয়া তিনি নীলপর্ব্বতসান্নিহিত বিরোধশূন্য পুণ্যভূমি কুশস্থলীতে উপনীত হইলেন। মহেশ্বর তথায় বায়ুমাত্র ভোজনপূর্ব্বক তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই স্থূলদৃশ্য অষ্টমূর্ত্তি হইয়াও তদানীং তপস্যায় কপোতের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়াছিলেন। তৎকালে তাহাতে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া শিবকে এমন ঐশ্বর্য্য দান করিলেন, যাহাতে পূজা ও সম্মানাদি সমুদায় তাঁহার সদৃশ লাভ করেন, মহাদেবের তপঃপ্রভাবেই কুশস্থলী বৃন্দাবনসদৃশ এবং সরোবর তড়াগ ও নদীর দ্বারা সুশোভিত, এবং নানাবিধ তরুলতা, সমস্ত ঋতুজাত ফল পুষ্প, মধুমত্ত ভ্রমর-নিকরের ঝঙ্কার, ও বিবিধ বিহঙ্গমকুলে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর সুখজনক হয়েন। শিব তপস্যা দ্বারা কপোতের ন্যায় সূক্ষ্মশরীরী হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত মুররিপুর আজ্ঞাক্রমে "কপোতেশ্বর" এই আখ্যা লাভ করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতিতে সর্ব্বদাই মৃড়ানী সমভিব্যাহারে বৃষ দেব এখানে অবস্থান করিতেছেন।১—১৩। যাহারা কপোতেশ্বর শিবকে অর্চ্চনা ও স্তুতি প্রণতি করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া পুরুষোত্তমগমনে সমর্থ হন। হে দ্বিজগণ! আরও বিশ্বেশ্বর শিবের মহিমা বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে যে সময়ে পাতালবাসী দৈত্যগণ মহীতল ভেদ করত দ্বার নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভূর্লোকে আসিয়া বিবিধ উপদ্রবসহকারে জনসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিল, সেই সময়ে ভগবান্ ভূভারহরণনিমিত্ত দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। একদা তিনি যাদব ও পাণ্ডবগণের সহিত সেই স্থলে (ক্ষেত্রে) উপস্থিত হইয়া তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে স্নানানন্তর সেই নীলমাধবকে মনে মনে প্রণাম করত সেই দৈত্যদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দৈত্যদিগের দ্বারবিবরটী অতি ভয়ানক, উহাতে মানবগণের প্রবেশে সাধ্য নাই; সুতরাং তিনি লোকদিগকে ভ্রান্তি দ্বারা মোহিত করিয়া এইটীই প্রকাশ করিলেন যে, এইস্থানে দেবদেব শিবকে পূজা করিতে হয়। অনন্তর একটী বিল্বফল আনয়ন করত ত্রিপুর ও অন্ধক দৈত্যনাশক ত্রিলোচনকে আবাহনপূর্ব্বক তাহার দ্বারা পূজা করিয়া স্তব আরম্ভ করিলেন যে, হে শিব! আপনি ত্রিগুণরহিত অথচ গুণত্রয়কে বিভাগ করিয়াছেন। আপনি বেদত্রয়রূপী, অথচ বেদবাহ্য; এবং আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের জ্ঞাতা, আপনাকে নমস্কার করি। হে শিব! চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, ইহারা

অষ্টৈশ্বর্য্যনিধানায় তুভ্যমষ্টাত্মনে নমঃ ॥ ২২ ॥ যস্ত রূপং তমঃ পারে তমোনাশনমব্যয়ম্। অজ্ঞানানাং তমশ্ছিদং তস্মৈ বিতমসে নমঃ ॥ ২৩ ॥ এবং স্বমাত্মনাত্মানং স্তুত্বা স ভগবান্ প্রভুঃ। তস্ত প্রসাদাদ্বিবরং সুপ্রবেশমদৃশুত ॥ ২৪ ॥ তেন মার্গেণ পাতালং সসৈন্যোহভ্যগমৎ প্রভুঃ। হত্বা তত্র বলোদগ্রান্ দৈত্যান্ ভারাবতারণং ॥ ২৫ ॥ পুনরাগত্য তত্রৈব স্থিত্বা স বৃষভধ্বজম্। সম্পূজ্য ভগবান্ দ্বার-রক্ষার্থে স্থাপয়ন্ শিবম্ ॥ ২৬ ॥ ইদমাহ মহাবুদ্ধির্ভক্তিবশ্যো গদাধরঃ। ধূর্জ্জটে তিষ্ঠ প্রাসাদে কদ্ধানোহসুর-নির্গমম্ ॥ ২৭ ॥ ত্বদন্তঃ কঃ ক্ষমঃ শম্ভো কর্বুর-বলনাশনে। স্থাপয়িত্বা মহাদেবং ততো দ্বারবতীং যযৌ ॥ ২৮ ॥ ততঃ প্রভৃতি বিশ্বেশঃ পৃথিব্যাং খ্যাতিমাগতঃ। পূর্ব্বাবধিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ক্ষেত্রবাজস্য ভো দ্বিজাঃ ॥ ২৯ ॥ তং দৃষ্ট্বা পাপহন্তারং মৃডানী-পতিমব্যয়ম্। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিপত্তিং দুস্তরাং জয়েৎ ॥ ৩০ ॥ কপোতবিশ্বেশ্বরয়োর্মাহাত্ম্যং কথিতন্তু বঃ। অতঃ পরং [illegible] মুনয়ঃ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপোতেশ্বরবোপাখ্যান-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ। বথমারুহ্য তৌ যাতো যদা নারদ-পার্থিবৌ। ক্ব যাতৌ চক্রতুঃ কিংবা তন্নো বদ মহামুনে ॥ ১ ॥ জৈমিনিরুবাচ। সার্দ্ধঞ্চ বিদ্যাপতিনা পুরোহিতকনীয়সা। ক্ষেত্রান্তে নীলকণ্ঠস্য সমীপমুপজগ্মতুঃ ॥ ২ ॥ দুর্নিমিত্তমভূন্মার্গে ব্রজতোহস্য মহীক্ষিতঃ। বামাক্ষিভুজয়োঃ সার্দ্ধং স্ফুরণঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥৩॥ তদ্দৃষ্ট্বা নৃপশার্দ্দূলো বিষাদমুপসেদিবান্। পপ্রচ্ছ কারণন্তস্য সর্ব্বজ্ঞাননিধিং মুনিম্ ॥ ৪ ॥

আপনার নেত্রত্রয়, আপনি ব্রহ্মণ্যস্বরূপ ও পরমাত্মা, আপনি অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যের ঈশ্বর, এবং আপনি এই পৃথিব্যাদি অষ্টমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি। হে শিব। আপনার স্বরূপ অব্যয় ও তমোগুণের পারে অবস্থিত অথচ তমোগুণনাশক, সুতরাং অজ্ঞানজনের তমশ্ছেদক, তমো[illegible] আপনাকে নমস্কার করি। এই প্রকারে [illegible] ভগবান আপনাকে আপনি স্তব করিয়া সেই শিবর[illegible] ব্রহ্মের অনুগ্রহে উল্লিখিত বিবরটী স্বকীয় প্রবেশযোগ্য হইয়াছে দেখিলেন। প্রভু সেই পথ দ্বারা সসৈন্য পাতালতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং তথায় বলদর্পিত দৈত্যগণকে বিনাশ করত ভূভার লাঘব করিয়া পুনরায় সেইস্থানে আসিয়া অবস্থানপূর্ব্বক বৃষধ্বজকে পূজা করিলেন। এবং সেই দ্বার অবরোধের নিমিত্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভগবান মহাদেবকে তথায় স্থাপনা করিয়া ভক্তিবশ্য মহাবুদ্ধি গদাধর এই কথা বলিলেন যে, হে ধূর্জ্জটে। আপনি অসুরগণের এই নির্গমপথ অবরোধপূর্ব্বক এই প্রাসাদে অবস্থান করুন। হে শম্ভো! কর্বুরবল-বিনাশে আপনি ব্যতিরেকে কে আর সমর্থ আছে? ভগবান হৃষীকেশ ভূতভাবন ভবানী-পতিকে এই প্রকারে স্থাপন করিয়া দ্বারবতী পুরীতে গমন করিলেন। সেই অবধি পৃথিবীমধ্যে [illegible] বিশ্বেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিলেন, দ্বিজগণ! এই বিশ্বেশ্বর শিব ক্ষেত্রধামের পূর্ব্বসীমা অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। জনগণ সেই পাপহন্তা অব্যয় মৃডানীপতিকে দর্শন করিলে দুস্তর বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হইয়া সমুদয় অভিলষিত লাভ করেন। এই আমি তোমাদিগের নিকট কপোত ও বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। মুনিগণ! অতঃপর [illegible] আর কোন বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ? [illegible]৪—৩১।

ত্রয়ো[illegible]শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে জৈমিনে। যৎকালে সেই নরপতি ও নারদঋষি রথারোহণপূর্ব্বক প্রয়াণ করিলেন, তদানীং তাঁহারা কোথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কি কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তাহা আমাদিগকে বলুন। জৈমিনি কহিলেন,—তাঁহারা সেই পুরোহিতানুজ বিদ্যাপতির সহিত ক্ষেত্রধামের সীমায় নীলকণ্ঠের নিকটবর্ত্তিস্থলে উপস্থিত হইলেন। রাজার গমনসময়ে পথিমধ্যে কতকগুলি দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার তৎকালে বামচক্ষু ও বামবাহু একদা স্পন্দিত হইতে লাগিল। নৃপবর তাহা দর্শন করিয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং এই দুর্নিমিত্তের কারণ কি? ইহা সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন মুনিবর নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অব্যাহতং মে সাম্রাজ্যং শান্তং ক্ষেত্রোত্তমস্থিদম্ । দর্শনার্থং মাধবস্ত যাত্রেয়ং তু শুভাবহা ॥ ৫ ॥ অকার্য্যং মে তবেদদ্য কিং মুনে ব্রূহি তত্ত্বতঃ । স্পন্দতে বামনেত্রং তু স্ফুরতে তু ভুজোঽসকৃৎ ॥ ৬॥ তচ্ছ্রুত্বা নারদঃ প্রাহ ভাবিকার্য্যঞ্চ সূচয়ন্ । শ্রাবয়ন্ কুশলং বাক্যং যদুক্তং পদ্মযোনিনা ॥ ৭ ॥ নারদ উবাচ । মা ভূদ্বিষাদস্তে ভূপ সবিঘ্নং প্রায়শঃ শুভম্ । বিঘ্নান্তে চ শুভং পুংসাং পুনর্ভাগ্যবতাং নৃপ ॥ ৮॥ সত্যং ত্বং সার্ব্বভৌমোঽসি ক্ষেত্রং বিষ্ণোর্বপুস্থিদম্ । যাত্রা চ তে যদর্থেয়ং যোঽন্তর্দ্ধানমুপাগমৎ ॥ ৯ ॥ এষ বিদ্যাপতির্বিপ্রো দিনে যস্মিন্ দদর্শ তম্ । সায়ংকালে ততোঽন্যেদ্যুঃ স্বর্ণবালুকয়াবৃতঃ । যযৌ পাতালনিলয়ং মর্ত্ত্যলোকে সুদুর্লভঃ ॥১০॥ জৈমিনিরুবাচ । তচ্ছ্রুত্বা ঘোরবচনং বজ্রঘাতসমং নৃপঃ । পপাত ধরণীপৃষ্ঠে নিঃসজ্ঞোঽসৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১ ॥ তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা পুরোহিতপুরোগমাঃ । স্নিগ্ধাঃ সখায়ঃ সর্ব্বে তে হাহাকারমুপাদ্রবন্ ॥ ১২ ॥ কর্পূরক-শীতলং বারি মুখে সিক্ত্বা পুনঃপুনঃ । চন্দনাগুরু-কস্তূরীঃ সর্ব্বাঙ্গং লিলিপুশ্চ তে । চামরৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজয়ামাসুরাশু তম্ ॥ ১৩ ॥ নারদোঽপি সসম্ভ্রান্তো ধারয়ন্ যোগধারণাম্ । প্রাণান্ ররক্ষ নৃপতের্জানন্ তস্য শুভায়তিম্ ॥ ১৪ ॥ সোঽপি রাজাচিরাৎ সংজ্ঞাং লেভে যত্নৈরনুত্তমৈঃ । উত্থায় পাদয়োর্বিপ্রা নারদস্যা-পতৎ পুনঃ ॥ ১৫ ॥ কিমকার্য্যং মুনে পাপং কশ্মিন্ জন্মান্তরে দৃঢ়ম্ । যস্য পাকদশায়াং হি দুঃখমাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ১৬ ॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা নো দ্বিজানাং গবামপি । নাপরাধঃ কৃতঃ কশ্চিৎ স্বপ্নেঽপি মুনি-পুঙ্গব ॥ ১৭ ॥ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কর্ম্ম যৎ পরিকীর্ত্তিতম্ । রাজ্ঞস্তন্মুনিশার্দ্দুল ন ত্যক্তং বৈ মম ক্বচিৎ ॥১৮॥ দেবতাতিথিবৃদ্ধানাং পিতৄণাঞ্চ মহামুনে । তথাশ্রিতানাং বন্ধূনাং নাপমানঃ কৃতো ময়া ॥ ১৯ ॥ পঞ্চাশদপরাধা যে বিষ্ণোর্বৈ মুনিপুঙ্গব । ত্যক্তাঃ

হে মুনে ! আমার সাম্রাজ্য অব্যাহত আছে এবং এই ক্ষেত্রোত্তম শান্তভাবে অবস্থিত দেখিতেছি, অপিচ মাধবদর্শনার্থে যে যাত্রা করা হইয়াছিল, তাহা ও ত শুভশংসিনী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল বটে, তবে এখন ইহাতে কি জন্য কি অনিষ্ট না জানি ঘটিবেক, তাহা আপনি যথার্থরূপে বর্ণন করুন। নারদ ইহা শ্রবণান্তে ভাবিকার্য্য সূচনা করত ব্রহ্মা যাহা কহিয়াছেন, সেই কুশলবাক্যের সহিত কহিতেছেন,—হে ভূপ! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। শুভকার্য্য প্রায়ই বিঘ্নসঙ্কুল, অতএব ভাগ্যবান্ পুরুষদিগেরও অগ্রে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া পুনরায় শুভ জন্মিয়া থাকে। সত্য বটে, আপনি সকল সাম্রাজ্য সুখে রাখিয়াছেন এবং এই ক্ষেত্র ও বিষ্ণুশরীর অবিকৃত আছে ; কিন্তু যার নিমিত্ত আপনার এই যাত্রা করা হইয়াছে, তিনিই অন্তর্দ্ধানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিদ্যাপতি বিপ্র যে দিন তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎপরদিনে সায়ংকালে তিনি স্বর্ণবালুকাদ্বারা আবৃত হইয়া পাতালনিলয়ে গমন করিয়াছেন ; সুতরাং এখন আর এই মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার দর্শন দুর্লভ। জৈমিনি কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! নরপতি সেই বজ্রাঘাত সদৃশ ঘোরতর বাক্য শ্রবণে চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে তদ্রূপভাবে অবস্থিত দেখিয়া পুরোহিতপ্রভৃতি সকল আত্মীয় বন্ধুগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং কর্পূরসুবাসিতজল পুনঃপুনঃ মুখে সেচন করিয়া চন্দন অগুরু কস্তুরী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সকল সমুদয় অঙ্গে লেপন করিয়া দিলেন এবং অতি সত্বর-ভাবে চামর ও তালবৃন্ত দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। নারদও অতি সসম্ভ্রমে যোগধারণপূর্ব্বক নৃপতির উত্তরকালের শুভ নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে নরপতি বহুবিধ যত্ন দ্বারা চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর তিনি গাত্রোত্থান করত সর্ব্বজ্ঞ নারদঋষির পদতলে পুনরায় পতিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন,—হে মুনে! আমি কোন, জন্মান্তরে কি ঘোরতর পাপ করিয়াছিলাম ? যাহার পরিপাক-দশায় ঈদৃশ দারুণ মনস্তাপ পাইতে হইল ? হে মুনিবর! কি কায় দ্বারা, কি বাক্য দ্বারা, কি মনোদ্বারা কখনই গো, অথবা ব্রাহ্মণের নিকটে স্বপ্নেও কোন প্রকার অপরাধ করি নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কি নিত্য, কি নৈমিত্তিক, কি কাম্য ইত্যাদি যে সকল কর্ম্ম নরপতিদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, আমি কখনই তাহার কিছুই পরিত্যাগ করি নাই। হে মহামুনে! দেবতা, অতিথি, বৃদ্ধ, পিতৃগণ, বন্ধুবর্গ ও আশ্রিত ব্যক্তি সকল ইঁহাদের কদাচ আমি অপমান করি নাই। হে মুনিপুঙ্গব! বিষ্ণুবিষয়ক যে পঞ্চাশপ্রকার নির্দিষ্ট

প্রবণাৎ তে সর্ব্বে ক্রুদ্ধা ইব মহোরগাঃ ॥ ২০ ॥ কিং ভাগ্যং চরিতং তেন পুরোহিতকনীয়সা। যচ্চর্ম্মচক্ষুষা দৃষ্টো ভগবান্ নীলমাধবঃ ॥ ২১ ॥ কিমর্থং রাজ্যবিভ্রংশো জানতৈব ত্বয়া কৃতঃ। যাত্রাসময় এবৈতৎ কথং বা ন প্রকাশিতম্ ॥ ২২ ॥ কিমর্থং শ্রোত্রিয়াণাং বা স্থানভ্রংশো ময়া কৃতঃ। কথমেভিঃ পরিত্যক্তাশ্চিরাৎ সম্ভৃতভূময়ঃ ॥ ২৩ ॥ আবংশভূতের্বৃত্তির্বা প্রজাভিঃ পরিপালিতা। মদর্থে বা পরিত্যক্তা জীবিষ্যন্তি কথম্ তাঃ ॥ ২৪ ॥ প্রাণান্ন ধারয়িষ্যামি ন দ্রক্ষ্যামি যদা হরিম্। এষ মে নিশ্চয়ো ব্রহ্মন্ ময়ি নষ্টে কুতঃ প্রজা ॥ ২৫ ॥ মুনে সদা লেককৃন্ত্বং মাং শাস্মীঃ শুভাশুভম্। সাম্প্রতং মৎসুতং নীত্বা মালবেষভিষেচয়। স পালয়তু ন্যায়েন ন শোচন্তু ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৬ ॥ রাজানো যে সমায়াতাস্তে সর্ব্বে মন্নিদেশতঃ। মৎসূনোর্মালবেশস্য প্রয়ান্তু বচনে স্থিতাঃ ॥ ২৭ ॥ প্রায়োপবেশবিধিনা চিন্তয়ন্ নীলমাধবম্। আয়ুঃশেষং করিষ্যামি স এবং ক্ষেত্রসংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ জৈমিনিরুবাচ। বিলপন্তমিন্দ্রদ্যুম্নং রাজানং ব্রহ্মণঃ সুতঃ। উত্থাপ্য প্রশ্রয়গিরা সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৯ ॥ নারদ উবাচ। রাজন্ পণ্ডিতমূর্দ্ধন্যো বৈষ্ণবো ধৈর্য্যসাগরঃ। শ্রেয়ঃ সবিঘ্নং সতত কথং বা নাবধারয়েঃ ॥ ৩০ ॥ ইদন্তু পরমং শ্রেয়ঃ পুংসাং জন্মশতার্জ্জিতম্। শরীরধারিণং পশ্যেচ্চর্ম্মচক্ষুর্গদাধরম্ ॥ ৩১ ॥ নিরঙ্কুশা হরেলীলা ন কেনাপ্যবধার্য্যতে। জীবন্মুক্তোঽহপ্যহং রাজন্ তল্লীলাং নাতিবর্ত্তয়ে ॥ ৩২ ॥ কিয়তা বঞ্চিতো নাহং দৃঢ়ভক্তোঽস্য কুত্রচিৎ স্থিতঃ। দুরত্যয়া তস্য মায়া বহুজন্মশতৈরপি ॥ ৩৩ ॥ অনন্তা তস্য মায়েয়ং দুর্জ্ঞেয়া পদ্মযোনিনা। নাভিপদ্মস্থিতেনাপি নিত্যঞ্চ স্তুতিশালিনা ॥ ৩৪ ॥ স্বভাব এষ কথিতস্তস্য মায়াবিনো নৃপ। বিশেষং কথয়ামীদং ত্বন্তু ভাগ্যবতাংবরঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্রো (১) মূর্ত্তয়ন্তস্য

আছে, আমি অতি যত্নের সহিত তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছি। অহো সেই পুরোহিতের কনিষ্ঠ বিদ্যাপতির কি ভাগ্য, যেহেতু তিনিই চর্ম্মচক্ষুদ্বারা ভগবান নীলমাধবকে দর্শন করিয়াছেন। হে মুনিবর। আপনি জানিয়া-শুনিয়া কি নিমিত্ত আমাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলেন, এবং কি জন্যই বা আপনি যাত্রা-সময়ে এ সকল বিষয় প্রকাশ করিলেন না? হায়। আমি কি জন্যই বা ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয়গণের স্থানভ্রংশ করিলাম। আহা। কি নিমিত্ত বা ইঁহারা চির-সম্ভূত বাসভূমি পরিত্যাগ করিলেন? অহো। প্রজাগণ, বংশের উৎপত্তি হইতে এ কাল পর্য্যন্ত যে সকল বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, আমার নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগ করিয়া এখন তাঁহারা কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন? হে ব্রহ্মন্। আমি যদি হরিসন্দর্শনেই বঞ্চিত হইলাম, তবে আর প্রাণধারণ করিব না, ইহা যখন নিশ্চয়ই করিয়াছি, তখন আমি নষ্ট হইলে প্রজাদিগের আর জীবনের সম্ভাবনা কি? ভো মুনে। আপনি সর্ব্বদা আমাকে অনুগ্রহসহকারে শুভাশুভ উপদেশ দিয়া থাকেন, সম্প্রতি আমার এই পুত্রটীকে লইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করুন! এই সন্তানটি যথান্যায়ে রাজ্য প্রতিপালন করিলে আর প্রজারা শোকগ্রস্ত হইবেক না। আর যে সকল রাজবর্গ সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার এই অনুমতিক্রমে আমার পুত্র মালবেশ্বরের অনুগত হইয়া গমন করুন। আমি এই ক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া নীলমাধবকে চিন্তা করিতে করিতে সকলরূপে আয়ুঃশেষ করিব।১—২৮। জৈমিনি কহিলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি নারদের পদতলে পতিত হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলে ব্রহ্মপুত্র নারদ তাঁহাকে উত্থাপন করত সপ্রশ্রয়বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—হে রাজন্। আপনি পণ্ডিতপ্রধান, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ও ধৈর্য্যগুণের সার, অতএব সামান্যতঃ সমুদয় শ্রেয়ো-বিষয়মাত্রই যে বিঘ্নসঙ্কুল হয়, ইহা কি জন্য আপনি অবধারণ করিতেছেন না? বিশেষতঃ চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা শরীরধারী গদাধরকে দর্শন করা পুরুষগণের শতজন্মার্জ্জিত শ্রেয়ঃ বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবেক। এই নিরঙ্কুশ হরির লীলা কেহই অবধারণ করিতে সমর্থ নহেন। হে রাজন্। আমি জীবন্মুক্ত হইয়াও সেই লীলা-অতিক্রমে সক্ষম নহি। দেখ, আমিত কোন বিষয়েই বাঞ্ছিত নহি, তথাপি তাঁহার প্রতি দৃঢ় ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা সমীপে অবস্থান করি। এমন কি! বহু শত জন্ম দ্বারাও তাঁহার মায়া অতিক্রম করা যায় না, যেহেতু তাঁহার এই মায়ার অন্ত নাই, এজন্য স্বয়ং পদ্মযোনিও তাঁহার নাভিপদ্মে নিত্য অবস্থানপূর্ব্বক বহুবিধ স্তব করিয়াও উহা জানিতে পারেন নাই। হে নৃপ। সেই মায়াবী মাধবের এই স্বাভাবিক ভাবই বর্ণিত হইল,

---

(১) তত্রোত্থপি।

ঐশ্বর্য্যগ্রহবুদ্ধয়ঃ। চরাচরাণাং যঃ স্রষ্টা সাক্ষাৎ লোকপিতামহঃ ॥ ৩৬ ॥ মামুবাচ ব্রজাশু ত্বমিন্দ্রদ্যুম্নস্য চান্তিকম্। নীলাচলং প্রয়াত্যেষ দিদৃক্ষু-নীলমাধবম্' ॥ ৩৭ ॥ অন্তর্দ্ধানং গতো হ্যেষ যমেন প্রার্থিতো বিভুঃ। ন তত্র শোকঃ কর্ত্তব্যঃ শক্যতে তত্র নান্যথা ॥ ৩৮ ॥ বাচ্যো মদ্বচনাদ্রাজা পঞ্চমী মম সন্ততিঃ। তৎকৃতে পরমাত্মানং প্রসাদ্য পুরুষোত্তমম্। শ্বেতদ্বীপানয়িষ্যামি সহস্রান্তে মহাক্রতোঃ ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নঃ স ইদানীং ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। অশ্বমেধসহস্রৈস্তু যজন্ বিষ্ণুং স তিষ্ঠতু ॥ ৪০ ॥ তদন্তে দারবতনুং বিষ্ণুং দ্রক্ষ্যতি চক্ষুষা। সোঽবতারো হরেঃ খ্যাতিং তস্য দ্বারা গমিষ্যতি। তদ্দারুতনবো বিষ্ণোঃ প্রতিষ্ঠাপ্যা ময়া ধ্রুবম্ ॥ ৪১ ॥ পুরা স্মমণিমূর্ত্তিস্তু চতুর্দ্ধাবস্থিতো হরিঃ। দৃষ্টা পুরোধসা তস্য সাক্ষাদগ্রে নিবেদিতঃ ॥ ৪২ ॥ দিব্যদারুবপুর্ভূয়শ্চতুর্দ্ধা ভবিষ্যতি ॥ ৪৩ ॥ তস্মান্মা ব্যথ রাজেন্দ্র বাঞ্ছা তে, সফলা ধ্রুবম্। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো নির্ব্যলীকো বসোৎসবৈঃ ॥ ৪৪ ॥ জৈমিনিরুবাচ। সান্ত্বয়িত্বা নিনায়েত্থং রাজানং নারদস্তদা। বিশ্বাসপদবীং বিপ্রাঃ পুনর্বাক্যমুবাচ হ ॥ ৪৫ ॥ নারদ উবাচ। শঙ্খাকৃতেঃ ক্ষেত্রবরস্য চাগ্রে যো নীলকণ্ঠঃ খলু দুর্গ-আস্তে। (১) যামো বয়ং তত্র হি বাজিমেধক্রতূপযোগ্যা সুষমা স্থলী সা ॥ ৪৬ ॥ তস্যাং বিনির্ম্মায় সহস্রবর্ষং স্থিরাং সুশীলাং (২) হয়মেধনায়। নীলাদ্রিবাসস্য নৃসিংহমূর্ত্তিং দৃষ্ট্বা কৃতার্থং বিরচয্য জন্ম ॥ ৪৭ ॥ তস্যৈব মূর্ত্তিং প্রতিযাতনান্তে নিত্যার্চ্চনীয়াং ভজ পূজনীয়াম্। প্রত্যক্ প্রতিষ্ঠায় সমস্তবিঘ্নবিনাশহেতোঃ ফলবৃংহণায় ॥ ৪৮ ॥

অতএব আরও এই বিশেষরূপে তোমাকে কহিতেছি; যেহেতু তুমিই ভাগ্যধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! সেই হরিমূর্ত্তি চারি প্রকার, ঐ সকল মূর্ত্তিরই তোমার প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধি আছে। সেই মূর্ত্তিচতুষ্টয়মধ্যে যিনি এই চরাচর সৃজন করেন, সেই সাক্ষাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমাকে এই কথা বলেন, "হে নারদ! তুমি শীঘ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নিকটে গমন কর। তিনি নীলমাধবকে দর্শনাভিলাষী হইয়া নীলপর্ব্বতে গমন করিতে উদ্‌যোগী হইতেছেন, কিন্তু এই বিভু নীলমাধব, যমের প্রার্থনাক্রমে যে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি যেন শোক প্রকাশ করেন না, যেহেতু তাহা আর অন্যথা হইবার নহে। অতএব আমার এই বচনক্রমে রাজাকে বলিবা,—তিনি আমার অধস্তন পঞ্চম সন্ততি, এবং তাহার নিমিত্ত আমি সেই পরমাত্মা পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন করিয়া ক্রতু-সহস্র সমাপনান্তে শ্বেতদ্বীপ হইতে আনয়ন করিব। সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন এখন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ক্রমশঃ অশ্বমেধ যজ্ঞ-সহস্র দ্বারা বিষ্ণুকে পূজা করত অবস্থান করুন। তদনন্তর সেই দারুময়-মূর্ত্তি-বিষ্ণুকে ঐ চর্ম্মচক্ষুদ্বারাই দেখিতে পাইবেন, এবং বিষ্ণুর সেই অবতার সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন দ্বারাই সর্ব্বজন-বিদিত হইয়া উঠিবেক, এবং স্বয়ং আমিই সেই দারুমূর্ত্তিচতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা করিব। পূর্ব্বকালে ভগবান্ মণিময়মূর্ত্তিধারী হরি, চারি মূর্ত্তিতে বিরাজিত ছিলেন, পুরোহিত বিদ্যাপতি তাহা দেখিয়া মহোদয়ের নিকটে নিবেদন করেন। ভবিষ্যতে ভগবান দিব্যদারুময় শরীরে চতুর্মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইবেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি ব্যথিত হইবেন না। আপনার বাঞ্ছা নিশ্চয়ই সফল হইবেক, ইহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে উৎসবের সহিত বিশ্বস্তচিত্তে অবস্থান করুন। ২৯—৪৪। জৈমিনি কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! নারদ ঋষি তদানীং এই প্রকারে রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন। নারদ কহিলেন,—রাজন্! সেই শঙ্খাকৃতি অত্যুত্তম ক্ষেত্রধামের দুর্গম অগ্রভাগে সেই দুষ্প্রাপ্য নীলকণ্ঠ শিব যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, আমরা অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযুক্ত সেই মনোহর সমতল স্থলীতে গমন করিব, এবং সেই স্থলে অশ্বমেধের জন্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত নীলাদ্রিনাথের স্থিরা ও সুশীলা নরসিংহ মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্দর্শন করিয়া জন্মকে কৃতার্থ মানিব। ভগবান্ পুরুষোত্তমের মূর্ত্তি অদর্শনপ্রযুক্ত তোমার যে যাতনা আছে, তাহা এই নিত্য বন্দনীয় ও পূজনীয় নরসিংহ মূর্ত্তিকে ভজনা করিয়া অপনোদন কর। অগ্রে ইহাঁরই প্রতিষ্ঠা করিলে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া ফলবৃদ্ধি হইতে পারিবেক। অতএব এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নহে, ইহা

---

(১) দুর্গমাস্তে।
(২) সুনীলাং।

আরক্সমামঃ ক্রতুবরং ভূমিবর্যৈর্যথোদিতম্। বিলম্বোহত্র নহি শ্রেয়ানিতি পৈতামহং বচঃ॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণ্যাপত্তিতো ভগবতোহন্তর্দ্ধানবার্ত্তা শ্রবণেন শোকার্ত্তস্যেন্দ্রদ্যুম্নস্য নারদকর্ত্তৃকং সান্ত্বনং নাম চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। ততস্তে প্রস্থিতা বিপ্রা নীলকণ্ঠান্তিকং মুদা। প্রপূজ্য তং মহাদেবং দুর্গাঞ্চ প্রণিপত্য চ॥ ১॥ বিমুচ্য স্যন্দনবরং পাদচারাঃ সহানুগাঃ। আরোঢ়ুং নীলভূমিধ্রং প্রয়াতাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ॥ ২॥ নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানাপক্ষিগণাবৃতম্। শিলাবিষমসংরোধমভিতঃ পরিবেশকম্॥ ৩॥ ভ্রমদ্ভ্রমরসম্ভূত-ভ্রমকৃদ্গণ্ডশৈলকম্। দক্ষিণাম্ভোধিকল্লোল-জলাবৃতনিতম্বকম্॥৪॥ অপ্রতর্ক্যং সদা মর্ত্ত্যৈর্দুষ্প্রবেশ্যং মহোরগৈঃ। মত্তমাতঙ্গযূথানাং বৃংহিতৈর্ভীষণান্তরম্॥ ৫॥ শ্বাপদৈশ্চিরসংবাসৈঃ শস্ত্রাঘাতমবেদিভিঃ। নির্ভয়ৈঃ পরিতঃ কীর্ণং মৃগযূথৈরনেকশঃ॥ ৬॥ প্রবেষ্টুকামা ন প্রাপুর্যদা তে মার্গমন্তরে। তদা নারদসংসর্গাদ্দিব্যগত্যা গিরেঃ শিরঃ॥ ৭॥ আসেদুর্যত্র বসতিঃ কৃষ্ণাগুরুতরোরধঃ। সর্ব্বাপত্ত্রয়সংহর্ত্তা দিব্যসিংহতনুর্বিভুঃ॥ যং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যায়া লীয়ন্তে কোটয়ো নৃণাম্। ব্যাত্তাস্যং ভীমদশনমাপিঙ্গলশটাকুলম্॥ ৯॥ উগ্রং ত্রিনেত্রং দৈত্যস্য ঘোরৈর্বোরুত্তানশায়িনঃ। বক্ষঃস্থলং দারয়ন্তং নখরৈর্বজ্রদারুণৈঃ॥ ১০॥ অরুণাভললজ্জিহ্বং সাট্টহাসমুখং বিভুম্। শঙ্খচক্রলসদ্বাহুং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্॥ ১১॥ বক্ত্রোজ্জ্বলদ্বহ্নিশিখাসন্তাপিতদিগন্তরম্। প্রচণ্ডাঘাতভূম্যন্তঃপ্রবিষ্টপদপঙ্কজম্॥ ১২॥ তমাদিমূর্ত্তিং তে দৃষ্ট্বা নারদাগ্রে তদা হরিম্। নির্ভয়া দদৃশুর্দূরাৎ প্রণেমুর্ব্বিগত-

---

পিতামহ বলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আইস, আমরা সেই ক্রতুপ্রধান অশ্বমেধযজ্ঞ যথাশাস্ত্রমতে করি। ৪৫—৪৯।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অনন্তর তাঁহারা সেই নীলকণ্ঠের সমীপে সহর্ষে গমন করিলেন, এবং সেই মহাদেব ও দুর্গাকে পূজা ও প্রণিপাত করিয়া রাজরথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সংযম করত অনুচরগণের সহিত নীলপর্ব্বতের উপরি আরোহণ করিবার নিমিত্ত পদাচারে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বত নানাপ্রকার লতা ও দ্রুম দ্বারা আকীর্ণ, বহুবিধ পক্ষিগণে পরিপূর্ণ, শিলারাশিতে উহার গমনপথ সংরুদ্ধ, এবং চতুর্দ্দিক পরিবিবিষ্ট। উহাতে ভ্রমরনিকর পরিভ্রমিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং দক্ষিণসাগরের তরঙ্গে উহার নিতম্বদেশ প্লাবিত। মনুষ্যেরা ঐ পর্ব্বতের বিষয় তর্কদ্বারা স্থির করিতে কখনও সমর্থ হয় না। ভয়ানক সর্প সকলের ইহাতে প্রবেশ দুঃসাধ্য ও মত্তমাতঙ্গদলের ঘোরতর বৃংহণে উহার অন্তরভাগ অতি দুর্গম ও ভয়ানক; সুতরাং শ্বাপদগণ সেই পর্ব্বতে চিরবাসনিবন্ধন ব্যাধগণ কর্ত্তৃক শস্ত্রাঘাতের বেদনা কখনই অনুভব করে নাই। এজন্য তাহারা নির্ভয়ে নীলপর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ অকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে এবং অন্যান্য বহুবিধ মৃগযূথেরা উহাতে নির্ভয়ে বাস করিতেছে। ১—৬। মহারাজ অনুচরগণের সহিত প্রবেশার্থী হইয়া বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যখন উহাতে পথ প্রাপ্ত হইলেন না, তখন নারদ ঋষি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দিব্যগতি দ্বারা সেই গিরির শিরোদেশে উত্তীর্ণ হইলেন। সেই স্থানে একটী কৃষ্ণাগুরু বৃক্ষের অধোভাগে ভগবান্ বিপদ্ভঞ্জন বিভু এক দিব্য নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করত, অবস্থান করিতেছেন, যাঁহাকে দর্শন করিলে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যা লয়প্রাপ্ত হয়। সেই নরসিংহরূপী ভগবান্ ভয়ানকরূপে মুখব্যাদন করিয়া আছেন; দন্তগুলি অতি ভীষণাকৃতি—সটাসমূহ সম্যক্ পিঙ্গলবর্ণ—নেত্রত্রয় উগ্রভাবাপন্ন, স্বীয় উরুদ্বয়ের উপরি উত্তানভাবে শায়িত হিরণ্যকশিপু দৈত্যের বক্ষঃস্থল বজ্রসদৃশ দারুণ নখরদ্বারা বিদারণ করিতেছেন; তাঁহার শরীরের আভা রক্তবর্ণ, জিহ্বা লুলিত, মুখে অট্ট অট্ট হাস্য, বাহুদ্বয়ে চঞ্চল চক্র ও শঙ্খ, শিরঃস্থিত উজ্জ্বল কিরীট ও মুকুটে তাঁহাকে ঘোর উজ্জ্বল করিতেছে, বক্ত্র হইতে উদ্গত বহ্নিশিখায় দিক্ সকল সন্তাপিত হইতেছে। প্রচণ্ড আঘাত হেতুক পাদপঙ্কজ ভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই নারদের অগ্রভাগে সেই আদিমূর্ত্তি সনা-

জয়াঃ ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি তং দৃষ্ট্বা নারদোক্তৌ বিশ্বাসে। ভাবিকার্য্যে প্রত্যয়বানিদমাহ মহামুনিম্ ॥ ১৪ ॥ রাজোবাচ। মহর্ষে কৃতকৃত্যোঽস্মি ত্বং বিজ্ঞাননিধিঃ পরম্। দুরারাধ্যো নৃসিংহোঽয়ং দর্শনেঽপি ভয়াবহঃ ॥ ১৫ ॥ ভবাদৃশৈঃ সুসেব্যোঽয়ং মাদৃশৈর্দূরতোঽপি সঃ। দর্শনাৎ কৃতকৃত্যোঽস্মি সংলীনাশেষপাতকঃ ॥ ১৬ ॥ ত্বৎসন্নিধানাদেবাত্র তিষ্ঠামো নির্ভয়া মুনে। অত্যুগ্রমূর্ত্তির্ভগবান্ স্বল্পবীর্য্যৈর্নৃভিঃ কথম্ ॥ ১৭ ॥ আরাধ্যতে দৈত্যরাজং ত্রৈলোক্যেশং বিদারয়ন্। যস্য নীলময়ী মূর্ত্তিঃ কৃপাসিন্ধোঃ স্থিতোঽত্র বৈ ॥ ১৮ ॥ কস্মিন্ স্থানে মুনিশ্রেষ্ঠ দর্শনাৎ সা বিমুক্তিদা। তন্মে দর্শয় বিপ্রেন্দ্র যন্মে মুক্তিপ্রদং মতম্ ॥ ১৯ ॥ জৈমিনিরুবাচ। ইত্যুক্তো নারদস্তস্মৈ দর্শয়ামাস পাবনম্। স্থানং যত্র স্থিতো দেবঃ স্বর্ণবালুকয়াবৃতঃ ॥ ২০ ॥ ঈশ্বরুক্তং যোজনায়ামং যোজনদ্বয়মুচ্ছ্রিতম্। কল্পান্তস্থায়িনং ভূপ ন্যগ্রোধং মুক্তিদং মতম্ ॥ ২১ ॥ ছায়ায়াঃ ক্রমণাদ্‌যস্য মুচ্যতে পাপকঞ্চুকাৎ। অস্য মূলে ত্যজন্ প্রাণান্ নরো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥ ন্যগ্রোধরূপং দৃষ্ট্বাপি নারায়ণমকল্মষম্। নিষ্পাপো জায়তে মর্ত্ত্যঃ কিমু তং পূজয়ন্ স্তবন্। অস্য মূলাৎ প্রতীচ্যাং হি নৃসিংহস্যোত্তরে নৃপ। অতিষ্ঠন্মাধবো হ্যত্র চতুর্ম্মূর্ত্তিধরো বিভুঃ ॥ ২৪ ॥ অনুগ্রহীতুং ত্বামেব পুনরত্র ভবিষ্যতি। (১) শ্বেতদ্বীপে যথা বিষ্ণোর্ভোগভূমৌ নিজালয়ঃ ॥ ২৫ ॥ জম্বুদ্বীপে কর্ম্মভূমৌ নিজস্থানমিদং স্মৃতম্। অস্যৈবাতিরহস্যত্বান্ন প্রকাশোঽস্য সম্মতঃ। মোক্ষাধিকারী জানাতি স্থানমেতন্মহামতে। অবিশ্বাসপদং নৄণাং দুষ্কৃতাং হি বিশেষতঃ ॥ ১৭ ॥ অত্র যান্যা প্রতিকৃতিঃ ক্ষেত্রে (২) বিষ্ণোঃ প্রতিষ্ঠিতা। সাপি মুক্তিপ্রদা ভূপ কিং পুনঃ সা স্বয়ম্ভুবা ॥ ২৮ ॥ অন্তর্দ্ধানতিরো-

---

তন বিষ্ণুকে দূর হইতে নির্ভয়ে দর্শন ও প্রণাম করত মনঃকষ্ট দূর করিলেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নও ঐরূপ দর্শনে নারদের পূর্ব্বোক্ত বাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক ভবিষ্যৎকার্য্য প্রত্যয় করত মুনিবরকে বলিলেন,—হে মহর্ষে! আপনার অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনি অদ্বিতীয় জ্ঞানসাগর এই দুরারাধ্য নরসিংহ দেবের ভয়ানক দর্শন ও সন্নিহিত ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগেরই সুখসেব্য এমত নহে, দূর হইতে মাদৃশ জনের পক্ষেও তথাবিধ হইয়াছে। আমি ইঁহার দর্শনেই অশেষ পাতকরাশি দূর করিবা কৃতকৃত্য হইয়াছি। হে মুনে! তোমার সন্নিধান হেতুক আজ আমরা এখানে নির্ভয়ে অবস্থিতি করিব। ত্রিলোকাধিকারী দৈত্যরাজকে বিদারণকারী অত্যুগ্রমূর্ত্তি এই ভগবান্‌কে ক্ষীণবীর্য্য মনুষ্যেরা কি প্রকারে আরাধনা করিতে সমর্থ হয়। অতএব হে মুনিবর! এই স্থানে কোথায় সেই যে নীলকান্তমণিনির্ম্মিতা কৃপাময়ী ভগবন্মূর্ত্তি আছেন, যাঁহার দর্শনমাত্রেই মুক্তি হয়, তাহা আমাদিগকে দর্শন করাও; জৈমিনি কহিতেছেন, নারদ ঋষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক এই প্রকারে অভিহিত হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণবালুকাবৃত জগন্নাথ দেব যে স্থানে আছেন, সেই পরম পবিত্র স্থান দেখাইলেন। এবং বলিলেন, হে ভূপ! ঐ যে এক যোজন বিস্তৃত ও দুইযোজন উন্নত বটবৃক্ষটী দেখিতেছেন, উনি মুক্তিদায়ক ও কল্পান্তস্থায়ী। উহার ছায়া মাত্র স্পর্শ করিয়া নরগণ পাপরূপ কঞ্চুক হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হন। ইহার মূলদেশে প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তি লাভ হয়।৭—২২। এই নির্ম্মল ন্যগ্রোধরূপী নারায়ণকে দর্শন করিলেই মর্ত্ত্যগণ নিষ্পাপ হয়েন, আরও তাঁহাকে পূজা বা স্তব করিলে যে কতদূর ফললাভ হয়, তাহা বলা যায় না। রাজন্! এই তরুবরের মূলপ্রদেশ হইতে পশ্চিম দিকে, নৃসিংহ দেবের উত্তরাংশে সেই প্রভু মাধব মূর্ত্তিচতুষ্টয়ধারী হইয়া অবস্থান করিতেন; এইক্ষণে তোমাকেই অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত পুনরায় এস্থানে আবির্ভূত হইবেন। সেই বিষ্ণুর ভোগভূমি শ্বেতদ্বীপে যেমন একটী স্বকীয় আলয়, এই কর্ম্মভূমি জম্বুদ্বীপমধ্যে এই স্থানও তদনুরূপ তাঁহার অপর একটী নিজালয়। তাঁহার এই স্থানটী অতি গোপনীয় বলিয়া ইহার প্রচার হওয়া সম্মত নহে। হে মহামতে! যাঁহারা মোক্ষে অধিকারী, তাঁহারাই এই স্থান জানিতে পারেন, পাপিষ্ঠ মানবদিগের এই স্থানের প্রতি কোনমতেই বিশ্বাস জন্মে না। হে নৃপ। এইক্ষেত্রে অপরাপর যে সকল বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহারা যখন মুক্তি প্রদান করেন, তখন আর সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক সংস্থাপিত সেই মূর্ত্তির বিষয় কি বলিব? সেই জগৎপ্রভুর

---

(১) উৰ্দ্ধবিষ্যতি ইতি বা পাঠঃ।
(২) পৌরুষ ইতি বা পাঠঃ।

ধানে সুনিমিত্তে জগৎপ্রভোঃ। অনুগ্রহার্থং সাধূনাং জায়তে চ যুগে যুগে ॥ ২৯ ॥ নানাবতারৈর্ভগবান্ মৎস্যকূর্ম্মাদিকৈর্নৃপ। নিমিত্তনাশে চ তিরো- দধাতি পরমেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥ নির্নিমিত্তং স্থিতো নিত্যমিহ কারুণ্যসাগরঃ। শ্বেতদ্বীপাদ্যথা বিষ্ণু- রন্যত্রাবতরেৎ প্রভুঃ ॥ ৩১ ॥ অত্র স্থিতো হি মন্দারকাঞ্চীপুষ্করকাদিষু। (১) প্রকাশং যাতি কৃপয়া তরুমূলপ্ররোহবৎ ॥ ৩২ ॥ নানাতীর্থেষু দেশেষু ক্ষেত্রেষ্বায়তনেষু চ। অংশাবতারা... স্তব মা ভূৎ তে সংশয়োঽন্যথা ॥ ৩৩ ॥ ক্ষণং ন ত্যজতীশানঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রমিব স্বকম্। ...াত্রস্থ ভূপাল প্রকাশো- ঽস্তো ভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ ইতি সন্দর্শিতং স্থানং নারদেন মহাত্মনা। সাষ্টাঙ্গপাতং ভূমৌ তদিন্দ্রদ্যুম্নো ননাম হ। মত্বানন্তৎস্থিতং দেবং প্রকাশমিব তুষ্টুবে ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। দেবদেব জগন্নাথ প্রপন্নার্ত্তিবিনাশন। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ পতিতং ভবসাগরে ॥ ৩৬ ॥ ত্বমেক এব দুঃখৌঘ-ধ্বংসকঃ পরমেশ্বরঃ। ক্ষুদ্রাঃ ক্ষুদ্রান্ হি সেবন্তে সুখলেশ- পরীপ্সয়া ॥ ৩৭ ॥ অনাদিত্রিবিধোঘস্য মাপেরস্য মহাংহসঃ। তুরুচ্ছেদস্য সততং পূর্য্যমাণস্য জন্মিনঃ ॥ ৩৮ ॥ অনায়াসেন ত্বন্নাম-কীর্ত্তনং তস্য নাশনম্। কিং পুনর্ভক্তিভাবেন সাক্ষান্মুক্তিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৩৯ ॥ কর্ম্মাধীনং হি যে মূঢা বদন্তি ত্বাং কৃপানিধিম্। তে ন জানন্তি ভগবন্ কর্ম্মৈব প্রেরিতং ত্বয়া ॥ ৪০ ॥ অজামিলে বিপ্রেণ ত্যক্তা বর্ণাশ্রমোদিতম্। কিং ন পাপং কৃতং স্বামিন সোঽপি ত্বন্নামকীর্ত্তনাৎ ॥ ৪১ ॥ মুক্তোঽভূৎ স্মরণাদেব পাশহস্তাদ বিমোচিতঃ। সর্ব্বেঽপ্যুপায়া দেবেশ কীর্ত্তিতাস্তব দর্শনে ॥ ৪২ ॥ ত্বয়ি দৃষ্টে হি ভিদ্যন্তে সংশয়া হৃদি সংস্থিতাঃ। নিঃসংশয়ো ভবেৎ সদ পাপপুণ্যক্ষয়ো ধ্রুবম্ ॥৪৩॥

আবির্ভাব ও তিরোভাব কোন বিশেষ কারণেই হইয়া থাকে। হে নৃপ। তিনি সাধুদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই যুগে যুগে মৎস্য-কূর্ম্মাদি নানা অবতারে জন্মগ্রহণ করেন, আবার যখন সেই সকল কারণের লোপ হয় (অর্থাৎ দুর্দ্দান্ত অসুরাদির বিনাশাদি হইয়া যায়) তখনই তিনি অন্তর্দ্ধান করেন, কিন্তু সেই করুণাসাগর পরমেশ্বর নিষ্প্রয়োজনে আবার নিজেই এই ক্ষেত্রধামে অবস্থান করেন। তিনি শ্বেতদ্বীপে থাকিয়া যে প্রকারে স্থানান্তরে অবতরণ করেন, এইস্থানে থাকিয়াও আবার সেইরূপে, (বৃক্ষমূল-বিলম্বিত প্ররোহের ন্যায়) মন্দার, পুষ্কর ও কাঞ্চী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে করুণার সহিত প্রকাশ পাইতেছেন। হে ভূপ। ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ, দেশ, ক্ষেত্র ও আয়তন তাঁহার অংশমাত্রের অবতার মাত্র। ইহাতে অন্য প্রকার সংশয় করিও না। সেই ঈশানদেব ক্ষণকালের নিমিত্তও স্বীয় কলেবররূপ এই ক্ষেত্রধামকে পরিত্যাগ করেন না। হে ভূপাল! (কেবল যে আমি তোমাকে বলিতেছি, এমত নহে;) তোমার সম্বন্ধীয় এই বিষয়ের উপক্রম প্রকারান্তরেও প্রকাশিত হইবেক। মহাত্মা নারদ এই বলিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষেত্রস্থান দেখাইলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন (ভূমিতে) সষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই স্থানে প্রণাম করিলেন, এবং দেব জগন্নাথই এই স্থানে আছেন মনে করিয়া নৃপ স্তব করিতে লাগিলেন। ২৩—৩৫। ইন্দ্র- দ্যুম্ন কহিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ! হে বিপন্ন- জনের বিপন্নাশক! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি এই ভবসাগরে নিমগ্ন হইতেছি, আমাকে রক্ষা কর। তুমিই একমাত্র দুঃখরাশি বিনাশ করিয়া থাক, এবং তুমিই পরম ঈশ্বর। ক্ষুদ্রব্যক্তিরা সামান্য সুখলেশ-বাসনায় ক্ষুদ্রের উপাসনা করে; কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে আপনার নামমাত্র কীর্ত্তন করিলেই জন্মভাগীদিগের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই নিত্য দুরপনেয় অনাদি তাপত্রয় এবং অন্যান্য সম্পূর্ণ মহাপাপ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, আরও ভক্তিভাবে আপনার নামোচ্চারণে যে নরগণ সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ করেন, ইহাতে সংশয় কি? হে ভগবন্! যে সকল মূঢ লোকেরা কৃপাময় আপনাকে কর্ম্মাধীন বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারা ইহা অবগত নহে যে, কর্ম্মই আপনা কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। হে স্বামিন্! সেই যে অজামিল বিপ্র, বর্ণাশ্রমাদিবিহিত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কি পাপই না করিয়াছে! কিন্তু সে ব্যক্তিও আপনার স্মরণ ও নামকীর্ত্তন করিয়া পাশহস্তের হস্তে বিমোচিত হইয়া মুক্তিলাভ করিল। হে দেবেশ্বর! তোমার দর্শনেই জীবদিগের সকল উপায় জন্মে, তোমাকে দর্শন করিলে হৃদয়স্থ সংশয় নিশ্চয় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। দর্শনদ্বারা পাপ ও পুণ্য উভয়ের ক্ষয় হইয়া ভূৎ-

---

(১) স মন্দারকাঞ্চীপুষ্করাদিষু ইতি বা পাঠঃ।

ত্বমেব শরণং দীনমনুগৃহ্লীষ মাং প্রভো। লিপিতানি ত্বয়া দেব গর্ভস্থস্য চ যানি মে। তৈরেব মে জনির্যাতু যাচে ত্বাং কেবলং ত্বিদম্। তিরশ্চো মুক্তিদা মূর্ত্তিঃ স্থিতা তে পাত্রত্বাং পুনঃ। অনেন চক্ষুষা পশ্যামীশ নান্যৎ প্রয়োজনম্॥ ৪৫॥ কৃতাঞ্জলিপুটো রাজা স্তুত্বৈবং মধুসূদনম্। পুনর্ননাম ধরণীপৃষ্ঠে সাশ্রুবিলোচনঃ॥ ৪৬॥ ততোঽন্তরীক্ষগা বাণী সামসুস্বরভাষিণী। উচ্চচার নভোমধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নস্য শৃণ্বতঃ॥ ৪৭॥ মা চিন্তাং ব্রজ ভূপাল ব্রজিষ্যে ত্বদ্দৃশোঃ পথম্। পৈতামহং বচঃ প্রাহ নারদো যৎ কুরুষ তৎ॥ ৪৮॥ তচ্ছ্রুত্বা দিব্যবচনং নারদস্য চ ভাষিতম্। শ্রদ্দধে বাজিমেধায় ভগবৎপ্রীতিকারকঃ॥ ৪৯॥ নারদঞ্চ পুনঃ প্রাহ হর্ষগদ্গদয়া গিরা। মুনে ত্বয়া যদাদিষ্টং চতুর্মুখনিদেশতঃ। অশরীরা স্বিবং বাণী ত্বনুজজ্ঞে তদেব হি॥ ৫০॥ পিতামহো জগন্নাথো ভেদো বৈ নানয়োঃ ক্বচিৎ। পদ্মযোনেঃ সুতস্ত্বং হি বচস্তে ভগবদ্বচঃ। তৎকর্ত্তব্যং প্রযত্নেন যৎ শ্রেয়-উপপাদকম্॥ ৫১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবতঃ পুনরাবির্ভাবশংসি-নভোবচনাকর্ণনেনেন্দ্রদ্যুম্নস্য শোকনাশো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। নৃপং সুমনসং দৃষ্ট্বা শ্রদ্দধানং মহাক্রতৌ। উবাচ পরমপ্রীত্যা নারদো লোকহর্ষদঃ॥ ১॥ নারদ উবাচ। ব্যবসায়েষু কৃতিনাং দেবা যান্তি সহায়তাম্। অত্রোদাহরণং ত্বং হি ত্বৎসহায়শ্চতুর্মুখঃ॥ ২॥ তদেহি যামস্তত্রৈব নীলকণ্ঠস্য সন্নিধৌ। সর্ব্বরাক্ষসসংহারং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্॥ ৩॥ স্থাপয়াম্যগ্রতো রাজন্ নৃসিংহং বারুণীমুখম্। অন্তর্হিতো হি ভগবান প্রত্যক্ষোঽসৌ নৃকেশরী॥ ৪॥ সন্নিধানস্য যাগস্তে ফলাতিশয়বান্ ভবেৎ। ত্বমগ্রতো গচ্ছ শীঘ্রং প্রাসাদং তত্র কারয়॥ ৫॥ স্মরণান্নৃ-

---

ক্ষণেই জীবগণ নিশ্চয় সংশয়-শূন্য হয়। হে প্রভো! তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা; অতএব এই দীনকে অনুগ্রহ কর! দেব! আপনি আমার গর্ভবাস-অবস্থায় আমার অদৃষ্টে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আমি যাবজ্জীবন ভোগ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু কেবল এই প্রার্থনা করি—যে, তির্য্যক্ জাতিরও মুক্তিপ্রদ আপনার এই মনোহর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি—এই চর্ম্মচক্ষুতে যেন দেখিতে পাই, ইহা ব্যতীত আমার আর কোন প্রয়োজন নাই। রাজা মধুসূদনকে কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রকার বহুবিধ স্তব করিয়া পুনর্ব্বার সাশ্রুনয়নে ধরণীপৃষ্ঠে প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নভোমণ্ডলমধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রবণযোগ্য একটী সুমধুর আকাশবাণী এইরূপে উচ্চারিত হইতে লাগিল,—হে ভূপাল! তুমি চিন্তা করিও না; আমি তোমার নয়ন-পথে গমন করিব। নারদ আমার নিকটে—যে, ব্রহ্মবাক্য বলিয়াছেন, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। রাজা পূর্ব্বে নারদ যাহা বলিয়াছেন, এখনও এই দিব্য বাক্যে তাহাই শ্রবণ করিয়া ভগবানের প্রীতিকারক বাজিমেধ যজ্ঞে শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। তিনি পুনরায় নারদকে হর্ষ-গদ্গদ বাক্যে বলিলেন যে, হে মুনে! তুমি সেই চতুর্মুখের নির্দ্দেশক্রমে যাহা আদেশ করিয়াছিলে, এই অশরীরা বাণীও আমাকে তাহাই পশ্চাৎ অবগত করাইলেন। পিতামহ ও জগন্নাথ ইঁহাদিগের উভয়ের কোন প্রভেদ নাই, তুমিও সেই পদ্মযোনির সন্তান; সুতরাং তোমার যে বাক্য, তাহাই ভগবানের বাক্য; অতএব শ্রেয়ঃসম্পাদক যে উপদেশ দিয়াছেন, আমি সম্যক্ যত্নের সহিত তাহাই করিব। ৩৬—৫১॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিতেছেন,—লোকহর্ষদ নারদ ঋষি নরপতিকে মহাযজ্ঞে শ্রদ্ধালু ও আসক্তমনা দেখিয়া পরমপ্রীতিসহকারে বলিলেন যে, হে নরপাল! কার্য্যকুশল ব্যক্তিদিগের কার্য্যে দেবগণ সাহায্য প্রদান করেন, এ বিষয়ের তুমিই প্রমাণ, যে হেতু স্বয়ং চতুর্মুখ তোমার সহায় হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা সেই নীলকণ্ঠের সন্নিধানে গমন করি; হে রাজন্! সেই সর্ব্বরাক্ষস-নাশক, সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশী নরসিংহদেবকে ঐ মহাদেবের অগ্রভাগে পশ্চিমাস্য করিয়া স্থাপন কর। ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই নরকেশরী প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। ইঁহার সন্নিধানে ভবদীয় যাগানুষ্ঠান অতিশয় ফলবান্ হইবেক। অতএব তুমি অগ্রে তথায় গমন কর এবং সেই স্থানে একটী

টায়াক্তঃ সুতো বৈ বিশ্বকর্ম্মণঃ। প্রত্যঙ্মুখস্থ প্রাসাদং স তুর্ণং ঘটয়িষ্যতি॥ ৬॥ দক্ষিণে নীলকণ্ঠস্য যো মহাংশ্চন্দনদ্রুমঃ। ধনুঃশতান্তরে রাজন্ চিররূঢস্ত তিষ্ঠতি॥ ৭॥ তস্য পশ্চিমদেশেঽস্য ক্ষেত্রং রাজন্ ভবিষ্যতি। বাজিমেধসহস্রেণ তস্যাগ্রে যজতাং ভবান্॥ ৮॥ গচ্ছ ত্বমহমত্রৈব স্থাস্যামি দিনপঞ্চকম্। আরাধ্যৈনং দিব্যসিংহং জ্যোতীরূপমনন্তকম্॥ ৯॥ প্রত্যর্চ্চায়াং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রাণেন্দ্রিয়মনোযুতম্। দীপাদ্দীপং যথা রাজন লাধ্যায় শোভনাকৃতিম্॥ ১০॥ নারদস্যেতি বচনং প্রাতঙ্কৃত্য নৃপোত্তমঃ। জগাম তত্র বেগেন চন্দনদ্রুমসন্নিধিম্॥ ১১॥ তত্রাপশ্যৎ সুঘটকং শিল্পশাস্ত্রবিশারদম্। নারদস্যাজ্ঞয়া প্রাপ্তং পুত্রং বৈ দেবশিল্পিনঃ॥ ১২॥ মনুষ্যরূপমাস্থায় শস্ত্রসূত্রধরং স্থিতম্। রাজানং স তু দৃষ্ট্বা বৈ চিকীর্ষন্তং সুরালয়ং॥ ১৩॥ কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রোচে দেবাহং শিল্পশাস্ত্রবিৎ। নরসিংহালয়ং তাবদ্ঘটয়িষ্যামি শোভনম্। ১৪॥ রাজাপি তমুবাচেদং প্রহসন ভো দ্বিজোত্তমাঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। নো শিল্পীত্বং হি সামান্যঃ শিল্পশাস্ত্রপ্রণেতৃকঃ॥ ১৫॥ কথিতো নারদেনৈব ত্বষ্টুঃ পুত্রো মহাযশাঃ। নির্জ্জনেঽস্মিন্ মহারণ্যে নেতঃপূর্ব্বং জনাশ্রয়ঃ॥১৬॥ বয়মদ্যাগতাশিল্পিন্ সম্বন্ধঃ কিন্নিমিত্তকঃ। দেবশিল্পী ভবানেব (১) বিষ্ণোরমিততেজসঃ॥ ৪৭॥ সদাস্মধ্যায়িনা তস্য নিদেশবশবর্ত্তিনা। যেন স্মৃতস্ত্বং মুনিনা স এবাত্রাগমিষ্যতি॥ ১৮॥ প্রত্যর্চ্চাং নরসিংহস্য গৃহীত্বা তু দিনান্তরে। তদাশু ঘটয়েঃ সাধু সপ্রাকারং সতোরণম্॥ ১৯॥ প্রাসাদং নরসিংহস্য প্রতীচীবদনং শুভম্ তং পূজয়িত্বা বিধিবৎ নিযোজ্য ঘটনে নৃপঃ॥ ২ ॥ শিলাসঞ্চায়কান্ ভৃত্যান্ বহুবিত্তৈরযোজয়ৎ। চতুর্থদিবসে বিপ্রাঃ প্রাসাদোঽভূদনুত্তমঃ॥ ॥ ২১॥ বহুকালপ্রসাধ্যোঽপি মহিম্না বিদ্যশিল্পিনঃ। ততঃ প্রভাতে বিমলে নিত্যকর্ম্মাবসানতঃ॥ ২২॥ প্রতিষ্ঠাবিধিসম্ভারং গৃহীত্বা সপরিচ্ছদঃ। নারদাগমনং প্রেক্ষ্য যাবত্তিষ্ঠতি ভূপতিঃ॥ ২৩॥ তাবৎ শুশ্রুবিরে শঙ্খা মৃদঙ্গা মুরজাস্তথা। গীত-

দেবগৃহ প্রস্তুত করাও, আমার স্মরণেতে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র আগমন করিয়া শীঘ্রই পশ্চিমদ্বারী এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। হে রাজন্ নীলকণ্ঠের দক্ষিণে চারিশত হস্তের মধ্যে—যে মহান্ চন্দনদ্রুম চিরপ্ররূঢ হইয়া আছে, তাহার পশ্চিম দেশে এই দেবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবেক। তুমি নরসিংহদেবের সন্নিধানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ কর। আমি এই স্থানেই পাঁচদিন থাকিব। তুমি গমন কর, এই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় নরসিংহদেবকে আরাধনাপূর্ব্বক প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া এক দীপ হইতে অপর দীপ দীপিত করিয়া লইলে যাদৃশ শোভা হয়, তদ্রূপ শোভাবিশিষ্ট আনয়ন আকৃতি করিব। নরপতি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বরগমনে সেই স্থানে চন্দনদ্রুমসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় দেখিতে পাইলেন যে, শিল্পশাস্ত্র-বিশারদ নির্ম্মাণপটু বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নারদের আজ্ঞাক্রমে মনুষ্যরূপে শস্ত্র ও সূত্র ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। তিনি রাজাকে দেবপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—হে দেব। আমি শিল্পশাস্ত্রবেত্তা। আমিই আপনার এই নরসিংহালয় সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করিয়া দিব। ভো দ্বিজোত্তমগণ! নরপতিও তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন,—আপনি ত সামান্য শিল্পব্যবসায়ী নহেন, আপনি শিল্পশাস্ত্রের প্রণেতা, এ বিষয় নারদই আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনি ত্বষ্টৃদেবের মহাযশস্বীপুত্র। নচেৎ এই নির্জ্জন মহারণ্যে ইতিপূর্ব্বে জনাশ্রয় ছিল না।১—১৬। আমরা সম্প্রতি অভ্যাগত, আপনার সহিত কি নিমিত্ত এ সম্বন্ধ ঘটিবেক, সুতরাং আপনিই দেবশিল্পী। অপরিমিত তেজস্বী বিষ্ণুদেবের নিত্য উপাসক ও নিদেশ-বশবর্ত্তী যে মুনিবর কর্ত্তৃক আপনি স্মরণীয় হইয়াছেন, তিনিও নরসিংহদেবের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া দিনান্তরে এখানে আগমন করিবেন। অতএব আপনি সত্বরে প্রাকার ও তোরণ-বিশিষ্ট নরসিংহদেবের একটী প্রাসাদ পশ্চিমদ্বারী করিয়া উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করুন। নরপতি তাঁহাকে বিধিমত পূজা করত প্রাসাদনির্ম্মাণে নিয়োগ করিয়া বহুবিত্তব্যয়ে শিলাসংগ্রহকারী ভৃত্যসকলকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। হে বিপ্রগণ! সেই দিব্য শিল্পীর মহিমায় বহুকালসাধ্য হইয়াও প্রাসাদটী চতুর্থ দিবসেই সুন্দররূপে প্রস্তুত হইল। অনন্তর পঞ্চমদিবসের প্রাতঃকালে নরপাল নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনানন্তর সপরিচ্ছদে প্রতিষ্ঠাদ্রব্যজাত আয়োজনপূর্ব্বক নারদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে আকাশমণ্ডলে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, মুরজ প্রভৃ-

(১) ভবান্দেব ইতি পাঠান্তরম্।

মঙ্গলবাদ্যানি ঘনানি রুরিণাং স্বনাঃ ॥ ২৪ ॥ তথা জয়জয়েত্যুচ্চৈঃ শব্দা অম্বরমণ্ডলে। তান্ শ্রুত্বা বিস্ময়াপন্না ইন্দ্রদ্যুম্নপুরোগমাঃ ॥ ২৫ ॥ রাজানঃ শ্রোত্রিয়া বিপ্রা বৈষ্ণবাশ্চ সহস্রশঃ। নিরাধারাস্থিমে শব্দা অদ্ভুতানি ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ বিচারয়ন্তস্তে যাবৎ তাবদ্দক্ষিণমারুতাঃ। গন্ধান্বিতা দ্বিরেফৌঘশব্দিতাঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৭ ॥ আবির্ভূতাস্ত্রিপথগাবারিণার্দ্রীকৃতা দ্বিজাঃ। তদনন্তরমেবাসৌ নারদো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ২৮ ॥ তপঃপ্রভাবনির্ব্ব্যূঢ়বিমানবরগামিনীম্। রত্নচামরহস্তাভির্দিব্যস্ত্রীভিঃ সুশোভিতাম্ ॥ ২৯ ॥ অলঙ্কৃতাং বহুবিধৈর্মণিরত্নপ্রসাধনৈঃ। দিব্যমাল্যাম্বরধরাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্ ॥ ৩০ ॥ রম্যাং প্রতিষ্ঠিতপ্রাণাং ঘটিতাং বিশ্বকর্ম্মণা। তেজোমণ্ডলসংবীতাং পরিতো হর্ষদামপি। আদায় নরসিংহস্য প্রত্যর্চ্চাং সমুপস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ তাং দৃষ্ট্বা হর্ষিতাঃ সর্ব্বে রাজা রাজানুবর্ত্তিনঃ। অন্তর্দ্ধানগতো দেবো নারদেনাহৃতঃ * কিমু। মেনিরে ভূষিতাত্মানঃ প্রশশংসুশ্চ তং মুনিম্। নিরূপ্য সন্নিবিষ্টাস্ত নরসিংহাকৃতিং দ্বিজাঃ। আদ্যমূর্ত্তের্নৃসিংহস্য প্রতিমামথ মেনিরে ॥ ৩৪ ॥ প্রত্যুত্থায় ততো রাজা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। প্রদক্ষিণীকৃত্য হরিং জগাম শিরসা মহীম্ ॥ ৩৫ ॥ শ্রদ্ধাসম্পত্তিযোগ্যেন সম্ভারেণ নৃপাজ্ঞয়া। প্রস্থাপয়ামাস মুনিঃ প্রাসাদে শুভলক্ষণাম্ ॥ ৩৬ ॥ প্রতিমাং দেবদেবস্য সুমুহূর্ত্তে দ্বিজোত্তমাঃ। ধরামরাভ্যাং সহিতাং রত্নবেদ্যাং প্রতিষ্ঠিতাম্ ॥ ৩৭ ॥ যোগারূঢ়তনুং রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নোঽথ তুষ্টুবে। বৈষ্ণবৈর্ব্রাহ্মণৈর্ভূপৈর্নারদেন চ ধীমতা। গুহ্যোপনিষদৈঃ স্মার্ত্তৈঃ স্তোত্রৈঃ শাস্ত্রৈর্মুদান্বিতৈঃ ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। একানেকস্থূলসূক্ষ্মাণুমূর্ত্তে ব্যোমাতীত ব্যোমরূপৈকরূপ। ব্যোমাকারব্যাপক ব্যোমসংস্থ ব্যোমারূঢ় ব্যোমকেশাজযোনে ॥ ৩৯ ॥ দুঃখাম্ভোধেস্ত্রাহি মাং দিব্যসিংহ প্রাদুর্ভূতানেককোট্যর্কধামন্। নিত্যাসন্নো দূরসংস্থো ন দূরো নাসন্নো বা বোধাবোধাত্ম-

তির ঘন বাদ্য ও মাঙ্গল্য গীতধ্বনি এবং হস্তীর বৃংহিত ও পুনঃপুনঃ জয় জয় ধ্বনি শুনিতে পাইলেন এই প্রকার শ্রবণ করাতে ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রমুখ সহস্র সহস্র রাজগণ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসমুহ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর "এই আশ্রয়শূন্য শব্দ সকল নিঃসংশয়ে অদ্ভুত" এই বলিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দক্ষিণ দিক্ হইতে গন্ধবহ প্রবাহিত হইল। ভ্রমরনিকরের গুঞ্জিতধ্বনিসহযোগে আকাশমণ্ডল হইতে ভাগীরথীর জলে সুশীতল পুষ্পবৃষ্টি আবির্ভূত হইল। তদনন্তর ব্রহ্মপুত্র নারদ নরসিংহদেবের রমণীয় প্রতিমা তপঃপ্রভাবোৎপন্ন মনোরম রথে আরোহণ করাইলেন। ঐ প্রতিমার দুই পার্শ্বে দিব্যরমণীগণ রত্ন-চামরহস্তে শোভা পাইতেছিলেন। ঐ নরসিংহমূর্ত্তি বিবিধ মণিময় রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিত। গলে দিব্য মালা, কটিতটে দিব্য বসন, সর্ব্বাঙ্গ দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত। তেজঃপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত মূর্ত্তিটী দূর হইতে দেখিলেই অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হয়; নারদ ঐ বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত ঐ প্রতিমা লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা ও রাজানুগত জনগণ আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, সেই অন্তর্হিত দেবকে কি নারদ আনয়ন করিলেন? এই বলিয়া সকলেই আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান ও মুনিকে বহুতর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর সেই প্রতিমা সমীপে স্থাপিত হইলে, সকলে নরসিংহের আকৃতি নিরূপণ করিয়া সেই আদ্য মূর্ত্তি নৃসিংহদেবের প্রতিমা বলিয়াই নিশ্চয় করিলেন। ১৭—৩৪। অতঃপর ইন্দ্রদ্যুম্ন সহর্ষচিত্তে প্রত্যুত্থান করত ঐ নরসিংহরূপী হরিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভূমিপতিত মস্তকে প্রণাম করিলেন। হে বিপ্রোত্তমগণ! অনন্তর নারদঋষি নরপতির অনুমতিক্রমে শ্রদ্ধাতিশয়সহযোগে দেবসেবোপযোগী বহুবিধ উপকরণের সহিত সেই শুভলক্ষণা দেবদেবের প্রতিমূর্ত্তি সুমুহূর্ত্তে প্রাসাদমধ্যবর্ত্তী রত্নবেদীর উপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিচর্য্যার্থ ব্রাহ্মণদ্বয়ের সহিত স্থাপন করিলেন। অনন্তর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণগণ, ও ধীমান্ নারদের সহিত গুহ্য উপনিষদ্ ও স্মৃত্যুক্ত স্তোত্রে পরমাদরে সেই যোগস্থিত মূর্ত্তির স্তব করিতে লাগিলেন।—হে দেব! আপনি এক হইয়াও অনেকরূপী, স্থূলরূপী হইয়াও অণুবৎ সূক্ষ্মমূর্ত্তি, আপনি আকাশ হইতেও অতীত, আপনি একমাত্র আকাশরূপী; আপনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, আকাশ আপনার আশ্রয়—আকাশই আপনা হইতে উৎপন্ন। হে দিব্যসিংহরূপিন্! আপনি বহু কোটি সূর্য্যতেজঃপুঞ্জস্বরূপ, আপনি সর্ব্বদা সন্নিহিত হইলেও (অপুণ্যবান্ অন্তক্র-

* 'গোহৃতঃ' ইতি পাঠান্তরম্।

ভাবঃ ॥ ৪০ ॥ জ্ঞেয়জ্ঞেয়ো জ্ঞানগম্যোঽপ্যগম্যো মায়াতীতো মানমেয়োঽনুমানাৎ। কৃৎস্নস্যাদিঃ কৃৎস্নকর্ত্তাগ্রমস্তা পাতা হর্ত্তা বিশ্বসাক্ষিন্নমস্তে ॥ ৪১ ॥ দুঃখধ্বংসৈস্যকহেতুং ন হেতুং ভেত্তুং ছেত্তুং সংশয়ানগ্রজাতম্। জ্যোতীরূপ জ্ঞানরূপ প্রকাশ স্তোমব্যূহাকারনির্ম্মাণহেতো ॥ ৪২ ॥ ত্বৎপাদাব্জে ভক্তিমগ্র্যাং সদা মে দেহি স্বামিন্ মূলভূতাং চতুর্ণাম্। শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈর্নিত্যযুক্তা জনাস্তে দীনাস্তিষ্ঠন্ত্যত্র বদ্ধাঃ ভবাব্ধৌ ॥ ৪৩ ॥ অনন্তপাদং বহুহস্ত... নয়নঞ্চ কর্ণং ককুভৌঘবস্ত্রম্। দিবানিশানাথসুকু... নক্ষত্রমালাকৃতচারুহারম্ ॥ ৪৪ ॥ ত্বামদ্ভুতং দিব্যনৃসিংহমূর্ত্তিং ভ...ক্তষ্টপূর্ত্তিং শরণং প্রপদ্যে। যৎপাদপদ্মং হি পিতামহস্য কিরীটরত্নৈর্বিকচত্বমেতি ॥ ৪৫ ॥

– – –

দিগের পক্ষে) দুর্বস্থিত, ফলতঃ আপনি (সাধনার) দূরবর্ত্তীও নহেন এবং অল্প আয়াসে সন্নিহিতও নহেন। আপনি জ্ঞেয় জ্ঞানস্বরূপ, দয়া করিয়া আমাকে দুঃখসাগর হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনি জ্ঞেয়বস্তু দ্বারা জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্য হইলেও অগম্য, আপনি মায়ার অতীত হইলেও মায়ামোহিতদিগের অনুমানে অনুমেয়। ...ন সকলের আদি, সর্ব্বস্রষ্টা, সকলের অগ্রণী..., রক্ষিতা ও সংহর্ত্তা, হে বিশ্বসাক্ষিন। আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দুঃখধ্বংসের একমাত্র হেতু, অথচ আপনার কোন হেতু নাই। আপনি সংসারবন্ধন ও সংশয়সমূহের ছেদক, আপনি সকলের অগ্রজাত, আপনি জ্যোতীরূপ, জ্ঞানরূপ ও প্রকাশসমূহরূপ, আপনি ব্যূহাকার নির্ম্মাণের হেতু, আপনাকে নমস্কার। আপনার পাদপদ্মে ভক্তি,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূলীভূত, হে স্বামিন। আমাকে সেই পরমা ভক্তি প্রদান করুন। যাহারা আপনার প্রতি ভক্তিশূন্য হইয়া শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম করে, তাহাদের সে কর্ম্ম যন্ত্রণারূপ, তাহাতে তাহারা সংসারসাগরে বদ্ধ হইয়া দীনভাবে অবস্থান করে। হে দেব। আপনার অনন্তপদ, অনন্ত হস্ত, অনন্ত নেত্র, অনন্ত কর্ণ, দিক্‌সমূহ আপনার বস্ত্রস্বরূপ; চন্দ্রসূর্য্য আপনার দুই কর্ণের কুণ্ডল, নক্ষত্রমালা আপনার মনোহর কণ্ঠহার, আপনার এই অদ্ভুত দিব্য নৃসিংহমূর্ত্তি ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরক, আমি আপনার ঐ মূর্ত্তির শরণাপন্ন। আপনার যে পাদপদ্ম ব্রহ্মার কিরীটরত্নে সুশোভিত হয়, এবং

যদীয়পাদাব্জযুগান্তভূমৌ লুঠচ্ছিরো যস্য হি পাঞ্চভৌতম্। তদ্দিব্যপাদং শিরসা বহন্তি সুরেন্দ্রনার্য্যঃ খলু তং নমামি ॥ ৪৬ ॥ তদ্দিব্যসিংহং হৃতপাপসঙ্ঘং পাদাশ্রিতানাং করুণাব্ধিসিংহম্। পাদাব্জসঙ্ঘট্টবিঘট্টমানব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং প্রণমামি চণ্ডম্ ॥ ৪৭ ॥ সটাচ্ছটাকম্পনশীর্য্যমাণঘনৌঘবিদ্রাবিতপাপসঙ্ঘম্। চণ্ডাট্টহাসান্তবিতান্দশব্দং ত্রিলোকগর্ভং নৃহরিং নমামি ॥ ৪৮ ॥ নমস্তে নমস্তে নমস্তেঽদ্য বিষ্ণো পবিত্রাহি দীনানুকম্পিন্ননাথম্। ভবন্তং সমাসা... মে দেহবন্ধো মুরারে ন সংসারকারাগৃহেঽস্তু ... ॥ হয়মেধসহস্রান্তে যথা ত্বাং চর্ম্মচক্ষুষা। দিব্যরূপং প্রপশ্যামি তথানুক্রোশয় প্রভো ॥ ৫০ ॥ যথা চেজ্যাসহস্রং মে নির্ব্বিঘ্নং তৎ সমাপ্যতে। যজ্ঞেশ ত্বৎপ্রসাদান্মে তথা সান্নিধ্যমস্তু তে ॥ ৫১ ॥ কোটয়ঃ পাপরাশীনাং ক্ষয়ং যান্তি যথা প্রভো ॥ ধর্ম্মার্থকামা হস্তস্থা নৈব্না চিত্রং স্থবন্তি যে ॥ ৫১ ॥

– – – –

যে পাদপদ্মের প্রান্তে নিখিল পাঞ্চভৌতিক জীবের মস্তক বিলুণ্ঠিত, সুরকামিনীগণ যাহা মস্তকে বহন করেন, আমি আপনার সেই পাদপদ্মে প্রণাম করি। ৪৬—৪৮ আপনার এই দিব্য নৃসিংহমূর্ত্তি পাপীদিগের পক্ষে প্রচণ্ড এবং পাপসমূহনিয়ামক, পদাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে দয়াসাগর। আপনার এই মূর্ত্তির পাদপদ্মের সংঘট্টনে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড ভগ্ন হয়, আপনার এই মূর্ত্তিকে আমি প্রণাম করি। জটাসমূহের কম্পন দ্বারা মেঘসমূহের অপসারণচ্ছলে যিনি পাপসমূহ তাড়াইয়া থাকেন, যাঁহার প্রচণ্ড অট্টহাস্যনিনাদের নিকট মেঘধ্বনি পরাভূত, সমস্ত ত্রৈলোক্য যাঁহার উদরমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, সেই নরহরিকে আমি প্রণাম করি। বিষ্ণো! আপনাকে আমি বার বার প্রণাম করি। হে দীনদয়ালো! আমি অনাথ, আমাকে রক্ষা করুন, হে মুরারে। আমি যেন আপনার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া সংসার-কারাগারে আর আবদ্ধ না হই। হে প্রভো! সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের পরে আপনাকে আমি চক্ষুদ্বারা যাহাতে দেখিতে পাই, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করুন। হে যজ্ঞেশ্বর। আমার সঙ্কল্পিত সহস্র অশ্বমেধ যাহাতে নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়, আপনি সন্নিহিত হইয়া তাহা করুন। হে প্রভো! কোটি কোটি পাপরাশি যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করুন। হে বিষ্ণো! যাহারা আপনার আশ্রিত এবং আপনার এই

মোক্ষন্ত্ত্ত্যজ্যমং বিষ্ণোস্তে নরা যে তবাশ্রয়াঃ ॥ ৫২ ॥ স্তবেনৈবং দিব্যসিংহং তং ভূপতিহৃষ্টমানসঃ। দণ্ডপাতপ্রণামেন জগাম ধরণীং মুহুঃ ॥ ৫৩ ॥ জৈমিনিরুবাচ। ক্ষেত্রং তু নরসিংহস্য ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। ইন্দ্রদ্যুম্নানুগ্রহায় সর্বলোকহিতায় চ ॥ ৫৪ ॥ পশ্যন্তি যে নৃসিংহস্তং শম্ভুনা সহ সংস্থিতম্। ন দেহবন্ধং তে বিপ্রাঃ প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥৫৫॥ মনসা বাঞ্ছিতং যদ্যৎ প্রাপ্নুবন্তি ততোঽধিকম্। স্তোত্রেণানেন যে দিব্যসিংহরূপং স্তবন্তি বৈ ॥ ৫৬ ॥ সর্বকামপ্রদো দেবস্তস্য মুক্তিং প্রযচ্ছতি। জ্যৈষ্ঠশুক্লদ্বাদশী যা স্বাতিনক্ষত্রসংযুতা ॥ ৫৭ ॥ তস্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ ক্ষেত্রে দিব্যসিংহো মহর্ষিণা। সুতেন ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ তন্তু পশ্যন্তি তত্র যে ॥ ৫৮ ॥ বাজিমেধসহস্রস্য ফলং সাঙ্গং লভন্তি তে। পঞ্চামৃতৈর্বা ক্ষীরেণ নারিকেলরসেন বা ॥ ৫৯ ॥ স্নাপয়ন্তি নরা যে বৈ অথবা গন্ধবারিণা। পূজয়িত্বা মহাসিংহমুপচারৈঃ সপায়সৈঃ ॥ ৬০ ॥ জবাকুসুমমাল্যৈশ্চ গন্ধমাল্যৈঃ সুশোভনৈঃ। ধূপৈর্দীপৈঃ সকর্পূরৈস্তাম্বুলৈরতিশোভনৈঃ ॥ ৬১ ॥ সুগীতিস্তুতিপাঠৈশ্চ জয়শব্দৈস্তথোচ্চকৈঃ। প্রদক্ষিণপ্রণামৈশ্চ দানৈর্ব্রাহ্মণতর্পণৈঃ ॥ ৬২ ॥ সন্তোষ্য নরসিংহন্তু ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ। বৈশাখস্য চতুর্দশ্যাং সৌরিবারেঽনিলর্ক্ষকে। আদ্যাবতারঃ সিংহস্য প্রদোষসময়ে দ্বিজাঃ ॥ ৬৩ ॥ তস্যাং সম্পূজ্য বিধিবৎ নরসিংহং সমাহিতঃ। জন্মকোটিসহস্রৈস্তু পাপরাশিঃ সুসঞ্চিতঃ ॥ ৬৪ ॥ দহ্যতে তৎক্ষণাদেব তুলরাশিরিবাগ্নিনা। দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ ॥ ৬৫ ॥ স্তুত্বা বিমুচ্যতে পাপৈর্নির্ম্মোকেণ ভুজঙ্গবৎ। ন তস্য ব্যাধয়ঃ সন্তি ন শোকা নাধয়স্তথা ॥ ৬৬ ॥ সর্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়মেধফলং তথা। সমীপে তস্য ভো বিপ্রা যজনং দানমেব চ ॥ ৬৭ ॥ অন্যানি পুণ্যকর্ম্মাণি কৃতানি চ সকৃন্নরৈঃ। কোটিকোটিগুণানি স্যুর্নরসিংহপ্রসাদতঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নস্য নৃসিংহমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

অদ্ভুত মূর্ত্তির স্তব করে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম তুচ্ছজ্ঞান করিয়া মুক্তির পাত্র হয়। নরপতি এই রূপে হৃষ্টচিত্তে সেই দিব্যনৃসিংহ মূর্ত্তির স্তব করিয়া ভূতলে বারংবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। জৈমিনি কহিতেছেন যে, ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি অনুগ্রহ ও সমুদয় লোকের হিতের নিমিত্ত এই নরসিংহের ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন। হে বিপ্রগণ! শম্ভুর সহিত অবস্থিত সেই নরসিংহকে যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহারা আর যে দেহরূপ বন্ধন প্রাপ্ত হন না; ইহাতে সংশয় নাই। তাঁহারা মনোদ্বারা যে যে বাঞ্ছা করেন, ততোধিক ফল প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা এই স্তব দ্বারা দিব্য নৃসিংহরূপের স্তব করেন, সর্ব্বাভীষ্টপূরক নৃসিংহ দেব তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করেন। মহর্ষি নারদ জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লা দ্বাদশীতে স্বাতি নক্ষত্রে ক্ষেত্রধামে এই দিব্য নৃসিংহকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাঁহারা সেই স্থানে যাইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারা সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফলভাগী হন। যাহারা পঞ্চামৃত বা দুগ্ধ অথবা নারিকেলোদক কিংবা গন্ধবারি দ্বারা মহাসিংহরূপী সেই দেব-দেবকে স্নাপন এবং পায়সাদি উপচার দ্বারা পূজন আর জবাপুষ্পমাল্য, সুশোভন গন্ধমাল্য, ধূপ, দীপ, কর্পূর, তাম্বুল, সুন্দর স্তুতিপাঠ, অত্যুচ্চ জয় শব্দ, প্রদক্ষিণ প্রণাম, দান ও ব্রাহ্মণগণের সন্তোষোৎপাদন দ্বারা তাঁহার সন্তোষোৎপাদন করেন, তাঁহারা সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মলোক লাভ করিতে সমর্থ হন। এই নরসিংহদেবের আদ্যাবতার বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমীতে শনিবারে স্বাতি নক্ষত্রে প্রদোষসময়ে হইয়াছিল। সেই দিবসে সমাহিত হইয়া যথাবিধানে নরসিংহকে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ সহস্রকোটি-জন্মার্জ্জিত সুসঞ্চিত পাপরাশি অনলে তুলরাশির ন্যায় ভস্ম হইয়া যায়। নরসিংহকে দর্শন বা স্পর্শন, নমস্কার,—প্রণিপাত ও স্তোত্র ভক্তি-সহকারে কৃত হইলে ভুজঙ্গ-নির্ম্মোকের ন্যায় পাপাবরণ মুক্ত হইয়া যায়। তাহার কোন প্রকার পীড়া, শোক, বা মনঃক্লেশ হয় না, নিখিল অভীষ্টসাধন এমন কি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিতে পারে। হে বিপ্রগণ! নরসিংহের প্রসাদে তৎকৃত যাগ, যজ্ঞ, দান ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম্ম সকল কোটি কোটি গুণ ফল প্রদান করিয়া থাকে। ৪৭—৬৮।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ। প্রতিষ্ঠিতে নারসিংহে ক্ষেত্রে তস্মিন্নরাধিপঃ। কিঞ্চকার মুনে ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ১॥ জৈমিনিরুবাচ। ইন্দ্রাদীংস্ত্রিদশান্ বিপ্রা (১) নামন্ত্র্যত পূর্ব্বতঃ। ততঃ সমন্ত্রয়ামাস ঋষীন্ বিপ্রান্ সহস্রশঃ ॥ ২॥ অধ্যেতৄংশ্চতুরো বেদান্ সষড়ঙ্গপদক্রমৈঃ। যজ্ঞবিদ্যাসু কুশলান্ মীমাংসাপরিনিষ্ঠিতান্ ॥ ৩॥ সভাষ্যকল্পসূত্রেষু পরিনিষ্ঠিতকর্ম্মিণঃ। অষ্টাদশসু বিদ্যাসু কুশলান্ ধর্ম্মকোবিদান্ ॥ ৪॥ সদাচাররতাংশ্চৈব কুলীনান্ সত্যবাদিনঃ। বৈষ্ণবাংশ্চ বিশেষেণ মন্ত্রয়ামাস সাদরম্ ॥ ৫॥ ত্রৈলোক্যে যে চ রাজানঃ সিদ্ধাশ্চ ঋষয়ো দ্বিজাঃ। সচ্ছূদ্রা বণিজো দ্বীপ-পতয়শ্চ নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ৬॥ ক্রোশদ্বয়মিতা বিপ্রাঃ সভাসীত্তস্য ভূপতেঃ। পাষাণঘটিতা সোচ্চা সুধয়া সাধুলেপিতা ॥ ৭॥ কচিদ্রত্নময়ী ভূমিঃ কচিৎ কাঞ্চননির্ম্মিতা। স্ফাটিকী রাজতী চৈব যথাযোগ্যং কৃতা স্থলী ॥ ৮॥ স্তম্ভৈঃ রত্নময়ৈঃ প্রোচ্চৈশ্চ দুকূলপরিবেষ্টিতৈঃ। চারুচন্দ্রাতপাঢ্যা সা গন্ধমাল্যৈঃ সচামরৈঃ ॥ ৯॥ (১) যজ্ঞশালা মরুত্তস্য যথাসীত্তো দ্বিজোত্তমাঃ। তথেন্দ্রদ্যুম্নভূপস্য রচিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১০॥ শুভেঽহ্নি শুভনক্ষত্রে বাসয়িত্বা সভাসদঃ। রাজ্ঞঃ সিংহাসনাসীনান্ বৃষ্যাসীনান্ ঋষীনথ ॥ ১১॥ (২) সসিদ্ধান ব্রহ্মর্ষিগণান্ বহুমূল্য-কুশস্থিতান্। দেবান কাঞ্চনপীঠস্থান্ যথাযোগ্যমথ দ্বিজান্ ॥ ১২॥ বরাসনস্থানন্যাংশ্চ যথাদেশং সুখ-স্থিতান্। মধ্যে নৃপাণাং দেবানামৃষীণাঞ্চ শচী-পতিম্ ॥ ১৩॥ সাম্রাজ্যলক্ষণে স্বস্য রত্নসিংহাসনে স্থিতম্। দিব্যৈর্ম্মাল্যৈস্তথা গন্ধৈর্বাসোভির্বিবিধৈরা-দিভিঃ ॥ ১৪॥ পুরোধসা সমং পূর্ব্বমর্চ্চয়ামাস

সপ্তদশ অধ্যায়।

মুনিগণ প্রশ্ন করিতেছেন যে, হে মুনে! পুরুষোত্তম ক্ষেত্রধামে নরসিংহ প্রতিষ্ঠিত হইলে নরপতি ইন্দ্র-দ্যুম্ন কি করিয়াছিলেন? ইহা শ্রবণার্থ আমাদের অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব বর্ণন করুন। জৈমিনি কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! সেই নৃপবর প্রথমতঃ ইন্দ্রাদি দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তদনন্তর সহস্র সহস্র বিপ্র এবং ষড়ঙ্গ-পদক্রম-সহকৃত-চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী, যজ্ঞবিদ্যাপারদর্শী, মীমাংসা-শাস্ত্র-নিপুণ, সভাষ্যকল্প-কুশল, পরিনিষ্ঠিতকর্ম্মা ঋষিগণও অষ্টাদশ-বিদ্যাবিশারদ-ধর্ম্ম-কোবিদ সদাচারপরায়ণ সত্যবাদী সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণ ও বিশেষরূপে বৈষ্ণবগণকে সমাদর সহকারে নিমন্ত্রণ করিলেন। হে দ্বিজগণ! অধিক কি বলিব? এই ত্রৈলোক্যমধ্যে যে সকল রাজা ও সিদ্ধ ঋষি এবং সৎশূদ্র, বণিক্ ও দ্বীপাধিপ ছিলেন, তাঁহারাও নিমন্ত্রিত হইলেন। হে বিপ্রগণ! সেই ভূপতির সভাস্থল দ্বিক্রোশ পরিমাণে প্রশস্ত হইয়াছিল। ঐ সভা পাষাণনির্ম্মিতা উচ্চতারবিশিষ্টা এবং সম্যক্ সুধালেপদ্বারা অতিসুদৃশ্য হইয়াছিল। উহার কোন কোন স্থলের ভূমি রত্নময়ী, কোন স্থলে বা কাঞ্চননির্ম্মিতা, কোথাও বা স্ফটিক ও রজতে শোভিত হওয়ায় স্থানটী যথাযোগ্য হইয়াছিল। ১—৮। উহা রত্নময়, উচ্চ এবং বস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, উপরিভাগে মনোরম চন্দ্রাতপ এবং উহাতে চামর বীজন ও গন্ধমাল্য বিতরণ হইয়াছিল। হে দ্বিজোত্তমেরা! যেরূপ মরুত্ত রাজার যজ্ঞশালা ছিল, এই ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির যজ্ঞস্থলীও বিশ্বকর্ম্মা তাদৃক্প্রকারে রচনা করিয়াছিলেন। নরপতি শুভদিনে শুভনক্ষত্রে সভাসদ্দিগকে স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইলেন, রাজগণকে সিংহাসন, ঋষি-দিগের বৃষ্যাসন, সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণকে বহুমূল্য কুশাসন, দেবগণকে কাঞ্চন পীঠ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্তদিগকে বরাসনে সংস্থাপনপূর্ব্বক দেবগণ, ঋষিগণ ও ভূপালগণের মধ্যে শচীপতিকে বিষ্টরাদি প্রদানপূর্ব্বক দিব্যমাল্য ও গন্ধ বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা পুরোধার সহিত অগ্রেই সমৃদ্ধিসহকারে অর্চ্চনা

(১) সর্ব্বান্।

(১) মুক্তাদামাস্থরস্থৈশ্চ চারুবাতায়না তথা।
কৃষ্ণাগুরুস্নেহসিক্তা শ্রীখণ্ডসলিলোক্ষিতা ॥
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণা প্রান্তোপবনসংবৃতা।
বাপ্যঃ স্ফটিকসোপানাঃ পদ্মকহ্লারমণ্ডিতাঃ।
চক্রবাকৈঃ প্রবৈর্হংসৈঃ সারসৈর্মধুরস্বরৈঃ।
ব্যাপ্তান্তরাঃ স্বচ্ছশীত-সুগন্ধমধুরাম্ভসঃ ॥
পরিতঃ শতশস্তস্যাঃ সুখাবস্থানগা দ্বিজাঃ ॥
উপচ্ছায়াবিরচনাঃ শোভমানা সমন্ততঃ ॥
ইত্যধিকঃ কুত্রচিৎ পাঠঃ।

(২) বৃষ্যাসীনান্ ঋষীনপি।

ঋদ্ধিমৎ॥ বিনীতো দীনান্‌ বিত্তৈ চক্রে পূজাং তথা নৃপঃ॥ ১৫॥ (১) ততঃ সিদ্ধান্‌ দিব্যমুনীনর্চ্চয়ন্নিন্দ্রবত্তদা। বিস্ময়ং জনয়ামাস কুবেরস্যাপ্যধিশ্রিয়ঃ॥ ১৬॥ ততো দেবান্‌ সমানর্চ্চ প্রকৃতীর্ধনস্য সম্পদৈঃ॥ ১৭ (২) ততো বিপ্রান্‌ বাহুজকান্‌ বৈশ্যান্মুনিপুরঃসরান্‌। স সম্যক্‌ পূজয়ামাস সম্বোভ্রিক্তো মহীপতিঃ (৩)॥ ১৮॥ অন্যাংশ্চ সচিবদ্বারা পূজয়িত্বা সসম্ভ্রমঃ। হৃষ্টঃ স বিনয়ান্নম্রঃ কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা॥ ১৯॥ মহেন্দ্রমুচ্চৈরাহেদং নারদেন পুরোধসা। ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। তব প্রসাদাদ্দেবেশ ইচ্ছামীদং প্রসীদ মে॥ ২০॥ ক্রতুনা হয়মেধেন প্রযক্ষ্যে যজ্ঞপুরুষম্‌॥ ২১॥ অনুজানীহি মাং দেব ক্রতুনামীশ্বরো ভবান্‌। তদাজ্ঞাপালকাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যে নিবসন্তি যে॥ ২২॥ যাবৎ ক্রতুসহস্রস্য সংস্থা ভবতি মে প্রভো। তাবৎ ত্বং ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং সদোমধ্যগতো বস॥ ২৩॥ যষ্টুমিচ্ছামি দেবেশ নাহং ত্বৎপদলিপ্সয়া। সর্ব্বেষাং বেৎসি দেবেন্দ্র মনোবৃত্তিং সদা প্রভো॥ ২৪॥ যুষ্মাকং পূর্ব্বদৃষ্টোঽত্র বপুষ্মান্মাধবঃ প্রভুঃ। উপাসনায়াং সোঽয়ং যো বালুকাভিস্তিরোদধে॥ ২৫॥ তস্য ভূয়ঃ প্রকাশার্থং বাজিমেধসহস্রকম্‌। করিষ্যে বচনাদিন্দ্র চতুরাস্যস্য শাসনাৎ॥ ২৬॥ পুনঃ প্রকাশিতে তস্মিন্‌ শ্রেয়ো বোঽপি ভবিষ্যতি। ইতি বিজ্ঞাপিতে রাজ্ঞা মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ সুরাঃ॥ অন্তর্দ্ধানান্তরং যাতু শ্রুতপূর্ব্বাং সরস্বতীম্‌। (১) অশরীরাং স্মরপ্তস্তাং ভূপং প্রোচুঃ প্রহর্ষিতাঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাত্মাসি সত্যং সত্যব্রতো ভুবি। ত্বচ্চেষ্টিতং পুরাস্মাভিরম্বভাবি ভবিষ্যকম্‌॥ ২৮॥ সহায়াস্তে ভবিষ্যামঃ কার্য্যে ত্রৈলোক্যপাবনে। স্রষ্টা স জগতাং যত্র উদ্যুক্তঃ স্বয়মেব হি॥ ২৯॥ অত্রৈবোবাচ ভগবানস্মাকমপি ভূতলে। প্রবেশং ত্বদস্থক্রোশবশাদ্ভূয়ঃ প্রকাশনম্‌। করিষ্যে দারবং দেহমিত্যেতৎ পরিনিষ্ঠিতম্‌॥ ৩০॥ তাত্রাস্মাকং

করিলেন। তিনি দীনভাবাপন্ন-ব্যক্তিদিগকে অতি বিনীত-ভাবে ধনদানপূর্ব্বক পূজা করিলেন। অনন্তর সিদ্ধ ও দিব্যর্ষিগণকে ইন্দ্রবৎ সমৃদ্ধির সহিত পূজা করিয়া ধনাধিপ কুবেরেরও বিস্ময়োৎপাদন করিলেন। অতঃপর অন্যান্য দেবগণকে যথাবিধানে স্বকীয় সম্পদনুসারে অর্চ্চনা করিয়া মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে যথাযোগ্য পূজাদি করিলেন। তিনি অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে সসম্ভ্রমে সচিব দ্বারা পূজা করণানন্তর হৃষ্টান্তঃকরণে বিনীত ও নম্রভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে নারদ সমভিব্যাহারে মহেন্দ্রসমীপে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই প্রকার নিবেদন করিতে লাগিলেন যে, হে দেবেশ্বর! আমি আপনকার প্রসাদাৎ এই সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ইচ্ছা করিতেছি, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি হয়মেধ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞপুরুষের পূজা করিব। হে দেব! আপনি ক্রতুময়ের ঈশ্বর, অতএব আমাকে অনুমতি করুন। হে দেব! এই ত্রৈলোক্যমধ্যে যাঁহারা বাস করিতেছেন, সকলেই আপনকার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে প্রভো! যাবৎ পর্য্যন্ত আমার এই ক্রতুসহস্র সম্পূর্ণ না হইবে, তাবৎকাল আপনি ত্রিদশগণের সহিত এই সভামধ্যে অবস্থান করুন।৯—২৩। আমি আপনার পদবাসনায় দেবেশ্বরের যাগ ইচ্ছা করিতেছি না। হে প্রভো! হে দেবেন্দ্র! আপনি ত সর্ব্বদাই সকলের মনোবৃত্তি জানিতেছেন। এই স্থানে যে আপনার প্রভু মাধবকে বপুষ্মান্‌ দেখিয়াছিলেন, তিনি এখন উপাসনা দ্বারা বালুকারাশিতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। হে ইন্দ্র! আমি তাঁহারই পুনঃপ্রকাশের জন্য চতুরাননের অনুমতিক্রমে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। নরবর এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিলে মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মাধবের অন্তর্দ্ধানোত্তর সেই শ্রুতপূর্ব্ব অশরীরা বাণী স্মরণপূর্ব্বক সহর্ষে ভূপতিকে কহিলেন যে, হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি মহাত্মা এবং তুমিই পৃথিবীতে যথার্থ সত্যব্রতাবলম্বী, তোমার এই ভবিষ্যৎ চেষ্টিত বিষয় পূর্ব্বেই আমরা অনুভব করিয়াছি। অতএব তোমার এই ত্রৈলোক্যপাবনকার্য্যে আমরা সহায় হইব। সেই জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বর স্বয়ংই ইহাতে উদযুক্ত আছেন। ভগবান্‌ এ স্থানেই আমাদিগকে বলিয়া ছিলেন যে, পাতালে

(১) আশ্চর্য্যং মন্যতেঽস্যাসৌ ত্রৈলোক্যেশোঽপি তদ্‌যথা। ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

(২) প্রভূতস্বস্বসম্পদঃ॥

(৩) উপচারৈর্মহীনাথঃ সম্যগব্যগ্রমানসঃ। রাজ্ঞঃ সম্পূজয়ামাস রাজযোগ্যৈঃ পরিচ্ছদৈঃ॥ যথা তে মেনিরে ভূপা ভবামঃ সাম্প্রতং বয়ম্‌। সত্যং রাজ্যং ক্রমাৎ প্রাপ্তং নেদৃশশ্চ পরিচ্ছদঃ॥ আনর্চ্চ বৈশ্যবান্‌ ভূয় উপচারৈঃ সমাহিতঃ। শাস্ত্রা অপি যথা চিরং মেনিরে বিষয়াগমম্‌॥ ইতিরিক্তাধিকঃ পাঠঃ।

(১) ক খ চ ক্রুষ্টা পূর্ব্বাং সরস্বতী।

ব্যলীকস্ত নেন্দ্রস্য চ মহীপতে। অস্মদিষ্টে সমুদ্যোগস্তব ন প্রীতিকারকঃ॥ সুখং যজস্ব রাজেন্দ্র বৈকুণ্ঠং ভক্তবৎসলম্॥ ৩১॥ ক্রতুনা হয়মেধেন সহস্রপরিবর্ত্তিনা। দুরারাধ্যো হি ভগবানস্মাকং ভক্তবৎসলঃ॥ ৩২॥ বয়মপ্যত্র দেবত্বং ত্যক্ত্বা ভক্তিপরায়ণাঃ। আরাধয়ামঃ ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বিনীতা নররূপিণঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে কর্ম্ম সিধ্যতি বৈ কৃতম্॥৩৩॥ জৈমিনিরুবাচ। ইত্যুক্তে ত্রিদশৈঃ সেন্দ্রৈঃ পরিতুষ্টান্তরাত্মনা। আরম্ভার্থং ক্রতো রাজা ভগবন্তমপূজয়ৎ। উপচারসহস্রৈস্তু যথাবৎ প্রতিপাদিতৈঃ। ততঃ পিতৃগণান্ রাজা নিরূপ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ৩৪॥ সদোগৃহগতান্ বিপ্রান্ যাজ্ঞিকান্ সমলঙ্কৃতান্। কৃত্বেষ্টদেবং পুরতো বৈকুণ্ঠং সাগ্নিহোত্রকম্। আকাঙ্ক্ষন্ কল্পিতং লগ্নং সংবৃত্তে স্বস্তিবাচনে॥ ৩৫॥ উপস্থিতঃ সপত্নীকঃ শুদ্ধমাঙ্গল্যবেশধৃক্। স্বস্তিবাচ্য দ্বিজান্ শুদ্ধান্ পুণ্যাহবৃদ্ধিকর্ম্ম চ। ততঃ স সুবৃতসম্ভারো বরয়ামাস ঋত্বিজঃ॥ ৩৬॥ বৃতান্তে তু সপত্নীকং দীক্ষয়ন্তো নৃপোত্তমম্। বিকৃত্য দীক্ষণীয়েষ্ট্যা অযজন্ (১) সভ্যচোদিতাঃ॥ প্রণীয় তং প্রজ্বলন্তং বেদ্যামাহবনীয়কম্। ত্রৈলোক্যমঙ্গলকরং কিং সাক্ষাৎ বৈষ্ণবং মহঃ। সুপ্রোক্ষিতঞ্চানুমন্ত্র্যানুজ্ঞাপ্য দিগধীশ্বরান্॥ ৩৭॥ মুমুচুস্তে হয়ং মুখ্যমঙ্গেষু শুভলক্ষণম্॥ ৩৮॥ ততঃ স দীক্ষিতো রাজা বাগ্‌যতো রৌরবীং ত্বচম্। অধিষ্ঠায় সদোমধ্যে মৃত্যুঞ্জয় ইব স্থিতঃ॥ ৩৯॥ নিমন্ত্রিতানাং ভুক্ত্যর্থং চক্ষুষা সন্দিদেশ বৈ॥ ৪০॥ সুরাণাং রত্নপাত্রাণি মহার্ঘাণি নৃপাজ্ঞয়া। সচিবঃ কারয়ামাস ভোজনায় সমৃদ্ধিমৎ। শুদ্ধসৌবর্ণপাত্রাণি মুনীনাঞ্চ মহীক্ষিতাম্। দ্বিজানাং ভোজনার্থায় নবানি প্রত্যহং দ্বিজাঃ। ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং বিপ্রা রাজতানি শুভানি চ। কাংস্যনির্ম্মলপাত্রাণি শূদ্রাণাং ভোজনায় বৈ॥ ৪১॥ অহন্যহনি পাত্রাণি ভোজনান্তে দ্বিজোত্তমাঃ। আকরেষু প্রপদ্যন্তে (২) প্রোচ্ছিষ্টদলবর্জ্জনৈঃ॥ ৪২॥ তত্র

প্রবেশানন্তর ইন্দ্রদ্যুম্নকে দয়া করিবার জন্য পুনরায় ভূতলে দারুময় দেহে প্রকাশিত হইব, ইহা আমার নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং হে মহীপতে! এ বিষয়ে আমাদের বা দেবেন্দ্রের কোন অসন্তোষ নাই। আমাদের উদ্দেশ্যে যাগানুষ্ঠান তোমার কোন উপকারক হইতেছে না, অতএব সেই পরম ভক্তবৎসল বৈকুণ্ঠনাথকে নির্ব্বিঘ্নে যাগযজ্ঞাদি দ্বারা পরিতুষ্ট কর। ভগবান্ দুরারাধ্য হইলেও আমরা বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিব। আমরাও এই ক্ষেত্রে দেববিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নররূপী হইয়া বিনয়-ভক্তিসহকারে ভগবান্‌কে আরাধনা করিব। যে হেতু এই লোকে যথাবিধানে কৃতকর্ম্ম হইলে সিদ্ধি হইয়া থাকে। জৈমিনি কহিলেন, ইন্দ্রাদি ত্রিদশগণ আন্তরিক যত্নের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিলে নরপতি যজ্ঞ আরম্ভার্থ যথাবিধি সহস্র সহস্র উপচার দ্বারা ভগবানের পূজা ও পিতৃগণের নান্দিশ্রাদ্ধ শ্রদ্ধাসহকারে সম্পাদন করিলেন। অনন্তর সভাগৃহ-সমাগত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে সম্যক্ অলঙ্কৃত করিয়া অগ্নিহোত্রের সহিত অভীষ্টদেব বৈকুণ্ঠনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট শুভ লগ্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বস্তিবাচনের যোগ্যকাল উপস্থিত হইলে তিনি সস্ত্রীক হইয়া বিশুদ্ধ মাঙ্গল্য বেশ ধারণপূর্ব্বক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পুণ্যাহ, বৃদ্ধি ও স্বস্তিবাচন করিয়া রাজযোগ্য উপকরণ প্রদানসহকারে ঋত্বিক্‌দিগকে বরণ করিলেন। অনন্তর সেই সত্যব্রত-বৃত ঋত্বিক্‌গণ সপত্নীক নৃপোত্তমকে যজ্ঞে দীক্ষিত করত বেদীর উপরিভাগের ত্রৈলোক্য-মঙ্গলকর সাক্ষাৎ বৈষ্ণবতেজঃপুঞ্জাধিক জলন্ত আহবনীয় বহ্নির প্রণয়ণ, প্রোক্ষণ, অনুমন্ত্রণ ও দিক্‌পতিগণকে অনুজ্ঞাপনপূর্ব্বক দীক্ষণীয় অশ্বমেধ যজ্ঞে অভীষ্টদেবকে বিশেষ করিয়া যাগ করিলেন।২৪—৩৭। পরে শুভলক্ষণাঙ্গ একটী প্রধান অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। এদিকে নরপতি দীক্ষিত হইয়া বাগ্‌যমনপূর্ব্বক সভামধ্যে রৌরব-চর্ম্মাসনে অবস্থান করত সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজনার্থ তত্ত্বাবধারকদিগকে নয়নেঙ্গিত দ্বারা আদেশ করিলেন। রাজ-সচিব নৃপের অনুমতি পাইয়া ভোজনের নিমিত্ত সুরগণের জন্য মহার্ঘ রত্নপাত্র সকল, মুনিগণ ব্রাহ্মণগণ ও রাজবর্গের জন্য বিশুদ্ধ সৌবর্ণ পাত্রনিচয়; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমূহের নিমিত্ত নির্ম্মল রৌপ্যধারনিকর, শূদ্র সকলের নিমিত্ত কাংস্যনির্ম্মিত পরিষ্কৃত পাত্ররাশি, প্রতিদিন সমৃদ্ধিসহকারে নূতন নূতন আহরণ করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ। প্রত্যহ ভোজনাবসানে তাঁহারা ঐই সকল

(১) দীক্ষণীয়েষ্ট্যা নিযজন্।

(২) প্রাপ্যন্তে।

যজ্ঞোৎসবে যে বৈ ভোজনায় নিমন্ত্রিতাঃ। তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ প্রপৌত্রাশ্চৈব সন্ততিঃ। নিত্যং পঞ্চশতাব্দানি (১) বহুমানপুরঃসরম্। আদৃতা ভোজিতা রাজ্ঞ ইন্দ্রদ্যুম্নস্য শাসনাৎ। কুটুম্ববৎ স্থিতাস্তত্র সংস্থা যাবন্মহাক্রতোঃ ॥ ৪৩ ॥ যদ্দেশীয়া জনাস্তেষামধিষ্ঠাতা চ তান্ নৃপঃ। নৃপাণামনুসন্ধাতা ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রযাচিতঃ। নারদঃ সমদর্শী তু পরোপকৃতিলোলুপঃ ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রাদীনাং সুরেন্দ্রাণাং দিব্যর্ষীণাং নৃপোত্তমঃ। স্বয়ন্তু নৃপতিশ্চর্য্যাং চকার ক্রতুপূর্ত্তয়ে (২) ॥ ৪৫ ॥ নরাণাং দুর্লভং মর্ত্ত্যে ইন্দ্রদ্যুম্নগৃহেঽশনম্। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য চেন্দ্রস্য বিশেষো মর্ত্ত্যবাসিতা ॥৪৬॥ অত্যদ্ভুতকরো হ্যেতৎ প্রত্যহঞ্চ নবং নবম্। সম্মাননাদরৌ ঋদ্ধির্ভোজ্যস্য দ্বিজসত্তমাঃ ॥৪৭॥ অন্যোন্যস্পর্দ্ধয়েবাত্র প্রবর্দ্ধন্তে পরস্পরম্। সুগন্ধ-সুমনোমাল্যকস্তূর্য্যাদিপ্রলেপনম্ ॥ ৪৮ ॥ চিত্রসূক্ষ্ম-দুকূলানি সোপধানাসনানি চ। রত্নপর্য্যঙ্কিকা শয্যা রত্নদণ্ডপ্রকীর্ণকম্ ॥ ৪৯ ॥ জাতীলবঙ্গকর্পূরৈর্নাগ-বল্লীদলানি চ। মনোহরাণি গীতানি নৃত্যানি বিবিধানি চ ॥ ৫০ ॥ ভরতস্য মুনেঃ শিক্ষাপণ্ডিতৈরচিতানি চ। স্বস্ববংশযশোঽভিজ্ঞাঃ শতশঃ সূতমাগধাঃ ॥ ৫১ ॥ এতান্যন্যানি বস্তূনি দুর্লভান্যপি যানি বৈ। ত্রিদশাশ্চাপি মর্ত্ত্যাশ্চাবভুজ্যন্ত সুসাদরম্ ॥ ৫২ ॥ একতোঽন্যত্র চিত্রাণি ন চ হীনানি কুত্রচিৎ। পাতালবাসিনাঞ্চাপি ভোজনং বৈ সুধাধিকম্ ॥ ৫৩ ॥ (১) স্মৃতিকারাঃ কল্পকারাস্তথা শাস্ত্র-

বহুমূল্য পাত্র উচ্ছিষ্ট কদল্যাদিপত্রের ন্যায় রাশিরূপে পরিত্যাগ করেন! সেই যজ্ঞোৎসবে ভোজনের নিমিত্ত যাঁহারা যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সন্তানগণ পঞ্চশত বর্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বহুসম্মানসহকারে সমাদৃত হইয়া ভোজন করিতেন; অধিক কি, ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতির শাসনবলে তাঁহারা সেই মহাযজ্ঞ-সমাপন-কাল পর্য্যন্ত কুটুম্ববর্গের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন। বহুদেশীয় নিমন্ত্রিত বহুতর ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে বলিয়া এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল যে, যাঁহারা যে দেশীয় ব্যক্তি, তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়ক সেই দেশীয় নরপতি, সেই সমুদয় নরপালগণের তত্ত্বাবধানের ভার, ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনা-ক্রমে পরোপকারলোলুপ, সর্ব্ব-সমানদর্শী, নারদ ঋষিই লইয়া ছিলেন। যজ্ঞসিদ্ধ হেতু ইন্দ্রাদি সুরেন্দ্রগণ ও দিব্যর্ষিদিগের পরিচর্য্যা নৃপতি স্বয়ং করিয়াছিলেন। মর্ত্ত্য-লোকে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বাড়ীতে আহার মনুষ্যের পক্ষে অতি দুর্লভ। ঐ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আর দেবরাজ ইন্দ্রের কোন পার্থক্য নাই, কেবল ইনি মর্ত্তলোকে বাস করেন, আর ইন্দ্র স্বর্গে বাস করেন, এই পার্থক্য মাত্র। হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন রাজগৃহে প্রত্যহ নব নব সমাদর, নব নব সম্মান, নব নব ভোজ্য সমুদয় বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সুগন্ধি পুষ্প, মাল্য, কস্তূরী প্রভৃতি বিলেপনদ্রব্য, বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন, উপাধান (বালিস) সমন্বিত শয্যায়, রত্নপর্য্যঙ্ক, রত্নদণ্ডযুক্ত চামর, জাতী, লবঙ্গ, কর্পূর, তাম্বূল প্রভৃতি মনোহর দ্রব্য, মনোহর গীত ও বিবিধ প্রকার নৃত্য, পরস্পরের উপর স্পর্দ্ধা করিয়া সমস্তই দ্বিগুণভাবে বর্দ্ধিত হইয়া বিতরিত হইতে লাগিল। স্বর্গলোকে যাহা অতি দুর্লভ, মর্ত্ত্যবাসিগণ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার গৃহে তাহাও পরমাদৃত হইয়া উপভোগ করিল। একত্র এত অদ্ভুত উপচারসমবায় আর কোথায়ও সম্ভবে না! রাজার ধনব্যয় ও সমাদরের কিছু মাত্র ত্রুটি লক্ষিত হইল না। পাতালবাসিগণ আসিয়াও সুধাপেক্ষা অতি মধুর খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিতে লাগিল। তাদৃশ খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিয়া তাহাদের পাতালে যাইতে আর ইচ্ছা রহিল না,

(১) রসান্নানি।

(২) ষড়্‌বিধান্যন্নপানানি সংস্কৃতানি দ্বিধা নরৈঃ। দেবানাং ভোজনে তত্র মন্ত্রতন্ত্রবিশারদৈঃ। মর্ত্ত্যানাং নরবিদ্যায়াং কুশলৈঃ সংস্কৃতানি বৈ ॥ ক্ষুৎপিপাসানভিজ্ঞা হি সুধাহারা দিবৌকসঃ। তেষামপি অপূর্ব্বস্বাদাশ্চর্য্যং তদ্ধি ভোজনম্ ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ।

(১) যদ্ভুক্ত্বা নান্ববাঞ্ছন্তি পাতালগমনং হি তে। পুরাণি যানি পাতালে রত্নৌঘালোকিতানি চ ॥ বিনা সূর্য্যপ্রকাশেন তাদৃশান্যেব ভূপতিঃ। দদৌ তেষাং নিবাসায় যেষু পাতালবুদ্ধয়ঃ ॥ সুখাসীনাশ্চ ক্রীড়ন্তো ভুঞ্জানা শেরতে মুদা। দেবানামপি নাস্ত্যত্র ভূমিস্পর্শনমস্তি বৈ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নপুরে তত্র স্বর্গাদপি মনোহরে ॥ যদৃচ্ছয়া সুখক্রীড়াসক্তা নো তত্যজুর্ভুবম্ ॥ অভিলাষোপজাতং তু সুখং স্বর্গে বদন্তি হি। অনিচ্ছয়াপি ভো বিপ্রাঃ সুখং সর্ব্বত্র তত্র বৈ। আদৃত্য যত্নান্নস্তেভ্যো ভোজ্যং

প্রণেতৃকাঃ। যজ্ঞানুষ্ঠানকুশলাঃ সদাচারাবতং-সকাঃ। অগ্ন্যাধানাদ্যবভৃথপ্রচারমনুপূর্ব্বশঃ। চক্রুঃ সদস্যানুমতে নৃপতেঃ প্রীতয়ে দ্বিজাঃ॥ ৫৪॥ ন মন্ত্রাঃ স্বরতো হীনা বর্ণতো বাপি কর্হিচিৎ। যে বৈ বিধিবিধাতারস্তে বৈ কর্ম্মপ্রচারকাঃ॥ (২) ৫৫॥

ইত্থং প্রবর্ত্তিতো যজ্ঞস্ত্রৈলোক্যপ্রীতিকারকঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য নৃপতেঃ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥ ৫৬॥ জগদীশপ্রসাদায় পিতামহনিদেশতঃ। একোনং ক্রমশঃ সংস্থামবাপ পৃথিবীপতিঃ। সহস্রং হয়মেধস্য যথাবদ্বিধিচোদিতম্॥৫৭॥ ততঃ সাহস্রিকে যজ্ঞে বাজিমেধে স দীক্ষিতঃ। দিনে দিনে দিব্য-গতির্বভূব নৃপতিস্তদা॥ ৫৮॥ সুত্যাসপ্তদিনাৎ পূর্ব্বং যা রাত্রিরভবদ্দ্বিজাঃ। তস্যাস্তুরীয়প্রহরে ধ্যায়তে বিষ্ণুমব্যয়ম্। ধ্যানে তস্মিন্ দদর্শাসৌ মহাভাগ্য-বশান্নৃপঃ॥ ৫৯॥ প্রত্যক্ষমেব স শ্বেত-দ্বীপং স্ফটিকনির্ম্মিতম্। সমন্তাৎ পরিবার্য্যৈনং তিষ্ঠন্তং ক্ষীরসাগরম্॥ ৬০॥ মহাকল্পদ্রুমৈঃ পুষ্পগন্ধামোদি-দিগন্তরৈঃ। ফলপল্লববল্কৈর্ব্বু (১) বহিরন্তশ্চ সর্ব্বতঃ॥ শঙ্খচক্রান্বিতৈঃ শুভ্রৈঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতৈঃ।

(সেইখানেই থাকিতে ইচ্ছা করিল)। হে দ্বিজগণ! এই মহাযজ্ঞে যজ্ঞানুষ্ঠানকুশল, সদাচার-পরায়ণ, স্মৃতিকার, কল্পকার, প্রভৃতি শস্ত্রপ্রণেতারা নরপতির সন্তোষার্থ সদস্যের অনুমতিক্রমে অগ্ন্যাধান হইতে অবভৃথ স্নান পর্য্যন্ত সমুদয় কর্ম্ম ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং যজ্ঞীয় মন্ত্র সকল, উদাত্তাদি স্বর ও বর্ণে কোন অংশে হীনাঙ্গ হয় নাই। কেনই বা হইবে? যাঁহারা স্বয়ংই মন্ত্রাদির বিধান করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার এই যজ্ঞে কর্ম্মপ্রচারক

হইলেন।৩৮-৫৫। এইরূপে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতির যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়া ত্রৈলোক্যের প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে জগদীশ্বরের প্রসন্নতা জন্য ব্রহ্মার নিদেশানুরূপ নরপতির হয়মেধ যজ্ঞে ক্রমে ক্রমে একোনসহস্র-সংখ্যা যথাবিধি বিধানে সম্পূর্ণ হইল। অনন্তর তিনি যখন সাহস্রিক অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন, তখন প্রতিদিন ক্রমশঃ দিব্যগতি লাভ করিতে লাগিলেন। অতঃপর যে দিন ক্রতুসমাপনানন্তর অবভৃথস্নান করা হইবে, তাহার সপ্তদিনের পূর্ব্বদিবসীয় রাত্রির শেষ প্রহরে নরপতি, ধ্যানযোগে সৌভাগ্যবশতঃ অব্যয় বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন আর ও দেখিলেন, যে স্ফটিকনির্ম্মিত শ্বেতদ্বীপও উহার চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপিয়া ক্ষীরসমুদ্র অবস্থিত আছে। উহাতে বৃহৎ কল্পদ্রুম সকল পুষ্পগন্ধদ্বারা দিগ্‌দিগন্তর আমোদিত করিতেছে, এবং উহাদিগের ফল ও পল্লব বল্কলসকলে

তে সাদরং নরাঃ। ন যাচিতঃ কোঽপি জনঃ কুতো বাঞ্ছাৎপরাঙ্মুখঃ॥ রাজাধিরাজবেশ্মানি জনানাং স্বগৃহৈঃ সমম্। তদাসীৎ স্বগৃহে তেষাং ন সদা সর্ব্বসম্ভবঃ॥ তত্র যৎ কামনাতীতং তদ্বস্তু সুলভং বহু। ইত্থং প্রবর্ত্তিতে যজ্ঞে যজ্ঞেশপ্রীতয়ে মুদা॥ পৃথিবী হৃতসর্ব্বস্বা বাজিমেধেঽস্য ভূপতেঃ যা পূর্ব্বং সাভবদ্ভূয়ঃ স্বর্ণবৃষ্টিসুভূষিতা॥ ইত্থং প্রবৃত্তে লোকানাং তত্র ত্রৈলোক্যবাসিনাম্। দানসম্মান-ভোজ্যানাং বিধৌ বিধিবতোঽন্বহম্॥ অশ্বমেধং প্রতিজনা জগুর্গাথাং পরস্পরম্। নেদৃক্ যাগস্য সম্ভারো বিধেঃ শাস্ত্রপ্রচোদিতঃ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নস্য রাজর্ষের্ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। ন যাচিতারো দাতারো মিথো যত্র নিমন্ত্রিতাঃ॥ ন কামভঙ্গো যত্রাসীদ্দেবানামপি ভো দ্বিজাঃ। ঈদৃক্ সমৃদ্ধঃ ক্রতুরাট্ প্রবৃত্তো ভূপতেস্তদা। অধিশ্রদ্ধঃ সুসম্পন্নঃ পূর্ব্বস্মাদপরোঽভবৎ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

(২) প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তেন প্রায়শ্চিত্তনিবন্ধনাৎ কর্ম্মোপঘাতো নো তত্র যোগিনঃ কর্ম্মযোগিনঃ। যত্র সপ্তর্ষয়ো দিব্যাঃ সদস্যাঃ ক্রতুসাক্ষিণঃ। প্রচারয়ন্তি কর্ম্মাণি গুণদোষবিভাগিনঃ। যাজ্ঞবল্ক্যাদয়স্তেঽত্র মুনয়স্তু দ্বিজো বৃতাঃ॥ সদোগতাস্তে মুনয়ঃ পরস্পর-কথান্তরে। বাকোবাক্যাণি সূক্তানি গুহ্যোপনিষদানি চ॥ গাথাঃ পৌরাণিকীর্ব্বিপ্রা বিষ্ণুভক্তিপুরঃসরাঃ। চরিতানি হরেঃ সর্ব্বকল্পযোর্নিহরাণি চ। তত্র সংবর্ত্তধাম্নুতে সভায়াং মহীক্ষিতঃ॥ তস্য যজ্ঞে হবিঃ লোকে প্রত্যক্ষং বহ্নিমধ্যগাঃ॥ মুদিতাস্ত্রিদশা বিপ্রা মহেন্দ্রপ্রমুখা মখে। চিরপ্রবাসিনো দেবা নাস্মরন্তামরাবতীম্॥ অমৃতং হি হাবস্তেষাং কল্পিতং ব্রহ্মণা পুরা। তৎ প্রাপ্য মুদিতা দেবা বীর্য্যবন্তশ্চিরায়ুষঃ। যাগানুষ্ঠানবিষয়াদন্যত্র বিষয়ান্ বহূন্। ইন্দ্রদ্যুম্নেন রচিতান্ সমস্তানুপভুঞ্জতে॥ তত্র যে নাগরাজানঃ পাতালতলবাসিনঃ। তেঽপ্যধিকান্মর্ত্ত্য-লোকে বিষয়ানুপভুঞ্জতে॥ পাতালগমনং তে বৈ নেহন্তে মনসা ক্বচন্। ইত্যধিকঃ পাঠো মুদ্রিতপুস্তকস্থঃ।

(১) বল্কৈঃ।

মহামাঞ্জিষ্ঠবর্ণৈশ্চ মুর্ত্তিভির্মুররিপোঃ ॥ ৬১ ॥ তন্মধ্যে ঘটিতং দিব্য-মণিভির্মণ্ডপোত্তমম্। মধ্যস্থসূর্য্য-ঘস্তাসি রত্নসিংহাসনোজ্জ্বলম্। ক্ষীরাব্ধিশীতকল্লোল-মন্দবাতমনোহরম্ ॥ ৬২ ॥ তন্মধ্যে দদৃশে দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্। (১) দক্ষপার্শ্বস্থিতং তস্য অনন্তং ধরণীধরম্। (২) সব্যে পার্শ্বেস্থিতাংবিষ্ণোর্লক্ষ্মীংতাং শুভলক্ষণাম্। (৩) পিতামহঞ্চ দদৃশে পুরতোঽস্য কৃতাঞ্জলিম্ ॥ ৬৩ ॥ বামপার্শ্বস্থিতং চক্রং সর্ব্বজ্ঞানময়ং বিভোঃ ॥ সনকাদিমুনীন্দ্রৈস্তু স্তূয়মানং জগদ্গুরুম্ ॥ দৃষ্ট্বা স্বপ্নে নৃপবরঃ সম্প্রহৃষ্টো দ্বিজোত্তমাঃ। অদৃষ্ট-পূর্ব্বরূপং তং জ্যোতির্ম্ময়মনন্তকম্। তুষ্টাব তত্র ধ্যানস্থো হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৬৫ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। নমস্তে জগদাধার জগদাত্মন্নমোঽস্তু তে। কৈবল্য-ত্রিগুণাতীতগুণাঞ্জন নমোঽস্তু তে ॥ ৬৬ ॥ সুশুদ্ধ-নির্ম্মলজ্ঞান-স্বরূপায় নমোঽস্তু তে। শব্দব্রহ্মাভিধানায় জগদ্রূপায় তে নমঃ ॥ ৬৭ ॥ সংসারপতিতশ্রান্ত-দুঃখধ্বংস নমোঽস্তু তে। দুর্ভেদ্যহৃদয়গ্রন্থিভেদকায় নমোঽস্তু তে ॥ ৬৮ ॥ দ্বিসপ্তভুবনাগার-মূলস্তম্ভায় তে নমঃ। ব্রহ্মাণ্ডকোটিঘটনাশিল্পিনে চক্রিণে নমঃ ॥ করুণামৃতপাথোধিসুধাধাম্নে নমো নমঃ। দীনো-দ্ধারৈকগুহ্যায় কৃপাপাথোধয়ে নমঃ ॥৭০॥ প্রকাশকানাং সূর্য্যাদি-জ্যোতিষাং জ্যোতিষে নমঃ। প্রতিস্ব-স্বনদীপ্তায় অন্তপাপাগ্নয়ে নমঃ ॥ ৭১ ॥ পাবকায় পবিত্রায় পবিত্রাণাং নমো নমঃ ॥ ৭২ ॥ গরিষ্ঠায় বরিষ্ঠায় দ্রাঘিষ্ঠায় নমো নমঃ। নেদিষ্ঠায় দবিষ্ঠায়

অন্তঃ ও বহির্ভাগের সর্ব্বাবয়ব শঙ্খচক্রচিহ্নবিশিষ্ট হওয়ায় যেন সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত ও মহামাঞ্জিষ্ঠবর্ণ দ্বারা সেই মুররিপুর কল্পতরু-মূর্ত্তিগুলি সাতিশয় রক্তিম শোভা ধারণ করিয়া আছে। এই দ্বীপের মধ্যভাগে দিব্য-মণি-বিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট মণ্ডপ, উহার মধ্যস্থিত সূর্য্যকিরণ-সদৃশ আভাযুক্ত রত্নসিংহাসন উহাকে উজ্জ্বল করিয়া আছে এবং সন্নিহিত ক্ষীরসাগরের জলকল্লোল ও মৃদুবায়ুসংসর্গে উহা অতি মনোরম হইয়াছে। তাহার মধ্যভাগে সিংহা-সনের উপরি শঙ্খচক্র-গদাধর দেবকে তিনি দর্শন করিতে লাগিলেন। ধরণীধর অনন্তদেব তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে, শুভলক্ষণা লক্ষ্মী তাঁহার বাম পার্শ্বে এবং পিতামহ (ব্রহ্মা) কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিত আছেন। বিষ্ণুর বামপার্শ্বে সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন তদীয় চক্র রহিয়াছে ও সনক-সনন্দনাদি মুনীন্দ্রগণ ঐ জগদ্গুরু জগদীশ্বরের স্তব করিতেছেন। ৫৬—৬৪। হে দ্বিজোত্তমগণ! নৃপবর স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন এবং সেই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ বৈকুণ্ঠনাথকে হর্ষগদবাক্যে তদবস্থায় ধ্যানস্থ হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—হে জগদাধার! হে জগদ্রূপিন্! আপনাকে নমস্কার করি। হে দেব! আপনি গুণময় হইয়াও গুণ-ত্রয়ের অতীত, আপনি কৈবল্যরূপী, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পরিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। আপনি শব্দব্রহ্ম (বেদ) রূপী, আপনি জগদ্রূপী, আপনাকে নমস্কার। আপনি সংসারপতিত-শ্রান্ত ব্যক্তির দুঃখ দূর করেন, আপ-নাকে নমস্কার। আপনি দুর্ভেদ্য হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ গৃহের মূলস্তম্ভ, আপনাকে নমস্কার। হে চক্রিন্! আপনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি দয়ারূপ সুধাসাগরের সুধার ভাণ্ডার; আপনি দীনগণের উদ্ধারকর্ত্তা, অতি গুহ্য বস্তু, আপনি দয়াসাগর, আপনাকে বার বার প্রণাম করি। আপনি আলোকদাতা সূর্য্য-প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর জ্যোতিঃস্বরূপ, আপনি লোকের হৃদয়স্থ পাপের দাহবিষয়ে অনলস্বরূপ, আপনি পবিত্র বস্তুর পবিত্রতাকারী, অতি পবিত্র, আপনাকে বার বার প্রণাম করি। আপনি বরিষ্ঠ, আপনি দীর্ঘতম, আপনি অতি সন্নিহিত হইয়াও

(১) নীলজীমূতসঙ্কাশং বনমালাবিভূষিতম্ সর্ব্ব-লাবণ্যভবনং সৌন্দর্য্যশ্রীনিকেতনম্। নির্ভৎসয়ন্তং বপুষা পিনদ্ধং সর্ব্বভূষণম্। ইতি মৃন্ময়ীমুদ্রিত পুস্তকস্থোঽধিকঃ পাঠঃ ॥

(২) কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং হিমাদ্রিসদৃশপ্রভম্ ॥ ফণামুকুটবিস্তারচ্ছত্রীভূতং মনোহরম্। মণিকুণ্ডল-যুগ্মাঙ্কং চারুনীলনিচোলকম্ ॥ হললাঙ্গলশঙ্খারিস্ফুর-দ্বাহুচতুষ্টয়ম্। হারকেয়ূরবলয়মুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ মেখলাকটিসূত্রাঢ্যং দিব্যরত্নপ্রসাধনম্। দিব্য-হালাক্ষীবমূর্ত্তিং চারুহাসং সুনেত্রকম্ ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

(৩) বরাভয়াব্জহস্তাং বৈ কুঙ্কুমাভ্যাং সুলোচ-নাম্। ত্রৈলোক্যযুবতীবৃন্দদৃষ্টান্তাদ্ভুতবিগ্রহাম্। দদর্শ পদ্মাসনগাং লাবণ্যাম্বুধিপুত্রিকাম্। ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

কোদিতায় নমো নমঃ। বরেণ্যায় সুপুণ্যায় নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৭৩ ॥ পরিত্রাহি জগন্নাথ দীনবন্ধো নমোঽস্তু তে। নিস্তীর্ণোঽহং ভবাম্ভোধিং প্রাপ্য ত্বাং তরণিং সুখাম্। ত্বয়ি দৃষ্টে রমানাথ ক্লেশা ব্যপগতা মম। চিদানন্দস্বরূপং ত্বাং প্রাপ্তানাং দুঃখসন্তুক্ষয়ঃ ॥ ৭৫ ॥ ত্বং নাথ সমুৎপন্নঃ পরমানন্দহেতুকম্। ত্রাহি ত্রাহি ভবাম্ভোধিমগ্নং মাং দীনচেতসম্ ॥ মধ্যাহ্নকোদিতে ব্যোম্নি কুতঃ সন্তমসোদয়ঃ ॥ ৭৬ ॥ ধ্যানস্থিতঃ স্তবমেবং প্রণম্য জগদীশ্বরম। ধ্যানাবসানে চ পুনঃ স্বয়ং জাগ্রদবুধ্যত। স্বপ্নান্তে ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি সস্মারাত্মানমাত্মনা ॥ ৭৭ ॥ অত্যদ্ভুতমিব স্বপ্নং দৃষ্ট্বা চ নৃপকুঞ্জরঃ। মেনে কৃতার্থমাত্মানং হয়মেধক্রতোস্তথা ॥ ৭৮ ॥ সহস্রং সফলঞ্চৈব সুভাগ্যং সমুপস্থিতম্ ॥ ৭৯ ॥ নহি দেবর্ষিবচনং বৃথা ভবতি কর্হিচিৎ। প্রত্যক্ষো মে কথং নাথঃ স্বয়মত্র ভবিষ্যতি। ইতি চিন্তাকুলো রাত্রিশেষং নীত্বা বিশাম্পতিঃ। শশংস নারদস্যাগ্রে যথা স্বপ্নোঽস্বভূয়ত ॥ ৮০ ॥ স চাপি নারদঃ প্রাহ শোকস্তে বিগতো নৃপ। অরুণোদয়কালে হি ভগবন্তং দদর্শ যৎ। দশাহাৎ ফলদঃ স্বপ্নস্তস্মিন্ কালে নৃপোত্তম ॥ ক্রত্বন্তে ভগবানত্র প্রত্যক্ষস্তে ভবিষ্যতি। যদাহ মদ্গিরা ত্বাং হি চরাচরগুরুর্বিধিঃ। সোঽপ্যাহ জগতঃ স্রষ্টা স্বপ্নেঽস্মিন্নবলোকিতঃ। তদনুষ্ঠীয়তাং যত্নঃ পরাগ্রে ন প্রকাশয় ॥ ৮২ ॥ স্বপ্নোঽয়ং নৃপশার্দ্দূল দুর্ব্বোধং চরিতং হরেঃ। কিন্তু ভাগ্যবশাদেব স্বপ্নস্তাদৃক্ প্রজায়তে ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নস্য সহস্রহয়মেধানুষ্ঠানেন ভগদ্দর্শনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ। ততঃ প্রববৃতে শৃত্যা নৃপতের্বাজিমেধিকী। তস্যাং ত্রৈলোক্যমভবদেকসসদ্মনিভং

দূরস্থিত, এবং গুরুতম হইয়া ক্ষুদ্রতম, আপনাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! আপনি সকলের বরেণ্য পুণ্যতম, আপনাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ! আমাকে পরিত্রাণ করুন। হে দীনবন্ধো! আপনাকে বারবার প্রণাম করি। আপনি সংসারসাগরপারের সুখকর তরণীস্বরূপ, আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি অনায়াসে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। হে রমানাথ! আপনার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়াতেই আমার সকল ক্লেশ দূর হইল। আপনি চিদানন্দরূপী, আপনাকে প্রাপ্ত হইলে, আর কোন দুঃখই থাকে না। হে নাথ! আপনার দর্শনই পরমানন্দের হেতু, হে দেব! আমি সংসারসাগরে মগ্ন অতিদীন, আমাকে পরিত্রাণ করুন। মধ্যাহ্নরবি উদিত থাকিতে আকাশে অন্ধকার কোথা হইতে আসিবে? এই প্রকারে তিনি ধ্যানযোগে স্তব ও প্রণামপূর্ব্বক ধ্যানাবসানে স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থা লাভ করিয়া চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নবসানে আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে স্মরণ করিলেন। নৃপকুঞ্জর এই অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন করায় আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞও সফল হইল। সুতরাং নৃপতির সৌভাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্গীয় ঋষিদিগের বচন কদাপি বৃথা হইবার নহে। এখন তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, স্বয়ং জগন্নাথ কখন কি প্রকারে এই স্থলে আসিয়া আমার প্রত্যক্ষ হইবেন! এই প্রকার চিন্তায় রাত্রি শেষ করিয়া আদ্যোপান্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত নারদের নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিলেন। নারদ শ্রবণান্তে বলিলেন যে, হে নৃপ! এই অবধি তোমার সেই শোক বিদূরিত হইল; যখন অরুণোদয় কালে ভগবান্‌কে স্বপ্নে দর্শন পাইয়াছ, তখন সেই সময়ের স্বপ্ন দশাহ মধ্যেই ফলদান করিবে, এই সাহস্রিক হয়মেধের অন্তেই ভগবান্ এই স্থলেই তোমার প্রত্যক্ষ হইবেন। ইতিপূর্ব্বে চরাচরগুরু ব্রহ্মা, আমার বাক্য দ্বারা তোমাকে যাহা জানাইয়াছিলেন, এখন সেই জগদীশ্বরও এই স্বপ্নে অবলোকিত হইয়া তোমার নিকট তাহাই ব্যক্ত করিলেন। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সেই বাক্যের সার্থকতা প্রকাশ করুন। হে নৃপশার্দ্দূল! এই স্বপ্নবৃত্তান্তে যাহা অবগত হইলে তাহা হরিদেবের অতি দুর্ব্বোধ চরিত্র; কিন্তু তুমি ভাগ্যধর বলিয়া তোমার ঈদৃক্ সুস্বপ্নলাভ হইয়াছে। ৬৫—৮৩

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

অনন্তর নরপতির অশ্বমেধ-যজ্ঞারম্ভে অবভৃথ স্নানের উদ্যোগ হইতে লাগিল। হে দ্বিজগণ!

দ্বিজাঃ ॥ ১ ॥ শাস্ত্রৈঃ স্তোত্রৈর্দ্বিজস্পৃগ্ভির্বর্ণক্রম সমুজ্জ্বলৈঃ। যথা স্বরপদন্যাসৈরন্যশব্দান্তিরোহিতাঃ ॥ ২ ॥ দানান্যবিরতং (১) তত্র দীয়ন্তে কামিতানি (২) বৈ। নটনর্ত্তকসূতানাং সাভূৎ কল্পদ্রুমোপমা ॥৩॥ তন্মধ্যেহবভৃথং স্নাতুং কৃতা যত্রোপকারিকা। দক্ষিণে তটভূদেশে বিশ্বেশ্বরসমীপতঃ ॥ ৪ ॥ নিযুক্তাঃ সেবকাঃ রাজ্ঞঃ সসম্ভ্রমমুপস্থিতাঃ। ন্যবেদয়ন্ত নৃপতিং কৃতাঞ্জলিপুটা দ্বিজাঃ ॥ ৫ ॥ দেব দৃষ্টো মহাবৃক্ষস্তটভূমৌ মহোদধেঃ। প্রবিষ্টাগ্রসমুদ্রান্তঃ কল্লোলপ্লবমূলকঃ ॥ ৬ ॥ মাঞ্জিষ্ঠবর্ণঃ সর্ব্বত্র শঙ্খচক্রাঙ্কিতঃ প্রবন্। স্নানবেশ্মসমীপেহসৌ দৃষ্টোহস্মাভিঃ পরোহদ্ভুতঃ ॥ ৭ ॥ ন দৃষ্টপূর্ব্বো বৃক্ষোহয়মুদ্যৎসূর্য্যো নভোহংশুনা। গন্ধেন বাসয়ন্ সর্ব্বাং তটভূমিং সুগন্ধিনা ॥ ৯ ॥ ক্রমঃ সাধারণো নায়ং লক্ষ্যতে দেবভূরুহঃ। কশ্চিদ্দেবস্তরুব্যাজাদাগতো লক্ষ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥ নিযুক্তানাং বচঃ শ্রুত্বা রাজা নারদমব্রবীৎ। তৎ কিন্নিমিত্তং যদ্দৃষ্টং তরুশ্রেষ্ঠং বদন্তি যৎ ॥ ১০ ॥ নারদঃ প্রহসন্ বাক্যমুবাচ নৃপসত্তমম্। পূর্ণাহুতিং সমাপ্নোতু যেন স্যাৎ সকলঃ ক্রতুঃ ॥ ১১ ॥ উপস্থিতং তে তদ্ভাগ্যং স্বপ্নে যদ্দৃষ্টবান্ পুরা। শ্বেতদ্বীপে বিশ্বমূর্ত্তির্দৃষ্টো যো বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ১২ ॥ তদঙ্গস্খলিতং রোম তরুত্বমুপপদ্যতে। অংশাবতারস্ত্বাগুর্দ্ধঃ পৃথিব্যাং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৩ ॥ তদ্রূপতাং (১) তরুর্যাতি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। দ্রুমোহপৌরুষেয়োহসৌ ভাজনং তস্য (২) দর্শনে। ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে (৩) ॥ ১৪ ॥ ত্বদ্ভাগ্যবশতঃ সর্ব্বলোকানাং নয়নাতিথিঃ ॥ ১৫ ॥ ভবিষ্যতি মহারাজ সর্ব্বকল্মষনাশনঃ। সমাপ্যাভৃথস্নানং তটান্তে সরিতাংপতেঃ ॥ ১৬ ॥ উৎসবং সুমহৎ কৃত্বা কৃতকৌতুকমঙ্গলম্। মহাবেদ্যাং স্থাপয়াত্র যজ্ঞেশং তরুরূপিণম্ ॥ ১৭ ॥ বিগর্ষ্যৈবং

সেই যজ্ঞে সমস্ত ত্রৈলোক্যবাসী লোকসকলের একত্র সমাবেশ হওয়াতে ত্রিভুবন তথাকার একটী গৃহের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঋত্বিগাদি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নভস্পর্শী উদাত্তাদিস্বরে উচ্চারিত বর্ণ ক্রমোজ্জ্বল পদকদম্বক ও নানাবিধ স্তোত্রধ্বনিতে এবং বিবিধ শাস্ত্রীয় বাক্যোচ্চারণে অন্যান্য শব্দ সকল তিরোহিত হইল। সেই সভামধ্যে অনবরত অর্থিগণের অভিলষিত দ্রব্যনিচয় বিতরিত হইতে লাগিল; সেই যজ্ঞসভা নট,নর্ত্তক ও স্তুতিপাঠকগণের কল্পতরুস্বরূপ হইয়া উঠিল—অর্থাৎ তাহারা যথেচ্ছ পারিতোষিক পাইতে লাগিল। দক্ষিণে সাগরের তটে বিশ্বেশ্বর শিবের সমীপে অবভৃথস্নানের নিমিত্ত যে সকল সেবক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা নৃপতিসন্নিধানে অতি সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল;—হে দেব! মহাসমুদ্রের তটভূমিতে একটী মহাবৃক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে, উঁহার অগ্রভাগ সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট ও মূলদেশ জলকল্লোলে প্লাবিত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে আমাদের স্নানগৃহসমীপে উপস্থিত হইয়াছে, উহার সর্ব্বাবয়ব রক্তবর্ণ, শঙ্খচক্র চিহ্নে চিহ্নিত, আমরা উহাকে এক অতি অদ্ভুতদর্শন বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। উহা স্বকীয় তেজোদ্বারা নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সমুদয় প্রদেশ আলোকিত ও স্বকীয় সুগন্ধ দ্বারা আমোদিত করিতেছে। এটী সাধারণ বৃক্ষ নহে। দেববৃক্ষ বলিয়া লক্ষ্য হইতেছে, অথবা নিশ্চয়ই কোন দেবতা তরুরূপ ধারণ করিয়া সমাগত হইয়াছেন।১-৯। নরপতি, নিযুক্ত ভৃত্যগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহারা যাহাকে তরুশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিল, তাহার দর্শনের কারণ কি? নারদ হাসিতে হাসিতে নৃপবরকে কহিলেন,—আপনি এইক্ষণে পূর্ণাহুতি সমাধান করুন, যাহাতে এই যজ্ঞ সফল হইবেক। আপনার এই সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে; আপনি ইতিপূর্ব্বে স্বপ্নাবস্থায় যে শ্বেতদ্বীপবাসী অব্যয় বিশ্বমূর্ত্তি বিষ্ণুকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারই অঙ্গসমুদ্ভূত রোম স্খলিত হইয়া তরুরূপী হইয়াছেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ পৃথিবীতে ব্রহ্মার অংশাবতারের স্বরূপ স্থাণুরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে নৃপ! তুমি পুরুষের শ্রেষ্ঠ, তোমা বিনা পৃথিবীতে অন্য কেহ এই অপৌরুষেয় বৃক্ষটী দর্শন করিতে যোগ্য নহে। আপনার ভাগ্যবশতঃ সকল মানবের নয়নপথের অতিথি হইয়া উহা তাহাদের পাপরাশি বিনাশ করিবেক। আপনি সরিৎপতির তটসমীপে অবভৃথস্নান সমাপনান্তে মহতী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরিভাগে ঐ তরুরূপী যজ্ঞেশ্বরকে সুসমৃদ্ধ উৎসবসহকারে কৌতুক ও মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক স্থাপন করুন। তৎকালে নারদ ও নরপাল এইরূপ পরস্পর বাক্যালাপ করত

(১) দীনভ্যোহবারিতম্। (২) বাঞ্ছিতানি। (১) তদ্রূপাবস্তরং। (২) নাস্য। (৩) নৃপসত্তম।

মুদা যুক্তা তদা নারদস্তু ভুজৌ। সুসম্বদ্ধৌ ততো যাতো যত্রাসৌ ভগবান্ দ্রুমঃ ॥ ১৮ ॥ তং দৃষ্ট্বা হর্ষিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম সাক্ষাদুপস্থিতম্। মেনিরে জন্ম-সাফল্যং জীবন্মুক্তা মহোদয়াঃ ॥ ১৯ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নো-ঽপি নৃপতির্ম্মগ্নজ্ঞানন্দসাগরে। স্বপ্নে দৃষ্ট্বা জগন্নাথং যথাসৌ ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥ তথা দদর্শ তং বৃক্ষং চতুঃশাখং চতুর্ভুজম্। স্বকং শ্রমং মন্যমানঃ সফলং নৃপসত্তমঃ ॥ ২১ ॥ জহৌ শোকং নীলমণি-মাধবাদর্শনাদিকম্। তদা [illegible] প্রণম্যৈনং হর্ষাশ্রুনয়নো নৃপঃ ॥ ২২ ॥ দ্বিজৈরাবাহয়ামাস তরুং কল্লোললোলিতম্ শঙ্খকাহালমুরজঢক্কা-পটহনিস্বনৈঃ ॥ ২৩ ॥ গীতবাদিত্রনির্নাদৈর্জয়শব্দৈঃ সহস্রশঃ। সুগন্ধিপুষ্পাঞ্জলিভিরাকাশাৎ পতিতৈর্মুহুঃ ॥ ১৪ ॥ পবিত্রো ধূপপাত্রৈশ্চ কৃষ্ণাগুরুসুধূপিতৈঃ। বেশ্যাভির্যৌবনোন্মত্তসুরূপাভিঃ প্রচালিতৈঃ ॥ ২৫ ॥ স্বর্ণদণ্ডপ্রকীর্ণৈশ্চ বীজ্যমান সমন্ততঃ। পতাকাভির্দিব্যপট্ট-দুকূলাভিঃ সুশোভিতম্ ॥ ২৬ ॥ রাজভি-র্গজবৃন্দৈশ্চ তুরগৈঃ পত্তিভির্বৃতম্। মাগধৈর্বন্দ্যমানঞ্চ স্তূয়মানং মহর্ষিভিঃ ॥ ২৭ ॥ ঋত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব বিদ্বদ্ভিঃ শ্রোত্রিয়ৈস্তথা। (১) সুগন্ধালঙ্কৃতং দিব্যং মহাবেদ্যান্তু নিন্যতুঃ। বিতানবরচিত্রায়াং বেষ্টিতায়াং নিরন্তরম্ ॥ ২৯ ॥ বেদ্যাং তং স্থাপয়ামাসুরিন্দ্র-দ্যুম্নস্য শাসনাৎ ॥ ৩০ ॥ বচসা নারদস্যৈনং পূজয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৩১ ॥ সহস্রৈরুপচারাণাং দিব্যরূপৈ-র্নৃপোত্তমঃ। পূজাবসানে পপ্রচ্ছ নারদং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩২ ॥ কীদৃশীং প্রতিমাং বিষ্ণোর্ঘটয়িষ্যন্তি কঃ পুনঃ। ইত্যুক্তস্তং মুনিঃ প্রাহ অচিন্ত্যমহিমা গুরুঃ ॥ ৩৩ ॥ কো বেদ তস্য চেষ্টাং বৈ সর্ব্বলোকো-ত্তরাং নৃপ। স্রষ্টা যো জগতাং তস্যাপ্যেষা সংশয়-গোচরা ॥ ৩৪ ॥ বিচারয়ন্তৌ তাবিত্থং যাবন্নারদ-পার্থিবৌ। অশরীরাং ততো বাণীং শুশ্রুবে চান্ত-রীক্ষতঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্র বিস্ময়মানানাং সর্ব্বেষামেব

হর্ষান্বিত হইয়া মহাসমারোহের সহিত দ্রুমরূপী ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ দ্রুমরূপ ব্রহ্মদর্শনে হর্ষলাভ করিয়া জীবন্মুক্ত মহোদয়েরা সকলেই স্ব স্ব জন্ম সার্থক করিয়া মানিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। স্বপ্নাবস্থায় জগন্নাথের যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চতুর্ভুজস্বরূপ চতুঃশাখ সম্পন্ন বৃক্ষরাজকে দর্শন করিতে লাগিলেন। স্বীয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া নীলমণি-মাধবের অদর্শন জন্য যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা বিদূরিত করিলেন। সেই সময়ে নৃপবর পুনরায় হর্ষাশ্রুনয়নে প্রণামপুরঃসর জল কল্লোলবিলোলিত এই তরুবরকে দ্বিজগণ দ্বারা আবাহন করিলেন। ঐ সময়ে শঙ্খ, কাহল, মুরজ, ঢক্কা ও পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। গায়কগণেরা হরিসংকীর্ত্তনাদি গান আরম্ভ করিল এবং সহস্র সহস্র জয়শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। নভোমণ্ডল হইতে মুহুর্মুহুঃ সুগন্ধি পুষ্পাঞ্জলি সকল বর্ষিত হইল এবং ভগবদ্রূপী তরুবরের চতুর্দ্দিকে কালাগুরু প্রভৃতি ধূপধূপিত ধূপপাত্র সকল প্রদত্ত হইল। যৌবনমদ-মত্ত বারস্ত্রীবৃন্দ, স্বর্ণদণ্ড-খচিত-ব্যজন দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্যজন করিতে লাগিল। দিব্য পট্টাম্বরনির্ম্মিত পতাকারাজি তরুবরের শোভা বর্দ্ধন করিল। রাজবর্গের গজ, অশ্ব, পদাতিসমূহে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইল। বন্দিগণ বন্দনা করিতে লাগিল এবং মহর্ষি, ঋত্বিক, শ্রোত্রিয় ও অন্যান্য বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুমতিক্রমে উল্লিখিত বৃক্ষটিকে সুগন্ধাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া মহাবেদীর উপরি স্থাপিত করিলেন। অতঃপর নরপতি নারদের বাক্যানুসারে উহাকে পূজা করিলেন। পূজাপরিশেষে মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এইক্ষণে বিষ্ণুর প্রতিমা কি প্রকারে বিনির্ম্মিত হইবে? কোন ব্যক্তিই বা উহার গঠনকার্য্য সম্পন্ন করিবেন? মুনিপুঙ্গব ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপতিকে বলিতে লাগিলেন যে, সেই চরাচরগুরুর মহিমা অচিন্তনীয়, উহাঁর সর্ব্বলোকাতীত চেষ্টা, কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে? যিনি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের স্রষ্টা, তাঁহারও উহাতে সংশয় উপস্থিত হয়।১০—৩৪। কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকার প্রতিমা বিনির্ম্মিত হইলে ভগবানের সন্তোষ জন্মিবে, নারদ ও নরপতি এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় অন্তরীক্ষ হইতে অশরীরী বাণী শ্রবণ-কুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তত্রস্থ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, "সেই

(১) তথান্যৈর্বৈষ্ণবকুলজৈঃ সচ্ছূদ্রৈঃ পরিবারিতম্। স্তোত্রৈর্বহুবিধৈঃ শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈঃ পৌরাণিকৈস্তথা। স্তূয়মানং তরুং বিষ্ণুর্জ্জলোকৈঃ পরিবেষ্টিতম্। ইত্যাধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

পৃথ্বীপাঃ। অপৌরুষেয়ো ভগবান্ বিচারপথমাস্থিতঃ॥ গুপ্তগ্রায়াং মহাবেদ্যাং স্বয়ং সোঽবতরিষ্যতি। প্রচ্ছাদ্যতাং দিনান্তেব যাবৎ পঞ্চদশানি বৈ॥ ৩৭॥ উপস্থিতোঽয়ং যো বৃদ্ধঃ শস্ত্রপাণিস্তু বর্দ্ধকিঃ। এনমন্তঃ প্রবিশ্যৈব দ্বারং বধ্নন্তু যত্নতঃ॥ ৩৮॥ বহির্বাদ্যানি কুর্ব্বন্তু যাবত্তদ্ঘটনা (১) ভবেৎ। শ্রুতো হি ঘটনাশব্দো বাধির্য্যান্ধত্বদায়কঃ॥ ৩৯॥ (২) নরকে বসতিশ্চৈব কুর্য্যাৎ সন্তাননাশনম্। নান্তঃপ্রবেশনং কুর্য্যাৎ ন পশ্যেচ্চ কদাচন॥ ৪০॥ নিযুক্তান্তঃ (৩) প্রপশ্যেচ্চেদ্রাজ্ঞো রাষ্ট্রস্য চৈব হি। দ্রষ্টুশ্চাপি মহাভীতিরন্ধতা চ যুগে যুগে॥ ৪১॥ তস্মান্নাবেক্ষণং কার্য্যং যাবৎ প্রতিমনির্বৃতিঃ। নির্ব্বৃতেন্তু স্বয়ং দেবঃ কৃত্যং তেঽত্র বদিষ্যতি॥ ৪২॥ যদ্যৎ কার্য্যং প্রযত্নেন সর্ব্বলোকসুখাবহম্। তচ্ছ্রুত্বা নারদাদ্যাস্তে যথোক্তং বিষ্ণুনা স্বয়ম্। চিকীর্ষতি তথা কর্ত্তুং তত্রায়াতস্তু বর্দ্ধকিঃ॥ ৪৩॥ প্রোবাচ নৃপতিং সোঽথ স্বপ্নে দৃষ্টাস্তু যাস্ত্বয়া। তা এবাহং ঘটিষ্যামি দারুণা দিব্যরূপিণা॥ ৪৪॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বেদ্যাং বৃদ্ধবর্দ্ধকিরূপধৃক্। বঞ্চনার্থং মনুষ্যাণাং সাক্ষান্নারায়ণো বিভুঃ॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অক্ষয়বটোৎপত্তি বিবরণং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

জৈমিনিরুবাচ। ততঃ স পৃথিবীপালস্তথা কৃত্বান্তরীক্ষগা। যদুবাচ গিরাং দেবী তদ্বৎপরিচচার চ॥১॥ এবং দিনে দিনে যাতে দিব্যগন্ধোঽনুভূয়তে। পারিজাতপ্রসূনানাং বৃষ্টির্নর্ত্ত্যেষু দুর্লভা॥ ২॥ দিব্যসংগীতনাদশ্চ গীতানি রুচিরাণি চ। স্বর্গঙ্গাজলবৃষ্টিশ্চ সূক্ষ্মবিন্দুসুশোভনা॥ ৩॥ ঐরাবতাদিনাগানাং মদগন্ধো মদদ্বিপৈঃ। দুঃসহঃ সর্ব্বলোকানাং সুখকার্য্যনুভূয়তে॥ ৪॥ যজ্ঞার্থমাগতা দেবাস্তে

অপৌরুষেয় ভগবান্ স্বয়ংই স্বীয় প্রতিমূর্ত্তির বিষয় বিচার করত আবরণেতে গুপ্ত মহাবেদীতে অবতীর্ণ হইলেন। তোমরা পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত বেদীগৃহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখ। এই যে শস্ত্রহস্ত বৃদ্ধ পুরুষ উপস্থিত দেখিতেছ, উহাকে এই গৃহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক উহার দ্বার বন্ধন করিবে। যাবৎকাল এই ঘটনাকার্য্য নিষ্পন্ন না হইবে, তাবৎ পর্য্যন্ত উহার বহির্ভাগে নানাবিধ বাদ্যোদ্যম করিতে থাক। যেহেতু এই ঘটনাশব্দ শ্রুতিবিষয়ে প্রবিষ্ট হইলে বধিরতা, অন্ধত্ব, নিরয়বাস ও অপত্যনাশ হয়। অতএব কদাপি ঘটনা-গৃহের অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিবে না ও ঘটনা ক্রিয়াও দেখিবে না। যদি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ দর্শন করেন, তাহা হইলে কি রাজা, কি রাষ্ট্র সকলেরই মহাভয় উপস্থিত হইবে, বিশেষতঃ দর্শনকারী ব্যক্তি যুগে যুগেই অন্ধতার বশীভূত হইবেন। অতএব যাবৎ এই প্রতিমূর্ত্তিনির্ম্মাণ সম্পন্ন না হইবে, তাবৎকাল কোনক্রমেই উহা অবেক্ষণ করিবে না। হে নরপতে! স্বয়ং সনাতন দেবই তোমাকে যে যে কর্ত্তব্য উপদেশ করিবেন, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বলোকসুখকর সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে। নারদ প্রভৃতি ইহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং বিষ্ণু যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ পুরুষরূপধারী সূত্রধর (ছুতার) তথায় উপস্থিত হইয়া নরপতিকে কহিলেন যে, রাজন্! আপনি স্বপ্নযোগে যে সকল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, দিব্যরূপ দারু দ্বারা আমি তাঁহাই প্রস্তুত করিয়া দিব। মনুষ্যদিগের বঞ্চনানিমিত্ত বৃদ্ধপুরুষরূপী স্বয়ং নারায়ণ এই কথা বলিয়া বেদীমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।৩৫—৪৫।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—অনন্তর সেই ভূপতি প্রতিমানির্ম্মাণের গৃহদ্বার আবদ্ধ করিয়া আকাশগামিনী বাগ্দেবী যে রূপ কর্ত্তব্যোপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়দ্দিন অতীত হইলে এক অপূর্ব্ব (দিব্য) গন্ধের অনুভব হইতে লাগিল ও মনুষ্যের দুর্লভ পারিজাতকুসুমবৃষ্টি হইল এবং স্বর্গীয় সঙ্গীত ও অন্যান্য মনোহর গীতধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। সুরদীর্ঘিকা হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুরূপে সুরুচির বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। ঐরাবতাদি গজসমূহের ও মত্তহস্তিনিচয়ের মদগন্ধ দুঃসহ হইলেও সুখানুভব হইতে

---

(১) ঘাবৃতু। (২) নির্ব্বৃতিঃ। (৩) নিযুক্তাদন্ত।

সর্ব্বে বিগতজ্বরাঃ। আবির্ভূতং হরিং দৃষ্ট্বা উপাসাঞ্চক্রিরে দ্বিজাঃ ॥ ৫ ॥ যথাহি মাধবং পূর্ব্বং তথা তং বিষ্ণুশাখিনম্। উপাসনাসু দেবানাং দিব্যচিহ্নানি জজ্ঞিরে ॥ ৬ ॥ নির্ব্ববাহ স্বয়ং দেবঃ ক্রমাৎ পঞ্চদশে দিনে। চতুর্মূর্ত্তিঃ স ভগবান্ যথা পূর্ব্বং ময়োদিতঃ ॥ ৭ ॥ তাদৃগাবির্ব্বভূবাসৌ যুষ্মাকং বর্ণিতঃ পুরা। দিব্যসিংহাসনগতো ভদ্রাবলসুদর্শনৈঃ ॥ ৮ ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-লসদ্বাহুর্জনার্দ্দনঃ। গদামুষলচক্রাব্জং ধারয়ন্ পন্নগাকৃতিঃ ॥ ৯ ॥ ছত্রাকৃতিফণা-সপ্ত-মুকুটোজ্জ্বলকুণ্ডলঃ। সুভদ্রা চারুবদনা বরাব্জাভয়ধারিণী ॥ ১০ ॥ লক্ষ্মীঃ প্রাদুর্ব্বভূবেয়ং সর্ব্বচৈতন্যরূপিণী। ইয়ং কৃষ্ণাবতারে হি রোহিণীগর্ভসম্ভবা ॥ ১১ ॥ বলভদ্রাকৃতির্জাতা বলরূপস্য চিন্তনাৎ। ক্ষণং ন সহতে সা হি মোক্তুং নীলাবতারিণম্ ॥ ১২ ॥ ন ভেদস্তস্তি কো বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ। একগর্ভপ্রসূতত্বাদ্ব্যবহারোঽয়ং লৌকিকঃ ॥ ১৩ ॥ ভগিনী বলদেবস্য হ্যেষা পৌরাণিকী কথা। পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণ লক্ষ্মীঃ সর্ব্বত্র তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥ পুংনাম্না ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীনাম্না কমলালয়া। দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদৌ বিদ্যতে নৈতয়োঃ পরম্ ॥ ১৫ ॥ কো হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষাদ্ভুবনানি চতুর্দ্দশ। ধারয়েত্তু ফণাগ্রেণ সোঽনন্তো বলসংজ্ঞিতঃ ॥ ১৬ ॥ তস্য শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী শ্রীপ্রবর্ত্তিকা। সুদর্শনস্তু যচ্চক্রং সদা বিষ্ণুকরে স্থিতম্ ॥ ১৭ ॥ শাখাগ্রস্তম্ভমধ্যস্থং তদ্রূপস্তু তুরীয়কম্। এবন্তু মূর্ত্তয়স্তেন চতস্রো বৈ প্রকাশিতাঃ ॥ ১৮ ॥ নিবৃত্তে ভগবদ্রূপে চতুর্দ্ধা দিব্যরূপিণি। লোকানামুপকারায় পুনরাহান্তরীক্ষগা ॥ ১৯ ॥ পটৈরাচ্ছাদ্য সুদৃঢ়ং নৃপতে প্রতিমাস্ত্বিমাঃ। স্বং স্বং বর্ণং প্রাপয়াশু বর্ণকৈশ্চিত্রকর্ম্মণা ॥ ২০ ॥ নীলাভ্রশ্যামলং বিষ্ণুং শঙ্খেন্দুধবলং বলম্। রক্তং সুদর্শনং চক্রং সুভদ্রাং কুঙ্কুমারুণাম্ ॥ ২১ ॥ নানা-

---

লাগিল। হে দ্বিজগণ! ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞোপলক্ষে যে সকল অমরগণ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই হরিদেব আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া মনোজ্বর বিদূরিত করত উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইত্যগ্রে সেই নীলমণি-রূপকে যে প্রকারে উপাসনা করিতেন, এখনও এই বিষ্ণু-বিটপীকে তদনুরূপেই অর্চ্চনাদি করিলেন। দেবগণের এই উপাসনাতে দিব্য চিহ্ন সকলের সুস্পষ্ট জ্ঞান হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পঞ্চদশ দিবস সমাগত হইলে আমি যেরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেইরূপে জগন্নাথ দেব স্বয়ংই (বর্দ্ধকিরূপে) স্বীয় মূর্ত্তি নির্ব্বাহ করিলেন। আমি যে প্রকারে তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিয়াছি, এইক্ষণেও তাদৃক্প্রকারে সেই জনার্দ্দন বলরাম, সুভদ্রা ও চক্রের সহিত দিব্য সিংহাসনে আবির্ভূত হইলেন। জনার্দ্দনের শঙ্খচক্রগদাপদ্মের চিহ্ন হস্তে বিরাজিত রহিয়াছে। অনন্তদেব গদা, মুষল, চক্র, ও বজ্রচিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন। উঁহার সপ্ত ফণা ছত্রের আকৃতি ধারণ করিয়া তদুপরি বিন্যস্ত মুকুট ও উজ্জ্বল কুণ্ডল আভরণে শোভা পাইতেছে। আর চারুবদনা সুভদ্রা দেবী এক হস্তে বর-পদ্ম ও হস্তান্তরে অভয় ধারণ করিয়াছেন। ইনিই সেই চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মী, মূর্ত্তিত্রয়ে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন। ইনিই কৃষ্ণাবতারে রোহিণীগর্ভে বলরূপ চিন্তা করণ জন্য বলভদ্রার আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই এই নীলাবতারি-বিষ্ণুকে ক্ষণেক কালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে সমর্থা হন না। হে বিপ্রগণ। এই কৃষ্ণেতে ও বলদেবে কোনই প্রভেদ নাই। এক গর্ভে উৎপত্তি বলিয়া লৌকিক ব্যবহারে সুভদ্রা বলদেবের ভগিনী, ফলে পুরাণাদিতে ঐ রূপ বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীরূপে লক্ষ্মী সর্ব্বত্র থাকেন।১—১৪। পুরুষ নামে ভগবান্ বিষ্ণুকে ও স্ত্রী নামে কমলালয়া লক্ষ্মীকে বুঝিতে হইবে। কি দেবগণ, কি তির্য্যগ্ জাতি, কি মনুষ্য, সকল প্রাণি-মধ্যে ঐ দেব দেবী ভিন্ন অন্য কিছুই বিদ্যমান নাই। (ইঁহাদের ক্ষমতার বিষয় কি বর্ণন করিব?) এই পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি চতুর্দ্দশ ভুবনপরম্পরা ফণার অগ্রভাগে ধারণ করিতে সমর্থ হন? সেই ভুবনশ্রেণীর ভারধারী অনন্তদেবই এই বলদেব নামে অভিহিত হইতেছেন। এই সুভদ্রা ভগিনী তাঁহার শক্তিরূপিণী। তিনি শ্রী-প্রদায়িনী, আর সুদর্শন নামে চক্র উল্লিখিত শাখার অগ্রস্তম্ভমধ্যস্থিত হইয়া বিষ্ণুহস্তে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার সেই চতুর্থ রূপ। এই প্রকারে সেই ভগবান্ স্বয়ং মূর্ত্তিচতুষ্টয় প্রকাশিত করেন। এই উত্তম ভগবদ্রূপ চতুঃপ্রকারে সম্পাদিত হইলে, লোকদিগের উপকারার্থ সেই আকাশবাণী পুনরায় বলিলেন,—হে নরপতে! এই প্রতিমাগুলি পট্টবস্ত্রনিচয়ে দৃঢ় আবৃত করিয়া চিত্রকর্ম্মের দ্বারা স্ব স্ব বর্ণে রঞ্জিত কর। বিষ্ণুকে নীলমেঘসদৃশ শ্যামল, বলদেবকে শঙ্খ বা চন্দ্রাংশু-

লঙ্কারৈরুচিরাং নানাভঙ্গিবিভাগশঃ। অমী দারুস্বরূপেণ দৃষ্টাঃ স্যুঃ পাপহেতবঃ॥ ২২॥ গোপনীয়াঃ প্রযত্নেন পট্টনির্য্যাসবন্ধনৈঃ। তস্মাৎ প্রথমমেবৈতাংস্তরো-রেবাঙ্গ বন্ধলৈঃ॥ ২৩॥ শিল্পিভিঃ কর্ম্মকুশলৈর্দৃঢ়-মাচ্ছাদয়াগ্রতঃ। বর্ষে বর্ষে চ সংস্কার্য্যাঃ পূর্ব্বসংস্কার-মোচনাৎ॥ ২৪॥ ঋতে বন্ধনলেপং তু স তু দিব্য-শ্চিরন্তনঃ। প্রমাদাৎ যদি তল্লেপমপনীয়েত কশ্চন॥ ২৫॥ বীক্ষ্যতে তস্য নরকে চিরং বাসঃ প্রজায়তে। দুর্ভিক্ষং মরকং রাজ্যে সন্ততিশ্চাস্য হীয়তে॥ ২৬॥ নেক্ষিতব্যা ত্বয়া রাজন্ কদাচিদপ-বারণা। মনুষ্যৈশ্চাপি রাজেন্দ্র দৃষ্টাঃ স্যুর্ভয়হেতবঃ। তস্মাৎ সুচিত্রা দ্রষ্টব্যা বহুলেপবিলেপিতাঃ॥ ২৭॥ সুচিত্রং পুণ্ডরীকাক্ষং সুবিলাসং সুবিভ্রমম্। দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপৈঃ কল্পকোটিসমুদ্ভবৈঃ॥ ২৮॥ সুচিত্রান্ কুরু রাজেন্দ্র চিত্রান্ কামানবাপ্স্যসি। আবিরভূৎ ভগবাংস্তবানুগ্রহকাম্যয়া॥ ২৯॥ তব প্রসাদাজ্জন্তূনাং চতুর্ব্বর্গং প্রদাস্যতি। নীলাদ্রৌ কল্পবৃক্ষস্য বায়ব্যাং শতহস্ততঃ॥ ৩০॥ প্রদেশে তু মহৎ স্থানে প্রাসাদং সুদৃঢ়ায়তম্। উত্তরে নর-সিংহস্য সহস্রকরমুচ্ছ্রিতম্॥ ৩১॥ কারয়িত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য তত্রৈনং বিনিবেশয়। পুরা স্থিতং পর্ব্বতেঽস্মিন্ যোঽভ্যর্চ্চয়তি মাধবম্॥ ৩২॥ নাম্না বিশ্বাবসুর্নাম শবরো বৈষ্ণবোত্তমঃ। পুরোধসঃ সখ্যমাসীত্তেন সার্দ্ধং পুরা চ তে॥ ৩৩॥ তয়োঃ সন্ততিরেবাস্য লেপসংস্কারকর্ম্মণি। নিযুজ্যতাং মহারাজ ভবিষ্যে-যুৎসবেষু চ॥ ৩৪॥ বিররামৈতদাভাষ্য সা তু দিব্যা সরস্বতী। তয়োপদিষ্টমাকর্ণ্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৩৫॥ বেষ্টনং মোচয়ামাস মহাবেদ্যাং নৃপোত্তমঃ। দদৃশুস্তে তদা সর্ব্বে রত্নসিংহাসনস্থিতম্॥ ৩৬॥ রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ বাসুদেবং সুদর্শনম্। যথোপদিষ্টলেপাদিসংস্কারৈ রুচিরাকৃতিম্॥ ৩৭॥ কৃপয়া স্মেরবদনমুন্নতায়তবক্ষসম্। দীনানামুদ্ধৃতৌ

প্রতিম ধবল, সুদর্শন চক্রকে রক্ত ও সুভদ্রা দেবীকে কুঙ্কুমসম অরুণবর্ণা এবং নানা প্রকার ভঙ্গিবিভাগে বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা পরিশোভিতা কর! যে হেতু এই প্রতিমাগুলি দারুরূপে দৃষ্ট হইলে পাপের কারণ হইয়া উঠে, অতএব যত্নাতিশয়-সহকারে পট্ট ও নির্য্যাস দ্বারা সর্ব্বাবয়ব বন্ধ করিয়া গোপন করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ কর্ম্মকুশল শিল্পিগণ দ্বারা দৃঢ়রূপে ইহাঁদের গাত্রাচ্ছাদন কর, এবং প্রতিবৎসরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার মোচন করিয়া নূতন নূতন অঙ্গ-সংস্করণ করা কর্ত্তব্য। বন্ধন ও গাত্র-লেপ ব্যতিরেকে সেই দিব্য মূর্ত্তি চিরন্তন বলিতে হইবে। যদি কোন জন প্রমাদ বশতঃ সেই প্রতিমার গাত্রলেপ অপনীত করে, কিংবা তদবস্থায় দর্শন করে, তাহা হইলে তাহাকে চির-কালই নরকে বাস করিতে হয়; রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মরকপীড়া উপস্থিত হয়, এবং তাহার সন্তান-সন্ততি বিনষ্ট হইয়া যায়। হে রাজন্! কদাপি আপনি ঐ মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে আবরণশূন্য করিয়া দর্শন করিবেন না! মনুষ্যেরাও এতদবস্থায় দর্শন করিলে মহাভয়গ্রস্ত হইবেন, এজন্য বহুতর লেপে বিলেপিত ও উৎকৃষ্ট চিত্রিত মূর্ত্তিই দেখা কর্ত্তব্য। ঐ পুণ্ডরীকাক্ষ, সুচিত্র ও সুন্দরবিলাস-বিভ্রমা-ন্বিত অবস্থায় দৃষ্ট হইলে, কল্প-কোটি সমুৎপন্ন পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। হে রাজেন্দ্র! আপনি ইহাদিগকে সুচিত্রিত করুন, তাহাতেই বিচিত্র কামনা সকল হইবে। ভগবান্ তোমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়া-ছেন।১৫—২৯। এবং তোমার প্রসাদে জন্তুদিগকেও চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিলেন। এইক্ষণে, নীল পর্ব্বতের উপরিভাগে যে কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার বায়ুকোণে এক শত হস্ত দূরে প্রতিষ্ঠিত নরসিংহদেবের উত্তর অংশে প্রশস্ত দেশে যে বিস্তীর্ণ স্থান আছে, ঐ স্থলে সহস্র হস্ত উন্নত ও তদনুরূপ আয়ত এক সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করত তাহাতে এই দেবকে স্থাপন কর। হে নৃপ! পূর্ব্বকালে এই পর্ব্বতে বিশ্বাবসু নামে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য যে এক শবর এই মাধবকে নিত্য অর্চ্চনা করিত, তাহার সহিত ত্বদীয় পুরোহিত বিদ্যাপতির বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের বংশোৎপন্ন ব্যক্তিকে এই প্রতিমাগুলির লেপ-সংস্কার কর্ম্মে ও ভবিষ্যৎ যজ্ঞীয় উৎসবকার্য্যে নিযুক্ত কর। সেই দিব্য বাণী এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। নৃপবর তাঁর এই উপদেশ আকর্ণন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহাবেদীতে গমন করত প্রতি-মূর্ত্তি-চতুষ্টয়ের বেষ্টন উন্মোচন করিলেন। তখন সকলেই দেখিলেন যে, রত্নসিংহাসনের উপরিভাগে বলরাম, জগন্নাথ, সুভদ্রাদেবী ও বাসুদেবের চক্র স্থিত আছেন। আকাশবাণী যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্রূপ লেপসংস্কারাদি দ্বারা উহাঁদের আকৃতি অতি মনোহারিণী হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের

মাধং প্রলম্বভুজপঞ্জরম্ ॥ ৩৮ ॥ প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং হাস্যশোভায়িতাধরম্। পশ্যতাং দৃষ্টিমাত্রেণ হরন্তং পাপসঞ্চয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ পদ্মাসনস্থিতং কৃষ্ণং দিব্যালঙ্কারভূষিতম্। স্বতেজসা পরিবৃতং দারুদেহেহপি নির্ম্মলম্ ॥ ৪০ ॥ নীলজীমূতসঙ্কাশং সর্ব্বসন্তাপনাশনম্। দদর্শ বলদেবঞ্চ সাট্টহাসমুখাম্বুজম্ ॥৪১ ফণামণ্ডলবিস্তীর্ণং বারুণীঘূর্ণিতেক্ষণম্। প্রোত্থিতং নাগরাজানং পীনোন্নতসুবক্ষসম্ ॥ ৪২ ॥ কিঞ্চিন্নতং পৃষ্ঠদেশে কুণ্ডলীকৃতবিগ্রহম্ ॥ ৪৩ ॥ (অগ্রসম্ফুল্লককুভং কৈলাসশিখরং যথা)। হলচক্রাজমুষল-ধারিণং বনমালিনম্। হারকুণ্ডলকেয়ূরকিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৪৪॥ তয়োর্ম্মধ্যস্থিতাং লক্ষ্মীং সুভদ্রাং ভদ্ররূপিণীম্(১) বিকচাম্ভোজবদনাং বরাজাভয়ধারিণীম্। (২) কুঙ্কুমারুণদেহাং তাং সাক্ষাল্লক্ষ্মীমিবাপরাম্ ॥ ৪৬ ॥ দদর্শ বিষ্ণোর্ব্বামস্থং চক্রং (১) শাখাগ্রনির্ম্মিতম্। বালার্কসদৃশং তীক্ষ্ণধারং তেজোময়ং দ্বিজাঃ। (২) তাং দৃষ্টানন্দপাথোধি-নিমগ্নঃ পৃথিবীপতিঃ। কর্ত্তব্যমূঢ়ঃ স্বতনৌ স্বয়ং ন প্রবভূব হ ॥ ৪৮ ॥ দরমীলিতনেত্রঃ সন্ সৃজন্ বাষ্পাম্বু কেবলম্। কৃতাঞ্জলিপুটস্তস্থৌ স্থাণাকারো নৃপোত্তমঃ। উবাচ তং মুনিবরঃ স্মিতবক্ত্রঃ ক্ষিতীশ্বরম্ ॥ ৪৯ ॥ নারদ উবাচ। যদর্থং শ্রমমাপন্নস্তৎ সাম্প্রতমভূৎ তব। প্রত্যক্ষং নৃপশার্দ্দূল একস্ত্বং ভাগ্যবান্ ভুবি ॥ ৫০ ॥ অমুং পশ্য জগন্নাথং পুণ্ডরীকায়তেক্ষণম্। ভক্তানুগ্রহপাথোধিং জ্ঞানানিধিং হরিম্ ॥ ৫১ ॥ যং দ্রষ্টুং যোগিনো নিত্যং যতন্তি যতমানসাঃ। (৩) সোহয়ং দারুময়ং দেহং সমাস্থায় জনার্দ্দনঃ। অনু-

বক্ষঃস্থল উন্নত। কৃপান্বিত হইয়া বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্য ধারণ করিয়াছে। নাথের ভুজপঞ্জর যেন দীনগণের উদ্ধারসাধনার্থই লম্বমান হইয়াছে, তাঁহার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মের শোভা হরণ করিতেছে। অধরযুগল হাস্যরাগে রক্তিম হইয়াছে। ইনি দর্শকবৃন্দের পাপসমূহ হরণ করিয়া থাকেন। ইহাঁর এই দেহ দারুময় হইলেও পদ্মাসনে অবস্থিত ও দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া স্বকীয় নির্ম্মল তেজঃপুঞ্জে পরিবৃত হইয়াছেন। ইহাঁর দেহশোভা নীলমেঘের ন্যায় মনোহারিণী, ইনি জীববৃন্দের সকল সন্তাপ বিদূরিত করিয়া থাকেন। বলদেবকে দেখিলেন, যে মুখপদ্ম অট্টহাসপরিশোভিত, এবং ফণাসমূহে ছত্রিত, বারুণীসেবন জন্য নয়নগুলি ঘূর্ণিত, এবং তিনি উত্থিত ও নাগের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার বক্ষস্থল কোমল ও উন্নত, পৃষ্ঠদেশ কিঞ্চিৎ অবনত এবং দেহের অপরভাগ কুণ্ডলীকৃত। তিনি হল, চক্র, পদ্ম ও মুষল এবং গলদেশে বনমালা ধারণ করিয়া আছেন। হার, কুণ্ডল, কেয়ূর, কিরীট ও মুকুটালঙ্কারে তাঁহার দেহের শোভা উজ্জ্বল হইতেছে। এই কৃষ্ণ ও বলদেবের (উভয়ের) মধ্যভাগে ভদ্ররূপিণী লক্ষ্মী (সুভদ্রা) অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁর বদনমণ্ডল বিকসিত সরোজের ন্যায়, হস্তদ্বয়ে বর, পদ্ম ও অভয় ধারণ করিতেছেন। দেহ-শোভা কুঙ্কুমরাগ সদৃশ রক্তিমা, সাক্ষাৎ অপরা লক্ষ্মী বলিয়া ইহাঁকে বোধ হয়। হে দ্বিজগণ! তিনি বিষ্ণুর বাম পার্শ্বে শাখাগ্রনির্ম্মিত নবোদিত সূর্য্যপ্রায় তেজোময় ও তীক্ষ্ণকায় চক্র দর্শন করিলেন। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় ভাগ্যপ্রকাশক এই সকল দিব্যমূর্ত্তি দর্শনান্তেই এককালে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এমন কি এতাধিক কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন যে, আপন শরীরের উপরেও আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিলেন না। কেবল ঈষৎ নিমীলিতনেত্রে অবিরাম আনন্দবাষ্প পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিশ্চলভাবে সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিবর নারদ সহাস্য-বদনে ক্ষিতি-পালকে কহিলেন, —হে নৃপশার্দ্দূল! আপনি যে নিমিত্ত এই শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন, এইক্ষণে তাহা আপনার প্রত্যক্ষ হইল; অতএব আপনিই এই পৃথিবী মধ্যে একমাত্র ভাগ্যধর। জগন্নাথকে তুমি দর্শন কর। উহাঁর নয়ন শ্বেতপদ্ম-সদৃশ এবং আকর্ণআয়ত। উনি ভক্তগণের প্রতি দয়ার সাগর; এই হরি সমুদায় জ্ঞানের সমুদ্র; যাঁহাকে দর্শনার্থ যোগিগণ সংযতান্তঃকরণে নিত্য যত্ন করিতেছেন, সেই জনার্দ্দন দারুময়

(১) সর্ব্বদেবারণীং পাপসাগরোত্তারকারিণীম্। ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

(২) রূপলাবণ্যসম্পত্তিং শোভমানাং প্রসাধনৈঃ।

(১) বামস্থাং চক্রশাখাগ্রনির্ম্মিতাম্।

(২) বালার্কসদৃশীং তীক্ষ্ণধারাং তেজময়ীং দ্বিজাঃ ॥ পাঠান্তরম্।

(৩) অবধানেন মহতা কণং পশ্যন্তি মাধবাঃ ॥ অধিকঃ পাঠঃ।

গ্রহীতুং ত্বাং নৃপ প্রত্যক্ষমুপাগতঃ ॥ ৫২ ॥ তদেনং (১) ধরণীনাথ ভজ হি কারুণ্যসাগরম্‌। দদাতি সংস্তুতঃ কামান্‌ সর্ব্বান্‌ নৃপ মনোগতান্‌ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণোর্দারুময়মূর্ত্ত্যাবির্ভাবো নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। ইত্থং প্রবোধিতস্তেন নারদেন ক্ষিতীশ্বরঃ। তুষ্টাব জগতাং নাথং বচোভিঃ করুণান্বিতম্‌ ॥ ১ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। ত্বদঙ্ঘ্রি পাথোজযুগং মুরারে নোপাসিতং জন্মসু পূর্ব্বজেষু। তৎকর্ম্মণা দারুণপাকভীতং দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্‌ ॥ ২ ॥ ক নির্ম্মলং ত্বচ্চরণাব্জযুগ্মং বিরিঞ্চিরুদ্রেন্দ্রকিরীটমগ্নম্‌। ক্বাহং কুদীনঃ শকৃদস্রমাংসমূত্রাস্থিসঙ্ঘৈঃ পিহিতস্ত্বচা বৈ ॥ ৩ ॥ অসারসংসারপরিভ্রমেণ শ্রমা-

দেহ অবলম্বন করিয়া তোমাকেই অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত দর্শন দিয়াছেন। অতএব হে ধরণীনাথ! এই কারুণ্যসাগরকে স্তব কর, ইনি স্তবাদি দ্বারা উপাসিত হইলে সকল মনোগত কামনাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ৩০—৫৩।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিতেছেন,—ক্ষিতিপতি নারদ কর্ত্তৃক এই প্রকারে প্রবোধিত হইয়া স্তুতিবাক্য দ্বারা সেই করুণাময় জগন্নাথের স্তব করিতে লাগিলেন। (ইন্দ্রদ্যুম্ন স্তব করিতেছেন) হে মুরারে! আমি যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আপনার ঐ চরণপদ্মযুগলের উপাসনা করি নাই, এইক্ষণে সেই কর্ম্মফলে আমি দীন ও নিদারুণ দুর্ব্বিপাকভয়ে ভীত হইয়াছি, অতএব হে কৃপাম্বুধে! আমাকে পরিত্রাণ করুন। ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রের কিরীটস্পর্শী ভবদীয় নির্ম্মল পাদপদ্মই বা কোথায়! এবং বিণ্মূত্ররক্তমাংসত্বগস্থিময় অতিদীন আমিই বা কোথায়? অর্থাৎ মাদৃশ হতভাগ্যের পক্ষে আপনার পাদপদ্ম অতি দুর্লভ। হে ঈশ্বর! আমি অসারসংসারে ভ্রমণ

তুরস্ত্বাং কথমীশ জানে। জানন্তি তে ত্বাং খলু দেবদেব যেষাং ভবো দুঃখভবপ্রকাশঃ ॥ ৪ ॥ প্রভো ময়া দুঃখমনেকজন্মপাপার্জ্জিতং ভুক্তমনেকভাবম্‌। শুভার্জ্জিতো যঃ সুখলেশভাবো নিদর্শনং যন্মধুযুক্ততিক্তে ॥ ৫ ॥ যদেব সৌখ্যানুভবায় দেব কর্ম্মার্জ্জিতো মে বিষয়োপভোগঃ। স এব দুঃখং পরিণামতো মে ন মদ্বিধো দুঃখিজনোঽস্তি চান্যঃ ॥ ৬ ॥ বিভো যদি ত্বাং মনসাপি পূর্ব্বমুপাস্তমন্তর্বিষয়ক্ষণোঽহম্‌। কথং তদা লপ্স্যমনেকজন্ম পুনঃপুনর্ভোগ্যমশেষদুঃখম্‌ ॥ ৭ ॥ বিভুত্বদাসত্বপিতৃত্বপুত্রপ্রিয়ত্বমাতৃত্বধনিত্বভাবৈঃ। বন্ধ্যাত্বহিংস্রত্বপতিত্বজায়াভাবৈশ্চ তির্য্যক্‌ত্বসুরাদিভাবৈঃ ॥৮॥ নীচোচ্চভাবং বহুশঃ সকৃদ্বা ভবাঙ্গনেঽস্মিন্‌ লুঠতানুভূতম্‌। ন বা মুরারে তব পাদপদ্মদূরীভবস্যৈষ্টফলং হি চৈতৎ ॥ ৯ ॥ কোঽয়ং বলং চৈতদশেষপৃথ্বী ধনৈর্বৃতং

করিয়াই শ্রান্ত হইয়াছি। এই ক্লেশই সহিতে পারিতেছি না। আমি আপনাকে কিরূপে জানিব; আপনাকে জানিতে হইলে অগ্রে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, আমি তাহা কিরূপে পারিব। যাহারা সংসারের দুঃখরাশি সহ্য করিতে সক্ষম, কিছুতেই শ্রান্তিবোধ করে না, হে দেবদেব! তাদৃশ কঠোর অধ্যবসায়শালী ব্যক্তিগণই আপনাকে (আপনার স্বরূপ) জানিতে সক্ষম। প্রভো! আমি অনেক জন্মার্জ্জিত পাপে অনেকপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়াছি; মধুযুক্ত তিক্তে মধুর আস্বাদের ন্যায় জন্মান্তরীণ শুভকর্ম্মফলে যাহা কিছু সুখানুভব করিয়াছি; হে দেব! সুখভোগের জন্য প্রাক্তন যাহা কিছু পুণ্য ছিল, উৎকট পাপের ফলে তৎসমস্তই আমার পক্ষে পরিণামে দুঃখময় হইয়াছে। আমার ন্যায় দুঃখী আর নাই। ১—৬। প্রভো! অন্য বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া, মনে মনেও যদি আপনার উপাসনা করিতাম, তাহা হইলে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে কিংবা বহু জন্মলাভ করিতে হইত না। হে মুরারে! আমি এই সংসারকাননে কখনও পিতা, কখনও পুত্র, কখনও প্রভু, কখনও দাস, কখন মাতা, কখন পতি, কখন জায়া, কখন বন্ধ্যা, কখন হিংস্র, কখন তির্য্যগ্‌ জাতি, কখনও বা দেবতা ইত্যাদি উচ্চনীচ নানাভাবে ভ্রমণ করত কতপ্রকার অবস্থা অনুভব করিয়াছি, কত কষ্ট পাইয়াছি, আপনার পাদপদ্ম হইতে দূরে থাকায় যে এতকাল কষ্ট পাইতেছি, তাহা একদিনের নিমিত্তও বুঝিতে পারি

---

(১) ভৌজেনম্‌।

যৌবনরূপদ্বিপাঃ। মনোহনুকূলাঃ শতশস্ত্রিয়শ্চ নিষ্কণ্টকং মে নৃপমণ্ডলঞ্চ ॥ ১০ ॥ সাম্রাজ্যভা চাপি ভবো মহান্মে ত্বং জ্ঞানহীনস্য পশোরিবায়ম্। ভারাবতারং কুরু মে কৃপাব্ধে সদৈব তত্রোদিতখেদযোগঃ ॥ ১১ ॥ দীনানুকম্পিন্ করিণো বিমুক্তিঃ কৃতা বিভো ত্বৎস্মৃতিমাত্রকেণ। ভ্রান্তং ঘটীযন্ত্রবদত্র নাথ মাং ত্রাতুমর্হস্যনুকম্পিভাবাৎ ॥ ১১ ॥ ন মে ত্বদন্যঃ খলু বন্ধুরত্র প্রবাহবিভ্রষ্টতরুস্বভাবে পাপীয়সী বুদ্ধিরুপেতভাবা স্নেহানুবন্ধা বিষয়েষ্ণুভেদ্যা ॥ ১৩ ॥ অহর্নিশং মে তব পাদপদ্মান্নাপৈতু মৎপ্রার্থিতমেতদেব। ত্বাং সচ্চিদানন্দসুপূর্ণসিন্ধুং প্রাপ্তাস্ত যে জন্মসহস্রভাগ্যৈঃ ॥ ১৪ ॥ কিং তে হি পশ্যন্তি লবৈকসৌখ্যমনেকদুঃখং বিষয়েন্দ্রজালম্। ক বন্ধনং কর্মভিরিষ্টলেশদুঃখাকরগ্রন্থিশতৈরভেদ্যম্ ॥ ১৫ ॥ অনন্তমাদ্যন্তবিহীনমেকমানন্দদং ত্বৎপদপঙ্কজং ক। মায়াম্বুধৌ তে মমতাভ্রমৌ চ কুকর্মনক্রাঙ্কিতগর্ভমধ্যে ॥ ১৬ ॥ নিরাশ্রয়ং মে পতিতং বিলাসকটাক্ষপাতেন নয়াদ্য তীরম্। স্বকার্য্যসংসাধনযাশ্রিতানাং সম্পাদনায়েষ্টবিধেরজস্রম্ ॥ ১৭ ॥ ভ্রাম্যন্তমাত্মীয়হিতং বিসৃজ্য মাং ত্রাহি মূঢ়ং সহজানুকম্পিন্। ক্ষুদ্রায় কার্য্যায় বহু ভ্রমন্তমপ্রাপ্য মূলং পরমেশ্বরং ত্বাম্ ॥ ১৮ ॥ আয়াসপাত্রং পরমং সুদীনং মাং ত্রাহি বিষ্ণো জগদেকবন্দ্য। বেদান্তবেদ্যাব্যয় বিশ্বনাথ ত্বমীশিষে হন্তুমঘৌঘরাশীন্ ॥ ১৯ ॥ তং ত্বাং পরিত্যজ্য সুখৈকহেতুং ক্ষুদ্রাশয়ং মাং পরিপাহি বিষ্ণো। প্রসুপ্ত এষোঽখিলভূতসঙ্ঘশ্চতুর্বিধো যৎকৃতমোহরাত্রৌ ॥ ২০ ॥ ত্বজ্জ্ঞানভানূদয়মেত্য চাস্তে প্রবোধ্যতে ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২১ ॥ ত্বমেক এবাখিললোককর্ত্তা ফণাসহস্রৈঃ পরিণীতমূর্ত্তিঃ পর্য্যায়বৃত্ত্যা বলিনং বরিষ্ঠং ত্বামীশিতারং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২২ ॥

নাই; দেব! আমি আপনাকে জানি না, কেবল পশুর ন্যায় আমি এই সমস্ত কোষ, বল, সসাগরা পৃথিবী, রাজ্য, রূপ, যৌবন, মনোনুকূলা শত শত পুরনারী ভোগ করিতেছি, এই নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য, আজ পশুর করগত; পশুর স্কন্ধে এ গুরুভার উচিত নহে, হে কৃপাসাগর! আপনি দয়া করিয়া ভারাবতরণ করুন, ইহাতে কেবল আমার দুঃখভোগ হইতেছে। হে বিভো! হে দীনদয়ালো! আমি আপনাকে স্মরণ করিয়াই হস্তীর বন্ধনমোচন করিয়া দিয়াছি। নাথ! আমি ঘটীযন্ত্রের ন্যায় কখন উপরিভাগে উত্থিত কখন বা অধস্তলে পতিত হইতেছি, দয়া করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। জলপ্রবাহপীড়িত পাদপের ন্যায় আমি সংসারস্রোতে ভাসমান, আপনি ভিন্ন আমার আর বন্ধু নাই; বিষয়ে আমার ঘোর অনুরাগ; সংসারবন্ধন বড়ই দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে, পাপীয়সী বুদ্ধি আবার সেই দিকেই আনুকূল্য করিতেছে। আপনার পাদপদ্মে কিছুতেই আসক্ত হইতেছে না, যাহাতে আমার এই পাপীয়সী বুদ্ধি সর্ব্বদা আপনার পাদপদ্মে লীন থাকে, কখনই তাহা হইতে বিচ্যুত না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। যাহারা সহস্রজন্মসঞ্চিত সৌভাগ্যবলে সচ্চিদানন্দসাগররূপী আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সামান্য সুখকণাযুক্ত কেবল দুঃখময় বিষরূপী ইন্দ্রজালের দিকে দৃক্‌পাতই করে না, সুখের ভাগ যাহাতে অতি অল্প, কেবল দুঃখকর শতগ্রন্থিযুক্ত দুর্ভেদ্য ঈদৃশ কর্ম্মবন্ধনই বা কোথায়? কেবল আনন্দপ্রচুর অনাদি অনন্ত আপনার পাদপদ্মই বা কোথায়? আমি মমতারূপ আবর্ত্তযুক্ত কুকর্ম্মরূপ নক্রসঙ্কুল ভীষণ ভবদীয় মায়াসাগরে নিপতিত হইয়াছি; দেব! আমি আশ্রয়বিহীন, কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অদ্য আমাকে তীরে লইয়া চলুন। যাহারা স্বকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; নিজের হিতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল তাহাদেরই কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছি, হে স্বভাবদয়ালো! আমাকে রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বর! আপনি উদ্ধারের মূলস্বরূপ, আমি আপনাকে না পাইয়া ক্ষুদ্র কার্য্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করত বৃথা আয়াস পাইতেছি। হে জগতের এক বন্দনীয়! হে বিষ্ণো! আমি অতি দীন, আমাকে রক্ষা করুন। হে বেদান্তবেদ্য অব্যয় বিশ্বনাথ। আপনি পাপরাশি দূর করিতে সমর্থ, হে বিষ্ণো! আমি ক্ষুদ্রাশয়, তাই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্য ঐহিক সুখের আশয়ে ঘুরিতেছি। আমাকে রক্ষা করুন। এই চতুর্ব্বিধ নিখিল প্রাণিবর্গ আপনার কৃত মোহরাত্রিতে নিদ্রিত এবং আপনার স্বরূপজ্ঞানরূপ সূর্য্যোদয় প্রাপ্ত হইলে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। ৭—২১। হে বলদেব! তুমিই অখিল লোক সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছ, তোমার মূর্ত্তি সহস্রফণা দ্বারা ছত্রিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তুমি সকল বলবান্ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ; এই নিমিত্ত নামপর্য্যায়ে বলদেব এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমিই ঈশ্বর,

যয়া সৃজস্তৎসি জগন্তি নাথ বক্ষঃসরোজাসনয়া স্বশক্ত্যা। তাং ভদ্ররূপাং জগদাশ্রয়াং তে দেবারণিং পাদযুগে নতোঽস্মি ॥ ২৩ ॥ যদংশুজালপ্রতিবিম্বমেতৎ ব্রহ্মাণ্ডজালং করসঙ্গি নাথ। সুদর্শনং দৈত্যবলস্য হন্তৃ চক্রাভিধং ত্বাং প্রণতঃ সুদর্শনম্ ॥ ২৪ ॥ জৈমিনিরুবাচ। স্তবৈরেথং নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণনাম সঃ। পরিত্রাহি জগন্নাথ মগ্নং সংসারসাগরে। অনাথবন্ধো কৃপয়া দীনং মাং তাপসঙ্কুলম্ (১) ॥ ২৫ ॥ অন্যে চ যে তত্র নৃপাঃ শ্রোত্রিয়া বেদপারগাঃ ॥ ২৬ ॥ মুনয়ো দ্বিজাঃ ক্ষত্রাশ্চ বিদ্বাংসো বৈশ্যজাতয়ঃ ॥ ২৭ ॥ অস্তুবন্ পুণ্ডরীকাক্ষং বলিনং ভদ্রয়া সহ। সূক্তৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরাণৈশ্চ কবিতাভির্যথাযথম্ ॥ ২৮ ॥ ততথেন্দ্রদ্যুম্নঃ প্রোবাচ পুরোধসমকল্মষম্। পূজার্থং বাসুদেবস্য উপচারোপসংস্কৃতৌ। স্বয়ং স নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ পূজয়ামাস তান্ ক্রমাৎ। নারদস্যোপদেশেন বিধিনা মন্ত্রতস্তথা। দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বলভদ্রমপূজয়ৎ ॥ ২৯।৩০ ॥ যমুপাস্য ধ্রুবঃ স্থানং প্রাপ্তবাসুত্তমোত্তমম্। ত্রয়ীপ্রসঙ্গং যৎসূক্তং পাবনং পৌরুষং মহৎ। তেন নারায়ণং ভূপঃ পূজয়ামাস ভক্তিতঃ। দেব্যাঃ সূক্তেন ভদ্রাং তাং সৌদর্শন্যা সুদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥ যথাসমৃদ্ধি ভক্ত্যা তান্ পূজয়িত্বা নৃপোত্তমঃ। তৎপ্রীত্যৈ দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদৌ দানানি সাত্ত্বিকঃ। তুলাপুরুষদানাদি মহাদানাদি পার্থিবঃ। অশ্বমেধাঙ্গভূতাশ্চ কোটিশো গা দদৌ তদা। স্বলঙ্কৃতাশ্চাপি তথা দদৌ গা

আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে নাথ! আপনার স্বীয় শক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছ এবং যাহাকে নিজ হৃদয়পদ্ম আসনরূপে অর্পণ করিয়াছ; তিনি দেবগণের উৎপত্তিবিষয়ে অরণিস্বরূপ ও নিখিল জগতের আশ্রয়, আমি আপনার সেই (ভদ্ররূপা) সুভদ্রাদেবীর পাদপদ্মে প্রণাম করি। হে নাথ! যাহার কিরণজালের প্রতিবিম্বস্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্য হইতেছে এবং যাহা সর্ব্বদাই নাথের করকমলে সংসর্গ করিতেছে, যাহা দুর্দান্ত দৈত্যগণের বল হরণ করিয়া থাকে এবং অত্যন্ত সুদর্শন বলিয়া সুদর্শন চক্র এই আখ্যা লাভ করিয়াছে, আমি সেই চক্রকে প্রণাম করি। (জৈমিনি কহিলেন) সেই নৃপশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই প্রকার স্তব করিয়া সাষ্টাঙ্গে এই বলিয়া প্রণিপাত করিলেন,—হে জগন্নাথ! আমি এই সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতেছি। হে অনাথবন্ধো! এই তাপসঙ্কুল দীনজনকে কৃপা করিয়া পরিত্রাণ করুন। সে স্থলে অন্যান্য যে সকল নরপতি ও বেদপারগ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, মুনিবর্গ, দ্বিজবর্গ, বিদ্বান্ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই পুণ্ডরীকাক্ষ, বলী (বলদেব) ও ভদ্রা দেবীকে সূক্ত, মন্ত্র ও পুরাণোক্ত, স্তব স্তোত্রের দ্বারা এবং স্ব স্ব কবিত্বানুসারে কবিতা রচনা করিয়া তদ্দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন সদাচারসম্পন্ন স্বীয় পুরোহিতকে বাসুদেবের পূজার নিমিত্ত উপচার দ্রব্যের সংস্কার করিতে বলিলেন এবং নারদের উপদেশক্রমে নরপতি স্বয়ংই যথাবিধিবিধানে মন্ত্রাদি পাঠপূর্ব্বক সেই দেবতাদিগকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিতে লাগিলেন। বলদেব দেবকে (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা পূজা করিলেন। এই মন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিয়া উত্তানপাদপুত্র ধ্রুব সর্ব্বোত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে পুরুষসূক্ত মহৎ ও পাবন এবং যাহাতে বেদত্রয়ের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, ভূপতি সেই মন্ত্র দ্বারা ভক্তিভাবে নারায়ণের পূজা করিলেন এবং ভদ্রাদেবীকে (তদীয়) দেবীসূক্তমন্ত্রে ও সুদর্শন-চক্রকে সৌদর্শনী সূক্তি দ্বারা উপাসনা করিলেন। ২৩—৩১। তিনি স্বীয় সমৃদ্ধি অনুসারে ভক্তিযোগে পূজাসমাপনান্তে দেবতাদিগের প্রীতির জন্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সাত্ত্বিকভাবে দান করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তুলাপুরুষ দান প্রভৃতি যে সকল মহৎ মহৎ দান প্রথিত আছে, তাহা এবং

---

(১) নারদ উবাচ। জয় জয় নারায়ণ অপারভবসাগরোত্তারপরায়ণ সনকসনন্দসনাতনপ্রভৃতিযোগিচয়বিচিন্ত্যমানদিব্যতত্ত্ব স্বমায়াবিলাসিতাধ্যাসপরিণমিতাশেষভূততত্ত্বত্রিতত্ত্ব ত্রিদণ্ডধর ত্রিনাচিকেতত্রিমধুত্রিসুপর্ণোপগীয়মান দিব্যগান ছন্দোময় স্বাসনসুপর্ণপ্রিয় ভক্তপ্রিয় ভক্তজনৈকবৎসল স্বমায়াজালব্যবহিতস্বরূপ বিশ্বরূপ • বিশ্বপ্রকাশ বিশ্বতোমুখ বিশ্বতোঽক্ষি-বিশ্বতঃশ্রবণ বিশ্বতঃপাদশিরোগ্রীব বিশ্বহস্তনাসারসনাত্বক্‌কেশলোমলিঙ্গ সর্ব্বলোকাত্মক সর্ব্বলোকসুখাবহ সর্ব্বলোকোপকারক সর্ব্বলোকনমস্কৃত লীলাবিলসিতকোটিপদ্মোদ্ভবরুদ্রেন্দ্রমরুদশ্বিসাধ্যসিদ্ধগণপ্রণতাশেষসুরাসুরত্রিভুবনগুরো ন কস্যাপি জ্ঞানগোচর নমস্তে নমস্তে। জৈমিনিরুবাচ। ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

বহুদক্ষিণাঃ॥ ৩৩॥ তাসাং খুরাগ্রগাতো যো গর্ত্তোহভূদ্দ্বিজসত্তমাঃ। দানাম্বুনা সমং পূর্ণো তীর্থমাসীন্মহাফলম্। তস্মিন্ স্নাত্বা পিতৃন্ দেবান্ সন্তর্প্য বিধিবন্নরঃ। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ৩৪॥ নাম্না খ্যাতং সরস্তদ্ধি ইন্দ্রদ্যুম্নস্য ভূপতেঃ। নিবাপ্য তত্র পিণ্ডাংস্তু পিতৃনুদ্দিশ্য মানবঃ কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৩৫॥ নাতঃ পরতরং তীর্থং হয়মেধাঙ্গসম্ভবাৎ। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য সরসঃ স্যাদ্বা ত্রিপথগাসমা॥ ৩৬॥ ততঃ প্রাসাদঘটনামুপচক্রাম ভূপতিঃ। শুভে কালে সুনক্ষত্রে দৈবজ্ঞবিধিচোদিতে। সুমুহূর্ত্তে নারদাদীন ব্রাহ্মণাগ্র্যান্ প্রপূজ্য চ। স্বস্তিবাচঞ্চ কর্ম্মাঙ্গং বাচয়িত্বা নৃপোত্তমঃ। অর্ঘ্যং দদৌ জগন্নাথং স্মরন প্রাসাদবেশ্মনি॥ ৩৭॥ বসুধাং প্রার্থয়িত্বা তু স্থানমাচন্দ্রতারকম্। শিল্পিনঃ পূজয়ামাস বাস্তুযাগপুরঃসরম্॥ ৩৮॥ মহোৎসবং তদা চক্রে গীতবাদ্যৈঃ প্রভূতকৈঃ। দীনানাথবিপন্নেভ্যো দদৌ বস্তু যথেপ্সিতম্॥ ৩৯॥ রাজ্ঞো বিসর্জ্জয়ামাস বহুমানপুরঃসরম্। কৃতার্থানবতারং তং হরের্দৃষ্ট্বা হতাংহসঃ॥ ৪০॥ ততঃ স কোটিশো বিত্তং দদৌ পাষাণদারিণে॥ ৪১॥ আহূতো বহুদেশেভ্যো দৃষদাং পার্থিবোত্তমঃ। উবাচেদং মুদা যুক্তঃ সভায়াং পৃথিবীশ্বরঃ। অষ্টাদশভ্যো দ্বীপেভ্যো যন্ময়া পৌরুষার্জ্জিতম্। তৎসর্ব্বং জগদীশস্য প্রাসাদায়োপবর্জ্জিতম্॥ ৪২॥ জৈত্রযাত্রাপ্রসঙ্গেন শ্রমো লব্ধস্তু যো ময়া। সফলোহস্তু স মে বিষ্ণোঃ প্রাসাদায়ানুযোগতঃ॥৪৩॥ অতঃপরং মে কিং ভাগ্যং চরাচরগুরুং হরিম্। প্রসাদয়িষ্যে সম্পত্ত্যা ভুজদ্বন্দ্বার্জ্জিতশ্রিয়া। শ্রীঃ সদা পুণ্ডরীকাক্ষ প্রিয়ানুগ্রহজা মম। বেশ্ম তস্মৈ সমর্প্যেদং ভবিষ্যামি কৃতা[illegible]বান্॥ ৪৪॥ সচরাচর-

---

অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গভূত কোটি কোটি গো সকল সবিশেষ অলঙ্কৃত করিয়া ভূরি ভূরি দক্ষিণার সহিত দান করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! ঐ গো সকলের খুরাগ্রের খনন দ্বারা যে গর্ত্ত [illegible] হয়, তাহাই দানকালীন হস্তচ্যুত জলসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া মহাফলজনক একটী তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই তীর্থে স্নান, পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ যথাবিধানে সম্পাদিত হইলে মনুষ্যেরা সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হন; ইহাতে সংশয় নাই। ঐ সরোবর ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির নাম দ্বারা আখ্যা প্রাপ্ত (ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর) হইয়াছে। মানবগণ সেই স্থলে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিলে কুলের একবিংশতি পুরুষকে উদ্ধার করত স্বয়ং ব্রহ্মলোকে যাইয়া বহু মান প্রাপ্ত হন। এই অশ্বমেধযজ্ঞাঙ্গসমুৎপন্ন ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হইতে শ্রেষ্ঠতম তীর্থ আর কুত্রাপি নাই; একমাত্র ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কেবল ইহার উপমা হইতে পারে। অনন্তর ভূপতি জগন্নাথের প্রাসাদ নির্ম্মাণের উপক্রম করিতে লাগিলেন। (প্রথমতঃ) দৈবজ্ঞ দ্বারা সুনক্ষত্র সুমুহূর্ত্ত বিশিষ্ট শুভকাল নির্ণয়পূর্ব্বক নারদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে অর্চ্চনা ও কর্ম্মাঙ্গাক স্বস্তিবাচন করিয়া জগন্নাথকে স্মরণ করিতে করিতে [illegible] প্রাসাদ[illegible] স্থলে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। [illegible] সমীপে চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থিতি কাল ([illegible] কাল) পর্য্যন্ত সেই ভূমিখানি প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তথায় বাস্তু-দোষ উপশমার্থ বাস্তুযাগ ক্রিয়া সম্পাদনপুরঃসর শিল্পিগণকে পারিতোষিকাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। এই সময়ে এস্থলে প্রভূত গীতবাদ্যাদি দ্বারা মহা উৎসব উপস্থিত হইয়াছিল। নরপতি দীন অনাথ ও বিপন্ন প্রভৃতি লোকদিগকে তাহাদের স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ বহুতর বস্তু প্রদান করিলেন। নানা প্রদেশ হইতে সমাগত যে সকল রাজগণ সেই হরিদেবের অবতার দর্শনে নিষ্পাপ হওয়ায় কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও বহু সম্মানপূর্ব্বক বিদায়ানুমতি প্রদান করিলেন। ৩২—৪০। অতঃপর নরপতি দেবগৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রস্তরখণ্ডসমূহ ছেদনার্থ কোটি কোটি বিত্ত ব্যয় করিতে লাগিলেন। (এতাধিক প্রস্তরের আবশ্যক জন্য যে) বহুতর দেশ হইতে পাষাণসম্পত্তিশালী প্রধান প্রধান পার্থিবগণ তথায় আহূত হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে পৃথিবীশ্বর সভাসীন হইয়া আহ্লাদ সহকারে কহিতে লাগিলেন যে, আমি এই অষ্টাদশ দ্বীপ হইতে পুরুষকার দ্বারা যে সকল দ্রব্যজাত উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা এখন জগদীশ্বরের প্রাসাদনির্ম্মাণেই পরিবর্জ্জিত হইতেছে। আমি দিগ্বিজয়-যাত্রা প্রসঙ্গে যে সমুদয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, আজ বিষ্ণুর প্রাসাদ রচনার নিমিত্ত সেই সকল শ্রমলব্ধ বিত্ত উপযোগী হইতেছে বলিয়া তাহা আমার সফল হইতেছে। আমার ইহার পর আর কি ভাগ্য হইবে। আমি স্বীয় ভুজদ্বয়ার্জ্জিত [illegible]

নাথস্য কৃপাসীদযাদৃশী ময়ি। কিং কর্ত্তুমীশস্তস্যাহ দেবদেবস্য চক্রিণঃ। কটাক্ষপাতো যস্যাসীৎ তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী॥ ৪৫॥ অষ্টাদশাত্মিকা দেবী জিহ্বাগ্রে চাস্য নৃত্যতি। যমারাধ্য জগন্নাথং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবান্ বিধিঃ। রুদ্রো মহেশ্বরত্বঞ্চ শক্রস্ত্রিদিবরাজতাম্। লেভে তমর্চ্চয়্যং জগতামর্চ্চয়িষ্যামি শাশ্বতম্॥ ৪৬॥ জিতং তেন ত্রিধা রাশীভূতমংহো মহাত্মনা। সাঙ্গোপাঙ্গেন বিধিনা যেন কৃষ্ণঃ সমর্চ্চিতঃ॥ ৪৭॥ কলেবরমিদং ক্ষেত্রং যত্রাহঙ্কারবান্ বিভুঃ। আবির্ভাবতিরোভাবৌ স্থিতিনিত্যা হি যৎপ্রভোঃ॥ ৪৮॥ অত্র সাক্ষাৎ বপুষ্মন্তং সম্পূজ্য জগতাং গুরুম্। সাক্ষাৎ কৃতার্থো ভবতি চতুর্ব্বর্গস্য ভাজনম্ (১)॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরোৎপত্তিবিবরণং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

দ্বারা চরাচরগুরু হরিদেবকে প্রসন্ন করিব (প্রাসাদে স্থাপন করিব)। যে পুণ্ডরীকাক্ষের প্রিয়তমা লক্ষ্মীর অনুগ্রহেই আমার এই শ্রী হইয়াছে, আমি এই বেশ্ম নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিতে পারিলেই কৃতাত্মতা লাভ করিব। আমার উপর এই চরাচর প্রভুর যাদৃশী কৃপা আছে, আমি তদনুরূপ এই চক্রধারী দেবদেবের কোন্ কার্য্য করিতে সমর্থ হইব? ইনি যাহার প্রতি একবার মাত্র কটাক্ষপাত করেন, তাহার শ্রীসম্পত্তি সর্ব্বতোভাবেই চিরবিদ্যমান থাকে। ইঁহার জিহ্বাগ্রভাগে অষ্টাদশ বিদ্যাধীশ্বরী বাগ্দেবী নৃত্য করিতেছেন। এই জগন্নাথদেবকে আরাধনা করাতেই ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, রুদ্র মহেশ্বরত্ব ও ইন্দ্র দেবরাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। (আজ) আমি সেই জগদর্চ্চনীয় শাশ্বত দেবকে অর্চ্চনা করিব। যিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিধানে শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিতে পারিয়াছেন, সেই মহাত্মারই মনোবাক্কায়সম্ভূত ত্রিবিধ পাপরাশি পরাজিত হইয়াছে। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পুরুষোত্তমের কলেবর স্বরূপ; প্রভু এ স্থলে অহঙ্কার বিশিষ্ট এবং আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াও সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। এই স্থলে প্রত্যক্ষ শরীরধারী জগদ্গুরু জগন্নাথদেবকে অর্চ্চনা করিয়া মানব ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভে সাক্ষাৎ কৃতার্থ হইতে পারেন। ৪১—৪৯।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

---

(১) বহুব্যয়ায়াসতো যা রাজ্য-ঋদ্ধির্ময়ার্জ্জিতা। অ…কৃপানুগ্রহাৎ সা তু সফলাস্য পদযুজে॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। ইতি ব্রুবাণং রাজানং কশ্চিদৃগ্বেদপারগঃ। বেদান্তবিজ্জ্ঞানশীলো দ্বিজো বাক্যং মুদা জগৌ॥ ১॥ অহো ভবায়ং খলু ভাগ্যরাশির্দ্দৈনাবিরাসীদ্ভুবি দারুমূর্ত্তিঃ। যস্যাপ্যুপাস্তিং শ্রুতিরাহ মুক্তিপ্রদানমাত্মজ্ঞবিমোহিতানাম্॥ ২॥ (১) য (স) এষ প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হ্যপৌরুষঃ। তমুপাস্য দুরারাধ্যং মুক্তিং যাতি সুদুর্লভাম্॥ ৩॥ ব্রহ্মজ্ঞাননিধিঃ সাক্ষাৎ নারদঃ প্রত্যুবাচ তম্। ন হি বেদান্তবচসঃ পরস্যাজ্ঞানমস্য বৈ। নহি প্রবৃত্তিবিষ্ণোস্তু বিনা বেদং প্রবর্ত্ততে॥ ৪॥ পরেষাং স্বস্য বা স্রষ্টৌ

একবিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি এই প্রকার কহিতেছেন, এমন সময়ে কোন ঋগ্বেদপারগ সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসাগর (নারদ)ঋষি মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। বেদান্তবিদ্ জ্ঞানশীল ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আহ্লাদ সহকারে বলিতে লাগিলেন,—হে নৃপোত্তম! তোমার এই বিপুল ভাগ্যরাশি অতি আশ্চর্য্য! যে হেতুক ভগবান্ পৃথিবীতে দারুমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন; শ্রুতিতে (বেদে) অভিহিত আছে যে, ইঁহাকে উপাসনা করিলে আত্মজ্ঞান-বিমোহিত ব্যক্তিদিগেরও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সেই এই অপৌরুষেয় দারুটি সমুদ্রপারে ভাসমান হইতেছে। দুরারাধ্য উঁহাকে উপাসনা করিলে অত্যন্ত দুর্লভ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাক্ষাৎব্রহ্মজ্ঞানসাগর নারদ ঋষিও কহিতে লাগিলেন যে, এই ভগবান্ বেদান্ত বাক্যেতে অজ্ঞাত নহে এবং এই বিষ্ণুর কার্য্যপ্রবৃত্তি সকল

---

(১) সর্ব্বোপচারৈঃ পরিপূজ্য দেবং দ্রব্যোদ্ভবৈঃ সাগরমেখলায়াঃ। যাবৎ সমাপ্নোতি হি কর্ম্মপাকঃ সাম্রাজ্যযাত্রা সফলা মমাস্তু॥ কিং দ্রব্যজাতং খলু যেন বিষ্ণুং নোপাহরেৎ সাঙ্গমপেতকল্মষঃ। কিং পৌরুষেয়ং যদি বাসুদেব পরিচ্ছদো যেন ন সাধিতো মে॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

শ্রুতিপ্রামাণ্যবান্ বিভুঃ। বিনা শ্রুতিং প্রবর্ত্তেত কস্তৎপ্রামাণ্যমৃচ্ছতি ॥ ৫ ॥ তস্মাৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধো-হয়মবতারোঽত্র ভূপতে। বেদান্তবেদ্যং পুরুষং গীতং তৎ সামগীতিষু ॥ ৬ ॥ প্রতিমাং নতু জানীহি নিঃশ্রেয়সকরীং নৃণাম্। দর্শনাদেব নশ্যন্তীং সুদৃঢ়ং তম উত্তমম্ ॥ ৭ ॥ সন্ত্যেব শ্রুতয়ঃ পূর্ব্বমেতদর্চ্চা-প্রকাশিকাঃ। এতদর্চ্চা প্রশস্তা বৈ যদর্থে বিনিযো-জিতাঃ ॥ ৮ ॥ অহো ভারতবর্ষস্থ মনুষ্যাঃ ক্ষীণ-কল্মষাঃ। অপবর্গপ্রদো যেষামাবিরাসীজ্জনার্দ্দনঃ ॥৯॥ তত্রাপ্যয়ঞ্চৌড্রদেশঃ সর্ব্বেষামুত্তমঃ শ্রুতঃ। যত্রস্থা-শ্চর্ম্মনেত্রেণ পশ্যন্তি ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ১০ ॥ শ্রুতিস্মৃতীনাং গহনঃ পন্থাঃ কর্ম্মভিরাকুলঃ। যেন যাতা ভ্রমন্তীহ ঘটীযন্ত্রবদাকুলাঃ ॥ ১১ ॥ নির্ব্যলীকপদপ্রাপ্তিহেতুরেষ স চিন্ময়ঃ। শ্রুত্যাদিভির্ব্বিনোপায়ৈঃ পরমানন্দ-মুক্তিদঃ। নিরন্তরগতায়াতদুঃস্থিতানাং দুরাত্মনাম্। এষ দারুবপুর্ব্বিষ্ণুঃ সুখদাতা সুবান্ধবঃ। শ্রুতি-স্মৃত্যুক্তনিয়মা বিদ্যন্তে নেহ পার্থিব ॥ ১২ ॥ যথা তথা দৃষ্টিপথ আচাণ্ডালান্মুক্তিদঃ। অভক্তশ্চেদমুং পশ্যেৎ গতানুগতিকো নরঃ। অশ্বমেধসহস্রাণাং ফলস্তবিকলং ভবেৎ (১) ॥ ১৩ ॥ ভজেচ্চেন্নিয়মস্থো হি ভক্তিমান্ দৃঢ়মানসঃ। অসংশয়ং স সাযুজ্যং ব্রহ্মণো লভতে নরঃ ॥ ১৪ ॥ ক দুঃখায়াসবহুলমনায়াস-বিনশ্বরম্। অচিরস্থং ক্ষুদ্রফলং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥ কেদং দারুময়ং ব্রহ্ম পাপরাশিদবানলম্। সচ্চিদানন্দকৈবল্যং যুক্তিদং দর্শনাদপি ॥ ১৬ ॥ বেদা-নুবচনাদীনি দুষ্করাণি দুরাত্মানাম্। মহাত্মভিস্তৈর্যৎ প্রাপ্যং তদত্রাগ্রমযং লভেৎ ॥ ১৭ ॥ অন্যক্ষেত্রেষু ভগবান্ সুদূরো মর্ত্ত্যবাসিনাম্। স্বক্ষেত্রেঽস্মিন্নিব-সতি নিত্যং মুক্তিপ্রদো বিভুঃ ॥ ১৮ ॥ তস্মাদত্র মহারাজ তিষ্ঠ সবলপৌরুষঃ। বিষ্ণুভক্তমোঽসি ভক্তশ্চ সাঙ্গোপাঙ্গমমুং ভজ ॥ ১৯ ॥ জৈমিনিরুবাচ।

বেদবহির্ভূত ভাবে প্রবর্ত্তিত হয় না। প্রভু যখন সৃষ্টি করেন অথবা স্বয়ং সৃষ্ট হন, তখনও বেদপ্রামাণ্যের বশীভূত থাকেন। অতএব যিনি বেদবাহ্য কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার প্রমাণে আস্থা করে? অতএব হে ভূপতে! বেদে এই অবতার বেদপ্রসিদ্ধ আছে; সামগীতিতে ইনি বেদ-বেদান্তবেদ্য পুরুষ বলিয়া গীত হইয়াছেন। ইহাঁকে সামান্য প্রতিমা বলিয়া জানিও না, যে হেতু ইনি মনুষ্যদিগের মোক্ষ প্রদান করেন। ইহাঁকে দর্শন মাত্র অত্যুৎকট তমোগুণ নষ্ট হইয়া যায়। এই জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তিবিজ্ঞাপক শ্রুতিনিচয় ইতিপূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত ছিল মাত্র; কিন্তু আমাদের সেই প্রতিমাগুলি আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হওয়াতে এই আমাদিগের নিমিত্ত নিয়োজিত হইল। কি আশ্চর্য্য! ভারতবর্ষীয় লোকের পাপ নাই, মুক্তি-দাতা জনার্দ্দন তাহাদিগের নিকট আবির্ভূত হইয়া-ছেন। ভারতবর্ষমধ্যে ওড্রদেশটি সকল অপেক্ষা উত্তম; যেহেতু ব্রহ্মরূপী জনার্দ্দনকে চর্ম্মচক্ষু দ্বারায় তত্রস্থ সকলে দর্শন করিতেছেন।—১০। শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত সকল পথ কর্ম্মেতে আবৃত আছে, মায়াও ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় (ঘড়ীর ন্যায়) আকুল হইয়া ভ্রমণ করি-তেছে; কেবল সত্যপদ-প্রাপ্তির কারণ জ্ঞানময় জগন্নাথ শ্রুত্যুক্ত উপায় বিনাও পরম মুক্তিদান করেন। অনবরত যাতায়াত করে, সে সকল দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের এই জগন্নাথ স্বীয় বান্ধবের ন্যায় সুখ দান করেন। হে রাজন্! শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত নিয়ম এই স্থানে নাই। অধিক আর কি বলিব, এই ভগবান্ যে কোন স্থলে যে কোন প্রকারে দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই চাণ্ডাল অবধি সমুদায় ব্যক্তিকে মুক্তি বিতরণ করেন। পুনঃপুনঃ জন্মভাগী অভক্ত ব্যক্তিও যদি ইহাঁকে দর্শন করে, তাহারও সহস্র অশ্বমেধ অনুরূপ ফল লাভ হয়। আর স্থিরচিত্তে ভক্তিযোগে নিয়মস্থ হইয়া যদি ইহাঁকে কেহ ভজনা করে, তবে নিঃসংশয়ে সে ব্রহ্মসাযুজ্য ফল লাভ করে। বহুল দুঃখ ও আয়াসসাধ্য অচিরস্থায়ী ক্ষণ-বিনশ্বর পুনরাবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত স্বর্গরূপ ফলই বা কোথায়? আর এই পাপব্যূহের দাবানলসদৃশ সচ্চিদানন্দ—দর্শনমাত্রেই কৈবল্যদাতা দারুময় ব্রহ্মই বা কোথায়? এই স্থল বিনা অন্যত্র নাই। দুরাত্মা লোকদিগের বেদোক্ত প্রমাণাদির অবলম্বন দুষ্কর হইলেও মহাত্মাদিগের লভ্য যে ফল, তদনু-রূপ ফল তাহাদিগের লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ অন্যান্য ক্ষেত্রে মনুষ্যদিগের সুদূরলভ্য হইয়া অবস্থিত থাকেন; কিন্তু তাঁহার স্বক্ষেত্র এই ক্ষেত্র-ধামে মুক্তিদাতা হইয়া নিত্যই বাস করিতেছেন। হে মহারাজ! এই জন্যই বলিতেছি, আপনি স্বকীয় বল-পৌরুষ সমভিব্যাহারে এই স্থলেই তিষ্ঠিয়া থাকুন। আপনি পণ্ডিতাগ্রণী ও বিষ্ণুভক্ত; অতএব অঙ্গোপাঙ্গের সহিত তাঁহাকে ভজনা করুন। জৈমিনি

---

(১) লভেৎ।

দ্বিজস্য তদ্বচঃ শ্রুত্বা নারদো হৃষ্টমানসঃ। সাধূক্তং দ্বিজবর্য্যেণ বেদমার্গানুসারিণা ॥ ২০ ॥ সৃষ্ট্যাদৌ ব্রহ্মনিশ্বাসাদভবদ্বেদসংহতিঃ। তত্রোপনিষদর্থোঽয়ং সাম্প্রতং ব্যক্তিমাগতঃ ॥ ২১ ॥ বেত্ত্যেতদর্থং ভগবান্ পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ। অজ্ঞাসিষঞ্চ ভূপাল সাম্প্রতং তন্মুখাদহম্। তস্যাজ্ঞয়া কৃতং সর্ব্বং যথাভিলষিতং তব ॥ ২২ ॥ এনমারাধ্য তিষ্ঠাত্র যাম্যহং ব্রহ্মণোঽন্তিকম্। কৃতং নিবেদয়িষ্যামি প্রকাশঞ্চ মুরদ্বিষঃ ॥ ২৩ ॥ প্রাসাদং কুরু ভূপাল ধনেন মহতা তথা। প্রাসাদে নরসিংহস্য প্রতিষ্ঠাপ্য বিমুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ জৈমিনিরুবাচ। তচ্ছ্রুত্বা স তু ভূমীন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ মুনিং তদা। মহর্ষেঽহং ত্বয়া সার্দ্ধং যিযাসুর্ব্রহ্মণোঽন্তিকম্। যৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথং চক্রেঽহঞ্চ লোচনাতিথিম্ ॥ ২৫ ॥ নিবেদ্য তঞ্চ স্রষ্টারং প্রতিষ্ঠার্থং মুরদ্বিষঃ। বিজ্ঞাপয়িষ্যে সান্নিধ্যে প্রাসাদস্থাপনোৎসবে (বম্)। যথা স্বয়ং সমাগত্য ব্রহ্মলোকাৎ পিতামহঃ। মহোৎসবং ভগবতঃ প্রাসাদেঽত্র করিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ তন্মুনে মামপি বিধেঃ সদনে প্রাপয়িষ্যসি। গর্ত্তপ্রতিষ্ঠাং প্রাসাদে সমাপ্যেহ স্থিতো মুনে। পশ্চাদাবাং ব্রজিষ্যাবঃ কঞ্চিৎ কালং প্রতীক্ষসে ॥ ২৭ ॥ অতঃ স নৃপতিঃ শ্রীমান্ (১) শিল্পশাস্ত্রবিশারদান্। পাষানখণ্ডঘটনাকর্ম্মণ্যেকৈকযোগতঃ। সৎকারৈর্দানমানৈশ্চ যোজয়ামাস সাদরম্ ॥ ২৮ ॥ দিনে দিনে সুঘটিতঃ প্রাসাদো ববৃধে দ্বিজাঃ। পরিতঃ পূর্য্যমাণস্তু শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥ ২৯ ॥ এবং বিঘট্টমানোঽপি (২) প্রাসাদঃ পরিবর্দ্ধিতঃ। মহোচ্ছ্রয়ত্বাদম্লেন ন কালেনাভিলক্ষ্যতে ॥ ৩০ ॥ পাষাণসংখ্যা শক্যা বা কথঞ্চিদ্‌ঘটনাক্রমাৎ। বিত্তব্যয়স্তু কোটীনাং ন সংখ্যা তত্র শক্যতে ॥ ৩১ ॥ যাবন্তো ভারতে বর্ষে লোকাঃ সময়বর্ত্তিনঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য নৃপতের্নিযুক্তাস্তে মহীভৃতঃ ॥ ৩২ ॥ একৈকশো নিযুক্তা যে পরস্পরসমন্বিতাঃ। তৈশ্চাপ্যন্যে নিযুক্তাস্তে সর্ব্বে তত্র প্রব-

কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণের এই প্রকার বচনপরম্পরা শ্রবণে নারদ ঋষি সন্তুষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন,—এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদপথ অনুসরণক্রমে যাহা বর্ণন করিলেন, তাহা যথার্থই হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার নিশ্বাস হইতে বেদসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে দারুব্রহ্ম সম্বন্ধীয় এই উপনিষদর্থটি সম্প্রতি ব্যক্ত হইল। হে ভূপাল! সেই পদ্মযোনি পিতামহই ইত্যগ্রে এই অর্থটি অবগত ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার মুখ হইতেই আমি জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারই অনুমতিক্রমে তোমার এই অভিলষিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলাম। তুমি এই দেববরকে আরাধনাপূর্ব্বক এই স্থানে থাক, আমি এখন ব্রহ্মার সমীপে গমন করি। যাইয়া মুরারির আবির্ভাব ও এই সমুদয় কৃতকার্য্য নিবেদন করিব। তুমি এখন মনোযোগ দিয়া বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া একটি-প্রাসাদ (দেবগৃহ) নির্ম্মাণ কর। তাহাতে এই নরসিংহকে প্রতিষ্ঠিত করিলেই মুক্তিলাভ করিবে।১১—২৪। জৈমিনি কহিলেন,—নরপতি মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে মহর্ষে! আমিও আপনার সহিত ব্রহ্মার সমীপে প্রয়াণ করিতে অভিলাষী হইতেছি; তাঁহারই প্রসাদবলে আমি জগন্নাথ দেবকে নয়নপথের অতিথি করিয়াছি। আমি মুররিপুর প্রতিষ্ঠার্থ সেই জগৎস্রষ্টার সন্নিধানে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা ও উৎসব কার্য্য বিজ্ঞাপন করিব, যাহাতে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মলোক হইতে শুভাগমন করিয়া এই প্রাসাদে ভগবান্ পুরুষোত্তমের মহোৎসব সম্পাদন করেন। হে মুনে! আমাকেও ব্রহ্মার সদনে লইয়া চলুন। তবে আপাততঃ কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করুন, এইস্থানে থাকিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও তাহার মধ্যে রত্নবেদী প্রতিষ্ঠা সমাপন করত পশ্চাৎ উভয়েই গমন করিব। অতঃপর শ্রীমান্ নৃপবর প্রস্তরখণ্ডঘটিত দেবগৃহগঠন কার্য্যে শিল্পব্যবসায়নিপুণ ব্যক্তিদিগের প্রত্যেককে সৎকার, ধনদান ও সম্মানের সহিত সাদরে নিযুক্ত করিলেন। হে দ্বিজগণ! দিন দিন ঐ প্রাসাদটি সুঘটিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় ক্রমশঃ সর্ব্বাবয়বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাসাদটিও এরূপ উচ্ছ্রিত হইল যে, তাহার সেই অত্যুচ্চতা নিবন্ধন ক্ষণ-দৃষ্টিতে সর্ব্বাবয়ব লক্ষিত হইতে পারে না। বরং তাহার প্রস্তরসংখ্যা ঘটনাক্রমে কথঞ্চিৎ নির্ণীত হইতে পারে, কিন্তু মহারাজের যে উহাতে কত কোটি বিত্ত ব্যয় হইয়াছিল, তাহা সংখ্যাত হইবার নহে। তৎকালে এই ভারতবর্ষমধ্যে যে সমুদয় মহীপাল বাস করিতেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন সে সকলকেই এই কার্য্যভারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাঁহারা এক এক কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহারা আবার পরস্পর মিলিত

(১) সর্ব্বান্। (২) সংবর্দ্ধমানোঽপি।

র্ত্তিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ অজস্রং তন্নিযুক্তানাং যো হর্ষোত্থো মহারবঃ। আকাশমম্বুবানোঽসৌ দিশাং ভাগান-পূরয়ৎ ॥ ৩৪ ॥ নৃপতেঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা সাত্ত্বিকেন প্রসাদিতা। শ্রীঃ সমৃদ্ধাভবদ্বিপ্রাঃ কীর্ত্ত্যা সহ মহীপতেঃ ॥৩৫॥ ক্বচিৎ কাঞ্চনবিন্যস্তনানারত্নময়োজ্জ্বলঃ। ক্বচিৎ স্ফাটিকভিত্ত্যা তু শারদাভ্রনভশ্ছবিঃ। ক্বচি-ন্নীলাশ্মঘটিতা ভিত্তিঃ কালাভ্রমেদুরা ॥ ৩৬ ॥ এবং সুঘটিতে বিষ্ণোঃ প্রাসাদে সুমনোহরে। গর্ভ-প্রতিষ্ঠাং বিধিবৎ কৃত্বা স নৃপসত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥ বজ্র-পাতাদিভীত্যাদিবারণার্থং যথোদিতম্। শিল্পিশাস্ত্রে-ঽপি মণ্যাদিবিন্যাসং পৌরুষাকৃতিম্ ॥ ৩৮ ॥ পুনঃ প্রাসাদঘটনাসম্ভারোচিতমেব বৈ। বহুমূল্যং রত্নজাতং যত্নাৎ তত্র স্থবেশয়ৎ ॥ ৩৯ ॥ ততো বিমুচ্যমানে (১) হস্মিন্ প্রাসাদে কীর্ত্তিবর্দ্ধনে। মনসাপি ন সম্ভাব্যো ত্রিষু কালেষু ভূভুজাম্। দেবানামপি নো লক্ষ্যো দ্বিজাঃ কল্পান্তবাসিনাম্ ॥ ৪০ ॥ প্রাসাদ ঈদৃশো ভূমৌ ক্বচিজ্জ ঘটিতো নহি। স্বর্গে বা ইত্থমাদিত্যা আশংসন্তি (১) পরস্পরম্ (২) ভূপতে দুর্লভং কিং স্যাৎ সহায়ো যস্য নারদঃ। পিতামহশ্চ জগতাং স্রষ্টা কার্য্যধুরন্ধরঃ ॥ ৪২ ॥ অথবা বিষ্ণুভক্তস্য নাতিদূরং চিকীর্ষিতম্। বিষ্ণোস্তদ্ভক্ত-লোকস্য নান্তরং বিদ্যতে দ্বিজাঃ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ স নারদং প্রাহ প্রাসাদান্তর্মুনীশ্বরম্। (৩) ভগবদ্বপু-রাভাসি প্রাসাদোঽস্তু চিরং ময়ি ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্তা

হইয়া অপরাপর বহুতর লোককে নিযুক্ত করিলেন। সকলেই প্রাসাদকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে অন-বরত নিযুক্ত লোক সম্প্রদায়ের হর্ষসম্ভূত যে মহারব উদ্ভূত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত ও দিগ্বিদিক সকল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ২৫—৩৪। হে বিপ্রগণ! নৃপতির ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সাত্ত্বিক ভাবে প্রসন্ন হইয়া শ্রীদেবতা তদীয় কীর্ত্তির সহিত সুসমৃদ্ধা হইয়া উঠিলেন। উহার কোন কোন স্থান কাঞ্চন-বিন্যস্ত নানাবিধ রত্নরাজিতে উজ্জ্বল। কোথাও বা স্ফটিকময় ভিত্তি দ্বারা শরৎকালীন মেঘমণ্ডল-মণ্ডিত নভোমণ্ডলের শোভা প্রকাশিত হইতেছে। কোন কোন ভিত্তি নীলকান্তমণিনিকর সন্নিবিষ্ট থাকায় কালাভ্রের আভা ধারণ করিতেছে। ইত্যা-কার বিবিধ মনোহরগুণ-সম্পন্ন ভগবৎ-প্রাসাদ সুসম্পন্ন হইলে নরপতি উহার গর্ভপ্রতিষ্ঠা বিধিবৎ সম্পাদন করিলেন। উহার উপরিভাগে বজ্রপাত প্রভৃতি ভয় নিবারণার্থে শিল্পিশাস্ত্রোক্ত পুরুষ প্রতি-কৃতি মণ্যাদির বিন্যাস সমাহিত হইল। পুনর্ব্বার প্রাসাদঘটনার উপযোগী বহুমূল্য রত্নজাত যত্ন সহকারে তাহাতে ন্যস্ত রহিল। অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন এই কীর্ত্তিসম্বর্দ্ধক প্রাসাদ সম্বন্ধে সমুদয় কর্ত্তব্য শেষ করিলে অন্যান্য ভূপালদিগের ত্রিকালেও মনঃকল্পনাসাধ্য বলিয়া ইহা বিবেচিত হইল না। হে দ্বিজগণ! আকল্পবাসী ত্রিদিববাসিগণের উহা কখন লক্ষিত হয় নাই, সুতরাং ভূমিতলে ঈদৃশ দেবগৃহ কখনও প্রস্তুত হয় নাই। স্বর্গেও বা এরূপ প্রাসাদ না হইয়া থাকিবে। দেবগণ এই প্রকারে পরস্পর আশংসা করিতে লাগিলেন। যাঁহার সহায় নারদ; সেই ভূপতির কোন্ বস্তু দুর্লভ হয়? আরও তাহাতে জগৎস্রষ্টা পিতামহই ইহার কার্য্যভার বহন করিতেছেন। অথবা যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হয়, তাহার কোন অভিলষিত কার্য্যই দুষ্কর হয় না। হে বিপ্রবৃন্দ! বিষ্ণু আর তাঁহার ভক্ত লোক সকল, এ উভয়ে কিছুই অন্তর নাই। ৩৫—৪৩। অনন্তর নররাজ প্রাসাদমধ্যে নারদ ঋষিকে

(১) বিমুচ্যমানে।

(১) আলপন্তি।

(২) অহো সুবুদ্ধিরস্যোচ্চৈর্যেয়মীদৃক্‌পরাণতা। শ্রদ্ধয়া ভগবৎপাদপদ্মযোঃ সাভিলাষিণী ॥ অলৌকি-কানি কর্ম্মাণি পশ্যন্তি হি রচন্ত্যপি। কে বাত্র ভূমৌ রাজানো বভূবুর্নীতিশালিনঃ ॥ সার্ব্বভৌমাস্তু সাম্রাজ্য-জেতারঃ সর্ব্ববাদিনাম্। বিত্তানি যৈঃ সঞ্চিতানি সুবহূনি চ কোটিশঃ ॥ অশ্বমেধসহস্রন্তু যৎ কৃতং ত্রিদিবেশিতুঃ। শক্যং বা ভূভুজা-নাস্তু নাতঃ পূর্ব্বমনুষ্ঠিতম্ ॥ ন দৃষ্টং ন শ্রুতং বাপি বাজিমেধসহস্রকম্। মহীক্ষিতানুষ্ঠিতং বৈ যত্র ত্রৈলোক্যবাসিনঃ। পৃথিব্যামস্য নৃপতেঃ সহস্রা ভোগভোগিনঃ। ব্রহ্মলোক ইবাভাতি সভা যস্য চ যাজিনঃ ॥ মূর্ত্তিমন্তস্ত্রয়ো বেদাশ্চতুষ্পাদো বৃষস্তথা। সুরাঃ সঙ্কল্পকামাস্তু যত্রাস্তুগুধিয়োঽভবন্ ॥ অয়ং প্রাসাদবর্য্যো বৈ বুদ্ধেবিষয়তাং গতঃ। মনোঽপি যত্র ভবতি ন বা ত্রৈলোক্যবাসিনাম্ ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

(৩) সর্ব্বং সম্পন্নমাসীন্মে যদশক্যং সুরাসুরৈঃ। সাক্ষাদ্ভগবতো বিষ্ণোরদ্বৈতোপাসনারতঃ ॥ ক্বচি-দিত্যধিকঃ পাঠঃ।

পাদয়োর্মূর্দ্ধ্না প্রণনাম স নারদম্। নারদোঽপি তমুত্থাপ্য পরিষজ্য নৃপোত্তমম্। ত্বত্তো ন ভেদো নৃপতে মমাস্তি খলু তত্ত্বতঃ॥ ৪৫॥ যস্ত সাক্ষাজ্জগন্নাথ আবির্ভূতঃ কৃতে তব। যৎপাদপদ্মে যাদৃক্ তে চেতঃ প্রবণতাং গতম্। ভক্ত্যা হ্যনন্যয়া পুংসঃ কিমতঃপরমস্তি বৈ। আগম্যাভ্যর্চ্চয়স্বৈনং জীবন্মুক্তোঽসি সাম্প্রতম্॥ ৪৬॥ তীর্থৈর্ম্মন্ত্রৈর্জপৈর্দানৈ ক্রতুভিঃ শ্রেষ্ঠদক্ষিণৈঃ। ব্রতৈরধ্যয়নৈর্ভূপ তপোভিশ্চ যদর্জ্জিতুম্। ন শক্যং তব রাজেন্দ্র ভক্ত্যা তৎ করমাগতম্॥ ৪৭॥ অতঃপরং ন শোচস্ব ভক্তিযোগে নমোঽস্তু তে। (১) পিতামহং দ্রষ্টুকামো গত্বা চেদন্তিকং বিভোঃ। উপদেক্ষ্যতি সোঽপ্যস্য যাত্রাস্তাস্তা মহোৎসবাঃ॥ ৪৮॥ স্বয়ঞ্চ ভগবানেব বরং তুভ্যং প্রদাস্যতি। প্রতিষ্ঠাপিতে প্রাসাদে তস্মিন্ কালে স্বয়ম্ভুবা। অহমপ্যাগমিষ্যামি তদা সপ্তর্ষিভিঃ সহ॥ ৪৯॥ তাবাবাং তত্র গচ্ছাবো ব্রহ্মলোকমকল্মষম্। ত্বাং বিনা ভুবি কঃ শক্তো ব্রহ্মলোকগতিং প্রতি। ইত্যুক্ত্বা নারদো ভূপমুত্তস্থৌ চ নভস্থলম্॥ ৫০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নেন শ্রীদারুব্রহ্মণে প্রাসাদনির্ম্মাণং নামৈকাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

কহিলেন,—হে ঋষে! আমার এই প্রাসাদটী যেন চিরকালের জন্যই সেই ভগবদ্দেহের আভাসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা বলিয়া মুনিবরের পাদদ্বয়ে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতে লাগিলেন। নারদও নরপতিকে উত্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করত কহিলেন,—হে নৃপতে! তোমাতে আমাতে নিশ্চয়ই কোন প্রভেদ নাই। তোমার নিমিত্ত এই যে সাক্ষাৎ জগন্নাথ আবির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহার পাদপদ্মে আপনার অন্তঃকরণ যে অনন্য ভক্তি দ্বারা এরূপ প্রবণ হইয়াছে, পুরুষের ইহার পর আর পরমার্থ কি আছে? এইক্ষণে আইস, ইহাঁকে অর্চ্চনা কর, তুমি সম্প্রতি জীবন্মুক্ত হইয়াছ। তীর্থপর্য্যটন, মন্ত্র জপ ও দান এবং ভূরিদক্ষিণ যাগ, যজ্ঞ দ্বারাও যে ফল উপার্জ্জন করিতে শক্ত না হয়; হে রাজেন্দ্র! একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তাহা তোমার হস্তগত হইয়াছে। অতঃপর আর শোক করিও না; এখন প্রার্থনা করি, একমাত্র ভক্তিযোগেই তোমার মন নিবিষ্ট হউক। আর তুমি যদি প্রার্থী হইয়া পিতামহের নিকট গমন কর, তবে তিনিও তোমাকে এই দেবাধিপের সেই সেই যাত্রা-মহোৎসব সমুদয় উপদেশ করিবেন। স্বয়ং ভগবানই তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিবেন। এবং স্বয়ম্ভু যখন স্বয়ংই আসিয়া তোমার এই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন, আমিও আবার তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল সহযোগে সমাগত হইব। অতএব আইস, উভয়ে নির্ম্মল ব্রহ্মলোকে গমন করি। পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন তথায় গমন করিতে আর কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? নারদ মুনি, নরপতিকে এই বলিয়া নভঃপথ উদ্দেশে উত্থিত হইলেন। ৪৪—৫০।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। রাজা চ তমুবাচেদং নির্লক্ষগমনং প্রতি। অয়ং পুষ্পরথোঽস্ত্যেব মনসো বেগবান্ মুনে॥ ১॥ এনমারুহ্য যাস্যাবঃ ক্ষণং যাবৎ প্রতীক্ষ্যতাম্। যাবদেতাননুজ্ঞাপ্য প্রাসাদে হ্যধিকারিণঃ। প্রদক্ষিণীকৃত্য বিভুমায়ামি মুনিসত্তম॥২॥ নারদোঽপি বচঃ শ্রুত্বা শ্রদ্দধানো নৃপোক্তিষু। করেণ ধৃত্বা রাজানং মহাবেদীং প্রবিশ্য চ॥ ২॥ সহিতং রামভদ্রাভ্যাং নত্বা কৃষ্ণং মুহুর্ম্মুহুঃ। অনুজ্ঞাং প্রার্থয়ামাস ব্রহ্মলোকগতিং প্রতি॥ ৩॥ ইন্দ্রদ্যুম্নো-

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—নরপতিও সেই অলক্ষিত-প্রয়াণ ঋষিবরকে এই কথা কহিলেন যে, হে মুনে! আমার এই ত মন হইতে বেগগামী পুষ্পকরথই রহিয়াছে। আমরা উভয়ে এই রথে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিব। এইক্ষণে ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন। আমি প্রাসাদকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে অনুজ্ঞা করিয়া প্রভুকে প্রদক্ষিণ করত আগমন করি। নারদও নরপতি-বাক্যে শ্রদ্ধা প্রকাশ ও তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক, মহাবেদীতে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর বলরাম ও সুভদ্রার সহিত জগন্নাথদেবকে মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করিয়া ব্রহ্মলোক

---

(১) প্রকর্ষং বহু রাজেন্দ্র স্থিত্বা চাস্যাং চিরং ভুবি। আরাধয় জগন্নাথমুপচারৈর্মহোৎসবৈঃ॥ ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

হৃপি বচসা বপুষা মনসা হরিম্। প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনর্নত্বা সাষ্টাঙ্গমুম্মনাঃ। ব্রহ্মলোকগতিং বিপ্রা যাচতে স্ম কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৪॥ উভৌ তৌ দিব্যযানেন জগ্মতুর্মুনিভূভুজৌ। প্রদক্ষিণীকৃত্য রবিং ব্যোমমণ্ডলমধ্যগম্। উপর্য্যুপরি জগ্মাতে ব্যতীত্য ধ্রুবমণ্ডলম্॥ ৫॥ জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সত্বরাবনতোন্মুখৈঃ। বীক্ষ্যমাণৌ মুদাযুক্তৌ সংলপন্তৌ পরস্পরম্। ভগবচ্চরিতং বিপ্রা মনোমলবিশোধনম্॥ ৬॥ জীবন্মুক্তো মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বলোক ভ্রমন্নয়ম্। যথা ন পিহিতদ্বারস্তথায়ং মর্ত্ত্যবাস্যপি। ভূপতিঃ প্রযযৌ শীঘ্রং বিষ্ণুভক্তিপ্রসাদতঃ॥ ৭॥ ব্রহ্মাণ্ডবিষয়ে নৈতৎ দুষ্প্রাপং বস্তু বিদ্যতে। বিষ্ণুভক্তেন যল্লভ্যমপরং মুক্তিমেতি সঃ॥ ৮॥ মহর্লোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সাদরাভ্যর্চ্চিতৌ চ তৌ। ইন্দ্রদ্যুম্নো ন সস্মার পার্থিবং দেহমাত্মনঃ॥ ৯॥ ক্রমাদূর্দ্ধগতিং গচ্ছন্ পশ্যন্ সৌখ্যৈকভাজনান্।

নির্দ্বন্দ্বানভিলাবোৎসুধ তৎক্ষণাদেব পৌরুষান্॥ ১০॥ কেবলং ভগবৎপ্রীত্যৈ কর্ম্মভূমৌ চকার যৎ। প্রাসাদং চিন্তয়ামাস সম্পূর্ণো বা ন বা ভবেৎ॥ ১১॥ ময্যাগতে ব্রহ্মলোকং শক্রৈর্ব্বাভিভূয়তে। স্বধাদয়া বা ভৃত্যাসুঃ সেবকা দ্রব্যলোভতঃ॥ ১২॥ গৃহীতবেতনাঃ শিল্পিবৃন্দা মন্দক্রিয়াস্তথা। ন শীঘ্রং ঘটয়িষ্যন্তি ময়ি ব্রহ্মক্ষয়াগতে॥ ১৩॥ যাবদ্গমিষ্যে ধাতারং গৃহীত্বাহং চতুর্মুখম্। তাবন্ন পুনরেব স্যাৎ প্রাসাদো ময়ি দূরগে॥ ১৪॥ ইহায়াতাস্তু যে পূর্ব্বে ন পুনস্তে ক্ষিতিং গতাঃ। মত্বানা মম সামন্তা ইত্থং বা দুষ্টমানসাঃ॥ ১৫॥ রাজ্যং মম হরিষ্যন্তি দ্বিষন্তঃ কিমু সাম্প্রতম্॥ ১৫॥ ইত্থমুদ্বিগ্নমনসং চিন্তয়ানং মহীপতিম্। অতীতানাগতজ্ঞান-নির্ধির্মুনিরুবাচ তম্॥ ১৬॥ কিং চিন্তয়সি রাজেন্দ্র ত্বমেবং দীনমানসঃ। যত্র চাভ্যাগতাবাবাং ন চিন্তাবিষয়ে হ্যয়ম্। নাধয়ো ব্যধয়-

---

গমনার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হে বিপ্রগণ। ইন্দ্রদ্যুম্নও কায়মনোবাক্যে হরিদেবকে প্রদক্ষিণ করত উন্মনা হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য [illegible]না করিলেন। (অনন্তর) উভয়ে সেই দিব্যযানে অধিরূঢ় হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে নভোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ধ্রুবমণ্ডল অতিক্রমপূর্ব্বক উপর্য্যুপরিভাবে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে জনলোকবাসী সিদ্ধগণ সত্বর অগ্রে বদন অবনত করিয়া উহাঁদিগকে দেখিতে লাগিলেন। উহাঁরা মনোমল-বিশোধক ভগচ্চরিত্র বিষয়ে পরস্পর বাক্যালাপ করিতে করিতে হর্ষান্বিত হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত মহাত্মা নারদ যেমন অবারিত দ্বারে সর্ব্বলোক ভ্রমণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, ঐ নরলোকবাসী নররাজও একমাত্র বিষ্ণুভক্তিপ্রসাদেই সেইরূপে তাঁহার সহযোগে সত্বর গমনে অধিকারী হইলেন। যিনি বিষ্ণুকে ভক্তি করেন, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যেও তাঁহার কিছুই দুর্লভ থাকে না, অধিকন্তু তিনি মুক্তি পর্য্যন্তও লাভ করিতে সমর্থ হন। (সুতরাং) তাঁহারা মহর্লোকে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ সিদ্ধগণ কর্ত্তৃকও সাদরে অর্চ্চিত হইলেন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় দেহকে আর পার্থিব বলিয়া স্মরণ করেন নাই। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে যতই ঊর্দ্ধে গতি করিতে লাগিলেন, ততই পরমসুখী দ্বন্দ্বরহিত পুরুষ সকল দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎই সন্তুষ্ট হইলেন। কেবল ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্মভূমিতে যে প্রাসাদটী নির্ম্মিত হইয়াছে, একমাত্র তাহারই চিন্তা মনে উপস্থিত হইতে লাগিল যে, উহা সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না? আমি এই ব্রহ্মলোকে যাইতেছি, শত্রুরা ইত্যবসরে আসিয়া উহা বিনষ্ট কি অধিকৃত করে! কিম্বা নিযুক্ত সেবকেরাই দ্রব্যলোভে উহাতে হতাদর হয়। আমি এই ব্রহ্মলোকে আসিয়াছি বলিয়া বেতনভোগী শিল্পিবৃন্দ অবশিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্যে দীর্ঘসূত্রতা প্রকাশপূর্ব্বক শীঘ্র সম্পাদন করিবে না। যে পর্য্যন্ত আমি চতুর্ম্মুখ বিধাতাকে লইয়া প্রতিগমন না করিব, তাবৎ আমার দূরে অবস্থিতি বিধায় প্রাসাদের কার্য্য-শেষ সম্পন্নই হইবে না। যাহারা একবার এই লোকে আসিয়াছে, তাহারা আর পৃথিবীতে যায় নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই বা সামন্তগণ দুষ্টচিত্তে আমার রাজ্য হরণ করে। এ অবস্থায় শত্রুগণের প্রতি আর কথাই কি আছে? ১-১৫। মহীপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন এই প্রকার উদ্বেগ সহকারে চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছেন, ইহা সেই ভূতভবিষ্যদ্বেত্তা মুনিবর জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন।—হে রাজেন্দ্র! আপনি এ প্রকার দীনমনে কি চিন্তা করিতেছেন? আমরা যে স্থলে আগমন করিয়াছি, ইহা ত চিন্তার বিষয় (স্থান) নহে। এখানে আধি

শ্চাত্র প্রভবন্তি কদাচন। ন জরা ন চ বা মৃত্যুঃ কিমন্যদ্দুঃখহেতুকম্। কৃতার্থোঽসি মহাভাগ যন্মানুষবপুঃ স্বয়ম্। ব্রহ্মলোক ইহায়াতঃ প্রত্যক্ষং দৃষ্টবান্ হরিম্॥ ১৮॥ ইহায়াতা ন শোচন্তি হেয়ে সংসারকৃত্যকে। ব্রুবাণমিত্থং ভূপালস্তমুবাচ মুনীশ্বরম্। নহি শোচামি ভগবন্ রাজ্যস্বজনবন্ধুষু। সমারব্ধো ভগবতঃ প্রাসাদো যো ময়াধুনা। অত্রাগতং মাং তে মত্বা নানুতিষ্ঠন্তি সেবকাঃ॥ ১৯॥ আরব্ধস্য প্রতিষ্ঠা হি কর্ত্তব্যা নিশ্চিতা মুনে। তস্যান্তরায়ং সম্ভাব্য দুঃখিতং মে মনঃ প্রভো॥ ২০॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহৃষ্টো মুনিরব্রবীৎ। প্রজাপতিসমস্ত্বং হি নহি সামান্যভূপতিঃ॥ ২১॥ কেনাপ্যপহৃতং (১) নৈব ভূমৌ পূর্ব্বমনুষ্ঠিতম্! কিং পুনস্তবকৃত্যন্তু যঃ সৃষ্টিস্থিতিহানিকম্॥ ২২॥ ব্রহ্মলোকগতস্যাপি প্রতাপযশসী তব। ত্রৈলোক্যং ভ্রমতো নিত্যং যথা সূর্য্যনিশাকরৌ। যস্য কার্য্যেষু ভগবান্ সহায়োঽসৌ চতুর্ম্মুখঃ। তেষু কিং রাজশার্দ্দূল বিঘ্নশঙ্কাপি জায়তে॥ ২৪॥ এষ দূরেঽস্তি রাজেন্দ্র প্রত্যক্ষঃ স শচীপতিঃ। সদোমধ্যগতঃ শক্রঃ সাক্ষাৎ ত্রিজগতাং পতিঃ॥ ২৫॥ বিশেষতো জগন্নাথপ্রাসাদে কঃ পুমান্নৃপ। বিহর্ত্তুং (১) মনসাপীচ্ছেৎ তত্র শঙ্কাস্ত মা তব॥ ২৬॥ তদগ্রতঃ পশ্য ভূপ চন্দ্রকোটিসমত্বিষা। পরিতো হ্লাদজনকঃ সুধাসাগরকোটিবৎ। যশ্চায়ং তেজসো রাশির্জানীহি ব্রহ্মসদ্মনঃ॥ ২৭॥ ইত্থমালপতো তৌ তু ব্রহ্মলোকান্তিকং গতৌ। শুশ্রুবাতে সুদূরাত্তৌ ব্রহ্মর্ষীণাং মুখোদিতম্। স্বাধ্যায়শব্দং সুপদং স্পষ্টবর্ণক্রমস্বরম্॥ ২৮॥ ইতিহাসপুরাণানি ছন্দঃকল্পানি গাথিকাঃ। অসঙ্কীর্ণোজ্জ্বলপদাঃ শ্রূয়ন্তে প্রবিভাগশঃ॥ ২৯॥ যত্রৈতদ্রাজশার্দ্দূল জানীহি ব্রহ্মণঃ পুরম্॥ ৩০॥ সভা হি দৃশ্যতে চৈবা যত্র লোকপিতামহঃ। সার্দ্ধং ব্রহ্মর্ষিমুখ্যৈশ্চ সুখাসীনশ্চতুর্ম্মুখঃ॥ ৩১॥ নানাচৈতন্য-

ও ব্যাধি কদাপি প্রভুত্ব করিতে পারে না। জরা মৃত্যু বা অন্য কোন দুঃখহেতুও এখানে নাই। হে মহাভাগ! তুমি যে কৃতার্থ হইলে! যেহেতু স্বয়ং নর-শরীরেই এই ব্রহ্মলোকে আসিয়া হরিদেবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ। যাহারা ইহলোকে আগমন করেন, তাঁহারা আর তুচ্ছ সংসার-কার্য্যের জন্য শোক প্রকাশ করেন না। মুনীশ্বর এই প্রকার বলিলে ভূপাল তাঁহাকে কহিলেন যে, হে ভগবন্! আমি রাজ্য বা স্বজন-বন্ধু প্রভৃতির জন্য কোন শোক করিতেছি না, সম্প্রতি ভগবানের যে প্রাসাদটি আরব্ধ করিয়াছি, সেবকগণ আমাকে এই স্থানে আগত জানিয়া তৎপ্রতি মনোযোগ করিতেছে না। হে প্রভো! যাহা আরব্ধ হইয়াছে, তাহার প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই করিতে হইবে কিন্তু এইক্ষণে তাহার বিঘ্ন সম্ভাবনায় আমার মন দুঃখিত হইতেছে। নারদ-মুনি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে হর্ষিত হইয়া বলিলেন,—তুমি ত সামান্য ভূপতি নও, প্রজাপতি পিতামহই তোমার তুলনাস্থল। পৃথিবীতে পূর্ব্বে কেহই যখন তোমার অপকার করিতে পারে নাই, এইক্ষণে কি তোমার একটিমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্যে তাহা ঘটিবে, যাহাতে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী পুরুষও সহায়। তুমি এই ব্রহ্মলোকে আগত হইলেও তোমার প্রতাপ ও যশ চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় ত্রৈলোক্যে বিচরণ করিতেছে। বিশেষতঃ হে রাজশার্দ্দূল! যাহাদিগের কার্য্যসমূহে ভগবান্ চতুর্ম্মুখ সর্ব্বদা সহায় হন, তাহাদিগের বিঘ্নের আশঙ্কাও কি জন্মে? কখনই নহে। হে মহারাজ! ঐ দূরে দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানে সাক্ষাৎ ত্রিজগৎপতি সেই শচীপতি শক্রদেব সভামণ্ডলীমধ্যগত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে অবস্থান করিতেছেন। আপনি উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন। সেই জগন্নাথদেবের প্রাসাদে কেহই বাসমিনিত্ত মনে অভিলাষ করিবে না। হে ভূপতে! এইক্ষণে দর্শন করুন, ঐ ইন্দ্রালয়ের উপরিভাগে কোটিচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশীল সমন্তাৎ সন্তোষদায়ক কোটি কোটি পীযুষ-সাগরবৎ পরিতৃপ্তিসাধক তেজোরাশি দৃষ্ট হইতেছে, উহাই ব্রহ্মার বাসস্থান জানিও। ১৬—২৭। উভয়ে এইরূপ আলাপ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের সমীপে উপস্থিত হইয়া দূর হইতেই ব্রহ্মর্ষিদিগের মুখবিনির্গত সুস্পষ্ট বর্ণক্রমসম্পন্ন সুস্বর সুপদ বেদাধ্যয়নধ্বনি সকল শ্রবণ করিলেন। আরও স্পষ্টরূপ ও উচ্চশব্দযুক্ত ইতিহাস, পুরাণ, ছন্দঃ, কল্প ও গাথা সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে শুনিলেন। ঋষিবর কহিতেছেন,—হে নৃপবর! যে স্থলে ঐ সকল শ্রুত হইতেছে, উহাই ব্রহ্মার সদন জানিও। ঐ সভাই দেখা যাইতেছে; উহাতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি-

(১) উপকৃতম্।

(১) নিহন্তুং।

স্বরূপং (১) জীবন্মুক্তৈরুপাসিতম্। যত্রাগতা নিবর্ত্তন্তে ন সংসারাব্ধিসঙ্কটে ॥ ৩২ ॥ সদিতি ব্রহ্মণো নাম যস্তায়ং ভুবনোত্তমঃ। সত্যলোক ইতি খ্যাতস্তদূর্দ্ধং নাস্তি কিঞ্চন ॥ ৩৩ ॥ অস্তৈব কিঞ্চিদুপরি অধশ্চাণ্ডকপালতঃ। বৈকুণ্ঠভবনং রাজন্ মুক্তা যত্র বসন্তি বৈ ॥ ৩৪ ॥ যত্র যোগেশ্বরঃ সাক্ষাৎ যোগিচিন্ত্যো জনার্দ্দনঃ। চৈতন্তবপুরাস্তে বৈ সান্দ্রানন্দাত্মকঃ প্রভুঃ। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩৫ ॥ (২) স এষ স্রষ্টা লোকানাং মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপধৃক্। রক্ষিতা রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা লোকভাবনঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নং বদন্নিত্থং প্রাপ ব্রহ্মনিকেতনম্ ॥ ৩৬ ॥ ক্ষণেন চ সভাদ্বারি প্রকোষ্ঠে ন স্ববর্ত্তত। যত্র তিষ্ঠন্তি দিক্‌পালাঃ শক্রাদ্যাঃ পিতরস্তথা ॥ চিরং কালং ধ্যানপরাস্তথা মন্বন্তরাধিপাঃ। পৃথক্‌জননিভা দ্বাঃস্থা নিষিদ্ধান্তঃপ্রবেশনাঃ ॥ ৩৭ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেন সহিতং নারদং প্রবিলোক্য সঃ। দ্বারপালঃ সবিনয়ং ননাম নতকন্ধরঃ ॥ ৩৮ ॥ চতুর্দ্দশানাং লোকানাং ভ্রমণে রসিকঃ প্রভো। ত্বয়া বিনা শোভতে নো স্বামিংস্তব পিতুঃ সভা। সন্ত্যেব মুনয়ঃ শ্রেষ্ঠা ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবিত্তরাঃ। গৌতমাদ্যাস্তথাপ্যেষা ন রম্যা ব্রহ্মণঃ সভা ॥ ৩৯ ॥ বহুতারাপি রজনী চন্দ্রেণৈব প্রকাশতে। ইতি স্তবন্ দদৌ তস্য প্রবেশং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দে নারদেন সহেন্দ্রদ্যুম্নস্য ব্রহ্মলোকগমনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

গণের সহিত সুখে সমাসীন রহিয়াছেন। তিনি বিবিধ চৈতন্তের আশ্রয়, ও জীবন্মুক্তগণের সতত উপাস্য। জীবগণ একবার এই স্থলে আগমন করিতে পারিলে আর সংসারসাগর-সঙ্কটে পতিত হয় না। সৎ এইটি ব্রহ্মার নামধেয়,—সুতরাং তাঁহার ভুবনোত্তমের নাম "সত্য" বলিয়া বিখ্যাত। উহার উপরিভাগে আর কিছুই নাই, কেবল উহার কিঞ্চিৎ উপরিভাগে ব্রহ্মার অণ্ডকপালের অধঃসীমায় বৈকুণ্ঠ ভবন রহিয়াছে। হে রাজন্! মুক্তপুরুষেরা সেই স্থানেই বাস করেন। সে স্থানে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর যোগিগণ-চিন্তনীয় প্রভু জনার্দ্দন বাস করিতেছেন, যিনি চৈতন্তশরীর ও সান্দ্রানন্দময়, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর মৃত্যুপথের পথিক হইতে হয় না, সেই লোকস্রষ্টা মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপে লোকরক্ষিতা ও রুদ্ররূপে সংহর্ত্তা দেববর ঐ স্থানে বাস করেন। ঋষিবর ইন্দ্রদ্যুম্নকে এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রহ্মভবনে উপস্থিত হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই সভাদ্বারের প্রকোষ্ঠে উপনীত হইয়া দেখিলেন, দ্বারদেশে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ, পিতৃগণ ও মন্বন্তরের অধিপতিরা বহুকাল হইতে নীচ জনের ন্যায় দ্বারপালকে উপাসনা করিতেছেন তথাচ সে তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই অন্তরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত নারদকে দেখিবামাত্রেই সেই দ্বারপাল অবনতমস্তকে সবিনয়ে প্রণাম করিল। আরও বলিতে লাগিল; হে প্রভো! আপনি চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণে রসিক, সুতরাং হে স্বামিন্! আপনি বিনা আপনার পিতৃসভা শোভা পাইতেছে না। যদ্যপি ব্রহ্মতৎপর ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গৌতম প্রভৃতি মুনিরা উহাতে আছেন, তথাপি ব্রহ্মার সভা আপনি না থাকায় রমণীয়া হয় না। দেখুন, যামিনী বহুতর তারাপ্রভায় প্রভা প্রাপ্ত হইলেও এক তারানাথ ব্যতিরেকে তাহার ও প্রভা প্রকাশিত হয় না। দ্বারপাল এইরূপ স্তব করিয়া বিনয়সহকারে তাঁহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল। ২৮—৪০

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

---

(১) শবলৈঃ।

(২) যমুপাস্তে সদা ব্রহ্ম জীবন্মুক্তঃ স্বমুক্তয়ে। নিত্যতাত্মা তেঽস্যাবোক্তঃ সার্দ্ধং প্রপদ্যতে। আধুনিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। দৌবারিকায়ং রাজর্ষিরিন্দ্রদ্যুম্নো মহাযশাঃ। সার্ব্বভৌমো বৈষ্ণবাগ্র্যো ধাতারং দ্রষ্টুমাগতঃ ॥ যাস্যত্য পুরতস্তস্য যদি ত্বমনুমন্যসে ॥ ১ ॥ ইত্যুক্তস্তং পুনঃ প্রাহ নারদ মুনিসত্তমঃ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিতেছেন,—হে দৌবারিক! এই ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইনি রাজর্ষি, মহা যশস্বী, সার্ব্বভৌম ও বৈষ্ণবচূড়ামণি; বিধাতাকে দর্শনার্থ আসিয়াছেন, এইক্ষণে তুমি অনুমতি করিলে তাঁহার সমীপে যাইতে পারেন। দ্বারপাল ইহা শ্রবণ করিয়া পুন-

খামিংস্বয়াগতো যোঽসৌ ন সামান্যো হি বুধ্যতে॥ যত্র পশ্যসি দিক্‌পালান্ পিতৄন্ মন্বন্তরাধিপান্। তত্রায়ং মর্ত্ত্যনিলয়স্তিষ্ঠেদস্তু‌তপৌরুষঃ॥ ভবান্ গত্বা পদ্মযোনিং বিজ্ঞাপ্যৈনং প্রবেশয়॥ ২॥ সভাদ্বার-গতো যোঽসৌ দিক্‌পালৈঃ সহ যাস্যতি। একাগ্র-চিত্তো ভগবান্ গায়নে চতুরাননঃ॥ অস্মাকং দ্বার্নি-যুক্তানাং প্রতীক্ষ্যোঽবসরো ধ্রুবম্। ন ক্রোধো ময়ি কর্ত্তব্যো দাসে তব পিতুশ্চ তে। ইত্যুক্তো নারদো গত্বা ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্॥ নত্বা সাষ্টাঙ্গপতনং বিজ্ঞপ্তো বসুধাধিপঃ। কটাক্ষেণাদিশৎ সোঽথ ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রবেশনম্। নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ গানে দত্তাবধানতঃ॥ ৫॥ দিব্যগাথকসঙ্গীতে কৌতুকা-বিষ্টমানসঃ। জ্ঞাত্বেঙ্গিতং নারদোঽথ ইন্দ্রদ্যুম্নং নৃপোত্তমম্। প্রবেশয়ামাস ততঃ শক্রাদ্যৈঃ সুনিরী-ক্ষিতম্॥ ৬॥ দৃষ্ট্বা পিতামহং দূরাৎ স্রষ্টারং জগতাং নৃপঃ। অমন্যত দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সাক্ষাদ্দারুময়ং হরিম্॥ ৭॥ শনৈঃশনৈর্যযৌ ভূপঃ প্রণমন্ (১) কৃতাঞ্জলিঃ। স্তুবন্ নমন্ প্রণিপতন্ সাধ্বসস্খলিতং ব্রজন্। কিঞ্চিদ্দূরে স্থিতো ভূপো নারদস্য নিদেশতঃ॥ ৮॥ ততঃ পুণ্যং গীয়মানং চরিতং সিন্ধুজাপতেঃ। শৃণ্বংশ্চতুর্মুখস্তস্থৌ মুহূর্ত্তং দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ৯॥ সাবিত্রী-সারদাভ্যাং স বীজ্যমানশ্চ পার্শ্বয়োঃ। শুদ্ধদেহধরৈর্দ্দেবৈঃ স্তূয়মানঃ স্বয়ম্ভবঃ॥ ১০॥ কলাকাষ্ঠানিমেষৈশ্চ কলয়ন্ যুগপর্য্যয়ম্। ন জরাজন্মমরণ-রূপাদিপরিণাম-কম্। যস্য লোকগতানাং বৈ নাধয়ো ব্যাধয়স্তথা॥ ১১॥ মন্বন্তরাদয়ো যত্র যুগাবর্ত্তাদয়স্তথা। কল্পান্তরা ন বিদ্যন্তে স সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ। গীতাবসানে তং ভূপমুবাচ প্রহসন্নিব॥ ১২॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাসত্ত্ব সাক্ষাৎ ত্বং ভগবৎপ্রিয়ঃ। অস্মস্য দুর্ল্লভো লোকঃ সত্যাখ্যো বিদিতস্তব॥ ১৩॥ অত্রাগতিং হি বাঞ্ছন্তি (২) মুনয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ। তপোনিষ্ঠাশ্চ তিষ্ঠন্তি যাবদাভূত-সংপ্লবম্॥ ১৪॥ চতুর্দ্দশসু লোকেষু স্পষ্টানাং

রায় মুনিসত্তম নারদকে বলিল,—হে স্বামিন্! আপনার সহিত যিনি আগত হইয়াছেন, তিনি কখনই সামান্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না, তথাচ যে স্থলে ঐ দিক্‌পালগণ পিতৃগণ ও মন্বন্তরাধিপ সকল অবস্থান করিতেছেন, এই অমিত-প্রভাব মর্ত্ত্যবাসী নরপতিও তথায় কিছুক্ষণ থাকুন। আপনি পদ্মযোনির সমীপে যাইয়া এ বিষয় বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক পশ্চাৎ উহাঁকে সভাপ্রবিষ্ট করুন। আমরা দ্বারনিযুক্ত অধীন ব্যক্তি, সুতরাং স্বামীর অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অবসর প্রতীক্ষা করিতে হয়; অতএব আপনার ও আপনকার পিতার এই দাসের প্রতি ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নয়। দৌবারিক এইরূপ বলিলে ঋষিবর জগৎপতি ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক বসুধাপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের বিষয় অবগত করিবামাত্রেই বিধাতা কটাক্ষভঙ্গী-দ্বারা তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মসভায় সঙ্গীত হইতেছিল, ভগবান্ তাহাতেই প্রণিধান করিতেছিলেন, আর মুখ দ্বারা কিছু ব্যক্ত করিলেন না। উত্তম গাথকের গানে কৌতুকান্বিত নারদ তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে নৃপোত্তম ইন্দ্রদ্যুম্নকে প্রবেশিত করিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! নৃপবর দূর হইতেই জগৎস্রষ্টা পিতামহকে দেখিতে পাইয়া এতদিন পরে তাঁহার সেই দারুনির্ম্মিত জগন্নাথকে সাক্ষাৎ জগন্নাথ বলিয়া মানিতে লাগিলেন। ভূপতি কৃতাঞ্জলিপুটে মৃদু মৃদু গমন ও প্রণাম করিলেন; এবং স্তব, নমস্কার ও প্রণিপাত করিতে করিতে ভয়েতে স্খলিতের ন্যায় গমন করত নারদের আজ্ঞানুসারে কিছু দূরদেশে অব-স্থিতি করিলেন। ১—৮। হে দ্বিজগণ! অতঃপর লক্ষ্মীনাথের পরম পবিত্র চরিতগান শ্রবণ করিতে করিতে চতুর্ম্মুখ মুহূর্ত্ত কালস্থিতি করিতে লাগিলেন। দেবী সাবিত্রী ও বাগ্‌দেবী সারদা তাঁহার দুই পার্শ্বে বীজন করিতেছেন; নির্ম্মল দেহধারী দেবগণও ঐ স্বয়ম্ভব ব্রহ্মাকে স্তব করিতেছেন। তিনি স্বয়ং কলা কাষ্ঠা ও নিমেষাদি দ্বারা যুগপর্য্যয়ের সংখ্যা করিতেছেন। যাঁহার লোকগত ব্যক্তিদিগের জরা জন্ম মরণ ও রূপপরিবর্ত্তন প্রভৃতি সংঘটিত হয় না এবং আধিব্যাধির লেশমাত্রও নাই, যাঁহার ভুবনে মন্বন্তর, যুগাবর্ত্তন ও কল্পান্তর প্রভৃতি কিছুই বিদ্যমান নাই, সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর গীতাবসানে ভূপতিকে যেন হাসিতে হাসিতেই কহিলেন,—হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! মহাসত্ত্ব! তুমি ভগবানের সাক্ষাৎ প্রিয়-পাত্র; আমার এই সত্যলোক অন্যের পক্ষে দুর্ল্লভ, ইহা ত তুমি বিদিতই আছ। মুনিগণ নিষ্পাপ হইয়াও এই লোকে আগমনার্থ বাঞ্ছা করিতেছেন এবং মহাপ্রলয়-কাল পর্য্যন্ত তজ্জন্যই তপস্যাপরায়ণ

---

(১) প্রণমংশ্চ। (২) বাঞ্ছন্তঃ।

প্রাণিনাং হি যৎ। চৈতন্তানি বিচিত্রাণি সর্ব্বেষা-মাশ্রয়ো হসৌ ॥ ১৫ ॥ জানন্নপি হি তৎকার্য্যং মানয়ন্নৃপসত্তমম্। উবাচ পরমপ্রীত ইন্দ্রদ্যুম্নং পিতামহঃ। কিমর্থমাগতো হত্র ত্বদ্‌ব্রূহি হৃদয়স্থিতম্ ॥ ১৬ ॥ ময়ি দৃষ্টে ন দুষ্প্রাপমমৃতং কিম্ন বাঞ্ছিতম্ ॥১৭ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। অন্তর্যামী হি ভগবান্ ত্বদজ্ঞাতং কুতো ভবেৎ। তথাপি প্রশ্নো যো নাথ ময্যনুক্রোশ এব সঃ ॥ ১৮ ॥ মূর্দ্ধ্ন্যাধায় ত্বদনুজ্ঞাং কথিতাং তব সূনুনা। ইষ্টাঃ সহস্রং ক্রতবস্তদন্তে দারুদেহভৃৎ। আবির্ব্বভূব ভগবান্ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ ॥ ১৯ ॥ ত্বদনুগ্রহসম্পত্তিবশাদেবাবলোকয়ন্। তাদৃশং পুণ্ডরীকাক্ষং যেন ত্বল্লোকমাগতঃ ॥ ২০ ॥ তস্যারব্ধো ময়া দেব প্রাসাদস্তত্র চেৎ স্বয়ম্। গত্বা দেবং জগন্নাথং স্থাপয়িষ্যসি চ প্রভো। ত্বদনুগ্রহস্য সফলো ভবেন্মে লোকভাবন ॥ ২১ ॥ এতদর্থং জগৎস্বামিন্ নারদেন সহাধুনা। ত্বৎপাদপদ্মযুগলং দ্রষ্টুং ত্বল্লোকমাগতঃ। প্রসীদ মাং কুরুষ্বেদং জগন্নাথস্ত্বমেব হি। ত্বমেব স জগন্নাথো ন ভেদো যুবয়োর্বিভো। স্থাপ্যঃ স্থাপয়িতা চাসি বেদ্যো বেদয়িতা ভবান্ ॥ ২৩ ॥ জৈমিনিরুবাচ। এবং বিজ্ঞাপনান্তে তু দুর্ব্বাসাঃ সহসা (১) মুনিঃ। প্রণম্য সাষ্টাঙ্গপাতং কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ। প্রোবাচ. বিনয়াম্বাচো ধাতারং জগতাং গুরুম্ ॥ ২৪ ॥ বিভো দ্বারপ্রদেশেহত্র দৌবারিকনিবারিতাঃ। লোকপালাঃ সপিতরস্তথা মন্বন্তরাদয়ঃ (২)। তিষ্ঠন্তি দীনজনবৎ সুচিরাল্লোকভাবন। তদাজ্ঞাপয় পশ্যন্তু তব পাদসরোরুহম্ ॥ ২৫ ॥ তৎ শ্রুত্বা দেবদেবস্তু তদা দুর্ব্বাসসো বচঃ। প্রহস্য বচনং প্রাহ নৈষাং প্রস্তাব এব হি। ইন্দ্রদ্যুম্নেন স্পর্দ্ধন্তে তে কিং মোহবশানুগাঃ ॥ ২৬ ॥ জীবন্মুক্তোহয়ং, নৃপতিঃ কর্ম্মক্ষীণাঘসংহতিঃ। মৎ... তিঃ (৩) পঞ্চমোহয়ং

থাকেন। আরও চতুর্দ্দশ ভুবনমধ্যে সৃষ্ট প্রাণিগণের যে সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ বিচিত্র চৈতন্য বিষয় সকল রহিয়াছে, তৎসমুদয়কেই এই লোক আশ্রয় করিয়া আছে। যদিও পিতামহ ইন্দ্রদ্যুম্নের সমুদয় উদ্দেশ্য জানিতেছেন, তথাপি পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? মনোগত বিষয় প্রকাশ করিয়া বল? যখন আমাকে দর্শন করিতে পারিয়াছ, তখন অমৃতও তোমার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য নহে, তাহাতে সামান্য বাঞ্ছিতবিষয়ের কথা কি বলিব? ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিতেছেন,—ভগবন্! আপনি অন্তর্যামী, আপনার অজ্ঞাত বিষয় কি হইতে পারে? তথাপি যে প্রশ্ন করিলেন, হে নাথ! ইহা আমার প্রতি করুণা প্রকাশ মাত্র। আপনার পুত্র ঋষিবরের মুখ হইতে আপনার অনুজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছি। তদবসানে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এইকালত্রয়ের প্রভু জগন্নাথদেব দারুময়দেহে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি আপনারই অনুগ্রহবলে সেই পুণ্ডরীকাক্ষ দেবকে তাদৃশ ভাবে অবলোকনপূর্ব্বক আপনকার এই সত্যলোকে আগমনে সমর্থ হইয়াছি। প্রভো! আমি তাঁহার প্রাসাদ আরব্ধ করিয়াছি, এই ক্ষণে ভগবান্ স্বয়ং গমন করিয়া যদি সেই প্রাসাদে জগন্নাথদেবের স্থাপনা করেন, তাহা হইলে,হে লোকভাবন! আমার প্রতি এত দিনের অনুগ্রহ সফল হয়। আমি এই জন্যই অধুনা ঋষিবর নারদের সহিত আপনার পাদযুগল দর্শনার্থ আপনকার লোকে আসিয়াছি। হে জগৎস্বামিন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। আপনিই জগন্নাথ। হে বিভো! আপনিই সেই জগন্নাথ, তাঁহাতে ও আপনাতে কিছু প্রভেদভাব দৃষ্ট হয় না। এইক্ষণে তিনি স্থাপনীয়, আপনি স্থাপনকর্ত্তা; তিনি বেদ্য, আপনি বেদয়িতা হইতেছেন।৯—২৩। জৈমিনি কহিলেন,—নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিতেছেন, ইত্যবসরে মুনিবর দুর্ব্বাসা সহসা ব্রাহ্মণসভায় উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইয়া বিনয় সহকারে জগদ্‌গুরু বিধাতাকে কহিতে লাগিলেন;—হে বিভো! আপনার দ্বারদেশে লোকপালগণ ও মন্বন্তরাধিপতিরা দৌবারিক কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অতি দীনজনের ন্যায় সুচিরকাল অবস্থান করিতেছেন। হে লোকভাবন! অনুমতি করুন, তাঁহারা আসিয়া আপনার পাদপদ্ম সন্দর্শন করুন। দেবদেব পিতামহ দুর্ব্বাসার এই বাক্য শ্রবণান্তে হাস্যসহকারে কহিলেন,—তুমি ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ ও লোকপাল প্রভৃতির নিবারণ দেখিয়া এই কথা কহিতেছ, নৃপতির সহিত কোন বিষয়েই তাঁহাদের প্রস্তাবই হইতে পারে না; তাঁহারা কি মোহের বশীভূত হইয়াই ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছেন! এই নরপতি জীবন্মুক্ত; সৎকর্ম্মসমূহ দ্বারা পাপসমূহ ক্ষয় করিয়াছেন; আমার অধ-

---

(১) স মহামুনিঃ। (২) দ্বিপাঃ। (৩) পঞ্চতোঃ

বংশ্যো বিষ্ণুতৎপরঃ। এতে হি সুখভোগায় কর্ম্মণঃ প্রাপ্তপৌরুষাঃ। অত্রাগতিং প্রার্থয়ন্তে তপস্তপ্ত্বাহি দেবতাঃ॥ ২৭॥ মমানুগ্রহতস্ত্বেতে আয়াতা মদুপাসনে। তথাপি ত্বদনুজ্ঞাতা আয়ান্তু মম দর্শনে॥২৮॥ ততঃ প্রবিষ্টাস্তে দেবা দুর্ব্বাসোবচনেন বৈ। দূরাৎ প্রণেমুর্ব্রহ্মাণং গায়কানাং সমীপতঃ॥ ২৯॥ ইন্দ্রদ্যুম্নং নরপতিং কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্ (১)। তান্ লোকপালান্ প্রণতান্ কটাক্ষেণ জগৎপ্রভুঃ। অনুজগ্রাহ কথয়ন্ ইন্দ্রদ্যুম্নং স সাদরম্॥ ৩০॥ রাজন্ কৃতস্ত্বয়া সত্যং প্রাসাদো ভগবৎস্থিতৌ। নায়ং স কালস্তদ্রাজ্যং ন বা ত্বৎসন্ততির্নৃপ। গীতগানাবসরতো ভূয়ান্ কালো গতস্তব॥ ৩১॥ মন্বন্তরং হি দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ। তব বংশোহপি বিচ্ছিন্নঃ কোটিশঃ ক্ষিতিপা গতাঃ। দেবোহস্তি তে চ প্রাসাদো দ্বয়মত্রাবশিষ্যন্তে॥ ৩২॥ দ্বিতীয়স্ত মনোরাদিযুগং স্বারোচিষস্ত চ। মমান্তিকে তে বসতো মৃত্যুর্বা ন জরা তথা। বিপর্যয় ঋতুনাং বা ন কালপরিণামিতা॥ ৩৩॥ তদ্গচ্ছ ভূমৌ রাজেন্দ্র দেবং প্রাসাদমেব চ। আত্মসম্বন্ধিনং কৃত্বা পুনরায়াহি বেগবান্॥ অথবাহং প্রযাস্যামি তবানুপদমেব হি॥ ৩৪॥ ত্বমগ্রতো ধরাং গত্বা যাবৎ সম্ভারমৃদ্ধিমৎ। করিষ্যসি মহাভাগ তাবদেব ব্রজাম্যহম্॥ ৩৫॥ ইত্যাজ্ঞাপ্যেন্দ্রদ্যুম্নং তং ভগবান্ স পিতামহঃ। দেবান্ পুরঃস্থিতানাহ বিনয়ানতকন্ধরান্॥ বদ্ধাঞ্জলীন্ সন্নতাংশান্ তৎপদন্যস্তবীক্ষণান্। উবাচ ভগবান্ স্নিগ্ধগম্ভীরবচসা দ্বিজাঃ॥ ৩৬॥ কিমর্থমাগতাঃ সর্ব্বে যুগপত্ত্রিদিবৌকসঃ। যৎকার্য্যং বো ময়া কার্য্যং বিজ্ঞাপয়ত মা চিরম্॥ জৈমিনিরুবাচ। ইতি শ্রুত্বা বচো ধাতুস্ত্রিদশা বিগতজ্বরাঃ। প্রাত্যুচুর্হর্ষিতাঃ সর্ব্বে ভগবন্তং পিতামহম্॥ ৩৮॥ দেবা উচুঃ। উপাসিতঃ পুরাস্মাভির্যো নীলাদ্রৌ মণীময়ঃ। অন্তর্হিতঃ কথং

স্তন পঞ্চম সন্তান, বৈষ্ণব ও বিষ্ণুতৎপর। আর এই দেবতারা সুখভোগার্থ কর্ম্ম আচরণ করত পৌরুষপ্রাপ্ত হইয়া আমার এই লোকে আগমনার্থ তপস্যা করায় আমারই অনুগ্রহে মদুপাসনা-বাসনায় দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, এইক্ষণে তোমার অনুজ্ঞাক্রমে আমাকে দেখিবার নিমিত্ত আসিতে পারেন। অতঃপর দুর্ব্বাসার আহ্বানে দেবগণ সভায় প্রবিষ্ট হইয়া গায়কদিগের সমীপে থাকিয়াই দূর হইতে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। জগৎ-প্রভু পদ্মযোনি, সম্মুখস্থিত কৃতাঞ্জলি নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নকে এবং সেই সকল প্রণত লোকপালদিগকে কটাক্ষনিক্ষেপে অনুগৃহীত করত নৃপতিকে সাদরে কহিতে লাগিলেন,—রাজন্! তুমি যে ভগবানের অবস্থান-জন্য প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু যে কালে সেই প্রসাদনির্ম্মাণাদি হইয়াছিল, সেই কাল বহু কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তোমার সে রাজ্যও বিলুপ্ত হইয়াছে। তোমার সন্তান-সন্ততি-পরম্পরাও আর কিছুই নাই। যে সময়টুক গান সকল সঙ্গীত হইয়াছিল, সেই অবসরেই, তোমার পক্ষে অতি দীর্ঘ কালই গত হইয়াছে। দেবতাদিগের একসপ্ততি যুগ হইলে এক মন্বন্তর হয়, ঐ মন্বন্তর-পরিমিত কালমধ্যে শুদ্ধ যে তোমার বংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এমত নহে; কোটি কোটি ক্ষিতিপতিরাও বিগত হইয়াছেন, কেবল সেই দারুমূর্ত্তি দেববর ও তোমার প্রাসাদ এই দুইটী তথায় বিদ্যমান আছে। ২৪—৩২। দ্বিতীয়মনু স্বারোচিষের এই আদি যুগকাল তুমি আমার সমীপে বাস করিয়া অতীত করিলে; তথাচ মৃত্যু বা জরার বশীভূত হইলে না। ঋতুবিপর্য্যয়ও অনুভূত হইল না এবং কালের পরিণামও পরিদৃষ্ট হইতেছে না। অতএব রাজেন্দ্র। তুমি এখন সত্বর ভূলোকে গমন কর। দেব ও দেবপ্রাসাদটী আত্মায়ত্ত করত সত্বর আবার আমার এখানে আসিও। অথবা আসিবার আবশ্যক কি? আমিও তোমার পশ্চাৎ যাইতেছি। তুমি অগ্রে ধরাধামে প্রয়াণপূর্ব্বক যাবৎকালমধ্যে সমৃদ্ধি সহকারে দ্রব্যসম্ভার আয়োজিত করিবে, আমি সেই অবসরেই তথায় উপস্থিত হইব। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ পিতামহ ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া সম্মুখাগত কৃতাঞ্জলি বিনয়াবনত-কন্ধরাংশ, তৎ-পাদ-বিন্যস্ত-লোচন, দেবগণকে স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ত্রিদিবনিবাসিগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তোমাদিগের যে কার্য্য আমার কর্ত্তব্য হইবে, তাহা সত্বরই বিজ্ঞাপন কর। জৈমিনি কহিলেন,—ত্রিদশগণ, বিধাতার এই সাদর বাক্য শ্রবণে বিজ্বর হইয়া সকলেই সহর্ষে ভগবান্ পিতামহকে প্রত্যুত্তর করিলেন। দেবগণ কহিতেছেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে নীলপর্ব্বতে যে নীলমণিময় দেবের

(১) সংপ্রণতং কৃতাঞ্জলিম্।

সেব ইদানীং দারুরূপধৃক্। আবির্ভূতঃ ক্রতোরন্তে ইন্দ্রদ্যুম্নস্য ভূপতেঃ॥ ৩৯॥ এতস্য কারণং জ্ঞাতুং ভবতঃ পাদপঙ্কজম্। আরাধিতুমিহায়াতাঃ প্রসীদ কথয়স্ব তৎ॥ ৪০॥ ইত্যুক্তস্ত্রিদশৈর্দেবো ভগবান্ পঙ্কজাসনঃ। রহস্যমেতত্তো দেবাঃ কস্যচিন্নোদিতং পুরা। সর্ব্বে সমুদিতা যস্মাদপৃচ্ছত চিরাগতাঃ। ততো বঃ কথয়িষ্যামি সুরাণাং গুহ্যমুত্তমম্॥ ৪১॥ পূর্ব্বে পরার্দ্ধে ভো দেবাঃ ক্ষেত্রং তৎপুরুষোত্তমম্। নীলাশ্মবপুরাস্থায় ন তত্যাজ জনার্দ্দনঃ॥ ৪২॥ সাম্প্রতং মে দ্বিতীয়স্তু পরার্দ্ধং সমুপস্থিতম্। মনুঃ স্বায়ম্ভুবো নাম শ্বেতবারাহকল্পকে। প্রবর্ত্ততেহয়ং লোকে বৈ প্রাতরদ্য দিনস্য চ। দারুমূর্ত্তিরয়ং দেবো ভুবনানাং হি মধ্যমে॥ ৪৩॥ মমায়ুষঃ প্রমাণন্তু মানয়ন্ স্থাস্যতে বিভুঃ। মমাত্মা এষ ভগবান্ অহমেতন্ময়ঃ সুরাঃ। নাবয়োর্বিদ্যতে কিঞ্চিদস্মিন্ স্থাবরজঙ্গমে॥ ৪৪॥ ক্ষীরোদার্ণবমধ্যে তু শ্বেতদ্বীপেহহিতল্পকে। যঃ শেতে যোগনিদ্রাং তাং মানয়ন্ পুরুষোত্তমঃ। স মূলং জগতামাদিস্তস্য রোমাণি যানি বৈ। তানি কল্পদ্রুমস্থানি (১) শঙ্খচক্রকৃতানি বৈ॥ ৪৫॥ তন্মধ্যস্থো হ্যয়ং বৃক্ষশ্চৈতন্যাধিষ্ঠিতঃ পুরা। স্বয়মুৎপতিতঃ সিন্ধোঃ সলিলে সারপৌরুষঃ॥ ৪৬॥ (২) ভোগান্ ভোক্তুং ত্রিলোকস্থান্ দারুবর্ষ্মা জনার্দ্দনঃ। অনেকজন্মসাহস্রৈর্ভক্তিযোগেন ভাবিতঃ॥ ৪৭॥ ঘোরসংসারনাশায় ময়া পূর্ব্বং প্রযাচিতঃ। পুনঃপুনঃ সৃষ্টিহানি (৩) পালনোদ্বিগ্নচেতসা॥ ৪৮॥ অশেষকর্ম্মনাশায় জগতাং সর্ব্বমুক্তয়ে। ধারণাধ্যানযোগানাং দুষ্করাণাং বিনাপি সঃ। মোক্ষায় ভগবানাবির্বভূব পুরুষোত্তমঃ॥ ৪৯॥ প্রচ্ছন্নবপুরেতস্য তস্মান্নাস্য বিচারয়েৎ। ধর্ম্মিগ্রাহপ্রমাণেন যাদৃগ্‌দৃষ্টঃ স এব সঃ। চতুর্ব্বর্গপ্রদো দেবো যো যথা তৎ বিভাবয়েৎ॥ ৫০॥ তদ্দর্শনপরিক্ষীণ-পাপ-

উপাসনা করিতাম, তিনি কি নিমিত্ত অন্তর্হিত হন? এইক্ষণে বা কি জন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির যজ্ঞাবসানে দারুরূপ-ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইলেন। আমরা এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসায় আপনার পাদপদ্ম আরাধনা করিতে এখানে আসিয়াছি; হে দেব! প্রসন্ন হইয়া ইহার বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। ত্রিদশবৃন্দ কর্ত্তৃক ভগবান্ পঙ্কজাসন এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন,—ভো দেবগণ! এই গোপনীয় বিষয় ইতিপূর্ব্বে কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, তবে তোমরা নিতান্ত সন্তোষ ও আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসু হইয়া সুদীর্ঘ কাল উপস্থিত আছ, এই জন্যই সুরগণেরও গুহ্যতম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। হে দেবগণ! ইতিপূর্ব্বে আমার এক পরার্দ্ধকাল ব্যাপিয়া সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভগবান্ জনার্দ্দন নীলকান্তমণিময় শরীর অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করেন। সম্প্রতি আমার দ্বিতীয় পরার্দ্ধকাল উপস্থিত, অদ্যকার এই দিনের প্রাতঃকালে শ্বেতবরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব নামে মনু প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন। প্রভু জনার্দ্দন ঐ প্রাতঃসময় হইতে ভুবনমধ্যে ভূলোকে দারুমূর্ত্তিতেই অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমার পরমায়ুর সীমাকাল পর্য্যন্ত ঐরূপেই প্রভু অবস্থান করিবেন। হে সুরগণ! ভগবান্ আমার আত্মা এবং আমিও উঁহার আত্মা; এই স্থাবর-জঙ্গম মধ্যে আমাদিগের উভয়ে কিছুতেই প্রভেদ বিদ্যমান নাই! যিনি ক্ষীরোদ-সমুদ্রমধ্যে শ্বেতদ্বীপরূপ শয্যায় সেই যোগনিদ্রা দেবীকে বহুমানপুরঃসর আশ্রয় করত শয়ান হইয়া থাকেন, সেই পুরুষোত্তমই এই সচরাচর জগতের আদি কারণ, আর তাঁহার শরীর-প্ররূঢ় রোমরাজিই কল্পদ্রুমস্থ ও শঙ্খচক্রাঙ্কিত।৩৩—৪৫। তন্মধ্যে চৈতন্যের অধিষ্ঠানভূত সেই সারপৌরুষ-বৃক্ষটী অগ্রেই সিন্ধুসলিলে স্বয়ং উৎপতিত হইয়াছে। সেই জনার্দ্দন ত্রিলোকস্থিত সমুদয় ভোগ-সম্ভোগ-বাসনায় দারুবিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। উনি বহু সহস্র জন্মে ভক্তিসহকারে চিন্তনীয় হন। আমি এই ঘোর সংসার বিনাশবাসনায় পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রার্থনা করি, যে হেতু পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও হানি এবং পালনবিষয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। জীবগণের অশেষ কর্ম্ম বিনাশার্থ ও জগতের সাকল্য মুক্তি সম্পাদনার্থ ধ্যান ধারণা প্রভৃতি সুদুষ্কর যোগ সকল ব্যতিরেকেও মোক্ষ প্রদান বাসনায় সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার ঐ গোপনীয় দারুময় মূর্ত্তির বিষয়ে বিতর্ক করা উচিত নয়। যিনি যে প্রকার ভাবে তাঁহাকে দর্শন করেন, ধর্ম্মিষ্ঠ লোকের গৃহীত প্রমাণানুসারে তিনি তাঁহার নিকট সেই প্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ইহার অন্যতমটী বা যুগপৎই (যে যাহা কামনা করে বা চিন্তা করে তাহাই) দান করেন। তাঁহার

(১) যাখ্যানি। (২) সত্যপুরুষঃ। (৩) লীন।

সন্ত্যাঃ জন্মাম্ভুবি। তবস্থিনির্ম্মলাত্মানঃ পুরুষা মুক্তিভাজনম্॥ ৫১॥ জৈমিনিরুবাচ। এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবাঃ পদ্মযোনের্বচোঽমৃতম্। তুষ্টাঃ সঞ্চিন্তয়ামাসুঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। অচিরস্থায়ি দেবত্বং বিহায়ৈতদ্ভুবং গতাঃ। (অ)তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে দেবমারাধ্যামঃ সুসংযতাঃ॥ ৫২॥ হর্ষসম্ফুল্লনয়নান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা পিতামহঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নানুগ্রহায় যঃ প্রকাশং গতঃ প্রভুঃ॥ ৫৩॥ যা যাত্রা প্রতিমাস(স্ব)স্য স্বয়মেব বদিষ্যতি। বরান্ প্রদাস্যতি বহূন্ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ॥৫৪॥ প্রাসাদমিন্দ্রদ্যুম্নস্য প্রতিষ্ঠাপয়িতুং বিভুম্। অহঞ্চাপি গমিষ্যামি যূয়ং তত্র প্রয়াত বৈ॥ ৫৫॥ ইন্দ্রদ্যুম্নোঽগ্রতো যাতু প্রতিষ্ঠাবস্তুসম্ভৃতৌ। সহায়াস্তত্র ভবত যূয়ং ক্ষীণাধিকারিণঃ॥ ৫৬॥ মন্বন্তরং ব্যতীতং বৈ প্রথমং সাম্প্রতং পুরা। ইন্দ্রদ্যুম্নেন সহিতাস্তত্র গত্বা সুরোত্তমাঃ। প্রাসাদপ্রতিমানাঞ্চ বিধাতুং স্বাম্যমস্য বৈ॥ ৫৭॥ তস্মাৎ সম্ভৃতসম্ভারানসহায়োঽধুনা হ্যসৌ। অস্য সন্ততিসম্বন্ধস্মরণং নাপি ভূতলে॥ ৫৮॥ মদাজ্ঞয়া পদ্মনিধিঃ স্বয়ং যাস্যতি ভূতলম্। প্রতিষ্ঠায়ৈ ভগবতঃ সম্পাদ্যো সর্ববস্তুনঃ॥ ৫৯॥ ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি হৃষ্টাত্মা দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মীং শ্রিয়ং দ্বিজাঃ। মহদাশ্চর্য্যসম্পন্নঃ প্রণিপত্য জগদ্গুরুম্। তদাজ্ঞাং শিরসা ধৃত্বা দেবৈঃ ক্ষীণাধিকারিভিঃ। আজগাম ভুবং বিপ্রা বিধিনা চানুমোদিতঃ॥ ৬০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবতো নীলমণিময়মূর্ত্তেরন্তর্দ্ধানস্য পুনর্দারুময়রূপেণাধর্ভাবস্য ব্রহ্মণা ইন্দ্রদ্যুম্নসমীপে হেতুকথনং নাম ত্রয়োবিংশো-ঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

দর্শনে ক্রমশঃ ক্ষীণপাপ হইয়া জীবগণ ভূমণ্ডলে নির্ম্মলাত্মা ও পরিশেষে মুক্তিভাজন হইয়া থাকে। জৈমিনি কহিলেন,—দেবগণ, পদ্মযোনির এই অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন।—আমরা আজ অবধি এই অচিরস্থায়ি দেবত্বপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূলোকে যাই এবং সেই ক্ষেত্রোত্তমে দেবোত্তমকে সংযতচিত্তে আরাধনা করি। পিতামহ দেবগণকে হর্ষসংফুল্ললোচনে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন,—যিনি ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি অনুগ্রহার্থ প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহার যে প্রতিমাসীয় যাত্রোৎসব, তাহা তিনি স্বয়ংই বলিয়া দিবেন। আরও সেই ভক্ত-বৎসল ভগবান্ বহুতর বরপ্রদানও করিবেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রাসাদে প্রভুকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমিও যাইব; তোমরা তথায় গমন কর। ইন্দ্রদ্যুম্ন, প্রতিষ্ঠার বস্তুসম্ভার আয়োজনার্থ অগ্রেই যাউন! তোমরা এইক্ষণে স্ব স্ব অধিকার ছাড়িয়া তথায় গমন করত নৃপবরের সহায় হও; সম্প্রতি প্রথম মন্বন্তর গত হইয়াছে; তন্নিমিত্ত এই রাজারই ঐ প্রাসাদ ও প্রতিমা। ইহা বিশেষ নিশ্চয়ের জন্য সুরোত্তমেরা রাজার সহিত সে স্থানে পূর্ব্বে গমন করুন। এরাজার সন্ততির সম্বন্ধের স্মরণ মাত্রও নাই, তজ্জন্য এক্ষণ রাজা সহায়হীন; অতএব তোমরা প্রতিষ্ঠার দ্রব্য আয়োজন কর। আমার অনুমতিক্রমে পদ্মনিধিও ভগবানের প্রতিষ্ঠায় সকল বস্তু-সম্পত্তি সম্পাদনার্থ তোমাদের সহিত যাইবেন। হে দ্বিজগণ! ইন্দ্রদ্যুম্নও দেববর ব্রহ্মার এই প্রকার আধিপত্য সন্দর্শনে হৃষ্ট ও অত্যাশ্চর্য্যবিশিষ্ট এবং তৎকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া জগদ্গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাবাক্য শিরোধার্য্য করত ক্ষীণাধিকারী দেবগণের সহিত ভূলোকে আগমন করিলেন। ৪৬—৬০।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। আগত্য চ জগন্নাথং চিরাদুৎকণ্ঠমানসঃ। দণ্ডবৎ প্রণনামাসৌ ঘনরোমাঞ্চকঞ্চুকঃ॥ ১॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। প্রণতার্ত্তিবিনাশায় চতুর্ব্বর্গৈকহেতবে। হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে। ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপিণে॥ ২॥ ইত্যুচ্চরন্ স্তুতিং ভূপঃ

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিতেছেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন চিরকালের পর উৎকণ্ঠিত-চিত্তে আগত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে জগন্নাথ দেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যিনি ব্রহ্মণ্যদেব ও গোব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি প্রণতজনের অশুভবিনাশক ও চতুর্ব্বর্গের একমাত্র নিদান, যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষপ্রধান ও অব্যক্তস্বরূপী এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি, সেই বাসুদেবকে

সানন্দাশ্রুবিলোচনঃ। প্রদক্ষিণং পুনঃ কুর্ব্বন্ ননাম চ পুনঃপুনঃ॥ ৩॥ ততোঽন্যদেবতা যা বৈ তত্রাগচ্ছন্মুদান্বিতাঃ। তুষ্টুবুঃ প্রণতা দেবং কৃতাঞ্জলিপুটা মুদা॥ ৪॥দেবা ঊচুঃ। সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতো ব্যাপ্য অধ্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ৫ ॥ যঃ পুমান্ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি গীয়তে। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং পুরুষ এব তৎ॥ ৬॥ এতাবানস্য মহিমা জ্যায়ানেষ পুমান প্রভুঃ পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৭॥ ছন্দাংসি জজ্ঞিরে ত্বত্তস্ততো যজুপ্যানপি। ত্বত্তোঽশ্বাশ্চ ব্যজায়ন্ত গাবো মেষাদয়স্তথা॥ ৮॥ ব্রাহ্মণা মুখতো জাতা বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াস্তব। বিশস্তবোরুজাঃ পদ্ভ্যাং তথা শূদ্রাঃ সমাগতাঃ॥ ৯ ॥ মনসশ্চন্দ্রমা জাতশ্চক্ষুষস্তে দিবাকরঃ। কর্ণাভ্যাং শ্বসনঃ প্রাণৈর্জিহ্বায়া হব্যবাড়পি॥ ১০॥ নাভিতো গগনং দেবাশ্চ মূর্দ্ধ্নস্তে সমবর্ত্তত। পাদাভ্যাং তে ধরা জাতা দিশশ্চাষ্টৌ চ কর্ণতঃ॥ ১১॥ সপ্তাসন্ পরিধয়স্তু একবিংশৎ সমিচ্চ বৈ। চরাচরাঃ সর্ব্বভাবাস্তু এব হি জজ্ঞিরে॥ ১২॥ ত্বমেব জগতাং নাথস্ত্বমেব পরিপালকঃ। উগ্ররূপশ্চ সংহর্ত্তা ত্বমেব পরমেশ্বর॥ ১৩॥ ত্বমেব যজ্ঞো যজ্ঞাংশস্ত্বং যজ্ঞেশঃ পরাৎপরঃ। শব্দব্রহ্ম পরং ত্বং হি শব্দব্রহ্মাসি বিশ্বরাট্॥ ১৪॥ স্বরাট্ সম্রাট্ জগন্নাথ বিভাসি জগৎপতে। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তির্য্যক্ ত্বং ত্বয়া ব্যাপ্তং জগন্ময়॥ ১৫॥ প্রাপ্নুবন্তি পরং স্থানং ত্বাং যজন্তশ্চ যাজ্ঞিকাঃ। ভোজ্যং ভোক্তা হবির্হোতা হবনং ত্বং ফলপ্রদঃ॥ ১৬॥ সমস্তকর্ম্মভোক্তা ত্বং সর্ব্ব কর্ম্মাত্মকঃ প্রভো। সর্ব্বকর্ম্মোপকরণং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদঃ॥ ১৭॥ কর্ম্মপ্রেরয়িতা ত্বং হি ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদঃ। ত্বামৃতে মুক্তিদঃ কোঽন্যে হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে॥ ১৮॥ নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে, সহস্রপাদাক্ষি-

---

প্রণাম করি। ভূপতি এই প্রকার বহুবিধ স্তুতিবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুলোচনে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্বায় পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্যান্য সেই সকল দেবগণ তথায় [illegible] হইয়া হর্ষসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে নতভাবে [illegible] স্তব করিতে লাগিলেন।—যাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র জ্ঞানেন্দ্রিয়, সহস্র কর্ম্মেন্দ্রিয়, সেই নিখিল পার্থিব-দেহব্যাপী পরমাত্মা পুরুষ নাভির ঊর্দ্ধভাগে, দশ অঙ্গুলি স্থান অতিক্রমণপূর্ব্বক অর্থাৎ হৃদয়পদ্মমধ্যে বিজ্ঞানরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই পরমপুরুষ, পরমাত্মা পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়গোচর। এইরূপ সর্ব্বদেশ-সর্ব্বকাল-ব্যাপিতা তাঁহার মহিমা, এই কারণে সেই প্রভু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরুষ। নিখিল পঞ্চভূত ইঁহার একপাদ, ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয় ইঁহার অপর তিন পাদ। ইঁহার সেই পাদত্রয়াত্মক সূর্য্যরূপ স্বর্গে মুক্তিদ্বার-স্বরূপ। হে দেব! আপনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মস্বরূপ; আপনা হইতে ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে, আপনা হইতে যজ্ঞপুরুষের উৎপত্তি, আপনা হইতে অশ্ব, গো, মেষাদি উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, এবং চক্ষু হইতে সূর্য্য, কর্ণদ্বয় হইতে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, জিহ্বা হইতে অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, পদযুগল হইতে পৃথিবী, কর্ণ হইতে অষ্টদিকের উৎপত্তি হইয়াছে। ১—১১। আপনি যজ্ঞপুরুষরূপে প্রাদুর্ভূত হইলে সপ্ত সমুদ্র আপনার পরিধি (যজ্ঞভূমি বেষ্টনদ্রব্য) হইয়াছিল, একবিংশতি ছন্দ আপনার সমিধ হইয়াছিল। এই চরাচরাত্মক নিখিল জগৎই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হে পরমেশ্বর। আপনিই জগতের নাথ, আপনিই জগতের পালনকর্ত্তা এবং আপনিই ইহার সংহর্ত্তা হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। আপনি স্বপ্রকাশ, আপনিই যজ্ঞ, আপনিই যজ্ঞাংশ, আপনিই পরাৎপর যজ্ঞেশ্বর, আপনিই পরমশব্দব্রহ্ম, আপনিই বিশ্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ সম্রাট্, হে জগন্ময়। আপনিই অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্প্রদেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। যাজ্ঞিকগণ আপনার উপাসনা করিয়াই পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। আপনিই ভোজ্য ও ভোক্তা আপনিই হবি, হোতা ও ফলপ্রদ হোমস্বরূপ, হে প্রভো। আপনিই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা, এবং সমস্ত কর্ম্মস্বরূপ, আপনি নিখিল কর্ম্মের উপকরণ, আপনি নিখিল কর্ম্মের ফলপ্রদ; আপনিই সকলকে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া থাকেন, আপনিই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন, হে হৃষীকেশ। আপনি ব্যতীত আর কে মুক্তি প্রদান করিতে পারে? সেই অনন্ত ও

শিরোরুবাহবে। সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে। সহস্রকোটীযুগধারিণে নমঃ॥ ১৯॥ বয়ং চ্যুতাধিকারাখ্যাং প্রপন্নাঃ শরণং প্রভো। ত্রাহি নঃ পুণ্ডরীকাক্ষ অগতীনাং গতির্ভব॥ ২০॥ সংসারপতিতস্যৈকো জন্তোস্ত্বং শরণং প্রভো। ত্বৎসৃষ্টৌ ত্বাদৃশো নাস্তি যো দীনপরিপালকঃ॥ ২১॥ দীনানাথৈকশরণং পিতা ত্বং জগতঃ প্রভো। পাতা পোষ্টা ত্বমেবেশ সর্বাপদ্বিনিবারকঃ॥ ২২॥ ত্রাহি বিষ্ণো জগন্নাথ ত্রাহি নঃ পরমেশ্বর। ত্বামৃতে কমলাকান্ত কঃ শক্তঃ পরিরক্ষণে॥ ২৩॥ অন্তর্যামিন্নমস্তেঽস্তু সর্বতেজোনিধে নমঃ॥ ২৪॥ ইতি স্তুবন্তস্তে দেবাঃ প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নেন সহিতা বহির্ভূয় দ্বিজোত্তমাঃ। ক্ষেত্রং শ্রীনরসিংহস্য গত্বা তৎ প্রণিপত্য চ। নমস্কৃত্য পরাং ভক্তিং কৃত্বাভ্যর্চ্চ্য নৃকেশরিম্॥ ২৫॥ নীলাচলাদ্রেঃ শিখরং যত্র প্রাসাদ উত্তমঃ। জগ্মুস্তে পদ্মনিধিনা সার্দ্ধং সম্ভারকাম্যয়া (১)॥ ২৬॥ দদৃশুস্তে মহাপ্রাংশুং ব্যাপ্তং গগনমণ্ডলে। উত্তিষ্ঠন্তং বিন্ধ্যগিরিং রোদ্ধুং ভানোর্গতিং কিমু॥ ২৭॥ ব্যাপ্নুবানং দিশঃ সর্ব্বা বিচিত্রবটমোজ্জ্বলম্। বহুকালে ব্যতিক্রান্তে স্ফুর্ত্তী (২) ভঙ্গিবিচিত্রিতম্॥২৮॥ তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস ইন্দ্রদ্যুম্নঃ স বৈষ্ণবঃ। ঘটিতার্দ্ধে (৩) ময়া যাতং সত্যলোকমিতঃ পুরা। (সু) অচিরাদ্দৃষ্টিপথগঃ পূর্ণঃ প্রাসাদ উত্তমঃ॥ ২৯॥ অনুগ্রহাদ্ধি দেবস্য নাত্র মানুষপৌরুষম্। মন্বন্তরসমাপ্তিঃ স্ক সূর্য্যচন্দ্রেন্দ্ররোধিকা। তথাপি তিষ্ঠতে চায়ং প্রাসাদো হেষ দুর্লভঃ॥ ৩০॥ বল্মীকসদৃশো হেতে প্রাসাদা মানুষৈঃ কৃতাঃ। শীর্য্যন্তি রোহনৈর্বৃক্ষৈরল্পকালগতায়ুষঃ। মদনুক্রোশবুদ্ধ্যা তু রক্ষিতং ভবনং হরেঃ॥ ৩১॥ তত্রস্থান্ স সহায়ান্ বৈ জগাদ প্রশ্রয়ং বচঃ। জানীত জগদীশস্য প্রাসাদং কারিতং ময়া। আবির্ব্বভূব. ভগবান্

সহস্রমূর্ত্তি সহস্রপাদ, সহস্র চক্ষু ও শির এবং উরু ও বাহুধারী, সহস্র নামধেয়, শাশ্বত পুরুষ, সেই সহস্রকোটিযুগধারী পুরুষত্তোমকে প্রণাম করি। প্রভো! আমরা অধিকার হইতে চ্যুত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমরা অগতি, আপনিই আমাদের একমাত্র গতি; আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে প্রভো! আপনিই, সংসার-সাগরে পতিত জীবের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ; আপনার এই সৃষ্টিতে আপনার তুল্য দীনপালক আর কেহই নাই। আপনি দীন অনাথ ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয়। প্রভো! আপনিই জগতের পিতা, হে ঈশ্বর! আপনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালনকর্ত্তা; আপনি সকল আপদের নিবারক। হে বিষ্ণো! হে জগন্নাথ! আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বর! হে কমলাকান্ত! আপনা ব্যতিরেকে আর কে আমাদের রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? হে অন্তর্যামিন্। আপনি নিখিল তেজের আধারস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। হে দ্বিজগণ! দেবগণ ইত্যাকার বহুপ্রকার স্তব করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণিপাতপূর্ব্বক ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং ক্ষেত্রধামে যাইয়া নরসিংহকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নমস্কার ও পরমা ভক্তিসহকারে অভ্যর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর নীলপর্ব্বতের শিখরদেশে যে স্থলে দেবোত্তমের উত্তম প্রাসাদটি নির্ম্মিত রহিয়াছে, তথায় দ্রব্য সম্ভার প্রস্তুত করিবার জন্য পদ্মনিধির সহিত গমন করিলেন। ১২—২৬। যাইয়া দেখিলেন,—প্রাসাদটি এতাদৃশ উন্নত যে, গগনমণ্ডল ভেদ করিতেছে। বিতর্ক করিলেন যে, ভাস্করের গতিরোধ নিমিত্ত বিন্ধ্যপর্ব্বত কি উন্নত হইতেছে! আরও সমুদয় দিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই বিভিন্নচিত্রশোভিত প্রাসাদ বহুকাল হইলেও স্ফুর্ত্তির ভঙ্গি বিস্তার করিতেছে। বিষ্ণুপরায়ণ ইন্দ্রদ্যুম্ন ঈদৃশ অবিকৃত তৎকৃত প্রাসাদ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে যখন সত্যলোকে গমন করি, তখনও ইহা সুঘটিত হইবার অর্দ্ধাবশেষ থাকে। এইক্ষণে যে ইহা সহসা উত্তমরূপে সম্পূর্ণ হইল, তাহা কেবল দেবের অনুগ্রহ, মানুষের পৌরুষসাধ্য নহে। মন্বন্তর-ঘটনায় চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্রও বিলীন হয়। তথাপি এই দুর্লভ প্রাসাদটি কেবল রহিয়াছে। এই সকল বল্মীক সদৃশ প্রাসাদও ত মনুষ্যকৃত, উপরিভাগে বৃক্ষাদি উৎপন্ন হওয়ায় উহারা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, উহাদের স্থিতিকাল অতি অল্প, তবে ভগবান্ আমার প্রতি অনুক্রোশপূর্ব্বক তাঁহার নিজ-নিকেতন রক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তত্রস্থিত সাহায্যকারী ব্যক্তিদিগকে প্রশ্রয় বচনে কহিতে লাগিলেন,—তোমরা জান যে, জগদীশ্বরের

---

(১) কারণাৎ। (২) কান্তিভঙ্গি। (৩) ঘটনা।

দারুরূপবপুঃ স্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥ তদান্তরীক্ষগা বাণী মানুষাচাশরীরিণী। সহস্রপাণিসম্মিতং নীলাদ্রেঃ শিখরোপরি। প্রাসাদং কারয়স্বেতি স্থিতয়ে জগদীশিতুঃ ॥ ৩৩ ॥ এতত্‌ প্রতিষ্ঠানবিধৌ স্বয়মত্রাগমিষ্যতি। পদ্মযোনিঃ স্বয়ং সার্দ্ধং সিদ্ধব্রহ্মর্ষিদৈবতৈঃ। তদত্র ক্রিয়তে কো বা সম্ভারো জ্ঞায়তে কথম্। ইত্যুক্তবন্তং তে প্রোচুর্দেবা ভয়াধিকারিণঃ ॥ ৩৪ ॥ দেবা উচুঃ। ন জানীমো বয়মপি বেত্ত্যাস্ম'কং গুরোর্গুরুঃ। ইদানীং ন বচোঽস্মাকং ঃ 'ঃ স্বর্গপুরোহিতঃ ॥৩৫॥ পদ্মনিধিরুবাচ। স্বামিন্ বিধেরনুজ্ঞানাদাগতোঽস্মি ত্বয়া সহ। কর্ত্তব্যং কিং ময়া চাত্র কিংবা বস্তু প্রদীয়তে (১) ॥ ৩৬ ॥ জৈমিনিরুবাচ। ইতি না(হ্না) লপ্যমানানাং নারদঃ পুবতঃ স্থিতঃ। ব্রহ্মণা প্রেষিতঃ পূর্ব্বং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৭ ॥ সর্ব্বসম্ভারবস্তূনি যথাশাস্ত্রং মুনে কুরু। সম্পাদয়িষ্যতি তব শাসনাৎ পদ্মকো নিধিঃ ॥ ৩৮ ॥ দৃষ্ট্বা তং তে মুদা মুক্তা উত্তস্থুরাসনাঃ স্থিতম্। ষডর্ঘ্যপূজয়া তস্য পূজাকক্রে নৃপোত্তমঃ। প্রণেমুস্তেঽপি তং দেবা মনুষ্যাকারধারিণঃ। উচে তমিন্দ্রদ্যুম্নোঽপি প্রতিষ্ঠাবিধিবস্তুনি ॥ ২৯ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। নাহং বেদ্মি মুনিশ্রেষ্ঠ চিরাৎ ত্যক্তঃ পুরোধসা। আদেশয় ক্রমাদ্ব্রহ্মন্ সম্পাদ্যং যদ্বদেব হি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজকৃতভগবৎস্তুতির্নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। ইত্যুক্তো নারদঃ সোঽপি যথাশাস্ত্রং বিচার্য্য বৈ। আলিখ্য ক্রমশঃ পত্রে রাজ্ঞে তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ১ ॥ রাজাপি পত্রং তচ্ছ্রুত্বা সোবধায় (১) পুনঃপুনঃ। প্রদদৌ পদ্মনিধয়ে লিখিতান্যত্র যানি বৈ ॥ ২ ॥ সম্পাদয় পদ্মনিধে

প্রাসাদ আমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম, ভগবান্ স্বয়ংই দারুরূপ শরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন। তৎকালে আকাশবাণী আমাকে কহেন যে, জগদীশ্বরের বাস নিমিত্ত নীলপর্ব্বতের শিখরভাগে সহস্রহস্ত-পরিমিত একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করাও। উহাতে শ্বশ-বয়ের প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত পদ্মযোনি স্বয়ংই সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও দৈবতগণের সহিত আগমন করিবেন, অতএব হে সুরগণ! এই ক্ষণে কি প্রকার দ্রব্য-সম্ভার প্রস্তুত করা উচিত এবং তাহা কি প্রকারেই বা জানা যাইতে পারে? এই কথা শ্রবণ করিয়া ভয়াবিকার দেবগণ কহিতেছেন! হে রাজন। আমরা তাহার ত কিছুই জানি না! আমাদের সেই গুরুর গুরু বৃহস্পতিই এ একল জানেন, যে হেতু তিনিই আমাদের স্বর্গীয় পুরোহিত, অতএব এইক্ষণকার বাক্য আমাদের বক্তব্য নহে। (ইত্যবসরে) পদ্মনিধি কহিতেছেন।—হে স্বামিন। আমি বিধির অনুমতিক্রমে আপনার সহিত আগমন করিয়াছি। এইক্ষণে আমার কি করিতে হইবে অথবা কি কি বস্তু দিতে হইবে, তাহা বলুন। জৈমিনি কহিতেছেন।—ব্রহ্মা পূর্ব্বেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ নারদকে প্রেরণ করিয়াছেন! এইক্ষণে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে তিনি সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নরপতি তাহাকে কহিলেন,—মুনে! আপনি এইক্ষণে দেবপ্রতিষ্ঠোপযোগী সমুদয় দ্রব্যসম্ভার সম্পন্ন করুন। আপনার অনুমতিক্রমে পদ্মনিধিই সকল সম্পাদন করিবেন। দেবগণ তাহাকে দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উত্থান করিয়া সম্মান করিলেন, নৃপোত্তম ষডর্ঘ্যঘটিত পূজা দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। মনুষ্যাকারধারী দেবগণও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠার বস্তু সকল সম্পাদন বিষয়ে তাঁহাকে কহিতেছেন।—হে মুনিশ্রেষ্ঠ। আমি উপস্থিত বিষয়ের কিছুই অবগত নহি, বিশেষতঃ আমার পুরোহিতসংসর্গও বহুকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব হে রাজন্! যে প্রকারে সম্পাদন করিতে হইবে, আপনি তাহা ক্রমে আদেশ করুন। ২৭—৪০।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিতেছেন।—নরপতি কর্ত্তৃক নারদ জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাশাস্ত্র বিচারপূর্ব্বক ক্রমশঃ তৎসমুদয় পত্রে লিখিয়া তাঁহার সমীপে প্রদান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নও সেই সকল পত্র শ্রবণ করত বিবেচনা করিয়া পদ্মনিধিকে দিতে লাগিলেন। বলিলেন,—হে পদ্মনিধে! তুমি সকলই সম্পাদন

---

(১) প্রতীক্ষ্যতে ॥০

(১) অবধার্য্য।

শালাং পর্ণময়ীং কুরু। ব্রহ্মণঃ সদনং শুভ্রং (১) ব্রহ্মর্ষীণাঞ্চ নির্ম্মলম্॥ ৩॥ ইন্দ্রাদীনাং সুরাণাঞ্চ সিদ্ধানাং মর্ত্ত্যবাসিনাম্। মুনীন্দ্রাণাং নিবাসায় রাজ্ঞাং পাতালবাসিনাম্। তথাচ নাগরাজানাং নিধে ত্রলোক্যবাসিনাম্। পণ্যযোগ্যায়নৈর্যুক্তং (২) গৃহং গৃহমতন্দ্রিতম্। কারয়াশু নিধে দ্রব্যসম্ভারং যাবদেব তু॥ ৪॥ বিশ্বকর্ম্মাপি চ তব সাহায্যং রচয়িষ্যতি॥ ৫॥ ইত্যাদিশন্তং স মুনিরিন্দ্রদ্যুম্নমুবাচ তম্। সম্ভারান্ পৃথগেতদ্ধি কর্ত্তব্যং সাবধায়ত॥ ৬॥ স্বর্ণৈঃ সুঘটিতাং সাধু রথত্রয়মলঙ্কৃতম্। দুকূলরত্নমাল্যাদ্যৈর্বহুমাল্যৈর্বৃতং মহৎ॥ ৭॥ বাসুদেবস্য চ রথো গরুড়ধ্বজচিহ্নিতঃ। পদ্মধ্বজঃ সুভদ্রায়া রথমূর্দ্ধনি ধার্য্যতাম্॥ ৮॥ (৩) আসনং জগতাং ভূপ (৪) স্বয়মাসনবিগ্রহঃ। তদ্যানে জগতাং নাথ (১) ততো যানং ন বিদ্যতে পশ্যেচ্চরাচরং সর্ব্বং জ্ঞানাদর্শে সুনির্ম্মলে॥ ৯॥ স্থিতো হস্ততলে নিত্যং নির্ম্মলস্তস্য দর্পণঃ। তলস্বত্বাদসৌ তালঃ সদা তেনাঙ্কিতঃ প্রভুঃ। ততঃ স এব শেষস্য বলভদ্রাবতারিণঃ॥ ১০॥ অথবা সীরিণঃ কার্য্যং সীরমেব ধ্বজোত্তমম্। ধ্বজঃ স নির্ম্মলঃ কার্য্যস্তস্মাত্তালধ্বজোত্তমঃ (২)॥ ১১॥ ন বাসিতব্যো দেবো হসাবপ্রতিষ্ঠে রথে নৃপ। প্রাসাদে মণ্ডপে বাপি পুরে তন্নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ১২॥ তস্মাৎ প্রতিষ্ঠা প্রথমং হরেঃ কার্য্যা রথস্য বৈ। সম্ভারঃ ক্রিয়তাং তস্য হ্যনুষ্ঠেয়া ময়া তু সা॥ ১৩॥ ইত্যাজ্ঞাং মৎপিতুর্লব্ধা শীঘ্রমায়াম্যহং নৃপ॥ ১৪॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ঘটিতং স্যন্দনত্রয়ম্। নিধিসম্পাদিতদ্রব্যৈরেকাহাদ্বিশ্বকর্ম্মণা॥ ১৫॥ স্বয়ং সুচক্রঘটিতং (৩) সুবিস্তীর্ণং সুতোরণম্। সুধ্বজং সুপতাকঞ্চ নানা-

---

কর। প্রথমতঃ পর্ণময়ী শালা সকল প্রস্তুত কর। ব্রহ্মার সদন শুভ্রবর্ণ ও ব্রহ্মর্ষিগণের নিলয় যেন নির্ম্মল হয়! আর ইন্দ্রাদি সুরগণ, সিদ্ধগণ ও মর্ত্ত্যবাসী মুনীন্দ্রনিচয়ের নিবাস জন্য এবং রাজগণ ও পাতাল বাসি-নাগরাজগণের স্থিতির নিমিত্ত যথোপযুক্ত গৃহ সকল নির্ম্মাণ কর। হে নিধে! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের লোকসমূহের উপযোগী পণ্যদ্রব্যরাশি উভয়পার্শ্বে নিক্ষেপপূর্ব্বক মধ্যবর্ত্তি সুপ্রশস্ত সরল পথ ও উভয়ভাগে শ্রেণীবদ্ধ গৃহসমূহ সম্পাদন করিতে শীঘ্র উদ্‌যোগী হও। হে নিধে! তুমি অতি সত্বরই সমুদয় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত কর, বিশ্বকর্ম্মাও এবিষয়ে তোমার সাহায্য করিবেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপ আদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে মুনিবর তাঁহাকে কহিলেন,—রাজন্! সম্ভারসকল যেন সাবধানে পৃথক্‌রূপে সঞ্চিত হয়। আর রথ তিনখানি যেন সুগঠিত ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হয় এবং দুকূল মাল্য ও রত্নাদি দ্বারা যেন ঐ প্রধান রথগুলি পরিবৃত করা হয়। বাসুদেবের রথ গরুড়ধ্বজে চিহ্নিত; সুভদ্রার রথোপরি পদ্মধ্বজ স্থাপন করিতে হইবে। হে ভূপতে! আর যিনি এই নিখিল জগতের আসন, তিনিও স্বয়ং আসন-বিগ্রহ; সুতরাং স্বয়ং জগন্নাথই তাঁহার যান বিষয়ে উল্লিখিত হইলেন। যে হেতু তাঁহা ব্যতীত আর অন্য আধার বিদ্যমান নাই। তিনি সুনির্ম্মল জ্ঞানরূপ আদর্শে সমুদয় চরাচর দর্শন করিতেছেন।১—৯। তাঁহার হস্ততলে সর্ব্বদাই নির্ম্মল দর্পণ অবস্থান করিতেছে! ঐ দর্পণ তল-স্থিত বলিয়া উহার নাম তাল; প্রভু সর্ব্বদা ঐ দর্পণ-(তাল) চিহ্নে চিহ্নিত, অতএব বলভদ্রাবতার অনন্তদেবের রথে ঐরূপ দর্পণ (তাল) ধ্বজ-যুক্ত করিবে। অথবা লাঙ্গলী দেবের ধ্বজোত্তম লাঙ্গলই কর্ত্তব্য। ঐ ধ্বজ নির্ম্মল রূপে সম্পাদন করিবে; ফলতঃ তদপেক্ষা তালধ্বজ প্রশস্ত। হে ভূপতে! আর দেবদিগকে অপ্রতিষ্ঠিত রথে কদাপি উত্থাপিত করিবে না। অপ্রতিষ্ঠিত প্রাসাদে ও মণ্ডপে পুরমধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করিলে নিষ্ফল হয়। এই নিমিত্ত হরিদেবের রথপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হয়। অতএব তাহার দ্রব্যসম্ভার আয়োজন কর, আমিই ঐ প্রতিষ্ঠাক্রিয়া সম্পাদন করিব। হে নৃপ! আমি আমার পিতার এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র আগমন করিলাম। ঋষিবরের এই বচন শ্রবণান্তে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা, পদ্মনিধি-কর্ত্তৃক সম্পাদিত দ্রব্যজাত দ্বারা এক দিবসের মধ্যেই স্যন্দনত্রয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। উহাদের চক্র সকল সুগঠিত, অবয়ব সুবিস্তীর্ণ, তোরণগুলি

---

(১) দিব্যং। (২) যথাযোগ্যাসনৈর্যুক্তং।

(৩) রথঃ ষোড়শচক্রস্তু বিষ্ণোঃ কার্য্যঃ প্রযত্নতঃ। চতুর্দ্দশ বলস্যৈব সুভদ্রায়াস্তু দ্বাদশ॥ হস্তষোড়শবিস্তারো রথশ্চক্রধরস্য তু। চতুর্দ্দশ বলস্যৈব সুভদ্রায়াস্তু দ্বাদশ। ইত্যধিকঃ পাঠঃ।" (৪) ভূয়ঃ।

(১) নাথ। (২) মতঃ।

(৩) সচক্রং সুবক্রং সুস্তম্ভম্। ইতি বা পাঠঃ।

চিত্রসৌধক্রম্ ॥ ১৬ ॥ বিচিত্রবন্ধমিথুনপুত্তলী-রাজয়াষিতম্। শুদ্ধহাটকনিব্যূঢ় সাক্ষাত্রবিরথোপমম্ ॥ ১৭ ॥ মেঘগম্ভীরনির্ঘোষং দৃঢ়া কর্ষগুণৈর্যুতম্। বাতরংহোহয়ৈর্যুক্তং শতসংখ্যৈঃ সিতপ্রভৈঃ। যথা শাস্ত্রবিধানেন নারদেন প্রতিষ্ঠিতম্। সুলগ্নে সুমুহূর্ত্তে চ সুতিথৌ জ্যোতিষোদিতে ॥ ১৮ ॥ মুনয় উচুঃ। ভগবন জৈমিনে ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞোহসি যতো হি নঃ। বিধিনা কেন হি রথঃ প্রতিষ্ঠাপ্যো হরেরয়ম্। যথাবদগদন্তো (১) যেন জানীমো বি[illegible]স্তরম্ ॥১৯॥ জৈমিনিরুবাচ। যথা প্রতিষ্ঠিতস্তেন নারদেন মহাত্মনা। তস্মো বদিষ্যা[illegible] বিধিং যথাদৃষ্টং পুরা ময়া ॥ ২০ ॥ রথস্যেশানদিগ্‌ভাগে শালাং কৃত্বা সুনির্ম্মলাম্। তন্মধ্যে মঙ্গলং কৃত্বা বেদীস্তত্র সুশোভনাম্ ॥ ২১ ॥ চতুরস্রাং চতুর্হস্তমিতাং হস্তোচ্ছ্রিতাং দ্বিজাঃ ॥ ২২ ॥ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বদিবসে রাত্রাবুত্তরতঃ শুভে। সুমুহূর্ত্তে স্বস্তিবাচ্য কারয়ে-দঙ্কুরার্পণম্ ॥ ২৩ ॥ রাত্রৌ চ (১) দেবতাভ্যস্তু বলিং দত্ত্বা যথাবিধি। প্রাতস্ততো বেদিকায়াং মধ্যে মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ২৪ ॥ পদ্মং বা স্বস্তিকং বাপি কুম্ভং তত্র নিধায় চ। পঞ্চত্রমকষায়ঞ্চ তন্মধ্যে পূরয়েৎ সুধীঃ ॥ ২৫ ॥ গঙ্গাদিপুণ্যতোয়ানি পল্লবাঃ সপ্তমৃত্তিকাঃ। সর্ব্বগন্ধান্ পঞ্চরত্ন-সর্ব্বৌষধি-গণাংস্তথা। আপূরয়িত্বা বিধিনা চাচার্য্যঃ প্রাঙ্মুখঃ শুচিঃ। বিষ্ণুং স্মরন্ পঞ্চগব্যং পশ্চাদাপ প্রপূরয়েৎ ॥ ২৬ ॥ [illegible]কলবেষ্টিতং কণ্ঠে মাল্যৈর্গন্ধৈঃ সুশোভনম্। ফলপল্লব[illegible]যুক্তং কৃতকৌতুকমঙ্গলম্ ॥ ২৭ ॥ পূজ-য়েৎ তত্র দেবেশং নরসিংহমনাময়ম্। মন্ত্ররাজেন বিধিবদুপচারৈস্তথা দ্বিজাঃ ॥ ২৮ ॥ প্রার্থয়িত্বা প্রসী-দাথ তস্মিন্নাবাহ্য তং হরিম্। বাহ্যোপচারৈর্বিধিবৎ পূজয়েদ্বিধিবদ্দ্বিজাঃ ॥ ২৯ ॥ বায়ব্যাং তস্য কুম্ভস্য সমিদাজ্যচরুং তথা। অ[illegible]ত্তরসহস্রন্তু জুহুয়াদ্বিধি-বদ্‌গুরুঃ ॥ ৩০ ॥ সম্পাত্রান্ পাতয়েত্তত্র কুম্ভমধ্যে তদন্ততঃ। রথং সুশোভনং কৃত্বা পতাকাবস্ত্র-মাল্যকৈঃ। সর্ব্বাঙ্গং সেচয়েৎ তস্য গন্ধচন্দনবারিণা ॥

সুশোভন ধ্বজ ও পতাকারাজি দ্বারা বিরাজিত ও গাত্র-নিচয় নানা বিচিত্র-চিত্র দ্বারা মনোহর হইয়া-ছিল। বিচিত্র বন্ধন-কৌশলে পুত্তলিমিথুন সকল বিশুদ্ধ স্বর্ণ-শোভিত রথগুলিতে আবদ্ধ র[illegible]। দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ সূর্য্যদেবে[illegible] রথ বিরাজ করিতেছে। উহাদের গমনকালে মেঘের ন্যায় গম্ভীর নির্ঘোষ উত্থিত হয়। উহাদের আকর্ষণ-রজ্জু অত্যন্ত দৃঢ়, শতসংখ্য শুভ্রবর্ণ বাতবেগগামী ঘোটক সকল উহাতে সংযোজিত আছে। ঋষিবর নারদ জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত শুভ দিনে যথাশাস্ত্র উহাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুনিগণ কহিতে-ছেন।—ভগবন জৈমিনে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অত-এব হরিদেবের রথ কি প্রকার বিধিবিধানে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা সবিস্তর যথাবৎ বর্ণন করুন। জৈমিনি কহিতেছেন।—হে মুনিগণ! পূর্ব্বকালে মহাত্মা নারদ যে প্রকারে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং আমি তাহা যেরূপে দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। রথের ঈশান কোণে সুনির্ম্মল গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, এবং তন্মধ্যে বেদী প্রস্তুত করত তাহাতে মণ্ডল করিবে। ঐ বেদী সমচতুরস্র চতুর্হস্ত পরিমিত আয়ত ও হস্তৈক-প্রমাণ উচ্চ হইবে। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব-দিবসীয় রাত্রিশেষে শুভমুহূর্ত্তে স্বস্তি বাচনপূর্ব্বক উহাতে অঙ্কুরার্পণ করিবে।১০—২৩। রাত্রিতে যথা-বিধানে দেবতাদিগকে পূজোপহারপ্রদান করত পরদিন প্রাতঃকালে উল্লিখিত বেদীমধ্যে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল অথবা তন্মধ্যে পদ্মনির্ম্মাণ কিংবা তণ্ডুল স্থাপন করিয়া তাহাতে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া পঞ্চকষায় ও গঙ্গাদি-পুণ্যতীর্থোদক দ্বারা ঐ কুম্ভ পূর্ণ করিবেক। অনন্তর পঞ্চপল্লব, সপ্তমৃত্তিকা, সমুদয় বিহিত গন্ধদ্রব্য, পঞ্চরত্ন ও সর্ব্বৌষধিগণ দ্বারা উহা পরিপূর্ণ করিবে। অতঃপর আচার্য্য বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক শুচি হইয়া উহা পঞ্চগব্যে প্রপূরিত করিয়া ঐ কুম্ভের গলদেশে বস্ত্র বেষ্টনপূর্ব্বক তদুপরি ফল স্থাপন ও গন্ধ-মাল্যাদি দ্বারা উহাকে সুশোভিত করিবেন, পরি-শেষে উৎসব-সহকারে উহার মঙ্গলাচার করিবেন। হে দ্বিজগণ! অনাময় দেবদেব নরসিংহদেবকে প্রধান মন্ত্র দ্বারা বহুবিধ উপাচারযোগে যথাবিধি পূজা করিতে হইবে। হে দ্বিজগণ! প্রথমতঃ প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া তাহাতে আবাহন, অনন্তর মানস ও বাহ্য-উপচার যোগে উল্লিখিত পূজা করিতে হয়। পরিশেষে কুম্ভের বায়ুকোণে সমিধ আজ্য ও চরু দ্বারা হোতা বিধিবৎ অষ্টোত্তর-সহস্র হোম করিবেন। তদন্তে কুম্ভমধ্যে সম্পাত-পাত করিয়া পতাকা,

---

(১) [illegible]।

(১) [illegible]।

ধূপয়েৎ কালাগুরুণা শঙ্খকাহলনিস্বনৈঃ ॥ ৩২ ॥ ধ্বজং তস্য নৃসিংহস্য প্রতিষ্ঠাপ্য সমীরিণম্। পূজয়িত্বা বিধানেন রক্তস্রগ্গন্ধমালকৈঃ। ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সুপর্ণং প্রার্থয়েত্ততঃ ॥ ৩৩ ॥ যো বিশ্বপ্রাণহেতুস্তনুরপি চ হরের্যানকেতুস্বরূপো যং সঞ্চিন্ত্যৈব সদ্যঃ স্বয়মুরগবধূবর্গগর্ভাঃ পতন্তি। চঞ্চচ্চণ্ডোরুতুণ্ডত্রুটিতফণিবসারক্তমাংসাঙ্কিতাস্যং, বন্দে চ্ছন্দোময়ন্তং খগপতিমমলং স্বর্ণবর্ণং সুপর্ণম্ ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মঘোষৈঃ শঙ্খনাদৈর্নানাবাদ্যসুবিস্তরৈঃ। রথমূর্দ্ধ্নি স্থাপয়েত্তং পৌরুষং সূক্ত (১) মুচ্চরন্ ॥ ৩৫ ॥ তস্যোপরিষ্টাত্তং কুম্ভং সমন্তাৎ প্লাবয়ন্ রথম্। ত্রিরুচ্চরন্মন্ত্ররাজং সেচয়েদ্ব্রহ্মণা সহ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদেৎ। আচার্য্যে দক্ষিণাং দদ্যাৎ যেন তুষ্যতি বা গুরুঃ ॥ ৩৭ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদন্তে পায়সং মধুসর্পিষা ॥ ৩৮ ॥ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বলভদ্রস্য কারয়েৎ। লাঙ্গলং পরবীরং (১) তন্মন্ত্রঃ স্যাল্লাঙ্গলধ্বজে। বলং প্রপূজয়েত্তত্র (২) মূলমন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৯ ॥ লক্ষ্মীসূক্তেন ভদ্রায়াঃ প্রতিষ্ঠাপ্যো রথস্ত সঃ। নাভিহ্রদাম্মুরারেস্ত্বং ব্রহ্মাণ্ডাম্বলরূপধৃক্। আসনঞ্চতুরাস্যস্য শ্রিয়োবাসে স্থিরো ভব। ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ধ্বজপদ্মং সমুচ্ছ্রয়েৎ ॥ ৪০ ॥ ইয়ান্ বিশেষোঽত্র হরেস্ত্রয়াণাস্তু পৃথক্ পৃথক্। পঞ্চভিঃ পঞ্চ হোতব্যমেকৈকস্য বিভাগশঃ ॥ ৪১ ॥ এবং রথান্ প্রতিষ্ঠাপ্য সুবর্ণং গাঞ্চ বস্ত্রকম্। ধান্যঞ্চ দক্ষিণাং দদ্যাৎ সম্যগ্দেবস্য ভক্তিতঃ ॥ ৪২ ॥ এবং প্রতিষ্ঠিতে তত্র স্যন্দনেঽথ সুভূষিতে। আরোপ্য দেবং বিধিবদ্ ব্রহ্মঘোষপুরঃসরম্ ॥ ৪৩ ॥ জয়মঙ্গলঘোষৈশ্চ নানাবাদ্যপুরঃসরৈঃ। চামরান্দোলনৈর্ধূপৈঃ পুষ্পবৃষ্টিভিরেব চ ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈর্নীয়তে স্ম রথং প্রতি। হয়ৈঃ সুলক্ষণৈর্দান্তৈর্বলীবর্দ্দৈরথাপি

বস্ত্র ও মাল্যদ্বারা রথ সুসজ্জিত করিবে এবং গন্ধচন্দনবারিদ্বারা রথের সর্ব্বাঙ্গ সেচন করিতে হইবে। শঙ্খ ও কাহল-বাদ্যযোগে কালাগুরুর ধূপ দ্বারা ধূপিত করিবে। অনন্তর নৃসিংহের সম্যগ্গমনশীল ধ্বজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রক্তবর্ণ-মালা ও গন্ধ-মালা দ্বারা পূজা করত এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সুপর্ণের নিকট প্রার্থনা করিবেন। যিনি এই বিশ্বসংসারের প্রাণ-হেতু, যিনি হরিদেবের অঙ্গ-স্বরূপ ও তদীয় রথের কেতু-রূপে বিরাজ করিতেছেন, যাঁহাকে মনে একবার মাত্র চিন্তা করিলেই তৎক্ষণাৎ উরগবধূগণের গর্ভ সকল স্বতই পতিত হইয়া যায়, যাঁহার আস্যদেশ, স্বীয় চঞ্চল ও প্রচণ্ড তুণ্ড-খণ্ডিত ফণধরনিচয়ের বসা, রক্ত ও মাংস দ্বারা সর্ব্বদা অঙ্কিত রহিয়াছে, আমি সেই ছন্দোময় নির্ম্মল সুবর্ণ সুপর্ণ খগপতিকে বন্দনা করি। এইরূপ প্রার্থনানন্তর বেদধ্বনি ও শঙ্খনাদ এবং নানাবিধ বাদ্যোদ্যম করত পুরুষসূক্তমন্ত্রে গরুড়ধ্বজকে রথের উপরিভাগে (মস্তকে) স্থাপন করিবে। পূর্ব্বস্থাপিত সেই কুম্ভের জলদ্বারা ব্রহ্মার সহিত প্রধান বিষ্ণুমন্ত্র তিন বার উচ্চারণপূর্ব্বক ঐ রথের উপরি হইতে চতুর্দ্দিক্ সেই কুম্ভের জলে প্লাবিত করিবে। অনন্তর পূর্ণাহুতি শেষ করিয়া ব্রহ্মাকে দক্ষিণা দান করিবেক। আচার্য্য যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তদ্রূপ দক্ষিণাই প্রতিপাদন করিতে হয়। পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগকে মধুঘৃত-মিশ্রিত পায়স ভোজন করাইতে হয়। এইরূপে দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রদ্বারা বলরামের রথ প্রতিষ্ঠা করিবে ও তদীয়-লাঙ্গলধ্বজকে "লাঙ্গলং তৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে এবং উহাতে মূলমন্ত্রদ্বারা বলদেবকে অর্চ্চনা করিতে হইবে। সুভদ্রার রথ লক্ষ্মীসূক্ত মন্ত্রে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে, এবং "তুমি মুররিপু বিষ্ণুর ব্রহ্মাণ্ডরূপ নাভিহ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া রূপ ধারণপূর্ব্বক চতুরাননের আসন হইয়াছ; এইক্ষণে সেই বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর বাস-যানে স্থিত হইয়া থাক" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত পদ্মধ্বজ উচ্ছ্রিত করিবে। হরিদেবের এ বিষয়ে এই মাত্র বিশেষ যে, মূর্ত্তিত্রয়ের হোমক্রিয়া করিতে একে একে পৃথক্ পৃথক্ বিভাগক্রমে পঞ্চ পঞ্চ আহুতি দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এই প্রকারে রথ প্রতিষ্ঠা করিয়া, সুবর্ণ গো ও বস্ত্র সকল এবং ধান্য দক্ষিণা-স্বরূপে দেবের প্রতি সম্যক্ ভক্তি রাখিয়া প্রদান করিবে। সেই রথ প্রতিষ্ঠিত ও সুভূষিত হইলে তাহাতে দেবকে আরোপণ করিবে। তৎকালে প্রথমতঃ বেদধ্বনি, জয়ধ্বনি, মঙ্গল-নিনাদ ও নানাবিধ বাদ্য-শব্দ করিবে এবং চামর-বীজন, ধূপ ধূপন ও পুষ্পবর্ষণ সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ রথোপরি দেবতাগণকে আনয়ন করিবেন। ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করত সুলক্ষণাক্রান্ত ঘোটক সকল অথবা শান্তশীল বলীবর্দ্দগণ

(১) চারুসূক্তং স।

(১) চ পরিবরন্।

(২) অথ পাণ্ডিবর্ণোঽপি।

বা । পুরুষৈর্বিষ্ণুভক্তৈর্বা নেতব্যা বিপ্রদানতঃ (৪)॥৪৫॥ প্রীণয়িত্বা জনং সর্ব্বং ভক্ষ্যভোজ্যাদিলেপনৈঃ। রথস্যোপরি দেবস্য বলিমন্ত্রেণ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৪৬ ॥ বলিং গৃহ্নন্তু ভো দেবা আদিত্যা বসবস্তথা। মরুতশ্চাশ্বিনৌ রুদ্রাঃ সুপর্ণা পন্নগা গ্রহাঃ। অসুরা যাতুধানাশ্চ রথস্থাশ্চৈব দেবতাঃ। দিক্‌পালা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনায়কাঃ। জগতঃ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু দিব্যমহর্ষয়স্তথা। অবিঘ্নমাচরন্ত্বেতে মা সন্তু পরিপন্থিনঃ। সৌম্যা ভবন্তু তৃপ্তাশ্চ দৈত্যা ভূত-গণাস্তথা ॥ ৪৭ ॥ ততস্তু নীয়তে দেবঃ সমভূমৌ সমুচ্চরন্। মন্ত্রং বৈষ্ণবগায়ত্রীং বিষ্ণোঃ সূক্তং পবিত্রকম্ ॥ ৪৮ ॥ বামদেব্যং পবিত্রঞ্চ মানস্তোকাদ্য-মথান্তরৈঃ। ততঃ পুণ্যাহশব্দেন কৃত্বা বাদিত্র-নিস্বনম্। শনৈঃ শনৈর্নীয়ন্তু রথাঃ স্নেহা কুর্চক্রৈঃ ॥ ৪৯ ॥ তত্রোৎপাতান প্রবক্ষ্যামি রথেষু দ্বিজসত্তমা। ঈশাভঙ্গে দ্বিজভয়ং অক্ষভঙ্গে তু ক্ষত্রিয়ক্ষয়ম্। তুলাভঙ্গে বৈশ্যনাশঃ শম্যাঃ শূদ্রভয়ং ভবেৎ ॥ ৫০ ॥ ধুরাভঙ্গে ত্বনাবৃষ্টিঃ পীঠভঙ্গে প্রজাভয়ম্। পরচক্রা-গমং বিদ্যাচ্চক্রভঙ্গে রথস্য তু। ধ্বজস্য পতনে বিপ্রা নৃপোঽন্যো জায়তে ধ্রুবম্। প্রতিমাব্যঙ্গতা-য়াস্তু রাজ্ঞো মরণমাদিশেৎ ।. পর্য্যস্তে তু রথে বিপ্রাঃ সর্ব্বজানপদক্ষয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ উৎপন্নেষ্বেবমাদ্যেষু উৎপাতেষ্বশুভেষু চ। বলিকর্ম্ম পুনঃ কুর্য্যাচ্ছান্তি-হোমস্তথৈব চ ॥ ৫৩॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভূয়ো দদ্যাদ্দা-নানি [illegible] হি ॥ ৫৪ ॥ পূর্ব্বোত্তরে তু দিগ্‌ভাগে রথস্যাগ্নিং প্রকল্পয়েৎ। সমিদ্ভিস্ত্বমধবার্কৈর্ম্মূলাগ্র-ভিশ্চ হোময়েৎ। পালাশীভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা মন্ত্ররাজেন দীক্ষিতঃ ॥ ৫৫ ॥ সোমায়াগ্নয়ে প্রজাভ্যঃ প্রজানাং পতয়ে তথা। গ্রহেভ্যশ্চ ব্রহ্মণে চ দিক্‌পালেভ্য-স্তদস্ততঃ। যত্র যত্র রথে দোষস্তত্র তত্র চ দীক্ষিতঃ জুহুয়াৎ প্রত্যেকমন্ত্রেণ বিশেষঃ সর্ব্বতো ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥ ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ কুর্য্যাৎ হোমান্তে

যোজনা-পূর্ব্বক কিংবা বিষ্ণুভক্ত পুরুষেরা স্বয়ং ঐ রথত্রয় চালনা করিবেন। তৎপরে সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য ও সুগন্ধি বিলেপন প্রভৃতি দ্বারা সমুদয় জনকে প্রীত করিয়া রথের উপরিভাগে বলিমন্ত্র দ্বারা দেবগণকে এই প্রকারে বলি (পূজা) প্রদান করিবে। "হে দেবগণ। আপনারা মৎ-প্রদত্ত বলি গ্রহণ করুন। হে আদিত্যগণ। বসু-গণ। মরুদ্গণ। হে অশ্বিনীকুমারযুগল। হে রুদ্র-বর্গ। সুপর্ণ পন্নগ ও গ্রহ সকল। ভো অসুর-নিকর। ভো যাতুধাননিচয়। হে রথস্থিত সমুদয় দেবতা। ভো দিক্‌পাল-লোকপাল সকল। হে বিঘ্ন-বিনায়কগণ। হে দেবর্ষি মহর্ষিগণ। আপনারা জগতের মঙ্গল বিধান করুন। আপনারা আমার এ বিষয়ে অবিঘ্ন আচরণ করুন। আপনারা ইহাতে পরিপন্থী (প্রতিকূল) হইবেন না। হে দেবগণ। হে দৈত্যগণ। হে ভূতগণ। আপনারা মৎপ্রদত্ত বলিভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া সৌম্যভাব ধারণ করুন। অনন্তর বৈষ্ণবী গায়ত্রী ও পরম পবিত্র বিষ্ণু-সূক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দেবগণকে সমতল-ক্ষেত্রে রথাকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন করিবে। ঐ কালে সুপবিত্র বামদেব্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ ও পুণ্যাহ শব্দ এবং বহুবিধ বৈধ বাদিত্রধ্বনি করত পূর্ব্বোক্ত চক্রযুগুলি মৃদু মৃদু চালনা করিবে। হে দ্বিজসত্তমগণ। এ সময়ে রথঘটিত যে সকল উৎপাত ঘটিতে পারে, তাহা বর্ণন করিতেছি। যদি রথের ঈশা ভগ্ন হয়, তবে তাহাতে ব্রাহ্মণকুলের ভয় জন্মে, যদি তাহার অক্ষ ভঙ্গ হয়, তাহাতে ক্ষত্রিয় ক্ষয় হইতে পারে। এবং উহার তুলা ভগ্ন হইলে বৈশ্য-বিনাশ হয়। আর শমী ভগ্ন হইলে শূদ্রের ভয় উৎপন্ন হয়। ২৪—৫০। এই রূপ ধুরা-ভঙ্গে অনাবৃষ্টি, পীঠভঙ্গে প্রজাভয়, ও চক্রভঙ্গে পরচক্র গতি প্রভৃতি ভয় জন্মে। আর যদি রথের ধ্বজপতন হয়, তবে নিশ্চয়ই রাজার রাজত্ব অন্যের অধিকৃত হইবে। অপর যদ্যপি প্রতিমাগুলির কোন প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গ-ঘটনা হয়, তবে রাজার পঞ্চত্ব হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ। যদি রথ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া পড়ে, তবে সমুদয় জনপদ উচ্ছন্ন হইয়া যায়। হে নৃপ। এই প্রকার অশুভ উৎপাত সকল উৎপন্ন হইলে পুনরায় বলিকর্ম্ম, শান্তি ও হোম করিতে হয়, এবং পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণভোজন ও ধনদান কার্য্য সমাহিত করিবে। এবং দীক্ষিত ব্যক্তি রথে পূর্ব্বোত্তরদিগ্‌ভাগে অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক ঘৃতমধুযুক্ত পালাশসমিধের মূল ও অগ্র ভাগ দ্বারা প্রধান বৈষ্ণব মন্ত্রে হোম করিবে। সোম, অগ্নি, প্রজাগণ, প্রজাপতি, গ্রহগণ, ব্রহ্মা ও দিক্‌পাল সকলকে উদ্দেশপূর্ব্বক যে যে স্থলে রথের উল্লিখিত দোষ ঘটিবে, সেই সেইস্থলে দীক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যেক দেবতায় অন্যো-

---

(৪) স্বপ্রধানতঃ।

শান্তিবাচনম্। স্বস্তি ভবন্তু বিপ্রেভ্যঃ স্বাস্ত রাজ্ঞোহস্ত নিত্যশঃ। গোভ্যঃ স্বস্তি প্রজাভ্যস্ত জগতঃ শান্তিরস্তু বৈ ॥ ৫৮ ॥ স্বস্ত্যস্ত দ্বিপাদে নিত্যং শান্তিরস্ত চতুষ্পদে। শং প্রজাভ্যস্তথৈবাস্ত শং তথাস্মনি চাস্ত নঃ ॥ ৫৯ ॥ শান্তিরস্ত চ দেবস্য ভূর্ভুবঃ স্বঃ শিবং তথা। শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্ত সর্ব্বতঃ স্বস্তিরস্ত নঃ ॥ ৬০ ॥ ত্বং দেব জগতঃ স্রষ্টা পোষ্টা চৈব ত্বমেব হি। প্রজাঃ পালয় দেবেশ শান্তিং কুরু জগৎপতে ॥ ৬১ ॥ যাত্রাকারণভূতস্য পুরুষস্য চ ভূপতেঃ। দুষ্টান্ গ্রহাংস্তু বিজ্ঞায় গ্রহশান্তিং সমাচরেৎ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নস্য ভগবদ্ রথত্রয়প্রতিষ্ঠাবিধানং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। নিরুৎপাতে সমে দেশে বিধিবত্তু ময়াপি চ। প্রাসাদনিকটং দেবাঃ প্রাপিতা স্সুমুহূর্ত্তকে ॥ ১ ॥ ততঃ শালা সুবেদী স্বর্ণরত্নবিনির্ম্মিতা নিদেশাদিন্দ্রদ্যুম্নস্য নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২ ॥ সভার্চ্চনায়াং বস্তূনি হবীংষি চ সমিৎকুশাঃ। ভোজ্যং নানাবিধং গীত-সম্ভারান্ বহুশস্তথা ॥ ৩ ॥ সাম্রাজ্যে যাদৃশী পূর্ব্বং সম্পত্তিরভবৎ ক্রতৌ। ততঃ শ্রেষ্ঠতরা বিপ্রাঃ প্রতিষ্ঠায়াং বভুব হ ॥ ৪ ॥ গালো নাম মহীপালস্তদা ক্ষিতিতলেঽভবৎ। সোঽপ্যত্র প্রতিমাং কৃত্বা মাধবাখ্যাং দৃষন্ময়ীম্। স্থাপয়িত্বাত্র প্রাসাদে পূজয়ামাস ঋদ্ধিমৎ ॥ ৫ ॥ কনীয়াংসঞ্চ প্রাসাদং নির্ম্মায় নৃপসত্তমঃ। তত্র তাং স্থাপয়ামাস ততো নিষ্কৃত্য সাদরম্ ॥ ৬ ॥ ততঃ স নৃপতির্দূতমুখাৎ শ্রুত্বাস্য কর্ম্ম তৎ। গালো গাহভ্যাগাৎ সসৈন্যঃ সন্ ক্রুদ্ধস্তং নীলপর্ব্বতম্ ॥ ৭ ॥ দৃষ্ট্বা প্রতিষ্ঠাসম্ভারং মর্ত্ত্যৈঃ স্বপ্নেঽপি দুর্লভম্। বিস্ময়াবিষ্টচেতাঃ স গালস্তস্থৌ নরাধিপঃ ॥ ৮ ॥ কিমেতদিতি বৃত্তান্তং কো বা কারয়তীদৃশম্। যত্নাদেব

চ্চারণ করিয়া হোম করিবেন। উল্লিখিত সকল দেবতারই বিশেষ হোম সর্ব্বত্র কর্ত্তব্য। অনন্তর হোমাবসানে ব্রাহ্মণগণের শান্তিকার্য্য করিতে হয়। ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গল হউক, সর্ব্বদা রাজার শুভ হউক, স্বজাতির মঙ্গল হউক, প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক, জগতের শান্তি হউক, দ্বিপদ (মনুষ্যের) মঙ্গল হউক, চতুষ্পদ জন্তু নিত্য শান্তিলাভ করুক, প্রজাবর্গের এবং আমাদের কুশল হউক। দেবতার শান্তি, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, এবং স্বর্লোকের শুভ হউক। সর্ব্বত্রই শান্তি ও মঙ্গল বিরাজমান থাকুক, চতুর্দ্দিকেই মঙ্গলময় হইয়া উঠুক। হে দেব! আপনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আপনিই পালনকর্ত্তা, হে দেবেশ! আপনি প্রজাপালন করুন। হে জগৎপতে! আপনি শান্তি বিস্তার করুন। যাত্রোদ্যত রাজা এবং অন্যান্য লোকেরা দুষ্টগ্রহ বিচার করিয়া গ্রহশান্তি করিবে ॥৫১—৬২॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৫॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—বিপ্রগণ! অনন্তর আমি দেবগণকে শুভ মুহূর্ত্তে নিরুপদ্রব সমতল প্রদেশে সেই প্রাসাদের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, অতঃপর নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নের নিদেশানুসারে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, স্বর্ণ ও বিবিধ মণিমাণিক্যাদি দ্বারা এক বিশাল দেবশালা নির্ম্মাণ করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নও সেই দেবালয় প্রতিষ্ঠার্থ প্রভূত ঘৃত সমিধ ও কুশাদি বস্তু সকল এবং নানাবিধ ভোজ্য সংগ্রহ করাইলেন; অপি চ বহুবিধ গীতবাদ্যাদি করাইতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! অধিক কি কহিব, পূর্ব্বে তদীয় সম্রাজ্যে যেরূপ সম্পদ্ হইয়াছিল, উক্ত মহাযজ্ঞে তদপেক্ষা সমধিক সম্পদ্ প্রকাশ পাইয়াছিল। ঐ সময়ে ক্ষিতিতলে গাল নামে এক মহীপাল রাজ্য করিতেছিলেন। উক্ত নৃপবর গালও ইতি পূর্ব্বে তথায় মাধব নামে এক দারুময়ী বিষ্ণুপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া উক্ত মন্দিরে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত করত পূজা করেন। পরে নৃপসত্তম ইন্দ্রদ্যুম্ন অপর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া সেই মাধব মূর্ত্তিকে সাদরে পুরুষোত্তম মন্দির হইতে চালিত করিয়া তথায় স্থাপন করেন। অনন্তর নৃপবর গাল, দূত-মুখে ইন্দ্রদ্যুম্নের তৎকার্য্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে নীলগিরিতে উপস্থিত হন ।১-৭। কিন্তু মানবগণের যাহা স্বপ্নেও অতি দুর্লভ, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠায় তাদৃশ আয়োজন দৃষ্টিগোচর করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে স্থিরভাবে অবস্থান করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।—একি অদ্ভুত-ব্যাপার! কেবা এরূপ অসামান্য কার্য্য করাইতেছে!

স বিজ্ঞায় ইন্দ্রদ্যুম্নং নরাধিপম্ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মলোকাদা-
গতং তং কর্ত্তারং দেববেশ্মনঃ। প্রতিষ্ঠাপয়িতুং
দেবৈঃ সার্দ্ধং সত্যারকারণম্ ॥ ১০ ॥ সহিতঃ পদ্ম-
নিধিনা গুরুণা নারদেন চ। ব্রহ্মাণকাগমিষ্যন্তং
প্রতিষ্ঠায়ৈ সুরোত্তমম্ ॥ ১১ ॥ শ্রুত্বা স সর্ব্ববৃত্তান্তং
তদ্রাজা দিব্যচেষ্টিতম্। মেনে কৃতার্থমাত্মানং
তদ্রাজ্যে পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১২ ॥ ইতঃ শ্রেয়স্তমং কর্ম্ম
ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। তদস্য নিকটে স্থিত্বা
জ্ঞাত্বা কর্ম্মক্রমং বিধিম্। উৎসবাংশ্চাপি বিজ্ঞায়
করিষ্যে প্রতিবৎসরম্ ॥ ১৩ ॥ অমুং দারুময়ং
সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপং জনার্দ্দনম্। অভাগ্যোপচয়া-
দেতাবন্তং কালং ন জ্ঞানন্তা। অসেবমানেন
কৃতং জন্ম বিফলং মম ॥ ১৪ ॥ তদেন-
মিন্দ্রদ্যুম্নং বৈ প্রণিপত্য জগদ্গুরুম্। মহাভাগবতং
শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মলোকাগতং বিভুম্ ॥ ১৫ ॥ উপেত্য
কারণং সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা নারায়ণং বিভুম্। প্রতিষ্ঠিতং বৈ
প্রাসাদে মুক্তিমেষ্যামি নিশ্চিতম্ ॥ ১৬ ॥ বৈকুণ্ঠং স
প্রতিষ্ঠাপ্য মধ্যেহব্যোপযিষ্যতি। ব্রহ্মলোকং গতো
যো বৈ কিং ক্ষিতৌ সোঽবতিষ্ঠতে ॥ ১৭ ॥ উপ-
চারান্ সমাদিশ্য কোষং সমৃদ্ধত্য চ প্রভোঃ। ব্রহ্মণা
সহিতোঽবশ্যং পুনর্যাস্যত্যিতিং ধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥ বিচার্য্য
মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং বিদ্বান্ গালোঽপি বৈষ্ণবঃ। ইন্দ্র-
দ্যুম্নস্য নিকটং বিনীতঃ প্রযযৌ মুদা ॥ ১৯ ॥ গত্বা
তং দূরতো দৃষ্ট্বা প্রণিপাতপুরঃসরম্। বদ্ধাঞ্জলি-
পুটো রাজা মূর্দ্ধ্নি বীক্ষন্ সসাধ্বসম্। শনৈঃ শনৈ-
র্যযৌ তস্য নিকটং গালপার্থিবঃ ॥ ২০ ॥ গাল
উবাচ। দেব ত্বং রাজরাজোঽসি মর্ত্ত্যোঽপি ব্রহ্ম-
লোকগঃ। কিং স্তৌমি নৃপকীটোঽহং ত্বাং জীব-
ন্মুক্তমীশ্বরম্। অজ্ঞাত্বা মহিমানন্তে সচিবৈর্মন্ত্রয়ন্মুহুঃ।
যোদ্ধুমভ্যাগতো দেব দৃষ্ট্বা তে পৌরুষং মহৎ ॥ ২২ ॥
অতিমানুষমাশ্চর্য্যং পদঞ্চাপি শচীপতেঃ। দৃষ্ট্বৈব
নিশ্চিতং দেব ব্রহ্মলোকাগতস্ত্বং হি ॥ ২৩ ॥ ঈদৃশং

অনন্তর যতি যত্নে যখন জানিলেন যে, নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নই এইরূপ কার্য্যে উদ্যত হইয়া অদ্ভুত দেবগৃহ-নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার দ্রব্যাদি আহরণ করাইয়াছেন এবং শুনিলেন যে, তিনি ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়াছেন। অপি চ উক্ত কার্য্য-সম্পাদনার্থ সুরসত্তম ভগবান্ ব্রহ্মা ও দেবগণ পদ্মনিধি ও ইন্দ্রদ্যুম্নের গুরু নারদের সহিত অচিরে আগমন করিবেন, তখন তিনি তৎসমুদয় অলৌকিক ব্যাপার শ্রুতিগোচর করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও সেই রাজ্যকেও পরমাদ্ভুত বলিয়া মনে মনে বিবেচনা করত ভাবিলেন,—ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য ও কখন হয় নাই ও হইবেও না; অতএব ইঁহার নিকটে থাকিয়া কর্ম্মক্রম-বিধি এবং উৎসবসমূহের বিষয় বিজ্ঞাত হইয়া আমিও প্রতিবৎসর যথাবিধি উৎসব করিব। নিতান্ত অভাগ্য বশতই এতাবৎকাল এই দারুময় সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী জনার্দ্দনকে জানিতে না পারায় ইঁহার সেবা না করায় আত্মজন্মই বিফল করিয়াছি। যাহাই হউক, একণে আমি ব্রহ্মলোকাগত মহাভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভু জগদ্গুরু ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট যাইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ নারায়ণকে প্রাসাদমধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিব। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান্ বৈকুণ্ঠকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবশ্যই আমার উপর সেবাদির ভারার্পণ করিবেন। কারণ, তিনি এতকাল ব্রহ্মলোকে গিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি আর কিজন্য ক্ষিতিতলে অবস্থান করিবেন; নিশ্চয়ই প্রভুর সেবার্থ প্রভূত ধনরত্নাদি স্থাপন-পূর্ব্বক উপচারাদির বিষয় আদেশ করিয়া অবশ্যই ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত পুনরায় ব্রহ্মলোকে প্রতি-গমন করিবেন।৮—১৮। পরম বিষ্ণুপরায়ণ মহাজ্ঞানী নৃপবর গাল, মন্ত্রিবর্গের সহিত ইত্যাদি প্রকার বহুল বিচার করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বিনীত ভাবে ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট যাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাজবর গাল-নৃপতি, কিয়দ্দুর যাইয়া দূর হইতে ইন্দ্রদ্যুম্নকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রণিপাতপুরঃসর মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করত সভয়ে মৃদুভাবে তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং কহিলেন,—হে দেব! আপনি রাজরাজ, এবং আপনি যখন মনুষ্য হইয়াও স্বশরীরে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তখন আপনি অসীম শক্তিসম্পন্ন জীবন্মুক্ত; অতএব হে নৃপ! আমি সামান্য কীট হইয়া আপনার আর কি স্তব করিব? দেব! আমি আপনার মহিমা না জানিয়াই সচিবগণের সহিত বারংবার মন্ত্রণা করত আপনার সহিত যুদ্ধার্থ আসিয়াছিলাম, কিন্তু আগমনান্তে আপনার অমানুষিক অত্যদ্ভুত সুমহৎ পৌরুষ এবং শচীপতির ন্যায় অলৌকিক ঐশ্বর্য্য দর্শনে নিশ্চয় করিয়াছি যে, ত্রৈলোক্যবাসী দেবগণ ও মহানিধি [illegible] [illegible]-কারী, সেই ব্রহ্মলোকগত [illegible] [illegible]

হি ভবেৎ কীর্ত্তি যদাজ্ঞাকুগ্রহান্নিধিঃ। চেতঃ প্রসাদপ্রবণং ময়ি দেহি সুরোত্তম ॥ ২৪ ॥ ত্রৈলোক্যবাসিনো দেবা যদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ ॥ ২৫ ॥ জৈমিনিরুবাচ। ইত্থং বিজ্ঞাপয়ন্তন্ত গালং নৃপতিকুঞ্জরম্। স্ময়মান উবাচেদং রাজন্ কিং বহু ভাষসে ॥ ২৬ ॥ ভবানপি হরের্ভক্তঃ সার্ব্বভৌমো মহীপতিঃ। সামান্যমেতদ্রাজ্ঞাং বৈ স্বামিত্বং ভুবি বর্ত্ততে ॥ ২৭ ॥ সাম্প্রতং হি ভবানত্র পৃথিব্যামেকপার্থিবঃ। নৃপায়ত্তাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা মর্ত্ত্যানাং মহতামপি ॥ ২৮ ॥ অষ্টদিকপালকাংশৈস্ত ব্রহ্মণা নির্ম্মিতো নৃপঃ। ন হ্যল্পপুণ্যকৃদ্রাজা প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ২৯ ॥ ইহ কীর্ত্তিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ অমুত্র গতিমুত্তমাম্। প্রাপ্নোতি রাজশার্দ্দূল বিশেষাত্বঞ্চ বৈষ্ণবঃ ॥ ৩০ ॥ প্রাসাদে স্থাপয়েদ্যস্ত হরেরর্চ্চাং বিধানতঃ। ন দেহবন্ধমাপ্নোতি যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম ॥ ৩১ ॥ মাধবপ্রতিমামেতাং দারবীং শুভলক্ষণাং। সাক্ষান্মুক্তিপ্রদাং ভূপ স্বয়ং স্থাপিতবানসি ॥ ৩২ ॥ নির্ব্বিঘ্নং কর্ম্ম তে জাতং মম মন্বন্তরং গতম্। ভবেত্তা সংশয়ো মেঽত্র ন স্বতন্ত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৩৩ ॥ প্রতিষ্ঠার্থে প্রার্থিতোঽহং তদন্যঃ স্থাপয়েৎ কথম্। সাক্ষাদ্দেবাবতারস্ত প্রাসাদস্থ নৃপোত্তম ॥ ৩৪ ॥ সংবিধানেন চেদত্র বিধাতাম্নুগ্রহীষ্যতি। তদেনং স্থাপয়িত্বা তু তত্ত্বরূপং জনার্দ্দনম্। সমর্প্য ত্বাং গমিষ্যামি অংশেনোপচরিষ্যসি ॥ ৩৫ ॥ নিত্যোপচারং যাত্রাশ্চ উৎসবাংশ্চ জগৎপতেঃ। যেনৈবোপদিশেদ্দেব স্বয়ং বা প্রপিতামহঃ ॥ ৩৬ ॥ তাংস্তান প্রযত্নাৎ কুর্ব্বাণো রাজা বৈ ধর্ম্মপালকঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ স গালো নৃপতিঃ শ্রুত্বা যচ্চিন্তিতং স্বয়ম্। ইন্দ্রদ্যুম্নাদিষ্টমেতদিতি প্রাপ পরাং মুদম্ ॥ ৩৮ ॥ তস্থৌ তস্যান্তিকে গাল আজ্ঞাকর ইব স্বয়ম্। তত্তদাশু করোত্যেব ইন্দ্রদ্যুম্নো যদাদিশৎ ॥ ৩৪ ॥ এবং সম্ভূতসম্ভারঃ সিংহাসনগতঃ প্রভুঃ। দেবৈঃ

সম্ভবপর। অতএব হে সুরোত্তম। এক্ষণে কৃপা করিয়া আপনি আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হউন। জৈমিনি বলিলেন,—গাল নামক সেই নৃপতিকুঞ্জর এইরূপ নিবেদন করিলে, নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন,—রাজন্। আপনার এবংবিধ বহুল বিনয়পূর্ণ বচনের প্রয়োজন নাই। কারণ আপনিও একজন হরিভক্ত সার্ব্বভৌম মহীপতি। আর এক কথা, ভূতলে রাজগণের প্রভুত্ব অতি সামান্য বিষয় জানিবেন, সুতরাং এই সামান্য ব্যক্তিকে কি জন্য এরূপ বিনয় করিতেছেন? যাক, ওকথার আর প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি আপনি পৃথিবীর অদ্বিতীয় নৃপতি এবং মানবগণ অতি মহান্ হইলেও তাহাদিগের সমুদয় কার্য্যই রাজার অধীন বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা অষ্টদিক্‌পালের অংশে নৃপতির সৃষ্টি করিয়াছেন। যে রাজার পুণ্যবল অতি অল্প, তিনি প্রজাপালনে তৎপর নহেন। হে রাজশার্দ্দূল। যে রাজা পরম পুণ্যশালী, তিনি ইহলোকে প্রজাপালনাদিজনিত অতুল ধর্ম্মসঞ্চয় করত চিরকীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পরলোকে অত্যুত্তম সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন, বিশেষতঃ আপনি যখন পরম বৈষ্ণব, তখন আপনার সদ্‌গতি লাভের ত কথাই নাই। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যে ব্যক্তি প্রাসাদমধ্যে যথাবিধানে বিষ্ণু-প্রতিমা স্থাপন করেন, তাঁহাকে আর দেহবন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয় না, তিনি নিঃসন্দেহ বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। হে ভূপ। আপনিও স্বয়ং ত সাক্ষান্মুক্তিপ্রদা শুভলক্ষণা দারুময়ী মাধব-প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন।১৯—৩২। আপনার কর্ম্ম ত নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছে, আমার ত মন্বন্তর গত হইল, তথাপি কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না, ইহাতে আমার সংশয় জন্মিতেছে যে, ইহা সম্পন্ন হইবে কিনা জানি না। ভগবান চতুর্ম্মুখও ত স্বাধীন নহেন, আর সাক্ষাৎ দেবতার স্বরূপ প্রাসাদের প্রতিষ্ঠার্থ যখন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, তখন অপর ব্যক্তি দ্বারাই বা কি প্রকারে স্থাপন করিতে পারা যায়। হে নৃপোত্তম। এক্ষণে তিনি যদি যথাবিধি কার্য্য করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন, তাহা হইলে আমি তত্ত্বরূপী ভগবান্ জনার্দ্দনকে স্থাপনপূর্ব্বক আপনাকেই সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব, আপনিই যথা-বিভাগে উপচারাদি দানে জগৎপতির সেবা করিবেন, অথবা স্বয়ং পিতামহ-ভগবানের যেরূপ নিত্যোপচার এবং যাত্রা উৎসবাদির বিষয় উপদেশ করিবেন, আপনি সযত্নে তত্তৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, কারণ রাজাই ধর্ম্মপালক। নৃপতি গাল, স্বয়ংই মনে মনে যে বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্নও তাদৃশ আজ্ঞা করিলেন, শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলেন। এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের সন্নিধানে সতত অবস্থিতি করত তদীয় আদেশমাত্রে কিঙ্করের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। প্রভু ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপে

পরিবৃত ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শক্র ইবাবভৌ ॥ ॥ ৪০ ॥ ততো-হপ্রাবৃত নিনদা দিব্যদুন্দুভিজাঃ শুভাঃ। মুরজ-বেণুবীণাদি—তালকাহালনিস্বনাঃ। ঐরাবতাদি করিণাং (১) কিঙ্কিণীজালনিঃস্বনাঃ ॥ ৪১ ॥ ততশ্চ তেজসাং রাশী রোদসী মধ্যপূরকঃ। আবিরাসীৎ ক্ষিতিগত-নয়নাচ্ছাদকো দ্বিজাঃ ॥ ৪২ ॥ উন্মো-লিতাক্ষিমালাভিঃ প্রজাভির্বীক্ষিতঃ পুরঃ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ ক্রমাৎ সন্দদৃশে বিমানাগ্রে প্রজাপতিঃ। স্বর্ণ-হংসশতৈঃ স্কন্ধেনোহ্যমানঃ সমন্ততঃ ॥৪৪॥ দিকৃপালৈ-শ্চামরব্যগ্রকরৈরাসেবিতঃ পুরঃ। জাহ্নব্যমুনানীর-প্রকীর্ণিতকলেবরঃ ॥ ৪৫ ॥ পার্শ্বযোশ্চন্দ্রসূর্য্যাভ্যামুভা-ভ্যামাতপত্রকে। ধার্য্যমাণে শনৈর্বায়ুগতিচঞ্চল-চেলকে ॥৪৬॥ ব্রহ্মর্ষিভির্গৌতমাদ্যৈঃ স্তূয়মানো রহস্য-কৈঃ। তন্মধ্যস্থঃ প্রজানাথ ইন্দ্রদ্যুম্নাদিভিস্তুতঃ ॥ ৪৭ ॥ আলুলোকে দেবগণৈর্জয়শব্দৈরভিষ্টুতঃ। রম্ভাদিকা-ভির্বেশ্যাভির্নৃত্যতে স্ম সগন্ধর্বসম্ ॥ ৪৮ ॥ হাহাহূহু-প্রভৃতিভির্গীয়মানশ্চ গায়নৈঃ। সিদ্ধবিদ্যাধরগণৈঃ সাদরঞ্চোপবীণিতঃ ॥ ৪৯ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটৈর্দূরাৎ তপস্বিভিরুপাসিতঃ। সাবিত্রীশারদে তস্য বাক্-প্রবন্ধৈর্বিচিত্রিতৈঃ। তোষমাসাদয়ন্ত্যৌ চ কোহন্যস্তু তোষণে ক্ষমঃ ॥৫০॥ যে চ গন্ধর্বসিদ্ধাদ্যা নারদ-প্রমুখা দ্বিজাঃ। বেত্রহস্তাঃ সবিনয়ং দিব্যসোপান-দর্শকাঃ ॥ ৫১ ॥ সম্মর্দ্দশ্চ মহানাসীৎ দেবানাং দিবি গচ্ছতাম্। ন কোঽপি গণ্যতে দেবঃ কো বা কেন পথা ব্রজেৎ ॥ ৫২ ॥ অহম্পূর্ব্বিকয়া তেষাং ব্রজতাং ত্রিদিবৌকসাম্। সম্মর্দ্দাতিশয়াদেষাং বিভ্রংশোহভূৎ স্ববাহনৈঃ ॥ ৫৩ ॥ স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা জগতাং

প্রতিষ্ঠার দ্রব্যসম্ভার আয়োজনপূর্ব্বক দেবগণে পরিবৃত ও সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর দিব্য দুন্দুভি, মুরজ, বেণু, কাল ও বীণাদির তাললয়-সমন্বিত মনোহর নিনাদ এবং ঐরাবতাদি দিব্য করিনিকরের কণ্ঠলগ্নকিঙ্কিণীজালের মনোমুগ্ধকর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। দ্বিজগণ! তৎপরে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মধ্যভাগ পরিপূর্ণ করত একরূপ অদ্ভুত এক তেজোরাশি আবির্ভূত হইল যে, ক্ষিতলস্থিত কেহই তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইল না, সকলের নেত্রই নিমীলিত হইয়া পড়িল। পরে তত্রত্য প্রজাবর্গ অতি প্রযত্নে নয়নোন্মীলন করত সম্মুখবর্ত্তী সেই তেজোরাশিকে যথাকথঞ্চিৎরূপে এক একবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অতঃপর ক্রমে এই তেজোরাশির মধ্য-ভাগে বিমানাধিষ্ঠিত ভগবান প্রজাপতি দৃষ্টিগোচর হইলেন। চতুর্দ্দিকে শত শত স্বর্ণহংস স্কন্ধদেশে সেই বিমান বহন করিতেছিল। দিক্‌পালগণ, ব্যগ্রকরে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। উভয় পার্শ্বে জাহ্নবী ও যমুনার পবিত্র সলিলে তদীয় কলেবর অভিষিক্ত হইতেছিল। চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার উভয়পার্শ্বে যে আতপত্রযুগল ধারণ করিয়াছিলেন, মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চারে সেই আতপত্রযুগলের প্রান্তভাগে বিলম্বী আকুঞ্চিত বস্ত্রাবলী (ঝালর) দোদুল্যমান হইতেছিল। ৩৩—৪৬। গৌতমাদি ব্রহ্মর্ষিগণ দেবরহস্য মন্ত্র উচ্চারণ করত তাঁহার স্তব করিতেছিলেন এবং তৎকালে ইন্দ্রদ্যুম্নাদি রাজর্ষিগণ ও দেবগণের মধ্যবর্ত্তী বিমানারূঢ় সেই প্রজা-নাথ ব্রহ্মাকে যথোচিত স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেবগণ জয়ধ্বনি করিতেছিলেন। রম্ভাদি স্বর্গবেশ্যা সকল সভয়ে নৃত্য করিতেছিল, হাহা হূহূ প্রভৃতি সঙ্গীতনিপুণ গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর সঙ্গীত করিতেছিল। সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ সাদরে মনোহর বীণাবাদন করিতেছিল। তপস্বিগণ দূর হইতে কৃতাঞ্জলিপুটে উপাসনা করিতেছিলেন এবং দেবী সাবিত্রী ও সরস্বতী বিচিত্র বাক্‌প্রবন্ধে তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতেছিলেন, ফলতঃ তদীয় সন্তোষসাধনে আর কে সক্ষম হইবে? দ্বিজগণ! তৎকালে নারদপ্রমুখ দেবর্ষি, এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণ হস্তে বেত্র ধারণ করত সবিনয়ে দিব্য সোপানশ্রেণী সন্দর্শন করাইতেছিলেন। ঐ সময়ে গগনমার্গে দেবগণের সঙ্কুলভাবে গমননিবন্ধন বিষম সম্মর্দ্দ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন কে কোন্ পথে যাইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা রহিল না। কোন দেবতাকেই কোন দেবতা গণ্য করিলেন না। অখিল দেববৃন্দই 'আমিই অগ্রে যাইব' এইরূপ বিবেচনায় নিরতিশয় সঙ্কুলভাবে গমন করিতে আরম্ভ করায় স্ব স্ব বাহনবিষয়ক বিভ্রাটও উপস্থিত হইল। তদ্রূপ হওয়াও বিচিত্র নহে; কারণ, অখিল

---

(১) বৃংহিতানি বহূনি চ। সমস্তাজ্জয়শব্দাশ্চ পুষ্পবৃষ্টিবিমিশ্রিতাঃ। আকাশগঙ্গাসলিলকণামন্দার-মিশ্রিতাঃ ॥ দিব্যস্রগনুলেপধূপানাং গন্ধা দিগ্ব্যাপিন-স্তথা। ঈর্ষানিকানাং দেবানাম্" ইত্যধিকঃ পাঠঃ [illegible]

যো জগন্নাথঃ। সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মেতি তত্রৈষাং সুরাণাং মহিমা কুতঃ ॥ ৫৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা সধ্বসাধ্বসো ভক্ত্যা বদ্ধাঞ্জলির্নৃপঃ। ভৈর্দেবৈর্গালরাজেন নারদপ্রমুখেন চ। সহিতো ধরণীং প্রাপ্য সাষ্টাঙ্গং প্রাস্তবন্মুহুঃ ॥৫৫ উত্থায় পরয়া ভক্ত্যা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গঃ স্বং মন্বানঃ কৃতার্থকম্ ॥ ৫৬ ॥ পুরতো জগদীশস্য পশ্যন্ শুদ্ধং পিতামহম্। কৃতাঞ্জলিপুটো বিপ্রা মমজ্জানন্দসাগরে ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নস্য ভগবৎপ্রতিষ্ঠাযোজনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। অথান্তরীক্ষানিঃশ্রেণী রত্নকাঞ্চননির্ম্মিতা। সংলগ্না সা পাদপীঠে পদ্মযোনের্বিমানগা ॥ ১ ॥ ক্ষিতিসংস্পৃষ্টমূলা বৈ বিধাতুরবরোহণে। চতুর্ব্যাসায়তা পীনসোপানশ্রেণিসংযুতা ॥ ২ ॥ রথপ্রাসাদয়োর্মধ্যে শক্রচাপ ইবাংশুমান্। আবির্বভূব সহসা সাদ্ভুতং বীক্ষিতা জনৈঃ ॥ ৩ ॥ ততো গন্ধর্ব্বরাজৈস্তে রত্নবেত্রকরৈর্দ্বিজাঃ। এষ পন্থাঃ প্রভো হেহি ইত্যাদেশিতমার্গকৈঃ ॥ ৪ ॥ দুর্ব্বাসসো নারদস্য করয়োর্দত্তহস্তকঃ। সোপানৈরবতীর্ণোঽথ পুনানশ্চক্ষুষা জগৎ ॥ ৫ ॥ স্ময়মানো রথান্ দৃষ্ট্বা প্রাসাদং সমলঙ্কৃতম্। দিগন্তব্যাপিনীং শালাং রত্নস্তম্ভোপশোভিতাম্। শক্রস্থাপ্যদ্ভুতকরীং সর্ব্বসম্ভারসম্ভৃতাং। অবাতরং বিমানাৎ স দেবব্রহ্মর্ষিরাজভিঃ ॥ ৭ ॥ কিরীটদত্তাঞ্জলিভিঃ স্তূয়মানঃ সমন্ততঃ। কটাক্ষেণানুগৃহ্নান্ যাং দিশং স পিতামহঃ ॥ ৮ ॥ তত্রাঞ্জলীনাং সম্বদ্ধাঃ শিরসা কোটয়ো ধৃতাঃ। পাদাব্জপ্রণতং দৃষ্ট্বা ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রজাপতিঃ ॥ ৯ ॥ উবাচ প্রশ্রয়গিরা স্মিতভিন্নৌষ্ঠসম্পুটঃ। অঙ্গুল্যা নির্দ্দিশন্ দেবান্ পিতৄন্ ব্রহ্মর্ষিতাপসান্ ॥ ১০ ॥ সিদ্ধবিদ্যা-

---

গজন্তের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা জগন্ময় সাক্ষাৎ ভগবান যে স্থানে গমন করেন, তথায় অন্যান্য সুরগণের মহিমা আর কি রূপে প্রকাশ পাইবে ? নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভগবান কমলযোনিকে এবম্প্রকারে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া সভয় ও বিনম্রভাবে ভক্তিসহকারে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নারদাদি মহর্ষিগণ, সমাগত সুরগণ এবং গালরাজের সহিত সাষ্টাঙ্গে ধরণীতলে বিলুণ্ঠিত থাকিয়াই বারংবার স্তব করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ। অনন্তর সেই মহাত্মা ইন্দ্রদ্যুম্ন পরম ভক্তি সহকারে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করত পুলকাঞ্চিতশরীর হইলেন এবং নির্ম্মলাত্মা ভগবান পিতামহকে নিরীক্ষণ করত সেই জগদীশ্বরের সম্মুখভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে থাকিলেন। ৪৭—৫৭।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মার অবরোহণার্থ রত্নকাঞ্চন-বিনির্ম্মিত এক দিব্য সোপানমালা তদীয় বিমানস্থিত পাদপীঠে সংলগ্ন হইল এবং তাহার মূলভাগ ক্ষিতিতল স্পর্শ করিল। উক্ত সোপানশ্রেণীর সোপান সকল দৈর্ঘ্যে চতুর্ব্যাস পরিমিত। দেদীপ্যমান ইন্দ্রধনুর ন্যায় ঐ সোপানাবলী যখন ব্রহ্মবিমান ও প্রাসাদের মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়, তখন সকলেই উহা এক অদ্ভুত বস্তু বলিয়া সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতে থাকিল। দ্বিজগণ। তৎপরে গন্ধর্ব্বরাজগণ রত্নখচিত বেত্র হস্তে ধারণ করত “প্রভো! এই আপনার গমনমার্গ, এই দিকে আসুন” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মার পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ পদ্মযোনি, মহর্ষি দুর্ব্বাসা ও নারদের হস্তধারণপূর্ব্বক দৃষ্টিপাতে জগৎ পবিত্র করত সেই সোপানাবলী দ্বারা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন এবং দেবরথনিচয়, সমলঙ্কৃত প্রাসাদ ও অমরাবতীপতি দেবরাজেরও বিস্ময় উৎপন্ন হয়, তাদৃশ রত্নস্তম্ভোপশোভিত দিগন্তব্যাপী সর্ব্বসম্ভারপূর্ণ পুরুষোত্তমমন্দির সন্দর্শনে সানন্দে ঈষৎ হাস্য করিতে থাকিলেন। ১—৭। তিনি যখন বিমান হইতে ভূতলে অবতরণ করেন, তখন সমুদয় দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ পিতামহ যে দিকে কটাক্ষপাত করত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই সকলের মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন দৃষ্ট হইতে থাকিল। অতঃপর ভগবান প্রজাপতি নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বীয় চরণপ্রান্তে পতিত দেখিয়া সহাস্যবদনে তথায় সমবেত, আনন্দভরপ্রহৃষ্ট দেবগণ, পিতৃগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, তাপসগণ এবং

হয়ান্ যক্ষগন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা। একত্র মিলিতান্ সর্ব্বান্ যুগপন্মোদনির্ভরান্ ॥১১॥ পশ্যেন্দ্রদ্যুম্ন ভাগ্যং ত্বে সপ্তলোকবশীকরম্। ত্বদর্থমেকদা সর্ব্বে মাং পুরস্কৃত্য সঙ্গতাঃ ॥ ১২ ॥ ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ শীঘ্রং নারায়ণরথস্ততঃ। প্রণিপত্য জগন্নাথং ত্রিঃপরীত্য পিতামহঃ ॥ ১৩ ॥ আনন্দসিন্ধুসম্মগ্নঃ সলোমাঞ্চবপুঃ স্বয়ম্। স্বমাত্মানং ননামাথ সপ্রত্যক্ষং সগদ্‌গদম্ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ। অহং ত্বং ত্বমহং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১৫ ॥ মদাদিকমিদং সর্ব্বং মায়াবিলসিতং তব। অধ্যস্তং ত্বয়ি বিশ্বাত্মন্ ত্বয়ৈব পরিণামিতম্ ॥ ১৬ ॥ যদেতদখিলাভাসং তত্ত্বদাজ্ঞানসম্ভবম্। জ্ঞাতে ত্বয়ি বিলীয়েত রজ্জুসর্পাদিবোধবৎ ॥ ১৭ ॥ অনির্ব্বক্তব্যমেবেদং সত্ত্বাসত্ত্ববিবেকতঃ। অদ্বিতীয় জগদ্ভাস স্বপ্রকাশ নমোহস্তু তে ॥ ১৮ ॥ বিষয়ানন্দ-মখিলং সহজানন্দরূপিণঃ। অংশং [illegible] যেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥ ১৯ ॥ নিষ্প্রপঞ্চনিরাকার নির্ব্বিকার নিরাশ্রয়। স্থূলসূক্ষ্মাত্মমহিমন্ স্থৌল্য-সৌক্ষ্ম্যবিবর্জ্জিতঃ ॥২০॥ গুণাতীত গুণাধার ত্রিগুণাত্ম-ন্নমোহস্তু তে। ত্বন্মায়য়া মোহিতোহহং সৃষ্টিমাত্র-পরায়ণঃ ॥ ২১ ॥ অদ্যাপি লভতে শর্ম্ম অন্তর্যামি-ন্নমোহস্তু তে। ত্বন্নাভিপঙ্কজাজ্জাতো নিত্যং তত্রৈব সংস্তুবন্ ॥ ২২ ॥ নাতিক্রমিতুমীশোহস্মি মায়ান্তে কোহন্য ঈশ্বরঃ। যথাহমণ্ডমধ্যেহস্মিন্ রচিতঃ সৃষ্টি-কর্ম্মণি ॥ ২৩ ॥ তথা তল্লোককলিত-ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম-কোটয়ঃ। সার্দ্ধত্রিকোটিসংখ্যানং বিরিঞ্চীনামপি প্রভো ॥ ২৪ ॥ নৈকোহপি তত্ত্বতো বেত্তি যথাহস্তে পুরঃ স্থিতঃ। নমোহচিন্ত্যমহিম্নে তে চিদ্রূপায় নমো

সিদ্ধ বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা প্রভৃতি সকলকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক মৃদু-মধুরবচনে কহিলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমার কি সৌভাগ্য দেখ, তুমি ভাগ্যবলে সপ্তলোকই বশ করিয়াছ। তোমারই কার্য্যের নিমিত্ত একদা সপ্তলোকবাসী সকলেই আমাকে অগ্রে লইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান্ নারায়ণের রথসমীপে গমন করিলেন এবং সেই জগন্নাথ হরিকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক আনন্দসাগরে ভাসমান ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া স্বীয় আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ-ভূত সেই ভগবান্‌কে গদ্‌গদস্বরে এইরূপে স্তুতি-বাদের সহিত প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলেন।—হে বিশ্বাত্মন্! আপনাকে ও আমাকে বারংবার নম-স্কার, কারণ যে আমি সেই আপনি এবং যে আপনি সেই আমি; সুতরাং অভিন্নাত্মা আপনাকে ও আমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। আমি প্রভৃতি এই অখিল চরাচর জগৎই আপনার মায়াবিলাস-মাত্র। বস্তুতঃ ভবদীয় মায়াবলে উৎপাদিত সমুদয় বস্তুই একমাত্র আপনাতেই প্রতিফলিত হইতেছে। [illegible] ভবদীয় তত্ত্বের অজ্ঞানবশতই অখিল পদার্থ [illegible] এবং প্রকৃতরূপে আপনাকে জানিতে [illegible] প্রভৃতিতেও সর্পাদি ভ্রমের ন্যায় [illegible] বিলুপ্ত হইয়া [illegible] আপনি [illegible] জানা যায়। জগতে কোন্ বস্তু সৎ ও কোন্ বস্তু অসৎ এরূপ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই অখিল বস্তুই যে কি, তাহা বাক্য দ্বারা কদাচ নির্দ্দেশ করা যায় না, বস্তুতঃ সকলই একমাত্র আপনি; অতএব হে অদ্বিতীয়! আপনিই জগৎরূপে প্রতি-ভাসিত ও স্বপ্রকাশমান, আপনাকে নমস্কার। সমুদয় জন্তুগণই সহজ আনন্দরূপী আপনার অখিল-বিষয়ানন্দকণা আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে। হে নিরাকার! আপনি নির্ব্বিকার ও নিরাশ্রয়, আপ-নাতে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশমান হইলেও আপনি প্রপঞ্চাতীত, এবং আপনার সূক্ষ্মতা বা স্থূলতা না থাকিলেও আপনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও মহান্। ৮—২০। হে ত্রিগুণাত্মন্! আপনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আধার হইয়াও ত্রিগুণাতীত; অতএব আপনাকে নমস্কার। হে অন্তর্যামিন্! আমি আপনার মায়ায় মোহিত হইয়াই সৃষ্টিকার্য্যে নিরন্তর নিরত থাকিয়া অদ্যাপি কিছুতেই যে, শান্তিসুখলাভ করিতে পারিতেছি না, তাহাত জানিতেছেন; প্রভো! আমি আপনার নাভিপঙ্কজ হইতে জন্মলাভান্তে অনন্তকাল তথায় অবস্থিতি করত নিরন্তর আপনার স্তুতিবাদ করিয়াও যখন ভবদীয় মায়াকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হই নাই, তখন অপর আর কে তজ্জয়ে সমর্থ হইবে? নাথ! সৃষ্টিকার্য্যার্থ এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যেমন আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপ অপর কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও কোটি কোটি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রভো! সার্দ্ধত্রিকোটিসংখ্যক মাদৃশ ব্রহ্মার মধ্যে ভবদীয় [illegible] কোন ব্রহ্মাই [illegible] আপনার মহিমা অবগত [illegible]

নমস্কার ২৫। নমো দেবাধিদেবায় দেবদেবায় তে নমঃ। দিব্যাদিব্যস্বরূপায় দিব্যরূপায় তে নমঃ॥ ২৬॥ জরামৃত্যুবিহীনায় মৃত্যুরূপায় তে নমঃ। জলদগ্নিস্বরূপায় মৃত্যোরপি চ মৃত্যবে॥ ২৭॥ প্রপন্নমৃত্যুনাশায় সহজানন্দরূপিণে। ভক্তপ্রিয়ায় জগতাং মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ॥ ২৭॥ প্রপন্নার্ত্তি-বিনাশায় তমস্তোমৈকভানবে। নমো নমস্তে দীনানাং কৃপাসহজসিন্ধবে॥ ২৯॥ পরায় পররূপায় পাপৌঘারাতয়ে নমঃ। অপারপারভূতায় ব্রহ্মভূতায় তে নমঃ॥ ৩০॥ পরমাত্মস্বরূপায় নমস্তে পর-হেতবে। পরম্পরাপরিব্যাপ্ত-পরতত্ত্বপরায় তে॥ ৩১॥ প্রণতার্ত্তিবিনাশায় নিত্যোদ্‌যোগিন্নমোঽস্তু তে। পুরা যৎ প্রার্থিতং স্বামিন্ সৃষ্টিভারাবতারণে॥ ৩২॥

তৎকুরুষ জগন্নাথ সহজানন্দরূপধৃক্। ত্বয়ি প্রসন্নে কিং নাথ দুর্লভং মম বিদ্যতে॥ ৩৩॥ ত্বয়ৈবায়ং পৃথগ্‌লীলাভেদভিন্নঃ কৃপাম্বুধে। অজ্ঞানতিমিরা-চ্ছন্ন-জগৎকারাগৃহান্তরে॥ ৩৪॥ ভ্রাম্যন্ন পার-মাপ্নোতি ত্বামৃতে মুক্তিহেতবে॥ ৩৫॥ নমো নমস্তে জগদেকবন্দ্য সুরাসুরাভ্যর্চ্চিতপাদপদ্ম। নমো নম-স্তাপহরৈকচন্দ্র নমো নমঃ শর্ম্মসুধৌঘসান্দ্র॥ ৩৬॥ নমো নমঃ কম্পনদূরভূত দুষ্প্রাপকামপ্রদকল্পবৃক্ষ। দীনাশরণ্য প্রণতৈকদুঃখসঙ্ঘোদ্ধৃতৌ নিত্যসুবদ্ধপক্ষ॥ ৩৭॥ প্রসীদ জগতাং নাথ মগ্নানাং দুঃখসাগরে। কটাক্ষলীলাপাতেন ত্রায়স্ব করুণাকর॥ ৩৮॥ স্তুত্বৈবং তং জগন্নাথং বেদার্থৈঃ স পিতামহঃ। জগাম সীরিণং দ্রষ্টুমবতীর্ণং ধরাধরম্॥ ৩৯॥ প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব বলিনং মুদা। নভঃ শিরস্তে দেবেশ আপস্তে

নাথ! অনন্ত মহিমান্বিত চিদ্রূপী আপনাকে পুনঃ-পুনঃ নমস্কার করি। প্রভো! আপনি অখিল-দেবগণেরও আরাধ্য দেবতা ও অধিদেবতা, আপনি দিব্যরূপী অথচ দিব্যাদিব্যস্বরূপ, অতএব আপ-নাকে বারংবার নমস্কার। আপনি জরামৃত্যুবিহীন ও মৃত্যুরূপী মনীষিগণ আপনাকে জলদগ্নি-স্বরূপ তেজোময় ও মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেব! আপনি সহজ আনন্দময়, শরণাগত ব্যক্তিগণের মৃত্যু-বিনাশন, ভক্তগণের প্রিয় এবং নিখিল জগতের পিতা-মাতা, অতএব আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করি। প্রগাঢ় অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত করিতে একমাত্র আপনিই অদ্বিতীয় সূর্য্যস্বরূপ, আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কাহারও আর কোন প্রকার দুঃখ থাকে না। বিবিধ ক্লেশ-দগ্ধ জীবনের পক্ষে আপনি অকৃত্রিম কৃপা সিন্ধুস্বরূপ, অতএব বারংবার আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনি পরাৎপর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভক্তগণের পাপপুঞ্জের আপনি পরম শত্রু এবং অপার-সংসারপারাবারের আপনিই পারস্বরূপ; অতএব নাথ! ব্রহ্মরূপী আপনাকে নমস্কার। দয়াময়! আপনিই অখিল বস্তুর মূলীভূতহেতু এবং পরম্পরা পরিব্যাপ্ত পরতত্ত্বপর, অতএব পরমাত্মরূপী আপনাকে প্রণাম করি। হে নিত্যোদ্‌যোগিন্! আপনি ত প্রণতগণের সর্ব্বদুঃখ দূর করিয়া থাকেন, অতএব আমি আপনাকে নমস্কার করি। স্বামিন্! পূর্ব্বে সৃষ্টি-ভারাবতারণার্থ আপনার নিকট যে বিষয় প্রার্থনা

করিয়াছিলাম, হে জগন্নাথ! হে সহজানন্দরূপিন্! এক্ষণে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। নাথ! আপনি প্রসন্ন হইলে আমার আর দুর্লভ কি আছে? হে কৃপাম্বুধে! আপনিই ত এই আমাকে ভবদীয় লীলা-ভেদে আপনা হইতে বিভিন্ন করিয়া অজ্ঞান-তিমিরাবৃত জগৎরূপ কারাগৃহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা হইতে মুক্তির একমাত্র হেতু আপনার কৃপা ভিন্ন অনন্তকাল ভ্রমণ করিয়াও ত মুক্তিদ্বার প্রাপ্ত হইতেছি না। ২১—৩৫। দেব! আপনি অখিল জগতের একমাত্র আরাধ্য, এজন্য সুরাসুরগণ সতত আপনার পাদপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। নাথ! এই বিশ্বসংসারে একমাত্র আপনিই সান্দ্রসুধাধার সন্তাপহর অদ্বিতীয় সুধাংশু-স্বরূপ; অতএব পুনঃপুনঃ অসীম নমস্কার। দীনবন্ধো! আপনি দীনগণের দুর্লভ কামপ্রদ অকম্পন কল্পবৃক্ষস্বরূপ, এবং দীন নিরাশ্রয় প্রণত ভক্তজনের অসীম ক্লেশরাশি নিবারণে সতত সমুদ্যত, অতএব আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। নাথ! দুঃখসাগরে নিমগ্ন জগদ্বাসিজীবগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে করুণাকর! করুণা প্রকাশ করিয়া করুণাকটাক্ষপাতে জগদ্বাসীকে পরিত্রাণ করুন। ভগবান্ পিতামহ, সেই জগন্নাথ হরিকে এইরূপ স্তব করিয়া অবতীর্ণ ধরাধর বলভদ্রকে দর্শনার্থ গমন করিলেন। অনন্তর পরম ভক্তিসহকারে বলদেবকে প্রণামপূর্ব্বক এইরূপে সানন্দে স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেবেশ! নভোমণ্ডল আপনার মস্তক, সলিলরাশি

বিগ্রহঃ প্রভো ॥ ৪০ ॥ পাদৌ ক্ষিতির্মুখং বহ্নিঃ শ্বসিতানি সমীরণঃ। নমস্তে হোষধীনাথশ্চক্ষুষী তে দিবাকরঃ ॥ ৪১ ॥ বাহবঃ ককুভো নাথ নমস্তে জ্ঞানদর্পণ। চতুর্দ্দশানাং লোকানাং মূলস্তম্ভায় সীরিণে ॥ ৪২ ॥ পাদাম্ভোজপ্রপন্নানাং নমঃ পাপৌঘ-দারিণে। অনন্তবক্ত্রনয়ন-শ্রোত্রপাদাক্ষিবাহবে ॥ ৪৩ ॥ নমোহনাদিমহামূল—তমস্তোমৈকভানবে। ত্রয়ীময় ত্রিধাদোষনাশায় ত্র্যবতারিণে ॥ ৪৪ ॥ ফণামণি-কণাকার-ক্ষিতিমণ্ডলধারিণে। নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ ॥ ৪৫ ॥ ভোগতল্পফণাচ্ছত্রমধ্য-সুপ্তায় তে নমঃ। মহার্ণবজলে বৃদ্ধে একীভূতে জগত্রয়ে ॥ ৪৬ ॥ ত্বমেব শেষে ভগবন্ সহস্রফণ-মণ্ডিত। ফণামণিগণব্যাজসন্তৃতাখিলভৌতিক ॥ ৪৭ ॥ ত্বমেব নাথ সর্ব্বেষাং স্রষ্টা পালয়িতা প্রভো। অত্তা ধারয়িতা নিত্যং মদাদ্যাবস্থিতিক্ষমঃ ॥ ৪৮ ॥ এষ নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষূপগীয়তে। ত্বত্তো স ভিন্নো ভগবন্ কারণাত্তেদভাগসি ॥ ৪৯ ॥ শয্যা ত্বং শয়িতা হ্যেষ ছাদ্যশ্চ চ্ছাদকো ভবান্। যো বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ রামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ। যুবয়োরন্তরং নাস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময় ॥ ৫০ ॥ ইতি স্তবান্তে বলিনং প্রণম্য পরমেশ্বরম্। ঈশ্বরীং জগতাং দ্রষ্টুং সুভদ্রাস্যন্দনং যযৌ ॥ ৫১ ॥ জয় দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি। কার্য্যকারণ-কর্ত্রী ত্বং সর্ব্বশক্ত্যৈ নমোহস্তু তে ॥ ৫২ ॥ সর্ব্বস্য হৃদি সংবিষ্টে জ্ঞানমোহাত্মিকে সদা। কৈবল্যসুখদে ভদ্রে ত্বাং নমামি সুরারণিম্ ॥ ৫৩ ॥ দেবি ত্বং বিষ্ণুমায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্। হৃৎপদ্মাসন-সংস্থাসি বিষ্ণুভাবানুসারিণি ॥ ৫৪ ॥ ত্বমেব লক্ষ্মী-র্গৌরী চ সতী কাত্যায়নী তথা। যচ্চ কিঞ্চিৎ

শরীর, ক্ষিতিতল পাদদ্বয়, বহ্নি মুখ, উনপঞ্চাশৎ বায়ু নিশ্বাসপ্রশ্বাস এবং চন্দ্রসূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়স্বরূপ, অতএব হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার। নাথ! দিঙ্নিচয় আপনার বাহুসমূহ, আপনি চতুর্দ্দশ ভুবনের মূলস্তম্ভ ও জ্ঞানের দর্পণস্বরূপ; অতএব আপনাকে নমস্কার করি। দেব! যাহারা আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনি তাহাদিগের অখিল পাপরাশি বিদূরিত করিয়া থাকেন, আপনার চক্ষুঃ, কর্ণ, মুখ ও হস্তপদাদি অনন্ত, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনার আদি নাই, আপনিই বিশ্বের মহামূলস্বরূপ, তমোরাশি নিবারণের আপনিই অদ্বিতীয় সূর্য্যসম, আপনিই ঋগ্, যজুঃ সাম এই বেদত্রয়ের স্বরূপ, আপনার কৃপায় আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দোষই প্রশমিত হইয়া থাকে। এবং আপনি ত্রিমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ, অতএব আপনাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি। প্রভো! আপনি নিজ মস্তকে স্বীয় ফণাস্থিত মণির কণাতুল্য এই বিশাল ক্ষিতিমণ্ডলকে অবলীলাক্রমে ধারণ করিতেছেন; আপনি কালাগ্নিরুদ্র ও মহারুদ্র-স্বরূপ, আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। দেব! প্রলয়কালে মহার্ণবজল বর্দ্ধিত হইলে, যে সময় তাদ্বারা জগত্রয় প্লাবিত হইয়া একীভূত হয়, সে সময় আপনি স্বীয় কুণ্ডলিত প্রকাণ্ড শরীরকে শয্যা ও ফণামণ্ডলকে ছত্র করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়া থাকেন অতএব অনন্তমহিম আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি স্বীয় অনন্ত ফণামণিচ্ছলে যেন বিশ্বব্যাপী অখিল পদার্থ মস্তকে ধারণ করিয়া [illegible] প্রলয়পয়োধিজলে

সুখে শয়ন করিয়া থাকেন।৩৬—৪৪। নাথ! আপনিই সকলের স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহারকর্ত্তা। প্রভো! আপনি অস্মদাদি সকলেরই মূলকারণ। ভগবন্! সমুদয় বেদান্ত শাস্ত্রে যাঁহারই মহিমা বর্ণিত আছে, সেই ভগবান্ নারায়ণ আপনা হইতে ভিন্ন নহেন, কেবল অনির্ব্বচনীয় কারণ বশতই পৃথগ্রূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনি শয্যা, নারায়ণ শয়ন-কর্ত্তা, আপনি ছাদক, নারায়ণ ছাদ্য। বস্তুতঃ যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রাম, এবং যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ, আপনাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; অতএব হে জগন্ময়! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ভগবান্ ব্রহ্মা পরমেশ্বর বলরামকে এইরূপ স্তুতিবাদান্তে প্রণামপূর্ব্বক অখিল জগতের ঈশ্বরী বিষ্ণুশক্তি সুভদ্রাকে দর্শনার্থ তদীয় রথ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—হে দেবি জগন্মাতঃ! আপনার জয় হউক, আপনি প্রসন্ন হউন। হে পরমে-শ্বরি! আপনি কার্য্যকারণকর্ত্রী ও সর্ব্বশক্তি-স্বরূ-পিণী, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে কৈবল্য-সুখদে! আপনি অখিল জীবের হৃৎপদ্মমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, হে জ্ঞানমোহাত্মিকে! আপনি সুরগণের অরণি-স্বরূপ, অতএব হে ভদ্রে! আপ-নাকে প্রণাম করি। হে দেবি! যিনি চরাচর মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, আপনিই সেই বিষ্ণুমায়া, হে বিষ্ণুভাবানুসারিণি! আপনি কমলাসনে বিষ্ণুর হৃৎকমলে সতত বিরাজমানা। আপনিই লক্ষ্মী

রুচিরস্ত সঙ্গসখ্যখিলাম্বিকে ॥৫৫॥ তস্য সর্ব্বস্য শক্তিস্ত্বং স্তোতুং ত্বাং কস্ত শক্তিমান্। জয় ভদ্রে সুভদ্রে ত্বং সর্ব্বেষাং ভদ্রদায়িনি। ভদ্রাভদ্রস্বরূপা ত্বং ভদ্রকালি নমোহস্তু তে ॥ ৪৭ ॥ ত্বং মাতা জগতাং দেবি পিতা নারায়ণো হি সঃ। স্ত্রীরূপং সর্ব্বমেব ত্বং পুংরূপো জগদীশ্বরঃ ॥ ৫৮ ॥ যুবয়োর্ন হি ভেদোহস্তি নাস্ত্যন্যৎ পরমেব হি। যথা বয়ং নিযুক্তা হি ত্বয়া বৈষ্ণবমায়য়া। নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রমামঃ পরমেশ্বরি ॥ ৫৯ ॥ বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ পরমা ক্ষুধা নিদ্রা ত্বমেব চ। (১) সর্ব্বকামপ্রদে নিত্যে ভক্তানাং কল্পবল্লরী ॥ ৬১ ॥ ত্রাহি পাদাব্জলগ্নং মাং কৃপাপাঙ্গবিলোকনৈঃ ॥ ৬২ ॥ স্তুত্বেত্থং ভদ্ররূপাং তাং তৎসমীপে স্থিতং রথে। চক্রং সুদর্শনং বিষ্ণোশ্চতুর্থবপুরাস্থিতম্। প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা ইমাং স্তুতিমুদাহরৎ ॥ ৬৩ ॥ সুদর্শন মহাজ্বাল কোটিসূর্য্যসমপ্রভ। অজ্ঞানতিমিরান্ধানাং বৈকুণ্ঠাধ্বপ্রদর্শক ॥ ৬৪ ॥ নমস্তে নিত্যবিলসদ্বৈষ্ণবাস্ত্রনিকেতন। অবার্য্যবীর্য্যং যদ্রূপং বিষ্ণোস্তৎপ্রণমাম্যহম্ ॥ ৬৫ ॥ প্রণম্য স্তুত্বা দেবান্ স রথেভ্যঃ পরিবৃত্য চ। ইন্দ্রদ্যুম্ননারদাভ্যামাদিষ্টপদপদ্ধতিঃ ॥ ৬৬ ॥ নীলাচলমথারোহৎ প্রসাদং দ্রষ্টুমুৎসুকঃ ॥ ৬৭ ॥ ততঃ স গত্বা প্রাসাদসমীপং দৈবতৈঃ সহ। দদর্শ শালাং রুচিরাং স্বচিত্তাভিমতাং দ্বিজাঃ ॥ ৬৮ ॥ তন্মধ্যে স্থাপয়ামাস দেবতোরগভূপতীন্। ব্রহ্মর্ষীন্ যোগিনো বিপ্রান্ বৈষ্ণবাংশ্চ তপস্বিনঃ ॥ ৬৯ ॥ দিব্যসিংহাসনবরে নৃপেণ প্রতিপাদিতে। সপাদপীঠে ভগবানুপবিষ্টঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥ ৭০ ॥ শান্তিপৌষ্টিককর্ম্মার্থং ভরদ্বাজং মহামুনিম্। পিতামহাজ্ঞয়া ভূপো বরয়া-

মাত্র আপনিই লক্ষ্মী, আপনিই গৌরী, আপনিই শচী ও আপনিই কাত্যায়নী, অধিক কি কহিব, জগতে সদসৎ যে কিছু বস্তু আছে, আপনি তৎসমুদয়েরই শক্তিস্বরূপা; অতএব হে অখিলাম্বিকে! আপনাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? জননি! আপনি সকলেরই ভদ্রদায়িনী বলিয়া ভদ্রা নামে প্রসিদ্ধা, অতএব হে সুভদ্রে! আপনার জয় হউক। হে ভদ্রকালি! আপনিই সমুদয় ভদ্রাভদ্রস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। দেবি! আপনি অখিল জগতের মাতা এবং ভগবান্ নারায়ণ পিতা। জগতে যত কিছু স্ত্রী-মূর্ত্তি আছে, সকলই আপনি এবং যত কিছু পুরুষ আছে, জগদীশ্বর নারায়ণই তৎসমুদয়স্বরূপ। হে পরমেশ্বরি! আপনাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এবং জগতে আপনাদিগের অপেক্ষা অপর শ্রেষ্ঠবস্তু আর কিছুই নাই। বিষ্ণুমায়ায় আপনি আমাদিগকে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমরা প্রতিনিয়ত সেই নিদেশানুসারেই ভ্রমণ করিতেছি। পরমাবৃত্তি বলুন, প্রবৃত্তি বলুন, ক্ষুধা বলুন, নিদ্রা বলুন, আশা বলুন; আর আশার পূর্ণতাই বলুন, সকলি আপনি এবং একমাত্র আপনার কৃপাতেই সকলের সকল আশা পূর্ণ হইয়া থাকে। মাতঃ! আপনিই জীবগণের মুক্তিপ্রদায়িনী এবং আপনিই তাহাদিগের ভববন্ধনের হেতু। হে সনাতনি! আপনিই ভক্তগণের সর্ব্বকামপ্রদা কল্পলতিকাস্বরূপ, অতএব হে ভক্তবৎসলে! আমি আপনার চরণপ্রান্তে পতিত হইতেছি, আপনি কৃপা-কটাক্ষপাতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। ভগবান্ কমলাসন, সুভদ্রা দেবীকে স্তব করিয়া তৎসমীপবর্ত্তী রথস্থিত বিষ্ণুর চতুর্থ-শরীর সুদর্শন চক্রকে পরম ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক এইরূপ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন;—হে মহাদীপ্তিশালিন্ সুদর্শন! হে কোটিসূর্য্যসমপ্রভ! তুমি অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তিগণের বৈকুণ্ঠমার্গপ্রদর্শক এবং প্রতিনিয়ত বিলসনশীল, বিবিধপ্রকার বৈষ্ণবাস্ত্রনিচয়ের আধারস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুর অনিবার্য্য-বীর্য্যমূর্ত্তিস্বরূপ, তোমাকে আমি প্রণাম করি।৪৫—৬৫। ব্রহ্মা এইরূপে সুদর্শনকে প্রণাম ও স্তব করিয়া সমুদয় দেবগণকে স্ব স্ব বিমান হইতে অবতারণপূর্ব্বক প্রসাদদর্শনার্থ সমুৎসুকচিত্তে দেবর্ষি নারদ ও ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথানুসারে নীলাচলে অবতরণ করিলেন। দ্বিজগণ! অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত প্রাসাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় মনোমত মনোহর শালা সন্দর্শনপূর্ব্বক তন্মধ্যে দেবগণ, উরগগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, যোগিগণ, বিপ্রগণ, তপস্বিগণ, বৈষ্ণবগণ ও ভূপতিগণকে সংস্থাপন করিলেন। এবং সেই বিভু ভগবান্ও স্বয়ং ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রদত্ত, পাদপীঠসমন্বিত উৎকৃষ্টতম দিব্যসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে ভূপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন পিতামহের আজ্ঞানুসারে শান্তিক পৌষ্টিক কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ মহামুনি ভরদ্বাজকে বরণ্য

(১) আশা ত্বমাশাপূর্ণা চ সর্ব্বাশাপরিপূরিকা। মুক্তিহেতুস্ত্বমেবেশি বন্ধহেতুস্ত্বমেব হি। ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

যাগ ঋত্বিবৎ ॥ ৭১ ॥ প্রতিষ্ঠায়াস্তু যে দেবা বলি-পূজাবিধৌ মতাঃ। হোমেষু চ তথা তে বৈ ধ্যান-রূপমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৭২ ॥ আজ্ঞয়া পদ্মযোনেস্তু চতুর্দ্দিগ্‌ভাগমাশ্রিতাঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পৈশ্চ মাল্যা-লঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ৭৩ ॥ ততঃ কর্ম্ম প্রববৃতে ভরদ্বাজেন ধীমতা। প্রত্যক্ষং দেবদেবস্য সর্ব্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥ ৭৪ ॥ ত্রৈলোক্যবাসিনাং পূজাং চকার নৃপতির্ম্মুদা। সঙ্গোপাঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য জগৎ-স্রষ্টারমগ্রতঃ ॥ ৭৫ ॥ ততঃ সম্পূজিতাঃ সর্ব্বে তেন ত্রৈলোক্যবাসিনঃ। পশ্যন্তোঽবস্থিতং মধ্যে সাক্ষাদ্‌ ব্রহ্মাণমব্যয়ম্ ॥৭৬॥ বপুষ্মন্তং জগন্নাথং প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম-রূপিণম্। ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসাদেন জীবন্মুক্তত্বমাপ্নুযুঃ ॥ ৭৭ ॥ কলেবরং ভগবতঃ প্রাসাদং সুমনোহরম্। প্রতিষ্ঠায় ভরদ্বাজঃ সমুচ্ছ্রিতমহাধ্বজম্ ॥ ৭৮ ॥ ব্যজ্ঞাপয়ৎ প্রতিষ্ঠার্থং জীবস্যাথ পিতামহম্। সমুত্তস্থৌ ততো ব্রহ্মা কৃতস্বস্ত্যয়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৯ ॥ ঋষিভির্নারদাদ্যৈশ্চ বিপ্রৈশ্চান্যৈর্ব্রাহ্মণৈস্তথা। রাজভিঃ ক্ষত্রিয়ৈর্নাগৈঃ সহিতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৮০ ॥ গন্ধর্ব্বৈর্গীয়মানেষু দিব্যগানেষু সুস্বরম্। মাঙ্গল্যোচিতরাগেষু নৃত্যত্স্বপ্সরঃসু চ ॥ ৮১ ॥ শাকুনেষু চ সূক্তেষু পঠ্যমানেষু চ দ্বিজৈঃ। শঙ্খকাহলমুরজভেরীবাদিত্রবেণবে ॥ ৮২ ॥ শব্দে প্রমূর্চ্ছিতে তত্র সর্ব্বে তে স্যন্দনোপরি। গত্বাবতারয়ামাসু রথাৎ সোপানবর্ত্মনি ॥ ৮৩ ॥ সাবধানা সমাধিস্থা ভক্ত্যা সংযমিতাত্মকাঃ। পার্শ্বয়োর্ভুজয়োর্মূর্দ্ধ্নি পাদয়োর্ন্যস্তপাণয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ শনৈঃ শনৈঃ সলীলং তে নারায়ণমনাময়ম্। বাসং বাসং তূলিকাসু নিন্যুঃ প্রাসাদসন্নিধিম্ ॥ ৮৫ ॥ উপর্য্যুপরি সন্তত্য পুষ্পবৃষ্টিং পতিতাসু চ। জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন ॥ ৮৬ ॥ জয় লীলাদারুতনো জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ। জয় সংসারসম্মগ্ন-লীলোদ্ধার জয়াব্যয় ॥ ৮৭ ॥ জয়ানুকম্পাপাথোধে জয় দীনপরায়ণ। জয়াচ্যুত জয়ানন্ত জয়েশান নমোঽস্তু তে ॥ ৮৮ ॥ এভিঃ পদৈঃ স্তূয়মানো ব্রহ্মণা স স্বয়ম্ভুবা। তুষ্টাব চ মুদা যুক্তো নারদশ্চোপবীণয়ন্ ॥ ৮৯ ॥

দ্রব্যাদি দান করত বরণ করিলেন। যে সকল দেবগণ প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধীয় বলি, পূজা, ও হোমাদি কার্য্যে অভিমত, ভগবান্ পদ্মযোনির আজ্ঞানুসারে তাঁহারা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক গন্ধ, পুষ্প ও মাল্যালঙ্কারাদি দ্বারা পূজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে উপবেশন করত ধ্যান-যোগে বিষ্ণুরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিবর ধীমান্ ভরদ্বাজ, দেবদেব ব্রহ্মা ও অন্যান্য সমুদয় দেবগণের সমক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। তৎকালে নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন, সানন্দে অগ্রে সাঙ্গোপাঙ্গ দেবগণের সহিত জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার অর্চ্চনাপূর্ব্বক ত্রিলোকবাসী অখিল জীবগণেরই যথাযোগ্য পূজা করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পূজিত ত্রৈলোক্যবাসী সমুদয় প্রাণিগণ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রাসাদে দেবগণের মধ্যস্থলে অবস্থিত অব্যয় সাক্ষাৎব্রহ্মা ও ব্রহ্মরূপী প্রত্যক্ষ দেহধারী জগন্নাথকে অবলোকন করত জীবন্মুক্ততা প্রাপ্ত হইল। এদিকে মুনিবর ভরদ্বাজ ভগবান্ জগন্নাথ দেবের [illegible] কলেবর এবং সমুন্নত মহাধ্বজ-সুশোভিত সুমনোহর মন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ভগবানের জীব-প্রতিষ্ঠার্থ ভগবান্ পিতামহকে নিবেদন করিলে, [illegible] স্বস্ত্যয়ন করিয়া নারদাদি [illegible] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় রাজগণ ও [illegible] গাত্রোত্থান করিলেন। তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর স্বরে মাঙ্গল্যোচিত রাগ-রাগিণীতে দিব্য সঙ্গীত, অপ্সরা সকল মনোহর নৃত্য ও দ্বিজগণ শাকুনসূক্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্খ, কাহল, মুরজ, ভেরী ও বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মনোমুগ্ধকর মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। পরে ব্রহ্মাদি সকলে রথোপরি গমনপূর্ব্বক সমাধিস্থ ও সংযতচিত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে সাবধানে হস্ত দ্বারা পার্শ্বদেশদ্বয়, ভুজযুগল, পাদদ্বয় ও মস্তক ধারণ করত ক্রমে ক্রমে মৃদুভাবে অব্যয় নারায়ণকে রথ হইতে সোপানপথে অবতারণ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে স্থানবিশেষে রক্ষা করত ক্রমে প্রাসাদ-সান্নিধানে আনয়ন করিলেন। ঐ সময়ে স্বর্গ হইতে উপর্য্যুপরি কল্পবৃক্ষের পুষ্প বৃষ্টি হইতে থাকিল। স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা তৎকালে "হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে সর্ব্বপাপবিনাশন! আপনার জয় হউক। হে বাঞ্ছাফলপ্রদ! আপনি লীলাময়, এজন্য লীলা প্রকাশার্থই এই দারুময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব আপনার জয় হউক। হে অব্যয়! আপনি সংসারসাগরে নিমগ্ন জীবগণকে অবলীলায় উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং আপনি কৃপারসের সাগর, অতএব আপনার জয় হউক। হে অচ্যুত! হে অনন্ত! একমাত্র আপনিই দীনজনের দুঃখ নিবারণে সতত সমুদ্যুক্ত, অতএব হে ঈশান! আপনার জয় হউক, জয় হউক, আপনাকে নমস্কার" ইত্যাদি স্তব করিলে দেবর্ষি নারদও বীণাবাদন সহকারে

রত্নসহস্রযুক্তৌ মূর্ত্তি ধার্য্যমাণেহথ পৃষ্ঠতঃ। শশিনা ভাস্বতা ভক্ত্যা দিব্যধূপেন ধূপিতঃ ॥ ৯০ ॥ শ্রেণী-ভূতা উভয়তঃ পার্শ্বয়োশ্চামরগ্রহাঃ। সলীলান্দোলনব্যগ্রা যৌবনালঙ্কৃতাস্তথা ॥ ৯১ ॥ এবং তে সহিতাঃ সর্ব্বে হর্ষকৌতূহলান্বিতাঃ। সুদর্শনং সুভদ্রাঞ্চ বলভদ্রমনৈষিষুঃ ॥ ৯২ ॥ প্রাসাদদ্বারি রচিতে রত্নস্তম্ভেহথ মণ্ডপে। বাসয়িত্বাভিষেকায় সম্মুখাদর্শমণ্ডলে ॥ ৯৩ ॥ সুবাসিতৈ রত্নকুম্ভৈস্তীর্থ-বার্ঘ্যুপসংস্কৃতৈঃ। সূক্তাভ্যাং স্ত্রীপুরুষয়োরভিষেকং পিতামহঃ ॥ ৯৪ ॥ চকার ভগবাঁল্লোকসংগ্রহার্থং দ্বিজোত্তমাঃ। ততোহভ্যলঙ্কৃতান্ দেবান্ গন্ধ-মাল্যোপশোভিতান ॥ ৯৫ ॥ নীরাজয়িত্বা বিধি-বৎ স স্বয়ং লোকভাবনঃ। রত্নসিংহাসনে রম্যে স্থাপয়ামাস মন্ত্রতঃ ॥ ৯৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অশেষ-জগদাধার সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রতিষ্ঠাখিল-ব্যাপিন প্রাসাদে সুস্থিরো ভব ॥ ৯৭ ॥ ত্বযি প্রতি-ষ্ঠিতে নাথ বয়ং সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ। তবাজ্ঞয়া প্রতিষ্ঠেয়ং পূর্ণাস্তাং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ৯৮ ॥ স্থাপয়িত্বা জগন্নাথং স্পৃষ্ট্বা তস্য হৃদম্বুজম্। আনুষ্টুভং মন্ত্র-রাজং সহস্রং প্রজজাপ হ ॥ ৯৯ ॥ বৈশাখস্যামলে পক্ষে অষ্টম্যাং পুষ্যযোগতঃ। কৃতা প্রতিষ্ঠা ভো বিপ্রাঃ শোভনে গুরুবাসরে ॥ ১০০ ॥ তদ্দিনং সুমহৎপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। স্নানং দানং তপো হোমঃ সর্ব্বমক্ষয্যমশ্নুতে ॥ ১০১ তস্মিন্ দিনে যে পশ্যন্তি মানবা ভক্তিভাবিতাঃ। কৃষ্ণং রামং সুভদ্রাং তে মুক্তিভাজো ন সংশয়ঃ ॥ ১০২ ॥ শুক্লাষ্টমী যা বৈশাখে গুরুপুষ্যযুতা যদা। তস্যামভ্যর্চ্চনং বিষ্ণোঃ কোটিজন্মাঘনাশনম্ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নকৃত ভগবন্মূর্ত্তিচতুষ্টয়-প্রতিষ্ঠা-পনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

সানন্দে স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর চন্দ্র-সূর্য্য জগন্নাথ দেবের পৃষ্ঠদেশ হইতে তদীয় মস্তকো-পরি পরম ভক্তিসহকারে রত্নখচিত ছত্রদ্বয় ধারণ করিলেন, অপরাপর বহুলদেবগণ দিব্যধূপগন্ধে তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতে থাকিলেন এবং অসংখ্য যুবকবৃন্দ জগন্নাথদেবের উভয় পার্শ্বে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া করে দিব্যচামর ধারণ করত ধীরভাবে আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিল। পরে এইরূপে তাঁহারা সকলে মিলিত ও হর্ষ-কৌতুহলান্বিত হইয়া এইরূপে ক্রমে ক্রমে বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শনকেও আনয়ন করিলেন। হে দ্বিজগণ। অনন্তর স্বয়ং লোকভাবন ভগবান্ পিতামহ, লোক-রক্ষার্থ প্রাসাদের দ্বারদেশবর্ত্তী রত্নস্তম্ভবিরাজিত সুশোভিত মণ্ডপমধ্যে সম্মুখস্থাপিত দর্পণে প্রতি-বিম্বময় উক্ত দেবগণকে অভিষেকার্থ সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা উদ্বাসিত করিয়া কর্পূরাদিসুবাসিত তীর্থজল-পূর্ণ কলসনিচয় দ্বারা স্ত্রী-পুরুষসূক্ত পাঠ করত তাঁহাদিগকে অভিষেক করিলেন; অতঃপর গন্ধ-মাল্যোপশোভিত ও বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া যথাবিধি নীরাজনাপূর্ব্বক যথোক্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করত রমণীয় সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। অনন্তর এইরূপে প্রার্থনা করিলেন,—হে সর্ব্বলোক-প্রতিষ্ঠিত। আপনি অখিল জগতের আধার এবং সর্ব্বব্যাপী,—আপনি কৃপা করিয়া এই প্রাসাদমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হউন এবং সম্যক্ স্থিরভাবে অবস্থান করুন। নাথ। আপনি প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমরা সকলেও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি। আপনার আজ্ঞা-নুসারে অনুষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠাকার্য্য আপনারই প্রসাদে পূর্ণ হউক। এইরূপ প্রার্থনান্তে জগন্নাথ-দেবকে স্নান করাইয়া তাঁহার হৃৎকমল স্পর্শ করত সহস্রবার আনুষ্টুভ মন্ত্র জপ করিলেন। হে বিপ্রগণ। ভগবান্ ব্রহ্মা, বৈশাখ মাসের পুষ্যা-যোগযুক্ত শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে সুশোভন বৃহস্পতিবারে উক্ত প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করেন; তজ্জন্য ঐ দিবস, অতি পুণ্যতম ও সর্ব্বপাপবিনাশন। ঐ দিনে স্নান দান তপস্যা ও হোমাদি সমুদয় কার্য্যই অক্ষয়-ফলজনক হইয়া থাকে। যে সকল মানবগণ ঐ দিনে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে দর্শন করে, তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তি-লাভ করিয়া থাকে। অধিক আর কি কহিব, বৃহস্পতিবারে ও পুষ্যানক্ষত্রান্বিত বৈশাখ শুক্লাষ্টমীতে ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে কোটিজন্মার্জ্জিত কলুষরাশিও তিরোহিত হইয়া যায়। ৬৬—১০৩।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। ততঃ স ভগবান্ মন্ত্রমহিম্না মন্ত্রকেশরী। ইন্দ্রদ্যুম্নাদিভিঃ সর্ব্বৈর্দদৃশেঽদ্ভুতদর্শনঃ॥ ১॥ লেলিহানো জগৎসর্ব্বং সমন্তাজ্জ্বলজ্জিহ্বয়া। কালাগ্নিরুদ্রসদৃশঃ গ্রসন্তমিব চোত্থিতম্॥ ২॥ রোদসীকন্দরং ব্যাপ্য তেজসা তপসা ভৃশম্। অনেকাক্ষিমুখগ্রীবা করপাদপ্রভৃতির্বিভুঃ॥ ৩॥ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ো দেবঃ কেবলং তেজসো নিধিঃ। ভয়ত্রস্তাঃ সমুদ্বিগ্না নেশাঃ স্তোতুমপি প্রভুম্॥৪॥ তথাবিধমালোক্য নারদঃ পিতরং তদা। পপ্রচ্ছ ভগবন্নিত্থং কথমেষ প্রকাশতে॥ ৫॥ নারদ উবাচ। অনুগ্রহায়াবতরৎ প্রত্যুতৈষ ভয়প্রদঃ। সর্ব্বে ভয়াৎ স্থিরা বাঃ প্রলয়াশঙ্কিনোঽধুনা। ত্বমেব ভগবল্লীলাং জানাসি জগতাং পতে। ৬॥ তচ্ছ্রুত্বা নারদবচঃ পদ্মযোনিঃ স্মিতাননঃ। উবাচ কৌতুকং বাক্যং সর্ব্বেষামুপকারকম্॥ ৭॥ ব্রহ্মোবাচ। অবতীর্ণং জগন্নাথং দৃষ্ট্বা দারুবপুর্ধরম্। অবজ্ঞাস্যন্তি বৈ লোকাঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণম্॥ ৮॥ অতত্ত্ববেদিনো মূঢ়া মহিমানং বদন্ত্বিতি। মন্ত্রিতো মন্ত্ররাজেন যেনায়ং পরমেষ্ঠিনা॥ ৯॥ পুরাভিমন্ত্রিতোঽনেন বিদদার মহাসুরম্। তাদৃগ্ রূপং সুদুর্দ্দর্শং প্রাপ্যাসেঽপি ভয়প্রদম্॥ ১০॥ মূর্ত্তিরেষা পরাকাষ্ঠা বিষ্ণোরমিততেজসঃ। যামভ্যর্চ্চ্য গতিং যান্তি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতাম্॥ ১১॥ নৃসিংহাভিমুখঃ স্তে সমিদমাহ মুদান্বিতঃ॥ ১২॥ নমোঽস্তু তে দিব্যরবৈকসিংহ নমোঽস্তু তে যোগগুহৈকসিংহ। নমোঽস্তু তে সিংহবরৈকসিংহ নমোঽস্তু নীলাচলশৃঙ্গসিংহ॥ ১৩॥ নমোঽস্তু দুঃখার্ণবপারসিংহ নমোঽস্তু তেজোময়দিব্যসিংহ। নমোঽস্তু চিত্রাকৃতিচিত্রসিংহ নমোঽস্তু তে ক্লেশবিমুক্তিসিংহ॥ ১৪॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—হে দ্বিজগণ। অনন্তর ব্রহ্মার মন্ত্রমহিমায় ইন্দ্রদ্যুম্নাদি সকলে সেই ভগবান জগন্নাথ দেবকে অদ্ভুতাকার নৃসিংহমূর্ত্তিতে দর্শন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—সেই নৃসিংহদেব যেন সমন্তাৎ তেজঃপ্রদীপ্ত জিহ্বা দ্বারা সমুদয় বিশ্ব অবলেহন করিতেছেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন কালাগ্নি রুদ্রসদৃশ আবির্ভূত হইয়া অখিল বিশ্ব গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। তেজোনিধি বিভু নৃসিংহদেব সর্ব্বদা আশ্চর্য্যময় বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু কর্ণ মুখ নাসিকা গ্রীবা ও হস্তপদাদি অসংখ্য দৃষ্ট হইল এবং বোধ হইল—তদীয় তপস্তেজে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যভাগ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাদৃশ ভীমমূর্ত্তি-দর্শনে তত্রত্য সকলেই সাতিশয় উদ্বিগ্ন ও ভয়ত্রস্ত হইয়া সেই প্রভুকে স্তুতিবাদ করিতেও সমর্থ হইলেন না। তৎকালে তাঁহাকে যথাবিধি দর্শনে দেবর্ষি নারদ, স্বীয় পিতা কমলাসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! হরি কি জন্য এরূপ প্রকাশ পাইতেছেন? ইনি সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ অবতীর্ণ হইলেন সত্য, কিন্তু প্রত্যুত ইনি এক্ষণে সকলেরই ভয়প্রদ হইয়াছেন। দেখুন, এক্ষণে সমুদয় প্রাণিগণই প্রলয়কাল উপস্থিত বিবেচনায় ভয়ে নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। অতএব এরূপ হইবার কারণ কি? হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই জগৎপতি হরির লীলার বিষয় অবগত আছেন। ভগবান পদ্মযোনি, নারদের তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সহাস্যবদনে সকলের উপকারক পরম কৌতুকাবহ এই কথা বলিলেন। ১—৭। অতত্ত্ববেদী মূঢ়লোক সকল সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী এই জগন্নাথদেবকে দারুময় দেখিয়া অবজ্ঞা করিবে, এই বিবেচনায় তাহারাও যাহাতে ইঁহার মহিমা খ্যাপন করে, তজ্জন্য সর্ব্বমন্ত্র-প্রধান পরমেষ্ঠিমন্ত্রে ইঁহাকে অভিমন্ত্রিত করিয়াছি বলিয়া এইরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইনি এই মন্ত্রে মন্ত্রিত হইয়া আমারও ভীতিপ্রদ এতাদৃক্ দুনিরীক্ষ্যরূপ ধারণ করত মহাসুর হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। অমিততেজা বিষ্ণুর ঈদৃশী মূর্ত্তিই কালবিশেষ-স্বরূপ। এই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিলে জীবগণ নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ব্রহ্মা, সেই নৃসিংহদেবের সম্মুখীন হইয়া সানন্দে এইরূপ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।—হে দেব। আপনি অলৌকিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় সিংহমূর্ত্তিধারী, আপনাকে নমস্কার। হে যোগিগণের যোগরূপ-গুহাশায়ী অপ্রতিমসিংহ! আপনাকে নমস্কার। আপনি মহাসিংহগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সিংহ, এবং আপনি নীলাচলের শৃঙ্গবিহারী মহাসিংহ, আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। প্রভো! আপনি ভক্তগণকে দুঃখার্ণবপারে লইয়া যাইতে সিংহবৎ মহাবিক্রমশালী, অতএব হে তেজোময় দিব্যসিংহ! আপনাকে নমস্কার। হে চিত্রসিংহ! আপনার আকৃতি অতি বিচিত্র,

নমোঽস্তু তে দিব্যসপুরুষসিংহ নমোঽস্তু তে বীরবরৈকসিংহ। নমোঽস্তু তে দৈত্যবিনাশসিংহ নমোঽস্তু দেবেষধিদেবসিংহ ॥১৫॥ জৈমিনিরুবাচ। স্তুত্বেত্থং দিব্যসিংহং তমিন্দ্রদ্যুম্নং প্রজাপতিঃ। সিংহযন্ত্রং সমালিখ্যং তস্যোপরি নিবেশ্য চ ॥ ১৬ ॥ দীক্ষয়িত্বা মন্ত্ররাজং সাক্ষাদাথর্ব্বণোদিতম্। আহুবৈষ্ণবনির্ব্বাণং যং বেদান্তপরায়ণাঃ ॥ ১৭ ॥ যত্র বেদাশ্চ চত্বারঃ সাক্ষান্নিত্যং প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৮ ॥ যমধীত্য মহামন্ত্রং মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পুরা। সৃষ্টিঞ্চকার ভগবান্ প্রাপ্তমস্মাচ্চতুর্মুখাৎ। অণিমাদিগুণা যস্য ফলং স্যাদানুসঙ্গিকম্ ॥ ১৯ ॥ এক এব মহামন্ত্রঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্। প্রাপ্তুং কারণভূতো হি কিং পুনঃ ক্ষুদ্রকামনাম্ ॥ ২০ ॥ এক এব মহামন্ত্রঃ সর্ব্বক্রতুফলপ্রদঃ। সর্ব্বতীর্থপ্রদশ্চৈব সর্ব্বদানফলপ্রদঃ ॥২১ যথায়ং সর্ব্বপাপৌঘ-তুলরাশিদবানলঃ। দিব্যসিংহাকৃতির্দ্দেবো মন্ত্ররাজস্তথাক্ষরম্ ॥ ২২ ॥ এবমভ্যস্য যতয়ো ভবরোগং ত্যজন্তি বৈ ॥ ২৩ ॥ যস্য গ্রহণমাত্রেণ গ্রহাপস্মাররাক্ষসাঃ। ডাকিন্যো ভূতবেতালাঃ পিশাচা উরগা গ্রহাঃ। দূরাদেব পলায়ন্তে নেশান্তে বীক্ষিতুঞ্চ তম্ ॥ ২৪ ॥ মন্ত্ররাজং ততো লব্ধা ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চতুর্ম্মুখাৎ। নৃসিংহং শান্তবপুষং লক্ষ্মীসংস্থিতবক্ষসম্ ॥ ২৫ ॥ চক্রং পিনাকং দধতং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষম্। জানুপ্রসারিতকর-সরোজদ্বন্দ্বমুন্নসম্ ॥ ২৬ ॥ যোগপট্টসমারূঢ়ং দ্বাত্রিংশদ্দলপদ্মকে। মন্ত্রবর্ণময়ে মধ্যে কর্ণিকাপ্রণবোজ্জ্বলে ॥ ২৭ ॥ সুখাসীনং সাট্টহাসং বীক্ষন্তং শ্রীমুখাম্বুজম্। সটামণ্ডিতবক্ত্রাব্জং দিব্যরত্নোজ্জ্বলাকৃতিম্ ॥ ২৮ ॥ ফণাসহস্রং বিস্তার্য্য পশ্চাচ্ছত্রাকৃতিং বিভোঃ। দদর্শ বলভদ্রং তং হললাঙ্গলধারিণম্ ॥ ২৯ ॥ প্রজহর্ষ নৃপো দৃষ্ট্বা তাদৃশং পুরুষোত্তমম্। বিস্ময়াবিষ্টচেতাঃ স পপ্রচ্ছ কমলাসনম্ ॥ ৩০ ॥

আপনি শরণাগত ব্যক্তিগণের ক্লেশবিমুক্তিদানবিষয়ে মহাবিক্রান্ত সিংহস্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার নমস্কার। হে দিব্যশরীরধারিন্ নৃসিংহ! আপনি বীরবরগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বীরকেশরী, আপনি দৈত্যপশু-বিনাশে মহাসিংহস্বরূপ এবং আপনি অখিল দেবগণের মধ্যে সিংহবৎ সর্ব্বপ্রধান অধিদেব; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। জৈমিনি কহিলেন,—ভগবান্ প্রজাপতি সেই দিব্যসিংহকে এইরূপ স্তুতিবাদান্তে নৃসিংহযন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তদুপরি সাক্ষাৎ অথর্ব্ববেদোক্ত নৃসিংহদেবের প্রধান মন্ত্র সন্নিবেশিত করত নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নকে সেই মন্ত্রে দীক্ষাদানপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী বিদ্বদ্‌গণ যাহাকে বৈষ্ণব নির্ব্বাণ নামে উল্লেখ করেন; যে মন্ত্রে সাক্ষাৎ বেদচতুষ্টয় প্রতিনিয়ত অবস্থিত, পূর্ব্বে ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমনু, ব্রহ্মার নিকট হইতে যে মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সতত জপ করত সৃষ্টিবিস্তার করিয়াছিলেন; অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যাহার আনুষঙ্গিক ফল; একমাত্র যে মহামন্ত্র, জীবগণের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয় লাভেরই কারণস্বরূপ; সুতরাং উহাতে যে সামান্য কামনা সিদ্ধ হইবে, তাহার আর কথা কি? একমাত্র যে মহামন্ত্র, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের, সমুদয় তীর্থের ও সর্ব্ববিধ দানের ফলদান করিয়া থাকে; অধিক কি, দিব্যসিংহাকৃতি এই নৃসিংহদেব যেমন সর্ব্ববিধ পাপপুঞ্জরূপ তুলারাশির ভস্মীকরণ বিষয়ে দাবানলস্বরূপ, এই অক্ষরাত্মক মন্ত্ররাজও সেইরূপ জানিবে। ৮—২২। যতিগণ এই মন্ত্র জপ করিয়াই ভবরোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই মন্ত্রগ্রহণ করিবামাত্রেই দুষ্ট গ্রহ, গ্রহাপস্মার, রাক্ষস, ডাকিনী, ভূত, বেতাল, পিশাচ ও উরগাদি দূর হইতেই পলায়ন করে, এমন কি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম হয় না। নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার নিকট তাদৃশ মন্ত্র লাভ করিয়া দেখিলেন,—নৃসিংহদেবের আর সেই ভীষণ মূর্ত্তি নাই, তিনি প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; দেবী কমলা তাঁহার হৃদয়সরোজে বিরাজ করিতেছেন, চন্দ্র-সূর্য্যাদির ন্যায় তাঁহার লোচনযুগল সমুজ্জ্বল, তদীয় হস্তদ্বয়ে চক্র ও পিনাক শোভা পাইতেছে এবং অপর হস্তদ্বয় জানুদ্বয় উপরিভাগে প্রসারিত হইয়া কমলযুগলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ওঙ্কাররূপ কর্ণিকাশোভিত মন্ত্রাক্ষরময় দ্বাত্রিংশদ্দল পদ্মমধ্যে সুখোপবিষ্ট থাকিয়া কমলাদেবীর মুখকমল নিরীক্ষণ করত অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছেন। তদীয় সর্ব্বাঙ্গ দিব্যরত্নালঙ্কারে উদ্ভাসিত এবং মুখকমল সটাজালে বিমণ্ডিত হইয়াছে, তিনি যোগপথে অধিষ্ঠিত। আরও দেখিলেন—হললাঙ্গলধারী বলদেব তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সহস্র ফণামণ্ডল বিস্তারপূর্ব্বক ছত্রের আকার করিয়াছেন। নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরুষোত্তমের তাদৃশ রূপ দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করি-

ভগবংশ্চিত্রমেতদ্বৈ চরিত্রং মধুঘাতিনঃ। বিজ্ঞাতুং কথমস্মাভিঃ শক্যং স্যাল্লোকভাবন ॥ ৩১ ॥ যত্ত্বমস্তে তাদৃশং রূপং বভার দারুনির্ম্মিতম্। রথস্থং ভগবানেব প্রাসাদান্তর্ন্বেশয়ৎ ॥ ৩২ ॥ মামাহ পূর্ব্বং বাণী সা গগনান্তরিতা তদা। অপৌরুষেয়তরুণা চতুর্ম্মূর্ত্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ ইদানীমেক এবাসৌ দৃশ্যতে ত্বপ্রতিষ্ঠিতঃ। মায়া বা তত্ত্বমথবা তত্ত্বতো মে বদ প্রভো ॥ ৩৪ ॥ শ্রবণে যদি মাং বেৎসি ভাজনং ভবভাবন ॥ ৩৫ ॥ শ্রুত্বা চৈতৎ প্রত্যুবাচ সংশয়ানং নৃপোত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ। আদ্যা মূর্ত্তির্ভগবতো নারসিংহাকৃতির্নৃপ। নারায়ণেন প্রথিতা মদনুগ্রহতস্ত্বয়ি ॥ ৩৭ ॥ দারবী মূর্ত্তিরেষেতি প্রতিমাবুদ্ধিরত্র বৈ। মা ভূত্তে নৃপ শার্দ্দূল পরব্রহ্মাকৃতিস্ত্বিয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ খণ্ডনাৎ সর্ব্বদুঃখানামখণ্ডানন্দদানতঃ। স্বভাবাদ্দারুরূপং হি পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ৩৯ ॥ ইত্থং দারুময়ো দেবশ্চতুর্ব্বেদানুসারতঃ। স্রষ্টা স জগতাং তস্মাদাত্মানমপি সৃষ্টবান্। শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম নানয়োর্ভেদ ইষ্যতে ॥ ৪০ ॥ লয়ে তু একমেবেদং সৃষ্টৌ ভেদঃ প্রবর্ত্ততে। অন্যোন্যাপেক্ষিণৌ ভূপ শব্দার্থৌ হি পরস্পরম্ ॥ ৪১ ॥ অর্থাভাবে ন শব্দোঽস্তি শব্দাভাবে ন বুধ্যতে। অর্থস্তস্মাচ্চতুর্ব্বেদাঃ শব্দা হ্যর্থাশ্চ তাদৃশাঃ ॥ ৪২ ॥ ঋগ্বেদরূপী হলধৃক্ সামরূপো নৃকেশরী। যজুর্ম্মূর্ত্তিরিয়ং ভদ্রা চক্রমাথর্ব্বণং স্মৃতম্ ॥ ৫৪ ॥ ভেদে চতুর্দ্ধা ভেদোঽয়মেকরাশিরভেদতঃ। অতস্তে সংশয়ো মা ভূদেবঞ্চ বহুধা বিভুঃ ॥ ৪৪ ॥ অবতারেষু চান্যেষু স্থায়েনৈতেন বর্ত্ততে ॥ ৪৫ ॥ ভেদাভেদিমযাখ্যাতো জগন্নাথস্য তে নৃপ। যেন তে মনসস্তুষ্টিস্তেন ভক্ত্যা সমাচর ॥ ৪৬ ॥ সর্ব্বরূপময়ো হ্যেষ সর্ব্বমন্ত্রময়ঃ প্রভুঃ। আরাধ্যতে যথা যেন তথা তস্য ফলপ্রদঃ ॥ ৪৭ ॥ যথা শুদ্ধং কনকং স্বেচ্ছয়া

লেন,—হে ভগবন। হে লোকভাবন। ভগবান্ মধুসূদনের চরিত্র অতি অদ্ভুত। আমরা সামান্য মানব হইয়া কিরূপে উহা বুঝিতে পারিব। দেখুন, আপনি রথস্থ দারুময়ী মূর্ত্তিতে প্রাসাদমধ্যে নিবেশিত করিলেও সেই দারুনির্ম্মিত মূর্ত্তিই তাদৃশ ভীমরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমার এক সংশয় জন্মিতেছে যে, পূর্ব্বে দৈববাণী আমায় বলিয়াছিলেন, যাহা কোন পুরুষের প্রযত্নসিদ্ধ নহে, এরূপ কোন তরুনির্ম্মিত ভগবানের চতুর্ম্মূর্ত্তি প্রকাশ পাইবে। কিন্তু এক্ষণে ভবৎপ্রতিষ্ঠিত যেন এক মাত্র মূর্ত্তিইত দৃষ্ট হইতেছে, চারি প্রকারে ভেদ ত লক্ষিত হইতেছে না। অতএব হে প্রভো। হে ভবভাবন। যদি আমায় এতদ্বিষয় শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করেন, তাহা হইলে কৃপা করিয়া যথার্থরূপে আমায় বলুন, ইহা কি ভগবানের মায়া! অথবা প্রকৃত ঘটনা! ভগবান্ ব্রহ্মা এতদ্বাক্য শ্রবণে সন্দিগ্ধচেতা নৃপবরকে কহিলেন,—নৃপ। ভগবানের নরসিংহাকৃতিই আদি মূর্ত্তি; এ জন্য তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ দর্শনেই ভগবান্ নারায়ণ সেই মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। হে নৃপশার্দ্দূল। ইহা দারুময়ী মূর্ত্তি এই বিবেচনায় ইহাতে যেন তোমার প্রতিমা-বুদ্ধি না জন্মায়, সর্ব্বদুঃখখণ্ডন ও অখণ্ডানন্দদান হেতু ইহা সাক্ষাৎ পরব্রহ্মাকৃতি [illegible] পরব্রহ্ম; স্বভাবতঃ দারুবৎ [illegible] চতুর্ব্বেদানুসারেই জগৎস্রষ্টা দেব

নারায়ণ যে এইরূপ দারুময়, তাহা সকলেরই পরিজ্ঞাত আছে। এই মাত্র তিনিই অখিল জগদ্বস্তুর স্রষ্টা, অন্য কেহই প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, এজন্য তিনি আপনাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। অপিচ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এই উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ২৩—৪০। প্রলয়কালে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজ করেন এবং পুনরায় সৃষ্টিপ্রারম্ভে ভেদ উপস্থিত হয়। হে ভূপ! শব্দ এবং শব্দার্থ যে পরস্পর নিত্যাপেক্ষী, তাহাতেও আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দেখ, অর্থভাবে কোন শব্দই নাই, এবং শব্দাভাবেও অর্থ বোধ হয় না, এজন্য চতুর্ব্বেদই শব্দ ও অর্থময়; সুতরাং দেব ব্রহ্ম এবং দেবাদেশও ব্রহ্মাদেশ জানিবে। হলধর বলদেব ঋগ্বেদরূপী, নৃসিংহদেব সামবেদরূপী, এই সুভদ্রাদেবী যজুর্ব্বেদরূপিণী ও সুদর্শন চক্র অথর্ব্ববেদরূপী বলিয়া কথিত আছে। ভগবানের ভেদবিষয়ে এইরূপ চারিপ্রকার ভেদ জানিও এবং অভেদ বুদ্ধিতে এক পদার্থেই সমষ্টি বুঝিবে। অতএব এবিষয়ে তোমার যেন কোন সংশয় না হয়, একমাত্র বিভু ভগবান্ই বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ভগবানের অন্যান্য অবতারেও এইরূপ নিয়মে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে জানিও। হে নৃপ। আমি তোমায় জগন্নাথদেবের ভেদাভেদের বিষয় কহিলাম, এক্ষণে তোমার যাহাতে মনের সন্তোষ হয়, সেইরূপ জ্ঞানেই ভক্তিসহকারে জগন্নাথ দেবের সেবা কর। এই প্রভু জগন্নাথদেব, সর্ব্বরূপ ও সর্ব্বমন্ত্রময়, ইঁহাকে যে যে উদ্দেশে আরাধনা করিবে,

ঘটিতং নৃপ। তত্ত্বৎসংস্থানমবাপ্যেহ তত্ত্বৎসন্তোষকারকঃ ॥ ৪৮ ॥ এবং মহিম্না ভগবানাবির্ভূয়াত্তবপুঃ। যস্য যাবাংশ্চ বিশ্বাসস্তস্য সিদ্ধিশ্চ তাবতী ॥ ৪৯ ॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা। সমারাধয় গোবিন্দমত্র দারুবপুর্দ্ধরম্ ॥ ৫০ ॥ চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্তৌ যথাভিলষিতং তব। অনেন মন্ত্ররাজেন বিষ্ণুমেনং সমর্চ্চয় ॥ ৫১ ॥ অতঃ পরতরো মন্ত্রো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। অনেনাভ্যর্চ্চিতো বিষ্ণুঃ প্রীতো ভবতি তৎক্ষণাৎ। দদাতি স্বপুরঞ্চাপি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৫২ ॥ যজ্ঞৈস্তীর্থৈর্ব্রতৈর্দানৈস্তপোভিশ্চাপি তস্য কিম্। নীলাচলস্থং যো বিষ্ণুং দারুমূর্ত্তিমুপাস্তি বৈ ॥ ৫৩ ॥ তত্ত্বং ব্রবীমি তে ভূপ শ্রুত্বৈতদবধারয় ॥ ৫৪ ॥ ন্যগ্রোধমূলে কূলেঽস্য সিন্ধোর্নীলাচলে স্থিতম্। দারুব্যক্তীকৃতং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বা মুচ্যেন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবতো নৃসিংহমূর্ত্তিপরিগ্রহো -
নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। ইত্যুক্তা নৃপশার্দ্দুলং লোকসংগ্রহণায় বৈ। সিংহাকৃতিং স্বহৃদয়ে উক্তবোক্ত কমলাসনঃ। পূর্ব্বং প্রকাশরূপং যদ্বিধোক্তং প্রকটীকৃতম্ ॥ ১ ॥ রথাবরোহণে দৃষ্টাশ্চতস্রো মূর্ত্তয়ঃ পুরা। তা এব সিংহাসনগাঃ সর্ব্বে তে দদৃশুঃ পুনঃ ॥ ২ ॥ দ্বিষড়ক্ষরমন্ত্রেণ বলভদ্রমপূজয়ৎ ॥ ৩ ॥ সূক্তেন পৌরুষেণৈনং নারায়ণমনাময়ম্। দেবীসূক্তেন চক্রঞ্চ দ্বাদশাক্ষরকেণ চ। পূজয়িত্বানুগ্রহায় পার্থিবস্য স্তবেদয়ৎ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ ভক্তানুগ্রহকারক। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য জন্মানি ত্বয়ি ভক্তিং প্রকুর্ব্বতঃ ॥ ৫ ॥ সহস্রং সমতীতানি তদন্তে ত্বামলোকয়ৎ। ত্বদ্দর্শনং হি ভগবন্ তব সাযুজ্যকারণম্ ॥ যদ্যপ্যয়ং ভক্তিযোগেনেচ্ছাত ত্বাং সমর্চ্চিতুম্। তদাজ্ঞাপয় যেন ত্বাং ভক্তিযোগেন ভাবয়েৎ ॥ ৭ ॥ দেশকালব্রতাদ্যৈস্তু তথা চান্যোপচারকৈঃ ॥ ৮ ॥ ত্বন্মুখাম্ভোজগলিতমাজ্ঞামৃতরসং নৃপঃ। পিপাসুস্ত্বাং

তাহাকে সেইরূপই ফলদান করিবেন, সন্দেহ নাই। হে নৃপ! বিশুদ্ধ স্বর্ণ যেমন বিবিধ প্রকারে সন্তোষ উৎপাদন করে, একমাত্র ভগবান্‌ও স্বীয় মহিমায় এইরূপ নানারূপে আবির্ভুত হইয়া থাকেন। তবে, যাহার যেরূপ বিশ্বাস, তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হয়। রাজন্! তুমি বিশুদ্ধহৃদয়ে কায়মনোবাক্যে এই দারুময় গোবিন্দের আরাধনা কর। তোমার অভিলাষানুরূপ চতুর্ব্বর্গ ফললাভার্থ এ মন্দস্ত মন্ত্রে এই বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মন্ত্রকথন হয়ওনি ও হইবেও না! এই মন্ত্রে অর্চ্চিত হইলে ভক্তবৎসল ভগবান্ তৎক্ষণাৎ প্রীত হন, এমন কি স্বীয় পদও দান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নীলাচলস্থ এই দারুময় বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে, তাহার আর যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রত, দান বা তপস্যার প্রয়োজন নাই। হে ভূপ! আমি তোমায় প্রকৃত তত্ত্ব বলি, শ্রবণপূর্ব্বক অবধারণ কর। এই সিন্ধু-কূলে অক্ষয়বটমূলে নীলাচলস্থিত এই দারুময় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া সকলেই মুক্তিলাভ করিবে, সংশয় নাই। ৪১—৫৫।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—ভগবান্ কমলাসন, নৃপশার্দ্দুল ইন্দ্রদ্যুম্নকে এইরূপ কহিয়া জনসাধারণের কল্যাণার্থ স্বীয় হৃদয়ে ভগবানের সেই সিংহাকৃতি সংস্থানপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে রথ হইতে অবতারণ সময়ে তাঁহার যে প্রকার চারিমূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল, তখন তত্রত্য সকলেই সেই মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে সিংহাসনাধিরূঢ় দর্শন করিল। অনন্তর ব্রহ্মা, পুরুষসূক্ত মন্ত্রে সেই অনাময় নারায়ণকে, দ্বিষড়ক্ষর মন্ত্রে বলদেবকে, সূক্তমন্ত্রে, সুভদ্রা দেবীকে এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে সুদর্শন চক্রকে পূজা করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ কহিলেন,—হে ভগবান্ দেবদেবেশ! হে ভক্তানুগ্রহকারক! আপনার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া এই ইন্দ্রদ্যুম্নের সহস্রজন্ম অতীত হইয়াছে, তৎপরে আপনার দর্শন পাইয়াছে। হে ভগবন্! যদি আপনার দর্শন সাযুজ্য মুক্তির কারণ, তথাপি এ যখন ভক্তিযোগ সহকারে আপনাকে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তখন কি প্রকার দেশ কাল ব্রতাদি ও উপচারাদির দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিবে এবং যেরূপ ভক্তিযোগে আপনাকে ভাবনা করিবে, তদ্বিষয় আদেশ করুন। ১—৮। হে জগন্নাথ! দেখুন, এই নৃপবর ভবদীয় মুখ-কমল-বিগলিত আজ্ঞারূপ অমৃত-

জগন্নাথ পীতুজ্যোতোহনিমেষকম্ ।৯। জৈমিনিরুবাচ।
ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবঃ সাক্ষাৎ কমলযোনিনা।
দারুদেহোঽপি বিহসন্ প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা ॥ ১০ ॥
শ্রীভগবানুবাচ। ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রসন্নস্তে ভক্ত্যা নিষ্কাম-
কর্ম্মভিঃ। ত্বদন্যেনেদৃশী সম্পন্ন কেনাপ্যপবর্জ্জিতা ॥
১১ ॥ বরং দদামি তে ভূপ ময়ি ভক্তিঃ স্থিরাস্তু তে।
উৎসৃজ্য রত্নকোটিস্ত যন্ময়া যাতনং কৃতম্ ॥ ১২ ॥
ভগ্নেহপ্যেতস্য রাজেন্দ্র স্থানং ন ত্যজ্যতে ময়া ॥১৩॥
কালান্তরেঽপি যোঽপ্যস্যঃ প্রাসাদং কারয়িষ্যতি।
তবৈব কীর্ত্তিঃ সা নূনং ত্বৎপ্রীত্যা তত্র মে স্থিতিঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে।
প্রাসাদভঙ্গে তৎস্থানং ন ত্যক্ষ্যামি কদাচন ॥ ১৪ ॥
অনেন দারুবপুষা স্থাস্যাম্যত্র পরার্দ্ধকম্। দ্বিতীয়ং
পদ্মযোনেস্ত যাবৎপরিসমাপ্যতে ॥ ১৫ ॥ মনোঃ
স্বায়ম্ভুবস্যাংশে দ্বিতীয়ে তু চতুর্যুগে। কৃতস্য প্রথমে
জ্যৈষ্ঠে দর্শেতি ক্রতুসংস্থিতিঃ ॥ ১৬ ॥ জ্যৈষ্ঠ্যামহঞ্চা-

রস পান করিতে ইচ্ছুক হইয়া অনিমেষনেত্রে আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। সাক্ষাৎ কমল-যোনি জগন্নাথ দেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তিনি দারুময় হইলেও, হাস্য করত গম্ভীর বচনে কহিলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমার ভক্তি ও নিষ্কাম-কর্ম্মসমূহে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমা ভিন্ন অপর কেহ কখন এরূপ সম্পদ্ লাভ করে নাই। অতএব হে ভূপ! আমি তোমায় এই বর দিতেছি যে, আমার প্রতি তোমার ভক্তি অচলা হউক। হে রাজেন্দ্র! তুমি যখন কোটি কোটি রত্ন উৎসর্গ করিয়া আমার মন্দির স্থাপন করিয়াছ, তখন ইহা ভগ্ন হইলেও আমি কখন এই স্থান পরিত্যাগ করিব না। কালান্তরেও যদি কেহ এই স্থানে আমার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেয়, নিঃসন্দেহ তাহা তোমারই কীর্ত্তি হইবে এবং তোমার প্রতি আমার অসীম প্রীতি বশতঃ সেই মন্দিরেও আমি অবস্থিতি করিব। আমি তোমায় ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি যে, এই প্রসাদ ভূমিসাৎ হইলেও কদাচ আমি এই স্থান ত্যাগ করিব না। পদ্মযোনির দ্বিতীয় পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত আমি এই দারুময় দেহে অবস্থিত থাকিব। রাজন! স্বায়ম্ভুব মনুর সত্যাদি চতুর্যুগের দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের মদীয় দর্শন-[illegible] প্রভাবেই আমার আবির্ভাব [illegible] এবং আমি জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমাতে অব-

বতীর্ণস্ত্বৎপুণ্যেঃ জন্মবাসরম্। তস্মাং মে স্নপনং
কুর্য্যাৎ মহাস্নানবিধানতঃ ॥ ১৭ ॥ প্রত্যর্চ্চায়াং
মহারাজ সাধিবাসং সমৃদ্ধিমৎ। পাপং বিনাশয়িষ্যামি
কোটিজন্মভিরর্জ্জিতম্ ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বতীর্থক্রতুফলং
সর্ব্বদানফলং তথা। পশ্যতাঞ্চাপি রাজেন্দ্র ফলং
তাবৎ প্রপদ্যতে ॥ ১৯ ॥ ন্যগ্রোধাদুত্তরে কূপঃ
সর্ব্বতীর্থময়োঽস্তি বৈ। স্নানায় পূর্ব্বং নির্ম্মায়
কিঞ্চিদাচ্ছাদিতং ভুবা ॥ ২০ ॥ অবতীর্ণস্ত্বিহং
পশ্চাৎ [illegible] বিবেচ্য প্রকাশয় ॥ ২১ ॥ সংস্কার্য্যঃ
স চতুর্দ্দশ্যাং বলিং দত্ত্বা বিধানতঃ। রক্ষক-
ক্ষেত্রপালায় দিশাং পালেভ্য এব চ ॥ ২২ ॥ কম্বু-
কাহালমুরজধ্বনিযুক্তমবাদিষু। দ্বিজাতয়ঃ স্বর্ণকুম্ভৈ-
রুদ্ধরেয়ুস্ততো জলম্ ॥ ২৩ ॥ জ্যৈষ্ঠ্যাং প্রাতস্তনে
কালে ব্রহ্মণা সহিতঞ্চ মাম্। রামং শুভদ্রাং
সংস্নাপ্য মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥ স্নাপ্যমানস্তু যঃ
পশ্যেন্মাং তদা নৃপসত্তম। দেহবন্ধমবাপ্নোতি ন
পুনঃ স তু পুরুষঃ। কারয়িত্বা দৃঢ়ং মঞ্চমৈশান্যাং
দিশি মণ্ডিতম্। বিতানশোভারচিতং চন্দনাস্তঃ-

তীর্ণ হইয়াছি, এজন্য ঐ দিবসই আমার পুণ্য জন্মদিন। অতএব হে মহারাজ! ঐ দিবস মদীয় প্রতিমাকে অধিবাস-পুরঃসর মহাস্নানবিধানানুসারে মহাসমারোহে স্নান করাইবে, তাহা হইলে আমি কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনাশ করিব।১—১৮। অধিক কি, হে রাজেন্দ্র! যাহারা আমার ঐ স্নানযাত্রা দর্শন করিবে, তাহাদিগেরও সমুদয় তীর্থস্নান, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান ও সর্ব্ববিধ দানের ফল হইবে। নৃপতে! ঐ বৃক্ষের উত্তরে সর্ব্বতীর্থময় এক কূপ আছে, উহা এক্ষণে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকায় আবৃত হইয়া গিয়াছে, আমি স্নানার্থ পূর্ব্বে উহা নির্ম্মাণ করিয়া পরে অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব তুমি এক্ষণে নির্ণয়পূর্ব্বক তাহার আবিষ্কার কর। রক্ষক-ক্ষেত্রপাল ও দিক্‌পালগণের উদ্দেশে যথাবিধানে বলিপ্রদানপূর্ব্বক শঙ্খ, কাহল ও মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করত চতুর্দ্দশীতে ঐ কূপের সংস্কার করিবে। দ্বিজাতিগণ স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা উহা হইতে জল উত্তোলন করিবে এবং সেই জল দ্বারা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত আমাকে, বলরামকে ও সুভদ্রাকে স্নান করাইলে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। হে নৃপসত্তম! যে ব্যক্তি স্নানকালে আমাকে অবলোকন করিবে, তাহাকে পুনরায় দেহবন্ধন প্রাপ্ত হইতে হইবে না। রাজন!

সমুক্ষিতম্॥ ২৬॥ তত্র মাং রামভদ্রাভ্যাং স্নাপয়িত্বা পুনর্নয়েৎ॥ ॥ ২৭॥ দক্ষিণাভিমুখং যান্তং যো মাং পশ্যতি ভক্তিতঃ। তত্তদ্রূপমবাপ্নোতি মনসা যদ্যদিচ্ছতি॥ ২৮॥ ততঃ পঞ্চদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ। অচিত্রমবিরূপং বা ন পশ্যেত্তু কদাচন॥ ২৯॥ জ্যেষ্ঠস্নানমিদং কৃত্বা দৃষ্ট্বা বাপি প্রমুচ্যতে। গুণ্ডিচাখ্যাং মহাযাত্রাং প্রকুর্ব্বীথাঃ ক্ষিতীশ্বর। যস্যাঃ সংকীর্ত্তনাদেব নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ মাঘমাসস্য পঞ্চম্যামষ্টম্যাং চৈত্রশুক্লকে॥ ৪১॥ এতে কালাঃ প্রশস্তা হি গুণ্ডিচাখ্যমহোৎসবে। বিশেষান্মোক্ষদাষাঢ়দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা॥ ৩২॥ ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা প্রীতয়ে মম। আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা॥ তস্যাং রথে সমারোপ্য রামঞ্চ ভদ্রয়া সহ। মহোৎসবং প্রবর্ত্ত্যাথ প্রণয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্॥ ৩৩॥ গুণ্ডিচামণ্ডপং নাম যত্রাহমজনং পুরা। অশ্বমেধসহস্রস্য মহাবেদী তদাভবৎ। তস্যাঃ পুণ্যতমং স্থানং পৃথিব্যাং নেহ বিদ্যতে॥ ৩৪॥ যত্রাজুহোঃ পঞ্চশতবর্ষাণি প্রীতয়ে মম॥ ৩৫॥ মম প্রীতিকরং স্থানং তস্মাদস্তিহয়াগতম্। যথায়ং নীলশিখরী প্রাসাদেন তবাধুনা। চতুর্ম্মুখানুরোধেন মহৎপ্রীতিকরো মম। তথা নৃসিংহক্ষেত্রঞ্চ মহাবেদী তব ক্রতোঃ ২৭॥ মদোৎপত্তেশ্চ নিলয়ং প্রীতিকৃন্মম শাশ্বতম্। বহুকালং স্থিতশ্চাহং মমাস্মিন্ প্রীতিরুত্তমা॥ ৩৮॥ আত্মা মে পদ্মভূরেষ প্রাসাদে স্থাপিতোঽমুনা। অস্যানুরোধাত্ত্বদ্ভক্ত্যা হ্যবতিষ্ঠেঽত্র নিত্যদা॥ ৩৯॥ দিনানি নব যাস্যামি তথা তস্মাদিহাগতঃ। তত্রাস্তি তে মহারাজ সর্ব্বতীর্থময়ং সরঃ॥ ৪০॥ তত্তীরে সপ্তদিবসান্ স্থাস্যাম্যনুজিঘৃক্ষয়া। তত্র স্থিতং মাং পশ্যন্তো যান্তি মর্ত্ত্যা মমালয়ম্। তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং ভুবনত্রয়ে। তানি সর্ব্বাণি সরসি মৎ-

---

ঈশান দিকে চন্দনাম্ভঃসমুক্ষিত চন্দ্রাতপশোভিত সুসজ্জিত দৃঢ়তর একটী মঞ্চ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি বলরাম ও সুভদ্রার সহিত আমাকে স্নান করাইয়া পুনরায় স্বস্থানে উপনীত করিবে। দক্ষিণাভিমুখে গমনকালে ভক্তিভাবে যে আমায় দর্শন করিবে, সে মনে মনে যে যে বিষয় বাসনা করে, তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে নৃপ! এইরূপে আমায় পঞ্চদশ দিবস স্নান করাইয়া অঙ্গরাগবিহীন বিরূপাবস্থায় কদাচ আমাকে দর্শন করিবে না। হে ক্ষিতীশ্বর! এইরূপে আমায় জ্যৈষ্ঠস্নান করাইয়া বা তৎকার্য্য দর্শন করিয়া অবশ্যই সকলে মুক্তিলাভ করিবে; এতদ্ভিন্ন তুমি আমার গুণ্ডিচা নামক মহোৎসবও করিবে। উক্ত মহাযাত্রার নামোল্লেখ করিলেও মানব নিষ্পাপ হয়। মাঘমাসীয় শুক্লা পঞ্চমী ও চৈত্রমাসীয় শুক্লাষ্টমী গুণ্ডিচা মহোৎসবের সুপ্রশস্ত কাল। বিশেষতঃ আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া যদি পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা হয়, তাহা হইলে তাহা অতীব প্রশস্ততম, তাহা সকলেরই মোক্ষদাত্রী। উক্ত নক্ষত্রের অলাভে উক্ত তিথিতেই সেই মহোৎসব কর্ত্তব্য; কারণ, ঐ তিথি আমার পরম প্রীতিকর। আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়াতে যদি পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে ঐ দিনে সুভদ্রার সহিত আমাকে ও বলরামকে রথে আরোহণ করাইয়া দ্বিজবরগণকে প্রীত ও রথযাত্রারূপ মহোৎসব করত যে স্থানে আমি পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি এবং যে স্থানে ত্বদীয় সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাবেদী, সেই গুণ্ডিচামণ্ডপে আমাদিগকে লইয়া যাইবে। পৃথিবীতে সেই স্থান অপেক্ষা পবিত্রতম স্থান আর নাই।১৭—৩৪। তুমি পূর্ব্বে আমার প্রীত্যর্থে তথায় ক্রমান্বয়ে পঞ্চশতবর্ষকাল আহুতি প্রদান করিয়াছ বলিয়া সেই স্থান অপেক্ষা আমার প্রীতিকর স্থান ধরাতলে আর নাই। ত্বদীয় প্রতিষ্ঠিত এই প্রাসাদ ও ব্রহ্মার অনুরোধ হেতু এক্ষণে এই নীলগিরি যেমন আমার মহৎ প্রীতিকর স্থান হইয়াছে, ত্বদীয় অশ্বমেধ-যজ্ঞের মহাবেদী নৃসিংহ-ক্ষেত্রও আমার সেইরূপ জানিবে। উহা আমার জন্মনিলয় বলিয়াও অখণ্ডপ্রীতিজনক। আমি ঐ স্থানে বহুকাল অবস্থিতি করিয়াছি, এজন্য তথায় আমার অতুল প্রীতি আছে। রাজন্! এই পদ্মযোনি ব্রহ্মা আমার আত্মার স্বরূপ, তজ্জন্য ইনি যখন আমায় এই প্রাসাদে স্থাপিত করিয়াছেন, তখন সেই অনুরোধে এবং তোমার ভক্তির অনুরোধেও আমি চিরদিন এই স্থানে অবস্থিতি করিব। মহারাজ! আমি তথায় নয় দিবস গমন করিব এবং তথা হইতে এই স্থানে আগমন করিব। তথায় তোমার সর্ব্বতীর্থময় যে এক সরোবর আছে, তোমার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ সেই সরোবরতীরে আমি সপ্তদিবস অবস্থান করিব, তথায় অবস্থিতিকালে যে সকল মানব আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা মদীয় আলয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে। ত্রিভুবনমধ্যে যে সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থ আছে, মৎ-

সান্নিধ্যাত্তবন্তি বৈ ॥ ৪২ ॥ তত্র স্নাত্বা চ বিধিবৎ দৃষ্ট্বা মাং ভক্তিভাবিতাঃ । জননীজঠরক্লেশং পুনর্নাভুভবন্তি বৈ ॥ ৪৩ ॥ নবমে তু সমায়ান্তং দক্ষিণাভিমুখং তদা ॥ যে পশ্যন্তি প্রতিপদমশ্বমেধক্রতোঃ ফলম্ ॥৪৪॥ প্রাপ্য ভোগানিন্দ্রসমান্ ভুক্তান্তে তে বিশন্তি মাম্ । উত্থাপনং মম স্বাপং মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনম্ । মার্গে প্রাবরণঞ্চৈব পুষ্যস্নানমহোৎসবম্ ॥৪৫॥ ফাল্গুন্যাং ক্রীড়নং কুর্য্যাদ্দোলায়াং মম ভূমিপ ॥ (১) অনয়োর্মাং সমভ্যর্চ্চ্য দৃষ্ট্বা চ প্রণিপত্য চ । প্রত্যেকমষ্টসাহস্রবাজিমেধফলং লভেৎ ॥ ৪৮ ॥ চৈত্রে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং কুর্য্যাৎ কামপ্রপূজনম্ ॥৪৯॥ (২) বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা । তত্র মাং লেপয়েদ্গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্ ॥ ৫০ ॥ প্রীতয়ে মম যে কুর্য্যুরুৎসবান্ মম শাশ্বতান্ । চতুর্ব্বর্গপ্রদা হ্যেতে প্রত্যেকং তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫১ ॥ জৈমিনিরুবাচ । ইতি দত্ত্বা বরং তস্মা ইন্দ্রদ্যুম্নায় ভো দ্বিজাঃ । ব্রহ্মাণমাহ ভগবান্ স্মেরাস্যোরুহসম্মুখঃ ॥ ৫২ ॥ চতুর্ম্মুখ তব প্রীত্যৈ সর্ব্বং সম্পাদিতং ময়া । ত্বদিচ্ছা হি মমৈবেচ্ছা ন ভেদ আবয়োর্ধ্রুবম্ ॥ ৫৩ ॥ যন্মাং মাধবমূর্ত্তিং ত্বং পুরা প্রার্থিতবানসি । তস্যৈব পরিপাকোঽয়মবতারঃ কৃতো ময়া ॥ ৫৪ ॥ মামত্র দৃষ্ট্বা চাভ্যর্চ্চ্য প্রাণান্ সন্ত্যজ্য মুচ্যতে. ক্রমাৎ সর্ব্বং ত্বয়া সার্দ্ধং মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫ ॥ যদেবাভিষজন্ মর্ত্ত্যো মামত্র হি নিষেবতে । অবশ্যং তদবাপ্নোতি সঙ্গত্যা তব ভূপতে ॥ ৫৬ ॥ ব্রজেদানীং সত্যলোকং ত্রিদিবং যান্তু দেবতাঃ । তবায়ুঃপূর্ণপর্য্যন্তমহমত্র স্থিতো ধ্রুবম্ ॥ ৫৭ ॥ ততস্তে হর্ষিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মর্ষিসুরসত্তমাঃ । প্রণম্য শিরসা দেবং জগ্মুস্তে নিলয়ং স্বকম্ ॥ ৫৮ ॥ দেবোঽপি চ জগন্নাথঃ প্রতিমারূপ-

সান্নিধ্য বশতঃ তৎসমস্তই সেই সরোবরে উপস্থিত হইবে, এজন্য ভক্তিভাবে তথায় যথাবিধি স্নানান্তে আমাকে দর্শন করিলে পুনরায় আর জননী-জঠরে মানবগণকে ক্লেশ-ভোগ করিতে হইবে না, এবং নবম দিবসে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রাকালে যাহারা আমায় অবলোকন করিবে, তাহারা প্রতিপদে অশ্বমেধযজ্ঞের ফলভাগী হইবে এবং ইহলোকে ইন্দ্রের ন্যায় রাজভোগ উপভোগ করিয়া দেহান্তে আমার সাযুজ্যলাভ করিবে, সন্দেহ নাই। হে ভূমিপ। এবম্প্রকারে আমার শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন, উত্থাপন, অগ্রহায়ণ মাসে প্রাবরণ, পুষ্যাস্নান এবং ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রারূপ মহোৎসব করিবে। মানবগণ উক্ত দোলযাত্রা ও পুষ্যাস্নানরূপ মহোৎসবে আমাকে দর্শন, অর্চ্চন ও প্রণিপাত করিলে নিঃসন্দেহ দর্শনাদি প্রত্যেক কার্য্যে অষ্ট সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল পাইবে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে কামপ্রপূজননামক উৎসব করিবে এবং বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়াতে চন্দনাদি বিলেপনে সুন্দররূপে আমাকে লেপন করিবে। যাহারা আমার প্রীত্যর্থে উল্লিখিত উৎসব সকল করিবে, তাহাদিগকে প্রত্যেক উৎসবই চতুর্ব্বর্গফল দান করিবে, ইহা তোমায় কহিলাম। ৩৫—৫১। জৈমিনি বলিলেন,—হে দ্বিজবর্গ। ভগবান্ হরি, ইন্দ্রদ্যুম্নকে এইরূপ বরদানপূর্ব্বক ঈষৎহাস্য-বিকসিত-মুখ-কমলে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—চতুর্ম্মুখ! তোমার প্রীতির নিমিত্ত সমুদয় ত্বদীয় অভীষ্ট বিষয়ই সম্পাদন করিলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহা আমারই ইচ্ছা, কারণ তোমাতে ও আমাতে অণুমাত্র ভেদ নাই। পূর্ব্বে তুমি যে আমার নিকট মাধবমূর্ত্তি ধারণের প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহারই পরিণামস্বরূপ এই জগন্নাথদেবরূপ অবতারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছি। এইস্থানে আমাকে দর্শন ও অর্চ্চনাপূর্ব্বক যে কেহ প্রাণত্যাগ করিবে, সেই সংসার হইতে মুক্ত হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলেই তোমার সহিত আমার সাযুজ্য লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। মানব যে কোন বিষয় বাঞ্ছা করত এই স্থানে আমার সেবা করিবে, হে ব্রহ্মন্! তোমার অধিষ্ঠান হেতু অবশ্যই তত্তৎ অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি সত্যলোকে গমন কর এবং দেবগণও সুরপুরে যাউন। আমি নিশ্চয়ই তোমার জীবিতকাল পর্য্যন্ত এস্থানে অবস্থিতি করিব। অনন্তর ব্রহ্মর্ষি ও সুরবর প্রভৃতি সকলেই সানন্দচিত্তে শ্রীজগন্নাথদেবকে অবনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে প্রতিমারূপী দেব জগন্নাথও [illegible] মানবগণের আনন্দ উৎপাদন

(১) দোলায়াং যেঽপি পশ্যন্তি দক্ষিণাভিমুখং পূজিতম্ । ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ ইতি চাধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে ।

(২) চৈত্রে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং দর্শনৈর্ম্মে প্রপূজনম্ । [illegible] যে কুর্ব্বন্তি সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥

ধুক্ তদা । তুষ্ণীং তিষ্ঠতি সর্ব্বেষাং হর্ষমাপাদয়ন্নৃণাম্ ॥ ৫৯ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুভক্তো দৃঢ়ব্রতঃ । অনুব্রজ্য পদ্মযোনিং তেনাদিষ্টো ন্যবর্ত্তত ॥ ৬০ ॥ যাত্রাঃ সর্ব্বা ভগবত আজ্ঞপ্তাঃ সাধু কারয় । তস্মিন তুষ্টে জগন্নাথে সন্তুষ্টং বৈ চরাচরম্ ॥ ৬১ ॥ ইত্যাজ্ঞাং পদ্মযোনেস্তু মূর্দ্ধ্ন্যাধায় ক্ষিতীশ্বরঃ । নারদেন সহ শ্রীমান্ বিধিনা চ সমৃদ্ধিমৎ । জ্যেষ্ঠস্নানাদিকং সর্ব্বমুৎসবং নিরবর্ত্তয়ৎ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দারুব্রহ্মণঃ সকাসাদিন্দ্রদ্যুম্নস্য বরলাভো নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ । চকার কেন বিধিনা জন্মস্নানং শ্রিয়ঃ পতেঃ । অন্যানপ্যুৎসবান সর্ব্বান্ বিধিবদ্‌ব্রূহি নো মুনে ॥ ১ ॥ নারদেন পুরা প্রোক্তং সর্ব্বং তে মুনিসত্তম । বিভজ্য কথয় স্বামিন্ জ্যেষ্ঠস্নানং যথাতথম্ ॥ ২ ॥ মাহাত্ম্যং স্নানভেদেন কথং তস্যোৎসবান্ মুনে । স হি বেদ তমঃপারে ব্রহ্ম ব্রহ্মসুতো মুনে ॥ ৩ ॥ তৎসর্ব্বং ব্রূহি তত্ত্বেন তত্র কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৪ ॥ অহো ভাগ্যং নরপতেরিন্দ্রদ্যুম্নস্য ভো মুনে । যদ্যেতাবত্তু কর্ম্মান্তে অত্যদ্ভুতমিদং মহৎ ॥ ৫ ॥ ন শ্রুতা হি ন দৃষ্টা হি প্রতিমা দারুনির্ম্মিতা । সজীবতনুবৎ সাক্ষাদ্বরং দদ্যান্মনুষ্যবৎ ॥ ৬ ॥ স্মারং স্মারং ভগবতশ্চরিতং পাপনাশনম্ । চরিতং তস্য নৃপতের্দুর্লভং মর্ত্ত্যবাসিনাম্ ॥ ৭ ॥ ন সন্তোষোঽস্তি ভগবন্ শৃণ্বতাস্মো মহামুনে । তদ্বদানুক্রমেণাস্মান্ যাত্রাঃ সর্ব্বাঘনাশনাঃ । যাসাং সন্দর্শনদ্বাসো বৈকুণ্ঠে ইতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮ ॥ যাত্রামাহাত্ম্যবক্তাসৌ যঃ সাক্ষান্মধুসূদনঃ । তন্নো বদ মহাভাগ জগতাং হিতকাম্যয়া ॥ ৯ ॥ জৈমিনিরুবাচ । জ্যৈষ্ঠস্নানং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনয়োঽধুনা । জ্যেষ্ঠশুক্লদশম্যান্তু

করত তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুভক্ত দৃঢ়ব্রত নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান্ ব্রহ্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত তাঁহার আদেশক্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—নৃপতে! তুমি এক্ষণে ভগবানের সর্ব্বপ্রকার যাত্রা-মহোৎসব সম্যক্ রূপে সম্পাদন কর। সেই ভগবান্ জগন্নাথ সন্তুষ্ট হইলেই সমুদায় চরাচর সন্তুষ্ট হইবে। শ্রীমান্ ক্ষিতীশ্বর ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান্ পদ্মযোনির এই আদেশবাক্য মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নারদের সহিত মহাসমারোহে জ্যেষ্ঠস্নানাদি সর্ব্ববিধ উৎসব যথাবিধানে নিষ্পাদন করিলেন। ৫২—৬২।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৯॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনে! নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন কিরূপ বিধানে ভগবান্ শ্রীপতির জন্মস্নান-মহোৎসব ও অন্যান্য সমুদায় উৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন, আমাদিগকে তাহা বিধিবৎ বলুন। হে মুনিসত্তম! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ আপনাকে সমুদয় বিষয়ই বলিয়াছেন, হে স্বামিন্! আপনি এক্ষণে বিভক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠস্নানের বিষয় যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন। মুনে! ভগবানের স্নানভেদে মাহাত্ম্য এবং উৎসব সকলই কি প্রকারে সম্পাদিত হইয়াছিল বলুন। ব্রহ্মার মানসপুত্র দেবর্ষি নারদ তমোগুণাতীত ব্রহ্মের বিষয় সমস্তই অবগত আছেন। অতএব আমাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল যথার্থরূপে ব্যক্ত করুন, তদ্বিষয় শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিতেছে।১—৪। মুনে! অহো! নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের কি অদ্ভুত ভাগ্য, কর্ম্মান্তে যদি বাস্তবিকই সেইরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। কেহ কখন এইরূপ কথা শুনেও নাই, ও দেখেও নাই যে, দারুময়ী প্রতিমা সাক্ষাৎ সজীবশরীর হইয়া মনুষ্যবৎ বর দান করে। হে ভগবন্! তজ্জন্য ভগবানের পাপনাশন অদ্ভুত মহিমা এবং নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের ও মর্ত্ত্যবাসীদিগের দুর্লভ আশ্চর্য্য চরিত্রের বিষয় পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। হে মহামুনে! আপনার মুখে তাহাদিগের চরিত্রকথা শ্রবণে কিছুতেই আমাদিগের তৃপ্তির শেষ হইতেছে না, অতএব কৃপা করিয়া যথাক্রমে ভগবানের সর্ব্বপাপপ্রণাশ যাত্রোৎসবের বিষয় আমাদিগকে বলুন। ঐ সকল যাত্রামহোৎসব সন্দর্শন করিলে বৈকুণ্ঠে বাস হয়। কারণ, যিনি সাক্ষাৎ মধুসূদন, তিনিই স্বয়ং যাত্রামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব হে মহাভাগ! আপনি অখিল জগতের হিতকামনায় তদ্বিষয় আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন। জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! অধুনা জ্যেষ্ঠস্নানের বিষয়

ব্রতং সঙ্কল্প্য বাগ্‌যতঃ। প্রাতরুত্থায় কুর্ব্বীত পঞ্চতীর্থং বিধানতঃ ॥ ১০ ॥ মার্কণ্ডেয়াবটং গত্বা আচম্য প্রযতঃ পুমান্। প্রার্থয়েচ্ছঙ্করং নত্বা কৃতাঞ্জলিপুটোঽগ্রতঃ ॥ ১১ ॥ অতিতীক্ষ্ণ মহাকায় কল্পান্তদহনোপম। ভৈরবায় নমস্তুভ্যমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥ ১২ ॥ ততঃ প্রবিশ্য তীর্থং তদ্বৈদিকৈঃ পঞ্চবারুণৈঃ। অঘমর্ষণসূক্তেন ত্রিরাবৃত্তেন বৈ দ্বিজাঃ। স্নাত্বা যথাবৎ সংস্নায়ান্মন্ত্রেণানেন চান্ততঃ ॥ ১৩ ॥ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ। স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্ ॥ ১৪ ॥ সংসারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্তমচেতনম্। ত্রাহি মাং ভগনেত্রঘ্ন ত্রিপুরারে নমোঽস্তু তে ॥ ১৫ ॥ এবং স্নাত্বা বহির্গত্বা ধৌতবাসাঃ সপুণ্ড্রকঃ। দেবান্ ঋষীন্ পিতৃংশ্চৈব তর্পয়িত্বা যথাবিধি ॥ ১৬ ॥ প্রবিশ্য শঙ্করাগারং স্পৃষ্ট্বা বৃষণয়োর্বৃষম্। মন্ত্রেণানেন ভো বিপ্রাঃ সর্ব্বক্রতুফলং লভেৎ ॥ ১৭ ॥ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ্‌যজ্ঞস্ত্বং স্বর্ণশৃঙ্গস্ত্রয়ীবপুঃ। গোপতে বাহরূপী ত্বং শূলিনং ত্বাং নমাম্যহম্ ॥ ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু নমস্তে শশিভূষণ। ত্রাহি মাং ত্বং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোঽস্তু তে ॥১৯॥ অঘোরমন্ত্রেণ ততঃ পূজয়েদ্‌বৃষবাহনম্। পঞ্চব্রহ্মভিঋর্গ্‌ভিস্তু সংস্পৃশেল্লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ২০ ॥ অঙ্গুষ্ঠেন স্পৃশেল্লিঙ্গং মুষ্টিনা শক্তিমেব চ। পূজয়িত্বা তু বিধিবৎ স্তুত্বা দেবং পুরদ্বিষম্। দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ২১ ॥ মার্কণ্ডেয়াবটে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং চ শঙ্করম্। ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ২২ ॥ অন্তে শিবস্য সালোক্যং প্রাপ্য জ্ঞানং ততো নরঃ। ক্রমাচ্চ লভতে মুক্তিং মহাদেবপ্রসাদতঃ ॥ ২৩ ॥ ততো মৌনী ব্রজেদ্দেবং নারায়ণমনাময়ম্। তদ্দক্ষিণস্থিতং বিষ্ণুরূপং ন্যগ্রোধমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥ দর্শনেঽপি পাপানাং পাপসংহৃতিনাশনম্। তং দৃষ্ট্বা প্রণমেদ্ভূয়াদ ভাবয়ন্ পুরুষো-

---

বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জ্যৈষ্ঠশুক্লদশমীতে ব্রতের সঙ্কল্প করিয়া ঐ দিন বাগ্‌যত হইয়া থাকিবে, পরে প্রাতঃকালে উঠিয়া যথাবিধানে পঞ্চতীর্থ করিবে। মানব প্রথমে মার্কণ্ডেয়াবটে গমনপূর্ব্বক আচমনপূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করিযা প্রযতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থান করত এইরূপ প্রার্থনা করিবে। দেব! আপনার মহাকায় অতিতীক্ষ্ণ, এবং কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় তেজঃপ্রদীপ্ত। আমি ভৈরবরূপী আপনাকে নমস্কার করিতেছি; আপনি আমার তীর্থস্নানের অনুজ্ঞা দিন। দ্বিজগণ! অনন্তর তীর্থজলে অবতরণপূর্ব্বক বেদোক্ত পঞ্চ বারুণ মন্ত্র এবং ত্রিরাবৃত্ত অঘমর্ষণসূক্ত মন্ত্র দ্বারা স্নান করিয়া পুনরায় এই মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিবে।—হে দেবেশ! আপনি সর্ব্বপাপ-বিনাশক, অতএব সর্ব্বকল্যাণময় শান্তমূর্ত্তি আপনাকে নমস্কার। আমি এই তীর্থজলে স্নান করিতেছি, আমার সমুদয় পাতক বিনষ্ট হউক। হে ত্রিপুরারে! আপনি লোচনানলে দুর্নিবার মদনকেও ভস্মীভূত করিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনি আমায় পরিত্রাণ করুন। এইরূপে স্নানান্তে জলবহির্ভাগে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ধৌতবস্ত্র ও তিলক পরিধান করিবে। হে বিপ্রগণ! পরে দেবতা, ঋষি ও [illegible] যথাবিধি তর্পণ করিয়া শঙ্করা- [illegible]পূর্ব্বক, হে গোপতে! আপনি চতুষ্পাদ ধর্ম্ম, ও যজ্ঞস্বরূপ, আপনার শরীর ত্রয়ীময় ও শৃঙ্গ স্বর্ণভূষিত, আপনি ভগবান শঙ্করের বাহন এবং আপনি ত্রিশূলচিহ্নধারী আপনাকে নমস্কার” এই মন্ত্র দ্বারা শঙ্করবাহন-বৃষের বৃষণদ্বয় স্পর্শ করিয়া সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করিবে। অনন্তর এই মন্ত্রে শঙ্করকে নমস্কার করিবে। হে ত্রিলোচন! আপনাকে নমস্কার। হে শশিভূষণ! হে বিরূপাক্ষ! হে মহাদেব! আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি, আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন।৫—১৯। তৎপরে অঘোর ইত্যাদি মন্ত্রে বৃষবাহন মহাদেবের পূজা এবং পঞ্চব্রহ্ম-ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উক্ত লিঙ্গ ও মুষ্টি দ্বারা শক্তিপীঠকে স্পর্শ করা বিধেয়। এইরূপে ত্রিপুরারি মহেশ্বরকে যথাবিধি পূজা ও স্তুতিবাদ করিয়া মানবগণ নিঃসন্দেহ দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অত্যুত্তম ফল প্রাপ্ত হইবে। ফলে মার্কণ্ডেয়াবট তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিয়াই মানব যে, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অবিকল ফল লাভ করিবে, এবং দেহান্তে শিবসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে মহাদেবের প্রসাদে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনন্তর মৌনী হইয়া মার্কণ্ডেয়াবটের দক্ষিণ-ভাগে অবস্থিত সাক্ষাৎ অনাময় দেব নারায়ণস্বরূপ অক্ষয়-বটবৃক্ষ-সন্নিধানে গমন করিবে। ঐ অক্ষয়বট দর্শন করিলেই পাপীদিগের পাপপুঞ্জ বিদূরিত হইয়া যায়। দূর হইতে সেই বৃক্ষ দর্শন করিয়াই তাহাকে পুরুষোত্তম বিষ্ণুরূপে ভাবনা

চ্চমন্ ॥ ২৫ ॥ প্রদক্ষিণং ততঃ কুর্য্যাদিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ২৬ ॥ অমরস্ত্বং সদাকল্পে বিষ্ণোরায়তনং মহৎ। ন্যগ্রোধ হর মে পাপং বিষ্ণুরূপ নমোহস্তু তে ॥ ২৭ ॥ নমোহস্ত্বব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়স্থায়িনে। একাশ্রয়ায় জগতাং কল্পবৃক্ষায় তে নমঃ ॥ ২৮ ॥ স্তুত্বৈবং পূজয়েদ্ভক্ত্যা মূলে তস্য জনার্দ্দনম্। কোটিজন্মসমুদ্ভূতপাপাদেবং প্রমুচ্যতে। তচ্ছায়াক্রমণেনাপি নিষ্পাপো জায়তে নরঃ ॥ ২৯ ॥ ততঃ সুপর্ণং প্রণমেৎ যানরূপং হরেঃ পুরঃ। স্থিতং ভক্ত্যা নতো বিপ্রাঃ কৃতাঞ্জলিপুটো মুদা। ছন্দোময় জগদ্ধাম যানরূপ ত্রিবৃদ্বপুঃ। যজ্ঞরূপ জগদ্ব্যাপিন্ প্রীয়র্ণাগ্নস্ তে নমঃ ॥ ৩১ ॥ নত্বেত্থং গরুড়ং পাপান্মুচ্যতেঽনেকজন্মজাৎ। বাঙ্মনঃকর্ম্মনিয়তো গচ্ছেদ্দেবং বিচিন্তয়ন্ ॥ ৩২ ॥ প্রবিশ্য দেবতাগারং কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্। পূজয়েন্মন্ত্ররাজেন সূক্তেন পুরুষস্য বা। দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ যত্র বা জায়তে রুচিঃ ॥ ৩৩ ॥ পূজাধিকারিণঃ সর্ব্বে ব্রহ্মক্ষত্রবিশস্তথা। অন্যেষাং দর্শনং ভক্ত্যা তয়োর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৪ ॥ পঞ্চোপচারবিধিনা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। কৃতাঞ্জলিপুটো ভক্ত্যা ইদং স্তোত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক। ভক্তানুগ্রাহক সদা রক্ষ মাং পাদয়োর্নতম্ ॥ ৩৬ ॥ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন। জয়াশেষজগদ্বন্দ্যপাদাম্ভোজ নমোহস্তু তে ॥৩৭॥ জয় ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ বেদনিঃশ্বাসধারক। অশেষজগদাধার পরমাত্মন্নমোহস্তু তে ॥৩৮॥ জয় ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাদিদেবৌঘবন্দিতার্ত্তিহৃৎ। জয়াখিলজগদ্ধামন্নন্তর্যামিন্নমোহস্তু তে ॥ ৩৯ ॥ জয় নির্ব্যাজকরুণাপাথোধে দীনবৎসল। দীনানাথৈকশরণ বিশ্বসাক্ষিন্নমোহস্তু তে ॥ ৪০ ॥ সংসারসিন্ধুসলিলে মোহাবর্ত্তে সুদুস্তরে। ষড়ূর্ম্মিকুল-

---

করত প্রণাম করিবে। তদনন্তর "হে ন্যগ্রোধ! তুমি কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত অমর এবং বিষ্ণুর মহৎ-আবাসভূমি, অতএব হে বিষ্ণুরূপ! তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার পাপরাশি হরণ কর। তুমি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী, তোমার স্বরূপ অব্যক্ত, তুমি অখিল-জগতের একমাত্র আশ্রয়; অতএব হে কল্পবৃক্ষ! তোমাকে বারংবার নমস্কার করি! এই মন্ত্রপাঠে স্তুতিবাদ করত প্রদক্ষিণ করিবে। এইরূপে অক্ষয়বটের স্তব করিয়া তাহার মূলদেশে ভগবান্ জনার্দ্দনকে পূজা করিবে। এইরূপ করিলেই মানব কোটিজন্মসমুদ্ভূত-পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। অধিক কি, ঐ বৃক্ষের ছায়াস্পর্শ করিলেই মানব নিষ্পাপ হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! তৎপরে সেই অক্ষয়বটমূলস্থিত নারায়ণের সম্মুখবর্ত্তী তদীয় বাহন গরুড়কে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিসহকারে বিনম্রভাবে সানন্দে এই বলিয়া প্রণাম করিবে।—হে জগদ্ব্যাপিন্! আপনি বেদ ও যজ্ঞস্বরূপ, আপনি অখিল-জগতের আধার, ত্রিগুণাত্মা ও ভগবান্ বিষ্ণুর বাহন, অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনি প্রীত হউন। বিপ্রগণ! সেই গরুড়কে এইরূপে প্রণাম করিয়া মানব বহুজন্মার্জ্জিত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অনন্তর বাক্য মন ও কর্ম্মের বিষয়ে সংযত হইয়া মনে মনে দেব নারায়ণকে চিন্তা করিতে করিতে গমন করিবে, পরে দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রপ্রধান পুরুষসূক্ত বা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কিংবা যে মন্ত্রে অভিরুচি হয়, সেই মন্ত্র দ্বারা ভগবানকে পূজা করিবে। সমুদয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যই এই পূজার অধিকারী, আর অপর জাতিদিগের ভক্তিভাবে নামোচ্চারণ ও দর্শনই কর্ত্তব্য। ২০—৩৪। পঞ্চোপচার-বিধানে সেই পরমেশ্বরকে পূজা করিবে এবং পূজাবসানে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিসহকারে এই স্তোত্র পাঠ করিতে থাকিবে।—হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! একমাত্র আপনিই সংসার-সাগর হইতে নিস্তারকারী এবং ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ, অতএব আমি আপনার চরণে প্রণত হইতেছি, আমাকে রক্ষা করুন। হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! আপনি সর্ব্বপাপবিনাশন, আপনার জয় হউক। নাথ! ভবদীয় চরণকমল অখিল জগতের পূজনীয়, অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনার জয় হউক। হে অশেষ জগদাধার! আপনি কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, এবং বেদসকল আপনার নিশ্বাস-বায়ুস্বরূপ, অতএব হে পরমাত্মন্! আপনাকে নমস্কার। হে অন্তর্যামিন্! আপনি ব্রহ্মা ইন্দ্র ও রুদ্রাদি দেবগণের নমস্য এবং সকলের ক্লেশনাশক, আপনাতেই অখিলজগৎ অবস্থিত; অতএব আপনাকে নমস্কার। হে বিশ্বসাক্ষিন্! হে দীনবৎসল! আপনি দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয় এবং অকপট করুণারসের সাগরস্বরূপ, অতএব আপনার জয় হউক, আপনাকে নমস্কার। হে দেবেশ! সংসারসাগর অতি দুস্তর, কামাদি-ষড়ূর্ম্মিমালায় সতত সঙ্কুল বলিয়া কোন ক্রমেই কেহ সহজে উহার পারগমনে সমর্থ

দুস্পারে কুকর্মগ্রাহদারুণে ॥৪১॥ নিরাশ্রয়ে নিরালম্বে নিঃসারে দুঃখফেনিলে। তব মায়াগুণৈর্বদ্ধমবশং পতিতং ততঃ। মাং সমুদ্ধর দেবেশ কৃপাপাঙ্গ-বিলোকনাৎ॥ ৪২ ॥ তত্র মগ্নং সুরশ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ প্রকাশক। এক এব জগন্নাথ বন্ধুস্ত্বং ভবভীজুষাম্ ॥ ৪৩॥(১) ত্বৎসৃষ্টৌ তাদৃশো নাস্তি যো দীনপ্রতিপালকঃ। অবতীর্ণোঽসি লোকানামনুগ্রহধিয়া বিভো॥ ৪৪ ॥ পূর্ণকামস্য তে নাথ কিমন্যৎ কারণং ক্ষিতৌ। ত্বৎ-পাদপদ্মমাসাদ্য ন চিন্তাস্তি জগৎপতে॥ ৪৫ ॥ কুতস্তে চরণাম্ভোজং চতুর্বর্গৈক-সাধনম্। দর্শনাৎ সর্ব্বলোকানাং সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদম্॥ ৪৬ ॥ ততঃ সীরধ্বজং শেষং মন্ত্রেণ পরিপূজয়েৎ। দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রেণ নাম্না বা প্রণবাদিনা॥ ৪৭ ॥ গতা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ। অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ॥ ৪৮ ॥ যৎ সর্ব্বং বৈষ্ণবং কর্ম্ম প্রতিষ্ঠাদিপ্রকল্পিতম্। তন্মন্ত্রেণ প্রকর্ত্তব্যং বিষ্ণোঃ প্রীতিকরেণ বৈ॥ ৪৯ ॥ সর্ব্বেষাং মহিমাবাপ্তিরস্য সংসেবনাদ্ভবেৎ। স্বায়ম্ভুবো মনুর্নাম জজাপ মন্ত্র-মুত্তমম্॥ ৫০ ॥ প্রজাপতিত্বং সম্প্রাপ্য সসর্জ্জ চ চরাচরম্। একাগ্রমানসো ভূত্বা প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ। ৫১ ॥ জয় রাম সদারাম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। অবিদ্যা-পঙ্ক-রহিত নির্ম্মলাকৃতয়ে নমঃ॥ ৫২ ॥ জয়াখিলজগ-দ্ভাব-ধারণশ্রম-বর্জ্জিত। তাপত্রয়-বিকর্ষায় হলং কলয়তে সদা॥ ৫৩ ॥ প্রপন্নদীনত্রাণায় স্ফুটনেত্র-সরোরুহ। ত্বমেবেশ পরাশেষ-কল্মষক্ষালনপ্রভুঃ॥ ৫৪ ॥ প্রপন্নকরুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে। চরাচরা ফণাগ্রেণ ধৃতা চেয়ং বসুন্ধরা॥ ৪৫ ॥ মামুদ্ধাস্মাদ্দুস্পারাদ্ভবাম্ভোধেঃ পারতঃ। পরাপরাণাং

হয় না। অধিকন্তু মোহরূপ আবর্ত্ত ও কুকর্ম্মরূপ কুম্ভীরাদি হেতু উহা অতি ভীষণ হইয়াছে এবং উহাতে কোনরূপ আশ্রয় বা অবলম্বন নাই। নানা-প্রকার দুঃখপুঞ্জই উহার ফেনার স্থায় প্রকাশ পাই-তেছে এবং উহা একান্ত অসার। আমি আপন তম-গুণে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে ঐ সাগরসলিলে নিপ-তিত হইয়া ক্রমেই তন্মধ্যে নিমগ্ন হইতেছি, অতএব হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে স্বপ্রকাশ! হে অখিল-জগৎ-প্রকাশক! আপনি কৃপা করিয়া কৃপা-কটাক্ষেতে আমাকে উদ্ধার করুন। হে জগন্নাথ! ভবভয়-ভীত-ব্যক্তিগণের আপনিই একমাত্র বন্ধু। হে বিভো! আপনার সৃষ্টিমধ্যে আপনা ভিন্ন এমত অপর আর তাদৃশ কেহই নাই, যিনি দীন ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারেন, এজন্য আপনি স্বয়ংই জনগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশবাসনায় এই মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নতুবা হে নাথ! আপনি যখন পূর্ণ-কাম, তখন আপনার এই ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হই-বার আর কি কারণ হইতে পারে? অতএব হে জগৎপতে! আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমার আর ভবপারের চিন্তা নাই। যদি ত্বদীয় পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সেই চিন্তাই থাকিবে তবে কি হেতু আপনার চরণকমল চতুর্ব্বর্গের প্রধান সাধন? এমন কি দর্শনমাত্রেই সর্ব্বলোকের সর্ব্ব-বাঞ্ছাফলপ্রদ হইবে? এইরূপ স্তুতিবাদান্তে অনন্ত-দেব বলরামকে দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র বা প্রণবাদি নাম দ্বারা সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিবে।৩৫—৪৭। চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণও বারম্বার গমনপূর্ব্বক বারম্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন, কিন্তু যাহারা উক্ত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র চিন্তা করত বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা অদ্যাপি আর ফিরিয়া আসিলেন না। বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠাদি যে কিছু কার্য্য আছে, তৎসমস্তই বিষ্ণুপ্রীতিকর ঐ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে কর্ত্তব্য। ঐ মন্ত্রের সম্যক্ সেবা করিলে সকলেই মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনু, ঐ সর্ব্বোত্তম মন্ত্র জপ করিয়া প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া চরাচর সৃষ্টি করেন। মুনিগণ! অনন্তর একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলরামকে এইরূপ স্তুতিবাদ দ্বারা প্রসন্ন করিবে।—হে রাম! আপনি সদা আত্মারাম ও সচ্চিদানন্দকর, আপনার অবিদ্যারূপ মল না থাকায় আপনার আকৃতি অতি নির্ম্মল, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনার জয় হউক, আপনি সতত অখিল জগন্মণ্ডল ধারণ করিয়াও শ্রমবর্জ্জিত, এবং ভক্তগণের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় বিকর্ষণ নিমিত্ত সতত হলচালনা করিয়া থাকেন। নাথ! শরণাগত দীন ব্যক্তিদিগকে পরি-ত্রাণার্থ আপনি নিরন্তর নয়নকমল বিস্ফারিত করিয়া রাখিয়াছেন। হে ঈশ! একমাত্র আপনিই অন্যের অশেষ পাপরাশি ক্ষালনে সমর্থ। হে দীনবন্ধো! হে জগৎপতে! আপনি আশ্রিতগণের করুণাসাগর এবং জগৎ-[illegible] আপনি [illegible] চরাচর-[illegible]

---

(১) [illegible] চ পিপাসা চ প্রাণস্য মনসঃ স্মৃতৌ। শোকমোহৌ শরীরস্য জরামৃত্যূ ষড়ূর্ম্ময়ঃ॥ ইত্যা-দিনা [illegible] পুস্তকান্তরে।

পরম পরমেশ নমোহস্তু তে ॥ ৫৬॥ ত্বমেব নাগরাজানং বলং মুষলধারিণম্। পূজয়েজ্জগতামাদিকারণং ভদ্রলোচনম্ ॥৫৭॥ স্তুত্যানয়া তাং ভো বিপ্রাঃ প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ। জয় দেবি মহাদেবি প্রসীদ ভবতারিণি। সুরাণামাশ্রিতরতা জয় সন্তুষ্টিকারিণি। ৫৮॥ কার্য্যং কার্য্যস্বরূপাণাং কারণানাঞ্চ কারণম্। ধারণং ধার্য্যমাণানাং ত্বামাদিং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৫৯॥ বক্ষঃস্থলস্থিতাং বিষ্ণোঃ শম্ভোরর্দ্ধাঙ্গহারিণীম্। পদ্মযোনিমুখাব্জস্থাং প্রণমামি জগৎপ্রিয়াম্ ॥ ৬০॥ সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশাদিকর্ম্মণাং পরমাত্মনঃ। ত্বমেকা শক্তিরতুলা ত্বাং বিনা সোহপি নেশ্বরঃ ॥ ৬১॥ ত্বাং সর্ব্বলোকজননীং বিষ্ণুমায়াং তপস্বিনীম্। সুভদ্রাং ভদ্ররূপাণাং মূলভূতাং নমাম্যহম্ ॥ ৬২॥ ততঃ সাগরস্নানায় প্রার্থয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৬৩॥ নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো জগদ্ব্যাপিংশ্চরাচর। নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিমায়াতু সিন্ধুস্নানং ময়া বিভো ॥ ৬৪॥ নমস্তে জগতামীশ শঙ্খচক্রগদাধর। দেহি দেব মমাজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে ॥ ৬৫॥ ততো মৌনী ব্রজেদ্বিষ্ণুং চিন্তয়ন্ সরিতাং পতিম্। উগ্রসেনং স্থিতং পার্শ্বে অনুজ্ঞাপ্য সমাহিতঃ ॥ ৬৬॥ উগ্রসেন মহাবাহো বলবানুগ্রবিক্রম। লব্ধা বরং সুপ্রসন্নাৎ সমুদ্রতটমাস্থিতঃ ॥ ৬৮॥ তীর্থরাজ-কৃতস্নান-সুসম্পূর্ণফলপ্রদ। সিন্ধুস্নানং করিষ্যামি অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥ ৬৯॥ ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্বর্গদ্বারমনুত্তমম্। যেন দেবাঃ সমায়ান্তি ক্ষেত্রেহস্মিন্ পুরুষোত্তমে। ভূস্বর্গে জগদীশস্য দর্শনায় দিনে দিনে। স্বর্গাবতারমার্গেণ তত্রস্থৌ বাং নমাম্যহম্ ॥ ৭১॥ মামপূর্দ্ধং নয়েতাং বৈ সাক্ষিণৌ কর্ম্মণাং সতাম্। সাগরাম্ভঃসমুৎপন্নৌ শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বগুণান্বিতৌ। মধ্যেন যুবয়ো-

---

ছেন। হে পরমেশ! আপনি অখিল পরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনি এই অপার সংসার-পারাবার হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। হে বিপ্রগণ! হলমুষলধারী অনন্তদেব বলরামকে এইরূপ স্তব করিয়া জগতের মূলকারণ সুভদ্রাদেবীকে পূজা এবং প্রণামপূর্ব্বক এইরূপ স্তোত্র পাঠে প্রসন্ন করিবে।—হে দেবি! হে ভবতারিণি! আপনি সমুদয় দেবীগণের মধ্যে মহাদেবী, আশ্রিতগণের দুঃখমোচনে সতত তৎপর এবং সুরসমূহের সন্তোষকারিণী, আপনার জয় হউক, আপনার জয় হউক; আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি সমুদয় কার্য্যেরও কার্য্য ও কারণেরও কারণ এবং আপনিই অখিল ধার্য্যমাণ বস্তুর ধারণস্বরূপা, অতএব আমি সকলেরই আদিভূতা আপনাকে প্রণাম করি। জননি! আপনি লক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুর বক্ষস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন, গৌরীরূপে শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়াছেন এবং সরস্বতীরূপে পদ্মযোনির মুখপদ্মে বিরাজ করিতেছেন, অতএব জগৎপ্রিয়া আপনাকে প্রণাম করি। মাতঃ! আপনিই পরমেশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশাদি কার্য্য সম্পাদনের একমাত্র শক্তি, আপনার সাহায্য ভিন্ন তিনি কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। হে দেবি! আপনিই সর্ব্বলোকের জননী, সকল পদার্থের মূল কারণ ও অখিল কল্যাণকর বস্তুর মধ্যে পরম কল্যাণবিধায়িনী, অতএব আমি সেই তপস্বিনী বিষ্ণুমায়া আপনাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি। সুভদ্রা দেবীকে এবম্প্রকার স্তুতিবাদান্তে সাগরস্নানার্থ পুরুষোত্তমসন্নিধানে এইরূপ প্রার্থনা করিবে।—হে ভগবন্ বিষ্ণো! আপনি সচরাচর অখিল জগদ্ব্যাপী, হে প্রভো! মদীয় সিন্ধুস্নান নির্ব্বিঘ্নে যেন সিদ্ধ হয়। হে শঙ্খচক্রগদাধর! আপনি অখিল জগতের প্রভু, অতএব আপনাকে নমস্কার। দেব! ভবদীয় তীর্থস্নানে আমায় আজ্ঞা দিন! অনন্তর সমাহিতচিত্তে পার্শ্বস্থিত উগ্রসেনের নিকটে পরোক্ত প্রকার প্রার্থনাপূর্ব্বক মৌনভাবে মনে মনে বিষ্ণুকে চিন্তা করত সাগরাভিমুখে গমন করিবে। ৪৮—৬৬।—হে উগ্রসেন! হে মহাবাহো! আপনি মহাবলশালী ও উগ্রবিক্রমসম্পন্ন, আপনি ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিয়া তৎসন্নিধানে বরগ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্রতটে অবস্থিতি করিতেছেন! উগ্রসেনের নিকট এইরূপ প্রার্থনান্তে তীর্থ-রাজ-সন্নিধানেও এইরূপ প্রার্থনা করিবে।—হে তীর্থরাজ! যাহারা তীর্থে স্নান করে, আপনি তাহাদিগকে তজ্জন্য পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব আমি সিন্ধুস্নান করিব, আমাকে অনুজ্ঞা করুন। হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর দেবগণ যে স্বর্গাবতরণ পথে জগদীশ্বর জগন্নাথদেবেরও দর্শনার্থ ভূস্বর্গ নামে প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রতিদিন সমাগত হন, সেই অনুত্তম স্বর্গদ্বারসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক উক্ত উগ্রসেন ও তীর্থরাজের নিকট পুনর্ব্বার এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে, হে উগ্রসেন তীর্থরাজ! আপনারা সাগরসলিল হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদয় সৎকর্ম্মের সাক্ষিরূপে স্বর্গদ্বারে-

ধাম্নি স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ৭২ ॥ প্রার্থয়িত্বা ততো গচ্ছেত্তীর্থরাজস্য সন্নিধিম্। যং দৃষ্ট্বা দূরতঃ পাপান্মুচ্যতে মনুজো ধ্রুবম্ ॥ ৭৩ ॥ প্রক্ষালিতকরাঙ্ঘ্রিঃ স আচান্তঃ শুচিবিষ্টরে। আসীনঃ প্রাঙ্মুখো ভূত্বা লিখেন্মণ্ডলমগ্রতঃ ॥ ৭৪ ॥ চতুরস্রং চতুর্দ্বারং চতুঃস্বস্তিককোণকম্। তন্মধ্যে বিলিখেৎ পদ্মমষ্টপত্রং সুশোভনম্ ॥ ৭৫ ॥ ততোঽষ্টাক্ষরমন্ত্রং তু করয়োশ্চ ততো ন্যসেৎ। ষড়্‌ভির্বর্ণৈঃ ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ প্রোক্তো মনীষিভিঃ ॥ ৭৬ ॥ শেষৈ কুক্ষৌ চ পৃষ্ঠে চ ন্যস্তব্যৌ চ ততঃ পুনঃ। পাদয়োর্জ্জঙ্ঘয়োরূর্ব্বোঃ স্ফিচোশ্চ পার্শ্বয়োঃ পুনঃ ॥ [illegible] ॥ নাভৌ পৃষ্ঠে বাহুযুগ্মে হৃদি কণ্ঠে চ কক্ষয়োঃ। ওষ্ঠয়োঃ কর্ণয়োরক্ষ্ণোর্গণ্ডয়োর্নাসয়োস্তথা ॥ ৭৮ ॥ ভ্রুবোর্ললাটে শিরসি মন্ত্রবর্ণান্ যথাক্রমম্। বিন্যসেৎ ব্যাপকং সর্ব্বং কুর্য্যান্ন্যাসং সমাহিতঃ ॥ ৭৯ ॥ প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্মূলেন পঞ্চবিংশতিম্। বধ্নীয়াৎ কবচং দিব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥ ৮০ ॥ পূর্ব্বে মাং পাতু গোবিন্দো বারিজাক্ষস্তু দক্ষিণে। প্রদ্যুম্নঃ পশ্চিমে পাতু হৃষীকেশস্তথোত্তরে ॥ ৮১ ॥ আগ্নেয্যাং নরসিংহস্তু নৈঋর্ত্যাং মধুসূদনঃ। বায়ব্যাং শ্রীধরঃ পাতু ঐশান্যাঞ্চ গদাধরঃ ॥ ৮২ ॥ উর্দ্ধং ত্রিবিক্রমো পাতু অধো বারাহরূপধৃক্। সর্ব্বত্র পাতু মাং দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৮৩ ॥ নারায়ণো মনঃ পাতু চৈতন্যং গরুড়ধ্বজঃ। পাতু মে বুদ্ধ্যহঙ্কারৌ ত্রিগুণাত্মা জনার্দ্দনঃ ॥ ৭৪ ॥ ইন্দ্রিয়াণি সদা পাতু দৈত্যবর্গ-নিকৃন্তনঃ। এবং বদ্ধা চ কবচং নিষ্পাপো জায়তে পুমান্ ॥ [illegible] ॥ ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ মনসা কল্পিতৈর্নরঃ। পুরুষোত্তমং পূজয়িত্বা যথাবৎ বিধিতো দ্বিজাঃ ॥ ৮৬ ॥ আবাহ্য মণ্ডলে তস্মিন্ দেবদেবমনাময়ম্। পূজয়িত্বা যথাশক্ত্যুপচারৈরুপসংহিতৈঃ ॥ ৮৭ ॥ আত্মানং তীর্থরাজস্য দেবদেবস্য চিন্তয়ন্। ঐক্যং বদ্ধাঞ্জলিপুটমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৮৮ ॥ সুদর্শন নমস্তেঽস্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য বিষ্ণোর্মার্গং প্রদর্শয় ॥ ৮৯ ॥ এবং সম্প্রার্থ্য ভো বিপ্রা তীর্থরাজজলান্তিকে। জানুভ্যামবনীং গত্বা প্রণমেদ্ ভক্তিভাবিতঃ ॥ ৯০ ॥

অবস্থিতি করিতেছেন, আপনারা সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আপনাদিগকে নমস্কার, আপনারা আজ্ঞা দিন, আমি আপনাদিগের মধ্য দিয়া অপ[illegible] স্বর্গদ্বারে গমন করিব। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তীর্থরাজের সন্নিধানে গমন করিবে। তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিলেও মানবগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। তৎপরে হস্ত পাদ প্রক্ষালন ও আচমনপূর্ব্বক পবিত্র কুশাসনে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করত সম্মুখে চতুর্দ্বার-সমন্বিত চতুরস্র এক মণ্ডল লিখিবে; উহার চতুষ্কোণে চারিটি স্বস্তিক ও মধ্যস্থলে সুশোভন অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। পরে উভয়ের বাহুতে অষ্টাক্ষর মন্ত্র ন্যাসপূর্ব্বক উক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্রের আদ্য ষড়ক্ষর দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া কুক্ষি ও পৃষ্ঠদেশে অবশিষ্ট বর্ণদ্বয় বিন্যস্ত করিবে, ইহা সমুদয় মনীষিগণই বলিয়াছেন। তৎপরে পাদদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, ঊরুদ্বয়, নিতম্বদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি, পৃষ্ঠ, বাহুযুগল, হৃদয়, কণ্ঠদেশ, কক্ষদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, নাসিকারন্ধ্রদ্বয়, ভ্রূযুগল, ললাটদেশ ও মস্তকে যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণসকল বিন্যস্ত করিবে। সমাহিত হইয়া এইরূপ ভাবে সমুদয় ব্যাপক ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার প্রাণায়ামত্রয় করিবে। তৎপরে পরোক্ত মন্ত্র পাঠরূপ সর্ব্বপাপবিনাশন দিব্য কবচ বন্ধন করিবে।—পূর্ব্বদিকে গোবিন্দ, দক্ষিণে বারিজাক্ষ, পশ্চিমে প্রদ্যুম্ন ও উত্তরে হৃষীকেশ আমায় রক্ষা করুন। অগ্নিকোণে নরসিংহ, নৈঋর্ত কোণে মধুসূদন, বায়ুকোণে শ্রীধর ও ঈশানকোণে গদাধর আমায় রক্ষা করুন। দেবত্রিবিক্রম ঊর্দ্ধদেশে, বরাহরূপী হরি অধোদেশে এবং শঙ্খচক্রগদাধর দেব নারায়ণ সর্ব্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন। নারায়ণ আমার মন, গরুড়ধ্বজ আমার চৈতন্য, ত্রিগুণাত্মা জনার্দ্দন আমার বুদ্ধি ও অহঙ্কার এবং দানবারি মধুসূদন আমার ইন্দ্রিয়নিচয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন্। এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণরূপ কবচ বন্ধন করিয়া সকল পুরুষই নিষ্পাপ হইয়া থাকে। দ্বিজগণ! তৎপরে মানবগণ মনঃকল্পিত ষোড়শোপচারে ভগবান্ পুরুষোত্তমকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই মণ্ডলে অনাময় দেবদেবকে আবাহনপূর্ব্বক যথাশক্তি উপচারে অর্চ্চনা করিবে এবং তীর্থরাজ ও দেবদেবের আত্মগত একত্ব ভাবনা করত কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে।৬৭—৮৮। —হে সুদর্শন! হে কোটিসূর্য্যসমপ্রভ! আপনাকে নমস্কার, আপনি কৃপা করিয়া এই অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ব্যক্তিকে বিষ্ণুদর্শনের পথ দেখাইয়া দিন। হে বিপ্রগণ! এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক তীর্থরাজ-জলসমীপে ভূতলে জানুদ্বয় পাতিত করিয়া এইরূপে

তীর্থরাজ নমস্তভ্যং জলরূপায় বিষ্ণবে। জীবনায় চ জন্তূনাং পরনির্ব্বাণহেতবে॥ ৯১॥ অগ্নিশ্চ তে যোনিরিলা চ দেহো রেতোধা বিষ্ণোরমৃতস্য নাভিঃ। উপৈমি তে রূপমপঙ্কহেতুমানন্দসম্ভবাতমহং প্রবিশ্য॥ ৯২॥ ইতি মন্ত্রং পঠন্ বিপ্রাঃ প্রবিশ্য জলমধ্যতঃ। আবাহয়েৎ তীর্থরাজং ভাবয়ন্ জগতাং পতিম্॥৯৩॥ জলাধীশং কৃতস্নানফলদানেহগ্রতঃ স্থিতম্। অঘমর্ষণ-সূক্তেন নারায়ণযুতেন চ॥ ৯৪॥ ত্রিরাবৃত্তেন কুর্ব্বীত পঞ্চবারুণকেন বা। সকৃদাবাহনাদীনি ষড়ঙ্গান্যভিষে-চনে॥ ৯৫॥ আবাহনং পুরা প্রোক্তং সন্নিধান-মথোচ্যতে। স্নাতুরিষ্টফলপ্রাপ্তৌ সান্নিধ্যপরি-কল্পনম্॥৯৬॥ অন্তঃশুদ্ধ্যর্থমাচামেৎ পীত্বা তদভি-মন্ত্রিতম্। বাহ্যাঙ্গশুদ্ধ্যর্থং মার্জ্জয়েৎ কুশবারিণা॥ অন্তর্বহির্বিশুদ্ধ্যর্থং মন্ত্রপূতেন বারিণা। ত্রীনঞ্জলীন্ মূর্দ্ধ্নি সিঞ্চেৎ সিন্ধৌ নান্তর্জ্জলে জপঃ॥৯৮॥ ত্রিঃস্নায়াৎ স্বকৃতাঘানি জন্মকোটিকৃতানি চ। প্লাবিতানি জলে তস্মিন্ ভাবয়ন্নঘনাশনম্॥ ৯৯॥ উত্থায়াচম্য বিধিবৎ প্রার্থয়েন্মন্ত্রমুচ্চরন্॥ ১০০॥ ত্বমগ্নির্জ্জগতাং নাথ রেতোধা কামদীপকঃ। প্রধানং সর্ব্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ॥ ১০১॥ অমৃতস্যারণিস্ত্বং হি দেবযোনিরপাম্পতে। বৃজিনং হর মে সর্ব্বং তীর্থরাজ নমোহস্তু তে॥ ১০২॥ জন্মকোটিসহস্রেষু যৎ পাপং পূর্ব্বমর্জ্জিতম্। তদশেষং লয়ং যাতু দেহি মে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ১০৩॥ স্নাত্বাপি চ ততস্তীরমুত্তীর্য্যা-চম্য বাগ্যতঃ। ধারয়েদ্বাসসী শুক্লে পুণ্ড্রকানুজ্জ্বলা-কৃতীন্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মতিলকানি চ ভক্তিতঃ॥ দেবান্ পিতৄন যথান্যায়ং চিন্তয়ন্ ভগবদ্ধিয়া। তর্পয়েদ্বিধিবৎ বিপ্রাঃ সম্যগব্যগ্রমানসঃ॥ ১০৫॥ ততঃ পূর্ব্ববদালিখ্য মণ্ডলং চোত্তরামুখঃ। পূজয়েন্মূল-মন্ত্রেণ মন্ত্রৈরেভিশ্চ ভক্তিতঃ॥ ১০৬॥ নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্। ধরারমাভ্যাং সহিতং কেবলং বা দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১০৭॥ ধ্যাত্বান্তর্যাগসন্তুষ্টং

ভক্তিভাবে প্রণাম করিবে,—হে তীর্থরাজ! আপনি জলরূপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু, অখিল জীব-গণের জীবনস্বরূপ এবং নির্ব্বাণ-মোক্ষের হেতু, অতএব আপনাকে নমস্কার। অগ্নি আপনার উৎপত্তিস্থান ও জল দেহ, আপনি বিষ্ণুর তেজঃপূর্ণ অধঃস্থান এবং অমৃতের নাভিস্বরূপ; আপনি জীবগণের নির্ম্মলতার কারণ, এজন্য আমি আপ-নার শরীরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পরম আনন্দ লাভ করিব। হে বিপ্রগণ! এই মন্ত্র পাঠ করত জল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্নাত ব্যক্তিগণকে ফলদানার্থ সম্মুখবর্ত্তী জলেশ্বর তীর্থরাজকে নারায়ণ-মন্ত্রযুক্ত অঘমর্ষণসূক্ত অথবা পঞ্চাবৃত্ত বা ত্রিরাবৃত্ত বারুণ মন্ত্রে আবাহন করিবে। স্নানকালে 'ইহাগচ্ছ' এই-রূপ আবাহনাদি ষড়ঙ্গ একবার মাত্র কর্ত্তব্য। বিদ্বদ্গণ অগ্রে আবাহন ও পরে সন্নিধানের বিষয় বলিয়া থাকেন, স্নানোদ্যত ব্যক্তির অভীষ্ট ফল-প্রাপ্তি নিমিত্ত সান্নিধ্য কল্পিত হয় জানিবে। তৎপরে অন্তঃশুদ্ধি নিমিত্ত মন্ত্রপূত জল পান করত আচমন, বাহ্যশুদ্ধির নিমিত্ত কুশবারি দ্বারা বাহ্যা-বয়বের মার্জ্জন এবং অন্তর্ব্বহিঃশুদ্ধির নিমিত্ত মস্তকে মন্ত্রপূত জলাঞ্জলিত্রয় সেচন করিবে। সিন্ধু-স্নানে জলমধ্যে জপ করা নিষিদ্ধ। অনন্তর কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পাপরাশি সেই জলে প্রক্ষালিত হইল, এইরূপ ভাবনা করত বারত্রয় স্নান করিবে, তাহা হইলে সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইবে। তৎপরে জল হইতে উত্থিত হইয়া যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত প্রার্থনা করিবে,—হে নাথ! আপনি অখিল জগতের পাচকাগ্নি ও কামদীপক শুক্রাধার অধঃস্থান; আপনি অব্যয়, সর্ব্বভূতের প্রধান ও জীবগণের প্রভু; হে অপাম্পতে! আপনি অমৃ-তের অরণি ও দেবগণের যোনিস্বরূপ, অতএব হে তীর্থরাজ! আপনাকে নমস্কার; আপনি আমার সমুদয় পাপ হরণ করুন। প্রভো! পূর্ব্বে আমি সহস্র সহস্র কোটি কোটি জন্মে যাবৎপাপ সঞ্চয় করিয়াছি, আপনার প্রসাদে তৎসমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হউক, আপনি আমায় সনাতন ব্রহ্ম দান করুন! তৎপরে পুনরায় স্নানান্তে তীরদেশে উত্থিত হইয়া আচমনপূর্ব্বক মৌনভাবে শুক্লবস্ত্র পরিধান ও শুক্লোত্তরীয় ধারণ করিবে, এবং ভক্তিভাবে মস্তকে সমুজ্জ্বল ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক ও হস্তদ্বয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মা-কৃতি তিলক ধারণ করিবে। হে বিপ্রগণ! তৎপরে যথাক্রমে দেবতা ও পিতৃগণকে ভগবদ্বুদ্ধিতে চিন্তা করত অব্যগ্রমানসে সম্যগ্রূপে যথাবিধি তর্পণ করিবে। ৮৯—১০৫। অনন্তর উত্তরাস্য হইয়া পূর্ব্ববৎ মণ্ডল করিয়া ভক্তিসহকারে মূলমন্ত্র এবং বক্ষ্যমাণ প্রকার মন্ত্র-নিচয় দ্বারা ভগবানের পূজা করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবান্ নারায়ণ চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, তিনি ধরা ও রমার সহিত বিরাজমান, অথবা তিনি একাকী বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ ধ্যানান্তে তাঁহাকে মানসপূজায়

বাহ্যরাহ্বাহয়েত্ততঃ ॥ ১০৮ ॥ আগচ্ছ পরমানন্দ জগদ্ব্যাপিন জগন্ময়। মদনুগ্রহায় দেবেশ মণ্ডলে সন্নিধিং কুরু ॥ ১০৯ ॥ চরাচরমিদং সর্ব্বং যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তদন্তঃস্থমেবেশ আসনং কল্পয়ামি তে ॥১১০॥ যস্য পাদাম্বুজে ধৌতে ধর্ম্মেণ ব্রহ্মরূপিণা। পুনাতি ভুবনং গঙ্গা জগৎপাদ্যং দদাম্যহম্ ॥ ১১১ ॥ অনর্ঘ্যরত্নঘটিতচূড়ামণি-করোৎকরৈঃ। ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে। অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাম্নে অর্ঘ্যমেতদ্দদাম্যহম্ ॥ ১১২ ॥ আচান্তোঽব্ধিরাজো বৈ যেনাগস্ত্যস্বরূপিণা। তস্মৈ সুবাসিতং বারি দদাম্যাচমনীয়কম্ ॥ ১১৩ ॥ যঃ প্রাশ্য মধুসম্পর্কং চকর্ষ জলরূপিণাম্। অশেষাঘবিকর্ষায় মধুপর্কং দদাম্যহম্ ॥ ১১৪ ॥ যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়ার্ণববিপ্লুতাম্। উজ্জহার ধরামেতাং স্নাপয়ামি তমম্ভসা ॥ ১১৫ ॥ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ। আচ্ছাদনায় সর্ব্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে ॥ ১১৬ ॥ বিনা যেনানুষ্ঠিতোঽপি যজ্ঞঃ স্যাদফলো ধ্রুবম্। তস্মৈ যজ্ঞেশ্বরায়ৈনমুপবীতং প্রকল্পয়ে ॥ ১১৭ ॥ যদঙ্গসঙ্গমাসাদ্য শোভন্তে ভূষণানি বৈ। বিশ্বালঙ্কৃতয়ে তস্মৈ ভূষণানি প্রকল্পয়ে ॥ ১১৮ ॥ যদঙ্গসংস্পর্শিমরুৎ-সঙ্গান্মলয়জা দ্রুমাঃ। সুগন্ধরসসম্পন্নাস্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্ ॥ ১১৯ ॥ যস্য সঞ্চিন্তনাদেব সৌমনস্যং হতাংহসাম্। তস্মৈ সুমনসো মালাং সুগন্ধাং প্রকল্পয়ে ॥ ১২০ ॥ যং চিত্তে স্থিরমাধায় ভবাগ্নিপরিধূপনম্। জহাতি প্রদদে তস্মৈ সুগন্ধং ধূপমুত্তমম্ ॥ ১২১ ॥ স্বতেজসাখিলমিদং প্রদীপিতং যস্য ভাস্বতঃ। তস্মৈ দীপপ্রদীপ্তায় দীপমেতং দদাম্যহম্ ॥ ১২২ ॥ চরাচরমিদং সর্ব্বমত্তি যো যশ্চ ভাবয়েৎ। অন্নেন চ পুনঃ পুষ্ট্যৈ তস্মা অন্নং নিবেদয়ে ॥ ১২৩ ॥ যদীয়ধূপরাগেণ সহজাবাসিতেন

সন্তুষ্ট করিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত বহির্দ্দেশে আবাহন করিবে।—হে জগদ্ব্যাপিন্! হে জগন্ময়! আপনি পরম আনন্দস্বরূপ, আপনি কৃপা করিয়া হৃদয়ের বাহিরে আসুন! হে দেবেশ। আমার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ এই মণ্ডলে সন্নিহিত হউন। হে ঈশ! পরিদৃশ্যমান এই যে অখিল চরাচর এই সমস্তই যাহাতে অবস্থিত আছে, আপনিই তৎসমুদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এক্ষণে আমি আপনার আসন কল্পনা করিতেছি। ব্রহ্মরূপী ধর্ম্ম বারি দ্বারা যাঁহার চরণাম্বুজ ধৌত করায় সেই পাদপদ্ম হইতে ভগবতী ভাগীরথী প্রাদুর্ভূতা হইয়া অখিল জগৎ পবিত্র করিতেছেন, আমি তাদৃশ আপনাকে পাদ্য অর্ঘ্য দান করিতেছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ, অমূল্য-রত্নখচিত চূড়ামণির সমুজ্জ্বল কিরণমালায় যাঁহার পাদপদ্ম প্রতিদিন উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং নিরন্তর যে পাদপদ্ম-ধ্যানে নিযুক্ত আছেন, সেই অখিল জগতের আধার অমূল্য নিধি ভগবান্‌কে আমি এই অর্ঘ্য দিতেছি। যিনি অগস্ত্যরূপে তীর্থরাজের সর্ব্ব সলিল পান করিয়াছিলেন, আমি সেই অনন্তশক্তি ভগবান্‌কে সুবাসিত আচমনীয়োদক প্রদান করিতেছি। যিনি মধুপর্ক পান করত জলরূপিণী স্বীয় শরীরকে আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং যিনি সমুদয় পাপরাশিকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন, আমি সেই ভগবান্‌কে মধুপর্ক দান করিতেছি। যিনি বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রলয়ার্ণবপ্লাবিতা বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই ভগবান্‌কে সলিল দ্বারা স্নান করাইতেছি। যে বিশ্বরূপী ভগবানের কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিধেয় আবরণ-স্বরূপ, এবং যিনি সকলেরই আচ্ছাদক, আমি সেই ভগবান্‌কে এই শুভ বসনযুগ্ম দান করিতেছি। যাঁহার অর্চ্চনা ব্যতীত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা নিশ্চয়ই নিষ্ফল হয়, আমি সেই যজ্ঞেশ্বরকে উপবীত দান করিতেছি। অখিল ভূষণসমূহ যাঁহার অঙ্গস্পর্শে সুশোভিত হইয়া থাকে এবং যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অলঙ্কার স্বরূপ, আমি সেই ভগবান্‌কে ভূষণ দান করিতেছি। চন্দনদ্রুম সকল যাঁহার অঙ্গস্পর্শী বায়ুর সংসর্গবশতই সুগন্ধ রসময় হইয়াছে, আমি সেই ভগবান্‌কে গন্ধানুলেপন দান করিতেছি। যাঁহার চিন্তা মাত্রেই পাপাত্মাদিগের পাপরাশি তিরোহিত হওয়ায় চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হয়, আমি সেই ভগবান্‌কে পুষ্পমাল্য প্রদান করিতেছি। ১০৬—১২০। জীবগণ অন্তরে যাঁহাকে চিন্তা করিলেই ভবাগ্নির বিষম সন্তাপ হইতে নিস্তার পায়, আমি সেই ভগবান্‌কে উত্তম সুগন্ধ ধূপ দান করিতেছি। যিনি স্বয়ং তেজোময়, যাঁহার ই তেজে অখিল জগৎ উদ্দীপিত হইতেছে, আমি সেই দীপ-প্রদীপ্ত ভগবান্‌কে দীপ দান করিতেছি। যিনি প্রলয়ে এই অখিল চরাচর গ্রাস করিয়া থাকেন এবং অন্নদ্বারা পুনরায় জগতের পুষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিয়া থাকেন, আমি সেই ভগবান্‌কে এই অন্ন নিবেদন করিতেছি। যাঁহার সহজসুগন্ধিধূপ-রাগে সুর-

চ। মোহিতাঃ সুরসুন্দর্য্যস্তস্মৈ তাম্বুলমুত্তমম্ ॥১২৪॥ প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাত্তবাঙ্গনবিবর্ত্তনম্। হন্তি যঃ করুণাম্ভোধিস্তং নমামি জগদ্গুরুম্ ॥ ১২৫ ॥ মন্ত্রাস্ত কথিতা হ্যেতে উপচারে পৃথক্ পৃথক্। আবাহ্য চিন্তয়েদ্দেবং বহিঃসংস্থিতমাত্মনঃ ॥ ১২৬ ॥ রত্নসিংহাসনং দত্ত্বা তত্রাসীনং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১২৭ ॥ পাদপদ্মদ্বয়ে দদ্যাৎ পাদ্যং শ্যামাকপঙ্কজৈঃ। দূর্ব্বাপরাজিতাভ্যাঞ্চ সংস্কৃতং মূলমন্ত্রণাৎ ॥ ১২৮ ॥ সৌবর্ণে রাজতে বাপি তাম্রে বা শঙ্খ এব বা। অর্ঘ্যং সংস্কৃত্য বিবিধদ্বারিচন্দনপুষ্পকৈঃ। যবদূর্ব্বাকুশাগ্রৈশ্চ ফলসিদ্ধার্থকৈস্তিলৈঃ ॥ ১২৯ ॥ দূর্ব্বাকুশাগ্রৈর্দেবস্য মূর্দ্ধ্নি সিঞ্চন্নুপাগতঃ। সাবশেষং ক্ষিপেদ্ভূমাবেবোহর্ঘ্যবিধিরীরিতঃ ॥ ১৩০ ॥ জাতীফলৈলাককোললবঙ্গৈঃ সংস্কৃতং জলম্। দদ্যাদাচমনার্থে তু মধুপর্কং ততো দদেৎ ॥ ১৩১ ॥ মধুসর্পির্যুতং গব্যং দধি কাংস্যে হি নির্ম্মলে। পাত্রে স্থিতঞ্চ পিহিতং পাত্রেণান্যেন তাদৃশা ॥ ১৩২ ॥ সুসংস্কৃতং ফলযুতং স্নপনে জলমুচ্যতে ॥ ১৩৩ ॥ পট্টকৌষেয়কার্পাসনির্ম্মিতে বাসসী শুভে। যথাশক্তি প্রদেয়ে চ বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥ হারকেয়ূরমুকুট-গ্রৈবেয়াদিকভূষণম্। যথাশক্তি যথাস্থানং দেবস্যাঙ্গে নিবেশয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥ উপবীতং হরের্দদ্যাৎ পট্টসূত্রবিনির্ম্মিতম্। কার্পাসমথবা বিপ্রা গন্ধচন্দনসংস্কৃতম্ ॥ ১৩৬ ॥ চন্দ্রচন্দনকস্তূরী-কুঙ্কুমৈরনুলেপনম্ ॥ ১৩৭ ॥ তুলসীদলমালাঞ্চ জাতিপঙ্কজচম্পকৈঃ। অশোকসুরপুন্নাগনাগকেশরকেশরৈঃ ॥ ১৩৮ ॥ অন্যৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্মালাং মাল্যমথাপি বা। মুক্তকানি চ পুষ্পাণি দদ্যাদ্দেবস্য মূর্দ্ধনি ॥ ১৩৯ ॥ মালা সা প্রপদীনা তু মাল্যং কণ্ঠোরুলম্বিতম্। গর্ভকং কোষমধ্যে তু মূর্দ্ধ্নি পুষ্পাঞ্জলিং ক্ষিপেৎ ॥ ১৪০ ॥ সগুগ্‌গুল্বগুরূশীরসিতাজ্যমধুচন্দনৈঃ। ধূপং দদ্যাৎ সুগন্ধাঢ্যং দীপং গোসর্পিষা শুভম্। কর্পূরগর্ভয়া বর্ত্ত্যা তিলতৈলেন

সুন্দরী সকল মোহিত হয়, আমি সেই ভগবান্‌কে এই তাম্বুল অর্পণ করিতেছি। যে করুণাসাগর ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিলে ভক্তগণকে আর পুনঃপুন সংসাররূপ প্রাঙ্গণে পরিভ্রমণ করিতে হয় না, আমি সেই জগদ্গুরুকে প্রণাম করি। প্রত্যেক উপচার দানে এই সকল পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র কথিত আছে। দেব জগন্নাথকে আবাহনপূর্ব্বক, তিনি বহির্দ্দেহে অবস্থিতি করিলেন, এইরূপ চিন্তা করিবে এবং তাঁহাকে মানসিক রত্ন-সিংহাসন দিয়া, তথায় উপবিষ্ট হইলেন এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। অনন্তর তদীয় পাদপদ্মদ্বয়ে শ্যামাক, পদ্ম, দূর্ব্বা ও অপরাজিতার সহিত মিশ্রিত, মূলমন্ত্র দ্বারা সুসংস্কৃত পাদ্য দান করিবে। পরে স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রের পাত্রে কিংবা শঙ্খে, যব, দূর্ব্বা, কুশাগ্র, ফল, শ্বেতসর্ষপ, পবিত্র জল, চন্দন ও পুষ্পময় অর্ঘ্য যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া সম্মুখে অবস্থান করত দূর্ব্বা বা কুশাগ্র দ্বারা ভগবানের মস্তকে অর্ঘ্যোদক সিঞ্চন করিবে এবং অবশিষ্ট জল ভূতলে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ অর্ঘ্যবিধি কথিত হইয়াছে। ঐরূপ অর্ঘ্য দানের পর জাতীফল, এলাচ, কক্কোল ও লবঙ্গদ্বারা সুবাসিত সলিল আচমনার্থ অর্পণ করিতে হইবে, তৎপরে নির্ম্মল কাংস্যপাত্রে গব্য ঘৃত দুগ্ধ দধি ও মধু মিশ্রিত করিয়া তাদৃশ অপর পাত্র দ্বারা আবরণপূর্ব্বক সেই মধুপর্ক প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর স্নানীয় জল প্রদান করিবে, ঐ স্নানীয় জল ফলযুক্ত ও সুসংস্কৃত করিয়া দান করিতে হইবে, ইহা সকলেই বলিয়াছেন। তৎপরে আপনার ক্ষমতানুযায়িক পট্টসূত্র, কৌষেয়সূত্র বা কার্পাসসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত উত্তম বস্ত্রযুগ্ম দান করিবে, কদাচ তাহাতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। অনন্তর ভগবানের অঙ্গে যথাস্থানে, যথাশক্তি হার, কেয়ূর, মুকুট ও গ্রৈবেয়কাদি ভূষণ পরিধান করাইবে। হে বিপ্রগণ অতঃপর ভগবান্ হরিকে পট্টসূত্র বা কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত গন্ধচন্দন-চর্চ্চিত উপবীত দান করিবে এবং কর্পূর, চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্বারা ভগবানের সর্ব্বাঙ্গ অনুলেপন করিবে। তৎপরে তদীয় গলদেশে তুলসীমালা এবং জাতীপুষ্প, পদ্ম, চম্পক, অশোক, সুরপুন্নাগ, নাগকেশর, কেশর বা অন্য সুগন্ধ পুষ্পের মালা বা মাল্য দান করা কর্ত্তব্য এবং ভগবানের মস্তকোপরি মুক্তক পুষ্পনিচয় প্রদান করাও বিধেয় জানিবে।১২১—১৩৯। মুনিগণ পাদ পর্য্যন্ত লম্বমান মালাকে মালা, কণ্ঠদেশ হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান মালাকে মাল্য এবং যদ্দারা মস্তক বেষ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে গর্ভক বলিয়াছেন। পুষ্পাঞ্জলি ভগবানের মস্তকের উপর দেওয়া উচিত। ভগবানের প্রীত্যর্থে গুগ্‌গুল, অগুরু, উশীর, শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দনাদিরচিত সদ্‌গন্ধশালী ধূপ এবং বর্ত্তিকা-মধ্যে কর্পূরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃত বা তিল-তৈলের দীপ প্রদান করা বিধেয়। সমুদয় উপচার দানান্তে সুন্দররূপে ধৌত

বা দদেৎ ॥১৪১॥ অথণ্ডিতসমুদ্ভোতং শালিতণ্ডুল-নির্ম্মিতম্। সুপক্কমন্নং সুরভি সর্পিষা চ সুবাসিতম্ ॥ ১৪২ ॥ সৌরভেয়দধিক্ষীর-পঙ্করম্ভাসিতাযুতম্। নানাব্যঞ্জনসঙ্কীর্ণং সোপদংশং সপূপকম্ ॥ ১৪২ ॥ নানাফলযুতং হৃদ্যং সুগন্ধং সুরসং নবম্। নৈবেদ্যং দেবদেবস্থ প্রস্থাদূনং ন শস্যতে ॥ ১৪৪ ॥ ধূপে দীপে চ নৈবেদ্যে স্নানে চ মধুপর্ককে। বস্ত্রে যজ্ঞোপবীতে চ দদ্যাদাচমনীয়কম্ ॥ ১৪৫ ॥ অন্যত্র কেবলং বারি সংস্কৃতস্তোপচারিকম্। নৈবেদ্যান্তে ত্বাচমনং দত্ত্বা স্ত্রীকরঘর্ষিতম্ ॥ ১৪৬ ॥ সুগন্ধি চন্দনং বিপ্রাস্তাম্বুলঞ্চ দদেত্ততঃ। সকর্পূরং লবঙ্গৈলা-জাতীক্রমুকসংযুতম্ ॥ ১৪৭ ॥ অষ্টোত্তরং শতং জপ্ত্বা মূলমন্ত্রমনন্যধীঃ। স্তুত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রার্থয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৪৭ ॥ দেবদেব জগন্নাথ সর্ব্বতীর্থপ্রবর্ত্তক। সর্ব্বতীর্থময়শ্চাসি সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভো ॥ ১৪৯ ॥ ত্বৎপ্রসাদান্ময়া তীর্থরাজে স্নানং কৃতং হি যৎ। তদস্তু সফলং দেব যথোক্তফলদো ভব ॥

সিন্ধুরাজস্তুঞ্চ বিভো দ্রবরূপোঽহস্ত সংশয়ঃ। পাপালয়ে নিমগ্নং মাং পরিত্রাহি নমোঽস্তু তে ॥ ১৫১ ॥ ইত্থং সম্পূজ্য দেবেশং নারায়ণমনাময়ম্। তীর্থরাজ-কৃতস্নানঃ সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ১৫২ ॥ গবাং কোটিপ্রদানেন ক্রতুকোটিকৃতেন চ। কোটিব্রাহ্মণ-ভোজ্যেন মহাদানৈশ্চ কোটিশঃ। যৎপুণ্যং কর্ম্মিণাং প্রোক্তং তদনেন হি লভ্যতে ॥ ১৫৩ ॥ ধ্যানং দানং তপো জপ্যং শ্রাদ্ধঞ্চ সুরপূজনম্। সিন্ধুতীর-কৃতং সর্ব্বং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১৫৪ ॥ অপি নঃ স কুলে কশ্চিৎ সিন্ধুস্নায়ী ভবিষ্যতি। দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ দাস্যতে সতিলোদকম্ ॥ ১৫৫ ॥ ক্রন্দন্তি সর্ব্বপাপানি সন্ত্রাস্তাঃ সর্ব্বপাতকাঃ। অমঙ্গলানি পলায়ন্তে সিন্ধুস্নানোদ্যতস্য বৈ ॥ ১৫৬ ॥ অন্যতীর্থে কৃতং পাপং সিন্ধুতীরে বিনশ্যতি। সিন্ধুতীরে কৃতং পাপং সিন্ধুস্নানাদ্বিনশ্যতি ॥ ১৫ ॥ সিন্ধুস্নানে রতং নিত্যং দৃষ্ট্বৈব যমকিঙ্করাঃ। দিশো দশ পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ ॥ ১৫৮ ॥ যমোঽপি ভীতস্তং

অখণ্ডিত শালিতণ্ডুলের সদ্গন্ধশালী সুপক্ক অন্ন গব্যঘৃতে সুবাসিত করিয়া গব্য দধি, ক্ষীর, পক্ক-রম্ভা, শর্করা, নানা প্রকার ব্যঞ্জন, পিষ্টক, উপদংশ (চাটনী) এবং নানাবিধ ফল মূলাদির সহিত ভগবান্‌কে নিবেদন করিবে; ঐ অন্ন যেন প্রীতিকর, সুরসসম্পন্ন, নবতণ্ডুলজাত ও সদ্গন্ধযুক্ত হয়। দেবদেব ভগবানের নৈবেদ্য প্রস্থ পরিমাণের ন্যূন হইলে প্রশস্ত নহে, জানিবেন। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, স্নানীয়, মধুপর্ক, বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত দানের পর আচমনীয়োদক দান করা বিধেয়। অন্যান্য উপচার দানে আচমনীয় ব্যতীত কেবল উপচার দান করিবে; কিন্তু সমুদয় উপচার দ্রব্যই জলদ্বারা সংস্কৃত করা বিধেয়। বিপ্রগণ! নৈবেদ্যদানান্তে আচমনীয় দানের পর রমণী-কর-ঘর্ষিত সুগন্ধি চন্দন এবং কর্পূর, লবঙ্গ, এলাইচ, জাতীফল ও গুবাকযুক্ত তাম্বুল দান করিবে। এইরূপ পূজাবসানে একাগ্র-চিত্তে অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ, স্তবপাঠ ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তমের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—হে দেবদেব! হে প্রভো, জগন্নাথ! আপনিই সর্ব্বতীর্থের স্রষ্টিকর্ত্তা এবং আপনিই সর্ব্ব-তীর্থ ও সর্ব্বদেবময় অতএব হে দেব! আমি যে তীর্থরাজ-সলিলে স্নান করিয়াছি, আপনার প্রসাদে তাহা সফল হউক, আপনি কৃপা করিয়া আমায় যথোক্ত ফল প্রদান করুন। হে বিভো! আপনিই

যে দ্রবরূপী তীর্থরাজ, তাহাতে আর সংশয় নাই; অতএব হে নাথ! আপনাকে নমস্কার, আমি এই ঘোর সংসাররূপ পাপালয়ে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। তীর্থরাজ-সলিলে স্নান করিয়া দেবদেব অনাময় নারায়ণকে এইরূপে সম্যক্ পূজা করিলে মানব সর্ব্বতীর্থের ফললাভ করিয়া থাকে। কোটি কোটি গোদান, কোটি কোটি অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, কোটি কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন, এই কোটি কোটি মহাদানে যে পুণ্য কথিত আছে, তাহা এক-মাত্র উল্লিখিত কর্ম্মানুষ্ঠানেই লব্ধ হইয়া থাকে। ধ্যান, দান, তপস্যা, জপ, শ্রাদ্ধও দেবপূজাদি যে কিছু সৎ-কার্য্য তৎসমুদয়ই সিন্ধুতীরে অনুষ্ঠিত হইলে কোটি কোটিগুণ অধিক ফলপ্রদ হয়। সমুদয় ধার্ম্মিকগণই মনে করিয়া থাকেন, আমাদিগের বংশে এমন ধার্ম্মিক পুরুষ কি কেহ জন্মিবে, যে, সিন্ধুস্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে সতিলোদক দান করিবে। ১৪০—১৫৫। মুনিগণ! অধিক আর কি কহিব, সিন্ধুতে স্নান করিতে উদ্যত হইলেই তাহার সমুদয় পাপরাশি ক্রন্দন করিতে থাকে, এবং অখিল অমঙ্গল পলায়ন করে। অন্যতীর্থে অনুষ্ঠিত পাতক সিন্ধুতীরে আগমনমাত্রেই বিনষ্ট হয় এবং সিন্ধুতীরে যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সিন্ধুস্নানেই বিলুপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সিন্ধুস্নান করে, যমকিঙ্করগণ তাহাকে দেখিয়াই সিংহদর্শনে মৃগযূথের ন্যায় দশ দিকে পলায়ন করিতে

দৃষ্ট্বা প্রণিপত্য প্রপূজ্য চ। ন শক্নোতি তথা স্থাতুং তস্যাগ্রে পুণ্যকর্ম্মণঃ॥ ১৫৯॥ বাঞ্ছন্তি দেবতা নিত্যং মানুষ্যং প্রাপ্নুয়ামহে। সম্যক্শ্রদ্ধারতা ভূত্বা সিন্ধুস্নানং লভেমহি॥ ১৬০॥ মেরুমন্দরমাত্রোঽপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ। সিন্ধুস্নানেন দগ্ধঃ স্যাৎ তৃণরাশিরিবানলাৎ॥ ১৬১॥ অপ্সু নারায়ণং দেবং স্নানকালে স্মরেৎ সদা। সাক্ষাদ্বিষ্ণুস্বরূপে তু সিন্ধৌ চৈব বিশেষতঃ॥ ১৬২॥ ব্রহ্মঘ্নো বা সুরাপো বা গোঘ্নো বা পঞ্চপাতকী। সর্ব্বে তে নিষ্কৃতিং যান্তি সিন্ধুস্নানান্ন সংশয়ঃ॥ ১৬৩॥ কপিলাকোটিদানাত্তু সিন্ধুস্নানং বিশিষ্যতে। সকৃৎ সিন্ধ্ববগাহেন কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ॥ ১৬৪॥ সর্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বেষায়তনেষু চ। তৎফলং লভতে সর্ব্বং সিন্ধুস্নানান্ন সংশয়ঃ॥ ১৬৫॥ য ইচ্ছেৎ সফলং জন্ম জীবিতং শ্রুতমেব বা। স পিতৄংস্তর্পয়েৎ সিন্ধুমভিগম্য সুরাংস্তথা॥ ১৬৬॥ সুলভাশ্চতুরো বেদাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ। সুলভানি কুরুক্ষেত্রে দানানি বিবিধানি চ॥ ১৬৭॥ চান্দ্রায়ণাদিকৃচ্ছ্রাণি তপাংসি সুলভান্যপি। অগ্নিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞাঃ সুলভা বহুদক্ষিণাঃ। সিন্ধুতোয়ৈশ্চ সলিলৈর্দুর্লভং পিতৃতর্পণম্॥ ১৬৮॥ মাসং তর্পণমাত্রেণ পিণ্ডানাং পাতনেন চ। সিন্ধৌ চ পিতরঃ সর্ব্বে বিমানান্ সূর্য্যবর্চ্চসঃ॥ ১৬৯॥ সিন্ধুতর্পণসন্তুষ্টাঃ শ্রাদ্ধপিণ্ডসুতর্পিতাঃ। আরুহ্য সহসা যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥ ১৭০॥ আদ্যন্তয়োর্জগন্নাথং পূজয়িত্বা যথাবিধি। তীর্থরাজে কৃতস্নানো নরঃ স্যান্মুক্তিভাজনম্॥ ১৭১॥ ততস্তীর্থবিসর্গঞ্চ কৃত্বা শুদ্ধমনাঃ পুমান্। রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ নত্বা রূপং বিচিন্তয়েৎ॥ ১৭২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পঞ্চতীর্থমাহাত্ম্যকীর্ত্তনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মন্যমানস্ততো ব্রজেৎ। অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূতমিন্দ্রদ্যুম্নসরঃ প্রতি॥ ১॥ যস্য তীরে নিবসতি নরসিংহাকৃতির্হরিঃ। নরসিংহমনুজ্ঞাপ্য তত্র স্নায়াদ্যথাবিধি॥ ২॥ নর-

---

থাকে। অধিক কি, তাহাকে দেখিয়া স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যমও ভীত হন, এবং সেই পুণ্যাত্মার সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া মনে মনে তাহাকে প্রণিপাত ও পূজা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। সম্যক্ শ্রদ্ধা সহকারে সিন্ধুস্নান করিব বলিয়া দেবগণও প্রতিনিয়ত মানবদেহ ধারণের বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। মেরু ও মন্দর পর্ব্বতপ্রমাণ পাপরাশি অনলে তৃণপুঞ্জের ন্যায় সিন্ধুস্নানে দগ্ধ হইয়া যায়। মহর্ষিগণ! স্নানকালে জলমাত্রেই দেবদেব নারায়ণকে স্মরণ করা সদাই কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ সিন্ধুজলে ত অবশ্যই করণীয়। ব্রহ্মঘ্ন, মদ্যপ, ও গোঘাতী প্রভৃতি পঞ্চবিধ সমুদয় মহাপাতকীই নিসন্দেহ সিন্ধুস্নান জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। কোটি কোটি কপিলা ধেনুদান অপেক্ষা সিন্ধুস্নানের গৌরব সমধিক। সিন্ধুসলিলে একবার মাত্র অবগাহন করিলেই কোটি কোটি কুল উদ্ধার করিতে পারে। সর্ব্ববিধ তীর্থে স্নান ও সর্ব্ববিধ পীঠ স্থানে গমন ও দর্শন জন্য মানব যে ফলপ্রাপ্ত হয়, একমাত্র সিন্ধু-স্নানেতেই তৎসমুদয় ফল লব্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার জন্ম, জীবন ও শাস্ত্রাধ্যয়নকে সফল করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সিন্ধুতে অবগাহনান্তে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করা উচিত। সষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন, কুরুক্ষেত্রে বিবিধ প্রকার দান, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত ও তপোনুষ্ঠান এবং বহুল দক্ষিণান্বিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞও বরং সুলভ, কিন্তু সতিল সিন্ধুজল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ অতীব দুর্লভ জানিবেন। একমাস সিন্ধুসলিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ ও সিন্ধুসলিলে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডার্পণ করিলে, তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জময় শরীর ধারণ করত সহসা বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। আদ্যন্তে জগন্নাথদেবের যথাবিধি পূজা ও তীর্থরাজ-সলিলে স্নান করিলে, মানব নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে। উল্লিখিত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানের পর তীর্থসেবী পুরুষ পবিত্র হৃদয়ে তীর্থ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহাদিগের রূপ চিন্তা করিতে থাকিবে।১৪৬—১৭২

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—অনন্তর আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া যাহার তীরে নৃসিংহাকৃতি ভগবান বিরাজ করিতেছেন, ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধসমুদ্ভূত সেই সরোবর উদ্দেশে তথা হইতে প্রস্থান করিবে

সিংহ নমস্তভ্যং যস্ত তে ক্ষেত্র উত্তমে। সহস্রং বাজিমেধস্ত ক্রেতোশ্চক্রে নৃপোত্তমঃ ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসাদাৎ তু তস্ত ক্রত্বঙ্গসম্ভবে। সরসি স্নাতুমায়াতো মামনুজ্ঞাপয় প্রভো ॥ ৪ ॥ ততস্তীর্থতটং গত্বা কৃতশৌচাচমক্রিয়ঃ। প্রার্থয়েদঞ্জলিং কৃত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৫ ॥ অশ্বমেধাঙ্গগোকোটিক্ষুরক্ষুন্নমহীতল। তন্মূত্রফেনদানাম্ভঃপূরিতাখিলপাবন ॥৬॥ স্নাতুং ভবাগতঃ পুণ্যে সর্ব্বতীর্থময়ে জলে। পূর্ব্বজন্মসহস্রোত্থং পাপং স্নানাদ্বিমোচয় ॥ ৭ ॥ অন্তঃ প্রবিশ্য চ ততো বারুণৈঃ পঞ্চভির্দ্বিজাঃ। স্নায়াদন্তর্জলে জপ্যাৎ ত্রিরাবৃত্ত্যাঘমর্ষণম্ ॥ ৮ ॥ অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূত তীর্থ সর্ব্বাঘনাশন। জন্মকোটিকৃতং পাপং ত্বয়ি স্নানাদ্বিনশ্যতু ॥ ৯ ॥ ইমং মন্ত্রং ত্রিরুচ্চার্য্য ত্রিঃস্নায়াত্তজ্জলে দ্বিজাঃ। সংস্মরেদ্বিষ্ণুগায়ত্র্যা নরসিংহাকৃতিং হরিম্ ॥ ১০ ॥ আপো নারা ইতি প্রোক্তা যন্মাত্মা নরসূনবঃ। অয়নং প্রথমকাস্ত তস্মাদপ্সু হরিং স্মরেৎ ॥ ১১ ॥ দেবান্ ঋষীন্ পিতৃংশ্চৈব তর্পয়েদ্বিধিবন্নরঃ। নরসিংহং ততো গচ্ছেৎ পশ্চিমাভিমুখং স্থিতম্। সিদ্ধং শম্ভুং কৃত্রিমং বা পশ্চিমাভিমুখং হরিম্। দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপৈর্জন্মকোটিসমুদ্ভবৈঃ ॥ ১৩ ॥ তমাথর্ব্বণমন্ত্রেণ যজেচ্চ নরকেশরিম্। নারদেন পুরা হ্যেষ মন্ত্ররাজঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেন তেনৈব চিরাদেব উপাস্থিতঃ। নরসিংহাকৃতৌ নাস্তো মন্ত্রস্তৎসদৃশো দ্বিজাঃ ॥ ১৫ ॥ যস্যোচ্চারণমাত্রেণ তুষ্টো ভবতি কেশরী। অনেন দারুবর্ম্মাপি ব্রহ্মণা সম্প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৬ ॥ পূর্ব্বোক্তৈরুপচারৈস্তু পূজয়েন্নরকেশরিম্। জবাপ্রসূনৈররুণৈরন্যৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ ॥ ১৭ ॥ চন্দনাগুরুকর্পূরৈর্লেপয়েন্নরকেশরিম্ ॥ ১৮ ॥ পায়সং সিতয়া যুক্তং সৌরভেয়েণ সর্পিষা। কর্পূরখণ্ড-

এবং তথায় যাইয়া নৃসিংহদেবের নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তথায় যথাবিধি স্নান করিবে। তাঁহার নিকটে এইরূপে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে,—হে নরসিংহ! আপনাকে নমস্কার, আপনার উত্তম পবিত্র ক্ষেত্রে নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রসাদে তদীয় যজ্ঞাঙ্গ সরোবরে স্নান করিবার জন্য আমি আসিয়াছি, অতএব হে প্রভো! আমায় স্নানের অনুমতি দিন। অনন্তর সরোবরতটে গমনপূর্ব্বক আচমনাদি শৌচক্রিয়া সমাধানান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করত প্রার্থনা করিবে,—হে সরোবর! ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধাঙ্গ কোটি গোসমূহের ক্ষুরাঘাত জন্য মহীতল বিদীর্ণ হওয়ায় আপনার উৎপত্তি হইয়াছে এবং সেই গোগণের মূত্রফেন দান জন্যই আপনার খাত জলপূর্ণ হওয়ায় আপনি সকলের পবিত্রতাকর হইয়াছেন; এক্ষণে আমি আপনার সর্ব্বতীর্থময় পবিত্র জলে স্নান করিবার জন্য আগমন করিয়াছি; অতএব আপনি আমার ভবদীয় সলিলে স্নানহেতু সহস্র সহস্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিদূরিত করিয়া দিন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চবারুণ মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিবে এবং জলমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়াই বারত্রয় অঘমর্ষণ সূক্ত পাঠ করিতে হইবে। দ্বিজগণ। তৎপরে 'হে অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূত! হে সর্ব্বপাপবিনাশন! ভবদীয় জলে স্নানহেতু আমার যেন কোটী কোটী জন্মার্জ্জিত পাতক বিনষ্ট হয়।' বারত্রয় এই মন্ত্র পাঠ করত সেই সরোবরজলে বারত্রয় অবগাহন করিবে এবং বিষ্ণুগায়ত্রী জপ করত নরসিংহাকৃতি ভগবান্ হরিকে স্মরণ করিবে। জল, নরের—অর্থাৎ নর-নামক পরমাত্মার পুত্রস্বরূপ বলিয়া বিদ্বদ্গণ জলকে নারায়ণ বলিয়া থাকেন এবং উহা তাঁহার প্রথম অয়ন অর্থাৎ বাসস্থান বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ বলেন; এজন্য জলমধ্যে ভগবান্ হরিকে স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মানব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেই সরোবরে স্নান করিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিবে। অনন্তর পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিত নৃসিংহ দেবকে দর্শনার্থ তৎসন্নিধানে গমন করিবে; তত্রত্য স্বতঃসিদ্ধ বা কৃত্রিম শম্ভু ও সেই পশ্চিমাভিমুখ ভগবান্ হরিকে দর্শন করিলে মানব কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।১—১৩। অনন্তর আথর্ব্বণ মন্ত্রে নৃসিংহদেবের অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ঐ মন্ত্ররাজকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। দ্বিজগণ! নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নও বহুকাল ঐ মন্ত্রে ভগবান্ নৃসিংহদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ নৃসিংহদেবের উপাসনায় ঐ মন্ত্রতুল্য অপর কোন মন্ত্রই প্রশস্ত নহে। উহার উচ্চারণ মাত্রেই নৃসিংহদেব তুষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান্ ব্রহ্মাও ঐ মন্ত্র দ্বারা জগন্নাথ দেবের দারুময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত উপচার সকল এবং অরুণবর্ণ জবা ও অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পসমূহ দ্বারা নৃসিংহদেবের পূজা করা কর্ত্তব্য। কর্পূরচূর্ণমিশ্রিত পিষ্ট চন্দন ও অগুরু দ্বারা নৃসিংহদেবের সর্ব্বাঙ্গ বিলেপনপূর্ব্বক

সংযুক্তান্ মোদকান্ ঘৃতপাচিতান্ ॥ ১৯ ॥ সংযাবান্ ঘৃতপূপাংশ্চ ফলং নানাবিধং তথা। শর্করাদধিসংযুক্তং শাল্যন্নং বিনিবেদয়েৎ ॥২০॥ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য সম্পূজ্য নরকেশরিম্। স্বান্ স্বানভীষ্টানাপ্নোতি নরো বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ দেবত্বমমরেশত্বং গন্ধর্ব্বত্বং ততো দ্বিজাঃ। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ সার্ব্বভৌমত্বমেব বা। যদ্যৎ কাময়তে চিত্তে তত্তদাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ১২ ॥ পঞ্চতীর্থবিধানং বঃ কথিতং পূর্ব্বতো দ্বিজাঃ। দিনানি পঞ্চ কুর্ব্বৈতৎ পঞ্চভূতময়ে পুনঃ। ন দেহে প্রবিশেন্মর্ত্ত্যো ব্রতী বিষ্ণুপরায়ণঃ ॥ ২৩ ॥ পৌর্ণমাস্যাং প্রত্যুষসি তীর্থরাজজলে পুনঃ। পূর্ব্বোক্তবিধিনা স্নাত্বা শুদ্ধাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৪ ॥ একভক্তব্রতেনৈব বর্ত্ততে প্রীতয়ে হরেঃ। যাবৎ পঞ্চদিনানি স্যুস্তাবৎকালং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥ ততঃ প্রবিশ্য প্রাসাদং মঞ্চস্থং পুরুষোত্তমম্। রামং সুভদ্রাং দৃষ্ট্বা চ মুচ্যতে পাপকঞ্চুকৈঃ ॥ ২৬ ॥ সর্ব্বতীর্থময়াৎ কূপাদুদ্ধৃতেন সুগন্ধিনা। বারিণা স্নাপ্যমানন্ত যো জ্যৈষ্ঠ্যাং পশ্যতে হরিম্। ন তস্য পাপসম্বন্ধ আত্মনি প্রভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ যাত্রাকর্ম্মবিধিং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং মুনয়ঃ পরম্ ॥ ২৮ ॥ চতুর্দ্দশ্যাং দৃঢ়ং মঞ্চং কারয়িত্বা সুশোভনম্। তৃণকাষ্ঠময়ং লিপ্তং সুধয়া বহুলং শুভম্ ॥ ২৯ ॥ অথবা দারবং কুর্য্যাৎ চিরং স্থায়ি দ্বিজোত্তমাঃ। স্নানার্থং দেবদেবস্য বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ ॥ ৩০ ॥ নানাদ্রুমলতাকীর্ণং দক্ষিণানিলশীতলম্। উচ্চলৎসিন্ধুকল্লোলশাদ্বলোপরিসংস্কৃতম্ ॥ ৩১ ॥ সমুচ্ছ্রিতমহামূল্যবিতানবরশোভিতম্। বিততাচ্ছাদনং কুর্য্যাৎ দেবানাং দর্শনায় বৈ ॥ ৩২ ॥ আয়ান্তি ব্রহ্মণা সার্দ্ধং স্নপনায় জগৎপতেঃ। স্বর্গঙ্গাম্ভঃ সমাদায় পারিজাতসুবাসিতম্ ॥ ব্রহ্মর্ষয়শ্চ ত্রিদশা ব্রহ্মণা সহিতা বিভুম্। মঞ্চস্থং প্লাবয়ন্তীহ বচনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩৪ ॥ জয়শব্দৈশ্চ স্তুতিভির্বন্দ্যোঽহং ত্রিদিবৌকসাম্। তস্মান্মঞ্চস্থ

গব্যঘৃত ও শর্করামিশ্রিত পায়স, কর্পূরখণ্ডসংযুক্ত ঘৃতপক্ব মোদক, সংযাব, ঘৃতপিষ্টক, নানাবিধ ফল এবং শর্করা ও দধিসংযুক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন নিবেদন করিবে। সেই নৃসিংহদেবকে দর্শন, স্পর্শন ও নমস্কার করিলে সমুদয় মানবই যে স্ব স্ব সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিতে পারে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হে দ্বিজগণ! অধিক কি কহিব, দেবত্ব, দেবাধিপত্য, গন্ধর্ব্বত্ব, ঈশিত্ব, বশিত্ব বা সার্ব্বভৌমত্ব প্রভৃতি যাহাই চিত্তাভিলষিত থাকে, তৎসমস্তই নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিজগণ! এই ত আমি পূর্ব্ব হইতে আপনাদিগের নিকট পঞ্চতীর্থের বিধান বলিলাম। পাঁচদিনে ঐ পঞ্চ তীর্থ করিতে হয়। বিষ্ণুভক্ত মানব যথাবিধি নিয়মাবলম্বন করত ঐ পঞ্চতীর্থ করিলে তাহাকে আর পঞ্চভূতময় দেহে প্রবেশ করিতে হয় না। হে দ্বিজোত্তমগণ! পূর্ণিমাতে অতি প্রাতঃকালে তীর্থরাজজলে পূর্ব্বোক্ত বিধান-অনুসারে স্নান করিয়া যাবৎ পঞ্চ দিবস পূর্ণ না হয়, তাবৎকাল ভগবান্ হরির প্রীত্যর্থে জিতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধাহারী হইয়া একভক্ত করিয়া থাকিবে। তৎপরে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক মঞ্চস্থ পুরুষোত্তম, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীকে দর্শন করিলে মানব পাপকঞ্চুক হইতে মুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ্য পূর্ণিমাতে সর্ব্বতীর্থময় কূপ হইতে উদ্ধৃত সুগন্ধি সলিল দ্বারা ভগবান্‌কে স্নান করাইতে দর্শন করে, তাহার দেহে আর কোন প্রকার পাপসম্বন্ধ থাকে না। মুনিগণ! এক্ষণে যাত্রাকর্ম্মবিধি বলি শুনুন, উহা বহুল কার্য্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট জানিবেন। দ্বিজোত্তমগণ! দেবদেব ভগবানের স্নানার্থ চতুর্দ্দশীদিনে তৃণকাষ্ঠময় অথবা দারুময় সুশোভন এক মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চূর্ণ-লেপ প্রদান করিবে এবং তাহা যাহাতে বহুকালস্থায়ী হয়, তাহা করিতে হইবে, ঐ কার্য্যে কদাচ বিত্তশাঠ্য করা উচিত নহে। ১৪—৩০। অপিচ দেবগণ তথায় অবস্থানপূর্ব্বক যাহাতে ভগবানের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত সেই স্থান, চন্দ্রাতপশোভিত সুবিস্তৃত মহামূল্য আবরণ-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং ঐ আচ্ছাদন যেন অতি উচ্চদেশে সংস্থাপিত করা হয়। যে স্থানে সিন্ধুর কল্লোলমালা নৃত্য করিয়া থাকে, যাহা নব নব তৃণরাজি দ্বারা হরিত বর্ণে রঞ্জিত, দক্ষিণানিলসংস্পর্শে সুশীতল এবং বিবিধ তরুরাজি দ্বারা বিরাজিত সুপরিষ্কৃত তাদৃশ স্থানেই স্নানপীঠ রচনা করা কর্ত্তব্য। সমুদয় দেবর্ষি ও দেবগণ, জগৎপতি জগন্নাথ দেবকে স্নান করাইবার নিমিত্ত পারিজাতসুবাসিত সুরতরঙ্গিণীর পবিত্র সলিল লইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত তথায় আগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার আদেশানুসারে মঞ্চস্থ ভগবান্‌কে স্নান ও জয়শব্দপূর্ণ বিবিধ স্তুতিবাদ দ্বারা বন্দনা

কর্ত্তব্যো মণ্ডিতো মাল্যচামরৈঃ ॥ ৩৫ ॥ নানামণিসমাযুক্তং দুকূলকৃততোরণম্। সুগন্ধিধূপসুরভিচন্দনাম্ভঃসমুক্ষিতম্ ॥ ৩৬ ॥ এবং মঞ্চং প্রতিষ্ঠাপ্য তস্য দক্ষিণতো দ্বিজাঃ ॥ ৩৭ ॥ কূপাদ্বারি সমুদ্ধৃত্য কলসান্ স্বর্ণনির্ম্মিতান্। শালায়াং শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা হ্যধিবাসয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ সুবাসিতং জলং তেষু পাবমান্যা প্রপূরয়েৎ। চতুর্দ্দশীনিশামধ্যে কর্ম্মৈতৎ সমুদাহৃতম্। শনৈঃ শনৈস্ততো নিন্যুর্হরিং হলিপুরঃসরম্ ॥ ৩৯ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা রাজ্ঞা সম্মানিতাদৃতাঃ। চামরৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজ্যমানং নিরন্তরম্ ॥ ৪০ ॥ পুরাকৃতাঙ্গলেপং তং বিষ্ণোরঙ্গান্ন হাপয়েৎ ॥ ৪১ ॥ যথা সুগন্ধিলেপেন সুপুষ্টাঙ্গো দিনে দিনে। তথা প্রযত্নতঃ কার্য্যঃ কৃশাঙ্গো নহি পুষ্টিকৃৎ। নয়েয়ুরক্রমাদ্যন্তো ভগবন্তং মুদান্বিতাঃ ॥ ৪২ ॥ প্রমাদতো যদি ভবেৎ পতনং মুরবৈরিণঃ। বলস্য বা সুভদ্রায়া রাজ্ঞো রাজ্যস্য ভীতিকৃৎ ॥ ৪৩ ॥ অপি পাতয়তাং জানিঃ সন্ততির্বহুদুঃখিতাঃ। নরকে নিয়তং বাসো ভবেত্তেষাং দুরাত্মনাম্ ॥ ৪৪ ॥ বিমুহ্যন্তশ্চিরাদ্দারুময়ীয়ং প্রতিমা কথম্। তিষ্ঠেদবিশ্বসন্তো যে ভগবদ্দ্রোহিণস্তু তে। নরকং প্রতিপদ্যন্তে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ ৪৫ ॥ মূঢানাং নাস্তিকানান্তু কৃতঘ্নানাং দুরাত্মনাম্। ধর্ম্মকৃত্যে প্রজায়ন্তে অবিশ্বাসস্য যুক্তয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ অদৃষ্টং যস্য যাবদ্ধি স তু তেন বিনির্ম্মিতঃ। তদন্তে তস্য ক্ষীয়ন্তে প্রাসাদপ্রতিমাদয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ ন চায়ং নির্ম্মিতঃ কেন ক্রমঃ স্বৈনৈব নির্ম্মিতঃ। বরং দদাতি যা নূনং ন চাসৌ প্রতিমা মতা ॥ ৪৮ ॥ নির্ম্মিতায়াং প্রতিকৃতৌ যুগমন্বন্তরাদিষু। ব্যতীতেষ্বপি বর্ত্তন্তে জনানাং সুপর্ব্বণাম্। ভক্তয়স্তাদৃশা বিপ্রাঃ সর্ব্বেষাং পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥ ৪৯ ॥ স্বারোচিষেঽন্তরে চৈব আবির্ভূতঃ

করিয়া থাকেন। এজন্য ভগবানের স্নানমঞ্চ নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাল্য, চামর, পতাকা ও তোরণ দ্বারা বিমণ্ডিত, চন্দনমিশ্রিত সুগন্ধ সুশীতল জলদ্বারা সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধূপ দ্বারা সুরভীকৃত করিবে। দ্বিজগণ! এইরূপ স্নানমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহার দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তিকূপ হইতে স্নানীয় জল উত্তোলনপূর্ব্বক সেই জল সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করত পাবমানী মন্ত্র পাঠ দ্বারা স্বর্ণনির্ম্মিত কলসসমূহ পূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং মন্দিরাভ্যন্তরে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানানুসারে ভগবানের অধিবাস করিবে। উক্ত কার্য্য সকল চতুর্দ্দশীর রাত্রিমধ্যেই কর্ত্তব্য। অনন্তর হলিদানপুরঃসর অব্যগ্রভাবে ভগবান্‌কে স্নানমঞ্চে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। রাজার নিকট সম্মান ও সমাদর প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ঐ সময়ে চামর ও তালবৃন্ত দ্বারা নিরন্তর ভগবান্‌কে বীজন করিতে থাকিবে। ভগবানের অঙ্গ হইতে পূর্ব্বকৃত অঙ্গলেপন অপসারণ করা উচিত নহে, যাহাতে তিনি সুগন্ধিলেপনদ্রব্যে দিন দিন পরিপুষ্ট হন, যত্নাতিশয় সহকারে বরং তাহাই কর্ত্তব্য, কারণ কৃশাঙ্গ দেবমূর্ত্তি কল্যাণকর নহে। অতি সাবধানে সানন্দে ভগবান্‌কে লইয়া যাইবে, কারণ, বাহকের প্রমাদ বশতঃ যদি ভগবান্ মুরারি, বলদেব বা সুভদ্রা দেবী পতিত হন, তাহা হইলে রাজা ও রাজ্যের অমঙ্গল ঘটে এবং যাহাদিগের হস্ত হইতে পতিত হন, তাহাদিগের অতি অকুশল ও তাহাদিগের বংশপরম্পরা বহু দুঃখভাগী হইয়া থাকে। অধিকন্তু সেই দুরাত্মাদিগের নরকে বাস হয়। যাহারা মোহাভিভূত হইয়া ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস করত মনোমধ্যে বিবেচনা করিবে যে, দারুময়ী প্রতিমা আর কত কালই বা থাকিবে, সেই সকল ব্যক্তিগণ ভগবদ্দ্রোহী এবং সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে। যাহারা নিতান্ত মূঢ়, নাস্তিক, কৃতঘ্ন ও দুরাত্মা, তাহাদিগেরই অন্তরে ধর্ম্মকার্য্য বিষয়ে যাহাতে অবিশ্বাস জন্মিতে পারে, তাদৃশ যুক্তি সকল উদ্ভূত হয়। যাহার যেরূপ অদৃষ্ট, সে সেই অদৃষ্টানুসারেই সৃষ্ট হয়, এবং সেই অদৃষ্ট ক্ষয় হইলেই তাহার প্রতিমাদি বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ ঐ দারুময় দেবকে কেহই নির্ম্মাণ করে নাই, তিনি আপনার দ্বারাই আপনি নির্ম্মিত হইয়াছেন। তাহার প্রমাণ দেখুন, যে মূর্ত্তি ভক্তকে বরদান করেন, তাহা কদাচ প্রতিমা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ৩১—৪। বিপ্রগণ! আর এক কারণ দেখুন, কত কত যুগমন্বন্তরাদি গত হইল, কিন্তু অখিল দেবগণ ও মর্ত্ত্যবাসী সমুদয় জনগণের অদ্যাপি তাদৃশ ভক্তি সমভাবেই রহিয়াছে। যদি বাস্তবিকই উহা কাহারও দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে নির্ম্মিত প্রতিমাতে কখনই চিরদিন সমান ভক্তির সম্ভব ছিল না। উহার মহিমা যে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই সমভাবে আছে, তাহার প্রমাণ দেখুন, স্বারোচিষ মন্বন্তরে অধি-

কৃপানিধিঃ। বৈবস্বতেঽন্তরে সপ্তবিংশে চৈব চতুর্যুগে ॥৫০॥ দ্বাপরান্তে সমায়াতৌ যদা কৃষ্ণার্জ্জনাবুভৌ। ত্রিদিনানি স্থিতাবত্র ব্রতস্থৌ মধুসূদনম্ ॥৫১॥ ভক্ত্যা পূজয়তাং স্তুত্বা যযতুর্দ্বারকাং পুনঃ। ন হ্যস্য তত্ত্বং জানন্তি মানুষীং তনুমাশ্রিতাঃ ॥ ৫২ ॥ অবতারাঃ প্রবর্ত্তন্তে বিষ্ণোরস্য যুগে যুগে। ব্রহ্মস্থাপনয়া বিপ্রা লীয়ন্তে স্বপদে পুনঃ ॥ ৫৩ ॥ পূর্ব্বঞ্চ ব্রহ্মণা প্রোক্তঃ স চানেন প্রতিষ্ঠিতঃ। স্থাতা পরার্দ্ধপর্য্যন্তং ভগবান্ দারুরূপধৃক্ ॥ ৫৪ ॥ সদায়ং বরদো বিষ্ণুঃ শুদ্ধসত্ত্বেন ভাবিতঃ। যস্য যাবাংশ্চ বিশ্বাসস্তস্য সিদ্ধিস্তু তাদৃশী ॥৫৫॥ অপ্রমাদী কৃতাশ্বাসো ভক্তো দৃঢ়মতিঃ পুমান্। যত্নানুরূপং লভতে ফলমস্মাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৫৬ ॥ পুরা ... কথিতঃ সর্ব্বমম্বরীষবিমোচনম্ ॥৫৭॥ তত্তস্মিন্ জগন্নাথে পরমাত্মস্বরূপিণি। বিধায় চ দৃঢ়াং ভক্তিং বসধ্বং পুরুষোত্তমে ॥ ৫৮ ॥ অতোঽয়ং ভক্তিতো নেয়ঃ শ্রীকৃষ্ণো মঞ্চমুত্তমম্। সুভদ্রাবলভদ্রৌ চ রাজবৎ পরিচর্য্য বৈ ॥ ৫৯ ॥ উত্তোলিতেষু ছত্রেষু চামরৈর্বীজিতেষু চ। কালাগুরুসুধূপাসু দিক্ষু গম্ভীরনাদিষু ॥ ৬০ ॥ নানাবিধেষু বাদ্যেষু শুষিরে পরিপূরিতে। তৌর্য্যত্রিকে সাধুবৃত্তে দীপিকাশ্রেণিরাজিতে ॥ ৬১ ॥ অন্ধকারেঽথ সর্ব্বেষাং বর্দ্ধমানে মহোৎসবে। আচ্ছন্নে শ্রীপতেরঙ্গে প্রমাদপরিশঙ্কয়া ॥ ৬২ ॥ পটুপট্টদুকূলাদ্যৈর্নীয়মানে সুদূরতঃ। গতের্বসান্তদোত্তানীকৃতাস্তে জগতাং গুরৌ ॥ ৬৩ ॥ আবর্ত্তিদৃষ্টয়ো দেবাঃ দিবারোহণশঙ্কিনঃ। জয়স্ব রামকৃষ্ণেতি জয় ভদ্রেত্যতি চোদিতে ॥ ৬৪ ॥ এবং সলীলং ভগবান্ জন্ম জ্যৈষ্ঠাভিষেচনম্। নীয়তে মঞ্চদেশস্তু নিশীথে ব্রাহ্মণাদিভিঃ ॥ ৬৫ ॥ অহম্পূর্ব্বিকয়া শব্দো দেবানাং শ্রূয়তে

কার সময়ে কৃপানিধি জগন্নাথদেব আবির্ভূত হন। তৎপরে বৈবস্বত মনুর সপ্তবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে যে সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণার্জ্জুন পুরুষোত্তমে গমন করেন, তখন তাঁহারা যথোক্ত ব্রতাবলম্বন করত ঐ স্থানে দিনত্রয় অবস্থিত ছিলেন এবং পরম ভক্তি-সহকারে মধুসূদনকে যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্তব পাঠ করিয়া পুনরায় দ্বারকায় প্রতিগমন করেন। হায়! আধুনিক সামান্য মানবগণ কি না আজ, সেই ভগবানেরও প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিতেছে না। বিপ্রগণ! বেদরক্ষার্থ যুগে যুগেই সেই ভগবান্ বিষ্ণুর নানা অবতার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া পুনর্ব্বার স্বপদে লীন হইয়া থাকেন। অতি পূর্ব্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ দারুরূপধারী ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রার্থনানুসারে ভগবান্ পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন। সত্ত্ব-গুণময় বিশুদ্ধচিত্তে সদা সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে ভাবনা করিলে, অবশ্যই তিনি অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া থাকেন। ফলে যাহার যেরূপ বিশ্বাস, তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হয়। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত, প্রমাদশূন্য, স্থিরচিত্ত ও অটল বিশ্বাসযুক্ত, সে নিশ্চয়ই ঐ জগন্নাথ দেবের নিকট হইতে ইচ্ছানুরূপ ফল লাভ করিতে পারে। মুনিগণ! পূর্ব্বে আমি ত আপনাদিদিগের নিকট এই বিষয়ে অম্বরীষের সংসার-মোচন-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছি। অতএব হে দ্বিজগণ! আপনারা সেই পরমাত্মরূপী জগন্নাথ দেবের প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করুন। এইজন্যই বলিয়াছেন, পরম ভক্তিসহকারে সযত্নে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ দেব বলরাম ও সুভদ্রা দেবীকে রাজবৎ পরিচর্য্যা করত স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবে। ৪৯—৫৯। ভগবানের স্নানমঞ্চে গমনকালে যখন ছত্রনিচয় উত্তোলিত, কালাগুরুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত, নানাবিধ গম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যবিবর পরিপূরিত এবং দীপাবলীর আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হয়; যখন ভগবানের চতুর্দ্দিকে চামর ব্যজন ও সুন্দররূপ নৃত্য-গীতাদি হইতে থাকে; সেই সময়ে সকলেরই মানসিক মহোৎসব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং অনবধানতা প্রযুক্ত পাছে কোন প্রকার দোষ ঘটে, এই বিবেচনায় সুন্দর পট্ট বস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীপতির সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্নানমঞ্চে লইয়া যাইতে হয়। তৎকালে অখিলজগৎপূজনীয় জগন্নাথদেবকে দূরগমন নিমিত্ত উত্তানাস্য করিয়া লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থিত দেবগণ এইরূপ মনে মনে আশঙ্কা করিতে থাকেন যে, “ভগবান্ বোধ হয় স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন” এবং এই বিবেচনাতেই তাঁহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া হে রাম! হে কৃষ্ণ! আপনাদিগের জয় হউক’ এইরূপ বলিতে থাকেন। মুনিগণ! এই লীলা সহকারে ভগবানের জন্মজ্যৈষ্ঠীতে অভিষেক হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যখন নিশীথকালে ভগবান্‌কে স্নানমঞ্চে লইয়া যাইতে থাকেন, তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি এবং দেবগণের জয়ধ্বনিসংযুক্ত

দিবি। দেবদুন্দুভয়শ্চৈব জয়শব্দবিমিশ্রিতাঃ ॥ ৬৬ ॥ ততো মঞ্চস্থিতং ব্রহ্মরূপং প্রত্যর্চ্চয়া সহ। আচ্ছাদ্য সর্ব্বাণ্যঙ্গানি মুখবর্জ্জং সুচেলকৈঃ ॥ ৬৭ ॥ বিনা-নিবেদ্যং সম্পূজ্য উপচারৈঃ পুরোদিতৈঃ। অধিবাসিতকুম্ভৈশ্চ শান্তিঘোষপুরঃসরম্ ॥ ৬৮ ॥ সমুদ্রজ্যেষ্ঠামন্ত্রেণ স্নাপয়েৎ সুরপুঙ্গবান্। পশ্যতা-মভিষেক্তৄণাং কৃতকৃত্যত্বহেতবে ॥ ৬৯ ॥ স্নাপ্যমানঞ্চ পশ্যন্তি নরা যে ব্রতসংস্থিতাঃ। গর্ভোদকেন স্নপনং ন তে পুনরবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৭০ ॥ জ্যেষ্ঠস্নানং ভগবতো যে পশ্যন্তি মুদান্বিতাঃ। ন তে ভবাব্ধৌ মজ্জন্তি যাত্রয়োৎসুকমানসাঃ ॥ ৭১ ॥ বুদ্ধ্যাবুদ্ধিকৃতঃ পুংসা-মাদিতঃ পাপসঞ্চয়ঃ। তৎক্ষণান্নাশমায়াতি পশ্যতাং স্নপনং হরেঃ (১) ॥ ৭২ ॥ সর্ব্বসন্তাপশমনমশেষ-মলনাশনম্। স্নপনং শ্রীপতের্জ্যৈষ্ঠ্যাং যদি ভক্ত্যা বিলোকিতম্ ॥ ৭৩ ॥ প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তানি যানি পাপানি সন্তি বৈ। তানি সর্ব্বাণি ক্ষীয়ন্তে পশ্যতাং স্নপনং হরেঃ ॥ ৭৪ ॥ নাতঃ পরতরং কর্ম্ম হ্যনায়াসেন মোচনম্। জ্যৈষ্ঠজন্মদিনে স্নানং হরের্যদবলোকিতম্ ॥ ৭৫ ॥ স্নানদানতপঃশ্রাদ্ধজপযজ্ঞাদয়স্তু যে। বিধয়ঃ কোটিগুণিতাঃ কোটিজন্মোপপাদিতাঃ। স্নানদর্শন-পুণ্যস্য হরেস্তে ন তুলাং গতাঃ ॥ ৭৬ ॥ ভক্ত্যা যঃ স্নপনং বিষ্ণোরেকস্মিন্ বৎসরেঽপি বা। পশ্যন্ন শোচতে বিপ্রা ইহ সংসারমোচনে ॥ ৭৭ ॥ তেনেষ্টঃ ক্রতুভিঃ পুণ্যৈঃ শ্রদ্ধাবিপুলদক্ষিণৈঃ। মহাদানানি দত্তানি ভোজিতাঃ কোটিশো দ্বিজাঃ ॥ ৭৮ ॥ শ্রাদ্ধানি গয়শীর্ষাদৌ কোটিশশ্চ কৃতানি বৈ। পুণ্যকালেষু তীর্থাদৌ তপাংসি চরিতানি চ ॥ ৭৯ ॥ অর্দ্ধোদয়াদি-যোগেষু কোটিতীর্থেষু কোটিশঃ। স্নাতানি তেন ভো বিপ্রা যঃ পশ্যেৎ স্নপনং হরেঃ ॥ ৮০ ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ব্রবীমি দ্বিজপুঙ্গবাঃ। নাতঃ শ্রেয়স্করং কর্ম্ম শাস্ত্রদৃষ্টে পথি স্থিতম্ ॥ ৮১ ॥ মঞ্চস্থং স্নাপ্য-মানং হি যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্। স্নানাৎ শত-

অহম্পূর্ব্বিকা শব্দের সহিত তুমুল কোলাহল শব্দ হইতে থাকে। মহর্ষিগণ! অনন্তর সেই ব্রহ্মরূপী প্রতিমামূর্ত্তিধারী জগন্নাথ দেবকে স্নানমঞ্চে স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া নৈবেদ্য ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত অন্য সমুদয় উপচার দ্বারা পূজাবসানে শান্তি পাঠপুরঃসর 'সমুদ্রজ্যেষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত অধিবাসিত কলসনিচয় লইয়া কি অভিষেক্তা, কি দর্শক, সকলের কৃতার্থতা নিমিত্ত সেই সুরবরত্রয়কে অভিষেক করিবে। দ্বিজবৃন্দ! অধিক কি বলিব, যে সকল মানব যথোক্ত ব্রতাবলম্বন করত স্নানকালে ভগবান্‌কে নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগকে আর কদাচ পুনরায় জননীর গর্ভোদকে স্নান করিতে হয় না, নিশ্চয় জানিবেন। স্নানযাত্রা দর্শনার্থ পরম আনন্দ ও ঔৎসুক্যপূর্ণহৃদয়ে ভগবানের জ্যেষ্ঠস্নান সন্দর্শন করিলে কখনই জীবগণ ভবসাগরে নিমগ্ন হয় না। পুরুষগণ বাল্যাবস্থা হইতে জ্ঞান বা অজ্ঞানপূর্ব্বক যে কিছু পাপ সঞ্চয় করে, ভগবান্ হরির স্নানযাত্রা দর্শনে তৎক্ষণাৎ তাহা তিরোহিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ সকলেই বিদিত আছেন যে; জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে ভক্তিভাবে যদি ভগবান্ শ্রীপতির স্নানযাত্রা অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে সমুদয় সন্তাপ ও অশেষ পাপ প্রশমিত হইয়া থাকে। নিশ্চয় জানিবেন, প্রায়শ্চিত্তার্হ যত কিছু পাপ থাকে, হরির স্নানোৎসব দর্শনে তৎসমুদয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ জন্য জ্যৈষ্ঠ-জন্মদিনে হরির স্নানযাত্রা দর্শন অপেক্ষা অনায়াসে মোক্ষপ্রদ শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম আর কিছুই নাই। স্নান, দান, তপস্যা, শ্রাদ্ধ, জপ ও যজ্ঞাদি যাহা কিছু বিহিত কার্য্য আছে, তৎসমুদয় যদি কোটি কোটি গুণে অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কদাচ হরির স্নান-যাত্রা দর্শন জন্য মহাপুণ্যের সদৃশ হইতে পারে না। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে অন্ততঃ পক্ষে একবৎসরও বিষ্ণুর স্নানক্রিয়া দর্শন করে, তাহাকে আর সংসারমোচনার্থ শোক করিতে হয় না। ৬০—৭৭। দ্বিজগণ! অধিক কি কহিব, যে ব্যক্তি ভগবান্ হরির স্নান দর্শন করিতে পারে, তাহার ভূরি-দক্ষিণান্বিত শ্রদ্ধাপূর্ণ পবিত্র যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান, মহাদান, কোটি কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন, গয়াপ্রভৃতি তীর্থস্থানে কোটি কোটিবার পিণ্ডদান, পুণ্যকালে তীর্থাদিতে তপস্যা-চরণ, এবং অর্দ্ধোদয়াদি যোগে কোটি কোটি তীর্থে কোটি কোটি বার স্নান করা হয়, জানিবেন। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! আমি আপনাদিগের নিকট ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, কোন শাস্ত্রেই ভগবানের স্নান দর্শনাপেক্ষা শ্রেয়স্কর কর্ম্ম দৃষ্ট হয় না। যে, মঞ্চস্থ ভগবান্ পুরুষোত্তমের স্নান দর্শন করে, সে যে

(১) সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ব্রবীমি দ্বিজ-পুঙ্গবাঃ। ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

গুণং পুণ্যং লভতে নৈব সংশয়ঃ॥ ৮২॥ মঞ্চস্থিতং জগন্নাথং স্নানার্দ্রং যস্ত পশ্যতি। সান্দ্রানন্দার্দ্রচিত্তো-হসৌ ন কিঞ্চিৎপাপমশ্নুতে॥ ৮৩॥ যদেব পুণ্য-মুদিতং স্নানদর্শনকর্ম্মণি। তত্তৎফলমবাপ্নোতি দৃষ্ট্বা মঞ্চস্থমচ্যুতম্॥ ৮৪॥ এক এব জগন্নাথস্ত্রিধা তত্র স্থিতো দ্বিজাঃ। একৈকস্যাপি স্নপন-দর্শনং ভুক্তিমুক্তিদম্॥ ৮৫॥ জয়স্ব রাম কৃষ্ণেতি জয় ভদ্রেতি যো বদেৎ। জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ নাথেত্যু-চ্চারয়ন্ মুদা। স্নানকালে স বৈ মুক্তিং প্রয়াতি দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৮৬॥ অধিবাসাদিকং তত্র যৈঃ কৃতং স্নানকর্ম্মণ। তেষাং শ্রদ্ধামুদাযুক্তঃ প্রদদ্যাদ্দক্ষিণাঃ পৃথক্॥ ৮৭॥ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মিষ্টান্নবস্ত্রালঙ্করণানি চ। প্রদদ্যাচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো দীনানাথাংশ্চ তর্পয়েৎ॥ ৮৮॥ যে দ্রষ্টুমাগতাঃ স্নানং জীবন্মুক্তাস্ত তে ধ্রুবম্। তান্ যথাশক্তি বৈ রাজা মানয়েৎ প্রীতয়ে হরেঃ॥ ৮৯॥ স্নানাবশেষতোয়েন স্নায়াদ্ভদ্রাসনস্থিতঃ। নারী বা পুরুষো বাপি তস্য পুণ্যং বদামি বঃ॥ ৯০॥ ধন্যঃ স্যাচ্চিররোগার্ত্তো হ্যপমৃত্যুং জয়েদসৌ॥ ৯১॥ অপুত্রা মৃতবৎসা বা বন্ধ্যা বাপি লভেৎ সুতম্। সুভগঃ সর্ব্বলোকানাং নির্ধনো ধনবান্ ভবেৎ॥ ৯২॥ গুর্ব্বিণী লভতে পুত্রং দীর্ঘায়ুর্গুণবত্তরম্। গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থানাং স্নানজং ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৯৩॥ কুষ্ঠব্যাধি-যুতো যো বৈ সর্ব্বাঙ্গং পরিলেপয়েৎ। নশ্যতে নাত্র সন্দেহো বাগ্মী স্যাচ্ছাস্ত্রকোবিদঃ॥ ৯৪॥ নাতঃ পবিত্রং ভো বিপ্রাঃ স্বর্ধুন্যম্ভোহপি কীর্ত্তিতম্॥ ৯৫॥ যদ্‌যৎ কাময়তে চিত্তে ঐহিকামুষ্মিকং তথা। বিষ্ণোঃ স্নানাবশেষেণ তোয়েন লভতে ফলম্॥ ৯৬॥ স্নান-দর্শনজং পুণ্যং ধর্ম্মাত্মা লভতে ধ্রুবম্॥ ৯৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দারুব্রহ্মণঃ স্নানযাত্রাবিধিকীর্ত্তনং নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩১॥

তীর্থাদিস্নান অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য-ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই, নিশ্চয় জানিবেন। যে মানব স্নানার্দ্র মঞ্চস্থ জগন্নাথ দেবকে সন্দর্শন করিতে পায়, তাহার চিত্ত প্রগাঢ় আনন্দরসে আর্দ্র হইয়া থাকে এবং সে কোনরূপ পাপে লিপ্ত হয় না। মুনিগণ! আমি স্নানযাত্রা দর্শনে যে প্রকার পুণ্যের কথা বলিলাম, ভগবান্‌কে কেবল মঞ্চস্থিত দর্শন করিলেও মানব তৎপুণ্য প্রাপ্ত হয়, জানিবেন। দ্বিজগণ! একমাত্র ভগবান্ জগন্নাথ হরিই, ত্রিধা-মূর্ত্তিতে নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন, এজন্য কি জগন্নাথদেব, কি বলদেব ও কি সুভদ্রাদেবী, এক মূর্ত্তির স্নান দর্শনেই মানবনিচয় ঐহিক যাবতীয় সুখভোগ ও পরিণামে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! যে ব্যক্তি স্নানকালে সানন্দে একবারও "হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে নাথ! হে রাম! হে সুভদ্রে! আপনাদিগের 'জয় হউক" এইরূপ বলে, সে নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ভগবানের উক্ত স্নানকার্য্যে যে সকল পুরোহিতগণ দ্বারা অধিবাসাদি সম্পাদন করা হয়, শ্রদ্ধা ও আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পৃথক্‌রূপে দক্ষিণা দান করা উচিত। শ্রদ্ধাসহকারে উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকেও মিষ্টান্ন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দান করা এবং দরিদ্র ও অনাথদিগকে যথাসম্ভব মিষ্টান্নাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করা একান্ত কর্ত্তব্য, জানিবেন। যাহারা ভগবানের স্নানদর্শনার্থ তথায় গমন করে, তাঁহারা নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত হয়। এজন্য ভগবান্ হরির প্রীত্যর্থ তাহাদিগকে যথাশক্তি সম্মান প্রদর্শন করা রাজার উচিত। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে ব্যক্তি ভদ্রাসনস্থিত হইয়া ভগবানের স্নানাবশিষ্ট জলে স্নান করে; আপনাদিগের নিকট তাহার পুণ্যের বিষয় বলি, শুনুন। সে ব্যক্তি চিররোগী হইলেও আরোগ্যলাভ করত ধন্য হইবে এবং সে অপমৃত্যুকেও জয় করিবে, সন্দেহ নাই। অপুত্রা, মৃতবৎসা, বা বন্ধ্যা রমণীও তৎ-কার্য্যফলে পুত্র লাভ করিবে এবং নির্ধন ব্যক্তিও ধনবান্ ও সর্ব্বলোকের প্রিয় হইবে। গর্ভবতী রমণী যদি স্নানাবশিষ্ট জলে স্নান করে, তাহা হইলে অবশ্যই সে দীর্ঘায়ুঃ ও মহাগুণশালী পুত্রলাভ করিয়া থাকে এবং গঙ্গাদি সমুদয় তীর্থ-স্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। কুষ্ঠরোগীও যদি ভগবানের স্নানাবশিষ্ট জলে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয় এবং সে নিশ্চয়ই বাগ্মী ও অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া থাকে। বিপ্রগণ! ফলতঃ ভগবানের স্নানাবশেষ জল অপেক্ষা সুরতরঙ্গিণীর পবিত্র সলিলও অধিক পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয় নাই। মানব ঐহিক বা পারত্রিক যে কোন বিষয় মনে মনে অভিলাষ করে, বিষ্ণুর স্নানাবশিষ্ট জলে স্নান করিলে তৎসমস্তই লাভ করিতে পারে; এইজন্য মনীষিগণ বলিয়াছেন, ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি উক্ত কার্য্যজনিত পুণ্য এবং স্নান-

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দক্ষিণামূর্ত্তি-দর্শনম্। পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং যত্রোপলভ্যতে॥ ১॥ ততো নানাবিধৈর্দ্রব্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যাদিভিস্তথা। যথাশক্ত্যুপচারৈশ্চ গন্ধমাল্যৈশ্চ পূজয়েৎ॥ ২॥ রামং কৃষ্ণঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ গীতনৃত্যাদিকৈস্তথা। প্রোক্ষণীয়ৈশ্চ বিবিধৈঃ শ্রদ্ধয়া চোপপাদিতৈঃ॥ ৩॥ বস্ত্রচন্দনমাল্যাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্। ভগবদ্-ব্রাহ্মণাংশ্চৈব মহাভাগবতাংস্তথা॥ ৪॥ ততো নয়েদ্দক্ষিণাভিমুখান্ হি ত্রিদশেশ্বরান্। উৎসবঞ্চ মহৎ কৃত্বা পূর্ব্বানয়নবদ্ধরেঃ॥ ৫॥ তস্মিন্ কালে হরিং পশ্যেদ্‌ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্। রামং ভদ্রাঞ্চ যো মর্ত্ত্যো ন স প্রাকৃতমানুষঃ॥ ৬॥ স্নানার্থমাগতা দেবা স্নাপয়িত্বা জগদ্‌গুরুম্। আকাশে তু সসম্বাধাস্তাবৎকালং স্থিতা হরিম্। দ্রষ্টুং ব্রজন্তং যাম্যাশাবদনং ভবনাশনম্॥ ৭॥ ধর্ম্মশাস্ত্রেষু যাবন্তি ধর্ম্মকর্ম্মাণি সন্তি বৈ। তানি সর্ব্বাণি সন্দ্রষ্টুং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্॥ ৮॥ স্নানদর্শনজং পুণ্যং সমগ্রং লভতে তু সঃ। স্নাতং মুরারিং যঃ পশ্যেদ্‌ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্॥ ৯॥ নীরাজয়িত্বা দেবেশং রামেণ সহ ভদ্রয়া॥ ১০॥ প্রাসাদান্তঃ প্রবেশ্যাথ ন পশ্চাদ্ধি কদাচন। এতত্তু বিস্তরেণোক্তং পূর্ব্বমেব দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১১॥ মুনয় ঊচুঃ। ভগবংস্ত্বয়া ব্রতং প্রোক্তং যেন স্নান-প্রদর্শনাৎ। ফলং প্রাপ্নোতি নিয়তং তন্নো ব্রূহি বিদাংবর॥ ১২॥ জৈমিনিরুবাচ। হন্ত বঃ কথয়িষ্যামি তদ্‌ব্রতং জ্যেষ্ঠপঞ্চকম্। নাতঃ পরতরং প্রোক্ত-মৃষিভিঃ শাস্ত্রপারগৈঃ॥ ১৩॥ শ্রৌতস্মার্ত্তপুরাণোক্ত-ব্রতানামিদমুত্তমম্। ইদং প্রথমতঃ প্রোক্তং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা॥ ১৪॥ জ্যেষ্ঠত্বাৎ ব্রতমুখ্যানাংখ্যাতং তজ্জ্যেষ্ঠপঞ্চকম্। সমুদ্রো জ্যেষ্ঠফলদঃ প্রভুর্জ্যেষ্ঠ-

---

দর্শনজনিত পুণ্য লাভ করিয়া থাকে, কদাচ অধার্ম্মিকের অদৃষ্টে তাহা ঘটিবার নহে।৭৮—৯৭।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! ইহার পর দক্ষিণা-মূর্ত্তি দর্শনের বিষয় বলি শুনুন, তাহাতে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়! অনন্তর যথাশক্তি গন্ধমাল্য ও নানাপ্রকার ভোজ্য ভক্ষ্য প্রভৃতি শ্রদ্ধা সহকারে আহৃত বিবিধ প্রোক্ষণীয় উপচার দ্রব্য এবং নৃত্য গীতাদি দ্বারা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর পূজা করিবে। তৎপরে দ্বিজোত্তম পুরোহিতগণ ভগবৎপ্রিয় অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ও ভগবানের অপরাপর পরম ভক্তবৃন্দকে বস্ত্র ও চন্দনমাল্যাদি দ্বারা যথোচিত সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক ভগবানের পূর্ব্বানয়ন কালের ন্যায় মহোৎসব করত সেই দেববরত্রয়কে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যাইবে। সেই সময়ে যে ব্যক্তি ভগবান্ হরি, বলভদ্র ও সুভদ্রাদেবীকে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে দেখে, সে প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃত মনুষ্য নহে। ভগবানের স্নানার্থ সমাগত দেববৃন্দ সেই ভবরোগনাশন জগদ্‌গুরু জগন্নাথ দেবকে স্নান করাইয়া তাঁহাকে দক্ষিণাস্য হইয়া যাইতে দেখিবার নিমিত্ত তাবৎকাল গগনাঙ্গনে পরস্পর সংঘর্ষ-ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকেন। ভগবানকে দক্ষিণাভিমুখে যাইতে দেখিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকে, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে যাবৎধর্ম্মকার্য্য উক্ত আছে, তাহার তৎসমুদয়ই অনুষ্ঠান করা হয়। যে মানব, স্নাত ভগবান্ মুরারিকে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে দেখে, সে স্নানদর্শন জন্য সমগ্র পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর বলরাম ও সুভদ্রার সহিত দেবদেব জগন্নাথ দেবকে নীরাজনাপূর্ব্বক মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া কদাচ আর যে দর্শন করিবে না, ইহা পূর্ব্বেই আমি আপনাদিগকে সবিস্তরে কহিয়াছি। মুনিগণ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি যে ব্রতের কথা বলিয়াছেন, যে ব্রতাবলম্বনে ভগবানের স্নান দর্শন করিলে মানব সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়, হে বিদাংবর! এক্ষণে আমাদিগকে সেই ব্রতের বিষয় বলুন। ১—১২। জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! আমি আপনাদিগের প্রশ্নশ্রবণে আনন্দিত হইয়া সেই জ্যেষ্ঠপঞ্চক ব্রতের বিষয় বলিতেছি, শুনুন। শাস্ত্র-পারদর্শী ঋষিগণ উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কোন ব্রতই বলেন নাই। পরমেষ্ঠী ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে—শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ-শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় ব্রতের মধ্যে উহা উৎকৃষ্টতম। উহা অন্যান্য সমুদয় ব্রতের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বলিয়াই উহা জ্যেষ্ঠ-পঞ্চক নামে খ্যাত। ঐরূপ সমুদ্র ও প্রভু জগন্নাথ দেবও জ্যেষ্ঠ-ফলপ্রদ জানিবেন। ভগবানকে

ফলপ্রদঃ ॥ ১৫ ॥ বর্ষসন্দর্শনাৎ পুণ্যং পঞ্চকেনৈব লভ্যতে। পঞ্চকেন তু যল্লভ্যং মহাজ্যৈষ্ঠ্যাস্তু তল্লভেৎ ॥ ১৬ ॥ যন্ময়োক্তং পুরা বিপ্রাঃ স্নানদর্শনজং ফলম্। সমগ্রং তদবাপ্নোতি মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ মুনয়ঃ উচুঃ। মহাজ্যৈষ্ঠীং সমাচক্ষ্ব যত্র স্নানং মহাফলম্। তত্র নঃ কৌতুকং ব্রহ্মন্ মহদ্ধি সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥ জৈমিনিরুবাচ। জ্যৈষ্ঠস্য বিমলে পক্ষে যা বৈ পঞ্চদশী ভবেৎ। শক্রর্ক্ষে-কাংশগৌ চন্দ্রগুরু চ গুরুবারকে। শুভযোগে মহাজ্যৈষ্ঠী সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১৯ ॥ সর্ব্বক্ষেত্রং সর্ব্বতীর্থং সপ্ত বৈ সাগরাস্তথা। ক্রতবশ্চ মহাদান-সমূহশ্চ তপাংসি চ ॥ ২০ ॥ বিদ্যাশ্চাষ্টাদশবিধা ব্রতানি বিবিধানি চ। শান্তিপৌষ্টিককর্ম্মাণি সাংখ্য-যোগস্তথৈব চ। সর্ব্বে সম্ভূয় গচ্ছন্তি ক্ষেত্রং বৈ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২১ ॥ বৃন্দশঃ প্রবিভক্তাস্তে একৈকং ক্ষেত্রগং প্রতি। কস্মৈ বরং ভাগ্যবতে জ্যৈষ্ঠস্নানা-বলোকনে ॥ ২২ ॥ মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং প্রবক্ষ্যামি পরস্পর-মহং তথা। তত্র যান্তি মহাযোগা ভগবৎক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥ মহাজ্যৈষ্ঠী মহাপুণ্যা ভগবৎপ্রীতিবর্দ্ধিনী। তস্যাং সম্পূজ্য দেবেশং জগন্নাথং কৃপার্ণবম্ ॥ ২৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা স্নাপ্যমানন্তু পাপকোষাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥ অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ব্রতং তৎ জ্যৈষ্ঠপঞ্চকম্। ব্রতেনৈব হি যল্লভ্যং তত্তদেবং ব্রবীমি বঃ ॥ ২৬ ॥ দশম্যাং নিয়মং কুর্য্যাৎ প্রাতঃ স্নাত্বা যথাবিধি। আচার্য্যং বৃণুয়াত্তত্র বৈষ্ণবং দ্বিজপুঙ্গবম্ ॥ ২৭ ॥ ইত্থং সঙ্কল্পমমলং গৃহ্ণীয়াৎ ব্রতমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥ দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক। অদ্যারভ্য ব্রতং দেব যাবৎ জ্যৈষ্ঠী চ সা তিথিঃ। তাবৎ ব্রতং করিষ্যামি প্রীতয়ে তব কেশব। সর্ব্বতীর্থাভিষেকঞ্চ প্রত্যহং ব্রতভোজনম্ ॥ ৩০ ॥ মূর্ত্তীনাং তব পঞ্চা-নামেকস্যাপি প্রপূজনম্। একস্মিন্ দিবসে দেব ত্রিসন্ধ্যং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ৩১ ॥ সমাপ্যতাং ব্রত-মিদং সকলঞ্চাস্তু মে প্রভো ॥ ৩২ ॥ ততঃ পঞ্চসু

ধারাবাহিক একবৎসর কাল দর্শন করিলে যে ফল, উক্ত জ্যেষ্ঠ-পঞ্চক ব্রতেও সেই ফল; আবার ঐ জ্যেষ্ঠপঞ্চকে যাদৃশ ফল হয়, মহাজ্যৈষ্ঠীতেও তাদৃশ ফল লব্ধ হইয়া থাকে। বিপ্রগণ! আমি পূর্ব্বে জগন্নাথ দেবের স্নান দর্শনে যেরূপ ফলের কথা উল্লেখ করিয়াছি, মানব মহাজ্যৈষ্ঠীতেও যে তৎসমগ্র ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। তৎশ্রবণে মুনিগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে মহাজ্যৈষ্ঠীতে স্নানের মহাফল উক্ত আছে, আপনি অগ্রে সেই মহাজ্যৈষ্ঠীর বিষয় বলুন, উহা শ্রবণে আমাদিগের মহাকৌতূহল জন্মিতেছে। জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের যে পঞ্চদশী তিথি (জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা) তাহা যদি বৃহস্পতিবারে হয় এবং ঐ দিনে চন্দ্র ও বৃহস্পতি যদি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন ও শুভযোগের সংঘটন হয়, তাহা হইলে সেই পৌর্ণমাসী মহাজ্যৈষ্ঠী নামে অভিহিতা হয়। তাহাতে স্নান করিলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সমুদয় পুণ্যক্ষেত্র, সমুদয় তীর্থ, সপ্ত সমুদ্র, যাবতীয় যজ্ঞ, মহাদানসমূহ, সর্ব্ববিধ তপস্যা, অষ্টাদশবিধ বিদ্যা, বিবিধপ্রকার ব্রত, অখিল শান্তিক পৌষ্টিক কার্য্য এবং সাংখ্যযোগ এই সমস্তই সমবেত হইয়া ঐ দিনে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং তথায় যাইয়া জ্যৈষ্ঠস্নান দর্শন জন্য কোন ভাগ্য-বানকে বর দান করিতে হইবে বিবেচনায় তৎ-ক্ষেত্রগত মানবগণের উদ্দেশে প্রত্যেকে দল হইতে প্রবিভক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। মহা-যোগসকলও মহাজ্যৈষ্ঠীদিনে পরস্পর পরস্পরের মহোৎসবের বিষয় বলিব ভাবিয়া ভগবানের সেই মহাক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকে। ফলে মহাজ্যৈষ্ঠী মহাপুণ্যজনিকা এবং ভগবানের পরম প্রীতিদায়িনী- ঐ মহাজ্যৈষ্ঠীতে কৃপার্ণব দেবদেব জগন্নাথ দেবকে অর্চ্চনা এবং তাঁহার স্নানদর্শন করিয়া সকল ব্যক্তিই পাপকোষ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ! ইহার পর আপনাদিগকে পূর্ব্বোক্ত জ্যৈষ্ঠপঞ্চক ও তদ্‌ব্রতানুষ্ঠানে যে ফললাভ হয়, তত্তদ্বিষয় বলিতেছি —শ্রবণ করুন। ১৩—২৬। দশমীদিবসে প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নান করিয়া ব্রত গ্রহণ করিবে। ঐ ব্রতগ্রহ-ণের সময়ে বিষ্ণুভক্ত কোন দ্বিজবরকে আচার্য্য বরণ করিতে হইবে। এইরূপ কার্য্য করিয়া পবিত্র-ভাবে সঙ্কল্পাচরণপূর্ব্বক উক্ত উৎকৃষ্টতম ব্রত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে মন্ত্র পাঠ করত ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা বলি শুন।—হে দেবদেব জগ-ন্নাথ! হে সংসারার্ণবতারক! কেশব! যাবৎ না জৈষ্ঠী [পূর্ণিমা সমাগত হয়, আপনার প্রীত্যর্থে আজ হইতে তাবৎকাল আমি ব্রতাচরণ করিব। হে দেব! আমি প্রতিদিন সর্ব্বতীর্থে স্নান, ব্রতোচিত হবিষ্যান্ন ভোজন এবং আপনার প্রসাদে এক এক দিন ত্রিসন্ধ্যায় আপনার পঞ্চমূর্ত্তির এক এক মূর্ত্তির

তীর্থেষু স্নাত্বা চ গৃহমেত্য চ। স্থণ্ডিলে বিলিখেৎ পদ্মমষ্টদলং সকর্ণিকম্ ॥ ৩৩ ॥ তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ কুম্ভং তীর্থাম্ভোভিঃ প্রপূরিতম্। সচন্দনফলৈর্যুক্তং তন্মুখে তাম্রভাজনম্। বাসসা বেষ্টিতং কণ্ঠে পাত্রং চাক্ষতপূরিতম্ ॥ ৩৫ ॥ তন্মধ্যে স্থাপয়েদ্দেবং সৌবর্ণং মধুসূদনম্। শুভাঙ্গাবয়বং শান্তং বামে শ্রীযুতমীশ্বরম্ ॥ ৩৬ ॥ দক্ষিণেন গরুত্মন্তং স্পৃশন্তং পৃষ্ঠদেশতঃ। শঙ্খপদ্মধরং চোর্দ্ধে পদ্মাসনগতং বিভুম্ ॥ ৩৭ ॥ পূজয়েদুপচারৈস্তমাচার্য্যো বাপি ভো দ্বিজাঃ। নীলোৎপলানাং মালান্ত ভক্ত্যা দেবায় দাপয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ দশম্যাং পূজয়িত্বৈবং দশকোট্যঘনাশনম্। প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা মন্ত্রমেতং সমুচ্চরন্ ৩৯ ॥ মধুসূদন দেবেশ নমস্তে মাধবীপ্রিয়। কৃপাবারাংনিধে পাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে ॥ ৪০ ॥ একাদশ্যাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্। নারায়ণং পদ্মসংস্থং পঞ্চনিষ্কবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৪১ ॥ তদর্দ্ধনির্ম্মিতং বাপি পূজয়েৎ পদ্মমালয়া। নৈবেদ্যং পায়সং দদ্যাৎ সিতাং রম্ভাফলানি চ ॥ ৪২ ॥ নানাবিধঞ্চ নৈবেদ্যং দত্বা সম্প্রার্থয়েন্মুদা ॥ ৪৩ ॥ নারায়ণ নমস্তেহস্তু ভবসাগরতারণ। পাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ শরণাগতবৎসল ॥ ৪৪ ॥ একাদশেন্দ্রিয়কৃতং পাপরাশিমনুত্তমম্। অনাদি ভবনির্ব্যূঢ়ং নাশয়েৎ পূজিতঃ প্রভুঃ ॥ ৪৫ ॥ দ্বাদশ্যাং যজ্ঞবারাহং পূজয়েৎ শম্ভুনির্ম্মিতম্। চন্দনাগুরুকর্পূরলেপনৈশ্চম্পকস্রজা ॥ ৪৬ ॥ নানাবিধান্ ধূপসারান্ ভক্ষ্যভোজ্যফলানি চ। নিবেদ্য প্রার্থয়েদ্দেবং স্তুতিমেতাং সমুচ্চরন্ ॥ ৪৭ ॥ প্রলয়ার্ণবসমগ্নাং ধরণীং ধৃতবানসি। কিন্ন শক্তো মমোদ্ধারে পতিতস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে ॥ ৪৮ ॥ তন্মামুদ্ধর গোবিন্দ নিমগ্নং শোকসাগরে ॥ ৪৯ ॥ অনেন দ্বাদশমাসো বৈ যাবদব্দকৃতানি তু। পাপানি মহদল্পানি ইতঃপূর্ব্বেষু জন্মসু। তদ্বিনাশয়তে দেবো দ্বাদশ্যামর্চ্চিতো নৃণাম্ ॥ ৫০ ॥ ত্রয়োদশ্যান্তু প্রদ্যুম্নং

পূজা করিব, স্থির করিয়াছি। হে প্রভো! আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সঙ্কল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া দিন। আপনার অনুগ্রহে ইহা যেন সফল হয়। অনন্তর পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক স্থণ্ডিলমধ্যে সকর্ণিক অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে সেই পদ্মমধ্যে তীর্থজলপূর্ণ, একটি কুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় মুখদেশে সচন্দন-ফলযুক্ত ও কণ্ঠদেশে বস্ত্র-বেষ্টিত অক্ষতপূর্ণ একটি তাম্রপাত্র এবং সেই তাম্রপাত্র মধ্যে ভগবান্ মধুসূদনের সুন্দররূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-যুক্ত স্বর্ণপ্রতিমা স্থাপন করিবে। তাঁহার আকৃতি প্রশান্ত হইবে এবং তাঁহার বামভাগে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি থাকিবে। তাঁহার উর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম বিরাজ করিবে এবং তিনি দক্ষিণ হস্তে গরুড়ের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া থাকিবেন ও পদ্মাসনে অবস্থিত হইবেন। দ্বিজগণ! স্বয়ং বা আচার্য্য তাদৃশ বিষ্ণু নারায়ণকে বিহিত উপচারসমূহ দ্বারা পূজা করিবে এবং ভক্তি সহকারে সেই দেববরকে নীলোৎপলমালা প্রদান করিবে। দশকোটিপাপবিনাশার্থ দশমীদিনে এইরূপে ভগবানের পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত প্রার্থনা করিবে,—হে মধুসূদন! হে দেবেশ! হে মাধবীপ্রিয়! আপনাকে নমস্কার, হে কৃপাসিন্ধো! আমি ভবসাগরে নিপতিত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন। তৎপরে একাদশীতে পঞ্চনিষ্কপরিমিত সুবর্ণ কিম্বা তদর্দ্ধ সুবর্ণনির্ম্মিত চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাধর, পদ্মসংস্থিত নারায়ণকে পদ্মমালাদি দ্বারা পূজা করিবে এবং পায়স, শর্করা, রম্ভা ফল ও অন্যান্য নানাবিধ নৈবেদ্য দান করিয়া সানন্দে এইরূপ প্রার্থনা করিবে।—হে নারায়ণ! আপনিই ভবসাগরের পারকর্ত্তা, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি শরণাগতবৎসল, অতএব আমাকে রক্ষা করুন। উক্ত প্রভু এইরূপে পূজিত হইলে অসীম জন্মার্জ্জিত একাদশেন্দ্রিয়কৃত দারুণ পাপপুঞ্জও বিনাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর দ্বাদশীদিবসে চন্দন, অগুরু ও কর্পূর লেপন এবং চম্পক-মাল্য দ্বারা শম্ভুনির্ম্মিত ভগবানের যজ্ঞবারাহ মূর্ত্তির অর্চ্চনপূর্ব্বক নানাবিধ উৎকৃষ্ট ধূপ এবং বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও ফল নৈবেদ্য নিবেদনান্তে এইরূপ স্তুতি পাঠ করত প্রার্থনা করিবে।২৭—৪৭।—হে গোবিন্দ! আপনি যখন প্রলয়ার্ণবমগ্না ধরণীকে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন ভবদীয় চরণকমলে নিপতিত আমার উদ্ধারে কি আপনি সমর্থ হইবেন না? নাথ! আমি শোকসাগরে নিমগ্ন, আমাকে উদ্ধার করুন। দ্বাদশীতে দেব যজ্ঞবারাহ, এইরূপে অর্চ্চিত হইলে মানবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দ্বাদশ মাসে যে বৎসর হয়, তাদৃশ যাবতীয় বৎসরের সঞ্চিত গুরু লঘু যাবতীয় পাপই বিনাশ

শঙ্খচক্রাভয়াভয়ান্। ধারয়ন্তং পদ্মগতং চতুর্নিষ্ক-বিনির্ম্মিতম্। উপচারৈর্যথাপ্রোক্তৈঃ পূজয়েদ্ভক্তিতো নরঃ॥ ৫১॥ অশোকপাটলামালাং চন্দ্রপূর্ণাং সমুজ্জলাম্। (১) দত্বা নমস্কৃতিং কুর্ব্বন্ প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলিঃ শুচিঃ॥ ৫২॥ দেব প্রদ্যুম্ন কামানাং পূরকঃ কামরূপধৃক্। কামাশ্চ সফলাঃ সন্তু কামপাল নমোঽস্তু তে॥ ৫৩॥ চতুর্দ্দশ্যাং নরহরিং পূজয়েৎ কনকাকৃতিম্। বক্ষঃস্থলস্থয়া লক্ষ্ম্যা প্রীয়মাণং সটোজ্জ্বলম্॥ ৫৪॥ ব্যাত্তাননং সাট্টহাসং যোগপট্টাব্জসংস্থিতম্। সুতীক্ষ্ণনখরং দেবং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্॥ ৫৫॥ চতুর্ভির্হেমনিষ্কৈশ্চ ঘটিতং শুভলক্ষণম্। পূজয়েৎ পূর্ব্ববদ্দেবং সোপহারং সুভক্তিতঃ॥ ৫৬॥ জবাকুসুমমালাঢ্যং জাতীপুষ্পস্রজং তথা। দত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পাদে প্রণম্য সপ্রদক্ষিণম্॥ ৫৭॥ যথা হিরণ্যকশিপুং লোকানাং হিতকাময়া। ব্যদারয়স্তথা পাপসঙ্ঘং নাশয় পূজিতঃ॥ ৫৮॥ এবং সম্প্রার্থ্য নৃহরিং প্রণম্য দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ। নির্ব্বর্ত্ত্যং ব্রতমেবং তদ্‌ব্রতী পঞ্চদিনাত্মকম্॥ ৫৯॥ পঞ্চ পঞ্চ প্রদীপাংস্তু দিবা রাত্রৌ প্রদাপয়েৎ। বস্ত্রযুগ্মান্ পঞ্চ পঞ্চ ছত্রোপানদ্‌যুগং তথা। যজ্ঞসূত্রান্ সকলসান্ পঞ্চ পঞ্চ ফলান্বিতান্। ভোজনান্তে দ্বিজেভ্যশ্চ প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। রাত্রৌ জাগরগীতাদ্যৈস্তথা নানোপচারকৈঃ। তোষয়েদ্বাসুদেবন্তু পুরাণপঠনেন চ॥ ৬২॥ পৌর্ণমাস্যুষসি স্নাত্বা শ্রীকৃষ্ণস্যান্তিকং ব্রজেৎ। রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ পূজয়িত্বা যথাবিধি॥ ৬৩॥ স্নাপনং কারয়িত্বাথ দৃষ্ট্বা বা শাস্ত্রচোদিতম্। স্নানং কৃত্বা তথা সিন্ধৌ গৃহমাগত্য তত্র বৈ॥ ৬৪॥ যত্র বিষ্ণোর্মূর্ত্তয়স্তাঃ কুম্ভস্থা মন্ত্রপূজিতাঃ। তাসাং পশ্চিমতো বহ্নিং সমাধায় যথাবিধি। অগ্নিকার্য্যং প্রকুর্ব্বীত স্বৈঃস্বৈর্মন্ত্রৈঃ পুরোহিতঃ॥ ৪৫॥ প্রণবাদি-

করিয়া থাকেন। অতঃপর ত্রয়োদশীতে মানব চতুর্নিষ্কপরিমিত সুবর্ণনির্ম্মিত বাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র এবং বর ও অভয়-মুদ্রাধারী, পদ্মোপরি সংস্থিত দেব প্রদ্যুম্নকে যথোক্ত উপচারে ভক্তিসহকারে পূজা করিবে এবং অশোক ও পাটলীপুষ্পের কর্পূরচূর্ণমিশ্রিত সমুজ্জল মালা দান করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর কৃতাঞ্জলি-পুটে পবিত্র হৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিবে।—হে দেব প্রদ্যুম্ন! আপনি কামরূপধারী ও ভক্তগণের সর্ব্বকামপ্রদ; অতএব হে কামপাল! আপনাকে নমস্কার, আপনার প্রসাদে সকল কামনা সফল হউক। অনন্তর চতুর্দ্দশীতে লক্ষ্মীদেবী যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা থাকিয়া সতত প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন, যাঁহার মস্তকে সমুজ্জ্বল জটাজাল বিরাজমান, যিনি মুখমণ্ডল বিস্তৃত করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছেন এবং যোগপট্টকমলে অধিষ্ঠিত আছেন, যাঁহার নখরনিকর অতি তীক্ষ্ণ, যিনি ভক্তবৃন্দের সমুদয় আপদ্ নিবারণ করেন, এবং যিনি সর্ব্বশুভলক্ষণান্বিত, চতুর্নিষ্কপরিমাণ স্বর্ণ দ্বারা তাদৃশ নৃসিংহমূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক পরম ভক্তিভাবে পূর্ব্ববৎ উপচারে পূজা করিবে এবং জবা ও জাতীপুষ্পের মালাদানপূর্ব্বক তদীয় চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে।—হে দেব! ত্রিলোকের হিতকামনায় আপনি হিরণ্যকশিপুকে যেমন বিদারণ করিয়াছিলেন, আমা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আমার পাপপুঞ্জকেও সেইরূপ বিদীর্ণ করুন। নৃসিংহদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনান্তে ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ব্রতাবলম্বী মানব পঞ্চদিবস এইরূপে ব্রত করিয়া পঞ্চদেব স্থানে দিবারাত্র পাঁচ পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া রাখিবে এবং পরম শ্রদ্ধা সহকারে বহুল দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ বস্ত্রযুগ্ম, পঞ্চ পঞ্চ ছত্র ও পাদুকাযুগ্ম, ও পঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞসূত্র ও পঞ্চ পঞ্চ ফলযুক্ত কলস প্রদান করিবে; অপিচ রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া নানাপ্রকার উপচার দান, গীত, বাদ্য ও পুরাণ পাঠ দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের সন্তোষসাধন করা কর্ত্তব্য। ৪৮—৬২। অনন্তর পূর্ণিমাদিবসে অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া জগন্নাথদেবের সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক জগন্নাথ দেব, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীকে যথাবিধি পূজাবসানে তাঁহাদিগকে শাস্ত্র-সম্মত স্নান করাইয়া কিম্বা কেবল বিহিত বিধানানুসারে অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার সিন্ধুতে অবগাহনান্তে গৃহে আগমন করিবে এবং যে স্থানে বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত কলসোপরি স্থাপিত পঞ্চমূর্ত্তির বিহিত মন্ত্রে অর্চ্চনা করা হইয়াছে, তাহার পশ্চিম দিকে স্বয়ং বা পুরোহিত যথাবিধি বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক যে মূর্ত্তির যে যে মন্ত্র বিহিত আছে, তত্তন্মন্ত্রে তত্তদ্দেবতার হোম করিবে। দেবতাদিগের উপচারদানে

(১) অত্র "নৈবেদ্যং চৈব পক্বান্নং ফলং পঞ্চং মনোহরম্" ইতি মুদ্রাঙ্কিতপুস্তকান্তাধিকঃ পাঠঃ।

চতুর্থ্যন্তো অমোহন্তো মন্ত্র ঈরিতঃ। দেবানাং মূলমন্ত্রস্তু স্বাহান্তো হোমকর্ম্মণি ॥ ৬৬ ॥ চরোরাজ্যস্ত সমিধঃ পালাশানাং পৃথক্ পৃথক্। একৈকং দেবমুদ্দিশ্য জুহুয়াচ্চ শতং শতম্ ॥ ৬৭ ॥ তত্তৎফলশতঞ্চৈব জুহুয়াত্তদনন্তরম্। পূর্ণাহুতিং ততো হুত্বা ব্রাহ্মণে দক্ষিণাং দদেৎ। আচার্য্যদক্ষিণাং দদ্যাৎ সুবর্ণং ধেনুমেব চ। স্বর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং নানোপকরণৈর্যুতাম্ ॥ ৬৯ ॥ মহার্ঘ্যবস্ত্রধান্যানি যেন তুষ্যতি বা গুরুঃ। সর্ব্বোপকরণৈর্যুক্তাঃ প্রতিমাশ্চ নিবেদয়েৎ ॥ ৭০ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ সর্পিঃখণ্ডযুক্তৈশ্চ পায়সৈঃ। এতদ্ব্রতং সমাখ্যাতং জ্যৈষ্ঠপঞ্চকমুত্তমম্। অনুষ্ঠায় নরো ভক্ত্যা স্নানদর্শনজং ফলম্। সমগ্রং লভতে বিপ্রাস্তদা বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭২ ॥ একাদশী যাত্রমধ্যে নির্ম্মলা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৩ ॥ একাং তাং ভক্তিযুক্তা যে যথাবিধি উপাসতে। যাবজ্জীবং কৃতাঃ সর্ব্বা একাদশ্যো ন সংশয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ ব্রতরাজমিদং কৃত্বা সর্ব্বব্রতফলং লভেৎ। যান্ যান্ সমীহতে কামাংস্তাংস্তান্ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জ্যেষ্ঠপঞ্চকাদি- ব্রতকথনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মহাবেদীমহোৎসবম্। অজ্ঞানতিমিরান্ধোঽপি যেন ভাস্বৎপদং ব্রজেৎ (১) বৈশাখস্যামলে পক্ষে তৃতীয়া পাপনাশিনী। স্বয়মাবিষ্কৃতা চৈব প্রজাপত্যর্ক্ষসংযুতা ॥ ২ ॥ তস্যাং সঙ্কল্প্য নৃপতিরাচার্য্যং বরয়েচ্ছুচিঃ। একং ত্রীন্ বাথ তক্ষাণং দৃষ্টকর্ম্মাণমাদরাৎ ॥ ৩ ॥ বৃণুয়াদ্বনযাগায় বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ। তক্ষা সার্দ্ধং বনং গত্বা সাধুবৃক্ষগণাকুলম্ ॥ ৪ ॥ তন্মধ্যে

অগ্রে প্রণব পরে তত্তদ্দেবতার চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত নাম ও শেষে নমঃ ইহাই মন্ত্র বলিয়া উক্ত আছে এবং হোমকার্য্যে তত্তদ্দেবগণের স্বাহান্ত তত্তৎমূলমন্ত্রই আহুতি দানের মন্ত্র। প্রত্যেক দেবতা-উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শতসংখ্যক চরু, আজ্য ও পলাশ-সমিধের আহুতি এবং তদনন্তর প্রত্যেক শতসংখ্যক তত্তদ্বিহিত ফলের আহুতি দান করিতে হইবে। অনন্তর পূর্ণাহুতি দিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করা কর্ত্তব্য। আচার্য্যকে সুবর্ণ এবং একটি ধেনুর শৃঙ্গদ্বয় স্বর্ণমণ্ডিত ও খুর সকল রৌপ্যমণ্ডিত করিয়া নানা প্রকার উপকরণের সহিত সেই ধেনুটিকে এবং মহামূল্য দ্রব্য সকল ও প্রভূত ধান্য কিম্বা তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, সেই বস্তু দক্ষিণা দিবে, আর যে পঞ্চ স্বর্ণ-প্রতিমায় পূজা করা হয়, সেই প্রতিমাসকলও সর্ব্ববিধ উপকরণ দ্রব্যের সহিত আচার্য্যকে উৎসর্গ করিবে। উক্তব্রতে ঘৃত ও খণ্ড (খাঁড়) যুক্ত পায়স দ্বারা বহুল ব্রাহ্মণ ভোজন করানই বিধেয়, জানিবেন। বিপ্রগণ! আমি যে জ্যেষ্ঠপঞ্চক নামক এই উত্তম ব্রতের কথা বলিলাম, মানব ভক্তিসহকারে ইহার অনুষ্ঠান করিলেই ভগবানের স্নানদর্শনজন্য পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। উক্ত ব্রত-সম্বন্ধীয় তিথির মধ্যে যে একাদশী আছে, তাহা নির্ম্মল নামে কথিত, যে সকল মানবগণ ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে ঐ নির্ম্মলা একাদশীতে যথাবিধি কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাদিগের নিঃসন্দেহ যাবজ্জীবন সমুদয় একাদশীকৃত্য সম্পাদন করা হয়। অধিক কি কহিব, এই উৎকৃষ্টতম ব্রত আচরণ করিলে সমুদয় ব্রতানুষ্ঠানের ফল লাভ করা যায় এবং যে যে বিষয় কামনা থাকে, তৎসমস্তই যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। ৬৩—৮৫।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! যাহা দ্বারা অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ব্যক্তিও জ্যোতির্ম্ময় পদ প্রাপ্ত হইতে পারে, হইার পর আমি সেই মহাবেদীমহোৎসবের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বৈশাখ মাসের রোহিণীনক্ষত্র-যুক্ত শুক্লপক্ষীয় যে তৃতীয়া, তাহা সর্ব্বপাপবিনাশিনী ও স্বয়ং আবিষ্কৃতা। ঐ দিনে নৃপতি শুচি হইয়া সংকল্পপূর্ব্বক আচার্য্য-বরণান্তে কার্য্য করণে সুদক্ষরূপে পরিজ্ঞাত তিন জন বা এক জন সূত্রধরকে অরণ্যযাগার্থ সাদরে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বরণ করিবে। অনন্তর মন্ত্রবিৎ

---

(১) সর্ব্বপাপরজঃসজ্যঃ পূজ্যত্বাৎ সর্ব্বদৈবতৈঃ। শুভিচাধ্যাপি সা যাত্রা ব্রহ্মতেজোঽবগুণ্ঠনাৎ। ক্বচিদিত্যধিকঃ পাঠঃ।

বহ্নিমাধায় মন্ত্ররাজেন মন্ত্রবিৎ। অষ্টোত্তরশতং হুত্বা সম্পাতাজ্যবিমিশ্রিতম্। আজ্যং তরূ ং মূলে তু প্রত্যেকমভিঘারয়েৎ ॥ ৫ ॥ দিক্পালেভ্যো বলিং দত্ত্বা ক্ষেত্রপালপশূংস্তথা। বনস্পতয়ে জুহুয়াৎ ক্ষীরোদনশতাহুতিম্ ॥ ৬ ॥ ততঃ পরশুমাদায় বৃক্ষমূলেষু দিক্ষু বৈ। আজ্যসংস্কৃতদেশেষু আচার্য্যো মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ৭ ॥ কিঞ্চিৎকিঞ্চিচ্ছেদয়েদ্বৈ চিন্তয়ন্ গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৮ ॥ নদৎসু তূর্য্যঘোষেষু গীতমঙ্গলবাদিষু। নিযোজ্য বর্দ্ধকিং তত্র আচার্য্যঃ স্বগৃহং ব্রজেৎ ॥ ৯ ॥ অথবা স্থানলব্ধানি দারুণি রথকর্ম্মণি। উক্তসংস্কারবিধিনা সংস্কুর্য্যাৎ কল্পিতেঽনলে ॥ ১০ ॥ আরভেত রথং কৃত্বা বিঘ্নরাজমহোৎসবম্ ॥ ১১ ॥ ষোড়শারৈঃ ষোড়শভিশ্চক্রৈর্লৌহময়ৈর্দৃঢ়ৈঃ। যুক্তং বিষ্ণো রথং কুর্য্যাৎ দৃঢ়াক্ষং দৃঢ়কূবরম্ ॥ ১২ ॥ বিচিত্রঘটনাকাষ্ঠ-পুত্তলীপরিবেষ্টিতম্। মধ্যে বেদীসমুচ্ছ্রায়ি-চারুমণ্ডলরাজিতম্ ॥ ১৩ ॥ চতুস্তোরণসংযুক্তং চতুর্দ্বারসুশোভনম্। নানাবিচিত্রবহুলং হেমপট্টবিরাজিতম্ ॥ ১৪ ॥ দ্বাবিংশতিকরোচ্ছ্রায়ং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্। গরুড়ঞ্চ ধ্বজং কুর্য্যাৎ রক্তচন্দননির্ম্মিতম্ ॥ ১৫ ॥ দীর্ঘনাসং পীনদেহং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ ॥ ১৬ ॥ চঞ্চুপ্রদষ্টভুজগং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতম্। বিততপক্ষতী ব্যোম্নি উড্ডীয়ন্তমিবোদিতম্। দৈত্যদানবসঙ্ঘস্য বলদর্পবিনাশনম্ ॥১৭॥ সর্ব্বাঙ্গং তস্য কনকৈরাচ্ছাদ্য পরিশোভয়েৎ। রথমেবং হরেঃ কুর্য্যাৎ স্বাসনং সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৮ ॥ চতুর্দ্দশরথাঙ্গৈস্তু রথং কুর্য্যাত্তু সীরিণঃ। চক্রৈর্দ্বাদশভিঃ কুর্য্যাৎ সুভদ্রায়া রথোত্তমম্ ॥ ১৯ ॥ সপ্তচ্ছদময়ং কুর্য্যাৎ সীরিণো লাঙ্গলধ্বজম্। দেব্যাঃ পদ্মধ্বজং কুর্য্যাৎ পদ্মকাষ্ঠবিনির্ম্মিতম্। বিরচয্য রথান্ রাজা প্রতিষ্ঠাং পূর্ব্ববচ্চরেৎ ॥ ২০ ॥ মহামন্ত্রং যথাশাস্ত্রং বিশ্বসেদ্ব্রাহ্মণেষু চ। ব্রহ্মণা জগদীশস্য জঙ্গমাস্তনবঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১ ॥ ইত্থং

সেই নৃপতি সেই সূত্রধরের সহিত যে স্থানে উত্তম বৃক্ষ আছে, এমত বনে গমনপূর্ব্বক সেই বনমধ্যে সুপ্রশস্ত মন্ত্র পাঠ দ্বারা বহ্নিস্থাপনান্তে ঘৃতধারাসমন্বিত অষ্টোত্তর শত আহুতি প্রদান করিয়া প্রত্যেক তরুমূলে ঘৃতধারা পাতিত করিবে। তৎপরে দিক্পালগণকে যথোক্ত বলি ও ক্ষেত্রপালদিগকে পশুবলি প্রদানপূর্ব্বক বনস্পতির প্রীত্যর্থ শতসংখ্যক দুগ্ধান্নাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর আচার্য্য মনে মনে ভগবান্ গরুড়ধ্বজকে চিন্তা করত কুঠার লইয়া যথোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রত্যেক দিকে ঘৃতধারাসংস্কৃত বৃক্ষ-মূলের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ ছেদন করিবেন। ঐ সময়ে তথায় মঙ্গলগীত- সমন্বিত তূর্য্যধ্বনি করাইতে হইবে। পরে আচার্য্য সূত্রধরকে ছেদনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিবেন। অথবা রথগঠনোপযোগী কাষ্ঠ সকল যদি স্বস্থানেই লব্ধ হয়, তাহা হইলে যথোক্ত সংস্কার-বিধানানুসারে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে কাষ্ঠের সংস্কার করিয়া লইবে। অগ্রে বিঘ্ন-বিনাশার্থ বিঘ্নরাজ গণপতির উৎসব করিয়া পরে রথ গঠন আরম্ভ করাইবে। ভগবান্ জগন্নাথদেবের রথের লৌহময় সুদৃঢ় ষোড়শ চক্র, ষোড়শ অরকাষ্ঠ এবং অক্ষ ও কূবর অতি দৃঢ় করা কর্ত্তব্য। উহার চতুর্দ্দিকে বিচিত্র ভাবে গঠিত কাষ্ঠপুত্তলিকা-সমূহ ও মধ্যস্থলে বেদী করিতে হইবে। এবং ঐ বেদী সমুন্নত অথচ বিচিত্র মণ্ডল দ্বারা সুশোভিত করিবে; উহার চতুঃসংখ্যক সুন্দর তোরণ ও চতুঃসংখ্যক মনোহর দ্বার থাকিবে এবং উহাকে নানাপ্রকার কারুকার্য্যে বিভূষিত ও হেমপট্টে বিমণ্ডিত করিতে হইবে। উহাকে উচ্চে দ্বাবিংশতি হস্ত-পরিমিত ও পতাকা-মালায় অলঙ্কৃত করিবে এবং উহার রক্তচন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ করিতে হইবে। উক্ত গরুড়ের দেহ স্থূল ও নাসিকা দীর্ঘ, কর্ণদ্বয় কুণ্ডলবিভূষিত ও সর্ব্বাঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে হইবে এবং চঞ্চুপুটে একটি সর্প থাকিবে। উহার পক্ষদ্বয় এরূপ ভাবে গঠিত হইবে যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন, পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া গগনাঙ্গনে উড্ডীন হইতেছে। দৈত্যদানবগণের বল-দর্পহারী ঐ গরুড়ের সর্ব্বশরীর সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া সুশোভিত করিবে। ভগবান্ হরির এইরূপ রথ করা কর্ত্তব্য এবং উহা যেন সুন্দররূপে পরিষ্কৃত ও অভ্যন্তরে ভগবানের অবস্থানোপযুক্ত সুন্দর আসনে সুসজ্জিত হয় ॥১-১৮। এইরূপ বলরামের চতুর্দ্দশচক্রও সুভদ্রাদেবীর দ্বাদশচক্রযুক্ত রথ করিবে এবং বলদেবের সপ্তচ্ছদময় লাঙ্গলধ্বজ ও সুভদ্রার পদ্মকাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত পদ্মধ্বজ করিতে হইবে। নৃপতি এইরূপ রথত্রয় নির্ম্মাণ করাইয়া পূর্ব্ববৎ মন্ত্র ও বিধানানুসারে প্রতিষ্ঠা করিবেন। উক্ত সমুদয় কার্য্যেই ব্রাহ্মণগণের প্রতি রাজার বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ ব্রাহ্ম-

সুখটিতঞ্চ চক্রিত্রয়ং দেবত্রয়স্য বৈ। আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দিনে বিষ্ণোঃ শুভপ্রদে ॥ ২২ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য সম্বন্ধেন বিধিনা পূর্ববদ্দ্বিজাঃ। রক্ষণীয়ং তথা তত্র নারোহেৎ কশ্চনাশুভঃ। পক্ষী বা মানুষো বাপি মার্জ্জারনকুলাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥ ততো দিনত্রয়াদর্ব্বাক্ রথানামুত্তরে কৃতে। মণ্ডপে উৎসবাঙ্গং বৈ প্রকুর্য্যাদঙ্কুরার্পণম্ ॥ ২৪ ॥ অদ্ভুতেষথ জাতেষু শান্তিং কুর্য্যাৎ পুরোদিতাম্। রথ্যা সুসংস্কৃতা কার্য্যা মহাবেদীং যয়া ব্রজেৎ। পার্শ্বয়োর্মণ্ডলং কুর্য্যাৎ পথি গুল্মাদিভিঃ কৃতৈঃ ॥ ২৫ ॥ সুমনস্তবকৈর্মাল্যৈর্দুকূলৈশ্চামরৈস্তথা। যথা সুপুষ্পিতারণ্যরাজী তত্র বিরাজতে ॥ ২৭ ॥ ভূমিঃ সমা চ কুর্য্যাদ্বৈ নিষ্পঙ্কা সুখচারিণী। নির্ম্মলা চ সুগন্ধা চ মৃদুরাবর্জ্জিতোৎকরা ॥ ২৮ ॥ ধূপপাত্রাণ্যনুপদং দিশাং মোদকরাণি চ। চন্দনাম্ভঃপরিক্ষেপযন্ত্রোৎপাতোৎকরাস্তথা ॥ ২৯ ॥ বহূনি ঋতুপুষ্পাণি পুষ্পবৃষ্ট্যর্থমেব চ। নটনর্ত্তকমুখ্যাশ্চ গায়না বহবস্তথা ॥ ৩০ ॥ বেশ্যা যৌবনদর্পাঢ্যা রূপালঙ্কারভূষিতাঃ। মৃদঙ্গাঃ পণবাশ্চৈব ভেরীঢক্কাদয়স্তথা ॥ ৩১ ॥ বহবো বহুধা তত্র পাতকাশ্চিত্রিতাম্বরাঃ। ধ্বজাশ্চ বহবস্তত্র স্বর্ণরাজতনির্ম্মিতাঃ ॥ ৩২ ॥ বৈজয়ন্ত্যো বহুবিধা ভূমিগা বাহগাস্তথা। হস্তিনশ্চ হয়াশ্চৈব সুসন্নদ্ধা স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৩৩ ॥ ইত্থং সম্ভৃতসম্ভারঃ ক্ষিতিপালঃ শুচিব্রতঃ। মুদা পরময়া ভক্ত্যা যুতঃ কুর্য্যান্মহোৎসবম্ ॥ ৩৪ ॥ আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা। অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং দেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ ব্রাহ্মণৈর্বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং যতিভিশ্চ তপস্বিভিঃ। বিজ্ঞাপয়েদ্দেবদেবং যাত্রায়ৈ সংস্কৃতাঞ্জলিঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নং ক্ষিতিপতিং যথাজ্ঞা সা কৃতা পুরা। বিজয়স্ব রথেনাথ গুণ্ডিচামণ্ডপং

গণই জগদীশ্বরের জঙ্গম-দেহ বলিয়া উক্ত আছে। দ্বিজগণ! আষাঢ়মাসীয় শুক্লপক্ষে বিষ্ণুর প্রীতিপদ শুভদিনে পূর্ব্ববৎ বিধানানুসারে মহাসমারোহে উক্ত দেবত্রয়ের উল্লিখিত প্রকারে গঠিত রথত্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে তদুপরি মনুষ্য, পক্ষী, মার্জ্জার, নকুলাদি কিংবা কোন অশুভকর প্রাণী আরোহণ করিতে না পারে, এরূপভাবে রক্ষা করিবে। অনন্তর দিনত্রয় অতীত হইলে পর উক্ত রথত্রয়ের উত্তরে পূর্ব্বনির্ম্মিত মণ্ডপমধ্যে রথযাত্রারূপ মহোৎসবের অঙ্গকার্য্য অঙ্কুরার্পণ করিবে। তৎপরে যদি আধিদৈবিকাদি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার শান্তি করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ রথারোহণে যে পথে মহাবেদীতে গমন করিবেন, সেই পথের উত্তমরূপ সংস্কার করিবে এবং সেই পথের উভয় পার্শ্বে সকল তরুগুল্মাদি, পুষ্পস্তবক, মাল্য, দুকূল ও চামরাদি দ্বারা সুসজ্জিত মণ্ডল (বিশ্রামার্থ আসনবিশেষ) এরূপ ভাবে রচনা করিতে হইবে যেন দেখিলেই বোধ হয়, তথায় পুষ্পিত অরণ্যরাজী বিরাজ করিতেছে। (যাহাতে রথ অনায়াসে যাইতে পারে, তজ্জন্য) মার্গভূমি সুন্দররূপে সমতল করিবে এবং পঙ্কবিহীন কঙ্করাদিশূন্য; নির্ম্মল, সদ্গন্ধযুক্ত ও এরূপ কোমল মৃত্তিকাময়ী হইবে, যেন সকলেই তদুপরি সুখে বিচরণ করিতে পারে। ঐ মার্গের প্রতিপদক্ষেপস্থানেই যাহাতে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হয়, এরূপ ধূপাদি ধূপপূর্ণ পাত্র সকল এবং যে যন্ত্র দ্বারা চন্দনমিশ্রিত জল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, এরূপ যন্ত্রনিচয় স্থাপন করিতে হইবে। জগন্নাথদেবের রথগমনকালে পুষ্পবৃষ্টি করিবার জন্য স্থানে স্থানে সেই ঋতুসম্ভূত পুষ্পসমূহ থাকিবে এবং বহুসংখ্যক গায়ক ও নর্ত্তকগণ তৎকালে নৃত্যগীতাদি করিতে আরম্ভ করিবে। সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা অসামান্যরূপলাবণ্যবতী ও যৌবনগর্ব্বান্বিতা বেশ্যাসকল দণ্ডায়মানা থাকিবে এবং মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইবে। বহু প্রকারে চিত্রবিচিত্রিত বহুসংখ্যক পতাকা উড্ডীন হইতে থাকিবে এবং স্বর্ণ ও রজতনির্ম্মিত বহুল ধ্বজদণ্ড সমুচ্ছ্রিত হইবে। বহুবিধ বৈজয়ন্তী (লম্বমান পতাকা-বিশেষ) ভূমিতলে ও মাতঙ্গাদি বাহনোপরি সংস্থাপিত হইবে এবং বহুল মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণকেও সুন্দররূপে সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে।১৯—৩৩। নৃপতি, নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক পবিত্রভাবে থাকিয়া এইরূপ মহাসমারোহে পরম ভক্তিসহকারে এবং সানন্দচিত্তে ভগবানের রথযাত্রারূপ মহোৎসব সমাধা করিবেন। মুনিগণ! আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়াতে অরুণোদয়কালে জগন্নাথদেবকে সম্যক্রূপে অগ্রে অর্চ্চনা করিবে। পরে, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, যতি ও তপস্বিগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া রথযাত্রার নিমিত্ত দেবদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে;—হে প্রভো! আপনি পুরাকালে ভূপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ

প্রতি ॥ ৩৭ ॥ ভবাপাঙ্গবিলোকো নঃ প্রপুনাতু দিশো দশ। নিঃশ্রেয়সপদং যান্তু স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৩৮ ॥ অবতারঃ কৃতো হ্যেষ লোকানুগ্রহকাম্যয়া তদেহি ভগবন্ প্রীত্যা চরণং ন্যস্য ভূতলে ॥ ৩৯ ॥ ততঃ কর্পূরচূর্ণৈশ্চ সুমনোভিরবাকিরেৎ। পথি শাকুন-সূক্তানি প্রপঠন্তু দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৪০ ॥ কেচিন্মঙ্গল-গাথাশ্চ কেচিজ্জয় জয়েতি চ। জিতং ত ইতি মন্ত্রং বৈ কেচিদুচ্চৈর্জপন্তি চ ॥ ৪১ ॥ সূতমাগধমুখ্যাশ্চ কীর্ত্তিং পুণ্যাং মুদা জগুঃ ॥ ৪২ ॥ স্বর্ণদণ্ডপ্রকীর্ণানাং শ্রেণিঞ্চোভয়পার্শ্বয়োঃ। লীলয়ান্দোলয়ন্তি স্ম রণৎ-কঙ্কণমঞ্জুলম্ ॥ ৪৩ ॥ স্বর্ণপাত্র-পরিক্ষিপ্ত কৃষ্ণাগুরু-সুধূপকৈঃ। সুরভীকৃতসর্ব্বাশা-মুখে ব্যোমাঙ্গনে তথা ॥ ৪৪ ॥ চর্চ্চরীঝর্ঝরীবেণু-বীণামধুরিকাদয়ঃ। শব্দায়ন্তে সুমধুরং গোবিন্দবিজয়ায় বৈ ॥ ৪৫ ॥ এবং প্রবৃত্তে সময়ে কৃষ্ণং রামপুরঃসরম্। নয়ন্তি বিপ্রা ভদ্রাঞ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশস্তথা ॥ ৪৬ ॥ ছত্রেম্যলাঃ সমুচিতা মুক্তাস্রকৃচীনতোরণাঃ। রত্নধ্বজা হেমদণ্ডা পার্শ্বয়োর্মুরবৈরিণঃ ॥ ৪৭ ॥ রাজা চতুর্ব্বিধা বর্ণা অন্যে যে চ পৃথগ্জনাঃ। দীনা মহান্তশ্চ তদা সমানাস্তত্র ভান্তি বৈ ॥ ৪৮ ॥ সলীলচরণন্যাসং তূলিকাস্তরণেষু তান্। বাসয়ন্তঃ ক্বচিৎ শ্রান্তা দেবাংস্তে রথমন্বয়ুঃ ॥ ৪৯ ॥ মহোৎসবং সমাসাদ্য গীতমঙ্গলমেব চ। করে কৃত্বা জগন্নাথং ভ্রাময়িত্বা রথোত্তমম্। রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ রথমধ্যে নিবেশয়েৎ ॥ ৫০ ॥ চারুচন্দ্রাতপাঢ্যেন মণ্ডপেন বিরাজতে। কিঙ্কিণীমালিকাভিশ্চ মাল্যচামরভূষিতে। সসারকৃষ্ণাগুরুজধূপপূরিতগর্ভকে ॥ ৫১ ॥ ততস্তান্ বাসয়িত্বা তু তূলিকাসু সুরোত্তমান্। ভূষয়েদ্বিধ-বস্তক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারমাল্যকৈঃ ॥ ৫২ ॥ পূজয়েদুপ-চারৈস্তৈঃ সমৃদ্ধৈর্ভক্তিভাবিতৈঃ ॥৫৩॥ নাতঃ পরতরং বিষ্ণোর্যাত্রান্তরমবেক্ষ্যতে। যত্র স্বয়ং ত্রিলোকেশঃ

কার্য্য করিতেই উদ্যত হইয়াছ; অতএব হে নাথ! আপনার জয় হউক, আপনি রথারোহণে গুণ্ডিচা-মণ্ডপে যাত্রা করুন। ভবদীয় কৃপাপাঙ্গবিলোকনে আমাদিগের দশদিক্ পবিত্র হউক এবং চরাচর সকলেই কল্যাণময় মোক্ষপদ লাভ করুক। হে দেব! আপনি সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহ বাসনাতেই এইরূপ অবতারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন; অতএব হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া ভূতলে পাদ-বিক্ষেপ করত আগমন করুন। অনন্তর ভগবান্‌কে লইয়া যাইবার কালে পথিমধ্যে দ্বিজাতিগণ, শাকুন-সূক্তনিচয় পাঠ করিতে থাকিবে এবং তদীয় অঙ্গে কর্পূরচূর্ণ ও কুসুমনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবে তৎকালে কেহ কেহ মঙ্গলগাথা পাঠ, কেহ কেহ "জয় জয়" ইত্যাদি ধ্বনি এবং কেহ কেহ "জিতং তে" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে থাকিবে। প্রসিদ্ধতম সূত-মাগধগণ সানন্দে ভগবানের পুণ্য-কীর্ত্তি গান এবং বহুসংখ্যক লোক ভগবানের উভয় পার্শ্বে স্বর্ণনির্ম্মিত দণ্ডশ্রেণী উত্তোলনপূর্ব্বক নিজ নিজ কর-ভূষণ কঙ্কণসমূহের সুমধুর নিনাদসহকৃত মৃদু-ভাবে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিবে। ঐ সময়ে সমুদয় দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল স্বর্ণপাত্রস্থ কৃষ্ণাগুরুগন্ধে আমোদিত করিবে এবং ভগবান্ গোবিন্দের বিজয়ার্থ চর্চ্চরী, ঝর্ঝরী, বেণু, বীণা ও মধুরিকা প্রভৃতি বাদ্যের সুমধুর শব্দ হইতে থাকিবে। এইরূপ মহা-সমারোহময় সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সমবেত হইয়া অগ্রে বলরাম পরে সুভদ্রা ও তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপক্রমে তাঁহাদিগকে রথসন্নিধানে লইয়া যাইতে থাকিবে। তৎকালে ভগবান্ মুরারির উভয় পার্শ্বে যাহাদিগের অগ্রভাগ রত্নখচিত, দণ্ড সকল স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং চীন-দেশীয় আবরণ বস্ত্রের প্রান্তভাগ মুক্তাদামে বিভূষিত, এবম্বিধ ছত্র সকল ধারণ করিবে। ঐ সময়ে তথায় কি রাজা, কি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, কি অপর নীচজাতীয় ব্যক্তিগণ এবং কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই সমান বলিয়া বোধ হয়। সেই দেবত্রয়কে বহনকালে কোন সময়ে বাহকগণ শ্রান্ত হইলে অতি ধীরভাবে পদবিক্ষেপ করত তুলীপূর্ণ আস্তরণোপরি দেবত্রয়কে রক্ষা করিয়া শ্রমাবসানে পুনরায় পূর্ব্ব প্রকারে রথাভিমুখে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। ৩৪—৪৯। অনন্তর রথসন্নিধানে গমনান্তে মহোৎসব ও মঙ্গলসঙ্গীত করাইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথ-দেবকে হস্তে ধারণ করত রথ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মনোহর চন্দ্রাতপশোভিত, মণ্ডল কিঙ্কিণী-মালা, মাল্য ও চামর দ্বারা বিরাজিত এবং অভ্যন্তরে সারবৎ কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য-সম্ভূত ধূপগন্ধে আমোদিত রথমধ্যে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে প্রবেশিত করিবে। অনন্তর সেই সুরবরত্রয়কে তুলীপূর্ণ শয্যার উপর অবস্থাপিত করিয়া ভক্তি-সহকারে বস্ত্রালঙ্কার ও মাল্য দ্বারা যথাবিধি বিভূষিত করিবে এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত উপচারসমূহ দ্বারা পূজা করিবে। মুনিগণ! ভগবান্ বিষ্ণুর ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর

স্যন্দনেন কুতূহলাৎ। মানয়ন্ পূর্ব্বমাজ্ঞাং তাং বর্ষে বর্ষে ব্রজেদসৌ ॥ ৫৪ ॥ রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদীমহোৎসবে। যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃ পদে ॥ ৫৫ ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজানে দ্বিজোত্তমাঃ। নাতঃ শ্রেয়ঃপ্রদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ। যথা রথবিহারোঽয়ং মহাবেদীমহোৎসবঃ ॥ ৫৬ ॥ যত্রাগত্য দিবো দেবাঃ স্বর্গং যান্ত্যধিকারিণঃ। কিং বচ্মি তস্য মাহাত্ম্যমুৎসবস্য মুরদ্বিষঃ ॥ ৫৭ ॥ যস্য সঙ্কীর্ত্তনাৎ পাপং নশ্যেজ্জন্মশতোদ্ভবম্ ॥ ৫৮ ॥ মহাবেদীং ব্রজন্তং তং রথস্থং পুরুষোত্তমম্। বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ জন্মকোটিশতোদ্ভবম্। দৃষ্ট্বা পাপং নাশয়তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৯ ॥ রথচ্ছায়াং সমাক্রম্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি। তদ্রেণুসংসক্তবপুস্ত্রিবিধাং পাপসংহতিম্। নাশয়েৎ স্বর্গগঙ্গায়াং স্নানজং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬০ ॥ ঘনাম্বুবৃষ্টিযোগেন রথমার্গে তু পঙ্কিলে। দিব্যদৃষ্ট্যা চ কৃষ্ণস্য সমস্তমলহারিণি ॥ ৬১ ॥ তত্র যে প্রণিপাতাংস্তু কুর্ব্বতে বৈষ্ণবোত্তমাঃ। অনাদিব্যূঢ়পঙ্কাংস্তে হিত্বা মোক্ষবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬২ ॥ গবাং কোটিপ্রদানস্য কন্যানামযুতস্য চ। বাজিমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ অনুগচ্ছন্তি কৃষ্ণং যে যাত্রা কৌতুহলাদপি। অনুব্রজন্তি নিত্যং তান্ দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ৬৪ ॥ পশ্যন্তি যে রথে যান্তং দারুব্রহ্মসনাতনম্। পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং তেষাং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৫ ॥ বেদৈঃ স্তুবন্তি বেদানাং বক্তারং মোক্ষদায়িনম্। ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ স্তোত্রৈর্বাপি স্বয়ংকৃতৈঃ ॥ ৬৬ ॥ স্তুবন্তি পুণ্ডরীকাক্ষং যে বৈ বিগতকল্মষাঃ। বৈষ্ণবং যোগমাস্থায় মোদন্তে নারদাদিভিঃ ॥ ৬৭ ॥ কুর্ব্বন্তি বাসুদেবাগ্রে জয়শব্দেন বা স্তুতিম্। তে বৈ জয়ন্তি পাপানি ত্রিবিধানি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ লয়তালানভিজ্ঞোঽপি গীতমাধুর্য্য-

যাত্রান্তর দৃষ্ট হয় না; কারণ, উহাতে স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর ভগবান্ হরি স্বীয় পূর্ব্বাদেশের সম্মান রক্ষার্থ প্রতিবর্ষে রথারোহণ করত গুণ্ডিচা-মণ্ডপে পরম কুতূহলে গমন করিয়া থাকেন। উক্ত মহাবেদী-মহোৎসবকালে যাহারা সানন্দহৃদয়ে ভক্তিভাবে ভগবান্‌কে রথারোহণে গমন করিতে দেখে, তাহাদিগের নিঃসন্দেহ বৈকুণ্ঠে বাস হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি ত্রিসত্য করত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, মহাদেবী-মহোৎসব এই রথবিহার যেমন শ্রেয়স্কর, ইহাপেক্ষা অধিক শ্রেয়স্কর বিষ্ণূৎসব আর কোন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। মুনিগণ! ভগবান্ মুরারির সেই উৎসব-মাহাত্ম্য আর অধিক কি কহিব, দেবগণ স্বর্গ হইতে ঐ উৎসবে আসিয়াই স্বর্গবাসের অধিকারী হন, এবং তাহাতেই পুনরায় স্বর্গে গমন করিতে পারেন। ঐ উৎসবের নাম সংকীর্ত্তন করিলেও শত জন্মের পাতক নষ্ট হইয়া থাকে। মহাবেদীতে গমন-কালে রথস্থ পুরুষোত্তম, বলদেব ও সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া মানব যে, কোটিশত-জন্মার্জ্জিত পাপরাশিকেও বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহাতে আর কিছুমাত্র বিচার করিবার নাই। ভগবানের রথচ্ছায়া স্পর্শ করিলেই ব্রহ্মহত্যা-পাপ বিদূরিত হয় এবং গাত্রে রথরেণু সংলগ্ন হইলে ত্রিবিধ পাপপুঞ্জই বিনষ্ট হইয়া থাকে, অধিকন্তু সে, স্বর্গগঙ্গাসলিলে স্নান করিলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ করে। রথপথ নিবিড় বৃষ্টিপাতে পঙ্কিল হইলেও ভগবানের দিব্য দৃষ্টিপাত নিবন্ধন যে অখিল অন্তর্ম্মলাপহারী, তাহাতে আর সংশয় নাই, এজন্য যে সকল বৈষ্ণববরগণ সেই পঙ্কিল পথে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ভগবান্‌কে প্রণিপাত করে, তাহারা অসীম পাপরাশিকেও বিদূরিত করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অধিক কি, তাহারা কোটি গো-দান, অযুত কন্যা-দান এবং সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে সংশয় নাই। প্রকৃত ভক্তি না থাকিলেও যাহারা কেবল যাত্রা-কৌতুক বশতই রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ নিয়ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। ৫০—৬৪। মনীষিগণ বলিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি, দারুময় সনাতন ব্রহ্মকে রথারোহণে গমন করিতে দেখে, তাহাদিগের পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। ঐ সময়ে যে সকল বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ বৈদিক-স্তোত্রে মোক্ষদাতা ভগবানের স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন এবং অপর যে সকল ব্যক্তি, ইতিহাস-পুরাণাদিতে উক্ত কিম্বা স্বরচিত স্তোত্রে ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষকে স্তব করিতে থাকে, সেই সমুদয় ব্যক্তিই নিষ্পাপ হইয়া বৈষ্ণবযোগ লাভ করত নারদাদি মহর্ষিগণের সহিত নিত্যানন্দ উপভোগ করে। কিম্বা যাহারা, বাসুদেবের সম্মুখে কেবল জয় জয় শব্দে তাঁহার স্তুতিবাদ করে, তাহারা নিঃসন্দেহে ত্রিবিধ পাপকে জয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, তাল লয় ও সঙ্গীতমাধুর্য্যবিহীন হইয়াও

বর্জ্জিতঃ। নর্ত্তনং কুরুতে বাপি গায়ত্বথ নরোত্তম। বৈষ্ণবোত্তমসংসর্গাৎ মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ৬৯॥ নামানি কীর্ত্তয়ংস্তু তেন যাতি সহৈব যঃ। অনুব্রজেৎ তৎফলং বৈ প্রাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ॥ ৭০॥ জয়স্ব কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি জয় কৃষ্ণেতি যো বদেৎ। গুণ্ডিচামণ্ডপং যান্তং কৃষ্ণং ভক্তিসমন্বিতঃ। ন মাতৃ-গর্ভবাসস্থ স চ দুঃখমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭১॥ চামরৈর্ব্যজনৈঃ পুষ্পস্তবকৈর্নীলচোলকৈঃ। রথস্যাগ্রে স্থিতো যো বৈ বীজয়েৎ পুরুষোত্তমম্॥ ৭২॥ স বীজ্যমানোঽপ্স-রোভির্গন্ধর্ব্বৈরুপশোভিতঃ। অনুব্রজন্তিস্ত্রিদশৈ-র্মহেন্দ্রাসনসংস্থিতঃ॥ ৭৩॥ ভুনক্তি ভোগ্যানখিলান্ যাবদাহূতসম্প্লবম্। তদন্তে চ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্য মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭৪॥ কৃষ্ণস্য পুরতো যো বৈ পুষ্পবৃষ্টিং প্রকুর্ব্বতে। তে বৈ মনোরথান্ সর্ব্বান্ প্রাপ্নুবন্তি মনোগতান্॥ ৭৫॥ সহস্রনামভিঃ পুণ্যৈঃ পর্য্যটন্তি রথাংশ্চ যে। তেষাং প্রদক্ষিণং কুর্ব্বন্তিত্রিদশা নতকন্ধরাঃ। বসন্তি বৈকুণ্ঠগৃহে বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমাঃ॥ ৭৬॥ তস্মিন্ কালে মহাপুণ্যে দেবর্ষিপিতৃসেবিতে॥ ৭৭॥ একং ব্রহ্ম ত্রিধাভূতং মায়য়ানুগতং স্বয়া॥ ৭৮॥ সাক্ষাদ্দারুস্বরূপেণ মহাবেদীমহোৎসবম্। রথারূঢ়ঃ কৌতুকবান্ যত্র যাতি জগৎপ্রভুঃ। তস্মিন্ কালে পৃথিব্যাস্তু চরেৎ তত্র মহোৎসবম্॥ ৭৯॥ দেবা অপ্যুৎসবে তস্মিন্ পুরুহূতপুরোগমাঃ। অভিমানং পরিত্যজ্য শ্রেণীভূতা হি পার্শ্বয়োঃ। প্রকুর্ব্বতে মহাযাত্রাং তৈস্তৈর্দিব্যৈঃ পরিচ্ছদৈঃ॥ ৮০॥ তেষা-মগ্রেসরস্তত্র দেবোঽপি প্রপিতামহঃ॥ ৮১॥ চতুর্দ্দশানাং জগতাং কর্ত্তা যঃ পরমেশ্বরঃ। সোঽপি তত্র জগন্নাথং রথে যান্তং মহোৎসবে॥ ৮২॥ ব্রহ্ম-লোকাৎ পরাবৃত্য স্তুবন্ বৈদময়ৈঃ স্তবৈঃ। পদে পদে প্রণমতি ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৮৩॥ যদ্যপ্যব্জ-নিধেঃ কৃষ্ণান্ন ভেদোঽস্তি তথাপ্যয়ম্। মহোৎসবস্য মহিমা যত্র সর্ব্বেঽনুযায়িনঃ॥ ৮৪॥ নাতঃ পরতরো লোকে মহাবেদী-মহোৎসবাৎ। সর্ব্বপাপহরো যোগঃ সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ॥ ৮৫॥ কৃষ্ণমুদ্দিশ্য যে তত্র দানং দদতি বৈষ্ণবাঃ। যৎকিঞ্চিদক্ষয়ফলং মেরু-

---

জগন্নাথদেবের নিকটে নৃত্যগীত করিতে থাকে, সেই পুণ্যাত্মা মানব, সাধুবৈষ্ণবসংসর্গে নিশ্চয়ই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। ভগবানের নামকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার সহিত যে, গমন করে, সে যে, অনুগমন জন্য পূর্ব্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। যে মানব, ভগবানের গুণ্ডিচা-মণ্ডপে গমনকালে পরম ভক্তি সহকারে পুনঃপুনঃ "জয় কৃষ্ণ! জয় কৃষ্ণ!" এইরূপ বলিতে থাকে, তাহাকে আর জননীর গর্ভবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, ভগবানের রথাগ্রে অবস্থিতি করত চামরব্যজন, পুষ্পস্তবক বা নীলচোলক দ্বারা পুরুষোত্তমকে বীজন করিতে থাকে, সে অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সুশোভিত হইয়া অনুগামী দেবগণের সহিত সুরপুরে গমনপূর্ব্বক দেবরাজের অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট হয় এবং তথায় কল্পকাল পর্য্যন্ত বিবিধ ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে যাহারা পুষ্প বর্ষণ করে, তাহারা মনোগত সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। যাহারা ভগবানের পবিত্র সহস্র নাম পাঠ করিতে করিতে তদীয় রথের সহিত গমন করিতে থাকে, সুরবৃন্দও অবনতমস্তকে তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করেন এবং তাহারা পরিণামে বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী হইয়া বৈকুণ্ঠধামে বাস করিয়া থাকে। মুণিগণ! দেবর্ষি ও পিতৃগণ সেবিত মহাপুণ্যজনক সেই রথযাত্রাকালেই একমাত্র ব্রহ্মই স্বীয় মায়া-শক্তিতে ত্রি-মূর্ত্তিতে বিরাজমান হইতে থাকেন। জগৎপ্রভু ভগবান্, কৌতুক বশতঃ রথারূঢ় হইয়া যে সময়ে মহাবেদী-মহোৎসবে গমন করেন, সেই সময়ে পৃথিবীস্থ সেই স্থানে ভগবানের প্রীত্যর্থে নৃপতির মহোৎসব করা কর্ত্তব্য। উক্ত উৎসব-কালে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দও আত্মাভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব স্ব দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান করত ভগবানের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রথের সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডিচা-মণ্ডপে যাত্রা করেন। যিনি, চতুর্দ্দশ ভুবনের কর্ত্তা ও পরমেশ্বর, সেই দেব-দেব ভগবান্ ব্রহ্মাও ব্রহ্মলোক হইতে আগমনপূর্ব্বক দেবগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া রথারোহণে মহোৎসবে গমনাসক্ত ভগবান্ সনাতন জগন্নাথ দেবকে বৈদিক-স্তবনিচয় দ্বারা স্তব করিতে করিতে প্রতিপদক্ষেপেই প্রণাম করিতে থাকেন। ৬৫—৮৩। যদ্যপি কৃষ্ণের সহিত কমলযোনির প্রভেদ নাই, তথাপি যে মহোৎসবে সর্ব্ব প্রাণীই ভগবানের অনুগামী হয়, সেই মহোৎ-সবেরই ঐরূপ মহিমা জানিবেন। বস্তুতঃ, জগতে মহাবেদী-মহোৎসব অপেক্ষা সর্ব্বপাপ-বিনাশন, সর্ব্বতীর্থ-ফলপ্রদ উৎকৃষ্টতম শুভযোগ আর নাই। ঐ সময়ে যে সকল বিষ্ণুভক্ত মানব, বিষ্ণুর উদ্দেশে

দানেন সম্মিতম্॥ ৮৬॥ তস্যাগ্রে দেবদেবস্য ব্রজতো গুণ্ডিচালয়ম্। যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম তত্তদক্ষয়মশ্নুতে॥ ৮৭॥ উপায়নানি নানা বৈ ভক্ষ্যভোজ্যানি চৈব হি। সমর্পয়ন্তি দেবায় তৎপ্রীত্যৈ বা দ্বিজন্মনে। তেষামক্ষয়পুণ্যানি সর্ব্বকামপ্রদানি চ॥ ৮৮॥ হরেরগ্রেসরা যে বৈ পশ্যন্তস্তন্মুখাম্বুজম্। পদে পদে নমন্তশ্চ পঙ্কধূলিপ্লুতাঙ্গকাঃ॥ ৮৯॥ বিহায় পাপকবচমভেদ্যং জন্মকোটিভিঃ। ক্ষণাৎ বিমুক্তিপদভাক্ যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম॥ ৯০॥ সর্ব্বক্রতূনাং তীর্থানাং দানানাং ফলমশ্নুতে। ভগবদ্ভক্তিভাবানাং নাতঃ পূজ্যতমো মহঃ॥ ৯১॥ এবং স ভগবান্ কৃষ্ণঃ সুভদ্রারামসংযুতঃ। ব্রজন্ স্যন্দনপৃষ্ঠস্থো দ্যোতয়ংশ্চ দিশো দশ॥ ৯২॥ শ্রীমদঙ্গোপস্পৃষ্টেন মরুতা সর্ব্বদেহিনাম্। পাপানি নাশয়ন্ শ্রীমান্ দয়ালুর্ভক্তভাবনঃ॥ ৯৩॥ অজ্ঞানামপ্যবিশ্বাসভাজাং বিশ্বাসহেতবে। নিসর্গমুক্তিদোঽপ্যেষ যাত্রারম্ভান্ করোতি বৈ॥ ৯৪॥ ব্রজন্ সমুদ্ধ্যো দেবানাং মর্ত্ত্যানাঞ্চ বিশেষতঃ। সূর্য্যে ললাটন্তপতি মধ্যাহ্নে মার্গমধ্যতঃ॥ ৯৫॥ শ্রান্তাকর্ষজনস্তস্থৌ ম্লায়ন্ বৈ তদ্রজোবৃতঃ। তত্রাতপস্য শান্ত্যর্থং দর্পণেষভিষেচয়েৎ॥ ৯৬॥ পঞ্চামৃতৈঃ শীততোয়ৈঃ পুষ্পকর্পূরবাসিতৈঃ। সর্ব্বাঙ্গমনুলিম্পেত্তু চন্দনেন্দুমৃগদ্রবৈঃ॥ ৯৭॥ সুগন্ধমাল্যাভরণৈশ্চীনচেলৈঃ সুশোভনৈঃ। চামরৈশ্চ জলার্দ্রান্তৈঃ শীতলৈর্ব্যজনৈস্তথা। বীজয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সুভদ্রাং রামমেব চ॥৯৮॥ শর্করাভিঃ পানকৈর্হৃদ্যৈস্তথা খণ্ডবিকারজৈঃ। খর্জ্জূরনারিকেলৈশ্চ নানারম্ভাফলৈস্তথা॥ ৯৯॥ তথা ক্ষীরবিকারৈশ্চ পনসৈস্তৃণরাজকৈঃ। ইক্ষুভিঃ স্বাদুহৃদ্যৈশ্চ ফলৈর্নানাবিধৈস্তথা॥ ১০০॥ বাসিতৈঃ শীততোয়ৈশ্চ পক্বতাম্বূলপত্রকৈঃ। সকর্পূরলবঙ্গাদ্যৈঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্॥ ১০১॥ তস্মিন্ কালে দ্বিজশ্রেষ্ঠা যে পশ্যন্তি জনার্দ্দনম্। পূজয়ন্তি যথাশক্তি ন তে সংসারজং শ্রমম্। প্রাপ্নুবন্তি নরশ্রেষ্ঠা

কোন বস্তু দান করে, তাহা যৎকিঞ্চিৎ হইলেও মেরুদানের তুল্য অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। ফলে গুণ্ডিচামণ্ডপে গমন-সময়ে দেবদেব জগন্নাথদেবের নিকটে যাহা কিছু সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই অক্ষয়পুণ্য প্রদান করে। যে সকল মানব ঐ সময়ে নানা প্রকার উপঢৌকন দ্রব্য এবং বহুবিধ ভক্ষ-ভোজ্য জগন্নাথদেবকে কিংবা তাঁহার প্রীত্যর্থে কোন ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করে, তাহাদিগের অক্ষয়পুণ্য ও সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহারা হরির অগ্রসর হইয়া পদে পদে তদীয় মুখপঙ্কজ অবলোকন করত প্রণাম করিতে করিতে রথপথের পঙ্ক-ধূলিতে পরিপ্লুতাঙ্গ হয়, তাহারা, কোটি কোটি জন্মের দুশ্ছেদ্য পাপ-কবচ উন্মোচনপূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্ব্বতীর্থে স্নান, ও সর্ব্ববিধ দানের ফল লাভ করে এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই মোক্ষপদের অধিকারী হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়; এই জন্যই বলিতেছি যে, ভগবদ্ভক্তদিগের রথ-যাত্রা অপেক্ষা পূজ্যতম উৎসব আর নাই। শ্রীমান্ভক্তবৎসল কৃপাময় ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে বলরাম ও সুভদ্রার সহিত দশদিক্ উদ্ভাসিত করত রথারোহণে গমন করিতে করিতে স্বীয় শ্রীমদঙ্গের সমীরণ-সংস্পর্শে সমুদয় দেহিগণের পাপপুঞ্জ বিদূরিত করিয়া থাকেন। ভগবান্ কৃষ্ণ স্বভাবসিদ্ধ মুক্তিপ্রদ হইলেও অজ্ঞ এবং বিশ্বাসহীন জীবগণের বিশ্বাসোৎপাদনার্থই রথযাত্রাদি লীলা করিতেছেন। মুনিগণ! ভগবান এইরূপে মহাসমারোহে রথারোহণে যাইতে যাইতে মধ্যাহ্ন কালে যে সময়ে সূর্য্যদেব দেবগণের, বিশেষতঃ মানবগণের ললাটদেশ সন্তপ্ত করিতে থাকেন এবং তজ্জন্য রথরজ্জু আকর্ষণকারী জনগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তিনি, ম্লানমুখ ও ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইয়া পথমধ্যে অচলভাবে অবস্থিত হন। ঐ সময়ে তাঁহার সন্তাপ শান্তির নিমিত্ত পঞ্চামৃত এবং পুষ্প ও কর্পূরবাসিত সুশীতল সলিলদ্বারা দর্পণে তাঁহার অভিষেক করিতে হয় এবং চন্দন, কর্পূর, কস্তূরীদ্বারা তদীয় সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করা বিধেয়। তৎপরে সুগন্ধ মাল্যাভরণযুক্ত সুশোভন চীনচেল, চামর, এবং জলার্দ্র সুশীতল ব্যজন দ্বারা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে বীজন করিবে।৮৩—৯৮। অনন্তর বলরাম ও সুভদ্রার সহিত সেই পরমেশ্বর জগন্নাথদেবকে শর্করা, সুমধুর পেয় দ্রব্য, খণ্ডবিকারজাত মিষ্টান্ন, খর্জ্জুর, নারিকেল, নানাবিধ রম্ভা, তাল ও পনসাদি মুখপ্রিয় বিবিধ সুস্বাদু ফল, ইক্ষু, ক্ষীরোৎপন্ন বহু প্রকার সুখাদ্য বস্তু, সুবাসিত সুশীতল জল এবং কর্পূরলবঙ্গাদি সুবাসিত পক্ব তাম্বূলাদি উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। হে দ্বিজবরগণ! তৎকালে যাহারা সেই জনার্দ্দনকে অবলোকন এবং যথাশক্তি অর্চ্চনা করে, সেই সকল প্রশংসনীয় মানবগণের

ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ॥১০২॥ রথযাত্রাস্থিতং দেব-ত্রয়ং যে পুরুষর্ষভাঃ। প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বন্তি ত্রিচতুঃ সপ্ত এব বা॥১০৩॥ দশ প্রণামান্ কৃত্বান্তে স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়োঽগ্রতঃ। পুরা রথস্থিতান্ ব্রহ্মা স্তুতিভির্যাভিরস্তুতঃ॥১০৪॥ তুষ্টাব তাভির্দেবেশং স্তুবন্তি পরমেশ্বরম্। যে নরা ব্রহ্মলোকং তে প্রয়ান্তি নিয়তং দ্বিজাঃ॥১০৫॥ ততোঽপরাহ্নে দেবেশং দক্ষিণানিলবীজিতম্। শনৈঃ শনৈর্নয়েদ্গীতৈর্বেণু-বীণানিনাদিতৈঃ॥১০৬॥ বন্দিনাং স্তুতিপাঠৈশ্চ কলৈর্ম্মধুরিকাস্বনৈঃ। নিরন্তরৈঃ পুষ্পবর্ষৈশ্চামরান্দোলনৈস্তথা॥১০৭॥ এবং ব্রজতি দেবেশে সূর্য্যশ্চাস্তগতো ভবেৎ। দীপিকানাং সহস্রাণি জ্বালিতানি সহস্রশঃ॥১০৮॥ তদালোকপ্রকাশেন মার্গং শেষঞ্চ নীয়তে॥১০৯॥ রথাবরোহণেনৈষাং মণ্ডপারোহণেন চ। সম্মর্দ্দঃ সুমহাংস্তত্র দিদৃক্ষূণাং কুতূহলাৎ॥১১০॥ মণ্ডপে বাসয়েদ্দেবান্ গুণ্ডিচাখ্যে মনোহরে। চারুচন্দ্রাতপে চারুমাল্যচামরভূষিতে॥১১১॥ রত্নস্তম্ভময়ে স্বর্ণ-বেদিকোপস্কৃতান্তরে। প্রাচীরবলয়াবীতে সুধালেপসমুজ্জ্বলে॥১১২॥ সাধুসোপানঘটিতে চতুর্দ্বারোপশোভিতে। ত্রৈলোক্যাড়ম্বরযুতে মহাবেদ্যাং মহাক্রতোঃ॥১১৩॥ প্রাদুর্ভাবো মহেশস্য যত্রাভূদ্দারুবর্ম্মণঃ॥১১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রথযাত্রা-মহোৎসববিধিকথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৩॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। অশ্বমেধাঙ্গ-সরসো নৃসিংহস্য চ দক্ষিণে। তত্রাসীনঃ স ভগবান্ পুনশ্চাবতরন্নিব। বভাসে বিদ্যুরূপোঽসৌ দুর্বিভাব্যঃ সুরাসুরৈঃ॥১॥ তদা পূজোপহারৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যাদিকৈস্তথা। পূজয়িত্বা জগন্নাথং তোষয়েদ্ গীতনৃত্যকৈঃ॥২॥ পুষ্পো-

---

আর সংসারাশ্রম ভোগ করিতে হয় না; তাহারা ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যাহারা রথস্থিত দেবত্রয়কে বারত্রয় বা বারচতুষ্টয় কিংবা সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে, এবং যে সকল ব্যক্তি দশবার প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বে ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা উক্ত দেবগণকে দেখিয়া যে সকল স্তুতিবাক্যে স্তব করিয়াছিলেন, সেই স্তবমালা পাঠে দেবদেব পরমেশ্বরকে স্তুতিবাদ করে, সেই পুণ্যাত্মা মানবগণ দেহাবসানে নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। অনন্তর অপরাহ্নকালে ভগবানের সর্ব্বশরীর মন্দ মন্দ দক্ষিণানিলে বীজিত হইতে থাকিলে সেই দেবদেবকে মৃদুভাবে পুনরায় লইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। ঐ সময়ে গায়কগণ বেণু-বীণাবাদন সহকারে তাঁহার সহিত সঙ্গীত করিতে করিতে যাইবে। বন্দিগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবে এবং চতুর্দ্দিকে নিরন্তর পুষ্পবর্ষণ, সুমধুর মধুরিকাধ্বনি ও চামর সঞ্চালন হইতে থাকিবে। ভগবান্ দেবদেব এইরূপে গমন করিতে থাকিলে সূর্য্যদেব যখন অস্তমিত হইবেন, সেই সময়ে চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দীপমালা প্রজ্বালিত করিবে এবং সেই দীপাবলীর আলোকে অবশিষ্ট পথ লইয়া যাইবে। অনন্তর দেবত্রয়ের রথ হইতে অবরোহণ ও মণ্ডপোপরি আরোহণ জন্য দ্রষ্টৃবৃন্দের তাদর্শনার্থ নিরতিশয় কৌতূহল প্রযুক্ত তথায় সুমহান্ সমর্দ্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎপরে গুণ্ডিচা নামক মনোহর মণ্ডপমধ্যে দেবত্রয়কে সন্নিবেশিত করিবে। ঐ মণ্ডপের অভ্যন্তরভাগের, উর্দ্ধদেশ মনোহর চন্দ্রাতপ এবং চতুর্দ্দিক্ মনোহর মাল্য ও চামর দ্বারা বিভূষিত হইবে। উহার স্তম্ভ সকল, বিবিধ রত্ন-দ্বারা খচিত, অভ্যন্তর স্বর্ণ-বেদিকায় সুশোভিত ও চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে এবং উহার সর্ব্বস্থান সুধালেপনে সমুজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক। ঐ মণ্ডপ, সুন্দর সোপানমালায় বিরাজিত ও সুপ্রশস্ত দ্বার-চতুষ্টয়ে সুশোভিত হইবে, দেখিলেই বোধ হয় যেন, ঐ স্থান, ত্রৈলোক্যের আড়ম্বরযুক্ত মহাযজ্ঞের ঐ মহাবেদীতেই দারুময় মহেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।৯৯—১১৪।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥৩৩॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—মুনিবরগণ! পূর্ব্বোক্ত অশ্বমেধজ সরোবর ও নৃসিংহদেবের দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী সেই গুণ্ডিচামণ্ডপে সুরাসুরগণের অচিন্ত্যনীয়মহিম দিব্যরূপী ভগবান্ আসীন হইলে, বোধ হয়, যেন তিনি পুনরায় নবদেহে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তৎকালে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি বিবিধ পূজোপহারে জগন্নাথ দেবকে অর্চনা-পূর্ব্বক

পহারৈর্বিবিধৈঃ সুগন্ধৈরনুলেপনৈঃ। কৃষ্ণাগুরুজধূপৈশ্চ গন্ধতৈলপ্রদীপকৈঃ। তোষয়েজ্জগতাং নাথমুপহারৈরনেকশঃ॥ ৩॥ বিন্দুতীর্থতটে তস্মিন্ সপ্তাহানি জনার্দ্দনঃ। তিষ্ঠেৎ পুরা স্বয়ং রাজ্ঞে বরমেতৎ সমাদিশৎ॥ ৪॥ তত্তীর্থতীরে রাজেন্দ্র স্থাস্যামি প্রতিবৎসরম্। সর্ব্বতীর্থানি তস্মিংশ্চ স্থাস্যন্তি ময়ি তিষ্ঠতি॥ ৫॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন তীর্থে তীর্থৌঘপাবনে। সপ্তাহং যে প্রপশ্যন্তি গুণ্ডিচামণ্ডপে স্থিতম্। মাঞ্চ রামং সুভদ্রাঞ্চ মম সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ॥ ৬॥ ততস্তস্মিন্ মহাপুণ্যে সর্ব্বপাপপ্রণাশনে। সর্ব্বতীর্থৈকফলদে বিষ্ণুপ্রীতিকরে শুভে॥ ৭॥ স্নাত্বা সন্তর্প্য বিধিবৎ পিতৄন্ দেবানতন্দ্রিতঃ। তটস্থং নরসিংহং তং পূজয়িত্বা প্রণম্য চ॥ ৮॥ মহাবেদীং নরো গত্বা কৃতশৌচাচমক্রিয়ঃ। পূজয়েৎ পূর্ব্ববদ্-বিপ্রাঃ প্রণমেদ্বাপি ভক্তিতঃ॥ ৯॥ সপ্তাহং যো নরো নারী ন সা প্রকৃতিমানুষী। বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নোতি শাসনান্মধুবৈরিণঃ॥ ১০॥ দিবা তদ্দর্শনং পুণ্যং রাত্রৌ দশগুণং ভবেৎ॥ ১১॥ যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম সন্নিধৌ জগদীশিতুঃ। স্বল্পং বাপ্যথবা ভূরি কোটিকোটিগুণং ভবেৎ॥ ১২॥ তুলাপুরুষদানানি মহাদানানি যো দদেৎ। একে প্রদত্তে দানেঽপি সর্ব্বং দত্তং ভবেদ্দ্বিজাঃ॥ ১৩॥ সর্ব্বং মেরুসমং দানং সর্ব্বে ব্যাসসমা দ্বিজাঃ। মহাবেদ্যাং গতে কৃষ্ণে যোগোঽয়ং খলু দুর্লভঃ॥ ১৪॥ অর্দ্ধোদয়াদিকা যোগা স্কন্দেন পরিভাবিতাঃ। মহাবেদ্যাখ্যযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ১৫॥ অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পিতৄণাং কার্য্যমুত্তমম্। যাবজ্জীবং গয়াশ্রাদ্ধৈরলভ্যং ভূরি যৎফলম্॥ ১৬॥ দিবিষ্ঠা নরকস্থা বা তির্য্যগ্‌যোনিগতাস্তথা। তথা মনুষ্যলোকস্থা সর্ব্বে পিতৃপিতামহাঃ॥ ১৭॥ শতং পুরুষসংখ্যাতা যং বাঞ্ছন্তি সুতৈঃ কৃতম্। তং বো

নৃত্যগীতাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন করিবে। বিবিধ পুষ্পোপহার, সুগন্ধি অনুলেপন দ্রব্য, কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যসম্ভূত ধূপাবলী, গন্ধতৈলের দীপমালা এবং নানা প্রকার অন্যান্য উপহার দ্রব্যে সেই অখিল জগতের অধিপতিকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইবে। ঐ বিন্দুতীর্থ-তটে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ জনার্দ্দন সপ্তদিবস তথায় অবস্থিতি করেন। পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই বর দিয়াছিলেন যে, হে রাজেন্দ্র! আমি প্রতিবৎসর সেই বিন্দু-তীর্থ-তীরে সপ্তদিবস অবস্থিতি করিব এবং আমার অবস্থিতিতে সমুদয় তীর্থই তথায় অবস্থিতি করিবে। তৎকালে যে সকল মানবগণ, অখিল তীর্থনিচয়েরও পবিত্রতাকর সেই তীর্থে—যথা-বিধি স্নানান্তে গুণ্ডিচামণ্ডপস্থ আমাকে, বলরামকে ও সুভদ্রাকে দর্শন করিবে, তাহারা আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। হে বিপ্রগণ! অতএব মানব, সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ, সর্ব্বপাপ-প্রণাশন বিষ্ণুপ্রীতিকর, মহাপুণ্যজনক সেই তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক অতন্দ্রিতভাবে দেবতা ও পিতৃগণ-উদ্দেশে যথাবিধি তর্পণান্তে তীরবর্ত্তী নৃসিংহদেবকে পূজা ও প্রণাম করিবে এবং পরে উক্ত গুণ্ডিচামণ্ডপরূপ মহাবেদীতে গমন করিয়া অন্তঃশুদ্ধি নিমিত্ত আচমনান্তে ভক্তিসহকারে ভগবান্‌কে পূর্ব্ববৎ পূজা ও প্রণাম করিবে। কি পুরুষ, কি রমণী, যে ব্যক্তি সপ্তাহ এই এইরূপ করিতে পারে, সে প্রাকৃতিক মনুষ্য নহে, সে নিশ্চয়ই ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশানুসারে তাঁহার সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। উক্ত মহাবেদীস্থ ভগবান্‌কে দিবাভাগে দর্শনে যেরূপ পুণ্য হয়, রাত্রিকালে দর্শন করিলে তাহার দশগুণ অধিক পুণ্য জানিবেন। ফল কথা, উক্ত জগদীশ্বরের সন্নিধানে স্বল্পই হউক আর অধিকই হউক, যাহা কিছু সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কোটি কোটি গুণ অধিক পুণ্যজনক হইয়া থাকে। দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি অসংখ্য তুলাপুরুষ দান ও বহুল মহাদান করে, তাহার যে পুণ্য কথিত আছে, ভগবানের সমীপে তাদৃশ একটী মাত্র দান করিলেই তৎসমুদয় দান করা হয়। অধিক কি কহিব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন মহাবেদীতে গমন করেন, তৎকালে তথায় যাহা কিছু দত্ত হয়, তৎসমস্তই মেরুদানের সমানফলপ্রদ হয়, এবং তত্রত্য সমুদয় দ্বিজগণই তখন বেদব্যাসের তুল্য হইয়া থাকে। এই জন্যই জানিবেন মহাবেদীতে ভগবানের অবস্থিতিরূপ মহাযোগ অতিদুর্লভ। ১—১৫। স্কন্দোক্ত অর্দ্ধোদয়াদি যে সকল যোগ আছে, তাহা উক্ত মহাবেদীযোগ নামক যোগের ষোড়শাংশের একাংশেরও সমান নহে। মুনিগণ! যাবজ্জীবন ভূরি ভূরি গয়াশ্রাদ্ধেও যে ফল দুর্লভ, অতঃপর পিতৃগণের প্রীতিকর সেই অত্যুত্তম কার্য্যের বিষয় বলি, শুনুন। স্বর্গস্থ বা নরকস্থ, কিংবা তির্য্যগ্‌যোনিগত অথবা মনুষ্যলোকস্থিত ঊর্দ্ধতন শত পুরুষ পর্য্যন্ত সমুদয় পিতৃ-

বিধিং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনয়ঃ পরম্॥ ১৮॥ মঘা বৈ পিতৃনক্ষত্রং পিতৃণাং প্রীতিদং পরম্। তত্র শ্রাদ্ধক প্রীণাতি দত্তং পুত্রৈর্মুদান্বিতৈঃ॥ ১৯॥ পঞ্চমী তু তিথিশ্রেষ্ঠা শ্রাদ্ধেঽভ্যুদয়কারিণী। উভয়োর্যদি সংযোগো মহাপুণ্যতমা তিথিঃ॥ ২০॥ অস্যাং শ্রাদ্ধে কৃতে পুত্রৈঃ পিতৃণামুদ্ধৃতির্ভবেৎ। সর্ব্বতীর্থময়ে তস্মিন্ সন্নিধৌ মুরবিদ্বিষঃ॥ ২১॥ শ্রাদ্ধঞ্চেৎ শ্রদ্ধয়া কুর্য্যান্নীলকণ্ঠনৃসিংহয়োঃ। মধ্যে মধ্যতমে দেশে যোগে পরমদুর্লভে। পুরুষান্ শতমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ২২॥ প্রশস্তঃ কুতপঃ কালো মন্দীভূতদিবাকরঃ। পিতৄনুদ্দিশ্য বা দদ্যাদশক্তশ্চণকং শুচিঃ॥ ২৩॥ তর্পয়িত্বা তিলৈঃ সম্যক্ পৈতৃকীং প্রীতিমুত্তমাম্। অথবা ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ ভোজ্যমূল্যানি বা দদেৎ॥ ২৪॥ একস্মৈ বা গুণবতে সহস্রং ভোজনং দদেৎ॥ ২৫॥ গুণাগুণবিবেকস্তু নাত্র যোগে বিধীয়তে। তস্মিন সুদুর্লভে যোগে সর্ব্বে মুনিসমা দ্বিজাঃ॥ ২৬॥ আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে পঞ্চমী পিতৃদৈবতম্। নক্ষত্রং জগদীশস্য মহাদেবীসমাগমম্॥ ২৭॥ এতে পাদাস্ত্রয়ঃ স্যুশ্চেদিন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে। চতুষ্পাদঃ স্মৃতো যোগঃ পিতৃণামক্ষয়প্রদঃ॥ ২৮॥ পিতৃকার্য্যে ন সীদন্তি নিরূপ্য শ্রাদ্ধমত্র বৈ। শৃণুধ্বমন্যদ্বিপ্রা বৈ প্রসঙ্গাৎ প্রব্রবীমি বঃ॥ ২৯॥ নভস্যদর্শে যঃ কুর্য্যাচ্চতুর্ষ্বপি যুগাদিষু। শ্রাদ্ধং পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য অশ্বমেধাঙ্গসম্ভবে॥ ৩০॥ গয়াশ্রাদ্ধসহস্রস্য শ্রদ্ধয়া বিহিতস্য যৎ। ফলমুদ্দিষ্টমত্র স্যাৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩১॥ দানং হোমো জপশ্চাপি সর্ব্বপাপবিমোচনঃ। দিনানি সপ্ত যান্যত্র কৃষ্ণে বসতি মণ্ডপে॥ ৩২॥ একস্মাদুত্তরং শ্রেয়ো যদস্মাদুত্তরোত্তরম্॥ ৩৩॥ আষাঢ়শুক্লদ্বিতীয়ায়াং প্রাতঃ স্নাত্বা তু মৌনযুক্।

পিতামহাদি, পুত্রগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে বিহিত শ্রাদ্ধের বাঞ্ছা করেন, এক্ষণে আমি আপনাদিগকে তদ্বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পিতৃদৈবত মঘা নক্ষত্রই পিতৃগণের পরম প্রীতিপ্রদ; এজন্য পুত্রগণ সানন্দে ঐনক্ষত্রযুক্ত দিনে যে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহা পিতৃগণের সাতিশয় প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। পঞ্চদশ তিথির মধ্যে পঞ্চমীই শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত এবং শ্রাদ্ধ বিষয়ে অভ্যুদয়দায়িনী; এজন্য মঘা ও পঞ্চমী এই উভয়ের যদি সংযোগ হয়, তাহা হইলে ঐ পঞ্চমী তিথি মহাপুণ্যতমা হয়, জানিবেন। ভগবান্ মুরারির সন্নিধানে সেই সর্ব্বতীর্থময় স্থানে উক্ত মঘানক্ষত্রযুক্ত পঞ্চমী তিথিতে পুত্র, শ্রাদ্ধ করিলে তাহার পিতৃগণের উদ্ধার হয়। মানব যদি তত্রত্য মহাদেব ও নৃসিংহ দেবের মধ্য স্থানে পরম দুর্লভ উক্ত মঘা-পঞ্চমী যোগে শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে সে, স্বীয় ঊর্দ্ধতন শত পুরুষের উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক স্বয়ংও দেহাবসানে ব্রহ্মলোকে সগৌরবে বাস করিয়া থাকে। যে সময় হইতে দিবাকর অপেক্ষাকৃত প্রখরতাশূন্য হইতে থাকেন, সেই কুতপ-কালই (অষ্টম মুহূর্ত্ত) শ্রাদ্ধারম্ভের প্রশস্তকাল জানিবেক; উক্ত যোগকালে মানব যথাবিধি শ্রাদ্ধ করণে অশক্ত হইলে, পবিত্র হইয়া পিতৃগণ-উদ্দেশে কেবল মাত্র চণক দান করিবে। কিংবা যথাবিধি তিল-তর্পণ করিয়া পিতৃগণের পরমপ্রীতি উৎপাদন করিবে, অথবা পিতৃগণের প্রীত্যর্থে বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে কিংবা ভোজ্যমূল্য দান করিবে। অথবা বহুব্রাহ্মণের সমাবেশ না হইলে একটি মাত্র বিদ্যাবিনয়াদি-গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে প্রভূত ভোজ্যবস্তু সমর্পণ করিবে। কিন্তু ফল কথা, ঐ যোগকালে ব্রাহ্মণদিগের গুণাগুণ বিবেচনা করার বিধান নাই; কারণ, উক্ত সুদুর্লভযোগে সমুদয় দ্বিজগণই মুনিগণের সমান হইয়া থাকেন। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথি, মঘানক্ষত্র, ও ভগবানের মহাবেদীতে সমাগম—এতত্রয়ই উক্ত যোগের ত্রিপাদস্বরূপ; ঐ যোগত্রিপাদ যদি ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে মিলিত হয়, তাহা হইলেই পূর্ণ চতুষ্পাদ যোগ বলিয়াছেন, সেই পূর্ণযোগই পিতৃগণের মোক্ষপ্রদ। ঐ যোগে শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে, মানবগণকে পিতৃকার্য্যের জন্য কখন অবসন্ন হইতে হয় না। বিপ্রগণ! প্রসঙ্গক্রমে এক্ষণে আপনাদিগের নিকট অপর শ্রাদ্ধের বিষয়ও বলি শুনুন। ১৫—২৯। ভাদ্রমাসের অমাবস্যায় এবং যুগাদ্যা-দিনচতুষ্টয়ে যে ব্যক্তি উক্ত অশ্বমেধাঙ্গ-সরোবরতীরে পিতৃগণ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে, তাহার যে, গয়াক্ষেত্রে শ্রদ্ধাসহকারে বিহিত সহস্র শ্রাদ্ধের সমান ফল হয়, তদ্বিষয়ে আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ভগবান্ কৃষ্ণ, যে সপ্তদিবস গুণ্ডিচামণ্ডপে অবস্থিত থাকেন, সেই সপ্তদিবস তথায় দান, হোম ও জপাদি করিলে তাহাতে অখিল পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ঐ সপ্তদিবস ও ত্রিবিধ কার্য্যের মধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবস ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য হইতে উত্তরোত্তর দিবসও কার্য্য অধিকতর শ্রেয়স্কর জানিবেন। মানব

ইন্দ্রদ্যুম্নতটে দেশে নৃসিংহক্ষেত্র উত্তমে ॥৩২॥ ব্রত-মেতত্তু গৃহ্নীয়াৎ সঙ্কল্প্য বিধিবন্নরঃ। বনজাগরণং নাম ভগবৎপ্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৩ ॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বব্রতফলপ্রদম্ ॥ ৩৫ ॥ দিনানি সপ্ত মৌনী স্যাৎ কৃতত্রিসবনক্রিয়ঃ। কুম্ভে সম্পূজয়েদ্দেবং ত্রিসন্ধ্যং ভক্তিভাবিতঃ ॥ ৩৬ ॥ গোঘৃতেনাথ তৈলেন তিল-জেন প্রদীপয়েৎ। অহর্নিশং হরেরগ্রে রক্ষেত্তং যত্নতো ব্রতী ॥ ৩৭ ॥ দিবা দিবা বসেন্মৌনী রাত্রৌ রাত্রৌ চ জাগৃয়াৎ। মন্ত্রং ভাগবতং জপ্যান্নিত্যকৃত্যা-স্তরে ব্রতী ॥ ৩৮ ॥ উপবাসপরো ভূত্বা সপ্তাহং নিনয়েদ্ব্রতী। অষ্টমে প্রাতরুত্থায় প্রতিষ্ঠাং কারয়ে-দ্দিনে ॥ ৩৯ ॥ তস্মিন্নেব তীর্থবরে স্নাত্বাগত্য গৃহং পুনঃ। মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে মধ্যে কুম্ভং নিবেশ-য়েৎ ॥৪০॥ তত্রাবাহ্য হৃষীকেশং পূজয়েদুপচারকৈঃ ॥ ৪১ ॥ তস্য পশ্চিমদেশে চ স্থণ্ডিলে বিধিসংস্কৃতে। অগ্নিং প্রণীয় গৃহ্যোক্তবিধিনা ব্রাহ্মণো বৃতঃ ॥ ৪২ ॥ অগ্নিকার্য্যং প্রকুর্ব্বীত সমিদাজ্যচরূংস্তথা। সহস্রং জুহুয়াদগ্নৌ প্রত্যেকং বা শতং শতম্ ॥ ৪৩ ॥ গায়ত্রী বৈষ্ণবী যা বৈ তথা হোমবিধিঃ স্মৃতঃ। সমাপ্য দক্ষিণাং দদ্যাদ্ধেনুং বস্ত্রং স্বহিরণ্যকম্। বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েদন্তে প্রীতয়ে বিশ্বসাক্ষিণঃ ॥ ৪৫ ॥ ব্রতরাজমিদং কৃত্বা বিধিনানেন ভো দ্বিজাঃ। চতুর্ব্বর্গানবাপ্নোতি যান্ যান্ কামানভীপ্সতি ॥ ৪৬ ॥ নারী বা শ্রদ্ধয়া যুক্তা কুর্য্যাদ্বেদীমহোৎসবম্। সাপি তৎফলমাপ্নোতি যা কুর্য্যাদ্ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৪৭ ॥ যাত্রাকর্ত্তুঃ ফলং যাদৃক্ ব্রতকর্ত্তাপি তৎফলম্। লভতে বৈ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কথিতং বো মুদান্বিতঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রথযাত্রামহোৎসব প্রশংসা নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

উক্ত আষাঢ়-শুক্লদ্বিতীয়াতে প্রাতঃকালে মৌনভাবে স্নান করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের তীরবর্ত্তী পবিত্র নৃসিংহক্ষেত্রে যথাবিধি সংকল্পপুরঃসর, যাহা অখিল পাপের শান্তিকর,সর্ব্বপ্রকার ব্রতের ফলপ্রদ ও ভগবানের প্রীতিবর্দ্ধক, সেই বনজাগরণ নামক ব্রত-গ্রহণ করিবে। উহাতে সপ্তদিবস মৌনভাবে অবস্থান, ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং ত্রিসন্ধ্যা ভক্তিভাবে কুম্ভোপরি ভগবানের পূজা করিতে হয়। উক্ত ব্রতাবলম্বী ব্যক্তিকে ঐ সপ্তদিবস ভগবান্ হরির সম্মুখে অহর্নিশ গব্যঘৃত বা তিল-তৈলের প্রদীপ প্রজ্বালিত রাখিতে হইবে এবং যত্নসহকারে তাহা রক্ষা করিবে। উক্ত ব্রতাচরণকালে, প্রত্যেক দিবাভাগে মৌনভাবে অবস্থান, প্রত্যেক রাত্রিতে জাগরণ ও নিত্যকৃত্য সমাধান্তে ভাগবত মন্ত্র জপ করা বিধেয়। উক্ত ব্রতাবলম্বী মানবকে উপবাস থাকিয়া সপ্ত দিবস অতিবাহন করিতে হইবে এবং অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উক্ত ব্রতের যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর সেই তীর্থবর সরোবরে অবগাহন করিয়া পুনরায় গৃহে আগমনপূর্ব্বক সর্ব্বতো-ভদ্রমণ্ডলমধ্যে ঘট স্থাপন করিবে এবং সেই ঘটে ভগবান্ হৃষীকেশকে আবাহনপূর্ব্বক যথোক্ত উপচারনিচয়ে পূজা করিতে হইবে। পরে, কোন ব্রাহ্মণ ব্রতী ব্যক্তি কর্ত্তৃক বৃত হইয়া স্থাপিত ঘটের পশ্চিমে যথাবিধি সংস্কৃত স্থণ্ডিল-মধ্যে গৃহোক্ত বিধানানুসারে অগ্নিস্থাপনান্তে অগ্নিকার্য্য করিবে। উক্ত হোমকার্য্যে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রত্যেকে সহস্র বা শতসংখ্যক সমিধ্, আজ্য ও চরু আহুতি প্রদান করা বিধেয় এবং বৈষ্ণবী গায়ত্রীই উক্ত হোমে বিহিত আছে। এইরূপে ব্রত সমাপনান্তে সেই ব্রাহ্মণকে ধেনু, বস্ত্র ও হিরণ্য দক্ষিণা দান করিবে এবং বিশ্বসাক্ষী ভগবান্ জগন্নাথদেবের প্রীত্যর্থে বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে। হে দ্বিজগণ! এইরূপ বিধানানু-সারে উক্ত উৎকৃষ্টতম ব্রত করিলে, যে যাহা কামনা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়, এমন কি, সে চতুর্ব্বর্গফলও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মুনিগণ! নৃপতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বেদীমহোৎসব করিতে পারে, এবং যে রমণী শ্রদ্ধাসহকারে উল্লিখিত ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেও তৎফল প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজবরগণ! রথযাত্রাকারীর যাদৃক্ ফল কথিত আছে, উক্ত ব্রতকর্ত্তাও যে সেই ফল লাভ করে, ইহা আমি সানন্দচিত্তে আপনাদিগকে কহিলাম। ৩০—৪৮।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রথরক্ষাকরং বিধিম্ ॥ ১ ॥ ভূতপ্রেতাদয়ো ঘোরা দারুণান্যভূতানি চ। ন বাধন্তে রথান্ যেন মুনয়ো বো ব্রবীমি তম্ ॥ ২ ॥ প্রত্যহং পূজয়েদ্দেবান্ কৃষ্ণাদীন্ স্বধ্বজস্থিতান্। গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্মাল্যৈরুপহারৈরনুত্তমৈঃ। গীতনৃত্যাদিকৈশ্চৈব ধূপদীপনিবেদনৈঃ ॥ ৩ ॥ দিক্পালেভ্যো বলিং দদ্যাৎ পায়সান্নেন চান্বহম্। ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো দদ্যাচ্চ বলিমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ রক্ষেত্তু যত্নতস্তান্ বৈ রথানারোহণোচিতান্। যথা ন কশ্চনারোহেৎ নরো গ্রাম্যপশুস্তথা ॥ ৫ ॥ পক্ষিণশ্চ বিশেষেণ যেষাং বাসো ন শোভনম্ ॥ ৬ ॥ অষ্টমেঽহ্নি পুনঃ কৃত্বা দক্ষিণাভিমুখান্ রথান্। ভূষয়েদ্বস্ত্রমাল্যৈশ্চ পতাকৈশ্চামরাদিভিঃ ॥ ৭ ॥ নবম্যাং বাসয়েদ্দেবান্ তেষু প্রাতঃ সমৃদ্ধিমৎ। দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিষ্ণোরেষা সুদুর্লভা। ॥ ৮ ॥ কার্য্যা প্রযত্নতঃ সা হি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ। যথা পূর্ব্বা তথা চেয়ং তে বিমুক্তিপ্রদায়িকে ॥ ৯ ॥ যাত্রাপ্রবেশৌ দেবস্য এক এবোৎসবে যতঃ। পুরাবিদো বদন্ত্যেতাং যাত্রাং নবদিনাত্মিকাম্ ॥ ১০ ॥ এবা ত্র্যবয়বা যাত্রা সম্পূর্ণা যৈরুপাসিতা। সুসম্পূর্ণং ফলং তেষাং মহাবেদীমহোৎসবে ॥ ১১ ॥ গুণ্ডিচামণ্ডপাৎ কৃষ্ণমায়ান্তং দক্ষিণামুখম্। রথস্থং হলিনং ভদ্রাং পশ্যন্তো মুক্তিভাগিনঃ ॥ ১২ ॥ উত্তরাভিমুখান্ দৃষ্ট্বা লভন্তে যাদৃশং ফলং। (১) দক্ষিণাভিমুখান্ দেবান্ যে পশ্যন্তি রথস্থিতান্। প্রাপ্নুবন্তি মহাযোগফলং পূর্ব্বোদিতং ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥ পদা যান্তং রথে যান্তং যঃ পশ্যেদ্দক্ষিণামুখম্। তস্য জন্ম কৃতার্থং স্যাদ্বাজিমেধঃ পদে পদে ॥ ১৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—মুনিগণ! ভগবানের রথারোহণানন্তর যেরূপ রক্ষা করা উচিত, অতঃপর তদ্বিষয় বলি, শুনুন। ভীষণ ভূতপ্রেতাদি এবং আকস্মিক নিদারুণ কোন ঘটনা, যাহাতে রথের কোন অনিষ্ট-সংঘটন করিতে না পারে, আপনাদিগকে এক্ষণে তাদৃশ বিধানের বিষয়ই বলিতেছি। প্রতিদিন স্ব স্ব ধ্বজস্থিত শ্রীকৃষ্ণাদি দেবত্রয়কে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, মাল্য এবং ধূপদীপাদি নানাপ্রকার উত্তমোত্তম উপচার দ্রব্য ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা পূজা করিবে। প্রত্যহ, দিক্পালগণকে পায়সান্নের সহিত যথাবিধি বলি এবং ভূত, প্রেত ও পিশাচদিগকেও তাহাদিগের প্রিয় বলি প্রদান করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণাদির অধিষ্ঠিত রথত্রয়কে এইরূপ যত্নসহকারে রক্ষা করিতে হইবে, যেন কোন মানব বা গ্রাম্য-পশু তাহাতে আরোহণ না করে এবং যে সকল পক্ষীর অবস্থান অশুভসূচক, যাহাতে তাহারা না তদুপরি উপবিষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন রাখিবে। অনন্তর অষ্টম দিবসে রথত্রয়কে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখ করিয়া বস্ত্র, মাল্য, পতাকা ও চামরাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। তৎপরে নবমী তিথিতে প্রাতঃকালে মহাসমারোহের সহিত সেই রথত্রয়োপরি দেবত্রয়কে পূর্ব্ববৎ অধিষ্ঠিত করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখী এই পুনর্যাত্রা অতি দুর্লভ। মানবগণকে ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সাতিশয় যত্নসহকারে উহা সম্পাদন করিতে হইবে। পূর্ব্বযাত্রা ও এই পুনর্যাত্রা, উভয়ই মুক্তিদায়ক। ভগবানের নিজ মন্দির হইতে মহাবেদীতে যাত্রা ও তথা হইতে পুনর্ব্বার যে, নিজ মন্দিরে প্রবেশ, এই উভয় কার্য্য একই উৎসব বলিয়া পুরাবিৎপণ্ডিতগণ ভগবানের ঐ রথযাত্রাকে নবদিনাত্মিকা যাত্রা বলিয়া থাকেন। উক্ত রথযাত্রা অঙ্গত্রয়ান্বিত, উহার পূর্ব্বযাত্রা এক অঙ্গ, গুণ্ডিচামণ্ডপে অবস্থান দ্বিতীয় অঙ্গ, এবং পুনর্যাত্রা উহার তৃতীয় অঙ্গ; এজন্য যাঁহারা ঐ অঙ্গত্রয়যুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রা সমাধা করেন, তাঁহারাই মহাবেদী-মহোৎসবের পূর্ণফল প্রাপ্ত হন। রথারূঢ় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে গুণ্ডিচামণ্ডপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিতে দেখিলেও মানবগণ মুক্ত হইয়া থাকে। ফলে উক্ত দেবত্রয়কে পুনর্যাত্রা কালে উত্তরাভিমুখে দর্শন করিলেও যেরূপ ফল লাভ হয়, যাহারা পুনর্যাত্রাকালেও দেবত্রয়কে রথারোহণে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিতে অবলোকন করিতে পারে, তাহারাও নিশ্চয় পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ মহাযোগফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে তপোধনগণ! অধিক কি কহিব, যে ব্যক্তি পদব্রজে গমন করত ভগবান্‌কে রথাধিরূঢ় হইয়া দাক্ষিণাস্যে যাইতে দেখে, তাহারই জন্ম সার্থক এবং সে প্রতিপদ-

(১) ইতঃপরম্—রামাদীন্ স্যন্দনস্থান্ যে পশ্যন্ত্যেব মহোদয়ান্। যাদৃশং ফলমাপ্নুয়ুস্তাদৃশং দক্ষিণামুখম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

স্তুতিভিঃ প্রণিপাতৈশ্চ পুষ্পবৃষ্টিভিরেব চ। নানানৃত্যোপহারৈশ্চ ব্যজনচ্ছত্রচামরৈঃ। উপায়নৈর্বহুবিধৈরুপতিষ্ঠেদ্রথাগ্রতঃ ॥ ১৫ ॥ নীলাচলং সমায়ান্তং রথস্থং দক্ষিণামুখম্। যে পশ্যন্তি হৃষীকেশং সুভদ্রাং লাঙ্গলায়ুধম্ ॥ ১৬ ॥ কালকল্পতরুং পুংসাং দর্শনাদেব মুক্তিদম্। তে ব্রজন্তি মহাত্মানো বৈকুণ্ঠভবনং হরেঃ ॥ ১৭ ॥ রথেন বিচরন্তং তং সিন্ধুতীরে জনার্দ্দনম্। পশ্যন্তং করুণাপাঙ্গৈঃ প্রণতান্ পুরতো নরান্ ॥ ১৮ ॥ দক্ষিণাভিমুখং যান্তং প্রাসাদং নীলভূধরে। সর্ব্বতীর্থনিধিং সর্ব্বদানকল্পতরুং হরিম্ ॥ ১৯ ॥ স্তুবন্তঃ প্রণমন্তশ্চ শ্রদ্ধধানাশ্চ যে নরাঃ। ন তে পুনরিহায়ান্তি ব্রহ্মলোকস্থিতা ধ্রুবম্ ॥ ২০ ॥ মুনয়ঃ কথিতো বোঽয়ং মহাবেদীমহোৎসবঃ। যস্য সঙ্কীর্ত্তনাদেব নির্ম্মলো জায়তে নরঃ ॥ ২১ ॥ যশ্চেদং কীর্ত্তয়েন্নিত্যং প্রাতরুত্থায় মানবঃ। শৃণুয়াদপি বা শুদ্ধং শক্রলোকং ব্রজেদসৌ ॥ ২২ ॥ প্রত্যর্চ্চারূপমপি বা রথমাস্থাপ্য যো হরেঃ। কুর্য্যাৎ যাত্রামিমাং শ্রদ্ধাভক্তিভাবেন মানবঃ ॥ ২৩ ॥ সোঽপি বিষ্ণোঃ প্রসাদেন গুণ্ডিচোৎসবজং ফলম্। প্রাপ্য বৈকুণ্ঠভবনং যাতি নাত্র বিচারণা ॥ ২৪ ॥ যস্য শ্রীর্যাবতী বিপ্রা ভক্তির্বা শ্রদ্ধয়ান্বিতা। তাবতীয়ং মহাযাত্রা যো যথা কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥ ইদং পবিত্রং পরমং রহস্যং বেধসোদিতম্। কারয়িত্বাথবা দৃষ্ট্বা যন্নরো নাবসীদতি ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবতো রথরক্ষাবিধানং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শয়নোৎসবমুত্তমম্। আষাঢ়ীমবধিং কৃত্বা হরেঃ স্বাপস্তু কর্কটে ॥ ১ ॥ বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ যাবৎ স্যাৎ

ক্ষেপেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়।১—১৪। ঐ সময়ে রথাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ স্তুতিবাদ, পুনঃপুনঃ প্রণিপাত, বারংবার পুষ্পবৃষ্টি, নানাপ্রকার নৃত্য উপহার দান, ব্যজনচামর দ্বারা বীজন, ছত্র ধারণ এবং বিবিধ উপঢৌকন প্রদান দ্বারা ভগবানের সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে সকল মানবগণ, সকল ব্যক্তিরই কামকল্পতরুস্বরূপ এবং দর্শন মাত্রেই মুক্তিদাতা ভগবান্ হৃষীকেশ, হলায়ুধ ও সুভদ্রাকে রথাধিষ্ঠিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে নীলাচলে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ মহাত্মা, তাঁহারা নিশ্চয়ই হরির প্রিয়স্থান বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন। ঋষিগণ! নিশ্চয় জানিবেন—সর্ব্বতীর্থের আধার এবং সর্ব্বপ্রকার দানের কল্পতরুস্বরূপ ভগবান্ জনার্দ্দন হরি যখন রথারোহণে সিন্ধুতীরে বিচরণ ও অগ্রবর্ত্তী প্রণত মানবদিগকে কৃপাপাঙ্গে অবলোকন করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে নীলাচলস্থ প্রাসাদে গমন করিতে থাকেন, সেই সময়ে যে সকল মানবগণ, শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম ও স্তুতি করে, তাহাদিগকে আর ইহ সংসারে পুনরায় আসিতে হয় না, তাহারা নিঃসন্দেহ ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিয়া থাকে। মুনিগণ! যাঁহার নামসংকীর্ত্তনেই মানব নিষ্পাপ হয়, আপনাদিগের নিকট সেই মহাবেদীমহোৎসবের বিষয় এই ব্যক্ত করিলাম। যে মানব, নিত্য প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া শুদ্ধচিত্তে এই মহাবেদী-মহোৎসবের বিষয় কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, সে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। যে মানব, শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে ভগবান্ হরির অন্যবিধ প্রতিমা মূর্ত্তিকেও রথারোপণপূর্ব্বক উক্ত রথযাত্রা করিতে পারে, সেও যে, ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে গুণ্ডিচা-মণ্ডপোৎসবের ফল প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকে, ইহাতে আর কিছুমাত্র বিচার্য্য বিষয় নাই। বিপ্রগণ! যাহার যেরূপ সম্পত্তি বা শ্রদ্ধাভক্তি, এবং যে, যেরূপ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে এই মহাযাত্রা সেইরূপই হইবে। দ্বিজগণ! যাহা অনুষ্ঠান বা দর্শন করিলে মানবকে আর সংসার-ক্লেশে অবসন্ন হইতে হয় না, পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মাই ভগবানের রথযাত্রারূপ এই সেই পরম পবিত্র রহস্যবিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১৫—২৬।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—দ্বিজগণ! অতঃপর ভগবান্ হরির অত্যুত্তম শয়নোৎসবের বিষয় বলি, শুনুন। সূর্য্যের কর্কট রাশিতে গমনকালে আষাঢ়মাসীয়

কার্ত্তিকী দ্বিজাঃ। অয়ং পুণ্যতমঃ কালো হরেরারাধনং প্রতি ॥ ২ ॥ কাশ্যাং বহুযুগে বাসান্নিয়মব্রতসংস্থিতেঃ। ফলং যদুক্তং তদ্বিদ্যাৎ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৩ ॥ চাতুর্ম্মাস্তদিনৈকেন বসতঃ সন্নিধৌ হরেঃ। বার্ষিকাণাং চতুর্ণান্ত যান্যহানি বসন্নয়েৎ ॥ ৪ ॥ পুণ্যক্ষেত্রে জগন্নাথসন্নিধৌ নির্ম্মলান্তরঃ। প্রত্যহং বাজিমেধস্য সহস্রস্য ফলং লভেৎ ॥ ৫ ॥ স্নাত্বা সিন্ধুজলে পুণ্যে দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্। চাতুর্ম্মাস্যব্রতে তিষ্ঠন্ ন শোচতি কুতশ্চন ॥ ৬ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে নিবসতি ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। সাক্ষাদ্দৃষ্টির্ভগবতস্তস্ময়ং ভক্তিসাধনম্ ॥ ৭ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বাণি সন্ত্যজ্য শ্রৌতস্মার্ত্তানি মানবঃ। প্রযত্নান্নিবসেৎ পুণ্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৮ ॥ ভোগিভোগাসনে সুপ্তশ্চাতুর্ম্মাস্যেষু বৈ বিভুঃ। সর্ব্বক্ষেত্রেষু সান্নিধ্যং ন করোতি জগদ্গুরুঃ ॥ ৯ ॥ অত্র সাক্ষান্নিবসতি যথা বৈকুণ্ঠবেশ্মনি। দ্বাদশস্বপি মাসেষু ভগবানত্র মূর্ত্তিমনে ॥ ১০ ॥ মুক্তিদশ্চক্ষুষা দৃষ্টশ্চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥ অষ্টমাসনিবাসেন দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং দিনে দিনে। যদাপ্নোতি ফলং তদ্ধি চাতুর্ম্মাস্যদিনৈকতঃ ॥ ১২ ॥ চাতুর্ম্মাস্যনিবাসেন ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। পুরুষোত্তমে নিবসতি সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥ দিনং দিনং মহাপুণ্যং সর্ব্বক্ষেত্রনিবাসজম্। ফলং দদাতি ভগবান্ ক্ষেত্রে বর্ষনিবাসতঃ ॥ ১৪ ॥ সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপি সর্ব্বাচারচ্যুতোঽপি চ। সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতো নিবসেৎ পুরুষোত্তমে ॥ ১৫ ॥ চাতুর্ম্মাস্যমথৈকং যঃ কুর্য্যাদ্বৈ পাপকৃত্তমঃ। বিহায় সর্ব্বপাপানি বহিরন্তশ্চ নির্ম্মলঃ। নরসিংহপ্রসাদেন বৈকুণ্ঠভবনং ব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥ যস্মান্নরঃ সর্ব্বভাবৈর্বিষ্ণোঃ শয়নপাবিতান্। বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্নিবসেৎ পুরুষোত্তমে ॥ ১৭ ॥ কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাজ্জন্মসাকল্যমিচ্ছতি। আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং কুর্য্যাৎ স্বাপমহোৎসবম্ ॥

একাদশী হইতে যাবৎ না কার্ত্তিক মাসের একাদশী উপস্থিত হয়, প্রতিবর্ষে ঐ চারিমাস কাল ভগবান্ হরি নিদ্রিত থাকেন। হরির আরাধনা-বিষয়ে ঐ মাসচতুষ্টয় অতি পুণ্যতম কাল জানিবেন। বহুবিধ ব্রতনিয়ম অবলম্বন করত কাশীধামে বাস জন্য যে ফল উক্ত আছে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে হরির সন্নিধানে উক্ত চাতুর্ম্মাস্যের একদিন মাত্র বাস করিলেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে মানব, নির্ম্মলান্তঃকরণে পুণ্যতম পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের সমীপে উক্ত বার্ষিক চারি মাসের কয়েক দিন বাস করে, সে প্রত্যহই সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণে নিরত থাকিয়া প্রত্যহ সিন্ধুজলে স্নান ও পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে, কোন কারণেই আর শোক করিতে হয় না। মুনিগণ! অধিক কি কহিব, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণ করত বাস করিলে, তাহার প্রতি ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে; কারণ, ভগবানের ভক্তিসাধন ভগবানেরই স্বরূপ জানিবেন। অতএব শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত অন্যান্য সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মানবগণের প্রযত্ন সহকারে পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই বাস করা বিধেয়। সর্ব্বনিয়ন্তা জগদ্গুরু হরি, উক্ত মাসচতুষ্টয় অনন্ত-শয্যায় নিদ্রিত থাকেন, এজন্য সমুদয় পুণ্যক্ষেত্রে তাঁহার সান্নিধ্য থাকে না। কিন্তু মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ বৈকুণ্ঠধামের ন্যায় কেবল ঐ পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই দ্বাদশ মাস সমভাবে বিরাজ করিয়া থাকেন। অন্য কালাপেক্ষা উক্ত চাতুর্ম্মাস্যকালে তিনি স্বচক্ষে দৃষ্ট হইলে, নিঃসন্দেহ বিশেষরূপে মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকেন। অপর অষ্টমাস পুরুষোত্তম বাস করত প্রতিদিন ভগবান বিষ্ণুক দর্শন করিয়া মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, চাতুর্ম্মাস্যকালে একদিনেতেই সে ফল লাভ করিয়া থাকে। আর পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উক্ত মাসচতুষ্টয় বাস করিলে সেই মানব অন্তে ভগবানের সাযুজ্য লাভ করত সর্ব্বদুঃখবর্জ্জিত হইয়া পুরুষোম দেহেই বাস করে এবং যে ব্যক্তি একবৎসর কাল পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করে, ভগবান্ তাহাকে সমুদয় পুণ্যক্ষেত্র-নিবাসের মহাপুণ্যফলপ্রদান করিয়া থাকেন। মানব, সর্ব্বপ্রকার পাপেলিপ্ত, সর্ব্বপ্রকার সদাচার হইতে বিচ্যুত এবং সর্ব্বধর্ম্মের বহির্ভূত হইলেও তাহার পুরুষোত্তমে বাস করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি উক্ত ক্ষেত্রে একবৎসর কালও চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণ করিতে পারে, সে নিরতিশয় পাপী হইলেও সমুদয় পাপপুঞ্জকে বিসর্জ্জন দিয়া বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধি লাভ করত ভগবান্ নৃসিংহদেবের প্রসাদে বৈকুণ্ঠে গমন করে।১—১৬। সেই জন্যই বলিতেছি, ভগবান্ স্বীয় শয়ন দ্বারা যে চারিমাসকে পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই মাসচতুষ্টয় পুরুষোত্তমে বাস করাই মানবগণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে তপোধনগণ! যে ব্যক্তি, মানব-জন্মের সাফল্য ইচ্ছা করে, সে অপর কোন সৎকর্ম্ম করুক আর

১৮। মণ্ডপং রচয়েত্তত্র শয়নাগারমুত্তমম্। দেবস্য পুরতঃ শয্যাং রত্নপর্য্যঙ্কিকোপরি ॥ ১৯॥ আস্তীর্য্য সোপধানাস্তং মৃদুচীনোত্তমচ্ছদাম্। কর্পূরধূলিবিক্ষিপ্তাং সাধুচন্দ্রাতপাং শুভাম্ ॥ ২০॥ সর্ব্বতো বেষ্টিতাং ছিদ্ররহিতাং চন্দনোক্ষিতাম্। সাধুদ্বারাং সমাং স্নিগ্ধাং নানাচিত্রোপশোভিতাম্ ॥ ২১॥ এবং স্বাপগৃহং কৃত্বা নিশীথে প্রতিমাত্রয়ম্। সৌবর্ণং রাজতং বাপি রীতিজং দারবং তথা। যথাশ্রদ্ধং প্রকুর্ব্বীত প্রশস্তং পূর্ব্বপূর্ব্বকম্ ॥ ২২॥ তত্রয়াণাং সুরাণাং বৈ পাদমূলে যথা তথা। নিধায় পূজয়েদ্দেবাংস্তচ্ছেষং তেষু নিক্ষিপেৎ ॥ ২৩ ॥ পূজান্তে ভাবয়েদৈক্যং তেষাং কৃষ্ণাদিভিঃ সহ ॥২৪॥ এহ্যেহি ভগবন্ দেব সর্ব্বলোকৈকজীবন। স্বাপার্থং চতুরো মাসান্ জগৎকল্যাণবৃদ্ধয়ে ॥ ২৫ ॥ ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশান্ তদঙ্গস্রক্ত্রয়ং ততঃ। প্রত্যর্চ্চাসু প্রতিক্ষিপ্য মঙ্গলস্তুতিগীতিভিঃ ॥ ২৬ ॥ নয়েচ্ছয্যা-গৃহদ্বারং বাসয়েদ্ঘটিকাত্রয়ে। পঞ্চামৃতৈঃ স্নাপয়ে-ত্তান্ পৃথক্ পলশতাধিকৈঃ ॥ ২৭ ॥ সুগন্ধচন্দনৈ-র্লিপ্তান্ বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ। পূজয়িত্বা যথান্যায়ং প্রাঞ্জলির্মন্ত্রমুচ্চরেৎ ॥ ২৮ ॥ জগদ্বন্দ্য জগন্নাথ জয় ত্রাণপরায়ণ। হিতায় জগতামীশ চাতুর্মাস্যান্ ঘনা-গমান্। সুপ্তো প্রশময়ারিষ্টান্ শক্রেণ সহ পূজিতঃ ॥ ২৯ ॥ এহ্যেহি শয়নাগারং সুখমত্র স্বপ প্রভো। ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং স্বাপয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩০ ॥ সুদৃঢ়ং বন্ধয়েদ্দ্বারং বিষ্ণোঃ শয়নবেশ্মনঃ। স্বাপ-য়িত্বা জগন্নাথং লভতে সুখমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥ বার্ষি-কাংশ্চতুরো মাসান্ প্রসুপ্তে বৈ জনার্দ্দনে। ব্রতৈ-রনেকৈর্নিয়মৈর্ম্মাসাংশ্চ চতুরঃ ক্ষিপেৎ ॥ ৩২ ॥ কল্প-স্থায়ী বিষ্ণুলোকে নরো ভক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্। নিয়ম-

নাই করুক, তাহার পক্ষে পুরুষোত্তমে আষাঢ় মাসের শুক্লৈকাদশীতে ভগবানের শয়ন- মহোৎসব করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ শয়নোৎসব করিতে হইলে ভগবান্ জগন্নাথদেবের সম্মুখবর্ত্তী স্থানে, প্রথমে একটী মণ্ডপ ও তন্মধ্যে ভগবানের উত্তম শয়না-গার প্রস্তুত করিবে, তৎপরে তন্মধ্যে রত্নপর্য্যঙ্কো-পরি সুকোমল উত্তম চীনবসনাচ্ছাদিত যথাযোগ্য উপধানযুক্ত শয্যা প্রসারিত করিয়া তদুপরি কর্পূর-রজঃ নিক্ষেপ করিবে এবং উহার ঊর্দ্ধভাগ মনোহর চন্দ্রাতপ দ্বারা অলঙ্কৃত ও চতুর্দ্দিক্ পরম মনোহর সূক্ষ্ম বসন দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া সেই আবরণ-বস্ত্রকে চন্দনলিপ্ত করিতে হইবে। উহা ছিদ্র-রহিত ও উত্তম দ্বারযুক্ত হওয়া আবশ্যক। উক্ত প্রকার শুভ শয্যা যেন সমতল, সুস্নিগ্ধ ও নানা-প্রকার চিত্রকার্য্যে সুশোভিত হয়। মুনিগণ! এইরূপ শয়নাগার প্রস্তুত করিয়া নিশীথকালে স্বীয় শ্রদ্ধানুসারে স্বর্ণময়, রজতময়, পিত্তলময় বা দারুময় প্রতিমাত্রয় নির্ম্মাণ করাইবে। উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রতি-মার মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ববিধ প্রতিমা প্রশস্ত জানিবেন। তৎপরে শয়নৈকাদশী দিনে, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই দেবত্রয়ের পাদমূলে প্রতিমাত্রয়কে রক্ষা করিয়া উক্তদেবত্রয়কে যথাযোগ্য অর্চ্চনা-পূর্ব্বক পূজাবশেষ-দ্রব্য সকল প্রতিমাত্রয়কে প্রদান করিবে। এইরূপ পূজাবসানে শ্রীকৃষ্ণাদির সহিত প্রতিমাত্রয়ের অভেদ ভাবনা করত এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই অখিল লোকের অদ্বিতীয় জীবনস্বরূপ। দেব! জগতের কল্যাণ বৃদ্ধির নিমিত্তই আপনি চারি মাস শয়ন করিয়া থাকেন, এজন্য শয়নার্থ আগমন করুন, আগমন করুন। এই প্রকার প্রার্থনান্তে সেই দেবত্রয়ের অঙ্গসংলগ্ন মাল্যত্রয় প্রতিমাত্রয়ে সমর্পণ করিয়া মঙ্গলসূচক স্তুতিগীত সহকারে শয্যাগৃহের দ্বার-দেশে লইয়া যাইবে; পরে ঘটিকাত্রয়কালে পীঠোপরি প্রতিমাস্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যেককে শত পলাধিক পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর সুগন্ধ চন্দন দ্বারা প্রতিমাত্রয়ের সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করত এই মন্ত্র-পাঠ করিবে।১৭—২৮। "হে জগদ্বন্দ্য! হে জগন্নাথ! আপনিই জগ-তের পরিত্রাণকর্ত্তা, অতএব আপনার জয় হউক। হে ঈশ! আপনি অখিল জগতের হিতের নিমিত্ত বর্ষার চারি মাস শয়ন করত ইন্দ্রের সহিত পূজিত হইয়া জগতের অরিষ্ট প্রশমিত করুন। হে প্রভো! এক্ষণে শয়নাগারে আগমন করুন, এই শয্যায় সুখে নিদ্রা যাউন।" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দেবাধিদেব পুরুষোত্তমকে শয়ন করাইবে। অন-ন্তর বিষ্ণুর শয়নাগারের দ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া দিবে। মানব এইরূপে জগন্নাথ দেবকে শয়ন করাইলে, পরম সুখলাভ করিয়া থাকে। উক্ত বার্ষিক চারিমাস ভগবান্ জনার্দ্দন নিদ্রিত থাকিলে, ঐ মাসচতুষ্টয় বিবিধ ব্রতনিয়মানুষ্ঠান দ্বারা অতি-বাহন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ঐরূপ করিলে সেই বিষ্ণুভক্ত মানব, নিশ্চয় কল্পকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণু-

ব্রতান্নিয়োর্দিতঃ শৃণুধ্বং মুনয়ো মম ॥ ৩৩ ॥ মঞ্চখট্টাদি-শয়নং বর্জ্জয়েদ্ভক্তিমান্নরঃ। অনৃতৌ ন ব্রজেদ্‌-ভার্য্যাং মাংসং মধুপরৌদনম্ ॥ ৩৪ ॥ পটোলং মূলকঞ্চৈব বার্ত্তাকুঞ্চ ন ভক্ষয়েৎ। অভক্ষ্যং বর্জ্জ-য়েদ্দূরান্মসূরং সিতসর্ষপম্ ॥ ৩৫ ॥ রাজমাষান্ কুল-ত্থাংশ্চ আশুধান্যঞ্চ সন্ত্যজেৎ। শাকং দধি পয়ো মাষান্ শ্রবণাদৌ ক্রমাদিমান্। রাজাপি চ যতির্ভূত্বা নারোহেচ্চর্ম্মপাদুকে ॥ ৩৭ ॥ বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ ন ব্রতেন নয়েদ্যদি। তস্য পাপস্য শান্ত্যর্থং কার্ত্তিকে চ ব্রতী ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ নমঃ কৃষ্ণায় হরয়ে কেশবায় নমো নমঃ। নমস্তে নরসিংহায় বিষ্ণবে পাপজিষ্ণবে ॥ ৩৯ ॥ সায়ং প্রাতর্দিবা মধ্যে কর্ম্মা-ন্তেষু চ যো জপেৎ। তস্য পাপানি সর্ব্বাণি চিতানি বহুজন্মসু। নির্দহত্যেব ভগবাংস্তূলরাশিমিবানলঃ ॥ ৪০ ॥ একাহারো নিরাহারো বিষ্ণুনির্ম্মাল্যভোজকঃ। আষাঢ়ীমবধিং কৃত্বা কার্ত্তিক্যবধি যো জপেৎ ॥ ৪১ ॥ নক্তভোজী ভবেদ্বাপি স্বর্গভোগান্নরঃ ফলম্। তৈলাভ্যঙ্গং দিবাস্বাপং মৃষাবাদং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৪২ ॥ আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং সংক্রান্তৌ কর্কটস্য বা। আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ব্রতী। সর্ব্বপাপহরং দেবং প্রপূজ্য মধুসূদনম্ ॥ ৪৩ ॥ তদগ্রে পরিসঙ্কল্প্য ব্রতার্চ্চনজপাদিকম্। প্রার্থয়েৎ পরমানন্দং কৃতাঞ্জলিপুটো ব্রতী ॥ ৪৪ ॥ চাতুর্ম্মাস্যং ব্রতং দেব গৃহীতং ত্বৎপ্রসাদতঃ। তব প্রসাদান্নির্বিঘ্নং সিদ্ধি-মায়াতু কেশব ॥ ৪৫ ॥ ব্রতেঽস্মিন্ যদ্যসম্পূর্ণে পরলোকগতির্ভবেৎ। তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ ॥ ৪৬ ॥ ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং পূর্ব্বোক্তনিয়মস্থিতঃ। প্রাপয়েচ্চতুরো মাসান্ বিষ্ণুর্পিতমতির্ব্রতী ॥ ৪৭ ॥ পারণং প্রতিমাসান্তে প্রীত্যৈ কৃষ্ণস্য কারয়েৎ। মিষ্টান্নৈর্ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পূজয়িত্বা জগৎপতিম্ ॥ ৪৮ ॥ অসমর্থস্য কার্ত্তিক্যাং

লোকে বাস করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ সময়ে যে প্রকার ব্রতনিয়ম করিতে হয়, তাহা বলি শুনুন। ভক্তিমান্ মানব, চাতুর্ম্মাস্যকালে মঞ্চ বা খট্টাদিতে শয়ন পরিত্যাগ করিবে, ঋতুকাল ভিন্ন ভার্য্যা-সম্ভোগ করিবে না, মাংস, মধু, পরান্ন, পটোল, মূলক, ও বার্ত্তাকু ভক্ষণ করিতে পারিবে না এবং দূর হইতেই মসূর ও শ্বেতশর্ষপ বর্জ্জন করিবে; ঐ সময়ে উল্লিখিত দ্রব্য সকল অভ্যক্ষস্বরূপ জানিবেন। ঐ সময়ে রাজমাষ, কুলত্থ ও আশু-ধান্যও ত্যাগ করিবে এবং শ্রাবণাদি মাসচতুষ্টয়ে যথাক্রমে শাক, দধি, দুগ্ধ ও মাষকলাই, এই চারিটি বস্তুকে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। উক্ত চাতুর্ম্মাস্য কালে রাজা হইলেও যতিব্রত অবলম্বন করত পাদুকা পরিধান করিতে পারিবেন না। যদি কেহ কোন কারণ বশতঃ উক্ত মাসচতুষ্টয় ব্রতাচরণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই পাপ শান্তির নিমিত্ত কার্ত্তিক মাসে ব্রতাবলম্বন করিবে। এই সময়ে যে ব্যক্তি, সায়ংকাল, প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালে নিত্যকর্ত্তব্য কার্য্যাবসানে "ভগবান্ কৃষ্ণকে নমস্কার, হরিকে নমস্কার, কেশবকে নমস্কার এবং সর্ব্বপাপহারী নরসিংহমূর্ত্তি বিষ্ণুকে নমস্কার" এই মন্ত্র জপ করে, ভগবান্ জনার্দ্দন তাহার বহুজন্ম-সঞ্চিত অখিল পাপপুঞ্জকেই প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন তূলরাশিকে ক্ষণমধ্যে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ দগ্ধ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, নিরাহার বা বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য মাত্রভোজী, কিংবা রাত্রিতে হবিষ্যাশী অথবা একাহারী হইয়া আষাঢ় মাসের একাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসের একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্ত মন্ত্র জপ করিতে পারে, স্বর্গবাস তাহার পক্ষে যৎসামান্য ফল জানিবেন। ঐ সময়ে তৈলাভ্যঙ্গ, দিবা-নিদ্রা ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে।২৯—৪২। আষাঢ় মাসের শুক্লৈকাদশী কর্কট-সংক্রান্তি বা আষাঢ়ী পূর্ণি-মাতে ভক্তিপূর্ব্বক মানবের পূর্ব্বোক্ত ব্রত গ্রহণ করা বিধেয়। মানব প্রথমে সর্ব্বপাপহারী ভগবান্ মধু-সূদনকে যথাবিধি পূজা করিয়া তৎপরে ব্রত-বিষয়ক জপার্চ্চনাদির বিষয় সঙ্কল্পপুরঃসর কৃতাঞ্জলি-পুটে পরমানন্দে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। দেব! আমি আপনার প্রসাদে এই যে চতুর্ম্মাস্যব্রতগ্রহণ করিলাম, হে কেশব! ইহা যেন আপনারই প্রসাদে নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। হে অধোক্ষজ! এই ব্রত সম্পূর্ণ না হইতেই আমি যদি পরলোক প্রাপ্ত হই, তথাপি আপনার প্রসাদে উহা যেন সম্পূর্ণ হয়। দেবদেব জগন্নাথদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ব্রতাবলম্বী মানব, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাব-লম্বনপূর্ব্বক ভগবান বিষ্ণুর প্রতিই প্রতিনিয়ত চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া উল্লিখিত মাসচতুষ্টয় অতিবাহন করিবে। প্রতি মাসান্তেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে সেই জগৎপতির অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা সকল বিপ্রদিগকে ভোজন করাইয়া পারণ করা কর্ত্তব্য। আর পূর্ব্বোক্ত প্রতি মাসান্তে পারণে

পারয়েদ্‌ব্রতমুত্তমম্। তস্মাং পূজ্যং জগন্নাথং বহ্নিস্থং তর্পয়েত্ততঃ॥ ৪৯॥ দ্বিজাগ্র্যান্ পায়সৈর্মিষ্টৈর্বিষ্ণুবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ। যথাশক্ত্যা প্রদদ্যাচ্চৈ কনকং বস্ত্রমেব চ॥ ৫০॥ অশক্তঃ কার্ত্তিকে মাসি ব্রতং কুর্য্যাৎ পুরোদিতম্॥৫১॥ ব্রতঞ্চ বিবিধং বিপ্রাঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং তথা। একান্তরং দ্ব্যন্তরং বা কুর্য্যান্মাসোপবাসকম্॥ ৫২॥ অনৌদনং ফলাহারং নক্তব্রতমথাপি বা। যব-গোধূমকং কুর্য্যাৎ পরাকং বা ব্রতং দ্বিজাঃ॥৫৩॥ পয়ঃ পীত্বা নয়েদ্‌যস্তু শাকাহারেণ বা পুনঃ। ভুক্তা চ বিবিধান্ ভোগান্ পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৫৪॥ নরস্তত্রাপ্যশক্তশ্চেৎ বকপঞ্চকমুত্তমম্। প্রীতয়ে দেবদেবস্য বস্তুবৃত্তির্ভবেদ্‌ব্রতী॥ ৫৫॥ এতদ্‌ব্রতং সমাখ্যাতং ভগবৎপ্রীতিকারকম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনং বিষ্ণুলোকগতিপ্রদম্॥৫৬॥ ধন্যং প্রশস্তমায়ুষ্যং সর্ব্বকামপ্রসাদনম্। মুনয়ঃ প্রোক্তমেতদ্বো রহস্যং গুহ্যাৎপরম্॥ ৫৭॥ এতদ্‌ব্রতং বা চান্যানি ব্রতানি সুবহূনি চ। ভগবদ্ভক্তিহীনানাং জানীধ্বং বিফলানি বৈ॥ ৫৮॥ ফলং মহাক্রতূনাং যৎ তীর্থানাং ফলমুত্তমম্। দানানাং তপসাঞ্চৈব সাত্ত্বিকানাঞ্চ যৎ ফলম্। একয়া বিষ্ণুভক্ত্যা তৎসমগ্রং ফলমশ্নুতে॥ ৫৯॥ যে পশ্যন্তি মহাত্মানঃ শয়নোৎসবমুত্তমম্। মাতুর্গর্ভে ন স্বপিতি কারয়ন্তি চ যে মহৎ॥ ৬০॥ উৎসবান্তে ব্রতচ্ছেদং প্রতিজ্ঞায় তদগ্রতঃ। পর্য্যাপ্তিং কারয়িত্বা তু ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৬১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যে ভগবতোশয়নোৎসববিধিবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নৈমিনিরুবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দক্ষিণায়নমুত্তমম্॥ ১॥ সংক্রান্তেঃ পূর্ব্বকালীয়া কালে

অশক্ত হইলে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উক্ত ব্রতের পারণ করিতে পারে। ঐ দিনে ভগবান্ জগন্নাথদেবকে পূজা করিয়া পরে ঘৃতাহুতি দ্বারা বহ্নিস্থ জগন্নাথদেবের সন্তোষ সাধন করিবে, তৎপরে পায়স ও মিষ্টান্ন দ্বারা দ্বিজবরগণকে বিষ্ণুজ্ঞানে পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে যথাশক্তি কনক ও বস্ত্র প্রদান করিবে। আর যদি চাতুর্ম্মাস্যব্রতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে, কেবল কার্ত্তিক মাসেই পূর্ব্বোক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ৪৩—৫১। বিপ্রগণ! চাতুর্ম্মাস্য কর্ত্তব্য কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, একান্তরে (এক দিনান্তর ভোজন) দ্ব্যন্তর (দিনদ্বয়ান্তর ভোজন) মাসোপবাস, অনৌদন (অন্ন ত্যাগ) ফলাহার, নক্তব্রত (রাত্রিকালে ভোজন) যব গোধূমক (যব ও গোধূম ব্যতীত অপর বস্তু ত্যাগ) ও পরাক ব্রত, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ব্রত আছে। দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি, উক্ত চারি মাস, কেবল মাত্র পয়ঃ পান বা শাকাহার করিয়া অতিবাহিত করিতে পারে, সে ইহকালে বিবিধ ভোগ্য উপভোগপূর্ব্বক দেহান্তে পরম নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কোন মানব যদি সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাসও ব্রত গ্রহণে অশক্ত হয়, তাহা হইলে, দেবগণ জগন্নাথের প্রীত্যর্থে বকপঞ্চক দিনেও (কার্ত্তিকী একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস) বস্তুবৃত্তি অবলম্বন করিবে। মনীষিগণ বলিয়াছেন, উক্ত ব্রতাচরণে ভগবান্ প্রীত হন। অখিল পাপ বিলুপ্ত হয়, বিষ্ণুলোকে বাস করা যায়, দীর্ঘায়ুঃ লব্ধ হয় এবং সমুদয় কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে; এজন্য উহাও অতি প্রশংসনীয় ব্রত। মুনিগণ! এই ত আমি আপনাদিগের নিকট চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের বিষয় কহিলাম, এক্ষণে অপর এক রহস্য কথা শ্রবণ করুন। আমি যে এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা কহিলাম কিংবা অন্যান্য বহুতর যে সকল ব্রত আছে, ভগবদ্ভক্তিবিহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে তৎসমুদয়ই বিফল জানিবেন। সমুদয় মহাযজ্ঞ, অখিল তীর্থ, সর্ব্বপ্রকার দান ও তপস্যা এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ সাত্ত্বিকী ক্রিয়ার যে ফল উক্ত হইয়াছে, একমাত্র বিষ্ণুভক্তিবলেই তৎসমুদয় ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সকল মহাত্মা, ভগবানের এই অনুত্তম শয়নোৎসব দর্শন করেন কিংবা অপর ব্যক্তিকে এতদাচরণে প্রবৃত্তি দেন, তাঁহাদিগকেও আর মাতৃগর্ভে শয়ন করিতে হয় না। দ্বিজগণ! ভগবানের শয়নোৎসবান্তে তৎসন্নিধানে উল্লিখিত ব্রতাচরণে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যথাসময়ে সমাপ্তি করিতে পারিলে, মানব নিঃসন্দেহ ব্রহ্মলোকে বাস করত ব্রহ্মলোকবাসিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ৫২—৬১।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—মুনিগণ! অতঃপর অত্যুত্তম দক্ষিণায়নসংক্রান্তিকৃত্যের বিষয় বলি শুনুন।

বৈ বিংশতির্মতা। মুনয়ঃ পূর্ব্বকালোহয়ং পুণ্যকর্ম্মসু কর্ম্মিণাম্॥ ২॥ পঞ্চামৃতৈস্তত্র দেবং স্নাপয়েদ্বিধিবদ্দ্বিজাঃ॥ সর্ব্বাঙ্গং লেপয়েদস্যাগুরুকর্পূরচন্দনৈঃ॥ ৩॥ সুগন্ধিমাল্যালঙ্কারৈশ্চারুবস্ত্রৈশ্চ দীপকৈঃ। নানাভক্ষ্যোপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্॥ ৪॥ কর্পূরলিপ্ততাম্বূলং মুখাভ্যাসে হরের্দদেৎ। দূর্ব্বাঙ্কুরাক্ষতৈর্নীরাজনয়াপ্যুপবর্দ্ধয়েৎ॥ ৫॥ (১) পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্। পূজাশতগুণং পুণ্যং তস্মৈ দদ্যাজ্জনার্দ্দনঃ॥ ৬॥ অয়নে দক্ষিণে তস্মিন্নর্চ্যমানং শ্রিয়ঃ পতিম্। যে পশ্যন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শুচিতদ্গতমানসাঃ। বিহায় সর্ব্বপাপানি বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে॥ ৭॥ অল্পা বা মহতী যাত্রা সর্ব্বা মুক্তিপ্রদা হরেঃ। তস্মিংস্তস্মিন্ দিনে দৃষ্টো ভগবান্ মুক্তিদো ধ্রুবম্। বিশ্বাসহেতোর্মূর্খাণাং যাত্রা হ্যেতা কৃপাবতা। বিষ্ণুনা কথিতা বিপ্রাঃ পাপিনাং কিল্বিষাপহাঃ॥ ৮॥ আয়াসজনিতং পুণ্যং মন্যন্তে ন নরাধমাঃ॥ ৯॥ লক্ষ্মীপতের্ভোজনায় সংস্কার্য্যোহত্র মহানসঃ। বৈষ্ণবাগ্নিং সমাধায় নিরূপ্য চরুমুত্তমম্। বৈশ্বদেবং প্রকুর্ব্বীত ভগবৎপাকসাধনম্॥ ১১॥ ব্রহ্মণে বাস্তুপতয়ে প্রজানাং পতয়ে তথা। বিষ্ণবে বিশ্বকর্ত্রে চ বুধোহগ্নৌ জুহুয়াৎ শুচিঃ। রাজ্ঞা নিযুক্ত আচার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াপরম্। দ্বারি চণ্ডপ্রচণ্ডাভ্যামৈশান্যাং ক্ষেত্রপালিনে॥ ১৩॥ দক্ষিণে চ বিরূপায় খগানাং পতয়ে তথা। দুর্গাম্বরতীভ্যাঞ্চ নৈঋত্যাং বিনিবেদয়েৎ॥ ১৪॥ মহালক্ষ্মীমহেন্দ্রাভ্যাং প্রাচ্যাং দিশি বলিঃ স্মৃতঃ। বিষ্ণোঃ পরিষদেভ্যোহথ পশূনাং পতয়ে তথা॥ ১৫॥ উদীচ্যাং বলিদানং তু নারদায়াথ পশ্চিমে। আগ্নেয্যামগ্নয়ে দদ্যাদ্বায়ব্যাং বিশ্বসাক্ষিণে॥ ১৬॥ পঞ্চশ্বসনরূপেভ্যো বিশ্বকর্ত্রেহথ মধ্যতঃ। আদ্যন্তয়োর্জ্জলং দদ্যাৎ প্রত্যেকং বলিকর্ম্মণি॥ ১৭॥ দত্ত্বা বলিং তদাগ্নৌ তু কারয়েৎ পাকমুত্তমম্। সন্ধ্যাত্রয়ে ভগবতঃ পূজায়াশ্চরুকারণাৎ। চরুসংস্কারকাঙ্গানি ভক্ষ্যভোজ্যাদিকানি বৈ॥ ১৯॥ বহূনি যোজয়েৎ তত্র লোকাংস্ত্রৈবর্ণি-

উক্ত সংক্রান্তির পরবর্ত্তী বিংশতি দণ্ডকাল, কর্ম্মিগণের পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে বিহিত। দ্বিজগণ! ঐ সময়ে জগন্নাথদেবকে পঞ্চামৃত দ্বারা যথাবিধি স্নান করাইয়া অগুরু, কর্পূর ও চন্দন দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লেপনপূর্ব্বক সুগন্ধি মাল্য, অলঙ্কার, মনোহর বস্ত্র, দীপমালা এবং ভক্ষ্যভোজ্য প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা সেই পরমেশ্বরের পূজা করিবে। উক্ত পূজায় ভগবান্ হরির মুখসন্নিধানে কর্পূরলিপ্ত তাম্বূল প্রদান এবং অক্ষতযুক্ত দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা নীরাজনা করত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করা বিধেয়। যে ব্যক্তি, ভগবান্ পুরুষোত্তমকে ঐ সময়ে পূজিত বা পূজ্যমান হইতে দর্শন করে, দেব জনার্দ্দন তাঁহাকে পূজার শতগুণ পুণ্য প্রদান করিয়া থাকেন। দ্বিজবরগণ! অধিক কি কহিব, যাহারা পবিত্র ও তদ্গতচিত্ত হইয়া উক্ত দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে ভগবান্ শ্রীপতিকে অর্চ্চিত হইতে অবলোকন করে, তাহারা নিশ্চয়ই অখিল পাপরাশি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। মুনিগণ! ভগবান্ হরির অল্প বা বা মহৎ সমুদয় উৎসবই মুক্তিপ্রদ; এজন্য তত্তদ্দিনে ভগবান্‌কে দৃষ্টিগোচর করিলে যে মুক্তিলাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? বিপ্রগণ! ভগবান্ বিষ্ণু কৃপাপরবশ হইয়াই মূর্খ জীবগণের বিশ্বাসার্থ পাপিগণের সর্ব্বপাপবিনাশক উক্ত উৎসব সকল স্বয়ংই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কারণ নরাধমগণ কদাচ আয়াসজনিত পুণ্যের আদর করিয়া থাকে না।১-৯। তপোধন! ভগবান্ লক্ষ্মীপতির ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করণার্থ অগ্রে পাকশালার সংস্কার করিতে হইবে। অনন্তর নৃপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত শ্রৌতস্মার্ত্ত ক্রিয়াবিষয়ে অভিজ্ঞ, পবিত্রাত্মা, পবিত্রদেহ, জ্ঞানবান্ আচার্য্য, বৈষ্ণবাগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক অত্যুত্তম, চরুপাকান্তে ভগবানের পাকসাধন বৈশ্বদেব চরুবলি প্রদান করিয়া ব্রহ্মা, বাস্তুপতি, প্রজাপতি, বিষ্ণু ও বিশ্বকর্ত্তা উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দান করিবেন। তৎপরে দ্বারদেশে চণ্ড ও প্রচণ্ড, ঈশানে ক্ষেত্রপাল দক্ষিণে বিরূপ ও খগপতি, নৈঋত কোণে দুর্গা ও সরস্বতী, পূর্ব্বদিকে মহালক্ষ্মী ও মহেন্দ্র, উত্তর দিকে বিষ্ণুর পারিষদগণ ও পশুপতি, পশ্চিমে নারদ, অগ্নিকোণে অগ্নি, বায়ুকোণে বিশ্বসাক্ষী ও প্রাণাপানাদি পঞ্চবায়ু এবং মধ্যস্থলে বিশ্বকর্ত্তা উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। উক্ত প্রত্যেক বলিকর্ম্মেরই আদ্যন্তে জলপ্রক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। নৃপতি ত্রিসন্ধ্যাতেই ভগবানের পূজার্থ উক্ত প্রকারে

১। মাঙ্গল্যগীতনৃত্যাদ্যৈর্যাত্রী হলহলাং বদেৎ ইত্যধিকঃ কচিৎ পাঠঃ।

কান্ নৃপঃ। আদ্যান্ পবিত্রান্ শূদ্রান্ বা ত্রিবর্ণপরি-সেবকান্॥ ২০॥ লৌকিকো ব্যবহারোহয়ং পচতি শ্রীঃ স্বয়ং ধ্রুবম্। ভুঙ্ক্তে নারায়ণো নিত্যং তস্যা পক্বং শরীরবান্॥ ২১॥ অমৃতং তদ্ধি নৈবেদ্যং পাপঘ্নং মূর্দ্ধ্নি ধারণাৎ। ভক্ষণান্মদ্যপানাদিমহা-পাতকসংক্ষয়ঃ॥ ২২॥ আঘ্রাণান্মানসং পাপং দর্শনা-দ্দৃষ্টিজং তথা। আস্বাদাত্তু কৃতং পাপং শ্রাবণঞ্চ ব্যপোহতি॥ ২৩॥ স্পর্শনাত্বককৃতং পাপং মিথ্যা-ভাবং তথাদ্বিজাঃ। গাত্রলেপাদ্দহেৎ পাপং শারীরং বৈ ন সংশয়ঃ॥ ২৪॥ মহাপবিত্রং হি হরেনিবেদিতং নিবেদয়েদ্যঃ পিতৃদেবকর্ম্মসু। তৃপ্যন্তি তস্মৈ পিতরঃ সুরাশ্চ প্রয়ান্তি লোকং মধুসূদনস্য॥ ২৫॥ নাতঃ পবিত্রং বস্ত্বস্তি হব্যকব্যেষু ভো দ্বিজাঃ। নরাণাং রূপমাস্থায় তদশ্নন্তি দিবৌকসঃ। অভিমানো

আগ্নেতে চরুবলি প্রদানান্তে উত্তমরূপ অন্নাদি পাক এবং চরু নিমিত্ত চরু সংস্কার অঙ্গ সকল সুচারুরূপে সম্পাদন করাইবেন; অপিচ প্রত্যেক পূজাতেই প্রভূত ভোজ্য ভক্ষ্যাদি নিবেদন করিতে হইবে; উক্ত পূজাকার্য্য যাহাতে পরিপাটীরূপে নিষ্পন্ন হয়, তজ্জন্য রাজা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় কিংবা ত্রিবর্ণসেবক পবিত্র শূদ্রগণকে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। যানের অন্নব্যঞ্জনাদি বিষয়ে এইরূপ লৌকিক ব্যবহারও আছে যে, স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীই ঐ সমস্ত পাক করেন এবং মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ নিত্য সেই কমলার স্বহস্তনিষ্পাদিত অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকেন। মুনিগণ! নিশ্চয় জানিবেন, ভগবানের সেই নৈবেদ্যান্ন অমৃতস্বরূপ; উহা মস্তকে ধারণ করিলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ও ভক্ষণ করিলে মদ্যপানাদি মহাপাপও বিলুপ্ত হয়। দ্বিজগণ! ঐ মহাপ্রসাদ আঘ্রাণ মাত্রে মানস পাপ, দর্শন মাত্রেই দৃষ্টি পাপ, আস্বাদ মাত্রে বাক্যজ, শ্রবণেন্দ্রিয়জ ও মিথ্যা কথনজ পাপ, স্পর্শন মাত্রে ত্বৎকৃত পাপ এবং গাত্রে লেপন মাত্রেই শরীরজ সমস্ত পাতকই যে তিরোহিত হয়, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। যে ব্যক্তি দৈব বা পৈত্রিক কার্য্যে ভগবান্ হরির ঐ মহাপবিত্র নৈবেদ্যান্ন নিবেদন করে, তাহার প্রতি দেবগণ ও তদীয় পিতৃগণ পরম প্রীত হইয়া থাকেন এবং সে নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। দ্বিজগণ! বস্তুতঃ হব্যকব্যকরণে উহাপেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই, অধিক কি দেবগণও মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া ঐ মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, এজন্য ঐ মহা-

মহাংস্তত্র দেবদেবস্য চক্রিণঃ॥ ২৬॥ শ্বেতোনামো মহারাজঃ পুরা ত্রেতাযুগেহভবৎ। ব্রতস্থোহত্র মহা-ভক্তিং চকার পুরুষোত্তমে॥ ২৭॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেন রচিত-মহাভোগানুসারতঃ। ভোগান্ প্রকল্পয়ামাস প্রত্যহং শ্রীপতের্মুদা॥২৮॥ ভক্ষ্যভোজ্যান্যনেকানি ষড়্রসাংশ্চ সুসংস্কৃতান্। মাল্যানি চ বিচিত্রাণি সুগন্ধমনুলেপ-নম্॥ ২৯॥ গীতবাদিত্রনৃত্যানি দিব্যানি সুবহূনি চ। রাজোপচারা বহুশোহবসরেহবসরে হরেঃ॥ ৩০॥ বহুবিত্তব্যয়ায়াসভক্তিভাবনিরূপিতাঃ। তত্তদ্বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত-মহাভোগাঃ পৃথগ্বিধাঃ॥ ৩১॥ কল্পিতা-স্তেন ভূপেন বিদ্বৎপঙ্কজভানুনা। প্রাতঃ পূজন-বেলায়াং হরিং দ্রষ্টুং জগাম সঃ॥ ৩২॥ কস্মিংশ্চিদ্দি-বসে রাজা পূজ্যমানং দদর্শ তম্। প্রণম্য দেবং স্তুত্বা চ বদ্ধাঞ্জলিপুটো মুদা॥ ৩৩॥ প্রাসাদদ্বার-নিকটে স্থিতবান্ নৃপসত্তমঃ। দৃষ্ট্বা স্বয়ং বিরচিতানু-পচারাননুত্তমান্॥ ৩৪॥ উপায়নসহস্রঞ্চ হরেরগ্রে প্রকল্পিতম্। চিন্তয়ামাস মনসা কিঞ্চিদ্ধ্যানাব-

প্রসাদ বিষয়ে দেবদেব চক্রপাণির মহান্ অভিমান আছে,জানিবেন।১০—২৬। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে শ্বেতনামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি ব্রতাবলম্বী হইয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নকৃত মহাভোগের প্রণালী অনুসারে তিনিও প্রত্যহ সানন্দহৃদয়ে সুসংস্কৃত ষড়্বিধ রসপূর্ণ বিবিধ ভোজ্য ভক্ষ্যাদি ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং যথোচিত বিচিত্র মাল্য সকল ও সুগন্ধ অনুলেপনদ্রব্য অর্পণ করিতেও ক্রটি করেন নাই, অপিচ ভগবান্ হরির প্রীত্যর্থে উপযুক্ত সময়ে বহুবিধ শ্রুতিসুখকর নৃত্য গীত ও বাদ্যও করাইতেন এবং বহুবিধ রাজযোগ্য উপচারসকলও দান করিতেন। মুনিগণ! প্রধান প্রধান বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বহুবিত্তব্যয় ও আয়াসসাধ্য যে সকল পৃথগ্-বিধ মহাভোগের বিষয় কথিত আছে, বিদ্বদ্গণরূপ পঙ্কজনিচয়ের সূর্য্যসম প্রকাশক সেই ভূপতি পরম-ভক্তিসহকারে প্রদেয় তৎসমুদয়েরই ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। একদিন সেই রাজা, প্রাতঃকালীন পূজার সময়ে ভগবান্ হরিকে দর্শনার্থ গমনপূর্ব্বক দেখি-লেন, তাঁহার পূজা হইতেছে। তখন সেই নৃপবর জগন্নাথ-দেবকে প্রণাম ও স্তব করিয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে প্রাসাদের দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিজ স্বয়ং-কল্পিত অত্যুত্তম উপচারনিচয় এবং হরির সম্মুখে

লক্ষিতঃ ॥ ৩৫ ॥ মনুষ্যকল্পিতং ভোগং গ্রহীষ্যতি হরিঃ কিমু। দেবৈর্দিব্যোপহারৈর্যো ন শক্যোহভ্যর্চ্চনাবিধৌ ॥ ৩৬ ॥ মানসৈরুপচারৈর্যং পূজয়ন্তি যতব্রতাঃ। ভাবতুষ্টো বহির্যোগো ন মুদে তস্য নিশ্চিতম্ ॥ ৩৭ ॥ ইত্থং সঞ্চিন্তয়ন্ রাজা দিব্যাসনগতং হরিম্। ভুঞ্জানমন্নপানাদ্যং শ্রিয়া সুপরিবেষিতম্ ॥ ৩৮ ॥ দিব্যস্রজালঙ্কৃতয়া দিব্যগন্ধদুকূলয়া। অনর্ঘরত্নমঞ্জীর-শিঞ্জিতেন সুরালয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ পূরয়ন্ত্যা স্বর্ণদর্ব্ব্যা দদত্যা সাদরং রসান্। ভগবৎপ্রতিরূপৈশ্চ ভুঞ্জানৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৪০ ॥ দৃষ্ট্বা কৃতার্থমাত্মানং মন্যমানস্তদদ্ভুতম্। প্রোন্মীলিতাক্ষঃ স পুনঃ প্রাগ্‌দৃষ্টং সমবৈক্ষত ॥ ৪১ ॥ ততঃ প্রভৃতি রাজাসৌ পরাং ভক্তিমুপেযিবান্। নিবেদিতাশীর্ব্রতবাংশ্চচার সুমহৎ তপঃ ॥৪২॥ অকালমৃত্যুনাশায় স্বরাজ্যে মৃতমুক্তয়ে। মন্ত্ররাজং জপন্নিত্যং শ্রিতানাং কল্পপাদপম্ ॥ ৪৩ ॥ দদর্শ শতবর্ষান্তে নৃহরিং দুরিতাপহম্। যোগাসনাব্জনিলয়ং বামাঙ্কাবস্থিতশ্রিয়ম্। (১) ত্রিদশৈঃ সিদ্ধযুক্তৈশ্চ স্তূয়মানং স্মিতাননম্ ॥ ৪৪ ॥ ভ্রান্তো বিস্ময়ভীতিভ্যাং হর্ষগদ্গদয়া গিরা। প্রসীদ নাথেতি লপন্ পপাত ধরণীতলে ॥ ৪৫ ॥ তপঃকৃশং তং প্রণতং দৃষ্ট্বা স নরকেশরী। অকল্মষং ক্ষিতিগতং বিবক্ষুর্ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪৬ ॥ নরসিংহ উবাচ। উত্তিষ্ঠ বৎস ভক্ত্যা তে প্রসন্নং বিদ্ধি মাং প্রভুম্। ময়ি প্রসন্নে নালভ্যং বরং তং প্রার্থ্যতাং ভবান্ ॥ ৪৭ ॥ শ্রুত্বাথ ভগবদ্বাক্যং সমুত্তস্থৌ ততো নৃপঃ। বদ্ধাঞ্জলিপুটো নম্রো ভক্ত্যাবোচজ্জনার্দ্দনম্ ॥ ৪৮ ॥ শ্বেতরাজ উবাচ। স্বামিন্ যদি প্রসাদস্তে ময়ি জাতঃ সুদুর্লভঃ। সারূপ্যমথ সম্প্রাপ্য স্বাত্মাসি তব সন্নিধৌ ॥ ৪৯ ॥ স্থাস্যে যাবন্নৃপত্বেহহং মদ্রাজ্যে

স্থাপিত সহস্র সহস্র উপহার দ্রব্য অবলোকনপূর্ব্বক কিঞ্চিদ্ধ্যানস্থ হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবগণ দিব্য উপচারনিচয় দ্বারাও যাঁহার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ নন এবং বাহ্যোপচারসকল ভাবতুষ্ট, এজন্য নিশ্চয়ই ভগবান্ হরির তাহা সন্তোষকর নহে, এই বিবেচনায় যতব্রত মানবগণ মানসোপচারে সতত যাঁহাকে পূজা করেন, সেই ভগবান্ হরি কি মনুষ্য-কল্পিত ভোগ্যবস্তু সকল গ্রহণ করিবেন? মুনিগণ! শ্বেতরাজ নিমীলিতনেত্রে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিলেন, ভগবান্ হরি, দিব্যাসনে আসীন হইয়া তত্তৎ অন্নপানাদি সকল ভোজন করিতেছেন, কমলাদেবী অলৌকিক সৌরভপূর্ণ দিব্য বসন ও দিব্য মাল্যে সুশোভিত হইয়া অমূল্য রত্নময় মঞ্জীরধ্বনিতে সুরলোক প্রপূরিত করত স্বর্ণনির্ম্মিত দর্ব্বী (হাতা) দ্বারা সাদরে সেই ষড়্‌রসপূর্ণ অন্নাদি সুনিয়মে পরিবেশন করিতেছেন এবং ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিসকল চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই নৃপবর, সেই অদ্ভুতব্যাপার দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং পুনর্ব্বার নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক যেরূপ পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপই নিরীক্ষণ করিলেন। মুনিগণ! তদবধি সেই রাজা জগন্নাথদেবের প্রতি পরম ভক্তিমান্ হইয়া নিজ রাজ্যস্থিত ব্যক্তিদিগের অকাল-মৃত্যু-নাশ ও মৃতব্যক্তির মুক্তিকামনায় অনাহারব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক নিরন্তর আশ্রিতগণের কল্পপাদপস্বরূপ মন্ত্ররাজ জপ করত সুমহৎ তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শতবর্ষকাল অতীত হইবার পর দুরিতাপহারী নৃসিংহদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন; দেখিলেন, তিনি যোগপদ্মাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার বামভাগে লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করিতেছেন, তদীয় মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্যরেখা প্রকাশ পাইতেছে এবং ত্রিদশগণ সিদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্তুতিবাদ করিতেছেন। শ্বেতরাজ, সেই নৃসিংহদেবকে সন্দর্শনপূর্ব্বক যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভয়ে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া হর্ষগদ্গদ বচনে "হে নাথ! প্রসন্ন হউন" এইরূপ বলিতে বলিতে ধরণীতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। তখন ভক্তবৎসল সেই নৃসিংহদেব তপঃকৃশ নিষ্পাপদেহ সেই শ্বেতরাজকে প্রণত ও ক্ষিতিতলবিলুণ্ঠিত দেখিয়া কহিলেন,—বৎস! গাত্রোত্থান কর, তোমার ভক্তিতে আমি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, এবং আমি প্রসন্ন হইলে জগতে কিছুই দুর্লভ থাকে না জানিবে, অতএব এক্ষণে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। শ্বেতরাজ ভগবানের তদ্বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিনম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিসহকারে সেই জনার্দ্দনকে কহিলেন,—স্বামিন্! আমার প্রতি আপনার যদি সুদুর্লভ প্রসন্নতা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর দিন, আমি যেন আপনার সারূপ্য লাভ করত আপনার নিকটে

(১) দিব্যালঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গং স্ফটিকামলাবগ্রহম্। ইত্যাধিকঃ পাঠো মুম্বয়ীমুদ্রিতপুস্তকসম্মতঃ।

...মূনং ক্বচিৎ। অকালে ম্রিয়তাং কশ্চিৎকালে চেন্মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রাহ শ্বেতরাজানমুত্তমম্। শ্বেত তে বাঞ্ছিতং ভূয়াত্তিষ্ঠ ত্বং মম দক্ষিণে ॥ ৫১ ॥ ভুক্ত্বা বর্ষসহস্রং তু রাজ্যং স্বং সুসমৃদ্ধিমৎ। মম নির্ম্মাল্যভোগেন ক্ষীণাশেষাঘসঞ্চয়ঃ। সুনির্ম্মালান্তঃকরণো মৎসারূপ্যমবাপ্স্যসি ॥ ৫২ ॥ বটসাগরয়োর্মধ্যে মুক্তিস্থানে সুদুর্লভে। মদীয়াদ্যাবতারস্ত বিষ্ণোর্মৎস্যস্বরূপিণঃ ॥ ৫৩ ॥ সম্মুখীনো বস ত্বং হি স্ফটিকানলবিগ্রহঃ। খ্যাতিং যাস্যসি ভূলোকে শ্বেতমাধবসংজ্ঞয়া ॥ ৫৪ ॥ যুবয়োরন্তরালে যে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি মানবাঃ। তির্য্যঞ্চোঽপি চ কীটা বা ধ্রুবং তে মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ। অমরা যত্র মরণমিচ্ছন্তি কিমু মানবাঃ ॥ ৫৬ ॥ তবোত্তরস্যাং দিশি যৎ সরঃ পাপনিবর্হণম্। তত্র স্নাত উপস্পৃশ্য তদীয়ে দক্ষিণে তটে। যুবয়োর্দৃষ্টিপূতঃ সংস্ত্যক্ত্বা প্রাণান্ বিমুচ্যতে ॥ ৫৭ ॥ আসমন্তাদিদং ক্ষেত্রং মত্তে মুক্তিপ্রদম্। মৃতাত্মনাং বিশ্বসিতে প্রধানং স্থানমীরিতম্ ॥ ৫৮ ॥ তব রাজ্যে চ যে লোকা মম নির্ম্মাল্যভোজিনঃ। মৃতির্নাকালিকী তেষাং কদাচিন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দক্ষিণায়নসংক্রান্তিকৃত্যবর্ণনমুখেন শ্বেতমাধবোপাখ্যানবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ শ্বেতরাজায় বৈ পুরা। জগামান্তর্হিতো বিপ্রাঃ প্রাসাদান্তঃস্থিতো হরিঃ ॥ ১ ॥ সমস্তজগদাদ্যা শ্রীঃ সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকৃৎ। বৈষ্ণবী শক্তিরতুলা বিষ্ণুদেহার্দ্ধহারিণী ॥ ২ ॥ সুধোপমং পচত্যন্নং ভুঙ্ক্তে নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥ তদুচ্ছিষ্টোপভোগো হি সর্ব্বাঘক্ষয়কারকঃ। ন তাদৃশসমং পুণ্যং বর্ত্তত

অবস্থান করিতে পারি এবং যাবৎ কাল আমি নৃপতি থাকিব, তাবৎকাল যেন আমার রাজ্যস্থিত কোন ব্যক্তিরই অকালমৃত্যু না হয়। উহারা যথাকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া যেন মুক্তি লাভ করিতে পারে। ভগবান্ তদ্বাক্য শ্রবণে শ্বেতরাজকে কহিলেন,—শ্বেতরাজ! তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হউক, তুমি আমার দক্ষিণে অবস্থিতি করিবে। তুমি আর সহস্রবর্ষ স্বীয় মহাসমৃদ্ধিপূর্ণ রাজ্য উপভোগ করত মদীয় প্রসাদ ভোজনে অখিল পাপরাশি হইতে বিমুক্ত ও সম্যক্ নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হইবে। তুমি অক্ষয়বট ও সাগরের মধ্যবর্ত্তী সুদুর্লভ মুক্তিক্ষেত্রে মদীয় আদি অবতারমূর্ত্তি মৎস্যরূপী বিষ্ণুর সম্মুখীন হইয়া স্ফটিক-মণিবৎ বিমল দেহে বাস করিবে এবং ভূলোকে শ্বেতমাধব নামে বিখ্যাত হইবে। তোমাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলে যে সকল মানবগণ কিম্বা তির্য্যগ্‌জাতি বা কীটগণও প্রাণ ত্যাগ করিবে, নিঃসন্দেহ তাহারা মুক্ত হইবে। মানবগণের কথা কি, দেবগণও ঐ স্থানে মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তোমার নিবাসার্থ যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার উত্তর দিকে সর্ব্বপাপবিনাশক যে সরোবর আছে, তাহাতে স্নানান্তে আচমনপূর্ব্বক তদীয় দক্ষিণতটে তোমাদিগের উভয়ের দৃষ্টিপূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে সকলেই যে বিমুক্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফল কথা, এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকেই যে কোন স্থানে মৃত্যু হইলেই উহা মুক্তি দান করিয়া থাকে, জানিবে। মৃতাত্মাদিগেরও বিশ্বাসোৎপাদন নিমিত্ত এই স্থানই সর্ব্বপ্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া কথিত আছে। শ্বেতরাজ! তোমার রাজ্যমধ্যে যে সকল লোক, আমার মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে, নিশ্চয়ই তাহাদিগের কদাচ অকালমৃত্যু ঘটিবে না, জানিও। ২৭—৫৯।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! প্রাসাদমধ্যস্থিত ভগবান্ হরি নৃসিংহমূর্ত্তিতে সেই শ্বেতরাজকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন। মুনিগণ! নিশ্চয় জানিবেন, অখিল জগতের আদি কারণ, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী, বিষ্ণুদেহার্দ্ধধারিণী অদ্বিতীয়া বৈষ্ণবী শক্তি দেবী কমলাই সুধোপম অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করেন, এবং প্রভু নারায়ণ তাহা ভোজন করিয়া থাকেন। ভগবানের সেই উচ্ছিষ্টভোজনে সমুদায় পাপই বিদূরিত হয়। বস্তুতঃ উক্ত মহাপ্রসাদের তুল্য পবিত্র বস্তু

পৃথিবীতলে ॥ ৩ ॥ প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং পরিকীর্ত্তিতম্। ভগবৎপাদপদ্মাম্বুপ্রেক্ষণোপাসনাদিভিঃ ॥ ৪ ॥ পাকসংস্কারকর্ত্তৃণাং সম্পর্কোঽত্র ন দুষ্যতি। পদ্মায়াঃ সন্নিধানেন সর্ব্বে তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥ বেশ্যালয়গতং তদ্ধি নির্ম্মাল্যং পতিতাদয়ঃ। স্পৃশন্ত্যন্নং ন দুষ্টং তদ্যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ॥ ৬ ॥ ব্রতস্থা বিধবা তত্র সর্ব্বে বর্ণাশ্রমাস্তথা। তৎপ্রাশনেন পূয়ন্তে দীক্ষিতাশ্চাগ্নিহোত্রিণঃ ॥ ৭ ॥ দরিদ্রঃ কৃপণো বাপি গৃহস্থঃ প্রভুরেব বা। স্বদেশ্যাঃ পরদেশ্যা বা সর্ব্বে তত্র সমা মতাঃ ॥ ৮ ॥ নাভিমানং প্রকুর্ব্বীরন্ বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যভক্ষণে ॥ ৯ ॥ ভক্ত্যা লোভাৎ কৌতুকাদ্বা ক্ষুধাপ্রশমনেন বা। আকণ্ঠং ভক্ষিতং তদ্ধি পুনাতি সকলাংহসঃ ॥ ১০ ॥ সর্ব্বরোগোপশমনং পুত্রপৌত্রপ্রবর্দ্ধনম্। দারিদ্র্যহরণং শ্রেষ্ঠং বিদ্যায়ুঃশ্রীপ্রদং শুভম্ ॥ ১১ ॥ পক্ষপাতো মহাংস্তত্র বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ১২ ॥ নিন্দন্তি যে তদমৃতং মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ। স্বয়ং দণ্ডধরস্তেষু সহতে নাপরাধিনঃ ॥ ১৩ ॥ যেষামত্র ন দণ্ডশ্চেৎ ধ্রুবা তেষাং হি দুর্গতিঃ। কুম্ভীপাকে মহাঘোরে পচ্যন্তে তেঽতিদারুণে ॥ ১৪ ॥ বিক্রয়শ্চ ক্রয়ো বাপি প্রশস্তস্তস্য ভো দ্বিজাঃ। নির্ম্মাল্যং জগদীশস্য নাশিষ্যামি কিঞ্চন। ইতি সত্যপ্রতিজ্ঞোঽয়ঃ প্রত্যহং তচ্চ ভক্ষয়েৎ ॥ ১৬ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ। স শুদ্ধঃ বৈষ্ণবং স্থানং ক্রমাদ্যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ। যথাতথোপযুক্তং তৎসর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥ ১৮ ॥ কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি। ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥ ১৯ ॥ (১) অশুচির্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্। প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২০ ॥ নৈবেদ্যান্নং জগদ্ভর্ত্তুর্গঙ্গং

পৃথিবীতলে আর নাই। মহর্ষিগণ! মনীষিগণ বলিয়াছেন, ভগবান্ জগন্নাথ দেবের পাদপদ্ম দর্শন ও তাঁহার উপাসনাদি দ্বারা সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পাচকগণের সংস্পর্শ-জন্য কোন দোষ হয় না, কারণ কমলার সান্নিধ্যবশতঃ তাহারা সকলেই শুচি হইয়া থাকে। উক্ত মহাপ্রসাদ যদি বেশ্যালয়ে থাকে, কিংবা পতিতাদি ব্যক্তিগণ যদি সেই অন্ন স্পর্শ করে, তথাপি দুষ্ট হইবে না, কারণ, সেই অন্ন সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ জানিবেন। সমুদয় বর্ণাশ্রমী, বিধবা, ব্রতস্থ, দীক্ষিত কিম্বা অগ্নিহোত্রী ব্যক্তিগণও উক্ত মহাপ্রসাদ ভক্ষণে পূত হইয়া থাকে। কি স্বদেশী, কি বিদেশী, কি দরিদ্র, কি কৃপণ, কি গৃহস্থ, কি রাজা, সকলেই উক্ত প্রসাদভক্ষণে সমান অধিকারী বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। উক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ-ভক্ষণে কাহারও কোনরূপ অভিমান করা বিধেয় নহে। কি ভক্তি, কি লোভ, কি কৌতুক, কি ক্ষুধাশান্তি, যে কোন কারণে হউক উহা আকণ্ঠ ভক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই সমুদয় পাপপুঞ্জ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। উহা ভক্ষণ করিলে সর্ব্বরোগ-শান্তি, পুত্র-পৌত্র-বৃদ্ধি, দারিদ্র্য নাশ, এবং দীর্ঘায়ুঃ ও সম্পল্লাভ হইয়া থাকে বলিয়াই ঐ মহাপ্রসাদ সকল বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শুভকর। উহাতে অমিততেজা ভগবান বিষ্ণুর বলবান্ পক্ষপাত আছে, জানিবেন। পণ্ডিতাভিমানী যে সকল মূঢ় ব্যক্তি, অমৃতায়মান উক্ত মহাপ্রসাদের নিন্দাবাদ করে, স্বয়ং ভগবান্ই সেই অপরাধ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে দণ্ড দান করেন। ১-১৩ আর যাহাদিগের ইহকালে কোনরূপ দণ্ডবিধান না দেখিতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই পরিণামে তাহাদিগের বিষম দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহারা দেহাবসানে নিঃসন্দেহ অতি নিদারুণ মহাঘোর কুম্ভীপাক নরকে বিষম যাতনা ভোগ করে। দ্বিজগণ! উক্ত মহাপ্রসাদের ক্রয়-বিক্রয়ও প্রশস্ত জানিবেন। জগদীশ্বর জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভোজন না করিয়া কদাচ অন্য কোন বস্তু ভোজন করিবে না, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যে ব্যক্তি প্রত্যহ উক্ত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করে, সেই মানব নিশ্চয়ই সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ক্রমে পবিত্র বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। উক্ত মহাপ্রসাদ বহু দিনের পর্য্যুসিত, নিরতিশয় শুষ্ক বা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, যে কোন প্রকারে উহা ভোজন করিলেই সর্ব্ববিধ-পাপ বিলীন হইয়া যায়। সর্ব্বপাপবিনাশন উক্ত প্রসাদান্ন কুক্কুরের মুখ হইতে যদি পতিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণগণও তাহা অনায়াসে ভোজন করিতে পারেন। কি অশুচি, কি অনাচারী ও মনে মনে পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার বিচার করা উচিত নহে। ভগবানের উক্ত নৈবেদ্যান্ন ও

(১) উপোষ্য তিষ্ঠতা বাপি লোপবাসক ভুক্তা। ইত্যধিকে পাঠঃ ক্বচিৎ।

ব্যারসম্মং স্বয়ম্। দৃষ্টিস্পর্শনচিন্তাভির্ভক্ষণাচ্চাঘ-নাশনম্ ॥ ২১ ॥ জগদ্ধাত্র্যা হি তৎপক্বং বৈষ্ণবাগ্নৌ সুসংস্কৃতে। ভুঙক্তে স্বয়ং চক্রপাণির্যুগমন্বন্তরাদিষু ॥২২॥ সপ্তদ্বীপাবনীমধ্যে সান্নিধ্যং নেদৃশং হরেঃ। যাদৃশং নীলগোত্রেঽস্মিন্ ব্যাজমানুষচেষ্টিতম্ ॥ ২৩ ॥ দারু-পাধি পরং ব্রহ্ম সর্ব্বচাক্ষুষগোচরম্। প্রকাশতে ভো মুনয়ো ন দৃষ্টং ন শ্রুতং কচিৎ ॥ ২৪ ॥ তস্মৈ প্রবৃত্তি-রূপায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। প্রবৃত্তিরূপা শক্তিঃ শ্রীঃ প্রবর্ত্তয়তি যদ্ধবিঃ ॥ ২৫ ॥ তদশ্নাতি জগন্নাথ-স্তচ্ছেষং দুরিতাপহম্। কিমত্র চিত্রং ভো বিপ্রা যদ্ভুক্তং মুক্তিকারকম্। নাল্পপুণ্যবতাং তত্র বিশ্বাসঃ সম্প্রজায়তে ॥ ২৭ ॥ বেদাচারপ্রধানেষু যুগেষ্বেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্। মহিমাপি নিবেদ্যস্য বিশেষাৎ শ্রূয়তাং কলৌ ॥ ২৮ ॥ ঘোরে কলিযুগে তস্মিংস্ত্রিপাদে-হধর্ম্মবিগ্রহে। ধর্ম্মস্তত্র ত্বেকপাদঃ কশ্চিত্তস্য ভয়া-চ্চরেৎ ॥ ২৯ ॥ সর্ব্বেঽনৃতপ্রধানা হি দাম্ভিকাঃ শঠবৃত্তয়ঃ। প্রায়শ্চাচারবিমুখা জিহ্বোপস্থপরায়ণাঃ। ন ধ্যায়ন্তি তপস্যন্তি ব্রতয়ন্তি কদাচন ॥ ৩০ ॥ অধর্ম্ম বহুলাঃ সর্ব্বে হিংসকা লোলুপাঃ পরম্। পরেষাং পরিভাবেন তুষ্যন্তি স্বকৃতং বিনা ॥ ৩১ ॥ প্রসঙ্গাৎ কৌতুকাদ্বাপি পরকার্য্যং বিহন্তি বৈ। ক্ষুদ্রকার্য্যাশয়াঃ স্বার্থং পরকার্য্যপ্রবাধকাঃ ॥ ৩২ ॥ ধর্ম্মলব্ধাং স্ত্রিয়ং বশ্যামবজ্ঞায় স্ববেশ্মনি। পরযোষিতি নির্লজ্জাঃ প্রসক্তা পশুচেষ্টিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ অগ্নিহোত্রাদিকং যত্তু ব্রতং বা তৎকচিৎ কচিৎ। জীবিকা তদ্দ্বিজাতীনাং যেষাং বা পারলৌকিকম্ ॥ ৩৪ ॥ অশ্রুতাধীতবেদেন অন্যায়া-স্তধনেন চ। বিত্তশাঠ্যেন চ কৃতং ন তথা ফল-দায়ি তৎ ॥ ৩৫ ॥ প্রায়ঃ কলিযুগে ভূপাঃ প্রজাবল-পরাঙ্মুখাঃ। করাদানপরা নিত্যং পাপিষ্ঠাশ্চৌর্য্য-বৃত্তয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ বর্ণসঙ্করিণঃ সর্ব্বে শূদ্রপ্রায়াঃ কলৌ

গঙ্গা উভয়ই সমান, উভয়ই দর্শন, স্পর্শন, চিন্তা ও ভোজনে অখিল পাতক দূর করিয়া থাকে। জগদ্ধাত্রী লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং সুসংস্কৃত বৈষ্ণবাগ্নিতে উহা পাক করেন, এবং স্বয়ং ভগবান্ চক্রপাণি বহু মন্বন্তর ও যুগযুগান্তর যাবৎ উহা ভোজন করিয়া আসিতেছেন। উক্ত নীলাচলে ভগবান্ হরির যেরূপ সান্নিধ্য আছে, সপ্তদ্বীপা অবনীর মধ্যে অপর কুত্রাপি তাদৃশ দৃষ্ট হয় না। মুনিগণ! কেহ কখন এরূপ দেখেনও নাই ও শুনেনও নাই, ঐ স্থানে দারুময় পরম ব্রহ্ম সতত প্রকাশমান থাকিয়া সক-লেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। সেই প্রবৃত্তিরূপী পরমাত্মা ব্রহ্মের নিমিত্ত সাক্ষাৎ প্রবৃত্তিরূপা কমলা-দেবী, যে হবির্ম্ময় দ্রব্য প্রস্তুত করেন, ভগবান্ জগন্নাথদেব তাহাই ভোজন করিয়া থাকেন; সুতরাং হে বিপ্রগণ! তদুচ্ছিষ্ট ভোজনে যে সমু-দয় দুরিত নাশ ও মুক্তি লাভ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, যাহাদিগের পুণ্যবল অতি অল্প তাহাদিগের কখনই তাহাতে বিশ্বাস জন্মে না। সত্যাদি যে যুগত্রয়ে সম্যক্ বেদাচার বিদ্যমান থাকে, সেই সকল যুগের বিষয়ে এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে, আর বেদাচার-বিহীন কলিযুগে যে ঐ বিষ্ণুনৈবেদ্যের বিশেষ মহিমা তাহা শ্রবণ করুন। ঘোর কলিযুগে অধর্ম্ম ত্রিপাদ ও ধর্ম্ম একপাদ মাত্র থাকে, এজন্য ঐ কলিকাল মূর্ত্তিমান অধর্ম্মস্বরূপ, ঐ সময়ে কদাচিৎ কেহ ধর্ম্ম-ভয়ে কার্য্য করিয়া থাকে। উক্ত কলিযুগে সকল ব্যক্তিই সতত মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক, শঠ, প্রায়ই সদাচারবিমুখ এবং কেবল জিহ্বা ও উপস্থের তৃপ্তি-সাধনে তৎপর। কদাচ কলিকালের মানবগণ ইষ্টদেব-তার ধ্যান, তপস্যা বা ব্রতাচরণ করে না।১৪—৩০। সকলেই অধর্ম্মপরায়ণ, হিংসক ও সাতিশয় লোভ-পরবশ এবং নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও পর-পরিভবে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। প্রসঙ্গাধীন হউক আর কৌতুক বশতই হউক, পরকার্য্যে ব্যাঘাত দিয়া থাকে এবং নীচকার্য্যাভিলাষী হইয়াও স্বার্থের জন্য অপরের কার্য্যে বাধা দেয়। পাশব-বৃত্তিপরায়ণ কলির মানব সকল, নিজ গৃহস্থিতা বশতাপন্না সহধর্ম্মিণীকেও অবজ্ঞাপূর্ব্বক নির্লজ্জভাবে পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য বা কোন প্রকার ব্রতাচরণ যে, কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বিজাতিগণের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়মাত্র, আর পারত্রিক শুভফলের নিমিত্ত যাহা-দিগের বা ঐ সকল সৎকার্য্য দেখা যায়, তাহাদিগের তত্তৎ-কার্য্যও তাদৃশ ফলপ্রদ হয় না; কারণ, যিনি কখন বেদ শ্রবণ বা বেদাধ্যয়ন করেন নাই, ঈদৃশ ব্যক্তি দ্বারা ও অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা তাহা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে যজমানের বিত্তশাঠ্য থাকে। কলিযুগে অধিকাংশ ভূপতিই প্রজার নিকট করগ্রহণে তৎপর, কিন্তু প্রজাগণকে রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ এবং সকল রাজাই পাপিষ্ঠ ও চৌর্য্যবৃত্তি-পরায়ণ। কলিযুগে সকলেই বর্ণসঙ্কর-

যুগে। দাতারঃ পার্থিবা এব শূদ্রাশ্চ নৃপসেবকাঃ॥ ৩৭॥ শ্রৌতস্মার্ত্তাদিকং কর্ম্ম ন তথা সদনুষ্ঠিতম্। যুগে চতুর্থে নো বিপ্রাঃ পরলোকায় কল্পতে॥ ৩৮॥ দানধর্ম্মঃ পরো হ্যেষ নান্যো ধর্ম্মঃ প্রশস্যতে। কর্ম্মণা মনসা বাচা হিতমিচ্ছেদ্দ্বিজন্মনাম্॥ ৩৯॥ ইতি হোবাচ ভগবান্ ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ। ব্রাহ্মণা যস্য সন্তুষ্টাঃ সন্তুষ্টস্তস্য চাপ্যয়ম্॥ ৪০॥ উভয়ত্র সমো ভূয়াৎ ব্রাহ্মণেষু জনার্দ্দনে। যদ্বদন্তি দ্বিজা বাক্যং তৎস্বয়ং ভগবান্ বদেৎ॥ ৪১॥ যথাতথা বর্ত্তমানস্ত্রয়াণাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ। ভগবানপি দেবেশঃ সঃ সাক্ষাদ্ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥ ৪২॥ সদাবতারং কুরুতে ব্রাহ্মণার্থং জনার্দ্দনঃ। তৎপালনার্থং দুষ্টান্ বৈ নিগৃহ্লাতি যুগে যুগে॥ ৪২॥ সসর্জ্জ ব্রাহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ চ চতুর্ম্মুখঃ। সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পশ্চাৎ তেষাং বংশেষু জজ্ঞিরে॥ ৪৩॥ তস্মাৎ কলিযুগে তস্মিন্ ব্রাহ্মণো বিষ্ণুরেব চ। উভৌ গতিশ্চ সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাং গতির্হরিঃ॥ ৪৪॥ হরিরেব হি সর্ব্বেষাং গতিঃ পাপে কলৌ যুগে। শাল-গ্রামাদিক্ষেত্রেষু স্মর্য্যতে কীর্ত্ত্যতেঽপি চ॥ ৪৫॥ তস্মিন্ নীলাচলে পুণ্যে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞবেশ্মনি। জীবভূতশ্চ সর্ব্বেষাং দারুব্যাজশরীরভৃৎ॥ ৪৭॥ আস্তে লোকোপকারায় শঙ্খচক্রগদাধরঃ। কলি-কল্মষনাশায় প্রায়ো দুষ্কৃতকর্ম্মণাম্। দর্শনস্তবনো-চ্ছিষ্ট-ভোজনৈর্মুক্তিদায়কঃ॥৪৮॥ উচ্ছিষ্টেন সুরেশস্য ব্যাপ্তং যস্য কলেবরম্। তদাধারস্তদাত্মাহি লিপ্যতে ন তু পাতকৈঃ॥ ৪৯॥ নিবেদনান্নমস্যাপি মূর্ত্তিরীশস্য বর্ত্ততে। পাবনং তদপি প্রোক্তমুচ্ছিষ্টান্নং বিমোচ-কম্॥ ৫০॥ ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব ভগবান্ পশ্যত্যন্যত্র চক্ষুষা॥ ৫১॥ পুরায়ং প্রার্থিতো দেবো যোগিভিঃ পরিনিষ্ঠিতৈঃ। নির্ম্মাল্যোচ্ছিষ্টভোগেন তব মায়াং জয়েমহি॥ ৫২॥ অনন্তস্তিমিতাক্ষাণামনায়াসেন মুক্তিদঃ। শয়নাসনভোগাদ্যৈ রমতেঽত্র শ্রিয়া সহ॥

কারী, শূদ্রপ্রায় ও নৃপসেবক এবং শূদ্রগণই দাতা ও পার্থিব হইয়া থাকে। বিপ্রগণ! চতুর্থযুগ কলি-কালে শ্রৌতস্মার্ত্তাদি সমুদয় ক্রিয়াকলাপই অন্য যুগের ন্যায় সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় পরলোকে শুভজনক হয় না। এজন্য কলিতে দানধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, অন্যপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য প্রশংসনীয় নহে; এ সময়ে কায়মনোবাক্যে কেবল দ্বিজাতিগণের হিতসাধন করাই কর্ত্তব্য। স্বয়ং ভগবান্ই বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ আমার শরীরস্বরূপ, এজন্য ব্রাহ্মণগণ যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, সাক্ষাৎ নারায়ণই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ এবং নারায়ণ, উভয়ের প্রতিই সমজ্ঞান করা সকলেরই উচিত; কারণ ব্রাহ্মণ-গণ যে কথা বলেন, স্বয়ং ভগবান্ই তাহা বলেন, জানিবেন। সেই দেবদেব সাক্ষাৎ ভগবানই যখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি এইরূপ প্রীতিমান, তখন ব্রাহ্মণ যেরূপ অবস্থাতেই থাকুন, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পূজ-নীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভগবান্ জনার্দ্দন ব্রাহ্মণগণের হিতার্থই সর্ব্বদা অবতারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন এবং ব্রাহ্মণগণের পালনার্থই যুগে যুগে দুষ্ট-গণকে নিগ্রহ করিয়া থাকেন। ভগবান্ চতুর্ম্মুখ, সৃষ্টি-প্রারম্ভে অগ্রে ব্রাহ্মণগণকেই সৃজন করিয়া-ছেন, পশ্চাৎ পৃথক্ পৃথক্ সমস্ত বর্ণ তাহাদিগেরই বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এজন্য সেই বিষম কলি-যুগে ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণু এই উভয়ই সকলের গতি, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের গতি একমাত্র হরি। ফলে, পাপময় কলিযুগে একমাত্র ভগবান্ হরিই সকলের নিস্তারের উপায়, এজন্য শালগ্রামাদিক্ষেত্রে তাঁহা-কেই স্মরণ ও তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করা বিধেয়। পরমাত্মার বাসভবনস্বরূপ পুণ্যক্ষেত্র সেই নীলাচলে সকলের জীবনস্বরূপ শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্ হরি, জনগণের উপকারার্থ এবং সতত সমধিক পাপাচারী ব্যক্তিগণের কলিকল্মষ-বিনাশার্থ দারুময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাকে দর্শন, স্তুতি ও তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিলেই সকলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সুরেশ্বর জগন্নাথ দেবের উচ্ছিষ্টান্নে যাহার কলেবর পরিব্যাপ্ত হয়, তাহার তদ্দেহাশ্রিত আত্মা কোন প্রকার পাতকেই লিপ্ত হয় না। উক্ত নিবেদিতান্ন, পরমেশ্বর হরির অপর মূর্ত্তিস্বরূপ, এজন্য ভগবানের ঐ উচ্ছিষ্টান্ন সকলেরই পবিত্রতাজনক ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া উক্ত আছে। মুনিগণ! উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই ভগবান সাক্ষাৎ ভোজন করেন, আর অন্যত্র কেবল ভক্তদত্ত নৈবেদ্যান্নে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, জানিবেন। পরম নিষ্ঠাবান্ যোগিগণ, পূর্ব্বে ঐ জগন্নাথ দেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, নাথ! আমরা যেন আপনার নির্ম্মাল্য ও উচ্ছিষ্ট উপভোগেই আপনার মায়াকে জয় করিতে পারি। মুক্তিলাভ বাসনায় যাহাদিগকে যোগসাধনে অনন্তকাল স্থিরনেত্রে অবস্থান করিতে হইত, সেই সকল যোগিগণের অনায়াসে মুক্তিপ্রদ

৫৬ ॥ অত্র চেষ্টা ভগবতো বেদার্থ ইতি ধার্য্যতাম্। সমতিক্রান্তবেদো হি ন কদাচিৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৪ ॥ বেদরক্ষার্থমেবাস্য সম্ভবো হি যুগে যুগে। প্রমাণভূতো ভগবান্ বিরুদ্ধং কথমাচরেৎ ॥ ৫৫ ॥ তস্মিন্ বিরুদ্ধাচরিতে জগদেব তথা ভবেৎ। আচারেণ হি বেদার্থো নীয়তে হি সতাং মতঃ। মধ্যদেশোদ্ভবঃ পূর্ব্বমত্রাগচ্ছদ্দ্বিজোত্তমঃ। শিষ্টাচারৈঃ সুবিমলঃ শাস্ত্রার্থপরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৭ ॥ যজ্বা দান্তঃ সদা শান্তঃ কায়বাঙ্মানসৈর্গৃহী। স তীর্থযাত্রাবিধিনা হরিমভ্যর্চ্চ্য সাত্বিকঃ ॥ ৫৮ ॥ ত্রিরাত্রমত্রোষিতবান্ বিষ্ণ্বর্চ্চনপরঃ শুচিঃ। যজ্ঞশেষং গৃহস্থানাং ভোক্তব্যমিতি শাস্ত্রতঃ ॥ ৫৯ ॥ দেবোচ্ছিষ্টং ন জগ্রাহ অন্যপাকাক্তিশঙ্কয়া। দেবলৈরেব সংস্কার্য্যো দেবযোগ্যঃ কথং ভবেৎ ॥ ৬০ ॥ অযোগ্যত্বাত্তু নৈবেদ্যস্যাগ্রাহ্যত্বং ততো ধ্রুবম্। অগৃহীতে চ নৈবেদ্যে শ্রোত্রিয়েণ তদা দ্বিজাঃ। সর্ব্বেঽপি তস্যানুচরা নাভুঞ্জন্ত নিবেদিতম্ ॥ ৬২ ॥ ততঃ স ব্যাধিসম্বন্ধো বিহ্বলীভূতবিগ্রহঃ। সকুটুম্বোঽভবন্মূকো ভগবদ্দ্রোহসংযুতঃ ॥ ৬৩ ॥ মনসা চিন্তয়ত্যেবং নিনিমিত্তা কথং নু মে। কুটুম্বসহিতস্যাশু পীড়া সর্ব্বাঙ্গভঞ্জনী ॥ ৬৪ ॥ এবং চিন্তয়মানস্য ত্রিরাত্রান্তেঽভবন্মতিঃ। নেদৃশী ব্যাধিপীড়াত্র সর্ব্বেষামেকদা ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥ কো বা দ্রোহঃ কৃতোঽস্মাভিরেতস্মিন্ পুরুষোত্তমে। ন বুদ্ধিপূর্ব্বকং স্যাত্তু ততো মে ব্যাধিকারণম্ ॥ ৬৬ ॥ মুহুরিত্থং চিন্তয়িত্বা দধ্যৌ নারায়ণং প্রভুম্। ধ্যানাবসানে তুষ্টাব শাস্ত্রতত্ত্বার্থদর্শকঃ ॥ ৬৭ ॥ শাণ্ডিল্য উবাচ। চতুর্দ্দশাপি যা বিদ্যা ধর্ম্মনির্ণয়হেতবঃ। তাঃ সর্ব্বাস্তব বাক্যানি মুখপদ্মবিনিঃসৃতাঃ। ত্বাভিরেবা-

---

হইয়া ঐ স্থানে ভগবান্ স্বয়ং শয়নাসনাদি দ্বারা সাক্ষাৎ কমলার সহিত বিহার করিতেছেন। তপোধনগণ! ঐ স্থানে ভগবানের যে সকল কার্য্যাবলী, উহাও বেদার্থ বলিয়া অবধারণ করিবেন, কারণ তিনি বেদমর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক কদাচ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। তিনি বেদরক্ষার্থ যুগে যুগে বিবিধ অবতারমূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হন, বেদের প্রমাণস্বরূপ সেই ভগবান্ই আবার কিরূপে বেদের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন? আর তিনিই যদি বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে সমুদয় জগদ্বাসীই ত তাদৃশ বিরুদ্ধাচারী হইয়া পড়িবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের এইরূপ মত যে, ভগবানের আচরণ দর্শনেই বেদার্থ নির্ণীত হইয়া থাকে। মুনিগণ! পূর্ব্বে সদাচারবিশুদ্ধ, শাস্ত্রার্থপারদর্শী, যাগশীল, দান্ত, মধ্যদেশোদ্ভব, কোন দ্বিজবর পুরুষোত্তমে গমন করেন। তিনি গৃহী ছিলেন, তাঁহার শরীর, বাক্য ও অন্তঃকরণ সতত শান্তভাবাপন্ন ছিল। পরম সাত্বিক সেই দ্বিজবর, একদা তীর্থযাত্রাবিধানানুসারে ভগবান্ হরিকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পবিত্রভাবে প্রতিদিন বিষ্ণুপূজায় তৎপর থাকিয়া ত্রিরাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাবশেষই গৃহস্থগণের ভোক্তব্য, এই বিবেচনায় জগন্নাথদেবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন নাই, অপিচ সাক্ষাৎ কমলা যে পাক করেন, ইহা তাঁহার না জানা থাকায় অপরে পাক করিয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, দেবল ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃতান্ন কখন দেবযোগ্য হইতে পারে না, সুতরাং জগন্নাথদেবের নৈবেদ্যান্ন যখন তাঁহার অযোগ্য, তখন অপরের যে উহা গ্রাহ্য নহে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? দ্বিজগণ! সেই শ্রোত্রিয় দ্বিজবর এইরূপ বিবেচনায় জগন্নাথদেবের নিবেদিতান্ন গ্রহণ না করায়, তদীয় সমুদয় অনুচরবর্গই তাহা আর ভোজন করেন নাই। ৩১—৬২। তজ্জন্য ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়া সেই ব্রাহ্মণ অনুচরবর্গের সহিত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সকলেরই শরীর বিবশ ও বাক্শক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, একি! কি হেতু অকারণে আমার অনুচরবর্গের সহিত অকস্মাৎ এরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়া সর্ব্বশরীর ভগ্ন করিয়া দিল। অহর্নিশ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ত্রিরাত্রাবসানে তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, বিনা অপরাধে এস্থানে এককালে সকলেরই পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই, আমরা এই পুরুষোত্তমে আসিয়া কি অপরাধই বা করিয়াছি, যাই হউক জ্ঞানপূর্ব্বক তো এরূপ ব্যাধির কারণ কোন অপরাধই করি নাই। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ সেই দ্বিজবর মুহুর্মুহু এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রভু নারায়ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন এবং ধ্যানাবসানে স্তব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন,—প্রভো! ধর্ম্মনির্ণয়ের কারণ যে চতুর্দ্দশ বিদ্যা, তাহারা ভবদীয় মুখপদ্মবিনির্গত আপনারই

চরেদ্ধর্ম্মমিতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ পুরাণন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥৬৮॥ তস্য ধর্ম্মস্য রক্ষার্থ-মবতারো যুগে যুগে। তা উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানস্তব দ্রোহ-করো ধ্রুবম্ ॥ ৬৯ ॥ অহন্তু দেবদেবেশ কর্ম্মণা মনসা গিরা। ধর্ম্মশাস্ত্রমতিক্রম্য ন বর্ত্তেঽপ্যর্থকাময়োঃ ॥৭১॥ অনেকজন্মসাহস্রৈঃ সঞ্চিতং পাপসঞ্চয়ম্। দগ্ধুমত্রা-গতো দেব ত্বদ্দর্শনদবাগ্নিনা ॥ ৭২ ॥ কোঽপরাধঃ কৃতো দেব ত্বচ্ছাস্ত্রপথবর্ত্তিনা। সর্ব্বাঙ্গং বাধতে যস্মাদুগ্রো ব্যাধিরহেতুকঃ ॥ ৭৩ ॥ জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি ত্বৎপাদসরসীরুহে। কৃতোঽপরাধো যো দেব তং ক্ষমস্ব কৃপাম্বুধে ॥ ৭৪ ॥ ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্। ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব ক্ষমতাং প্রভো। তবাপরাধজং পাপং ত্বমেব চ ক্ষমস্ব মে। বহ্নিসন্তাপতো নশ্যেদ্বহ্নিসন্তাপজো ব্রণঃ ॥ ৭৬ ॥ তদিমাং দুর্দ্দশাং দেব প্রারব্ধাঘৌঘ-বীজজাম্। লীলাপাঙ্গেন শময় অপবর্গৈকহেতুনা ॥ ৭৭ ॥ মাদৃক্কর জগন্নাথ পতিতং শোকসাগরে। তদ্দর্শনপথং যাতঃ কিন্নু শোচ্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৮ ॥ নিসর্গকরুণাম্ভোধে যস্তদ্দৃষ্টিপথং গতঃ। সান্দ্রানন্দাব্ধি-সম্মগ্নো ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ৭৯ ॥ নাল্পভাগ্যো হ্যহং দেব ত্বামদ্রাক্ষং স্বচক্ষুষা। অপবর্গান্তরায়ো মে ধ্রুবমেষা বিভীষিকা ॥ ৮০ ॥ তৎ প্রসীদ জগন্নাথ সেবকং ত্রাহি মাং প্রভো। সেব্য-সেবকসম্বন্ধাদপ-রাধং ক্ষমস্ব মে ॥ ৮১ ॥ ইতি স্তবান্তে তস্যাশু দেহপীড়াগমৎ তদা। দদর্শ সোঽথ গোবিন্দং নৃহরিং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৮২ ॥ দিব্যসিংহাসনারূঢ়ং দিব্যাল-ঙ্কারভূষিতম্। আদদানং শ্রিয়া দত্তং পরমান্নং করাম্বুজে ॥ ৮৩ ॥ গ্রাসাবশেষং পাত্রেষু ক্ষিপন্তঞ্চ

বাক্য এবং শাস্ত্রার্থানুসারে এইরূপই ত নির্ণীত হইয়াছে যে, উক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যানুসারেই সকলের ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। অখিল বিদ্বান্‌গণই স্বীকার করেন যে, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ এই চতুর্দ্দশবিধ শাস্ত্রই অখিল বিদ্যা ও ধর্ম্মের আকার, আপনিও ত ঐ ধর্ম্ম-রক্ষার্থই যুগে যুগে অবতার করিয়া থাকেন; সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত শাস্ত্রনিচয়ের মত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কার্য্যাচরণ করে, সে-ই আপনার অনিষ্টকারী সন্দেহ নাই, কিন্তু হে দেবেশ! আমি ত কখন কি কর্ম্ম, কি মানস ও কি বাক্য দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রকে অতিক্রম-পূর্ব্বক অর্থ-কাম-সাধনে প্রবৃত্ত নই। দেব! আমি যে ভবদীয় দর্শনরূপ দাবানলে বহুসহস্রজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশিকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই এইস্থানে আগমন করিয়াছি, কিন্তু দেব! জানি না, আপনারই শাস্ত্র-পথের অনুসারী হইয়া কি অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য ভীষণ পীড়া উপস্থিত হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে নিতান্ত ক্লেশ দিতেছে। আপনার নিকট অপরাধ ভিন্ন এ পীড়ার অপর ত কোনই হেতুই দেখিতেছি না। যাহাই হউক, হে দেব, কৃপাম্বুধে! জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আপনার পাদপদ্মে যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। প্রভো! ভূমিতে যাহাদিগের পাদস্খলন হয়, ভূমিই যেমন তাহাদিগের অবলম্বন হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার প্রতি কৃতাপরাধ ব্যক্তিদিগের আপনিই ত রক্ষাকর্ত্তা। হে প্রভো! আপনার নিকট অপরাধজনিত আমার যে গুরুতর পাপ হইয়াছে, তাহা আপনিই ক্ষমা করুন; দেখুন অগ্নিসন্তাপজনিত ব্রণ, অগ্নিসন্তাপেই প্রশমিত হইয়া থাকে।৬৩—৭৬। হে দেব! অতএব মদীয় প্রারব্ধপাপনিচয়রূপ-বীজজাত এই দুর্দ্দশাকে আপনি ভক্তগণের অপবর্গ-লাভের প্রধান হেতুভূত লীলা-পাঙ্গ-দর্শনে প্রশমিত করিয়া দিন। হে জগন্নাথ! সম্প্রতি একান্ত শোকসাগরে পতিত হইয়াছি, অতএব আমাকে উদ্ধার করুন; নাথ! যে মানব, আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহার কি এরূপ শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হওয়া উচিত? প্রভো! আপনি যে স্বভাবতঃ করুণার সাগর, অতএব যে ব্যক্তি ভবদীয় দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয়, সে যে সান্দ্রানন্দময় সাগরে ভাসমান হইতে থাকে, তাহার যে আর কোন প্রকারেই শোক করিতে হয় না, সে যে আর কোন পার্থিব বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করে না। নাথ! আমি যে স্বচক্ষে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইহা ত আমার অল্প ভাগ্যের ফল নহে। নিশ্চয় এই বিভীষিকা আমার অপবর্গ লাভের অন্তরায়স্বরূপ; অতএব হে জগন্নাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। প্রভো! এই সেবককে পরিত্রাণ করুন, নাথ! আপনি সেব্য ও আমি সেবক, উক্ত সেব্য-সেবক সম্বন্ধানুসারেই আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। মুনিগণ! এইরূপ স্তবান্তে সেই দ্বিজবরের দেহক্লেশ তৎক্ষণাৎ উপশমিত হইল এবং তিনি ভক্তবৎসল ভগবান্ নৃসিংহদেবকে সাক্ষাৎকার করিলেন। দেখিলেন, তিনি দিব্য সিংহাসনে আরূঢ় ও দিব্যা-লঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বীয় করকমলে কমলাপ্রদত্ত

মুহুর্মুহঃ। যাবদন্তং বস্তুজাতং তাবদরস্ত সত্বরম্। বিলাসস্মিতাপাঙ্গ-দৃষ্ট্যা লজ্জাপবৰ্জ্জিতম্ ॥ ৮৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়াপন্নঃ শাণ্ডিল্যঃ স দ্বিজোত্তমঃ। সস্মারাত্মকৃতং দ্রোহং নৈবেদ্যগ্রহণোত্থিতম্ ॥ ৮৫ ॥ কাহং প্রাদেশিকোঽপ্রাজ্ঞঃ সর্বজ্ঞাননিধির্ভবান্। ক ত্বং মহদহঙ্কার-ভূততত্ত্ব-বিসর্জ্জন। ॥ ৮৬ ॥ ত্বন্মায়া-মূঢ়মনসো জানীমঃ কথমীশ তে। নিরঙ্কুশামনির্বাচ্যা-মিচ্ছাং স্থিতিলয়াত্মিকাম্ ৮৭ ॥ ইতি স্তবস্তং নৃহরিস্তৈর্নৈবেচ্ছিষ্টপাণি। আসিষেচ গ্রাসশেষাং-স্তান্ সর্বাঙ্গে দ্বিজোত্তম ॥ ৮৮ ॥ তৈঃ সিক্তো ব্রাহ্মণঃ সদ্যঃ সুধাসেকোপমৈর্মুদা। বভৌ দিব্য-বপুঃ শ্রীমান জীবন্মুক্তো যথা মুনিঃ ॥ ৮৯ ॥ মহিমানস্তু ভক্তেস্তু ভক্তা এব বিজানতে। মহতীং স্তুতিপীডাং তু বন্ধ্যা নানুভবেৎ কচিৎ ॥ ৯০ ॥ ইত্যুদীর্য্য স্বয় পাত্রাদুচ্ছিষ্টং পরমাত্মনঃ। ভুক্ত্বা কৃতার্থমাত্মানং মেনে স দ্বিজপুঙ্গবঃ ॥ ৯১ ॥ আচারাণাং ধর্ম্মশাস্ত্রং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বিচার্য্যতে। অয়ং তু পরমো ধর্ম্মো যো দেবে প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৯২ ॥ আচারপ্রভবো ধর্ম্মো ধর্ম্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ। ইত্থং সঞ্চিন্তয়ন্ বিপ্রা কুটুম্বং স্বশেষকম্ ॥ ৯৩ ॥ আজহার স্বয়ং তুষ্ট্যা ধ্যানভঙ্গঃ স্বপ চ। প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়ামাস স্বপ্নং তং বিস্মিতঃ ॥ ৯৪ ॥ অযমেব মম দ্রোহো হ্যবজ্ঞাসিষম্। নৈবেদ্যাশনমাহাত্ম্যমজানন পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৯৫ ॥ চতুর্দ্দশদ্বীপপতিব্রহ্মা যস্য পদাম্বুজম্। ধর্ম্মদ্রবেণ প্রক্ষাল্য অপুনাৎ স্বং তদম্ভুনা ॥ ৯৬ ॥ যমর্চ্চযন্তি শক্রাদ্যা দিব্যভাবৈ-রনুত্তমৈঃ। স মানুষকৃতং ভুঙক্তে ক্ষেত্রে-হস্মিন্নদ্ভুতম্ ॥ ৯৭ ॥ ইত্যাশ্চর্য্যপবশেন স্বপ্ন-লব্ধেন বৈ দ্বিজাঃ। নৈবেদ্যেন কুটুম্বং স্বং মার্জ্জয়া-

---

পরমান্ন গ্রহণপূর্বক বারংবার ভুক্তাবশেষ বহুল পাত্রে নিক্ষেপ করিতেছেন, এইরূপ দেবী কমলা সহাস্যবদনে বিলাসপূর্ণ কটাক্ষপাত সহকারে তাঁহার হস্তে যে কিছু বস্তু প্রদান করিতেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন করিতেছেন। তপোধনগণ! সেই দ্বিজবর শাণ্ডিল্য, তাদৃশ নৃসিংহদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করায় আপনার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি পুনরায় এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন যে, দেব! এই বিদেশাগত জ্ঞানহীন আমিই বা কোথায় আর মহদহঙ্কারাদিভূততত্ত্বের অতীত সর্ব-জ্ঞাননিধি আপনিই বা কোথায়? অতএব হে ঈশ! ভবদীয় মায়ায় মূঢ়মতি আমরা, কিপ্রকারে আপনার স্থিতিলয়াত্মিকা অনির্বচনীয়া স্বপ্রধানা ইচ্ছার বিষয় জানিতে পারিব? মুনিগণ। সেই দ্বিজবর, এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে ভগবান নৃসিংহদেব, সেই উচ্ছিষ্টহস্তে তাঁহার সর্বাঙ্গে ভুক্তাবশেষসকল বিলে-পন করিয়া দিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ অমৃতসেকো-পম সেই উচ্ছিষ্টসেচনে সিক্তাঙ্গ হইয়া তৎক্ষণাৎ জীবন্মুক্ত মুনির ন্যায় পরম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন দিব্য শরীরে সানন্দে শোভমান হইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দ্বিজসত্তম বন্ধ্যা রমণী যেমন প্রবল প্রসববেদনা কদাচ অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ ভক্তগণই ভক্তির মহিমা অবগত আছেন; অভক্তগণ কখনই তাহা বুঝিতে সক্ষম নহে। এইরূপ বলিয়া স্বয়ং পাত্র হইতে পরমাত্মা নৃসিংহ-দেবের উচ্ছিষ্টান্ন গ্রহণপূর্বক ভোজনান্তে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করি-লেন এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সাধারণ-ধর্ম্মশাস্ত্রানু-সারে বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। বস্তুতঃ এস্থানে সাক্ষাৎ দেব জনার্দ্দন, যেরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া-ছেন, তাহাই পরমধর্ম্ম, কারণ, ধর্ম্ম যেমন আচারের প্রভু, সেইরূপ ভগবান নারায়ণই ধর্ম্মের প্রভু। সেই বিপ্রবর, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত পরিজনগণের নিমিত্ত স্বয়ং স্বীয় মুষ্টিতে অব-শিষ্ট মহাপ্রসাদ ধারণপূর্ব্বক যেমন লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন প্রবুদ্ধ হইয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে সেই স্বপ্ন-বিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি এইরূপ নিশ্চয় করিলেন যে, আমি পরমাদ্ভুত নৈবেদ্য-মাহাত্ম্য না জানিয়া যে ভগবানকে অবজ্ঞা করিয়াছি, ইহাই আমার যৎপরনাস্তি অপরাধ হইয়াছে। ৭৭—৯৫। চতুর্দ্দশ দ্বীপপতি ভগবান্ ব্রহ্মা, ধর্ম্মদ্রবময় জলে যাঁহার চরণকমল প্রক্ষালনপূর্ব্বক তজ্জলে আপনাকে পবিত্র করিয়াছেন, শক্রাদি দেবগণ অত্যুত্তম দিব্যভাবে নিরন্তর যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; সেই ভগবান্ নারায়ণ যে এই পুরু-ষোত্তমক্ষেত্রে মানুষকৃত অন্নাদি ভোজন করি-তেছেন, ইহাই পরম আশ্চর্য্যের বিষয়। দ্বিজ-গণ! সেই বিপ্রবর সেই স্বপ্নলব্ধ মহাপ্রসাদে ঈদৃশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সাদরে সেই নৈব-

প্রাপ্য সাদরম্ ॥ ৯৮ ॥ ততঃ সর্ব্বে শ্রীকৃজস্তে স্ব-বাক্যাদৃষ্টমানসাঃ। পুনর্জ্জন্ম মন্তমানাঃ শশংসুঃ ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৯৯ ॥ নাস্ত্যস্য সদৃশং ক্ষেত্রং সপ্তদ্বীপাবনীতলে। যত্র স্বোচ্ছিষ্টদানেন পাপান্মোচয়তে নরান্ ॥ ১০০ ॥ পুরুষোত্তমসাদৃশ্যং ক্ষেত্রং পরম দুর্লভম্। যত্র স্বর্গশ্চ ভোগশ্চ মুক্তিশ্চৈব করে স্থিতা ॥ ১০১ ॥ শ্রান্তানাং ভবকান্তারে ভাগ্যাদত্র সমীয়ুষাম্। নানাভোগোপতৃপ্তানাং মুক্তিমার্গঃ সুখং ভবেৎ ॥ ১০২ ॥ ইত্থং তে হর্ষমাপন্নাঃ প্রলপন্তঃ পরস্পরম্। যথেচ্ছং ভোজয়ামাসুরন্যোন্যঞ্চ নিবেদিতম্ ॥ ১০৩ ॥ ততস্তে নির্ম্মলা বিপ্রাস্তরুণাদিত্যবর্চ্চসঃ। দেবা ইব বভুঃ সর্ব্বে নিষ্পাপা বিগতজ্বরাঃ ॥ ১০৪ ॥ নৈবেদ্যাশনমাহাত্ম্যং কথিতং ভো দ্বিজোত্তমাঃ। শ্রুত্বাপি মহতঃ পাপান্মুচ্যতে পাপকৃন্নরঃ ॥ ১০৫ ॥ নির্ম্মাল্যগ্রহণস্যাস্য ফলং বক্তুং ন শক্নুমঃ। সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপেণ ধ্রিয়তে যদঙ্গে হি যৎ ॥ ১০৬ ॥ পুষ্পচন্দনমাল্যাদি যদঙ্গেষূপচর্য্যতে। অপনীতং যথাকালে নির্ম্মাল্যং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ধারণং শিরসা তস্য তেনাঙ্গে বাপি মার্জ্জনম্। সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানামভিষেকফলপ্রদম্ ॥ ১০৮ ॥ তদ্ভক্ষণাদ গুরুতল্পাদিপাতকৌঘবিনাশনম্। লেপ্যা মূর্ত্তিবিষং বিষ্ণোরঙ্গেভ্যো লেপ উত্তমঃ। শ্রীখণ্ডাগুরু-কর্পূরকস্তূরীকুঙ্কুমাদিভিঃ। পিষ্টপ্রলেপঃ স্নেহেন চন্দনাগুরুদারুণা ॥ ১১০ ॥ শরীরে বাসুদেবস্য ইন্দ্রদ্যুম্নেন কারিতঃ। প্রত্যহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ষান্তে চাপনীয়তে ॥ ১১১ ॥ লেপ্যানাং লেপনির্ম্মোকে দর্শনং ন প্রশস্যতে। অন্তরা চেৎপতেল্লেপঃ পিষ্টং লিম্পেৎ পুনশ্চ তম্ ॥ ১১২ ॥ নান্যলেপঃ প্রশস্তো হি স বিষ্ণোরঙ্গসম্মতঃ। অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ১১৩ ॥ চন্দনদর্শনার্থং তং দৃষ্ট্বা দেবং পুরা কিল। সৌগন্ধ্যা-

নৈবেদ্যান্ন দ্বারা স্বীয় পরিজনগণকে মার্জ্জন করিলেন। অনন্তর সকলেই নীরোগ ও পুনরায় বারংশক্তিলাভে হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া আপনাদিগের যেন পুনর্জ্জন্ম হইল বোধে, সেই অত্যুত্তম ক্ষেত্রের এইরূপ প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। যে স্থানে ভগবান স্বীয় উচ্ছিষ্টদানে পাপী মানবগণকে এইরূপে মুক্ত করিতেছেন, সপ্তদ্বীপসমন্বিত অবনীতলে সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র-সদৃশ পুণ্যক্ষেত্র আর নাই। ফলকথা, যে স্থানে স্বর্গ, ভোগ ও মুক্তি করতলগত, সেই পুরুষোত্তমসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র যে পরম দুর্লভ, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? যে সকল ব্যক্তি বারংবার ভবকান্তারে ভ্রমণ জন্য শ্রান্ত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু উপভোগে তৃপ্তিলাভান্তে মুক্তিমার্গ সুখগম্য হইয়া থাকে। তাহারা, সানন্দচিত্তে পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরকে যথেচ্ছ মহাপ্রসাদ ভোজন করাইতে লাগিল। বিপ্রগণ! অতঃপর তাহারা, নিষ্পাপ সর্ব্বক্লেশবিহীন ও তরুণাদিত্যবৎ সুবিমল দেহ-প্রভাসম্পন্ন হইয়া দেবগণের ন্যায় শোভমান হইতে থাকিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদিগের নিকট এই যে জগন্নাথদেবের নৈবেদ্য ভোজনের মাহাত্ম্যবিষয় ব্যক্ত করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে মহাপাপীও মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান যাহা স্বীয় কলেবরে লেপন করেন, আমরা সেই নির্ম্মাল্য গ্রহণের প্রকৃত ফল কখনই বলিতে সমর্থ নহি। ৯৮—১০৬। মুনিগণ! ভগবদঙ্গে পুষ্প, চন্দন ও মাল্যাদি যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা যথাকালে অঙ্গ হইতে অপনীত হইলে, তাহাকে মনীষিগণ নির্ম্মাল্য বলিয়া থাকেন। উক্ত নির্ম্মাল্য, মস্তকে ধারণ বা অঙ্গে মার্জ্জন করিলে, সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থে অভিষেকজন্য যে ফল হয়, তাদৃশ ফলই প্রদান করে। উল্লিখিত নির্ম্মাল্য-ভোজনে গুরুতল্পগমনাদি অশেষ পাতকও বিনষ্ট হয়, উহা ভগবান্ বিষ্ণুর লেপনযোগ্য মূর্ত্তিবিশেষ, এজন্য উহা অপরের অঙ্গে লেপন করাও উত্তম কার্য্য, জানিবেন। দ্বিজবরগণ! পূর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্ন যেরূপ করিয়াছিলেন, সেই নিয়মানুসারে প্রত্যহ ভগবানের শরীরে শ্রীখণ্ড, কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমাদিসমন্বিত চন্দনদ্রবের সহিত পিষ্টলেপ প্রদত্ত এবং বর্ষান্তে অপনীত হইয়া থাকে। ভগবানের অঙ্গ হইতে যে সময়ে লেপনদ্রব্য অপনীত হয়, তৎকালে দর্শন প্রশস্ত নহে। বৎসরের মধ্যেই যদি কোন কারণে লেপনদ্রব্য পতিত হয়, তবে তৎকালেই পুনরায় পিষ্ট-লেপন করিতে হইবে। অন্যপ্রকার লেপন প্রশস্ত নহে। উক্ত প্রকার পিষ্টলেপ বিষ্ণুর অঙ্গ-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাবিদ্‌গণ, এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস বলিয়া থাকেন, বলি শুনুন। পুরাকালে একদা কোন মূঢ়মতি ব্রাহ্ম-

জোয়ামাস নৃপপুত্রঃ স মূঢ়ধীঃ॥ ১১৪॥ তস্য প্রীত্যৈ নিযুক্তস্তু আকৃষ্যাঙ্গাৎ প্রলেপনম্। দদৌ নৃপকুমারায় স লিলিম্পে হৃদি স্বকে॥ ১১৫॥ তাবৎপ্রদেশং কুষ্ঠং বৈ শ্বেতং তস্যাভবৎ ক্ষণাৎ। স আসীৎ কুষ্ঠপাণিস্তু তস্মৈ যো দত্তবান্ কিল॥ ১১৬॥ ততো বর্ষাবধিস্থায়ী লেপঃ পুণ্যতমঃ স্মৃতঃ। নির্ম্মাল্যানাং প্রধানং তদ্‌ঘ্রাণাদংহোবিনাশনম্॥ ১১৭॥ পুরা দমনকং দৈত্যং সমুদ্রোদকচারিণম্। বাধিতারং জনানাং বৈ মায়াবলপরাক্রমম্॥ ১১৮॥ ভগবানপি মায়াবী পিতামহনিদেশতঃ। মৎস্যাবতারেণ বিষ্ণুঃ প্রবিশ্য বরুণালয়ম্। অব্ধিয়াকৃষ্য বেলায়াং নিষ্পিপেষ মহীতলে॥ ১১৯॥ মধৌ শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং স হতো দানবোত্তমঃ। ভগবৎকরসম্পর্কাৎ সুগন্ধিরভবত্তৃণম্॥ ১২০॥ তস্যৈব নাম্না তৎ সম্যগুজ্জগ্রাহাশ্চর্য্যমানসঃ। মালাং কৃত্বা হৃৎপ্রদেশে মিলিতাং বনমালয়া॥ ১২১॥ অচিন্তয়ত্তস্য গন্ধং যাবদস্তু চিরস্থিতম্। তস্যাপি গন্ধঃ সর্ব্বেষাং পুষ্পাণাং সৌরভাপহঃ॥১৩২॥ বর্ণস্তু ভগবন্মূর্ত্তেস্তুল্যো-হভূৎ স তু শোভনঃ॥ ১২৩॥ তস্য মালা ভগবতঃ পরমপ্রীতিকারিণী। শুষ্কা পর্য্যুষিতা বাপি ন দুষ্টা ভবতি কর্হিচিৎ॥ ১২৪॥ তস্য সুগ্রথিতাং মালাং দত্বা দমনকারয়ে। উৎপাদয়েন্মহাপ্রীতিং বিষ্ণোর্যা মুক্তিদায়িনী॥ ২৫॥ অঙ্গাপকৃষ্টাং তাং মালাং ভক্ত্যা যো ধারয়েন্নরঃ। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ১২৬॥ তুলসীকল্পিতাং মালাং বিষ্ণোরঙ্গাপকর্ষিতাম্। ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে চ মুক্তো যাবদ্‌ভবেদ্ভুবি। অসঙ্খ্যবাজিমেধস্য ফলমব্যগ্রমশ্নুতে॥ ১২৭॥ নির্ম্মাল্যতুলসীপত্রং যাবদ্ভক্ষয়তে হরেঃ। তাবজ্জন্মসহস্রন্তু বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ১২৮॥ হরের্নৈবেদ্যমন্নঞ্চ তুলসীদলমিশ্রিতম্। প্রতিগ্রাসং

কুমার, ভগবান্‌কে চন্দনচর্চ্চিত দেখিয়া সেই চন্দনের অসামান্য সদ্‌গন্ধ হেতু নিজাঙ্গে তাহা লেপনার্থ লোভ প্রকাশ করেন। পরে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, সেই নৃপনন্দনের সন্তোষার্থ ভগবানের অঙ্গ হইতে সেই বিলেপন উত্তোলনপূর্ব্বক রাজকুমারকে অর্পণ করিলে, রাজনন্দনও তাহা স্বীয় বক্ষঃস্থলে লেপন করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ যাবৎ স্থানে তাহা বিলেপিত হইয়াছিল, তাবৎস্থান শ্বেতকুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় এবং যে ব্যক্তি রাজপুত্রকে তাহা অর্পণ করিয়াছিল, তাহার হস্তেও তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠব্যাধি প্রকাশ পায়। সেই জন্যই সেই পবিত্রতম লেপন একবৎসর কাল ভগবানের অঙ্গে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত বিলেপন অপরাপর সমুদয় নির্ম্মাল্যের মধ্যে প্রধান, উহার আঘ্রাণমাত্রে সমুদয় পাপ বিদূরিত হয়। মুনিগণ! অপর এক বিষয় বলি শুনুন, পূর্ব্বকালে দমনক নামে কোন দৈত্য ছিল। সে সতত সমুদ্রজলে বিচরণ করিত। সে মায়াবলে অতীব পরাক্রমশালী ছিল এবং সর্ব্বদা সাধারণ জনগণকেই অতিশয় ক্লেশ দিত। অনন্তর ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে মায়াবী ভগবান্‌ও মৎস্যাবতার মূর্ত্তিতে সাগর-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহু অন্বেষণান্তে সেই দৈত্যাধমকে সমুদ্র-তীরে আকর্ষণ করিয়া মহীতলে সম্যক্‌রূপে পেষণ করেন। সেই দানববর চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে এইরূপে নিহত হইয়া ভগবানের করস্পর্শ হেতু তৎক্ষণাৎ এক প্রকার সুগন্ধি তৃণরূপে উৎপন্ন হয়। তদ্দর্শনে ভগবান্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে সুগন্ধিতৃণ নামেই সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক মালা করিয়া বনমালার সহিত হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং তাহার তাদৃশ গন্ধের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফলে যাবদ্‌বস্তুই সেই গন্ধতৃণের সহিত বহুক্ষণ অবস্থিত থাকে, তাহার গন্ধও সমুদয় পুষ্পের সৌরভকে পরাজয় করিয়া থাকে। তাহার বর্ণও ভগবানের মূর্ত্তির ন্যায় অতি সুন্দর। ১০৭—১২৩। তজ্জন্য, উক্ত গন্ধতৃণের মাল্য ভগবানের পরম প্রীতিকর। তাহা শুষ্ক বা পর্য্যুষিত হইলেও কদাচ দূষিত হয় না। অতএব, দমনকারী ভগবান্‌কে উক্ত গন্ধতৃণের সুন্দররূপে গ্রথিত মাল্যদামে তাঁহার মুক্তিদায়িনী মহতী প্রীতি সাধন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে মানব, ভগবানের অঙ্গ হইতে অপনীত উক্ত মালা ভক্তিসহকারে ধারণ করে, সে নিঃসন্দেহ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকে। এইরূপ বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে অপসারিত তুলসীমালা মস্তক বা কণ্ঠদেশে ধারণ করিবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যাবৎকাল ভূতলে বাস করিবে, তাবৎকাল জীবন্মুক্ত হইয়া থাকিবে এবং সে অসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অত্যুত্তম ফল লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। মানবগণ, ভগবান্ হরির যাবৎ-সংখ্যক নির্ম্মাল্য তুলসীপত্র ভক্ষণ করে, তাবৎপরিমিত সহস্র-জন্ম বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকে। ভগবান্ হরির তুলসীপত্রমিশ্রিত নৈবেদ্যান্ন ভোজনে প্রতিগ্রাসেই

সোমপানফলং তৎসমমশ্নুতে। যাবজ্জীবন্তু ভুঞ্জানো ধ্রুবং মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২৯ ॥ অর্ঘ্যশেষোদকং বিষ্ণোস্তথাচাচমনোদকম্। পাদোদকং স্নানবারি প্রত্যেকং পাপনাশনম্ ॥ সর্ব্বতীর্থাভিষেকাণাং ফলদং গ্রহনাশনম্। অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং ভূত-বেতালনাশনম্ ॥ ১৩১ ॥ শবাদ্যমেধ্যসংস্পর্শদোষ-নাশনমুত্তমম্। সর্ব্বদীক্ষাব্রতফলপ্রদমৈশ্বর্য্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১৩২ ॥ অকালমৃত্যুহরণং ব্যাধিব্যূহনিবর্হণম্। সুরাগোমাংসভক্ষাদিপাপসঙ্ঘবিনাশনম্ ॥ ১৩৩ ॥ এতৈরাপ্লুতদেহস্তু শৃণুয়াদ্ যদি সূতকম্। নাশৌচং বর্ত্ততে তস্য সর্ব্বকর্ম্মাদিকারিণঃ ॥ ১৩৪ ॥ যাবজ্জীবং প্রতিজ্ঞায় যস্তেতাস্তেকমেব বা। গৃহ্লীয়াদ্ ভূরি বা স্বল্পং মুচ্যেদ্বিষ্ণুপ্রসাদ ॥ ১৩৫ ॥ এবং তত্র বসন্ দেবো লোকানুগ্রহ কৃৎক্রিয়া। রমমাণঃ শ্রিয়া সার্দ্ধ-মনায়াসবিমোচক ১৩৬ ॥ নির্ম্মাল্যপাদাম্বুনিবেদি-

---

সোমপানের সদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাবজ্জীবন ঐরূপ ভোজন করিলে, নিশ্চয়ই মানব মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণুর কি অর্ঘ্যশেষোদক, কি আচমনোদক, কি পাদোদক ও কি স্নানোচ্ছিষ্ট জল প্রত্যেকেই সর্ব্ব পাপ-বিনাশক, সর্ব্বতীর্থাভিষেকের ফলপ্রদ, গ্রহ-শান্তিকর, অলক্ষ্মী রাক্ষস ও ভূত-বেতালাদিনাশক, শবাদি অমেধ্য-বস্তুসংস্পর্শজনিত দোষের সংহারক; সর্ব্ববিধ দীক্ষা ব্রতাদির ফলপ্রদ, ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধক, অকালমৃত্যু-নিবারক, ব্যাধিসমূহের শান্তি-কারক, এবং সুরা ও গোমাংসাদি ভোজন জন্য পাপনিচয়ের বিনাশ-কারী। ১২৪—১৩৩। উক্ত চতুর্ব্বিধ জলে আর্দ্র-দেহ থাকিতে যদি সূতকাশৌচ শ্রবণ করে, তথাপি তাহার অশৌচ হয় না; সে, পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকর্ম্মেই অধিকারী থাকে। যে ব্যক্তি, প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক যাব-জ্জীবন ঐ চতুর্ব্বিধ কিংবা একবিধ জল, বহু বা স্বল্প পরিমাণে গ্রহণ করে, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুপ্রসাদে মুক্ত হইয়া থাকে। মুনিগণ! জগন্নাথদেব, জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশবাসনায় পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কমলার সহিত ক্রীড়া করত নিরন্তর অবস্থিত থাকিয়া সকলকে এইরূপে অনায়াসে মুক্তি দান করিতেছেন। হে তপোধনগণ! উক্ত পুরুষোত্তম-নামক অত্যুত্তম পুণ্যক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান্ সতত বিরাজমান থাকিয়া, যে তাঁহার নির্ম্মাল্য, পাদোদক বা নৈবেদ্যান্ন ভোজন করিতেছে, কিংবা যে

তান্নপানৈস্তদালোকনতৎপ্রণামৈঃ। পূজোপহারৈশ্চ বিমুক্তিদাতা ক্ষেত্রোত্তমেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমাখ্যে ॥ ১৩৭

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবতঃ প্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদিমাহাত্ম্য কথনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ। মুনে ত্বত্তঃ শ্রুতং হ্যেতন্মাহাত্ম্যং জগদীশিতুঃ। নির্ম্মাল্যপ্রভৃতীনাঞ্চ যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১ ॥ শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ যাত্রান্তরফলানি বৈ। শৃণ্বতাং তত্ত্বতো ব্রূহি যথোদ্দেশঃ কৃতঃ পুরা ॥ ২ ॥ জৈমিনিরুবাচ। সর্ব্বথা বর্ত্ততে লোক-হিতায় পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩ ॥ নানাগুণবিকারৈশ্চ নানারূপ-বিচেষ্টিতৈঃ। নানাভাববিলাসেন বিজহার জগন্ময়ঃ॥৪ অহঙ্কারং বিনা কর্ম্ম ফলং নো দ্বিজসত্তমাঃ। অহ-ঙ্কারেণ বধ্যন্তে কারাগারে ভবার্ণবে ॥ ৫ ॥ বুদ্ধ্যা-

---

তাঁহাকে দর্শন বা প্রণাম করিতেছে, অথবা যে ব্যক্তি তাঁহাকে পূজোপহার প্রদান করিতেছে, তাহাকেই দুর্লভ মোক্ষপদ প্রদান করিতেছেন। ১৩৪—১৩৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—মুনে! আপনার নিকট ত জগদীশ্বর জগন্নাথ দেবের নির্ম্মাল্য প্রভৃতির মাহাত্ম্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলাম। ব্রহ্মন্! এক্ষণে অন্যান্য যাত্রা সকলের ফলের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব আপনি তদ্বিষয় এবং পূর্ব্বে যে উদ্দেশে ভগবান্ যাত্রাদি প্রবর্ত্তিত করিয়া-ছিলেন, তদ্বিষয় যথার্থরূপে বর্ণন করুন; আমরা শুনিবার জন্য একান্তমনা রহিলাম। জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! ভগবান্ পুরুষোত্তম সর্ব্বথা অখিল লোকের হিতের নিমিত্তই নানাপ্রকার লীলা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই সেই জগন্ময় জগন্নাথদেব, নানা প্রকার গুণ-বিকার, নানাপ্রকার রূপ ও চেষ্টায় এবং নানা প্রকার ভাবে বিহার করেন। দ্বিজবরগণ! অহঙ্কার ভিন্ন কর্ম্মফল জন্মে না, এবং অহঙ্কার-বশেই জীবগণ ভবার্ণবরূপ কারাগৃহে বদ্ধ হইয়া

হঙ্কারযুক্তস্তু যৎ কর্ম্মারভতে নরঃ। তস্য ষড়্গুণমাপ্নোতি ফলং শুভমথাপরম্ ॥ ৬ ॥ বুদ্ধিস্তু ত্রিবিধা তেষাং গুণভেদেন ভাবিতা। তত্র যে সাত্ত্বিকাঃ সন্তঃ ফলাবাপ্তিপরাঙ্মুখাঃ। ভগবৎপ্রীতয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বতে তে মুমুক্ষবঃ ॥ ৭ ॥ পরস্য স্পর্দ্ধয়া কীর্ত্ত্যৈ ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। বহুপ্রয়াসব্যাসক্তা রাজসং কর্ম্ম কুর্ব্বতে ॥ ৮ ॥ গতানুগতিকা যে চ দৃষ্টার্থৈকপরায়ণাঃ। প্রসঙ্গাৎ ফলমিচ্ছন্তি তামসং কর্ম্ম কুর্ব্বতে ॥ ৯ ॥ সাত্ত্বিকানাং জগন্নাথঃ সর্ব্বদা সর্ব্বভাবনঃ। ধ্যাতো দৃষ্টঃ স্মৃতো বাপি মুক্তিদাতা ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ রাজসাস্তামসা যে বৈ মূঢ়াত্মানঃ ফলৈষিণঃ। উৎসবাদিকৃতং কর্ম্ম মন্যন্তে ফলদায়ি তে ॥ ১১ ॥ সন্তুয় বহবো বিপ্রা আরভন্তে- হল্পকং বিধিম্। বহুলায়াসদুঃখং যৎ কর্ম্ম তেষাং ফলপ্রদম্ ॥ ১২ ॥ ইতি মত্বা জগন্নাথস্তেবামুদ্ধরণায় বৈ। গতানুগতিমূঢ়ানাং বিশ্বাসায় দুরাত্মনাম্। যাত্রা এবংবিধা বিপ্রা বর্ষে বর্ষে প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ১৩ ॥ জন্মস্নানং মহাবেদ্যা উৎসবশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ। মহাযাত্রাদ্বয়ং পুংসাং কীর্ত্তনাৎ পাপনাশনম্ ॥ ১৪ ॥ দর্শনং দক্ষিণামূর্ত্তেস্তথা চ শয়নোৎসবঃ। সর্ব্বপাপহরশ্চাসাবুৎসবো দক্ষিণায়নে ॥ ১৫ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পার্শ্বস্য পরিবর্ত্তনম্। শয়িতস্য জগদ্ভর্ত্তুঃ পরিবর্ত্তয়িতুর্বপুঃ ॥ ১৬ ॥ নভস্য বিমলে পক্ষে সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে। বিষ্ণোঃ স্বাপগৃহদ্বারং শনৈর্গত্বা প্রবিশ্য চ ॥ ১৭ ॥ নমস্কৃত্য জগন্নাথং পর্য্যঙ্কে শায়িতং মুদা। অবঘট্য শনৈর্দ্বারং পূজয়েদুপচারকৈঃ ॥ ১৮ ॥ প্রণম্য ভক্ত্যা তৎপাদৌ গুহ্যোপনিষদৈঃ স্তবন্। মন্ত্রঞ্চেমং পঠন্ দেবং স্নাপয়েদুত্তরামুখম্ ॥ ১৯ ॥ দেবদেব জগন্নাথ কল্পানাং পরিবর্ত্তক। পরিবর্ত্ত্যমিদং সর্ব্বং যেন স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২০ ॥ যদৃচ্ছাচেষ্টিতৈরেব জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিভিঃ। জগদ্ধিতায় সুপ্তোহসি পার্শ্বেন পরিবর্ত্তয় ॥ ২১ ॥ পরিবর্ত্তনকালোহয়ং জগতঃ

থাকে। অহংজ্ঞানযুক্ত মানব বুদ্ধিপূর্ব্বক যে কর্ম্ম আচরণ করে, তাহারই শুভ বা অশুভ ষড়্গুণ ফল লাভ করিয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণ-ভেদে মানবগণের ঐ বুদ্ধি ত্রিবিধ, তন্মধ্যে যাহাদিগের বুদ্ধি সত্ত্বগুণময়ী, সেই সকল সাত্ত্বিক সাধুগণ, অন্য ফলের অভিলাষী নন, কেবল মোক্ষপদই তাঁহাদিগের প্রার্থনীয়, এজন্য তাঁহারা কেবল ভগবৎপ্রীত্যর্থেই যে কিছু কার্য্য করেন। যাহাদিগের বুদ্ধি রজোগুণে পূর্ণ, সেই সকল ব্যক্তি, অন্যের প্রতি স্পর্দ্ধা, কীর্ত্তি বা অন্য কোন ফলের উদ্দেশে বহু প্রয়াসে রাজসকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন আর যাহারা কেবল ঐহিক দৃষ্ট ফলেই আসক্ত, গতানুগতিক সেই সকল তামস পুরুষগণ প্রসঙ্গাধীন ফলকামনায় তামসকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়! উল্লিখিত সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ, যদি সর্ব্বভাবন ভগবান্ জগন্নাথদেবকে সর্ব্বদা ধ্যান, দর্শন বা স্মরণ রাখিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। ফলাভিলাষী মূঢ়মতি রাজস ও তামস পুরুষগণই ফলপ্রদ উৎসবাদি কার্য্যকে সাতিশয় মনোনীত করে। বিপ্রগণ! তাহারা অনেকে মিলিয়া যে সামান্য ফলদায়ক সামান্য কার্য্য আরম্ভ করে, সেই কার্য্যে তাহাদিগের প্রভূত প্রয়াস ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়; এইরূপ বিবেচনা করিয়াই সেই সকল গতানুগতিক মূঢ় মানবগণের উদ্ধারসাধন ও বিশ্বাস-বিহীন দুরাত্মাদিগের বিশ্বাসের নিমিত্তই ভগবান্ জগন্নাথ দেব বর্ষে বর্ষে এবংবিধ যাত্রাসকল প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। ১—১৩। মুনিগণ! আমি যে জন্মস্নান ও মহাবেদীমহোৎসবের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, উক্ত মহাযাত্রাদ্বয়ের নাম সংকীর্ত্তন করিলেই মানবগণের পাপনাশ হয় এবং দক্ষিণ মূর্ত্তির দর্শন ও দক্ষিণায়নে যে শয়নোৎসবের বিষয় বলিয়াছি, ঐ উৎসবও সর্ব্বপাপবিনাশন জানিবেন। মহর্ষিগণ! জগদীশ্বর জনার্দ্দন শয়নে থাকিয়া যে সময়ে স্বীয় পার্শ্বদেশ পরিবর্ত্তন করেন, অতঃপর সেই পার্শ্বপরিবর্ত্তন উৎসবের বিষয় বলি শুনুন। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে একাদশীতে ভগবান্ বিষ্ণুর শয়নগৃহদ্বারে মৃদুভাবে গমন ও প্রবেশপূর্ব্বক সানন্দে সেই পর্য্যঙ্কশায়ী জগন্নাথ দেবকে নমস্কার করিয়া ধীরভাবে শয্যাদ্বার উদ্‌ঘাটনান্তে যথোক্ত উপচারসমূহ দ্বারা পূজা করিবে। পরে, ভক্তিসহকারে ভগবানের চরণকমলদ্বয়ে প্রণামপূর্ব্বক গুহ্যোপনিষদ্ দ্বারা স্তব করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করত উত্তরাস্য সেই দেবকে স্নান করাইবে। হে দেবদেব জগন্নাথ! আপনি অখিল কল্পের পরিবর্ত্তক এবং আপনি স্বেচ্ছাকৃত জাগরণ, নিদ্রা ও সুষুপ্তি দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমময় এই নিখিল বিশ্বের নিরন্তর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আপনি জগতের হিতের নিমিত্তই শয়ান আছেন, এক্ষণে আপনার পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত, অতএব জগৎ-

পালনায় চ। তবাজ্ঞয়ায়ং শক্রোঽপি ধ্বজে তিষ্ঠন্ সমুৎসুকঃ ॥ ২২ ॥ দ্রষ্টুং ত্বৎপাদকমলং বিমুঞ্চন্মূর্দ্ধ্নি তজ্জলম্। মহীতলং প্লাবয়তি প্রজাপালনহেতুকম্ ॥ ২৩ ॥ ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং বিনয়াত্তোষয়েত্ততঃ। ব্যজনৈশ্চামরৈশ্চৈব বীজয়েদনুকম্পকৃৎ ॥ ২৪ ॥ সুগন্ধচন্দনৈরস্য সর্ব্বাঙ্গং পরিলেপয়েৎ। স্বাদূনিক্ষুবিকারাংশ্চ বিকৃতৈঃ পায়সৈস্তথা ॥ ২৫ ॥ যাবকানি চ হৃদ্যানি ফলানি বিবিধানি চ। পূপাপূপান্ বহুবিধান্ ঘৃতপূরান্ সযাবকান্ ॥ ২৬ ॥ পক্বতাম্বূলপত্রাণি সোপস্কারাণি চ দ্বিজাঃ। শয্যাগৃহদ্বারি বিভোঃ শনৈর্ভক্ত্যা নিবেদয়েৎ ॥ ২৭ ॥ তস্মিন্ কালে তু যঃ পশ্যেৎ স্তুয়াদ্বা পরমেশ্বরম্। পরিবৃত্তিং ন চাপ্নোতি জননীগর্ভসঙ্কটে ॥ ২৮ ॥ তস্মিন্ দিনে হরে রূপং ভবেদ্যদি মহাফলম্। দেবমুদ্দিশ্য যৎকুর্য্যাৎ সর্ব্বমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥ ২৯ ॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ পূজা জাগরণং তথা। পরিবৃত্তিং ন চাপ্নোতি ব্রতান্তে দ্বিজতর্পণম্ ॥ ৩০ ॥ সাঙ্গং ব্রতমিদং কৃত্বা বিষ্ণোর্লোকমবাপ্নুয়াৎ। যং যং কাময়তে চিত্তে তং তমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৩১ ॥ অয়ং বঃ কথিতো বিপ্রাঃ পার্শ্বপর্য্যয়ণোৎসবঃ। অনায়াসেন লোকনামক্ষয়ঃ সুখদায়কঃ ॥ ৩২ ॥ অতঃপরং ভো শৃণুত উত্থাপনমহোৎসবম্ ॥ ৩৩ ॥ পূজয়িত্বা জগন্নাথং কৌমুদ্যাখ্যে মহোৎসবে। অম্বুক্রীড়াদিভিঃ পুষ্পবস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ৩৪ ॥ ততোঽস্মিন্ পৌর্ণমাস্যায়াং রাত্রাবুৎসবসংযুতম্। নারিকেলাদিভির্দ্রব্যৈঃ পিষ্টকৈরর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ প্রভাতে সঙ্কল্প্য কার্ত্তিকব্রতমুত্তমম্। ব্রতেন তেনৈব নয়েৎ যাবদেকাদশী সিতা ॥ ৩৬ ॥ তস্যামুত্থাপয়েদ্দেবং প্রসুপ্তং জগদীশ্বরম্। পূর্ব্ববৎ পূজয়িত্বা তু নিশামধ্যে জগদ্গুরুম্। উত্থাপয়েদিমং মন্ত্রং শ্রাবয়ন্ শনকৈর্মুদা ॥ ৩৭ ॥ উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ তেজোরাশে জগৎপতে। বীক্ষ্যৈতৎ সকলং দেব প্রসুপ্তং তব মায়য়া ॥ ৩৮ ॥ প্রফুল্লপুণ্ডরীকশ্রী-হারিণা নয়নেন বৈ।

পালনার্থ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করুন। দেব! দেবরাজ আপনার আজ্ঞানুসারেই ভবদীয় ধ্বজের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত থাকিয়া আপনার চরণকমল দর্শনার্থ সমুৎসুক-চিত্তে মস্তকোপরি জল-ধারা বর্ষণ করত প্রজাপালনহেতুক মহীতল প্লাবিত করিতেছেন। এইরূপে প্রার্থনা করিয়া দেবদেবকে বিবিধ বিনয় বচনে সন্তুষ্ট করিবে এবং যাহাতে তাঁহার দয়া হয়, এরূপভাবে ব্যজন-চামর দ্বারা বীজন করিতে থাকিবে। দ্বিজগণ! অনন্তর সুগন্ধি চন্দন দ্বারা ভগবানের সর্ব্বাঙ্গ বিলেপনপূর্ব্বক তদীয় শয্যাগৃহদ্বারে ভক্তিসহকারে ও ধীরভাবে, বিশিষ্টরূপে সংস্কৃত পায়সের সহিত সুস্বাদু ইক্ষু-বিকার, প্রীতিপ্রদ যাবক, বিবিধ প্রকার ফল, বহুবিধ ঘৃতপূর ও পিষ্টকাদি এবং সর্ব্ববিধ উপকরণ-দ্রব্যসমন্বিত পক্বতাম্বূলনিচয় নিবেদন করিয়া দিবে। যে ব্যক্তি সেই সময়ে সেই পরমেশ্বরকে দর্শন বা স্তব করে, তাহাকে জননীর গর্ভসঙ্কটে পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। ঐদিনে ভগবান হরির মূর্ত্তি দর্শনাদি করিলে মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জগন্নাথ দেবের প্রীতি উদ্দেশে স্নান, দান, জপ, হোম, পূজা ও জাগরণাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সমস্তই অক্ষয়ফল-জনক হইয়া থাকে; অপিচ, অনুষ্ঠাতাকে আর সংসারে পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। উল্লিখিত ব্রতাবসানে ভোজ্যাদিদানে দ্বিজগণের সন্তোষসাধন করিবে। মানব সমুদয় অঙ্গ-কার্য্যের সহিত উক্ত ব্রত সমাপন করিলে নিশ্চয়ই তাহার অখিল বাঞ্ছিত বিষয় সিদ্ধ হয় এবং সে দেহাবসানে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিপ্রগণ! এই যে আমি আপনাদিগের নিকট ভগবানের পার্শ্বপরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় উৎসবের কথা কহিলাম, উহা অখিল লোকের অনায়াসে অক্ষয় সুখদায়ক জানিবেন। ১৪—৩২। মুনিগণ! অতঃপর উত্থাপন মহোৎসবের বিষয় শ্রবণ করুন; কৌমুদী মহোৎসবে জগন্নাথ দেবকে পূজা করিয়া সানন্দে জলক্রীড়াদি এবং পুষ্প, বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন করিবে। অনন্তর উৎসবপূর্ণ পৌর্ণমাসী-রাত্রিতে পিষ্টক ও নারিকেলাদি দ্রব্যনিচয় দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর প্রভাতকালে অত্যুত্তম কার্ত্তিকব্রতের সঙ্কল্প করিয়া শুক্লপক্ষীয় একাদশী পর্য্যন্ত উক্ত ব্রতাবলম্বনে অতিবাহিত করিবে। তৎপরে ঐ একাদশীতে প্রসুপ্ত জগদীশ্বর দেব জনার্দ্দনকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া উত্থাপন করিতে হইবে। ঐ দিবস নিশামধ্যে সানন্দচিত্তে এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ধীরভাবে জগদ্গুরু ভগবানকে উত্থাপন করা বিধেয়। হে দেবদেবেশ! হে তেজোরাশে! আপনার মায়ায় অখিল জগৎই প্রসুপ্ত আছে, এতএব হে দেব জগৎপতে! আপনি এই প্রসুপ্ত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। নাথ! আপনি প্রফুল্ল পুণ্ডরীকবৎ মনোহর নেত্রে

যয়া দৃষ্টং জগদিদং পাবিত্র্যং পরমেষ্যতি। শ্রৌত-স্মার্ত্তাঃ ক্রিয়া সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে ততো ধ্রুবম্ ॥ ৩৯ ॥ ইত্যুত্থাপ্য জগন্নাথং বেণুবীণাদিকস্বনৈঃ। বন্দিমাগধ-সূতানাং স্তুতিভির্মঙ্গলধ্বনৈঃ ॥ ৪৬ ॥ শঙ্খকাহালমুরজ-বাদনৈর্নৃত্যগীতকৈঃ। জয়শব্দৈস্তথা স্তোত্রৈর্নয়েত্তং নৃত্যমণ্ডপম্ ॥ ৪১ ॥ সুগন্ধতৈলেনাভ্যজ্য স্নাপয়েৎ পুরুষোত্তমম্। পঞ্চামৃতৈর্নারিকেলোদকৈঃ ফলরসৈ-স্তথা ॥ ৪১ ॥ সুগন্ধামলকৈঃ সার্দ্ধং যবকল্কেন লেপয়েৎ। ঘর্ষয়েত্তুলসীচূর্ণৈর্লেপয়েদ্‌গন্ধচন্দনৈঃ ॥৪৩॥ পুষ্পাভির্বাসিতৈস্তোয়ৈস্তথা কর্পূরবাসিতৈঃ। কুশো-দকৈ রত্নতোয়ৈস্তথা গন্ধোদকৈরপি ॥৪৪॥ স্নাপ্যমানং তদা দেবং যে পশ্যন্তি মুদান্বিতাঃ। ক্ষালয়ন্তি দৃঢ়ং পঙ্কং বহুজন্মোপপাদিতম্ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ শ্রীর্জগদীশস্য ক্রোড়ে তং বাসয়েদ্দ্বিজাঃ ॥ ৪৬ ॥ আপাদামূর্দ্ধপর্য্যন্তং সর্ব্বাঙ্গং পরিলেপয়েৎ। কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরী-কর্পূরৈ-শ্চন্দনান্বিতৈঃ ॥ ৪৭ ॥ তীর্থোদকসম্পিষ্টৈঃ কালা-গুরুরসাপ্লুতৈঃ। দত্ত্বা চ মালতীমালাং চন্দ্রচূর্ণাব-বর্ণিকাম্ ॥ ৪৮ ॥ মহোপচারৈঃ সম্পূজ্য বিষ্ণুং নীরাজয়েত্ততঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পরয়া মুদা ॥ ৪৯ ॥ চরাচরমিদং সর্ব্বং ত্বদেকশরণং প্রভো। অনুগ্রহামৃতালোকৈঃ পারং কুরু জগদ্‌গুরো ॥ ৫০ ॥ নৃত্যগীতৈঃ প্রেক্ষণকৈ রাত্রিশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৫১ ॥ শয়নাদুত্থিতং দেবং যে পশ্যন্তি গদাধরম্। নিদ্রাং মোহময়ীং হিত্বা জ্যোতিঃ শান্তং ব্রজন্তি তে ॥ ৫২ ॥ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি যান্ যান্ কাময়তে হৃদি। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং সাগ্রং লভতে বৈ ॥ ৫৩ ॥ কপিলালঙ্কৃতা ধেনুকোটিদানফলং তথা। পুণ্যঞ্চাপ্নোতি পরমং সর্ব্বতীর্থাভিষেকজম্ ॥ ৫৪ ॥ কার্ত্তিক্যাং পারণং কুর্য্যাচ্চাতুর্ম্মাস্যব্রতস্য বৈ। দামোদরস্য প্রতিমাং স্বর্ণনিষ্কাষ্টনির্ম্মিতাম্ ॥ ৫৫ ॥ যথাশক্তি কৃতাং বাপি শালগ্রামশিলাস্থিতাম্। চতু-র্মূর্ত্তির্ভগবতঃ পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্ ॥ ৫৬ ॥ রচয়ে-

---

এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পরম পবিত্রতা লাভ করিবে এবং তাহা হইলেই শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত সমুদয় ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত জগন্নাথ দেবকে উত্থাপন-পূর্ব্বক বেণু ও বীণাদির সুমধুর শব্দ, বন্দী মাগধ ও সূতগণের মঙ্গলসূচক স্তুতিবাদ, শঙ্খ, কাহাল ও মুরজাদি বাদ্যধ্বনি, নৃত্যগীত, জয়ধ্বনি ও স্তোত্র-পাঠসহকারে তাঁহাকে নৃত্যমণ্ডপে লইয়া যাইবে। অনন্তর ভগবানের সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধ তৈল মর্দ্দন-পূর্ব্বক পঞ্চামৃত এবং নারিকেল প্রভৃতি বিবিধ ফলরস দ্বারা সেই পুরুষোত্তমকে স্নান করাইতে হইবে। তৎপরে তদীয় সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধ আমলক-চূর্ণের সহিত যবকল্ক লেপনপূর্ব্বক তুলসীচূর্ণদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া সদ্‌গন্ধ চন্দনে সর্ব্ব শরীর লেপন করিবে। তদনন্তর ক্রমে পুষ্প-বাসিত ও কর্পূর-বাসিত জল দ্বারা, কুশোদক দ্বারা, রত্নোদক দ্বারা ও গন্ধোদক দ্বারা ভগবান্‌কে স্নান করাইবে। তৎকালে যে সকল ব্যক্তি সানন্দচিত্তে জগন্নাথ দেবের এইরূপ স্নানোৎসব দর্শন করে, তাহারা বহুজন্মসঞ্চিত দৃঢ়-বদ্ধ পাপপঙ্কেরও প্রক্ষালন করিয়া থাকে। দ্বিজ-গণ! অধিক কি কহিব,- তৎপরে সাক্ষাৎ দেবী কমলা সেই নিষ্পাপ ভক্তকে স্বয়ং জগদীশ্বরের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া থাকেন। অনন্তর তীর্থোদক দ্বারা পরমসুখোষ্ণ পিষ্ট, কালাগুরুরসে আপ্লুত, ও চন্দনান্বিত কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তূরী ও কর্পূরচূর্ণ দ্বারা ভগবানের আপাদ-মস্তক সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করিবে এবং কর্পূরচূর্ণ দ্বারা সুবাসিত মালতী-মালা প্রদান-পূর্ব্বক মহাউপচারসমূহে সম্যক্ পূজা করিয়া নীরা-জনা করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পরম আনন্দসহকারে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে যে,—হে প্রভো! এই অখিল চরাচরের আপনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, অতএব, হে জগদ্‌গুরো! আপনি অনুগ্রহরূপ অমৃতপূর্ণ অবলোকনে সকলকে অপার সংসারপারাবার হইতে পার করুন। ৩৩—৫০। অনন্তর নৃত্যগীত দ্বারা অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহন করিবে। যাহারা তৎকালে শয্যা হইতে উত্থিত দেব গদাধরকে অবলোকন করে, তাহারা দেহাবসানে নিঃসন্দেহ মোহনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরশান্তিময় ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই সকল ব্যক্তি মনে মনে যে যে বিষয়ে অভিলাষ করে, তৎসমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়, অপিচ সুসম্পূর্ণ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সুসম্পূর্ণ ফল লাভ করিয়া থাকে। যথাবিধি অলঙ্কৃতা কোটি কপিলা ধেনু-দানে যে ফল কথিত আছে, এবং সর্ব্বতীর্থে অভি-ষেক জন্য যে পরম পুণ্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা তৎসমুদয়ও প্রাপ্ত হয়। মুনিগণ! পূর্ব্বোক্ত চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পারণ করা বিধেয়। উক্ত চাতুর্ম্মাস্য-কাল সংযতাত্মা থাকিয়া ঐ দিবসে অষ্টনিষ্কপরিমিত স্বর্ণ বা যথাশক্তি স্বর্ণ দ্বারা ভগবানের প্রতিমা গঠনপূর্ব্বক তাঁহাতে কিংবা

স্বগৃহং শুভ্রমেকদেশং গৃহস্য বা। অলঙ্কুর্য্যাৎ পুষ্পদামচামরৈঃ সবিতানকৈঃ ॥ ৫৭ ॥ ভূমিভিত্তীঃ সুধালেপৈঃ স্তম্ভাংশ্চিত্রদুকূলকৈঃ। কালাগুরূণাং ধূপৈশ্চ ধূপয়েত্তদ্গৃহং শুভম্ ॥ ৫৮ ॥ তন্মধ্যে মণ্ডলং কুর্য্যাৎ স্বস্তিকৈর্বর্ণকৈঃ শুভৈঃ। তদন্তঃ স্থাপয়েৎ খট্টাং করিদন্তময়ীং শুভাম্ ॥ ৫৯ ॥ পট্টতুলীং তদুপরি বাসয়েৎ পুরুষোত্তমম্। দামোদরাকৃতিং শঙ্খচক্রপাণিং চতুর্ভুজম্ ॥ ৬০ ॥ লক্ষ্মীমালিঙ্গ্য পদ্মস্থাং ক্রোড়স্থাং বামপাণিনা। ভক্তেভ্যো দাতুমুদ্যন্তং বরং দক্ষিণপাণিনা ॥ ৬১ ॥ সুনাসং সুললাটঞ্চ সুনেত্রং সুশ্রুতিদ্বয়ম্। বিশালবক্ষসং দেবং সর্ব্বলাবণ্যসংযুতম্ ॥ ৬২ ॥ সর্ব্বালঙ্কাররুচিরং দিব্যপীতনিচোলকম্। লক্ষ্মীং পদ্মকরাং বাপি তাম্বূলং দদতীং তথা ॥ ৬৩ ॥ পঞ্চামৃতৈঃ স্নাপয়িত্বা বাসোযুগ্মেন ধাপয়েৎ। পূজয়েদুপচারৈস্তং যথাবত্তদ্বিস্তরৈঃ ॥ ৬৪ ॥ তাম্রদীপান্ মৃন্ময়ান্ বা জ্বালয়েদ্গব্যসর্পিষা। তৈলেন বা শতং দীপ-বৃক্ষাংশ্চাপি প্রদাপয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ ব্রহ্মাণং নারদাদীংশ্চ ব্রহ্মর্ষীংস্তত্র পূজয়েৎ। দামোদর-স্বরূপান্ বৈ ব্রাহ্মণানপি পূজয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ বস্ত্রযুগৈর্মাল্যগন্ধৈর্ভক্ষ্যভোজ্যফলৈস্তথা ॥ ৬৭ ॥ তীর্থরাজাভিষেকাঙ্গপূজাকর্ম্ম যথোদিতম্। দামোদরস্য তেনৈব বিধিনেহার্চ্চনং ভবেৎ। তদ্বিষ্ণোরিতিমন্ত্রেণ ব্রহ্মাদীনপি পূজয়েৎ ॥ বেণুবীণাদিকৈর্গীতৈঃ পুরাণপঠনেন চ। মহোৎসবং প্রকুর্ব্বীত রাত্রৌ জাগরণেন তু ॥ ৬৯ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে অগ্নিকার্য্যং সমাচরেৎ। অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ সমিদাজ্যচরূনপি ॥ ৭০ ॥ লাজাংশ্চ মধুসম্মিশ্রান্ জুহুয়াচ্চ ততঃ শ্রিয়ৈ। সূক্তেনাষ্টোত্তরশতং ব্রহ্মাদীনাং ততস্ততঃ ॥ ৭১ ॥ অষ্টাহুতির্বৈ জুহুয়াৎ ক্রমাদেকৈকশস্তিলৈঃ। ব্রহ্মাণং নারদং দক্ষং বশিষ্ঠং গৌতমং তথা ॥ ৭২ ॥ সনৎকুমারমত্রিঞ্চ ভরদ্বাজঞ্চ কশ্যপম্। দুর্ব্বাসসমগস্ত্যঞ্চ মহাদেবং ততঃ পরম্ ॥ ৭৩ ॥ বিখ্যাতা বৈষ্ণবা হ্যেতে বিষ্ণুরূপা

শালগ্রামশিলাতে ভগবানের চতুর্মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে। উক্ত পূজার নিমিত্ত সুধাধবলিত কোন গৃহ বা গৃহের একদেশ সজ্জিত এবং পুষ্পমাল্য, চামর ও চন্দ্রাতপ দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। ঐ গৃহের চতুর্দ্দিকে ভিত্তিসকল নূতন সুধালেপনে উদ্ভাসিত, স্তম্ভ সকল চিত্রবিচিত্র দুকূল-মালায় সুশোভিত এবং সমুদয় গৃহ কালাগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য-নির্ম্মিত ধূপগন্ধে সুবাসিত করিতে হইবে। তন্মধ্যে বিবিধ স্বস্তিকবর্ণে মণ্ডল রচনাপূর্ব্বক তদুপরি হস্তিদন্ত-বিনির্ম্মিত মনোহর খট্টা স্থাপনান্তে তদুপরি পট্টতুলী (গদী) পাতিত করিয়া তাহাতে শঙ্খচক্র-বিভূষিত চতুর্ভুজ দামোদরাকৃতি পুরুষোত্তমকে স্থাপন করিবে। তিনি, বামদিকের এক হস্তে স্বীয় ক্রোড়দেশে স্থিতা পদ্মাসীনা কমলাকে আলিঙ্গন করিতে থাকিবেন এবং অপর দক্ষিণ হস্তে ভক্তগণকে বরদান করিতে উদ্যত থাকেন, এইরূপ গঠন করিতে হইবে। তাঁহার নাসিকা, ললাট, নেত্রদ্বয় ও কর্ণযুগল যেন সুন্দররূপে গঠিত হয় এবং বক্ষঃস্থল বিশাল ও সর্ব্বাঙ্গ যেন লাবণ্যপূর্ণ হয়। তদীয় পরিধেয় বসন সুন্দর ও পীতবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইবে; আর কমলার এক হস্তে স্বর্ণপদ্ম থাকিবে ও অপর দক্ষিণ হস্তে তিনি যেন তাম্বূল লইয়া ভগবানকে প্রদান করিতেছেন এইরূপ গঠন করিবে। প্রথমে পঞ্চামৃত দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইয়া বস্ত্রযুগল পরিধান করাইবে, অনন্তর আপনার ঐশ্বর্য্যানুরূপ উপচারসামে অর্চ্চনা করিবে। পূজাবসানে তাম্রময় বা মৃন্ময় দীপাবলি এবং শতসংখ্যক দীপবৃক্ষে গব্য ঘৃত বা তৈল দ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া প্রদান করিবে। ৫৭—৬৫। ঐ সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা ও নারদাদি ব্রহ্মর্ষিগণেরও পূজা করা কর্ত্তব্য এবং বস্ত্রযুগ্ম, মাল্য, গন্ধ, ভক্ষ্য, ভোজ্য ও বিবিধপ্রকার ফল দ্বারা দামোদরস্বরূপ ব্রাহ্মণগণকেও পূজা করিবে। মুনিগণ! পূর্ব্বে তীর্থরাজ-স্নানাঙ্গ যে প্রকার পূজাবিধান বলা হইয়াছে, ঐ দিনেও তাদৃশ বিধানে দামোদরের অর্চ্চনা করিতে হইবে এবং "তদ্বিষ্ণো" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মাদিরও পূজা করিবে। তদ্দিনে বেণু-বীণাদিধ্বনিসহকৃত সঙ্গীত, পুরাণপাঠ ও রাত্রিতে জাগরণাদি দ্বারা মহোৎসব করা বিধেয়। অনন্তর প্রভাতকালে অগ্নিকার্য্য করিতে হইবে। ভগবানের প্রীত্যর্থে অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি সমিৎ, ঘৃত ও চরু আহুতি এবং লক্ষ্মীর উদ্দেশে যথোক্ত সূক্ত পাঠ দ্বারা অষ্টোত্তর-শতসংখ্যক মধুমিশ্রিত লাজাহুতি প্রদান করিবে; তৎপরে ব্রহ্মাদি উদ্দেশে প্রত্যেক অষ্টসংখ্যক এবং ক্রমে ব্রহ্মা, নারদ, দক্ষ, বশিষ্ঠ, গৌতম, সনৎকুমার, অত্রি, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, দুর্ব্বাসা, অগস্ত্য ও তদনন্তর মহাদেবের উদ্দেশে এক একবার তিলাহুতি প্রদান করিতে হইবে। ৬৬—৭৩। উঁহারা বিখ্যাত বৈষ্ণব

ন সংশয়ঃ। এতান্ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা বিষ্ণুঃ প্রীণাতি তৎক্ষণাৎ॥ ৭৪॥ হোমান্তে প্রাশনং কৃত্বা দদ্যাদাচার্য্যদক্ষিণাম্। সুবর্ণভূষিতাং ধেনুং বস্ত্রং ধান্যঞ্চ ভক্তিতঃ॥ ৭৫॥ প্রীতয়ে বাসুদেবস্য ভোজয়েদ্দ্বিজপুঙ্গবান্। সর্ব্বোপচারসহিতং দদ্যাদ্দামোদরং ততঃ॥ ৭৬॥ দামোদর জগন্নাথ ত্বন্ময়ং জগদেব হি। ত্বদাধারমিদং সর্ব্বং ত্বং ধর্ম্মঃ সর্ব্বভাবনঃ॥৭৭॥ ত্বৎপ্রসাদাৎ ব্রতং সর্ব্বং সুসম্পূর্ণং তদস্তু মে। দামোদরঃ প্রদাতাস্তু গৃহীতা চ বৃষধ্বজঃ। প্রদীয়তে জগন্নাথ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন॥ ৭৮॥ ইতি মন্ত্রং জপন্ দদ্যাদাচার্য্যায় সুরোত্তমম্। সমাপ্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্তুত্যা তস্য প্রসাদয়েৎ॥ ৭৯॥ আচার্য্যে পরিসন্তুষ্টে তুষ্টো ভবতি মাধবঃ॥ ৮০॥ ত্যক্তদ্রব্যাণি চ ততো দদ্যাদ্বিপ্রেভ্য এব হি। ততঃ স্বয়ং বৈ ভুঞ্জীত ইষ্টৈঃ শিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ॥ ৮১॥ চাতুর্ম্মাস্যব্রতঞ্চেদং প্রতিষ্ঠাপ্য বিধানতঃ। যথোক্তফলসম্পন্নো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৮২॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নাতঃ পরতরং ব্রতম্। যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। বিষ্ণুপ্রীতিকরং যাদৃক্ ন তথান্যদ্ব্রতং দ্বিজাঃ॥ ৮৩॥ তিলপাত্রসহস্রৈশ্চ তুরগাণাং তথাযুতৈঃ। কৃষ্ণাজিনশতেনাপি কন্যানামযুতেন চ॥ ৮৪॥ দত্ত্বা যৎফলমাপ্নোতি কৃত্বৈতদ্ব্রতমুত্তমম্। সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থনামভিষেকফলং তথা॥ ৮৫॥ প্রাপ্নোতি তৎফলং বিপ্রা যং যং কাময়তে চ সঃ। চিদানন্দময়ং জ্ঞাত্বা তদা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ৮৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবতঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসববিধিকথনং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যাং প্রাবরণোৎসবম্। কৃত্বা দৃষ্ট্বা নরো ভক্ত্যা বৈষ্ণবং লোকমাপ্নুয়াৎ॥ ১॥ বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনয়োঽধুনা॥ ২॥ বাসোঽধিবাসং কুর্ব্বীত পঞ্চম্যাং

এবং উহাঁরা যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, তাহাতে আর সংশয় নাই। এজন্য ভক্তিসহকারে উহাঁদিগকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবে, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ প্রীত হইয়া থাকেন। উক্ত প্রকার হোমান্তে আচার্য্যকে ভোজন করাইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে সুবর্ণভূষিতা ধেনু, বস্ত্র, ও ধান্য দক্ষিণা দান করিবে। তৎপরে ভগবান্ বাসুদেবের প্রীত্যর্থে দ্বিজবরগণকে ভোজন করাইয়া সমুদয় উপচারের সহিত দামোদর-প্রতিমা দান করিতে হইবে। তৎকালে হে দামোদর! হে জগন্নাথ! অখিল জগৎই আপনার স্বরূপ এবং আপনিই অখিল বিশ্বের আধার ও সর্ব্বভাবন ধর্ম্ম; অতএব আপনার প্রসাদে আমার সমুদয় ব্রত সুসম্পূর্ণ হউক। হে জগন্নাথ! আমি যে এই দামোদর-মূর্ত্তি প্রদান করিতেছি, দেব দামোদরই ইহার প্রদাতা ও ভগবান্ বৃষধ্বজই ইহার গ্রহীতা, অতএব হে জনার্দ্দন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে উক্ত দেব-প্রতিমা আচার্য্যকে দান করিবে এবং এইরূপে ব্রত সমাপনপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে আচার্য্যকে যথোচিত সৎকার ও স্তুতিবাদ দ্বারা প্রসন্ন করিবে; কারণ, আচার্য্য সন্তুষ্ট হইলেই নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অনন্তর ত্যক্ত দ্রব্যসকল বিপ্রগণকে দান করিয়া স্বয়ং আত্মীয় মিত্র বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত ভোজন করিবে। মানব, উল্লিখিত চাতুর্ম্মাস্য ব্রত যথাবিধানে প্রতিষ্ঠা করিলে যথোক্ত ফলভাগী হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। যাবতীয় শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিতে উহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এমত আর কোন ব্রতই নাই, যাহার অনুষ্ঠানমাত্রেই মানবগণ কৃতকৃত্য হইতে পারে। দ্বিজগণ! উক্ত ব্রত যেমন বিষ্ণুর প্রীতিকর, এমন অপর কোন ব্রতই নহে। সহস্র সহস্র তিলপূর্ণ পাত্র, অযুত অযুত তুরগ, শত শত কৃষ্ণাজিন ও অযুত কন্যাদানে যে ফল হয়, একমাত্র উক্ত ব্রতানুষ্ঠানেই মানব সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিপ্রগণ! উহা দ্বারা সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থে অভিষেকের ফল এবং সমুদয় অভীষ্টই লব্ধ হইয়া থাকে। অধিক কি, সে চিদানন্দময় ভগবান্‌কে সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া নিঃসন্দেহ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৭৪—৮৬।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! এইরূপ অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের প্রাবরণোৎসব করিয়াও মানব বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহার বিধান বলিতেছি, শ্রবণ

নিশি কর্ম্মবিৎ। দেবাগ্রে মণ্ডলং কুর্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলান্বিতম্॥ ৩॥ দিক্‌পালান্ পূজয়েদ্দিক্ষু ক্ষেত্রপালং গণাধিপম্। চণ্ডপ্রচণ্ডৌ চ বহিশ্চতুর্দ্দিক্ষু প্রপূজয়েৎ॥ ৪॥ মধ্যে পাত্রং সমাধায় প্রোক্ষয়েদুষ্ণবারিণা। দ্বিজান্ স্বেনেতিমন্ত্রেণ ছাদয়েদ্বহুবাসসা॥ ৫॥ সুধূপিতং বস্ত্রজাতমেকবিংশতিসঙ্খ্যয়া। তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মন্ত্রং বৈষ্ণবঞ্চ সমুচ্চরন্॥ ৬॥ অন্যেন বাসসা তদ্ধি সমাচ্ছাদ্য প্রযত্নতঃ। স্পৃষ্ট্বা জপেন্মন্ত্রমিমং সংস্মরন্ পুরুষোত্তমম্॥ ৭॥ আচ্ছাদকো যো জগতাং তেজসা বিষ্ণুরব্যয়ঃ। বসনাত্তস্য বস্ত্র ত্বং বস বাসে জগৎপতে॥ ৮॥ ইন্দ্রঘোষস্ত্বেতি রক্ষাং বিদধ্যাত্তস্য সর্ব্বতঃ। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাভ্যাং ততো দেবং প্রপূজয়েৎ॥ ৯॥ গন্ধলেপং প্রকুর্ব্বীত নৃত্যগীতৈর্নয়েন্নিশাম্॥ ১০॥ ততোঽরুণোদয়ে কালে প্রাতঃসন্ধ্যাং সমাপ্য চ। পুনঃ প্রপূজয়েদ্দেবং পূর্ব্ববৎ সুসমাহিতঃ॥ ১১॥ ততঃ সম্পূজয়ন্ বস্ত্রসমূহং বহিরানয়েৎ। কার্পাসপট্টক্ষৌমাঢ্যং তথৈবাচ্ছাদিতং দ্বিজাঃ॥ ১২॥ ছত্রধ্বজপতাকাভিশ্চামরান্দোলনৈস্তথা। গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ প্রস্থনোৎকিরণেন চ॥ ১৩॥ প্রাসাদং ত্রিঃ পরিভ্রম্য দেবং ত্রিভ্রাময়েত্ততঃ। আচ্ছাদিতং তদাকৃষ্য সংস্কুর্য্যাদ্বীক্ষণাদিভিঃ॥ ১৪॥ সপ্তভিঃ সপ্তভির্দেবান্ বাসোভিঃ পরিবেষ্টয়েৎ। মুখবর্জ্জঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং শীতপ্রাবরণৈর্দ্বিজাঃ॥ ১৫॥ তাম্বূলঞ্চ নিবেদ্যাথ কর্পূরালঙ্কৃতং তথা। দূর্ব্বাক্ষতৈঃ প্রপূজ্যাথ কুর্য্যান্নীরাজনং বিভোঃ॥ ১৬॥ হিমাগমে নৃসিংহং যে প্রাবৃণ্বন্তি নিচোলকৈঃ। পশ্যন্তি প্রাবৃতিং যে তু ন তেষাং মোহসংবৃতিঃ। তে দ্বন্দ্বশীতোষ্ণভয়ং নাপ্নুবন্তে ক্বচিৎ॥ ১৭॥ বিষ্ণোর্দেবাধিদেবস্য ইমং প্রাবরণোৎসবম্। ভক্ত্যা যে বৈ প্রপশ্যন্তি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়ুঃ॥ ১৮॥ ভগবন্তং সমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণেভ্যঃ

করুন। এতৎকর্ম্মাভিজ্ঞ মানব, পূর্ব্বদিন পঞ্চমী-রাত্রিতে প্রাবরণার্থ প্রয়োজনীয় বস্ত্রনিচয়ে অধিবাস করিবে; পরে ভগবানের সম্মুখে অষ্টদল পদ্ম মণ্ডল করিবে। অনন্তর উক্ত মণ্ডলের দশদিকে দশ দিক্‌পালকে এবং বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে ক্ষেত্রপাল, গণপতি, চণ্ড ও প্রচণ্ডকে পূজা করিবে। তৎপরে মণ্ডলমধ্যে বস্ত্ররক্ষার্থ একখানি পাত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক, উষ্ণবারি দ্বারা তাহা প্রোক্ষণ এবং "দ্বিজান্ স্বেন" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রভূত বস্ত্র দিয়া তাহা আচ্ছাদিত করিতে হইবে। তৎপরে বৈষ্ণব-মন্ত্র উচ্চারণ করত তন্মধ্যে গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত একবিংশতি-সংখ্যক বস্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক যত্নাতিশয় সহকারে অপর একখানি বস্ত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদন ও স্পর্শ করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তমকে চিন্তা করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যে অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণু, স্বীয় তেজে অখিল জগৎ আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন, বস্ত্র! তুমি সেই সর্ব্বাচ্ছাদক ভগবানের আচ্ছাদক হও। হে জগৎপতে! আপনি সেই বস্ত্র-মধ্যে বাস করুন। অতঃপর, "ইন্দ্রঘোষস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে সেই বস্ত্রনিচয়ের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা বিধানান্তে গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক ভগবান্‌কে পূজা করিতে হইবে। অনন্তর ভগবানের সর্ব্বাঙ্গে গন্ধলেপন করিবে এবং নৃত্যগীত দ্বারা রাত্রিশেষ অতিবাহন করিবে। তৎপরে অরুণোদয় কাল উপস্থিত হইলে, প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনান্তে সমাহিত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভগবানের অর্চ্চনা করিতে হইবে।১—১১। দ্বিজগণ! অনন্তর, পুনর্ব্বার বস্ত্রসমূহের অর্চ্চনা করিয়া সেই সকল বস্ত্র এবং কার্পাসপট্ট ও ক্ষৌমাদি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত ভগবান্‌কে বহির্ভাগে আনয়ন করিবে। যে সময়ে ভগবান্‌কে বহির্দ্দেশে আনয়ন করা হইবে, সেই সময়ে তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ, চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা উত্তোলন, উভয় পার্শ্বে চামরবীজন এবং সম্মুখভাগে পুষ্পবর্ষণ ও নৃত্যগীতবাদ্য করিতে হইবে। অনন্তর স্বয়ং বারত্রয় দেব-গৃহ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভগবান্‌কেও বারত্রয় পরিভ্রমণ করাইবে। পরে ভগবানের আবরণবস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার করিবে। দ্বিজগণ! পরে জগন্নাথ দেব প্রভৃতি দেব প্রতিমূর্ত্তিত্রয়কে মুখ ভিন্ন অপর সর্ব্বাঙ্গেই প্রত্যেকে সপ্তসংখ্যক শীত-প্রাবরণ বস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করিতে হইবে। তৎপরে কর্পূরসুবাসিত তাম্বুল নিবেদনপূর্ব্বক দূর্ব্বা ও অক্ষত দ্বারা পূজা করিয়া ভগবানের নীরাজনা করিবে। তপোধনগণ! যাহারা হিমাগমকালে ভগবান্ নৃসিংহদেবকে বস্ত্রনিচয় দ্বারা এবম্প্রকারে প্রাবৃত করিতে পারে, কিংবা যাহারা সেই প্রাবরণোৎসব সন্দর্শন করে, তাহাদিগের মোহাবরণ বিদূরিত হইয়া যায় এবং তাহারা কদাচ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-জনিত ক্লেশ-ভয় প্রাপ্ত হয় না। যে সকল ভক্তগণ, দেবাধিদেব বিষ্ণুর এই প্রাবরণোৎসব ভক্তিসহকারে নিরীক্ষণ করে, তাহারা সমস্ত অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইয়া

প্রজ্ঞাপয়েৎ। গুরুভ্যশ্চান্তদেবেভ্যো দীনানাথেভ্য এব চ ॥ ১৯ ॥ শীতপ্রাবরণং দদ্যাৎ সৎকৃত্য পরয়া মুদা। দদাতি ভগবান্ প্রীতস্তস্মৈ বরমনুত্তমম্ ॥ ২০ ॥ (১) পুষ্যস্নানোৎসবং বক্ষ্যে যথোক্তং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ২১ ॥ পুষ্যর্ক্ষেণ চ সংযুক্তা পৌর্ণমাসী যদা ভবেৎ। পৌষে মাসি তদা কুর্য্যাৎ পৌষ্যস্নানোৎসবং হরেঃ ॥ ২১ ॥ একাদশ্যাং প্রকুর্ব্বীত ঐশান্যামঙ্কুরার্পণম্। ততঃ প্রতিদিনং কুর্য্যাৎ প্রতিমায়াং হরেগৃহে। নৃত্যগীতোপহারৈশ্চ প্রতিরাত্রং বলিং হরেৎ ॥ ২৩ ॥ চতুর্দ্দশীনিশায়াস্তু কুম্ভানামধিবাসনম্। একাশীতিপ্রমাণানাং তথা স্বর্ণময়ান্ শুভান ॥ ২৪ ॥ গব্যসর্পিঃপ্রপূর্ণাংশ্চ স্থাপয়েদেকবিংশতিম্। কারয়েৎ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলং পুরতো হরেঃ ॥ ২৫ ॥ তন্মধ্যে বৃহদাধারে স্থাপয়েদ্দর্পণং শুভম্। গোসর্পিষঃ পূর্ণকুম্ভান দত্বা তানধিবাসয়েৎ ॥ ২৬ ॥ রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা নৃত্যগীতাদিভিঃ স্তবৈঃ। প্রভাতে বহ্নিকার্য্যঞ্চ কুর্য্যাত্তদ্দৈবতং দ্বিজাঃ ॥ ২৭ ॥ পালাশীভিঃ সমিদ্ভিস্তু চরুণা সর্পিষা তথা। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেভ্যস্তু প্রত্যেকং বৈ সহস্রকম্ ॥ ২৮ ॥ স্বলিঙ্গমন্ত্রৈর্জ্জুহুয়াত্তদন্তে পুরুষোত্তমম্। পূজয়েদুপচারৈস্তৈবাদর্শপ্রতিবিম্বিতম্ ॥ ২৯ ॥ ততঃ পুরুষসূক্তেন কুম্ভাংস্তানভিমন্ত্রয়েৎ। বারিণাচ্ছিদ্রধারেণ স্নাপয়েৎ পুরুষোত্তমম্। পাবমানীয়কৈর্দেবং শ্রীসূক্তেন ততঃপরম্ ॥ ৩০ ॥ সর্পিঃকুম্ভাংস্ততো ...প্রা গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতান্। ক্রমাদ্দেবস্য শিরসি সেচয়েৎ সূক্তমুচ্চরন ॥ ৩১ ॥ (১) ততঃ পঞ্চামৃতেনৈব বাসুদেবং সমুচ্চরন। স্নাপয়েদ্দেবদেবেশং জগন্মঙ্গলকারণম্ ॥ ৩২ ॥ মহোৎসবং প্রকুর্ব্বীত বহ্মঘোষাদিভিঃ সহ। বৈষ্ণব্যা গন্ধতোয়েন শক্রসূক্তেন ...চ্চয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ সহস্রধারয়া

থাকে। অতঃপর ভগবানের প্রীতি উদ্দেশে ব্রাহ্মণ, গুরু, অপরাপর দেবপ্রতিমা এবং দীন-দুঃখীদিগকেও পরম আনন্দ সহকারে যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক শীতপ্রাবরণ দান করিবে, তাহাতে ভগবান্ প্রীত হইয়া নিশ্চয়ই সেই শীতবস্ত্রদাতাকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন। মুনিগণ! পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুষ্যাস্নানোৎসবের বিষয়ে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে বৎসর পৌষমাসের পৌর্ণমাসীতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হয়, সেই বৎসরেই ভগবান্ হরির উক্ত পুষ্যাস্নানোৎসব করণীয়। পৌষ মাসের একাদশীতে ঈশান কোণে উক্ত কার্য্যের অঙ্কুরার্পণ করিতে হইবে এবং সেই দিন হইতে প্রতিদিনই হরিগৃহে ভগবৎপ্রতিমার সন্নিধানে ঐরূপ করিবে। আর প্রতিরাত্রিতেই নৃত্যগীতাদির সহিত ভগবানের প্রীত্যর্থ পূজোপহার প্রদান করিতে হইবে। চতুর্দ্দশীরাত্রিতে একাশীতিসংখ্যক কুম্ভাধিবাসনপূর্ব্বক একবিংশতি-সংখ্যক গব্যঘৃতপূর্ণ শুভ স্বর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবে এবং ভগবান্ হরির সম্মুখভাগে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিতে হইবে। অনন্তর সেই সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলের মধ্যে একখানি বৃহৎ আধারে রক্ষিত মনোহর দর্পণ স্থাপন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত গব্য ঘৃতে পূর্ণ কুম্ভসকল মণ্ডলমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদিগের অধিবাসন করিতে হইবে।১২—২৬। দ্বিজগণ! অনন্তর নৃত্য-গীতাদি ও স্তবপাঠ দ্বারা অবশিষ্ট রাত্রিভাগ জাগরণপূর্ব্বক প্রভাতকালে তত্তদ্দেবতা-উদ্দেশে অগ্নিকার্য্য করিবে। প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-উদ্দেশে তাঁহাদিগের স্ব স্ব মন্ত্র পাঠ করত পলাশ সমিৎ চরু ও ঘৃত দ্বারা প্রত্যেক সহস্রসংখ্যক আহুতি দানান্তে স্থাপিত দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুরুষোত্তমকে যথোক্ত তত্তৎ উপচারদানে পূজা করিতে হইবে। তৎপরে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত জলপূর্ণকুম্ভসকল অভিমন্ত্রিত করিয়া পাবমানীয়ক মন্ত্রনিচয় পাঠ করত অচ্ছিদ্র জলধারায় পুরুষোত্তমকে স্নান করাইবে এবং অতঃপর শ্রীসূক্তসমূহ দ্বারা দেবত্রয়কেই স্নান করাইতে হইবে। বিপ্রগণ! অনন্তর ঘৃত-কুম্ভসকল গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সূক্ত পাঠ করিতে করিতে এক এক ক্রমে ভগবানের মস্তকে ঘৃতধারাসেচন করিবে। তৎপরে পূর্ব্ববৎ সূক্ত পাঠ করত পঞ্চামৃত দ্বারা অখিল জগতের মঙ্গলনিদান দেবদেব বাসুদেবকে স্নান করাইবে। ঐ সময়ে দ্বিজগণের বেদপাঠ এবং

(১) অস্যৈবাধ্যায়সমাপ্তির্মুম্বয়ীমুদ্রিতপুস্তক-[illegible]। [illegible] জৈমিনিরুবাচেতি চাধিকঃ [illegible]।

(১) সর্পিঃকুম্ভৈঃ স্নাপয়েচ্চ গায়ত্র্যা চ ততঃ পরম্। বৈষ্ণব্যা গন্ধতোয়েন শ্রীসূক্তেন সমর্চ্চয়েৎ ॥ ইত্যপি পাঠঃ।

দেবং ততো নির্ম্মাল্যমুৎসৃজেৎ। দেবাঙ্গং লেপয়েদ্গন্ধচন্দনেন চ বিগ্রহম্ ॥ ৩৪ ॥ যথাস্থানং যথাশোভমলঙ্কারাংশ্চ যোজয়েৎ। সুগন্ধিসুমনোমাল্যৈর্ভূষয়েজ্জগদন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥ অষ্টায়ুধানি দেবস্য চক্রাদীনি ন্যসেৎ পুরঃ। রত্নচ্ছত্রং সমুচ্ছ্রিত্য পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥ লক্ষ্ম্যা যুতং পুনর্বিপ্রা উপহারৈঃ সমৃদ্ধিমৎ। শঙ্খেষু পূর্য্যমাণেষু স্নিগ্ধগম্ভীরনাদিষু ॥ ৩৭ ॥ চামরান্দোলনব্যগ্রবেশ্যাসু রুচিরাসু চ। মাঙ্গল্যনৃত্যগীতাদ্যৈঃ স্তুতিপাঠেষু বন্দিনাম্ ॥ ৩৮ ॥ জয়শব্দং প্রকুর্ব্বৎসু দ্বিজাদিষু মুহুর্ম্মুহুঃ। দূর্ব্বাক্ষতাঞ্জলীভিস্তু ত্রিভিঃ সম্পূজ্য কেশবম্। সমন্তাদ্বিকিরেদ্দেবং কর্পূরাদ্যৈঃ সুতণ্ডুলৈঃ ॥ ৩৯ ॥ গোসর্পিজ্জ্বলিতৈঃ স্বর্ণদীপকৈরতিনির্ম্মলৈঃ। নীরাজয়েজ্জগন্নাথং কর্পূরযুতবর্ত্তিভিঃ ॥ ৪০ ॥ স্বর্ণপাত্রে স্থিতং চারুতাম্বূলং সুপরিষ্কৃতম্। শনৈঃশনৈর্ম্মুখাভ্যাসে প্রত্যেকং বিনিবেদয়েৎ ॥ ৪১ ॥ গুহ্যোপনিষদা দেবং সংস্তূয় পুরুষোত্তমম্। চতুঃপ্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবৎ প্রণমেৎ ক্ষিতৌ ॥৪২॥ বৈষ্ণবান্ পূজয়েদ্ভক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ বিষ্ণুরূপিণঃ। আচার্য্যদক্ষিণাং দদ্যাৎ ব্রাহ্মণানপি তোষয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ পুষ্যস্নানোৎসবং পুণ্যং যে পশ্যন্তি মুদান্বিতাঃ। সম্পন্নসর্ব্বকামাস্তে ব্রজেয়ুর্ব্বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ৪৪ ॥ রাজ্যভ্রষ্টো লভেদ্রাজ্যং সার্ব্বভৌমঞ্চ বিন্দতি। অপুত্রা মৃতবৎসা বা পুত্রং দীর্ঘায়ুষং লভেৎ ॥ ৪৬ ॥ দারিদ্র্যনাশনং ধন্যং ব্রহ্মবর্চ্চসকারণম্। পুষ্যস্নানং কীর্ত্তিতং বঃ শৃণুধ্বমুত্তরায়ণম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবতঃ প্রাবরণোৎসবপুষ্যস্নানবিধানকথনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। মৃগরাশিং সঙ্ক্রমতি যদি ভাস্বান্ দ্বিজোত্তমাঃ। উত্তরাশাং জিগমিষুস্তদা স্যাদুত্তরা-

---

তাহাদিগের সহিত মহোৎসব করা কর্ত্তব্য। অনন্তর বৈষ্ণবী মন্ত্র বা শক্রসূক্ত পাঠ করত গন্ধতোয় দ্বারা সহস্র ধারায় জগন্নাথ দেবকে স্নান করাইতে হইবে। তৎপরে তাঁহার অঙ্গ হইতে নির্ম্মাল্য উন্মোচনপূর্ব্বক তদীয় সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন বিলেপন করিবে। তদনন্তর যেরূপে অঙ্গের শোভা হয়, এরূপ ভাবে যথাস্থানে অলঙ্কারনিচয় পরিধান করাইবে, এবং সুগন্ধি পুষ্পমালায় ভূষিত করিবে। বিপ্রগণ! তৎপরে ভগবানের সম্মুখে তদীয় চক্রাদি অষ্টপ্রকার আয়ুধ স্থাপন ও রত্নখচিত ছত্র উত্তোলন করিয়া লক্ষ্মীর সহিত পুরুষোত্তমকে মহাসমারোহে বিবিধ উপচারে অর্চ্চনা করিতে হইবে। তৎকালে স্নিগ্ধ গম্ভীর শঙ্খধ্বনি হইতে থাকিবে, পরম রূপলাবণ্যবতী বারবিলাসিনীগণ চামর বীজন করিতে আরম্ভ করিবে, এবং নর্ত্তক ও গায়কগণ নৃত্য-গীত, বন্দিগণ স্তুতিপাঠ ও দ্বিজাতি সকলেই মুহুর্ম্মুহুঃ জয়ধ্বনি করিতে থাকিবে। অনন্তর বারত্রয় দূর্ব্বাক্ষতপূর্ণ অঞ্জলিদানে ভগবান্ কেশবকে পূজা করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে কর্পূরচূর্ণাদির সহিত উত্তম তণ্ডুলনিচয় বিকিরণ করিবে। অতঃপর, স্বর্ণনির্ম্মিত সুবিমল দীপমালায় কর্পূর-চূর্ণমিশ্রিত বর্ত্তিকা সকল গব্য ঘৃতে প্রজ্বালিত করিয়া তদ্দ্বারা জগন্নাথ দেবের নীরাজনা করিবে। অনন্তর, প্রত্যেক দেবপ্রতিমার মুখসন্নিধানে স্বর্ণপাত্রস্থিত সুসজ্জিত তাম্বুলনিচয় ধীরভাবে নিবেদন করিয়া দিবে। তৎপরে গুহ্যোপনিষৎ পাঠে দেব পুরুষোত্তমকে স্তব করিয়া বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম, বিষ্ণুরূপী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে পূজা, আচার্য্যকে দক্ষিণাপ্রদান এবং ভোজ্যাদি দানে ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সাধন করিবে। মহর্ষিগণ! যাহারা উল্লিখিত পরম পুণ্যপ্রদ পুষ্যাস্নানোৎসব সানন্দে অবলোকন করে, তাহাদিগেরও সমুদয় মনস্কামনা পূর্ণ হয়, এবং তাহারা অন্তে বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকে। রাজ্যভ্রষ্ট ভূপালও উক্ত উৎসব দর্শনে পুনর্ব্বার রাজ্য ও সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অপুত্রা ও মৃতবৎসা রমণীও দীর্ঘায়ুঃ পুত্র লাভ করে। মুনিগণ! আপনাদিগকে যে পুষ্যাস্নানের বিষয় বলিলাম, উহা দারিদ্র্যনাশন ও ব্রহ্মবর্চ্চসের কারণ বলিয়া অতি প্রশংসনীয় জানিবেন, এক্ষণে উত্তরায়ণের বিষয় শ্রবণ করুন। ২৭—৪৬।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—দ্বিজসত্তমগণ! সূর্য্যদেব যখন উত্তরদিকে গমনেচ্ছু হইয়া মকররাশিতে গমন করেন, সেই সময়ে উত্তরায়ণ হয়। উক্ত মকর

মণম্ ॥ ১ ॥ তস্য সঙ্ক্রমণাদূর্দ্ধং যাবৎস্যাদ্ বিংশতিঃ কলা। মহাপুণ্যতমঃ কালঃ পিতৃদেবদ্বিজপ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন তীর্থরাজজলে নরঃ। নারায়ণং সমভ্যর্চ্চ্য কল্পবৃক্ষং প্রণম্য চ। প্রবিশ্য দেবতাগারং কৃত্বা চ ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৩ ॥ মন্ত্ররাজেন সম্পূজ্য দেবং শ্রীপুরুষোত্তমম্। তথা বলং সুভদ্রাঞ্চ স্বস্বমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ৪ ॥ দৃষ্ট্বোত্তরায়ণে দেবং মুচ্যতে দেহবন্ধনাৎ। বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং পাবনং মহৎ ॥ ৫ ॥ সঙ্ক্রান্তেঃ পূর্ব্বদিবসে নবাং শালীং সুকুট্টিতাম্। প্রাসাদপূর্ব্বদেশে চ স্থাপয়িত্বাধিবাসয়েৎ॥ ৬ ॥ নবেন বাসসাবেষ্ট্য দূর্ব্বাসর্ষপপুষ্পকৈঃ। পূজয়িত্বামন্ত্রয়েদ্বৈ কৃষ্ণস্ত্বামভিরক্ষতু ॥ ৭ ॥ তস্মিন্নেব নিশাযামে ব্যতীতে জগদীশিতুঃ। প্রত্যর্চ্চাং সন্নিধৌ নীত্বা ভাবয়েদ্দেবতাধিয়া ॥ ৮ ॥ উপচারাবশিষ্টাভ্যাং পূজয়েদ্বৈ সমাহিতঃ। ততো নির্ম্মাল্য-বসন-মালামস্যাং নিধাপয়েৎ ॥ ৯ ॥ মহাসমৃদ্ধ্যা তামর্চ্চাং ত্রির্দ্দেবং ভ্রাময়েত্ততঃ। আন্দোলিকায়ামারোপ্য প্রাসাদদ্বারমানয়েৎ ॥ ১০ ॥ ত্রিবিক্রমঃ বিক্রমেণ ত্রৈলোক্যক্রমণং বিভুঃ। বিড়ম্বয়ংস্তাং লীলাং প্রাসাদং ভ্রাময়েচ্চ তম্ ॥ ত্রিরন্তে পুনরেবঞ্চ (১) সুসমৃদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ। দীপিকাশত-সংরুদ্ধতমসোবরণান্তরে (২)। ছত্রধ্বজপতাকাভির্নৃত্যবাদিত্রগীতকৈঃ ॥ ১২ ॥ তদ্দর্শনপরিক্ষীণপাতকানাং মহাত্মনাম্। নবচিহ্নং শরীরে স্যান্নবা কিং ভ্রামণং বিভোঃ ॥ ১৩ ॥ অনুযান্তি তদা যে তং মহামায়ং ত্রিবিক্রমম্ লভন্তে বাজিমেধস্য ফলং তে বৈ পদে পদে ॥ ১৪ ॥ প্রথমং ভ্রমণং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পঞ্চপাতকৈঃ। মলিনীকরণৈর্ম্মুচ্যেদ্দ্বিতীয়ভ্রমণং দ্বিজাঃ ॥ ১৫ ॥ অপাত্রীকরণৈর্দৃষ্ট্বা তৃতীয়ভ্রমণং ধ্রুবম্। উপপাতকপাপৈশ্চ চতুর্থে মুচ্যতে ততঃ ॥

সংক্রমণকালের পরবর্ত্তী বিংশতি দণ্ডকাল মহাপুণ্যতম এবং পিতৃদেব ও দ্বিজগণের প্রিয়। মানব, ঐ সময়ে তীর্থরাজসলিলে যথাবিধি অবগাহনান্তে নারায়ণকে সম্যক্ অর্চ্চনা ও কল্পবৃক্ষকে প্রণাম করিয়া দেবাগারে প্রবেশ করিবে, পরে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্ররাজ দ্বারা দেব পুরুষোত্তমকে পূজাপূর্ব্বক বলদেব ও সুভদ্রাকে স্ব স্ব মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। উক্ত উত্তরায়ণে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়াই সকলে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। অধুনা উল্লিখিত উত্তরায়ণের পবিত্রতাকর মহৎ কর্ত্তব্য বিষয় বলি শুনুন। ঐ সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবসে দেবগৃহের পূর্ব্বভাগে সুন্দররূপে কুট্টিত নূতন শালিতণ্ডুল স্থাপনপূর্ব্বক অধিবাসিত করিবে। অনন্তর নূতন বস্ত্র দ্বারা আবরণপূর্ব্বক দূর্ব্বা, সর্ষপ ও পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া "কৃষ্ণ তোমায় রক্ষা করুন" এই রক্ষামন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। তৎপরে সেই রাত্রি প্রভাতা হইলে জগদীশ্বর জগন্নাথ দেবের নিকটে প্রতিমা লইয়া গিয়া দেবতাজ্ঞানে ভাবনা করিবে এবং যথাবিধি উপচার দানে সমাহিতচিত্তে জগন্নাথদেবের পূজা করিয়া অবশিষ্ট উপচারে প্রতিমাপূজান্তে জগন্নাথ দেবকে প্রদত্ত বস্ত্র ও মাল্য প্রতিমাকে পরিধান করাইবে। অনন্তর, সেই প্রতিমাকে মহাসমারোহে জগন্নাথ দেবের চতুর্দ্দিকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করাইতে হইবে, পরে আন্দোলিকায় (চতুর্দোলায়) স্থাপনপূর্ব্বক দেবগৃহের দ্বারদেশে আনয়ন করিবে।১—১০। তৎপরে, সেই ভগবান্ ত্রিবিক্রমকে বারত্রয় সেই দেবগৃহ প্রদক্ষিণ করাইবে। তৎকালে তাহাতে বোধ হইবে যেন, ভগবান্, ত্রিপাদদ্বারা ত্রিলোক আক্রমণরূপ পূর্ব্বলীলার অনুকরণ করিতেছেন। ঐরূপ বারত্রয় পরিভ্রমণের পর পুনরায় মহাসমারোহে ধীরে ধীরে একবার প্রদক্ষিণ করাইবে। ঐ সময়ে শত শত দীপালোকে তথায় যেন কিছুমাত্র অন্ধকারাবরণ না থাকে। তৎকালে নৃত্য গীত বাদ্য করাইতে থাকিবে, চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা উড্ডীন হইতে থাকিবে এবং ছত্র ধারণ করাইতে হইবে। ঐ সময়ে ভগবানের সেই লীলা দর্শনে যে সকল মহাত্মাদিগের অখিল পাতক বিদূরিত হইয়া যায়, তাহাদিগের শরীরে নূতন ভাগ্যচিহ্ন অবশ্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহাদিগের উক্ত ভ্রমণ-দর্শনের ফলই কি মনীষিগণ বলেন নাই? তাহাও বলিয়াছেন, শুনুন। যাহারা, তৎকালে সেই মায়াতীত হইয়াও মহামায়াময় ভগবান্ মধুসূদনের অনুগমন করে, তাহারা প্রতিপদক্ষেপেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। দ্বিজগণ! ভগবানের প্রথম ভ্রমণদর্শনে পঞ্চ মহাপাতক দ্বিতীয় ভ্রমণ-দর্শনে, মলিনীকরণ পাপনিচয়, তৃতীয় ভ্রমণ-দর্শনে অপাত্রীকরণ পাপসমূহ এবং চতুর্থ ভ্রমণ দর্শনে বিবিধ

(১) 'পুনরস্কে চ' ইতি পাঠান্তরম্।
(২) দীপিকাশতসঙ্কুলং তমসো বারণান্তরে। ইতি চ পাঠঃ।

১৬॥ পুনঃ প্রভাতে দেবেশং প্রলিপ্যেদগন্ধ-
চন্দনৈঃ। বস্ত্রালঙ্কারমাল্যৈশ্চ ভূষয়িত্বা যথাবিধি॥
১৭॥ পূজয়েদুপচারৈস্তং যথাশক্তি সমৃদ্ধিমৎ।
নীরাজয়িত্বা দেবেশং তণ্ডুলানধিবাসিতান্। স্থালীষু
শাতকুম্ভাসু দধিখণ্ডাজ্যমিশ্রিতান্। সনারি-
কেলশকলান্ শৃঙ্গবেরদলান্বিতান্॥ ১৯॥ প্রাসাদং
ত্রিঃপরিভ্রাম্য নয়েদ্দেবসমীপতঃ। পঙ্‌ক্তিশঃ
স্থাপয়েদগ্রে গন্ধপুষ্পাক্ষতান্বিতান্॥ ২০॥ জীবনং
সর্ব্বভূতানাং জনকস্ত্বং জগদ্গুরো। ত্বন্ময়া শালয়ো
হ্যেতে ত্বয়ৈব জনিতাঃ প্রভো॥ ২১॥ লোকানু-
গ্রহণার্থায় গৃহীত্বা চিত্রবিগ্রহম্। তব প্রীত্যৈ
কৃতানেতান্ গৃহাণ পরমেশ্বর॥ ২২॥ ত্বয়ি তুষ্টে
জগৎ সর্ব্বমন্নেন প্রভবিষ্যতি। স্বাহাকারস্বধাকার-
বষট্‌কারা দিবৌকসাম্॥ ২৩॥ আপ্যায়না ভবিষ্যন্তি
তৈরেবাপ্যায়িতং জগৎ। রক্ষ সর্ব্বং জগন্নাথ
ত্বন্ময়ং সচরাচরম্॥ ২৪॥ ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং
শালীংস্তান্ বিনিবেদয়েৎ। ভক্ষ্যান্ ভক্ষ্যভো-
জ্যাংশ্চ দধিকুম্ভান্ সুগন্ধিনঃ॥ ২৫॥ কর্পূরখণ্ড-
মরিচচূর্ণযুক্তান্ নিবেদয়েৎ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ে-
দ্ভক্ত্যা দেবদেবপুরঃস্থিতান্॥ ২৬॥ অভ্যর্চ্চ্য
পূর্ব্ববদ্ভক্ত্যা তান্ দ্বিজান্ ভগবদ্ধিয়া। পুষ্পচন্দন-
বস্ত্রাদ্যৈস্তোষয়েদ্ভক্তিভাবতঃ॥ ২৭॥ ব্রাহ্মণান্ দেব-
দেবস্য বুধ্যধ্বং জঙ্গমা তনুঃ। তেষু তুষ্টেষু ভগ-
বানুপচারৈঃ সমর্চ্চিতঃ॥ ২৮॥ যথা তথা বা দেবেশং
নরোঽভ্যর্চ্চিতুমিচ্ছতি। করোতু দ্বিজদেহেষু উপ-
চারাংস্তথা তথা॥ ২৯॥ এবং কৃতে জগন্নাথস্তৎ-
ক্ষণাচ্চ প্রসীদতি॥ ৩০॥ ইমং মহোৎসবং বিপ্রা
পুরাকল্পে চ কশ্যপঃ। সচ সৃষ্টিং বিনির্ম্মায় ভগবৎ-
প্রীতয়েঽকরোৎ॥ ৩১॥ যে পশ্যন্তুৎসবঞ্চৈনং কশ্য-
পেন বিনির্ম্মিতম্। সর্ব্বদা সর্ব্বকামৈস্তে পূর্ণাঃ শোচন্তি
নো দ্বিজাঃ। উষিত্বা ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং কল্পান্তে মোক্ষ-
মাপ্নুয়ুঃ॥ ৩২॥ মহানসস্য সংস্কারং বহ্নিসংস্কারমেব

উপপাতক হইতে মানব নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়া যায়। অতঃপর পুনঃ প্রভাতকালে গন্ধ চন্দন দ্বারা সেই দেবদবকে বিলেপন করিবে, তৎপরে যথাবিধি বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা বিভূষিত করিয়া যথা-শক্তি উপচার দানে মহাসমারোহে পূজা ও নীরা-জনান্তে পূর্ব্বাধিবাসিত তণ্ডুল সকল দধি, ঘৃত, খণ্ড ও আর্দ্রক (থাঁড়) নারিকেল খণ্ড পত্রের সহিত স্বর্ণ-নির্ম্মিত স্থালীনিচয়ে সংস্থাপনপূর্ব্বক বারত্রয় দেবপ্রাসাদ পরিভ্রমণ করাইয়া ভগ-বানের সমীপে লইয়া যাইবে এবং গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতযুক্ত করিয়া ভগবানের সম্মুখে পংক্তি ক্রমে স্থাপন করিবে। অনন্তর, হে জগদ্গুরো। আপ-নিই সর্ব্বভূতের জীবন ও জনক, অতএব হে প্রভো! এই শালিতণ্ডুল সকলও আপনার স্বরূপ এবং আপনিই ইহাদিগের উৎপাদক। হে পর-মেশ্বর! এক্ষণে আপনি লোকানুগ্রহার্থ বিচিত্র শরীর ধারণপূর্ব্বক আপনারই প্রীত্যর্থে আনীত এই শালি-সকল গ্রহণ করুন। নাথ! আপনি তুষ্ট হইলেই অখিল জগৎ অন্নরসে সবল হইবে এবং স্বাহা, স্বধা ও বষটকার স্বর্গবাসীদিগের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে, আর, তাহা হইলেই তাহাদিগের দ্বারা সমুদয় জগৎ আপ্যায়িত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব হে জগন্নাথ! ইহা শ্রবণ করিয়া আপনি চরাচর সকল রক্ষা করুন। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দেবদেবকে সেই শালি-তণ্ডুলসকল এবং কর্পূর, খণ্ড ও মরিচচূর্ণমিশ্রিত শালিতণ্ডুলজাত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও সুগন্ধ দধিকুম্ভনিচয় নিবেদন করিয়া দিবে; পরে দেব-দেবের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে ভোজন করাইবে।১১—২৬।অতঃপর ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেই সকল দ্বিজগণকে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে পুষ্প, চন্দন ও বস্ত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিবে। দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণগণকেই ভগবানের জঙ্গম দেহ বলিয়া বোধ করিবেন, এজন্য ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হইলেই, ভগবান্ সম্যক্ উপচারদানে অর্চ্চিত হইলেন, জানিবেন। মানব, যে প্রকার উপচারাদি দ্বারা ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিবে, ব্রাহ্মণগণকেও তাদৃশ উপচার দান করিতে হইবে, এইরূপ করিলেই জগন্নাথ দেব তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বিপ্রগণ! পূর্ব্বকল্পে ভগবান্ কশ্যপ, স্বীয় সৃষ্টি-কার্য্য সম্পাদনান্তে ভগবৎপ্রীত্যর্থ এই মহোৎসব করিয়াছিলেন। দ্বিজগণ! যাঁহারা এই কশ্যপ-স্থাপিত মহোৎসব সন্দর্শন করে, সর্ব্বদাই তাহা-দিগের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় তাহাদিগকে আর কোন কারণে শোক করিতে হয় না, তাঁহারা দেব-গণের সহিত স্বর্গপুরে বাস করত কল্পান্তে নিঃসন্দেহ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। মুনিগণ! উক্ত উৎসবেও প্রতিদিন পাকশালা-সংস্কার, বহ্নি-সংস্কার এবং

চ। অত্রাপি সূর্য্যাম্মুনয়ো বৈশ্বদেবং দিনে দিনে ॥৩৩॥ তত্রাপি সংস্কৃতে বহ্নৌ ভগবদ্ভুক্তয়ে রমা। প্রত্যহং পাকমাধত্তে দিব্যরূপা তিরোহিতা ॥ ৩৪ ॥ অস্মিন্ মহাপুণ্যতমে উৎসবে পরমাত্মনঃ। তুলাপুরুষদানাদি-কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥ স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্। সর্ব্বমক্ষয়তাং যাতি উৎসবে চোত্তরায়ণে ॥ ৩৬ ॥ (১) মুনয় উচুঃ। মুনে বৈষ্ণববহ্নেস্তু সংস্কারং পুনরুচিবান্। এতস্য বিধিমাচক্ষ্ব যেন পাকস্য সংক্রিয়া ॥ ৩৭ ॥ জৈমিনিরুবাচ। বৈষ্ণবাগ্নিবিধিং বক্ষ্যে যেন বৈষ্ণবকর্ম্মসু। সর্ব্বত্র সংস্কৃতো বহ্নিঃ সম্ভবেৎ ফলসাধনঃ ॥ ৩৮ ॥ কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে বাপি সুপলিপ্তে গুণান্বিতে। শুভে দেশে প্রাঙ্মুখঃ সন্ দেশিকো যজমানকঃ ॥ ৩৯॥ বিষ্ণুসংস্কার-বিধিবন্নদ্যা যুক্তং শুভোদয়ম্। তস্য পশ্চিমতো বহ্নিসন্তারসংস্কৃতিস্ততঃ ॥৪০॥ স্থাপযিত্বা তু কুণ্ডে তৎ প্রণবেনোপলেপয়েৎ। প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ তিস্রো

রেখা বিলেখয়েৎ ॥ ৪১ ॥ প্রণবেন চতুর্দিক্ষু বেষ্টয়েদ্রেখিকাঃ ক্রমাৎ। দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ ষড়ঙ্গৈর্বীক্ষণাদিভিঃ ॥৪২॥ সংস্কুর্য্যাৎ কুণ্ডরূপং তন্মধ্যে চাস্ত্রেণ বিস্তরম্। নিধায় কুশমূলে তু লক্ষ্মীমৃতুমতীং স্মরেৎ। তাং সম্পূজ্য স্বহৃদয়ে চিন্তয়েন্মদনাতুরাম্ ॥ ৪৩ ॥ শ্রোত্রিয়স্য গৃহাদ্বহ্নিং দারুণ্যং মণিজং তথা। তাম্রপাত্রে সমাহৃত্য বিষ্ণুং স্বং পরিচিন্তয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ তদ্বীজরূপং তং বহ্নিং ধ্যাত্বা কুণ্ডং প্রদক্ষিণম্। ত্রির্ভ্রাময়িত্বা তং দেব্যা যোনৌ কুণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৪৫ ॥ আচম্যাচমনং দেব্যৈ দত্ত্বা তাম্বূলমেব চ। যজ্ঞকাষ্ঠেন প্রজ্বাল্য প্রাদেশিকসমিদ্দ্বয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ নিক্ষিপ্য পরিতো দিক্ষু প্রাগুদগগ্রকৈঃ কুশৈঃ। সমুৎসৃজ্য দিশঃ পাত্রমিধ্মবর্হিঃ প্রদেশিকম্। সম্প্রক্ষাল্যাস্ত্রমন্ত্রেণ পাত্রাণি প্রোক্ষয়েত্ততঃ ॥ ৪৭ ॥ পবিত্রং প্রোক্ষণীমধ্যে স্থাপয়িত্বা তু তত্র বৈ। পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাভ্যাং বিষ্ণুকাঙ্ক্ষয়া-

---

বৈশ্বদেববলি কর্ত্তব্য। ঐ উৎসবেও দিব্যরূপিণী দেবী কমলা ভগবানের ভোজনার্থ সাধারণের অদৃশ্যভাবে উক্ত সংস্কৃতাগ্নিতে প্রত্যহ পাক করিয়া থাকেন। পরমাত্মরূপী জগন্নাথ দেবের ঐ পুণ্যতম উৎসবে তুলাপুরুষাদি দানের কোটি কোটি গুণ অধিক পুণ্য লব্ধ হয় এবং স্নান, দান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায় ও পিতৃ-তর্পণ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই অক্ষয়ফলজনক হইয়া থাকে। মুনিগণ বলিলেন,—হে মুনে! আপনি যে বৈষ্ণবাগ্নির সংস্কারের বিষয় পুনর্ব্বার বলিলেন, যাহাতে পাকসংস্কার হয়, এক্ষণে তাহার বিধানের বিষয় বলুন। তৎ শ্রবণে জৈমিনি কহিলেন,—সর্ব্বত্র বিষ্ণুপ্রীতিকর কার্য্যে যদ্দ্বারা অগ্নি সংস্কৃত হইলে সম্যক্ ফলপ্রদ হয়, এক্ষণে আপনাদিগের জিজ্ঞাসানুরূপ সেই বৈষ্ণবাগ্নি-সংস্কারের বিধান বলি, শুনুন। কর্ম্মকর্ত্তাকে, সংযতচিত্ত ও পূর্ব্বাস্য হইয়া যথোক্ত গুণযুক্ত শুভ প্রদেশে সুন্দররূপে উপলিপ্ত কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে অগ্নিস্থাপন করিতে হইবে। মুনিগণ! যেরূপ স্থানে কার্য্য করিলে শুভ ফলোদয় হইবার সম্ভব এবং যাহা দেখিতে সুন্দর, তাদৃশ স্থানের পশ্চিম ভাগে বিষ্ণুসংস্কার-বিধিবৎ অগ্নিসংস্কার করা বিধেয়। প্রথমে কুণ্ডমধ্যে বালুকাদি স্থাপনপূর্ব্বক প্রণব দ্বারা কুণ্ড

উপলেপন করিবে, পরে বালুকোপরি কুশাগ্র দ্বারা ত্রিসংখ্যক পূর্ব্বাগ্র ও ত্রিসংখ্যক উত্তরাগ্র রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে।২৭—৪১। তদনন্তর প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ব্বাদিক্রমে জলধারা দ্বারা সেই রেখাসকলকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিবে, পরে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রপাঠে বীক্ষণাদি ষড়ঙ্গ দ্বারা সমুদয় কুণ্ডের এবং অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণে কুণ্ডমধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত সমতল প্রদেশের সংস্কার করিবে। তৎপরে কুণ্ডাভ্যন্তরে কুশসমূহ স্থাপনপূর্ব্বক কুশমূলে লক্ষ্মীদেবীকে ঋতুমতী জ্ঞানে স্মরণ করিতে হইবে। অনন্তর স্বহৃদয়ে তাঁহাকে সম্যক্ পূজা করিয়া তাঁহাকে মদনাতুরারূপে ভাবনা করিবে। অতঃপর শ্রোত্রিয়ের গৃহ হইতে সংগৃহীত কিংবা কাষ্ঠঘর্ষণোৎপন্ন অথবা মণিজাত বহ্নি তাম্রপাত্রে আহরণপূর্ব্বক আপনাকে বিষ্ণুরূপে ভাবনা করিবে। অনন্তর সেই বহ্নিকে বিষ্ণুবীজরূপে চিন্তা করত বারত্রয় কুণ্ডপ্রদক্ষিণ করাইয়া দেবী লক্ষ্মীর যোনিস্বরূপে চিন্তিত কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে স্বয়ং আচমনপূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীকে আচমনীয়োদক ও তাম্বুল দান করিয়া যজ্ঞীয় কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিবে, এবং তদুপরি প্রাদেশপ্রমাণ সমিদ্দ্বয় নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রাগগ্র ও উদগগ্র কুশনিচয় দ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে কঙ্করাদি দূর করিয়া হোমীয় পাত্র সমিধ কাষ্ঠ ও প্রাদেশপ্রমাণ একগাছি কুশ প্রক্ষালনান্তে সেই কুশ দ্বারা অস্ত্রমন্ত্রে প্রক্ষালিত পাত্র সকল প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর প্রোক্ষণীপাত্রমধ্যে পবিত্র স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি গন্ধ

---

(১) মুদ্রাঙ্কিতপুস্তকেঽত্রৈবাধ্যায় সমাপ্তি-[illegible]

সংক্রিয়াম্। কৃত্বাজ্যেনাবাজ্যভাগৌ হুত্বা বহ্নিং বিচিন্তয়েৎ ॥৪৮॥ জাতং দেবং সুবর্ণং তৎ চতুর্বাহুং জটোজ্জ্বলম্। ইষ্টং শক্তিং স্বস্তিকঞ্চাভয়ঞ্চ দধতং করৈঃ ॥ ৪৯॥ গর্ভাধানাদিকাঃ কার্য্যা বিবাহান্তাঃ ক্রিয়াঃ পৃথক্। আজ্যেন জুহুয়াত্তাসু দ্বাদশ দ্বাদশাহুতীঃ ॥ ৫০ ॥ কর্ম্মনাম চ সঙ্কীর্ত্ত্য নমোঽস্তু বৈষ্ণবায়য়ে। গন্ধাদিনা সমভ্যর্চ্চ্য বহ্নিং প্রজ্বলিতং ততঃ। চতুর্গৃহীতঞ্চ স্রুচি স্রুবপূর্ণাজ্যকং ততঃ। পূর্ণাহুতিঞ্চ জুহুয়াৎ কর্ম্মণঃ সম্পদে ততঃ ॥ ৫২ ॥ ভিন্নং ন চিন্তয়েদ্বিষ্ণোর্বহ্নিং বিপ্রাঃ কদাচন। অন্তর্যামী স সর্ব্বেষাং জগতামব্যয়ো দ্বিজাঃ ॥ ৫৩ ॥ সর্ব্বত্র কর্ম্মণি বিভুর্বীজভূতঃ সনাতনঃ। অগ্নিরূপেণ চ হবিঃ সমিদাদি প্রকল্পিতম্ ॥ ৫৪ ॥ আদায় কর্ম্ম সকলং করোতি চ দদাতি চ। শাক্তশাম্ভবসৌরাদিসর্ব্বকর্ম্মস্বয়ং বিধিঃ ॥ ৫৫ ॥ তদ্রূপবিষ্ণুং তং ধ্যায়েন্মন্ত্রো বৈ দ্বাদশাক্ষরঃ। লক্ষ্মীরূপাস্ত তচ্ছক্তিং নৈতেভ্যো বিদ্যতে পরম্ ॥ ৫৬ ॥ এতে ত্রয়ো জগৎসৃষ্টি-স্থিতিনাশনকারণম্। চতুর্ব্বর্গপ্রদাতারো দ্বিজাঃ সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥ ইত্থং সুসংস্কৃতে বহ্নৌ পাকং কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তমাঃ। তদন্নং বা হবির্ব্বাপি বিষ্ণবে ভক্তিতো দদেৎ ॥ ৫৮ ॥ তেন প্রীতো হি ভগবান্ দদাতি বরমুত্তমম্। সর্ব্বান্ কামান্ দদাত্যেব যো যথা কামমিচ্ছতি ॥ ৫৯ ॥ অয়ং বঃ কথিতো বিপ্রা বিধির্বৈষ্ণবকর্ম্মণি। যত্র যত্র ভবেৎ কর্ম্ম তত্র তত্র ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৬০ ॥ পাকাঙ্গত্বাদয়ং বহ্নেঃ সংস্কারঃ প্রত্যহং ভবেৎ ॥ ৬১ ॥ অহোরাত্রোদিতং কর্ম্ম একমেব হরের্যতঃ। অতো ন পাকভেদোঽস্তি প্রতিপাকাবৃতির্ন চ ॥ ৬২

ইতি শ্রীস্কান্দে উত্তরায়ণোৎসববিধিকথনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে, পরে অক্ষয্য-সংস্কারান্তে আজ্যারাজ্য হোম করিয়া অগ্নিকে এইরূপ চিন্তা করিবে,—অগ্নিদেব সুবর্ণবর্ণে দেদীপ্যমান হইতেছেন, তদীয় মস্তকে সমুজ্জ্বল জটাজাল শোভা পাইতেছে এবং তিনি হস্তচতুষ্টয়ে ইষ্ট, শক্তি, স্বস্তিক ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। মুনিগণ! গর্ভাধানাদি বিবাহান্ত যে সকল কার্য্য, তত্তৎপ্রত্যেক কার্য্যেই দ্বাদশসংখ্যক পৃথক্ আজ্যাহুতি দান করা বিধেয়। কর্ম্মবিশেষে অগ্নির পৃথক্‌রূপ নামকরণপূর্ব্বক "বৈষ্ণবায়য়ে নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির অর্চ্চনা করিবে। পরে বারচতুষ্টয় স্রুবপূর্ণ আজ্য লইয়া স্রুক্ নামক পাত্রে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে কর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনার্থ পূর্ণাহুতি দিবে। বিপ্রগণ! অগ্নিকে কদাচ বিষ্ণু হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করা উচিত নহে। দ্বিজগণ! অখিল জগতের অন্তর্যামী এবং জীবস্বরূপ সেই অব্যয় সনাতন সর্ব্বনিয়ন্তা হরিই নিখিল কার্য্যের অগ্নিরূপে প্রদত্ত ঘৃতসমিদাদি গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্ম সকল করেন এবং কর্ম্মকর্ত্তাকে অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন। মুনিগণ! শাক্ত, শৈব ও সৌরাদি সমুদয় কার্য্যেই এইরূপ বিধি জানিবেন। দ্বিজগণ! এতাদৃশ সেই বিষ্ণু, এবং লক্ষ্মীরূপা তদীয় শক্তিকে সততই সকলের ধ্যান করা কর্ত্তব্য; কারণ, উক্ত বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এবং দ্বাদশাক্ষর যে বিষ্ণুমন্ত্র, এই ত্রিতয় হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। সত্য বলিতেছি, উক্ত ত্রিতয়ই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মূল কারণ এবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে অগ্নিকে সুসংস্কৃত করিয়া তাহাতে পাক করিবে এবং ভক্তিভাবে সেই অন্ন বা ঘৃত ভগবান্ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিবে। ইহাতে ভগবান্ প্রীত হইয়া নিশ্চয়ই অত্যুত্তম বর প্রদান করেন এবং যেরূপ ইচ্ছা করে, অবশ্যই তাহার সমুদয় কামনা পূর্ণ করিয়া দেন। বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট বিষ্ণুপ্রীতিকর কার্য্যের বিধান বলিলাম। যে যে স্থানেই বিষ্ণুর প্রীতিপ্রদ কার্য্য আচরিত হইবে, সেই সেই স্থানে এইরূপ বিধি অনুসৃত হইবে সন্দেহ নাই। ঈদৃশ বহ্নিসংস্কার পাকের অঙ্গ বলিয়া প্রত্যহই এইরূপ সংস্কার করিতে হইবে, কেবল এক অহোরাত্র মধ্যে ভগবান্ হরির যে সকল কার্য্য কথিত হইয়াছে, তাহা একই কার্য্য বলিয়া তাহাতে পাকের বিভিন্নতা নাই, এজন্য প্রতিপাককালে আর অগ্নি সংস্কার করিতে হয় না। ৪২—৬২।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। ফাল্গুনে মাসি কুর্ব্বীত দোলারোহণমুত্তমম্। যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো লোকানুগ্রহণায় বৈ ॥ ১ ॥ প্রত্যর্চ্চাং দেবদেবস্য গোবিন্দাখ্যাং তু কারয়েৎ। প্রাসাদপুরতঃ কুর্য্যাৎ ষোড়শস্তম্ভমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ২ ॥ চতুরস্রং চতুর্দ্বারং মণ্ডপং বেদিকান্বিতম্। চারুচন্দ্রাতপং মাল্যচামরধ্বজশোভিতম্ ॥ ৩ ॥ ভদ্রাসনং বেদিকায়াং শ্রীপর্ণীকাষ্ঠনির্ম্মিতম্। ফল্গুৎসবং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চাহানি ত্র্যহানি বা ॥ ৪ ॥ ফাল্গুন্যাঃ পূর্ব্বতো বিপ্রাশ্চতুর্দ্দশ্যাং নিশামুখে। বহ্ন্যুৎসবং প্রকুর্ব্বীত দোলামণ্ডপপূর্ব্বতঃ ॥ ৫ ॥ গোবিন্দানুগৃহীতং তু যাত্রাঙ্গং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্। আচার্য্যবরণং কৃত্বা বহ্নিং নির্ম্মন্থনোদ্ভবম্ ॥ ৬ ॥ ভূমিং সংস্কৃত্য বিধিবৎ তৃণরাশিং মহোচ্ছ্রিতম্। সপণ্ডং কারয়িত্বা তু বহ্নিং তত্র বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৭ ॥ পূজয়িত্বা বিধানেন কুষ্মাণ্ডবিধিনা হুনেৎ। গোবিন্দং পূজয়িত্বা তু ভ্রাময়েৎ সপ্তধা বিভুম্ ॥ ৮ ॥ তস্মিন্ কালে হরিং দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্নাত্তং রক্ষয়েদ্বহ্নিং যাবদ্‌যাত্রা সমাপ্যতে ॥ ৯ ॥ প্রান্তযামে চতুর্দ্দশ্যাং গোবিন্দপ্রতিমাং শুভাম্। বাসয়িত্বা হরেরগ্রে পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১০ ॥ উপচারাবশিষ্টৈস্তু প্রত্যর্চ্চামপি পূজয়েৎ। ততোঽহবরোপ্য বসনং মালাঞ্চ দ্বিজসত্তমাঃ। অর্চ্চায়াং বিষ্বক্‌সেনমন্ত্রী পরংজ্যোতির্বিভাবয়ন্ ॥ ১১ ॥ ততঃ সা প্রতিমা সাক্ষাজ্জায়তে পুরুষোত্তমঃ। রত্নান্দোলিকয়া তাং বৈ নয়েৎ স্নানস্য মণ্ডপম্ ॥ ১২ ॥ নানাতূর্য্যনিনাদৈশ্চ শঙ্খধ্বনিপুরঃসরম্। জয়শব্দৈস্তথা স্তোত্রৈঃ পুষ্পবৃষ্টিভিরেব চ ॥ ১৩ ॥ ছত্রধ্বজপতাকাভিশ্চামরৈর্ব্যজনৈস্তথা। নিরন্তরং দীপিকাভিস্তদা কুর্য্যান্মহোৎসবম্ ॥ ১৪ ॥ আগচ্ছন্তি তদা দেবাঃ পিতামহপুরোগমাঃ। দ্রষ্টুমৃষিগণৈঃ সার্দ্ধং গোবিন্দস্য মহোৎসবম্ ॥ ১৫ ॥ ভদ্রাসনেঽধিবাস্যৈনং পূজয়েদুপচারকৈঃ। মহাস্নানস্য বিধিনা

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! ফাল্গুন মাসে ভগবানের দোলারোহণরূপ অত্যুত্তম উৎসব করিবে, ভগবান্ গোবিন্দ জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থই দোলারোহণে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। উক্ত উৎসবার্থ দেবদেবের গোবিন্দনামক প্রতিমূর্ত্তি গঠন করাইবে এবং জগন্নাথ দেবের প্রাসাদ-সম্মুখে ষোড়শস্তম্ভযুক্ত, চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্বার ও মধ্যস্থলে বেদিকাশোভিত, চতুষ্কোণ ও সমুন্নত একটী দোলামণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইবে, ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ এবং চতুর্দ্দিকে মাল্য, চামর ও ধ্বজাদি দ্বারা সুশোভিত করাইবে। বেদিকামধ্যে শ্রীপর্ণীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ভদ্রাসন সজ্জিত করিতে হইবে। বিপ্রগণ! উক্ত উৎসবে পঞ্চ বা ত্রিদিবস ফল্গুৎসব করিবে এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বদিবস চতুর্দ্দশীতে প্রদোষকালে দোলামণ্ডপের পূর্ব্বভাগে বহ্ন্যুৎসব করিবে। দোলযাত্রাঙ্গ উক্ত বহ্ন্যুৎসব ভগবান্ গোবিন্দের পরমপ্রিয় বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। অগ্রে আচার্য্যবরণপূর্ব্বক নির্ম্মল কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উত্তোলন করিবে, পরে বিধিবৎ ভূমি সংস্কারপূর্ব্বক অত্যুচ্চ তৃণরাশির মধ্যে মেষ পশু স্থাপন করিয়া সেই তৃণস্তূপমধ্যে পূর্ব্বোক্ত অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে যথাবিধি অগ্নির অর্চ্চনাপূর্ব্বক কুষ্মাণ্ডবিধি অনুসারে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর, ভগবান্ গোবিন্দকে পূজা করিয়া সপ্তবার অগ্নিভ্রমণ করাইবে। ১—৮। মুনিগণ! তৎকালে ভগবান্ হরিকে দর্শন করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যাবৎকাল ভগবানের দোলযাত্রা সমাপ্ত না হয়, তাবৎকাল সেই অগ্নিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দ্বিজসত্তমগণ! তৎপরে সাধক, উক্ত চতুর্দ্দশীর শেষ প্রহরে ভগবান্ হরির সম্মুখে সুগঠিত গোবিন্দ-প্রতিমা স্থাপিত করিয়া হরিকে পূজা করিবে এবং অবশিষ্ট উপচার দ্বারা সেই গোবিন্দপ্রতিমার অর্চ্চনান্তে পুরুষোত্তমের অঙ্গ হইতে প্রদত্ত বসন ও মাল্য লইয়া পরম জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্‌কে ভাবনা করত প্রতিমাকে পরিধান করাইবে। ঐরূপ করা হইলেই সেই প্রতিমা সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম-স্বরূপ হইবেন। অনন্তর সেই প্রতিমাকে রত্ন-দোলায় আরোহণ করাইয়া স্নানমণ্ডপে লইয়া যাইবে। ঐ সময়ে শঙ্খধ্বনির সহিত নানাপ্রকার বাদ্য-বাদন, জয়ধ্বনি, স্তোত্রপাঠ, পুষ্পবৃষ্টি, ছত্র ও ধ্বজ-পতাকা-উত্তোলন, চামর-ব্যজন-বীজন এবং নিবিড়ভাবে শ্রেণীবদ্ধ দীপমালায় মহোৎসব করা কর্ত্তব্য। তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ গোবিন্দদেবের সেই মহোৎসবদর্শনার্থ ঋষিগণের সহিত অলক্ষিতভাবে তথায় আগমন করিয়া থাকেন। অনন্তর গোবিন্দকে ভদ্রাসনে সংস্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি উপচারে অর্চ্চনা

স্নাপনং তত্র কারয়েৎ ॥ ১৬ ॥ পঞ্চামৃতৈশ্চ সর্ব্বৈস্তু তেষামন্যতমেন বা। স্নাপয়েদ্গন্ধতোয়েন শ্রীসূক্তেনাভিষেচয়েৎ ॥ ১৭ ॥ সম্প্রোঞ্ছ্য ভূষয়েদ্দেবং বস্ত্রালঙ্কারমাল্যকৈঃ। নীরাজয়িত্বা সম্পূজ্য প্রাসাদং পরিবেষ্টয়েৎ ॥ ১৮ ॥ সপ্তকৃত্বস্ততো দেবং দোলামণ্ডপমানয়েৎ। সুসংস্কৃতায়াং রথ্যায়াং পতাকাতোরণাদিভিঃ ॥ অধোদেশে মণ্ডপং তং সপ্তধা ভ্রাময়েৎ পুনঃ। ঊর্দ্ধদেশে পুনঃ সপ্ত স্তম্ভবেদ্যান্তু সপ্ত বৈ। যাত্রাবসানে চ ততো ভ্রাময়েদেকবিংশতিম্ ॥ ২০ ॥ ইয়ং লীলা ভগবতঃ পিতামহমুখেরিতা। রাজর্ষিণেন্দ্রদ্যুম্নেন কারিতা পূর্ব্বমেব হি ॥ ২১ ॥ ফলপুষ্পাদ্যবনতৈঃ শাখিভিঃ পরিকল্পিতে। বৃন্দাবনান্তরে রম্যে মত্তভ্রমররাবিণি ॥ ২২ ॥ কোকিলালাপমধুরে নানাপক্ষিগণাকুলে। নানোপশোভারচিতে কালাগুরুসুধূপিতে ॥ ২৩ ॥ প্রফুল্লকেতকীষণ্ড-গন্ধামোদিদিগন্তরে। মল্লিকাশোকপুন্নাগচম্পকৈরুপশোভিতে ॥ ২৪ ॥ তৎকাননান্তর্ঘটিতে মণ্ডপে চারুতোরণে। ভূষিতে মাল্যবসনে চামরৈরুপশোভিতে ॥ ২৫ ॥ রত্নখট্টান্দোলিকায়াং তন্মধ্যে বাসয়েৎ প্রভুম্। সরত্নমুকুটং তারহারশোভিতবক্ষসম্ ॥ ২৬ ॥ অনর্ঘ্যরত্নঘটিত-কুণ্ডলোদ্ভাসিতশ্রুতিম্। যথাস্থানং যথাশোভং দিব্যালঙ্কাররঞ্জনম্ ॥ ২৭ ॥ বিকচাম্বুজমধ্যস্থং বিশ্বধাত্র্যা শ্রিয়া যুতম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্ ॥ ২৮ ॥ সুপ্রসন্নং সুনাসাভ্রূপীনবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্ ॥ ২৯ ॥ পুরোদ্যানস্থিতৈর্দেবৈর্ব্রহ্মাদ্যৈর্নতকন্ধরৈঃ। কৃতাঞ্জলিপুটৈর্ভক্ত্যা জয়শব্দৈরভিষ্টুতম্ ॥ ৩০ ॥ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ। হাহাহূহূপ্রভৃতিভিঃ সস্বরং দিব্যগায়নৈঃ ॥ ৩১ ॥ অহম্পূর্ব্বিকয়া নৃত্যগীতবাদিত্রকারিভিঃ। নেত্রাম্বুজসহস্রৈস্তু পূজ্যমানং মুদান্বিতৈঃ ॥ ৩২ ॥ বিকিরদ্ভিঃ সর্ব্বদিক্ষু গন্ধচন্দনজং রজঃ। উপবেশ্যাথ গোবিন্দং পূজয়েদুপচারকৈঃ ॥ ৩৩ ॥

করিবে এবং মহাস্নানবিধানানুসারে স্নান করাইতে হইবে। সমুদয় পঞ্চামৃত বা তাহার অন্যতম দ্বারাও স্নানক্রিয়া করণীয়, এবং শ্রীসূক্ত পাঠে গন্ধ-তোয় দ্বারাও অভিষেক করিতে হইবে। অতঃপর অঙ্গমার্জ্জনপূর্ব্বক বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া নীরাজনা করিবে এবং পরে যথাবিধি পূজা করিয়া সপ্তবার দেবগৃহ প্রদক্ষিণ করাইবে। অনন্তর দোলামণ্ডপে লইয়া যাইবে। তথাকার পথ সুন্দররূপে পরিষ্কৃত ও পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত করিবে। উক্ত দোলামণ্ডপের অধোদেশে সপ্তবার ও ঊর্দ্ধদেশে সপ্তবার এবং স্তম্ভবেদীতে সপ্তবার ভ্রমণ করাইবে, পরে যাত্রাবসানেও ঐরূপ সপ্ত সপ্ত করিয়া একবিংশতিবার ভ্রমণ করাইতে হইবে। ভগবান্ ব্রহ্মা স্বমুখে ভগবানের এই লীলার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নও পূর্ব্বে ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভক্তগণকে অগ্রে ফলপুষ্পাবনত বিবিধ তরুরাজি দ্বারা বিরাজিত, মধুগন্ধোন্মত্ত ভ্রমর-নিকরের গুন গুন ধ্বনিতে, কোকিল-কুলের কর্ণসুখকর কুহূ কুহূ রবে ও নানা প্রকার বিহঙ্গম-নিচয়ের মনোমুগ্ধকর নিনাদে পরিপূর্ণ নানাবিধ সুদৃশ্য দ্রব্যসমূহ দ্বারা সুশোভিত এবং কালাগুরুগন্ধে আমোদিত কল্পিত বৃন্দাবন রচনা করিতে হইবে। প্রফুল্ল কেতকী-কুসুমের শোভন সৌরভে উহার চতুর্দ্দিক্ যেন আমোদিত এবং পুষ্পিত মল্লিকা, অশোক, পুন্নাগ ও চম্পকাদি বৃক্ষে সুশোভিত হয়, এবম্বিধ কল্পিত উদ্যান-মধ্যে মাল্য, পতাকা, চামর ও মনোহর তোরণ দ্বারা সুসজ্জিত মণ্ডপে রত্নখট্টা-সুশোভিত দোলন পীঠ (দোল চৌকী) বিলম্বিত করিয়া তন্মধ্যে ভগবানকে অধিরূঢ় করাইবে। তাঁহার মস্তকে যেন রত্নখচিত মুকুট, বক্ষঃস্থলে রত্নহার, কর্ণযুগলে বহুমূল্য রত্নরাজিবিরাজিত কুণ্ডল এবং যে অঙ্গে যে অলঙ্কার শোভা পায়, তিনি সেই অঙ্গে সেই অলঙ্কার পরিধানে পরম শোভমান হইতেছেন। তিনি, বিশ্বপালিকা কমলার সহিত বিকচ পদ্মাসনে বিরাজ করিতেছেন এবং হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, গলদেশে বনমালা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি অতি প্রসন্ন, নাসিকা ও ভ্রূযুগলাদি অতি সুন্দর এবং সমুজ্জ্বল, বক্ষঃস্থল অতি প্রশস্ত। ব্রহ্মাদি দেবগণ পুর-দ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে অবনতস্কন্ধে ও কৃতাঞ্জলিপুটে জয় শব্দে তাঁহার স্তব করিতেছেন। হাহা হূহূ প্রভৃতি স্বর্গীয় গায়ক গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরঃসকল, এবং কিন্নর, সিদ্ধ ও চারণনিচয় অহংপূর্ব্বিকা সহকারে সানন্দচিত্তে নৃত্যগীত বাদ্য করত তাঁহার চরণকমলে সহস্র সহস্র লোচনাম্বুজ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতেছেন, এবং সর্ব্বদিক্ হইতে তাঁহার সর্ব্বাগ্রে সুগন্ধচন্দনরজোবিকিরণ করিতেছেন, এইরূপ ভাবনা করত গোবিন্দপ্রতিমাকে উপবেশন করাইয়া বিবিধ উপচার দ্বারা

বংশীকূর্দ্দনধারঞ্চ কদম্বতরুমূলগম্। তারহাস্য-বিলাসৈস্ত ক্রীড়মানং বনান্তরে ॥ ৩৪ ॥ গোপীভি-শ্চৈব গোপালৈর্লীলান্দোলিতযানগম্। চিন্তয়িত্বা জগন্নাথং বিকিরেদ্গন্ধচূর্ণকৈঃ ॥ ৩৫ ॥ সকর্পূরৈ রক্তপীত-শুক্লৈর্দিক্ষু সমন্ততঃ। দিব্যবস্ত্রৈর্দিব্যমাল্যৈ-র্দিব্যগন্ধৈঃ সুধূপকৈঃ ॥ ৩৬ ॥ চামরান্দোলনৈর্গানৈঃ স্তুতিভিশ্চ সমর্চ্চিতম্। আন্দোলয়েদ্দোলিকাস্থং সপ্তবারান শনৈঃশনৈঃ ॥ ৩৭ ॥ তদা পশ্যন্তি যে কৃষ্ণং মুক্তিস্তেষাং ন সংশয়ঃ। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং পঞ্চানাং সঙ্ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ ত্রিরেবং দোল-য়েদ্দেবং সর্ব্বপাপাপনোদকম্। ভক্তানুগ্রাহকং পুংসাং ভক্তিমুক্ত্যেককারণম্ ॥ ৩৯ ॥ লীলাবিচেষ্টিতং তস্য কৃত্রিমং সহজং তথা। অহংসঃ সঙ্ক্ষয়করং মূলাবিদ্যাবিনাশকম্ ॥ ৪০ ॥ পশ্যন্ দ্বিতীয়ং হরতি গোহত্যাদ্যুপপাতকম্। ক্ষিণোত্যশেষপাপানি তৃতীয়ে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ দৃষ্ট্বা দোলাস্থিতং-দেবং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। আধ্যাত্মিকৈরাধি-দৈবৈরাধিভৌতৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৪২ ॥ ইমাং যাত্রাং কারয়িত্বা চক্রবর্ত্তী ভবেন্নৃপঃ। ব্রাহ্মণস্তু চতুর্ব্বেদী জ্ঞানবান্ জায়তে ধ্রুবম্। বৈশ্যস্তু ধান্যধনবান্ শূদ্রঃ শুধ্যেত পাতকাৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দোলোৎসববিধির্নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। অত্র বঃ কথয়িষ্যামি ব্রতং সাংবৎসরং শুভম্। সংবৎসরস্যাদিদিনং পৌর্ণ-মাসী তু ফাল্গুনী ॥ ১ ॥ অত্রাদিদেবস্য হরের্মূর্ত্তয়ো দ্বাদশৈব যাঃ। বিষ্ণ্বাদিনামপ্রথিতাঃ প্রতিমাসং প্রপূজয়েৎ ॥ ২ ॥ একৈকাং মূর্ত্তিমেতাসাং মাসেষু দশস্বপি। প্রত্যহং পূজয়েৎ পুষ্পৈ ফলৈর্দ্বাদশ-ভিস্তথা ॥ ৩ ॥ অশোকো মল্লিকা চৈব পাটলী চ

তাঁহার পূজা করিবে। তৎপরে গোবিন্দদেব যেন বৃন্দাবন-বন মধ্যে কদম্বতরুমূলে গোপিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাঁহাদিগের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য-পরিহাসাদি করত ক্রীড়া করিতেছেন এবং বহুল গোপাল ও গোপিকাগণ তাঁহাকে দোলারূঢ় করিয়া ধীরে ধীরে আন্দোলিত করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া জগন্নাথ গোবিন্দের সর্ব্বাঙ্গে কর্পূর-মিশ্রিত গন্ধদ্রব্য চূর্ণ বিকিরণ করিবে। চতু-র্দ্দিকে রক্ত, পীত ও শুক্লাদি বর্ণের পতাকানিচয় উত্তোলিত করাইবে এবং দিব্য ধূপগন্ধ, চামর-বীজন, সঙ্গীত ও স্তুতি পাঠ দ্বারা সম্যক্রূপে অর্চ্চিত সেই দোলাধিষ্ঠিত ভগবান্ গোবিন্দদেবকে ধীরে ধীরে সপ্তবার আন্দোলিত করিবে। তৎকালে সেই দোলমঞ্চাধিষ্ঠিত ভগবান্ কৃষ্ণকে যাহারা দর্শন করে, তাহাদিগের ব্রহ্মহত্যাদি পঞ্চ মহাপাতকও বিদূরিত হয় এবং তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। অনন্তর জনগণের অখিলপাপহারী, ভোগ-মোক্ষের একমাত্র কারণ ও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ-কারী সেই ভগবান্ হরিকে এইরূপ পুনরপি বারত্রয় দোলায়িত করিবে। অকৃত্রিমই হউক আর কৃত্রিমই হউক, ভগবানের সমস্ত লীলা-কার্য্যই অখিল পাপক্ষয় কারী ও মূল-অবিদ্যা-বিনাশক সন্দেহ নাই। মুনিগণ! ভগবানের দোলোৎসবের দ্বিতীয়াঙ্ক দোলাধি-রোহণ সন্দর্শন করিলে গোহত্যাদি যাবতীয় উপ-পাতক দূরীভূত হইয়া যায় এবং তৃতীয়াঙ্ক দোলন-ক্রিয়া দর্শনে যে অশেষ পাপ বিদূরিত হয়, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, আর দোলাধিরূঢ় গোবিন্দদেবের দর্শনে মানব, সর্ব্বপ্রকার পাপ এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যদি এই দোলোৎসব করেন, তিনি চতুর্ব্বেদে জ্ঞান লাভ করেন, ক্ষত্রিয় করিলে চক্রবর্ত্তী নৃপতি হন, এবং ইহার অনুষ্ঠানে বৈশ্য ধনধান্যবান্ ও শূদ্র পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৯—৪৩।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—তপোধনগণ! এক্ষণে আপনাদিগকে সাংবৎসর ব্রতের বিষয় বলি, শুনুন! সম্বৎসরের আদি দিন যে ফাল্গুনী পূর্ণিমা, সেই দিন হইতে উক্ত ব্রতে ভগবান্ হরির যে বিষ্ণু প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ মূর্ত্তি আছে, প্রতিমাসেই ক্রমিক তাহাদিগের পূজা করিতে হয়। ফাল্গুনাদি দ্বাদশ মাসে হরির দ্বাদশ মূর্ত্তির মধ্যে ক্রমিক এক এক মূর্ত্তিকে ক্রমিক দ্বাদশবিধ পুষ্প ও দ্বাদশবিধ ফল দ্বারা প্রত্যহ পূজা করিবে। অশোক, মল্লিকা, পাটলী, কদম্ব,

ফলকম্ । করবীরং জাতিপুষ্পং মালতী শতপত্র-
কম্ ॥ ৪ ॥ উৎপলঞ্চৈব বাসন্তী কুন্দঃ পুন্নাগকস্তথা।
এতানি ক্রমশো দদ্যাৎ কুসুমানি হরের্মুদে ॥ ৫ ॥
দাড়িমং নারিকেলঞ্চ আম্রঞ্চ পনসস্তথা। খর্জ্জুরং
তৃণরাজঞ্চ প্রাচীনামলকস্তথা ॥ ৬ ॥ শ্রীফলং
নাগরঙ্গঞ্চ ক্রমুকং কামরঙ্গকম্। জাতীফলঞ্চ ক্রমশঃ
ফলান্যেতানি বৈ দদেৎ ॥ ৭ ॥ ভক্ষ্যভোজ্যানি
লেহ্যানি চূষ্যাণি মধুরাণি চ। আসনাদ্যুপচারাংশ্চ
দত্ত্বা স্তুত্বা জগদ্‌গুরুম্ ॥ ৮ ॥ সর্ব্বব্যাপিন্ জগন্নাথ
ভূতভব্যভবৎপ্রভো। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণো
সংসাগরাৎ ॥ ৯ ॥ একার্ণবজলে রৌদ্রে নিরালম্বে
পুরা মধুম্। ত্বমবধীর্বিশ্বরক্ষার্থং মধুসূদন রক্ষ মাম্ ॥
১০॥ ত্রীন্ বিক্রমান্ ক্রমিত্বা যো হত্বা দৈত্যবলং মহৎ।
ত্রৈলোক্যং পালয়ামাস ত্রিবিক্রম নমোঽস্তু তে ॥ ১১ ॥
ধৃত্বা বামনকং রূপং ঋগ্‌যজুঃসামগর্ভকম্। মোহ-
য়িত্বা ভূতরূপং তস্মৈ মায়াবিনে নমঃ ॥ ১২ ॥ যঃ
শ্রিয়ং ধারয়েন্নিত্যং হৃদি ভক্তেভ্য এব চ। সদা-
ত্যাপি শ্রিয়ং তস্মৈ শ্রীধরায় নমোঽস্তু তে ॥ ১৩ ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাতা যঃ সর্ব্বেষাং সদা ধ্রুবম্। মুক্ত্যে-
কহেতো ভক্তানাং হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে ॥ ১৩ ॥
যন্নাভিপদ্মসম্ভূতং জগদেতচ্চরাচরম্। বিধাতু-
রাসনং নিত্যং পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে ॥ ১৪ ॥
যস্যৈতৎ ত্রি গৈর্বদ্ধং শরীরং সার্ব্বলৌকিকম্।
দাম্না বদ্ধঃ স গোপ্যাপি দামোদর নমোঽস্তু তে ॥
১৫ ॥ ত্রৈলোক্যবিপ্লবকরং হতবান্ কেশিদানবম্।
ঈশিতা সর্ব্বসৌখ্যানাং ত্রাহি কেশব মাং সদা ॥ ১৬ ॥
যস্ত্বং সসর্জ্জ ভূতানি জগতামাদিকারণম্। অচিন্ত্য-
মহিমন্ বিষ্ণো নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ১৮ ॥ মায়য়া
যস্য বিশ্বং বৈ মোহিতং যদনাদ্যয়া। সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপায়
মাধবায় নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥ জ্ঞানিনাং জ্ঞানগম্যস্ব-

করবীর, জাতী, মালতী, শতপত্র, উৎপল, বাসন্তী, কুন্দ ও পুন্নাগ এই দ্বাদশবিধ পুষ্প ক্রমিক দ্বাদশ মাসে হরির প্রীত্যর্থ দান করা বিধেয়। দাড়িম' নারিকেল, আম্র, পনস, খর্জ্জুর, তাল, পক্ক আমলক, শ্রীফল, নাগরঙ্গ, গুবাক, কামরঙ্গ (কামরাঙ্গা), ও জাতীফল (জায়ফল) এই দ্বাদশবিধ ফল দ্বাদশ মাসে ক্রমে ক্রমে দান করিবে। প্রতিদিন সুমধুর ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চূষ্য প্রভৃতি নানা-প্রকার খাদ্য বস্তু এবং আসনাদি উপচার দানান্তে জগদ্‌গুরু জগন্নাথ দেবকে স্তব করিয়া এইরূপে প্রার্থনা করিবে,—হে সর্ব্বব্যাপিন্। হে জগন্নাথ! আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাবতীয় বিষয়েরই প্রভু, সুতরাং আপনি ত সকলিই করিতে পারেন, অতএব হে বিষ্ণো! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি আমায় সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ করুন। পূর্ব্বে যখন অখিল বিশ্ব একার্ণবময় ছিল, যখন কিছু অবলম্বন ছিল না, সেই ভীষণ সময়ে বিশ্বরক্ষার্থই আপনি মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন, অতএব হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা করুন। হে প্রভো। যাহার অভ্যন্তরে ঋক্ যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ই বিরাজমান, ঈদৃশ বামনদেহ ধারণে আপনি স্বীয় মায়াবলে অখিল ভূতবৃন্দকেই মোহিত করত বিক্রমত্রয় (পাদত্রয়) প্রসারণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ ও বিপুল দৈত্যবল সংহার করিয়া ত্রিলোককে রক্ষা করিয়াছিলেন। হে ত্রিবিক্রম! পরম মায়াবী সেই আপনাকে বারংবার নমস্কার। নাথ! যে আপনি সতত স্বীয় হৃদয়ে দেবীর শ্রীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবঞ্চ ভক্তবৃন্দকেও শ্রীদান করিতেছেন, আমি সেই শ্রীধর আপনাকে নমস্কার করি। দেব! আপনি ভক্তগণের মুক্তিলাভের একমাত্র হেতু, আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়নিচয়ের অধিষ্ঠাতা বলিয়া হৃষীকেশ নামে প্রসিদ্ধ, অতএব হে হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার।১—১৩। হে প্রভো! যে আপনার নাভিপদ্ম হইতেই এই অখিল চরাচর, হে পদ্মনাভ! তাদৃশ আপনাকে নমস্কার! পরিদৃশ্যমান অখিল জীবশরীরই যে আপনার সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে আবদ্ধ, সেই আপনিই আবার লীলা প্রকাশার্থ আপনাকে গোপিকা যশোদার হস্তে দাম (রজ্জু) দ্বারা বদ্ধ করাইয়াছিলেন, অতএব হে দামোদর! আপনাকে নমস্কার! প্রভো। আপনিই সর্ব্বপ্রকার সুখের নিয়ন্তা, আপনি ত্রিলোকবিপ্লবকারী কেশি-নামক দানবকে নিহত করিয়া কেশব নাম ধারণ করিয়াছেন, অতএব হে কেশব! সর্ব্বদা আমায় রক্ষা করুন। নাথ! যে আপনি সমুদয় ভূতগণকে সৃজন করিয়াছেন, এবং একমাত্র যে আপনিই নিখিল জগতের আদি কারণ, হে বিষ্ণো! সেই আপনার মহিমা অচিন্তনীয়, অতএব হে নারায়ণ! নমস্কার করি। যাহারই অনাদি মায়ায় অখিল বিশ্ব বিমোহিত, সেই সর্ব্বধর্ম্ম-স্বরূপ মাধবকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে প্রভো!

গতিহীনানাং গতিপ্রদঃ। সম্পূর্ণমস্তু গোবিন্দ ত্বৎপ্রসাদাদ্ব্রতং মম ॥ ২০ ॥ প্রতিমাসং পূজনান্তে মন্ত্রৈরেতৈঃ কৃতাঞ্জলিঃ। প্রার্থয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ভক্তকান্তং জনার্দ্দনম্ ॥ ২১ ॥ এবং সম্বৎসরং নীত্বা ব্রতং বৈ মূর্ত্তিপঞ্জরম্। সম্পূর্ণফলসিদ্ধ্যর্থং প্রতিষ্ঠাবিধিমাচরেৎ ॥ ২২ ॥ সুবর্ণনির্ম্মিতা বিষ্ণোর্মূর্ত্তয়ো দ্বাদশৈব তু। যথাশক্তিকৃতাঃ স্থাপ্যাঃ কুম্ভেষু দ্বাদশস্বপি ॥২৩॥ তাম্রপাত্রাচ্ছাদিতেষু সাক্ষতেষু পৃথক্ পৃথক্। শ্বেতবস্ত্রাবনদ্ধেষু চারুপল্লবকবারিষু ॥ ২৪ ॥ অষ্টদিক্ষু চতুর্দ্দিক্ষু সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে। স্থাপনীয়াশ্চ তে কুম্ভাস্তেষু পূজ্যাশ্চ মূর্ত্তয়ঃ ॥ ২৫ ॥ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ উপচারৈঃ পৃথক্ পৃথক্। পঞ্চামৃতৈশ্চ স্নপনং সর্ব্বেষামাদিতো দ্বিজাঃ ॥২৬॥ গীতবাদিত্রনৃত্যাদ্যৈস্তথাব্রাহ্মণপূজনৈঃ। বস্ত্রযুগৈর্দ্বাদশভিশ্ছত্রোপানদ্যুগৈস্তথা ॥২৭॥ ব্যজনৈরুপচারৈশ্চ কুম্ভৈঃ শয়নপীঠকৈঃ। গন্ধৈর্ম্মাল্যৈঃ সতাম্বূলৈর্মুদ্রিকাকুণ্ডলৈরপি ॥ ২৮ ॥ প্রদীপাঃ সর্পিষা জ্বাল্যা দ্বাদশ দ্বাদশ ক্রমাৎ। নীত্বা ত্রিযামামিত্থং বৈ প্রভাতে বহ্নিকর্ম্ম চ ॥ ২৯ ॥ সমিদাজ্যচরূণাং বৈ প্রতিদেবং শতত্রয়ম্। অষ্টোত্তরসহস্রন্তু তিলৈরাহুতিভিস্ততঃ ॥ ৩০ ॥ হোমান্তে প্রাশনং কৃত্বা দদ্যাদাচার্য্যদক্ষিণাম্। কপিলা ধেনবো দেয়াঃ সালঙ্কারাশ্চ দ্বাদশ ॥ ৩১ ॥ শতং চতুশ্চত্বারিংশদ্‌ব্রাহ্মণান ভোজয়েত্ততঃ। তং দেববৃন্দং সঘটং সবিতানং সচামরম্। সর্ব্বোপচারসহিতমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ ব্রতরাজমিমং কৃত্বা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ। গুণ্ডিচাদ্যাস্তু যা যাত্রা বিষ্ণোর্দ্বাদশকীর্ত্তিতাঃ। তাসাং দর্শনজং পুণ্যং ব্রতেনানেন লভ্যতে ॥ ৩৪ ॥ ঐন্দ্রং পদং সার্ব্বভৌমং চক্রবর্ত্তিত্বমেব চ। অষ্টৈশ্বর্য্যমবাপ্নোতি দেবদেবপ্রসাদতঃ ॥ ৩৫ ॥ এতন্মহাপুণ্যতমং নারদঃ কৃতবান্ ব্রতম্। কৃত্বা দ্বাদশ বর্ষাণি জীবন্মুক্তোঽভবন্মুনিঃ ॥ ৩৬ ॥

আমি আপনার তত্ত্ব কি জানিব, কারণ আপনাকে জ্ঞানিগণই জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন ; কিন্তু নাথ! আপনি ত গতিবিহীন ব্যক্তিগণের গতিপ্রদ ; অতএব হে গোবিন্দ! আপনার প্রসাদে আমার এই ব্রত সম্পূর্ণ হউক। প্রতিমাসেই পূজাবসানে কৃতাঞ্জলি হইয়া পরম ভক্তিসহকারে উক্ত মন্ত্রনিচয় পাঠ করত ভক্তবৎসল জনার্দ্দনের নিকট উক্ত প্রকার প্রার্থনা করিবে। এইরূপে সংবৎসর কাল অতিবাহনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ ফলসিদ্ধির নিমিত্ত মূর্ত্তিপঞ্জর নামক উক্ত ব্রত যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। উক্ত ব্রতের প্রতিষ্ঠাকালে যথাশক্তি সুবর্ণনির্ম্মিত উক্ত বিষ্ণুর দ্বাদশ মূর্ত্তিকে মনোহর পল্লবসম্বলিত জলপূর্ণ, মুখদেশে সাক্ষত তাম্রপাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, ও শ্বেতবস্ত্রাবৃত দ্বাদশটি কুম্ভোপরি পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্থাপন করিবে এবং ঐ কুম্ভসকলও প্রথম পঙ্‌ক্তিতে অষ্টদিকে অষ্টসঙ্খ্যক ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে চতুর্দ্দিকে চতুঃসঙ্খ্যক এইরূপ নিয়মে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলোপরি স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপে স্থাপিত কুম্ভোপরিস্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তিনিচয়ের পূজা করা বিধেয়। দ্বিজগণ! আদি মূর্ত্তি হইতে সমুদয় মূর্ত্তিরই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ রূপে উপচার দানে অর্চ্চনা করিবে এবং পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। অপিচ, সমুদয় মূর্ত্তির প্রীত্যর্থে নৃত্যগীতবাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে এবং দ্বাদশ মূর্ত্তিকেই বস্ত্রযুগ্ম, ছত্র, পাদুকাযুগল, ব্যজন, কুম্ভ, শয়নপীঠ, গন্ধ, তাম্বুল, মুদ্রিকা ও কুণ্ডলাদি উপচার দ্বারা পূজা করিবে। ১৪—২৮। প্রত্যেকেরই প্রীত্যর্থে তদ্দিবসীয় রাত্রিকালে দ্বাদশ দ্বাদশ ক্রমে গব্য-ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে হইবে। এইরূপে রাত্রি অতিবাহনপূর্ব্বক প্রভাতকালে অগ্নিকার্য্য করিবে। উক্ত অগ্নিকার্য্যে প্রত্যেক দেবতা উদ্দেশে শতত্রয়সঙ্খ্যক সমিৎ, আজ্য ও চরুহোম এবং পরে অষ্টোত্তর সহস্র তিলাহুতি প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ হোমান্তে আচার্য্যকে ভোজন করাইয়া তাঁহাকে সালঙ্কার দ্বাদশটি কপিলা ধেনু দক্ষিণা দিবে। পরে একশত চতুশ্চত্বারিংশৎ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, এবং কুম্ভ, চন্দ্রাতপ ও চামরাদি উপচারের সহিত সেই দ্বাদশ দেব-প্রতিমাই আচার্য্যকে অর্পণ করিবে। মুনিগণ! এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মানব সমুদয় অভীষ্টই প্রাপ্ত হইতে পারে। ভগবান্ বিষ্ণুর যে গুণ্ডিচা-উৎসবাদি দ্বাদশবিধ যাত্রা কীর্ত্তিত আছে, একমাত্র উক্ত ব্রতানুষ্ঠানেই তৎসমুদয় যাত্রা দর্শনেরই পুণ্যফল লব্ধ হইয়া থাকে। অধিক কি, দেবদেবের প্রসাদে সার্ব্বভৌমত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব, অষ্টৈশ্বর্য্য ও ইন্দ্রপদও প্রাপ্ত হইতে পারে। পূর্ব্বে মুনিবর নারদ, দ্বাদশ বর্ষ এই মহাপুণ্যতম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব-

অন্যৈশ্চ বৈষ্ণবা যে বৈ চক্রুস্তে বহুশঃ পুরা। ব্রতং নাতঃ পরতরং ভগবৎপ্রীতিকারকম্॥ ৩৭॥ ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং ব্রাহ্মণং বংশবর্দ্ধনম্। ভবন্তোহপি ব্রতাত্মানঃ কুর্বন্তু ব্রতমক্ষয়ম্॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সংবৎসরব্রতবিধিকীর্ত্তনং নাম ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ। মুনে ব্রতমিদং পুণ্যং শ্রুতং বৈ মুর্ত্তিপঞ্জরম্। অন্তঃপ্রমোদজননং মহিমা চ মহত্তরম্॥ ১॥ যাত্রা দ্বাদশ যাঃ পুণ্যা উদ্দিষ্টা ভগবৎপ্রিয়াঃ। তাসাং দ্বে অবশিষ্টে নঃ কথয়স্ব মহামুনে॥ ২॥ জৈমিনিরুবাচ। বাসন্তিকাং সমাখ্যাস্যে যাত্রাং দমনভঞ্জিকাম্। যস্যাং কৃতায়াং দৃষ্টায়াং প্রীণাতি পুরুষোত্তমঃ॥ ৩॥ পুরা যৎ কথিতং বিপ্রা তৃণং দমনকাহ্বয়ম্। চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যামাহরেৎ তৎ সমূলকম্॥ ৪॥ দেবস্যাগ্রে বিরচিতে মণ্ডপে সাধিবাসিতে। রোপয়েৎ সৈকতে তস্য মধ্যং ত্যক্ত্বা সমন্ততঃ॥ ৫॥ তন্মধ্যে মণ্ডলং কুর্য্যাৎ সুশুভং পদ্মসংজ্ঞিতম্। তদন্তর্বাসয়েদ্দেবং প্রত্যর্চ্চাং প্রতিপূজিতাম্॥ ৬॥ যুক্তাং শ্রীসত্যভামাভ্যাং পূজয়েদ্বিধিবচ্চ তাঃ। অর্দ্ধরাত্রে তু কর্ম্মেদং দেবদেবস্য কারয়েৎ॥ ৭॥ পুরা নিশীথে স বিষ্ণুর্বভঞ্জ দমনাসুরম্। ভঙ্ক্ত্বা লেভে পরাং প্রীতিং তদঙ্গোত্থঞ্চ তৎতৃণম্॥ ৮॥ তস্যামেব ত্রয়োদশ্যাং তৃণং দৈত্যং বিভাবয়ন্। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বাক্যঞ্চেদমুদীরয়েৎ॥ ৯॥ অবধীদ্দমনং দৈত্যং পুরা ত্রৈলোক্যকণ্টকম্। স এবেত্থং পরিণতঃ পুরতস্তব তিষ্ঠতি॥ ১০॥ অস্যোৎপত্তৌ তদা প্রীতিরাসীদ্যা তব মাধব। অধুনাপি তথৈবাস্তাং প্রীতির্দমনভঞ্জনে॥ ১১॥ ইত্যুক্ত্বা তৃণমেকন্তু করে দেবস্য দাপয়েৎ। ততোহবশিষ্টাং রাত্রিন্তু নৃত্যগীতাদিভির্নয়েৎ॥ ১২॥ ততশ্চাভ্যুদিতে

কালে অন্যান্য বহুল বৈষ্ণবগণই এই ব্রত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাপেক্ষা ভগবানের প্রীতিপ্রদ উৎকৃষ্টতর ব্রত আর নাই। ইহার অনুষ্ঠানে যশ, আয়ুঃ, ব্রহ্মতেজঃ ও বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া ইহা অতীব প্রশংসনীয় ব্রত; অতএব আপনারাও সংযতাত্মা হইয়া এই অক্ষয়-ফলজনক ব্রতের অনুষ্ঠান করুন। ২৯—৩৮।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—মুনে! আপনার মুখে চিত্ত-প্রমোদকর মহামহিমপূর্ণ পবিত্র মুর্ত্তিপঞ্জর ব্রতের বিষয় শুনিলাম, কিন্তু হে মহামুনে! ভগবৎপ্রিয় যে দ্বাদশবিধ যাত্রার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদিগের দুইটি বলিতে অবশিষ্ট আছে, অতএব এক্ষণে আমাদিগকে সেই অবশিষ্ট যাত্রাদ্বয়ের বিষয় বলুন। জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! এক্ষণে তবে দমনভঞ্জিকা নামক বসন্তকালীন যাত্রার কথা বলি শুনুন, উহার অনুষ্ঠানে বা দর্শনেও ভগবান্ পুরুষোত্তম পরম প্রীত হইয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বে যে দমকনামক তৃণের বিষয় কহিয়াছি, চৈত্রমাসীয় শুক্লতৃতীয়াতে ঐ তৃণসমূহ আহরণ করিবে। অনন্তর ভগবান্ জগন্নাথদেবের সম্মুখভাগে বিরচিত সাধিবাসিত বালুকাময় মণ্ডপের মধ্য স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে সেই তৃণ রোপণ করিতে হইবে এবং মধ্যস্থলে সুন্দর পদ্মমণ্ডল রচনা করিয়া তন্মধ্যে লক্ষ্মী ও সত্যভামার প্রতিমুর্ত্তির সহিত প্রতিপুজিত বিষ্ণুপ্রতিমা স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি পুজা করিবে। দেবদেবের প্রীতিকর এতৎসমুদয় অর্দ্ধ রাত্রিকালে করণীয়। কারণ, পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু নিশীথ সময়েই দমনাসুরকে দলিত করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐ তৃণও সেই অসুরের শরীর হইতে সম্ভূত হয়। চৈত্রমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে সেই অসুরবর নিহত হইয়াছিল বলিয়া সেই দৈত্যরূপে ভাবনা করত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্‌কে এইরূপ বাক্য কহিবে,—প্রভো! আপনি যে পূর্ব্বে ত্রিলোককণ্টক দমন-দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই দানবই এই তৃণরূপে পরিণত হইয়া আপনার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে। হে মাধব! তৎকালে ইহার উৎপত্তিতে আপনার যেরূপ প্রীতি হইয়াছিল, এক্ষণেও এই দমন-তৃণভঞ্জনে তাদৃশী প্রীতি আছে। ১—১১ এই কথা বলিয়া ভগবানের কাছে একগাছি তৎতৃণ প্রদান করিবে। অনন্তর নৃত্য গীতাদি দ্বারা রাত্রির অবশিষ্টাংশ অতিবাহন করিতে হইবে। দ্বিজসত্ত-

স্থাপ্য দেবং তৃণপুরঃসরম্। নয়েৎ শ্রীজগদীশস্য সমীপং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১৩॥ উপচারৈর্জগন্নাথং পূর্ব্ববৎ পূজয়েত্ততঃ॥ ১৪॥ হিরণ্যকশিপুং হত্বা হ্যক্ষমালাং তদঙ্গজাম্। ধৃত্বা কণ্ঠে যথা প্রীতিস্তথেদং দমনং তৃণম্॥ ১৫॥ তব প্রীত্যৈ তু ভগবন্ ময়া দত্তং তবাঙ্গকে। ইত্যুচ্চার্য্য হরের্মূর্দ্ধ্নি দদ্যাদ্গন্ধতৃণং শুভম্॥ ১৬॥ তদা দৃষ্ট্বা হরের্বক্ত্রপদ্মং প্রীততরং মুদা। ভবদুঃখার্ণবক্ষীণঃ সুখমাপ্নোত্যনুত্তমম্॥ ১৭॥ গৃহীত্বা মূর্দ্ধ্নি তচ্ছাখাং বিষ্ণুমূর্দ্ধোপকর্ষিতাম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বসেদ্বিষ্ণুপুরে ধ্রুবম্॥ ১৮॥ (১) অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যাত্রামক্ষয়মোক্ষদাম্। অনায়াসেন মূঢানাং বাসনাবদ্ধচেতসাম্॥ ১৯॥ বৈশাখস্যামলে পক্ষে দ্বিতীয়ারাত্রিমধ্যতঃ। মণ্ডলঞ্চ চতুষ্কোণং সুধালিপ্তং সুবেদিকম্॥ ২০॥ সুধৌতবাসসা কুর্য্যাৎ সুপ্রসন্নং সমন্ততঃ। সাধুসোপানসংযুক্তং চারুচন্দ্রাতপান্বিতম্॥ ২১॥ তন্মধ্যে বিন্যসেদ্রত্নং সাধুভদ্রাসনোত্তমম্। তস্মিন্নিচোলসঙ্গন্নে বিন্যসেৎ স্বর্ণভাজনম্॥ ২২॥ তস্য পশ্চিমভাগে বৈ ব্রাহ্মণঃ স্বাসনঃ শুচিঃ। পাত্রান্তরে তু গৃহ্নীয়াচ্চন্দনং পলবিংশতিম্॥ ২৩॥ সুপিষ্টং কৃষ্ণলোহস্য গৃহ্নীয়াৎ ষট্পলাধিকম্। অগুর্ব্বর্দ্ধং কুঙ্কুমং স্যাৎ কুঙ্কুমার্দ্ধন্তু সিহ্লকম্॥ ২৪॥ কস্তূরিকা কর্পূরয়োঃ প্রমাণং সিহ্লসংস্থিতম্। সর্ব্বমেকত্র সম্পিষ্যাৎ পঞ্চতীর্থস্য বারিণা॥ ২৫॥ পলদ্বয়ং ততো দদ্যাদগুরুস্নেহমুত্তমম্। একত্রালোড়িতং কৃত্বা পূর্ব্বপাত্রে নিধাপয়েৎ॥ ২৬॥ আচ্ছাদ্য কেতকীপত্রৈর্বেষ্টয়েচ্চীনবাসসা। গন্ধাংস্ত সোমমন্ত্রেণ রক্ষেদ্গরুড়মুদ্রয়া॥ ২৭॥ এবন্তু মণ্ডপে তস্মিন্ সাধিবাসং নিধাপয়েৎ। অরুণোদয়কালে তু নয়েৎ কৃষ্ণস্য সন্নিধিম্॥ ২৮॥ শঙ্খচামরচ্ছত্রাদ্যৈর্ভ্রাময়িত্বা সুরালয়ম্। দেবাগ্রে স্থাপয়িত্বা চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্॥ ২৯॥ উদ্ঘাটয়েত্ততো বস্ত্রং দিব্যদৃষ্টাবলোকয়েৎ। প্রোক্ষিতং মন্ত্ররাজেন

গণ। অতঃপর সূর্য্যোদয় হইলে, প্রতিমাকে তত্তৃণপুরঃসর জগদীশ্বর জগন্নাথ দেবের সমীপে লইয়া যাইবে এবং জগন্নাথদেবকে পূর্ব্ববৎ যথাবিধি বিবিধ উপচারে অর্চ্চনাপূর্ব্বক এইরূপ কহিবে,—ভগবন্! পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপুকে সংহারান্তে তদীয় শরীর-সম্ভূত অক্ষমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া আপনার যেরূপ প্রীতি হইয়াছিল, এই দমনক তৃণেও তাদৃশ প্রীতি জন্মিবে বিবেচনায় আপনার প্রীত্যর্থে ভবদীয় অঙ্গে আমি প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া ভগবানের মস্তকে শুভ গন্ধতৃণ প্রদান করিবে। মানব, তৎকালে সানন্দে ভগবানের প্রীতিপ্রফুল্ল বদনারবিন্দ দর্শন করিলে, ভবদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়, এবং ভগবানের মস্তক হইতে সেই তৃণশাখা গ্রহণপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিলে, সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিঃসন্দেহ বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। তপোধনগণ! অতঃপর বাসনাবদ্ধচিত্ত মূঢ় মানবগণেরও অনায়াসে অক্ষয় মোক্ষদায়িনী যাত্রার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে অর্দ্ধরাত্রি কালে মধ্যস্থলে সুধালিপ্ত মনোহর বেদিকা, ঊর্দ্ধে রমণীয় চন্দ্রাতপ এবং সুন্দর সোপানশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া সুন্দররূপে ধৌত বস্ত্র দ্বারা তাহার চতুর্দ্দিক্ সুন্দররূপে আচ্ছাদন করিবে।১২-২১। অনন্তর তন্মধ্যে রত্ন-খচিত পরম সুন্দর ভদ্রাসন বিন্যস্ত করিয়া তাহা বস্ত্র দ্বারা প্রাবৃত করিবে, পরে তদুপরি স্বর্ণপাত্র স্থাপন করিবে। উহার পশ্চিমভাগে ব্রাহ্মণ শুচি হইয়া সুন্দর আসনে উপবেশনপূর্ব্বক কৃষ্ণলোহনির্ম্মিত পাত্রান্তরে বিংশতিপলপরিমিত সুন্দররূপে পিষ্ট চন্দন, ষট্পলাধিক অগুরু, তদর্দ্ধ কুঙ্কুম, কুঙ্কুমার্দ্ধ সিহ্লক এবং ঐ সিহ্লকপরিমিত কস্তূরিকা ও কর্পূরচূর্ণ লইয়া পঞ্চতীর্থজল দ্বারা সমুদয় একত্র পেষণ করিবে। তৎপরে তাহাতে পলদ্বয়পরিমিত উত্তম অগুরুস্নেহ প্রদান করিবে এবং তৎসমস্ত একত্রে আলোড়িত করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিবে। অনন্তর কেতকীপত্র দ্বারা আচ্ছাদন ও চীন বস্ত্রে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক গরুড়মুদ্রা প্রদর্শনে সোমমন্ত্র পাঠ দ্বারা তৎসমুদয় গন্ধদ্রব্যের রক্ষা বিধান করিবে। এইরূপ কার্য্য সমাধানান্তে অধিবাসপুরঃসর সেই মণ্ডলমধ্যে তাহা স্থাপন করিয়া রাখিবে, পরে অরুণোদয় কালে ভগবান্ জগন্নাথ দেবের সন্নিধানে লইয়া যাইবে। তৎকালে শঙ্খধ্বনি, চামর বীজন ও ছত্রধারণাদি সহকৃত দেবালয় ভ্রমণ করাইয়া ভগবানের সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক ভগবান্ পুরুষোত্তমকে যথোচিত পূজা করিবে। অনন্তর আবরণবস্ত্র উদ্ঘাট-

---

(১) অত্রৈবাধ্যায়সমাপ্তিঃ কচিল্লক্ষ্যতে। তন্মতে- ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ। বৈশাখিকযাত্রেত্যাদিঃ পাঠোহবগন্তব্যঃ।

সংস্কৃর্য্যাস্ত্রাতাড়নাদিভিঃ ॥ ৩০ ॥ গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ পূজ্য শ্রিয়ঃ সূক্তেন লেপয়েৎ । শ্রীশস্য সর্ব্বগাত্রে বৈ মৃদুস্পর্শঃ শনৈঃশনৈঃ ॥ ৩১ ॥ বৈষ্ণবা জয়শব্দৈস্ত বর্দ্ধয়ন্তি তদা হরিম্ । নানাসূক্তোপনিষদৈর্বিপ্রাংসঃ সংস্তবন্তি তম্ ॥ ৩২ ॥ বেণুবীণাদিকৈর্নৃত্যগীতবাদ্যৈরনেকশঃ । ব্যজনৈশ্চামরৈশ্ছত্রৈরন্যৈর্নানোপহারকৈঃ । সন্তোষয়েজ্জগন্নাথং তৃতীয়াদৌ বিলেপয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ যস্য চিন্তনমাত্রেণ তাপা নশ্যন্তি দেহিনাম্ । সোহসৌ সন্দর্শনাত্তাপানপহন্তি কিমদ্ভুতম্ ॥ ৩৪ ॥ অচিন্ত্যো মহিমা বিষ্ণোরীদৃক্তাদৃক্তয়া সদা ॥ ৩৫ ॥ ততঃ সূক্ষ্মাম্বরৈর্মাল্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যাদিপানকৈঃ । দ্রব্যৈর্নানাবিধৈর্হৃদ্যৈর্গব্যৈরাবর্ত্তিতৈঃ শুভৈঃ । পুনঃ সম্পূজয়েদ্দেবং তাম্বূলৈশ্চন্দ্রসংস্কৃতৈঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্মিন্ কালে তু যে কৃষ্ণং ভক্ত্যা পশ্যন্তি মানবাঃ । ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৩৭ ॥ বিষ্ণোঃ স্বরূপমাসাদ্য বিষ্ণুলোকে বসন্তি বৈ ॥ ৩৮ ॥ পুরা কলিযুগে বিপ্রা দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ । আধ্যাত্মিকাদিসন্তাপৈঃ সুদীনান্ বীক্ষ্য মানবান্ ॥ ৩৯ ॥ তত্র গত্বা কৃপাযুক্তো মহিমানং চকার বৈ । যথাবিধি ময়া প্রোক্তং যদেব প্রথমং দ্বিজাঃ ॥ ৪০ ॥ প্রলিপ্য চন্দনেনাঙ্গং মাধবামলপঙ্কজে । তৃতীয়ায়াং জগন্নাথং স্তুতিমেতাং মুদা জগৌ ॥ ৪১ ॥ দক্ষ উবাচ । দেবদেব জগন্নাথ সহজানন্দ নির্ম্মল । সংসারার্ণবসম্মগ্নান্ পাহি নঃ পরমেশ্বর ॥ ৪২ ॥ নানাবিধৈশ্চ সন্তাপৈঃ সন্তপ্তান্ মানবানিমান্ । ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা বৈ শুভদৃষ্ট্যমৃতেন চ । সন্তর্পয় তৃণান্ শুষ্কান্ কৃষ্ণমেঘ নমোহস্তু তে ॥৪৩॥ কলিকল্মষসম্মূঢ়ানুদ্ধর্ত্তুং জগতাং পতে । অবতারোহয়মেতস্মিন্নীলাচলগুহান্তরে ॥ ৪৪ ॥ চিরকালপ্ররূঢ়ানাং দুস্ত্যজানাং মহাংহসাম্ । রাশিং দগ্ধুং ত্বমেবেশো দীননাথ কৃপাকর ॥ ৪৫ ॥ ত্বদ্দর্শনমহাযোগে যমাদ্যষ্টাঙ্গবর্জ্জিতে । যেষাং মতিঃ সমুৎপন্না চতুর্ব্বর্গৈকসাধনে । ন তে শোচন্তি দুষ্পারে ভবারণ্যে মহা-

---

নান্তে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন, মন্ত্ররাজ দ্বারা প্রোক্ষণ, তাড়নাদি দ্বারা সংস্কার এবং গন্ধ পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া শ্রীসূক্ত পাঠ করত মৃদুভাবে ধীরে ধীরে ভগবানের সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। ঐ সময়ে ভগবান্ হরিকে বৈষ্ণবগণ জয়ধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা এবং বিদ্বদ্‌ব্রাহ্মণগণ বিবিধ সূক্ত ও উপনিষন্মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিতে থাকিবে। এইরূপে, বেণুবীণাদি বাদ্যের সহিত নানা প্রকার নৃত্য, গীত এবং ব্যজন, চামর, ছত্র ও অন্যান্য বিবিধ উপহার দ্বারা জগন্নাথ দেবের সন্তোষ সাধনপূর্ব্বক তৃতীয়া তিথির প্রথম ভাগেই উত্তমরূপ বিলেপন করা বিধেয়। মহর্ষিগণ! যাঁহার স্মরণমাত্রেই দেহিগণের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তিরোহিত হইয়া যায়, সেই ভগবান্‌কে তৎকালে সন্দর্শন জন্য সেই ত্রিতাপ বিদূরিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বস্তুতঃ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারেই ভগবান্ বিষ্ণুর মহিমা অচিন্তনীয়। অতঃপর নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র, মাল্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য, পেয়, এবং গব্যদ্রব্যসম্ভূত নানাপ্রকার সুস্বাদ ও শুভ খাদ্য দ্রব্য ও কর্পূরসুবাসিত তাম্বূল দ্বারা পুনরায় জগন্নাথ দেবের পূজা করিবে। তৎকালে যে সকল মানব ভক্তি সহকারে ভগবান্ কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিতে পারে, শত শত কোটি কল্পেও তাহাদিগের আর সংসারে আসিতে হয় না। তাহারা বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে।২২—৩৮। হে বিপ্রবর্গ! পূর্ব্বে দক্ষ নামক প্রজাপতি কলিযুগে অখিল মানবগণকেই আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়ে প্রপীড়িত দর্শনে, কৃপা-পরবশ হইয়া শ্রীক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক যে মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, দ্বিজগণ! আমি তাহা প্রথমেই যথাবিধি ব্যক্ত করিয়াছি। তিনি বৈশাখ মাসের উক্ত শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়াতে সানন্দে জগন্নাথদেবের সর্ব্বাঙ্গ বিলেপনপূর্ব্বক এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন। ৩৯—৪১। হে দেবদেব জগন্নাথ! আপনাতে কোন প্রকারই মালিন্য নাই, আপনি সহজ আনন্দময়; অতএব হে পরমেশ্বর! সংসারার্ণবনিমগ্ন আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। হে কৃষ্ণমেঘ! আমার প্রতি দয়াপ্রকাশ বুদ্ধিতে নানাপ্রকার সন্তাপে সন্তপ্ত শুষ্ক তৃণপুঞ্জপ্রায় এই মানবগণকে অমৃতবর্ষণোপম শুভদৃষ্টিপাতে পরিতৃপ্ত করুন; আপনাকে নমস্কার। হে অখিল জগৎপতে! কলিকল্মষসম্মূঢ় জীবগণকেও উদ্ধারার্থই ত এই নীলাচলগুহায় এইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে দীননাথ! হে কৃপাময়! বহুকল্পসম্ভূত দুশ্ছেদ্য মদীয় পাপরাশিকে দগ্ধ করিতে আপনিই সক্ষম। হে প্রভো! মহাযোগের মহাক্লেশসাধ্য যমাদি অষ্টাঙ্গ-বিবর্জ্জিত, অথচ চতুর্ব্বর্গৈকসাধন ত্বদীয় দর্শনরূপ মহাযোগে যাহাদিগের বাসনা জন্মে, তাহাদিগকে কদাচ মহাভয়পূর্ণ দুষ্পার ভবা-

ভয়ে॥ ৪৬ ॥ কর্ম্মানপেক্ষং দেবেশ নাত্মজ্ঞানং বিমোচকম্। ইদন্তে দর্শনং নাথ বিনা কর্ম্মাপি মোচয়েৎ॥ ৪৭॥ জয় কৃষ্ণ জয়েশান জয়াক্ষর জয়া-ব্যয়। প্রসীদানুগৃহাণেমান্ দীনান্ মূঢ়ান্ বিচেতসঃ॥ ৪৮॥ ইতি স্তুত্বা দণ্ডপাতং পপাত চরণাম্বুজে। প্রসীদেশ প্রসীদেশ প্রসীদেশেতি ঘোষয়ন্॥ ৪৯॥ ততো জগাদ ভগবান্ সুস্বরেণ প্রজাপতিম্। উত্তিষ্ঠ বৎস তে দত্তং দুর্লভং যদ্বরং ত্বয়া॥ ৫০॥ কাঙ্ক্ষিতং মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। মদনুগ্রহোহল্প-পুণ্যানাং দুর্লভো বিদিতস্ত্বয়া॥ ৫১॥ মদঙ্গজাতোহসি ভবান্ মাঞ্চ প্রার্থিতবানসি। মমোৎসবেন সন্তোষ্য তত্তস্তে প্রদদাম্যহম্॥ ৫২॥ ইমামক্ষয়যাত্রাং যে ভক্ত্যা পশ্যন্তি হর্ষিতাঃ। তস্মিন্ কালে যদিচ্ছন্তি মনসা তদবাপ্নুয়ুঃ॥ ৫৩॥ যথা সন্তাপহরণং চন্দনে-নানুলেপনম্। তথোৎসবোহয়ং মে হ্যত্র সন্তাপত্রয়-নাশনঃ॥ ৫৪॥ মৎপ্রেরিতমতিস্ত্বং হি উৎসবং কৃতবানসি। সঙ্কল্পিতোহয়ং মনসা দীনোদ্ধৃত্যৈ সদাধুনা। ত্বয়াভিকাঙ্ক্ষিতং সর্ব্বং দাস্যাম্যেব প্রজা-পতে॥ ৫৫॥ দ্বাদশৈতা মহাযাত্রা গুণ্ডিচাদ্যাস্তু পাবনাঃ। একৈকা মুক্তিদাঃ সর্ব্বা ধর্ম্মকামার্থবর্দ্ধনাঃ॥ ৫৬॥ তাসামেকতমাং বাপি যদি ভক্ত্যাবলোকয়েৎ। একয়াপি ভবাব্ধিং স তীর্ত্বা বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ॥ ৫৭॥ জৈমিনিরুবাচ। ইত্যুদীর্য্য জগন্নাথো ভগবান্ স তিরোদধে॥ ৫৮॥ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ সোহপি শ্রদ্দধানস্তদাজ্ঞয়া। সংবৎসরং গিরৌ স্থিত্বা সন্দদর্শ মহোৎসবান্॥ ৫৯॥ সর্ব্বজ্ঞো ব্রাহ্মণো ভূত্বা কৌৎসস্য স্বকুলোত্তমঃ। লোকান্ প্রবর্ত্তয়ামাস যথাবিধি মহেষু সঃ॥ ৬০॥ বিশ্বাসায়াল্প-বুদ্ধীনাং যাত্রা যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। অয়ঞ্চ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মরূপী জগদ্গুরুঃ। প্রসাদিতঃ সুরেশেন লোকানুগ্রহণায় বৈ॥ ৬১॥ যদা তদা দৃষ্টিপথং

রণ্যে শোক করিতে হয় না। হে দেবেশ! কর্ম্ম ভিন্ন কখন সংসারবিমোচক আত্মজ্ঞান জন্মে না! কিন্তু নাথ! বিনা কর্ম্মেই ভবদীয় দর্শন, সকলকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! হে ঈশান! আপনি প্রসন্ন হউন। হে অক্ষয় অব্যয়! আপনি এই অতি দীন, মূঢ় হতজ্ঞান মানবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। প্রজাপতি দক্ষ, এই স্তব করিয়া "হে ঈশ! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন" বারংবার এইরূপ বলিতে বলিতে ভগ-বানের চরণাম্বুজে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। অন-ন্তর ভগবান্ সুমধুর স্বরে প্রজাপতিকে কহিলেন,—বৎস! উঠ, তোমার প্রার্থিত বিষয় তোমাকে দান করিলাম, তুমি যে দুর্লভ বর প্রার্থনা করিতেছ, আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই তাহা সিদ্ধ হইবে। বৎস! অল্পপুণ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে যে আমার অনুগ্রহ লাভ অতিদুর্লভ, তাহা তুমি যথার্থই বিদিত আছ। প্রজাপতে! তুমি আমারই অঙ্গস্বরূপ ব্রহ্মা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং মহোৎসব দ্বারা আমার সন্তোষ সাধনপূর্ব্বক আমার নিকটেই, যখন প্রার্থনা করিতেছ, তখন অবশ্যই আমি তোমার প্রার্থিত বিষয় দান করিব। যাহারা সানন্দহৃদয়ে ভক্তিপূর্ব্বক আমার এই অক্ষয় যাত্রা দর্শন করিবে, তাহারা তৎ-কালে যে বিষয়ই ইচ্ছা করিবে, তাহাই প্রাপ্ত হইবে। চন্দনানুলেপন যেমন সন্তাপ-হারক, সেই-রূপ আমার এই উৎসবও তাপত্রয়ের বিনাশক জানিবে। বৎস! তুমি যে আমার উৎসব করি-য়াছ, এ বিষয়ে আমিই তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরি-চালিত করিয়াছি এবং তজ্জন্য অধুনা তুমি দীনগণের উদ্ধারার্থ সর্ব্বদা মনে মনে উহা সঙ্কলিত করিয়াছ; অতএব হে প্রজাপতে! তোমার কাঙ্ক্ষিত সমুদয় বিষয়ই আমি প্রদান করিব, সন্দেহ নাই।৩৯—৫৫। বৎস! আমার যে গুণ্ডিচাদি দ্বাদশবিধ পবিত্রতাকর মহাযাত্রা, ইহাদিগের প্রত্যেকেই মুক্তিপ্রদ এবং ধর্ম্মকামার্থ-বর্দ্ধক জানিবে। যদি কেহ, ভক্তিসহকারে উক্ত যাত্রা সকলের মধ্যে একপ্রকার যাত্রাও অব-লোকন করে, তাহা হইলে সে, ঐ একবিধ যাত্রা-দর্শন ফলেই ভবাব্ধি পার হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। মুনিগণ! ভগবান্ জগন্নাথদেব এইরূপ কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এদিকে প্রজাপতি দক্ষও ভগবানের আজ্ঞানুসারে এক বৎসর কাল নীলাচলে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসবনিচয় সন্দর্শন করিলেন। কালক্রমে সেই দক্ষ কৌৎসবংশের কুলভূষণস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অখিলজনগণকে যথাবিধি উক্ত যাত্রানিচয়ের অনু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। মুনিগণ! যে সকল যাত্রার কথা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অল্প-বুদ্ধি জনগণের বিশ্বাসোৎপাদনার্থই ভগবৎকর্ত্তৃক বিহিত। সেই সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মরূপী জগদ্গুরু জগন্নাথ দেব, সুরেশ্বর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রসাদিত হই-য়াই লোক-সমূহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ উক্ত

যাত্রা মুক্তিপ্রদং ধ্রুবম্। সর্ব্বান্ কামান্ দদাত্যেব কর্ম্মিণাং নাত্র সংশয়ঃ। সত্যপ্রতিজ্ঞো ভগবান্ তত্রাস্তে দুঃখনাশনঃ। শোকং তরতি যং দৃষ্ট্বা ভবপাথোধিসম্ভবম্॥ ৬৩॥ কিং ব্রতৈঃ কিং তপোদানৈঃ কি তীর্থৈঃ ক্রতুভিস্তথা। কিমষ্টাঙ্গেন যোগেন সাংখ্যেন পরমেণ চ॥ ৬৪॥ তীর্থরাজজলে স্নাত্বা ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। ন্যগ্রোধমূলবসতৌ বসন্তং চর্ম্মচক্ষুষা। দৃষ্ট্বা দারুময়ং ব্রহ্ম দেহবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দমনভঞ্জিকাদি বিবিধযাত্রাবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ। ভগবন্ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রুতঃ পরমমদ্ভুতম্। যাত্রারূপং ভগবতো মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্॥ ১॥ যথায়ং পূজ্যতে দেবঃ কামিভিঃ সর্ব্বকামদঃ। ভূত্যুপায়ং মহাভূতিপ্রদো ব্রূহি তথা হি নঃ॥ ২॥ জৈমিনিরুবাচ। সর্ব্বা বিভূতয়ো বিষ্ণোর্জ্জগত্যস্মিন্ চরাচরে। ভূতিপ্রদো বিভূতিশ্চ স একঃ পরমেশ্বরঃ॥ ৩॥ যথাযথোপচরতি তথা বৈ জায়তে নরঃ। এতাবানস্য মহিমা পরিমাতুং ন শক্যতে॥ ৪॥ (১) যো যথা সমুপাস্তে তং স তথা ফলমাপ্নুয়াৎ। একঃ পন্থাশ্চতুর্ণাং বৈ ধর্ম্মাদীনাং সদা বরঃ॥ ৫॥ ধর্ম্মস্য পন্থা গহনঃ সঙ্কীর্ণো বহুশাসনৈঃ। তত্ত্বাবধারণে নাস্য ক্ষমঃ কোঽপি দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৬॥ অর্থকামৌ হি তন্মূলৌ বিভুর্জ্ঞানগতিঃ সদা। তেষাং ত্রয়াণাং ভগবাননায়াসেন বৃদ্ধিকৃৎ॥ ৭॥ ধর্ম্মো হি ভগবান্ বিষ্ণুর্ধর্ম্মমূলমিদং জগৎ। ধর্ম্মস্য জগতশ্চাপি প্রভুরেষ জনার্দ্দনঃ॥ ৮॥ পুরুষার্থময়ে তস্মিন্

রূপ বিধান করিয়াছেন; ফল কথা, যে কোন সময়েই তাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করিলে নিশ্চয়ই তিনি মুক্তি দান করেন এবং সেই সৎকার্য্যে নিরত জনগণের যে সমুদয় কামনা পূর্ণ করিয়া দেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। মহর্ষিগণ! যাঁহাকে দর্শন করিলেই মানব ভবসাগর-সম্ভূত সমুদয় ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং যাঁহার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে, সেই সর্ব্বদুঃখবিনাশন ভগবান্ নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন জানিবেন; অতএব বহুবিধ ব্রত, তপস্যা, দান, তীর্থসেবন, যজ্ঞ এবং উৎকৃষ্টতম অষ্টাঙ্গ সাংখ্যযোগেরই বা প্রয়োজন কি? সমুদয় মানবই, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থরাজজলে অবগাহনপূর্ব্বক ন্যগ্রোধমূলে বিরাজমান সাক্ষাৎ দারুময় ব্রহ্মকে চর্ম্ম-চক্ষে দর্শন করিলেই দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৫৬—৬৫।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে ভগবন্ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ! আমরা আপনার প্রমুখাৎ যাত্রারূপ সর্ব্বপাপবিনাশন পরমাদ্ভুত ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, কিন্তু সকাম মানবগণের বিবিধ ভূতিলাভার্থ সেই সর্ব্বকামপ্রদ দেবদেবকে যেরূপে পূজা করিতে হয়, এক্ষণে আমাদিগকে সেই ভূতি লাভের উপায় বলুন, কারণ একমাত্র সে বিষ্ণুই ত মহাভূতিপ্রদ। জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! চরাচরাত্মক এই অখিল জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই সেই বিষ্ণুর বিভূতি জানিবেন, একমাত্র সেই পরমেশ্বরই সমুদয় বিভূতি ও বিভূতিপ্রদ, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। মানব, যে প্রকার তাঁহার আরাধনা করে, সেই প্রকারই ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া থাকে। তাঁহার এই মহিমার কেহই ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহে। ফলে যে, যে ফল উদ্দেশেই তাঁহাকে উপাসনা করিবে, সে সেই ফলই প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠতম একই পথ, কিন্তু, নানাপ্রকার অনুশাসনে ধর্ম্ম-পথ অতি গহন ও সঙ্কীর্ণ; এজন্য হে দ্বিজসত্তমগণ! কেহই উহার প্রকৃত তত্ত্বাবধারণে সক্ষম নহেন। অর্থ ও কাম, উক্ত ধর্ম্মমূলক, সর্ব্বনিয়ন্তা জ্ঞানগম্য ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বদা উক্তত্রয়ের অনায়াসে বৃদ্ধি করিয়া দেন। ১—৭। ভগবান্ বিষ্ণুই উক্ত ধর্ম্মস্বরূপ এবং এই অখিল জগতই ধর্ম্মমূলক। সুতরাং ভগবান্ জনার্দ্দনই যে ধর্ম্ম ও জগতের, একমাত্র প্রভু, তাহাতে সন্দেহ কি আছে? এজন্য, ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ময় সেই ভগবানের প্রতি যাহার অচলা

---

(১) যথায়ং পূজিতো দেবঃ কামিভিঃ সর্ব্বকামদঃ॥ ভূত্যুপাসনয়াভূতপ্রদো ব্রূহি তথা হি নঃ॥ ইতি পুস্তকান্তরধৃতঃ পাঠঃ।

ভক্তির্যস্য প্রতিষ্ঠিতা । স সর্ব্বকামতৃপ্তাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ৯ ॥ ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদাতাসৌ শক্ররূপো হ্যুপাসিতঃ । ভাবিতো ধাতৃরূপেণ বংশবৃদ্ধিকরো ভবেৎ ॥ ১০ ॥ সনৎকুমাররূপেণ দীর্ঘায়ুঃ স প্রযচ্ছতি । বৃত্তিসম্পৎপ্রদো হ্যেষ পৃথুরূপেণ ভাবিতঃ ॥ ১১ ॥ গঙ্গাদিতীর্থফলদঃ পাথস্পতিরুপাসিতঃ । অন্তস্তমঃ প্রণুদতি ভাস্বদ্রূপেণ ভাবিতঃ ॥ ১২ ॥ সৌভাগ্যমতুলং দদ্যাদমৃতাংশুরুপাসিতঃ । বিদ্যাষ্টাদশতত্ত্বজ্ঞো বাকপতিত্বেন ভাবয়ন । ১৩ ॥ বাজিমেধাদিযজ্ঞানাং ফলদোহয়ং সনাতনঃ । যজ্ঞেশ্বরস্বরূপেণ ভাবিতোহয়ং জগন্ময়ঃ ॥ ১৪ ॥ ধ্যাতঃ কুবেররূপেণ সমৃদ্ধিমতুলাং দদেৎ ॥ ১৫ ॥ এবং দয়াম্বুধিরসৌ তস্মিন নীলাচলে বসন । দীননাথানুগ্রহায় দারুব্যাজশরীরবান্ ॥ ১৬ ॥ প্রয়াত তত্র ভো বিপ্রা বসধ্বং সুসমাহিতাঃ । শ্রীশপাদাব্জযুগলং শরণং তৎপ্রপদ্যতে ॥ ১৭ ॥ ঐহিকামুষ্মিকান্ ভোগান্ বাঞ্ছধ্বং যদি শাশ্বতান্ । অন্যে মুক্তিঞ্চ কৈবল্যং যথেচ্ছং তত্রমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৮ ॥ (১) মুনয় উচুঃ । প্রাসাদস্য প্রতিষ্ঠান্তে ইন্দ্রদ্যুম্নায় যদ্বরান্ । আজ্ঞাপয়ামাস হরির্যাত্রাস্তা দ্বাদশাপি চ ॥ ১৯ ॥ ত্বৎসকাশাচ্ছ্রুতং সর্ব্বং ততশ্চ পৃথিবীপতিঃ । কিঞ্চকার মহাবুদ্ধির্বিষ্ণুভক্তো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২০ ॥ জৈমিনিরুবাচ । বরাল্লব্ধা জগন্নাথাৎ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণঃ । কৃতকৃত্যং স মেনে বৈ আত্মানং নৃপপুঙ্গবঃ ॥ ২১ ॥ যথাজ্ঞং কারয়িত্বা বৈ যাত্রাস্তাঃ পুণ্যমোক্ষদাঃ । বহুপচারৈর্বহুশোঽভ্যর্চ্চ্য জগদ্‌গুরুম্ ॥ ২২ ॥ শ্বেতরাজং (২) সমাদিশ্য দেবস্যাজ্ঞাং যথাবিধি । ইদং প্রোবাচ মধুরং ধর্ম্মিষ্ঠং যশসা যুতম্ ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ । রাজন বহুশ্রুতোঽসি ত্বং ধর্ম্মনিষ্ঠামুপাগতঃ । ভগবত্যপি ভক্তিস্তে কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥ ২৪ ॥ ন হ্যেকস্যোপদেশায় ভগবাননুশাস্তি বৈ । উবাচ চ

ভক্তি থাকে, সমুদয় কামনা পূর্ণ হওয়ায় নিশ্চয়ই তাহার আত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে কখন কোন কারণেই শোক বা কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিতে হয় না। তদীয় শক্ররূপের উপাসনা করিলে, তিনি, ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যই দান করেন এবং বিধাতৃরূপে উপাসনায় বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। তিনি সনৎকুমাররূপে উপাসিত হইলে দীর্ঘায়ু, এবং পৃথুরূপে উপাসিত হইলে বৃত্তি ও সম্পৎ, প্রদান করেন। তাঁহাকে সিন্ধুরূপে উপাসনা করিলে, তিনি গঙ্গাদি তীর্থস্নানের ফল প্রদান এবং ভাস্কররূপে উপাসনা করিলে, অন্তস্তমোনাশ করিয়া থাকেন। তদীয় অমৃতাংশু মূর্ত্তির উপাসনায় তিনি অতুল সৌভাগ্য দান করেন এবং বাকৃপতিরূপে তাঁহার উপাসনায় মানব অষ্টাদশ বিদ্যাবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাকে। সেই জগন্ময় সনাতন বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বররূপে ভাবনা করিলে তিনি, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল এবং কুবেররূপে ধ্যান করিলে অতুল সমৃদ্ধি দান করিয়া থাকেন। এইরূপ দয়ার্ণব সেই ভগবান্ কপট দারুময় শরীর ধারণ করিয়া দীন ও অনাথ জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থই নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। অতএব হে বিপ্রগণ। আপনারা, নীলাচলে গমনপূর্ব্বক সমাহিত-চিত্তে তথায় বাস করুন এবং সেই ভগবান্ কমলাকান্তের চরণাম্বুজ-যুগলের শরণ লউন, তাহা হইলে আপনাদের ঐহিক বা পারত্রিক যদি কিছু ভোগ বাসনা থাকে অথবা পরিণামে যদি কৈবল্য মুক্তি কিংবা অপর কিছু মঙ্গল প্রার্থনা করেন, যথেচ্ছ তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। ৮—১৮। তৎশ্রবণে মুনিগণ কহিলেন,—মুনে। প্রাসাদ প্রতিষ্ঠান্তে ভগবান, নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্নকে যে সমস্ত বর দিয়াছিলেন এবং যে দ্বাদশবিধ যাত্রার বিষয় আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার নিকট তৎসমস্তই শ্রুত হইল; এক্ষণে বলুন, মহাবুদ্ধি বিষ্ণুভক্ত সেই পৃথিবীপতি তৎপরে তথায় অবস্থিত থাকিয়া কি করিয়াছিলেন? জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ। সেই নৃপপুঙ্গব সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী জগন্নাথদেবের নিকট অভীষ্ট বর সকল লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিয়াছিলেন। এবং ভগবানের আজ্ঞানুরূপ পুণ্য-মোক্ষ-প্রদ সেই সকল যাত্রা সম্পাদন ও বহুবিধ উপচার প্রদানে বহুবার জগদ্‌গুরু জগন্নাথকে অর্চ্চনা করিয়া মহাযশা ধর্ম্মিষ্ঠ শ্বেতরাজকে ভগবানের আজ্ঞাবিষয়ক আদেশপূর্ব্বক যথোচিত সুমধুর বচনে এইরূপ কহিয়াছিলেন।—রাজন। আপনি প্রভূত জ্ঞানবান্, ও ধর্ম্মনিষ্ঠান্বিত এবং ভগবানের প্রতিও আপনার কায়মনোবাক্যে ভক্তি আছে; অতএব আপনি ত জানেন, ভগবান্ কখন একব্যক্তির

(১) অত্রৈবাধ্যায় সমাপ্তির্মুম্বয়ীমুদ্রিত পুস্তক সম্মতা।

(২) গালরাজম্ ইতি ক্বচিৎপাঠঃ। স এব সজ্জমতে ॥

তয়োর্হ্যেষ বিশং তজ্জিম্যতাং গতম্ ॥ ২৫ ॥ মমানুগ্রহলক্ষেণ অবতীর্ণো জগৎপতিঃ। উদ্ধর্ত্তে দীনমনসামত্রৈ স্থাস্যতে চিরাৎ ॥ ২৬ ॥ ভক্ত্যা চ শ্রদ্ধয়া যুক্ত এতদাজ্ঞাং প্রবর্ত্তয়ে। প্রতিমাব্যবহারেণ নৈনং জানীহি ভূমিপ ॥ ২৭ ॥ প্রত্যক্ষং তে যথা যাতৎ ত্রৈলোক্যং ভূমিমাগতম্। প্রাসাদান্তঃপ্রবেশে হি বস্তাস্য জগদীশিতুঃ ॥ ২৮ ॥ পিতামহাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যুগপদাগতাঃ। বিশ্বমূর্ত্ত্যা বয়ং সর্ব্বে জাতা বৈ নষ্টচেতনাঃ ॥ ২৯ ॥ চরাচরময়ো হ্যেষ সাক্ষাদারুস্বরূপধৃক্। কল্পবৃক্ষমিমং বিদ্ধি ভূতগং সর্ব্বকামদম্ ॥ উপাস্যৈনং হি লভতে যে যথা কামনাফলম্ ॥ ৩১ ॥ যতন্তো বহুধা যং হি যতয়ো ন বিদন্তি বৈ। তমঃপারে প্রতিষ্ঠন্তং কিঞ্চিজ্জ্যোতিঃস্বরূপিণম্ ॥ ৩২ ॥ যতীনাং ব্রহ্মনিষ্ঠানাং সিদ্ধানামূর্দ্ধরেতসাম্। অনন্যভক্তিযুক্তানামেকঃ পন্থাঃ সুযোগিনাম্ ॥ ৩৩ ॥ গ্রীষ্মে শীতে গভীরে বৈ নিমজ্জ্য সলিলালয়ে। পরাং নির্বৃতিমাপ্নোতি তথাস্মিন্ করুণাম্বুধৌ। ত্রিতাপদুঃখং ত্যজন্তি সম্প্রপ্তঃ পুরুষোত্তমে ॥ ৩৪ ॥ ন মাতা ন পিতা মিত্রং ন পত্নী ন সুতস্তথা। শরণাগতদীনানাং যথায়মুপকারকঃ ॥ ৩৫ ॥ তদেনং পরিসেবস্ব ভুক্তিমুক্তিপ্রদং বিভুম্। পৌরৈঃ প্রজাভির্যাত্রান্তাঃ সমৃদ্ধ্যা পরিবর্ত্তয় ॥ ৩৬ ॥ সাধারণো ধর্ম্মপন্থা নৃপাণাং নৃপসত্তম। প্রবর্ত্তিতশ্চ পূর্ব্বেণ পাল্যতে চেত্তরেণ বৈ ॥ ৩৭ ॥ নৃসিংহং ভজ রাজেন্দ্র উপচারৈঃ সমৃদ্ধিভিঃ। পূজয়স্ব ত্রিসন্ধ্যং তং পরং নির্ব্বাণমাপ্নুহি ॥ ৩৮ ॥ স্বকৃতাদুত্তমং প্রাহুঃ পরকৃত্যোপরক্ষণম্। পালয়েৎ পরদত্তং যঃ স্বদত্তাদুত্তমং হি তৎ ॥ ৩৯ ॥ জৈমিনিরুবাচ। কৃতাঞ্জলিপুটঃ সোঽথ শ্বেতো নৃপতিসত্তমঃ। মূর্দ্ধ্না জগ্রাহ তদ্বাক্যং মালামিব গুণান্বিতাম্ ॥ ৪০ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি রাজর্ষিঃ প্রসাদ্য পুরুষোত্তমম্। নারদেন সহ শ্রীমান্ ব্রহ্মলোকং জগাম

উপদেশার্থ অনুশাসন করেন না, তিনি গুরুরূপে যাহা বলিয়াছেন, অখিল বিশ্বই সেই উপদেশশ্রবণে তাঁহার শিষ্যস্বরূপ। দেখুন, সেই জগদীশ্বর, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ-উদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন বটে, কিন্তু দীনচেতা জনগণের উদ্ধারার্থই অসীম সময় এই নীলাচলে অবস্থিত থাকিবেন। অতএব হে ভূমিপ! আপনি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া ইঁহার আজ্ঞানুরূপ যাত্রাদির অনুষ্ঠান করুন, কদাচ ইঁহাকে প্রতিমা জ্ঞান করিবেন না। আপনি ত প্রত্যক্ষই দেখিয়াছেন, এই জগদীশ্বরের প্রাসাদ-প্রবেশকালে ত্রিলোকবাসী যেরূপে ভূতলে আগত হইয়া ইঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। স্বচক্ষেই ত দেখিয়াছেন, তৎকালে ব্রহ্মাদি অখিলদেবগণই যুগপৎ সমাগত হইয়াছিলেন এবং আমরা সকলেও বিশ্বমূর্ত্তি দর্শনে বিনষ্টচেতন হইয়াছিলাম। অতএব এই দারুরূপী ভগবান্, চরাচরাত্মক সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ। আপনি ইঁহাকে সর্ব্বভূতাবস্থিত সর্ব্বকাম-প্রদ কল্পবৃক্ষ জ্ঞান করিবেন। ইঁহাকে উপাসনা করিলে, যে যেরূপ কামনা করে, সে সেইরূপই কামনাফল প্রাপ্ত হয়। যতিগণ বহুধা যত্নবান্ হইয়াও তমঃপারে প্রতিষ্ঠিত, অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্ম্ময় এই ভগবান্‌কে সম্যক্ বিদিত হইতে পারেন না। ব্রহ্মনিষ্ঠ যতিগণ, ঊর্দ্ধরেতাঃ সিদ্ধগণ, অচলা ভক্তিযুক্ত মানবগণ ও পরম যোগিগণের এই ভগবান্‌ই একমাত্র গম্য পথ। প্রখর গ্রীষ্মসময়ে সুশীতল গভীর জলাশয়ে নিমগ্ন হইয়া জীবগণ যেমন পরম শান্তি লাভ করে, সেইরূপ সমস্ত মানবও এই পুরুষোত্তমরূপ করুণাসাগরে নিমগ্ন হইতে পারিলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়। এই ভগবান্ যেমন শরণাগত দীন ব্যক্তিগণের উপকারক, সেরূপ পিতা মাতাও নহেন, মিত্রও নহে এবং পত্নী বা পুত্রও নহে।১৯-৩৫। অতএব আপনি এই ভোগ-মোক্ষপ্রদ ভগবান্‌কে সেবা করুন এবং পুরবাসী প্রজাবৃন্দের সহিত মহাসমারোহে ভগবদুক্ত যাত্রানিচয়ের সম্পাদনে প্রবৃত্ত হউন। হে নৃপসত্তম! নৃপগণের সাধারণ ধর্ম্মপথও এই যে, পূর্ব্বতন ব্যক্তি, যে নিয়ম স্থাপিত করিয়া যান, তৎপরবর্ত্তী রাজা তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন। এই জন্যই বলিতেছি যে, হে রাজেন্দ্র! আপনি নৃসিংহদেবকে ভজনা করুন, প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় সমৃদ্ধিমৎ উপচারসমূহ দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হউন, তাহা হইলেই পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান করা অপেক্ষা অন্যকৃত কার্য্যের রক্ষা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি পরদত্ত বস্তু রক্ষা করে, তাহার তৎকার্য্য নিজদানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। জৈমিনি বলিলেন,—অনন্তর নৃপবর শ্বেতরাজ, কৃতাঞ্জলিপুটে গুণান্বিত মালার ন্যায় তদ্বাক্য শিরোধারণ করিলেন। এদিকে শ্রীমান্ রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নও পূজাদি দ্বারা পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন করিয়া নারদের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

হ ॥ ৪১ ॥ এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমুত্তমম্। তত্র নিত্যোষিতস্যাপি মাহাত্ম্যং ব্রহ্মদারুণঃ ॥ ৪২ ॥ যশ্চৈনং শৃণুয়ান্নিত্যং বাচ্যমানং দ্বিজোত্তমৈঃ। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং সোঽধিকলং লভেৎ ॥৪৩॥ অর্দ্ধোদয়স্তু যোগো যঃ স্কন্দেন পরিকীর্ত্তিতঃ। ততঃ কোটিগুণং পুণ্যং বিষ্ণুমাহাত্ম্যকীর্ত্তনাৎ ॥ ৪৪ ॥ প্রাতঃ প্রাতর্যঃ শৃণুয়াৎ কপিলাশতদো ভবেৎ। গাঙ্গৈঃ পুষ্করজৈস্তোয়ৈরভিষেকফলং লভেৎ ॥ ৪৫ ॥ ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং সন্তানবর্দ্ধনম, স্বর্গপ্রতিষ্ঠাগতিদং সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥ ৪৬ ॥ এতদ্রহস্যমাখ্যাতং পুরাণেষু সুগোপিতম্। বৈষ্ণবেভ্যো বিনান্যেষু ন তু বাচ্যং কদাচন ॥ ৪৭ ॥ কুতর্কোপহতা যে তু দুর্বধীতশ্রুতাগমাঃ। নাস্তিকা দাম্ভিকা নিত্যং পরদোষোপদর্শিনঃ। অবৈষ্ণবা মোঘজীবাস্তেভ্যো গোপ্যং সদৈব হি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবতো বিবিধমূর্ত্ত্যুপাসনাবিধিকীর্ত্তনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। শ্রুত্বেত্থং জৈমিনিপ্রোক্তং ব্রহ্মণো দারুরূপিণঃ। মাহাত্ম্যং সরহস্যন্তুমুনয়ঃ শৌনকাদয়ঃ ॥ ১ ॥ আনন্দং পরমং প্রাপ্য বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ। রোমাঞ্চাঞ্চিতদেহাস্তু কৃতকৃত্যাস্ততোঽব্রুবন্ ॥ ২ ॥ অহো বত মহৎ ক্ষেত্রং মোচকং হি সুগোপিতম্। অস্মাকং ভাগ্যসম্পত্ত্যা সাম্প্রতং বিষ্ণুরূপিণা ॥ সাক্ষাজ্জৈমিনিনা স্পষ্টীকৃতং সর্ব্বস্য গোচরম্ ॥ ৩ ॥ অস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মরূপং প্রকাশতে। মরণান্মুক্তিদং মূঢাঃ কথং যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৪ ॥ অহো মায়া ভগবতঃ সর্ব্বত্র হি নিরঙ্কুশা। বিষ্ণুব্রহ্মস্বরূপস্য ক্ষেত্রং চাপি হিতং তথা ॥ ৫ ॥ ইদানীং তত্র যাস্যামো নিশ্চয়ো নঃ পুনর্যথা। বয়ং ন পুনরেষ্যামঃ পিণ্ডে বৈ পাঞ্চভৌতিকে ॥৬॥ অনৈক-

মুনিগণ। এই ত আমি আপনাদিগের নিকট পুরুষোত্তমক্ষেত্রের এবং তথায় নিত্য অবস্থান দারুব্রহ্ম জগনাথদেবের পরম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি, প্রতিদিন দ্বিজোত্তমগণকর্ত্তৃক পাঠ্যমান উল্লিখিত বিষয় শ্রবণ করে, সে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। ভগবান স্কন্দ, যে অর্দ্ধোদয় যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তনে তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক পুণ্য লব্ধ হয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে পারে, সে শত কপিলাধেনুদানের এবং গঙ্গা ও পুষ্করাদি তীর্থজলে অভিষেকের ফল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। উক্ত মাহাত্ম্যশ্রবণে যশঃ, আয়ু, পুণ্য, সন্তানবৃদ্ধি, স্বর্গে প্রতিষ্ঠা ও গতি এবং সর্ব্বপাপ বিদূরিত হয় বলিয়াই উহা অতি প্রশংসনীয়। মুনিগণ। আপনাদিগকে যে রহস্য বিষয় কহিলাম, ইহা অন্যান্য পুরাণে সুগুপ্ত। বিষ্ণুভক্ত ভিন্ন অপর কাহারও নিকট কদাচ ইহা ব্যক্ত করা উচিত নহে। যাহাদিগের অন্তঃকরণ সতত কুতর্ককলুষিত, যাহারা দুর্বিদগ্ধহৃদয়ে শ্রুতি ও আগমাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, যাহারা নাস্তিক, দাম্ভিক বা নিয়ত পরদোষদর্শী এবং যাহারা বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে, তাদৃশ জনগণের নিকট সর্ব্বদাই ইহা গোপন রাখিবে। ৩৬—৪৮।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

স্কন্দ বলিলেন,—শৌনকাদি মুনিগণ, জৈমিনিকথিত দারুময় ব্রহ্মের ঈদৃশ সরহস্য মাহাত্ম্য শ্রবণে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের লোচন বিস্ময়বশে উৎফুল্ল এবং সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অনন্তর আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করত ভাবিতে লাগিলেন, অহো! পুরুষোত্তম কি অদ্ভুত মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র। উহা আমাদিগের নিকট এতদিন গুপ্তভাবে ছিল, এক্ষণে আমাদিগের ভাগ্যফলেই সাক্ষাৎ বিষ্ণুতুল্য ভগবান্ জৈমিনি আসিয়া সর্ব্বজন-গোচরে উহা প্রকাশ করিয়া দিলেন। ঐ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ দারুময় ব্রহ্ম যখন বিরাজমান থাকিয়া মরণানন্তরই মানবগণকে মুক্তিপ্রদান করিতেছেন, তখন জানি না, মানবগণ কি হেতু আর যমালয়ে যাইতেছে। ওঃ! ভগবানের মায়া কি অদ্ভুত! সর্ব্বত্রই উহা অনিবার্য্যরূপে বিরাজমান। এবং ব্রহ্মরূপী ভগবান বিষ্ণুর উক্ত ক্ষেত্রই বা কি অদ্ভুত হিতকর। এক্ষণে আমরা স্থির নিশ্চয় করিলাম, আমরা সেই স্থানেই গমন করিব, তাহা হইলে কদাচ আমাদিগকে আর পঞ্চভূতময় দেহপিণ্ডে পুনর্ব্বার প্রবেশ

জন্মসংসিদ্ধির্যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগিনাম্। ক্ব গত্বা পাবনং ক্ষেত্রং জন্তোর্মুক্তিরসুক্ষয়াৎ॥ ৭॥ ইতি চিন্তয়তাং তেষাং মধ্যে জৈমিনিশিষ্যকঃ। মুনিরুদ্দালকো নাম নাতিতৃপ্তমনাস্ততঃ॥ ৮॥ কিঞ্চিদ্বিবক্ষুরগমজ্জৈমিনেরেব সন্নিধিম্। গত্বা প্রণম্য সাষ্টাঙ্গং কৃতাঞ্জলিপুটোঽভবৎ॥ ৯॥ ভগবন্ প্রষ্টুমিচ্ছামি ময়ি তেঽনুগ্রহো মহান্। জানামি ত্বৎপ্রসাদেন মীমাংসনমনুত্তমম্॥ ১০॥ অষ্টাদশসু বিদ্যাসু বেদে সপরিবৃংহণে। শাখাসহস্রমতনোৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ॥ ১১॥ ততঃ প্রকীর্ণো বেদানাং রাশিরল্পকবুদ্ধিভিঃ। দুর্জ্ঞেয়ঃ সহসা চাসীৎ কৃত্যাকৃত্যেষু কর্ম্মসু॥ ১২॥ তদ্দৃষ্ট্বা কর্ম্মশৈথিল্যং স্বাধ্যায়োপপ্লবস্তথা। তপোজ্ঞানগরিষ্ঠেন ভবতানুগ্রহঃ কৃতঃ॥ ১৩॥ কেচিন্মন্ত্রাত্মকা বেদাঃ কেচিৎ কর্ম্মপ্রচোদকাঃ কেচিত্তু স্তুতিনিন্দাভ্যাং বিহীনাস্তাবকাঃ স্থিতাঃ॥ ১৪॥ স্তোত্রশাস্ত্রাদিষু গতাঃ সহায়াশ্চ নিবন্ধকাঃ। বেদত্বং গমিতাস্তে তৎ কর্ম্মসাধনহেতবঃ॥ ১৫॥ এবং মন্ত্রাত্মকং বেদমুপভাব্যাথ যে পরে। মন্ত্রাগমা মন্ত্রমাত্রোপাসনাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ॥ ১৬॥ স্তুত্যর্থবাদমূলা হি স্তুতয়ো হি স্বরূপতঃ। বেদপ্রবৃত্তিদ্বারেণ তত্তদিষ্টপ্রসাধকাঃ॥ ১৭॥ বিধ্যনুবাদমূলা যে অগ্নিষ্টোমেন চোদিতাঃ। পূজাবিধ্যুপহারাদি-সাধনাদিষু দেশকাঃ॥ ১৮॥ এবং মহাবেদরাশিং বিভজ্য তু সুবুদ্ধিনা। কর্ম্মমার্গং শুভাচারং ব্যবস্থাপ্য সমুজ্জ্বলম্। মর্য্যাদা রক্ষিতা লোকে বেদাচারপ্রবর্ত্তনাৎ॥ ১৯॥ তত্র সিদ্ধার্থবাদার্থো বেদান্তাখ্যা শ্রুতিস্তু যা॥ ২০॥ অনাদ্যবিদ্যাসংরূঢ়ং দৃঢ়মূলং সনাতনম্। দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়ং ভ্রমোচ্ছেদনসাধনম্॥ ২১॥ শ্রুত্বা মত্বা নিদিধ্যাস্য স্বরূপমাত্মনস্তথা। যৎসাক্ষাৎকরণং প্রোক্তং ত্বয়া মুক্তিস্বরূপকম্॥ ২২॥ তদনেকজন্মসাধ্যং দুর্লভং জন্মিনাং

করিতে হইবে না। ঐ স্থানে জন্তু মাত্রেরই প্রাণত্যাগ হইলে যখন মুক্তি হয়, তখন উহা কি অদ্ভুত পবিত্রতাকর ক্ষেত্র! যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধক যোগিগণেরও কোন স্থানে যাইলে জ্ঞানবলে এক জন্মেই সম্যক্ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।১-৭। মুনিগণ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী জৈমিনি-শিষ্য উদ্দালক নামক মুনি, জৈমিনির বাক্য শ্রবণে পতিতৃপ্ত না হওয়ায় কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসু হইয়া জৈমিনি-সন্নিধানে গমন করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—ভগবন্! আমার প্রতি আপনার মহান্ অনুগ্রহ আছে, তজ্জন্যই আমি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইতেছি! গুরো! আপনারই প্রসাদে আমি উত্তমরূপ মীমাংসা পরিজ্ঞাত হইয়াছি। গুরো! মুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, অষ্টাদশবিদ্যার মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তৃত বেদকে বিভক্ত করিয়া তাহাতে সহস্র শাখা বিস্তার করেন, পরে বেদরাশি নানাশাস্ত্রে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় অল্পবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্য বিষয়ে তাহা সহসা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল। সেই হেতু কর্ম্মকাণ্ডের শৈথিল্য ও বেদাধ্যয়নেরও বিপ্লব ঘটিল দেখিয়া পরমতপোজ্ঞানসম্পন্ন আপনি কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা দ্বারা সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আপনার মীমাংসায় কোন কোন বেদাংশ মন্ত্রাত্মক ও কোন কোন বেদভাগ কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, তন্মধ্যে আবার কোন কোন কর্ম্ম প্রবর্ত্তক বেদাংশ স্তুতি-নিন্দা-বিহীন এবং কোন কোন অংশ স্তোত্রশাস্ত্রাদিতে স্তাবকরূপে অবস্থিত আছে, ঐ সকল গ্রন্থ বেদের সহায়স্বরূপ। কর্ম্মসাধন হেতু ঐ সকল গ্রন্থকেও আপনি বেদের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। এইরূপ মন্ত্রাত্মক বেদ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক যে সকল মন্ত্রাত্মক শাস্ত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তত্তৎশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রমাত্রের উপাসনাই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।৮—১৬। স্তুতাত্মক বেদ সকল স্বরূপতঃ স্তুতি ও অর্থবাদমূলক, তাহারা বেদপ্রবৃত্তিমার্গ দ্বারাই তত্তদিষ্ট ফলের সাধক হইয়া থাকে এবং অগ্নিষ্টোমপ্রকরণোক্ত বিধ্যনুবাদমূলক যে সকল বেদ, তাহা দ্বারা পূজাবিধি ও উপহারাদি সাধনে উপদেশ পাওয়া যায়। আপনি অতি সুবুদ্ধি বলিয়াই এইরূপে প্রভূত বেদরাশিকে বিভাগপূর্ব্বক যাহার আচরণে জীবগণের শুভ হয়, এরূপ কর্ম্মমার্গকে সমুজ্জ্বলরূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া মানবদিগকে বেদাচারে প্রবৃত্তিদান হেতু জগতে বেদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং আপনি যে মীমাংসাশাস্ত্রে যাহাতে সংসারভ্রম বিদূরিত হয়, তন্নিমিত্ত সিদ্ধার্থ ও বাদার্থ বেদান্তরূপ বেদ এবং অনাদি অবিদ্যাজনিত দৃঢ়মূল, চির প্রচলিত দেহেন্দ্রিয়াদি বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা আত্মস্বরূপঅবগত হইয়া যেরূপে মুক্তিস্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকার করিতে হয় বলিয়াছেন, তাহা ত বহুজন্ম-সাধ্য; সুতরাং জীবগণের পক্ষে সর্ব্বদা

স্যা। শুকো বা বামদেবো বা মুক্ত ইত্যস্তি সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ তদেতন্মুক্তিদং ক্ষেত্রং মরণাদ্যদ্ব্যোদিতম্। অর্থবাদস্বরূপং বেত্যেতন্মে সংশয়ো মহান্ ॥২৪॥ বহবো হ্যর্থবাদা হি ভূত্যুপাসনবাদকাঃ। সাক্ষাৎকারং বিনা মুক্তির্নাস্তীত্যেতন্মতং শ্রুতেঃ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রেষপি মুনে নিশ্চিতং ভারতাদিষু। তৎ কথং মরণাল্লভ্যং ক্ষেত্রেঽস্মিন পুরুষোত্তমে ॥ ২৬ ॥ জৈমিনিরুবাচ। গতাগতপ্রদং কর্ম্ম সাঙ্গং শ্রুত্যা নিবেদিতম্। তত্ত্বস্বরূপং জানামি ···ৎ ক্ষেত্রবাহ্যতম্ ॥ ২৭ ॥ যথা সুগোপিতং ব্রহ্ম তথেদং ক্ষেত্রমুত্তমম্। ক্ষেত্রং বিষ্ণোশ্চ জানীহি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ॥ ২৮ ॥ দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। তত্র যচ্ছব্দরূপং হি তত্তু নানার্থসংযুতম্ ॥২৯॥ যস্মাদর্থাজ্জগদিদং সম্ভূতং সচরাচরম্। সোঽর্থো দারুস্বরূপেণ ক্ষেত্রে জীব ইব স্থিতঃ ॥ ৩০ ॥ তস্মিন্ ক্ষেত্রে যতাত্মানো বিলোক্য পাপকঞ্চুকম্। নির্মুচ্য যোগিবদ্যান্তি ত্যক্ত্বা দেহং হরেঃ পদম্ ॥ ৩১ ॥ নৈতদ্গুণফলং বিপ্র সাক্ষাৎকারস্য চোদিতম্। চাণ্ডালবেশ্মনি মৃতঃ শ্বা বিড়্ভুক্ মুক্তিমেতি যৎ ॥৩২॥ নাল্পভাগ্যস্য পুংসো হি মরণং তত্র জায়তে। বহুজন্মসহস্রেষু মুক্ত্যর্থং যততে তু যঃ ॥ ৩৩ ॥ স ক্ষীণাশেষপাপৌঘস্তত্র যাতি ন সংশয়ঃ। স তত্র ম্রিয়মাণোঽপি সংযতাত্মা বিবেকবান্ ॥ ৩৪ ॥ বিজ্ঞায় ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং ভক্তিং কৃত্বা জনার্দ্দনে। যঃ প্রাণাংস্ত্যজেৎ তস্য আত্মজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩৫ ॥ দীনার্ত্তিহ··· শো ম্রিয়মাণস্য তত্র বৈ। কর্ণমূলে ব্রহ্মবিদ্যাং কথয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ তয়া বিনাশিমোহোঽসৌ সাক্ষাৎ পশ্যতি তং বিভুম্। যত্র গত্বা ন পততি জননীজঠরে পুনঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র প্রবিষ্টো বিপ্রাগ্র্য জলে জলমিবোক্ষিতম্। সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপেণ ভাসতে সচরাচরে ॥ ৩৮ ॥ নাত্মজ্ঞানং বিনা মুক্তিরেতদেব সুনিশ্চিতম্। বিশ্বাংশ্চ তত্র বহবো

তাহা অতি দুর্লভ, এমন কি শুকদেব বা বামদেবও সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয়। এজন্য, নি যে মরণমাত্রেই ঐ পুরুষোত্তমক্ষেত্রকে মুক্তিপ্রদ বলিলেন, আপনার উক্ত বাক্য কি অর্থবাদস্বরূপ, না কি? আমার ত এই বিষয়ে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কারণ ভগবানের ভূত্যুপাসনবাদবহুল অর্থবাদই ত উক্ত আছে। ফল কথা, আত্মসাক্ষাৎ ব্যতীত কিছুতেই মুক্তি নাই, ইহাই ত বেদের মত এবং ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে; অতএব হে মুনে! পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কিরূপে মরণমাত্রে মুক্তিলাভ হইতে পারে? জৈমিনি বলিলেন,—বৎস! তুমি সমুদয় বেদোক্ত সাঙ্গ কর্ম্মকে পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াতের কারণ এবং সেই পরমব্রহ্মকেও উক্তক্ষেত্র হইতে বিভিন্ন জ্ঞান বলিয়াই এইরূপ বলিতেছ। কিন্তু বৎস! ব্রহ্মের স্থায় এই অনুত্তম বিষ্ণুক্ষেত্রকেও সুগোপিত এবং সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ জানিবে। ব্রহ্মের দ্বিবিধ মূর্ত্তি, শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম; তন্মধ্যে শব্দরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা নানার্থসংযুক্ত এবং যে নানার্থময় ব্রহ্ম হইতেই সচরাচর এই জগৎ সম্ভূত হইয়াছে, সেই ··· ব্রহ্মই দারুরূপে উক্তক্ষেত্রে, দেহে জীবাত্মার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। যতাত্মা মানবগণ তাঁহাকে বিলোকনপূর্ব্বক অখিল পাপকঞ্চুক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এমন কি, যে কোন মানবই তদ্দর্শনে পাপরাশি পরিহারপূর্ব্বক তথায় দেহত্যাগান্তে যোগীর ন্যায় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ১৭-৩১। হে বিপ্র! পুরুষোত্তম-দর্শনের ইহা গুণফল নহে। কারণ তথায় চণ্ডালগৃহে বিষ্ঠাভোজী কুক্কুরও মৃত হইলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, এজন্য অল্পভাগ্যশালী ব্যক্তির কদাচ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মৃত্যু হয় না। যে ব্যক্তি মুক্তিলাভার্থ বহু সহস্র জন্ম চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তিই অগ্রে নিখিলপাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হইয়া পুরে তথায় গমন করে, সন্দেহ নাই; এবং সংযতাত্মা বিবেকবান্ মানবই তথায় মৃত্যুলাভ করিতে পারে। বৎস! যে ব্যক্তি পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিজ্ঞাত হইয়া জনার্দ্দনে ভক্তি করত তথায় প্রাণত্যাগ করে, মৃত্যুকালে তাহার আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে। তথায় দীনগণের আর্ত্তিবিনাশন স্বয়ং কমলাকান্ত হরি, ম্রিয়মাণ জীবগণের কর্ণমূলে স্বয়ংই যে ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং সেই ব্রহ্মবিদ্যা হেতুই মুমূর্ষু-ব্যক্তির মোহাবরণ বিদূরিত হওয়ায় সে সাক্ষাৎ সেই ভগবানকে অবলোকন করে। বিপ্রবর! যে স্থানে একবার গমন করিলে পুনরায় আর জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হয় না, মুমূর্ষু জীবগণ, মহাজলে জলকণার ন্যায় সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া এই সচরাচর বিশ্বমণ্ডলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে থাকে। বস্তুতঃ আত্মজ্ঞান ব্যতীত যে

জ্ঞাতৃজ্ঞেয়গতা দ্বিজাঃ॥ ৩৯॥ অভ্যস্তাভ্যস্য বহু-ভির্জন্মভির্জিতমানসৈঃ। বেদবিদ্ভির্মহদ্দুঃখং প্রাপ্যতে তদুপাসনে॥ ৪০॥ অব্যক্তোপাসনং বিপ্র দুর্লভং দেহিনাং সদা। শ্রুত্বা বিরমতে কশ্চিদারভ্যাপি গুরোর্মুখাৎ॥ ৪১॥ শুশ্রুশ্রবণে যত্নো ন যেষাং বিপ্র জায়তে। ন তেষাং জ্ঞানসম্পত্তির্জায়তে চ কদাচন॥ ৪২॥ অষ্টাঙ্গযোগসম্পন্না মনোমত্তগজন্ত যে। আত্মবশ্যং প্রকুর্ব্বন্তি তে হি তত্রাধিকারিণঃ॥৪৩॥ এবং বহুতিথে জন্মন্যতীতে নিশ্চলং মনঃ। আত্মা-কারং বৃত্তিমেত্য ভাসতে নির্ম্মলং যদা। তদা-মোক্ষাধিকারো হি নান্যথা বিপ্র জায়তে॥ ৪৪॥ মোক্ষস্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু বিপ্র বিধানতঃ। মুনয়ো-ঽপ্যত্র মুহ্যন্তি তত্তু বক্ষ্যামি নিশ্চয়াৎ॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্য সাক্ষাদ্বিষ্ণুস্বরূপত্ব-কথনং নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। শুদ্ধবোধস্বরূপো হি আত্মা সর্ব্বস্য দেহিনঃ। কূটস্থো নিশ্চলো বিপ্র সান্দ্রানন্দৈক-ভাবনঃ॥ ১॥ আদ্যন্তরহিতো নিত্যঃ সর্ব্বোপপ্লব-বর্জ্জিতঃ। বিভুঃ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্ম আকাশ ইব নিষ্ক্রিয়ঃ॥ ২॥ ষড়ূর্ম্মিরহিতঃ সাক্ষাৎ পঞ্চক্লেশ-বিবর্জ্জিতঃ। অনাদ্যবিদ্যাসঞ্জাত-বাসনাপপ্লুতেন বৈ॥ ৩॥ অহঙ্কারসমুত্থেন চিত্তেনালিঙ্গিতো যদা। তদা ভ্রান্তস্তদাকারং গৃহীত্বা সংসরেদয়ম্॥৪॥ সত্ত্বেন রজসা চৈব তমসা প্রাকৃতেন বৈ। ত্রিবিধেন গুণে-নৈষ দৃঢ়বদ্ধস্তদাবশঃ॥ ৫॥ গন্ধর্ব্বনগরাকারং পশ্যন্ প্রাকৃতবিস্তরম্। পাঞ্চভৌতিকপিণ্ডেষু পঞ্চবিংশতি-কারিষু॥ ৬॥ আত্মায়মবিকারোঽপি বিকারীব বিচেষ্টতে। দুঃখার্ণবে নিমগ্নোঽসৌ বাধ্যমানো ঘ উর্ম্মিভিঃ॥ ৭॥ ভূতাবিষ্টমনা যদ্বদ্ভূতচেষ্টাং বিচে-ষ্টতে। তথায়মাত্মা সন্ত্যজ্য সচ্চিদানন্দরূপতাম্।

মুক্তি নাই, ইহাই সুনিশ্চিত, কিন্তু দ্বিজগণ! উক্ত আত্মজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়বিষয়ক বহুল বিঘ্ন আছে, জানিবেন। বেদবিদ্ ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞান-লাভার্থ বহুজন্ম সংযতচিত্তে বারংবার অভ্যাসযোগ করত মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হন। ফলে, হে বিপ্র! দেহিগণের পক্ষে অব্যক্তোপাসন সর্ব্বদাই অতীব দুর্ঘট। কেহ গুরুমুখে তদ্বিষয় শ্রবণ করিয়া বিরত হয় ও কেহ বা আরব্ধ করিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বিপ্র! ফলকথা, গুরুশুশ্রূষায় যাহাদিগের বিশেষ যত্ন না জন্মে, কদাচ তাহাদিগের জ্ঞান-সম্পদ্ হয় না। মত্ত-মাতঙ্গপ্রায় মনকে যাহারা অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনে আত্মবশ করিতে পারে, তাহারাই জ্ঞান-লাভে অধিকারী হইয়া থাকে। ঐরূপ যোগসাধন দ্বারা বহু জন্ম অতীত হইলেও যখন নিশ্চল মন আত্মাকার বৃত্তিলাভে নির্ম্মল হয়, হে বিপ্র! তখ-নই তাহার মোক্ষাধিকার জন্মিয়া থাকে জানিবে, নতুবা অন্য কোন প্রকারেই হয় না। হে বিপ্র উদ্দা-লক! এক্ষণে মোক্ষ-স্বরূপ বলিতেছি, যথাবিধানে শ্রবণ কর। বৎস! যাহাতে মুনিগণও ভ্রান্ত হন, আমি নিশ্চিতরূপে তদ্বিষয়ই বলিব। ৩৯—৪৫।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—বৎস! সমুদয় দেহিগণের আত্মাই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সান্দ্রানন্দময়, হে বিপ্র! আত্মা কূটস্থ, ও নিশ্চল, তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি নিত্য ও সর্ব্বোপপ্লববর্জ্জিত, সেই সর্ব্বগত সূক্ষ্ম বিভু আকাশবৎ নিষ্ক্রিয়। আত্মরূপ মহাসাগরে শোক, মোহ, জরা, ব্যাধি এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণারূপ ষড়্‌বিধ উর্ম্মিমালা কখনই হিল্লোলিত হয় না। তিনি সততই আধি প্রভৃতি পঞ্চ ক্লেশবিহীন। যে সময়ে তিনি অনাদি অবিদ্যাজাত বাসনাজালে জড়িত, অহঙ্কারসম্ভূত চিত্তবৃত্তি সহিত মিলিত হন, তখনই তিনি, ভ্রান্ত আত্মহারা হইয়া যে কোন শরীর গ্রহণ-পূর্ব্বক সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিতে থাকেন। তৎ-কালে আত্মা প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিবিধগুণে বদ্ধ হইয়া অবশ হইয়া পড়েন, তাঁহার আর স্বাধীনতা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে অধিকারী হইলেও তখন তিনি গন্ধর্ব্বনগরোপম মায়াময় অলীক প্রাকৃতিক জগৎপ্রপঞ্চ দর্শন করত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বময় পাঞ্চভৌতিক দেহপিণ্ডমধ্যে বিকারীর ন্যায় হইয়া নানারূপ চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি এই-রূপে কামক্রোধাদিতে পীড়িত হইয়াই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হন। ১—৭। ভূতাবিষ্টচিত্ত মানব যেমন ভূতানু-রূপ কার্য্য করিতে থাকে, তদ্রূপ আত্মাও অজ্ঞানমোহিত

চেষ্টন্তে মনসো বৃত্তীর্বহুধাজ্ঞানমোহিতঃ ॥ ৮ ॥ তস্য মোক্ষো বিধাতব্যো যেন সুস্থোঽপি জায়তে। অকার্য্যশ্রবণপ্রাপ্যো নিত্যমুক্তস্বভাবতঃ ॥ ৯ ॥ নিরাবরণরূপস্য নির্ম্মলাকাশভাগিনঃ। ভ্রান্ত্যাবৃতে বিনাশো হি স্বাকারেঽবস্থিতির্ভবেৎ ॥ ১০ ॥ ভ্রান্তেঃ সঞ্জায়তে সূক্ষ্মো নিরুপাখ্যো হি পশ্যতি। নভস্তলং নভো নীলমিতি সর্ব্বৈর্বিভাব্যতে ॥ ১১ ॥ নির্ম্মলে নির্গুণে সান্দ্রানন্দবোধস্বরূপিণি। পরমাত্মনি ' স্মৃত ভ্রান্তিরাবিদ্যিকীদৃশী ॥ ১২ ॥ স্বপ্রত্যক্ষেঽপি। ভ্রান্তিঃ স্যাৎ স্বকণ্ঠাভরণোপমা। তস্মান্মোক্ষঃ কুতঃ কস্মাৎ কর্ম্মণা বিপ্র জায়তে ॥ ১৩ ॥ জ্ঞানেনাবরুতে রূপে প্রাপ্যতে তদ্ধি দুর্লভম্। তত্র ক্ষেত্রে হরেঃ ক্ষেত্রে ঈশ্বরানুগ্রহেণ বৈ। জ্ঞানোদয়স্য সুলভঃ প্রাণিনাং সংযমেন বৈ ॥ ১৫ ॥ প্রসাদে সর্ব্বতঃপানাং যস্য নাশোঽর্থভজায়তে। সদা প্রসন্নঃ ক্ষেত্রেঽস্মিন ম্রিয়মাণস্য স প্রভুঃ ॥ ১৬ ॥ অস্থিমো বিগ্রহো হ্যেষ ক্ষেত্রে যো ন ত্যজেদসূন। মুক্তিমুদ্দিশ্য যৎ কর্ম্ম ন তৎকর্ম্ম সমীরিতম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রাবণাদি যথা কর্ম্ম মুক্তয়ে মূলসাধনম্। তথাত্র মরণং পুংসাং সাক্ষাৎ কৈবল্যসাধনম্ ॥ ১৮ ॥ যথাপর্ব্বতসংরূঢপাষাণস্য দৃঢাশ্রয়ম্। ঝটিত্যাকৃষ্যতে লৌহময়স্কান্তমণির্যথা ॥ ১৯ ॥ অত্র প্রাণপরিত্যাগঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি দেহিনাম্। অনেকজন্মজাতানি নির্বীজানি করোতি বৈ ॥ ২০ ॥ শুভাশুভফ ঁাসঙ্গাদাত্মস্বরূপতামিয়াৎ। তেনৈব বদ্ধো ভ্রমতি শৃ'খলাবদ্ধকাকবৎ ॥ ২১ ॥ বহিত্রকাকো হি যথা ভ্রমন্নাকাশমণ্ডলে। অনবাপ্যান্যধিষ্ণ্যং বৈ স্বধিষ্ণ্যে নিশ্চলো বসেৎ ॥ ২২ ॥ তথায়মাত্মা সর্ব্বত্র বাসনাবশতো ভ্রমন। পঞ্চবিংশাত্মকে পিণ্ডে গুণৈর্বদ্ধঃ সদা ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ এতৎক্ষেত্রমহিম্না বৈ ভগবৎকরুণাবশাৎ। প্রাণত্যাগাৎ পরীক্ষীণসমস্তদৃঢবাসনঃ ॥ ২৪ ॥ বিষ্ণুরূপমবাপ্যাসৌ যাতি বিষ্ণোঃ পর পদম্। যত্র গত্বা পুনর্দ্দেহবন্ধমেষ ন বাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫ ॥ উদ্দালকাত্র তে

হওয়ায় স্বীয় সচ্চিদানন্দরূপতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুধা মনোবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা পায়। এজন্য যাহাতে আত্মা সুস্থ হইতে পারেন, সকলেরই তাঁহার তদ্রূপ মোক্ষ বিধান করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং অনুকূল কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে কেবল ক শ্রবণে কেহই সেই স্বভাবতঃ নিত্যমুক্ত আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভ্রান্তিময় আবরণে আবৃত স্বাকারে অবস্থানই সেই স্বভাবতঃ আবরণবিহীন নির্ম্মল আকাশোপম আত্মার বিনাশস্বরূপ জানিবে। নভস্তল দর্শনে সকলেরই যেমন নভোমণ্ডল নীলবর্ণ প্রতীত হয়, তদ্রূপ 'সেই নিরুপাধি আত্মাও ভ্রান্তিবশে সূক্ষ্ম জীবরূপ হইয়া থাকেন। পরমাত্মা স্বভাবতঃ নিবিড় চিদানন্দময়, নির্ম্মল ও নির্গুণ হইলেও তাঁহার অবিদ্যাবশেই ঈদৃশ ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকেন। সাধারণ মানবগণের যেমন স্বীয় কণ্ঠাভরণে সর্পভ্রান্তি জন্মে, সেইরূপ স্বীয় প্রত্যক্ষবিষয়েও আত্মার ভ্রান্তি হইয়া থাকে, অতএব হে বিপ্র! জ্ঞান ভিন্ন কোন কর্ম্ম দ্বারা কি কোন রূপে সেই আত্মার মুক্তিসাধন করা যায়? জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই তবে সেই দুর্লভ তত্ত্ব লব্ধ হইয়া থাকে। বৎস! উক্ত হরিক্ষেত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে ঈশ্বরানুগ্রহে সেই জ্ঞানোদয় প্রাণিগণের পক্ষেও সুলভ হয়। জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাহার মৃত্যু ঘটে, চিরদিনের জন্য তাহার সংসারদুঃখের শান্তি হয়। উক্ত ক্ষেত্রে মুমূর্ষু জীবগণের প্রতি সেই প্রভু জগন্নাথদেব সততই প্রসন্ন থাকেন। ফলে ভগবানের সেই দারুময় মূর্ত্তি জীবগণের অন্তকালে উপকারার্থই বিরাজমান আছে, অতএব যে ব্যক্তি, মুক্তি-উদ্দেশে তথায় প্রাণত্যাগ না করে, তাহার যাবতীয় কার্য্যই প্রকৃত কার্য্য মধ্যে পরিগণিত নহে। ৮—১৭। আত্মতত্ত্বশ্রবণাদি যেমন মুক্তির মূলসাধন, তদ্রূপ তথায় মৃত্যুও জীবগণের কৈবল্যলাভের মূলকারণ জানিও। অয়স্কান্ত মণি যেরূপ পর্ব্বতপ্ররূঢ় দৃঢ়বদ্ধ পাষাণবৎ লৌহপিণ্ডকেও ঝটিতি আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তথায় প্রাণপরিত্যাগও দেহিগণকে অনেকজন্মজাত সর্ব্ববিধ কর্ম্মকেই নির্বীজ করিয়া দেয়। শুভাশুভফলাসঙ্গ বশতই আত্মা স্বভাব স্বরূপতা প্রাপ্ত হন এবং তদ্দ্বারা বদ্ধ হইয়াই শৃঙ্খলাবদ্ধ কাকের ন্যায় সংসারমার্গে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। বহিত্র কাক (দাঁড়কাক) যেমন আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করত অন্যস্থান না পাইয়া স্বীয় পূর্ব্বস্থানেই নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ আত্মাও বাসনাবশে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া পরে পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বাত্মক দেহ-পিণ্ডমধ্যেই সর্ব্বদা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ে বদ্ধ থাকে। উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ হইলে ভগবানের করুণাবশতঃ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য হেতু মানবের সমুদয় দৃঢ়তর বাসনাই সম্যক্ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং সে বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত করিয়া যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় আর দেহ-বন্ধন প্রাপ্ত

শঙ্কা নার্থবাদকৃতাস্তু বৈ। য আত্মা ভগবৎ ক্ষেত্রে দেহবন্ধং পরিত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥ কথং স পুনস্তত্রৈব দেহবন্ধমুপব্রজেৎ। আত্মসন্ন্যাসযোগোঽয়ং যোগিনামপি দুর্লভঃ ॥ ২৭ ॥ দ্বে এব সাধনে মুক্তেরাত্মবৃত্তিস্তু চেতসঃ। প্রাণত্যাগশ্চেহ তথা নান্যথেত্যবধারয় ॥ ২৮ ॥ শিবোপদেশাৎ কাশ্যান্তু প্রাণত্যাগোঽপি মোচকঃ। তেন জ্ঞানেন হি পুমান্ ক্রমাদভ্যাসযোগতঃ ॥ ২৯ ॥ ক্ষীণকর্ম্মা বিমুচ্যেত পুরৈতদ্ধিমলং মতম্। অন্তর্হিতা হি সা কাশী গণেশ্বরভয়াদভূৎ ॥ ৩০ ॥ ময়া বঃ কথিতং পূর্ব্বং মহাদেবো যথাত্যজৎ। কাশীরাজপ্রসঙ্গেন ভগবৎ-পরিভাবিতঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মৃতস্যাত্মজ্ঞানলাভাদি কথনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭॥

হইতে হয় না, তাদৃশ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উদ্দালক! উহা অর্থবাদ বলিয়া তোমার যেন আশঙ্কা না হয়, বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি যে আত্মা সর্ব্ব-বিমোচন সাক্ষাৎ ভগবৎক্ষেত্রে দেহবন্ধন পরিত্যাগ করে, কিরূপে সে পুনরায় আবার ইহলোকে দেহবন্ধন প্রাপ্ত হইবে? এই জন্যই, উক্তক্ষেত্রে উক্ত আত্ম-সন্ন্যাস যোগ (দেহত্যাগরূপ যোগ) যোগিগণেরও দুর্লভ। বৎস! নিশ্চিত জানিবে, চিত্তের আত্মাকার বৃত্তি ও উক্তক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ এই উভয় মাত্রই মুক্তির সাধন, অন্য কোন প্রকারেই মুক্তি হয় না। কাশীধামে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন বলিয়া তথায় প্রাণত্যাগও মুক্তির সাধন সত্য, বস্তুতঃ জীবগণ অভ্যাস-যোগবশতঃ সেই জ্ঞানবলে ক্রমে শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় মুক্তিলাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে এই পবিত্র মতই সকলের পরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বেই গণেশভয়ে সে কাশীতীর্থ অন্তর্হিত হইয়াছে। মুনিগণ! কাশীরাজপ্রসঙ্গে ভগবানের নিকট পরাভূত হইয়া মহাদেব যেরূপে কাশীধাম পরিত্যাগ করেন, পূর্ব্বেই ত আমি আপনাদিগকে তদ্বিষয় বলিয়াছি। ২৬—৩১।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। বিশেষস্তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু উদ্দাল তত্ত্বতঃ। অদ্যাপি কাশ্যাং দেবোঽপি স্থিতবান্ বৃষভধ্বজঃ ॥ ১ ॥ যুগত্রয়ে তিষ্ঠতি স ন তু ঘোরে কলৌ যুগে। অধর্ম্মবহুলে তস্মিন্ কলৌ সান্তর্হিতাভবৎ। অন্যান্যপি চ তীর্থানি যথাবন্ন ফলন্তি চ ॥২॥ চতুর্য্যুগেষু সর্ব্বেষু যথার্থফলদন্তু তৎ। অত্র পাপপ্রবেশো হি কদাচিন্নোপজায়তে ॥ ৩ ॥ ধর্ম্মস্রষ্টা হি ভগবাংস্তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা। অবিদ্যাদীনবৃত্তীনাং সুখোদ্বোধায় যত্নবান্ ॥ ৪ ॥ ইদমেব পরং সেব্যং চতুর্ব্বর্গৈকসাধনম্। বিশেষান্মোচকং সাক্ষাদনায়াসেন দেহিনাম্ ॥ ৫ ॥ পাপিষ্ঠোঽত্যন্তদুশ্চেষ্টশ্চণ্ডালো বান্ত্যজোঽশুচিঃ। বিদ্বান্ বা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বে তত্র সমা দ্বিজ ॥ ৬ ॥ দেবা মরণমিচ্ছন্তি যত্র ক্ষেত্রে মুমুক্ষবঃ। আত্মসাক্ষাৎকৃতৌ মুক্তিস্তৎক্ষেত্রে মরণাদথ ॥ ৭ ॥ বিধ্যর্থবাদাবেতৌ

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—উদ্দালক! এই বিষয়ে তোমায় যথার্থরূপে বিশেষ বিবরণ বলি শুন; প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ বৃষভধ্বজ, অদ্যাপি কাশীধামে অবস্থিত আছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই যুগত্রয়েই তিনি তথায় অবস্থিত থাকেন, কেবল ঘোর কলিযুগেই থাকেন না, এজন্য অধর্ম্মময় কলিযুগে কাশীও অন্তর্হিতা হন এবং অন্যান্য তীর্থ সকলও ঘোর কলিতে যথোচিত ফলপ্রদ হয় না; কিন্তু পুরুষোত্তমক্ষেত্র চতুর্য্যুগেই যথোচিত ফল দান করিয়া থাকে, কদাচ তথায় কোন প্রকার পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। স্বয়ং ধর্ম্মস্রষ্টা ভগবান্ যত্নবান্ হইয়া অবিদ্যাবশে কাতরহৃদয় জীবগণের তত্ত্বজ্ঞানসাধনার্থই সর্ব্বদা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, এজন্য দেহিগণের অনায়াসে বিশেষরূপে, সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ, চতুর্ব্বর্গের সুপ্রশস্ত সাধন উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রই সকলের পরম সেবনীয়।১—৫। হে দ্বিজ! কি অতি দুর্ম্মতি পাপিষ্ঠ, কি অশুচি চণ্ডাল বা অন্ত্যজ এবং কি বিদ্বান্ বা পরম ধার্ম্মিক, উক্ত সকলেই সমান অধিকারী, জানিবে। বৎস! দেবগণও মোক্ষাভিলাষী হইয়া উক্তক্ষেত্রে মৃত্যু বাসনা করেন, বস্তুতঃ উক্ত ক্ষেত্রে মরণমাত্রেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভে যে, সকলেরই মুক্তি হইয়া থাকে, ইহা বিধি ও অর্থবাদ উভয়াত্মক;

হি নার্থবাদো ন বা বিধিঃ ॥৮॥ ন বিধেয়োঽপবর্গো-হি কালগ্রস্তা মৃতিস্তথা। অল্পাপি শঙ্কা মা ভূত্তে তৎক্ষেত্রে মরণং প্রতি। ৯॥ বিশ্বসন্তি ন তে মূঢ়া যে সংসারপ্রবৃত্তিকাঃ। অনাদ্যবিদ্যাসংসারপ্রবৃত্তৌ তচ্চ গোপিতম্ ॥ ১০॥ সাক্ষাৎকার আত্মনো যঃ স প্রসিদ্ধঃ শ্রুতৌ সদা। তদর্থং যতমানশ্চ যোগিনোঽপি সদাসতে ॥ ১১ ॥ যবব্রীহ্যাদিবত্তে দ্বে প্রধানে মুক্তিসাধিকে ॥১২॥ যোগাৎ প্রমুচ্যতে যোগী স্বস্তবায়াবশাদ্দ্বিজ। চতুর্মধ্যে ত্যজন্ প্রাণান্ ধ্রুবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৩॥ আদ্যো মৎস্যাবতারো হি প্রাঙ্মুখস্তত্র বর্ত্ততে। শ্বেতাখ্যো মাধবঃ প্রত্যক শ্বেতভূপপ্রসাদিতঃ॥ ১৪ ॥ বটসাগরয়োর্মধ্যং মুক্তিদ্বারমকল্পয়ৎ। তত্র ত্যজন্নসূন মর্ত্ত্যো নির্বিঘ্নং মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥১৫॥ অত্র তে কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমনুত্তমম্। চতুর্ভুর্গস্তু পুরতো দুর্ব্বাসা যদ্ব্যজিজ্ঞপৎ ॥ ১৬॥ স হি দেবস্য রুদ্রস্য অবতীর্ণোঽংশতঃ পুরা। আশৈশবাদ্ব্রহ্মচারী তত্ত্ববিৎ তপসাং নিধিঃ ॥ ১৭॥ যদৃচ্ছাভ্রমণো মর্ত্ত্যশ্চতুর্দ্দশজগৎস্বপি। কদাচিৎ পৃথিবীং যাতো সত্যাচারদিদৃক্ষয়া ॥ ১৮॥ মধ্যদেশে দদর্শাথ ব্রাহ্মণৌ মুনিসত্তমঃ। একস্তয়োস্তপোনিষ্ঠঃ স্বাধ্যায়াচারবান্ গৃহী ॥ ১৯॥ অপরস্তু সদাচারো দেবদেবস্য চক্রিণঃ। ভক্তিং চিকীর্ষুশ্চেষ্টাসু ন তথাস্থা... বর্দ্ধতে ॥ ২০॥ স তু কেনাপি বৌদ্ধেন নাস্তিকেন প্রলোভিতঃ। উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তী ধনবান্ বিষয়েষ্বনুষজ্জতে ॥ ২১॥ অথ তৌ জ্যোতিবাং বেত্রা জগাম স্বার্থলিপ্সয়া। পরিপৃষ্টোঽথ তাভ্যাং স আয়ুষঃ শেষমাদরাৎ ॥ ২২॥ তয়োর্জগাদ গণকো বিচার্য্য কুশলাদিভিঃ। পঞ্চত্রিংশদ্দিনান্তে "বাং প্রাণত্যাগো ভবিষ্যতি ॥ ২৩॥ তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়াবিষ্টৌ কথমাবাং ভবিষ্যতি। মুক্তিক্ষেত্রেঽন্যক্ষেত্রে বা

কেবল অর্থবাদ বা কেবল বিধি নহে। কারণ প্রভূত নিন্দা বা প্রশংসাযুক্ত বিধিশেষই অর্থবাদ, সুতরাং ইহা যখন সেরূপ বিধিশেষ নহে, তখন অর্থবাদ হইতে পারে না এবং অদৃষ্টলভ্য মোক্ষ বা কালের অধীন মৃত্যুও বিধেয় হইতে পারে না, এজন্য বস্তুতই উহা ও অর্থবাদ উভয়স্বরূপ। বৎস! উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে মরণের বিষয়ে তোমার যেন অণুমাত্র সংশয় না হয়। যাহারা সংসারে একান্ত আসক্ত, সেই মূঢ়গণই উহা বিশ্বাস করে না, অনাদি অবিদ্যাজনিত সংসার-প্রবৃত্তি থাকিলেই উক্তক্ষেত্র গুপ্ত থাকে। উদ্দালক! উক্ত ক্ষেত্রে মরণ ভিন্ন মুক্তিসাধন যে আত্মসাক্ষাৎকার, তাহা ত বেদে প্রসিদ্ধই আছে এবং যোগিগণও তজ্জন্য সতত যত্নবান থাকেন, ফলে উক্ত উভয়ই যবব্রীহিবৎ প্রধান মুক্তিসাধন, জানিবে। কিন্তু, দ্বিজবর! তন্মধ্যে পার্থক্য এই যে, যদি কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, তবেই যোগবলে যোগী মুক্ত হইতে পারেন, আর চতুর্মধ্যে (মৎস্যাবতারাদি চতুষ্টয়ের মধ্যে) প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে মানব নির্বিঘ্নে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অবতারের মধ্যে আদি মৎস্যাবতার-মূর্ত্তি পূর্ব্বমুখে অবস্থিত এবং শ্বেতরাজ কর্তৃক প্রসাদিত শ্বেতমাধব পশ্চিমে অবস্থিত আছেন আর উক্ত ক্ষেত্রে অক্ষয়বট ও সাগরের যে মধ্যস্থল, তাহাই চতুর্মধ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। মানব উক্ত চতুর্মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেই নির্বিঘ্নে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, এজন্য মহর্ষিগণ উহাকে মুক্তিদ্বার বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। বৎস! পুরাকালে মুনিবর দুর্ব্বাসা ভগবান ব্রহ্মার নিকট যে বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এতদ্বিষয়ে এক্ষণে তোমাকে সেই উৎকৃষ্টতম পুরাবৃত্ত বলি শুন। ৬—১৬। উক্ত মুনিবর রুদ্রদেবের অংশে অবতীর্ণ তিনি শৈশবাবধিই ব্রহ্মচারী, তত্ত্ববিৎ ও পরম তপস্বী ছিলেন। একদা তিনি যদৃচ্ছাক্রমে চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে কদাচিৎ মানবাচার-দর্শন-বাসনায় পৃথিবীতে উপস্থিত হন। অনন্তর সেই মুনিবর, মধ্যদেশে ব্রাহ্মণদ্বয়কে দেখিতে পান। সেই দুইজনের মধ্যে একজন তপোনিষ্ঠ এবং স্বাধ্যায় ও সদাচারবান গৃহস্থ ছিলেন, আর অপর একজন সতত সদাচারসম্পন্ন থাকিয়া কেবল দেবদেব চক্রপাণিকেই ভক্তি করিতেন, অন্য কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতেন না। কালক্রমে সেই ধনবান্ বিষ্ণুভক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি, কোন বৌদ্ধমতাবলম্বী নাস্তিকের প্রলোভনে পড়িয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত ও বিষয়ভোগে নিতান্ত আসক্ত হন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একজন জ্যোতির্ব্বিৎ স্বার্থলিপ্সায় সেই ব্রাহ্মণদ্বয়ের নিকট আগমন করেন; পরে তাঁহারা উভয়েই সেই গণককে আপনাদিগের আয়ুর অবশিষ্টাংশের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় গণক উত্তমরূপ বিচার করিয়া বলেন, পঞ্চত্রিংশদ্দিনান্তে আপনাদিগের উভয়েরই প্রাণত্যাগ হইবে। গণকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে উভয়েই

গৃহে বা যত্র কুত্রচিৎ। সংবৎসর বিচার্য্যৈতৎ কথয়স্ব যথাতথম্ ॥ ২৪ ॥ এবমুক্তস্তু তাভ্যাং স মুক্তিভাবং বিচিন্তয়ন্। পূর্ব্বস্তু প্রাহ নদ্যাং তে প্রাণা যাস্যন্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ২৫ ॥ উত্তমাং গতিমাসাদ্য দেবভূয়ং গমিষ্যসি। ইতরস্তু তু বিস্ময়ৈঃ কৈবল্য-প্রাপ্তিমুচিবান্ ॥ ২৬ ॥ ত্বং বিপ্র বহুভাগ্যোঽসি নিধনে তে বৃহস্পতিঃ। স্বোচ্চস্থো বর্ত্ততে তেন ব্রহ্মনির্ব্বাণ-মেষ্যসি ॥ ২৭ ॥ পুরুষোত্তমাখ্যং ভো বিপ্র ক্ষেত্রং পরমপাবনম্। যত্র প্রবিষ্টমাত্রস্য সর্ব্বার্থৌঘবিনা-শনম্ ॥ ২৮ ॥ স্থিতিং করোতি ভগবান্ দারুরূপো দয়ানিধিঃ। ম্রিয়মাণস্তু তস্মিন্ স কৈবল্যং সম্প্রযচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ ইত্যুক্তস্তেন স বিপ্রো ভাগ্যো-দয়বশাৎ পুনঃ। পুনর্ব্বভূব শুদ্ধাত্মা বিষ্ণুভক্তি-চিকীর্ষয়া ॥ ৩০ ॥ তং পূজয়িত্বা সৎকারৈর্বিসসর্জ্জ মুদান্বিতঃ। কেন মার্গেণ বা তত্র কথং যাস্যত্য-চিন্তয়ৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবন্তক্তয়োর্বিপ্রয়োরুপাখ্যানং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

চিন্তাকুল হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্যোতির্জ্ঞ মহাশয়! কোন্ মুক্তিক্ষেত্রে বা অন্য ক্ষেত্রে এবং গৃহে বা অপর কোন স্থানে কিরূপে আমাদিগের মরণ হইবে, তাহা বিচারপূর্ব্বক যথার্থরূপে বলুন। সেই গণক, উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়-কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মুক্তিভাববিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন, নদীতে আপনার মৃত্যু হইবে এবং আপনি উত্তমগতি প্রাপ্ত হইয়া দেবত্ব লাভ করি-বেন। তৎপরে সহাস্যবদনে দ্বিতীয় ব্যক্তির মুক্তি-লাভের বিষয় ব্যক্ত করত কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনি পরম ভাগ্যবান্, আপনার নিধনগৃহ অষ্টম রাশিতে বৃহস্পতি আছেন এবং তিনি উচ্চস্থ, এজন্য আপনি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। হে বিপ্র! যে স্থানে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই মানবগণের অখিল পাপরাশি তিরোহিত হইয়া থাকে, সেই পরমপাবন পুরুষোত্তম নামক যে ক্ষেত্র, তথায় আপনার মৃত্যু হইবে। দয়ানিধি ভগবান্ দারুময় মূর্ত্তিতে তথায় বিরাজমান থাকিয়া নিরন্তর তৎক্ষেত্রে ম্রিয়মাণ জন-গণকে কৈবল্যদান করিতেছেন। গণককর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সেই বিপ্রবর, স্বীয় শুভ ভাগ্যোদয়-বশতঃ বিষ্ণুভক্তিবাসনায় পুনরায় পবিত্রাত্মা হই-লেন। অনন্তর, সানন্দচিত্তে যথোচিত সৎকার-দ্বারা গণককে সম্মানিত করিয়া বিদায় করিলেন এবং কিরূপে কোন্ পথে সেই পুরুষোত্তমে গমন করি-বেন, তদ্বিষয়ই চিন্তা করিতে থাকিলেন। ১৭—৩১।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। ইত্থং চিন্তয়মানস্য তৎক্ষেত্রগমনং প্রতি। প্রাপ্তবান্ রুদ্ররূপঃ স দুর্ব্বাসাস্তপসাং নিধিঃ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ব্রাহ্মণো হৃষ্টমানসঃ। পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য সুখাসীনং সুবিষ্টরে। প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। ভগবন্ ভাগ্যসম্পত্তেঃ পরিপাকাৎ সমাগতঃ। সদনং মে ততো জাতঃ কৃতকৃত্যোঽস্মি নিশ্চিতম্ ॥ ৩ ॥ ভবাদৃশো জ্ঞানবিদঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্ম-স্বরূপিণঃ। নাল্পভাগ্যবতাং পুংসাং দৃশঃ স্যুরতিথয়ো ধ্রুবম্ (১) ॥ ৪ ॥ যদপ্যহং কৃতার্থোঽস্মি তবাগমন-ভাগ্যতঃ। তথাপি বাঙ্ময্যমৃতং ত্বদাজ্ঞাবচনং প্রতি ॥ ৫ ॥ ইত্যুক্তবন্তং দুর্ব্বাসা মুনিরাহ হসন্নিব।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—বৎস! সেই দ্বিজবর পুরু-ষোত্তমে গমনার্থ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে সেই রুদ্রাংশসম্ভূত তপোনিধি মুনিবর দুর্ব্বাসা তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে পাদ্যাদিদ্বারা তাঁহার যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া, মুনিবর স্বপ্রদত্ত আসনে সুখোপ-বিষ্ট হইলে বিনয়নম্রভাবে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—ভগবন্! মদীয় শুভাদৃষ্টের পরিণাম বশতই আপনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য নিশ্চিত আমি আজ কৃতার্থ হইলাম। সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ভবাদৃশ জ্ঞানিগণ কদাচ অল্প-ভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের দৃষ্টিপথের অতিথি হয় না। মহাত্মন্! যদ্যপি আমি ভবদীয় আগমন-জন্য শুভাদৃষ্টবশেই কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি আপনার আজ্ঞারূপ অমৃতপানে উৎসুক হইতেছি। সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিতে থাকিলে মুনিবর দুর্ব্বাসা ঈষৎ

(১) অত্র "দৃশোরতিথয়ো ধ্রুবম্" ইত্যেব পাঠঃ সমজ্জতে। লিখিতপাঠস্তু লিপিপ্রমাদাৎ ইত্যবগম্যতে।

বিপ্রবর্য্য ন বা যোগিবর্য্যং ত্বং কিন্ন ভাবসে॥ ৬॥ মাসাদূর্দ্ধং ত্বমস্মাকমুপাস্যঃ সম্ভবিষ্যসি। উপস্থিতাপবর্গস্ত্বং বিনা শ্রুত্যাদিসাধনৈঃ॥ ৭॥ এবমুক্তে দ্বিজঃ প্রাহ মুনে ত্বং সত্যবাগসি। ভবাদৃশানাং রসনা ন স্বপ্নেঽপি মৃষাপ্রিয়া॥ ৮॥ দাসে ময়ি পরীহাসঃ কিং বানুগ্রহভাষণম্। তত্ত্বতো ব্রূহি ভগবন্ন ভয়ং মে হ্যনুগ্রহাৎ॥ ৯॥ যথেচ্ছাচারদুষ্টোঽহং ন বিবেকোঽস্তকো ময়ি। ন বাসনাবন্ধদৃঢ়ং কর্ম্ম ত্যজতি মে মনঃ॥ ১০॥ ইন্দ্রিয়ার্থোপভোগেচ্ছা ক্ষণং ন চ্যবতে মম। ইহামুত্র ফলাকাঙ্ক্ষা প্রাণযাত্রাং বিনা যদা॥১১॥ নোৎপদ্যতে বিনা মুক্তাবধিকারং বিদুর্ব্বুধাঃ। মুনে দৃঢ়মমত্বোঽহং কথং প্রাপ্স্যামি নির্বৃতিম্॥ ১২॥ আত্যন্তিকদুঃখহানিঃ কথং মে বাত্মসংবিদঃ। অনুগ্রহাদ্ভগবতো বিনা মে স্যাৎ কথং বদ॥ ১৩॥ বিপ্রবাক্যমিদং

হাস্য সহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—হে বিপ্রবর! আমি প্রকৃতরূপে যোগিবর নই, আমাকে কিজন্য এরূপ বলিতেছ? মাসান্তে তুমিই আমাদিগের উপাস্য হইবে, শ্রুত্যাদি সাধন ব্যতিরেকেও তুমি অবিলম্বে অপবর্গ লাভ করিবে। দুর্ব্বাসা এইরূপ কহিলে সেই দ্বিজবর কহিলেন,—মুনে! আপনি সত্যবাদী, ভবাদৃশ জনগণের রসনায় স্বপ্নেও মিথ্যা প্রিয়বাক্য উচ্চারিত হয় না, অতএব হে ভগবন্! এই দাসের প্রতি আপনি কি পরিহাস করিতেছেন, না যথার্থই অনুগ্রহবাক্য বলিতেছেন? আপনি অনুগ্রহ করিয়া যথার্থরূপে বলুন, আমায় অভয় দান করুন। আমি বিবেকবিহীন যথেচ্ছাচারী পাপী, আমার মন দৃঢ়তর বাসনায় বদ্ধ, এজন্য এক্ষণেও ত সংসার-বন্ধনপ্রদ কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছে না এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় উপভোগেচ্ছাও ক্ষণকালের জন্যও তিরোহিত হইতেছে না। বুধগণ বলিয়া থাকেন, যৎকালে মানব-হৃদয়ে জীবনধারণোপযোগী কোন প্রকার বস্তুর বাসনা ভিন্ন ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ ফলকামনাই উদিত না হয়, তৎকালেই মানবের মুক্তিলাভে অধিকার জন্মে; অতএব হে মুনে! আমার যখন পার্থিব বিষয়ে দৃঢ়তর মমতা রহিয়াছে, তখন কিরূপে আমি চির শান্তি প্রাপ্ত হইব? মুনিবর! ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত কিরূপে দেহাত্মাভিমানী আমার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইবে, বলুন? সেই ব্রাহ্মণের

শ্রুত্বা দুর্ব্বাসাঃ পুনরব্রবীৎ॥ ১৪॥ যদবোচঃ স্বরূপং হি স্বস্য তন্নো মৃষা ধ্রুবম্। তথা প্রবৃত্তিস্তে যেন তত্তে বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ॥ ১৫॥ পূর্ব্বজন্মনি ত্বং বিপ্র মহাভাগবতোঽভবৎ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সুহৃদ্ভির্বন্ধুভিঃ সহ॥ ১৬॥ মাঘে মাসি গতস্তত্র ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। তত্র তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ স্নাত্বা সিন্ধুজলে শুভে॥ ১৭॥ সঙ্ক্ষীণকল্মষস্ত্বং হি উপোষ্য কৃতজাগরঃ। উপচারৈর্জগন্নাথং দারুরূপং সমর্চ্চয়ন্॥ ১৮॥ কুন্দস্রগ্ভিঃ সুগন্ধাভিঃ পূজয়িত্বা জগদ্গুরুম্। প্রভাতে চ পুনঃ স্নাত্বা সমর্চ্চ্য জগতাং পতিম্॥ ১৯॥ তৎপ্রীত্যৈ দ্বিজবর্য্যেভ্যঃ প্রতিপাদ্যাসনাদিকম্। ততশ্চ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং পুনরায়াঃ স্বকং গৃহম্। কর্ম্মণা তেন মুক্তেস্ত্বং ভাজনং প্রত্যপদ্যথাঃ॥ ২০॥ তৎক্ষেত্রমুৎকলে দেশে দক্ষিণোদধিতীরগম্। সুগোপ্যং ব্রহ্মণঃ শম্ভোর্দুষ্প্রাপ্যং স্বল্পভাগ্যকৈঃ॥২১॥ যৎকর্ম্মপরিপাকেণ ত্বমাপ্ত ঈদৃশীং তনুম্। ক্ষীণপাপোঽসি ভগবদ্দর্শনাত্ত্বং তদা দ্বিজ॥২২॥ নিবর্ত্তমানঃ

এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় দুর্ব্বাসা বলিলেন,—বিপ্রবর! তুমি আপনার সম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহা যথার্থই বটে, কদাচ তাহা মিথ্যা নহে; কিন্তু যে জন্য তোমার সেরূপ ঘটিবে, যথার্থরূপে তদ্বিষয় বলি শুন।১—১৫। বিপ্র! পূর্ব্বজন্মে তুমি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলে। তুমি একদা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সুহৃদ্ ও বন্ধুগণের সহিত মাঘমাসে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন কর। পরে তথায় বিষ্ণুপ্রীতিকর একাদশী তিথিতে সিন্ধুজলে অবগাহনপূর্ব্বক নিষ্পাপ হও, তৎপরে উপবাসী থাকিয়া জাগরণ করত রাত্রিকালে সুগন্ধ কুন্দমাল্য প্রভৃতি বিবিধ উপচারে দারুময় জগন্নাথদেবকে যথাবিধি পূজা করিয়া পুনরায় প্রভাতকালে স্নানান্তে সেই জগদীশ্বরকে সম্যক্ অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহার প্রীত্যর্থে দ্বিজবরদিগকে আসন ও ভোজ্যাদি দান কর; অনন্তর বন্ধুগণের সহিত পুনরায় নিজ গৃহে আগমন করিয়াছিলে, সেই পুণ্যকার্য্যের জন্যই তুমি মুক্তি লাভের অধিকারী হইয়াছ! উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্র উৎকল দেশে দক্ষিণ মহাসাগরের তীরবর্ত্তী। অল্পভাগ্যশালী ব্যক্তিদিগের পক্ষে উহা অতি দুষ্প্রাপ্য। এমন কি ভগবান্ ব্রহ্মা বা শঙ্করও উহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন। হে দ্বিজ! তৎকালেই তুমি ভগবদ্দর্শনহেতু নিষ্পাপ হইয়াছ এবং

স্বগৃহং সঙ্গদোষেণ দূষিতঃ। গত্বাগ্নং প্রত্যহং ভুক্তা তৎকর্ম্মপরিণাকতঃ। পাষণ্ডসঙ্গতুর্ব্বুদ্ধিঃ স্বেচ্ছাচারো ভবানভূৎ ॥ ২৩॥ সাম্প্রতং গৃহজং বস্তুজাতং দত্বা কুটুম্বকে। তূর্ণং প্রয়াহি ভগবৎপাদমূলং সুদুর্লভম্ ॥ ২৪॥ জৈমিনিরুবাচ। ইত্যুক্তস্তেন মুনিনা স দ্বিজো হৃষ্টমানসঃ। গৃহক্ষেত্রকুটুম্বেষু ত্যক্তমোহো বিবেকবান্ ॥ ২৫ ॥ নিঃসসার গৃহাত্তূর্ণং চিন্তয়ন্ পুরুষোত্তমম্। তেনৈব মুনিনা সার্দ্ধং জগাম পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৬॥ দিনদ্বয়ান্তরে মার্গে দূরশূন্যে ব্রজন্ মুনিঃ। চিত্তশুদ্ধিপরীক্ষার্থমন্তর্ধানগতো-ঽভবৎ ॥ ২৭ ॥ পদানি কতিচিদ্গত্বা স বিপ্রো দীনমানসঃ। দুর্ব্বাসসমনালোক্য কান্দিশীকো-ঽভবত্তদা ॥ ২৮ ॥ অসহায়ো গমিষ্যামি কাহং শূন্য-পথা ব্রজন্। কুত্র দেশে মুনিঃ স্থানং ত্যক্ত্বা মাং বা কথং গতঃ ॥ অনামন্ত্র্য হি সাধূনাং নৈব পন্থাঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২৯ ॥ পরিত্যজ্য কুটুম্বং স্বং বেশ্ম তৎ সুপরিচ্ছদম্। অপ্রাপ্য, মোচকং ক্ষেত্রং শূন্যে সীদামি হা কথম্। দৈবজ্ঞঃ স তু ভিক্ষার্থী জীর্ণো গণনকর্ম্মণা ॥৩১॥ তাপসাশ্ছদ্মরূপাহি বঞ্চয়ন্তো জনান্ বহূন্। রাক্ষসা নাশয়ন্ত্যাশু মনুষ্যানপকারিণঃ। অবিচার্য্যৈ ময়া সাঙ্গং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা সুখপ্রদম্। ইত্থ-মাচরিতং কর্ম্ম শ্রেয়ঃ স্যান্মে কথং পুনঃ ॥ ৩৩ ॥ দৈবেন বঞ্চিতং কিংবা করিষ্যাম্যাত্মনো হিতম্। ত্রিশঙ্কুবৎ স্থিতো মধ্যে প্রান্তরে হৃদ্য বিহ্বলঃ ॥৩৪॥ স্বেচ্ছোপনীতা বিষয়া বর্ত্তন্তে স্বগৃহে মম। তান্ পরিত্যজ্য ভীতোঽহং ক্ব যাস্যে ভীতচৌরবৎ ॥৩৫॥ ইত্থং চিন্তাকুলঃ সোঽথ ব্রজন্ শূন্যপথি শ্বসন্। ভয়া-

যে কর্ম্মপরিপাক বশতঃ ঈদৃশ দেহ লাভ করিয়াছ, সেই কর্ম্মফলেই মুক্ত হইবে। তুমি স্বগৃহে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া সঙ্গদোষে, দূষিত হইয়াছিলে, তুমি পুরুষোত্তমে গমনপূর্ব্বক প্রত্যহ ভগবানের অন্ন-প্রাসাদ ভোজন করিয়াও স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সঙ্গদোষে দূষিত হইয়াছিলে বলিয়াই সেই কর্ম্ম-ফলে পাষণ্ডসংসর্গে তোমার বুদ্ধি দুষ্ট হওয়ায় তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়াছ। সম্প্রতি নিজ গৃহস্থিত সমস্ত দ্রব্যাদি কুটুম্বদিগকে প্রদান করিয়া ত্বরায় সুদুর্লভ ভগবৎপাদমূলে গমন কর। জৈমিনি বলিলেন,—মুনিবর দুর্ব্বাসা এইরূপ কহিলে সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ অতি হৃষ্ট হইল, তখন তাঁহার মনে বিবেকোদয় হওয়ায়, বাসভূমি গৃহ ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি মমতা, মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক, মনে মনে ভগবান্ পুরুষোত্তমকে চিন্তা করত, ত্বরায় গৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া, সেই মুনিবরের সহিত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর দুই দিবসের পর মুনিবর দুর্ব্বাসা সেই ব্রাহ্মণের চিত্তশুদ্ধি-পরীক্ষার্থ প্রান্তর-মধ্যে গমন করিতে করিতে সহসা অন্তর্দ্ধান করি-করিলেন। এদিকে সেই বিপ্রবর কতিপয় পদ গমন করিয়াই দুর্ব্বাসাকে দেখিতে না পাইয়া অতি-শয় কাতর হইলেন এবং ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়া ভাবিলেন, এক্ষণে আমি একাকী কোথায় যাই, মুনিবর বৃক্ষাদিশূন্য দূরপথে গমন করিতে করিতে আমাকে কিছু না বলিয়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোথায় গমন করিলেন! সাধুদিগের ত এরূপ আচরণ দৃষ্ট হয় না। হায়! এক্ষণে আমি অসহায় হইয়া কান্তার-পথে গমন করত কোথায় যাইব। মুনিবরের বাসস্থানই বা কোথায়? তিনি আমায় কিছুমাত্র না বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গেলেন! সাধুদিগের ঈদৃশ ব্যবহার ত কদাচ শ্রুত হয় না।১৬—২৯। হায়! আত্মীয়স্বজন,গৃহ ও মনোহর পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিক্ষেত্রে উপস্থিত না হইয়াই আমি আজ কি না শূন্যপথে বিনষ্ট হইলাম! সেই ভিক্ষার্থী দৈবজ্ঞও ত গণনাকার্য্য করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহার গণনাই বা কিরূপে মিথ্যা হইল? যথার্থই বটে, মানবগণের অপকারী মায়াবী রাক্ষসগণ, এইরূপ ছদ্মতাপস-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বহুল জনগণকে বঞ্চনা করত বিনষ্ট করিয়া থাকে। হায়! আমি যখন সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কেবল সুখপ্রদ বিষয়েই লক্ষ্য করিয়া ঈদৃশ অন্যায় আচরণ করিয়াছি, তখন আর আমার কিরূপে মঙ্গল হইবে? দৈবই যখন আমায় বঞ্চন করিয়াছেন, তখন কি প্রকারে আমি আপনার হিতসাধন করিব? হায়! এক্ষণে আমি আত্মীয়জন-বিরহে বিহ্বল হইয়া আকাশমধ্যে ত্রিশঙ্কুর ন্যায় এই প্রান্তরমধ্যে অবস্থান করিতেছি। হায়! আমার গৃহে স্বীয় ইচ্ছানুসারে আহৃত কত শত ভোগ্য বিষয় সকল রহিয়াছে, আমি এক্ষণে তৎসমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সভয়চিত্তে চৌরের ন্যায় কোথায় যাইব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সেই কান্তারমধ্যে গমন করত পাতিব্রত্য

তুরাঙ স্পর্শদুষ্টাং বালাং কাঞ্চিদপশ্যত ॥ ৩৬ ॥ লাবণ্যাম্বুধিরত্নং সা সীমাসৌন্দর্য্যভূষণা। সর্ব্ব-গাত্রানবদ্যাঙ্গী মোহনাস্ত্রং মনোভুবঃ ॥ ৩৭ ॥ তাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টঃ সর্ব্বস্ত্রীরূপহারিণীম্। চিন্তয়ামাস নেদৃক্ খে দৃষ্টপূর্ব্বা হি সুন্দরী ॥ ৩৮ ॥ মহানগর-মধ্যেহহং ভ্রমমাণো যদৃচ্ছয়া। অবরোধেহপি নৃপতেঃ কান্তা নেদৃক্ সুশোভনা। একাপি লভ্যতে যেয়ং দেবলোকেহপি দুর্লভা। এবং শূন্যাটবাদেশং ভূষয়ন্তী মনোহরা। দৃষ্টাপি যা [illegible] ঘোরাং ঝটি-ত্যাকৃষ্যতে মম ॥ ৪০ ॥ সাপি তং নিকটে দৃষ্ট্বা কিঞ্চিৎ সুস্থাকৃতিস্তদা। স্থিতা ত্রপানুরাগাভ্যাং ভূষিতা স্বৈরতাং গতা ॥ ৪১ ॥ অথোবাচ দ্বিজো-হনঙ্গপীড়িতোহস্থিরমানসঃ ॥ ৭২ ॥ কা ত্বং শুভে কুতো বাস্মিন্ কান্তারে সমুপস্থিতা। অসহায়া ভয়-ত্রস্তা দিব্যরূপা বিভাব্যসে ॥ ৪৩ ॥ ইত্যুক্তবন্তং তং দৃষ্ট্বাবশচিত্তং তদাব্রবীৎ। কান্ত মামাস্তথা মংস্থা-স্তদীয়াহং পুরা স্থিতা ॥ ৪৪ ॥ দুর্দ্দৈবাদুষ্টচিত্তস্ত্বং স বৈ মাং শৈশবেহত্যজঃ। অবসং জনকস্যাহং মন্দিরে বিপ্রবাসিতা ॥ ৪৫ ॥ ত্বাং ধ্যায়ন্তী দিবা-রাত্রৌ যৌবনং নিষ্ফলং গতম্। পিতুর্গৃহং মে নিকটে শ্রুত্বা ত্বাং নির্গতং গৃহাৎ ॥ ৪৬ ॥ একাকিনী ভয়োদ্বিগ্না ত্বৎসন্নিধিমুপাগতা। অদ্যাপ্যনুক্রোশয় মাং জীবিতং রক্ষ মে প্রভো। উদ্বাহিতায়া যুবতেঃ পরিত্যাগোহসুখাবহঃ। নরকায় গতিঃ পুংসামিতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ এহি কান্ত ব্রজা-ম্যদ্য পিতুর্গেহং সুখালয়ম্। যথাকামং ময়া সার্দ্ধং তত্র তিষ্ঠ চিরং প্রভো ॥ ৪৯ ॥ তয়া প্রবোধিতশ্চৈবং স বিপ্রো হৃষ্টমানসঃ। জগাম তাং পুরস্কৃত্য অদূরে শ্বশুরালয়ম্ ॥ ৬০ ॥ শ্বশুরোহপি চ তং দৃষ্ট্বা সৎ-কৃত্যাশু প্রপূজয়ন্। স্বগৃহে বেশয়ামাস সর্ব্বকাম-

---

হেতু অন্যের পক্ষে যাহার স্পর্শ দূষণীয় এবংবিধ কোন অল্পবয়স্কা ভয়াতুরা রমণীকে দর্শন করি-লেন। দেখিলেই বোধ হয় যেন, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লাবণ্যরূপ-রত্নাকরের এক অপূর্ব্ব রত্ন এবং মদনের সম্মোহননামক অস্ত্রবিশেষ; বস্তুতঃ সেই ললনা সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠায় বিভূষিতা। অখিল সীমন্তিনী-গণের সৌন্দর্য্যহারিণী সেই মহিলাকে [illegible] সমধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তিনি মনে [illegible] চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বোধ হয় কেহ কখন সুরপুরেও ঈদৃশ সুন্দরী সন্দর্শন করেন নাই। আমি ত মহানগরমধ্যে যথেচ্ছ কতই ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কখনই এরূপ রূপবতী দেখি নাই এবং কোন নৃপ-তিরই অন্তঃপুরমধ্যে এতাদৃশী শোভনাঙ্গী কমনীয়-কান্তি একটি রমণীও দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ এই যে সুন্দরী দৃষ্ট হইতেছে, এরূপ পরম-সুন্দরী কামিনী, দেবলোকেও দুর্লভ। এই মনো-হারিণী রমণী উপস্থিত হইয়া এই শূন্যময় অটবী-প্রদেশকেও ভূষিত করিতেছে এবং আমার দৃষ্টিপথে উদিত হইয়াই মদীয় চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে ও ঘোরতর সহবাসোৎকণ্ঠাকে যেন উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছে। সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে সেই কামিনীও ব্রাহ্মণকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া যেন কিঞ্চিৎ সুস্থাকৃতি এবং ঈষৎ লজ্জা ও অনুরাগ-চিহ্নে ভূষিতা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইল। ৩০—৪১। অনন্তর সেই দ্বিজবর কামশরে পীড়িত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বলিলেন,— অয়ি ভদ্রে! তুমি কে? কিজন্যই বা ভয়াকুল-হৃদয়ে একাকিনী এই কান্তারমধ্যে উপস্থিত হই-য়াছ? তোমাকে দিব্যরূপিণী বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই ব্রাহ্মণকে কামবশচিত্তে এইরূপ বলিতে দেখিয়া সেই কামিনী বলিল,—কান্ত! আমাকে অন্যপুরুষ-সংসর্গিণী মনে করিবেন না, আমি পূর্ব্বে আপনারই পত্নী ছিলাম। দুর্দ্দৈব বশতঃ বুদ্ধিদোষে আপনি আমায় শৈশবকালেই পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন এবং আমি আপনাকর্ত্তৃক বিবাসিতা হইয়া এতাবৎকাল পিত্রালয়েই বাস করিয়াছি। নাথ! দিবারাত্র আপনাকে ধ্যান করিতে করিতেই আমার যৌবন বিফলে গিয়াছে। নিকটেই আমার পিতৃগৃহ, আপনি গৃহ হইতে নির্গত হইয়া এ স্থানে আসিয়াছেন শুনিয়া আমি একাকিনী ভয়োদ্বিগ্ন-হৃদয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। প্রভো! অদ্যাপি আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। প্রিয়তম। বিবাহিতা যুবতীকে পরি-ত্যাগ করা যে অতীব অসুখের কারণ এবং উহাতে যে পুরুষের নরকগতি হয়, ইহা শাস্ত্রমাত্রেই স্থির নিশ্চিত হইয়াছে। অতএব হে কান্ত! আসুন, এক্ষণে আমার সুখকর পিতৃগৃহে আগমন করি। প্রভো! তথায় আপনি আমার সহিত যথেচ্ছ অবস্থান করুন। সেই প্রমদাকর্ত্তৃক এইরূপ প্রবো-ধিত হইয়া ব্রাহ্মণ হৃষ্টমানসে তাহাকে অগ্রে লইয়া অদূরবর্ত্তী শ্বশুরালয়ে গমন করিলে তদীয় শ্বশুরও তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পরম সমাদরে সৎকার-

সমৃদ্ধিভিঃ ॥ ৫১ ॥ রমমাণস্তয়া সার্দ্ধং মাসমাত্রমুবাস হ। এতৎ সর্ব্বং মুনের্মায়া ন জানাতি দ্বিজস্ত্বয়ম্ ॥ ৫২ ॥ ব্রজংস্তু কেবলং নিত্যং ক্ষেত্রস্য নিকটং যযৌ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবদ্ভক্ত-বিপ্রস্য প্রাক্‌পরিত্যক্ত পত্ন্যা সহ সঙ্গতির্নামৈকোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ। দ্বিতীয়েঽহ্নি দিবামধ্যে চতুর্ম্মধ্যে প্রবেক্ষ্যতি। পূর্ব্বেঽহনি জরস্তস্য মহানাসীৎ সুদারুণঃ ॥ ১ ॥ তস্মিন্ ক্ষেত্রে হ্যবেশচক্রং বিষ্ণুপারিষদোগণঃ। যমস্য চ সুঘোরাস্তে দূতা পাশাদিপাণয়ঃ। যুগপত্তবনং তস্য প্রাপ্তাস্তে চ পরস্পরম্ ॥ ২ ॥ যমদূতা উচুঃ। কথন্তো বৈষ্ণবা এনং পাপসঞ্চয়কারিণম্। নেতুমিচ্ছত বৈকুণ্ঠং কথযধ্বং ভবাদৃশাঃ ॥ ৩ ॥ অনেন

পূর্ব্বক সমুদয় ভোগ্য বস্তু দিয়া নিজগৃহে বাস করাইলেন। তৎকালে সেই ব্রাহ্মণ, স্বীয় পত্নীর সহিত পরমসুখে বিহার করত একমাস কাল তথায় অবস্থান করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, এই সকল কেবল মুনিবর দুর্ব্বাসার মায়া, বস্তুতঃ তিনি নিয়ত গমন করিতে করিতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৪২—৫৩।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ, আগামী দ্বিতীয় দিনে দিবামধ্যে মৎস্যাবতারাদি-চতুঃসীমার মধ্যে গমন করিবেন, এমত সময়ে সেই পূর্ব্বদিনেই তাঁহার সুদারুণ জ্বর হইল। উক্ত চতুঃসীমার নিকটবর্ত্তী সেই ক্ষেত্রে ভগবান্ হরির সুদর্শন চক্র ও পারিষদগণ ছিল এবং যমেরও ভীমমূর্ত্তি দূতগণ পাশাদি হস্তে তথায় অবস্থিতি করিতেছিল। উক্ত বিষ্ণুর পারিষদগণ ও যমদূতগণ তখন এক সময়েই পরস্পর মিলিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের আলয়ে প্রবেশ করিল। পরে যমদূতগণ বলিল,—ওহে বৈষ্ণবগণ! কি জন্য ভবাদৃশ ব্যক্তিগণ, এই পাপিষ্ঠকে বৈকুণ্ঠে

কানি পাপানি কৃতানি ন দুরাত্মনা। কথমেনং রক্ষিতুং বৈ সুদর্শনমুপাগতম্। চক্রমেতদ্ধি বৈষ্ণবং হি দুষ্টাচারনিসূদনম্ ॥ ৪ ॥ কথং বা জড়বুদ্ধিত্বমুপাগম্য সুবুদ্ধয়ঃ। নির্ম্মলাঃ পার্ষদা বিষ্ণোঃ পাপসন্নিধিমাগতাঃ ॥ ৫ ॥ পুনঃপুনর্বদত্যস্মদ্রাজা বৈবস্বতো হি নঃ। ন যত্তো বৈষ্ণবান্ পুংস ঈশিতারশ্চ তে ময়ি ॥ ৬ ॥ অবলোকয়িতুং তান্ হি নেশে স্বপ্নেঽপি ভো ভটাঃ ॥৭॥ তান্ বিষ্ণুরূপান্ সেবন্তে বৈষ্ণবাঃ পার্ষদাঃ সদা। সুদর্শনং চক্রবরং তস্য পার্শ্বেঽবতিষ্ঠতে ॥ ৮ ॥ যে তু পাপরতা নিত্যং বিষ্ণুভক্তিপরাঙ্মুখাঃ। তেষামহং নিয়ন্তেতি স্থাপিতঃ প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৯ ॥ অতোঽসৌ পাপিনাং শ্রেষ্ঠো যমস্য বশমেষ্যতি। চিত্রগুপ্তেন কথিতং নরকর্ম্মসু সাক্ষিণা ॥ ১০ ॥ যমদূতবচঃ শ্রুত্বা প্রাহুর্বৈষ্ণবপুঙ্গবাঃ। মূঢা যূয়ং ন বুধ্যধ্বং ক্রূরাত্মানো বিহিংসকাঃ ॥ ১১ ॥ কঃ পাপী ধার্ম্মিকো বাপি কো বা মোক্ষাধি-

লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? এই দুরাত্মা কোন্ পাপ না করিয়াছে? অতএব ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য সুদর্শনই বা কেন উপস্থিত হইয়াছেন? এই বৈষ্ণবচক্রও দুষ্টাচার ব্যক্তিগণের সংহারক। তোমরা বিষ্ণুর পার্ষদ এবং পবিত্রাত্মা ও সুবুদ্ধিশালী হইয়াও কি হেতু মূর্খতা অবলম্বনপূর্ব্বক এই পাপিষ্ঠের নিকট আসিয়াছ? আমাদিগের রাজা যমরাজ, আমাদিগকে পুনঃপুনর্ব্বার বলিয়া থাকেন, হে ভটগণ! তোমরা বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিদিগকে কদাচ বন্ধন করিও না, তাঁহারা আমার উপরেও প্রভুত্ব করিতে পারেন। অধিক কি, আমি স্বপ্নেও তাঁহাদিগকে বিরুদ্ধভাবে অবলোকন করিতে সমর্থ নহি।১—৭। বিষ্ণুস্বরূপ সেই বিষ্ণুভক্তদিগকে ভগবান্ বিষ্ণুর পার্ষদগণও সর্ব্বদা সেবা এবং চক্রবর সুদর্শনও সর্ব্বদা তৎপার্শ্বে অবস্থান করিয়া থাকেন। যাহারা সতত পাপকার্য্যে নিরত ও বিষ্ণু-ভক্তি-পরাঙ্মুখ, ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে তাহাদিগেরই নিয়ন্তা করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। অতএব, এ ব্যক্তি যখন পাপিগণের অগ্রগণ্য, তখন অবশ্যই যমরাজের অধীন হইবে। মানবগণের শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী চিত্রগুপ্তই ইহাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। যমদূতগণের এবংবিধ বাক্যশ্রবণে প্রধান প্রধান বিষ্ণুপার্ষদগণ বলিল, তোমরা নিতান্তই মূঢ়, ক্রূরাত্মা ও হিংসক, এই জন্যই কে পাপী, কে ধার্ম্মিক, কেবা মোক্ষাধিকারী

কারবান। অস্য ভ্রাতা ধার্ম্মিকো বৈ সদাচারঃ সুনির্ম্মলঃ॥ ১২॥ যজ্ঞা দাতা সত্যবাদী ন তথা বৈষ্ণবোঽভবৎ। কর্ম্মণাঃ কামনাযুক্তঃ স্বগৃহে বর্ত্ততে ন চ॥ ১৩॥ মহাজ্বরোপসৃষ্টস্তু সোঽপি মোহসমন্বিতঃ। তন্নেতুমাগতা দূতাঃ কথমত্র সমাগতাঃ॥ নিষ্ক্রান্তঃ স্বগৃহাদেব ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। ত্যক্ষ্যে প্রাণাংশ্চতুর্ম্মধ্যে সঙ্কল্পেন দ্বিজোত্তমঃ॥ ১৫॥ তদারভ্য সমাজ্ঞপ্তা বয়ং বৈ বিশ্বস াক্ষিণা। দীনোদ্ধৃতৌ দয়াপক্ষপাতিনা প্রভুণা শুভা॥ ১৬॥ এতস্য সন্নিধৌ স্থানং ভবতাং ন সহামহে। গদাচূর্ণিতমূর্দ্ধানো ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ॥ ১৭॥ যাবত্তে কলহায়ন্তে যমদূতাশ্চ বৈষ্ণবাঃ। ধ্বস্তমোহোঽভবদ্বিপ্রো নিশা চ বিররাম সা॥ ১৮॥ প্রাতঃ প্রাপ চতুর্ম্মধ্যং দুর্ব্বাসাঃ সোঽপি চ দ্বিজঃ। চিন্তয়ন কিং ময়া দৃষ্টং স্বপ্নে চাত্যন্তকৌতুকম্। কান্তাবলোকনাদ্যন্তং স্বঞ্চ মোহমুপাগতম্। দৃষ্ট্বালিঙ্গ্য ভৃশং তস্যা রোদনং শ্বশুরস্য তু॥ ২০॥ অহো ভগবতো মায়া মামদ্যাপি ত্যজেন্ন হি॥ ২১॥ সর্ব্বত্র মমতাং ত্যক্ত্বা মুনিনা গৃহনির্গতঃ। যাবদ্দুঃখাদ্যনুভবং স্বপ্নে ন জন্মস্বপি বা॥ ২২॥ ইদানীমত্র সম্প্রাপ্তঃ কিং করিষ্যামি যেন তৎ। যাস্যামি বিষ্ণুসাযুজ্যং মুনিনা সম্প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২৩॥ বিচিন্ত্যেত্থং দিশঃ প্রাপ্তে সর্ব্ব সমলোকয়ৎ। পশ্চাৎস্থিতং মুনিং স্মেরং দদর্শ প্রীতিসংযুতম্॥ ২৪॥ দুর্ব্বলঃ স সমুত্থায় প্রণম্য শিরসা মহীম্। জগাম নোত্থাতুমসৌ পুনঃ সামর্থ্যমাপ্তবান॥ ২৫॥ বিষ্ণুদূতগবিধ্বস্তযমদূতৈস্ত তৈস্তদা। বিজ্ঞাপিতো ধর্ম্মরাজঃ সহসা সমুপাগতঃ॥ ২৬॥ কূটমুদ্গরপাশাসিদণ্ডপট্টিশপাণিভিঃ। সন্দষ্টৌষ্ঠপুটৈঃ ক্রুদ্ধৈঃ সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতঃ॥ ২৭॥ চণ্ডারাবমহাঘণ্টাভূষিতে মহিষে স্থিতঃ। মৃত্যুকাল-

ও কেবা ইহার পবিত্রাত্মা, তাহা বুঝিতেছ না। ইনি পূর্ব্বে যেরূপ ধার্ম্মিক, সদাচারসম্পন্ন, সুনির্ম্মলচেতাঃ, যাগশীল, দাতা, সত্যবাদী ও কর্ম্মকুশল বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তৎকালে তাদৃক্ আর কোন বৈষ্ণবই ছিলেন না। ঈদৃশ মহাশয় হইয়া ও সেই ব্যক্তিই এক্ষণে কামনাবদ্ধ হইয়া স্বগৃহে অবস্থান করিতেছেন, এবং মহাজ্বরে আক্রান্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব হে সমাগত যমদূতগণ! এই সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইবার জন্য কেন এখানে আসিয়াছ? এই দ্বিজবর, "পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত মৎস্যাবতারাদি চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিব," মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যৎকালে গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছেন, তৎকাল হইতেই দীনগণের উদ্ধার-সাধনে দয়া-পক্ষপাতী বিশ্বসাক্ষী প্রভু নারায়ণের আজ্ঞানুসারে আমরা ইহার নিকট উপস্থিত আছি! অতএব হে ভটগণ! এই দ্বিজবরের সন্নিধানে তোমাদিগের অবস্থান আমরা সহিতে পারিতেছি না, এজন্য তোমরা যদি এস্থান হইতে প্রস্থান না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের গদাপ্রহারে তোমাদিগের মস্তক চূর্ণ হইবে। যমদূতগণ ও বৈষ্ণবগণ যে সময়ে পরস্পর এইরূপ কলহ করিতেছিল, সেই সময় সেই বিপ্রবরের মোহ তিরোহিত ও রজনীও প্রভাতা হইয়াছিল। অনন্তর প্রাতঃকালে মুনিবর দুর্ব্বাসা ও সেই ব্রাহ্মণ উভয়েই পূর্ব্বোক্ত চতুর্ম্মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সেই দ্বিজবর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন যে, অহো! আমি স্বপ্নে কান্তার অবলোকনাদি ও আপনার মোহ-সংঘটন এবং দৃষ্টিপাত ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক পত্নী ও শ্বশুরের রোদনাদি কি অদ্ভুত কৌতুকই দর্শন করিয়াছি। হায়! ভগবানের মায়া অদ্যাপি আমায় পরিত্যাগ করিতেছে না। ৮—২১। হায়! আমি সর্ব্বত্র মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনিবরের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইয়া স্বপ্নে যেরূপ দুঃখাদি উপভোগ করিয়াছি, জন্মেও কখন সেরূপ ভোগ করি নাই। যাহাই হউক, এই দূরদেশে আসিয়া এক্ষণে যাহাতে মুনিবরোক্ত বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হইতে পারি, এরূপ কি উপায় করা যায়। এইরূপ চিন্তা করিয়া যেমন দিকপ্রান্তে সর্ব্বত্র দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন, অমনি পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রীতিপ্রফুল্ল সহাস্য মুনিবরকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই দুর্ব্বলদেহ দ্বিজবর, অতি ক্লেশে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবনতমস্তকে মুনিবরকে প্রণাম করিয়া ভূতলেই শয়ান হইলেন, পুনরায় আর উঠিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ধর্ম্মরাজকে তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করায় তিনি ক্রোধ-প্রজ্বলিত হৃদয়ে ভীষণশব্দায়মান মহাঘণ্টাভূষিত মহিষের পৃষ্ঠদেশে আরূঢ় এবং হস্তে কূট, মুদ্গর, পাশ, অসি, দণ্ড ও পট্টিশাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী মৃত্যু, কাল প্রভৃতি অনুচরবর্গে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া সহসা তথায় সমাগত হইলেন। তৎকালে তাঁহার অনুচরগণ ক্রোধভরে দন্তদ্বারা

প্রভৃতিভিরুদ্দীপিতক্রুধো ভৃশম্॥ ২৮॥ গৃহ্যতাং গৃহ্যতামেষ বধ্যতাং বধ্যতামিতি। তদগ্রতো বচো দূরাচ্ছুশ্রুবে ঘোরদর্শনম্॥ ২৯॥ তচ্ছ্রুত্বা প্রেতরাজস্য মর্য্যাদাতিক্রমং বচঃ। অমর্ষণা বিষ্ণুগণাঃ প্রাহুরুচ্চৈর্বচো ভৃশম্॥ ৩০॥ অরে প্রেতক্ষণাধ্যক্ষং নাত্মানং মন্যসে কুধা। কুত্রাধিকারো ভবতঃ স্বামিনো নঃ প্রকল্পিতঃ॥ ৩১॥ যে প্রেতাঃ সন্নিধৌ যান্তু মুক্তাংস্তানবধারয়॥ ৩২॥ অদূরদর্শী মূঢ়াত্মন্ যদেনং প্রতিধাবসি। এষ প্রেতত্বনির্ম্মুক্তঃ সাক্ষাদ্ভগবতঃ প্রিয়ঃ॥ ৩৩॥ বটসাগরয়োর্ম্মধ্যং মাধবাভ্যাং সুরক্ষিতম্। ক্ষেত্রে মুক্তিপ্রদে নূনং চতুর্ম্মধ্যং বিশেষতঃ॥ ৩৪॥ কৈবল্যং মনসা যত্র কল্পিতং প্রভবিষ্ণুনা। ক্ষীণকিল্বিষপুণ্যা যে তেষামত্রায়ুষঃ ক্ষমা॥ ৩৫॥ অবিজ্ঞায়ৈতন্মাহাত্ম্যং যম কিং গর্জ্জসে যথা। অত্র সাক্ষাজ্জগন্নাথো দীনানামার্ত্তিনাশনঃ॥ ৩৬॥ সুপ্রসন্নমুখাম্ভোজঃ করুণালম্বিবাহুধৃক্। অস্মিন্ ক্ষেত্রে রমেশস্য দেহভৃতে সদাব্যয়ে॥ ৩৭॥ যত্র তত্র সর্ব্বথা যে প্রাণাংস্ত্যজন্তি বৈ নরাঃ। তেষাং মুক্তিপ্রদো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্॥ ৩৮॥ কিং ন স্মরতি বৃত্তং যত্তবৈবাত্র পুরাভবৎ। কাকঃ কৈবল্যমুক্তোঽপি ত্বরমাণো যদাগমৎ॥ ৩৯॥ যদাহ ত্বাং রমানাথো নীলেন্দ্রমণিবিগ্রহঃ। স এবায়ং জগন্নাথো দারুরূপী রমাপ্রভুঃ॥ ৪০॥ মহারাজাধিরাজেন বৈষ্ণবাগ্র্যেণ ধীমতা। যোগীশ্বরেন্দ্রদ্যুম্নেন হয়মেধৈঃ প্রসাদিতঃ॥ ৪০॥ ত্রৈলোক্যবাসিভিঃ সিদ্ধদেবর্ষিযতিভূমিপৈঃ। সার্দ্ধং সাক্ষাদজভুবা পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা॥ ৪২॥ অনাদিসঞ্চিতাশেষপাপতূলৌঘপাবকঃ। দর্শনান্মুক্তিদো নৃণাং মরণাদপি মুক্তিদঃ॥ ৪৩॥ ন পশ্যস্যগ্রতশ্চক্রং দুষ্টচক্রবিনাশনম্। অপক্রামস্বাধিকারে তিষ্ঠ দেব চিরাদ্যম॥ ৪৪॥ তেষামিত্থং প্রবদতাং স নিশম্য

নিজ ওষ্ঠপুটসকল দংশন করিতেছিল। দূর হইতেই তাঁহার সম্মুখভাগে কেবল "ইহাকে ধর, ধর, মার, মার" এইরূপ শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। এদিকে প্রেতরাজের তাদৃশ মর্য্যাদাতিক্রমিক বাক্য কর্ণগোচর করিয়া বিষ্ণুদূতগণ সাতিশয় অমর্ষ-পরবশ হইল এবং সমধিক উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—অরে! তুই কি ক্রোধভরে আপনাকে প্রেতগণের অধ্যক্ষ বলিয়া মনে করিতেছিস্ না? বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, আমাদিগের প্রভু, তোর কাহাদিগের উপর আধকার দিয়াছেন? যাহারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারাই তোর নিকট গমন করিবে, নিশ্চয় জানিস্ তাহাদিগকে আমরা পরিত্যাগ করিয়া থাকি। রে মূঢ়াত্মন্। তুই যখন এই ব্রাহ্মণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিস্, তখন, তুই নিতান্তই অদূরদর্শী। এই দ্বিজবর সাক্ষাৎ ভগবানের প্রিয়, এজন্য ইঁনি প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত। বট সাগরের মধ্যস্থল উভয়পার্শ্বে মৎস্যাবতার ও শ্বেতমাধবকর্ত্তৃক সর্ব্বদাই সুরক্ষিত আছে, এজন্য মুক্তিপ্রদ পুরুষোত্তমক্ষেত্রের ভিতর উক্ত চতুর্ম্মধ্য স্থল নিশ্চয়ই সবিশেষ মুক্তিপ্রদ জানিও। স্বয়ং সর্ব্বপ্রভু ভগবান্ই ঐ স্থানে জীবগণের কৈবল্য মনোমধ্যে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাদিগের পাপপুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগেরই এইস্থানে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। যম! এতৎক্ষেত্র-মাহাত্ম্য না জানিয়া বৃথা কেন গর্জ্জন করিতেছ? এইস্থানে দীনগণের সর্ব্বক্লেশাপহারী সাক্ষাৎ জগন্নাথদেব করুণাপ্রকাশতঃ বাহুযুগল প্রসারণ করত সুপ্রসন্ন মুখকমলে সতত বিরাজ করিতেছেন। সাক্ষাৎ রমাকান্তের অব্যয় দেহস্বরূপ এই পুণ্যক্ষেত্রে মানবগণ সর্ব্বদা যে কোন প্রকারে যে কোন স্থানেই প্রাণত্যাগ করুক না কেন, স্বয়ং সাক্ষাৎ দেব নারায়ণই তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন। ২২—৩৮। পূর্ব্বে যৎকালে সামান্য একটি কাকও এস্থানে প্রাণত্যাগমাত্রে কৈবল্য মুক্তি লাভ করিয়াছিল, সেই সময়ে তোমার যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং সুনীল ইন্দ্রনীল-মণিবৎ নীলকলেবর সাক্ষাৎ রমানাথ তোমায় তৎকালে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই ইতিবৃত্ত কি তোমার স্মরণ হয় না? সেই রমানাথই বৈষ্ণবচূড়ামণি ধীমান যোগিপ্রবর মহারাজাধিরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা প্রসাদিত এবং ত্রিলোকবাসী সিদ্ধ দেবতা ঋষি যতি ও ভূপতিগণের সহিত সাক্ষাৎ ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া এই দারুময় জগন্নাথদেবরূপে বিরাজমান আছেন। দারুময় জগন্নাথদেব, জীবগণের অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত অশেষ পাপপুঞ্জরূপ তূলারাশির বিনাশসাধনে পাবক-স্বরূপ। এই ভগবান্কে দর্শন ও এতৎক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেই ভগবান্ মানবগণকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। যমদেব! সম্মুখে ভগবানের দুষ্টসংহারক চক্রকে দেখিতে পাইতেছ না? এই বেলা এস্থান হইতে পলায়নপূর্ব্বক স্বীয় অধিকারভুক্ত স্থানে সুখে অবস্থান

বচোঽমৃতম্। যোদ্ধুকামঃ সমুত্তস্থৌ স্বগণেনোদ্যতো যমঃ॥ ৪৫॥ অত্রান্তরে দ্বিজাগ্র্যং বৈ শয়ানং তমধোমুখম্। চতুর্দ্ধ্বধ্যে শনৈঃ কশ্চিন্নিন্যে বৈষ্ণবপুঙ্গবঃ॥ ৪৬॥ যাবন্মধ্যং গতঃ সোঽথ শ্বসন্ বিপ্রোঽথ বিহ্বলঃ। উৎসারয়ন্ যমগণান্ পাঞ্চজন্যভবো ধ্বনিঃ। শুশ্রুবে চাপতদ্ব্যোম্নঃ পুষ্পবৃষ্টির্দ্বিজোপরি॥ ৪৭॥ ততঃ পতগরাজস্য পৃষ্ঠাসনগতো হরিঃ। শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-পদ্মোদ্যতভুজোত্তমঃ॥ ৪৮॥ সুপ্রসন্নমুখাম্ভোজ সজলাম্বুদসন্নিভঃ। পীতাম্বরধরঃ শ্রীমান কৌস্তুভোদ্ভাসিবিগ্রহঃ॥ ৪৯॥ অবরুহ্য খগাত্তূর্ণং কর্ণমূলে দ্বিজস্য বৈ। অনাদ্যবিদ্যাতমসঃ প্রধ্বংসনমনুত্তমম্॥ ৫০॥ দিদেশ বৈষ্ণবজ্ঞানং বামদেবঃ শুকোঽথ বা। অবধূয় বৃথাজ্ঞানং যেন মোক্ষমবাপতুঃ॥ ৫১॥ ততস্তদ্বোধসংলীন-দৃঢ়বাসনতামসঃ। প্রত্যূষসো যথা-ভানুরুদিয়ায় মহো মহৎ॥ ৫২॥ দুর্ব্বাসঃপ্রভৃতীনাং বৈ পশ্যতামেব তৎক্ষণাৎ। তজ্জ্যোতির্ভগবচ্চক্র-পদ্মান্তরমবাপ চ॥ ৫৩॥ ততস্তিরোদধে দেবো হ্যন্তর্যামী জগৎপ্রভুঃ। দুর্ব্বাসা বিস্ময়াবিষ্টো ব্রহ্মণশ্চান্তিকং যযৌ॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভগবদ্ভক্তবিপ্রস্য বৈষ্ণবজ্ঞানলাভো নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। তদেতৎ কথিতং তত্র মোক্ষসাধনমুত্তমম্। আত্মসাক্ষাৎকারমৃতে শরণং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১॥ যথাহি যুগভেদেন ভক্ত্যা তন্নামকীর্ত্তনম্। কলৌ মুক্তিপ্রদং পুংসাং তৎক্ষেত্রে মরণং তথা॥ ২॥ বিষ্ণুসূক্তে শ্রুতিঃ প্রাহ জানন্তস্ত্বাং মহেশ্বরম্। বিচরন্তোঽপি তে নাম ত্বাং যাস্যামো হতাংহসঃ। শ্রুতিঃ স্মৃতির্ভগবতো বাক্যং ত্বমবধারয়॥ ৪॥ আত্মবোধা শ্রুতিঃ প্রাহ মুক্তিং তন্মূলিকা স্মৃতিঃ। মরণান্তত্র চ প্রাহ ন বিরোধো ব্যবস্থয়া॥ ৫॥ বাজি-

কর। যম, বিষ্ণুদূতগণের ঈদৃশ বচনামৃত শ্রবণ করিয়াও যুদ্ধকামনায় স্বীয় অনুচরগণের সহিত সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই অবকাশে কোন কোন প্রধান বিষ্ণুদূত, অধোমুখে শয়ান সেই দ্বিজবরকে অব্যগ্রভাবে চতুর্দ্ধ্বধ্যে লইয়া গেল। যেমন সেই বিপ্র, জীবিতাবস্থায় বিহ্বল চিত্তে চতুর্দ্ধ্বধ্যে নীত হইলেন, অমনি ভগবানের পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইলে, যমের অনুচরগণও তৎশ্রবণে তথা হইতে পলায়ন করিল; এবং গগনতল হইতে সেই দ্বিজবরের সর্ব্বাঙ্গোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। অনন্তর যাঁহার করতলনিচয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও শার্ঙ্গধনুঃ, কটিতটে পীতবসন ও বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ-চিহ্ন বিরাজমান, যাঁহার দেহকান্তি সজল-জলধরের ন্যায় সুনীল এবং মুখকমল সুপ্রসন্ন, গরুড়পৃষ্ঠারূঢ় সেই শ্রীমান্ ভগবান্ হরি ত্বরায় গরুড়পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সেই দ্বিজবরের কর্ণমূলে যদ্দ্বারা বামদেব ও শুকদেব বৃথা পার্থিব ঘটপটাদিজ্ঞান পরিহার করিয়া নির্ব্বাণ-মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবজ্ঞান উপদেশ করিলেন। তৎপরে সেই বিষ্ণুদত্ত বৈষ্ণবজ্ঞানপ্রভাবে সেই দ্বিজবরের দৃঢ়-বাসনারূপ মোহজাল বিমুক্ত হওয়ায় প্রাতঃকালীন দিবাকরের ন্যায় তিনি এক অপূর্ব্ব তেজঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং তখন দুর্ব্বাসা প্রভৃতি সকলের সমক্ষেই দেখিতে দেখিতে সেই দ্বিজবরের আভ্যন্তরীণ তেজঃ ভগবানের চক্র ও পদ্মের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর জগৎপ্রভু অন্তর্যামী দেববর হরি অন্তর্হিত হইলেন এবং মুনিবর দুর্ব্বাসাও পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসন্নিধানে গমন করিলেন। ৩৯—৫৪।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫০॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—বৎস। আত্মসাক্ষাৎকার না জন্মিলেও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মরণ যে উত্তম মোক্ষসাধন, তাহা ত এই কথিত হইল। নিশ্চয় জানিও তথায় ভগবানই সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা। যুগভেদে কলিতে ভক্তিসহকারে ভগবানের নামকীর্ত্তন যেমন মুক্তিপ্রদ, তৎক্ষেত্রে মরণও তদ্রূপ মানবগণের মুক্তিপ্রদ জানিবে। তাঁহার নামকীর্ত্তন সম্বন্ধে বিষ্ণুসূক্তে সাক্ষাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রভো! আপনি মহেশ্বর, আমরা আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়া কিংবা আপনার নাম সংকীর্ত্তন করত বিচরণ করিয়া নিষ্পাপ হওত আপনার সাযুজ্য লাভ করিব। বৎস! তুমি শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়কেই ভগবদ্বাক্য বলিয়া অবধারণ কর এবং ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখ, আত্মজ্ঞানজনিকা শ্রুতি ও সেই শ্রুতিমূলক স্মৃতি—উভয়ই যখন তৎক্ষেত্রে মরণে মুক্তি

মেধেষ্ঠ্যনুষ্ঠানং বহুকালাত্মদুঃখদম্। তজ্জ্ঞানঞ্চ তুল্যফলং বিধানে দ্বে ব্যবস্থয়া॥ ৬॥ যে তত্র মৃতিমাহাত্ম্যং ন বিদন্তি মহাংহসঃ। বহুভির্জন্মভিস্তেষামাত্মজ্ঞানেন মোক্ষণম্॥ ৭॥ অঙ্গাঙ্গিভাবো নাপ্যেষ আত্মজ্ঞানস্য তন্মতেঃ। যেনাঙ্গফলভূয়স্ত্বমনুবাদনিয়ামকম্॥ ৮॥ দীর্ঘায়ুষাং বলবতাং যোগিনাং বহুজন্মভিঃ। আত্মাকারা বৃত্তিরেষা নোদ্দালক ন তন্নৃণাম্। জন্তূনাং বা বিহ্বলানাং ক তৎক্ষেত্রে মৃতিস্তু সা॥ ৯॥ যথা বা নাত্মজ্ঞানেন কর্ম্মণো বৈ সমুচ্চয়ঃ। তথা তৎক্ষেত্রমরণেনাত্মজ্ঞানসমুচ্চয়ঃ॥ য এতে সৃষ্টিকর্ত্তারঃ কশ্যপাদ্যা মহর্ষয়ঃ। সৃষ্টিপ্রবর্ত্তনার্থং হি তৎক্ষেত্রং গোপয়ন্তি বৈ॥ ১১॥ দুষ্টাত্মনাং বিনাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ। যদা যদাবতরতি সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ১২॥ কঞ্চিৎকালং ক্ষেত্রবরং দীনার্ত্তকৃপয়া বিভুঃ। প্রকাশয়তি বিশ্বাত্মা পুনরাবৃণুতে হিতে॥ ১৩॥ সংসারস্য স্বভাবোঽয়ং নিমগ্নোত্তীর্ণবদ্দ্বিজ॥ ১৪॥ ক্ষেত্রাণি তীর্থভূতানি গঙ্গাদিসরিতস্তথা। সাগরাঃ সপ্তশৈলাশ্চ বিলীয়ন্তে ক্বচিদ্দ্বিজ। প্রকাশন্তে চ বর্দ্ধন্তে সৃষ্টিরেষা সনাতনী॥ ১৫॥ তথাহি সাগরো হ্যেষ ব্রহ্মশাপাৎ পুরা দ্বিজ। দশবর্ষসহস্রাণি নির্জ্জলোঽভূন্মহার্ণবঃ। আকাশগঙ্গাসলিলৈঃ পশ্চাৎ পূর্ণো বভূব হ॥ ১৬॥ যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা সর্ব্বপাপাপনোদনম্। প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি যথেদং ক্ষেত্রমুত্তমম্॥ ১৭॥ বেদাদাত্মস্বরূপস্য শ্রবণং স্মরণং তথা। যুক্তিভিশ্চ স্থিরীকৃত্য নিদিধ্যাসশ্চিরং তথা॥১৮॥ ততস্তদাকারতয়া বৃত্তির্যা চেৎ ক চ স্থিরা। বহুজন্মাভ্যাসদুঃখৈর্বিনা তাং মুক্তিমেতি কঃ॥ ১৯॥ ক্ষেত্রে তস্মিন্ পরেশস্য ক্ষেত্রপূতে সনাতনে। চতুর্ম্মধ্যে ত্যজন্ প্রাণান্ যত্র তত্রাপি নেচ্ছয়া॥ ২০॥ অত্র তে মাস্তু দুর্ব্বুদ্ধিকৃতা শঙ্কা দ্বিজোত্তম।

বলিয়াছেন, তখন বস্তুতঃ ব্যবস্থানুসারে কিছুই বিরোধ নাই। এবঞ্চ ইন্দ্রদ্যুম্নের বাজিমেধভূমি সেই বিষ্ণুক্ষেত্রে প্রাণত্যাগানুষ্ঠান ও বহুকাল আত্মক্লেশসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ই যখন তুল্য মুক্তিফলজনক, তখন ব্যবস্থানুসারে মুক্তিসাধনবিষয়ে উক্ত দ্বয়েরই সমান বিধান জানিবে। ১—৬। যে মহাপাপিগণ তৎক্ষেত্রে মৃত্যুর মাহাত্ম্য বিদিত নয়, তাহাদিগেরই বহুজন্মসাধ্য আত্মজ্ঞান লাভে মোক্ষলাভ করিতে হয়। আত্মজ্ঞান ও তৎক্ষেত্রে মরণের যে অঙ্গাঙ্গি ভাব—অর্থাৎ একের প্রধানত্ব ও অপরটীর অপ্রধানত্ব, তাহাও নহে; কারণ, অঙ্গফলের বাহুল্য অনুবাদ-বিধায়কই হইয়া থাকে। উদ্দালক! ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, শারীরিক শক্তিসম্পন্ন দীর্ঘায়ুঃ যোগী মানবগণের বহুজন্মসাধ্য আত্মাকার বৃত্তিই (ব্রহ্মৈবাহং এই জ্ঞানই) বা কোথায়, আর অজ্ঞান জীবগণের তৎক্ষেত্রে মরণই বা কোথায়? উক্ত দ্বয় নিতান্তই বিসদৃশ; এজন্য উভয়ের অঙ্গাঙ্গীভাব কল্পনা কদাচ সম্ভবপর নহে। ফল কথা, আত্মজ্ঞানের অভাবে যেমন শুভাশুভ কর্ম্ম সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ তৎক্ষেত্রে মরণেও আত্মজ্ঞান সঞ্চিত হইয়া থাকে। কশ্যপাদি যে সকল মহর্ষিগণ সৃষ্টিকার্য্যে নিরত, তাঁহারা সৃষ্টিবিস্তারার্থই উক্ত ক্ষেত্রকে গোপন রাখিয়াছেন। প্রভু নারায়ণ, দুষ্টগণের বিনাশ ও শিষ্টগণের পালনার্থ যে যে সময়ে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হন, তত্তৎকালেই সেই বিশ্বাত্মা বিভু দীনার্ত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি কৃপাবশতঃ কিয়ৎকালের জন্য উক্ত ক্ষেত্রবরের প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং পুনরপি সৃষ্টির হিতার্থ গোপন করিয়া রাখেন। দ্বিজবর! সংসারের স্বভাবই এইরূপ যে, জগতের যাবতীয় বস্তুই, জলমধ্যে কখন নিমগ্ন ও কখন উত্তীর্ণ ভাসমান বস্তুর ন্যায় সংসারস্রোতে কখন প্রকাশমান ও কখনও অপ্রকাশমান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সনাতনী সৃষ্টিই এইরূপ যে, সমুদয় তীর্থভূত ক্ষেত্র, গঙ্গাদি সরিন্নিচয়, সপ্তসাগর ও পর্ব্বতসমূহ কখন বিলীন কখন প্রকাশমান ও কখনও বা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।৭—১৫। দ্বিজবর! তাহার এক উদাহরণ দেখ, পূর্ব্বকালে মহাসাগরও এক সময়ে ব্রহ্মশাপে দশসহস্র বৎসর জলশূন্য হইয়া যায়, পরে আকাশগঙ্গাজলে পুনরায় পূর্ণ হইয়াছিল। উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের ন্যায় ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার নামকীর্ত্তনও সর্ব্বপাপবিনাশন ও অখিল প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ; বেদবাক্য হইতে সেই আত্মস্বরূপ ভগবানের বিষয় শ্রবণ, স্মরণ এবং যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়া যে বহুকালব্যাপী নিদিধ্যাসন হয়, তৎপরে কদাচিৎ কোন ব্যক্তির যে স্থিরতর আত্মাকারবৃত্তি জন্মে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে মুক্তি; কিন্তু বহুজন্ম তৎসাধনে অভ্যাস দুঃখ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে? আর দেখ, ভগবানের সনাতন শরীরস্বরূপ তৎক্ষেত্রে চতুর্ম্মধ্যে অনিচ্ছাসত্বেও যে কোন স্থানেই প্রাণ ত্যাগ করিলে অনায়াসে তাহা লাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! উক্তক্ষেত্রে মৃত্যু

অপরাধমিমং শ্রীশঃ সর্ব্বথা ন সহেত বৈ ॥ ২১ ॥ পুরা বঃ কথিতং বিপ্র নৈবেদ্যস্থাপমাননে। প্রাণান্তিকো মহামোহো বিহুষোহভূন্মহাগদঃ ॥ ২২ ॥ অপরঞ্চ বদাম্যদ্য মাহাত্ম্যং তস্য দুর্লভম্। মাঘো মাসঃ সুপুণ্যো বৈ স্নানাৎ স্বর্গপ্রদায়কঃ ॥ ২৩ ॥ ততোহপি নর্ম্মদা পুণ্যা ত্রিদিনৈরিন্দ্রলোকদঃ। ততঃ শতগুণা গোদা রেবা তস্যাঃ শতাধিকা ॥ ২৪ ॥ সাগরো যত্র কুত্রাপি সহস্রফলদো মতঃ ॥ ২৫ ॥ যানি তীর্থানি সন্তীহ বায়ুপ্রোক্তানি ভূতলে। তানি ত্রিবেণ্যাং সন্তীতি প্রয়াগে ব্রহ্মভাষিতম্ ॥ ২৬ ॥ সিতাসিতে তত্র নরঃ স্নাত্বা মাঘে সুপুণ্যকে। মকরস্থে দিনাধীশে ত্রিভির্দিনৈর্দ্বিজোত্তম। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৭ ॥ তস্মিন মাসে তু যা শুক্লা ভবেদেকাদশী দ্বিজঃ। তস্যামত্রার্ণবে স্নাত্বা বিধিবদ্‌যতমানসঃ ॥২৮॥ দেবান্ পিতৄংস্তর্পয়িত্বা পূজয়িত্বা জগদ্‌গুরুম্। মণ্ডলে সিকতামধ্যে তদ্যোগ্যৈরুপচারকৈঃ ॥ ২৯ ॥ মাধবপ্রীতয়ে দত্ত্বা তিলপাত্রমনুত্তমম্। একবিংশোত্তরকুলং ভবিষ্যদ্ভূতমেব চ। অভ্যুদ্ধরতি শুদ্ধাত্মা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩০ ॥ তত আগত্য বাক্‌পূতো বটং পূজ্য প্রদক্ষিণম্। কৃত্বা প্রভোর্জগন্নাথুঃ প্রবিশেন্মন্দিরং ততঃ ॥ ৩১ ॥ শরণ্যং মাং পরিত্রাহি পতিতং ভবসাগরে। অব্যাজকরুণাসিন্ধো দীনবন্ধো নমোহস্তুতে ॥ ৩২ ॥ মুহুর্মুহুঃ প্রণম্যেত্থং দারুব্রহ্মপদান্তিকম্। নত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা কুন্দপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ যথাবিভবতশ্চান্যৈরুপচারৈঃ শ্রিয়ঃ পতিম্। বৈকুণ্ঠভবনে স্থিত্বা বিরিঞ্চেরায়ুষঃ ক্ষয়ে। তেনৈব সহ তত্রৈব লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ৩৪ ॥ মাঘ্যাং দত্ত্বা মাধবায় চন্দ্রচূড়াবচূর্ণিতাম্। কুন্দৈঃ প্রগ্রথিতাং মালাং বিচিত্রাং গন্ধশালিনীম্ ॥ ৩৫ ॥ নানোপহারসহিতাং তদগ্রে ব্রাহ্মণান্ শুচিঃ। বস্ত্রালঙ্কারগন্ধাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা হরের্ধিয়া ॥ ৩৬ ॥ তৎপ্রীতয়ে প্রদেয়ানি

হইলে যে মুক্তি হয়, এ বিষয়ে তুমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কোনরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ ভগবান্ কমলাকান্ত কদাচ তজ্জন্য অপরাধ সহ্য করিবেন না। বিপ্রবর! ভগবন্নৈবেদ্যের অবমাননা করায় কোন বিদ্বান্ দ্বিজবরের যে প্রাণান্তকর মহারোগ ও মহামোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্‌বৃত্তান্ত ত পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি। এক্ষণে তাহার অপর এক দুর্লভ মাহাত্ম্য বলি শুন। মাঘ মাস পরম পুণ্যজনক; ঐ মাসে যে কোন জলে স্নান করিলেই উহা স্বর্গপ্রদ হয়। অপর নদী অপেক্ষা নর্ম্মদা অধিকতর পুণ্যপ্রদ, মাঘ মাসে উহাতে দিন ত্রয় স্নান করিতে পারিলেই ইন্দ্রলোকে বাস হয় এবং নর্ম্মদা অপেক্ষা গোদাবরী শতগুণ ও রেবা নদী অপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফলজনক। আর যে কোন স্থানে স্নান করিলেই যে সাগর, উক্ত রেবা অপেক্ষাও সহস্রগুণ অধিক পুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে; ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই ভূমণ্ডলে বায়ুকথিত যাবৎ তীর্থ আছে, তৎসমস্তই ত্রিবেণী প্রয়াগে বিদ্যমান। হে দ্বিজবর! যে সময়ে দিবাকর মকররাশিতে অবস্থিতি করেন, সেই পরমপুণ্যজনক সৌর মাঘ মাসে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই তথায় দিবসত্রয় স্নান করিলে মানব চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। দ্বিজবর! ঐ মাঘমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে সংযতমানসে যথাবিধি সাগরে স্নানান্তে দেবতা ও পিতৃগণ উদ্দেশে তর্পণপূর্ব্বক বালুকার উপর মণ্ডল করিয়া তদুপরি যথাযোগ্য উপচারনিচয় দ্বারা জগদ্‌গুরু ভগবানের পূজা করত তাঁহার প্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট তিলপূর্ণ পাত্র দান করিলে মানব পবিত্র হয় এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ একবিংশতি পুরুষকে যে উদ্ধার করিয়া থাকে, তদ্বিষয় বিচার্য্য নাই।১৬—৩০। অনন্তর বাক্‌শুদ্ধি রাখিয়া তথা হইতে আগমনপূর্ব্বক বটবৃক্ষের পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া জগদীশ্বর প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিবে। তৎপরে হে দীনবন্ধো! আপনি করুণার সাগরস্বরূপ; এবং আপনার করুণায় কোনরূপ কপটতা নাই। অতএব হে প্রভো! আমি ভবসাগরে পতিত হইয়া আপনার শরণাগত হইতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমায় পরিত্রাণ করুন; আপনাকে নমস্কার। বারংবার এইরূপে ভগবান্ কমলাকান্তকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কুন্দকুসুমাদি যথাসাধ্য বিবিধ উপচারে তাঁহার পূজা করিবে। মানব এইরূপ করিলে কল্পকাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে বাস করত কল্পাবসানে ব্রহ্মার আয়ুঃক্ষয় হইলে সেই স্থানেই ব্রহ্মার সহিত পরমাত্মাতে লীন হইবে। মাঘী পূর্ণিমাতে ভগবান্ মাধবকে নানাবিধ উপহার দ্রব্যের সহিত চন্দ্রচূড়নামক দ্রব্যবিশেষ চূর্ণমিশ্রিত সদ্‌গন্ধশালী মনোহর কুন্দ-কুসুমগ্রথিত মাল্য প্রদানপূর্ব্বক পবিত্র-হৃদয়ে ভগবানের সমক্ষে ব্রাহ্মণগণকে বিষ্ণুজ্ঞানে বস্ত্র অলঙ্কার ও গন্ধাদিদানে

দানানি বিবিধানি চ। কলৌ হি সর্ব্বকর্ম্মভ্যো দানমেব প্রশস্যতে॥ ৩৭॥ বিদ্বানপি ধনৈর্হীনো যদি স্যাজ্জপকীর্ত্তনৈঃ। প্রণমেদ্ধনবাংশ্চেৎ স্যাদ্ধি-স্বর্ণে প্রীয়তামিতি॥ ৩৮॥ দদ্যাদলঙ্কৃতা গা বৈ সুবর্ণং তিলপাত্রকম্। শ্রদ্ধয়া দীপমন্নানি বাসাংসি সুমনঃস্রজঃ॥ ৩৯॥ কর্পূরাগুরুকস্তূরী চন্দনং কুঙ্কুমং তথা। বিষ্ণোঃ প্রীতিকরঞ্চান্যৎ স্বস্য চেষ্টং হি যদ্ভবেৎ॥ ৪০॥ মাঘ্যাং মাধবতোষায় ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ। প্রয়াগে চ কুরুক্ষেত্রে উপরাগে চ ভাস্করে। গো-কোটিদানজং পুণ্যং গাং দত্বালঙ্কৃতাং শুভাম্। একাং দ্বিজাত্র লভতে ততশ্চাপ্যধিকং ফলম্॥ ৪১॥ বটসাগরয়োর্ম্মধ্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥ ৪২॥ মাঘ্যাং জানীহি যৎকিঞ্চিদ্দেয়মেতৎ সমং দ্বিজ॥ ৪৩॥ যঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো ব্যাসসমশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ। অত্রাপি দুর্লভং যোগং কীর্ত্তয়ামি নিশাময়॥ ৪৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাগরস্নানাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

জৈমিনিরুবাচ। অস্যামেব গুরোর্ব্বারঃ শোভনো যোগ উত্তমঃ। পিতৃদৈবং যদা ঋক্ষং ধনিষ্ঠামূলগো বিধুঃ॥ ১॥ মীনে ধন্বষি সিংহে চ কুলীরে স্থিতে গুরুঃ। মহামাঘীতি নামায়ং যোগঃ পরমদুর্ল্লভঃ॥২॥ মুহূর্ত্তমাত্রং লভ্যেত পিতৃণাং মুক্তিদায়কঃ। অত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত বাঞ্ছন্ পিতৃবিমোক্ষণম্॥ ৩॥ নরকস্থা দিবং যান্তি গয়াশ্রাদ্ধে কৃতে সুতৈঃ। স্বর্গস্থা বহুকালন্তু প্রীতিযুক্তা বসন্তি বৈ॥ ৪॥ মহামাঘ্যাং সুতো গত্বা সিন্ধুতীরং সমাহিতঃ। স্নাত্বা পিতৄংস্তর্পয়িত্বা তিলাম্ভোভির্মুদান্বিতঃ॥ ৫॥ অন্যেষাঞ্চাপি নাম্না বৈ দত্বা চাপি তিলোদকম্। পিতৄন্নয়তি স্বর্গস্থান্ নরকস্থাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৬॥ ব্রহ্মণঃ সদনঞ্চান্যান্ যোগঃ পরমদুর্ল্লভঃ॥ ৭॥ দেবেভ্যস্তু বরং লব্ধা পবিত্রং হি গয়াশিরঃ। তৎ ক্ষেত্রং

পূজা করিয়া ভগবানের প্রীত্যর্থে বিবিধ বস্তু দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য; কারণ, কলিকালে অন্যান্য সমুদয় কার্য্য অপেক্ষা দানই সুপ্রশস্ত জানিবে। যদি কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি নিঃস্ব হন, তাহা হইলে তিনি ঐ দিনে জপ নামকীর্ত্তন ও ভগবান্‌কে বারংবার প্রণাম করিবেন, আর ধনবান্ হইলে "ভগবান্ আমার প্রতি প্রীত হইবেন" এই বিবেচনায় ভগবানের সন্তোষার্থই শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃতা গো, সুবর্ণ, তিলপাত্র, দীপ, ভোজ্য, বস্ত্র, পুষ্প, মাল্য, কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী, চন্দন, কুঙ্কুম এবং বিষ্ণুর প্রীতিকর অন্যান্য দ্রব্য কিংবা নিজের যাহা সন্তোষজনক তত্তদ্বস্তু প্রদান করিবে। প্রয়াগে, কুরুক্ষেত্রে ও সূর্য্যগ্রহণকালে কোটি গোদান করিলে যে ফল হয়, মাঘী পৌর্ণমাসীতে অলঙ্কৃতা সুলক্ষণা একটীমাত্র গোদানে তৎফল লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু দ্বিজবর! পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বটসাগরের মধ্যে একটি গো-দান করিলেও তদপেক্ষা সমধিক ফল হয় এবং উক্ত বট-সাগরমধ্যে মাঘীপূর্ণিমা দিবসে যৎকিঞ্চিৎ যে কোন বস্তু দান করিলেই পূর্ব্ববৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত ক্ষেত্রে যে কোন ব্রাহ্মণই ব্যাসতুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। দ্বিজবর এক্ষণে উক্ত মাঘীপূর্ণিমাতে দুর্লভ যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৩১—৪৪।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—বৎস! উক্ত মাঘীপূর্ণিমাতে যদি রবিবার শোভনযোগ ও মঘানক্ষত্র হয় এবং চন্দ্র ধনিষ্ঠানক্ষত্রের মূলে ও বৃহস্পতি যদি মীন, ধনু, সিংহ বা কর্কট রাশিতে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলেই ঐ পূর্ণিমাকে মহামাঘীপূর্ণিমা বলে; উক্ত যোগ অতীব দুর্লভ। মুহূর্ত্তমাত্রও ঐরূপ যোগ হইলে উহা পিতৃগণের মুক্তিদায়ক হইয়া থাকে। ব্যক্তিমাত্রেরই পিতৃগণের মুক্তি-বাসনায় ঐ দিনে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ঐ দিনে পুত্র গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে নরকস্থ পিতৃগণও স্বর্গে গমন করেন এবং স্বর্গস্থ থাকিলে বহুকাল তথায় সানন্দে বাস করিতে পারেন; কিন্তু উক্ত মহামাঘী পূর্ণিমাতে পুত্র পুরুষোত্তমে সিন্ধুতীরে গমনপূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে স্নানান্তে সানন্দে পিতৃগণ উদ্দেশে কিংবা অপর ব্যক্তিগণের জন্য নামোচ্চারণ করত সতিলোদক তর্পণ করিয়া কি স্বর্গস্থ, কি নরকস্থ সমুদয় পিতৃগণপ্রভৃতিকেই ব্রহ্মলোকে উপনীত করিয়া থাকে, এই জন্যই বলিতেছি উক্ত যোগ পরম দুর্লভ।১—৭। বৎস! দেবগণের নিকট বর-

দেবদেবস্য বপুর্ভূতং মহাত্মনঃ। যত্র সংসর্গমাসাদ্য ক্ষেত্রমন্যদ্ধি পাবনম্॥ ৮॥ তত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বাণঃ শুদ্ধদ্রব্যৈস্তু ভক্তিতঃ। মোচয়েৎ পিণ্ডদানেন দেহবন্ধাৎ পিতৄন্ সুতঃ॥ ৯॥ পিতৄনুদ্দিশ্য যো দদ্যাৎ দানানি বিবিধানি চ। দাতারং তৎপিতৄংশ্চাপি ধ্রুবং মোচয়তে প্রভুঃ॥ ১০॥ পিতৃপাকস্য নিষ্পত্তিরুক্তা সাগরবারিণা। পূজা চ পুরুষাখ্যস্য ভবেচ্চ কোটিশো গুণঃ॥ ১১॥ অন্যদা তর্পণং স্নানং পূজনং সাগরাম্ভসা। মহামাঘ্যান্তু সকলং কর্ম্ম কুর্য্যাত্তদাম্ভসা। গঙ্গাম্ভঃস্নপনং বিষ্ণোঃ পীত্বা পাদোদকঞ্চ যৎ। লোকোত্তরং লভেৎ পুণ্যং তৎসিন্ধোর্জলপানতঃ॥ ১৩॥ অশ্বমেধাবভৃথজ-কোটিস্নানফলন্তু যৎ। তস্মাৎ স্নানে কৃতে সিন্ধৌ লভতেঽনুগ্রহাদ্ধরেঃ॥ ১৪॥ স্নাত্বা সন্তর্প্য বিধিবৎ পিতৄন্ দেবাংশ্চ ভক্তিতঃ। শ্রাদ্ধং কৃত্বা হবিষ্যৈশ্চ দত্বা দানানি চৈব হি॥ ১৫॥ দৃষ্ট্বা সম্পূজ্য বিধিবৎ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মসনাতনম্। মাতুঃ স্বস্য চ ভার্য্যায়াঃ কুলানি চ শতং শতম্। বিমোচ্য তৈস্তয়ৈব সমং পরে ব্রহ্মণি লীয়তে॥ ১৬॥ বংশানাং ভাগ্যসম্পত্ত্যা তাদৃশো হি ভবেৎ সুতঃ। শ্রাদ্ধং যস্তু মহামাঘ্যাং কুর্য্যাৎ শ্রীপুরুষোত্তমে। শ্রাদ্ধং যে কুর্য্যুস্তস্মাৎ বৈ যস্তু যাতি সদা সুতঃ। তির্য্যগ্‌যোনিগতাস্তস্য প্রোদ্ধৃতাঃ পাদরেণুভিঃ॥ ১৭॥ নয়ন্তি গচ্ছোষিত্বা চ পিতরস্তং মুদান্বিতাঃ। পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাগ্রে সমক্ষাধঃকুলোদ্ভবাঃ॥ ১৯॥ আ ব্রহ্মণো যে হি কুলত্রয়ে চ প্রয়াস্তি তস্মিন্ পুরুষোত্তমাখ্যে। সুদুর্লভে বর্ষসহস্রকে চ দেবর্ষিসেব্যে চ সুযোগ উত্তমে॥২০॥ স্বকালে দুর্লভো লোকে নাল্পপুণ্যৈরবাপ্যতে। বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত প্রাপ্য তং যোগমুত্তমম্॥ ২॥ বিনশ্বরং শরীরঞ্চ বিত্তঞ্চাপি শরীরিণাম্। যদ্দত্বা ব্রাহ্মণকরে ধনং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ২২॥ কামাদ-কামতশ্চাপি মোক্ষং তত্র লভেদ্ধ্রুবম্। "স্নানাদপি

লাভেই গয়াশির পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারই সংসর্গে অপর পুণ্যক্ষেত্রসকল জনগণকে পবিত্র করিতে সক্ষম হইয়াছে, উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্র, সেই মহাত্মা দেবদেব ভগবানেরই সাক্ষাৎ স্বরূপ, এজন্য সন্তান সেই পবিত্র দ্রব্যনিচয় দ্বারা শ্রাদ্ধ করত পিণ্ডদান করিয়া যে পিতৃগণকে দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি আছে, যে ব্যক্তি পিতৃগণ উদ্দেশে তথায় বিবিধ বস্তু দান করে, প্রভু নারায়ণ, নিশ্চয়ই সেই দাতা ও তদীয় পিতৃগণকে মুক্ত করিয়া থাকেন। সাগর-জলে শ্রাদ্ধীয়ান্ন পাক ও ভগবানের পূজা করিলে শত-গুণ অধিক ফল হয়; এজন্য মহামাঘী ভিন্ন অন্য সময়েও সাগর-সলিল দ্বারাই তর্পণ, স্নান ও ভগবৎ-পূজা করিবে এবং মহামাঘীতে যাবতীয় কার্য্যই তজ্জলে কর্ত্তব্য। গঙ্গাজলে স্নান ও বিষ্ণুপাদোদক পানে যে অলৌকিক সুকৃত সঞ্চিত হয়, সাগর-সলিল পান করিলেও তাদৃশ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নানজন্য যে পুণ্য উক্ত আছে ভগবান্ হরির অনুগ্রহে একমাত্র সিন্ধু-সলিলে স্নান করিলেই তৎপুণ্য লব্ধ হইয়া থাকে। মানব ভক্তিভাবে সিন্ধুজলে স্নানান্তে দেবতা ও পিতৃ-গণের যথাবিধি তর্পণ, হবিষ্যান্ন দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে বিধিবোধিত শ্রাদ্ধাচরণ, দ্বিজ-করে দানীয় দ্রব্যসমূহ দান এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মসনাতন জগন্নাথ দেবকে দর্শনপূর্ব্বক বিধিবৎ পূজা করিলে আত্মকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের শত শত পুরুষকে ভব-সাগর হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগের সহিত পর-ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ৮—১৬। যে ব্যক্তি, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মহামাঘীপূর্ণিমাতে শ্রাদ্ধ করে, ত্রিকুলের ভাগ্যবলেই তাদৃশ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ফল কথা উক্ত তিথিতে উক্ত স্থানে যাহারা শ্রাদ্ধ করে তাহারাই ধন্য, এমন কি, যে পুত্র শ্রাদ্ধার্থ উক্ত ক্ষেত্রে গমন করিতে থাকে, তির্য্যগ্‌যোনিগত তদীয় পিতৃগণ তাহার পাদরেণু দ্বারাই আত্মোন্নতি লাভ করে এবং প্রত্যক্ষ নীচযোনিজাত সেই পিতৃগণ, সানন্দহৃদয়ে তাহার সম্মুখে, পশ্চাদ্‌ভাগে ও পার্শ্বদেশে গমন ও অবস্থানপূর্ব্বক তাহাকে তৎ-ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে থাকে। এইজন্যই বলিতেছি, ব্রহ্মা হইতে ত্রিকুল-মধ্যে যে সকল পুত্র, সহস্র বর্ষেও সুদুর্লভ উক্ত পরম যোগ উপলক্ষে দেবর্ষিসেব্য সেই পুরুষোত্তমে গমন করে, তাহারই যথার্থ পুত্র। দ্বিজবর! উক্ত মহাযোগরূপ পুণ্যকাল জগতে অতি দুর্লভ। অল্পপুণ্য মানবগণ কখনই তাহা প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য ঐ অত্যুত্তম যোগ প্রাপ্ত হইয়া কদাচ বিত্তশাঠ্য করা উচিত নহে, কারণ, দেহিগণের বিত্ত ও শরীর উভয়ই বিনশ্বর; কিন্তু ঐ বিত্ত যদি দ্বিজকরে অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে উহা কোটিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মানবগণ কামতই হউক আর অকামতই হউক তৎকালে

ভবেন্মুক্তিরিতি বেদান্তগীঃ শ্রুতিঃ। তত্র মন্ত্রাঃ প্রজপ্তাস্ত সুসিদ্ধাঃ স্যুর্নৃণাং ধ্রুবম্। প্রীণিতস্ত জগন্নাথঃ সর্ব্বকামপ্রদস্তথা॥ ২৪ ॥ কিমত্র বহুনোক্তেন কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। দুশ্চিকিৎস্য-মহাব্যাধি-বিমুক্তঃ স্নানতো ভবেৎ॥ ২৫ ॥ মহাপাপৈর্বিমুক্তঃ স্যাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতে দ্বিজ। কিং পুনঃ ক্ষুদ্রপাপৈস্ত কালঃ খলু সুদুর্লভঃ॥ ২৬॥ প্রজ্বলন্তং বহ্নিরাশিং যথা প্রাপ্যাতিদহ্যতে। তুলা মাঘকমেবং হি পাপরাশিস্ত্রিধোত কঃ॥ ২৭ ॥ তস্যাং স্নাত্বা সিন্ধুজলে দহ্যতে তৎক্ষণাদপি। মহামাঘ্যাং মহাক্ষেত্রে মহাপুরুষদক্ষিণে ॥ ২৮ ॥ মহার্ণবে নৃণাং স্নানং মহাপাতকনাশনম্। কথিতং শ্রুতপূর্ব্বং তে দৃষ্টপূর্ব্বং বদামি তে॥ ২৯॥ পাষণ্ডানাং কুলে কশ্চিদাসীদ্ধার্ম্মিক উত্তমঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলো বিষ্ণুভক্তো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ৩০ ॥ তৎপূর্ব্বে তস্য কুলজাঃ পাষণ্ডা নরকৌকসঃ। তির্য্যগ্‌যোনিগতা যে চ তে সর্ব্বে বৃন্দশো গতাঃ ॥ ৩১ ॥ বিজ্ঞাপয়ামাসুরিত্থং পুত্রকাস্মান্ সমুদ্ধর। গয়ায়াং পিণ্ডদানেন বয়মত্যন্তদুঃখিতাঃ॥ ৩২ ॥ মহামোহবশাদ্ যেন বিমুখা বয়মীদৃশাঃ। পরং পরাণাং পরমং নার্চ্চয়ামস্তমোময়াঃ॥ ৩৩॥ ধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্তানাং কুর্ব্বাণাশ্চ প্রতিক্রিয়াম্। ন জানীমো দুঃখরাশেঃ কেন স্যাৎ সঙ্ক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৩৪॥ কেবলং শুশ্রুবামো বৈ গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং সুতৈঃ। উদ্ধারয়তি বংশ্যাংস্তে তির্য্যক্কো নরকৌকসঃ॥ ৩৫॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স গত্বা শাস্ত্রবিত্তমঃ। বিধিনা ভক্তিযুক্তেন গয়ায়াং শুচিভির্ধনৈঃ॥৩৬॥ নানাবিধানি শ্রাদ্ধানি চকারাঙ্গং মুদান্বিতঃ। ততস্তে নাস্তিকা বংশ্যাস্তথৈবাতিপ্রমোহিতাঃ॥৩৭॥ নিমগ্না দুঃখজলধৌ প্রেতাস্তির্য্যগ্‌গতাস্তথা। পরিবার্য্য পুনঃ পুত্রমূচুর্বংশত্রয়োদ্ভবাঃ॥ ৩৮॥ পুত্রক শ্রাদ্ধমস্মাকমুদ্ধারায় কৃতং মুহুঃ। সদ্বৃত্তেন্ ত্বয়া শাস্ত্রমার্গতঃ সত্যমেব তৎ॥ ৩৯॥ কিমেতচ্ছ্রাদ্ধমস্মাকং দর্শনায়াপি নাভবৎ।

তৎস্থানে কিঞ্চিৎ দান করিলে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করিতে পারে, এবং এতদ্‌ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানলাভেও যে, মুক্তি হয়, তাহা ত বেদান্ত শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তথায় তৎকালে মানবগণ যে মন্ত্র জপ করে, সেই মন্ত্রেরই যে সম্যক্ সিদ্ধি হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই, এবং তজ্জন্য জগন্নাথ দেব প্রীত হইয়া জপকারীর সমুদয় কামনাই সিদ্ধ করিয়া দেন। এবিষয়ে অধিক আর কি কহিব, তৎকালে তথায় যে কোন সদাচরণেই মানব কৃতার্থ হইয়া থাকে। দ্বিজবর! ঐ সময়ে সিন্ধুজলে স্নান করিলে মানব নিঃসন্দেহে দুশ্চিকিৎস্য মহাব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারে; এবং যদি "ইহাতে আমার নিশ্চয়ই সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইবে" এইরূপ জ্ঞানে স্নান করে, তাহা হইলে সামান্য পাপের কথা কি, মহাপাতকসমূহ হইতেও বিমুক্ত হইয়া থাকে; এইজন্য ঐ সময় অতীব দুর্লভ। বৎস! ত্রিবিধপাপের কথা কি? প্রজ্বলিত অনলে তুলারাশির ন্যায় মহামাঘীযোগে সিন্ধুজলে অবগাহন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপ্রকার পাপরাশিই দগ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত মহাক্ষেত্রে মহামাঘীযোগে মহাপুরুষের দক্ষিণস্থ মহার্ণবে স্নান যে মানবগণের সর্ব্ববিধ মহাপাপ-পুঞ্জের সংহারক, তাহা পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে এবং তুমিও শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে এ বিষয়ে পূর্ব্বদৃষ্ট কোন ঘটনা তোমায় বলি, শুন। পূর্ব্বে কতিপয় পাষণ্ডদিগের কুলে ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশল বিষ্ণুভক্ত দৃঢ়ব্রত সাধুশীল এক ধার্ম্মিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একদা নরকবাসী ও তির্য্যগ্‌যোনিগত তদীয় পাষণ্ড পূর্ব্বপুরুষগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহার নিকট আগমনপূর্ব্বক এইরূপ বলিয়াছিল,—হে স্নেহাস্পদ পুত্র! আমরা যৎপরনাস্তি দুঃখ ভোগ করিতেছি, তুমি গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর। আমরা মহামোহবশতঃ সদাচার-বিমুখ হইয়াই এবংবিধ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছি এবং তমোগুণে পূর্ণ হওয়াতেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে কখন অর্চ্চনা করি নাই; অধিকন্তু ধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণে বিস্তর বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছি। এক্ষণে জানি না, এই ভবার্ণবে কিরূপে আমাদিগের অসীম দুঃখরাশি ক্ষয় হইবে? বৎস! কেবল ইহাই আমরা শুনিয়াছি যে, পুত্র গয়াধামে শ্রাদ্ধ করিলেই নরকবাসী ও তির্য্যক্ যোনিপ্রাপ্ত পূর্ব্বপুরুষ সকল উদ্ধার প্রা[illegible] হয়। পাষণ্ডকুল-সম্ভূত শাস্ত্রবিত্তম সেই ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বপুরুষদিগের তদ্বাক্য শ্রবণে গয়াক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক সানন্দে ভক্তিসহকারে ন্যায়োপাত্ত পবিত্র ধন দ্বারা এক বৎসরকাল বিধিবিধানে নানাবিধ শ্রাদ্ধ করিল বটে, কিন্তু কিয়দ্দিনের পর দুঃখার্ণব-নিমগ্ন অতিপ্রমোহাবিষ্ট ও নাস্তিক তদীয় ত্রিকুল-সম্ভূত তির্য্যগ্‌যোনিগত ও প্রেতভূত সেই পূর্ব্বপুরুষগণ পুনরায় তাহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক কহিল,—পুত্র! তুমি সদ্বৃত্ত বলিয়া আমাদিগের উদ্ধারার্থ শাস্ত্রমার্গানুসারে গয়াধামে

ভূর্ভৃশং তাড্যমানানাং লৌহদণ্ডৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৪০ ॥ দৃশ্যন্তে পিতরোহন্তেষাং শ্রাদ্ধদানাদ্গয়াশিরে। বিমানবরমারুহ্য দিব্যলোকং প্রয়ান্তি তে ॥ ৪১ ॥ সমীপতোহস্মাকমেব দিব্যস্রগ্গন্ধভূষণাঃ। নাস্মাকং হীয়তে পাপং কৃতৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥ ৪২ ॥ বয়মেতন্ন জানীমো ধর্ম্মশাস্ত্রবহিষ্কৃতাঃ। কথং বা দুঃখবিলয়ো ভবিষ্যতি চ নো ধ্রুবম্ ॥ ৪৩ ॥ ত্বমস্মাকং কুলে জাতো বারিধেরিব চন্দ্রমাঃ। ত্বাং বিনা গতিরস্মাকং দৃশ্যতে ন হি পুত্রক ॥ ৪৪ ॥ দুঃখার্ণবনিমগ্নানাং পারং নেতুং ত্বমেব নঃ। যেন শক্তো বিচার্য্যৈতৎ কুরুষাশু দ্বিজোত্তম ॥ ৪৫ ॥ পুত্র একো বিক্রিয়তে বংশজানামুদ্ধর্তৌ নৃণাম্। পুত্রৈস্ত্বেবাপচারেণ নরকেহপি পতন্তি তে ॥ ৪৬ ॥ তাদৃশো গুণবান্ পুত্রঃ কুলে যেষাং সমুদ্গতঃ। ঈদৃগ্দুঃখার্ণবে তেষামুৎপ্লুতির্জায়তে কথম্ ॥ ৪৭ ॥ সর্ব্বে দুষ্কৃতকর্ম্মাণো যাতনাসু স্থিতাশ্চ যে। সৎপুত্রেণ গতিং যান্তি দিব্যাং তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ ইতি দীনার্ত্তবচনং পুত্র আকর্ণ্যংস্তদা। ন প্রত্যুবাচ পাপিষ্ঠবংশজান্ বৈ স দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪৯ ॥ কেবলং চিন্তয়ামাস দোলাচলিতচেতসা। শাস্ত্রং প্রমাণং মর্ত্ত্যানাং কৃত্যাকৃত্যব্যবস্থিতৌ ॥ ৫০ ॥ তৎশাস্ত্রপ্রস্থিতো নিত্যং বৈপরীত্যং কথং ব্রজেৎ। ভবন্ত এব পাপিষ্ঠা বংশজা এতে মমাধুনা ॥ ৫১ ॥ গয়াশ্রাদ্ধং সর্ব্বপাপ-নোদনং শাস্ত্রচোদিতম্। যথাবিধিকৃতং শ্রাদ্ধং শস্তং নৈতে বিমোচিতাঃ ॥ ৫২ ॥ শাস্ত্রং প্রমাণং সর্ব্বেষাং কৃত্যাকৃত্যবিধৌ সদা। ইতি সাক্ষাদ্ভগবতো মুখপদ্মাদ্বিনির্গতম্ ॥ ৫৩ ॥ এবং চিন্তাকুলমতের্বাণী ব্যোমসমুদ্ভবা। অশরীরা জগাদোচ্চৈস্তস্মানা সংশয়চ্ছিদা ॥ ৫৪ ॥ ব্রহ্মন্ সত্যং গয়াশ্রাদ্ধং সর্ব্বকল্মষনাশনম্। পিতৃণাং দুর্গতিহরং ব্রহ্মলোকগতিপ্রদম্ ॥ ন তে সামান্যপাপানাং শ্রুতিবিদ্রোবকাঃ সদা। অবজানন্তি সততমন্তর্যামীশ্বরম্ ॥ ৫৬ ॥ গয়াশ্রাদ্ধৈর্ন

পুনঃপুনঃ শ্রাদ্ধ করিয়াছ সত্য, কিন্তু আমরা তৎকালে যমদূতগণের লৌহদণ্ডে সর্ব্বথা তাড়িত হইতে থাকায় তাহা দর্শন করিতেও পাই নাই। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি, গয়াশিরে পিণ্ডদানহেতু অপরের পিতৃগণ কেমন উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া দিব্যলোকে গমন করে। তাহারা আমাদিগের সমক্ষেই অদ্ভুত সৌরভান্বিত দিব্যমাল্যে বিভূষিত হয়, কিন্তু আমরা এমত পাপী যে, তুমি শত শত শ্রাদ্ধ করিলে, কিন্তু কিছুতেই আমাদিগের পাপক্ষয় হইল না। আমরা ধর্ম্মশাস্ত্র-বহিষ্কৃত বলিয়া ইহা জানি না যে, কিরূপে নিঃসন্দেহ আমাদিগের দুঃখের অবসান হইবে। হে পুত্রক! ক্ষীরোদসাগর হইতে চন্দ্রমার ন্যায় তুমি আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি দেখি না। হে দ্বিজোত্তম! যেরূপে তুমি দুঃখার্ণব-নিমগ্ন আমাদিগকে দুঃখ-সাগর হইতে পার করিতে পার, তাহা স্বয়ংই বিচারপূর্ব্বক ত্বরায় তদনুরূপ কার্য্য কর। একমাত্র পুত্রই বংশজাত মানবগণের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয়, এবং পুত্রেরই অত্যাচরণহেতু তাহারা নরকে পতিত হইয়া থাকেন। হে পুত্র! যাহাদিগের বংশে তোমার ন্যায় গুণবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করে, হায়! জানি না, কিরূপে তাঁহাদিগকে ঈদৃশ দুঃখার্ণবে ভাসমান হইতে হয়। হায়! সকলেই অবগত আছেন যে, যে সকল পাপাত্মারা বিষম নরকযাতনা ভোগ করিতে থাকে, নিঃসন্দেহ, তাহারা সকলে সৎপুত্র হেতু দিব্য গতি প্রাপ্ত হয়। ১৭—৪৮। তৎকালে সেই দ্বিজোত্তম পুত্র, পাপিষ্ঠ পূর্ব্বপুরুষদিগের করুণাপূর্ণ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কিছুই প্রত্যুত্তর দিল না, কেবল দোলার ন্যায় দোদুল্যমান চিত্তে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, মানবগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ব্যবস্থাবিষয়ে শাস্ত্রই ত প্রমাণ, অতএব যে ব্যক্তি সতত সেই শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য করে, সে কেন বিপরীত ফলপ্রাপ্ত হয়? আমার এই পূর্ব্বপুরুষগণ, না হয় অতি পাপিষ্ঠই হউন, কিন্তু শাস্ত্রে ত কথিত আছে যে, গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়, অতএব আমি যখন গয়াতে যথাবিধি শতসংখ্যক শ্রাদ্ধ করিলাম তখন ইঁহারা কেন না মুক্ত হইলেন? সর্ব্বদা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধিবিষয়ে শাস্ত্রই সকলের প্রমাণ, এই মহাবাক্য ত সাক্ষাৎ ভগবানেরই মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে। যেমন সেই দ্বিজবরের মন এইরূপ চিন্তাকুল হইল, অমনি তদীয় নানাসংশয়নাশিনী অশরীরিণী দৈববাণী গগনতল হইতে উচ্চরবে ব্রাহ্মণকে কহিল, ব্রহ্মন্ সত্যই বটে, গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের সর্ব্বপ্রকার পাপ ও দুর্গতি দূর হয় এবং তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন; কিন্তু তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ সাধারণ ব্যক্তিদিগের ন্যায় সামান্য পাপী নহে, তাহারা বেদ-দ্রোহী হইয়া সতত অন্তর্যামী পরমেশ্বরকেও অবজ্ঞা করিয়াছে।

কুশলা এতে শ্রুতিবহির্গতাঃ। তেষাং সন্ততি-জাতোঽসি ন চ বেদফলং লভেৎ ॥ ৫৭ ॥ ব্রহ্মণ্য-মুজ্জ্বলং প্রাপ্তমুদ্ধর্ত্তুং বংশজান্ স্বকান্। যদি বাঞ্ছসি ভো বিপ্র শৃণু তত্ত্বং রহস্যকম্। পাষণ্ডানাং সমু-দ্ধারঃ অবিদ্যাবিলয়ং তথা। উভয়ং সদৃশং বিদ্ধি তয়োঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥ আত্মসাক্ষাৎকৃতির্বা স্যাৎ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। মহামাঘ্যাং পিণ্ডদানং লবণোদতটেঽথবা ॥ ৬০ ॥ কদাচিদপি পাপানামাত্ম-সাক্ষাৎকৃতির্ভবেৎ। তদ্বংশদীপ তত্রৈব শ্রাদ্ধং কুরু মহামতে ॥ ৬১ ॥ দ্রক্ষ্যসি স্বদৃশা তত্র মুক্তানাং পরমাং গতিম্ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাষণ্ডকুলজাতস্য কস্যচিদ্বিষ্ণুভক্ত-স্যোপাখ্যানবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায় ।

জৈমিনিরুবাচ। শ্রুত্বেত্থমাকাশগিরং পরমং হর্ষমাস্থিতঃ। মহামাঘ্যাং সমীপায়াং জগাম ক্ষেত্র-মুত্তমম্ ॥ ১ ॥ পর্য্যন্তভূমৌ ক্ষেত্রস্য প্রবিশন্ দদৃশে স্বকান্। শুদ্ধসত্ত্বান্ শুভ্রবর্ণান্ নির্ম্মলাম্বরধারিণঃ ॥ ২ ॥ বৈদিকজ্ঞানসংশুদ্ধ-বচসঃ ক্ষীণকল্মষান্। তম-নুব্রজতঃ সাক্ষাদ্ ব্রুবতশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৩ ॥ ব্রুবতঃ সাধু পুত্র ত্বং ধ্রুবং নস্তারয়িষ্যসি। সাধু ব্যবসিতং তাত যদত্রাগচ্ছসি ক্ষিতেঃ। পাবনং পরমং স্থানং নিষ্প্রত্যূহবিমুক্তিদম্ ॥ ৪ ॥ সন্নিধাবাগতানাং ন তমঃ সঙ্ক্ষীয়তেঽধুনা। উদ্যতো ভাস্করস্যেব মহেন্দ্র-ককুভো ভৃশম্ ॥ ৫ ॥ স দ্বিজস্তা গিরঃ শ্রুত্বা বংশ্যানাং বিমলাত্মনাম্। বিস্ময়ং পরমং লেভে ক্ষেত্রস্য মহিমপ্রতি ॥ ৬ ॥ সুগণেয়গণাকীর্ণা ক্ষেত্র-মার্গমবাপ্য তৎ। চতুর্ম্মুখবিনিষ্ক্রান্তলোকং বিধি-বিধানবিৎ ॥ ৭ ॥ সত্যমেবাহ যদ্বাণী বিদ্যা সাকাশভাষিতা। কথং মিথ্যা বদেয়ুস্তে লোকানুগ্রাহকাঃ সুরাঃ। সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পাকং বিদন্তস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৮ ॥ অহো মে জন্মনো ভাগ্যং পাষণ্ডকুলসন্ততেঃ। উদ্ধারণসমর্থোঽহমে-

---

উঁহারা বেদ-বিরুদ্ধাচারী বলিয়া বহুল গয়াশ্রাদ্ধেও উঁহাদিগের মঙ্গল হইবে না এবং তুমিও উঁহাদিগের বংশজাত বলিয়া বেদোক্ত ফল পাইবে না। যাহাই হউক, বিপ্র! তুমি যখন সমুজ্জ্বল ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হইয়াছ, তখন যদি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করিতে বাঞ্ছা কর, তবে গূঢ়তত্ত্ব শুন। পাষণ্ডগণের উদ্ধারসাধন ও অবিদ্যানাশ এ উভয়কেই সমান জানিও, মনীষিগণ, আত্মসাক্ষাৎকার অথবা পুরুষো-ত্তমক্ষেত্রে লবণ-সাগরতীরে মহামাঘীতে পিণ্ডদানকে তদুভয়ের কারণ বলেন। তন্মধ্যে পাপিগণের আত্মসাক্ষাৎকার অতি কদাচিৎ সম্ভব এজন্য, হে মহামতে পাষণ্ডকুলদীপ! তুমি মহামাঘীতে শ্রীক্ষে-ত্রেই পিণ্ডদান কর, স্বচক্ষে দেখিবে, পূর্ব্বপুরুষগণ পাপমুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন।৪৭—৬২।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—সেই দ্বিজবর, ঈদৃশী আকাশ-বাণী শ্রবণে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল। পরে মহামাঘী সমীপবর্ত্তিনী হইলে সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিল। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! সেই ব্রাহ্মণ, যেমন সেই ক্ষেত্রের সীমায় প্রবেশ করিল, অমনি দেখিল, স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের পাপক্ষয়হেতু তাঁহারা পবিত্র দেহপ্রভাসম্পন্ন, শুদ্ধসত্ত্বগুণ-শালী, ও নির্ম্মল অম্বরপরিধায়ী হইয়া পরস্পর সানন্দচিত্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করত বৈদিক জ্ঞানোদয়জন্য বিশুদ্ধ বচনে বলিতেছেন "পুত্র! সাধু সাধু! তুমি নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিস্তার করিবে। তাত! যে স্থান মানবগণকে নির্ব্বিঘ্নে মুক্তি দান করে এবং যাহা ভূতলমধ্যে পরম পবিত্রতাকর,তুমি যে সেই শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছ, ইহা তোমার অতি প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ই হইয়াছে।১-৪।বৎস! সূর্য্যদেবের উদয়ে পূর্ব্বদিকের প্রগাঢ় অন্ধকার যেরূপ তিরোহিত হয়, তদ্রূপ ক্ষেত্রের সন্নিধানে আগমন করাতেই এক্ষণে আমাদিগের নিরতিশয় অজ্ঞানান্ধকার ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিধি-বিধানজ্ঞ সেই দ্বিজবর, স্বীয় মৃত জ্ঞাতিগণ ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতগণে পরিপূর্ণ শ্রীক্ষেত্রপথে উপস্থিত হইয়াই তথায় উপস্থিতিজন্য বিমলাত্মা পূর্ব্বপুরুষদিগের তাদৃশ বচনাবলী শ্রবণ-পূর্ব্বক তৎক্ষেত্রের অপূর্ব্ব মহিমা জানিয়া পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ভাবিলেন, সাক্ষাৎ দিব্য-রূপিণী সেই দেবগণোক্ত আকাশবাণী সত্যই বলিয়া-ছেন, ফলে সুরগণ যখন জনগণের প্রতি অনুগ্রহ-কারী, তত্ত্বদর্শী এবং অখিল কর্ম্মের পরিণামফল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তখন কি কারণেই বা তাঁহারা মিথ্যা

তেষামপি যোঽভবৎ॥ ৯॥ গয়াশ্রাদ্ধৈর্বহুকৃতৈঃ কুযোনিগতয়ো জনাঃ। বিশুদ্ধমতয়স্তে মাং ভাষন্তে ভাস্করত্বিষঃ॥ ১০॥ দিব্যদেহোঽহমপ্যাসং যদেতে মোচিতা ময়া॥ ১১॥ চিন্তয়ন্নিতি তৈঃ সার্দ্ধং জনসম্বাধবর্ত্মনি। শনৈঃ শনৈর্দুঃখতুঃখাৎ তীর্থরাজস্য সন্নিধিম্। গত্বা স্নানং বিধানেন শাস্ত্রীয়েণ চকার সঃ॥ ১২॥ বিধিবত্তর্পয়িত্বাথ দেবানপি গণাংস্তথা। শ্রাদ্ধং চক্রে মহাভক্ত্যা সমৃদ্ধবিধিনা দ্বিজঃ॥ ১৩॥ শ্রাদ্ধাবসানে দেবেশং যাবদ্ধ্যায়তি নিশ্চলম্। তাবদ্দিব্যবিমানানি জলদত্নগণানি বৈ॥ ১৪॥ চন্দ্রসূর্য্যপ্রকাশানি কামগানি নভোঽঙ্গনে। বিদ্যাধরৈরপ্সরোভিঃ পুষ্পবৃষ্টিপ্রকীর্ণকৈঃ॥ ১৫॥ সমন্তাদ্বেষ্টিতান্যস্য দৃষ্টেবিষয়মাবযুঃ। স্বর্ণকিঙ্কিণিনাদৈশ্চ বীণাক্বাণৈর্মনোহরৈঃ॥ ১৬॥ সঞ্জাতধ্যানভঙ্গোঽসৌ পুনস্তানি দদর্শ হ॥ ১৭॥ দেবদূতাঃ সমাগত্য সাদরং প্রণিপত্য চ। সংস্তূয় বাগ্‌ভির্দিব্যাভিস্তান্ পিতৄংস্তস্য পপ্রচ্ছুঃ॥ ১৮॥ ব্রহ্মণো বচনাদ্যূয়ং তস্য লোকং প্রয়াস্যথ। অহো হস্য বিমানানি ব্রহ্মলোকাগতানি বৈ॥ ১৯॥ ধন্যেনানেন বংশ্যেন বিষ্ণুভক্তিপরেণ চ। মহারৌরবযোগ্যানাং যুষ্মাকং তারণং কৃতম্॥ ২০॥ পাষণ্ডানাং ন নির্মোক্ষঃ সংসারাধ্বপ্রবর্ত্তিনাম্। প্রবর্ত্তিতানাং মোহেন অবিদ্যামূলসূনুনা॥ ২১॥ যদ্যস্মিন্ পাবকে ক্ষেত্রে ন শ্রাদ্ধং বংশজৈঃ কৃতম্। তদা ন মোক্ষো ভবতি পাপিষ্ঠানাং হি শৌনক॥ ২২॥ মহামায়ী মহাযোগো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। প্রবর্ত্তিতঃ পাপকৃতামুদ্ধারায় দয়ালুনা॥ ২৩॥ স্বরূপতো হি ভগবানিন্দ্রদ্যুম্নেন ভাবিতঃ। মহাক্রতোর্মহাদীক্ষা মহাদুঃখবতী তদা॥ ২৪॥ বহুবিত্তব্যয়ায়াসবহুকালপ্রসাধনম্। বাজিমেধসহস্রং হি নাল্পভাগ্যস্য জায়তে॥ ২৫॥ তৎ বদনুগ্রহমৃত ইন্দ্রদ্যুম্ননৃপস্য চ।

বলিবেন? যাহাই হউক, যে আমি নরকবাসী এই পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারণে সমর্থ হইলাম, সেই আমি পাষণ্ডকুলের সন্তান হইলেও আমার জন্মগ্রহণে কি সৌভাগ্যই প্রকাশ পাইয়াছে। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! গয়াক্ষেত্রে বহু শ্রাদ্ধ দানেও যে সকল লোক পূর্ব্ববৎই কুৎসিত যোনিতে অবস্থিত ছিলেন, আজ কিনা তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে বিশুদ্ধমতি ও দিবাকরেরর ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর হইয়া আমাকে প্রশংসাসূচক বাক্য বলিতেছেন! অহো! আমাদ্বারা যখন ইঁহারা পাপমুক্ত হইলেন, তখন আমিও যে দিব্য-দেহ হইয়াছি, তাহাতে আর সংশয় নাই। সেই দ্বিজবর, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জনতাপূর্ণ শ্রীক্ষেত্র-পথে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ধীরভাবে অতিক্লেশে গমন করত ক্রমে তীর্থরাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে স্নান করিল। পরে দেবতা ও পিতৃগণ-উদ্দেশে যথাবিধি তর্পণান্তে ভক্তিসহকারে মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ করিল। শ্রাদ্ধাবসানে যেমন দেবদেব জগন্নাথকে নিশ্চলভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিল, অমনি আকাশমার্গে সমুজ্জ্বলরত্নরাজি-বিরাজিত, চন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভ, কামগ দিব্য বিমানমালা, তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অপ্সরা ও বিদ্যাধরগণ সেই বিমান-নিবহের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক পুষ্প বর্ষণ করিতেছিল এবং বিমান-নিবদ্ধ স্বর্ণময় কিঙ্কিণীমালার সুমধুর শব্দ ও চতুর্দ্দিকে মনোহর বীণাধ্বনি হইতেছিল। তদ্দর্শনে দ্বিজবরের ধ্যানভঙ্গ হইল এবং বহির্দৃষ্টিতে পুনরায় তত্তৎ দৃশ্যই দর্শন করিল। ৫—১৭। তৎপরে বহুল দেবদূত, দ্বিজবরের নিকটে আসিয়া তাহার সমক্ষেই তদীয় পিতৃগণকে সাদরে প্রণিপাত পুরঃসর দিব্য বচনে স্তুতিবাদ, করিয়া কহিল, আপনাদিগের সৌভাগ্য ভগবান্ ব্রহ্মার বচনানুসারে আপনারা ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন বলিয়া এই বিমানসকল ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়াছে। আপনারা মহারৌরব নরকবাসের যোগ্য হইলেও বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ সার্থকজন্মা এই বংশধরই আপনাদিগকে নিস্তার করিলেন। নতুবা, অবিদ্যার প্রধান পুত্রস্বরূপ মহামোহকর্ত্তৃক পরিচালিত সংসারমার্গ-প্রবৃত্ত পাষণ্ডগণের অন্য কোনরূপেই নিস্তার নাই, জানিবেন। জৈমিনি বলিলেন, শৌনক! নিশ্চয় জানিবেন, বংশধরগণ যদি ঐ পরম পাবন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ না করে, তাহা হইলে পাপিষ্ঠদিগের কিছুতেই মোক্ষ নাই। সর্ব্বনিয়ন্তা দয়াময় বিষ্ণু পাপাত্মাদিগের উদ্ধারার্থই উক্ত মহামায়ীরূপ মহাযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বে নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভগবান্ জগন্নাথদেবকে স্বরূপতঃ ভাবনা করেন এবং ঐরূপ ভাবনা করিয়াই তিনি তৎকালে পরম ক্লেশসাধ্য মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হন। বস্তুতঃ, ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত বহুবিত্ত ব্যয়, বহু আয়াস ও বহুকালসাধ্য সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অল্পভাগ্য মানবগণের কদাচ সুসিদ্ধ হয় না। ইন্দ্রদ্যুম্নের, অশ্বমেধ যেমন

ন দৃষ্টং ন শ্রুতং ক্বাপি শক্রস্যাপি সুদুর্লভম্ ॥ ২৬ ॥ ততোঽপি ভগবানেষ নিরুপাধিকৃপাম্বুধিঃ । দীনানুগ্রহকৃদ্দেবো বাৎসল্যাম্বুধিচন্দ্রমাঃ ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বকর্ম্মাদায়ণোঽসৌ দারুরূপী প্রকাশিতঃ । তেনৈব রূপেণ বরানিন্দ্রদ্যুম্নায় দত্তবান্ ॥ ২৮ ॥ তৎক্ষেত্রমপি তদ্দেহং নাত্র ভিন্দ্যান্মতিস্তব । রহস্যমেতৎ কথিতং মুক্তেঃ সাধনমুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥ শ্রবণাদিচতুষ্কং হি যথা মোক্ষস্য সাধনম্ । তথা চতুষ্কমধ্যেঽস্মিন্ ক্ষেত্রে প্রাণবিমোচনম্ । সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥ তত্ত্বসাক্ষাৎকৃতেস্তত্র ক্ষেত্রে প্রাণবিয়োজনাৎ । ঋতে ন মোক্ষো জন্তূনাং দ্বয়মেবাপবর্গদম্ ॥ ৩১ ॥ মহামাঘ্যাং মহাযোগে শ্রাদ্ধং পিতৃবিমুক্তিদম্ । তত্র ত্রয়ং দুর্লভং হি সংসারে শৌনক ধ্রুবম্ ॥ ৩২ ॥ অর্দ্ধোদয়াদয়ো যোগা যে পূর্ব্বং প্রতিপাদিতাঃ । শতাংশমপি তে নার্হা মাঘীযোগস্য শৌনক ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানস্যাবশ্যকর্ত্তব্যতাকীর্ত্তনং নাম ত্রিপঞ্চাশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ । এতে হি যোগাঃ কথিতাঃ পাপিষ্ঠাশ্বাসকারকাঃ ॥ ১ ॥ দুঃখেন চিরলব্ধং যত্তীর্থং বা যোগ এব বা । তদেব তে হি মন্যন্তে পাপিষ্ঠাঃ পাপনাশনম্ ॥ ২ ॥ প্রবর্ত্তকাঃ সংসৃতেস্তে ন মোচ্যন্তে হি বিষ্ণুনা । ধার্ম্মিকাণাং হি বিশ্বাসস্তৎক্ষেত্রে নিত্যমেব হি ॥ ৩ ॥ অষ্টৌ শতানি বর্ষাণি কামভোগেষু লালসঃ । কণ্ডুর্নাম মুনিঃ পূর্ব্বং মোহিতঃ স্বর্গবেশ্যয়া ॥ ৪ ॥ দ্বিজকর্ম্মাণি সন্ত্যজ্য তয়া রেমে দিবানিশম্ । পশ্চাত্তাপমুপাগম্য তদেব ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥ গত্বা সমারাধ্য জগৎপতিং দারুস্বরূপিণম্ । নির্ব্বিণ্ণমানসঃ স্তুত্বা পরাং গতিমুপাগতঃ ॥ ৬ ॥ স্কন্দঃ পুরা মহাদেবং পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ । পুরুষোত্তমস্য

সুসিদ্ধ হইয়াছিল, কেহ কখন ওরূপ দেখেও নাই বা শুনেও নাই; ফলে দেবরাজের পক্ষেও উহা সুকঠিন। উক্ত যাগফলেই বাৎসল্যরূপ জলধির চন্দ্রমাস্বরূপ, দীনগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ, নিরুপধি কৃপাময়, সর্ব্বকর্ম্মনিয়ন্তা ভগবান্ জগন্নাথদেব, ঐরূপ সৌম্য দারুমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন এবং ঐ দারুময় মূর্ত্তিতেই ইন্দ্রদ্যুম্নকে বিবিধ বরদান করিয়াছেন। বৎস! ভগবানের ঐ ক্ষেত্রও যে, তাঁহার স্বরূপ, তদ্বিষয়ে যেন তোমার মতিভেদ না জন্মে। এই যে আমি মুক্তিলাভের সর্ব্বোত্তম উপায় বলিলাম, উহা অতি রহস্য বিষয় জানিও। আমি বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, আত্ম-বিষয়ক শ্রবণাদিচতুষ্টয় যেমন মোক্ষের সাধন, উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে মৎস্যাবতারাদি চতুষ্টয়মধ্যে প্রাণত্যাগও সেইরূপ মোক্ষসাধন জানিবে। ফলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার ও তৎক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ ভিন্ন জন্তুগণের কিছুতেই মোক্ষ হয় না, উক্ত উভয়ই সমান মোক্ষপ্রদ জানিবে। হে শৌনক! মহামাঘীরূপ মহাযোগে তৎক্ষেত্রে শ্রাদ্ধও পিতৃগণের, ঐরূপ মুক্তিদায়ক; এ জন্য সংসারে উক্তত্রয়ই নিঃসন্দেহ অতীব দুর্লভ। শৌনক! কি অধিক কহিব, পূর্ব্বে যে অর্দ্ধোদয়াদি যোগের বিষয় কথিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই উল্লিখিত মহামাঘী যোগের শতাংশের একাংশেরও যোগ্য নহে। ১৮—৩৩।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

—

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—অতঃপর পরমাদ্ভুত রহস্যবিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই যে অর্দ্ধোদয়াদি যোগ কথিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই পাপিষ্ঠগণের আশ্বাসকর সত্য, কিন্তু যাহারা পাপিষ্ঠ, তাহারা যে যোগ বা তীর্থ বহুকাললব্ধ বা দুঃসাধ্য, তাহাই পাপনাশক বলিয়া মনে করে। সেই সকল সংসারপ্রবর্ত্তক পাপিষ্ঠদিগকে ভগবান্ বিষ্ণু কখন মুক্ত করেন না, কিন্তু ধার্ম্মিকগণের সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিশ্বাস চিরস্থায়ী। পূর্ব্বকালে কণ্ডুনামে কোন মুনি কোন স্বর্গবেশ্যা কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া অষ্টশত বর্ষ কাল ভোগে আসক্ত ছিলেন। তিনি, দ্বিজজনোচিত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবানিশি তাহার সহিত রমণ করিতেন। পরে অনুতপ্ত হইয়া মনে মনে আত্মগ্লানি করত উক্ত সর্ব্বোত্তমক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক দারুরূপী জগৎপতি জগন্নাথদেবকে আরাধনা ও স্তুতিবাদ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন।১—৬। পূর্ব্বে একদা ভগবান্ কার্ত্তিকেয় সবিনয়ে ভগবান্ মহাদেবকে

ক্ষেত্রস্য রহস্যং পরমং বদ ॥ ৭ ॥ ন জ্ঞাতং যেন কেনাপি চরে বা স্থাবরেঽপি বা। ত্বমেব ভগবান্ শম্ভো বেৎসি তৎক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥ বহুধা তত্র গত্বাপি সাঙ্গোপাঙ্গং ন যৎফলম্। লভ্যতে চৈকদিবসং সেবিতা বদ মে পিতঃ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বপাপক্ষয়ঃ পুংসাং ভবেৎ কালে কলৌ কথম্। প্রায়শো দুঃখিতা মর্ত্ত্যা প্রাকৃতৈঃ পাপসঞ্চয়ৈঃ। কথং নু সুখিনস্তে স্যুঃ সকৃৎ কর্ম্মানুসঞ্চয়াৎ ॥ ১০ ॥ এবং ব্রূহি মহাদেব কর্ম্ম যৎ স্যাদনুত্তমম্। যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১১ ॥ যো হি কশ্চিদুপায়োঽস্তি তন্মে বদ সুনিশ্চিতম্ ॥ ১২ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপভয়াপহম্। স্বর্গাপবর্গদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বমাঙ্গল্যজননং দুঃখদুর্গবিনাশনম্। সৌখ্যসৌভাগ্যসম্পত্তি-ধনসম্পত্তিবর্দ্ধনম্। আয়ুর্বৃদ্ধিকরোপায়ং ময়া যৎ সুবিনিশ্চিতম্ ॥ ১৪ ॥ মাঘে ইন্দুক্ষয়ে পাতে বারেঽর্কে শ্রবণা যদি। অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রার্কগ্রহৈঃ সমঃ ॥ ১৫ ॥ দিবৈব যোগঃ শস্তোঽয়ং ন চ রাত্রৌ কদাচন। নাস্তঃ পুণ্যতমঃ কালো যোঽর্দ্ধোদয়সমো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ তাবৎ গর্জ্জন্তি পাপানি সুবহূনি মহান্ত্যপি। যাবদর্দ্ধোদয়ো নৈতি সর্ব্বপাপাপনোদনঃ ॥ ১৭ ॥ অভূৎ কালকৃতো যো বৈ প্রাকৃতঃ পাপসঞ্চয়ঃ। অর্দ্ধং হরত্যতঃ প্রাহুর্যোগমর্দ্ধোদয়ং বুধাঃ ॥ ১৮ ॥ অর্দ্ধোদয়ে মহাযোগে মুনিদৈবতযাচিতে। পাপান্ধকারান্মুচ্যন্তে ভবেয়ুর্বিমলা নরাঃ ॥ ১৯ ॥ অর্দ্ধোদয়ে মহাপুণ্যে সর্ব্বং গঙ্গাসমং জলম্। যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে দানং তদ্দানং মেরুসম্মিতম্ ॥ ২০ ॥ তদা দানানি দেয়ানি ভূদানপ্রভৃতীনি চ। পাপক্ষয়ার্থিভির্মর্ত্ত্যৈঃ স্বর্গাদিফলকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২১ ॥ তুলাপুরুষদস্তত্র সদাশিবপুরং ব্রজেৎ। হিরণ্যগর্ভদো মর্ত্ত্যো গর্ভবাসং ন চাপ্নুয়াৎ। গোসহস্রপ্রদো মর্ত্ত্যঃ সহস্রাক্ষপদং ব্রজেৎ এবমাদীন দানানি কৃত্বা সম্যগ বিধানতঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স নরঃ সুখমেধতে ॥ ২৩ ॥ স্কন্দ উবাচ। প্রায়শো হি কলৌ

বলিয়াছিলেন,—পিতঃ! আপনি আমার পুরুষোত্তমক্ষেত্রের রহস্যবিষয় বলুন! হে ভগবান্ শম্ভো! চরাচরমধ্যে কেহই যদ্বিষয় পরিজ্ঞাত নহে আপনি সেই পরমোত্তমক্ষেত্রের বিষয় বিদিত আছেন। পিতঃ! মানব বহুবার তথায় গমন করিয়াও অঙ্গোপাঙ্গ-সমন্বিত যে ফল লব্ধ না হয়, এক দিবসমাত্র তৎক্ষেত্র-সেবাতেই যাহাতে সেই পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপনি তদ্বিষয় বলুন। কলিকালে কিরূপে জীবগণের সর্ব্বপাপের ক্ষয় হইবে? ঐ সময়ে প্রায় অখিল মানবই প্রাকৃত পাপরাশি হেতু নিয়ত নানা প্রকারে দুঃখিত থাকে, অতএব একবার মাত্র সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে কিরূপে সুখী হইতে পারে বলুন। হে মহাদেব! যাহা সমুদয় সৎকার্য্যের মধ্যে উত্তম, যাহার অনুষ্ঠানমাত্রেই সর্ব্ববিধ পাপের ক্ষয় হয়, এরূপ কোন কর্ম্ম বলুন; ফলে সর্ব্বপাপক্ষয় বিষয়ে যাহা কিছু উপায় আছে, নিশ্চিতরূপে আমার নিকট ব্যক্ত করুন। মহাদেব বলিলেন, বৎস! যাহা স্বর্গ, অপবর্গ ও সর্ব্বকামফলপ্রদ এবং যাহা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর, পরম পুণ্যজনক ও দুঃখদুর্গবিনাশন, যাহা দ্বারা সুখ, সৌভাগ্য, সম্পত্তি, ধনসম্পৎ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, এবং যদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পাপভয়ই বিদূরিত হইয়া থাকে, আমা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত এরূপ এক উপায় আছে শ্রবণ কর। মাঘমাসের অমাবস্যাতে যদি ব্যতীপাতযোগ হয়, তাহা হইলে উহা অর্দ্ধোদয় যোগ জানিবে, উক্ত যোগ সহস্রসূর্য্যগ্রহণের সমান; ঐ যোগ, দিবাভাগেই প্রশস্ত, কদাচ রাত্রিকালে প্রশস্ত নহে। উক্ত অর্দ্ধোদয় যোগের তুল্য পুণ্যতম কাল আর নাই। যাবৎকাল, সর্ব্বপাপাপহারক অর্দ্ধোদয় যোগ আগমন না করে, তাবৎকালই প্রভূত গুরুতর পাপনিচয় তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া থাকে। কালকৃত যে কিছু প্রাকৃতিক পাপনিচয়—ঐ যোগ তাহার অর্দ্ধেক হরণ করে বলিয়া বুধগণ উহাকে অর্দ্ধোদয় যোগ বলিয়া থাকেন। ৭—১৮। মুনি ও দৈবতগণের প্রার্থনীয় উক্ত অর্দ্ধোদয় মহাযোগে মানবগণ পাপান্ধকার হইতে মুক্ত ও বিমল-আত্মা হইয়া থাকে। মহাপুণ্যজনক অর্দ্ধোদয়যোগে সমস্ত জলই গঙ্গাজলের তুল্য এবং যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাই মেরুদানের সমান হইয়া থাকে। ঐ সময়ে পাপক্ষয়াভিলাষী মানবগণের স্বর্গাদিফল-কামনায় ভূমিদান প্রভৃতি বিবিধ বস্তু দান করা উচিত। উক্ত অর্দ্ধোদয় যোগে যে ব্যক্তি, তুলাপুরুষ দান করে, সে নিশ্চয় সদাশিবপুরে গমন করিয়া থাকে, এবং হিরণ্যগর্ভ দান করিলে মানবকে কদাচ গর্ভবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। ফল কথা, মানব তৎকালে সম্যক্ বিধানানুসারে ইত্যাদি দান করিলে সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্ত হয় এবং চিরসুখ লাভ করিয়া থাকে। স্কন্দ বলিলেন,—হে মহেশ্বর! কলিকালে মানবগণ প্রায়ই

মর্ত্ত্যা মন্দভাগ্যা মহেশ্বর। অশক্তা ভূমিদানাদৌ মুচ্যন্তে তে কথং নরাঃ ॥ ২৪ ॥ তুলাপুরুষদানেন ভূমিদানেন যৎ ফলম্। হিরণ্যগর্ভদানেন গোসহস্রেণ যৎ ফলম্ ॥ ২৫ ॥ এতেষাং পুণ্যফলদং সর্ব্বদানঞ্চ শঙ্কর। অনায়াসেন যদ্যস্তি তদ্দানং কথয়স্ব মে ॥২৬॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু বৎস মহাগুহ্যং দানং তত্রাতি-পুণ্যদম্। সর্ব্বেষাঞ্চৈব দানানাং যৎ পুণ্যফল-দায়কম্। বক্ষ্যাম্যহং মহাদানং নৃণাং পাপভয়াপহম্ ॥ ২৭॥ চতুঃষষ্টিপলং কাংস্যমমত্রং তত্র কারয়েৎ। চত্বারিংশৎপলং বাপি পলং বিংশতিমেব বা ॥ ২৮ ॥ নিধায় পায়সং তত্র পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ। পদ্মস্য কর্ণিকায়াঞ্চ কর্ষমাত্রং সুবর্ণকম্ ॥ ২৯ ॥ তদভাবে হি অর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বাপি প্রক্ষিপেৎ। স্নাত্বা তত্র বিধা-নেন যথাবিধ্যুক্তমার্গতঃ ॥ ৩০ ॥ মন্ত্রেণানেন হে বৎস স্নানং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ। সর্ব্বসাধারণং মন্ত্রং গোপ-নীয়ং পরং মম ॥ ৩১ ॥ ওঙ্কারং কামবীজং বা বিকারঞ্চ ততঃ পরম্। পুরুষস্তু ততঃ পশ্চান্নমসো-হন্তে প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩২ ॥ সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুণ্যং মোক্ষদং পাপনাশনম্। শুভানাং পরমং শুদ্ধং যোগিনাং যোগদং শুভম্ ॥ ৩৩ ॥ পিতৄংশ্চ তর্পয়েদ্ধীমান্ জলা-দুত্তীর্য্য যত্নতঃ। ধৌতবাসা শুচির্ভূত্বা সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ২৪ ॥ ত্রয়ীময় নমস্তুভ্যং দেবদেব দিবাকর। পুরা কৃতঞ্চ যৎ পুণ্যং তৎ পুণ্যং ক্ষয়ং কুরু ॥ ৩৫ ॥ কৃত্বা তণ্ডুলৈঃ শুভ্রৈঃ পদ্মমষ্টদলং শুভম্। অমৃতং স্থাপয়েত্তত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্॥৩৬॥ তেষাং প্রীতিকরার্থায় শ্বেতমাল্যৈঃ সুশোভনৈঃ। বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ সদ্বৃত্তায় সুশান্তায় বিধিজ্ঞায় কুটুম্বিনে। পুষ্প-গন্ধৈরলঙ্কৃত্য দেবমেতত্ত্রয়ীময়ম্ ॥ ৩৮ ॥ সুবর্ণপায়সং পাত্রং যস্মাদেতত্ত্রয়ীময়ম্। আবয়োস্তারকং যস্মাদ্-গৃহাণ ত্বং দ্বিজোত্তম ॥ ৩৯ ॥ দানৈস্তীর্থৈস্তপোভিশ্চ যৎ কৃতং সুকৃতং ময়া। তৎপুণ্যফলসংসিদ্ধিস্সম্পূর্ণং তদস্তু মে ॥ ৪০ ॥ ইদং দত্ত্বা মহাদানং ততঃ সম্প্রার্থয়েদ্দ্বিজম্। মন্ত্রেণানেন গাঙ্গেয় সম্যগেকাগ্র-মানসঃ ॥ ৪১ ॥ পুষ্টিমেধাবলারোগ্যসম্পদায়ুষ্যবর্দ্ধনম্।

মন্দভাগ্য হয়, সুতরাং তাহারা ভূমিদানাদিতে অসমর্থ, অতএব কিরূপে তাহারা মুক্ত হইবে বলুন। হে শঙ্কর। তুলাপুরুষ, ভূমি, হিরণ্যগর্ভ বা সহস্র-গো-দানে যে ফল, অনায়াসে তৎসমুদয় দানের ফল পাওয়া যায়, যদি এমন কোন অনায়াসসাধ্য দান থাকে ত আমায় বলুন। মহেশ্বর বহিলেন,—বৎস! তবে শুন, যাহা দান করিলে সর্ব্বপ্রকার দানের ফল হয় এবং যাহা মানবগণের সর্ব্বপ্রকার পাপভয়-বিনাশক ও পরম পুণ্যপ্রদ, এরূপ এক মহাগুহ্যতম দানের বিষয় বলিতেছি। চতুঃষষ্টি বা চত্বারিংশৎ কিংবা বিংশতি পলপরিমিত একটি কাংস্যপাত্র নির্ম্মাণ করাইবে, পরে তাহাতে পায়স রাখিয়া তদুপরি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে, তদনন্তর সেই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে কর্ষ-পরিমিত, তদভাবে অর্দ্ধকর্ষপরিমিত কিংবা অশক্তি নিবন্ধন তাহারও অভাবে তাহার অর্দ্ধ-পরিমিত সুবর্ণ প্রক্ষেপ করিতে হইবে; পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যেই কোন মন্ত্রপাঠের আবশ্যক নাই। বৎস! উক্ত কার্য্যের প্রথমে যথাবিধানে স্নানানন্তর পুনরায় অতন্দ্রিত ভাবে 'ওঁ বা ক্লীং, বিকারপুরুষায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিবে। উক্ত মন্ত্র সর্ব্বকার্য্যেই পাঠ্য এবং উহা আমারও পরম গোপনীয় বলিয়া জানিবে। উহা সর্ব্বসিদ্ধিকর, অতি পুণ্যজনক, মোক্ষপ্রদ, পাপনাশক, ও শুভদায়ক। অখিল পবিত্র বস্তুর মধ্যে উহা পরম পবিত্র এবং যোগিগণেরও যোগপ্রদ। অতঃপর সেই ধীমান মানব, জল হইতে উঠিয়া সযত্নে পিতৃগণের তর্পণ করিবে। তৎপরে ধৌতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া "হে ত্রয়ীময়! আপনাকে নমস্কার, হে দেব-দেব দিবাকর! আমার যে পুরাকৃত পুণ্য আছে, তাহা অক্ষয় করিয়া দিন" এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। ১৯—৩৫। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত কাংস্যপাত্র দিতে পায়স স্থাপনাদি করিয়া শুভ্র তণ্ডুল দ্বারা একটি পাত্রে সুন্দর একটী অষ্টদল পদ্ম রচনা করিবে, অনন্তর অমৃতস্বরূপ পায়স-পূর্ণ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক সেই কাংস্যপাত্র স্থাপন করিতে হইবে। পরে ভগবান্ হরিকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সন্তোষার্থ কোন সচ্চরিত্র শান্তস্বভাব বিধিজ্ঞ ও বহু-পোষ্য ব্রাহ্মণকে সুন্দর শ্বেত মাল্য এবং বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্করণপূর্ব্বক "হে দ্বিজসত্তম! যে হেতু এই ত্রয়ী-ময় সুন্দরবর্ণ পায়সপূর্ণ পাত্র দাতা ও গ্রহীতা উভয়-দিগের উভয়েরই নিস্তারক, সেই হেতু আপনি ইহা গ্রহণ করুন। আমি দান, তীর্থসেবন ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা যে সুকৃত করিয়াছি, সেই পুণ্য-ফল আমার সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হউক" এই মন্ত্র পাঠ করত, সেই মহাদান করিবে। হে গাঙ্গেয়! তৎ-পরে সম্যগেকাগ্রচিত্ত হইয়া সেই দ্বিজবরের নিকট

ত্রয়ীময়ো দ্বিজঃ সাক্ষাৎ ব্রূহি মে পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৪২ ॥ সম্যগিত্থং কৃতং যেন তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৪৩ ॥ সুবর্ণমণিরত্নাঢ্যাং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতাম্। সমুদ্রমেখলাং পৃথ্বীং সম্যগ্দত্ত্বা চ যৎফলম্। তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ কৃত্বা দানমমন্ত্রকম্ ॥ ৪৪ ॥ এবং যঃ কুরুতে দানমর্দ্ধোদয়মহাতিথৌ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি কার্ত্তিকেয় ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ গোচর্ম্মমাত্রভূমিং বা দদ্যাদর্দ্ধোদয়ে নরঃ। তদভাবে যথাশক্ত্যা যো দদাতি বসুন্ধরাম্। স চক্রবর্ত্তী ভবতি প্রাসাদান্মম ষণ্মুখ ॥ ৪৬ ॥ অর্দ্ধোদয়ে গাং বহুদুগ্ধদোগ্ধ্রীং সবৎসবস্ত্রাঞ্চ যথোক্তদক্ষিণাম্। অলঙ্কৃতায় দ্বিজপুঙ্গবায় দত্ত্বেতি লোকং মম পাপমুক্তঃ ॥ ৪৭ ॥ অধোগতিগতানস্মান্ বংশ্যানুদ্দিশ্য দুষ্করান্। তিলপাত্রাদিদানাদ্যৈস্তানুদ্ধরতি সঙ্কটাৎ ॥ ৪৮ ॥ অর্দ্ধোদয়ে ভূমি-সুবর্ণ-বস্ত্র-গো-ধান্যদাতা দ্বিজপুঙ্গবায়। অজত্বমিন্দ্রত্বমনাময়ত্বং মহীপতিত্বং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৪৯ ॥ দানান্যন্যানি সর্ব্বাণি দদ্যাদর্দ্ধোদয়ে নরঃ। পিতৄনুদ্দিশ্য যদ্দত্তং তদক্ষয়ফলং লভেৎ ॥ ৫০ ॥ শ্রাদ্ধমর্দ্ধোদয়ে কুর্য্যাৎ পিণ্ডদানঞ্চ তর্পণম্। গয়ায়ামেব যৎপুণ্যং তৎপুণ্যং লভতে নরঃ ॥ ৫১ ॥ যে কেচিৎ সুকৃতস্তস্য প্রেতভূতাঃ স্বকর্ম্মভিঃ। স্বর্গং তে যান্তি গাঙ্গেয় তস্মোদ্দিশ্য প্রদানতঃ ॥ ৫২ ॥ গঙ্গাসাগরয়োর্ম্মধ্যে গঙ্গাযমুনয়োস্তথা। দেবনদ্যাঞ্চ গঙ্গায়াং প্রভাসে পুষ্করে তথা ॥ ৫৩ ॥ বারাণস্যাঞ্চ যৎপুণ্যং পুণ্যক্ষেত্রে তথৈব চ। দানমর্দ্ধোদয়ে দত্ত্বা তৎপুণ্যং লভতে নরঃ ॥ ৫৪ ॥ অর্দ্ধোদয়ে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ। পুণ্যতীর্থজলে স্নাত্বা নরো মোক্ষপদং ব্রজেৎ ॥ ৫৫ ॥ এষ সাধারণঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বত্র যোগ উত্তমঃ। বিশেষস্তে প্রবক্ষ্যামি যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ ॥ ৫৬ ॥ কস্যাপ্যেতন্ন কথিতং পুরা যত্নেদগোপিতম্। অর্দ্ধোদয়ো যদা যোগো ভবেৎ জ্ঞাত্বা নরোত্তমঃ ॥ ৫৭ ॥

"হে ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ত্রয়ীময়, অতএব আপনি বলুন, আমার যেন পুষ্টি, মেধা, বল, আরোগ্য, সম্পদ্, আয়ুঃ ও পুণ্য বর্দ্ধিত হয়" এইরূপ প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠে প্রার্থনা করিবে। বৎস! যে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে এইরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। পঞ্চাশৎকোটি-যোজন-বিস্তৃতা, সুবর্ণ-মণিরত্নাদিপূর্ণা সমুদ্রমেখলা পৃথিবীকে সম্যগ্‌-বিধানে দান করিলে যে ফল হয়, অমন্ত্রক ঐরূপ পয়স-পাত্র দানেও মানব তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিকেয়! অর্দ্ধোদয় মহাতিথিতে যে ব্যক্তি এইরূপ দান করে, সে নিঃসন্দেহে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। যে মানব, অর্দ্ধোদযযোগে গো-চর্ম্ম-পরিমিত কিংবা তদভাবে যথাশক্তি ভূমি দান করিতে পারে, হে ষণ্মুখ! সে মদীয় প্রসাদে চক্রবর্ত্তী নৃপতি হইয়া থাকে। অর্দ্ধোদয়-কালে কোন দ্বিজপুঙ্গবকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক যথোক্ত দক্ষিণার সহিত বহুদুগ্ধদায়িনী সবৎসা ও সবস্ত্রা ধেনু দান করিলে অখিল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া মদীয় লোকে গমন করে। ঐ সময়ে অধোগতিপ্রাপ্ত দুষ্করণীয় অন্যান্য বংশজগণের উদ্দেশে তিলপাত্রাদি দান করিলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। অধিক কি কহিব, অর্দ্ধোদয়যোগে দ্বিজপুঙ্গবকে ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, গো ও ধান্য-দাতা মানব, অজত্ব, ইন্দ্রত্ব, অনাময়ত্ব ও মহীপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৩৬—৪৯। মানব, অর্দ্ধোদয় দিনে উক্ত ভূম্যাদি ভিন্ন অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বস্তুও দান করিবে। কারণ, ঐ সময়ে পিতৃগণ-উদ্দেশে যাহাই দান করা যায়, তাহাই অক্ষয়-ফলজনক হইয়া থাকে। অর্দ্ধোদয় কালে যে কোন স্থানেই শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান ও তর্পণ করা কর্ত্তব্য, কারণ, তাহা হইলে মানব, গয়াক্ষেত্রে তত্তৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে যে ফল হয়, সেই ফল-লাভ করিয়া থাকে। হে গাঙ্গেয়! ঐ দিনে পিতৃ-গণ-উদ্দেশে কোন বস্তু দান করিলে পিতৃগণের মধ্যে সুকৃতশালী যে সকল ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মবশে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করে। গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থান-মধ্যে, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থানে, দেবনদী গঙ্গার গর্ভে, প্রভাস ও পুষ্করতীর্থে এবং বারাণসীতে বা অন্য পুণ্যক্ষেত্রে দান জন্য যে ফল হয়, অর্দ্ধোদয় যোগেও দান করিলে মানব তৎপুণ্য লাভ করে। মানব অর্দ্ধোদয়-দিনে যে কোন জলে স্নান করিয়াই সমুদয় তীর্থ-স্নানের ফল লাভ করিয়া থাকে এবং পুণ্যতীর্থ-জলে স্নান করিলে নিঃসন্দেহ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। হে অনঘ! এই যে যোগের বিষয় বলিলাম, উহা সর্ব্বত্রই সমান ফলপ্রদ জানিবে; তন্মধ্যে তুমি যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এক্ষণে সেই বিশেষ-বিষয় বলিতেছি। পূর্ব্বে এ বিষয় আমি কাহাকেও বলি নাই, এবং ইহা বেদেও গুপ্তভাবে অবস্থিত। ধনবানই হউক, আর দরিদ্রই হউক,

আঢ্যো বাপি দরিদ্রো বা বিত্তশাঠ্যঞ্চ দীনতাম্। সন্ত্যজ্য হর্ষসংযুক্তো ভক্তিং শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৫৮ ॥ কৃত্বা প্রযত্নতো গচ্ছেৎ ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্। যস্য সঙ্কীর্ত্তনাদেব লীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ অর্দ্ধোদয়ো মহাযোগস্তৎক্ষেত্রং পাবনোত্তমম্। দারু-ব্যাজং পরংব্রহ্ম ত্রয়ং তত্রৈব সংস্থিতম্ ॥ ৬০ ॥ নাতঃ পরতরো যোগো ময়া জ্ঞাতোঽস্তি বৎসক। পুরাকল্পে হ্যয়ং যোগো যুগে তুর্য্যেঽভবৎ কিল ॥ ৬১ ॥ তদা পৃথ্বীগতা লোকা দেবাঃ সংসিদ্ধয়স্তথা। পাতালস্থাশ্চ ভুজগা সর্ব্ব একত্র সংস্থিতাঃ। তদ্বৈ ক্ষেত্রবরং জগ্মুর্মুদা ভক্ত্যা চ সংযুতাঃ ॥ ৬২ ॥ তত্র স্নাত্বা জগন্নাথং দারুব্রহ্ম সনাতনম্। দৃষ্ট্বা সম্পূজয়ামাসুর্দ্দদুর্দানানি শক্তিতঃ ॥ ৬৩ ॥ তদেব সত্যঃ সঞ্জাতো যুগধর্ম্মস্বরূপধৃক্। আয়ুষোঽন্তে তু তে সর্ব্বে পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬৪ ॥ যান যান্ কামান্ প্রার্থয়ন্তে মর্ত্ত্যা দেবাশ্চ তত্র বৈ। তাংস্তান্ কামানবাপ্নুয়ুর্দুর্লভানপি বৎসক ॥ ৬৬ ॥ এতত্ত্রয়াণাং সংযোগো দুর্লভো ভুবি পাপিনাম্। যং প্রাপ্য লভতে মুক্তিমাত্মজ্ঞানং বিনা নরঃ ॥৬৬॥ এতদ্রহস্যং পরমং পুত্র তে কথিতং ময়া। দশাবতারক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যঞ্চ সুগোপিতম্ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অর্দ্ধোদয়যোগমাহাত্ম্যকীর্ত্তনং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীস্কন্দ উবাচ। পুরুষোত্তমসংজ্ঞৈব ক্ষেত্রস্য কথিতা ত্বয়া। দশাবতারসংজ্ঞাস্য কথমেতদ্বদাঞ্জসা ॥ ১ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। অব্যক্তরূপিণা বৎস বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। যুগে যুগেঽবতারা হি ক্রিয়ন্তে লোকপালনাৎ ॥ ২ ॥ ধর্ম্মসংস্থাপনা বৎস নিত্যং নারায়ণস্য বৈ। স্বীকৃতাতঃ প্রভবতি রক্ষায়ৈ ধর্ম্মশালিনঃ ॥ ৩ ॥ সংসারচক্রব্যূহস্য অচিন্ত্যমহিমস্য

সচ্চরিত্র মানবের, উক্ত অর্দ্ধোদয় মহাযোগ হইবে জানিয়া বিত্তশাঠ্য ও দীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সানন্দ-হৃদয়ে ভগবান্ পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া যত্নাতিশয় সহকারে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করা কর্ত্তব্য। উক্ত পুরুষোত্তমের নামসংকীর্ত্তনেই পাপরাশি তিরোহিত হইয়া থাকে। তৎকালে তথায় অর্দ্ধোদয় মহাযোগ, পরম পাবন সেই ক্ষেত্র এবং দারু-ব্যাজ পরম ব্রহ্ম, মোক্ষসাধন এতৎত্রয়ই একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকে। বৎস! অধিক কি কহিব, আমি ত উক্ত অর্দ্ধোদয় যোগের অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর যোগের বিষয় পরিজ্ঞাত নই। পূর্ব্বকল্পে একবার কলিযুগে ঐ যোগ হইয়াছিল। তৎকালে স্বর্গবাসী দেবতা ও সিদ্ধগণ এবং পাতালবাসী ভুজগগণ প্রভৃতি সকলেই পৃথিবী-তলে উপস্থিত হইয়াছিল এবং একত্র মিলিত হইয়া পরম ভক্তিসহকারে সানন্দে ঐ সর্ব্বোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল। অনন্তর সকলেই তথায় সিন্ধুজলে স্নান করিয়া সনাতন দারুব্রহ্ম জগন্নাথ দেবকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি পূজা ও দ্বিজগণকে যথাশক্তি দান করিয়াছিল। তৎকালে সেই কলিযুগই সত্যযুগস্বরূপ ধর্ম্মান্বিত হওয়ায় যেন সত্যযুগ হইয়াছিল। পরে আয়ুঃশেষ হইলে তাহারা সকলেই পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। বৎস! অল্পকথা, দেবতা ও মানব প্রভৃতি সকলেই তৎক্ষেত্রে যে যে ফলই কামনা করে, তত্তৎফল অতি দুর্লভ হইলেও নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ, ভূমণ্ডলে পূর্ব্বোক্ত ত্রিতয়ের যে সম্মিলন, উহা পাপিগণের পক্ষে নিতান্তই দুর্লভ। মানব, উক্তত্রয়-লাভে আত্মজ্ঞান ব্যতীতও অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। পুত্র! এই আমি তোমায় পরম রহস্য বিষয় কহিলাম, নিশ্চয় জানিও—উক্ত দশাবতার ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র সুগোপিত আছে। ৫৮—৬৭।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

স্কন্দ বলিলেন,—পিতঃ! আপনি পূর্ব্বে সেই ক্ষেত্রের ত পুরুষোত্তম নাম বলিয়াছেন, এক্ষণে আবার কিজন্য তাহার নাম দশ-অবতার-ক্ষেত্র বলিলেন? তদ্বিষয় ত্বরায় আমায় বলুন। তৎ-শ্রবণে মহাদেব বলিলেন,—বৎস! অব্যক্তরূপী সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান বিষ্ণু লোকপালনার্থ যুগে যুগে অবতারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। বৎস! ভগবান্ নারায়ণ, নিয়ত ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন বলিয়া স্বীকৃত আছেন; এই হেতু ধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের রক্ষার্থ ই তিনি প্রতিযুগে নানামূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। পুত্র! যাহা হইতে এই সংসার-চক্রব্যূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,

বৈ ॥ ৫ কো বেত্তি রূপং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥ প্রধানপুরুষাতীতং গুণসঙ্গবিবর্জ্জিতম্ । নির্ম্মলং নিষ্কলং বিষ্ণোঃ স্বরূপং কোঽপ্যনুবুধ্যতে । এতদ্ভূতোঽপি ভগবান্ যদা লোকসিসৃক্ষয়া । প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবেদ্ধে যুগে যুগে ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মাদীনবতারান স করোতি বহুধা বিভুঃ । আদ্যোঽবতারো বেধাস্তু দ্বিতীয়োঽহন্তু পুত্রক ॥ ৭ ॥ তৃতীয়স্তু সনন্দাদ্যা গৌতমাদ্যাশ্চতুর্থকঃ । ইন্দ্রাদ্যাঃ পঞ্চমস্তস্য ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবতাঃ ॥৮॥ কিমত্র বহুনো ক্তেন চণ্ডালান্তং প্রপঞ্চকম্ । তস্যৈব বিষ্ণো রূপাণি নান্যথা ত্বং বিচারয় ॥ ৯ ॥ তত্রাপি লোকরক্ষার্থং যেঽবতারাঃ কৃতাঃ পুরা । মৎস্যাদ্যা দিব্যরূপা বৈ পুরা তে কথিতা ময়া ॥ ১০ ॥ অত্র ক্ষেত্রবরে বৎস তাংস্তান্ প্রকুরুতে বিভুঃ । এতদ্ধি পরমং স্থানং দিব্যং ভৌমঞ্চ কথ্যতে ॥ ১১ ॥ মূলায়তনমেতদ্ধি সৃষ্টিপালনসংহৃতেঃ । অত্রাবতীর্য্য ভগবান প্রযাত্যন্যত্র কার্য্যতঃ ॥ ১২ ॥ নিষ্পাদ্য কৃত্যং পৃথ্ব্যা হি পুনরত্রৈব তিষ্ঠতি । অতো দশাবতারাণাং দর্শনাদ্যৎ ফলম্ ॥১৩॥ তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্ । দশাবতারসংজ্ঞান্তু কথিতা পুত্র তে ময়া ॥ ১৪ ॥ অন্যচ্চ তে বদিষ্যামি ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । পুরোদিতং ন কেনাপি জ্ঞাতং বা যেন কেনচিৎ ॥ রহস্যং পরমং হ্যেতৎ লোকানুগ্রহণং মহৎ । অনায়াসেনোদ্ধরণং পাপিনাং পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ১৬ ॥ অনাদাবত্র সংসারে লোকানাং মর্ত্ত্যবাসিনাম্ । পাপানি সুবহুন্যেব পুণ্যন্ত্বল্পীয় এব চ ॥ ১৭ ॥ যাবৎ কৃতং পাপমত্রিবিধং বিষয়েপ্সুভিঃ । তত্র মধ্যে একমেব নিরয়ায়োপকল্পতে ॥ ১৮ ॥ অন্যৎ সর্ব্বং কূটরূপং তিষ্ঠত্যেব ক্রমাগতম্ । নরকান্তে পুনর্যোনিং কুৎসিতাং যাতি মানবঃ ॥ ১৯ ॥ মর্ত্ত্যো বাপি যদা পুত্র জায়তে দুঃখিতো ভবেৎ । দরিদ্রঃ কৃপণো রোগী ভবেদ্ধর্ম্মপরাঙ্মুখঃ ॥ ২০ ॥ পাপানি চ পুনঃ কুর্য্যাদবশঃ পাপকর্ম্মঃ । পাপঃ পাপেন ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন জায়তে ॥ ২১ ॥

সেই অচিন্ত্যমহিম বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদরূপ স্বরূপ কোন্ ব্যক্তি বিদিত আছে ? বস্তুতঃ কেহই সেই প্রকৃতিপুরুষেরও অতীত, নির্গুণ, নির্ম্মল ও নিষ্কল বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত নন। বৎস। ভগবান্ বিষ্ণু এবম্ভূত হইলেও লোক-রক্ষার্থ স্বকীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং যৎকালে তাঁহার জগৎসৃজনে অভিলাষ হয়, তখনই সেই বিভু জগৎসৃষ্টি নিমিত্ত ব্রহ্মাদি বহুপ্রকার অবতার-মূর্ত্তি সৃজন করেন। পুত্র! বিধাতা তাঁহার আদ্য অবতার, আমি দ্বিতীয়, সনন্দাদি তৃতীয়, গোতমাদি চতুর্থ এবং ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি দেবতা তাঁহার পঞ্চম অবতার। এ বিষয়ে অধিক আর কি কহিব, ফলে চণ্ডালান্ত অখিল জগৎপ্রপঞ্চই যে, সেই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর স্বরূপ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। তন্মধ্যে লোক-রক্ষার্থ পূর্ব্বে দিব্যরূপ মৎস্যাদি যে অবতার-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই আমি তোমায় বলিয়াছি। ভগবান্ বিষ্ণু নারায়ণ, উল্লিখিত সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই তত্তৎ অবতারমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বুধগণ উক্ত পরম স্থানকে ভৌম ও দিব্য বলিয়া থাকেন। ঐ স্থানই সৃষ্টিস্থিতিপালনের মূলায়তন, ভগবান্ ঐ স্থানেই নানামূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্যবশতঃ অন্যত্র গমন করেন এবং পৃথিবী সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুনরায় ঐ স্থানেই অবস্থিত থাকেন, এজন্য মৎস্যাদি দশাবতার দর্শনাদি করিলে যে ফল হয়, মানব কেবল পুরুষোত্তম দর্শনেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। পুত্র! যেহেতু পুরুষোত্তমক্ষেত্রের দশাবতারক্ষেত্র নাম হইয়াছে, এই আমি তদ্বিষয়ে তোমায় কহিলাম। ১—১৪। বৎস! এক্ষণে উক্ত ক্ষেত্রের অপর মাহাত্ম্যবিষয় বলি শুন, পূর্ব্বে ইহা কেহ কখন বলেনও নাই এবং কেহ জানেও নাই। ঐ পরম রহস্য বিষয়, সতত পাপাচারী পাপিষ্ঠদিগের অনায়াসে নিস্তারপ্রদ বলিয়া লোকগণের অতীব অনুগ্রহকর। এই অনাদি সংসারে মর্ত্ত্যবাসী জনগণের পাতক অসীম, কিন্তু পুণ্য অতি অল্পই হইয়া থাকে। বিষয়-লোলুপ মানবগণ কায়িকাদি ত্রিবিধ যাবৎ পাপ সঞ্চয় করে, তন্মধ্যে যে কোন একটি পাতকই নরকগমনের হেতু হইয়া থাকে এবং অপর সকলগুলি ক্রমাগত কূটাকৃতি হইয়া অবস্থিত থাকে, মানব পাপনিবন্ধন নরকভোগাবসানে পুনরায় কুৎসিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পুত্র! যদি চ কোন পাতকী কোন গূঢ় শুভাদৃষ্টবশে মানবযোনিও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে, দরিদ্র, কৃপণ, রোগী ও ধর্ম্মপরাঙ্মুখ হইয়া নানাপ্রকারে দুঃখিত হইয়া থাকে। এবং সেই পাপাচারী মানব পাপাধীন হইয়া পুনরপি অবশভাবেও নানাপ্রকার পাপ করে; ফলে পাপ হেতু পাপ ও

পাপাত্মা কুরুতে পাপং পুণ্যাত্মা পুণ্যমেব চ। পুণ্যাত্মনোঽপি চ ভবেৎ প্রসঙ্গাৎ কলুষার্জ্জনম্॥ ২২॥ যাবতোঽপি নিমেষাংস্তু পাপমেভির্বৃত্তিঃ কৃতম্। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নিরয়ে দুঃখভাগিনঃ॥ ২৩॥ এবং সংসারবন্ধেঽস্মিন্ প্রায়শঃ পাপকারিণঃ। ক্ষমন্তে ন চ পাপানি প্রায়শ্চিত্তেন শোধিতুম্॥ ২৪॥ দুঃখাসহো মর্ত্ত্যলোকো নালং পাপস্য শোধনে। দেহত্যাগং বিনাশুদ্ধির্ন মহাপাতকেঽস্য বৈ॥ ২৫॥ এবমালোক্য ভগবান্ কৃপালুঃ পাপকারিণঃ। ইদং ক্ষেত্রং সসর্জ্জাদৌ স্বমূর্ত্তিসদৃশং বিভুঃ॥ ২৬॥ যুগপৎ সর্ব্বপাপানাং মহাপাতকসঙ্গিনাম্। অপাত্রমলিনীকারি-পাপানাং যস্মি যো নরঃ॥ ২৭॥ অনায়াসেন সংশুদ্ধিমীহতে পাপকৃত্তমঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্য দশাবতারক্ষেত্রনাম্না প্রসিদ্ধকারণবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৫॥

পুণ্য হেতু পুণ্যই হইতে থাকে; এই নিমিত্তই যে পাপাত্মা, সে কেবল পাপাচরণ এবং যে পুণ্যাত্মা সে কেবল পুণ্যানুষ্ঠানই করিয়া থাকে; ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অধিকন্তু পুণ্যাত্মারও প্রসঙ্গক্রমে পাপার্জ্জন হয়। যাবৎ নিমেষ পরিমিত কাল মানবগণ পাপাচরণ করে, তাবৎ পরিমিত সহস্রবর্ষ কাল নরকমধ্যে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পাপকারী ব্যক্তিগণ প্রায়ই এইরূপে এই সংসারবন্ধনে জড়িত থাকে। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপনিচয়কে প্রকৃতরূপে সংশোধন করিতে পারা যায় না। ফলে, যে মানব দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থ, সে কখন পাপের শোধন করিতে পারে না। দেহত্যাগ ভিন্ন মহাপাতক আর কিছুতেই শুদ্ধি নাই। বৎস! বিভু ভগবান্ হরি, প্রাকৃতিক এইরূপ নিয়ম দেখিয়াই পাপাচারীদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বাগ্রেই স্বমূর্ত্তিস্বরূপ উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এইরূপ মনে করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি, মদীয় দেহভূত ক্ষেত্রে অবস্থান করিবে, সে পাপিষ্ঠগণের অগ্রগণ্য হইলেও মহাপাতকের সহিত অপাত্রীকরণাদি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতেই অনায়াসে যুগপৎ সম্যক্ শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ১৫-২৮।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। শ্রদ্ধয়া ভক্তিযোগেন শ্রুত্বা শাস্ত্রার্থনিশ্চয়ম্। সঙ্কল্প্য গচ্ছেৎ তৎক্ষেত্রং ধ্যায়ন্ শ্রীপুরুষোত্তমম্॥ ১॥ দৃষ্ট্বা প্রণম্য বিধিবৎ পূজয়িত্বা জগদ্‌গুরুম্। ইতঃ প্রভৃতি জাতানাং জন্মিনাং সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ২॥ অনন্তেষু সঞ্চিতানাং পাপানাং গণনায়ুষাম্। যুগপৎক্ষয়কামোঽহং ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥ ৩॥ ব্রতেন ত্বামর্চ্চয়িষ্যে তদাজ্ঞাপয় মে প্রভো। সন্তরেয়ং যথা পাপ-সমুদ্রং পরমেশ্বর॥ ৪॥ অনুজানীহি মাং দেব লোকানুগ্রহকারক। ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং সঙ্কল্প্য ব্রতরাজকম্॥ ৫॥ গৃহ্নীয়াৎ পুণ্যমাসে তু কার্ত্তিকে দৈবসেবিতে। সৌরভেয়পয়ঃশালিভোজনঃ পরমঃ শুচিঃ॥ ৬॥ কুর্য্যাৎ ত্রিসবনস্নানমন্বহং সাগরাম্ভসি। বেদত্রয়স্য যৎ সারং পুরুষপ্রতিপাদকম্॥ ৭॥ পুরুষার্থৈকহেতুর্যৎ প্রেক্ষং

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—বৎস! শাস্ত্রার্থ-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে সঙ্কল্প পুরঃসর ভগবান্ পুরুষোত্তমকে মনোমধ্যে চিন্তা করিতে করিতে সকলেরই সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করা উচিত। মানব তথায় গমনান্তে সেই জগদ্‌গুরুকে অবলোকনপূর্ব্বক যথাবিধানে পূজা ও প্রণাম করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে।—হে জনার্দ্দন! অদ্যাবধি আমার যতবার জন্ম হইয়াছে এবং সেই সকল জন্মে যে, অনন্ত কার্য্য করিয়াছি, তৎসমুদয় কার্য্যে আমার অগণিত পাতক সঞ্চিত হইয়াছে; আপনার প্রসাদে যুগপৎ তৎসমুদয়ের ক্ষয়কামনায় ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা আপনাকে অর্চ্চনা করিব মনে করিয়াছি; প্রভো! অতএব আমায় অনুজ্ঞা দান করুন। পরমেশ্বর! আপনি ত অখিল লোকের প্রতিই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; অতএব হে দেব! যাহাতে আমি পাপসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি; আপনি তজ্জন্য আদেশ করুন। দেবদেব জগন্নাথ দেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দেবসেবিত পুণ্যতম কার্ত্তিকমাসে সঙ্কল্পপূর্ব্বক পরম ব্রত গ্রহণ করিবে এবং তদ্দিন হইতে প্রত্যহ গব্যদুগ্ধ ও শালি-তণ্ডুলমাত্র ভোজন করিবে ও সর্ব্বদা পরম শুচি থাকিবে। ১—৬। পুত্র! প্রতিদিন সাগরসলিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং যাহা পুরুষপ্রতিপাদক ও

বেদবিদাংবরৈঃ। পুরুষাখ্যং হি যৎসূক্তং সর্ব্ব-কল্মষনাশনম্ ॥ ৮ ॥ আরোঢুমিচ্ছতো বিষ্ণুলোকং নিঃশ্রেয়কারণম্। তজ্জপেৎ প্রত্যহং পুত্র পুটিতং মুক্তিহেতুনা ॥ ৯ ॥ নির্ব্বাণকাঙ্ক্ষ্যমন্ত্রেণ দ্বিশচতুর্ব্বর্ণকেন চ। যদ্বর্ণরূপেণ হরির্মুখেষু পরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু সিদ্ধমষ্টাক্ষরাত্মকম্। আদ্যন্তয়োরপি জপেৎ সূক্তস্য প্রতিমন্ত্রকম্ ॥ ১১ ॥ এবমষ্টোত্তরশতং প্রত্যহং সূক্তমুত্তমম্। জপেত্তদন্তে চ পুনঃ পুরুষাখ্যং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১২ ॥ ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ। প্রাণপণ্যেন কুর্ব্বীত পাপী ভগবদর্চ্চনম্ ॥ ১৩ ॥ অমুতে লোককর্ত্তারং কঃ পাপশমনে ক্ষম'। দয়ালুঃ সর্ব্বলোকানাং সুহৃদ্বন্ধুঃ স এব হি ॥১৪॥ কর্ত্তা হর্ত্তা চ গোপ্তা চ স এব পরমেশ্বরঃ। ভাবশুদ্ধ্যা জগন্নাথং তং বৈ সম্পূজয়েচ্চ যঃ ॥ ১৫ ॥ কিমন্যকর্ম্মভিস্তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা। আনুষঙ্গফলান্যস্য ভৌমস্বর্গাদিকং সুখম্ ॥ ১৬ ॥ তদগ্রে বহ্নিং সংস্কৃত্য পায়সেন যজেদ্ধরিম্। অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥ ১৭ ॥ ততো দিনান্তে চ পুনর্নিত্যকর্ম্মাবসানতঃ। পুনঃ সম্পূজয়েদ্দেবং সূক্তেন পুরুষস্য বৈ ॥ ১৮ ॥ নানোপহারৈঃ পূর্ব্বোক্তৈর্নৈবেদ্যং পায়সং দদেৎ। ব্রতাশনস্তেতদেব তুলসীদলমিশ্রিতম্ ॥ ১৯ ॥ মৌনী চ স্থণ্ডিলে সুপ্ত্বা চিন্তয়িত্বা জগদ্গুরুম্। ভক্তিং কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণেষু বৈষ্ণবেষু বিশেষতঃ ॥ ২০ ॥ জঙ্গমা মূর্ত্তয়স্তেতে বিষ্ণোর্ব্রহ্মস্বরূপিণঃ। ন জাতু মিথ্যা বচনং পরদ্রোহাদিকন্তথা ॥ ২১ ॥ সর্ব্বাত্মনা জগন্নাথে ভক্তিং কুর্য্যাৎ সুনির্ম্মলাম্। যথাশক্ত্যা পূজয়েচ্চ [illegible]রিণা ভদ্রয়া সহ ॥ ২২ ॥ ভক্তিলভ্যো হি ভগবান্ স সদা ভক্তবৎসলঃ। সমারাধ্যঃ স দেবো হি মমোৎপাদয়িতা হি সঃ ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মণোঽপি পিতা বৎস ন ততঃ পরমস্তি বৈ। স এব ভগবান লোকেঽনেকঃ সম্পদ্যতে হরিঃ ॥ ২৪ ॥ নির্গুণোঽপি গুণাসক্তঃ স্বেচ্ছয়া সৃষ্টিকৃৎ প্রভুঃ।

বেদত্রয়ের সারভূত, বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য বিদ্বদ্‌গণ যাহাকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের প্রধান কারণ বলিয়াছেন ও বিষ্ণুলোকে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের যাহা পরম কল্যাণ, সেই সর্ব্বকলুষ-নাশন পুরুষসূক্তকে—মুক্তিলাভ বাসনায় যাহা দ্বারা নির্ব্বাণই কাঙ্ক্ষণীয় হইয়া থাকে, সেই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পুটিত করিয়া প্রত্যহ জপ করিবে। ভগবান্ হরি উক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্রের বর্ণ-রূপেই মানবগণের মুখমধ্যে বিরাজ করিয়া থাকেন। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র পুরুষসূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রেরই আদ্যন্তে জপ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ এইরূপে অষ্টোত্তর শত-সংখ্যক মন্ত্রোত্তম পুরুষসূক্ত পাঠ করিয়া পরে ষোড়শ-উপচারে সেই পরমপুরুষ জগন্নাথদেবকে অর্চ্চনা করিবে। তাঁহার অর্চ্চনা বিষয়ে কদাচ বিত্তশাঠ্য করিবে না, বস্তুতঃ পাপক্ষয়ার্থ পাপী ব্যক্তির প্রাণপণে ভগবানের অর্চ্চনা করা উচিত। কারণ, সেই লোককর্ত্তা হরি ভিন্ন পাপনাশনে কেহই সক্ষম নয়, তিনিই দয়াময়ই সকলের সুহৃৎ ও সকলের বন্ধু। ফল কথা, সেই পরমেশ্বরই স্রষ্টা, রক্ষিতা ও সংহার-কর্ত্তা, এজন্য ভাবশুদ্ধি সহকারে যে ব্যক্তি সেই জগন্নাথদেবকে পূজা করে, তাহার অপর কর্ম্মনিচয়ে আর প্রয়োজন কি? মুক্তি ত তাঁহার করতলস্থিত; পার্থিব ও স্বর্গবাসাদিজনিত সুখ ত তাহার আনুষঙ্গিক ফল। ৭—১৬। অনন্তর জগন্নাথদেবের সম্মুখে অগ্নিসংস্কারপূর্ব্বক ভগবান্ হরির প্রীত্যর্থে অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র পায়সাহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে দিনাবসানে পুনরায় নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক পুরুষ-সূক্তমন্ত্রে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ উপহার দ্রব্য দ্বারা ভগবান্‌কে সম্যক্ পূজা করিবে এবং পায়সনৈবেদ্য দান করিবে। তুলসীদল-মিশ্রিত উক্ত পায়স-প্রসাদই ব্রতকালের ভোজ্য। অনন্তর, জগদ্‌গুরু জগন্নাথদেবকে চিন্তা করিয়া মৌনভাবে স্থণ্ডিলে শয়নপূর্ব্বক নিশা অতিবাহিত করিবে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের প্রতি সবিশেষ ভক্তি করিবে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর জঙ্গম মূর্ত্তিস্বরূপ। কদাচ মিথ্যাবাক্য বলিবে না এবং পরের অনিষ্ট চিন্তাদি করিবে না। সর্ব্ব-প্রযত্নে জগন্নাথদেবের প্রতি সুবিমল ভক্তি এবং বলদেব ও সুভদ্রার সহিত তাঁহাকে যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে। সতত ভক্তবৎসল সেই ভগবান্‌কে কেবল ভক্তিদ্বারাই লাভ করা যায়, এজন্য সেই দেববরকে সর্ব্বদা সম্যক্ আরাধনা করা কর্ত্তব্য। বৎস! তিনিই আমার উৎপাদক এবং ব্রহ্মারও পিতা; বস্তুতঃ সংসারে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই; একমাত্র সেই ভগবান্ হরিই জগতে নানারূপে বিরাজ করিতেছেন। বৎস! সেই প্রভু, নির্গুণ হইলেও স্বীয় ইচ্ছানুসারে

ব্রহ্মা তৎপ্রভবো বৎস কিঙ্কর্তব্যতামূঢ়ধীঃ ॥ ২৫ ॥ তমেব শরণং প্রাপ্য তপস্তেপে চিরং মহৎ। ব্রহ্মরূপী জগন্নাথস্ততঃ সাক্ষাদ্বভূব হ ॥ ২৬ ॥ তপসোহন্তে জগাদেদং চতুর্মুখমুদারধীঃ। কিমর্থং মৎপ্রসূতোঽপি মূঢ়ত্বং সমুপাগতঃ ॥ ২৭ ॥ সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণম্যেদং বেধা ব্যজিজ্ঞপৎ। কুতো জাতঃ কিমর্থং বা কিন্তু কার্য্যমিতি মে মহান্। সংশয়োঽস্তু জগন্নাথ তদাজ্ঞাপয় মে প্রভো ॥ ২৮ ॥ ততো নিশ্বাসজং বেদমুপদিশ্য জগৎপ্রভুঃ। অন্তর্দধে চ সহসা দৃশ্যমানোঽপি বেধসা ॥ ২৯ ॥ ততশ্চতুর্ম্মুখো বেদসারং স মনসোঽসৃজৎ। ময়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৩০ ॥ নাস্তং ন মধ্যং বিদ্যো ন যস্যাহঞ্চ পিতামহঃ। আবয়ো রক্ষকো নিত্যমৈশ্বর্য্যাপ্যায়কশ্চ সঃ ॥ ৩১ ॥ তদাজ্ঞয়া তস্য ভয়াজ্জগদেতচ্চরাচরম্। সমর্য্যাদং যথাধর্ম্মং বর্ত্ততে স্বয়মেব হি ॥ ৩২ ॥ প্রজাপতিস্বরূপেণ স হি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ। কর্ম্মণঃ ফলদাতা হি ফলভোক্তা স এব হি ॥ ৩৩ ॥ অস্মিন্ প্রসন্নে সর্ব্বাণি জায়ন্তে সুখদানি বৈ। মদাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বাস্তস্যৈবাজ্ঞাবশে স্থিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ তেনান্তর্যামিণাজ্ঞপ্তাঃ ফলদা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ কিমত্র বহুনোক্তেন বিষ্ঠাকীটোঽপি তদাজ্ঞয়া। বর্ত্ততে মলসঙ্ঘাতে মুচ্যতে চ তদাজ্ঞয়া ॥ ৩৬ ॥ এতস্যাব্যক্তরূপস্য দীনানুগ্রহধর্ম্মিণঃ। ব্যক্তাপরমূর্ত্তেস্তু রহস্যং স্থানমুত্তমম্। ক্ষেত্রং তৎ পরমং সর্ব্বমুক্তিক্ষেত্রোত্তমং ধ্রুবম্ ॥ ৩৭ ॥ আদিষ্টং হি ময়াপ্যেতৎ পুরারাধয়িতুং প্রভুম্। ব্রতমেতৎ সর্ব্বপাপদাবানলসমং মহৎ ॥ ৩৮ ॥ চীর্ণং পুরা ময়ৈতদ্ধি মত্তঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ। আচচার ততোঽগস্ত্যশ্চতুর্থোঽদ্যাপি নাস্তি বৈ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুরুষোত্তমপ্রীতিসাধক ব্রতবিশেষবিধিকথনং নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

গুণাসক্ত হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াও কিরূপে আমি জন্মিলাম, আমার কর্ত্তব্যই বা কি? এইরূপ হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহারই শরণ গ্রহণপূর্ব্বক বহুকাল দুষ্কর তপোনুষ্ঠান করেন। পরে ব্রহ্মরূপী জগন্নাথদেব তপস্যান্তে ব্রহ্মাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত মূঢ়তা প্রাপ্ত হইতেছ? তখন ব্রহ্মা, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন,—হে প্রভো জগন্নাথ! আমি কি হেতু কোথা হইতে জন্মিয়াছি এবং আমাকে কোন্ কার্য্যই বা করিতে হইবে, এই বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমায় তদ্বিষয়ে আজ্ঞা করুন। অনন্তর জগৎপ্রভু হরি, ব্রহ্মাকে স্বীয় নিশ্বাসজাত বেদ উপদেশ করিয়া ব্রহ্মার সমক্ষেই দেখিতে দেখিতে সহসা অন্তর্দ্ধান করিলেন। তৎপরে চতুরানন, মন হইতে বেদসার স্তোত্রাদি সৃজন করিলেন। এই সমস্ত চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ পিতামহ ও আমিও যাঁহার আদি, মধ্য বা অন্ত পরিজ্ঞাত নাই, সেই ভগবানই আমাদের উভয়ের রক্ষক এবং তিনিই ঐশ্বর্য্য দিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। তাঁহারই আজ্ঞায় ও ভয়ে এই চরাচর জগৎ মর্য্যাদাযুক্ত হইয়া স্বয়ংই ধর্ম্মানুসারে অবস্থিতি করিতেছে। তিনিই প্রজাপতিস্বরূপে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং তিনিই কর্ম্মের ফলদাতা ও ফলভোক্তা। তিনি প্রসন্ন হইলেই সমুদয় সুখপ্রদ হয়। মদাদি সমুদায় দেববৃন্দই তাঁহার আজ্ঞাধীন। আমরা সেই অন্তর্যামীর আজ্ঞানুসারেই যে, কর্ম্মফল দান করিয়া থাকি, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এ বিষয়ে অধিক আর কি কহিব, ফলে বিষ্ঠাকীটও তদীয়াজ্ঞায় বিষ্ঠা-মধ্যে অবস্থিত থাকে এবং তাঁহারই আজ্ঞায় মুক্ত হয়। বৎস! পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সেই ব্যক্তাব্যক্তরূপী দীনানুগ্রহকারী ভগবানের অত্যুত্তম পরম স্থান জানিবে। উহা যে নিখিল মুক্তিক্ষেত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অতি গুপ্ত, তাহাতে আর সন্দেহ করিও না। পূর্ব্বে আমি তাঁহারই আদেশানুসারে সেই প্রভুকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত অখিলপাপরূপ মহারণ্যের দাবানলস্বরূপ উল্লিখিত মহৎ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং আমা হইতে আদিষ্ট হইয়া স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপরে অগস্ত্য মুনি ঐ ব্রত আচরণ করেন। বৎস! অদ্যাপি উহার অনুষ্ঠানকারী চতুর্থ ব্যক্তি কেহই হয় নাই। ১৭—৩৯।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। ত্বদনুগ্রহায় কথিতং রহস্যং ব্রতমুত্তমম্। প্রতিষ্ঠাং মে কথয়তঃ শৃণু বৎসাবধানতঃ॥ ১॥ এবং মাসং ব্রতী নীত্বা নিয়তো ব্রতকর্ম্মণি। কার্ত্তিক্যাং নিত্যজাপান্তে পূজয়িত্বা জগদ্গুরুম্॥ ২॥ আচার্য্যং বরয়েৎ শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবং শাস্ত্রবিত্তমম্। মুদ্রাকুণ্ডলবাসোভিশ্চন্দনৈঃ শুভমাল্যকৈঃ॥ ৩॥ পূজয়িত্বা জগন্নাথরূপং তং হি বিচিন্তয়েৎ। প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা ভগবদ্ভক্তিভাবিতঃ॥ ৪॥ ভূদেব ভগবদ্বিষ্ণোর্জঙ্গমাত্মন্ মহামতে। পাপার্ণবনিমগ্নং মাং নিরাশ্রয়মচেতসম্॥ ৫॥ নানাদুঃখপরিধ্বস্তং ত্রাহি মাং শরণাগতম্। প্রতিষ্ঠাপ্য ব্রতন্বেতদ্যথাবিধি বিদাংবরঃ॥ ৬॥ প্রসাদ্য দেবদেবেশং শঙ্খচক্রগদাধরম্। জ্যোতিঃস্বরূপঞ্চ হরিং পবিত্রৈর্বিধিচোদিতৈঃ। সর্ব্বপাপাপহঃ স্বামী যথা মে প্রীয়তামিতি॥ ৭॥ এবং ব্রতপ্রার্থিতঃ স ব্রাহ্মণো ধ্যানতৎপরঃ। সুলক্ষণে হস্তকুণ্ডে বিধিবৎসংস্কৃতে ততঃ॥ ৮॥ বৈষ্ণবাগ্নিং সমাধায় প্রতিষ্ঠাবিধিচোদিতম্। পূজয়িত্বা হব্যবাহরূপনারায়ণং প্রভুম্॥ ৯॥ উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ সূক্তেন পুরুষস্য চ। পলাশ-সমিধা বহ্নৌ সৌরভেয়হবিস্তথা॥ ১০॥ পায়সস্য মধুহবির্মিশ্রিতস্য পৃথক্ পৃথক্। পঞ্চ পঞ্চ সহস্রাণি তথা কৃষ্ণতিলানপি॥ ১১॥ জুহুয়াৎ প্রণবাদ্যন্তং স্বাহান্তেন সমুচ্চরন্। অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণাত্মনা॥ ১২॥ ঋত্বিগ্ভিঃ সম্যক্ মন্ত্রী ব্রতিভির্ব্রহ্মণা সহ। বসোর্ধারাং পাতয়েৎ বৈ পুরুষাগ্নেয়বৈষ্ণবৈঃ॥ ১৩॥ সূক্তৈঃ সুচিত্রবর্ণাদ্যৈর্যজমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ। স্তবীত পুরুষাখ্যেণ পুরুষং জাতবেদসম্॥ ১৪॥ দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক। ত্রাহি মাং ঘোরদুর্ব্বারপাপপাথোধিপাতিতম্॥ ১৫॥ ত্বমেব মাং সমুদ্ধর্ত্তুমীশিষে দীনতারক। অপ্রমেয় কৃপাম্ভোধে মাং বিধেহি বৃষাত্মকম্॥ ১৬॥ স্তুত্বৈবং প্রজ্বলন্তঞ্চ নারায়ণমনাময়ম্। সপ্ত প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবৎ প্রণমেৎ ক্ষিতৌ॥ ১৭॥ পুষ্পাঞ্জলীন্ ক্ষিপেদ্বহ্নৌ ষোড়শেন তু ষোড়শ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—বৎস। তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ ই ঐ গুপ্ততম উৎকৃষ্ট ব্রতের বিষয় কহিলাম। এক্ষণে উহার প্রতিষ্ঠা-বিধি বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। ব্রতনিরত ব্যক্তি, এইরূপে একমাস কাল অতিবাহিত করিয়া কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে নিত্য জপান্তে জগদ্গুরু জগন্নাথদেবকে পূজা করিয়া বিষ্ণুভক্ত শাস্ত্রজ্ঞ-প্রধান কোন দ্বিজবরকে মুদ্রা কুণ্ডল বস্ত্রযুগ্ম চন্দন ও সুগন্ধ মাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক আচার্য্যরূপে বরণ করিবে এবং তাঁহাকে জগন্নাথদেবরূপে চিন্তা করত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবদ্ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। হে মহামতে ভূদেব। আপনি ভগবান্ বিষ্ণুর জঙ্গমদেহস্বরূপ, অতএব হে বিদাংবর। সর্ব্বপাপহারী সর্ব্বস্বামী ভগবান্ বিষ্ণু, আমার প্রতি যেরূপে প্রসন্ন হন, সেইরূপে যথাবিধি পবিত্র উপহারাদি দানে সেই জ্যোতির্ম্ময় শঙ্খচক্র-গদাধর দেবদেবাধিপতি ভগবান্ হরিকে প্রসন্ন করত আমার ব্রত যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিয়া পাপার্ণব-নিমগ্ন নানাদুঃখে নিপীড়িত নিরাশ্রয় অচেতনপ্রায় ও শরণাগত আমাকে পরিত্রাণ করুন। আচার্য্য [illegible], ব্রত-প্রতিষ্ঠার্থ এইরূপ [illegible] হইয়া ভগবানের ধ্যান করত হস্তপরিমিত সুলক্ষণযুক্ত কুণ্ডের যথাবিধানে সংস্কারান্তে প্রতিষ্ঠাবিধি-অনুসারে তদুপরি বৈষ্ণবাগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক পুরুষসূক্ত মন্ত্রে ষোড়শোপচার দ্বারা অগ্নিরূপী প্রভু নারায়ণকে পূজা করিবে। ১—৯। পরে আদ্যন্তে প্রণবপুটিত ও সর্ব্বশেষে স্বাহান্ত সাক্ষান্নারায়ণস্বরূপ অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ দ্বারা অগ্নিতে প্রত্যেক পঞ্চসহস্রসংখ্যক পলাশ সমিধের সহিত, গব্যঘৃতমিশ্রিত পায়স ও কৃষ্ণতিল আহুতি দিবে। অনন্তর যজমান, ব্রহ্মা ও ব্রতী ঋত্বিগগণের সহিত যাহাতে অক্ষরসকল সুমধুর ও সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়, এরূপভাবে পৌরুষ, আগ্নেয় ও বৈষ্ণব সূক্তনিচয় পাঠ দ্বারা বসুধারা পাতিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুরুষসূক্ত পাঠে অগ্নিরূপী পরম পুরুষকে স্তব করিবে এবং "হে দেবদেব জগন্নাথ। হে সংসারার্ণবতারক। আমি দুর্ব্বার পাপরূপ ভীষণ জলধিতে পতিত হইয়াছি, আমায় ত্রাণ করুন। হে দীনতারক। একমাত্র আপনি আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অতএব হে অপ্রমেয় কৃপাসিন্ধো। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ধর্ম্মাত্মা করুন।" এইরূপ প্রার্থনাময় স্তুতিবাদ করিয়া অনাময় নারায়ণস্বরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। [illegible] ষোড়শাক্ষর মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে ষোড়শ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক আপ-

সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তং হি তদাত্মানং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৮ ॥ পূর্ণাহুতিং ততো দত্ত্বা শেষকর্ম্ম সমাপয়েৎ। পুরাণং বৈষ্ণবং বিষ্ণোর্বাচয়েদগ্রতঃ শুচিঃ ॥১৯॥ বৃহৎসাম বামদেব্যং সামগাথান্তরস্তথা। বৈরাজং সাম গায়েত ত্রিসুপর্ণং মধূত্তমম্ ॥ ২০ ॥ ত্রিণাচিকেতঞ্চ তথা গায়তোদাত্তপূর্ব্বকম্ (১) ॥ ২১ ॥ অন্যৈশ্চ স্তুতিগীতাদ্যৈঃ শ্রুত্যোপনিষদাদিভিঃ। প্রীণয়ন্ জগতামীশং নয়েদ্রাত্রিং মুদান্বিতঃ ॥ ২২ ॥ ততঃ প্রভাতে তে সর্ব্বে যজমানপুরঃসরাঃ। আপ্লাব্য তীর্থরাজান্তো গত্বা চ বটমূলকম্। তং পূজয়িত্বা ভগবদ্রূপং কল্পবটং সুত ॥ ২৩ ॥ বৈনতেয়ং পূজয়িত্বা গচ্ছেদ্‌ভগবদন্তিকম্। সর্ব্বপাপতমোহর্কেণ সূক্তেন পুরুষস্য বৈ ॥ ২৪ ॥ তং পূজয়িত্বা বিধিবদ্দারুব্রহ্মস্বরূপিণম্। প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা যতমানঃ শুচিব্রতঃ ॥ ২৫ ॥ দেব ত্বদঙ্ঘ্রিনলিনে পতিতং ত্রাহি মাং প্রভো। তস্মিন্ ত্রিপাপপাথোধৌ নিমগ্নং হতচেতসম্ ॥ ২৬ ॥ উদ্ধরস্ব জগন্নাথ দীনোদ্ধরণতৎপর। ত্বৎপ্রসাদাৎ ব্রতং নাথ সুফলং মেঽস্ত্বসংশয়ম্ ॥ ২৭ ॥ যথাহং নির্ম্মলো দেব ত্বদঙ্ঘ্রিনলিনান্তিকে। বিশোকো নিবসামীশ তৎকুরুষ্ব জগৎপ্রভো ॥ ২৮ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্। জপন্ সূক্তং পৌরুষঞ্চ প্রণমেদ্দেবমগ্রতঃ ॥ ২৯ ॥ হিরণ্যগর্ভেতি জপন্ দ্বাদশাক্ষরগর্ভিতম্। ততো গৃহং সমাগম্য বহ্নিকুণ্ডসমীপতঃ ॥ ৩০ ॥ পুনঃ প্রজ্বাল্য দেবেশং পূজয়েজ্জাতবেদসি। পূর্ব্ববদুপচারৈস্তু প্রণম্য চ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৩১ ॥ আচার্য্যায় ততো দদ্যাদ্দক্ষিণাং গাং পয়স্বিনীম্। সবৎসাং লক্ষণোপেতাং দক্ষিণাং স্বর্ণভূষণৈঃ ॥ ৩২ ॥ বাসোযুগ্মং সহার্ঘ্যঞ্চ ধান্যং কনকমেব চ। মধুপূর্ণং কাংস্যপাত্রং তাম্রপাত্রং ঘৃতান্বিতম্ ॥ ৩৩ ॥ তৈলপাত্রং পয়ঃপাত্রং দধিপাত্রঞ্চ কাংস্যতঃ। ব্রাহ্মণেভ্যস্ততো দদ্যাদ্‌যথাশক্তি সদক্ষিণম্ ॥ ৩৪ ॥ যুগ্মং দদ্যাৎ ষোড়শং বৈ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভক্তিতঃ। ভোজয়েৎ পায়সৈর্বিপ্রান্ পূজিতান্ গন্ধমাল্যকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

নাকে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত বলিয়া চিন্তা করিবে। অতঃপর পূর্ণাহুতি দিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিবে। অনন্তর পবিত্রভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর সম্মুখে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুমাহাত্ম্যপূর্ণ পুরাণপাঠ করিবে এবং বৃহৎ সাম, বামদেব্য, সাম গাথান্তর ও বৈরাজ নামক সামবেদ উদাত্তাদি স্বরত্রয়পূর্ণ সুমধুর স্বরে গান করিবে। অপিচ, উদাত্ত স্বরে ত্রিণাচিকেত নামক সামও গান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ, অন্যান্য স্তুতিগীতাদি এবং শ্রুতি ও উপনিষদাদি পাঠ দ্বারা অখিল জগতে ঈশ্বর জগন্নাথ দেবকে প্রীত করত সানন্দে রাত্রি অতিবাহিত করিবে। অতঃপর, প্রভাতকালে যজমানপুরঃসর সেই সমুদয় ব্রতিগণই তীর্থরাজ-জলে অবগাহন করিবে। হে সূত! পরে সেই পবিত্রব্রতাবলম্বী যজমান বটমূলে গমনপূর্ব্বক ভগবদ্রূপী সেই কল্পবট ও তত্রত্য গরুড়কে পূজা করিয়া ভগবানের নিকট গমন করিবে। অনন্তর সেই দারুব্রহ্মরূপী ভগবান্‌কে অখিল পাপরূপ অন্ধকার বিনাশে ভাস্করস্বরূপ পুরুষসূক্ত দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ১০—২৫। হে দেব! আমি ভবদীয় পাদপদ্মে পতিত, আমায় পরিত্রাণ করুন। প্রভো! আমি ভয়ঙ্কর ত্রিতাপরূপ জলধিজলে নিমগ্ন ও হতচেতন হইয়াছি, অতএব হে দীনোদ্ধরণতৎপর! হে জগন্নাথ! আমাকে সেই সাগর হইতে উদ্ধার করুন। নাথ! আপনার প্রসাদে, আমার ব্রত যেন অসংশয়রূপে সফল হয়। হে দেব! হে জগৎপ্রভো! যাহাতে আমি নির্ম্মলাত্মা ও শোকশূন্য হইয়া ভবদীয় চরণারবিন্দসন্নিধানে বাস করিতে পারি, তাহাই করুন। ২৬—২৮। অনন্তর, বিষ্ণুর সহস্রনাম ও পুরুষসূক্ত পাঠ করিতে করিতে ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ এবং দ্বাদশাক্ষরগর্ভিত হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি পাঠ করত প্রণাম করিবে। তৎপরে স্বগৃহে সমাগত হইয়া অগ্নিকুণ্ডসমীপে উপবেশনপূর্ব্বক পুনরায় অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিয়া সেই অগ্নিমধ্যে দেবদেবকে পূর্ব্ববৎ উপচার দ্বারা পূজা ও প্রণামপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। ২৯—৩১। অনন্তর, আচার্য্যকে স্বর্ণভূষণভূষিতা সুলক্ষণা সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু, বস্ত্রযুগ্ম, ধান্য, কনক, মধুপূর্ণকাংস্যপাত্র, ঘৃতপূর্ণ তাম্রপাত্র এবং কাংস্যনির্ম্মিত তৈলপাত্র, পয়ঃপাত্র ও দধিপাত্র দক্ষিণা দিবে। অপরাপর ব্রতী ব্রাহ্মণদিগকেও যথাশক্তি সদক্ষিণ বহুপাত্রাদি এবং ষোড়শসংখ্যাপরিমিত বস্ত্রযুগ্ম ভক্তিভাবে দান করিবে। ঐ দিনে বহুল বিপ্রগণকে গন্ধমাল্যাদি

---

(১) পুরুষম্ ইত্যাদি ... আদর্শপুস্তকে লিপিপ্রমাদো দৃশ্যতে।

তেভ্যোঽপি দদ্যাদ্বিধিবদ্যথাশক্ত্যা চ দক্ষিণাম্। পূজ্যেষ্টদেবতাঃ সম্যগ্ বন্দয়েদ্ভগবদ্ধিয়া ॥ ৩৬ ॥ দীনানাথবিপন্নেভ্যো দদ্যাদন্নং দয়ান্বিতঃ। স্বয়ং দিনান্তে ভুঞ্জীত ইষ্টৈঃ শিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ৩৭ ॥ এবং ব্রতং সমাখ্যাতং পুত্র বিদ্ধ্যতিশোভিতম্। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥ ৩৮ ॥ প্রায়শ্চিত্তং ব্রতং বাপি সর্ব্বপাপাপনোদনম্। ন চোদয়ং ক্বাপি শাস্ত্রে তদত্র পরিনিষ্ঠিতম্ *। অনাদিজন্মসম্ভূতং পাপার্ণবমহাতপম্। তস্মাৎ নান্যৎ যদুত্থাস্তি ব্রতানাং মম কর্ম্ম বৈ ॥ ৪০ ॥ অনেন বিধিনা কুর্য্যাদ্ব্রতমেতৎ সুদুর্লভম্। যথা যথা শক্তিরত্র সিদ্ধিস্তস্য তথা তথা (১) ॥ ৪১ ॥ (২) মুনয় ঊচুঃ। ভগবান্ জৈমিনে সর্ব্বং বেদবেদান্তপারগ। ত্বদনুগ্রহতোঽস্মাভির্মাহাত্ম্যং জগ-

---

দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পায়স ভোজন করাইবে এবং তাহাদিগকেও সামর্থ্যানুসারে যথাবিধি দক্ষিণা দিবে। অভীষ্ট দেবীদিগকেও সম্যক্ পূজা করিয়া ভগবদ্বোধে বন্দনা এবং দীন, অনাথ ও বিপন্নদিগকে সদয়চিত্তে অন্নদান করিতে হইবে। তৎপরে দিনান্তে প্রিয় ও সাধুশীল বন্ধুগণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে। পুত্র! মৎকথিত এই ব্রত অতীব কল্যাণকর জানিও; বস্তুতঃ ইহাপেক্ষা সর্ব্বপাপ-নাশক উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই। কোন শাস্ত্রেই এমত কোন প্রায়শ্চিত্ত বা ব্রত উক্ত হয় নাই যদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ পাপ বিলীন হইতে পারে; তজ্জন্যই এই স্থানে আমি এই ব্রতের বিষয় কহিলাম। হে ষড়ানন! আমার পরিজ্ঞাত যাবতীয় ব্রতের মধ্যে এমত অপর কোন ব্রতকর্ম্মই নাই, যদ্দ্বারা অনাদিজন্মসম্ভূত মহাসন্তাপপ্রদ পাপার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বৎস! মদুক্ত এই বিধি অনুসারেই সকলেই এই সুদুর্লভ ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ইহার অনুষ্ঠানে যাহার যেরূপ শক্তি, সিদ্ধিও তাহার সেইরূপ হইবে। মুনিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্ জৈমিনি!

---

* আদর্শপুস্তকে নচোদিতমিত্যত্র লিপিভ্রমাৎ "ন চোদয়" ইতি জাতমিতি মন্যে।

(১) ষট্চত্বারিংশাধ্যায়াদেতদন্তো গ্রন্থো মুদ্রিতপুস্তকে ন লভ্যতে।

(২) অষ্টাদশ শ্লোকাদিঃ পুস্তকান্তরসম্মতঃ।

দ্দীশিতুঃ ॥ ৪২ ॥ ক্ষেত্ররাজস্য তস্যৈব যাত্রাণাং চৈব সর্ব্বশঃ। ভগবদ্ভোজনোচ্ছিষ্ট-প্রাশনাদিফলং তথা ॥ ৪৩ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নস্য রাজ্ঞো বৈ বৃত্তান্তমতিদুর্লভম্। নীলমাধবরূপস্য দারুব্রহ্মপ্রকাশনম্ ॥ ৪৪ ॥ শ্রুতং ত্বদ্বদনাম্ভোজাদ্গলিতং তদ্যথাবিধি। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বত্তো হি বদতাংবর ॥ ৪৫ ॥ সর্ব্বং বিস্তরতো ব্রহ্মন্ বয়ং সর্ব্বে মুদান্বিতাঃ। পুরাণশ্রবণস্যৈব যদুক্তং ফলমেব তৎ ॥ ৪৬ ॥ কো বা তস্য বিধিশ্চৈব কেন বা স্যাত্তু সাঙ্গকম্। অস্মাসু চেদনুক্রোশো যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪৭ ॥ জৈমিনিরুবাচ। সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠা যৎপৃষ্টং পরয়া মুদা। তত্র মে প্রীতিরতুলা জাতা রোমাঞ্চকারিণী ॥ ৪৮ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সাবধানতঃ ॥ ৪৯ ॥ পুরাণশ্রবণারম্ভে যথা বিভবমাত্মনঃ। আদৌ সঙ্কল্প্য বিধিবদ্ব্রাহ্মণং শুদ্ধবংশজম্ ॥ ৫০ ॥ অব্যঙ্গাবয়বং শান্তং স্বশাখং স্বপুরোধনম্। সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং

হে বেদবেদান্তপারগ! আমরা আপনার অনুগ্রহে ভবদীয় মুখকমল-বিনির্গত জগদীশ্বর জগন্নাথদেবের, শ্রীক্ষেত্রের ও ভগবানের যাত্রানিচয়ের মাহাত্ম্য, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজনাদির ফল, রাজবর ইন্দ্রদ্যুম্নের সুদুর্লভ ইতিবৃত্ত, নীলমাধবরূপ ও দারুব্রহ্মের প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় যথাবিধি শ্রবণ করিয়াছি। হে বদতাংবর! এক্ষণে আমরা সকলে সানন্দচিত্তে আপনার মুখে পুরাণ শ্রবণের ফল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি তদ্বিষয় বিস্তাররূপে ব্যক্ত করুন। ৩২—৪৬। বলুন, পুরাণ শ্রবণের বিধানই বা কি প্রকার এবং কি প্রকারেই বা তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়? যদি আমাদিগের প্রতি আপনার দয়া থাকে, তবে এই সমুদয় বিষয় যথাবৎ বর্ণন করুন। জৈমিনি বলিলেন, মুনিবরগণ! সাধু সাধু আপনারা পরম আনন্দসহকারে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদ্বিষয় ব্যক্ত করিতে আমারও এরূপ প্রীতি জন্মিয়াছে যে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছে। অতএব তদ্বিষয় সমুদায় বলিতেছি, একমনে শ্রবণ করুন। পুরাণ-শ্রবণের প্রারম্ভে অগ্রে যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া যাঁহার কোন অঙ্গই বিকৃত নহে, যাঁহার স্বভাব শান্ত এবং যাঁহার সমুদয় শাস্ত্রার্থতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, যিনি আমাদের

ভূষণৈরতিশোভনৈঃ॥ ৫১॥ বস্ত্রচন্দনমাল্যাদ্যৈ-র্বৃণুয়াৎ পাঠসংজ্ঞতো। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ততঃ সম্প্রার্থয়েদ্দ্বিজম্॥ ৫২॥ ত্বং বিষ্ণুর্বিষ্ণুরেব ত্বং ন তু ভেদঃ কদাচন। নির্ব্বিঘ্নং মে ভবত্বেব ত্বৎ-প্রসাদাৎ প্রসীদ চ॥ ৫৩॥ ততো বৃতং ব্রাহ্মণঞ্চ বহুমূল্যাসনে শুভে। বাসয়িত্বা চ তস্যৈব গলে মালাং বিনিক্ষিপেৎ॥ ৫৪॥ মস্তকে পুষ্পগর্ভঞ্চ চন্দনৈরনুলেপয়েৎ। যস্মাৎ তস্মিংশ্চ সময়ে বিপ্রো ব্যাসসমো মতঃ॥ ৫৫॥ তেনৈব ব্রাহ্মণেনৈব পুস্তকে বিষ্ণুরূপকে। কারয়েদ্ব্যাসপূজাঞ্চ শ্রীখণ্ডাগুরু-পুষ্পকৈঃ॥ ৫৬॥ নানোপচারৈ রুচিরৈর্ভক্ষ্য-ভোজ্যাদিকৈরপি। ভক্ত্যা চাসনদানাদিবিধিঃ কার্য্যো দিনে দিনে॥ ৫৭॥ সাম্প্রতং কথয়াম্যেবং শ্রূয়তাং শ্রোতৃলক্ষণম্। গতানুগতিকানাঞ্চ নিবাসার্থং তথা দ্বিজাঃ॥ ৫৮॥ আসনানি যথাযোগ্যং রচয়িত্বা স্বয়ং তথা। শুভা-সনান্তরস্থো হি ভবেদুৎকণ্ঠমানসঃ॥ ৫৯॥ অথবা সংস্কৃতে দেশে সর্ব্বৈঃ সহ বসেদ্ভুবি। ব্যাসস্যাগ্রে নিবসতিরাসনে নোচিতেতি চ॥ ৬০॥ কৃতস্নানো মুদা যুক্তো ধারয়ন্ শুক্লবাসসী। আচান্তঃ শঙ্খচক্রাদি-তিলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ॥ ৬১॥ মনসা ভাবয়েদ্বিষ্ণুং বিশ্বাসং কারয়েদ্ভৃশম্। পুরাণে ব্রাহ্মণে চৈব দেবে চ মন্ত্রকর্ম্মণি॥ ৬২॥ তীর্থে বৃদ্ধস্য বচনে বিশ্বাসঃ ফলদায়কঃ। অতো মুনিবরাঃ সর্ব্বং পুণ্যং বিশ্বাস-কারণম্॥ ৬৩॥ পাষণ্ডাদিকসম্ভাষং বৃথালাপং প্রযত্নতঃ। পুরাণশ্রবণে কালে সর্ব্বচিন্তাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ৬৪॥ অনেন বিধিনা বিপ্রাঃ প্রত্যহং শৃণুয়ান্মুদা। ততঃ পাঠে সমাপ্তে চ করতালাদিকৈর্মুহুঃ॥ ৬৫॥ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ হর ইত্যাদিনামভিঃ। বিস্তারয়েদ্ যথাকাশে শ্রূয়তে শব্দ এব সঃ॥ ৬৬॥ এবঞ্চ প্রত্যহং কুর্য্যাৎ প্রীতয়ে মুরবৈরিণঃ। ততো গ্রন্থসমাপ্তৌ চ বিষ্ণুপ্রীণনতৎপরঃ॥ ৬৭॥ বিশেষাদ্বস্ত্র-মাল্যাদি-চন্দনৈর্ভূষণৈস্তথা। ভূষয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা বিপ্রং ব্যাসসমং দ্বিজাঃ॥ ৬৮॥ আত্মশক্ত্যা

সহিত একশাখাবলম্বী ও যজমানের নিজ পুরোহিত, এবংবিধ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে আপনার বিভবানু-সারে উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার ও চন্দন মাল্যাদি দ্বারা পুরাণ-পাঠ শ্রবণার্থ বরণ করিবে। অনন্তর করযোড় করিয়া সেই দ্বিজবরের নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিবে। ব্রহ্মন্! আপনিই বিষ্ণু এবং বিষ্ণুই আপনি; আপনাতে ও বিষ্ণুতে কিছুমাত্র ভেদ নাই; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আপনার প্রসাদে আমার পুরাণ-শ্রবণ নির্ব্বিঘ্নে সফল হউক। তৎপরে সেই বৃত ব্রাহ্মণকে মনোহর বহুমূল্য আসনে উপবেশনকরাইয়া তাঁহার গলদেশে ও মস্তকে মাল্য প্রদানপূর্ব্বক তদীয় সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিবে। কারণ, তৎকালে সেই ব্রাহ্মণকে ব্যাসদেবের সমান জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই মনীষিগণের অভিপ্রেত। পরে সেই ব্রাহ্মণ দ্বারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ পুস্তকের উপর শ্রীখণ্ড অগুরুপুষ্প এবং ভক্ষ্যভোজনাদি নানাবিধ মনো-হর উপচার দানে ব্যাসদেবের পূজা করাইবে এবং প্রতিদিন ভক্তিসহকারে তাঁহাকে আসনাদি দান করিতে হইবে। দ্বিজগণ! সম্প্রতি শ্রোতার কর্ত্তব্য বলি, শুন। গতানুগতিক ব্যক্তিদিগের উপবেশ-নার্থ যথাযোগ্য আসনসকল রচনা-পূর্ব্বক স্বয়ং শুভ-গার্থ উৎকণ্ঠিত মানসে অপর একখানি পবিত্র আসনে অবস্থিতি করিবে; অথবা ব্যাসসম সেই ব্রাহ্মণের সম্মুখে আসনে উপবেশন প্রশস্ত নহে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরিষ্কৃত ভূভাগে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মৃত্তিকার উপরেই উপবিষ্ট হইবে। ঐ সময়ে স্নানান্তে সানন্দে শুক্লবস্ত্রযুগ্ম পরিধান ও আচমনপূর্ব্বক শঙ্খচক্রাদি তিলক ধারণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি সমধিক বিশ্বাস স্থাপন করত মনে মনে তাঁহাকে চিন্তা করিতে থাকিবে। মুনিবরগণ! পুরাণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মন্ত্রকর্ম্ম, তীর্থ ও বৃদ্ধবাক্যে বিশ্বাসই ফলদায়ক; এজন্য বিশ্বাসই সমুদয় পুণ্যের প্রকৃতকারণ জানিবে।৪৭-৬৩। পুরাণ-শ্রবণকালে সর্ব্বপ্রযত্নে পাষণ্ডাদির সহিত সম্ভাষণ, কাহার সহিত বৃথা আলাপ এবং সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক চিন্তাই বর্জ্জন করিবে। বিপ্রগণ! প্রত্যহ এইরূপ বিধানে সানন্দে পুরাণপাঠ শ্রবণ করিবে এবং পাঠ সমাপ্ত হইলে করতালাদির সহিত "জয় কৃষ্ণ! জগন্নাথ! হরে!" ইত্যাদি নামোচ্চারণ দ্বারা যাহাতে আকাশে প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, এরূপ উচ্চৈঃ-স্বরে শব্দ করিতে থাকিবে। দ্বিজগণ! ভগবান্ মুরারির প্রীত্যর্থে প্রত্যহই এইরূপ করিবে। অনন্তর গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে বিষ্ণুর প্রীতিসাধনে তৎপর হইয়া পরম ভক্তিসহকারে বস্ত্র, মাল্য, চন্দন ও ভূষণাদি দ্বারা ব্যাসসম সেই বিপ্রবরকে ভূষিত করিবে।

প্রদদ্যাচ্চ দক্ষিণাং বৈ যথাবিধি। যে যে প্রদদ্যুর্যদ্-যচ্চ মত্তস্তচ্ছৃণুতাধুনা ॥ ৬৯ ॥ রাজানঃ করিণো দদ্যুঃ সালঙ্কারান্ সলক্ষণান্। ক্ষত্রিয়া এবমেবঞ্চ তে বৈ রাজসমা মতাঃ ॥ ৭০ ॥ ব্রাহ্মণাঃ পুস্তকাংশ্চৈব বিষ্ণোরর্চ্চাকরণ্ডিকাঃ। কনকং রজতঞ্চৈব ধান্যং বস্ত্রং স্বভক্তিতঃ ॥ ৭১ ॥ বিশশ্চ রত্নভূষাঢ্যান সিন্ধুদেশোদ্ভবানপি। গাশ্চ লক্ষণসংযুক্তাঃ সবৎসাশ্চ পয়স্বিনীঃ ॥ ৭২ ॥ অন্যচ্চ কনকাদ্যং চ ত্যজেযুর্ধর্ম্ম-তৎপরাঃ। শূদ্রাঃ প্রদদ্যুঃ পরয়া মুদা সংযুতমানসাঃ ॥ ৭৩ ॥ বাসাংসি চ সুবর্ণঞ্চ ধান্যং বস্ত্রানি গাস্তথা। নানালঙ্কারযুক্তাশ্চ ঘটোধ্রীর্বালগর্ভিণীঃ ॥ ৭৪ ॥ এবং বৈ দক্ষিণাং দদ্যাদ যেন সন্তুষ্যতে গুরুঃ। আত্মনঃ শক্তিতো বিপ্রা বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ ॥৭৫॥ শান্তিকং পৌষ্টিকং চৈব ব্রতোদ্বাহাদিকম্ম চ। মোক্ষস্য সাধকং কর্ম্ম পুরাণশ্রবণং তথা ॥ ৭৬ ॥ যজ্ঞাদিকঞ্চ দানঞ্চ ব্রতং নানাবিধং তথা। যদি চেদ্দক্ষিণাহীনং তদা ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ৭৭ ॥ অসুরাঃ কর্ম্মণস্তস্য হরন্তি ফলমেব তৎ। যথা স্ত্রীণাঞ্চ লাবণ্যং ভর্ত্তৃস্নেহবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৮ ॥ যুদ্ধাৎ পলায়িতানাঞ্চ পৃষ্ঠং কৃত্বা ধনুষ্মতাম্। বিনাধাবনমশ্বানাং স্তুত্যং হি যথা দ্বিজাঃ ॥ ৭৯ ॥ মূকত্বেনৈব পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রবিপশ্চিতাম্। হীনং দক্ষিণয়া যদ্যৎকর্ম্ম তত্তচ্চ নিষ্ফলম্ ॥ ৮০ ॥ দানেন ক্ষীয়তে যস্মাদ্দুরিতানাং কদম্বকম্। দক্ষিণেতি তথা বিপ্রা গীয়তে শাস্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৮১ ॥ ততো বিপ্রান্ ভোজয়েচ্চৈ যথাশক্তিপ্রকল্পিতৈঃ। কর্পূরেণ চ খণ্ডেন সর্পিষা পায়সৈর্যুতৈঃ ॥৮২॥ ষড়্বিধৈরন্নপানাদ্যৈঃ সুস্বাদৈর-মৃতোপমৈঃ। তেভ্যোঽপি স্বর্ণবস্ত্রাদি যথাশক্ত্যা প্রদ। ।ে ॥ ৮৩ ॥ এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং পুরাণ-শ্রবণস্য চ। সাঙ্গোপাঙ্গবিধিশ্চৈব যেন স্যাৎ সফলং ত্বিদম্। ইদানীং ভো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কিমন্যচ্ছ্রোতু-মিচ্ছথ ॥ ৮৪ ॥ মুনয় উচুঃ। অহোঽস্মাকং মহাভাগ্যং যৎপাপৌঘবিনাশনম্। পুরাণশ্রবণস্যৈব ফলমস্মাভিরেব চ ॥ ৮ ॥ সাঙ্গোপাঙ্গবি.ানঞ্চ শ্রুতং ত্বন্মুখপঙ্কজাৎ। ধন্যাঃ স্ম কৃতপুণ্যাঃ স্ম সংসারে বিগতজ্বরাঃ ॥ ৮৬ ॥ ইদানীমাত্মশক্ত্যা বৈ দীয়তে

তৎপরে স্বীয় সামর্থ্যানুসারে যথাবিধি দক্ষিণা দিবে। যে যে ব্যক্তির যে যে বস্তু দক্ষিণা দেওয়া উচিত, এক্ষণে তদ্বিষয় আমার নিকট শুনুন। রাজগণ সুলক্ষণান্বিত সালঙ্কার করী দান করিবে এবং সাধারণ ক্ষত্রিয়দিগেরও ঐরূপ দান করা বিধেয়, কারণ ক্ষত্রিয়মাত্রেই রাজতুল্য, শাস্ত্রে কথিত হই-য়াছে। ব্রাহ্মণগণ ভক্তিসহকারে পুস্তক, বিষ্ণু-পূজায় করণ্ডিকা, কনক, রজত, ধান্য ও বস্ত্র দান করিবেন। ধর্ম্মপরায়ণ বৈশ্যগণ, রত্নভূষিত সিন্ধু-দেশোদ্ভব ঘোটক, সুলক্ষণা সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু এবং কনকাদি অন্যান্য বস্তুও প্রদান করিবে। শূদ্রগণের অপার আনন্দপূর্ণ মানসে বস্ত্র, সুবর্ণ, ধান্য, বস্ত্র ও নানালঙ্কার-ভূষিত বালগর্ভিণী ঘটোধ্রী গোসমূহ দান করা বিধেয়। বিপ্রগণ। ফলে যাহাতে গুরু সন্তুষ্ট হন, আত্মশক্তি-অনুসারে এরূপ দক্ষিণা দান করাই কর্ত্তব্য, কদাচ তদ্বিষয়ে বিত্ত-শাঠ্য করিবে না। বস্তুতঃ শান্তিক, পৌষ্টিক, ব্রতো-দ্বাহাদি, মোক্ষসাধক পুরাণশ্রবণ, দান ও নানাবিধ যজ্ঞাদি যে কোন কর্ম্মই দক্ষিণা-বিহীন হইলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। অসুরগণ, দক্ষিণা-বিহীন কর্ম্মের ফল হরণ করিয়া থাকে। ভর্ত্তৃস্নেহ-বিবর্জ্জিত ললনা-গণের লাবণ্য এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধস্থল হইতে পলায়মান ধনুর্দ্ধরদিগের বীরত্ব যেরূপ বৃথা, দক্ষিণা-বিহীন কার্য্যও সেইরূপ বৃথা জানিবেন। দ্বিজগণ। দ্রুত গমন ভিন্ন অশ্বগণের তেমন প্রশংসা হয় না, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও মূকতানিবন্ধন পাণ্ডিত্য যেমন প্রকাশ পায় না, সেইরূপ, যে যে কর্ম্ম দক্ষিণা-হীন হয়, তত্তৎকর্ম্মও নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৬৯—৮০। বিপ্রগণ। দক্ষিণা দানে দুরিতনিচয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া শাস্ত্রবিদ্গণ উহাকে দক্ষিণা বলিয়া কীর্ত্তনকরি-য়াছেন। দ্বিজগণ। অনন্তর যথাশক্তিকল্পিত কর্পূরখণ্ড (খাঁড), সর্পি, পায়সযুক্ত অমৃতোপম সুস্বাদ ষড়্বিধ রসপূর্ণ অন্নপানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ-সমূহকে ভোজন করাইয়া স্বীয় শক্তি-অনুসারে তাহাদিগকে স্বর্ণ বস্ত্রাদি প্রদান করিবে। মুনিবরগণ। পুরাণ-শ্রবণ সম্বন্ধে যাহাতে, তৎকার্য্য সফল হয়, তদ্বিষয় এই আমি সাঙ্গ পাঙ্গ সমুদয় বিধানই কহিলাম, এক্ষণে অপর কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করেন? মুনিগণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্। অহো। আমাদিগের কি মহা-ভাগ্য! কারণ আমরা, ভবদীয় মুখকমল হইতে পুরাণশ্রবণসম্বন্ধে পর্ব্বপাপবিনাশন সাঙ্গোপাঙ্গ সমুদয় বিধান ও তৎফল শ্রবণ করিলাম, অতএব এই সংসারে আমরাই ধন্য ও আমরাই কৃতপুণ্য। বস্তুতঃ অদ্য আমাদিগের সর্ব্বক্লেশ বিদূরিত

স্তবতে মুনে। দক্ষিণা ফলসম্প্রাপ্তৌ প্রসন্নস্তং গৃহাণ চ ॥ ৮৭ ॥ ইত্যুক্তবন্তো মুনয়ো হ্রকিকনাঃ সমিৎকুশং পুষ্পফলাক্ষতাদিকম্। কৃত্বা চ তস্মৈ মুনয়ঃ সুহৃষ্টাঃ, ক্ষেত্রোত্তমং জগ্মুরতিপ্রহর্ষিতাঃ ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতি সাহস্র্যাং সংহি-
তায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে পুরুষোত্তমক্ষেত্র-
মাহাত্ম্যে জৈমিনিঋষিসংবাদে পুরাণশ্রবণ-
তৎফলাদিবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

হইল। মুনে! এক্ষণে আমরা ফলপ্রাপ্তি নিমিত্ত আত্মশক্তি অনুসারে আপনাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করি, আপনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। ধন-রত্নাদি-দানে দরিদ্র সেই মুনিগণ এই-রূপ কহিয়া মুনিবর জৈমিনিকে সমিৎ, কুশ, পুষ্প, ফল ও অক্ষতাদি প্রদানপূর্ব্বক পরম আনন্দিত হৃদয়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং যথা-সময়ে সকলেই মুক্ত হইলেন। ৮১—৮৮।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

সমাপ্তমিদং পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যম্। ২—২।

বিষ্ণুপ্রশুম।

বদরিকাশ্রম-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ। সূত সূত মহাভাগ সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বর। সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরাণে পরিনিষ্ঠিত ॥ ১ ॥ ব্যাসঃ সত্যবতীপুত্রো ভগবান বিষ্ণুরব্যয়ঃ। তস্য ত্বং প্রিয়শিষ্যস্ত্বং ত্বত্তো বেত্তা ন কশ্চন ॥ ২ ॥ প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতে। জনা বৈ দুষ্টকর্ম্মাণঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩ ॥ ক্ষুদ্রায়ুষঃ ক্ষুদ্রপ্রাণবলবীর্য্যতপঃক্রিয়াঃ। অধর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বে বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪ ॥ তীর্থাটনতপোদানহরিভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ। কথমেষামল্পকানামুদ্ধারোঽল্পপ্রযত্নতঃ ॥ ৫ ॥ তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ক্ষেত্রাণামুত্তমং তথা। মুমুক্ষূণাং কুতঃ সিদ্ধিঃ কুত্র বা ঋষিসঞ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥ কুত্র বাল্পপ্রযত্নেন তপো মন্ত্রাশ্চ সিদ্ধিদাঃ কুত্র বা বসতি শ্রীমান্ জগতামীশ্বরেশ্বরঃ। ভক্তানামনুরক্তানামনুগ্রহকৃপালয়ঃ ॥ ৭ ॥ এতদন্যচ্চ সর্ব্বং মে পরার্থৈকপ্রয়োজনম্। ব্রূহি ভদ্রায় লোকানামনুগ্রহবিচক্ষণ ॥ ৮ ॥ সূত উবাচ। সাধু সাধু মহাভাগ ভবান্ পরহিতে রতঃ। হরিভক্তিকৃতাসক্তিপ্রক্ষালিতমনোমলঃ ॥ ৯ ॥ অথ মে দেবকীপুত্রো হৃৎপদ্মমধিরোহতি। প্রসঙ্গাত্তব বিপ্রর্ষে দুর্লভঃ সাধুসঙ্গমঃ ॥ ১০ ॥ নবতি নৃণাং স্বসঞ্চয়মুত্তমাং গতিমলং তনুতে তনুমানিনাম্। অধিকপুণ্যবশাদবশাত্মনাং জগতি দুর্লভ সাধুসমাগমঃ ॥ ১১ ॥ হরতি হৃদয়বন্ধং কর্ম্মপাশার্দ্দিতানাং বিতরতি পদমুচ্চৈরল্পজল্পৈকভাজাম্। জননমরণকম্প্রশ্রান্তবিশ্রান্তিহেতুস্ত্রি-

---

প্রথম অধ্যায়।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! হে সূত! হে মহাভাগ! আপনি ধর্ম্মবিদগণের বরেণ্য, আপনি নিখিলশাস্ত্রের তত্ত্বার্থ বিদিত আছেন এবং পুরাণ শাস্ত্রে আপনার জ্ঞান পরিনিষ্ঠিত হইয়াছে, সত্যবতী তনয় ভগবান্ ব্যাস সাক্ষাৎ অব্যয় বিষ্ণু, আপনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য; অতএব আপনা হইতে অধিক তত্ত্ববেত্তা আর কেহই নাই। ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইলে ধর্ম্মনিচয় বহিষ্কৃত হইবে, মানবগণ দুষ্টকর্ম্মা ও সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত, অল্পায়ু হইবে এবং তাহাদের প্রাণ, বল, বীর্য্য, তপস্যা ও ক্রিয়াকলাপ ক্ষীণ হইয়া যাইবে। তখন তাহারা বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিত হইয়া অধর্ম্মনিরত হইবে এবং তীর্থপর্য্যটন, তপস্যা, দান ও হরিভক্তি পরিত্যাগ করিবে। হে মুনে! কি করিলে অল্প প্রযত্নেই এই সকল অল্পাশয় লোক উদ্ধার পাইবে, তীর্থনিচয়ের মধ্যে কোন্ তীর্থ উত্তম, ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কোন্ ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ, মুক্তিকামিগণ কি করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে? কোথায়ই বা ঋষিসকল সম্মিলিত হইবেন? কোন্ স্থানে অল্পপ্রযত্নেই তপস্যা ও মন্ত্রনিবহ সিদ্ধিপ্রদ হইবে? এবং যিনি অনুরক্ত ভক্তগণের অনুগ্রহ ও কৃপার আশ্রয়স্থল, সেই শ্রীমান্ জগৎপতি পরমেশ্বরই বা কোথায় বাস করিবেন? ১—৭। আমার এই প্রশ্ননিচয় পরার্থ প্রয়োজনেই জিজ্ঞাসিত হইতেছে, হে সূত! আপনিও পরানুগ্রহে বিচক্ষণ, অতএব লোক সকলের মঙ্গলের জন্য এই সকল ও অন্যান্য বেদিতব্য বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন। সূত 'সাধু সাধু' এই শব্দদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক উত্তর করিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি পরহিতে রত, হরিভক্তিতে আসক্ত হওয়ায় আপনার মনোমল প্রক্ষালিত হইয়াছে, হে বিপ্রর্ষে! আপনার এই প্রসঙ্গে সহসা আমার হৃদয়পদ্মে দেবকীনন্দন অধিরূঢ় হইয়াছেন, অহো! সাধুসঙ্গমই ভূতলে দুর্লভ। ইহজগতে অবশাত্মা তনুমানী মানবগণেরও যদি অত্যন্ত পুণ্যবলে দুর্লভ সাধু-সমাগম ঘটে, তাহা হইলে সেই সাধুসঙ্গই তাহাদের দুষ্কৃতিপুঞ্জ হরণ ও উত্তমগতি বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। সাধুসঙ্গম—কর্ম্মপাশপীড়িত প্রাণি-নিচয়ের হৃদয়বন্ধন ছেদন করে, ক্রমশঃ অল্পে অল্পে উচ্চপদ প্রাপ্তির অধি-

ঞ্জপত্তিং মনুজানাং দুর্লভঃ সৎপ্রসঙ্গঃ ॥ ১২ ॥ সূত উবাচ। অয়ং প্রশ্নঃ পুরা সাধো স্কন্দেনাকারি সর্বতঃ। কৈলাসশিখরে রম্যে ঋষীণাং পরিশৃণ্বতাম্। পুরতো গিরিজাভর্ত্তুঃ কর্ত্তুং নিঃশ্রেয়সং সতাম্ ॥ ১৩ ॥ স্কন্দ উবাচ। ভগবন্ সর্বলোকানাং কর্ত্তা হর্ত্তা পিতা গুরুঃ। ক্ষেমায় সর্বজন্তূনাং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥ কলিকালে ত্বনুপ্রাপ্তে বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিতে। কুত্র বা বসতি শ্রীমান্ ভগবান সাত্বতাং পতিঃ ॥ ১৫ ॥ ক্ষেত্রাণি কানি পুণ্যানি তীর্থানি সরিতস্তথা। কেন বা প্রাপ্যতে সাক্ষাদ্ভগবান্ মধুসূদনঃ। শ্রদ্দধানায় ভগবন্ কৃপয়া বদ মে পিতঃ ॥ ১৬ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। বহূনি সন্তি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি চ ষডানন। হরিবাসনিবাসৈকপরাণি পরমার্থিনাম্ ॥ ১৭ ॥ কাম্যানি কানিচিৎ সন্তি কানিচিন্মুক্তিদান্যপি। ইহামুত্রার্থদান্যেব বহুপুণ্যপ্রদানি বৈ ॥ ১৮ ॥ গঙ্গা গোদাবরী রেবা তপতী যমুনা সরিৎ। ক্ষিপ্রা সরস্বতী পুণ্যা গৌতমী কৌশিকী তথা ॥ ১৯ ॥ কাবেরী তাম্রপর্ণী চ চন্দ্রভাগা মহেন্দ্রজা। চিত্রোৎপলা বেত্রবতী সরয়ূঃ পুণ্যবাহিনী ॥ ২০ ॥ চর্ম্মণ্বতী শতদ্রুশ্চ পয়স্বিন্যত্রিসম্ভবা। গণ্ডিকা বাহুদা সর্বাঃ পুণ্যাঃ সিন্ধুঃ সরস্বতী ॥ ২১ ॥ ভুক্তিমুক্তিপ্রদাশ্চৈতাঃ সেব্যমানা মুহুর্ম্মুহুঃ। অযোধ্যা দ্বারকা কাশী মথুরাবন্তিকা তথা ॥ ২২ ॥ কুরুক্ষেত্রং রামতীর্থং কাঞ্চী চ পুরুষোত্তমম্। পুষ্করং দর্দ্দুরং ক্ষেত্রং বারাহং বিধিনির্ম্মিতম্। বদর্য্যাখ্যং মহাপুণ্যং ক্ষেত্রং সর্বার্থসাধনম্ ॥ ২৩ ॥ অযোধ্যাং বিধিবদ্দৃষ্ট্বা পুরীং মুক্ত্যেকসাধনীম্। সর্বপাপবিনির্ম্মুক্তাঃ প্রয়ান্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ২৪ ॥ বিবিধবিষ্ণুনিষেবণপূর্বকার্চন•পূজনমর্দ্দনকীর্ত্তনাঃ। গৃহমপাস্য হরেরনুচিন্তনাজ্জি[illegible]তমৃত্যুপরাক্রমাঃ ॥ ২৫ ॥ স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা রামালয়ং শুচিঃ। ন তস্য কৃত্যং পশ্যামি কৃতকৃত্যো ভবেদ্যতঃ ॥ ২৬ ॥ দ্বারকায়াং হরিঃ সাক্ষাৎ স্বালয়ং নৈব মুঞ্চতি। অদ্যাপি ভবনং কৈশ্চিৎ পুণ্যবদ্ভিঃ প্রদৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥ গোমত্যাং তু নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমুখাম্বুজম্।

কারী করিয়া দেয় এবং ত্রিলোকদুর্লভ সৎপ্রসঙ্গই মানবের জনন-মরণের ও কর্ম্মের শ্রান্তিবিশ্রান্তির হেতু হয়। সূত পুনরায় বলিলেন,—হে সাধো! পুরাকালে সাধুগণের প্রিয় কামনায় রম্য কৈলাসশিখরে ঋষিগণসমক্ষে কার্ত্তিকেয় পার্বতীপতির সমীপে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি নিখিললোকের কর্ত্তা, হর্ত্তা, পিতা ও গুরু এবং আপনিই প্রাণিগণের হিতকামনায় তপস্যার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। হে প্রভো! কলিকাল সমাগত হইলে বেদ শাস্ত্র সকল বিলুপ্ত হইবে, তখন সাত্বতপতি শ্রীমান্ ভগবান্ কোন্স্থানে বাস করিবেন, তৎকালে কোন্ ক্ষেত্র, তীর্থ ও নদীনিবহ পুণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং এবং কোন্ কর্ম্ম করিলে ভগবান্ মধুসূদন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইবেন? হে ভগবন্ পিতঃ! আমি এই সকল বিষয় শ্রবণে শ্রদ্ধাবান্, অতএব কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট এ সকল বলুন। মহাদেব বলিলেন,—হে ষড়ানন! হরি নিয়ত বাস করেন, এবং পরমার্থকামী মানবগণের সেব্য, এজগতে এইরূপ বহু ক্ষেত্র ও তীর্থ বিদ্যমান, তন্মধ্যে কতিপয় কাম্যদ, কতকগুলি মুক্তিপ্রদ আবার অন্য কতিবিধ ইহ এবং পর উভয়কালেই স্বার্থ ও বহু পুণ্যপ্রদ। হে বৎস! পুণ্যা নদী গঙ্গা, গোদাবরী, রেবা, তপতী, যমুনা, ক্ষিপ্রা, সরস্বতী, গৌতমী, কৌশিকী, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, মহেন্দ্রজা চন্দ্রভাগা, চিত্রোৎপলা, বেত্রবতী, পূতপ্রবাহা সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, শতদ্রু, অত্রিসুতা, পয়স্বিনী, গণ্ডিকা, বাহুদা, সিন্ধু এবং সরস্বতী এই সকল পূতজলা নদী মুহুর্ম্মুহু সেব্যমানা হইলে ইহারা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ হয়। অযোধ্যা, দ্বারকা, কাশী, মথুরা, অবন্তিকা, কুরুক্ষেত্র, রামতীর্থ, কাঞ্চী, পুরুষোত্তম, দুষ্কর পুষ্কর, বিধিনির্ম্মিত বারাহক্ষেত্র এবং সর্বার্থসাধন মহাপুণ্য বদরী,—এই সকল পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য জানিবে। ৮-২৩। মানব একমাত্র মুক্তি সাধনী অযোধ্যাপুরী যথাবিধি দর্শন করিলে সর্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে গমন করে। নরগণ বিবিধরূপে বিষ্ণুর নিষেবণপূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও চরিতকীর্ত্তন এবং তদীয় প্রীতিকামনায় নর্ত্তনাদি করিয়া সতত তাঁহাকে চিন্তা করিলে গৃহের মায়ামোহ পরিত্যাগ করত যমের [illegible] ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয়। যে শুচি মানব গঙ্গাদ্বারে স্নান করিয়া রামালয় দর্শন করেন, তিনি কৃতকৃত্য; আমি তাঁহার আর কোন কর্ত্তব্য দেখি না। সাক্ষাৎ হরি দ্বারকায় তাঁহার স্বীয় আলয় পরিত্যাগ করেন না; অদ্যাপি কোন কোন পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি তদীয় ভবন নিরীক্ষণ করেন। হে ষড়ানন! গোমতীতে

মুক্তিঃ প্রজায়তে পুংসো বিনা সাংখ্যং ষড়ানন ॥ ২৮ ॥ অসীবরুণয়োর্মধ্যে পঞ্চক্রোশান্তং মহাফলম্ । অমরা মৃত্যুমিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ ॥ ২৯ ॥ মণিকর্ণ্যাং জ্ঞানবাপ্যাং বিষ্ণুপাদোদকে তথা । হ্রদে পঞ্চনদে স্নাত্বা ন মাতুঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ প্রসঙ্গেনাপি বিশ্বেশং দৃষ্ট্বা কাশ্যাং ষড়ানন । মুক্তিঃ প্রজায়তে পুংসাং জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিতা ॥ ৩১ ॥ বহুনা কিমিহোক্তেন নৈতৎ ক্ষেত্রসমং ক্বচিৎ । তপো-পবাসনিরতো মথুরায়াং ষড়ানন । জন্মস্থানং সমাসাদ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩২॥ বিশ্রান্তিতীর্থে বিধিবৎ স্নাত্বা কৃত্বা তিলোদকম্ । পিতৄনুদ্ধৃত্য নরকা-দ্বিষ্ণুলোকং প্রগচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥ যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন পাতকং তত্র মানবঃ । বিশ্রান্তে স্নানমাসাদ্য ভস্মীভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৪ ॥ অবন্ত্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা শিপ্রায়াং মাধবে নরাঃ । পিশাচত্বং ন পশ্যন্তি জন্মান্তরশতৈরপি ॥ ৩৫ ॥ কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ভোজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ । মহাকালং হরং দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥ মুক্তিক্ষেত্র-মিদং সাক্ষান্মম লোকৈকসাধনম্ । দানাদ্দারিদ্র্যতা-হানিরিহ লোকে পরত্র চ ॥৩৭॥ কুরুক্ষেত্রে রামতীর্থে স্বর্ণং দত্ত্বা স্বশক্তিতঃ । সূর্য্যোপরাগে বিধিবৎ স নরো মুক্তিভাগ্ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ যে তত্র প্রতিগৃহ্ণন্তি নরা লোভবশং গতাঃ । পুরুষত্বং ন তেষাং বৈ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৩৯ ॥ হরিক্ষেত্রে হরিং দৃষ্ট্বা স্নাত্বা পাদোদকে জনঃ । সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো হরিণা সহ মোদতে ॥ ৪০ ॥ খগগণা নিবসন্ত্যহো ঋষিগণাঃ ফলমূলদলাশনাঃ । পবন-সংযমনক্রম-নির্জ্জিতেন্দ্রিয়পরাক্রমণা মুনয়স্ত্বিহ ॥ ৪১ ॥ বিষ্ণুকাঞ্চ্যাং হরিঃ সাক্ষাচ্ছিবকাঞ্চ্যাং শিবঃ স্বয়ম্ । অভেদাদুভয়োর্ভক্ত্যা মুক্তিঃ করতলে স্থিতা । বিভেদ-জননাৎ পুংসাং জায়তে কুৎসিতা গতিঃ ॥ ৪২ ॥ সকৃদ্দৃষ্ট্বা জগন্নাথং মার্কণ্ডেয়হ্রদে প্লুতঃ । বিনা জ্ঞানেন যোগেন ন মাতুঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥ রোহিণ্যামুদধৌ স্নাতা ইন্দ্রদ্যুম্নহ্রদে তথা । ভুক্তা

স্নান ও কৃষ্ণমুখপদ্মদর্শনে পুরুষের সংখ্যযোগ বিনাই মুক্তিলাভ হয় । অসী ও বরণার ম[illegible] পঞ্চক্রোশ ক্ষেত্র মহাপুণ্যফলজনক, ইতর প্রাণি-নিচয়ের কথা কি কহিব, অমরনিকরও এই স্থানে মৃত্যু কামনা করেন । যে মানব মণিকর্ণিকা, জ্ঞানবাপী, বিষ্ণুপাদোদক এবং পঞ্চনদহ্রদে স্নান করে, তাহাকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না । হে ষড়ানন ! কাশীতে প্রসঙ্গ ক্রমেও বিশ্বেশ্বরের দর্শন ঘটিলে পুরুষগণ জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত হইয়া মুক্তিলাভ করে । এ বিষয়ে অধিক বলিব কি, ইহার তুল্য ক্ষেত্র কুত্রাপি নাই । হে ষড়ানন । তপস্যা ও উপবাসনিরত নর মথুরায় কৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন করিয়া কলুষরাশি হইতে বিমুক্ত হয় । মানব বিশ্রান্তিতীর্থে যথাবিধি স্নান ও তিলোদক দ্বারা তর্পণ করিয়া নরক হইতে পিতৃগণের উদ্ধার-সাধন করত বিষ্ণুলোকে গমন করে । যদি বা [illegible] কোন নর তথায় পাপাচরণ করে, বিশ্রান্তিতীর্থে স্নানমাত্রে তৎক্ষণাৎ সেই পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায় । বৈশাখমাসে যে মানব যথাবিধি অবন্তী-ক্ষেত্রে শিপ্রায় স্নান করে, শত জন্মান্তরেও তাহার পিশাচত্বের দর্শন হয় না । কোটিতীর্থে স্নান করিয়া দ্বিজোত্তম-দিগকে ভোজন করাইয়া মহাকাল হরকে দর্শন করিলে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ।২৪-৩৬। এই বারাণসী আমার সাক্ষাৎ মুক্তিক্ষেত্র এবং এক-মাত্র এই ক্ষেত্রই আমার লোকলাভের একমাত্র উপায়, এই স্থানে দান করিলে কি ইহ, কি পর, উভয়লোকেই দারিদ্র্য বিদূরিত হয় । যে নর রামতীর্থে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে শক্তি অনুসারে যথাবিধি স্বর্ণ দান করে, সে মুক্তিভাগী হয় । যে সকল লোক লোভপরবশ হইয়া তথায় প্রতিগ্রহ করে, কোটিকল্পকালেও তাহারা পৌরুষ লাভ করিতে পারে না । যে মানব হরির ক্ষেত্রে হরি দর্শন ও পাদোদকে স্নান করে, সে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া হরির সহিত প্রমুদিত হয় । অহো ! এই তীর্থ কি মনোরম, নানাজাতীয় খগগণ এখানে বাস করে এবং ফল, মূল ও পত্রভোজী ঋষিগণ পবন সংযমন করিয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়নিচয় পরাজয় করত পরাক্রম সহকারে এই স্থানে বাস করিতেছেন । বিষ্ণুকাঞ্চীক্ষেত্রে স্বয়ং হরি ও শিবকাঞ্চীতে শিব বিরাজ করেন ; অভেদবুদ্ধিতে ভক্তিপূর্ব্বক এই উভয় দেবের দর্শনে মুক্তি করতলস্থিত হয় ; কিন্তু দেবদ্বয়ের বিভেদদর্শনে মানবের কুৎসিত গতিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । জগ-ন্নাথকে এক বার দর্শন করিয়া যে মানব মার্কণ্ডেয় হ্রদে আপ্লুত হয়, জ্ঞানযোগ বিনাই তাহার মুক্তি হইয়া থাকে, আর তাহাকে মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না । রোহিণী ক্ষেত্রে সাগর ও ইন্দ্রদ্যুম্নহ্রদে

নিষেবিতং বিষ্ণুবৈকুণ্ঠে বসতিং লভেৎ ॥ ৪৪ ॥ দশযোজনবিস্তীর্ণং ক্ষেত্রং শঙ্খোপরি স্থিতম্। চতুর্ভুজবপুঃপ্রাপ্তি কীটা অপি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ কার্ত্তিক্যাঃ পুষ্করে স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কৃত্বা সদক্ষিণম্। ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ ভক্ত্যা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৪৬॥ সকৃৎ স্নাত্বা হ্রদে তস্মিন্ যূপং দৃষ্ট্বা সমাহিতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো জায়তে দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি যোগাভ্যাসেন যৎফলম্। শৌকরে বিধিবৎ স্নাত্বা পূজয়িত্বা হরিং শুচিঃ ॥ ৪৮ ॥ সপ্তজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি। তীর্থরাজং মহাপুণ্যং সর্ব্বতীর্থনিষেবিতম্ ॥ ৪৯ ॥ কামিনাং সর্ব্বজন্তূনামীপ্সিতং কর্ম্মভির্ভবেৎ। বেণ্যাং স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা কৃত্বা মাধবদর্শনম্। ভুক্ত্বা পুণ্যবতাং ভোগানন্তে মাধবতাং ব্রজেৎ ॥ ৫০ ॥ মাঘে মাসি নরঃ স্নাত্বা ত্রিবেণ্যাং ভক্তিভাবিতঃ। বদরীকীর্ত্তনাৎ পুণ্যং তৎ সমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫১ ॥ দশাশ্বমেধিকং তীর্থং দশযজ্ঞফলপ্রদম্। সঙ্ক্ষেপাৎ কথিতং পুত্র কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৫২ ॥ স্কন্দ উবাচ। বদর্য্যাখ্যং হরেঃ ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্। ক্ষেত্রস্য স্মরণাদেব মহাপাতকিনো নরাঃ। বিমুক্তকিল্বিষাঃ সদ্যো মরণান্মুক্তিভাগিনঃ ॥ ৫৩ ॥ অন্যতীর্থে কৃতং যেন তপঃ পরমদারুণম্। তৎসমা বদরীযাত্রা মনসাপি প্রজায়তে ॥ ৫৪ ॥ বহুনি সন্তি তীর্থানি দিবি ভূমৌ রসাতলে। বদরীসদৃশং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ অশ্বমেধসহস্রাণি বায়ুভোজ্যে চ যৎফলম্। ক্ষেত্রান্তরে বিশালায়াং যৎফলং ক্ষণমাত্রতঃ ॥ ৫৬ ॥ কৃতে মুক্তিপ্রদা প্রোক্তা ত্রেতায়াং যোগসিদ্ধিদা। বিশালা দ্বাপরে প্রোক্তা কলৌ বদরিকাশ্রমঃ ॥ ৫৭ ॥ স্থূলসূক্ষ্মশরীরস্য জীবস্য বসতিস্থলম্। তদ্বিনাশয়তি জ্ঞানাদ্বিশালা তেন কথ্যতে ॥ ৫৮ ॥ অমৃতং স্রবতে যা হি বদরীতরুযোগতঃ। বদরী কথ্যতে প্রাজ্ঞৈর্ঋষীণাং যত্র সঞ্চয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ ত্যজেৎ সর্ব্বাণি তীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে। বদরীং ভগবান্ বিষ্ণুর্ন মুঞ্চতি কদাচন ॥

স্নান ও বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণে বৈকুণ্ঠবাস লাভ হয়। এই ক্ষেত্র দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শঙ্খের উপর অবস্থিত; এই স্থানের কীটগণও চতুর্ভুজ হরির সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই। মানব পূর্ণিমা তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্করে স্নান ও সদক্ষিণ পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে ব্রহ্মলোক লাভ করে এবং তত্রত্য পুষ্করহ্রদে স্নান করিয়া সমাহিতমনে একবারমাত্র যূপদর্শন করিলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া উত্তম দ্বিজ-জন্ম লাভ করে। ষষ্টি সহস্র বৎসর যোগাভ্যাসে যে ফললাভ হয়, মানব শুচি হইয়া যথাবিধি শৌকর ক্ষেত্রে স্নান ও হরির পূজা করিলে তাহার তুল্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই তীর্থরাজ অতি পবিত্র, অন্যান্য সকল তীর্থই এই তীর্থের সেবা করে। এই তীর্থের দর্শনমাত্রে সপ্তজন্মকৃত দুরিত বিদূরিত হয় এবং কামী ব্যক্তিরা কর্ম্মাচরণ করিয়া এই তীর্থে অভীষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে। মানব বেণীনদীতে স্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া মাধবদর্শন করিলে পুণ্যকর্ম্মাদিগের ভোগসকল উপভোগ করিয়া অন্তে মাধবত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত মানব মাঘমাসে ত্রিবেণীতে স্নান করিলে বদরীকীর্ত্তনের সমান পুণ্য লাভ করে। হে পুত্র! দশাশ্বমেধিক তীর্থ দশ যজ্ঞ ফলপ্রদ, এই সকল তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, পুনরায় কি শুনিতে অভিলাষ কর? ৩৭—৫২। স্কন্দ উত্তর করিলেন,—হরির ক্ষেত্র বদরিকাতীর্থ ত্রিলোকমধ্যে দুর্লভ। এই বদরীর স্মরণে মহাপাতকী নরও সদ্য পাপবিমুক্ত হইয়া মরণান্তে দূর করত মুক্তিভাগী হয়। অন্যান্য তীর্থে পরম দারুণ তপস্যা করিয়া যে ফললাভ হয়, একমাত্র মনে মনে বদরীযাত্রা চিন্তা করিলেও তাহার তুল্যফল লাভ হইয়া থাকে। স্বর্গ, ভূতল ও রসাতলে বহু তীর্থ আছে, কিন্তু বদরীর সমান তীর্থ হয়ও নাই, হইবেও না। সহস্র অশ্বমেধ কিংবা অন্যকোন ক্ষেত্রে বায়ুভোজী হইয়া তপস্যা করিলে যে ফল, ক্ষণমাত্রে বিশালায় সেই ফললাভ হয়। এই ক্ষেত্র সত্যযুগে মুক্তিদা, ত্রেতায় যোগসিদ্ধিপ্রদা, দ্বাপরে বিশালা এবং কলিকালে বদরীনামে প্রথিত হইয়াছে। জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয় শরীরেই বাস করে। ইহা জ্ঞানদানে সেই দুই শরীরই নাশ করে বলিয়া বিশালা এইরূপ নাম নিরুক্ত হইয়াছে। এই স্থানে ঋষিসঙ্ঘ বাস করেন। এইক্ষেত্রে একটী বদরী তরু বিরাজিত। এই বদরীতরু হইতে অমৃত ক্ষরিত হয়, এজন্য প্রাজ্ঞগণ এই ক্ষেত্রের নাম বদরী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু যুগভেদে কখন কখন অন্য তীর্থ সকল পরিত্যাগ করেন; কিন্তু হরি এই বদরীতীর্থ কদাচ পরিত্যাগ

৬০ ॥ নদীতীর্থাবগাহেন তপোযোগসমাধিভিঃ। তৎফলং প্রাপ্যতে সম্যগ্বদরীদর্শনাদ্গুহ ॥ ৬১ ॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি যোগাভ্যাসেন যৎফলম্। বারাণস্যাং দিনৈকেন তৎফলং বদরীং গতো ॥ ৬২ ॥ তীর্থানাং বসতির্যত্র দেবানাং বসতিস্তথা। ঋষীণাং বসতির্যত্র বিশালা তেন কথ্যতে ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসহস্রাস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শিবকার্ত্তিকেয় সংবাদে বদরিকাশ্রমস্য সর্ব্বতীর্থাধিকত্ববর্ণনং

নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। কথমেতৎ সমুৎপন্নং কৈর্ব্বা ক্ষেত্রং নিষেবিতম্। কো বা তস্যাধিপঃ স্যাদেতদ্বিস্তরতো বদ ॥ ১ ॥ শিব উবাচ। অনাদিসিদ্ধমেতত্তু যথা বেদা হরেস্তনুঃ। অধিষ্ঠাতা হরিঃ সাক্ষান্নারদাদ্যৈর্নিষেবিতম্ ॥ ২ ॥ পুরা কৃতযুগস্যাদৌ স্বীয়াং দুহিতরং বিধিঃ। রূপযৌবনসম্পন্নাং স তাং যভিতুমুদ্যতঃ ॥ ৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা তাদৃশং রোষাচ্ছিন্নং খড়্গেন পঞ্চধা। চিচ্ছেদাহং কপালং তদ্ব্রহ্মহত্যাসমুদ্যতে ॥ ৪ ॥ হস্তে কৃত্বা ভ্রমামাশু তত্র তীর্থানি সেবিতুম্। দিবি ভূমৌ চ পাতালে তপশ্চরণপূর্ব্বকম্ ॥ ৫ ॥ ন গতা ব্রহ্মহত্যা মে কপালং তাদৃশং করে। তদা বৈকুণ্ঠমগমং দ্রষ্টুং লক্ষ্মীপতিং হরিম্ ॥ ৬ ॥ বিনয়াবনতো ভূত্বা নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ। সর্ব্বমাখ্যাতবাংস্তস্মৈ ব্যসনং করুণাত্মনে ॥ ৮ ॥ তস্যোপদিষ্টমাদায় বদরীং সমুপাগমঃ। তৎক্ষণাদ্ব্রহ্মহত্যা মে বেপমানা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৯ ॥ অন্তর্হিতং কপালং তৎকরাদ্বিগলিতং মম। ততঃ প্রভৃতি তৎক্ষেত্রং পার্ব্বত্যা সহ সাদরম্ ॥ ৯ ॥ তিষ্ঠামি তপ আস্থায় ঋষীণা প্রীতিমাবহন্। বারাণস্যাং যথা প্রীতিঃ শ্রীশৈলশিখরে তথা ॥ ১০ ॥ কৈলাসে শিবয়া সার্দ্ধং ততোঽনন্তগুণ [illegible]। অন্যত্র মরণান্মুক্তিঃ স্বধর্ম্মবিধিপূর্ব্বকাৎ ॥ ১১ ॥ বদরীদর্শনাদেব

করেন না। হে গুহ! তপস্যা, যোগ, সমাধি ও তীর্থনিচয়ে অবগাহন দ্বারা যে ফল হয়, মানব একমাত্র বদরীদর্শনে সম্যক্‌রূপে তাহার তুল্যফল লাভ করে। ষষ্টিসহস্রবর্ষের যোগাভ্যাসে এবং একদিন বারাণসী দর্শনে যে ফল, বদরীপ্রাপ্তিমাত্রেই তাহার তুল্য ফল লাভ হয়। এই ক্ষেত্রে নিখিল তীর্থ, দেবতা ও ঋষিগণ বাস করেন, এইজন্য এই তীর্থ বিশালা নামে বিখ্যাতা। ৫৩—৬৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে গুরো! কিরূপে এই ক্ষেত্র সমুৎপন্ন হইল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই ক্ষেত্রের সেবা করেন এবং এই ক্ষেত্রের অধিপতিই বা কে? বিস্তারক্রমে বর্ণন করুন। শিব বলিলেন,—হে বৎস! বেদসকল যেরূপ হরির শরীর, এই ক্ষেত্রও তদ্রূপ অনাদিসিদ্ধ; ইহার অধিষ্ঠাতা সাক্ষাৎ হরি এবং নারদাদি ঋষিগণ ইহার সেবা করেন। পুরাকালে সত্যযুগের প্রথমে ব্রহ্মা স্বীয় তনুজাকে রূপযৌবনসম্পন্না দেখিয়া মৈথুন করিতে উদ্যত হন, আমি ব্রহ্মার এই দুর্ব্যবহার দেখিয়া রোষপরবশ হই এবং খড়্গদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করি। আমি ব্রহ্মার শিরশ্ছেদন করিলে কপালরূপিণী ব্রহ্মহত্যা আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিল, তখন আমি সত্বর সেই ব্রহ্মকপাল করে লইয়া তীর্থসেবার জন্য বহির্গত হইলাম, তখন আমি কখন স্বর্গে, কখন ভূতলে এবং কখন বা পাতালে তপশ্চরণ ও তীর্থসেবা করিতে লাগিলাম, ব্রহ্মহত্যা আমাকে পরিত্যাগ করিল না। পূর্ব্ববৎ সেই কপাল আমার করেই রহিয়া গেল। তখন আমি রমাপতি হরির সন্দর্শনার্থ বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক বিনয়ে অবনত হইয়া পুনঃপুনঃ নমস্কার করত সেই করুণাত্মার নিকট আমার সমস্ত ব্যসন বিবরণ বিজ্ঞাপন করি। ১—৮। তিনি আমাকে বদরীদর্শনের উপদেশ প্রদান করেন, আমিও তাঁহার উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক বদরীতীর্থে আগমন করি। হে বৎস! আমি যেমন বদরীক্ষেত্রে আগমন করিলাম, ব্রহ্মহত্যাও তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিল এবং মুহুর্মুহু কম্পমানা হইয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল, তখন কপালও আমার কর হইতে স্খলিত হইল। হে তনয়! তদবধি আমি পার্ব্বতীর সহিত সাদরে এই বদরীক্ষেত্রে বাস করত ঋষিগণের প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছি। বারাণসী, শ্রীশৈল এবং শিবার সহিত কৈলাস শৈলে বাস করিলে আমার যেরূপ

মুক্তিঃ পুংসাং করে স্থিতা। হরেশ্চরণসান্নিধ্যং যত্র বৈশ্বানরঃ স্বয়ম্॥ ১২॥ তত্র কেদাররূপেণ মম লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্। কেদারদর্শনাৎ স্পর্শাদর্চ্চনাদ্ভক্তিভাবতঃ॥ ১৩॥ কোটিজন্মকৃতং পাপং ভস্মীভবতি তৎক্ষণাৎ। কলামাত্রেণ তিষ্ঠামি তত্র ক্ষেত্রে বিশেষতঃ॥ ১৪॥ কলা পঞ্চদশৈবাত্র মূর্ত্তিমধ্যে ছ্যবস্থিতম্॥ ১৫॥ জিতকৃতান্তভয়াঃ শিবযোগিনঃ কৃতমৃগাজিনকৃত্তিসুবাসসঃ। বরবিভূতিজটান্বিতভূষণাঃ স্বয়মুপাসত এব জটাধরম্॥ ১৬॥ ফলদলাম্বুসমীরণতোষিতাঃ শিবমনোজিতমৃত্যুপরিশ্রমাঃ। গিরিবরস্থিতনির্জ্জিতমানসাঃ প্রসরনির্ম্মলবুদ্ধিমহোদযাঃ॥ ১৭॥ কমলকোমলকান্তিমুখাম্বুজাঃ শিবকৃপাজিতনির্ভববৈরিণঃ। করধৃতাঞ্জলিমৌলিশিবেক্ষণাঃ শিবমুপাসত এব নিশামুখে॥ ১৮॥ করধৃতজপমালাঃ শান্তিসন্তোষভাজঃ কৃতনতিপরনিত্যাপ্রার্থনাশ্চন্দ্রমৌলৌ। হরচরণসরোজধ্যানবিজ্ঞানমূর্ত্তি-ব্যথিতজনমনোজাঃ সর্ব্বভাবান্বিতাস্তম্॥ ১৯॥ বারাণস্যাং মৃতানাঞ্চ তারকং ব্রহ্মসংজ্ঞকম্। জনানাং পূজনাত্তত্র মম লিঙ্গস্য জায়তে॥ ২০॥ বহ্নিতীর্থং পরিভ্রাজস্তগবচ্চরণান্তিকে। কেদারাখ্যং মহালিঙ্গং দৃষ্ট্বা নো জন্মভাগ্‌ভবেৎ॥ ২১॥ স্কন্দ উবাচ। কথং বৈশ্বানরঃ শ্রীমান সর্ব্বলোকৈককারণম্। বদরীমম্বুসন্তস্থৌ তন্মে বদ মহামতে॥ ২২॥ শিব উবাচ। পুরা সমাজঃ সমভূদৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্। গঙ্গা ভগবতী যত্র কালিন্দ্যা সহ সঙ্গতা॥ ২৩॥ দশাশ্বমেধিকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। বভূব তত্র ভগবান হুতভুক্‌প্রশ্রয়ানতঃ। ঋষীণামগ্রতঃ স্থিত্বা প্রষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ২৪॥ বৈশ্বানর উবাচ। দৃষ্ট্বা দৃষ্টৈকদৃগ্‌জ্ঞানা ভবন্তো ব্রহ্মবিত্তমাঃ। দীনার্থে করুণাপূর্ণা হৃদয়ার্দ্রা দযালবঃ॥ ২৫॥ সর্ব্বদুর্লক্ষণোদ্ভূতপাতকালিপ্তচেতসঃ। কথং স্যান্নিরয়ান্মুক্তির্ব্রুত ব্রহ্মবিত্তমাঃ॥ ২৬॥ সর্ব্বেষামৃষিবর্য্যাণামাজগাম

প্রীতি হয়, এই বদরীতীর্থবাসে আমার তদপেক্ষা অনন্তগুণ অধিক প্রীতি হইয়া থাকে। অন্যান্য তীর্থে স্বধর্ম্মনিরত মানবের বিধিবোধিত মৃত্যু হইলে মুক্তি হয়, কিন্তু বদরীর দর্শনমাত্রেই পুরুষের মুক্তি করস্থা জানিবে। এই ক্ষেত্রে হরির চরণ সান্নিধানে স্বয়ং বৈশ্বানর বিরাজিত। সেই বৈশ্বানর সমীপে কেদাররূপী আমার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভক্তিভাবিত চিত্তে এই কেদারের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনে তৎক্ষণাৎ কোটিজন্মকৃত পাপরাশি ভস্মীভূত হয়। আমি এই ক্ষেত্রে কলামাত্র কাল অবস্থান করি, কিন্তু কেদারমূর্ত্তি মধ্যে পঞ্চদশ কাল্ কাল বাস করিয়া থাকি। যে সকল শিবযোগী যমভয় জয় করিয়াছেন, তাঁহারা মৃগাজিন ও শার্দ্দূলচর্ম্মের উত্তম বসন, এবং বর বিভূতি ও জটা প্রভৃতি উত্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া স্বয়ং জটাধর হরের আরাধনা করেন। ফল, জল, পত্র ও সমীরণ সেবনেই যাঁহারা সন্তোষ লাভ করেন, শিবে ন্যস্তমানস হইয়া যাঁহারা মরণ-ক্লেশ প্রশমিত করিয়াছেন, গিরিবরে বাস করায় যাঁহাদের মন নির্জ্জিত হইয়াছে, নির্ম্মল বুদ্ধির প্রসারে যাঁহারা মহা অভ্যুদয় লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের মুখকমলের কান্তি কমলের ন্যায় কোমল, যাঁহারা শিবকৃপায় সম্পূর্ণরূপে বৈরনির্য্যাতন করিয়াছেন, তাঁহারা অঞ্জলীকৃত-হস্ত মস্তকে শিবকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহাদের করে জপমালা বিলম্বিত, যাঁহারা সতত শান্তি সন্তোষের সেবা করেন, যাঁহারা চন্দ্রমৌলির চরণকমলে নিত্য নতি ও প্রার্থনাপরায়ণ, মনোভবের পরাভবকারী বিজ্ঞানমূর্ত্তি সেই হরের চরণ-সরোজে তাদৃশ ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে একান্ত ধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন। ৯—১৯। বারাণসীতে মৃত্যু হইলে মানবগণের যে মুক্তি হয়, তাহার নাম ব্রহ্মমুক্তি, আমার এই বদরী-সন্নিহিত কেদারলিঙ্গের পূজনেই জনগণের তাদৃশ মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভগবান্ কেদারলিঙ্গের পাদসমীপে বহ্নিতীর্থ সমুদ্ভাসিত। এই মহালিঙ্গ কেদারের দর্শনে আর জন্মভাগী হইতে হয় না। স্কন্দ কহিলেন,—হে মহামতে ! নিখিললোকের একমাত্র কারণ শ্রীমান্ বৈশ্বানর কিজন্য বদরীবনে অবস্থান করিলেন, তৎসমস্ত আমার নিকট বলুন। শিব বলিলেন, হে বৎস! একদা ভগবান্ হুতাশন বদরী-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া ঋষিগণের সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক বিনয়াবনত-মস্তকে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বৈশ্বানর বলিলেন, হে ঋষিসকল! নিরন্তর শাস্ত্র দর্শন করিয়া আপনাদের দৃষ্টি একমাত্র জ্ঞানযোগেই লিপ্ত রহিয়াছে, আপনারা ব্রহ্মবিত্তম; দীনের জন্য আপনাদের করুণাপূর্ণ হৃদয় দয়ায় আর্দ্র হইয়া থাকে এবং আপনারা দয়ালু, হে ব্রহ্মবিদ্বত্তমগণ! নিখিল দুর্লক্ষণোৎপন্ন পাপপুঞ্জে আমার চিত্ত লিপ্ত,

ন্নোবুহঃ। গঙ্গাম্ভসি সমাপ্লুত্য বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ২৭ ॥ ব্যাস উবাচ। অস্ত্যেকঃ পরমোপায়ো ভবতঃ পাপনিষ্কৃতৌ। সর্ব্বভক্ষাখ্যদোষস্য বদরীং শরণং ব্রজ ॥ ২৮ ॥ যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। ভক্তানামপ্যভক্তানামঘহা মধুসূদনঃ ॥২৯॥ তত্র গঙ্গাম্ভসি স্নাত্বা কৃত্বা প্রদক্ষিণাং হরেঃ। দণ্ডবৎ-প্রণিপাতেন সর্ব্বপাপক্ষয়োভবেৎ ॥ ৩০ ॥ ততো ব্যাসমুখাচ্ছ্রুত্বা ঋষীণামনুবাদতঃ। উত্তরাভিমুখো বহ্নির্গন্ধমাদনমাযযৌ ॥ ৩১ ॥ ততো বদরিকাং প্রাপ্য স্নাত্বা গঙ্গাম্ভসি স্বয়ম্। নারায়ণাশ্রমং গত্বা নত্বা প্রোবাচ ভক্তিমান্ ॥ ৩২ ॥ অগ্নিরুবাচ। বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘনং পুরাণং সনাতনং বিশ্বসৃজাং পতিং গুরুম্। অনেকমেকং জগদেকনাথং নমাম্যনন্তা-শ্রিতশুদ্ধবুদ্ধিম্ ॥ ৩৩ ॥ মায়াময়ীং শক্তিমুপেত্য বিশ্ব-কর্ত্তারমুদ্দিশ্য রজোপযুক্তম্। সত্ত্বেন চাস্য স্থিতি-হেতুমুগ্রমুগ্রো তমোমূর্ত্তিপ্রলিপ্তামযীড়ে ॥ ৩৪ ॥ অবিদ্যয়া বিশ্ববিমোহিতাত্মা বিদ্যৈকরূপং বিততং ত্রিলোক্যাম্। বিদ্যাশ্রিতত্বাৎ সকলস্যমীশং স্ববিদ্যয়া জীবমহং প্রপদ্যে ॥ ৩৫ ॥ ভক্তেচ্ছয়াবিষ্কৃতদেহযোগমাত্তোগ-ভোগার্পিতযোগযোগম্। কৌশেয়পীতাম্বরজুষ্টশক্তিং বিচিত্রশক্ত্যষ্টময়েষ্টমীড়ে ॥ ৩৬ ॥ অথ প্রসন্নো ভগবান্ স্তুতঃ সর্বেহৃদি স্থিতঃ। প্রোবাচ মধুরং বাক্যং পাবকং পাবনার্থিনম্ ॥ ৩৭ ॥ শ্রীনারায়ণ উবাচ। বরং ব্রূহি ভদ্রন্তে বরদোঽহমুপাগতঃ। স্তবেনানেন তুষ্টোঽস্মি বিনয়েন তবানঘ ॥ ৩৮ ॥ অগ্নিরুবাচ। জ্ঞাতং ভগবতা সর্ব্বং যদর্থমহমাগতঃ। তথাপি কথয়াম্যেতদীশ্বরাজ্ঞানুপালনম্ ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বভক্ষ্যো ভবাম্যেব নিষ্কৃতিস্য কথং ভবেৎ। অত্যন্তভয়-সম্পত্তিরেতস্মাজ্জায়তে মম ॥ ৪০ ॥ শ্রীনারায়ণ উবাচ। ক্ষেত্রদর্শনমাত্রে প্রাণিনাং নাস্তি পাতকম্।

এক্ষণে, নরক হইতে কিরূপে আমার মুক্তি হইবে? অনন্তর সেই সকল প্রধান প্রধান মুনি-গণের মধ্য হইতে গঙ্গাজলাপ্লুতদেহ মুনিবর ব্যাস বৈশ্বানরের প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে বৈশ্বানর! আপনার পাপ নিষ্কৃতির এক পরম উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আপনি বদরীর শরণ গ্রহণ করুন, তবেই আপনার সর্ব্ব-ভক্ষনামক দোষের উপশম হইবে। যে স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবদেব জনার্দ্দন বিরাজ করেন এবং সেই মধুসূদন কি অভক্ত, কি ভক্ত, সকলেরই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন; আপনি তথায় গমন-পূর্ব্বক জাহ্নবীজলে স্নান, হরির প্রদক্ষিণ এবং তাঁহার চরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করুন। এইরূপ করিলেই আপনার সকল পাপ ক্ষয় হইবে। অনন্তর বৈশ্বানর ব্যাসের মুখে এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঋষিগণের অনুমোদনক্রমে উত্তরাভিমুখ হইয়া গন্ধমাদনে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে বদরিকা-শ্রমে উপনীত হইয়া গঙ্গাজলে স্নান করত নারায়ণা-শ্রমে গমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন। অগ্নি বলিলেন,—যিনি বিশুদ্ধ, বিজ্ঞানঘন, পুরাণ, সনাতন, প্রজাপতিপতি, গুরু, অনেক, এক, জগতের একমাত্র নাথ, অনন্ত, আশ্রয় ও শুদ্ধবুদ্ধি,—আমি সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যিনি বিশ্ব নির্ম্মাণের উদ্দেশে স্বীয় মায়াময়ী শক্তির আশ্রয়ে রজোযুক্ত হইয়াছেন, যিনি পালনের জন্য যাঁহার সত্ত্বমূর্ত্তির বিকাশ এবং সেই বিশ্বের গ্রাসের জন্যই যিনি পুনরায় উগ্র তমোমূর্ত্তি অব-লম্বন করেন, আমি সেই বিষ্ণুকে পূজা করি। যিনি অবিদ্যাদ্বারা বিশ্ব বিমোহিত করেন, ত্রিলোকে যাঁহার একমাত্র বিদ্যারূপ বিস্তৃত, বিদ্যার আশ্রয়ে যাঁহার সর্ব্বজ্ঞ ঈশমূর্ত্তি প্রকটিত এবং অবিদ্যাদ্বারা যিনি জীবরূপে প্রতিভাত হন, আমি সেই বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হই। যিনি ভক্তের ইচ্ছায় দেহযোগের আবিষ্কার করেন, এবং ভক্তের ইচ্ছাতেই জাগতিক বিষয়-সমূহের ভোগ ব্যাপারে অত্যাসক্তি প্রকাশ করেন; যিনি কৌশেয় পীতবসনধারী ও শক্তির সহিত মিলিত এবং যিনি বিচিত্র অষ্টশক্তিময়, আমি সেই ইষ্টদেবকে স্তব করি। অনন্তর সর্ব্বভূতের দেহবিহারী প্রসন্নাত্মা ভগবান্ এইরূপে স্তুত হইয়া পাবনার্থী পাবককে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন,—হে অনঘ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বরদরূপে সমাগত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর। অগ্নি উত্তর করি-লেন,—হে ভগবন্! যদিও আপনি সমস্তই জানিতে পারিতেছেন যে, কি জন্য আমি উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করা আমার উচিত; এই কর্ত্তব্যবোধে বলিতেছি—হে বিভো! আমি যদি সর্ব্বভক্ষ্যই হইলাম, তবে আমার নিষ্কৃতি কিরূপে হইবে? এজন্য আমার অত্যন্ত ভীতি জন্মিতেছে। নারায়ণ কহিলেন,—হে অগ্নে! এই ক্ষেত্রদর্শন মাত্রেই প্রাণিগণের পাতক বিনষ্ট হইবে,

মৎপ্রসাদাৎ পাতকন্তু ত্বয়ি মাস্তু কদাচন ॥ ৪১ ॥ ততঃ প্রভৃতি ভূতাত্মা পাবকঃ সর্ব্বতো ভূশম্। কলয়াবস্থিতশ্চাত্র সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪২ ॥ য এতৎ প্রাতরুত্থায় শৃণোতি শ্রাবয়েচ্ছুচিঃ। অগ্নিতীর্থকৃতস্নানফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽগ্নিকৃতভগবৎস্তুতিবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। ভগবন্ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ। অগ্নিতীর্থস্য মাহাত্ম্যং কৃপয়া বদ মে পিতঃ ॥ ১ ॥ শিব উবাচ। অতিগুহ্যতমং তীর্থং সর্ব্বতীর্থনিষেবিতম্। সঙ্ক্ষেপাৎ কথয়াম্যেতত্ত্বাদরবশাদহম্ ॥ ২ ॥ মহাপাতকিনো যে চ অতিপাতকিনস্তথা। স্নানমাত্রেণ শুধ্যন্তি বিনায়াসেন পুত্রক ॥ ৩ ॥ প্রায়শ্চিত্তেন যৎ পাপং ন গচ্ছেন্মরণান্তিকম্। স্নানমাত্রেণ তীর্থস্য পাবকস্য বিশুধ্যতি ॥ ৪ ॥ অত্যন্তমলসম্বদ্ধং যথা শুদ্ধ্যতি হাটকম্। তথাগ্নি-

---

আর আমার অনুগ্রহে কদাচ তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না। হে স্কন্দ! তদবধি ভূতাত্মা পাবক সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত হইয়া পূর্ণকলায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। যে শুচি মানব প্রভাতে শয্যাপরিত্যাগানন্তর এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, নিঃসংশয়ে তাহার অগ্নিতীর্থস্নানের ফললাভ হয়। ২০—৪৩।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

স্কন্দ বলিলেন,—হে পিতঃ! আপনি নিখিল প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং সকল ধর্ম্মে বিশারদ; হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট অগ্নিতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। শিব বলিলেন,—নিখিল তীর্থই এই অগ্নিতীর্থের সেবা করে, এবং ইহা অতিগুহ্য; তোমার আদরবশত আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি। হে পুত্রক! কি মহাপাতকী কি উপপাতকী এই অগ্নিতীর্থে স্নানমাত্রেই বিনায়াসে শুদ্ধিলাভ করে। মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যে পাতক দূর হয় না, অগ্নিতীর্থে স্নান মাত্রেই সে পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত মল-

তীর্থমাসাদ্য দেহী পাপৈর্বিশুদ্ধ্যতি ॥ ৫ ॥ কুশাগ্রেণোদবিন্দুঞ্চ পীত্বা বর্ষত্রয়ং নরঃ। অন্যক্ষেত্রে তপঃ কৃত্বা তদত্র স্নানমাত্রতঃ ॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাস্মিন্ যথাবিভবসম্ভবৈঃ। দরিদ্রতা কুলে তেষাং ন কদাচিৎ প্রজায়তে ॥ ৭ ॥ উপবাসেন যঃ প্রাণান্ বহ্নিতীর্থে ত্যজেন্নরঃ। স ভিত্ত্বা সূর্য্যলোকাদীন্ বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে ॥ ৮ ॥ চান্দ্রায়ণসহস্রৈশ্চ কৃচ্ছ্রৈঃ কোটিভিরেব চ। যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তৎস্নানাদ্বহ্নিতীর্থতঃ ॥ ৯ ॥ পঞ্চধা যে প্রকুর্ব্বন্তি পাপমস্মিন্ ষড়ানন। জপেন পবনায়ামৈর্বিশুদ্ধিরিতি মে মতিঃ ॥ ১০ ॥ জ্ঞানেন মোহবশতঃ পাপং কুর্ব্বন্তি যেঽধমাঃ। পৈশাচীং যোনিমায়ান্তি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১১ ॥ অনাশ্রমী চাশ্রমী বা যাবদ্দেহস্য ধারণম্। ন তীর্থে পাবকে কুর্য্যাৎ পাতকং বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১২ ॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ সন্ধ্যা দেবার্চ্চনং তথা। অন্যানন্তগুণং প্রোক্তমস্যতীর্থাৎ ষড়ানন ॥ ১৩ ॥ বহূনি সন্তি তীর্থানি পাবনানি মহান্ত্যপি। বহ্নিতীর্থসমং

যুক্ত সুবর্ণ যেরূপ অগ্নিসংযোগে বিশুদ্ধি লাভ করে, দেহী তদ্রূপ অগ্নিতীর্থে আগমন করিলে সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। ১—৫। মানব কুশাগ্র দ্বারা জলবিন্দুমাত্র পান করিয়া অন্য তীর্থে তপস্যা করিলে যে ফল লাভ করে, এই অগ্নিতীর্থে অবগাহন করিলে তাহার তুল্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই তীর্থে বিভবানুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাহার বংশে কদাচ দারিদ্র্য হয় না। যে মানব বহ্নিতীর্থে উপবাস দ্বারা তনুত্যাগ করে, সে সূর্য্যলোকাদি ভেদ করিয়া বিষ্ণুলোকে চলিয়া যায়। সহস্র চান্দ্রায়ণ ও কোটি কৃচ্ছ্রব্রত করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, অগ্নিতীর্থে স্নান মাত্রে তাহার তুল্য ফল লাভ হয়। হে ষড়ানন! যাহারা পঞ্চবিধ পাপ করে, আমার মনে হয়, এই অগ্নিতীর্থে প্রাণায়ামপূর্ব্বক জপ করিলে তাহারা বিশুদ্ধি লাভ করে। মোহবশতঃ যে সকল অধম মানব জ্ঞানপূর্ব্বক পাপ করে, তাহারা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল পর্য্যন্ত পিশাচযোনি প্রাপ্ত হয়। অনাশ্রমী কিংবা আশ্রমী যতদিন দেহ ধারণ করে, তাহারা এই অগ্নিতীর্থে বুদ্ধিপূর্ব্বক যেন কোন পাতক করে না। হে ষড়ানন! অন্য তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম, সন্ধ্যা এবং দেবপূজা করিলে যে ফল হয়, এই তীর্থে ঐ সকল কৃত হইলে তাহার অনন্তগুণ অধিকফল [illegible]। এবিশ্বে বহু শ্রেষ্ঠ পূততীর্থ আছে, কিন্তু বহ্নি-

তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ ন ব্রহ্মা ন শিবঃ শেষো ন দেবা ন চ তাপসাঃ। শক্নুবন্তি ফলং স্নানং বক্তুং পাবকতীর্থজম্ ॥ ১৫ ॥ কিং তেষাং বহুভির্যজ্ঞৈঃ কিং দানৈর্নিয়মৈর্যমৈঃ। যেষাং পাবকতীর্থেঽস্মিন্ স্নানং দশদিনং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ উপবাসেন যঃ প্রাণান্ বহ্নিতীর্থে জয়েন্নরঃ। উপবাসত্রয়ং কৃত্বা পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্। নরঃ পাবকতীর্থেঽস্মিন্ স ভবেৎ পাবকোপমঃ ॥ ১৭ ॥ শিলাপঞ্চকমধ্যস্থং সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ। তত্রৈব পাবকং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৮ ॥ স্কন্দ উবাচ। কথং তত্র শিলাঃ পঞ্চ কেন বা তত্র নির্ম্মিতাঃ। কিং পুণ্যং কিং ফলং তাসাং বক্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ১৯ ॥ শিব উবাচ। নারদী নারসিংহী চ বারাহী গারুড়ী তথা। মার্কণ্ডেয়ীতি বিখ্যাতাঃ শিলাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাঃ ॥ ২০ ॥ নারদো ভগবাংস্তেপে তপঃ পরমদারুণম্। দর্শনার্থং মহাবিষ্ণোঃ শিলায়াং বায়ুভোজনঃ ॥ ২১ ॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি শিলায়াং বৃক্ষবৃত্তিমান্। তদাসৌ ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্র ব্রাহ্মণরূপধৃক্ ॥ ২২ ॥ জগাম পুরতস্তস্য কৃপয়া মুনিসত্তমম্। উবাচ বচনং চারু কিমিতি ক্লিশ্যতে হ্যযে। বা তবেপ্সিতং ব্রূহি তপসা ক্ষীণকল্মষ ॥ ২৩ ॥ নারদ উবাচ। কো ভবান্ বিজনেঽরণ্যে মমানুগ্রহতৎপরঃ। মনঃ প্রসন্নতামেতি দর্শনাত্তে দ্বিজোত্তম ॥ ২৪ ॥ ইত্যুক্তো নারদেনাসৌ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। পীতাম্বরলসৎপদ্মবনমালাবিভূষণঃ ॥ ২৫ ॥ শ্রীবৎসকৌস্তুভভ্রাজৎকমলাবিমলালয়ঃ। সুনন্দনপ্রমুখ্যৈঃ স স্তূয়মানো জনার্দ্দনঃ ॥ ২৬ ॥ দর্শয়ামাস রূপং স্বং নারদায় কৃপার্দ্দিতঃ। তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় তনুং প্রাণ ইবাগতঃ ॥ ২৭ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ। তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা জগতামীশ্বরেশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥ নারদ উবাচ। যঃ সর্ব্বসাক্ষী জগতামধীশ্বরো ভক্তেচ্ছয়া জাতশরীরসম্পদঃ। কৃপামহাম্ভোনিধিরাশ্রিতানাং প্রসীদতাং পাবনদিব্যমূর্ত্তিঃ ॥ ২৯ ॥ হিতায় লোকস্য [illegible]ভাং পুনর্ম্মনঃ-সুতোষণায়-

---

তীর্থের তুল্য হয়ও নাই, হইবেও না। ব্রহ্মা, শিব, শেষনাগ, দেব এবং ঋষিগণ কেহই বহ্নিতীর্থের ফল বলিতে সমর্থ নহেন। যাহারা অগ্নিতীর্থে দশদিন স্নান করিয়াছে, তাহাদের বহুযজ্ঞ ও অনেক দান নিয়ম করিয়া কি হইবে? যে নর বহ্নিতীর্থে উপবাসদ্বারা প্রাণজয় বা উপবাসত্রয় করিয়া জনার্দ্দনের পূজা করে, সে অনলতুল্য হয়। অত্রত্য শিলাপঞ্চকের মধ্যে নিত্যই হরির সান্নিধ্য আছে। এবং সেইখানেই সর্ব্বপাপপ্রণাশন পূত পাবকতীর্থ স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পিতঃ! কিজন্য তথায় শিলাপঞ্চক প্রতিষ্ঠিত, কে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে? ঐ শিলাপঞ্চকের কি পুণ্য ফল? আমার নিকট এই সকল বলুন। শিব বলিলেন,—শিলাপঞ্চকের নাম শ্রবণ কর;—নারদী, নারসিংহী, বারাহী, গারুড়ী এবং মার্কণ্ডেয়ী—এই বিখ্যাত পঞ্চ শিলা এবং এই শিলাপঞ্চক সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। ভগবান্ নারদ মহাবিষ্ণুর দর্শন মানসে বায়ুভোজী ও ফলাহারী হইয়া এই শিলায় ষষ্টিসহস্র বৎসর দুষ্কর তপস্যা করেন; তখন ভগবান্ বিষ্ণু মুনির প্রতি কৃপা [illegible] তাঁহার সমীপে উপনীত হন; [illegible] মনোহর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন,—হে ঋষে! আপনি কিজন্য ক্লেশ করিতেছেন? হে মুনে! তপস্যায় আপনার পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, আপনার অভীষ্ট কি বলুন। নারদ উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আপনার দর্শনে আমার মন প্রসন্ন হইয়াছে, এই নির্জ্জন অরণ্যে কে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহতৎপর হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন? ৬—২৪। নারদ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই দ্বিজরূপী হরি দেখিতে দেখিতে রূপান্তরিত হইলেন। তিনি করে শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিলেন; তিনি পীতাম্বর এবং উজ্জ্বল কমল ও বনমালায় বিভূষিত হইলেন; শ্রীবৎস কৌস্তভাদি তাঁহার হৃদয়ে শোভিত হইতে লাগিল; কমলাদেবী তাঁহার বিমল দেহালয়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং সেই জনার্দ্দন সনন্দাদি যোগিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইলেন। কৃপান্বিত নারায়ণ ব্রাহ্মণ বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক নারদকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন। নারদ সহসা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার দেহে প্রাণ যেন পুনঃ ফিরিয়া আসিল, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ নমস্কার পূর্ব্বক জগতের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর সেই হরির সম্মুখে প্রণিপাতপুরঃসর স্তব করিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—যিনি সর্ব্বসাক্ষী ও জগতের অধীশ্বর; ভক্তের ইচ্ছায় যিনি শরীরসম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি আশ্রিতগণের কৃপাম্বুনিধি, সেই পূত দিব্যমূর্ত্তি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি ত্রিলোকের হিতের জন্য ও

চিরস্থংকলাদিভিঃ। প্রসন্নলীলাহাসভাবলোকনঃ প্রসীদতাং সত্ত্বনিকায়মূর্ত্তিমান্ ॥ ৩০ ॥ কন্দর্পলাবণ্যবলাসসুন্দরঃ প্রসন্নগম্ভীরগিরেন্দিরোৎসবঃ। স্বমাশ্রিতানাং বরকল্পপাদপঃ প্রসীদতাং দীনদয়ার্দ্রমানসঃ ॥ ৩১ ॥ যদঙ্ঘ্রি পদ্মার্চ্চননির্ম্মলান্তরা জ্ঞানাসিনা শাতিতবন্ধহেতবঃ। বিদন্তি যদ্ব্রহ্মসুখং গতক্রমাঃ প্রসীদতাং দীনদয়ার্দ্রমানসঃ ॥ ৩২ ॥ সংসারবারান্নিধিবদ্ধসেতুর্যঃ সৃষ্টিপালান্তবিধানহেতুঃ। উপাত্তনামা গুণলব্ধমূর্ত্তিঃ প্রসীদতাং ব্রহ্মসুখানুভূতিঃ ॥ ৩৩ ॥ য ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিতভূতসূক্ষ্মাদ্বিকাসহেতুর্হ্যতিমত্ত্বরিষ্ঠঃ। জীবাত্মতাং গচ্ছতি ময়য়া স্বয়া স এক ঈশো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ৩৪ ॥ স্বদৃগ্ গুণৈর্যেন বিলিপ্যতে মহান্ গুণাশ্রয়ং যেন চ পাঞ্চভৌতিকম্। একোঽপি নানাগুণসম্প্রযুক্তঃ প্রসীদতাং দীনদয়ালুবর্য্যঃ ॥ ৩৫ ॥ যৎপাদানুবর্ত্তিনো দেবা বিপদাং পদমম্বুধিম্। কৃত্বা বৎসপদং স্বর্গে নিরাতঙ্কা বসন্তি বৈ ॥ ৩৬ নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ৩৭ ॥ অদ্য মে জীবিতং ধন্যমদ্য মে সফলং তপঃ। অদ্য মে সফলং জ্ঞানং দর্শনাত্তে জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। তুষ্টোঽহং তপসানেন স্তোত্রেণ তব নারদ। ত্বত্তো ভক্তো ন মে কশ্চিত্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ৩৯ ॥ বরং বরয় ভদ্রন্তে বরদোঽহং তবাগতঃ। মদ্দর্শনাত্তে কামঃ স্যাৎ সংসিদ্ধো বিদ্ধি নারদ ॥ ৪০ ॥ নারদ উবাচ। বরদো যদি মে দেব বরার্হো যদি বাপ্যহম্। ভক্তিং তব পদাম্ভোজে নিশ্চলাং দেহি মে বিভো ॥ ৪১ ॥ মচ্ছিলাসন্নিধানঞ্চ ন ত্যাজ্যন্তে কদাচন। মত্তীর্থদর্শনাৎ স্পর্শাৎ স্নানাদাচমনাত্তথা। দেহৈর্ন যুজ্যতে দেযস্তৃতীয়স্তু বরো মম ॥ ৪২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। এবমস্তু তব স্নেহাত্তব তীর্থে বসাম্যহম্। চরাচরাণাং জন্তূনাং বিদেহায় ন

সাধুসমূহের সন্তোষার্থ অচিরে স্বীয় কলাদিসহ প্রাদুর্ভূত হন এবং হাস্যলীলায় যাঁহার দর্শন প্রসন্ন, সেই সত্ত্বমূর্ত্তি আমার প্রতি প্রীত হউন। যাঁহার লাবণ্য বিলাস মদনের ন্যায় সুন্দর, যিনি প্রসন্ন ও গম্ভীর-বাক্যে কমলার উৎসব আপাদান করেন এবং যিনি স্বীয় আশ্রিতগণের কল্পপাদপ স্বরূপ সেই দীনদয়ার্দ্রহৃদয় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার পাদপদ্মের পূজায় মানবগণ নির্ম্মলহৃদয় হইয়া জ্ঞানাস্ত্রে সমস্ত বন্ধন ছেদন করেন এবং যাঁহাকে জানিতে পারিলে অবসাদ দূরীভূত ও ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, সেই দীনদয়ার্দ্রহৃদয় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। সংসারসাগরের যিনি সেতুস্বরূপ, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার বিধান করেন, যিনি সত্ত্বাদি গুণানুসারে ব্রহ্মাদি নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং যাঁহাতে ব্রাহ্মসুখের অনুভূতি হয়, সেই দয়ার্দ্র-মূর্ত্তি প্রসন্ন হউন। যিনি ইন্দ্রিয়াদিতে সূক্ষ্ম-ভূতরূপে অধিষ্ঠিত হন, আবার জগৎ বিকাশের জন্য যিনি শ্রেষ্ঠ তেজোরূপে উদ্দিত্ হইয়া থাকেন, যিনি স্বীয়মায়া দ্বারা জীবরূপ ধারণ করেন এবং যিনি একমাত্র ঈশ সেই ভগবান্ ঈশ, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। গুণসাম্যে যাঁহার সহিত মহান বিলীন হয়, আর গুণনিচয়কে আশ্রয় করিয়া যিনি পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টি করেন এবং যিনি এক হইয়াও নানারূপে সম্যক্ প্রযুক্ত হন, সেই দীনদয়ালশ্রেষ্ঠ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার অনুবর্ত্তী দেবগণ বিপৎসাগরকেও বৎসপদের ন্যায় মনে করিয়া নিখিল আতঙ্ক দূর করত স্বর্গে বাস করিতেছেন, তিনি সর্ব্বভূতাত্মা; আমি সেই বাসুদেব এবং সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার করি। ২৫—৩৭। হে জনার্দ্দন! আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি, অতএব আমার জীবন, তপস্যা এবং জ্ঞান সকলই ধন্য হইল। ব্রাহ্মণের স্তব শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন,—হে নারদ! তোমার তপস্যায় ও স্তবে আমি প্রীত হইয়াছি, ত্রিলোক মধ্যে তোমার মত শ্রেষ্ঠ ভক্ত আমার আর দ্বিতীয় নাই। তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমায় বর দিবার জন্য সমাগত হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর। হে নারদ! আমার দর্শনে তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, জানিবে। নারদ বলিলেন,—হে দেব! আপনি যদি আমাকে বরদান করিতেই আসিয়া থাকেন, আর আমি যদি বর গ্রহণের উপ-যুক্ত পাত্রই হই; হে বিভো! তবে আপনার পাদপদ্মে আমার নিশ্চলা ভক্তি প্রদান করুন; ইহা প্রথম বর; আর দ্বিতীয় বর,—আপনি কদাচ যেন আমার শিলার সান্নিধ্য পরিত্যাগ না করেন, এবং তৃতীয় বর,—আমার এই তীর্থের দর্শন, স্পর্শন ও এখানে স্নান ও আচমন করিলে মানবগণ যেন শরীর ধারণ না করে। ভগবান্ বলিলেন,—নারদ! তাহাই হউক, তোমার স্নেহে আমি এই তীর্থে বাস করিব, চরাচর সমস্ত জীবই এই তীর্থের দর্শনাদিতে মুক্তি

সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ এবমুক্ত্বা হরিঃ সাক্ষাত্তত্রৈবান্তর্দধীয়ত। নারদোঽপি মহাতেজা দিনানি কতিচিৎ স্থ। বদরীমাবসন্ হৃষ্টো যযৌ মধুপুরীং ততঃ ॥৪৪ স্কন্দ উবাচ। মার্কণ্ডেয়শিলায়াস্ত মহিমানং বদস্ব মে। কিং পুণ্যং কিং ফলং তস্যাঃ সংজ্ঞা চ তাদৃশী কথম্ ॥ ৪৫ ॥ শিব উবাচ। পুরা ত্রেতাযুগস্যান্তে মৃকণ্ডুতনয়ো মহান্। স্বল্পায়ুষং নিজং জ্ঞাত্বা জজাপ পরমং জপম্ ॥ ৪৬ ॥ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পূজিতো হরিরব্যয়ঃ। সপ্তকল্পায়ুষং জ্ঞাত্বা ত[illegible] স্তুরিতো যযৌ ॥ ৪৭ ॥ মার্কণ্ডেয়স্ততঃ কৃত্বা তীর্থাটনপরিশ্রমম্। দর্শনং নারদস্যাসীন্মথুরায়াং হ[illegible] ॥ ৪৮ ॥ পূজিতো বন্দিতস্তেন নারদো মুনিসত্তমঃ। কথয়ামাস মাহাত্ম্যং বদর্য্যা যত্র কেশবঃ ॥ ৪৯ ॥ নারদ উবাচ। কিমিতি ক্লিশ্যতে সাধো তীর্থাটনপরিশ্রমৈঃ। বদরর্য্যাখ্যং মহাক্ষেত্রং সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ ৫০ ॥ তত্র যাহি যত্র সাক্ষাদ্ধরিং পশ্যসি চক্ষুষা। তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়োপেতো বিশালামাযযাবৃষিঃ ॥ ৫১ ॥ স্নাত্বা শিলামুপবিশন্ জজাপাষ্টাক্ষরং পরম্। ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ত্রিরাত্র্যন্তে জনার্দ্দনঃ ॥ ৫২ ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিভূষণম্। তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রেমগদ্গদয়া গিরা। তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা মার্কণ্ডেয়ো জনার্দ্দনম্ ॥ ৫৩ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। অশাশ্বতে চ সংসারে সারে তে চরণাম্বুজে। সমুদ্ধারঃ কথং নৃণাং ত্রাহি মাং পরমেশ্বর ॥ ৫৪ ॥ তাপত্রয়পরিশ্রান্তমনেকাজ্ঞানজৃম্ভিতম্। সংসারকুহরে ভ্রান্তং ত্রাহি মাং কৃপয়াচ্যুত ॥ ৫৫ ॥ অনেকযোনিযন্ত্রেষু নিঃসৃতেস্তনুবেদনাম্। গর্ভবাসকৃতাং প্রাপ্তং ত্রাহি মাং করুণাম্বুধে ॥ ৫৬ ॥ কৃমিভক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং ক্ষুৎপিপাসাকুলঞ্চ হি। আন্ত্রমালাকুলে গর্ভে ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫৭ ॥ অমেধ্যাদিভিরালিপ্তং নিশ্চেষ্টশ্রমমাকুলম্। স্মরন্তং নিজকর্ম্মৌঘং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫৮ ॥ বচনা[illegible] ননিঃশ্বাসাশক্তং ভয়-

---

লাভ করিবে, সংশয় নাই। অনন্তর হরি এইরূপ বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন, মহাতেজা নারদও হৃষ্টান্তঃকরণে সেই বদরীবনে কতিপয় দিবস [illegible] করিয়া মধুপুরে প্রস্থান করিলেন। স্কন্দ কহিলেন, হে পিতঃ। আমার নিকট মার্কণ্ডেয়শিলার মাহাত্ম্য বর্ণন করুন, ঐ শিলায় কি ফল, কি পুণ্য এবং ঐরূপ নামেরই বা কারণ কি? শিব বলিলেন,—পুরাকালে ত্রেতাযুগের অবসানে মহান মৃকণ্ডুনন্দন মার্কণ্ডেয় স্বীয় আয়ু অল্প জানিয়া পরম মন্ত্র জপ করেন। তিনি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে অব্যয় হরির পূজা করিয়া সপ্তকল্প আয়ু লাভ করত তথা হইতে চলিয়া যান। হে ষড়ানন। অনন্তর মার্কণ্ডেয় তীর্থপর্য্যটনের শ্রমের বিষয় আলোচনা করিয়া মথুরায় গমন করেন এবং তথায় নারদের দর্শন লাভ করত সেই মুনিসত্তমের পূজা ও বন্দনা করেন। নারদ মথুরায় অবস্থানপূর্ব্বক হরির আবাস বদরীতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তিনি মার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে সাধো! তুমি তীর্থাটনপরিশ্রমে কেন ক্লিষ্ট হইতেছ? বদরীনামক মহাক্ষেত্রে সন্নিধানে হরি নিত্য বিদ্যমান। সেই বদরীবনে গমনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ হরিকে চক্ষু দ্বারা দর্শন কর। মুনি মার্কণ্ডেয় দেবর্ষি নারদের বাক্যে বিস্মিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বিশাল বদরীক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া শিলায় উপবেশন করত অষ্টাক্ষর পরম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রজনীত্রয় অতীত হইলে ভগবান্ জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া মার্কণ্ডেয়সমীপে উপনীত হইলেন।৩৮—৫২। মার্কণ্ডেয় জনার্দ্দনের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-শোভিত ও বনমালাবিলম্বিত রূপরাশি দর্শন করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন, এবং প্রণত হইয়া প্রেমগদগদ বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই অনিত্য সংসারে আপনার পাদপদ্মই একমাত্র সার। সংসাররত নরগণের কিরূপে উদ্ধার হইবে? হে পরমেশ্বর। আমাকে ত্রাণ করুন। হে অচ্যুত। আমি এই সংসারকুহরে পড়িয়া ভ্রান্ত বুদ্ধিবশে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে পরিশ্রান্ত ও অনেকরূপ অজ্ঞানে বিজৃম্ভিত হইয়াছি, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ করুন। হে করুণানিধে। আমি অনেক যোনিযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভবাসক্লেশ ও পরে নির্গমনের বেদনা অনুভব করিয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি যখন নাড়ীমালাকুল গর্ভে বাস করিয়াছি, তখন আমি ক্ষুধায় পিপাসায় আকুল হইলেও কৃমিকুল আমার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিয়াছে; হে মধুসূদন! আমাকে ত্রাণ করুন। গর্ভবাস সময়ে আমার কোনই চেষ্টা ছিল না, তথাপি আমি শ্রমাকুল হইয়াছি। যখন অতি অপবিত্র মলমূত্রাদিতে আমার সকল শরীর লিপ্ত হইয়াছিল, তখন আমি কেবল আমার নিজকর্ম্ম স্মরণ করিয়াছি, হে মধু-

দুর্গাগতম্। গর্ভবাসমহাদুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫৯॥ জরামরণবাল্যাদিদুঃখসংসারপীড়িতম্। দুঃখাব্ধৌ সুখবুদ্ধিং মাং কৃপাসিন্ধো প্রপালয় ॥ ৬০ ॥ কদাচিৎ ক্রমিতাং প্রাপ্তং কদাচিৎ স্বেদজন্মিতাম্। কদাচিদুদ্ভিজ্জত্বঞ্চ কদাচিন্নরতাং গতম্ ॥ ৬১ ॥ সর্ব্বযোনিসমাপন্নং বিপন্নং বিগতপ্রভম্। অনাথং ত্বাং সমাপন্নং ত্রাহি মাং কৃপয়াচ্যুত ॥ ৬২ ॥ এবং স্তুতস্ততঃ কৃষ্ণো মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা। প্রীতস্তমাহ বিপ্রর্ষে বরং মে ব্রিয়তামিতি ॥ ৬৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। যদি তুষ্টো ভবান্মহ্যং ভগবন্ দীনবৎসল। নিশ্চলাং দেহি মে ভক্তিং পূজায়াং দর্শনে তব। শিলায়াং তব সান্নিধ্যমেষ এব বরো মম ॥ ৬৪ ॥ সূত উবাচ। তথেত্যুক্ত্বা মহাবিষ্ণুর্যথাবন্তর্হিতঃ দ্বিজ। মার্কণ্ডেয়স্ততস্তুষ্টো জগাম পিতুরাশ্রমম্ ॥৬৫॥

উপাখ্যানমিদং পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে গতিম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অগ্নিতীর্থনারদশিলামার্কণ্ডেয়শিলা-মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। বৈনতেয়শিলায়াস্ত মাহাত্ম্যং বদ মে পিতঃ। কিং পুণ্যং কিং ফলং চাস্য অনুভাবশ্চ কিং ভবেৎ ॥ ১ ॥ শিব উবাচ। কশ্যপাদ্বিনতা-গর্ভে মহাবলপরাক্রমৌ। গরুড়াকণৌ প্রজাতৌ দ্বাবরুণঃ সূর্য্যসারথিঃ ॥ ২ ॥ বদর্য্যা দক্ষিণে ভাগে গন্ধমাদনশৃঙ্গকে। গরুড়স্তপ আতেপে হরিবাহন-কাম্যয়া ॥ ৩ ॥ ফলমূলজলাহারো নির্দ্বন্দ্বো জপ-তাংবরঃ। পদৈকেনোপসংক্রম্য ভুবি জেপে নিরা-ময়ঃ ॥৪॥ ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি হরিদর্শনলালসঃ। ততস্তু ভগবান্ সাক্ষাৎ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ॥ ৫ ॥ আবি-রাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ। উবাচ বচনং

সূদন! আমাকে ত্রাণ করুন। গর্ভবাসে পরি-ত্তাষণ, আদান বা নিশ্বাসত্যাগসামর্থ্য থাকে না, সর্ব্বদা ভীত হইয়া বাস করিতে হয়; হে মধু-সূদন! গর্ভবাসে অতীব দুঃখ, আমাকে ত্রাণ করুন। জরা, মরণ ও বাল্যাদি দুঃখে সংসার অতীব দুঃখময়; কিন্তু সেই ক্লেশ বহুল সংসারসাগরে আমার সুখবুদ্ধি হইয়াছে; হে কৃপাসিন্ধো! আমাকে রক্ষা করুন। আমি কখ-নও ক্রমিযোনি, কখন স্বেদজজন্ম, কদাচিৎ উদ্-ভিদ্‌যোনি এবং কখন নরদেহ এইরূপে সর্ব্ববিধ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছি, আমার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে; হে অচ্যুত! আমি অনাথ হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে ত্রাণ করুন। ধীমান্ মুনি মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে স্তুত হইয়া প্রীতি-প্রসন্নহৃদয়ে তাঁহাকে বলিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দীনবৎসল! আপনি যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন হে ভগবন্! আমি যেন আপনার পূজা ও দর্শন করিতে পারি, আমাকে এইরূপ ভক্তি দান করুন। আমার এই শিলায় আপনার সান্নিধ্য হউক, এক্ষণে ইহাই আমার অভীষ্ট বর। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজ! ভগবান্ মহাবিষ্ণু 'তাহাই হউক' এইরূপ কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মুনি মার্কণ্ডেয়ও তখন হৃষ্ট হইয়া তাঁহার পিতার আশ্রমে গমন

করিলেন। এই পুণ্য উপাখ্যান শ্রবণে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। যে মানব এই উপাখ্যান শ্রবণ করে বা অপরকে শ্রবণ করায়, তাহার গোবিন্দে গতি লাভ হয়। ৫৩—৬৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে পিতঃ! বৈনতেয়-শিলার মাহাত্ম্য বর্ণন করুন; এই শিলার ফল, প্রভাব ও পুণ্য কিরূপ? শিব বলিলেন,—কশ্যপের ঔরসে ও বিনতার গর্ভে মহাবলপরাক্রম অরুণ ও গরুড় নামে দুই তনয় জন্মে; তন্মধ্যে অরুণ সূর্য্যের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত হয়। আর গরুড়, হরির বাহন হইব এইরূপ কামনা করিয়া বদরীর দক্ষিণভাগে গন্ধমাদনশৃঙ্গে সম্যক্ তপস্যা করে। ফল-মূল-জলাহারী নির্দ্বন্দ্ব তপস্বিপ্রবর গরুড় একপদে ভূতলে ভর করিয়া জপ করিতে লাগিল, কোনরূপ ক্লিষ্ট হইল না। গরুড় হরির দর্শন-লালসায় ত্রিংশৎসহস্র বৎসর এইরূপে তপস্যা করিলে পূর্ব্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রোদয়ের ন্যায় নিজ আয়ুধযুক্ত পীতবাসা ভগবান্ সাক্ষাৎ হরি তথায়

সম্যঙ্মেঘগম্ভীরনিস্বনঃ॥ ৬॥ তথাপি ন বহির্বৃত্তিদর্শো দ্বয়বরং ভক্তঃ। তথাপি ন বহির্বিস্তির্গরুড়স্ত মহাত্মনঃ॥ ৭॥ ততঃ প্রবিশ্য ভগবানন্তরং পবনক্রমাৎ। বহিঃস্মুখতাং চৈব রচয়ন্ বহিরাবভৌ॥ ৮॥ ভগবন্তং হরিং দৃষ্ট্বা গরুড়ো গতসাধ্বসঃ। পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গস্তষ্টাব বিহিতাঞ্জলিঃ॥ ৯॥ গরুড় উবাচ। জয় জয় ত্রিভুবনজনমনোভবন বিদলিতাঘগুণ সকলগীর্ব্বাণবন্দিতচরণকমলযুগল নৃপবিমল বহুলরিপুবলবিভঞ্জন বিদ্যোতমান সকলসুরাসুরমুকুটকোটিবিলসিতনিজপীঠকমল নিবসিতনিজজনহৃদয়তিমিরপটলবহল হিমকর ইব ত্রিবিধসন্তাপসন্দোহহরণচরণ জগদুদয়স্থিতিলয়-বিলাস-বিলসিত-ত্রিবিধমূর্ত্তি-কীর্ত্তিবিস্ফূর্জ্জিতজগহৃদয়সন্দোহ দিনকর ইব নিজজনমানসসরোজষট্পদ-বিদিত-সকলবেদ-বিদ্যোতমান-মানস নিজজনমুনিজন-বন্দিতপদনখনীর-পবিত্রীকৃতগীর্ব্বাণ-মুনিজ্ঞানসবলিতচরণযুগলঃ—প্রসাদসারভূত জগতামধীশ নমস্তে নমস্তে॥ ১০॥ অপি চ অষ্টশক্তিসহিতো বনমালী পীতচেলকুসুমাবলিশোভঃ। পঙ্কজাকরবিরাজিতপাদঃ পাতু মামবহিতেন্দ্রিয়বর্গঃ॥ ১১॥ ভক্তহৃৎকমলরাজিতমূর্ত্তির্দুষ্টদৈত্যদলনোত্থিতকীর্ত্তিঃ। বদ্ধসেতুরবিতাশ্রিতলোকঃ পাতু মামনুদিনং ভুবনেশঃ॥ ১২॥ স্থিরচলত্রিবিধতাপহিমাংশুর্ভাসমানতরণিপ্রতিভাসঃ এক এব বহুধা কৃতবেশো মায়য়াবতু মহামতিরীশঃ॥ ১৩॥ ভক্তচিন্তনকৃতে কৃতরূপঃ শৈশবেন বহুশাসিতভূপঃ। বেদমার্গ উরুধা হিতকারী রীতিরীশিতুরিয়ং গুণশালী॥ ১৪॥ যজ্ঞভুগ্ হৃদয়বন্ধনধারী বিশ্বমূর্ত্তিরবলাংশুবহারী। পালনে-

---

আবির্ভূত হইলেন। তিনি গরুড়সমীপে উপনীত হইয়া মেঘগম্ভীর ধ্বনিতে তাহাকে সম্বোধন করিলেন। গরুড়ের বহির্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি আবার তাহা হইতেও মন গম্ভীরতর শব্দ করিলেন, তথাপি মহাত্মা গরুড়ের বহির্বৃত্তি স্ফুরিত হইল না। অনন্তর ভগবান পবনপথে তাহার অন্তঃকরণমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার বহির্মুখী মতির উদ্বোধন করিয়া পুনবায় বহির্ভাগে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান হরিকে দেখিয়া গরুড়ের ভীতি বিদূরিত ও পুলকে সর্ব্বাঙ্গ পূরিত হইল, তখন গরুড় অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক হরির স্তব করিতে লাগিল। গরুড় বলিল,—হে প্রভো! ত্রিভুবনস্থিত জনগণেব মনই আপনার বাসভবন। আপনার গুণে দুরিতরাশি বিদলিত হয়। যে সকল সুর আপনার চরণকমলযুগল বন্দনা করেন, আপনি তাঁহাদেব রিপুরূপ বনরাজি বিভঞ্জন করিয়া থাকেন। আপনি নিয়ত প্রভাযুক্ত, আপনার পীঠকমলে সকল সুরাসুরের কোটি কোটি মুকুট বিলুণ্ঠিত হয়। আপনি শশধরের ন্যায় নিজ ভক্তজনের হৃদয়তিমিররাশি বিদূরিত করেন, আপনার চরণের শরণ লইলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপ আপনি হরণ করেন। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ আপনার ত্রিবিধ মূর্ত্তি [illegible] হয়। আপনি দিনকররূপে উদিত হইয়া নিখিল জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন, আপনি স্বীয় ভক্তগণের মানসসরোরুহের ষট্পদ স্বরূপ, নিখিল বেদবিদ্যা আপনাব বিদিত, আপনাব মন নিরন্তর বিদ্যোতমান, মুনিগণ আপনাব নিজজন, তাঁহাবা আপনাব পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ত্বদীয় নখরনীরে আত্মা পূত করেন, আপনার চরণরেণুই আপনার অনুগ্রহের সারভূত জানিয়া সুর-মুনিগণ মনে মনে সেই চরণরেণু বন্দনা করেন, আপনি বিশ্বের অধীশ্বর, আপনি জয়যুক্ত হউন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আবার বলি,—যিনি অষ্টশক্তিযুক্ত, যাঁহার গলে বনমালা বিলম্বিত, পীতবসন ও কুসুমসমূহে যিনি শোভিত, পদ্মাকরে যাঁহার পাদপদ্ম বিরাজিত এবং যাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয় সংযত, সেই জগদীশ আমাকে রক্ষা করুন। ভক্তগণের হৃদয়পদ্মে যাঁহার মূর্ত্তি নিয়ত বিরাজিত, দুষ্ট দৈত্যদিগের দলনজন্য যাঁহার কীর্ত্তি অভ্যুত্থিত, যিনি সেতু বন্ধন করিয়াছেন এবং যিনি আশ্রিতের পালক, সেই ত্রিভুবনপতি আমাকে পালন করুন। ১—১২। যিনি নিয়ত ও অনিয়ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের হিমাংশু, যিনি স্বীয় প্রতিভায় ভাস্কর ন্যায় উদভাসিত হন, যে মহামতি মায়াদ্বারা এইরূপ বিবিধ বেশ রচনা করেন, সেই ঈশ আমাকে রক্ষা করুন। যিনি ভক্তগণের চিন্তার অনুরূপ বেশ রচনা করেন, শৈশবেই যিনি বহু অবনীপতিকে শাসন করিয়াছেন, যিনি বেদের পথস্বরূপ, যাঁহার আকার অনেক, যিনি জগতের হিতকারী, যাঁহাতে এই ঐশ্বর্য্যাদি বিদ্যমান, যিনি গুণশালী, যিনি যজ্ঞভুক্, স্বেচ্ছায় যিনি বন্ধন ধারণ করেন, বিশ্বই যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি অবলা গোপীগণের

হৃপি মহতাং বহুদেহো রাস এষ তনুমানবতাৎ॥ ১৫॥ প্রেমভক্তিপুরুষৈরুপলভ্যঃ পুরুষঃ কৃতসমস্তনিবাসঃ। দাস্তবৃন্দহর্ষিতো নিজদাসঃ প্রেক্ষণৈককরুণোঽবতু বিশ্বম্॥ ১৬॥ কণ্ঠলম্বিতভরক্ষুনখাগ্রক্লৃষ্টগোপরমণীকুচভারঃ। লীলয়া যুবতিভিঃ কৃতবেষঃ শেষ এব ভবতাদুপশান্ত্যৈ॥ ১৭॥ দণ্ডপাণিরয়মেব জনানাং শাসিতাস্বনিয়মোক্তহিতানাম্। পাবনায় মহতামনুশালী বিশ্বদুঃখশমনো ভবতান্নঃ॥ ১৮॥ এবং স্তুতস্ততঃ সাক্ষাদ্গরুড়েন মহাত্মনা। পূজার্থমাজুহাবৈনাং গঙ্গাং ত্রিপথগামিনীম্॥ ১৯॥ ততঃ পঞ্চমুখী সাক্ষাদাবিবাসীদ্গিরেরুপরি। তেনোদকেন পাদ্যার্ঘ্যং চকার বিনতাসুতঃ॥ ২০॥ ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তো গরুড়ো হরিণা ততঃ। তবৈকবাহনঃ শ্রীমান্ বলবীর্য্যপরাক্রমঃ। অজেয়ো দেবদৈত্যানাং স্যামহং তে প্রসাদতঃ॥ ২১॥ ইয়ং মন্নামবিখ্যাতা সর্ব্বপাপহরা শিলা। এতস্যাঃ স্মরণাৎ পুংসাং বিষব্যাধির্ন জায়তাম্॥ ২২॥ এবমুক্তা ততস্তূষ্ণীং বভূব বিনতাসুতঃ। ওমিত্যুক্ত্বা ততো বিষ্ণুরব্রবীদেদং বচো হিতম্॥ ২৩॥ বদরীং ত্বং প্রয়াহীতি নারদেন নিষেবিতাম্। স্নানং নারদতীর্থাদাবুপবাসত্রয়ং শুচিঃ। কৃত্বা মদ্দর্শনং তত্র সুলভং তে ভবিষ্যতি॥ ২৪॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে বিষ্ণুস্তড়িৎ সৌদামনী যথা। গরুড়স্তু ততঃ শীঘ্রমাগত্য বদরীং মুদা॥ ২৫॥ বহ্নিতীর্থং সমাসাদ্য শিলামাশ্রিত্য তৎপরঃ। স্নাত্বা নারদতীর্থেষু ব্রতচর্য্যামথাকরোৎ॥ ২৬॥ ততস্তু নারদে তীর্থে দৃষ্ট্বা ভগবতঃ স্থিতিম্। নমস্কৃত্য বিধানেন তদাজ্ঞাতঃ পুরং যযৌ॥ ২৭॥ ততঃ প্রভৃতি ত্রৈলোক্যে গারুড়ীতি শিলোচ্যতে॥ ২৮॥ স্কন্দ উবাচ। বারাহ্যা বদ মাহাত্ম্যং কীদৃশং হীশ্বরেশ্বর। কিং পুণ্যং কিং ফলং তস্যা অভিধানং তথা কথম্॥ ২৯॥ শিব উবাচ। রসাতলাৎ

বসন হরণ করিয়াছিলেন, মহীয়ান্‌গণের পালনের জন্য যিনি বহুদেহ ধারণ করেন এবং এই রাসরসিক সেই শরীরধারী হরি আমাদিগকে রক্ষা করুন। যিনি প্রেমভক্তিপূর্ণ পুরুষগণের লভ্য, যিনি পুরুষরূপে সর্ব্বত্র বাস করেন, যিনি ভক্তগণের সেবা দ্বারা হৃষ্ট হন, যিনি স্বয়ং স্বাধীন, সেই হরি একমাত্র করুণাকটাক্ষে বিশ্ব রক্ষিত করুন। যাহার কণ্ঠে গোপরমণীগণের কুচভার স্তস্ত হয়, যিনি ব্যাঘ্র নখের ন্যায় নখাগ্রভাগ দ্বারা গোপীদিগের কুচচয় আকর্ষণ করেন এবং যিনি লীলাবশতঃ যুবতী গোপীগণের সহিত বিবিধ বেশ রচনা করেন, সেই অনন্ত আমাদিগের ভবতাপ উপশম করুন। যিনি স্বেচ্ছাচার নরগণের শাসনের জন্য দণ্ডধারণ করিয়াছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পবিত্রতা রক্ষার্থ আনুকূল্য করেন এবং যিনি বিশ্বের দুঃখ দূর করেন, সেই ঈশ আমাদের ক্লেশ বিনাশ করুন। অনন্তর মহাত্মা গরুড় এইরূপে স্তব করিয়া হরির পূজার জন্য ত্রিপথগা গঙ্গাকে আহ্বান করিল। তাহার আহ্বানে গঙ্গা পঞ্চমুখী হইয়া সেই শৈলশিখরে আবির্ভূত হইলেন, বিনতানন্দন তখন সেই জাহ্নবীজলে হরির পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান করিল। অনন্তর হরি বলিলেন,—গরুড়! তুমি বর গ্রহণ কর। হরির কথায় গরুড় উত্তর করিল,—আমি আপনার অনুগ্রহে শ্রীমান্ বলবীর্য্যপরাক্রমযুক্ত এবং দেব ও দৈত্যগণের অজেয় হইয়া একমাত্র আপনার বাহন হইতে অভিলাষ করি; এক্ষণে আমি যে শিলায় বসিয়া তপস্যা করিয়াছি, এই শিলা আমার নামে বিখ্যাতি লাভ করুক এবং যে সকল লোক এই শিলার শরণ লইবে, তাহাদের যেন বিষব্যাধি না হয়, ইহাও আমার অভীষ্ট জানিবেন।১৩—২২। অনন্তর বিনতানন্দন গরুড় এইরূপ বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে 'তাহাই হউক' বলিয়া হরি গরুড়ের প্রার্থনায় অঙ্গীকারপূর্ব্বক এইরূপ হিতকর বাক্য বলিলেন,—হে গরুড়! সম্প্রতি নারদ বদরীবনের সেবা করিতেছেন, তুমি তথায় গমন কর, তুমি শুচি হইয়া নারদতীর্থে স্নান করত উপবাসত্রয় এবং আমাকে দর্শন করিলেই আমি তোমার সুলভ হইব। হরি গরুড়কে এইরূপ কহিয়া বিদ্যুতের ন্যায় তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন, গরুড়ও হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর বদরীতীর্থে আগমনপূর্ব্বক বহ্নিতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া তৎপরতা সহকারে শিলার আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং তথায় স্নান করিয়া ব্রতাচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর নারদতীর্থে অবস্থিত হরিকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে যথাবিধি নমস্কারপূর্ব্বক তদীয় আদেশ গ্রহণ করত স্বীয়পুরে প্রস্থান করিল। হে স্কন্দ! তদবধি ঐ শিলা ত্রিলোকে গারুড়ী শিলা নামে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে। স্কন্দ কহিলেন,—হে পিতঃ! আপনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। এক্ষণে বারাহী শিলার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন; ঐ বারাহী শিলার কি ফল? কি পুণ্য এবং ঐরূপ নাম হইবারই বা কারণ কি?

সমুদ্ধৃত্য মহীং দৈবতৈবেরিণম্। হিরণ্যাক্ষং রণে হত্বা বদরীং সমুপাগতঃ ॥ ৩০ ॥ আকল্পান্তং মহাদেবো যোগধারণয়া স্থিতঃ। বদর্য্যাঃ সৌষ্ঠবাদেব বিদধে স্থিতিমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥ শিলারূপেণ ভগবান্ স্থিতিং তত্র চকার হ। তত্র গত্বা তু মনুজঃ স্নাত্বা গঙ্গাজলেঽমলে ॥ ৩২ ॥ দানং দত্ত্বা স্বশক্ত্যা বৈ গঙ্গাজঃশান্তমানসঃ। অহোরাত্রে স্থিতো ভূত্বা জপেদেকাগ্রমানসঃ ॥ ৩৩ ॥ শিলায়াং দেবদৃষ্টিশ্চ তস্য পুংসঃ প্রজায়তে। বহুনা কিং প্রলাপেন যদ্দিষ্যতি সাধকঃ ॥ ৩৪ ॥ তত্তস্য সিধ্যতি ক্ষিপ্রং যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥ ৩৫ ॥ স্কন্দ উবাচ। নারসিংহীশিলায়াস্তু মাহাত্ম্যং বদ মে প্রভো। তৎপ্রসাদান্মহাদেব তুল্লভং শ্রুতবানহম্ ॥ ৩৬ ॥ শিব উবাচ। হিরণ্যকশিপুং হত্বা নখাগ্রেণৈব লীলয়া। ক্রোধাগ্নিনা প্রদীপ্তাঙ্গঃ প্রলয়ানলসন্নিভঃ ॥ ৩৭ ॥ তদা দেবৈঃ সমাগত্য স্থিত্বা দূরে দয়ালুভিঃ। ততোঽসৌ ভগবান্ দেবো লীলয়া ধৃতবিগ্রহঃ ॥৩৮॥ তদা প্রসন্নো হরিরুগ্রবিক্রমঃ স্বতেজসা ব্যাপ্তসুরাসুরোত্তমঃ। উবাচ মত্তো বরমাশু গীর্ব্বাণং গীর্ব্বাণনির্ব্বাণসুখৈকহেতুম্ ॥ ৩৯ ॥ তদা সুরাণামধিপঃ স্বয়ম্ভূরুবাচ বাক্যং স্মিতশোভিতাননঃ। রূপং তবাত্যুগ্রমশেষদেহিনাং ভয়াবহং সংহর নারসিংহ ॥ ৪০ ॥ অনেকধৈতদ্বিধিবদ্বিধায় নিধায় শৈলাদিষু দিব্যমূর্ত্তিম্। উবাচ কিং বঃ প্রকরোমি কৃত্যমহং প্রসন্নস্ত্রিদশাঃ পরন্তপাঃ ॥ ৪১ ॥ ততোঽমরা ঊচুরনেনৈব রূপেণ সংক্ষোভিতবিশ্বমূর্ত্তে। প্রশান্তমন্তঃসুখহেতবস্তু চতুর্ভুজস্ত্বং বরমীপ্সিতং নঃ ॥ ৪২ ॥ ততো হরিঃ সংবীক্ষ্য নিরীক্ষণেন দিব্যেন বিশ্বং প্রযযৌ বিশালাম্। গঙ্গাজলে ক্রীড়তি বিষ্টচেতাঃ সুরাসুরেভ্যো ভগবানুবাচ ॥ ৪৩ ॥ ততোঽমরাঃ শান্তভয়া অথৈনং নিরীক্ষ্য দেবং জলমধ্যসংস্থম্। নত্বা পরিক্রম্য তদা সমাযযুর্নিরূঢভাবাঃ স্বপুরং ততঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৪ ॥ ততঃ সংবীক্ষ্য ঋষয়স্তপোধনাঃ সমাযযুর্ভক্তিভরাবনম্রাঃ। নৃসিংহমত্যদ্ভুতবিক্রমং হরিং সমী-

---

শিব বলিলেন,—হরি বরাহরূপে সুরবৈরী হিরণ্যাক্ষকে রণে নিহত ও রসাতলগতা বসুন্ধরার উদ্ধার সাধন করিয়া বদরীবনে আগমন করেন। বদরী-ক্ষেত্রের সৌষ্ঠববৃদ্ধি কামনায় সুরশ্রেষ্ঠ হরি কল্পান্ত কাল যোগধারণায় অবস্থিত থাকিয়া এই ক্ষেত্রেই স্বীয় আত্মার প্রতিষ্ঠা করেন, হে স্কন্দ! তথায় ভগবান্ হরি শিলারূপে আপনাকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। যে মানব এই বদরীতীর্থে গমনপূর্ব্বক বিমল গঙ্গাজলে স্নান ও যথাশক্তি দান করিয়া সেই গঙ্গাজলপ্রভাবে শান্তমানস হয়। এবং অহোরাত্র বাস করিয়া একাগ্রমনে জপ করে, তাহার শিলায়ই দেবদর্শন হইয়া থাকে। এবিষয়ে অধিক কি কহিব? সাধক এই তীর্থে যাহাই প্রার্থনা করে, সুদুষ্কর হইলেও তাহার অচিরে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! আপনার অনুগ্রহে আমি বিবিধ দুর্লভ কথা শ্রবণ করিলাম; হে মহাদেব! এক্ষণে নারসিংহী শিলার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। শিব বলিলেন,—ক্রোধানলে প্রদীপ্তাঙ্গ হরি প্রলয়ানলতুল্য হইয়া লীলাসহকারে নখাগ্রদ্বারা হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন। তৎকালে দয়ালু দেবগণ দূরে বিদ্যমান থাকিয়া লীলাবিগ্রহধারী হরির স্তব করিয়াছিলেন। ভগবান্ উগ্রবিক্রম হরি তখন স্বীয় তেজোদ্বারা সুর ও অসুরগণকে ব্যাপ্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে সুরগণ! আপনারা আমার নিকট হইতে গীর্ব্বাণগণের নির্ব্বাণ সুখের একমাত্র হেতুভূত অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন। ২৩—৩৯। তখন সুরগণের অধীশ্বর স্বয়ম্ভু চতুরাননের আনন ঈষৎহাস্যে শোভিত হইল, তিনি বলিতে লাগিলেন,—হে নরসিংহ! আপনার উগ্ররূপ নিখিল প্রাণীর ভয়ঙ্কর, অতএব এই রূপ সংহার করুন। আপনি স্বীয় দিব্যমূর্ত্তিকে যথাবিধি অনেকধা বিভক্ত করিয়া শৈলাদিতে স্থাপনপূর্ব্বক আমাদের ভীতি দূর করুন। হরি উত্তর করিলেন,—হে শত্রুতাপিত ত্রিদশগণ! আমি আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে বলুন, আপনাদের কি প্রিয় কার্য্য করিব? সুরগণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—হে বিশ্বমূর্ত্তে! আপনার এই মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা সকলেই সংক্ষুব্ধ হইতেছি, আমাদের অন্তরের সুখদায়ক প্রশান্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করুন, ইহাই আমাদের অভীপ্সিত বর। অনন্তর ভগবান্ হরি বিশ্বের উপর দিব্যদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বিশালায় গমন করিলেন এবং তথায় নিবিষ্টচিত্তে জাহ্নবীজলে ক্রীড়া করিতে করিতে সুরাসুরগণের প্রতি অভয়বাণী বলিতে লাগিলেন। তদনন্তর দেবগণ তাঁহাকে জলমধ্যস্থিত দেখিয়া শান্তভয় হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া স্ব স্ব পুরে চলিয়া গেলেন। দেবগণ চলিয়া গেলে তপোধন ঋষি-

স্তিরে বদ্ধকরা বচোক্তিঃ ॥ ৪৫ ॥ ঋষয় উচুঃ। নমো নমস্তে জগতামধীশ বিশ্বেশ বিশ্বাভয় বিশ্বমূর্ত্তে। কৃপাম্বুরাশে ভজনীয়তীর্থপদাম্বুজ শ্রীশ দয়াং বিধেহি ॥ ৪৬ ॥ একোহসি নানা নিজমায়য়া ত্বয়া ঘটে পয়ো যদ্বদুপাধিভিন্নম্। ভক্তেচ্ছয়োপাত্তবিচিত্রবিগ্রহ প্রসীদ বিশ্বানন বিশ্বভাবন ॥ ৪৭ ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ নৃসিংহঃ সিংহবিক্রমঃ। উবাচ বচনং চারু বরং মে ব্রিয়তামিতি ॥ ৪৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। যদি প্রসন্নো ভগবন্ কৃপয়া জগতাং পতে। বিশালা ন পরিত্যাজ্যা বরোহস্মাকমভীপ্সিতঃ ॥ ৪৯ ॥ এবমস্তু ততঃ সর্ব্বে স্বাশ্রমং ঋষয়ো যযুঃ। নৃসিংহোহপি শিলারূপী জলক্রীড়াপরোহভবৎ ॥ ৫০ ॥ উপবাসত্রয়ং কৃত্বা জপধ্যানপরায়ণঃ। নৃসিংহরূপিণং সাক্ষাৎ পশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ য এতচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যঃ শৃণোতি শ্রাবয়েচ্ছুচিঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বৈকুণ্ঠে বসতিং লভেৎ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গরুডশিলাবারাহীশিলানারসিংহীশিলামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। কিমর্থং ভগবাংস্তত্র বসতি হরিরয়া পুনঃ। কিং পুণ্যং কিং ফলং তস্য দর্শনস্পর্শনাদিভিঃ ॥ ১ ॥ নৈবেদ্যভক্ষণং চাপি মহাপূজাকৃতেস্তথা। প্রদক্ষিণস্য চ ফলং ব্রূহি মে কৃপয়া পিতঃ ॥ ২ ॥ শিব উবাচ। পুরা কৃতযুগস্যাদৌ সর্ব্বভূতহিতায় চ। মূর্ত্তিমান্ ভগবাংস্তত্র তপোযোগসমাশ্রিতঃ ॥ ৩ ॥ ত্রেতাযুগে হ্যষিগণৈর্যোগাভ্যাসৈকতৎপরঃ। দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে জ্ঞাননিষ্ঠো হি দুর্লভঃ ॥ ৪ ॥ ঋষীণাং দেবতানাং চ দুর্দর্শো ভাগবানভূৎ। ততো হ্যষিগণা দেবা অলভ্য ভগবদ্গতিম্ ॥ ৫ ॥ স্বায়ম্ভুবং পদং যাতা বিস্ময়াকুলচেতসঃ। তত্র গত্বা নমস্কৃত্য উচুর্লোকেশ্বরং মুদা। বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৬ ॥ দেবা উচুঃ। নমস্তে সর্ব্বলোকা-

গণ আগমন করিলেন এবং ভক্তিভরে অবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অদ্ভুতবিক্রম নৃসিংহ হরিকে বিবিধবাক্যে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে বিশ্বমূর্ত্তে। আপনি জগতের অধীশ্বর ও বিশ্বের অভয়দাতা, আপনাকে নমস্কার নমস্কার, হে দয়াসিন্ধো। আপনার পাদপদ্মই তীর্থ ও তাহাই সেবনীয়, হে শ্রীশ। আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করুন। হে বিশ্বভাবন। যেমন একই ঘট, একই জল উপাধি দ্বারা বিভিন্ন হয়, তদ্রূপ আপনিও এক হইয়া স্বীয় মায়ায় নানারূপ হইয়া থাকেন, ভক্তের ইচ্ছায়ই আপনি বিচিত্র বিচিত্র শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। হে বিশ্বানন। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। অনন্তর ঋষিগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া সিংহবিক্রম ভগবান নৃসিংহ মনোজ্ঞ বাক্যে বলিলেন,—হে ঋষিগণ। বর প্রার্থনা করুন। ঋষিসকল উত্তর করিলেন,—হে ভগবন্। যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে কৃপা করিয়া আপনি বদরীতীর্থ ত্যাগ করিবেন না, আমাদিগকে এই অভীষ্ট বর প্রদান করুন। হরি 'তাহাই হউক' বলিয়া ঋষিগণের বাক্য অঙ্গীকার করিলে তাঁহারা স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। নৃসিংহও শিলারূপ ধারণ করিয়া জলক্রীড়ারত হইলেন। যে মানব দিনত্রয় উপবাস করিয়া জপ ও ধ্যানপরায়ণ হয়, সে সাক্ষাৎ নৃসিংহরূপ দর্শন করে, সংশয় নাই। যে নর শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই নারসিংহী শিলার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে বা অন্য কাহাকেও শ্রবণ করায়, সে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত এবং তাহার বৈকুণ্ঠে বাস হইয়া থাকে। ৪০—৫২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পিতঃ। পুনরায় বলুন,—হরি কি জন্য তথায় শ্রদ্ধাসহকারে বাস করিলেন? তাঁহার দর্শন ও স্পর্শনাদিতে কি ফল, তাঁহার মহতী পূজা, নৈবেদ্য ভক্ষণ এবং প্রদক্ষিণে কি পুণ্য? এই সকল আমার নিকট বর্ণন করুন। শিব বলিলেন,—পুরাকালে সত্যযুগের প্রথমে প্রাণিগণের হিতকামনায় মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ তপোযোগ অবলম্বনেও ত্রেতাযুগে ঋষিগণ সহ যোগাভ্যাসে একনিষ্ঠ হইয়া এবং দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে সুদুর্লভ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া বিশালায় বাস করেন। দ্বাপরে যখন ভগবান্ দেব ও মুনিদিগের সুদুর্দর্শ হইলেন, তখন দেব ও ঋষিগণ ভগবদ্গতি বিদিত হইতে অসমর্থ হইয়া বিস্ময়াকুলচিত্তে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিকট গমন করেন এবং বৃহস্পতিকে অগ্রে করিয়া দেব ও তপোধন ঋষিগণ তথায় গমনপূর্ব্বক লোকস্রষ্টা ব্রহ্মাকে নমস্কার করত হৃষ্টান্তঃকরণে বলিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে সুরেশ্বর।

মায়াশ্রয়ঃ সুরার্ত্তিহা। তৃপ্তিদঃ করুণাপূর্ণঃ পিতামহ নমোঽস্তু তে। নিবেদনীয়া বিপদঃ সমুদ্ধর্ত্তা পিতাসি নঃ॥ ৭॥ ব্রহ্মোবাচ। কিমর্থমাগতা যূয়ং বিস্ময়াকুলমানসাঃ। মিলিতা ঋষিভিঃ সাকং ত্রাতাগমনকারণম্॥ ৮॥ দেবা ঊচুঃ। দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে বিশালায়াং বিশালধীঃ। ভগবান্ দৃশ্যতে নৈব তত্র কিং কারণং বদ॥ ৯॥ বিশালা কিং পরিত্যক্তা ততো বা ক গতঃ স্বয়ম্। অপরাধাদ্ভুতাস্মাক কথং চাসৌ প্রসীদতি॥ ১০॥ ব্রহ্মোবাচ। নাহমেতদ্বিজানামি শ্রুতং চাদ্য মুখাদ্ধি বঃ। কো হেতুর্দৃকপথাতীতো ভগবান্ ভবতাং সুরাঃ। আগচ্ছত বয়ং যামস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥ ১১॥ ইত্যুক্তাস্তে পুরোধায় ব্রহ্মাণং ত্রিদিবৌকসঃ। যযুঃ ক্ষীরাম্বুধেস্তীরমৃষয়শ্চ তপোধনাঃ॥ ১২॥ তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্। গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তুষ্টুবুর্জ্জগদীশ্বরম্॥ ১৩॥ ব্রহ্মোবাচ। নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ সর্বভূতগুহাশয়। বাসুদেবাখিলাধার জগদ্ধেতো জগন্ময়॥ ১৪॥ ত্বমেব সর্বভূতানাং হেতুঃ পতিরুতাশ্রয়ঃ। মায়াশক্তিমুপাশ্রিত্য বিচরস্ত্বেকসুন্দর॥ ১৫॥ একো নানায়তে যোঽসৌ নটবজ্জায়তেঽব্যয়ঃ। ব্যাপকোঽপি কৃপালুস্বাত্তভক্তহৃৎপদ্মষট্পদঃ। দদাতি বিবিধানন্দং তং বন্দে জগতাং পতিম্॥ ১৬॥ দেবা ঊচুঃ। বিপদ্বনান্তে হুতভুগ্জনানাং গৃহীতসত্ত্বস্ত্রিদশাবনীশঃ। চরাচরাত্মা ভগবাননন্তঃ কৃপাকটাক্ষৈরবলোকতাং নঃ॥ ১৭॥ যদ্যন্নামপীযুষরসপানপরঃ পুমান্। নিঃশ্রেয়সং তৃণায়ৈব মন্যতে তং হরিং ভজে॥ ১৮॥ অবিদ্যাপ্রতিবিম্বত্বাজ্জীবভাবমুপাগতঃ। বিজ্ঞত্বাদুপশান্তাত্মা স পুনাতু জগত্রয়ম্॥ ১৯॥ গন্ধর্ব্বা ঊচুঃ। পিবন্তি যে হরেঃ পদাম্বুসঙ্গলেশতঃ পয়ঃ, পয়ো ন তে পুনঃপুনঃ পিবন্তি মাতুরঙ্কতঃ প্রসঙ্গতো যদা

আপনি নিখিল লোকের আশ্রয়, আশ্রিতজনের পীড়াহারী, আপনি তৃপ্তিদাতা, আপনার হৃদয় করুণা-পূর্ণ, হে পিতামহ। আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাদের উদ্ধার সাধন করেন ও আপনি পিতা, অতএব আপনার নিকট আমাদের বিপদ্ সকল নিবেদন করা বিধেয়। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কি জন্য আগমন করিয়াছেন? দেখিতেছি,—আপনাদের মন বিস্ময়ে আকুল হইয়াছে। আপনারা কেন ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া আগমন করিয়াছেন? এক্ষণে আপনাদের আগমনকারণ বর্ণন করুন। দেবগণ বলিলেন,—দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে বিশালবুদ্ধি ভগবান্‌কে বিশালায় কেন দেখিতেছি না, ইহার কারণ কি বলুন। তিনি কি জন্য বিশালা ত্যাগ করিলেন, আর তিনি গেলেনই বা কোথায়? অথচ আমাদেরই বা কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে? এক্ষণে বলুন, কি করিলে তিনি প্রসন্ন হন? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরগণ! ভগবান্ যে আপনাদের দৃষ্টিপথের অতীত হইয়াছেন, ইহা ত আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, আজ আপনাদের মুখে শ্রবণ করিলাম; চলুন, আমরা ক্ষীরনীরনিধিসমীপে গমন করি। এইরূপে কৃতসঙ্কল্প তপোধন ঋষি ও ত্রিদশবাসী সুরগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া ক্ষীরপয়োনিধির তীরে গমন করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া বিচিত্র পদার্থযুক্ত বাক্যে বৃষাকপি দেবদেব পরমেশ্বর জগন্নাথের পৃথক্ পৃথক্ স্তব করিতে লাগিলেন।১—১৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বাসুদেব! আপনি পুরুষ ও অধ্যক্ষ, নিখিল প্রাণীর হৃদয়গুহায় আপনার বাস, আপনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, জগতের হেতু এবং জগন্ময়, আপনাকে নমস্কার। হে অদ্বিতীয়সুন্দর! আপনি জীবনিবহের কারণ, পতি ও আশ্রয়, আপনি মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া বিচরণ করেন, আপনাকে নমস্কার। যিনি এক হইয়াও নানার ন্যায় আচরণ করেন, অব্যয় হইয়াও যাঁহার নটের ন্যায় অভিনয়, ব্যাপক হইয়াও যিনি কৃপাবশতঃ ভক্তগণের হৃৎপদ্মে ভ্রমরের ন্যায় বিরাজ করেন এবং যিনি বিবিধ আনন্দদান করেন, সেই জগৎপতিকে বন্দনা করি। দেবগণ বলিলেন,—যিনি বহ্নির ন্যায় প্রাণিগণের বিপৎকানন দগ্ধ করেন, প্রাণিগণ যাঁহার সত্তায় প্রাণী বলিয়া পরিচিত হয়, যিনি ত্রিদশাধীশ্বর, সেই চরাচরাত্মা অনন্ত ভগবান্ কৃপাকটাক্ষ দ্বারা আমাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। পুরুষ যে পরম পুরুষের পীযূষবসুময় নামরস একবার মাত্র পান করিয়া নিঃশ্রেয়সকেও তৃণের ন্যায় মনে করে, আমরা সেই হরিকে ভজনা করি। অবিদ্যার ছায়াপতনে, যিনি জীবভাব গ্রহণ করিয়াছেন, বিজ্ঞতা হেতু যাঁহার আত্মা উপশান্ত, তিনি জগত্রয় পবিত্র করুন। গন্ধর্ব্বগণ বলিলেন,—যাঁহারা লেশমাত্র হরির পাদাম্বুজসংস্পৃষ্ট জল পান করে, জননীর ক্রোড়ে বসিয়া আর তাহাদিগকে

হরিনামসুধাং নিপীয় মানবা, মৃতামৃতং ব্রজন্ত্যধো ন জাতু যাস্ত্যশঙ্কিতাঃ ॥ ২০ ॥ ততঃ স্তুতো হরিঃ সাক্ষাৎসিন্ধোরুত্থায় চাব্রবীৎ। অলক্ষিতোঽহপরৈর্ব্রহ্মা পরং তদ্বেদ নাপরঃ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ মত্বা তস্মৈ দিবৌকসঃ। বোধয়ামাস সকলং সুরাঃ শৃণুত সাদরম্ ॥ ২২ ॥ অন্তর্হিতোঽহসৌ ভগবান্ দৃষ্ট্বা লোকান্ কুমেধসঃ। শ্রুত্বেত্থং বচনং তস্য সর্ব্বে দেবা দিবং যযুঃ ॥ ২৩ ॥ ততোঽহং যতিরূপেণ তীর্থান্নারদসংজ্ঞকাৎ। উদ্ধৃত্য স্থাপয়িষ্যামি হরিং লোকহিতেচ্ছয়া ॥ ২৪ ॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ পাতকানি মহান্ত্যপি। বিলীয়ন্তে ক্ষণাদেব সিংহং দৃষ্ট্বা মৃগা ইব ॥ ২৫ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্মান্ বিজিত্যাথ বদরীশং বিষ্ণুং হরিম্। দৃষ্ট্বা মুক্তিমুপায়াস্তি বিনায়াসং ষড়ানন ॥ ২৬ ॥ ত্যক্তপ্রায়াণি তীর্থানি হরিণা কলিকালতঃ। বদরীং সমনুপ্রাপ্য সাক্ষাদেবাবতিষ্ঠতে ॥ ২৭ ॥ কলিকালমনুপ্রাপ্য মুক্তির্যৈর্বাঞ্ছিতা। দ্রষ্টব্যা বদরী তৈস্তু বিনা তীর্থাটনশ্রমৈঃ ॥ ২৮ ॥ বিনা জ্ঞানেন যোগেন তীর্থাটন-পরিশ্রমৈঃ। একেন জন্মনা জন্তুঃ কৈবল্যং পরমশ্নুতে ॥ ২৯ ॥ জন্মান্তরসহস্রেষু যেন চারাধিতো হরিঃ। স গচ্ছেদ্বদরীং দ্রষ্টুং যত্র জন্তুর্ন শোচতি ॥ ৩০ ॥ বদরী বদরীত্যুক্ত্বা প্রসঙ্গান্মনুজোত্তমঃ। সংসারতিমিরাবাধে দীপমুজ্জ্বালয়ত্যসৌ ॥ ৩১ ॥ যথা দীপাবলোকেন তমোবাধা ন জায়তে। তথৈব বদরীং দৃষ্ট্বা পুংসো মৃত্যুভয়ং কুতঃ ॥ ৩২ ॥ দর্শনাদ্‌-যস্য পাপানি রুদন্ত্যব্যাহতানি চ। মুক্তিমার্গমুপালক্ষ্য তং বন্দে বদরীপতিম্ ॥ ৩৩ ॥ সশৈলকাননা ভূমির্দশধা দক্ষিণীকৃতা। হরেঃ প্রদক্ষিণং তত্তুল্যং তৎ পদে পদে ॥ ৩৪ ॥ অশ্বমেধে তু যৎপুণ্যং বাজপেয়শতেন চ। হরেঃ প্রদক্ষিণাতুল্যং তৎ পদে পদে ॥ ৩৫ ॥ চতুর্ম্মাসে তু যৎপুণ্যং ব্রহ্মাণ্ডদানতস্তথা। হরেঃ প্রদক্ষিণং

স্তন্য পান করিতে হয় না অর্থাৎ তাহাদের আর জন্ম হয় না। প্রসঙ্গক্রমেও যে সকল লোক, হরির-নাম সুধা পান করে, তাহারা মরিয়াও অমৃত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কদাচ তাহাদের অধোগতি হয় না, যদিও বা কখন হয়, তথাপি তাহারা নিত্য অশঙ্কিত থাকে। অনন্তর সাক্ষাৎ ঈশ্বর হরি এইরূপে স্তুত হইয়া সমুদ্রশয়ন হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে সুরগণ। আদর সহকারে এই সকল শ্রবণকর, আমি অপরের অলক্ষিত; ব্রহ্মা আমার পরব্রহ্মরূপ বিদিত আছেন অপর কেহ জানিতে পারে না। অনন্তর দেব ব্রহ্মা হরির স্বরূপ অবধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করত প্রবোধিত করিলেন এবং দেবগণের প্রতি বলিলেন;—ভগবান্ হরি মানবগণকে দুর্ম্মেধাসম্পন্ন দর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। হে ষড়ানন। সুরগণ সেই কমলযোনির নিকট এই কথা শুনিয়া সকলেই ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন। তদনন্তর আমি লোক হিতার্থ যতিরূপ ধারণ করিয়া হরিকে নারদ-তীর্থ হইতে আনয়নপূর্ব্বক বিশালায় স্থাপন করিলাম। যাঁহার দর্শন মাত্র মহাপাপ সকলও সিংহ দর্শনে মৃগের ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে বিলীন হয়, যিনি নিখিল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে জয় করিয়া বদরীর ঈশরূপে বিরাজিত, যে বিষ্ণু হরিকে দর্শন করিয়া বিনা আয়াসে মানবগণ মুক্তি লাভ করে, কলিকাল সমাগত দেখিয়া যিনি প্রায় সকল তীর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু হরি সম্প্রতি বদরীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। ১৪—২৭। কলিকালে যে সকল লোক মুক্তি অভিলাষ করে, অন্যান্য তীর্থ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহারা বদরীক্ষেত্র দর্শন করুক। জীব জ্ঞান, যোগ ও তীর্থপর্য্যটনক্লেশ ব্যতীতই বদরী-তীর্থ দর্শনে একজন্মেই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। যাঁহারা সহস্র জন্মান্তরে হরির আরাধনা করিয়াছে, তাহারাই বদরীতীর্থদর্শনের জন্য গমন করিতে পারে; এই তীর্থ দর্শনে জীবের কোন শোকই থাকে না। যে মনুজোত্তম প্রসঙ্গক্রমে "বদরী বদরী" এইরূপ নামোচ্চারণ করে, ভীষণ বাধাযুক্ত সংসারতিমিরে তাহার উজ্জ্বল দীপ দর্শন হয়। দীপ-দর্শনে যেরূপ অন্ধকারের বাধা বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বদরীদর্শনে মানবের মৃত্যুবাধা কোথায়? যাঁহার দর্শনে অব্যাহত পাপ সকলও রোদন করে, মুক্তিমার্গ উপলক্ষ্য করিয়া আমি সেই বদরীশ্বরকে বন্দনা করি। শৈলসমন্বিত কাননযুক্ত পৃথিবীকে দশবার প্রদক্ষিণ করিলে যে পুণ্য, হরির প্রদক্ষিণে তাহার তুল্য ফল এবং একপদ বদরী প্রদক্ষিণ তাহার সমান জানিবে। শত অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞে যে পুণ্য, হরির প্রদক্ষিণে তাহার সমান পুণ্যলাভ হয়, কিন্তু বদরী প্রদক্ষিণে পদে পদে পূর্ব্বোক্ত পুণ্য অধিক হইয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত, ও ব্রহ্মাণ্ডদানের পুণ্যের সহিত হরিপ্রদক্ষিণ ফল

তদ্বদর্য্যাং তৎ পদে পদে ॥৩৬॥ অতিকৃচ্ছ্রৈর্মহাকৃচ্ছ্রৈ-শ্চান্দ্রৈঃ স্বকৃতং ভবেৎ। হরেঃ প্রদক্ষিণং তদ্বদর্য্যাং তৎ পদে পদে ॥৩৭॥ বদর্য্যাং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সিক্থমাত্রং ষড়ানন। অশনাচ্ছোধয়েৎ পাপং তুষাগ্নিরিব কাঞ্চনম্ ॥ ৩৮ ॥ যদন্নং ভগবানত্তি ঋষিভির্নারদাদিভিঃ। তৎসত্ত্বশুদ্ধয়ে সর্ব্বৈর্ভোক্তব্যমবিচারিতম্ ॥ ৩৯ ॥ অমরা অপি যন্নূনং ব্যাজেনেচ্ছন্তি সর্ব্বতঃ। ভোক্তুং বদরিকাং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যং যান্তি তৎপরাঃ ॥ ৪০ ॥ ভোজনানন্তরং বিষ্ণোঃ প্রগচ্ছন্তি স্বমালয়ম্। প্রহ্লাদপ্রমুখা ভক্তাঃ প্রবিশন্তি হরেঃ পদম্ ॥ ৪১ ॥ বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যে যৎপাপং জ্ঞানতঃ কৃতম্। নৈবেদ্যভক্ষণাদ্বিষ্ণোর্বদর্য্যাং তদ্বিলীয়তে ॥ ৪২ ॥ প্রাণান্তং যস্য পাপস্য প্রায়শ্চিত্তং প্রকীর্ত্তিতম্। বিষ্ণোর্নিবেদিতং ভুক্ত্বা বদর্য্যাং তন্নিবর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥ তীর্থান্তরেষু যত্নেন মুক্তিং গচ্ছতি মানবঃ। নৈবেদ্যভক্ষণাদ্বিষ্ণোঃ সালোক্যং লভতে নরঃ ॥ ৪৪ ॥ হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ। পাদোদকং সনির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানঞ্চ স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। নৈবেদ্যভক্ষণাদ্বিষ্ণোর্বদর্য্যাং যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ বদরীসদৃশং ক্ষেত্রং নৈবেদ্যসদৃশং বসু। নারদীয়সমং ক্ষেত্রং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥ বদরী যত্নতো গম্যা ভোক্তব্যং তন্নিবেদিতম্। দ্রষ্টব্যো ভগবান্ বহ্নিতীর্থে স্নানং সুদুর্লভম্ ॥ ৪৮ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ব্রতানি নিয়মাস্তথা। পাদোদকং বিশালায়াং পাবনং পুরতো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ কিং তস্য দানৈস্তপসা তীর্থাটনপরিশ্রমৈঃ। বদর্য্যাং বিষ্ণুপাদোদবিন্দুমাত্রং লভেদ্‌যদি ॥ ৫০ ॥ প্রায়শ্চিত্তানি জল্পন্তি তাবদেব ষড়ানন। যাবন্ন লভ্যতে বিষ্ণোর্ব্বদর্য্যাং চরণোদকম্ ॥৫১॥ অনায়াসেন যেষাং বা ইচ্ছা মুক্তিপথে নৃণাম্। কর্ত্তব্যং তৈঃ প্রযত্নেন বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণম্ ॥ ৫২ ॥ যে নরাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি পাপাঃ সংসারভাগিণঃ। যাত্রাকৃতং ফলং তেষাং ন কদাচিৎ প্রজায়তে ॥ ৫৩ ॥ নৈবেদ্যনিন্দনাদ্বিষ্ণোর্নিন্দ্যাস্তে তে তমোগতাঃ। নৈবেদ্যভক্ষণাৎসত্ত্ব-

---

তুল্য, কিন্তু বদরীতে সে ফল পদে পদে! অনেক অতিকৃচ্ছ্র, মহাকৃচ্ছ্র ও বেদব্রত উত্তমরূপে কৃত হইলে যে পুণ্য হয় হরির প্রদক্ষিণে তাহার সমান পুণ্য জানিবে, কিন্তু বদরী প্রদক্ষিণে সে ফল পদে পদে হয়। হে ষড়ানন। বদরী ক্ষেত্রে কণা মাত্র বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণে তুষাগ্নিতে কাঞ্চনের ন্যায় পাপ সকলের পরিশুদ্ধি হয়। নারদাদি ঋষিগণ সহ ভগবান্ যে অন্ন ভক্ষণ করেন, জীবন শুদ্ধির জন্য বিনা বিচারে সকলেরই সেই অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। অমরনিকরও তৎপর হইয়া ছল অবলম্বনপূর্ব্বক বদরীবনে আসিয়া এই বিষ্ণুর নৈবেদ্য অভিলাষ করেন এবং সেই বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজনান্তে স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া যান, সন্দেহ নাই। প্রহলাদপ্রমুখ ভক্তগণও হরির স্থান এই বদরী তীর্থে আগমন করেন। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে জ্ঞানপূর্ব্বক যে পাপ কৃত হয়, বদরীতীর্থে আগমনপূর্ব্বক বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে সে সকল বিলীন হইয়া থাকে। যে পাপের প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে, বদরীবনে বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণে তাহা নিবৃত্ত হয়। যত্নপূর্ব্বক অন্যান্য তীর্থের সেবা করিলে মুক্তি হয়, কিন্তু মানুষ বদরীতীর্থে বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া তাঁহার সালোক্য লাভ করে। যাঁহার হৃদয়ে হরির রূপ, মুখে নাম, উদরে নৈবেদ্য এবং মস্তকে সনির্ম্মাল্য পাদোদক, তিনি সাক্ষাৎ অচ্যুত বিষ্ণু। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুপত্নীগমন—বদরীবনে বিষ্ণুর নৈবেদ্যভক্ষণে এই সকল পাপ সম্যক্ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।২৮—৪৬। বদরীর ন্যায় ক্ষেত্র, নৈবেদ্যের সমান ধন, নারদীয় ক্ষেত্রের তুল্য ক্ষেত্র হয়ও নাই, হইবেও না। যত্নপূর্ব্বক বদরীতীর্থে গমন, বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ, বহ্নিতীর্থে সুদুর্লভ স্নান এবং ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিবে। পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ, ব্রত ও নিয়ম আছে, মানবগণকে পাবন করিতে বিশ্বকায় বিষ্ণুর পাদোদকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যিনি বদরীতীর্থে বিন্দুমাত্র বিষ্ণুপাদোদক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার দান, তপস্যা ও তীর্থপর্য্যটনক্লেশ কেন? হে ষড়ানন! যতক্ষণ না বদরীক্ষেত্রে বিষ্ণুর পাদোদক লাভ হয়, ততকালই পাপনাশক প্রায়শ্চিত্তাদি বিধির জল্পনা চলে। যে সকল লোকের মনকে অনায়াসে মুক্তিপথে পরিচালিত করিতে অভিলাষ থাকে, তাঁহারা যত্নসহকারে বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণ করুন। সংসারসেবী যে সকল পাপমতি মানব বদরীক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ করে, তাহাদের বদরীতীর্থ-যাত্রার ফল কদাচ হয় না। বিষ্ণুনৈবেদ্যের নিন্দায় মানব নিন্দনীয় ও পাপলিপ্ত হয়; আর যাহারা বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণ

ভক্তিযোগ ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ নৈবেদ্যং স্বয়মানীয় ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ন্তি যে। তুলাপুরুষদানেন কিং ফলং তে কৃতার্থিনঃ ॥ ৫৫ ॥ কুরুক্ষেত্রং সমাসাদ্য রাহুগ্রস্তে দিবাকরে। মহাদানেন যৎপুণ্যং বদর্য্যাং গ্রাসমাত্রতঃ ॥ ৫৬ ॥ বদরীক্ষেত্রমাসাদ্য গ্রাসমাত্রং প্রযত্নতঃ। উপায়োঽয়ং মহাংস্তত্র বদর্য্যাং হরিতোষণে। যতিভ্যো ভোজনাদ্বিষ্ণোরপরাধ্যপি বল্লভঃ ॥ ৫৭ ॥ ন বিষ্ণোঃ সদৃশো দেবো ন বিশালাসমা পুরী। ন ভিক্ষুসদৃশং পাত্রমৃষিতীর্থসমং ন হি ॥ ৫৮ ॥ চাতুর্ম্মাস্যং প্রকুর্ব্বন্তি যে নরাঃ পুণ্যশালিনঃ। তেষাং পুণ্যফলং বক্তুং ব্রহ্মণাপি ন শক্যতে ॥ ৫৯ ॥ ভিক্ষুকাণাং ফলাবাপ্তির্বিশেষাদিহ কীর্ত্ত্যতে। বেদান্তশ্রবণাৎপুণ্যং দশধা যৎপ্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬০ ॥ বদরীদৃষ্টিমাত্রেণ ভিক্ষুকাণাং তদিষ্যতে। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ কৈবল্যফলভাগিনঃ ॥ ৬১ ॥ ন্যাসিনো বদরীস্থানে বিনায়াসেন পুত্রক। যে মূর্খা জাড্যমাপন্না দম্ভকাষায়বাসসঃ। বদরীদর্শনাত্তেষাং মুক্তিঃ করতলে স্থিতা ॥ ৬২ ॥ জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনো বাপি ন্যাসিনো নিয়তব্রতাঃ। দৃষ্ট্বা বদরীং তে তু ফলানি সমভীপ্সিতিঃ ॥ ৬৩ ॥ অধ্যায়মিমং পুণ্যং প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্যে শিবকার্ত্তিকেয়সংবাদে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

করে, তাহাদের জীবন শুদ্ধ হইয়া থাকে, সংশয় নাই। যাঁহারা স্বয়ং নৈবেদ্য আনয়নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-ভোজন করান, তাঁহারা কৃতার্থ, তুলাপুরুষ দান করিয়া তাঁহাদের কোন্ প্রয়োজন? সূর্য্যগ্রহণ-কালে কুরুক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক মহাদান করিলে যে ফল, বদরীতীর্থে একগ্রাস মাত্র বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণে তাহার তুল্য ফল হয়, আর প্রযত্ন সহকারে বদরীক্ষেত্রে একগ্রাস মাত্র বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণই হরির প্রীতিসাধনের প্রধান উপায় স্বরূপ। এই ক্ষেত্রে যতিগণকে ভোজন করাইলে বিষ্ণুর নিকট অপরাধী হইয়াও মানব তাঁহার প্রিয় হয়। হে ষড়ানন। বিষ্ণুর সদৃশ দেবতা নাই, বিশালার তুল্য পুরী নাই, ভিক্ষুর সমকক্ষ উৎকৃষ্ট দানপাত্র নাই, এবং ঋষিতীর্থ বদরীর সদৃশ তীর্থও আর নাই। সে সকল পুণ্যশীল লোক এই স্থানে চতুর্ম্মাস্য-ব্রত করেন, তাঁহাদের পুণ্যফল বলিতে ব্রহ্মাও সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ ভিক্ষুকগণ এই স্থানে সমধিক ফল লাভ করিয়া থাকে। বেদান্ত শ্রবণে যে দশধা পুণ্য কথিত হয়, বদরীর দৃষ্টিমাত্রেই ভিক্ষুকগণ তাহা লাভ করিয়া থাকে। হে পুত্রক। বিশেষতঃ এখানে সন্ন্যাসিগণ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করিয়া অনায়াসে মুক্তিফলের ভাজন হয়। যাহারা মূর্খ, জড় ও দম্ভপূর্ব্বক, কাষায় বসন পরিধান করিয়া আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচিত করে, বদরীতীর্থ দর্শনে তাদৃশ মানবগণেরও মুক্তি করতলস্থিতা হয়। জ্ঞানবান্, অজ্ঞান, সন্ন্যাসী এবং নিয়তব্রত মানবগণ বদরী-দর্শন করিয়া অভীষ্ট ফল লাভ করে। মানব এই পুণ্য অধ্যায় প্রসঙ্গক্রমেও যদি শ্রবণ করে, তথাপি সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।৪৭—৬৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ। করাদ্বিগলিতং যত্র কপালে তে মহেশ্বর। তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং কৃপয়া বদ মে পিতঃ ॥ ১ ॥ শিব উবাচ। অতিগুহ্যমিদং তীর্থং সুরাসুরনমস্কৃতম্। ব্রহ্মহাপি নরো যত্র স্নানমাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ২ ॥ পঞ্চ তীর্থানি তিষ্ঠন্তি কপালে পাপমোচনে। তত্র স্নানং তপো দানং সর্ব্বমক্ষয়মিষ্যতে ॥ ৩ ॥ পিণ্ডং বিধায় বিধিবন্নরস্তারয়েৎপিতৄন্। পিতৃতীর্থমিদং প্রোক্তং গয়াতো-

---

ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—হে পিতঃ! যেস্থানে আপনার কর হইতে কপাল পতিত হইয়াছিল, হে মহেশ্বর! কৃপাপূর্ব্বক সেই তীর্থের মাহাত্ম্য আমার নিকট বর্ণন করুন। শিব উত্তর করিলেন,—এই তীর্থ অতিগুহ্য, সুরাসুরগণ ইহাকে নমস্কার করেন। মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। এই পাপমোচন কপালতীর্থে পাঁচটী তীর্থ বিদ্যমান, তথায় স্নান, দান এবং তপস্যা সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। কপালমোচনতীর্থে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের উদ্ধারসাধন হয়, আর এই তীর্থ পিতৃতীর্থ নামে বিখ্যাত এবং গয়া হইতে

হুষ্টগুণাধিকম্ ॥ ৪ ॥ তিলতর্পণতো যান্তি পিতরঃ স্বর্গমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥ অহোরাত্রং স্থিরো ভূত্বা জপনিষ্ঠঃ সমাহিতঃ। তস্যেষ্টসিদ্ধির্মহতী তৎক্ষণাদেব জায়তে ॥ ৬ ॥ পারলৌকিককর্ম্মাণি সর্ব্বাণ্যব্যাহতানি চ। কপালমোচনে তীর্থে নাধিকং পিতৃকর্ম্মণি ॥ ৭ ॥ স্কন্দ উবাচ। কুত্র বা ব্রহ্মতীর্থং বৈ ফলং বা কীদৃশং ভবেৎ। কে বা তত্র বসন্তীহ কৃপয়া বদ মে পিতঃ ॥ ৮ ॥ শিব উবাচ। একদা বিষ্ণুনাভ্যম্ভোরুহস্থস্য প্রজাপতেঃ। বেদান্ মুখাম্বুজাদ্ধৃত্বা জগ্মতুর্মধুকৈটভৌ ॥ ৯ ॥ ততো হ্যুত্থায় শয়নাৎসিসৃক্ষুরব্জসম্ভবঃ। স্রষ্টুং বিনাগমং লোকে ন শশাক হৃতস্মৃতিঃ ॥ ১০ ॥ তদা বদরিকামেত্য হরিণা প্রতিপালিতাম্। তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ১১ ॥ ততঃ কুণ্ডাৎ সমুদ্ভূতো হয়শীর্ষো নিজায়ুধঃ। পীতাম্বরধরঃ শুক্লশ্চতুর্বাহুঃ সুদৃপ্তদৃক্ ॥ ১২ ॥ অত্যদ্ভুতঃ প্রকটকঠোরলোচনশ্চসচ্ছটাবিচ্ছুরিতমেঘতময়ঃ। স্বতেজসা হৃতনিখিলপ্রভাঙ্কুরঃ কৃপান্বিতো ক্বণিতপুষ্করো সরোরুহভবং ॥ ১৩ ॥ নিরীক্ষ্য তং বিধিরপি বিস্ময়াকুলঃ প্রণম্য চ স্তুতিমকরোৎ প্রসন্নদৃক্ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নমঃ কমলনাভায় নমস্তে কমলাশ্রয়। নমস্তে কমলাবাস বিশালবনমালিনে ॥ ১৫ ॥ নমো বিজ্ঞানমাত্রায় গুহাবাসনিবাসিনে। হৃষীকেশায় শান্তায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ১৬ ॥ স্বভক্তরক্ষণকৃতে ধৃতদেহায় শার্ঙ্গিণে। অনন্তক্লেশনাশায় গদিনে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১৭ ॥ সংসারবিবিধাসারনিবৃত্তিকৃতকর্ম্মণে। রক্ষিত্রে সর্ব্বজন্তূনাং বিষ্ণবে জিষ্ণবে নমঃ ॥ ১৮ ॥ নমো বিশ্বস্তবাশেষনিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে। সুরাসুরবরস্তম্ভনিবৃত্তিস্থিতকীর্ত্তয়ে ॥ ১৯ ॥ ইতীরিতঃ সুরপতিনা মহেশ্বরো হৃদি স্থিতোঽখিলবিদশেষকর্ম্মভিঃ। ততোঽহং...

অষ্টগুণ অধিক ফলদ। এই তীর্থে তিলতর্পণ করিলে পিতৃগণ অত্যুত্তম স্বর্গলোকে গমন করেন। এখানে অহোরাত্র স্থির হইয়া সমাহিতমনে জপনিষ্ঠ হইলে অণিমাদি মহতী অষ্টসিদ্ধি সদ্য করতলগত হয়। পিতৃকার্য্যে কপালমোচন হইতে কোন শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাই, এই তীর্থে নিখিল পারলৌকিকক্রিয়া অব্যাহত হয়। স্কন্দ কহিলেন,—হে পিতঃ! কোন্ স্থানে "ব্রহ্মতীর্থ" বিদ্যমান, ব্রহ্মতীর্থের কি ফল, তথায় কাহাঁরা বাস করেন, কৃপাপূর্ব্বক এই সকল আমার নিকট বলুন। শিব বলিলেন,—একদা মধু ও কৈটভ, বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উত্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখকমল হইতে বেদনিবহ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়। অনন্তর বেদ অপহৃত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা শয়ন হইতে উত্থান করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু বেদবিহীন হওয়ায় লুপ্তস্মৃতি ব্রহ্মা প্রজাসৃজনে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি বিষ্ণুপালিত বদরিকাক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক ক্ষেত্রপতি ভগবান্ সনাতন হরিকে নমস্কার করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার স্তবে কুণ্ড হইতে এক দিব্য পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন।* সেই পুরুষের শীর্ষদেশ অশ্বের ন্যায় এবং পরিধানে পীতবসন। তাঁহার বর্ণ শুক্ল, বাহুচতুষ্টয়ে নিজ আয়ুধনিচয় বিভূষিত এবং দৃষ্টি অতীব প্রসন্ন। তাঁহার কি অত্যদ্ভুত আবির্ভাব। সেই দিব্য পুরুষের লোচনদ্বয় বিশাল ও বিস্ফারিত, তাঁহার গতিভঙ্গীতে মেঘমালা যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছে, এবং তিনি স্বীয় তেজে অন্যান্য নিখিল তেজ অভিভূত করিতেছেন। সেই দয়ার্দ্রহৃদয় দিব্য পুরুষ ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে প্রসন্নবদন ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিস্ময়ে আকুল হইলেন এবং প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে কমলনাভ! কমল আপনার আশ্রয়, আপনাকে নমস্কার। হে কমলালয়! আপনার গলদেশে বিশাল বনমালা বিলম্বিত, আপনাকে নমস্কার। যিনি বিজ্ঞানময়, যাঁহার অনুগ্রহে গর্ভবাস বিনষ্ট হয়, যিনি প্রাণিগণের হৃদয়রূপ গুহায় বাস করেন, যিনি বিষয়েন্দ্রিয়সমূহের ঈশ, সেই শান্তমূর্ত্তি ভগবান্ বিভুকে নমস্কার করি। যিনি স্বীয় ভক্তগণের পালনজন্য দেহ ধারণপূর্ব্বক শার্ঙ্গধনুঃ গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রাণিগণের অনন্ত ক্লেশ নাশের জন্য যাঁহার করে গদা বিভূষিত, আমি সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি সংসারের বিবিধ অসার দূর করিবার জন্য স্বয়ং কর্ম্মাচরণ করেন, যিনি প্রাণিনিচয়ের রক্ষাকর্ত্তা এবং যিনি জয়শীল সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। হে বিশ্বস্তব! আপনা হইতে নিখিল গুণবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং আপনি সুরাসুরবরগণের নিখিল বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া স্বীয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। অনন্তর সুরপতি ব্রহ্মা

সপদি গত্বা নিবধ্য তৌ স্বয়ম্রহৌ কিল নিজধাম লীলয়া ॥ ২০ ॥ ততো নিগমমাদায় ব্রহ্মণোঽন্তিক-মাযযৌ । দত্ত্বা স্বনিগমং তস্মৈ স্বস্থোঽভূৎ স সমীড়িতঃ ॥ ২১ ॥ ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং ব্রহ্মণা প্রকটীকৃতম্ । ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ২২ ॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ মহাপাতকিনো জনাঃ । বিমুক্তকিল্বিষাঃ সদ্যো ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ২৩ ॥ স্নানং কুর্ব্বন্তি যে লোকা ব্রতচর্য্যা-মথাপি বা । ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ২৪ ॥ স্কন্দ উবাচ । ততঃ কিমকরোদ্ধাতা লব্ধ্বা বেদান্ জনার্দ্দনাৎ । এতদন্যচ্চ সর্ব্বং মে কৃপয়া বদ সাম্প্রতম্ ॥ ২৫ ॥ মহাদেব উবাচ । চতুর্ণামপি বেদানাং দৃষ্ট্বা বদরিকাশ্রমম্ । মতির্ন জায়তে গন্তুং ব্রহ্মণা সহ পুত্রক ॥ ২৬ ॥ ততস্তু বিকলং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং জনবাসিনঃ । সিদ্ধাস্তু বিধিবৎস্তুত্বা প্রণি-পত্যেদমব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥ সিদ্ধা উচুঃ । আজ্ঞা ভগ-বতঃ কার্য্যা সর্ব্বৈঃ স্থাবরজঙ্গমৈঃ । ভগবান্ সর্ব্ব-জন্তূনাং কর্ত্তা হর্ত্তা পিতা গুরুঃ ॥ ২৮ ॥ ত্বিহ্যৈ-র্ব্রহ্মান্তিকে বস্তু হরিণৈবানুকল্পিতা । নিবৃত্তির্ব্বর্ত্ততে চৈষা তথাপ্যেতন্নিরাময়ম্ ॥ ২৯ ॥ একাস্তে দ্রব-রূপেণ মূর্ত্তির্ব্বোঽত্রাবতিষ্ঠতাম্ । দ্বিতীয়া ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকং ব্রজেৎ পুনঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সহৃদয়া বেদা দ্বৈধীকৃতাত্মরূপকাঃ । ব্রহ্মণা ব্রহ্মলোকং তে যযুঃ সার্দ্ধং প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৩১ ॥ ততস্ত্রিলোকং বিধিবৎসসর্জ্জ চতুরাননঃ । দ্রবরূপেষু বেদেষু স্নানদানতপঃক্রিয়াঃ । কৃতা বিচ্ছেদিতা ন স্যুর্যা-বদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৩২ ॥ ফলমুদ্দিশ্য কুর্ব্বন্তি উপ-বাসত্রয়ং নরাঃ । চতুর্ণামপি বেদানাং ব্যাখ্যাতারো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ অনুক্রমেণ তিষ্ঠন্তি বেদাশ্চত্বার এব চ । ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনঃ ॥ ৩৪ ॥ যে পুণ্যবন্তোঽকলুষা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ । তে বেদঘোষং বিরলাঃ শৃণ্বন্ত্যপি কলৌ যুগে ॥ ৩৫ ॥ চতুর্ণামপি বেদানামুদগন্তি সরস্বতী । জপ্তাথ সা নৃণাং হন্তি জড়তাং জলরূপিণী ॥ ৩৬ ॥ সরস্বত্যা

কর্ত্তৃক সর্ব্বভূতহৃদয়স্থ অখিলবিৎ পরমেশ্বর বিষ্ণু এইরূপে স্তুত হইয়া সত্বর গমনপূর্ব্বক বহুবিধ চেষ্টা দ্বারা সেই সুরশত্রু অসুরদ্বয় মধুকৈটভকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন এবং সেই অপহৃত বেদ গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর ব্রহ্মার সমীপে আগমন করত তাঁহার বেদ তাঁহাকে দিয়া সুস্থ হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে স্তব করিলেন। হে ষড়ানন। তদবধি ব্রহ্মার আবিষ্কৃত সেই তীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড নামে ত্রিলোকে বিখ্যাতি লাভ করিল। এই ব্রহ্মতীর্থের দর্শনমাত্রে মহাপাতকী ব্যক্তিগণও বিমুক্তপাপ হইয়া সদ্য ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করে। যাহারা এই তীর্থে স্নান করিয়া ব্রতাচরণ করে, তাহারা ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। স্কন্দ কহিলেন,—হে পিতঃ। অনন্তর বিধাতা ব্রহ্মা জনার্দ্দনসমীপে বেদ লাভ করিয়া কি করিলেন? এবং অন্যান্য যে সমস্ত ঘটিয়াছিল, কৃপাপূর্ব্বক সে সকল সম্প্রতি আমার নিকট বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন,—হে পুত্রক! বেদ সকল বদরিকাশ্রম সন্দর্শন করিয়া তাহাদের আর ব্রহ্মার সহিত গমনে মতি রহিল না, বেদবিহীন ব্রহ্মা বিকল হইয়া পড়িলেন। অনন্তর ব্রহ্মাকে বিকল অবলোকন করিয়া তত্রত্য সিদ্ধগণ যথাবিধি প্রণাম-স্তুতিবাক্যে বলিতে লাগিলেন। সিদ্ধ-গণ বলিলেন,—ভগবান্ নিখিল প্রাণীর কর্ত্তা, হর্ত্তা, পিতা ও গুরু; অতএব অখিল স্থাবর জঙ্গম সকলেরই তাঁহার আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ হরিই আমাদিগকে ব্রহ্মার সান্নিধ্যবাসের আদেশ দিয়াছেন, আমাদের বাস-হেতুই এই স্থানে নিবৃত্তিধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং এই স্থান নিরাময় হইয়াছে। এক্ষণে বেদের দুইটী মূর্ত্তি কল্পিত হউক, দ্রবময়ী প্রথম মূর্ত্তি এইস্থানে অবস্থিত থাকুক এবং দ্বিতীয় মূর্ত্তি ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করুক। অনন্তর সহৃদয় বেদ নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং হৃষ্টান্তঃকরণে অর্দ্ধ-ভাগ ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিল। অন-ন্তর বেদযুক্ত চতুরানন ব্রহ্মা ত্রিলোক সৃজন করি-লেন। মানবগণ সেই দ্রবরূপী বেদনিবহে স্নান, দান, তপস্যা প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করুক, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহারা বিচ্ছিন্ন হয় না। নরগণ ফল কামনা করিয়া এই তীর্থে উপবাসত্রয় করিলে চতুর্ব্বেদের ব্যাখ্যাকর্ত্তা হয়, সংশয় নাই।১৫—৩৩। এই স্থানে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বনামক বেদচতুষ্টয় ভগবানের পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছে। যাঁহারা পুণ্য-বান্ নিষ্পাপ ও বেদবেদাঙ্গ পারগ, কলিযুগে তাঁহা-দের বেদ শ্রবণ বা কীর্ত্তন অতি অল্পই হইয়া থাকে। সরস্বতীই বেদচতুষ্টয়ের জলরূপিণী হ ও, ইঁহার জপ করিলে জলরূপিণী সরস্বতী মানবগণের

জলে স্থিত্বা জপং কৃত্বা সমাহিতঃ। মনোস্তস্য ন বিচ্ছেদঃ কদাচিদপি জায়তে ॥ ৩৭ ॥ বেদব্যাসোঽপি ভগবান্ যৎপ্রসাদাদুদারধীঃ। পুরাণসংহিতার্থজ্ঞোঽভবদত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ ত্রয়াণামপি লোকানাং হিতায় জগতাং পতিঃ। স্থাপয়ামাস বিধিনা বাণীং বাগ্‌বিভবপ্রদাম্ ॥ ৩৯ ॥ দর্শনস্পর্শনস্নানপূজাস্তত্যভিবন্দনৈঃ। সরস্বত্যা ন বিচ্ছেদঃ কুলে তস্য কদাচন ॥ ৪০ ॥ মন্ত্রসিদ্ধির্বিশেষেণ সরস্বত্যাস্তটে নৃণাম্। জপতামচিরেণৈব জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ বহুনা কিমিহোক্তেন বাণী বাগ্‌বিভবপ্রদা। দ্রবরূপধবা নৃণাং দর্শনাৎপূতিকৃজ্জ্বলা ॥ ৪২ ॥ ততোঽস্যা বাগ্‌দক্ষিণে ভাগে দ্রবধারেতি বিশ্রুতম্। তীর্থমিন্দ্রপদং যত্র তপশ্চক্রে পুরন্দরঃ ॥ ৪৩ ॥ সুদারুণং তপঃ কৃত্বা পরিতোষ্য জনার্দ্দনম্। পদমৈন্দ্রং সমালেভে সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ ৪৪ ॥ তপো দানং জপো হোমো ব্রতানি নিয়মা যমাঃ। তত্রানন্তগুণং প্রোক্তং তত্তীর্থমতিদুর্লভম্ ॥ ৪৫ ॥ প্রতিমাসে ত্রয়োদশ্যাং শুক্লায়াং হরিতোষণে। স্নাত্বা তু তীর্থে সুত্রামা ছন্দং চোপেত্য সজ্জতঃ ॥ ৪৬ ॥ উপবাসদ্বয়ং কৃত্বা পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ৪৭ ॥ তত্রৈব মানসোদ্ভেদঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ। দুর্লভঃ সর্ব্বজন্তুনাং যত্র তে ঋষয়োঽর্থিনঃ ॥ ৪৮ ॥ মানসং চিদচিদ্‌গ্রন্থিমুদ্‌গ্রথ্নন্তি চ সর্ব্বতঃ। মানসোদ্ভেদ ইত্যাখ্যা ঋষিভিঃ পরিগীয়তে ॥ ৪৯ ॥ ভিন্দন্তি হৃদয়গ্রন্থীংশ্ছিন্দন্তি বহুসংশয়ান্। কর্ম্মাণি ক্ষপয়ন্ত্যস্মান্মানসোদ্ভেদ ইত্যভূৎ ॥ ৫০ ॥ যদি ভাগ্যবশাদত্র বিন্দুমাত্রং লভেন্নরঃ। তৎক্ষণান্মুক্তিমাপ্নোতি কিমতস্ত্বধিকং ভবেৎ ॥ ৫১ ॥ গিরিদরীনিলয়ে নিবসন্ত্যমী ঋষিগণাঃ ফলমূলজলাশনাঃ। জিতমনোবিষয়াঃ শিতবুদ্ধয়ঃ কলিভয়াদিব পাপভয়াকুলাঃ ॥ ৫২ ॥ ফল-সমীরণগহ্বরনির্ঝরাশ্রমভরাদুপলব্ধপটোত্তমাঃ। ত্রিষবণক্রমনির্জ্জিতদুর্জ্জয়েন্দ্রিয়পরাক্রমণা মুনয়স্ত্বমী ॥৫৩॥

জড়তা বিনাশ করেন। যে মানব সমাহিত হইয়া সরস্বতীর জলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক জপ করে, কদাচ তাহার মনের বিচ্ছিন্নভাব জন্মে না। উদারধী ভগবান্ ব্যাসও এই সরস্বতীপ্রসাদে পুরাণ ইতিহাসাদির অর্থতত্ত্ব বিদিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এই বাণী বাগ্‌বিভবের প্রদাত্রী, জগৎপতি ত্রিলোকের হিতকামনায় বাণীর স্থাপন করেন। যে ব্যক্তি এই সরস্বতীর দর্শন, স্পর্শন, স্নান, পূজা, স্তুতি এবং অভিবাদন করে, তাহার কুলে কদাচ সরস্বতী-বিচ্ছেদ হয় না অর্থাৎ কেহই মূর্খ থাকে না, সকলেই জ্ঞানবান হয়। বিশেষতঃ সরস্বতীর তীরে জপ করিলে মানবগণের মন্ত্রসিদ্ধি সত্বর হয়, সংশয় নাই। অধিক কি বলিব, বাগ্‌বিভবপ্রদা বাণী দ্রবরূপধারণপূর্ব্বক এই স্থানে মানবগণকে দর্শনদানে তাহাদের উজ্জ্বল পবিত্রতা সম্পাদন করেন। সরস্বতীর দক্ষিণপূর্ব্বভাগে অপর একটী বিখ্যাত দ্রবধারা বিদ্যমান, ইহাকে ইন্দ্রতীর্থ বলে, এই স্থানে পুরন্দর তপস্যা করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে সুদারুণ তপস্যা করিয়া জনার্দ্দনকে সন্তুষ্ট করেন এবং এই তপঃপ্রভাবেই সুরাসুরনমস্কৃত ইন্দ্রপদ লাভ করিয়াছিলেন। এই তীর্থে তপস্যা, দান, জপ, হোম, ব্রত, নিয়ম, যম প্রভৃতি সকলই অনন্তগুণ ফলপ্রদ হয় এবং এই ইন্দ্রতীর্থ অতি দুর্লভ। হরির সন্তোষকর এই অনুত্তম তীর্থে ইন্দ্র প্রতিমাসীয় শুক্লত্রয়োদশীতে আগমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া বেদলাভ করেন, যে মানব এই তীর্থে উপবাসদ্বয় করিয়া জনার্দ্দনের পূজা করে, তাহার সর্ব্বপাপবিমুক্তি ও ইন্দ্রলোক লাভ হয়। ইন্দ্রতীর্থে মানসোদ্‌ভেদ নামে আর একটী সর্ব্বপাপপ্রণাশন পবিত্র তীর্থ আছে, ইহা প্রাণিগণের দুর্লভ, মহর্ষিগণ এই স্থানে বাস করেন। এই তীর্থ মানব-মনের চিৎ ও অচিৎ ইত্যাকার গ্রন্থির সর্ব্বতোভাবে উন্মোচন করে, এজন্য ঋষিগণ এই তীর্থের নাম মানসোদভেদ রাখিয়াছেন। এই মানসোদ্‌ভেদ তীর্থ হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন, সংশয়সমূহ ছিন্ন এবং কর্ম্মনিচয় ক্ষীণ করে, এজন্য ইহার নাম মানসোদ্‌ভেদ হইয়াছে।৩৭—৫০। যদি মানব ভাগ্যক্রমে বিন্দুমাত্রও এই তীর্থ লাভ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার মুক্তি হয়, অতএব ইহা হইতে আর অধিক কি হইতে পারে? এই যে ঋষিগণকে দেখিতেছ, ইঁহারা কলিভয়ে সমাকুল হইয়া গিরিগুহায় বাস করিতেছেন, ফল, মূল ও জলাশন করিয়া বিষয়সুখ হইতে মনকে জয় করিয়াছেন, ইঁহাদের জ্ঞান কুশলপথে পরিচালিত হইয়াছে, ফলাহার, সমীরণসেবন, গহ্বরবাস ও নির্ঝরনীরে স্নান করিয়া শ্রমাপনোদন, এবং পটাদিতে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করিয়া নিখিল বিলাসবস্তুতে নিস্পৃহ হইয়াছেন এবং যথাক্রমে ত্রিষবণ স্নান করিয়া দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণের আক্রমণকেও পরাভূত করিয়াছেন।

সাধনানি বহুন্যেব কায়ক্লেশকরাণ্যহো । সুলভং সাধনং লোকে মানসোদ্ভেদদর্শনম্ ॥ ৫৪ ॥ যস্মিন্ দিনে জলং চৈতল্লভতে পুণ্যবান্ জনঃ । ভবতি ব্যাসসদৃশো যমপিতৃসমঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥ কাম্যতীর্থমিদং নৃণাং কামনাবশকৃৎ পুনঃ । অকামতস্তু মুক্তিঃ স্যাদুভয়োরেব নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ যদি কশ্চিৎ প্রমাদেন কামনাং কুরুতে নরঃ । ফলং ভুক্ত্বা পুনর্মুক্তির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ মহরাদিষু লোকেষু ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্ । ভোগে ভুক্তে পুনর্যাতি কামনাবশতো জনঃ ॥ ৫৭ ॥ পুরুষার্থসমাবাপ্ত্যৈ যতনীয়' মনীষিভিঃ । মানসোদ্ভেদনে তীর্থে নাপেত্যত্রেতি মে মতিঃ ॥ ৫৯ ॥ মানসোদ্ভেদনাৎ প্রত্যগ্ দিশি সর্ব্বমনোহরম্ । বসুধারেতি বিখ্যাতং তীর্থং ত্রৈলোক্যদুর্লভম্ ॥ ৬০ ॥ ত্রিলোক্যাং সর্ব্বতীর্থেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো বদরিকাশ্রমঃ । শ্রুত্বা তন্নারদাৎ সর্ব্বে বসবঃ সমুপাগতাঃ ॥ ৬১ ॥ ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি তপঃ পরমদারুণম্ । দলাম্বুপ্রাশনাশ্চক্রুস্ততঃ সিদ্ধিমুপাযযুঃ ॥ ৬২ ॥ ভগবদ্দর্শনাৎ প্রাপ্তানন্দনির্বৃত্ত-

হে ষড়ানন । পুণ্যসাধনের উপকরণনিকর বহু কায়ক্লেশকর ; কিন্তু ত্রিলোকে মানসোদ্‌ভেদদর্শনে অনায়াসে সেই সকল পুণ্যসাধন হয় । পুণ্যবান্ যে দিনে মানসতীর্থের জল লাভ করে, সেই দিনেই বেদব্যাস সদৃশ হয় এবং ক্রমে যম ও পিতৃগণসদৃশ হইয়া থাকে । এই মানস যদিও কাম্যতীর্থ, এবং মানবগণও কামনার বশীভূত, তথাপি এই তীর্থদর্শনে কি নিষ্কাম, কি সকাম, উভয়বিধ মানবেরই মুক্তি হয়, সংশয় নাই । যদিও মানব প্রমাদবশতঃ এই তীর্থে বহুকাল কামনা করে, তথাপি তাহার ফলভোগ হইয়া পশ্চাৎ মুক্তি হয়, সংশয় নাই । হে ষড়ানন ! আমার মনে হয় মানব 'মহঃ' আদি লোক সকলে ঈপ্‌সিত ভোগ সকল উপভোগ করিয়া ভোগ সমাপ্ত হইলে পুনরায় কামনার বশীভূত হয় । এজন্য মনীষিগণ সম্যক্‌রূপে পুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্য যত্ন করিয়া থাকেন ; কিন্তু মানসোদ্‌ভেদনতীর্থের সেবা করিলে মানবগণকে কামনাবশ হইতে হয় না । এই মানসোদ্‌ভেদের পশ্চিমদিকে ত্রিলোকদুর্লভ বিখ্যাত মনোহর বসুধার তীর্থ । বসুগণ নারদের মুখে ত্রিলোকমধ্যে তীর্থশ্রেষ্ঠ বদরিকাশ্রমের কথা শুনিয়া এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর পরম দারুণ তপস্যা করেন । তাঁহারা এই সুদীর্ঘকাল

বিক্রমাঃ । হৃদয়ানন্দসন্দোহপ্রফুল্লিতমুখাম্বুজাঃ ॥ ৬৩ ॥ দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং বরং লব্ধ্বা মনোরমম্ । হরিভক্তিসুখৈশ্বর্য্যং পরং লব্ধ্বা মুদং যযুঃ ॥ ৬৪ ॥ অত্র স্নাত্বা জলং পীত্বা পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্ । ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যান্ত্যন্তে পরমং পদম্ ॥ ৬৫ ॥ অত্র পুণ্যবতাং জ্যোতির্দৃশ্যতে জলমধ্যতঃ । যদ্দৃষ্ট্বা ন পুনর্ভূয়ো গর্ভবাসঃ প্রপদ্যতে ॥ ৬৬ ॥ যেঽশুদ্ধপিতৃজাঃ পাপাঃ পাষণ্ডমতিবৃত্তয়ঃ । ন তেষাং শিরসি প্রায়ঃ পতন্ত্যাপঃ কদাচন ॥ ৬৭ ॥ দিনত্রয়ং শুচির্ভূত্বা পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্ । উপোষ্য ভগবদ্ভক্ত্যা সিদ্ধান্ পশ্যন্তি সাধবঃ ॥ ৬৮ ॥ যে তত্র চপলাস্তথ্যং ন বদন্তি চ লোলুপাঃ । পরিহাসপরদ্রব্যপরস্ত্রীকপটাগ্রহাঃ ॥ ৬৯ ॥ মলচৈলাবৃতাশান্তাশুচয়স্ত্যক্তসৎক্রিয়াঃ । তেষাং মলিনচিত্তানাং ফলমত্র ন জায়তে ॥ ৭০ ॥ যে তত্র সাধকাঃ শান্তা বিরলা বিধিবর্ত্মগাঃ । তেষাং জপস্তপো হোমো

পত্রাশন ও জলপানপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন । অনন্তর ভগবান্ বসুগণের দর্শনপথে উদিত হইলে তাঁহাদের আনন্দপ্রবাহ বহিতে থাকে, তপস্যাক্লেশ নিবৃত্ত হয় এবং হৃদয়ের আনন্দসন্দোহে মুখকমল প্রফুল্লিত হইয়া উঠে । অনন্তর তাঁহারা নারায়ণের দর্শন তাঁহার নিকট মনোরম বর ও হরিভক্তিরূপ সুখৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া পরম হৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । এই বসুধারাতীর্থে স্নান, জলপান ও জনার্দ্দনের পূজা করিলে ইহলোকে সুখলাভ ও অন্তে উত্তম পদ প্রাপ্তি হয় ।৫১—৬৫। এই বসুধারার নীর হইতে পুণ্যবান্‌গণের তেজ উত্থিত হইতে দেখা যায় । এই তেজোদর্শনে মানবের গর্ভবাস হয় না । যাহারা অশুদ্ধ পিতা হইতে জাত এবং যাহাদের বুদ্ধি পাষণ্ডবৃত্তিসম্পন্ন, প্রায় কদাচ তাহাদের মস্তকে এই বসুধারার জল পতিত হয় না । সাধু মানবগণ এই তীর্থে শুচি ও ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া দিনত্রয় জনার্দ্দনের পূজা ও উপবাস করিলে সিদ্ধগণকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় । যাহারা চপলমতি, লোলুপ ও তথ্য ব্যক্ত করে না ; পরিহাসে, পরদ্রব্যে ও পরস্ত্রীতে যাহাদের অভিলাষ ; যাহাদের আগ্রহ কপটতাপূর্ণ, যাহারা দূষিত-বস্ত্রাবৃত, অশান্ত, অশুচি এবং যাহারা সৎক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই মলিনমনা মানবদিগের এই বসুধারাতীর্থে ফললাভ হয় না । যে সকল সাধক লোক শান্ত, বিরলবিহারী এবং বিধিমার্গ-

দানব্রতজপক্রিয়াঃ ॥ ৭১ ॥ ক্রিয়মাণা যথাশক্ত্যা হ্যক্ষয্যফলদায়কাঃ ॥ ৭২ ॥ যৎকিঞ্চিচ্ছুভকর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি দেহিনাম্। মহদাদিফলং দত্থার্নিঃশ্রেয়সমনুত্তমম্ ॥ ৭৩ ॥ শ্রাবণীয়মিহ কিং ফলাধিকং যত্র যান্তি বিবুধাঃ ফলার্থিনঃ। পূজিতাদনু হরেঃ প্রিয়ার্থিনঃ স্বর্গমার্গনিরতাঃ প্রমোদিনঃ ॥ ৭৪ ॥ যত্র সন্তি ন চ বিঘ্নকারিণঃ কর্ম্মণাং হরিভয়াৎ সুসংযতাঃ। নির্বিশন্তি চ ফলং বিবেকিনঃ কর্ম্মমার্গনিরতাঃ সুদেহিনঃ ॥ ৭৫ ॥ যে পঠন্ত্যথ চ পাঠয়ন্ত্যহো পুণ্যতীর্থবিষয়ং প্রকাশিতম্। ভক্তিভাবসমলঙ্কৃতাশ্চ তে সম্প্রয়ান্তি হরিমন্দিরং শুভম্ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বসুধারাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শিব উবাচ। ততো নৈঋ্ঋত্যদিগ্‌ভাগে পঞ্চধারাঃ পতন্ত্যধঃ। প্রভাসং পুষ্করঞ্চৈব গয়া নৈমিষমেব চ। কুরুক্ষেত্রং বিজানীহি দ্রবরূপং ষড়ানন ॥ ১ ॥ পুরা তে ব্রহ্মণঃ স্থানং গতা মলিনরূপিণঃ। পাপিনাং পাপদোষেণ বিকৃতাঃ কৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ ২ ॥ তত্র গত্বা নমস্কৃত্য ব্রহ্মাণং লোকভাবনম্। ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে নিজাগমনকারণম্ ॥ ৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ধ্যানমালম্ব্য প্রহস্য জগদীশ্বরঃ। উবাচ বচনং চারু স্মৃত্বা বদরিকাশ্রমম্ ॥৪॥ মা ভৈষ্ট গচ্ছত ক্ষিপ্রং হ্যুত্তরবদরিকাশ্রমম্। যস্য নির্ব্বেশমাত্রেণ সদ্যঃ পুণ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥ ততস্তে হর্ষবেগেন নমস্কৃত্য পিতামহম্। জগ্মুরুৎফুল্লনয়না বিশালামমিতপ্রভাম্ ॥ ৬ ॥ যস্য নির্ব্বেশমাত্রেণ ৩ৎক্ষণাদ্বিগতৈনসঃ। ততো দ্বিরূপমাস্থায় স্বস্থানং যযুরুৎসুকাঃ ॥ ৭ ॥ দ্রবরূপেণ চাস্ত্যেন পঞ্চ তিষ্ঠন্তি নির্ম্মলাঃ। তেষু স্নাত্বা বিধানেন কৃত্বা নিত্যক্রিয়াং শুচিঃ ॥ ৮ ॥ তত্তত্তীর্থফলং লব্ধা যাত্যন্তে পরমং পরম্। পঞ্চোপবাসনিরতঃ পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্ ॥ ৯ ॥ ইহ ভোগান বহূন ভুক্ত্বা

অবস্থিত, এই তীর্থে তাঁহাদেরই যথাশক্তি অনুষ্ঠিত জপ, তপ, হোম, দান, ব্রত, জপ, প্রভৃতি ক্রিয়া অক্ষয় ফলদায়ক হয়। দেহিগণ বসুধারায় যে সকল শুভ কার্য্য করে, সেই কার্য্যগুণে তাহাদের মহঃ আদি লোকের অনুত্তম নিঃশ্রেয়স ফললাভ হয়। হে ষড়ানন। ফলার্থী হইয়া দেবগণও যে স্থানে গমন করেন এবং স্বর্গপথনিরত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে হরির পূজা করত তাঁহার অনুগ্রহ কামনা করিয়া থাকেন, সেই তীর্থের মাহাত্ম্য আর অধিক কি শুনাইব? এই স্থানে ধর্ম্মকার্য্যের বিঘ্নকারী কেহই নাই, হরির ভয়ে বিঘ্নকারিগণ সতত সুসংযত, শোভন দেহধারী ও বিবেকশালী লোকসকল এই তীর্থে অভীষ্ট ফলের অধিকারী হয়। যদ্দ্বারা পুণ্যতীর্থের বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়, যাঁহারা সেই হরিমাহাত্ম্য পাঠ করেন বা করান, তাঁহারা ভক্তিভাবে সমলঙ্কৃত হইয়া শুভপ্রদ হরিমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। ৬৬—৭৬।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

শিব বলিলেন,—হে ষড়ানন! অনন্তর নৈঋ্ঋতদিগ্‌ভাগে পঞ্চধারা তীর্থ। এই স্থানে প্রভাস, পুষ্কর, গয়া, নৈমিষ এবং কুরুক্ষেত্র ইহারা দ্রবভাবে পরিণত হইয়া পঞ্চধারারূপে পতিত হয়। পূর্ব্বকালে পুষ্করাদি পঞ্চতীর্থ পাপীদিগের পাপবুদ্ধিবশত অবশবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করে এবং সেই মলিনরূপী বিকৃততীর্থ সকল কমলযোনির সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করত প্রার্থনা করেন। অনন্তর পুষ্করাদি পঞ্চতীর্থ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া লোকভাবন ব্রহ্মার নিকট নিজ নিজ আগমনকারণ নিবেদন করিলে জগদীশ্বর ব্রহ্মা ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইয়া বদরিকাশ্রম স্মরণপূর্ব্বক সহাস্য আস্যে মনোহর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা বলেন,—তোমরা ভীত হইও না, সত্বর উত্তর বদরিকাশ্রমে গমন কর। সেই আশ্রমে প্রবেশমাত্রেই তোমাদের সদ্যঃ পুণ্য সঞ্চয় হইবে। অনন্তর ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে তীর্থনিচয়ের নয়ন উৎফুল্ল হইল। তাঁহারা হর্ষভরে পিতামহকে নমস্কার করত অমিতপ্রভ বিশালা ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় প্রবেশমাত্রে তাঁহারা সদ্য বিগতকল্মষ হইলেন এবং দ্বিধারূপ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।১—৭। হে ষড়ানন। পুষ্করাদি পঞ্চতীর্থের পাঁচটী নির্ম্মলধারা বদরিকাশ্রমে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। শুচিমানব এই পঞ্চধারায় যথাবিধি স্নান ও নিত্যক্রিয়া করিয়া পুষ্করাদি পঞ্চতীর্থস্নানের ফললাভ করত অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। মানব এই স্থানে নিয়ত হইয়া পাঁচদিন উপবাস ও জনার্দ্দনের পূজা

হরেঃ সালোক্যমাপ্নুয়াৎ॥ ১০ ॥ ততস্তু বিমলং তীর্থং সোমকুণ্ডাভিধং পরম্। তপশ্চকার ভগবান্ সোমো যত্র কলানিধিঃ॥ ১১ ॥ স্কন্দ উবাচ। সোমকুণ্ডস্য মাহাত্ম্যং বদ মে বদতাং বর। ত্বৎপ্রসাদাদহং শ্রোতুমিচ্ছামি পরমেশ্বর॥ ১২॥ শিব উবাচ। পুরাত্রিতনয়ঃ শ্রীমান্ সোমঃ সম্প্রাপ্য যৌবনম্। শ্রুত্বা স্বর্ব্বাসিনাং সৌখ্যং গন্ধর্ব্বেভ্যো মুহুর্মুহুঃ। তদা স্বপিতরং প্রায়াৎ প্রষ্টুং তল্লভতে কথম্॥ ১৩॥ সোম উবাচ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ করুণামৃতসাগর। কথং বা লভ্যতে স্বর্গঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ॥ ১৪ ॥ গ্রহনক্ষত্রতারাণামোষধীনাং পতিঃ প্রভো। স্যামহং যেন তং যত্নং কৃপয়া বদ মে পিতঃ ॥ ১৫ ॥ অত্রিরুবাচ। তপসারাধ্য গোবিন্দং যমৈর্ব্বা নিয়মৈঃ সুত। কিং দুর্ল্লভং তু সাধুনামিহ লোকে পরত্র চ॥ ১৬॥ ততস্তু নারদাচ্ছ্রুত্বা ক্ষেত্রং পরমনির্ম্মলম্। জগাম বদরীং নত্বা পিতরং দিশমুত্তরাম্॥ ১৭॥ তত্র গত্বা ফলৈর্ম্মেধ্যৈর্ব্বিষ্ণোঃ পূজামকল্পয়ৎ। জজাপ পরমং জাপ্যমষ্টাক্ষরং মনোহরম্॥ ১৮ ॥ অষ্টাশীতিসহস্রাণি বর্ষাণি ভগবৎপরম্। তপস্তেপেঽতিপরমং সর্ব্বলোকভয়াবহম্॥ ১৯॥ ততস্তুষ্টঃ সমাগত্য ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। উবাচ সোমং বিধিবদ্বরং বরয় সুব্রত॥ ২০॥ ততঃ সোমঃ সমুত্থায় নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ। গ্রহনক্ষত্রতারাণামোষধীনামহং পতিঃ। দ্বিজানামপি সর্ব্বেষাং ভূয়াসং তে প্রসাদতঃ॥ ২১ ॥ হরিরুবাচ। বরমন্যং বৃণুষ্বাতো দুর্ল্লভং ত্বং ভবাদৃশাম্। বরান্নো বরয়ামাস তদা তং হিমজাত্মজ॥ ২২॥ ততোঽতিবিমনাঃ সোমঃ পুনস্তেপে তপো মহৎ। ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি দেবমানেন পুত্রক॥ ২৩॥ তদাসৌ করুণাপূর্ণহৃদয়ো ভগবানগাৎ। বরং বরয় ভদ্রং তে বরদোঽহং তবাগ্রতঃ। সোমস্তু তাদৃশং বব্রে তচ্ছ্রুত্বান্তর্দ্দধে হরিঃ॥ ২৪॥ ততোঽতিবিমনাঃ সোমঃ পুনস্তেপে তপো মহৎ। চত্বারিংশৎ সহস্রাণি

করিলে ইহকালে বহুভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে হরির সালোক্য লাভ করে। অনন্তর বিমল সোমকুণ্ড নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থ। কলানিধি ভগবান্ সোম এই তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন। স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বাগ্মিবর! সোমকুণ্ডের মাহাত্ম্য আমার নিকট বলুন। হে পরমেশ্বর! আপনার অনুগ্রহে আমার শ্রবণাভিলাষ জন্মিতেছে। শিব উত্তর করিলেন,—পুরাকালে অত্রিতনয় শ্রীমান্ যুবা সোম গন্ধর্ব্বগণের নিকট স্বর্গবাসিগণের সৌখ্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া পিতৃসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাহাদের সৌখ্যলাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সোম জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সকল ধর্ম্ম বিদিত আছেন, আপনি করুণারূপ অমৃতের সাগরস্বরূপ; কি করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলাভ হয়? হে পিতঃ! হে প্রভো! আমি যে উপায়ে নিখিল গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও ওষধিসমূহের পতি হইতে পারি, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সেই উপায় বলিয়া দিউন। অত্রি উত্তর করিলেন,—হে পুত্র! ত্রিলোকে যম ও নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক গোবিন্দের আরাধনা করিলে ইহ পর কালে সাধুগণের কি দুর্লভ হয়? অনন্তর সোম কালে নারদের মুখে পরম নির্ম্মল বদরীক্ষেত্রের কথা শুনিয়া পিতাকে নমস্কারপূর্ব্বক বদরী উদ্দেশে যাত্রা করিয়া উত্তরদিকে গমন করিলেন। অনন্তর সোম বদরীবনে গমনপূর্ব্বক পবিত্র ফল দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিলেন এবং বিষ্ণুর অষ্টাক্ষর মনোহর পরম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সোম এইরূপে ভগবৎতৎপর হইয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে অষ্টাশীতি সহস্র বৎসর সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর অতিদুষ্কর তপস্যা করিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ সোমের তপস্যা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং বলিলেন, হে সুব্রত! অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। অনন্তর সোম উত্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন,—হে প্রভো! আপনার অনুগ্রহে আমি নিখিল গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, ওষধি ও দ্বিজগণের পতি হইতে অভিলাষ করি। ৮—২১। হরি উত্তর করিলেন,—হে সোম! তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বর দুর্লভ। অতএব অন্য বর প্রার্থনা কর। হে গিরিজাতনয়! হরি সোমকে তাদৃশ বর দিলেন না; অপ্রাপ্তবর সোম অতি বিমনা হইয়া পুনরায় ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর দুষ্কর তপস্যা করিলেন। হে পুত্রক! সোম পুনরায় তপস্যা করিলে করুণাপূর্ণহৃদয়ে ভগবান্ হরিও পুনর্ব্বার তথায় আগমন করিলেন, এবং বলিলেন,—হে সোম! তোমার মঙ্গল হউক, আমি বরদানার্থ তোমার সম্মুখে আগমন করিয়াছি; অতএব বর প্রার্থনা কর। সোমও পূর্ব্বের ন্যায় বর যাচ্ঞা করিলেন। হরিও তচ্ছ্রবণে বর না দিয়াই তথা হইতে

তপস্তপ্তং সুদুষ্করম্ ॥ ২৫ ॥ ততস্তুষ্টো হরিঃ সাক্ষাচ্ছঙ্খচক্রগদাধরঃ । উবাচ বচনং চারু সোমং শ্রান্তং তপোনিধিম্ ॥ ২৬ ॥ উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে বরং বরয় সুব্রত । তপসারাধিতো নূনং ত্বয়াহং তপসাং নিধিঃ ॥ ২৭ ॥ সোম উবাচ । যদি তুষ্টো ভবান্মহ্যং ভগবান্ বরদর্ষভঃ । গ্রহনক্ষত্রতারাণামাধিপত্যং প্রযচ্ছ মে । তথৌষধীনাং বিপ্রাণাং যামিন্যাশ্চ জগৎপতে ॥ ২৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । দুর্লভং প্রার্থিতং বৎস বিতরামি তথাপ্যহম্ । এবমস্তু ততঃ সর্ব্বে সমাগত্য দিবৌকসঃ । অভিষিক্তবন্তো বিধিবৎ সোমং রাজানমাদৃতাঃ ॥ ২৯ ॥ ততো বিমানমারূঢো রথেন শুভ্রবাসসা । অভিষ্টুতঃ সুরৈরভ্যুদিবং গতো নিশাকরঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ প্রভৃতি তীর্থং তৎ সোমকুণ্ডেতি দুর্লভম্ । যদ্দৃষ্টিমাত্রান্মনুজা গতদোষা ভবন্তি হি ॥ ৩১ ॥ যত্স্পর্শনাদ্যান্তি সোমলোকং বিনিন্দিতাঃ । যত্র স্নাত্বা বিধানেন সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৩২ ॥ সোমলোকং বিনির্ভিদ্য বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে । উপবাসত্রয়ং কৃত্বা পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্ ॥ ৩৩ ॥ ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি । ত্রিরাত্রেণ স্থিতো ভূত্বা পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্ । জপং কুর্ব্বন্ বিশেষেণ মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা যৎকৃতং পাতকং নৃভিঃ । তৎসর্ব্বং ক্ষয়মায়াতি সোমকুণ্ডে ক্ষণাদিহ ॥ ৩৫ ॥ ততস্তু দ্বাদশাদিত্যতীর্থং পাপহরং পরম্ । যত্র তপ্ত্বা পুনঃ কৃচ্ছ্রং কাশ্যপঃ সূর্য্যতাং যযৌ ॥ ৩৬ ॥ দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু তপঃসিদ্ধ্যেককারণম্ । রবিবারেষু সপ্তম্যাং সংক্রান্ত্যাং বিধিবন্নরঃ । সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপাৎ স্নানমাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৩৭ ॥ পরাকং বিধিবৎ কৃত্বা পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ । সূর্য্যলোকে সুখং ভুক্ত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৩৮ ॥ মহা-

---

অন্তর্হিত হইলেন । অনন্তর অলব্ধবর বিমনা সোম আবার চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর অতি দুষ্কর মহাতপস্যা করিলেন । অনন্তর হরি তপোনিধি সোমকে একান্ত তপঃক্লান্ত অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন এবং সাক্ষাৎ শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়া সোমসমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন । হরি বলিলেন,—হে সুব্রত ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর, তুমি আমাকেই তপোনিধি জানিয়া তপস্যা দ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছ, সন্দেহ নাই । হে বৎস ! বর প্রার্থনা কর । সোম বলিলেন,—হে জগৎপতে ! আপনি ভগবান্ ও বরদগণের শ্রেষ্ঠ । যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমাকে গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও ওষধিসমূহ এবং দ্বিজগণ ও যামিনীর আধিপত্য প্রদান করুন । ভগবান বলিলেন,—হে বৎস । তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে দুর্লভ ; তথাপি আমি তোমাকে এইরূপ বরই দান করিব । ভগবান্ হরি এরূপ কহিয়া "তাহাই হউক" বলিয়া সোমের প্রার্থিত বরের অঙ্গীকার করিলেন । অনন্তর ত্রিদশবাসী সুরগণ আগমনপূর্ব্বক সোমকে যথাবিধি অভিষিক্ত করিলেন এবং সাদরে তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেন । তদনন্তর নিশাকর সোম দিব্য বিমানারোহণে শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরূঢ় হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন । সুরগণ তাঁহার চারিদিকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন । সোম যেস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, সোমের সিদ্ধিলাভের পর হইতে সেই স্থান দুর্লভ সোমকুণ্ড নামে অভিহিত হইল, এই সোমতীর্থের দর্শনমাত্রে মানবগণ বিগতদোষ হয় এবং ইহার জল স্পর্শ করিলে প্রশংসিত হইয়া সোমলোকগমনে সমর্থ হইয়া থাকে । এই তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া পিতৃদেবতাদিগের তর্পণ করিলে মানব সোমলোক ভেদ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে । যাহারা এই তীর্থে দিনত্রয় উপবাস করিয়া জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করে, শতকোটি কল্পকালেও তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না । যে সকল লোক সোমতীর্থে দিনত্রয় অবস্থানপূর্ব্বক জনার্দ্দনের পূজা ও মন্ত্রজপ করে, তাহাদের মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে ।২২—৩৪। নরগণ কর্ম্ম বাক্য ও মন দ্বারা যে কিছু পাপ করে, বদরিকাশ্রমের সোমকুণ্ডদর্শনে তৎসমস্ত ক্ষয় হয় । অনন্তর দ্বাদশাদিত্য তীর্থ । এই তীর্থ পাপহর । কাশ্যপ এই তীর্থে দুষ্কর তপশ্চরণ করিয়া দিবাকর হইয়াছিলেন । এই দ্বাদশাদিত্য তীর্থ ত্রিলোকে দুর্লভ ও সিদ্ধির একমাত্র সাধন । যে নর রবিবার সংক্রান্তি ও সপ্তমী তিথিতে এই তীর্থে স্নান করে; সে তৎক্ষণাৎ সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে শুদ্ধ হয় । এই তীর্থে যথাবিধি পরাকব্রত করিয়া জনার্দ্দনের পূজা করা কর্ত্তব্য । এইরূপ করিলে সূর্য্যলোকে সুখভোগ করিয়া [illegible] বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় ।

রোগাভিভূতশ্চ স্নাত্বা পীত্বা জলং শুচিঃ। রোগ-মুক্তোঽচিরাদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৯ ॥ চতুঃস্রোতং পরং তীর্থং বিলোচনমনোহরম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাস্তে তিষ্ঠন্তি দ্রবরূপিণঃ ॥ ৪০ ॥ হরেরাজ্ঞানুসারেণ ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে স্বয়ম্। পুরুষার্থা দ্রবীভূতা ভূতানাং মুক্তিহেতবঃ ॥ ৪১ ॥ পূর্ব্বাদিদিক্ষু ক্রমসন্নিবিষ্টা ধর্ম্মপ্রধানা ইব রূপভাজঃ। ভজন্তি যে তান্ ক্রমসন্নিবিষ্টান্ প্রসন্নতৈষাং সততং ভবেদ্ধি ॥ ৪২ ॥ নান্যত্র ক্ষেত্রে মিলিতাঃ কথঞ্চি-চ্চত্বার এতে ত্রিদশৈরলভ্যাঃ। তানগ্রিমং জন্ম ভবেন লব্ধা পশ্যন্তি পূর্ব্বাজ্জিতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৪৩ ॥ যে দুর্জ্জনা দুর্জ্জনসঙ্গভাজঃ ক্ষমার্জ্জবপ্রাণজয়প্রধানাঃ। ক্রীড়ামৃগা গ্রাম্যবধূজনানাং ন তে প্রপশ্যন্ত্যচিরাৎ পুমর্থান্ ॥ ৪৪ ॥ তথৈব পশ্যন্ত্যচিরেণ তত্ত্বজ্ঞানৈক-হেতূনপি তান্ পুমর্থান ॥ ৪৫ ॥ অত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ। পর্ব্বণি প্রযতাঃ স্নাতুং সমায়ান্তি ষড়ানন ॥ ৪৬ ॥ ততঃ সত্যপদন্নাম তীর্থং সর্ব্বমনোহরম্। ত্রিকোণাকারমেবৈতৎ কুণ্ডং কল্মষনাশনম্। একাদশ্যাং হরিস্তত্র স্বয়মায়াতি পাবনে ॥ ৪৭ ॥ তৎপশ্চাদৃষয়ঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ। স্নাতুমায়ান্তি বিধিবৎ কুণ্ডে সত্যপদাভিধে ॥ ৪৮ ॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং যত্র মধ্যাহ্নে হরিবাসরে। গানং শৃণ্বন্তি বিরলাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৪৯ ॥ দর্শনাদ্যস্য তীর্থস্য পাতকানি মহান্ত্যপি। পলায়ন্তে ভয়েনৈব সিংহং দৃষ্ট্বা মৃগা ইব ॥ ৫০ ॥ স্বশাখোক্ত-বিধানেন স্নানং কৃত্বা বিচক্ষণঃ। সত্যলোক-মবাপ্নোতি ততো নৈঃশ্রেয়সং পদম্ ॥ ৫১ ॥ অহো-রাত্রং শুচির্ভূত্বা উপোষ্য চ জনার্দ্দনম্। পূজয়িত্বা যথাশক্ত্যা স জীবন্মুক্তিভাজনঃ ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রিকোণস্থাঃ সমাহিতাঃ। তপঃ-কুর্ব্বন্ত্যনুদিনং সর্ব্বলোকাদিতোষণম্ ॥ ৫৩ ॥ ত্রিকোণমণ্ডিতং তীর্থং নাম্না সত্যপদপ্রদম্। দর্শনীয়ং প্রযত্নেন সর্ব্বপাপমুমুক্ষুভিঃ ॥ ৫৪ ॥ জপং তপো হরিস্তোত্রং পূজাং স্তুত্যভিবাদনম্। মাহাত্ম্যং কুর্ব্বতাং বক্তুং ব্রহ্মণাপি ন শক্যতে ॥ ৫৫ ॥ ততোঽতিবিমলং নাম নরনারায়ণাশ্রমম্।

মহারোগাভিভূত মানবও যদি শুচি হইয়া দ্বাদশা-দিত্যতীর্থে স্নান ও তীর্থজল পান করে, তবে অচিরেই তাহার রোগমুক্তি হয়, সংশয় নাই। এই স্থানে নয়নমনোরম চতুঃস্রোতঃ নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থ বিদ্যমান। হরির আদেশানুসারে এই বৈষ্ণবক্ষেত্রে স্বয়ং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই বর্গচতুষ্টয় দ্রবরূপে নিত্য প্রবাহিত। এই দ্রবীভূত চতুঃস্রোতঃ প্রাণিগণের মুক্তি প্রদান করে। এই ধর্ম্মপ্রধান চতুঃস্রোত তীর্থ পূর্ব্বাদি দিক্‌ক্রমে সন্নিবিষ্ট এবং অতীব রূপশালী। যাহারা ক্রমসন্নিবিষ্ট এই চতুঃস্রোতঃ তীর্থে নিমজ্জন করে, তাহাদের সতত প্রসন্নতা লাভ হয়। এই তীর্থ ত্রিদশবাসীদিগের সুখলভ্য নহে। অন্য তীর্থে কদাচ এই চতুঃস্রোতের মিলন দেখা যায় না। যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত থাকে, তাঁহারাই ব্রাহ্মণজন্ম লাভ করিয়া সত্বর এই সকল তীর্থ দর্শন করিতে সমর্থ হন। যাহারা দুর্জ্জন বা দুর্জ্জনের সংসর্গকারী, যাহাদিগের ক্ষমা, সারল্য ও প্রাণজয় হয় নাই এবং যাহারা গ্রাম্যরমণীগণের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ, তাহারা ধর্ম্মার্থাদি চতুর্ব্বর্গসাধন—তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র হেতুভূত—চতুঃস্রোত তীর্থ অচিরে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। হে ষড়ানন! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিসকল পর্ব্বদিনে প্রযত হইয়া এই তীর্থে স্নানার্থ আগমন করেন। অনন্তর অত্যন্ত মনোহর সত্যপদ নামক পরম তীর্থ। এই সত্যপদ-কুণ্ড ত্রিকোণাকার ও নিখিল কলুষনাশন। একা-দশী দিবসে হরি এই পূততীর্থ সত্যপদ কুণ্ডে স্বয়ং আগমন করেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তপো-ধন মুনিগণও আগমন করিয়া থাকেন। এই সত্য-পদতীর্থে হরিবাসরের মধ্যাহ্নসময়ে সত্যব্রত-পরায়ণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের মধুর গীতধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই তীর্থের দর্শনমাত্রে মহামহাপাতকপুঞ্জও সিংহদর্শনে মৃগের ন্যায় ভীত হইয়া পলায়ন করে। বিচক্ষণ মানব স্ববেদোক্ত বিধানে এই তীর্থে স্নান করিয়া সত্যলোকে গমন করে এবং তদনন্তর নিঃশ্রেয়স পাদ লাভ করিয়া থাকে। ৩৫—৫১। যে মানব শুচি হইয়া এই তীর্থে অহোরাত্র উপবাস করত জনার্দ্দনের যথাশক্তি পূজা করে, সে জীবন্মুক্ত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই দেবত্রয় ত্রিকোণাকার সত্যপদতীর্থের কোণত্রয়ে অবস্থিত হইয়া সতত নিখিল লোকের সন্তোষসাধনে তপস্যা করেন। ত্রিকোণমণ্ডিত এই সত্যপদপ্রদ তীর্থ সর্ব্বপাপমুমুক্ষু মানবগণের প্রযত্নসহকারে দর্শনীয়। এই তীর্থে জপ, তপ, হরিস্তোত্র, পূজা, স্তুতি ও অভিবাদনকারী মানবগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে ব্রহ্মাও সমর্থ নহেন। অনন্তর

দ্বিবিধং দৃশ্যতে তত্র পাথঃ পরমনির্ম্মলম্ ॥ ৫৬ ॥ উভাভ্যামুভয়প্রীতির্ভবতীতি বিনিশ্চিতম্। তত্র স্নাত্বা প্রযত্নেন পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তস্তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ ততো নারায়ণাবাসশিখরে বিমলাকৃতি। তীর্থং পবিত্রমুর্ব্বশ্যা অভিব্যক্তিকরং ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ স্কন্দ উবাচ। অভিব্যক্তিঃ কথং তস্যা উর্ব্বশ্যাঃ শিখরে পিতঃ। কিং পুণ্যং কিং ফলং তত্র পরং কৌতুহলং বদ ॥ ৫৯ ॥ শিব উবাচ। ধর্ম্মস্য পত্নী মূর্ত্ত্যাসীত্তস্যাং জাতৌ ষড়ানন। নরনারায়ণৌ সাক্ষাদ্ভগবানেব কেবলম্ ॥ ৬০ ॥ পিত্রোরাজ্ঞামনু প্রাপ্য তপোঽর্থং কৃতমানসৌ। উভয়োর্নগয়োস্তৌ তু তপোমূর্ত্তী ইব স্থিতৌ ॥ ৬১ ॥ তৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ শক্রঃ প্রেষয়ামাস মন্মথম্। সগণং তপসো ধ্বংসো যথা স্যাদ্গন্ধমাদনম্ ॥ ৬২ ॥ বিক্রম্য বিধিবত্তে তু নারায়ণবলোদয়ম্। জ্ঞাত্বা হতমনস্কাংস্তানুবাচ জগতীপতিঃ ॥ ৬৩ ॥ হরিরুবাচ। কিমর্থমাগতা যূয়মাতিথ্যং গৃহ্যতামিতি ॥ ৬৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা ফলমূলানি তেভ্যো দত্ত্বোর্ব্বশীং তথা। দত্ত্বান্তর্ধিমগাদেব পশ্যতাং বিঘ্নকারিণাম্ ॥ ৬৫ ॥ তে তু গত্বা দিবং ভীতে শক্রায়োচুর্ব্বলং হরেঃ। শক্রস্তামুর্ব্বশীং প্রাপ্য হর্ষণৈকযুতোঽভবৎ ॥ ৬৬ ॥ ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমুর্ব্বশী নামতঃ পৃথক্। প্রসিদ্ধং যত্র ভগবান্ স্বয়মাস্তে তপোময়ঃ ॥ ৬৭ ॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন উপোষ্য রজনীদ্বয়ম্। পূজয়িত্বা হরিং তত্র নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥ উর্ব্বশীকুণ্ডমাসাদ্য কামনাবশতো নরঃ। উর্ব্বশীলোকমাপ্নোতি স্নানমাত্রেণ পুত্রক ॥ ৬৯ ॥ সদৈব ভগবাংস্তত্র উর্ব্বশীকুণ্ডসন্নিধৌ। ভূতানাং ভাবয়ন্ ভব্যং তপোমূর্ত্তির্ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭০ ॥ আমোদং তদুপরি ব প্রভঞ্জনোঽপি শ্রীভর্ত্তুর্বহতি পদাম্বুজৈকলব্ধম্। যৎসঙ্গাৎ কলিযুগকল্মষাতুরাণামুৎসঙ্গে ন ভবতি ...ভাব-

---

বিমল নরনারায়ণাশ্রম। এই তীর্থে পরম নির্ম্মল দ্বিবিধ জল দৃষ্ট হয়, উক্ত উভয় প্রকার জলদ্বারাই উভয় নর ও নারায়ণের প্রীতিসাধন হয়, সংশয় নাই। মানব এই দ্বিবিধ জলে প্রযত্নপূর্ব্বক স্নান করিলেই তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয়, সংশয় নাই। অনন্তর নারায়ণের আবাসশিখরে বিমলাকৃতি পূত উর্ব্বশীতীর্থ, এই উর্ব্বশী তীর্থ সতত প্রকাশমান। স্কন্দ কহিলেন,—হে পিতঃ! নারায়ণের আবাসশিখরে উর্ব্বশীর প্রকাশ কিরূপে হইল? এই তীর্থের কি পুণ্য, কিরূপ ফল? এই সকল শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কুতুহল হইতেছে, অতএব বলুন। শিব বলিলেন,—হে ষড়ানন! ধর্ম্মের ঔরসে মূর্ত্তিনাম্নী তদীয় পত্নীর গর্ভে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ—নর ও নারায়ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর পিতার আদেশে নরনারায়ণ তপস্যার্থ মনন করিলে তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে উভয়ের তপস্যাপর্ব্বতও যেন সাক্ষাৎ তপোমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। নরনারায়ণের তপস্যাদর্শনে বিস্মিত বাসব তাঁহাদের তপস্যাবিনাশার্থে সগণ মদনকে গন্ধমাদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর তাহারা নরনারায়ণকে যথাবিধি আক্রমণ করিয়াও তাঁহাদের বলাধিক্য বিদিত হইয়া হতোদ্যম হইলে জগতীপতি হরি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। হরি কহিলেন,—তোমরা কিজন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছ? আতিথ্য গ্রহণ কর, হরি এইরূপ কহিয়া তাহাদিগের করে ফল মূল সহ উর্ব্বশীকে অর্পণ করিলেন এবং তখনই সেই বিঘ্নকারিগণের সমক্ষে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সগণ মদন ত্রিদশালয়ে গমনপূর্ব্বক ভীত শচীপতির সমীপে হরির বলবিক্রমের কথা জ্ঞাপন করিল। বাসব উর্ব্বশীকে পাইয়া সকল ভুলিয়া গেলেন এবং হর্ষে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। হে ষড়ানন। তপোময় ভগবান্ স্বয়ং এই তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং এই তীর্থেই উর্ব্বশীর আবির্ভাব হয়; এজন্য তদবধি সেই তীর্থ উর্ব্বশীতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। এই তীর্থে যথাবিধি স্নান করত মানব রজনীদ্বয় উপবাসী থাকিয়া হরির পূজা করিলে নর নারায়ণতুল্য হয়। ৫২—৬৮। হে পুত্রক! এই স্থানে উর্ব্বশীকুণ্ড বিদ্যমান। মানব কামনাবশে এই উর্ব্বশীকুণ্ডে স্নান করিলে উর্ব্বশীলোকে গমন করে। ভগবান্ সতত সেই উর্ব্বশীকুণ্ডসমীপে অবস্থানপূর্ব্বক লোকগণের কুশলকামনায় তপস্যা করিয়া থাকেন। সেই উর্ব্বশীকুণ্ডের উপরিভাগে মধুসূদনের একটী আমোদভবন বিরাজিত। কমলাপতির পাদপদ্মসৌরভ গ্রহণ করত প্রবাহিত হইয়া বায়ু সেই আমোদভবন প্রমুদিত করিতেছে। এই অনিলের সংসর্গে কলিকল্মষাতুর লোকগণের ক্রোড় হইতে পাপরাশি দূরে

পাকঃ ॥ ৭১ ॥ যৎ সঙ্গাদ্ধর্ম্মুপাবহৎ পদশ্রীনির্ব্বিঘ্নো গিরিবিবরেঽচ্যুতৈকসেবী। শ্রীভর্ত্তুশ্চরণযুগং বহন্ সমন্তাদভ্যেতি প্রশমমহস্তপঃসমীরে ॥ ৭২ ॥ গীর্ব্বাণাস্তুপহসতি স্বধেন পূর্ণঃ কীটোঽপি প্রশমিতদুর্নয়ো নিরীহঃ। যত্রস্থঃ কুসুমনিবেদমাত্মযোগপর্য্যুষ্টং জহত্যুপয়াস্যতে পদং তৎ ॥ ৭৩ ॥ যত্রেত্থা মুনিমতয়ো বহিঃপদার্থান্নাপশুন্নিহিতপদাম্বুজৈকভাজঃ। যত্রস্থঃ স্বয়মপি গোপতির্জনানামাধত্তে স্বপদমনুক্রমাগতানাম্ ॥ ৭৪ ॥ বহূনি সন্তি তীর্থানি গিরৌ নারায়ণাশ্রিতে। সর্ব্বপাপহরাণ্যাশু তান্যহং বেদ নো জনঃ ॥ ৭৫ ॥ সংসারকুহরে ঘোরে যত্র স্থগিতমাত্মনঃ। উর্ব্বশীকুণ্ডমাসাদ্য দিনমেকং বসেন্নরঃ ॥ ৭৬ ॥ উর্ব্বশীদক্ষিণে ভাগে আয়ুধানি জগৎপতেঃ। বিদ্যন্তে দর্শনাত্তেষাং ন শস্ত্রভয়ভাগ্ ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥ য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা শ্রাবয়েদ্বা সমাহিতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সালোক্যং লভতে হরেঃ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্যে পঞ্চধারাদিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

চলিয়া যায়; কদাচ তাহাদিগকে পাপফল ভোগ করিতে হয় না। ভক্তগণ ইহার সংসর্গে ঐশ্বর্য্যে বিরক্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গিরিগুহায় সমাহিতমনে একমাত্র অচ্যুতের সেবা করেন। এই স্থানে সমীরণ কমলাপতির পাদপদ্মের দিব্য গন্ধ বহন করিয়া প্রবাহিত হওয়ায় ভক্তগণ ঐ সমীরণের সেবা দ্বারা তপস্যাক্লেশ প্রশমিত করেন। অত্রত্য পাপপূর্ণ কীটগণও কুসুমবোধে বিভুর পাদপদ্মে সঙ্গত হইতেছে। এই পাদপদ্মের সংসর্গে তাহাদের দুর্নয় বিদূরিত হওয়ায় তাহারা অতীব নিরীহ হইয়াছে। অধিক কি, দেবগণও তাহাদের হাস্যাস্পদ হইতেছেন। মুনিবৃত্তি মানবগণ এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক বাহিরের বস্তু ভুলিয়া গিয়া একমাত্র বিষ্ণুর পাদপদ্মসেবায় সন্নিহিতমনা হইয়াছেন। জগৎপতি স্বয়ং বিষ্ণুও তদীয় পাদপদ্মসেবী ভক্তগণকে যথানুক্রমে তাঁহার পাদপদ্মপ্রান্তে স্থান দিতেছেন। এই কমলাপতি-পালিত পর্ব্বতে বহুতীর্থ বিদ্যমান। সে সকল তীর্থ আশু পাপহর। হে রাজন্! আমিই তাহা জানি, অন্য কেহ বিদিত নহে। এই সংসারকুহরে বিচরণকারী যে নর উর্ব্বশীকুণ্ডে একদিনও বাস করে, তাহার আত্মা স্থির হয়। উর্ব্বশীকুণ্ডের দক্ষিণে জগৎপতির আয়ুধনিচয় বিদ্যমান। এই আয়ুধ সকলের

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শিব উবাচ। ব্রহ্মকুণ্ডাদ্দক্ষিণতো নরাবাসগিরির্ম্মহান্। যত্র ভগবতা মেরুঃ স্থাপিতো লোকসুন্দরঃ ॥ ১ ॥ স্কন্দ উবাচ। কথং ভগবতা মেরুঃ স্থাপিতো নরসন্নিধৌ। মহৎকৌতূহলং তাত কথ্যতাং যদি রোচতে ॥ ২ ॥ মহাদেব উবাচ। যদা ভগবতো বাসো বিশালায়াং সমাগতঃ। দেবা মহর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥ ৩ ॥ বিহায় মেরুশৃঙ্গাণি ভগবদ্দর্শনোৎসুকাঃ। ভগবদ্দর্শনাহ্লাদতিরস্কৃতসুরালয়াঃ ॥ ৪ ॥ তদা তু ভগবাংস্তেষাং সুখহেতোঃ ষড়ানন। উৎপাট্য মেরুশৃঙ্গাণি করেণৈকেন লীলয়া। স্থাপয়ামাস সর্ব্বেষাং ভগবান্ প্রীতিবর্দ্ধনঃ ॥ ৫ ॥ ততঃ সর্ব্বে সমালোক্য গিরিং কাঞ্চননির্ম্মিতম্। প্রসন্নাস্তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৬ ॥ দেবা

দর্শনে মানবের শস্ত্রভয় থাকে না। যে মানব সমাহিত হইয়া ভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ করে বা অন্য কাহাকেও শ্রবণ করায়, সে নিখিল পাপবিমুক্ত হইয়া হরির সালোক্য লাভ করে। ৬৯—৭৮।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

শিব বলিলেন,—ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণভাগে নরাবাসনামক শ্রেষ্ঠ শৈল বিদ্যমান। ভগবান্ এই নরাবাসের সন্নিধানে লোকসুন্দর মেরুগিরিকে স্থাপিত করেন। স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! ভগবান্ কিজন্য নরাবাসসমীপে মেরুকে স্থাপন করেন, আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইতেছে, যদি অভিরুচি হয়, তবে আমার নিকট বলুন। মহাদেব কহিলেন,—হে বৎস! ভগবান্ বিষ্ণু যৎকালে বিশালাবাসের জন্য গমন করেন, বিদ্যাধর ও চারণনিকর সহ সুর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তখন মেরুশৃঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের দর্শন মানসে উৎসুক হন। তৎকালে তাঁহারা ভগবানের দর্শন জন্য এতই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, ত্রিদশালয়ও যেন তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। হে ষড়ানন! তখন ভগবান্ তাঁহাদের সুখকামনায় অবলীলাক্রমে মেরুশৃঙ্গনিচয় উৎপাটিত করিয়া বিশালায় স্থাপিত করত সকলেরই প্রীতি বর্দ্ধন করিলেন। ১—৫। অনন্তর তাঁহারা বিশালায় সেই কাঞ্চননির্ম্মিত শৈল সন্দর্শন করিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং সকলেই অনাময় নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

ঊচুঃ। যোহস্মৎসুখায় ভবরিক্রমণায় বিভ্রল্লীলাতনুঃ কনকশৈলমিহানিনায়। জেতা সুরার্দ্দনশতং ত্রিদশৈকপক্ষস্তস্মৈ বিধেয় নম উগ্রতপঃশ্রিয়ায় ॥ ৭ ॥ যদ্‌যৎ করোতি কৃপয়া কৃপণার্ত্তিতুলশৈলাগ্নিরাশ্রিত-কৃদেকবিদাং বরিষ্ঠঃ। স্বেনৈব তেন করণেন স তুষ্যতাং নো যস্তাঘকাবি পুরুষেণ ন কেনচিদ্বৈ ॥ ৮ ॥ অস্মাকমুন্নতধিয়াং বিদধাতি সম্যক্ শিক্ষাং পিতেব করুণো নিজলাভপূর্ণঃ। ত্রৈলোক্যরক্ষণবিচক্ষণ-দৃষ্টিপাতপূর্ণামৃতাম্বুধিরসৌ বিপদঃ প্রপায়াৎ ॥ ৯ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। যেনাধ্যস্তং ভাতি সমস্তং জগদেকং ক্রীড়াভাণ্ডং সত্যতযাজস্য বিভূয়ঃ। ভানাং বৃন্দং যদ্বদনেহপ্যাশ্রিতমূর্ত্তিস্তস্মৈ নিত্যং শাশ্বত তুভ্যং প্রণমাম ॥ ১০ ॥ সিদ্ধা ঊচুঃ। যৎকৃপালবত এব মহান্তঃ সিদ্ধিমীযুর্বিতবে ভবভাজঃ। তেহচিরেণ ভবভীমপয়োধিং তীর্ণবন্ত ইতি নঃ সুমনীষা ॥ ১১ ॥ বিদ্যাধরা ঊচুঃ। বিভো সদ্‌গুণগ্রাম কল্যাণমূর্ত্তে পরেশান সম্মানসন্তানহেতো। ভবৎপাদপদ্মাসব-স্বাদমত্তাঃ কৃতার্থা ন চিত্রং ভবত্যত্র কিঞ্চিৎ ॥ ১২ ॥ ততস্তুষ্টোহথ ভগবাংস্তেষামাসীদ্দিবৌকসাম্। বরং বৃণুধ্বমিত্যুক্তাস্তে প্রোচুর্ব্বরদর্ষভম্ ॥ ১৩ ॥ পরিতুষ্টো ভবান্ সাক্ষাদ্দেবদেবো রমাপতিঃ। বদরী ন ত্বয়া ত্যাজ্যা ন চ মেরুঃ কদাচন ॥ ১৪ ॥ মেরু-শৃঙ্গং প্রপশ্যন্তি যে জনাঃ পুণ্যভাগিনঃ। তেষাং বৈ ত্বৎপ্রসাদেন মেরৌ বাসঃ প্রজায়তাম্ ॥ ১৫ ॥ তত্র ভুক্তা চিরাদ্ভোগান্ ভূয়াদন্তে লয়স্ত্বয়ি। এব-মস্ত্বিতি চাভাষ্য তত্রৈবান্তর্হিতো হরিঃ ॥ ১৬ ॥ ততঃ প্রভৃতি তে সর্ব্বে মেরুশৃঙ্গবিহারিণঃ। নর-নারায়ণস্থাস্তে পাল্যমানা মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৭ ॥ কদাচিদ্দিবি তিষ্ঠন্তি কদাচিন্মেরুমধ্যতঃ। নির্ব্বিশঙ্কা নিরুদ্বেগা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ১৮ ॥ ভগবানপি তত্রৈব নররূপেণ তিষ্ঠতি। ধনুর্ব্বাণধরঃ শ্রীমাংস্তপসা পাবকোপমঃ। আনন্দমৃষিবৃন্দস্য জনয়ংস্তপ আস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥ ততস্তু

দেবগণ বলিলেন,—যে ভগবান্ আমাদের সুখের জন্য লীলাতনু ধারণ করিয়াছেন, আমাদের ভবনিবৃত্তির জন্য বিশালায় যদ্দ্বারা কাঞ্চনগিরি মেরু আনীত হইয়াছে; যিনি ত্রিদশসমূহের একমাত্র আশ্রয়, যাঁহার করে শত শত সুরারি নিহত হইয়াছে এবং উগ্র তপস্যাই যাঁহার ঐশ্বর্য্য, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার। আপনি কৃপাপরবশ হইয়াই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, আপনি দীনজনের পীড়ারূপ তুলা-শৈলের অনলস্বরূপ, আপনি শরণাগতবৎসল এবং অভেদজ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ; আপনি স্বীয় করুণা-দ্বারা আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, কোন পুরুষই আপনার অনুকরণ করিতে সমর্থ নহে। হে বিভো! আপনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে সম্যক্ শিক্ষা দিয়া সমুন্নতজ্ঞানসম্পন্ন করিয়াছেন, আপনি করুণাপূর্ণ ও যথালাভে সন্তুষ্ট; ত্রৈলোক্য রক্ষণের জন্য আপনার বিচক্ষণ দৃষ্টি সর্ব্বত্র নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, আপনি পূর্ণ অমৃতসাগর, আমাদিগকে বিপদ্ হইতে ত্রাণ করুন। ঋষিগণ বলিলেন,—যাঁহার লীলায় সমস্ত জগৎ অস্তমিত হয়, যাঁহার গুণে জগৎ প্রতিভাসমান, এই জগৎ যাঁহার ক্রীড়াসামগ্রী, যে সর্ব্বব্যাপী অজ্ঞেয়সত্তায় জগৎ বলিয়া প্রতীত হয়; নক্ষত্রমালার ন্যায় যাঁহার অনন্তমূর্ত্তি এবং যিনি সনাতন, সেই বিভুকে নিত্য নমস্কার করি। সিদ্ধগণ কহিলেন,—যাঁহার কৃপাকণিকা লাভেই মহত্তেরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; তদিতর সকলেই সংসারাসক্ত হইয়া রহিয়াছে, আমাদের নিশ্চয় ধারণা, তাঁহারই কৃপা হইলে তাঁহারাও অচিরেই ভবভীমাব্ধি পার হইতে পারে। বিদ্যাধরগণ কহিলেন,—হে বিভো! আপনি নিখিল উত্তমগুণে ভূষিত, আপনার মূর্ত্তি মঙ্গলাবহ, আপনি সম্মান-বৃদ্ধির হেতু, হে পরেশান! আপনার পাদ-পদ্মের মধুস্বাদে মত্ত হইয়া আমরা কৃতার্থ হই-য়াছি। আপনাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই; সবই আপ-নার স্বাভাবিক। অনন্তর ভগবান্ সুরসিদ্ধগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—তোমরা বর প্রার্থনা কর। তাঁহারা সেই বরদশ্রেষ্ঠ বিভুর বাক্যে উত্তর করিলেন,—আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবদেব রমাপতি, যদি আপনি আমাদের প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে সতত বদরীবনে ও মেরুগিরিতেই বাস করুন, কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। যে সকল পুণ্যভাজন জন মেরুশৃঙ্গ দর্শন করিবে, আপনার অনুগ্রহে তাহারা মেরুবাসের ফল লাভ করুক এবং তথায় সুচিরকাল বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া অন্তকালে আপনাতে লয় প্রাপ্ত হউক। অনন্তর হরি "তাহাই হউক" বলিয়া তাঁহাদের বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক অন্তর্ধান করিলেন। তদবধি দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষি প্রভৃতি সেই মেরুশৃঙ্গে নারায়ণ-সমীপে তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তপোধন ঋষিগণ কখন স্বর্গে ও কখন মেরুমধ্যে নিরুদ্বেগ ও নিরাময় হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ৬—১৮। ভগবান্ হরিও তথায় নররূপে বিরাজ করিলেন। তিনি কখন ধনুর্ব্বাণধারণ

পরমং তীর্থং লোকপালাভিবন্দিতম্। যত্র সংস্থাপয়ামাস লোকপালান্ হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ২০ ॥ স্কন্দ উবাচ। কথং ভগবতা তত্র লোকপালশ্চ স্থাপিতাঃ। মহৎ কৌতুহলং তাত কথয়স্ব মহামতে ॥ ২১ ॥ শিব উবাচ। একদা মেরুমধ্যস্থাশ্রয়ানিহ হরন্ হরিঃ। দেবানামৃষিমুখ্যাণাং চরিতং দ্রষ্টুমুদ্যতঃ ॥ ২২ ॥ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় নমস্কৃত্য দিবৌকসঃ। উচুস্তে বিনয়াৎ সর্ব্বে প্রসীদ ভগবন্ বিভো ॥ ২৩ ॥ ক্ষণং বিশ্রাম্য বিধিবদ্দৃষ্ট্বা তাং বিরলা ভুবম্। সান্নিধ্যমৃষিদেবানামযুক্তং ভাবয়ন্ মিথঃ ॥ ২৪ ॥ ততঃ প্রহস্য ভগবানুবাচ মধুসূদনঃ। লোকপালান সমাহূয় নাত্র স্থেয়ং ভবদ্বিধৈঃ ॥ ২৫ ॥ ঋষয়স্তাপসাঃ সিদ্ধাঃ সস্ত্রীকা নিবসন্তি হি। ভবদ্বিধানামাস্থানং পূর্ব্বৈব কল্পিতং ময়া ॥ ২৬ ॥ ততঃ স ত্বরিতো গত্বা রম্যে গিরিবরে হরিঃ। লোকপালান্ সমাহূয় স্থাপয়ামাস তান্ গুহ ॥ ২৭ ॥ তত্রৈব শৈলদণ্ডেন হ্যদ্রিজলকাঙ্ক্ষয়া। ক্রীড়াপুষ্করণীং তেষাং নির্ম্মমে সুমনোহরাম্ ॥ ২৮ ॥ সস্ত্রীকা যত্র গীর্ব্বাণা বিচরন্তি নিজেচ্ছয়া। গায়ন্তি সম্প্রমোদন্তি গন্ধর্ব্বাস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ২৯ ॥ বনানি কুসুমামোদরম্যাণি পরিতোষতঃ। দিনানি যত্র গচ্ছন্তি ক্ষণপ্রায়াণি দেহিনাম্ ॥ ৩০ ॥ ভগবানপি তত্রৈব তেষামানন্দমাবহন। দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং চ স্বয়মায়াতি মজ্জনে ॥ ৩১ ॥ তৎপশ্চাদৃষয়ঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ। যত্র স্নাত্বা বিধানেন গুহ মধ্যাহ্নকালতঃ। অসঙ্গং পরমং জ্যোতির্জ্জলে পশ্যন্তি চক্ষুষা ॥ ৩২ ॥ সর্ব্বতীর্থাবগাহেন যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্। তৎফলং তৎক্ষণাদেব দণ্ডপুষ্করিণীক্ষণাৎ ॥ ৩৩ ॥ যত্র কাম্যানি কর্ম্মাণি সফলানি মনীষিণাম্। যত্র পিণ্ডপ্রদানেন গয়াতোঽষ্টগুণং ফলম্ ॥ ৩৪ ॥

করিয়া, কখনও তপস্যায় শ্রীমান পাবকোপম হইয়া, ঋষিবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করত তপোনিরত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বয়ং হরি তথায় লোকপালগণকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহারা সেই তীর্থকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। লোকপালগণ কর্তৃক অভিবাদিত হইয়া সেই তীর্থ অতিশয় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিল। স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! ভগবান্ কি জন্য তথায় লোকপালগণকে স্থাপিত করিলেন? হে মহামতে! এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত কুতূহল জন্মিয়াছে। শিব বলিলেন,—একদা হরি—দেব ও ঋষিসত্তমগণের চরিত বিদিত হইবার জন্য মেরুমধ্যস্থিত তাঁহার আশ্রয়-স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিনয় সহকারে নমস্কার করত প্রার্থনা করিলেন,—হে বিভো! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে ভগবন্! এই স্থান শূন্য করিয়া গমন করিবেন না, ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। এই স্থানে সুর ও ঋষিগণ সতত বাস করেন। আপনি চলিয়া গেলে এই স্থান তাঁহাদের বাসের অযোগ্য হইবে। অনন্তর সুরগণের এবংবিধ বিনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মধুসূদন সহাস্য-আস্যে উত্তর করিলেন,—লোকপালগণকে এই স্থানে আনয়ন না করিয়া ভবাদৃশ ব্যক্তিগণের সহিত বাস করা আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়; কেন না, তাপস-সিদ্ধ-ঋষিগণ এই স্থানে সস্ত্রীক বাস করেন; এজন্য পূর্ব্বেই আমি তাঁহাদিগের বাসযোগ্য করিয়া এই স্থান নির্ম্মিত করিয়াছি। হে গুহ! অনন্তর হরি সত্বর রম্য গিরিবরে গমন করত লোকপালগণকে আহ্বান করিয়া তথায় স্থাপন করিলেন এবং জলাকাঙ্ক্ষী হইয়া শৈলদণ্ড দ্বারা পর্ব্বতভূমি খনন করিয়া এক পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। হে বৎস! এই সুমনোহর জলাশয়ই তাঁহাদের ক্রীড়া-পুষ্করিণীরূপে পরিণত হইল। দেবগণ সস্ত্রীক এই পুষ্করিণীতে স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া থাকেন এবং গন্ধর্ব্বগণ প্রমোদ সহকারে সুরগণসমীপে সতত গান করেন। এখানে বিবিধ বন ও কুসুমসমন্বিত আমোদ-উদ্যান বিদ্যমান। অত্রত্য দেহীদিগের হৃষ্টান্তঃকরণ এমনই যে, এক দিনও যেন তাঁহাদের ক্ষণকালের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। স্বয়ং ভগবান্ও তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য দ্বাদশী ও পূর্ণিমায় তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই পুষ্করিণীতে নিমজ্জন করেন। হে গুহ! ভগবান্ অবগাহন করিয়া চলিয়া গেলে তৎপশ্চাৎ তপোধন মুনিগণ মধ্যাহ্ন সময়ে বিধিপূর্ব্বক সেই পুষ্করিণীজলে স্নান করিয়া থাকেন। হে গুহ! এই পুষ্করিণীতে নিয়মপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে স্নান করিলে মানব বিষয়ে নির্লিপ্ত হয় এবং পরম জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ১৯—৩২। নিখিল তীর্থের অবগাহনে যে ফল কথিত হয়, এই দণ্ডপুষ্করিণীর দর্শনমাত্রে সদ্য তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে। এখানে মনীষিগণের কাম্য কর্ম্ম সকল সফল হয়, পিণ্ডদানে—গয়াতীর্থে পিণ্ডদানের অষ্টগুণ অধিক ফল লাভ হয় এবং এখানে

যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম সর্ব্বমক্ষয়মুচ্যতে। দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য জ্যৈষ্ঠে মাসি ষডানন॥ ৩৫॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। বদরীতীর্থমধ্যে তু গুপ্তমেতৎ সুরোত্তমৈঃ। ন বাচ্যং যত্র কুত্রাপি তব প্রীত্যা ময়োদিতম্॥ ৩৬॥ বক্তব্যং কিমিহ বহু প্রভূতপুণ্যাঃ পশ্যন্তি প্রথিতমিদং সুরৈকগুপ্তম্। নান্যেষাং কথমপি চেতসি প্রসঙ্গাদ্দেবৈঃ স্যাদনুদিনচিন্তিতং গুহৈতৎ॥ ৩৭॥ যেষাং বৈ ভগবতি চেৎ-দমগ্রকর্ম্ম স্বাধ্যায়াভ্যসনবিধিক্রমেণ জাতম্। পশ্যন্তি ত্রিভুবনদুর্ল্লভং সুতীর্থং দণ্ডোদং ন ভবতি চান্যথা সুদৃষ্টম্॥ ৩৮॥ দণ্ডোদকাৎপরং তীর্থং ন বিষ্ণোঃ সদৃশোঽমরঃ। বিশালাসদৃশং ক্ষেত্রং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ৩৯॥ সেবনীয়া প্রযত্নেন বিশালা চ বিচক্ষণৈঃ। য ইচ্ছেৎ সততং ধাম ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তি বৈ॥ ৪০॥ স্কন্দ উবাচ। গঙ্গামাশ্রিত্য তীর্থানি কানি সন্তীহ সৎপদে। শ্রেয়স্করাণি ভূরীণি সংক্ষেপাত্তানি মে বদ॥ ৪১॥ মহাদেব উবাচ। গঙ্গায়াং যত্র সংযোগো মানসোদ্ভেদসন্নিধৌ। তত্তীর্থং বিমলং পুণ্যং প্রয়াগাদধিকং মহৎ॥ ৪২॥ ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি বায়ুভোজনতো ভবেৎ। তৎফলং স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃণাম্॥ ৪৩॥ সঙ্গমাদ্দক্ষিণে ভাগে ধর্ম্মক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। যত্র মূর্ত্ত্যাং শ্রুতৌ জাতৌ নরনারায়ণাবৃষী॥ ৪৪॥ তৎক্ষেত্রং পাবনং মর্ত্ত্যে সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্। ধর্ম্মস্তত্রৈব ভগবাংশ্চতুষ্পাদবতিষ্ঠতি॥ ৪৫॥ যত্র যজ্ঞাস্তপো দানং যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে নৃভিঃ। তৎ পুণ্যস্য ক্ষয়ো নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৪৬॥ ততো দক্ষিণদিগ্‌ভাগ উর্ব্বশীসঙ্গমাভিধম্। সর্ব্বপাপহরং পুংসাং স্নানমাত্রেণ দেহিনাম্॥ ৪৭॥ কূর্ম্মোদ্ধারস্ততঃ সাক্ষাদ্ধরিভক্ত্যেকসাধনম্। স্নানমাত্রেণ ভূতানাং সত্ত্বশুদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ৪৮॥ ব্রহ্মাবর্ত্তস্ততঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মলোকৈককারণম্। দর্শনাদেব তীর্থস্য সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৪৯॥

যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি যে কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। হে ষড়ানন। মানব জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লদ্বাদশীতে এই পুষ্করিণী-জলে যথাবিধি স্নান করিয়া কৃতকৃত্য হয়। হে বৎস! বদরীতীর্থ মধ্যে এই দণ্ডপুষ্করিণী অতি গোপনীয়। সুরসত্তমগণও এই তীর্থ বিদিত নহেন, তোমার প্রতি প্রীতি বশতঃ আমি কীর্ত্তন করিলাম। যেখানে-সেখানে এই তীর্থের কথা কহিও না। হে গুহ! এ বিষয় অধিক কি কহিব? এই তীর্থ সুরসমাজেও গুপ্ত। একমাত্র প্রভূত পুণ্যশালিগণই এই বিখ্যাত তীর্থ দর্শন করিতে সমর্থ হন। দেবগণ অনুদিন এই তীর্থের ধ্যান করেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণ অতি কষ্টেও এই তীর্থপ্রসঙ্গ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। যাহারা বিধি অনুসারে স্বাধ্যায়াদি সমগ্র ক্রিয়া অভ্যাস করিয়াছেন, যাঁহাদের ভগবানে একান্ত মতি জন্মিয়াছে, তাঁহারাই ত্রিভুবনদুর্লভ এই দণ্ডপুষ্করিণীর দর্শন লাভ করেন, অন্যের পক্ষে এই তীর্থ অনায়াসদৃশ্য নহে। দণ্ডপুষ্করিণী হইতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ, বিষ্ণুসদৃশ দেবতা এবং বিশালার তুল্য ক্ষেত্র হয়ও নাই, হইবেও না। যাঁহারা সতত ভগবানের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান কামনা করেন, তাদৃশ বিচক্ষণ মানবগণের প্রযত্ন সহকারে এই তীর্থের সেবা করা কর্ত্তব্য। স্কন্দ কহিলেন,—ইহলোকে জাহ্নবী আশ্রয় করিয়া কোন্ কোন্ তীর্থ বিদ্যমান এবং সেই সকল তীর্থের মধ্যে কাহারা অশেষ কুশলদায়ক? সংক্ষেপে এই সকল আমার নিকট বলুন। মহাদেব বলিলেন,—মানসোদ্ভেদ সন্নিধানে যে গঙ্গার সঙ্গম, তাহাই বিমল ও পুণ্যদ, ইহার ফল প্রয়াগ হইতেও সমধিক। ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর নর বায়ুভোজী হইলে যে ফল লাভ করে, এই সঙ্গমস্নানে তদপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। এই মানসোদ্ভেদ সঙ্গমের দক্ষিণে ধর্ম্মক্ষেত্র কথিত হয়। ঋষি নরনারায়ণ এই ক্ষেত্রে শরীরধারী হইয়া বিরাজ করেন। এই ক্ষেত্র মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বোত্তম পাবন; ও এই স্থানে চতুষ্পাদ ভগবান্ ধর্ম্ম বিদ্যমান। এই ক্ষেত্রে মানব যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করে, কোটি কল্পকালেও তাহার পুণ্য ক্ষয় হয় না। ধর্ম্মক্ষেত্রের দক্ষিণভাগে উর্ব্বশীসঙ্গম তীর্থ। এই তীর্থে স্নানমাত্রেই মানবের সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। তারপর কূর্ম্মোদ্ধার তীর্থ। সেই তীর্থ হরিভক্তির একমাত্র সাধন। এই কূর্ম্মোদ্ধার তীর্থে স্নানমাত্রেই দেহীর দেহ শুদ্ধি হইয়া থাকে।৩৩—৪৮। তার পর ব্রহ্মাবর্ত্ততীর্থ। এই তীর্থই একমাত্র ব্রহ্মলোক প্রাপক; ইহার দর্শনেই সর্ব্বপাপক্ষয় হয়। হে বৎস! এই ধরাধামে বহু তীর্থই বিদ্যমান। যে সকল তীর্থ শরীরীদিগের দুর্গম্য; তদ্বিষয়ে, তোমার অত্যধিক আদর দেখিয়া সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব ইহা শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, তাহার নিখিল পাপ বিনষ্ট হয় এবং

বহুনি সন্তি তীর্থানি দুর্গম্যানীহ দেহিনাম্। সংক্ষেপাৎ কথিতং বৎস তবাদরবশাদিদম্ ॥ ৫০ ॥ য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বা সমাহিতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পদং বিষ্ণোঃ প্রপদ্যতে ॥ ৫১ ॥ রাজা বিজয়মাপ্নোতি সুতার্থী লভতে সুতম্। কন্যার্থী লভতে কন্যাং কন্যা বিন্দতি সৎপতিম্ ॥ ৫২ ॥ ধনার্থী ধনমাপ্নোতি সর্ব্বকামৈকসাধনম্ ॥ ৫৩ ॥ মাসমাত্রং নরো ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্যঃ সমাহিতঃ। তস্যাভীষ্টসমাবাপ্তির্দুর্লভাপি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ আধিব্যাধিভয়ং ঘোরং দারিদ্র্যং কলহং তথা। যস্য গেহেষু মাহাত্ম্যং তত্রৈতানি ন কর্হিচিৎ ॥ ৫৫ ॥ নাপমৃত্যুর্ন সর্পাদি দৌর্ভাগ্যং চাপি বর্ত্ততে। দুঃস্বপ্নগ্রহপীড়া চ পররাষ্ট্রভয়ং তথা ॥ ৫৬ ॥ যুদ্ধে যাত্রাপ্রয়াণে চ পঠনীয়ং প্রযত্নতঃ। বিবাহে চ বিবাদে চ শুভকর্ম্মণি যত্নতঃ ॥ ৫৭ ॥ পূর্ণং বাধ্যায়মাত্রং বা তদর্দ্ধং বা বিচক্ষণৈঃ। সর্ব্বকার্য্যপ্রসিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্যে শিবকার্ত্তিকেয়সংবাদে বদরিকাশ্রমে মেরুসংস্থাপনতীর্থলোকপালতীর্থদণ্ডপুষ্করিণীতীর্থধর্ম্মক্ষেত্রাদিবিবিধতীর্থক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সেই মানব বিষ্ণুপদে গমন করে। এই তীর্থ-মাহাত্ম্য শ্রবণে রাজা—বিজয়, পুত্রার্থী—পুত্র, কন্যাকামী—কন্যা, পতিপ্রার্থিনী কুমারী—উত্তম পতি এবং ধনার্থী—ধন লাভ করে, অধিক কি, ইহা সর্ব্ববিধ কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে। যে মানব সমাহিত হইয়া ইহা ভক্তিসহকারে মাসমাত্র শ্রবণ করে, দুর্লভ হইলেও তাহার অভীষ্ট লাভ হয়, সংশয় নাই। যাহার গৃহে এই তীর্থ-মাহাত্ম্য-পুস্তক অবস্থিত, ঘোর আধি ব্যাধি, ভয়, দারিদ্র, কলহ, অপমৃত্যু, সর্পাদি, দৌর্ভাগ্য, দুস্বপ্ন, গ্রহপীড়া এবং পররাষ্ট্র-ভয় তাহার কদাচ হয় না। বিচক্ষণ মানবগণ যুদ্ধ, যাত্রা, গমন, বিবাহ, বিবাদ ও শুভকর্ম্ম এই সকল কালে যত্নসহকারে ইহার সম্পূর্ণ কিংবা এক অধ্যায় অথবা অধ্যায়ার্দ্ধও পাঠ করিবেন; এইরূপ করিলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই। ৪৯—৫৮।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

সমাপ্তমিদং বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্যম্। ২—৩।

বিষ্ণুখণ্ডম্।

কার্ত্তিকমাস-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। সূত নঃ কথিতং পুণ্যং মাহাত্ম্যমাশ্বিনস্য চ। ভূয়োঽস্তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামঃ কার্ত্তিকস্য চ বৈভবম্ ॥ ১ ॥ কলৌ কলুষচিত্তানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্। সংসারাব্ধৌ নিমগ্নানামনায়াসেন কা গতিঃ ॥ ২ ॥ কো ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মাণামধিকো মোক্ষসাধকঃ। ইহাপি মুক্তিদো নৃণামেতত্ত্বং কথয় প্রভো ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। ভবদ্ভির্যদহং পৃষ্টস্তদেতৎ পৃষ্টবান্মুনিঃ। নারদো ব্রহ্মণঃ পুত্রো ব্রহ্মাণং তু জগদ্গুরুম্ ॥ ৪ ॥ তথৈব সত্যভামা চ শ্রীকৃষ্ণং জগদীশ্বরম্। অপৃচ্ছৎ কার্ত্তিকস্যৈব বৈভবং শ্রবণোৎসুকা ॥ ৫ ॥ বালখিল্যৈশ্চ ঋষিভির্যত্নুক্তমৃষিসংসদি। শ্রীসূর্য্যারুণসংবাদরূপেণাতিমনোহরম্ ॥ ৬ ॥ কৈলাসে শঙ্করেণৈব কার্ত্তিকস্য চ বৈভবম্। বর্ণিতং ষণ্মুখস্যাগ্রে নানাখ্যানসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥ পৃথুং প্রতি নারদেন কথিতঞ্চ মহাত্ম্যকম্। কার্ত্তিকস্য চ বিপ্রেন্দ্রা শ্রুত্বা ব্রহ্মমুখাৎ পুরা ॥ ৮ ॥ একদা নারদো যোগী সত্যলোকমুপাগতঃ। পপ্রচ্ছ বিনয়েনৈব সর্ব্বলোকপিতামহম্ ॥ ৯ ॥ শ্রীনারদ উবাচ। পাপেন্ধনস্য ঘোরস্য শুষ্কার্দ্রস্য চ ভূরিশঃ। কো বহ্নির্দহতে ব্রহ্মংস্তত্ত্ববান্ বক্তুমর্হতি ॥ ১০ ॥ নাজ্ঞাতং ত্রিষু লোকেষু ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতস্য যৎ। বিদ্যতে তব দেবেশ ত্রিবিধস্য সুনিশ্চিতম্ ॥ ১১ ॥ মাসানাং প্রবরো মাসো দেবানামুত্তমোত্তমঃ। তীর্থানি তদ্বিশেষেণ কথয়স্ব পিতামহ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। মাসানাং কার্ত্তিকঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং মধুসূদনঃ। তীর্থং

প্রথম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! পুণ্য আশ্বিনমাসের মাহাত্ম্য আপনি আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, পুনরায় আমরা কার্ত্তিক মাসের বিভূতি শুনিতে অভিলাষ করিতেছি। হে প্রভো! সংসারসাগরনিমগ্ন কলিকালের কলুষচিত্ত পাপকর্ম্মা ব্যক্তিগণের কি গতি হইবে? ধর্ম্মসমূহের মধ্যে মোক্ষধর্ম্ম কি? এবং কি উপায়ে ইহকালেই অনায়াসে মানবগণের মুক্তি হইবে? এই সকল বিষয় বর্ণন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরাকালে ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষি নারদ তদীয় পিতা জগদ্গুরু ব্রহ্মার নিকট এই বিষয়ই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণভামিনী সত্যভামাও জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণসমীপে কার্ত্তিক মাসের মাহাত্ম্য-শ্রবণে সমুৎসুকা হইয়া এবিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ঋষিসভায় বালখিল্য মুনিগণও এবিষয়ে সূর্য্য ও অরুণসংবাদরূপ মনোহর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কৈলাস শৈলে শঙ্কর ও ষড়ানন-সমীপে নানা আখ্যানসমন্বিত কার্ত্তিকমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এতদ্ভিন্ন দেবর্ষি নারদও পিতামহের মুখে কার্ত্তিক মাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পৃথুর প্রতি উপদেশ দিয়াছিলেন। একদা দেবর্ষি নারদ সত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক বিনয়সহকারে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ঘোর পাপরূপ শুষ্ক ও আর্দ্র ইন্ধনরাশি কোন্ বহ্নি দগ্ধ করিতে সমর্থ? এক্ষণে তদ্বিষয়ে আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ত্রিলোকমধ্যে আপনার কিছুই অবিদিত নাই, অতএব আপনি বলিতে সমর্থ। দেবেশ! ভূত ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ নিশ্চয়ই আপনাতে বর্ত্তমান। হে পিতামহ! দেবগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম কে? মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস কি এবং বিশেষরূপে তীর্থ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।১—১২। ব্রহ্মা বলিলেন,—মাসসকলের মধ্যে কার্ত্তিক, দেবগণের মধ্যে মধুসূদন, এবং তীর্থ-

নারায়ণাখ্যং হি ত্রিতয়ং দুর্লভং কলৌ॥ ১৩॥ নারদ উবাচ। ভগবংস্তব দাসোঽস্মি ভক্তোঽস্মি হরিবল্লভ। বৈষ্ণবান্ ব্রূহি মে ধর্ম্মান্ সর্ব্বজ্ঞোঽসি পিতামহ॥ ১৪॥ আদৌ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যং বক্তুমর্হসি মে প্রভো।. দীপদানস্য মাহাত্ম্যং ব্রতিনাং নিয়মাংস্তথা॥ ৫১॥ গোপীচন্দনমাহাত্ম্যং তুলস্যাশ্চ তথা বিভো। ধাত্র্যাশ্চৈব চ মাহাত্ম্যং বিধিং স্নানাদিকস্য চ। ব্রতাবস্তঃ কদা কার্য্য উদযাপনবিধিং তথা॥ ১৬॥ যৎকিঞ্চিদ্বৈষ্ণবং ধর্ম্মং তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি। যেনাহং ত্বৎপ্রসাদেন পদং যাস্যাম্যনাময়ম্॥ ১৭॥ সূত উবাচ। ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা হর্ষসমন্বিতঃ। বাধাদামোদরং স্মৃত্বা প্রোবাচ তনুজং প্রতি॥ ১৮॥ ব্রহ্মোবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া পুত্র লোকোদ্ধরণহেতবে। কথয়ামি ন সন্দেহঃ কার্ত্তিকস্য চ বৈভবম্॥ ১৯॥ একতঃ সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ। কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ২০॥ একতঃ পুষ্করে বাসঃ কুরুক্ষেত্রে হিমালয়ে। একতঃ কার্ত্তিকঃ পুত্র সর্ব্বপুণ্যাধিকো মতঃ॥ ২১॥ স্বর্ণানি মেরুতুল্যানি সর্ব্বদানানি চৈকতঃ। একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ঃ॥ ২২॥ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে। তস্য ক্ষয়ং ন পশ্যামি ময়োক্তং তব নারদ॥ ২৩॥ সোপানভূতং স্বর্গস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্। তথাত্মানং সমাদদ্যান্ন ভ্রশ্যেত যথা পুনঃ॥ ২৪॥ দুষ্প্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্ত্তিকোক্তং চরেন্ন যঃ। ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স মাতাপিতৃঘাতকঃ॥ ২৫॥ কার্ত্তিকঃ খলু বৈ মাসঃ সর্ব্বমাসেষু চোত্তমঃ। পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পাবনানাঞ্চ পাবনম্॥ ২৬॥ অস্মিন্মাসে ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সন্নিহিতা মুনে। অত্র স্নানানি দানানি ভোজনানি ব্রতানি চ॥ ২৭॥ তিলধেনুং হিরণ্যঞ্চ রজতং ভূমিবাসসী। গোপ্রদানানি কুর্ব্বন্তি সর্ব্বভাবেন নারদ॥ ২৮॥ তানি দানানি দত্তানি গৃহ্ণন্তি বিধিবৎ সুরাঃ। যৎকিঞ্চ দত্তং বিপ্রেন্দ্র তপশ্চৈব তথা কৃতম্॥ ২৯॥ তদক্ষয্যফলং

সমুহের মধ্যে নারায়ণ নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ। কলিকালে এই তিন বস্তু দুর্লভ। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি আপনার ভৃত্য ও ভক্ত, হে হরিবল্লভ। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব হে পিতামহ। কাঁহারা বৈষ্ণব? তাহাও আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে পিতামহ। প্রথমে আমার কার্ত্তিকমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে, অতএব তাহাই বলুন। হে বিভো। কার্ত্তিক মাসের দীপদান-মাহাত্ম্য, ব্রতিগণের নিয়ম, গোপীচন্দন, তুলসী ও আমলকীর মাহাত্ম্য, স্নানাদির বিধি, ব্রতারম্ভ ও উদ্‌যাপন-ফল, প্রভৃতি যে কিছু বৈষ্ণব ধর্ম্ম আছে, তৎসমস্তই বর্ণন করুন। হে প্রভো। আমি আপনার প্রসাদে যেন অনাময় পদ লাভ করিতে সমর্থ হই। সূত কহিলেন,—কমলযোনি তনয়ের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রাধা দামোদর নাম স্মরণপূর্ব্বক নারদকে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুত্র। নরগণের উদ্ধারের জন্য তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, আমি তোমার নিকট কার্ত্তিকমাহাত্ম্য বর্ণন করিব, সংশয় নাই। একদিকে যেমন সকল তীর্থ ও নিখিল সদক্ষিণ যজ্ঞ, অন্যদিকে তেমনিই কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য; পরন্তু পূর্ব্বোক্ত তীর্থ ও যজ্ঞাদি ইহার ষোড়শাংশের একাংশও নহে। হে পুত্র! পুণ্যক্ষেত্র পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র ও হিমালয়ে বাস করিলে যে পুণ্য হয়, তদপেক্ষা কার্ত্তিকমাসই শ্রেষ্ঠ। হে বৎস! সুমেরু তুল্য সর্ব্ববিধ-দান হইতেও কেশবপ্রিয় কার্ত্তিক মাস শ্রেষ্ঠ। হে নারদ। এই কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে যে সকল পুণ্য অনুষ্ঠিত হয়, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি,—কোন কালে ইহার ক্ষয় নাই। স্বর্গের সোপান স্বরূপ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আত্মাকে এইরূপে সমাহিত করিবে, যেন পুনর্ব্বার ভ্রষ্ট হইতে না হয়। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ। দুষ্প্রাপ্য মানুষশরীর প্রাপ্ত হইয়া যে মানব কার্ত্তিকোক্ত ধর্ম্ম আচরণ না করে, সে পিতৃ-মাতৃ-ঘাতী। কার্ত্তিক মাস—মাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুণ্যকারিগণের পরম পুণ্য এবং পাবনগণেরও পাবন। ১৩—২৬। হে মুনে। এই কার্ত্তিক মাসে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা একত্র সন্নিহিত হন, অতএব হে নারদ! মানবগণ কায়মনোবাক্যে এই মাসে স্নান, দান, ভোজন ব্রত এবং তিলধেনু, হিরণ্য, রজত, ভূমি, বস্ত্র ও গোপ্রদান করিলে সেই দাননিবহ দেবগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিক মাসে যে কিছু দান বা তপস্যা কৃত হয়, বিষ্ণু বলিয়াছেন,—এই সকল অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। পাপমোক্ষণে প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠানও কার্ত্তিকমাসে প্রশংসনীয়; অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিকমাসেই দান করা কর্ত্তব্য। মানবগণ

প্রোক্তং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। পাপানাং মোক্ষণং চৈব কার্ত্তিকে মাসি শস্যতে ॥ ৩০ ॥ তস্মাদ-যত্নেন বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিকে মাসি দীয়তে। যৎ-কিঞ্চিৎকার্ত্তিকে দত্তং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য মানবৈঃ ॥ ৩১ ॥ তদক্ষয়ং হি লভতে অন্নদানং বিশেষতঃ। যথা নদীনাং বিপ্রেন্দ্র শৈলানাং চৈব নারদ ॥ ৩৩ ॥ উদধীনাঞ্চ বিপ্রর্ষে ক্ষয়ো নৈবোপপদ্যতে। দানং কার্ত্তিকমাসে তু যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে মুনে ॥ ৩৩ ॥ ন তস্যাস্তি ক্ষয়ো বিপ্র পাপং যাতি সহস্রধা। সম্প্রাপ্তং কার্ত্তিকং দৃষ্ট্বা পরান্নং যস্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ দিনে-দিনেঽতিকৃচ্ছ্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যযত্নতঃ। ন কার্ত্তিকসমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগম্ ॥ ৩৫ ॥ ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্। ন চান্নসদৃশং দানং ন সুখং ভার্য্যয়া সমম্ ॥ ৩৬ ॥ ন্যায়েনোপ-র্জ্জিতং দ্রব্যং দুর্ল্লভং দানকারিণাম্। দুর্ল্লভং মর্ত্ত্যধর্ম্মাণাং তীর্থে চ প্রতিপাদনম্ ॥ ৩৭ ॥ কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল শালিগ্রামশিলার্চ্চনম্। স্মরণং বাসু-দেবস্য কর্ত্তব্যং পাপভীরুণা ॥ ৩৮। এতাদৃশং কার্ত্তিকঞ্চ অকৃতেনৈব যো নয়েৎ। পূর্ব্বং কৃতস্য পুণ্যস্য ক্ষয়মাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ নারদ উবাচ। অশক্তেন কথং কার্য্যং কার্ত্তিকব্রতমুত্তমম্। যেন তৎফলমাপ্নোতি তন্মে বদ পিতামহ ॥ ৪০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অশক্তস্তু যদা মর্ত্ত্যস্তদৈবং ব্রতমাচরেৎ। অন্যস্মৈ দ্রবিণং দত্ত্বা কারয়েৎ কার্ত্তিকব্রতম্ ॥ ৪১ ॥ তস্মাৎ পুণ্যং প্রগৃহ্নীত দানসঙ্কল্পপূর্ব্বকম্। দ্রব্যদানে-ঽপ্যশক্তশ্চেদ্যদা দেবর্ষিসত্তম ॥ ৪২ ॥ তদা তেন প্রকর্ত্তব্যং পানং তীর্থজলস্য চ। তত্রাপ্যশক্তো যো মর্ত্ত্যস্তেন নিত্যং হরের্ম্মুদা ॥ ৪৩ ॥ স্মরণঞ্চ প্রকর্ত্তব্যং নাম্না নিয়মপূর্ব্বকম্। অখণ্ডিতং তদা তেন কার্ত্তিক-ব্রতজং ফলম্ ॥ ৪৪ ॥ বিষ্ণোঃ শিবস্য বা কুর্য্যাদালয়ে হরিজাগরম্। শিববিষ্ণোর্গৃহাভাবে সর্ব্বদেবা-লয়েষ্বপি ॥ ৪৫ ॥ দুর্গাটব্যাং স্থিতো বাথ যদি বাপ-দ্গতো ভবেৎ। কুর্য্যাদশ্বত্থমূলে তু তুলসীনাং বনে-ষ্বপি ॥ ৪৬ ॥ বিষ্ণুনামপ্রবন্ধানাং গায়নং বিষ্ণুসন্নিধৌ। গোসহস্রপ্রদানস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৪৭ ॥ বাদ্যকৃৎ পুরুষশ্চাপি বাজপেয়ফলং লভেৎ। সর্ব্ব-তীর্থাবগাহোত্থং নর্ত্তকঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥ সর্ব্ব-মেতল্লভেৎ পুণ্যমেতেষাং দ্রব্যদঃ পুমান। শ্রবণা-দ্দর্শনাদ্বাপি ষড়ংশং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯ ॥ আপদ্গতো যদাপ্যম্ভো ন লভেৎ কুত্রচিন্নরঃ। ব্যাধিতো বাথবা

বিষ্ণুর উদ্দেশে কার্ত্তিকমাসে যাহা দান করে, বিশেষতঃ অন্নদান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। হে বিপ্রেন্দ্র। যেমন নদী, পর্ব্বত এবং সমুদ্রের ক্ষয় হয় না, হে বিপ্রর্ষে নারদ। কার্ত্তিক মাসে যাহা দান করা হয়, ঐ দানেরও তদ্রূপ ক্ষয় নাই। পরন্তু হে বিপ্র। সহস্র সহস্র পাপই ক্ষীণ হইয়া যায়। কার্ত্তিক মাস প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি পরান্ন পরিত্যাগ করেন, তিনি বিনা আয়াসেই প্রতিদিন অতি কৃচ্ছ্রব্রতের ফললাভ করিয়া থাকেন। যেমন সত্যের সমান যুগ, বেদের তুল্য শাস্ত্র, গঙ্গার তুল্য তীর্থ, অন্নসদৃশ দান, এবং পত্নীসুখ সদৃশ সুখ নাই, তদ্রূপ কার্ত্তিকসদৃশ অন্য কোন মাসই নহে। মানবগণের মধ্যে ন্যায়োপার্জ্জিত ধনের দাতা ও তীর্থে দানকারী অতীব দুর্লভ, হে মুনিশার্দ্দূল! পাপভীরু মানবগণের কার্ত্তিক মাসে শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা এবং বাসুদেবের স্মরণ একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ পুণ্যজনক কার্ত্তিক মাস যে নর বিনা ধর্ম্মাচরণে অতিবাহিত করে, তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্যের ক্ষয় হয়, সংশয় নাই। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পিতামহ! কোন অশক্ত ব্যক্তি কিরূপে কার্ত্তিকব্রত করিয়া কিরূপ ফল লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অশক্ত ব্যক্তির ব্রতাচরণ এইরূপ,—ব্রতাচরণে অশক্ত মানব সংকল্পপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে পুণ্য গ্রহণ করত ধন দান করিয়া কার্ত্তিকব্রত আচরণ করিবে। হে দেবর্ষিসত্তম। ধনদানে অশক্ত মানব তীর্থজলপান করিবে, তাহাতেও অশক্ত হইলে হর্ষসহকারে নিত্য নিয়মপূর্ব্বক হরির নাম স্মরণ কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলেই অচ্ছিন্নকার্ত্তিকব্রত-জনিত ফললাভ হইবে। ২৭—৪৪। বিষ্ণু কিংবা শিবালয়ে হরিজাগরণ, শিব-বিষ্ণুর গৃহাভাবে যে কোন দেবালয়ে, দুর্গমারণ্যে, দুর্গমারণ্য বিপৎসঙ্কুল হইলে অশ্বত্থমূলে কিংবা তুলসী অথবা বিষ্ণুসান্নি-ধ্যে বিষ্ণুনামনিচয় কীর্ত্তন করিবে; এইরূপ করিলে মানব সহস্র গোদানের ফললাভ করে। বিষ্ণুসমীপে যে মানব বাদ্যধ্বনি করে, তাহার বাজপেয়-ফললাভ হয়, নর্ত্তক সকল তীর্থে অবগাহ-নের ফল প্রাপ্ত হয়। আর যে মানব এইসকল কার্য্যের ধনদান করে, তাহার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পুণ্যই লাভ হইয়া থাকে. এবং শ্রবণ বা দর্শন করিলেও ষড়ংশ ফলপ্রাপ্ত হয়। আপদ্গ্রস্ত নর মানব

কুর্য্যাদ্বিষ্ণোর্নাম্নাপি মার্জ্জনম্ ॥ ৫০ ॥ উদ্যাপনবিধিং কর্ত্তুমশক্তো যো ব্রতস্থিতঃ। ব্রাহ্মণান ভোজয়েৎ পশ্চাদ্ব্রতসম্পূর্ত্তিহেতবে ॥ ৫১ ॥ অশক্তো দীপদানায় পরদীপং প্রবোধযেৎ। তস্য বা রক্ষণং কুর্য্যা-দ্বাতাদিভ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৫২ ॥ শ্রীবিষ্ণোঃ পূজনাভাবে তুলসীধাত্রিপূজনম্। সর্ব্বাভাবে ব্রতী কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণানাং গবামপি। তস্যাপ্যভাবে মনসি বিষ্ণো-র্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৫৩ ॥ নারদ উবাচ। ব্রহ্মন্ ব্রূহি বিশেষেণ ধর্ম্মান্ কার্ত্তিকসম্ভবান ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে কার্ত্তিকমাসমাহাত্ম্যে কার্ত্তিকব্রতপ্রশংসাবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। অথ কার্ত্তিকমাসস্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি নারদ। সম্প্রাপ্তং কার্ত্তিকং দৃষ্ট্বা পরান্নং যস্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ১ ॥ স তু মোক্ষমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণাং গুরুপূজা পরা মতা। গুরুশুশ্রূষয়া সর্ব্বং প্রাপ্নোতি ঋষিসত্তম ॥ গুরৌ তুষ্টে চ তুষ্টাঃ স্যুর্দ্দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ। গুরৌ রুষ্টে চ রুষ্টাঃ স্যুর্দ্দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ ॥ ৩ ॥ কার্ত্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ ॥ ৪ ॥ অকৃত্বা গুরুশুশ্রূষাং নরকানেব বিন্দতি ॥ ৫ ॥ যৎকিঞ্চিদ্বা সমাদিষ্টো গুরুণা তৎসমাচরেৎ ॥ ৬ ॥ আজ্ঞপ্তো গুরুণা বিপ্র ন তদ্বাক্যং তু লঙ্ঘয়েৎ। যদি দুঃখাদিকং প্রাপ্তং গুরুং তু শরণং ব্রজেৎ ॥ ৭ ॥ মাতৃবচ্চ পিতৃবচ্চ গুরুমেব স্মরেদ্বুধঃ। গুরৌ ন প্রাপ্যতে যত্তন্নান্যত্রাপি হি লভ্যতে ॥ ৮ ॥ গুরুপ্রসাদাৎ সর্ব্বং তু প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ। মেধাবী কপিলশ্চৈব সুমতিশ্চ মহাতপাঃ। গৌতমস্য গুরোঃ সম্যক্ সেবযামরতাং গতাঃ ॥ ৯ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্ত্তিকে বিষ্ণুতৎপরঃ। গুরুসেবাং প্রকুর্ব্বীত ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥ নরেভ্যো বৈষ্ণবং ধর্ম্মং যো দদাতি দ্বিজোত্তমঃ। সসাগরমহীদানে তৎপুণ্যং লভতে হি সঃ ॥ ১০ ॥ তিলধেনুং হিরণ্যং চ রজতং ভূমিবাসসী। গোপ্রদানানি দাস্যন্তি সর্ব্বভাবেন সুব্রত ॥ ১১ ॥ সর্ব্বেষামেব দানানাং কন্যাদানং বিশিষ্যতে। সহস্রমেব ধেনূনাং শতং

বিপন্ন হইয়া যখন কোথায়ও জলপ্রাপ্ত হয় না, অথবা ব্যাধিত হয়, তখন বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ব্রতস্থিত ব্যক্তি ব্রতের উদ্যাপনে অসমর্থ হইলে ব্রতপূরণের জন্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। যদি দীপদানে অশক্ত হয়, তবে পরের দীপ উদ্দীপিত বা বাতাদি হইতে প্রযত্নসহকারে অন্যের দীপ রক্ষণ করিবে। বিষ্ণুর পূজায় অসমর্থ ব্যক্তি তুলসী বা আমলকী বৃক্ষের পূজা করিবে, তদভাবে ব্রতী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও গোরুর পূজা করিবে, তাহারও অভাব হইলে মনে মনে বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিবে। নারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কার্ত্তিকমাসসম্ভূত ধর্ম্মসকল বিশেষরূপে বর্ণন করুন। ৪৫—৫৪।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! অনন্তর কার্ত্তিকমাসের ধর্ম্মসমূহ কীর্ত্তন করিতেছি। কার্ত্তিকমাস উপস্থিত হইলে যে নর পরান্ন ত্যাগ করে, তাহার মোক্ষলাভ হয়। এবিষয় কোনই বিতর্ক নাই। সকল ধর্ম্মেরই গুরুপূজা শ্রেষ্ঠ; হে ঋষিসত্তম! একমাত্র গুরুশুশ্রূষা দ্বারা নিখিল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরু তুষ্ট হইলে বাসবসহ দেবগণ তুষ্ট হন আর গুরু রুষ্ট হইলে তাঁহারাও কুপিত হইয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাসে ভূরি ভূরি কর্ম্ম করিয়া একমাত্র গুরুশুশ্রূষা না করিলে নরগণের নরকগামী হইতে হয়। গুরু যাহা কিছু আদেশ করেন, তাহাই কর্ত্তব্য। হে বিপ্র! গুরুর আদিষ্ট বিষয় কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। যদি কখন দুঃখাদি উপস্থিত হয়, পণ্ডিতব্যক্তি তখন গুরুর শরণ লইবেন এবং তাঁহাকে পিতা ও মাতার ন্যায় মনে করিবেন। গুরুর নিকট যাহা পাওয়া যায় না, তাহা অন্য কুত্রাপি পাওয়ার নহে। একমাত্র গুরুর অনুগ্রহেই সমস্ত লাভ হইয়া থাকে, সংশয় নাই। মেধাবী কপিল এবং মহাতপা সুমতি গুরু গৌতমের সম্যক্ সেবা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতএব হে নারদ! কার্ত্তিকমাসে সর্ব্বপ্রযত্নে বিষ্ণুতৎপর হইয়া গুরুসেবা করিলেই তদনন্তর মোক্ষলাভ হইবে। যে দ্বিজোত্তম মানবগণকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রদান করেন, তিনি সসাগরা মহীদানের ফল লাভ করিয়া থাকেন। হে সুব্রত! মানব কায়মনোবাক্যে তিলধেনু, হিরণ্য, রজত, ভূমি, বস্ত্র এবং গো প্রদান করিবে। ১—১১। দান-নিচয়ের মধ্যে কন্যাদান প্রশস্ত। সহস্র ধেনু-

চানডুহং সম। দশানডুৎসমং যানং দশযানসমো হয়ঃ। হয়দানসহস্রেভ্যো গজদানং বিশিষ্যতে॥ ১৩॥ গজদানসহস্রাণাং স্বর্ণদানঞ্চ তৎসমম্। স্বর্ণদানসহস্রাণাং বিদ্যাদানঞ্চ তৎসমম্॥ ১৪॥ বিদ্যাদানাৎ কোটিগুণং ভূমিদানং বিশিষ্যতে। ভূমিদানসহস্রেণ গোপ্রদানং বিশিষ্যতে॥ ১৫॥ গোপ্রদানসহস্রেভ্যো হ্যন্নদানং বিশিষ্যতে। অন্নাধারমিদং প্রোক্তং তস্মাদ্দেয়ন্তু কার্ত্তিকে॥ ১৬॥ পরান্নবর্জ্জনাদেব লভেচ্চান্দ্রায়ণং ফলম্। দিনে দিনেঽতিকৃচ্ছ্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥১৭॥ কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েন্মাংসং সন্ধানঞ্চ বিশেষতঃ। রাক্ষসীং যোনিমাপ্নোতি সকৃন্মাংসস্য ভক্ষণাৎ॥ ১৮॥ প্রবৃত্তানাং তু ভক্ষ্যাণাং কার্ত্তিকে নিয়মে কৃতে। অবশ্যং বিষ্ণুরূপত্বং প্রাপ্যতে মোক্ষদং পদম্॥ ১৯॥ ব্রাহ্মণেভ্যো মহীং দত্ত্বা গ্রহণে সূর্য্যচন্দ্রয়োঃ। যৎফলং লভতে বৎস তৎফলং ভূমিশায়িনঃ॥২০॥ ভোজনং দ্বিজদম্পত্যোঃ পূজনঞ্চ বিলেপনৈঃ। কম্বলানি চ রত্নানি বাসাংসি বিবিধানি চ॥॥ ২১॥ তূলিকাশ্চ প্রদাতব্যাঃ প্রচ্ছাদনপটৈঃ সহ। উপানহাবাতপত্রং কার্ত্তিকে দেহি সুব্রত॥ ২২॥ কার্ত্তিকে ক্ষিতিশায়ী চ হন্ত্যাৎ পাপং যুগার্জ্জিতম্। জাগরং কার্ত্তিকে মাসি যঃ করোত্যরুণোদয়ে॥ ২৩॥ দামোদরাগ্রে দেবর্ষে গোসহস্রফলং লভেৎ। নদীস্নানং কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনম্॥ ২৪॥ ন লভেৎ কার্ত্তিকে যস্তু হরেৎ পুণ্যং দশাব্দিকম্। পুষ্করং যঃ স্মরেৎ প্রাজ্ঞঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা॥ ২৫॥ কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল লক্ষকোটিগুণং ভবেৎ। প্রয়াগো মাঘমাসে তু পুষ্করং কার্ত্তিকে তথা॥ ২৬॥ অবন্তী মাধবে মাসি হন্ত্যাৎ পাপং যুগার্জ্জিতম্। ধন্যাস্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ॥ ২৭॥ যে কুর্ব্বন্তি নরা নিত্যং প্রীত্যর্থং হরিপূজনম্। তারিতাস্তৈশ্চ পিতরো নরকাচ্চ ন সংশয়ঃ॥ ২৮॥ ক্ষীরাদিস্নপনং বিষ্ণোঃ ক্রিয়তে পিতৃকারণাৎ। কল্পকোটিং দিবং প্রাপ্য বসন্তি ত্রিদিবৈঃ সহ॥ ২৯॥ কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো যৈস্তু কৃষ্ণস্তু কমলেক্ষণঃ। জন্মকোটিষু বিপ্রেন্দ্র ন তেষাং কমলা গৃহে॥ ৩০॥ অহো মুষ্টা বিনষ্টাস্তে পতিতাঃ কলিকন্দরে। যৈর্নার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা কমলৈরসিতৈঃ সিতৈঃ॥ ৩১॥ পদ্মেনৈকেন দেবেশং

দানের সমান শতবৃষদান, দশটী বৃষদানের তুল্য একখানি রথদান, দশখানি রথদানসদৃশ একটী অশ্বদান, আর সহস্র অশ্বদান হইতেও একটী করিদান প্রশস্ত। সহস্র গজদানের সমান স্বর্ণদান, সহস্র স্বর্ণদানসদৃশ বিদ্যাদান এবং বিদ্যাদান হইতে ভূমিদান কোটিগুণ প্রশংসনীয়। সহস্র ভূমিদান হইতে গো-প্রদান প্রশস্ত, আবার সহস্র গোদান অপেক্ষাও অন্নদান প্রশংসনীয়। অতএব কার্ত্তিক মাসে সর্ব্বথা প্রশংসনীয় অন্নদান একান্ত কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক মাসে পরান্নবর্জ্জনে চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল লাভ হয়; পরান্নত্যাগী মানব একএকদিনে অতিকৃচ্ছ্র ব্রতের ফল লাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে মাংস—বিশেষতঃ মদ্যাদি দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। কার্ত্তিকমাসে একবার মাত্র মাংস ভোজন করিলে রাক্ষসযোনি প্রাপ্তি ঘটে। নিষিদ্ধ বস্তুর ত কথাই নাই, কার্ত্তিকমাসে অনিষিদ্ধ বস্তুর ভক্ষণেও নিয়মিত হইলে অবশ্যই মোক্ষপ্রদ বিষ্ণুর সারূপ্যপদ প্রাপ্তি হয়। সূর্য্যচন্দ্রগ্রহণে ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদানে যে ফল, হে বৎস! কার্ত্তিকে ভূমিতে শয়ন করিলে তাহার তুল্য ফল লাভ হয়। কার্ত্তিকে দ্বিজদম্পতীকে চন্দনাদি বিলেপন দ্বারা পূজা এবং কম্বল, রত্ন, বিবিধ বস্ত্র ও আচ্ছাদন সহ তুলী প্রদান করিবে। হে সুব্রত! কার্ত্তিকমাসে দ্বিজদম্পতীকে পাদুকা ও ছত্র দান কর। কার্ত্তিকমাসে ক্ষিতিশায়ী মানব যুগার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট করে। কার্ত্তিকে দামোদরের সম্মুখে যে নর অরুণোদয় যাবৎ জাগরণ করে, তাহার সহস্র গোদানের ফল হয়। কার্ত্তিকে যাহার নদীস্নান, বিষ্ণুকথা শ্রবণ এবং বৈষ্ণবগণের দর্শন না ঘটে, তাহার দশ বৎসরের পুণ্য বিনষ্ট হয়। কার্ত্তিকে, কায় মন বা বাক্যদ্বারা যে প্রাজ্ঞ নর পুষ্করস্মরণ করেন, হে মুনিশার্দ্দুল! তাঁহার লক্ষকোটিগুণ পুণ্য অর্জ্জিত হয়। মাঘে প্রয়াগ, কার্ত্তিকে পুষ্কর এবং মধুমাসে অবন্তী, যুগার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট করে। মানব বিশেষতঃ কলিকালের যে লোক নিরন্তর হরির প্রীতি কামনায় পূজা করেন, তিনিই ধন্য; তিনি নিঃসংশয় পিতৃগণকে নরক হইতে নিস্তার করিয়া থাকেন। ১২—২৮। যিনি পিতৃগণের উদ্দেশে হরিকে ক্ষীরাদি দ্বারা স্নান করান, তিনি দেবগণসহ কোটিকল্পকাল ত্রিদশালয়ে বাস করেন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে কমললোচন কৃষ্ণকে পূজা না করে, হে বিপ্রেন্দ্র! কোটি জন্মেও কমলা তাহার গৃহে গমন করেন না। অহো! যে সকল লোক শ্বেত ও কৃষ্ণকমল দ্বারা হরির

যোঽর্চ্চয়েৎ কমলাপতিম্ । বর্ষাযুতসহস্রস্য পাপস্য কুরুতে ক্ষয়ম্ । পুষ্করার্চ্চনযোগেন শ্বেতো মুক্তিমবাপ হ ॥৩২॥ অপরাধসহস্রাণি তথা সপ্তশতানি চ । পদ্মেনৈকেন দেবেশঃ ক্ষমতে প্রণতোঽর্চ্চিতঃ ॥৩৩॥ তুলসীপত্রলক্ষেণ কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ । পত্রে পত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ মৌক্তিকং লভতে ফলম্ ॥ ৩৪ ॥ মুখে শিরসি দেহে তু কৃষ্ণোত্তীর্ণাং তু যো বহেৎ । তুলসীং কৃষ্ণনির্ম্মাল্যৈর্যো গাত্রং পরিমার্জ্জয়েৎ । সর্ব্বরোগৈস্তথা পাপৈর্মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ৩৫ ॥ শঙ্খোদকং হরের্ভক্তির্নির্ম্মাল্যং পাদয়োর্জ্জলম্ । চন্দনং ধূপশেষঞ্চ ব্রহ্মহত্যাপহারকম্ ॥৩৬॥ কার্ত্তিকে মাসি বিপ্রেন্দ্র প্রাতঃস্নানপরায়ণঃ । বিপ্রেভ্যশ্চান্নদানং তু কুর্য্যাচ্ছক্ত্যনুসারতঃ ॥ ৩৭ ॥ সর্ব্বেষামেব দানানামন্নদানং বিশিষ্যতে । অন্নেন জায়তে লোকো হ্যন্নেনৈবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৩৮ ॥ অন্নং হি সর্ব্বভূতানাং প্রাণভূতং পরং বিদুঃ । অন্নদঃ সর্ব্বদো লোকে সর্ব্বযজ্ঞাদিকৃদ্ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥ তীর্থস্নানেন কিং তস্য দেবযাত্রাদিনাপি কিম্ । সর্ব্বং সম্পাদ্যতে ব্রহ্মন্নন্নদানান্ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ সত্যকেতুর্দ্বিজঃ পূর্ব্বং চান্নদানেন কেবলম্ । সর্ব্বপুণ্যফলং প্রাপ্য মোক্ষং প্রাপ সুদুর্লভম্ ॥ ৪১ ॥ কার্ত্তিকব্রতনিষ্ঠস্তু কুর্য্যাদ্গোদানমুত্তমম্ । ব্রতং সম্পূর্ণতাং যাতি গোদানেন ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ গোদানাৎ পরমং দানং সংসারার্ণবতারকম্ । নাস্তি নারদ লোকেঽস্মিন্ সুশর্ম্মব্রাহ্মণো যথা ॥ ৪৩ ॥ কার্ত্তিকে মাসি বিপ্রেন্দ্র দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ । হরিস্মৃতিবিহীনশ্চেন্ন পুনন্তি কদাচন ॥ ৪৪ ॥ নামস্মরণমাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে । পুষ্করেণ যথা পূর্ব্বং নারকীয়াশ্চ মোচিতাঃ ॥ ৪৫ ॥ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ । গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪৬ ॥ শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্ । কার্ত্তিকে যঃ পঠেন্মর্ত্ত্যঃ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৪৭ ॥ যৈর্ন শ্রুতং ভাগবতং পুরাণং নারাধিতো বৈ পুরুষঃ পুরাণঃ । হুতং মুখে নৈব ধরামরাণাং তেষাং বৃথা জন্ম গতং নরাণাম্ ॥ ৪৮ ॥ কার্ত্তিকে মাসি বিপ্রেন্দ্র

পূজা করে না, তাহারা মূঢ়, অবশ্যই তাহারা কলি-সত্বরে পতিত হইয়া থাকে। যিনি একটী কমল দ্বারাও দেবেশ কমলাপতির পূজা করেন, তাঁহার অযুতবৎসরের পাপও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অহো! শ্বেতনৃপতি একটী পদ্মদ্বারা পূজা করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক সহস্র সপ্তশত অপরাধ করিয়াও একটী কমলদ্বারা দেবেশ বিষ্ণুর অর্চ্চনা-পূর্ব্বক প্রণত হইলে হরি তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন! কার্ত্তিকে লক্ষ তুলসীপত্র দ্বারা যে নর হরির পূজা করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রতিপত্রে তাঁহার মুক্তি ফল লাভ হয়। যে মানব বিষ্ণুর উদ্দেশে তুলসী চয়নপূর্ব্বক বিষ্ণুকে নিবেদিত করিয়া ঐ নির্ম্মাল্য মুখে, মস্তকে ও দেহে ধারণ করে এবং ঐ তুলসী দ্বারা শরীর পরিমার্জ্জন করে, তাহার সর্ব্ব রোগ ও পাপ বিদূরিত হয়। হরির প্রতি ভক্তি, শঙ্খোদক, নির্ম্মাল্য, পাদোদক, চন্দন এবং ধূপশেষ এই সমস্ত ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট করে। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান-পরায়ণ হইয়া শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে অন্ন-দান করিবে; কেননা দাননিচয়ের মধ্যে অন্নদানই প্রশস্ত। অন্নেই লোকসৃষ্টি এবং অন্নেই লোক পরিবর্দ্ধিত হয়, অতএব অন্নই নিখিল প্রাণীর প্রাণ-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অন্নদাতাই সর্ব্বদ ও যাজ্ঞিকগণের অগ্রণী; তাঁহার তীর্থস্নান বা দেবযাত্রা দ্বারা কি ফল লাভ হইবে? হে ব্রহ্মন্! [illegible] অন্নদান দ্বারা সকল সম্পাদিত হয়, [illegible] নাই। সত্যকেতু নামক জনৈক দ্বিজ পূর্ব্বকালে [illegible] অন্নদান করিয়াই নিখিল পুণ্য ফল [illegible] দুর্লভ মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকব্র[illegible] মানব উত্তম গোদান করুন, গো-দানেই ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সংশয় নাই। ২৯—৪২। হে নারদ! গোদান হইতে সংসারসাগরের পারকর্ত্তা ইহলোকে আর অন্য কোন দান নাই। সুশর্ম্মা নামক জনৈক দ্বিজ গোদান করিয়া সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! মানবগণ কার্ত্তিক মাসে অনেক দান করিয়াও হরিস্মরণ না করিয়া কদাচ পূত হয় না। হরিনাম স্মরণের মাহাত্ম্য আমি বলিতে সমর্থ নহি! পুষ্কর ক্ষেত্রে নারকীরা হরিস্মরণ করিয়া মুক্ত হইয়াছিল। কার্ত্তিকে "গোবিন্দ গোবিন্দ" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকপাদ যে মানব ভক্তি-শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া নিত্য পাঠ করেন, ইহা দ্বারাই তাঁহার ভাগবত পারায়ণ করা হয়। যে সকল লোক ভাগবত পুরাণ শ্রবণ, পুরাণ পুরুষের আরাধনা এবং সুরগণের মুখে হবন করে নাই, সেই সকল লোকের জন্ম বৃথা গিয়াছে। হে বিপ্রেন্দ্র! যিনি কার্ত্তিক

যস্তু গীতাং পঠেন্নরঃ। তস্য পুণ্যফলং বক্তুং মম শক্তির্ন বিদ্যতে ॥ ৪৯ ॥ গীতায়াস্তু সমং শাস্ত্রং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। সর্ব্বপাপহরা নিত্যং গীতৈকা মোক্ষদায়িনী ॥ ৫০ ॥ একেনাধ্যায়পাঠেন সর্ব্ব পাপকৃতোঽপি চ। মুচ্যন্তে নরকাদ্‌ঘোরাজ্জড়ো বৈ ব্রাহ্মণো যথা ॥ ৫১ ॥ শালিগ্রামশিলাদানং যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে মুনে। তস্য পুণ্যস্য বিপ্রাস্তর্বিষ্ণুনা ন নিরূপিতা ॥ ৫২ ॥ শালিগ্রামং সমভ্যর্চ্য শ্রোত্রিয়ায় মহামুনে। দানং যঃ কুরুতে বিপ্র তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৫৩ ॥ সপ্তসাগরপর্য্যন্তং ভূদানাদ্‌যৎফলং ভবেৎ। শালিগ্রামশিলাদানাৎ তৎফলং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪ ॥ শালিগ্রামশিলাদানাৎ কার্ত্তিকে ব্রাহ্মণী যথা। বিধবা সধবা জাতা বিবাহে পঞ্চমেঽহনি ॥ ৫৫ ॥ তস্মাত্তু কার্ত্তিকে মাসি স্নানদানপুরঃসরম্। শালিগ্রামশিলা-দানং কর্ত্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কার্ত্তিকব্রতধর্ম্মনিরূপণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

মাসে গীতা পাঠ করেন, তাঁহার [illegible] কীর্ত্তন করিতে আমার শক্তি নাই। গীতার [illegible] শাস্ত্র হয়ও নাই, হইবেও না, অ[illegible] গীতাই সতত সর্ব্বপাপহরা ও মোক্ষদা[illegible] পাপ-কারীও গীতার এক অধ্যায় পাঠ[illegible] নামক ব্রাহ্মণের স্থায় নরক হইতে নিস্তার পায়। হে মুনে। যে মানব কার্ত্তিকে শালগ্রাম শিলা দান করেন, তাঁহার পুণ্যসীমা বিষ্ণুও নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। হে মহামুনে। শালগ্রাম সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া যে মানব শ্রোত্রিয়কে দান করিবে, তাহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর। হে বিপ্র। সে মানব সপ্তসাগর পর্য্যন্ত ভূমি দানের যে ফল, শালগ্রাম শিলা দানে তত্তুল্য ফল লাভ করে। কার্ত্তিক মাসে শালগ্রাম শিলা দান করিয়া এক ব্রাহ্মণপত্নী বিবাহের পঞ্চম দিবসে বিধবা হইয়াও পুনরায় সধবা হইয়াছিলেন। অতএব কার্ত্তিক মাসে স্নান ও দান করিয়া শালগ্রাম শিলা দান কর্ত্তব্য, সংশয় নাই। ৪৩—৫৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। ভূয়ঃ শৃণুষ্ব বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিকস্য চ বৈভবম্। দশমীদিনমারভ্য দশম্যাং তু সমাপয়েৎ ॥ ১। পৌর্ণমাসীং সমারভ্য পৌর্ণমাস্যাং সমাপয়েৎ। আশ্বিনস্য হরিদিনে সমারভ্য তু ভক্তিমান্ ॥ ২ ॥ দামোদরং নমস্কৃত্য কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পমাদিতঃ। দামোদর নমস্তেঽস্তু সর্ব্বপাপবিনাশন ॥ ৩ ॥ কার্ত্তিকস্য ব্রতং কর্ত্তুমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি। নির্ব্বিঘ্নং কুরু দেবেশ অামাসং পুরুষোত্তম ॥ ৪ ॥ ইতি সম্প্রার্থ্য বিধিনা কার্ত্তিকব্রতমাচরেৎ। অরুণং বদতা প্রোক্তং ভাস্করেণ শ্রুতং ময়া। কলৌ চ স্বর্গগমনকারণং শ্রূয়তাং হি তৎ ॥ ৫ ॥ সূর্য্য উবাচ। দ্বাদশানাং তু মাসানাং মার্গশীর্ষোঽতিপুণ্যদঃ ॥ ৬ ॥ তস্মাৎ পুণ্যফলঃ প্রোক্তো বৈশাখো নর্ম্মদাতটে। ততো লক্ষগুণঃ প্রোক্তঃ প্রয়াগে মাঘমাসকঃ ॥ ৭ ॥ তস্মান্মহাফলঃ প্রোক্তঃ কার্ত্তিকো জলমাত্রকে। একতঃ সর্ব্বদানানি ব্রতানি নিয়মাস্তথা ॥ ৮ ॥ একতঃ কার্ত্তিকস্নানং ব্রহ্মণা তুলয়া ধৃতম। সন্ততিশ্চৈব সম্পত্তিঃ কলৌ

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র। পুনরায় কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। যে ব্রত দশমীতে আরম্ভ হইবে, তাহা দশমীতেই সমাপ্ত হইবে। এইরূপ পূর্ণিমায় আরব্ধ ব্রত পূর্ণিমায় সমাপন করিতে হইবে। ভক্তি-মান মানব আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিদিবসে "দামোদর নমস্তেঽস্তু" ইত্যাদি প্রার্থনামন্ত্র বিধিপূর্ব্বক পাঠ ও প্রণাম করত প্রথমে সঙ্কল্প করিয়া কার্ত্তিকব্রত আরম্ভ করিবে। হে নারদ। কলিকালে এই ব্রত স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ। ভাস্কর যখন অরুণকে এই ব্রত আদেশ করেন, তখন আমি ইহা শ্রবণ করিয়া-ছিলাম, এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর। ১—৫। সূর্য্য বলিয়াছিলেন,—দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ অতি পুণ্যদ, তাহা হইতেও পুণ্যতর বৈশাখ, বিশেষতঃ বৈশাখ নর্ম্মদাতটে অধিক পুণ্যফলদ, তাহা হইতেও আবার লক্ষগুণ প্রয়াগে মাঘ মাস, তাহা হইতেও যে কোন জলে কার্ত্তিকস্নান মহাফলপ্রদ। ব্রহ্মা একদিকে কার্ত্তিক স্নান ও অপরদিকে নিখিল দান, ব্রত এবং নিয়ম তুলিত করিয়াছিলেন। কলি-কালে যাঁহাদের সম্পত্তি ও সন্ততি জন্মিতে দেখা

যেষাং প্রজায়তে ॥ ৯ ॥ অবশ্যং তৈঃ কৃতং বিদ্ধি কার্ত্তিকস্নানমাদরাৎ। স্নানং চ দীপদানং চ তুলসীবনপালনম্ ॥ ১০ ॥ ভূমিশয্যা ব্রহ্মচর্য্যং তথা দ্বিদলবর্জ্জনম্। বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনং সত্যং পুরাণশ্রবণং তথা ॥ ১১ ॥ কার্ত্তিকে মাসি কুর্ব্বন্তি জীবন্মুক্তাস্ত এব হি। ন কার্ত্তিকসমং ধর্ম্ম্যমর্থ্যং নো কার্ত্তিকাৎ পরম্ ॥ ১২ ॥ ন কার্ত্তিকসমং কাম্যং মোক্ষদানং ন কার্ত্তিকাৎ। যুধিষ্ঠিরেণ ধর্ম্মার্থমর্থার্থং চ ধ্রুবেণ চ ॥ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণেন তু কামার্থং মোক্ষার্থং নারদেন চ। কৃতমেতদ্‌ব্রতং তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠং কৃষ্ণপ্রিয়ং চ হি ॥ ১৪ ॥ অরুণ উবাচ। ব্রূহি ভাস্কর সর্ব্বাত্মন কদারভ্য ব্রতং কৃতম্। সফলং জায়তে সম্যক্কা চ পূজ্যাত্র দেবতা ॥ ১৫ ॥ ভাস্কর উবাচ। অহং বিষ্ণুশ্চ শর্ব্বশ্চ দেবী বিঘ্নেশ্বরস্তথা। একোঽহং পঞ্চধা জাতো নাট্যে সূত্রধরো যথা ॥ ১৬ ॥ অস্মাকং সর্ব্ব এবৈতে ভেদা বিদ্ধি খগেশ্বর। তস্মাৎ সৌরৈশ্চ গাণেশৈঃ শাক্তৈঃ শৈবৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ ॥ ১৭ ॥ কর্ত্তব্যং কার্ত্তিকস্নানং সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে। সূর্য্যস্য প্রীয়তে কার্য্যং তুলাসংস্থে দিবাকরে ॥ ১৮ ॥ ইষপূর্ণাং সমারভ্য যাবৎ কার্ত্তিকপূর্ণিমা। তাবৎ স্নানং বিধাতব্যং শিবসন্তুষ্টয়ে নরৈঃ ॥ ১৯ ॥ দেবীপক্ষং সমারভ্য মহারাত্রিচতুর্দ্দশী। তাবৎ স্নানং বিধাতব্যং দেবী সংপ্রীতয়ে ত্বিতি ॥ ২০ ॥ গণপক্ষং সমারভ্য কৃষ্ণা যা কার্ত্তিকে ভবেৎ। চতুর্থী তাবদেব স্যাৎ স্নানং ভগচতুষ্টয়ে ॥ ২১ ॥ একাদশীং সমারভ্য আশ্বিনস্যাসিতেতরাম্। একাদশ্যাং কার্ত্তিকস্য শুক্লায়াং পরিপূর্য্যতে। কৃতং যেন তু তস্য স্যাৎ পাবতুষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥ ২২ ॥ ন কার্ত্তিকসমো মাসো ন কাশীসদৃশী পুরী। ন প্রয়াগসমং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥ ২৩ ॥ প্রসঙ্গাদ্বা বলাৎকারৈর্জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা কৃতং ভবেৎ। স্নানং কার্ত্তিকমাসস্য ন পশ্যেদ্‌যমযাতনাম্ ॥ ২৪ ॥ স্নানার্থং চেন্ন সামর্থ্যং দত্বান্যস্মৈ ধনাদিকম্। স্নাতস্য তস্য হস্তস্য গ্রহণাপুণ্যভাগ্‌ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ অথবা কার্ত্তিকস্নানং যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাতয়ঃ। তেষাং প্রাবরণং দত্বা স্নানজং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥ রাধাদামোদরঃ পূজ্যঃ কার্ত্তিকে তু বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥ স্বর্ণস্য বাথ রৌপ্য-

---

যায়, অবশ্যই ইঁহারা কার্ত্তিক মাসে আদরপূর্ব্বক স্নান করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। যাঁহারা কার্ত্তিকে স্নান, দীপদান, তুলসীকানন পালন, ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিদল বর্জ্জন, বিষ্ণুসংকীর্ত্তন, সত্যভাষণ এবং পুরাণ শ্রবণ করেন, নিশ্চিতই তাঁহারা জীবন্মুক্ত। কার্ত্তিকের সমান ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষসাধক আর অন্য কোন মাসই নাই। যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম ও ধ্রুব অর্থসিদ্ধির জন্য, শ্রীকৃষ্ণ কামনাপূরণের নিমিত্ত এবং নারদ মোক্ষাভিলাষে এই কার্ত্তিকমাস ব্রত করিয়াছিলেন, অতএব কার্ত্তিক বিষ্ণু-প্রিয় শ্রেষ্ঠ মাস। অরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভাস্কর! তাঁহারা কোন্ সময় আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিয়াছিলেন? কিরূপে তাঁহাদের ব্রত সফল হইল এবং কোন্ দেবতা এই ব্রতে পূজিত হন; হে ব্রহ্মন্! এই সকল বিষয় বলুন। ভাস্কর বলিলেন,—হে খগেশ্বর! আমি, বিষ্ণু, ঈশান, দেবী এবং বিঘ্নেশ্বর—সূত্রধরের নাটের ন্যায় আমা হইতেই এই পঞ্চধা বিভক্ত হইয়াছে, এ সমস্ত আমাদেরই পরস্পর ভেদ জানিবে। অতএব নিখিল পাপাপনোদনের জন্য সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের লোকই কার্ত্তিকস্নান আচরণ করিবে, সূর্য্যের প্রীতির জন্য আশ্বিনপূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকপূর্ণিমা পর্য্যন্ত কার্ত্তিকস্নান কর্ত্তব্য। ঐরূপ শিবসন্তোষের জন্যও নর পূর্ব্বোক্তরূপ কার্ত্তিকস্নান করিবে; এতদ্ভিন্ন দেবীপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাত্রির চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত দেবীর প্রীতির জন্য এবং গণপক্ষে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিককৃষ্ণচতুর্থী পর্য্যন্ত গণেশের তুষ্টির জন্য কার্ত্তিকস্নান করিতে হয়। আর আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকীশুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত যে নর কার্ত্তিকস্নান করেন, বিষ্ণু তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে মুনে! কার্ত্তিকের সমান মাস নাই, বারাণসীর অনুরূপ পুরী নাই, প্রয়াগ সদৃশ তীর্থ নাই এবং কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দাতা নাই। প্রসঙ্গক্রমেই করুক, বা কেহ বলপূর্ব্বক করাউক, জ্ঞানকৃতই হউক বা অজ্ঞানকৃতই হউক—যে কোনরূপে কার্ত্তিকস্নান কৃত হইলে যমযাতনা ভোগ হয় না। যদি স্নানের সামর্থ্য না থাকে, তবে অন্য কোন ব্যক্তিকে ধনদান করিয়া তাহার হস্ত হইতে তদীয় পুণ্য গ্রহণ করিতে অথবা যে সমস্ত দ্বিজাতি কার্ত্তিকস্নান করেন, তাঁহাদিগকে শীতবস্ত্র দান, বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে রাধা ও দামোদরকে পূজা করিয়া স্নানফল লাভ করিবে। অথবা সুবর্ণ, রজত,

র্থ্যভাবে গুধজামপি। মৃজ্জাং বা চিত্রজাতাং বাথ বা পিষ্টবিচিত্রিতাম্ ॥ ২৮ ॥ দামোদরস্য রাধায়াস্তুলস্যধোঽর্চ্চয়ন্তি যে। মূর্ত্তিং তে তু নরা জ্ঞেয়া জীবন্মুক্তা ন সংশয়ঃ ॥২৯॥ অপি পাপসহস্রাঢ্যঃ কার্ত্তিকস্নানতো নরঃ। মুক্তোঽবশ্যং স ভবতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩০ ॥ তুলস্যভাবে কর্ত্তব্যা পূজা ধাত্রীতলে খগ। মুখ্যপূজাবিধানং তু কর্ত্তব্যং সূর্য্যমণ্ডলে ॥ ৩১ ॥ অপ্রত্যক্ষাঃ সর্ব্বদেবাঃ প্রত্যক্ষো ভগবানয়ম্। সর্ব্বে দেবাঃ কালবশাঃ কালকালো দিবাকরঃ ॥ ৩২ ॥ এতদারাধনেঽশক্তঃ প্রতিমাং পূজয়েন্নরঃ। প্রতিমাতোঽধিকং পুণ্যং ব্রাহ্মণস্য তু পূজনে ॥ ৩৩ ॥ দরিদ্রো দানপাত্রং স্যাদ্বিদ্যাবাংস্তু বিশেষতঃ। বিপ্রাভাবে পূজনীয়া গাবঃ কৃষ্ণা মনোহরাঃ ॥ ৩৪ ॥ বিষ্ণোর্মূর্ত্তির্জঙ্গমতঃ স্থাবরা তু প্রশস্যতে। শূদ্রস্থাপিতমূর্ত্তীনাং নমস্কারং করোতি যঃ। পিতৃভির্নিরয়ং যাতি দশপূর্ব্বৈর্দশাপরৈঃ ॥ ৩৫ ॥ শূদ্রার্চ্চিতস্য সংস্পর্শাদ্দহেদাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৩৬॥ তস্মাদ্বিচার্য্য বিপ্রৈর্যা স্থাপিতা তাং সমর্চ্চয়েৎ। ভক্তোঽপি যা দেবতাভিঃ কৃতা সা ভুক্তিমুক্তিদা ॥ ৩৭ ॥ মূর্ত্ত্যভাবে পূজনীয়োঽশ্বত্থো বাথ বটোঽথ বা। অশ্বত্থরূপী বিষ্ণুঃ স্যাদ্বটরূপী শিবো যতঃ ॥ ৩৮ ॥ কার্ত্তিকে তুলসীশাকং তাম্বুলং বা নরাধমঃ। অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি ভুঞ্জানো নিরয়ং ব্রজেৎ ॥ ৩৯ ॥ শালিগ্রামশিলাচক্রে নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শালিগ্রামং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪০ ॥ রুদ্রশাপবশাদ্গাবো বিষ্ঠাভক্ষণতৎপরাঃ। তথাপি তাঃ পূজনীয়া লোকদ্বয়ফলপ্রদাঃ ॥ ৪১ ॥ ব্রহ্মাংশকসমুদ্ভূতে পালাশে যস্য ভোজনম্। কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকমাসেঽসৌ বিষ্ণুলোকং প্রযাস্যতি ॥ ৪২ ॥ অশ্বত্থরূপী ভগবান্ বটরূপী সদাশিবঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্ত্তিকেঽশ্বত্থমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ যা নারী কার্ত্তিকে মাসি লক্ষং কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাঃ। রাধাদামোদরং পূজ্য মন্দবারে চ তত্তলে ॥ ৪৪ ॥ দম্পতী ভোজয়েদ্রাধাদামোদরস্বরূপিণৌ। ভোজয়িত্বা সপত্নীকান্ পশ্চাদ্ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৪৫ ॥ বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রমিতরাসান্তু কা কথা। সদা সন্নিহিতো বিষ্ণুর্দ্বিপৎসু ব্রাহ্মণে যথা ॥ ৪৬ ॥ বোধিদ্রুমে পাদ-

---

তাম্র কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা রাধা ও দামোদরের চিত্রবিচিত্রিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত তুলসীবৃক্ষের নিম্নে স্থাপনপূর্ব্বক যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হন, সন্দেহ নাই। নর সহস্র পাপযুক্ত হইলেও কার্ত্তিকস্নানে অবশ্যই মুক্ত হইবে, এ বিষয় বিচার বিতর্ক কিছুই নাই। হে খগ! তুলসীর অভাব হইলে আমলকীতলেও রাধাদামোদরমূর্ত্তির পূজা করিবে, আর মুখ্য পূজা সূর্য্যমণ্ডলে করিতে হইবে। সকল দেবই অপ্রত্যক্ষ; কিন্তু সেই ভগবান ভাস্কর সকলেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন এবং সকল দেবতাই কালের বশ; কিন্তু দিবাকর কালেরও কাল। মানব ইঁহাকে আরাধনা করিতে অসমর্থ হইলে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে, আর ব্রাহ্মণের উপর পূজা করিলে প্রতিমা পূজা অপেক্ষাও অধিক পুণ্য হয়। দরিদ্রই দানের পাত্র; কিন্তু, দরিদ্র বিদ্বান্ হইলে তাহাই প্রশস্ত; বিপ্রের অভাব হইলে মনোহর কৃষ্ণগো পূজা করিবে; জঙ্গমমূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুর দারুময়ী মূর্ত্তি প্রশস্ত। যে ব্যক্তি শূদ্রস্থাপিত মূর্ত্তিকে নমস্কার করে, পূর্ব্বের দশ পুরুষ ও পরের দশ পুরুষ পরিমাণ পিতৃগণসহ তাহার নরকপ্রাপ্তি হয় এবং শূদ্রার্চ্চিত মূর্ত্তির সংস্পর্শে সপ্তকুল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া থাকে। অতএব বিচার দ্বারা বিপ্রপ্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি স্থির করিয়া সেই মূর্ত্তিরই পূজা করিবে। আবার দেবতাকর্ত্তৃক স্থাপিত ও ভুক্তিমুক্তিদ মূর্ত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। মূর্ত্তির অভাব হইলে অশ্বত্থ কিম্বা বটতরুর পূজা করিবে, কেননা বিষ্ণু অশ্বত্থরূপে এবং শিব বটতরুরূপে বিরাজিত। জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক আর অজ্ঞানকৃতই হউক, যে নরাধম কার্ত্তিকমাসে তুলসীশাক কিংবা তাম্বুল ভক্ষণ করে, তাহারা নরকে গমন করিয়া থাকে। শালগ্রাম-শিলাচক্রে হরি নিত্য অধিষ্ঠিত, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শালগ্রাম পূজা করিবে। রুদ্রশাপে গোগণ বিষ্ঠাভোজী হইলেও লোকদ্বয়সাধন সেই গোগণও পূজ্য। কার্ত্তিকমাসে যে মানব ব্রহ্মার অংশসম্ভূত পলাশপত্রে ভোজন করে, তাহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়।৬—৪২। ভগবান্ বিষ্ণু অশ্বত্থরূপী এবং সদাশিব বটরূপী; অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে কার্ত্তিকমাসে বট ও অশ্বত্থের পূজা করিবে। যে নারী কার্ত্তিকে শনিবারে যত্নসহকারে রাধাদামোদরের পূজা করিয়া লক্ষবার প্রদক্ষিণ এবং রাধাদামোদররূপিণী দ্বিজদম্পতীকে ভোজন করাইয়া পরে বাগ্যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করে, অন্যের কথা কি বলিব, সে বন্ধ্যা হইলেও পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। বিপ্র দ্বিজ, বোধিবৃক্ষ, অশ্বত্থ

পেষু শালিগ্রামে শিলাসু চ। তস্মাদশ্বত্থমূলে বৈ কর্ত্তব্যং বিষ্ণুপূজনম্॥ ৪৩॥ অশ্বত্থপূজা স্পর্শেন কর্ত্তব্যা শনিবাসরে। অন্যবারেঽশ্বত্থসঙ্গাদ্দরিদ্রো জায়তে নরঃ॥ ৪৮॥ স্নানং জাগরণং দীপং তুলসীবনপালনম্। কার্ত্তিকে মাসি কুর্ব্বন্তি তে নরা বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ॥ ৪৯॥ সম্মার্জ্জনং বিষ্ণুগৃহে স্বস্তিকাদিনিবেদনম্। বিষ্ণোঃ পূজাঞ্চ যে কুর্য্যুর্জীবন্মুক্তাস্তে নরাঃ॥ ৫০॥ স্নানকালং প্রবক্ষ্যামি তীর্থাদিষু চ যৎফলম্। স্নানধর্ম্মাশ্চ যে কেচিত্তান্ সর্ব্বান্মে নিবোধত॥ ৫১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কার্ত্তিকবৈভববর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। নাড়ীদ্বয়াবশিষ্টায়াং রাত্র্যাং গচ্ছেজ্জলাশয়ম্। তুলসীমৃত্তিকাযুক্তঃ সবস্ত্রকলশো মুনে॥ ১॥ আগত্য তোয়নিকটে তীরে সংস্থাপ্য পাত্রকম্। পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা দেশকালাদি চোচ্চরেৎ॥ ২॥ স্মরেদ্গঙ্গাদিকা নদ্যো বিষ্ণুশর্ব্বাদিদেবতাঃ॥ নাভিমাত্রে জলে স্থিত্বা মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ॥ ৩॥ কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন। প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥ ৪॥ নিত্য নৈমিত্তিকে কৃত্বা কার্ত্তিকে পাপনাশন। স্নানং চার্ঘ্যং প্রদাস্যামি নির্ব্বিঘ্নং কুরু কেশব॥ ৫॥ তীর্থাদিদেবতাভ্যশ্চ ক্রমাদর্ঘ্যাদি দাপয়েৎ। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে॥ ৬॥ নমঃ কমলনাভায় নমস্তে জলশায়িনে। নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে॥ ৭॥ ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং দনুজেন্দ্রনিষূদন॥ ৮॥ কিরণা ধূতপাপা চ পুণ্যতোয়া সরস্বতী। গঙ্গা চ যমুনা চৈব পঞ্চনদ্যঃ পুনন্তু মাম্॥ ৯॥ অন্যাসাঞ্চ নদীনাঞ্চ দদ্যাদর্ঘ্যং যথাবিধি। জাহ্নবীস্মরণং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতীর্থেষু মানবঃ॥ ১০॥ নান্যতীর্থং তু জাহ্নব্যাং স্মরণীয়ং কদাচন। এতান্মন্ত্রান্ সমুচ্চার্য্য মলস্নানং সমাচরেৎ॥ ১১॥ মৃৎস্নানঞ্চ পিতৃস্নানং শুক্রস্নানং ততঃ পরম্। ততস্তু পাবমানীভিরভিষিঞ্চেৎ স্বমস্তকম্॥ ১২॥ অঘমর্ষণকং কৃত্বা স্নানাঙ্গং তর্পণং তথা। ততঃ পুরুষসূক্তেন জলং শিরসি সিঞ্চয়েৎ॥ ১৩॥ ততস্তু

পাদপ, শালগ্রাম এবং শিলায় বিষ্ণু সতত সন্নিহিত; অতএব অশ্বত্থমূলে বিষ্ণুপূজা কর্ত্তব্য। একমাত্র শনিবারেই অশ্বত্থ স্পর্শ করিয়া পূজা কর্ত্তব্য, অন্য বারে অশ্বত্থ স্পর্শ করিলে মানব দরিদ্র হয়। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে স্নান, জাগরণ, দীপদান এবং তুলসীকাননের পালন করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি। যাঁহারা বিষ্ণুগৃহে সম্মার্জ্জন, স্বস্তিকাদি প্রদান ও বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত। এক্ষণে তীর্থের স্নানকাল, স্নানফল এবং যে কিছু স্নান-ধর্ম্ম আছে, তৎসমস্ত অবগত হও। ৪৩—৫১।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনে! রাত্রির নাড়ীদ্বয় অবশিষ্ট থাকিতে তুলসীমৃত্তিকা, বস্ত্র ও কলসসমন্বিত হইয়া জলাশয়ে গমন করিতে হয়। অনন্তর জলসমীপে আগমনপূর্ব্বক তীরে পাত্র রাখিয়া পাদপ্রক্ষালন করতঃ দেশ কাল উল্লেখ করিবে। অনন্তর গঙ্গাদি নদী ও বিষ্ণু শিবাদি দেবতা স্মরণ করিয়া নাভিমাত্র জলে অবস্থানপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে,—"হে জনার্দ্দন! আপনার প্রীতির জন্য আমি কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান করিব। হে দেবেশ দামোদর! নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান করিয়া সলক্ষ্মীক জনার্দ্দনের উদ্দেশে স্নান ও অর্ঘ্য প্রদান করিব, হে পাপনাশন। আপনি তাহা বিঘ্নহীন করুন।" অনন্তর তীর্থদেবতাদির উদ্দেশে ক্রমে অর্ঘ্যাদি দান করিতে হয়। অনন্তর "গৃহাণার্ঘ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রে রাধাদামোদরকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া "বিগতপাপা, কিরণা, পুণ্যতোয়া সরস্বতী, গঙ্গা এবং যমুনা এই পঞ্চনদী আমাকে পূত করুন" এরূপ প্রার্থনা করিয়া অন্যান্য নদীগণকেও যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিবে। মানব সকলতীর্থেই গঙ্গা স্মরণ করিবে; কিন্তু জাহ্নবীজলে অন্যান্য তীর্থের স্মরণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্র সকল সম্যক্‌রূপে উচ্চারণ করিয়া মলস্নান আচরণ করিবে। ১—১১। তদনন্তর ক্রমে মৃত্তিকাস্নান, পিতৃস্নান ও শুক্রস্নান কর্ত্তব্য। প্রথমে পাবমানী সূক্ত দ্বারা নিজ মস্তকে অভিষেক, তদনন্তর অঘমর্ষণ মন্ত্রে স্নানাদি তর্পণ, অতঃপর পুরুষসূক্তে মস্তকে

বহিরাগত্য তীর্থং শিরসি নিক্ষিপেৎ। তীর্থং পীত্বা ত্রিবারন্তু তুলসীং গৃহ্য পাণিনা ॥ ১৪ ॥ ততো জলাদ্বিনিক্রম্য চাঞ্চলং পীড়য়েদ্বহিঃ। যন্ময়া দূষিতং তোয়ং শারীরমলসঞ্চয়ৈঃ ॥ ১৫ ॥ তদ্দোষপরিহারার্থং যক্ষ্মাণং তর্পয়াম্যহম্। বস্ত্রনিষ্পীড়নং কৃত্বা কুর্য্যাচ্চ তিলকাদিকম্ ॥ ১৬ ॥ সূত উবাচ। শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে কার্ত্তিকস্নানজং ফলম্। অরুণং প্রতি সূর্য্যেণ যদুক্তঞ্চ সবিস্তরম্ ॥ ১৭ ॥ অরুণ উবাচ। কস্মিংস্তীর্থে বিশেষেণ ফলং কার্ত্তিকসম্ভবম্। ক্ষেত্রে বা এতদাখ্যাহি ভগবন্ স্নানযোগতঃ ॥ ১৮ ॥ সূর্য্য উবাচ। যত্র কুত্রাপি কর্ত্তব্যং জলে স্নানন্তু কার্ত্তিকে। উষ্ণোদকেন কর্ত্তব্যং স্নানং কুত্রাপি কার্ত্তিকে ॥ ১৯ ॥ ততো দশগুণং পুণ্যং শীততোয়নিমজ্জনাৎ। ততঃ শতগুণং পুণ্যং বহিঃকূপোদকে কৃতম্ ॥ ২০ ॥ কূপাৎ সহস্রগুণিতং ফলং বাপীনিষেকতঃ। ততোঽযুতগুণং পুণ্যং তড়াগস্নানতো ভবেৎ ॥ ২১ ॥ ততো দশগুণং পুণ্যং নির্ঝরেষু নিমজ্জনাৎ। ততোঽধিকতরং পুণ্যং নদীস্নানস্য কার্ত্তিকে ॥ ২২ ॥ নদ্যা দশগুণং প্রোক্তং তীর্থস্নানং খগোত্তম। ততো দশগুণং পুণ্যং নদ্যোর্যত্র চ সঙ্গমঃ ॥ ২৩ ॥ নদীত্রয়স্য সংযোগে পুণ্যস্যান্তো ন বিদ্যতে। সিন্ধুঃ কৃষ্ণা চ বেণী চ যমুনা চ সরস্বতী ॥ ২৪ ॥ গোদাবরী বিপাশা চ নর্ম্মদা তমসা মহী। কাবেরী সরযূঃ শিপ্রা তথা চর্ম্মণ্বতী নদী ॥ ২৫ ॥ বিতস্তা বেদিকা শোণা বেত্রবত্যপরাজিতা। গণ্ডকী গোমতী পূর্ণা ব্রহ্মপুত্রা সরোবরম্ ॥ ২৬ ॥ বাগ্মতী চ শতদ্রুশ্চ তথা বদরিকাশ্রমঃ। দুর্লভাঃ কার্ত্তিকে হ্যেতে তীর্থান্যথ নিবোধ মে ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বেভ্যশ্চ স্থলেভ্যশ্চ আর্য্যাবর্ত্তন্তু পুণ্যদম্। কোহ্লাপুরী ততঃ শ্রেষ্ঠা ততঃ কাঞ্চীদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥ ২৮ ॥ অনন্তসেনবসতির্ব্বরাহক্ষেত্রমেব চ। চক্রক্ষেত্রং ততঃ পুণ্যং মুক্তিক্ষেত্রং ততোঽধিকম্ ॥ ২৯ ॥ অবন্তিকা ততঃ শ্রেষ্ঠা ততো বদরিকাশ্রমঃ। অযোধ্যা চ ততঃ শ্রেষ্ঠা গঙ্গাদ্বারং ততোঽধিকম্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ কনখলং তীর্থং ততো মধুপুরী বরা। একোঽপি কার্ত্তিকো মাসো মথুরা-যমুনাজলে ॥ ৩১ ॥ যৈঃ স্নাতস্তে তু বৈকুণ্ঠে বহুকালং বসন্তি হি। রাধাদামোদরস্তত্র স্বয়ং স্নাতস্তু কার্ত্তিকে ॥ ৩২ ॥ অতো

জলসিঞ্চন করিতে হয়। তারপর বহির্দেশে আগমনপূর্ব্বক মস্তকে তীর্থজল প্রদান, তীর্থজল পান, করদ্বারা তুলসী গ্রহণ এবং তৎপর তীরে উঠিয়া বহির্দেশে বস্ত্রাঞ্চল পীড়ন করিবে। বস্ত্রাঞ্চল পীড়ন কালে "যন্ময়া" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। অনন্তর বস্ত্রনিষ্পীড়ন ও তিলকাদি ধারণ করা কর্ত্তব্য। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! অরুণের প্রতি দিবাকর যেরূপ সবিস্তার বলিয়াছিলেন, সেই কার্ত্তিকস্নানফল কহিতেছি, শ্রবণ করুন। অরুণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে ভগবন্! কোন তীর্থে বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ স্নানে কিরূপ ফল লাভ হয় এ সকল বর্ণন করুন। সূর্য্য উত্তর করিয়াছিলেন,—কার্ত্তিকমাসে যে কোন স্থানে বা যে কোন জলেই স্নান করা যাইতে পারে। কার্ত্তিকমাসে উষ্ণোদকে স্নান করিলে যে ফল, শীতল জলে নিমজ্জন তদপেক্ষা উত্তজল দশগুণ অধিক পুণ্য দান করে। বহির্দেশস্থিত কূপে স্নান করিলে তাহা হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্য হয়। বাপীস্নানে কূপস্নানের সহস্রগুণিত ফল হয়, তড়াগস্নানে তাহা হইতেও অযুতগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। নির্ঝরে অবগাহন করিলে পূর্ব্বোক্ত পুণ্যের দশগুণ, তাহা হইতে আবার কার্ত্তিকে নদীস্নানে অধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। হে খগোত্তম! তীর্থস্নানে নদী হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্য, তাহা হইতে দশগুণ নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্নানে, কিন্তু নদীত্রয়ের সঙ্গমে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহার সীমা নাই। সিন্ধু, কৃষ্ণা, বেণা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, বিপাশা, নর্ম্মদা, তমসা, মহী, কাবেরী, সরযু, শিপ্রা, চর্ম্মণ্বতী, বিতস্তা, বেদিকা, শোণ, বেত্রবতী, অপরাজিতা, গণ্ডকী, গোমতী, পূর্ণা, ব্রহ্মপুত্রা, মানসসরোবর, বাগ্মতী, শতদ্রু, বদরিকাশ্রম—এই সকল কার্ত্তিকমাসে দুর্লভ। অনন্তর অন্যান্য তীর্থের বিষয় শ্রবণ কর;—সকল স্থান হইতেই আর্য্যাবর্ত্ত অধিক পুণ্যদ, সেখানে আবার কোহ্লাপুরী, কাঞ্চীদ্বয়, অনন্তসেন-বসতি, বরাহক্ষেত্র, চক্রক্ষেত্র, মুক্তিক্ষেত্র, অবন্তিকা, বদরিকাশ্রম, অযোধ্যা, গঙ্গাদ্বার, কনখল, মধুপুরী,—এই সকল স্থান ক্রমশ্রেষ্ঠ। এতন্মধ্যে কার্ত্তিকমাসে যাঁহারা মথুরায় যমুনাজলে একবার মাত্রও স্নান করেন, তাঁহারা বহুকাল বৈকুণ্ঠে বাস করিতে সমর্থ। কার্ত্তিক মাসে স্বয়ং রাধা ও দামোদর মধুপুরের যমুনায় স্নান করিয়া থাকেন। ১২—৩২। অতএব মধুপুরী শ্রেষ্ঠ;

মধুপুরী শ্রেষ্ঠা যমুনা চ বিশেষতঃ॥ ৩৩॥ দ্বারাবতী ততঃ শ্রেষ্ঠা প্রত্যহং স্নাতি কেশবঃ। ষোড়শস্ত্রী-সহস্রেণ সার্দ্ধং যাদবসংযুতঃ॥ ৩৪ ॥ দ্বারকায়াং মৃত্তিকায়াস্তিলকো যেন মস্তকে। ধার্য্যতেঽসৌ নরো জ্ঞেয়ো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ। দ্বারকাস্নানমাহাত্ম্যং ন বক্তুং শক্যতে ময়া॥ ৩৫ ॥ গোবিন্দার্পিত-চিত্তানাং জায়তে পুণ্যভাস্করা। ততো ভাগীরথী শ্রেষ্ঠা যত্র বিন্ধ্যেন সঙ্গতা॥ ৩৬॥ তস্মাদ্দশগুণং পুণ্যং তীর্থরাজেঽত্র জায়তে॥ ৩৭ ॥ কলৌ দশসহস্রান্তে বিষ্ণুস্ত্যক্ষ্যতি মেদিনীম্। তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং দেবতাগণাঃ॥ ৩৮॥ যাব ত্তিষ্ঠতি গঙ্গাত্র তাবত্তীর্থানি সন্তি চ। স্বস্ব-স্থানে নৃণাং পাপং তাবদেব হরন্তি চ॥ ৩৯॥ যদৈব গঙ্গা নষ্টা স্যাৎ কো বা তৎ পাপনা-হবেৎ। বিচার্য্যৈবং স্তুতীর্থানি গমিষ্যন্তি ধরা-তলে॥ ৪০॥ তস্মান্মুনীশ্বরাঃ সর্ব্বে যাবত্তি-ষ্ঠতি জাহ্নবী। তাবচ্চ ক্রিয়তাং ধর্ম্মস্ততো ভুমৌ নিলীয়তাম্॥ ৪১॥ সমাধিং গৃহ্য সুদৃঢ়াং যাবৎ কৃত-যুগং ভবেৎ। অন্যথা কলিকালেন ভ্রংশনীয়ো ভবেৎ সুধীঃ॥৪২॥ ততঃ শ্রেষ্ঠতরা কাশী যস্যা নাশো ন জায়তে। যদাশ্রয়েণ গঙ্গাপি সর্ব্বপাপং ব্যপোহতি॥ ৪৩॥ কাশিকায়া নৈব নাশো ব্রহ্মণ্যপি মৃতে সতি। যদ্দর্শনার্থং গঙ্গাপি জাতা চোত্তরবাহিনী। তস্যাং পঞ্চনদং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥ ৪৪॥ আগতে কার্ত্তিকে মাসি রৌরবং নরকং গতাঃ। আক্রোশন্তে তু পিতরো বংশেঽস্মাকং ভবিষ্যতি॥ ৪৫॥ কশ্চিদ্ভাগ্যবতাং শ্রেষ্ঠো গত্বা পঞ্চনদে শুভে। অস্মাকং তর্পণং কুর্য্যান্নরকার্ণবতারকম্॥ ৪৬॥ তীর্থরাজাদিতীর্থানি প্রাপ্তে কার্ত্তিকমাসকে। স্নানার্থং পঞ্চগঙ্গস্তু সমায়ান্তি ন সংশয়ঃ॥ ৪৭॥ কৃত্বা তু লক্ষ-পাপানি স্নাত্বা পঞ্চনদে শুভে। বিন্দুমাধবমভ্যর্চ্চ্য বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৪৮॥ যৈঃ স্নাতং কার্ত্তিকে মাসি সকৃৎ পঞ্চনদে শুভে। সর্ব্বতীর্থকৃতাৎ স্নানাৎ ফলং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ৪৯॥ ব্রহ্মোবাচ। কার্ত্তিকে

যমুনা ততোধিক শ্রেষ্ঠা। যমুনা হইতে দ্বারাবতী শ্রেষ্ঠা, ষোড়শসহস্র স্ত্রী ও যাদবগণ সহ কেশব এই স্থানে স্নান করিযাছিলেন। যে মানব দ্বারকার মৃত্তিকার দ্বারা মস্তকে তিলক ধারণ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত সংশয় নাই। এমন কি, আমি দ্বারকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহি, যাহাদের চিত্ত গোবিন্দে অর্পিত হইয়াছে, তাহাদেরই হৃদয়ে জ্ঞানরূপী সূর্য্যের উদয় হয়। দ্বারাবতী হইতেও ভাগীরথী শ্রেষ্ঠ, এই ভাগীরথী বিন্ধ্যপর্ব্বতের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। দ্বারাবতী হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্য এই তীর্থরাজ ভাগীরথীতে বিদ্যমান। কলির দশসহস্র বৎ-সর অতীত হইলে বিষ্ণু মেদিনী ত্যাগ করিবেন, তাহার অর্দ্ধকাল পরে জাহ্নবীজল এবং তদর্দ্ধ কালে গ্রাম্যদেবতাগণ মেদিনী ত্যাগ করিবেন। পৃথিবীতে যত দিন গঙ্গা থাকিবেন, ততদিনই তীর্থসমূহও স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া তত্রত্য নরগণের পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন, আর গঙ্গা যখন চলিয়া যাইবেন, তখন কে নরগণের পাপ হরণ করিবেন? ধরাতলে উত্তম তীর্থনিচয় বিদ্য-মান, এইরূপ চিন্তা করিয়াই গঙ্গাদেবী ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব হে মুনীশ্বরগণ! যে পর্য্যন্ত গঙ্গা আছেন, তাবৎ আপনারা ধর্ম্ম-কার্য্য করুন, তার পর গঙ্গাদেবী চলিয়া গেলে আপনারাও ভূমিতে বিলীন হইবেন। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি সুদৃঢ়ভাবে সমাধিস্থিত হইয়া যাবৎ সত্যযুগ, ততকালই বিদ্যমান থাকেন, অন্যথা কলিকালে ভ্রষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যাঁহার সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা সকল পাপ দূর করিয়া থাকেন এবং যিনি কদাচ বিনষ্ট হন না, সেই কাশীপুরী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরা। যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়া আগমন করিয়াছেন, ব্রহ্মা বিলীন হইলেও সেই কাশীর কখনও বিনাশ নাই। কাশীতে পঞ্চনদনামক ত্রিলোকবিশ্রুত তীর্থ বিদ্য-মান, কার্ত্তিকমাস আগত হইলে রৌরবনিরয়গত পিতৃগণ আক্ষেপ সহকারে বলিয়া থাকেন;— "আমাদের বংশে এমন সুভগশ্রেষ্ঠ কে আছে, যে কার্ত্তিক মাসে শুভ পঞ্চনদতীর্থে আগমনপূর্ব্বক আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়া আমাদের নরকানবৃত্তি করিবে?" ৩৩—৪৬। কার্ত্তিকমাসে নিখিল তীর্থরাজ স্নানার্থ উক্ত পঞ্চগঙ্গায় সমাগত হন, সন্দেহ নাই। লক্ষ পাপ করিয়াও সুশোভন পঞ্চনদে স্নান ও বিন্দুমাধবের পূজা করিলে সমস্ত পাপ বিলীন হইয়া থাকে। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে একবারও পঞ্চনদে স্নান করিয়াছেন, সকল তীর্থস্নানে যে ফল, তাঁহারা তৎকোটিগুণ ফল লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—যে মানব কার্ত্তিকমাসে কাবেরীতে

মাদি কাবের্য্যাং যঃ স্নানং কর্ত্তুমিচ্ছতি। তাবতা বৈ বিমুক্তাঘো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৫০॥ কাবের্য্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং কো বদেৎপরমুত্তমম্। অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্॥ ৫১॥ কাবের্য্যা বিষয়ে ব্রহ্মন্ সাবধানমনাঃ শৃণু। গৌতম্যা উত্তরে তীরে বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভবা॥ ৫২॥ গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাপঘ্নী বর্ত্ততে লোকপূজিতা। সা গঙ্গা চিন্তয়ামাস কদাচিৎ পাপশঙ্কিতা॥ ৫৩॥ সর্ব্বলোকাঃ সমাগত্য ময়ি পাপং ত্যজন্তি হি। তৎপাপং তু কথং গচ্ছেদিতি চিন্তাপরা তদা॥৫৪॥ প্রষ্টুং জগাম কৈলাসং গিরিজাবল্লভং ভবম্। তত্র দৃষ্ট্বা মহারুদ্রং প্রোবাচ হরিপাদজা॥ ৫৫॥ গঙ্গোবাচ। মহারুদ্র নমস্তেঽস্তু ত্বাং প্রষ্টুমহমাগতা। সর্ব্বে লোকাঃ সমাগত্য ময়ি পাপং ত্যজন্তি হি॥ ৫৬॥ তৎপাপং তু ময়া সোঢ়ুং ন শক্যং পার্ব্বতীপতে। যেনোপায়েন তৎপাপং নাগচ্ছেন্মম তদ্বদ॥ ৫৭॥ এবং গঙ্গাবচঃ শ্রুত্বা প্রত্যাহ পরমেশ্বরঃ। রুদ্র উবাচ। পাপনির্হরণায়াদৌ পদ্মনাভাঙ্ঘ্রিপঙ্কজাৎ॥ ৫৮॥ প্রাদুর্ভূতাসি ত্বং দেবি কিমর্থং তপ্যতে ত্বয়া। পাপপ্রহারাধিপত্যং কল্পিতং তব বিষ্ণুনা॥ ৫৯॥ তথাপি পাপনির্হারে উপায়স্তে ব্রবীম্যহম্। কবেশ্চ তনয়া দেবী কাবেরী সরিতাং বরা॥ ৬০॥ সর্ব্বোৎকৃষ্টা চ সর্ব্বেষাং হরের্বলবশাত্তু সা। সর্ব্বপাপপ্রহরণে সামর্থ্যং তত্র বর্ত্ততে॥ ৬১॥ কার্ত্তিকে মাসি কাবের্য্যাং যঃ স্নানং কুরুতে নরঃ। স তু পাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥৬২॥ তস্মাত্তাং গচ্ছ দেবি ত্বং ততঃ পাপাদ্বিমোক্ষ্যসে। ইত্যুক্তা সা তদাগচ্ছৎ কাবেরীং পাপহারিণীম্॥৬৩॥ তজ্জলস্পর্শমাত্রেণ কার্ত্তিকে বিষ্ণুপাদজা। নির্দ্ধূতপাতকা গঙ্গা জগাম স্বনিকেতনম্॥ ৬৪॥ কার্ত্তিকে প্রাতবর্ষন্তু গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনীম্। স্নাতুং ভক্ত্যা সমায়াতি কাবেরীং পাপহারিণীম্॥ ৬৫॥ তজ্জলস্পর্শমাত্রেণ কার্ত্তিকে বিষ্ণুপাদজা। নির্দ্ধূতপাতকা গঙ্গা জগাম স্বনিকেতনম্॥ ৬৬॥ তস্মাচ্ছস্তং তুলাস্নানং কাবের্য্যা শস্যতে বুধৈঃ। যঃ কাবের্য্যাং তুলাস্নানং ভক্ত্যা তু কুরুতে মুনে॥ ৬৭॥ বিমুক্তদুরিতঃ সদ্যস্ততো যাতি পরাং গতিম্। তস্মাৎ স্নানন্তু কাবের্য্যাং কার্ত্তিকে মাসি শস্যতে॥ ৬৮॥ ইতিহাস-

---

স্নান অভিলাষ করেন, তাঁহার সেই ইচ্ছামাত্রেই তিনি পাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। কাবেরীর অনুত্তম মাহাত্ম্য কে বলিতে সমর্থ? এ বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, হে ব্রহ্মন্। সমাহিতমনে শ্রবণ কর। গৌতমীতীর্থের উত্তরতীরে ত্রিলোকপাপঘ্নী লোকপূজিতা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা বিরাজিতা। তিনি এক সময় মনে করিলেন যে, লোক সকল আসিয়া আমাতেই পাপ পরিত্যাগ করিতেছে, এক্ষণে আমার সেই পাপ কিরূপে দূরীভূত হইবে? এইরূপ চিন্তা করিয়া পাপশঙ্কিতা গঙ্গা ইহার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য কৈলাস-গিরিতে পার্ব্বতীপ্রিয় ভবসমীপে গমনপূর্ব্বক সেই মহারুদ্রকে দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন। গঙ্গা বলিলেন,—হে মহারুদ্র! আপনাকে নমস্কার, সম্প্রতি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—লোক সকল আসিয়া আমাতেই পাপ ত্যাগ করিতেছে। হে পার্ব্বতীপতে! ঐ পাপ আমি সহ্য করিতে অসমর্থ। এক্ষণে যে উপায়ে ঐ পাপ আমাকে আশ্রয় করিতে না পারে, তাহার উপায় বলুন। গঙ্গার [illegible] বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমেশ্বর উত্তর করিলেন,—[illegible] পাপ-বিনাশার্থই তুমি বিষ্ণুর চরণকমল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, হে দেবি! এক্ষণে কেন এইরূপ পরিতপ্ত হইতেছ? কি আশ্চর্য্য! বিষ্ণুই তোমাকে পাপনাশের আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার পাপনাশার্থ আমাকে উপায় বলিয়া দিতে হইবে। হে দেবি! নদীসকলের শ্রেষ্ঠ কবির তনয়া কাবেরী বিষ্ণুর বিভূতি লাভ করিয়া তীর্থগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টা হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপাপনাশের সামর্থ্য আছে। যে মানব কার্ত্তিক মাসে কাবেরী নদীতে স্নান করে, সে পাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে। অতএব হে দেবি! তুমি তথায় গমন করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। অনন্তর হরের আদেশে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা পাপহারিণী কাবেরীতে গমন করিলেন এবং কার্ত্তিক মাসে কাবেরীনীর স্পর্শমাত্রে বিগতপাপ হইয়া নিজ নিকেতনে আগমন করিলেন। এইরূপে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে গঙ্গাদেবী ত্রৈলোক্যপাবনী নিখিলপাপহারিণী কাবেরীতে স্নানার্থ ভক্তিপূর্ব্বক আগমন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার জলস্পর্শে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা নির্দ্ধূতপাপা হইয়া নিজনিকেতনে গমন করেন। ৪৭—৬৬। অতএব পণ্ডিতগণ কার্ত্তিক মাসে কাবেরীস্নান প্রশস্ত বলিয়া থাকেন। হে মুনে! যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক কাবেরীতে তুলাস্নান করে, সদ্য তাহার দুরিত ক্ষয় হয় এবং সে উত্তমগতি

মিদং শ্রুত্বা কার্ত্তিকব্রততৎপরঃ । স কাবেরী স্নানফলং প্রাপ্নোতি চ পরাং গতিম্ ॥ ৬৯ ॥ রাত্রিশেষে ভবেৎ স্নানমুত্তমং বিষ্ণুতুষ্টিকৃৎ । সূর্য্যোদয়ে মধ্যমং স্যাদ্যাবদ্যাম্ভা তু কৃত্তিকা ॥ ৭০ ॥ তাবদেব ভবেৎ স্নানমন্যথা তন্ন কার্ত্তিকম্ । স্নানং স্ত্রীভির্বিধাতব্যং গৃহীত্বাজ্ঞাং ধবস্য চ ॥ ৭১ ॥ অপৃষ্ট্বা যৎকৃতং ধর্ম্ম্যং ভর্ত্তারং তৎক্ষয়ং নয়েৎ । স্ত্রীণাং নাস্ত্যপরো ধর্ম্মো ভর্ত্তারং প্রোজ্ঝ্য কশ্চন ॥ ৭২ ॥ কুর্য্যাৎ সহস্রপাপানি ভর্ত্রাজ্ঞাং যা সমাচরেৎ। সৈসা ধর্ম্মবতী লোকে ন জায়েত ব্রতাদিনা ॥ ৭৩ ॥ দরিদ্রঃ পতিতো মূর্খো দীনোঽপি যদি চেৎপতিঃ । তাদৃশঃ শরণং স্ত্রীণাং তত্ত্যাগান্নিরয়ং ব্রজেৎ ॥ ৭৪ ॥ কলৌ বৎস মনুষ্যাণাং শৈথিল্যং স্নান কর্ম্মণি । তথাপি কথয়িষ্যামি স্নানং কার্ত্তিকমাঘযোঃ ॥ ৭৫ ॥ যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ বাঙ্মনশ্চ সুসংযতম্ । বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলভাঙ্‌নরঃ ॥ ৭৬ ॥ অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকশ্ছিন্নমানসঃ । হেতুবাদী চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ ॥ ৭৭ ॥ প্রাতরুত্থায় যো বিপ্রস্তীর্থস্নায়ী সদা ভবেৎ । সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৭৮ ॥ স্নানং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং স্নানবিদ্ভির্ম্মনীষিভিঃ । বায়ব্যং বারুণং দিব্যং ব্রাহ্মং চেতি তথা স্মৃতম্ ॥ ৭৯ ॥ বায়ব্যং গোরজঃস্নানং বারুণং সাগরাদিষু । ব্রাহ্মং ব্রাহ্মণমন্ত্রোক্তং দিব্যং মেঘাম্বু ভাস্করম্ ॥ ৮০ ॥ স্নানানাং চৈব সর্ব্বেষাং বিশিষ্টং তত্র বারুণম্ । ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো মন্ত্রবৎ স্নানমাচরেৎ ॥ ৮১ ॥ তূষ্ণীমেব হি শূদ্রস্য স্ত্রীণাং চৈব তথা স্মৃতম্ । বালা চ তরুণী বৃদ্ধা নরনারীনপুংসকাঃ ॥ ৮২ ॥ পাপৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যন্তে স্নানাৎ কার্ত্তিকমাঘযোঃ । স্নাতা বৈ কার্ত্তিকে লোকাঃ প্রাপ্নুবন্তীপ্সিতং ফলম্ । ৮৩ ॥ পুষ্করে তীর্থবর্য্যে তু নন্দায়াঃ সঙ্গমে শুভে । প্রভঞ্জনশ্চ মুক্তোঽভূত্তদৈব ব্যাঘ্রজন্মতঃ ॥ ৮৪ ॥ নন্দায়া বচনেনৈব কার্ত্তিকে সা পরং যযৌ । এবং স্নানবিধিঃ প্রোক্তঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কার্ত্তিকস্নানবিধিনিরূপণং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

লাভ করে; অতএব কাবেরীতে কার্ত্তিকস্নানই প্রশস্ত। এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যে মানব কার্ত্তিকব্রতে তৎপর হয়, তাহার কাবেরীস্নানফল ও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে স্নানফলাদি কথিত হইতেছে, —রাত্রিশেষ ক্ষণই উত্তম এবং বিষ্ণুতুষ্টিপ্রদ, সূর্য্যোদয়ে মধ্যম; কিন্তু যে পর্য্যন্ত রবি কৃত্তিকাক্ষেত্রে অবস্থান করেন, তত-কালই কাবেরীতে কার্ত্তিকস্নানকাল। ইহা ভিন্ন অন্য যে স্নান, তাহা কার্ত্তিকস্নান নহে। পত্নী স্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্নান করিবেন, কেননা স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যে ধর্ম্মকার্য্য করে, তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকের অপর কোনই ধর্ম্ম নাই, স্বামীর আজ্ঞাবর্ত্তিনী স্ত্রী যদি সহস্র পাপও করে, ত্রিলোকে সে-ই ধর্ম্মবতী, পরন্তু ব্রতাদি দ্বারা কদাচ তাহার পাপ বিদূরিত হয় না। পতি যদি দরিদ্র, পতিত, মূর্খ বা দীন হয়, তথাপি স্ত্রীগণের তাদৃশ পতিই শরণ্য এবং তদ্রূপ পতিত্যাগে নিরয়ে গমন করে। হে বৎস!, কলিকালের লোকগণের স্নানেই আলস্য; তথাপি কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের স্নানকথা কীর্ত্তন করিতেছি। যাঁহার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, বাক্য, মন, বিদ্যা, তপস্যা এবং কীর্ত্তি সুসংযত, তিনিই তীর্থফলভাগী; আর শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা, নাস্তিক, ছিন্নহৃদয় এবং হেতুবাদী এই পাঁচ জন তীর্থফলভাগী নহে। যে বিপ্র প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রতিদিন তীর্থজলে স্নান করেন, তিনি সকল পাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। বায়ব্য, বারুণ, দিব্য ও ব্রাহ্ম—স্নানবিৎ মনীষিগণ এই চতুর্ব্বিধ স্নান কহিয়া থাকেন। এতন্মধ্যে গোরজঃ দ্বারা স্নানের নাম বায়ব্য, সাগরস্নান বারুণ, ব্রাহ্মণমন্ত্রোক্ত স্নান ব্রাহ্ম এবং মেঘবারিধারা দ্বারা যে স্নান, তাহাই ভাস্কারতাপোদ্ভব দিব্য স্নান। এই সকল স্নানের মধ্যে বারুণস্নানই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা মন্ত্রস্নান আচরণ করিবেন; আর স্ত্রী ও শূদ্রগণের মৌনী হইয়া অমন্ত্রক স্নান করিতে হইবে। বালা, যুবতী, বৃদ্ধা, নর, নারী এবং নপুংসক সকলেই কার্ত্তিক ও মাঘস্নানে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। কার্ত্তিকমাসে তীর্থপ্রধান পুষ্কর ও নদীসঙ্গমে স্নান করিয়া মানব ঈপ্সিত ফল লাভ করে। পূর্ব্বকালে প্রভঞ্জন ভূপতি এক স্তন্যদাত্রী মৃগীকে বধ করিয়া মৃগীশাপে ব্যাঘ্রজন্ম লাভ করেন। অনন্তর নন্দার বাক্যে কার্ত্তিকে পুষ্করে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন; এইরূপ ধর্ম্মশাপে নদীদেহধারিণী নন্দাও পুষ্করস্পর্শে পরম গতিলাভ করিয়াছিলেন। এই তোমার নিকট স্নানবিধি কথিত হইল, অনন্তর আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৬৭—৮৫।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। কদা স্নানং প্রকর্ত্তব্যং কথং শ্রেয়ং দিনাবধি। আহ্নিকং তৎসমাচক্ষ্ব বিশেষেণ পিতামহ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। রাত্র্যাং তুর্য্যংশশেষায়ামুত্তিষ্ঠেৎ সর্ব্বদা ব্রতী। বিষ্ণুং স্তুত্বা বহুস্তোত্রৈর্দিনকার্য্যং বিচারয়েৎ ॥ ২ ॥ গ্রামনৈর্ঋত্যাদিগ্‌ভাগে মলোৎসর্গং যথাবিধি। ব্রহ্মসূত্রং দক্ষকর্ণে স্থাপ্য তত্র উদঙ্মুখঃ ॥ ৩ ॥ অন্তর্ধায় তৃণং ভূমৌ শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা। বক্ত্রং নিয়ম্য বস্ত্রোসঙ্গঃ সোদকভাজনঃ ॥ ৪ ॥ কুর্য্যমূত্রপুরীষং তু রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ। তত উত্থায় চাগচ্ছেৎ সমীপং কলশস্য হি ॥ ৫ ॥ গন্ধলেপক্ষয়করং মৃত্তিকাশৌচমাচরেৎ। একা লিঙ্গে করে তিস্র উভয়োর্মৃদ্দ্বয়ং স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥ মূত্রশৌচে ত্বিদং জ্ঞেয়ং বিষ্ঠাশৌচমতঃ শৃণু। পঞ্চাপানেঽথবা সপ্ত দশ বামকরে তথা ॥ ৭ ॥ উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যাঃ পাদয়োর্মৃত্তিকাত্রয়ম্। এতচ্ছৌচং গৃহস্থস্য দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৮ ॥ বানপ্রস্থস্য ত্রিগুণং যতীনাঞ্চ চতুর্গুণম্। এতচ্ছৌচং দিবা প্রোক্তং রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেৎ ॥ ৯ ॥ মার্গস্থস্য তদর্দ্ধং স্যাৎ স্ত্রীশূদ্রাণাং তদর্দ্ধকম্। শৌচকর্ম্মবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১০ ॥ দন্তজিহ্বাবিশুদ্ধিঞ্চ ততঃ কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ। আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে। দন্তকাষ্ঠন্তু গৃহ্লীয়াদ্দ্বাদশাঙ্গুলসাম্মিতম্ ॥ ১২ ॥ ক্ষীরবৃক্ষস্য ন গ্রাহ্যং কার্পাসস্য তথৈব চ। কণ্টকস্য চ বৃক্ষস্য দগ্ধবৃক্ষস্য চৈব হি ॥ ১৩ ॥ সদ্বাসনং মৃদুতরং দন্তধাবনমাদিশঃ ॥ ১৪ ॥ উপবাসে নবম্যাঞ্চ ষষ্ঠ্যাং শ্রাদ্ধদিনে রবৌ। গ্রহণে প্রতিপদ্দর্শে ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্। কুর্য্যাদ্দ্বাদশগণ্ডূষানম্লকে দন্তধাবনে ॥ ১৫ ॥ দন্তান্ বিশোধ্য বিধিবন্মুখং সম্মার্জ্জ্য বারিণা। ললাটে চোর্দ্ধপুণ্ড্রং তু ধৃত্বা চাচম্য বারিণা ॥ ১৬ ॥ দেবালয়ে নদীতীরে রাজমার্গে বিশেষতঃ। দত্ত্বা চাকাশদীপং তু তুলসীসন্নিধাবথ ॥ ১৭ ॥ গৃহীত্বার্চ্চনসামগ্রীমিষ্টদেবগৃহং ব্রজেৎ। ততো

পঞ্চম অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পিতামহ! কোন কালে স্নান করিতে হইবে? সেই দিনের কর্ত্তব্য কি? কিরূপ ভাবে থাকিতে হইবে, বিশেষ করিয়া স্নানের দিনকৃত্য কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—ব্রতী ব্যক্তি নিত্য রাত্রির চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক বহুবিধ স্তোত্র দ্বারা বিষ্ণুর স্তব করিয়া দিনের কর্ত্তব্য সকল বিচার করিবে। তারপর গ্রামের নৈর্ঋত দিকে যথাবিধি মলত্যাগ করিতে হইবে। মলত্যাগ কালে ব্রহ্মসূত্র দক্ষিণ কর্ণে রাখিয়া বস্ত্র দ্বারা মস্তক বেষ্টন করত উত্তরমুখে উপবেশন করিবে ও উপবেশনের পূর্ব্বে সেই স্থানের তৃণ অপসারিত করিয়া লইবে। মলত্যাগের সময় একাকী হইয়া বস্ত্র দ্বারা মুখ বদ্ধ করিবে ও উদকপাত্র নিকটে রাখিয়া দিবে। রাত্রিকালে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইলে দক্ষিণমুখে উপবেশন করিবে। অনন্তর মলমূত্র ত্যাগের পর জলপাত্রসমীপে আগমনপূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত গন্ধ ও লেপ দূর না হয়, তাবৎ মৃত্তিকাশৌচ করিবে। মৃত্তিকাশৌচের নিয়ম—লিঙ্গে একবার এবং করে তিনবার, মূত্রশৌচে এই দ্বিবিধ মৃত্তিকাশৌচ জানিবে। অনন্তর বিষ্ঠাশৌচের বিধান শ্রবণ কর। গুহ্যদেশে পাঁচ বা সাত বার, বাম করে দশবার, উভয় করে মিলিত করিয়া সাতবার এবং পাদদ্বয়ে তিন-তিন বার, ইহা গৃহস্থ ব্যক্তির শৌচ। ব্রহ্মচারীর ইহা হইতে দ্বিগুণ, বানপ্রস্থের ত্রিগুণ এবং যতিগণের চতুর্গুণ জানিবে। এই যে শৌচবিধান কথিত হইল, ইহা দিবাশৌচ, রাত্রিতে ইহার অর্দ্ধ করিলেই হয়, আর পথিক ব্যক্তির তদর্দ্ধ এবং স্ত্রী-শূদ্রগণের তাহারও অর্দ্ধ। শৌচকর্ম্মবিহীন ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল, অতএব অনলস হইয়া দন্ত ও জিহ্বার বিশুদ্ধি-সম্পাদন করিবে। "আয়ুর্ব্বল" ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ ক্ষীরিবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিতে হয়, ঐ দন্তকাষ্ঠ কার্পাস কিংবা কণ্টক বা দগ্ধ বৃক্ষের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে এবং গন্ধযুক্ত ও অত্যন্ত কোমল দন্তকাষ্ঠও গ্রাহ্য নহে। শ্রাদ্ধ, গ্রহণ কিংবা উপবাস-দিনে, নবমী, ষষ্ঠী, প্রতিপৎ, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে দন্তধাবন করিবে না। যে সকল দিনে দন্তধাবন নিষিদ্ধ, সেই সকল দিনে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখ শোধন করিবে।১—১৫। বিধিপূর্ব্বক দন্তধাবন করিয়া তদনন্তর বারি দ্বারা মুখ সম্মার্জ্জন ও আচমন করত ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর্ত্তব্য। অনন্তর দেবালয় কিংবা নদীতীরে বিশেষতঃ রাজপথ বা তুলসীসমীপে আকাশ-প্রদীপ প্রদান করিয়া পূজোপচারসহ অভীষ্ট দেব-

গায়েত নৃত্যেত পূজাং কৃত্বা তু বুদ্ধিমান্॥ ১৮॥ পঠিত্বা বিষ্ণুনামানি কুর্য্যান্নীরাজনং হরেঃ। নাড়ীদ্বয়াবশিষ্টায়াং রাত্র্যাং গচ্ছেজ্জলাশয়ম্॥ ১৯॥ তন্ত্রোক্তবিধিনা স্নানং কুর্য্যাদ্বৈ কার্ত্তিকব্রতী। বস্ত্রনিষ্পীড়নং কৃত্বা কুর্য্যাচ্চ তিলকং তথা॥ ২০॥ ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত স্বসূত্রোক্তেন বর্ত্মনা। ততঃ কার্য্যো জপো দেব্যা যাবদর্কোদয়ো ভবেৎ॥ ২১॥ এতৎ প্রোক্তং রাত্রিশেষকৃত্যং দৈনমথোচ্যতে। যস্মিন্ কৃতে কার্ত্তিকোঽয়ং সকলঃ সফলো ভবেৎ॥ ২২॥ বিষ্ণোঃ সহস্রনামাদ্যং সন্ধ্যান্তে চ পঠেত্ততঃ। দেবালয়ে সমাগত্য পুনঃ পূজনমারভেৎ॥ ২৩॥ নৃত্যগানাদিকার্য্যেষু প্রহরং দিবসং নয়েৎ। ততঃ পুরাণশ্রবণং যামার্দ্ধং সম্যগাচরেৎ॥ ২৪॥ পৌরাণিকস্য পূজাঞ্চ তুলসীপূজনং তথা। কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকং কর্ম্ম ভুঞ্জীত দ্বিদলোজ্ঝিতম্॥ ২৫॥ বলিদানং বৈশ্বদেবমতিথীনাং সমর্পণম্। কৃত্বা ভুঙ্ক্তে তু যো মর্ত্ত্যঃ কেবলং চামৃতং হি তৎ॥২৬॥ যথাশক্তি দ্বিজা ভোজ্যাঃ প্রত্যহং বাথ পর্ব্বণি। হবিষ্যভোজনং কুর্য্যাদামিষং পরিবর্জয়েৎ॥ ২৭॥ ভক্ষয়েত্তুলসীং বক্ত্রশুদ্ধ্যর্থং তীর্থবারিণা। সংসারব্যবহারেণ দিনশেষং সমাপয়েৎ॥ ২৮॥ সায়ংকালে পুনর্গচ্ছেদ্বিষ্ণোর্দেবালয়ং প্রতি। সন্ধ্যাং কৃত্বা প্রযুঞ্জীত তত্র দীপান্ যথাবলম্॥ ২৯॥ বিষ্ণুং প্রণম্য হরয়ে কৃত্বা নীরাজনং শুভম্। স্তোত্রপাঠাদিকং কুর্ব্বন্নাদ্যযামে তু জাগরম্॥ ৩০॥ যামে তু প্রথমেঽতীতে নিদ্রাং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। ব্রহ্মচর্য্যব্রতং কুর্য্যাদ্ভার্য্যাযায়ীয়াদৃতৌ তথা॥ ৩১॥ তয়া কাময়মানো বা ভার্য্যাং গচ্ছেন্ন দোষভাক্। এবং প্রতিদিনং কুর্য্যাদামাসং তু যথাবিধি॥৩২॥ এবং তু কার্ত্তিকে মাসি যঃ কুর্য্যাৎপরমং ব্রতম্। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ সলোকতাম্॥ ৩৩॥ রোগাপহং পাতকনাশকৃৎপরং সদ্বুদ্ধিদং পুত্রধনাদিসাধকম্। মুক্তের্নিদানং নহি কার্ত্তিকব্রতাদ্বিষ্ণুপ্রিয়াদস্যদিহাস্তি ভূতলে॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নিত্যকর্ম্মকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

গৃহে গমন করিবে। অতঃপর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পূজাবসানে নৃত্যগীত করিয়া বিষ্ণুর নাম সকল পাঠ ও হরির নীরাজনা করিবেন। কার্ত্তিকমাসে ব্রতী ব্যক্তি রাত্রির নাড়ীদ্বয় অবশিষ্ট থাকিতে জলাশয়ে গমন এবং তথায় বিধিপূর্ব্বক স্নান করিবে। স্নানের পর বস্ত্রনিষ্পীড়ন, তিলকধারণ, স্বস্ব বেদমার্গে সন্ধ্যার উপাসনা এবং সূর্য্যের উদয় কাল পর্য্যন্ত বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিবে। এই ত রাত্রিশেষের কার্য্য কথিত হইল। অনন্তর দিনকৃত্য কহিতেছি, এইরূপ আচরণ করিলে সমস্ত কার্ত্তিক মাস সফল হয়। অনন্তর প্রাতঃসন্ধ্যান্তে বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করিয়া দেবালয়ে আগমনপূর্ব্বক পুনরায় পূজা করিবে। অনন্তর বিষ্ণুর নৃত্য-গীতাদি কার্য্যে একপ্রহর অতিবাহিত করিয়া সম্যক্‌রূপে যামার্দ্ধকাল পুরাণ শ্রবণ কর্ত্তব্য। অনন্তর পুরাণবক্তার ও তুলসীর পূজা করিয়া মাধ্যাহ্নিক কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক দ্বিদল বিহীন ভোজন করিবে। যে মানব বৈশ্বদেব অতিথিগণের বলি প্রদান করিয়া ভোজন করেন, তাঁহাদের ভোজ্য বস্তু অমৃত হইয়া থাকে। প্রত্যহই হউক বা পর্ব্বদিবসেই হউক, যথাশক্তি দ্বিজগণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য। দ্বিজগণ নিত্য হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। কদাচ আমিষ ভোজন কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর মুখশুদ্ধির নিমিত্ত তীর্থবারিসহ তুলসী ভক্ষণ করিয়া সংসারকার্য্যে দিন অতিবাহিত করিবে। তার পর পুনরায় সন্ধ্যার সময় বিষ্ণুমন্দিরে গমনপূর্ব্বক সন্ধ্যা করিয়া শক্তি অনুসারে দীপ দান, বিষ্ণুর প্রণাম, হরির উত্তম নীরাজন এবং স্তোত্র পাঠাদি করিয়া প্রথম যামে জাগরণ করিবে। অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি দ্বিতীয় যামে নিদ্রিত হইবেন এবং ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া কেবল ঋতুকালেই ভার্য্যাগমন করিবেন; কিন্তু পত্নী যদি সকামা হইয়া রতি প্রার্থনা করে, তবে ঋতু ভিন্ন কালে গমন করিয়াও তিনি দোষভাগী হইবেন না। এইরূপে একমাস পর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক প্রতিদিন নিয়ম পালন করিতে হইবে। যিনি কার্ত্তিক মাসে এইরূপ নিয়মে উত্তম ব্রত পালন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হন। হে নারদ! ভূতলে কার্ত্তিকব্রত ভিন্ন রোগাপহ, পাতকনাশন, সদ্-বুদ্ধিদ, পুত্র ও ধনাদিসাধক অন্য কোন ব্রত নাই। এই ব্রতই বিষ্ণুর প্রিয়ব্রত ও মুক্তির নিদান। ১৬—৩৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । শৃণু নারদ বক্ষ্যামি কার্ত্তিকস্য ব্রতং মহৎ । যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুক্তো মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ১ ॥ কার্ত্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে নিষিদ্ধানি চ বর্জ্জয়েৎ । তৈলাভ্যঙ্গং পরান্নঞ্চ তথা বৈ তৈলভোজনম্ ॥ ২ ॥ ফলানি বহুবীজানি ধান্যানি দ্বিদলান্যপি । বর্জ্জয়েৎকার্ত্তিকে মাসি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩ ॥ অলাবুং গৃঞ্জরঞ্চৈব বৃন্তাকং বৃহতীফলম্ । অন্নং পর্য্যুষিতং বাপি ভিস্সটঞ্চ মসূরিকম্ ॥ ৪ ॥ পুনর্ভোজনং মাধ্বঞ্চ পরান্নং কাংস্যভোজনম্ । নখং চর্ম্ম চ ছত্রাকং কাঞ্জি দুর্গন্ধমেব চ ॥ ৯ ॥ গণান্নং গণিকান্নঞ্চ তথা বৈ গ্রামযাজিনঃ । শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং সূতকান্নং তথৈব চ ॥ ৬ ॥ শ্রাদ্ধান্নং ঋতুস্নাত্যাশ্চ জাতকং নামকং তথা । শ্লেষ্মাতকফলং চৈব বর্জ্জয়েৎ কার্ত্তিকব্রতী ॥ ৭ ॥ নিষিদ্ধেষু চ পত্রেষু ভোজনং নৈব কারয়েৎ । মধূপালাশকদলীজম্বূপ্লক্ষমধূকিকাঃ । এতৎপত্রেষু ভোক্তব্যং পুষ্করে ন কদাচন ॥ ৮ ॥ কার্ত্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে যঃ কুর্য্যাদ্ধাত্রীছায়ায়াং ভোজনম্ । স যাতি পরমং লোকং বিষ্ণোর্দেবস্য চক্রিণঃ ॥ ৯ ॥ প্রাতঃস্নানন্তু কর্ত্তব্যং তথৈব হরিপূজনম্ । কথায়াঃ শ্রবণঞ্চৈব কার্ত্তিকে শস্যতে মুনে ॥ ২০ ॥ গোপীচন্দনদানন্তু গোদানং শ্রোত্রিয়ায় চ । কর্ত্তব্যং কার্ত্তিকে মাসি তেন মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥ কদলীফলদানন্তু দানং ধাত্রীফলস্য চ । বস্ত্রদানং তথা কুর্য্যাচ্ছীতার্ত্তায় দ্বিজন্মনে ॥ ১২ ॥ শাকাদিদানং কুর্ব্বীত চান্নদানং বিশেষতঃ । শালিগ্রামস্য দানঞ্চ কর্ত্তব্যন্তু দ্বিজন্মনে ॥ ১৩ ॥ পৌরাণিকায় যো দদ্যাদামান্নং ঘৃতপায়সম্ । স চৈশ্বর্য্যমবাপ্নোতি শতব্রাহ্মণভোজনাৎ ॥ ১৪ ॥ কমলৈঃ পূজয়েদ্যস্তু কার্ত্তিকে কমলাপ্রিয়ম্ । স তু পুণ্যমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫ ॥ কার্ত্তিকে তুলসীপত্রং যো ভক্ত্যা বিষ্ণবেঽর্পয়েৎ । সংসারাচ্চ বিনির্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥১৬॥ কার্ত্তিকে কেতকীপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্গরুড়ধ্বজম্ । পূজিতো জন্মসাহস্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৭ ॥ শঙ্খদানন্তু যঃ কুর্য্যাৎ তথা চক্রাঙ্কিতস্য চ । তস্য পাপানি নশ্যন্তি দানমাত্রান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ গীতাপাঠন্তু যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুবল্লভে । তস্য পুণ্যফলং বক্তুং নালং বর্ষশতৈরপি ॥ ১৯ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতস্যাপি

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ । যাহা শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া তুমি মোক্ষলাভ করিবে, এক্ষণে সেই উত্তম কার্ত্তিকব্রত কহিতেছি, শ্রবণ কর । কার্ত্তিক মাসে তৈলাভ্যঙ্গ, পরান্ন, তৈলভোজন, বহুবীজ ফল, ধান্য এবং দ্বিদল প্রভৃতি নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে কোন বিচার বিতর্ক করা উচিত নহে । অলাবু, গৃঞ্জর, বার্ত্তাকু, বৃহতীফল, পর্য্যুষিতান্ন, দগ্ধান্ন, মসূর, দ্বিভোজন, মধু, পরান্ন, কাংস্যভোজন, নখরাখ্য গন্ধ দ্রব্য, মসূরিবিশেষ, ছত্রাক, কাঞ্জি, দুর্গন্ধ, গণান্ন, গণিকান্ন, গ্রামযাজীর অন্ন, শূদ্রান্ন, শূদ্র সম্পর্কিতান্ন, সূতকান্ন, শ্রাদ্ধান্ন, ঋতুস্নাতার অন্ন, জাতকের অন্ন, নামকান্ন এবং শ্লেষ্মাতক ফল—কার্ত্তিকব্রতী এই সকল বর্জ্জন করিবেন । কার্ত্তিকব্রতী নিষিদ্ধপত্রে ভোজন করিবে না, মধু, পলাশ, কদলী, জম্বু, প্লক্ষ, মধুকিকা এই সকল পত্রে ভোজন কর্ত্তব্য, কিন্তু পুষ্কর পত্রে ভোজন নিষিদ্ধ । কার্ত্তিক মাস সমাগত হইলে যিনি আমলকী-বৃক্ষচ্ছায়ায় ভোজন করেন, তিনি চক্রধর দেব বিষ্ণুর পরম লোক প্রাপ্ত হন । হে মুনে! প্রাতঃস্নান, হরিপূজা, এবং হরিকথা শ্রবণ—কার্ত্তিক মাসে এই সমস্ত প্রশস্ত । কার্ত্তিক মাসে যিনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে গোপীচন্দন ও গোদান করেন, তিনি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন । দ্বিজকে কদলী ফল, আমলকী, শীতার্ত্ত বিপ্রকে বস্ত্র, শাকাদি, বিশেষতঃ অন্ন এবং দ্বিজকে শালগ্রাম শিলাদান কর্ত্তব্য । যিনি একটী পুরাণবিৎ বিপ্রকে অন্ন, ঘৃত ও পায়স দান করেন, তাঁহার শত ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয় এবং তৎপুণ্যফলে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন । যিনি কার্ত্তিকে কমল দ্বারা কমলপ্রিয়া লক্ষ্মীর পূজা করেন, তাঁহার প্রভূত পুণ্য লাভ হয়, এবিষয়ে কোন বাদ বিতর্ক নাই । যিনি কার্ত্তিক মাসে ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুকে তুলসী অর্পণ করেন, তিনি সংসারবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন । যিনি কেতকীকুসুম দ্বারা গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার একবার মাত্র পূজনেই সহস্রজন্মকৃত পূজাফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই । ১—১৭ । যিনি চক্রাঙ্কিত শঙ্খ দান করেন, দান মাত্রে তাঁহার পাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই । বিষ্ণুপ্রিয় কার্ত্তিক মাসে যিনি গীতা পাঠ করেন, শতবর্ষে আমি তাঁহার পুণ্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহি । যিনি সম্যক্ প্রকারে

শ্রবণং যঃ সমাচরেৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ২০ ॥ একাদশ্যাং নিরাহারমুপবাসং করোতি যঃ। পূর্ব্বজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ শালিগ্রামস্য নৈবেদ্যং কোটিযজ্ঞ-ফলং লভেৎ। অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রা-য়ণং চরেৎ ॥ ২২ ॥ পূজাকালে তু দেবস্য ঘণ্টানাদং করোতি যঃ। হরেস্তৃপ্তিং পরাং যাতি মনুজো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ পরান্নং বর্জ্জয়েদ্যস্তু কার্ত্তিকে বিষ্ণুতুষ্টয়ে। দামোদরস্য প্রীতিং স সম্যক্‌প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৪ ॥ অধ্বগন্তু পরিশ্রান্তং কালে চ গৃহ-মাগতম্। যোঽতিথিং পূজয়েদ্ভক্ত্যা জন্মসাহস্র-নাশনম্ ॥ ২৫ ॥ নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞকে ॥ ২৬ ॥ দৃষ্ট্বা ভাগবতান্ বিপ্রান্ সম্মুখো ন চ যাতি হি। ন গৃহ্লাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশ-বার্ষিকীম্ ॥ ২৭ ॥ নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য চ। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি হরেঃ প্রিয়তমো নহি ॥ ২৮ ॥ প্রদক্ষিণান্তু তু যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে কেশবস্য হি। পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥ দণ্ডপ্রণামং যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ। রাজসূয়াশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥ কুটুম্বভোজনং চৈব কার্ত্তিকে ভক্তিসংযুতঃ। কারয়েদ্দ্বিজশার্দ্দূল তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৩১ ॥ পরস্ত্রীসঙ্গমং যস্তু কার্ত্তিকে কুরুতে নরঃ। তস্য পাপস্য বিশ্রান্তি-র্যাবদ্বক্তুং ন শক্যতে ॥ ৩২ ॥ তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং ললাটে যস্য দৃশ্যতে। যমস্তং নেক্ষিতুং শক্তঃ কিমু দূতা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ৩৩ ॥ শাকং বা লবণং বাপি যৎকিঞ্চিদ্বা ভবিষ্যতি। তদ্দেয়ং কার্ত্তিকে মাসি প্রীত্যর্থং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৩৪ ॥ ইত্যাদ্যা বহবো ধর্ম্মাঃ কার্ত্তিকে বিষ্ণুবল্লভাঃ। যথা-শক্ত্যা প্রকুর্ব্বীত ধর্ম্মং দেবস্য তুষ্টিদম্ ॥ ৩৫ ॥ হরি-সন্তুষ্টয়ে কার্য্যস্ত্যাগো বা স্বেষ্টবস্তুনঃ। মাসান্তে দ্বিজবর্য্যায় দদ্যাত্তদ্‌ব্রতপূর্ত্তয়ে ॥ ৩৬ ॥ সর্ব্বব্রতানি চৈকত্র সত্যব্রতমথৈকতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সত্যং ভাষেত সর্ব্বদা ॥ ৩৭ ॥ অন্যধর্ম্মেষধিকৃতিঃ কুলজাতিবিভাগতঃ। অধিকারী কার্ত্তিকে তু সর্ব্ব

শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেন, তিনি নিখিল কলুষবিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হন। যিনি একাদশীতে নিরাহার উপবাস করেন, তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, সংশয় নাই। শালগ্রামের নৈবেদ্য ভক্ষণে কোটিযজ্ঞের ফল লাভ হয়, কিন্তু অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। যে জন হরিপূজা-কালে ঘণ্টানাদ করে, তাহার প্রতি হরি তৃপ্ত হন, সন্দেহ নাই। বিষ্ণুর তুষ্টির জন্য যিনি কার্ত্তিক মাসে পরান্ন ত্যাগ করেন, সেই মানবের প্রতি দামোদর সম্যক্ প্রকারে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। পরিশ্রান্ত পথিক কালে গৃহাগত হইলে যিনি ভক্তি-পূর্ব্বক সেই অতিথির পূজা করেন, তাঁহার জন্ম সহস্র নিরোধ হয়। যে মূঢ় মানব মাহাত্মা বৈষ্ণব-গণের নিন্দা করে, সে তদীয় পিতৃগণ সহ মহা-রৌরব নামক নরকে পতিত হয়। ভগবদ্‌ভক্ত মানবকে দর্শন করিয়া যে তাহার সম্মুখে গমন না করে, হরি তাহার দ্বাদশবার্ষিক পূজাও গ্রহণ করেন না। ভগবানের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে মানব তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করে বা নিন্দাকারীর সমীপ হইতে দূরে না যায়, সে কদাচ হরির প্রিয় হয় না। যিনি কার্ত্তিক মাসে হরিকে প্রদক্ষিণ করেন, তিনি প্রতিপদে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করেন, সংশয় নাই। ১৮—২০। যিনি কার্ত্তিক মাসে কেশবের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন, তিনি বহু রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজশার্দ্দূল! যিনি ভক্তিভরে কার্ত্তিকে কুটুম্ব-গণকে ভোজন করান, তাঁহার ফল অনন্ত। কার্ত্তিক মাসে যে নর পরনারী সঙ্গম করে, তাহার পাপের সীমা আমি করিতে অসমর্থ। যাঁহার ললাটে তুলসীমৃত্তিকার তিলক দৃষ্ট হয়, যমও তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ নহে। তদীয় ভয়ঙ্কর দূত-গণের কথা আর কি বলিব? শাক কিম্বা লবণ যাহা কিছু থাকুক, শার্ঙ্গধন্বা হরির প্রীতির জন্য কার্ত্তিক-মাসে তাহাই দান করিবে। হে নারদ! যে সকল কথিত হইল, এই সব এবং অন্যান্য অনেক বিষ্ণু-প্রিয় কার্ত্তিকমাসানুষ্ঠেয় ধর্ম্ম আছে। অতএব যথা-শক্তি বিষ্ণুর তুষ্টিদ ধর্ম্ম আচরণ করিবে। হরির তুষ্টির জন্য স্ব স্ব ইষ্ট বস্তু ত্যাগ করিবে এবং ব্রত-পূরণের জন্য কার্ত্তিকমাসের অবসানে দ্বিজশ্রেষ্ঠকে উহা দান করিবে। একদিকে যেমন যাবতীয় ব্রত-অন্যদিকে তেমনই একমাত্র সত্যব্রত, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সতত সত্য কথা কহিবে। অন্যান্য ধর্ম্মে কুল ও জাতি অনুসারে অধিকার, কিন্তু কার্ত্তিকব্রতে জাতিকুলগত কোন ভেদ নাই।

এব জনো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ গোগ্রাসঃ কার্ত্তিকে মাসি বিশেষাদ্‌যৈস্তু দীয়তে। তেষাং পুণ্যফলং বক্তুং ন শক্নোতি পিতামহঃ ॥ ৩৯ ॥ বিষ্ণুদেবালয়ং প্রাতঃ সম্মার্জ্জয়তি কার্ত্তিকে। তস্য বৈকুণ্ঠভবনে জায়তে সুদৃঢ়ং গৃহম্ ॥ ৪০ ॥ দদ্যাৎ কার্ত্তিকমাসে তু ধর্ম্ম-কাষ্ঠানি ভূরিশঃ। ন তৎপুণ্যস্য নাশোঽস্তি কল্প-কোটিশতৈরপি ॥ ৪১ ॥ সুধাদি লেপয়েদ্‌যস্তু কার্ত্তিকে বিষ্ণুমন্দিরে। চিত্রাদিকং লিখেদ্বাপি মোদতে বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ৪২ ॥ দেবালয়ে বা তীর্থে বা কৃতো দুষ্টৈর্নৃপৈঃ করঃ। তং মোচয়ন্তি যে লোকাস্তেষাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৪৩ ॥ কার্ত্তিকে মাসি যো বিপ্রো গভস্তীশ্বরসন্নিধৌ। শতরুদ্রীজপং কুর্য্যান্মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৪৪ ॥ বরাণস্যাং তু যৈঃ স্থিত্বা ত্রিবর্ষং কার্ত্তিকব্রতম্। সোপাঙ্গং সাঙ্গং যৈর্ম্মর্ত্ত্যৈঃ কৃতং ভক্ত্যেকতৎপরৈঃ ॥ ৪৫ ॥ ইহ লোকে ফলং তেষাং প্রত্যক্ষং জায়তে কিল। সম্পত্ত্যা চৈব সন্তত্যা যশোভির্ধর্ম্মবুদ্ধিভিঃ ॥ ৪৬ ॥ পলাণ্ডুং শৃঙ্গং মাংসঞ্চ শয্যাং সৌবীরকং তথা। রাজিকোন্মাদিকং চাপি চিপিটান্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ ধাত্রীফলং ভানুবারে পরদেশাগমং তথা। তীর্থং বিনা সদৈবেহ বর্জ্জয়েৎ কার্ত্তিকব্রতী ॥ ৪৮ ॥ দেববেদদ্বিজাতীনাং গুরুগো-ব্রতীনাং তথা। স্ত্রীরাজমহতাং নিন্দাং বর্জ্জয়েৎ কার্ত্তিকব্রতী ॥ ৪৯ ॥ নরকস্য চতুর্দ্দশ্যাং তৈলাভ্যঙ্গঞ্চ কারয়েৎ। অন্যত্র কার্ত্তিকে মাসি তৈলস্নানং বিবর্জ্জয়েৎ। নালিকাং মূলকং চৈব কুষ্মাণ্ডঞ্চ কপিত্থকম্ ॥ ৫০ ॥ রজস্বলান্ত্যজম্লেচ্ছপতিতাব্রাত্যি-কৈস্তথা। দ্বিজদ্বিড়্বেদবাহ্যৈশ্চ ন বদেৎ সর্ব্বদা ব্রতী ॥ ৫১ ॥ এভির্দৃষ্টঞ্চ কাকৈশ্চ সূতিকান্নঞ্চ যদ্ভবেৎ। দ্বিঃপাচিতঞ্চ দগ্ধান্নং নৈবাদ্যাদ্বৈষ্ণবব্রতী ॥ ৫২ ॥ ক্রমাৎ কুষ্মাণ্ডবৃহতীতরুণীমূলকং তথা। শ্রীফলঞ্চ কলিঙ্গঞ্চ ফলং ধাত্রীভবং তথা ॥ ৬৩ ॥ নারিকেল-মলাবুঞ্চ পটোলং বৃহতীফলম্। চর্ম্মবৃন্তাকং বল্লী-শাকং তুলসিজং তথা ॥ ৫৪ ॥ শাকান্যেতানি বর্জ্জ্যানি ক্রমাৎ প্রতিপদাদিষু। এবমেব হি মাঘেঽপি কুর্য্যাচ্চ নিয়মান্ ব্রতী ॥ ৫৫ ॥ কার্ত্তিকব্রতিনঃ পুণ্যং যথোক্তব্রতকারিণঃ। ন সমর্থো ভবেদ্বক্তুং ব্রহ্মাপীহ চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কার্ত্তিকব্রতনিরূপণং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার। যিনি কার্ত্তিক মাসে বিশেষ দ্রব্যদ্বারা গোগ্রাস প্রদান করেন, চতুরানন ব্রহ্মাও তাঁহার পুণ্যফল কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহেন। কার্ত্তিকমাসে যিনি প্রাতঃকালে বিষ্ণু-মন্দির সম্মার্জ্জন করেন, বৈকুণ্ঠভবনে তাঁহার জন্য সুদৃঢ় গৃহ নির্ম্মিত হয়। যিনি কার্ত্তিকমাসে ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য প্রভূত কাষ্ঠ প্রদান করেন, শত কোটিকল্পকালেও তাঁহার পুণ্য বিনষ্ট হয় না। কার্ত্তিকমাসে যিনি সুধাদিলেপ দ্বারা বিষ্ণুমন্দিরের সংস্কার সাধন করেন বা চিত্রাদি দ্বারা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন, তিনি তৎসন্নিধানে গমন করিয়া চিরমোদিত হন। কোন দুষ্ট নৃপ দেবালয় বা তীর্থের প্রতি কর নির্দ্ধারণ করিলে যাঁহারা সেই কর বন্ধ করিয়া দেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম সনাতন, অর্থাৎ কোন কালেই ক্ষয় পায় না। কার্ত্তিকমাসে যে বিপ্র কাশীবাসী হইয়া শতরুদ্রী জপ করেন, তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল ধর্ম্মবুদ্ধি লোক ত্রিবর্ষ বারাণসীতে বাস করিয়া অঙ্গের সহিত অর্থাৎ বৎসদ্বাদশী প্রভৃতি তিথিতে স্নান-দীপদান প্রভৃতি ক্রিয়ারত হইয়া একান্ত ভক্তিতৎপরতা সহকারে কার্ত্তিক ব্রত সমাধান করেন, নিঃসন্দেহ ইহকালেই তাঁহাদের ফল প্রত্যক্ষ হয়;—তাঁহারা সম্পত্তি সন্ততি এবং যশোযুক্ত হইয়া থাকেন। কার্ত্তিকব্রতধারী পলাণ্ডু, শৃঙ্গ অর্থাৎ জীবক নামক বৃক্ষ বিশেষ, মাংস, শয্যা, বদরীফল, রাজিক, উন্মাদকারক দ্রব্য, চিপিটান্ন (চিড়া) এই সকল পরিত্যাগ করিবেন। কেবল তীর্থ বলিয়া নহে,—রবিবারে আমলকী ও পরদেশগমন—কার্ত্তিকব্রতী সতত ত্যাগ করিবে। কার্ত্তিকব্রতী দেব, বেদ, দ্বিজ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রী, রাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিন্দা কদাচ করিবে না। নরক চতুর্দ্দশীতে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে; কিন্তু কার্ত্তিক-মাসের অন্যান্য দিনে তৈল স্নান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য এবং নালিকা, মূলক, কুষ্মাণ্ড ও কপিত্থ পরিত্যজ্য। রজস্বলা, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রতহীন, দ্বিজদ্বেষী ও বেদবাহ্য,ব্রতী ব্যক্তি ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না; এই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও কাকদৃষ্ট এবং সূতিকান্ন, দুইবার পাক করা অন্ন, দগ্ধান্ন,—বৈষ্ণব ব্রতী এই সকল ভোজন করিবেন না। কুষ্মাণ্ড, বৃহতী, তরুণী, মূলক, শ্রীফল, কলিঙ্গ, আমলকী, নারিকেল, অলাবু, পটোল, বৃহতীফল, মসূরিক শাক, কচবল্লী এবং তুলসী প্রতিপদ হইতে যথাক্রমে এই সকল শাক পরিবর্জ্জন করিবে। মাঘমাসের ব্রতেও

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ভগবন্ কৃতকৃত্যোঽস্মি তব পাদসমাশ্রয়াৎ। শ্রোতব্যং নেহ ভূয়ো মে বিদ্যতে দেবসত্তম॥ ১॥ তথাপি ভগবন কিঞ্চিৎ প্রষ্টব্যং মে হৃদি স্থিতম্। ত্বদ্বাক্যামৃতপীতস্য ন মে তৃপ্তির্হি জায়তে॥ ২॥ দীপদানস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তে প্রভো। যেন চাপি পুরা দত্তস্তদ্বদস্ব চতুর্মুখ॥ ব্রহ্মোবাচ। প্রাতঃ স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা দীপং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ। তেন পাপানি নশ্যেয়ুস্তমাংসীব ভগোদয়ে॥ ৪॥ আজন্ম যৎকৃতং পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ চ। তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি কার্ত্তিকে দীপদানতঃ॥ ৫॥ অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্। শ্রবণাৎ সর্ব্বপাপঘ্নং দীপদানফলপ্রদম্॥ ৬॥ পুরা দ্রবিড়দেশে তু ব্রাহ্মণো বুদ্ধনামকঃ। তস্য ভার্য্যাভবদ্দুষ্টা অনাচাররতা মুনে॥ ৭॥ তস্যাঃ সংসর্গদোষেণ ক্ষীণায়ুর্মৃতিমাপ্তবান্। পত্যৌ মৃতেঽপি সা পত্নী অনাচারে বিশেষতঃ॥৮॥ রতাভূন্ন হি তস্যাস্তু লজ্জা লোকাপবাদতঃ। সুতবন্ধুবিহীনা সা সদা ভিক্ষান্নভোজনা॥ ৯॥ ন সংস্কারান্নমন্নং বা ভুক্তা পর্য্যুষিতাশিনী। পরপাকরতা নিত্যং তীর্থযাত্রাদিবর্জ্জিতা॥ ১০॥ কথায়াঃ শ্রবণং চৈব ন শ্রুতং তু তয়া দ্বিজ। একদা ব্রাহ্মণঃ কশ্চিত্তীর্থযাত্রাপরায়ণঃ॥ ১১॥ তস্যা গৃহং সমাগচ্ছদ্বিদ্বান্ বৈ কুৎসনামকঃ। অনাচাররতাং তাং তু দৃষ্ট্বা ব্রহ্মর্ষিসত্তমঃ। কোপেন রক্তচক্ষুঃ সংস্তামুবাচাসতীং স্ত্রিয়ম্॥ ১২॥ কুৎস উবাচ। বক্ষ্যামি সাম্প্রতং মূঢ়ে মদ্বাক্যমবধারয়॥১৩॥ দুঃখহেতুমিমং দেহং পূযশোণিতপূরিতম্। পঞ্চভূতাত্মকং চৈব কিং চ পুষ্ণাসি দূতিকে॥ ১৪॥ জলবুদ্বুদবদ্দেহো নাশমায়াতি নিশ্চিতম্। অনিত্যং দেহমাশ্রিত্য নিত্যং ত্বং মন্যসে হৃদি॥ ১৫॥ তস্মাদস্তঃস্থিতং মোহং ত্যজ মূঢ়ে বিচারতঃ। স্মর

কার্ত্তিক ব্রতের এইরূপ নিয়ম সকল পালন করিতে হয়। কার্ত্তিকব্রত যথোক্ত সম্পূর্ণ হইলে ব্রতীর যে কি অনন্ত ফল হয়, চতুরানন ব্রহ্মাও তাহা বলিতে সমর্থ নহেন। ৩০—৫৬।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার পাদপদ্মের আশ্রয়ে আমি কৃতকৃত্য হইলাম। হে দেবসত্তম! পুনরায় আমার আর কিছুই শুনিবার নাই। হে ভগবন্! তথাপি আমার অন্তঃকরণে আর কিছু প্রশ্ন উদিত হইতেছে। কেননা আপনার বাক্যরূপ অমৃত পান করিয়া আমার পিপাসার নিবৃত্তি হইতেছে না। হে প্রভো! আমি দীপদানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী; হে চতুরানন! কোন্ নর পুরাকালে দীপ দান করিয়াছিল? তাহা আমাকে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রাতঃকালে স্নান করত শুচি হইয়া প্রযত্ন সহকারে দীপদান করিলে দিবাকরের উদয়ে যেমন তমোরাশি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপনিবহ দূরীভূত হইয়া থাকে। স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক, কার্ত্তিকমাসে দীপদান করিলে আজন্মকৃত সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়। এবিষয়ে তোমার নিকট একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট ও দীপদান ফল লাভ হয়। হে মুনে! পূর্ব্বকালে দ্রবিড়দেশে বুদ্ধ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার পত্নী অনাচাররতা ও দুষ্টস্বভাবা ছিল। ব্রাহ্মণ বুদ্ধ সেই পত্নীর সংসর্গদোষে ক্ষীণায়ু হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পতির মৃত্যুর পরও তদীয় পত্নী আরও বিশেষভাবে দুরাচাররতা হইল; পরন্তু লজ্জা বা লোকাপাদভয় তাহার একেবারেই রহিল না। সুত-সুহৃৎশূন্য বুদ্ধপত্নী ভিক্ষান্ন ভোজনে দিনযাপন করিতে লাগিল, কখন অত্যল্পও সুসংস্কৃত অন্ন তাহার আহার করা হইত না, কেবল পর্য্যুষিতান্ন ভোজন করিত এবং নিত্য পরপাকে রত থাকিয়া তীর্থযাত্রাদি একবারে পরিত্যাগ করিল। হে দ্বিজ! সে কাহারও কথা শুনিত না বা মানিত না। একদা তীর্থযাত্রাপরায়ণ বিদ্বান্ কুৎসনামক জনৈক দ্বিজ তাহার গৃহে সমাগত হন এবং ব্রহ্মর্ষিসত্তম কুৎস অনাচররতা সেই নারীকে সন্দর্শনপূর্ব্বক কোপরক্ত নেত্রে বলিতে লাগিলেন।১—১২। কুৎস কহিলেন,—হে মূঢ়ে! আমি সম্প্রতি যাহা বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। কি হেতু দুঃখের হেতু এই পূয়-শোণিত-পূর্ণ পঞ্চভূতাত্মক দেহ পোষণ করিতেছ? হে দূতিকে! জলবুদ্বুদের ন্যায় এই দেহ নিশ্চিতই অচিরে বিনষ্ট হইবে, তুমি এই অনিত্য দেহকে আশ্রয় করিয়া মনে মনে নিত্য বলিয়া বুঝিতেছ? বস্তুতঃ ইহা নিত্য নহে, অতএব হে মূঢ়ে! বিচার-

সর্ব্বোত্তমং দেবং কুরু শ্রবণমাদরাৎ ॥ ১৬ ॥ কার্ত্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে স্নানদানাদিকং কুরু। দামোদরস্য প্রীত্যর্থং দীপদানং তথা কুরু ॥ ১৭ ॥ লক্ষবর্ত্তাদিকং চৈব লক্ষপদ্মাদিকং তথা। প্রদক্ষিণাং তু দেবস্য নমস্কারং তথৈব চ ॥ ১৮ ॥ ধারণং পারণং চৈব কুরু ভক্ত্যা হি কার্ত্তিকে। বিধবানাং ব্রতমিদং সধবানাং তথৈব চ ॥ ১৯ ॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্। তত্রাপি কার্ত্তিকে মাসি দীয়তাং দীপ উত্তমঃ ॥ ২০ ॥ দীপো হরেঃ প্রিয়করঃ কার্ত্তিকে মাসি নিশ্চিতম্। মহাপাতককৃত্বাপি দীপদানাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২১ ॥ পুরা কশ্চিদ্দ্বিজবরো নাম্না হরিকরো হ্যভূৎ। অধর্ম্মবিষয়াসক্তঃ শশ্বদ্বেশ্যারতো দ্বিজঃ ॥ ২২ ॥ পিতৃবিত্তক্ষয়করো বংশচ্ছেদে কুঠারকঃ। কদাচিত্তেন বিধবে দ্যূতে পিতৃধনং মহৎ ॥ ২৩ ॥ হারিতং দুষ্টসংসর্গাত্ততো দুঃখী স চাভবৎ। কদাচিৎ সাধুসংসর্গাত্তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ ॥ ২৪ ॥ অযোধ্যামাগতো বৎসে মহাপাপকরো দ্বিজঃ। কার্ত্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তঃ শ্রীমদ্দ্বিজগৃহে সদা ॥ ২৫ ॥ দ্যূতব্যাজেন তেনাশু দীপো দত্তো হরেঃ পুরঃ। ততঃ কালান্তরে বিপ্রো মৃতো মোক্ষমবাপ্তবান্ ॥ ২৬ ॥ মহাপাতককৃত্বাপি গর্ভবাসভয়ং হরিম্। তস্মাত্ত্বং কার্ত্তিকে মাসি দীপদানং তথা কুরু ॥ ২৭ ॥ তথান্যান্যপি দানানি কুরু ভক্তিসমন্বিতা। ইত্যাদিশ্যাথ তাং কুৎসো জগামান্তগৃহং দ্বিজঃ ॥ ২৮ ॥ সাপি কুৎসবচঃ শ্রুত্বা পশ্চাত্তাপেন সংযুতা। ব্রতং তু কার্ত্তিকে মাসি করিষ্যামীতি নিশ্চিতা ॥ ২৯ ॥ পতঙ্গোদয়বেলায়াং কার্ত্তিকে স্নানমন্তসি। দীপদানং ব্রতং চৈব মাসমেকং চকার সা ॥ ৩০ ॥ ততঃ কালান্তরে চৈব গতায়ুর্মৃতিমাগতা। দীপদানস্য মাহাত্ম্যান্মহাপাপকৃদপ্যসৌ ॥ ৩১ ॥ স্বর্গমার্গং গতা সা স্ত্রী কালে মোক্ষমবাপ হ। তস্মান্নারদ মাহাত্ম্যং দীপদানস্য কো বদেৎ ॥ ৩২ ॥ কার্ত্তিকে দীপদানন্তু মহাপুণ্যফলপ্রদম্। কার্ত্তিকব্রতনিষ্ঠো যো দীপদানাদিকন্নরঃ ॥ ৩৩ ॥ দীপদানস্যেতিহাসং শৃণ্বন্ বৈ মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪ ॥ দীপদানস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং কেনেহ শক্যতে। পরদীপপ্রবোধস্য মাহাত্ম্যং শৃণু নারদ ॥ ৩৫ ॥ স্বস্যাপি শক্তিরাহিত্যে পরস্যাপি প্রবোধনম্। যঃ কুর্য্যান্ন-

---

বুদ্ধিতে হৃদয়স্থিত মোহ পরিত্যাগ কর। তুমি সর্ব্বোত্তম দেবকে স্মরণ কর, আদরপূর্ব্বক সৎকথা শ্রবণ কর এবং কার্ত্তিমাস সমাগত হইলে স্নানদানাদি কর। তুমি দামোদরের প্রীতির জন্য লক্ষবর্ত্তিকাযুক্ত দীপ এবং লক্ষ পদ্মাদি দান কর, ভক্তিপূর্ব্বক দেবতার প্রদক্ষিণ ও নমস্কার কর, কার্ত্তিকব্রতাদির ধারণ ও পারণ—সর্ব্বপাপপ্রশমন, সর্ব্বোপদ্রবনাশন। অতএব এই ব্রত বিধবা সধবা উভয়েরই কর্ত্তব্য; কার্ত্তিকমাসে উত্তম দীপ দান কর। কার্ত্তিকমাসে দীপ হরির প্রিয়কর, সংশয় নাই; মহাপাতককারীও দীপদানে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বকালে সতত বেশ্যারত ও অধর্ম্ম বিষয়ে আসক্ত হরিকর নামক জনৈক দ্বিজবর ছিল। বংশচ্ছেদের কুঠাররূপী দ্বিজ হরিকর একদা অত্যন্ত দ্যূতাসক্ত হইয়া পিতৃবিত্ত বিনষ্ট এবং দুষ্টসংসর্গে সমস্ত পিতৃধন নষ্ট করিয়া অত্যন্ত দুঃখে নিমগ্ন হয়। হে বিধবে! এক সময় হরিকর মহাপাপকারী হইয়াও সাধুসংসর্গে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অযোধ্যায় গমন করে। হে বৎসে! তখন কার্ত্তিকমাস ছিল, দ্বিজ হরিকর জনৈক দ্বিজের ঘরে বাস করিয়া দ্যূতচ্ছলে দেবালয়ে হরির সম্মুখে দীপ দান করিয়াছিল। কিছুদিন পরে হরিকরের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু হরিকর মহাপাতকী হইয়াও তীর্থযাত্রা ও দেবালয়ে দীপদানপ্রভাবে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া অভয়দ হরিকে লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমিও ভক্তিসমন্বিত হইয়া কার্ত্তিকমাসে তদ্রূপ দীপদান এবং অন্যান্য দান সকল কর। দ্বিজ কুৎস সেই ব্রাহ্মণপত্নীকে এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া গেলেন, দ্বিজপত্নীও কুৎসের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল এবং "আমি কার্ত্তিকমাসে ব্রত করিব" এইরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিয়া কার্ত্তিকমাসে সূর্য্যোদয়ে স্নান ও দীপ দান করে এক মাস ব্রত করিল। ১৩-৩০। অনন্তর দ্বিজপত্নী কালান্তরে ক্ষীণায়ু হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে মহাপাতক আচরণ করিয়াও দীপদানমাহাত্ম্যে স্বর্গগমন করিল ও কালে মোক্ষপ্রাপ্ত হইল। অতএব কার্ত্তিকমাসে দীপদান মহাপুণ্যফলপ্রদ, হে নারদ! এই দীপদানের ফল কে বলিতে পারে? কার্ত্তিকমাসে একনিষ্ঠ হইয়া যে দীপদান ও দীপদানের ইতিহাস শ্রবণ করে, তাহার মোক্ষলাভ ঘটে। দীপদানের মাহাত্ম্য কে বলিতে সক্ষম? হে নারদ! এক্ষণে পরদীপের প্রবোধকরার মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। নিজের দীপদানে সামর্থ্য না থাকিলে যে ব্যক্তি

ভক্তে সোপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৬ ॥ দীপার্থং বর্ত্তিকাং তৈলং পাত্রং বা যো দদাতি হি। সহায়ং বাথ কুরুতে দদতাং দীপমুত্তমম্‌ ॥ ৩৭ ॥ স তু মোক্ষমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। কার্ত্তিকে দীপদানস্য মাহাত্ম্যং কো নু বর্ণয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ স্বস্যাপি শক্তিরাহিত্যে পরদীপং প্রবোধয়েৎ। সোহপি তৎফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৯ ॥ বেশ্যা চেন্দুমতীনাম তস্যা গেহেহথ মূষিকা। পরদীপপ্রবোধেন মোক্ষং প্রাপ সুদুর্লভম্‌ ॥ ৪০ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পরদীপং প্রবোধয়েৎ। তেন মোক্ষমবাপ্নোতি মূষিকাবন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ পরদীপপ্রবোধস্য ফলমীদৃগ্বিধং মুনে। সাক্ষাদ্দীপপ্রদানস্য মাহাত্ম্যং কেন বর্ণ্যতে ॥ ৪২ ॥ নারদ উবাচ। কার্ত্তিকে দীপদানস্য মাহাত্ম্যঞ্চ ময়া শ্রুতম্‌। পরদীপপ্রবোধস্য মাহাত্ম্যমপি বৈ শ্রুতম্‌। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্যোমদীপস্য বৈভবম্‌ ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মোবাচ। আকাশদীপমাহাত্ম্যং শৃণু পুত্র সমাহিতঃ। যস্য শ্রবণমাত্রেণ দীপদানে মতির্ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥ সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি প্রাতঃস্নানপরায়ণঃ। আকাশদীপং যো দদ্যাত্তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্‌ ॥ ৪৫ ॥ সর্ব্বলোকাধিপো ভূত্বা সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ। ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা চান্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৬ ॥ স্নানদানক্রিয়াপূর্ব্বং হরিমন্দিরমস্তকে। আকাশদীপো দাতব্যো মাসমেকং তু কার্ত্তিকে। কার্ত্তিকে শুদ্ধপূর্ণায়াং বিধিনোৎসর্জ্জয়েচ্চ তম্‌ ॥ ৪৭ ॥ যঃ করোতি বিধানেন কার্ত্তিকে ব্যোম্নি দীপকম্‌। ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৪৮ ॥ অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্‌। যস্য শ্রবণমাত্রেণ ব্যোমদীপফলং লভেৎ ॥ ৪৯ ॥ পুরা তু নিষ্ঠুরো নাম লুব্ধকো লোককণ্টকঃ। যমুনাতীরবাসী চ কালমৃত্যুরিবাপরঃ ॥ ৫০ ॥ বনে চরন্‌ মৃগান্‌ সর্ব্বান্‌ হত্বা বৃত্তিমকল্পয়ৎ। পথিকান্‌ বাধতে নিত্যং চোরবৃত্ত্যা ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ৫১ ॥ কশ্চিদ্‌গ্রামং জগামাশু চৌর্য্যার্থং কার্ত্তিকে মুনে। তস্মিন্‌ বিদর্ভনগরে রাজা সুকৃতিনামকঃ ॥ ৫২ ॥ চন্দ্রশর্ম্মাখ্যবিপ্রস্য বচনাৎ কার্ত্তিকে সুধীঃ। চকার

পরদীপের প্রবোধ করে, তাহারও দীপদানেরই ফল হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি দীপের নিমিত্ত তৈল, বর্ত্তিকা কিংবা পাত্র প্রদান করে, বা দীপ দাতার সাহায্য করে, সেও মোক্ষলাভ করিয়া থাকে, সংশয় নাই। কার্ত্তিক মাসের দীপদান ফল কে বর্ণন করিতে সমর্থ? দীপদানে নিজের সামর্থ্য না থাকিলেও পরদীপপ্রবোধ করিলেই সেও দীপদানের ফল লাভ করিয়া থাকে, সংশয় নাই। দেখ, ইন্দুমতীনাম্নী জনৈক বেশ্যা ছিল। একদা ইন্দুমতী ধনী পুরুষ প্রাপ্ত হইল না, অনন্তর খিন্নমনে ফিরিয়া আসিয়া দেবগৃহে দীপ দান করিয়া নিদ্রিত হইল; ইত্যবসরে দীপতৈল পানার্থ এক মূষিক আসিয়া তৈলপানপ্রসঙ্গে দীপ উত্তেজিত করিয়া দিল। এই পুণ্যফলে মূষিক মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে মুনে! পরদীপ প্রবোধনের মাহাত্ম্য এইরূপই; কিন্তু সাক্ষাৎ দীপ দানের মাহাত্ম্য কে বলিতে সমর্থ? নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্‌! কার্ত্তিকমাসে দীপপ্রদান বা পরদীপপ্রবোধনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আকাশপ্রদীপের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—হে পুত্র! সমাহিত হইয়া আকাশপ্রদীপের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, ইহা শ্রবণ করিলে দীপদানে মতি জন্মে। কার্ত্তিকমাস সমাগত হইলে প্রাতঃস্নানপরায়ণ মানব আকাশপ্রদীপ দান করিয়া যে পুণ্য লাভ করে, তাহাই বলিতেছি। কার্ত্তিকমাসে আকাশপ্রদীপদাতা নিখিল লোকের অধিপতি হইয়া সর্ব্বসম্পত্তিযুক্ত হয় এবং ইহলোকে বিবিধ সুখলাভ করিয়া পরকালে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩১—৪৬। কার্ত্তিকমাসে প্রথমে স্নানদানাদি করিয়া তৎপর বিষ্ণুমন্দিরমস্তকে একমাস কাল দীপদান করিতে হয়। কার্ত্তিক মাসে পবিত্র স্থানে যথাবিধি দীপ উৎসর্গ করিয়া যে মানব বিধিপূর্ব্বক আকাশপ্রদীপ দান করে, কোটিকল্প কালেও তাহার আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। এ বিষয়ে তোমার নিকট একটী পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে আকাশদীপদানের ফল লাভ হয়। পূর্ব্বকালে নিখিল লোককণ্টক নিষ্ঠুর নামক জনৈক ব্যাধ ছিল। দ্বিতীয় কৃতান্তমূর্ত্তি নিষ্ঠুর যমুনাতীরে বাস করিত। ধনুর্দ্ধর নিষ্ঠুর বনে বিচরণ করিয়া মৃগগণকে নিহত করত তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এবং পথে চৌর্য্য কার্য্য দ্বারা পথিকগণের সতত উৎপীড়ন করিত। নিষ্ঠুর এক সময় কার্ত্তিক মাসে চৌর্য্য কার্য্যের জন্য কোন এক গ্রামে সত্বর প্রবেশ করে, হে মুনে! সেই দেশের রাজার নাম সুকৃতি। সুধী নৃপ সুকৃতি, চন্দ্রশর্ম্মা নামক জনৈক দ্বিজের উপদেশে

ব্যোমদীপং তু হরিমন্দিরমস্তকে ॥ ৫৩ ॥ দীপং দত্ত্বা মহাভক্ত্যা অশৃণোচ্চ কথাং নিশি। এতস্মিন্নেব কালে তু চৌর্য্যার্থং সমুপাগতঃ ॥ ৫৪ ॥ রাজ্ঞা দত্তং ব্যোমদীপং পশ্যন্ ক্ষণমতিষ্ঠত। তদানীং দৈবযোগেন গৃধ্রো জবসমন্বিতঃ ॥ ৫৫ ॥ শীঘ্রমাগত্য জগ্রাহ তৈলপাত্রং সদীপকম্। স্বমুখেনৈব সংগৃহ্য বৃক্ষাগ্রং চ সমাশ্রয়ৎ ॥ ৫৬ ॥ তত্র পীত্বা তু তৈলং চ দীপং স্থাপ্য স পক্ষিরাট্। বৃক্ষাগ্রং তু সমাস্থায় ক্ষণমাত্রমতিষ্ঠত ॥ ৫৭ ॥ তদানীং দৈবযোগেন গ্রহীতুং পক্ষিসত্তমম্। মার্জ্জারোঽপ্যারুহদ্বৃক্ষং পক্ষিণাধিষ্ঠিতং তু তম্ ॥ ৬৮ ॥ তদগ্রে মুখদীপং চ পশ্যন্ ক্ষণমতিষ্ঠত। আকাশদীপমাহাত্ম্যং কথিতং চন্দ্রশর্ম্মণা ॥ ৫৯ ॥ রাজ্ঞে সুকৃতিনাম্নে চ তৌ বৈ শুশ্রুবতুঃ ক্ষণম্। খগমার্জ্জারকৌ তত্র স্বস্বচাঞ্চল্যদোষতঃ ॥ ৬০ ॥ মার্জ্জারো জগৃহে তত্র শাখান্তরগতং খগম্। দৈবেন চোদিতৌ বৃক্ষাচ্ছিলায়াং পতিতৌ তদা ॥ ৬১ ॥ ভগ্নগাত্রৌ মৃতৌ তত্র পক্ষিমার্জ্জারকৌ ভুবি। দিব্যদেহসমাযুক্তৌ যানারূঢ়ৌ দিবং গতৌ ॥ ৬২ ॥ তৎসর্ব্বং লুব্ধকো দৃষ্ট্বা চৌর্য্যার্থং সমুপাগতঃ। নিবৃত্তো দুষ্টভাবেন কথয়ন্তং কথাং মুনিম্ ॥ ৬৩ ॥ চন্দ্রশর্ম্মাণমাভাষ্য ইদং বচনমব্রবীৎ। চন্দ্রশর্ম্মন্ময়া দৃষ্টং চৌর্য্যার্থং হ্যাগতেন চ ॥ ৬৪ ॥ রাজ্ঞা সুকৃতিনা দত্তং ব্যোমদীপং মনোহরম্। তদানীং দৈবযোগেন খগঃ পাত্রং প্রগৃহ্য চ ॥ ৬৫ ॥ তৈলং পীত্বা তু তৎপাত্রং সদীপং তু মনোহরম্। বৃক্ষাগ্রে স্থাপয়িত্বা চ তত্র ক্ষণমতিষ্ঠত ॥ ৬৬ ॥ মার্জ্জারোঽপ্যাগতস্তত্র গ্রহীতুং পক্ষিপুঙ্গবম্। দৈবেন প্রেরিতৌ তৌ চ উভে শাখে সমাশ্রিতৌ ॥ ৬৭ ॥ ত্বন্মুখাৎ কথ্যমানাং হি কথাং শুশ্রুবতুঃ ক্ষণম্। পশ্চাচ্চাঞ্চল্যদোষেণ মার্জ্জারো হ্যগ্রহীৎ খগম্ ॥ ৬৮ ॥ তৌ বৃক্ষাৎ পতিতৌ মৃত্যুং প্রাপ্তৌ চ ক্ষণমাত্রতঃ। উভৌ তৌ দিব্যরূপৌ চ যানারূঢ়ৌ দিবং গতৌ ॥ ৬৯ ॥ তদাশ্চর্য্যমহং দৃষ্ট্বা ত্বাং প্রষ্টুং সমুপাগতঃ। তৌ কৌ পুরা চ মার্জ্জারখগৌ তদ্বদ ভো দ্বিজ ॥ ৭০ ॥ তির্য্যগ্যোনি-

---

কার্ত্তিক মাসে হরিমন্দিরের মস্তকে আকাশপ্রদীপ প্রদান করিয়া ভক্তি সহকারে রজনীতে হরিকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে নিষ্ঠুর চৌর্য্য কার্য্যের জন্য তথায় উপস্থিত হয় এবং ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজদত্ত আকাশপ্রদীপ সন্দর্শন করে। তৎকালে দৈববশে বেগগামী এক গৃধ্র আসিয়া সত্বর তৈলপাত্র সহ আকাশপ্রদীপ গ্রহণ করে এবং ঐ তৈলপাত্র মুখে করিয়া এক বৃক্ষের আশ্রয় লয়। অতঃপর পক্ষিরাজ তৈল পান করিয়া দীপপাত্র বৃক্ষাগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক ক্ষণকাল সেই বৃক্ষে বিশ্রাম করিতে থাকে। অনন্তর দৈববশতঃ তথায় এক মার্জ্জার আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পক্ষিসত্তমকে ধরিবার জন্য বৃক্ষশাখায় আরোহণ করে। অনন্তর মার্জ্জার পক্ষীর সম্মুখে দীপ দর্শন করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করে। এই সময় দ্বিজ চন্দ্রশর্ম্মা নৃপ সুকৃতিকে আকাশদীপের মাহাত্ম্য বলিতেছিলেন। পক্ষী ও মার্জ্জার উভয়েই তৎকালে চন্দ্রশর্ম্মকথিত আকাশদীপমাহাত্ম্য শ্রবণ করে। খগ ও মার্জ্জার উভয়েই চঞ্চল; তাহারা তখন স্ব স্ব চাঞ্চল্যদোষে হরিকথায় মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইল না, মার্জ্জারও আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বৃক্ষশাখাস্থিত সেই খগকে আক্রমণ করিল। অনন্তর দৈববশত মার্জ্জার ও খগ উভয়েই তরুতলস্থিত শিলাতলে পতিত হইল এবং ভগ্নশরীর হইয়া উভয়েই মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিল। হে নারদ! অনন্তর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত মার্জ্জার ও খগ উভয়েই দিব্যদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিল।৪৭—৬২। চৌর্য্যের জন্য সমাগত লুব্ধক নিষ্ঠুর এই সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়া দুষ্টভাব হইতে নিবৃত্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মবক্তা মুনি চন্দ্রশর্ম্মার সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল;—হে চন্দ্রশর্ম্মন্! আমি চৌর্য্য কার্য্যের জন্য আগমন করিয়া দেখিলাম,—দৈবযোগে এক খগ আসিয়া রাজা সুকৃতির প্রদত্ত মনোহর আকাশপ্রদীপ গ্রহণপূর্ব্বক বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল এবং তৈল পান করিয়া বৃক্ষশাখায় সেই পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক ক্ষণকাল অবস্থান করিল। অনন্তর এক মার্জ্জার আসিয়া পক্ষিপুঙ্গবকে ধরিবার জন্য তথায় উপনীত হইল। হে দ্বিজ! ইহারা দৈবপ্রেরিত হইয়াই বৃক্ষশাখায় অবস্থানপূর্ব্বক ক্ষণকাল আপনার মুখনিঃসৃত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিল। অনন্তর চাঞ্চল্য দোষবশত মার্জ্জার পক্ষীকে আক্রমণ করিল। তাহারা উভয়েই বৃক্ষশাখা হইতে পতিত হইল এবং ক্ষণকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করত দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক যানারোহণে স্বর্গে গমন করিল। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি, হে দ্বিজ! এই খগ ও মার্জ্জার কে, পূর্ব্বজন্মে ইহারা

সমাপন্নো মুক্তো কেন চ কর্ম্মণা। ইতি লুব্ধবচঃ শ্রুত্বা চন্দ্রশর্ম্মাব্রবীত্তদা ॥ ৭১ ॥ শৃণু লুব্ধ প্রবক্ষ্যামি তয়োর্বৃত্তান্তমঞ্জসা। মার্জ্জারোঽপি পুরা পাপী তথা শ্রীবৎসগোত্রজঃ ॥ ৭২ ॥ দেবশর্ম্মা ইতি প্রোক্তো দেবদ্রব্যাপহারকঃ। অহো বল-নৃসিংহস্য পূজাকর্ত্তৃত্বমাপ সঃ ॥ ৭৩ ॥ তস্মিন্ দেবালয়ে প্রাপ্তং তৈলং দ্রব্যাদিকং তথা। অপহৃত্য চ তেনৈব কুটুম্বং পোষয়ত্যসৌ ॥ ৭৪ ॥ আয়ুর্নীত্বৈবমেবাসৌ ততঃ পঞ্চত্বমাগতঃ। তস্মাৎ পাপাৎ কালসূত্রং মহারৌরবরৌরবম্ ॥ ৭৫ ॥ নিকৃন্তাসং তথা প্রাপ্য অসিপত্রবনং ক্রমাৎ। ছিদ্যমানো মহাকায়ৈর্যমদূতৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ৭৬ ॥ অনুভূয় চ তান্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মরাক্ষসতাং গতঃ। ততস্ত শ্বানযৌনৌ চ চণ্ডালোঽভবৎ কুকর্ম্মতঃ ॥ ৭৭ ॥ এবং জন্মশতং প্রাপ্য ভূমৌ মার্জ্জারতাং গতঃ। আকাশদীপমাহাত্ম্যং শ্রুত্বেদানীং তু দৈবতঃ। নির্ম্মুক্তাখিলপাপস্তু অগমদ্ধরিমন্দিরম্ ॥ ৭৮ ॥

গৃধ্রোঽয়ং তু পুরা বিপ্রো মিথিলে বেদপারগঃ। শর্য্যাতিরিতি বিখ্যাতো নাম্না লোকে মহাপ্রভুঃ ॥ ৭৯ ॥ দাসীসঙ্গং চকারাসৌ বেশ্যাসঙ্গং তথৈব চ। তেন দোষেণ মহতা পঞ্চত্বমগমত্তদা ॥ ৮০ ॥ কুম্ভীপাকে মহাঘোরে স্থিত্বা যুগচতুষ্টয়ম্। কর্ম্মশেষেণ ভূমৌ চ গৃধ্রত্বমগমত্তদা ॥ ৮১ ॥ দৈবেন চোদিতো গৃধ্রস্তৈলপানার্থমাগতঃ ॥ ৮২ ॥ দত্ত্বা চাকাশদীপং চ শ্রুত্বা চৈব হরেঃ কথাম্। বিধ্বস্তাখিলপাপস্তু জগাম হরিমন্দিরম্ ॥ ৮৩ ॥ ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং লুব্ধ গচ্ছ যথাসুখম্। ব্যাধোঽপ্যস্য বচঃ শ্রুত্বা গত্বা চৈব স্বমন্দিরম্ ॥ ৮৪ ॥ ব্রতং চাকাশদীপস্য চকার বিধিবন্মুনে। আয়ুঃশেষং তদা নীত্বা জগাম হরিমন্দিরম্ ॥ ৮৫ ॥ সুনন্দোঽপি মহারাজ আশ্চর্য্যং সমুপাগতঃ। চকার বিধিনা মাসং চন্দ্রশর্ম্মোক্ত-মার্গতঃ ॥ ৮৬ ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা কার্ত্তিকে মাসি বৈ নৃপঃ। কোমলৈস্তুলসীপত্রৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্ ॥ ৮৭ ॥ রাত্রৌ দদ্যাদ্ব্যোমদীপং মন্ত্রেণানেন বৈ নৃপঃ ॥ ৮৮ ॥ দামোদরায় বিশ্বায়

কি ছিল, কিজন্যই বা তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং এখন কি করিয়াই বা মুক্তি লাভ করিল? এসমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন। তখন লুব্ধকের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশর্ম্মা বলিলেন,—হে লুব্ধক! খগ ও মার্জ্জারের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এই মার্জ্জারের শ্রীবৎসগোত্রে জন্ম হয়, ইহার নাম দেবশর্ম্মা। পাপী দেবশর্ম্মা সর্ব্বদা দেবদ্রব্য অপহরণ করিত। দুঃখের কথা বলিব কি, দেবশর্ম্মা নৃসিংহ হরির পূজাকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই দেবালয়ে যে কিছু তৈল প্রাপ্ত হইত, সমস্তই অপহরণ করিয়া তদ্দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের ভরণ পোষণ করিত। অনন্তর কালবশে দেবশর্ম্মা ক্ষীণায়ু হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে সেই পাপে কালসূত্র, রৌরব, মহা-রৌরব, নিকৃন্তাস ও অসিপত্রবন নামক নরকে প্রবেশ করে। অসিপত্রবন-পতিত দেবশর্ম্মা মহাকায় যমদূতগণ কর্ত্তৃক ভিদ্যমান হয় এবং সমস্ত নরক ভোগের পর পুনরায় ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর সে কর্ম্মদোষে কুক্কুর-যোনি লাভ করিয়া তারপর চণ্ডাল হইয়া জন্ম লইয়াছিল। দেবশর্ম্মা এইরূপে শত জন্ম ভোগ করিয়া অবশেষে মার্জ্জারযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ মার্জ্জার দৈববশত আকাশদীপমাহাত্ম্য শ্রবণে নিখিলকলুষবিমুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে গমন করিয়াছে। ৬৩—৭৮। আর ঐ গৃধ্র পূর্ব্বকালে মিথিলা দেশে বেদপারগ শর্য্যাতি নামে বিখ্যাত প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিল। দ্বিজ শর্য্যাতি দাসী ও বেশ্যার সংসর্গদোষে দুষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে এবং এই পাপে মহাঘোর কুম্ভীপাক নরকে যুগ-চতুষ্টয় বাস করিয়া কর্ম্মক্ষয় হইলে গৃধ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। হে লুব্ধক! অদ্য গৃধ্র দৈব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তৈলপানার্থ আগমন করে। প্রদীপ মুখে করিয়া যে বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়াছে, ইহাতেই তাহার আকাশ-দীপদানের কার্য্য হইয়াছে এবং সে বৃক্ষশাখায় বসিয়া হরিকথাও শ্রবণ করিয়াছে। হে লুব্ধক! ইহাতেই গৃধ্র নিখিল-পাপমুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে গমন করিয়াছে। তোমার নিকট সকল কথাই কহিলাম, এক্ষণে যথাসুখে গমন কর। হে মুনে! অনন্তর ব্যাধও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বমন্দিরে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি আকাশ দীপব্রত ধারণ করিল এবং যথাকালে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিল। নৃপতি সুকৃতিও এই ব্যাপার সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া দ্বিজ চন্দ্র-শর্ম্মার উপদেশে বিধিপূর্ব্বক এক মাস যাবৎ কার্ত্তিকব্রত ধারণ করিলেন এবং প্রতিদিন শুচি হইয়া প্রাতঃস্নান এবং পদ্ম ও তুলসীপত্র দ্বারা

বিশ্বরূপধরায় চ। নমস্কৃত্বা প্রদাস্যামি ব্যোমদীপং হরিপ্রিয়ম্। নির্ব্বিঘ্নং কুরু দেবেশ যাবন্মাসঃ সমাপ্যতে ॥ ৮৯ ॥ ব্রতেনানেন দেবেশ ত্বয়ি ভক্তিঃ প্রবর্দ্ধতাম্। ইতি মন্ত্রেণ রাজাসৌ দীপদানং চকার হ ॥ ৯০ ॥ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চ পুনর্ব্যোমদীপং দদাতি হি। বিষ্ণোঃ পূজা কৃতা প্রাতঃ প্রাতঃস্নানং চকার হ ॥ ৯১ ॥ উৎসর্গস্ত বিধিং কৃত্বা ব্যোম্নি দীপং সমাপ্য চ। ব্রাহ্মণান ভোজয়িত্বা চ ব্রতং বিষ্ণোঃ সমার্পয়ৎ ॥ ৯২ ॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেন স রাজা মুনিসত্তম। শরদাং শতসাহস্রমিহ ভোগান মনোহরান্ ॥ ৯৩ ॥ সুপুত্রপৌত্রস্বজনৈর্বুভুজে সহ ভার্য্যয়া। ততশ্চান্তে দ্বিজবর বিমানং সুমনোহরম্ ॥ ৯৪ ॥ স্ত্রীভিঃ সহ সমারুহ্য মোক্ষমার্গং গতো মুনে। চতুর্ভুজঃ পীতবাসাঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৯৫ ॥ বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুরিব প্রোচ্যমানঃ সদামরৈঃ। ক্রীড়য়ামাস রাজাসৌ যথাকামং মহামনাঃ ॥ ৯৬ ॥ তস্মাত্তু কার্ত্তিকে মাসি মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্। আকাশদীপো দাতব্যো বিধানেন হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ দাস্যন্তি যে কার্ত্তিকমাসি মর্ত্ত্যা ব্যোমপ্রদীপং হরিতুষ্টয়েহত্র। পশ্যন্তি তে নৈব কদাপি দেব যমং মহাক্রূরমুখং মুনীন্দ্র ॥ ৯৮ ॥ অথাস্যচ্চ প্রবক্ষ্যামি ব্যোমদীপস্য বৈভবম্। বালখিল্যৈঃ পুরা প্রোক্তং তচ্ছৃণুষ্ব দ্বিজোত্তম ॥ ৯৯ ॥ বালখিল্যা উচুঃ। কৃষ্ণাদিমাসক্রমতঃ কার্ত্তিকস্যাদিমাসতঃ। আকাশদীপদানন্তু কুর্ব্বন্তু ঋষিসত্তমাঃ ॥ ১০০ ॥ তুলায়াং তিলতৈলেন সায়ংসন্ধ্যাসমাগমে। আকাশদীপং যো দদ্যান্মাসমেকং নিরন্তরম্ ॥ ১০১ ॥ সশ্রীকায় শ্রীপতয়ে শ্রিয়া ন স বিযুজ্যতে। আকাশদীপবংশস্ত বিংশদ্ধস্তোত্তমো ভবেৎ ॥ ১০২ ॥ মধ্যমো নবহস্তঃ স্যাৎ কনিষ্ঠঃ পঞ্চহস্তকঃ। যথা দূরস্থিতৈর্লোকৈর্দৃশ্যতে তত্তথাচরেৎ ॥ ১০৩ ॥ তথাভ্রাদিকরণ্ডেষু দীপদানং বিশিষ্যতে। বংশস্য নবমাংশেন লম্বা কার্য্যা পতাকিকা ॥ ১০৪ ॥ ময়ূরপিচ্ছমুষ্টিং বা কলশং চোপরি ন্যসেৎ। বিষ্ণুপ্রীতিকরো দীপঃ পিতৃণ্ডারস্য কারকঃ ॥ ১০৫ ॥ একাদশ্যাস্তুলাকাম্বা দীপদানমতোহপি বা। দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ ॥ ১০৬ ॥ প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোহনন্তায় বেধসে। আকাশদীপসদৃশং পিতুরুদ্ধারকং নহি ॥ ১০৭ ॥ হেলিকস্য চ দ্বৌ পুত্রৌ তত্রৈকস্ত পিশাচকঃ। ব্যোমদীপপুণ্যদানান্মোক্ষং প্রাপ সুদুর্লভম্ ॥

জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিয়া "দামোদরায়" ইত্যাদি মন্ত্রে রাত্রিতে আকাশপ্রদীপ দান করিতে লাগিলেন। রাজা এইরূপে দীপদান করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আকাশদীপদান, প্রাতঃসন্ধ্যা ও বিষ্ণুপূজা করিতেন, দীপ উৎসর্গ করিয়া আকাশদীপদান সম্পন্ন করিতেন এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া বিষ্ণুব্রত সমাপ্ত করিতেন। হে মুনিসত্তম। এই পুণ্যপ্রভাবে রাজা পুত্র, পৌত্র, স্বজন ও ভার্য্যাসহ শত সহস্র বৎসর ইহকালে বিবিধ মনোহর ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে মনোহর বিমানারোহণে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত মোক্ষমার্গ প্রাপ্ত হন। মহামনা রাজা সুকৃতি বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাধর পীতবাসা বিষ্ণুর ন্যায় অমরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সতত অভিলাষানুরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। অতএব দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যথাবিধি কার্ত্তিক মাসে হরিপ্রিয় আকাশ দীপ দান করাই কর্ত্তব্য। হে মুনীন্দ্র! যে সকল লোক হরির প্রিয়কামনায় কার্ত্তিক মাসে আকাশ দীপ দান করেন, মহাক্রূরবদন যমকে তাঁহারা কদাচ দর্শন করেন না। হে দ্বিজসত্তম। পূর্ব্বকালে বালখিল্যগণ অন্য যে সকল আকাশদীপমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমস্ত শ্রবণ কর। বালখিল্যগণ বলিয়াছিলেন,—হে ঋষিসত্তমগণ। কার্ত্তিক মাসের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণাদি মাস ক্রমে আপনারা আকাশদীপ দান করুন। যাঁহারা কার্ত্তিক মাসের সন্ধ্যাসমাগমে তিলতৈল দ্বারা সলক্ষ্মীক জনার্দ্দনকে একমাস কাল নিরন্তর আকাশদীপ দান করেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্মী কদাচ পরিত্যাগ করেন না। আকাশদীপের বংশ (বাঁশ) বিংশ হস্তই উত্তমকল্প, মধ্যম নয় হস্ত এবং অধম পঞ্চহস্ত, কিন্তু যাহাতে দূরস্থিত লোক আকাশপ্রদীপ দেখিতে পায়, তদ্রূপ করিয়াই দীপ দান কর্ত্তব্য। ঐ বংশের নবমভাগে একটী পতাকা লম্বিত করিবে এবং শিরোদেশে ময়ূরপুচ্ছ বা একটী কলসী বিন্যস্ত করিতে হইবে। দীপদানের পাত্র—অভ্রকরণ্ডকই প্রশস্ত। এইরূপ দীপদান বিষ্ণুর প্রীতিকর ও পিতৃগণের উদ্ধারকারক। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি বা একাদশী হইতে "দামোদরায়" ইত্যাদি মন্ত্রে আকাশদীপ দান কর্ত্তব্য। আকাশদীপের ন্যায় পিতৃগণের উদ্ধারকারক অন্য কোন বস্তু নাই। হেলিকের দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে একজন পিশাচ

৮॥ নমঃ পিতৃভ্যঃ প্রেতেভ্যো নমো ধর্ম্মায় বিষ্ণবে। নমো যমায় রুদ্রায় কান্তারপতয়ে নমঃ॥ ১০৯॥ মন্ত্রেণানেন যে মর্ত্ত্যাঃ পিতৃভ্যঃ খে তু দীপকম্। প্রযচ্ছন্তি গতা যে স্যুর্নরকে যান্তি তেঽপি বৈ। উত্তমাং গতিমিত্থং তে দীপদানং ময়োরিতম্॥ ১১০॥ লক্ষ্মীসন্ততিসিদ্ধ্যর্থমারোগ্যায় প্রদীপয়েৎ॥ ১১১॥ কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু দ্বাদশ্যাদিষু পঞ্চসু। তিথীযুক্তঃ পূর্ব্বরাত্রে নৃণাং নীরাজনাবিধিঃ॥ ১১২॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং ভবনেষু বিশেষতঃ। কূটাগারেষু চৈত্যেষু সভাসু চ নদীষু চ॥ ১১৩॥ প্রকারোদ্যানবাপীষু প্রতোলীনিষ্কুটেষু চ। মন্দুরাসু বিবিক্তাসু হস্তিশালাসু চৈব হি॥ ১১৪॥ প্রদোষসময়ে দীপান্ দদ্যাদেবং মনোহরান্। কৃতং যৈঃ কার্ত্তিকে মাসি দীপদানং বিধানতঃ॥ ১১৫॥ দৃশ্যন্তে যে রত্নভাজস্তেঽত এব প্রকীর্ত্তিতাঃ।° দীপদানাসমর্থশ্চেৎ পরদীপস্তু রক্ষয়েৎ। ১১৬॥ যো বেদাভ্যাসিনে দদ্যাদ্দীপার্থং তৈলমাদরাৎ। কো বা তস্য ফলং বক্তুং ভুবি তিষ্ঠতি মানবঃ॥ ১১৭॥ দীপান্ দদ্যাদ্বহুবিধান্ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসন্নিধৌ। কার্ত্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে গগনে স্বচ্ছতারকে॥ ১১৮॥ রাত্রৌ লক্ষ্মীঃ সমায়াতি দ্রষ্টুং ভুবনকৌতুকম্। যত্র যত্র চ দীপান্ সা পশ্যত্যদ্ধিসমুদ্ভবা॥ ১১৯॥ তত্রতত্র রতিং কুর্য্যান্নান্ধকারে কদাচন। তস্মাদ্দীপঃ স্থাপনীয়ঃ কার্ত্তিকে মাসি বৈ সদা॥ ১২০॥ লক্ষ্মীরূপার্থিনাং প্রোক্তং দীপদানং বিশেষতঃ। . দেবালয়ে নদীতীরে রাজমার্গে বিশেষতঃ॥ ১২১॥ নিদ্রাস্থানে দীপদাতা তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী। দুর্ব্বলস্যালয়ং বীক্ষ্য দীপশূন্যস্তু যো দদেৎ॥ ১২২॥ বিপ্রস্য বান্যবর্ণস্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। কীটকণ্টকসঙ্কীর্ণে দুর্গমে বিষমস্থলে॥ ১২৩॥ কুর্য্যাদ্যো দীপদানামি নরকং স ন গচ্ছতি। দদ্যাদ্রাত্রৌ পঞ্চনদে দীপং যো বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১২৪॥ তস্য বংশে প্রজায়ন্তে বালকাঃ কুলদীপকাঃ। পিতৃপক্ষেঽন্নদানেন জ্যেষ্ঠাষাঢ়ে চ বারিণা॥ ১২৫॥ কার্ত্তিকে তৎফলং তেষাং পরদীপপ্রবোধনাৎ। বোধনাৎ পরদীপস্য বৈষ্ণবানাং চ সেবনাৎ॥ ১২৬॥ কার্ত্তিকে ফলমাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ। পুরা হরিকরো নাম দ্বিজঃ পাপরতঃ

হইয়াও আকাশদীপদানের পুণ্যে সুদুর্লভ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যাঁহারা "নমঃ পিতৃভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আকাশে দীপদান করেন, তাঁহাদের নরকস্থ পিতৃগণও উত্তম গতি লাভ করেন। এই যে দীপদান কথিত হইল, এই দীপদান প্রভাবে মানবগণের লক্ষ্মী, সন্ততি ও আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশী হইতে পাঁচটী তিথিতে নৃপগণ দীপদান ও পূর্ব্বরাত্রে নীরাজন করিবেন, বিশেষতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবভবনে; সুরঙ্গাগার, চৈত্য, সভা, নদী, প্রাকার, উদ্যান, বাপী, গ্রামাভ্যন্তরস্থ পথ, গৃহারাম, অশ্বশালা, নির্জ্জন স্থান এবং গজশালা—এই সমস্ত স্থানে প্রদোষসময়ে মনোহর দীপদান করিবে। বিধিপূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসে দীপদান করিয়াই মানবগণ বিবিধ ধনরত্নের ভাজন হন। দীপদানে অসমর্থ ব্যক্তি পরদীপ রক্ষা করিবে। কার্ত্তিক মাসে যে নর আদর সহকারে বেদাভ্যাসীকে তৈল এবং বিষ্ণুমন্দিরে বহুবিধ দীপদান করে, ক্ষিতিতলে এরূপ মানব কে আছে যে, তাঁহার দানফল কীর্ত্তন করে? কার্ত্তিক মাস সমাগত হইলে গগনে স্বচ্ছ তারকার উদয় হয়, তখন লক্ষ্মীদেবী ত্রিভুবনের কৌতুক দর্শনমানসে রাত্রিতে আগমন করেন; এই সময় বিষ্ণুমন্দিরে বহু দীপদান করিতে হয়। কেননা, সাগরসুতা রমাদেবী যেখানে যেখানে দীপদর্শন করেন, সেই সকল স্থানেই তিনি রতি করিয়া থাকেন। তিনি অন্ধকার স্থানে কদাচ গমন করেন না। অতএব যাঁহারা লক্ষ্মী-শ্রী কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে কার্ত্তিক মাসে দীপদান অতীব প্রশস্ত। দেবালয়, নদীতীর বিশেষতঃ রাজপথ, নিদ্রাস্থান—ঐ সকল স্থানে যাঁহারা দীপদান করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী শ্রীলাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ কিংবা অন্য জাতীয় দরিদ্রগণের গৃহ দীপশূন্য দর্শন করিয়া তথায় যিনি দীপ দান করেন, তাঁহার বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। কীট, কণ্টক কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত বিষম স্থানে যিনি বহু দীপ দান করেন, তাঁহার নরকগমন হয় না। পঞ্চনদ ক্ষেত্রে যিনি রজনীতে দীপ দান করেন, তদীয় বংশজাত বালকগণ কুলদীপক হয়। পিতৃপক্ষে অন্নদান এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বারিদানে যে ফল হয় কার্ত্তিকদীপদানে অথবা পরদীপ প্রদীপিত করায়ও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকে পরদীপ প্রদীপিত করা কিংবা বৈষ্ণবগণের সেবা করা, এই দুই কার্য্য দ্বারা মানবগণ যথাক্রমে বাজপেয় ও

সদা ॥ ১২৭॥ কৃতং দ্যূতপ্রসঙ্গেন দীপদানং হি কার্ত্তিকে তেন পুণ্যপ্রভাবেন স্বর্গং প্রাপ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১২৮ ॥ আকাশদীপদানেন পুরা বৈ ধর্ম্মনন্দনঃ। বিমানবরমারুহ্য বিষ্ণুলোকং যযৌ নৃপঃ ॥ ১২৯ ॥ যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণোঃ পুরঃ কর্পূরদীপকম্। প্রবোধিন্যাং বিশেষেণ তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥১৩০॥ কুলে তস্য প্রসূতা যে পুরুষাস্তে হরিপ্রিয়াঃ। ক্রীড়িত্বা সুচিরং কালমন্তে মুক্তিং ব্রজন্তি চ ॥ ১৩১ ॥ দীপকো জ্বলতে যস্য দিবা রাত্রৌ হরের্গৃহে। একাদশ্যাং বিশেষেণ স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥ ১৩২ ॥ লুব্ধকোঽপি চতুর্দ্দশ্যাং দীপং দত্ত্বা শিবালয়ে। ভক্ত্যা বিনা পরে লিঙ্গে শিবলোকং জগাম সঃ ॥ ১৩৩ ॥ গোপঃ কশ্চিদমাবাস্যাং দীপং প্রজ্বাল্য শার্ঙ্গিণঃ। মুহুর্জ্জয় জয়েত্যুক্ত্বা স চ রাজেশ্বরোঽভবৎ ॥ ১৩৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দীপদান-মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি নাস্তি মে কমলাসন। ত্বদ্বাগমৃতপানেন তৃষা ভূয়ঃ প্রবর্দ্ধতে ॥ ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। প্রাতঃস্নাত্বা শুচির্ভূত্বা কার্ত্তিকে বিষ্ণুতৎপরঃ। দেবং দামোদরং পূজ্য কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ। স তু মোক্ষমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২॥ ভক্ত্যা বিরহিতো যস্তু সুবর্ণাদিভিরর্চ্চয়েৎ। তস্য পূজাং ন গৃহ্লাতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩ ॥ সর্ব্বেষামপি বর্ণানাং ভক্তিরেষা পরাস্মৃতা। ভক্ত্যা বিরহিতং কর্ম্ম ন বিষ্ণোঃ প্রিয়কারণম্ ॥ ৪ ॥ ভক্ত্যা সম্পূজিতো নিত্যং তুলস্যাস্তু দলার্দ্ধতঃ। স্বয়ং প্রত্যক্ষমায়াতি ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৫ ॥ বিষ্ণুদাসঃ পুরা ভক্ত্যা তুলসীপূজনেন চ। বিষ্ণুলোকং গতঃ শীঘ্রং চোলো গাণত্বমাগতঃ ॥ ৬ ॥ তুলস্যাঃ শৃণু মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্। যৎপুরা বিষ্ণুনা প্রোক্তং রমায়ৈ তদ্বদাম্যহম্ ॥ ৭ ॥ সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি তুলস্যাঃ পূজনং হরেঃ। যে কুর্ব্বন্তি

অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। পুরাকালে হরিকর নামক ব্রাহ্মণ সতত দ্যূতক্রীড়া সংসর্গে পাপরত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কার্ত্তিকদীপ দান করিয়া সেই পুণ্যপ্রভাবে দ্বিজগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে আকাশদীপ দান করিয়া বিদর্ভদেশবাসী নৃপ ধর্ম্মতনয় বিমানবর আরোহণে হরিপুরে গমন করিয়াছিলেন। যিনি কার্ত্তিকে বিষ্ণুর সমীপে উজ্জ্বল শিখাযুক্ত কর্পূরদীপ দান করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি ;—তাঁহার বংশোদ্ভব মানবগণ হরিপ্রিয় হন এবং সুচিরকাল ক্রীড়া করিয়া অন্তে মুক্তিপদ লাভ করেন। যাঁহার প্রদত্ত দীপ হরিমন্দিরে বিশেষতঃ একাদশীদিনে দিবারাত্র প্রজ্বলিত হয়, তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন। লুব্ধক জনৈক ব্যাধ শিবালয়ে চতুর্দ্দশীদিনে দীপ দান করিয়া পরম লিঙ্গে ভক্তিবিহীন হইয়াও শিবলোকে গমন করিয়াছিল। জনৈক গোপও "হরির জয় হরির জয়" বারংবার এইরূপ উচ্চারণ-পূর্ব্বক দীপ দান করিয়া রাজ্যেশ্বর হইয়াছিল ৫৮৯—১৩৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কমলাসন! আপনার বাক্যামৃত পানে আমার পিপাসা নিবৃত্তি হইতেছে না, পরন্তু পুনঃপুনঃ তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব পুনরায় হরিকথা কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—বিষ্ণুভক্তিতৎপর নর কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃকালে স্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া কমল ও তুলসীদল দ্বারা দেব দামোদরের পূজা করিয়া মোক্ষ লাভ করে, এ বিষয়ে বাদ বিচার কিছুই নাই। কিন্তু ভক্তিবিহীন মানব সুবর্ণাদি দ্বারা হরির পূজা করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না, সংশয় নাই। সকল জাতিরই একমাত্র ভক্তিই প্রধান অবলম্বনীয় ; কেননা ভক্তিহীন ক্রিয়া বিষ্ণুর প্রীতির কারণ হয় না। ভক্তিভরে তুলসীদলার্দ্ধ দ্বারা নিত্য সম্যক্ প্রকারে পূজিত হইয়া ভগবান্ ঈশ্বর হরি স্বয়ং প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া থাকেন। ১—৫। পূর্ব্বকালে বিষ্ণুদাস ভক্তিপূর্ব্বক তুলসীদল দ্বারা পূজা করিয়া সত্বর বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, আর চোল নৃপতি গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে নারদ! পাপনাশন পুণ্যবর্দ্ধন তুলসীমাহাত্ম্য শ্রবণ কর, হরি পুরাকালে রমাসমীপে এই মাহাত্ম্যকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

নরা ভক্ত্যা তে যান্তি পরমং পদম্ ॥ ৮ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তুলস্যাঃ কোমলৈর্দলৈঃ। পূজনীয়ো মহাভক্ত্যা সর্ব্বক্লেশবিনাশনঃ ॥ ৯ ॥ রোপিতা তুলসী যাবৎ কুরুতে মূলবিস্তরম্। তাবদ্যুগসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১০ ॥ তুলসীপত্রসংযুক্তজলে স্নানং চরেদ্‌যদি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ১১ ॥ বৃন্দাবনং চ কুরুতে রোপণার্থং মহামুনে। তাবতৈব বিমুক্তাঘো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১২ ॥ তুলসীকাননং ব্রহ্মন গৃহে যস্যাবতিষ্ঠতে। তদ্‌গৃহং তীর্থভূতং তু ন যান্তি যমকিঙ্করাঃ ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কামদং তুলসীবনম্। রোপয়ন্তি নরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে ন পশ্যন্তি ভাস্করিম্ ॥ ১৪ ॥ তুলসী-কাষ্ঠসংযুক্তং গন্ধং যো ধারয়েন্নরঃ। তদ্দেহং ন স্পৃশেৎ পাপং ক্রিয়মাণং তথৈব চ ॥ ১৫ ॥ তুলসী-বিপিনচ্ছায়া যত্র চৈব ভবেদ্দ্বিজ। তত্র শ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং পিতৃণাং তৃপ্তিহেতবে ॥ ১৬ ॥ যন্মুখে তুলসীপত্রং কর্ণে শিরসি দৃশ্যতে। যমস্তং নেক্ষিতুং শক্তঃ কিমু দূতা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ১৭ ॥ তুলস্যা মহিমাং যস্তু শৃণুয়ান্নিত্যমাদৃতঃ। সর্ব্বপাপবিমুক্তাত্মা ব্রহ্ম-লোকং স গচ্ছতি ॥ ১৮ ॥ অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতি-হাসং পুরাতনম্। তুলস্যা বিষয়ে ব্রহ্মন্ শ্রবণাৎ পাপনাশনম্ ॥ ১৯ ॥ পুরা কাশ্মীরদেশে তু ব্রাহ্মণৌ সম্বভূবতুঃ। হরিমেধঃসুমেধাখ্যৌ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণৌ ॥ ২০ ॥ সর্ব্বভূতদয়াযুক্তৌ সর্ব্বতত্ত্বার্থ-বেদিনৌ। কদাচিত্তৌ দ্বিজবরৌ তীর্থযাত্রাপরায়ণৌ ॥ ২১ ॥ গচ্ছন্তাবেকতো বিপ্রৌ কান্তারে শ্রমবিহ্বলৌ। তুলসীকাননং তত্র দদর্শতুররিন্দমৌ ॥ ২২ ॥ তয়োঃ সুমেধাস্তদ্দৃষ্ট্বা তুলসীকাননং মহৎ। প্রদক্ষিণীকৃত্য তদা ববন্দে ভক্তিসংযুতঃ ॥ ২৩ ॥ দৃষ্ট্বৈতদ্ধরিমেধাস্তু উবাচ পরয়া মুদা। জ্ঞাতুং তুলস্যা মাহাত্ম্যং তৎফলং চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৪ ॥ হরিমেধা উবাচ। কিমর্থং বিপ্র দেবেষু তীর্থেষু চ ব্রতেষু চ। স্থিতেষু বিপ্র-মুখ্যেষু প্রণামং কৃতবানসি ॥ ২৫ ॥ সুমেধা উবাচ। শৃণু বিপ্র মহাভাগ সাধু বাক্যমুদীরিতম্। আতপো বাধতে হ্যাবাং গচ্ছৈতদ্বটসন্নিধৌ ॥ ২৬ ॥

তাহাই বলিতেছি। কার্ত্তিক মাস সমাগত হইলে যাঁহারা ভক্তিভরে তুলসী ও বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কমলদল দ্বারা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে বিষ্ণুর পূজা করিবে, ইহাতে সকল ক্লেশ বিনষ্ট হয়। রোপিত তুলসী বৃক্ষ যতদূর পর্য্যন্ত মূল বিস্তার করে, রোপণ-কর্ত্তা তত সহস্র যুগ ব্রহ্মলোকে বাস করেন। নর তুলসীপত্রযুক্ত জলে স্নান করিলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণু মন্দিরে গমন করে। হে মহামুনে। যিনি বিপুল তুলসীকানন নির্ম্মাণ করেন, তিনি সেই কানননির্ম্মাণজন্য পুণ্যপ্রভাবে ব্রহ্মলোক লাভ করেন। হে ব্রহ্মন্! যাঁহার গৃহে তুলসীকানন বিদ্যমান, তাঁহার গৃহ তীর্থ এবং যমকিঙ্করগণও তথায় গমন করে না। যাঁহারা সর্ব্বপাপহর কামদ পুণ্য তুলসীকানন রোপণ করেন, সেই সকল শ্রেষ্ঠ মানব যমমুখ দর্শন করেন না। যিনি গন্ধযুক্ত তুলসীকাষ্ঠ ধারণ করেন, পাপাচরণ করিলেও সে পাপ তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে পারে না। হে দ্বিজ! যে স্থানে তুলসীকাননের ছায়া বিদ্যমান, পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য সেই স্থানেই শ্রাদ্ধ করিবে। যাঁহার মুখ, মস্তক, ও কর্ণে তুলসীদল দৃষ্ট হয়, যমও তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ নহেন, যমদূতগণের কথা আর কি বলিব? যিনি সতত আদর সহকারে তুলসী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তিনি নিখিলকলুষবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ৮—১৮। হে ব্রহ্মন্! তুলসীর মাহাত্ম্য বিষয়ে এইরূপ একটী পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে, ইহার শ্রবণেও পাপরাশি বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে কাশ্মীর দেশে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ নিখিল তত্ত্বার্থ-বিৎ সর্ব্বভূতদয়াযুক্ত হরিমেধা ও সুমেধা নামক ব্রাহ্মণদ্বয় বাস করিতেন। একদা ঐ দ্বিজবরদ্বয় তীর্থযাত্রাপরায়ণ হইয়া এক প্রান্তর পথে গমন-পূর্ব্বক পরিশ্রমে বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং ঐ অরি-ন্দম দ্বিজদ্বয় প্রান্তরে এক তুলসীকানন দেখিতে পান। অনন্তর দ্বিজদ্বয়ের মধ্যে সুমেধা সেই মহা তুলসীকানন সন্দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেন, তদ্দর্শনে হরিমেধা পরম হর্ষ সহকারে বলিতে লাগিলেন,—পুনঃপুনঃ আমার তুলসীমাহাত্ম্য ও ফল জানিতে অভিলাষ হইতেছে। হরিমেধা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্র! এত শ্রেষ্ঠ দেব, তীর্থ ও ব্রতাবস্থিত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ থাকিতে তুলসীকাননকে কেন প্রণাম করিলেন? সুমেধা উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজ! শ্রবণ করুন, আপনি অতি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন; আমরা উভয়েই এক্ষণে আতপক্লিষ্ট হইয়াছি।

তস্য ছায়াং সমাশ্রিত্য বক্ষ্যামি তে যথার্থতঃ। এবমুক্তঃ সুমেধাস্তু হরিমেধেন সংযুতঃ ॥ ২৭ ॥ বটং জগাম ধর্ম্মজ্ঞো মহৎকোটরসংযুতম্। তত্র বিশ্রাম্য বিপ্রোঽসৌ হরিমেধমুবাচ হ ॥ ২৮ ॥ শ্রূয়তাং বিপ্রশার্দ্দূল তুলস্যাস্তূত্তমাং কথাম্। পরমেশপ্রসাদেন সঞ্জাতা যা পয়োনিধৌ ॥ ২৯ ॥ পুরা দুর্ব্বাসসঃ শাপাদ্গতৈশ্বর্য্যে পুরন্দরে। মমন্থুঃ ক্ষীরজলধিং ব্রহ্মাদ্যাঃ সসুরাসুরাঃ ॥ ৩০ ॥ ঐরাবতঃ কল্পতরুশ্চন্দ্রমাঃ কমলা তথা। উচ্চৈঃশ্রবাঃ কৌস্তুভশ্চ তথা ধন্বন্তরির্হরিঃ ॥ ৩১ ॥ হরীতক্যাদয়শ্চাপি দিব্যা ওষধয়স্তথা। অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ লোকশ্রেয়োবিধায়কাঃ ॥ ৩২ ॥ ততঃ পীযূষকলশমজরামরদায়কম্। করাভ্যাং কলশং বিষ্ণুর্ধারয়ন্ সুতলং পরম্। অবেক্ষ্য মনসা সদ্যঃ পরাং নির্বৃতিমাপ হ ॥ ৩৩ ॥ তস্মিন্ পীযূষকলশ আনন্দাশ্রোদবিন্দবঃ। ব্যাপতংস্তুলসী সদ্যঃ সমজায়ত মণ্ডলা ॥৩৪॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৩৫ ॥ তত্রোৎপন্নাং তথা লক্ষ্মীং তুলসীং চ দদুর্হরেঃ। দেবা ব্রহ্মাদয়স্তে হি জগৃহে ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩৬ ॥ ততোঽতীব প্রিয়করা তুলসী জগতাং পতেঃ ॥ ৩৭ ॥ সা তু দেবগণৈঃ সর্ব্বৈর্বিষ্ণুবৎপূজ্যতে প্রিয়া। নারায়ণো জগত্রাতা তুলসী তস্য বল্লভা ॥ ৩৮ ॥ তস্মাত্তস্যা নমস্কারো ময়া বিপ্র কৃতস্ততঃ। ইত্যেবং বদতস্তস্য সুমেধস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৯ ॥ আরাদদৃশ্যত মহদ্বিমানং সূর্য্যবর্চ্চসম্। তদানীং বটবৃক্ষস্য পপাত পুরতো মুনে ॥ ৪০ ॥ তথৈব তস্মাদ্বৃক্ষাচ্চ পুরুষৌ দ্বৌ বিনির্গতৌ। দ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্ব্বাস্তেজসা সূর্য্যসন্নিভৌ ॥৪১॥ প্রণামং চক্রতুস্তৌ হি হরিমেধসুমেধয়োঃ। হরিমেধসুমেধৌ তৌ তৌ দৃষ্ট্বা ভয়বিহ্বলৌ ॥ ৪২ ॥ ঊচতুর্বিস্ময়াবিষ্টৌ তাবূভৌ দেবসন্নিভৌ ॥৪৩॥ হরিমেধসুমেধসাবূচতুঃ। যুবাং কৌ দেবসঙ্কাশৌ ভবন্তৌ সর্ব্বমঙ্গলৌ। মন্দারমালাং তরুণাং ধারয়ন্তৌ তথামরৌ। নমস্কার্য্যৌ তথাবাভ্যাং পূজ্যৌ চ সুররূপিণৌ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্তৌ ব্রাহ্মণাভ্যাং তাবূচতুর্বৃক্ষনির্গতৌ। যুবামেব পিতা মাতা আবয়োশ্চ

অতএব চলুন, আমরা ঐ বটতরুর সমীপে গমন করি; ঐ বটচ্ছায়ায় অবস্থিত হইয়া আপনার নিকট তুলসীমাহাত্ম্য যথাযথ কীর্ত্তন করিব। ধর্ম্মজ্ঞ সুমেধা এইরূপ কথিত হইয়া হরিমেধার সহিত মহাকোটরবিশিষ্ট বটতরুসন্নিধানে গমন করিলেন এবং তথায় বিশ্রাম করিয়া বিপ্র সুমেধা বলিতে লাগিলেন;—হে দ্বিজশার্দ্দূল! যিনি পরমেশ্বরের প্রসাদে সাগরসমীপে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই তুলসীর উত্তম কথা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে দুর্ব্বাসার কোপে পুরন্দর হতশ্রী হইলে ব্রহ্মাদি নিখিল দেব-দানবগণ ক্ষীরসাগর মন্থন করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তখন মথিত সাগর হইতে নিখিল লোকের মঙ্গলবিধায়ক ঐরাবত, কল্পবৃক্ষ, চন্দ্র, কমলা, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভ, বিষ্ণুরূপী ধন্বন্তরি এবং হরীতকী প্রভৃতি দিব্য ওষধি সকল সমুৎপন্ন হয়। অনন্তর অজরামরত্বদায়ক পীযূষকলস উত্থিত হইলে বিষ্ণু করদ্বয় দ্বারা তাহা গ্রহণপূর্ব্বক দর্শন করিয়া মনে মনে সদ্য পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজ! বিষ্ণু হৃষ্ট হইলে সেই অতি গভীর পীযূষ কলস মধ্যে তদীয় আনন্দাশ্রুবিন্দু সকল পতিত হওয়ায় তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ মণ্ডলাকারে তুলসী সমুৎপন্ন হন। তখন ব্রহ্মাদি দেবাসুরগণ সেই সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা তুলসী ও কমলা দেবীকে বিষ্ণুর করে অর্পণ করেন। ভগবান্ হরিও তাহাকে গ্রহণ করেন। ১৯—৩৬। তদবধি দেবগণ কর্ত্তৃক তুলসী বিষ্ণুবৎ পূজিত ও জগৎপতি হরির অত্যন্ত প্রিয়কারিণী হইয়াছেন। হে বিপ্র! নারায়ণ নিখিল জগতের ত্রাণকর্ত্তা, তুলসী তাঁহারই প্রিয়া, এই জন্যই আমি তুলসীকে নমস্কার করিয়াছি। মহাত্মা সুমেধা এইরূপ বলিতে লাগিলে অদূরে এক দিবাকর কান্তি বিমান আসিয়া দেখা দিল এবং সেই বটতরুও সহসা পতিত হইল। হে মুনে! অনন্তর সেই বটতরু হইতে সূর্য্যসন্নিভ দিব্যপুরুষদ্বয় স্ব স্ব তেজোদ্বারা দিক্সকল সমুদ্ভাসিত করিয়া দ্বিজ সুমেধা ও হরিমেধার সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল। তদ্দর্শনে তখন হরিমেধা ও সুমেধা ভয়বিহ্বল হইয়া বিস্ময়সহকারে দেবসন্নিভ সেই পুরুষদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন। হরিমেধা ও সুমেধা বলিলেন,—দেবকান্তি আপনারা দুই জন কে? আপনারা নিখিল মঙ্গলের আধার; ও মনোহর মন্দার মাল্য ধারণ করিয়াছেন। আপনাদিগকে দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনারা উভয়েই দেবতা। আপনারা সুররূপী, অতএব আমাদের নমস্য ও পূজ্য। দ্বিজদ্বয় এইরূপ বলিলে, তরুনির্গত সেই পুরুষদ্বয় বলিলেন,—আপনারা আমা

তথা গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥ বন্ধ্বাদয়স্তথা চৈব যুবামেব ন সংশয়ঃ। জ্যেষ্ঠ উবাচ। অহং তু দেবলোকস্থ আস্তীকো নাম নামতঃ ॥ ৪৬ ॥ অপ্সরোগণসংবীতঃ কদাচিন্নন্দনং বনম্‌। ক্রীড়ার্থমগমং চাদ্রৌ বিষয়াসক্তচেতনঃ ॥ ৪৭ ॥ রেমিরে দেববনিতা যথাকামং ময়া সহ। মুক্তামল্লিকমাল্যানি নিপেতুস্তানি যোষিতাম্‌ ॥ ৪৮ ॥ তপতো রোমশস্তেব তদ্দৃষ্ট্বা কুপিতো মুনিঃ। যোষিতাং নাপরাধোঽয়ং যাসাং বৈ পরতন্ত্রতা ॥ ৪৯ ॥ অয়মেব দুরাচারঃ শাপার্হ ইতি চাব্রবীৎ। ত্বং ব্রহ্মরাক্ষসো ভূত্বা বটবৃক্ষে চরেতি মাম্‌ ॥ ৫০ ॥ প্রসাদিতো ময়া সোঽথ বিশাপমপি দত্তবান্‌। তুলসীপত্রমাহাত্ম্যং বিষ্ণোর্নাম তথা দ্বিজাৎ ॥ ৫১ ॥ যদা শৃণোষি সদ্যস্ত্বং বিমুক্তিং যাস্যসে পরাম্‌। ইতি শপ্তস্ত মুনিনা চিরকালং সুদুঃখিতঃ ॥ ৫২ ॥ বসাম্যত্র বটে দৈবাত্তবদ্দর্শনতো ধ্রুবম্‌। মুক্তির্জাতা বিপ্রশাপাদ্‌দ্বিতীয়স্য কথাং শৃণু ॥ ৫৩ ॥ অয়ং মুনিবরঃ পূর্ব্বং গুরুশুশ্রূষণে রতঃ। গুরোরাজ্ঞামনাদৃত্য ব্রহ্মরাক্ষসতাং গতঃ ॥ ৫৪ ॥ যুষ্মৎপ্রসাদাদধুনা ব্রহ্মশাপাদ্বিমোচিতঃ। তীর্থযাত্রাফলং চৈব যুবাভ্যামিহ সাধিতম্‌ ॥ ৫৫ ॥ উত্তরোত্তরপুণ্যানি বর্দ্ধন্তে চ দিনে দিনে। ইত্যুক্ত্বা তৌ মুনিবরৌ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৬ ॥ তাবনুজ্ঞাপ্য তৌ ধাম জগ্মতুঃ পরয়া মুদা। ততস্তৌ তীর্থযাত্রার্থং পরমৌ মুনিপুঙ্গবৌ ॥ ৫৭ ॥ শংসন্তৌ তুলসীং পুণ্যাং জগ্মতুর্মুনিপুঙ্গব। এবং নারদ মাহাত্ম্যং তুলস্যাঃ কো নু বর্ণয়েৎ ॥ ৫৮ ॥ তস্মান্নারদ মাসেঽস্মিন্‌ কার্ত্তিকে হরিং .দে। কর্ত্তব্যা তুলসীপূজা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৯ ॥ এবমঙ্গব্রতান্যেব প্রোক্তানি মুনিসত্তম। উপাঙ্গানি প্রবক্ষ্যামি বালখিল্যোদিতানি চ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তুলসীমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

দের পিতা, মাতা, গুরু এবং বান্ধবাদি সকলই আপনারা, সংশয় নাই। অনন্তর পুরুষদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলিলেন,—আমার বাসস্থান দেবলোকে, নাম—আস্তীক। আমি বিষয়াসক্তমনে একদা অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া পর্ব্বতস্থিত নন্দনবনে ক্রীড়ার্থ আগমন করিয়াছিলাম, তখন দেববনিতাগণ আমার উপর মুক্তা ও মল্লিকা মালা অজস্র নিক্ষেপ করিয়া আমাকে বহুবার আলিঙ্গন করিয়াছিল। ঋষি লোমশ তথায় তপস্যা করিতেছিলেন, তিনি আমাদের এইরূপ ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া কুপিত হন। তিনি বলেন,—"এই অপরাধ নারীগণের নহে, কেননা তাহারা সততই পরাধীন, এই অস্তীকই দুরাচার, অতএব শাপার্হ।" রোমশ এইরূপ বলিয়া আমার প্রতি শাপবাণী প্রয়োগ করিলেন,—তুমি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া বটতরুতে বিচরণ কর।" অনন্তর আমি বিবিধ বিনয়ে ঋষিকে প্রসন্ন করিলে তিনি আমার প্রতি এইরূপ শাপবিমোক্ষণবাণী প্রয়োগ করিলেন, "তুমি যখন দ্বিজমুখে তুলসীর মাহাত্ম্য ও বিষ্ণুর নাম শ্রবণ করিবে, তখনই শাপমুক্ত হইয়া পরম গতিলাভ করিবে।" আমি এইরূপে মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অতিদুঃখে দীর্ঘকাল এই বটবৃক্ষে বাস করিতেছি, আজ দৈবাৎ আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া মুক্ত হইলাম, সন্দেহ নাই। এইত গেল আমার কথা, এক্ষণে আমার সঙ্গী এই দ্বিতীয় পুরুষের কথা শ্রবণ করুন। ইনিও পুরাকালে একজন শ্রেষ্ঠ মুনি ছিলেন, সতত গুরুশুশ্রূষায় রত থাকিতেন। একদা দৈববশাৎ গুরুর আদেশে অনাদর করিয়া ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছেন; ইনিও সম্প্রতি আপনাদের অনুগ্রহে ব্রহ্মশাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন; আপনাদের তীর্থযাত্রাফল এই স্থানেই সাধিত হইল, পরন্ত অনুদিনই উত্তরোত্তর আপনাদের পুণ্য বর্দ্ধিত হইবে। অনন্তর সেই দিব্য পুরুষদ্বয় দ্বিজদ্বয়কে বারবার প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে নিজধামে গমন করিলেন। হে মুনিপুঙ্গব! সেই মুনিবরদ্বয় তীর্থযাত্রার্থ গমন করিলেন এবং পথ চলিতে চলিতে তুলসীর পুণ্য মাহাত্ম্যকথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তুলসীর মাহাত্ম্য এইরূপই, কে ইহা বর্ণন করিতে সমর্থ? অতএব হে বৎস নারদ! হরির প্রীতিকর এই কার্ত্তিক মাসে মনে অন্য কোন বাদবিচার না করিয়া তুলসীর পূজা কর্ত্তব্য। হে মুনিসত্তম! এইরূপ বিষ্ণুর অঙ্গ ব্রত সকলও কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে বাল্যখিল্যমুনি-কথিত উপাঙ্গ ব্রতনিচয় বর্ণন করিতেছি। ৩৭—৬০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

বালখিল্যা উচুঃ। কৃষ্ণঃ প্রোবাচ ধর্ম্মায় দ্বাদশীং বৎসসংজ্ঞিতাম্। গোধূলিকালসংযুক্তা দ্বাদশী বৎসপূজনে ॥ ১ ॥ বৎসপূজা বটে চৈব কর্ত্তব্যা প্রথমেঽহনি। সবৎসাং তুল্যবর্ণাং চ শালিনীং গাং পয়স্বিনীম্। চন্দনাদিভিরালিপ্য পুষ্পমালাভিরর্চ্চয়েৎ ॥ ২ ॥ তদ্দিনে তৈলপক্বং চ স্থালীপক্বং যুধিষ্ঠির। গোক্ষীরং গোঘৃতং চৈব দধিক্ষীরং চ বর্জ্জয়েৎ ॥৩॥ দিনান্তে সূর্য্যবিম্বার্দ্ধাদূভয়ত্র ঘটীদলম্। ততো নীরাজনং কার্য্যং নিরীক্ষেচ্চ শুভাশুভম্ ॥ ৪ ॥ নানাদীপান্ প্রকল্প্যাদৌ স্বর্ণপাত্রাদিসংস্থিতান্। নীরাজয়েদ্দীপপূর্ব্বং নিরীক্ষেত শুভাশুভম্ ॥ ৫ ॥ লাপয়িত্বা সর্ব্বদীপানুত্তরাভিমুখান্ন্যসেৎ। মুখ্যা দীপা নব প্রোক্তা অন্যানপি চ কল্পয়েৎ ॥ ৬ ॥ জ্বালা চেদ্দক্ষিণাসংস্থা সতেজস্কা শিখান্বিতা। স্থিরা চেৎসৌখ্যদা প্রোক্তা বিপরীতা তু দুঃখদা ॥ ৭ ॥ কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু দ্বাদশ্যাদিষু পঞ্চসু। তিথিযুক্তঃ পূর্ব্বরাত্রে নৃণাং নীরাজনাবিধিঃ ॥ ৮ ॥ পঞ্চং সংসূচয়ত্যাদির্দ্বিতীয়ো মাসমেব চ। তৃতীয় ঋতুমেবেহ চতুর্থস্ত্বয়নং তথা। বর্ষন্তু পঞ্চমো দীপঃ শুভাশুভং বিনির্ণয়েৎ ॥ ৯ ॥ সূর্য্যাংশসম্ভবা দীপা অন্ধকারবিনাশকাঃ। ত্রিকালে মাং দীপয়ন্ত দিশন্তু চ শুভাশুভম্ ॥ ১০ ॥ অভিমন্ত্র্য চ মন্ত্রেণ ততো নীরাজয়েৎক্রমাৎ ॥ ১১ ॥ আদৌ দেবাংস্ততো বিপ্রান্ হস্তিনশ্চ তুরঙ্গমান্। জ্যেষ্ঠাংশ্রেষ্ঠান্ জঘন্যাংশ্চ মাতৃমুখ্যাশ্চ যোষিতঃ ॥ ১২ ॥ ততো নীরাজিতান্ দীপান্ স্বস্বস্থানেষু বিন্যসেৎ। কৃষ্ণৈর্লক্ষ্মীবিনাশঃ স্যাচ্ছ্বেতৈরন্নক্ষয়ো ভবেৎ। অতিরক্তেষু যুদ্ধানি মৃত্যুঃ কৃষ্ণশিখেষু চ ॥ ১৩ ॥ একাঙ্গী নাম গোপালা ভয়ৈতচ্চ ব্রতং কৃতম্। ধনধান্যসমাযুক্তা জাতা বর্ষত্রয়েণ সা ॥ ১৪ ॥ তস্মাদ্গোপূজনং কার্য্যং দ্বাদশ্যাং কার্ত্তিকস্য তু। এতদ্গোব্রতমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ ॥ ১৫ ॥ তে গোব্রতপ্রভাবেন ন গোভির্বিচ্যুতা ভুবি। গোঽপরাধঃ কৃতো যঃ স্যাৎ স ব্রতাদ্বিলয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥ বালখিল্যা উচুঃ। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মাসি চাশ্বযুজে তথা। দীপোৎসবসমীপে তু ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ১৭ ॥ প্রাতঃ

নবম অধ্যায়।

বালখিল্যগণ বলিলেন,—কৃষ্ণ ধর্ম্মের নিকট বৎসদ্বাদশী ব্রত বলিয়াছিলেন। গোধূলিকালযুক্ত দ্বাদশীই বৎস পূজনে উক্ত হইয়াছে। প্রথমদিন বটতরুতে বৎসরে পূজা কর্ত্তব্য, তারপর তুল্যবর্ণ শান্তস্বভাব সবৎসা পয়স্বতী গাভীকে চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্ত ও পুষ্পমাল্য দ্বারা পূজা করিবে। হে যুধিষ্ঠির! এই বৎসদ্বাদশীব্রতদিনে তৈলপক্ব ও স্থালীপক দ্রব্য, গোক্ষীর, গোঘৃত, দধি এবং ক্ষীর পরিত্যাগ করিবে। তারপর দিনাবসানে অর্দ্ধাস্তমিত সূর্য্যমণ্ডলের দুই ঘটিকা পূর্ব্বে বা পরে নীরাজন করিয়া শুভাশুভ বক্ষ্যমাণ ক্রমানুসারে শুভাশুভ নিরীক্ষণ করিবে। প্রথমে স্বর্ণপাত্রে নানারূপ দীপ প্রজ্বালিত ও সেই দীপসকল উত্তরদিকে মুখ করিয়া দান করত নীরাজন করিতে করিতে শুভাশুভ নিরীক্ষণ করিতে হয়। এই দীপমালায় অনেক দীপ থাকিবে, কিন্তু তন্মধ্যে নয়টিকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিবে। এই সকল দীপের জ্বালা যদি দক্ষিণদিক্‌সংস্থ হইয়া সতেজস্ক স্থির শিখাকারে দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে সুখদ জানিবে, আর ইহার বিপরীত হইলে দুঃখদ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণ একাদশী হইতে পাঁচ দিন রাত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে নীরাজন কর্ত্তব্য। প্রথম দীপ দ্বারা সংসূচিত শুভাশুভের কাল পনর দিবস, দ্বিতীয়ে একমাস, তৃতীয়ে দুইমাস, চতুর্থে ছয়মাস এবং পঞ্চম দীপে একবর্ষ কাল কথিত হয়। এই নারীজনে "সূর্য্যাংশসম্ভবা" ইত্যাদি মন্ত্রে দীপ অভিমন্ত্রিত করিয়া যথাক্রমে দেব বিপ্র, হস্তী ও অশ্বগণকে এবং জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, কনিষ্ঠ ও মাতৃস্থানীয় স্ত্রীগণকে নীরাজন করিয়া তদনন্তর স্বস্বস্থানে নীরাজিত দীপ সকল স্থাপন করিবে। দীপ রক্তিত হইয়া কৃষ্ণশিখা হইলে সম্পৎক্ষয়, শ্বেত হইলে অন্নবিনাশ, অতিরক্তে যুদ্ধ এবং কৃষ্ণশিখায় মৃত্যু হইয়া থাকে। পূর্ব্বে একাঙ্গী নাম্নী গোপাঙ্গনা এই ব্রত করিয়া বৎসর ত্রয় মধ্যেই বিপুল ধনধান্যশালিনী হইয়াছিল; অতএব কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীতে গোপূজা অবশ্য করিবে। যেসকল লোক গোব্রতমহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া এই ব্রত করে, ব্রত প্রভাবে ক্ষিতিতলে তাহারা কদাচ গোবিযুক্ত থাকে না এবং গোরুর নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে তাহাও তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়। বালখিল্যগণ বলিলেন,—আশ্বিন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর দিন যে দীপোৎসব হয়, এই গোব্রত সেই উৎসবসমীপে করিতে হয়। ১—১৭।

স্নাত্বা ত্রয়োদশ্যাং কৃত্বা বৈ দন্তধাবনম্। ত্রিরাত্র-নিয়মং কৃত্বা গোবিন্দে ভক্তিতৎপরঃ॥ ১৮॥ কার্য্য এতদ্ব্রতস্যান্তে তথা গোবর্দ্ধনোৎসবঃ। ত্রিমুহূর্ত্তাধিকা গ্রাহ্যা পরবেধো ন দোষভাক্॥১৯॥ আশ্বিনস্যাসিতে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং নিশামুখে। যমদীপং বলিং দদ্যাদপমৃত্যুর্বিনশ্যতি॥ ২০॥ পুরা হেমনকস্যৈব বালকশ্চাপমৃত্যুতঃ। মুক্তোহভূদাশ্বিনে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং দয়াবশাৎ॥ ২১॥ দূতা ঊচুঃ। যথা ন জীবিতাদ্‌-ভ্রশ্যেদীদৃশে তু মহোৎসবে। তথোপায়ং ব্রূহি যম কৃপাং কৃত্বাস্মদগ্রতঃ॥ ২২॥ যম উবাচ। আশ্বিনস্যাসিতে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং নিশামুখে। প্রতিবর্ষন্তু যো দদ্যাদ্‌গৃহদ্বারে সুদীপকম্॥ ২৩॥ মন্ত্রেণানেন ভো দূতাঃ সমানেয়ঃ স নোৎসবে। প্রাপ্তেঽপমৃত্যাবপি চ শাসনং ক্রিয়তাং মম॥ ২৪॥ মৃত্যুনা পাশদণ্ডাভ্যাং কালেন চ ময়া সহ। ত্রয়োদশ্যাং দীপদানাৎ সূর্য্যজঃ প্রীয়তামিতি॥ ২৫॥ মন্ত্রেণানেন যো দীপং দ্বারদেশে প্রযচ্ছতি। উৎসবে চাপমৃত্যোশ্চ ভয়ং তস্য ন জায়তে॥ ২৬॥

বালখিল্যা ঊচুঃ। পূর্ব্ববিদ্ধচতুর্দ্দশ্যামাশ্বিনস্য সিতে-তরে। পক্ষে প্রত্যূষসময়ে স্নানং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ ২৭॥ অরুণোদয়তোঽন্যত্র রিক্তায়াং স্নাতি যো নরঃ। তস্যাব্দিকভবো ধর্ম্মো নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ২৮॥ তথা কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামাশ্বিনেঽর্কোদয়ে সুরাঃ। যামিন্যাঃ পশ্চিমে যামে তৈলাভ্যঙ্গো বিশিষ্যতে॥ ২৯॥ যদা চতুর্দ্দশী ন স্যাদ্দ্বিদিনে চেদ্বিধূদয়ে। দিন-দ্বয়ে ভবেচ্চাপি তদা পূর্ব্বৈব গৃহ্যতে॥ ৩০॥ বলাৎ-কারাদ্ধঠাদ্বাঽপি শিষ্টত্বান্ন করোতি চেৎ। তৈলা-ভ্যঙ্গং চতুর্দ্দশ্যাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥ ৩১॥ তৈলে লক্ষ্মীর্জ্জলে গঙ্গা দীপাবল্যাশ্চতুর্দ্দশীম্। প্রাতঃস্নানং হি যঃ কুর্য্যাদ্‌যমলোকং ন পশ্যতি॥ ৩২॥ অপামার্গমথো তুম্বীং প্রপুন্নাড়মথাপরম্। ভ্রাময়েৎ স্নানমধ্যে তু নরকস্য ক্ষয়ায় বৈ॥ ৩৩॥ বারত্রয়ং ত্রিবারং চ পঠিত্বা মন্ত্রমুত্তমম্॥ ৩৪॥ শীতলোষ্ঠসমাযুক্ত সকণ্টকদলান্বিত। হর পাপ-মপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃপুনঃ। অপামার্গপ্রপুন্নাড়ং ভ্রাময়েচ্ছিরসোপরি॥ ৩৫॥ স্নাত্বার্দ্রবাসসা দদ্যা-দ্দীপকং মৃত্যুপুত্রয়োঃ। শুনকৌ শ্যামশবলৌ

পূর্ব্বদিবস ত্রয়োদশীতে দন্তধাবনপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিয়া গোবিন্দের প্রতি একান্ত ভক্তিতৎপরতা সহকারে ত্রিরাত্রবিধানে এই ব্রত করিয়া অন্তে গোব-র্দ্ধন-উৎসব কর্ত্তব্য। পরদিন যদি তিন মুহূর্ত্তের অধিক কাল ত্রয়োদশী থাকে, তবে পরদিনই আরম্ভ করিবে, কেননা এস্থানে পরবেধ দোষাবহ নহে। অপমৃত্যু বিনাশের জন্য আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীর সন্ধ্যাসময়ে যমের উদ্দেশে দীপ বলি প্রদান করিবে। পূর্ব্বকালে একদা হেমনকের জনৈক বালক তনয় আশ্বিনকৃষ্ণত্রয়োদশীতে দীপদান করিয়া যমের অনুগ্রহে অপমৃত্যু হইতে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক সময় দূতগণ জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিল,—হে যম! যাহা করিলে জীবন হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট ঈদৃশ মহোৎসবের উপায় বর্ণন করুন। যম উত্তর করি-লেন,—হে যমদূতগণ! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে একটী দীপদানোৎসব কথিত হইয়াছে, যে মানব প্রতিবর্ষে এই উৎসবে সন্ধ্যার সময় "মৃত্যুনা" ইত্যাদি মন্ত্রে গৃহদ্বারে উত্তম দীপদান করিবে, তাহার যমভয় থাকে না; সে ব্যক্তি অপমৃত্যু প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে কদাচ তোমরা আন-য়ন করিও না; তোমরা আমার এই শাসন পালন করিবে।১৮—২৬। বালখিল্যগণ বলিলেন,—আশ্বিন-মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় পূর্ব্ববিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে প্রত্যূষসময়ে যত্নপূর্ব্বক স্নান করিবে, যে মানব একমাত্র অরুণোদয় ভিন্ন অন্যকালে চতুর্দ্দশীতে স্নান করে, তাহার এক বৎসরকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। হে সুরগণ! আশ্বিনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী, সূর্য্যোদয় এবং রাত্রির শেষ যামে (শেষ চারিদণ্ড) তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যখন চতুর্দ্দশী দুই দিনেই চন্দ্রোদয় কাল প্রাপ্ত হইবে না, দুই দিনেই এইরূপ হইলে পূর্ব্বের তিথিরই গ্রাহ্য। বলপূর্ব্বকই হউক বা হঠকারিতা বা শিষ্টতায়ই হউক, চতুর্দ্দশীতে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে নর রৌরব নরকে গমন করে। চতুর্দ্দশীতে তৈলমধ্যে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করেন এবং দীপান্বিতা চতুর্দ্দশীতে গঙ্গা জলে বাস করেন বলিয়া এই দিনে প্রাতঃস্নায়ী মানব যমলোক দর্শন করেন না। মানবগণ নরকভয়-নিবারণ জন্য এই চতুর্দ্দশীদিনে স্নান কালে প্রথমে অপামার্গ, তারপর তুম্বী (লাউ) ও তদনন্তর প্রপুন্নাড় রক্ষিত করিয়া মস্তকোপরি স্থাপনপূর্ব্বক বারবার ঘুরাইবে এবং নয়বার "শীতালোষ্ঠ" ইত্যাদি উত্তম মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক অপামার্গ প্রপুন্নাড় মস্তকোপরি ভ্রামণ করিয়া

ভ্রাতরৌ যমসেবকো। তুষ্টৌ স্যাতাং চতুর্দ্দশ্যাং দীপদানেন মৃত্যুজৌ ॥ ৩৬ ॥ ইষ্টবন্ধুজনৈঃ সার্দ্ধমেতৎস্নানং সমাচরেৎ। স্নানাঙ্গতর্পণং কৃত্বা যমং সন্তর্পয়েত্ততঃ ॥ ৩৭ ॥ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥ ৩৮ ॥ ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় তে নমঃ ॥ ৩৯ ॥ চতুর্দ্দশৈতে মন্ত্রাঃ স্যুঃ প্রত্যেকঞ্চ নমোঽন্বিতাঃ। একৈকেন তিলৈর্ম্মিশ্রান্ দদ্যাত্রীনুদকাঞ্জলীন্ ॥ ৪০ ॥ যজ্ঞোপবীতিনা কার্য্যং প্রাচীনাবীতিনাথবা। দেবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ যমস্যাস্তি দ্বিরূপতা ॥ ৪১ ॥ জীবৎপিতাপি কুর্ব্বীত তর্পণং যমভীষ্ময়োঃ। নরকায় প্রদাতব্যো দীপঃ সম্পূজ্য দেবতাঃ ॥ ৪২ ॥ অত্রৈব লক্ষ্মীকামস্য বিধিঃ স্নানে ময়োচ্যতে। ইষে ভূতে চ দর্শে চ কার্ত্তিকে প্রথমে দিনে ॥ ৪৩ ॥ যদা স্বাতি তদাভ্যঙ্গস্নানং কুর্য্যাদ্বিধূদয়ে। ঊর্জ্জশুক্লদ্বিতীয়ায়াং তিথৌ চ স্বাতিযুগ্মগে ॥ ৪৪ ॥ মানবো মঙ্গলস্নায়ী নৈব লক্ষ্ম্যা বিযুজ্যতে। দীপৈর্নীরাজনাদত্র সৈবা দীপাবলিঃ স্মৃতা ॥ ৪৫ ॥ ইন্দুক্ষয়েঽপি সংক্রান্তৌ রবৌ পাতে দিনক্ষয়ে। অত্রাভ্যঙ্গো ন দোষায় প্রাতঃ পাপাপহৃত্তয়ে ॥ ৪৬ ॥ মাষপত্রস্য শাকং বৈ ভুক্ত্বা তস্মিন্ দিনে নরঃ। প্রেতাখ্যায়াং চতুর্দ্দশ্যাং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥ ইষাসিতচতুর্দ্দশ্যামিন্দুক্ষয়তিথাবপি। দর্শাদৌ স্বাতিসংযুক্তে তদা দীপাবলির্ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥ কুর্য্যাৎ সংলগ্নমেতচ্চ দীপোৎসবদিনত্রয়ম্। মহারাজো বলিঃ প্রোক্তস্তস্মৈ হরিণা তথা ॥ ৪৯ ॥ বরং যাচস্ব ভদ্রন্তে যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে। ইতি বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা বলির্বচনমব্রবীৎ ॥ ৫০ ॥ আত্মার্থং কিং যাচনীয়ং সর্ব্বং দত্তং ময়া তথা। লোকার্থং যাচয়িষ্যামি শক্তশ্চেদ্দেহি তচ্চ মে ॥ ৫১ ॥ ময়াদ্য তে ধরা দত্তা বামনচ্ছদ্মরূপিণে। ত্রিভিঃ পদৈস্ত্রিদিবসৈঃ সা চাক্রান্তা যতস্ত্বয়া ॥ ৫২ ॥ তস্মাদ্ভূমিতলে [illegible] মস্য ঘস্রত্রয়ে হরে ॥ ৫৩ ॥ মদ্রাজ্যে যে দীপদানং ভুবি কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। তেষাং গৃহে তব স্ত্রীয়ং সদা তিষ্ঠতু সুস্থিরা ॥ ৫৪ ॥ মম রাজ্যে গৃহে যেষা-

---

স্নান করিবে। স্নানের পর আর্দ্রবস্ত্রে "শুনকৌ" ইত্যাদি মন্ত্রে শ্যাম ও শবল নামক যমতনয়দ্বয়কে দীপাবলি প্রদান করিবে। এই স্নান ইষ্ট বন্ধু বান্ধবের সহিত করিতে হয়। অনন্তর স্নানাঙ্গ তর্পণ করিয়া "যমায়" ইত্যাদি চতুর্দ্দশ মন্ত্রে যমতর্পণ করিবে। ঐ চতুর্দ্দশটী মন্ত্রের প্রত্যেকটীতেই 'নমঃ' যোগ হইয়া "যমায় নমঃ ধর্ম্মরাজায় নমঃ" ইত্যাদি রূপ মন্ত্রের স্বরূপ হইবে এবং এক একটী জলাঞ্জলিতে এক একটী তিলমিশ্রিত তিন তিন অঞ্জলি জল দান করিবে! যমতর্পণে যজ্ঞোপবীতী অথবা প্রাচীনাবীতী উভয়ই হওয়া চলে, কেন না যমে দেবত্ব পিতৃত্ব উভয়ই বিদ্যমান। জীবৎপিতা অর্থাৎ যাহার পিতা জীবিত আছেন, সে ব্যক্তি ও যম ও ভীষ্মতর্পণ এবং দেবগণকে পূজা করিয়া নরকাসুরের উদ্দেশে দীপদান করিবে। এক্ষণে লক্ষ্মীকামী ব্যক্তির স্নানবিধি "বলিতেছি;—লক্ষ্মকামী মানব আশ্বিনমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং কার্ত্তিকের প্রথমদিনে তিলতৈল দ্বারা স্নান করিবে। স্বাতিনক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকশুক্লদ্বিতীয়ায় স্নান মানবগণের মঙ্গলপ্রদ। এই তিথিতে স্নানকারী মানব কদাচ লক্ষ্মীবিযুক্ত হয় না। এই দিনে দীপনীরাজন ও দীপাবলি প্রদান করা কর্ত্তব্য। কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যা, সংক্রান্তি, রবিবার ও ব্যতিপাতযোগে প্রাতঃ-স্নানে তৈলাভ্যঙ্গ দোষাবহ নহে, পরন্ত ইহাতে পাপ অপনোদিত হয়।২৭—৪৬। প্রেতচতুর্দ্দশী দিনে মানব মাষপত্রশাক ভোজন করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী, অমবস্যা, বিশেষতঃ স্বাতি নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যায় দীপমালা দান করা কর্ত্তব্য, এই দিনত্রয়েই দীপোৎসব করিতে হয়। বামনরূপী হরি মহারাজ বলির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন;—"হে বলে! তোমার মঙ্গল হউক, অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি বলিয়াছিলেন,—আমার নিজের জন্য আর কি কামনা করিব? আমি সকলই আপনাকে প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমি ত্রিলোকের হিতকামনায় বর প্রার্থনা করিতেছি, যদি আপনার সামর্থ্য হয়, তাহা আমাকে প্রদান করুন। হে হরে! আপনি ছদ্মবামনরূপে আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমি আপনাকে নিখিল ধরা প্রদান করিয়াছি, আপনিও দিবসত্রয়ে পাদত্রয় দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছেন। হে হরে। এক্ষণে আমাকেই এই বর প্রদান করুন,—ক্ষিতিতলে মানবগণ দিনত্রয় আমার শাসন পালন করুক! হে কেশব! আমার রাজ্যে যে সকল লোক ক্ষিতিতলে দীপদান করিবে, তাহাদিগের গৃহে

মন্ধকারঃ পতিষ্যতি। লক্ষ্মীসন্তানান্ধকারঃ সদা গততু তদ্গৃহে॥ ৫৫॥ চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ যে দীপান্নরকায় দদন্তি চ। তেষাং পিতৃগণাঃ সর্ব্বে নরকে ন বসন্তি চ॥ ৫৬॥ বলিরাজ্যং সমাসাদ্য যৈর্ন দীপাবলিঃ কৃতা। তেষাং গৃহে কথং দীপাঃ প্রজ্বলিষ্যন্তি কেশব॥ ৫৭॥ বলিরাজ্যে তু যে লোকাঃ শোকামুৎসাহকারিণঃ। তেষাং গৃহে সদা শোকঃ পতেদিতি ন সংশয়ঃ॥ ৫৮॥ চতুর্দ্দশীত্রয়ে রাজ্যং বলেরস্ত্বিতি যাচয়েৎ। পুরা বামনরূপেণ প্রার্থয়িত্বা ধরামিমাম্। দদাবতিথয়েন্দ্রায় বলিং পাতালবাসিনম্॥ ৫৯॥ দত্তং দৈত্যপতেরিত্থং হরিণা তদ্দিনত্রয়ম্। তস্মান্মহোৎসবং চাত্র সর্ব্বথৈব হি কারয়েৎ॥ ৬০॥ মহারাত্রিঃ সমুৎপন্না চতুর্দ্দশ্যাং মুনীশ্বরাঃ। অতস্তত্রোৎসবঃ কার্য্যঃ শক্তিপূজাপরায়ণৈঃ॥ ৬১॥ বলিরাজ্যং সমাসাদ্য যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। ঔষধ্যশ্চ পিশাচাশ্চ মন্ত্রাশ্চ মণয়স্তথা॥ ৬২॥ সর্ব্ব এব প্রহৃষ্যন্তি নৃত্যন্তি চ নিশামুখে। তত্রমন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি বলিরাজ্যেন সংশয়ঃ॥ ৬৩॥ বলিরাজ্যং সমাসাদ্য যথা লোকাঃ সুহর্ষিতাঃ। তথা তদ্দিনমধ্যে তু লোকাঃ স্যুর্হর্ষিতা ভৃশম্॥ ৬৪॥ তুলাসংস্থে সহস্রাংশৌ প্রদোষে ভূতদর্শয়োঃ। উল্কাহস্তা নরাঃ কুর্য্যুঃ পিতৄণাং মার্গদর্শনম্॥ ৬৫॥ নরকস্থাস্ত যে প্রেতাস্তে মার্গন্তু ব্রতাৎ সদা। পশ্যন্ত্যেব ন সন্দেহঃ কার্য্যোঽত্র মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ ৬৬॥ আশ্বিনে মাসি ভূতাদিতিথয়ঃ কীর্ত্তিতাস্ত্রয়ঃ। দীপদানাদিকার্য্যেষু গ্রাহ্যা মধ্যাহ্নকালিকাঃ॥ ৬৭॥ যদি স্যুঃ সঙ্গবাদর্ব্বাগেতাশ্চ তিথয়স্ত্রয়ঃ। দীপদানাদিকার্য্যেষু কর্ত্তব্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ॥ ৬৮॥ ঋষয় উচুঃ। কৌমোদিন্যাস্তু মাহাত্ম্যং প্রষ্টুমিচ্ছামহে দ্বিজাঃ। তস্মিন্ দিনে তু কিং ভোজ্যং কস্য পূজাং তু কারয়েৎ॥ ৬৯॥ কিমর্থং ক্রিয়তে সা তু তস্যাঃ কা দেবতা ভবেৎ। কিং চ তত্র ভবেদ্দেয়ং কিং ন দেয়ং বিশেষতঃ॥ ৭০॥ প্রহর্ষঃ কোঽত্র নির্দ্দিষ্টঃ ক্রীড়া কাত্র প্রকীর্ত্তিতা। দীপাবল্যাঃ ফলং সর্ব্বং বদন্তু ঋষিসত্তমাঃ॥ ৭১॥ বালখিল্যা উচুঃ। ততঃ প্রভাতসময়ে ত্বমায়াস্তু মুনীশ্বরাঃ। স্নাত্বা দেবান্ পিতৄন্

আপনার পত্নী লক্ষ্মীদেবী সুস্থিরা হইয়া বাস করিবেন। আমার রাজ্যে যাহার গৃহ অন্ধকার থাকিবে, অলক্ষ্মীরূপ অন্ধকার তাহাদের গৃহে বিস্তৃত হউক। চতুর্দ্দশীদিনে যাহারা নরকাসুরের উদ্দেশে দীপদান করিবে, তাহাদের পিতৃগণ যেন নরকে বাস না করে। বলিরাজ্যে বাস করিয়া যাহারা দীপশ্রেণী দান না করিবে, হে কেশব! তাহাদের গৃহে কিরূপে প্রদীপ জ্বলিবে? বলিরাজ্যবাসী শোক ও অনুৎসাহকারী মানবগণের গৃহে সততই শোক পতিত হইবে, সংশয় নাই। হে ভগবন্! ভূতাদি "চতুর্দ্দশীত্রয়ে ক্ষিতিতলে আমার অধিকার থাকুক, ইহাই আমার প্রার্থনীয়।" পূর্ব্বকালে বামন কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বলি তাঁহাকে ত্রৈলোক্য প্রদান করিলে বামন বাসবকে ত্রৈলোক্য প্রদান করিয়া বলিকে পাতালে প্রেরণ করেন এবং বলির প্রার্থনানুসারে পুনরায় তাঁহাতে এই চতুর্দ্দশীত্রয়ে পৃথিবী রাজ্যের অধিকার ন্যস্ত করেন। অতএব সর্ব্বথা এই দিনত্রয়ে দীপমহোৎসব অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মুনীশ্বরগণ! এই চতুর্দ্দশীতে মহারাত্রি দেবী প্রাদুর্ভূত হন, অতএব শক্তিপূজাপরায়ণ মানবগণ এই দিনে দীপোৎসব অবশ্য করিবেন। বলিরাজ্যস্থিত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণ, ঔষধিসমূহ, পিশাচনিচয়, মন্ত্রনিবহ মণিগণ সকলেই চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যার সময় হৃষ্টান্তঃকরণে নৃত্য করিয়া থাকেন এবং বলিরাজ্যে ঐ দিনে মন্ত্র সকল সিদ্ধ হয়, সংশয় নাই।৪৭—৬৩। বলিরাজ্যে বাস করিয়া লোক সকল যেরূপ সুখী হয়, পূর্ব্বোক্ত দিনত্রয়ে সকলে সেইরূপই সুখী হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের চতুর্দ্দশী ও অমবস্যার প্রদোষে উল্কাহস্ত মানব সকল পিতৃগণের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। হে মুনিপুঙ্গবগণ! নরকস্থ পিতৃগণ এই উল্কাদান ব্রতে পথ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। আশ্বিন মাসের ভূতাদি যে তিথিত্রয় কথিত হইয়াছে, দীপদানাদি কার্য্যে উহার মধ্যাহ্নকাল ব্যাপিত্ব গ্রাহ্য। যদি সঙ্গব কালের পূর্ব্বেই এই তিথিত্রয়ের প্রাপ্তি ঘটে, তবে দীপদানাদি কার্য্যে পূর্ব্বসংযুক্ত তিথিই গ্রহণ করিবে। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজগণ! লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিতে আমাদের অভিলাষ হইতেছে। হে ঋষিসত্তমগণ! ঐ লক্ষ্মীবাসরে কি ভোজন ও কাহার পূজা করিতে হয়, কি জন্য এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, কে দেবতা, কি দান কর্ত্তব্য কোন্ দানে বিশেষ ফল, ইহাতে কিরূপ আমোদ ও কোন্ ক্রীড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং দীপাবলীর ফল কিরূপ, এই সমস্ত বর্ণন করুন। বালখিল্যগণ উত্তর করিলেন,—হে মুনীশ্বরগণ অমাবস্যার দিন প্রভাতে স্নান, ভক্তি সহকারে 'দেব-পিতৃ-

ভক্ত্যা সম্পূজ্যাথ প্রণম্য চ ॥ ৭২ ॥ কৃত্বা তু পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দধিক্ষীরঘৃতাদিভিঃ। দিবা তত্র ন ভোক্তব্যমৃতে বালাতুরাজ্জনাৎ ॥ ৭৩ ॥ ততঃ প্রদোষসময়ে পূজয়েদিন্দিরাং শুভাম্। কুর্য্যান্নানাবিধৈর্ব্বস্ত্রৈঃ স্বচ্ছং লক্ষ্ম্যাশ্চ মণ্ডপম্ ॥ ৭৪ ॥ নানাপুষ্পৈঃ পল্লবৈশ্চ চিত্রৈশ্চাপি বিচিত্রিতম্। তত্র সম্পূজয়েল্লক্ষ্মীং দেবাংশ্চাপি প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ সম্পূজ্য দেবনার্য্যোঽপি বহুভিশ্চোপচারকৈঃ। পাদসংবাহনং কুর্য্যাল্লক্ষ্ম্যাদীনান্তু ভক্তিতঃ ॥ ৭৬ ॥ অস্মিন্নহনি সর্ব্বেঽপি বিষ্ণুনা মোচিতাঃ পুরা। বলিকারাগৃহাদ্দেবা লক্ষ্মীশ্চাপি বিমোচিতা ॥ ৭৭ ॥ লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং ততো দেবা জগ্মুঃ ক্ষীরোদধৌ পুনঃ। প্রসুপ্তা বহুকালন্তে সুখং তস্মান্মুনীশ্বরাঃ ॥ ৭৮ ॥ রচনীয়াঃ সূত্রগর্ভাঃ পর্য্যঙ্কাশ্চ সুতূলিকাঃ। দুগ্ধফেনোপমৈর্ব্বস্ত্রৈরাস্তৃতাশ্চ যথাদিশম্ ॥ ৭৯ ॥ স্থাপয়েত্তান্ সুরাল্লক্ষ্মীং বেদঘোষসমন্বিতঃ। লক্ষ্মীর্দৈত্যভয়ান্মুক্তা সুখং সুপ্তাম্বুজোদরে ॥ ৮০ ॥ অতোঽত্র বিধিবৎ কার্য্যা তুষ্ট্যৈ তু সুখসুপ্তিকা। তদহি পদ্মশয্যাং যঃ পদ্মাসৌখ্যবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৮১ ॥ কুর্য্যাত্তস্য গৃহং মুক্ত্বা তৎ পদ্মা ক্বাপি ন ব্রজেৎ। ন কুর্ব্বন্তি নরা ইত্থং লক্ষ্ম্যা যে সুখসুপ্তিকাম্ ॥ ৮২ ॥ ধনচিন্তাবিহীনাস্তে কথং রাত্রৌ স্বপন্তি হি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন লক্ষ্মীং সম্পূজয়েন্নরঃ ॥ ৮৩ ॥ স তু দারিদ্র্যনির্ম্মুক্তঃ স্বজাতৌ স্যাৎ প্রতিষ্ঠিতঃ। জাতিপত্রলবঙ্গৈলাত্বক্কর্পূরসমন্বিতম্ ॥ ৮৪ ॥ পাচয়িত্বা গব্যদুগ্ধং সিতাং দত্ত্বা যথোচিতাম্। লড্ডুকাংস্তস্য কুর্ব্বীত তাংশ্চ লক্ষ্ম্যৈ সমর্পয়েৎ ॥ ৮৫ ॥ অন্যচ্চতুর্ব্বিধং ভক্ষ্যং দদ্যাচ্ছ্রীঃ প্রীয়তামিতি। অপ্রবুদ্ধে হরৌ পূর্ব্বং স্ত্রীভির্লক্ষ্মীং প্রবোধয়েৎ ॥ ৮৬ ॥ প্রবোধসময়ে লক্ষ্মীং বোধয়িত্বা ভুনক্তি যা। পুমান্ বা বৎসরং যাবল্লক্ষ্মীস্তং নৈব মুঞ্চতি ॥ ৮৭ ॥ অভয়ং প্রাপ্য বিপ্রেভ্যো বিষ্ণুভীতাঃ সুরদ্বিষঃ। ক্ষীরাব্ধৌ তুষ্টুবুর্জাতা সুপ্তাং পদ্মাশ্রিতাং শ্রিয়ম্ ॥ ৮৮ ॥ ত্বং জ্যোতিঃ শ্রীরবীন্দ্বগ্নিবিদ্যুৎসৌবর্ণতারকাঃ। সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতির্দীপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ ॥ ৮৯ ॥ যা লক্ষ্মীদিবসে পুণ্যে দীপাবল্যাঞ্চ ভূতলে। গবাং গোষ্ঠে তু কার্ত্তিক্যাং সা

গণের পূজা, প্রণাম ও দধি ক্ষীরাদি দ্বারা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই দিবস দিবসে ভোজন করিবে না; তবে বালক কিংবা আতুর ব্যক্তি ভোজন করিতে পারে। অনন্তর প্রদোষ সময়ে শোভন বিবিধ বিচিত্র পুষ্প ও পল্লব দ্বারা অতি চিত্রিতরূপে লক্ষ্মীর পূজা এবং নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা নির্ম্মলরূপে তাঁহার বেশভূষা রচনা করিবে। এই পূজায় দেবগণ ও দেবনারীসমূহকেও বহু উপচার দ্বারা পূজা করিতে হয়। তদনন্তর ভক্তি সহকারে লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজিত দেবদেবীগণের পাদসংবাহন কর্ত্তব্য। পুরাকালে একদা সমস্ত দেবদেবীগণ বলির কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত এই দিনে তাঁহাদিগকে মুক্ত করেন। দেবগণ মুক্ত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত ক্ষীরোদসাগরসমীপে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর লক্ষ্মী দেবী বহুকাল পরে এই দিন সুখে শয়ন করিল। অতএব হে মুনীশ্বরগণ! এইদিন উপাধানাদি সহ সূত্রগর্ভ দুগ্ধফেননিভ বস্ত্রাবৃত বহু পর্য্যঙ্ক প্রস্তুত করিবে এবং তাহাতে বেদধ্বনি সহকারে সুরগণ ও লক্ষ্মীকে স্থাপন করিবে। তৎকালে লক্ষ্মী দৈত্যভয়মুক্ত হইয়া পদ্মগর্ভে সুখে শয়ন করিয়াছিলেন। অতএব এই দিনে যথাবিধি লক্ষ্মীর প্রিয়কামনায় সুখশয়ন শয্যাদান করিতে হয়। যে মানব এই দিনে লক্ষ্মীর প্রীতির জন্য পদ্মশয্যা নির্ম্মাণ করে, দেবী কদাচ তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন না আর যে নর লক্ষ্মীর এইরূপ সুখশয়ন শয্যা নির্ম্মাণ না করে, ধনরত্নহীন হইয়া তাহারা রাত্রিতে কিরূপে সুখে নিদ্রা যায়? অতএব মানবগণ সর্ব্বপ্রযত্নে লক্ষ্মীর পূজা করিবে এবং এইরূপে করিলেই সে নর স্বসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হইবে। জাতিপত্র-ফল, লবঙ্গ, এলাত্বক্ এবং কর্পূরসমন্বিত করিয়া যথোচিত শর্করা প্রদানপূর্ব্বক গব্যদুগ্ধ পাক করিয়া লড্ডুক নির্ম্মাণ করত লক্ষ্মীকে প্রদান করিতে হয় এবং "লক্ষ্মীদেবি! প্রীত হউন" এইরূপ প্রার্থনা সহকারে অন্যান্য চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুপ্রবোধনের পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকগণ লক্ষ্মীকে প্রবোধিত করিবেন। স্ত্রী কিংবা পুরুষ যদি দেবপ্রবোধকালের পূর্ব্বে লক্ষ্মীকে প্রবোধিত করিয়া তদনন্তর ভোজন করে, তবে একবৎসর কমলা তাহাদের গৃহ পরিত্যাগ করেন না। বিষ্ণুভীত অসুরেরাও বিপ্রগণ সমীপে অভয় প্রাপ্ত হইয়া, কমলাদেবী ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে কমলশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন জানিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক লক্ষ্মীর স্তব করিয়াছিল। হে দ্বিজগণ! পূজাতে "ত্বং জ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে লক্ষ্মীর প্রার্থনা

লক্ষ্মীর্ব্বরদা মম॥ ৯০॥ দীপদানং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদোষে চ তথোল্মুকম্। ভ্রাময়েৎ স্বস্য শিরসি সর্ব্বারিষ্টনিবারণম্॥ ৯১॥ দীপবৃক্ষাস্তথা কার্য্যাঃ শক্ত্যা দেবগৃহাদিষু। চতুষ্পথে শ্মশানে চ নদী-পর্ব্বতবেশ্মসু॥৯২॥ বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু চত্বরেষু গৃহেষু চ। বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈঃ শোভিতব্যা রাজমার্গস্য ভূময়ঃ॥ ৯৩॥ সর্ব্বং পুরমলঙ্কৃত্য প্রদোষে তদনন্তরম্। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাদৌ সম্ভোজ্য চ বুভুক্ষিতান্॥ ৯৪॥ অলঙ্কৃতেন ভোক্তব্যং নববস্ত্রোপশোভিনা। ততোঽপরাহ্নসময়ে ঘোষয়েন্নগরং নৃপঃ॥ ৯৫॥ অদ্য রাজ্যং বলের্লোকা যথেচ্ছং ক্রীড্যতামিতি। যথেচ্ছং ক্রীড্যতাং বালা ইত্যাজ্ঞাপ্য নৃপেণ তু॥ ৯৬॥ তেভ্যো দদ্যাৎ ক্রীড়নকং ততঃ পশ্যেচ্ছুভা-শুভম্। বলিরাজ্যে প্রবর্ত্তব্যং যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে॥৯৭ জীবহিংসা সুরাপানমগম্যাগমনং তথা। চৌর্য্যং বিশ্বাসঘাতশ্চ পঞ্চৈতানি মুনীশ্বরাঃ। বলিরাজ্যে তু নরকদ্বারাণ্যুক্তানি সন্ত্যজেৎ॥ ৯৮॥ ততো-ঽর্দ্ধরাত্রসময়ে স্বয়ং রাজা ব্রজেৎ পুরম্। অবলোক-য়িতুং রম্যং পদ্ভ্যামেব শনৈঃশনৈঃ। বলিরাজ্য-প্রমোদঞ্চ দৃষ্ট্বা স্বগৃহমাব্রজেৎ॥ ৯৯॥ এবং গতে নিশীথে চ জনে নিদ্রার্দ্ধলোচনে। এবং নগর-নারীভিঃ শূর্পডিণ্ডিমবাদনৈঃ। নিষ্কাস্যতে প্রহৃষ্টা-ভিরলক্ষ্মীঃ স্বগৃহাঙ্গনাৎ॥ ১০০॥ দণ্ডৈকরজনীযোগে দর্শা স্যাত্তু পরেঽহনি। তদা বিহায় পূর্ব্বেদ্যুঃ পরেঽহ্নি সুখরাত্রিকা॥ ১০১॥ যে বৈষ্ণবাবৈষ্ণবাশ্চ বলিরাজ্যোৎসবং নরাঃ। ন কুর্ব্বন্তি বৃথা তেষাং ধর্ম্মাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০২॥ রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ পুরাণপঠনাদিভিঃ। দ্যূতেন বা হরেরগ্রে গীতয়া বা তথৈব চ॥ ১০৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বৎসদ্বাদশীযমত্রয়োদশীনরক-চতুর্দ্দশীদীপাবলীকৃত্যবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। প্রতিপদ্যথ চাভ্যঙ্গং কৃত্বা নীরা-জনং ততঃ। সুবেষঃ সৎকথাগীতৈর্দ্দানৈশ্চ দিবসং

করিতে হয়। অনন্তর প্রদোষসময়ে দীপদান করিয়া একটী জলন্ত কাষ্ঠ মস্তকে ঘুরাইলে সর্ব্বারিষ্ট বিনষ্ট হয়। তারপর শক্তি অনুসারে দেবগৃহদ্বার, চতুষ্পথ, শ্মশান, নদী, গৃহ, পর্ব্বতালয়, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, চত্বর এবং গৃহ এই সকল স্থানে আধারযুক্ত (বৃক্ষনির্ম্মিত পিলশুজ) দীপ-দান করিবে; রাজপথস্থিত স্থান সকল বস্ত্র ও পুষ্প দ্বারা পরিশোভিত করিবে এবং প্রদোষে পুরনিকর অলঙ্কৃত করিয়া তদনন্তর প্রথমে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পরে ক্ষুধার্ত্তগণকে ভোজন করাইবে। অনন্তর দিব্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। তারপর অপরাহ্ন সময়ে নৃপতি "অদ্য বলিরাজ্যবাসী স্ত্রী ও পুরুষগণ যথেচ্ছ ক্রীড়া করুক" এইরূপ ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে যথোচিত ক্রীড়াসামগ্রী প্রদানপূর্ব্বক শুভাশুভ সন্দর্শন করিবেন। হে মুনীশ্বরগণ! নৃপতি এরূপও আদেশ প্রচার করিবেন যে, "বলিরাজ্য বাসী মানবগণ—জীবহিংসা, সুরাপান, অগম্যা-গমন, চৌর্য্য এবং বিশ্বাসঘাতকতা, এই পাঁচটীর মধ্যে অদ্য বলিরাজ্যে যাহার যে অভীষ্ট, তাহাই করিতে পার, আজ বলিরাজ্যে উক্ত জীবহিংসাদি নরকদ্বারস্বরূপ পাতকসকল পরিত্যাগ করিতে হইবে অনন্তর অর্দ্ধরাত্রি সময়ে রাজা স্বয়ং এই সকল রম্য ক্রীড়া অবলোকন করিবার জন্য পাদচারে ধীরে ধীরে পুরমধ্যে ভ্রমণ করিবেন এবং বলিরাজ্যের এই সমস্ত প্রমোদ সন্দর্শন করিয়া পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। এরূপে ক্রীড়াসক্ত পুরুষগণ নিশীথ সময়ে নিদ্রায় অর্দ্ধমুদিতনয়ন হইলে নগর-নারীগণ শূর্প (কুলা) ও ডিণ্ডিমবাদ্য করিয়া অলক্ষ্মীকে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে গৃহাঙ্গন হইতে নিষ্কাসিত করিবে। পরদিন রজনীর সহিত একদণ্ড অমাবাস্যা যোগ হইলে, পূর্ব্বদিন পরিত্যাগ করিয়া পরদিনেই এই সুখরাত্রি হইয়া থাকে। বৈষ্ণবই হউক বা অবৈষ্ণবই হউক, বলিরাজ্যে যে নর এই উৎসব না করে, তাহাদের ধর্ম্ম বৃথা, সংশয় নাই। হরির সম্মুখে পুরাণ পাঠ, দ্যূতক্রীড়া অথবা গীতিদ্বারা রাত্রিতে জাগরণ করিবে। ৬৪—১০৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর প্রতিপদ্ দিবসে অভ্যঙ্গ ও নীরাজন করিয়া সুন্দর বেশধারণপূর্ব্বক

নয়েৎ ॥১॥ শঙ্করস্তু পুরা দ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরম্। কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেহহনি সত্যবৎ॥ ২॥ বলিরাজ্যদিনস্যাপি মাহাত্ম্যং শৃণু তত্ত্বতঃ। স্নাতব্যং তিলতৈলেন নরৈর্নারীভিরেব চ॥ ৩॥ যদি মোহান্ন কুর্ব্বীত স যাতি যমসাদনম্। পুরা কৃতযুগস্যাদৌ দানবেন্দ্রো বলির্ম্মহান্॥ ৪॥ তেন দত্তা বামনায় ভূমিঃ স্বমস্তকান্বিতা। তদানীং ভগবান্ সাক্ষাত্তুষ্টো বলিমুবাচ হ॥ ৫॥ কার্ত্তিকে মাসি শুক্লায়াং প্রতিপদ্যাং যতো ভবান্। ভূমিং মে দত্তবান্ ভক্ত্যা তেন তুষ্টোহস্মি তেহনঘ॥ ৬॥ বরং দদামি তে রাজন্নিত্যুক্ত্বাদাদ্বরং তদা। ত্বন্নাম্নৈব ভবেদ্রাজন্ কার্ত্তিকী প্রতিপত্তিথিঃ॥ ৭॥ এতস্যাং যে করিষ্যন্তি তৈলস্নানাদিকার্চ্চনম্। তদক্ষয়ং ভবেদ্রাজন্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৮॥ তদাপ্রভৃতি লোকেহস্মিন্ প্রসিদ্ধা প্রতিপত্তিথিঃ। প্রতিপৎ পূর্ব্ববিদ্ধা নো কর্ত্তব্যা তু কথঞ্চন॥ ৯॥ তত্রাভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত অন্যথা মৃতিমাপ্নুয়াৎ। প্রতিপদ্যাং যদা দর্শো মুহূর্ত্তপ্রমিতো ভবেৎ॥ ১০॥ মাঙ্গল্যং তদ্দিনে চেৎ স্যাদ্বিত্তাদিস্তস্য নশ্যতি। বলেশ্চ প্রতিপদ্দর্শাদ্যদি বিদ্ধং ভবিষ্যতি॥ ১১॥ তস্যাং যদ্যথ চার্ত্তিক্যং নারী মোহাৎ করিষ্যতি। নারীণাং তত্র বৈধব্যং প্রজানাং মরণং ধ্রুবম্॥ ১২॥ অবিদ্ধা প্রতিপচ্চেৎ স্যান্মুহূর্ত্তমপরেহহনি। উৎসবাদিককৃত্যেষু সৈব প্রোক্তা মনীষিভিঃ॥ ১৩॥ প্রতিপৎ স্বল্পমাত্রাপি যদি ন স্যাৎ পরেহহনি। পূর্ব্ববিদ্ধা তদা কার্য্যা কৃতা নো দোষভাগ্ ভবেৎ॥ ১৪॥ তদ্দিনে গৃহমধ্যে তু কুর্য্যান্মূর্ত্তিং তদঙ্গনে। গোময়েন চ তত্রাপি দধি তৎপুরতঃ ক্ষিপেৎ॥ ১৫॥ আর্ত্তিক্যং তত্র সংস্থাপ্য এবং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ। অভ্যঙ্গং যে ন কুর্ব্বন্তি তস্যাস্তু মুনিপুঙ্গব॥ ১৬॥ ন মাঙ্গল্যং ভবেত্তেষাং যাবৎ স্যাদ্বৎসরং ধ্রুবম্। যো যাদৃশেন রূপেণ তস্যাং তিষ্ঠেচ্ছুভে দিনে॥ ১৭॥ আবর্ষং তন্তবেত্তস্য তস্মান্মঙ্গলমাচরেৎ। যদীচ্ছেৎ

সৎকথা, গীত ও দানাদি দ্বারা দিন অতিবাহিত করিবে। পুরাকালে শঙ্কর কার্ত্তিকমাসের প্রতিপদ্ দিনে মনোহর সত্যযুক্ত দ্যূতক্রীড়ার সৃজন করেন। এক্ষণে বলিরাজ্যের এই দ্যূতক্রীড়াদিবসের মাহাত্ম্য যথাযথ শ্রবণ কর। তত্রত্য নরনারীগণ এই দিনে তিলতৈল দ্বারা স্নান করিয়া থাকে, মোহবশতঃ যদি কেহ না করে, তবে সে যমালয়ে গমন করিয়া থাকে। পুরাকালে সত্যযুগের আদিতে দানবেন্দ্র বলবান্ বলি প্রাদুর্ভূত হন। বলি স্বীয় মস্তক ও ভূমি বামনরূপী হরিকে প্রদান করিয়াছিলেন। তখন সাক্ষাৎ ভগবান্ বামন বলির প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন;—"হে অনঘ! তুমি কার্ত্তিক মাসের শুক্লপ্রতিপদ্ দিনে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভূমিদান করিয়াছ, তজ্জন্যই আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। হে রাজন্! তোমাকে আমি বরদান করিব।" হরি এইরূপ বলিয়া বলিকে বর প্রদান করিলেন।—হে রাজন্! তোমার নামেই কার্ত্তিকশুক্লপ্রতিপদ্ প্রসিদ্ধি লাভ করিবে, যাঁহারা এই কার্ত্তিকশুক্লপ্রতিপদ্দিনে যে কিছু তৈলস্নান ও অর্চ্চনাদি করিবেন, হে রাজন্! তাহা অক্ষয় হইবে। এবিষয়ে কোনই বিচারণা নাই। হে নারদ! তদবধি ত্রিলোকে এই প্রতিপদ্ তিথি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রতিপদ্ তিথি কদাচ পূর্ব্ববিদ্ধা গ্রহণ করিবে না বা পূর্ব্ববিদ্ধা প্রতিপদে তৈলাভ্যঙ্গাদি করিবে না। ইহার অন্যথা করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। প্রতিপদ্ তিথিতে যখন মুহূর্ত্তমাত্র অমাবস্যার যোগ থাকিবে, এই প্রতিপদে মাঙ্গল্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার বিত্ত বিনষ্ট হইবে। অমাবস্যাবিদ্ধ বলিপ্রতিপদ্ তিথিতে মোহ বশত কোন নারী যদি আর্ত্তব ক্রীড়া করে, তবে তাহার পুত্রনাশ ও বৈধব্য হইয়া থাকে, সংশয় নাই।১—১২। মনীষিগণ বলিয়াছেন,—অবিদ্ধা প্রতিপদ্ যদি পরদিন মুহূর্ত্ত মাত্রও স্পর্শ হয়, উৎসবাদি কার্য্যে তাহাই প্রশস্ত। পরদিন যদি প্রতিপদ্ অল্পমাত্রও না থাকে, তবে পূর্ব্ববিদ্ধা প্রতিপদে কার্য্য করিলে দোষাবহ হইবে না; পরন্তু সেই দিনেই গৃহমধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক অঙ্গন গোময়োপলিপ্ত করিয়া তৎসম্মুখে দধি নিক্ষেপ ও আর্ত্তিক্য সংস্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি পূজাদি নির্ব্বাহ করিবে। হে মুনিপুঙ্গব! এই প্রতিপদ্দিনে যাহারা অভ্যঙ্গ না করে, পুনরায় এই প্রতিপদ্তিথির আগমন পর্য্যন্ত এক বৎসর যাবৎ তাহাদের অমঙ্গল হইবে, সংশয় নাই। এই শুভ প্রতিপদ্ দিনে শুভ কিংবা অশুভ যে যেরূপ কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে, এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহার কার্য্যানুরূপ শুভ, অশুভ ফল হইবে, অতএব শুভ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান

খণ্ডজান্ ভোগান্ ভোক্তুং দিব্যান্মনোহরান্ ॥ ১৮ ॥ কুরু দীপোৎসবং রম্যং ত্রয়োদশ্যাদিকেষু চ। শঙ্করশ্চ ভাবনী চ ক্রীড়য়া দ্যূতমাস্থিতে ॥ ১৯ ॥ গৌর্য্যা জিত্বা পুরা শম্ভুর্নগ্নো দ্যূতে বিসর্জ্জিতঃ। অতোহর্থং শঙ্করো দুঃখী গৌরী নিত্যং সুখস্থিতা ॥ ২০ ॥ দ্যূতং নিষিদ্ধং সর্ব্বত্র হিত্বা প্রতিপদং বুধাঃ। প্রথমং বিজয়ো যস্য তস্য সংবৎসরং সুখম্ ॥ ২১ ॥ ভবান্যাভ্যর্থিতা লক্ষ্মীর্ধেনুরূপেণ সংস্থিতা। প্রাতর্গোবর্দ্ধনঃ পূজ্যো দ্যূতং রাত্রৌ সমাচরেৎ ॥ ২২ ॥ ভূষণীয়াস্তদা গাবো বর্জ্জ্যা বহনদোহনাৎ ॥ ২৩ ॥ গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুলত্রাণকারক। বিষ্ণুবাহুকৃতোচ্ছ্রায গবাং কোটিপ্রদো ভব ॥ ২৪ ॥ যা লক্ষ্মীর্লোকপালানাং ধেনুরূপেণ সংস্থিতা। ঘৃতং বহতি যজ্ঞার্থে মম পাপং ব্যপোহতু ॥ ২৫ ॥ অগ্রতঃ সন্তু মে গাবো গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ। গাবো মে হৃদয়ে সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ॥ ২৬ ॥ ইতি গোবর্দ্ধনপূজা। সদ্ভাবেনৈব সন্তোষ্য দেবান সৎপুরুষান্নরান। ইতরেষামন্নপানৈর্বাক্যদানেন পণ্ডিতান্ ॥ ২৭ ॥ বস্ত্রৈস্তাম্বূলধূপৈশ্চ পুষ্পকর্পূরকুঙ্কুমৈঃ। ভক্ষ্যৈরুচ্চাবচৈর্ভোজ্যৈরন্তঃপুরনিবাসিনঃ ॥ ২৮ ॥ গ্রাম্যান্ বৃষভদানৈশ্চ সামন্তান্নৃপতির্ধনৈঃ। পদাতিজনসঙ্ঘাংশ্চ গ্রৈবেয়ৈঃ কটকৈঃ শুভৈঃ। স্বনামাঙ্কৈশ্চ তান্ রাজা তোষয়েৎ সজ্জনান্ পৃথক্ ॥ ২৯ ॥ যথার্হং তোষয়িত্বা তু ততো মল্লান্নরাংস্তথা। বৃষভান্ মহিষাংশ্চৈব যুধ্যমানান্ পরৈঃ সহ ॥ ৩০ ॥ রাজ্ঞস্তথৈব যোধাংশ্চ পদাতীন্ সমলঙ্কৃতান্। মঞ্চারূঢ়ঃ স্বয়ং পশ্যেন্নটনর্ত্তকচারণান্ ॥ ৩১ ॥ যুদ্ধাপয়েদ্বাসয়েচ্চ গোমহিষ্যাদিকং চ যৎ। বৎসানাকর্ষয়েদ্গোভিরুক্তিপ্রত্যুক্তিবাদনাৎ ॥৩২॥ ততোহপরাহ্নসময়ে পূর্ব্বস্যাং দিশি সুব্রত। মার্গপালীং প্রবধ্নাতি দুর্গস্তম্ভেঽথ পাদপে ॥ ৩৩ ॥ কুশকাশময়ীং দিব্যাং লম্বকৈর্বহুভিঃ প্রিয়ে। বীক্ষয়িত্বা গজানশ্বান্ মার্গপাল্যাস্তলে নয়েৎ ॥৩৪॥ গাবো বৃষাংশ্চ মহিষান্ মহিষীর্ঘণ্টকোৎকটান্। কৃতহোমৈর্দ্বিজেন্দ্রৈস্তু বধ্নীয়ান্ মার্গপালিকাম্ ॥ ৩৫ ॥ নমস্কারং ততঃ কুর্য্যান্মন্ত্রেণানেন সুব্রত। মার্গপালি নমস্তভ্যং সর্ব্বলোকসুখপ্রদে। তলে তব সুখেনাশ্বা গজা গাবশ্চ সন্তু মে ॥ ৩৬ ॥ মার্গপালীতলে পুত্র যান্তি গাবো মহাবৃষাঃ। রাজান্যে

রূপা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজ ! যদি স্বীয় সুশোভন দিব্য মনোহর ভোগসমূহে কামনা থাকে, তবে ত্রয়োদশ্যাদি তিথিনিচয়ে দীপোৎসব কর। পুরাকালে শঙ্কর ও ভবানী পণবদ্ধ হইয়া প্রতিপদ্দিনে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন ; কিন্তু গৌরী জয়লাভ করেন এবং শঙ্কর পরাজিত ও বিবস্ত্র হইয়া তথা হইতে চলিয়া যান। কেবল ইহাই নহে, এই প্রতিপদের জয়পরাজয়ে গৌরী সুখলাভ করেন ও হর বিবিধ দুঃখের ভাজন হন। পণ্ডিতগণ সর্ব্বত্রই দ্যূতক্রীড়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিপদ্ দিনে নিষিদ্ধ নহে। এইদিনে যে ব্যক্তি প্রথম বিজয়লাভ করে, পূর্ণ এক বৎসর তাহার সুখলাভ হইয়া থাকে। ভবানীর আবাহনে রমা ধেনুরূপে আবির্ভূতা হন, এজন্য প্রাতঃকালে গোরুর পূজা করিয়া রাত্রিতে দ্যূতক্রীড়া করিবে এইদিনে গোগণকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিবে এবং বাহন বা দোহন করিবে না। অনন্তর নরপতি গোবর্দ্ধন গিরিকে "গোবর্দ্ধন" ইত্যাদি প্রার্থনা করিয়া গোবর্দ্ধন পূজা সমাপনপূর্ব্বক, দেব ও সাধুপুরুষগণকে সদ্ভাব প্রদর্শনে ; অন্যান্য মানবগণকে অন্নদানে ; পণ্ডিতগণকে সুনৃতবাক্যে, অন্তঃপুরবাসিগণকে বহুবিধ বস্ত্র, তাম্বূল, ধূপ, পুষ্প, কুঙ্কুম, কর্পূর ও অন্যান্য ভালমন্দ ভক্ষভোজ্য দ্বারা ; গ্রাম্য সামন্তগণকে বৃষভদানে ; নৃপতিকে ধনদানে এবং পদাতিসঙ্ঘকে স্বনামাঙ্কিত গ্রীবাভূষণ ও সুশোভন কটকদানে সন্তোষসাধন করিবেন। রাজা এইরূপে সুজ্জনগণকে পৃথক্ পৃথক্ যথাযথ সন্তুষ্ট করিয়া তদনন্তর পরস্পর যুধ্যমান মল্ল, বৃষভ, মহিষ, অন্যান্য যোদ্ধা রাজা ও তাঁহাদিগের অলঙ্কৃত পদাতিগণের সন্তোষসাধনপূর্ব্বক স্বয়ং মঞ্চারূঢ় হইয়া নট, নর্ত্তক ও চারণগণকে দর্শন করিবেন।১৩—৩১। অনন্তর গো মহিষগণকে আনয়নপূর্ব্বক যুদ্ধভূমিতে স্থাপিত করিয়া পশুনায়কগণ তাহাদের বৎসগণকে দল হইতে বাহির করিয়া লইবে এবং পরস্পর উক্তি প্রত্যুক্তি সহকারে সেই সকল গো মহিষ দ্বারা যুদ্ধ করাইবে। তদনন্তর অপরাহ্ন সময়ে পূর্ব্বদিক্স্থিত দুর্গস্তম্ভে ও মনোহর মহীরুহে কুশকাশময়ী দিব্য সুদীর্ঘ লম্বমান মার্গপালী বন্ধন করিতে হইবে, হে সুব্রত। হোমকারী দ্বিজেন্দ্রগণই এই মার্গপালী বন্ধন করিবেন। হে সুব্রত ! তারপর গজ, অশ্ব, গো, বৃষ, মহিষ এবং বৃহৎ কুম্ভ সকল সেই মার্গপালীর তলদেশে আনয়নপূর্ব্বক "মার্গপালি" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে। হে পুত্র ! গো, মহাবৃষ, রাজা, রাজপুত্র, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ গমন মার্গপালীর তলদেশে

রাজপুত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥ মার্গপালীং সমুল্লঙ্ঘ্য নীরুজঃ সুখিনো হি তে। কৃত্বৈতৎ সর্ব্বমেবেহ রাত্রৌ দৈত্যপতের্ব্বলেঃ ॥ ৩৮ ॥ পূজাং কুর্য্যাত্ততঃ সাক্ষাদ্ভূমৌ মণ্ডলকে কৃতে। বলিমালিখ্য দৈত্যেন্দ্রং বর্ণকৈঃ পঞ্চরঙ্গকৈঃ ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বাভরণ-সম্পূর্ণং বিন্ধ্যাবলিসমন্বিতম্। কুষ্মাণ্ডময়জম্ভোরুমধু-দানবসংবৃতম্ ॥ ৪০ ॥ সম্পূর্ণং হৃষ্টবদনং কিরীটোৎ-কটকুণ্ডলম্। দ্বিভুজং দৈত্যরাজানং কারয়িত্বা স্বকে পুনঃ ॥ ৪১ ॥ গৃহস্য মধ্যে শালায়াং বিশালায়াং ততোহর্চ্চয়েৎ। মাতৃভ্রাতৃজনৈঃ সার্দ্ধং সন্তুষ্টৈ৷ বন্ধুভিঃ সহ ॥ ৪২ ॥ কমলৈঃ কুমুদৈঃ পুষ্পৈঃ কহ্লারৈ রক্তকোৎপলৈঃ। গন্ধপুষ্পান্ননৈবেদ্যৈঃ সক্ষীরৈর্গুড় পায়সৈঃ ॥ ৪৩ ॥ মদ্যমাংসসুরালেহ্যচোষ্যভক্ষ্যোপ-হারকৈঃ। মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্রঃ সমন্ত্রী সপুরোহিতঃ। পূজাং করিষ্যতে যো বৈ সৌখ্যং স্যাত্তস্য বৎসরম্ ॥ ৪৪॥ বলিরাজ নমস্তুভ্যং বিরোচনসুত প্রভো। ভবি-ষ্যেন্দ্র সুরারাতে পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥ এবং পূজাবিধানেন রাত্রৌ জাগরণং ততঃ। কারয়েদ্দ্ব ক্ষণং রাত্রৌ নটনৃত্যকথানকৈঃ ॥ ৪৬ ॥ লোক-

করেন; তাঁহারা এই মার্গপালী লঙ্ঘন করিয়া নীরোগ ও সুখী হইয়া থাকেন। এই সকল কার্য্য করিয়া রাত্রিতে দৈত্যপতি বলির পূজা করিতে হয়। দ্বিজেন্দ্রগণ পঞ্চবর্ণ দ্বারা ভূমিতে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহাতে সাক্ষাৎ বলির মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবেন। ঐ মূর্ত্তি অলঙ্কারনিকরে বিভূষিত ও বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলীসমন্বিত হইবে; কুষ্মাণ্ড, ময়, জম্ভ, উরু এবং মধু এই সকল দানবে ঐ মূর্ত্তি পরিবৃত থাকিবে; মূর্ত্তির মুখ সম্পূর্ণ হৃষ্ট, কর্ণ কুণ্ডলমণ্ডিত; মস্তক কিরীটভূষিত করিবেন এবং দ্বিবাহুশালী বলিরাজমূর্ত্তিকে গৃহমধ্যে বা বহির্দ্দেশে স্থাপিত করিয়া মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ সহ হৃষ্টান্তঃকরণে পূজা করিবে। যে রাজেন্দ্র মন্ত্রী ও পুরোহিত সহ "বলিরাজ" ইত্যাদি মন্ত্রে সচন্দন কমল, কুমুদ, কহ্লার ও রক্তোৎপল পুষ্পে এবং অন্ন, নৈবেদ্য, সক্ষীর গুড়পায়স, মদ্য, মাংস, প্রভৃতি লেহ্য, চোষ্য ও ভক্ষ্য উপহার দ্বারা পূজা করিবেন, তাঁহার এক বৎসর যাবৎ বিপুল সৌখ্য লাভ হইবে। অনন্তর রাজার এইরূপ বিধানানু-সারে পূজা সমাহিত হইলে অন্যান্য লোকগণ রাত্রি-জাগরণ করিবে। তাহারা রাত্রির কিছুক্ষণ অনেক নট, নৃত্য ও অন্য বিবিধ কথোপকথায় অতিবাহিত

শ্চাপি গৃহস্যান্তে সপর্য্যাং শুক্লতণ্ডুলৈঃ। সংস্থাপ্য বলিরাজানং ফলৈঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ বলি-মুদ্দিশ্য বৈ তত্র কার্য্যং সর্ব্বঞ্চ সুব্রত। যানি যান্যক্ষয়াণ্যাহুর্ম্মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪৮ ॥ যদত্র দীয়তে দানং স্বল্পং বা যদি বা বহু। তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং বিষ্ণোঃ প্রীতিকরং শুভম্ ॥ ৪৯ ॥ রাত্রৌ যে ন করিষ্যন্তি তব পূজাং বলে নরাঃ। তেষাঞ্চ শ্রোত্রিয়ো ধর্ম্মঃ সর্ব্বস্তামুপতিষ্ঠতু ॥ ৫০ ॥ বিষ্ণুনা চ স্বয়ং বৎস তুষ্টেন বলয়ে পুনঃ। উপকার-করং দত্তমসুরাণাং মহোৎসবম্ ॥ ৫১ ॥ একমেব-মহোরাত্রং বর্ষে বর্ষে চ কার্ত্তিকে। দত্তং দানব-রাজস্য আদর্শমিব ভূতলে ॥ ৫২ ॥ যঃ করোতি নৃপো রাজ্যে তস্য ব্যাধিভয়ং কুতঃ। সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং তস্য সম্পদনুত্তমা ॥ ৫৩ ॥ নীরু-জশ্চ জনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতাঃ ॥ ৫৪ ॥ কৌমুদী ক্রিয়তে যস্মাদ্ভাবং কর্ত্তুং মহীতলে। যো যাদৃশেন ভাবেন তিষ্ঠত্যস্যাং চ সুব্রত। হর্ষদুঃখাদি-

করিয়া গৃহপ্রান্তে শয্যার উপর শুক্ল তণ্ডুল দ্বারা বলিমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ফল ও পুষ্প দ্বারা পুনরায় পূজা করিবে।৩২—৪৭। হে সুব্রত! তত্ত্বদর্শী মুনিগণ বলিয়াছেন,—বলির উদ্দেশে এই দিনে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। এই দিনে অল্পই হউক আর বহুই হউক, যে কিছু দান করা যায়, তৎসমস্ত অক্ষয়, বিষ্ণুপ্রীতিকর ও শুভদ হইয়া থাকে। হে বৎস! পুরাকালে স্বয়ং বিষ্ণু বলির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিয়া-ছিলেন,—"হে বলে! যে সকল বিপ্র কার্ত্তিকশুক্ল-প্রতিপদের রাত্রিতে তোমার পূজা না করিবেন, তাঁহাদের শ্রোত্রিয়ধর্ম্ম সকল তোমাতেই আশ্রয় করিবে।" বিষ্ণু বলির প্রতি প্রীত হইয়া দৈত্য-গণের মহোপকারকর এই একটী মহোৎসব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রতিবর্ষে কার্ত্তিকপ্রতিপদ্দিনে অহোরাত্র এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। বলির প্রতি বিষ্ণুর যে এই বরানুগ্রহ, ইহা ভূতলে আদর্শস্বরূপ, সন্দেহ নাই। যে নৃপ নিজরাজ্যে দীপোৎসব করিয়া মহীতল জ্যোৎস্নাময় করেন, তাঁহার রাজ্যে ব্যাধিভয় কিরূপে হয়? তথায় সতত সুভিক্ষ, ক্ষেম, আরোগ্য, অনুত্তম সম্পদ্ বিদ্যমান থাকে এবং অত্রত্য প্রজাগণ নীরুজ ও সর্ব্বব্যাধি-বিবর্জ্জিত হয়। হে সুব্রত নারদ! যে মানব এই প্রতিপদ্দিনে হর্ষদুঃখাদি যে ভাবে অবস্থিত

ভাবেন তস্য বর্ষং প্রযাতি হি ॥ ৫৫ ॥ রুদিতে রোদিতং বর্ষং প্রহৃষ্টে তু প্রহর্ষিতম্। ভুক্তে ভোগ্যং ভবেদ্বর্ষং স্বস্থে স্বস্থং ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ বৈষ্ণবী দানবী চেয়ং তিথিঃ প্রোক্তা চ কার্ত্তিকে ॥ ৫৭ ॥ দীপোৎসবং জনিতসর্ব্বজনপ্রমোদং কুর্ব্বন্তি যে শুভতয়া বলিরাজপূজাম্। দানোপভোগসুখবৃদ্ধিমতাং কুলানাং হর্ষং প্রয়াতি সকলং প্রমুদা চ বর্ষম্ ॥ ৫৮ ॥ বলিপূজাং বিধায়ৈবং পশ্চাদ্গোক্রীড়নং চরেৎ ॥ ৫৯ ॥ গবাং ক্রীড়াদিনে যত্র রাত্রৌ দৃশ্যেত চন্দ্রমাঃ। সোমো রাজা পশূন্ হন্তি সুরভী পূজকাংস্তথা ॥৬০॥ প্রতিপদ্দর্শসংযোগে ক্রীড়নং তু গবাং মতম্। পরবিদ্ধাসু যঃ কুর্য্যাৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ ॥ ৬১ ॥ অলঙ্কার্য্যাস্তদা গাবো গোগ্রাসাদিভিরর্চ্চিতাঃ। গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈর্নয়েন্নগরবাহ্যতঃ। আনীয় চ ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যান্নীরাজনাবিধিম্ ॥ ৬২ ॥ অথ চেৎ প্রতিপৎস্বল্পা নারী নীরাজনং চরেৎ। দ্বিতীয়ায়াং ততঃ কুর্য্যাৎ সায়ং মঙ্গলমালিকাঃ ॥ ৬৩ ॥ এবং নীরাজনং কৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। প্রতিপৎপূর্ব্ববিদ্ধৈব যষ্টিকাকর্ষণে ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥ কুশকাশময়ীং কুর্য্যাদ্‌যষ্টিকাং সুদৃঢ়াং নবাম্। দেবদ্বারে নৃপদ্বারেঽথবানেয়া চতুষ্পথে ॥ ৬৫ ॥ তামেকতো রাজপুত্রা হীনবর্ণাস্তথৈকতঃ। গৃহীত্বা কর্ষয়েয়ুস্তে যথাসারং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৬৬ ॥ সমসংখ্যা দ্বয়োঃ কার্য্যা সর্ব্বেঽপি বলবত্তরাঃ। জয়োঽত্র হীনজাতীনাং জয়ো রাজ্ঞস্তু বৎসরম্ ॥ ৬৭ ॥ উভয়োঃ পৃষ্ঠতঃ কার্য্যা রেখা তৎকর্ষকোপরি। রেখান্তে যো নয়েত্তস্য জয়ো ভবতি নান্যথা ॥ ৬৮ ॥ জয়চিহ্নমিদং রাজা নিরীক্ষেত প্রযত্নতঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কার্ত্তিকশুক্লপ্রতিপদ্মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ভগবন্ প্রষ্টুমিচ্ছামি ত্বামহং বিনয়ান্বিতঃ। তদ্‌ব্রতং ব্রূহি মে মর্ত্ত্যো মৃত্যুং যেন

হয়, বৎসরও তাহার সেই ভাবে অতিবাহিত হইয়া থাকে। এই দিন রোদন করিলে সম্পূর্ণ বৎসরটী রোদন করিতে হয়। এইরূপ প্রহৃষ্টাবস্থায় থাকিলে প্রহৃষ্ট, ভোজন করিলে ভুক্তি এবং সুস্থ থাকিলে স্বাস্থ্যলাভ হয়। কার্ত্তিকমাসের এই প্রতিপদকে দানবী বৈষ্ণবী তিথি কহে। এই দিনে দীপোৎসব করিলে সর্ব্ববিধ আনন্দ লাভ হয়। যে সকল শুভাভিলাষী মানব এই উৎসবের অনুষ্ঠান করেন, তাদৃশ বুদ্ধিমান্ মানব দান ও উপভোগাদি বিবিধ সুখের আকর হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সমস্ত কুল ও বর্ষ প্রমুদিত হয়। এইরূপে বলিপূজা সমাধান করিয়া পশ্চাৎ গো-ক্রীড়ার আচরণ করিবে। গোক্রীড়াদিবসে চন্দ্র দৃষ্ট হইলে সোমরাজ পশু ও সুরভী পূজকগণকে বিনাশ করেন, অতএব অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদে গোক্রীড়ার আচরণই সম্মত। যে মানব পরবিদ্ধা প্রতিপদে এই ক্রীড়ার আচরণ করে, তাহার পুত্র, পত্নী ও ধনক্ষয় হইয়া থাকে। গোক্রীড়ার গোগণকে অলঙ্কৃত ও গোগ্রাসাদি দ্বারা পূজা করিয়া বিবিধ গীত ও বাদিত্র-নির্ঘোষ সহকারে নগরের বাহিরে আনয়পূর্ব্বক নীরাজনা করিবে। এইদিন যদি প্রতিপদ অতি অল্পক্ষণ থাকে, তবে নীরাজন মাত্র করিয়া দ্বিতীয়ায় সায়ং সময়ে মঙ্গলমালিকাদি ক্রিয়ার আচরণ করিবে। এইরূপ নীরাজন ক্রিয়ায় সর্ব্ববিধ পাপবিমুক্তি হয়। যষ্টিকার্ষণে পূর্ব্ববিদ্ধপ্রতিপদ্ তিথিই গ্রাহ্য। এই যষ্টিকা নব কুশকাশ দ্বারা সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ করিয়া দেবদ্বার নৃপদ্বার কিংবা চতুষ্পথে স্থাপনান্তে উহার একদিক্ নৃপতনয়গণ ও অপরদিক হীন জাতীয় লোক সকল ধারণ করিবে। যষ্টিকার সারবত্তা বুঝিয়া দুই দিকেই নৃপতনয় ও হীন জাতীয় লোকগণের সংখ্যা সমান ও তুল্যবলবত্তানুসারে নির্ব্বাচিত করিতে হইবে এবং তাহারা উভয় দিকেই মুহুর্মুহু কর্ষণ করিবে। উভয় দলের পৃষ্ঠদিকে একটী একটী রেখা অঙ্কিত থাকিবে, যাহারা যষ্টিকা আকর্ষণ করিয়া সীমারেখা অতিক্রম করিবে, এই যষ্টিকাকর্ষণে তাহাদেরই জয় বুঝিতে হইবে। রাজা প্রযত্ন সহকারে স্বয়ং এই জয়চিহ্ন পর্য্যাবেক্ষণ করিবেন। যষ্টিকাকর্ষণে হীনজাতীয়দিগের কিংবা নৃপতনয়গণের জয় পরাজয় দ্বারাই তাহাদের এক বৎসরের জয় ও পরাজয় সূচিত হইবে। ৪৮—৬৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে ভগবন্! আমি বিনয়াম্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন্ ব্রত করিলে মানব

ন পশ্যতি ॥ ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। যদি পৃচ্ছসি বিপ্রেন্দ্র ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্। ব্রতং যমদ্বিতীয়াখ্যং শৃণু ত্বং মৃত্যুনাশনম্ ॥২ ॥ কার্ত্তিকে মাসি শুক্লায়াং দ্বিতীয়ায়াং মুনীশ্বর। কর্ত্তব্যং তদ্বিধানেন সর্ব্বমৃত্যুনিবারণম্ ॥ ৩ ॥ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় দ্বিতীয়ায়াং মুনীশ্বর ॥ মনসা চিন্তয়েদাত্মহিতং নৈবাহিতং স্মরেৎ ॥ ৪ ॥ প্রাতঃস্নানং ততঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। ততঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ ॥ ৫ ॥ কৃতনিত্যক্রিয়ো হৃষ্টঃ কুণ্ডলাঙ্গদভূষিতঃ। ঔডুম্বরতরুং গত্বা কৃত্বা মণ্ডলমুত্তমম্ ॥৬॥ পদ্মমষ্টদলং কৃত্বা তস্মিন্নৌডুম্বরে শুভে। বিধিং বিষ্ণুং চ রুদ্রং চ বরদাং চ সরস্বতীম্ ॥ ৭ ॥ বীণাপুস্তকসংযুক্তাং পূজয়েৎ স্বস্থমানসঃ। চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমৈর্দ্বিজসত্তম ॥ ৮ ॥ পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নারিকেলফলাদিভিঃ। ততো মৃত্যুবিনাশার্থং সালঙ্কারাং পয়স্বিনীম্ ॥ ৯ ॥ বিপ্রায় বেদবিদুষে গাং দদ্যাচ্চ সবৎসকাম্। অপমৃত্যুবিনাশার্থং সংসারার্ণবতারকাম্ ॥ ১০ ॥ হে বিপ্র তে ত্বিমাং সৌম্যাং ধেনুং সম্প্রদদাম্যহম্। ইতি মন্ত্রেণ গাং দদ্যাদ্বিপ্রায় ব্রহ্মবাদিনে ॥ ১১ ॥ তদলাভে তু বিপ্রায় ভক্ত্যা দদ্যাদুপানহৌ। ততঃ পূজাং সমাপ্যাথ ভক্তিমান্ পুরুষোত্তমে ॥ ১২ ॥ জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠান্ বয়োবৃদ্ধান্ সম্যগ্ ভক্ত্যাভিবাদয়েৎ। নানাবিধৈঃ ফলৈ রম্যৈস্তর্পয়েৎ স্বজনানপি ॥ ১৩ ॥ ততঃ সোদরসম্পন্না ভগিনী যা ভবেন্মুনে। তস্যা গৃহং সমাগত্য সম্যগ্ ভক্ত্যাভিবাদয়েৎ ॥ ১৪ ॥ ভগিনী সুভগে ভদ্রে ত্বদঙ্ঘ্রি সরসীরুহম্। শ্রেয়সেঽথ নমস্কর্ত্তুমাগতোঽস্মি তবালয়ম্ ॥ ১৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা ভগিনীং তাং তু বিষ্ণুবুদ্ধ্যাভিবাদয়েৎ। তদা তু ভগিনী শ্রুত্বা ভ্রাতুর্বচনমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ ভগিন্যা ভ্রাতরং বাক্যং বক্তব্যং প্রতি নারদ। অদ্য ভ্রাতরহং জাতা ত্বত্তো ধন্যাস্মি মঙ্গলা ॥ ১৭ ॥ ভোক্তব্যং তেঽদ্য মদ্গেহে স্বায়ুষে কুলদীপক। কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্থ দ্বিতীয়ায়াং সহোদর ॥ ১৮ ॥ যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেঽর্চ্চিতঃ। অস্মিন্ দিনে যমেনাপি নারকীয়াশ্চ মোচিতাঃ। অপি বদ্ধাঃ কর্ম্মপাশৈঃ স্বেচ্ছয়া পর্য্যটন্তি তে ॥ ১৯ ॥ স্বস্থুর্নরো বেশ্মনি যো ন ভুঙ্ক্তে যমদ্বিতীয়াদিনমত্র লব্ধা। তং পাপিনং প্রাপ্য বয়ং সুহৃষ্টাঃ

যমকে দর্শন করে না, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! যদি তোমার এইরূপ ব্রতকথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি ব্রতশ্রেষ্ঠ মৃত্যুনাশন যমদ্বিতীয়া নামক ব্রতবিবরণ শ্রবণ কর। হে মুনীশ্বর! কার্ত্তিকমাসের শুক্লদ্বিতীয়াতে সর্ব্বমৃত্যুবিনাশক এই ব্রত বিধিবিধানে করিতে হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দ্বিতীয়ার দিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া মনে মনে আত্মহিত চিন্তা করিবে, কদাচ অহিত চিন্তা করিবে না। হে দ্বিজসত্তম! তদনন্তর প্রাতঃ দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নান, শুক্লাম্বর পরিধান, শুক্লমাল্য ধারণ, সন্ধ্যাদি ক্রিয়া, কর্ণে কুণ্ডল ও হস্তে অঙ্গদ ধারণ করিয়া উডুম্বরতরুসমীপে গমন করিবে এবং হৃষ্টান্তঃকরণে তরুমূলে অষ্টদল পদ্মসমন্বিত একটী মণ্ডল করিয়া স্থিরজ্ঞানে উডুম্বরবৃক্ষে চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য এবং নারিকেলাদি বিবিধ উপচারে বিধি, বিষ্ণু, রুদ্র ও বীণাপুস্তকহস্তা বরদা সরস্বতীর পূজা করিবে। অনন্তর মৃত্যুবিনাশ কামনায় "অপমৃত্যু" ইত্যাদি মন্ত্রে বেদবিদ্ ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণকে সালঙ্কারা পয়স্বিনী সবৎসা ধেনু দান করিবে। যদি গোদান ঘটিয়া না উঠে, তবে ব্রাহ্মণকে পাদুকা দান করিবে। অনন্তর এইরূপে পূজাসমাধানপূর্ব্বক পুরুষোত্তমে ভক্তিমান্ হইয়া বয়োবৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি ও আত্মীয়জনগণকে ভক্তিপূর্ব্বক অভিবাদন করত নানাবিধ রম্য ফল দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিবে। ১—১৩। হে মুনে! তার পর যাঁহার ভগিনী আছে তিনি ভগিনীগৃহে গমন করিয়া "ভগিনী সুভগে! ভদ্রে! আমি শ্রেয়োলাভের জন্য তোমার চরণসরোরুহে প্রণিপাত করিবার জন্য আগমন করিয়াছি," এইরূপ প্রার্থনাবাক্যে সম্যক্ ভক্তিসহকারে বিষ্ণুবুদ্ধিতে তাঁহার অভিবাদন করিবে। হে নারদ! তখন ভগিনী ভ্রাতার এই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—"হে ভ্রাতঃ! আজ আমি তোমার দ্বারা ধন্য ও মঙ্গলযুক্ত হইলাম, হে কুলোজ্জ্বল! আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য তুমি অদ্য আমার গৃহে ভোজন করিবে। হে সহোদর! পূর্ব্বকালে এই কার্ত্তিকমাসের শুক্লদ্বিতীয়ায় যমভগিনী যমুনা ভ্রাতা যমকে পূজা করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন; যমও এই দিনে নারকীয়গণকে মুক্তি দিয়া থাকেন এবং যাহারা কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া যমভবনে নীত হইয়াছে, তাহারাও স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করে। আরও দেখ, যমদ্বিতীয়া প্রাপ্ত হইয়া যে নর ভগিনীর গৃহে ভোজন না করে, তক্ষ্যহীন পাপগণ সেই পাপীকে লক্ষ্য করিয়া

প্রভক্ষ্যামোহদ্য চ ভক্ষ্যহীনাঃ ॥ ২০ ॥ ইতি পাপা রটন্তীহ ব্রহ্মহত্যাদয়স্তথা। তস্মাদ্ভ্রাতর্ম্মদ্গৃহে তু ভোজনং কুরু কার্ত্তিকে ॥ ২১ ॥ শুক্লায়াস্তু দ্বিতীয়ায়াং বিশ্রুতায়াং জগত্রয়ে। অস্যাং নিজগৃহে পুত্র ভুজ্যতে ন বুধৈরপি ॥ ২২ ॥ ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা ভগিনীং পূজয়েদ্ব্রতী। প্রহর্ষাৎ সুমহাভাগ বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ২৩ ॥ অগ্রজামভিবন্দ্যাথ আশিষঞ্চ প্রগৃহ্য চ। সর্ব্বা ভগিন্যঃ সন্তোষ্যা বস্ত্রালঙ্কারদানতঃ ॥ ২৪ ॥ অভাবে স্বস্য তু স্বসুঃ পিতৃব্যাঃ স্বপিতুঃ স্বসা। তস্যা গৃহং সমাগত্য কুর্য্যাদ্ভোজনমাদরাৎ ॥ ২৫ ॥ এবং যঃ কুরুতে পুত্র দ্বিতীয়াং যমনামিকাম্। অপমৃত্যুবিনির্ম্মুক্তঃ পুত্রপৌত্রাদিভির্বৃতঃ ॥ ২৬ ॥ ইহ ভুক্ত্বা তু বিপুলান্ ভোগানন্যান্ যথেপ্সিতান্। অন্তে মোক্ষমবাপ্নোতি নান্যথা মদ্বচো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ ব্রতান্যেতানি সর্ব্বাণি দানানি বিবিধানি চ। গৃহস্থৈস্বৈব যুজ্যন্তে তস্মাদ্গার্হস্থ্যমাশ্রয়েৎ ॥ ২৮ ॥ কথাং যমদ্বিতীয়ায়া ব্রতস্থঃ শৃণুয়ান্নরঃ। তস্য সর্ব্বাণি পাপানি নশ্যন্তীত্যাহ মাধবঃ ॥ ২৯ ॥ সূত উবাচ। কার্ত্তিকে চ দ্বিতীয়ায়াং পূর্ব্বাহ্নে যমমর্চ্চয়েৎ। ভানুজায়াং নরঃ স্নাত্বা যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ৩০ ॥ কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াস্তু শৌনক। যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেঽর্চ্চিতঃ ॥ ৩১ ॥ দ্বিতীয়ায়াং মহোৎসর্গো নারকীয়াশ্চ তর্পিতাঃ। পাপেভ্যো বিপ্রমুক্তাস্তে মুক্তাঃ সর্ব্বে নিবন্ধনাৎ ॥ ৩২ ॥ অত্রাশিতাশ্চ সন্তুষ্টাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে যদৃচ্ছয়া। তেষাং মহোৎসবো বৃত্তো যমরাষ্ট্রসুখাবহঃ ॥ ৩৩ ॥ অতো যমদ্বিতীয়েয়ং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা। তস্মান্নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততো বুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥ স্নেহেন ভগিনীহস্তাদ্ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনম্। ঊর্জ্জে শুক্লদ্বিতীয়ায়াং পূজিতস্তর্পিতো যমঃ ॥ ৩৫ ॥ মহিষাসনমারূঢ়ো দণ্ডমুদ্গরভৃৎপ্রভুঃ। বেষ্টিতঃ কিঙ্করৈর্হৃষ্টৈস্তস্মৈ যাম্যাত্মনে নমঃ ॥ ৩৬ ॥ যৈর্ভগিন্যঃ সুবাসিন্যো বস্ত্রদানাদিতোষিতাঃ। ন তেষাং বৎসরং যাবৎ কলহো ন রিপোর্ভয়ম্ ॥৩৭॥ ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং ধর্ম্ম-

---

বলিয়া থাকে যে—"উহাকে প্রাপ্ত হইয়া অদ্য আমরা হৃষ্টান্তঃকরণে ভোজন করিব। হে ভ্রাতঃ! ব্রহ্মহত্যাদি পাপনিবহ এইরূপই রটনা করিয়া বেড়ায়। অতএব অদ্য কার্ত্তিকপ্রতিপদ্দিনে আমার গৃহে ভোজন কর। বিশেষতঃ ত্রিলোকবিখ্যাত কার্ত্তিকশুক্লপ্রতিপদ্ দিনে জ্ঞানিগণ কদাচ নিজগৃহে ভোজন করেন না। হে পুত্র নারদ! ভগিনী এইরূপ বলিলে ব্রতধারী ভ্রাতা "তাহাই হউক" বলিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। হে মহাভাগ! অনন্তর অগ্রজা ভগিনীকে অভিবাদন ও তাঁহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক অন্যান্য ভগিনীগণকে বস্ত্র ও অলঙ্কারদানে সন্তুষ্ট করিবে। যদি সহোদরা ভগিনীর অভাব হয়, তবে পিতৃব্যজা বা পিতৃষ্বসার কন্যা-গৃহে গমনপূর্ব্বক আদর সহকারে ভোজন করিবে। হে পুত্র!' যে মানব এই দ্বিতীয়া-ব্রত আচরণ করে, তাহার এবং তদীয় পুত্র পৌত্রাদির অপমৃত্যু হয় না। এবং সেই মানব ইহকালে বিবিধ অভীপ্সিত ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তকালে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। তুমি নিশ্চয় জানিও—আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। এই সকল ব্রত ও বিবিধ দান গৃহস্থগণেরই ফলদ জানিবে, অতএব গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনই কর্ত্তব্য।১৪—২৮। মাধব বলিয়াছেন,—মানব ব্রতস্থ হইয়া যমদ্বিতীয়ার ব্রতকথা শ্রবণ করিলে তাহার সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। সূত কহিলেন,—কার্ত্তিকশুক্লদ্বিতীয়াদিনে যমুনায় স্নান করিয়া পূর্ব্বাহ্নে যমের পূজা করিলে তাহার যমলোক দর্শন হয় না। হে শৌনক! কার্ত্তিকশুক্লদ্বিতীয়ায় যমুনা নিজগৃহে যমকে পূজা করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। এই দ্বিতীয়াদিনে নারকীয়গণও তৃপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা এই দিনে নিষ্পাপ হইয়া বন্ধনমুক্ত হয়, যথেচ্ছ আহার ও বিহার করিয়া সন্তোষ লাভ করে এবং তাহাদের উৎসবে যমরাজ্য সুখাবহ হয়। হে বিপ্র! এই জন্যই এই যমদ্বিতীয়া ত্রৈলোক্যে বিখ্যাত; অতএব পণ্ডিতগণ এই দিনে নিজগৃহে ভোজন করিবেন না, স্নেহ সহকারে ভগিনীহস্তপ্রদত্ত বলবর্দ্ধন অন্ন ভোজন করিবেন। 'কার্ত্তিকশুক্লদ্বিতীয়ায় যে মহিষাসন দণ্ডমুদ্গরধারী প্রভু যম হৃষ্ট কিঙ্করগণে পরিবৃত হইয়া ভগিনী যমুনা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, সেই যাম্যাত্মাকে নমস্কার। যাঁহারা সুবাসিনী ভগিনীগণকে বস্ত্রদানাদিদ্বারা সন্তুষ্ট করেন, একবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদের কলহ বা রিপুভয় থাকে না। হে অনঘ! এই ব্রত ধন্য,

কামার্থসাধনম্। ব্যাখ্যাতং সকলং পুত্র সরহস্যং ময়ানঘ॥ ৩৮॥ যস্যাং তিথৌ যমুনয়া যমরাজদেবঃ সম্ভোজিতঃ প্রতিতিথৌ স্বসৃসৌহৃদেন। তস্মাৎ-স্বসুঃ করতলাদিহ যো ভুনক্তি প্রাপ্নোতি বিত্তশুভ-সম্পদমুত্তমাং সঃ॥ ৩৯॥ সূত উবাচ। বিশেষ-শ্চাত্র সম্প্রোক্তো বালখিল্যৈর্মহর্ষিভিঃ। তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ॥ ৪০॥ বালখিল্যা উচুঃ। কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া যমসংজ্ঞিতা। তত্রাপরাহ্ণে কর্ত্তব্যং সর্ব্বথৈব যমার্চ্চনম্॥ ৪১॥ প্রত্যহং যমুনাগত্য যমং সম্প্রার্থয়ৎ পুরা। ভ্রাতর্মম গৃহে যাহি ভোজনার্থং গণাবৃতঃ॥ ৪২॥ অদ্য শ্বো বা পরশ্বো বা প্রত্যহং বদতে যমঃ। কার্য্যব্যাকুল-চিত্তানামবকাশো ন জায়তে॥ ৪৩॥ তদৈকদা যমুনয়া বলাৎকারান্নিমন্ত্রিতঃ। স গতঃ কার্ত্তিকে মাসি দ্বিতীয়ায়াং মুনীশ্বরাঃ॥ ৪৪॥ নারকীয়জনান্মুক্ত্বা গণৈঃ সহ রবেঃ সুতঃ। কৃতাতিথ্যো যমুনয়া নানা-পাকাঃ কৃতাঃ খগ॥ ৪৫॥ কৃতাভ্যঙ্গো যমুনয়া তৈলৈর্গন্ধমনোহরৈঃ। উদ্বর্ত্তনং লাপয়িত্বা স্নাপিতঃ সূর্য্যনন্দনঃ॥ ৪৫॥ ততোঽলঙ্কারকং দত্তং নানা-বস্ত্রাণি চন্দনম্। মাল্যানি চ প্রদত্তানি মঞ্চো-পরি উপাবিশৎ॥ ৪৭॥ পক্বান্নানি বিচিত্রাণি কৃত্বা সা স্বর্ণভাজনে। যমায়াভোজয়দ্দেবী যমুনা প্রীতমানসা॥ ৪৮॥ ভুক্ত্বা যমোঽপি ভগিনী-মলঙ্কারৈঃ সমর্চ্চয়ৎ। নানাবস্ত্রৈস্ততঃ প্রাহ বরং বরয় ভামিনি। ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা যমুনা বাক্যম-ব্রবীৎ॥ ৪৯॥ যমুনোবাচ। প্রতিবর্ষং সমাগচ্ছ ভোজনার্থং তু মদ্গৃহে॥ ৫০॥ অদ্য সর্ব্বে মোচনীয়াঃ পাপিনো নরকাদ্যম। যেঽদ্যৈব ভগিনীহস্তাৎ করিষ্যন্তি চ ভোজনম্। তেষাং সৌখ্যং প্রদেহি ত্বমেতদেব বৃণোম্যহম্॥ ৫১॥ যম উবাচ। যমুনায়াস্তু যঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ॥ ৫২॥ ভুঙ্ক্তে চ ভগিনীগেহে ভগিনীং পূজয়েদপি। কদাচিদপি মদ্দ্বারং ন স পশ্যতি ভানুজে॥ ৫৩॥ বারাণশ্যামীশানদিগ্‌ভাগে যমতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্। তত্র স্নাত্বা চ বিধিবৎ সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ॥ ৫৪॥

যশস্ক, আয়ুষ্য এবং ধর্ম্মকামার্থসাধন। হে পুত্র! সরহস্য এসকল তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। যে তিথিতে যমুনা ভগিনীস্নেহে দেব যমরাজকে ভোজন করাইয়াছিলেন, যিনি প্রতিবৎসর এই কার্ত্তিকদ্বিতীয়া তিথিতে ভগিনীর হস্তে ভোজন করেন, তাঁহার শুভ উত্তম বিত্ত সম্পদ্‌লাভ হইয়া থাকে। সূত কহিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! বালখিল্য মহর্ষিরা এবিষয়ে বিশেষরূপে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি ঐ সকল কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। বালখিল্যগণ বলিয়াছিলেন,—কার্ত্তিক মাসের শুক্লদ্বিতীয়ার নাম যমদ্বিতীয়া, ঐ দিন অপরাহ্ণে যমের পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে যমুনা প্রতিবৎসর এই দ্বিতীয়া তিথিতে যমসমীপে আগমনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেন;—হে ভ্রাতঃ! স্বগণাবৃত হইয়া ভোজনার্থ আমার গৃহে অগমন করুন। কার্য্যব্যাকুলতায় অনবকাশ বশতঃ যমের আর যাওয়ার সময় হইত না। এইজন্য তিনি অদ্য কল্য কিংবা পরশ্বদিবস গমন করিব প্রত্যহ এইরূপ বলিতেন। হে মুনিশ্বরগণ! অনন্তর এক সময় যমুনা বিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে যমকে নিমন্ত্রণ করিলে যম—কার্ত্তিক মাসে যমদ্বিতীয়ার দিন ভগিনীগৃহে গিয়া ভোজন করেন। হে খগ! সূর্য্যসুত যম গমনকালে নারকীয়গণকে মুক্ত করিয়া কিঙ্করদিগের সহিত ভগিনীগৃহে গমনপূর্ব্বক আতিথ্য গ্রহণ করিলে যম-ভগিনী যমুনা তাহাকে বিবিধ পক্বান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। যমুনা সূর্য্যতনয় যমকে গৃহাগত দেখিয়া অভ্যঙ্গ উদ্‌বর্ত্তন ও স্নান করাইয়া নানাবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার চন্দন এবং মাল্যদান করিলেন। অনন্তর যম বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া মঞ্চের উপর উপবেশন করিলেন। যমুনা স্বর্ণভাজনে বিবিধ বিচিত্র পক্বান্ন সকল আনয়ন করিয়া প্রীতমনে ভ্রাতা যমকে ভোজন করাইলেন। যমও ভোজন করিয়া নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা ভগিনীকে অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন,—ভামিনি! বরপ্রার্থনা কর। যমুনা যমের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। যমুনা বলিলেন;—হে যম! প্রতি-বৎসর কার্ত্তিকশুক্লদ্বিতীয়ার দিবস ভোজনার্থ আমার গৃহে আগমন ও সেই দিনে নারকীয়গণকে নরক হইতে মুক্ত এবং যে সকল লোক এইদিনে ভগিনী হস্তে ভোজন করিবে, তাহাদিগকে সৌখ্য প্রদান করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনীয় বর। যম উত্তর করিলেন,—হে ভানুতনয়ে! যে মানব এই দিনে যমুনায় স্নান ও পিতৃদেবতাগণের তর্পণ করিয়া ভগিনীর গৃহে ভোজন ও ভগিনীকে পূজা করিবে, তাহাকে কদাচ আমার দ্বার দর্শন করিতে হইবে না। বারাণসীর ঈশানকোণে যমতীর্থ বিদ্যমান। বিচক্ষণ মানব ঐ তীর্থে যথাবিধি স্নান

পঠেদেতানি নামানি আমধ্যাহ্নং নরোত্তমঃ। স্থর্য্যস্যাভিমুখো মৌনী হৃতচিত্তঃ স্থিরাসনঃ॥ ৫৫॥ যমো নিহন্তা পিতৃধর্ম্মরাজো বৈবস্বতো দণ্ডধরশ্চ কালঃ। ভূতাধিপো দত্তকৃতানুসারী কৃতান্ত-মেতদ্দশভির্জপন্তি॥ ৫৬॥ ততো যমেশ্বরং পূজ্য ভগিনীগৃহমাব্রজেৎ। মন্ত্রেণানেন চ তয়া ভোজিতঃ পূর্ব্বমাদরাৎ॥ ৫৭॥ ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভম্। প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥ ৬৮॥ ততঃ সন্তোষ্য ভগিনীং বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ। স্বপ্নেঽপি যমলোকস্য ভবিষ্যতি ন দর্শনম্॥ ৬৯॥ নৃপৈঃ কারাগৃহে যে চ স্থাপিতা মম বাসরে। অবশ্যন্তে প্রেষণীয়া ভোজনার্থং স্বসুর্গৃহে॥ ৬০॥ বিমোক্তব্যা ময়া পাপা নরকেভ্যোঽদ্য বাসরে। যেঽদ্য বন্দীং করিষ্যন্তি তে তাড্যা মম সর্ব্বথা॥ ৬১॥ কনীয়সী স্বসা নাস্তি তদা জ্যেষ্ঠাগৃহং ব্রজেৎ। তদভাবে সপত্ন্যায়াঃ পিতৃব্যজাগৃহে ততঃ॥ ৬২॥ তদভাবে মাতৃস্বসুর্মাতুলস্যাত্মজা তথা। সাপত্নগোত্রসম্বন্ধৈঃ কল্পয়েদথবা ক্রমম্॥ ৬৩॥ সর্ব্বাভাবে মাননীয়া ভগিনী কাচি-দেব হি। গোনদ্যাদ্যথবা তস্যা অভাবে সতি কারয়েৎ॥ ৬৪॥ তদভাবেঽপ্যরণ্যানীং কল্পয়িত্বা সহোদরাম্। অস্যাং নিজগৃহে দেবি ন ভোক্তব্যং কদাচন॥ ৬৫॥ যে ভুঞ্জতে দুরাচারা নরকে তে পতন্তি চ। এবমুক্ত্বা ধর্ম্মরাজো যযৌ সংযমিনীং ততঃ॥ ৬৬॥ তস্মাদৃষিবরাঃ সর্ব্বে কার্ত্তিকব্রত-কারিণঃ। ভুঞ্জতে ভগিনীহস্তাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ৬৭॥ যমদ্বিতীয়াং যঃ প্রাপ্য ভগিনী-গৃহভোজনম্। ন কুর্য্যাদ্বর্ষজং পুণ্যং নশ্যতীতি রবেঃ শ্রুতিঃ॥ ৬৮॥ যা তু ভোজয়তে নারী ভ্রাতরং ভ্রাতৃকে তিথৌ। অর্চ্চয়েচ্চাপি তাম্বুলৈর্ন সা বৈধব্য-মাপ্নুয়াৎ॥ ৬৯॥ ভ্রাতুরায়ুঃক্ষয়ো নূনং ন ভবেত্তত্র কর্হিচিৎ। অপরাহ্ণব্যাপিনী সা দ্বিতীয়া ভ্রাতৃ-ভোজনে॥ ৭০॥ অজ্ঞানাদ্যদি বা মোহান্ন ভুক্তং ভগিনীগৃহে। প্রবাসিনা হ্যভাবাদ্বা জরিতেনাথ বন্দিনা॥ ৭১॥ এতদাখ্যানকং শ্রুত্বা ভোজনস্য ফলং ভবেৎ। কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ ধাত্রীচ্ছায়াং

ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া পূর্ব্বমুখ, মৌনী, স্থিরাসন ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত "যমো নিহন্তা" ইত্যাদি দশটী যমনাম পাঠ করিবেন এবং তদনন্তর যমেশ্বরের পূজা করিয়া ভগিনীগৃহে গমন করিলে ভগিনী "ভ্রাতস্তবানু—" ইত্যাদ মন্ত্রে আদর সহকারে ভ্রাতাকে ভোজন করাইবেন। অনন্তর ভ্রাতা, ভগিনীকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন; এইরূপ করিলে স্বপ্নেও যম-লোক দর্শন হয় না। রাজারাও কারাগৃহাস্থিত অপরাধীকে যমদ্বিতীয়ার দিবসে ভগিনীর আবাসে ভোজনার্থ প্রেরণ করিবেন এবং আমিও এই দিনে নারকীয় পাপিগণকে নরক হইতে বিমুক্ত করিব। যে রাজা এই দিনে বন্দীকে মোচন না করিবেন, তিনি সর্ব্বথা মৎকর্ত্তৃক তাড্যমান হইবেন। যাহার কনিষ্ঠা ভগিনী নাই, সে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গৃহে গমন করিবে; তদভাবে পতিমতী পিতৃব্যজা গৃহে, তদভাবে মাতৃঃস্বস্রা বা মাতুলকন্যার গৃহে; তদ-ভাবে যথাক্রমে জ্ঞাতি, গৌণজ্ঞাতি কিংবা অন্য সম্পর্কিত ভগিনীর গৃহে গমন করিবে। এইরূপ ভগিনীর অভাব হইলে কোন মনঃকল্পিত অর্থাৎ কাহারও সহিত ভগিনী সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইবে। এই সকলেরও যদি সম্ভব না হয়, তবে গো কিম্বা নদীকে ভগিনীরূপে চিন্তা করিয়া লইবে এবং তাহারও অভাব হইলে গহন অরণ্যকে ভগিনী মানিয়া তথায় গমন করিবে। কিন্তু দেবি! কদাচ যমদ্বিতীয়ার দিবস নিজাবাসে ভোজন করিবে না। যে সকল দুরাচার এই দিনে নিজগৃহে আহার করে, তাহাদের নরকে পতন হয়। ধর্ম্মরাজ যম এইরূপ বলিয়া নিজাধামে প্রস্থান করিলেন; হে ঋষিবরগণ! আমি তিন সত্য করিয়া বলিতেছি,—এই জন্যই কার্ত্তিকব্রতধারিগণ যমদ্বিতীয়ার দিন ভগিনীহস্তে ভোজন করিয়া থাকেন সংশয় নাই। যমদ্বিতীয়া প্রাপ্ত হইয়া যে মানব ভগিনীর গৃহে ভোজন না করে, তাহার বর্ষকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়, ইহা রবির শ্রুতি। যে নারী ভ্রাতৃতিথি যমদ্বিতীয়ার দিবস ভ্রাতাকে ভোজন ও তাম্বুল দ্বারা পূজা করে, তাহার বৈধব্য হয় না এবং নিশ্চিতই তাহার ভ্রাতার অক্ষয় আয়ু লাভ হইয়া থাকে। ভ্রাতৃভোজনে এই দ্বিতীয়াতিথি অপরাহ্ণব্যাপিনী গ্রহণ করিতে হয়। যে নর অজ্ঞান বা মোহ নিবন্ধন, বিদেশবাস কিংবা অভাব বশতঃ অথবা জরাগ্রস্ত, বা বন্দী হইয়াও এইদিনে ভগিনীগৃহে ভোজন না করে, সে এই যমদ্বিতীয়ার উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া ভোজন-ফল লাভ করিবে। বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে যে

বৈশ্যেন তেন দত্তা হি ক্ষুৎক্ষামায় দ্বিজাতয়ে॥ ৩৩॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেন রাজাসীদ্ধনিকঃ ক্ষিতৌ। তস্মাদ্দানং প্রকর্ত্তব্যং কার্ত্তিকে মাসি সর্বদা॥ ৩৪॥ ধাত্রীবনে মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে। ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য কার্ত্তিকে চ হরেঃ কথাম্। যঃ শৃণোতি স পাপেভ্যো মুচ্যতে দ্বিজসূনুবৎ॥ ৩৫॥ নারদ উবাচ। কোঽভূদ্দ্বিজসুতো ব্রহ্মন্ কিং পাপং কৃতবান্ পুরা। তস্য জাতা কথং মুক্তিরেতদ্বিস্তরতো বদ॥ ৩৬॥ ব্রহ্মোবাচ। পুরা দ্বিজবরশ্চাসীৎ কাবের্য্যা উত্তরে তটে॥ ৩৭॥ দেবশর্ম্মেতি বিখ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। তস্য পুত্রো দুরাচারস্তমাহ চ পিতা হিতম্॥ ৩৮॥ ইদানীং কার্ত্তিকো মাসো বর্ত্ততে হরিবল্লভঃ। তত্র স্নানং চ দানং চ ব্রতানি নিয়মান্ কুরু॥ ৩৯॥ তুলসীপুষ্পসহিতাং কুরু পূজাং হরেঃ সুত। দীপদানঞ্চ বিবিধং নমস্কারং প্রদক্ষিণাম্॥ ৪০॥ এবং পিতুর্বচঃ শ্রুত্বা পুত্রঃ ক্রোধসমন্বিতঃ। পিতরং প্রাহ দুষ্টাত্মা চলদোষ্ঠৌ বিনিন্দয়ন্॥ ৪১॥ পুত্র উবাচ। ন করিষ্যাম্যহং তাত কার্ত্তিকে পুণ্যসংগ্রহম্। ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা সক্রোধঃ প্রাহ তং সুতম্॥ ৪২॥ মূষকো ভব দুর্বুদ্ধে বনে বৃক্ষস্য কোটরে। ইতি শাপভয়াদ্ভীতো নত্বা পিতরমব্রবীৎ॥ ৪৩॥ দুর্যোনের্ম্মম মুক্তিঃ স্যাৎ কথং তদ্বদ মে গুরো। ইতি প্রসাদিতো বিপ্রঃ প্রাহ নিষ্কৃতিকারণম্॥ ৪৪॥ যদোর্জ্জব্রতজং পুণ্যং শৃণোষি হরিবল্লভম্। তদা তে ভবিতা মুক্তিস্তৎকথাশ্রবণাৎ সুত॥ ৪৫॥ স পিত্রা চৈবমুক্তস্তু তৎক্ষণান্মূষকোঽভবৎ। বহুবর্ষসহস্রাণি গহ্বরে বিপিনে বসন্॥ ৪৬॥ একদা কার্ত্তিকে মাসি বিশ্বামিত্রঃ সশিষ্যকঃ। স্নাত্বা নদ্যাং হরিং চার্চ্চ্য ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিতঃ॥ ৪৭॥ কথয়ামাস মাহাত্ম্যং শিষ্যেভ্যশ্চোর্জ্জসম্ভবম্। তদা কশ্চিদ্দুরাচারো ব্যাধোঽগান্মৃগয়াং চরন্॥ ৪৮॥ দৃষ্ট্বা ঋষিগণান্ হন্তুং কৃতেচ্ছঃ প্রাণিঘাতকঃ। তেষাং দর্শনমাত্রেণ সুবুদ্ধিরভবত্তদা॥ ৪৯॥ অথোবাচ দ্বিজান্নত্বা ভবদ্ভিঃ ক্রিয়তেঽত্র কিম্। তেনৈবমুক্তো বিপ্রেন্দ্রো

করেন। বৈশ্য তখন ঐ ক্ষুধিত ব্রাহ্মণকে তাহার সেই রক্ষিত চণক সকল প্রদান করে। হে নারদ! এই চণকদানের পুণ্যপ্রভাবে বৈশ্য ক্ষিতিতলে রাজা হইয়াছিল। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সকল অর্থকামের সিদ্ধির জন্য কার্ত্তিকমাসে ধাত্রীতলে সতত দানকরা কর্ত্তব্য। যে মানব কার্ত্তিকমাসে ধাত্রীর ছায়ায় সমাশ্রিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করে, দ্বিজতনয়ের ন্যায় সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি দ্বিজাত্মজের কথা কহিলেন, ইনি কে, পূর্ব্বকালে কি পাপ করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহার মুক্তি হইল? বিস্তররূপে এই সকল বলুন। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—পুরাকালে কাবেরীর উত্তর তীরে দেবশর্ম্মা নামে বিখ্যাত বেদবেদাঙ্গপারগ জনৈক দ্বিজবর বাস করিতেন। একদা দ্বিজবর দেবশর্ম্মা দুরাচার তনয়ের প্রতি এইরূপ হিতবাক্য প্রয়োগ করেন;—হে পুত্র! সম্প্রতি হরিপ্রিয় কার্ত্তিকমাস আগত। এই সময় স্নান, দান ও ব্রতাচরণ কর। হে পুত্র! এই পুণ্য কার্ত্তিকমাসে তুলসী ও পুষ্পদ্বারা হরির পূজা, বিবিধ দীপদান, নমস্কার এবং হরির প্রদক্ষিণ কর। পিতার বাক্য শুনিয়া দুরাচার তনয়ের ক্রোধে অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল। দুষ্টাত্মা তনয় পিতাকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল। পুত্র বলিল,—হে তাত! আমি কার্ত্তিক মাসে পুণ্যসঞ্চয় করিব না। পুত্রের এই কথা শুনিয়া পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—"রে দুর্বুদ্ধে! মূষিক হইয়া বনমধ্যে বৃক্ষকোটরে বাস কর।" পুত্র পিতার এবংবিধ শাপবাণী শ্রবণে ভীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিল,—হে গুরো! এই নিন্দিত যোনি হইতে কিরূপে আমার পরিত্রাণ হইবে, আমাকে বলুন। পুত্রের কথায় প্রসন্ন হইয়া পিতা তাহার মোক্ষকারণ নির্দ্দেশ করিলেন,—হে সুত! যখন তুমি কার্ত্তিক মাসের পুণ্য হরিপ্রিয় ব্রতকথা শ্রবণ করিবে, সেই কথাশ্রবণপ্রভাবে তখনই তোমার মুক্তি হইবে।২৫—৪৫। পিতার কথা শেষ হইলে পুত্র তৎক্ষণাৎ মূষিক হইল এবং বহু সহস্র বৎসর অরণ্যমধ্যে বৃক্ষকোটরে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর একদা কার্ত্তিক মাসে শিষ্যগণ সহ বিশ্বামিত্র কাবেরী নদীতে স্নান ও হরির পূজা করিয়া ধাত্রীচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যগণসমীপে কার্ত্তিক মাসের মাহাত্ম্য কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন। তখন প্রাণিঘাতক জনৈক দুরাচার ব্যাধ মৃগয়ার্থ আগমন করিয়া ঋষিগণকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের বধের জন্য মনন করে। কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিয়াই তাহার সুবুদ্ধির উদয় হয়। সে ঋষিগণ সন্নিধানে গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করে;—আপনারা

বিশ্বামিত্রস্তমব্রবীৎ ॥ ৫০ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। সর্ব্বেষামেব মাসানাং কার্ত্তিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। তস্মিন্‌ যৎক্রিয়তে কর্ম্ম বর্দ্ধতে বটবীজবৎ ॥ ৫১ ॥ কার্ত্তিকে মাসি যঃ কুর্য্যাৎ স্নানং দানঞ্চ পূজনম্‌। বিপ্রাণাং ভোজনং চৈব তদক্ষয্যফলং ভবেৎ ॥ ৫২ ॥ ব্যাধপ্রযুক্তমাকর্ণ্য ধর্ম্মঞ্চ ঋষিণা দ্বিজঃ। মৌষকং দেহমুৎসৃজ্য দিব্যদেহোঽভবত্তদা ॥ ৫৩ ॥ বিশ্বামিত্রং প্রণম্যাথ স্ববৃত্তান্তং নিবেদ্য চ। অনুজ্ঞাতোঽথ ঋষিণা বিমানস্থো দিবং যযৌ ॥ ৫৪ ॥ বিস্মিতো গাধিপুত্রস্তু ব্যাধশ্চৈব বিশেষতঃ। ব্যাধোঽপ্যূর্জ্জব্রতং কৃত্বা জগাম হরিমন্দিরম্‌ ॥ ৫৫ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ। ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য কথাশ্রবণমাচরেৎ ॥ ৫৬ ॥ মুষকোঽপি চ দুর্যোনের্ম্মুক্ত ঊর্জ্জকথাশ্রুতেঃ। শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদ্‌যো বা মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য বনভোজনমাচরেৎ। আদৌ কৃত্বা তথা স্নানমুদকে বনসংস্থিতে কৃত্বা কর্ম্মাণি নিত্যানি মাধবং পূজয়েত্ততঃ ॥ ৫৮ ॥ ধাত্রীছায়াং সমাশ্রিত্য হরৌ ভক্তিসমন্বিতঃ। শৃণুয়াচ্চ কথাং দিব্যাং মাসমাহাত্ম্যশংসনীম্‌ ॥ ৫৯ ॥ ততস্তু ব্রাহ্মণান্‌ ভক্ত্যা ভোজয়েদ্‌ ব্রহ্মবিত্তমান্‌। ততো ভুঞ্জীত বিপ্রেন্দ্র স্বয়ং হরিমনুস্মরন্‌ ॥ ৬০ ॥ এবং কৃতে ব্রতে বিপ্র কার্ত্তিকে হরিবল্লভে। যৎপাপং নশ্যতে পুত্র সাবধানমনাঃ শৃণু ॥ ৬১ ॥ হরেরনর্পিতভোগাচ্চ ভোজনে সূর্য্যদর্শনাৎ। রজস্বলাবাক্‌শ্রবণপাপাদ্ভোজনকে তথা ॥ ৬২ ॥ ভোজনাবসরে চান্যস্পর্শদোষস্তু যদ্ভবেৎ। নিষিদ্ধভোজনাত্তস্মাদ্ভোজনে চান্নদূষণাৎ ॥ ৬৩ ॥ শূদ্রস্যাপি তথা ত্যাগাৎ পুণ্যকালে হরিপ্রিয়ে। এতৈর্যৎসাধিতং পাপং তৎসর্ব্বং নশ্যতি ধ্রুবম্‌ ॥ ৬৪ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন ধাত্র্যাং ভোজনমাচরেৎ ॥ ৬৫ ॥ কার্ত্তিকে মাসি বৈ বিপ্রো ধাত্রীমালান্তু যো বহেৎ। তথৈব তুলসীমালাং তস্য পুণ্যমনন্তকম্‌ ॥ ৬৬ ॥ ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য দীপমালার্পণং নরঃ। করিষ্যতি বিশেষেণ তস্য পুণ্যমনন্তকম্‌ ॥ ৬৭ ॥ রাধাদামোদরৌ পূজ্যৌ তুলস্যধো বিশেষতঃ। তুলস্যভাবে কর্ত্তব্যা পূজা ধাত্রীতলে শুভা ॥ ৬৮ ॥ ধাত্রী-

এখানে কি করিতেছেন? ব্যাধ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিপ্রেন্দ্র বিশ্বামিত্র তাহাকে বলিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—মাসসমূহের মধ্যে কার্ত্তিকই শ্রেষ্ঠ। এই কার্ত্তিক মাসে যাহা কিছু কৃত হয়, বটবীজের ন্যায় তাহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে যে মানব স্নান, দান, পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি পুণ্য কার্য্য করেন, এই সকল তাঁহার অক্ষয় ফলজনক হয়। ব্যাধ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ঋষি বিশ্বামিত্র এই যে ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিলেন, কোটরস্থ মূষিক-শরীরধারী দ্বিজতনয় ইহা শ্রবণ করিয়া মুষিক-দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যদেহ হইলেন এবং ঋষি বিশ্বামিত্রকে প্রণাম ও স্বীয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া ঋষির আদেশ গ্রহণ করত বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিলেন। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইলেন। বিশেষতঃ ব্যাধ ততোধিক বিস্মিত হইল। অনন্তর ব্যাধও কার্ত্তিকব্রত করিয়া হরিপুরে গমন করিল। অতএব হে নারদ! সর্ব্বপ্রযত্নে কার্ত্তিকে ধাত্রীচ্ছায়ার আশ্রয় লইয়া কেশবের সম্মুখে বনভোজন করিবে। হে বিপ্রেন্দ্র! প্রথমে বনসমীপস্থ জলে স্নান ও নিত্য-কর্ম্ম সকল সমাধা করিয়া ধাত্রীসমীপে গমনপূর্ব্বক হরিভক্তিসমন্বিত হইয়া মাধবের পূজা করিবে, তার পর কার্ত্তিকমাসমাহাত্ম্যসূচক দিব্য ব্রতকথা শ্রবণ করিবে এবং তদনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মবিত্তম ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া হরিকে স্মরণ করিতে করিতে স্বয়ং ভোজন করিবে।৪৬—৬০। হে বিপ্র! এইরূপে হরিপ্রিয় কার্ত্তিকব্রত করিলে, মানবের কত পাপ বিদূরিত হয়, তাহা বলিতেছি; হে পুত্র! তুমি সাবধানে শ্রবণ কর। হরিকে নিবেদন না করিয়া ভোজন, সূর্য্যোদয় মাত্র ভক্ষণ, রজস্বলার বাক্য শ্রবণ, তাহার অন্ন ভোজন, ভোজন সময়ে অন্যের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন, নিষিদ্ধ অন্ন ভক্ষণ, দূষিত অন্ন ভক্ষণ এবং হরিপ্রিয় পুণ্য শুদ্ধকালের পরিত্যাগ—এই সব কার্য্যে যে পাপ সাধিত হয়, একমাত্র কার্ত্তিকব্রতে তৎসমস্ত বিদূরিত হইবে। অতএব কার্ত্তিক মাসে সর্ব্বপ্রযত্নে ধাত্রীতলে ভোজন করিবে। কার্ত্তিকমাসে যে বিপ্র—ধাত্রী এবং তুলসীমাল্য ধারণ করেন, তাঁহার পুণ্য অনন্ত। যে নর ধাত্রীর ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ, বিশেষতঃ দীপমালা অর্পণ করে, তাহার পুণ্যের সীমা নাই। কার্ত্তিক মাসে তুলসীর অধোদেশে বিশেষরূপে রাধাদামোদরের পূজা করিবে। তুলসীর অভাব হইলে, ধাত্রীতলেই উত্তম পূজা কর্ত্তব্য।

ছায়াতলে যেন সকৃদ্ভুক্তন্তু কার্ত্তিকে। দম্পত্যো-র্ভোজনং দত্তমন্নদোষাৎপ্রমুচ্যতে ॥ ৬৯ ॥ সম্পূর্ণে কার্ত্তিকে যস্তু সম্পূজ্যামলকীং শুভাম্। রাধা-দামোদরপ্রীত্যৈ ভোজয়িত্বা চ দম্পতী। পশ্চাৎ-স্বয়ন্তু ভূঞ্জীত ন শ্রীস্তস্য ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ৭০ ॥ যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে ধত্তে ধাত্রীফলং মুনে। প্রিয়ো ভবতি দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ॥ ৭১ ॥ ধাত্রীফলবিলিপ্তাঙ্গো ধাত্রীফলসমন্বিতঃ। ধাত্রীফল-কৃতাহারো নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৭২ ॥ ধাত্রী-ফলানি যো নিত্যং বহতে করসম্পুটে। তস্য নারায়ণো দেবো বরমিষ্টং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৩ ॥ শ্রীকামঃ সর্ব্বদা স্নানং কুর্য্যাদামলকৈর্নরঃ। তুষ্যত্যামলকৈ-র্বিষ্ণুরেকাদশ্যাং বিশেষতঃ ॥ ৭৪ ॥ নবম্যাং দর্শে সপ্তম্যাং সংক্রান্তৌ রবিবাসরে। চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগে চ স্নানমামলকৈস্ত্যজেৎ ॥ ৭৫ ॥ ধাত্রীচ্ছায়াং সমা-শ্রিত্য কুর্য্যাৎ পিণ্ডন্তু যো নরঃ। প্রয়ান্তি পিতরো মুক্তিং প্রসাদান্মাধবস্য তু ॥ ৭৬ ॥ মূর্দ্ধ্নি পাণৌ মুখে চৈব বাহ্বোঃ কণ্ঠে তু যো নরঃ। ধত্তে ধাত্রীফলং বৎস ধাত্রীফলবিভূষিতঃ ॥ ৭৭ ॥ যাবজ্জুষ্টি কণ্ঠস্থা ধাত্রীমালা নরস্য হি। তাবত্তস্য শরীরে তু প্রীত্যা লুণ্ঠতি কেশবঃ ॥ ৭৮ ॥ ধাত্রীফলঞ্চ তুলসী মৃত্তিকা দ্বারকোদ্ভবা। সফলং জীবিতং তস্য ত্রিতয়ং যস্য বেশ্মনি ॥ ৭৯ ॥ যাবদ্দিনানি বহতে ধাত্রীমালাং কলৌ নরঃ। তাবদ্যুগসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বসতি-র্ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ মালাযুগ্মং বহেদ্যস্তু ধাত্রীতুল-সিসম্ভবম্। যো নরঃ কণ্ঠদেশে তু কল্পকোটিং দিবং বসেৎ ॥ ৮১ ॥ ধাত্রীচ্ছায়াং গতো যস্তু দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্ধরিম্। তত্রৈব ভোজনং যস্য ব্রাহ্মণানাং চ কারয়েৎ ॥ ৮২ ॥ স্বয়ঞ্চ তত্র ভুঙ্ক্তে যঃ সূপভক্ষ্যা-দিকং তথা। ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈ-রপি ॥ ৮৩ ॥ তুলস্যাশ্চৈব ধাত্র্যাশ্চ ফলৈঃ পত্রৈ-র্হরিং যজেৎ ॥ ৮৪ ॥ তুলসী ধাত্রীযুক্তা হি সিক্তে সতি চ কার্ত্তিকে। বিলয়ং যান্তি পাপানি ব্রহ্ম-হত্যাদিকানি চ ॥ ৮৫ ॥ ধর্ম্মদত্তো দ্বিজঃ পূর্ব্বং যথা মুক্তিমবাপ হ ॥ ৮৬ ॥ নারদ উবাচ। কার্ত্তিকে মাসি সা সেব্যা পূজনীয়া সদা নরৈঃ। চাতুর্ম্মাস্যে ন সেব্যা সা ইত্যুক্তং ভবতা পুরা। তস্মাৎ সর্ব্ব-

---

কার্ত্তিকমাসে যিনি ধাত্রীতলে একবার মাত্র ভোজন করেন, তাহার ব্রাহ্মণদম্পতিভোজনের ফললাভ হইবে ও তিনি যাবতীয় অন্নদোষ হইতে বিমুক্ত হইবেন। যিনি সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাসে সুশোভন আমলকীকে পূজা করিয়া রাধাদামোদরের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণদম্পতিকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করেন, কদাচ তাহার লক্ষ্মীক্ষয় হয় না। হে মুনে! ভূমিতলে যে কোন বৈষ্ণব আমলকী ধারণ করেন, তিনি দেবগণেরও প্রিয় হন; মনুষ্যদিগের কথা আর কি বলিব? ধাত্রীফল অঙ্গে লেপন, ধাত্রী ফল অঙ্গে ধারণ এবং ধাত্রীফল আহার করিয়া নর নারায়ণের অনুরূপ হয়। ধাত্রীফল কর-পুটে যিনি নিরন্তর ধারণ করেন, নারায়ণ তাঁহাকে অভীষ্ট বরদান করিয়া থাকেন। সম্পৎকামী মানব নিত্য আমলকী দ্বারা স্নান, বিশেষতঃ একাদশী-দিবসে আমলকী দ্বারা হরির সন্তোষসাধন করি-বেন; কিন্তু নবমী, অমাবস্যা, সপ্তমী, সংক্রান্তি, রবিবার এবং চন্দ্র-সূর্য্যের উপরাগ—এই সকল দিনে আমলকীস্নান বর্জ্জন করিবেন। যিনি ধাত্রীচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া পিণ্ডদান করেন, মাধবের অনুগ্রহে তাঁহার পিতৃগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে বৎস! যিনি মস্তক, করদ্বয়, মুখ, বাহুযুগল এবং কণ্ঠে আমলকী ধারণ করেন; সেই আমলকী-বিভূষিত ব্যক্তির কণ্ঠস্থ আমলকী মালা শরীরে যে যে স্থানে লুণ্ঠিত হয়, কেশব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার শরীরের সেই সেই স্থানে স্বীয় শরীর লুণ্ঠিত করেন। ৬৯—৭৮। ধাত্রীফল, তুলসী এবং দ্বারকার মৃত্তিকা, এই তিনই মুক্তিদায়িনী; এই তিনটাই যাঁহার গৃহে বিদ্যমান, সেই মান-বের জীবন সফল। কলির লোক যতকাল আমলকীর মালা ধারণ করিবেন, তত সহস্রযুগ তাঁহার বৈকুণ্ঠবাস হইবে। যে ব্যক্তি কণ্ঠদেশে ধাত্রী ও তুলসীসম্ভূত মালাযুগ্ম ধারণ করেন, তিনি কোটি কল্পকাল স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশীদিনে ধাত্রীতলে গমনপূর্ব্বক হরির পূজা করেন এবং সূপাদি ভক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করেন, শতকোটি কল্পকালেও তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইবে না। যিনি কার্ত্তিকমাসে তুলসী ও আমলকীফল দ্বারা হরির পূজা এবং তুলসী ও আমলকীর অভিষেক করেন, পুরাকালে ধর্ম্মদত্ত দ্বিজের পাপনির্মুক্তির ন্যায় তাঁহা-রও ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিলীন হয়। নারদ প্রশ্ন করিলেন,—আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কার্ত্তিকমাসে ধাত্রী মানবগণের সর্ব্বদা সেব্যা ও পূজনীয়া, চাতু-র্ম্মাস্যে সেব্যা বা পূজনীয়া নহেন; অতএব এই

যেনেশ কথয়স্ব মহাব্রতঃ ॥ ৮৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। কার্ত্তিকে যাসি বিপ্রর্ষে শুক্লা যা দশমী শুভা। তদ্দিনারভ্য সা সেব্যা দৈবে পিত্রে চ কর্ম্মণি। দশম্যারভ্য তৎপত্রৈঃ ফলকৈর্ম্মধুসূদনম্ ॥ ৮৮ ॥ পূজয়ন্তি নরা যে বৈ তে বৈ বৈকুণ্ঠগামিনঃ। সমাপ্তে কার্ত্তিকব্রতে বনভোজনমাচরেৎ ॥ ৮৯ ॥ দশম্যাং বাথ দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা। পঞ্চম্যাং বা মহাভাগ বনভোজনমাচরেৎ ॥ ৯০ ॥ সর্ব্বোপস্কর-সংযুক্তো বৃদ্ধবালৈশ্চ সংযুতঃ। বনং প্রবেশয়েদ্ধীমান ধাত্রীবৃক্ষৈঃ সুশোভিতম্ ॥ ৯১ ॥ চূতৈর্বকৈস্তথাশ্বত্থৈঃ পিচুমন্দৈঃ কদম্বকৈঃ। ন্যগ্রোধৈশ্চিঞ্চিড়ীবৃক্ষৈঃ সমন্তাৎ পরিশোভিতম্ ॥ ৯২ ॥ তত্র গত্বা মহাপ্রাজ্ঞ পুণ্যাহং কারয়েৎ পুরা। বাস্তুপীঠং তথা পূজ্যং ধাত্রীমূলে তু কারয়েৎ ॥ ৯৩ ॥ বেদিকাং চতুরস্রাঞ্চ হস্তমাত্রায়তাং শুভাম্। তথোপবেদিকাং কৃত্বা বেদিকাগ্রে মহামতে ॥ ৯৪ ॥ উপবেশায় দেবস্য স্বলঙ্কার্য্যাস্তু ধাতুভিঃ। বেদিকাপশ্চিমে ভাগে কারয়েৎ কুণ্ডমণ্ডপম্ ॥ ৯৫ ॥ মেখলাত্রয়-সংযুক্তং পিপ্পলচ্ছদসংযুতম্। হস্তমাত্রায়তং সৌম্য এবং কুণ্ডঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৯৬ ॥ পশ্চাৎ স্নাত্বা ততো জপ্ত্বা দেবপূজাং সমাচরেৎ। পশ্চাদগ্নিং সমাধায় হোমং কুর্য্যাদ্যথাবিধি ॥ ৯৭ ॥ পায়সাজ্যগুড়স্বর্ণ-পালাশসমিধা তথা। গ্রহাণাং বাস্তুদেবেভ্যশ্চরুং কৃত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ৯৮ ॥ ধাত্রী শান্তিস্তথা কান্তি-র্মায়া প্রকৃতিরেব চ। বিষ্ণুপত্নী মহালক্ষ্মী রমা মা কমলা তথা ॥ ৯৯ ॥ ইন্দিরা লোকমাতা চ কল্যাণী কমলা তথা। সাবিত্রী চ জগদ্ধাত্রী গায়ত্রী সুধৃতিস্তথা ॥ ১০০ ॥ অব্যক্তা বিশ্বরূপা চ সুরূপা হ্যব্ধিসম্ভবা। প্রধানদেবতাভিস্তু রক্ষাহোমং সমাবভেৎ ॥ ১০১ ॥ সংসৃষ্টেতি চ মন্ত্রেণ ঋষভং মেতি মন্ত্রতঃ। অপূপং গুড়সূপাভ্যাং সংযুক্তং জুহুয়াদ্ধবিঃ ॥ ১০২ ॥ অষ্টোত্তরশতং হুত্বা মূলমন্ত্রেণ পায়সম্। ততো গ্রহাদি দেবাংশ্চ যথাসংখ্যেন হোময়েৎ ॥ ৩ ॥ ধাত্রীহোমে মহাপ্রাজ্ঞ রক্ষাহোমে তু পায়সম্। ততঃ স্বিষ্টকৃতং হুত্বা বলিদানং সমাচরেৎ ॥ ১০৪ ॥ ইন্দ্রাদি লোকপালাংশ্চ রক্ষা পূজ্যা প্রযত্নতঃ। ধাত্রীবৃক্ষস্য সর্ব্বত্র বেদিকা-সংযুতস্য চ ॥ ১০৫ ॥ সূপেন গুড়মিশ্রেণ বলিং

সকল অশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রর্ষে। কার্ত্তিকমাসের শুভ শুক্লা দশমী হইতে আরম্ভ করিয়া দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে ধাত্রী সেবনীয়া এবং দশমী তিথি হইতেই ধাত্রী-পত্র ও ফলদ্বারা মধুসূদনের পূজা করিতে হয়। যে সকল মানব এইরূপ পূজা করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠবাসী হন। অনন্তর কার্ত্তিকব্রত সমাপ্ত হইলে বনভোজন করিবে, হে মহাভাগ। এই ভোজনও দশমী, দ্বাদশী, পৌর্ণমাসী বা পঞ্চমীতে করিতে হইবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বাল ও বৃদ্ধগণে সম্মিলিত হইয়া বিবিধ উপচার সহকারে চারিদিকে চূত, বক, অশ্বত্থ, পিচুমন্দ, কদম্বক, ন্যগ্রোধ ও চিঞ্চিড়ীপরিবৃত শোভমান আমলকী-বনে প্রবেশ করিবেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমলকী-বনে প্রবেশ করিয়া প্রথমে পুণ্যাহ-বাচন করিবে, পরে ধাত্রীমূলে বাস্তুপীঠের পূজা করিতে হইবে। হে মহামতে! অনন্তর হস্তমাত্রায়ত চতুরস্র উত্তম বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে উপবেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং দেবতার উপবেশনের জন্য নানা বিবিধ ধাতুদ্বারা উহা বিভূষিত করিবে। অনন্তর বেদিকার পশ্চিমভাগে মেখলাত্রয়সংযুক্ত ও পিপ্পলিপত্রান্বিত কুণ্ড-মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইবে; হে সৌম্য। এই কুণ্ডও হস্তমাত্র আয়ত করিতে হইবে। অনন্তর স্নান ও জপ করিয়া দেবপূজা করিবে, তদনন্তর অগ্নি-আনয়ন-পূর্ব্বক পায়স, আজ্য, গুড়, স্বর্ণ ও পলাশসমিধ্ দ্বারা যথাবিধি হোম করিয়া প্রযত্ন-সহকারে বাস্তু ও নবগ্রহগণকে চরু প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর ধাত্রী, শান্তি, কান্তি, মায়া, প্রকৃতি, বিষ্ণুপত্নী মহালক্ষ্মী, রমা, মা, কমলা, ইন্দিরা, লোকমাতা, কল্যাণী, কমলা, সাবিত্রী, জগদ্ধাত্রী, গায়ত্রী, সুধৃতি, অব্যক্তা, বিশ্বরূপা, সুরূপা, অব্ধিসম্ভবা এই সকল প্রধান দেবতাকে আহুতি দিয়া রক্ষাহোম করিবে। তারপর "সংসৃষ্টা" ইত্যাদি ও "ঋষভং" ইত্যাদি মন্ত্রে গুড় ও সূপযুক্ত অপূপ হোম করিয়া অষ্টোত্তর শত ঘৃতাহুতি প্রদানানন্তর মূলমন্ত্রদ্বারা পায়সহোম করিবে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! অনন্তর পায়স দ্বারা যথাসংখ্য নবগ্রহ ও দেবতা হোম করিতে হইবে অর্থাৎ ধাত্রীহোমে, নবগ্রহ ও রক্ষাহোমে দেবগণের হোম করিতে হইবে। তার পর স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিয়া বলিদান করিবে। ধাত্রী-বৃক্ষের বেদিকাসংযুক্ত স্থানের সর্ব্বত্রই ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা করিয়া প্রযত্ন সহকারে রক্ষা পূজা করিবে। তারপর গুড়মিশ্রিত সূপদ্বারা

পশ্চাগ্নিবেদয়েৎ। দেবি ধাত্রি নমস্তভ্যং গৃহাণ বলিমুত্তমম্॥ ১১৬॥ মিশ্রিতং গুড়সূপাভ্যাং সর্ব্বমঙ্গলদায়িনি। পুত্রান্ দেহি মহাপ্রাজ্ঞা যশো দেহি শুভপ্রদম্॥ ১০৭॥ প্রজ্ঞাং মেধাঞ্চ সৌভাগ্যং বিষ্ণুভক্তিঞ্চ দেহি মে। নীরোগং কুরু মে নিত্যং নিষ্পাপং কুরু সর্ব্বদা॥ ১০৮॥ বর্চ্চস্কং কুরু মাং দেবি ধনবন্তং তথা কুরু। ইতি তাং প্রার্থয়েদ্দেবীং প্রাদক্ষিণ্যাদ্বলিং ন্যসেৎ॥ ১০৯॥ বলিপ্রদান-কালে তু যে কুর্ব্বন্তি প্রদক্ষিণম্। তে যান্তি বিষ্ণু-সালোক্যং পিতৃভিঃ সার্দ্ধমেব চ॥ ১১০॥ ততঃ পূর্ণা-হুতিং কৃত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ॥ ১১১॥ ধাত্রী-বৃক্ষস্য মূলস্থং মন্দস্মিতরমাপতিম্। তে যান্তি বিষ্ণুসাযুজ্যং যে পশ্যন্তীহ চক্ষুষা॥ ১১৩॥ বৈশ্ব-দেবং ততঃ কৃত্বা পূজয়েদ্বনদেবতাঃ। গন্ধাক্ষতাং-স্ততো দত্ত্বা বিপ্রেভ্যঃ পদ্মসম্ভব॥ ১২॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ। গৃহং প্রবেশয়েৎ পশ্চাদ্বৃদ্ধান্ বালাদিকৈঃ সহ॥ ১১৪॥ ব্রহ্মচারী ভবেদ্রাত্রৌ ক্ষিতিশায়ী ভবেত্ততঃ। গ্রাম-স্থৈশ্চ মিলিত্বা চ স্বয়ং বা কারয়েদ্বুধঃ॥ ১৫॥ সর্ব্ব-পাপবিমুক্ত্যর্থং বনভোজনমুত্তমম্। কৃত্বৈবং সকলং কর্ম্ম কৃষ্ণায় চ সমর্পয়েৎ॥ ১১৬॥ অশ্বমেধসহস্রস্য রাজসূয়শতস্য চ। যৎফলং সমবাপ্নোতি তৎফলং বনভোজনে॥ ১১৭॥ অতো ধাত্রী মহাভাগ পবিত্রা পাপনাশনী। ধাত্রী চৈব নৃণাং ধাত্রী ধাত্রীবৎ কুরুতে ক্রিয়াম্॥ ১১৮॥ দদাত্যায়ুঃ পয়ঃপানাৎ স্নানাদ্বৈ ধর্ম্মসঞ্চয়ম্। অলক্ষ্মীনাশনং স্নান-মাত্রৈর্নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ। বিঘ্নানি নৈব জায়ন্তে ধাত্রীস্নানেন বৈ নৃণাম্॥ ১১৯॥ তস্মাত্ত্বং কুরু বিপ্রেন্দ্র ধাত্রীস্নানং হি যত্নতঃ। প্রয়াস্যসি হরের্ধাম দেবত্বং প্রাপ্য নারদ॥ ১২০॥ যত্র যত্র মুনিশ্রেষ্ঠ ধাত্রীস্নানং সমাচরেৎ। তীর্থে বাপি গৃহে বাপি তত্র তত্র হরিঃ স্থিতঃ॥ ১২১॥ ধাত্রীস্নানেন বিপ্রর্ষে যস্যাস্থীনি কলেবরে। প্রক্ষাল্যন্তে মুনিশ্রেষ্ঠ ন স গর্ভগৃহং বসেৎ॥ ১২২॥ ধাত্রীজলেন বিপ্রেন্দ্র যেষাং কেশাশ্চ রঞ্জিতাঃ। তে নরাঃ কেশবং যান্তি নাশয়িত্বা কলের্ম্মলম্॥ ২৩॥ ধাত্রীফলং মহাপুণ্যং স্নানং পুণ্যতমং স্মৃতম্। পুণ্যাৎ পুণ্যতরং বৎস ভক্ষণে মুনিসত্তম॥ ১২৪॥ ন গঙ্গা ন গয়া কাশী ন বেণী ন চ পুষ্করম্। একৈব হি যথা পুণ্যা ধাত্রী মাধববাসরে॥ ১১৫॥ ধাত্রীস্নানং হরের্নাম তথৈ-

---

বলিদান করিয়া "দেবি ধাত্রি" ইত্যাদিমন্ত্রে, ধাত্রী-দেবীর প্রার্থনা সহকারে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে বলি বস্তু বিন্যস্ত করিবে। যিনি বলিপ্রদান কালে ধাত্রী দেবীকে প্রদক্ষিণ করেন, তিনি পিতৃগণ সহ বিষ্ণু-সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। অনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদান-পূর্ব্বক হোমকার্য্য সম্পূর্ণ করিবে। যাঁহারা ধাত্রীতরুর মূলস্থিত ঈষৎহাস্য-আস্য রমাপতিকে সন্দর্শন করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হয়। অনন্তর বৈশ্বদেব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, বনদেবতার পূজা ও বিপ্রগণকে চন্দন দান করিতে হইবে। তারপর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া বন্ধুদিগের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে। তদনন্তর বালকদিগের সহিত বৃদ্ধগণকে গৃহে পাঠাইয়া দ। িজে ব্রহ্মচর্য্যা-বলম্বনপূর্ব্বক রাত্রিতে ক্ষিতিতলে শয়ন করিবে। অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি গ্রামবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া অথবা একাকীই নিখিল পাপবিমুক্তির জন্য বনভোজন করিবেন। এই সকল কর্ম্মাচরণ করিয়া কৃষ্ণে কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। বনভোজনে মানব সহস্র অশ্বমেধ ও শতরাজসূয়ের যজ্ঞের তুল্য ফললাভ করে। ৭৯—১১৭। হে মহা-ভাগ। এই জন্য ধাত্রী অতিপবিত্রা হইয়াছেন। ধাত্রী তরুই নরগণের ধাত্রী; ধাত্রীই মানবের ধাত্রীর কাজ করিয়া থাকেন। ধাত্রীজলে স্নান করিলে ধর্ম্ম-সঞ্চয় এবং ধাত্রীজলপানে আয়ু লাভ হয়। ধাত্রীস্নান অলক্ষ্মীবিনাশন। ধাত্রীজলে স্নানমাত্রেই মানবের বিঘ্নসমূহ বিদূরিত হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্র! এজন্য তুমি যত্নপূর্ব্বক ধাত্রীস্নান কর। হে নারদ! এইরূপ করিলেই তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তীর্থেই হউক, আর গৃহেই হউক, যেখানে ধাত্রীস্নান আচরণ করিবে, সেইখানে হরির অধিষ্ঠান হইবে। হে বিপ্রর্ষে!—ধাত্রীস্নানে যাহার কলেবরের অস্থিসকল প্রক্ষালিত হয়, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহার আর গর্ভে বাস করিতে হয় না, হে বিপ্রেন্দ্র! ধাত্রীজলে যাহাদের কেশসকল রঞ্জিত হয়, কলির মল বিনাশ করিয়া তাহারা কেশবকে লাভ করিয়া থাকে। একেই ধাত্রীফল মহাপবিত্র; তারপর ধাত্রী স্নানে তাহাও পূততম; হে বৎস! ধাত্রী ভক্ষণ পুণ্য হইতেও পুণ্যতম। গঙ্গা, গয়া, কাশী, বেণী, ও পুষ্কর—হরিবাসরে একমাত্র ধাত্রীই এই সকলের তুল্য। হে পুত্র! ধাত্রী

বৈকাদশী স্মৃত। গয়াশ্রাদ্ধং তথা বৎস সমান মুনয়ো বিদুঃ ॥ ২৬ ॥ সংস্পৃশন্ যস্তু বৈ ধাত্রীমহন্যহনি মানবঃ। মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মনোবাক্কায়সম্ভবৈঃ ॥ ২৭ ॥ ধাত্রীকলৈরমাবাস্যাসপ্তমীনবমীষু চ। রবিবারে চ সংক্রান্তৌ ন স্নায়ান্মুনিসত্তম ॥ ১২৮ ॥ যস্মিন্ গৃহে মুনিবর ধাত্রী তিষ্ঠতি সর্ব্বদা। তস্মিন্ গৃহে ন গচ্ছন্তি প্রেতকুষ্মাণ্ডরাক্ষসাঃ ॥ ১২৯ ॥ ধাত্রীফলকৃতাং মালাং কণ্ঠস্থাং যো বহেন্নহি। স বৈষ্ণবো ন বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণোর্ভক্তিপরো যদি ॥ ১৩০ ॥ ন ত্যাজ্যা তুলসীমালা ধাত্রীমালা বিশেষতঃ। তথা পদ্মাক্ষমালাপি ধর্ম্মকামার্থমীপ্সুভিঃ ॥ ১৩১ ॥ যাবদ্দিনানি বহতে ধাত্রীমালাং কলৌ নরঃ। তাবদ্‌যুগসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বসতির্ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ সর্ব্বদেবময়ী ধাত্রী বাসুদেবমনঃপ্রিয়া। আরোপণীয়া সেব্যা চ পূজনীয়া সদা নরৈঃ ॥ ৩৩ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ধাত্রীমাহাত্ম্যমুত্তমম্। শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্তৈশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ৩৪ ॥ ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য কার্ত্তিকেঽন্নং ভুনক্তি যঃ। অন্নসংসর্গজং পাপমাবর্ষং তস্য নশ্যতি ॥ ১৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধাত্রীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

স্নান, হরিনাম, একাদশী ও গয়াশ্রাদ্ধ,—মুনিগণ এই সকল তুল্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে মানব প্রতিদিন ধাত্রী সংস্পর্শ করে, সে কায়মন ও বাক্য দ্বারা কৃত পাপনিবহ হইতে মুক্ত হয়। হে মুনিসত্তম! অমাবস্যা, সপ্তমী, নবমী, রবিবার ও সংক্রান্তিদিনে ধাত্রীস্নান বিধেয় নহে। হে মুনিবর! যাহার গৃহে সতত ধাত্রী থাকে, প্রেত, কুষ্মাণ্ড ও রাক্ষসগণ তাহার গৃহে গমন করে না। যে মানব ধাত্রীফলের মালা কণ্ঠে ধারণ না করে, বিষ্ণুভক্তিমান্ হইলেও সে বৈষ্ণব নহে। তুলসী মালা কখনও পরিত্যাজ্য নহে, বিশেষতঃ ধাত্রীমালা কদাচ ত্যাগ করিবে না; ঐরূপ ধর্ম্ম, কাম, ও অর্থার্থী মানব পদ্মমালাও কখন পরিত্যাগ করিবে না। কলির লোক যতদিন ধাত্রী মালা ধারণ করে, তত [illegible] যুগ তাহার বৈকুণ্ঠে বাস হয়। ধাত্রী সর্ব্বদেব[illegible] ও বাসুদেবমনঃপ্রিয়া; অতএব মানব সতত [illegible] পূজা, সেবা ও ধারণ করিবে। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত উত্তম ধাত্রীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা ভক্তগণের সতত শ্রাব্য এবং

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। গতবতি দেবর্ষিসত্তমে। হর্ষোৎফুল্লাননা সত্যা বাসুদেবমথাব্রবীৎ ॥ ১ ॥ সত্যভামোবাচ। ধন্যাস্মি কৃতকৃত্যাস্মি সফলং জীবিতং মম। দানং ব্রতং তপো বাপি কিং নু পূর্ব্বং কৃতং ময়া ॥ ২ ॥ যেনাহং মর্ত্ত্যজা দেব তবাঙ্গার্দ্ধহরাভবম্। ভবান্তরে চ কিংশীলা কা চাহং কস্য কন্যকা। তবাহং বল্লভা জাতা তদ্বদস্ব মমাখিলম্ ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। শৃণুষ্বৈকমনাঃ কান্তে যথা ত্বং পূর্ব্বজন্মনি ॥ ৪ ॥ পুণ্যব্রতং কৃতবতী তৎসর্ব্বং কথয়ামি তে। আসীৎ কৃতযুগস্যান্তে মায়াপুর্য্যাং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫ ॥ আত্রেয়ো দেবশর্ম্মেতি বেদবেদাঙ্গপারগঃ। তস্যাতিবয়সশ্চাসীন্নাম্না গুণবতীসুতা ॥ ৬ ॥ অপুত্রঃ স স্বশিষ্যায় চন্দ্রনাম্নে দদৌ সুতাম্। তমেব পুত্রবন্মেনে স চ তং পিতৃবদ্বশী ॥

চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ। যে মানব কার্ত্তিক মাসে ধাত্রীচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া ভোজন করে একবৎসর তাহার অন্নসংসর্গজ দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১১৮—১৩৫।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবর্ষিসত্তম নারদ রমাপতিকে সম্ভাষণ করিয়া গমন করিলে হর্ষোৎফুল্লবদনা সত্যভামা বাসুদেবকে বলিতে লাগিলেন। সত্যভামা বলিলেন,—আমি ধন্য, আমি কৃতকৃত্য, আজ আমার জীবন সফল হইল। হে দেব! আমি এমন কি দান, ব্রত, বা তপস্যা করিয়াছিলাম যে, মানবী হইয়াও আপনার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়াছি। জন্মান্তরে আমি কাহার কন্যা ছিলাম এবং আমার এমন কি সচ্চরিত্র ছিল যে, আপনার বল্লভা হইয়াছি। এই সকল আমার নিকট বলুন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—অয়ি দয়িতে! তুমি পূর্ব্বজন্মে যে পুণ্যব্রত করিয়াছিলে, তোমার নিকট সে সকল বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। সত্যযুগের অবসানে মায়াপুরীতে জনৈক দ্বিজোত্তম বাস করিতেন, তাঁহার নাম দেবশর্ম্মা। দেবশর্ম্মা অত্রিগোত্রসম্ভব ছিলেন। বৃদ্ধ দেবশর্ম্মার পুত্র সন্তান ছিল না; তাঁহার একটি মাত্র কন্যা ছিল,—নাম গুণবতী। দেবশর্ম্মা স্বীয় শিষ্য চন্দ্রের করে

'৭॥' তৌ কদাচিদ্বনং যাতৌ কুশেধ্মাহরণার্থিনৌ। নিহতৌ রক্ষসা তৌ চ কৃতান্তসমরূপিণা ॥ ৮ ॥ স্বস্বপুণ্যপ্রভাবেন বিষ্ণুলোকং গতাবুভৌ। ততো গুণবতী শ্রুত্বা রক্ষসা নিহতাবুভৌ ॥ ৯ ॥ পিতৃভর্ত্তৃজ-দুঃখার্ত্তা কারুণ্যং পর্য্যদেবয়ৎ। সা গৃহোপস্কারান্ সর্ব্বান্ বিক্রীয়াশু চ কর্ম্ম তৎ ॥ ১০ ॥ তয়োশ্চক্রে যথাশক্তি পারলৌকীং ততঃ ক্রিয়াম্। তস্মিন্নেব পুরে চক্রে বাসং সা মৃতজীবিনী ॥ ১১ ॥ ব্রতদ্বয়ং তয়া সম্যগাজন্মমরণাৎ কৃতম্। একাদশীব্রতং সম্যক্ সেবনং কার্ত্তিকস্য চ ॥ ১২ ॥ ইত্থং গুণবতী সম্যক্ প্রত্যব্দং ব্রতিনী হ্যভূৎ। কদাচিৎ সরুজা সাথ কৃশাঙ্গী জ্বরপীড়িতা ॥ ১৩ ॥ স্নাতুং গঙ্গাং গতা কান্তে কথঞ্চিচ্ছনকৈস্তদা। যাবজ্জলান্তরগতা কম্পিতা শীতপীড়িতা ॥ ১৪ ॥ তাবৎ সা বিহ্বলা-পশ্যদ্বিমানং যাতমম্বরাৎ। অথ সা তদ্বিমানস্থা বৈকুণ্ঠভুবনং যযৌ ॥ ১৫ ॥ কার্ত্তিকব্রতপুণ্যেন মৎসান্নিধ্যং গতাভবৎ। অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং যদা প্রার্থনয়া ভুবম্ ॥ ১৬ ॥ আগতোঽহং গণাঃ সর্ব্বে যাতাস্তেঽপি ময়া সহ। এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভামিনি ॥ ১৭ ॥ পিতা তে দেবশর্ম্মাভূৎ সত্রাজিদভিধো হ্যয়ম্। যশ্চন্দ্রনামা সোঽক্রূরস্ত্বং সা গুণবতী শুভা ॥ ১৮ ॥ কার্ত্তিকব্রতপুণ্যেন বহু মৎ প্রীতিদায়িনী। মদ্দ্বারি যত্ত্বয়া পূর্ব্বং তুলসীবাটিকা কৃতা ॥ ১৯ ॥ তস্মাদয়ং কল্পবৃক্ষস্তবাঙ্গণগতঃ শুভে। আজন্মমরণাৎ পূর্ব্বং যৎকৃতং কার্ত্তিকব্রতম্ ॥ ২০ ॥ কদাচিদপি তেন ত্বং মদ্বিয়োগং ন যাস্যসি। সত্যোবাচ। মাসানাং তু কথং নাম স মাসঃ কার্ত্তিকো বরঃ ॥ ২১ ॥ প্রিয়স্তে দেবদেবেশ কারণং তত্র কথ্যতাম্। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া কান্তে শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসা ॥ ২২ ॥ পৃথোর্বৈন্যস্য সংবাদং মহর্ষের্নারদস্য চ। এবমেব পুরা পৃষ্টো নারদঃ পৃথুনাব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥ নারদ উবাচ। শঙ্খ-নামাভবৎ পূর্ব্বমসুরঃ সাগরাত্মজঃ। ইন্দ্রাদিলোক-পালানামধিকারান্ জহার হ ॥ ২৪ ॥ সুবর্ণাদ্রিগুহাদুর্গ-

---

গুণবতীকে অর্পণ করিয়া চন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন, বলী চন্দ্রও দেবশর্ম্মাকে পিতার ন্যায় মানিতেন। অনন্তর একদা দেবশর্ম্মা ও চন্দ্র কুশ-কাষ্ঠ আহরণার্থী হইয়া বনগমন করিলে কৃতান্তরূপী রাক্ষসের হস্তে তাঁহারা নিহত হইয়া স্ব স্ব পুণ্যপ্রভাবে উভয়েই বিষ্ণুলোকে গমন করেন। অনন্তর রাক্ষসের হস্তে পিতা ও পতির নিধনবার্ত্তা শ্রবণে দুঃখিত হইয়া গুণবতী বহু বিলাপ করিলেন এবং সত্বর গৃহের উপকরণনিচয় বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া সমা-ধান করত জীবন্মৃতের ন্যায় সেই পুরমধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। গুণবতী জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত কার্ত্তিক ও একাদশী এই ব্রতদ্বয় সম্যক্-রূপে আচরণ করিয়াছিল। হে কান্তে! এইরূপে প্রতিবৎসর সম্যক্রূপে ব্রত করিতে থাকিলে একদা ব্রতকালে গুণবতী জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া জ্বরপীড়ায় অত্যন্ত কৃশাঙ্গী হয় এবং গঙ্গাস্নানার্থ ধীরে ধীরে অতিকষ্টে গমন করিতে থাকে। শীতপীড়িতা গুণবতী যখন জলসমীপে গমন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিহ্বল হইয়া পড়ে, তখনই আকাশ হইতে আগত এক দিব্য বিমান তাহার নয়নপথে পতিত হয়। অনন্তর গুণ-বতী কার্ত্তিকব্রতের পুণ্যপ্রভাবে সেই বিমানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠভবনে গমন করে। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় আমি ক্ষিতি-তলে আগমন করিলে মদীয় গণসকল আমার সহিত আগমন করিয়াছে। হে ভামিনি! এই যাদবগণই আমার গণ। তোমার পিতা দেবশর্ম্মা এখন সত্রাজিৎরূপে আবির্ভূত। এই যে অক্রূরকে দেখিতেছ, ইনিই তোমার পূর্ব্বস্বামী চন্দ্র, আর তুমিই ছিলে গুণবতী।১—১৮। তুমি পূর্ব্বকালে মহা-পুণ্য কার্ত্তিকব্রত করিয়া আমার অত্যন্ত প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলে এবং আমার দ্বারে তুলসীকানন নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, এজন্যই তোমার সুশোভন অঙ্গনসন্নিধানে আজ কল্পবৃক্ষ দেখিতেছ। হে প্রিয়ে! তুমি জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত এই কার্ত্তিক-ব্রত করিয়াছ, অতএব তুমি কদাচ আমার সহিত বিযুক্ত হইবে না। সত্যভামা বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! মাস সকলের মধ্যে কার্ত্তিক মাস কেন শ্রেষ্ঠ হইল এবং কি জন্যই বা কার্ত্তিক মাস আপনার প্রিয়? ইহার কারণ কীর্ত্তন করুন। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—হে দয়িতে! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে একমনা হইয়া শ্রবণ কর। দেবর্ষি নারদ এই সকল কথা বেনমন্দন পৃথুর সমীপে বর্ণন করেন। তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছ, পুরাকালে পৃথুও দেবর্ষিসমীপে এইরূপই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পৃথুর প্রশ্নে নারদ উত্তর করি-লেন,—পূর্ব্বকালে সাগরপুত্র শঙ্খাসুর ইন্দ্রাদি-

সংস্থিতাস্ত্রিদশাস্তঃ। ভবীক্ষ্যাথ্মবুক্তে তদা দৈত্যো ব্যচারয়ৎ ॥ ২৫ ॥ হৃতাধিকারাস্ত্রিদশা ময়া যদ্যপি নির্জ্জিতাঃ। লক্ষ্যন্তে বলযুক্তাস্তে করণীয়ং ময়াত্র কিম্ ॥ ২৬ ॥ জ্ঞাতং ভর্জু ময়া দেবা বেদমন্ত্রবলান্বিতাঃ। তান্ হরিষ্যে ততঃ সর্ব্বে বলহীনা ভবন্তি বৈ ॥ ২৭ ॥ ইতি মত্বা ততো দৈত্যো বিষ্ণুমালক্ষ্য নিদ্রিতম্। সত্যলোকাজ্জহারাশু বেদানাদিস্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৮ ॥ নীতাস্তু তেন তে বেদাস্তদ্ভয়াত্তে নিরাক্রমন্। তোয়ানি বিবিশুর্যজ্ঞমন্ত্রবীজসমন্বিতাঃ ॥ ২৯ ॥ তান্মার্গমাণঃ শঙ্খোঽপি সমুদ্রান্তর্গতো ভ্রমন্। ন দদর্শ তদা দৈত্যঃ ক্বচিদেকত্র সংস্থিতান্। অথ দেবৈঃ স্তুতো বিষ্ণুর্বোধিতস্তানুবাচ হ ॥ ৩০ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। বরদোঽহং সুরগণা গীতবাদ্যাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ৩১ ॥ ঊর্জ্জস্য শুক্লৈকাদশ্যাং ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ। অতশ্চৈষা তিথির্মান্যা সাতীব প্রীতিদা মম ॥ ৩২ ॥ বেদাঃ শঙ্খহৃতাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্ত্যুদকসংস্থিতাঃ। তানানয়াম্যহং দেবা হত্বা সাগরনন্দনম্ ॥ ৩৩ ॥ অদ্য প্রভৃতি বেদাস্তু মন্ত্রবীজসমন্বিতাঃ। প্রত্যব্দং কার্ত্তিকে মাসি বিশ্রমন্ত্বপ্সু সর্ব্বদা ॥ ৩৪ ॥ কালেঽস্মিন্ যে প্রকুর্ব্বন্তি প্রাতঃস্নানং নরোত্তমাঃ। তে সর্ব্বে যজ্ঞাবভৃথৈঃ সুস্নাতাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ অদ্যপ্রভৃত্যহমপি ভবামি জলমধ্যগঃ। ভবন্তোঽপি ময়া সার্দ্ধমায়ান্ত সমুনীশ্বরাঃ ॥ ৩৬ ॥ কার্ত্তিকব্রতিনাং চেন্দ্র রক্ষা কার্য্যা ত্বয়া সদা। ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ শফরীতুল্যরূপধৃক্। খাৎ পপাত জলে বিন্ধ্যবাসিনঃ কশ্যপস্য তু ॥ ৩৭ ॥ হত্বা শঙ্খাসুরং বিষ্ণুর্বদরীবনমাগমৎ। তত্রাহূয় ঋষীন্ সর্ব্বানিদমাজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৩৮ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। আনয়ধ্বঞ্চ বিশীর্ণাংস্তান যূয়ং বেদান প্রমার্গথ। অম্বুসংস্থাংশ্চ ত্বরিতাঃ সাগরস্য জলান্তরাৎ। তাবৎ প্রয়াগং তিষ্ঠামি দেবতাগণসংযুতঃ ॥ ৩৯ ॥ নারদ উবাচ।

লোকপালগণের অধিকার হরণ করিলে সুরগণ সুবর্ণগিরির দুর্গম গুহায় আশ্রয় লন। তখন দৈত্য শঙ্খাসুর মনে মনে বিচার করিল,—যদিও আমি সুরগণের রাজ্য অধিকার করিয়াছি এবং সম্প্রতি দেবগণ মৎকর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সুরগণকে যেন বলবানের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে; অতএব এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? আমার মনে হয়—বেদমন্ত্রেই দেবগণ বলীয়ান্ হইয়াছে, অতএব সেই বেদ অপহরণ করিলেই তাহারাও বলহীন হইয়া পড়িবে। শঙ্খদৈত্য এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখিল,—বিষ্ণু নিদ্রিত হইয়াছেন, বেদহরণের ইহা একটী উপযুক্ত সুযোগ। শঙ্খ তখনই সত্যলোকে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদসকল অপহরণ করিল। তখন যজ্ঞ, মন্ত্র ও বীজসম্পন্ন সেই বেদসকল দৈত্যহস্ত হইতে নির্গমনপূর্ব্বক ভীতিবশতঃ একেবারে সাগরসলিলমধ্যে প্রবেশ করিল। অসুর শঙ্খও বেদসকলের অন্বেষণার্থ সাগর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু বেদ সকল নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, অসুর অনেক ভ্রমণ করিয়াও এই সকল বেদের দর্শন পাইল না। অনন্তর বিষ্ণু দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত ও প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে সুরগণ! আপনারা কার্ত্তিক মাসের শুক্লএকাদশী দিনে মঙ্গলাবহ গীতবাদ্যাদি দ্বারা আমাকে প্রবোধিত করিয়াছেন, অতএব এই তিথি আমার অতীব প্রীতিদ ও মান্য। আপনারা সম্প্রতি বর প্রার্থনা করুন। শঙ্খাসুর বেদসকল অপহরণ করিয়াছে, ঐ সকল বেদ সম্প্রতি সাগর মধ্যে অবস্থিত; হে দেবগণ! আমি এখনই সাগরতনয় শঙ্খকে নিহত করিয়া সেই সকল বেদ আনয়ন করিব। ২৯—৩৩ আজ হইতে মন্ত্রবীজসম্পন্ন বেদ সকল প্রতি বৎসর কার্ত্তিকমাসে সতত জলমধ্যে বিশ্রাম করুক। যে সকল নরোত্তম এই কার্ত্তিক মাসে যথাকালে প্রাতঃ স্নান করিবেন, তাঁহারা যজ্ঞীয় অবভৃথ স্নানের ফল প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই। আজ হইতে আমিও এই দিনে জলমধ্যে বাস করিব, আপনারাও মুনীশ্বরগণ সহ আমার সহিত আগমন করুন। হে চন্দ্র। আপনি কার্ত্তিকব্রতিগণকে সতত রক্ষা করুন। ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়া বিন্ধ্যবাসী ব্রহ্মার সমক্ষে শফরী (পুঁটীমাছ) রূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশ হইতে জলে পতিত হইয়া শঙ্খাসুরের নিধন সাধন করত সত্বর বদরীবনে আগমন করিলেন। তথায় আসিয়া প্রভু বিষ্ণু ঋষিগণকে বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে ঋষিগণ! বেদ সকল জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া অত্যন্ত বিশীর্ণ হইয়াছে; অতএব আপনারা সত্বর জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বেদ সকল অন্বেষণ করিয়া আনয়ন করুন; আপনারা যতদিন না প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, দেবগণসহ তাবৎকাল আমি প্রয়াগে অবস্থান করিব। নারদ বলিলেন,—

স্তস্তৈঃ সর্ব্বমুনিভিস্তপোবলসমন্বিতৈঃ ॥ ৪০ ॥ উদ্ধৃতাশ্চ সবীজাস্তে বেদা যজ্ঞসমন্বিতাঃ। তেষু যাবন্মিতং যেন লব্ধং তাবদ্ধি তস্য তৎ ॥ ৪১ ॥ স স এব ঋষির্জাতস্তত্তৎপ্রভৃতি পার্থিব। অথ সর্ব্বেঽপি সঙ্গম্য প্রয়াগং মুনয়ো যযুঃ ॥ ৪২ ॥ বিষ্ণবে সন্নিধাত্রে তে লব্ধান্ বেদান্ন্যবেদয়ন্। লব্ধা বেদান্ সমগ্রাংস্তু ব্রহ্মা হর্ষসমন্বিতঃ ॥ ৪৩ ॥ অযজদ্বাজিমেধেন দেবর্ষিগণসংযুতঃ। যজ্ঞান্তে দেবতাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞপ্তিং চক্রুরঞ্জসা ॥ ৪৪ ॥ দেবা উচুঃ। দেবদেব জগন্নাথ বিজ্ঞপ্তিং শৃণু নঃ প্রভো। হর্ষকালোঽয়মস্মাকং তস্মাত্ত্বং বরদো ভব ॥ ৪৫ ॥ স্থানেঽস্মিন্ ব্রহ্মিণো দেবান্নষ্টান্ প্রাপ পুনস্ত্বয়ম্। যজ্ঞভাগান্ বয়ং প্রাপ্তাস্ত্বৎপ্রসাদাদ্রমাপতে ॥ ৪৬ ॥ স্থানমেতদ্ধি নঃ শ্রেষ্ঠং পৃথিব্যাং পুণ্যবর্দ্ধনম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং চাস্তু প্রসাদাত্তবতঃ সদা ॥ ৪৭ ॥ কালোঽপ্যয়ং মহাপুণ্যো ব্রহ্মঘ্নাদিবিশুদ্ধিকৃৎ। দত্তাক্ষয়করং চাস্তু বরমেবং দদস্ব নঃ ॥ ৪৮ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। মমাপ্যেতদ্বৃতং দেবা যদ্ভবদ্ভিরুদাহৃতম্। তথাস্তু সুলভং হ্যেতদ্ব্রহ্মক্ষেত্রমিতিপ্রথাম্ ॥ ৪৯ ॥ সূর্য্যবংশোদ্ভবো রাজা গঙ্গামত্রানয়িষ্যতি। সা সূর্য্যকন্যয়া চাত্র কালিন্দ্যা যোগমেষ্যতি ॥ ৫০ ॥ যূয়ঞ্চ সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যা নিবসন্তু ময়া সহ। তীর্থরাজেতি বিখ্যাতং তীর্থমেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥ সর্ব্বপাপানি নশ্যন্তি তীর্থরাজস্য দর্শনাৎ। সূর্য্যে মকরগে প্রাপ্তে স্নায়িনাং পাপনাশনঃ ॥ ৫২ ॥ কালোঽপ্যেষ মহাপুণ্যফলদোঽস্তু সদা নৃণাম্। সালোক্যাদিফলং স্নানৈর্ম্মাঘে মকরগে রবৌ ॥ ৫৩ ॥ নারদ উবাচ। এবং দেবান্ দেবদেবস্তূক্ত্বা তত্রৈবান্তর্দ্ধানমাগাৎ সবেধাঃ। দেবাঃ সর্ব্বেঽপ্যংশকৈস্তেঽপ্যত্তিষ্ঠংশ্চান্তর্দ্ধানং প্রাপুরিন্দ্রাদয়স্তে ॥ ৫৪ ॥ কার্ত্তিকে তুলসীমূলে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিমীশ্বরম্। ভুক্তেহ নিখিলান্ ভোগানন্তে বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সত্যভামাপূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তকথনপূর্ব্বকপ্রয়াগতীর্থপ্রশংসাপ্রসঙ্গবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

অনন্তর বিষ্ণুর আদেশে তপোবলসমন্বিত মুনিগণ যজ্ঞ ও মন্ত্রবীজসম্পন্ন বেদসকল সাগর হইতে উদ্ধার করিলেন। তৎকালে সেই ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত দেবগণের মধ্যে যিনি যে পরিমাণ প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই তাঁহার নিজস্ব হইল এবং তদবধি সেই বেদসম্পৎ অনুসারে ঋষিরাও প্রথিত হইলেন। অনন্তর ঋষিগণ মিলিত হইয়া প্রয়াগাভিমুখে গমন করিলেন এবং বিষ্ণুসমীপে উপনীত হইয়া লব্ধ বেদের বিবরণ নিবেদন করিলেন। তখন সমগ্র বেদলাভ করিয়া প্রহৃষ্টমনা ব্রহ্মা দেবর্ষিগণসহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন এবং যজ্ঞাবসানে দেবগণ পুনরায় সত্বর বিষ্ণুসমীপে গমনপূর্ব্বক নিবেদন করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে দেবদেব! আপনি সমস্ত জগতের নাথ, হে প্রভো! আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন। আমাদের আনন্দের দিন উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে বরদান করুন। হে রমাপতে! আপনার প্রসাদে এই ব্রহ্মা বেদসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরাও স্ব স্ব যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা যুক্তিযুক্তিই হইয়াছে; হে প্রভো। আপনার অনুগ্রহে আমাদের এই স্থান কালে, পুণ্যবর্দ্ধন, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, ব্রহ্মহত্যাদি পাপের বিশুদ্ধিদাতা, দানের অক্ষয়ফলের জনক এবং মহাপুণ্য হউক, আমাদিগকে এইবরই প্রদান করুন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে দেবগণ। আপনারা যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা আমার অবশ্য দেয়, তাহাই হউক,—এইস্থান ব্রহ্মক্ষেত্র নামে প্রথিত হইবে, সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজা ভগীরথ এইস্থানে গঙ্গা আনয়ন করিবেন, সূর্য্যতনয়া যমুনা এইস্থানে গঙ্গা সহ মিলিত হইবেন। আর আপনারা ব্রহ্মার সহিত মিলিতভাবে আমার সঙ্গে এই এইস্থানে বাস করিবেন। এই বদরীবন তীর্থসমূহের শ্রেষ্ঠ হইবে। এই তীর্থরাজের দর্শনে প্রাণিগণের পাপনিবহ বিধ্বংস হইবে। মাঘমাসে বদরীতীর্থে স্নানকারীর পাপ বিনষ্ট হইবে, কালে এই তীর্থ সতত মানবগণের মহাপুণ্যফলপ্রদ হইবে, এবং রবি মকরগত হইলে অর্থাৎ মাঘমাসে মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া আমার সালোক্যপ্রদ ফল লাভ করিবে। নারদ বলিলেন,—বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার সহিত অন্তর্দ্ধান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তথায় তাঁহাদের স্ব স্ব অংশ রক্ষিত করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। যে নর কার্ত্তিক মাসে তুলসীমূলে ভক্তি সহকারে ঈশ্বর হরির পূজা করেন, তিনি নিখিল ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকেন। ৪১—৫৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পৃথুরুবাচ। যত্ত্বয়া কথিতং ব্রহ্মন ব্রতমূর্জ্জস্য বক্তরাৎ। তত্র যা তুলসীমূলে বিষ্ণোঃ পূজা ত্বয়োদিতা ॥ ১ ॥ তেনাহং প্রষ্টুমিচ্ছামি মাহাত্ম্যং তুলসীভবম্। কথং সাতিপ্রিয়া তস্য দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ॥ ২ ॥ কথমেষা সমুৎপন্না কস্মিন্ স্থানে চ নারদ। এবং ব্রূহি সমাসেন সর্ব্বজ্ঞোঽসি মতো মম ॥ ৩ ॥ নারদ উবাচ। শৃণু রাজন্নবহিতো মাহাত্ম্যং তুলসীভবম্। সেতিহাসং পুরাবৃত্তং তৎসর্ব্বং কথয়ামি তে ॥ ৪ ॥ পুরা শক্রঃ শিবং দ্রষ্টুমগাৎ কৈলাসপর্ব্বতম্। সর্ব্বদেবৈঃ পরিবৃতো হ্যপ্সরোগণসেবিতঃ ॥ ৫ ॥ যাবদ্গতঃ শিবগৃহং তাবত্তত্র স দৃষ্টবান্। পুরুষং ভীমকর্ম্মাণং দংষ্ট্রাননবিভীষণম্ ॥ ৬ ॥ স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভোঃ ক্ব গতো জগদীশ্বরঃ। এবং পুনঃপুনঃ পৃষ্টঃ স তদা নোক্তবান্ নৃপ ॥ ৭ ॥ ততঃ ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিস্তং নির্ভর্ৎস্য বচোঽব্রবীৎ। রে ময়া পৃচ্ছ্যমানোঽপি নোত্তরং দত্তবানসি ॥ ৮ ॥ অতস্ত্বাং হন্মি বজ্রেণ কস্তে ত্রাতাস্তি দুর্ম্মতে। ইত্যুদীর্য্য ততো বজ্রী বজ্রেণাভ্যহনদ্দৃঢ়ম্ ॥ ৯ ॥ তেনাস্য কণ্ঠো নীলত্বমগাদ্বজ্রঞ্চ ভস্মতাম্। ততো রুদ্রঃ প্রজজ্বাল তেজসা প্রদহন্নিব ॥ ১০ ॥ দৃষ্ট্বা বৃহস্পতিস্তূর্ণং কৃতাঞ্জলিপুটোঽভবৎ। ইন্দ্রঞ্চ দণ্ডবদ্ভূমৌ কৃত্বা স্তোতুং প্রচক্রমে ॥ ১১ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। নমো দেবাধিপতয়ে ত্র্যম্বকায় কপর্দ্দিনে। ত্রিপুরঘ্নায় শর্ব্বায় নমোঽন্ধকনিষূদিনে ॥ ১২ ॥ বিরূপায়াতিরূপায় বহুরূপায় শম্ভবে। যজ্ঞবিধ্বংসকর্ত্রে চ যজ্ঞানাং ফলদায়িনে ॥ ১৩ ॥ কালান্তকায় কালায় কালভোগিধরায় চ। নমো ব্রহ্মশিরোহন্ত্রে ব্রাহ্মণায় নমো নমঃ ॥ ১৪ ॥ নারদ উবাচ। এবং স্তুতস্তদা শম্ভুর্দ্ধিষণেন জগাদ তম্। সংহরন্নয়নজ্বালাং ত্রিলোকীদহন-ক্ষমাম্ ॥ ১৫ ॥ বরং বরয় ভো ব্রহ্মন্ প্রীতঃ স্তুত্যানয়া তব। ইন্দ্রস্য জীবদানেন জীবেতি

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পৃথু কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি কার্ত্তিকব্রতের ও তুলসীমূলে বিষ্ণুপূজার কথা বিস্তাররূপে বলিলেন। এক্ষণে তুলসীমাহাত্ম্য বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তুলসী দেবদেব শার্ঙ্গধর বিষ্ণুর কিরূপে অতি প্রিয় হইল? হে নারদ! কোন্ স্থানে কিরূপে এই তুলসীর জন্ম হইল? আপনি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বর্ণন করুন। নারদ উত্তর করিলেন,—হে রাজন্! অবহিত হইয়া তুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। এই বিষয় একটী পুরাবৃত্ত আছে, তাহাও আমি তোমার নিকট বলিতেছি। পুরাকালে শক্র অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া সকল দেবগণ সমভিব্যাহারে শঙ্করের দর্শনমানসে কৈলাসে আগমন করেন। তিনি শিবগৃহ সমীপে গমন করিয়াই তথায় ভীষণ দংষ্ট্রা-সম্পন্ন বীভৎসবদন এক পুরুষকে অবস্থিত দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে কে তুমি? জগদীশ্বর কোথায় গমন করিয়াছেন? হে রাজন্! ইন্দ্র বারংবার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও সেই পুরুষ কোন উত্তর দিল না; অনন্তর ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রগ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন;—রে দুর্ম্মতে! আমি বারবার তোকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তথাপি তুই উত্তর দিস্ নাই, অতএব বজ্রদ্বারা আমি তোকে নিহত করিব, দেখি কে তোকে রক্ষা করে? ইন্দ্র এইরূপ গর্ব্বিত বাক্যে বজ্রগ্রহণপূর্ব্বক সেই পুরুষকে দৃঢ়রূপে প্রহার করিলেন, বজ্রপ্রহারে তাঁহার বিশেষ কিছুই হইল না, তাঁহার কণ্ঠমাত্র নীলবর্ণ ধারণ করিল; কিন্তু বজ্রই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। ইহার পরই রুদ্র স্বীয় তেজে যেন সমস্ত দগ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত হইলেন। ১—১০। তদ্দর্শনে দেবগুরু বৃহস্পতি সত্বর ইন্দ্রকে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইতে বলিলেন এবং স্বয়ং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে উপক্রম করিলেন। বৃহস্পতি বলিলেন,—হে কপর্দ্দিন্! আপনি দেবগণেরও অধিপতি, হে ত্রিনয়ন! আপনি ত্রিপুর ধ্বংস করিয়াছেন, অন্ধকাসুর আপনাদ্বারা বিমর্দ্দিত হইয়াছে; হে শর্ব্ব! আপনাকে নমস্কার। আপনি বিরূপ, অতিরূপ এবং বহুরূপ; হে শম্ভো! আপনি দক্ষের যজ্ঞ বিধ্বংসিত করিয়াছেন, আপনি যজ্ঞ সকলের ফলদাতা; আপনি কালেরও অন্তক এবং কালসর্প আপনার ভূষণ; হে কাল! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মশির বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং আপনি ব্রাহ্মণ; অতএব আপনাকে নমস্কার। নারদ বলিলেন,—অনন্তর বৃহস্পতি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ত্রিলোকদহনক্ষম নয়নবহ্নি প্রশমিত করত বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি

ত্বং প্রযাহি ব্রজ ॥ ১৬ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেব ত্বং পাহীন্দ্রং শরণাগতম্। অগ্নিরেষ শমং যাতু ভালনেত্রসমুদ্ভবঃ ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। পুনঃ প্রবেশমায়াতি ভালনেত্রে কথং শিখী। এনং ত্যক্ষ্যাম্যহং দূরে যথেন্দ্রং নৈব পীড়য়েৎ ॥ ১৮ ॥ নারদ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা তং করে ধৃত্বা প্রাক্ষিপল্লবণার্ণবে। সোঽপতৎ সিন্ধুগঙ্গায়াং সাগরস্য চ সঙ্গমে ॥ ১৯ ॥ তাবৎ স বালরূপত্বমগাত্তত্র রুরোদ চ। রুদতস্তস্য শব্দেন প্রাকম্পদ্ধরণী মুহুঃ ॥ ২০ ॥ স্বর্গাদ্যাঃ সত্যলোকান্তাস্তৎস্বনাদ্বধিরীকৃতাঃ। শ্রুত্বা ব্রহ্মা যযৌ তত্র কিমেতদিতি বিস্মিতঃ ॥ ২১ ॥ তাবৎসমুদ্রস্যোৎসঙ্গে তং বালং স দদর্শ হ। দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমায়ান্তং সমুদ্রোঽপি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২২ ॥ প্রণম্য শিরসা বালং তস্যোৎসঙ্গে ন্যবেশয়ৎ। ভো ব্রহ্মন্ সিন্ধুগঙ্গায়াং জাতোঽয়ং মম পুত্রকঃ। জাতকর্ম্মাদিসংস্কারান্ কুরুষ্বাদ্য জগদ্গুরো ॥ ২৩ ॥ নারদ উবাচ। ইত্থং বদতি পাথোধৌ স বালঃ সাগরাত্মজঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মাণমগ্রহীৎ কূর্চ্চেবিধুন্বংস্তং মুহুর্ম্মুহুঃ। ধৃতবতস্তস্য কূর্চ্চে তু নেত্রাভ্যামগমজ্জলম্। কথঞ্চিন্মুক্তকূর্চ্চোঽথ ব্রহ্মা প্রোবাচ সাগরম্ ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নেত্রাভ্যাং বিধৃতং যস্মাদনেনৈতজ্জলং মম। তস্মাজ্জলন্ধর ইতি খ্যাতো নাম্না ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ অনেনৈবৈষ তরুণঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপারগঃ। অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বিনা রুদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ যত এষ সমুদ্ভূতস্তত্রৈবান্তং গমিষ্যতি ॥ ২৮ ॥ নারদ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা শুক্রমাহূয় রাজ্যে তং চাভ্যষেচয়ৎ। আমন্ত্র্য সরিতাং নাথং ব্রহ্মান্তর্দ্ধানমাগমৎ ॥ ২৯ ॥ অথ তদ্দর্শনোৎফুল্লনয়নঃ সাগরস্তদা। কালনেমিসুতাং বৃন্দাং তস্তার্য্যার্থমযাচত ॥ ৩০ ॥ তে কালনেমিপ্রমুখাস্ততোঽসুরাস্তস্মৈ সুতাং তাং প্রদদুঃ

তোমার এবংবিধ স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়াছি, সম্প্রতি বর প্রার্থনা কর,—ইন্দ্রের জীবন দান করিয়া তুমি 'জীব' নামে প্রখ্যাত হও। বৃহস্পতি বলিলেন,—হে দেব। যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে শরণাগত শক্রকে রক্ষা করুন, আপনার ভালনেত্র-সমুদ্ভব অনল প্রশমিত হউক। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—আমি এই নয়ন-বহ্নি একেবারে প্রশমিত করিলে পুনরায় এই অনল আমার তৃতীয় লোচনে কিরূপে আগমন করিবে; অতএব একেবারে প্রশমিত না করিয়া আমি এইরূপ ভাবে দূরে ত্যাগ করিব, যাহাতে ইন্দ্রের কোনরূপ পীড়া না জন্মে। নারদ বলিলেন,—শঙ্কর এইরূপ কহিয়া কর দ্বারা নয়ন-বহ্নি ধারণপূর্ব্বক লবণার্ণবে নিক্ষেপ করিলেন, তখন ঐ অনল সাগরসঙ্গমের সিন্ধুগঙ্গা নদীতে নিপতিত হইল এবং তথায় পতিত হইবামাত্র বালরূপ প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। বালকের রোদনধ্বনিতে ধরণী মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল এবং স্বর্গাদি সত্যলোকান্ত সমস্তই যেন সেই শব্দে বধির করিয়া ফেলিল। ব্রহ্মা সেই ভীষণ রোদনধ্বনি শ্রবণে এ কি ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত! এইরূপ চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তথায় গমন করিয়া সমুদ্রের ক্রোড়ে সেই বালককে সন্দর্শন করিলেন। তখন সমুদ্রও [illegible] ব্রহ্মাকে সন্দর্শন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া [illegible]পূর্ব্বক সেই শিশুকে তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই শিশু সিন্ধুগঙ্গায় সমুদ্ভূত হইয়াছে, এ আমার পুত্র। হে জগদ্গুরো! আপনি অদ্য ইহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সকল সম্পন্ন করুন। নারদ বলিলেন,—সাগর এইরূপ বলিতে থাকিলে সাগর-তনয় সেই শিশু ব্রহ্মাকে জ্রমধ্যে ধারণপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইল, তখন কম্পমান ব্রহ্মারও নয়ন-দ্বয় হইতে জল পতিত হইল। ব্রহ্মা অতি কষ্টে শিশুর জ্রমধ্য হইতে মুক্ত হইয়া সাগরকে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—এই বালক আমার লোচনজল নেত্রদ্বয় দ্বারা ধারণ করিয়াছে, অতএব এই শিশু জলন্ধর নামে বিখ্যাত হইবে। আর এই কারণেই এই শিশু নিখিল অস্ত্রশস্ত্রে পারগ ও একমাত্র রুদ্র ভিন্ন নিখিল প্রাণীর অবধ্য হইবে এবং যে স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই স্থানেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। নারদ বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা শুক্রকে আনয়নপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সেই বালককে অসুররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তদনন্তর সরিৎপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর তাদৃশ তনয় দেখিয়া উৎফুল্ল-লোচন জলধি যথাকালে কালনেমি[illegible] [illegible] জলন্ধরের পত্নীর জন্য প্রার্থনা করিলে, কালনেমি-প্রমুখ অসুরগণ [illegible] তাঁহাকে [illegible]

প্রবর্ত্তিতাঃ। স চাপি তাং প্রাপ্য স্বহৃদ্বরাং বশাং শশাস গাং শুক্রসহায়বান্ বলী ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলন্ধরোৎপত্তিবর্ণনং নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। যে দেবৈর্নির্জ্জিতাঃ পূর্ব্বং দৈত্যাঃ পাতালসংস্থিতাঃ। তেঽপি ভূমণ্ডলং যাতা নির্ভয়াস্তমুপাশ্রিতাঃ ॥ ১ ॥ কদাচিচ্ছিন্নশিরসং রাহুং দৃষ্ট্বা স দৈত্যরাট্। পপ্রচ্ছ ভার্গবং তত্র তচ্ছির-শ্ছেদকারণম্ ॥ ২ ॥ স শশংস সমুদ্রস্য মথনং দেব-কারিতাম্। রত্নাপহরণং চৈব দৈত্যানাং চ পরাভবম্ ॥ ৩ ॥ স শ্রুত্বা ক্রোধরক্তাক্ষঃ স্বপিতুর্মথনং তদা। দূতং সম্প্রেরয়ামাস ঘস্মরং শক্রসন্নিধৌ ॥ ৪ ॥ দূতস্ত্রিবিষ্টপং গত্বা সুধর্ম্মাং প্রাবিশদ্বরাম্। জগাদার্থর্বমৌলিস্থ দেবেন্দ্রং বাক্যমদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥ ঘস্মর উবাচ। জলন্ধরোঽব্ধিতনয়ঃ সর্ব্বদৈত্য-জনেশ্বরঃ। দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৬ ॥ কস্মাত্ত্বয়া মম পিতা মথিতঃ সাগরো-হদ্রিণা। নীতানি সর্ব্বরত্নানি তানি শীঘ্রং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭ ॥ ইতি দূতবচঃ শ্রুত্বা বিস্মিতস্ত্রিদশাধিপঃ। উবাচ ঘস্মরং রৌদ্রং ভয়রোষসমন্বিতঃ ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ। শৃণু দূত ময়া পূর্ব্বং মথিতঃ সাগরো যথা। অদ্রয়ো মত্তয়াত্রস্তাঃ স্বকুক্ষিস্থাঃ কৃতাস্তথা ॥ ৯ ॥ অন্যেঽপি মদ্দ্বিষস্তেন রক্ষিতা দিতিজাঃ পুরা। তস্মাদস্মৎ-প্রজাতস্তু ময়াপ্যপহৃতং কিল ॥ ১০ ॥ শঙ্খোঽপ্যেব পুরা দেবানদ্বিষৎ সাগরাত্মজঃ। মমানুজেন নিহতঃ প্রবিষ্টঃ সাগরোদরম্ ॥ ১১ ॥ তদ্গচ্ছ কথয়স্বাস্য সর্ব্বং মথনকারণম্। নারদ উবাচ। ইত্থং বিসর্জ্জিতো দূতস্তদেন্দ্রেণাগমদ্ভুবম্ ॥ ১২ ॥ তদিদং বচনং সর্ব্বং দৈত্যায়াকথয়ত্তদা। তন্নিশম্য তদা দৈত্যো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ। ১৩ ॥ দৈত্যসেনাসমাযুক্তো যযৌ

কন্যা অর্পণ করিল, বলবান্ জলন্ধরও সুহৃদ্বরা অনুগতা বৃন্দাকে প্রাপ্ত হইয়া শুক্রসাহায্যে পৃথিবী-রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। ২৪—৩১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—পূর্ব্বকালে সুরগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া যে সকল দৈত্য পাতালতল আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারাই জলন্ধরের আশ্রয়ে নির্ভীক হইয়া ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হয়। দৈত্যরাজ জলন্ধর একদা রাহুকে ছিন্নশিরা দর্শন করিয়া, শুক্রকে রাহুর শিরশ্ছেদের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন শুক্র জলন্ধরের নিকট দেবগণকৃত সমুদ্রমন্থন, রত্নাপহরণ ও দৈত্যদিগের পরাভবের বিষয় কীর্ত্তন করেন। স্বীয় জনক জলধির মন্থন বৃত্তান্তশ্রবণ করিয়া ক্রোধে জলন্ধরের নয়নদ্বয় আরক্ত হইল, জলন্ধর তখনই শক্রসমীপে ঘস্মর নামক দূত প্রেরণ করিলেন। ঘস্মর ত্রিদশালয়ে গমন-পূর্ব্বক মনোরম দেবসভায় প্রবেশ করিল, এবং উন্নতমস্তকে দেবেন্দ্রকে এইরূপ অদ্ভুত বাক্য বলিতে লাগিল। ঘস্মর বলিল,—সিন্ধু-তনয় জলন্ধর দৈত্য সকলের ঈশ্বর, আমি তাঁহার দূত। তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে তিনি যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ কর। ১—৬।—"তুমি কেন আমার পিতা সাগরকে শৈল দ্বারা মন্থন করিয়াছ? তুমি যে সকল রত্ন অপহরণ করিয়াছ, এক্ষণে সেই রত্ননিচয় সত্বর আমাকে প্রত্যর্পণ কর।" ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ভয় ও রোষ-সমন্বিত হইয়া তাহাকে এইরূপ ভীষণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে দূত! আমি পূর্ব্বকালে কেন সাগর মন্থন করিয়া-ছিলাম, শ্রবণ কর। পর্ব্বতগণ আমার ভয়ে যখন সন্ত্রস্ত হয়, সাগর তখন ঐ সকল পর্ব্বতকে স্বীয় কুক্ষিতে ধারণ করে এবং আমার অরি অন্যান্য অসুরগণকেও পুরাকালে সাগরই রক্ষা করিয়া-ছিল, এই জন্যই আমি সাগরজাত রত্নাদি অপ-হরণ করিয়াছি। সাগরতনয় শঙ্খও পূর্ব্বকালে দেবগণের শত্রুতা আচরণ করে, তৎকালে আমার অনুজ বিষ্ণু সাগরের উদরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। অতএব তুমি জলন্ধরসমীপে গমন করিয়া সাগরমন্থনের এই সকল কারণ তাহাকে বিজ্ঞাপন কর। নারদ বলিলেন,—ইন্দ্র এইরূপ বলিয়া দূতকে বিদায় দিলে দূত তখন পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক দৈত্যরাজসমীপে ইন্দ্র-কথিত সকল কথাই নিবেদন করিল। দূতের বাক্য শ্রবণে তখন জলন্ধরের ক্রোধে ওষ্ঠাধর প্রস্ফুরিত

যোদ্ধুং ত্রিবিষ্টপম্। ততো যুদ্ধে মহান্ জাতো দেবদানবসংক্ষয়ঃ ॥ ১৪ ॥ তত্র যুদ্ধে মৃতান্ দৈত্যান্ ভার্গবস্ত্বদতিষ্ঠিপৎ। বিদ্যয়া মৃতজীবিন্যা মন্ত্রিতৈস্তোয়বিন্দুভিঃ ॥ ১৫॥ দেবানপি তথা যুদ্ধে তত্রাজীবয়দঙ্গিরাঃ। দিব্যৌষধীঃ সমানীয় দ্রোণাদ্রেঃ স পুনঃপুনঃ ॥ ১৬ ॥ দৃষ্ট্বা দেবাংস্তথা যুদ্ধে পুনরেব সমুত্থিতান্। জলন্ধরঃ ক্রোধবশো ভার্গবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥ জলন্ধর উবাচ। ময়া যুদ্ধে হতা দেবা উত্তিষ্ঠন্তি কথংপুনঃ। তব সঞ্জীবিনীবিদ্যা নবান্যত্রেতি বিশ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥ শুক্র উবাচ। দিব্যৌষধীঃ সমানীয় দ্রোণাদ্রেরঙ্গিরাঃ সুরান। জীবয়ত্যেব তচ্ছীঘ্রং দ্রোণাদ্রিং ত্বমপাহর ॥ ১৯ ॥ নারদ উবাচ। ইত্যুক্তঃ স তু দৈত্যেন্দ্রো নীত্বা দ্রোণাচলং তদা। প্রাক্ষিপৎ সাগরে তূর্ণং পুনরাগান্মহাহবম্ ॥ ২০ ॥ অথ দেবান হতান্ দৃষ্ট্বা দ্রোণাদ্রিমগমদ্গুরুঃ। তাবত্তত্র গিরীন্দ্রন্তু ন দদর্শ সুরার্চ্চিতঃ ॥ ২১ ॥ জ্ঞাত্বা দৈত্যহৃতং দ্রোণং ধিষণো ভয়বিহ্বলঃ। আগত্য দূরাদ্যাজন্ত্রে শ্বাসাকুলিতবিগ্রহঃ ॥ ২২ ॥ পলায়ধ্বং হবাদ্দেবা নায়ং জেতুং ক্ষমো যতঃ। রুদ্রাংশসম্ভবো হ্যেষ স্মরধ্বং শক্রচেষ্টিতম্ ॥ ২৩ ॥ শ্রুত্বা তদ্বচনং দেবা ভয়বিহ্বলিতাস্তদা। দৈত্যেন বধ্যমানাস্তে পলায়ন্তে দিশো দশ ॥ ২৪ ॥ দেবান্ বিদ্রাবিতান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যেঃ সাগরনন্দনঃ। শঙ্খভেরীজয়রবৈঃ প্রবিবেশামরাবতীম্ ॥ ২৫ ॥ প্রবিষ্টে নগরীং দৈত্যে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। সুবর্ণাদ্রিগুহাং প্রাপ্তা হ্যবসন্ দৈত্যতাপিতাঃ ॥ ২৬ ॥ ততশ্চ সর্ব্বেষু সুরেষ্বধিকারেষু শুম্ভাদিকানাং বিনিবেশয়ত্তদা। শুম্ভাদিকান্ দৈত্যবরান্ পৃথক্ পৃথক্স্বয়ং সুবর্ণাদ্রিগুহামগাৎ পুনঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলন্ধরবিজয়প্রাপ্তির্নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হইল এবং দৈত্যরাজ তখনই অসুরসেনায় সমাবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ স্বর্গরাজ্যে গমন করিল। এই যুদ্ধে অনেক দেব ও দৈত্য-সেনা নিহত হইতে লাগিল; এক দিকে যেমন শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যায় অভিমন্ত্রিত বারিবিন্দু দ্বারা মৃত দৈত্যগণকে জীবিত করিয়া অভ্যুত্থিত করিতে লাগিলেন, বৃহস্পতিও তদ্রূপ দ্রোণাদ্রি হইতে দিব্য ওষধি সকল আনয়ন করিয়া পুনঃপুনঃ মৃত সুরসেনাগণকে সঞ্জীবিত করিয়া অভ্যুত্থিত করিলেন। এইরূপে পুনঃপুনঃ যুদ্ধে মৃত দেবগণকে সমুত্থিত হইতে দেখিয়া ক্রোধ-পরবশ জলন্ধর শুক্রকে বলিতে লাগিল। জলন্ধর বলিল,—আমি পুনঃপুনঃ সুরগণকে সমরে নিহত করিলেও কিরূপে ইহারা সমুত্থিত হইতেছে? সঞ্জীবনী বিদ্যা একমাত্র আপনারই আয়ত্ত। এই বিদ্যা অন্য কেহ যে জানে, ইহা আমার জানা নাই। শুক্র উত্তর করিলেন,—হে অসুররাজ! বৃহস্পতি দ্রোণাদ্রি হইতে দিব্য ওষধি সকল আনয়নপূর্ব্বক সুরগণকে জীবিত করিতেছেন। অতএব সত্বর দ্রোণগিরিকে অপহরণ কর। নারদ বলিলেন,—তখন জলন্ধর শুক্র কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সত্বর দ্রোণাদ্রিকে আনয়নপূর্ব্বক জলধিজলে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় সমরে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর সুরগণকে সমরে নিহত হইতে দেখিয়া সুরপূজিত বৃহস্পতি তখন দ্রোণাচলে গমন করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর সেই গিরিকে দেখিতে পাইলেন না। জলন্ধর এই দ্রোণগিরিকে অপহরণ করিয়াছে, বৃহস্পতি এইরূপ জানিতে পারিয়া ভয়ে বিহ্বল হইলেন এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে ব্যাকুলিতশরীর হইয়া সমর ক্ষেত্রের দূরে থাকিয়াই বলিতে লাগিলেন,—হে দেবগণ! পলায়ন কর, জলন্ধরকে জয় করিতে তোমরা অসমর্থ; কেন না এই অসুর রুদ্রাংশ সমুদ্ভূত। হে দেবগণ! তোমরা স্মরণ করিয়া দেখ, শক্র যে কৈলাসপর্ব্বতে বজ্রপ্রহার করিয়াছিলেন, তাহাতেই বালরূপী এই অসুরের উৎপত্তি হইয়াছে। দেবগণ তখন বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং দৈত্যগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। সিন্ধুনন্দন জলন্ধর দৈত্যগণ কর্ত্তৃক দেবতাদিগকে বিমর্দ্দিত হইতে দেখিয়া শঙ্খ ভেরী ও জয়শব্দ করিতে করিতে অমরাবতীতে প্রবেশ করিল। দৈত্যরাজ সুরনগরে প্রবেশ করিলে দৈত্যতাপিত ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সুবর্ণগিরির গুহায় প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর জলন্ধর শুম্ভাদি অসুরবরগণকে ইন্দ্রাদি দেবগণের অধিকৃত স্থানসমূহে পৃথক্ পৃথক্ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং পুনরায় সুবর্ণগিরির গুহায় উপনীত হইল। ৭—২৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ। পুনর্দৈত্যং সমায়ান্তং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সবাসবাঃ। ভয়প্রকম্পিতাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুং স্তোতুং প্রচক্রমুঃ ॥ ১ ॥ নমো মৎস্যকূর্ম্মাদিনানাস্বরূপৈঃ সদা ভক্তকার্য্যোদ্যতায়ার্ত্তিহন্ত্রে। বিধাত্রাদিসর্গস্থিতিধ্বংসকর্ত্রে গদাশঙ্খপদ্মারিহস্তায় তেঽস্তু ॥ ২ ॥ রমাবল্লভায়াসুরাণাং নিহন্ত্রে ভুজঙ্গারিযানায় পীতাম্বরায়। মখাদিক্রিয়াপাককর্ত্রে বিকর্ত্রে শরণ্যায় তস্মৈ নতাঃ স্মো নতাঃ স্মঃ ॥ ৩ ॥ নমো দৈত্যসন্তাপিতামর্ত্ত্যদুঃখাচলধ্বংসদম্ভোলয়ে বিষ্ণবে তে। ভুজঙ্গেশতল্পেশয়ায়ার্কচন্দ্রদ্বিনেত্রায় তস্মৈ নতাঃ স্মো নতাঃ স্মঃ ॥ ৪ ॥ নারদ উবাচ। সঙ্কষ্টনাশনং নাম স্তোত্রমেতৎ পঠেন্নরঃ। স কদাচিন্ন সঙ্কষ্টৈঃ পীড্যতে কৃপয়া হরেঃ ॥ ৫ ॥ ইতি দেবাঃ স্তুতিং যাবৎ কুর্ব্বন্তি দনুজদ্বিষঃ। তাবৎ সুরাণামাপত্তির্বিজ্ঞাতা বিষ্ণুনা তদা ॥ ৬ ॥ সহসোত্থায় দৈত্যারিঃ সক্রোধঃ খিন্নমানসঃ। আরূঢো গরুড়ং বেগাল্লক্ষ্মীং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। জলন্ধরেণ তে ভ্রাত্রা দেবানাং কদনং কৃতম্। তৈরাহূতো গমিষ্যামি যুদ্ধায়াদ্য ত্বরান্বিতঃ ॥ ৮ ॥ শ্রীরুবাচ। অহন্তে বল্লভা নাথ ভক্ত্যা চ যদি সর্ব্বদা। তৎকথং তে মম ভ্রাতা যুদ্ধে বধ্যঃ কৃপানিধে ॥ ৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। রুদ্রাংশসম্ভবত্বাচ্চ ব্রহ্মণো বচনাদপি। প্রীত্যা চ তব নৈবায়ং মম বধ্যো জলন্ধরঃ ॥ ১০ ॥ নারদ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা গরুড়ারূঢঃ শঙ্খচক্রগদাসিভৃৎ। বিষ্ণুর্বেগাদ্যযৌ যোদ্ধুং যত্র দেবাঃ স্তুবন্তি তে ॥ ১১ ॥ অথারুণানুজাত্যুগ্রপক্ষবাতপ্রপীড়িতাঃ। বাত্যাবিমর্দ্দিতা দৈত্যা বভ্রমুঃ খে যথা ঘনাঃ ॥ ১২ ॥ ততো জলন্ধরো দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ বাত্যাপ্রপীড়িতান্। উদ্বৃত্তনয়নঃ ক্রোধাত্ততো বিষ্ণুং সমভ্যয়াৎ ॥ ১৩ ॥ ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং বিষ্ণুদৈত্যেন্দ্রয়োর্মহৎ। আকাশং কুর্ব্বতোর্বাণৈস্তদা নিরবকাশবৎ ॥ ১৪ ॥ বিষ্ণুর্দৈত্যস্য বাণৌঘৈর্ধ্বজং ছত্রং ধনুর্হয়ান্। চিচ্ছেদ তঞ্চ হৃদয়ে বাণেনৈকেন তাড়য়ৎ ॥ ১৫ ॥ ততো

ষোড়শ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—বাসব সহ সুরগণ অসুররাজ জলন্ধরকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইলেন এবং সকলেই বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন,—যিনি মৎস্য-কূর্ম্মাদি নানারূপে আবির্ভূত হইয়া সতত ভক্তগণের কার্য্যসাধনে উদ্যত, যিনি বিধাতৃরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় করেন এবং যাঁহার করে গদা, শঙ্খ, পদ্ম, ও চক্র বিরাজিত, আমরা আর্ত্তিহারী সেই হরিকে নমস্কার করি। যিনি কমলার বল্লভ, অসুরগণের নিহন্তা, গরুড়বাহন, পীতবাসা, যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফলদাতা, বিকর্ত্তা এবং শরণ্য, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি। যিনি দৈত্যসন্তাপিত সুরগণের দুঃখরূপ অচলের ধ্বংস বিষয়ে বজ্রস্বরূপ, যিনি শেষনাগে শয়ন করেন এবং চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার দুইটী নয়ন, আমরা সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি, নমস্কার করি। নারদ বলিলেন,—যে নর সঙ্কষ্টনাশন-নামক এই বিষ্ণুস্তোত্র পাঠ করে, হরির কৃপায় কদাচ সে সঙ্কটে পীড়িত হয় না। দনুজারি সুরগণ যেমন বিষ্ণুকে এইরূপ স্তুতিবাক্যে আরাধনা করিলেন, অমনি বিষ্ণু সুরগণের বিপত্তির বিষয় জানিতে পারিয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং রোষরুষ্ট দৈত্যনিহন্তা হরি খিন্নমনে সত্বর গরুড়ে আরোহণ করিয়া কমলাকে বলিতে লাগিলেন। ১—৭ ভগবান বলিলেন,—তোমার ভ্রাতা জলন্ধর দেবগণকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, আমি সম্প্রতি সুরগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অদ্য যুদ্ধার্থে ত্বরা সহকারে গমন করিতেছি। লক্ষ্মী বলিলেন,—হে নাথ। আমি ভক্তিদ্বারা সতত আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকি, হে কৃপানিধে। তবে কিরূপে আমার ভ্রাতা জলন্ধর যুদ্ধে আপনার বধ্য হইবে? ভগবান্ উত্তর করিলেন, হে দেবি। এই জলন্ধর রুদ্রাংশসম্ভব, ব্রহ্মাও ইহাকে একমাত্র রুদ্র ভিন্ন অন্যের অবধ্য করিয়াছেন, বিশেষতঃ তোমার প্রিয়কামনায় আমি ইহাকে বধ করিব না। নারদ বলিলেন,—অনন্তর শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু যে স্থানে দেবগণ স্তব করিতেছিলেন, অতিবেগে যুদ্ধার্থ তথায় গমন করিলেন। তখন অরুণানুজ গরুড়ের তীব্র পক্ষবাতে প্রপীড়িত অসুরগণ আকাশে বাত্যাবিমর্দ্দিত মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তদনন্তর জলন্ধর দৈত্যগণকে বাত্যাপ্রপীড়িত হইতে দেখিয়া ক্রোধে নয়নদ্বয় উদ্বর্ত্তন করত বিষ্ণুর সম্মুখীন হইল। বিষ্ণু এবং দৈত্যেন্দ্র জলন্ধর উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দৈত্যরাজ বাণবর্ষণে আকাশপথ নিরবকাশ করিয়া ফেলিল। বিষ্ণুও শরবৃষ্টি করিয়া দৈত্যরাজের ধ্বজ, ছত্র, ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন করিয়া একবাণে

দৈত্যঃ সমুৎপত্য গদাপাণিস্ত্বরান্বিতঃ। আহত্য গরুড়ং মূর্দ্ধ্নি পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৬ ॥ বিষ্ণুর্গদাং খড়্গেন চিচ্ছেদ প্রহসন্নিব। তাবৎ স হৃদয়ে বিষ্ণুং জঘান দৃঢ়মুষ্টিনা ॥ ১৭ ॥ ততস্তৌ বাহুযুদ্ধেন যুযুধাতে মহাবলৌ। বাহুভির্মুষ্টিভিশ্চৈব জানুভির্নাদয়ন্মহীম্ ॥ ১৮ ॥ এবং তৌ সুচিরং যুদ্ধং কৃত্বা বিষ্ণুঃ প্রতাপবান্। উবাচ দৈত্যরাজানং মেঘগম্ভীরনিস্বনঃ ॥ ১৯ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। বরং বরয় দৈত্যেন্দ্র প্রীতোঽস্মি তব বিক্রমাৎ। অদেয়মপি তে দদ্মি যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ২০ ॥ জলন্ধর উবাচ। যদি ভাবুক তুষ্টোঽসি বরমেনং দদস্ব মে। মদ্ভগিন্যা সহাদ্য ত্বং মদ্গৃহে সগণো বস ॥ ২১ ॥ নারদ উবাচ। তথেত্যুক্তা স ভগবান্ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ। তদা জলন্ধরপুরমগমদ্রময়া সহ ॥ ২২ ॥ জলন্ধরস্তু দেবানামধিকারেষু দানবান্। স্থাপয়িত্বা মহাবাহুঃ পুনর্যাগান্মহীতলম্ ॥ ২৩ ॥ দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধেষু যৎকিঞ্চিদ্রত্নসংযুতম্। তদাত্মবশগং কৃত্বাতিষ্ঠৎ সাগরনন্দনঃ। ২৪ ॥ পাতালভুবনে দৈত্যং নিশুম্ভং স মহাবলম্। স্থাপয়িত্বা স শেষাদীনানয়দ্ভূতলং বলী ॥ ২৫ ॥ দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধাদ্যান্ সর্পরাক্ষসমানুষান্। স্বপুরে নাগরান্ কৃত্বা শশাস ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২৬ ॥ এবং জলন্ধরঃ কৃত্বা দেবান্ স্ববশবর্ত্তিনঃ। ধর্ম্মেণ পালয়ামাস প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্ ॥ ২৭ ॥ ন কশ্চিদ্ব্যাধিতো নৈব দুঃখী নৈব কৃশস্তথা। ন দীনো দৃশ্যতে তস্মিন্ ধর্ম্মাদ্রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ২৮ ॥ এবং মহীং শাসতি দানবেন্দ্রে ধর্ম্মেণ সম্যক্ দিদৃক্ষয়াহম্। কদাচিদাগামথ তস্য লক্ষ্মীং বিলোকিতুং শ্রীরমণঞ্চ সেবিতুম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীস্কান্দে জলন্ধরসভায়াং নারদাগমনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ত্বরান্বিত দৈত্য গদাপাণি হইয়া বিষ্ণুর সম্মুখে গমনপূর্ব্বক গরুড়ের মস্তকে গদাপ্রহার করত তাহাকে ভূমিতলে নিপাতিত করিল। বিষ্ণু যেমন সহাস্য-আস্যে স্বীয় অসি দ্বারা তাহার গদা ছেদন করিলেন, অমনি দৈত্য তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়মুষ্টি প্রহার করিল। অনন্তর মহাবল অসুর ও বিষ্ণু উভয়ের বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কখন পরস্পর বাহু দ্বারা বাহু আকর্ষণ, মুষ্টিদ্বারা মুষ্টি নিবারণ এবং কখনও বা জানু দ্বারা জানু ব্যাহত করিয়া মহী নিনাদিত করত সময়ে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণু ও দৈত্যের দীর্ঘকাল এইরূপ যুদ্ধ হইলে থাকিলে প্রতাপবান্ বিষ্ণু মেঘগম্ভীর ধ্বনিতে দৈত্যরাজকে বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! তোমার বিক্রম দর্শনে প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমার অভীষ্ট বস্তু অদেয় হইলেও আজ আমি তোমাকে তাহা দান করিব। জলন্ধর উত্তর করিল,—হে ভাবুক! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এইরূপ বরদান করুন যে, আমার ভগিনী কমলা ও আপনার গণ সহ অদ্য আমার গৃহে বাস করিবেন। নারদ বলিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু "তাহাই হউক" বলিয়া সুরগণ ও লক্ষ্মীর সহিত একত্র হইয়া জলন্ধরপুরে গমন করিলেন। [illegible] সাগরতনয় জলন্ধরও দেবগণের অধিকারে [illegible] দানবদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনরায় ভূতলে আগমন করিল এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণসমীপে যে কিছু রত্নাদি ছিল, তৎসমস্তই আপন বশে আনয়ন করিয়া বাস করিতে লাগিল। জলন্ধর পাতাল ভবনে মহাবল নিশুম্ভকে স্থাপিত করিয়া সঙ্কর্ষণাদিকে ভূতলে আনয়ন করিল এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, সর্প, রাক্ষস ও মানুষগণকে স্বীয় নগরে নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রিভুবন শাসন করিতে লাগিল। ধর্ম্মপথানুবর্ত্তী জলন্ধর এইরূপে দেবগণকে স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক প্রজানিবহকে ঔরস পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিল। দৈত্যরাজ জলন্ধর ধর্ম্মদ্বারা রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় রাজ্যে কোন প্রজাই ব্যাধিযুক্ত, দুঃখী, কৃশ বা দীন রহিল না। দানবেন্দ্র এইরূপে ধর্ম্মদ্বারা সম্যক্‌রূপে পৃথিবীরাজ্য শাসন করিতে থাকিলে তাহার রাজ্য দর্শনে আমার অভিলাষ জন্মে। অতঃপর একদা আমি তাহার রাজ্যলক্ষ্মী দর্শন ও শ্রীপতিকে সেবা করিবার জন্য তথায় গমন করি। ৮—২৯।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। স মাং প্রোবাচ বিধিবৎসম্পূজ্যাতীব ভক্তিমান্। সম্প্রহৃষ্ট তদা বাক্যং স্নেহপূর্ব্বকং বৈ নৃপ ॥ ১ ॥ কুত আগম্যতে ব্রহ্মন্ কিঞ্চিদৃষ্টং ত্বয়া প্রভো। যদর্থমিহ চায়াতস্তদাজ্ঞাপয় মাং মুনে ॥ ২ ॥ নারদ উবাচ। গতঃ কৈলাসশিখরং দৈত্যেন্দ্রাহং যদৃচ্ছয়া। তত্রোময়া সমাসীনং দৃষ্টবানস্মি শঙ্করম্ ॥ ৩ ॥ যোজনাযুতবিস্তীর্ণে কল্পবৃক্ষমহাবনে। কামধেনুশতাকীর্ণে চিন্তামণিসুদীপিতে ॥ ৪ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং বিস্ময়ো মেঽভবত্তদা। ক্বাপীদৃশী ভবেদৃদ্ধিস্ত্রৈলোক্যে বা ন বেতি চ ॥ ৫ ॥ তদা তবাপি দৈত্যেন্দ্র সমৃদ্ধিঃ সংস্মৃতা ময়া। তদ্বিলোকনকামোঽহম্মি ত্বৎসান্নিধ্যমিহাগতঃ ॥ ৬ ॥ ত্বৎসমৃদ্ধিমিমাং পশ্যন স্ত্রীরত্নরহিতাং ধ্রুবম্। তর্কয়ামি শিবাদন্যস্ত্রিলোক্যাং ন সমৃদ্ধিমান ॥ ৭ ॥ অপ্সরোনাগকন্যাদ্যা যদ্যপি স্বরূপে স্থিতাঃ। তথাপি তা ন পার্ব্বত্যা রূপেণ সদৃশা ধ্রুবম্ ॥ ৮ ॥ যস্যা লাবণ্যজলধৌ নিমগ্নশ্চতুরাননঃ। স্বধৈর্য্যমমুচৎ পূর্ব্বং তস্যা কাস্তোপমীয়তে ॥ ৯ ॥ বীতরাগোঽপি হি যথা মদনারিঃ স্বলীলয়া। সৌন্দর্য্যগহনেঽভ্রামি শঙ্করীরূপয়া পুরা ॥ ১০ ॥ যস্যাঃ পুনঃপুনঃ পশ্যন রূপং ধাতাপি সর্জ্জনে। সসজ্জাপ্সরসস্তাসাং তৎসমৈকাপি নাভবৎ ॥ ১১ ॥ অতঃ স্ত্রীরত্নসম্ভোক্তুঃ সমৃদ্ধিস্তস্য সা বরা। তথা ন তব দৈত্যেন্দ্র সর্ব্বরত্নাধিপস্য চ ॥ ১২ ॥ এবমুক্ত্বা তমামন্ত্র্য গতে সতি স দৈত্যরাট্। তদ্রূপশ্রবণাদাসীদনঙ্গজ্বরপীড়িতঃ ॥ ১৩ ॥ অথ সম্প্রেষয়ামাস স দূতং সিংহিকাসুতম্। ত্র্যম্বকায়াপি চ তদা বিষ্ণুমায়াবিমোহিতঃ ॥ ১৪ ॥ কৈলাসমগমদ্রাহুঃ কুর্ব্বন্ শুক্লেন্দুবর্চ্চসম্। কার্ষ্ণ্যেন কৃষ্ণপক্ষেন্দুবর্চ্চসং স্বাঙ্গজেন তম্ ॥ ১৫ ॥ নিবেদিতস্তু দশায় নন্দিনা

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে নৃপ। ভক্তিমান জলন্ধর আমাকে দর্শন করিয়া বিধিপূর্ব্বক আমার পূজা করত সহাস্য-আস্যে স্নেহপূর্ব বাক্যে আমাকে বলিল,—হে ব্রহ্মন্। আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? হে প্রভো। আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন, আপনি কোন বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া থাকিবেন। হে মুনে। আপনি সম্প্রতি এখানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, তদ্বিষয় আজ্ঞা করুন। নারদ উত্তর করিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! আমি যদৃচ্ছাক্রমে কৈলাসশিখরে গমন করিয়াছিলাম, তথায় উমার সহিত সমাসীন শঙ্করকে দর্শন করি, সেই স্থানে অযুতযোজন বিস্তৃত, সর্ব্বত্রই কল্পতরুর মহাবন বিদ্যমান, শত শত কামধেনু দ্বারা সেই বন সমাকীর্ণ এবং চিন্তামণি দ্বারা সেই কানন সম্যক্‌রূপে প্রদীপিত। আমি এই মহদাশ্চর্য্যকর কানন দর্শন করিয়া বিস্মিত হই এবং মনে মনে চিন্তা করি,—ত্রিলোকমধ্যে এইরূপ সমৃদ্ধি অন্য কোথাও আছে কি না? হে দৈত্যেন্দ্র। তখন তোমার সমৃদ্ধির কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, তজ্জন্যই আমি সম্প্রতি ত্বদীয় সমৃদ্ধি দর্শনাভিলাষে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। এক্ষণে তোমার এই সমৃদ্ধি দর্শনে বুঝিলাম—শিব ভিন্ন ত্রিলোকে আর সমৃদ্ধিমান কেহই নাই, কারণ তোমার সমৃদ্ধি তো স্ত্রীরত্নবিহীন।১—৭। যদিও অপ্সরা নাগকন্যাদি তোমার বশে অবস্থিত রহিয়াছে, কিন্তু নিঃসংশয় তাহারা পার্ব্বতীর রূপে সদৃশী নহে। পূর্ব্বকালে যাঁহার লাবণ্যজলধিতে নিমগ্ন হইয়া চতুরাননও একদিন ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন, সেই রূপবতী পার্ব্বতীর সহিত আর কোন্ রমণীর উপমা দিব? পুরাকালে বীতরাগ স্মররিপু হরও শঙ্করীরূপ ধারণ করিয়া লীলাবশতঃ গিরিজার সৌন্দর্য্যসলিলে বিচরণ করিয়াছিলেন। বিধাতা ব্রহ্মাও সৃষ্টিসময়ে তাঁহার রূপ বার বার দর্শন করিয়া অপ্সরোগণকে সৃজন করেন। কিন্তু তাঁহার রূপসৃষ্টির কথা কি বলিব? একটী অপ্সরাও গৌরীর রূপের অনুরূপ হয় নাই। হে দৈত্যেন্দ্র। তুমি সকল রত্নের অধিপতি হইলেও একমাত্র স্ত্রীরত্ন সম্ভোগবিষয়ে শিবের সমৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠ—তোমার সেরূপ নহে। নারদ এইরূপ বলিয়া দৈত্যপতিকে সম্যক্ সম্ভাষণপূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিলে দানবরাজ জলন্ধরও সেই রমণীর রূপ শ্রবণে অনঙ্গ জ্বরে পীড়িত হইল। অনন্তর বিষ্ণুমায়াবিমোহিত দৈত্যরাজ জলন্ধর ত্রিলোচন সমীপে দূত রাহুকে প্রেরণ করিল। রাহুও সত্বর তথায় উপনীত হইল। তাহার গমনকালে স্বীয় অঙ্গজ কৃষ্ণবর্ণছায়া শুক্লপক্ষীয় ইন্দুকান্তি কৈলাসশৈলকেও কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় মলিন করিয়া তুলিল। রাহু দ্বারে উপনীত হইলে নন্দী শিবকে রাহুর আগমন-

প্রবিবেশ সঃ। ত্র্যম্বকজ্বলভাসংজ্ঞাপ্রেরিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥ রাহুরুবাচ। দেবপন্নগসেব্যস্য ত্রৈলোক্যাধিপতেঃ প্রভোঃ। সর্ব্বরত্নেশ্বরস্য ত্বমাজ্ঞাং শৃণু বৃষধ্বজ ॥ ১৭ ॥ শ্মশানবাসিনো নিত্যমস্থিভারবহস্য চ। দিগম্বরস্য তে ভার্য্যা কথং হৈমবতী শুভা ॥ ১৮ ॥ অহং রত্নাধিনাথোঽস্মি সা চ স্ত্রীরত্নসংজ্ঞিকা। তস্মান্মমৈব সা যোগ্যা নৈব ভিক্ষাশিনস্তব ॥ ১৯ ॥ নারদ উবাচ। বদত্যেবং তদা রাহৌ ভ্রূমধ্যাচ্ছূলপাণিনঃ। অভবৎ পুরুষো রৌদ্রস্তীব্রাশনিসমস্বনঃ ॥ ২০ ॥ সিংহাস্যঃ প্রচলজ্জিহ্বঃ স জ্বলন্নয়নো মহান। ঊর্দ্ধকেশঃ শুষ্কতনুর্নৃসিংহ ইব চাপরঃ ॥ ২১ ॥ স তং খাদিতুমায়ান্তং দৃষ্ট্বা রাহুর্ভয়াতুরঃ। অধাবত স বেগেন বহিঃ স চ দধার তম্ ॥ ২২ ॥ স চ রাহুর্ম্মহাবাহো মেঘগম্ভীরয়া গিরা। উবাচ দেবদেব ত্বং পাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণং মাং মহাদেব খাদিতুং সমুপাগতঃ। মহাদেবো বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণস্য তদাব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥ নৈবাসৌ বধ্যতামেতি দূতোঽয়ং পররান্ ততঃ। মুঞ্চেতি পুরুষঃ শ্রুত্বা রাহুং তত্যাজ সোঽম্বরে ॥২৫॥ রাহুং ত্যক্ত্বাথ পুরুষস্তদা রুদ্রং ব্যজিজ্ঞপৎ। পুরুষ উবাচ। ক্ষুধা মাং বাধতেঽত্যন্তং ক্ষুৎক্ষামশ্চাস্মি সর্ব্বথা। কিং ভক্ষয়ামি দেবেশ তদাজ্ঞাপয় মাং প্রভো॥ ২৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ভক্ষয়স্বাত্মনঃ শীঘ্রং মাংসং ত্বং হস্তপাদয়োঃ ॥ ২৭ ॥ নারদ উবাচ। স শিবেনৈবমাজ্ঞপ্তশ্চখাদ পুরুষঃ স্বকম্। হস্তপাদোদ্ভবং মাংসং শিরঃশেষো যথাভবৎ ॥ ২৮ ॥ দৃষ্ট্বা শিরোঽবশেষং তং সুপ্রসন্নস্তদা শিবঃ। উবাচ ভীমকর্ম্মাণং পুরুষং জাতবিস্ময়ঃ ॥ ২৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ত্বং কীর্ত্তিমুখসংজ্ঞো হি ভব মদ্দ্বারিগঃ সদা। ত্বদর্চ্চাং যে ন কুর্ব্বন্তি নৈব তে মে প্রিয়ঙ্করাঃ ॥৩০॥

নিবেদন করিয়া তাঁহার নির্দেশক্রমে রাহুকে শিব সমীপে আনয়ন করিল। শিব রাহুকে সন্দর্শন করিয়া ভ্রূভঙ্গীদ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিতে ইঙ্গিত করিলে রাহু বলিতে লাগিল।—হে বৃষধ্বজ। ত্রৈলোক্যপতি মদীয় প্রভু দৈত্যরাজ জলন্ধরকে দেব ও পন্নগগণ সতত সেবা করেন এবং তিনি নিখিল রত্নের অধীশ্বর, এক্ষণে তাঁহার আদেশ শ্রবণ কর। তুমি সতত শ্মশানে বাস ও অস্থিভার বহন করিয়া থাক, তুমি দিগম্বর, অতএব শোভনা হৈমবতী কিরূপে তোমার পত্নী হইতে পারেন? আমিই একমাত্র নিখিল রত্নের অধীশ্বর আর হিমালয়তনয়াও রমণীরত্ন; অতএব হৈমবতী আমারই যোগ্যা, ভিক্ষাভোজী তোমার কখনই যোগ্যা নহে।" নারদ বলিলেন,—রাহু এইরূপ বলিতে থাকিলে শূলপাণির ভ্রূমধ্য হইতে অশনির ন্যায় তীব্রনিঃস্বন এক রৌদ্র পুরুষ সমুদ্ভূত হইল। তাহার মুখ সিংহাস্য-সদৃশ, জিহ্বা লক্ লক্, নয়ন অনলের ন্যায় উজ্জ্বল, কেশ ঊর্দ্ধগ এবং তনু কৃশ; অধিক বলিব কি; সেই পুরুষ যেন দ্বিতীয় নৃসিংহরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন ঐ পুরুষ রাহুকে ভক্ষণ করিবার জন্য উদ্যত হইলে, তাহাকে দর্শন করত ভয়াতুর রাহু বহির্দ্দেশে পলায়ন করিল। সেই ভীষণ পুরুষ বেগে তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। মহাবাহু রাহু তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিতে লাগিল,—হে দেবদেব। আমি আপনার শরণাগত, অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হে মহাদেব। আমি কশ্যপনন্দন ব্রাহ্মণ, এই পুরুষ আমাকে গ্রাস করিবার জন্য সমাগত। তখন মহাদেব ব্রাহ্মণের কাতরবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সেই পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এই ব্যক্তি দূত, সুতরাং পরাধীন, অতএব অবধ্য। তুমি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আইস। সেই পুরুষও 'উহাকে ত্যাগকর, মহাদেবের এইরূপ আদেশ শ্রবণ করত আকাশপথে রাহুকে পরিত্যাগ করিল এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া রুদ্রকে নিবেদন করিল। পুরুষ বলিল,—হে দেবেশ। ক্ষুধা আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করিতেছে, আমি সর্ব্বদা ক্ষুধিত; হে প্রভো। আমি কি ভক্ষণ করিব, আদেশ করুন ।৮—২৬। ঈশ্বর বলিলেন,—তুমি শীঘ্র স্বীয় হস্ত ও পাদের মাংস ভক্ষণ কর। নারদ বলিলেন,—সেই পুরুষ শিবের আদেশে স্বীয় হস্ত পদাদির মাংস এইরূপে ভক্ষণ করিল যে, তখন তাহার মস্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন শিব তাহাকে মস্তকমাত্রাবশিষ্ট দেখিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়া সেই ভীমকর্ম্মা পুরুষের প্রতি আদেশ করিলেন। ঈশ্বর বলিলেন, তুমি কীর্ত্তিমুখ নামে অভিহিত হইয়া সতত আমার দ্বারদেশে অবস্থান কর, যে তোমার পূজা না করিবে, সে কদাচ আমার প্রীতিলাভে সমর্থ নহে। নারদ

নারদ উবাচ। তদাপ্রভৃতি দেবস্থ দ্বারি কীর্ত্তি-মুখঃ স্থিতঃ। নার্চ্চয়ন্তীহ যে পূর্ব্বং তেষামর্চ্চা বৃথা ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ রাহুর্বিমুক্তো যস্তেন সোঽপি তুবর্ব্বরে স্থলে। অতঃ স বর্ব্বরোদ্ভূত ইতি ভূমৌ প্রথাং গতঃ ॥ ৩২ ॥ ততঃ স রাহুঃ পুনরেব জাতমাত্মান-মস্মিন্নিতি মন্তমানঃ। সমেত্য সর্ব্বং কথয়াম্বভূব জলন্ধরায়ৈব বিচেষ্টিতং তৎ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলন্ধরোপাখ্যানে দূতবাক্যকথনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। জলন্ধরস্তু তচ্ছ্রুত্বা কোপা-কুলিতবিগ্রহঃ। নির্জ্জগামাশু দৈত্যানাং কোটিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ১ ॥ গচ্ছতোঽস্যাগ্রতঃ শুক্রো রাহু-দৃষ্টিপথেঽভবৎ। মুকুটশ্চাপতদ্ভূমৌ বেগাৎ প্রস্খ-লিতস্তদা ॥ ২ ॥ দৈত্যসৈন্যাবৃতৈস্তস্য বিমানানাং শতৈস্তদা। ব্যরাজত নভঃ পূর্ণং প্রাবৃষীব যথা ঘনৈঃ ॥ ৩ ॥ তস্যোদ্যোগং তদা দৃষ্ট্বা দেবাঃ শক্র-পুরোগমাঃ। অলক্ষিতাস্তদা জগ্মুঃ শূলিনং তং ব্যজিজ্ঞপুঃ ॥ ৪ ॥ দেবা ঊচুঃ। ন জানাসি কথং স্বামিন্ দেবাপত্তিমিমাং বিভো। তদস্মদ্রক্ষণার্থায় জহি সাগরনন্দনম্ ॥ ৫ ॥ নারদ উবাচ। ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য বৃষভ-ধ্বজঃ। মহাবিষ্ণুং সমাহূয় বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। জলন্ধরঃ কথং বিষ্ণো ন হতঃ সঙ্গরে ত্বয়া। তদ্গৃহং চাপি যাতোঽসি ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠমাত্মনঃ ॥ ৭ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। তবাংশ-সম্ভবত্বাচ্চ ভ্রাতৃত্বাচ্চ তথা শ্রিয়ঃ। ন ময়া নিহতঃ সঙ্খ্যে ত্বমেনং জহি দানবম্ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। নায়মেভির্মহাতেজাঃ শস্ত্রাস্ত্রৈর্বধ্যতে ময়া। দেবৈঃ সহ স্বতেজোঽংশং শস্ত্রার্থং দীয়তাং মম ॥ ৯ ॥ নারদ উবাচ। অথ বিষ্ণুমুখা দেবাঃ স্বতেজাংসি দদুস্তদা। তান্যৈক্যমাগতানীশো দৃষ্ট্বা স্বং চামুচন্মহঃ ॥ ১০ ॥ তেনাকরোন্মহাদেবো মহসা শস্ত্রমুত্তমম্। চক্রং

বলিলেন,—তদবধি দেবদেবের দ্বারদেশে কীর্ত্তি-মুখ অবস্থান করিতেছে। যে ব্যক্তি দেবদেবের অর্চ্চনায় পূর্ব্বে কীর্ত্তিমুখের পূজা না করে, তাহার পূজা বৃথা হইয়া থাকে। রাহু বর্ব্বর নামক স্থানে সেই পুরুষের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইয়া-ছিল, অতএব রাহু ভূতলে বর্ব্বরোদ্ভূত নামেও বিখ্যাতিলাভ করিয়াছে। অনন্তর রাহু যেন আপনাকে পুনরায় নবজীবনপ্রাপ্তের ন্যায় মনে করিয়া জলন্ধরসমীপে আগমনপূর্ব্বক কৈলাসশৈলে সংঘটিত সমস্ত বৃত্তান্তই নিবেদন করিল।২৭—৩৩।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—দূতের বাক্য শ্রবণে দৈত্য-রাজ জলন্ধরের রোষে সকল শরীর আকুলিত হইল এবং কোটি কোটি দানবে পরিবৃত হইয়া সেই অসুররাজ জলন্ধর সত্বর যুদ্ধার্থ গমন করিল। দৈত্যরাজ গমন করিলে শুক্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন এবং রাহু পথপ্রদর্শনে নিযুক্ত হইল। জলন্ধর অতিবেগে গমন করিতেছিল, বেগভরে তাহার মস্তক হইতে মুকুট স্খলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। অগণিতদৈত্যসেনা-পরিবৃত তদীয় শত শত বিমান বর্ষাকালের জলধরের ন্যায় নভোমণ্ডল পরি-পূর্ণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাহার এই উদ্যোগ দেখিয়া অলক্ষিত-ভাবে গমনপূর্ব্বক শূলপাণির শরণ লইলেন এবং তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে স্বামিন্। জানি না, দেবগণের কি বিপত্তিই উপ-স্থিত হইবে। অতএব হে প্রভো! আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সাগরতনয় জলন্ধরকে নিহত করুন।১—৫। নারদ বলিলেন,—বৃষভধ্বজ দেবগণের এম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য-আস্যে মহাবিষ্ণুকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে বিষ্ণো। কেন তুমি জলন্ধরকে সমরে নিহত কর নাই? আর কেনই বা স্বীয় বৈকুণ্ঠ ভবন পরিত্যাগ করিয়া তাহার গৃহে গমন করিয়াছিলে? বিষ্ণু উত্তর করিলেন,—জলন্ধর একেত আপনার অংশ হইতে সমুৎপন্ন, তারপর আবার আমার প্রিয়া রমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং সমরে এই অসুরকে নিহত করি নাই। ঈশ্বর বলিলেন,—আমিও এই সকল অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা মহা-তেজা জলন্ধরের নিধন সাধন করিতে সমর্থ নহি, অতএব হে বিষ্ণো! শস্ত্রনির্ম্মাণ জন্য অন্যান্য দেব-গণ সহ তোমার তেজ আমাকে অর্পণ কর। নারদ বলিলেন,—অনন্তর বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ তখন স্ব স্ব তেজ প্রদান করিলেন, ঐ তেজঃসমূহ একত্র হইলে শিবও তদ্দর্শনে স্বীয় তেজ পরিত্যাগ করি-

সুদর্শনং নাম জ্বালামালাতিভীষণম্ ॥ ১১ ॥ ততঃ শেষেণ চ তদা বজ্রঞ্চ কৃতবান্ হরিঃ। তাবজ্জলন্ধরো দৃষ্টঃ কৈলাসতলভূমিষু ॥ ১২ ॥ হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং কোটিভিঃ পরিবারিতঃ। তং দৃষ্ট্বালক্ষিতা জগ্মুর্দেবাঃ সর্ব্বে যথাগতাঃ ॥ ১৩ ॥ গণাশ্চ সমসজ্জন্ত যুদ্ধায়াতিত্বরান্বিতাঃ। নন্দীভবক্রুসেনানীপ্রমুখাঃ সর্ব্বে শিবাজ্ঞয়া ॥ ১৪ ॥ অবতেরুর্গণা বেগাৎ কৈলাসাদ যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ। ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং কৈলাসোপত্যকাভুবি ॥ ১৫ ॥ প্রমথৈর্দৈত্যানাং ঘোরশস্ত্রাস্ত্রসঙ্কুলম্। ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খৌঘনিঃস্বনৈর্হর্ষবর্দ্ধনৈঃ ॥ ১৬ গজাশ্বরথশব্দৈশ্চ নাদিতা ভূর্ব্যকম্পত। শক্তিতোমরবাণৌঘমুষলপ্রাসপট্টিশৈঃ ॥ ১৭ ॥ বভাবাজৌ নভঃ পূর্ণমুল্কাভিরিব সংবৃতম্। নিহতৈ রথনাগাশ্বপত্তিভির্ভূর্ব্যরাজত ॥ ১৮ ॥ বজ্রাহতৈঃশৈলশৃঙ্গৈরিব সংবৃতা। প্রমথাহতদৈত্যৌঘৈর্দৈত্যাহতগণৈস্তথা ॥ বসাসৃঙ্মাংসপঙ্কাঢ্যা ভূরগম্যাভবত্তদা। প্রমথাহতদৈত্যৌঘান্ ভার্গবঃ সমজীবয়ৎ ॥ ২০ ॥ যুদ্ধে পুনঃ পুনর্মন্ত্র মৃতসঞ্জীবিনীবলাৎ। তং দৃষ্ট্বা ব্যাকুলীভূতা গণাঃ সর্ব্বে ভয়ান্বিতাঃ। শশংসুর্দেবদেবায় তৎ সর্ব্বং শুক্রচেষ্টিতম্ ॥ ২১ ॥ অথ রুদ্রমুখাৎ কৃত্যা বভূবাতীবভীষণা। তালজঙ্ঘা দরীবক্ত্রা স্তনাপীড়িতভূরুহা ॥ ২২ ॥ সা যুদ্ধভূমিমাসাদ্য ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্। ভার্গবং স্বভগে ধৃত্বা জগামান্তর্হিতা নভঃ ॥ ২৩ ॥ বিধৃতং ভার্গবং দৃষ্ট্বা দৈত্যসৈন্যং গণাস্তদা। অম্লানবদনা হর্ষান্নিজঘ্নুর্যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ ২৪ ॥ অথাভজ্যত দৈত্যানাং সেনা গণভয়ার্দ্দিতা। বায়ুবেগেনাহতেব প্রকীর্ণা তৃণসন্ততিঃ ॥ ২৫ ॥ ভগ্নাং গণভয়াৎ সৈন্যাং দৃষ্ট্বামর্ষযুতা যযুঃ। নিশুম্ভশুম্ভৌ সেনান্যৌ কালনেমিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৭ ॥ ত্রয়স্তে বারয়ামাসুর্গণসেনাং মহাবলাঃ। মুক্তাস্তঃ

লেন এবং তিনি সেইভাবে তেজোরাশি দ্বারা তৎক্ষণাৎ জ্বালামালাকুল সুদর্শন নামক উত্তম শস্ত্র চক্র নির্ম্মাণ করিলেন। তদনন্তর শিবের চক্রনির্ম্মাণ কার্য্য অবশেষ হইলে ইন্দ্রের ভীষণ অশনি নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর যেমন জলন্ধর কোটি কোটি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসেনায় পরিবৃত হইয়া কৈলাসশৈলের তল ভূভাগে উপনীত হইল, অমনি ত্বরান্বিত দেবগণও তাহাকে দর্শনপূর্ব্বক স্ব স্ব গণে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। শিবের আদেশে নন্দিপ্রমুখ যুদ্ধদুর্ম্মদ কবিবদন সেনানীগণ স্বস্বগণসহ কৈলাসশিখর হইতে প্রচণ্ডবেগে অবতরণ করিল। তখন কৈলাস শৈলের উপত্যকাভূমে ঘোরতর দেবাসুরসমর আরম্ভ হইল। সেই সমরভূমি দৈত্য ও প্রমথপত্তিগণের ঘোরতর অস্ত্রশস্ত্রে সমাকুল হইয়া উঠিল এবং বীরগণের হর্ষোৎপাদক ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, গজ, অশ্ব, এবং রথশব্দে নিনাদিত হইতে থাকিলে ভূমিতল কম্পিত হইতে লাগিল। বীরগণের নিক্ষিপ্ত শক্তি, তোমর, বাণ, মুষল, প্রাস এবং পট্টিশসমূহে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উল্কাপরিবৃতবৎ শোভা পাইতে লাগিলে, ভূমিতলও তদ্রূপ নিহত গজ, অশ্ব, সেনা ও রথনিচয়ে শোভাবরূপ ধারণ করিল। প্রমথাহত দৈত্যগণ ও দৈত্যাহত প্রমথনিচয় ভূতলে পতিত হইয়া বজ্রাহত শৈলখণ্ডসমূহের ন্যায় সমরভূমি সমাচ্ছাদিত করিল।৬—১৯। তৎকালে সমরে পতিত সেনাগণের বসা শোণিত ও মাংসে কর্দ্দমাক্ত হইয়া যুদ্ধভূমি অগম্যা হইয়া উঠিল। সেই সময় প্রমথগণ কর্তৃক পুনঃপুনঃ যে সকল অসুরসেনা নিহত হইতে লাগিল, মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রবলে ভার্গব তাহাদিগকে সম্যকরূপ জীবিত করিতে লাগিলেন, সুরগণ শুক্রের এই কার্য্য দর্শনে ভয়ে ব্যাকুলিতহৃদয় হইয়া দেবদেব শিবসমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে শুক্রের আচরিত কার্য্য সকল নিবেদন করিলেন। তখন রুদ্রবদন হইতে এক অতি ভীষণ কৃত্যা আবির্ভূত হইল। ঐ কৃত্যার জঙ্ঘা তালপ্রমাণ, গুহ্যদেশ গিরিগুহার ন্যায় এবং তাহার স্তনদ্বয় এমনই বৃহৎ যে, তাহার গমনকালে তদ্দ্বারা মহীরুহগণ সম্যক্ নিপীড়িত হইতে লাগিল। কৃত্যা সমরভূমিতে আসিয়াই মহাসুরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে ভার্গবকে ভগে ধারণ করিয়া আকাশমধ্যে অন্তর্হিতা হইল। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ দেবসেনাগণ কৃত্যা কর্তৃক ভার্গবকে হৃত হইতে দেখিয়া অম্লানবদন হইলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে অসুরসেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর গণদেবতাদিগের ভয়ে নিতান্ত পীড়িত দানবসেনা বাতাহত বিক্ষিপ্ত তৃণসন্ততির ন্যায় ভগ্ন হইতে থাকিলে গণভয়ে ভগ্ন দানবসেনাগণকে সন্দর্শন করিয়া অমর্ষপূরিত শুম্ভ, নিশুম্ভ, বীর্য্যবান্ কালনেমি এই মহাবল সেনানীত্রয় তথায় আগমন করিল এবং

শরবর্ষাণি প্রাবৃষীব বলাহকাঃ॥ ২৭॥ ততো দৈত্য-শরৌঘাস্তে শলভানামিব ব্রজাঃ। ক্রুধুঃ খং দিশঃ সর্ব্বা গণসেনামকম্পয়ন্॥ ২৮॥ গণাঃ খরশরৈর্ভিন্না রুধিরাসারবর্ষিণঃ। বসন্তে কিংশুকাভাসা ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥ ২৯॥ পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ ভিন্নাশ্ছিন্নাস্তদা গণাঃ। ত্যক্ত্বা সংগ্রামভূমিস্তে সর্ব্বেঽপি বিমুখা ভবন্॥ ৩০॥ ততঃ প্রভগ্নং স্ববলং বিলোক্য শৈলাদিলম্বোদরকার্ত্তিকেয়াঃ। ত্বরান্বিতা দৈত্যবরান্ প্রসহ্য নিবারয়ামাসুরমর্ষিণস্তে॥ ৩১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলন্ধরোপাখ্যানে রুদ্রসেনাপরাভবো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। তে গণাধিপতীন্ দৃষ্ট্বা নন্দীভ-মুখষণ্মুখান্। অমর্ষাদভ্যবর্ত্তন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধায় দানবাঃ॥ ১॥ নন্দিনং কালনেমিশ্চ শুম্ভো লম্বোদরং তথা। নিশুম্ভঃ ষণ্মুখং বেগাদভ্যধাবন্ত দংশিতঃ॥ ২॥ নিশুম্ভঃ কার্ত্তিকেয়স্য ময়ূরং পঞ্চভিঃ শরৈঃ। হৃদি বিব্যাধ বেগেন মূর্চ্ছিতঃ স পপাত চ॥ ৩॥ ততঃ শক্তিধরঃ শক্তিং যাবজ্জগ্রাহ রোষিতঃ। তাবন্নিশুম্ভো বেগেন স্বশক্ত্যা তমপাতয়ৎ॥ ৪॥ নন্দীশ্বরঃ শরব্রাতৈঃ কালনেমিমবধ্যত। সপ্তভিশ্চ হয়ান্ কেতুং ত্রিভিঃ সারথিমচ্ছিনৎ॥ ৫॥ কালনেমিস্তু সংক্রুদ্ধো ধনুশ্চিচ্ছেদ নন্দিনঃ। তদপাস্য স শূলেন তং বক্ষস্যহনদ্বলী॥ ৬॥ স শূলভিন্নহৃদয়ো হতাশ্বো হতসারথিঃ। অদ্রেঃ শিখরমাদায় শৈলাদিং সোঽভ্য-পাতয়ৎ॥ ৭॥ অথ শুম্ভো গণেশশ্চ রথমূষকবাহনৌ। যুধ্যমানৌ শরব্রাতৈঃ পরস্পরমবিধ্যতাম্॥ ৮॥ গণেশস্তু তদা শুম্ভং হৃদি বিব্যাধ পত্রিণা। সারথিঞ্চ ত্রিভির্বাণৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে॥ ৯॥ ততোঽতিক্রুদ্ধঃ শুম্ভোঽপি বাণবৃষ্ট্যা গণাধিপম্। মূষকঞ্চ ত্রিভির্বিদ্ধা

বর্ষাকালের জলদজালের ন্যায় অগণিত শর সকল বর্ষণ করিতে থাকিয়া সেই সকল গণসেনাকে বারণ করিল। অনন্তর তাহাদের সেই সকল শরবৃষ্টি যেন পঙ্গপালশ্রেণীর ন্যায় গণ-সেনাগণকে কম্পিত করিয়া আকাশ ও দিক্ সকল অবরোধ করিয়া ফেলিল। অসুরদিগের শত শত শরে বিদ্ধ হইয়া গণ-সেনাগণের শরীর হইতে আসারের ধারার ন্যায় রুধিরধারা বৃষ্টি হইতে লাগিল। তাহারা কিংশুককান্তির ন্যায় রক্তাভ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের কিছুমাত্র জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইল না। গণসেনাগণ পতিত ও পতনোন্মুখ এবং ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া সকলেই সমরভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমুখ হইলেন। অনন্তর নন্দী, গণপতি ও কার্ত্তিকেয় স্বীয় বল ভগ্ন দেখিয়া সত্বর অসুরগণের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে প্রতিহত করিতে লাগিলেন। ২০—৩১।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—গণাধিপতি নন্দী, গণপতি ও কার্ত্তিকেয় সমরভূমিতে উপস্থিত হইলে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ দানবগণ অমর্ষ সহকারে তাঁহাদিগের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধার্থে প্রধাবিত হইল। তখন যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া কালনেমি নন্দীর, শুম্ভ, লম্বোদর গণেশের এবং নিশুম্ভ ষড়াননের প্রতি প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইল। নিশুম্ভ বেগগামী পঞ্চবাণে ষড়াননবাহন ময়ূরের হৃদয় বিদ্ধ করিলে ময়ূর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর রোষপরবশ শক্তিধর কার্ত্তিকেয় শক্তি গ্রহণ করিতে না-করিতেই নিশুম্ভ প্রচণ্ডবেগে স্বীয় শক্তি দ্বারা তাঁহাকে পাতিত করিল। নন্দীশ্বর শর-নিকরে কালনেমিকে প্রহার করিতে লাগিলেন, তিনি সপ্তবাণে রথের অশ্ব ও পতাকা এবং তিনবাণে তদীয় সারথির শিরশ্ছেদন করিলেন। ১—৫। কালনেমিও ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দীর ধনুশ্ছেদন করিল। বলবান্ নন্দী তখন ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া শূল দ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধহৃদয় হতাশ্ব হতসারথি নিশুম্ভ তখন একটা শৈলশিখর নিক্ষেপ করিয়া নন্দীকে ভূতলদেশে নিপাতিত করিল। অনন্তর রথবাহন শুম্ভ ও মূষিকবাহন গণেশ উভয়েই শরনিকর বর্ষণ দ্বারা সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন গণেশ বাণদ্বারা শুম্ভের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে সারথিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর মহাক্রুদ্ধ শুম্ভও বৃষ্টি বাণ দ্বারা

ননাদ জলদস্বনঃ ॥ ১০ ॥ মূষকঃ শরভিন্নাঙ্গশ্চচাল ভৃশবেদনঃ। লম্বোদরশ্চ পতিতঃ পদাতিরভবন্নৃপ ॥ ১১ ॥ ততো লম্বোদরঃ শুম্ভং হত্বা পরশুনা হৃদি। অপাতয়ত্তদা ভূমৌ মূষকং চারুহৎ পুনঃ ॥ ১২ ॥ কালনেমির্নিশুম্ভশ্চাপ্যুভৌ লম্বোদরং শরৈঃ। যুগপজ্জঘ্নতুঃ ক্রোধাত্তোত্ত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ১৩ ॥ তং পীড্যমানমালোক্য বীরভদ্রো মহাবলঃ। অভ্যধাবত বেগেন ভূতকোটিযুতস্তদা ॥ ১৪ ॥ কুষ্মাণ্ডভৈরবাশ্চাপি বেতালা যোগিনীগণাঃ। পিশাচযোগিনীসঙ্ঘা গণাশ্চাপি তমন্বয়ুঃ ॥ ১৫ ॥ ততঃ কিলকিলাশব্দৈঃ সিংহনাদৈঃ সুঘর্ঘরৈঃ। ভেরিতালমৃদঙ্গৈশ্চ পৃথিবী সমকম্পত ॥ ১৬ ॥ ততো ভূতাস্তধাবন্ত ভক্ষয়ন্তি স্ম দানবান্। উৎপতন্ত্যাপতন্তি স্ম ননৃতুশ্চ রণাঙ্গনে ॥ ১৭ ॥ নন্দী চ কার্ত্তিকেয়শ্চ সমাখাস্ত ত্বরান্বিতৌ। নিজঘ্নতু রণে দৈত্যান্নিরন্তরশরব্রজৈঃ ॥ ১৮ ॥ ছিন্নভিন্না হতৈর্দৈত্যৈঃ পতিতৈর্ভক্ষিতৈস্তদা। ব্যাকুলা সাভবৎ সেনা বিষণ্ণবদনা তদা ॥ ১৯ ॥ প্রবিধ্বস্তাং তদা সেনাং দৃষ্ট্বা সাগরনন্দনঃ। রথেনাতিপতাকেন গণানভিযযৌ বলী ॥ ২০ ॥ হস্ত্যশ্বরথসংহ্রাদাঃ শঙ্খভেরীস্বনাস্তথা। অভবন্ সিংহনাদাশ্চ সেনয়োরুভয়োস্তদা ॥ ২১ ॥ জলন্ধরশরব্রাতৈর্নীহারপটলৈরিব। দ্যাবাপৃথিব্যোরাচ্ছিন্নমন্তরং সমপদ্যত ॥ ২২ ॥ গণেশং পঞ্চভির্বিদ্ধা শৈলাদিং নবভিঃ শরৈঃ। বীরভদ্রঞ্চ বিংশত্যা ননাদ জলদস্বনঃ ॥ ২৩ ॥ কার্ত্তিকেয়স্তদা দৈত্যং শক্ত্যা বিব্যাধ সত্বরঃ। যুযুধে শক্তিনির্ভিন্নঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ ॥ ২৪ ॥ ততঃ ক্রোধপরীতাক্ষঃ কার্ত্তিকেয়ং জলন্ধরঃ। গদয়া তাড়য়ামাস স চ ভূমিতলেঽপতৎ ॥ ২৫ ॥ তথৈব নন্দিনং বেগাদপাতয়ত ভূতলে। ততো গণেশ্বরঃ ক্রুদ্ধো গদাং পরশুনাহনৎ ॥ ২৫ ॥ বীরভদ্রস্ত্রিভির্বাণৈর্হৃদি বিব্যাধ দানবম্। সপ্তভিশ্চ হয়ান্ কেতুং ধনুশ্ছত্রঞ্চ চিচ্ছিদে ॥ ২৭ ॥ ততোঽতিক্রুদ্ধো দৈত্যেন্দ্রঃ শক্তিমুদ্যম্য দারুণাম্।

গণেশকে ও তিন বাণে তদীয় বাহন মূষিককে প্রহার করিয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। হে নৃপ! শরবিদ্ধ মূষিক অত্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হইয়া বিচলিত হইলে গণপতি ভূতলে পতিত হইয়া পদাতি হইলেন এবং তিনি পরশু দ্বারা শুম্ভের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন শুম্ভ ঐ পরশুর আঘাতে ভূমিতে পতিত হইলে গণপতি পুনরায় মূষিকে আরূঢ় হইলেন। কালনেমি ও নিশুম্ভ উভয়েই তাঁহাকে শরনিকর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল, রোষপরবশ ঐ দানবদ্বয় অঙ্কুশদ্বারা মহাগজকে প্রহার করার ন্যায় এককালেই তাঁহাকে প্রহার করিল। তখন গণপতিকে পীড্যমান দেখিয়া মহাবল বীরভদ্র কোটি ভূতে পরিবৃত হইয়া প্রচণ্ডবেগে অসুরদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। কুষ্মাণ্ড, ভৈরব, বেতাল যোগিনী ও পিশাচগণ দলে দলে তাহার অনুগমন করিল। অনন্তর তাহারা ভীষণ কিলকিলা শব্দ, সিংহনাদ, ঘন ঘর্ঘরধ্বনি, ভেরী, তাল ও মৃদঙ্গ প্রভৃতির রবে পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিল; তারপর দানবগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে ঐ সকল কুষ্মাণ্ডাদি ভূতগণ অসুরদিগের প্রতি প্রধাবিত হইল এবং কেহ ঊর্দ্ধে উঠিয়া, কেহ অধোদিকে গমন করিয়া রণভূমে বিবিধ নৃত্য করিতে লাগিল। এদিকে নন্দী ও ষড়ানন গণেশকে আশ্বস্ত করিয়া সত্বর শরনিকর দ্বারা দানবগণকে নিরন্তর প্রহার করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় ও নন্দীর শরে বিদীর্ণ দানবসেনার কেহ নিহত, কেহ পতিত ও কেহবা ভক্ষিত হওয়ায় সেনাগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল এবং সেই সকল বিষণ্ণবদন অসুরসেনা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন জলধিতনয় বলবান্ জলন্ধর স্বীয় সেনাগণকে বিধ্বস্ত দেখিয়া অতি দীর্ঘপতাকাযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক গণসেনার সম্মুখীন হইল। তখন উভয় সৈন্যেই হস্তী, অশ্ব ও রথের ভীষণ শব্দ এবং শঙ্খ, ভেরী ও সিংহনাদ উত্থিত হইল। ৬—২০। সমরে নীহাররাজির ন্যায় জলন্ধরের শরনিকর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল সমাচ্ছন্ন করিল। জলন্ধর গণপতিকে পাঁচ বাণে, নন্দীকে নয় বাণে এবং বীরভদ্রকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া জলদের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। ষড়ানন সত্বর শক্তি দ্বারা জলন্ধরকে বিদ্ধ করিলেন। শক্তিপ্রহারে জলন্ধর অতি অল্পমাত্র ব্যথিত ও রোষপরবশ হইয়া গদাদ্বারা কার্ত্তিকেয়কে ও নন্দীকে বিতাড়িত করত ভূতলে পাতিত করিল। তখন গণপতি ক্রুদ্ধ হইয়া পরশু দ্বারা তাহার গদা ছিন্ন করিলেন। বীরভদ্র তিন বাণে সেই দানবের হৃদয় বিদ্ধ করিল এবং সাত বাণে তাহার অশ্ব, রথ, পতাকা, ধনু ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিল। অনন্তর দৈত্যেন্দ্র জলন্ধর অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক রথারোহণপূর্ব্বক এক দারুণ

গণেশং পাতয়ামাস স্বথং চাস্তমথারুহৎ ॥২৮॥ অভ্যাযাদথ বেগেন বীরভদ্রং রুষান্বিতঃ। ততস্তৌ সূর্য্যসঙ্কাশৌ যুযুধাতে পরস্পরম্ ॥২৯॥ বীরভদ্রঃ পুনস্তস্য হয়ান্ বাণৈরপাতয়ৎ। ধনুশ্চিচ্ছেদ দৈত্যেন্দ্রঃ পুপ্লুবে পরিঘায়ুধঃ ॥ ৩০ ॥ স বীরভদ্রং স্বরয়াভিগম্য জঘান দৈত্যঃ পরিঘেণ মূর্দ্ধ্নি। স চাপি বীরঃ প্রবিভিন্নমূর্দ্ধা পপাত ভূমৌ রুধিরং সমুদ্গিরন্ ॥৩১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলন্ধরোপাখ্যানে বীরভদ্রপতনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। পতিতং বীরভদ্রন্তু দৃষ্ট্বা রুদ্রগণা ভয়াৎ। আগমংস্তে রণং হিত্বা ক্রোশমানা মহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥ অথ কোলাহলং শ্রুত্বা গণানাং চন্দ্রশেখরঃ। অভ্যযাদ্বৃষভারূঢ়ঃ সংগ্রামং প্রহসন্নিব ॥ ২ ॥ রুদ্রমায়ান্তমালোক্য সিংহনাদৈর্গণাঃ পুনঃ। নিবৃত্তাঃ সঙ্গরে দৈত্যান্নির্জ্জঘ্নুঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩ ॥ দৈত্যাশ্চ ভীষণং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে চৈব বিদুদ্রুবুঃ। কার্ত্তিকব্রতিনং দৃষ্ট্বা পাতকানীব তদ্ভয়াৎ ॥ ৪ ॥ জলন্ধরোঽথ তান্ দৈত্যান্নিবৃত্তান্ প্রেক্ষ্য সঙ্গরে। রোষাদধাবচ্চণ্ডীশং মুঞ্চন্ বাণান্ সহস্রশঃ ॥৫॥ শুম্ভো নিশুম্ভোঽশ্বমুখঃ কালনেমির্ব্বলাহকঃ। খড়্গরোমা প্রচণ্ডশ্চ ঘস্মরাদ্যাঃ শিবং যযুঃ ॥ ৬ ॥ বাণান্ধকারসঙ্ঘন্নং দৃষ্ট্বা গণবলং শিবঃ। বাণজালমথাচ্ছিদ্য স্ববাণৈরাবৃণোন্নভঃ ॥ ৭ ॥ দৈত্যাংশ্চ বাণবাত্যাভিঃ পীড়িতানকরোত্তদা। প্রচণ্ডবাণজালৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥ ৮ ॥ খড়্গরোম্ণঃ শিরঃ কায়াত্তদা পরশুনাচ্ছিনৎ। বলাহকস্য চ শিরঃ খট্টাঙ্গেনাকরোদ্দ্বিধা ॥ ৯ ॥ বদ্ধা চ ঘস্মরং দৈত্যং পাশেনাভ্যহনদ্ভুবি। বৃষভেণ হতাঃ কেচিৎ কেচিদ্বাণৈর্নিপাতিতাঃ ॥ ১০ ॥ ন শেকুরসুরাঃ স্থাতুং গজাঃ সিংহার্দ্দিতা ইব। ততঃ ক্রোধপরীতাত্মা বেগাদ্রুদ্রং জলন্ধরঃ ॥ ১১ ॥ আহ্বয়ামাস সময়ে তীব্রা-

---

শক্তি উদ্যত করত সেই শক্তি দ্বারা গণপতিকে নিপাতিত করিল এবং তদনন্তর রোষপরবশ জলন্ধর অতি প্রচণ্ডবেগে বীরভদ্রের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তখন সূর্য্যসন্নিভ দানবেন্দ্র ও বীরভদ্র পরস্পর সমর করিতে লাগিল। বীরভদ্র পুনরায় বাণবর্ষণে তাহার অশ্বগণকে নিহত করিলে দানব তাহার ধনুশ্ছেদন করিয়া পরিঘহস্তে বীরভদ্রের দিকে লম্ফপ্রদান করিল। দানবেন্দ্র জলন্ধর সত্বর বীরভদ্রের সম্মুখীন হইয়া পরিঘ দ্বারা তাহার শিরোদেশে প্রহার করিল, বীরভদ্রও সেই পরিঘপ্রহারে ভিন্নমূর্দ্ধা হইয়া পতিত হইল এবং তাহার মুখ হইতে রুধির বমন হইতে লাগিল। ২১—৩১।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—রুদ্রগণ বীরভদ্রকে পতিত দেখিয়া ভীতি বশতঃ রণভূমি পরিত্যাগ করিল এবং তাহারা চীৎকার করিতে করিতে মহেশ্বরসমীপে উপনীত হইল। অনন্তর চন্দ্রশেখর গণসেনার কোলাহল শ্রবণ করত হাসিতে হাসিতে বৃষারোহণে রণভূমিতে আগমন করিলেন। রুদ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া গণসেনাগণ পুনরায় সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শরবর্ষণ ধারা দৈত্যগণকে নিহত করিতে লাগিল। দৈত্যগণও এই ভীষণ ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া কার্ত্তিকব্রতীরদর্শনে পলায়মান পাতকের ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর দানবেন্দ্র জলন্ধর অসুরগণকে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া রোষবশতঃ সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করত ভবানীপতির প্রতি প্রধাবিত হইল। শুম্ভ, নিশুম্ভ, অশ্বমুখ, কালনেমি, বলাহক, খড়্গরোমা, প্রচণ্ড ও ঘস্মরাদি দানবগণ শিবের সম্মুখীন হইল। অনন্তর শিব গণবলকে বাণান্ধকারে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া স্বয়ং শরবর্ষণে অসুরশরনিকর ছিন্ন করিয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন শিবনিক্ষিপ্ত প্রচণ্ড বাণজালের বাত্যায় দানবচণ্ডগণ নিপীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। শিব পরশু দ্বারা খড়্গরোমার শির কায় হইতে পৃথক্ করিলেন, খট্টাঙ্গ দ্বারা বলাহকের মস্তক দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং দানব ঘস্মরকে পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করত প্রহার করিতে লাগিলেন। কোন দানব বৃষভ কর্ত্তৃক নিহত হইল এবং কেহ বা বাণদ্বারা নিপাতিত হইতে লাগিল;—এইরূপে অসুরগণ সিংহার্দ্দিত গজের ন্যায় রণভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর রোষপরবশ জলন্ধর বেগভরে

শনিসমস্বনঃ। জলন্ধর উবাচ। যুধ্যস্ব চ ময়া সার্দ্ধং কিমেভির্নিহতৈস্তব ॥ ১২ ॥ যচ্চ কিঞ্চিদ্বলং তেঽস্তি তদ্দর্শয় জটাধর। ইত্যুক্ত্বা বাণসপ্তত্যা জঘান বৃষভধ্বজম্ ॥ ১৩ ॥ তান্ প্রাপ্তান্নিশিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ প্রহসন্নিব। রুদ্রস্তো হয়ান্ ধ্বজং ছত্রং ধনুশ্চিচ্ছেদ শক্তিভিঃ ॥ ১৪ ॥ স চ্ছিন্নধন্বা বিরথো গদামুদ্যম্য বেগবান্। অভ্যধাবচ্ছিবস্তাবদ্গদাং বাণৈর্দ্বিধাচ্ছিনৎ ॥ ১৫ ॥ তথাপি মুষ্টিমুদ্যম্য যযৌ রুদ্রং জিঘাংসয়া। তাবচ্ছিবেন বাণৌঘৈঃ ক্রোশমাত্রমপাকৃতঃ ॥ ১৬ ॥ ততো জলন্ধরো দৈত্যো মত্বা রুদ্রং বলাধিকম্। সসর্জ্জ মায়াং গান্ধর্বীমদ্ভুতাং রুদ্রমোহিনীম্ ॥ ১৭ ॥ ততো জগুশ্চ ননৃতুর্গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ। তালবেণুমৃদঙ্গাদ্যান্ বাদয়ন্তি স্ম চাপরে ॥ ১৮ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং রুদ্রো নাদবিমোহিতঃ। পতিতান্যপি শস্ত্রাণি করেভ্যো ন বিবেদ সঃ ॥ ১৯ ॥ একাগ্রীভূতমালোক্য রুদ্রং দৈত্যো জলন্ধরঃ। কামার্ত্তঃ স জগামাশু যত্র গৌরী স্থিতাভবৎ ॥ ২০ ॥ যুদ্ধে শুম্ভনিশুম্ভাখ্যৌ স্থাপয়িত্বা মহাবলৌ। দশদোর্দ্দণ্ডপঞ্চাস্যস্ত্রিনেত্রশ্চ জটাধরঃ ॥ মহাবৃষভমারূঢ়ঃ স বভূব জলন্ধরঃ ॥২১॥ অথো রুদ্রং সমায়ান্তমালোক্য ভববল্লভা ॥ ২২ ॥ অভ্যাযযৌ সখীমধ্যাত্তদ্দর্শনপথেঽভবৎ। যাবৎ দদর্শ চার্বঙ্গীং পার্ব্বতীং দনুজেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥ তাবৎ স্ববীর্য্যং মুমুচে জড়াঙ্গশ্চাভবত্তদা। অথ জ্ঞাত্বা তদা গৌরী দানবং ভয়বিহ্বলা ॥ ২৪ ॥ জগামান্তর্হিতা বেগাৎ সা তদোত্তরমানসে। তামদৃষ্ট্বা ততো দৈত্যঃ ক্ষণাদ্বিদ্যুল্লতামিব ॥ ২৫ ॥ জবেনাগাৎ পুনর্যুদ্ধং যত্র দেবো বৃষধ্বজঃ। পার্ব্বত্যপি ভয়াদ্বিষ্ণুং সস্মার মনসা তদা ॥ ২৬ ॥ তাবদ্দদর্শ তং দেবং স্বুপবিষ্টং সমীপগম্। পার্ব্বত্যুবাচ। বিষ্ণো জলন্ধরো দৈত্যঃ কৃতবান্ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৭ ॥ তৎ কিং ন বিদিতং তেঽস্তি চেষ্টিতং তস্য দুর্ম্মতেঃ। বিষ্ণুরুবাচ। তেনৈব দর্শিতঃ পন্থা বয়মপ্যাশ্রয়ামহে ॥২৮॥ নান্যথা স ভবেদ্বধ্যঃ পাতিব্রত্যসুরক্ষিতঃ। নারদ

তীব্র অশনির ন্যায় ধ্বনি করিয়া সমরে শঙ্করকে আহ্বান করিতে লাগিল। জলন্ধর বলিল,—হে জটাধর! মদীয় সৈন্যগণকে নিহত করিয়া কি হইবে? আমার সহিত যুদ্ধ কর, তোমার যে কিছু বলবীর্য্য আছে, তাহা প্রদর্শন কর। জলন্ধর এইরূপ বলিয়া সপ্ততি শরে বৃষারূঢ় শঙ্করকে বিদ্ধ করিল, শিবও হাসিতে হাসিতে সম্মুখাগত সেই শর সকল ছিন্ন করিলেন, তথাপি জলন্ধর ক্ষান্ত হইল না, সে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া রুদ্রের নিধনার্থ তাঁহার সম্মুখে গমন করিল, কিন্তু শিব তখনই তাহাকে শরদ্বারা ক্রোশমাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর দানব জলন্ধর রুদ্রকে আপনা হইতে অধিক বল মনে করিয়া রুদ্রমোহিনী এক অদ্ভুত গান্ধর্বী মায়া বিস্তার করিল। অনন্তর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নৃত্য-গীত করিতে লাগিল। এবং অপর কেহ কেহ তাল, বেণু ও মৃদঙ্গ বাদ্যাদি করিতে প্রবৃত্ত হইল। রুদ্র সেই সকল মহদাশ্চর্য্য মধুর নাদ শ্রবণে বিমোহিত হইলেন এবং তৎকালে মোহ বশতঃ তাঁহার কর হইতে শরনিকর পতিত হইলেও তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। অনন্তর দৈত্য-জলন্ধর রুদ্রকে একাগ্রমনা অবলোকন করিয়া যুদ্ধে [illegible] ও নিশুম্ভকে নিযুক্ত করিয়া যে স্থানে গৌরী অবস্থিত ছিলেন, কামার্ত্ত হইয়া তথায় সত্বর গমন করিল। [illegible] জটাধারণ করিল এবং দশহস্ত, পঞ্চমুখ ও ত্রিনেত্র হইয়া মহাবৃষে আরোহণপূর্ব্বক পার্ব্বতীসমীপে উপনীত হইল।৭-২১। অনন্তর ভববল্লভা ভবানী ভূতপতিকে সমাগত দেখিয়া সখীগণের মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাঁহার দর্শন মানসে আগমনপূর্ব্বক তদীয় দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। তখন কপটশিববেশী দনুজাধিপ জলন্ধর যেমন মনোহরাঙ্গী পার্ব্বতীকে দর্শন করিল, আপনি সে স্বীয় বীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া জড় হইয়া গেল। অনন্তর পার্ব্বতী তাহাকে দানব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং ভয়বিহ্বল হইয়া তথা হইতে সত্বর উত্তরমানসে চলিয়া গেলেন। অতঃপর দৈত্য বিদ্যুল্লতার ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে তাঁহাকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া যে স্থানে বৃষধ্বজ অবস্থিত ছিলেন, পুনরায় প্রচণ্ডবেগে যুদ্ধার্থ তথায় গমন করিল, পার্ব্বতীও তখন ভীতিবশতঃ মনে মনে বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। তিনি বিষ্ণুকে স্মরণ করিবামাত্র দেখিলেন,—বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছেন। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে বিষ্ণো! দৈত্য জলন্ধর আজ এক পরম অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছে; তুমি কি সেই দুর্ম্মতি দৈত্যের ব্যবহার বিদিত নহ? বিষ্ণু উত্তর করিলেন,—হে দেবি! জলন্ধরই পথ দেখাইয়াছে; আমরাও তাই সেই পথের অনুসরণ করিব; [illegible] করিলে জলন্ধরও বধ হইবে [illegible]

উবাচ ॥ জগাম বিষ্ণুরিত্যুক্ত্বা পুনর্জ্জালন্ধরং পুরম্ ॥ ২৯ ॥ অথ রুদ্রশ্চ গন্ধর্ব্বানুগতঃ সঙ্গরে স্থিতঃ। অন্তর্দ্ধানং গতাং মায়াং দৃষ্ট্বা স বুবুধে তদা ॥ ৩০ ॥ ততোঽব্জভবো বিস্মিতমানসঃ পুনর্জগাম যুদ্ধায় জলন্ধরং প্রভুঃ। স চাপি দৈত্যঃ পুনরাগতং শিবং দৃষ্ট্বা শরৌঘৈঃ সমবাকিরদ্রণে ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলন্ধরোপাখ্যানে শিবজলন্ধর-যুদ্ধবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। বিষ্ণুর্জ্জলন্ধরং গত্বা তদ্দৈত্য-পুটভেদনম্। পাতিব্রত্যস্য ভঙ্গায় বৃন্দায়াশ্চাকরোন্মতিম্ ॥ ১০॥ অথ বৃন্দাবকা দেবী স্বপ্নমধ্যে দদর্শ হ। ভর্ত্তারং মহিষারূঢং তৈলাভ্যক্তং দিগম্বরম্ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণপ্রসূনভূষাঢ্যং ক্রব্যাদগণসেবিতম্। দক্ষিণাশাগতিং মুণ্ডং তমসাপ্যাবৃতং তদা ॥ ৩ ॥ স্বপুরং সাগরে মগ্নং সহসৈবাত্মনা সহ। ততঃ প্রবুদ্ধা সা বালা তৎস্বপ্নং প্রবিচিন্বতী ॥ ৪ ॥ দদর্শোদিতমাদিত্যং সচ্ছিদ্রং নিষ্প্রভং মুহুঃ। তদনিষ্টমিতি জ্ঞাত্বা রুদতী ভয়বিহ্বলা। কুত্রচিন্নালভচ্ছর্ম্ম গোপুরাট্টালভূমিষু ॥ ৫ ॥ ততঃ সখীদ্বয়যুতা নগরোদ্যানমাগতম্ ॥৬॥ তত্রাপি সাভ্রমদ্বালা নালভৎ কুত্রচিৎ সুখম্। বনাদ্বনান্তরং যাতা নৈব বেদাত্মনস্তদা ॥ ৭ ॥ ততঃ সা ভ্রমতী বালা দদর্শাতীবভীষণৌ। রাক্ষসৌ সিংহবদনৌ দংষ্ট্রাননবিভীষণৌ ॥ ৮ ॥ তৌ দৃষ্ট্বা বিহ্বলাতীব পলায়নপরাভবৎ। দদর্শ তাপসং শান্তং সশিষ্যং মৌনমাস্থিতম্ ॥ ৯ ॥ ততস্তৎকণ্ঠমাবৃত্য নিজাং বাহুলতাং ভয়াৎ। মুনে মাং রক্ষ শরণমাগতাম্মীত্যভাষত ॥

পাতিব্রত্য রক্ষিত হইবে না। নারদ বলিলেন,—বিষ্ণু এইরূপ বলিয়া পুনর্বায় জলন্ধরপুর গমন করিলেন। অনন্তর গন্ধর্বনিকর সমরভূমিতে অবস্থিত রুদ্রের অনুসরণ করিল, তিনিও মায়াকে অন্তর্হিত দেখিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। অনন্তর বিস্মিতমনা ভব রোষপরবশ হইয়া পুনরায় জলন্ধরের সহিত সমর আরম্ভ করিলেন। দৈত্য জলন্ধরও শিবকে সমরে পুনরাগত দেখিয়া শরনিকর দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিল।২২—৩১।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—বিষ্ণু দানবরাজপত্নী বৃন্দার পাতিব্রত্য ভঙ্গ করিবার অভিলাষে বুদ্ধি করিলেন এবং তখনই জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া, যথায় বৃন্দা অবস্থিত ছিলেন, সেই পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর দেবী বৃন্দা স্বপ্ন যোগে দর্শন করিতে লাগিলেন,—তাঁহার স্বামী মহিষারূঢ, তৈলাভ্যক্ত, দিগম্বর, কৃষ্ণকুসুমভূষিত এবং রাক্ষসগণসেবিত হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতেছেন ও তাঁহার মস্তক যেন অন্ধকারাবৃত হওয়ায় তাঁহার লক্ষ্য হইতেছে না। তিনি আরও দেখিলেন,—তাঁহার অন্তঃপুর যেন সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। এবং তিনিও সেই সঙ্গে জলধিজলে নিমজ্জিত হইয়াছেন। তখন স্বপ্নাবসানে বালা বৃন্দা প্রবুদ্ধা হইয়া স্বপ্নের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যেন আদিত্য সচ্ছিদ্র হইয়া উদিত হইয়াছেন এবং মুহুর্মুহু নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছেন। বৃন্দা এই সকল অনিষ্টের কারণ বুঝিতে পারিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি ভয়বিহ্বলা হইয়া গোপুর অট্টালক ও ভূমিতল ইহার কোথাও গিয়া শান্তিলাভ করিলেন না।১—৫। তার পর সখীদ্বয় সমভিব্যাহারে নগরোদ্যানে গমন করিলেন। বালা বৃন্দা তথায় ভ্রমণ করিয়াও কিছু মাত্র সুখলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর তিনি এক বন হইতে অন্যবনে গমন করিতে লাগিলেন; ইহাতেও তাঁহার আত্মায় কিছুমাত্র শান্তি আসিল না। তদনন্তর বালা বৃন্দা ভ্রমণ করিতে করিতে অতিভীষণ দুইটা রাক্ষস দেখিতে পাইলেন, ঐ রাক্ষসদ্বয়ের বদন সিংহাকার, দংষ্ট্রাদ্বারা উহাদের আনন অতি ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। বৃন্দা ভীষণাকার ঐ রাক্ষসদ্বয়ের দর্শনে অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, এক শান্ত তপস্বী মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছেন, শিষ্যগণ তাঁহার সমীপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন দেবী বৃন্দা ভয়বশত স্বীয় বাহুলতা দ্বারা ঋষির কণ্ঠদেশ আবৃত করিয়া বলিলেন,—হে মুনে! আপনার শরণাগিনী হইয়া আমি এখানে আগমন করিয়াছি;

১০॥ মুনিস্তাং বিহ্বলাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসানুগতাং তদা। হুঙ্কারেণৈব তৌ ঘোরৌ চকার বিমুখৌ রুষা॥ ১১॥ তৌ হুঙ্কারভয়ত্রস্তৌ দৃষ্ট্বা চ বিমুখৌ গতৌ। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ বৃন্দা বচনমব্রবীৎ॥ ১২॥ বৃন্দোবাচ। রক্ষিতাহং ত্বয়া ঘোরাত্তস্মাদস্মাৎ কৃপানিধে। কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুমিচ্ছামি কৃপয়া তন্নিশাময়॥ ১৩॥ জলন্ধরো হি মদ্ভর্ত্তা রুদ্রং যোদ্ধুং গতঃ প্রভো। স তত্রাস্তে কথং যুদ্ধে তন্মে কথয় সুব্রত॥ ১৪॥ নারদ উবাচ। মুনিস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য কৃপয়োর্দ্ধমবৈক্ষত। তাবৎ কপী সমায়াতৌ প্রণম্য চাগ্রতঃ স্থিতৌ॥ ১৫॥ ততস্তদ্ভ্রূলতাসংজ্ঞানিযুক্তৌ গগনং গতৌ। গত্বা ক্ষণার্দ্ধাদাগত্য প্রণতাবগ্রতঃ স্থিতৌ। শিরঃকবন্ধে হস্তৌ চ গৃহীত্বা সমুপস্থিতৌ॥ ১৬॥ শিরঃকবন্ধে হস্তৌ চ দৃষ্ট্বাব্ধিতনয়স্য সা। পপাত মূর্চ্ছিতা ভূমৌ ভর্ত্তৃব্যসনদুঃখিতা॥ ১৭॥ কমণ্ডলূদকৈঃ সিক্তা মুনিনাশ্বাসিতা তদা। স্বভর্ত্তৃভালে সা ভালং কৃত্বা দীনা রুরোদ হ॥ ১৮॥ বৃন্দোবাচ। যঃ পুরা সুখসংবাদে বিনোদয়সি মাং প্রভো। স কথং ন বদস্যদ্য বল্লভাং মামনাগসম্॥ ১৯॥ যেন দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা নির্জ্জিতা বিষ্ণুনা সহ। স কথং তাপসেনাদ্য ত্রৈলোক্যবিজয়ী হতঃ॥ ২০॥ নারদ উবাচ। রুদিত্বেতি তদা বৃন্দা তং মুনিং বাক্যমব্রবীৎ। বৃন্দোবাচ। কৃপানিধে মুনিশ্রেষ্ঠ জীবয়ৈনং মম প্রিয়ম্॥ ২১॥ ত্বমেবাস্য মুনে শক্তো জীবনায় মতো মম। নারদ উবাচ। ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য প্রহসন্মুনিরব্রবীৎ॥ ২২॥ মুনিরুবাচ। নায়ং জীবয়িতুং শক্যো রুদ্রেণ নিহতো যুধি। তথাপি ত্বৎকৃপাবিষ্ট এনং সঞ্জীবয়াম্যহম্॥ ২৩॥ নারদ উবাচ। ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বিপ্রস্তাবৎ সাগরনন্দনঃ। বৃন্দামালিঙ্গ্য তদ্বক্ত্রং চুচুম্ব প্রীতমানসঃ॥ ২৪॥ অথ বৃন্দাপি ভর্ত্তারং দৃষ্ট্বা হর্ষিতমানসা। রেমে তদ্বন-

আমাকে রক্ষা করুন। অনন্তর মুনি তাঁহাকে অত্যন্ত বিহ্বল ও তাঁহার পশ্চাদাগত রাক্ষসদ্বয়কে দর্শন করিয়া রোষসহকারে হুঙ্কার দ্বারাই সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসদ্বয়কে নিরস্ত করিলেন। অনন্তর বৃন্দা রাক্ষসদ্বয়কে তাঁহার হুঙ্কারশব্দে ত্রস্ত হইয়া বিমুখ হইতে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক মুনিকে বলিতে লাগিলেন। বৃন্দা বলিলেন,—হে কৃপানিধে! আপনি এই ঘোর ভয় হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনাকে কিছু বলিতে অভিলাষ করি, কৃপাপরবশ হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। হে প্রভো! আমার ভর্ত্তা দানবরাজ জলন্ধর, তিনি সম্প্রতি রুদ্রের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছেন। হে সুব্রত! তিনি সমরভূমে কেমন আছেন, তাহা আমার নিকট বলুন। নারদ বলিলেন,—বৃন্দার বাক্য শুনিয়া কৃপাপূর্ব্বক মুনি যেমন ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি দুইটি কপি তাঁহার সমীপাগত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তদনন্তর তাঁহার ভ্রূভঙ্গী দ্বারা ইঙ্গিত বুঝিয়া তাহারা গগনে গমন করিল এবং একটী শির ও ধড় করে করিয়া অর্দ্ধমুহূর্ত্তমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করত পুনরায় প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে পূর্ব্ববদ্দণ্ডায়মান হইল। বৃন্দা সেই কপিদ্বয়ের করে সাগরতনয় স্বামী জলন্ধরের ধড় ও শির দেখিয়া স্বামিশোকে দুঃখিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। মুনি তখন কমণ্ডলুজলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া আশ্বস্ত করিলেন। বৃন্দা স্বীয় স্বামীর ভালে নিজ ললাট রক্ষিত করিয়া দীনভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। ৮—১৮। বৃন্দা বলিলেন,—হে প্রভো! যে আপনি পূর্ব্বে সুখদায়ক সংবাদ দ্বারা আমার বিনোদবর্দ্ধন করিতেন, সেই আপনি আজ কেন আপনার নিরপরাধা রমণীকে সন্দর্শন করিয়া কথা কহিতেছেন না! যিনি বিষ্ণুর সহিত সগন্ধর্ব্ব দেবগণকেও নির্জ্জিত করিয়াছেন, সেই ত্রিলোকবিজয়ী আমার স্বামী জলন্ধরকে আজ কোন্ তাপস কিরূপে নিহত করিলেন! নারদ বলিলেন,—তখন বৃন্দা এইরূপে বিলাপ করিয়া মুনিকে বলিতে লাগিলেন। বৃন্দা বলিলেন,—হে কৃপানিধে! আপনি মুনিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমার পতিকে জীবিত করুন। হে মুনে! আমার নিশ্চয়ই ধারণা হইতেছে,—আপনি ইহাকে জীবিত করিতে সমর্থ। নারদ বলিলেন,—বৃন্দার বাক্য শুনিয়া ঋষি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন। মুনি কহিলেন,—ইহার জীবনদানে কেহই শক্ত নহে, কেননা, স্বয়ং রুদ্র ইহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। তথাপি তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমি ইহাকে সঞ্জীবিত করিতেছি। নারদ বলিলেন,—ঋষি এইরূপ বলিয়া যেমন তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন, সাগরতনয় জলন্ধরও জীবিত হইল এবং প্রীতিমান্ বৃন্দাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার গণ্ডদেশে চুম্বন করিল। অনন্তর বৃন্দাও স্বামীকে

মধ্যস্থা তদ্যুক্তা বহুবাসরম্ ॥ ২৫ ॥ কদাচিৎ সুরতস্যান্তে দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং তমেব চ। নির্ভর্ৎস্য ক্রোধসংযুক্তা বৃন্দা বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥ বৃন্দোবাচ। ধিক্ ত্বদীয়ং হরে শীলং পরদারাভিগামিনঃ। জ্ঞাতোঽসি ত্বং ময়া সম্যঙ্মায়াপ্রচ্ছন্নতাপসঃ ॥ ২৭ ॥ যৌ ত্বয়া মায়য়া দ্বাঃস্থৌ স্বকীয়ৌ দর্শিতৌ মম। তাবেব রাক্ষসৌ ভূত্বা ভার্য্যাং তব হরিষ্যতঃ ॥ ২৮ ॥ ত্বং চাপি ভার্য্যাদুঃখার্ত্তো বনে কপিসহায়বান্। ভ্রম সর্পেশ্বরেণায়ং যস্তে শিষ্যত্বমাগতঃ ॥ ২৯ ॥ ইত্যুক্ত্বা সা তদা বৃন্দা প্রাবিশদ্ধব্যবাহনম্। বিষ্ণুনা বার্য্যমাণাপি তস্যামাসক্তচেতসা ॥ ৩০ ॥ ততো হরিস্তামনুসংস্মরন্ মুহুর্বৃন্দাম্বিতো ভস্মরজোবগুণ্ঠিতঃ। তত্রৈব তস্থৌ সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ প্রবোধ্যমানোঽপি যযৌ ন শান্তিম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলন্ধরোপাখ্যানে বৃন্দাগ্নিপ্রবেশবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ। ততো জলন্ধরো দৃষ্ট্বা রুদ্রমদ্ভুতবিক্রমম্। চকার মায়য়া গৌরীং ত্র্যম্বকং মোহয়ন্নিব ॥ ১ ॥ রথোপরি চ তাং বদ্ধাং রুদন্তীং পার্ব্বতীং শিবঃ। নিশুম্ভপ্রমুখাদৈত্যৈশ্চ বধ্যমানাং দদর্শ সঃ ॥ ২ ॥ গৌরীং তথাবিধাং দৃষ্ট্বা শিবোঽপ্যুদ্বিগ্নমানসঃ। অবাঙ্মুখঃ স্থিতস্তূষ্ণীং বিস্মৃত্য স্বপরাক্রমম্ ॥ ৩ ॥ ততো জলন্ধরো বেগাত্রিভির্বিব্যাধ সায়কৈঃ। আপুঙ্খমগ্নৈস্তং রুদ্রং শিরস্যুরসি চোদরে ॥ ৪ ॥ ততো জজ্ঞে স তাং মায়াং বিষ্ণুনা চ প্রবোধিতঃ। রৌদ্ররূপধরো জাতো জ্বালামালাতিভীষণঃ ॥ ৫ ॥ তস্যাতীব মহারৌদ্রং রূপং দৃষ্ট্বা মহাসুরাঃ। ন শেকুঃ সম্মুখে স্থাতুং ভেজিরে তে দিশো দশ ॥ ৬ ॥ ততঃ শাপং দদৌ রুদ্রস্তয়োঃ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ। মম যুদ্ধাদপক্রান্তৌ গৌর্য্যা বধ্যৌ ভবিষ্যথঃ ॥ ৭ ॥ পুনর্জলন্ধরো

জীবিত দেখিতে পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই কাননমধ্যে অবস্থিত হইয়া বহুদিন তাহার সহিত রতি করিতে লাগিল। অনন্তর একদা সুরতাবসানে তাহাকেই বিষ্ণু অবলোকনপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধযুক্ত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন। বৃন্দা বলিলেন,—হে হরে! তুমি পরদারাভিগামী, তোমার চরিত্রে ধিক্! অহো তোমাকেই আমি সম্যক্ মায়াপ্রচ্ছন্ন তাপস বলিয়া জানিয়াছি! হে হরে! তোমার দ্বারদেশে এই যে দুই জন দ্বাররক্ষক দৃষ্ট হইতেছে, ইহারাই রাক্ষসরূপ ধারণপূর্ব্বক মায়াদ্বারা তোমার পত্নীকে হরণ করিবে। তুমিও ভার্য্যার দুঃখে পীড়িত হইবে এবং এই যে অনন্ত তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে, ইহার সহিত বানরসহায়ে বনে বনে পরিভ্রমণ করিবে। বৃন্দা এইরূপ বলিয়া অনলে প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাসক্তমনা বিষ্ণু তাঁহাকে বারণ করিলেও তিনি তাহা শুনিলেন না। অনন্তর হরি বারবার তাঁহাকে স্মরণপূর্ব্বক দগ্ধদেহ বৃন্দার ভস্মরজোদ্বারা শরীর আবৃত করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিত হইলেন, সুর ও সিদ্ধগণ তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করিলেও তিনি শান্তিলাভ করিলেন না। ১৯-৩১ ॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—এদিকে জলন্ধর অদ্ভুতবিক্রম রুদ্রকে সন্দর্শন করিয়া ত্রিলোচনকে মোহিত করিবার অভিপ্রায়ে মায়া দ্বারা এক গৌরী নির্ম্মিত করিল এবং সেই মায়াকল্পিত গৌরীকে রথের উপর বন্ধন করিয়া রাখিল। শিব দেখিলেন,—পার্ব্বতী রোদন করিতেছেন ও নিশুম্ভপ্রমুখ দানবগণ তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। শিব গৌরীর এই অবস্থা দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইলেন এবং স্বীয় পরাক্রম বিস্মৃত হইয়া কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাবে অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর জলন্ধর বেগভরে তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অতিবেগনিক্ষিপ্ত সেই বাণত্রয় পুঙ্খপর্য্যন্ত তাঁহার উদরে ও মস্তকে প্রবেশ করিল। অনন্তর হর বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া জলন্ধরের মায়া বুঝিতে পারিলেন এবং অতি ভীষণরূপ ধারণপূর্ব্বক জ্বালামালা দ্বারা অতিভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। ১—৫। মহাসুরেরা তাঁহার অতি মহাভয়ঙ্কর রূপ সন্দর্শন করিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিল না এবং তাহারা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানে অসমর্থ হইয়া, দশদিকে পলায়ন করিল। তারপর শঙ্কর শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই অসুরদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান করিলেন; তিনি বলিলেন,—রে শুম্ভ নিশুম্ভ! তোরা আমার সমর হইতে অপক্রান্ত হইয়া গৌরীর করে নিহত

বেগাদ্ববর্ষ নিশিতৈঃ শরৈঃ। বাণান্ধকারৈঃ সঙ্কুলং তদা ভূমিতলং মহৎ॥ ৮॥ যাবদ্রুদ্রশ্চ চিচ্ছেদ তস্য বাণগণং জবাৎ। তাবৎ স পরিঘেণাশু জঘান বৃষভং বলী॥ ৯॥ বৃষস্তেন প্রহারেণ পরাবৃত্তো রণাঙ্গনাৎ। রুদ্রেণাকৃষ্যমাণোঽপি ন তস্থৌ রণ-ভূমিষু॥ ১০॥ ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রুদ্রো রৌদ্র-বপুর্দ্ধরঃ। চক্রং সুদর্শনং বেগাচ্চিক্ষেপাদিত্যবর্চ্চসম্॥ ১১॥ প্রদহদ্রোদসী বেগাৎ পপাত বসুধা-তলে। জহার তচ্ছিরঃ কায়ান্মহদায়তলোচনম্॥ ১২॥ রথাৎ কায়ঃ পপাতাস্য নাদয়ন্ বসুধাতলম্। তেজশ্চ নির্গতং দেহাত্তদ্রুদ্রে লয়মাগমৎ॥ ১৩॥ বৃন্দাদেহোদ্ভবং তেজস্তদ্গৌর্য্যাং বিলয়ং গতম্। অথ ব্রহ্মাদয়ো দেবা হর্ষাদুৎফুল্ললোচনাঃ॥ ১৪॥ প্রণম্য শিরসা রুদ্রং শশংসুর্বিষ্ণুচেষ্টিতম্। দেবা ঊচুঃ। মহাদেব ত্বয়া দেবা রক্ষিতাঃ শক্রজাদ্ভয়াৎ॥ ১৫॥ কিঞ্চিদন্যৎ সমুদ্ভূতং তত্র কিং করবামহে। বৃন্দা-লাবণ্যসম্ভ্রান্তো বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি মোহিতঃ॥ ১৬॥ ঈশ্বর উবাচ। গচ্ছধ্বং শরণং দেবা বিষ্ণোর্মোহাপনুত্তয়ে। শরণ্যাং মোহিনীং মায়াং সা বঃ কার্য্যং করিষ্যতি॥ ১৭॥ নারদ উবাচ। ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবঃ সর্ব্বভূত-গণৈস্তদা। দেবাশ্চ তুষ্টুবুর্মূলপ্রকৃতিং ভক্তবৎসলাম্॥ ১৮॥ দেবা ঊচুঃ। যদুদ্ভবাঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাঃ সর্গ-স্থিতিধ্বংসনিদানকারিণঃ। যদিচ্ছয়া বিশ্বমিদং ভবা-ভবৌ তনোতি মূলপ্রকৃতিং নতাঃ স্ম তাম্॥ ১৯॥ যা হি ত্রয়োবিংশতিভেদশব্দিতা জগত্যশেষে সমধি-ষ্ঠিতা পরা। যদ্রূপকর্ম্মাণি জড়াস্ত্রয়োঽপি দেবা ন বিদুঃ প্রকৃতিং নতাঃ স্ম তাম্॥ ২০॥ যদ্ভক্তিযুক্তাঃ পুরুষাস্তু নিত্যং দারিদ্র্যভীমোহপরাভবাদীন্। ন প্রাপ্নুবন্ত্যেব হি ভক্তবৎসলাং সদৈব মূলপ্রকৃতিং নতা স্ম তাম্॥ ২১॥ নারদ উবাচ। স্তোত্রমেত-ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদেকাগ্রমানসঃ। দারিদ্র্যমোহ-

---

হইবি। এদিকে জলন্ধর পুনরায় নিশিত শর বর্ষণ করিতে লাগিল, তৎকালে ভূতল বাণান্ধকারে অত্যন্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। রুদ্র যে কালমধ্যে বেগভরে তাহার শর ছেদন করিতে লাগিলেন, বলবান্ জলন্ধরও এই সময়মধ্যে পরিঘদ্বারা বৃষভকে ব্যথিত করিতে লাগিল। বৃষভ অসুরের পরিঘাঘাতে রণভূমি পরিত্যাগ করিল, রুদ্র কর্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়াও সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর রুদ্র নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রৌদ্র বপু ধারণপূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে আদিত্য-কান্তি সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ চক্র আকাশমণ্ডল প্রজ্বলিত করিয়া বেগভরে ভূমিতলে পতিত হইল এবং জলন্ধরের অতি-আয়তলোচন মস্তক কায় হইতে অপহরণ করিল। অনন্তর নাদ করিতে করিতে রথ হইতে তাহার মস্তক ভূতলে পতিত হইল এবং দেহ হইতে একটী তেজ নির্গত হইয়া রুদ্রে বিলীন হইয়া গেল। ঐরূপে অনলপ্রবিষ্টা বৃন্দার তেজও গৌরীর শরীরে মিশিয়া গেল। তখন ব্রহ্মাদি-দেবগণের মন হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা মস্তক দ্বারা হরকে প্রণাম করিয়া বিষ্ণুর কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে মহাদেব! আপনি রিপুর ভয় হইতে দেবগণকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আর একটী অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, সে বিষয় এক্ষণে আমরা কি করিব? হে দেব! বিষ্ণু বৃন্দার লাবণ্যে সম্ভ্রান্ত ও মোহিত হইয়া অবস্থান করিতে-ছেন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে দেবগণ! বিষ্ণুর মোহ দূর করিবার জন্য তোমরা শরণ্যা মোহিনী মায়ার শরণ লও, সেই মায়াই তোমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিয়া দিবেন। নারদ বলিলেন,—তখন দেবদেব শঙ্কর এইরূপ বলিয়া নিখিল ভূতগণে পরিবৃত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণও ভক্তবৎসলা মূল প্রকৃতির স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলি-লেন,—যাহা হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে, যাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্ব অবস্থিত এবং যিনি এই বিশ্বে জন্ম মরণ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা সেই মূল প্রকৃতিকে নমস্কার করি। যিনি ত্রয়ো-বিংশতি ভেদে শব্দিত হইয়া থাকেন, যিনি সমগ্র জগতেই প্রতিষ্ঠিতা, যাঁহা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নহে, যাঁহার রূপ ও কর্ম্ম জানিতে গিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও জড়বুদ্ধি হইয়া থাকেন, দেবগণও যাঁহার প্রকৃতি জানিতে অসমর্থ, আমরা সেই মূলপ্রকৃতিকে নমস্কার করি। যাঁহার প্রতি নিত্য ভক্তিমান্ হইয়া মানবগণ দারিদ্র্যভীতি, মোহ ও পরাভবাদি প্রাপ্ত হয় না, এইরূপ ভক্তবৎসলা সেই মূলপ্রকৃতিকে আমরা সতত নমস্কার করি।৮—২১। নারদ বলিলেন,—যে মানব একাগ্র মনে ত্রিসন্ধ্যা এই স্তোত্র পাঠ করে,

দুঃখানি স্ম. কদাচিৎ স্পৃশন্তি তম্॥ ২২॥ ইত্থং স্তুবতস্তে দেবাস্তেজোমণ্ডলমাস্থিতম্। দদৃশুর্গগনং তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥ ২৩॥ তন্মধ্যাদ্ভারতীং সর্ব্বে শুশ্রুবুর্ব্যোমচারিণীম্। শক্তিরুবাচ। অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্গুণৈঃ॥ ২৪॥ গৌরী লক্ষ্মী স্বরা চেতি রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ। তত্র গচ্ছত তাঃ কার্য্যং বিধাস্যন্তি চ বঃ সুরাঃ॥ ২৫॥ নারদ উবাচ। শৃণ্বতামিতি তাং বাচমন্তর্দ্ধানমগান্মহঃ। দেবানাং বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রাণাং তত্তদা নৃপ॥ ২৬॥ ততঃ সর্ব্বেঽপি তে দেবা গত্বা তদ্বাক্যনোদিতাঃ। গৌরীং লক্ষ্মীং স্বরাং চৈব প্রণেমুর্ভক্তিতৎপরাঃ॥ ২৭॥ ততস্তাস্তান সুরান দৃষ্ট্বা প্রণতান্ ভক্তবৎসলাঃ। বীজানি প্রদদুস্তেভ্যো বাক্যানূচুশ্চ ভূমিপ॥ ২৮॥ দেব্য উচুঃ। ইমানি তত্র বীজানি বিষ্ণুর্যত্রাবতিষ্ঠতে। নির্ব্বপধ্বং ততঃ কার্য্যং ভবতাং সিদ্ধিমেষ্যতি॥ ২৯॥ নারদ উবাচ। ততস্তু হৃষ্টাঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ প্রগৃহ্য বীজানি বিতিক্ষিপুস্তে। বৃন্দান্বিতো ভূমিতলে স যত্র বিষ্ণুঃ সদা তিষ্ঠতি সৌখ্যহীনঃ॥ ৩০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলন্ধরমুক্তিকথনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

দারিদ্র্য, মোহ ও দুঃখাদি তাহাকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারে না। সুরগণ এইরূপ স্তব করিতে করিতে আকাশে জ্বালামালাকুল এক তেজোমণ্ডল দর্শন করিলেন, দেখিতে দেখিতে তাহার তেজে দিগন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। অনন্তর সুরগণ সেই তেজোমধ্য হইতে অম্বরচারিণী এক বাণী শ্রবণ করিলেন। সেই বাণী অন্য কেহ নহেন, তিনি শক্তি। শক্তি বলিলেন,—আমিই সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ে ত্রিধা বিভিন্ন হইয়া অবস্থান করি। রজ, সত্ত্ব ও তমোগুণে যথাক্রমে আমারই গৌরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী এই রূপত্রয় জানিবে। অতএব তোমরা গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সমীপে গমন কর, হে সুরগণ। তাহারাই তোমাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবে। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ। তখন সুরগণ শক্তির আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের সমক্ষেই সেই তেজোময়ী শক্তি তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন। হে ভূমিপ! অনন্তর ভক্তিতৎপর সুরগণ শক্তির আদেশে গমন করিয়া গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে প্রণাম করিলেন। ভক্তবৎসলা ঐ দেবীত্রয়ও প্রণত সেই সুরগণকে সন্দর্শন করিয়া অনেকগুলি বীজ তাঁহাদিগকে প্রদানপূর্ব্বক হে সুরগণ। যেস্থানে বিষ্ণু অবস্থিত আছেন, এই বীজ সকল লইয়া গিয়া সেই স্থানে বপন কর, এইরূপ করিলেই তোমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। নারদ বলিলেন,—অনন্তর সুর ও সিদ্ধগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বীজ গ্রহণ করিলেন এবং সুখহীন হইয়া বিষ্ণু যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বৃন্দান্বিত ভূমিতলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। ২২—৩০।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ক্ষিপ্তেভ্যস্তত্র বীজেভ্যো বনস্পত্যস্ত্রয়োঽভবন্। ধাত্রী চ মালতী চৈব তুলসী চ নৃপোত্তম॥ ১॥ ধাত্র্যুদ্ভবা স্মৃতা ধাত্রী মাভবা মালতী স্মৃতা। গৌরীভবা চ তুলসী তমঃসত্ত্বরজোগুণাঃ॥ ২॥ স্ত্রীরূপিণ্যো বনস্পত্যো দৃষ্ট্বা বিষ্ণুস্তদা নৃপ। উত্তস্থৌ সম্ভ্রমাদ্‌বৃন্দারূপাতিশয়বিভ্রমঃ॥ ৩॥ দৃষ্ট্বা চ যাচতে মোহাৎ কামাসক্তেন চেতসা। তং চাপি তুলসীধাত্র্যৌ রাগেণৈব ব্যলোকতাম্॥ ৪॥ যচ্চ লক্ষ্ম্যা পুরা বীজমীর্ষ্যয়ৈব সমর্পিতম্।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! দেবগণ যে বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ধাত্রী, মালতী ও তুলসী এই বনস্পতিত্রয় সমুদ্ভূত হয়। এই বনস্পতিত্রয়ের মধ্যে সরস্বতী হইতে ধাত্রী, লক্ষ্মী হইতে মালতী, গৌরী হইতে তুলসী উদ্ভূত হন এবং বনস্পতিত্রয়কে যথাক্রমে তমঃ, সত্ত্ব ও রজোগুণময়ী জানিবে। হে নৃপ! বিষ্ণু এই স্ত্রীরূপিণী বনস্পতিত্রয়কে দর্শন করিয়া সম্ভ্রমবশতঃ গাত্রোত্থান করিলেন এবং বৃন্দা হইতেও ইহাদিগকে অতিশয় রূপশালিনী দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইলেন। অনন্তর কামাসক্তচিত্ত বিষ্ণু মোহবশতঃ তাঁহাদিগকে প্রার্থনা করিলেন। ধাত্রী ও তুলসী অনুরাগভরে বিষ্ণুকে অবলোকন করিলেন, কিন্তু লক্ষ্মী

তস্মাত্তদুদ্ভবা নারী তস্মিন্নীর্ষ্যাপরাভবৎ ॥ ৫ ॥ অতঃ সা বর্ব্বরীত্যাখ্যামবাপাথ বিগর্হিতাম্। ধাত্রীতুলস্যৌ তদ্রাগাত্তস্য প্রীতিপ্রদে সদা ॥ ৬ ॥ ততো বিস্মৃতদুঃখোঽসৌ বিষ্ণুস্তাভ্যাং সহৈব তু। বৈকুণ্ঠমগমদ্ধৃষ্টঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥ ৭ ॥ কার্ত্তিকোদ্যাপনে বিষ্ণোস্তস্মাৎ পূজা বিধীয়তে। তুলসীমূলদেশেঽস্য প্রীতিদা সা যতঃ স্মৃতা ॥ ৮ ॥ তুলসীকাননং রাজন্ গৃহে যস্যাবতিষ্ঠতে। তদ্গৃহং তীর্থরূপং তু নায়ান্তি যমকিঙ্করাঃ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বপাপহরং নিত্যং কামদং তুলসীবনম্। রোপয়ন্তি নরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে ন পশ্যন্তি ভাস্করিম্ ॥ ১০ ॥ দর্শনং নর্ম্মদায়াশ্চ গঙ্গাস্নানং তথৈব চ। তুলসীবনসংসর্গঃ সমমেব ত্রয়ং স্মৃতম্ ॥ ১১ ॥ রোপণাৎ পালনাৎ সেকাদ্দর্শনাৎ স্পর্শনান্নৃণাম্। তুলসী দহতে পাপং বাঙ্মনঃকায়সঞ্চিতম্ ॥ ১২ ॥ তুলসীমঞ্জরীভির্যঃ কুর্য্যাদ্ধরিহরার্চ্চনম্। ন স গর্ভগৃহং যাতি মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। বাসুদেবাদয়ো দেবাস্তিষ্ঠন্তি তুলসীদলে ॥ ১৪ ॥ তুলসীমঞ্জরীযুক্তো যস্তু প্রাণান্ বিমুঞ্চতি। যমোঽপি নেক্ষিতুং শক্তো যুক্তং পাপশতৈরপি ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নোতি সত্যং সত্যং নৃপোত্তম। তুলসীকাষ্ঠজং যস্তু চন্দনং ধারয়েন্নরঃ। তদ্দেহং ন স্পৃশেৎ পাপং ক্রিয়মাণমপীহ যৎ ॥ ১৬ ॥ তুলসীবিপিনচ্ছায়া যত্র যত্র ভবেন্নৃপ ॥ ১৭ ॥ তত্র শ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্। ধাত্রীফলবিমিশ্রৈশ্চ তুলসীপত্রমিশ্রিতৈঃ ॥ ১৮ ॥ জলৈঃ স্নাতি নরস্তস্য গঙ্গাস্নানফলং স্মৃতম্। দেবার্চ্চনং নরঃ কুর্য্যাদ্ধাত্রীপত্রৈঃ ফলৈস্তথা ॥ ১৯ ॥ সুবর্ণমণিমুক্তৌঘৈরর্চ্চনস্যাপ্নুয়াৎ ফলম্। তীর্থানি মুনয়ো দেবা যজ্ঞাঃ সর্ব্বেঽপি কার্ত্তিকে ॥ ২০ ॥ নিত্যং ধাত্রীং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্ত্যর্কে তুলাস্থিতে। দ্বাদশ্যাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রন্তু কার্ত্তিকে ॥ ২১ ॥ লুনাতি স নরো গচ্ছেন্নিরয়ানতিগর্হিতান্। ধাত্রীতুলস্যোর্ম্মাহাত্ম্যমপি দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ। ন সমর্থো ভবেদ্বক্তুং যথা দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ॥ ২২ ॥ ধাত্রীতুলস্যুদ্ভবকারণং যঃ শৃণোতি যঃ শ্রাবয়তে চ ভক্ত্যা।

পূর্ব্বে ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়াই বীজ দিয়াছিলেন। সুতরাং লক্ষ্মীপ্রদত্ত বীজোদ্ভবা মালতীও বিষ্ণুর প্রতি ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করিলেন; এজন্য মালতী বিগর্হিত বর্ব্বরী আখ্যান প্রাপ্ত হইলেন; আর ধাত্রী ও তুলসী সতত বিষ্ণুশরীরের প্রীতিপ্রদ হইয়া রহিলেন। অনন্তর বিষ্ণু দুঃখসকল বিস্মৃত হইয়া ধাত্রী ও তুলসীর সহিত সর্ব্বদেবনমস্কৃত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। তুলসী বিষ্ণুর প্রীতিদা, অতএব কার্ত্তিকব্রতের উদ্যাপনে তুলসীমূলে বিষ্ণুর পূজা করা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! যাঁহার গৃহে তুলসীকানন বিদ্যমান, তাঁহার গৃহ তীর্থস্বরূপ; যমকিঙ্করগণ কদাচ তথায় আগমন করে না। তুলসীবন নিত্য সর্ব্বপাপহর ও কামদ; যাঁহারা তুলসীকানন রোপণ করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ও কদাচ তাহাদিগের যমদর্শন হয় না। নর্ম্মদার দর্শন, গঙ্গাস্নান ও তুলসীবনসংসর্গ এই তিনই তুল্য; তুলসীর রোপণ, পালন, জলসেক, দর্শন ও স্পর্শন করিলে মানবগণের বাক্, মন ও কায়কৃত পাপ দগ্ধ হইয়া থাকে। যে মানব তুলসী-মঞ্জরী দ্বারা হরিহরের অর্চ্চনা করে, কদাচ তাহাকে গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না এবং সে মুক্তিভাগী হইয়া থাকে, সংশয় নাই। পুষ্করাদি তীর্থ, গঙ্গাদি পুণ্যনদী এবং বাসুদেবাদি দেবগণ তুলসীদলে বিদ্যমান। যে মানব তুলসী মঞ্জরীযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, শত শত পাপযুক্ত হইলেও যম তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে, পরন্তু হে নৃপোত্তম! আমি তিনসত্য করিয়া বলিতেছি, সে মানব বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করে। যে নর তুলসী-কাষ্ঠসম্ভূত চন্দন ধারণ করে, সে পাপ করিলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ১—১৭। হে নৃপ! যেখানে যেখানে তুলসীচ্ছায়া বিরাজিত, সেই সেই স্থলেই পিতৃশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য এবং সেই সকল শ্রাদ্ধই পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তিসাধন করে। যে মানব ধাত্রীফল ও তুলসীপত্রমিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করে, তাহার গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়। মানব ধাত্রীপত্র ও ফল দ্বারা দেবার্চ্চন করিয়া সুবর্ণ, মণি ও মুক্তা শ্রেণীদ্বারা অর্চ্চনের ফললাভ করিয়া থাকে। নিখিল তীর্থ, মুনি, দেব এবং যজ্ঞ সকলেই রবির তুলারাশিতে বাসকালীন কার্ত্তিক মাসে সতত ধাত্রীর আশ্রয়ে বাস করেন। যে মানব দ্বাদশীতে তুলসীপত্র ও কার্ত্তিকমাসে ধাত্রীপত্র ছেদন করে, সে অতি গর্হিত নরকে গমন করিয়া থাকে। চতুরানন ব্রহ্মাও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য যেমন বলিয়া শেষ করিতে সমর্থ হন না, তুলসী ও ধাত্রীর বিভূতিও তদ্রূপ অসীম। যিনি ভক্তিসহকারে ধাত্রী ও

বিধূতপাপা্যা সহ পূর্ব্বজৈঃ স্বৈঃ স্বর্গং ব্রজত্যগ্র্য-বিমানসংস্থৈঃ॥ ২৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধাত্রীতুলস্যুৎপত্তি-বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পৃথুরুবাচ। যদুর্জ্জব্রতিনঃ পুংসঃ ফলং মহদুদাহৃতম্। তৎপুনর্ব্রূহি মাহাত্ম্যং কেন চীর্ণমিদং শুভম্॥ ১॥ নারদ উবাচ। আসীৎ সহ্যাদ্রি-বিষয়ে করবীরপুরে পুরা। ব্রাহ্মণো ধর্ম্মবিৎ কশ্চিদ্ধর্ম্ম-দত্তেতি বিশ্রুতঃ॥ ২॥ বিষ্ণুব্রতকরঃ সম্যগ্‌বিষ্ণু-পূজারতঃ সদা। কদাচিৎ কার্ত্তিকে মাসি হরিজাগ-রণায় সঃ॥ ৩॥ রাত্র্যাং তুর্য্যাবশেষায়াং জগাম হরিমন্দিরম্। হরিপূজোপকরণান প্রগৃহ্য ব্রজতা তদা॥ ৪॥ তেন দৃষ্টা সমায়াতা রাক্ষসী ভীমদর্শনা। তাং দৃষ্ট্বা ভয়বিত্রস্তঃ কম্পিতাবয়বস্তদা॥ ৫॥ পূজোপকরণৈঃ সর্ব্বৈঃ পয়োভিশ্চাহনদ্ভয়াৎ। সংস্মৃত্য চাহরের্নাম তুলসীযুক্তবারিণা। তেন বৈ হতমাত্রে তু পাপং তস্যা ব্যগাল্লয়ম্॥ ৬॥ অথ সংস্মৃত্য সা পূর্ব্বজন্মকর্ম্মবিপাকজাম্। স্বাং দশাম-ব্রবীদ্বিপ্রং দণ্ডবচ্চ প্রণত্য বৈ॥ ৭॥ কলহোবাচ। পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেণ দশামেতাং গতাস্ম্যহম্। তৎ কথং নু পুনর্ব্বিপ্র প্রয়াস্যাম্যুত্তমাং গতিম্॥ ৮॥ নারদ উবাচ। তাং দৃষ্ট্বা প্রণতাং সম্যগ্‌বদমানাং স্বকর্ম্ম তৎ। অতীববিস্মিতো বিপ্রস্তদা বচনমব্রবীৎ॥ ৯॥ ধর্ম্মদত্ত উবাচ। কেন কর্ম্মবিপাকেণ ত্বং দশামীদৃশীং গতা। কুতস্ত্যা কা চ কিংশীলা তৎ সর্ব্বং কথয়স্ব মে॥ ১০॥ কলহোবাচ। সৌরাষ্ট্র-নগরে ব্রহ্মন্ ভিক্ষুর্নামাভবদ্দ্বিজঃ। তস্যাহং গৃহিণী পূর্ব্বং কলহাখ্যাতিনিষ্ঠুরা॥ ১১॥ ন কদাচিন্ময়া ভর্ত্তুর্ব্বচসাপি শুভং কৃতম্। নার্পিতং তস্য মিষ্টান্নং ভর্ত্তুর্ব্বচনশীলয়া॥ ১২॥ কলহপ্রিয়য়া নিত্যং ময়োদ্বিগ্নমনা যদা। পরিণেতুং যদান্যাং স মতিং

তুলসীর উদ্ভবকারণ শ্রবণ করেন বা করান, তিনি বিধৌতপাপ হইয়া স্বীয় পূর্ব্বজগণ সহ শ্রেষ্ঠ বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করেন। ১৮—২৩।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পৃথু জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে! কার্ত্তিকব্রতী পুরুষের মহাফল কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে পুনরায় কার্ত্তিকব্রতের মাহাত্ম্য ও এই ব্রত কে আচরণ করিয়াছিল, তাহা বলুন। নারদ উত্তর করিলেন,—প্রদেশেসহ্যাদ্রি করবীর নামে এক পুরী আছে। পুরাকালে তথায় ধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মদত্তনামক বিখ্যাত জনৈক দ্বিজ বাস করিতেন। বিপ্র ধর্ম্মদত্ত সতত বিষ্ণুব্রত করিতেন এবং তিনি সম্যক্‌রূপে হরিপূজাতৎপর ছিলেন। দ্বিজ ধর্ম্মদত্ত একদা কার্ত্তিকমাসে হরি-জাগরণে রত থাকিয়া রাত্রির চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে হরিমন্দিরে গমন করেন। তিনি হরির পূজোপকরণ লইয়া যাইতেছিলেন, পথে ভীমবদনা এক রাক্ষসরমণীকে দেখিতে পান। সেই রাক্ষসীকে দেখিয়া ভয়ে বিত্রস্ত হইলেন এবং তখন তাঁহার শরীর কম্পিত হইল। তিনি ভীতিবশতঃ সমস্ত পূজাপোকরণ দ্রব্য ও জলদ্বারা তাহাকে প্রহার ও তুলসীজলযুক্ত হইয়া হরির নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! বলিব কি? পূজাদ্রব্যে আহত হইয়াই রাক্ষসীর কলুষ বিলীন হইল। সে তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবিপাকজ দশা স্মরণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া দ্বিজ ধর্ম্মদত্তকে বলিতে লাগিল।১—৭। কলহা বলিল,—পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেই আমি এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, হে বিপ্র! এক্ষণে কি করিলে আমার উত্তম গতি লাভ হইবে? নারদ বলিলেন,—বিপ্র ধর্ম্মদত্ত সেই রাক্ষসীকে প্রণত এবং সম্যক্‌রূপে তাহার স্বীয় কর্ম্মের কথা কহিতে দেখিয়া অতীব বিস্ময়সহকারে বলিতে লাগিলেন। ধর্ম্মদত্ত বলিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি কি কর্ম্ম করিয়া এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছ? কোথায় তোমার বাস ও তোমার চরিত কিরূপ? সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর। কলহা বলিল,—হে ব্রহ্মন্! সৌরাষ্ট্রনগরে ভিক্ষুনামক জনৈক দ্বিজ ছিলেন, পূর্ব্বকালে আমি তাঁহার পত্নী ছিলাম। আমি অতি নিষ্ঠুরা এবং আমার নামই ছিল কলহা। আমি বাক্য দ্বারাও কদাচ স্বামীর প্রিয় করি নাই; আমি তাঁহাকে মিষ্টান্ন প্রদান বা তাঁহার নিদেশে অবস্থান করি নাই, পরন্তু আমি নিত্য কলহপ্রিয়াই ছিলাম। আমার পতি যখন আমার চরিত্রে উদ্বিগ্ন হইয়া অন্য পত্নী পরিণয়

চক্রে পতির্ম্মম ॥ ১৩ ॥ ততো গরং সমাদায় প্রাণাস্ত্যক্তা ময়া দ্বিজ। অথ বদ্ধা বধ্যমানাং মাং নিন্যুর্যমকিঙ্করাঃ ॥ ১৪ ॥ যমশ্চ মাং তদা দৃষ্ট্বা চিত্রগুপ্তমপৃচ্ছত ॥ ১৫ ॥ যম উবাচ। অনয়া কিং কৃতং কর্ম্ম চিত্রগুপ্ত বিলোকয়। প্রাপ্নোত্বেষা চ তৎকর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভম্ ॥ ১৬ ॥ কলহোবাচ। চিত্রগুপ্তস্তদা বাক্যং ভর্ৎসয়ন্মামুবাচ সঃ। চিত্রগুপ্ত উবাচ। অনয়া তু কৃতং কর্ম্ম শুভং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥ মিষ্টান্নং ভুঞ্জমানেয়ং ন ভর্ত্তুরি তদর্পিতম্। অতশ্চ বল্গুলীযোন্যাং স্ববিষ্ঠাদাবতিষ্ঠতু ॥ ১৮ ॥ ভর্ত্তুর্দ্বেষাত্তদাপ্যেষা নিত্যং কলহকারিণী। বিষ্ঠাদাং শূকরীং যোনিং তস্মাত্তিষ্ঠত্বিয়ং হরে ॥ ১৯ ॥ পাকভাণ্ডে সদা ভুঙ্ক্তে ভুঙ্ক্তে চৈকা যতস্ততঃ। তস্মাদেষা বিড়াল্যস্তু স্বজাতাপত্যভক্ষিণী ॥ ২০ ॥ ভর্ত্তারমপি চোদ্দিশ্য হ্যাত্মঘাতঃ কৃতোহনয়া। তস্মাৎপ্রেতশরীরেহপি তিষ্ঠত্বেকাতিনিন্দিতা ॥ ২১ ॥ অতশ্চৈষা মরুদেশং প্রাপিতব্যা ভটৈরিয়ম্। তত্র প্রেতশরীরস্থা চিরং তিষ্ঠত্বিয়ং ভটাঃ ॥ ২২ ॥ ঊর্দ্ধং যোনিত্রয়ং চৈষা ভুনক্তশুভকারিণী ॥ ২৩ ॥ কলহোবাচ। সাহং পঞ্চশতাব্দানি প্রেতদেহে স্থিতা কিল। ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং পীড়িতাবিষ্ট শরীরং বণিজস্য চ। আয়াতা দক্ষিণং দেশ কৃষ্ণাবেণ্যোশ্চ সঙ্গমম্ ॥ ২৪ ॥ তত্তীরং সংশ্রিতা যাবত্তাবত্তস্য শরীরতঃ। শিববিষ্ণুগণৈর্দূরমপকৃষ্টা বলাদহম্ ॥ ২৬ ॥ ততঃ ক্ষুৎক্ষাময়া দৃষ্টো ময়া হি ত্বং দ্বিজোত্তম। ত্বদ্ধস্ততুলসীবারিসংসর্গগতপাপয়া ॥ ২৬ ॥ তৎকৃত্যং কুরু বিপ্রেন্দ্র কথং মুক্তিমিয়াম্যহম্। যোনিত্রয়াদগ্রভবাদস্মাচ্চ প্রেতদেহতঃ ॥ ২৭ ॥ ইত্থং বিচিন্ত্য কলহাবচনং দ্বিজাগ্র্যস্তৎকর্ম্মপাকভয়বিস্ময়দুঃখযুক্তঃ। তদ্গ্লানিদর্শনকৃপাচলচিত্তবৃত্তির্ধ্যাত্বা চিরং স বচনং নিজগাদ দুঃখাৎ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মদত্তোপাখ্যানে কলহেতিহাসকথনং নাম চতুর্ব্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

করিয়াছে অভিলাষ করেন, হে দ্বিজ! তখন আমি বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করি। অনন্তর কৃতান্ত-কিঙ্করগণ আত্মঘাতিনী আমাকে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া যায়; তখন যম আমাকে দেখিয়া চিত্রগুপ্তের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। যম বলেন,—হে চিত্রগুপ্ত! এই কামিনী কি কর্ম্ম করিয়াছে, একবার দর্শন কর। শুভ বা অশুভ এই নারী যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তদনুরূপ ফললাভ করিবে। কলহা বলিল,—তখন সেই চিত্রগুপ্ত আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন। চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—এই কামিনী যে কর্ম্ম করিয়াছে, তন্মধ্যে কিছুই শুভকর্ম্ম নাই। এ স্বামীকে না দিয়া স্বয়ংই মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছে, অতএব পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরীষ-ভক্ষিণী হইয়া বাস করুক। হে যম! এই নারী নিয়ত স্বামীর দ্বেষ ও কলহ করিত, এজন্য দ্বিতীয় জন্মে বিষ্ঠাভোজী শূকরী যোনিতে গমন করুক। এই রমণী পাকপাত্রে ও একাকিনী নিয়ত ভোজন করিয়াছে, অতএব স্বজাতি-অপত্যঘাতী মার্জ্জারযোনি প্রাপ্ত হউক। স্বামীকে উদ্দেশ করিয়াই এই নারী আত্মহত্যা করিয়াছে, অতএব অতি নিন্দিত হইয়া একাকিনী প্রেতশরীরে বাস করুক। এক্ষণে কিঙ্করগণ ইহাকে মরুপ্রদেশে লইয়া যাউক, তাহাতে এই নারী প্রেতশরীরে তথায় চিরকাল বাস করুক এবং অশুভকারিণী এই রমণী ঊর্দ্ধ-যোনিত্রয় ভোগ করুক। কলহা বলিল,—আমি পাঁচশত বৎসর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া প্রেতদেহে অবস্থানপূর্ব্বক অবশেষে বণিক্‌যোনিতে প্রবেশ করতঃ দাক্ষিণদেশের কৃষ্ণা ও বেণীর সঙ্গমে আগমন করিয়াছি। আমি শরীর ধারণ করিয়া যেমন কৃষ্ণা-বেণীর সঙ্গমতীরের আশ্রয় লইলাম, অমনি শিব ও বিষ্ণুর অনুচর দেবতারা বলপূর্ব্বক আমাকে তথা হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর আমি অত্যন্ত ক্ষুধা-পীড়িত হইয়া আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছি এবং এক্ষণে আপনার করস্থিত তুলসীবারির সংসর্গে আমি নিষ্পাপ হইলাম। হে বিপ্রেন্দ্র! এক্ষণে কি করিলে আমি ভবিষ্যৎ যোনিত্রয় ও এই বর্ত্তমান প্রেতদেহ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহার উপায় বিধান করুন। অনন্তর কলহার এবংবিধ বাক্য চিন্তা করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মদত্ত তাহার কর্ম্মবিপাকভয়ে বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। তাহার আত্মগ্লানি দর্শনে কৃপাপরবশ ধর্ম্মদত্তের চিত্তবৃত্তি নিশ্চল হইল এবং পরদুঃখ-কাতর ধর্ম্মদত্ত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন। ৮—২৮।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ধর্ম্মদত্ত উবাচ। বিলয়ং যান্তি পাপানি তীর্থে দানব্রতাদিভিঃ। প্রেতদেহস্থিতায়াস্তে তেষু নৈবাধিকারিতা ॥ ১ ॥ ত্বদগ্লানিদর্শনাদস্মাৎ খিন্নঞ্চ মম মানসম্। ন বৈ নির্বৃতিমায়াতি ত্বামনুদ্ধৃত্য দুঃখিতাম্ ॥ ২ ॥ তস্মাদাজন্মচরিতং যন্ময়া কার্ত্তিকব্রতম্। তৎপুণ্যস্যার্দ্ধভাগেন সদ্গতিং ত্বমবাপ্নুহি ॥ ৩ ॥ নারদ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা ধর্ম্মদত্তোঽসৌ যাবত্তামভ্যষেচয়ৎ। তুলসীমিশ্রতোয়েন শ্রাবয়ন্ দ্বাদশাক্ষরম্ ॥ ৪ ॥ তাবৎপ্রেতত্বনির্ম্মুক্তা জ্বলদগ্নিশিখোপমা। দিব্যরূপধরা জাতা লাবণ্যেন যথেন্দিরা ॥ ৫ ॥ ততঃ সা দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রণনামাথ তং দ্বিজম্। উবাচ সা তদা বাক্যৈর্হর্ষগদ্গদভাষিণী ॥ ৬ ॥ কলহোবাচ। ত্বৎপ্রসাদাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিমুক্তা নিরয়াদহম্। পাপাব্ধৌ মজ্জমানায়াস্ত্বং নৌভূতোঽসি মে ধ্রুবম্ ॥ ৭ ॥ নারদ উবাচ। ইত্থং বদন্তী সা বিপ্রং দদর্শায়াতমম্বরাৎ। বিমানং ভাস্বরং যুক্তং বিষ্ণুরূপধরৈর্গণৈঃ ॥ ৮ ॥ অথ সা তদ্বিমানাগ্র্যং দ্বাঃস্থাভ্যামবরোপিতা। পুণ্যশীলসুশীলাভ্যামপ্সরোগণসেবিতা ॥ ৯ ॥ তদ্বিমানং তদা পশ্যন্ধর্ম্মদত্তঃ সবিস্ময়ঃ। পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ দৃষ্ট্বা তৌ বিষ্ণুরূপিণৌ ॥ ১০ ॥ পুণ্যশীলসুশীলৌ চ তমুত্থাপ্যানতং দ্বিজম্। অভিনন্দ্য ততো বাক্যমূচতুর্ধর্ম্মসংযুতম্ ॥ ১১ ॥ গণাবূচতুঃ। সাধু সাধু দ্বিজশ্রেষ্ঠ যস্ত্বং বিষ্ণুরতঃ সদা। দীনানুকম্পী সর্ব্বজ্ঞো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ॥ ১২ ॥ আ বাল্যাচ্ছুভং হ্যেতদ্যত্ত্বয়া কার্ত্তিকব্রতম্। কৃতং তস্যার্দ্ধদানেন পুণ্যং দ্বৈগুণ্যমাগমৎ ॥ ১৩ ॥ জন্মান্তরশতোদ্ভূতং পাপং তদ্বিলয়ং গতম্। স্নানেনৈব গতং পাপং যদস্যাঃ পূর্ব্বকর্ম্মজম্ ॥ ১৪ ॥ হরিজাগরণাদ্যৈশ্চ বিমানমিদমাস্থিতা। বৈকুণ্ঠং নীয়তে সাধো নানাভোগযুতা ত্বিয়ম্ ॥ ১৫ ॥ দীপদানভবৈঃ পুণ্যৈস্তেজঃসারূপ্যমাস্থিতা। তুলসীপূজনাদ্যৈশ্চ কার্ত্তিকব্রতকৈঃ শুভৈঃ। বিষ্ণুসান্নিধ্যগা জাতা ত্বয়া

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ধর্ম্মদত্ত বলিলেন,—হে ভদ্রে! তীর্থসেবা ও দান ব্রতাদি দ্বারা কলুষসকল বিলীন হইয়া থাকে। তুমি প্রেতদেহ, অতএব ঐ সকল কার্য্যে তোমার অধিকার নাই। কিন্তু তোমার এই আত্মগ্লানি দর্শনে আমার মন খিন্ন হইতেছে, দুঃখিতা তোমাকে উদ্ধার না করিয়া আমার মন নির্বৃতিলাভ করিতে পারিতেছে না। অতএব আমার আজন্ম চরিত কার্ত্তিকব্রতের পুণ্যার্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া সেই পুণ্যপ্রভাবে তুমি সদ্গতি লাভ কর। নারদ বলিলেন,—দ্বিজ ধর্ম্মদত্ত এইরূপ বলিয়া যেমন তুলসীজলদ্বারা কলহাকে অভিষেক করিলেন এবং দ্বাদশাক্ষর (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) বিষ্ণুমন্ত্র শ্রবণ করাইলেন, অমনি কলহা প্রেতত্ববিমুক্ত হইয়া প্রজ্বলিত অনলের শিখার ন্যায় দিব্য দেহ ধারণ করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় লাবণ্যশালিনী হইল। কলহা ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণতা হইয়া হর্ষগদ্গদবাক্যে দ্বিজ ধর্ম্মদত্তকে বলিতে লাগিল। কলহা বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার অনুগ্রহে আমি নরক হইতে বিমুক্ত হইলাম। আমি পাপপয়োধিতে নিমজ্জিত ছিলাম। আজ আপনি আমার পাপসাগরের তরণীরূপে বিদ্যমান, সন্দেহ নাই। নারদ বলিলেন,—কলহা দ্বিজকে এইরূপ বলিতে থাকিলে অম্বরতল হইতে বিষ্ণুরূপী গণদেবতায় উপশোভিত এক ভাস্বর বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল; ধর্ম্মশীল ও সুশীল-নামক বিষ্ণুদূতদ্বয় বিমানের দ্বারদেশে বিদ্যমান থাকিয়া অপ্সরোগণসেবিত সেই কলহাকে বিমানে আরোহণ করাইল। ধর্ম্মদত্ত সেই বিমান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সেই বিষ্ণুরূপী পুরুষদ্বয়কে দর্শন করিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। পুণ্যশীল ও সুশীল প্রণত বিপ্রকে উত্থাপিত করিয়া অভিনন্দনপূর্ব্বক এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্তবাক্য বলিতে লাগিলেন। গণদেবতাদ্বয় বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি সাধু কার্য্যই করিয়াছেন, কেননা, আপনি বিষ্ণুরত, দীনানুকম্পী, সর্ব্বজ্ঞ, বিষ্ণুব্রতপরায়ণ, আপনি যে বাল্যকাল হইতে শুভ কার্ত্তিক ব্রত করিতেছেন, আর আপনি যে কলহাকে তাহার অর্দ্ধাংশ দান করিয়াছেন। এই পুণ্যপ্রভাবে আপনার একটী কার্ত্তিক ব্রতের দ্বিগুণপুণ্য সঞ্চিত এবং শতজন্মান্তরজাত পাপ বিলীন হইয়াছে। হে সাধো! আপনার একমাত্র কার্ত্তিকস্নানের পুণ্যপ্রভাবে ইহার পূর্ব্বজন্ম কৃত পাপ বিনষ্ট এবং হরিজাগরণেই অদ্য কলহা বিমানারোহণে বৈকুণ্ঠে নীতা হইতেছে ও নানাভোগাভোগের যোগ্যা হইয়াছে। আপনার কার্ত্তিক মাসের দীপদান প্রভাবে

দৈত্যৈঃ কৃপানিধে॥ ১৬॥ ত্বমপ্যন্তে ভবস্যান্তে ভার্য্যাভ্যাং সহ যাস্যসি। বৈকুণ্ঠভুবনং বিষ্ণোঃ সান্নিধ্যঞ্চ সরূপতাম্॥ ১৭॥ তে ধর্ম্মাঃ কৃতকৃত্যাস্তে তেষাঞ্চ সফলো ভবঃ। যৈর্ভক্ত্যা-রাধিতো বিষ্ণুর্ধর্ম্মদত্ত যথা ত্বয়া॥ ১৮॥ সম্যগারাধিতো বিষ্ণুঃ কিং ন যচ্ছতি দেহিনাম্। ঔত্তানচরণির্যেন ধ্রুবত্বে স্থাপিতঃ পুরা॥ ১৯॥ যন্নামস্মরণাদেব দেহিনো যান্তি সদ্গতিম্॥ ২০॥ গ্রাহগ্রস্তো হি নাগেন্দ্রো যন্নামস্মরণাৎ পুরা। বিমুক্তঃ সন্নিধিং প্রাপ্তো জাতোহয়ং জয়সংজ্ঞকঃ॥ ২১॥ যত্ত্বয়ার্চ্চিতো বিষ্ণুস্তৎসান্নিধ্যং প্রয়াস্যসি। বহুস্বব্দসহস্রাণি ভার্য্যাদ্বয়যুতঃ কিল॥ ২২॥ ততঃ পুণ্যক্ষয়ে জাতে যদা যাস্যসি ভূতলম্। সূর্য্যবংশোদ্ভবো রাজা বিখ্যাতস্ত্বং ভবিষ্যসি॥ ২৩॥ নাম্না দশরথস্তত্র ভার্য্যাদ্বয়যুতঃ পুনঃ। তৃতীয়য়ানয়া চাপি যা তে পুণ্যার্দ্ধভাগিনী॥ ২৪॥ তত্রাপি তব সান্নিধ্যং বিষ্ণুর্যাস্যতি ভূতলে। আত্মানং তব পুত্রত্বে প্রকল্প্যামরকার্য্যকৃৎ॥ ২৫॥ তব জন্মব্রতাদস্মাদ্বিষ্ণুসন্তুষ্টিকারকাৎ। ন যজ্ঞা ন চ দানানি ন তীর্থান্যধিকানি বৈ॥ ২৬॥ ধন্যোহসি বিপ্রাগ্র্য যতস্ত্বয়ৈতদ্ব্রতং কৃতং তুষ্টিকরং জগদ্গুরোঃ। যদর্দ্ধভাগাৎ সকলা মুরারেঃ প্রণীয়তেহস্মাভিরিয়ং সলোকতাম্॥ ২৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মদত্তোপাখ্যানে কলহামোক্ষকথনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ইত্থং তদ্বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মদত্তঃ সবিস্ময়ঃ। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১॥ ধর্ম্মদত্ত উবাচ। আরাধয়ন্তি সর্ব্বেহপি বিষ্ণুং ভক্তার্ত্তিনাশনম্। যজ্ঞৈর্দানৈর্ব্রতৈস্তীর্থৈস্তপোভিশ্চ

কলহার বিষ্ণুসারূপ্য লাভ এবং কার্ত্তিকের শুভ তুলসীর পূজনাদি দ্বারা বিষ্ণুসান্নিধ্য লাভ হইয়াছে। হে কৃপানিধে! আপনার দত্ত পুণ্য প্রভাবেই কলহার এই সকল গতি লাভ হইল। দ্বিজ! আপনিও এই সুকৃতি দ্বারা দেহাবসানে ভার্য্যার সহিত বৈকুণ্ঠভবনে গমন করিয়া বিষ্ণুসান্নিধ্য লাভ করত তাঁহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইবেন। হে ধর্ম্মদত্ত! যাঁহারা আপনার মতন ভক্তিপূর্ব্বক হরির আরাধনা করেন, তাঁহারাই ধন্য ও তাঁহাদেরই জন্ম সার্থক। যিনি বিষ্ণুকে সম্যক্‌রূপে আরাধনা করিয়াছেন, শরীরীদিগকে তাঁহার সকল বস্তুই প্রদান করা হইয়াছে। হে দ্বিজ! উত্তানপাদনন্দন হরির আরাধনা করিয়াই পূর্ব্বকালে ধ্রুবত্ব লাভ করিয়াছেন। যাঁহার নাম স্মরণে নর উত্তম গতি লাভ করে, তাঁহার কথা আর অধিক বলিব কি হইবে? পূর্ব্বকালে গ্রাহগ্রস্ত গজরাজ সেই বিষ্ণুর নাম স্মরণে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুসমীপে গমনপূর্ব্বক জয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হে দ্বিজ! আপনি কমলাপতির পূজা করিয়াছেন, আপনি এই পূজাপ্রভাবে বহু সহস্র বৎসর ভার্য্যাদ্বয়যুক্ত হইয়া বিষ্ণুসন্নিধানে বাস করিবেন এবং পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় যৎকালে ভূতলে আগমন করিবেন, তখন আপনি সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজা দশরথনামে অবতীর্ণ হইবেন। প্রথমতঃ আপনার দুইটী পত্নী হইবে, হে দ্বিজ! আপনি পুনরায় শরীরার্দ্ধভাগিনী পুণ্যরতা তৃতীয়া পত্নী পরিগ্রহ করিবেন। তখন হরি আপনার পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া আপনার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইবেন, তিনি ভূতলে আপনার পত্নীত্রয়ের গর্ভে জন্ম লইয়া অমরনিকরের প্রিয় কার্য্য সকল করিবেন। আপনার এই আজন্মানুষ্ঠিত হরিব্রত হইতে বিষ্ণুসন্তোষকর অন্য কোন কার্য্যই নাই। শাস্ত্রে যে সকল যজ্ঞ, দান ও তীর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে, এই হরিব্রত হইতে তাহার কোনটাই শ্রেষ্ঠ নহে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি জগদ্গুরু হরির সন্তোষকর ব্রত করিয়াছেন, অতএব আপনি ধন্য; আপনার এই হরিব্রতের অর্দ্ধভাগ লাভ করিয়া কলহা সকলা হইয়াছে এবং আপনার দত্ত পুণ্যপ্রভাবে আমরা ইহাকে আজ বিষ্ণুলোকে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছি। ১—২৭।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—দ্বিজ ধর্ম্মদত্ত বিষ্ণুরূপী পুরুষদ্বয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইলেন এবং দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে প্রণত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ধর্ম্মদত্ত বলিলেন,—হে বিষ্ণুদূতদ্বয়! সকলেই যথাবিধি যজ্ঞ, দান, ব্রত, তীর্থ ও

যথাবিধি ॥ ২ ॥ বিষ্ণুপ্রীতিকরং তেষাং কিঞ্চিৎ সান্নিধ্যকারকম্ । যৎকৃত্বা তানি চীর্ণানি সর্ব্বাণ্যপি ভবন্তি হি ॥ ৩ ॥ গণাবূচতুঃ । সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বিপ্র শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ । সেতিহাসকথাং পুণ্যাং কথ্যমানাং পুরাভবাম্ ॥ ৪ ॥ কাঞ্চিপুর্য্যাং পুরা চোলশ্চক্রবর্ত্তী নৃপোহভবৎ । যস্যাখ্যয়ৈব তে দেশাশ্চোলা ইতি প্রথাং গতাঃ ॥ ৫ ॥ যস্মিঞ্ছাসতি ভূচক্রং দরিদ্রো বাপি দুঃখিতঃ । পাপবুদ্ধিঃ সরুগ্বাপি নৈব কশ্চিদভূন্নরঃ ॥ ৬ ॥ যস্যাপুন্নতযজ্ঞস্য তাম্রপর্ণ্যাস্তটাবুভৌ । সুবর্ণযূপৈঃ শোভাঢ্যাবাস্তাং চৈত্ররথোপমৌ ॥ ৭ ॥ স কদাচিদগাদ্রাজা হ্যনন্তশয়নং দ্বিজ । যত্রাসৌ জগতাং নাথো যোগনিদ্রামুপাশ্রিতঃ ॥ ৮ ॥ তত্র শ্রীরমণং দেবং সম্পূজ্য বিধিবন্নৃপঃ । মণিমুক্তাফলৈর্দিব্যৈঃ স্বর্ণপুষ্পৈশ্চ শোভনৈঃ ॥ ৯ ॥ প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমাবুপবিষ্টঃ স তত্র বৈ । তাবদ্ব্রাহ্মণমায়াতমপশ্যদ্দেবসন্নিধৌ ॥ ১০ ॥ দেবার্চ্চনার্থং পাণৌ তু তুলস্যুদককধারিণম্ । স্বপুরীবাসিনং তত্র বিষ্ণুদাসাহ্বয়ং দ্বিজম্ ॥ ১১ ॥ স তত্রাগত্য চ বিপ্রর্ষির্দেবদেবমপূজয়ৎ । বিষ্ণুসূক্তেন সংস্নাপ্য তুলসীমঞ্জরীদলৈঃ ॥ ১২ ॥ তুলসীপূজয়া তস্য রত্নপূজাং পুরা কৃতাম্ । আচ্ছাদিতাং সমালোক্য রাজা ক্রুদ্ধোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১৩ ॥ চোল উবাচ । মাণিক্যস্বর্ণপূজাত্র শোভাঢ্যা যা কৃতা ময়া । বিষ্ণুদাস কথং সেয়মচ্ছন্না তুলসীদলৈঃ ॥ ১৪ ॥ বিষ্ণুভক্তিং ন জানাসি বরাকোঽসি মতো মম । যস্ত্বিমামতিশোভাঢ্যাং পূজামাচ্ছাদয়স্যহো ॥ ১৫ ॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সক্রোধঃ স দ্বিজোত্তমঃ । রাজ্ঞো গৌরবমুল্লঙ্ঘ্য জগাদ বচনং তদা ॥ ১৬ ॥ বিষ্ণুদাস উবাচ । রাজন্ ভক্তিং ন জানাসি গর্ব্বিতোঽসি নৃপশ্রিয়া । কিয়দ্বিষ্ণুব্রতং পূর্ব্বং ত্বয়া চীর্ণং বদস্ব

তপস্যা দ্বারা ভক্ত-দুঃখ-নাশন হরির আরাধনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা আমাকে এইরূপ একটী কার্য্যের উপদেশ প্রদান করুন, যাহা করিলে যজ্ঞদানাদির অনুষ্ঠান ভিন্নও আমার বিষ্ণুসান্নিধ্যপ্রাপ্তি হয়। গণদ্বয় উত্তর করিলেন,—হে বিপ্র! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, এ বিষয়ে পুরাকালে সংঘটিত একটী পূত ইতিহাসকথা কীর্ত্তন করিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ করুন। পুরাকালে কাঞ্চীপুরে চোল নামক জনৈক চক্রবর্ত্তী নৃপ ছিলেন। ইঁহারই নামানুসারে তাঁহার শাসিত দেশ সকল চোলরাজ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভূপাল চোল যৎকালে ভূচক্র শাসন করেন, তখন তদীয় রাজ্যে কোন মানবই দরিদ্র, দুঃখী, পাপবুদ্ধি বা রোগযুক্ত ছিল না। তাঁহার যজ্ঞের উন্নত সুবর্ণযূপ সকল তাম্রপর্ণী নদীর উভয় তটে প্রোথিত হওয়ায় তটদ্বয় চৈত্ররথের ন্যায় শোভাযুক্ত হইয়াছিল। হে দ্বিজ! যে স্থানে জগৎপতি যোগনিদ্রার আশ্রয়ে শয়ান ছিলেন, তিনি একদা সেই সাগরতীরে আগমন করেন এবং তথায় দিব্য মণি, মুক্তাফল ও সুবর্ণকুসুম দ্বারা শ্রীপতি দেব বিষ্ণুর যথাবিধি সম্যক্ পূজা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ভূতলে উপবিষ্ট হন। রাজা উপবেশন করিয়াই দেখেন,—বিষ্ণুদাস নামক জনৈক দ্বিজ বিষ্ণুপূজার জন্য তুলসী ও জল হস্তে লইয়া বিষ্ণুর সন্নিধানে আগমন করিতেছে, এই বিষ্ণুদাস চোলরাজেরই পুরবাসী। বিপ্রর্ষি বিষ্ণুদাস তথায় আগমন করিয়াই বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা দেবদেব বিষ্ণুর স্নান করাইলেন এবং তাঁহাকে তুলসীমঞ্জরীদল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সম্যক্রূপে পূজা করিলেন। ভক্ত বিষ্ণুদাসের তুলসীমঞ্জরীদলে বিষ্ণুর এই পূজাই যেন রত্নাদি দ্বারা পূজার সমান হইয়াছিল। অনন্তর চোল রাজা তুলসীদল দ্বারা তদীয় পূজা আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া রোষবশতঃ বলিতে লাগিলেন। ১—১৩। চোল বলিলেন,—হে বিষ্ণুদাস! আমি মাণিক্য ও স্বর্ণাদি দ্বারা যে সুশোভন অর্চ্চন করিয়াছি, তুমি কেন তুলসীদল দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিলে? আমার মনে হয়,—তুমি মূর্খ, তুমি বিষ্ণুভক্তি বিদিত নহ, অহো! তজ্জন্যই তুমি আমার অতি সমারোহের পূজা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছ। রাজার এই কথা শুনিয়া দ্বিজোত্তম বিষ্ণুদাস তখন ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজার মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণুদাস বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি নৃপসমৃদ্ধি দ্বারা গর্ব্বিত হইয়াছ, তুমি কিছুই বিষ্ণুভক্তি জান না, তুমি পূর্ব্বকালে কিরূপে বিষ্ণুব্রত আচরণ করিয়াছ, এক্ষণে আমার সমীপে তাহা বল। গণদ্বয় বলিলেন,—তখন নরোত্তম চোল বিষ্ণুদাসের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিলেন এবং গর্ব্বভরে তাঁহাকে বাক্য দ্বারা

ভূৎ ॥ ১৭ ॥ গণাবূচতুঃ। তদ্‌ব্রাহ্মণবচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য স নৃপোত্তমঃ। বিষ্ণুদাসং তদা গর্ব্বাদুবাচ বচনং দ্বিজম্ ॥ ১৮ ॥ রাজোবাচ। ইত্থং চেদ্বদসে বিপ্র বিষ্ণুভক্ত্যাভিগর্ব্বিতঃ। ভক্তিস্তে কিয়তী বিষ্ণৌ দরিদ্রস্যাধনস্য চ ॥ ১৯ ॥ যজ্ঞদানাদিকং নৈব বিষ্ণোস্তুষ্টিকরং কৃতম্। নাপি দেবালয়ং পূর্ব্বং কৃতং বিপ্র ত্বয়া কচিৎ ॥ ২০ ॥ ঈদৃশস্যাপি তে গর্ব্ব এষ তিষ্ঠতি ভক্তিজঃ। তচ্ছৃণ্বন্তু বচো মেঽদ্য সর্ব্বেঽপ্যেতে দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ২১ ॥ সাক্ষাৎকারমহং বিষ্ণোরেষ বাপি গমিষ্যতি। পশ্যন্তু সর্ব্বেঽপি ততো ভক্তিং জ্ঞাস্যন্তি চাবয়োঃ ॥ ২২ ॥ গণাবূচতুঃ। ইত্যুক্ত্বা স নৃপোঽগচ্ছন্নিজরাজগৃহং তদা। আরভদ্বৈষ্ণবং সত্রং কৃত্বাচার্য্যং তু মুদ্গলম্ ॥ ২৩ ॥ ঋষিসঙ্ঘসমাজুষ্টং বহ্বন্নং বহুদক্ষিণম্। যচ্চ ব্রহ্মকৃতং পূর্ব্বং গয়াক্ষেত্রে সমৃদ্ধিমৎ ॥ ২৪ ॥ বিষ্ণুদাসোঽপি তত্রৈব তস্থৌ দেবালয়ে ব্রতী। যথোক্তনিয়মান্ কুর্ব্বন বিষ্ণোস্তুষ্টিকরান সদা ॥ ২৫ ॥ মাঘোর্জ্জয়োর্ব্রতং সম্যক তুলসীবদপালনম্। একাদশ্যাং হরের্জ্জাপ্যং দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ২৬ ॥ উপচারৈঃ ষোড়শভির্নৃত্যগীতাদিমঙ্গলৈঃ। নিত্যং বিষ্ণোস্তথা পূজাং ব্রতান্যেতানি সোঽকরোৎ ॥ ২৭ ॥ নিত্যং সংস্মরণং বিষ্ণোর্গচ্ছন্ ভুবি স্বপন্নপি। সর্ব্বভূতস্থিতং বিষ্ণুমপশ্যৎ সমদর্শনঃ ॥ ২৮ ॥ মাঘকার্ত্তিকয়োর্নিত্যং বিশেষনিয়মানপি। অকরোদ্বিষ্ণুতুষ্ট্যর্থং সোদ্যাপনবিধিং তথা ॥ ২৯ ॥ এবং সমারাধয়তোঃ শ্রিয়ঃ পতিং তয়োশ্চ চোলেশ্বরবিষ্ণুদাসয়োঃ। অগাদ্ধি কালঃ সুমহান্ ব্রতস্থয়োস্তন্নিষ্ঠসর্ব্বেন্দ্রিয়কর্ম্মণোস্তদা ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চোলরাজবিষ্ণুদাসব্রাহ্মণবিবাদকথনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। কদাচিদ্বিষ্ণুদাসোঽথ কৃত্বা নিত্যবিধিং দ্বিজঃ। স পাকমকরোত্তাবদহরৎ কোঽপ্য-

বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—হে বিপ্র! বিষ্ণুভক্তি দ্বারা অতি গর্ব্বিত হইয়া তুমি এইরূপ বলিতেছ বটে, কিন্তু তুমি দরিদ্র—তোমার ধন নাই, অতএব তোমার বিষ্ণুভক্তি কতটুকু? হে বিপ্র। তুমি বিষ্ণুতুষ্টিকর যজ্ঞদানাদি কর নাই এবং কোথাও কদাচ একটী দেবালয় প্রতিষ্ঠাও তোমার করা হয় নাই, অতএব এতাদৃশ নির্ধন ব্যক্তির বিষ্ণুভক্তির কথা যেন গর্ব্বিত বাক্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। এক্ষণে এই দ্বিজগণ সকলেই আজ আমার বিষ্ণুভক্তির কথা শ্রবণ করুন এবং তাঁহারা দর্শন করুন যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে কে অগ্রে বিষ্ণুসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয় আর তাঁহারা ইহা দ্বারাই আমাদের উভয়ের বিষ্ণুভক্তির আধিক্য ও ন্যূনতা বিদিত হউন। গণদ্বয় বলিলেন,—রাজা চোল এইরূপ বলিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন এবং মুনি মুদ্গলকে আচার্য্য করিয়া এক বিষ্ণুযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই যজ্ঞে বহু ঋষি তপস্বী সমবেত হইলেন। পূর্ব্বে বহু অন্ন ও দক্ষিণাদ্বারা ব্রহ্মা গয়াক্ষেত্রে যেরূপ সমৃদ্ধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, রাজাও তদ্রূপ করিয়াই এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এদিকে বিষ্ণুদাসও ব্রতপরায়ণপূর্ব্বক তত্রত্য এক বিষ্ণুমন্দিরে অবস্থিত হইয়া যথাবিধি নিয়ম অবলম্বন করত সতত বিষ্ণুর সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন। তিনি সম্যক্‌রূপে কার্ত্তিক ও মাঘব্রত আচরণ, তুলসীবনপালন, একাদশীতে বিষ্ণুর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ, এবং ষোড়শ উপচার ও নৃত্যগীতাদি মঙ্গলাবহ অনুষ্ঠানে নিত্য হরির পূজা করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও অন্যান্য অনেক ব্রত করিলেন। বিষ্ণুদাস কি গমন, কি উপবেশন, কি নিদ্রা, সতত বিষ্ণুনাম স্মরণ করিতে করিতে সর্ব্বভূতস্থিত বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র সমানভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর এইরূপে নিত্য ব্রতাচরণ করিয়া বিষ্ণুর সন্তোষার্থ বিশেষ নিয়মাবলম্বনে বিধিপূর্ব্বক মাঘ ও কার্ত্তিকব্রতের উদ্‌যাপন করিলেন। বিষ্ণুদাস ও ভূপাল চোল এইরূপে হরির আরাধনা করিতে থাকিলে বহুকাল অতীত হইয়া গেল, উভয়েই ব্রতস্থ হইয়া রহিলেন, এবং তাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয় ও নিজ নিজ কার্য্যজাত জগদ্‌গুরু হরির প্রতি একনিষ্ঠ হইল। ১৪—৩০।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর দ্বিজ বিষ্ণুদাস একদা নিত্যকার্য্য সমাধানান্তে রন্ধন করিলেন, যেমনি

লক্ষিতঃ ॥ ১ ॥ তমদৃষ্ট্বাপ্যসৌ পাকং পুনর্নৈবা-করোত্তদা। সায়ংকালার্চ্চনস্থাসৌ ব্রতভঙ্গভয়াদ্দ্বিজঃ ॥ ২ ॥ দ্বিতীয়েহহ্নি পুনঃ পাকং কৃত্বা যাবৎ স বিষ্ণবে। উপহারার্পণং কর্ত্তুং গতঃ কোঽপ্যহরৎ পুনঃ ॥ ৩ ॥ এবং সপ্তদিনং তস্য পাকং কোঽপ্যহরন্নৃপ। ততঃ সবিস্ময়শ্চাথ মনস্যেবমধারয়ৎ ॥ ৪ ॥ অহো নিত্যং সমভ্যেত্য কঃ পাকং হরতে মম। ক্ষেত্রসন্ন্যাসিনঃ স্থানং ন ত্যাজ্যং মম সর্ব্বথা ॥ ৫ ॥ পুনঃ পাকং বিধায়াত্র ভুজ্যতে যদি চেন্ময়া। সায়ংকালার্চ্চনঞ্চৈব পরিত্যাজ্যং কথং ভবেৎ ॥ ৬ ॥ যদি পাকং বিধায়ৈব ভোক্তব্যং তু ময়া ন তৎ। অনিবেদ্য হরৌ সর্ব্বং বৈষ্ণবৈর্নৈব ভুজ্যতে ॥ ৭ ॥ উপোষিতোঽহহং সপ্তাহং তিষ্ঠাম্যত্র ব্রতস্থিতঃ। অদ্য সংরক্ষণং সম্যক্ পাকস্যাত্র করোম্যহম্ ॥ ৮ ॥ ইতি পাকং বিধায়াসৌ তত্রৈবালক্ষিতঃ স্থিতঃ। তাবদ্দদর্শ চণ্ডালং পাকাপহরণে স্থিতম্ ॥ ৯ ॥ ক্ষুৎক্ষামং দীনবদনমস্থিচর্ম্মাবশেষিতম্। তমালোক্য দ্বিজাগ্র্যোঽভূৎ কৃপয়ান্বিতমানসঃ ॥১০॥ বিলোক্যান্নহরং বিপ্রস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যভাবত। কথমশ্নাসি তদ্রূক্ষং ঘৃতমেতদ্গৃহাণ ভোঃ ॥ ১১ ॥ ইত্থং বদন্তং বিপ্রাগ্র্যমায়ান্তং স বিলোক্য চ। বেগাদধাবত্তদ্ভীত্যা মূর্চ্ছিতশ্চ পপাত হ ॥ ১২ ॥ ভীতং সম্মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা চণ্ডালং স দ্বিজাগ্রণীঃ। বেগাদভ্যেত্য কৃপয়া স্ববস্ত্রান্তৈরবীজয়ৎ ॥ ১৩ ॥ অথোত্থিতং তমেবাসৌ বিষ্ণুদাসো ব্যলোকয়ৎ। সাক্ষান্নারায়ণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাবৃতো দ্বিজসত্তমঃ। স্তোতুঞ্চৈব নমস্কর্ত্তুং তদা নালং বভূব সঃ ॥ ১৫ ॥ অথ শক্রাদয়ো দেবাস্তত্রৈবাভ্যাযযুস্তদা। গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চাপি জগুশ্চ ননৃতুর্মুদা ॥ ১৬ ॥ বিমানশতসঙ্কীর্ণং দেবর্ষিশতসঙ্কুলম্। গীতবাদিত্র-

তাঁহার রন্ধনকার্য্য শেষ হইল, অমনি অলক্ষিতভাবে কে যেন তাঁহার পাকসামগ্রী অপহরণ করিল। তিনি পাকসামগ্রী দেখিতে পাইলেন না, তথাপি সায়ংকালের পূজা করা না হইলে ব্রতভঙ্গ হইবে, এই আশঙ্কায় সে দিন আর পুনরায় রন্ধন করিলেন না। অনন্তর সে দিন উপবাসী থাকিয়া দ্বিতীয় দিবসে পুনর্ব্বার রন্ধনপূর্ব্বক যেমন বিষ্ণুকে নিবেদন করিবার জন্য উপহার দ্রব্য আনয়নার্থ আগমন করিলেন, অমনি কে যেন তাহা পুনরায় অপহরণ করিল। হে নৃপ! এইরূপে কে যেন সাতদিন পর্য্যন্ত বিষ্ণুদাসের পাকসামগ্রী চুরি করিল। অনন্তর বিষ্ণুদাস বিস্মিত হইয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন,—অহো! নিত্য কে আসিয়া আমার রন্ধনসামগ্রী চুরি করিতেছে? এস্থান তস্করসঙ্কুল হইলেও ইহা সন্ন্যাসীর ক্ষেত্র, অতএব কোন মতেই আমার পরিত্যাজ্য নহে। যদি পুনরায় পাক করিয়া ভোজন করি, আর পাক করিতে করিতে সায়ংকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সায়ংকালের পূজাই বা কি করিয়া ত্যাগ করিব? আর যদি পাক করিয়া আমি হরিকে নিবেদন না করিয়াই তাহা ভোজন করি, তাহাও বৈষ্ণবভোজ্য নহে। এদিকে ব্রতস্থ হইয়া আমি সাতদিন উপবাসী রহিয়াছি, যাহা হউক, অদ্য পাক করিয়া অন্যত্র গমন করিব না, আজ আমি সম্যক্‌রূপে পাকসামগ্রী রক্ষা করিব। বিষ্ণুদাস এইরূপ স্থির করিয়া রন্ধন করিলেন এবং অলক্ষিতভাবে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুদাস দেখিলেন, জনৈক চণ্ডাল তাঁহার পাকসামগ্রী গ্রহণ জন্য উপনীত হইয়াছে। ঐ চণ্ডাল অত্যন্ত ক্ষুধাতুর, দীনবদন ও তাহার শরীর অস্থিচর্ম্মসার। দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুদাস চণ্ডালের এইরূপ অবস্থা সন্দর্শন করিলে তাঁহার হৃদয় দয়ার্দ্র হইল এবং তিনি সেই অন্নহরকে "থাক থাক" এইরূপ বলিয়া উঠিলেন। তিনি আরও বলিলেন, ওহে! এই রূক্ষ অন্ন কিরূপে আহার করিবে? এই লও, ঘৃত গ্রহণ কর। ১—১১। দ্বিজশ্রেষ্ঠ এইরূপ বলিতে থাকিলে তাঁহাকে দেখিয়া চণ্ডাল ভীতিবশতঃ সত্বর পলায়নপর হইল, কিন্তু সে অধিকদূর যাইতে পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। দ্বিজোত্তম বিষ্ণুদাস চণ্ডালকে ভীত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া সত্বর আগমনপূর্ব্বক কৃপাবশতঃ স্বীয় উত্তরীয় বসন দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চণ্ডাল উত্থিত হইলে, বিষ্ণুদাস তাহাকে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে সন্দর্শন করিলেন। দ্বিজোত্তম তাহাকে দেখিয়া সাত্ত্বিকভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। তিনি এতই বিভোর হইলেন যে, তখন তাঁহাকে স্তব করিবেন কি প্রণাম করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর তথায় ইন্দ্রাদি দেবগণ আগমন করিলেন, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নৃত্য গীত করিতে লাগিল, শত শত বিমানে সেই স্থান সমাকীর্ণ হইল, শত শত দেবর্ষি আসিয়া তথায়

নির্ঘোষং স্থানং তদন্তবস্তদা ॥ ১৭ ॥ ততো বিষ্ণুং সমালিঙ্গ্য স্বভক্তং সাত্ত্বিকব্রতম্। সারূপ্যমাত্মনো দত্ত্বানয়দ্বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ॥ ১৮ ॥ বিমানবরসংস্থং তং গচ্ছন্তং বিষ্ণুসন্নিধিম্। দীক্ষিতশ্চোলনৃপতিবিষ্ণুদাসং দদর্শ সঃ ॥ ১৯ ॥ বৈকুণ্ঠভুবনং যান্তং বিষ্ণুদাসং বিলোক্য সঃ। স্বগুরুং মুদ্গলং বেগাদাহূয়েত্থং বচোঽব্রবীৎ ॥ ২০ ॥ চোল উবাচ। যৎস্পর্দ্ধয়া ময়া চৈব যজ্ঞদানাদিকং কৃতম্। স বিষ্ণুরূপধৃগ্ বিপ্রো যাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ॥ ২১ ॥ দীক্ষিতেন ময়া সম্যক্ সত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে ত্বয়া। হুতমগ্নৌ কৃতা বিপ্রা দানাদ্যৈঃ পূর্ণমানসাঃ ॥ ২২ ॥ নৈবাদ্যাপি স মে দেবঃ প্রসন্নো জায়তে ধ্রুবম্। বিষ্ণুদাসস্য ভক্ত্যৈব সাক্ষাৎকারং দদৌ হরিঃ ॥ ২৩ ॥ তস্মাদ্দানৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ নৈব বিষ্ণুঃ প্রসীদতি। ভক্তিরেব পরং তস্য নিদানং দর্শনে বিভোঃ ॥ ২৪ ॥ গণাবূচতুঃ। ইত্যুক্ত্বা ভাগিনেয়ং স্বমভ্যষিঞ্চন্নৃপাসনে। আবাল্যাদ্দীক্ষিতো যজ্ঞে হ্যপুত্রত্বমগাদ্যতঃ ॥ ২৫ ॥ তস্মাদদ্যাপি তদ্দেশে সদা রাজ্যাংশভাগিনঃ। স্বস্রেয়া এব জায়ন্তে তৎকুলোদ্ভবা বধিবর্জ্জিনঃ ॥ ২৬ ॥ যজ্ঞবাটং ততোঽভ্যেত্য যজ্ঞকুণ্ডাগ্রতঃ স্থিতঃ। ত্রিরুচ্চৈর্ব্যাজহারাশু বিষ্ণুং সম্বোধয়ংস্তদা ॥ ২৭ ॥ বিষ্ণো ভক্তিং স্থিরাং দেহি মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। ইত্যুক্ত্বা সোঽপতদ্বহ্নৌ সর্ব্বেষামেব পশ্যতাম্ ॥ ২৮ ॥ মুদ্গলস্তু তদা ক্রোধাচ্ছিখামুৎপাটয়ৎ স্বকাম্। ততস্তদ্যাপি তদ্গোত্রে মুদ্গলা বিশিখা বভুঃ ॥ ২৯ ॥ তাবদাবিরভূদ্বিষ্ণুঃ কুণ্ডাগ্নৌ ভক্তবৎসলঃ। তমালিঙ্গ্য বিমানাগ্র্যং সমারোহয়দচ্যুতঃ ॥ ৩০ ॥ তমালিঙ্গ্যাত্মসারূপ্যং দত্ত্বা বৈকুণ্ঠমন্দিরম্। তেনৈব সহ দেবেশো জগাম ত্রিদশৈর্বৃতঃ ॥ ৩১ ॥ নারদ উবাচ। যো বিষ্ণুদাসঃ স তু পুণ্যশীলো যশ্চোলভূপঃ স সুশীলনামা। এতাবুভৌ তৎসমরূপভাজৌ দ্বাঃস্থৌ কৃতৌ তেন রমাপ্রিয়েণ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চোলবিষ্ণুদাসমুক্তিকথনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

মিলিত হইলেন এবং সেই স্থান গীতবাদিত্রের নির্ঘোষে আপূরিত হইল। অনন্তর হরি সাত্ত্বিক-ব্রতী স্বীয়ভক্ত বিষ্ণুদাসকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় সারূপ্য প্রদানপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-ভবনে লইয়া গেলেন। বিষ্ণুদাস যখন অত্যুত্তম বিমানারোহণে বিষ্ণুসমীপে গমন করেন, যজ্ঞদীক্ষিত নৃপতি চোল তাঁহাকে দর্শন করিলেন। রাজা চোল বিষ্ণুদাসকে বৈকুণ্ঠভবনে গমন করিতে দেখিয়া সত্বর স্বীয় গুরু মুদ্গলকে আহ্বান করত বলিতে লাগিলেন। চোল বলিলেন,—হে গুরো! আমি যেজন্য স্পর্দ্ধা করিয়া যজ্ঞদানাদি করিয়াছি, ঐ দেখুন,—সেই বিষ্ণুদাস বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠভবনে গমন করিতেছে। আমি আপনাকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে বিষ্ণুযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও দান-মানাদি দ্বারা দ্বিজগণকে পূর্ণকাম করিয়াছি; কিন্তু অদ্যাপি সেই দেব বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন না। অহো! বিষ্ণুদাসের ভক্তিদ্বারা প্রীত হইয়া হরি তাহাকে সাক্ষাৎ দেখা দিয়াছেন। অতএব কেবল দান বা যজ্ঞ দ্বারা হরি প্রীত হন না, একমাত্র ভক্তিই তাঁহার সাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠ নিদান-ভূত। গণদ্বয় বলিলেন,—নৃপতি চোল অপুত্রক ছিলেন, তিনি এইরূপ বলিয়া তাঁহার ভাগিনেয়কে সিংহাসনে অভিষিক্ত করত বাল্যকাল হইতেই যজ্ঞ-দীক্ষিত থাকিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। চোলরাজের এই বিধিপ্রবর্ত্তন হইতেই অদ্যাপি তদ্দেশবাসী নৃপগণ কর্ত্তৃক ভাগিনেয়ই উত্তরা-ধিকারী নিরূপিত হয়েন। অনন্তর রাজা চোল সত্বর যজ্ঞভূমিতে আগমনপূর্ব্বক যজ্ঞকুণ্ডের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া বিষ্ণুকে সম্বোধন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বক্ষ্যমাণ বাক্যত্রয় উচ্চারণ করিলেন। রাজা বলিলেন,—হে বিষ্ণো! মন, বাক্য, কায় ও কর্ম্মদ্বারা যে ভক্তি সুস্থির, আপনি তাহাই আমাকে প্রদান করুন। তিনি এই কথা কহিয়া সর্ব্ব সমক্ষে অনলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। মুদ্গলও তখন রাজার এই কার্য্য দর্শনে ক্রোধ-পূর্ব্বক স্বীয় শিখা উৎপাটন করিলেন। হে দ্বিজ! সেই হইতে অদ্যাপি মুদ্গল-গোত্রীয়গণ শিখাহীন হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর এই সকল ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবামাত্র ভক্তবৎসল দেবেশ অচ্যুত বিষ্ণু কুণ্ডাগ্নি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক নৃপকে বিমানবরে আরোপিত করিলেন এবং আলিঙ্গনদ্বারা তাঁহাকে সারূপ্যপ্রদান-পূর্ব্বক দেবগণে পরিবৃত হইয়া সেই রাজার সহিত বৈকুণ্ঠভবনে গমন করিলেন। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! এই যে বিষ্ণুদাস ও চোলরাজের বিষয় বর্ণন করিলাম, ইহাদের মধ্যে যিনি বিষ্ণুদাস, তিনিই পুণ্যশীল, আর চোল ভূপালকে সুশীল নামে বিদিত হও। উভয়ে কমলাপতি কর্ত্তৃক তাঁহার

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ধর্ম্মদত্ত উবাচ। জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব বিষ্ণো-র্দ্বাঃস্থৌ শ্রুতৌ ময়া। কিং নু তাভ্যাং পুরা চীর্ণং তস্মাত্তদ্রূপধারিণৌ॥ ১॥ গণাবূচতুঃ। তৃণবিন্দোস্তু কন্যায়াং দেবহূত্যাং পুরা দ্বিজ। কর্দ্দমস্য তু তুষ্ট্যৈব পুত্রৌ দ্বৌ সম্বভূবতুঃ॥ ২॥ জ্যেষ্ঠো জয়ঃ কনিষ্ঠো-হভূদ্বিজয়শ্চৈব নামতঃ। তস্যামেবাভবৎ পশ্চাৎ কপিলো যোগধর্ম্মবিৎ॥৩॥ জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব বিষ্ণুভক্তিরতৌ সদা। তৌ তন্নিষ্ঠেন্দ্রিয়গ্রামৌ ধর্ম্ম-শীলৌ বভূবতুঃ॥ ৪॥ নিত্যমষ্টাক্ষরীজাপ্যৌ বিষ্ণু-ব্রতকরাবুভৌ। সাক্ষাৎকারং দদৌ বিষ্ণুস্তয়ো-র্নিত্যার্চ্চনে সদা॥ ৫॥ মরুত্তেন কদাচিত্তাবাহূতৌ যজ্ঞকর্ম্মণি। জগ্মতুর্যজ্ঞকুশলৌ দেবর্ষিগণপূজিতৌ॥ ৬॥ জয়স্তত্রাভবদ্ব্রহ্মা যাজকো বিজয়োঽভবৎ। ততো যজ্ঞবিধিং কৃৎস্নং পরিপূর্ণঞ্চ চক্রতুঃ॥ ৭॥ মরুত্তোঽবভৃথস্নাতস্তাভ্যাং বিত্তং দদৌ বহু। তৎ সমাদায় তৌ বিত্তং জগ্মতুঃ স্বাশ্রমং প্রতি॥ ৮॥ যজনীয় পৃথগ্বিষ্ণোস্তুষ্ট্যর্থং তৌ ততো মুনী। তদ্ধনং বিভজন্তৌ তু পস্পর্দ্ধাতে পরস্পরম্॥ ৯॥ জয়ো-ঽব্রবীৎ সমো ভাগঃ ক্রিয়তামিতি তত্র সঃ। বিজয়শ্চাব্রবীন্নৈতদ্যল্লব্ধং যেন তস্য তৎ॥ ১০॥ ততোঽশপজ্জয়ঃ ক্রোধাদ্বিজয়ং লুব্ধমানসম্। গৃহীত্বা ন দদাস্যেতত্তস্মাদ্গ্রাহো ভবেতি তম্॥ ১১॥ বিজয়স্তস্য তং শাপং শ্রুত্বা সোঽপ্যশপচ্চ তম্। মদভ্রান্তোঽশপস্ত্বং মাং তস্মান্মাতঙ্গতাং ব্রজ॥ ১২॥ ততস্তদাচথাতুর্বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা নিত্যার্চ্চনে বিভুম্। শাপয়োশ্চ নিবৃত্তিং তৌ যযাচাতে রমাপতিম্॥ ১৩॥ জয়বিজয়াবূচতুঃ। ভক্তাবাবাং কথং দেব গ্রাহমাতঙ্গ-যোনিগৌ। ভবিষ্যাবঃ কৃপাসিন্ধো তচ্ছাপো বিনিবর্ত্ত্যতাম্। ১৪॥ শ্রীভগবানুবাচ। মত্তক্ত-

---

সারূপ্য প্রাপিত হইয়া তদীয় দ্বারদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১২—৩২।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

ধর্ম্মদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি শুনিয়াছি, জয় ও বিজয়ই বিষ্ণুর দ্বারে অবস্থিত। তাঁহারা পুরাকালে এমন কি কর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা জয়-বিজয়রূপে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক হইলেন? গণদ্বয় উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজ! পূর্ব্বকালে তৃণবিন্দুর কন্যা দেবহূতির উদরে কর্দ্দমের প্রীতিকর দুই তনয় উৎপন্ন হয়। উঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জয় ও কনিষ্ঠ বিজয় নামে আখ্যাত। অনন্তর দেবহূতির আর এক তনয় জন্মে, ইঁহার নাম কপিল। কপিল যোগধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। বিষ্ণুব্রত-কারী জয় ও বিজয় সতত বিষ্ণুভক্তিরত, জিতে-ন্দ্রিয় ও ধর্ম্মশীল ছিলেন। তাঁহারা নিত্য বিষ্ণুর অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন। জয় ও বিজয়ের সতত পূজায় প্রীত হইয়া হরি তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করেন। একদা মরুত্তের আহ্বানে যজ্ঞকুশল দেবর্ষিগণপূজিত জয় ও বিজয় তদীয় যজ্ঞে গমন করেন। সেই যজ্ঞে জয় ব্রহ্মা ও বিজয় হোতার কার্য্য করেন। অনন্তর তাঁহারা সমস্ত যজ্ঞকার্য্য পরিপূর্ণ করিলে মরুত্ত অবভৃথ-স্নানান্তে তাঁহা-দিগকে প্রচুর ধন দান করেন। জয়-বিজয়ও সেই সমস্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১—৮। অনন্তর সেই মুনি জয় ও বিজয় বিষ্ণুর তুষ্টির জন্য পৃথক্‌ভাগে যজ্ঞানুষ্ঠানে মানস করিয়া সেই সকল সম্পত্তি বণ্টন করিতে প্রবৃত্ত হন এবং পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে জয় বলেন,—এই সম্পত্তি সমানাংশে বিভক্ত হউক, কিন্তু বিজয় বলেন,—তাহা নহে, যজ্ঞে যে যাহা লাভ করিয়াছি, তাহারই সেই সম্পত্তি স্বকীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। লুব্ধ-মনা বিজয়ের বাক্য শ্রবণে ক্রোধ বশতঃ জয় তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। জয় বলিলেন,—তুমি রাজার নিকট হইতে আমার প্রাপ্য ধন গ্রহণ করিয়া এক্ষণে আমাকে তাহা প্রদান করিতেছ না, অতএব তুমি গ্রাহ হও। বিজয়ও জয়ের শাপবাণী শ্রবণে তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। বিজয় বলিলেন,—তুমি মদমত্ত হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছ, অতএব তুমিও মাতঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ কর। অনন্তর অভিশপ্ত জয় ও বিজয় নিজ পূজার সময় রমাপতি হরিকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট স্ব স্ব শাপ-নিবৃত্তির উপায় প্রার্থনা করেন। জয় ও বিজয় বলেন,—হে দেব! আমরা আপনার ভক্ত, পরস্পর শাপবশতঃ গ্রাহ ও মাতঙ্গ-যোনি লাভ করিতেছি; হে কৃপাসিন্ধো! এক্ষণে কি উপায়ে

যোর্বিচোঽসত্যং ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি। ময়াপি নান্যথা কর্ত্তুং শক্যতে তৎ কদাচন ॥ ১৫ ॥ প্রহ্লাদবচসা স্তম্ভেঽপ্যাবির্ভূতো হ্যহং পুরা। তথাম্বরীষবাক্যেণ জাতো গর্ভে স্বয়ং কিল ॥ ১৬ ॥ তস্মাদ্যুবামিমৌ শাপাবনুভূয় স্বয়স্কৃতৌ। লভেথাং মৎপদং নিত্য-মিত্যুক্ত্বান্তর্দধে হরিঃ ॥ ১৭ ॥ গণাবূচতুঃ। ততস্তৌ গ্রাহমাতঙ্গাবভূতাং গণ্ডকীতটে। জাতিস্মরৌ তু তদ্যোন্যামপি বিষ্ণুব্রতে স্থিতৌ ॥ ১৮ ॥ কদাচিৎ স গজঃ স্নাতুং কার্ত্তিকে গণ্ডকীং গতঃ। তাবজ্জগ্রাহ তং গ্রাহঃ সংস্মরন্ শাপকারণম্ ॥ ১৯ ॥ গ্রাহগ্রস্তো হ্যসৌ নাগঃ সস্মার শ্রীপতিং তদা। তাবদাবিরভূদ্বিষ্ণুশ্চক্রশঙ্খগদাধরঃ ॥ ২০ ॥ ততস্তৌ গ্রাহমাতঙ্গৌ চক্রং ক্ষিপ্ত্বা সমুদ্ধৃতৌ। দত্ত্বৈব নিজসারূপ্যং বৈকুণ্ঠ-মনয়দ্বিভুঃ ॥ ২১ ॥ ততঃপ্রভৃতি তৎ স্থানং হরিক্ষেত্র-মিতি স্মৃতম্। চক্রসঙ্ঘর্ষণাদ্যস্মিন্ গ্রাবাণোঽপি হি লাঞ্ছিতাঃ ॥ ২২ ॥ তাবুভৌ বিশ্রুতৌ লোকে জয়শ্চ বিজয়স্তথা। নিত্যং বিষ্ণুপ্রিয়ৌ দ্বাঃস্থৌ পৃষ্টৌ যৌ হি ত্বয়া দ্বিজ ॥ ২৩ ॥ অতস্ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ নিত্যং বিষ্ণুব্রতে স্থিতঃ। ত্যক্তমাৎসর্য্যদম্ভোঽপি ভবস্ব সমদর্শনঃ ॥ ২৪ ॥ তুলামকরমেষেষু প্রাতঃস্নায়ী সদা ভব। একাদশীব্রতে তিষ্ঠ তুলসীবনপালকঃ ॥ ২৫ ॥ ব্রাহ্মণানথ গাশ্চাপি বৈষ্ণবাংশ্চ সদা ভজ। মসূরি-কামারনালং বৃন্তাকান্যপি খাদ মা ॥ ২৬ ॥ এবং ত্বমপি দেহান্তে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। প্রাপ্স্যসি ধর্ম্মদত্ত ত্বং তদ্ভক্ত্যৈব যথা বয়ম্ ॥ ২৭ ॥ তাবজ্জন্ম ব্রতাদস্মাদ্বিষ্ণুসন্তুষ্টিকারকাৎ। ন যজ্ঞা ন চ দানানি ন তীর্থান্যধিকানি বৈ ॥ ২৮ ॥ ধন্যোঽসি বিপ্রাগ্র্য যতস্ত্বয়ৈতদ্ ব্রতং কৃতং তুষ্টিকরং জগদ্গুরোঃ। যদর্দ্ধভাগাপ্তফলা মুরারেঃ প্রণীয়তেঽস্মাভিরিয়ং সলোকতাম্ ॥ ২৯ ॥ নারদ উবাচ। ইত্থং তৌ ধর্ম্মদত্তং তমুপাদিশ্য বিমানগৌ। তয়া কলহয়া সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠভবনং গতৌ ॥ ৩০ ॥ ধর্ম্মদত্তো হ্যসৌ জাত-

---

আমাদের সেই শাপনিবৃত্তি হইবে? ভগবান্ উত্তর করিলেন,—আমার ভক্তের বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না, আমি স্বয়ংও আমার ভক্তবাক্যের অন্যথা করিতে সমর্থ নহি, দেখ, আমার ভক্ত প্রহ্লাদের বাক্যে আমি পূর্ব্বকালে স্তম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলাম, আর ভক্ত অম্বরীষের প্রার্থনায় আমি গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলাম,—অতএব ভক্তবাক্য অব্যর্থ; সুতরাং তোমরা এই স্বকৃত শাপের ফলভোগ করিয়া আমার সনাতন পদ লাভ করিবে। হরি এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গণদ্বয় বলিলেন,—অনন্তর জয় ও বিজয় গণ্ডকীতটে কুম্ভীর ও করিরূপে অবতীর্ণ হইল, কিন্তু তাহারা বিষ্ণুব্রতে রত ছিল বলিয়া গ্রাহ ও মাতঙ্গ-যোনিতে প্রবিষ্ট হইলেও জাতিস্মর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অনন্তর একদা কার্ত্তিকমাসে মাতঙ্গ স্নানার্থ গণ্ডকীতটে গমন করিলে, শাপকারণ স্মরণপূর্ব্বক গ্রাহও তাহাকে গ্রহণ করে। তখন গ্রাহগ্রস্ত গজ রমাপতি হরিকে স্মরণ করিলে বিভু বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারী হইয়া তথায় প্রাদুর্ভূত হন এবং চক্র নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিজ সারূপ্য প্রদান করত বৈকুণ্ঠে আনয়ন করেন। হে দ্বিজ! তদবধি সেই গণ্ডকীতট বিষ্ণুক্ষেত্র নামে অভিহিত ও চক্রসংঘর্ষণে তত্রত্য গণ্ডকীশিলা সকল চক্র-চিহ্নিত হইয়াছে। ৯—২২। হে দ্বিজ! তুমি যে জয় ও বিজয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই হরি-প্রিয় জয় ও বিজয় হরিদ্বার রক্ষক বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমিও নিত্য বিষ্ণুব্রতে অবস্থিত, অতএব দম্ভ ও মাৎসর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শন হও এবং কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখমাসে সতত প্রাতঃ-স্নান কর। নিত্য তুলসীবনপালননিরত হইয়া একাদশীব্রতে রত হও, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-গণকে নিত্য ভজনা কর, কদাচ মসূরিকা, বার্ত্তাকু ও কাঞ্জিক ভোজন করিও না। হে দ্বিজ! এইরূপ করিলে তুমিও দেবসদনে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। হে ধর্ম্মদত্ত! আমরাও যেমন ভক্তিদ্বারা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমিও তদ্রূপ ভক্তিদ্বারা হরিকে লাভ করিবে। আজন্ম বিষ্ণু-প্রীতিকর এই ব্রত হইতে নিখিল যজ্ঞ, দান ও তীর্থও শ্রেষ্ঠ নহে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! তুমি জগদ্গুরুর সন্তোষকর হরিব্রত করিয়াছ, অতএব তুমি ধন্য, আজ এই কলহাও তোমার আচরিত হরিব্রতের অর্দ্ধভাগ লাভ করিয়া বিষ্ণুর সলোকতা লাভ করিতেছে, আর তোমার দত্ত পুণ্যফলেই আজ আমরা ইহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতেছি। নারদ বলিলেন,—গণদ্বয় ধর্ম্মদত্তকে এইরূপ বলিয়া উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিলেন এবং সত্বর কলহার সহিত বৈকুণ্ঠ-ভবনে চলিয়

প্রত্যয়াত্তদ্ব্রতে স্থিতঃ। দেহান্তে তদ্বিতোঃ স্থানং ভার্য্যাভ্যাং সংযুতোহভ্যয়াৎ॥ ৩১॥ ইতিহাসমিমং পুরাভবং শৃণুতে শ্রাবয়তে চ যঃ পুমান্। হরিসন্নিধিকারণীং মতিং লভতেহসৌ কৃপয়া জগদ্গুরোঃ॥৩২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মদত্তমোক্ষপ্রাপ্তিকথনং নামাষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা পৃথুর্বিস্মিতমানসঃ। সম্পূজ্য নারদং সম্যগ্‌বিসর্জ্জ তদা প্রিয়ে॥১॥ পুরাবন্তীপুরে কশ্চিদ্বিপ্র আসীদ্ধনেশ্বরঃ। ব্রহ্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ পাপকর্ম্মা সুদুর্ম্মতিঃ॥ ২॥ দেশাদ্দেশান্তরং গচ্ছন্ ক্রয়বিক্রয়কারণাৎ। মাহিষ্মতীং পুরীমাগাৎ কদাচিৎ স ধনেশ্বরঃ॥ ৩॥ মহিষেণ কৃতা পূর্ব্বং তস্মান্মাহিষ্মতীতি সা। যস্যা বপ্রগতা ভাতি নর্ম্মদা পাপনাশিনী॥ ৪॥ কার্ত্তিকব্রতিনস্তত্র নানাদেশাগতান্নরান্। স দৃষ্ট্বা বিক্রয়ং কুর্ব্বন্মাসমেকমুবাস সঃ॥ ৫॥ স নিত্যং নর্ম্মদাতীরে ভ্রমন্ বিক্রয়কারণাৎ। দদর্শ ব্রাহ্মণান্ স্নানজপদেবার্চ্চনে স্থিতান্॥ ৬॥ কাংশ্চিৎ পুরাণং পঠতঃ কাংশ্চিচ্চ শ্রবণে রতান্। নৃত্যগায়নবাদিত্রবিষ্ণুশ্রবণতৎপরান্॥ ৭॥ উদ্‌যাপনবিধৌ সক্তান্ কাংশ্চিজ্জাগরণে রতান্। বিপ্রগোপূজনরতান্ দীপদানরতাংস্তথা॥ ৮॥ দদর্শ কৌতুকাবিষ্টস্তত্রতত্র ধনেশ্বরঃ। নিত্যং পরিভ্রমংস্তত্র দর্শনস্পর্শভাষণাৎ॥ ৯॥ বৈষ্ণবানাং তথা বিষ্ণোর্নামশ্রাবাদি সোঽলভৎ। এবং মাসং স্থিতস্তস্যা নর্ম্মদায়াস্তটে দ্বিজঃ॥ ১০॥ তাবৎ কৃষ্ণাহিনা দষ্টো বিহ্বলঃ স পপাত হ। অথ দেহপরিত্যক্তং তং বদ্ধা যমকিঙ্করাঃ॥ ১১॥ যমাজ্ঞয়া কুম্ভিপাকে চিক্ষিপুস্তং ধনেশ্বরম্। যাবৎ ক্ষিপ্তস্তত্রাসৌ তাবচ্ছীতলতাং যযৌ॥ ১২॥ কুম্ভীপাকে।

গেলেন। দ্বিজ ধর্ম্মদত্তও এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হরিব্রতে আস্থাবান্ হইলেন এবং নিরন্তর হরিব্রত আচরণ করিয়া দেহাবসানে ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত সেই বিভু বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিলেন। যিনি এই প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ করেন বা অন্যকে শ্রবণ করান, জগদ্গুরু হরির কৃপায় তাঁহার বিষ্ণুসান্নিধ্য জনক জ্ঞান জন্মে। ২৩—৩২।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে প্রিয়ে! পৃথু, দেবর্ষি নারদের মুখে এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া বিদায় দিলেন। পূর্ব্বকালে অবন্তীপুরে ধনেশ্বর নামক জনৈক দ্বিজ বাস করিত; ধনেশ্বর ব্রহ্মকর্ম্মপরিভ্রষ্ট, পাপকর্ম্মা ও সুদুর্ম্মতি ছিল। একদা দ্বিজ ধনেশ্বর বাণিজ্যার্থ দেশদেশান্তরে গমন করিতে করিতে ক্রমে মাহিষ্মতীপুরে গমন করে; হে প্রিয়ে! মহিষাসুর ঐ পুরীর প্রতিষ্ঠাতা ছিল, তজ্জন্য ঐ স্থানের মাহিষ্মতী নগরী নাম হইয়াছে। পাপনাশিনী নর্ম্মদা নদীর তীরে এই মাহিষ্মতী পুরী বিরাজিতা। দ্বিজ ধনেশ্বর পণ্য বিক্রয়ার্থ নর্ম্মদাতটে উপনীত হয়। এই সময় নানা দেশ হইতে কার্ত্তিকব্রতীরা নর্ম্মদাতীরে আগমন করেন; ধনেশ্বর পণ্যবিক্রয় ও ঐ সকল কার্ত্তিকব্রতিসমূহকে দর্শনপূর্ব্বক একমাস এই স্থানে বাস করে। ১—৫। ধনেশ্বর নিত্যই নর্ম্মদাতীরে গিয়া ক্রয়বিক্রয়ার্থ তটভূমে বিচরণ ও জপ, স্নান ও দেবার্চ্চনে রত কার্ত্তিকব্রতী বিপ্রগণকে দর্শন করিত। ধনেশ্বর দেখিত,—কেহ কেহ পুণ্য পুরাণ পাঠ করিতেছেন, কেহ কেহ তাহার শ্রবণে রত হইয়াছেন, কোন কোন দ্বিজ নৃত্য, গীত ও বাদিত্রপরায়ণ হইয়া বিষ্ণুশ্রবণে তৎপর হইয়াছেন; কেহ কেহ বা কার্ত্তিকব্রতের উদ্‌যাপনে উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ হরির প্রিয়কামনায় হরিজাগরণে রত রহিয়াছেন, এবং কেহ বিপ্র-গোপূজায় রত হইয়াছেন ও কেহ বা দীপ দান করিতেছেন। দ্বিজ ধনেশ্বর নর্ম্মদাতীরের সর্ব্বত্রই এই সকল দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল এবং নিত্যই তথায় ভ্রমণপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের দর্শন ও স্পর্শন করিয়া বিষ্ণুর নাম শ্রবণ করিতে লাগিল। দ্বিজ ধনেশ্বর এইরূপে একমাস কাল সেই নর্ম্মদার তীরে বাস করিলে একদা এক কৃষ্ণ সর্প তাহাকে দংশন করিল; ধনেশ্বর সর্পদংশনে বিহ্বল ও ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে যমকিঙ্করগণ তাহাকে বন্ধন করিল এবং যমের আদেশে তাহাকে লইয়া গিয়া কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ করিল। ধনেশ্বর কুম্ভীপাকে নিক্ষিপ্ত

যথা বহ্নিঃ প্রহ্লাদক্ষেপণাৎ পুরা। যমস্তু কৌতুকং দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছানীয় তং ততঃ ॥ ১৩ ॥ তাবদভ্যাগতস্তত্র নারদঃ প্রাহ সত্বরম্। নারদ উবাচ। নৈরায়ং নিরয়ান্ ভোক্তুমর্হো হ্যরুণনন্দন ॥ ১৪ ॥ যস্মাদন্তেঽহস্য সঞ্জাতং কর্ম্ম যন্নিরয়াপহম্। যঃ পুণ্যকর্ম্মিণাং কুর্য্যাদ্-দর্শনস্পর্শভাষণম্ ॥ ১৫ ॥ ততঃ ষড়ংশমাপ্নোতি পুণ্যস্য নিয়তং নরঃ। সখ্যন্তু তৈস্তু সংসর্গং কৃতবান্ বৈ ধনেশ্বরঃ ॥ ৬ ॥ কার্ত্তিকব্রতিভির্ম্মাসং তেষাং পুণ্যাংশভাগয়ম্ ॥ ১৭ ॥ তস্মাদকামপুণ্যো হি যক্ষযোনিস্থিতো হ্যয়ম্। বিলোক্য নিরয়ান্ সর্ব্বান্ পাপভোগপ্রদর্শকান্ ॥ ১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা গতবতি নারদে স সৌরিস্তদ্বাক্যশ্রবণবিবুদ্ধতৎ-সুকর্ম্মা। তং বিপ্রং পুনরনয়ৎ স্বকিঙ্করেণ তান্ সর্ব্বান্নিরয়গণান্ প্রদর্শয়িষ্যন্ ॥ ১৯ ॥ ততো ধনে-শ্বরং নীত্বা নিরয়ান্ প্রেতপোঽব্রবীৎ। দর্শয়িষ্যংস্তু তান্ সর্ব্বান্ যমানুজ্ঞাকরস্তদা ॥ ২০ ॥ প্রেতপ উবাচ। পশ্যেমান্নিরয়ান্ ঘোরান্ ধনেশ্বর মহা-ভয়ান্। এষু পাপকরা নিত্যং পচ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২১ ॥ অকামাৎ পাতকং শুষ্কং কামাদার্দ্রমুদা-হৃতম্। আর্দ্রশুষ্কাদিভিঃ পাপৈর্দ্বিপ্রকারানবস্থিতান্ ॥ ২২ ॥ চতুরাশীতিসংখ্যাকৈঃ পৃথগ্‌ভেদৈরবস্থিতান্। যৎ প্রকীর্ণমপাংক্তেয়ং মলিনীকরণং তথা ॥ ২৩ ॥ জাতিভ্রংশকরং তদ্বদুপপাতক-সংজ্ঞকম্। অতিপাপং মহাপাপং সপ্তধা পালকং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥ এভিঃ সপ্তসু পচ্যন্তে নিরয়েষু যথাক্রমম্। কার্ত্তিক-ব্রতিভির্যস্মাৎ সংসর্গো হ্যভবত্তব ॥ ২৫ ॥ তৎ-পুণ্যোপচযাদেতে নিহ্নতা নিরয়াঃ খলু। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। দর্শয়িত্বেতি নিরয়ান্ প্রেতপস্তমথাহরৎ ॥ ২৬ ॥ ধনেশ্বরং যক্ষলোকং যক্ষশ্চাভূৎ স তত্র হি। ধনদস্যানুগঃ সোঽয়ং ধনযক্ষেতি বিশ্রুতঃ ২৭ ॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবোঽসৌ

হইলে পূর্ব্বকালে প্রহ্লাদকে অনলে নিক্ষেপ করিলে অনল যেরূপ শীতল হইয়াছিল, ধনেশ্বরও তদ্রূপ অতীব শান্তিলাভ করিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজ এই কৌতুকাবহ ব্যাপার দর্শনপূর্ব্বক ধনেশ্বরকে নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। যমপুরে যখন এই ব্যাপার উপস্থিত হয়, তখন নারদ সত্বর তথায় আগমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে অরুণ-নন্দন! এই ধনেশ্বর নরকভোগের যোগ্য নহে। কেনন পূর্ব্বে যাহাই করিয়া থাকুক না কেন, অন্ত-কালে নিরয়নাশক কর্ম্মই করিয়াছে। যে মানব পুণ্যকর্ম্মাদিগের দর্শন বা স্পর্শন করে, সে তাঁহা-দিগের পুণ্যের ষড়ংশ প্রাপ্ত হয়। ধনেশ্বর পুণ্য-কর্ম্মদিগের সহিত সৌখ্য ও সংসর্গ করিয়াছে এবং কার্ত্তিকব্রতীদিগের সহিত একমাস বাস করিয়া তাঁহাদের পুণ্যাংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ধনেশ্বর অকাম-পুণ্য হইলেও পাপ ভোগজনক নিরয় সকল দেখিয়া যক্ষযোনি প্রাপ্ত হউক। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলে নারদের বাক্য চিন্তা করিয়া সুকর্ম্মা যম জ্ঞানলাভ করিলেন এবং স্বীয় কিঙ্করগণ দ্বারা পুনর্ব্বার দ্বিজ ধনেশ্বরকে সমস্ত নরক একবার প্রদ-র্শন করাইতে লাগিলেন। অনন্তর প্রেতপতি যম ধনেশ্বরকে নরকসমীপে উপনীত করিয়া তাহাকে নরকনিচয় দর্শন করাইতে করাইতে বলিতে লাগিলেন। যম বলিলেন,—হে ধনেশ্বর! তুমি যে এই সকল মহাভয়ঙ্কর ঘোর নরক দেখিতেছ, পাপকারিগণ মদীয় কিঙ্কর কর্ত্তৃক আনীত হইয়া এই সকল নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ৬—২১। হে দ্বিজ! অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে পাপ করা হয়, তাহার নাম শুষ্ক, আর ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত পাপকে আর্দ্র বলা হয়। শুষ্ক কিংবা আর্দ্র এই দ্বিবিধ পাপকারিগণের অবস্থানও চতুরশীতিসংখ্যক নরকভেদে বিবিধরূপ জানিবে। সকলেই যে এক নরকে যায়, তাহা নহে, পাপের পরিমাণানুসারে নারকীদিগের অবস্থানের জন্য এই চতুরশীতিসংখ্যক নরকের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ স্থান অবস্থিত আছে। প্রকীর্ণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ, অপাংক্তেয়করণ, মলিনীকরণ, জাতিভ্রংশকর, উপপাতক, অতিপাপ ও মহাপাপ, পাতকের এই সপ্তবিধ ভেদ কথিত হয়। এই সপ্ত পাপের মধ্যে যথাক্রমে যে যেরূপ পাপ আচরণ করেন, নরকভোগও তাহাদের তদনু-রূপ হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! কার্ত্তিকব্রতী-দিগের সহিত তোমার সংসর্গ ঘটিয়াছে, অতএব সেই পুণ্যপ্রভাবেই তোমার নরক নিরস্ত হই-য়াছে, সংশয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—প্রেতপতি ধনেশ্বরকে এইরূপে নরকনিকর দর্শন করাইয়া যক্ষলোকে প্রেরণ করিলে ধনেশ্বর তথন ধনদের অনুগ যক্ষ হইয়া রহিল এবং যক্ষ-লোকে গিয়া ধনযক্ষ নামে বিখ্যাত হইল। সূত বলিলেন,—বাসুদেব অতিপ্রিয় সত্যভামাকে

সত্যভামামতিপ্রিয়াম্। সায়ংসন্ধ্যাবিধিং কর্ত্তুং জগাম জননীগৃহম্ ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ। এবম্প্রভাবঃ খলু কার্ত্তিকোঽয়ং মুক্তিপ্রদো ভুক্তিকরশ্চ যস্মাৎ। প্রয়াস্ত্যনেকার্জ্জিতপাতকানি ব্রতস্য সন্দর্শয়তোঽপি মুক্তিদম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধনেশ্বরযক্ষজন্মপ্রাপ্তিবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। অদ্ভুতোঽয়ং ত্বয়া প্রোক্তো মহিমা কার্ত্তিকস্য তু। স্বস্য কর্ত্তুমসামর্থ্যং কথমেতৎকৃতং ভবেৎ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নাস্তি কর্ত্তুং স্বসামর্থ্যমুপায়াৎ প্রাপ্যতে ফলম্। দ্রব্যং দত্বা ব্রাহ্মণায় গৃহ্নীয়াৎ ফলমুত্তমম্ ॥ ২ ॥ শিষ্যাদ্বা ভৃত্যবর্গাদ্বা স্ত্রীভ্যো বাপ্তাচ্চ কারয়েৎ। তস্মাদপি ফলং গৃহ্নন্ ফলভাগ্জায়তে নরঃ ॥ ৩ ॥ নারদ উবাচ। অদত্তান্যপি পুণ্যানি প্রাপ্যন্তে কেনচিৎ ক্বচিৎ। এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কৌতুকং মম বর্ত্ততে ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অদত্তান্যপি পুণ্যানি লভন্তে পাতকান্যপি। যেনোপায়েন তচ্ছৃণু স্বৈকমনা দ্বিজ ॥ ৫ ॥ সুকৃতং বা দুষ্কৃতং বা কৃতমেকেন যৎ কৃতে। জায়তে তস্য তদ্রাষ্ট্রে ত্রেতায়াং তু পুরো ভবেৎ ॥ ৬ ॥ দ্বাপরে বংশমধ্যে তু কলৌ কর্ত্তৈব কেবলম্। আজ্ঞানাদ্যৎ কৃতং কর্ম্ম বাল্যে স্বপ্নে তু তৎফলম্ ॥ ৭ ॥ অজ্ঞানাদ্যচ্চ তারুণ্যে বাল্যে তস্য ফলং ভবেৎ। জ্ঞানপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম আজন্মান্তঞ্চ তৎফলম্ ॥ ৮ ॥ ষণ্মাসং পাপিসঙ্গেন নরঃ পাপী প্রজায়তে। পাপিনাং বা ধর্ম্মিণাং বা সংসর্গাদ্দশমাসিকম্ ॥ ৯ ॥ ভোজনাদেকপংক্তৌ চ বিংশাংশঃ পুণ্যপাপয়োঃ। একাসনে দ্বয়োর্ব্বাসাৎ সহস্রাংশেন লিপ্যতে ॥ ১০ ॥ যো বৈ যস্যান্নমশ্নাতি স ভুঙক্তে তস্য কিল্বিষম্। জপাদৌ পাপিসংসর্গাৎ ষোড়শাংশো বিনশ্যতি ॥ ১১ ॥

এই কথা বলিয়া সায়ং সন্ধ্যা করিবার জন্য জননী-গৃহে গমন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুণ্য কার্ত্তিক মাসের এইরূপই প্রভাব এবং কার্ত্তিক মাস মুক্তিকর ও ভুক্তিপ্রদ; এই কার্ত্তিক ব্রত করিলে অনেক জন্মার্জ্জিত পাতক বিনষ্ট হয়; অধিক কি, এই ব্রত বিধি প্রদর্শনকারীরও মুক্তি হইয়া থাকে। ২৩—২৯।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—আপনি কার্ত্তিকমাসের এই অদ্ভুত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু নিজে করিতে অক্ষম হইলে কিরূপে উহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে? ব্রহ্মা বলিলেন,—কার্ত্তিক ব্রত করিতে নিজের সামর্থ্য না থাকিলে ব্রতকারীর ব্রতোপায় বিধানেও ব্রতফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণকে ব্রতোপযোগী দ্রব্য দান করিয়া তাঁহার নিকট উত্তম ব্রতফল গ্রহণ করা যায়। মানব শিষ্য, ভৃত্যবর্গ, স্ত্রী বা কোন আপ্ত ব্যক্তি দ্বারা এই ব্রত করাইয়া যদি তাহাদিগের নিকট ব্রতফল গ্রহণ করে, তাহা হইলেও সম্পূর্ণ ফলভাগী হইয়া থাকে। নারদ প্রশ্ন করিলেন,—অদত্ত পুণ্যও কি কেহ কখনও লাভ করিয়াছে, এ বিষয় বিদিত হইবার জন্য আমার কৌতুক জন্মিতেছে। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজ। অদত্ত পাপ ও পুণ্য যে উপায়ে লাভ হয়, তাহা বলিতেছি, অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ কর।১—৫। সুকৃতই হউক আর দুষ্কৃতই হউক, রাজ্য মধ্যে কেহ তাহা আচরণ করুক, সত্যযুগে তাহা সমস্ত রাজ্যকেই আশ্রয় করে; ত্রেতাযুগে কেহ পাপ পাপ বা পুণ্য করিলে তাহার ফল নগরেই ব্যাপ্ত হয়; দ্বাপরের ব্যবস্থা ঐরূপ নহে, দ্বাপরে বংশমধ্যে যে কেহ সুকৃত বা দুষ্কৃত করুক, সমস্ত বংশেই উহা সংক্রামিত হয়, আর কলিযুগে কেবল কর্ত্তাই অনুষ্ঠিত সুকৃত বা দুষ্কৃতের ফলভাগী হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মে বাল্যকালে অজ্ঞানপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা হয়, স্বপ্নযোগেই তাহার ফলাফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, আর তারুণ্যে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার ফলভোগ বাল্যকালেই হইবে; কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক কৃতকর্ম্মের ফল আজন্ম ভোগ হইয়া থাকে। মানব ষণ্মাস পাপীর সংসর্গে পাপী হয়, ধার্ম্মিকই হউক আর পাপীই হউক, তাহার সহিত দশ মাস সংসর্গ বা একপংক্তিতে ভোজন করিলে পাপ বা পুণ্যের বিংশাংশ লাভ হইয়া থাকে। মানব পাপী বা পুণ্যবান্ ব্যক্তির সহিত একাসনে উপবেশন করিলে তাহার পাপ বা পুণ্যের সহস্রাংশের সহিত লিপ্ত হয়। যে যাহার অন্ন ভোজন করে, সে তাহার পাপই ভোজন করিয়া থাকে। জপকালে পাপীর সংসর্গে জপফলের ষোড়শাংশ বিনষ্ট হয়,

পরস্য স্তবনাদ্‌যানাদেকপাত্রস্থভোজনাৎ। এক-শয্যাপ্রাবরণাৎ ষষ্ঠাংশঃ পুণ্যপাপয়োঃ ॥ ১২॥ পুরুষো হরতে সর্ব্বং ভার্য্যায়া ঔরসস্য চ। অর্দ্ধং শিষ্যাচ্চতুর্থাংশং পাপং পুণ্যং তথৈব চ ॥১৩॥ ভর্ত্তুরাজ্ঞাকরী নারী ভর্ত্তুরর্দ্ধং বৃষং হরেৎ। যদ্ধস্তপক্বং ভুঞ্জীয়াদ্দশাংশং তদঘং হরেৎ ॥ ১৪ ॥ বর্ষাশনস্তু যো দত্তে তদর্দ্ধাঘস্য ভাগযম্। বর্ষাশনার্দ্ধং পুণ্যস্তু ভুঙ্ক্তে বর্ষাশনী নরঃ ॥ ১৫ ॥ পুরোহিতস্য ষষ্ঠাংশং পাপং বা পুণ্যমেব বা। যজমানো ভুনক্ত্যেব তদ্দশংশং পুরোহিতঃ ॥ ১৬ ॥ উদ্যোগী চানুমন্তা চ যশ্চোপকরণপ্রদঃ। ষষ্ঠাংশং পুণ্যপাপানামুপদ্রষ্টা দশাংশকম্ ॥ ১৭ ॥ যদ্ধস্তাৎ কার্য্যতে কর্ম্ম নান্নমস্মৈ প্রযচ্ছতি। বিনা ভৃতকশিষ্যাভ্যাং ষষ্ঠাংশং পুণ্যমাহরেৎ ॥ ১৮ ॥ ব্যবহারাত্তথা প্রীত্যা নিত্যং সম্ভাষণাদিভিঃ। দশাংশং পুণ্যপাপানাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥ সংসর্গপুণ্যযোগেন একগুস্তো দ্বিজাধমঃ। নরকান্ বিবিধান্ দৃষ্ট্বা স্বর্গং প্রাপ তদৈব হি ॥ ২০ ॥ নারদ উবাচ। ঈদৃশং কার্ত্তিকব্রতমল্পায়াসং মহৎফলম্। ন কুর্ব্বন্তি জনাঃ কেচিৎ কিমর্থং বৈ পিতামহ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। স্বসৃষ্টিবৃদ্ধয়ে বেধা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সসর্জ্জ হ। ধর্ম্মমেবানুতিষ্ঠন্তঃ প্রাপ্নুবন্তি শুভাং গতিম্ ॥ ২২ ॥ অধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো যান্তি যেহধোগতিং নরাঃ। পুণ্যকর্ম্মফলং নাকো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২৩ ॥ তয়োঃ পালনকর্ত্তারৌ দ্বাবেব বিধিনা কৃতৌ। শতক্রতুযমৌ তৌ চ পুণ্যপাপানুসারিণৌ ॥ ২৪ ॥ গুরুতল্পাদয়ঃ পুত্রাঃ কামস্য প্রথিতা ভুবি। ক্রোধস্য পিতৃঘাতাদ্যা লোভস্য তনয়ান্ শৃণু ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মস্বহরণাদ্যাশ্চ এতে নরকনায়কাঃ। কৃতা যমেন তৈর্ব্যাপ্তা মনুজা ন হি কুর্ব্বতে ॥ ২৬ ॥ ব্রতাদিধর্ম্মকৃত্যং যৈস্তৈর্মুক্তাস্তে হি কুর্ব্বতে ॥ ২৭ ॥ শ্রদ্ধা মেধা বিঘাতিন্যৌ বর্ত্তেতে ভুবি সর্ব্বদা। তাভ্যাং ব্যাপ্তস্তু মনুজঃ শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণাদিকম্ ॥ ২৮ ॥ ন করোতি স্বস্তুর্ম্মেধা যেনাঙ্কং

পাপ ও পুণ্যকারী পরের স্তব, পরযানে গমন, পরের সহিত একপাত্রে ভোজন ও এক শয্যায় শয়ন করিলে যথাক্রমে পুণ্য ও পাপের ষষ্ঠাংশ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষ ভার্য্যা ও ঔরস তনয় হইতে তৎকৃত পাপ পুণ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করে আর শিষ্যকৃত পাপ-পুণ্যের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নারী স্বামীর আজ্ঞাকারিণী, সে স্বামীর পুণ্যার্দ্ধই হরণ করে। যাহার হস্তের পক্ব অন্ন ভোজন করা হয়, ভোজনকারী তাহার পাপের দশাংশ লাভ করে। যাহার হস্তে এক বৎসর ভোজন করা হয়, ভোজনকারী তাহার পাপার্দ্ধভাগ ভোগ করে এবং ঐ বর্ষ ভোজনে অন্নদাতা ভোজনকারীর পুণ্যার্দ্ধই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরোহিত পাপী বা পুণ্যবান্ হইলে যজমান তাহার পাপপুণ্যের ষষ্ঠাংশ ভোগ করে, আর যজমান ঐরূপ হইলে পুরোহিত তাহার দশাংশ পাপ-পুণ্যের ভাগী হইয়া থাকেন। কার্য্যের যাহারা উদ্‌যোক্তা, অনুমন্তা, বা উপকরণপ্রদ—তাহাদের পাপপুণ্যের ষষ্ঠাংশ লাভ হয়, আর যে স্বহস্তে ঐ কার্য্য করে, তাহার দশাংশপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অন্নদান না করিয়াও বিনা বেতনে যিনি দুইটী শিষ্যকে বিদ্যাদান করেন, বিদ্যাদাতা ঐরূপ শিষ্যদ্বয়ের ষষ্ঠাংশ পুণ্য হরণ করেন। প্রীতিপূর্ব্বক ব্যবহার বা নিত্য সম্ভাষণ করায় পুণ্যপাপের দশাংশ লাভ হয়, সংশয় নাই। হে নারদ সংসর্গপুণ্যযোগে দ্বিজাধম একদণ্ড বিবিধ নরক দর্শন করিয়া তখনই স্বর্গে গমন করিয়াছিল। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পিতামহ! কার্ত্তিকব্রত যদি ঈদৃশ অল্পায়াসসাধ্য অথচ মহাফলপ্রদই হইল, তবে মানবগণ কেন এই ব্রত করে না? ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—স্বীয় সৃষ্টির বৃদ্ধিকামনায় বিধাতা ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শুভগতি প্রাপ্ত হন, আর যাহারা পাপাচরণ করে, সে সকল নর অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। হে বৎস! পুণ্যকার্য্যের ফল স্বর্গ আর তাহার বিপরীত পাপকর্ম্মের ফল নরক। ৬—২৩

বিধাতা—ইন্দ্র ও যম এই উভয়কেই যথাক্রমে পুণ্য ও পাপের পালনার্থ নিযুক্ত রাখিয়াছেন; তন্মধ্যে শক্র পুণ্য ও যম পাপানুসারী হইয়াছেন। পৃথিবীতলে কামের গুরুতল্পাদি ও ক্রোধের পিতৃহত্যাদি দারুণ পুত্র জানিবে। এক্ষণে লোভের তনয়গণের শ্রবণ কথা কর। নরকনায়ক ব্রহ্মস্বহরণাদি—লোভের তনয়। যমরাজ মনুজগণকে ঐ সকল দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল মানব কাম, ক্রোধ ও লোভাদিতে অভিভূত না হইয়া ব্রতাদি ধর্ম্ম্য কার্য্য করেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া থাকেন। হে নারদ! কাম-ক্রোধাদির বিঘাতক শ্রদ্ধা ও মেধা নামে দুইটী বস্তু ভুবনে বিদ্যমান। ভূতলস্থ সকল লোকেরই এই শ্রদ্ধা ও মেধা আছে; কিন্তু যে মানব বিষ্ণুর নাম-

যাতি বৈ তমঃ। কৃষ্ণেন সত্যভামায়ৈ যদুক্তং তদ্বদামি তে॥ ২৯॥ অধ্যাপনাদ্‌যাজনাদ্বাপ্যেকপঙ্‌ক্ত্যশনাদপি। তুর্য্যাংশং পুণ্যপাপানাং পরোক্ষং লভতে নরঃ॥ ৩০॥ একাসনাদেকযানান্নিশ্বাসস্পর্শসঙ্গতঃ। ষড়ংশং ফলভাগী স্যান্নিয়তং পুণ্যপাপয়োঃ॥ ৩১॥ স্পর্শনাস্তাষণাদ্বাপি পরস্য স্তবনাদপি। দশাংশং পুণ্যপাপানাং নিত্যং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৩২॥ দর্শনশ্রবণাভ্যাঞ্চ মনোধ্যানাত্তথৈব চ। পরস্য পুণ্যপাপানাং শতাংশং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥ ৩৩॥ পরস্য নিন্দাং পৈশুন্যং ধিক্কারঞ্চ করোতি যঃ। তৎকৃতং পাতকং প্রাপ্য স্বপুণ্যং প্রদদাতি সঃ॥ ২৪॥ কুর্ব্বতঃ পুণ্যকর্ম্মাণি সেবাং যঃ কুরুতে নরঃ। পত্নীভৃতকশিষ্যেভ্যো যদন্যঃ কোঽপি মানবঃ॥ ৩৫॥ তস্য সেবানুরূপঞ্চ দ্রব্যং কিঞ্চিন্ন দীয়তে। সোঽপি সেবানুরূপেণ তৎপুণ্যফলভাগ্‌ভবেৎ॥ ৩৬॥ একপঙ্‌ক্তিস্থিতং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ পরিবেষণম্। তৎপুণ্যস্য ষড়ংশঞ্চ লভেদ্‌যস্তু বিলঙ্ঘিতঃ॥ ৩৭॥ স্নানসন্ধ্যাদিকং কুর্ব্বন্ যঃ স্পৃশেদ্বাথ ভাষতে। স কর্ম্মপুণ্যষষ্ঠাংশং দদ্যাত্তস্মৈ বিনিশ্চিতম্॥ ৩৮॥ ধর্ম্মোদ্দেশেন যো দ্রব্যমপরং যাচতে নরঃ। তৎপুণ্যাৎকর্ম্মজং তস্য ধনদস্যাপ্নুয়াৎ ফলম্॥ ৩৯॥ অপহৃত্য পরদ্রব্যং পুণ্যকর্ম্ম করোতি যঃ। কর্ম্মকৃৎ পাপভাক্তত্র ধনিনস্তত্তবং ফলম্॥ ৪০॥ নাপকৃত্য ঋণং যস্তু পরস্য ম্রিয়তে নরঃ। ধনী তৎপুণ্যমাদত্তে তদ্ধনস্যানুরূপতঃ॥ ৪১॥ বুদ্ধিদাতানুমন্তা চ যশ্চোপকরণপ্রদঃ। বলদশ্চাপি ষষ্ঠাংশং প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যপাপয়োঃ॥ ৪২॥ প্রজাভ্যঃ পুণ্যপাপানাং রাজা ষষ্ঠাংশমুদ্ধরেৎ। শিষ্যাদ্‌গুরুঃ স্ত্রিয়ো ভর্ত্তা পিতা পুত্রাত্তথৈব চ॥ ৪৩॥ স্বপতেরপি পুণ্যস্য যোষিদর্দ্ধমবাপ্নুয়াৎ। চিত্তস্যানুব্রতা শশ্বদ্বর্ত্ততে তুষ্টিকারিণী॥ ৪৪॥ পরহস্তেন দানাদি কুর্ব্বতস্তঃ পুণ্যকর্ম্মণঃ। বিনা ভৃতকপুত্রাভ্যাং কর্ত্তা ষষ্ঠাংশমুদ্ধরেৎ॥ ৪৫॥ বৃত্তিদা বৃত্তিসম্ভোক্তুঃ পুণ্যং ষষ্ঠাংশমুদ্ধরেৎ। আত্মনো বা পরস্যাপি যদি সেবাং ন কারয়েৎ॥ ৪৬॥ ইত্থং হ্যদত্তান্যপি পুণ্যপাপান্যা-

---

শ্রবণাদি না করে, তাহাকে পুন্ধর্ম্মেধা বলা যায়, আর তাদৃশ অন্ধ মানবই পাপে প্রবিষ্ট হয়। হে বৎস! কৃষ্ণ সত্যভামাকে যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। পাপ বা পুণ্যকারীর অধ্যাপনা যাজন অথবা তাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন, মানব এই সকল কার্য্য দ্বারা পরোক্ষভাবে পুণ্য-পাপের চতুর্থাংশ লাভ করে; নিয়ত একাসনে উপবেশন, একযানে গমন, নিশ্বাসস্পর্শ ও অঙ্গসঙ্গ, ইহা দ্বারা পুণ্য-পাপের ষষ্ঠাংশভাগী হয়; নিরন্তর অন্যের স্পর্শন, স্তব করণ ও তাহার সহিত সম্ভাষণ, এই সকল কার্য্যে পুণ্য-পাপের দশাংশ ভোগ করে এবং দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা পাপ ও পুণ্যকারী—অন্যের প্রতি মন অর্পণ করিয়া তদীয় পাপ-পুণ্যের শতাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মানব পরের নিন্দা, ধিক্কার ও অন্যের প্রতি খলতা প্রদর্শন করে, সে, সে ব্যক্তির পাপ গ্রহণ করিয়া তাহাকে স্বকীয় পুণ্য অর্পণ করিয়া থাকে। মানব পত্নী, বেতনভুক্ ভৃত্য ও শিষ্য ভিন্ন যে কোন পুণ্যকর্ম্মার সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে সেবানুরূপ দ্রব্যদানে অসমর্থ হইলেও কেবল সেবা দ্বারাই তাঁহাদিগের পুণ্যফল লাভ করে। পরিবেশন সময়ে এক পংক্তিতে অবস্থিত মানবগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিলে বিলঙ্ঘিত ব্যক্তি পরিবেশনকারীর পুণ্যফলের ষড়াংশ গ্রহণ করে। ২৪—৩৭। মানব স্নান ও সন্ধ্যা করিতে করিতে যাহাকে স্পর্শ ও যাহার সহিত সম্ভাষণ করে, সে স্বীয় কর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যের ষষ্ঠাংশ তাহাকে প্রদান করে, সংশয় নাই। যে নর ধর্ম্মোদ্দেশে অন্যের নিকট অর্থ প্রার্থনা করে, ধনদাতা তাহার ধর্ম্মকর্ম্মের পুণ্যফল গ্রহণ করিয়া থাকে। পরধন অপহরণ করিয়া যে পুণ্যকর্ম্ম করে, তাহার কেবল অপহরণজন্য পাপই হইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহার ধন অপহৃত হয়, ঐ পুণ্য কর্ম্মের ফল তিনিই ভোগ করিয়া থাকেন। পরের নিকট ঋণ করিয়া পরিশোধের পূর্ব্বেই যে মরিয়া যায়, ঋণদাতা ধনীই তাঁহার ধনের অনুরূপ তদীয় পুণ্য গ্রহণ করেন। কার্য্যে বুদ্ধি দাতা, অনুমন্তা, উপকরণপ্রদ ও বলপ্রদাতা—ইহারা পাপ-পুণ্যের ষষ্ঠাংশ লাভ করে। রাজা প্রজাপুঞ্জের নিকট তৎকৃত পুণ্য পাপের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন। গুরু শিষ্যসমীপে, স্বামী পত্নীর নিকট এবং পিতা তনয় হইতে পুণ্যের অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত হন। এইরূপ নিয়ত স্বামিচিত্তের অনুব্রতা সতত স্বামীর প্রিয়কারিণী পত্নীও স্বামীর পুণ্যপাপের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেতনভুক্ ভৃত্য ও তনয় ভিন্ন অপরের হস্তেও পুণ্যকর্ম্মার্থক দান করিয়া তাঁহাদের পুণ্যের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন। বৃত্তিদাতা বৃত্তিভোগী দ্বারা যদি আপনার কিংবা

যান্তি নিত্যং পরসঞ্চিতানি। কলৌ স্বয়ং বৈ নিয়মো ন কার্য্যঃ কর্ত্তৈব ভোক্তা খলু পুণ্যপাপয়োঃ ॥ ৪৭॥ কলৌ জ্ঞানং দৃঢ়ং নাস্তি কলৌ গর্ব্বেণ সৎক্রিয়া। কলৌ দম্ভান্বিতো যোগো নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ তপোনিষ্ঠঃ পুরা দম্ভী সতীশুদ্ধপ্রভাবতঃ। পিত্রোঃ পূজাদর্শনেন চোর্জ্জসেবী পরং গতঃ ॥ ৪৯ ॥ নারদ উবাচ। ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্। বিধিং মাসোপবাসস্য ফলং চাস্য যথোচিতম্ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। সাধু নারদ সর্ব্বং তে যৎপৃষ্টং প্রব্রুবেহনঘ। ভক্ত্যা মতিমতাং শ্রেষ্ঠ শৃণুষ্ব গদতো মম ॥ ৫১ ॥ সুরাণাঞ্চ যথা বিষ্ণুস্তপতাঞ্চ যথা রবিঃ। মেরুঃ শিখরিণাং যদ্বদ্বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৫২ ॥ শ্রেষ্ঠং সর্ব্বব্রতানাং তু তদ্বন্মাসোপবাসনম্। সর্ব্বব্রতেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু চৈব হি ॥ ৫৩ ॥ সর্ব্বদানোদ্ভবং চৈব যজ্ঞৈশ্চ ভূরিদক্ষিণৈঃ। ন তৎপুণ্যমবাপ্নোতি যন্মাসপরিলঙ্ঘনাৎ ॥ ৫৪ ॥ গুরোরাজ্ঞাং ততো লব্ধা কুর্য্যান্মাসোপবাসনম্। অতিকৃচ্ছ্রঞ্চ পারাকং কৃত্বা চান্দ্রায়ণং ততঃ ॥ ৫৫ ॥ মাসোপবাসং কুর্ব্বীত জ্ঞাত্বা দেহবলাবলম্। বানপ্রস্থো যতির্ব্বাপি নারী বা বিধবা মুনে। মাসোপবাসং কুর্ব্বীত গুরো-র্ব্বিপ্রাজ্ঞয়া ততঃ ॥ ৫৬ ॥ আশ্বিনস্যামলে পক্ষ একাদশ্যামুপোষিতঃ ॥ ৫৭ ॥ ব্রতমেতত্তু গৃহ্লীয়াদ্যাবত্ত্রিংশদ্দিনানি তু। অচ্যুতস্যালয়ে ভক্ত্যা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ৫৮ ॥ নৈবেদ্যধূপদীপাদ্যৈঃ পুষ্পৈর্নানাবিধৈরপি। মনসা কর্ম্মণা বাচা পূজয়েদ্গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৫৯ ॥ নরঃ স্বধর্ম্মনিরতঃ সধবা চ জিতেন্দ্রিয়া। নারী বা বিধবা সাধ্বী বাসুদেবং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬০ ॥ বস্ত্বালোকনগন্ধাদিস্বাদিতং পরিকীর্ত্তিতম্। অন্যস্য বর্জ্জয়েদ্গ্রাসং গ্রাসানাং সম্প্রমোক্ষণম্ ॥ ৬১ ॥ গাত্রাভ্যঙ্গং শিরোভ্যঙ্গং তাম্বূলং সবিলেপনম্। ব্রতস্থো বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যচ্চান্যচ্চ নিরাকৃতম্ ॥ ৬২ ॥ ন ব্রতস্থঃ স্পৃশেৎ কিঞ্চিদ্বিকর্ম্মস্থং ন চালপেৎ। দেবতায়তনে তিষ্ঠন্ গৃহস্থশ্চাচরেদ্ব্রতম্ ॥ ৬৩ ॥ কৃত্বা মাসোপবাসং তু যথোক্তবিধিনা নরঃ। অন্যূনাধিকমেবং তু ব্রতং ত্রিংশদ্দিনৈরিতি ॥

অপরের সেবা না করান, তবে তাহার পুণ্যের ষষ্ঠাংশ লাভ করিয়া থাকেন। হে নারদ! এইরূপে অদত্ত পুণ্য ও পাপসকল নিত্য সঞ্চিত হইয়া থাকে, কিন্তু কলিকালে এইরূপ হইবে না, কেননা কলিতে কেবল কর্ত্তাই পাপ-পুণ্যের ভোক্তা; কলিতে দৃঢ় জ্ঞান নাই, কেবল গর্ব্ব দ্বারাই সৎক্রিয়া কৃত হইয়া থাকে, কলিতে দম্ভান্বিত যোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে বৎস নারদ! পূর্ব্বকালে জনৈক দাম্ভিক তপস্বী পতিব্রতা পত্নীর শুদ্ধপ্রভাবে ও পিতা মাতার পূজাদর্শনে কার্ত্তিকব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক পরম স্থান লাভ করেন। নারদ বলিলেন,—হে ভগবন্! ব্রতসমূহের মধ্যে যাহা উত্তম ও মাসোপবাসের যাহা যথোচিত বিধি এই সকল শুনিতে অভিলাষ করি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে অনঘ-নারদ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা সাধু। হে ভক্তশ্রেষ্ঠ! আমি এবিষয় বলিতেছি, ভক্তিসহকারে শ্রবণ কর। যেমন সুরগণমধ্যে বিষ্ণু তাপদাতাদিগের মধ্যে তপন, শিখরিসমূহের মধ্যে মেরু, পক্ষিগণমধ্যে বিনতাতনয় গরুড়, তদ্রূপ ব্রতসমূহমধ্যে মাসোপবাস ব্রতই শ্রেষ্ঠ। এক মাত্র মাসোপবাস লঙ্ঘনে নিখিল ব্রতাচরণ, যাবতীয় তীর্থসেবা, সর্ব্ববিধ দান ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াও, তাহার পুণ্যলাভ হয় না; অতএব গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক মাসোপবাস ব্রত করিবে। ব্রত গ্রহণের পূর্ব্বে দেহের বলাবল বুঝিয়া যথাক্রমে অতিকৃচ্ছ্র, পরাক, ও চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিবে, তারপর মাসোপবাস করিবে। হে মুনে! বানপ্রস্থ, যতি, সধবা বা বিধবা নারীর গুরু ও বিপ্রের অনুমতি লইয়া এই ব্রত কর্ত্তব্য। আশ্বিন মাসের শুক্লএকাদশীতে ব্রতারম্ভ করিয়া একমাস অর্থাৎ যাবৎ ত্রিশদিন পূরণ হয়, তাবৎ উপবাস এবং হরিমন্দিরে গমনপূর্ব্বক নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ ও নানাবিধ পুষ্পদ্বারা কায়মনোবাক্যে গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দনের ত্রিকাল পূজা করিবে। স্বধর্ম্মনিরত নর, জিতেন্দ্রিয় সধবা বা সাধ্বী বিধবা নারী মাসোপবাস ব্রতাচরণপূর্ব্বক বাসুদেবের সম্যক্‌পূজা করিবে। শাস্ত্রকারগণ বলেন, বস্তুর বিলোকনে গন্ধাদির আস্বাদ গৃহীত হইয়া থাকে, এই মাসোপবাস ব্রতকালে পরান্ন গ্রহণ করিবে না; পরন্তু অন্যকে অন্নদান করিবে। এই ব্রতে গাত্রাভ্যঙ্গ, মস্তকাভ্যঙ্গ, তাম্বূল, বিলেপন এবং শাস্ত্রে অন্যান্য যে সকল নিষিদ্ধ হইয়াছে, তৎসমস্ত পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। মাসোপবাস ব্রতে ব্রতী হইয়া কোন বিকর্ম্মাকে সংস্পর্শ বা তাহার সহিত আলাপও করিবে না, কেবল গৃহে বা দেবতায়তনে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রতাচরণ করিবে। মানব যথোক্ত-বিধানে মাসোপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়া

৬৪ ॥ ততোঽর্চ্চয়েদেব পুণ্যং দ্বাদশ্যাং গরুড়ধ্বজম্। বস্ত্রদানাদিভিশ্চৈব ভোজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৬৫ ॥ দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং তেভ্যঃ প্রণিপত্য ক্ষমাপয়েৎ। বিপ্রান্ ক্ষমাপয়িত্বা তু বিসর্জ্যাভ্যর্চ্চ্য পূজ্য চ ॥ ৬৬ ॥ এবং মাসোপবাসান্তে বৃত্বা বিপ্রাংস্ত্রয়োদশ। কারয়েদ্বৈষ্ণবং যজ্ঞমেকাদশ্যামুপোষিতঃ ॥ ৬৭ ॥ ততোঽনুভোজয়েদ্বিপ্রান্নমস্কারপুরঃসরম্। তাম্বুল-বস্ত্রযুগ্মানি ভোজনাচ্ছাদনানি চ ॥ ৬৮ ॥ যোগপট্টানি সূত্রাণি শয্যাং সোপস্করাং তথা। দত্বা চৈব দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ পূজয়িত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ বিধির্ম্মাসোপবাসস্য যথাবৎ পরিকীর্ত্তিতঃ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি নবম্যাদিতিথৌ বিধিঃ ॥ ৭০ ॥ ঋষিভ্যো বালখিল্যৈশ্চ প্রোক্তং তং শৃণু নারদ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দত্তপুণ্যপাপফলপ্রাপ্তিবর্ণনপূর্ব্বক-মাসোপবাসব্রতবিধিকথনং নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

ত্রিংশৎদিনের ন্যূন বা অধিক উপবাস করিবে না। অনন্তর দ্বাদশীদিনে পবিত্রভাবে গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দনের পূজা করিবে, বস্ত্রাদিদানে বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে এবং তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। বিপ্রগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার পর তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া বিদায় দিবে। এইরূপে একমাস উপবাস করিয়া শেষদিবস একাদশীদিনে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশজন ব্রাহ্মণের বরণ করিবে এবং ঐ সকল দ্বিজদ্বারা বৈষ্ণব যজ্ঞ করাইবে। তদনন্তর নমস্কারপুরঃসর বিপ্রবরগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে তাম্বূল, যুগ্মবস্ত্র, বিবিধ ভোজ্য, আচ্ছাদন, যোগপট্ট, সূত্র ও সোপস্কর শয্যা প্রদান ও পূজা করিয়া বিদায় দিবে। হে বৎস নারদ! এই তোমার নিকট মাসোপবাস ব্রতের বিধি যথাযথ বর্ণন করিলাম, অতঃপর নবম্যাদি তিথির বিধি বর্ণন করিতেছি, হে নারদ! বালখিল্যগণ তপস্বীদিগের নিকট এই বিধি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর। ৬৮—৭১।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বালখিল্যা উচুঃ। কার্ত্তিকে শুক্লনবমী ত্রেতাস্বভূদ্দ্বাপরং যুগম্। পূর্ব্বাপরাহ্নগা গ্রাহ্যা ক্রমাদ্দানোপবাসয়োঃ ॥ ১ ॥ অত্র কুষ্মাণ্ডকো নাম হতো দৈত্যস্তু বিষ্ণুনা। তদ্রোমভিঃ সমুদ্ভূতা বল্ল্যঃ কুষ্মাণ্ডসম্ভবাঃ ॥ ২ ॥ তস্মাৎ কুষ্মাণ্ডদানেন ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্। অস্যামেব নবম্যাং তু কুর্য্যাৎ কৃষ্ণোৎসবং নরঃ ॥ ৩ ॥ স্বশাখোক্তেন বিধিনা তুলস্যাঃ করপীড়নম্। কন্যাদানফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ কার্ত্তিকে শুক্লনবমীমবাপ্য বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। হরিং বিধায় সৌবর্ণং তুলস্যা সহিতং শুভম্ ॥ ৫ ॥ পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা ব্রতী তত্র দিনত্রয়ম্। এবং যথোক্তবিধিনা কুর্য্যাদ্বৈবাহিকং বিধিম্ ॥ ৬ ॥ গ্রাহ্যং ত্রিরাত্রমত্রৈব নবম্যাদ্যনুরোধতঃ। মধ্যাহ্নব্যাপিনী গ্রাহ্যা নবমী পূর্ব্ববেধিতা ॥ ৭ ॥ ধাত্র্যশ্বত্থৌ য একত্র পালয়িত্বা সমুদ্বহেৎ। ন নশ্যতে তস্য পুণ্যং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৮ ॥ কনকস্য সুতা পূর্ব্বমেকাদশ্যাং কিশোরিকা। চকার ভক্তিতঃ সায়ং তুলস্যু-

---

একত্রিংশ অধ্যায়।

বালখিল্যগণ বলিলেন,—কার্ত্তিকমাসের শুক্লনবমীতে দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। যথাক্রমে এই নবমীর দানে পূর্ব্বাহ্ন ও উপবাসে অপরাহ্ন গৃহীত হইয়া থাকে। বিষ্ণু এই নবমীদিনে কুষ্মাণ্ডকনামক দৈত্যকে নিহত করেন, ঐ নিহত দৈত্যের লোমাবলী লতারূপে সমুদ্ভূত হইয়া কুষ্মাণ্ড প্রসব করে। অতএব এই নবমীতে কুষ্মাণ্ড দানে অখণ্ডনীয় ফললাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই নবমীতে স্ববেদোক্ত বিধানে তুলসীর করপীড়ন করেন, অতএব যে মানব এই নবমীদিনে শ্রীকৃষ্ণের উৎসব করে, তাহার কন্যাদানের ফললাভ হয়, সংশয় নাই। জিতেন্দ্রিয় মানব কার্ত্তিকমাসের শুক্লনবমী প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণ দ্বারা তুলসীর সহিত বিষ্ণুর সুশোভন মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বিধিবৎ পূজা করিবে এবং দিনত্রয় ব্রতস্থ হইয়া যথাবিধি বিষ্ণু ও তুলসীর বৈবাহিক বিধি সম্পন্ন করিবে। এই ত্রিরাত্র বৈবাহিক বিধিতে নবম্যাদির অনুরোধে পূর্ব্ববিদ্ধা মধ্যাহ্নব্যাপিনী নবমীরই গ্রহণ জানিবে। ১—৭। যে মানব ধাত্রী ও অশ্বত্থ একত্র পালন করিয়া বিবাহ দেয়, শতকল্পকোটিকালেও তাহার পুণ্যফল বিনষ্ট হয় না। কনকের কিশোরী কন্যা পূর্ব্বে

ভাহজ্জং বিধিম্ ॥ ৯ ॥ তেন বৈধব্যদোষেণ নির্ম্মুক্তাসীৎ সুলোচনা। তস্মাৎ সায়ং প্রকর্ত্তব্যস্তুল সুদ্বাহজ্জো বিধিঃ ॥ ১ ॥ অবশ্যমেব কর্ত্তব্যঃ প্রতিবর্ষস্তু বৈষ্ণবৈঃ। বিধিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যথা সাঙ্গা ক্রিয়া ভবেৎ ॥১১॥ বিষ্ণোস্ত প্রতিমাং কুর্য্যাৎ পলস্য স্বর্ণজাং শুভাম্। তদর্দ্ধার্দ্ধং তদর্দ্ধোর্দ্ধং যথাশক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ ॥ ১২ ॥ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বৈব তুলসীবিষ্ণুরূপয়োঃ। তত উত্থাপয়েদ্দেবং পূর্ব্বোক্তৈশ্চ স্তবাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥ উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ পূজয়েৎ পুরুষোক্তিভিঃ। দেশকালৌ ততঃ স্মৃত্বা গণেশং তত্র পূজয়েৎ ॥ ১৪ ॥ পুণ্যাহং বাচয়িত্বাথ নান্দীশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। বেদবাদ্যাদিনির্ঘোষৈর্ব্বিষ্ণুমূর্ত্তিং সমানয়েৎ ॥ ১৫ ॥ তুলসীনিকটে সা তু স্থাপ্যা চান্তর্হিতা পটৈঃ। আগচ্ছ ভগবন্ দেব অর্চ্চয়িষ্যামি কেশব ॥ ১৬ ॥ তুভ্যং দাস্যামি তুলসীং সর্ব্বকামপ্রদো ভব। দদ্যাত্রিবারমর্ঘ্যং চ পাদ্যং বিষ্টরমেব চ ॥ ১৭ ॥ তত আচমনীয়ং চ ত্রিরুক্ত্বা চ প্রদাপয়েৎ। ততো দধি ঘৃতং ক্ষীরং কাংস্যপাত্রপুটীকৃতম্ ॥ ১৮ ॥

মধুপর্কং গৃহাণ ত্বং বাসুদেব নমোঽস্তু তে। হরিদ্রা-লেপানাভ্যঙ্গকার্য্যং সর্ব্বং বিধায় চ ॥ ১৯ ॥ গোধূলি-সময়ে পূজ্যৌ তুলসীকেশবৌ পুনঃ। পৃথক্ পৃথক্ তথা কার্য্যৌ সম্মুখৌ মঙ্গলং পঠেৎ ॥ ২০ ॥ ঈষ-দ্দৃশ্যে ভাস্করে তু সঙ্কল্পন্তু সমুচ্চরেৎ। স্বগোত্র-প্রবরামুক্ত্বা তথা ত্রিপুরুষাদিকম্ ॥ ২১ ॥ অনাদি-মধ্যনিধন ত্রৈলোক্যপ্রতিপালক। ইমাং গৃহাণ তুলসীং বিবাহবিধিনেশ্বর ॥ ২২ ॥ পার্ব্বতীবীজ-সম্ভূতাং বৃন্দাভস্মনি সংস্থিতাম্। অনাদিমধ্যনিধনাং বল্লভাং তে দদাম্যহম্ ॥ ২৩ ॥ পয়োঘটৈশ্চ সেবাভিঃ কন্যাবদ্বর্দ্ধিতা ময়া। ত্বৎপ্রিয়াং তুলসীং তুভ্যং দদামি ত্বং গৃহাণ ভোঃ ॥ ২৪ ॥ এবং দত্ত্বা চ তুলসীং পশ্চাত্তৌ পূজয়েত্ততঃ। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্বিবা-হোৎসবপূর্ব্বকম্ ॥ ২৫ ॥ ততঃ প্রভাতসময়ে তুলসীং বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ। বহ্নিসংস্থাপনং কৃত্বা দ্বাদশাক্ষর-বিদ্যয়া ॥ ২৬ ॥ পায়সাজ্যক্ষৌদ্রতিলৈর্জুহুয়াদষ্টোত্তরং শতম্। ততঃ স্বিষ্টকৃতং হুত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং ততঃ। আচার্য্যঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥ ২৭ ॥ চতুরো বার্ষিকান্মাসান্নিয়মো যেন যঃ কৃতঃ। কথয়িত্বা দ্বিজেভ্যস্তত্তথান্যৎ পরিপূরয়েৎ ॥ ২৮ ॥ ইদং ব্রতং ময়া দেব কৃতং প্রীত্যৈ তব প্রভো। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ২৯ ॥

কালে একাদশীর দিনে সায়ংকালে তুলসীর বিবাহ দিয়াছিলেন, এইজন্য সুলোচনা সেই বৈধব্য-দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হন; অতএব বৈষ্ণবগণ দ্বারা প্রতিবর্ষেই সায়ং সময়ে, অবশ্যই যথাবিধি তুলসীর বিবাহ-বিধি সম্পাদন করিবে। যেরূপ করিলে সাঙ্গ তুলসীবিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এক্ষণে অঙ্গের সহিত সেই তুলসীবিবাহবিধি বলিতেছি;—একপল সুবর্ণ দ্বারা বিষ্ণুর সুশোভন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে, শক্তি অনুসারে তদর্দ্ধ—অর্দ্ধপল বা তদর্দ্ধ এক পলের চতুরংশ দ্বারাও নির্ম্মাণ করিতে পারে। অনন্তর বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তুলসীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্তব দ্বারা বিষ্ণুমূর্ত্তি উত্থাপিত করিবে এবং পুরুষসূক্তমন্ত্রে ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। পূজার পূর্ব্বে দেশকাল কীর্ত্তনপুরঃসর, গণপতির পূজা, পুণ্যাহবাচন ও নান্দী-শ্রাদ্ধ করিবে। দেববাদ্যাদির ধ্বনি করিতে করিতে সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি আনয়ন করিবে। অনন্তর মূর্ত্তি তুলসীর সমীপে স্থাপনপূর্ব্বক মধ্যে একখানি বস্ত্র দ্বারা তুলসী ও বিষ্ণুমূর্ত্তি অন্তরিত করিবে; তারপর 'আগচ্ছ' ইত্যাদি প্রার্থনাবাক্যে ভগবানের আবাহন করিয়া বারত্রয় পাদ্যাদির নাম উল্লেখ-পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, বিষ্টর ও আচমনীয় প্রদান করিবে এবং কাংস্যপাত্রে মিলিত দধি, ঘৃত ও ক্ষীর রাখিয়া অপর একটী কাংস্যপাত্র দ্বারা তাহা

আচ্ছাদনপূর্ব্বক বলিবে,—হে বাসুদেব! মধুপর্ক গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার। অনন্তর হরিদ্রা-লেপনাদি বিষ্ণুর অভ্যঙ্গকার্য্য সমাধানান্তে গোধূলি-কালে পুনরায় তুলসী ও কেশবের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিয়া সম্মুখে মঙ্গলাবহ স্তুতিপাঠপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। ৭—২০। অনন্তর যখন আকাশে সূর্য্যদেব ঈষৎ দৃষ্ট হইবেন, তখন কল্পনা করিয়া স্বীয় গোত্র, প্রবর ও ত্রিপুরুষের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক "অনাদিমধ্য" ইত্যাদি প্রার্থনাবাক্যে বিষ্ণুকে তুলসী প্রদান করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে পূজা করত বিবাহ-উৎসবে রাত্রি জাগরণ করিবে। অনন্তর প্রভাতে বিষ্ণু ও তুলসীর পূজা করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক পায়স, ঘৃত, মধু ও তিল দ্বারা অষ্টোত্তরশত আহুতি প্রদান করিবে এবং তদনন্তর স্বিষ্টকৃৎ হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। পূর্ণাহুতি প্রদানান্তে আচার্য্যকে অর্চ্চনা করিয়া হোমশেষ করিবে এবং বৎসর-চতুষ্টয় প্রতিমাসে সংযমপূর্ব্বক যিনি যেরূপ ব্রত করিয়াছেন, দ্বিজগণের নিকট তাহা নিবেদন করিয়া তাঁহাদের মুখের বাক্যে কোন অঙ্গ অসম্পূর্ণ

রেবতীতুর্য্যচরণে দ্বাদশীসংযুতে নরঃ। ন কুর্য্যাৎ পারণং কুর্ব্বন্ ব্রতং নিষ্ফলতাং নয়েৎ ॥ ৩০ ॥ ততো যেষাং পদার্থানাং বর্জ্জনন্তু কৃতং ভবেৎ। চাতুর্ম্মাস্যে-হথবা চোর্জ্জে ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমর্পয়েৎ। ততঃ সর্ব্বং সমশ্নীয়াদ্‌যদ্‌যস্ত্যাক্তং ব্রতে স্থিতম্ ॥৩১ ॥ দম্পতিভ্যাং সহৈবাত্র ভোক্তব্যং চ দ্বিজৈঃ সহ ॥ ৩২ ॥ ততো ভুক্ত্যন্তরং যানি গলিতানি দলানি চ। তানি ভুক্ত্বা তুলস্যাশ্চ স্বয়ং পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥ ইক্ষুদণ্ডং তথা ধাত্রীফলং কোলিফলং তথা। ভুক্ত্বা তু ভোজনস্যান্তে তস্যোচ্ছিষ্টং বিনশ্যতি ॥ ৩৪ ॥ এষু ত্রিষু ন ভুক্তং চেদেকৈকমপি যেন তু। জ্ঞেয় উচ্ছিষ্ট আবর্ষং নরোহসৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ সায়ং পুনঃ পূজ্যাবিক্ষুদণ্ডৈশ্চ শোভিতৈঃ। তুলসীবাসুদেবৌ চ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৩৬ ॥ ততো বিসর্জ্জনং কৃত্বা দত্ত্বা দানাদিকং হরেঃ। বৈকুণ্ঠং গচ্ছ ভগবংস্তুলসীসহিতঃ প্রভো। মৎকৃতং পূজনং গৃহ্য সন্তুষ্টো ভব সর্ব্বদা ॥ ৩৭ ॥ গচ্ছ গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ স্বস্থানে পরমেশ্বর। যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তত্র গচ্ছ জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥ এবং বিসৃজ্য দেবেশমাচার্য্যায় প্রদাপয়েৎ। মূর্ত্ত্যাদিকং সর্ব্বমেব কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৩৯ ॥ প্রতিবর্ষন্তু যঃ কুর্য্যাত্তুলসীকরপীড়নম্। ভক্তিমান্ ধনধান্যৈঃ স যুক্তো ভবতি নিশ্চিতম্। ইহ লোকে পরত্রাপি বিপুলঞ্চ যশো লভেৎ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুষ্মাণ্ডনবমীতুলসীবিবাহবিধিবর্ণনং নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বালখিল্যা উচুঃ। কার্ত্তিকাস্যামলে পক্ষে স্নাত্বা সম্যগ্‌যতব্রতঃ। একাদশ্যান্তু গৃহ্নীয়াদ্‌ব্রতং পঞ্চদিনাত্মকম্ ॥ ১ ॥ শরপঞ্জরসুপ্তেন ভীষ্মেণ তু মহাত্মনা। রাজধর্ম্মা মোক্ষধর্ম্মা দানধর্ম্মাস্ততঃ পরম্। কথিতাঃ পাণ্ডুদায়াদৈঃ কৃষ্ণেনাপি শ্রুতাস্তদা ॥ ২ ॥ ততঃ প্রীতেন মনসা বাসুদেবেন ভাষিতম্। ধন্য-ধন্যোহসি ভীষ্ম ত্বং ধর্ম্মাঃ সংশ্রাবিতাস্ত্বয়া ॥ ৩ ॥

থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ করাইয়া লইবে। অনন্তর বক্ষ্যমাণ বাক্যে জনার্দ্দনের নিকট ব্রতের ন্যূনাতিরিক্ততাদোষ শমনার্থ প্রার্থনা করিবে,—হে জনার্দ্দন। আপনার প্রীতির জন্য আমি এই ব্রত করিয়াছি, যদি কোন অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকে আপনার প্রসাদে তাহা পূর্ণ হউক। রেবতীর চতুর্থপাদযুক্ত দ্বাদশীতে পারণা করিতে হয়, এই সময়ে পারণ না করিলে ব্রত নিষ্ফল হইয়া থাকে। অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য কিংবা কার্ত্তিক ব্রতে যে সকল দ্রব্য পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেই সামগ্রী সকল দ্বিজগণকে অর্পণ করিবে। দ্বিজগণ সহ সপত্নীক সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিবে এবং তদনন্তর তুলসীর গলিত দল সকল স্বয়ং ভক্তিপূর্ব্বক অপসারিত করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। অনন্তর ভোজনান্তে মানব আমলকী, কুল ও ইক্ষু ভক্ষণ করিয়া মুখের উচ্ছিষ্ট দূর করিবে; যদি এককালে এই তিনটী ভোজন অসম্ভব হয়, তবে একটীও ভোজন করিবে, না করিলে সেই নর এক বৎসর পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্টমুখ থাকিবে, সংশয় নাই। তারপর তুলসী ও বাসুদেবকে মনোজ্ঞ ইক্ষুদণ্ড দ্বারা সায়ং সময়ে পূজা করিবে। মানব এইরূপ করিলে, কৃতকৃত্য হয়। অনন্তর ধনাদি দান করিয়া হরির বিসর্জ্জন করিবে, বিসর্জ্জনকালে হরির নিকট প্রার্থনা করিবে,—“হে প্রভো, ভগবন্! তুলসীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করুন এবং আমার কৃত পূজা গ্রহণ করিয়া সতত আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। হে পরমেশ্বর। আপনি স্বস্থানে গমন করুন, গমন করুন, হে সুরশ্রেষ্ঠ জনার্দ্দন। ব্রহ্মাদি দেবগণ যেস্থানে অবস্থিত, আপনি তথায় গমন করুন।” এইরূপে দেবেশ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিসর্জ্জন করিয়া মূর্ত্তি প্রভৃতি সকল দ্রব্যই আচার্য্যকে অর্পণ করিবে, মানব এইরূপ করিয়া কৃতকৃত্য হয়। যে ভক্তিমান মানব বর্ষত্রয় তুলসীর পাণিপীড়ন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করে। নিঃসংশয়, সে ধনধান্যসমন্বিত হইয়া থাকে এবং কি ইহ কি পর, সর্ব্বত্রই তাহার বিপুল যশ লাভ হইয়া থাকে। ২১—৪০।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

বালখিল্যগণ বলিলেন,—যতব্রত মানব কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে স্নান করিয়া পঞ্চদিনাত্মক ব্রত গ্রহণ করিবে। মাহাত্মা ভীষ্ম শরপঞ্জরে শয়ন করিয়া পর পর রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম ও দানধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, পাণ্ডুদায়াদগণ, ভীষ্মভাষিত ঐ ধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিয়াছিলেন; এমন কি, কৃষ্ণও তাহা শ্রবণ করেন। তখন ভীষ্মভাষিত ধর্ম্ম শ্রবণে মনে মনে প্রীত হইয়া কৃষ্ণ বলেন,—হে ভীষ্ম!

একাদশ্যাং কার্ত্তিকস্য যাচিতঞ্চ জলং ত্বয়া। অর্জ্জুনেন সমানীতং গাঙ্গং বাণস্য বেগতঃ ॥ ৪ ॥ তুষ্টানি তব গাত্রাণি তস্মাদদ্যদিনাবধি। পূর্ণান্তং সর্ব্বলোকাস্ত্বাং তর্পয়ন্ত্বর্ঘ্যদানতঃ ॥৫॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মম সন্তুষ্টিকারকম্। এতদ্ব্রতং প্রকুর্ব্বন্তু ভীষ্মপঞ্চকসংজ্ঞিতম্ ॥ ৬ ॥ কার্ত্তিকস্য ব্রতং কৃত্বা ন কুর্য্যাদ্ভীষ্মপঞ্চকম্। সমগ্রং কার্ত্তিকব্রতং বৃথা তস্য ভবিষ্যতি ॥৭॥ অশক্তশ্চেন্নরো ভূয়াদসমর্থশ্চ কার্ত্তিকে। ভীষ্মস্য পঞ্চকং কৃত্বা কার্ত্তিকস্য ফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥ সত্যব্রতায় শুচয়ে গাঙ্গেয়ায় মহাত্মনে। ভীষ্মায়ৈতদ্দদাম্যর্ঘ্যমাজন্মব্রহ্মচারিণে ॥ ৯ ॥ সর্ব্বোনানেন মন্ত্রেণ তর্পণং সার্ব্ববর্ণিকম্ ॥ ১০ ॥ ব্রতাঙ্গত্বাৎ পূর্ণিমায়াং প্রদেয়ঃ পাপপুরুষঃ। অপুত্রেণ প্রকর্ত্তব্যং সর্ব্বথা ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥ ১১ ॥ যঃ পুত্রার্থং ব্রতং কুর্য্যাৎ সস্ত্রীকো ভীষ্মপঞ্চকম্। প্রদত্ত্বা পাপপুরুষং বর্ষমধ্যে সুতং লভেৎ ॥ ১২ ॥ অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং তস্মাদ্ভীষ্মস্য পঞ্চকম্। বিষ্ণুপ্রীতিকরং প্রোক্তং ময়া ভীষ্মস্য পঞ্চকম্ ॥ ১৩ ॥ সূত উবাচ। শৃণ্বন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে বিশেষো ভীষ্মপঞ্চকে। কার্ত্তিকেয়ায় রুদ্রেণ পুরা প্রোক্তঃ সবিস্তরাৎ ॥ ১৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। প্রবক্ষ্যামি মহাপুণ্যং ব্রতং ব্রতবতাং বর। ভীষ্মেণৈতদ্‌যথা প্রাপ্তং ব্রতং পঞ্চদিনাত্মকম্ ॥১৫॥ সকাশাদ্বাসুদেবস্য তেনোক্তং ভীষ্মপঞ্চকম্। ব্রতস্যাস্য গুণান্ বক্তুং কঃ শক্তঃ কেশবাদৃতে ॥ ১৬ ॥ কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু শৃণু ধর্ম্মং পুরাতনম্। বসিষ্ঠভৃগুগর্গাদ্যৈশ্চীর্ণং কৃতযুগাদিষু ॥ ১৭ ॥ অম্বরীষেণ ভোগাদ্যৈশ্চীর্ণং ত্রেতাযুগাদিষু। ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মচর্য্যেণ জপহোমক্রিয়াদিভিঃ ॥ ১৮ ॥ ক্ষত্রিয়ৈশ্চ তথা বৈশ্যৈঃ সত্যশৌচপরায়ণৈঃ। দুষ্করং সত্যহীনানামশক্যং বালচেতসাম্ ॥১৯॥ দুষ্করং ভীষ্মমিত্যাহুর্ন শক্যং প্রাকৃতৈর্নরৈঃ। যস্মাৎ করোতি বিপ্রেন্দ্র তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ ॥ ২০ ॥ ব্রতং চৈতন্মহাপুণ্যং মহাপাতকনাশনম্। অতো নরৈঃ প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥ ২১ ॥ কার্ত্তিকস্যামলে পক্ষে স্নাত্বা সম্যগ্‌বিধানতঃ। একাদশ্যান্তু গৃহ্নীয়াদ্ ব্রতং পঞ্চদিনাত্মকম্ ॥ ২২ ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা

তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, কেননা, তুমি অদ্য আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়াছ। তুমি কার্ত্তিক মাসের একাদশী দিবসে জল যাচ্ঞা করিয়াছিলে, অর্জ্জুন বাণবেগে জাহ্নবীজল আনয়নপূর্ব্বক তোমার শরীর শীতল করিয়াছেন। অতএব তদবধি সকলেই একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অর্ঘ্যদানে তোমার সন্তোষ সাধন করিবে। অতএব সকলেই সর্ব্ব প্রযত্নে আমার প্রীতিপ্রদ এই ভীষ্মপঞ্চক নামক ব্রত আচরণ করুক। কার্ত্তিক ব্রত করিয়া যে নর এই ভীষ্মপঞ্চক ব্রত না করে, তাহার সমগ্র কার্ত্তিক ব্রত বিফল হইয়া থাকে। মানব যদি কার্ত্তিক ব্রত করিতে অসমর্থ হয়, তবে কেবল মাত্র ভীষ্মপঞ্চক করিয়াই সমগ্র কার্ত্তিক ব্রতের ফল লাভ করিতে পারে। এই ব্রতে "সত্যব্রতায়" ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃরীতিতে ভীষ্ম তর্পণ কর্ত্তব্য। এই তর্পণে সকল বর্ণেরই সমান অধিকার। পূর্ণিমার দিন একটী পাপ পুরুষ প্রদান করিবে, ইহা ব্রতের একটী বিশেষ অঙ্গ। অপুত্র মানবের এই ভীষ্মপঞ্চক ব্রত অবশ্যকর্ত্তব্য। যে পুত্রার্থী মানব পত্নীর সহিত পাপ পুরুষ দান করিয়া এই ব্রত করে, বৎসর মধ্যে তাহার সন্তান লাভ হইয়া থাকে। আমি এই ভীষ্মপঞ্চকের কথা কহিলাম, এই ব্রত আমার অতীব প্রীতিকর। অতএব মানবের ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য। ১—১৩। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা এ বিষয়ে বিশেষরূপ শ্রবণ করুন, পুরাকালে রুদ্র কার্ত্তিকেয় সমীপে এই ভীষ্মপঞ্চকের কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে ব্রতিগণের অগ্রণী! পঞ্চদিনাত্মক এই মহাপুণ্য ব্রত ভীষ্ম যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। ভীষ্ম বাসুদেবসকাশে এই ব্রত প্রাপ্ত হন, স্বয়ং বিষ্ণুই তাঁহার নিকট এই ব্রত কীর্ত্তন করেন; অতএব কেশব ভিন্ন এই ব্রতের গুণ বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে? তথাপি সেই পুরাতন ধর্ম্ম শ্রবণ কর। সত্যযুগের আদিতে ভৃগু, গর্গ ও বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এবং ত্রেতাযুগের প্রথমে অম্বরীষ ও ভোগ প্রভৃতি নৃপগণ কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অনেক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, সত্য ও শৌচপরায়ণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ জপহোমাদি ক্রিয়া দ্বারা এই কার্ত্তিক ব্রত করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, এই ভীষ্ম ব্রত সত্যচ্যুত ব্যক্তিদিগের পক্ষে দুষ্কর, বালস্বভাব মানবগণের অসাধ্য এবং সামান্য নরগণ ইহা কোন রূপেই করিয়া উঠিতে পারে না। হে বিপ্রেন্দ্র! যিনি এই ভীষ্মব্রত করিয়াছেন, তাঁহার সমস্তই কৃত হইয়াছে। এই ব্রত মহাপুণ্য ও মহাপাতকনাশন; অতএব নরগণ সর্ব্বপ্রযত্নে এই ভীষ্মপঞ্চক ব্রত করিবেন। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী-

বিশেষেণ মধ্যাহ্নে চ তথা ব্রতী। নদ্যাং নির্ঝর-তোয়ে বা সমালভ্য চ গোময়ম্ ॥ ২৩ ॥ যবব্রীহি-তিলৈঃ সম্যক্ পিতৄন্ সন্তর্পয়েৎ ক্রমাৎ। স্নাত্বা মৌনং নরঃ কৃত্বা ধৌতবাসা দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২৪ ॥ ভীষ্মায়োদক-দানঞ্চ অর্ঘ্যং চৈব প্রযত্নতঃ। পূজা ভীষ্মস্য কর্ত্তব্যা দানং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ২৫ ॥ পঞ্চরত্নং বিশেষেণ দত্বা বিপ্রায় যত্নতঃ। বাসুদেবোঽপি সম্পূজ্যো লক্ষ্মীযুক্তঃ সদা প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥ পঞ্চকে পূজয়িত্বা তু কোটিজন্মানি তুষ্যতি ॥ ২৭ ॥ যৎকিঞ্চি-দ্দীয়তে মর্ত্ত্যৈঃ পঞ্চধাতুপ্রকল্পিতম্। সংবৎসরব্রতানাং স লভতে সকলং ফলম্ ॥ ২৮ ॥ কৃত্বা তূদকদানন্তু তথার্ঘ্যস্য চ দাপনম্। মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যান্মুক্তি-ভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ২৯ ॥ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃত্য-প্রবরায় চ। অনপত্যায় ভীষ্মায় উদকং ভীষ্ম-বর্ম্মণে ॥ ৩০ ॥ বসূনামবতারায় শন্তনোরাত্মজায় চ। অর্ঘ্যং দদামি ভীষ্মায় আজন্মব্রহ্মচারিণে ॥ ৩১ ॥ অনেন বিধিনা যস্তু পঞ্চকন্তু সমাপয়েৎ। অশ্বমেধসমং পুণ্যং প্রাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥ পঞ্চাহেঽপি কর্ত্তব্যং নিয়মঞ্চ প্রযত্নতঃ। নিয়মেন বিনা যত্র ন ভাব্যং বরবর্ণিনা ॥ ৩৩ ॥ উত্ত-রায়ণহীনায় ভীষ্মায় প্রদদৌ হরিঃ। উত্তরায়ণ-হীনেঽপি শুদ্ধলগ্নে সুতোষিতঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবং সর্ব্বপাপহরং হরিম্। অনন্তরং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥ ৩৫ ॥ স্নাপয়েত্ জলৈর্ভক্ত্যা মধুক্ষীরঘৃতেন চ। তথৈব পঞ্চ-গব্যেন গন্ধচন্দনবারিণা ॥ ৩৬ ॥ চন্দনেন সুগন্ধেন কুঙ্কুমেনাথ কেশবম্। কর্পূরোশীরমিশ্রেণ লেপয়েদ্গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৩৭ ॥ অর্চ্চয়েদ্রুচিরৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধ-ধূপসমন্বিতৈঃ। গুগ্গুলুং ঘৃতসংযুক্তং দদেৎ কৃষ্ণায় ভক্তিমান্ ॥ ৩৮ ॥ দীপকন্তু দিবা রাত্রৌ দদ্যাৎ পঞ্চ দিনানি তু। নৈবেদ্যং দেবদেবস্য পরমান্নং নিবেদয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ এবমভ্যর্চ্চয়েদ্দেবং সংস্মৃত্য চ প্রণম্য চ। ওঁ নমো বাসুদেবায়েতি জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৪০ ॥ জুহুয়াচ্চ ঘৃতাভ্যক্তৈস্তিলব্রীহি-যবাদিভিঃ। ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ স্বাহাকারান্বিতেন চ ॥

দিবসে যথাবিধি স্নান করিয়া পঞ্চদিনাত্মক এই ভীষ্ম-ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। ব্রতগ্রহণদিনে ব্রতী মানবের প্রাতঃস্নান বিশেষতঃ মধ্যাহ্নসময়ে গাত্রে গোময় লেপন করিয়া নদী অথবা নির্ঝর-জলে অবগাহনপূর্ব্বক যব ব্রীহি ও তিল দ্বারা ক্রমানুসারে বিধিবিধানে পিতৃগণের তর্পণ কর্ত্তব্য। ব্রতধারী দৃঢ়ব্রত নর স্নানান্তে মৌনী হইয়া ধৌতবাস পরিধান-পূর্ব্বক যত্ন সহকারে ভীষ্মকে উদক ও অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অনন্তর যত্নপূর্ব্বক ভীষ্মের পূজা ও বিবিধ দান কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ আদরসহকারে এই ব্রত-দিনে দ্বিজকে পঞ্চরত্ন দান করিবে। এই ব্রতে সলক্ষ্মীক প্রভু বাসুদেবেরও অর্চ্চনা করিতে হয়। ভীষ্মপঞ্চকে মানব কর্ত্তৃক সলক্ষ্মীক জনার্দ্দন পূজিত হইয়া কোটিজন্মপর্য্যন্ত তাহার প্রতি প্রীত থাকেন। মানব ভীষ্মপঞ্চকে পঞ্চধাতুকল্পিত যে কিছু পঞ্চরত্ন দান করে, এই দানফলে তাহার সংবৎসরকৃত স্বর্গীকব্রতের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়। প্রথমে "বৈয়াঘ্রপদ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে ভীষ্মকে জলদান করিয়া "বসূনামবতারায়" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে। ইহাই অর্ঘ্যমন্ত্র জানিবে। যে মানব কথিত বিধি অনুসারে ভীষ্মকল্পে ভীষ্মপঞ্চক আচরণ করে, তাহার অশ্বমেধতুল্য ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচ দিনই যত্নপূর্ব্বক নিয়মে অবস্থিত থাকিবে, কেননা নিয়ম পরিত্যাগ করিলে কদাচ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হয় না। ১৪—৩৩। হরি ভীষ্মের প্রতি প্রীত হইয়া যখন তাঁহাকে এই ব্রতোপদেশ প্রদান করেন, তখন উত্তরায়ণ নহে, অতএব এই ব্রতের আচরণ দক্ষিণায়নে উপদিষ্ট হইলেও বিষ্ণুর আদেশ বলিয়া ইহা নিত্য শুদ্ধ লগ্নমধ্যে গণ্য। অনন্তর ব্রতারম্ভেই সর্ব্বপাপ-হর হরির পূজা করিয়া তারপর যত্নসহকারে ভীষ্ম-পঞ্চক করিবে। ব্রতদিন গরুড়বাহন বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ব্বক জল, মধু, ক্ষীর, ঘৃত-গোমূত্রাদি পঞ্চগব্য ও গন্ধচন্দনযুক্ত জল দ্বারা স্নান করাইয়া সুগন্ধ চন্দন, কুঙ্কুম এবং উশীরসহ কর্পূর দ্বারা তাঁহার শরীরে বিলেপন দান করিবে। অনন্তর ভক্তিমান্ মানব মনোহর সুগন্ধ কুসুম ও ধূপ দীপ দ্বারা হরির পূজা করিয়া ঘৃতযুক্ত গুগ্গুলু প্রদান করিবে। ঐ পঞ্চদিনেই দিবারাত্র দীপ দান করিতে হইবে এবং দেবদেবের উদ্দেশে পায়সান্ন নিবেদন করিবে। হরিকে এইরূপে পূজা করিয়া স্মরণ ও প্রণামপূর্ব্বক "ওঁ নমো বাসুদেবায়" এইমন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ষড়ক্ষর মন্ত্রের সহিত স্বাহা যুক্ত করিয়া অর্থাৎ "ওঁ নমো বাসুদেবায় স্বাহা" মন্ত্রে ঘৃতাক্ত তিল, ব্রীহি ও যবদ্বারা বিষ্ণুর

৪১ ॥ উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রণম্য গরুড়ধ্বজম্‌। জপিত্বা পূর্ব্ববন্মন্ত্রং ক্ষিতিশায়ী ভবেৎ সদা ॥ ৪২ ॥ সর্ব্বমেতদ্বিধানন্তু কার্য্যং পঞ্চ দিনানি তু। বিশেষোঽত্র ব্রতে হ্যস্মিন্‌ যদন্যূনং শৃণুষ তৎ ॥৪৩॥ প্রথমেঽহ্নি হরেঃ পাদৌ পূজয়েৎ কমলৈর্ব্রতী। দ্বিতীয়ে বিল্বপত্রেণ জানুদেশং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ ততোঽন্যপূজয়েচ্ছীর্ষং মালত্যা চক্রপাণিনঃ। কার্ত্তিক্যাং দেবদেবস্য ভক্ত্যা তদ্গতমানসঃ ॥ ৪৫ ॥ অর্চ্চিত্বা তং হৃষীকেশমেকাদশ্যাং সমাসতঃ। নিঃপ্রাশ্য গোময়ং সম্যগেকাদশ্যামুপাবসেৎ ॥ ৪৬ ॥ গোমূত্রং মন্ত্রবদ্ভূমৌ দ্বাদশ্যাং প্রাশয়েদ্‌ব্রতী। ক্ষীরং চৈব ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং তথা দধি ॥ ৪৭ ॥ সম্প্রাশ্য কায়শুদ্ধ্যর্থং লঙ্ঘয়িত্বা চতুর্দ্দশম্‌। পঞ্চমে দিবসে স্নাত্বা বিধিবৎ পূজ্য কেশবম্‌। ভোজয়েদ্‌ ব্রাহ্মণান্‌ ভক্ত্যা তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্‌ ॥ ৪৮ ॥ পাপবুদ্ধিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মচর্য্যেণ ধীমতা। মদ্যং মাংসং পরিত্যাজ্যং মৈথুনং পাপকারণম্‌ ॥ ৪৯ ॥ শাকাহারেণ মুন্যন্নৈঃ কৃষ্ণার্চ্চনপরো নরঃ। ততো নক্তং সমশ্নীয়াৎ পঞ্চগব্যপুরঃসরম্‌ ॥ ৫০ ॥ এবং সম্যক্‌ সমাপ্যং স্যাদ্‌যথোক্তং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১ ॥ মদ্যপো যঃ পিবেন্মদ্যং জন্মনো মরণান্তিকম্‌। এতদ্ভীষ্মব্রতং কৃত্বা প্রাপ্নোতি পরমং পদম্‌ ॥ ৫২ ॥ স্ত্রীভির্ব্বা ভর্ত্তৃবাক্যেন কর্ত্তব্যং ধর্ম্মবর্দ্ধনম্‌। বিধবাভিশ্চ কর্ত্তব্যং মোক্ষসৌখ্যাতিবৃদ্ধয়ে ॥ ৫৩ ॥ অযোধ্যায়াং পুরা কশ্চিদতিথির্নাম বৈ নৃপঃ। বসিষ্ঠবচনাৎ কৃত্বা ব্রতমেতৎ সুদুর্লভম্‌। ভুক্তেহ নিখিলান ভোগানন্তে বিষ্ণুপুরং যযৌ ॥ ৫৪ ॥ ইত্থং কুর্য্যাদ্‌ব্রতং নিত্যং পঞ্চকং ভীষ্মসংজ্ঞিতম্‌। নিয়মেনোপবাসেন পঞ্চগব্যেন বা পুনঃ। পয়োমূলফলাহারৈর্হবিষ্যৈর্ব্রততৎপরঃ ॥ ৫৫ ॥ পৌর্ণমাসীদিনে প্রাপ্তে পূজাং কৃত্বা তু পূর্ব্ববৎ। ব্রাহ্মণান্‌ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা গাঞ্চ দদ্যাৎ সবৎসকাম্‌ ॥ ৫৬ ॥ যদ্ভীষ্মপঞ্চকমিতি প্রথিতং পৃথিব্যামেকাদশীপ্রভৃতি

হোম করিবে। অনন্তর ব্রতী সন্ধ্যাসমাগমে সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া গরুড়ধ্বজকে প্রণামপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মন্ত্র জপ করিয়া সমস্ত রাত্রি ক্ষিতিতলে শয়ান রহিবে। পঞ্চদিবসেই এইরূপে সমভাবে ব্রতবিধি পালন করিতে হইবে। এতন্মধ্যে যাহা ন্যূনাধিক্য আছে, বিশেষরূপে তাহা শ্রবণ কর। ব্রতী মানব প্রথমদিনে পদ্মদ্বারা চক্রপাণি বাসুদেবের পাদপদ্ম, দ্বিতীয় দিনে বিল্বপত্র দ্বারা জানুদেশ এবং তাহার পর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে নিয়ত মালতী পুষ্পদ্বারা হরির শীর্ষদেশের পূজা করিবে। অনন্তর হরিপরায়ণ ব্রতধারী নর ভক্তিপূর্ব্বক কার্ত্তিকশুক্লা একাদশীতে হৃষীকেশকে সংক্ষেপে সম্যক্‌ পূজা করিয়া কায়শুদ্ধির জন্য কেবল মাত্র মন্ত্রসংস্কৃত গোময় প্রাশন করত উপবাসী থাকিবে, এইরূপে দ্বিতীয় দিন দ্বাদশীতে গোমূত্র, তৃতীয় দিন ত্রয়োদশীতে দুগ্ধ ও চতুর্থ দিন চতুর্দ্দশীতে দধি ভোজন করিয়া দিনচতুষ্টয় অতিবাহিত করিবে। অনন্তর পঞ্চমদিবসে বিধিবৎ স্নান ও কেশবের পূজা করিবে এবং ভক্তিপূর্ব্বক বিপ্রগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ধীমান্‌ ব্রতী ব্রতকালে পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সতত ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত থাকিবে। মদ্য, মাংস ও মৈথুনই পাপের কারণ, অতএব মানবের তাহা একান্ত পরিত্যাজ্য। মানব হরিপূজাপরায়ণ হইয়া মুন্যন্ন ও শাকাহারে জীবন ধারণ করিবে। অনন্তর ব্রতী রাত্রিতে প্রথমে পঞ্চগব্য পান করিয়া তাহার পরে আহার করিবে। ৩৪—৫১। এরূপে ভীষ্মপঞ্চক ব্রত কৃত হইলেই যথোক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। যে মদ্যপায়ী জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত মদ্যপান করে, এইরূপ মানবও ভীষ্মপঞ্চক ব্রতাচরণ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। রমণীগণও স্বামীর আদেশ লইয়া এই ধর্ম্মবর্দ্ধন ব্রত করিবে এবং বিধবারাও মোক্ষ ও সৌখ্য বৃদ্ধির জন্য এই ব্রত করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে অযোধ্যা রাজ্যে অতিথিনামক জনৈক নৃপ ছিলেন। তিনি বশিষ্ঠবাক্যে এই সুদুর্লভ ভীষ্মপঞ্চকব্রত করিয়াছিলেন। তিনি এই ব্রত প্রভাবে ইহকালে নিখিল ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুপুরে গমন করেন। এইরূপে বৎসর বৎসর ভীষ্মপঞ্চক নামক ব্রতাচরণ করিবে। যথাবিধি নিয়মে অবস্থান, উপবাস, পঞ্চগব্যপান, জল, ফল, মূল ও হবিষ্যান্ন ভোজন প্রভৃতি যথোক্ত নিয়মে ব্রততৎপর হইবে এবং পূর্ণিমা সমাগত হইলে পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুর পূজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে ও তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু দান করিবে। এই যে ভীষ্মপঞ্চক ব্রত কথিত হইল, ইহা পৃথিবীতে প্রখ্যাত। একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়। ভোজনপরায়ণ মানবের জন্য ইহা কথিত হয় নাই; পরন্তু এই ব্রতে ভোজন নিষিদ্ধই

পঞ্চদশীনিরুদ্ধম্। উক্তং ন ভোজনপর্য্যন্তং তদা নিষেধস্তস্মিন্ ব্রতে শুভফলং প্রদদাতি বিষ্ণুঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভীষ্মপঞ্চকব্রতমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। প্রবোধিন্যাশ্চ মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্। মুক্তিদং তত্ত্ববুদ্ধীনাং শৃণুষ্ব সুরসত্তম ॥ ১ ॥ তাবদ্ গর্জ্জতি সেনানীর্গঙ্গা ভাগীরথী ক্ষিতৌ। যাবৎ প্রয়াতি পাপঘ্নী কার্ত্তিকে হরিবোধিনী ॥ ২ ॥ তাবদ্গর্জ্জন্তি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি বৈ। যাবৎ প্রবোধিনী বিষ্ণোস্তিথির্নায়াতি কার্ত্তিকে ॥ ৩ ॥ অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ। একেনৈবোপবাসেন প্রবোধিন্যা যথাভবৎ ॥৪॥ দুর্লভঞ্চৈব দুষ্প্রাপ্যং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। তদপি প্রার্থিতং বিপ্র দদাতি প্রতিবোধিনী ॥ ৫ ॥ ঐশ্বর্য্যং সন্ততিং জ্ঞানং রাজ্যঞ্চ সুখসম্পদঃ। দদাত্যুপোষিতা বিপ্র হেলয়া হরিবোধিনী ॥ ৬ ॥ মেরুমন্দরতুল্যানি পাপান্যুপার্জ্জিতানি চ। একেনৈবোপবাসেন দহতে হরিবোধিনী ॥ ৭ ॥ উপবাসং প্রবোধিন্যাং যঃ করোতি স্বভাবতঃ। বিধিবন্নরশার্দ্দুল যথোক্তং লভতে ফলম্ ॥ ৮ ॥ পূর্ব্বজন্মসহস্রেষু পাপং যৎসমুপার্জ্জিতম্। জাগরেণ প্রবোধিন্যাং দহতে তুলরাশিবৎ ॥ ৯ ॥ শৃণু ষণ্মুখ বক্ষ্যামি জাগরস্য চ লক্ষণম্। তস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ দুর্লভো ন জনার্দ্দনঃ ॥ ১০ ॥ গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ পুরাণপঠনং তথা। ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধানুলেপনম্ ॥ ১১ ॥ ফলমর্ঘ্যঞ্চ শ্রদ্ধা চ দানমিন্দ্রিয়সংযমম্। সত্যান্বিতং বিনিন্দঞ্চ মুদা যুক্তং ক্রিয়ান্বিতম্ ॥ ১২ ॥ সাশ্চর্য্যঞ্চৈব প্রোৎসাহমালস্যাদিবিবর্জ্জিতম্। প্রদক্ষিণাদিসংযুক্তং নমস্কারপুরঃসরম্ ॥ ১৩ ॥ নীরাজনসমাযুক্তমনির্বিণ্নেন চেতসা। যামে যামে মহাভাগ কুর্ব্বন্নীরাজনং হরেঃ ॥ ১৪ ॥ এতৈর্গুণৈঃ সমাযুক্তং কুর্য্যাজ্জাগরণং বিভোঃ। একাগ্রমনসা যস্তু ন পুনর্জায়তে ভুবি ॥ ১৫ ॥ য এবং

হইয়াছে। উপবাসে গ্লানি উপস্থিত হইলেই শাকমূলাদি ভক্ষণ করিবে। সাধারণতঃ পঞ্চগব্য পানেরই নিয়ম। এই পাঁচদিন যাহারা উপবাস করে, বিষ্ণু তাহাদিগকে শুভফল প্রদান করেন। ৫১—৫৭।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে সুরসত্তম! প্রবোধিনীর মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, এই প্রবোধিনীমাহাত্ম্য পাপহর, পুণ্যবর্দ্ধন ও তত্ত্বজ্ঞানিগণের মুক্তিদ। হে সেনানী! যাবৎ না কার্ত্তিকের পাপঘ্নী হরিবোধিনী উপস্থিত হন, ক্ষিতিতলে ভাগীরথী গঙ্গা তাবৎকাল স্বীয় প্রাধান্যের জন্য গর্ব্ব করিয়া থাকেন; যাবৎকাল বিষ্ণুর হরিবোধিনী কার্ত্তিকী একাদশী আগমন না করেন, সমুদ্র হইতে সরোবর পর্য্যন্ত তীর্থনিচয় তাবৎকালই গর্জ্জন করিয়া স্বীয় প্রাধান্যজ্ঞাপন করিয়া থাকে; অধিক কি, একমাত্র হরিপ্রবোধিনী একাদশীতে উপবাস করিলে যে ফললাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞেও তাদৃশ ফলপ্রাপ্তি হয় না। সচরাচর ত্রৈলোক্যে এই ব্রত দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। হে বিপ্র! হরিপ্রবোধিনী অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন। মানব হেলায়ও যদি এই দিন উপবাস করে, তবে হরিবোধিনী তাহাকে ঐশ্বর্য্য, সন্ততি, জ্ঞান, রাজ্য ও বিবিধ সুখসম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন। এমন কি, একমাত্র হরিবোধিনী-দিনে উপবাস করিলে মেরুমন্দর তুল্য অর্জ্জিত পাপও দগ্ধ হয়। ১—৭। হে নরশার্দ্দুল! যে মানব প্রবোধিনীদিনে যথাবিধি স্বভাবতঃ উপবাস করে, তাহার যথোক্ত ফললাভ হইয়া থাকে। হরিপ্রবোধিনীতে জাগরণ করিলে পূর্ব্ব সহস্র জন্মের উপার্জ্জিত পাপও লূতাতন্তুজালের ন্যায় মুহূর্ত্তমাত্রে দগ্ধ হইয়া যায়। হে ষড়ানন! এক্ষণে জাগরণের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই জাগরণবিধি জানিতে পারিলে জনার্দ্দনও তাহার পক্ষে দুর্লভ নহেন। হে মহাভাগ! জাগরণদিনে শ্রদ্ধাযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গীত, বাদ্য, নৃত্য ও পুরাণপাঠ এবং ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, চন্দন, অনুলেপন, ফল ও অর্ঘ্য প্রদান করিবে। সতত সত্যযুক্ত মুদান্বিত ও বিনিন্দিত হইয়া কার্য্য করিবে; সর্ব্বদা আচার্য্যযুক্ত ও উৎসাহসমন্বিত হইয়া আলস্য পরিত্যাগ করিবে; নমস্কারপুরঃসর প্রদক্ষিণাদি করিবে এবং অনির্বিণ্নমনা হইয়া নীরাজনা করিবে। যামে যামেই হরির নীরাজনা করিতে হয়। যে নর পূর্ব্বোক্ত গুণান্বিত হইয়া একাগ্রমনে বিভু বিষ্ণুর জাগরণ করে, ভূতলে তাহার আর

কুর্বতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। জাগরং বাসরে বিষ্ণোর্লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ১৫ ॥ পুরুষসূক্তেন যো নিত্যং কার্ত্তিকেঽথার্চ্চয়েদ্ধরিম্। বর্ষকোটিসহস্রাণি পূজিতস্তেন কেশবঃ ॥ ১৭ ॥ যথোক্তেন বিধানেন পঞ্চরাত্রোদিতেন বৈ। কার্ত্তিকে স্বর্চ্চয়েন্নিত্যং মুক্তি-ভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ১৮ ॥ নমো নারায়ণায়েতি কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্। স মুক্তো নারকৈর্দুঃখৈঃ পদং গচ্ছত্যনাময়ম্ ॥ ১৯ ॥ হরের্নামসহস্রঞ্চ গজবাজস্য মোক্ষণম্। কার্ত্তিকে পঠতে যস্তু পুনর্জ্জন্ম ন বিন্দতি ॥২০॥ যুগকোটিসহস্রাণি মন্বন্তরশতানি চ। দ্বাদশ্যাং কার্ত্তিকে মাসি জাগরী বসতে দিবি ॥ ২১ ॥ কুলে তস্য চ যে জাতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। প্রাপ্নুবন্তি পদং বিষ্ণোস্তস্মাৎ কুর্ব্বীত জাগরম্ ॥ ২২ ॥ কার্ত্তিকে পশ্চিমে যামে স্তবং গানং করোতি যঃ। শ্বেতদ্বীপে তু বসতে পিতৃভিঃ সহ সুব্রত ॥ ২৩ ॥ নৈবেদ্যদানং হরয়ে কার্ত্তিকে দিনসংক্ষয়ে। যুগানি বসতে স্বর্গে তাবন্তি মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥ অক্ষয়ং মুনিশার্দ্দূল মালতীকমলার্চ্চনম্। অর্চ্চয়েদ্দেবদেবেশ স যাতি পরমং পদম্ ॥ ২৪ ॥ কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু কৃত্বা হ্যেকাদশীং নরঃ। প্রাতর্দত্ত্বা শুভান্ কুম্ভান্ স যাতি মম মন্দিরম্ ॥ ২৬ ॥ অত্রৈব তু প্রকর্ত্তব্যঃ প্রবোধস্তু হরেঃ খগ। হতঃ শঙ্খাসুরো দৈত্যো নভসঃ শুক্লপক্ষকে ॥ ২৭ ॥ একাদশ্যাং ততো বিষ্ণুশ্চাতুর্ম্মাস্যে প্রসুপ্তবান্। ক্ষীরাম্ভোধৌ জাগৃতোঽসাবেকাদশ্যান্তু কার্ত্তিকে ॥ ২৮ ॥ অতঃ প্রোবধনং কার্য্যমেকাদশ্যাং তু বৈষ্ণবৈঃ। উত্তিষ্ঠো-ত্তিষ্ঠ গোবিন্দ উত্তিষ্ঠ গরুড়ধ্বজ। উত্তিষ্ঠ কমলা-কান্ত ত্রৈলোক্যং মঙ্গলং কুরু ॥ ২৯ ॥ ইত্যুক্ত্বা শঙ্খভের্য্যাদি প্রাতঃকালে তু বাদয়েৎ। বীণাবেণু-মৃদঙ্গাদি নৃত্যগীতাদি কারয়েৎ ॥ ৩০ ॥ উত্থাপয়িত্বা দেবেশং পূজাং তস্য বিধায় চ। সায়ংকালে প্রকর্ত্তব্য স্তুলস্যুদ্বাহজো বিধিঃ ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বদৈকাদশী পুণ্যা বিশেষাৎ কার্ত্তিকী স্মৃতা। যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ॥ ৩২ ॥ অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে। স কেবলমঘং ভুঙ্ক্তে

জন্মগ্রহণ হয় না। বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যে মানব ভক্তিসহকারে এইরূপ জাগরণ করে, জাগরবাসরেই সে বিষ্ণুর পরমাত্মায় লীন হয়। কার্ত্তিকমাসে যে পুরুষ পুরুষসূক্ত দ্বারা সতত হরির পূজা করে, তাহার সহস্রকোটি বর্ষের হরিপূজার ফললাভ হয়। যথোক্ত পঞ্চরাত্রবিধানে কার্ত্তিকে যে নর সতত হরির পূজা করে, সে মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। কার্ত্তিকে যে মানব "নমো নারা-য়ণায়" মন্ত্রে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে, সে নরকপীড়া-বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর অনাময় পদে গমন করে। কার্ত্তিকমাসে যে সকল লোক হরির সহস্র নাম ও গজেন্দ্রমোক্ষণ পাঠ করে, তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কার্ত্তিকের দ্বাদশীতে জাগরণপরায়ণ নর সহস্রকোটিযুগ ও শত মন্বন্তর স্বর্গে বাস করিয়া থাকে এবং তাহার বংশে যে শত শত ও সহস্র সহস্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহারাও বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএবকার্ত্তিকের হরিজাগরণ অবশ্যকর্ত্তব্য। হে সুব্রত! কার্ত্তিকের পশ্চিম যামে যে মানব স্তব ও গান করে, পিতৃগণের সহিত শ্বেতদ্বীপে তাহার বাস হয়। বিষ্ণু বালখিল্য-গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ। কার্ত্তিকে সন্ধ্যায় সময় হরিকে নৈবেদ্য দান করিলে, নৈবেদ্যপরিমাণ যুগকাল স্বর্গে বাস হয়। হে মুনি-শার্দ্দূলগণ। মালতীকুসুমে বাসুদেবের অর্চ্চনা অক্ষয় হয়। যে মানব দেবদেবকে মালতী দ্বারা পূজা করে, সে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। মানব কার্ত্তিক-মাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া প্রভাতে সুশোভন কুম্ভদান করিলে আমার মন্দিরে গমন করে। ৮--২৬। হরি গরুড়কে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন,—হে খগ। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশীদিনে শঙ্খাসুর নিহত হয়, রমাপতি মাসচতুষ্টয় ক্ষীরসাগরে শয়ান থাকিয়া কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে প্রবুদ্ধ হন, অতএব ঐদিনেই হরির প্রবোধ করিতে হয়। বৈষ্ণব-গণও বক্ষ্যমাণ প্রার্থনামন্ত্রে এই দিনেই হরির প্রবোধন করিয়া থাকেন। প্রার্থনা যথা—হে গোবিন্দ! উত্থান করুন, হে গরুড়ধ্বজ! আপনি উত্থিত হউন, হে কমলাবল্লভ! গাত্রোত্থান করিয়া ত্রৈলোক্যের মঙ্গল করুন।" প্রভাতে এইরূপ প্রার্থনা সহকারে শঙ্খ, ভেরী, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদি বাদন এবং নৃত্য গীতাদিদ্বারা দেবদেবের উত্থাপন ও পূজন করিয়া সায়ং সময়ে তুলসীর বৈবাহিক বিধির অনুষ্ঠান করিবে। একাদশী সর্ব্বদাই পুণ্য, বিশেষতঃ কার্ত্তিকের একাদশী পুণ্য-তরা; ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ আছে, সমস্তই হরিবাসরে একাদশীদিনে অন্ন আশ্রয় করে। যে মানব একাদশীতে দিনে অন্ন ভোজন করে, সে

যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে ॥ ৩৩ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুর্য্যাদেকাদশীব্রতম্। ন কুর্য্যাদ্যদি মোহেন উপবাসং নরাধমঃ ॥ ৩৪ ॥ নরকে নিয়তং বাসঃ পিতৃভিঃ সহ তস্য বৈ। সূতকে মৃতকে বাপি নোপবাসং ত্যজেদ্বুধঃ ॥ ৩৫ ॥ দশমীবেধসংযুক্তা ত্যাজ্যা চৈকাদশী ব্রতে। গান্ধার্য্যাপি পুরা তস্যামুপবাসঃ কৃতো গুহ ॥ ৩৬ ॥ তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং বেধজাং ত্যজেৎ। একাদশীমুপবসেৎ স্নানদানপুরঃসরম্ ॥ ৩৭ ॥ রুক্মাঙ্গদোঽপি রাজর্ষির্মোহিন্যাঃ সঙ্গমেন চ। ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা চান্তে বিষ্ণুপুরং যযৌ ॥ ৩৮ ॥ দ্বাদশী পুণ্যদা প্রোক্তা সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী। কিং দানৈঃ কিং তপোভিশ্চ কিমুপোষৈর্ব্রতৈশ্চ কিম্ ॥ ৩৯ ॥ কিমিষ্টৈশ্চৈব পুত্রৈশ্চ দ্বাদশী যেন সেবিতা। গঙ্গায়াং চৈব দুর্ভিক্ষে প্রত্যহং কোটিভোজনাৎ ॥৪০॥ যৎফলং তদবাপ্নোতি দ্বাদশ্যামেকভোজনাৎ। যদত্তং চার্হতে দানং দ্বাদশ্যাং তু সিতে শুভে ॥ ৪১ ॥ সিক্‌থে সিক্‌থে চ বৈকস্য কতি ব্রাহ্মণভোজনম্। তদহং নৈব জানামি যাহমানং হি সুব্রত ॥ ৪২ ॥ শালিগ্রামশিলাদানং যঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশীদিনে। সপ্তদ্বীপবতীং ভূমিং গঙ্গায়াং চ রবিগ্রহে। দত্ত্বা যৎফলমাপ্নোতি তৎফলং লভতে নরঃ ॥ ৪৩ ॥ পঞ্চামৃতৈস্তু যো বিষ্ণুং ভক্ত্যা সংস্নাপয়েদ্দ্বিজ। স সর্ব্বকুলমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৪৪ ॥ শুক্লে কার্ত্তিকমাসস্য দ্বাদশ্যাং পরমোৎসবে। প্রাতরারভ্য যঃ কুর্য্যাৎ স্নানদানাদিকং তথা। স তু মোক্ষমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৪৫॥ দ্বাদশ্যাং কার্ত্তিকে মাসি স্নানসন্ধ্যাদিকর্ম্ম চ। কৃত্বা দামোদরং পূজ্য ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৪৬ ॥ যস্তস্যাং সূপনৈবেদ্যং ন দদাতি নরাধমঃ। নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৭ ॥ তস্মাৎ সূপস্য নৈবেদ্যং দ্বাদশ্যাং কার্ত্তিকে শুভে। দদ্যাদ্ভক্তিযুতো ব্রহ্মংশ্চান্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৮ ॥ যস্তস্যাং দম্পতীনাং তু ভোজনং কুরুতে নরঃ। ন তস্য ফলবিশ্রান্তির্বক্তুং তু শক্যতে ॥ ৪৯ ॥ ধাত্রীচ্ছায়াং গতো যস্তু দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্ধরিম্।

কেবল পাপই ভোজন করিয়া থাকে; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে একাদশীব্রত করিবে। যে নরাধম মোহবশতঃ একাদশীতে উপবাস না করে, পিতৃগণ সহ তাহার নিয়ত নরকে বাস হয়। জ্ঞানী মানব জনন বা মরণাশৌচেও একাদশীর উপবাস পরিত্যাগ করিবে না, একাদশীব্রতে দশমীবেধযুক্তা তিথি গ্রাহ্য নহে। হে গুহ! পুরাকালে গান্ধারী দশমীযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার শত তনয় নিহত হয়; অতএব দশমীযুক্তা একাদশী পরিত্যাজ্যা। একাদশীদিনে স্নান ও দান করিয়া উপবাস করিতে হয়। রাজর্ষি রুক্মাঙ্গদ একাদশীর উপবাস করিয়া ইহলোকে মোহিনীর সহিত বিবিধ ভোগ উপভোগ করত অন্তে বিষ্ণুপুরে গমন করিয়াছিলেন। এই প্রবোধোৎসব কথিত হইল, এক্ষণে দ্বাদশীমাহাত্ম্য উল্লিখিত হইতেছে। দ্বাদশী পুণ্যদা ও সর্ব্বপাপনাশিনী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যিনি দ্বাদশীব্রত করিয়াছেন, তাঁহার দান, তপস্যা, উপবাস, ব্রত ও অভীষ্ট তনয় এই সকলে কি প্রয়োজন, কেন না দ্বাদশীব্রতেই তাঁহার এ সকল সিদ্ধ হইয়াছে। দ্বাদশীর দিবস একটী মাত্র ব্রাহ্মণভোজন করাইলে পুণ্যতীর্থ গঙ্গায় ও দুর্ভিক্ষে প্রত্যহ কোটি কোটি মানবকে ভোজনদানের তুল্য ফললাভ হয়। হে সুব্রত! শুক্লদ্বাদশীদিবসে দানার্হ ব্যক্তিকে যাহা দান করা হয়, তাহার এক একটী পক্ক তণ্ডুলে যে কত কত ব্রাহ্মণভোজনের ফল হইয়া থাকে, আমি তাহার মহিমা বিদিত নহি। যে মানব দ্বাদশীদিবসে শালিগ্রাম শিলা দান করে, সূর্য্যগ্রহণে গঙ্গাতীরে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীদানে যে ফল, তাহার শালিগ্রামশিলাদানপ্রভাবে ঐ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! দ্বাদশীতে যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চামৃত দ্বারা বিষ্ণুর স্নান করায়, সে নিখিল কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ২৭—৪৪। কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশীর উৎসব একটী শ্রেষ্ঠ উৎসব। যে মানব এই উৎসবদিনে প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া স্নানদানাদি করে, তাহার মোক্ষ লাভ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবে না। কার্ত্তিকমাসের দ্বাদশীতে স্নান সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম করিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে দামোদরের পূজা করিতে হয়। যে নরাধম দ্বাদশীতে দামোদরকে সূপনৈবেদ্য দান না করে, হে ব্রহ্মন্! আমরা শুনিয়াছি, তাহার নিয়ত নরকে বাস হয়। অতএব শুভ কার্ত্তিক দ্বাদশীতে ভক্তিযুক্ত হইয়া বিষ্ণুকে সূপনৈবেদ্য দান করিবে; ইহার অন্যথা হইলে নরকে গমন করিবে। যে মানব এই দিনে দম্পতীর ভোজন প্রদান করে, তাহার ফলের সীমা নাই; অতএব আমিও সে ফল বলিতে অসমর্থ। যে নর ধাত্রীর

তত্রৈব ভোজনং যত্র ব্রাহ্মণানাং তু কারয়েৎ ॥ ৫০ ॥ স্বয়ং চ তত্র ভুঙ্ক্তে যঃ সূপভক্ষ্যাদিকং তথা। ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৫১ ॥ এবং প্রাতর্বিধায়াথ পূজাং দামোদরস্য হি। রাত্রৌ পুনঃ প্রকর্ত্তব্যং পূজাকর্ম্ম হরের্দ্বিজ ॥ ৫২ ॥ তুলসীসন্নিধৌ কৃত্বা পতাকাধ্বজশোভিতম্। পুষ্পমালাসমাকীর্ণং নানারত্নোপশোভিতম্ ॥ ৫৩ ॥ মুক্তাদামভিরাচ্ছন্নং কৃত্বা মণ্ডপমুত্তমম্। পূজয়েদ্বিষ্ণুমব্যগ্রস্তদ্গতৈকাগ্রমানসঃ ॥ ৫৪ ॥ পঞ্চরাত্রোক্তমার্গেণ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ। নবনীতং দধি ক্ষীরং তথৈব চ ঘনং ঘৃতম্ ॥ ৫৫ ॥ বিবিধৈঃ খাদ্যনৈবেদ্যৈর্জলেন চ সুগন্ধিনা। যুক্তং নিবেদয়েদ্বিষ্ণোস্তাম্বূলং সলবঙ্গকম্ ॥ ৫৬ ॥ পুণ্যানি চ বিচিত্রাণি সুগন্ধীনি বহূনি চ। প্রোক্ষয়িত্বা চ বিধিবদর্পয়িত্বা দলৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৭ ॥ তুলস্যাশ্চাপি ধাত্র্যাশ্চ ফলৈশ্চাপি প্রপূজয়েৎ। নীরাজনং ততঃ কৃত্বা মন্ত্রপুষ্পং সমর্পয়েৎ ॥ ৫৮ ॥ অভিষেকং বিনা সর্ব্বপূজাং কৃত্বা বিধানতঃ। বিষ্ণোঃ পূজাং সমাপ্যাথ ব্রাহ্মণানাং প্রপূজনম্ ॥ ৫৯ ॥ কুর্য্যাদ্ভক্তিযুতো বিপ্র দদ্যাচ্চৈব ফলাদিকম্। তাম্বূলং চ ততো দত্ত্বা দক্ষিণাং শক্তিতোঽর্পয়েৎ ॥ ৬০ ॥ ততো বৃদ্ধৌ পিতৃমাতৃঃ পূজয়িত্বা বিধানতঃ। ততঃ স্বয়ং স্বভার্য্যাভির্নৈবেদ্যং ভক্ষয়েৎ সুধীঃ ॥ ৬১ ॥ ইত্যেবং তু বিধানেন যঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশীব্রতম্। ন তস্য লোকাঃ ক্ষীয়ন্তে কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৬২ ॥ পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতো ভুক্ত্বা ভোগান্মনোহরান্। ভোগান্তে চ ব্রজেন্মোক্ষমতীতকুলসপ্তকৈঃ ॥ ৬৩ ॥ তস্মান্নারদ মাহাত্ম্যং দ্বাদশ্যাঃ কার্ত্তিকস্য চ। ন ময়া শক্যতে বক্তুং কিমন্যৈর্মনুজৈরপি ॥ ৬৪ ॥ দ্বাদশ্যা হ্যুত্তমং পুণ্যং মাহাত্ম্যং যঃ পঠেন্নরঃ। শৃণুয়াদ্বা মুনিশ্রেষ্ঠ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৬৫ ॥ রাজর্ষিরম্বরীষোঽপি চকারৈতদ্ব্রতং শুভম্। যথাবিধি তপোনিষ্ঠস্তেন মোক্ষমবাপ্তবান্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রবোধোৎসবদ্বাদশীতিথিকৃত্য-বর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

ছায়ায় গমনপূর্ব্বক হরির পূজা করে এবং সেই স্থানেই ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া স্বয়ং সূপাদি ভক্ষ্য ভোজন করে, শতকল্পকোটি কালেও তাহার আর জন্ম লইতে হয় না। হে দ্বিজ! প্রাতঃকালে এইরূপে দামোদরের পূজা সমাপ্ত করিয়া পুনরায় রাত্রিতে আবার তাঁহার পূজা করিতে হয়। অনন্তর তুলসীর সন্নিহিত স্থানে ধ্বজা পতাকাদি দ্বারা শোভিত, পুষ্পমালা ও রত্ননিচয়সমাকীর্ণ এবং মুক্তাদামে সমাচ্ছন্ন একটী উত্তম মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া ব্যগ্রতা পরিহারপূর্ব্বক একাগ্রমনে সেই মণ্ডপে দামোদর বিষ্ণুর পূজা করিবে। এই পূজা পঞ্চরাত্রোক্ত বিধানে গন্ধপুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা করিতে হয়। অনন্তর বিষ্ণুর উদ্দেশে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য ও সুগন্ধিজল সহ নবনীত, দধি, ক্ষীর, এবং ঘন ঘৃত উৎসর্গ করিয়া লবঙ্গযুক্ত তাম্বূল নিবেদন করিবে। তদনন্তর বহু সুগন্ধি বিচিত্র পুষ্পার্পণ, প্রোক্ষণ, তুলসীদল ও ধাত্রী ফলদ্বারা হরির পূজা করিয়া নীরাজন করত মন্ত্রপুষ্প প্রদান করিবে। হে বিপ্র! অনন্তর বিষ্ণুর একমাত্র অভিষেক ক্রিয়া বাকী রাখিয়া যথাবিধি সমস্ত পূজা সমাধানপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে এবং তাঁহাদিগকে ফলাদি, তাম্বূল ও শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দান করিতে হইবে। তদনন্তর সুধী ব্রতী যথাবিধি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পূজা করিয়া পত্নীর সহিত স্বয়ং নিবেদিত বিষ্ণুপ্রসাদ ভোজন করিবে। যে মানব এইরূপ বিধানানুসারে দ্বাদশী-ব্রত করে, শতকোটী কল্পকালেও তাহার স্বর্গাদ লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং সেই নর পুত্র ও পৌত্রগণে পরিবৃত হইয়া বিবিধ মনোহর ভোগ্য উপভোগপূর্ব্বক ভোগান্তে অতীত সপ্ত কুলসহ মোক্ষলাভ করে। হে নারদ! অতএব অন্যান্য মনুজগণের কথা কি বলিব? কার্ত্তিকশুক্লাদ্বাদশীর মাহাত্ম্য আমিই বলিতে সমর্থ নহি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে নর দ্বাদশীর উত্তম পুণ্যমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। রাজর্ষি অম্বরীষ তপোনিষ্ঠ হইয়া যথাবিধি শুভ দ্বাদশীব্রত করিয়াছিলেন। তিনি এই ব্রতপুণ্যপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ৪৫—৬৬।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৩

চতুঃস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ব্রতানামপি সর্ব্বেষাং ব্রহ্মন্নুদ্যাপনং শ্রুতম্। অভাবে তুদ্যাপনস্য ফলং নৈবাপ্নুয়াৎ কচিৎ॥ ১॥ কৃতব্রতফলাপ্ত্যর্থং কুর্য্যাদুদ্যাপনং বুধঃ। অন্যথা নিষ্ফলং যাতি কৃতং ব্রতমনুত্তমম্॥ ২॥ কার্ত্তিকেঽপি কৃতং দেব ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্। ন তস্যোদ্যাপনাভাবে ব্রতোক্তফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৩॥ তস্মাৎ কার্ত্তিকমাসস্য চোদ্যাপনবিধিং প্রভো। বদ মে শিষ্যবর্য্যায় প্রপন্নায়ানুবর্ত্তিনে॥ ৪॥ ব্রহ্মোবাচ। অথোর্জ্জোদ্যাপনং বক্ষ্যে সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। তচ্ছৃণুষ মহাভক্ত্যা সবিধানং সমাসতঃ॥ ৫॥ উর্জ্জে শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং কুর্য্যাদুদ্যাপনং ব্রতী। ব্রতসম্পূরণার্থায় বিষ্ণুপ্রীত্যর্থহেতবে॥ ৬॥ তুলস্যা উপরিষ্টাত্তু কুর্য্যাৎ মণ্ডপিকাং শুভাম্। কদলীস্তম্ভসংযুক্তাং নানাধাতুবিচিত্রিতাম্॥ ৭॥ দীপমালা চতুর্দিক্ষু কার্য্যা তত্র সুশোভনা। সুতোরণাশ্চতুর্দ্বারঃ পুষ্পচামরশোভিতাঃ॥ ৮॥ দ্বারেষু দ্বারপালাংশ্চ পূজয়েন্মৃন্ময়ান্ পৃথক্। জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব চণ্ডশ্চৈব প্রচণ্ডকঃ॥ ৯॥ নন্দশ্চৈব সুনন্দশ্চ কুমুদঃ কুমুদাক্ষকঃ। এতাংশ্চতুর্ষু দ্বারেষু পূজয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ॥ ১০॥ তুলসীমূলদেশে তু সর্ব্বতোভদ্রসংজ্ঞিতম্। চতুর্ভির্বর্ণকৈঃ সম্যক্‌শোভাঢ্যং সমলঙ্কৃতম্॥ ১১॥ তস্যোপরিষ্টাৎ কলশং পূর্ণরত্নসমন্বিতম্। তত্র সম্পূজয়েদ্দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ ১২॥ কৌশেয়পীতবসনং লক্ষ্মাযুক্তং প্রপূজয়েৎ। ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ মণ্ডপে পূজয়েদ্‌ব্রতী॥ ১৩॥ তস্যামুপবসেদ্ভক্ত্যা শান্তঃ প্রণতমানসঃ। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্‌গীতবাদ্যাদিমঙ্গলৈঃ॥ ১৪॥ গীতং কুর্ব্বন্তি যে ভক্ত্যা জাগরে চক্রপাণিনঃ। জন্মান্তরশতোদ্ভূতৈস্তে মুক্তাঃ পাপসঞ্চয়ৈঃ॥ ১৫॥ ততস্তু পূর্ণিমায়াস্তু সপত্নীকান্ দ্বিজোত্তমান্। ত্রিংশন্মিতানথৈকং বা ব্রাহ্মণাংশ্চ নিমন্ত্রয়েৎ॥ ১৬॥ প্রাতঃস্নানং ততঃ কৃত্বা দেবপূজাং তথৈব চ। স্থণ্ডিলঞ্চ ততঃ কৃত্বা সমাধায়াগ্নিমত্র হি।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ব্রতসমূহের উদ্যাপন বিধি শ্রবণ করিলাম, ব্রতের উদ্যাপন না করিলে যে তাহা কদাচ সফল হয় না, ইহাও আপনি আমার নিকট বলিয়াছেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্রতী মানব আচরিত ব্রতের ফলপ্রাপ্তির জন্য তাহার উদ্যাপন করিবে; উদ্যাপনাভাবে অনুত্তম ব্রতও নিষ্ফল হইবে। হে দেব! অনুত্তম কার্ত্তিকব্রত করিয়াও যখন উদ্যাপন ভিন্ন তাহার ফললাভ হয় না, অতএব কার্ত্তিকব্রতের উদ্যাপনবিধি বর্ণন করুন। হে প্রভো! আমি আপনার শিষ্যগণমধ্যে প্রধান ও আপনার একান্ত অনুবর্ত্তী এবং প্রপন্ন। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—বৎস নারদ! অনন্তর কার্ত্তিকব্রতের সর্ব্বপাপপ্রণাশন উদ্যাপনবিধি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি একান্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। কার্ত্তিকব্রতী হরির প্রীতির সাধন এবং কার্ত্তিকব্রতের সম্পূরণ জন্য কার্ত্তিকশুক্লা চতুর্দ্দশীদিবসে উদ্যাপন করিবে। এই উদ্যাপন কার্য্যে একটী মনোরম মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। ঐ মণ্ডপ নানা ধাতু দ্বারা বিচিত্রিত, উহার দ্বারদেশ কদলীস্তম্ভে উপশোভিত এবং মধ্যে তুলসী বৃক্ষবিরাজিত থাকিবে। মণ্ডপের চারিদিকে সুশোভন দীপমালা প্রদান করিবে। মণ্ডপের চারিদিকে চারিটী মনোহর তোরণদ্বার থাকিবে, প্রত্যেক দ্বারই পুষ্প ও চামর দ্বারা উপশোভিত করিতে হইবে। তোরণদ্বারচতুষ্টয়ে অনেক মৃন্ময় দ্বাররক্ষক অবস্থিত থাকিবে, উহাদের নাম—জয়, বিজয়, চণ্ড, প্রচণ্ড, নন্দ, সুনন্দ, কুমুদ এবং কুমুদাক্ষক। ভক্তিযুক্ত হইয়া চতুর্দ্দারাবস্থিত মৃন্ময় এই সকল দ্বারপালগণকে পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবে।১—১০। তুলসীর মূলদেশে বর্ণচতুষ্টয় দ্বারা সর্ব্বোতোভদ্র নামক মণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে। ঐ মণ্ডল সম্যক্ শোভাসম্পন্ন ও অলঙ্কৃত হইবে। অনন্তর মণ্ডপের উপর পঞ্চরত্নসমন্বিত একটী কলস স্থাপন করিয়া সেই কলসে কৌষেয়-পীতবাসা শঙ্খচক্রগদাধর হরিকে রমার সহিত পূজা করিবে। অনন্তর ব্রতী সেই মণ্ডপে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই দিন উপবাসী থাকিবে এবং শান্ত ও প্রণতমানস হইয়া মঙ্গল গীতবাদ্যাদি দ্বারা রাত্রিতে জাগরণ করিবে। যে সকল লোক চক্রপাণির জাগরণদিনে ভক্তিপূর্ব্বক গান করে, তাহারা শত জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। অনন্তর পূর্ণিমা-দিনে ত্রিংশত পরিমিত অথবা একজন সপত্নীক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে, এবং প্রাতঃস্নান ও দেবপূজা করিয়া একটী স্থণ্ডিল নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই স্থণ্ডিলে বহ্নিস্থাপন

১৭॥ অতো দেবেতি মন্ত্রেণ জুহুয়াত্তিলপায়সম্। প্রীত্যর্থং দেবদেবস্য দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮॥ হোমশেষং সমাপ্যাথ ব্রাহ্মণান্ পূজ্য ভক্তিতঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো যথাশক্ত্যা প্রদদ্যাদ্দক্ষিণাং নরঃ॥ ১৯॥ ততো গাং কপিলাং তত্র পূজয়েদ্বিধিবদ্ব্রতী। সবৎসাং গাং তথা দদ্যাদ্বিপ্রায় চ কুটুম্বিনে॥ ২০॥ গুরুং ব্রতোপদেষ্টারং বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ। সপত্নীকং সমভ্যর্চ্চ্য তাংশ্চ বিপ্রান্ ক্ষমাপয়েৎ॥ ২১॥ যুষ্মৎ-প্রসাদাদ্দেবেশঃ প্রসন্নোঽস্তু সদা মম। ব্রতাদস্মাচ্চ যৎপাপং সপ্তজন্মকৃতং ময়া॥ ২২॥ তৎসর্ব্বং নাশমায়াতু স্থিরা মে চাস্তু সন্ততিঃ। মনোরথাস্তু সফলাঃ সন্তু ভক্তির্হরৌ ভবেৎ॥ ২৩॥ সতাং সমাগমো ভূয়ান্মম জন্মনি জন্মনি। ইতি ক্ষমাপ্য তান্ বিপ্রান্ প্রসাদ্য চ বিসর্জ্জয়েৎ॥ ২৪॥ প্রতিমাস্তাং গুরো দদ্যাৎ সবস্ত্রাং মুনিপুঙ্গব। ততঃ সুহৃদ্‌গুরুযুতঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত ভক্তিমান॥ ২৫॥ দ্বাদশ্যাং প্রতিবুদ্ধোঽসৌ ত্রয়োদশ্যাং যুতঃ সুরৈঃ। দৃষ্টোঽর্চ্চিতশ্চতুর্দ্দশ্যাং তস্মাৎপূজ্যস্তিথাবিহ॥ ২৬॥ পূজয়েদ্দেবদেবেশং সৌবর্ণং গুরুমুক্তয়া। পরাত্র পৌর্ণমাস্যান্তু যাত্রা স্যাৎ পুরুষস্য তু॥ ২৭॥ বরান্ দত্ত্বা যতো বিষ্ণুর্মৎস্যরূপোঽভবত্ততঃ। তস্যাং দত্তং হুতং জপ্তং তদক্ষয্যফলং ভবেৎ॥ ২৮॥ কার্ত্তিকে মাসি কর্ত্তব্যো বিধিরেষ হি নারদ। এবং যঃ কুরুতে সম্যক্কার্ত্তিকস্য ব্রতং নরঃ॥ ২৯॥ যৎফলং তদবাপ্নোতি ব্রতং কৃত্বা তু কার্ত্তিকে। তে ধন্যাস্তে সদা পূজ্যাস্তেষাং বৈ সফলোদয়ঃ॥ ৩০॥ বিষ্ণুভক্তিরতা যে স্যুঃ কার্ত্তিকে ব্রতচারিণঃ। দেহস্থানি পাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৩১॥ ক যামোঽদ্য ভবত্যেষ যদূর্জ্জব্রতকৃন্নরঃ। ইতি সর্ব্বাণি পাপানি বটস্তীহ পুনঃপুনঃ॥ ৩২॥ তস্মাৎ কার্ত্তিকমাসস্য সদৃশং নহি বিদ্যতে। সর্ব্বপাপস্য দহনে অগ্নেঃ সদৃশ উচ্যতে॥ ৩৩॥ ঊর্জ্জোদযাপনমাহাত্ম্যং শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। শ্রাবয়েদ্বা পুমান্ যস্তু বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৪॥ নারদ উবাচ। ঊর্জ্জে

করত "অতো দেব" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবদেব প্রীতির জন্য তিল ও পায়স দ্বারা দেবগণের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর ব্রতী হোম শেষ করিয়া ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণগণের পূজা ও তাঁহাদিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা দান করিবে এবং সবৎসা কপিলা ধেনু আনয়নপূর্ব্বক তাহার যথোচিত পূজা করিয়া ঐ ধেনু কোন আত্মীয় দ্বিজকে প্রদান করিবে। অনন্তর ব্রতোপদেষ্টা সপত্নীক গুরুকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সম্যক্ পূজা করিয়া বিপ্রগণের নিকট বক্ষ্যমাণ বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনা যথা—"হে বিপ্রগণ! আপনাদের অনুগ্রহে দেবেশ বিষ্ণু আমার প্রতি সতত প্রীত হউন, আমি সপ্ত জন্মে যে পাপ করিয়াছি, এই ব্রতপ্রভাবে তৎসমস্ত বিনষ্ট হউক এবং আমার সন্ততি যেন অবিচ্ছিন্ন হয়। হরিতে আমার অচলা ভক্তি থাকুক, আমার মনোরথ সকল সিদ্ধ হউক, আমার জন্মে জন্মে পুনঃপুনঃ যেন সাধুসমাগম লাভ হয়।" হে মুনিপুঙ্গব! ভক্তিমান ব্রতী দ্বিজগণের নিকট এই রূপে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া বিদায় দিবে এবং সেই প্রতিমা বস্ত্রের সহিত গুরুকে অর্পণ করিয়া সুহৃদ্ ও গুরুর সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে। হরি দ্বাদশীদিনে প্রবুদ্ধ হইয়া, ত্রয়োদশীতে সুরগণকে দর্শন দান করেন। অনন্তর সুরগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশীতে দেবদেব বিষ্ণু পূজিত হন। অতএব গুরুর আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক এই সকল তিথিতে সুবর্ণময় হরির পূজা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর পূর্ণিমায় হরির পরম পুরুষ যাত্রা। হরি সুরগণকে বরদানপূর্ব্বক এই পূর্ণিমায় মৎস্যরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব এই পূর্ণিমাদিনে দান, হোম ও জপাদি যে কিছু কার্য্য কৃত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে।১১—১৮। হে বৎস নারদ। কার্ত্তিক মাসে এই সকল বিধির অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া এইরূপে সম্যক্‌রূপে কার্ত্তিকব্রত করে, সেই মানবই যথার্থ কার্ত্তিকব্রতের ফললাভ করিয়া থাকে। যে সকল বিষ্ণুভক্তিরত মানব কার্ত্তিকব্রত আচরণ করেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই পূজ্য, তাঁহাদের সমস্ত ক্রিয়ারই ফলোদয় হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের দেহস্থিত পাপ সদ্যই বিলীন হয়। পাপসমূহ কার্ত্তিকব্রতী মানবকে দর্শন করিয়া বলিয়া থাকে যে,—"এই যে কার্ত্তিকব্রতী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমরা আজ যাই কোথায়?" পাপনিবহ পুনঃপুনঃ এইরূপ রটনা করিয়া থাকে। অতএব কার্ত্তিক মাসের তুল্য পুণ্য আর কিছুই নাই। কার্ত্তিকমাস কলুষরাশি ভস্ম করিতে সমর্থ, এজন্য কার্ত্তিক মাস অনলতুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে মানব শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কার্ত্তিকব্রতের উদ্‌যাপনমাহাত্ম্য শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, তাহার বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়।

ব্রতোদ্যাপনাদাবশক্তঃ সিদ্ধিভাক্কথম্। কথং বিমুচ্যতে জন্তুর্দুঃখসংসারসাগরাৎ ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণুয়াদূর্জ্জমাহাত্ম্যং নিয়মেন শুচিঃ পুমান্। উদ্যাপনফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে বসেচ্চ সঃ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রতোদ্যাপনবিধিকথনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। বৈকুণ্ঠাখ্যচতুর্দ্দশ্যা মাহাত্ম্যং তে বদাম্যহম্। বালখিল্যৈঃ পুরা প্রোক্তং সংক্ষেপেণ শৃণুষ তৎ॥ ১ ॥ বালখিল্যা উচুঃ। কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং সমাগমৎ। বৈকুণ্ঠেশস্তু বৈকুণ্ঠাদ্বারাণস্যাং কৃতে যুগে॥ ২ ॥ রাত্র্যাং তুর্য্যাংশশেষায়াং স্নাত্বাসৌ মণিকর্ণিকে। গৃহীত্বা হেমপদ্মানাং সহস্রং বৈ ততোঽব্রজৎ॥ ৩ ॥ অতিভক্ত্যা পূজয়িতুং শিবয়া সহিতং শিবম্। বিধায় পূজাং বৈশ্বেশীং ততঃ পদ্মৈরপূজয়ৎ॥ ৪ ॥ সহস্রসংখ্যাং কৃত্বাদাবেকনাম্না ততঃ পরম্। আরব্ধ পূজনং তেন শিবভক্তিমৈক্ষত ॥ ৫ ॥ একং পদ্মং পদ্মমধ্যান্নিলীয়াস্তং হরেণ তু। ততঃ পূজিতবান্ বিষ্ণুরেকোনং কমলং স্বভূৎ ॥ ৬ ॥ ইতস্ততস্তেন দৃষ্টং পদ্মং তিষ্ঠতি ন ক্বচিৎ। কমলেষু ভ্রমো জাতোঽথবা নামসু মে ভ্রমঃ॥ ৭ ॥ ক্ষণং বিচার্য্য স হরির্ন মে নামভ্রমোঽভবৎ। পদ্মে চৈব ভ্রমো জাতো বিচার্য্যৈবং পুনঃপুনঃ ॥ ৮ ॥ সহস্রপদ্মসঙ্কল্পঃ পূজার্থং তু কৃতো ময়া। অর্চ্চ্যঃ কথং মহাদেব একোনকমলৈর্ম্ময়া ॥ ৯ ॥ যদ্যানেতুং গমিষ্যামি ভঙ্গঃ স্যাদাসনস্য তু। অতঃপরং কিং বিধেয়ং চিন্তোদ্বিগ্নো হরিস্তদা॥ ১০ ॥ একঃ প্রকার উৎপন্নো হৃদয়েঽস্য মুনীশ্বরাঃ। পুণ্ডরীকাক্ষ ইত্যেবং মাং বদন্তি মুনীশ্বরাঃ॥ ১১ ॥ নেত্রং মে পদ্মসদৃশং পদ্মার্থে স্বর্পয়াম্যহম্। ইতি নিশ্চিত্য মনসা দত্ত্বা তর্জ্জনিকাং স তু। ১২ ॥ নেত্রমধ্যাত্তদুৎপাট্য

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কার্ত্তিকব্রতাদির উদ্যাপনে অশক্ত ব্যক্তি কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে এবং প্রাণিগণই বা কিরূপে দুঃখময় সংসারসাগর পার হইতে পারে? ব্রহ্মা কহিলেন,—শুচি মানব নিয়মপূর্ব্বক কার্ত্তিকব্রত শ্রবণ করিবে এবং এই ব্রতের উদ্যাপনমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেই তাহার বিষ্ণুলোকে বাস হইবে।২৯—৩৬।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি; পূর্ব্বকালে বালখিল্যগণ ইহা কহিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর। বালখিল্যগণ বলিলেন,—সত্যযুগে কার্ত্তিকমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীর দিবস বৈকুণ্ঠেশ স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠ হইতে বারাণসীতে উপনীত হন এবং রাত্রির শেষ চতুর্থভাগে মণিকর্ণিকায় স্নান ও সহস্র হেমকমল লইয়া শিবার সহিত শিবের পূজার জন্য গমন করেন। অনন্তর বৈকুণ্ঠেশ ভক্তিসহকারে প্রথমে বিশ্বেশ্বরীর পূজা করিয়া তারপর সহস্রপদ্মদ্বারের সঙ্কল্পপূর্ব্বক শিবের সহস্রনামের এক একটী উচ্চারণান্তে এক একটী ক্রমে ভক্তির সহিত প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হর তাঁহার ভক্তির পরীক্ষার্থ সেই পদ্ম হইতে একটী অপহরণ করেন, হরি পূজার কালে দেখিলেন, একটী কমল কম হইয়াছে; তিনি চারিদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সেই পদ্ম দেখিতে পাইলেন না। তিনি চিন্তা করিলেন,—কমলেই হউক অথবা শিব নামেই হউক আমার ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু হরি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়াই বুঝিলেন,—নামে তাঁহার ভ্রম হয় নাই, পদ্মেই ভ্রম হইয়াছে। তিনি পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়াও পদ্মেই তাঁহার ভ্রম হইয়াছে, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া ভাবিলেন,—আমি সহস্র পদ্মদ্বারা শিবের পূজা করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি এই একোন সহস্র কমল দ্বারা কিরূপে তাঁহার পূজা করিব। যদি এক্ষণে আমি ঐ কমলটী আনিতে যাই, তাহা হইলেও আসনচ্যুত হইব; এক্ষণে আমি কি করি? হরি তখন এইরূপ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। হে মুনীশ্বরগণ! তখন তাঁহার হৃদয়ে এক বুদ্ধি সমুদিতা হইল, তিনি মনে করিলেন,—মুনীশ্বরগণ আমাকে পুণ্ডরীকলোচন বলিয়া থাকেন, আর আমার লোচনও পদ্মসদৃশ; অতএব পদ্মের জন্য আমার নয়নই প্রদান করিব। হরি মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নেত্রমধ্যে তর্জ্জনী অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেন এবং একটী

মহাদেবস্তু পূজিতঃ। ততো মহেশ্বরস্তুষ্টো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১৩॥ মহাদেব উবাচ। ত্বৎসমো নাস্তি মদ্ভক্তস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। রাজ্যং দত্তং ত্রিলোক্যাস্তে ভব ত্বং লোকপালকঃ॥ ১৪॥ অন্যং বরয় ভদ্রং তে বরং যন্মনসেপ্সিতম্। অবশ্যমেব দাস্যামি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৫॥ মদ্ভক্তিং তু সমালম্ব্য যে দ্বিষন্তি জনার্দ্দনম্। তে মদ্দ্বেষ্যা নরা বিষ্ণো ব্রজেয়ুর্নরকং ধ্রুবম্॥ ১৬॥ বিষ্ণুরুবাচ। ত্রৈলোক্যরক্ষাকরণং মমাদিষ্টং মহেশ্বর। দুর্ম্মদাশ্চ মহাসত্ত্বা দৈত্যা মার্য্যাঃ কথং ময়া॥ ১৭॥ শিব উবাচ। এতৎ সুদর্শনং চক্রং মহাদৈত্যনিকৃন্তনম্। গৃহাণ ভগবন্ বিষ্ণো ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্॥ ১৮॥ অনেন সর্ব্বদৈত্যানাং ভগবন্ কদনং কুরু। এবং চক্রং হরের্দ্দত্বা ততো বচনমব্রবীৎ॥ ১৯॥ শিব উবাচ। বর্ষে চ হেমলম্বাখ্যে মাসে শ্রীমতি কার্ত্তিকে। শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামরুণাভ্যুদয়ং প্রতি॥ ২০॥ মহাদেবতিথৌ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে মণিকর্ণিকে। স্নাত্বা বিশ্বেশ্বরং লিঙ্গং বৈকুণ্ঠাদেত্য পূজিতম্॥ ২১॥ সহস্রকমলৈস্তস্মাত্তিথিঃ খ্যাতি মম প্রিয়া। বিখ্যাতা সর্ব্বলোকেষু বৈকুণ্ঠাখ্যা চতুর্দ্দশী॥ ২২॥ অন্যং বরং প্রযচ্ছামি শৃণু বিষ্ণো বচো মম। পূর্ব্বরাত্রেষু তে পূজা কর্ত্তব্যা সর্ব্বজাতিভিঃ॥ ২৩॥ উপবাসং দিবা কুর্য্যাৎ সায়ংকালে তবার্চ্চনম্। পশ্চান্মমার্চ্চনং কার্য্যমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ২৪॥ গ্রাহ্যা তু হরিপূজায়াং রাত্রিব্যাপ্তা চতুর্দ্দশী। অরুণোদয়বেলায়াং শিবপূজাং সমাচরেৎ॥ ২৫॥ সহস্রকমলৈর্বিষ্ণুরাদৌ যৈঃ পূজিতো নরৈঃ। পশ্চাচ্ছিবঃ পূজিতশ্চেজ্জীবন্মুক্তাস্ত এব হি॥ ২৬॥ সায়ং স্নাত্বা পঞ্চনদে বিন্দুমাধবমর্চ্চয়েৎ। স্নাত্বা যো বিষ্ণুকাঞ্চ্যাং বানন্তসেনং সমর্চ্চয়েৎ॥ ২৭॥ রুদ্রকাঞ্চ্যাং ততঃ স্নাত্বা প্রণবেশং সমর্চ্চয়েৎ। আদৌ স্নাত্বা বহ্নিতীর্থে যজেন্নারায়ণং ততঃ॥ ২৮॥ রেতোদকে ততঃ স্নাত্বা কেদারেশং সমর্চ্চয়েৎ। আদৌ স্নাত্বা সূর্য্যপুত্র্যাং বেণীমাধবমর্চ্চয়েৎ॥ ২৯॥ জাহ্নব্যাঞ্চ ততঃ স্নাত্বা

নেত্র উৎপাটিত করিয়া তদ্দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিলেন। তখন হরির পূজায় মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন। মহাদেব বলিলেন,—হে হরে! সচরাচর ত্রিলোকে তোমার মত ভক্ত আমার আর নাই, তোমাকে ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রদান করিলাম, তুমি এক্ষণে লোকপালক হও। হে ভদ্র! তোমার অন্য যদি কোন বর অভীষ্ট থাকে, প্রার্থনা কর, আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। যাহারা কেবল আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া বিষ্ণুর বিদ্বেষ করিবে, তাহারা আমার শত্রু; পরন্তু তাহাদের নরকগমন নিশ্চিত। বিষ্ণু বলিলেন,—হে মহেশ্বর। আপনি আমাকে ত্রিলোকের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু মহাসত্ত্ব দুর্ম্মদ দৈত্যদিগকে আমি কিরূপে নিহত করিব? শিব বলিলেন,—হে ভগবান্ বিষ্ণো! আমি এই সুদর্শনচক্র তোমাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর; এই সুদর্শন চক্র মহাদৈত্যদিগকে ছেদন করিতে সমর্থ। হে ভগবন! তুমি এই চক্র দ্বারা দানবগণকে পরাভূত কর। হর হরিকে এইরূপে চক্র প্রদান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। শিব বলিলেন,—হে বিষ্ণো! তুমি বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়া হেমলম্বাখ্য বৎসরের শ্রীমান্ কার্ত্তিকমাসে মহাদেবতিথি শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর দিবস অরুণোদয়কালীন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া সহস্র কমল দ্বারা আমার বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিয়াছ; অতএব এই তিথি আমার প্রীতিপ্রদা বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশী বলিয়া নিখিল লোকে বিখ্যাত হইবে।১—২২। হে বিষ্ণো! আমার বাক্য শ্রবণ কর, তোমাকে অন্য আর একটী বর প্রদান করিতেছি। সর্ব্ব জাতিরই এই পূজা কর্ত্তব্য, সকলেই অগ্রে তোমার পূজা করিয়া তারপর আমাকে পূজা করিবে। পূজক সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া পূর্ব্বরাত্রের সায়ংকালেই তোমার পূজা করিবে। তারপর আমার পূজা; ইহার অন্যথা করিলে সেই পূজা নিষ্ফল হইবে। হরিপূজা বিষয়ে রাত্রিব্যাপিনী চতুর্দ্দশীই গ্রাহ্য জানিবে এবং অরুণোদয় বেলায় শিবপূজা করিতে হইবে। যে সকল মানব বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশীর দিবস সহস্র কমল দ্বারা অগ্রে হরির পূজা করিয়া তারপর আমার পূজা করেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত, সন্দেহ নাই। যে মানব সায়ং সময়ে পঞ্চনদে স্নান করিয়া বিন্দুমাধবের পূজা করে; অথবা বিষ্ণুকাঞ্চীতে স্নান করিয়া অনন্তসেনকে সম্যক্ পূজা করে; তৎপর রুদ্রকাঞ্চীতে স্নান ও প্রণবেশের সম্যক্ পূজা; তদনন্তর প্রথমে বহ্নিতীর্থে স্নান ও নারায়ণের পূজা; অনন্তর রেতোদকে স্নান ও কেদারেশের সম্যক্ পূজা, তৎপরে সূর্য্যকন্যা যমুনায় স্নান ও বেণীমাধবের অর্চ্চনা এবং তৎপরে জাহ্ন-

সঙ্গমেশং প্রপূজয়েৎ। সর্ব্বাঃ শ্রিয়স্তস্য বশ্যাঃ সত্যং বিষ্ণো মমোদিতম্ ॥ ৩০ ॥ এবং তস্মৈ বরান্ দত্ত্বা হ্যন্তর্দ্ধানং যযৌ শিবঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজ্যৌ হরিহরাবুভৌ ॥ ৩১ ॥ কলৌ দশসহস্রাণি বিষ্ণুস্ত্যজতি মেদিনীম্। তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতাঃ ॥ ৩২ ॥ কার্ত্তিক্যাং পূর্ণিমায়ান্তু কুর্য্যাত্রৈপুরমুৎসবম্। দীপো দেয়োঽবশ্যমেব সায়ংকালে শিবালয়ে ॥ ৩৩ ॥ ত্রিপুরো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ প্রয়াগে তপ আস্থিতঃ। তপসা তস্য সন্তুষ্টো দদৌ ব্রহ্মা বরং পরম্ ॥ ২৪ ॥ দেবাসুরমনুষ্যেভ্যো ন তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি। ইতি লব্ধবরো দৈত্যো বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৩৫ ॥ ত্রিপুরাখ্যং বিমানং তমারুহ্য ভুবনত্রয়ম্। যদা বৈ পীড়য়ামাস তদা দেবৈঃ স্তুতো হরঃ ॥ ৩৬ ॥ ত্রিপুরং ঘাতয়ামাস বাণেনৈকেন শত্রুহা। কার্ত্তিক্যাং পূর্ণিমায়াং তু সর্ব্বে দেবাঃ প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ৩৭ ॥ তস্মিন্ দিনে সর্ব্বদেবৈর্দীপা দত্তা হরায় চ। সর্ব্বথৈব প্রদেয়াশ্চ দীপাস্তু হরতুষ্টয়ে ॥ ৩৮ ॥ বিংশতিঃ-সপ্তশতকাঃ সহিতা দীপবর্ত্তয়ঃ। দদদ্দীপং পূর্ণিমায়াং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥ পৌর্ণমাস্যান্তু সন্ধ্যায়াং কর্ত্তব্যস্ত্রিপুরোৎসবঃ। দদ্যাদনেন মন্ত্রেণ প্রদীপাংশ্চ সুরালয়ে ॥ ৪০ ॥ কীটাঃ পতঙ্গা মশকাশ্চ বৃক্ষা জলে স্থলে যে বিচরন্তি জীবাঃ। দৃষ্ট্বা প্রদীপং ন চ জন্মভাগিনো ভবন্তু নিত্যং শ্বপচা হি বিপ্রাঃ ॥ ৪১ ॥ কার্য্যস্তস্মাৎ পৌর্ণমাস্যাং ত্রিপুরায় মহোৎসবঃ। কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে যঃ কুর্য্যাৎ স্বামিদর্শনম্ ॥ ৫২ ॥ সপ্ত জন্ম ভবেদ্বিপ্রো ধনাঢ্যো বেদপারগঃ। অত্র কৃত্বা বৃষোৎসর্গং নক্তাচ্ছিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশীত্রিপুরীপূর্ণিমাব্রতবিধানকথনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বীতে স্নান করিয়া সঙ্গমেশের পূজা করে, নিখিল সমৃদ্ধিই তাহার বশগা হয়। হে বিষ্ণো! ইহা আমার বাক্য, অতএব সত্য। শিব বিষ্ণুকে এই সকল বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে হরি ও হর উভয়েই পূজ্য। বিষ্ণু কলির দশসহস্র বৎসরের পর মেদিনী পরিত্যাগ করিবেন, জাহ্নবী জল তাহার অর্দ্ধ পঞ্চ সহস্র বৎসরের পর এবং গ্রাম্য দেবতাগণ তদর্দ্ধ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসরে মেদিনী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ত্রিপুরোৎসব করিতে হয়। এই দিন সায়ং সময়ে শিবালয়ে অবশ্যই দীপদান করা কর্ত্তব্য। দৈত্যেন্দ্র ত্রিপুর প্রয়াগে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিল, ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সেই দানবেন্দ্র ত্রিপুরকে পরম বর প্রদান করেন। ব্রহ্মা বলেন,—সুর, অসুর ও নর ইহাদিগের হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে না। লব্ধবর অসুর ত্রিপুর এইরূপ বর লাভ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা এক পুরী নির্ম্মাণ করে, ঐ পুরীর নাম হয় ত্রিপুর। ত্রিপুর বিমানের অনুরূপ গতিশীল ছিল। অসুর ত্রিপুর বিমানরূপ ত্রিপুরে আরোহণ করিয়া যখন ত্রিভুবন পীড়িত করিতে লাগিল, তখন অরিন্দম হর সুরনিকরের স্তবে তুষ্ট হইয়া এক বাণেই ত্রিপুরাসুরকে নিহত করেন। কার্ত্তিকপূর্ণিমার দিন এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। সুরগণ এই দিনে হরের উদ্দেশে দীপদান ও তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন। অতএব আশুতোষের সন্তোষার্থ এই দিনে দীপদান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এক্ষণে দীপদানের বিধি বর্ণিত হইতেছে,—সাত শত কুড়িটী দীপবর্ত্তি প্রজ্বালিত করিয়া দীপদান করিতে হয়। পূর্ণিমা তিথিতে এইরূপ দীপ দানে দুরিত সকল বিদূরিত হইয়া থাকে। ইহার নাম ত্রিপুরোৎসব, কার্ত্তিক পূর্ণিমায় বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সায়ং সময়ে সুরালয়ে এই উৎসব কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—কীট, পতঙ্গ, মশক, বৃক্ষ, কিংবা জলে ও স্থলে যে সকল জীব বিচরণ করে, তাহারা এই দীপদর্শন করিয়া আর যেন জন্ম গ্রহণ না করে এবং চণ্ডালও এইরূপ দীপ দান করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করুক। যে মানব কার্ত্তিকে কৃত্তিকাযুক্ত পৌর্ণমাসীতে ত্রিপুরের উদ্দেশে দীপদানমহোৎসব করিয়া স্বামিদর্শন করে, সে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত ধনাঢ্য বেদপারগ বিপ্র হয়। এই পূর্ণিমায় রাত্রিযোগে বৃষোৎসর্গ বা নক্তব্রত করিয়া মানব শিবপুরে গমন করিয়া থাকে। ২৩—৪৩।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। যাস্তিস্রস্তিথয়ঃ পুণ্যা অন্তিকে শুক্লপক্ষকে। কার্ত্তিকে মাসি বিপ্রেন্দ্র পূর্ণিমান্তাঃ শুভাবহাঃ॥ ১॥ অন্তিপুষ্করিণীসংজ্ঞা সর্ব্বপাপক্ষয়াবহা। কার্ত্তিকে মাসি সম্পূর্ণং যো বৈ স্নানং করোতি হ॥ ২॥ তিথিষেতাসু স স্নানাৎ পূর্ণমেব ফলং লভেৎ। সর্ব্বে বেদাস্ত্রয়োদশ্যাং গত্বা জন্তূন্ পুনন্তি হি॥ ৩॥ চতুর্দ্দশ্যাং সযজ্ঞাশ্চ দেবা জন্তূন্ পুনন্তি হি। পূর্ণিমায়াং সুতীর্থানি বিষ্ণুনা সংস্থিতানি হি॥ ৪॥ ব্রহ্মঘ্নান্ বা সুরাপান্ বা সর্ব্বান্ জন্তূন পুনন্তি হি। উষ্ণোদকেন যঃ স্নায়াৎ কার্ত্তিক্যাদিদিনত্রয়ে॥ ৫॥ রৌরবং নরকং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। আমাসনিয়মাশক্তঃ কুর্য্যাদেতদ্দিনত্রয়ে॥ ৬॥ তেন পূর্ণফলং প্রাপ্য মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে। যো বৈ দেবান্ পিতৃন্ বিষ্ণুং গুরুমুদ্দিশ্য মানবঃ॥ ৭॥ ন স্নানাদি করোত্যদ্ধা স যাতি নরকং ধ্রুবম্। কুটুম্বভোজনং যস্তু গৃহস্থস্তু দিনত্রয়ে॥ ৮॥ সর্ব্বান্ পিতৄন্ সমুদ্ধৃত্য স যাতি পরমং পদম্। গীতাপাঠং তু যস্তু কুর্য্যাদন্তিমে চ দিনত্রয়ে। দিনে দিনেঽশ্বমেধানাং ফলমেতি ন সংশয়ঃ॥ ৯॥ সহস্রনামপঠনং যঃ কুর্য্যাত্তু দিনত্রয়ে॥ ১০॥ ন পাপৈর্লিপ্যতে ক্বাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। দেবত্বং মনুজৈঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সিদ্ধত্বমেব চ॥ ১১॥ তস্য পুণ্যফলং বক্তুং কঃ শক্তো দিবি বা ভুবি। যো বৈ ভাগবতং শাস্ত্রং শৃণোতি চ দিনত্রয়ম্॥ ১২॥ কৈশ্চিৎ প্রাপ্তো ব্রহ্মভাবো দিনত্রয়নিষেবণাৎ। ব্রহ্মজ্ঞানেন বা মুক্তিঃ প্রয়াগমরণেন বা॥ ১৩॥ তথা বা কার্ত্তিকে মাসি দিনত্রয়নিষেবণাৎ। কার্ত্তিকে হরিপূজান্তু যঃ করোতি দিনত্রয়ে॥ ১৪॥ ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি। কার্ত্তিকে মাসি বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বমস্ত্যদিনত্রয়ে॥ ১৫॥ পুণ্যং তত্রাপি বৈশেষ্যং রাকায়াং বর্ত্ততেঽনঘ। প্রাতঃকালে সমুত্থায় শৌচং স্নানাদিকং চরেৎ॥ ১৬॥ সমাপ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি বিষ্ণুপূজাং সমাচরেৎ। উদ্যানে বা গৃহে বাপি

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমান্ত পুণ্য তিথিত্রয়ের বিষয় কথিত হইল। এই সকল তিথি শুভাবহ; ঐরূপ অন্তিকপুষ্করিণীনাম্নী পুণ্য পুষ্করিণীও নিখিল কলুষনাশিনী জানিবে। মানব সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাসে স্নান করিয়া যে ফল লাভ করে, পূর্ব্বোক্ত এই তিথিত্রয়ে উহাতে স্নান করিয়াও তাহার তুল্য ফল প্রাপ্ত হয়। ত্রয়োদশীতে নিখিল বেদ, চতুর্দ্দশীতে যাবতীয় যজ্ঞ সহ সুরগণ এবং পূর্ণিমায় তীর্থ নিবহ সহ হরি ঐ অন্তিকপুষ্করিণীতে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মঘ্ন ও সুরপায়ী প্রভৃতি জন্তুগণকে পবিত্র করেন। যে নর কার্ত্তিকের পূর্ব্বোক্ত তিথিত্রয়ে উষ্ণোদকে স্নান করে, যে পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ইন্দ্র বিদ্যমান থাকেন, ততকাল তাহার নরকে বাস হয়। সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাসেই উষ্ণোদকে স্নান নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অশক্ত মনুষ্য এই দিনত্রয়ে উষ্ণোদকস্নান অবশ্য বর্জ্জন করিবে। যে অশক্ত মানব অন্ততঃ এই দিনত্রয়ে উষ্ণোদক বর্জ্জন করে, সে সম্পূর্ণ ফললাভ করিয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমনপূর্ব্বক মুদিত হয়। বস্তুতঃ যে মানব দেব, পিতৃ ও বিষ্ণুর উদ্দেশে স্নানাদি না করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে। যে গৃহস্থ পূর্ব্বোক্ত দিনত্রয়ে আত্মীয়স্বজনকে ভোজন করায়, সে নিখিল পিতৃলোক উদ্ধার করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে মানব পূর্ব্বোক্ত দিনত্রয়ে গীতা পাঠ করে, প্রতিদিন তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় সংশয় নাই। ১—৯। যে নর ঐ দিনত্রয়ে সহস্রনাম পাঠ করে, পদ্মপত্রের সহিত জল যেমন মিলে না; সেই নর তদ্রূপ কদাচ পাপলিপ্ত হয় না। অধিক বলিব কি? কত মানব এই ব্রত করিয়া দেবত্ব এবং অনেকে সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দিনত্রয়ে যে মানব ভাগবতশাস্ত্র শ্রবণ করে, কি স্বর্গে কি ভূতলে তাহার পুণ্যফল কে বলিতে সমর্থ? অনেকেই এই দিনত্রয়ের সেবা করিয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানে অথবা প্রয়াগমরণে মানবের যেমন মুক্তি হয়, কার্ত্তিকের এই দিনত্রয়ের সেবায়ও তদ্রূপ মুক্তি হইয়া থাকে। কার্ত্তিকমাসের দিনত্রয়ে যে মানব হরিপূজা করে; কোটিকল্প কালেও তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। হে অনঘ বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিকমাসের ত্রয়োদশী আদি সর্ব্বশেষের দিনত্রয় পবিত্র, তথাপি পূর্ণিমা বিশেষতঃ পূত। এই দিন প্রভাতকালে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচ ও স্নানাদি করিবে, তৎপরে সমস্ত নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া সম্যক্‌রূপে বিষ্ণুপূজা করিবে। উদ্যানেই হউক বা গৃহেই

কার্ত্তিক্যাং বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ১৭ ॥ মণ্ডপং তত্র কুর্ব্বীত কদলীস্তম্ভমণ্ডিতম্। চূতপল্লবসম্বীতমিক্ষুদণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতম্ ॥ ১৮ ॥ চিত্রবস্ত্রৈঃ স্বলঙ্কৃত্য তত্র দেবং প্রপূজয়েৎ। চূতপল্লবপাঠ্যৈঃ ফলাদ্যৈঃ পূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ১৯ ॥ শৃণুয়াদূর্জ্জমাহাত্ম্যং নিয়মেন শুচিঃ পুমান্। সম্পূর্ণমথবাধ্যায়মেকশ্লোকমথাপি বা। মুহূর্ত্তং বাপি শৃণুয়াৎ কথাং পুণ্যাং দিনে দিনে। যদি প্রতিদিনং শ্রোতুমশক্তঃ স্যাত্তু মানবঃ ॥ ২১ ॥ পুণ্যমাসেঽথবা পুণ্যতিথৌ সংশৃণুয়াদপি। তেন পুণ্যপ্রভাবেন পাপান্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২২ ॥ পুরাণজ্ঞঃ শুচির্দক্ষঃ শান্তো বিগতমৎসরঃ। সাধুঃ কারুণিকো বাগ্মী বদেৎ পুণ্যাং কথাং সুধীঃ ॥ ২৩ ॥ ব্যাসাসনং সমারূঢ়ো যদা পৌরাণিকো ভবেৎ। আ সমাপ্তেঃ প্রসঙ্গস্য নমস্কুর্য্যান্ন কস্যচিৎ ॥ ২৪ ॥ ন দুর্জ্জনসমাকীর্ণে ন শূদ্রশ্বাপদাবৃতে। দেশে ন দ্যূতসদনে বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ ॥ ২৫ ॥ শ্রদ্ধাভক্তিসমাযুক্তা নান্যকার্য্যেষু লালসাঃ। বাগ্যতাঃ শুচয়ো দক্ষাঃ শ্রোতারঃ পুণ্যভাগিনঃ ॥ ২৬ ॥ অভক্ত্যা যে কথাং পুণ্যাং শৃণ্বন্তি মনুজাধমাঃ। তেষাং পুণ্যফলং নাস্তি দুঃখং স্যাজ্জন্মজন্মনি ॥ ২৭ ॥ পৌরাণিকঞ্চ মাসান্তে পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ। গন্ধমাল্যৈস্তথা বস্ত্রৈরলঙ্কারৈর্ধনেন চ ॥ ২৮ ॥ শৃণ্বন্তি চ কথাং ভক্ত্যা ন দরিদ্রা ন পাপিনঃ ॥ ২৯ ॥ কথায়াং কীর্ত্ত্যমানায়াং যে গচ্ছন্ত্যন্যতো নরাঃ। ভোগান্তরে প্রণশ্যন্তি তেষাং দারাশ্চ সম্পদঃ ॥ ৩০ ॥ উচ্চাসনসমারূঢ়ো ন নরঃ প্রণতো ভবেৎ। বিষবৃক্ষস্তথা স্বাপে বনে চাজগরো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ কথায়াং কীর্ত্ত্যমানায়াং বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। কোট্যব্দনরকান্মুক্তা ভবন্তি গ্রামশূকরাঃ ॥ ৩২ ॥ যে শ্রাবয়ন্তি মনুজাঃ কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্। কল্পকোটিশতং সাগ্রং তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণঃ পদে ॥ ৩৩ ॥ আসনার্থে প্রয়চ্ছন্তি পুরাণজ্ঞস্য যে নরাঃ। কম্বলাজিনবাসাংসি মঞ্চং ফলকমেব বা ॥ ৩৪ ॥ পরিধানীয়বস্ত্রাণি প্রযচ্ছন্তি চ যে নরাঃ। ভূষণাদি প্রযচ্ছন্তি বসেয়ুর্ব্রহ্মসদ্মনি ॥ ৩৫ ॥ বাচকে পরিতুষ্টে তু

হউক, বিষ্ণুতৎপর নর কার্ত্তিকমাসে তথায় একটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ ও কদলীস্তম্ভ দ্বারা ঐ মণ্ডপ বিমণ্ডিত করিবে; অনন্তর চূতপল্লবসংবীত ও ইক্ষুদণ্ড দ্বারা ভূষিত এবং চিত্রবস্ত্র দ্বারা সমলঙ্কৃত করিয়া সেই মণ্ডপে মুকুলযুক্ত চূতপল্লব ও ফলাদি দ্বারা দেব হরির পূজা করিবে। অনন্তর মানব শুচি হইয়া নিয়মপূর্ব্বক কার্ত্তিকমাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। সম্পূর্ণই হউক, অথবা এক অধ্যায় বা এক শ্লোকই হউক, কিংবা মুহূর্ত্তমাত্রই হউক, প্রতিদিনই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যের পুণ্যকথা শ্রবণ করিবে। যদি কোন মানব প্রতিদিন কার্ত্তিকমাহাত্ম্য শ্রবণে অশক্ত হইয়া পুণ্যমাসে কিংবা পুণ্যতিথিতেও শ্রবণ করে, তথাপি সেই পুণ্যপ্রভাবে তথাবিধ মানব পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে। এই পুণ্য কার্ত্তিকমাহাত্ম্যকথা পুরাণজ্ঞ শুদ্ধ, দক্ষ, শান্ত, বিগতমৎসর, কারুণিক, বাগ্মী, সাধু সুধী ব্যক্তিই কীর্ত্তন করিবেন। পুরাণবেত্তা ব্যাসাসনে সমারূঢ় হইয়া যতকাল কোন একটী প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া তাহার শেষ না করেন, ততকাল কাহাকেও নমস্কার করিবেন না। বুদ্ধিমান্ পুরাণজ্ঞ—দুর্জ্জনসমাকীর্ণ, শূদ্র কিংবা শ্বাপদাবৃত দেশে বা দ্যূতসদনে পুণ্যপুরাণকথা কীর্ত্তন করিবেন না; যে স্থানে বাক্‌যত, শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত, অন্যকার্য্যে লালসাহীন, শুচি, দক্ষ ও পুণ্যভাগী শ্রোতৃগণ বিদ্যমান থাকিবেন, সেই স্থানেই পৌরাণিক পুরাণবাণী বর্ণন করিবেন। ১০—২৬। যে সকল ভক্তিহীন মানবাধম পুণ্য পুরাণ কথা শ্রবণ করে, তাহাদের পুণ্যফল ত কিছুই হয় না, পরন্তু তাহাদের জন্মে জন্মে ক্লেশলাভই হইয়া থাকে। পুরাণপাঠের মাসান্তদিনে ভক্তিতৎপর হইয়া গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ধনদ্বারা পৌরাণিকের পূজা করিবে। যাঁহারা এইরূপে ভক্তিসহকারে পুরাণ শ্রবণ করেন, তাঁহারা কদাচ দরিদ্র বা পাপী হন না। পুরাণবর্ণন সময়ে যে সকল লোক ভোগান্তর কামনায় অন্যত্র গমন করে; তাহাদের দারা ও সম্পদ্ বিনষ্ট হয়। উচ্চাসনসমারূঢ় পুরাণবক্তা যদি প্রণত হন বা আসনে শয়ন করেন, তবে তিনি জন্মান্তরে যথাক্রমে বনে বিষবৃক্ষ ও অজগর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। পুরাণবর্ণনকালে যে লোক বিঘ্ন করে, সে কোটি বৎসর নরকভোগ করিয়া অবশেষে গ্রাম্য শূকর হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে মানব পুণ্য পুরাণ কথা শ্রবণ করেন, তিনি শতকোটিকল্পকাল ব্রহ্মপদে অবস্থান করিয়া থাকেন। যাঁহারা পুরাণজ্ঞের আসনার্থ কম্বল, অজিন, বস্ত্র, মঞ্চ বা ফলক দান করেন এবং যাহারা পুরাণজ্ঞকে পরিধানযোগ্য বস্ত্র ও ভূষণ দান করেন, তাঁহারা ব্রহ্মসদনে বাস

তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ। অতঃ সন্তোষয়েদ্ভক্ত্যা ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতঃ পুমান্। তস্য পুণ্যফলং পূর্ণং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ যৎফলং সর্ব্বযজ্ঞেষু সর্ব্বদানেষু যৎফলম্। সকৃৎ পুরাণশ্রবণাৎ তৎফলং বিন্দতে নরঃ ॥ ৩৭ ॥ কলৌ যুগে বিশেষেণ পুরাণশ্রবণাদৃতে। নাস্তি ধর্ম্মঃ পরঃ পুংসাং নাস্তি মুক্তিপথঃ পরঃ। পুরাণশ্রবণাদ্বিষ্ণোর্নাস্তি সঙ্কীর্ত্তনাৎ পরম্ ॥ ৩৮ ॥ য এতদূর্জমাহাত্ম্যং শৃণুযাচ্ছ্রাবয়েদপি। স তীর্থরাজবদরীগমনস্য ফলং লভেৎ ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বরোগাপহং সর্ব্বপাপনাশকরং শুভম্ ॥ ৪০ ॥ শ্রুত্বা চৈকপদে যো বৈ অগম্যাগমনে রতঃ। কন্যাস্বস্রোর্বিক্রয়িণমুভয়স্তু বিমোচয়েৎ ॥ ৪১ ॥ মাহাত্ম্যমেতদাকর্ণ্য পূজয়েদ্যস্তু পাঠকম্। গোভূহিরণ্যবস্ত্রৈশ্চ বিষ্ণুতুল্যো যতো হি সঃ ॥ ৪২ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বেদবিদ্যাদিকঞ্চ যৎ। পুস্তকং বাচকায়ৈব দাতব্যং ধর্ম্মমিচ্ছতা। পুরাণবিদ্যাদাতারো হ্যনন্তফলভোগিনঃ ॥ ৪৩ ॥ ইদং যঃ পঠতে ভক্ত্যা শ্রুত্বা চৈবাবধারয়েৎ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৪ ॥ ন কস্মাপীদমাখ্যেয়ং শ্রদ্ধাহীনায় দুর্ম্মতেঃ ॥ ৪৫ ॥ অপূজয়িত্বা গুরুমপ্রবুদ্ধ্যা ধর্ম্মপ্রবক্তারমনষ্টবুদ্ধিঃ। ভুক্ত্বা তু ভোগান্নরকেষু চৈব ততো হি জন্মান্তরদুঃখভোগী ॥ ৪৬ ॥ তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা গুরুং তত্ত্বাববোধকম্। মাহাত্ম্যস্য চ লেশোঽয়ং তব চোক্তো ময়ানঘ ॥ ৪৭ ॥ ন শক্যতে হি সম্পূর্ণং বক্তুং বর্ষশতৈরপি। পুরা কৈলাসশিখরে পার্ব্বত্যৈ প্রোক্তবাঞ্ছিবঃ ॥ ৪৮ ॥ কার্ত্তিকস্য তু মাহাত্ম্যং যাবদ্বর্ষশতং বদন্। তথাপি নাস্তমগমদশক্তো বিররাম হ ॥ ৪৯ ॥ পুত্রার্থী চ ধনার্থী চ রাজ্যার্থী স্বফলং লভেৎ। কিমত্র বহুনোক্তেন মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫০ ॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা চৈব নারদঃ প্রেমনির্ভরঃ। ভূয়ো ভূয়ো নমস্কৃত্য যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ ॥ ৫১ ॥ কথিতং শঙ্করেণাপি পুত্রায় হিতকাম্যয়া। পিতুস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য ষণ্মুখো হর্ষনির্ভরঃ ॥ ৫২ ॥ কৃষ্ণেন সত্যভামায়ৈ

করিয়া থাকেন। বক্তা তুষ্ট হইলেই দেবগণ তুষ্ট হন। অতএব পুরুষ ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত হইয়া পুরাণবাচকের সন্তোষ সাধন করিবেন. এইরূপ করিলেই তাঁহার সম্পূর্ণ ফললাভ হয়, সংশয় নাই। নিখিল যজ্ঞ ও দানে যে পুণ্যফল উপদিষ্ট হইয়াছে, মানব একবার মাত্র পুরাণ শ্রবণ করিলে তৎসমস্ত ফললাভ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিকালে পুরাণশ্রবণ ব্যতীত মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বা উত্তম মুক্তিপথ আর নাই। পুরাণ শ্রবণ ও বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, অতএব যিনি এই কার্ত্তিকমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন বা শ্রবণ করান, তিনি তীর্থরাজ বদরীগমনের ফললাভ করিয়া থাকেন। এই শুভ পুণ্য কার্ত্তিকমাহাত্ম্য সর্ব্বরোগাপহ ও সর্ব্বপাপনাশকর। অগম্যাগমনরত কিংবা কন্যা ও ভগিনীবিক্রয়ী মানবও একমাত্র এই মাহাত্ম্যকথা শ্রবণে পাপবিমুক্ত হয়। যে মানব এই পুণ্য মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করিয়া গো, ভূ ও হিরণ্যদ্বারা পাঠকের পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুতুল্য, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মেচ্ছু মানব ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ ও বেদবিদ্যাদির পুস্তক সকল পুরাণবাচককে অর্পণ করিবেন; কেননা পুরাণবিদ্যাদির দাতা অনন্ত ফলভোগী হইয়া থাকেন। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ বা শ্রবণ করিয়া অবধারণ করেন, তিনি নিখিলপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। কোন শ্রাদ্ধহীন দুর্ম্মতি মানবসমীপে এই মাহাত্ম্য কদাচ কীর্ত্তন করিবে না। ২৭—৪৫। শ্রেষ্ঠজ্ঞানে যে মানব গুরুকে এবং সাধারণ মানববুদ্ধিতে ধর্ম্মবক্তাকে পূজা না করে, সেই ব্যক্তি নরকনিচয়ে গমন ও বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া জন্মান্তরেও ক্লেশভাগী হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের প্রবোধক গুরুকে ভক্তিভরে সম্যক্ পূজা করা কর্ত্তব্য। হে অনঘ। এই আমি তোমার নিকট লেশ মাত্র, কার্ত্তিকমহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য শত বর্ষেও আমি কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহি। পূর্ব্বকালে পার্ব্বতীসমীপে শিব ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শিব শতবৎসর পর্য্যন্ত এই কার্ত্তিক মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অশক্ত হইয়াই বিরত হইয়াছিলেন। এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পুত্রার্থী ধনার্থী কিংবা রাজ্যার্থী স্ব স্ব অভীষ্ট লাভ করে। অধিক বলিব কি, মোক্ষার্থী হইয়া এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সূত বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার মুখে এই সকল শ্রবণ করিয়া প্রেমে পূরিত হইলেন এবং বার বার তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। নিখিল লোকের হিতকামনায় শঙ্কর তৎপুত্র কার্ত্তিকেয়ের নিকট এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে, কার্ত্তিকেয় হর্ষে পরিপূর্ণ হইলেন। কৃষ্ণ সত্যভামা

কার্ত্তিকস্য চ বৈভবঃ। কথিতস্তেন সন্তুষ্টা সত্যা ব্রতমথাকরোৎ॥ ৫৩॥ ঋষয়ো বালখিল্যেভ্যঃ শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমুত্তমম্। ঊর্জ্জব্রতপরা জাতাস্তস্মাদূর্জ্জোহতিবল্লভঃ॥ ৫৪॥ অধীত্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি পয়ঃসারমিবোদ্ধৃতম্। নানেন সদৃশং শাস্ত্রং বিষ্ণুপ্রীতিকরং শুভম্॥ ৫৫॥ ব্যাস উবাচ। ইত্যুক্ত্বা তানৃষীন্ সর্ব্বান্ সূতো বৈ ধর্ম্মবিত্তমঃ। বিররাম ততস্তে তু পূজাং চক্রুস্তদাস্য চ॥ ৫৬॥ তে পুনঃ স্বাশ্রমং গত্বা হৃষ্টাস্তে পরমর্ষয়ঃ। যথা সূতেনোপদিষ্টং তথা চক্রুর্ব্রতং শুভম্॥ ৫৭॥ অনেন বিধিনা যে বৈ কুর্ব্বন্তি কার্ত্তিকব্রতম্। তে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তা গচ্ছন্তি বিষ্ণুমন্দিরম্॥ ৫৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে কার্ত্তিকমাসমাহাত্ম্যে পুষ্করিণীসংজ্ঞিকান্তিমতিথিত্রয়মাহাত্ম্যকথনপূর্ব্বকপুরাণশ্রবণমহিমবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৬॥

সমীপে এই কার্ত্তিকমাহাত্ম্য বর্ণন করেন। সত্যভামা তখন কৃষ্ণের কথায় পরিতুষ্টা হইয়া কার্ত্তিকব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। ঋষিগণও বালখিল্যদিগের নিকট এই উত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া কার্ত্তিকব্রতে তৎপর হন, এবং তদবধিই কার্ত্তিক ব্রত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ব্যাস নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দুগ্ধের সারাংশের ন্যায় এই বিষ্ণুমাহাত্ম্য উদ্ধার করিয়াছেন, অতএব বিষ্ণুর প্রীতিকর এরূপ শুভ শাস্ত্র আর নাই। ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর ধর্ম্মবিত্তম সূত এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে সেই শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক সূতের পূজা করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থিত হইলেন এবং সূত যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন ঠিক তদ্রূপেই কার্ত্তিকব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন। যে মানব পূর্ব্বোক্ত বিধি অবলম্বনে কার্ত্তিকব্রত করেন, তিনি নিখিল কলুষবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। ৪৬—৫৮।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সমাপ্তমিদং কার্ত্তিকমাসমাহাত্ম্যম্। ২—৪।

বিষ্ণুখণ্ডম্।

মার্গশীর্ষমাস-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। দেবকীনন্দনং কৃষ্ণং জগদানন্দকারকম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং বন্দে মাধবং ভক্তবৎসলম॥ ১॥ শ্বেতদ্বীপে সুখাসীনং দেবদেবং রমাপতিম্। চতুর্বক্ত্রো নমস্কৃত্য পপ্রচ্ছ পিতরং তদা॥ ২॥ ব্রহ্মোবাচ। হৃষীকেশ জগদ্ধাতঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন। পৃষ্টং যদ্ব্রূহি দেবেশ সর্ব্বজ্ঞ সকলেশ্বর॥ ৩॥ মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমিত্যুক্তং ভবতা পুরা। তস্য মাসস্য মাহাত্ম্যং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৪॥ কো দেবস্তস্য কিং দানং কথং স্নানং বিধিশ্চ কঃ। পুরুষৈস্তত্র কিং কার্য্যং ভোক্তব্যং কিং রমাপতে॥ ৫॥ বক্তব্যং কিং তথা পূজাধ্যানমন্ত্রাদিকঞ্চ যৎ। তত্র যৎক্রিয়তে কর্ম্ম তৎসর্ব্বং ব্রূহি মেঽচ্যুত॥ ৬॥ শ্রীভগবানুবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ সর্ব্বলোকোপকারিণা। যস্মিন্ কৃতে কৃতং সর্ব্বমিষ্টাপূর্ত্তাদিকং ভবেৎ॥ ৭॥ সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি মার্গশীর্ষে কৃতে সুত॥ ৮॥ তুলাপুরুষদানাদ্যৈর্যৎফলং লভতে নরঃ। তৎফলং প্রাপ্যতে পুত্র মাহাত্ম্যশ্রবণাৎ কিল॥ ৯॥ যজ্ঞাধ্যয়নদানাদ্যৈঃ সর্ব্বতীর্থাবগাহনৈঃ। সন্ন্যাসেন চ যোগেন নাহং বশ্যোঽভবং নৃণাম্॥ ১০॥ স্নানেন দানেন চ পূজনেন ধ্যানেন মৌনেন জপাদিভিশ্চ। বশ্যো যথা মার্গশিরে চ মাসি তথা ন চান্যেষু চ গুহ্যমুক্তম্॥ ১১॥ অন্যৈর্দ্ধর্ম্মাদিভিঃ কৃত্বা গোপিতং মার্গশীর্ষকম্। মৎপ্রাপ্তেঃ কারণং মত্বা দেবৈঃ স্বর্গনিবাসিভিঃ॥১২॥ যে কেচিৎ পুণ্যকর্ম্মাণো মম ভক্তিপরা-

---

প্রথম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—জগদানন্দকারক ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ ভক্তবৎসল দেবকীনন্দন কৃষ্ণ মাধবকে বন্দনা করি। একদা দেবদেব রমাপতি শ্বেতদ্বীপে সুখে সমাসীন রহিয়াছেন। চতুরানন ব্রহ্মা তথায় সেই জগৎপিতা হরিকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে হৃষীকেশ! আপনি জগতের ধাতা, আপনার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। আপনি সকল লোকের ঈশ্বর। হে সর্ব্বজ্ঞ! আমার হৃদয়ে একটী প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"আমি মাস সকলের মধ্যে মার্গশীর্ষ।" আমার এক্ষণে সেই মার্গশীর্ষ মাসের মাহাত্ম্য যথাযথ বিদিত হইতে অভিলাষ হইতেছে। হে রমাবল্লভ! মার্গশীর্ষ মাসের দেবতা কে, দান কি এবং স্নানবিধিই বা কিরূপ? পুরুষগণ মার্গশীর্ষ মাসে কোন্ কর্ম্ম ও কি ভক্ষণ করিবে? ঐ মাসে কি কর্ত্তব্য, পূজা কিরূপ, সেই পূজায় ধ্যান মন্ত্রাদিই বা কি? এবং তখন যে যে কার্য্য করিতে হয়, হে অচ্যুত! তৎসমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন।১—৬। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি নিখিললোকের উপকারকামনায় সাধু প্রশ্নই করিয়াছ, যে মার্গশীর্ষ মাসে ব্রত করিলে সকল ইষ্টাপূর্ত্তাদি এবং নিখিল যজ্ঞ ও সকল তীর্থসেবার ফল লাভ হয়, হে সুত! তুমি সেই মার্গশীর্ষের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তমই করিয়াছ। তুলাপুরুষাদি দানে মানবের যে ফললাভ হয়, এই মার্গশীর্ষমাহাত্ম্য শ্রবণেও তাহার তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে ব্রহ্মন্! যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, নিখিলতীর্থসেবা ও সন্ন্যাসযোগ দ্বারাও আমি মানবগণের বশ্য হই না, কিন্তু মার্গশীর্ষমাসে স্নান, দান, পূজা, ধ্যান, মৌনাবলম্বন ও জপাদি দ্বারা আমি যেরূপ মানবগণের বশ্য হই, অন্য কোন কর্ম্মেই তাদৃশ বশ্য হই না; এই অতি গুহ্য কথাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। স্বর্গবাসী সুরগণ মার্গশীর্ষব্রতই আমার প্রাপ্তির কারণ জানিয়া অন্যান্য ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াও এই মার্গশীর্ষব্রত গোপন করিয়াছেন। যে সকল

রণাঃ। তেষামবশ্যং কর্ত্তব্যো মার্গশীর্ষো মদাপনঃ॥ ১৩॥ মার্গশীর্ষং ন কুর্ব্বন্তি যে নরা ভারতাজিরে। পাপরূপাস্ত তে জ্ঞেয়াঃ কলিকালবিমোহিতাঃ॥ ১৪॥ অষ্টস্বপি চ মাসেষু যৎফলং লভতে নরঃ। তৎফলং প্রাপ্যতে বৎস মাঘে মকরগে রবৌ॥ ১৫॥ মাঘাচ্ছতগুণং পুণ্যং বৈশাখে মাসি লভ্যতে। তস্মাৎ সহস্রগুণিতং তুলাসংস্থে দিবাকরে॥ ১৬॥ তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং বৃশ্চিকস্থে দিবাকরে। মার্গশীর্ষোঽধিকস্তস্মাৎ সর্ব্বদা চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭॥ উষস্যুত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ স্নানং বিধিবদাচরেৎ। তুষ্টোঽহং তস্য যচ্ছামি স্বাত্মানমপি পুত্রক॥১৮॥ অত্রাপ্যুদাহরন্তীদং শৃণু পুত্র কথানকম্। নন্দগোপো মাহাত্মা বৈ খ্যাতো যো ভূতলেঽভবৎ॥ ১৯॥ তস্য বৈ গোকুলে রম্যে গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ। তাসাং চিত্তঞ্চ মদ্রূপে সম্প্রমাসীৎ পুরানঘ॥ ২০॥ তাসাং বুদ্ধির্ম্ময়া দত্তা মার্গশীর্ষাবগাহনে। ততস্তাভিঃ কৃতং স্নানং প্রাতঃকালে যথাবিধি॥ ২১॥ পূজা কৃতা হবিষ্যান্নং ভুক্তং তাভিঃ কৃতা নতিঃ। এবং কৃতেন বিধিনা প্রসন্নোঽহং ততোঽনঘ॥ ২২॥ বরো দত্তো ময়াত্মা হি তাসাং তুষ্টেন বৈ কিল। তস্মান্নরৈস্তু কর্ত্তব্যো মার্গশীর্ষো যথাবিধি॥ ২৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে ব্রহ্মবিষ্ণু-সংবাদে মার্গশীর্ষমহাত্ম্যে গোপীকৃত-মার্গশীর্ষস্নানফলকথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥১॥

লোক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও পুণ্যকর্ম্মা, তাহাদের মার্গশীর্ষব্রত অবশ্যকর্ত্তব্য; কেননা এই ব্রতেই তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতভূমে যে সকল মানব মার্গশীর্ষব্রত না করে, তাহাদিগকে কলিকালবিমোহিত পাপরূপ বলিয়া অবধারণ কর। হে বৎস! মানব আটমাস ব্রত করিলে যে ফল লাভ করে, দিবাকরের মকররাশি-গমনকালীন এক মাঘমাসেই তাহার তুল্য ফল পাইয়া থাকে। মাঘমাসের যে ফল, একমাত্র বৈশাখ মাসে তাহার শতগুণ ফল লাভ হয়; তাহা হইতে আবার দিবাকরের তুলারাশিগমনকালীন কার্ত্তিক-মাসের ফল সহস্রগুণিত; যখন দিবাকর বৃশ্চিক রাশিতে গমন করেন, তখন মার্গশীর্ষ মাস; এই মার্গশীর্ষের ফল কার্ত্তিকমাস হইতে কোটিগুণ অধিক। অতএব মার্গশীর্ষই সকলের শ্রেষ্ঠ ও আমার সতত প্রিয়। হে পুত্রক! যে মানব উষকালে শয্যাত্যাগ করিয়া যথাবিধি স্নান করে, আমি তাহার প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকি। হে পুত্র! এবিষয়ে একটী পুরাতন কথা উদাহরণ-রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভূতলে যে মহাত্মা নন্দগোপ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার রম্য আবাস গোকুলে সহস্র সহস্র গোপকন্যা ছিল। হে অনঘ! পুরাকালে সেই সকল গোপ-কুমারীদিগের মন আমার রূপে আসক্ত হইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে মার্গশীর্ষের অবগাহনে উপদেশ দান করিয়াছিলাম। অনন্তর তাহারা প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নান, পূজা ও হবিষ্যান্ন ভোজনপূর্ব্বক আমাকে প্রণতি করিয়াছিল। অনঘ! তাহারা বিধি-পূর্ব্বক এইরূপ করিলে তারপর আমি তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগের তুষ্টির জন্য আমার আত্মাই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলাম। অত-এব মানবের যথাবিধি এই মার্গশীর্ষব্রত অবশ্য-কর্ত্তব্য। ৭—২৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। ত্বয়োক্তো বিধিসংযুক্তো মার্গশীর্ষো মদাপনঃ। কো বিধিস্তস্য দেবেশ সর্ব্বং মে ব্রূহি কেশব॥ ১॥ শ্রীভগবানুবাচ। রাত্র্যবস্থে সমুত্থায় উপস্পৃশ্য যথাবিধি। নমস্কৃত্য গুরুং স্বীয়ং সংস্মরে-ন্মামতন্দ্রিতঃ॥২॥ সহস্রনামভির্ভক্ত্যা কীর্ত্তয়েদ্বাগ্যতঃ শুচিঃ। বহির্গ্রামাৎ সমুৎসৃজ্য মলমূত্রং যথাবিধি॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবেশ! আপনি যে মার্গশীর্ষ আপনার প্রাপ্তির কারণ বলিয়াছেন; ইহা বিধিসংযুক্ত বাক্য। হে কেশব! এক্ষণে মার্গশীর্ষ-ব্রতের বিধি কিরূপ, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—নিশার অবসানে শয্যা ত্যাগ করিয়া যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক অনন্যস-ভাবে নিজগুরুকে প্রণাম করত আমাকে স্মরণ এবং শুচি ও বাগ্যত হইয়া আমার সহস্র নাম কীর্ত্তন করিবে। অনন্তর গ্রামের বাহিরে যথাবিধি

৩॥ শৌচং কৃত্বা যথাম্নায়মাচম্য প্রযতঃ শুচিঃ। দন্তধাবনপূর্ব্বঞ্চ স্নানং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ৪ ॥ আদায় তুলসীমূলমৃদং তৎপত্রসংযুতাম্। মূলমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য গায়ত্র্যা বা মহামতে ॥ ৫ ॥ মন্ত্রেণৈবাহ্নলিপ্তাঙ্গঃ স্নায়াদ্‌পুনরঘমর্ষণম্। অমুদ্ধৃতৈরুদ্ধৃতৈর্ব্বা জলৈঃ স্নানং বিধীয়তে ॥ ৬ ॥ তীর্থং প্রকল্পয়েদ্বিদ্বান্মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ ॥ ৭ ॥ দর্ভপাণিস্তু বিধিনা আচান্তঃ পুরতঃ শুচিঃ। চতুর্হস্তসমাযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ। প্রকল্প্যাবাহয়েদ্গঙ্গামেভির্ম্মন্ত্রৈর্বিচক্ষণঃ ॥ ৮ ॥ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা। ত্রাহি নস্ত্বমঘাদস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥ ৯ ॥ তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ। দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি ॥ ১০ ॥ নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ। দক্ষপুত্রী চ বিহগা বিশ্বগা যোগিনাং মতা ॥ ১১ ॥ বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী। ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥ ১২ ॥ এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে সদা পঠেৎ। সদা সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ১৩ ॥ সপ্তবারাভিজপ্তেন করসম্পুটযোজিতম্। মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলির্ভূয়স্ত্রিচতুঃ পঞ্চ সপ্ত বা। স্নানং কুর্য্যান্মৃদা তদ্বদামন্ত্র্যাস্তুবিধানতঃ ॥ ১৪ ॥ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥ উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা। নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারণি সুব্রতে ॥ ১৬ ॥ এবং স্নাত্বা ততঃ পশ্চাদাচম্য চ বিধানতঃ। উত্থায় বাসসী শুক্লে কূলে বৈ পরিধায় চ ॥ ১৭ ॥ আচম্য তর্পয়েদ্দেবান্ পিতৄংশ্চৈব ঋষীংস্তথা। নিষ্পীড্য বস্ত্রমাচম্য ধৌতবস্ত্রেন বেষ্টিতঃ ॥ ১৮ ॥ বিমলাং মৃত্তিকাং রম্যামাদায় দ্বিজসত্তম। মন্ত্রেণৈবাভিমন্ত্র্যাথ ললাটাদিষু বৈষ্ণবঃ। ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি যথাসংখ্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মন্ দ্বাদশপুণ্ড্রাণি ব্রাহ্মণঃ সততং বহেৎ। চত্বারি

মলমূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শৌচান্তে শুচি ও প্রযত হইয়া আচমন করিবে এবং দন্তধাবনপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিবে। হে মহামতে! তদনন্তর তুলসীমূল হইতে মৃত্তিকা আনয়নপূর্ব্বক তাহাতে তুলসীদল সংযুক্ত করিবে। তৎপর মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী দ্বারা সেই মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনরায় মূলমন্ত্রে তাহা সর্ব্বাঙ্গে অনুলিপ্ত করিয়া অঘমর্ষণ-স্নান করিবে। মন্ত্রবিৎ বিদ্বান্ মানব উদ্ধৃত বা অনুদ্ধৃত যে কোন জলে স্নান করুন না কেন, "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে স্নানীয় জলে তীর্থজল কল্পনা করিবেন। অনন্তর বিচক্ষণ মানব শুচি ও দর্ভপাণি হইয়া আচমন করিবেন এবং সম্মুখভাগে জলমধ্যে চতুর্হস্তমিত একটী চতুরস্র মণ্ডল নির্ম্মাণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই জলে গঙ্গার আবাহন করিবেন। মন্ত্র যথা—"বিষ্ণু তোমার দেবতা, বিষ্ণুপাদ তোমার উৎপত্তিস্থান, তুমি বৈষ্ণবী; আমি জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে পাপ করিয়াছি, সেই পাপ হইতে আমাকে ত্রাণ কর। বায়ু বলেন,—"আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূমিতলে যে সার্দ্ধ-ত্রিকোটী তীর্থ আছে, তৎসমস্ত তোমাতেই সন্নিহিত। নন্দিনী, নলিনী, দক্ষপুত্রী, বিহগা, বিশ্বগা, যোগিসম্মতা, বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্না, লোকপ্রসাদিনী, ক্ষেমা, জাহ্নবী, শান্তা, শান্তিপ্রদায়িনী, গঙ্গা এবং ত্রিপথগামিনী,—দেবলোকে তোমার এই সকল নাম কথিত হইয়া থাকে। স্নানকালে তোমার এই সকল পুণ্যনাম পঠিত হইলে তুমি সতত তথায় সন্নিহিত হইয়া থাক।" শতবার এইরূপ জপ করিয়া করপুট সংযোজিত করত মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক তিন, চারি, পাঁচ বা সাতবার মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে আমন্ত্রণ করিবে। বিধি যথা—"হে মৃত্তিকে! তুমি অশ্ব, রথ ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়াছ; হে বসুন্ধরে! আমি যে দুষ্কৃত করিয়াছি, তুমি সে সকল হরণ কর; কৃষ্ণ বরাহরূপে শতবাহুদ্বারা তোমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তুমি প্রাণিচয়ের প্রভবের অরণিরূপা; হে সুব্রতে! তোমাকে নমস্কার।" অনন্তর স্নান করিয়া যথাবিধি আচমন করিবে এবং জল হইতে তীরে উত্থিত হইয়া সোত্তরীয় শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবে। তার পর পুনরায় আচমন করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে এবং তদনন্তর বস্ত্র নিষ্পীড়ন ও পুনরায় আচমন করিয়া ধৌত বস্ত্রে শরীর বেষ্টন করিবে। হে দ্বিজসত্তম! অনন্তর রম্য বিমল মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ললাটাদি স্থানসমূহে তিলক ধারণ করিবে। অতন্দ্রিত হইয়া যথাসংখ্য ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারণ করিবে। ১—১৯॥ হে ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণ সতত দ্বাদশপুণ্ড্র ধারণ করিবেন।

ভুভুজাং পুত্রঃ পুণ্ড্রাণি দ্বে বিশাং স্মৃতে। একং পুণ্ড্রঞ্চ নারীণাং শূদ্রাণাঞ্চ বিধীয়তে ॥ ২০ ॥ ললাটে উদরে চৈব বক্ষো বৈ কণ্ঠকূবরে। কুক্ষ্যোর্বাহ্বোঃ কর্ণয়োশ্চ পৃষ্ঠে ত্রিকে চ বৈ শিরঃ। তিলকা দ্বাদশ প্রোক্তা ব্রাহ্মণস্য সদানঘ ॥ ২১ ॥ ললাটে হৃদি বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রঃ পুণ্ড্রাণি ধারয়েৎ। ললাটে হৃদয়ে বৈশ্যো ভালে বৈ শূদ্রযোষিতাম্ ॥ ২২ ॥ ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবং চ গোবিন্দং কণ্ঠকূবরে ॥ ২৩ ॥ বিষ্ণুং চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্। ত্রিবিক্রমং কর্ণমূলে বামনং বামপার্শ্বকে ॥ ২৪ ॥ শ্রীধরং বামবাহৌ চ হৃষীকেশং চ কর্ণকে। পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঃ স্যাত্ত্রিকে দামোদরং ন্যসেৎ ॥ ২৫ ॥ তৎপ্রক্ষালনতোয়েন বাসুদেবং তু মূর্দ্ধনি। এবং কার্য্যং ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্যোপধারয়েৎ ॥ ২৬ ॥ ললাটে কেশবং ধ্যায়েদ্ধৃদয়ে মাধবং তথা। বাহ্বোশ্চ উভয়োর্বৎস স্মরেদ্বৈ মধুসূদনম্ ॥ ২৭ ॥ ক্ষত্রিয়স্য বিধিঃ প্রোক্তো বৈশ্যকৃত্যং নিশাময়। ললাটে কেশবং ধ্যায়েদ্ধৃদয়ে মাধবং তথা ॥ ২৮ ॥ যোষিচ্ছূদ্রৌ স্মরেত্যাং চ কেশবং ভালদেশকে। অনেন বিধিনা কুর্য্যাৎ পুণ্ড্রাণি মম তুষ্টয়ে ॥ ২৯ ॥ শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং তথা। শ্রীকরং পীতমিত্যাহুঃ শ্বেতং মোক্ষকরং শুভম্ ॥ ৩০ ॥ একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বলোকহিতে রতাঃ। সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতিম্ ॥ ৩১ ॥ মধ্যে ছিদ্রেণ সংযুক্তমেতদ্ধি হরিমন্দিরম্। ঊর্দ্ধং সৌম্যমৃজুং সূক্ষ্মং সুপার্শ্বং সুমনোহরম্ ॥ ৩২ ॥ নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ। স হি তত্র স্থিতং লক্ষ্ম্যা সহ মাং চ ব্যপোহতি ॥ ৩৩ ॥ অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ। তৈর্ল্ললাটে শুনঃ পাদং নিক্ষিপ্তং বৈ ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং মহাচ্ছিদ্রং শুভান্বিতম্। ধারয়েদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যং হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিপুণ্ড্রধারণবিধিকথনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ক্ষত্রিয়গণের পুণ্ড্র চারিটী, বৈশ্যের দুইটী এবং শূদ্র ও নারীগণের একটী মাত্র পুণ্ড্র ধারণ বিহিত জানিবে। হে অনঘ! ললাট, উদর, বক্ষ, কণ্ঠকূবর, উভয় কুক্ষি, বাহুযুগল, কর্ণদ্বয়, পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠবংশ ও মস্তক—ব্রাহ্মণ সতত এই দ্বাদশ স্থানে তিলক ধারণ করিবেন। ক্ষত্রিয়—ললাট, হৃদয় ও উভয় বাহুতে; বৈশ্য ললাটে, ও হৃদয়ে এবং শূদ্র ও নারীগণ কেবল মাত্র ভালেই তিলক ধারণ করিবে। অনন্তর তিলকের মন্ত্র, কথিত হইতেছে,—ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠকূবরে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণকর্ণমূলে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম কর্ণে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং পৃষ্ঠবংশে দামোদরকে চিন্তা করিতে করিতে তিলক বিন্যাস করিবে। অনন্তর, বাসুদেবকে চিন্তা করিয়া হস্তপ্রক্ষালিতজল মস্তক ধারণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের তিলকধারণ এইরূপে করিতে হইবে, এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের তিলকধারণবিধি কথিত হইতেছে। হে বৎস! ক্ষত্রিয়—ললাটে কেশব, হৃদয়ে মাধব, উভয়বাহুতে মধুসূদন; এই ক্ষত্রিয়ের তিলকধারণবিধি বলিলাম, অতঃপর বৈশ্যাদিকৃত্য শ্রবণ কর। বৈশ্য—ললাটে কেশব ও হৃদয়ে মাধব এবং স্ত্রী ও শূদ্র কেবল ভাল দেশে কেশবকে স্মরণ করিয়া তিলক ধারণ করিবে। হে ব্রহ্মন্! আমার তুষ্টির জন্য এইরূপে পুণ্ড্র ধারণ করিবে। এই তিলক ধারণে আবার বিবিধ ভেদ কথিত হয়,—শ্যামবর্ণ তিলক শান্তিকর, রক্ত বৈশ্যকর, পীত শ্রীকর এবং শুভ শ্বেততিলক মোক্ষকর। যাঁহারা একমাত্র বিষ্ণুনিষ্ঠ, মহাভাগ, নিখিল লোকের হিতে রত তাঁহারা অন্তরালযুক্ত হরিপদাকৃতি পুণ্ড্র ধারণ করিবেন। এই তিলকের নাম হরিমন্দির, ইহার মধ্য ছিদ্রযুক্ত, ঊর্দ্ধভাগ সৌম্য, সূক্ষ্ম ও ঋজু হইবে এবং পার্শ্বদেশ শোভন ও সুমনোহর করিতে হইবে। যে দ্বিজাধম অন্তরালহীন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করে, সে লক্ষ্মীর সহিত আমাকে ত্যাগ করিয়া থাকে। আর যে অধম দ্বিজ ছিদ্রহীন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করে, কক্কুর তাহার ললাটে পাদনিক্ষেপ করে, সন্দেহ নাই। অতএব হরিসালোক্যসিদ্ধির জন্য দ্বিজ ছিদ্রান্বিত এমন কি মহাচ্ছিদ্রযুক্ত তিলক সতত ধারণ করিবেন। ২০—৩৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। পুণ্ড্রং কতিবিধং কার্য্যং প্রব্রূহি মম কেশব। পুণ্ড্রাণাং শ্রবণেঽতীব কৌতুকং মম জায়তে॥ ১॥ শ্রীভগবানুবাচ। শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি পুণ্ড্রং চ ত্রিবিধং স্মৃতম্। তুলসীমৃৎস্নয়া সার্দ্ধং শ্রীগোপীচন্দনেন চ॥ ২॥ হরিচন্দনতঃ কার্য্যং পুণ্ড্রং তত্র বিচক্ষণৈঃ। শ্রীকৃষ্ণতুলসীমূলমৃদমাদায় ভক্তিমান্। ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি হরিস্তত্র প্রসীদতি॥ ৩॥ গোপীচন্দনমাহাত্ম্যং নিবোধ গদতো মম॥ ৪॥ যো মৃত্তিকাং দ্বারবতীসমুদ্ভবাং করে সমাদায় ললাটপট্টকে। করোতি নিত্যং নর উর্দ্ধপুণ্ড্রং ক্রিয়াফলং কোটিগুণং তদা ভবেৎ॥৫॥ ক্রিয়াবিহীনং যদি মন্ত্রহীনং শ্রদ্ধাবিহীনং যদি কালবর্জ্জিতম্। কৃত্বা ললাটে যদি গোপিচন্দনংপ্রাপ্নোতি তৎকর্ম্মফলং সদাব্যয়ম্॥ ৬॥ গোপীচন্দনসম্ভবং সুরুচিরং পুণ্ড্রং ললাটে দ্বিজো নিত্যং ধারয়তে যদি প্রতিদিনং রাত্রৌ দিবা সর্ব্বদা। যৎপুণ্যং কুরুজাঙ্গলে রবিগ্রহে মাঘে প্রয়াগে তথা তৎপ্রাপ্নোতি ততোঽধিকং মম গৃহে সন্তিষ্ঠতে দেববৎ॥ ৭॥ যস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি গোপিচন্দনং ভক্ত্যা ললাটে মনুজো বিভর্ত্তি চেৎ। তস্মিন্ গৃহেঽহং নিবসামি সর্ব্বদা ক্রিয়ান্বিতঃ কংসনিহা চতুর্মুখ॥ ৮॥ যো ধারয়েদ্দ্বারবতীসমুদ্ভবাং মৃৎস্নাং পবিত্রাং কলিকল্মষাপহাম্। নিত্যং ললাটে মম মন্ত্রসংযুতাং যমং ন পশ্যেদপি পাপসংযুতঃ॥ ৯॥ যস্যান্তকালে সুত গোপিচন্দনং বাহ্বোর্ল্ললাটে হৃদি মস্তকে চ। প্রয়াতি লোকে কমলা পতের্ম্মম গোবালঘাতী যদি ব্রহ্মহা স্যাৎ॥ ১০॥ গ্রহা ন পীড্যন্তি ন রক্ষসাং গণা যক্ষাঃ পিশাচোরগভূতনায়কাঃ। ললাটপট্টে সুত গোপিচন্দনং সন্তিষ্ঠতে যস্য মম প্রভাবাৎ॥ ১১॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে। স চণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ॥ ১২॥ অস্নাতো যঃ ক্রিয়াঃ কুর্য্যাদশুচিঃ পাপসংযুতঃ। গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ ১৩॥ অশুচির্ব্বাপ্যনাচারো মহাপাপং সমাচরেৎ। শুচিরেব ভবেন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিতো নরঃ॥ ১৪॥ মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থং বা রক্ষার্থং চতুরানন। মৎপূজাহোমকে চৈব সায়ং প্রাতঃ সমা-

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে কেশব! পুণ্ড্র শ্রবণে আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে, অতএব কতিবিধ পুণ্ড্র ধারণ কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট বলুন। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে পুত্র! এ বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুণ্ড্র ত্রিবিধ কথিত হয়, বিচক্ষণ মানবগণ তুলসীযুক্ত মৃত্তিকা, হরিচন্দন কিংবা গোপীচন্দন দ্বারা তিলক ধারণ করিবেন। ভক্তিমান্ মানব কৃষ্ণতুলসীর মূলস্থিত মৃত্তিকা দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র করিবেন, এই তিলকে হরি প্রসন্ন হন। অনন্তর গোপীচন্দনমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে মানব দ্বারাবতীসমুদ্ভব মৃত্তিকা করে ধারণ করিয়া ললাটপট্টকে সতত উর্দ্ধপুণ্ড্র করে, তাহার কোটিগুণ ক্রিয়াফল লাভ হয়। মানব ক্রিয়াহীন, মন্ত্রহীন, শ্রদ্ধাহীন কিংবা কালবর্জ্জিত হইয়াও যদি গোপীচন্দন দ্বারা ললাটে সতত তিলক ধারণ করে, তথাপি তাহার অব্যয় কর্ম্মফল লাভ হইয়া থাকে। যে দ্বিজ প্রতিদিন দিবা ও রাত্রিতে সতত গোপীচন্দনসমুদ্ভব সুমনোহর তিলক ললাটে ধারণ করেন, তিনি কুরুজাঙ্গলে সূর্য্যগ্রহণ, ও মাঘমাসের প্রয়াগতীর্থজাত ফলের তুল্য ফল লাভ করেন পরন্তু দেবতুল্য হইয়া আমার আবাসে বিচরণ করিয়া থাকেন। হে চতুরানন! যাঁহার গৃহে গোপীচন্দন থাকে ও যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ললাটে উহা ধারণ করেন, আমি তাঁহার গৃহে সতত বাস করিয়া থাকি। যে মানব কলিকলুষনাশিনী দ্বারাবতীসমুদ্ভবা পবিত্র মৃত্তিকা সতত ললাটে ধারণ করেন, এবং ঐ মৃত্তিকা আমার মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া লন, পাপসংযুক্ত হইলেও তাঁহাকে যম কদাচ দর্শন করেন না। হে তনয়! মৃত্যুকালে যে মানবের বাহুযুগলে, ললাটে ও মস্তকে হরিচন্দন থাকে; গো, বাল ও ব্রহ্মঘাতী হইলেও সে ইহলোকেও আমাকে প্রাপ্ত হয়। হে তনয়! যাহার ললাটপট্টে গোপীচন্দন থাকে, আমার প্রভাবে গ্রহ, রক্ষ, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, ভূত ও নায়কগণও তাহাকে পীড়িত করিতে পারে না। যাহার ললাটে ঋজু ও সৌম্য উর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, সে চণ্ডাল হইলেও শুদ্ধাত্মা ও পূজ্য, সংশয় নাই। অস্নাত, অশুচি ও পাপসংযুক্ত ক্রিয়াকারী মানব গোপীচন্দনসংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ পূত হয়। মানব অশুচি বা অনাচার হউক কিংবা মহাপাপই করিয়া থাকুক, একমাত্র উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করিয়াই সে নিত্যশুদ্ধ হইয়া থাকে। হে চতুর্ম্মুখ।১—১৪। আমার ভক্ত মানব আমার প্রিয়কামনায়, বা নিজের শুভ ও রক্ষাভিলাষে আমার পূজা ও হোমসময়ে সায়ং

হিতঃ। মন্ত্রজ্ঞো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভবাপহম্॥ ১৫॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো ম্রিয়তে যদি কুত্রচিৎ। শ্বপাকোঽপি বিমানস্থো মম লোকে মহীয়তে॥ ১৬॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো যদা যস্যান্নমশ্নুতে। তদা বিংশৎকুলং তস্য নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥ ১৭॥ বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ। উর্দ্ধং পুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৮॥ অনামিকা শান্তিদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ। অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষদায়িনী॥ ১৯॥ গোপীচন্দনখণ্ডন্তু যো দদাতি চ বৈষ্ণবে। কুলমষ্টোত্তরং তেন তারিতং বৈ ভবেচ্ছতম্॥ ২০॥ যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্। ব্যর্থং ভবতি তৎ সর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রবিনাকৃতম্। যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতম্। তন্মুখং নৈব পশ্যামি শ্মশানসদৃশং হি তৎ॥ ২২॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রং প্রকুর্ব্বীত মৎস্যকূর্ম্মাদিধারণম্। কুর্য্যাদ্বিষ্ণুপ্রসাদার্থং মহাবিষ্ণোরতিপ্রিয়ম্॥ ২৩॥ যৎপুনঃ কলিকালে তু মৎপুরীসম্ভবাং মৃদম্। মৎস্যকূর্ম্মাঙ্কিতং চিহ্নং গৃহীত্বা কুরুতে নরঃ॥ ২৪॥ দেহে তস্য প্রবিষ্টং মাং জানীহি ত্রিদশোত্তম। তস্য মে নান্তরং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা॥ ২৫॥ মমাবতারচিহ্নানি দৃশ্যন্তে যস্য বিগ্রহে। মর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যো ন বিজ্ঞেয়ঃ স নূনং মামকী তনুঃ॥ ২৬॥ পাপঃ সুকৃতরূপং তু জায়তে তস্য দেহিনঃ। মমায়ুধানি দৃশ্যন্তে লিখিতানি কলৌ যুগে॥ ২৭॥ উভাভ্যামপি চিহ্নাভ্যাং যোঽঙ্কিতো মৎস্যমুদ্রয়া। কূর্ম্ময়া মামকং তেজো বিক্ষিপ্তং তস্য বিগ্রহে॥২৮॥ শঙ্খঞ্চ পদ্মঞ্চ গদাং রথাঙ্গং মৎস্যঞ্চ কূর্ম্মং রচিতং স্বদেহে। করোতি নিত্যং সুকৃতস্য বৃদ্ধিং পাপক্ষয়ং জন্মশতার্জ্জিতস্য॥ ২৯॥ নারায়ণায়ুধৈর্নিত্যং চিহ্নিতো যস্য বিগ্রহঃ। পাপকোটিপ্রযুক্তস্য তস্য কিং কুরুতে যমঃ॥ ৩০॥ শঙ্খোদ্ধারে চ যৎপ্রোক্তং বসতঃ কোটিজন্মভিঃ। তৎফলং লভতে শঙ্খে প্রত্যহং দক্ষিণে ভুজে॥ ৩১॥ যৎ ফলং পুষ্করে প্রোক্তং পুণ্ডরীকাক্ষদর্শনাৎ। শঙ্খোপরি কৃতে পদ্মে তৎফলং কোটিসম্মিতম্॥ ৩২॥

এবং প্রাতঃকালে সমাহিত হইয়া সতত উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে, এইরূপ করিলে নিখিল দুরিত বিদূরিত হইয়া থাকে। মানব উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া যেখানেই মরুক না কেন, সে চণ্ডাল হইলেও বিমানারোহণে অমরলোকে গমন করে। মানব যৎকালে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া যাহার অন্ন ভোজন করে, আমি তখনই সেই অন্নদাতার বিংশতিকুল নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। হে মহাভাগ! যে মানব আদর্শে বা জলে স্বীয় মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রযত্নসহকারে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করে সে আমার উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকে। উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণে অনামিকা শান্তিদা, মধ্যমা আয়ুষ্করী, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিদ এবং তর্জ্জনী মোক্ষদায়িনী। যিনি বৈষ্ণব মানবকে একখণ্ড গোপীচন্দন দান করেন, তাঁহার অষ্টোত্তরশত কুল উদ্ধার হয়। উর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায় কিংবা পিতৃতর্পণ করিলে তৎসমস্ত ব্যর্থ হইয়া থাকে। যে সকল লোকের শরীরে উর্দ্ধপুণ্ড্র নাই, তাহাদের মুখ শ্মশানসদৃশ, আমি কদাচ তাহাদের মুখ দর্শন করি না। বিষ্ণুর সন্তোষ সাধনের জন্য মৎস্য-কূর্ম্মাকার চিহ্ন ও উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে, এইরূপ পুণ্ড্র মহাবিষ্ণুর অতিপ্রিয়। হে ত্রিদশোত্তম! কলিকালের যে লোক আমার পুরী দ্বারাবতীসমুদ্ভূত মৃত্তিকা দ্বারা মৎস্য-কূর্ম্মাদি চিহ্ন অঙ্কিত করত উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, আমাকে তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট জানিবে; তাঁহাতে ও আমাতে কিছুই প্রভেদ নাই; অতএব কল্যাণকামী মানব এইরূপ তিলক ধারণ করিবেন। যাঁহার শরীরে মদীয় মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তিনি মর্ত্ত্য হইলেও মর্ত্ত্য নহেন; তাঁহাকে আমারই তনু বলিয়া জানিবে এবং তাঁহার দেহস্থিত দুরিত সুকৃতরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কলিকালে তিলকধারণ বিষয়ে মদীয় আয়ুধচিহ্নই অঙ্কিত করিতে দেখা যায়, কিন্তু যিনি মদীয় আয়ুধচিহ্ন ও মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারচিহ্ন উভয়ই অঙ্কিত করেন, কূর্ম্মমুদ্রার অঙ্কনে তাঁহার শরীরে আমার তেজ পরিক্ষিপ্ত হয়। যিনি স্বীয় শরীরে শঙ্খ, পদ্ম, গদা, রথাঙ্গ, মৎস্য ও কূর্ম্ম সতত অঙ্কিত করেন, তাঁহার নিত্য সুকৃতের বৃদ্ধি এবং শত-জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হইয়া থাকে। ১৫—২৯। যাঁহার শরীর নারায়ণের আয়ুধচিহ্নে সতত অঙ্কিত থাকে, কোটিপাপযুক্ত হইলেও যম তাহার কিছুই করিতে পারে না। কলিকালে কোটি জন্ম শঙ্খদ্বার-তীর্থবাসে যে ফল কথিত হয়, প্রত্যহ দক্ষিণ বাহুতে শঙ্খচিহ্নধারণও তাহার তুল্য ফলজনক। পুষ্করে পুণ্ডরীকাক্ষদর্শনে যে ফল অভিহিত হইয়াছে, শঙ্খের উপর পদ্ম-চিহ্ন অঙ্কিত করিলে, তাহার কোটিপরিমাণ ফললাভ

বামে ভুজে গদা যস্য লিখিতা দৃশ্যতে কলৌ। গদাধরো গয়াপুণ্যং প্রত্যহং তস্য যচ্ছতি॥ ৩৩॥ যচ্চানন্দপুরে প্রোক্তং চক্রস্বামিসমীপতঃ। মুদ্রাচক্রে চ লিখিতে তৎফলং লিঙ্গদর্শনে॥ ৩৪॥ মমায়ুধাঙ্কিতং দেহং গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া। প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু স গত্বা কিং করিষ্যতি॥ ৩৫॥ যদা যদা প্রপশ্যেত দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতম্। তদা তদা প্রসন্নোঽহং পাপং তস্য দহামি বৈ॥ ৩৬॥ তিষ্ঠতে যস্য দেহে তু অহোরাত্রং দিনে দিনে। শঙ্খচক্রগদাপদ্মলিখিতং স মদাত্মকঃ॥ ৩৭॥ নারায়ণায়ুধৈর্যুক্তং কৃত্বাত্মানং কলৌ যুগে। যৎ পুণ্যং কর্ম্ম কুরুতে মেরুতুল্যং ন সংশয়ঃ॥ ৩৮॥ শঙ্খায়ুধাঙ্কিতো ভক্ত্যা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে সুত। বিধিহীনং তু সম্পূর্ণং পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্॥৩৯॥ যথাগ্নির্দহতে কাষ্ঠং বায়ুনা প্রেরিতো ভৃশম্। তথা দহন্তি পাপানি দৃষ্ট্বা ম আয়ুধানি বৈ॥ ৪০॥ মম নামাঙ্কিতাং মুদ্রামষ্টাক্ষরসমন্বিতাম্। শঙ্খাদিস্বায়ুধৈর্যুক্তাং স্বর্ণরৌপ্যময়ীমপি॥ ৪১॥ ধত্তে ভগবতো যস্তু কলিকালে বিশেষতঃ। প্রহ্লাদস্য সমো জ্ঞেয়ো নান্যথা মম বল্লভঃ॥ ৪২॥ যস্য নারায়ণী মুদ্রা দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতম্। ধাত্রীফলৈঃ কৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা॥ ৪৩॥ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রস্তু নিযুক্তানি কলেবরে। আয়ুধানি চ বিপ্রস্য মৎসমঃ স চ বৈষ্ণবঃ॥ ৪৪॥ শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে বৈ যস্য বেশ্মনি। তদন্নং স্বয়মশ্নামি পিতৃভিঃ সহ পুত্রক॥ ৪৫॥ কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা সম্মানং ন করোতি যঃ। দ্বাদশাব্দার্জ্জিতং পুণ্যং বাষ্কলেয়ায় গচ্ছতি॥ ৪৬॥ কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতো যস্তু শ্মশানে ম্রিয়তে যদি। প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য মানদ॥ ৪৭॥ মমায়ুধৈঃ কলৌ নিত্যং মণ্ডিতো যস্য বিগ্রহঃ। তত্রাশ্রমং প্রকুর্ব্বন্তি বিবুধা বাসবাদয়ঃ॥ ৪৮॥ যঃ করোতি চ মে পূজাং মম শস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ। অপরাধসহস্রাণি নিত্যং তস্য হরাম্যহম্॥ ৪৯॥ কৃত্বা কাষ্ঠময়ং বিম্বং মম শস্ত্রৈঃ সুচিহ্নিতম্। যো বা অঙ্কয়তে দেহং তৎসমো নাস্তি বৈষ্ণবঃ॥ ৫০॥ অষ্টাক্ষরাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য

হয়। কলিকালে যাহার বাম বাহুতে গদাচিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়, গদাধর প্রত্যহ তাহাকে গয়াগমনজন্য ফল দান করেন। আনন্দপুরের চক্রস্বামিসমীপে যে লিঙ্গ বিদ্যমান, মানব বাম বাহুতে গদা ও চক্র অঙ্কিত করিলে সেই লিঙ্গদর্শনের ফল প্রাপ্ত হয়। যাঁহার শরীরে গোপীচন্দনমৃত্তিকা দ্বারা মদীয় আয়ুধ অঙ্কিত থাকে, তিনি প্রয়াগাদি তীর্থে গমন করিয়া কি করিবেন? আমি যখনই শঙ্খাদিচিহ্নিত শরীর দর্শন করি, আমি প্রসন্ন হইয়া তখনই সেই মানবের পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকি। যাঁহার শরীরে প্রতিদিন অহোরাত্র শঙ্খ, চক্র, গদা, ও পদ্ম অঙ্কিত থাকে, তাঁহাকে আমারই আত্মা জানিবে। কলিকালে যিনি নারায়ণের আয়ুধচিহ্নে দেহ অঙ্কিত করেন, তাঁহার কৃত পুণ্য মেরুতুল্য হইয়া থাকে, সংশয় নাই। হে পুত্র! যে মানব ভক্তি সহকারে শঙ্খায়ুধান্বিত হইয়া শ্রাদ্ধ করেন, সে শ্রাদ্ধ বিধিহীন হইলেও সম্পূর্ণ এবং দত্তশ্রাদ্ধকে অক্ষয় করিয়া থাকে। বায়ুপ্রেরিত পাবক যেরূপ কাষ্ঠকে অত্যন্ত দগ্ধ করে পাপও তদ্রূপ মানবশরীরে আয়ুধ দর্শন করিয়া ভস্মীভূত হয়। বিশেষতঃ কলিকালে যে লোক মদীয় অষ্টাক্ষরসমন্বিত শঙ্খাদি আয়ুধযুক্ত স্বর্ণ বা রৌপ্যময়ী আমার নামাঙ্কিত মুদ্রা ধারণ করে, তাহাকে প্রহ্লাদের তুল্য জানিবে; অন্যথা কেহই আমার বল্লভ হইতে পারে না। যে লোকের কলেবরে ধাত্রীফলনির্ম্মিত ও তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত মাল্য আছে এবং যে দ্বিজ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রযুক্ত শঙ্খাদি-আয়ুধচিহ্নিত নারায়ণী মুদ্রা বা মদীয় আয়ুধ সকল ধারণ করেন, তিনি বৈষ্ণব ও আমার তুল্য। হে পুত্রক! শঙ্খাঙ্কিততনু দ্বিজ যাঁহার গৃহে ভোজন করেন, আমি স্বয়ং পিতৃগণ সহ তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকি। যে মানব কৃষ্ণায়ুধসমন্বিত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া তাঁহার সম্মান না করে, বাষ্কল নামক অসুর তাহার দ্বাদশাব্দার্জ্জিত পুণ্য অপহরণ করে। হে মানদ! কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিত হইয়া মানব যদি শ্মশানেও মৃত হয়, প্রয়াগে মৃত্যুতে যে গতি কথিত হইয়াছে, তাহারও সেই গতিলাভ হইয়া থাকে। কলিকালে আমার আয়ুধদ্বারা যাঁহার শরীর সতত বিভূষিত থাকে, বাসবাদি বিবুধগণ তথায় আশ্রম করিয়া থাকেন। শঙ্খাঙ্কিত হইয়া যে মানব আমার নিত্য পূজা করেন, আমি তাঁহার সহস্র অপরাধ হরণ করিয়া থাকি। ৩০—৪৯। যিনি আমার দারুময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মদীয় আয়ুধ দ্বারা সুন্দররূপে অঙ্কিত করেন। বা যিনি স্বীয় দেহ আয়ুধ দ্বারা বিভূষিত করেন, তাঁহাদের

ধাতুময়ী করে। শঙ্খপদ্মাদিভির্যুক্তা পূজ্যতেহসৌ সুরাসুরৈঃ॥ ৫১॥ ধৃতা নারায়ণী মুদ্রা প্রহ্লাদেন পুরা করে। বিভীষণেন বলিনা ধ্রুবেণ চ শুকেন চ। মান্ধাত্রা হ্যম্বরীষেণ মার্কণ্ডেয়মুখৈর্দ্বিজৈঃ॥ ৫২॥ শঙ্খাদিচিহ্নিতৈঃ শস্ত্রৈর্দেহং কৃত্বা চ মানদ। এবমারাধ্য মাং প্রাপ্তং সমীহিতফলং মহৎ॥ ৫৩॥ গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া লিখিতো যস্য বিগ্রহঃ। শঙ্খচক্রাদিপদ্মাঙ্কো দেহে তস্য বসাম্যহম্॥ ৫৪॥ সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যমায়সমেব চ। চক্রং কৃত্বা তু মেধাবী ধারয়ীত বিচক্ষণঃ। দ্বাদশারং তু ষট্‌কোণং বলিত্রয়বিভূষিতম্॥ ৫৫॥ এবং সুদর্শনং চক্রং কারয়ীত বিচক্ষণঃ। উপবীতাদিবদ্ধার্য্যাঃ শঙ্খচক্রগদাঃ সদা॥ ৫৬॥ ব্রাহ্মণৈশ্চ বিশেষেণ বৈষ্ণবৈশ্চ বিশেষতঃ। উপবীতং শিখা যদ্বচ্চক্রং লাঞ্ছনসংযুতম্॥ ৫৭॥ চক্রলাঞ্ছনহীনস্য বিপ্রস্য বিফলং ভবেৎ। মম চক্রাঙ্কিতো দেহঃ পবিত্র ইতি বৈ শ্রুতিঃ॥ ৫৮॥ চক্রাঙ্কিতায় দাতব্যং হব্যং কব্যং বিচক্ষণৈঃ। মম চক্রাঙ্ককবচমভেদ্যং দেবদানবৈঃ। অজেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং শত্রূণাং রক্ষসামপি॥ ৫৯॥ মম চক্রাঙ্ককবচং শরীরে যস্য তিষ্ঠতি। নাশুভং বিদ্যতে তস্য গৃহপুত্রাদিকস্য হি॥ ৬০॥ দক্ষিণে চ ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনম্। সব্যে চ শঙ্খং বিভৃয়াদিতি বেদবিদো বিদুঃ॥ ৬১॥ তত্তন্মন্ত্রেণ মন্ত্রজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠাপ্য পৃথক্ পৃথক্॥ ৬২॥ ললাটে চ গদা ধার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপং শরস্তথা। নন্দকং চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খচক্রে ভুজদ্বয়ে॥ ৬৩॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন চক্রাদীন্ ধা[illegible] সদা। ধারণানন্তরং ক্রয়াত্তত্র চৈবং দ্বিজোত্তমঃ॥ ৬৪। পুত্রমিত্রকলত্রাদির্যঃ কশ্চিন্মৎপরিগ্রহঃ। সহ দেহেন সর্ব্বোহসৌ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ ময়ার্পিতঃ॥ ৬৫॥ পশ্চাৎ স্বধর্ম্মমাস্থায় তিষ্ঠেদাজীবনং মম। ভক্ত্যা চাব্যভিচারিণ্যা সর্ব্বদাপ্তমনোরথঃ॥ ৬৬॥ শঙ্খচক্রাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা যে নিন্দন্তি নরাধমাঃ। অবলোক্য মুখং তেষামাদিত্যমবলোকয়েৎ। শ্রীকৃষ্ণনাম চোচ্চার্য্য শুদ্ধো ভবতি নান্যথা॥ ৬৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ॥ ৩॥

তুল্য বৈষ্ণব আর নাই। যাঁহার করে অষ্টাক্ষরাঙ্কিতা শঙ্খপদ্মাদিযুক্তা মদীয় ধাতুময়ী মুদ্রা বিদ্যমান, তিনি সুরাসুরের পূজ্য। হে মানদ! পুরাকালে প্রহ্লাদ, বিভীষণ, বলি, ধ্রুব, শুক, মান্ধাতা, অম্বরীষ ও মার্কণ্ডেয়প্রমুখ দ্বিজগণ নারায়ণ-মুদ্রা করে ধারণ এবং সর্ব্বদেহ শঙ্খশস্ত্রাদিচিহ্ন দ্বারা বিভূষিত করিয়া আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এইরূপে আমার আরাধনা করত আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। যাঁহার শরীরে গোপীচন্দন দ্বারা শঙ্খ, চক্র ও পদ্মাদি অঙ্কিত, আমি তাঁহার দেহে বাস করিয়া থাকি। মেধাবী বিচক্ষণ মানব সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য বা লৌহ দ্বারা মদীয় চক্র নির্ম্মাণ করিয়া দেহে ধারণ করিবেন। এই চক্র দ্বাদশ অরযুক্ত ষট্‌কোণ এবং বলিত্রয়সমন্বিত হইবে; বিচক্ষণ মানব এইরূপ করিয়া সুদর্শন চক্র নির্ম্মাণ করিবেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ শঙ্খ, চক্র ও গদা সতত উপবীতাদিবৎ ধারণ করিবেন। যেরূপ উপবীত ও শিখা নিত্য ধারণীয়, তদ্রূপ নিত্য চক্রচিহ্নযুক্ত হইবেন; কেননা চক্রচিহ্নহীন মানবের সমস্তই নিষ্ফল। শ্রুতি বলেন,—কৃষ্ণচক্রাঙ্কিত দেহই পবিত্র। চক্রাঙ্কিত মানবকেই হব্যকব্যাদি দান করা বিচক্ষণ মানবের কর্ত্তব্য। মদীয় চক্রচিহ্ন দেবদানবের অভেদ্য কবচের ন্যায়। যাহার শরীর ঐরূপ চক্রচিহ্নযুক্ত রাক্ষসাদি কোন শত্রু বা কোন প্রাণীই তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হয় না। যাহার শরীরে আমার চক্রাঙ্কিত কবচ বিদ্যমান, গৃহ পুত্রাদি বিষয়ে তাঁহার কোন বিঘ্নই হয় না। বেদবিদ্ বিপ্রগণ বলিয়াছেন—দ্বিজ দক্ষিণভুজে সুদর্শন এবং বামবাহুতে শঙ্খ ধারণ করিবেন; ইহার একএকটী পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে, মন্ত্রজ্ঞ মানব সেই সেই মন্ত্র দ্বারাই ইহার প্রতিষ্ঠা করিবেন। ললাটে সতত গদা ধারণ করিতে হয়, এইরূপ মস্তকে শর ও শরাসন, হৃদয়ে নন্দক, ভুজদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র ধারণ কর্ত্তব্য; অনন্তর দ্বিজোত্তম সর্ব্ব প্রযত্নে চক্রাদি আয়ুধ ধারণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিবেন;—"পুত্র কলত্রাদি আমার যে কিছু পরিগ্রহ আছে, আমার শরীরের সহিত বিষ্ণুপ্রীতির জন্য আমি তাহাদিগকে অর্পণ করিলাম।" অনন্তর আমার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি রাখিয়া স্বধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিবে, এইরূপ করিলেই তাহার সর্ব্বদা মনোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে সকল নরাধম শঙ্খচক্রাঙ্কিতকে অবলোকন করিয়া নিন্দা করে, তাহাদিগের মুখ দর্শন করিলে আদিত্য দর্শন ও আমার নাম উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে, অন্যথা শুদ্ধিলাভ হইবে না। ৫০—৬৭।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। তপ্তচক্রাঙ্কিতং কৃত্বা হ্যাত্মানমথ দীক্ষিতম্। পদ্মাক্ষতুলসীমালং কিং ফলং ব্রূহি কেশব॥ ১॥ শ্রীভগবানুবাচ। তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে দ্বিজঃ। অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ॥ ২॥ ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা। দৃশ্যতে যস্য দেহে তু স বৈ ভাগবতো নরঃ॥ ৩॥ তুলসীদলজাং মালাং কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ। মমোত্তীর্ণাং বিশেষেণ স নমস্যো দিবৌকসাম্॥৪॥ তুলসীদলজাং মালাং ধাত্রীফলকৃতামপি। দদাতি পাপিনাং মুক্তিং কিং পুনর্মম সেবিনাম্॥ ৫॥ তুলসীদলজাং মালাং মমোত্তীর্ণাং বহেত্তু যঃ। পত্রে পত্রেঽশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলম্॥ ৬॥ তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ। ফলং যচ্ছাম্যহং বৎস প্রত্যহং দ্বারকোদ্ভবম্॥ ৭॥ নিবেদ্য ভক্ত্যা মাং মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্। বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য বৈ নাস্তি পাতকম্॥ ৮॥ সদা প্রীতমনাস্তস্য অহং প্রাণবয়ো হি সঃ। তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে॥ ৯॥ তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং শিরসঃ কাষ্ঠভূষণম্। বাহৌ করে চ মর্ত্ত্যস্য দেহে যস্য স মে প্রিয়ঃ॥ ১০॥ তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতঃ পুণ্যমাচরেৎ। পিতৄণাং দেবতানাঞ্চ পুণ্যং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ১১॥ তুলসীকাষ্ঠমালাং তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ। দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধূতং যথা দলম্॥ ১২॥ যদ্‌গৃহে তুলসীকাষ্ঠং পত্রং শুষ্কমথার্দ্রকম্। ভবন্তি তদ্‌গৃহে নৈব পাপং সংক্রমতে কলৌ॥ ১৩॥ তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতো ভ্রমতে ভুবি। দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শাত্রবং ক্বচিৎ॥ ১৪॥ ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা মম॥ ১৫॥ তস্মাদ্ধার্য্যা প্রযত্নেন মালা তুলসিসম্ভবা। পদ্মাক্ষনির্ম্মিতা ভক্ত্যা ফলৈর্ধাত্র্যা সুপুণ্যদা॥ ১৬॥ তদূর্দ্ধপুণ্ড্রশঙ্খাদ্যৈর্যুক্তস্তুলসি-

---

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে কেশব! স্বীয় দেহ তপ্তচক্রদ্বারা অঙ্কিত করিয়া দীক্ষিত হইলে এবং পদ্মাক্ষ ও তুলসীমালা ধারণ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, আমার নিকট প্রকৃষ্টরূপে বলুন। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—যে দ্বিজ তুলসীদলজাত মাল্য ধারণ করেন, তিনি অশুচি বা অসদাচারই হউন, আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই! যাঁহার শরীরে ধাত্রীফলনির্ম্মিত বা তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূত মাল্য দৃষ্ট হয়, তিনি ভাগবত। যিনি তুলসীদলজ মালা আমাকে প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া কণ্ঠে ধারণ করেন, তিনি সুরগণেরও নমস্য। যিনি তুলসীপত্রজ মালার সহিত ধাত্রীফল যুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা আমার সেবা করেন, তাহাদের কথা আর কি বলিব?—পাপী হইলেও তাহাদের মুক্তি হয়। যে মানব তুলসীপত্রনির্ম্মিত মাল্য আমাকে নিবেদন করিয়া, সেই মাল্য গ্রহণ করেন, তুলসীর প্রত্যেক পত্রে তাঁহার দশঅশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বৎস! যে মানব তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূত মাল্য ধারণ করে, আমি প্রত্যহ তাঁহাকে দ্বারকাবাসের ফল প্রদান করিয়া থাকি। যে নর ভক্তি সহকারে আমার উদ্দেশে তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূত মাল্য প্রদান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করেন, তাঁহার কোন পাতক নাই, তাঁহার প্রতি আমি সতত প্রীত এবং তিনি আমার প্রাণসদৃশ। যিনি তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূত মাল্য বহন করেন, তাঁহার কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই; কেন না তাঁহার শরীর কলুষশূন্য। যাঁহার মস্তক তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূত মাল্যে ভূষিত এবং বাহু, কর ও শরীরের অন্যান্য স্থানে তুলসীকাষ্ঠজাত মালা থাকে, তিনি আমার প্রিয়। যিনি তুলসীকাষ্ঠজাত মাল্যে ভূষিত হইয়া পিতৃ ও দেবগণের পূজা প্রভৃতি পুণ্য কার্য্য করেন, তাঁহার কোটিগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। যমদূতগণ তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূত মাল্য দর্শন করিয়া বায়ুচালিত পত্রের ন্যায় দূর হইতে বিনষ্ট হয়। শুষ্কই হউক, আর্দ্রই হউক, কলিকালে যাহার দেহে তুলসীদল কিংবা তুলসীকাষ্ঠ থাকে, পাপ তাঁহার গৃহে গমন করে না। যিনি তুলসীকাষ্ঠ-মাল্যে ভূষিত হইয়া বসুধা বিচরণ করেন, কদাচ তাঁহার দুঃস্বপ্ন, দুর্নিমিত্ত ও শত্রুভয় হয় না। যে সকল হেতুবাদী পাপবুদ্ধি লোক তুলসীমালা ধারণ না করে, আমার কোপাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া তাহারা কদাচ নরক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না।১—১৫। অতএব প্রযত্ন ও ভক্তিসহকারে তুলসীসম্ভূত, পদ্মাক্ষনির্ম্মিত এবং ধাত্রীফলজাত মাল্য ধারণ করিবে। এই সকল মাল্য উত্তম পুণ্যদ। অনন্তর তুলসীমূলে উপবিষ্ট হইয়া

মূলকে। সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং কুর্য্যাৎ কুশপাণির্হি মাং স্মরন্॥ ১৭ ॥ কৃতসন্ধ্যাদিকো ভক্তস্ততঃ সম্পূজয়েচ্চ মাম্। গুরুশ্চেত্তত্র বর্ত্তেত আদৌ গত্বা নমেদ্গুরুম্॥ ১৮॥ কিঞ্চিদন্বোপায়নঞ্চ দণ্ডবৎ প্রণমেন্মুদা। আচম্যৈকাগ্রমনসা পূজামণ্ডপমাবিশেৎ॥ ১৯ ॥ উপবিশ্যাসনে রম্যে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে। সম্যক্ পদ্মাসনাসীনো ভূতশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥ ২০॥ প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা মন্ত্রেণ চ জিতেন্দ্রিয়ঃ। উদঙ্মুখস্ততঃ কৃত্বা হৃৎপঙ্কজমনুত্তমম্। বিকাসং তস্য কুর্ব্বীত বিজ্ঞানরবিণা হৃদি॥ ২১ ॥ কর্ণিকায়াং ন্যসেচ্চার্কং শশিনং চাগ্নিমেব চ। ত্রয়ং ত্রয়াত্মকে তস্মিংশ্চিন্তয়েদ্বৈষ্ণবো নরঃ। নানারত্নময়ং পীঠং তেষামুপরি বিন্যসেৎ॥ ২২॥ তস্মিন্ মৃদু শ্লক্ষ্ণতরং বালার্কসদৃশদ্যুতি। অষ্টৈশ্বর্য্যদলং পদ্মং মন্ত্রাক্ষরময়ং ন্যসেৎ॥ ২৩॥ তস্মিন্ দেবং সমাসীনং কোটিশীতাংশুসন্নিভম্। চতুর্ভুজং মহাপদ্মশঙ্খচক্রগদাধরম্॥ ২৪॥ পদ্মপত্রবিশালাক্ষং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্। শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কং পীতবস্ত্রান্বিতঞ্চ মাম্॥ ২৫॥ বিচিত্রাভরণৈর্যুক্তং দিব্যমণ্ডনমণ্ডিতম্। দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং দিব্যপুষ্পোপশোভিতম্॥ ২৬॥ তুলসীকোমলদলবনমালাবিভূষিতম্। কোটিবালার্কসদৃশং কান্তং দিব্যশ্রিয়া সহ॥ ২৭॥ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিণ্যা সমাশ্লিষ্টতনুং শিবম্। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সমাহিতমনাঃ শুচিঃ॥ ২৮॥ সহস্রং শতবারং বা যথাশক্তি জপেন্মনুম্। মনসৈবার্চ্চনং কৃত্বা ততো বিধিবদাচরেৎ॥ ২৯॥ সম্প্রদায়ানুরোধেন শঙ্খং স্থাপ্য মমাগ্রতঃ। দূর্ব্বাঙ্কুরৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ গন্ধোদেন চ পূরিতম্॥ ৩০॥ দক্ষিণে গন্ধপুষ্পাণাং পাত্রং স্থাপ্যঞ্চ দেশিকৈঃ। বামভাগে ন্যসেৎ কুম্ভং বস্ত্রপূতং সুবাসিতম্॥ ৩১॥ পুরতো মম ঘণ্টাঞ্চ দিক্ষু দীপান্নিযোজয়েৎ। অন্যৎ সর্ব্বং সাধনঞ্চ যথা স্থানেষু বিন্যসেৎ॥ ৩২॥ অর্ঘ্যপাদ্যাচমনীয়মধুপর্কস্য কারণাৎ। বিন্যসেৎপুরতো মহ্যং চত্বার্য্যমত্রকাণি বৈ॥ ৩৩॥ সিদ্ধার্থাক্ষতপুষ্পাণি কুশাগ্রং তিলচন্দনম্।

আমাকে স্মরণ করিতে করিতে শঙ্খাদিযুক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্ব্বক কুশহস্ত হইয়া সন্ধ্যাদি উপাসনা করিবে। তদনন্তর সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধানপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে আমার পূজা করিবে। যদি সেখানে গুরু বিদ্যমান থাকেন, তবে অগ্রে গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিবে। এই প্রণাম রিক্তহস্তে করিতে নাই; তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপায়ন প্রদানপূর্ব্বক হর্ষসহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। অনন্তর একাগ্রমনে আচমন করিয়া পূজামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক রম্য আসনে উপবিষ্ট হইবে। আসনটী এরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে, প্রথমে কুশাসন আস্তৃত করিয়া তারপর কৃষ্ণাজিন বিস্তীর্ণ করিবে; অনন্তর সম্যক্‌রূপে পদ্মাসন হইয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। উদঙ্মুখ জিতেন্দ্রিয় মানব বিষ্ণুমন্ত্রে বারত্রয় প্রাণায়াম করিয়া বিজ্ঞানরবিদ্বারা উত্তম হৃৎপঙ্কজের বিকাশ করিবে। অনন্তর বৈষ্ণব মানব ঐ পঙ্কজের কর্ণিকায় দিবাকর, নিশাকর ও অগ্নি বিন্যস্ত করিয়া সেই ত্রয়াত্মক পদ্মে পূর্ব্বোক্ত দেবতাত্রয়ের চিন্তা করিবে। অনন্তর পদ্মের উপরে নানারত্নময় একটী পীঠ সংস্থাপন করিতে হইবে এবং তাহার উপরে বালারুণকান্তি মৃদু ও শ্লক্ষ্ণতর অষ্টৈশ্বর্য্যরূপ দলযুক্ত মন্ত্রাক্ষরময় একটি পদ্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই পদ্মে সমাসীন কোটিশীতাংশুসন্নিভ দেবকে চিন্তা করিবে। সেই দেব চতুর্ভুজ; তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে মহাপদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা বিন্যস্ত; নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল এবং নিখিল লক্ষণে লক্ষিত; বক্ষে শ্রীবৎসও কৌস্তভ; পরিধানে পীতবস্ত্র; দেহ দিব্য বিচিত্র ভূষণে ভূষিত, দিব্য চন্দনে অনুলিপ্ত ও দিব্য পুষ্পে উপশোভিত এবং তুলসীর কোমলদল ও বলমালা দ্বারা ভূষিত। ঐ দেব কোটিবালসূর্য্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, নিখিল দিব্য লক্ষণে লক্ষিতা লক্ষ্মীদেবী ইহাঁর অনিন্দ্য অঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। সমাহিতমনা মানব এইরূপ পূতচিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। এই মন্ত্র শক্তি অনুসারে শত কিংবা সহস্রবার জপ কর্ত্তব্য। অনন্তর মানস পূজা করিবে অথবা বিধানজ্ঞ ব্যক্তি সম্প্রদায়ানুরোধে সম্মুখভাগে যথাবিধি শঙ্খ স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে দূর্ব্বাঙ্কুর, পুষ্প ও গন্ধোদক দ্বারা শঙ্খ পরিপূরিত করিয়া স্বীয় দক্ষিণদেশে গন্ধপুষ্পপাত্র সংস্থাপন করিবে। অনন্তর বামভাগে বস্ত্রপূত ও সুবাসিত কুম্ভ, সম্মুখে আমার আয়ুধ ঘণ্টা, এবং দিক্‌সকলে দীপমালা বিন্যাস করিয়া অন্যান্য স্থানে পূজাপ্রয়োজনানুরূপ অন্যান্য বস্তু যথাস্থানে বিন্যস্ত করিবে।১৬-৩২। হে চতুরানন! আমার সম্মুখে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক এই বস্তুচতুষ্টয় অমত্রক বিন্যস্ত করিয়া সিদ্ধার্থ, অক্ষত, পুষ্প, কুশাগ্র, তিল,

ক্ষীরং যবাশ্চতুর্ব্বক্ত্র অর্ঘ্যপাত্রে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ৩৪ ॥ দূর্ব্বা বিষ্ণুপদী শ্যামা পদ্মং চৈব চতুর্থকম্। পাদ্যপাত্রে ন্যসেৎ পুত্র দেশিকো মম তুষ্টয়ে ॥ ৩৫ ॥ কঙ্কোলঞ্চ লবঙ্গঞ্চ ফলং মালতিসম্ভবম্। কুর্য্যাদ্বৈ শ্রদ্ধয়া পুত্র পাত্র আচমনীয়কে ॥ ৩৬ ॥ গব্যং পয়ো দধি মধু ঘৃতং খণ্ডসমন্বিতম্। মধুপর্কস্য পাত্রে বৈ দদ্যাদ্বৈ শ্রদ্ধয়ার্চ্চকঃ ॥ ৩৭ ॥ উক্তানাং দ্রব্যজাতীনামলাভে পত্রপুষ্পয়োঃ। তত্তদ্ভাবনয়া কুর্য্যাৎ সর্ব্বদা বিধিকোবিদঃ ॥ ৩৮ ॥ করন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদঙ্গন্যাসং তথৈব চ। পঞ্চাঙ্গং বা ষড়ঙ্গং বা বিন্যসেৎসম্প্রদায়তঃ ॥ ৩৯ ॥ মমানুস্মরণং কার্য্যমাত্মানং মৎসমং স্মরেৎ। পূজারম্ভে চতুর্ব্বক্ত্র মঙ্গলং তু পঠেন্নরঃ ॥ ৪০ ॥ অথ সম্পূজয়েচ্ছঙ্খং পাঞ্চজন্যং মম প্রিয়ম্। যস্য সম্পূজনাদ্বৎস আনন্দঃ পরমো মম। শঙ্খস্য পূজনে বৎস মন্ত্রানেতানুদীরয়েৎ ॥ ৪১ ॥ ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে। নির্ম্মিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥ ৪২ ॥ তব নাদেন জীমূতা বিত্রসন্তি সুরাসুরাঃ। শশাঙ্কাযুতদীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥ ৪৩ ॥ গর্ভা দেবারিনারীণাং বিলীয়ন্তে সহস্রধা। তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥ ৪৪ ॥ দর্শনেনৈব শঙ্খস্য কিং পুনঃ স্পর্শনে কৃতে। বিলয়ং যান্তি পাপানি হিমবদ্ভাস্করোদয়ে ॥ ৪৫ ॥ নত্বা শঙ্খং করে ধৃত্বা মন্ত্রৈরেভিস্তু বৈষ্ণবঃ। যঃ স্নাপয়তি মাং ভক্ত্যা তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৪৬ ॥ সুবাসিতেন তৈলেন কুর্য্যাদভ্যঞ্জনং ততঃ। কস্তূর্য্যা চন্দনেনৈব কুর্য্যাদুদ্বর্ত্তনাদিকম্ ॥ ৪৭ ॥ সুগন্ধবাসিতৈস্তোয়ৈঃ স্নাপ্য মন্ত্রযুতৈঃ শুভৈঃ। অর্ঘ্যং দত্ত্বা ততো বৎস পাদ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কং ততো দদ্যাদথ সর্ব্বোপচারকান্ ॥ ৪৮ ॥ বস্ত্রৈরাভরণৈর্দিব্যৈরলঙ্কৃত্য যথাবিধি। পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েৎ পীঠং তত্র দেবং নিধায় চ ॥ ৪৯ ॥ বস্ত্রালঙ্কারগন্ধাদীনর্পয়েচ্ছ্রদ্ধয়া মম। নৈবেদ্যং বিবিধং দদ্যাৎ পায়সাপূপমিশ্রিতম্। সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং ভক্ত্যা চৈব নিবেদয়েৎ ॥ ৫০ ॥ সুরভীণি চ পুষ্পাণি ভক্ত্যা সম্যঙ্ নিবেদয়েৎ। ধূপং দশাঙ্গমষ্টাঙ্গং দীপঞ্চ সুমনোহরম্ ॥ ৫১ ॥ পরিণীয় প্রণম্যাথ স্তুত্বা স্তুতিভিরাদরাৎ। শায়য়িত্বা তু পর্য্যঙ্কে মঙ্গলার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্খপূজাবিধিকথনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

চন্দন, ফল এবং যব এই সকল সামগ্রী অর্ঘ্যপাত্রে ক্ষেপণ করিবে। হে পুত্র! বিধানজ্ঞ ব্রতী মানব আমার তুষ্টির জন্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্যামা, বিষ্ণুপদী, দূর্ব্বা ও পদ্ম এই দ্রব্যচতুষ্টয় পাদ্যপাত্রে; কঙ্কোল, লবঙ্গ ও মালতীফল আচমনীয়পাত্রে এবং গব্য দুগ্ধ, দধি, মধু, ঘৃত ও গুড় মধুপাত্রে বিন্যস্ত করিবেন। হে পুত্র! কথিত দ্রব্যজাতের সংগ্রহ না হইলে বিধিকোবিদ পূজক পত্র ও পুষ্পে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহ ভাবনা করিয়া পূজা করিবেন। অনন্তর অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া সম্প্রদায়ভেদে পঞ্চাঙ্গ বা ষড়ঙ্গ বিন্যাস করিতে হইবে। হে চতুরানন! আমাকে স্মরণ করিয়া স্বীয় আত্মা ও আমাকে অভেদ চিন্তা করিবে। হে বৎস! মানব পূজারম্ভে মঙ্গল পাঠ করিয়া আমার প্রিয় পাঞ্চজন্য শঙ্খের পূজা করিবে। এই শঙ্খের পূজা করিলে আমার অপার আনন্দ হইয়া থাকে। হে বৎস! শঙ্খপূজনে নিয়োক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। মন্ত্র যথা,—"হে পাঞ্চজন্য! তুমি পুরাকালে সাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। বিষ্ণু তোমাকে করে ধারণ করিয়াছেন এবং সুরগণ তোমার নির্ম্মাতা; তোমাকে নমস্কার। হে পাঞ্চজন্য! তোমার নিনাদে মেঘ, অসুর ও সুরগণ বিত্রস্ত হন, তোমার কান্তি অযুতশশাঙ্কতুল্য, তোমাকে নমস্কার। হে পাঞ্চজন্য! তোমার নিনাদে পাতালস্থিত দানবনারীগণের গর্ভ সহস্রধা বিলীন হয়, তোমাকে নমস্কার।" হে বৎস! এই শঙ্খের দর্শনেই তপনোদয়ে তিমিরের ন্যায় কলুষরাশি বিলীন হয়, স্পর্শের কথা আর কি বলিব? যে বৈষ্ণব এই সকল মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক করে শঙ্খধারণ ও শঙ্খকে নমস্কার করিয়া ভক্তিসহকারে আমাকে স্নান করান, তাঁহার পুণ্য অনন্ত। অনন্তর সুবাসিত তৈলদ্বারা আমার অভ্যঙ্গ, কস্তুরী ও চন্দনাদি দ্বারা উদ্বর্ত্তন এবং শুভ মন্ত্রনিচয় পাঠপূর্ব্বক সুগন্ধবাসিত জলদ্বারা স্নান করাইবে। হে বৎস! অনন্তর অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক ও অপরাপর উপচার সকলপ্রদান কর্ত্তব্য। তদনন্তর যথাবিধি দিব্যবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা আমাকে ভূষিত ও পীঠাসন বিন্যস্ত করিয়া পুষ্পসমূহ দ্বারা সেই পীঠাসনে আমাকে পূজা করিবে। অনন্তর আমার উদ্দেশে শ্রদ্ধা সহকারে বস্ত্র, অলঙ্কার ও গন্ধাদি দান করিয়া পায়সাপূপ-মিশ্রিত বিবিধ নৈবেদ্য ও সকর্পূর তাম্বুল নিবেদন করিবে। তদনন্তর ভক্তি সহকারে সুরভি কুসুমসমূহ নিবেদন, দশাঙ্গ

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। পঞ্চামৃতস্য স্নপনাদ্‌যৎফলং লভতে হরেঃ। শঙ্খোদকেন যৎকিঞ্চিত্তন্মে ব্রূহ্যজিতাচ্যুত ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ক্ষীরস্নানং প্রকুর্ব্বন্তি যে নরা মম মূর্দ্ধনি। শতাশ্বমেধজং পুণ্যং বিন্দুনা বিন্দুনা স্মৃতম্ ॥ ২ ॥ ক্ষীরাদ্দশগুণং দধ্না ঘৃতেনৈব দশোত্তরম্। মধুনা তদ্দশগুণং সিতয়া তু ততোঽধিকম্। গন্ধপুষ্পোদকে মন্ত্রং সর্ব্বোৎকৃষ্টং প্রশস্যতে ॥ ৩ ॥ দ্বাদশ্যাং পঞ্চদশ্যাং বা গব্যেন পয়সা মম। স্নাপনং দেবশার্দ্দূল মহাপাতকনাশনম্ ॥৪॥ দধ্যাদীনাং বিকারাণাং ক্ষীরতঃ সম্ভবো যথা। তথৈবাশেষকামাণাং ক্ষীরস্নপনতো মম ॥ ৫ ॥ ক্ষীরস্নানেন সৌভাগ্যং দধ্না মিষ্টান্নভোজনম্। ঘৃতেন স্নাপয়েদ্‌যো মাং নরো

কিংবা অষ্টাঙ্গ ধূপ ও মনোহর দীপ দান করত আদরসহকারে বিবিধ স্তুতি দ্বারা আমার প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে শায়িত করিয়া মঙ্গলার্ঘ্য নিবেদন করিবে। ৩৩—৫২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অজিত, অচ্যুত! পঞ্চামৃত ও শঙ্খোদক দ্বারা স্নান করাইয়া যে ফললাভ করে, আমার নিকট সেই ফল বর্ণন করুন। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—যে মানব আমার মস্তকে দুগ্ধ প্রদান করিয়া আমাকে স্নান করায়, প্রত্যেক বিন্দুতে তাহার শত-অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। দুগ্ধস্নান অপেক্ষা দধি-দ্বারা স্নানে দুগ্ধস্নানের দশগুণ অধিক ফল হয় এবং ঘৃতস্নানে তাহা হইতে দশগুণ অধিক ফল হইয়া থাকে; এইরূপ মধুস্নানে তাহার দশগুণ ও শর্করা-স্নানে পূর্ব্বোক্ত মধুস্নানের দশগুণ অধিক ফল হয়; কিন্তু গন্ধ-পুষ্পোদক দ্বারা আমার যে মন্ত্র-স্নান, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। হে দেবশার্দ্দূল! দ্বাদশী ও পূর্ণিমার দিবস গব্যদুগ্ধ দ্বারা আমাকে স্নান করাইলে মহাপাতক বিনষ্ট হয়। দধি প্রভৃতি বৈকারিক বস্তু যেমন দুগ্ধ হইতেই সমুৎপন্ন হয়; তদ্রূপ একমাত্র দুগ্ধস্নানেই সর্ব্বকামনা হইয়া থাকে। ক্ষীরস্নানে মানবের সৌভাগ্য ও দধিস্নানে মিষ্টান্ন-ভোজন লাভ হয়।

মম পুরং ব্রজেৎ ॥ ৬ ॥ মধুনা সিতয়া যস্তু কারয়েন্মার্গশীর্ষকে। স রাজা জায়তে লোকে পুনঃ স্বর্গাদিহাগতঃ ॥ ৭ ॥ গজাশ্বরথসম্পূর্ণং স রাজ্যং লভতে ভুবি। কারয়েন্মার্গশীর্ষে বৈ যঃ ক্ষীরস্নাপনং মম ॥ ৮ ॥ স্বর্গে লোকে স জয়তি চন্দ্রেন্দ্ররুদ্রমারুতান্। ক্ষীরস্নানং পরং শ্রেষ্ঠং মার্গশীর্ষে চ পুত্রক ॥ ৯ ॥ ক্ষীরস্নপনমাহাত্ম্যং বর্চ্চস্কং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। দৌর্ভাগ্যং বিলয়ং যাতি ক্ষীরস্নানেন মে সুত ॥ ১০ ॥ স্নাপয়েন্মার্গশীর্ষে মাং যো বৈ পঞ্চামৃতেন তু। স ন শোচ্যো ভবেজ্জন্তুর্বন্ধুনা ভুবি মানদ ॥ ১১ ॥ কপিলাক্ষীরমাদায় যঃ স্নাপয়তি মাং সুত। কপিলাশতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১২ ॥ শঙ্খে তীর্থোদকং কৃত্বা যঃ স্নাপয়তি দেশিকঃ। বিন্দুনাপি সহোমাসে স্বকুলং তারয়েদ্ধি সঃ ॥ ১৩ ॥ কাপিলং ক্ষীরমাদায় শঙ্খে কৃত্বা চ মানবঃ। যঃ স্নাপয়তি মাং ভক্ত্যা সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ১৪ ॥ শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সাক্ষতং কুশসংযুতম্। যঃ

যে মানব আমাকে ঘৃতদ্বারা স্নান করায়, সে আমার আবাসে গমন করে। যে মানব আমার মস্তকে মধু ও শর্করা প্রদান করিয়া আমাকে স্নান করান, কদাচিৎ তাঁহার স্বর্গচ্যুতি হইলেও তিনি এই স্থানে আগমন করিয়া রাজা হন এবং তিনি গজ, অশ্ব ও রথাদিযুক্ত হইয়া রাজ্য লাভ করেন। যে মানব মার্গশীর্ষ মাসে দুগ্ধ দ্বারা আমাকে স্নান করান, তিনি স্বর্গলোকে চন্দ্র, ইন্দ্র, রুদ্র ও মারুতগণকে জয় করিয়া থাকেন। হে পুত্রক! মার্গশীর্ষে ক্ষীরস্নান সমধিক শ্রেষ্ঠ। এই ক্ষীরস্নানমাহাত্ম্য তেজ ও পুষ্টিবর্দ্ধন; হে তনয়! মার্গশীর্ষে আমার ক্ষীরস্নানে দৌর্ভাগ্য বিদূরিত হয়। হে মানদ! মার্গশীর্ষে যে মানব পঞ্চামৃত দ্বারা আমাকে স্নান করায়, সে কদাচ বন্ধুশোক প্রাপ্ত হয় না। হে সুত! কপিলাদুগ্ধ আনয়ন করিয়া যে মানব আমাকে স্নান করায়, তাহার শত কপিলাদানের ফল হইয়া থাকে। যে বিধানবিদ্ মানব মার্গশীর্ষমাসে তীর্থোদক শঙ্খে রাখিয়া আমাকে স্নান করান, এক-বিন্দু জলেই তাঁহার স্বকুল উত্তীর্ণ হয়। ১—১৩। যে মানব কপিলাদুগ্ধ আনয়নপূর্ব্বক শঙ্খে স্থাপন করিয়া ভক্তি সহকারে আমাকে স্নান করান, তিনি সকল তীর্থফল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি মার্গশীর্ষ মাসে শঙ্খে অক্ষত ও কুশসংযুক্ত জল লইয়া

স্নাপয়েৎ সহোমাসে সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ১৫ ॥ শঙ্খাষ্টকেন যঃ স্নানং কারয়েন্মার্গশীর্ষকে। ভক্ত্যা ভগবতঃ শ্রেষ্ঠো মম লোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥ শঙ্খষোড়শকেনাথ যঃ স্নাপয়তি মে সুত। স পাপমুক্তঃ সুচিরং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ ॥ চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকৈঃ শঙ্খৈর্যঃ স্নাপয়েচ্চ মাম্। ইন্দ্রলোকে চিরং স্থিত্বা স রাজা ভুবি জায়তে ॥ ১৮ ॥ শঙ্খাষ্টোত্তরশতেনৈব স্নাপয়েন্মার্গশীর্ষকে। শঙ্খে শঙ্খে সুবর্ণস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১৯॥ মার্গশীর্ষে ভক্তিমান যঃ কৃত্বা শঙ্খধ্বনিং হি মাম্। স্নাপয়েৎ পিতরস্তস্য স্বর্গং তাবৎ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ২০ ॥ অষ্টোত্তরসহস্রন্তু শঙ্খস্নানস্য যশ্চরেৎ। স গণো মুক্তিমাপ্নোতি যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ২১ ॥ নিত্যং সংস্নাপযেদ্যো মাং শঙ্খেন সুরসত্তম। গঙ্গাস্নানফলং প্রাপ্য নিত্যং নন্দতি দেববৎ ॥ ২২ ॥ শঙ্খে তোয়ং সমাদায় যঃ স্নাপয়তি মাং সুত। নমো নারায়ণেত্যুক্তা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ২৩ ॥ কৃত্বা পাদোদকং শঙ্খে বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। যো দদাতি তিলান্ মিশ্রং চান্দ্রায়ণফলং লভেৎ ॥২৪॥ নাদ্যং তড়াগজং বাপি বাপীকূপাদিকঞ্চ যৎ। গাঙ্গেয়ং জায়তে সর্ব্বং জলং শঙ্খকৃতঞ্চ যৎ ॥ ২৫ ॥ গৃহীত্বা মম পাদাম্বু শঙ্খে কৃত্বা তু বৈষ্ণবঃ। যো বহেচ্ছিরসা নিত্যং স মুনিস্তপতাং বরঃ ॥ ২৬ ॥ ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি মম চৈবাজ্ঞয়া সুত। শঙ্খে তানি বসন্তীহ তস্মাচ্ছঙ্খো বরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥ সাম্বুং শঙ্খং করে ধৃত্বা মন্ত্রেণৈতেন বৈষ্ণবঃ। যঃ স্নাপয়েন্মার্গশীর্ষে তুষ্টিস্তস্য ভবাম্যহম্ ॥ ২৮ ॥ শঙ্খাদৌ চন্দ্রদৈবত্যং কুক্ষৌ বরুণদেবতা। পৃষ্ঠে প্রজাপতিশ্চৈব অগ্রে গঙ্গা সরস্বতী ॥ ২৯ ॥ তেষামুচ্চারপূর্ব্বন্তু স্নাপয়েন্মামতন্দ্রিতঃ। তস্য পুণ্যস্য সংখ্যাং বৈ কর্ত্তুং নৈব সুরাঃ ক্ষমাঃ ॥ ৩০ ॥ পুরতো মম দেবেশ সপুষ্পঃ সজলাক্ষতঃ। শঙ্খস্ত্বভ্যর্চ্চিতস্তিষ্ঠেত্তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ॥ ৩১ ॥ বিলেপনেন সম্পূর্ণং শঙ্খং কৃত্বা তু মাং ভজেৎ। তদা মে পরমা প্রীতির্ভবেদ্বৈ শতবার্ষিকী ॥ ৩২ ॥ শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সজলাক্ষতম্। অর্ঘ্যং দদাতি যো

আমাকে স্নান করান, তিনিও নিখিল তীর্থফল লাভ করেন। যে শ্রেষ্ঠ মানব মার্গশীর্ষে অষ্টশঙ্খ জল দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের স্নান করান, তিনি আমার লোকে গমন করিয়া থাকেন। হে সুত! যিনি ষোড়শশঙ্খজল দ্বারা আমাকে স্নান করান, তিনি অচিরকালে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। যিনি চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক শঙ্খজলে আমাকে স্নান করান, তিনি দীর্ঘ কাল ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া ভোগাবসানে ভূতলে আসিয়া রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি অগ্রহায়ণমাসে অষ্টোত্তরশত শঙ্খোদক দ্বারা আমাকে স্নান করান, সেই মানব প্রত্যেক শঙ্খে সুবর্ণদানের ফল লাভ করিয়া থাকেন। যে ভক্তিমান্ মানব, শঙ্খধ্বনি সহকারে মার্গশীর্ষে আমাকে স্নান করান, তাঁহার পিতৃগণ তৎক্ষণাৎ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হন। যিনি অষ্টোত্তরসহস্র শঙ্খোদক দ্বারা আমাকে স্নান করান, তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং পুনঃ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত গণমধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। হে সুরসত্তম! যিনি শঙ্খোদক দ্বারা নিত্য আমাকে স্নান করান, তিনি গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিয়া দেববৎ সদা আনন্দিত হন। হে সুত! শঙ্খে জল লইয়া "নমো নারায়ণায়" এই বলিয়া যিনি আমাকে নিত্য স্নান করান, তিনি নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হন। যিনি তিলমিশ্র মদীয় পাদোদক লইয়া বৈষ্ণবগণকে অর্পণ করেন, তাঁহার চান্দ্রায়ণফললাভ হয়। নদী, তড়াগ, বাপী কিংবা কূপজাত জলও যদি শঙ্খে রক্ষিত হয়, তাহাও জাহ্নবীজল তুল্য। যে বৈষ্ণব মানব মদীয় পাদোদক শঙ্খে লইয়া নিত্য মস্তকে বহন করেন, তিনিই মুনি এবং তিনিই তপস্বিশ্রেষ্ঠ। হে পুত্র! ত্রিলোকে যে সকল তীর্থ আছে, আমার আদেশে তৎসমস্ত শঙ্খে প্রতিষ্ঠিত। অতএব শঙ্খ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়। যে বৈষ্ণব জলযুক্ত শঙ্খ করে ধারণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে মার্গশীর্ষে স্নান করান, আমি তাঁহার প্রতি প্রীত থাকি। মন্ত্র যথা—"শঙ্খের অগ্রভাগে চন্দ্র, উদরে বরুণ, পৃষ্ঠে প্রজাপতি এবং গঙ্গা ও সরস্বতী।" এই সকল দেবতার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক নিরলস হইয়া যিনি আমাকে স্নান করান, সুরগণও তাঁহার পুণ্যের সংখ্যা করিতে সমর্থ হন না। ১৪—৩০। হে দেবেশ! আমার সম্মুখে জল, তণ্ডুল ও পুষ্পদ্বারা অর্চিত শঙ্খ রক্ষিত করিলে তাহার সর্ব্বতোমুখী লক্ষ্মীলাভ হয়। শঙ্খ সম্পূর্ণ বিলেপন-সমন্বিত করিয়া তদ্দ্বারা আমার পূজা করিলে, আমার শতবার্ষিকী অত্যুত্তম প্রীতি হয়। যিনি শঙ্খে পুষ্প, তণ্ডুল ও জল যুক্ত করিয়া আমার উদ্দেশে

মাং বৈ তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৩৩ ॥ অর্ঘ্যং কৃত্বা স্বয়ং শঙ্খে যঃ করোতি প্রদক্ষিণাম্। প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ৩৪ ॥ ভ্রাময়িত্বা চ মে মূর্দ্ধ্নি মন্দিরং শঙ্খবারিণা। প্রোক্ষয়েদ্বৈষ্ণবো যস্ত নাশুভং তদ্গৃহে ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥ নাধয়ো ন ক্রমস্তস্য নারকং ন ভয়ং ক্বচিৎ। যস্য পাদোদকং শঙ্খে কৃতং মূর্দ্ধান-মালভেৎ ॥ ৩৬ ॥ গ্রহা রক্ষাংসি কুষ্মাণ্ডপিশাচোরগ-দানবাঃ। দৃষ্ট্বা শঙ্খোদকং মূর্দ্ধ্নি বিদ্রবন্তি দিশো দশ ॥ ৩৭ ॥ বাদিত্রনিনদৈরুচ্চৈর্গীতমঙ্গলনিঃস্বনৈঃ। যঃ স্নাপয়তি মাং ভক্ত্যা জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধি সঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্খপূজনফলকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। ঘণ্টানাদস্য মাহাত্ম্যং চন্দনস্য তথাচ্যুত। যৎফলং লভতে স্বামিংস্তৎসর্বং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। স্নানার্চ্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ। পুরতো মম দেবেশ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২ ॥ বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটি-শতানি চ। বসতে মামকে লোকে অপ্সরোগণ-সেবিতঃ ॥ ৩ ॥ সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা সর্ব্বদেবময়ী যতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদস্তু কারয়েৎ ॥ ৪ ॥ সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা সর্ব্বদা মম বল্লভা। বাদনা-ল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিশতোদ্ভবম্ ॥ ৫ ॥ ঘণ্টানাদঃ সদা কার্য্যঃ পূজাকালে বিশেষতঃ। মন্বন্তরসহস্রাণি মন্বন্তরশতানি চ ॥ ৬ ॥ প্রীতো ভবামি সততং ঘণ্টানাদেন পুত্রক। ভেরীশঙ্খনিনাদেন ঘণ্টানাদান্বি-তেন চ ॥ ৭ ॥ মৃদঙ্গশব্দেন যুতং প্রণবেন সমন্বিতম্। অর্চ্চনং মম দেবেশ সততং মোক্ষদং নৃণাম্ ॥ ৮ ॥ যত্র তিষ্ঠেত পুরতো ঘণ্টা নাদান্বিতা মম। অর্চ্চিতা বৈষ্ণবৈর্যত্র তত্র মাং বিদ্ধি পুত্রক ॥ ৯ ॥ বৈনতেয়াঙ্কিতা ঘণ্টা সুদর্শন-যুতাথবা। মমাগ্রে স্থাপয়েদ্‌যস্তু তস্য পাপং হরাম্যহম্ ॥ ১০ ॥ মদীয়ার্চ্চনবেলায়াং ঘণ্টানাদং করোতি যঃ। নশ্যন্তি তস্য পাপানি শতজন্মার্জ্জিতা-ন্যপি ॥ ১১ ॥ স্বাপকালে প্রকুর্ব্বীত ঘণ্টানাদং

অর্ঘ্য প্রদান করেন, তাঁহার পুণ্যফল অনন্ত। যিনি স্বয়ং শঙ্খে অর্ঘ্য রাখিয়া আমাকে প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার প্রদক্ষিণজন্য পুণ্য লাভ হয়। যে বৈষ্ণব মস্তকে শঙ্খ ভ্রামিত করিয়া সেই শঙ্খবারি দ্বারা আমার মন্দির প্রোক্ষিত করেন, তাঁহার গৃহে কোন অশুভ হয় না। শঙ্খস্থ মদীয় পাদোদক যাঁহার মস্তকে বিরাজিত, কদাচ তাহার আধি, ক্রম বা নরকভয় হয় না এবং গ্রহ, রক্ষ, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ, উরগ ও দানবগণ তাঁহার মস্তকস্থিত শঙ্খোদক সন্দর্শন করিয়া দশদিকে পলায়ন করে। যিনি উচ্চ গীত-বাদিত্র প্রভৃতি মঙ্গলনিনাদ করিয়া ভক্তিসহকারে আমাকে স্নান করান, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ৩১—৩৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে অচ্যুত! ঘণ্টানাদ ও চন্দনদানে কি ফল লাভ হয়? হে স্বামিন্! যথাযথ তৎসমস্ত বর্ণন করুন। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে দেবেশ! স্নান ও অর্চ্চনকালে যে মানব আমার সম্মুখে ঘণ্টানাদ করেন, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। আমার অগ্রে ঘণ্টানাদে মানব সহস্রকোটি ও শতকোটি বৎসর অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া আমার লোকে বাস করে। দেখ, ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্য ও সর্ব্বদেবময়ী অর্থাৎ সকল বাদ্য ও সকল দেবতা শঙ্খে অবস্থিত; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ঘণ্টানাদ করিবে। সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা সতত আমার প্রিয়া, ইহার বাদনে কোটিযজ্ঞসমুদ্ভূত সুকৃতি লাভ হয়। ঘণ্টানাদ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ পূজাকালে অবশ্যই ঘণ্টানাদ করিবে। হে পুত্রক! পূজাকালে ঘণ্টানাদ করিলে, শতসহস্র মন্বন্তরকাল আমি সতত প্রীত থাকি। হে দেবেশ! প্রণবসমন্বিত ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গনাদযুক্ত ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সতত আমার অর্চ্চন মানবগণের মোক্ষপ্রদ। যে স্থানে নাদান্বিত শঙ্খ আমার সম্মুখে অবস্থিত থাকে, এবং বৈষ্ণবগণ যেখানে আমার পূজা করেন, তথায় আমাকে নিত্য সন্নিহিত জানিবে। যে মানব গরুড় বা সুদর্শনচিহ্নে অঙ্কিত ঘণ্টা আমার সম্মুখে রক্ষা করে, আমি তাহার পাপ হরণ করিয়া থাকি। ১—১০। আমার পূজাসময়ে যে মানব ঘণ্টানাদ করে, তাহার শতজন্মার্জ্জিত পাপরাশিও বিনষ্ট হয়। যে নর মদীয় শয়নসময়ে

স্বভক্তিতঃ। মমৈবার্চ্চনবেলায়াং ফলং কোটিগুণোদ্ভবম্ ॥ ১২ ॥ যে মামর্চ্চন্তি দেবেশং সুপর্ণোপরিসংস্থিতম্। শঙ্খপদ্মগদাযুক্তং সচক্রঞ্চ শ্রিয়া যুতম্ ॥ ১৩ ॥ কিং করিষ্যন্তি তে তীর্থৈর্দেবতানাঞ্চ দর্শনৈঃ। কিং যজ্ঞৈঃ কিং ব্রতৈর্বাপি কিং দানৈঃ কিমুপোষণৈঃ ॥ ১৪ ॥ মূর্ত্তির্নারায়ণী যৈশ্চ মামকী গরুড়োপরি। স্থাপিতা তে কলৌ যান্তি কল্পকোটিং পদং মম ॥ ১৫ ॥ মমাগ্রে স্থাপয়েদ্‌যস্তু প্রাসাদেঽথ গৃহেঽথবা। তীর্থকোটিসহস্রাণি তত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ ॥ ১৬ ॥ যস্তু পূজয়তে ধন্যো গরুড়োপরি সংস্থিতম্। একাদশ্যাং তথা রাত্রৌ বাসনাসংযুতো মম। কৃত্বা গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ তারয়েন্নরকাৎ পিতৄন্ ॥ ১৭ ॥ পুনশ্চ কথয়িষ্যামি শৃণু ঘণ্টামহং সুত ॥ ১৮ ॥ মম নামাঙ্কিতা ঘণ্টা পুরতো যা চ তিষ্ঠতি। অর্চ্চিতা বৈষ্ণবী যত্র তত্র মাং বিদ্ধি পুত্রক ॥ ১৯ ॥ যস্তু বাদয়তে ঘণ্টাং বৈনতেয়বিচিহ্নিতাম্। ধূপে নীরাজনে স্নানে পূজাকালে বিলেপনে ॥ ২০ ॥ মমাগ্রে প্রত্যহং বৎস প্রত্যেকং লভতে ফলম্। মখাযুতং গোহযুতঞ্চ চান্দ্রায়ণশতোদ্ভবম্ ॥ ২১ ॥ বিধিবাহ্যকৃতা পূজা সফলা জায়তে নৃণাম্। ঘণ্টানাদেন তুষ্টোঽহং প্রযচ্ছামি স্বকং পদম্ ॥ ২২ ॥ নাগারিচিহ্নিতা ঘণ্টা রথাঙ্গেন সমন্বিতা। বাদনাৎ কুরুতে নাশং জন্মকোটিভয়স্য বৈ ॥ ২৩ ॥ গরুড়েনাঙ্কিতাং ঘণ্টাং দৃষ্ট্বাহং প্রত্যহং মুদা। প্রীতিং করোমি দেবেশ লক্ষ্মীং প্রাপ্য যথাধনঃ ॥ ২৪ ॥ ঘণ্টাদণ্ডস্য শিরসি সুচক্রং স্থাপয়েত্তু যঃ। মৎপ্রিয়ং বৈনতেয়ং বা স্থাপিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২৫ ॥ ঘণ্টানাদং সচক্রঞ্চ অন্তকালে শৃণোতি যঃ। পাপকোটিযুতস্যাপি নশ্যন্তি যমকিঙ্করাঃ। ২৬ ॥ সর্ব্বদোষাঃ প্রণশ্যন্তি ঘণ্টানাদেন বৈ সুত। দেবতানাং স রুদ্রাণাং পিতৄণামুৎসবো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ অভাবে বৈনতেয়স্য চক্রস্যাপি ন সংশয়ঃ। ঘণ্টানাদেন ভক্তানাং প্রসাদং প্রকরোম্যহম্ ॥ ২৮ ॥ গৃহে যস্মিন্ ভবেন্নিত্যং ঘণ্টা নাগারিসংযুতা। সর্পাণাং ন ভয়ং তত্র নাগ্নিবিদ্যুৎসমুদ্ভবম্ ॥ ২৯ ॥ যস্য ঘণ্টা গৃহে নাস্তি শঙ্খো ন পুরতো মম। কথং ভাগবতো

ভক্তিযুক্ত হইয়া ঘণ্টানাদ করে, তাহার পূজাকালীন ঘণ্টানিনাদের কোটিগুণ অধিক ফল হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! আমি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যে সকল লোক কমলার সহিত আমাকে গরুড়োপস্থিত এবং শঙ্খ, পদ্ম, গদা, ও চক্রযুক্ত করিয়া পূজা করে, তাহার দেবতাদর্শন, তীর্থসেবা, নিখিল যজ্ঞ, ব্রত, দান বা উপবাস করিয়া কি হইবে? কলিকালে যাহারা মদীয়া নারায়ণী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আমার সম্মুখে গরুড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করে, তাহারা কোটিকল্পকাল আমার পদ প্রাপ্ত হয়। গৃহেই হউক বা প্রাসাদেই হউক, যে স্থানে আমার নারায়ণীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তথায় সহস্রকোটী তীর্থ ও দেবগণ অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি গরুড়োপরিস্থিত এই মূর্ত্তি পূজা করে, সেই মানবও ধন্য হইয়া থাকে। কামনান্বিত মানবও একাদশীর রজনীতে নৃত্যগীত করিয়া তদীয় পিতৃগণকে নরক হইতে উদ্ধার করে। হে পুত্র! পুনরায় ঘণ্টানাদমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে পুত্রক! আমার নামাঙ্কিত বৈষ্ণবঘণ্টা যে স্থানে অবস্থিত ও পূজিত, তথায় আমাকে সন্নিহিত জানিবে। যে মানব আমার সম্মুখে প্রত্যহ ধূপদান, নীরাজন, স্নান, পূজাকাল ও বিলেপনদানসময়ে গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা নিনাদিত করে, প্রত্যেক কার্য্যের জন্যই তাহার অযুতযজ্ঞ, অযুত গোদান এবং শত চান্দ্রায়ণব্রতের ফল লাভ হয়। ঘণ্টানাদে মানবগণের অবৈধ কার্য্যও সফল হয় এবং ঘণ্টানাদে আমি তুষ্ট হইয়া মানবগণকে আমার পদ প্রদান করিয়া থাকি। গরুড়চিহ্নিত বা রথাঙ্গসমন্বিত ঘণ্টানাদে কোটিজন্মের ভয় বিনষ্ট হয়। হে দেবেশ! আমি গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা দর্শন করিয়া প্রত্যহ প্রমুদিত হই এবং অধম মানবেরা লক্ষ্মীলাভে যেরূপ হর্ষ হয়, ঘণ্টানিনাদকারীকেও তদ্রূপ প্রমোদ প্রদান করিয়া থাকি। যে মানব ঘণ্টাদণ্ডের মস্তকে আমার প্রিয় সুশোভন চক্র কিংবা গরুড় স্থাপন করে, তাহার ত্রিলোকস্থাপনের ফল হয়। মৃত্যুকালে যে নর চক্রযুক্ত ঘণ্টানাদ শ্রবণ করে, কোটিপাপযুক্ত হইলেও যমকিঙ্করগণ তাহার সমীপ হইতে পলায়ন করে। হে পুত্র! ঘণ্টানাদে দোষরাশি বিনষ্ট হয় এবং একমাত্র ঘণ্টাবাদ্যেই মানবের নিখিল দেব, রুদ্র ও পিতৃগণের উৎসবজাত ফললাভ হয়। ১১—২৭। গরুড়ের অভাব হইলেও চক্রচিহ্নিত ঘণ্টানাদেই আমি ভক্তগণের প্রীতিদান করিয়া থাকি, সংশয় নাই। যাহার গৃহে নাগরিপু-গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা নিত্য বিদ্যমান, তাহার গৃহ হইতে সর্প, অগ্নি ও বিদ্যুৎসমুদ্ভব ভয় বিদূরিত হয়। যাহার গৃহে ঘণ্টা বা আমার সম্মুখে

শ্রেয়ঃ কথং ভবতি বল্লভঃ ॥ ৩০ ॥ চন্দনস্য প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং তব পুত্রক । যস্মিন্ কৃতে ভবেৎ প্রীতির্মমাত্যন্তং ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ সচন্দনং সকুসুমং কর্পূরাগুরুমিশ্রিতম্ । মৃগনাভিসমাযুক্তং জাতীফলসমন্বিতম্ ॥ ৩২ ॥ তুলসীচন্দনোপেতং মমাত্যন্তসুখাবহম্ । যো দদাতি হি মাং নিত্যং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবম্ ॥ ৩৩ ॥ যুগানি বসতে স্বর্গে হ্যনন্তানি নরোত্তমঃ । মহাবিষ্ণোঃ কলৌ ভক্ত্যা দত্বা তুলসিচন্দনম্ ॥ ৩৪ ॥ অর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈর্ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ । তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং চন্দনং যচ্ছতে মম ॥ ৩৫ ॥ দহামি পাতকং সর্ব্বং পূর্ব্বজন্মশতৈঃ কৃতম্ । সর্ব্বেষামেব দেবানাং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩৬ ॥ পিতৃণাঞ্চ বিশেষণ সদাভীষ্টং যথা মম ॥৩৭॥ শ্রীখণ্ডং চন্দনং তাবচ্ছ্রেষ্ঠং কৃষ্ণাগুরুং তথা । যাবন্ন দীয়তে মহ্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩৮ ॥ তাবৎ কস্তুরিকামোদঃ কর্পূরস্য সুগন্ধিতা । যাবন্ন দীয়তে মহ্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩৯ ॥ কলৌ যচ্ছন্তি যে মহ্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ । মার্গশীর্ষে শুভে মাসে তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ যো হি ভাগবতো ভূত্বা কলৌ তুলসিচন্দনম্ । নার্পয়েদ্বৈ সহোমাসে নাসৌ ভাগবতো নরঃ ॥ ৪১ ॥ কুঙ্কুমাগুরুশ্রীখণ্ডকর্দ্দমৈর্মম বিগ্রহম্ । আলিম্পেদ্বৈ সহোমাসে কল্পকোটিং বসেদ্দিবি ॥৪২॥ কর্পূরাগুরুমিশ্রেণ চন্দনেনানুলিম্পয়েৎ । মৃগদর্পং বিশেষেণ অভীষ্টঞ্চ সদা মম ॥ ৪৩ ॥ বিলেপয়তি যো মাং বৈ শঙ্খে কৃত্বা তু চন্দনম্ । মার্গশীর্ষে তদা প্রীতিং করোমি শতবার্ষিকীম্ ॥ ৪৪ ॥ সেবতে তুলসীপত্রৈর্নিত্যমামলকৈশ্চ যঃ । মার্গশীর্ষে সদা ভক্ত্যা স লভেদ্বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তুলসীকাষ্ঠচন্দনার্পণফলকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । মাহাত্ম্যং বদ দেবেশ পুষ্পজাতিসমুদ্ভবম্ । যেন যেন চ পুষ্পেণ যৎফলং লভতে নরঃ ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং পুষ্পসম্ভবম্ । যেন পুষ্পেণ মে প্রীতির্ভবেৎ সম্যঙ্ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ মল্লিকা মালতী চৈব যুথিকা

শঙ্খ থাকে না, আমি কিরূপে তাহাকে ভাগবত বা আমার বল্লভ বলিয়া বুঝিব ? হে পুত্রক ! যাহা করিলে আমার নিঃসংশয় অত্যন্ত প্রীতি হয়, এক্ষণে তোমার নিকট সেই চন্দনমাহাত্ম্য বলিতেছি ;—হে ব্রহ্মন্ ! কুসুম, কর্পূর, অগুরু, মৃগনাভি, জাতীফল ও তুলসীদলযুক্ত চন্দনদানই আমার অত্যন্ত সুখাবহ। যে মানব আমাকে সতত তুলসীকাষ্ঠ সম্ভূত চন্দন দান করেন, সেই নরোত্তম অনন্ত যুগ স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। যে লোক কলিকালে ভক্তিসহকারে তুলসীচন্দন দান করিয়া মালতীকুসুমে মহাবিষ্ণুর পূজা করে, তাহার আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। যে মানব আমাকে তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত চন্দন দান করে, তাঁহার শতকোটি পূর্ব্বজন্মের কলুষ-রাশি ভস্মীভূত করি। চন্দন যেমন আমার অভীষ্ট, নিখিলদেব, বিশেষতঃ পিতৃগণ তদ্রূপ সতত চন্দন অভিলাষ করিয়া থাকেন। মানব যাবৎকালে আমাকে তুলসীচন্দন দান না করে, তাবৎকালই আমি কৃষ্ণাগুরু, শ্রীখণ্ড, কস্তূরী এবং কর্পূরযুক্ত চন্দন শ্রেষ্ঠ ও সৌরভসমন্বিত বলিয়া মনে করি। যাঁহারা মার্গশীর্ষমাসে আমাকে তুলসীকাষ্ঠ জাত চন্দন দান করেন, কলিকালে তাঁহারাই কৃতার্থ, সন্দেহ নাই। কলির যে লোক মার্গশীর্ষমাসে আমাকে তুলসীচন্দন দান না করে, সে ব্যক্তি ভাগবত হইলেও ভাগবত নহে। মার্গশীর্ষে যে মানব কুঙ্কুম, অগুরু ও শ্রীখণ্ডকর্দ্দমে আমার অঙ্গে বিলেপন দান করে, তাহার কোটিকল্পকাল স্বর্গবাস হয়। কর্পূর ও অগুরুমিশ্রিত চন্দনদ্বারা আমার শরীর বিলেপিত করিবে। বিশেষতঃ কর্পূর ও অগুরু মধ্যে কস্তুরীযুক্ত চন্দনই আমার সতত অভীষ্ট। মার্গশীর্ষে যে মানব শঙ্খে চন্দন লইয়া বিশেষরূপে আমার শরীর লেপন করে, আমি তাহাকে শতবার্ষিকী প্রীতি প্রদান করিয়া থাকি। যে নর মার্গশীর্ষে বিপুল তুলসীদল ও আমলকীফল দ্বারা ভক্তিসহকারে আমার সেবা করে, সেই ব্যক্তি অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে।২৮—৪৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবেশ ! মানব যে যে পুষ্পদানে যেরূপ ফললাভ করে, সেই পুষ্পজাত মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে পুত্র ! যে পুষ্পে আমার সম্যক্ প্রীতি হয়, এক্ষণে সেই পুষ্পজাত মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতেছি,

চাতিমুক্তকা। পাটলা করবীরঞ্চ জয়ন্তী বিজয়া তথা॥ ৩॥ কুব্জকস্তবকশ্চৈব কর্ণিকারং কুরণ্টকঃ। চম্পকশ্চাতকঃ কুন্দো বাণঃ কর্চ্চুরমল্লিকা॥ ৪॥ অশোকস্তিলকশ্চৈব তথৈবাপরযূথিকঃ। অমী পুষ্পপ্রকারাস্তু শস্তা মে পূজনে সুত॥ ৫॥ কেতকীপত্রপুষ্পঞ্চ ভৃঙ্গরাজস্তথৈব চ। তুলসীপত্রপুষ্পঞ্চ সদ্যঃ প্রীতিকরং মম॥ ৬॥ পদ্মান্যম্বুসমুত্থানি রক্তনীলোৎপলে তথা। সিতোৎপলং সহোমাসে মমাত্যন্তং হি বল্লভম্॥ ৭॥ তান্যেব চ প্রশস্তানি কুসুমানি চ মে সুত। যানি সুবর্ণযুক্তানি রসগন্ধযুতানি চ॥ ৮॥ নির্গন্ধান্যপি শস্তানি কুসুমানি মতানি মে। সুরভীণি তথান্যানি বর্জ্জয়িত্বা তু কেতকীম্॥ ৯॥ বাণঞ্চ চম্পকাশোকং করবীরঞ্চ যূথিকা। পারিভদ্রং পাটলা চ বকুলং গিরিশালিনী॥ ১০॥ বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গিরজস্য চ। তমালামলকীপত্রং শস্তং মে পূজনে সুত॥ ১১॥ পুষ্পৈররণ্যসম্ভূতৈঃ পত্রৈর্ব্বা গিরিসম্ভবৈঃ। অপর্য্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জ্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ॥ ১২॥

শ্রবণ কর; আর এই সকল বাক্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিও না। হে তনয়! মল্লিকা, মালতী, যূথিকা, অতিমুক্তকা, পাটলা, করবীর, জয়ন্তী, বিজয়া, কুব্জকস্তবক, কর্ণিকার, কুরণ্টক, চম্পক, চাতক, কুন্দ, বাণ, কর্চ্চুর, মল্লিকা, অশোক, তিলক এবং অপরযূথিকা প্রভৃতি যে সকল পুষ্পের প্রকার কথিত হয়, আমার পূজায় এই সকল কুসুমই প্রশস্ত। হে পুত্র! কেতকীপত্র, ভৃঙ্গরাজ এবং তুলসীপত্র-কুসুম সদ্যই আমার প্রীতি উৎপাদিত করে। জল হইতে সদ্য উপচিত পদ্ম এবং রক্ত, নীল ও শ্বেত উৎপল—মার্গশীর্ষে এই সকল আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া জানিবে। হে সুত! এতদ্ভিন্ন যে সকল কুসুম বর্ণ, রস ও সুগন্ধযুক্ত, তাহাও আমার প্রীতিকর বলিয়া জানিবে। আর গন্ধহীন বর্ণযুক্ত এবং কুসুমের মধ্যে কেতকী ব্যতীত আমার মতে অন্যান্য সমস্ত পুষ্পই প্রশস্ত বলিয়া পরিগৃহীত হয়। হে পুত্র! বাণ, চম্পক, অশোক, করবীর, যূথিকা, পারিভদ্র, পাটলা, বকুল, গিরিশালিনী, বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র, তমাল ও আমলকীপত্র—এ সকলও আমার পূজায় প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। হে ব্রহ্মন্! অরণ্যজাত পুষ্প, পর্ব্বতোৎপন্ন পত্র, অপর্য্যুষিত, ছিদ্রহীন,

অথারামোদ্ভবৈর্ব্বাপি পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েচ্চ মাম্। পুষ্পজাতিবিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যং বিশেষতঃ॥ ১৩॥ তপঃশীলগুণোপেতে পাত্রে বেদস্য পারগে। দশ দত্বা সুবর্ণানি যৎ ফলং লভতে নরঃ। তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ সহে কুসুমদানতঃ॥ ১৪॥ দ্রোণপুষ্পে তথৈকস্মিন্নহঞ্চ বিনিবেদিতে। দশ দত্বা সুবর্ণানি ফলং তদধিকং সুত॥ ১৫॥ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরে ভেদো যথাসীত্তন্নিবোধ মে॥ ১৬॥ দ্রোণপুষ্পসহস্রেভ্যঃ খাদিরং তু বিশিষ্যতে। খাদিরাৎ পুষ্পসাহস্রাচ্ছমীপুষ্পং বিশিষ্যতে॥ ১৭॥ শমীপুষ্পসহস্রেভ্যো বিল্বপুষ্পং বিশিষ্যতে। বিল্বপুষ্পসহস্রেভ্যো বকপুষ্পং বিশিষ্যতে॥ ১৮॥ বকপুষ্পসহস্রেভ্যো নন্দ্যাবর্ত্তং বিশিষ্যতে। নন্দ্যাবর্ত্তসহস্রাদ্ধি করবীরং বিশিষ্যতে॥ ১৯॥ করবীরসহস্রস্য কুসুমং শ্বেতমুত্তমম্। করবীরশ্বেতপুষ্পাৎ পালাশং পুষ্পমুত্তমম্॥ ২০॥ পলাশপুষ্পসাহস্রাৎ কুশপুষ্পং বিশিষ্যতে। কুশপুষ্পসহস্রাদ্ধি বনমালা বিশিষ্যতে॥ ২১॥ বনমালাসহস্রাদ্ধি চম্পকঞ্চ বিশিষ্যতে। চম্পকস্য পুষ্পশতাদশোকং পুষ্পমুত্তমম্॥ ২২॥ অশোকপুষ্পসাহস্রাচ্ছেবন্তীপুষ্পমুত্তমম্। শেবন্তীপুষ্পসাহস্রাৎ কুব্জকং পুষ্পমুত্তমম্॥ ২৩॥

প্রোক্ষিত, জন্তুবর্জ্জিত, কিম্বা আরামজাত পুষ্প দ্বারা আমার পূজা করিবে; এতন্মধ্যে পুষ্পের উৎকৃষ্টতা-ভেদে পুণ্যেরও উৎকর্ষ বুঝিতে হইবে। তপঃশীলগুণযুক্ত বেদপারগ সৎপাত্রে দশ সুবর্ণদানে মানব যে ফললাভ করে, কুসুমদানেও তাহার তুল্যফলপ্রাপ্তি হয়। হে সুত! আমার উদ্দেশে একটী দ্রোণপুষ্প নিবেদিত হইলে দশ সুবর্ণদানেরও অধিক ফল হয়। এক্ষণে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পের যে-ভেদ আছে, আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর।১—১৬। সহস্র দ্রোণপুষ্প হইতে একটী খদিরপুষ্প শ্রেষ্ঠ; এইরূপ সহস্র খদির পুষ্প হইতে একটী শমীপুষ্প, সহস্র শমীপুষ্প হইতে একটী বিল্বপুষ্প, সহস্র বিল্বপুষ্প হইতে একটী বক, সহস্র বক হইতে একটী নন্দ্যাবর্ত্ত, সহস্র নন্দ্যাবর্ত্ত হইতে এক করবীর, সহস্র করবীর হইতে একটী শ্বেত করবীর, সহস্র শ্বেত করবীর হইতে একটী পলাশপুষ্প, সহস্র পলাশ হইতে একটী কুশপুষ্প, সহস্র কুশপুষ্প হইতে একটী বনমালা, সহস্র বনমালা হইতে এক চম্পক, একশত চম্পক হইতে একটী অশোক, সহস্র অশোক হইতে একটী শেবন্তী, সহস্র শেবন্তী কুসুম

কুব্জপুষ্পসহস্রাদ্ধি মালতীপুষ্পমুত্তমম্। মালতীপুষ্পসাহস্রাৎ সন্ধ্যাপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ২৪ ॥ সন্ধ্যাপুষ্পসহস্রাদ্ধি ত্রিসন্ধ্যাপুষ্পমুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥ ত্রিসন্ধ্যারক্তসাহস্রাত্রিসন্ধ্যাশ্বেতমুত্তমম্। ত্রিসন্ধ্যাশ্বেতসাহস্রাৎ কুন্দপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ২৬ ॥ কুন্দপুষ্পসহস্রাদ্ধি জাতীপুষ্পং বিশিষ্যতে। সর্ব্বাসাং পুষ্পজাতীনাং জাতীপুষ্পমিহোত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ জাতীপুষ্পসহস্রেণ যচ্ছেন্মালাং সুশোভনাম্। মহ্যং যো বিধিবদ্দদ্যাত্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২৮ ॥ কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। মৎপুরে বসতে নিত্যং মমতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ২৯ ॥ যেষাং সন্তি চ পুষ্পাণি প্রশস্তানি মমার্চ্চনে। তেষাং পত্রাণি শস্তানি তদভাবে ফলানি চ ॥ ৩০ ॥ এতৈঃ পত্রৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ ফলৈশ্চাপি তথাহি মাম্। অর্চ্চন্ দশসুবর্ণস্য প্রত্যেকং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১ ॥ এতাভিঃ পুষ্পজাতীভিঃ সহোমাসেহর্চ্চয়ন্তি যে। ভক্তিং দদামি তেষাং বৈ তুষ্টঃ সন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥ ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ যৎ কিঞ্চিন্মাহতে হি সঃ। তত্তদ্দদামি দেবেশ পুষ্পৈরেভিঃ প্রতোষিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিবিধপুষ্পদান-সহস্রপুষ্পাঙ্কিতমালাস্থাপনাদিফলবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। শ্রীমত্তুলসিমাহাত্ম্যং যথাবদ্বর্ণয় প্রভো। যস্যাঃ সন্নিধিমাত্রেণ প্রীতির্ভবতি তেঽধিকা ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। মণিকাঞ্চনপুষ্পাণি তথা মুক্তাময়ানি চ। তুলসীপত্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২ ॥ তুলসীমঞ্জরীভির্যঃ কুর্য্যাদ্বৈ মম পূজনম্। ন স গর্ভগৃহং যায়ান্মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৩ ॥ আরোপ্য তুলসীং বৎস পূজয়েত্তদ্দলৈশ্চ মাম্। দিবি সম্মোদমানঃ স শ্বেতদ্বীপে চ মে গৃহে ॥ ৪ ॥ শ্রীমত্তুলস্যার্চ্চয়তে সকৃদ্ধি মাং পত্রৈঃ সুগন্ধৈর্বিমলৈরখণ্ডিতৈঃ। যস্তস্য পাপং পটসংস্থিতং তদা নিরীক্ষয়িত্বা পরিমার্জ্জয়েদ্যমঃ ॥ ৫ ॥ তুলসী ন যেষাং মম পূজনার্থং

হইতে একটী কুব্জ, সহস্র কুব্জ হইতে একটী মালতী, সহস্র মালতী হইতে একটী সন্ধ্যাকুসুম, সহস্র সন্ধ্যাকুসুম হইতে একটী রক্ত ত্রিসন্ধ্যা, সহস্র রক্ত ত্রিসন্ধ্যা হইতে একটী শ্বেত ত্রিসন্ধ্যা, সহস্র শ্বেত ত্রিসন্ধ্যা হইতে একটী কুন্দ এবং সহস্র কুন্দকুসুম হইতে একটী জাতীপুষ্প শ্রেষ্ঠ। হে ব্রহ্মন্! যে সকল কুসুমের কথা কথিত হইল, জাতীই এতন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই সহস্র জাতি কুসুমের মধ্যে আবার সুশোভন মালাই উত্তম বলিয়া অভিহিত হয়। যে মানব যথাবিধি আমাকে একটী মালা প্রদান করে, এক্ষণে তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর ;—যে মানব আমাকে মালা প্রদান করে, আমার তুল্য পরাক্রম হইয়া সেই ব্যক্তি সহস্রকোটি কল্পকাল নিত্য আমার পুরে বাস করিয়া থাকে। আমার পূজায় যে সকল পুষ্প প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইল, এই সকল কুসুমের অভাবে তৎপত্র এবং পত্রাভাবে ফলই প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। যে মানব পূর্ব্বোক্ত পুষ্প, তৎপত্র বা ফলদ্বারা আমার পূজা করে, প্রত্যেক পুষ্প, ফল বা পত্রদানে দশসুবর্ণদানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে দেবেশ! যাহারা মার্গশীর্ষমাসে এই সকল কুসুম দ্বারা আমার পূজা করে, আমি তাহাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে ভক্তিদান করিয়া থাকি, সংশয় নাই। এতদ্ভিন্ন সেই সকল লোক ধন, পুত্র, দারা যাহা কিছু কামনা করে, এই সকল কুসুমে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে তৎসমস্তই আমি দান করি। ১৭—৩৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে প্রভো! যাঁহার সন্নিধানমাত্রে আপনার অধিক প্রীতি জন্মে, এক্ষণে সেই শ্রীমতী তুলসীর মাহাত্ম্য যথাবৎ বর্ণন করুন। ভগবান্ কহিলেন,—মুক্তাময় মণিময় বা কাঞ্চনময় কুসুমদান তুলসীদলদানের ষোড়শাংশের যোগ্য নহে। নর তুলসীমঞ্জরী দ্বারা আমার পূজা করিলে তাহাকে আর গর্ভগৃহে গমন করিতে হয় না এবং সেই মানব মুক্তিভাগী হয়। হে বৎস! তুলসী আরোপিত করিয়া তুলসীদান দ্বারা যে আমার পূজা করে, সে স্বর্গে প্রমুদিত হয় এবং শ্বেতদ্বীপস্থিত আমার গৃহে বাস করে। শ্রীমতী তুলসীর সুগন্ধ বিমল অখণ্ড পত্র দ্বারা যে মানব একবার আমার পূজা করে, যমরাজ বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিয়া লিখিত পাপবিবরণী হইতে তাহার নাম প্রোঞ্ছিত করিয়া দেন। যাহারা একাদশীদিনে আমার পূজার

সম্পাদিতৈকাদশিপুণ্যবাসরে। ধিগ্ যৌবনং জীবিত-
মর্থসন্ততিস্তেষাং সুখং নেহ চ দৃশ্যতে পরে॥ ৬॥
লিঙ্গমভ্যর্চ্চিতং দৃষ্ট্বা সহোমাসে চ মামকম্।
তুলসীপত্রনিকরৈর্মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৭॥ নিত্য-
মভ্যর্চ্চয়েদ্ যো বৈ তুলস্যা মাং রমেশ্বরম্। মহা-
পাপানি নশ্যন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকম্॥ ৮॥
বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্জ্যং পুর্য্যুষিতং
জলম্। ন বর্জ্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং
জাহ্নবীজলম্॥ ৯॥ তাবদ্গর্জ্জন্তি পুষ্পাণি মালত্যা-
দীনি ভোঃ সুত। যাবন্ন প্রাপ্যতে পুণ্যা তুলসী
মম বল্লভা॥ ১০॥ সকৃদভ্যর্চ্চয়েদ্যো মাং বিল্ব-
পত্রেণ মানবঃ। মুক্তিভাগী নিরাতঙ্কো মম পার্শ্বগতো
ভবেৎ॥ ১১॥ বিল্বপত্রাচ্ছমীপত্রাজ্জাতীপত্রাৎ সরো-
রুহাৎ। বল্লভং তুলসীপত্রং কৌস্তভাদধিকং মম॥
১২॥ অভিন্নপত্রা তুলসী হৃদ্যা মঞ্জরিসংযুতা।
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূতা পদ্মেবেয়ং সদা মম॥ ১৩॥
অকৃষ্ণাপ্যথবা কৃষ্ণা তুলসী মম বল্লভা। সিতা
বাপ্যসিতা বাপি দ্বাদশী বল্লভা যথা॥ ১৪॥ গৃহীত্বা
তুলসীপত্রং ভক্ত্যা যো মাং সমর্চ্চয়েৎ। অর্চ্চিতং
তেন সকলং সদেবাসুরমানুষম্॥ ১৫॥ তাবদ্গর্জ্জন্তি
রত্নানি কৌস্তভাদীন্যনন্তশঃ। যাবন্ন প্রাপ্যতে
কৃষ্ণতুলসীকৃষ্ণমঞ্জরী॥ ১৬॥ কৃষ্ণং কৃষ্ণতুলস্যা হি
যো ভক্ত্যা পূজয়েন্নরঃ। স যাতি ভুবনং শুভ্রং
যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ॥ ১৭॥ মমার্চ্চনার্থং ভিক্ষুণাং
যচ্ছন্তি তুলসীদলম্। অন্যেষামপি ভক্তানাং যান্তি
তে পদমব্যয়ম্॥ ১৮॥ তুলসী কৃষ্ণগৌরা যা তয়া
যো মাং সমর্চ্চয়েৎ। নরো যাতি তনুং ত্যক্ত্বা
বৈষ্ণবীং শাশ্বতীং গতিম্॥ ১৯॥ ব্রহ্মোবাচ।
ধূপদানস্য মাহাত্ম্যং দীপস্যাপি চ কেশব। যৎফলং
লভতে মর্ত্ত্যস্তন্মে ব্রূহি যথার্থতঃ॥ ২০॥ শ্রীভগ-
বানুবাচ। শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি ধূপদানস্য যৎফলম্॥
দীপদানস্য মাহাত্ম্যং মম প্রীতিকরং পরম্॥ ২১॥
অগুরুঞ্চ সকর্পূরং দিব্যচন্দনসৌরভম্। দত্ত্বা মাং
বৈ সহোমাসে কুলানাং তারয়েচ্ছতম্॥ ২২॥

জন্য তুলসী আনয়ন না করে, তাহাদের
যৌবন, জীবন, অর্থ ও সম্পত্তি সকলেই
ধিক্ এবং কি ইহ, কি পর, কোন কালেই
তাহাদিগের সুখলাভ হয় না। সম্যক্ পূজিত
শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া মার্গশীর্ষে মানব তুলসীপত্র-
নিচয় দ্বারা আমার পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যা
হইতে মুক্ত হয়। যে মানব তুলসীদল দ্বারা
নিত্য রমার সহিত আমার পূজা করে, তাহার
মহাপাতকরাশি বিনষ্ট হয়, উপপাতক সকলের
কথা কি আর কহিব? পর্য্যুষিত পুষ্প ও জল
বর্জ্জনীয়; কিন্তু পর্য্যুসিত জাহ্নবীজল কিংবা তুলসী-
পত্র ত্যাজ্য নহে। হে পুত্র! আমার বল্লভা
পূতা তুলসী যতক্ষণ না উপস্থিত হন, ততকালই
মালতী আদি পুষ্প গর্ব্বে গর্জ্জন করিয়া স্বীয় প্রাধান্য
জ্ঞাপন করিয়া থাকে। যে মানব ভক্তিভরে
বিল্বপত্র দ্বারা একবার পূজা করে, সেই মুক্তি-
ভাগী নর নিরাতঙ্ক হইয়া আমার পার্ষদ হয়। বিল্ব-
পত্র শমীপত্র, জাতীপত্র ও পদ্ম, এ সকল হইতেও
তুলসীপত্র আমার প্রিয়; এমন কি, তুলসী ও
কৌস্তভ হইতেও আমার প্রিয়। মঞ্জরীযুক্তা হৃদ্যা
অভিন্নপত্রা তুলসী, ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমার ন্যায়
আমার প্রিয়া। শুক্লা কিম্বা কৃষ্ণা দ্বাদশী যেমন আমার
প্রিয়তিথি, তুলসী কৃষ্ণাই হউক আর অকৃষ্ণাই
হউক, উভয়ই আমার তেমনি বল্লভা। যে মানব
ভক্তিপূর্ব্বক তুলসীপত্রচয়ন করিয়া সম্যক্রূপে আমার
পূজা করে, তাহার এই পূজাপ্রভাবে মানব, দেব,
ও অসুরগণের পূজা করা হয়। যাবৎকাল কৃষ্ণ
তুলসীর কৃষ্ণমঞ্জরীর প্রাপ্তি না ঘটে, তাবৎকাল
কৌস্তভাদি অনন্ত রত্ন স্বীয় প্রাধান্যজ্ঞাপক গর্ব্বিত
গর্জ্জন করে। যে মানব কৃষ্ণতুলসী দ্বারা ভক্তিসহ-
কারে কৃষ্ণের পূজা করে, হরি রমার সহিত সেস্থানে
বাস করেন, পূজক নরও সেই হরির শুভ্র ভবনে
গমন করে। আমার পূজার জন্য প্রার্থী কিংবা
অন্যান্য মদীয় ভক্ত মানবগণকে যাহারা তুলসী
প্রদান করে, তাহাদের অব্যয় পদ লাভ হয়। হে
ব্রহ্মন্! আর একরূপ তুলসী আছে, তাহার নাম
কৃষ্ণগৌরা। যে মানব কৃষ্ণগৌরা তুলসীদ্বারা আমার
সম্যক্ পূজা করে, সেই নর তনুত্যাগ করিয়া
সনাতনী বৈষ্ণবী গতি প্রাপ্ত হয়। ১—১৯। ব্রহ্মা
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কেশব! ধূপ ও দীপদান
করিয়া মানব যে ফললাভ করে, আপনি তাহা যথাযথ
আমার নিকটে বলুন। ভগবান্ বলিলেন,—
হে পুত্র! এই ধূপ ও দীপদান আমার অত্যন্ত
প্রীতিকর। এক্ষণে এই ধূপ ও দীপদানের মাহাত্ম্য
বলিতেছি, শ্রবণ কর। মার্গশীর্ষে দিব্যচন্দনের
সৌরভযুক্ত সকর্পূর অগুরু দান করিয়া মানব শত
কুল উদ্ধার করে। যে বৈষ্ণব আমার পূজে

কৃষ্ণাগুরুসমুত্থেন ধূপেন চ মমালয়ম্। ধূপয়েদ্বৈষ্ণবো যস্তু স মুক্তো নরকার্ণবাৎ ॥ ২৩ ॥ মাহিষং গুগ্‌গুলুং যস্তু আজ্যযুক্তং সশর্করম্। ধূপং দদাতি যো বৈ মাং তস্মেচ্ছাং প্রদদাম্যহম্ ॥ ২৪ ॥ গুগ্‌গুলো হন্ত্যশেষাণি অরিষ্টানি চ ধূপিতঃ। কামান্নানাবিধাং-শ্চৈব অগুরুঃ সম্প্রযচ্ছতি ॥ ২৫ ॥ দেহং গেহং পুনাত্যেব ধূপস্ত্বগুরুসম্ভবঃ। নাশয়েদ্‌যক্ষরক্ষাংসি ধূপঃ সর্জ্জরসোদ্ভবঃ ॥ ২৬ ॥ জাতীপুষ্পমথৈলা চ গুগ্‌গুলশ্চ হরীতকী। কূটঃ সর্জ্জরসশ্চৈব গুড়ঃ শৈলাচ্ছড়স্তথা। নখযুক্তানি চৈতানি দশাঙ্গো ধূপ উচ্যতে ॥ ২৭ ॥ ধূপং দশাঙ্গং যদি চেৎকরোতি মাসে সহে মে অতিবল্লভে চ। দদামি কামানতি-দুর্লভানপি বলঞ্চ পুষ্টিং সুতদারভুক্তিম্ ॥ ২৮ ॥ মুস্তাধূপে মানুষাণাং প্রিয়ত্বং মাঙ্গল্যকং বশ্যকরং গুড়স্য। কুর্য্যাৎ সহোমাসি মমাগ্রতো যো বিহায় পাপানি স মাং সমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯ ॥ ন ভয়ং বিদ্যতে তস্য দিব্যভৌমান্তরিক্ষজম্। মম ধূপাবশেষেণ যস্যাঙ্গং পরিমার্জ্জিতম্ ॥ ৩০ ॥ ন চাপদ্বিদ্যতে তস্য ভবন্তি সম্পদোঽখিলাঃ। ধূপে কৃতে সহো-মাসে মমাগ্রে শ্রদ্ধয়ানিশম্ ॥ ৩১ ॥ ধূপঃ সুরূপতাং ধত্তে ধূপঃ পাবনমুত্তমম্। বনস্পতিরসো দিব্যঃ পরমঃ পাবনঃ শুচিঃ ॥ ৩২ ॥ অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দীপমাহাত্ম্যমুত্তমম্। যস্মিন্ কৃতে নরো যাতি বৈকুণ্ঠং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ বহুবর্ত্তিসমাযুক্তং ঘৃতপূরসমন্বিতম্। কুর্য্যাদারাত্রিকং যো বৈ কল্প-কোটিং দিবং বসেৎ ॥ ৩৪ ॥ নীরাজনন্তু যঃ পশ্যেৎ সহোমাসে মমাগ্রতঃ। সপ্তজন্ম ভবেদ্বিপ্রো হ্যন্তে চ পরমং পদম্ ॥ ৩৫ ॥ কর্পূরেণ তু যঃ কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা চৈব মমাগ্রতঃ। আরাত্তিকং দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবিশেন্মা-মনন্তকম্ ॥ ৩৬ ॥ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎকৃতং পূজনং মম। সর্ব্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে সুত ॥ ৩৭ ॥ যঃ করোতি সহোমাসে কর্পূরেণ চ দীপকম্। অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ৩৮ ॥ মমাগ্রে বৈ দ্বিজানাঞ্চ দীপং দদ্যাচ্চতুষ্পথে। মেধাবী জ্ঞানসম্পন্নশ্চক্ষুষ্মান্ জায়তে নরঃ ॥ ৩৯ ॥ ঘৃতেন বাথ তৈলেন দীপং প্রজ্বালয়েন্নরঃ। সহো-মাসে মমাগ্রে চ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৪০ ॥ বিহায়

কৃষ্ণাগুরু-সমুত্থিত ধূপ প্রজ্বলিত করেন, তিনি নরক হইতে মুক্ত হন। যে মানব আমাকে মাহিষ ঘৃত-যুক্ত ও শর্করাসমন্বিত ধূপদান করে, আমি তাহার অভীষ্ট প্রদান করি। গুগ্‌গুল ধূপ প্রধূপিত হইলে অশেষরূপে অরিষ্ট হরণ করে এবং অগুরুসম্ভব ধূপ বিবিধ অভিলষিত প্রদান ও ধূপদাতার দেহ ও গেহ পবিত্র করিয়া থাকে। সর্জ্জরসোদ্ভব ধূপ যক্ষ ও রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করে। দশাঙ্গ ধূপের অঙ্গ কথিত হইতেছে,—জাতীপুষ্প, এলা, গুগ্‌গুলু, হরীতকী, কূট, সর্জ্জরস, গুড়, শৈল, অচ্ছড় ও বজ্রনখী—দশাঙ্গ ধূপের এই দশটী অঙ্গ কথিত হইল। আমার প্রিয় মার্গশীর্ষ মাসে এই দশাঙ্গ ধূপ কৃত হইলে আমি অতি দুর্লভ অভিলষিত সকল, বল, পুষ্টি, সুত, দারা এবং ভক্তি বিতরণ করিয়া থাকি। মুস্তাধূপে মানবগণ প্রিয়ত্ব ও গুড়ধূপে মঙ্গলময় বংশশ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়। যে মানব মার্গশীর্ষে আমার সম্মুখে এইরূপ ধূপদান করে, সে সমস্ত পাপবিমুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমার উদ্দেশে প্রদত্ত ধূপের অবশেষ দ্বারা যাহার অঙ্গ মার্জ্জিত হয়, তাহার দিব্য, ভৌম ও আন্তরীক্ষ কোন ভয়ই থাকে না। যে নর মার্গশীর্ষ মাসে শ্রদ্ধা সহকারে আমার সম্মুখে নিরন্তর ধূপদান করে, তাহার কোন আপদ্ থাকে না, পরন্তু অখিল সম্পৎপ্রাপ্তি হয়। বনস্পতির রস দ্বারা দিব্য পরম পাবন ধূপ নির্ম্মিত হয়। এই ধূপ যথাযথ প্রস্তুত হইলেই উত্তম পাবন হইয়া থাকে। ২০—৩২। হে ব্রহ্মন্! যে দীপদানে নর বৈকুণ্ঠভবনে গমন করে, অতঃপর সেই দীপদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, এবিষয়ে সন্দেহ কর্ত্তব্য নহে। যে মানব ঘৃতপূরিত ও বহুবর্ত্তিযুক্ত দীপ দ্বারা আরাত্রিক করে, কোটি-কল্প কাল তাহার স্বর্গে বাস হয়। মার্গশীর্ষ মাসে আমার অগ্রে নীরাজন দর্শন করিলে সপ্তজন্ম বিপ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে মানব আমার সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক কর্পূর দ্বারা আরাত্রিক করে, সে আমার অনন্তশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। হে পুত্র! আমার নীরাজন করিলে মন্ত্র ও ক্রিয়াহীন পূজাও সম্পূর্ণ ফলজনক হয়। যে মানব মার্গশীর্ষ মাসে আমার উদ্দেশে কর্পূরের দীপদান করে, তাহার অশ্বমেধ-ফললাভ হয়; এবং সম্যক্‌রূপে তদীয় কুলের উদ্ধার হইয়া থাকে। যে নর আমার ও দ্বিজগণের সম্মুখে কিংবা চতুষ্পথে দীপদান করে, সে মেধাবী, জ্ঞানসম্পন্ন ও চক্ষুষ্মান্ হয়। যে মানব মার্গশীর্ষে আমার অগ্রে ঘৃত বা তৈল দ্বারা দীপ প্রজ্বালন করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। তাদৃশ

সকলং পাপং সহস্রাদিত্যসন্নিভঃ। জ্যোতিষ্মতা বিমানেন মম লোকে মহীয়তে॥ ৪১॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দীপং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। তঞ্চ দত্ত্বা বিহিংসেদ্যঃ স পতেন্নরকে ধ্রুবম্॥ ৪২॥ দীপং যো বৈ হরেৎ পাপী লোভাদ্ব্রহ্মন্ দ্বিজোত্তম। তদ্দীপহরণাৎ সোঽপি মূকোঽন্ধশ্চ প্রজায়তে॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দীপমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। নৈবেদ্যস্য বিধিং ব্রূহি দেব মে তত্ত্বতঃ প্রভো। অন্নং কতিবিধঞ্চেষ্টং ব্যঞ্জনাদীন্যশেষতঃ॥ ১॥ শ্রীভগবানুবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বৎস মম প্রীতিকরং পরম্। বক্ষ্যামি তেঽন্নপানাদিব্যঞ্জনাদীন্যশেষতঃ॥ ২॥ আদৌ হিরণ্ময়ং পাত্রং তদভাবে চ রাজতম্। তদভাবে চ পালাশং বিস্তীর্ণং বহুসুন্দরম্॥ ৩॥ কচোলাঃ শতশঃ কার্য্যাঃ পাত্রে বৈ পরিতোঽনঘ। তন্মধ্যে ব্যঞ্জনা দেয়া নানাফলময়াঃ শুভাঃ॥ ৪॥ পায়সং চন্দ্রসঙ্কাশং পাত্রে বৈ শর্করাযুতম্। তণ্ডুলং কুমুদসঙ্কাশং মুদ্গান্ কাঞ্চনভাস্বতান্॥ ৫॥ নানাব্যঞ্জনসংকৢপ্তং ত্রিভিঃ পংক্তিভিরেব চ। নিম্বুরসেন চন্দ্রেণ ফলমূলযুতেন চ॥ ৬॥ বৈকৃতাশ্চ তদা কার্য্যাঃ শতশো ভোজনে মম। দ্রাক্ষাম্র মিশ্রিতাশ্চূতকরমর্দ্দকৃতাঃ শুভাঃ॥ ৭॥ মরীচপিপ্পলীসার্দ্রকৈলাচন্দ্রকসংযুতাঃ। ক্বাথিতাঃ ক্বথিতাঃ কার্য্যাঃ শতশো ভোজনে মম॥ ৮॥ প্রলেহনাস্তথা কার্য্যাঃ কচোলশতসঙ্কুলাঃ। নানাকুসুমসম্মোদযুক্তাঃ সহসি মে প্রিয়াঃ॥ ৯॥ মণ্ডকা বর্ত্তুলা রম্যাঃ সমাঃ সর্ব্বত্র বিন্দুবৎ। সিতয়া সহিতেনাথ দুগ্ধেন ক্বথিতেন চ॥ ১০॥ মধুবর্ণেন গব্যেন যুক্তে তস্মিন্ সুভোজনে। কচোলে সুপ্রভে বৎস স্থিতং কাঞ্চনসুপ্রভম্॥ ১১॥ ঘৃতং সুবাসিতং প্রীত্যা দেয়ং হি মম ভোজনে। তত্র গোধূমপাত্রেণ চন্দ্রকেণ হি চোজ্জ্বলম্॥ ১২॥

মানব সকল পাপ দূরীভূত করিয়া সহস্র আদিত্যের কান্তি ধারণ করে এবং জ্যোতিষ্মান্ বিমানে আরোহণ করিয়া আমার লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব বিচক্ষণ মানব সর্ব্বপ্রযত্নে দীপ দান করিবে। কেহ দীপ দান করিলে যে তাহার হিংসা করে, নিশ্চয়ই তাহার নরকে পতন হয়। হে দ্বিজোত্তম! লোভবশতঃ যে পাপী নর দীপ অপহরণ করে, সেই দীপহরণপাপ প্রভাবে সে মূক ও অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৩৩—৪৪।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে প্রভো! আমার নিকট যথাযথ নৈবেদ্যবিধি বর্ণন করুন। হে দেব! অভীষ্ট অন্ন ও ব্যঞ্জন কতিবিধ, ইহা আমার অশেষরূপে শুনিতে অভিলাষ হইতেছে। ভগবান্ বলিলেন,—হে বৎস! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা আমার অতীব প্রীতিকর; এক্ষণে অন্ন, পান ও ব্যঞ্জনাদি বিষয় অশেষরূপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। তন্মধ্যে প্রথম পাত্রের নির্দ্দেশ করিতেছি,—প্রথমে হিরণ্ময় পাত্র শ্রেষ্ঠ, তদভাবে রাজত ও তদভাবে বহু বিস্তৃত সুন্দর পলাশপাত্র শ্রেষ্ঠ। হে অনঘ! পাত্রের চারিদিকেই শত শত কচোল (বাটী) পরিকল্পিত করিবে এবং তন্মধ্যে কোনপাত্রে নানাবিধ ফলসমন্বিত উত্তম ব্যঞ্জন ও কোনপাত্রে শশধরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শর্করাযুক্ত পায়স রক্ষিত করিতে হইবে। কোন পাত্রে কুমুদকান্তি অন্ন, কোন পাত্রে কাঞ্চনবর্ণ মুদ্গ, এইরূপে পংক্তিত্রয়ে নেবুর রস, কর্পূর ও ফলমূলযুক্ত নানাবিধ ব্যঞ্জন বিন্যস্ত করিবে। অনন্তর আমার ভোজনের জন্য দ্রাক্ষা-চূত-করমর্দ্দ-মিশ্রিত শত শত বৈকৃতরস, মরীচ, পিপ্পলী, আদ্রক, এলা, কর্পূর এবং শত ক্বাথ ও ক্বথিতা প্রদান করিবে। অনন্তর শত শত পাত্রে কুসুমামোদিত প্রলেহনসামগ্রী রক্ষিত করিবে। হে ব্রহ্মন্! মার্গশীর্ষ মাসে এই সকল বস্তু আমার সাতিশয় প্রিয়। অনন্তর শর্করাযুক্ত দুগ্ধ বা ক্বাথ দ্বারা বর্ত্তুলাকার মণ্ডকা প্রস্তুত করিবে। এই মণ্ডকা সর্ব্বত্র সমান রম্য ও বিন্দুবৎ হইবে। হে বৎস! এই সামগ্রী গব্য ঘৃতের সহিত মিলিত হইলেই ইহার বর্ণ মধুর ও ইহা সুভোজন মধ্যে গণ্য হয় এবং কচোলে রক্ষিত হইলে সুবর্ণের ন্যায় মনোরম প্রভাযুক্ত হইয়া থাকে। ১—১১। আমার ভোজনে প্রীতিসহকারে সুবাসিত ঘৃত প্রদান করিবে এবং সেই ভোজনপাত্র গোধূম ও কর্পূর দ্বারা সমুজ্জ্বল

সৌবাহ্লিকাঃ পূরিকাশ্চ শতচ্ছিদ্রাঃ সবেষ্টিকাঃ। অপূপাশ্চ তথা ক্ষীরপ্রকারাংশ্চ প্রকারয়েৎ॥ ১৩॥ মণয়ঃ সূত্রসংস্থাশ্চ মালতীকুসুমাদয়ঃ। পর্পটা বর্পটা রম্যা মাষকুষ্মাণ্ডসম্ভবাঃ॥ ১৪॥ বটকান্নবধা রম্যান্ কুর্য্যান্মাসে সহে মম। দ্বিধা জাতীমরীচৈশ্চ পূরিতা দ্রোণকে শুভাঃ॥ ১৫॥ যুক্তেন লবণেনাতি-শুদ্ধতৈলেন পূরিতাঃ। কুঙ্কুমাভাঃ স্নেহহীনাঃ সক্ষতা ইব দুর্জ্জনাঃ॥ ১৬॥ দধিদুগ্ধযুতাঃ কেচিচ্চিঞ্চিণী-চূতসম্ভবাঃ। দ্রাক্ষারসযুতাঃ কেচিত্তথৈবেক্ষু-সৈর্যুতাঃ॥ ১৭॥ রাজিকা জলমধ্যস্থাস্তথান্যে রসিতয়া সহ। রসৈশ্চতুর্ব্বিধৈশ্চান্যৈর্বটকা নবধা মতাঃ॥ ১৮॥ বজ্রপ্রভানুকণিকাচারবীজসুখারিকৈঃ। শকলৈর্নারিকেলস্য লবঙ্গশতসংযুতাঃ॥১৯॥ ঘৃতক্ষীর-সিতাদ্যাস্তাঃ কটাহে সুপ্রলোড়িতাঃ। লব্ধাসিতাদি-রসররম্যাঃ নিষ্কাশ্চ ফেণিকাঃ॥২০॥ পরাকিকাসু বৈ পক্বাঃ কৃতাশ্চন্দ্রেন পোলিকাঃ। মোদকাস্তথা বৈ কার্য্যাশ্চারবীজভবাঃ পরে॥ ২১॥ সিতয়া সহিতাঃ কার্য্যা অন্যে দুগ্ধেন নির্ম্মিতাঃ। নারিকেলফলৈশ্চান্যে বৃক্ষনির্য্যাসনির্ম্মিতাঃ॥ ২২॥ বদামৈশ্চ শুভাশ্চান্যে তিলৈশ্চ কণবীজকৈঃ। ঈদৃশান্মোদকাংশ্চান্যাং-স্তুষ্ট্যর্থং মম কারয়েৎ॥ ২৩॥ অর্শোঘ্নং মোচনী-কন্দং তথার্দ্রং করমর্দ্দকম্। নারিঙ্গং চিঞ্চিণীকঞ্চ কঙ্কোলফলমেব চ॥ ২৪॥ দশারং ত্রিপুরীজাতং শুভং নিম্বফলং বিসম্। তিন্দুফলং লবঙ্গঞ্চ শ্রীফলং তিলকং লুতি॥ ২৫॥ বল্কলং বংশকারীরং তথা কায়-ফলং বলম্। দ্রাক্ষাফলং চূতফলং রম্যং কণ্টকিনী-ফলম্॥ ২৬॥ ধাত্রীফলং শুক্তিভবং ফলমম্বাড়বং তথা। রম্ভাফলং পিপ্পলী চ মরীচাশ্চ মনোহরাঃ॥ ২৭॥ শুদ্ধসর্ষপতৈলেন লবণেন সুবেষ্টিতম্। তথা রাজিকয়া বিদ্ধং ত্রিভির্বর্ষৈর্ঘটে স্থিতম্॥ ২৮॥ এবংবিধানি জাতানি ব্যঞ্জনানি চ মানদ। কর্ত্তব্যানি সহোমাসে মম প্রীতিকরাণি বৈ॥ ২৯॥ এতাদৃশে

হইবে। তাহাতে সোবাহ্লিক ও পূরিক থাকিবে এবং উহার বহির্ভাগ শতছিদ্রযুক্ত হইবে, কেন না ছিদ্রযুক্ত হইলেই তাহাতে শর্করা রস অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। অপূপ সকল ক্ষীরের প্রাকারযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিবে। মালতী কুসু-মাদি ও মণিনিচয় সূত্রে গ্রথিত করিয়া আমার প্রীতির জন্য প্রদান করিবে। মার্গশীর্ষে আমার ভোজনার্থ মাসকলায় ও কুষ্মাণ্ডজাত নবধা রম্য পর্পট, বর্পট ও বটকান্ন প্রদান করিবে। অনন্তর জাতীমরীচ-পূরিত দ্বিবিধ-মনোরম দ্রোণক এবং লবণযুক্ত বিশুদ্ধ তৈলপূরিত স্নেহহীন কুঙ্কুমকান্তি অন্যবিধ দ্রোণক প্রদান করিবে। দুর্জ্জন ব্যক্তি যেরূপ ক্ষতাঙ্গ হয়, এই শেষোক্ত দ্রোণকও তদ্রূপ বহু ছিদ্র-বিশিষ্ট হইবে। অতঃপর কতিপয় দধিদুগ্ধযুক্ত, কতকগুলি চিঞ্চিণী (তেঁতুল) ও চূত হইতে জাত, অন্য কতিবিধ বা দ্রাক্ষারসজাত আবার কতকগুলি বা ইক্ষুরসযুক্ত দ্রোণক দিবে। অনন্তর রাজিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার কতক জলমধ্যে স্থাপিত করিয়া এবং অপর কতকগুলি শর্করামিশ্রিত করিয়া দিবে। অতঃপর নবধা বটক প্রদান করিবে; এই সকল বটক চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতু-র্ব্বিধ রসযুক্ত করিতে হইবে। ইহাই আমার সম্মত। অনন্তর হীরকের স্থায় প্রভাবিশিষ্ট কণাপরিমাণ নারিকেল খণ্ডের সহিত শত লবঙ্গযুক্ত করিয়া তাহা কটাহে নিক্ষেপপূর্ব্বক ঘৃত, ক্ষীর ও শর্করাদি দ্বারা আলোড়িত করত যখন শর্করাদি সমস্ত মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন উহা দ্বারা ফেণিকা প্রস্তুত করিয়া দিবে।১-২০। এই নারি-কেলখণ্ডের কতকগুলি পরাকিকায় পক্ব করিয়া তাহার সহিত কর্পূর মিশ্রিত করত পোলিকা প্রস্তুত করিবে। আমার ভোজ্য বস্তুতে অপর কতকগুলি মোদক দিতে হয়। এই মোদকমধ্যে কতক গুলি চারবীজজাত, কতকগুলি শর্করাযুক্ত, কতকগুলি দুগ্ধদ্বারা নির্ম্মিত, কতকগুলি নারিকেল-ফল ও বৃক্ষনির্য্যাসনির্ম্মিত, অপর কতিবিধ উত্তম বাদাম, তিল এবং কণবীজ দ্বারা প্রস্তুত করিবে। হে ব্রহ্মন্! আমার জন্য ঈদৃশ মোদক প্রদান করিবে। হে মানদ! এক্ষণে অন্যবিধ কতিপয় ব্যঞ্জনের বিষয় বলিতেছি। অর্শোঘ্ন (ওল), মোচনীকন্দ, আর্দ্রক, করমর্দ্দ, চিঞ্চিণী, কঙ্কোল, দশার, ত্রিপুটীজাত, উত্তম-নিম্ব, বিস, তিন্দুক, লবঙ্গ, শ্রীফল, তিলক, লুতি, বল্কল, বংশকরীর, কায়ফল, বল, দ্রাক্ষা, আম্র, রম্য কণ্টকিনী, ধাত্রী, শুক্তিভব, অম্বাড়ব, রম্ভা, পিপ্পলী, মনোহর মরীচ,—এই সকল ফল শুদ্ধতৈল ও লবণ কিংবা রাজিকা দ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টিত করিয়া একটী ঘটে স্থাপন করিবে। অনন্তর বৎসর-ত্রয় অতীত হইলে উহা আমাকে প্রদান করিবে। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আমাকে মার্গশীর্ষমাসে দান করিলে আমার প্রীতিকর হয়। হে ব্রহ্মন্! কেহ যদি মদীয় এতাদৃশ

ভোজনে চেদসামর্থ্যং ভবেদ্যদি। এবং কার্য্যং তদা তেন সঙ্ক্ষেপেণ শৃণুষ্ব মে ॥ ৩০ ॥ লড্ডুক-মেকং ঘৃতপূরমেকং ফেনদ্বয়ং কোকরসত্রয়ঞ্চ। ঘৃতপ্লুতং মণ্ডকষোড়শানাং বটাষ্টদায়ী নরকং ন পশ্যেৎ ॥ ৩১ ॥ অর্দ্ধাঢ়কং সুচিরপর্য্যুষিতঞ্চ দুগ্ধং খণ্ডস্য ষোড়শপলানি শশিপ্রভস্য। সর্পিষ্পলং মধুপলং মরিচং দ্বিকর্ষং শুণ্ঠ্যাঃ পলার্দ্ধমথবার্দ্ধফলং চতুর্ণাম্ ॥ ৩২ ॥ শ্লক্ষ্ণে পটে লগনয়া মৃদুপাণি-মৃষ্টাং কর্পূরধূলিধবলীকৃতভাণ্ডসংস্থাম্। এতাং শুভাং রসবতীং প্রকরোতি যো বৈ কামান্ দদামি সকলান্মনুজস্য তস্য ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নৈবেদ্যবিধিকথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। নৈবেদ্যানন্তরং তাত কিং কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো। যৎকর্ত্তব্যং সহোমাসে তৎসর্ব্বং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অথ ভুক্ত-বতে দদ্যা জলৈঃ কর্পূরবাসিতৈঃ। আচমনঞ্চ তাম্বুলং চন্দনং করমার্জ্জনম্ ॥ ২ ॥ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ কুর্য্যাদ্ভক্ত্যাদর্শং প্রদর্শয়েৎ। নীরাজনং ততঃ কার্য্যং কার্পূরং বিভবে সতি ॥ ৩ ॥ সমর্প্য মুকুটা-দীনি ভূষণানি বিচক্ষণঃ। ততঃ পশ্চান্মহাভাগ প্রকল্প্য চ্ছত্রচামরে ॥ ৪ ॥ প্রসাদসুমুখং ধ্যাত্বা শ্যামসুন্দরবিগ্রহম্। জপেদষ্টোত্তরশতং স্তবীত স্তুতিভিঃ প্রভুম্ ॥ ৫ ॥ শঙ্খরৌপ্যময়ী মালা কাঞ্চনী চ বিশেষতঃ। পদ্মাক্ষৈশ্চৈব সুভগৈর্ব্বিদ্রুমৈর্ম্মণি-মৌক্তিকৈঃ ॥ ৬ ॥ রচিতেন্দ্রাক্ষকৈর্ম্মালা তথৈবাঙ্গুলি-পর্ব্বভিঃ। পুত্রজীবময়ী মালা শস্তা বৈ জপকর্ম্মণি ॥ ৭ ॥ ন চ ক্রমন্ন চ হসন্ন পার্শ্বমবলোকয়ন্। ন পদা পদমাক্রম্য করপ্রাপ্তশিরাস্তথা ॥ ৮ ॥ নোত্তিষ্ঠ-ন্নমন্নং বিদ্বান্ন জপেদ্ব্যগ্রমানসঃ। জপকালে ন ভাষেত ব্রতহোমার্চ্চনাদিষু ॥ ৯ ॥ গৃহেষ্বেকগুণং জাপ্যং গোষ্ঠে দশগুণং ভবেৎ। নদীতীরে শতং

ভোজন দানে অসমর্থ হয়, তবে সংক্ষেপে তাহার কর্ত্তব্য কীর্ত্তন করিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর। যে মানব পূর্ব্বোক্তরূপে ভোজনদানে অসমর্থ হইয়া আমাকে একটী লড্ডুক, একটী ঘৃতপূরক, দুইটী ফেন, তিনটী কোকরস, ষোড়শ ঘৃতপ্লুত মণ্ডক এবং আটটী বটক দান করে, তাহার নরক দর্শন হয় না। শুচি মানব অর্দ্ধাঢ়ক অপর্য্যুষিত দুগ্ধ, চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ষোড়শপল গুড়, একপল ঘৃত, একপল মধু, এবং দ্বিকর্ষ মরিচ, পলার্দ্ধ শুণ্ঠী অথবা চতুর্জ্জাতকের প্রত্যেকটী অর্দ্ধপল করিয়া লইয়া ললনার মৃদু পাণিতল দ্বারা মৃষ্ট করিবে এবং মনোরম বস্ত্রে ঢাকিয়া কর্পূরচূর্ণের ন্যায় ধবলীকৃত করিয়া দুগ্ধাদিসহ একটী ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। হে ব্রহ্মন্! যে মানব আমার জন্য এইরূপ মনোহর রসবতী ভোজ্য প্রস্তুত করে, আমি তাহার নিখিল কামনা প্রদান করিয়া থাকি। ২১—৩৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে তাত! নৈবেদ্য দানের পর মনুষ্যগণ কি করিবে? হে প্রভো! মার্গশীর্ষমাসে মানবের অতঃপর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল যথাযথ বর্ণন করুন। ভগবান উত্তর করিলেন,—অনন্তর আমার ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমনার্থ কর্পূরজল, মুখ-শুদ্ধির জন্য তাম্বুল এবং করমর্দ্দননিমিত্ত চন্দনদান করিবে। তারপর ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলিদান, দর্পণ প্রদর্শন এবং নীরাজন দান করিবে। হে পুত্র! বিভব থাকিলে এই নীরাজন কর্পূর দ্বারা প্রদান করিবে। হে মহাভাগ! অনন্তর বিচক্ষণ মানব মুকুটাদি ভূষণনিচয়, ছত্র ও চামর অর্পণ করিয়া প্রীতিপ্রসন্নমুখে শ্যামসুন্দরশরীর প্রভু ভগ-বানের ধ্যান, অষ্টোত্তরশতজপ ও বিবিধ স্তুতি-বাক্যে স্তব করিবে। শঙ্খ, রৌপ্য বিশেষতঃ কাঞ্চনময়ী, অথবা সুভগ পদ্মাক্ষ, বৈদূর্য্য, মণি, মুক্তা, বা ইন্দ্রাক্ষ প্রস্তুত মালা জপকার্য্যে প্রশস্ত। এই জপ অঙ্গুলীপর্ব্ব দ্বারা করিতে হয়। বিদ্বান্ মানব জপকালে গমন, হসন, পার্শ্বদেশ অবলোকন, এক পদ দ্বারা অপরপদ আক্র-মণ, মস্তকে হস্তস্থাপন, গাত্রোত্থান কিংবা অধোবদন হইবেন না; পরন্ত একাগ্রমনা হইয়া হইয়া জপ করিবেন। জপকালে কিংবা ব্রত, হোম ও অর্চ্চনা-সময়ে কাহার সহিত কথা কথা কর্ত্তব্য নহে। ১—৯। এক্ষণে স্থানভেদে জপ সংখ্যা নিরূপণ করিতেছি;—গৃহে বসিয়া জপ করিলে একগুণ, গোষ্ঠে গুণপরিমাণ

বিদ্যান্নব্যগারে দশাধিকম্॥ ১০ ॥ তীর্থাদিষু সহস্রং স্যাদনন্তং মম সন্নিধৌ। এবং কৃত্বা সহোমাসে যঃ কুর্য্যাচ্চ প্রদক্ষিণাম্॥ ১১ ॥ সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং লভতে স পদে পদে। পঠন্নামসহস্রন্তু অথবা নাম কেবলম্॥ ১২ ॥ একা প্রদক্ষিণা ভক্ত্যা দহেৎ পাপং সদাহ্নিকম্। প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা॥ ১৩॥ দিনসপ্তোদ্ভবং পাপং মম তিস্রঃ প্রদক্ষিণাঃ। তৎক্ষণান্নাশয়ন্ত্যেব পাপং দেহে দশাহ্নিকম্॥ ১৪ ॥ কৃতাঃ প্রদক্ষিণা যেন একবিংশতি ভক্তিতঃ। ভ্রূণহত্যাদিপাপানি নাশমায়ান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ১৫ ॥ অষ্টোত্তরশতং যেন কৃতা ভক্ত্যা প্রদক্ষিণাঃ। তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ॥ ১৬॥ প্রদক্ষিণীকৃতা তেন তাবদ্বারং বসুন্ধরা। মাতুঃ প্রদক্ষিণাস্তদ্বত্তুতধাত্রীপ্রদক্ষিণাঃ ॥ ১৭॥ শালিগ্রামশিলায়াশ্চ সমমেতত্রয়ং স্মৃতম্। একো দণ্ডপ্রপাতশ্চ সহে সপ্তপ্রদক্ষিণাঃ॥ ১৮॥ সমমেতদ্দ্বয়ং নো বা দণ্ডপাতো বিশিষ্যতে। প্রদক্ষিণে দণ্ডপাতং যঃ করোতি সদা মম॥ ১৯॥ সহোমাসে বিশেষেণ আকল্পং স বসেদ্দিবি। কল্পাদনন্তরং তাত চক্রবর্ত্তী প্রজায়তে॥ ২০॥ চিরায়ুর্দ্ধনবান্ ভোগী দানবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ। সহস্রনামপঠনাৎ পাপং নশ্যেৎ ত্রিধা কৃতম্॥ ২১॥ অথ কিং বহুনোক্তেন শৃণু গুহ্যং মে সুত। দামোদরেতি নাম্না বৈ ভবেৎ প্রীতিৰ্মমাতুলা॥ ২২ ॥ গুণসম্বন্ধি মন্নাম কৃতং মাত্রা যশোদয়া। যদা মে দধিভাণ্ডস্য স্ফোটনং গোকুলে কৃতম্ ॥ ২৩ ॥ তদা যশোদয়া গাঢ়ং বদ্ধো দাম্না হ্যুলূখলে। ততঃ প্রভৃতি মে নাম খ্যাতং দামোদরেতি চ ॥ ২৪ ॥ নমো দামোদরায়েতি জপেদ্যঃ সুসমাহিতঃ। সূর্য্যোদয়ে শুচির্ভূত্বা ত্রিসহস্রং দিনে দিনে॥ ২৫॥ সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং যাবত্তত উদ্যাপয়েদ্বুধঃ। তর্পণং হবনং চৈব ব্রহ্মভোজ্যং দশাংশতঃ॥ ২৬॥ এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা তস্য যচ্ছামি বাঞ্ছিতম্। ধনং ধান্যং তথা দারান্

দশগুণ, এইরূপ নদীতীরে শতগুণ, এবং অগ্নিগৃহে তদপেক্ষাও দশগুণ অধিক; তীর্থাদিতে সহস্রগুণ এবং আমার সন্নিধানে জপসংখ্যা অনন্ত, ইহার পরিমাণ নাই। মার্গশীর্ষমাসে যে মানব এইরূপ করিয়া আমাকে প্রদক্ষিণ করে, প্রতিপদবিক্ষেপে তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাদানের ফল হয়। আমার সহস্রনাম কিংবা একটী নাম উচ্চারণপূর্ব্বক একবার ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলে তাহার দিনগত পাপ ক্ষয় হয় এবং সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার ফললাভ হইয়া থাকে। আমাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে সাতদিনের সঞ্চিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় এবং যে মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া একবিংশতিবার প্রদক্ষিণ করে, মুহূর্ত্তমাত্রে তাহার দশদিনজাত পাপ ও ভ্রূণহত্যাদি যে কিছু পাপ সঞ্চিত থাকে, তৎসমস্ত ভস্মীভূত হয়। যে নর ভক্তি সহকারে অষ্টোত্তরশত প্রদক্ষিণ করে, সে ভূরিদক্ষিণাসমন্বিত সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা আমাকেই পূজা করিয়া থাকে এবং তাহার পুণ্য যজ্ঞফললাভ হয়; এবং তাহার তত বারই পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল লাভ হয়। মাতা, পৃথিবী ও শালগ্রাম শিলা,—এই তিনেরই প্রদক্ষিণফল তুল্য জানিবে। যে মানব মার্গশীর্ষে শালগ্রামসম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণত হয়, তাহার এই এক দণ্ডপাতনেই পূর্ব্বোক্তত্রয়ের সপ্তবারপ্রদক্ষিণের তুল্যফল হইয়া থাকে। হে তাত! দণ্ডপাত এবং প্রদক্ষিণ এই কার্য্যদ্বয় তুল্য ফলজনক না হইলেও প্রদক্ষিণার সহিত দণ্ডপাতের একটী বৈশিষ্ট্য কথিত হইয়া থাকে। যে মানব প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বারবার দণ্ডপাত প্রণাম করে, বিশেষতঃ মার্গশীর্ষমাসে প্রণাম করে, তাহার কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস হয়, এবং কল্পাবসানে সে চক্রবর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রদক্ষিণকালে আমার সহস্রনাম পাঠ করিলে কায়, মন ও বাক্যকৃত ত্রিবিধতাপ বিনষ্ট হয় এবং সেই মানব চিরায়ু, ধনবান্, ভোগী, দাতা ও ধর্ম্মবৎসল হয়। হে সুত! আর অধিক কি কহিব, আমার নিকট একটী গুহ্যকথা শ্রবণ কর। আমার দামোদর নাম উচ্চারিত হইলে আমার অতুলা প্রীতি হয়। জননী যশোদা আমার এই গুণসম্বন্ধী নাম প্রযুক্ত করেন। হে সুত! আমি গোকুলে যখন দধিভাণ্ডের স্ফোটন করি, তখন জননী যশোদা 'দাম' অর্থাৎ রজ্জুদ্বারা আমাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করেন; তদবধি আমি দামোদর নামে বিখ্যাত হইয়াছি। ১০—২৪। যে বিদ্বান্ মানব ভক্তিসহকারে সুসমাহিতমনে সূর্য্যোদয়ে শুচি হইয়া "নমো দামোদরায়" এই মন্ত্র প্রতিদিন তিন হাজার জপ করেন এবং সার্দ্ধত্রয় লক্ষ জপ সম্পূর্ণ হইলে জপের দশাংশ তর্পণ, তদ্দশাংশ আহুতি প্রদান এবং তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করান, আমি তাঁহাকে বাঞ্ছিত ফলদান করি। তিনি ধন,

পুত্রাংশ্চান্যচ্চ বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৭ ॥ ত্রিসত্যেন ময়া চোক্তং শ্রদ্ধৎস্ব ত্বং মহামতে। মন্ত্ররাজমিমং পুত্র কৃপয়া মে প্রকাশিতম্ ॥ ২৮ ॥ দামোদরায়েতি পঠন্নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্। দণ্ডপাতং তথা পুত্র অষ্টাঙ্গেন সমন্বিতম্ ॥ ২৯ ॥ পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা তথা। মনসা বচসা দৃষ্ট্যা প্রণামোহষ্টাঙ্গ উচ্যতে ॥ ৩০ ॥ শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাং চ পরস্পরম্। প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ৩১ ॥ পশ্চাচ্ছেষাং ময়া দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরম্। এবং ক্রয়াত্ততো বৎস মম পূজাপ্রপূর্ত্তয়ে ॥ ৩২ ॥ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন। যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥ ৩৩ ॥ মৃদঙ্গবাদ্যেন সমং প্রণবেন সুসংযুতম্। এবং কার্য্যং সহোমাসে নৃত্যং পুণ্যপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৩৪ ॥ গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ তথা পুস্তকবাচনম্। পূজাকালে চতুর্বক্ত্র সর্ব্বদা মম চ প্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ গীতবাদ্যাদ্যভাবে চ মম নামসহস্রকম্। স্তবরাজং তথা পুত্র গজেন্দ্রস্য চ মোক্ষণম্ ॥ ৩৬ ॥ অনুস্মৃতিশ্চ গীতা চ স্তবনং পঞ্চধা মতম্। পঞ্চস্তবং মহাভাগ মম প্রীতিকরং পরম্ ॥ ৩৭ ॥ পাদোদকং পিবেদ্যো বৈ শালিগ্রামসমুদ্ভবম্। পঞ্চগব্যসহস্রৈস্তু প্রাশিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৩৮ ॥ শালিগ্রামশিলাতোয়ং যঃ পিবেদ্বিন্দুনা সমম্। মাতুঃ স্তন্যং পুনর্নৈব স পিবেন্মুক্তিভাঙ্নরঃ ॥ ৩৯ ॥ আশৌচং নৈব বিদ্যেত সূতকে মৃতকেহপি চ। যেষাং পাদোদকং মূর্দ্ধ্নি প্রাশনং যে প্রকুর্ব্বতে ॥ ৪০ ॥ অন্তকালেহপি যস্যেদং দীয়তে পাদয়োর্জ্জলম্। সোহপি সদ্গতিমাপ্নোতি সদাচারবহিষ্কৃতঃ ॥ ৪১ ॥ অপেয়ং পিবতে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে যদাপ্যভোজনম্। অগম্যাগমনো যো বৈ পাপাচারশ্চ য়ো নরঃ ॥ ৪২ ॥ সোহপি পূতো ভবত্যাশু সদ্যঃ পাদাম্বুধারণাৎ। চান্দ্রায়ণাৎ পাদকৃচ্ছ্রাদধিকং পাদয়োর্জ্জলম্ ॥ ৪৩ ॥ অগুরুং কুঙ্কুমং বাপি কর্পূরং চানুলেপনম্। মম পাদাম্বুসংস্পৃষ্টং তদ্বৈ পাবনপাবনম্ ॥ ৪৪ ॥ দৃষ্টিপূতং তু যত্তোয়ং ভবেদ্বৈ বিপ্রসত্তম। তদ্বৈ পাপ-

---

ধান্য, তনয়, পত্নী এবং অন্যান্য যাহা কিছু বাঞ্ছা করেন, আমি তাঁহাকে তৎসমস্তই প্রদান করিয়া থাকি। হে মহামতে! আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, ইহার অন্যথা হয় না; অতএব তুমি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হও। হে পুত্র! আমি কৃপা করিয়াই "দামোদরায়" এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র প্রকাশ করিলাম। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সতত আমার প্রদক্ষিণ করিবে। হে সুত! অষ্টাঙ্গসমন্বিত হইয়া দণ্ডপাত করিতে হয়। এখানে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডপাতের বিষয় বলিতেছি। পদদ্বয়, করদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষ, মস্তক, মন, বাক্য এবং দৃষ্টি দ্বারা যে প্রণাম, তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কহে। প্রণামকালে আমার পাদপদ্মে মস্তক বিন্যস্ত করিবে, এবং করদ্বয় পরস্পর সম্মিলিত করিয়া বলিবে,—"হে ঈশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি মৃত্যুগ্রহরূপ অর্ণব হইতে ভীতি প্রাপ্ত হইতেছি, আমাকে রক্ষা করুন।" হে বৎস! অনন্তর পূজোচ্ছিষ্ট গ্রহণপূর্ব্বক সাদরে মস্তকে ধারণ করিবে এবং আমার পূজার পূরণার্থ এইরূপ বলিবে,—"হে জনার্দ্দন! মন্ত্র, ক্রিয়া ও ভক্তিহীনভাবে আমি যে পূজা করিয়াছি, হে দেব! আমার সেই পূজা পূর্ণ হউক।" অনন্তর মৃদঙ্গবাদ্যের সহিত প্রণব উচ্চারণ সহকারে নৃত্যও করিবে, মার্গশীর্ষ মাসে এইরূপ নৃত্যই মানবের পুণ্যপ্রদ। হে চতুরানন! পূজাকালে সতত গীত, বাদ্য, নৃত্য, এবং পুস্তক পাঠ এই সকল আমার প্রিয়। হে পুত্র! এই সকল গীতবাদ্যাদির অভাব হইলে আমার সহস্রনাম কীর্ত্তন কিংবা স্তবরাজ গজেন্দ্রমোক্ষণ বিবরণ পাঠ করিবে। হে মহাভাগ! স্মরণ ও কীর্ত্তন ভেদে স্তব পঞ্চবিধ কথিত হয়। এই পঞ্চবিধ স্তব আমার পরম প্রীতিকর। যে মানব শালগ্রাম শিলার পাদোদক পান করে, তাহার সহস্র পঞ্চগব্য পানে কি প্রয়োজন? যে নর বিন্দুপরিমাণ শালগ্রামশিলার জল পান করে, সেই নর মুক্তিভাগী হয়, কদাচ তাহাকে মাতৃস্তন পান করিতে হয় না। যাহারা বিষ্ণুপাদোদক পান বা মস্তকে ধারণ করে, কি সূতক, কি মৃতক, কোন অশৌচই তাহাদের হয় না। ২৫—৪০। কোন সদাচার-বহিষ্কৃত ব্যক্তিকেও যদি অন্তকালে বিষ্ণু-পাদোদক প্রদান করা যায়, তবে তাহারও সদ্গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি অপেয় পান, অভোজ্য ভোজন ও অগম্যা গমন করে, এইরূপ পাপাচার নরও পাদোদকপানে সদ্য পূত হয়। হে বৎস! চান্দ্রায়ণ ও পাদকৃচ্ছ্র ব্রত হইতেও পাদোদক প্রশস্ত। আমার পাদোদকসংস্পৃষ্ট অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর ও অনুলেপন এই সকল দ্রব্য পাবন হইতেও পাবন। হে বিপ্রসত্তম! এক ত' দৃষ্টিপূত জলই

হরং নৃণাং কিং পুনঃ পাদয়োর্জ্জলম্॥ ৪৫॥ প্রিয়স্ত্বং মেহগ্রজঃ পুত্রো বিশেষেণ চ মৎপ্রিয়ঃ। তদর্থং কথিতং সর্ব্বং রহস্যং যচ্চ মে স্থিতম্॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পূজাবিধিসমাপন-তত্ত্বদ্‌যাপন-তৎফল-কথনযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। একাদশ্যাশ্চ মাহাত্ম্যং মূর্ত্তীনাঞ্চ বিধানকম্। সর্ব্বং ব্রূহি মম স্বামিন্ কৃপয়া ভূতভাবন॥ ১॥ শ্রীভগবানুবাচ। শৃণুধ দ্বিজশার্দ্দুল কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। যাং শ্রুত্বা যাতি বিলয়ং পাপং ব্রহ্মবধাদিকম্॥ ২॥ কাম্পিল্যে নগরে রাজা বীরবাহুরিতি স্মৃতঃ। সত্যবাদী জিতক্রোধো ব্রহ্মজ্ঞো মম তৎপরঃ॥ ৩॥ ভাববান্ স দয়াশীলো রূপবান্ বলবান্নরঃ। ভক্তো ভাগবতানাঞ্চ সদা মম কথারুচিঃ॥ ৪॥ সদা মম কথাসক্তঃ সদা জাগরণ-প্রিয়ঃ। দাতা বিদ্বান্ ক্ষমাশীলো বিক্রমী বিজি-তেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫॥ বিজয়ী রণশীলশ্চ ঋদ্ধ্যা চ ধনদোপমঃ। পুত্রবান্ পশুমাংশ্চৈব স্বদারনিরতস্তথা॥ ৬॥ তস্য ভার্য্যা কান্তিমতী রূপেণাপ্রতিমা ভুবি। পতিব্রতা মহাসাধ্বী মম ভক্তিরতা সদা॥ ৭॥ তয়া সহ বিশালাক্ষো বুভুজে মেদিনীং যুবা। মুক্তৈকং মাং মহাবাহো নান্যজ্জানাতি দৈবতম্॥ ৮॥ একস্মিন্ দিবসে পুত্র ভারদ্বাজো মহামুনিঃ। সমাগতো গৃহে তস্য বীরবাহোর্ম্মহাত্মনঃ॥ ৯॥ দৃষ্ট্বা সমাগতং দূরাদ্ভারদ্বাজং মহামুনিম্। স্বাগতং কারয়ামাস দত্ত্বার্ঘ্যং বিধিবত্তদা॥ ১০॥ আসনং কল্পয়ামাস স্বয়মেব মহীপতিঃ। প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তস্থৌ মুনিবরাগ্রতঃ॥ ১১॥ রাজোবাচ। অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং দিনম্। অদ্য মে সফলং রাজ্যমদ্য মে সফলং গৃহম্॥ ১২॥ প্রসন্নো মম বিপ্রর্ষে পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ। যত্ত্বং সমাগতো হ্যদ্য গৃহে যোগিবরস্তথা॥ ১৩॥ মুক্তোহহং পাপ-কোট্যাদ্য যত্ত্বয়াহং নিরীক্ষিতঃ। রাজ্যং লক্ষ্মী-র্গজাশ্বাশ্চ ময়া তুভ্যং নিবেদিতাঃ॥ ১৪॥ বৈষ্ণবো-

---

সকল লোকের সর্ব্বপাপহর, পাদোদকের কথা আর কি বলিব? হে বৎস! তুমি আমার অগ্রজ পুত্র, বিশেষতঃ প্রিয়; আমার যে সকল রহস্য ছিল, তোমার প্রার্থনায়ই তৎসমস্ত বর্ণন করিলাম।৪১—৪৬

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০

একাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভূতভাবন, স্বামিন্! একাদশীর মাহাত্ম্য এবং মূর্ত্তিসমূহের বিধান, কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজশার্দ্দুল! পাপপ্রণাশিনী কথা শ্রবণ কর, ইহা শ্রবণ করিলে মানবের ব্রহ্মহত্যাদি পাপও বিলীন হয়। কাম্পিল্য নগরে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম বীরবাহু। বীরবাহু সত্যবাদী, জিতেক্রোধ, ব্রহ্মজ্ঞ, ভাববান্, দয়াশীল, রূপবান্, ভাগবতগণের ভক্ত এবং আমাতে তৎপর ছিলেন। তাঁহার সতত আমার কথায় রুচি, আমার আদেশে আসক্তি ছিল এবং তিনি নিয়ত জাগরণপ্রিয় ছিলেন; তিনি দাতা, বিদ্বান্, ক্ষমাশীল, বিক্রমী, বিজিতেন্দ্রিয়, বিজয়ী, রণশীল, ধনে কুবেরের তুল্য, পশুমান, পুত্রবান্ এবং স্বীয় পত্নীতেই নিরত ছিলেন। তাঁহার পত্নী কান্তিমতী অতি রূপবতী ছিলেন। পৃথিবীতে তৎকালে তাঁহার রূপের তুলনা হইত না। বীরবাহুপত্নী পতিব্রতা, মহাসাধ্বী এবং আমাতে সতত ভক্তিরতা ছিলেন। বিশাললোচন যুবা রাজা বীরবাহু তদীয়া পতিব্রতা পত্নীর সহিত পৃথিবীরাজ্য ভোগ করেন। হে মহাবাহো! বীরবাহু আমা ব্যতীত আর কোন দেবতাকেই জানিতেন না। হে পুত্র! এক সময় মহামুনি ভারদ্বাজ মহাত্মা বীরবাহুর গৃহে আগমন করিলে, রাজা দূর হইতে ভারদ্বাজকে সমাগত দেখিয়া যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শুভাগমন প্রার্থনা করিলেন এবং মহীপতি স্বয়ংই তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদানপূর্ব্বক পরম ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন।১—১১। তখন রাজা বলিতে লাগিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! আপনার আগমনে অদ্য আমার জন্ম, দিন, রাজ্য, গৃহ, সমস্তই সফল হইয়াছে এবং পরমাত্মা জনার্দ্দন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। যোগিবর আমার গৃহে আগমন করিয়া আমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন; অতএব আমি কোটি কোটি পাতক হইতে মুক্ত

হসি মুনিশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যদেয়ং ময়া তব। মেরুতুল্যং ভবেৎ সর্ব্বং বৈষ্ণবস্ত বরাটিকা ॥ ১৫ ॥ নায়াতি হি গৃহে যস্ত বৈষ্ণবো বৈ দ্বিজোত্তমঃ। তদ্দিনং বিফলং তস্ত কথিতং ব্রাহ্মণৈর্ম্ম ॥১৬॥ বিষ্ণুভক্তাশ্চ যে কেচিৎ সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। কথিতং মম গার্গ্যেণ গৌতমেন সুমন্তুনা ॥ ১৭ ॥ যে ত্বভক্তা হৃষীকেশে পিশাচাস্তে হি মানবাঃ। মহাপাতকলিপ্তাস্তে যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে ॥ ১৮ ॥ শিবব্রতসহস্রৈস্ত সৌরৈর্ব্রাহ্মৈশ্চ কোটিভিঃ। যৎফলং কবিভিঃ প্রোক্তং বাসরৈকেন তদ্ধরেঃ ॥ ১৯ ॥ গর্ব্বমুদ্বহতে তাবত্তিথির্ব্রাহ্মী চ শাঙ্করী। যাবন্নায়াতি বিপ্রেন্দ্র দ্বাদশী চ মম প্রিয়া ॥ ২০ ॥ তাবৎপ্রভাবস্তারাণাং যাবন্নোদয়তে শশী। তিথিস্তথা চ বিপ্রেন্দ্র যাবন্নায়াতি দ্বাদশী ॥ ২১ ॥ নারদেন পুরা প্রোক্তং বসিষ্ঠেন মমাগ্রতঃ। ত্বং বেত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং বৈষ্ণবানাং মহামুনে ॥ ২২ ॥ ভারদ্বাজ উবাচ। সাধু পৃষ্টং মহাভাগ যত্ত্বং ভক্তোহসি বৈষ্ণবঃ। সা সুপ্রজা মহী ধন্যা যত্ত্বং রক্ষসি ভূমিপ ॥ ২৩ ॥ তস্মিন্ রাষ্ট্রে ন বস্তব্যং যত্র রাজা ন বৈষ্ণবঃ। বরং বাসো বনে তীর্থে ন তু রাষ্ট্রে ত্ববৈষ্ণবে ॥ ২৪ ॥ যত্র ভাগবতো রাজা সম্প্রশাস্তি চ মেদিনীম্। বৈকুণ্ঠমিতি মন্তব্যং তদ্রাষ্ট্রং পাপবর্জ্জিতম্ ॥ ২৫ ॥ চক্ষুর্হীনো যথা দেহঃ পতিহীনা যথা স্ত্রিয়ঃ। দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈষ্ণবম্ ॥ ২৬ ॥ যথা পুত্রো মহীপাল মাতাপিত্রোরপোষকঃ। দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈষ্ণবম্ ॥ ২৭ ॥ দানহীনো যথা রাজা ব্রাহ্মণো রসবিক্রয়ী। দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈষ্ণবম্ ॥ ২৮ ॥ দন্তহীনা যথা হস্তী পক্ষহীনো যথা খগঃ। দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈষ্ণবম্ ॥ ২৯ ॥ প্রতিগ্রহার্থং বেদাদি দ্রব্যার্থং সুকৃতং যথা। দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈষ্ণবম্ ॥ ৩০ ॥ দর্ভহীনা যথা সন্ধ্যা যথা শ্রাদ্ধমদক্ষিণম্। দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈ-

---

হইয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি বৈষ্ণব; অতএব আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। এই রাজ্য, লক্ষ্মী, গজ, অশ্ব সমস্তই আজ আপনাকে নিবেদন করিলাম। বৈষ্ণবকে অতিঅল্প মাত্র দান করিলেও তৎসমস্ত মেরুতুল্য হয়। ব্রাহ্মণগণ আমার নিকট বলিয়াছেন,—দ্বিজোত্তম বৈষ্ণব যেদিন যাহার গৃহে আগমন না করেন, তাঁহার সেই দিন বিফল হইয়া থাকে। বিষ্ণুভক্ত মানবগণ যে কোন জাতিই হউন না কেন, তাঁহারাই দ্বিজ। এই কথা—গার্গ্য, গৌতম এবং সুমন্তু আমার নিকট বলিয়াছেন। যাহারা হৃষীকেশে ভক্তিশূন্য, সেই সকল মানুষ পিশাচ জানিবে। যাহারা হরিবাসরে ভোজন করে, তাহারা মহাপাতকী। কবিগণ বলিয়া থাকেন,—সহস্র শিবব্রত এবং কোটি ব্রাহ্ম ও সৌরব্রতে যে ফল একমাত্র একদিন হরিবাসরব্রত করিলে তাহার তুল্য ফল লাভ হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! যাবৎ কাল না আমার প্রিয় দ্বাদশী তিথি সমাগম করে, তাবৎ কালই শাঙ্করী ও ব্রাহ্মী তিথি গর্ব্ব করিয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্র! যেমন শশধরের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তারকারাজির প্রভাব তদ্রূপ দ্বাদশীর সমাগম না হওয়া পর্য্যন্তই অন্য তিথির প্রভাব। এই কথা প্রথমে নারদ বশিষ্ঠের সম্মুখে বলেন, অনন্তর আমি মহর্ষি বশিষ্ঠের সমীপে ইহা বিদিত হইয়াছি। হে মহামুনে! আপনি ত নিখিল বৈষ্ণব ধর্ম্মই বিদিত আছেন। ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি ভক্ত বৈষ্ণব। অতএব তুমি ইহা অতি সাধু কথাই বলিয়াছ। হে ভূমিপ! তুমি যে ধরাকে রক্ষা করিতেছ, সেই ধরাও ধন্যা ও সুপ্রজা। দেখ, যে রাজ্যের রাজা বৈষ্ণব নহে, সে রাজ্যে বাস করা বিধেয় নয়; বরং তীর্থে বা বনে বাস করিবে, তথাপি অবৈষ্ণব রাষ্ট্রে কদাচ বাস করা উচিত নহে। যেখানে ভাগবত মহীপতি মেদিনী শাসন করেন, তাঁহার রাজ্য পাপবর্জ্জিত এবং আমি তাহা বৈকুণ্ঠ বলিয়াই মনে করি। ১২—২৫। যেমন নয়নহীন দেহ, পতিহীনা রমণী এবং দশমীযুক্ত দ্বাদশী—অবৈষ্ণব রাষ্ট্রও তদ্রূপ। হে মহীপাল! যেমন পিতামাতার প্রতিপালনপরাঙ্মুখ পুত্র, এবং দশমীযুক্ত দ্বাদশী; বৈষ্ণবহীন রাষ্ট্রও তদ্রূপ। যদ্রূপ দানহীন রাজা, রসবিক্রয়ী বিপ্র ও দশমীযুক্ত দ্বাদশী লোকের সম্মত নহে, তদ্রূপ অবৈষ্ণব রাষ্ট্রও লোকের সম্মত হয় না। যেমন দন্তহীন হস্তী, পক্ষহীন বিহগ, ও দশমীযুক্ত দ্বাদশী—বৈষ্ণবহীন রাষ্ট্রও তদ্রূপ। যেমন প্রতিগ্রহের জন্য বেদাধ্যয়ন, দ্রব্য সংগ্রহের জন্য সুকৃতসঞ্চয় ও যেরূপ দশমীযুক্ত দ্বাদশী মানবসমাজে নিন্দিত হইয়া অভিহিত হয়, অবৈষ্ণব রাষ্ট্রও তদ্রূপ নিন্দিত। যদ্রূপ কুশশূন্য সন্ধ্যা, অদক্ষিণ শ্রাদ্ধ এবং দশমীযুক্ত

ষ্ণবম্ ॥ ৩১ ॥) সশিখাশ্চ যথা শূদ্রা কপিলাক্ষীরপায়কঃ। দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈষ্ণবম্ ॥ ৩২ ॥ শূদ্রশ্চ ব্রাহ্মণীগামী হেমস্তো ধর্ম্মদূষকঃ। দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈষ্ণবম্ ॥ ৩৩ ॥ হরিস্থর্য্যাদিবৃক্ষাণাং যথা চ্ছেদো নরোত্তম। দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈষ্ণবম্ ॥ ৩৪ ॥ যথাহুতির্মন্ত্রহীনা মৃতবৎসাপয়ো যথা। দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈষ্ণবম্ ॥ ৩৫ ॥ সকেশা বিধবা যদ্বৎ ব্রতং স্নানবিবর্জ্জিতম্। দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈষ্ণবম্ ॥ ৩৬ ॥ স রাজা প্রোচ্যতে সদ্ভির্যো ভক্তো মধুসূদনে। তদ্রাষ্ট্রং বর্দ্ধতে নিত্যং সুখী ভবতি সপ্রজঃ ॥ ৩৭ ॥ দৃষ্টির্মে সফলা রাজন্ যন্ময়া ত্বং নিরীক্ষিতঃ। অদ্য মে সফলা বাণী জল্পতে যা ত্বয়া সহ ॥ ৩৮ ॥ দূরমেব হি গন্তব্যং শ্রূয়তে যত্র বৈষ্ণবঃ। দর্শনাত্তু ভবেৎ পুণ্যং তীর্থস্নানসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৯ ॥ স ত্বং রাজন্ময়া দৃষ্টো বিষ্ণুভক্তিরতঃ শুচিঃ। স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সুখী ভব নরাধিপ ॥ ৪০ ॥

দ্বাদশী—বৈষ্ণবহীন রাষ্ট্রও তদ্রূপ। যেমন শূদ্রের শিখাধারণ ও কপিলাদুগ্ধপান এবং যদ্রূপ দশমীযুক্ত দ্বাদশী—অবৈষ্ণব রাষ্ট্রও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণীগামী শূদ্র, স্বর্ণস্তেয়ী, ধর্ম্মদূষক, অবৈষ্ণব রাষ্ট্র এবং দশমীযুক্ত দ্বাদশী এই সকল তুল্য বলিয়া কথিত হয়। হে নরোত্তম! যেমন হরিতকী ও অর্কবৃক্ষাদি (আকন্দ) ছেদন, ও দশমীযুক্ত দ্বাদশী, অবৈষ্ণব রাষ্ট্রও তদ্রূপ; মন্ত্রহীন আহুতি, মৃতবৎসার স্তন্য এবং দশমীযুক্ত দ্বাদশী যেরূপ বিফল হয়, অবৈষ্ণব রাষ্ট্রও তদ্রূপ বিফল। যেমন সকেশা বিধবা, স্নানহীন ব্রত ও দশমীযুক্ত দ্বাদশী কোন কার্য্যকরী হয় না, অবৈষ্ণব রাষ্ট্রও তদ্রূপ বিফল হইয়া থাকে। যে রাজার মধুসূদনের প্রতি ভক্তি আছে; সাধুগণ বলিয়া থাকেন, তিনিই রাজা; তাঁহার রাজ্যই নিত্য বর্দ্ধিত হয়, এবং তিনিই বহুপ্রজাযুক্ত হইয়া সুখী হইয়া থাকেন। হে রাজন্! তোমাকে দর্শন করিয়া আমারও আজ নয়ন সফল হইল; এবং তোমার সহিত কথা কহিয়া আমার ভারতীও আজ সফলতা লাভ করিল। যে স্থানে বৈষ্ণব থাকেন, শুনিতে পাওয়া যায়; সে স্থান দূর হইলেও তথায় গমন করিবে; কেনন্ন বৈষ্ণব দর্শনে তীর্থস্নানসমুদ্ভব পুণ্য অর্জ্জন হয়। হে রাজন্! তুমি শুচি ও বিষ্ণুভক্তিরত, অতএব আজ তোমাকে তদ্রূপ বৈষ্ণবই দর্শন

এতস্মিন্নন্তরে রাজ্ঞ্যা কান্তিমত্যা নমস্কৃতঃ। ভারদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রবরঃ সর্ব্বযোগিনাম্ ॥ ৪১ ॥ অবৈধব্যং বরারোহে ভক্তা ভব স্বভর্ত্তরি। নিশ্চলা কেশবে ভক্তিঃ সদা ভবতু তে শুভে ॥ ৪২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে রাজা ভারদ্বাজং মহামুনিম্। উবাচ প্রীণয়ন্ বাচা মেঘনাদগভীরয়া ॥ ৪৩ ॥ রাজোবাচ। বিপুলা মে কথং লক্ষ্মীঃ কিং কৃতং পূর্ব্বজন্মনি। সর্ব্বং ব্রূহি মুনিশ্রেষ্ঠ কৃপা যদি মমোপরি ॥ ৪৪ ॥ এতন্ময়া কথং প্রাপ্তং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্। পুত্রো বৈ গুণবান্ শ্রেষ্ঠঃ প্রিয়া চ সুমনোহরা ॥ ৪৫ ॥ মচ্চিন্তা মদ্গতপ্রাণা চিন্তয়ন্তী জনার্দ্দনম্। কোঽহং মুনে কথং চৈষা কশ্চ ধর্ম্মো ময়া কৃতঃ ॥ ৪৬ ॥ কিং চানয়াপি চার্ব্বঙ্গ্যা মম পত্ন্যা কৃতং মুনে। কেন পুণ্যেন মে লক্ষ্মীর্মর্ত্ত্যলোকে সুদুর্লভা ॥ ৪৭ ॥ অশেষা ভূমিপালা বৈ বর্ত্তন্তে যস্য মে বশে। বিক্রমং

করিলাম। হে নরাধিপ! তোমার মঙ্গল হউক। আমি গমন করিতেছি, তুমি সুখী হও। ভারদ্বাজ এইরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে বীরবাহুরমণী রাজ্ঞী কান্তিমতী তথায় উপনীত হইলেন, যোগিগণপ্রবর মুনিবর ভারদ্বাজকে প্রণাম করিলেন। তখন ভারদ্বাজ কান্তিমতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ঋষি বলিলেন,—"হে বরারোহে! তুমি সতত স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী হও, কদাচ যেন তোমার বৈধব্য হয় না; হে শুভে! কেশবে সর্ব্বদা তোমার অচলা ভক্তি থাকুক। তৎকালে রাজা বিবিধবাক্যে তাঁহার প্রীতি সম্পাদনপূর্ব্বক মেঘগম্ভীর বাক্যে, মহামুনি ভারদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন,—হে মুনে! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হয়, তবে বলুন;—আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কোন্ কার্য্য করিয়াছিলাম যে, আমি বিপুলা লক্ষ্মীলাভ করিলাম, হে ঋষে! এই নিষ্কণ্টক রাজ্য, গুণবান্ শ্রেষ্ঠ তনয় এবং মনোহরা সহধর্ম্মিণী কোন্ ক্রিয়ার ফলে লাভ করিয়াছি? আমার পত্নী সতত আমাকেই চিন্তা করেন, আমাতেই তাঁহার প্রাণ অর্পিত এবং তিনি সতত জনার্দ্দনের চিন্তা করিয়া থাকেন। হে মুনে! আমি কে? আমার এই পত্নীই বা কে? আমি কি ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছি? এবং আমার এই চার্ব্বঙ্গী অঙ্গনাই কি করিয়াছেন? আমি মানবদুর্লভ লক্ষ্মীলাভ করিয়াছি, মহীপতিগণ অশেষরূপে সতত আমার বশে রহিয়াছেন, আমার

চাপ্রতিহতঃ শরীরমরোগ্যতা তথা ॥ ৪৮ ॥ মমাপি বিপুলং তেজো ন কশ্চিৎ সহতে মুনে। ইচ্ছাম্যদ্য প্রতিজ্ঞাতুং যথা চেয়মনিন্দিতা ॥ ৪৯ ॥ ময়াপি সুকৃতং বিপ্র কিং কৃতং পূর্ব্বজন্মনি। ইতি পৃষ্টো নরেন্দ্রেণ পূর্ব্বজন্মবিচেষ্টিতম্ ॥ ৫০ ॥ স্বপত্ন্যাশ্চেষ্টিতং চৈব সম্পদাং চৈব কারণম্। যোগোত্থং সুচিরং কালং তথাবিন্দত মানসে ॥ ৫১ ॥ বিজ্ঞাতমেতন্নৃপতে পূর্ব্বজন্মবিচেষ্টিতম্। তব পত্ন্যাশ্চ রাজর্ষে শৃণুষ কথয়াম্যহম্ ॥ ৫২ ॥ ভারদ্বাজ উবাচ। শৃণু ভূপাল সকলং যস্তেদং কর্ম্মণঃ ফলম্। ত্বমাসীঃ শূদ্রজাতীয়ো জীবহিংসাপরায়ণঃ ॥ ৫৩ ॥ নাস্তিকো দুষ্টচারিত্রঃ পরদারপ্রধর্ষকঃ। কৃতঘ্নো দুর্বিনীতশ্চ শিষ্টাচারবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৪ ॥ ইয়ং যা ভবতো ভার্য্যা পূর্ব্বমপ্যায়তেক্ষণা। কর্ম্মণা মনসা বাচা নান্যদস্যাস্ত্বয়া বিনা ॥ ৫৫ ॥ পতিব্রতা মহাভাগা ভজমানা নিরন্তরম্। ভাবং ন কুরুতে দুষ্টং তবোপরি তথা সতি ॥ ৫৬ ॥ সখিভিস্ত্বং পরিত্যক্তো বন্ধুভিঃ পাপকর্ম্মকৃৎ। ক্ষয়ং জগাম চার্থো যঃ সঞ্চিতস্তব পূর্ব্বজৈঃ ॥ ৫৭ ॥ নষ্টে দ্রব্যে ফলাকাঙ্ক্ষী ত্বমাসীর্জগতীপতে। পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেণ কৃষিশ্চ বিফলা গতা ॥ ৫৮ ॥ ততো বিত্তে পরিক্ষীণে পরিত্যক্তশ্চ বান্ধবৈঃ। ক্ষীয়মাণাপি সাধ্বীয়মত্যজত্ত্বাং ন ভামিনী ॥ ৫৯ ॥ ত্বং ভগ্নঃ সর্ব্বকামেভ্যো গতবান্নির্জ্জনে বনে। হত্বা জীবাননেকাংশ্চ চকারাত্মবিপোষণম্ ॥ ৬০ ॥ এবং প্রবৃত্তস্ত তব সহ পত্ন্যা তদা নৃপ। গতানি বহুবর্ষাণি পাপবৃত্ত্যা মহীতলে ॥ ৬১ ॥ অস্মিন্ বাসরে রাজন্মার্গভ্রষ্টো মহামুনিঃ। ন দিশং বিদিশং বেত্তি দেবশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬২ ॥ ক্ষুত্তৃষাপীড়িতোহত্যর্থং মধ্যাহ্নগদিবাকরে। পতিতো বনমধ্যে তু মার্গভ্রষ্টে মহীমতে ॥ ৬৩ ॥ দয়া জাতা চ তে ভূপ দৃষ্ট্বা দুঃখেন পীড়িতম্। ব্রাহ্মণং বৃদ্ধমজ্ঞাতং গৃহীত্বা তু করেণ বৈ ॥ ৬৪ ॥ উত্থাপ্য পতিতং ভূমৌ ত্বয়োক্তং হি তদা নৃপ। প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষ

শরীর রোগহীন ও অপ্রতিহত শৌর্য্যবীর্য্যযুক্ত। হে মুনে! আমি ইহা কোন্ পুণ্যে প্রাপ্ত হইলাম? হে বিপ্র! আমি আজ জানিতে অভিলাষ করি,—আমার এই অনিন্দিতা পত্নী পূর্ব্বজন্মে আমার সহিত এমন কি সুকৃত করিয়াছেন! রাজা এইরূপে ভারদ্বাজসমীপে স্বীয় পত্নীর পূর্ব্বজন্ম-কৃত চেষ্টা ও স্বীয় সম্পদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্ন হইয়া মনে মনে সমস্ত বিদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিলেন। মুনি কহিলেন,—হে নৃপতে! তোমার এবং ত্বদীয় পত্নীর পূর্ব্বজন্মের এই সকল বিবরণ জানিতে পারিয়াছি, হে রাজর্ষে! তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভারদ্বাজ বলিলেন,—হে ভূপাল! তোমার যে কর্ম্মফলে এই সকল লব্ধ হইয়াছে, শ্রবণ কর। তুমি পূর্ব্বজন্মে শূদ্রজাতীয় ও জীবহিংসাপরায়ণ, নাস্তিক, পরদার ধর্ষক, কৃতঘ্ন, দুর্বিনীত, দুষ্টচরিত্র এবং শিষ্টাচারবিবর্জ্জিত ছিলে। আর তোমার এই যে আয়তলোচনা ভার্য্যা কান্তিমতী, পূর্ব্বজন্মে ইনিই তোমার পত্নী হইয়াছিলেন। তুমি তথাবিধ নিন্দিতচরিত্র হইলেও তোমার পত্নী কর্ম্ম, মন ও বাক্যে তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। এই মহাভাগা পতিব্রতা পত্নী নিরন্তর তোমাকেই ভজনা করিতেন, কদাচ ইনি তোমার প্রতি দুষ্টভাব পোষণ করেন নাই। তোমাকে পাপকর্ম্মা জানিয়া তোমার সখা ও বন্ধুগণ তোমাকে পরিত্যাগ করে, এবং তোমার পূর্ব্বকর্ম্ম দ্বারা যে সকল ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হে মহীপতে! অনন্তর তুমি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কৃষিকার্য্য করিয়াছিলে, তোমার পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকে তাহাও বিফল হয়। অনন্তর তোমার বিত্ত পরিক্ষীণ হইলে তোমার বান্ধবগণ তোমাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু ক্ষীয়মাণা হইয়াও তোমার সাধ্বী ভামিনী তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তুমি তখন নিখিল কামনায় ভগ্নমনোরথ হইয়া জনহীন বনে গমনপূর্ব্বক অনেক প্রাণিহিংসা করিয়া আত্মজীবন পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। হে নৃপ! তুমি এইরূপ কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তোমার পত্নীও তোমার অনুগামিনী হন। এইরূপ পাপবৃত্তিতে পত্নীর সহিত তোমার বহুবৎসর অতিবাহিত হইতে থাকে।২৬—৬১। হে রাজন্! এই অবসরে দ্বিজোত্তম দেবশর্ম্মা নামে এক মহামুনি পথভ্রষ্ট হন। তিনি দিকুবিদিকুজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন; তৎকালে দিনকর মধ্যাহ্নগগনে সমুদিত। পথভ্রষ্ট দেবশর্ম্মা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বনমধ্যে পতিত হন। হে মহীপতে! তখন তাঁহাকে দেখিয়া তোমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়। হে নৃপ! তুমি সেই দুঃখার্ত্ত ভূপতিত অজ্ঞাত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কর দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক তখন এই কথা কহিয়াছিলে,—"হে বিপ্রর্ষে! আমার প্রতি প্রসন্ন

আগচ্ছ ত্বং মমাশ্রমম্ ॥ ৬৫ ॥ জলপূর্ণং তড়াগঞ্চ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্। বৃক্ষৈর্মনোহরৈর্যুক্তং ফলৈঃ পুষ্পৈর্মনোরমৈঃ ॥ ৬৬॥ স্নাত্বা সুশীতলে তোয়ে কৃত্বা কর্ম্ম চ নৈত্যকম্। কুরু বিপ্র ফলাহারং পিব বারি সুশীতলম্ ॥ ৬৭ ॥ সুখেন কুরু বিশ্রামং ময়া সংরক্ষিতঃ স্বয়ম্। বিপ্রেন্দ্র তৃপ্তিপর্য্যন্তং বস ত্বং চ মমাশ্রমে ॥ ৬৮॥ উত্তিষ্ঠ ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি। লব্ধসংজ্ঞস্তদা বিপ্রঃ শ্রুত্বা শূদ্রস্য ভাষিতম্ ॥ ৬৯ ॥ করে জগ্রাহ তং শূদ্রং গতো যত্র জলাশয়ঃ। উপবিষ্টো মহাবাহো ছায়ামাশ্রিত্য তত্তটে ॥ ৭০ ॥ স্নানং চকার বিধিবৎ পূজয়ামাস কেশবম্। তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ পপৌ নীরং সুশীতলম্ ॥ ৭১ ॥ বিশ্রান্তো বৃক্ষমূলেঽভূদ্দেবশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ। সাষ্টাঙ্গং মুনয়ে কৃত্বা নমস্কারং সহ স্ত্রিয়া ॥ ৭২ ॥ শূদ্রস্তু পরয়া ভক্ত্যা প্রোবাচ মুনিসন্নিধৌ। আবয়োস্তরণার্থায় অতিথিস্ত্বং সমাগতঃ ॥ ৭৩ ॥ দর্শনাত্তব বিপ্রর্ষে জাতঃ পাপস্য সঙ্ক্ষয়ঃ। প্রিয়ে ফলানি স্বাদূনি প্রযচ্ছাস্মৈ দ্বিজাতয়ে। মৃদূনি রসযুক্তানি সুপক্কানি প্রিয়াণি চ ॥ ৭৪ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। ত্বামহং নৈব জানামি স্বজ্ঞাতিং কথয়স্ব মে। নাজ্ঞাতস্য হি ভোক্তব্যং ব্রাহ্মণস্যাপি পুত্রক ॥ ৭৫ ॥ শূদ্র উবাচ। শূদ্রোঽহং দ্বিজশার্দ্দুল ন কার্য্যঃ সংশয়স্ত্বয়া। আত্মজৈর্দুর্জনৈর্বিপ্র পরিত্যক্তঃ স্ববন্ধুভিঃ ॥ ৭৬ ॥ তয়োঃ সংবদতোরেবং শূদ্রপত্ন্যা ফলানি চ। দত্তানি তস্মৈ বিপ্রায় তেন ভুক্তানি তানি বৈ ॥ ৭৭ ॥ অভূৎ প্রীতমনা বিপ্রঃ পীত্বা নীরং সুশীতলম্। সুখং সম্প্রাপ্য স মুনির্বিশ্রান্তস্তরুমূলকে ॥ ৭৮ ॥ স চ শূদ্রঃ সপত্নীকো ভুক্ত্বা চ পুনরাগতঃ। স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ কুতস্ত্বমিহ চাগতঃ ॥ ৭৯ ॥ শূন্যাটবীং দ্বিজশ্রেষ্ঠ দুষ্টসত্ত্বভয়াকুলাম্। নির্ম্মনুষ্যাং দুঃখযুক্তাং দিবারাত্রং ভয়ানকম্ ॥ ৮০ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। ব্রাহ্মণোঽহং

হউন, আপনি আমার আশ্রমে আগমন করুন; আমার আশ্রমে কমলসুশোভিত জলপূর্ণ তড়াগ- এবং মনোহর ফলপুষ্পযুক্ত তরু সকল বিরাজিত রহিয়াছে; আপনি তথায় গমনপূর্ব্বক সুশীতল জলে স্নান ও নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ফলাহার ও সুশীতল জলপান করুন। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি স্বয়ং আপনাকে সম্যক্ রক্ষা করিব। আপনি গাত্রোত্থান করুন; হে দ্বিজবর! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার আশ্রমে গমন করত যে পর্য্যন্ত আপনার তৃপ্তিসাধন না হয়, ততকাল আপনি আমারই আশ্রমে বাস করুন। তখন দ্বিজ দেবশর্ম্মা শূদ্রকের বাক্য শ্রবণে সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং তাহার করধারণপূর্ব্বক যেস্থানে জলাশয় ছিল, তথায় উপনীত হইলেন। হে মহাবাহো! দেবশর্ম্মা সেই সরোবরের তীরে তরুচ্ছায়ার আশ্রয়ে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধি স্নান, কেশবের পূজা এবং দেব ও ঋষিগণের তর্পণ করিয়া সুশীতল জলপান করিলেন। অনন্তর দ্বিজোত্তম দেবশর্ম্মা তরুতলে উপবেশন করিয়া বিশ্রান্ত হইলে শূদ্রক পত্নীর সহিত পরমভক্তি সহকারে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিল এবং পত্নীর সহিত নমস্কার করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল।—হে বিপ্রর্ষে! আমাদিগের উদ্ধারের জন্য আপনি অতিথিবেশে সমাগত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার দর্শনলাভ করিয়া আমাদের পাপক্ষয় হইল। অনন্তর শূদ্রক পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"প্রিয়ে! এই দ্বিজকে স্বাদুফল আনিয়া প্রদান কর, দেখিও যেন ঐ সকল ফল—মৃদু, রসযুক্ত, সুপক্ক ও মনোজ্ঞ হয়।" শূদ্রকের কথা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"হে পুত্রক! আমি তোমাকে বিদিত নহি; অতএব জ্ঞাতিগণসহ তোমার আত্মপরিচয় আমার নিকট প্রদান কর; কেন না, কোন অজ্ঞাত ব্রাহ্মণেরও কোন বস্তু ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।" শূদ্র উত্তর করিল,—হে দ্বিজশার্দ্দূল! আমি শূদ্র, আপনি এ বিষয়ে কোন সংশয় করিবেন না; হে বিপ্র! আমি দুর্জ্জন আত্মজ এবং স্বীয় বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি। শূদ্র ও শূদ্রপত্নী এবংবিধ বাক্য বলিতে থাকিলে দ্বিজ দেবশর্ম্মা সেই শূদ্রপত্নীপ্রদত্ত ফল গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিলেন এবং সরোবরের সুশীতল বারি পান করিয়া তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করত অত্যন্ত সুখী হইলেন। ৬২—৭৮। অনন্তর সপত্নীক শূদ্রক স্বীয় আশ্রমে গমনপূর্ব্বক আহারাদি করিয়া পুনরায় তথায় উপনীত হইল এবং সেই মুনিবরকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। শূদ্রক বলিল,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কোথা হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন? হে দ্বিজোত্তম! এই যে নিবিড় অরণ্য দেখিতেছেন, এই অরণ্য দুষ্ট জন্তুগণের ভয়ে সমাকুল। এখানে জনমানব নাই। এই অরণ্যবাস দুঃখাবহ এবং দিবারাত্র ভয়সঙ্কুল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমি প্রয়াগাভি-

মহাভাগ প্রয়াগগমনং প্রতি। অজ্ঞাতমার্গেণ প্রবিষ্টো দারুণে বনে॥ ৮১॥ মম পুণ্যপ্রভাবেণ জাতোঽসি বরবান্ধবঃ। জীবিতং মে ত্বয়া দত্তং ব্রূহি কিং করবাণি তে॥ ৮২॥ ভবানপি কুতঃ প্রাপ্তো নির্ম্মনুষ্যে বনে খলু। কো ভবান্ কারণং কিংস্বিৎ কথয়স্ব মমাগ্রতঃ॥ ৮৩॥ শূদ্র উবাচ। বিদর্ভনগরী রাজ্ঞা ভীমসেনেন রক্ষিতা। বাসো মম মহারাষ্ট্রে শূদ্রোঽহং পাপলম্পটঃ॥ ৮৪॥ স্বকর্ম্মবিহিতো ধর্ম্মো ময়া ত্যক্তো দ্বিজোত্তম। ত্যক্তোঽহং বন্ধুবর্গেণ ততোঽহং বনমাগতঃ॥ ৮৫॥ কৃত্বা জীববধং নিত্যং জীবেঽহং ভার্য্যয়া সহ। সাম্প্রতং পাতকাৎ সম্যক্ নির্ব্বিণ্ণোঽস্মি মহামুনে॥ ৮৬॥ কুরুষ্বানুগ্রহং কিঞ্চিৎ পাপযুক্তস্য মে প্রভো। মম পুণ্যপ্রভাবেণ আগতস্ত্বং দ্বিজোত্তম॥ ৮৭॥ ন পশ্যামি যথা সৌরিং পত্ন্যা সহ মহামুনে। উপদেশপ্রভাবেণ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৮৮॥ নান্যদিচ্ছাম্যহং কিঞ্চিন্মুক্ত্বা দেবং জনার্দ্দনম্। কুরুষ্বানুগ্রহং মেঽদ্য প্রসাদমৃষিসত্তম॥ ৮৯॥ ভারদ্বাজ উবাচ। ইতি তেন সমাপৃষ্টো দেবশর্ম্মা দ্বিজাগ্রণীঃ। শূদ্রেণ পরয়া ভক্ত্যা প্রহসন্ বাক্যমব্রবীৎ॥ ৯০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে একাদশীমাহাত্ম্যে বীরবাহূপাখ্যানং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

দেবশর্ম্মোবাচ। তবেদৃশী মতির্জ্জাতা সহসা কেশবোপরি। এতস্মান্মে গতং পাপং পূর্ব্বজন্মশতোদ্ভবম্॥ ১॥ বিনা ব্রতৈর্ব্বিনা তীর্থৈর্মুক্তস্ত্বং পাপকোটিভিঃ। মমাতিথ্যেন ভক্ত্যা চ জাতং তব হরেঃ পদম্॥২॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেণ মতির্জ্জাতা তবেদৃশী। ধ্যাত্বা সঞ্চিন্ত্য মনসা জ্ঞাতং পূর্ব্ববিচেষ্টিতম্॥ ৩॥ পূর্ব্বজন্মনি বিপ্রস্ত্বমবন্ত্যাং ধর্ম্মতৎপরঃ। সদাধ্যয়নশীলশ্চ সুশীলশ্চ সদা ব্রতী॥ ৪॥ একা তু দ্বাদশী বিষ্ণোঃ কৃতা চ দশমীযুতা। তৎপাপস্য প্রভাবেণ সমস্তং সুকৃতং গতম্॥ ৫॥ সর্ব্বং তদ্বি-

---

মুখে গমন করিয়াছিলাম, পথ জানিতে না পারিয়াই এই দারুণ বনে প্রবেশ করিয়াছি। আমার পুণ্যপ্রভাবেই তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিলাম। তুমি আমার পরম বান্ধবের কার্য্য করিয়াছ। তুমি আমার জীবন দান করিয়াছ, এক্ষণে বল,—আমি তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? হে সাধো! তুমিই বা কোথা হইতে এই নির্জ্জন বনে আগমন করিয়াছ? কে তুমি? তোমার এই বনাগমনের কোন কারণ থাকিলে, তাহা আমার সম্মুখে কীর্ত্তন কর। শূদ্রক উত্তর করিল,—হে দ্বিজোত্তম! রাজা ভীমসেন বিদর্ভ নগরী পালন করেন, সেই বিদর্ভ মহারাষ্ট্রে আমার বাস; আমি শূদ্র, পাপকর্ম্মা এবং লম্পট। আমার স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম আমি পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার বন্ধুগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই জন্যই আমি বনে আগমন করিয়াছি। হে মহামুনে! আমি প্রাণিবধ করিয়া ভার্য্যার সহিত জীবন যাপন করিতেছি; এবং সেই পাপেই সম্প্রতি অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছি। হে প্রভো! আমি পাপযুক্ত, আপনি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করুন। হে দ্বিজোত্তম! আমার পুণ্যপ্রভাবেই আজ আপনি এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, হে মহামুনে! পত্নীর সহিত আমায় যাহাতে যমদর্শন না হয়, আপনি তদ্রূপ উপদেশদানে আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। হে ঋষিসত্তম! একমাত্র জনার্দ্দন ভিন্ন আমি আর কিছুই কামনা করি না, অতএব অদ্য আমাকে অনুগ্রহ বিতরণ করুন। ভারদ্বাজ বলিলেন,—দ্বিজাগ্রণী দেবশর্ম্মা সেই শূদ্রক কর্ত্তৃক পরম ভক্তিযুক্ত বাক্যে এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সহাস্য আস্যে তাহার বাক্যের উত্তর করিলেন। ৭৯—৯০।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

দেবশর্ম্মা বলিলেন,—কেশবের প্রতি তোমার সহসা এতাদৃশ মতি জন্মিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়াও আমার শত পূর্ব্বজন্মের পাপ দূরীভূত হইল। তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমার আতিথ্য করিয়াছ, এই পুণ্যপ্রভাবে আজ শতকোটি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছ এবং হরির পাদপদ্মে তোমার এতাদৃশী মতি জন্মিয়াছে। হে সাধো! আমি ধ্যান দ্বারা মনে মনে তোমার চেষ্টিত জানিতে পারিয়াছি, তুমি পূর্ব্বজন্মে অবন্তীনগরে ধর্ম্মতৎপর ব্রাহ্মণ ছিলে, কিন্তু তুমি সতত অধ্যয়নশীল, সুশীল ও ব্রতস্থ থাকিয়াও একমাত্র হরির দশমীযুক্ত একাদশীব্রত করিয়াছিলে, সেই পাপপ্রভাবেই তোমার সমস্ত সুকৃত বিনষ্ট হইয়াছে। তোমার সকল পুণ্য বিফল

ফলং জাতং যথা শূদ্রাপতির্দ্বিজঃ। বহুবর্ষসহস্রাণি প্রাপ্তা নরকযাতনাঃ ॥ ৬ ॥ তস্মাদেবং ত্বয়া পূর্ব্বং কৃতং দুষ্টং চিরং বৃহ। কৃতা তু দশমীমিশ্রা তিথি-র্বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥ ৭ ॥ তেন শূদ্রো ভবান্ জাতঃ পাপে তব মতিস্তথা। ধর্ম্মে ন রমতে চিত্তং দশমী-বেধদূষিতম্ ॥ ৮ ॥ বিদর্ভনগরে বৎস অস্তি তে পুত্রিকাসুতঃ। কৃতং তেন বিধানোক্তং হরেরেকা-দশীব্রতম্ ॥ ৯ ॥ প্রদত্তং তেন তৎপুণ্যমখণ্ডৈকা-দশীব্রতম্। ধর্ম্মোপরি মতির্জাতা জাতঃ পাপস্য সঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ১০ ॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেণ একাদশ্যা ব্রতেন চ। দশমীবেধজং পাপং যমেন পরি-মার্জ্জিতম্ ॥ ১১ ॥ ইহ জন্মনি যৎপাপং জন্মাযুত-কৃতানি চ। মার্জিতানি যমেনৈব পাপানি তব সম্প্রতম্ ॥ ১২ ॥ তয়োর্বিবদতোরেবং বিষ্বক্‌সেনঃ সমাগতঃ। বর্ণাবর স্বাগতস্তে তুষ্টস্তেহহং জনার্দ্দনঃ ॥ ১৩ ॥ বিপ্রস্যাতিথ্যহেতুত্বাজ্জাতঃ পাপস্য সঙ্ক্ষয়ঃ। পরদত্তেন পুণ্যেন একাদশ্যা ব্রতেন চ ॥ ১৪ ॥ দশমীবেধজং পাপং তব শূদ্র লয়ং গতম্। অতঃ কৃত্বা দদৌ পুণ্যং দৌহিত্রস্তেন তারিতঃ ॥ ১৫ ॥ পত্ন্যা সহ মহাভাগ বৈনতেয়ং সমারুহ। ইত্যুক্তা দেবদেবেন বিমানে স্থাপিতস্তদা ॥ ১৬ ॥ স্বর্গং ততঃ সপত্নীকঃ শূদ্রত্বেন নৃপোত্তম। দেবশর্ম্মা তু বিপ্রো বৈ তীর্থরাজং যযৌ পুনঃ ॥ ১৭ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্। অখণ্ডৈকাদশী-পুণ্যাৎ প্রাপ্তস্যাতিথ্যকারণাৎ। বিষ্ণুভক্তিমতী ভার্য্যা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ১৮ ॥ রাজোবাচ। ব্রহ্মন্নখণ্ডৈকাদশ্যা বিধিং সম্যক্ সমাদিশ। বিষ্ণোঃ সম্প্রীণনার্থায় প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৯ ॥ ঋষিরুবাচ। শৃণুষ্ব নৃপশার্দ্দূল একাদশ্যা বিধিং শুভম্। পুরাসীদ্ভগবান্ বিষ্ণুর্নারদায় যত্নুক্তবান্ ॥ ২০ ॥ তত্তেহহং সম্প্রবক্ষ্যামি উদ্যাপনবিধিং শুভম্। মার্গশীর্ষাদি-মাসেষু দ্বাদশীষু নরোত্তম ॥ ২১ ॥ ব্রতং শুভমিদং

হইয়াছে এবং তুমি শূদ্রার পতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি পূর্ব্বজন্মে সুদীর্ঘকাল অনেক দুষ্কৃত করিয়াছ; এজন্য তোমার বহু সহস্র বৎসর নরকযাতনা ভোগ হইয়াছে। হে মতিমন্! তুমি মহাত্মা বিষ্ণুর দশমীযুক্ত দ্বাদশীব্রত করিয়াছিলে, তজ্জন্য তুমি শূদ্র হইয়াছ এবং পাপকার্য্যে তোমার ঈদৃশ মতি জন্মিয়াছে। দশমীবেধ-দোষে তোমার চিত্ত দূষিত হইয়াছে, এজন্য তোমার মন ধর্ম্মে রত হইতেছে না। হে বৎস! বিদর্ভনগরে তোমার দুহিতৃতনয় বাস করে, সে যথাবিধি হরির একাদশী ব্রত করিয়াছিল। একদা তোমার সেই দুহিতৃতনয় তাহার সেই একাদশী ব্রতজাত সমস্ত পুণ্যই তোমাকে অর্পণ করে, তৎপর তোমার পাপসংক্ষয় হয় এবং ধর্ম্মের উপর তোমার আস্থা জন্মে। হে শূদ্রক! সেই একাদশীর পুণ্যপ্রভাবে সম্প্রতি তোমার দশমীবেধজ পাপ—যম পরিমার্জ্জন করিয়াছেন; কেবল ইহাই নহে, যম তোমার অযুত জন্মার্জ্জিত পাপও দূরীভূত করিয়াছেন। দ্বিজোত্তম দেবশর্ম্মা ও শূদ্রক তাঁহাদের উভয়ের এরূপ কথোপকথনসময়ে বিষ্বক্‌সেন জনার্দ্দন তথায় উপনীত হইলেন এবং সেই শূদ্রককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে শূদ্রক! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছি। তুমি ব্রাহ্মণের আতিথ্য করিয়াছ, এজন্য তোমার কলুষ বিনষ্ট হইয়াছে। হে শূদ্রক! পরদত্ত-একাদশীব্রত-পুণ্যপ্রভাবে, তোমার দশমী-বেধজ দোষ বিলীন হইল। হে মহাভাগ! তোমার দৌহিত্র যে একাদশীব্রত করিয়া সেই ব্রতলব্ধ পুণ্য তোমাকে প্রদান করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি উদ্ধার পাইলে; এক্ষণে পত্নীর সহিত এই গরুড়ে আরোহণ কর। হে নৃপসত্তম! হরি এইরূপ বলিয়া সেই শূদ্রদম্পতিকে বিমানে আরোহণ করাইলেন। শূদ্রক তখন শূদ্রত্ব হইতে মুক্ত হইয়া পত্নীর সহিত স্বর্গে চলিয়া গেল, এবং দ্বিজ দেবশর্ম্মাও পুনরায় তীর্থরাজ প্রয়াগাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। হে রাজন্! তুমি যাহা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্ত বর্ণন করিলাম। পূর্ব্বকৃত একাদশী ব্রতের অখণ্ড পুণ্যপ্রভাবে ও অভ্যাগত ব্রাহ্মণের আতিথ্যসৎকারের ফলে তুমি বিষ্ণুভক্তিমতী পত্নী ও নিহতকণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছ। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে ব্রাহ্মণ! বিষ্ণুর প্রীতির জন্য যে একাদশী ব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই অখণ্ড একাদশীর সম্যক্ বিধান বলুন। ১-১৯। ঋষি ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন,—হে নরশার্দ্দূল! একাদশীর শুভবিধি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু দেবর্ষি নারদের নিকট এই বিধান বর্ণন করেন। আমি আজ তোমার নিকট সেই উত্তম ব্রতোদ্যাপন বিধি বর্ণন করিতেছি। হে নরোত্তম! অগ্রহায়ণাদি মাসের দ্বাদশীতিথিতে এই উত্তম অখণ্ড

কার্য্যমথণ্ডৈকাদশীব্রতম্। দশম্যাং চৈব নক্তঞ্চ একাদশ্যামুপোষণম্ ॥ ২২ ॥ দ্বাদশ্যামেকভুক্তঞ্চ অখণ্ডা ইতি কথ্যতে। দিবসস্যাষ্টমে ভাগে মন্দীভূতে দিবাকরে ॥ ২২ ॥ তদ্ধি নক্তং বিজানীয়ান্ন নক্তং নিশি ভোজনম্। কাংস্যং মাসং মসূরাংশ্চ চণকান্ কোদ্রবাংস্তথা ॥২৪॥ শাকং মধু পরান্নঞ্চ পুনর্ভোজন-মৈথুনে। বিষ্ণুভক্তো নরো বাপি দশম্যাং দশ বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৫ ॥ দশম্যা বিধিরুক্তোঽয়মেকাদশ্যাস্তথা শৃণু। অসকৃজ্জলপানঞ্চ হিংসা শৌচমসত্যতা ॥ ২৬ ॥ তাম্বূলং দন্তকাষ্ঠঞ্চ দিবা শয়নমৈথুনে। দ্যূতং ক্রীড়া নিশি স্বাপঃ পতিতৈঃ সহ ভাষণম্। একাদশ্যাং দশৈতানি বিষ্ণুভক্তস্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥ অদ্য মে স্ত্রীসুখং নাস্তি ভোজনং নাস্তি কেশব। প্রীত্যর্থং তব দেবেশ নিয়মস্তু দিবানিশি ॥ ২৮ ॥ সুপ্তেন্দ্রিয়ৈস্তু বৈক্লব্যং ভোজনং যচ্চ মৈথুনম্। দন্তান্তরবিলগ্নান্নং ক্ষমস্ব পুরুষোত্তম ॥২৯॥ উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন শরীরস্য শোষণম্ ॥ ৩০ ॥ পূর্ব্বোক্তানি দশৈতানি পরান্নঞ্চ তথা মধু। দ্বাদশ্যাং বিষ্ণুভক্তো বৈ বর্জ্জয়েন্মর্দ্দনাদিকম্ ॥ ৩১ ॥ অদ্য মে দ্বাদশী পুণ্যা পবিত্রা পাপনাশিনী। পারণঞ্চ করিষ্যামি প্রসীদ গরুড়ধ্বজ ॥ ৩২ ॥ বিষ্ণোঃ সন্তোষণার্থায় যো ময়া নিয়মঃ কৃতঃ। অদ্যাহং ভোজয়িষ্যামি তৎপ্রসাদাদ্দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥ অনেন বিধিনা কুর্য্যাদ্যাবদ্বর্ষং সমাপ্যতে। সম্পূর্ণে তু ততো বর্ষে কুর্য্যাদুদ্যাপনং বুধঃ ॥ ৩৪ ॥ আদৌ মধ্যে তথা চান্তে ব্রতস্যোদ্যাপনং স্মৃতম্। উদ্যাপনং ন কুর্য্যাদ্যঃ কুষ্ঠী চান্ধশ্চ জায়তে ॥৩৫॥ তস্মাদুদ্যাপনং কুর্য্যাদ্যথা-বিভবসারতঃ। ক্রিয়তে শুক্লপক্ষে চ মাসে মার্গশিরে শুভে ॥ ৩৬ ॥ আমন্ত্র্য দ্বাদশমিতান্ ব্রাহ্মণান্ বিধি-কোবিদান্। ত্রয়োদশং সপত্নীকমাচার্য্যং বিধিকো-বিদম্ ॥ ৩৭ ॥ যজমানঃ শুচিঃ স্নাত্বা শ্রদ্ধা-যুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। পাদশৌচার্ঘ্যবস্ত্রাদ্যৈরাচার্য্যা-

---

একাদশী ব্রত কর্ত্তব্য। এখানে অখণ্ডের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে,—দশমীর দিবস রাত্রিতে ভোজন, একাদশীর দিন উপবাস এবং দ্বাদশীর দিবস এক ভোজন, ইহারই নাম অখণ্ডকথিত হয়; দিবসের অষ্টম ভাগে যখন দিবাকর মন্দীভূত হন, সেই সময়কেই নক্ত বলিয়া জানিবে! এই সময়ে যে ভোজন, তাহাকেই নক্তভোজন কহে। নতুবা রাত্রিতে যে ভোজন তাহা নক্তভোজন পদ-বাচ্য নহে। বিষ্ণুভক্ত মানব দশমীর দিবস কাংস্য-পাত্রে ভোজন, মাংস, মসূর, চণক, কোদ্রব, শাক, মধু, পরান্ন, পুনর্ভোজন এবং মৈথুন এই দশটী পরিত্যাগ করিবে। ইহা দশমীর বিধি কথিত হইল। এক্ষণে একাদশীর কৃত্য শ্রবণ কর। বিষ্ণুভক্ত নর একাদশীর দিবস বারংবার জলপান; হিংসা, অশৌচ, অসত্যতা, তাম্বুল, দন্তকাষ্ঠ, দিবা-নিদ্রা, মৈথুন, দ্যূতক্রীড়া, নিশানিদ্রা এবং পতিতের সহিত সম্ভাষণ এই দশটী বর্জ্জন করিবে। এই দিন ব্রতী মানব কেশবসমীপে প্রার্থনা করিবে, যথা—হে কেশব! আমার আজ স্ত্রীসুখ বা ভোজন নাই, হে দেবেশ! আপনার প্রীতির জন্য অহো-রাত্র নিয়ম অবলম্বন করিব; হে পুরুষোত্তম! আমি যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সংযম করিব, কিন্তু ইহাতে যদি তাহারা বৈক্লব্য উপস্থিত করে বা আমার ভোজন ও মৈথুন করা হয় এবং আমার দন্তে যদি অন্ন বিলগ্ন থাকে, তাহা আপনি ক্ষমা করিবেন। পাপবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি এবং গুণ সকলের সহিত বাস, ইহাকেই উপবাস কহে; কিন্তু কেবল শরীর শোষণ উপবাস-নহে। দ্বাদশীর দিনে মানব পূর্ব্বোক্ত দশ এবং পরান্ন, মধু ও মর্দ্দনাদি এই সকল পরিত্যাগ করিবে। এই দিনের প্রার্থনা যথা—অদ্য আমার পাপনাশিনী পুণ্যা দ্বাদশী উপস্থিত, আমি আজ পারণ করিব,—হে গরুড়ধ্বজ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে বিষ্ণো! আপনার তুষ্টির জন্য আমি নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলাম, আজও আপনার প্রীতির জন্য দ্বিজোত্তমকে ভোজন করাইব। হে রাজন্! পণ্ডিত মানব এইরূপ বিধানক্রমে পূর্ণ সংবৎসর একাদশীব্রত করিয়া বৎসর সম্পূর্ণ হইলে উদ্যাপন করিবেন।২০-৩৪। এই উদ্-যাপন আদি, মধ্য ও অন্ত এই ত্রিকালেই অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু যে মানব উদ্যাপন না করে, কুষ্ঠী ও অন্ধ হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে; অতএব বিভবানুসারে উদ্যাপন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে উদ্যাপনবিধি কথিত হইতেছে;—অগ্রহায়ণ মাসের শুভ শুক্লপক্ষে বিধিজ্ঞ ব্রতী দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে এবং সপত্নীক বিধিবিৎ আচার্য্যকে আনয়ন করিয়া ত্রয়োদশটী ব্রাহ্মণ পূরণ করিবে। অনন্তর শ্রদ্ধাবান্ শুচি জিতে-ন্দ্রিয় যজমান স্নান করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও বস্ত্রাদি দ্বারা আচার্য্যপ্রমুখ পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা

দীপ্তস্তোভ্যর্চ্চয়েৎ॥ ৩৮ ॥ আচার্য্যস্তু ততঃ কৃত্বা মণ্ডলং বর্ণকৈঃ শুভৈঃ। চক্রাব্জং সর্ব্বতোভদ্রং শ্বেতবস্ত্রেণ বেষ্টিতম্॥ ৩৯ ॥ জলপূর্ণঞ্চ কুম্ভং তু পঞ্চরত্নসমন্বিতম্। পঞ্চপল্লবসংযুক্তং কর্পূরাগুরু-বাসিতম্॥ ৪০ ॥ বেষ্টিতং রক্তবস্ত্রেণ তাম্রপাত্রেণ সংযুতম্। বেষ্টিতং পুষ্পমালাভির্ম্মণ্ডলোপরি বিন্যসেৎ॥ ৪১ ॥ তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবং লক্ষ্মীনারায়ণং নৃপ। সৌবর্ণী প্রতিমা কার্য্যা এককর্ষপ্রমাণতঃ॥ ৪২ ॥ বাহনায়ুধসংযুক্তা প্রমাণং চতুরঙ্গুলম্। কিংবা শক্ত্যা প্রকুর্ব্বীত বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪৩ ॥ ততঃ সংস্থাপয়েন্মূর্ত্তিং মণ্ডলে দ্বাদশৈব হি। মাসানামধিপঃ পূজ্যশ্চাখণ্ড ব্রতহেতবে॥ ৪৪ ॥ মণ্ডলাৎ পূর্ব্বদিগ্ভাগে শঙ্খং সংস্থাপয়েচ্ছুভম্। ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে। নির্ম্মিতঃ সর্ব্বদেবৈস্ত্বং পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে॥ ৪৫ ॥ ততস্তু স্থণ্ডিলং কার্য্যং মণ্ডলাদুত্তরাং দিশম্। সঙ্কল্প্য হবনং কার্য্যং মন্ত্রৈর্ব্বেদোক্তবৈষ্ণবৈঃ॥ ৪৬ ॥ স্বস্থানে স্থাপয়েদ্বিষ্ণুং স্থাপয়েচ্চ হরিং প্রতি। পূজয়েৎ পুরুষসূক্তেন মন্ত্রৈঃ পৌরাণিকৈঃ শুভৈঃ॥ ৪৭ ॥ নৈবেদ্যার্থঞ্চ বৈ কার্য্যা মোদকা বহবোঽপি চ। ধূপদীপোপহারাণি কৃত্বা নীরাজনং ততঃ॥ ৪৮ ॥ যক্ষকর্দ্দমেন সম্পূজ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাম্। স্বস্তিবাচনকৈর্ব্বিপ্রৈর্নমস্কারং ততো নৃপ॥ ৪৯ ॥ ততস্তু ব্রাহ্মণৈঃ কার্য্য আচার্য্যক্রমশো জপঃ। জপশ্চ পাবমানীয়ো মণ্ডলব্রাহ্মণং মধু॥ ৫০ ॥ তেজোঽসি শুক্রজং বাচং ব্রহ্ম সামাদনন্তরম্। পবিত্রবন্তং সূর্য্যস্য বিষ্ণোর্ম্মহসি সংহিতাম্॥ ৫১ ॥ জপান্তে কলশে বিষ্ণুং সোপাঙ্গমুপরি ন্যসেৎ। দিবসস্যোদয়ে চৈব হোমং কুর্য্যাদনুক্রমম্॥ ৫২ ॥ সংস্থাপ্য প্রথমং পাত্রং পূজয়িত্বা বিধানতঃ। স্তবনঞ্চ ততো হোমঃ কর্ত্তব্যশ্চরুপূর্ব্বকঃ। ৫৩ ॥ স্বগৃহোক্তবিধানেন যজনাগ্নিক্রিয়াপরঃ। চরুদ্বয়ঞ্চ কুর্ব্বীত পায়সং বৈষ্ণবং চরুম্॥ ৫৪ ॥ জুহুয়াৎ পুরুষসূক্তেন চরোঃ ষোড়শ চাহুতীঃ। তথা চতুর্গৃহীতেন ঘৃতযুক্তাবরাহুতিম্॥ ৫৫ ॥ প্রাদেশমাত্রাঃ পালাশসমিধশ্চ ঘৃতপ্লুতাঃ। ইদং বিষ্ণুরিতি-

করিবে। অতঃপর আচার্য্য পূজিত হইয়া উত্তম বর্ণনিচয় দ্বারা চক্র ও অব্জযুক্ত একটী সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিয়া শ্বেত বস্ত্র দ্বারা সেই মণ্ডল বেষ্টিত করিবেন। অনন্তর আচার্য্য পঞ্চরত্ন ও পঞ্চপল্লবযুত এবং কর্পূর ও অগুরুবাসিত একটী জলপূর্ণ কুম্ভের উপর, তাম্রপাত্র রক্ষিত করিয়া রক্তবস্ত্র ও পুষ্পমাল্য দ্বারা বেষ্টিত করিয়া মণ্ডলের উপর বিন্যস্ত করিবেন। নৃপ! সেই কুম্ভের উপর লক্ষ্মী-নারায়ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ঐ মূর্ত্তি এককর্ষপ্রমাণ স্বুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে; ঐ মূর্ত্তি বাহন ও আয়ুধযুক্ত এবং চতুরঙ্গুলপ্রমাণ হইবে। অথবা শক্তি অনুসারে এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। কিন্তু সর্ব্বথা বিত্তশাঠ্য বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর মণ্ডলের উপর মূর্ত্তি বিন্যস্ত করিয়া অখণ্ডব্রত সম্পাদনের জন্য দ্বাদশ মাসের অধিপকে পূজাপূর্ব্বক মণ্ডলের উত্তর দিকে একটী সুশোভন শঙ্খ স্থাপন করিবে। শঙ্খস্থাপনের মন্ত্র যথা—"হে পাঞ্চজন্য! তুমি পুরাকালে সাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; বিষ্ণু তোমাকে করে ধারণ করিয়াছেন, দেবগণ তোমার নির্ম্মাতা; তোমাকে নমস্কার।" অনন্তর মণ্ডলের উত্তর দিকে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক বেদোক্ত বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে এবং হোমাবসানে সেই মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত স্থানে সংস্থাপিত করিয়া পুরুষসূক্ত ও পৌরাণিক শুভাবহ মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে। এই পূজায় নৈবেদ্যের জন্য বহু মোদক ও ধূপদীপ প্রভৃতি উপহার প্রদান করিয়া তদনন্তর নীরাজন কর্ত্তব্য। অনন্তর যক্ষকর্দ্দমদ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ, বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও নমস্কার করিবে। ৩৮—৪৯। অনন্তর যথাক্রমে আচার্য্যপ্রমুখ পূর্ব্বোক্ত দ্বিজগণ জপ করিবেন; হে নৃপ! এই জপে "পাবমানীয়, মণ্ডল ব্রাহ্মণ, মধু, তেজোঽসি, শুক্রজ, বাচংব্রহ্ম, সাম, পবিত্রবন্তং সূর্য্যস্য, বিষ্ণোঃ মহসি" ইত্যাদি বৈদিক সংহিতা-মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। অনন্তর জপাবসানে উপাঙ্গের সহিত বিষ্ণুকে কলসের উপর বিন্যস্ত করিয়া প্রভাতকালে বক্ষ্যমাণ অনুক্রমে হোম করিবে। যজন ও অগ্নিক্রিয়াপরায়ণ আচার্য্য প্রথমে একটী পাত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করত স্তব ও স্বীয় বেদানুসারে চরুহোম করিবেন। এই হোমে দ্বিবিধ চরু কর্ত্তব্য—পায়স ও বৈষ্ণব চরু; তার পর পুরুষসূক্তে চরুদ্বারা ষোড়শ এবং ঘৃতযুক্ত চরুদ্বারা বারচতুষ্টয় আহুতি প্রদানপূর্ব্বক কর্ম্মসিদ্ধির জন্য প্রাদেশপ্রমাণ পলাশসমিধ ঘৃতাপ্লুত করিয়া "ইদং বিষ্ণু" ইত্যাদি

মন্ত্রেণ হোতব্যাঃ কর্ম্মসিদ্ধয়ে॥ ৫৬॥ শতমেকন্তু ঘৃতস্যাদ্বিগুণাশ্চ তিলাহুতীঃ। কৃতে চ বৈষ্ণবে হোমে গ্রহযজ্ঞং সমারভেৎ॥ ৫৭॥ সমিদ্ভিশ্চরুহোমঞ্চ তিলহোমং ক্রমেণ তু। উভয়োঃ স্বস্তিকং বাচ্যং ততঃ পূজাং সমাচরেৎ॥ ৫৮॥ ঋত্বিজাঞ্চ ততো দদ্যাদ্ধেম্বাদিগ্রহদক্ষিণাঃ। দেবস্য তুষ্টয়ে দদ্যাচ্চ ব্রাহ্মণায় যথাবিধি॥ ৫৯॥ গাং বৈ পয়স্বিনীং দদ্যাদ্বৃষভঞ্চ সুশোভনম্। ব্রাহ্মণানাং ততো দদ্যাত্রয়োদশ পদানি চ॥ ৬০॥ আচার্য্যং তু সপত্নীকং বস্ত্রৈশ্চ পরিতোষয়েৎ। তোষয়িত্বা মহাদানৈস্তং সার্দ্ধঞ্চ সমর্পয়েৎ॥ ৬১॥ পঞ্চবিংশতিকুম্ভাংশ্চ সোদকান্ বস্ত্রবেষ্টিতান্। ব্রাহ্মণাংশ্চ ততো দদ্যাৎ কৃতে পারণকে নিশি॥ ৬২॥ ভূরিদানঞ্চ দাতব্যং বন্ধুনামিষ্টভোজনম্। পূর্ণপাত্রং ততো দদ্যাদাচার্য্যায় সদক্ষিণম্॥ ৬৩॥ পূর্ণপাত্রপ্রদানেন কার্য্যং সম্পূরিতং ভবেৎ। উপবাসব্রতং চৈব স্নানং তীর্থফলং ভবেৎ॥ ৬৪॥ বিপ্রৈঃ সম্ভাষিতং তস্য সম্পূর্ণং তু ভবেৎ ফলম্। বিত্তশক্তির্গৃহে নাস্তি কৃতং চৈকাদশীব্রতম্॥ ৬৫॥ স্বশক্ত্যা চৈব কর্ত্তব্যং তথা চোদ্যাপনাদিকম্। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমখণ্ডৈকাদশীব্রতম্॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽখণ্ডৈকাদশীব্রতকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

মন্ত্রে হুতাশনে নিক্ষেপ করিবেন। তদনন্তর একশত একটী ঘৃতাহুতি, ও তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ দুইশত দুইটী তিলাহুতি প্রদান করিবেন। এই যে যাগের বিষয় কথিত হইল, ইহা বৈষ্ণব যাগ। অতএব ইহাতে গ্রহযাগ কর্ত্তব্য; এই গ্রহযাগ প্রথমে সমিধ্ ও পরে তিলাহুতি দ্বারা সম্পন্ন করিবে। কি বৈষ্ণব যাগ, কি অন্য যাগ; উভয় যাগেই প্রথমে স্বস্তিবাচন ও তার পর পূজা করিতে হইবে। অনন্তর পুরোহিতগণের গ্রহযাগের দক্ষিণাস্বরূপ ধেনু দান করিবে এবং বিষ্ণুর প্রীতির জন্য অন্যান্য দ্বিজগণকেও যথাবিধি পয়স্বিনী ধেনু ও সুশোভন বৃষ দান করিবে। অনন্তর আচার্য্যপ্রমুখ ত্রয়োদশ বিপ্রকে ত্রয়োদশটী স্থান দান করিয়া সপত্নীক আচার্য্যকে বস্ত্র দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হইবে এবং মহাদান দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিয়া ধনরত্ন সহ তাঁহাদিগকে বিদায় দিবে। অনন্তর পর দিবসে জলপূর্ণ সবস্ত্র পঞ্চদশ কুম্ভ পঞ্চদশ দ্বিজকে দান করিবে; এই দিন ভূমিদান ও বন্ধুগণকে অভীষ্ট ভোজ্য প্রদান করত আচার্য্যকে সদক্ষিণ পূর্ণ পাত্র দান করিবে; পূর্ণপাত্রদানেই কার্য্য সম্যক্ পূর্ণ হয়। উপবাস, ব্রত, স্নান এবং তীর্থফল ব্রাহ্মণগণের বাক্যেই এই সকল পূর্ণ ফলজনক হয়। যাহার বিত্তসামর্থ্য নাই, এইরূপ ব্যক্তি একাদশী-ব্রত করিলে স্বীয় শক্তি অনুসারে উদ্যাপনাদি কার্য্য করিবে। এই তোমার নিকট অখণ্ড একাদশীব্রতের সমস্ত বিধিবিধান বর্ণন করিলাম। ৫০—৬৬।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি জাগরস্য চ লক্ষণম্। যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ সুলভোঽহং সদা কলৌ॥ ১॥ গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ পুরাণপঠনং তথা। ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পং গন্ধানুলেপনম্॥ ২॥ ফলার্পণঞ্চ শ্রদ্ধাঞ্চ দানমিন্দ্রিয়সংযমম্। সত্যান্বিতং বিনিদ্রঞ্চ মুদা মদ্যজনান্বিতম্॥ ৩॥ সাশ্চর্য্যং চৈব সোৎসাহং পাপালস্যাদিবর্জ্জনম্। প্রদক্ষিণাসমাযুক্তং নমস্কারপুরঃসরম্॥ ৪॥ নীরাজনসমাযুক্তমতিহৃষ্টেন চেতসা। যামে যামে মহাভাগ কুর্য্যাদারাত্রিকং মম॥ ৫॥ ষড়্বিংশদ্গুণসংযুক্তমেকা-

---

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভগবান বলিলেন,—হে পুত্র! জাগরণের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই জাগরণের পুণ্যপ্রভাব শ্রবণে আমি কলির লোকের সতত সুলভ হইয়া থাকি। হে মহাভাগ! গীত, বাদ্য, নৃত্য, পুরাণ পঠন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন ও ফলার্পণ, শ্রদ্ধাযুক্ত দান ও ইন্দ্রিয়সংযমন আমার জাগরণদিনে এই সকল কর্ত্তব্য। আমার জাগরবাসরে সত্যান্বিত, বিনিদ্র, হর্ষযুক্ত, আমার পূজাপরায়ণ, আশ্চর্য্যযুক্ত, উৎসাহান্বিত, পাপ ও আলস্যাদিবিবর্জ্জিত, নমস্কারপুরঃসর-প্রদক্ষিণান্বিত, সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত এবং আমার নীরাজনে রত হইয়া প্রহরে প্রহরে আমার আরাত্রিক করিবে। যে মানব একাদশী দিবসে উক্ত ষড়্বিংশগুণসম্পন্ন হইয়া পরম ভক্তিসহকারে জাগরণ করে, সে আমার পদে লীন হয়। যে সকল

দত্তাঞ্চ জাগরম্। যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা ন পুনর্জায়তে ভুবি॥ ৬॥ য এবং কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। জাগরং পরয়া ভক্ত্যা স লীনো জায়তে ময়ি॥ ৭॥ দষ্টাঃ কলিভুজঙ্গেন স্বপন্তি যে দিনে মম। কুর্ব্বন্তি জাগরং নৈব মায়া-পাশবিমোহিতাঃ॥ ৮॥ প্রাপ্তাপ্যেকাদশী যেষাং কলৌ জাগরণং বিনা। তে বিনষ্টা ন সন্দেহো যম্মা-জ্জীবিতমধ্রুবম্॥ ৯॥ উদ্ধৃতং নেত্রযুগ্মঞ্চ দত্বা বৈ হৃদয়ে পদম্। কৃতং যে নৈব পশ্যন্তি পাপিনো মম জাগরম্॥ ১০॥ অভাবে বাচকস্যাথ গীতং নৃত্যঞ্চ কারয়েৎ। বাচকে সতি দেবেশ পুরাণং প্রথমং পঠেৎ॥ ১১॥ অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। পুণ্যং কোটিগুণং পুত্র মম জাগরণে কৃতে॥ ১২॥ পিতৃপক্ষে মাতৃপক্ষে ভার্য্যাপক্ষে চ মানদ। কুলান্যুদ্ধরতে 'চৈতন্যম' জাগরণে কৃতে॥ ১৩॥ উপোষণদিনে বিঘ্নে প্রারব্ধে জাগরে সতি। বিহায় স্থানং তত্রাহং শাপং দত্বা ব্রজাম্যহম্॥ ১৪॥ অবিদ্ধবাসরে যে মে প্রকুর্ব্বন্তি হি জাগরম্। তেষাং মধ্যে প্রহৃষ্টঃ সন্নৃত্যং বৈ প্রকরোম্যহম্॥ ১৫॥ যাবদ্দিনানি কুরুতে জাগরং মম সন্নিধৌ। যুগা-যুতানি তাবন্তি বসতে মম বেশ্মনি॥ ১৬॥ ন গয়াপিণ্ডদানেন ন তীর্থৈর্ব্বহুভির্ম্মখৈঃ। পূর্ব্বজা মুক্তিমায়ান্তি বিনৈকাদশিজাগরাৎ॥ ১৭॥ যঃ কুর্য্যাজ্জাগরে পূজাং কুসুমৈর্ম্মম বাসরে। পুষ্পে-পুষ্পেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥ ১৮॥ যস্তু কুর্য্যাদ্দীপদানঞ্চ রাত্রৌ জাগরণে মম। নিমিষে নিমিষে পুত্র লভতে গোঽযুতং ফলম্॥ ১৯॥ যো দদ্যাজ্জাগরে পুত্র হবিষ্যান্নসমুদ্ভবম্। নৈবেদ্যং লভতে পুণ্যং শালিশৈলসমুদ্ভবম্॥ ২০॥ পক্কা-ন্নানি চ যো দদ্যাৎ ফলানি বিবিধানি চ। জাগরে মে চতুর্ব্বক্ত্র লভতে গোশতং ফলম্॥ ২১॥ কর্পূ-রেণ চ তাম্বূলং দদাতি মম জাগরে। মদ্ভক্তো মৎপ্রসাদেন সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ॥ ২২॥ জাগরে মম দেবেশ যঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পমণ্ডপম্। স পুষ্পক-বিমানেন ক্রীড়তে মম সদ্মনি॥ ২৩॥ জাগরে মে তু যো ধূপং সকর্পূরং সগুগ্গুলম্। দদাতি দহতে পাপং জন্মলক্ষসমুদ্ভবম্॥ ২৪॥ স্নাপয়ে-জ্জাগরে যো মাং দধিক্ষীরঘৃতাম্বুকৈঃ। ভোগানিহ

যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্যবর্জ্জিত হইয়া পরম ভক্তিযোগে জাগরণ করে, তাহার আর জন্ম হয় না। যে সকল লোক কলিকালরূপ ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া আমার দিনে নিদ্রিত থাকে,—মায়াপাশে বিমোহিত হইয়া জাগরণ করে না, একাদশী প্রাপ্ত হইয়াও যাহাদের জাগরণ বিনা সেই দিন অতিবাহিত হয়, তাহারা বিনষ্ট হয়, তাহাদের জীবন অনিশ্চিত। যাহারা পরকৃত জাগরণ দর্শন করিবে, পরকালে যম-কিঙ্করগণ সেই পাপিগণের হৃদয়ে পাদ বিন্যস্ত করিয়া নয়নদ্বয় উৎপাটন করে। যদি পুরাণ বাচ-কের অভাব হয়, তবে নৃত্যগীত করিবে; হে দেবেশ! যদি বাচক প্রাপ্ত হয়, তবে প্রথমে পুরাণ-পাঠ কর্ত্তব্য। হে পুত্র! আমার জাগরণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজপেয় যাগের যে ফল, তাহার কোটিগুণ লাভ হয়। হে মানদ! আমার জাগরণে পিতৃ, মাতৃ ও পত্নী পক্ষে সকল দিকেই এই জাগরণ, কুল সকল উদ্ধার করে। উপবাস-দিবসে জাগরণ আরদ্ধ হইলে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, আমি সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিশাপ প্রদান করিয়া যাহারা আমার অবিদ্ধ-বাসরে জাগরণ করে, আমি প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত নৃত্য করিয়া থাকি। মানব যতদিন আমার সন্নিধানে জাগরণ করে, তত অযুতযুগ তাহার আমার লোকে বাস হয়। ১—১৬। দ্বিজগণ গয়ায় পিণ্ড দান, বহুতীর্থ সেবা এবং অনেক যজ্ঞ করিয়াও যদি একাদশীর দিনে জাগরণ না করেন, তবে তাঁহারা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন না। যে মানব আমার জাগরবাসরে পুষ্প দ্বারা আমাকে পূজা করে, প্রত্যেক পুষ্পদানে তাহার এক একটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। নিমিষে নিমিষে তাহার অযুত গোদানের ফললাভ হয়। হে তনয়! যে মানব মদীয় জাগর-বাসরে হবিষ্যান্ন দ্বারা নৈবেদ্য দান করে, তাহার শৈলতুল্য শালিদানের সমান পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। হে চতুরানন! জাগরণদিনে যে মানব পক্কান্ন ও বিবিধ ফল দান করে, তাহার শত গোদানের ফললাভ হয়। আমার জাগরবাসরে যে কর্পূরযুক্ত তাম্বূল দান করে, সে আমার ভক্ত; আর আমার অনুগ্রহে সেই মানব সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হয়। হে দেবেশ! আমার জাগরণের জন্য যে মানব পুষ্প মণ্ডপ নির্ম্মাণ করে, সে পুষ্পকবিমানে আরো-হণ করিয়া আমার পুরে আগমনপূর্ব্বক ক্রীড়া করে। আমার জাগরবাসরে যে নর সকর্পূর গুগ্গুলু দান করে, তাহার লক্ষজন্মসমুদ্ভব পাপরাশি ভস্মীভূত হয়। যে নর জাগরণদিনে দধি, ক্ষীর,

লভেতৈব স হস্তে চ পরমাং গতিম্ ॥ ২৫ ॥ দিব্যা-ম্বরাণি যো দদ্যাৎ ফলানি বিবিধানি চ। স চিরং বসতে স্বর্গে তন্তু সংখ্যাসমানি বৈ ॥ ২৬ ॥ দদ্যাদাভরণং যো মে হেমজং রত্নসম্ভবম্। সপ্ত-কল্পানি বসতে সোৎসঙ্গে মৎপ্রিয়ো মম ॥ ২৭ ॥ ঘৃতেন দীপকং যো মে গব্যেন চ বিশেষতঃ। জ্বালয়েজ্জাগরে রাত্রৌ নিমিষে গোহযুতং ফলম্ ॥ ২৮ ॥ জাগরে মে চতুর্ব্বক্ত্র কর্পূরেণ চ দীপকম্। যো জ্বালয়েত নীরাজং কপিলাদানজং ফলম্ ॥ ২৯ ॥ যঃ পুনঃ কুরুতে দীপং গীতং নৃত্যঞ্চ পূজনম্। শত-ক্রতুসমং পুণ্যং ব্রতৈর্দ্দানশতৈরপি ॥ ৩০ ॥ স্বয়ং যঃ কুরুতে গীতং বিলজ্জো নৃত্যতে যদি। স লভেন্নিমিষার্দ্ধেন কোটিযজ্ঞকৃতং ফলম্ ॥ ৩১ ॥ নিবারয়তি যো গীতং নৃত্যং জাগরণে মম। ষষ্টিযুগ-সহস্রাণি পচ্যন্তে রৌরবাদিষু ॥৩২॥ নৃত্যমানস্য মর্ত্ত্যস্য যে কেচিন্নিকটে গতাঃ। বিমুক্তা ধর্ম্মরাজেন মুক্তা যান্তি চ মৎপদম্ ॥ ৩৩ ॥ নৃত্যমানস্য মর্ত্ত্যস্য উপহাসং করোতি যঃ। জাগরে যান্তি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতু-র্দ্দশ ॥ ৩৪ ॥ জাগরে মম যঃ কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা পুস্তক-বাচনম্। শ্লোকসংখ্যাযুগান্যেব স বসেন্মম সন্নিধৌ ॥ ৩৫ ॥ প্রদক্ষিণাপ্রদানেন যৎফলং কথিতং বুধৈঃ। ন তৎকোটিমখৈঃ পুণ্যং যুগসংখ্যৈরবাপ্যতে ॥ ৩৬ ॥ দীপমালা মমাগ্রে বৈ যঃ কুর্য্যাজ্জাগরে সুত। বিমানকোটিসংযুক্ত আকল্পং বসতে দিবি ॥ ৩৭ ॥ মম বালচরিত্রাণি জাগরে পঠতে হি যঃ। যুগ-কোটিসহস্রাণি শ্বেতদ্বীপে বসেন্নরঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্মা-জ্জাগরণং কার্য্যং পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৩৯ ॥ যো গীতাং পঠতে রাত্রৌ মম নামসহস্রকম্। বেদো-ক্তানাং পুরাণানাং জাগরাৎ পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০ ॥ ধেনুদানং তু যঃ কুর্য্যাজ্জাগরে মম পুত্রক। লভতে নাত্র সন্দেহঃ সপ্তদ্বীপবতীফলম্ ॥ ৪১ ॥ সর্ব্বেষামেব পুণ্যানাং মহৎপুণ্যং মহীতলে। দ্বাদশীজাগরং পুত্র প্রসিদ্ধং ভুবনত্রয়ে ॥ ৪২ ॥ জাগরং যে চ কুর্ব্বন্তি কর্ম্মণা মনসা গিরা। ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্ম্মম লোকাৎ কথঞ্চন ॥ ৪৩ ॥ প্রোৎসাহয়িত্বা লোকান্ যঃ

ঘৃত ও জল দ্বারা আমাকে স্নান করায়, সে ইহ কালে বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তকালে পরম গতি লাভ করে। যে মানব দিব্য বস্ত্র ও বিবিধ ফল দান করে, সুচির কালমধ্যে তাহার সেই প্রদত্ত বস্ত্র ও ফলপরিমাণ কাল স্বর্গে বাস হয়। যে নর রত্নসমন্বিত সুবর্ণাভরণ প্রদান করে, সে আমার প্রিয় হইয়া সপ্তকল্পকাল আমার উৎসঙ্গে বাস করে। বিশেষতঃ গব্যঘৃত দ্বারা আমার জাগরবাসরে যে নর রাত্রিতে দীপ দান করে, নিমিষে নিমিষে তাহার অযুত গোদানের ফল লাভ হয়। হে চতুরানন! যে নর কর্পূর দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া আমার নীরাজন করে, তাহার কপিলাদানের ফল হয়। যে মানব আমার উদ্দেশে গীত-নৃত্য, দীপ দান ও পূজা করে, তাহার শত শত ব্রত, দান ও যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ হয়। লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে লোক স্বয়ং গীত ও নৃত্য করে, নিমিষার্দ্ধে তাহার কোটি যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। যে নর আমার জাগর-বাসরে গীত-নৃত্য করিতে নিষেধ করে, তাহার রৌরবাদি নরকে বাস হয়। যে নর নৃত্যমান মানবের সমীপে গমন করে, ধর্ম্মরাজ তাহাকে ত্যাগ করেন এবং সে মুক্ত হইয়া আমার পদ প্রাপ্ত হয়। আমার জাগরণদিনে যে নৃত্যমান মানবকে উপহাস করে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল তাহার নরকভোগ হইয়া থাকে। ১৭—৩৪॥ যে মানব জাগরণদিনে ভক্তিপূর্ব্বক আমার মাহাত্ম্যপূর্ণ পুস্তক পাঠ করায়, সেই মানব শ্লোকসংখ্যক-যুগ-কাল আমার সমীপে বাস করে। প্রদক্ষিণা প্রদানে পণ্ডিতগণ যে পুণ্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, চারি কোটি যজ্ঞ দ্বারাও তৎপুণ্য লাভ হয় না। হে সুত! আমার জাগরবাসরে যে নর দীপমালা দান করে, সে কোটিবিমানসমন্বিত হইয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করে। যে নর জাগরবাসরে আমার বালচরিত্র পাঠ করে, সহস্রকোটিযুগ তাহার শ্বেতদ্বীপে বাস হয়। হে পুত্র! অতএব শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই আমার জাগরণ করিবে। যে মানব রজনীযোগে আমার সহস্র নাম ও গীতা পাঠ করে, তাহার বেদ ও পুরাণোক্ত জাগরণ-পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। হে পুত্রক! আমার জাগর-বাসরে ধেনু দান করিলে, তাহার সপ্তদ্বীপা-বসুন্ধরা দানের ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। হে পুত্র! মহীতলে যাহা পুণ্য হইতে পুণ্যতর, একমাত্র ত্রিলোকবিখ্যাত আমার দ্বাদশী জাগরণেই তাহা লাভ হয়; যাহারা মনঃ, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা এই দ্বাদশী জাগরণ করে, আমার লোক হইতে কদাচ তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। হে

কুরুতে জাগরং নিশি। প্রাপ্নোতি চক্রবর্ত্তিত্বং সত্যং মে ব্যাহৃতং সুত ॥ ৪৪ ॥ সম্মানিতাঃ ককুৎস্থেন রাত্রৌ জাগরকারিণঃ। স্বশক্ত্যা চৈব দানেন প্রাপ্তং রাজ্যং সুদুর্লভম্ ॥ ৪৫ ॥ যে কেচিদ্গায়কা বিপ্রা বাদকা নর্ত্তকাশ্চ যে। নর্ত্তকীসহিতা যান্তি মম লোকে সনাতনে ॥ ৪৬ ॥ দুর্যোনিষু গতৈঃ সর্ব্বৈঃ কৃত্বা জাগরণং মম। সম্প্রাপ্তং পৃথিবীশত্বং কামুকৈর্মুনিসত্তম ॥ ৪৭ ॥ নিষ্কামা মুক্তিমাপন্নাঃ শ্বপচাদ্যাশ্চ জাগরাৎ। বিবেকো নাস্তি বর্ণানাং মম জাগরকারিণাম্ ॥ ৪৮ ॥ ন কলৌ পাবনং ধ্যানং ন কলৌ জাহ্নবীজলম্ ॥ ন কলৌ পাবনং জাপ্যং মুক্তৈকং জাগরং মম ॥ ৪৯ ॥ দ্বাদশীদিবসে প্রাপ্তে যে কুর্ব্বন্তি হি জাগরম্। তে ধন্যাস্তে কৃতার্থা বৈ কলিকালে ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ ন ভূয়ান্মানুষে লোকে দ্বাদশীবিমুখো নরঃ। অতীতানাগতান্ বাপি পাতয়েন্নরকে হি সঃ ॥ ৫১ ॥ বরমেকো গুণৈর্যুক্তঃ কিং জাতৈর্বহুভিঃ সুতৈঃ। দ্বাদশীজাগরাৎ সর্ব্বাংস্তারয়েদ্যো হি পূর্ব্বজান্ ॥ ৫২ ॥ মাহাত্ম্যং পঠতে ভক্ত্যা ময়োক্তং জাগরোদ্ভবম্। দ্বাদশীসম্ভবং পুত্রঃ কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥ ৫৩ ॥ আগম্যাগমনে পাপমভক্ষ্যস্যাপি ভক্ষণে। পাপং বিলয়মায়াতি কৃতে জাগরণে সুত ॥ ৫৪ ॥ অজ্ঞানাদ্যৎ কৃতং পাপং জ্ঞাত্বা যৎ পাতকং কৃতম্। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপমিহ জন্মনি যৎকৃতম্ ॥ ৫৫ ॥ সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি মনসা চিন্তিতান্যপি। দ্বাদশ্যাং বৈ চতুর্ব্বক্ত্র রাত্রৌ জাগরণে কৃতে ॥ ৫৬ ॥ দ্বাদশীজাগরেণৈব মুক্তিং গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ৫৭ ॥ ন তৎ পুণ্যং কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে বসতাং কলৌ। মাহাত্ম্যং বসতাং পুংসাং যৎফলং দ্বাদশীষু চ ॥ ৫৮ ॥ নাশ্বমেধসহস্রৈস্তু তীর্থকোট্যবগাহনাৎ। তৎফলং প্রাপ্যতে পুত্র দ্বাদশীজাগরে কৃতে ॥ ৫৯ ॥ পঠেদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি মাহাত্ম্যং দ্বাদশীভবম্। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স লভেচ্ছাশ্বতীং গতিম্ ॥ ৬০ ॥ সর্ব্বে তুষ্টাঃ সমস্তাশ্চ সৌম্যাস্তস্য সদা গ্রহাঃ। সন্ততের্ন বিয়োগশ্চ

সুত! অন্যান্য মানবকে জাগরণজন্য উৎসাহিত করিয়া স্বয়ংও জাগরণ করিলে, তাহার চক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্তি হয়। হে পুত্র! ইহা আমার বাক্য, অতএব মিথ্যা নহে। রাজা ককুৎস্থ পূর্ব্বকালে জাগরণপরায়ণ নরগণকে সম্মানিত করিয়া যথাশক্তি দানাদি করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি সুদুর্লভ চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করেন। যে বিপ্রগণ আমার জাগরণ দিনে গীত, নৃত্য ও বাদ্য করেন, তাঁহারা নর্ত্তকীগণ সহ আমার সনাতন ভবনে গমন করেন। হে মুনিসত্তম! কুৎসিতযোনিগত কামুক মানবগণও আমার জাগরণ করিয়া পৃথিবীপতিত্ব প্রাপ্ত হয়; আর চণ্ডালাদি জাতিও যদি নিষ্কাম হইয়া জাগরণ করে, তবে মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। হে পুত্র! যাহারা আমার জাগরণ করে, তাহাদের বর্ণবিচার নাই। কলিকালে ধ্যান, জাহ্নবীজল ও জপ—আমার জাগরণ পরিত্যাগ করিলে এসব পাবন হয় না। যে সকল লোক দ্বাদশীদিবস প্রাপ্ত হইয়া জাগরণ করে, কলিকালে তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই কৃতার্থ, সংশয় নাই। মনুষ্যলোকে মানব যেন দ্বাদশীবিমুখ হয় না; কেননা দ্বাদশীবিমুখ মানব কি অতীত কি অনাগত সকল কালে নরকে পতিত হয়। যেমন গুণবান্ তনয়ও উৎকৃষ্ট একটী বলিয়া আদৃত হয়, কিন্তু নির্গুণ বহু তনয়েও কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না; তদ্রূপ একমাত্র দ্বাদশীজাগরণই পূর্ব্বজাত নিখিল লোকের উদ্ধার সাধন করে। ৩৫—৫৪। আমি যে জাগরণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, পুত্র ইহা ভক্তিসহকারে পাঠ করিলে এই দ্বাদশীসম্ভব পুণ্যপ্রভাবে তাহার শতকুল উদ্ধার করিতে পারে। হে পুত্র! আমার জাগরণে অগম্যাগমনে ও অভক্ষ্যভক্ষণে যে পাপ, তৎসমস্ত বিলীন হয়, এমন কি, অজ্ঞান ও জ্ঞানকৃত, পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মকৃত পাপানিবহও জাগরণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে চতুরানন! দ্বাদশীর রাত্রিতে জাগরণ করিয়া মনে চিন্তামাত্র করিলেই সকল অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হয়; এবং মানবগণ দ্বাদশী জাগরণ করিয়া মুক্তিলাভ করে। কলিকালে দ্বাদশীজাগরণে যে পুণ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পুরুষগণ প্রয়াগে ও কুরুক্ষেত্রে বাস করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হয় না। হে পুত্র! দ্বাদশী জাগরণ করিয়া যে ফল লাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ ও কোটীতীর্থাবগাহন করিলেও তাদৃশ ফল হয় না। যে মানব এই দ্বাদশীজাগরণ মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, বিধৌতপাপ বিশুদ্ধাত্মা সেই মানব সনাতনী গতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা দ্বাদশীজাগরণ করে, তাহাদিগের দুষ্টগ্রহগণ সৌম্য হয়, কদাচ সন্তান-

দ্বাদশী যস্য কারণম্ ॥ ৬১ ॥ মম কীর্ত্তিকচির্নিত্যং ন বিপদ্যেত কর্হিচিৎ। রণে রাজকুলে চৈব সর্ব্বদা বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৬২ ॥ ধর্ম্মোপরি মতির্নিত্যং ভক্তির্ময়ি সুনির্ম্মলা। পাতকং নৈব লিপ্যেত দ্বাদশী-ভক্তিতো নরম্ ॥ ৬৩ ॥ প্রেতত্বং নৈব তস্যাস্তি কৃতে জাগরণে মম। একাদশ্যা বিহীনস্য পরলোক-গতির্নহি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কলৌ কার্য্যং হি তদ্দিনম্ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে একাদশীব্রতফলকথনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। ততঃ প্রভাতে দ্বাদশ্যাং কার্য্যো মৎস্যোৎসবো বুধৈঃ। মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে যথাবিধ্যুপ-চারতঃ ॥ ১ ॥ অথ মার্গশিরে মাসে দশম্যাং নিয়তাত্মবান্। কৃত্বা দেবার্চ্চনং ধীমানগ্নিকার্য্যং যথাবিধি ॥ ২ ॥ শুচিবাসাঃ প্রসন্নাত্মা হব্যমন্নং সুসংস্কৃতম্। পক্ত্বা পঞ্চনদে গত্বা পুনঃ শৌচস্য পাদয়োঃ ॥ ৩ ॥ কৃত্বাষ্টাঙ্গুলমানন্তু ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভবম্। ভক্ষয়েদ্দন্তকাষ্ঠন্তু ততশ্চাচম্য যত্নতঃ ॥ ৪ ॥ দৃষ্ট্বাকাশানি সর্ব্বাণি ধ্যাত্বা বৈ মাং গদাধরম্। শঙ্খচক্রগদাপাণিং কিরীটিং পীতবাসসম্ ॥ ৫ ॥ প্রসন্নবদনাম্ভোজং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্। ধ্যাত্বা পুনর্জলং হস্তে গৃহীত্বা ভানুমধ্যগম্ ॥ ৬ ॥ ধ্যাত্বার্ঘ্যং দাপয়েত্তত্র করতোয়েন মানবঃ। এবমুচ্চারয়েদ্বাচং তস্মিন্কালে চতুর্ম্মুখ ॥ ৭ ॥ একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহনি পরে হ্যহম্। ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥ ৮ ॥ এবমুক্ত্বা ততো রাত্রৌ মম মূর্ত্তেশ্চ সন্নিধৌ। জপেন্নারায়ণায়েতি স্বয়ং তত্র বিধানতঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলাং নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্। ইতরাং বা তড়াগং বা গৃহে বা নিয়তাত্মবান্ ॥ ১০ ॥ আনীয় মৃত্তিকাং শুদ্ধাং মন্ত্রেণানেন মানবঃ। বন্দয়েদ্দেব-দেবেশং তদা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ১১ ॥ ধারণং পোষণং ত্বত্তো ভূতানাং দেবি সর্ব্বদা। তেন সত্যেন মে পাপং যাবন্মোচয় সুব্রতে ॥ ১২ ॥

বিচ্ছেদ হয় না, নিত্য আমার কীর্ত্তিকথায় রুচি থাকে, এবং কখনও বিপদ হয় না। দ্বাদশী-জাগরণপরায়ণ মানবেরা নিত্য রণে জয়, রাজ-কুলে প্রতিপত্তি, ধর্ম্মে মতি ও আমাতে সুনির্ম্মলা ভক্তিলাভ করে। দ্বাদশীর প্রতি ভক্তিমান্ মানব কদাচ পাপলিপ্ত হয় না। আমার জাগরণকারী প্রেতলোক প্রাপ্ত হয় না। হে সুত! একাদশীবিমুখ নর পরলোকে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয় না, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কালির লোক এই দ্বাদশীজাগরণ অবশ্য করিবে। ৫৫—৬৪।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

—:০:—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন,—অনন্তর সুধী মানব মার্গশীর্ষমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীদিবসে যথাবিধি উপচার দ্বারা প্রভাতে মৎস্যোৎসব করিবে। এক্ষণে এই মৎস্যোৎসববিধি কথিত হইতেছে,—অনন্তর নিয়তাত্মা ধীমান্ দশমীদিনে যথাবিধি দেবার্চ্চন ও অগ্নিকার্য্য করিয়া পবিত্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক প্রসন্নমনে সুসংস্কৃত হব্য অন্নপাক করিবে। পরদিন পঞ্চনদে গমন করিয়া পুনর্ব্বার পাদদ্বয় ধৌত করত অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ ক্ষীরিবৃক্ষজাত দন্তকাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া আচমন করিবে এবং যত্ন সহকারে সমস্ত আকাশ দর্শন করিতে করিতে আমার গদাধররূপের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—"হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা; মস্তকে কিরীট, পরিধানে পীতবসন, মুখপদ্ম প্রসন্ন এবং সকল লক্ষণেই লক্ষিত।" হে চতুর্ম্মুখ! অনন্তর যখন তপন মধ্যগগনে উপনীত হইবেন, তখন করে জল লইয়া পুনরায় আমার ধ্যান করিবে এবং ধ্যানানন্তর আবার করে জল লইয়া আমার উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। হে চতুরানন! তখন এইরূপ বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক আমার নিকট প্রার্থনা করিবে; "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি একাদশী দিবসে উপবাসী থাকিয়া পরদিন দ্বাদশীতে ভোজন করিব, হে অচ্যুত! আপনি আমার সহায় হউন"। ১—৮। অনন্তর এইরূপ বলিয়া রাত্রিতে স্বয়ং আমার মূর্ত্তিসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বিধিপূর্ব্বক "নারায়ণায়" এই মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর নিয়তাত্মা ব্রতী মানব রাত্রি প্রভাত হইলে বিমলা সমুদ্রসঙ্গতা নদী বা অন্য কোন তড়াগে গমনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে মৃত্তিকা গ্রহণ করত গৃহে প্রত্যাগমন করিবে।০ মন্ত্র যথা—"হে দেবি মৃত্তিকে! মানব যখন যখন দেবদেবেশ হরির বন্দনা করে, তখনই পূত হয়। হে সুব্রতে! তুমি যে সত্যে ভূতগণকে সতত ধারণ

ব্রহ্মাণ্ডোদরতীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি দৈবতৈঃ। তেনেমাং মৃত্তিকাং স্পৃষ্টামালভামি ত্বয়োদ্ধৃতাম্॥ ১৩॥ ত্বয়ি নিত্যং রসাঃ সর্ব্বে স্থিতা বরুণ সর্ব্বদা। তেনেমাং মৃত্তিকাং প্রাব্য পূতাং কুরুষ মা চিরম্॥১৪॥ এবং মৃত্তং তথা তোয়ং প্রসাদ্যাত্মানমালভেৎ। ত্রিঃকৃত্বা শেষমৃদয়া পিণ্ডমালিপ্য বৈ জলে॥ ১৫॥ তস্মিন্নরঃ সদা সম্যঙ্ নক্রকচ্ছপদূরতঃ। স্নাত্বা চাবশ্যকং কৃত্বা পুনর্ম্মম গৃহং ব্রজেৎ॥ ১৬॥ তত্রারাধ্য মহাযোগিন্ দেবং নারায়ণং হরিম্। কেশবায় নমঃ পাদৌ কটিং দামোদরায় চ॥ ১৭॥ জানুযুগ্মং নৃসিংহায় উরূ শ্রীবৎসধারিণে। কণ্ঠে কৌস্তুভনাভায় বক্ষঃ শ্রীপতয়ে তথা॥ ১৮॥ ত্রৈলোক্যবিজয়ায়েতি বাহুং সর্ব্বাত্মনে শিরঃ। রথাঙ্গধারিণে বক্ত্রং শ্রীকরায়েতি বারিজম্॥ ১৯॥ গম্ভীরায়েতি চ গদামম্ভোজং শান্তমূর্ত্তয়ে। এবমভ্যর্চ্চ্য দেবেশং দেবং নারায়ণং প্রভুম্॥ ২০॥ পুনস্তস্যাগ্রতঃ কুম্ভাংশ্চতুরঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ। জলপূর্ণান্ সমাল্যাংশ্চ সিতচন্দনলেপিতান্॥ ২১॥ চূতপল্লবসংযুক্তান্ সিতবস্ত্রাবগুণ্ঠিতান্। ছাদিতাং স্তাম্রপাত্রৈশ্চ তিলপূর্ণৈঃ সকাঞ্চনৈঃ॥ ২২॥ চত্বারস্তে সমুদ্রাশ্চ কলশাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ। তেষাং মধ্যে শুভং পীঠং স্থাপয়েদ্বস্ত্রগর্ভিতম্॥ ২৩॥ তস্মিন্ সুবর্ণং রৌপ্যং বা তাম্রং বা দারবং তথা। অলাভে সর্ব্বপাত্রাণাং পালাশং পাত্রমিষ্যতে॥ ২৪॥ তোয়পূর্ণং চ তৎকৃত্বা তস্মিন পাত্রে ততো ন্যসেৎ। সৌবর্ণং মৎস্যরূপং চ কৃত্বা দেবং জনার্দ্দনম্॥ ২৫॥ দেবদেবাঙ্গসংযুক্তং শ্রুতিস্মৃতিবিভূষিতম্। তত্রানেকবিধৈর্ভক্ষ্যৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈশ্চ শোভিতম্॥ ২৬॥ গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চ অর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি। রসাতলগতা বেদা যথা দেব ত্বয়োদ্ধৃতাঃ॥ ২৭॥ মৎস্যরূপেণ তদ্বন্মাং ভবাদুদ্ধর কেশব। এবমুচ্চার্য্য তস্যাগ্রে জাগরং তত্র কারয়েৎ॥ ২৮॥ যথাবিভবসারেণ প্রভাতে বিমলে তথা।

ও পোষণ করিয়া থাক, সেই সত্যেই আমাকে পাপ হইতে মুক্ত কর। হে বরুণ! ব্রহ্মাণ্ডের উদরে যে সকল তীর্থ বিদ্যমান দেবগণ করদ্বারা তাহা স্পর্শ করেন, আমি সেই দেবস্পৃষ্ট মৃত্তিকা গ্রহণ করিতেছি। তোমাতে রস সকল নিয়ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আমি তোমা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত সেই মৃত্তিকা শরীরে লেপন করিব, সত্বর আমাকে পূত কর।" এইরূপে মৃত্তিকা ও জলের প্রসাদন করিয়া শরীরে সজল মৃত্তিকা লেপন করিবে। মানব বারত্রয় মৃত্তিকা দ্বারা অশেষরূপে দেহপিণ্ড লেপন করিয়া কুম্ভীর ও কচ্ছপের বিদূরে থাকিয়া সেই জলে স্নান করিবে। স্নানান্তে, আবশ্যক নিত্যকার্য্য সমাধানানন্তর পুনরায় আমার মন্দিরে গমন করিবে। হে মহাযোগিন্! তদনন্তর সেই মন্দিরে দেব নারায়ণ হরিকে আরাধনা করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—"হে কেশব! তোমার পাদপদ্মকে নমস্কার, হে দামোদর! তোমার কটিদেশকে নমস্কার। হে নৃসিংহ! তোমার জানুযুগে নমস্কার, হে শ্রীবৎসধারিন্! তোমার উরুদ্বয়ে নমস্কার করি, হে কৌস্তুভনাভ! তোমার কণ্ঠে নমস্কার, হে শ্রীপতে! তোমার বক্ষোদেশকে নমস্কার, হে ত্রৈলোক্যবিজয়! তোমার বাহুকে নমস্কার, হে সর্ব্বাত্মন্! তোমার শিরোদেশকে নমস্কার করি। হে রথাঙ্গধারিন্! তোমার বক্ত্রে নমস্কার, হে শ্রীকর! তোমার শঙ্খে নমস্কার, হে গম্ভীর! তোমার গদাকে নমস্কার, হে শান্তমূর্ত্তে! তোমার পদ্মকে নমস্কার করি। অনন্তর বিচক্ষণ মানব দেবেশ প্রভু নারায়ণকে এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে চারিটি কুম্ভ স্থাপন করিবে। ঐ কুম্ভচতুষ্টয় জলপূর্ণ, মাল্যযুক্ত, চন্দনলিপ্ত, আম্রপল্লবিতসমন্বিত ও শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিতে হইবে এবং একখানি তাম্রপাত্রে তিল ও কাঞ্চন রাখিয়া কুম্ভের উপর বিন্যস্ত করিবে। ৯—২২। এই কলস-চতুষ্টয় চতুঃসাগর বলিয়া কীর্ত্তিত; এই কুম্ভচতুষ্টয়ের মধ্যে বস্ত্রগর্ভ সুশোভন পীঠাসন এবং তদুপরি একটী পাত্র স্থাপন করিতে হইবে। এই পাত্র সুবর্ণ, রজত কিংবা দারুনির্ম্মিত হইবে, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের অভাব হইলে পলাশপত্রের পাত্রই অভীষ্ট। অনন্তর জনার্দ্দনের মৎস্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই পাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে বিন্যস্ত করিবে। ঐ মৎস্য বেদ-বেদাঙ্গসংযুক্ত ও শ্রুতি স্মৃতি দ্বারা বিভূষিত হইবে। অনন্তর সুশোভন বিবিধ ভক্ষ্য, ফল, পুষ্প, গন্ধ, ধূপ ও বস্ত্র দ্বারা সেই পাত্রে যথাবিধি আমার পূজা করিয়া বলিবে,—"হে দেব! বেদ সকল রসাতলে গমন করিয়াছিল, আপনি মৎস্যরূপে সেই বেদ সকল উদ্ধার করিয়াছেন; হে কেশব! এক্ষণে আমাকে আপনার সেই মৎস্যরূপে উদ্ধার করুন।" নারায়ণের সমীপে এইরূপ উচ্চারণ করিয়া তথায় অবস্থানপূর্ব্বক জাগরণ করিবে। অনন্তর বিমল প্রভাতকালে বিভবানুসারে ব্রাহ্মণচতুষ্টয়কে ঐ

চতুর্ণাং ব্রাহ্মণানাং চ চতুরো দাপয়েদ্ঘটান্ ॥ ২৯ ॥ পূর্ব্বং চ বহ্বৃচে দদ্যাচ্ছান্দোগ্যে দক্ষিণং তথা। যজুঃশাখান্বিতে দদ্যাৎ পশ্চিমং ঘটমুত্তমম্ ॥ ৩০ ॥ উত্তরং কামতো দদ্যাদেষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ। ঋগ্বেদঃ প্রীয়তাং পূর্ব্বে সামবেদস্তু দক্ষিণে ॥ ৩১ ॥ যজুর্ব্বেদঃ পশ্চিমতো হ্যথর্ব্বশ্চোত্তরেণ তু। অনেন ক্রমযোগেণ প্রীয়তামিতি বাচয়েৎ ॥ ৩২ ॥ মৎস্যরূপং তু সৌবর্ণমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ। গন্ধধূপাদিবস্ত্রৈস্তু সম্পূজ্য বিধিবৎক্রমাৎ ॥ ৩৩ ॥ যস্ত্বিমং সরহস্যং চ মন্ত্রৈর্নৈবোপপাদয়েৎ। বিধানং বিধিবদ্দত্বা দাতা কোটিগুণোত্তরম্ ॥ ৩৪ ॥ প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে। স জন্মকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥ ৩৫ ॥ বিধানস্য প্রদাতা যো গুরুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। এবং দত্বা বিধানেন দ্বাদশ্যাং মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ বিপ্রাণাং ভোজনং দদ্যাদ্‌-যথাশক্ত্যা চ দক্ষিণাম্। ভূরিণা পরমান্নেন ততঃ পশ্চাৎ স্বয়ং নরঃ ॥ ৩৭ ॥ ভুঞ্জীত সহিতো বিপ্রৈ-র্বাগ্যতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যান্মৎস্যোৎসবং নরঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্য পুণ্যফলং চাগ্রে শৃণু সত্যব্রতাং বর। যদি বক্ত্রসহস্রাণাং সহস্রাণি ভবন্তি হি ॥ ৩৯ ॥ আয়ুশ্চ ব্রহ্মণা তুল্যং লভেদ্যদি মহাব্রত। তদা বৈ হ্যস্য ধর্ম্মস্য ফলং কথয়িতুং ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ য ইমং শ্রাবয়েদ্ভক্ত্যা দ্বাদশীকল্পমুত্তমম্। শৃণোতি বা স পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যেব বিমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মৎস্যোৎসবকথনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। যে ত্বয়া বৈ কৃতাঃ প্রশ্নাঃ পূর্ব্বং প্রশ্নবিদাং বর। তান্ বর্ণয়িষ্যে ক্রমশো নিশাময় সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥ সহোমাসে চ দেবো বৈ কীর্ত্তিযুক্তো হি কেশবঃ। তস্য পূজা প্রকর্ত্তব্যা যথাপূর্ব্বং প্রভাষিতম্ ॥ ২ ॥ ব্রাহ্মণং কেশবং স্মৃত্বা তৎপত্নীং কীর্ত্তিমেব চ। দম্পতী বিধিবৎপূজ্যো বস্ত্রাভরণ-

---

কলস চারিটী দান করিবে। এক্ষণে দানের ফল কথিত হইতেছে; পূর্ব্বদিকে যে ঘটটী স্থাপিত হইয়াছিল, উহা দক্ষিণার সহিত বহ্বৃচকে, দক্ষিণ দিক্‌স্থিত কুম্ভ ছান্দোগ্যকে এবং পশ্চিমদিক্‌স্থিত উত্তম ঘট যজুঃশাখান্বিতকে দান করিবে; আর উত্তরদিক্‌স্থিত কুম্ভ কামনানুসারে অর্থাৎ যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই দিতে পারিবে, ইহাই দানবিধি কথিত হয়। অনন্তর "পূর্ব্বদিকে ঋক্‌বেদ প্রীত হউন, দক্ষিণে সামবেদ, পশ্চিমে যজুর্ব্বেদ এবং উত্তরদিকে অথর্ব্ববেদ প্রীত হউন" এইরূপে ক্রমে প্রীতিবাচন করিবে। অনন্তর গন্ধ, পুষ্প ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া সেই সুবর্ণনির্ম্মিত মৎস্য মূর্ত্তি আচার্য্যকে নিবেদন করিবে। যে মানব মন্ত্রাদিদ্বারা সরহস্য এই মৎস্যোৎসব সম্পাদন করে, তাঁহার যে ফল, যিনি ইহার যথাবিধি-বিধান দান করেন, তাঁহার তদপেক্ষা কোটিগুণ উত্তম ফল হইয়া থাকে। যে গুরুর নিকট যথাবিধি বিধান বিদিত হইয়া তাহার ব্যতিক্রম করে, সেই নরাধম কোটিজন্ম নরক ভোগ করে। যিনি এই উৎসবের বিধানদাতা, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই গুরু কহিয়া থাকেন। মানব দ্বাদশীদিবসে এইরূপে দানাদি করিয়া বিধিপূর্ব্বক আমাকে পূজা করিবে এবং তৎপর যথাশক্তি দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্য ও ভূরিপরিমাণ পরমান্ন দান করিয়া বিপ্রগণের সহিত যতাক্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। হে সত্যবাদিগণের বরেণ্য! এইরূপ বিধি অবলম্বনে যে মানব মৎস্যোৎসব করে, অগ্রে তাহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর। যদি অনন্তের মত কাহারও সহস্র সহস্র বক্ত্র ও ব্রহ্মার তুল্য আয়ু লাভ হয়, তবেই তিনি এই ধর্ম্মের ফল বলিতে সমর্থ হইতে পারেন। যিনি এই উত্তম দ্বাদশীমাহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করান, বা যিনি শ্রবণ করেন, উভয়েই নিখিল কলুষ হইতেই বিমুক্ত হইয়া থাকেন। ২৩—৪১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন,—হে প্রশ্নবিদ্‌গণের অগ্রণী! তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলে, ক্রমশ তাহার বর্ণন করিতেছে, তুমি একাগ্রমনে শ্রবণ কর। মার্গশীর্ষ মাসে কেশব কীর্ত্তিযুক্ত হন, আমি পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, এ মাসে কেশবের তদ্রূপ পূজাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে কেশব এবং ব্রাহ্মণপত্নীকে কীর্ত্তিরূপে চিন্তা করিয়া বস্ত্র ও আভরণাদি দ্বারা যথা-

ধেনুভিঃ ॥ ৩ ॥ দম্পতী পূজিতৌ বৎস পূজিতোঽহং ন সংশয়ঃ। তস্মাদবশ্যং সম্পূজ্যৌ দম্পতী মম তুষ্টিদৌ ॥ ৪ ॥ দানঞ্চ বিবিধং কার্য্যং মম তুষ্টিকরং পরম্। গোদানং ভূমিদানঞ্চ স্বর্ণদানং বিশেষতঃ ॥ ৫ ॥ বস্ত্রদানং তথা শয্যা তথালঙ্করণানি চ। সদ্মদানং প্রকর্ত্তব্যং মম সন্তোষকারকম্ ॥ ৬ ॥ সর্ব্বেষামেব দানানাং বিশেষঞ্চ ত্রিকং স্মৃতম্। বসুন্ধরা তথা ধেনুর্ব্বিদ্যাদানং তথৈব চ ॥ ৭ ॥ দত্তে দানত্রিকে বৎস ভবেৎ প্রীতির্ম্মমাতুলা। তস্মান্নরৈস্তু কর্ত্তব্যং সহোমাসে ত্রিকং শুভম্ ॥ ৮ ॥ স্নানস্য চ বিধিঃ সম্যক্ পূর্ব্বমেবোক্তো ময়ানঘ। পূজাস্নানঞ্চ দানঞ্চ বিধিরেষ ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ মার্গশীর্ষং সমগ্রন্তু একভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ। ভোজয়েদ্‌যো দ্বিজান্ ভক্ত্যা স মুচ্যেদ্ব্যাধিকিল্বিষৈঃ ॥ ১০ ॥ কৃষিভাগী বহুধনো বহুধান্যশ্চ জায়তে। কিমত্র বহুনোক্তেন শৃণু গুহ্যং পরং মম ॥ ১১ ॥ হুতভুগ্ব্রাহ্মণশ্চৈব বদনং মম মানদ। ব্রাহ্মণাখ্যং মুখং শ্রেষ্ঠং ন তথা হব্যবাহনঃ ॥ ১২ ॥ ব্রাহ্মণাখ্যে মুখে পুত্র হুতং কোটিগুণং ভবেৎ। অগ্ন্যাখ্যং ব্রাহ্মণাধীনং স্বতন্ত্রা ব্রাহ্মণাঃ কিল ॥ ১৩ ॥ সশর্করং ঘৃতযুতং পায়সং শশিসন্নিভম্। হোতব্যং ব্রাহ্মণমুখে মম তুষ্টিকরং সুত ॥ ১৪ ॥ শুভমণ্ডলমোদককোকরসং সুত ফেনিকয়া ঘৃতপূরযুতম্। যজ বিপ্রমুখে মম তুষ্টিকরং যদি চেচ্ছসি দারসুতাদিসুখম্ ॥ ১৫ ॥ কুমুদেন সমপ্রভসৌরভদং শুভভক্তযুতং ত্বথ মুদ্গযুতম্। সুরভীকৃতপুষ্কলসর্পিসমং কুরু বিপ্রমুখে হবনং হি সহে ॥ ১৬ ॥ পয়সা সহ সর্পিষি চ কথিতং বহুখারিকচারফলৈঃ সিতয়া। সহ কর্পূরনারিকেলেন সমং যুতসীকরকং সুত শুভ্রকরম্ ॥ ১৭ ॥ ব্যঞ্জনানি চ শুভ্রাণি মনোজ্ঞানি প্রিয়াণি চ। কর্ত্তব্যানি সহোমাসে ব্রাহ্মণার্থে চতুর্ম্মুখ ॥ ১৮ ॥ প্রিয়া শিখরিণী কার্য্যা চান্যত্তেষাং প্রিয়ঞ্চ যৎ। কৃত্বৈবং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ শ্রদ্ধয়া পরয়া সুত ॥ ১৯ ॥ রসাস্বাদনপূর্ব্বং হি ভুঞ্জতে বৈ যথাযথা। তথাতথা মম প্রীতির্জায়তে ভুবি দুর্লভা ॥

বিধি দ্বিজদম্পতির পূজা করিবে। হে বৎস! দ্বিজদম্পতীর পূজা হইলেই আমি পূজিত হই, সংশয় নাই। অতএব আমার তুষ্টিদ দ্বিজদম্পতির পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার তুষ্টিকারক বিবিধ দানের বিষয় বলিতেছি,—গো, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, শয্যা, অলঙ্কার এবং গৃহ এই সকল দান কর্ত্তব্য। দাননিচয়ের মধ্যে তিনটি দান সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং আমার তুষ্টিদ বলিয়া কথিত হয়। হে বৎস! বসুন্ধরা ধেনু ও বিদ্যা এই দানত্রয়ে আমার অতুল প্রীতি হইয়া থাকে; অতএব মানব মার্গশীর্ষ মাসে এই দানত্রয় অবশ্যই করিবে। হে অনঘ! স্নানের বিধি সম্যক্‌রূপে পূর্ব্বেই বলিয়াছি; পূজা, স্নান ও দানের ইহাই বিধি, সংশয় নাই। যে মানব একাহার করিয়া সমগ্র অগ্রহায়ণমাস অতিবাহিত করে এবং ভক্তিসহকারে দ্বিজগণকে ভোজন করায়, তাহার পাপ ও ব্যাধিভয় থাকে না; সেই মানব কৃষিভাগী, বহুধন, এবং অনেকধান্যযুক্ত হয়। এ বিষয় আর অধিক বলিয়া কি হইবে। আমার পরম গুহ্য বাক্য শ্রবণ কর। হে মানদ! হুতাশন ও ব্রাহ্মণ এই উভয়ই আমার মুখ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই আমার উত্তম মুখ, ব্রাহ্মণমুখের তুল্য হুতাশনমুখ নহে। হে পুত্র! আমার ব্রাহ্মণনামক মুখে আহুতি প্রদান করিলে কোটিগুণ ফল হয়। আমার হুতাশনাখ্য মুখ ব্রাহ্মণের অধীন; অতএব ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। ১—১৩। হে সুত! শশধরের ন্যায় শুভ্রকান্তিসম্পন্ন শর্করা ও ঘৃতযুক্ত পায়সদ্বারা ব্রাহ্মণের মুখে আহুতি প্রদান করিলে আমার অত্যধিক সন্তোষ লাভ হয়। হে পুত্র! যদি পত্নী ও পুত্রাদির সুখকামনা কর, তবে আমার তুষ্টিকর মনোহর মণ্ডল (লুচি), মোদক ও কোকরস—ফেণিকা ও ঘৃতপূরসমন্বিত করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আমার পূজা কর। হে পুত্র! কুমুদের ন্যায় প্রভা ও সৌরভযুক্ত উত্তম অন্নকে মুদ্গসমন্বিত এবং বিপুল ঘৃতদ্বারা সুরভীকৃত করিয়া মার্গশীর্ষমাসে ব্রাহ্মণমুখে আমার আহুতি প্রদান কর। হে সুত! কথিত বহুখারিক ও চারফল, শর্করা ও দুগ্ধযুক্ত করিয়া ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করত এবং সকর্পূর শুভ্র নারিকেল সীকরকসহ ব্রাহ্মণমুখে আমার উদ্দেশে প্রদান করিলে আমার তুষ্টিসাধন হয়। হে চতুরানন! মার্গশীর্ষমাসে দ্বিজগণের প্রিয়কামনায় শুভ্র মনোজ্ঞ প্রিয় ব্যঞ্জননিচয়, প্রিয়া শিখরিণী এবং তাঁহাদের প্রিয় অন্যান্য বস্তু দান কর্ত্তব্য। হে সুত! এইরূপে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। তাঁহারা যেরূপে ভোজন করিলে তৃপ্তি লাভ করেন, তদ্রূপই কর্ত্তব্য, কেননা তাঁহারা যেরূপ প্রীতিলাভ করিবেন, আমারও তদ্রূপ ভুবনদুর্লভ প্রীতি হইবে। অতএব

২০॥ তস্মাত্তত্তথা কার্য্যং যথা তুষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ। তুষ্টৈস্তৈশ্চাপ্যহং তুষ্টো ভবামীহ ন সংশয়ঃ॥ ২১॥ শ্রদ্ধৎস্ব ত্বং চতুর্বক্ত্র ন তে মিথ্যা ব্রবীম্যহম্। এতদ্‌-গুহ্যং ময়া প্রোক্তং শ্রেয়োর্থং তব মানদ॥২২॥ আক্রোশয়ন্তি যদি তে অথবা প্রহরন্তি চেৎ। তথাপি তে নমস্যা বৈ মম প্রীত্যা হি মানদ॥ ২৩॥ এবং কার্য্যং সদা পুত্র মার্গশীর্ষে বিশেষতঃ। যদুক্তং ভবতা ব্রহ্মন্ ভোক্তব্যং কিং শৃণুষ তৎ॥ ২৪॥ ভোক্তব্যং মম চোচ্ছিষ্টং মম ভক্তিপরায়ণৈঃ। পবিত্রকরণং পুত্র পাপিনামপি মুক্তিদম্॥ ২৫॥ মমাশনস্য শেষঞ্চ যো ভুনক্তি দিনেদিনে। সিক্থেসিক্থে ভবেৎ পুণ্যং চান্দ্রায়ণশতোদ্ভবম্॥ ২৬॥ অবশিষ্টং তথোচ্ছিষ্টং ভক্তানাং ভোজনদ্বয়ম্। নান্যদ্বৈ ভোজনং তেষাং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ ২৭॥ অনর্পয়িত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। শ্বানবিষ্ঠাসমং চান্নং পানঞ্চ মদিরাসমম্॥২৮॥ তস্মান্নামর্পয়েৎ পুত্র অন্নপানাদি চৌষধম্। ভক্ষয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা অশুচেঃ শুচিকারকম্॥ ২৯॥ তীর্থযজ্ঞাদিকফলং কলিদোষবিনাশনম্। মমোচ্ছিষ্টং সুগতিদমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণাম্॥ ৩০॥ অন্যেষাং দেবতানাঞ্চ ন গৃহ্নীয়াচ্চ ভক্ষিতম্। অভক্তানাঞ্চ পক্কান্নং ভুক্ত্বা চ নরকং ব্রজেৎ॥ ৩১॥ বক্তব্যমেব যৎপ্রোক্তং তচ্ছৃণুষ সমাহিতঃ। কথয়িষ্যে তব প্রীত্যা অপি গুহ্যতরং মম॥ ৩২॥ মম নাম প্রবক্তব্যং সহে চৈব বিশেষতঃ। কৃষ্ণকৃষ্ণেতি বক্তব্যং মম প্রীতিকরং পরম্॥ ৩৩॥ প্রতিজ্ঞৈষা চ মে পুত্র ন জানান্তি সুরাসুরাঃ। মনসা কর্ম্মণা বাচা যো মে শরণমাগতঃ॥ ৩৪॥ স হি সর্ব্বামবাপ্নোতি কামনামিহ লৌকিকীম্। সর্ব্বোৎকৃষ্টঞ্চ বৈকুণ্ঠং মৎপ্রিয়াং কমলামপি॥ ৩৫॥ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। জলং ভিত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥ ৩৬॥ বিনোদেনাপি দম্ভেন মৌঢ্যাল্লোভাচ্ছলাদপি। যো মাং ভজত্যসৌ বৎস মদ্ভক্তো নাবসীদতি॥ ৩৭॥ যে বৈ পঠন্তি কৃষ্ণেতি মরণে পর্য্যুপস্থিতে। যদি

ব্রাহ্মণগণ যাহাতে তৃপ্তিলাভ করেন, তাহাই করিবে। ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হইলেই আমি প্রীতি প্রাপ্ত হই, সংশয় নাই। হে চতুর্ম্মুখ! আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হও। তোমার নিকট আমি সত্য কথাই কহিলাম। হে মানদ! তোমার কুশল-কামনায় আমি এই গুহ্য কথা কীর্ত্তন করিলাম। হে মানদ! ব্রাহ্মণগণ যদি তিরস্কার কিংবা প্রহারও করেন, তথাপি আমার প্রীতির পাত্র বলিয়া তাহারা তোমার নমস্য! হে পুত্র! মার্গশীর্ষ মাসে সতত এইরূপ কার্য্য করিবে; হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কহিয়াছি; কি ভোজন করিবে, এক্ষণে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ মানব আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে; হে পুত্র! আমার উচ্ছিষ্ট পাপিগণের পবিত্রতাবিধায়ক ও মুক্তিদ। যে মানব প্রতিদিন আমার ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, প্রত্যেক শেষান্নে তাহার শতচান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল লাভ হয়। অবশিষ্ট ও উচ্ছিষ্ট অন্ন, ভক্তগণ এই দ্বিবিধ অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য অন্ন ভোজনে ভক্তগণের চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য। আমাকে তর্পণ না করিয়া যে অন্ন-পান, সে অন্ন কুক্কুরবিষ্ঠা এবং পানীয় মদিরাতুল্য। হে পুত্র! এজন্য অন্ন পানাদি, এমন কি ঔষধও আমাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে; আমার উদ্দেশে নিবেদিত বস্তু ভক্তিযুক্ত হইয়া ভোজন করিলে অশুচি শুচি হয়। যেমন তীর্থ যজ্ঞাদির ফল কলিদোষনিবারক, তদ্রূপ আমার উচ্ছিষ্টও দুষ্কৃতকর্ম্মাদিগের বিশুদ্ধিকারক। হে পুত্র! অন্যান্য দেবগণেরও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহা অভক্তপক্ক হইলে গ্রহণ করিবে না; কেননা তাদৃশ অন্ন ভক্ষণে নরকে পতন হয়। ১৪—৩১। হে পুত্র! এ বিষয়ে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বলিতেছি, সমাহিতমনে শ্রবণ কর; ইহা অতি গুহ্য। কেবল তোমার প্রতি প্রীতি হেতু বলিতেছি। বিশেষতঃ মার্গশীর্ষমাসে আমার নাম কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এইরূপে নাম কীর্ত্তন করিতে হয়। ইহা আমার অত্যন্ত প্রীতিকর। হে পুত্র! সুরাসুরগণ আমার প্রতিজ্ঞা বিদিত নহেন। যে মানব মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা আমার শরণাগত, তাহারই লৌকিক কামনানিচয় লাভ হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠ এবং মৎপ্রিয়া কমল তাহার পক্ষে সুলভ হয়। যে মানব "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" এইরূপ সম্বোধন করিয়া সতত আমাকে স্মরণ করে, পদ্ম যেরূপ জলভেদ করিয়া উদ্গত হয়, তদ্রূপ আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকি। হে বৎস! যে ব্যক্তি বিনোদ, দম্ভ, মূঢ়তা, লোভ কিংবা ছলবশতঃ আমার ভজনা করে, সে আমার ভক্ত এবং সে কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হয় না।

পাপযুতাঃ পুত্র ন পশ্যন্তি যমং ক্বচিৎ ॥ ৩৮ ॥ পূর্ব্বে বয়সি পাপানি কৃতান্যপি চ কৃৎস্নশঃ। অন্তকালে চ কৃষ্ণেতি স্মৃত্বা মামেত্যসংশয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ নমঃ কৃষ্ণায় মহতে বিবশোঽপি বদেদ্যদি। এবং পদমবাপ্নোতি মরণে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৪০ ॥ শ্রীকৃষ্ণেতি কৃতোচ্চারৈঃ প্রাণৈর্যদি বিযুজ্যতে। দূরস্থঃ পশ্যতি চ তং স্বর্গতং প্রেতনায়কঃ ॥ ৪১ ॥ শ্মশানে যদি রথ্যায়াং কৃষ্ণকৃষ্ণেতি জল্পতি। ম্রিয়তে যদি চেৎ পুত্র মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ॥৪২॥ দর্শনান্মম ভক্তানাং মৃত্যুমাপ্নোতি যঃ ক্বচিৎ। বিনা মৎস্মরণাৎ পুত্র মুক্তিমেতি স মানবঃ ॥ ৪৩ ॥ পাপানলস্য দীপ্তস্য ভয়ং মা কুরু পুত্রক। শ্রীকৃষ্ণনামমেঘোথৈঃ সিচ্যতে নীরবিন্দুভিঃ ॥ ৪৪ ॥ কলিকালভুজঙ্গস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য কিং ভয়ম্। শ্রীকৃষ্ণনামদারুত্থবহ্নিদগ্ধঃ স নশ্যতি ॥ পাপপাবকদগ্ধানাং কর্ম্মচেষ্টাবিয়োগিনাম্। ভেষজং নাস্তি মর্ত্ত্যানাং শ্রীকৃষ্ণস্মরণং বিনা ॥ ৪৬ ॥ প্রয়াগে বৈ যথা গঙ্গা শুক্লতীর্থে চ নর্ম্মদা। সরস্বতী কুরুক্ষেত্রে তদ্বচ্ছ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনম্ ॥ ৪৭ ॥ ভবাম্ভোধিনিমগ্নানাং মহাপাপোর্ম্মিপাতিনাম্। ন গতির্ম্মানবানাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্মরণং বিনা ॥ ৪৮ ॥ মৃত্যুকালেঽপি মর্ত্ত্যানাং পাপিনাং তদনিচ্ছতাম্। গচ্ছতাং নাস্তি পাথেয়ং শ্রীকৃষ্ণস্মরণং বিনা ॥ ৪৯ ॥ তত্র পুত্র গয়া কাশী পুষ্করং কুরুজাঙ্গলম্। প্রত্যহং মন্দিরে যস্য কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কীর্ত্তনম্ ॥ ৫০ ॥ জীবিতং জন্মসাফল্যং সুখং তস্যৈব সার্থকম্। সততং রসনা যস্য কৃষ্ণকৃষ্ণেতি জল্পতি ॥ ৫১ ॥ সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ৫২ ॥ নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্দ্দহনে মম। তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥ ৫৩ ॥ নাপবিদ্ধং ভবেত্তস্য শরীরং নৈবং মানসম্। ন পাপং ন চ বৈক্লব্যং কৃষ্ণকৃষ্ণেতিকীর্ত্তনাৎ ॥ ৫৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণেতি বচঃ পথ্যং ন ত্যজেদ্যঃ কলৌ নরঃ। পাপাময়ো বৈ ন ভবেৎ কলৌ তস্যৈব মানসে ॥ ৫৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণেতি প্রজল্পন্তং দক্ষিণাশাপতির্নরম্। দৃষ্ট্বা মার্জ্জয়তে পাপং তস্য জন্মশতার্জ্জিতম্ ॥ ৫৬ ॥ চান্দ্রায়ণশতৈঃ পাপং পরা-

---

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যাহারা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এইরূপ পাঠ করে, হে পুত্র। তাহারা পাপরত হইলেও কখনও যমবদন দর্শন করে না। যাহারা পূর্ব্ববয়সে সর্ব্ববিধ পাপানুষ্ঠান করিয়াছে, এতাদৃশ মানবও মৃত্যুকালে 'কৃষ্ণ' নাম স্মরণপূর্ব্বক নিঃসংশয় আমাকে প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যে বিবশ নর "শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে নমস্কার" এইরূপ উচ্চারণ করে, সে নিশ্চয়ই আমার পদ প্রাপ্ত হয়। "শ্রীকৃষ্ণ" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া যে প্রাণত্যাগ করে, তাহার স্বর্গে গতি হয়, এবং প্রেতনায়কগণ দূর হইতে তাহাকে অবলোকন করে। হে পুত্র! "কৃষ্ণ-কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিতে করিতে শ্মশানে কিংবা পথিমধ্যে মৃত্যু হইলেও নিঃসংশয়ে আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমার ভক্তকে দর্শন করিয়া যে কেহ মরিতে পারে, হে পুত্র! আমার স্মরণ ভিন্নও সেই মানব মুক্তিলাভ করে। হে বৎস। তুমি প্রদীপ্ত পাপ-পাবক হইতে ভীত হইও না, কৃষ্ণনামরূপ মেঘ হইতে উত্থিত বারিবিন্দু তোমাকে অভিষিক্ত করিবে। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র কলিকালরূপ সর্প হইতে তোমার ভয় কোথায়? শ্রীকৃষ্ণনামরূপ দারু হইতে উত্থিত বহ্নিই সেই সর্পকে দগ্ধ করিবে। যাহারা কর্ম্মচেষ্টাবিহীন, শ্রীকৃষ্ণস্মরণরূপ ঔষধ ব্যতীত তাদৃশ পাপ-পাবক-দগ্ধ মানবের আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। প্রয়াগে যেরূপ গঙ্গা, শুক্লপক্ষে যেরূপ নর্ম্মদা এবং পুষ্করে যদ্রূপ সরস্বতী, কৃষ্ণনামকীর্ত্তনও তদ্রূপ পাপহর জানিবে। যাহারা ভবাম্বুধি নিমগ্ন হইয়া মহাপাতকরূপ ঊর্ম্মিমালায় পতিত, শ্রীকৃষ্ণ স্মরণভিন্ন তাদৃশ মানবের অন্য গতি নাই।৩২—৪৮ পাপী মর্ত্ত্যগণের মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণে অনিচ্ছা হয়, কিন্তু যমপুরীগমনকালে শ্রীকৃষ্ণ নাম স্মরণ ভিন্ন আর পাথেয় কিছুই নাই। হে পুত্র! যে মন্দিরে প্রত্যহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারিত হয়, তথায় গয়া, কাশী, পুষ্কর এবং কুরুজাঙ্গল নিয়ত বিদ্যমান। যাহার রসনা সতত "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" জল্পনা করে, তাহার জীবন জন্ম ও সুখ সার্থক। আমার নাম পাপদহনে যতদূর শক্ত, পাতকী নর তত পাপ করিয়া উঠিতে পারে না। যে মানব আমার "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই নাম উচ্চারণ করে, তাহার শরীর কিংবা মন কদাচ বিদ্ধ হয় না, পাপ কিংবা বিকলতা কদাচ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কলির যে নর শ্রীকৃষ্ণরূপ পথ্য পরিত্যাগ না করে, তাহার অন্তঃকরণে পাপব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না। দক্ষিণ দিক্‌পতি যম 'শ্রীকৃষ্ণ' এইরূপ জল্পনশীল লোককে দর্শন করিয়া তাহার শত জন্মার্জ্জিত পাপও পরিমার্জ্জন করেন। শত চান্দ্রায়ণ এবং সহস্র

কাণাং সহস্রকৈঃ। যন্নাপযাতি তদ্‌যাতি কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ ॥ ৫৭ ॥ নাম্নাভির্নামকোটীভিস্তোষো মম ভবেৎ ক্বচিৎ। শ্রীকৃষ্ণেতি কৃতোচ্চারে প্রীতিরেবাধিকাধিকা ॥ ৫৮ ॥ চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেষ্ণু কোটীভির্যৎ ফলং স্মৃতম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ ॥ ৫৯ ॥ গুরুদারাভিগমনং হেমস্তেয়াদি পাতকম্। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাদ্‌যাতি ঘর্ম্মতপ্তং হিমং যথা ॥ ৬০ ॥ যুক্তো যদি মহাপাপৈরগম্যাগমনাদিভিঃ। মুচ্যতে চান্তকালেঽপি সকৃচ্ছ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাৎ ॥ ৬১ ॥ অবিশুদ্ধমনা যস্তু বিনাপ্যাচারবর্ত্তনাৎ। প্রেতত্বং সোঽপি নাপ্নোতি অন্তে শ্রী কৃষ্ণকীর্ত্তনাৎ ॥ ৬২ ॥ মুখে ভবতু মা জিহ্বাসতী যাতু রসাতলম্। ন সা চেৎকলিকালে যা শ্রীকৃষ্ণগুণবাদিনী ॥ ৬৩ ॥ স্ববক্ত্রে পরবক্ত্রে চ বন্দ্যা জিহ্বা প্রযত্নতঃ। কুরুতে যা কলৌ পুত্র শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্ত্তনম্ ॥ ৬৪ ॥ পাপবল্লী মুখে তস্য জিহ্বারূপেণ কীর্ত্যতে। যা ন বক্তি দিবারাত্রৌ শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্ত্তনম্ ॥ ৬৫ ॥ পততাং শতখণ্ডা তু সা জিহ্বা রোগরূপিণী। শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণকৃষ্ণেতি শ্রীকৃষ্ণেতি ন জল্পতি ॥ ৬৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। তস্যাহং শ্রেয়সাং দাতা ভবাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্যং ত্রিসন্ধ্যং হি পঠেত্তু যঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি স মৃতঃ পরমাং গতিম্ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। শৃণু ধ্যানং চতুর্বক্ত্র বক্ষ্যামি প্রীতমানসঃ। শ্রুতেনৈব চ সৌভাগ্যং লভতে মানবো ভুবি ১ ॥ অথ শ্রীমদুদ্যানসম্বীতহৈমস্থলোদ্ভাসিরত্নস্ফুরন্মণ্ডপান্তঃ। লসৎকল্পবৃক্ষোদিতোদ্দীপ্তরত্নস্থলাধিষ্ঠিতাম্ভোজপীঠাধিরূঢ়ম্ ॥ ২ ॥ মহানীলনীলাভমত্যন্তবালং গুড়স্নিগ্ধবক্ত্রান্তবিস্রস্তকেশম্। অলিব্রাতপর্য্যাকুলোৎফুল্লপদ্মপ্রমুগ্ধাননং শ্রীমদিন্দীবরাক্ষম্ ॥ ৩ ॥ চলৎকুণ্ডলোল্লাসিতোৎফুল্লগল্লং সুঘোণং সুশোণা-

---

পরাক ব্রত করিয়াও যে পাপ না যায়, একমাত্র কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনেই সেই পাপ অপগত হইয়া থাকে। অন্য কোটি কোটি নামে আমার কদাচিৎ প্রীতি হয়, কিন্তু একবার মাত্র 'শ্রীকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণেই আমার অধিকতর প্রীতি হইয়া থাকে। কোটিচন্দ্র সূর্য্যগ্রহণে ধর্ম্মাচারে মানবের যে ফল হয়, "শ্রীকৃষ্ণ" এই রূপনাম কীর্ত্তনে ততোধিক ফল হইয়া থাকে। গুরুদারাভিগমন ও সুবর্ণস্তেয় পাতক—নিদাঘতপ্ত হিমের ন্যায় কৃষ্ণ-নামস্মরণে দূরীভূত হয়। যদি অগম্যগমনাদি মহাপাপনিবহেও যুক্ত হয়, তথাপি মানব অন্তকালে একবার আমার নাম কীর্ত্তনে মুক্ত হইয়া থাকে। অনাচারপরায়ণতা বশত অবিশুদ্ধমনা মানবও অন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। কলিকালে যে জিহ্বা বা অসতী শ্রীকৃষ্ণ গুণানুবাদ না করে, মানবের মুখে তদ্রূপ জিহ্বা যেন হয় না এবং সে অসতী যেন রসাতলে গমন করে। হে পুত্র! কলিকালে যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করে, পরের মুখেই হউক আর স্বীয় মুখেই হউক, সে জিহ্বা প্রযত্নসহকারে বন্দনীয়া। যাহার মুখ দিবারাত্রি শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তন না করে, তাহার মুখে জিহ্বা পাপলতিকা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে জিহ্বা "শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ জল্পনা করে না, রোগরূপিণী সেই জিহ্বা শতখণ্ড হইয়া পতিত হউক। যে মানব প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্য পাঠ করে, আমি তাহার শ্রেয়োদাতা হই, সংশয় নাই। যে নর সন্ধ্যাত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্য পাঠ করে, সে সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় এবং মৃত হইয়াও উত্তম গতি লাভ করে। ৪৯-৬৭

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন,—হে চতুরানন! এক্ষণে ধ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, প্রীতমনে শ্রবণ কর; মানব এই ধ্যান শ্রবণ করিলে সৌভাগ্যলাভ করে। ধ্যান যথা,—যাহা শ্রীসম্পন্ন উদ্যানমণ্ডিত হৈম স্থলে উদ্ভাসিত হইয়া রত্নপ্রভায় স্ফুরিত হইতেছে, তথাভূত মণ্ডপের মধ্যভাগে কল্পতরুরাজিত প্রকট দীপ্ত রত্নস্থলে অধিষ্ঠিত অম্ভোজপীঠে যিনি অধিরূঢ় হইয়া আছেন; যাঁহার প্রভা অতীব নীলবর্ণ, যিনি একান্ত বালকাবস্থায় উপনীত, যাঁহার মুখমধ্য গুড়রসে স্নিগ্ধ, যদীয় কেশকলাপ বিস্রস্ত, উৎফুল্ল পদ্মের ন্যায়, যদীয় মুগ্ধবদন অলিকুলে পর্য্যাকুলিত, যিনি ইন্দীবরনিভ নয়নশোভিত, যাঁহার উৎফুল্ল

ধরং সুস্মিতাস্যম্। অনেকোল্লসৎকণ্ঠভূষালসন্তং বহন্তং নখং পৌণ্ডরীকং সুনেত্রম্ ॥ ৪ ॥ সমুদ্ধুসরোরঃস্থলং ধেনুধূলী সুপুষ্টাঙ্গমষ্টাপদাকল্পদীপ্তম্। কটীরস্থলে চারুজঙ্ঘোরুযুগ্মে পিনদ্ধং ক্বণৎকিঙ্কিণীজালদাম্না ॥ ৫ ॥ হসন্তং লসদ্বন্ধুজীবপ্রসূনপ্রভাপাণিপাদাম্বুজোদারকান্ত্যা। করে দক্ষিণে পায়সং বামহস্তে দধানং নবং শুদ্ধহৈয়ঙ্গবীনম্ ॥ ৬ ॥ মহীভারভূতামরারাতিযূথানলং পূতনাদীন্নিহন্তুং প্রবৃত্তম্। প্রভুং গোপিকাগোপবৃন্দেন বীতং সুরেন্দ্রাদিভির্বন্দিতং দেবদেবম্ ॥ ৭ ॥ প্রগে পূজয়িত্বা স্বনুস্মৃত্য কৃষ্ণং ভুজঙ্গেন্দ্রবজ্রাদিভির্ভক্তিনম্রঃ। সিতাম্ভোজহৈয়ঙ্গবীনৈশ্চ দধ্না বিমিশ্রেণ দুগ্ধেন সম্প্রীণয়েত্তম্ ॥৮॥ ইতি প্রাতরেবার্চ্চয়েদচ্যুতং যো নরঃ প্রত্যহং শশ্বদাস্তিক্যযুক্তঃ। লভেৎ সোঽচিরেণৈব লক্ষ্মীং সমগ্রামিহ প্রেত্য শুদ্ধং পরন্ধাম ভূয়াৎ ॥ ৯ ॥ মন্ত্রশ্চোক্তঃ পুরা পুত্র আদৌ লোকমনোহরঃ। শ্রীমদ্দামোদরাখ্যো হি শৃণু তস্যাধিকারিণঃ ॥ ১০ ॥ অযোগ্যায় ন দাতব্যো মন্ত্ররাজস্তথা সুত। যত্নেন গোপনীয়শ্চ রহস্যং শীঘ্রসিদ্ধিদম্ ॥ ১১ ॥ অলসং মলিনং ক্লিষ্টং দম্ভমোহসমন্বিতম্। দরিদ্রং রোগিণং ক্রুদ্ধং রাগিণং ভোগলালসম্ ॥ ১২ ॥ অসূয়ামৎসরগ্রস্তং শঠং পরুষবাদিনম্। অন্যায়েনার্জ্জিতধনং পরদাররতং সদা ॥ ১৩ ॥ বিদুষাং বৈরিণং নিত্যমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্। ভ্রষ্টব্রতং ক্লিষ্টবৃত্তিং পিশুনং দুষ্টমানসম্ ॥ ১৪ ॥ বহ্বাশিনং ক্রূরচেষ্টমগ্রগণ্যং দুরাত্মনাম্। কৃপণং পাপিনং রৌদ্রমাশ্রিতানাং ভয়ঙ্করম্ ॥ ১৫ ॥ এবমাদিগুণৈর্যুক্তং শিষ্যং নৈব পরিগ্রহেৎ। গৃহ্লীয়াদ্যদি তদ্দোষঃ প্রায়ো গুরুনুপস্পৃশেৎ ॥ ১৬ ॥ অমাত্যদোষো রাজানং জায়াদোষঃ পতিং যথা। তথা শিষ্যকৃতো দোষো গুরুং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ১৭। তস্মাচ্ছিষ্যং গুরুর্নিত্যং পরীক্ষ্যৈব পরিগ্রহেৎ। কায়েন মনসা বাচা গুরুশুশ্রূষণে রতম্ ॥ ১৮ ॥ অস্তেয়বৃত্তিমাস্তিক্যযুক্তং মোক্ষকৃতোদ্যমম্। ব্রহ্মচর্য্যরতং নিত্যং দৃঢ়ব্রতমকল্মষম্ ॥ ১৯ ॥ প্রসন্নহৃদয়ং শুদ্ধমশঠং বিমলাশয়ম্। পরোপকারনিরতং স্বার্থে চ বিগতস্পৃহম্ ॥

গণ্ডস্থল রত্নকুণ্ডলযুগলে উল্লসিত, যিনি সুনাস, সুরক্তোষ্ঠ ও সুস্মিতাস্য এবং যিনি বহুবিলসিত কণ্ঠভূষায় অলঙ্কৃত, যাঁহার নখর পুণ্ডরীকাভ, যিনি সুনেত্র, যাঁহার বক্ষঃস্থল ধেনুখিত ধূলিজালে ধূসরিত, যিনি সুপুষ্টাঙ্গ, অষ্টাপদবৎ সুদীপ্ত, যাঁহার সুন্দর জঙ্ঘা ও উরুযুগ্মে ক্বণিত কিঙ্কিণীজালমালা পিনদ্ধ; যিনি হাসিতেছেন এবং বন্ধুজীব কুসুমের প্রভাসম্পন্ন পাণি ও পদাম্বুজের উদার কান্তিচ্ছটায় দীপ্তি পাইতেছেন; যাঁহার দক্ষিণ করে পায়স, বাম হস্তে নবজাত সদ্যোঘৃত; যিনি মহীমণ্ডলের ভারভূত সুরশত্রুসমূহের অনলস্বরূপ এবং পূতনা প্রভৃতিকে নিহত করিতে যিনি সমুদ্যত; সেই গোপিকা-গোপবৃন্দপরিবৃত সুরেন্দ্রাদি বন্দিত দেবদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাতে পূজা ও ধ্যান করিয়া ভক্তিবিনম্রভাবে সিতপদ্ম, হৈয়ঙ্গবীন, দধি ও দুগ্ধ দ্বারা প্রণীত করিবে। যে নর আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া প্রত্যহ প্রভাতে অচ্যুত হরির পূজা করে, সে অচিরেই লক্ষ্মী লাভ করে এবং ইহকালে সমগ্র সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়া আমার শুদ্ধ সনাতন শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রাপ্ত হয়। হে পুত্র! পূর্ব্বে দামোদরমন্ত্র কহিয়াছি। ঐ মন্ত্র লোকমনোহর, উহা প্রথমেই কথিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই মন্ত্রের অধিকারী নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। হে সুত! এই মন্ত্র সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ, তুমি অযোগ্য ব্যক্তিকে কখনও ইহা প্রদান করিও না। এই মন্ত্র যত্নপূর্ব্বক গোপনীয় এবং রহস্য ও আশুসিদ্ধিদায়ক।১—১১। অলস, মলিন, ক্লিষ্ট, দম্ভ ও মোহযুক্ত, দরিদ্র, রোগী, ক্রোধন, রজোগুণযুক্ত, ভোগলালস, অসূয়া ও মৎসরগ্রস্ত, শঠ, পরুষবাদী, অন্যায়পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনকারী, সতত পরদাররত, বিজ্ঞবিদ্বিষ্ট, নিত্য পণ্ডিতমানী, অজ্ঞ, ব্রতভ্রষ্ট, ক্লিষ্টবৃত্তি, পিশুন, দুষ্টচেতা, বহ্বাশী, ক্রূরচেষ্ট, দুরাত্মাদিগের অগ্রণী, কৃপণ; পাপী, আশ্রিতের প্রতি রৌদ্রকর্ম্মা, ভয়ঙ্কর—এই সকল গুণযুক্ত মানবকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না; আর এই সকল দোষের অনেকগুলি যদি গুরুকে স্পর্শ করে, তবে তাদৃশ গুরুকেও গুরু বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। দেখ, যেমন অমাত্যদোষ নৃপকে এবং পত্নীদোষ পতিকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ শিষ্যকৃত দোষও গুরুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই; অতএব গুরু শিষ্যকে নিত্য পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবেন। যে নর কায়, বাক্য ও মনোদ্বারা গুরুর শুশ্রূষারত; যাহার স্তেয়বৃত্তিতে প্রবৃত্তি নাই, জ্ঞান—আস্তিক্যযুক্ত ও মোক্ষে উদ্যমশীল; যে দৃঢ়ব্রত, সতত ব্রহ্মচর্য্যরত, নিষ্পাপ প্রসন্নহৃদয়, শুদ্ধ, শাঠ্যহীন, পূতাশয়, পরোপকারনিরত, স্বার্থে স্পৃহাহীন এবং যে স্বীয়

২০॥ অচিন্তবিত্তদেহৈস্ত পরিতোষকরং গুরোঃ। আশ্রিতানাং তথা পুত্র পরিতোষকরং শুচিম্॥ ২১॥ ঈদৃগ্বিধায় শিষ্যায় মন্ত্রং দদ্যাত্তু নান্যথা। যদ্যন্যথা বদেত্তস্মিন্ দেবতাশাপ আপতেৎ॥ ২২॥ শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি গুরোরপি চ লক্ষণম্। এভিস্ত লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুরেব ভবেন্নৃণাম্॥ ২৩॥ সমচেতাঃ প্রশান্তাত্মা বিমন্যুশ্চ সুহৃন্নৃণাম্। সাধুর্মহান্ সমো লোকে স গুরুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৪॥ মম ব্রতধরো নিত্যং বৈষ্ণবানাং সুসম্মতঃ। মদাশ্রয়কথাসক্তো মমোৎসবরতঃ সদা॥ ২৫॥ কৃপাসিন্ধুঃ সুপূর্ণার্থঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ। নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥ ২৬॥ সর্ব্বসংশয়সঙ্ছেত্তানলসো গুরুরাদৃতঃ। ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহম্॥ ২৭॥ পূর্ব্বোক্তলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্য ঈদৃগ্বিধাদ্গুরোঃ। গৃহ্নীয়াৎ পুত্র তন্মন্ত্রং মার্গশীর্ষে মদাহ্বনে॥ ২৮॥ বৈষ্ণবানাং ব্রতানাঞ্চ কুর্য্যাৎ স্বীকরণং বুধঃ। মৎ প্রিয়ং শৃণুয়াচ্ছশ্বচ্ছ্রীমদ্ভাগবতং পরম্॥ ২৯॥ শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং লোকবিশ্রুতম্। শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো মম সন্তোষকারণম্॥ ৩০॥ নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ। প্রত্যক্ষরং ভবেত্তস্য কপিলাদানজং ফলম্॥ ৩১॥ শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্। পঠতে শৃণুয়াদ্যস্তু গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ৩২॥ যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং সুত। অষ্টাদশপুরাণানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥ ৩৩॥ নিত্যং মম কথা যত্র তত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ। কলিবাহ্যা নরাস্তে বৈ যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা মম॥ ৩৪॥ বৈষ্ণবাণাস্তু শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সুরবন্দিতাঃ॥ ৩৫॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। আস্ফোটয়ন্তি বল্গন্তি তেষাং প্রীতো ভবাম্যহম্॥ ৩৬॥ যাবদ্দিনানি হে পুত্র শাস্ত্রং ভাগবতং গৃহে। তাবৎপিবন্তি পিতরঃ ক্ষীরং সর্পির্ম্মধূদকম্॥ ৩৭॥ যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে ভক্ত্যা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে। কল্পকোটিসহস্রাণি মম লোকে বসন্তি তে॥ ৩৮॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং নরাঃ। প্রীণিতাস্তৈশ্চ বিবুধা যাবদাভূত-

---

চিত্ত, বিত্ত ও দেহ দ্বারা গুরুর ও শরণাগত ব্যক্তির সতত সন্তোষকর কার্য্য করে, হে তনয়! এইরূপ গুণসম্পন্ন শিষ্যকেই মন্ত্র প্রদান করিবে, কদাচ অন্যথা করিবে না; ইহার অন্যথা করিলে তাহার উপর দেবগণের অভিশাপ পতিত হয়। হে পুত্র! এক্ষণে গুরুরও লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর; হে বৎস! এই সকল লক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তিই মানবগণের গুরু হইবেন। যিনি সকল প্রাণীতে সমানচিত্ত, প্রশান্তাত্মা, অক্রোধ, মানবগণের প্রতি সৌহার্দ্দসম্পন্ন, সাধু, শ্রেষ্ঠ ও সম—লোকে তিনিই গুরু বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যিনি সতত আমার ব্রতধারী, বৈষ্ণবগণের সুসম্মত, আমার কথায় আসক্ত, আমার শরণাপন্ন ও আমার উৎসবে নিত্য নিরত; যিনি কৃপাসিন্ধু, পূর্ণমনোরথ, সর্ব্বভূতের উপকারক, নিখিল বস্তুতে নিস্পৃহ, সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ এবং যিনি সংশয় সকলের ছেত্তা ও অনলস, তাদৃশ গুরুই আদৃত হন। হে পুত্র! ব্রহ্মন্! সর্ব্বকালজ্ঞ, সর্ব্বভূতে অনুগ্রহকারী এবং পূর্ব্বোক্তলক্ষণযুক্ত শিষ্য এবংবিধ গুরুর নিকট আমার মাস মার্গশীর্ষে মন্ত্রগ্রহণ করিবে। বিচক্ষণ মানব বৈষ্ণব ব্রতনিচয় স্বীকার এবং আমার পরম প্রিয় শ্রীমদ্ভাগবত সতত শ্রবণ করিবে। শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ ত্রিলোকবিখ্যাত। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই পুরাণ শ্রবণ করিলে আমি প্রীত হই। যে মানব নিত্য ভাগবতপুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করে, প্রতি অক্ষরেই তাহার কপিলা দানের ফল হয়। যে ব্যক্তি ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকপাদ পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। হে পুত্র! যে মানব প্রযত হইয়া প্রতিদিন ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করে, তাহার অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল হয়। যে স্থানে নিত্য আমার কথার আলোচনা হয়, বৈষ্ণবগণ তথায় অবস্থান করেন। যে সকল লোক গৃহে সর্ব্বদা আমাকে অর্চ্চনা করেন, কলি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। যে নর গৃহে বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয়ের অর্চ্চনা করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও দেববন্দিত হন। কলির লোক সকল যদি গৃহে ভাগবতশাস্ত্র অর্চ্চনা বা ভাগবতশাস্ত্রের বিকাশ কিংবা বক্তৃতা করেন, আমি তাঁহাদের প্রতি প্রীত থাকি। হে পুত্র! যতদিন ভাগবতশাস্ত্রগ্রন্থ গৃহে থাকে, ততকাল পিতৃগণ সেই গৃহে ক্ষীর, ঘৃত, মধু ও উদক পান করেন। যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক বৈষ্ণবকে ভাগবত গ্রন্থ প্রদান করেন, সহস্রকোটি-কল্পকাল তাঁহাদের আমার লোকে বাস হয়। মানবগণ যদি গৃহে ভাগবতের পূজা করেন, তবে সেই

সংপ্লবম্॥ ৩৯॥ শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা বরং ভাগবতং গৃহে। শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ॥৪০॥ ন যস্য তিষ্ঠতে শাস্ত্রং গৃহে ভাগবতং কলৌ। ন তস্য পুনরাবৃত্তির্যাম্যপাশাৎ কদাচন॥ ৪১॥ কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥ ৪২॥ সর্ব্বস্বেনাপি লোকেশ কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ। বৈষ্ণবস্তু সদা ভক্ত্যা তুষ্ট্যর্থং মম পুত্রক॥ ৪৩॥ যত্র যত্র ভবেৎ পুণ্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। তত্র তত্র সদৈবাহং ভবামি ত্রিদশৈঃ সহ॥ ৪৪॥ তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ। যজ্ঞাঃ সপ্তপুরী নিত্যং পুণ্যাঃ সর্ব্বে শিলোচ্চয়াঃ॥ ৪৫॥ শ্রোতব্যং মম শাস্ত্রং হি যশোধর্ম্মজয়ার্থিনা। পাপক্ষয়ার্থং লোকেশ মোক্ষার্থং ধর্ম্মবুদ্ধিনা॥ ৪৬॥ শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যমায়ুরারোগ্যপুষ্টিদম্। পঠনাচ্ছ্রবণাদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৪৭॥ ন শৃণ্বন্তি ন হৃষ্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্। সত্যংসত্যং হি লোকেশ তেষাং স্বামী সদা যমঃ॥ ৪৮॥ ন গচ্ছতি সদা মর্ত্ত্যঃ শ্রোতুং ভাগবতং সুত। একাদশ্যাং বিশেষেণ নাস্তি পাপরতস্ততঃ॥ ৪৯॥ শ্লোকং ভাগবতং চাপি শ্লোকার্দ্ধং পাদমেব বা। লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য বসাম্যহম্॥ ৫০॥ সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্। ন তথা পাবনং নৃণাং শ্রীমদ্ভাগবতং যথা॥ ৫১॥ যত্রযত্র চতুর্বক্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতং ভবেৎ। গচ্ছামি তত্রতত্রাহং গৌর্যথা সুতবৎসলা॥ ৫২॥ মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্। মৎকথাপ্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥ ৫৩॥ শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠতে হি যঃ। সাংবৎসরং তস্য পুণ্যং বিলয়ং যাতি পুত্রক॥ ৫৪॥ শ্রীমদ্ভাগবতং দৃষ্ট্বা প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ। সম্মানয়েত তং দৃষ্ট্বা ভবেৎ প্রীতির্মমাতুলা॥ ৫৫॥ দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ প্রক্রমেৎ সম্মুখং হি যঃ। পদেপদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ৫৬॥ উত্থায় প্রণমেদ্যো বৈ শ্রীমদ্ভাগবতং নরঃ। ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ ভক্তিং চ প্রদদাম্যহম্॥ ৫৭॥ মহারাজোপচারৈস্তু শ্রীমদ্ভাগ-

---

পূজায় দেবগণ পুনঃ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত প্রীত থাকেন। যাঁহার গৃহে সম্পূর্ণ ভাগবত কিংবা শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধও থাকে, অন্য শত সহস্র শাস্ত্রগ্রন্থসংগ্রহে তাঁহার কি প্রয়োজন? কলিযুগে যাহার গৃহে ভাগবত গ্রন্থ নাই, যমপাশ হইতে কদাচ তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না, সে সকল কালেই নরকে বাস করে। কলিকালে যাহার গৃহে ভাগবত শাস্ত্র নাই, তাহাকে কিরূপে বৈষ্ণব বলা চলে? সে কক্কুরভোজী চণ্ডালেরও অধম। হে লোকেশ! অতএব আমার তুষ্টির জন্য সর্ব্বস্ব দিয়াও বৈষ্ণব মানব সতত শাস্ত্র সংগ্রহ করিবেন। হে পুত্রক! কলিকালে যে যে স্থানে পুণ্য ভাগবত গ্রন্থ থাকে, ত্রিদশগণ সহ আমি তথায় সতত বাস করি এবং সে স্থানেই নিখিল তীর্থ, নদ, নদী, সরোবর, যজ্ঞ, অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি সপ্তপুরী ও পূত শিলা সকল নিত্য বিদ্যমান থাকে। যশ, ধর্ম্ম ও জয়ার্থী মানব নিত্য আমার ভাগবত শাস্ত্রশ্রবণ করিবে; হে লোকেশ! ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা ইহা শ্রবণ করিলে পাপক্ষয় ও মোক্ষ হয়। পুণ্য শ্রীমদ্ভাগবত আয়ু, আরোগ্য ও পুষ্টিপ্রদ এবং ইহার পঠন শ্রবণে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যাহারা পরম ভাগবত শ্রবণ করে না বা শুনিয়া হৃষ্ট হয় না, হে লোকেশ! আমি সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি, যম তাহাদের প্রভুই প্রভুত্ব করে। ১২-৪৮। হে তনয়! বিশেষতঃ একাদশী দিনে যে মানব ভাগবত শুনিতে গমন না করে, তাহা হইতে পাপতর আর কেহই নাই, যাহার গৃহে ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকপাদ লিখিত থাকে, আমি তাহার গৃহে বাস করি। মানবের ভাগবত যেরূপ পবিত্রতাবিধায়ক, সকল আশ্রমের আশ্রয়লাভ কিংবা নিখিল তীর্থে অবগাহনও তাদৃশ পুণ্যজনক নহে। হে চতুরানন! যে যে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত থাকে, সুতবৎসলা গাভীর ন্যায় আমি সেই সেই স্থানে গমন করিয়া থাকি। যিনি আমার কথা কীর্ত্তন করান, আমার কথা শ্রবণে রত থাকেন এবং আমার কথা শ্রবণে যাহার মন প্রসন্ন হয়, আমি তাদৃশ মানবকে ত্যাগ করি না। হে পুত্রক! শ্রীমদ্ভাগবত দর্শনে যে নর উঠিয়া না দাঁড়ায়, তাহার সংবৎসরকৃত সুকৃত বিনষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত দর্শনে যে নর প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করে; তাহাকে দেখিলে আমার অতুল প্রীতি হইয়া থাকে। সম্মুখস্থিত ভাগবত দূর হইতে দর্শন করিয়া যে নর প্রদক্ষিণ করে, পদে পদে তাহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। যে নর শ্রীমদ্ভাগবত দর্শনে উত্থিত হইয়া প্রণাম করে, আমি তাহাকে ধন, পুত্র, পত্নী এবং ভক্তি প্রদান করি। হে সুত! শ্রেষ্ঠ উপচার সহকারে ভক্তি-

বতং সুত। শৃণ্বন্তি যে নরা ভক্ত্যা তেষাং বশ্যো ভবাম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥ মমোৎসবেষু সর্ব্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্। শৃণ্বন্তি যে নরা ভক্ত্যা মম প্রীত্যৈ চ সুব্রত ॥ ৫৯ ॥ বস্ত্রালঙ্করণৈঃ পুষ্পৈর্ধূপদীপোপহারকৈঃ। বশীকৃতো হ্যহং তৈশ্চ সৎস্ত্রিয়া সৎপতির্যথা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভাগবতশ্রেষ্ঠ্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। কস্মিন্ ক্ষেত্রে হি দেবেশ মার্গশীর্ষোঽধিকঃ স্মৃতঃ। কিং ফলং চ ভবেত্তস্মিন্নেতৎ সর্ব্বং বদ প্রভো ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। মথুরেতি সুবিখ্যাতমস্তি ক্ষেত্রং পরং মম। সুরম্যা চ প্রশস্তা চ জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম ॥ ২ ॥ পদেপদে তীর্থফলং মথুরায়াং চতুর্ম্মুখ। যত্রযত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে ঘোরকিল্বিষাৎ ॥ ৩ ॥ সর্ব্বধর্ম্মবিহীনানাং পুরুষাণাং দুরাত্মনাম্। নরকার্ত্তিহরা পুত্র মথুরা পাপনাশিনী ॥ ৪ ॥ কৃতঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ চৌরো ভগ্নব্রতস্তথা। মথুরাং প্রাপ্য মনুজো মুচ্যতে ঘোরপাতকাৎ ॥ ৫ ॥ সূর্য্যোদয়ে তমো নশ্যেদ্যথা বজ্রভয়ান্নগাঃ। তার্ক্ষ্যং দৃষ্ট্বা যথা সর্পা মেঘা বাতহতা যথা ॥ ৬ ॥ তত্ত্বজ্ঞানাদ্যথা দুঃখং হরিং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ। তথা পাপানি নশ্যন্তি মথুরাদর্শনাৎ সুত ॥ ৭ ॥ শ্রদ্ধয়া ভক্তিযুক্তস্তু দৃষ্ট্বা মধুপুরীং নরঃ। ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যেত কিং পুনস্ত্বন্যপাতকী ॥ ৮ ॥ মথুরাং স্নাতুকামস্য গচ্ছতস্তু পদেপদে। নিরাশানি ব্রজন্ত্যেব পাপানি চ শরীরতঃ ॥ ৯ ॥ অনুষঙ্গেণ গচ্ছন্তি বাণিজ্যেনাপি সেবয়া। মথুরাস্নানমাত্রেণ দিবং যান্তি গতাংহসঃ ॥ ১০ ॥ নামাপি গৃহ্নতামস্যাঃ সদা মুক্তির্ন সংশয়ঃ। সদা কৃতযুগং তত্র সদা চৈবোত্তরায়ণম্ ॥ ১১ ॥ যঃ শৃণোতি চতুর্বক্ত্র মাথুরং মম মন্দিরম্। অন্যেনোচ্চারিতে সদ্যঃ সোঽপি পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১২ ॥ ত্রিরাত্রমপি যে তত্র বসন্তি মনুজাঃ সুত। তেষাং পুনন্তি সংহৃষ্টাঃ স্পৃষ্টাশ্চরণরেণবঃ ॥ ১৩ ॥ যথা তৃণসমূহং তু

ভরে যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে, আমি তাহাদের বশ্য হই। হে সুব্রত! বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্প, ধূপ ও দীপ এই সকল উপহার প্রদানপূর্ব্বক যে নর মদীয় যাবতীয় উৎসবে আমার প্রীতির জন্য ভক্তি সহকারে পরম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে, পতিব্রতা পত্নী যেরূপ স্বামীকে বশীভূত করে, আমিও তদ্রূপ তাহার বশতাপন্ন হই। ৪৯—৬০।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবেশ! মার্গশীর্ষে কোন্ ক্ষেত্র অধিক পুণ্যদ এবং তথায় কি ফললাভ হয়? হে প্রভো! তৎসমস্ত আমার নিকট বলুন। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মথুরা নামে আমার এক সুবিখ্যাত উত্তম পুরী আছে, ঐ পুরী সুরম্যা ও সুপ্রশস্তা এবং জন্মভূমি বলিয়া উহা আমার প্রিয়। হে চতুরানন! মথুরায় যে স্থানে ভ্রমণ করা হয়, প্রতিপদে তীর্থফল লাভ এবং যথায় তথায় স্নানে ভয়ঙ্কর পাপ হইতে মুক্তি হয়। হে পুত্র! এই মথুরা—সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত দুরাত্মা পুরুষগণেরও পাপবিনাশিনী ও নরকভীতিহরা। কৃতঘ্ন, সুরাপী, চৌর ও ভগ্নব্রত মানবও মথুরায় আগমন করিয়া ঘোর পাতক হইতে মুক্ত হয়। সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূরীভূত হয়, অশনিপতনভয়ে গিরি যেরূপ বিনষ্ট হয়, গরুড়দর্শনে সর্পের যেমন ভয় উপস্থিত হয়, বাতে আহত হইয়া মেঘ যেমন কোথায় চলিয়া যায়, তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে দুঃখ যেরূপ দূর হয়, সিংহ দর্শনে গজ যেরূপ উদ্বেজিত হয়—তদ্রূপ মথুরা দর্শনেও পাপনিবহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মধুপুরী মথুরা দর্শন করিলে, ব্রহ্মহত্যাকারীও পূত হয়, অন্য পাতকীর কথা আর কি কহিব? মথুরায় স্নানকামী মানব পাদক্ষেপপূর্ব্বক গমনে উদ্যত হইলে প্রতিপদে পাপপুঞ্জ নিরাশ হইয়া তাহার শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যায়। বাণিজ্য বা সেবাবৃত্তির জন্য আনুষঙ্গিক মথুরাগমনেও তথায় স্নান করিয়া মানব বিগতপাপ হইয়া স্বর্গে গমন করে। ১—১০। হে ব্রহ্মন্! অধিক কি কহিব? সতত এই পুরীর নামগ্রহণেও মুক্তিলাভ হয়, সংশয় নাই। তথায় নিত্য সত্যযুগ ও নিত্য উত্তরায়ণ বিরাজমান; হে চতুরানন! অন্যের মুখোচ্চারিত "মথুরা হরিমন্দির" এই কথাটী শ্রবণ করিয়াও নর তৎক্ষণাৎ পাপবিমুক্ত হয়। হে সুত! যাহারা

জ্বলন্তি স্ফুলিঙ্গকাঃ। তথা দহন্তি পাপানি দহতে মথুরা পুরী ॥ ১৪ ॥ স্নানেন সর্ব্বতীর্থানাং যঃ স্যাৎ সুকৃতসঞ্চয়ঃ। ততোঽধিকতরং প্রোক্তা মথুরা সর্ব্বমণ্ডলে ॥১৫॥ চতুর্ণামপি বেদানাং পুণ্যমধ্যয়নাচ্চ যৎ। তৎপুণ্যং জায়তে তত্র মথুরাং স্মরতাং নৃণাম্ ॥ ১৬ ॥ অন্যত্র হি কৃতং পাপং তীর্থমাসাদ্য নশ্যতি। তীর্থেষু যৎকৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥ মথুরায়াং কৃতং পাপং মাথুরায়াং প্রণশ্যতি। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাখ্যং স্থিত্বা তত্র লভেন্নরঃ ॥ ১৮ ॥ অন্যত্র দশভির্ব্বর্ষৈঃ প্রারব্ধং ভুজ্যতে হি যৎ। কিল্বিষং চ চতুর্বক্ত্র মাথুরে দশভির্দিনৈঃ ॥ ১৯ ॥ দিবি নৈব ন পাতালে নান্তরিক্ষে ন মানুষে। সমং তু মথুরায়াং হি প্রিয়ং মম সদৈব হি ॥ ২০ ॥ সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং মাথুরং পরমং মহৎ। বালক্রীড়নরূপাণি কৃতানি সহ গোপকৈঃ ॥ ২১ ॥ ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ। যৎফলং ভারতে বর্ষে তৎফলং মথুরাং স্মরন ॥ ২২ ॥ সন্নিহত্যাং তু যৎপুণ্যং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে। ততোঽধিকং লভেৎ পুত্র মথুরায়াং দিনেদিনে ॥ ২৩ ॥ পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু তীর্থরাজে তু যৎফলম্। তৎফলং লভতে পুত্র সহোমাসে মধোঃ পুরে ॥ ২৪ ॥ পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু বারাণস্যাং চ যৎফলম্। তৎফলং লভতে পুত্র মথুরায়াং সহোদিনে ॥ ২৫ ॥ গোদাবরীদ্বারকয়োর্নরো যঃ ক্ষেত্রে কুরূণাং ক্ষিতিদায়কো যঃ। ষণ্মাসকাৎ সাধয়তে গয়ায়াং সমং ভবেন্নো দিনমেকমাথুরম্ ॥২৬॥ ন দ্বারকা কাশিকাঞ্চী ন মায়া গদাধরো যস্য সমং ন তীর্থম্। সন্তর্পিতা যদ্যমুনাজলেন বাঞ্ছন্তি নো বৈ পিতরঃ পিণ্ডদানম্ ॥ ২৭ ॥ মথুরায়াং প্রকুর্ব্বন্তি পুরীসাধারণীদৃশম্। যে নরাস্তেঽপি বিজ্ঞেয়াঃ পাপরাশিভিরন্বিতাঃ ॥ ২৮ ॥ ন দৃষ্টা মথুরা যেন দিদৃক্ষা যস্য জায়তে। যত্র তত্র মৃতস্যাপি মাথুরে জন্ম জায়তে ॥ ২৯ ॥ ভূমে রজাংসি গণয়েৎ কালেনাপি চতুর্ম্মুখ। মাথুরে যানি তীর্থানি তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৩০ ॥ কুরু ভোঃ কুরু ভো বাসং মথুরাখ্যাং পুরীং প্রতি। বসামি সততং

তথায় ত্রিরাত্র বাস করেন, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন ও চরণরেণুও মাণবগণকে পবিত্র করে। বহ্নি-কণা তৃণস্তূপকে যেরূপ ভস্মরাশিতে পরিণত করে, মথুরাপুরীও তদ্রূপ মহাপাতকসমূহ দগ্ধ করিয়া থাকে। তীর্থনিচয়ের অবগাহনে যে সুকৃত সঞ্চিত হয়, সমগ্র মথুরামণ্ডলে তাহা হইতে অধিক পুণ্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়ের অধ্যয়নে যে পুণ্য, মথুরাস্মরণে মানব তাহার সমান পুণ্য প্রাপ্ত হয়। অন্যত্র পাপ করিলে তীর্থপ্রাপ্তিতে তাহা বিনষ্ট হয়, আর তীর্থ-নিচয়ের কৃত পাপ বজ্রলেপ অর্থাৎ দৃঢ়তর হইয়া থাকে; কিন্তু মথুরায় কৃত পাপ মথুরাতেই বিনষ্ট হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামে যে বর্গচতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট, মথুরায় থাকিয়াই মানব তাহা লাভ করে। মানব অন্যত্র দশবৎসরে যে প্রারব্ধ পাতকফল ভোগ করে, হে চতুরানন! মথুরাপুরীতে দশ-দিনেই তাহার সে কলুষসম্ভোগ সমাপ্ত হইয়া যায়। স্বর্গ, পাতাল, অন্তরীক্ষ এবং মানুষলোকে মথুরার ন্যায় সতত প্রিয় আমার আর কোন পুরীই নাই। মথুরানগরী সকল তীর্থ হইতেই শ্রেষ্ঠ, আমি গোপ-গণ সহ এই মথুরায় শিশুক্রীড়ার উপযোগী কতই রূপ ধারণ করিয়াছি; ত্রিশ সহস্র ও ত্রিশ শত বৎসর ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করিলে যে ফল, একমাত্র মথুরা পুরীর স্মরণ করিলে তাহার তুল্য ফল লাভ হয়। হে তনয়! সন্নিহতীনামক তীর্থে সূর্য্যগ্রহণে যে ফল কথিত হয়, একমাত্র মথুরায় প্রতিদিনে তাহা হইতে অধিক ফল বর্ণিত হইয়াছে। হে পুত্র। তীর্থরাজ প্রয়াগে পূর্ণ সহস্র বৎসরে যে পুণ্য হয় মার্গশীর্ষ মাসে মধুপুরী মথুরায় তাহার সকল পুণ্য প্রাপ্তি ঘটে। এরূপ পূর্ণ সহস্র বৎসরে বারাণসীতে যে ফল, মার্গশীর্ষে মথুরায় তাহার তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। মানব গোদাবরী দ্বারকা ও কুরুক্ষেত্রে ক্ষিতিদান এবং গয়ায় ষণ্মাস বাস করিয়া যে পুণ্য সাধন করে, আমার পুরী মথুরায় একদিনেই তাহা সাধিত হয়, দ্বারকা, কাশী, কাঞ্চী, মায়া ও গদাধর তীর্থও ইহার সমান নহে; এইজন্য আমাদের পিতৃগণ যমুনা জলে তর্পিত হইয়া এই স্থানেই পিণ্ডপ্রাপ্তি কামনা করেন। ১১—২৭। যাহারা মথুরাপুরীকে সাধারণ দৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহাদিগকে পাপপুঞ্জ দ্বারা বিজড়িত জানিবে। যে মানব মথুরা দর্শন করে নাই, অথচ দর্শনাকাঙ্ক্ষা তাহার বলবতী, তাদৃশ মানব যেখানেই কেন মরুক না, মথুরাতেই তাহার জন্ম হইবে। হে চতুরানন! কালে ভূমির রজ গণনা করিলেও করা যায়, কিন্তু মথুরায় যে কত তীর্থ আছে, তাহার গণনা হয় না। ওহে, মথুরা পুরীতে

তস্যাং গোপকন্যাভিরাবৃতঃ॥ ৩১॥ রেরে সংসার-মগ্নাশ্চ শিষ্যা মে শৃণুতাপরে। যদীচ্ছথ সুখং সান্দ্রং বাসং কুরুত মৎপুরীম্॥ ৩২॥ অহো লোকো মহানন্দো নেত্রযুক্তো ন পশ্যতি। মাথুরে বিদ্যমানেঽপি সংসৃতিং ভজতে সদা॥ ৩৩॥ মানুষীং যোনিমতুলাং লব্ধা ভাগ্যস্য যোগতঃ। বৃথৈবায়ুর্গতং তেষাং ন দৃষ্টা মথুরাপুরী॥ ৩৪॥ অহো মতেঃ সুদৌর্ব্বল্যমহো ভাগ্যস্য দুর্ব্বিধিঃ। অহো মোহস্য মহিমা মথুরা নৈব সেব্যতে॥ ৩৫॥ মথুরাং তু পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে মতিম্। মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া॥৩৬॥ মথুরামপি সম্প্রাপ্য যোঽন্যত্র কুরুতে স্পৃহাম্। দুর্ব্বুদ্ধেস্তস্য কিং জ্ঞানং সোঽজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ॥ ৩৭॥ মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ। যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং মম পুরী গতিঃ॥ ৩৮॥ পাপরাশি-ভিরাক্রান্তা যে দারিদ্র্যপরাজিতাঃ। যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং মম পুরী গতিঃ॥ ৩৯॥ সারাৎসারতরং স্থানং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম্। গতি-মন্বেষমাণানাং মথুরা পরমা গতিঃ॥ ৪০॥ ন তৎ-পুণ্যৈর্ন তদ্দানৈর্ন তপোভির্ন তু স্তবৈঃ। ন লভ্যং বিবিধৈর্যোগৈর্গলভ্যং মদনুভাবতঃ॥৪১॥ ময়ি যেষাং স্থিরা ভক্তির্ভূয়সী যেষু মৎকৃপা। তেষামেব হি ধন্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্গতিঃ॥ ৪২॥ যা গতি-র্যোগযুক্তস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য মনীষিণঃ। সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্মথুরায়াং নরস্য চ॥ ৪৩॥ কাশ্যাদিপুর্য্যো যদি সন্তি লোকে তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা। যা জন্মমৌঞ্জীব্রতমুক্তিদানৈর্নৃণাং চতুর্দ্ধা বিদধাতি মুক্তিম্॥ ৪৪॥ ন যোগৈর্যা গতির্লভ্যা মন্বন্তর-শতৈরপি। অন্যত্র হেলয়া সাত্র লভ্যতে মৎ-প্রসাদতঃ॥ ৩৫॥ ন পাপেভ্যো ভয়ং যত্র ন ভয়ং যত্র বৈ যমাৎ। ন গর্ভবাসভীর্যত্র তৎক্ষেত্রং কো ন সংশ্রয়েৎ॥ ৫৬॥ মথুরায়াঞ্চ যৎপুণ্যং তৎপুণ্যস্য ফলং শৃণু। মথুরায়াং সমাসাদ্য মথুরায়াং মৃতা হি যে॥ ৪৭॥ অপি কীটপতঙ্গাদ্যা জায়ন্তে তে চতুর্ভুজাঃ।

বাস কর, বাস কর। কেননা গোপকন্যাগণে পরিবৃত হইয়া আমি তথায় অবস্থান করিয়া থাকি। রে রে সংসারমগ্ন মদীয় শিষ্য ও অপরাপর ব্যক্তি-গণ! যদি ঘন সুখে কামনা থাকে, আমার পুরী মথুরায় বাস কর। অহো! লোক কি আনন্দ ভোগই করিতেছে! নেত্র থাকিতেও তাহারা অন্ধ! মথুরাপুরী বিদ্যমান থাকিতেও ইহারা সংসারে গতাগতি লাভ করিতেছে। ভাগ্যযোগে যদি বা মানুষযোনি লাভ হইয়াছে, তথাপি ইহাদের বৃথা আয়ু চলিয়া যাইতেছে; অহো! ইহারা কেন মথুরানগরীদর্শন করে না! অহো! ইহাদের কি বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য ও কি ভাগ্যদুর্বিধান! অহো! এমনই মোহমহিমা যে, ইহারা মথুরার সেবায় বিরত হই-য়াছে। মথুরা পরিত্যাগ করিয়া যাহার মতি অন্যত্র স্থিতিলাভ করে, আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সেই মূঢ় মানব সংসার পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মথুরা প্রাপ্ত হইয়াও যে নর অন্যত্র স্পৃহা করে, সেই দুর্ব্বুদ্ধির কিরূপ বুদ্ধি! সে নিশ্চয়ই অজ্ঞান দ্বারা বিজৃম্ভিত হইয়াছে। যে মানব মাতা, পিতা ও আত্মীয় কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহার অন্য কোথাও গতি নাই; আমার মথুরা পুরী তাহারও গতি বলিয়া অভিহিত হয়। যে সকল নর রাশি রাশি পাপভারে আক্রান্ত, দারিদ্র যাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছে এবং যাহাদের অন্যত্র কোথাও গতি নাই, আমার মথুরা পুরীই তাহাদের গতি। মথুরাভূমি সার হইতেও সারতরা, গুহ্য হইতেও পরম গুহ্যতরা; যাহারা গতি অন্বেষণ করে, মথুরাই তাহাদের পরম গতি।২৮-৪০। মানব আমাতে অনু-প্রাণিত হইলে যে গতি লাভ করে, অনন্ত পুণ্য, দান, তপস্যা, স্তব ও বিবিধ যোগ দ্বারা সে পুণ্য প্রাপ্ত হয় না। আমাতে যাহাদের সুস্থিরা ভক্তি এবং যাহাতে আমার অত্যন্ত কৃপা, তাহারাই ধন্য ও তাহাদেরই মথুরায় গতি হয়। যোগযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ মনীষি-গণের যে গতি, মথুরায় তনুত্যাগী মানবেরও সেই গতিপ্রাপ্তি হয়। ত্রিলোকে কাশী আদি যে পুণ্য পুরী আছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র মথুরাই ধন্য; আজন্ম মৌঞ্জীব্রতধারী মানবগণের যে চতুর্দ্ধা মুক্তি কথিত হয়, এই মথুরাই নরগণের তাদৃশী মুক্তি বিধান করিয়া থাকে। অন্যত্র বিবিধ যোগদ্বারা শত মন্বন্তরেও যে গতি লাভ হয় না, আমার অনু-গ্রহে মথুরায় তাহা হেলায় লাভ হইয়া থাকে। যে স্থানে পাপনিচয় হইতে ভয় নাই, যমও যেস্থানে ভীতিদানে অসমর্থ, যেস্থান হইতে গর্ভবাসভীতি তিরোহিত হইয়াছে, কোন্ মানব সেই মথুরাভূমির শরণ গ্রহণ না করে? হে বৎস! এক্ষণে মথুরায় পুণ্যফল শ্রবণ কর। যাহারা মথুরা প্রাপ্ত হইয়া এইস্থানে মৃত হয়, হউক তাহারা কীট পতঙ্গাদি,

কূলাৎ পতন্তি যে বৃক্ষাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৪৮ ॥ মূকা৺ জড়ান্ধবধিরাস্তপোনিয়মবর্জ্জিতাঃ। কালে নৈব মৃতা যে চ মম লোকং ব্রজন্তি তে ॥ ৪৯ ॥ সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ প্লাবকাম্বুবিনাশিতাঃ। ক্ষ্মাপমৃত্যবো যে চ মাথুরে মম লোকগাঃ ॥ ৫০ ॥ সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রুবে শপথপূর্ব্বকম্। সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং নান্যন্মথুরায়াঃ সমং ক্বচিৎ ॥ ৫১ ॥ ত্রিবর্গদা কামিনাং যা মুমুক্ষূণাঞ্চ মুক্তিদা। ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা কস্তাং মথুরাং নাশ্রয়েদ্ বুধঃ ॥ ৫২ ॥ এতাদৃশী মধুপুরী কর্ত্তব্যা মার্গশীর্ষকে। তদভাবে পুষ্করং হি কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৩ ॥ জ্যেষ্ঠং হি ব্রহ্মণঃ কুণ্ডং মধ্যং কুণ্ডঞ্চ বৈষ্ণবম্। কনিষ্ঠং রুদ্রদৈবত্যমিতি জানীহি বুদ্ধিমন্ ॥ ৫৪ ॥ এষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ বিধিপূর্ব্বকম্। পূজা চ মহতী কার্য্যা মম প্রীতিকরা সুত ॥৫৫॥ পূর্ণা যা তু ভবেৎপুত্র সহোমাসে মম প্রিয়া। তস্যাং যৎক্রিয়তে পুণ্যং মম প্রীতিকরং ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥ গোদানমন্নদানঞ্চ হেমদানঞ্চ পুত্রক ধরাদানঞ্চ কর্ত্তব্যং পূর্ণায়াং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥৫৭॥ সহোমাসে হি পূর্ণায়াং সদ্মদানঞ্চ কারয়েৎ। যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পূর্ণং তদক্ষয্যফলং ভবেৎ ॥৫৮॥ ব্রহ্মভোজ্যং হি কর্ত্তব্যং যথাবিভবসারতঃ। পূর্ণায়ামেব কর্ত্তব্য উৎসবো ব্রতপূর্ত্তয়ে ॥ ৫৯ ॥ যাদৃশী মথুরা পুত্র সহোমাসে মম প্রিয়া। ন তথা তীর্থরাজাদ্যাস্তদভাবে চ পুষ্করম্ ॥ ৬০ ॥ পুষ্করে মথুরায়াং বৈ পূর্ণা কার্য্যা বিচক্ষণৈঃ। যত্র কুত্রাপি বা কার্য্যা বিধিযুক্তা চ পূর্ণিমা ॥ ৬১ ॥ স্নানং দানং তথা পূজাং পূর্ণায়াং ন করোতি যঃ। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি পচ্যতে রৌরবাদিষু ॥ ৬২ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মান্যা পূর্ণা বিচক্ষণৈঃ। মার্গশীর্ষেণ সংযুক্তা অনন্তফলদায়িনী ॥ ৬৩ ॥ যথা মে কথিতং বৎস মার্গশীর্ষং মম প্রিয়ম্। করোতি যো নরো ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬৪ ॥ তীর্থাযুতেষু যৎপুণ্যং যৎপুণ্যং ব্রতকোটিভিঃ। সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎপুণ্যং তৎপুণ্যং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৫ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্ধনো ধনমেব চ। বিদ্যার্থী চ তথা

তাহারা চতুর্ভুজ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। অধিক বলিব কি, যমুনাকূল হইতে পতিত তরুরাজিও উত্তমগতি প্রাপ্ত হয়। মূক, জড়, অন্ধ, বধির ও তপোবিহীন নরও এখানে তনু ত্যাগ করিয়া আমার লোক লাভ করে। মথুরায় সর্পদষ্ট, পশুহত, অনল জলে মৃত এবং অবৈধভাবে মৃত প্রাণিগণও দেহত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি করদ্বয় উর্দ্ধ করিয়া সত্যশপথ করিয়া কহিতেছি, এই মথুরাক্ষেত্র সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, মথুরার তুল্য ক্ষেত্র আর কোথাও নাই। যাহারা কামকামী, মথুরা তাহাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই বর্গত্রয়, যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহাদিগকে মোক্ষ এবং ভক্তি যাঁহাদের অভীষ্ট, তাঁহাদিগকে ভক্তি প্রদান করে; অতএব কোন্ বিচক্ষণ এই মথুরার শরণ গ্রহণ না করেন? মার্গশীর্ষে এবম্ভূতা মধুপুরীর সেবা অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি মথুরাগমন অসম্ভব হয়, তবে বিধিপূর্ব্বক পুষ্করক্ষেত্রের সেবা করিবে। হে মতিমন্! এক্ষণে কুণ্ডের কথা কহিতেছি;—ব্রহ্মার কুণ্ড শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব কুণ্ড মধ্যম এবং রুদ্রকুণ্ডকে কনিষ্ঠ বলিয়া বিদিত হও। হে পুত্র! এই সকল কুণ্ডে আমার প্রীতির জন্য যথাবিধি স্নান, দান, শ্রাদ্ধ ও মহতী পূজা কর্ত্তব্য। হে পুত্র! মার্গশীর্ষের পূর্ণিমা তিথি আমার প্রিয়া। এই পূর্ণিমা তিথিতে যে পুণ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমার প্রীতিকর হইয়া থাকে। হে পুত্রক! এই পূর্ণা তিথিতে যথাবিধি গো, অন্ন, সুবর্ণ ও ভূমিদান কর্ত্তব্য। মার্গশীর্ষ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে যে নর গৃহদান করে, তাহার কৃত সমস্ত কার্য্যই পূর্ণ ও অক্ষয়ফলজনক হয়। বিভবানুসারে পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং ব্রতপূর্ত্তির জন্য উৎসবাদিও কর্ত্তব্য ।৪১—৫৯। হে পুত্র! মার্গশীর্ষে মথুরা আমার যাদৃশী প্রিয়া, প্রধান প্রধান তীর্থও তাহার তুল্য নহে; কিন্তু মথুরার পরই পুষ্করের স্থান জানিবে। পুষ্কর ও মথুরায়ই বিচক্ষণ মানবগণ পূর্ণোৎসব করিবেন; কিন্তু যেখানেই কৃত হউক না কেন, বিধিযুক্ত পূর্ণোৎসবই কর্ত্তব্য। যে মানব পূর্ণিমায় স্নান, দান ও পূজা না করে, রৌরবাদি নরকে তাহার ষষ্টিসহস্র বৎসর বাস হয়। অতএব বিচক্ষণ মানবগণ সর্ব্বপ্রযত্নে পূর্ণিমা মান্য করিবেন। পূর্ণিমা মার্গশীর্ষের সহিত মিলিত হইয়া অনন্তফলদায়িনী হয়। হে বৎস! আমি যে মার্গশীর্ষের কথা কহিলাম, ইহাকেও আমার প্রিয় বলিয়া জানিবে; যে মানব এই মার্গশীর্ষব্রত করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। অযুততীর্থ, কোটিব্রত ও নিখিল যজ্ঞে যে ফল কথিত হইয়াছে, মার্গশীর্ষব্রতকারী নর তাহার তুল্য ফল লাভ করে। পুত্রহীন—পুত্র, নির্ধন—ধন, বিদ্যার্থী—বিদ্যা এবং রূপার্থী—রূপ

বিদ্যাং রূপার্থী রূপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৬ ॥ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চস্বী ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ। বৈশ্যো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুধ্যেত পাতকাৎ ॥ ৬৭ ॥ যদ্দুর্লভঞ্চ দুষ্প্রাপ্যং ত্রিষু লোকেষু মানদ। তৎসর্ব্বং প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যঃ সহোমাসে ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ যদ্যপ্যেতেষু কামেষু সক্তা যে মানবাঃ স্মৃত। তুষ্টা হ্যন্তে চতুর্ব্বক্ত্র ন কামার্হা মহাভুজ ॥ ৬৯ ॥ সুদুর্লভা হি সদ্ভক্তির্মম বশ্যকরী শুভা। সা বৈ সম্প্রাপ্যতে পুত্র সহোমাসে কৃতে তথা ॥ ৭০ ॥ মম প্রীতিকরং মাসং সর্ব্বদা মম বল্লভম্। সর্ব্বং সম্প্রাপ্যতেঽমুষ্মাম্মৎপ্রসাদাচ্চতুর্ম্মুখ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে ব্রহ্মবিষ্ণুসংবাদে মার্গশীর্ষমাসমাহাত্ম্যে মথুরামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

প্রাপ্ত হয়। মার্গশীর্ষব্রতী ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণতেজা, ক্ষত্রিয়—বিজয়ী, বৈশ্য—নিধীশ্বর এবং শূদ্র—পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। হে মানদ! ত্রিলোকে যাহা দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য, মার্গশীর্ষব্রত করিয়া মানব নিঃসংশয় তাহা লাভ করিতে পারে। হে সুত! যদিও এসকল কাম্যকর্ম্ম, তথাপি মানব ইহাতে আসক্ত হইয়া সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু হে মহাভুজ! অন্তে তাহারা কামার্হ হয় না অর্থাৎ তাহারা মুক্ত হইয়া থাকে। যে ভক্তি দ্বারা আমি বশীভূত হই, সেই উত্তম শুভা ভক্তি মানুষের পক্ষে দুর্লভ; কিন্তু হে পুত্র! মার্গশীর্ষব্রত করিয়া মানব সেই ভক্তিলাভে সমর্থ হয়। এই মাস আমার প্রীতিকর এবং সর্ব্বদা বল্লভ। হে চতুরানন! আমার প্রসাদে এই মার্গশীর্ষব্রত হইতে মানবের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। ৬০—৭১।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

সমাপ্তমিদং মার্গশীর্ষমাসমাহাত্ম্যম্। ২—৫।

বিষ্ণুখণ্ডম্।

শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। শ্রীসচ্চিদানন্দঘনস্বরূপিণে কৃষ্ণায় চানন্তসুখাভিবর্ষিণে। বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধহেতবে নুমো বয়ং ভক্তিরসাপ্তয়েঽনিশম্॥ ১॥ নৈমিষে সূতমাসীনমভিবাদ্য মহামতিম্। কথামৃতরসাস্বাদকুশলা ঋষয়োঽব্রুবন্॥ ২॥ ঋষয় উচুঃ। বজ্রং শ্রীমাথুরে দেশে স্বপৌত্রং হস্তিনাপুরে। অভিষিচ্য গতে রাজ্ঞি তৌ কথং কিঞ্চ চক্রতুঃ॥৩॥ সূত উবাচ। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ৪॥ মহাপথং গতে রাজ্ঞি পরীক্ষিৎ পৃথিবীপতিঃ। জগাম মথুরাং বিপ্রা বজ্রনাভদিদৃক্ষয়া॥ ৫॥ পিতৃব্যমাগতং জ্ঞাত্বা বজ্রঃ প্রেমপরিপ্লুতঃ। অভিগম্যাভিবাদ্যাথ নিনায় নিজমন্দিরম্॥ ৬॥ পরিষ্বজ্য স তং বীরঃ কৃষ্ণৈকগতমানসঃ। রোহিণ্যাদ্যা হরেঃ পত্নীর্ববন্দায়তনাগতঃ॥ ৭॥ তাভিঃ সম্মানিতোঽত্যর্থং পরীক্ষিৎ পৃথিবীপতিঃ। বিশ্রান্তঃ সুখমাসীনো বজ্রনাভমুবাচ হ॥৮॥ শ্রীপরীক্ষিদুবাচ। তাত ত্বৎপিতৃভির্নূনমস্মৎপিতৃপিতামহাঃ। উদ্ধৃতা ভূরিদুঃখৌঘাদহঞ্চ পরিরক্ষিতঃ॥ ৯॥ ন পারয়াম্যহং তাত সাধু কৃত্বোপকারতঃ। ত্বামতঃ প্রার্থয়াম্যঙ্গ সুখং রাজ্যেঽনুযুজ্যতাম্॥ ১০॥ কোশসৈন্যাদিজা চিন্তা তথারিদমনাদিজা। মনাগপি ন কার্য্যা তে সুসেব্যাঃ কিন্তু মাতরঃ॥ ১১॥ নিবেদ্য ময়ি কর্ত্তব্যং সর্ব্বাধিপরিবর্জ্জনম্। শ্রুত্বৈতৎ পরমপ্রীতো বজ্রস্তং প্রত্যুবাচ হ॥ ১২॥ শ্রীবজ্রনাভ উবাচ। রাজন্নুচিতমেতত্তে

প্রথম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—যিনি শ্রীমান্ যাঁহার রূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দঘন; যিনি অনন্ত সুখ বর্ষণ করেন, যিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা, একমাত্র ভক্তিরসপ্রাপ্তির জন্য সেই কৃষ্ণকে আমরা নিয়ত নমস্কার করি। বাক্যামৃতের রসাস্বাদকুশল ঋষি সকল নৈমিষক্ষেত্রে সমাসীন মহামতি সূতকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রকে সমৃদ্ধ মথুরা দেশে এবং স্বীয় পৌত্রকে হস্তিনানগরে অভিষিক্ত করিয়া গমন করিলে তাঁহারা কি করিয়াছিলেন? সূত উত্তর করিলেন,—নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং ব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে। হে বিপ্রগণ! অনন্তর রাজা মহাপ্রস্থান করিলে পৃথিবীপতি পরীক্ষিৎ বজ্রনাভের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মথুরানগরে গমন করিলেন। তখন বজ্রনাভ পিতৃব্যকে সমাগত দেখিয়া প্রেমপরিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক অভিবাদন করত তাঁহাকে নিজ মন্দিরে আনয়ন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণৈকাত্মমনা বীর পরীক্ষিৎ বজ্রনাভের সহিত তদীয় আয়তনে গমনপূর্ব্বক রোহিণ্যাদিকে ও হরিপত্নীগণকে বন্দনা করিলেন। পরে তিনি সেই সকল রমণীগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত সম্মানিত হইয়া সুখে সমাসীন ও বিশ্রান্ত পৃথিবীপতি বজ্রনাভকে কহিতে লাগিলেন,—হে তাত! তোমার পিতৃগণ আমাদের পিতৃপিতামহদিগকে ক্লেশজাল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং আমিও তাঁহাদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাত! আমি কোনরূপ সাধু কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই; অতএব হে বজ্রনাভ! আমি প্রার্থনা করি;—তুমি অনায়াসে পৃথিবীরাজ্য পালনে নিযুক্ত হও। তুমি মাতৃগণের উত্তমরূপে সেবা কর, এবং আধিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সকল আমাকে নিবেদন করিও; কোষ, সৈন্য ও শত্রুদমন কার্য্যে তোমার চিন্তার লেশ মাত্র করিতে হইবে না। রাজা পরীক্ষিতের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত বজ্রনাভ তাঁহাকে কহিতে

মদম্বাম্ভঃ প্রভাষতে। ত্বৎপিত্রোপকৃতশ্চাহং ধনুর্ব্বিদ্যাপ্রদানতঃ ॥ ১৩ ॥ তস্মান্নাল্পাপি মে চিন্তা ক্ষাত্রং দৃঢ়মুপেয়ুষঃ। কিন্ত্বেকা পরমা চিন্তা তত্র কিঞ্চিদ্বিচার্য্যতাম্ ॥ ১৪ ॥ মাথুরে ত্বভিষিক্তোঽপি স্থিতোঽহং নির্জ্জনে বনে। ক্ব গতা বৈ প্রজাত্রত্যা যত্র রাজ্যং প্ররোচতে ॥ ১৫ ॥ ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতস্ত নন্দাদীনাং পুরোহিতম্। শাণ্ডিল্যমাজুহাবাশু বজ্রসন্দেহনুত্তয়ে ॥ ১৬ ॥ অথোটজং বিহায়াশু শাণ্ডিল্যঃ সমুপাগতঃ। পূজিতো বজ্রনাভেন নিষসাদাসনোত্তমে ॥ ১৭ ॥ উপোদ্ঘাতং বিষ্ণুরাতশ্চকারাশু ততস্ত্বসৌ। উবাচ পরমপ্রীতস্তাবুভৌ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ১৭ ॥ শ্রীশাণ্ডিল্য উবাচ। শৃণুতং দত্তচিত্তৌ মে রহস্যং ব্রজভূমিজম্। ব্রজনং ব্যাপ্তিরিত্যুক্ত্যা ব্যাপনাদ্ ব্রজ উচ্যতে ॥ ১৯ ॥ গুণাতীতং পরং ব্রহ্ম ব্যাপকং ব্রজ উচ্যতে। সদানন্দং পরং জ্যোতির্মুক্তানাং পদমব্যয়ম্ ॥ ২০ ॥ তস্মিন্নন্দাত্মজঃ কৃষ্ণঃ সদানন্দাঙ্গবিগ্রহঃ। আত্মারামশ্চাপ্তকামঃ প্রেমাক্তৈরনুভূয়তে ॥ ২১ ॥ আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ। আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ ॥ ২২ ॥ কামাস্তু বাঞ্ছিতাস্তস্য গাবো গোপাশ্চ গোপিকাঃ। নিত্যাঃ সর্ব্বে বিহারাদ্যা আপ্তকামস্ততস্ত্বয়ম্ ॥ ২৩ ॥ রহস্যং ত্বিদমেতস্য প্রকৃতেঃ পরমুচ্যতে। প্রকৃত্যা খেলতস্তস্য লীলান্যৈরনুভূয়তে ॥ ২৪ ॥ সর্গস্থিত্যপ্যয়া যত্র রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ। লীলৈবং দ্বিবিধা তস্য বাস্তবী ব্যাবহারিকী ॥ ২৫ ॥ বাস্তবী তৎস্বসংবেদ্যা জীবানাং ব্যাবহারিকী। আদ্যাং বিনা দ্বিতীয়া ন দ্বিতীয়া নাদ্যগা ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥ যুবয়োর্গোচরেয়ং তু তল্লীলা ব্যাবহারিকী। যত্র ভূরাদয়ো লোকা

লাগিলেন। বজ্রনাভ বলিলেন,—হে রাজন্। আপনি আমাদের প্রতি যে বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, ইহা আপনার মত ব্যক্তির উচিতই হইতেছে। হে নৃপ! আপনার পিতৃগণও ধনুর্বিদ্যা দান করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন এবং আমিও তাঁহাদের শিক্ষায় দৃঢ় ক্ষাত্রতেজ প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব রাজ্য পালনে আমার কিছুমাত্র চিন্তাই নাই; কিন্তু আমার অপর একটী প্রধান চিন্তনীয় বিষয় আছে, আপনি এ সম্বন্ধে বিচার করুন। এমন সমৃদ্ধ মথুরানগরে অভিষিক্ত হইয়াও আমি যেন নির্জ্জন বনে বাস করিতেছি; হে তাত! অত্রত্য প্রজাগণ কোথায় চলিয়া গেল? আমার যেন মনে হয়, তাহারা এইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কোন রুচিকর রাজ্যে চলিয়া গিয়া থাকিবে। রাজা বিষ্ণুরাত বজ্রনাভ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার সন্দেহ দূরীকরণজন্য নন্দগোপাদির পুরোহিত ঋষি শাণ্ডিল্যকে আহ্বান করিলেন। রাজার আহ্বানে ঋষি শাণ্ডিল্য পর্ণকুটীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অনন্তর বজ্রনাভ তাঁহাকে পূজা করিয়া উপবেশনার্থ উত্তম আসন দান করিলে ঋষি সেই আসনে উপবেশন করিলেন। তখন বিষ্ণুরাত তাঁহাকে সংক্ষেপে বলিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে ঋষিও পরম পরিতোষ সহকারে সেই পরীক্ষিত ও বজ্রনাভ উভয়কে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। শাণ্ডিল্য বলিলেন,—হে নৃপদ্বয়! মন দিয়া আমার নিকট ব্রজভূমির রহস্য শ্রবণ কর। 'ব্রজন' শব্দে ব্যাপ্তি বুঝায় আর ব্যাপন করে বলিয়া ব্রজ এইরূপ কথিত হয়। এই ব্রজ গুণাতীত, পরব্রহ্ম, ব্যাপক, সদানন্দ, উত্তম জ্যোতি এবং মুক্তগণের অব্যয় পদ; এই ব্রজে আত্মারাম আপ্তকাম, নন্দাত্মজ, সদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ প্রেমিকগণেরই অনুভূতি গোচর হন। ৭—২১। রাধা ইঁহার আত্মা, ইনি তাঁহার সহিত রমণ করেন; এজন্য গূঢ়বিৎ প্রাজ্ঞগণ ইঁহাকে আত্মারাম বলেন। ইচ্ছা মাত্রেই তিনি গো, গোপ ও গোপিকা প্রভৃতি কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন এবং এই সকল বিহারবস্তু সতত প্রাপ্ত হন বলিয়া ইনি আপ্তকাম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহার এই রহস্য প্রকৃতিরও পরবর্ত্তী বলিয়া কথিত হয়, এবং ইনি যে প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করেন, ইঁহার অন্যান্য লীলা দ্বারা তৎসমস্ত অনুমিত হয়। ইনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন। ইঁহার বাস্তবী ও ব্যাবহারিকী এই দ্বিবিধ লীলা পরিলক্ষিত হয়। এই লীলাদ্বয়ের মধ্যে তত্ত্বদ্বারা বাস্তবী লীলা জানিতে পারা যায়, আর সাধারণ জীবমাত্রেই ইঁহার ব্যাবহারিকী লীলা জানিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই লীলাদ্বয়ের মধ্যে আবার ওতপ্রোতভাব দৃষ্ট হয়। যথা—আদ্যা অর্থাৎ বাস্তবীলীলা ভিন্ন ব্যাবহারিকী বা দ্বিতীয়া অর্থাৎ ব্যাবহারিকী লীলা ভিন্ন বাস্তবী লীলার কদাচিৎ অনুভূতি হয় না। যে লীলা তোমাদের গোচরী-

ভুবি মাথুরমণ্ডলম্॥ ২৭॥ অত্রৈব ব্রজভূমিঃ সা যত্র তত্ত্বং সুগোপিতম্। ভাসতে প্রেমপূর্ণানাং কদাচিদপি সর্বতঃ॥ ২৮॥ কদাচিদ্দ্বাপরস্যান্তে রহোলীলাধিকারিণঃ। সমবেতা যদাত্র স্যুর্যথেদানীং তদা হরিঃ॥ ২৯॥ স্বৈঃ সহাবতরেৎ স্বেষু সমাবেশার্থমীপ্সিতাঃ। তদা দেবাদয়োঽপ্যন্যেঽবতরন্তি সমন্ততঃ॥ ৩০॥ সর্বেষাং বাঞ্ছিতং কৃত্বা হরিরন্তর্হিতোঽভবৎ। তেনাত্র ত্রিবিধা লোকাঃ স্থিতাঃ পূর্বং ন সংশয়ঃ॥ ৩১॥ নিত্যাস্তল্লিপ্সবশ্চৈব দেবাদ্যাশ্চেতি ভেদতঃ। দেবাদ্যাস্তেষু কৃষ্ণেন দ্বারিকাং প্রাপিতাঃ পুরা॥ ৩২॥ পুনর্মৌষলমার্গেণ স্বাধিকারেষু চাপিতাঃ॥ তল্লিপ্সুংশ্চ সদা কৃষ্ণঃ প্রেমানন্দৈকরূপিণঃ॥ ৩৩॥ বিধায় স্বীয়নিত্যেষু সমাবেশিতবাংস্তদা। নিত্যাঃ সর্বেঽপ্যযোগেষু দর্শনাভাবতাং গতাঃ॥ ৩৪॥ ব্যাবহারিকলীলাস্থাস্তত্র যন্নাধিকারিণঃ। পশ্যন্ত্যত্রাগতাস্তস্মান্নির্জনত্বং সমন্ততঃ॥ ৩৫॥ তস্মাচ্চিন্তা ন তে কার্য্যা বজ্রনাভ মদাজ্ঞয়া। বাসায়াত্র বহূন্ গ্রামান্ সংসিদ্ধিস্তে ভবিষ্যতি॥ ৩৬॥ কৃষ্ণলীলানুসারেণ কৃত্বা নামানি সর্বতঃ। ত্বয়া বাসয়তা গ্রামান্ সংসেব্যা ভূরিয়ং পরা॥ ৩৭॥ গোবর্দ্ধনে দীর্ঘপুরে মথুরায়াং মহাবনে। নন্দিগ্রামে বৃহৎসানৌ কার্য্যা রাজ্যস্থিতিস্ত্বয়া॥ ৩৮॥ নদ্যদ্রি দ্রোণিকুণ্ডাদিকুঞ্জান্ সংসেবতস্তব। রাজ্যে প্রজাঃ সুসম্পন্নাস্ত্বঞ্চ প্রীতো ভবিষ্যসি॥ ৩৯॥ সচ্চিদানন্দভূরেষা ত্বয়া সেব্যা প্রযত্নতঃ। তব কৃষ্ণস্থলান্যত্র স্ফুরন্তু মদনুগ্রহাৎ॥ ৪০॥ বজ্র সংসেবনাদস্যা উদ্ধবস্ত্বাং মিলিষ্যতি। ততো রহস্যমেতস্মাৎ প্রাপ্স্যসি ত্বং সমাতৃকঃ॥ ৪১॥ এবমুক্ত্বা তু শাণ্ডিল্যো গতঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্। বিষ্ণুরাতোঽথ বজ্রশ্চ পরাং প্রীতিমবাপতুঃ॥ ৪২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে শাণ্ডিল্যোপদিষ্টব্রজভূমিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

ভূতা, ইহা তাঁহার ব্যাবহারিকী লীলা। ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি যে সকল লোক আছে, ভূতলে এই মাথুর মণ্ডলেই তৎসমস্ত বিদ্যমান আর এই যে ব্রজভূমি দেখিতেছ, তত্ত্ব এই স্থানেই সুগোপিত। প্রেমপূর্ণ মানবগণের হৃদয়েই এই তত্ত্ব কদাচিৎ প্রতিভাসিত হয়। দ্বাপরের শেষ ভাগে কোন এক সময় হরির রহোলীলাধিকারী দেবগণ এই স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদের সম্যক্ সমাবেশকামনায় হরিও তাঁহাদের সহিত অবতরণ করেন। অনন্তর অন্যান্য দেবগণ অবতরণ করিলে হরি তাঁহাদের অভীষ্ট সকল সিদ্ধ করিয়া অন্তর্হিত হন। এই স্থানে পূর্ব্বে নিত্য, হরিপদলিপ্সু ও দেবাদি এই ত্রিবিধ লোক বিদ্যমান ছিল; তন্মধ্যে হরি দেবগণকে দ্বারকায় লইয়া যান এবং মুষলকে সূত্র করিয়া সকলকেই স্ব স্ব অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর যাঁহারা সতত তাঁহাকেই লিপ্সু, সেই প্রেমানন্দরূপী ব্যক্তিগণকে স্বীয় নিত্য ধামে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সমাবেশ সংবিধান করিয়াছেন এবং যাঁহারা নিত্য, ব্যবহারলীলাবুদ্ধি অযোগ্য মানবগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার অনধিকারী। হে বজ্রনাভ! এই জন্যই এই স্থানের সকল দিক জনশূন্যের ন্যায় অনুমত হইতেছে, সম্প্রতি আমি আদেশ করিতেছি, তুমি এ বিষয়ে কোন চিন্তা করিও না। তুমি এই স্থানে বহু গ্রাম নগর প্রতিষ্ঠিত কর, তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে। তুমি কৃষ্ণলীলানুসারে নামকরণ করিয়া গ্রামনগর প্রতিষ্ঠিত করত এই উত্তম ভূভাগ উপভোগ কর। হে রাজন্! তুমি মথুরার মহাবনে অতি বিস্তৃতপুর গোবর্দ্ধনের বৃহৎ সানুদেশে নন্দিগ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিয়া নদী, অদ্রি, দ্রোণি, কুণ্ডাদি ও কুঞ্জনিচয় স্থাপিত করিয়া এই মথুরামণ্ডল উপভোগ কর। তোমার রাজ্যে প্রজাগণ সুসম্পন্ন এবং তুমিও প্রীত হইবে। হে রাজন্! এই ব্রজভূমি সর্ব্বদানন্দময়, তুমি প্রযত্নসহকারে ইহার সেবা কর, আমার অনুগ্রহে কৃষ্ণের লীলাভূমিসকল তোমার সমীপে প্রস্ফুরিত হইবে। হে বজ্রনাভ! তোমার রাজ্যপালনকালে উদ্ধব আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন। তখন, তুমি মাতৃগণসহ কৃষ্ণের এই লীলাভূমির রহস্য সমুহ তাঁহার নিকট বিদিত হইবে। ঋষি শাণ্ডিল্য এইরূপ বলিয়া কৃষ্ণস্মরণ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন এবং বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভ কৃষ্ণলীলা বিদিত হইয়া পরম প্রীত হইলেন।২২—৪২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়।

শ্রীঋষয় উচুঃ। শাণ্ডিল্যে তৌ সমাদিশ্য পরাবৃত্তে স্বমাশ্রমম্। কিং কথং চক্রতুস্তৌ তু রাজানৌ সূত তদ্বদ ॥ ১ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ততস্তু বিষ্ণুরাতেন শ্রেণীমুখ্যাঃ সহস্রশঃ। ইন্দ্রপ্রস্থাৎ সমানায্য মথুরাস্থানমাপিতাঃ ॥ ২ ॥ মাথুরান ব্রাহ্মণাংস্তত্র বানরাংশ্চ পুরাতনান্। বিজ্ঞায় মাননীয়ত্বং তেষু স্থাপিতবান স্বরাট্ ॥ ৩ ॥ বজ্রস্তু তৎসহায়েন শাণ্ডিল্যস্যাপ্যনুগ্রহাৎ। গোবিন্দগোপগোপীনাং লীলাস্থানান্যনুক্রমাৎ ॥ ৪ ॥ বিজ্ঞায়াভিধযাস্থাপ্য গ্রামানাবাসয়দ্বহূন্। কুণ্ডকূপাদিপূর্ত্তেন শিবাদিস্থাপনেন চ ॥ ৫ ॥ গোবিন্দহরিদেবাদিস্বরূপারোপণেন চ। কৃষ্ণৈকভক্তিং স্বে রাজ্যে ততান চ মুমোদ হ ॥ ৬ ॥ প্রজাস্তু মুদিতাস্তস্য কৃষ্ণকীর্ত্তনতৎপরাঃ। পরমানন্দসম্পন্না রাজ্যং তস্যৈব তুষ্টুবুঃ ॥ ৭ ॥ একদা কৃষ্ণপত্ন্যস্তু শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরাঃ। কালিন্দীং মুদিতাং বীক্ষ্য পপ্রচ্ছুর্গতমৎসরাঃ ॥ ৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণপত্ন্য উচুঃ। যথা বয়ং কৃষ্ণপত্ন্যস্তথা ত্বমপি শোভনে। বয়ং বিরহদুঃখার্ত্তাস্ত্বং ন কালিন্দি তদ্বদ ॥ ৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা স্ময়মানা সা কালিন্দী বাক্যমব্রবীৎ। সাপত্ন্যং বীক্ষ্য তত্তাসাং করুণাপরমানসা ॥ ১০ ॥ শ্রীকালিন্দ্যুবাচ। আত্মারামস্য কৃষ্ণস্য ধ্রুবমাত্মাস্তি রাধিকা। তস্যা দাস্যপ্রভাবেণ বিরহোঽস্মান্ন সংস্পৃশেৎ ॥ ১১ ॥ তস্যা এবাংশবিস্তারাঃ সর্ব্বাঃ শ্রীকৃষ্ণনায়িকাঃ। নিত্যসম্ভোগ এবাস্তি তস্যাঃ সাম্মুখ্যযোগতঃ ॥ ১২ ॥ স এব সা স সৈবাস্তি বংশী তৎপ্রেমরূপিকা। শ্রীকৃষ্ণনখচন্দ্রালিসঙ্গাচ্চন্দ্রাবলী স্মৃতা ॥ ১৩ ॥ রূপান্তরম গৃহ্ণানা তয়োঃ সেবাতিলালসা। রুক্মিণ্যাদিসমাবেশো মযাত্রৈব বিলোকিতঃ ॥ ১৪ ॥ যুষ্মাকমপি কৃষ্ণেন বিরহো নৈব সর্ব্বতঃ। কিন্তু এবং ন জানীথ তস্মাদ্ব্যাকুলতামিতাঃ ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋষি সকল জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! ঋষি শাণ্ডিল্য এইরূপ বলিয়া স্বীয় আশ্রমে চলিয়া গেলে রাজা বিষ্ণুরাত ও বজ্রনাভ কি করিযাছিলেন, তৎসমস্ত আমাদের নিকট বলুন। সূত উত্তর করিলেন,—অনন্তর সম্রাট্ পরীক্ষিৎ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দলে দলে সহস্র সহস্র প্রজাগণকে আনয়ন করিয়া সেই জনশূন্য মথুরানগরে স্থাপিত করিলেন এবং তত্রত্য মাথুর ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন বানরগণকেও সম্মানার্হ জানিয়া সেই মথুরারাজ্যে রাখিয়া দিলেন। এ দিকে নৃপতি বজ্রও পরিক্ষিতের সাহায্য লাভ করিয়া ঋষি শাণ্ডিল্যের অনুগ্রহে গোবিন্দ, গোপ ও গোপীদিগের লীলাভূমি অবলোকনপূর্ব্বক কৃষ্ণলীলার নামানুসারে এক একটী নাম দিয়া বহুগ্রামনগর প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। তিনি কোথায়ও কুণ্ড, কূপ ও পূর্ত্ত প্রতিষ্ঠা, কোথায়ও শিবলিঙ্গাদি স্থাপন এবং কোথায়ও গোবিন্দ, হরি ও অন্যান্য নামে দেবাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় রাজ্যে কৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি বিস্তার করত একান্ত হৃষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহার প্রজাগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনে তৎপর হইয়া অত্যন্ত আমোদ প্রাপ্ত হইল এবং তাহারা পরমানন্দ চিত্তে তাঁহার রাজ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। একদা কৃষ্ণবিরহকাতর তদীয় পত্নীগণ কালিন্দীকে মুদিত দেখিয়া অমর্ষবশতঃ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপত্নীগণ বলিলেন,—হে শোভনে! আমরা যেরূপ কৃষ্ণের পত্নী, তুমিও তদ্রূপ, কিন্তু হে কালিন্দি! আমরা তাঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, তোমার ত' কৈ বিরহের চিহ্ন কিছুই দেখিতেছি না? কারণ বল। করুণাপরমা নদী কালিন্দী, এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের সাপত্ন্য-ঈর্ষ্যা বুঝিতে পারিলেন এবং ঈষৎসহাস্য-আস্যে বলিতে লাগিলেন। কালিন্দী বলিলেন,—আত্মারাম কৃষ্ণের আত্মা রাধিকা, আমি তাঁহার দাসী, তাঁহার দাস্যপ্রভাবেই কাতরতা আমাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণের যে সকল নায়িকা, তাঁহারাও সেই রাধিকার অংশ বিস্তার জানিবে; রাধিকার সহিত নিত্য কৃষ্ণের সম্ভোগ-যোগ বিদ্যমান; অতএব রাধিকাযোগে অপর নায়িকারাও কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন। ১—১২। এই ত আমি দেখিতেছি; সেই কৃষ্ণ, সেই রাধিকা, সেই তাঁহার প্রেমরূপিণী বংশী এবং যিনি কৃষ্ণের নখচন্দ্রের সংযোগে চন্দ্রাবলী বলিয়া সম্মানিত হইতেন, সেই চন্দ্রাবলীও ত ঐ রহিয়াছেন। রাধা ও কৃষ্ণের সেবায় একান্ত অনুরক্তিবশতঃ ইঁহারা কেহই ত রূপান্তর গ্রহণ করেন নাই। আর রুক্মিণ্যাদির সমাবেশও ত আমি এই স্থানে দেখিতেছি? আর তোমরাও যে কৃষ্ণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছ, কৈ তাহা ত আমি দেখিতেছি না। কিন্তু তোমরা এই সকল জানিতে পারি-

এবমেবাত্র গোপীনামক্রূরাবসরে পুরা। বিরহাভাস এবাসীদুদ্ধবেন সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥ তেনৈব ভবতীনাং চেন্তবেদত্র সমাগমঃ। তর্হি নিত্যং স্বকান্তেন বিহারমপি লপ্স্যথ ॥ ১৭ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবমুক্তাস্ত তাঃ পত্ন্যঃ প্রসন্নাং পুনরব্রুবন্। উদ্ধবালোকনেনাত্মপ্রেষ্ঠসঙ্গমলালসাঃ ॥ ১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণপত্ন্য উচুঃ। ধন্যাসি সখি কান্তেন যস্যা নৈবাস্তি বিচ্যুতিঃ। যতস্তে স্বার্থসংসিদ্ধিস্তস্যা দাস্যো বভূবিম ॥ ১৯ ॥ পরন্তূদ্ধবলাভে স্যাদস্মৎসর্বার্থসাধনম্। তথা বদস্ব কালিন্দি তল্লাভোঽপি যথা ভবেৎ ॥ ২০ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবমুক্তা তু কালিন্দী প্রত্যুবাচাথ তাস্তথা। স্মরন্তী কৃষ্ণচন্দ্রস্য কলাষোড়শরূপিণী ॥ ২১ ॥ সাধনভূমির্বদরী ব্রজন্ কৃষ্ণেন মন্ত্রিণে প্রোক্তা। তত্রাস্তে স তু সাক্ষাত্তদ্বয়ুনং গ্রাহয়ন্ লোকান্ ॥ ২২ ॥ ফলভূমির্ব্রজভূমির্দত্তা তস্মৈ পুরৈব সরহস্যম্। ফলমিহ তিরোহিতং সন্তদিহেদানীং স উদ্ধবোঽলক্ষ্যঃ ॥ ২৩ ॥ গোবর্দ্ধনগিরিনিকটে সখীস্থলে তদ্রজঃকামঃ। তত্রত্যাঙ্কুরবল্লীরূপেণাস্তে স উদ্ধবো নূনম্ ॥ ২৪ ॥ আত্মোৎসবরূপত্বং হরিণা তস্মৈ সমর্পিতং নিয়তম্। তস্মাত্তত্র স্থিত্বা কুসুমসরঃপরিসরেসবজ্রাভিঃ ॥ ২৫ ॥ বীণাবেণুমৃদঙ্গৈঃ কীর্ত্তনকাব্যাদিসরসসঙ্গীতৈঃ। উৎসব আরব্ধব্যো হরিরতলোকান্ সমানায্য ॥ ২৬ ॥ তত্রোদ্ধবাবলোকো ভবিতা নিয়তং মহোৎসবে বিততে। যৌষ্মাকীণামভিমতসিদ্ধিং সবিতা স এব সবিতানাম্ ॥ ২৭ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ইতি শ্রুত্বা প্রসন্নাস্তাঃ কালিন্দীমভিবন্দ্য তৎ। কথয়ামাসুরাগত্য বজ্রং প্রতি পরীক্ষিতম্ ॥ ২৮ ॥ বিষ্ণুরাতস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রসন্নস্তদ্যুতস্তদা। তত্রৈবাগত্য তৎসর্ব্বং কারয়ামাস সত্বরম্ ॥ ২৯ ॥ গোবর্দ্ধনাদ্দূরেণ বৃন্দারণ্যে সখীস্থলে। প্রবৃত্তঃ কুসুমাম্ভোধৌ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনোৎসবঃ ॥ ৩০ ॥ বৃষভানুসুতাকান্ত-

---

তেছ না; তাই ব্যাকুল হইয়াছ। পূর্ব্বকালে অক্রূরের সময় তোমাদের একবার এইরূপ বিরহের আভাস দেখা গিয়াছিল, তৎকালে উদ্ধব বিবিধ সান্ত্বনায় তোমাদিগের সেই বিরহ দূর করেন। তোমরা এখানে আগমন করিয়াছ, ভালই হইয়াছে; তোমরা সতত স্বীয় পতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার সুখ উপভোগ কর। সূত কহিলেন,—কৃষ্ণপত্নীগণ কালিন্দী কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া প্রসন্না কালিন্দীকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপত্নীগণ বলিলেন,—হে সখি! উদ্ধবকে দর্শন করিয়া উপভোগ-লালসা আমাদের অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়াছিল। হে সখি! তুমিই ধন্যা। কেননা কান্তের সহিত তোমার বিচ্যুতি ঘটে নাই; যে রাধিকা হইতে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, আমরাও তাঁহার দাসী হইব। হে কালিন্দি! আমাদের মনে হয়, উদ্ধবের দর্শন লাভ হইলে আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, এক্ষণে বল—আমরা কি করিয়া উদ্ধবের দর্শন লাভ করি। সূত বলিলেন,—কৃষ্ণপত্নীগণ কালিন্দীকে এইরূপ কহিলে, কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ণষোড়শকলা-রূপিণী কালিন্দী কৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগের প্রতি প্রত্যুত্তর করিলেন,—উদ্ধব কৃষ্ণের মন্ত্রী। কৃষ্ণ মন্ত্রী উদ্ধবকে বলিয়া সর্ব্ববিধ সাধনভূমি বদরীবনে গমন করিয়াছেন। উদ্ধব সম্প্রতি ব্রজভূমিতে থাকিয়া লোকগণকে সাধু উপদেশ প্রদান করিতেছেন। কৃষ্ণ বদরীগমনের পূর্ব্বে সরহস্য ফলভূমি ব্রজভূমি উদ্ধবের করে অর্পণ করেন; কিন্তু ব্রজের যাহা মহাফল, তাহাই চলিয়া গেল দেখিয়া উদ্ধবও তথা হইতে অলক্ষ্য হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের পদরজ কামনা করিয়া গোবর্দ্ধনগিরির সন্নিহিত সখীস্থলে তত্রত্য অঙ্কুরবল্লীরূপে অবস্থান করিতেছেন। কৃষ্ণ নিয়ত তাঁহাকে তদীয় উৎসবরূপ প্রদর্শন করাইতেন, তাঁহার অবস্থানস্থান কুসুম, সরোবর ও হীরকাদি দ্বারা পরিশোভিত ও বহুবিস্তৃত; তিনি বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গ বাদন এবং কীর্ত্তন ও কাব্যাদি রসসঙ্গীত দ্বারা তত্রত্য হরিগতমানস ভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উৎসব আরম্ভ করিয়াছেন। সেই স্থানে নিয়ত উৎসব চলিতেছে, তোমরা সেই উদ্ধবানুষ্ঠিত উৎসবে গমন কর; সেই উৎসবেই তোমাদের উদ্ধব-দর্শন সংঘটন হইবে। উদ্ধব সবিতাদিগের সূর্য্যস্বরূপ, তাঁহা হইতেই তোমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। সূত বলিলেন,—কৃষ্ণপত্নীগণ কালিন্দীর নিকট এই সকল শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া নৃপতি পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভ সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক এই সকল বর্ণনা করিলেন। বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ কৃষ্ণপত্নীগণের মুখে এই সকল শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের সহিত সেই সখীস্থলে গমনপূর্ব্বক সত্বর কৃষ্ণোৎসব সম্পাদন করিলেন। তিনি গোবর্দ্ধন গিরির অদূরে, বৃন্দারণ্যের কুসুমবহুল সখীস্থলে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বৃষভানু-

বিহারে কীর্ত্তনশ্রিয়া। সাক্ষাদিব সমাবৃত্তে সর্ব্বে-হনন্যদৃশোহভবন্ ॥ ৩১ ॥ ততঃ পশ্যৎসু সর্ব্বেষু তৃণগুল্মলতাচয়াৎ। আজগামোদ্ধবঃ স্রগ্বী শ্যামঃ পীতাম্বরাবৃতঃ ॥ ৩২ ॥ গুঞ্জামালাধরো গায়ন্ বল্লবী-বল্লভং মুহুঃ। তদাগমনতো রেজে ভৃশং সঙ্কীর্ত্তনোৎ-সবঃ ॥ ৩৩ ॥ চন্দ্রিকাগমতো যদ্বৎ স্ফাটিকাট্টাল-ভূমণিঃ। অথ সর্ব্বে সুখাম্ভোধৌ মগ্নাঃ সর্ব্বং বিস-স্মরুঃ ॥ ৩৪ ॥ ক্ষণেনাগতবিজ্ঞানা দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণ-রূপিণম্। উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুঃ প্রতিলব্ধমনো-রথাঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পরীক্ষিদাদীনামুদ্ধবদর্শনবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। অথোদ্ধবস্ত তান্ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনতৎপরান্। সৎকৃত্যাথ পরিষ্বজ্য পরীক্ষিত-মুবাচ হ ॥ ১ ॥ উদ্ধব উবাচ। ধন্যোহসি রাজন্ কৃষ্ণৈকভক্ত্যা পূর্ণোহসি নিত্যদা। যস্ত্বং নিমগ্ন-চিত্তোহসি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনোৎসবে ॥ ২ ॥ কৃষ্ণপত্নীষু বজ্রে চ দিষ্ট্যা প্রীতিঃ প্রবর্ত্তিতা। তবোচিতমিদং তাত কৃষ্ণদত্তাঙ্গবৈভব ॥ ৩ ॥ দ্বারকাস্থেষু সর্ব্বেষু ধন্যা এতে ন সংশয়ঃ। যেষাং ব্রজনিবাসায় পার্থমা-দিষ্টবান্ প্রভুঃ ॥ ৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণস্য মনশ্চন্দ্রো রাধাস্য-প্রভয়ান্বিতঃ। তদ্বিহারবনং গোভির্মণ্ডয়ন্ রোচতে সদা ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণচন্দ্রঃ সদা পূর্ণস্তস্য ষোড়শ যাঃ কলাঃ। চিৎসহস্রপ্রভাভিন্না অত্রাস্তে তৎস্ব-রূপতা ॥ ৬ ॥ এবং বজ্রস্ত রাজেন্দ্র প্রপন্নভয়ভঞ্জকঃ। শ্রীকৃষ্ণদক্ষিণে পাদে স্থানমেতস্য বর্ত্ততে ॥ ৭ ॥ অবতারেহত্র কৃষ্ণেন যোগমায়াভিভাবিতা। তদ্বলেনাত্মবিস্মৃত্যা সীদন্ত্যেতে ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ ঋতে কৃষ্ণপ্রকাশন্তু স্বাত্মবোধো ন কস্যচিৎ। তৎ-প্রকাশস্তু জীবানাং মায়য়া পিহিতঃ সদা ॥ ৯ ॥ অষ্টা-বিংশে দ্বাপরান্তে স্বয়মেব যদা হরিঃ। উৎসারয়ে-

---

সুতার পতি সাক্ষাৎ কৃষ্ণের বিহারভূমি কীর্ত্তন-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইল এবং সকলেই যেন অনন্য নয়ন হইয়া সেই উৎসব দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দর্শকগণের সমক্ষে তৃণ গুল্ম ও লতাজালের মধ্য হইতে উদ্ধব বহির্গত হইলেন। তাঁহার গল-দেশে মালা বিলম্বিত, পরিধানে পীতবসন, এবং বর্ণ শ্যাম; তিনি গুঞ্জামালা ধারণপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ কমলা-বল্লভের গুণাবলী গান করিতে করিতে বহির্গত হইলে স্ফটিক-অট্টালিকামালায় শশধরকিরণ পতিত হইলে যদ্রূপ শোভাতিশয় হয়, তদ্রূপ তাঁহার আগমনে সঙ্কীর্ত্তনোৎসব অধিকতর শোভা ধারণ করিল। অনন্তর এই ব্যাপার দর্শনে সকলেই সুখসাগরে নিমগ্ন হইল। সকলেই স্ব-স্ব কর্ত্তব্য সকল ভুলিয়া গেল এবং সহসাগত কৃষ্ণরূপী সেই উদ্ধবকে দর্শন করিয়া তাঁহার পূজাপূর্ব্বক সকলেই লব্ধমনো-রথ হইল। ১৩—৩৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর উদ্ধব তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকীর্ত্তনতৎপর দেখিয়া সৎকার ও আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পরীক্ষিৎকে বলিতে লাগিলেন। উদ্ধব বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার ভক্তি কৃষ্ণে একনিষ্ঠ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে তোমার চিত্ত নিমগ্ন হইয়াছে; অতএব তুমি ধন্য ও নিত্য পূর্ণকাম। হে তাত! কৃষ্ণ তোমার শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণপত্নী ও রাজা বজ্রনাভের উপর সৌভাগ্য বশতঃ তোমার যে প্রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা তোমার মত ব্যক্তির উচিতই বলিতে হইবে। প্রভু কৃষ্ণ যাহা-দিগের ব্রজবাসের জন্য পার্থের প্রতি আদেশ প্রদান করেন, অহো! নিখিল দ্বারকাবাসী হইতেও সেই ব্রজবাসিগণ ধন্য, সংশয় নাই। একেত শ্রীকৃষ্ণের মানস-শশধর রাধিকার মুখপ্রভায় অন্বিত, তাঁহার বিহারভূমি গোপগণে সতত বিমণ্ডিত; তাহাতে আবার সতত কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ, তদীয় ষোড়শ কলা সহস্র চিৎশক্তির প্রভা উদ্ভিন্ন করিয়া তাঁহার স্বরূপতাপ্রাপ্ত হইয়া এই বিহারভূমে নিয়ত বিদ্য-মান। ১—৬। হে রাজন্! এই ব্রজভূমির মহিমা কি বলিব? এইস্থান শরণাগতগণের ভীতি হরণ করে। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাদে এই ব্রজভূমি প্রতিষ্ঠিত, যোগমায়ায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি এই ব্রজভূমেই অবতার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহারই বিরহে আত্মবিস্মৃত অত্রত্য ব্রজবাসিগণ নিতান্ত পীড়িত হইতেছে, সংশয় নাই। হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রকাশ ভিন্ন কাহারও কদাচিৎ আত্মপ্রবোধ হয় না, কিন্তু জীবগণের হৃদয়ে তাঁহার প্রকাশ কিরূপে হইতে পারে, কেননা তাহারা মায়া দ্বারা সর্ব্বদা আবৃত। অষ্টাবিংশ দ্বাপরের অবসানে

নিজাং মায়াং তৎপ্রকাশো ভবেত্তদা ॥ ১০ ॥ স তু কালো ব্যতিক্রান্তস্তেনেদমপরং শৃণু। অন্যদা তৎপ্রকাশস্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ভবেৎ ॥ ১১ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং যত্র ভাগবতৈর্যদা। কীর্ত্ত্যতে শ্রূয়তে চাপি শ্রীকৃষ্ণস্তত্র নিশ্চিতম্ ॥ ১২ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং যত্র শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব চ। তত্রাপি ভগবান্ কৃষ্ণো বল্লবীভির্বিরাজতে ॥ ১৩ ॥ ভারতে মানবং জন্ম প্রাপ্য ভাগবতং ন যৈঃ। শ্রুতং পাপপরাধীনৈরাত্মঘাতস্তু তৈঃ কৃতঃ ॥ ১৪ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং নিত্যং যৈঃ পরিসেবিতম্ ॥ পিতুর্মাতুশ্চ ভার্য্যায়াঃ কুলপংক্তিঃ সুতারিতা ॥ ১৫ ॥ বিদ্যাপ্রকাশো বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং শত্রুজয়ো বিশাম্। ধনং স্বাস্থ্যঞ্চ শূদ্রাণাং শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ যোষিতামপরেষাঞ্চ সর্ব্ববাঞ্ছিতপূরণম্। অতো ভাগবতং নিত্যং কো ন সেবেত ভাগ্যবান্ ॥ ১৭ ॥ অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ শ্রীমদ্ভাগবতং লভেৎ। প্রকাশো ভগবদ্ভক্তেরুদ্ভবস্তত্র জায়তে ॥ ১৮ ॥ সাঙ্খ্যায়নপ্রসাদাপ্তং শ্রীমদ্ভাগবতং পুরা। বৃহস্পতির্দ্দত্তবান্মে তেনাহং কৃষ্ণবল্লভঃ ॥ ১৯ ॥ আখ্যায়িকাঞ্চ তেনোক্তাং বিষ্ণুরাত নিবোধ তাম্। জ্ঞায়তে সম্প্রদায়োঽপি যত্র * ভাগবতশ্রুতেঃ ॥ ২০ ॥ শ্রীবৃহস্পতিরুবাচ। ঈক্ষাঞ্চক্রে যদা কৃষ্ণো মায়াপুরুষরূপধৃক্। ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চাপি রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ ॥২১ ॥ পুরুষাস্ত্রয় উক্তস্তুরধিকারাংস্তদাদিশৎ। উৎপত্তৌ পালনে চৈব সংহারে প্রক্রমেণ তান্ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মা তু নাভিকমলাদুৎপন্নস্তং ব্যজিজ্ঞপৎ। শ্রীব্রহ্মোবাচ। নারায়ণাদিপুরুষ পরমাত্মন্নমোঽস্তু তে ॥ ২৩ ॥ ত্বয়া সর্গে নিযুক্তোঽস্মি পাপীয়ান্মাং রজোগুণঃ। ত্বৎস্মৃতৌ নৈব বাধেত তথৈব কৃপয়া প্রভো ॥ ২৪ ॥ শ্রীবৃহস্পতিরুবাচ। যদা তু ভগবাংস্তস্মৈ শ্রীমদ্ভাগবতং পুরা। উপদিশ্যাব্রবীদ্ব্রহ্মন্ সেবস্বৈনং স্বসিদ্ধয়ে ॥২৫ ॥ ব্রহ্মা তু পরমপ্রীতস্তেন কৃষ্ণাপ্তয়েঽনিশম্। সপ্তাবরণ-

---

যখন হরি আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং নিজমায়া উৎসারিত করেন, তখনই তাঁহার প্রকাশ হয়। হে রাজন্! সে কাল এখন অতিক্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে যেরূপে সেইরূপ প্রকাশ হয়, তাহা শ্রবণ কর। হে নৃপ! অন্যসময়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাঁহার সুপ্রকাশ হয়। যেখানে বিষ্ণুভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তথায় শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত। যে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের এক কিংবা অর্দ্ধশ্লোকও পাঠ হয়, সেই স্থানে ভগবান্ কৃষ্ণ তদীয় পত্নীগণ সহ বিরাজ করেন। এই পুণ্য ভারত ভূমে মানবজন্ম লাভ করিয়া যাহারা পাপবশে ভাগবত শ্রবণ না করে, তাহারা আত্মঘাতী। যাহারা সতত ভাগবত শাস্ত্রের সেবা করে, তাহারা পিতা, মাতা এবং পত্নীর কুলপরম্পরার উদ্ধার সাধনে সমর্থ। ভাগবত শ্রবণে বিপ্রগণের বিদ্যাবিকাশ, রাজাদিগের শত্রুজয়, বৈশ্যগণের ধনলাভ এবং শূদ্রগণ রোগবিহীন হয়। নারীগণের ভাগবত শ্রবণে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়; অতএব কোন্ ভাগ্যবান্ না ভাগবতের নিত্য সেবা করেন ? অনেক জন্মের সিদ্ধিবশেই ভাগবতশ্রবণ সংঘটন, ভগবদ্ভক্তগণের দর্শন এবং হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়। হে রাজন্! পুরাকালে সাংখ্যায়ন এই ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া প্রীতিবিবশত বৃহস্পতিকে উপদেশ প্রদান করেন, অনন্তর আমি বৃহস্পতির নিকট এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করি এবং এই ভাগবতজ্ঞান লাভ করিয়াই আমি কৃষ্ণের প্রিয় হইয়াছি। হে বিষ্ণুরাত। বৃহস্পতি যে আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করেন, যাহা শ্রবণ করিলে ভাগবতশ্রবণের সাম্প্রদায়িক জ্ঞান নিশ্চিত হয়, এক্ষণে সেই আখ্যায়িকা শ্রবণ কর। ৭—২০। বৃহস্পতি বলিলেন,—মায়াপুরুষরূপী কৃষ্ণ যখন দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সমুদ্ভূত হন। অনন্তর কৃষ্ণ সেই পুরুষত্রয়কে যথাক্রমে রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণাশ্রিত দেখিয়া তাঁহাদিগের স্ব স্ব অধিকার নির্দ্দেশ করেন। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার যথাক্রমে এই কার্য্যত্রয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে নিয়োজিত করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার নাভিকমল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারায়ণ! আপনি আদিপুরুষ ও সর্ব্বাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি আমাকে রজোগুণযুক্ত ও পাপীয়ান্ জানিয়া সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; হে প্রভো! আমি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যাহাতে আমার হৃদয় আপনার স্মৃতিবিষয়ে বিমুখ না হয়, কৃপাপূর্ব্বক তাহাই করুন। বৃহস্পতি বলিলেন,—ভগবান্ কৃষ্ণ পুরাকালে ব্রহ্মার এবংবিধ ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন এবং তিনি বলিয়া দেন যে, হে ব্রহ্মন্! তুমি এই ভাগবত সেবা কর, ইহার ফলে তোমার আত্মসিদ্ধি লাভ হইবে। তখন ভগবদ্বাক্যে ব্রহ্মা পরম প্রীত

ভজায় সপ্তাহং সমবর্ত্তয়ৎ ॥ ২৬ ॥ শ্রীভাগবতসপ্তাহসেবনাপ্তমনোরথঃ। সৃষ্টিং বিতনুতে নিত্যং সসপ্তাহঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২৭ ॥ বিষ্ণুরপ্যর্থয়ামাস পুমাংসং স্বার্থসিদ্ধয়ে। প্রজানাং পালনে পুংসা যদনেনাপি কল্পিতঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। প্রজানাং পালনং দেব করিষ্যামি যথোচিতম্। প্রবৃত্ত্যা চ নিবৃত্ত্যা চ কর্ম্মজ্ঞানপ্রয়োজনাৎ ॥ ২৯ ॥ যদাযদৈব কালেন ধর্ম্মগ্লানির্ভবিষ্যতি। ধর্ম্মং সংস্থাপয়িষ্যামি হ্যবতারৈস্তদা তদা ॥ ৩০ ॥ ভোগার্থিভ্যস্তু যজ্ঞাদিফলং দাস্যামি নিশ্চিতম্। মোক্ষার্থিভ্যো বিরক্তেভ্যো মুক্তিং পঞ্চবিধাং তথা ॥ ৩১ ॥ যেঽপি মোক্ষং ন বাঞ্ছন্তি তান্ কথং পালয়াম্যহম্। আত্মানঞ্চ প্রিয়ং চাপি পালয়ামি কথং বদ ॥ ৩২ ॥ তস্মা অপি পুমানাদ্যঃ শ্রীভাগবতমাদিশৎ। উবাচ চ পঠস্বৈনত্তব সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৩ ॥ ততো বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা পরমার্থকপালনে। সমর্থোঽভূচ্ছ্রিয়া মাসি মাসি ভাগবতং স্মরন্ ॥ ৩৪ ॥ যদা বিষ্ণুঃ স্বয়ং বক্তা লক্ষ্মীশ্চ শ্রবণে রতা। তদা ভাগবতশ্রাবো মাসেনৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৩৫ ॥ যদা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বক্ত্রী বিষ্ণুশ্চ শ্রবণে রতঃ। মাসদ্বয়ং রসাস্বাদস্তদাতীব সুশোভতে ॥ ৩৬ ॥ অধিকারে স্থিতো বিষ্ণুর্লক্ষ্মীর্নিশ্চিন্তমানসা। তেন ভাগবতাস্বাদস্তস্যা ভূরি প্রকাশতে ॥ ৩৭ ॥ অথ রুদ্রোঽপি তং দেবং সংহারাধিকৃতঃ পুরা। পুমাংসং প্রার্থয়ামাস স্বসামর্থ্যবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩৮ ॥ শ্রীরুদ্র উবাচ। নিত্যে নৈমিত্তিকে চৈব সংহারে প্রাকৃতে তথা। শক্তয়ো মম বিদ্যন্তে দেবদেব মম প্রভো ॥ ৩৯ ॥ আত্যন্তিকে তু সংহারে মম শক্তির্ন বিদ্যতে। মহদ্দুঃখং মমৈতত্তু তেন ত্বাং প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৪০ ॥ শ্রীবৃহস্পতিরুবাচ। শ্রীমদ্ভাগবতং তস্মা অপি নারায়ণো দদৌ। স তু সংসেবনাদস্য জিগ্যে চাপি তমোগুণম্ ॥ ৪১ ॥ কথা ভগবতী তেন সেবিতা বর্ষমাত্রতঃ। লয়ে স্বাত্যন্তিকে তেনাবাপ শক্তিং সদাশিবঃ ॥ ৪২ ॥ উদ্ধব উবাচ। শ্রীভাগবতমাহাত্ম্য ইমামাখ্যায়িকাং গুরোঃ। শ্রুত্বা ভাগবতং লব্ধ্বা

হইলেন এবং তিনি তদবধি কৃষ্ণপ্রাপ্তিকামনায় অহর্নিশ ভাগবতসেবা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মা সপ্ত আবরণ ছেদনকামনায় সপ্তাহ কাল একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাগবত সেবা করত সিদ্ধমনোরথ হন এবং পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া সপ্তাহমধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিবিস্তার করেন। অনন্তর প্রজাপালনকার্য্যে নিয়োজিত বিষ্ণু স্বীয় অর্থসিদ্ধির জন্য কৃষ্ণসমীপে এইরূপ প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু বলেন,—হে দেব! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা কর্ম্মজ্ঞান প্রযুক্ত করিয়া আমি যথোচিত প্রজাপালন করিব। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে, তখনই আমি অবতার পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের সংস্থাপন করিব। যাহারা ভোগার্থী তাহাদিগকে যজ্ঞফল, যাহারা মুক্তিকামী, তাদৃশ বিরক্ত প্রাণিদিগকে পঞ্চবিধ মুক্তিদান করিব। কিন্তু হে পরমপুরুষ! যাহারা মুক্তি কামনা করে না, তাহাদিগকে কিরূপে পালন করিব এবং আমার ও কমলার কিরূপে প্রতিপালন হইবে, তাহা আদেশ করুন। হে রাজন্! সেই আদি পুরুষ কৃষ্ণ তখন বিষ্ণুর প্রতি শ্রীমদ্‌ভাগবত আদেশ করেন, এবং বলেন,—হে বিষ্ণো! সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য তুমি ভাগবত সেবা কর। অনন্তর পরমপুরুষের কথায় বিষ্ণু প্রীত হইলেন এবং প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হইয়া আমার সহিত মাসে মাসে পুনঃ পুনঃ ভাগবত স্মরণ করিতে লাগিলেন। যখন বিষ্ণু স্বয়ং বক্তা ও রমা শ্রবণরতা, তখন একমাসে ভাগবত সম্পূর্ণ হইত; আবার রমা যৎকালে বক্ত্রী হইতেন ও বিষ্ণু শ্রবণে রত থাকিতেন, তখন দুই মাসে ভাগবতশ্রবণ সম্পূর্ণ হইত। হে রাজন্! এই শেষোক্ত পাঠেই অধিকতর রসাস্বাদ হইত; কেননা যিনি প্রকৃত শ্রবণাধিকারী, সেই বিষ্ণু স্বীয় অধিকারে অবস্থিত হইলে লক্ষ্মীও নিশ্চিন্তমনে পাঠ করিতেন, এই জন্যই রমার পাঠে অধিকতর ভাগবতরসাস্বাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।২১—৩৭। অনন্তর সংহারাধিকারপ্রাপ্ত রুদ্র স্বীয় সামর্থ্যবৃদ্ধির জন্য সেই পরম পুরুষসমীপে প্রার্থনা করেন। রুদ্র বলেন,—হে প্রভো! নিত্য, নৈমিত্ত ও প্রাকৃত এই ত্রিবিধ সংহারব্যাপারেই আমার প্রভূতশক্তি বিদ্যমান; কিন্তু হে দেবদেব! আত্যন্তিক সংহারে আমার শক্তি নাই, ইহা আমার একটী মহাদুঃখ, আর এই জন্যই আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। বৃহস্পতি বলিলেন,—তাঁহাকেও নারায়ণ শ্রীমদ্‌ভাগবত উপদেশ করেন এবং রুদ্রও সেই কৃষ্ণকথিত ভাগবতের সেবা করিয়া তমোগুণ জয় করিয়াছিলেন। অনন্তর সদাশিব বর্ষমাত্র ভাগবতী কথার সেবা করিয়া আত্যন্তিক লয়ের শক্তি লাভ করেন। উদ্ধব বলিলেন,—অনন্তর আমি গুরু

মুর্দ্দেহহং প্রণম্য তম্॥ ৪৩॥ ততস্তু বৈষ্ণবীং রীতিং গৃহীত্বা মাসমাত্রতঃ। শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদো ময়া সম্যঙ্ নিষেবিতঃ॥ ৪৪॥ তাবতৈব বভূবাহং কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা। কৃষ্ণেনাথ বিযুক্তোহহং ব্রজে স্বপ্রেয়সীগণে॥ ৪৫॥ বিরহার্ত্তাসু গোপীষু স্বয়ং নিত্যবিহারিণা। শ্রীভাগবতসন্দেশো মন্মুখেন প্রযোজিতঃ॥ ৪৬॥ তং যথামতি লব্ধা তা আসন্ বিরহবর্জ্জিতাঃ। নাজ্ঞাসিষং রহস্যং তচ্চমৎকারস্তু লোকিতঃ॥ ৪৭॥ সর্ব্বা সম্প্রার্থ্য কৃষ্ণঞ্চ ব্রহ্মাদ্যেষু গতেষু মে। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণস্তদ্রহস্যং স্বয়ং দদৌ॥ ৪৮॥ পুরতোহশ্বত্থমূলস্য চকার ময়ি তদ্দৃঢ়ম্। তেনাত্র ব্রজবল্লীষু বসামি বদরীং গতঃ॥ ৪৯॥ তস্মান্নারদকুণ্ডেহত্র তিষ্ঠামি স্বেচ্ছয়া সদা। কৃষ্ণপ্রকাশো ভক্তানাং শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ভবেৎ॥ ৫০॥ তদেষামপি কার্য্যার্থং শ্রীমদ্ভাগবতং ত্বহম্। প্রবক্ষ্যামি সহায়োহত্র ত্বয়ৈবানুষ্ঠিতো ভবেৎ॥৫১॥ শ্রীসূত উবাচ। বিষ্ণুরাতস্তু শ্রুত্বা তদুদ্ধবং প্রণতোহব্রবীৎ। শ্রীপরীক্ষিদুবাচ। হরিদাস ত্বয়া কার্য্যং শ্রীভাগবতকীর্ত্তনম্॥ ৫২॥ আজ্ঞাপ্যোহহং যথাকার্য্যং সহায়োহত্র ময়া তথা। শ্রীসূত উবাচ। শ্রুত্বৈতদুদ্ধবো বাক্যমুবাচ প্রীতমানসঃ॥৫৩॥ উদ্ধব উবাচ। শ্রীকৃষ্ণেন পরিত্যক্তে ভূতলে বলবান্ কলিঃ। করিষ্যতি পরং বিঘ্নং সৎকার্য্যে সমুপস্থিতে॥ ৫৪॥ তস্মাদ্দিগ্বিজয়ং যাহি কলিনিগ্রহমাচর। অহন্তু মাসমাত্রেণ বৈষ্ণবীং রীতিমাস্থিতঃ॥ ৫৫॥ শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদং প্রচার্য্য ত্বৎসহায়তঃ। এতান্ সম্প্রাপয়িষ্যামি নিত্যধাম্নি মধুদ্বিষঃ॥ ৫৬॥ শ্রীসূত উবাচ। শ্রুত্বৈবং তদ্বচো রাজা মুদিতশ্চিন্তয়াতুরঃ। তদা বিজ্ঞাপয়ামাস স্বাভিপ্রায়ং তমুদ্ধবম্॥ ৫৭॥ শ্রীপরীক্ষিদুবাচ। কলিন্তু নিগ্রহীষ্যামি তাত তে বচসি স্থিতঃ। শ্রীভাগবতসম্প্রাপ্তিঃ কথং মম ভবিষ্যতি॥ ৫৭॥ অহন্তু সমনুগ্রাহ্যস্তব পাদতলে শ্রিতঃ। শ্রীসূত উবাচ। শ্রুত্বৈতদ্বচনং ভূয়োহপ্যুদ্ধবস্তমুবাচ হ॥ ৫৯॥ উদ্ধব উবাচ। রাজংশ্চিন্তা

বৃহস্পতিসমীপে শ্রীমদ্‌ভাগবতের মাহাত্ম্যপূর্ণ এই আখ্যায়িকা শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্ট হইলাম এবং তাঁহাকে প্রণাম করত বৈষ্ণবী রীতি অনুসারে মাসমাত্র ভাগবত-রসাস্বাদ করিয়া আমি সম্যক্‌রূপে ভাগবতের সেবা করিয়াছিলাম। আমি সেই ভাগবত সেবাপ্রভাবে কৃষ্ণের প্রিয়সখা হইয়াছি এবং নিত্যবিহারী হরি কর্ত্তৃক তদীয় বিরহকাতর স্বীয় প্রেয়সী গোপীগণের বিরহব্যথা দূর করিবার জন্য আমার মুখে তাঁহার সংবাদ প্রদানার্থ আমি ব্রজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। যাহার যেরূপ জ্ঞান, আমারই মুখে সংবাদ পাইয়া গোপীগণ তাঁহাকে তৎস্বরূপে জানিতে পারিয়া বিরহব্যথা দূর করিতেন। আমি তাঁহার রহস্য সম্যক্ জানিতে না পারিলেও তাঁহার প্রভাব লোকচমৎকৃত। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণসমীপে স্বর্গবাস প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেলে তিনি আমাকে শ্রীমদ্ভাগবতরহস্য প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থমূলের ন্যায় আমাকে ব্রজে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বদরীবনে গমন করিয়াছিলেন। আমি ব্রজবল্লীতে বাস করিতেছি। আমি সতত এই নারদকুণ্ডে স্বেচ্ছায় অবস্থান করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জীবগণের কৃষ্ণ প্রকাশ হয়, অতএব জীবগণের হিতকামনায় আমি সতত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছি, আমি আজ তোমাকে আমার সহায়রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তুমিও এই কার্য্যের অনুষ্ঠানপর হও। সূত কহিলেন,—বিষ্ণুরাত পরীক্ষিত উদ্ধবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে হরিদাস! আপনি শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করুন, আর আমাকে আদেশ করুন, আপনার কিরূপ সাহায্য করিতে হইবে, আমি তাহা করিতেছি। সূত কহিলেন,—পরীক্ষিতের বাক্য শ্রবণে হৃষ্টহৃদয় উদ্ধব বলিতে লাগিলেন—কৃষ্ণ ভূতল পরিত্যাগ করিলে বলীয়ান্ কলি ধর্ম্মকার্য্যের অত্যন্ত বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, অতএব তুমি দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া সেই কলির নিগ্রহ কর। আমিও ইত্যবসরে বৈষ্ণবী রীতি অবলম্বনপূর্ব্বক মাসমাত্র ভাগবতের রসাস্বাদ গ্রহণ করত তোমার সাহায্যে মধুরিপুর নিত্যধাম ধরামণ্ডলে এই ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করিব।৩৮—৫৬। সূত কহিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ উদ্ধবের বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইলেন এবং চিন্তাতুর হৃদয়ে স্বীয় অভিলাষ উদ্ধবসমীপে বিজ্ঞাপিত করিতে লাগিলেন। পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে তাত! আপনার আদেশে অবস্থিত হইয়া আমি কলিনিগ্রহ করিব, কিন্তু আমার শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? আমি আপনার সম্পূর্ণ অনুগ্রহযোগ্য; এক্ষণে আপনার পাদতলের শরণ লইলাম। সূত বলিলেন,—পরীক্ষিতের বাক্য শুনিয়া উদ্ধব পুনর্ব্বার বলিতে

তু তে কাপি নৈব কার্য্যা কথঞ্চন। তবৈব ভগবচ্ছাস্ত্রে যতো মুখ্যাধিকারিতা ॥ ৬০॥ এতাবৎ-কালপর্য্যন্তং প্রায়ো ভাগবতশ্রুতেঃ। বার্ত্তামপি ন জানন্তি মনুষ্যাঃ কর্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৬১॥ ত্বৎপ্রসাদেন বহবো মনুষ্যা ভারতাজিরে। শ্রীমদ্ভাগবতপ্রাপ্তৌ সুখং প্রাপ্স্যন্তি শাশ্বতম্ ॥ ২৬॥ নন্দনন্দনরূপস্ত শ্রীশুকো ভগবানৃষিঃ। শ্রীমদ্ভাগবতং তুভ্যং শ্রাবয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৬৩॥ তেন প্রাপ্স্যসি রাজেংস্ত্বং নিত্যং ধাম ব্রজেশিতুঃ। শ্রীভাগবতসঞ্চারস্ততো ভুবি ভবিষ্যতি ॥ ৬৪॥ তস্মাত্ত্বং গচ্ছ রাজেন্দ্র কলিনিগ্রহমাচর। শ্রীসূত উবাচ। ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য গতো রাজা দিশাং জয়ে ॥ ৬৫॥ বজ্রস্ত নিজরাজ্যেশং প্রতিবাহুং বিধায় চ। তত্রৈব মাতৃভিঃ সাকং তস্থৌ ভাগবতাশয়া ॥ ৬৬॥ অথ বৃন্দাবনে মাসং গোবর্দ্ধনসমীপতঃ। শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদ-স্তুদ্ধবেন প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৬৭॥ তস্মিন্নাস্বাদ্যমানে তু সচ্চিদানন্দরূপিণী। প্রচকাশে হরের্লীলা সর্ব্বতঃ কৃষ্ণ এব চ ॥ ৬৮॥ আত্মানঞ্চ তদন্তঃস্থং সর্ব্বেঽপি দদৃশুস্তদা। বজ্রস্ত দক্ষিণে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণপাদসরোরুহে ॥ ৬৯॥ স্বাত্মানং কৃষ্ণবৈধুর্য্যান্মুক্তস্তদ্ভুব্যশোভত। তাশ্চ তন্মাতরঃ কৃষ্ণে রাসরাত্রিপ্রকাশিনি ॥ ৭০॥ চন্দ্রে কলাপ্রভারূপমাত্মানং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ। স্বপ্রেষ্ঠবিরহব্যাধিবিমুক্তাঃ স্বপদং যযুঃ ॥ ৭১॥ যেঽন্যেহপি চ তত্র তে সর্ব্বে নিত্যলীলান্তরং গতাঃ। ব্যাবহারিকলোকেভ্যঃ সদ্যোঽদর্শনমাগতাঃ ॥ ৭২॥ গোবর্দ্ধননিকুঞ্জেষু গোষু বৃন্দাবনাদিষু। নিত্যং কৃষ্ণেন মোদন্তে দৃশ্যন্তে প্রেমতৎপরৈঃ ॥ ৭৩॥ শ্রীসূত উবাচ। য এতাং ভগবৎপ্রাপ্তিং শৃণুয়াচ্চাপি কীর্ত্তয়েৎ। তস্য বৈ ভগবৎপ্রাপ্তির্দুঃখহানিশ্চ জায়তে ॥ ৭৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীঋষয় ঊচুঃ। সাধু সূত চিরং জীব চিরমেবং প্রশাধি নঃ। শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যমপূর্ব্বং তন্মুখা-

---

লাগিলেন। উদ্ধব বলিলেন,—হে রাজন্! এ বিষয়ে তুমি কোন চিন্তা করিও না, তোমার অনুগ্রহে ভারতভূমে অনেক মানব শ্রীমদ্ভাগবত লাভ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইবে। নন্দনন্দন কৃষ্ণের স্বরূপ—ঋষি ভগবান্ শ্রীশুকদেব তোমাকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইবেন, সন্দেহ নাই। হে রাজন্! সেই ভাগবত শ্রবণেই তুমি ব্রজপতির নিত্যধাম লাভ করিবে এবং তোমার এই আদর্শেই ভূতলে ভাগবতশাস্ত্রের প্রচার হইবে। অতএব হে রাজন্! তুমি কলিনিগ্রহার্থ গমন কর। সূত কহিলেন,—উদ্ধব কর্ত্তৃক আদিষ্ট রাজা পরীক্ষিত তাঁহাকে পরিক্রমপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজা বজ্রনাভও প্রতিবাহুকে রাজ্যরক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া ভাগবতশ্রবণাশায় মাতৃগণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর উদ্ধব বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধনসমীপে মাসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবতরসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। উদ্ধব এইরূপে ভাগবতরসাস্বাদ করিতে থাকিলে সচ্চিদানন্দরূপিণী কৃষ্ণলীলা তাঁহার মানসে প্রকাশ পাইল। তিনি সর্ব্বত্র বাসুদেবকেই দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—তাঁহার আত্মা এবং অন্যান্য সকলেই হরিরই অভ্যন্তরে অবস্থিত। বজ্রনাভ হরির দক্ষিণ পাদসরোরুহে বিরাজমান, তিনি যেন কৃষ্ণবিরহ হইতে স্বীয় আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া ভূতলে শোভিত হইতেছেন। যিনি রাসরজনীর বিকাশ করিয়াছিলেন, মাতৃগণ সেই কৃষ্ণচন্দ্রের কলাপ্রভাবে স্বস্ব আত্মাকে দর্শন করত বিস্মিত হইতেছেন। এবং তাঁহারা স্বস্ব গুরু বিরহব্যথা-বিমুক্ত হইয়া স্বস্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্য যাহারা তাঁহার নিত্যলীলারত, তাঁহারা যেন ব্যাবহারিক লীলাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সদ্য অদৃশ্য হইতেছেন। বস্তুতঃ! কৃষ্ণপ্রেমতৎপর নরগণ গোবর্দ্ধনাদি কুঞ্জ, গো এবং বৃন্দাবনাদিতে নিত্যই কৃষ্ণসহ বিহার করিয়া থাকেন। ইহা কৃষ্ণপ্রেমিকেরাই দেখিতে পান। সূত কহিলেন,—যে মানব এই ভগবৎপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, তাহার ভগবৎপ্রাপ্তি হয় এবং দুঃখহানি হইয়া থাকে। ৫৭—৭৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! আপনি দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল আমাদিগকে এইরূপ সম্যক্ শাসন করুন। আজ আমরা আপনার

চক্ষুভব ॥ ১ ॥ তৎস্বরূপপ্রমাণঞ্চ বিধিঞ্চ শ্রবণে বদ। তদ্বক্তুর্লক্ষণং সূত শ্রোতুশ্চাপি বদাধুনা ॥ ২ ॥ শ্রীসূত উবাচ। শ্রীমদ্ভাগবতস্যাথ শ্রীমদ্ভগবতঃ সদা। স্বরূপমেকমেবাস্তি সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণাসক্তভক্তানাং তন্মাধুর্য্যপ্রকাশকম্। সমুজ্জৃম্ভতি যদ্বাক্যং বিদ্ধি ভাগবতং হি তৎ ॥ ৪ ॥ জ্ঞানবিজ্ঞানভক্ত্যাঙ্গচতুষ্টয়পরং বচঃ। মায়ামর্দ্দনদক্ষঞ্চ বিদ্ধি ভাগবতঞ্চ তৎ ॥ ৫ ॥ প্রমাণং তস্য কো বেদ হ্যনন্তস্যাক্ষরাত্মনঃ। ব্রহ্মণে হরিণা তদ্দিক্ চতুঃশ্লোক্যা প্রদর্শিতা ॥৬॥ তদানন্ত্যাবগাহেন স্বেপ্সিতাবহনক্ষমাঃ। ত এব সন্তি ভো বিপ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৭ ॥ মিতবুদ্ধ্যাদিবৃত্তীনাং মনুষ্যাণাং হিতায় চ। পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদো যোহসৌ ব্যাসেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ৮ ॥ গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রো যোহসৌ ভাগবতাভিধঃ। কলিগ্রাহগৃহীতানাং স এব পরমাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥ শ্রোতারোহথ নিরূপ্যন্তে শ্রীমদ্বিষ্ণুকথাশ্রয়াঃ। প্রবরা অবরাশ্চেতি শ্রোতারো দ্বিবিধা মতাঃ ॥ ১০ ॥ প্রবরাশ্চাতকো হংসঃ শুকো মীনাদয়স্তথা। অবরা বৃকভূরুণ্ডবৃষোষ্ট্রাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১১ ॥ অখিলোপেক্ষয়া যস্তু কৃষ্ণশাস্ত্রশ্রুতৌ ব্রতী। স চাতকো যথাম্ভোদমুক্তে পাথসি চাতকঃ ॥ ১২ ॥ হংসঃ স্যাৎ সারমাদত্তে যঃ শ্রোতা বিবিধাচ্ছ্রুতাৎ। দুগ্ধেনৈক্যং গতাত্তোয়াদ্যথা হংসোহমলং পয়ঃ ॥ ১৩ ॥ শুকঃ সুষ্ঠু মিতং বক্তি ব্যাসং শ্রোতৄংশ্চ হর্ষয়ন্। সুপাঠিতঃ শুকো যদ্বচ্ছিক্ষকং পার্শ্বগানপি ॥ ১৪ ॥ শব্দং নানিমিষো জাতু করোত্যাস্বাদয়ন্ রসম্। শ্রোতা স্নিগ্ধো ভবেন্মীনো মীনঃ ক্ষীরনিধৌ যথা ॥ ১৫ ॥ যস্ত্বদন্ রসিকান্ শ্রোতৄন্ বিরৌত্যজ্ঞো বৃকো হি সঃ। বেণুস্বনরসাসক্তান্ বৃকোহরণ্যে মৃগান্ যথা ॥ ১৬ ॥ ভূরুণ্ডঃ শিক্ষয়েদন্যান্

মুখে অপূর্ব্ব ভাগবতমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। হে সূত! সম্প্রতি আমরা সেই ভাগবতের স্বরূপ, প্রমাণ, বিধি এবং সেই ভাগবতবক্তার লক্ষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক; অতএব তৎসমস্ত বর্ণন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমান্ ভগবানের সর্ব্বদাই এক সচ্চিদানন্দ লক্ষণস্বরূপ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁহাদের মন তাঁহাতে আসক্ত, তাদৃশ ব্যক্তিগণ হইতেই ভগবানের মাধুর্য্যের বিকাশ হয়। আর তাঁহাদের মুখ হইতে কৃষ্ণমাহাত্ম্যসম্বিত যে বাক্য নির্গত হয়, তাহাই ভাগবতী কথা বলিয়া বিদিত হউন। যে বাক্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি ও ভঙ্গী এই চতুষ্টয়াত্মক এবং মায়াবিমর্দ্দনে দক্ষ, তাহাই ভাগবত বাক্য বলিয়া জানিবেন। হে ঋষিগণ! সেই অনন্ত অক্ষরাত্মা কৃষ্ণের প্রমাণ কোন্ মানব জানিতে সমর্থ হয়? হরি ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোক দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। হে বিপ্রগণ! যাঁহারা তাহার স্বীয় অভীষ্ট বহন করিতে সমর্থ, সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি তাঁহার আনন্ত্যে অবগাহন করিয়াও তাঁহার অন্ত গমন করিতে সমর্থ নহেন। পরিমিতজ্ঞানবৃত্তি মানুষের হিতার্থ ব্যাস যে পরীক্ষিৎ-শুকসংবাদাত্মক ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকপূর্ণ এবং তাহাই ভাগবত নামে অভিহিত। যাহারা কলিরূপ কুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াছে, এই ভাগবতই তাহাদের পরম আশ্রয়। ১—৯। অনন্তর বিষ্ণুপরায়ণ শ্রোতা নিরূপিত হইতেছে। শ্রোতা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট ভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে চাতক, শুক ও মীনাদিজাতীয় শ্রোতা শ্রেষ্ঠ এবং বৃক, ভূরুণ্ড, বৃষ ও উষ্ট্রাদি জাতীয় শ্রোতা নিকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। চাতক যেরূপ অখিল জল পরিত্যাগ করিয়া জলদজলের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ যাহারা নিখিল বিষয়বাসনা উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ভাগবতশাস্ত্রশ্রবণে ব্রতী—তাঁহারাই চাতক বলিয়া কথিত হন; হংস যেমন একত্র মিলিত জল ও দুগ্ধ হইতে সারাংশ অমল দুগ্ধ পান করে, তদ্রূপ যাঁহারা বিবিধ কথা শ্রুত হইয়াও তন্মধ্য হইতে সার মাত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে হংসজাতীয় শ্রোতা বলা হয়; শুক পক্ষীর ন্যায় যাঁহারা সুষ্ঠু ও মিতভাষী, যাহাকে দেখিলে পাঠক ও শ্রোতৃগণ সুখী হন, সুপঠিত বিষয় সকল যাঁহারা অবিকল শিক্ষা প্রদান করেন এবং পার্শ্বস্থিত শ্রোতৃগণকে যাঁহারা সৎশিক্ষা প্রদান করেন—তাঁহারাই শুক জাতীয় শ্রোতা বলিয়া বিদিত। ক্ষীরনিধির মীন যেমন স্নিগ্ধ, কদাচিৎ শব্দ (আস্ফালন) করে না, অনিমিষলোচনে আস্বাদ করিয়া করিয়া রস গ্রহণ করে তদ্রূপ ভাগবত শ্রবণকালে যাহারা কদাচিৎ কথা কহে না, অনিমেষনয়নে যাহারা হরিকথার রসাস্বাদন করে এবং স্নিগ্ধ, তাঁহারাই মীনজাতীয় শ্রোতা জানিবেন। বেণুস্বনের রসাসক্ত মৃগগণকে অরণ্যে বৃক যেরূপ পীড়িত করে, তদ্রূপ

শ্রুত্বা ন স্বয়মাচরেৎ। যথা হিমবতঃ শৃঙ্গে ভূরুণ্ডাখ্যো বিহঙ্গমঃ ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বং শ্রুতমুপাদত্তে সারাসারান্ধধীর্বৃষঃ। স্বাদুদ্রাক্ষাং খলিং চাপি নির্বিশেষং যথা বৃষঃ ॥ ১৮ ॥ স উষ্ট্রো মধুরং মুঞ্চন্ বিপরীতে রমেত যঃ। যথা নিম্বং চরত্যুষ্ট্রো হিত্বাম্রমপি তদ্যুতম্ ॥ ১৯ ॥ অন্যেঽপি বহবো ভেদা দ্বয়োর্ভৃঙ্গখরাদয়ঃ। বিজ্ঞেয়াস্তত্তদাচারৈস্তত্তৎ-প্রকৃতিসম্ভবৈঃ ॥ ২০ ॥ যঃ স্থিত্বাঽভিমুখং প্রণম্য বিধিবত্ত্যক্তান্যবাদো হরেলীলাঃ শ্রোতুমভীপ্সতে-ঽতিনিপুণো নম্রোঽথ কৃতাঞ্জলিঃ। শিষ্যো বিশ্বসিতোঽনুচিন্তনপরঃ প্রশ্নেঽনুরক্তঃ শুচির্নিত্যং কৃষ্ণজনপ্রিয়ো নিগদিতঃ শ্রোতা স বৈ বক্তৃভিঃ ॥ ২১॥ ভগবন্মতিরনপেক্ষঃ সুহৃদো দীনেষু সানুকম্পো যঃ। বহুধাবোধনচতুরো বক্তা সম্মানিতো মুনিভিঃ ॥

যে অজ্ঞ শ্রোতা রোদন দ্বারা রসিক শ্রোতৃগণকে ব্যথিত করে, তাহাকে বৃকজাতীয় শ্রোতা কহে ; যাহারা হিমালয়শৃঙ্গবাসী ভূরুণ্ড নামক বিহগগণের ন্যায় অন্যকে শিক্ষা প্রদান করে, কিন্তু নিজে কোনই সাধু আচরণ করে না, তাহাকে ভুরুণ্ডজাতীয় শ্রোতা জানিবেন। বৃষের নিকট যেমন স্বাদু দ্রাক্ষা ও সর্ষপকল্কের পার্থক্য নাই, তদ্রূপ যে অন্ধবুদ্ধি শ্রোতা কি সার, কি অসার, শ্রুত বিষয় সমস্তই পরিগ্রহ করে, অর্থাৎ ভালমন্দ বিচার করে না, তাহাকে বৃষজাতীয় শ্রোতা বলিয়া বিদিত হউন। উষ্ট্র যেরূপ আম্র পরিত্যাগ করিয়া নিম্ব ভক্ষণ করে, তদ্রূপ যে শ্রোতা মধুর পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত বস্তুতে রতি প্রদর্শন করে, তাহাকে উষ্ট্রজাতীয় শ্রোতা কহে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মৃগ খরাদিজাতীয় শ্রোতৃভেদে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহাদের লক্ষণ কীর্ত্তিত হইল না, তাহাদিগের প্রকৃতিগত আচারনিচয় অবলোকন করিয়া লক্ষণ স্থির করিতে হইবে। যে শ্রোতা শ্রবণ সময়ে কৃতাঞ্জলি ও নম্র হইয়া সম্মুখে অবস্থান, বিধিবৎ প্রণাম, অন্যকথাপরিত্যাগ, হরির লীলাচিন্তন, ও অভীষ্ট বিষয়ে নৈপুণ্যপ্রদর্শন করে এবং যিনি শিষ্ট, বিশ্বাসবান্, চিন্তাপরায়ণ, প্রশ্নে অনুরক্ত, নিত্যশুচি, কৃষ্ণজনপ্রিয়,—শাস্ত্রবক্তৃগণ তাহাকে উত্তম শ্রোতা বলিয়া অভিহিত করেন। যিনি ভগবানে রত, অনপেক্ষ এবং দীনজনের সুহৃৎ ও অনুকম্পাকারী,—বহুজ্ঞানপ্রদানচতুর বক্তা মুনিগণ তাঁহাকে সম্মানিত

২২ ॥ অথ ভারতভূস্থানে শ্রীভাগবতসেবনে। বিধিং শৃণুত ভো বিপ্রা যেন স্যাৎ সুখসন্ততিঃ ॥ ২৩ ॥ রাজসং সাত্ত্বিকং চাপি তামসং নির্গুণং তথা। চতুর্বিধং তু বিজ্ঞেয়ং শ্রীভাগবতসেবনম্ ॥ ২৪ ॥ সপ্তাহং যজ্ঞবদ্যত্তু সশ্রমং সত্বরং মুদা। সেবিতং রাজসং তত্তু বহুপূজাদিশোভনম্ ॥ ২৫ ॥ মাসেন ঋতুনা বাপি শ্রবণং স্বাদসংযুতম্। সাত্ত্বিকং যদনায়াসং সমস্তানন্দবর্দ্ধনম্ ॥ ২৬ ॥ তামসং যত্তু বর্ষেণ সালসং শ্রদ্ধয়াযুতম্। বিস্মৃতিস্মৃতিসংযুক্তং সেবনং তচ্চ সৌখ্যদম্ ॥ ২৭ ॥ বর্ষমাসদিনানাং তু বিমুচ্য নিয়মাগ্রহম্। সর্ব্বদা প্রেমভক্ত্যৈব সেবনং নির্গুণং মতম্ ॥ ২৮ ॥ পারীক্ষিতেঽপি সংবাদে নির্গুণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্। তত্র সপ্তদিনাখ্যানং তদায়ুর্দিনসংখ্যয়া ॥ ২৯ ॥ অন্যত্র ত্রিগুণং চাপি নির্গুণং চ যথেচ্ছয়া। যথা কথঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং সেবনং ভগবচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৩০ ॥ যে শ্রীকৃষ্ণবিহারৈকভজনাস্বাদলোলুপাঃ। মুক্তাবপি নিরাকাঙ্ক্ষাস্তেষাং ভাগবতং ধনম্ ॥ ৩১ ॥ যেঽপি সংসারসন্তাপনির্বিণ্ণা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ। তেষাং ভবৌ-

করেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর ভারতভূমের ভাগবতসেবার বিধান শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণ করিলে সুখ ও সন্ততি লাভ হয়। ১০—২৩। ভাগবতসেবা সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও নির্গুণ এই চতুর্বিধ ভেদযুক্ত জানিবেন। যজ্ঞের ন্যায় যাহা শ্রম হর্ষ ও ত্বরাসহকারে সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহা বহু পূজায় শোভমান, তাদৃশ ভাগবত সেবা রাজসিক, যাহা এক মাস বা এক পক্ষে স্বাদগ্রহণপূর্ব্বক সেবিত হয়, যাহাতে কোন আয়াস হয় না, পরন্তু সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকসেবা কহে ; যে সেবা আলস্যযুক্ত, শ্রদ্ধাবিহীন ও একবৎসরে নিষ্পন্ন হয়, যাহাতে স্মৃতি বিস্মৃতি উভয়ই আছে, এইরূপ সেবা তামস নামে অভিহিত এবং ইহা সৌখ্যদ ; যে সেবার বর্ষমাসাদির নিয়ম নাই, সর্ব্বদা প্রেম ও ভক্তিদ্বারা সেবিত হয় তাহাকে নির্গুণ কহে। রাজা পরীক্ষিত যে সপ্তাহ সেবা করিয়াছেন, তাহা নির্গুণ ; কেন না তাঁহার আয়ু তখন সপ্তাহই অবশিষ্ট ছিল। ত্রিগুণই হউক, আর নির্গুণই হউক অথবা যথেচ্ছা ক্রমে সেবাই হউক, যে কোনরূপে ভাগবত সেবা করিবে। যাহারা শ্রীকৃষ্ণলীলার সেবাস্বাদে একান্ত লোলুপ, তাহারা মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাবিহীন হইলেও ভাগ-

যথঃ চৈতৎ কলৌ সেব্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৩২ ॥ যে চাপি বিষয়ারামাঃ সাংসারিকসুখস্পৃহাঃ। তেষাং তু কর্ম্মমার্গেণ যা সিদ্ধিঃ সাধুনা কলৌ ॥ ৩৩ ॥ সামর্থ্যধনবিজ্ঞানাভাবাদত্যন্তদুর্ল্লভা। তস্মাত্তৈরপি সংসেব্যা শ্রীমদ্ভাগবতী কথা ॥ ৩৪ ॥ ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ বাহনাদি যশো গৃহান্। অসাপত্ন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দদ্যাদ্ভাগবতী কথা ॥ ৩৫ ॥ ইহ লোকে বরান্ ভুক্ত্বা ভোগান্ বৈ মনসেপ্সিতান্। শ্রীভাগবতসঙ্গেন যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্ ॥ ৩৬ ॥ যত্র ভাগবতী বার্ত্তা যে চ তচ্ছ্রবণে রতাঃ। তেষাং সংসেবনং কুর্য্যাদ্দেহেন চ ধনেন চ ॥ ৩৭ ॥ তদনুগ্রহতেহস্যাপি শ্রীভাগবতসেবনম্। শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং যত্তৎ সর্ব্বং ধনসংজ্ঞিতম্ ॥৩৮॥ কৃষ্ণার্থীতি ধনার্থীতি শ্রোতা বক্তা দ্বিধা মতঃ। যথা বক্তা তথা শ্রোতা তত্র সৌখ্যং বিবর্দ্ধতে ॥ ৩৯ ॥ উভয়োর্বৈপরীত্যে তু রসাভাসে ফলচ্যুতিঃ। কিন্তু কৃষ্ণার্থিনাং সিদ্ধিবিলম্বেনাপি জায়তে ॥ ৪০ ॥ ধনার্থিনস্তু সংসিদ্ধিবিধিসম্পূর্ণতাবশাৎ। কৃষ্ণার্থিনোঽগুণস্যাপি প্রেমৈব বিধিরুত্তমঃ ॥ ৪১ ॥ আসমাপ্তি সকামেন কর্ত্তব্যো হি বিধিঃ স্বয়ম্। স্নাতো নিত্যং ক্রিয়াং কৃত্বা প্রাশ্য পাদোদকং হরেঃ ॥ ৪২ ॥ পুস্তকঞ্চ গুরুং চৈব পূজয়িত্বোপচারতঃ। ব্রুয়াদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি শ্রীমদ্ভাগবতং মুদা ॥ ৪৩ ॥ পয়সা বা হবিষ্যেণ মৌনং ভোজনমাচরেৎ। ব্রহ্মচর্য্যমধঃসুপ্তিং ক্রোধলোভাদিবর্জ্জনম্ ॥ ৪৪ ॥ কথান্তে কীর্ত্তনং নিত্যং সমাপ্তৌ জাগরং চরেৎ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু দক্ষিণাভিঃ প্রতোষয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ গুরবে বস্ত্রভূষাদি দত্ত্বা গাঞ্চ সমর্পয়েৎ। এবং কৃতে বিধানে তু লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ৪৬ ॥ দারাগারসুতান্ রাজ্যং ধনাদি চ

বতই তাহাদের একমাত্র সম্পদ। কলিকালে সংসারসন্তাপে যাহাদের নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায় মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহারা যত্নসহকারে ভাগবতরূপ ভবৌষধি সেবা করুক। যাহারা বিষয়সমূহে রত হইয়া সংসারসুখে স্পৃহান্বিত হইয়াছে, কলিকালে কর্ম্ম দ্বারা তাহাদের যে সিদ্ধি কথিত হয়, সে সিদ্ধি আবার সামর্থ্য, ধন, বিজ্ঞান ও ভাবাদির অভাবে অত্যন্ত দুর্লভ; অতএব তাহারাও ভাগবতী কথার সেবা করুক। এই ভাগবতী কথার শ্রবণে মানব ধন, পুত্র, পত্নী বাহনাদি, যশ, গৃহ ও নিঃশত্রু রাজ্য লাভ করে এবং ইহলোকে অভীষ্ট শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া ভগবানের ভক্তগণ সহ হরির পদে গমন করে। যে স্থানে ভাগবতী কথা হয়, যাহারা সেই কথার শ্রবণে রত, যে সকল লোক শরীর ও ধনাদি দ্বারা সেই শ্রোতা ও বক্তার সেবা করে, ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহারাও ভাগবত সেবার ফল লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ধনাখ্যায় আখ্যাত। পুরাণবক্তা ও শ্রোতার মধ্যে কেহ ধনার্থী কেহ বা কৃষ্ণার্থী হইয়া ব্যাখ্যা ও শ্রবণ করেন। বক্তা ও শ্রোতার এই দ্বিবিধ ভেদ কথিত হয়; যে স্থানে বক্তার অনুরূপ শ্রোতা, সেই স্থানেই সৌখ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বৈপরীত্য ঘটিলে রসাভাসে ফললাভ উভয়ই পণ্ড হয়। যাঁহারা কৃষ্ণার্থী, তাঁহাদের ফল বিলম্বে হয় আর যাহারা ধনার্থী, বিধিবিধানে ভাগবতসেবা সম্পূর্ণ হইলেই অচিরে তাঁহাদের ফল সংঘটিত হইয়া থাকে। যাঁহারা কৃষ্ণার্থী, তাহারা নির্গুণ সেবা করেন, প্রেমই তাঁহাদের উত্তম বিধি। যাহারা সকাম হইয়া ভাগবত সেবা করে, সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহাদিগের সমস্ত বিধি পালন করাই কর্ত্তব্য। এক্ষণে সেই বিধি কথিত হইতেছে,—ব্রতী স্নান করিয়া নিত্য ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক হরির পাদোদক পান করিবে, তার পর পুস্তক এবং গুরুকে উপচার দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া বক্তাই হউক কিংবা শ্রোতাই হউক, অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ভাগবত সেবা করিতে হইবে। ভোজন কালে মৌনী হইয়া দুগ্ধ কিংবা ঘৃত দ্বারা ভোজন করিতে হইবে এবং মৃত্তিকাশয্যা, ক্রোধলোভাদি বর্জ্জন প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগী সমস্ত আচার অবলম্বন করিতে হইবে। অনন্তর নিত্যই কথান্তে হরিনাম কীর্ত্তন এবং সম্পূর্ণদিনে জাগরণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, দক্ষিণাদি প্রদানে তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিবে। অতঃপর গুরুকে বস্ত্র, ভূষণ ও গো প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করিবে। এইরূপে ভাগবতসেবা অনুষ্ঠিত হইলে অভীষ্ট লাভ হয়; মানব দারা, গৃহ, পুত্র এবং ধনাদি অভীষ্ট

যদীপ্সিতম্। পরন্তু শোভতে নাত্র সকামত্বং বিড়ম্বনম্॥ ৪৭॥ কৃষ্ণপ্রাপ্তিকরং শশ্বৎ প্রেমানন্দফলপ্রদম্। শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কীরেণ ভাবিতম্॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

সমস্তই লাভ করে; সমস্তই সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সকাম বলিয়া তাদৃশ শোভমান হয় না। কলিতে এই শুকভাবিত শ্রীমদ্‌ভাগবত কৃষ্ণপ্রাপ্তিকর এবং নিত্য প্রেমানন্দরূপ ফলপ্রদ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪

সমাপ্তমিদং শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যম্। ২—৬।

বিষ্ণুখণ্ডম্।

বৈশাখমাস-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ভূয়োঽপ্যঙ্গভুবং রাজা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। পুণ্যং মাধবমাহাত্ম্যং নারদং পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ১ ॥ অম্বরীষ উবাচ। সর্ব্বেষামপি মাসানাং ত্বত্তো মাহাত্ম্যমঞ্জসা। শ্রুতং ময়া পুরা ব্রহ্মন্ যদা চোক্তং তদা ত্বয়া ॥ ২ ॥ বৈশাখঃ প্রবরো মাসো মাসেষ্বেতেষু নিশ্চিতম্। ইতি তস্মাদ্বিস্তরেণ মাহাত্ম্যং মাধবস্য চ ॥ ৩ ॥ শ্রোতুং কৌতূহলং ব্রহ্মন্ কথং বিষ্ণুপ্রিয়ো হ্যসৌ। কে চ বিষ্ণুপ্রিয়া ধর্ম্মা মাসে মাধববল্লভে ॥ ৪ ॥ তত্রাপ্যস্য তু কর্ত্তব্যাঃ কে ধর্ম্মা বিষ্ণুবল্লভাঃ ॥ কিং দানং কিং ফলং তস্য কমুদ্দিশ্য চরেদিমান্ ॥ ৫ ॥ কৈর্দ্রব্যৈঃ পূজনীয়োঽসৌ মাধবো মাধবাগমে। এতন্নারদ বিস্তার্য্য মহ্যং শ্রদ্ধাবতে বদ ॥ ৬ ॥ শ্রীনারদ উবাচ। ময়া পৃষ্টঃ পুরা ব্রহ্মা মাসধর্ম্মান্ পুরাতনান্। ব্যাজহার পুরা প্রোক্তং যচ্ছ্রিয়ৈ পরমাত্মনা ॥ ৭ ॥ ততো মাসা বিশিষ্যোক্তাঃ কার্ত্তিকো মাঘ এব চ। মাধবস্তেষু বৈশাখং মাসানামুত্তমং ব্যধাৎ ॥ ৮ ॥ মাতেব সর্ব্বজীবানাং সদৈবেষ্টপ্রদায়কঃ। দানযজ্ঞব্রতস্নানৈঃ সর্ব্বপাপবিনাশনঃ ॥ ৯ ॥ ধর্ম্মযজ্ঞক্রিয়াসারস্তপঃসারঃ সুরার্চ্চিতঃ। বিদ্যানাং বেদবিদ্যেব মন্ত্রাণাং প্রণবো যথা ॥ ১০ ॥ ভূরুহাণাং সুরতরুর্ধেনূনাং কামধেনুবৎ। শেষবৎ সর্ব্বনাগাণাং পক্ষিণাং গরুড়ো যথা। দেবানান্তু যথা বিষ্ণুর্বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা। প্রণবৎ প্রিয়বস্তূনাং ভার্য্যেব সুহৃদাং যথা ॥১২॥ আপগানাং যথা গঙ্গা তেজসাং তু রবির্যথা।

প্রথম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—রাজা পুনরায় পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার আত্মজ নারদের নিকট পুণ্য বৈশাখমাস-মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন। অম্বরীষ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যখন আমি আপনার নিকট মাসসমূহের মাহাত্ম্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখনই আপনি নিঃশেষরূপ আমার নিকট সে সকল কহিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! মাসসমূহের মধ্যে বৈশাখ শ্রেষ্ঠ, ইহা নিশ্চিত; অতএব বিস্তারক্রমে সেই বৈশাখমাসের মাহাত্ম্য শুনিতে আমার কুতূহল হইতেছে। এই বৈশাখমাস কিরূপে বিষ্ণুর প্রিয় হইল, এই মাসে বিষ্ণুর প্রিয় ধর্ম্ম কি, বিষ্ণুভক্তগণের বৈশাখমাসে কিরূপ ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য, বৈশাখে কি দান করিতে হয়, সেই দানের ফলই বা কি, কাহার উদ্দেশেই বা এই সকল আচরণ করিতে হয় এবং বৈশাখমাস উপস্থিত হইলে কোন্ কোন্ দ্রব্যে মাধবের পূজা কর্ত্তব্য? হে নারদ! আমি এই সকল জানিবার জন্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছি, অতএব আমায় নিকট বলুন।১—৬। নারদ উত্তর করিলেন,—আমি পূর্ব্বকালে পিতা ব্রহ্মার নিকট পুরাতন মাসধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ভগবান্ নারায়ণ রমার প্রতি এ সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি তৎকালে আমার নিকটও তাহাই বলেন। তিনি মাসসমূহের বিশেষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরম্ভ করিয়া বলেন, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ—মাসসমূহের মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই মাসত্রয়ের মধ্যে আবার বৈশাখমাস প্রধান। সর্ব্বজীবের জননী যেমন স্ব স্ব সন্তানগণের ইষ্টদান করেন, এই বৈশাখমাসও তদ্রূপ নিখিল প্রাণীর শুভদায়ক। এই মাসে দান, যজ্ঞ, ব্রত ও স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়; ধর্ম্ম, যজ্ঞ, ও ক্রিয়াদিতে এই বৈশাখই মাসসমূহের সার; এই সুরপূজিত বৈশাখমাসে তপস্যা করিলেও তাহা সার হইয়া থাকে। যেমন বিদ্যাসকলের মধ্যে বেদবিদ্যা, মন্ত্রসমূহে প্রণব, মহীরুহগণমধ্যে সুরুতরু, ধেনুনিচয়ে কামধেনু, নাগগণমধ্যে শেষ, পক্ষিগণমধ্যে গরুড়, সুরনিকরমধ্যে বিষ্ণু, বর্ণসকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ, প্রিয় বস্তুসমূহে

আয়ুধানাং যথা চক্রং ধাতূনাং কাঞ্চনং যথা॥ ১৩॥ বৈষ্ণবানাং যথা রুদ্রো রত্নানাং কৌস্তুভো যথা। মাসানাং ধর্ম্মহেতূনাং বৈশাখশ্চোত্তমস্তথা॥ ১৪॥ নানেন সদৃশো লোকে বিষ্ণুপ্রীতিবিধায়কঃ। বৈশাখস্নাননিরতে মেষে প্রাগর্ঘ্যমোদয়াৎ॥ ১৫॥ লক্ষ্মীসহায়ো ভগবান্ প্রীতিং তস্মিন্ করোত্যলম্। জন্তূনাং প্রীণনং যদ্বদন্নেনৈব হি জায়তে॥ ১৬॥ তদ্বদ্বৈশাখস্নানেন বিষ্ণুঃ প্রীণাত্যসংশয়ম্। বৈশাখস্নাননিরতান্ জনান্ দৃষ্ট্বানুমোদতে॥ ১৭॥ তাবতাপি বিমুক্তোঽঘৈর্বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। সকৃৎ স্নাত্বা মেষসংস্থে সূর্য্যে প্রাতঃ কৃতাহ্নিকঃ॥ ১৮॥ মহাপাপৈর্বিমুক্তোঽসৌ বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। স্নানার্থং মাসি বৈশাখে পাদমেকং চরেদ্যদি॥ ১৯॥ সোঽশ্বমেধাযুতানাঞ্চ ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্। অথবা কূটচিত্তস্তু কুর্য্যাৎসঙ্কল্পমাত্রকম্॥ ২০॥ সোঽপি ক্রতুশতং পুণ্যং লভেদেব ন সংশয়ঃ। যো গচ্ছেদ্ধনুরায়ামং স্নাতুং মেষগতে রবৌ॥ ২১॥ সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানি চ॥ ২২॥ তানি সর্ব্বাণি রাজেন্দ্র সন্তি বাহ্যেঽল্পকে জলে। তাবল্লিখিতপাপানি গর্জ্জন্তি যমশাসনে॥ ২৩॥ যাবন্ন কুরুতে জন্তুর্বৈশাখে স্নানমম্ভসি। তীর্থাদিদেবতাঃ সর্ব্বা বৈশাখে মাসি ভূমিপ॥ ২৪॥ বহির্জ্জলং সমাশ্রিত্য সদা সন্নিহিতা নৃপ। সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎষড়্‌ঘটিকাবধি॥ ২৫॥ তিষ্ঠন্তি চাজ্ঞয়া বিষ্ণোর্নরাণাং হিতকাম্যয়া। তাবন্নাগচ্ছতাং পুংসাং শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্। স্বস্থানং যান্তি রাজেন্দ্র তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥ ২৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে বৈশাখমাসমাহাত্ম্যে নারদাম্বরীষসংবাদে বৈশাখমাসপ্রশংসাপূর্ব্বকবৈশাখস্নানমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

প্রাণ সুহৃদ্গণের মধ্যে ভার্য্যা, নদীর মধ্যে গঙ্গা, তৈজস বস্তুনিচয়ে সূর্য্য, আয়ুধমধ্যে চক্র, ধাতুনিবহমধ্যে কাঞ্চন, বৈষ্ণবগণমধ্যে রুদ্র এবং রত্ননিচয়মধ্যে যেমন কৌস্তুভ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ধর্ম্মের বীজভূত মাসসমূহের মধ্যে বৈশাখমাসই উত্তম। ইহার তুল্য বিষ্ণুপ্রীতিবিধায়ক মাস আর নাই। যখন রবি মেষরাশিতে উপনীত হন, সেই কালকেই বৈশাখমাস কহে। যে নর বৈশাখের অরুণোদয়ের পূর্ব্বে স্নানরত হয়, রমার সহিত ভগবান্ রমাপতি তাহার প্রতি প্রীত হন। অন্নভোজনে জন্তুগণের যেমন প্রীতি হয়, বৈশাখস্নানেও বিষ্ণু তদ্রূপ প্রীত হইয়া থাকেন সংশয় নাই। যাহারা বৈশাখস্নাননিরত নরকে দেখিয়া হৃষ্ট হয়, তাহারা পাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে। যে মানব মেষসংস্থ-দিবাকরে বৈশাখে প্রতিদিন প্রাতঃস্নান ও পূজাদি করে, সে মহাপাতকনিচয় হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করে। যে মানব বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নানার্থ একপাদ নিক্ষেপ করে, তাহার অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়, সংশয় নাই। কূটবুদ্ধি মানবও যদি বৈশাখ মাসে মনে মনে প্রাতঃস্নানের সঙ্কল্প করে, তাহারও শত যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। মেষসংস্থদিবাকরে যে নর প্রাতঃস্নানার্থ ধনুঃপরিমাণ দীর্ঘ পথ গমন করে, সে বিবিধ বন্ধনবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ত্রিলোকে যে সকল তীর্থ আছে, বৈশাখের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তৎসমস্ত স্বল্পমাত্র জলেরও আশ্রয় লয়; হে ভূমিপ! মানব যত কাল না বৈশাখের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করে, ততক্ষণই যমপুরে লিখিত তদীয় পাপ সকল গর্জ্জন করিবার অবসর পায়। হে নৃপ! মানবগণের হিত কামনায় বিষ্ণুর আদেশে বৈশাখমাসে তীর্থাদিদেবগণ তীর্থ ভিন্ন সকল জলই আশ্রয় করিয়া সতত সন্নিহিত থাকেন; সূর্য্যোদয় হইতে ষষ্ঠঘটিকা পর্য্যন্তই তীর্থাদি ও দেবগণ জলে বাস করেন। হে রাজেন্দ্র! তাবৎকাল মধ্যে যাহারা স্নানার্থ আগমন না করে, তীর্থাদিদেবগণ তাহাদিগকে সুদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়া স্বস্থানে চলিয়া যান; অতএব ঐ সময়ে স্নান করাই কর্ত্তব্য। ৭—২৬।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ন মাধবসমো মাসো ন কৃতেন যুগং সমম্। ন চ বেদসমং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্॥ ১॥ ন জলেন সমং দানং ন সুখং ভার্য্যয়া সমম্। ন কৃষেস্তু সমং বিত্তং ন লাভো জীবিতাৎ পরঃ॥ ২॥ ন তপোঽনশনাত্তুল্যং ন দানাৎ পরমং সুখম্। ন ধর্ম্মস্তু দয়াতুল্যো ন জ্যোতিশ্চক্ষুষা সমম্॥ ৩॥ ন তৃপ্তিরশনাত্তুল্যা ন বাণিজ্যং কৃষেঃ সমম্। ন ধর্ম্মেণ সমং মিত্রং ন সত্যেন সমং যশঃ॥ ৪॥ নারোগ্যসমমুত্থানং ন ত্রাতা কেশবাৎ পরঃ। ন মাধবসমং লোকে পবিত্রং কবয়ো বিদুঃ॥ ৫॥ মাধবঃ পরমো মাসঃ শেষশায়িপ্রিয়ঃ সদা। অব্রতেন ক্ষিপেদ্‌যস্তু মাসং মাধববল্লভম্॥ ৬॥ তির্য্যগ্‌যোনিং স যাত্যাশু সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। অব্রতেন গতো যেষাং মাধবো মর্ত্ত্যধার্ম্মিণাম্॥ ৭॥ ইষ্টাপূর্ত্তে বৃথা তেষাং ধর্ম্মো ধর্ম্মভৃতাং বর। প্রবৃত্তানাং তু ভক্ষ্যাণাং মাধবে নিয়মে কৃতে॥ ৮॥ অবশ্যং বিষ্ণুসাযুজ্যং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ। সন্তীহ বহুবিত্তানি ব্রতানি বিবিধানি চ। দেহায়াসকরাণ্যেব পুনর্জ্জন্মপ্রদানি চ। বৈশাখস্নানমাত্রেণ ন পুনর্জ্জায়তে ভুবি॥ ১০॥ সর্ব্বদানেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি মাধবে জলদানতঃ॥ ১১॥ জলদানাসমর্থেন পরস্যাপি প্রবোধনম্। কর্ত্তব্যং ভূতিকামেন সর্ব্বদানাধিকং হিতম্॥ ১২॥ একতঃ সর্ব্বদানানি জলদানং হি চৈকতঃ। তুলামারোপিতং পূর্ব্বং জলদানং বিশিষ্যতে॥ ১৩॥ মার্গেঽধ্বগানাং যো মর্ত্ত্যঃ প্রপাদানং করোতি হি। স কোটিকুলমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ১৪॥ দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ ঋষীণাং রাজসত্তম। অত্যন্তপ্রীতিদং সত্যং প্রপাদানং ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥ প্রপাদানেন সন্তুষ্টা যেনাধ্বশ্রমকর্ষিতাঃ। তোষিতাস্তেন দেবাশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥ ১৬॥ সলিলং সলিলেচ্ছূনাং ছত্রং ছায়ামপীচ্ছতাম্। ব্যজনং ব্যজনেচ্ছূনাং বৈশাখে মাসি ভূমিপ॥ ১৭॥ জলং ছত্রং চ ব্যজনং দানং যেষাং বিশিষ্যতে। মাধবে মাসি

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—বৈশাখমাসের সমান মাস নাই। কবিগণ বলিয়াছেন,—যেমন সত্যযুগের সমান যুগ, বেদসদৃশ শাস্ত্র, গঙ্গাতুল্য তীর্থ, জলের সমতুল দান, ভার্য্যাসুখসদৃশ সুখ, কৃষিসদৃশ সম্পদ্, জীবনলাভের তুল্য লাভ, অনশনসমান ব্রত, দানসদৃশ শ্রেষ্ঠ সুখ, দয়ার তুল্য ধর্ম্ম, চক্ষুর অনুরূপ জ্যোতিঃ, রসনাতুল্য তৃপ্তি, কৃষির তুল্য বাণিজ্য, ধর্ম্মের তুল্য মিত্র, সত্যের সমান যশঃ, আরোগ্যের ন্যায় উন্নতি, এবং কেশবসদৃশ ত্রাতা নাই; তদ্রূপ ত্রিলোকে মাসসমূহ মধ্যে বৈশাখের সদৃশ পবিত্র মাস আর নাই। বৈশাখ মাসই মাসমধ্যে প্রধান ও শেষশায়ী হরির সর্ব্বদা প্রিয়। যে মানব মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসব্রত ব্যতীত অতিবাহিত করে, সে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়া সত্বর তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! যে সকল মানবের বিনাব্রতে বৈশাখ মাস অতিবাহিত হয়, তাহাদের ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া থাকে। মানবগণ স্বভাবতঃ যাহা ভোজন করে, বৈশাখ মাসে সেই ভক্ষ্য বস্তু সকল নিয়মিত হইলে, অবশ্যই মানবেরা বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করিবে, সংশয় নাই। এ সংসারে বহু বিত্তসাধ্য বিবিধ ব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে; সে সকল শরীরের আয়াসকর এবং জন্মান্তরপ্রদ; কিন্তু বৈশাখের স্নানমাত্রে ভূতলে আর জন্মগ্রহণ হয় না। ১—১০। নিখিল দানে ও তীর্থে যে ফললাভ হয়, একমাত্র বৈশাখে জলদান করিলে তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বয়ং জলদানে অসমর্থ, তাদৃশ ভূতিকামী মানব অন্যকে জলদানার্থ উদ্বুদ্ধ করিবে; কেননা এই জলদানই দাননিচয়ের মধ্যে প্রধান ও হিতকর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিদ্‌গণ একদিকে সর্ব্ববিধ দান, ও অন্যদিকে একমাত্র জলদান, তুলিত করিয়া জলদানকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। যে মানব পথিকগণের জন্য পথে প্রপাদান করে, সে কোটিকুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে। হে নৃপসত্তম! প্রপাদানই ঋষি, দেব ও পিতৃগণের অত্যন্ত প্রীতিদ, ইহা আমি সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি। সংশয় নাই। প্রপাদানে যিনি পথক্লিষ্ট পথিকগণকে সন্তুষ্ট করেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণও তাঁহার প্রতি প্রীত হন। হে ভূমিপাল! বৈশাখমাসে জলেচ্ছু মানবগণকে জল, ছায়াভিলাষীদিগকে ছত্র এবং ব্যজনেচ্ছু জনগণকে ব্যজনদান কর্ত্তব্য। দান সকলের মধ্যে জল, ছত্র ও ব্যজনদানই প্রশস্ত; অতএব যে মানব

সম্প্রাপ্তে ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে॥ ১৮॥ অদত্ত্বোদক-কুম্ভঞ্চ চাতকো জায়তে ভুবি॥ ১৯॥ যো দদ্যাচ্ছীতলং তোয়ং তৃষার্ত্তায় মহাত্মনে। তাবন্মাত্রেণ রাজেন্দ্র রাজসূয়াযুতং লভেৎ॥ ২০॥ ঘর্ম্মশ্রমার্ত্ত-বিপ্রায় বীজয়েদ্ব্যজনেন যঃ। তাবন্মাত্রেণ নিষ্পাপো বিহগাধিপতির্ভবেৎ॥ ২১॥ অদত্ত্বা ব্যজনং ভূপ বৈশাখে তু দ্বিজাতয়ে। বাতরোগশতাকীর্ণো নরকানেব বিন্দতি॥ ২২॥ যো বীজয়েৎ পটেনাপি পথি শ্রান্তং দ্বিজোত্তমম্। তাবতাথ বিমুক্তোঽহসৌ বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ২৩॥ যস্তালব্যজনং বাপি দত্ত্বা শুদ্ধেন চেতসা। বিধূয় সর্ব্বপাপানি ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥ ২৪॥ সদ্যঃ শ্রমহরং পুণ্যং ন দদ্যাদ্ব্যজনং নরঃ। নারকীং যাতনাং ভুক্ত্বা কশ্মলো জায়তে ভুবি॥ ২৫॥ আধ্যাত্মিকাদিদুঃখানাং শান্তয়ে মনুজেশ্বর। ছত্রং দদ্যাৎ প্রযত্নেন বৈশাখে মাসি বা সকৃৎ॥ ২৬॥ অচ্ছত্রদো নরো যস্তু বৈশাখে মাধবপ্রিয়ে। ছায়াহীনো মহাক্রূরঃ পিশাচো ভুবি জায়তে॥ ২৭॥ যো দদ্যাৎ পাদুকে দিব্যে মাধবে মাধবপ্রিয়ে। যমদূতো তিরস্কৃত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ২৮॥ পাদত্রাণন্তু যো দদ্যাদ্বৈশাখে মাধবাগমে। ন তস্য নারকো লোকো ন ক্লেশা ঐহিকাশ্চ যে॥ ২৯॥ পাদুকে যাচমানায় যো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় চ। স ভূপালো ভবেদ্ভূমৌ কোটিজন্মস্বসংশয়ম্॥ ৩০॥ অনাথমণ্ডপং মার্গে শ্রমহারি করোতি যঃ। তস্য পুণ্যফলং বক্তুং ব্রহ্মণাপি ন শক্যতে॥ ৩১॥ মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণং প্রাপ্তমতিথিং ভোজয়েদ্যদি। ন তস্য ফলবিশ্রান্তির্ব্রহ্মণাপি নিরূপিতা॥ ৩২॥ সদ্যঃ স্বাপ্যায়নং নৃণামন্নদানং নরাধিপ। তস্মান্নান্নেন সদৃশং দানং লোকেষু বিদ্যতে॥ ৩৩॥ মার্গশ্রান্তায় বিপ্রায় প্রশ্রয়ং প্রদদাতি যঃ। তস্য পুণ্যফলং বক্তুং ব্রহ্মণাপি ন শক্যতে॥ ৩৪॥ দারাপত্যগৃহাদীনি বাসোঽলঙ্কারভূষণম্। অসহ্যং নাপ্নতঃ পুংসঃ সহ্যং ভুক্তবতো ধ্রুবম্॥ ৩৫॥ তস্মাদন্নসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। বৈশাখে যেন চাদত্তং মার্গশ্রান্তে চ ভূসুরে॥ ৩৬॥ স পিশাচো ভবেদ্ভূমৌ স্বমাংসান্যেব খাদতি। যথা-

---

বৈশাখমাসে কুটুম্বী ব্রাহ্মণকে জলকুম্ভ দান না করে, ভূতলে তাহার চাতক-জন্ম হয়। হে রাজেন্দ্র! যে নর তৃষ্ণার্ত্ত মহাত্মা মানবকে শীতল জল দান করে, দানমাত্রেই তাহার অযুত রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে বিপ্র ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এবংবিধ বিপ্রকে যে ব্যজনদ্বারা বীজন করে, সে তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইয়া ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হয়। হে ভূপ! মানব বৈশাখে দ্বিজাতিকে ব্যজন দান না করিয়া শত শত বাতরোগাকীর্ণ হয় এবং সে নরকে গমন করিয়া থাকে। যে নর পথশ্রান্ত দ্বিজোত্তমকে বস্ত্রদ্বারা বীজন করে, বীজন প্রভাবেই সে মুক্তিলাভ করিয়া বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ১১—২৩। যে মানব শুদ্ধচিত্তে তালব্যজন দান করে, নিখিল পাপ বিধৌত করিয়া সে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। যে নর সদ্যঃ শ্রমহর পবিত্র ব্যজন দান না করে, সে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে বসুধাতলে কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত হইয়া জন্মলাভ করে। হে মনুজেশ্বর! আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের শান্তির জন্য বৈশাখ মাসে যত্নপূর্ব্বক ছত্রদান করিবে। যে মানব মাধবপ্রিয় বৈশাখ মাসে একবারও ছত্রদান করে নাই, সে ভূতলে নিরাশ্রয় মহাক্রূর পিশাচ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। যে মানব মাধববল্লভ বৈশাখ মাসে পাদুকাযুগল দান করে, যমদূতদ্বয়কে তিরস্কার করিতে করিতে সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। বৈশাখমাসসমাগমে যে মানব পাদত্রাণ পাদুকা দান করে, তাহার আধ্যাত্মিকাদি ঐহিক ক্লেশ ও পারত্রিক নরকযন্ত্রণা ভোগ হয় না। যে মানব পাদুকাপ্রার্থী ব্রাহ্মণকে পাদুকা দান করে, সে ভূতলে কোটিজন্ম ভূপাল হয়, সংশয় নাই। যে মানব ছায়াহীন পথে অনাথ পথিকগণের শ্রমাপহারী ছায়ামণ্ডপ নির্ম্মাণ করে, ব্রহ্মাও তাহার পুণ্যফল বলিতে সমর্থ নহেন। মধ্যাহ্ন সময়ে অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইয়া যে ভোজন করায়, ব্রহ্মাও তাহার ফলসীমা নিরূপিত করিতে পারেন নাই। হে নরাধিপ! অন্নদানে নরগণ সদ্যঃ আপ্যায়িত হয়, অতএব ত্রিভুবনে অন্নদানের সমান দান নাই। যে মানব পথশ্রান্ত বিপ্রকে আশ্রয় দান করে, ব্রহ্মাও তাহার পুণ্যফল বলিতে সমর্থ নহেন। ত্রিলোকে সকলেই কিছু পত্নী, অপত্য, গৃহাদি, বস্ত্র এবং অলঙ্কার-ভূষণ ভোগ করে না; কিন্তু অন্ন ভোজন সকলেই করিয়া থাকে, সংশয় নাই; অতএব অন্নদানের সমান দান হয়ও নাই, হইবেও না। যে নর বৈশাখমাসে পথশ্রান্ত বিপ্রকে অন্নদান না করে, সে ভূতলে পিশাচ হইয়া আত্মমাংস ভক্ষণ

বিভূতি দাতব্যং তস্মাদন্নং দ্বিজাতয়ে ॥ ৩৭॥ অন্নদো মাতৃপিত্রাদীন্ বিস্মারয়তি ভূমিপ। তস্মাদন্নং প্রশংসন্তি লোকাস্ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনঃ॥ ৩৮॥ মাতরঃ পিতরশ্চাপি কেবলং জন্মহেতবঃ। অন্নদং পিতরং লোকে বদন্তি চ মনীষিণঃ॥ ৩৯॥ অন্নদে সর্ব্বতীর্থানি অন্নদে সর্ব্বদেবতাঃ। অন্নদে সর্ব্বধর্ম্মাশ্চ তিষ্ঠন্ত্যরিধরান্তক॥ ৪০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষ সংবাদে দানিরূপণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। যো মর্ত্ত্যো দ্বিজবর্য্যায় পর্য্যঙ্কং তু দদাতি হি। যত্র স্বস্থঃ সুখং শেতে শীতানিলনিষেবিতঃ॥ ১॥ ধর্ম্মসাধনভূতে হি দেহে নৈরুজ্যমাপ্নুতে। তং দত্ত্বা সকলং তাপং নিরস্য গতকল্মষঃ॥ ২॥ অখণ্ডপদবীং যাতি যোগিনামপি দুর্লভাম্। বৈশাখে ঘর্ম্মতপ্তানাং শ্রান্তানাং তু দ্বিজন্মনাম্॥৩॥ দত্ত্বা শ্রমাপহং দিব্যং পর্য্যঙ্কং মনুজেশ্বর। ন জাতু সীদতে লোকে জন্মমৃত্যুজরাদিভিঃ॥ ৪॥ গৃহীত্বা ব্রাহ্মণো যত্র শেতে চাজীবমাস্থিতঃ। আসীনে সকলং পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ কৃতম্॥ ৫॥ বিলয়ং যাতি রাজেন্দ্র কর্পূর ইব চাগ্নিনা। শয়নে ব্রহ্মনির্ব্বাণং স নরো যাতি নিশ্চিতম্॥ ৬॥ যো দদ্যাৎ কশিপুং মাসে বৈশাখে স্নানবজ্জনে। সর্ব্বভোগসমাযুক্তস্তস্মিন্নেব হি জন্মনি॥ ৭॥ সাধবো বর্ত্তন্তে নূনং রোগাদিভিরনাহতঃ। আয়ুষ্যং পরমারোগ্যং যশো ধৈর্য্যঞ্চ বিন্দতি॥ ৮॥ নাধার্ম্মিকঃ কুলে তস্য জায়তে শতপৌরুষম্। ভুক্ত্বা তু সকলান্ ভোগাংস্ততঃ পঞ্চত্বমেষ্যতি॥ ৯॥ নির্ধূতাখিলপাপস্তু ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি। শ্রোত্রিয়ায় দ্বিজেন্দ্রায় যো দদ্যাদুপবর্হণম্॥ ১০॥ সুখং নিদ্রা বিনা যেন ন নৃণাং জায়তে ক্বচিৎ। সর্ব্বেষামাশ্রয়ো ভূত্বা ভুবি সাম্রাজ্যমশ্নুতে॥ ১১॥ পুনঃ সুখী পুনর্ভোগী পুনর্ধর্ম্মপরায়ণঃ। আসপ্তজন্ম রাজেন্দ্র জায়তে সর্ব্বতো জয়ী॥ ১২॥ পশ্চাৎ সপ্তকুলৈর্যুক্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। তার্ণং কটন্তু যো দদ্যাৎকটমস্তদথাপি বা॥ ১৩॥ তত্র শেতে স্বয়ং বিষ্ণুর্যতস্তঃ

করে; অতএব দ্বিজগণকে যথাশক্তি অন্নদান করিবে। হে ভূমিপ! অন্নদাতা অন্নদানে মাতা পিতা প্রভৃতি পিতৃলোকের বিস্মৃতি জন্মাইয়া দেয়, অতএব ত্রিলোকবাসী অন্নকে প্রশংসা করিয়া থাকে। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন,—সংসারে পিতা-মাতা কেবল জন্মের হেতু; আর অন্নদাতাই যথার্থ পিতা। হে অরিপুরঘাতিন্! নিখিল তীর্থ, সমুদয় দেব এবং সর্ব্বধর্ম্মই অন্নদাতায় প্রতিষ্ঠিত। ২৪—৪০।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—মানব যে পর্য্যঙ্কে শীতল সমীরণ সেবা করত সুস্থ হইয়া সুখে শয়ন করে, যাহাতে শয়ন করিয়া নিখিল ধর্ম্মের নিদানভূত দেহ নীরোগতা প্রাপ্ত হয়, দ্বিজবর্য্যকে এইরূপ পর্য্যঙ্কদানকারী নর নিখিল তাপ দূর করিয়া বিগতপাপ হয় এবং তাহার যোগিগণেরও দুর্লভ অখণ্ড পদবী লাভ হয়। হে মনুজেশ্বর! বৈশাখে ঘর্ম্মতপ্ত শ্রান্ত দ্বিজগণকে যে মানব শ্রমাপহর দিব্য পর্য্যঙ্ক দান করে, জন্ম, মৃত্যু ও জরাদি ইহলোকে তাহাকে কদাচ পীড়িত করে না। পর্য্যঙ্ক গ্রহণ করিয়া দ্বিজ যদি আজীবন তাহাতে অবস্থান করেন, অনল-সংযোগে কর্পূর যেরূপ দগ্ধ হয়, তদ্রূপ উপবেশনে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সকল পাপ বিনষ্ট হয়, এবং শয়নে নর ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে, সংশয় নাই। যে নর স্নান যোগ্য মনোজ্ঞ বৈশাখমাসে শয্যা দান করে, সেই জন্মেই সে সর্ব্বভোগসমাযুক্ত হয় এবং সবংশ রোগাদি দ্বারা অনাক্রান্ত হইয়া আয়ুষ্য পরম আরোগ্য যশ ও ধৈর্য্য লাভ করে, সংশয় নাই। তাহার কুলে অধস্তন শত পুরুষ পর্য্যন্ত অধার্ম্মিক জন্মে না, বিবিধ ভোগ উপভোগানন্তর তাহার পঞ্চত্বলাভ হয়, এবং সেই ব্যক্তি ধূতপাপ হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যে বালিশ ব্যতীত কদাচ মানবগণের সুখনিদ্রা হয় না, যিনি বেদবিৎ বিপ্রেন্দ্রকে সেই বালিশ প্রদান করেন, তিনি ভূতলে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন এবং তিনি সকলের শরণ্য হইয়া থাকেন। ১—১১। হে রাজেন্দ্র! কেবল ইহাই নহে; তিনি সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ একবার সুখী, একবার ভোগী ও একবার ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সর্ব্বত্র জয়লাভ করেন এবং অবশেষে সপ্তকুলের সহিত স্বর্গে বাস করেন। পরমেশ্বর বিষ্ণু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তিনি তৃণ

পরমেশ্বরঃ। যথা জলগতা চোর্ণা ন জলৈর্ভিদ্যতে কচিৎ॥ ১৪॥ তথা সংসারগো জন্তুঃ সংসারে ন চ বধ্যতে। আসনে শয়নে সক্তঃ কটদঃ সর্ব্বতঃ সুখী॥ ১৫॥ প্রশ্রয়ে শয়নার্থায় যো দদ্যাৎ কটকম্বলম্। তাবন্মাত্রেণ মুক্তঃ স্যাদত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৬॥ নিদ্রয়া হীয়তে দুঃখং নিদ্রয়া হীয়তে শ্রমঃ। সা নিদ্রা কটসংস্থস্য সুখং সঞ্জায়তে ধ্রুবম্॥ ১৭॥ যো দদ্যাৎ কম্বলং রাজন্ বৈশাখে মাধবাগমে। অপমৃত্যোঃ কালমৃত্যোর্ম্মুক্তো জীবতি বৈ শতম্॥ ১৮॥ দদ্যাদ্বস্ত্রং সূক্ষ্মতরং দ্বিজেন্দ্রে ধর্ম্মকর্শিতে। পূর্ণমায়ুঃ সমাপ্নোতি পরত্র চ পরাং গতিম্॥ ১৯॥ অন্তস্তাপহরং দিব্যং কর্পূরন্তু দ্বিজাতয়ে। দত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি দুঃখশান্তিঞ্চ বিন্দতি॥ ২০॥ কুসুমানি চ যো দদ্যাৎ কুঙ্কুমঞ্চ দ্বিজাতয়ে। সার্ব্বভৌমো ভবেদ্রাজা সর্ব্বলোকবশঙ্করঃ॥ ২১॥ পুত্রপৌত্রাদিভোগাংশ্চ ভুক্ত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। ত্বগস্থিগতসন্তাপং সদ্যো হরতি চন্দনম্॥ ২২॥ তাপত্রয়বিনির্ম্মুক্তস্তদত্বা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। ঔশীরং চাষকং কৌশং যো দদ্যাজ্জলবাসিতম্॥ ২৩॥ সর্ব্বভোগেষু রাজেন্দ্র স তু দেবসহায়বান্। পাপহানিং দুঃখহানিং প্রাপ্য নির্ব্বৃতিমাপ্নুয়াৎ॥ ২৪॥ গোরোচং মৃগনাভিঞ্চ দদ্যাদ্বৈশাখধর্ম্মবিৎ। তাপত্রয়বিনির্ম্মুক্তঃ পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ২৫॥ তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং যো দদ্যান্মেষগে রবৌ। সার্ব্বভৌমসুখং ভুক্ত্বা পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ২৬॥ শতপত্রীঞ্চ যূথীঞ্চ মেষমাসে দদন্নরঃ। স সার্ব্বভৌমো ভবতি পশ্চান্মোক্ষঞ্চ বিন্দতি॥ ২৭॥ কেতকীং মল্লিকাং বাপি যো দদ্যান্মাধবাগমে। স তু মোক্ষমবাপ্নোতি মধুশাসনশাসনাৎ॥২৮॥ পূগীফলন্তু যো দদ্যাৎ সুগন্ধং তু দ্বিজাতয়ে। নারিকেলফলং রাজংস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ২৯॥ সপ্ত জন্ম ভবেদ্বিপ্রো ধনাঢ্যো বেদপারগঃ। পশ্চাৎ সপ্তকুলৈর্যুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৩০॥ বিশ্রামমণ্ডপং যস্তু কৃত্বা দদ্যাদ্দ্বিজন্মনে। তস্য পুণ্যফলং বক্তুং নাহং শক্নোমি ভূপতে॥ ৩১॥ সুচ্ছায়ামণ্ডপং যস্তু সিকতাকীর্ণমঙ্গনা। সপ্রপং কারয়েদ্যস্তু স তু লোকাধিপো

বা খর্জ্জুরপত্রাদি কটেও শয়ন করেন, যে মানব তৃণ বা খর্জ্জুরপত্রাদিনির্ম্মিত অন্যবিধ কট প্রদান করে, জলগত উর্ণায় যেরূপ জলস্পর্শ হয় না, তদ্রূপ কটদ মানবও সংসাররত হইয়াও ব্যথিত হয় না এবং কটদ কি আসন কি শয়ন যাহাতে আসক্ত হউক না কেন, সর্ব্বত্র সুখী হয়। আশ্রিত ব্যক্তিকে যে মানব শয়নের জন্য কট ও কম্বল প্রদান করে, সেই কট-কম্বলদানপ্রভাবেই তাহার মুক্তি হয়, এ বিষয়ে বিচার-বিতর্ক নাই। নিদ্রা দুঃখ প্রদান করে, নিদ্রা দ্বারা মানব পরিশ্রান্ত হয়, কিন্তু সেই নিদ্রা কটস্বামীর সুখ জন্মাইয়া দেয়, সংশয় নাই। হে রাজন্! বৈশাখমাসে মাধবাগমে যে মানব কম্বল দান করে, কি অপমৃত্যু কি কালমৃত্যু, সর্ব্ববিধ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সে শতায়ু হয়। ধর্ম্মকর্শিত দেহে দ্বিজেন্দ্রকে সূক্ষ্মতর বস্ত্র দান করিলে ইহকালে পূর্ণায়ুঃ এবং অন্তে পরমগতি লাভ হয়। হে রাজেন্দ্র। দ্বিজগণকে তাপহর দিব্য কর্পূর দান করিলে দুঃখশান্তি ও মোক্ষলাভ হয়। যে রাজা দ্বিজকে কুসুম, কুঙ্কুম ও চন্দন দান করেন, তিনি সার্ব্বভৌম হইয়া সকল লোকের ঈশ্বর হন এবং তিনি পুত্র ও পৌত্রাদিসহ বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া মোক্ষলাভ করেন। চন্দনদানে মানবের ত্বক্ ও অস্থিগত সন্তাপ সদ্য দূর হয়, এবং চন্দনদাতা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করে। হে রাজেন্দ্র! যে মানব ঔশির চাষক ও কুশসংস্কৃত কিংবা জলবাসিত চন্দন দান করে, সে সুরগণের সহায় হইয়া বিবিধভোগ উপভোগ করে, এবং তাহার দুঃখহানি, পাপহানি ও মোক্ষ হয়। ১২—২৪। বৈশাখ মাসের ধর্ম্ম জানিয়া যে মানব গোরোচনা ও মৃগনাভি দান করে, সে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়বিমুক্ত হইয়া পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। মানব মেষরাশিগত দিবাকরে বৈশাখ মাসে সকর্পূর তাম্বূল দান করিয়া সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং ভোগাবসানে মুক্ত হইয়া থাকে। বৈশাখমাসে শতপত্রী ও যূথীদান করিয়া প্রথমে সার্ব্বভৌমত্ব ও পশ্চাৎ মুক্তিলাভ করে। বৈশাখ মাসে মানব কেতকী কিংবা মল্লিকা দান করিয়া মধুশাসনের শাসনে মোক্ষলাভ করে। হে রাজন্! যে নর দ্বিজকে সুগন্ধ পূগ ও নারিকেল ফল দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। পূগ ও নারিকেলফলদাতা সপ্তজন্ম বেদপারগ ধনাঢ্য বিপ্র হয় এবং সপ্তকুলের সহিত মিলিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে ভূপতে! যে ব্যক্তি বিশ্রামমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিজকে দান করে, আমি তাহার পুণ্যফল বলিতে সমর্থ নহি। যে মানব উত্তম ছায়া ও সিকতাকীর্ণ প্রপাযুক্ত মণ্ডপ

ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ মার্গোদ্যানং তড়াগং বা কূপং মণ্ডপমেব চ। যঃ করোতি স ধর্ম্মাত্মা তস্য পুত্রৈশ্চ কিং ফলম্ ॥ ৩৩ ॥ কূপস্তড়াগমুদ্যানং মণ্ডপঞ্চ প্রপা তথা। সদ্ধর্ম্মকরণং পুত্রঃ সন্তানং সপ্তধোচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ এতেষামুত্তমাভাবে নোর্দ্ধং গচ্ছন্তি মানবাঃ। সচ্ছাস্ত্রশ্রবণং তীর্থযাত্রা সজ্জনসঙ্গতিঃ ॥ ৩৫ ॥ জলদানং চান্নদানমশ্বত্থারোপণং তথা। পুত্রশ্চেতি চ সন্তানং সপ্তমেহতিবিদো বিদুঃ ॥ ৩৬ ॥ নাসন্ততির্লভেল্লোকান্ কৃত্বা ধর্ম্মশতান্যপি। তস্মাৎ সন্তানমন্বিচ্ছেৎ সন্তানেষেকতো ব্রজেৎ ॥ ৩৭ ॥ পশূনাং পক্ষিণাং চৈব মৃগাণাং চৈব ভূরুহাম্। নোর্দ্ধলোকং সুখং যান্তি মনুষ্যাণান্তু কা কথা ৩৮ ॥ পূগীফলসমাযুক্তং নাগবল্লীদলৈর্যুতম্। কর্পূরাগুরুসংযুক্তং দদত্তাম্বুলমুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥ শারীরৈঃ সকলৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। তাম্বুলদো যশো ধৈর্য্যং শ্রিয়মাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥৪০॥ রোগী দত্ত্বা বিরোগঃ স্যাদরোগী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। বৈশাখে মাসি যো দদ্যাত্তক্রং তাপবিনাশনম্ ॥ ৪১ ॥ বিদ্যাবান্ ধনবান্ ভূমৌ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। ন তক্রসদৃশং দানং ঘর্ম্মকালেষু বিদ্যতে ॥ ৪২ ॥ তস্মাত্তক্রং প্রদাতব্যমধ্বশ্রান্তদ্বিজাতয়ে। জম্বীরস্বরসোপেতং লসল্লবণামিশ্রিতম্ ॥ ৪৩ ॥ যস্তক্রমকটিস্রং তু দত্ত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। যো দদ্যাদ্দধিখণ্ডং তু বৈশাখে ঘর্ম্মশান্তয়ে। তস্য পুণ্যফলং বক্তুং নাহং শক্নোমি ভূমিপ ॥ ৪৪ ॥ যো দদ্যাত্তণ্ডুলান্ দিব্যান্মধুসূদনবল্লভে ॥ ৪৫ ॥ স লভেৎ পূর্ণমায়ুষ্যং সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ। যো ঘৃতং তেজসো রূপং গব্যং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে। সোঽশ্বমেধফলং প্রাপ্য মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৪৬ ॥ উর্ব্বারুং গুড়সংমিশ্রং বৈশাখে মেষগে রবৌ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শ্বেতদ্বীপে বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৪৭ ॥ যশ্চেক্ষুদণ্ডং সায়াহ্নে দিবাতাপোপশান্তয়ে। ব্রাহ্মণায় চ যো দদ্যাত্তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৪৮ ॥ বৈশাখে পানকং দত্ত্বা সায়াহ্নে শ্রমশান্তয়ে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯ ॥ সফলং পানকং মেষমাসে সায়ং দ্বিজাতয়ে। দদ্যাত্তেন পিতৃণাং তু সুধাপানং ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ বৈশাখে পানকং চূতসুপক্কফল-

---

নির্ম্মাণ করেন, তিনি লোকগণের অধীশ্বর হন। যে মানব পথসমীপে উদ্যান, তড়াগ, কূপ ও মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন, সেই ধর্ম্মাত্মার বহু পুত্রে কি প্রয়োজন ? কূপ, তড়াগ, উদ্যান, মণ্ডপ, প্রপা, উত্তম ধর্ম্ম, কারুণ্য, এবং পুত্র—এই সাতটীকেই সপ্তবিধ সন্তান বলা হয়; ইহার একটীরও অভাব হইলে মানবের উর্দ্ধগতি হয় না। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ আরও সাতটী বস্তুকে সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যথা—উত্তমশাস্ত্র শ্রবণ, তীর্থযাত্রা, সাধুসংসর্গ, জলদান, অন্নদান, অশ্বত্থ তরুরোপণ ও পুত্র। এই সকল সন্তানহীন মানব শত ধর্ম্ম করিয়াও শ্রেষ্ঠলোক লাভ করিতে পারে না; অতএব নর যাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ সন্তানের মধ্যে একটীও লাভ করিতে পারে, তদনুরূপ কার্য্য করিবে। পশু, পক্ষী, মৃগ ও মহীরুহ—ইহারাও কি সুখে উর্দ্ধলোকে গমন করে না ? মনুষ্যের কথা আর কি কহিব ? যে সকল লোক নাগবল্লীদল, পূগফল, কর্পূর ও অগুরুযুক্ত তাম্বুল দান করে, তাহারা শরীরগত নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। তাম্বুলদাতা যশ, ধৈর্য্য এবং সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। রোগী ব্যক্তি তাম্বুলদানে রোগমুক্ত এবং সুস্থ সবল লোক তাম্বুল দান করিয়া মুক্ত হয়। বৈশাখমাসে যে মানব তাপ-বিনাশন তক্রদান করে, সে ভূতলে বিদ্যাবান্ ও ধনাঢ্য হইয়া জন্মলাভ করিয়া থাকে, সংশয় নাই। গ্রীষ্মকালে তক্রের তুল্য শ্রেষ্ঠ দান নাই, অতএব পথক্লিষ্ট দ্বিজকে তক্র দান করিবে। জম্বীররস ও লবণের সহিত তক্র মিলিত হইলে মনোজ্ঞদর্শন ও রুচিকর হয়; ঐ তক্রদানে মোক্ষ হইয়া থাকে। হে ভূমিপাল! ঘর্ম্ম নিবৃত্তির জন্য যে মানব বৈশাখ মাসে ঘন দধি দান করে, আমি তাহার পুণ্যফল বলিতে সমর্থ নহি। মধুসূদনের প্রিয় বৈশাখ মাসে যে মানব দিব্য তণ্ডুল দান করে, তাহার পূর্ণ আয়ু ও নিখিল যজ্ঞফললাভ হয়। যে মানব দ্বিজকে তেজোরূপ গব্যঘৃত দান করে, সে অশ্বমেধফললাভ করিয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। দিবাকরের মেষরাশি গমনকালীন বৈশাখ মাসে মানব গুড়যুক্ত উর্ব্বারুক (ফুটি) দান করে, তাহার সকল পাপ বিদূরিত হয় এবং শ্বেতদ্বীপে বাস হইয়া থাকে। যে মানব দিবসের তাপশান্তির জন্য সায়ংসময়ে দ্বিজাতিকে ইক্ষুদণ্ড দান করে, তাহার পুণ্য অনন্ত। পরিশ্রমশান্তির জন্য বৈশাখের সায়াহ্নে পানীয় দান করিলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হয়; ঐ পানীয় আবার ফলসংযুক্ত করিয়া দান করিলে তদীয় পিতৃগণ সুধা পানের তৃপ্তিলাভ করেন

সংযুক্তম্। তস্য সর্ব্বাণি পাপানি বিনাশং যান্তি নিশ্চিতম্ ॥ ৫১ ॥ যো দদ্যাচ্চৈত্রদর্শে তু কুম্ভং পূর্ণং তু পানকৈঃ। গয়াশ্রাদ্ধশতং তেন কৃতমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ কস্তূরীকর্পূরোপেতং মল্লিকোশীর-সংযুতম্। কলশং পানকৈঃ পূর্ণং চৈত্রদর্শে তু মানবঃ। দদ্যাৎ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য স বাজপেয়বতিদো ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দাননিরূপণং নারদাম্বরীষসংবাদে নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। তৈলাভ্যঙ্গং দিবা স্বাপং তথা বৈ কাংস্যভোজনম্। খট্টানিদ্রাং গৃহে স্নানং নিষিদ্ধস্য চ ভক্ষণম্ ॥ ১ ॥ বৈশাখে বর্জ্জয়েদষ্টৌ দ্বিভুক্তং নক্তভোজনম্। পদ্মপত্রে তু যো ভুঙ্‌ক্তে বৈশাখে ব্রতসংস্থিতঃ ॥ ২ ॥ স তু পাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণু-লোকঞ্চ গচ্ছতি। বৈশাখে মাসি মধ্যাহ্নে শ্রান্তানাং তু দ্বিজন্মনাম্। পাদাবনেজনং কুর্য্যাত্তদ্ব্রতং সুব্রতোত্তমম্ ॥ ৩ । অধ্বশ্রান্তং দ্বিজং যস্তু মধ্যাহ্নে গৃহাগতম্। উপবেশ্যাসনে রম্যে কৃত্বা পাদাবনে-জনম্ ॥ ৫ ॥ ধৃত্বা শিরসি তাস্তাপো বিধ্বস্তাখিল-বন্ধনঃ। গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৬ ॥ অস্নায়ী বাপ্যপত্রাশী বৈশাখঃ তু নরেদ্‌যদি। রাসভীং যোনিমাসাদ্য পশ্চাদশ্বতরো ভবেৎ ॥ ৭ ॥ দৃঢ়াঙ্গো রোগহীনশ্চ তথা স্বস্থোঽপি মানবঃ। বৈশাখে তু গৃহে স্নাত্বা চাণ্ডালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥ বৈশাখে মাসি রাজেন্দ্র মেষসংস্থে দিবাকরে। ন করোতি বহিঃস্নানং শ্বানযোনিশতং ব্রজেৎ ॥ ৯ ॥ অস্নাত্বা চাপ্যদত্ত্বা চ বৈশাখো যেন নীয়তে। স পিশাচো ভবেন্নূনং বৈ শাখাদধো ব্রজেৎ ॥ ১০ ॥ যো ন দদ্যাজ্জলং চান্নং বৈশাখে লোভমানসঃ। পাপহানিং দুঃখহানিং নৈবাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ নদীস্নানং তু যঃ কুর্য্যাদ্বৈশাখে বিষ্ণুতৎপরঃ। জন্ম-ত্রয়ার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ সমুদ্রগনদীস্নানং কুর্য্যাৎ প্রাতর্ভগোদয়ে। সপ্তজন্মা-র্জ্জিতৈঃ পাপৈস্তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে ॥ ১৩ ॥ কুর্য্যাদুষসি যঃ স্নানং সপ্তগঙ্গাসু মানবঃ। কোটি-

---

সংশয় নাই। বৈশাখে পানীয়ের সহিত সুপক্ক আম্রফল মিলিত করিয়া দান করিলে তাহার সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। যে নর চৈত্র-মাসের অমাবস্যায় জলপূর্ণ কুম্ভ দান করে, তাহার শত গয়াশ্রাদ্ধের ফল হয়, সংশয় নাই। পিতৃগণের উদ্দেশে যে নর চৈত্রমাসের অমাবস্যায় কস্তূরী, কর্পূর, মল্লিকা ও উশীরসংযুক্ত জলপূর্ণ কলস দান করে, তাহার বাজপেয় দানের ফল হয়। ২৫—৫৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—তৈলাভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, কাংস্যভোজন, খট্টায় শয়ন, গৃহে তোলা জলে স্নান, নিষিদ্ধ বস্তুর ভক্ষণ, দ্বিরশন এবং নক্তভোজন—বৈশাখমাসে এই আটটী পরিত্যাগ করিবে। যে মানব বৈশাখ মাসে ব্রতস্থ হইয়া পদ্মপত্রে ভোজন করে, সে পাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে এবং মধ্যাহ্নে শ্রান্ত পথশ্রান্ত দ্বিজগণকে পাদপ্রক্ষালন জলদান করিলে, তাহার সেই ব্রত পরম উৎকর্ষ লাভ করে। মধ্যাহ্নকালে পথক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ গৃহাগত হইলে যে মানব তাঁহাকে মনোরম আসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার পাদ ধৌত করে ও সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করে, তাহার নিখিল বন্ধন বিধ্বস্ত হয় এবং তাহার গঙ্গাদিতীর্থস্নানের পুণ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১—৬। বৈশাখ অস্নায়ী ও কুৎসিত পত্রে ভোজনকারী নর রাসভযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে অশ্বতর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। দৃঢ়াঙ্গ, রোগ-হীন ও স্বস্থ মানব বৈশাখে গৃহে বসিয়া তোলাজলে স্নান করিলে চণ্ডালযোনি লাভ করে। হে রাজেন্দ্র! মেষসংস্থদিবাকরে বৈশাখ মাসে যে মানব বহিঃস্নান না করে, সে কুক্কুরযোনিতে প্রবেশ লাভ করে। স্নান ও দান না করিয়া যে ব্যক্তি বৈশাখ মাস অতিবাহিত করে, বৈশাখ মাসের এই নিয়মলঙ্ঘনহেতু সে পিশাচ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে লোভদূষিতমানস মানব বৈশাখ মাসে জল ও অন্নদান করে না, তাহার পাপ বা দুঃখ দূর হয় না। সন্দেহ নাই। যে বিষ্ণুতৎপর নর বৈশাখে নদীস্নান করে, সে জন্মত্রয়কৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। প্রভাতকালে সূর্য্যোদয়ে সাগরগামিনী নদীতে স্নান কর্ত্তব্য, এইরূপ স্নানে সদ্যঃ সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে মানব উষাকালে সপ্তগঙ্গায় স্নান

জন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যেতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ জাহ্নবী বৃদ্ধগঙ্গা চ কালিন্দী চ সরস্বতী। কাবেরী নর্ম্মদা বেণী সপ্তগঙ্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১৫॥ দেবখাতেষু যঃ কুর্য্যাৎ প্রাতর্বৈশাখমজ্জনম্। জন্মারভ্য কৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ বৈশাখে মাসি সম্প্রাপ্তে যো বাপীষ্ববগাহনম্। প্রাতঃ কুর্য্যান্মহারাজ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৭ ॥ অপি গোষ্পদমাত্রেষু বহিঃস্থেষু জলেষু চ। তিষ্ঠন্তি সরিতঃ সর্ব্বা গঙ্গাদ্যা ইতি নিশ্চয়ঃ। ইতি জানন্ সমাপ্নোতি সর্ব্বতীর্থাধিকং ফলম্ ॥ ১৮ ॥ ক্ষীরং রসাধিকং ক্ষীরাদধিকং দধি ভূমিপ। দধ্নোহধিকং ঘৃতং যদ্বদূর্জ্জো মাসোহধিকস্তথা ॥ ১৯ ॥ কার্ত্তিকাদধিকো মাঘো মাঘাদ্বৈশাখ • উত্তমঃ। তস্মিন্ মাসে কৃতো ধর্ম্মো বর্দ্ধতে বটবীজবৎ ॥ ২০ ॥ আঢ্যো বাপিদরিদ্রো বা পরতন্ত্রোহথ বা নরঃ। যদ্বস্তু লভতে তেন তদ্দাতব্যং দ্বিজাতয়ে ॥ ২১ ॥ কন্দমূলফলং শাকং লবণং গুড়মেব চ। কোলং পত্রং জলং তক্রমানন্ত্যায়োপকল্পতে ॥ ২২ ॥ নাদত্তং লভতে কাপি ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশৈরপি ॥ ২৩ ॥ দানেন হীনো হি ভবেদকিঞ্চনো নিষ্কিঞ্চনত্বাচ্চ করোতি পাপম্। পাপদবশ্যং নরকং প্রয়াতি দাতব্যমস্মাৎ সুখমিচ্ছতা তদা ॥ ২৪ ॥ যথা গৃহং সর্ব্বগুণোপপন্নং পরিচ্ছদৈহীনমশোভনং তথা। মাসেষু ধর্ম্মঃ সকলেষনুষ্ঠিতো বৈশাখহীনস্তু বৃথৈব যাতি ॥ ২৫ ॥ তথৈব কন্যা সকলৈশ্চ লক্ষণৈর্যুক্তাপি জীবৎপতিলক্ষণা ন হি। ক্রিয়াপি সাঙ্গা সকলাপি রাজন্ বৈশাখহীনা তু বৃথৈব তাং বিদুঃ ॥ ২৬ ॥ দয়াবিহীনাস্তু যথা গুণা বৃথা বৈশাখধর্ম্মেণ বিনা তথা ক্রিয়াঃ। শাকং তু যদ্বল্লবণেন হীনং ন রোচতে সর্ব্বগুণোপপন্নম্ ॥ ২৭ ॥ বৈশাখহীনং তু তথৈব পুণ্যং ন সাধুসেব্যং ন ফলাপ্তিহেতু। যদ্বন্ন ভূষাসহিতাপি শোভতে বস্ত্রেণ হীনা ললনা সুরূপা। ক্রিয়াকলাপঃ সুকৃতোহপি পুংস্তর্ন ভাসতে তন্মধুমাসহীনম্ ॥ ২৮ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যেন কেনাপি জন্তুনা। ধর্ম্মো বৈশাখমাসে তু কর্ত্তব্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৯ ॥

করে, সে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। জাহ্নবী, বৃদ্ধগঙ্গা, কালিন্দী, সরস্বতী, কাবেরী, নর্ম্মদা, বেণী, এই পুণ্য নদীসকলকেই সপ্তগঙ্গা বলে। বৈশাখ মাসে যে মানব প্রভাতে দেবখাতে নিমজ্জন করে, তহার জন্মাবধি কৃত সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হইয়া থাকে, সংশয় নাই। হে মহারাজ। বৈশাখ মাস সমাগত হইলে প্রভাত কালে যে মানব বাপীতে অবগাহন করে, তাহার মহাপাতক বিনষ্ট হয়। বৈশাখমাসে বহিঃস্থিত গোষ্পদ পরিমাণ স্থানের জলেও গঙ্গাদি পুণ্য নদীনিবহ অবস্থিত থাকে, যাহার এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান থাকে, সে নিখিল তীর্থস্নানের অধিক ফললাভ করে। হে ভূমিপ! যেমন দুগ্ধ হইতে দধিতে অধিক রস, দধি হইতে আবার ঘৃতের রস ততোধিক; তদ্রূপ মাসসমূহের মধ্যে কার্ত্তিক মাস শ্রেষ্ঠ। এই কার্ত্তিক হইতে মাঘ অধিক এবং মাঘ হইতে বৈশাখ ততোধিক উত্তম; অতএব এই বৈশাখ মাসে কৃত ধর্ম্মকার্য্য বটবীজবৎ বর্দ্ধিত হয়। এই বৈশাখমাসে আঢ্য, দারিদ্র বা পরাধীন মানব যে যেমন বস্তু প্রাপ্ত হইবে, তাহাই দ্বিজাতিকে দান করিবে। এই বৈশাখে কন্দ, মূল, ফল, শাক, লবণ, গুড়, বদরীফল, পত্র এবং জল এই সকল বস্তুর দানেও অনন্ত ফল হয়। ব্রহ্মাদি ত্রিদশবাসী সুরগণও দান না করিয়া এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করেন নাই, অতএব দান না করিলে কদাচ কোন বস্তুলাভ হয় না। দান না করিলে মানব অকিঞ্চন হয়, অকিঞ্চনতা হেতু পাপ করে এবং সেই পাপ হইতে অবশ্যই নরকে গমন করিয়া থাকে; অতএব সুখকামী মানব সতত দান করিবে। গৃহ যেমন সর্ব্বগুণযুক্ত হইয়াও পরিচ্ছদ বিহনে শোভা হীন হয়, তদ্রূপ অন্যান্য মাসসমূহে পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া বৈশাখমাসে পুণ্য না করিলে সেই পূর্ব্বপুণ্য বৃথা হইয়া থাকে। ৭-২৫। হে রাজন্! কন্যা সকল লক্ষণসমন্বিত হইয়াও পতিহীনা হইয়া যেমন শোভা পায় না, তদ্রূপ মাসোত্তম বৈশাখ পুণ্যক্রিয়ানুষ্ঠানহীন হইলে অন্যান্য মাসের সাঙ্গ ক্রিয়াও পণ্ডিতগণ বৃথা বলিয়া বিদিত হন। যদ্রূপ দয়াবিহীন হইলে গুণনিচয় বৃথা হয় এবং নিখিল গুণযুক্ত শাকও লবণবিহীন হইলে রুচিকর হয় না, তদ্রূপ বৈশাখে অনুষ্ঠিত না হইয়া অন্যান্য সময়ের আচরিত ক্রিয়ানিচয়ও না সাধুসেব্য, না ফলাপ্তি হেতু কিছুই হয় না। সুরূপা বিবিধ ভূষণে ভূষিতা কন্যা বস্ত্রবিহীনা হইয়া যদ্রূপ শোভা পায় না, নরগণের সম্যক অনুষ্ঠিত কার্য্য হীন পুণ্যও তদ্রূপ শোভিত হয়না। অতএব যে কোন মানব সর্ব্বপ্রযত্নে বৈশাখে ক্রিয়াকলাপের

মধুসূদনমুদ্দিশ্য মেষসংস্থে দিবাকরে। প্রাতঃ
স্নাত্বার্চয়েদ্বিষ্ণুমন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩০ ॥
কশ্চিন্মহীরথো রাজা কামাসক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বৈশাখস্নানযোগেন বৈকুণ্ঠং গতবান্ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥
বৈশাখঃ সকলো মাসো মধুসূদনদৈবতঃ।
তীর্থযাত্রাতপোযজ্ঞদানহোমফলাধিকঃ ॥ ৩২ ॥
মধুসূদন দেবেশ বৈশাখে মেষগে রবৌ।
প্রাতঃ স্নানং করিষ্যামি নির্ব্বিঘ্নং কুরু মাধব ॥
৩৩ ॥ বৈশাখে মেষগে ভানৌ প্রাতঃস্নান-
পরায়ণঃ। অর্ঘ্যং তেঽহং প্রদাস্যামি গৃহাণ মধুসূদন ॥
৩৪ ॥ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাস্তীর্থানি চ হ্রদাশ্চ যে।
প্রগৃহ্নীত ময়া দত্তমর্ঘ্যং সম্যক্‌প্রসীদথ ॥ ৩৫ ॥ ঋষভঃ
পাপিনাং শাস্তা ত্বং যমঃ সমদর্শনঃ। গৃহাণার্ঘ্যং
ময়া দত্তং যথোক্তফলদো ভব ॥ ৩৬ ॥ ইতি চার্ঘ্যং
সমর্প্যাথ পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ। বাসসী
পরিধায়াথ কৃত্বা কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ ॥ ৩৭ ॥ মধুসূদন-
মভ্যর্চ্চ্য প্রসূনৈর্মাধবোদ্ভবৈঃ। শ্রুত্বা বিষ্ণুকথাং
দিব্যাং বৈশাখমাসপ্রশংসিনীম্ ॥ ৩৮ ॥ কোটিজন্মা-
র্জ্জিতাৎ পাপান্মুক্তো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯ ॥ ন
জাতু খিদ্যতে ভূমৌ ন স্বর্গে ন রসাতলে। ন
গর্ভে জায়তে ক্বাপি ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥
বৈশাখে কাংস্যভোজী যস্তথা চাশ্রুতসৎকথঃ। ন
স্নাতো নাপি দাতা চ নরকানেব গচ্ছতি ॥ ৪১ ॥
ব্রহ্মহত্যাসহস্রস্য পাপং শাম্যেৎ কথঞ্চন। বৈশাখে
যেন ন স্নাতং তৎপাপং নৈব গচ্ছতি ॥ ৪২ ॥
স্বাধীনেন স্বকায়েন জলে স্বাতন্ত্র্যবর্ত্তিনি।
স্বাধীনজিহ্বয়োচ্চার্য্যং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ৪৩ ॥
ন কুর্য্যাদ্যদি বৈশাখে প্রাতঃস্নানং নরাধমঃ।
জীবন্নেব স পঞ্চত্বমাগতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
যেন কেনাপ্যুপায়েন মাধবে মধুসূদনম্। নার্চ্চয়েদ্যদি
মূঢ়াত্মা শৌকরীং যোনিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫ ॥ যোঽর্চ্চয়ে-
ত্তুলসীপত্রৈর্বৈশাখে মধুসূদনম্। নৃপো ভূত্বা

অনুষ্ঠান অবশ্য করিবে। মেষসংস্থদিবাকরে বৈশাখ মাসে মানব মধুসূদনের উদ্দেশে প্রাতঃস্নান করিয়া বিষ্ণুর পূজা করিবে, ইহার অন্যথা করিলে নরকগমন হয়। পূর্ব্বকালে মহীরথ নামক জনৈক জিতেন্দ্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি স্বয়ং কামাসক্ত হইয়া বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করেন, এই বৈশাখস্নানযোগেই তাঁহার বৈকুণ্ঠলাভ হইয়াছিল। বৈশাখ সকল মাস, মধুসূদন ইহার দেবতা; এই মাসে তীর্থযাত্রা, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, হোম—প্রভৃতি কার্য্যে ফলাধিক্য হয়। অনন্তর প্রাতঃস্নানের বিধি কথিত হইতেছে। প্রথমে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র যথা—'হে মধুসূদন! আপনি দেবগণের ঈশ, বৈশাখে মেষসংস্থ-রবিতে আমি প্রাতঃস্নান করিব; হে মাধব! আমার এই স্নান বিঘ্নহীন করুন।" অনন্তর অর্ঘ্য প্রদান; অর্ঘ্যমন্ত্র যথা—"হে মধুসূদন! বৈশাখ মাসের মেষরাশিগত দিবাকরে আমি স্নানপরায়ণ হইয়া, আপনার উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। গঙ্গাদি পুণ্য নদীনিবহ এবং নিখিল তীর্থ ও হ্রদ আমার প্রদত্ত এই অর্ঘ্য সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে যম! তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শন ও পাপিগণের শাসনকর্ত্তা, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তুমি আমার প্রদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া যথোক্ত ফল দান কর।" এইরূপে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া পশ্চাৎ স্নান করিয়া এবং সোত্তরীয় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নিত্যকার্য্যজাত সমাধা করত বৈশাখমাসজাত কুসুমসমূহ দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে। অনন্তর বৈশাখমাসপ্রশংসাসম্বন্ধিনী বিষ্ণুর দিব্যকথা শ্রবণ কর্ত্তব্য।২৬—৩৮।হে রাজন্! এইরূপ করিলে নর কোটিজন্মার্জ্জিত পাপহইতে মুক্ত হয়। সেই নর কি ভূতল, কি স্বর্গ, কি রসাতল কদাচ কুত্রাপি খিন্ন হয় না; তাহার পুনরায় জননীজঠরে প্রবেশ কিংবা মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। যে মানব বৈশাখমাসে কাংস্যভোজন করে এবং স্নান, দান ও সৎকথা শ্রবণ করে না, তাহার বিবিধ নরকে গমন হয়। সহস্র ব্রহ্মহত্যার পাপ কোনরূপে প্রশমিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যে মানব বৈশাখে প্রাতঃস্নান করে না, তাহার পাপ বিনষ্ট হয় না। যে মানবাধম স্বাধীন শরীর লাভ করিয়া, স্বাধীন জল পাইয়া এবং স্বাধীন জিহ্বা প্রাপ্ত হইয়া "হরি" এই অক্ষর দ্বয় উচ্চারণ এবং বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান করে না, সে জীবন্মৃত, সন্দেহ নাই। বৈশাখ মাসে যে মানব যে কোন উপায়েই হউক, মধুসূদনের অর্চ্চনা না করে, সেই মূঢ়াত্মা শূকরযোনিতে জন্মলাভ করে। অনন্যমনা হইয়া মানব সগুণই হউক আর নির্গুণই হউক, ভক্তিমার্গে বিবিধ ব্রতদ্বারা বিষ্ণুর সতত সেবা করিবে; যে মানব তুলসীদল দ্বারা বৈশাখে মধুসূদন বিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি

সার্ব্বভৌমঃ কোটিজন্মসুভোগবান্। পশ্চাৎকোটিকুলৈর্যুক্তো বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৪৬॥ বিবিধৈর্ভক্তিমার্গৈশ্চ বিষ্ণুং সেবেত যো ব্রতৈঃ। সগুণং নির্গুণং বাপি নিত্যং ধ্যায়েদনন্যধীঃ॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে বৈশাখধর্ম্মপ্রশংসা নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অম্বরীষ উবাচ। বৈশাখঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যস্তপোধর্ম্মেভ্য এব চ। স কথং সর্ব্বমাসেভ্যো দানেভ্যোঽপ্যধিকোঽভবৎ॥ ১॥ নারদ উবাচ। তদ্বক্ষ্যামি মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু চৈকমনা ভব। কল্পান্তে দেবরাড়্বিষ্ণুঃ শেষশায়ী মহাপ্রভুঃ॥ ২॥ কুক্ষিস্থলোকসজ্ঘোঽয়ং স শেতে প্রলয়ার্ণবে। অনেকোঽপ্যেকতাং প্রাপ্য ভূতিভির্যোগমায়য়া॥ ৩॥ নিমেষস্যাবসানে তু শ্রুতিভির্বোধিতস্ততঃ। কুক্ষিস্থজীবসঙ্ঘানাং রক্ষাং চক্রে দয়ানিধিঃ॥ ৪॥ তত্তৎকর্ম্মফলপ্রাপ্ত্যৈ সৃষ্টিং স্রষ্টুং মনো দধে। তস্য নাভেরভূৎ পদ্মং সৌবর্ণং ভুবনাশ্রয়ম্॥ ৫॥ ব্রহ্মাণং জনয়ামাস বৈরাজং পুরুষাহ্বয়ম্। তস্মিন্ সর্ব্বং ভগবান্ ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ৬॥ ভিন্নকর্ম্মাশয়ান্ প্রাণিসঙ্ঘাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্। ত্রিগুণান্ প্রকৃতিং লোকে মর্য্যাদাশ্চাধিপাংস্তথা॥ ৭॥ বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ ধর্ম্মক্লৃপ্তিঞ্চ সোঽকরোৎ। বেদৈশ্চতুর্ভিস্তন্ত্রৈশ্চ সহিতান্ স্মৃতিভিস্তথা॥ ৮॥ পুরাণৈরিতিহাসৈশ্চ স্বাজ্ঞারূপৈর্ম্মহেশ্বরঃ। ঋষীন্ প্রবর্ত্তকাংশ্চক্রে ধর্ম্মগুপ্তৈর্ম্মহাপ্রভুঃ॥ ৯॥ তৈঃ প্রবর্ত্তিতধর্ম্মাস্তু বর্ণাশ্রমবিভাগজাঃ। প্রজাঃ শ্রদ্দধিরে সর্ব্বাঃ স্বোচিতান্ বিষ্ণুতোষদান্॥ ১০॥ তাংস্তু প্রবর্ত্তমানাংস্তু স্বাশ্রমান্ দ্রষ্টুমীশ্বরঃ। হৃদিস্থোঽপ্যব্যয়ঃ সাক্ষাদ্বিভীষার্থং পরীক্ষয়া॥ ১১॥ অন্যানান্ কুশলান্ যত্র ধর্ম্মান্ কুর্ব্বন্তি বৈ প্রজাঃ। স কালঃ কো ভবেদ্বিদ্বানিতি সঞ্চিন্তয়ৎপ্রভুঃ॥ ১২॥ বর্ষাকালো ময়া সৃষ্টঃ সীদন্ত্যস্তা ইমাঃ প্রজাঃ। তত্রানূনাস্তু কুর্ব্বন্তি ধর্ম্মান্ পঙ্কাদ্যুপক্রতাঃ॥ ১৩॥ তান্ দৃষ্ট্বা

কোটি জন্ম সার্ব্বভৌম নৃপ হইয়া বিবিধ ভোগ উপভোগ করেন এবং ভোগাবসানে পঞ্চাশৎ কুলের সহিত বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। ৩৯—৪৭।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

অম্বরীষ বলিলেন,—নিখিল তপস্যাধর্ম্ম এমন কি, সকল ধর্ম্ম হইতে দানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কিন্তু নিখিল দানধর্ম্ম ও মাসসমূহের মধ্যে বৈশাখ কি জন্য শ্রেষ্ঠ হইল? নারদ উত্তর করিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! তৎসমস্ত বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। মহাপ্রলয়ে মহাপ্রভু দেবরাজ বিষ্ণু শেষশয্যায় শয়ন করেন। তিনি যৎকালে প্রলয়জলধিতে শয়ান হন, সমস্ত লোক তখন তাঁহার কুক্ষিগত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় বিভূতিবলে যোগমায়া দ্বারা অনেক হইয়াও এক হইয়াছিলেন। অনন্তর সেই দয়ানিধি বিষ্ণু নিমেষ মাত্র অবসানে শ্রুতিগণ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া নেত্র উন্মীলন করত কুক্ষিগত লোক সকল পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তিনি সৃষ্টির জন্য মন নিবেশ করিলেন। তাঁহার নাভি হইতে ত্রিভুবনের আশ্রয়স্বরূপ এক সুবর্ণ কমল উত্থিত হইল। অনন্তর ভগবান্ সেই পদ্মে বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়া সেই বিরাট্-বিগ্রহ ব্রহ্মাতে চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন করিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু বিষ্ণু বিভিন্ন কর্ম্ম ও বিভিন্ন আশয়সমন্বিত বহু প্রাণিসঙ্ঘ, সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ; ত্রিগুণাত্মক পুরুষনিচয়ের প্রকৃতি, বিভিন্ন মর্য্যাদা, মর্য্যাদাপালক, বর্ণাশ্রমবিভাগ এবং ধর্ম্মকার্য্য এই সকল সৃজন করেন। অনন্তর মহাপ্রভু মহেশ্বর বিষ্ণু ধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্বীয় আজ্ঞাস্বরূপ চতুর্ব্বেদ, নানা তন্ত্র, বহু ঋষি, পুরাণ ও ইতিহাস সহ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের সৃজন করিলে তাঁহারা বেদাদি শাস্ত্রদ্বারা বর্ণাশ্রমবিভাগক্রমে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করিলেন। তখন প্রজাগণ শ্রদ্ধাযুক্ত ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যেনিরত হইয়া বিষ্ণুর সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিল। অনন্তর প্রজাগণের স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের পরীক্ষাকামনায় অব্যয় ঈশ্বর বিষ্ণু তাহাদের হৃদয়ের আশ্রয় লইলেন এবং হৃদিস্থ হইয়া 'ইহা করিলে বিষ্ণু তুষ্ট হন, এইরূপ আচরণে বিষ্ণুর কোপ হয়" ইত্যাদি ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিধান প্রভু চিন্তা করিলেন—কোন্ কালে ধর্ম্মকার্য্য প্রশস্ত এবং কোন্ সময়ে প্রজাগণ ধর্ম্মকার্য্য করিয়া কুশল প্রাপ্ত হইবে? আমি যে বর্ষাকাল সৃজন করিয়াছি, তাহাতে প্রজাগণ পঙ্কাদি

কোপ এব স্যাত্তেষু তুষ্টির্ন মে ভবেৎ। যয়েক্ষিতা ন পীড্যন্ত তস্মাত্তানবলোকয়ে ॥ ১৪ ॥ শরদ্যপি তথা পূর্ত্তিঃ কর্ষণাদ্যৈব জায়তে। কেচিৎ পঙ্কফলাসক্তাঃ কেচিদ্বৃষ্টিভিরর্দ্দিতাঃ ॥ ১৫ ॥ কেচিচ্ছীতার্দ্দিতাশ্চৈব তান্ দৃষ্ট্বা রোষ এব মে। বৈগুণ্যং পশ্যতশ্চৈব ন মে তোষোঽভিজায়তে ॥ ১৬ ॥ উত্থাপনং তু নেচ্ছন্তি প্রাতর্হেমন্ত আগতে। কোপো মেঽস্ত্যখিতান্ দৃষ্ট্বা প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ে সতি ॥ ১৭ ॥ শিশিরেঽপি তথৈবার্ত্তাঃ প্রাতঃকাল ইমাঃ প্রজাঃ। তথা পঙ্কফলাদানাশক্তা হ্যনিশমঞ্জসা ॥ ১৮ ॥ পুনঃ শীতার্দ্দিতাঃ প্রাতঃস্নানার্থমিতি চিন্তিতাঃ। তেষাং তু কর্ম্মলোপঃ স্যান্নৈব পূর্ত্তিঃ কথঞ্চন ॥ ১৯ ॥ প্রেক্ষায়াঃ সময়ো নায়মিতি চিন্তাকুলো বিভুঃ। বসন্তসময়ং মেনে সর্ব্বাপত্তিনিবারকম্ ॥ ২০ ॥ স্নানে দানে তথা যাগে ক্রিয়ায়াং ভোগ এব চ। নানাধর্ম্মবিধানে চ হ্যনুকূলত্বয়ং হ্যৃতুঃ ॥ ২১ ॥ অপ্রয়াসেন লভ্যানি দ্রব্যাণ্যসুভৃতাং ধ্রুবম্। যেন কেনাপি দ্রব্যেণ তুষ্টিস্ত্বসুভৃতাং ভবেৎ ॥ ২২ ॥ বিষ্ণোরাধারভূতানাং তদ্দ্রব্যং ধর্ম্মসাধনম্। বসন্তে সকলং দ্রব্যং প্রাণিনাং তু সুখাবহম্ ॥ ২৩ ॥ দানযোগ্যং ধর্ম্মযোগ্যং ভোগযোগ্যং তু সর্ব্বশঃ। নির্দ্ধনানাং তু পঙ্গ্বাদিবিকলানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৪ ॥ দ্রব্যাণি চ সুলভ্যানি জলাদীনি ন সংশয়ঃ। দ্রব্যৈরেতৈঃ স্বাত্মহিতং ধর্ম্মং কুর্ব্বন্তি মৎপ্রিয়াঃ ॥ ২৫ ॥ পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরন্যৈঃ শাকৈশ্চাপি প্রিয়োক্তিভিঃ। স্রক্তাম্বূলৈশ্চন্দনাদ্যৈঃ পাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ ॥ ২৬ ॥ প্রশ্রয়াদ্যেরহো তেষাং বরদোঽহমিতীরয়ন্। সঞ্চিন্ত্য ভগবান বিষ্ণুঃ প্রতস্থে রময়া সহ ॥ ২৭ ॥ বনানি সর্ব্বতঃ পশ্যন্ বিকসৎকুসুমানি চ। হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং মত্তালিদ্বিজসেবিতম্ ॥ ২৮ ॥ আশ্রমাণাং মহর্ষীণাং বনগ্রামনিবাসিনাম্। প্রাঙ্গণাদীনি রম্যাণি হ্যুদ্যানানি স্থলানি চ ॥ ২৯ ॥ রমায়ৈ

দ্বারা উপদ্রুত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, অতএব এই কালে কিরূপে তাহারা ধর্ম্মকার্য্য করিবে? যদি তাহারা পঙ্কাদিতে উপদ্রুত হইয়া ধর্ম্ম্য কর্ম্ম না করে, তবে তথাবিধ প্রজাগণকে দেখিয়া আমার কোপই হইবে, কখনও আমার তুষ্টি হইবে না। অতএব এক্ষণে আমি তাহাদিগকে এইরূপে দর্শন করিব যেন তাহারা কোনরূপে খিন্ন না হয়। শরৎকালেও দেখিতেছি, তাদৃশ ধর্ম্মপূর্ত্তি অসম্ভব, কেননা তখন প্রজাগণের মধ্যে কেহ ভূমিকর্ষণাদি ব্যাপারে লিপ্ত, কেহ পঙ্কশস্যে সমাসক্ত, কেহ বৃষ্টিদ্বারা অর্দ্দিত এবং কেহ বা শীতবাতাদিদ্বারা পীড়িত; অতএব তখন ধর্ম্মকার্য্যে তাহাদের মন আসক্ত না হওয়ায় ধর্ম্মবৈগুণ্য বশতঃ প্রজাগণকে দর্শন করিয়া আমার রোষই জন্মিবে; কিন্তু সন্তোষ কখনই জন্মিবে না। শিশিরেও দেখিতেছি,—প্রজাগণ প্রাতঃকালে শীতে পীড়িত হইবে, কেহ বা ভূমি হইতে পঙ্কশস্য গৃহে আনিবার জন্য নিরন্তর ব্যগ্র থাকিবে; শীতকালেও প্রায় শরতেরই ন্যায়, তখনও প্রজাগণ প্রাতঃস্নানে অত্যন্ত পীড়াপ্রাপ্ত হইবে। এই সকল বাধাবিঘ্নে প্রজাগণের কর্ম্মলোপই হইবে, পরন্তু কদাচ কর্ম্মপূর্ত্তির আশা নাই; আর দর্শনাদির পক্ষেও এই সকল কাল প্রশস্ত নহে। ভগবান্ বিষ্ণু এই সকল চিন্তায় আকুল হইলেন। তিনি অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন,—বসন্ত সময় কোনরূপ অনর্থকর নহে। স্নান, দান ও যাগ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম্য ক্রিয়ায় এবং ভোগে এই বসন্ত ঋতুই প্রশস্ত। ১—২১। প্রাণিগণ বিনা আয়াসেই এই সময় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে এবং এই অনুকূল কালে যে কোন বস্তুতে তাহাদের প্রীতি সাধন হইবে। বিষ্ণুর আধারভূত প্রাণিগণের ধর্ম্মসাধনকর দ্রব্য এই কালেই মিলিবে; বসন্ত সময়ে দানযোগ্য, ধর্ম্মযোগ্য, এবং ভোগ্যযোগ্য সকল বস্তুই প্রজাগণের সুখলভ্য, নির্ধন ও পঙ্গু মহাত্মা এবং নিখিল বিষ্ণুভক্ত প্রজাগণেরই এই সময়ে জলাদি দ্রব্যজাত অনায়াসলভ্য, সংশয় নাই। আমার প্রিয় প্রজাগণ বসন্ত সময়ে এই সুখলভ্য বস্তুনিচয় দ্বারা আত্মহিতকর ধর্ম্মকর্ম্ম সকল সাধন করিবে। আমিও ভক্তগণপ্রদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল, শাক, প্রিয়বাক্য, মাল্য, তাম্বুল, চন্দন, পাদপ্রক্ষালনজল এবং বিনয় ব্যবহারাদি দ্বারা তুষ্ট হইয়া তাহাদের বরদ হইব। ভগবান্ বিষ্ণু বিবিধ চিন্তা দ্বারা এইরূপ অবধারণ করিয়া রমার সহিত প্রস্থান করিলেন। হরি রমার সহিত গমন করিয়া বিবিধ বসন্তবৈভব অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন—বনের সকল দিকেই কুসুমসমূহ বিকসিত; কোন স্থান হৃষ্টপুষ্ট জনগণে সমাকীর্ণ, কোন বন মত্ত ভ্রমর ও বিহগকুলকর্ত্তৃক সেবিত; কোথায়ও বনবাসী ঋষিমুনির ও গ্রামবাসীদিগের প্রভা আশ্রমসমূহ বিরাজিত

দর্শয়ন্ বিষ্ণুঃ সহ দেবৈর্ম্মুনীশ্বরৈঃ। সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্ব-কিন্নরোরগরাক্ষসৈঃ ॥ ৩০ ॥ স্তূয়মানোঽভ্যগাদ্দেশান্ বর্ণাশ্রমনিবাসিনাম্। মীনাদিকর্কটান্তং বৈ স তিষ্ঠন্ রময়া সুরৈঃ ॥ ৩১ ॥ সার্দ্ধং প্রতীক্ষ্য পুরুষান্ কৃতাত্মভসমর্পয়া। তত্র ধর্ম্মবতাং পুংসাং দদাতীষ্টান্ মনোরথান্ ॥ ৩২ ॥ মত্তান্ন সহতে পুংসো হরত্যায়ুর্ধনাদিকম্। যদি কুর্ব্বন্তি বৈশাখে সপর্য্যাং পরমাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥ তত্রাপি চলমূর্ত্তীনাং সাধুনাং যত্র বৈ বিভুঃ। মাসেষন্যেষু যজ্জাতং কর্ম্মলোপং সহিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ যথা দেশাগতং ভূপং দৃষ্ট্বা জনপদাঃ প্রজাঃ। যদি তং চোপতিষ্ঠন্তি প্রশ্রয়াদ্যৈর্মহার্হণৈঃ ॥ ৩৫ ॥ তদা করাদিকং ন্যূনং পূর্ণং জানাতি পার্থিবঃ। পুনরপ্যাধিকং চেষ্টং তুষ্টো দাস্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৬ ॥ তদা ত্বকৃতপূজানাং দণ্ডং

এবং কোথাও বা প্রাঙ্গণ উদ্যান ও স্থান সকল অতি রম্য। হরি রমাকে এই সকল প্রদর্শন করিতে করিতে সুর ও ঋষিগণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ ও রাক্ষসগণ তাঁহার স্তব করিতে করিতে অনুগমন করিলেন। বনভূমিস্থিত বর্ণাশ্রমবাসী ঋষিসকল স্ব স্ব আবাস হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিল। তিনি মীন অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তি হইতে কর্কট অর্থাৎ শ্রাবণসংক্রান্তি পর্য্যন্ত, কমলার সহিত অবস্থান করিলেন। মহাপুরুষগণ সুরগণ সহ তাঁহাদের সেবার সামগ্রী লইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনিও সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া তাঁহাদিগকে ইষ্ট মনোরথ সকল প্রদান করিলেন। মত্তাহেতু যে ব্যক্তি বিষ্ণুর উৎসবে যোগদান করে না, হরি তাহার আয়ু ও ধনাদি হরণ করেন। যদি বৈশাখমাসে মানব পরমাত্মা হরির পারচর্য্যা করে, বিশেষতঃ বিভুর চলমূর্ত্তি ও সাধুগণের সেবা করে, তাহার অন্যান্য মাসে যে সকল কর্ম্মলোপ ঘটিয়াছে, তৎসমস্ত পূর্ণ হয়। যেমন স্বদেশাগত নৃপকে সন্দর্শন করিয়া জনপদবাসী প্রজাগণ যদি বিনয় ও মহার্হ উপায়নাদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করে, তবে তিনি নিশ্চয়ই বুঝেন, প্রজাগণ আমার রাজগ্রাহ্য কর পূর্ণরূপে প্রদান করিয়াছে; পরন্তু তিনি তাহাদিগের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। আর যদি পূর্ব্বোক্তরূপে তাঁহার পূজা না করে তবে তিনি যেরূপ

তেষাং করোতি চ। তথা বিষ্ণুঃ স্বকীয়ানাং বৈশাখে মাধবাগমে ॥ ৩৭ ॥ সপর্য্যাং কুর্ব্বতাং পুংসাং দদাতীষ্টান্ মনোরথান্। অকুর্ব্বতাং তথা পুংসাং ধনাদীন হরত্যলম্ ॥ ৩৮ ॥ ধর্ম্মগোপ্তুর্মহাবিষ্ণোর্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ। পরীক্ষাকাল এবায়ং তস্মান্মাসোত্তমো হ্যয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে বৈশাখশ্রেষ্ঠত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। বৈশাখেঽধ্বগতপ্তানাং তৃষার্ত্তানাং মহীপতে। জলদানমকুর্ব্বাণস্তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥ অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। বিপ্রস্য গৃহগোধায়াঃ সংবাদং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২ ॥ পুরা চেক্ষ্বাকুবংশেঽভূদ্ধেমাঙ্গ ইতি ভূমিপঃ। ব্রহ্মণ্যশ্চ বদান্যশ্চ জিতামিত্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ যাবত্যো ভূমিকণিকা যাবন্তো জলবিন্দবঃ। যাবন্তস্তুনি

দণ্ড প্রদান করেন;—বিষ্ণুও বৈশাখমাসে তদীয় ভক্ত সেবাকারিগণকে অভীষ্ট প্রদান করেন, আর তাহার বিপরীত অর্থাৎ পূজাদি না করিলে সম্পূর্ণরূপে তাহাদের ধনাদি হরণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মগোপ্তা মহাবিষ্ণু দেবদেব শার্ঙ্গধর এই বৈশাখমাসে স্বীয় ভক্তগণের পরীক্ষা করেন অর্থাৎ এই বৈশাখ মাসে কোন্ ভক্ত তাঁহাকে পূজা করে, আর কোন্ নরাধম তাঁহার স্মরণও করে না, তিনি এইরূপ পরীক্ষা করেন, এজন্য মাসসমূহের মধ্যে বৈশাখ উত্তম হইয়াছে। ২২—৩৯।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মহীপতে! বৈশাখমাসে পথক্লিষ্ট তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জলদান না করিলে তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম হয়। পৌরাণিকগণ এবিষয় বিপ্র ও গৃহগোধার পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে কহিয়া থাকেন। এ সংবাদ পরম অদ্ভুত। পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুকুলে হেমাঙ্গনামে এক নৃপ ছিলেন, তিনি ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন, বদান্য, জিতশত্রু, জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত বালুকা, জল-

গগনে তাবতীরদদাৎ স গাঃ ॥৪॥ যেনেষ্টযজ্ঞদর্ভৈশ্চ ভূমির্বর্হিষ্মতী শুভা। গোভূতিলহিরণ্যাদ্যৈস্তোষিতা বহবো দ্বিজাঃ ॥ ৫ ॥ তেনাদত্তানি দানানি ন বিদ্যন্ত ইতি শ্রুতম্। তেনাদত্তং জলং চৈকং সুখলভ্যাধিয়া নৃপ ॥ ৬ ॥ বোধিতো ব্রহ্মপুত্রেণ বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। অমৌল্যং সর্ব্বতো লভ্যং তদ্দাতা কিং ফলং লভেৎ ॥ ৭ ॥ দুর্ব্বুদ্ধ্যা হেতুবাদৈশ্চ ন জলং দত্তবান দ্বিজে। অলভ্যদানে পুণ্যং স্যাদিতি বাক্যং সুযুক্তিমৎ ॥ ৮॥ স আনর্চ্চ দ্বিজান্ ব্যঙ্গান দরিদ্রান বৃত্তিকর্শিতান্। নার্চ্চয়চ্ছ্রোত্রিয়ান্ বিপ্রাংস্তত্ত্বজ্ঞান্ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯ ॥ প্রখ্যাতান্ পূজয়িষ্যন্তি সর্ব্বে লোকা মহার্হণাঃ। অনাথানামবিদ্যানাং ব্যঙ্গানাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥ ১০ ॥ দরিদ্রাণাং গতিঃ কা বা তস্মাত্তে মে দয়াস্পদম্। ইতি দুর্ধীরপাত্রেষু দত্তবান কিমপি স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

তেন দোষেণ মহতা চাতকত্বং ত্রিজন্মসু। একজন্মনি গৃধ্রত্বং শ্বাভবৎ সপ্তজন্মসু ॥ ১২ ॥ পশ্চান্নৃপগৃহে জাতো ভূপোঽহয়ং গৃহগোধিকা। শ্রুতকীর্ত্ত্যাখ্যভূপস্য মিথিলাধিপতের্নৃপ ॥ ১৩ ॥ গৃহদ্বারপ্রতোল্যাং চ বর্ত্ততে কীটকাশনা। সপ্তাশীতিষু বর্ষেষু স্থিতং তেন দুরাত্মনা ॥১৪॥ বিদেহাধিপতের্গেহে কদাচিদৃষিসত্তমঃ শ্রুতদেব ইতি খ্যাতঃ শ্রৌতো মধ্যাহ্ন আগতঃ॥ ১৫ ॥ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় জাতহর্ষো নরাধিপঃ। মধুপর্কাদিভিঃ পূজ্য তস্য পাদাবনেজনীঃ ॥ ১৬ ॥ অপো মূর্দ্ধ্না বহন্ ক্ষিপ্রং তদোৎসিক্তৈশ্চ বিন্দুভিঃ। দৈবোপদিষ্টকালেন প্রোক্ষিতা গৃহগোধিকা ॥ ১৭ ॥ সদ্যো জাতস্মৃতিরভূৎ স্মৃতকর্ম্মাদিদুঃখিতা। ত্রাহি ত্রাহীতি চুক্রোশ ব্রাহ্মণং গৃহমাগতম্ ॥ ১৮ ॥ তির্য্যগ্জন্তুরবং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণো বিস্মিতোঽবদৎ। কুতঃ ক্রোশসি গোধে ত্বং দশেয়ং কেন কর্ম্মণা ॥ ১৯ ॥ ত্বং

বিন্দু এবং আকাশস্থিত যত তারকা আছে, ততপরিমাণ গোদান করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের কুশরাশি দ্বারা সুশোভনা এই ভূমি বর্হিষ্মতী নামে প্রথিত হইয়াছিল। তিনি দ্বিজগণকে গো, ভূ, হিরণ্য ও তিলাদি দান করিয়া প্রীত করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার অদত্ত দান কিছুই ছিল না। হে নৃপ! তিনি তৎকালে একমাত্র জল সুখলভ্য বলিয়া তাহা দান করেন না, ব্রহ্মনন্দন মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁহাকে জলদানার্থ প্রবোধিত করিলেও "জলের কোন মূল্য নাই, জল সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, অতএব জলদানে ফল কি?" দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ এই সকল হেতুবাদের আরোপ করিয়া রাজা দ্বিজকে জলদান করলেন না। পরন্তু তিনি বুঝিলেন,—যাহা সুখলভ্য নয়, সেই সকল বস্তুর দানে পুণ্য হয়, এই বাক্যই সুযুক্তিযুক্ত। তিনি ব্যঙ্গ, দরিদ্র এবং বৃত্তিক্লিষ্ট অর্থাৎ যাহারা বৃত্তির অভাবে কৃশ এইরূপ দ্বিজগণের পূজা করিলেন, শ্রোত্রিয় তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মবাদী দ্বিজগণের অর্চ্চনা করিলেন না; তিনি এ বিষয়েও মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন,—যাঁহারা বিখ্যাত, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাদৃশ লোকেরই পূজা করেন, আমিও যদি সেই প্রখ্যাত দ্বিজগণের পূজা করি, তবে অনাথ মূর্খ, ব্যঙ্গ ও দরিদ্র দ্বিজাতিগণের গতি কি হইবে? অতএব অনাথ দরিদ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণই আমার দয়ার পাত্র। দুর্ব্বুদ্ধি রাজা স্বয়ং এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অনাথ ব্যঙ্গ প্রভৃতি অপাত্রেই

দানীয় বস্তু অর্পণ করিলেন।১—১১। হে নৃপ! রাজা এই গুরুতর দোষে তিন জন্ম চাতক, পাঁচ জন্ম গৃধ্র এবং সাত জন্ম কুকুর হইয়া পরে মিথিলাধিপতি শ্রুতকীর্ত্তি নামক নৃপের গৃহে গৃহগোধিকা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গৃহগোধিকা এক্ষণে গৃহদ্বারপ্রতোলীতে অবস্থিত হইয়া কীট ভক্ষণে জীবন ধারণ করিতেছে। এই দুরাত্মার এই অবস্থায় এখন সপ্তাশীতিবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। অনন্তর একদা ঋষিসত্তম শ্রোত্রিয় শ্রুতদেব মধ্যাহ্ন সময়ে বিদেহপতি রাজা শ্রুতকীর্ত্তির গৃহে আগমন করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রাজার হর্ষ হইল। তিনি সহসা উত্থিত হইলেন এবং পাদধৌত করিয়া দিয়া মধুপর্কাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি সেই বিপ্রপাদোদক সত্বর মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন, তখন বিধিবশে তাঁহার ঊর্দ্ধনিক্ষিপ্ত সেই বিপ্রপাদোদকবিন্দুদ্বারা গৃহগোধিকাও অভিষিক্ত হইল। গৃহগোধিকা বিপ্রপাদোদকে সিক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাক্তন জন্মবৃত্তান্ত স্মরণপথে পতিত হইল এবং সে তাহার পূর্ব্বজাত কর্ম্মাদি স্মরণ করিয়া একান্ত দুঃখিত হইতে লাগিল। গৃহগোধিকা সেই গৃহাগত ব্রাহ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল;—"আমাকে ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন।" ব্রাহ্মণ তির্য্যগ্যোনির রব শ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—হে গোধে! তুমি কোথায় থাকিয়া এই আর্ত্তরব করিতেছ? আর কোন্ কর্ম্মদ্বারা তোমার এইরূপ দশা উপ-

দেবঃ পূজ্যঃ কশ্চিন্নৃপো বাথ দ্বিজোঽথ বা। কস্ত্বং ব্রূহি মহাভাগ ত্বামদ্যাহং সমুদ্ধরে ॥ ২০ ॥ ইত্যুক্তঃ স নৃপঃ প্রাহ শ্রুতদেবং মহামতিম্। অহমিক্ষ্বাকুকুলজো বেদশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ২১ ॥ যাবত্যো ভূমিকণিকা যাবন্তস্তোয়বিন্দবঃ। যাবন্ত্যুডূনি গগনে তাবতীরদদং স্ম গাঃ ॥ ২২ ॥ সর্ব্বে যজ্ঞা ময়া চেষ্টাঃ পূর্ত্তান্যাচরিতানি মে। দানান্যপি চ দত্তানি ধর্ম্মরাজস্বনুষ্ঠিতঃ ॥ ২৩ ॥ তথাপি দুর্গতির্জাতা মম চোর্দ্ধগতিং বিনা। ত্রিবারং চাতকত্বং মে গৃধ্রত্বং চৈকজন্মনি ॥ ২৪ ॥ সপ্তজন্মস্বলোর্কত্বং প্রাপ্তং পূর্ব্বং ময়া দ্বিজঃ। সিঞ্চতানেন ভূপেন ত্বপঃ পাদাবনেজনীঃ ॥ ২৫ ॥ বিন্দবো দূরমুৎক্ষিপ্তাস্তৈঃ সিক্তোঽহং কথঞ্চন। তেন জন্মস্মৃতিরভূৎ সর্ব্বপাপ্মা হৃতশ্চ মে ॥ ২৬ ॥ গোধাজন্মানি ভাব্যানি হ্যষ্টাবিংশতিকানি মে। দৃশ্যন্তে দৈবসৃষ্টানি বিভ্যোঽতৈর্জন্মভির্ভৃশম্ ॥ ২৭ ॥ ন কারণং প্রপশ্যামি তন্মে

স্থিত হইয়াছে? হে মহাভাগ! তুমি দেব, নৃপ কিংবা দ্বিজ? আমার নিকট বল, তুমি যেই কেন হও না, অদ্য আমি তোমার উদ্ধার সাধন করিব। অনন্তর সেই গৃহগোধারূপী নৃপ, মহামতি শ্রুতদেব কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল;—হে দ্বিজ! ইক্ষ্বাকুকুলে আমার জন্ম এবং আমি বেদশাস্ত্রবিশারদ; পৃথিবীতে যত বালিকণা, যত জলবিন্দু এবং আকাশে যত নক্ষত্র আছে, আমি ততপরিমাণে গোদান করিয়াছি; আমি পূর্ব্বজন্মে নিখিল যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট দানাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছি; তথাপি আমার ঊর্দ্ধগতি না হইয়া এই দুর্গতি হইয়াছে। হে দ্বিজ! আমি পূর্ব্বে তিনজন্ম চাতক, একজন্ম গৃধ্র এবং সাতজন্ম কুক্কুর হইয়া পরে এই গৃহগোধিকা-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই রাজা শ্রুতকীর্ত্তি আপনার পাদধৌত করিয়া সেই পাদোদক মস্তকে সিঞ্চন করিয়াছিলেন, সেই জল ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ভাগ্যক্রমে বিন্দুমাত্র বারি দ্বারা আমার শরীর সিক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ত্বদীয় পাদোদকপ্রভাবে আমার পূর্ব্বজন্ম স্মৃতিপথে উদিত হইল এবং আমিও বিগতপাপ হইলাম। এখনও আমার অষ্টাবিংশতি গোধাজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ওঃ দৈব কি অমোঘ? দেখিতেছি,—জন্তুগণ দৈবকৃত ব্যবস্থা অবশ্যই ভোগ করিয়া

বিস্তরতো বদ। ইত্যুক্তঃ স ঋষিঃ প্রাহ জ্ঞাত্বা বিজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ২৮ ॥ শৃণু ভূপ প্রবক্ষ্যামি তব দুর্যোনিকারণম্। ন জলন্তু ত্বয়া দত্তং বৈশাখে মাধবপ্রিয়ে ॥ ২৯ ॥ তজ্জলং সুলভং মত্বা হ্যমূল্যমিতি নিশ্চিতম্। নাধ্বগানাং দ্বিজাতীনাং ঘর্ম্মকালেঽপ্যজানতা ॥ ৩০ ॥ তথা পাত্রং সমুৎসৃজ্য হ্যপাত্রে প্রতিদত্তবান্। জলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য নহি ভস্মনি হূয়তে ॥ ৩১ ॥ বহুধা বর্ণিতস্যাপি সৌগন্ধ্যাদিযুতস্য চ। কণ্টকাশ্বতবৃক্ষস্য ন কুর্ব্বন্তি সমর্চ্চনম্ ॥ ৩২ ॥ বিশিষ্টানাং পাদপানামশ্বত্থঃ সেব্যতাং গতঃ। তুলসীং তু সমুৎসৃজ্য বৃহতী পূজ্যতে নু কিম্ ॥ ৩৩ ॥ অনাথত্বং পূজ্যতায়াং ন

থাকে। হে দ্বিজ! আমার এইরূপ দুর্দ্দশাভোগের ত' কোনই কারণ দেখিতেছি না, অথবা কোন কারণ অবশ্যই থাকিবে, আমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছি; অতএব আপনি মদীয় এই দুর্গতিলাভের কারণ বিস্তাররূপে আমার নিকট বর্ণন করুন। ঋষি শ্রুতদেব গোধা কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিজ্ঞাননয়ন দ্বারা সবই জানিতে পারিলেন, তিনি বলিলেন,—হে ভূপ! তোমার কুৎসিতযোনি গমনের কারণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাজন্! জলের কোন মূল্য নাই, উহা সর্ব্বত্র সুখলভ্য, এই সকল আলোচনা করিয়া তুমি মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসে জল দান কর নাই; গ্রীষ্মকালে পথক্লিষ্ট দ্বিজাতিগণের জল যে পরম উৎকৃষ্ট বস্তু, ইহা তোমার জ্ঞান ছিল না। কেবল ইহাই নহে, তুমি দানের যোগ্যপাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপাত্রে দান করিয়াছ, দেখ প্রজ্বলিত অনল পরিত্যাগ করিয়া কোন্ হতবুদ্ধি মানব ভস্মে আহুতি প্রদান করে? বিখ্যাত ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বত্র পূজা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা দুঃস্থ নহেন, দান বিষয়ে তাঁহাদের এই একটীমাত্র অযোগ্যতা দেখিয়া তুমি যে তাদৃশ দ্বিজগণকে দান কর নাই, ইহা উচিত হয় নাই; দেখ,—বহুবিধ উত্তমগুণে বর্ণিত ও সৌগন্ধ্যাদিযুক্ত কণ্টকবৃক্ষের কেহ কি পূজা করে না? ১২—৩২। আরও দেখ; ফলকুসুমশালী না হইলেও কোন কোন উত্তমগুণে বিশিষ্ট পাদপগণের মধ্যে অশ্বত্থই সেবনীয় বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে? অতএব দানাদিকার্য্যে পাত্রাপাত্রের বিবেচনায় তোমার হেতুবাদের অবতারণ, অযুক্তিই হইয়াছে। আবার দেখ,—তুলসী পরিত্যাগ করিয়া কোথাও কি বৃহতী-

প্রযোজকতামিয়াৎ। পঙ্গ্বাদ্যা যেঽপ্যনাথা হি দয়াপাত্রং হি কেবলম্ ॥৩৪॥ তপোনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠাঃ শ্রুতিশাস্ত্রবিশারদাঃ। বিষ্ণুরূপাঃ সদা পূজ্যা নেতরে তু কদাচন ॥ ৩৫ ॥ তত্রাপি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং বিপ্রা বিষ্ণোঃ সদৈব হি। জ্ঞানিনামপি ভূপাল বিষ্ণুরেব সদা প্রিয়ঃ। তস্মাজ্জ্ঞানী সদা পূজ্যঃ পূজ্যাৎ পূজ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬ ॥ অবজ্ঞা সাধুবৃত্তানামিহামুত্র চ দুঃখদা। সেবা বৈ মহতাং পুংসাং পুমর্থানাং হি কারণম্ ॥ ৩৭ ॥ কোটয়োঽপ্যন্ধজাতীনা ন পশ্যন্তি যথাযথম্। এবং মন্দাযুতানাস্তু সঙ্গতির্নার্থদা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৩৯॥ ন সাধুসেবনাৎ ক্বাপি সীদন্তে তৈঃ সুশিক্ষিতাঃ। জন্মমৃত্যুজরাদ্যৈর্ব্বা সুধয়াপ্যায়িত যথা ॥ ৪০ ॥ ন জলন্তু ত্বয়া দত্তং সাধবো বা ন সেবিতাঃ। তেন

তে দুর্গতিরিয়ং প্রাপ্তা চেক্ষ্বাকুনন্দন ॥ ৪১ বৈশাখে মৎকৃতং পুণ্যং তুভ্যং দাস্যামি শান্তয়ে। ভূতং ভব্যং ভবদ্যেন কর্ম্মজাতং বিজেষ্যসি ॥ ৪২ ॥ ইত্যুক্ত্বাপ উপস্পৃশ্য দদৌ পুণ্যমনুত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥ যদা দত্তং ব্রাহ্মণেন স্নানং চৈকদিনে কৃতম্। তেন ধ্বস্তাখিলাঘস্তু ত্যক্ত্বা তাং গৃহগোধিকাম্ ॥ ৪৪ ॥ দিব্যং বিমানমারুহ্য দিব্যস্রগ্বস্ত্রভূষণঃ। পশ্যতামেব ভূতানাং মৈথিলস্য গৃহান্তরে ॥ ৪৫ ॥ বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা পরিক্রম্য প্রণম্য চ। অনুজ্ঞাতো যযৌ রাজা স্তূয়মানোঽমরৈর্দিবম্ ॥ ৪৬ ॥ তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগান্ বর্ষাযুতমতন্দ্রিতঃ। স এব চেক্ষ্বাকুকুলে কাকুৎস্থোঽভূন্মহাপ্রভুঃ ॥ ৪৭ ॥ সপ্তদ্বীপবতীপালো ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ দেবেন্দ্রস্য সখা বিষ্ণোরংশ এব মহাপ্রভুঃ ॥ ৪৮ ॥ বোধিতস্তু বসিষ্ঠেন বৈশাখোক্তান্মনোরমান। অনুষ্ঠায়াখিলান্ ধর্ম্মাংস্তেন

পূজিত হয়? অতএব পূজ্য বিষয়ে অনাথতা যোগ্যতা লাভ করে না। যাহারা পঙ্গু, ব্যঙ্গ, দরিদ্র ও অনাথ, তাহারা কেবল দয়ার পাত্র, আর যাহারা তপোনিষ্ঠ, জ্ঞাননিষ্ঠ, ও বেদবিদ্যাবিশারদ, তাঁহারা বিষ্ণুরূপী এবং তাঁহারাই, পূজার যোগ্য, কদাচ অন্যব্যক্তি পূজা পাইতে পারে না। হে ভূপাল। পূর্ব্বে যে কতিপয় দানযোগ্য ব্যক্তির কথা উল্লিখিত হইল, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানীই 'বিষ্ণুর সতত অত্যন্ত প্রিয় এবং বিষ্ণুও তাঁহাদের নিত্য বল্লভ, অতএব পূজ্য হইতেও পূজ্যতর সেই জ্ঞানীরই সতত পূজা করিবে। দেখ, সাধুচরিত্র ব্যক্তিগণের অবজ্ঞাই ইহ পর উভয়কালেই দুঃখাবহ, আর মহাজনগণের পূজাই সতত পুরুষযোগ্য প্রয়োজন সাধনের একমাত্র কারণ। হে রাজন্! কোটি কোটি অন্ধও একস্থানস্থিত হইয়া যথাযথ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না এবং অযুত অযুত মন্দকর্ম্মা ব্যক্তিও একত্র মিলিত হইয়া কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে না। তুমি যে জলকে অসার বস্তু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছ, ইহা ঠিক হয় নাই, দেখ,—তীর্থনিচয় কি জলরূপী নহেন বা দেবগণ মৃত্তিকা কিংবা, শিলাময় হন না? সাধুগণ সেই জলময় তীর্থ এবং শিলা ও মৃত্তিকাময় দেবগণকে দর্শন করিয়া অতিদীর্ঘকালে মুক্তিলাভ করেন। যাহারা সাধুসেবা দ্বারা সুশিক্ষিত, তাঁহারা কুত্রাপি খিন্ন হন না; জরা, জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধিদ্বারা খিন্ন হইলেও সাধুগণের সুশিক্ষায় পুনঃ সুধাসিক্তের ন্যায় হইয়া থাকে। হে ইক্ষাকুকুলনন্দন! তুমি জলদান ও সাধুগণের সেবা কর নাই, তজ্জন্যই তোমার এই দুর্গতি হইয়াছে। হে রাজন! এক্ষণে তোমার শান্তিকামনায় আমার বৈশাখমাসকৃত পুণ্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি এই মদ্দত্ত পুণ্যপ্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কর্ম্মজাত জয় করিতে সমর্থ হইবে ৩৩—৪২। অনন্তর ঋষি শ্রুতদেব এইরূপ বলিয়া আচমনপূর্ব্বক গৃহগোধারূপী নরপতিকে তাঁহার একদিনের স্নানজাত অনুত্তম পুণ্য অর্পণ করিলেন। রাজাও ঋষিপ্রদত্ত পুণ্য লাভ করিবামাত্র নিখিলকলুষবিমুক্ত হইয়া গোধাদেহ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বিদেহাধিপতি শ্রুতকীর্ত্তির পুরবাসী নরগণের সমক্ষে রাজা দিব্য বিমানে আরোহণ করিলেন, স্বর্গীয় ভূষণ ও মাল্যে তাঁহার শরীর ভূষিত হইল, এবং তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই ঋষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার আদেশক্রমে অমরনিকরে স্তূয়মান হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। নৃপতি স্বর্গে গমনপূর্ব্বক অতন্দ্রিত হইয়া অযুতবর্ষ যাবৎ মহাভোগ্য বস্তু উপভোগ করত পুনরায় ইক্ষ্বাকুকুলে মহাপ্রভু কাকুৎস্থ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার অধিপতি সেই মহাপ্রভু কাকুৎস্থ ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন ও সাধুসম্মত ছিলেন এবং তিনি বিষ্ণুর অংশ বলিয়া শচীপতির সখা হইয়াছিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ একদা বৈশাখ মাস সমাগত হইলে বশিষ্ঠকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বৈশাখোচিত মনোহর ধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিলে

ধ্বস্তাখিলাশুভঃ ॥ ৪৯ ॥ দিব্যং জ্ঞানং সমাসাদ্য বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্তবান্। বৈশাখঃ শুভদস্তস্মাৎ পুম্ভিঃ সর্ব্বৈরনুষ্ঠিতঃ ॥ ৫০ ॥ আয়ুর্যশঃপুষ্টিদোঽয়ং মহাপাপৌঘনাশনঃ। পুমর্থানাং নিদানঞ্চ বিষ্ণুঃ প্রীণাত্যনেন তু ॥ ৫১ ॥ চাতুর্ব্বর্ণ্যনরৈঃ সর্ব্বৈশ্চতুরাশ্রমবর্ত্তিভিঃ। অনুষ্ঠেয়ো মহাধর্ম্মো বৈশাখে মাধবাগমে ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে গৃহগোধিকাখ্যানং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। রাজা তদদ্ভুতং দৃষ্ট্বা মৈথিলো ধর্ম্মবিত্তমঃ। কৃতাঞ্জলিঃ সুখাসীনং বিস্মিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১ ॥ মৈথিল উবাচ। দৃষ্টমেতন্মহাশ্চর্য্যং সাধূনাং চরিতং তথা। যেন ধর্ম্মেণ মুক্তোঽভূদ্রাজা চেক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥ ২ ॥ তং ধর্ম্মং বিস্তরেণৈব শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে। মহ্যং শ্রদ্ধাবতে বিদ্বন কৃপয়া বিস্তরাদ্বদ ॥ ৩ ॥ ইতি রাজ্ঞা সুসম্পৃষ্টঃ শ্রুতদেবো মহামনাঃ। সাধুসাধ্বিতি সম্ভাষ্য ব্যাজহার নৃপোত্তমম্ ॥ ৪ ॥ শ্রুতদেব উবাচ। সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম। বাসুদেবপ্রিয়ান্ ধর্ম্মান্ শ্রোতুং যস্মান্মতিস্তব ॥ ৫ ॥ বহুজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং বিনা কস্যাপি দেহিনঃ। বাসুদেবকথালাপে মতির্নৈবোপজায়তে ॥ ৬ ॥ যূনে রাজাধিরাজায় জাতেয়ং মতিরীদৃশী। শুদ্ধং ভাগবতং মন্যে ত্বেন ত্বাং সাধুসত্তমম্ ॥ ৭ ॥ তস্মাত্তুভ্যং ব্রুবে সৌম্য ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ শুভান্। যান্ জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জ্জন্মসংসারবন্ধনাৎ ॥ ৮ ॥ যথা শৌচং যথা স্নানং যথা সন্ধ্যা চ তর্পণম্। অগ্নিহোত্রং যথা শ্রাদ্ধং তথা বৈশাখসৎক্রিয়াঃ ॥ ৯ ॥ বৈশাখে মাধবে ধর্ম্মানকৃত্বা নোর্দ্ধগো ভবেৎ। ন বৈশাখসমো ধর্ম্মো ধর্ম্মজাতেষু বিদ্যতে ॥ ১০ ॥ সন্ত্যেব বহবো ধর্ম্মাঃ প্রজাশ্চাবাজকা ইব। উপদ্রবৈশ্চ লুপ্যন্তি নাত্র

সেই পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার নিখিল অশুভ বিদূরিত হয়। হে রাজন্। অনন্তর কাকুৎস্থ দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করেন, অতএব বৈশাখমাস অতিশুভদ। পুরুষগণ এই বৈশাখব্রতের অনুষ্ঠান করিলে বিধৌতপাপ হইয়া আয়ু, যশ ও পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। বৈশাখব্রতে বিষ্ণু প্রীত হন এবং এই বৈশাখব্রতই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের নিদান জানিবে। ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য নরগণ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রমচতুষ্টয়ে অবস্থিত হইয়া মাধবপ্রিয় এই বৈশাখমাসে মহাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। ৪৩—৫২।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—ধার্ম্মিক রাজা মৈথিলপতি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সুখাসীন ঋষি শ্রুতদেবকে বলিতে লাগিলেন। মিথিলাধিপতি কহিলেন,—হে বিদ্বন্! আমি এই মহাশ্চর্য্য কার্য্য দর্শন ও সাধুদিগের পূত চরিত্র শ্রবণ করিলাম। রাজা ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন যে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া মুক্ত হইলেন, সেই ধর্ম্ম শ্রবণের জন্য আমার মন কুতুহলান্বিত হইতেছে, আমাকেও এ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ জানিবেন; অতএব কৃপাপূর্ব্বক বিস্তারক্রমে আমার নিকট এই ধর্ম্মনিচয় বর্ণন করুন। অনন্তর নৃপসত্তম শ্রুতকীর্ত্তি কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রকারে প্রার্থিত হইয়া মহামনা শ্রুতদেব সাধু সাধু এই শব্দদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। শ্রুতদেব কহিলেন,—হে রাজর্ষিসত্তম! তোমার মন বাসুদেবকথালাপে সম্যক্ নিশ্চিত হইয়াছে, কেন না বাসুদেবের প্রিয় ধর্ম্মনিচয় শুনিবার জন্য তোমার মন কুতূহলান্বিত দেখিতেছি! হে রাজন্! বহুজন্মের অর্জ্জিত পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে কোন দেহধারী মানবের বাসুদেবকথায় মতি হয় না; তুমি যুবা ও রাজর্ষি রাজা, তথাপি যে তোমার ঈদৃশ জ্ঞান জন্মিয়াছে, এজন্য আমি তোমাকে সাধুসত্তম ও বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বলিয়া মনে করিতেছি! হে সৌম্য! তুমি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব তোমায় নিকট শুভ ভাগবত ধর্ম্মসমূহের বর্ণন করিতেছি; এই ধর্ম্মে জ্ঞানলাভ করিয়া জীবগণ সংসারবন্ধনমুক্ত হয়। ধর্ম্মসমূহের মধ্যে যদ্রূপ শৌচ, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, অগ্নিহোত্র ও শ্রাদ্ধ, এই বৈশাখের উত্তম ক্রিয়ানিচয়ও তদ্রূপ জানিবে। মাধবপ্রিয় বৈশাখ মাসের ধর্ম্ম না করিয়া কেহই স্বর্গে গমন করিতে পারে না; আর ধর্ম্মনিবহ মধ্যে বৈশাখসদৃশ ধর্ম্মও আর নাই। ১—১০। অরাজক প্রজার ন্যায় বহু ধর্ম্মই বিদ্যমান, কিন্তু ঐ ধর্ম্ম সকল উপদ্রব

কার্য্যা বিচারণা ॥ ১১ ॥ সুলভাঃ সকলা ধর্ম্মাঃ কর্ত্তুং বৈশাখচোদিতাঃ। উদকুম্ভং প্রপাদানং পথিচ্ছায়াদিনির্ম্মিতিঃ ॥ ১২ ॥ উপানৎপাদুকাদানং ছত্রব্যজনয়োস্তথা। তিলযুক্তমধোর্দ্দানং গোরসানাং শ্রমাপহম্ ॥ ১৩ ॥ বাপীকূপতড়াগাদিকরণং পথিকাশ্রয়ম্। নারিকেলেক্ষুকর্পূরকস্তূরীদানমেব চ ॥ ১৪ ॥ গন্ধানুলেপনং শয্যাখট্টাদানং তথৈব চ। তথা চূতফলং রম্যমূর্ব্বারুকরসায়নম্ ॥ ১৫ ॥ দানং দমনপুষ্পাণাং তথা সায়ং শুভোদকম্। চিত্রাণ্যন্নানি পূর্ণায়াং দধ্যন্নং প্রত্যহং তথা ॥ ১৬ ॥ তাম্বূলস্য সদাদানং চৈত্রদর্শে করীরকম্। রবাবনুদিতে সূর্য্যে প্রাতঃ স্নানং দিনেদিনে ॥ ১৭ ॥ মধুসূদনপূজা চ কথায়াঃ শ্রবণং তথা। অভ্যঙ্গবর্জ্জনং চৈব তথা বৈ পত্রভোজনম্ ॥ ১৮ ॥ মধ্যেমধ্যে শ্রমার্ত্তানাং বীজনং ব্যজনেন চ। সুগন্ধৈঃ কোমলৈঃ পুষ্পৈঃ প্রত্যহং পূজনং হরেঃ ॥ ১৯ ॥ ফলং দধ্যন্ননৈবেদ্যং ধূপদীপৌ দিনেদিনে। গোগ্রাসং বৃষপত্নীনাং দ্বিজপাদাবনেজনম্ ॥ ২০ ॥ শুভনাগরদানং চ ধাত্রীপিষ্টপ্রদাপনম্। পথিকানাং প্রশ্রয়ং চ দানং তুণ্ডুলশাকয়োঃ। এতে ধর্ম্মাঃ প্রশস্তা হি বৈশাখে মাধবপ্রিয়ে ॥ ২১ ॥ তথা চ বিষ্ণোঃ কুসুমার্পণং হরেঃ পূজা চ কালোচিতপল্লবাদ্যৈঃ। দধ্যন্ননৈবেদ্যনিবেদনং চ সমস্তপাপৌঘবিনাশহেতুঃ ॥ ২৩ ॥ নারী পুষ্পৈর্মাধবং নার্চ্চয়েদ্‌যা কালোৎপন্নৈর্মন্দিরে বা গৃহে বা। পুত্রং সৌখ্যং ক্বাপি নাপ্নোতি হন্তি চায়ুর্ভর্ত্তুঃ স্বাত্মনো বা মহাত্মন্ ॥ ২৩ ॥ রমাসহায়ে মাধবে মাসি বিষ্ণৌ পরীক্ষার্থে ধর্ম্মসেতোঃ প্রজানাম্। গৃহং যাতে মুনিভির্দৈবতৈশ্চ কালে পুষ্পৈর্নার্চ্চয়েদ্‌যস্তু মূঢ়ঃ ॥ ২৪ ॥ স মূঢ়াত্মা রৌরবং প্রাপ্য পশ্চাদ্‌যায়াদ্‌যোনিং রাক্ষসীং পঞ্চবারম্। জলং চান্নং সর্ব্বদা দেয়মস্মিন্ ক্ষুধার্ত্তানাং প্রাণিনাং প্রাণহেতু ॥ ২৫ ॥ তির্য্যগ্ জন্তুর্জায়তে বার্য্যদানাদন্নাদানাজ্জায়তে বৈ পিশাচঃ। অন্নাদানে চানুভূতাং কথাং তে হ্যহং বক্ষ্যে চাদ্ভুতাং ভূমিপাল ॥ ৩৬ ॥ বেবাতীরে মৎপিতাভূৎ পিশাচঃ স্বমাংসাশী ক্ষুত্তৃষাশ্রান্তগাত্রঃ। ছায়াহীনে শাল্মলীবৃক্ষমূলে হ্যন্না-

---

জন্মই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈশাখ মাসে যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, এ সকল সুলভ ও সুখসেব্য। হে রাজন্! জলপূর্ণ কুম্ভ, পাদুকাযুগল, ছত্র, ব্যজন, তিলযুক্ত মধু, শ্রমাপহ দুগ্ধ, নারিকেল, ইক্ষু, কর্পূর, কস্তূরী, গন্ধ, অনুলেপন, শয্যা, খট্টা, রম্য আম্র, রসায়ন উর্ব্বারুক (ফুটী) এবং দমনককুসুম দান; পথিমধ্যে ছায়াদির নির্ম্মাণ ও পথিকগণের আশ্রয়স্বরূপ বাপী, কূপ ও তড়াগাদির খনন, বৈশাখে এই সকল কার্য্য প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। বৈশাখে সায়ং সময়ে শুভোদক (সরবৎ), পূর্ণিমায় বিচিত্র অন্ন, প্রত্যহ দধিযুক্ত অন্ন এবং সতত তাম্বূল দান কর্ত্তব্য। চৈত্রমাসের অমাবস্যায় জলপূর্ণ কলস দান, বৈশাখে প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান, মধুসূদনের পূজা, তদীয় পুণ্য কথা-শ্রবণ, অভ্যঙ্গবর্জ্জন, পত্রভোজন, ব্যজন দ্বারা মধ্যে মধ্যে শ্রমার্ত্তদিগের ব্যজন, প্রত্যহ সুগন্ধ কমল দ্বারা হরির অর্চ্চন, তাঁহার উদ্দেশে ধেনুগণকে প্রতিদিন ফলা, দধি, অন্ন, নৈবেদ্য, ধূপ ও দীপদান, গোগ্রাস প্রদান, বনস্পতি ও দ্বিজগণের পাদমূলে প্রক্ষালনার্থ জল প্রদান, গুড়মিশ্র শুণ্ঠী, ধাত্রীচূর্ণ, তণ্ডুল, শাক ও পথিকগণের আশ্রয়প্রদান—মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসে এই সকল ধর্ম্ম প্রশস্ত। ১১—২১। বৈশাখে বিষ্ণুর উদ্দেশে পুষ্পার্পণ, কালোৎপন্ন পল্লবদ্বারা তদীয় পূজা, এবং দধিযুক্ত অন্নদ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। হে মহাত্মন্! বৈশাখমাসে যে রমণী গৃহে বা মন্দিরে কালোৎপন্ন পুষ্প ও পল্লব দ্বারা হরির পূজা করে না, তাহার কদাচ পুত্র ও সৌখ্য লাভ হয় না, অধিকন্তু স্বামী ও নিজের আয়ুঃক্ষয় হয়। ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ হরি রমার ও সুরমুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া বৈশাখ মাসে প্রজাগণের পরীক্ষার্থ গৃহে গৃহে আগমন করেন। যে মূঢ় মানব কালোচিত কুসুমাদি দ্বারা বৈশাখে তাঁহার পূজা করে না, সেই মূঢ়াত্মা রৌরব নরকে পতিত হয় এবং পশ্চাৎ পাঁচবার রাক্ষসযোনিতে গমন করে। এই বৈশাখ মাসে ক্ষুধাতুর প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ জল ও অন্ন সতত দান করা কর্ত্তব্য। মানব বৈশাখে জলদান না করিলে তির্য্যগ্‌যোনিগমন করে এবং অন্নদান না করিলে পিশাচ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে ভূমিপাল! আমি স্বয়ং বৈশাখের অন্নদানের পুণ্য অনুভব করিয়াছি; এক্ষণে তোমার নিকট সেই অদ্ভুত কথা কীর্ত্তন করিতেছি। আমার পিতা পিশাচ হইয়া রেবাতীরে বাস করেন; যখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাঁহার শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত হইত, তখন

ভাবান্নষ্টচৈতন্য এষঃ ॥ ২৭ ॥ ক্ষুধা তৃষা কর্ম্মণা যস্য বহ্বী সূক্ষ্মং ছিদ্রং কণ্ঠনালস্য চাসীৎ। মাংসং চান্তঃকণ্ঠমধ্যে নিষণ্ণং কুর্য্যাৎ পীড়াং প্রাণপর্য্যন্তমেব ॥ ২৮ ॥ জলং দৃষ্ট্বা কালকূটপ্রকল্পং কৌপ্যং শীতং বাপি কাসারসংস্থম্। তস্যাস্তীরে চাগতং দৈব-যোগাদ্গঙ্গাযাত্রাকারণান্মার্গমধ্যে ॥ ২৯ ॥ দৃষ্টাদ্ভুতং শাল্মলীবৃক্ষমূলে ক্রুষ্ট্বা ক্রুষ্ট্বা ভক্ষয়ন্তং স্বমাংসম্। ক্রোশন্তং তং বহুধা শোচমানং ক্ষুধাতৃষা-ব্যাধিতং কর্ম্মভিঃ স্বৈঃ ॥ ৩০ ॥ স মাং হন্তুঃ প্রাদ্রবৎ-পাপকর্ম্মা মত্তেজসা নিহতো দুদ্রুবে চ। তং চাব্রবং কৃপয়া ক্লিন্নচিত্তো মা ভৈষ্ট ত্বং হ্যভয়ং মে হি দত্তম্ ॥ ৩১ ॥ কস্ত্বং তাত ব্রূহি সদ্যোহত্র হেতুং কৃচ্ছ্রাদস্মা-ন্মোচয়ে মা বিষীদ। ইত্যুক্তো মাং প্রাহ পুত্রং ত্বজানন্ পুরানর্ত্তে ভুবয়াখ্যে পুরে চ ॥ ৩২ ॥ নাম্না মৈত্রঃ সাঙ্কৃতের্গোত্রজোঽহং তপোবিদ্যাদান-যজ্ঞাদিনিষ্ঠঃ। মায়াধীতাধ্যাপিতাঃ সর্ব্ববিদ্যাঃ কৃতো ময়া সর্ব্বতীর্থাবগাহঃ ॥ ৩৩ ॥ দত্তং নান্নং মাসি বৈশাখসংজ্ঞে লোভাভিক্ষামাত্রমপ্যেব কালে। শোচে চাহং প্রাপ্য পৈশাচযোনিং নান্যো হেতুঃ সত্য-মেবোক্তমঙ্গ ॥ ৩৪ ॥ পুত্রোঽস্মদ্গৃহে বর্ত্ততে মদ্গৃহে চ ভূরিখ্যাতিঃ শ্রুতদেবাভিধানঃ। বাচ্যা তস্মৈ মদ্দশা চাত্মজায় বৈশাখান্নাদানতোঽভূৎ পিশাচঃ ॥ ৩৫ ॥ দৃষ্টস্তীরে তে পিতা নর্ম্মদায়া নোর্দ্ধং গতো বর্ত্ততে বৃক্ষমূলে। খাদন্মাসং স্বীয়মেবাষধিদ্যৎ পিতুর্মুক্ত্যৈ মাসি বৈশাখসংজ্ঞে ॥ ৩৬ ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা চ বিষ্ণুং নির্ব্যাজান্নাং তর্পয়িত্বা জলৈশ্চ।

তিনি স্বীয় মাংস ভক্ষণ করিতেন। রেবাতীরে এক শাল্মলী তরু ছিল, তিনি সেই ছায়াহীন তরুমূলে অবস্থান করিতেন। দৈবযোগে একদা পিতা অন্নাভাবে হতচেতন হন। তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে তিনি কণ্ঠমধ্যে একখণ্ড মাংস নিক্ষিপ্ত করেন। পিশাচরূপী পিতা অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর ছিলেন; সুতরাং মাংসখণ্ড তাঁহার কণ্ঠ-নালের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে আটকাইয়া যায়। অনন্তর ঐ মাংসখণ্ড তাঁহার সূক্ষ্মকণ্ঠমধ্যে বদ্ধ হওয়ায় তাঁহার প্রাণান্তকর যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে তিনি জলান্বেষণার্থ কূপ ও সরোবরতীরে আগমন করেন। তিনি সরোবরতীরে আগমন করিলে তাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই তত্রত্য শীতল জলও কালকূট তুল্য হইয়া উঠে। হে রাজন্! আমি গঙ্গাস্নানযাত্রায় বহির্গত হইয়া পথভ্রমে সেই সরোবরতীরে উপনীত হইয়া তথায় শাল্মলীতরুমূলে এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিলাম। আমি আরও দেখিলাম,—পিতা স্বীয় মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিতেছেন, কখনও শোকে অত্যন্ত চীৎকার করিয়া স্বীয় কর্ম্মজাত ক্ষুধাতৃষ্ণা-ব্যাধিতে অতীব পীড়িত হইতেছেন। অনন্তর পাপকর্ম্মা পিতা আমাকে নিহত করিবার জন্য ধাবিত হন, কিন্তু তখনই আবার আমার তেজে পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। অনন্তর তাঁহার এই দুর্দশা দেখিয়া আমার হৃদয় দয়ার্দ্র হয়, আমি তাঁহাকে প্রথমে পিতা বলিয়া জানিতে পারি নাই; আমি তাঁহাকে বলিলাম;—হে তাত! আপনার ভয় নাই, আমি আপনাকে অভয়দান করিতেছি; আপনার পরিচয় প্রদান করুন, আমি আপনার পিশাচ হইবার কারণ বিদিত হইয়া, কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলেও আপনাকে অদ্য সদ্য মুক্ত করিব। আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আমি এইরূপ বলিলে সেই পিশাচরূপী পিতা আমাকে বলিতে লাগিলেন। তিনি তখনও আমাকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন,—আমি পুরাকালে আনর্ত্তদেশীয় ভুবয়-নগরে বাস করিতাম, আমার নাম মৈত্র এবং সাঙ্কৃতি গোত্রে আমার জন্ম হয়। আমি সতত তপ, দান, ও বিদ্যা যজ্ঞাদিতে নিরত থাকিয়া নিখিল বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং তীর্থনিচয়ে অবগাহন করিতাম। ২২—৩৩। কিন্তু আমি লোভপরবশ হইয়া বৈশাখ মাসে অন্নদান এমন কি একমুষ্টি ভিক্ষাও দান করি নাই। ওহে দ্বিজ! আমি তজ্জন্যই পিশাচ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া শোচ্যমান হইতেছি, আমি সত্যই কহিলাম, আমার পৈশাচশরীরের ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই। সম্প্রতি আমার গৃহে শ্রুতদেব নামক মদীয় পুত্র বর্ত্তমান, তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তিও যথেষ্ট আছে; তুমি তাহার নিকট গমন করিয়া অন্ন দান না করায় আমার যে এই পিশাচদেহপ্রাপ্তি হইয়াছে, এসকল জ্ঞাপন কর। তুমি তাহাকে বলিও—"তোমার পিতাকে নর্ম্মদাতীরে দেখিয়া আসিলাম, তাঁহার ঊর্দ্ধগতি হয় নাই, তিনি তরুমূলে বাস করিতেছেন এবং ক্ষুধাতুর হইয়া স্বীয় মাংস ভোজন করত পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইতেছেন। তুমি ত্বদীয় পিতার মুক্তি-কামনায় বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া বিষ্ণু-পূজা কর এবং অকপটচিত্তে জলদ্বারা তাঁহার

দেয়ং চান্নং দ্বিজবর্য্যে গুণাঢ্যে মুক্তো যো বৈ যাতি বিষ্ণোঃ পদং চ ॥৩৭॥ ইত্থং চোক্তং ত্বৎপুরস্তাদ্বদেত্তি দয়া চৈষা মৎকৃতে নাত্র শঙ্কা। ভদ্রং, ভূয়াৎ সর্ব্বতো মঙ্গলং তে শ্রুত্বা চাহং ভাষিতং মে পিতুশ্চ ॥ ৩৮ ॥ দুঃখাৎ কায়ং দণ্ডবৎ পাতয়িত্বা ভূশার্ত্তোঽহং পাদয়োর্ভূরিকালম্। নিন্দন্নিন্দন্ ভূর্য্যহং বাষ্পনেত্রঃ পুত্রোঽহং তে তাত চৈবাগতোঽহম্ ॥৩৯॥ কর্ম্মভ্রষ্টো ভূসুরাণাং বিনিন্দ্যো নাভূদস্মাৎ ক্লেশমোক্ষঃ পিতৃণাম্। আখ্যাহি ত্বং কর্ম্মণা কেন মুক্তো ভবিতা বৈ তৎকরোমি দ্বিজেন্দ্র ॥ ৪০ ॥ ততঃ প্রাহ প্রীতসর্ব্বান্তরাত্মা যাত্রাং কৃত্বা শীঘ্রমাগত্য গেহম্। প্রাপ্তে মাসে মেষসংস্থে চ ভানৌ নিবেদ্যান্নং বিষ্ণবে ত্বং গুণাঢ্যম্ ॥ ৪১ ॥ দানং দেহি দ্বিজবর্য্যে মহাত্মংস্তস্মান্মোক্ষো ভবিতা সান্বয়স্ত। পিত্রাদিষ্টঃ কৃতযাত্রঃ স্বগেহে প্রাপ্যাকরং মাধবে চান্নদানম্ ॥ ৪২ ॥ তস্মান্মুক্তো মৎপিতা মাং সমেত্য যানারূঢো হ্যভিনন্দ্যাশিষা চ। গতো লোকং শ্রীপতের্দুর্ব্বিভাব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ তস্মাদ্দানং সর্ব্বশাস্ত্রেষু চোক্তং ভুভ্যং প্রোক্তং ধর্ম্মসারং সুধর্ম্ম্যম্। কিমন্যত্তে শ্রোতুমিচ্ছা বদস্ব শ্রুত্বা সর্ব্বং তে বদামীতি সত্যম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে পিশাচমোক্ষ-
প্রাপ্তির্নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

মৈথিল উবাচ। ব্রহ্মন্নিক্ষাকুতনয়ো জলদানাচ্চ চাতকঃ। ত্রিবারমভবৎ পশ্চান্মদ্গৃহে গোধিকা তথা ॥ ১ ॥ কর্ম্মানুগুণমেতদ্ধি যুক্তং তস্যাকৃতাত্মনঃ। সতামসেবনাত্তস্য গৃধ্রত্বং সারমেয়তা ॥ ২ ॥ সপ্তবারমিতি প্রোক্তং তন্মে ভাতি চ নোচিতম্।

তর্পণ করিয়া দ্বিজবর্য্যগণকে অন্নদান কর, এই রূপ করিলে তোমার পিতা মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদে গমন করিবেন।” হে বিপ্র! তুমি কোনরূপ শঙ্কা করিও না, আমার উপকার কামনায় আমার কথিত বাক্য সকল পুত্র শ্রুতদেবের নিকট কীর্ত্তন কর, ইহাতে আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট উপকারই করা হইবে, তোমার সর্ব্ববিধ মঙ্গল হউক। হে রাজন্! পিতার কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল, আমি তাঁহার পাদমূলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া অত্যন্ত কাতরহৃদয়ে অনেক কাল যাপন করিলাম। আমি আমার আত্মাকে অত্যন্ত নিন্দা করিতে করিতে বাষ্পনেত্রে তাঁহাকে বলিলাম,—হে তাত! আমি আপনার তনয় সেই শ্রুতদেব, আমি আজ দৈবক্রমে এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি পিতৃগণের ক্লেশমোচন করিতে করিতে পারি নাই; অতএব আমি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অতীব নিন্দিত ও কর্ম্মভ্রষ্ট; হে দ্বিজেন্দ্র! এক্ষণে বলুন,—কোন্ কর্ম্ম করিলে আপনার মুক্তি হইবে, আমি তাহাই করিব। অনন্তর পিতার অন্তঃকরণ হৃষ্ট হইল, তিনি বলিলেন,—হে মহাত্মন্! তুমি সত্বর যাত্রা করিয়া গৃহে গমন কর এবং বৈশাখ মাস সমাগত হইলে বিবিধগুণযুক্ত অন্ন বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দ্বিজবর্য্যগণকে প্রদান করিও। হে তনয়! এইরূপ করিলেই বংশের সহিত আমার মুক্তি হইবে। পিতা আমাকে এইরূপ আদেশ করিলেন, আমিও গৃহে গমন করিলাম, অনন্তর বৈশাখমাস সমাগত হইলে তাঁহার আদেশানুসারে অন্নদান করিলে, তিনি মুক্ত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আমার সমীপে উপনীত হইয়া আশীর্ব্বাদবাক্যে আমাকে অভিনন্দিত করিলেন। অনন্তর আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় আগমন করিতে হয় না, সেই দুর্ব্বিভাব্য বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করিলেন। হে রাজন্! এই জন্য সকল শাস্ত্রেই অন্নদান শ্রেষ্ঠদান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমি তোমার নিকট শোভন ধর্ম্মযুক্ত ধর্ম্মের সারবস্তু অন্নদান বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তোমার অন্য আর কি শুনিতে অভিলাষ হইতেছে, তোমার প্রশ্ন বিদিত হইয়া তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিব। ৩৪—৪৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

মিথিলাধিপ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ইক্ষ্বাকুতনয় কাকুৎস্থ যে জলদান না করিয়া তিনজন্ম চাতক হন এবং পরে আমার গৃহে গৃহগোধিকা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অকৃতাত্মারই কর্ম্মের অনুরূপই হইয়াছিল। আর সাধুগণের সেবা না করায় কণ্ঠ ন যে সাতজন্ম গৃধ্র ও কুক্কুরশরীর প্রাপ্ত হন, ইহাও আমার নিকট অনুচিত বলিয়া মনে

সন্তো ন দূষিতাস্তেন ন তথা কৃপণা অপি ॥ ৩ ॥ তস্মাদসেবিনস্তস্য ফলাভাবো ভবেৎ ধ্রুবম্। নানর্থকরণাভাবাদিদং হি পরপীড়নম্ ॥ ৪ ॥ অনিমিত্তমিদং কস্মাৎ কুযোনিত্বমবাপ্তবান্। তদেতং সংশয়ং ছিন্ধি শিষ্যস্যাত্মপ্রিয়স্য চ ॥ ৫ ॥ ইতি রাজ্ঞা সুসম্পৃষ্টঃ শ্রুতদেবো মহাযশাঃ। সাধুসাধ্বিতি সম্ভাষ্য বচো ব্যাহর্ত্তুমাদধে ॥ ৬ ॥ শ্রুতদেব উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যৎপৃষ্টস্তু ত্বয়ানঘ। শিবায়ৈ চ শিবেনোক্তং কৈলাসশিখরেঽমলে ॥ ৭ ॥ সৃষ্টে-মান্ সকলাল্লোকান্ পশ্চাত্তেষামবস্থিতিম্। অমুষ্মিকী-মৈহিকীঞ্চ দ্বিবিধাং পর্য্যকল্পয়ৎ ॥ ৮ ॥ হেতুত্রয়ঞ্চ প্রত্যেকং হেতুস্থিত্যৈ মহাপ্রভুঃ। জলসেবা চান্ন-সেবা সেবা চৈবৌষধস্য চ ॥ ৯ ॥ যত্র চৈতে মহাভাগ হ্যৈহিকস্থিতিহেতবঃ। এবমামুষ্মিকে বাজংস্ত্রয় এবেরিতাঃ শ্রুতৌ ॥ ১০ ॥ সাধুসেবা বিষ্ণুসেবা সেবা ধর্ম্মপথস্য চ। পুরা সম্পাদিতা হ্যেতে পর-লোকস্য হেতবঃ ॥ ১১ ॥ গৃহে সম্পাদিতং যদ্বৎ পাথেয়ং পন্থতৌ যথা। ঐহিকা হেতবো রাজন্ সদ্যঃ সম্পাদিতার্থদাঃ ॥ ১২ ॥ 'কিং চেষ্টমপি সাধূনাং মনসো যদি দুঃসহম্। কুতশ্চিৎকারণাদ্রাজংস্তচ্চা-নর্থায় কল্পতে ॥ ১৩ ॥ অপ্রিয়ং কিমু বক্তব্যং দুঃখহেতুরিতি স্ফুটম্। অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতি-হাসং পুরাতনম্ ॥ ১৪ ॥ পাপঘ্নং মহদাশ্চর্য্যং শৃণ্বতাং রোমহর্ষণম্। যজ্ঞদীক্ষামুপগতঃ পুরা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১৫ ॥ আহ্বানার্থং ভূতপতেরগমদ্র-জতাচলম্। তং দৃষ্ট্বা নোত্থিতঃ শম্ভুস্তস্যৈব হিত-কাম্যযা ॥ ১৬ ॥ সর্ব্বামরগুরুশ্চাহং ছন্দোগম্যঃ সনাতনঃ। ভৃত্যা হ্যেতে বলিহরাশ্চন্দ্রেন্দ্রাদ্যাঃ সুরে-শ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥ স্বামী ভৃত্যায় নোত্তিষ্ঠেৎ স্বভার্য্যায়ৈ পতিস্তথা। গুরুঃ শিষ্যায় নোত্তিষ্ঠেদিতি শাস্ত্র-বিদাং মতম্ ॥ ১৮ ॥ ন সম্বন্ধো গুরুত্বে চ কারণং হ্যিতি বৈ শ্রুতিঃ। বলং জ্ঞানং তপঃ শান্তির্যত্র

হয় না। তিনি যে সাধুগণকে ধনদান করেন নাই, ইহাতে তাঁহারা দূষিত বা কৃপণ হন নাই, তিনি সাধুগণের সেবা না করায় তাহারই ফললাভের অভাব হইয়াছে। আর পঙ্গু, ব্যঙ্গ, ও দরিদ্র দিগকে যে দান করিয়াছেন, ইহা অনর্থক হইলেও ইহাদ্বারা ত' পরপীড়নও হয় নাই; অতএব এই সকল কিজন্য অনিষ্টের জনক হইল; আর তিনিই বা কেন কুযোনিগমন করিলেন? আমি আপনার প্রিয় শিষ্য, অতএব আমার এই সংশয় ছেদন করুন। মহাযশাঃ দ্বিজ শ্রুতদেব রাজা কর্ত্তৃক এইরূপে সম্যক্ জিজ্ঞাসিত হইয়া সাধু সাধু এই শব্দদ্বয় উচ্চারণ-পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রুতদেব বলিলেন হে অনঘ! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে ইহার উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাজন্! পুরাকালে বিমল কৈলাসশিখরে শিব শঙ্করীর নিকট এবিষয় এইরূপ বলিয়াছিলেন। বিধাতা এই লোক সকল সৃজন করিয়া পরে তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক দ্বিবিধ স্থিতির কল্পনা করেন। হে মহাভাগ! মহাবিভু ভগবান্ বিষ্ণু জলসেবা, অন্নসেবা ও ঔষধি সেবা এই ত্রিবিধ সেবাই ঐহিক ও পারত্রিক স্থিতির হেতুরূপে নির্দ্দেশ করেন। হে সাধো! শ্রুতি বলেন,—যেমন জলসেবাদি ঐহিক পালনের কারণ, তদ্রূপ সাধুসেবা, বিষ্ণুসেবা এবং ধর্ম্ম পথের সেবা এই ত্রিবিধ পারত্রিক স্থিতির হেতু হইয়া থাকে, আর পরলোকস্থিতির জন্য এই হেতুত্রয় পূর্ব্বকালে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে রাজন্! পথে যেরূপ পাথেয়ের প্রয়োজন, গৃহেও তদ্রূপ ঐহিকস্থিতির জন্য জল-সেবাদি প্রয়োজন হয়; আর গৃহে ঐহিক স্থিতির হেতু উক্ত জলসেবাদি অনুষ্ঠিত হইলে সদ্য নিখিল অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১—১২। হে রাজন্! সাধু চেষ্টাও যদি কোন কারণে সাধুগণের হৃদয়ে অসহ্য হয়, তবে তাহাতে অনর্থ হইয়া থাকে, অপ্রিয় কার্য্য যে দুঃখের জনক হইবে, এবিষয়ে বিস্তাররূপে আর বলিয়া কি হইবে? এবিষয়ে পণ্ডিতগণ এই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে কীর্ত্তন করেন, এই উপাখ্যান অতি আশ্চর্য্য পাপঘ্ন এবং ইহার শ্রবণে শরীর রোমাঞ্চ হয়। পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষভূপতি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া শম্ভুর নিমন্ত্রণার্থ রজতাচল কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন, শম্ভু তাঁহাকে দেখিয়া তদীয় হিতকামনায় গাত্রোত্থান করিলেন না। তিনি মনে করিলেন, যদিও ইনি আমার শ্বশুর, তথাপি ইনি আমার শিষ্য; কেননা আমি আগম-সমূহের গুরু, বেদগম্য ও সনাতন; চন্দ্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আমার ভৃত্য ও তাঁহারা আমাকে বলি প্রদান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারগণ বলেন, প্রভু ভৃত্যের দর্শনে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সম্মান প্রদর্শন করিবে না এবং গুরুরও শিষ্যকে দেখিয়া গাত্রোত্থান কর্ত্তব্য নহে। শ্রুতি বলেন,—কেবল সম্বন্ধই গুরুত্বের কারণ হয় না; যাঁহার বল,

বৈবাহিকং ভবেৎ ॥ ১৯ ॥ স শুরুশ্চেতরেষাঞ্চ নীচা উযুস্ত প্রেষ্যতাম্ । উত্তিষ্ঠন্তি চ শাম্য দ্যা ভৃত্যাদীন্ যদি চাগ্রহাৎ ॥২০॥ আয়ুর্ব্বিত্তং যশস্তেষাং সদ্যো নশ্যন্তি সন্ততিঃ । তস্মাদহন্ত নোত্তিষ্ঠে প্রিয়োহয়ং শ্বশুরো মম ॥ ২১ ॥ ইতি তস্য হিতান্বেষী নোচ্চচালাসনাদ্বিভুঃ । নোত্থিতস্তু মৃড়ং দৃষ্ট্বা কুপিতোহভূৎ প্রজাপতিঃ ॥ ২২ ॥ অনিন্দদ্বহুধা তস্মৈ পুরতো গিরিজাপতেঃ । অহো দর্পমহো দর্পং দরিদ্রস্যাকৃতাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥ যস্য বিত্তং বহুবয়া বৃষশ্চর্ম্মাবশেষিতঃ । অতএব কপালাস্থিধরঃ পাষণ্ডগোচরঃ ॥ ২৪ ॥ বৃথাহঙ্কারিণো দৈবং কুতো দাস্যতি মঙ্গলম্ । লোকে কৃতোন কর্ম্মাণি শুচীনীতি বিদো বিদুঃ ॥২৫॥ ধত্তে দরিদ্রঃ শীতার্ত্তঃ পবিত্রঞ্চ গজাজিনম্ । বেশ্ম শ্মশানং যস্য স্যাদ্ভুজঙ্গঃ কিল ভূষণম্ ॥ ২৬ ॥ ন শীয়তাপি চ জ্ঞানং বৃকাস্তস্মাৎ পলায়িতে । ভূতপ্রেতপিশাচাদিদুর্জ্জনৈঃ সঙ্গতোহনিশম্ ॥ ২৩ ॥ ন কুলং শ্রূয়তে ক্বাপি নাসৌ বৈ সাধুসম্মতঃ । বৃথা বিপ্রলব্ধিতঃ পূর্ব্বং নারদেন দুরাত্মনা ॥ ২৮ ॥ যেনাহং বোধিতঃ প্রাদাং কন্যাং চৈন্যাং সতীং মম । পৃথগ্ধর্ম্মগতা চৈষা সুখং বসতু তদ্গৃহে ॥ ২৯ ॥ নাস্যাত্তিঃ শ্লাঘনীয়োহসৌ মৎসুতাপি কথঞ্চন । যথা কুলালকলশশ্চণ্ডালস্য বশং গতঃ ॥ ৩০ ॥ ইতি দক্ষো বিমূঢাত্মা হ্যুমাং নাহূয় তং মৃড়ম্ । বহুধা তং বিনির্ভর্ৎস্য তূষ্ণীমেব গৃহং যযৌ ॥ ৩১ ॥ যজ্ঞবাটং ততো গত্বা ঋত্বিগ্ভির্মুনিভিঃ সহ । ঈজে যজ্ঞবিধানেন নিন্দন্নেব মহাপ্রভুম্ ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণু বিহায়ৈব সর্ব্বে দেবাঃ সমাগতাঃ । সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসকিন্নরাঃ ॥ ৩৩ ॥ তদা দেবী সতী পুণ্যা স্ত্রীচাঞ্চল্যাৎ প্রলোভিতা । উৎসুকা চোৎসবং দ্রষ্টুং

জ্ঞান, তপস্যা ও শান্তি বিদ্যমান, তিনিই সম্বন্ধে লঘু হইলেও গুরু হইয়া থাকেন ; আর ইতর প্রাণীই তাদৃশ জ্ঞানাদিসম্পন্ন পুরুষের দাস্যতা গ্রহণ করে। যাঁহারা প্রভু, তাঁহারা যদি আগ্রহ সহকারে ভৃত্য ও শিষ্যদিগকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করেন, তবে তাহাদের আয়ু বিত্ত ও সন্ততি সদ্য বিনষ্ট হয়। এই দক্ষ আমার শ্বশুর, অতএব প্রিয় ; অবশ্য আমার ইহাঁর প্রিয়ানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বিভু এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক দক্ষের হিতান্বেষী হইয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন না ; কিন্তু প্রজাপতি দক্ষ 'এই মূঢ় জামাতা আমাকে দর্শন করিয়া উত্থিত হইল না' এইরূপ মনে করিয়া কুপিত হইলেন এবং সেই পার্ব্বতীপতির সম্মুখেই তাঁহাকে অনেক নিন্দা করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—অহো ! কি দর্প ! অহো ! এই অকৃতাত্মা দরিদ্রের কি দর্প ! ইহার বিত্ত একমাত্র বৃদ্ধবৃষ, সেই বৃষ আবার অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট কঙ্কালসার, ইহার ভূষণ মৃতমানবের কপাল, অতএব পাষণ্ডগণের দর্শনযোগ্য নহে ; এই ব্যক্তি বৃথাহঙ্কারী, অতএব ইহার দৈবমঙ্গল প্রদানের সামর্থ্য কোথায় ? শ্রুতি বলেন,—ত্রিলোকে যাহারা উত্তমকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাদের শুচি হওয়া কর্ত্তব্য এবং তাদৃশ ব্যক্তি দরিদ্র ও শীতার্ত্ত হইয়া পবিত্র গজচর্ম্ম ধারণ করিবে। ইহার দেখিতেছি,—বাসস্থান শ্মশান, ভূষণ ভুজঙ্গ, বৈর্য্য ও জ্ঞান ব্যাঘ্রভীত মৃগের ন্যায় ইহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে ; ভূত, প্রেত ও পিশাচাদি দুর্জ্জনের সহিত অনিশ ইহার বাস ; ইহার ত কৈ কোন বংশমর্য্যাদার কথা শুনা যায় না এবং এই ব্যক্তি সাধুসম্মত নহে। পূর্ব্বে দুরাত্মা নারদ মিথ্যাবাক্যে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, আমি সেই দুরাত্মা নারদের বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া আমার সতী দুহিতাকে ইহার করে অর্পণ করিয়াছি। অহো ! আমার কন্যা সতী বিধবার ন্যায় পতিবিহীন-ধর্ম্মকর্ম্মসমূহের আচরণ করত সুখে গৃহে বাস করুক। ১৩—২৯। এই শিব আমাদের কোনরূপে শ্লাঘনীয় নহে, বিশেষত দুহিতা সতীও তদ্রূপ সম্মানের অযোগ্যা হইয়াছে, কেননা কুম্ভকার কুলালচক্রে যে সকল কলস নির্ম্মাণ করে, উহা পূত হইলেও দৈবাৎ যদি কোন একটী কলস চণ্ডালস্পৃষ্ট হয়, তবে তাহা অপবিত্র হইয়া থাকে। কিন্তু আমার কন্যার এবিষয়ে কোন দোষ না থাকিলেও সে শিবসংসর্গে দূষিতা হইয়াছে। বিমূঢাত্মা দক্ষ এইরূপে মুহ্যমান হইয়া উমা ও মহেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করিলেন না, পরন্তু শিবকে অনেক নিন্দা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর দক্ষ মহাপ্রভু মহেশ্বরকে নিন্দা করিতে করিতে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মুনি ঋত্বিক্গণ সহ যজ্ঞীয়বিধানে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার যজ্ঞে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ব্যতীত নিখিল দেব, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ আগমন করিল। তৎকালে স্ত্রীচাঞ্চল্যে প্রলোভিত হইয়া পুণ্যচরিতা সতী

বন্ধুংস্তত্র সমাগতান্ ॥৩৪॥ নিবার্য্যমাণা রুদ্রেণ তরলা স্ত্রীস্বভাবতঃ। প্রত্যুক্তাপি পুনশ্চৈব গন্তব্যমিতি নিশ্চিতা ॥ ৩৫ ॥ স নিন্দতি সভামধ্যে সদা মাং বরবর্ণিনি। তচ্ছ্রাসহ্যং চ তং শ্রুত্বা কায়ং সত্যং প্রহাস্যসি ॥৩৬॥ অসহ্যমপি সোঢব্যং ময়াপি গৃহমিচ্ছতা। ময়া যথা কৃতং দেবি তথা ত্বং নৈব বর্ত্তসে ॥ ৩৭ ॥ তস্মাম্মা গচ্ছ শালাং বৈ ন শুভং তু ভবেদ্ধ্রুবম্। ইত্যেবং বোধিতা দেবী চাপল্যং পুনরাগমৎ ॥ ৩৮ ॥ নিশ্চক্রাম সতী গেহাদেকাকী পাদচারিণী। তাং দৃষ্ট্বা বৃষভস্তূর্ণং পৃষ্ঠে দেবীমুবাহ সঃ ॥ ৩৯ ॥ কোটিশো ভূতসঙ্ঘাশ্চ হ্যনুজগ্মুঃ সতীং তদা। যজ্ঞবাটং তু সা গত্বা পত্নীশালাং যযৌ পুরা ॥ ৪০ ॥ তূষ্ণীমাস সতীং দৃষ্ট্বা খেদাত্তস্মাদ্বিনির্গতা। পতিবাক্যং তু সংস্মৃত্য জগামোত্তরবেদিকাম্ ॥ ৪১ ॥ পিতা সভাশ্চ তাং দৃষ্ট্বা স্থিতাস্তূষ্ণীং হতাশিষঃ। সা রুদ্রাহুতিপর্য্যন্তং পশ্যন্তী পিতৃচেষ্টিতম্। ত্যক্ত্বা রুদ্রং চ জুহ্বন্তমুবাচাশ্রুকুলেক্ষণা ॥ ৪২ ॥ দেব্যুবাচ। মহত্মল্লঘনং পুংসাং ন প্রায়ঃ শ্রেয়সে ভবেৎ। লোককর্ত্তা লোকভর্ত্তা সর্ব্বেষাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ এবম্ভূতস্য রুদ্রস্য কথং নো দীয়তে হবিঃ। জাতাং ন কিং তে দুর্ব্বুদ্ধিং হরন্ত্যন্যে সমাগতাঃ ॥ ৪৪ ॥ ন চেদৃশা মহাত্মানঃ কিমেষাং বিমুখো বিধিঃ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যেবং ভাষমাণাং তাং পূষা দেবো জহাস হ। শ্মশ্রূণাং চালনং চক্রে ভৃগুর্হতশুভং তথা ॥ ৪৬ ॥ ভুজপাদোরুকক্ষাণাং স্ফালনং চক্রিরে পরে। বহুধা নিন্দনং চক্রে তৎপিতা হতভাগ্যবান্ ॥ ৪৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা রুদ্রভার্য্যা সা কোপাকুলিতমানসা। প্রায়শ্চিত্তং শ্রুতেঃ কর্ত্তুং দেহং তত্যাজ সা সতী। হোমাগ্নৌ বেদিকামধ্যে সর্ব্বেষামেব পশ্যতাম্ ॥ ৪৮ ॥

দেবী পিতার যজ্ঞোৎসব দর্শনে উৎসুকা হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ সেই যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সতীর দেখা-শুনা হইবে এই সব আলোচনা করিয়া স্ত্রীস্বভাববশতঃ তিনি এতই চঞ্চলা হইলেন যে, শিব কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ বার্য্যমাণা হইয়াও "আমি অবশ্যই গমন করিব।" শিবসমীপে এইরূপই নির্ব্বন্ধ জানাইলেন। শিব বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি। দক্ষ সভামধ্যে সতত আমাকে নিন্দা করিতেছে, সে নিন্দা তোমার অসহ্য, তুমি নিশ্চয়ই সেই অসহনীয় নিন্দা শ্রবণ করত প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। আমি গৃহধর্ম্মকামনায় অনেক অসহ্য কবিতে পারি, হে দেবি। আমার যেরূপ হিষ্ণুতাসগুণ,তোমার তদ্রূপ নয়;অতএব যজ্ঞশালায় গমন করিও না; তুমি যজ্ঞগৃহে গমন করিলে কখনই শুভ হইবে না। শিব যতই তাঁহাকে বুঝাইলেন, তাঁহার চাপল্য যেন পুনঃপুনঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি পাদচারে একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর দেবী সতীকে পাদচারে গমন করিতে দেখিয়া বৃষ তখনই তাঁহাকে পৃষ্ঠের উপর বহন করিল এবং কোটি কোটি ভূতসঙ্ঘ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। সতী যজ্ঞশালায় উপনীত হইয়া যে স্থানে তাঁহার ভগিনীগণ ও অন্যান্য রমণীরা অবস্থিত ছিল, তথায় গমন করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল, ভগিনীগণ তাঁহার সম্ভাষণ করিল না, তিনি এই খেদে তথা হইতে বহির্গত হইলেন, তখন তাঁহার পতিবাক্য স্মরণ হইতে লাগিল, তিনি তথা হইতে উত্তরবেদিকায় গমন করিলেন; সে স্থানে তাঁহার পিতা দক্ষ ও অন্যান্য সভ্যগণ বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারাও নির্ব্বাক্, কেহই আশীর্ব্বাদবাক্যে তাঁহার সম্ভাষণ করিলেন না। তিনি যজ্ঞের রুদ্রাহুতি পর্য্যন্ত অবলোকনমানসে তথায় দণ্ডায়মানা হইলেন, দেখিলেন,—পিতা রুদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া আহুতি প্রদান করিয়াছেন; তাঁহার লোচন জলাকুল হইল, তিনি পিতাকে বলিতে লাগিলেন।৩০—৪২। দেবী বলিলেন,—মহদ্ব্যক্তির উল্লঙ্ঘন পুরুষের প্রায় কুশলপ্রদ হয় না; রুদ্র—লোককর্ত্তা, লোকভর্ত্তা এবং অব্যয় ও সকলের প্রভু; এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন রুদ্রকে কেন আহুতি প্রদান করিতেছেন না? আপনার দুর্ব্বুদ্ধি জন্মিয়াছে; অথবা অন্য কেহ কুবুদ্ধি দানে আপনার সুবুদ্ধি হরণ করিয়া থাকিবে; যাহারা এরূপ করিয়াছে, তাহারা মহাত্মা নহে; তাহাদের প্রতি কি বিধি বিমুখ হইয়াছিলেন? দেবী এইরূপ বলিতে থাকিলে হতপ্রভ পূষা তাঁহাকে উপহাস করিলেন, ভৃগু শ্মশ্রুচালন করিলেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ ভুজ, কেহ পাদ ও অপর কেহ কক্ষাস্ফালন করিতে লাগিল। সতীর পিতা হতভাগ্য দক্ষ তাঁহাকে বহু ভর্ৎসনা করিলেন। অনন্তর রুদ্রপত্নী সতী সেই সকল উপহাসবাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিতা হইলেন এবং পতিনিন্দাশ্রবণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য হোমাগ্নিতে প্রাণ

হাহাকারো মহানাসীদ্দুদ্রুবুঃ প্রমথা দ্রুতম্। আচখ্যুর্দেবদেবায় বৃত্তান্তমখিলং তদা ॥ ৪৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা সহসোত্থায় রুদ্রঃ কালান্তকোপমঃ। জটামুৎপাট্য হস্তেন ভূতলে তামতাড়য়ৎ ॥ ৫০ ॥ ততোঽভবন্মহাকায়ো বীরভদ্রো মহাবলঃ। সহস্রবাহুরভবৎ কালান্তকসমপ্রভঃ ॥ ৫১ ॥ বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ব্যাজহার হরং তদা। মৎসৃষ্টিস্তু যদর্থং তে তদর্থং মাং নিযোজয় ॥ ৫২ ॥ ইত্যুক্তঃ প্রাহ তং ক্রুদ্ধো ধূর্জ্জটিশ্চ পুরঃ স্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥ হন ত্বং নিন্দকং দক্ষং যদর্থে মৎপ্রিয়া হতা। ভূতসঙ্ঘাস্তু গচ্ছন্তু সহৈতেন মহাবলাঃ ॥ ৫৪ ॥ ইত্যাদিষ্টো ভগবতা যযুর্যজ্ঞসভাং তদা। জঘ্নুঃ সর্ব্বান্মহাবীরান্ দেবাসুরনরাদিকান্ ॥ ৫৫ ॥ পূষ্ণশ্চ হসতো দন্তাঞ্জটাভূশ্চ বভঞ্জ হ। শ্মশ্রূণ্যুৎপাটয়াঞ্চক্রে ভৃগোস্তস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৫৬ ॥ যদ্যদাস্ফালিতং পূর্ব্বং তত্তচ্চিচ্ছেদ বীর্য্যবান্। ততো দক্ষশিরো কর্ত্তুং বহুপ্রযত্নং চকার হ ॥ ৫৭ ॥ মুনিমন্ত্রপ্রগুপ্তং তু নৈব কৃন্ততি তদ্বলাৎ। হরো জ্ঞাত্বা তু চিচ্ছেদ স্বয়মেত্য দুরাত্মনঃ ॥ ৫৮ ॥ এবং মখগতান্ হত্বা সানুগঃ স্বালয়ং যযৌ। হতাবশিষ্টাঃ কেচিত্তু ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ॥ ৫৯ ॥ তৈরন্বিতো যযৌ ব্রহ্মা কৈলাসং তু শিবালয়ম্। ততো রুদ্রং সান্ত্বয়িত্বা বচোভির্বিবিধৈরপি ॥ ৬০ ॥ তেনৈব সহিতঃ প্রাগাদ্যজ্ঞবাটং মহাপ্রভুঃ। তেনৈবোজ্জীবয়ামাস সর্ব্বান্ যজ্ঞসমাগতান্ ॥ ৬১ ॥ খ্যাত্যৈ প্রাদাদজমুখং দক্ষস্য তু তদা শিবঃ। অজশ্মশ্রূণ্যদাচ্ছম্ভুর্ভৃগবে তু মহাত্মনে ॥ ৬২ ॥ পূষ্ণশ্চ দন্তান্ন প্রাদাৎ পিষ্টাদং চ চকার হ। তদঙ্গানাং ব্যতিকরং কেষাঞ্চিদপি বৈ শিবঃ ॥ ৬৩ ॥ শিবমাপুশ্চ তে সর্ব্বে ব্রহ্মণা চ শিবেন চ। পুনঃ প্রবর্ত্তিতো যজ্ঞো যথাপূর্ব্বং মহাত্মন. ॥ ৬৪ ॥ যজ্ঞান্তে

পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে হোমাগ্নিমধ্যে পতিত দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে হাহাকাররব উত্থিত হইল। প্রথমগণ পলায়ন করিল এবং কোন কোন প্রমথ দ্রুতপদে গমন করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত দেবদেব শিবের নিকট নিবেদন করিল। কালান্তকতুল্য রুদ্র এই বৃত্তান্ত শ্রবণ কবিয়া সহসা উত্থিত হইলেন, এবং করদ্বারা মস্তক হইতে একটী জটা উৎপাটন করিয়া ভূতলে সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই জটা হইতে মহাকায় মহাবল বীরভদ্র প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর কালানলতুল্য প্রভাশালী মহাবল সহস্রবাহু বীরভদ্র বদ্ধাঞ্জলি হইয়া হরকে কহিতে লাগিল ;—আমাকে যে জন্য সৃজন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই প্রয়োজন সাধনের জন্য আমাকে নিয়োগ করুন। তখন ক্রুদ্ধ ধূর্জ্জটি সম্মুখস্থিত বীরভদ্র কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বলিলেন,—আমার প্রিয়া পার্ব্বতী যাহার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তুমি সেই নিন্দুক দক্ষকে নিহত কর। মহাবল ভূতগণ তোমার অনুগমন করুক। ভগবান্ ভূতপতি বীরভদ্রের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে ভূতগণসহ বীরভদ্র দক্ষভবনে গমন করিল এবং তথায় উপনীত হইয়া মহাবীর দেব, অসুর ও নরগণকে নিহত করিতে লাগিল। যে পূষা সতীকে উপহাস করিয়াছিল, ধূর্জ্জটীর জটাজাত বীরভদ্র সেই পূষার দন্ত ভগ্ন করিল, দুরাত্মা ভৃগু শ্মশ্রু চালনে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্মশ্রু উৎপাটন করিল এবং অন্যান্য সকলে যে যে অঙ্গদ্বারা আস্ফালন করিয়াছিল, বীর্য্যবান্ বীরভদ্র তাহাদের সেই সেই অঙ্গ ভগ্ন করিল। অনন্তর বীরভদ্র দক্ষের মস্তকচ্ছেদনে বহু চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু মুনিগণের মন্ত্ররক্ষিত সেই দক্ষমস্তক ছেদন করিতে সমর্থ হইল না। হর জানিলেন,—মুনিগণের মন্ত্রপ্রভাবে বীরভদ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও দক্ষমস্তক ছেদন করিতে সমর্থ হইতেছে না ; অনন্তর তিনি স্বয়ং আসিলেন এবং দুরাত্মা দক্ষের মস্তক ছেদন ও অন্যান্য মখাগত সভ্যগণের বধসাধন করিয়া অনুগগণসহ স্বীয় আলয়ে গমন করিলেন। যাহারা হতাবশিষ্ট ছিল, তাহারা ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইল। ৪৩—৫৯। তখন ব্রহ্মা সেই শরণাগতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শিবালয় কৈলাসে গমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা বিবিধবাক্যে শঙ্করকে সান্ত্বনা প্রদান করিলে শান্তমূর্ত্তি মহেশ্বর ব্রহ্মার সহিত দক্ষের যজ্ঞগৃহে গমন করিলেন এবং তত্রত্য মখাগত ব্যক্তি সকলকে জীবিত করিয়া দিলেন। তখন শিব স্বীয় খ্যাতিপ্রতিষ্ঠা কামনায় দক্ষকে ছাগমুণ্ড ও মহাত্মা ভৃগুকে অজশ্মশ্রু প্রদান করিলেন ; পূষাকে পুনরায় দন্ত প্রদান করিলেন না, দন্তহীন পূষাকে পিষ্টকভোজী করিলেন এবং অন্যান্য মখাগত যে সকল লোকের অঙ্গবিকৃতি হইয়াছিল, তাহাদের সেই সকল অঙ্গের সমীকরণ করিলেন। তখন ব্রহ্মা ও শিব কর্ত্তৃক সকলেই জীবন প্রাপ্ত ও কল্যাণভাজন হইল। অনন্তর পুন-

সর্ব্বদেবাশ্চ জগ্মুস্তে স্বংস্বমালয়ম্ । নৈষ্ঠিকং ব্রহ্মচর্য্যং তু কৃত্বা রুদ্রো মহাতপাঃ ॥ ৬৫ ॥ তেপে গঙ্গাতটে রুদ্রঃ পুন্নাগতরুমূলগঃ । দক্ষাত্মজা সতী দেবী ত্যক্তদেহা পতিব্রতা ॥ ৬৬ ॥ জজ্ঞে হিমাদ্রের্মেনক্যাং বর্দ্ধে তস্য বেশ্মনি । এতস্মিন্নেব কালে তু তারকাখ্যো মহাসুরঃ ॥ ৬৭ ॥ স তীব্রতপসারাধ্য ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ । অবধ্যত্বং বরং বব্রে দেবাসুরনরোরগৈঃ ॥ ৬৮ ॥ আয়ুধৈরস্ত্রসজ্ঘৈশ্চ সর্ব্বৈরেব মহাবলৈঃ । রুদ্রপুত্রং বিনা দৈত্য হ্যবধ্যঃ সকলৈরপি ॥ ৬৯ ॥ ইতি তস্মৈ বরং প্রাদাদ্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । অস্ত্রীকত্বাদপুত্রত্বাদ্রুদ্রস্যেতি তথাস্ত্বিতি ॥ ৭০ ॥ বরং গৃহীত্বা স্বগৃহং প্রাপ্য লোকান্ ববাধ হ । দাসা দেবা মার্জ্জনাদৌ দাস্যো দেব্যশ্চ তদ্গৃহে ॥৭১ ॥ ততস্তৎপীড়িতা দেবা ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ । তৈঃ পীড়াং বর্ণিতাং শ্রুত্বা বেধাঃ প্রাহ সুরানিদম্ ॥ ৭২ ॥ বরপ্রদানকালেঽহং রুদ্রপুত্রং বিনা সুরাঃ । নান্যৈর্বধ্য ইতি প্রাদাং বরং তস্মৈ দুরাত্মনে ॥ ৭৩ ॥ পুরা সতী রুদ্রপত্নী সত্রে ত্যক্তকলেবরা । জাতা হিমবতঃ পুত্রী পার্ব্বতীতি চ যাং বিদুঃ ॥ ৭৪ ॥ রুদ্রো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তপশ্চরতি দুশ্চরম্ । যোজয়ধ্বঞ্চ পার্ব্বত্যা রুদ্রং লোকেশ্বরং প্রভুম্ ॥ ৭৫ ॥ পুনর্দ্দেবেন্দ্রসদনে সঙ্গতৈরমরেশ্বরৈঃ । ধিষণেনাপি সম্মন্ত্র্য দেবেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ ॥ ৭৬ ॥ সস্মার চ স কার্য্যার্থং নারদং স্মরমেব চ । তত্রাগতৌ ততস্তৌ তু বলভিদ্বাক্যমব্রবীৎ ॥৭৭॥ হিমবন্তং ভবান্ গত্বা বচসা তং নিবোধয় । পুত্রী তব প্রাগ্দক্ষস্য হরপত্নী সুতা সতী ॥ ৭৮ ॥ তপশ্চরতি তে শৃঙ্গে বিযুক্তা দশকন্যয়া । মৃড়স্তস্য

রায় পূর্ব্ববৎ মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞ প্রারব্ধ হইল, দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন এবং যজ্ঞান্তে সকলেই হৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া গেলেন। এদিকে মহাতপা শিব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে পুন্নাগপাদপমূলে মহাতপ আরম্ভ করিলেন, ত্যক্তদেহা পতিব্রতা দক্ষদুহিতা দেবী সতীও হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম লাভ করিয়া তথায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তারক নামক মহাসুর তীব্রতপস্যা করিয়া পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করে। তারকাসুর বলে,—“দেব, অসুর, নর, উরগ, অন্যান্য মহাবল বা বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, আমি এসকলের অবধ্য হইতে কামনা করি।” অনন্তর ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—হে দৈত্য! অদ্য হইতে একমাত্র রুদ্রপুত্র কার্ত্তিকেয় ব্যতীত আর সকলেরই তুমি অবধ্য হইবে।” লোকপিতামহ তারককে এইরূপ বরদান করিলে অসুর মনে করিল,—“রুদ্রের স্ত্রীও নাই, পুত্রও নাই, অতএব এই বর আমার পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে।” লব্ধবর অসুর তারক “তাহাই হউক” বলিয়া ব্রহ্মার প্রদত্ত বরের অঙ্গীকার করিল, এবং স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক বিবিধ বাধা উৎপাদন করিয়া লোক সকল পীড়িত করিতে লাগিল। মহাসুর তারক দেবগণকে দাস ও দেবপত্নীগণকে দাসীরূপে তাহার ভবনমার্জ্জনকার্য্যে নিযুক্ত করিল। অনন্তর সুরগণ এরূপে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ব্রহ্মার শরণ গ্রহণপূর্ব্বক সকলেই স্ব স্ব দুর্দশার বিষয় তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। দেবগণের মুখে তাহাদিগের দুর্গতির বর্ণন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সুরগণকে বলিলেন,—হে সুরগণ! আমি যখন তারকাসুরকে বর প্রদান করি, তখন “রুদ্রতনয় ভিন্ন কেহই তোমাকে নিহত করিতে পারিবে না।” সেই দুরাত্মাকে এইরূপ বরই প্রদান করিয়াছিলাম। দক্ষদুহিতা সতী পূর্ব্বকালে দক্ষযজ্ঞে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে হিমালয়ের কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে পার্ব্বতী বলিয়া বদিত আছে। রুদ্রও হিমবৎপার্শ্বে দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন। এক্ষণে প্রভু লোকেশ মহেশের যাহাতে পার্ব্বতীর সহিত মিলন হয়, তোমরা তাহারই উপায় কর। ৬০—৭৫। অনন্তর ব্রহ্মার আদেশে দেবগণ দেবেন্দ্রভবনে সম্মিলিত হইলে পাকশাসন দেবেন্দ্র বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া দেবর্ষি নারদ ও মদনকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রে নারদ তথায় উপনীত হইলে দেবরাজ প্রথমে নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন;—হে দেবর্ষে! আপনি হিমালয়ের আলয়ে গমনপূর্ব্বক দক্ষযজ্ঞবৃত্তান্ত তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া বলিবেন যে, তোমার কন্যা গিরিজা পূর্ব্বে দক্ষের দুহিতা হইয়া সতী নাম গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্করের পত্নী হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সতীই সতীদেহ পরিত্যাগ করত তোমার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। শিবও তোমারই শৃঙ্গদেশে তপস্যা

সপর্য্যার্থে বিনিযোজয় তৎপ্রিয়াম্ ॥ ৭৯ ॥ তস্যৈব পত্নী ভবিতা স এব ভবিতা পতিঃ। ইত্যাদিষ্টো মঘোনা চ নারদোপেত্য তং গিরিম্ ॥ ৮০ ॥ তথৈব কারয়ামাস দেবেন্দ্রেণোদিতং যথা। পশ্চাৎকামং সমাহূয় মঘবানিদমাহ চ ॥ ৮১ ॥ দেবানাঞ্চ হিতার্থায় তথা মৃড়হিতায় চ। বসন্তেন সমাযুক্তো গচ্ছ রুদ্রতপোবনম্ ॥ ৮২ ॥ গুণান্ বিজৃম্ভয়িত্বা তু বাসন্তান্ হৃদয়াবহান্। যদা সন্নিহিতা দেবী পার্ব্বতী তু মৃড়স্য চ ॥ ৮৩ ॥ তদা প্রযুজ্য স্বং বাণান্মোহয়স্ব মহাপ্রভুম্। তয়োস্তু সঙ্গমে জাতে কার্য্যং নোঽদ্ধা ভবিষ্যতি ॥ ৮৪ ॥ ইত্যাদিষ্টঃ স্মরস্তূর্ণং প্রতস্থে বাঢ়মিত্যথ। সবসন্তঃ সরতিকঃ সানুগস্তদ্বনং যযৌ ॥ ৮৫ ॥ অকালে তু বসন্তর্ত্তুং জৃম্ভয়িত্বা স্বশক্তিতঃ। তদ্বনে সর্ব্বতো রম্যে মন্দানিলনিষেবিতে ॥ ৮৬ ॥ কদাচিদ্দেবদেবোঽপি পার্ব্বত্যাস্তু সপর্য্যয়া। প্রীতঃ স্বাঙ্কং সমারোপ্য কিঞ্চিদ্ব্যাহর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৮৭ ॥ প্রাণপ্রিয়াসঙ্গমস্য কালোঽয়মিতি নিশ্চিতঃ। পেশলং ধনুরাদায় স তস্থৌ হরপৃষ্ঠতঃ ॥ ৮৮ ॥ কৃত্বা জবনিকাং বৃক্ষং বাণমেকং মুমোচ হ। দ্বিতীয়মপি সন্ধায় চক্রে মোক্তুং মহোদ্যমম্ ॥ ৮৯ ॥ অথ ক্ষুব্ধমনা ভূত্বা মৃড়শ্চিন্তামবাপ হ। ন মে মনশ্চলেৎ ক্বাপি কেন বা কশ্মলীকৃতম্ ॥ ৯০ ॥ ইতি চিন্তাকুলো বামে পার্শ্বে কামং দদর্শ হ। ক্রুদ্ধোন্মীল্য ললাটাক্ষং স্বাঙ্কাদ্দেবীমপাস্য চ ॥ ৯১ ॥ তস্যাক্ষ্ণঃ সমভূদগ্নিস্তীক্ষ্ণো লোকবিভীষণঃ। তেন দগ্ধোঽভবৎ সদ্যো মন্মথঃ সশরাসনঃ ॥ ৯২ ॥ কার্য্যসিদ্ধিঞ্চ পশ্যন্তো দুদ্রুবুশ্চামরা দিবম্। শঙ্কমানাঃ স্বদণ্ডঞ্চ বসন্তো রতিরেব চ ॥ ৯৩ ॥ নিমীল্য লোচনে ভীতা দেবী দূরং প্রদুদ্রুবে। সন্নিধানং স্ত্রিয়ো হর্ত্তুং মৃড়োঽপ্যন্তর-

---

করিতেছেন; হে গিরিবর! তোমার যে আর দশটী কন্যা আছে, তাহাদের সহিত তোমার প্রিয় কন্যা পার্ব্বতীকে শঙ্করের শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত কর। এইরূপ করিলে পার্ব্বতী শিবকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইবেন এবং ভূতপতিও তাঁহার পাণি গ্রহণ করিবেন। নারদ দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া গিরিবর হিমালয়ে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র যেরূপ বলিতে বলিয়া দিয়াছিলেন, হিমালয়কে অবিকল তাহাই বলিলেন। অনন্তর দেবেন্দ্র মদনকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন;—হে মদন! তুমি তোমার সহচর বসন্তের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিলোচনের তপোবনান্তে গমন করত মদনোদ্দীপক বসন্তগুণনিচয় বিকাশ কর; যখন পার্ব্বতী ভূতপতির সমীপাগত হইবেন, তখন তোমার পঞ্চশর প্রয়োগ করিয়া সেই মহেশের মোহ উৎপাদন করিবে; অনন্তর তোমার পঞ্চশরপ্রভাবে তাঁহারা পরস্পর সঙ্গত হইলে আমাদের কার্য্য উদ্ধার হইবে। হে অনঙ্গ! ইহাতে আমাদের যেরূপ উপকার করা হইবে, এই কার্য্যে মহেশ্বরও তদ্রূপ উপকৃত হইবেন। দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট মদন "যথাশক্তি যত্ন করিব" এই কথা বলিয়া তাঁহার আদেশ অঙ্গীকারপূর্ব্বক সত্বর হিমালয়ে গমন করিলেন, এবং তদীয় সহচর বসন্ত, প্রিয়া রতি এবং রত্যাদি অন্যান্য অনুগগণ সহ হরের তপোবনপ্রান্তে উপনীত হইলেন। তপোবনে প্রবেশ করিয়া কাম অকালে স্বীয়শক্তিবলে বসন্তকাল বিকাশিত করিলে বনভূমির সর্ব্বত্রই মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় দেবদেব পার্ব্বতীর শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে আরোপিত করত কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন, ৭৬—৮৭। মদন তখন প্রাণপ্রিয়ার উপযুক্ত সঙ্গমকাল আলোচনা করিয়া অতি চঞ্চল বাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত হইলেন এবং একটী বৃক্ষকে যবনিকা করিয়া অর্থাৎ বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া সেই বাণটী মোচন করিলেন। অনন্তর দ্বিতীয় বাণ সন্ধান করিয়া যেমন তিনি নিক্ষেপ করিবার জন্য মহা উদ্যম করিলেন, অমনি মহেশের মন ক্ষুব্ধ হইল, তিনি চিন্তিত হইলেন; তিনি ভাবিলেন, আমার মনত কদাচ চঞ্চল হয় না, হয় ত' কোন কারণে কলুষিত হইয়াছে; তিনি এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া বামপার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন,—কাম তাঁহার বামপার্শ্বে অবস্থিত। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন উন্মীলন করিলেন, ক্রোড় হইতে দেবীকে দূরে অপসারিত করিয়া দিলেন; তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে লোকবিভীষণ তীক্ষ্ণ অগ্নি নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ সশরাসন মদনকে ভস্মীভূত করিল। তখন দেবগণ অনুমান দ্বারা স্বকার্য্যসিদ্ধি বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তথায় অবস্থান করিলে পাছে শঙ্করের নিকট দণ্ডপ্রাপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে দেবগণ, রতি ও বসন্ত তথা হইতে পলায়ন করিলেন। দেবী পার্ব্বতীও নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক ভীত হইয়া তথা

মিত্ত ॥ ৯৪ ॥ রুদ্রস্যেষ্টং প্রকুর্ব্বাণো দেবশ্চ মনসো হিতম্। লেভেঽনর্থমনির্ব্বৃত্তং বিপ্রিয়ং কুর্ব্বতস্তু কিম্ ॥ ৯৫ ॥ তস্মাদিক্ষ্বাকুতনয়ঃ সাধুনামপ্রিয়ঃ সদা। তস্মাদাত্মহিতাং সেবাং নাকরোন্মন্দধীঃ সতাম্ ॥ ৯৬ ॥ অনুভূতং মহদ্দুঃখং তস্মাদ্দুর্য্যোনিরেব চ। তস্মাৎ কুর্য্যাত্তু সাধুনাং সেবাং সর্ব্বার্থসাধিনীম্ ॥ ৯৭ ॥ রুদ্রস্যাপ্রিয়কারিত্বাৎ স্মরো ভাবিনি জন্মনি। দুঃখং তু বহুলং লেভে জন্মকালে মহাপ্রভুঃ ॥ ৯৮ ॥ ইতিহাসমিমং পুণ্যং যে শৃণ্বন্তি দিবানিশম্। জন্মমৃত্যুজরাদিভ্যো মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৯

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে দাক্ষায়ণ্যপমাননে দক্ষযজ্ঞধ্বংসপূর্ব্বকপার্ব্বতীজন্মাদিকামদহন-বর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

হইতে পলায়ন করিলেন এবং মহাদেবও রমণী-সন্নিধান পরিহারকামনায় সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে রাজন্! ভাবিয়া দেখ, ইন্দ্র রুদ্রের প্রিয় ও দেবগণের উপকার করিতে গিয়া অত্যন্ত অনর্থ লাভ করিলেন, অপ্রিয় করিলে যে কি অমঙ্গল হয়, এ বিষয় আর কি বলিব? দেখ, ইক্ষ্বাকুতনয়ের যে দানাদি, তাহা পুণ্য কার্য্য হইলেও দানের পাত্র অতিক্রম করায় উহা সাধুগণের সতত অপ্রিয়। যাহারা মন্দবুদ্ধি, তাহারা কখনই আত্মহিতকর সাধুদিগের সেবা করে না। ইক্ষ্বাকুতনয় সাধুসেবা পরিত্যাগ করিয়াই মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কুযোনিতে তাঁহার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অতএব সর্ব্বার্থসাধিনী সাধুসেবা অবশ্যকর্ত্তব্য; আরও দেখ,—কাম রুদ্রের ঐরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া পরজন্মে তাহাকে ক্লেশবাহুল্য ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে মানব এই পুণ্য ইতিহাস শ্রবণ করে, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হইতে তাহার মুক্তি হয়, সংশয় নাই। ৮৮—৯৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

মৈথিল উবাচ। তস্য দগ্ধস্য কামস্য কথমাজন্মাভবদ্বিভো। কিং দুঃখমভবত্তস্মিন্ কর্ম্মণঃ সহ লজ্জনাৎ ॥ ১ ॥ এতদাচক্ষ্ব মে ব্রহ্মন্ শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে। শ্রুতদেব উবাচ। কুমারজন্ম বক্ষ্যামি শ্রবণাৎ পাপনাশনম্ ॥ ২ ॥ যশস্যং পুত্রদং ধর্ম্ম্যং সর্ব্বরোগবিনাশনম্। শম্ভুনা তু হতে কামে তৎপত্নী রতিসংজ্ঞিকা ॥ ৩ ॥ মুমোহ পুরতো দৃষ্ট্বা পতিং ভস্মাবশেষিতম্। জাতসংজ্ঞা মুহূর্ত্তেন বিললাপ চ চিত্রধা ॥ ৪ ॥ যদ্বিলাপান্বনং চাপি সমদুঃখমভূত্তদা। তচ্চিতাগ্নৌ স্বকায়ং তু ত্যক্তুকামা চ মাধবম্ ॥ ৫ ॥ পত্যুঃ সখায়ং সস্মার কর্ত্তুং তাৎকালিকীং ক্রিয়াম্। স আগতশ্চিতিং কর্ত্তুং বীরপত্ন্যা মহাপ্রভুঃ ॥ ৬ ॥ স তু ত্রস্তঃ সখীং দৃষ্ট্বা ক্ষণং মূর্চ্ছাপরোঽভবৎ। রতিং তু সান্ত্বয়ামাস সান্ত্বৈর্বহুবিধৈরপি ॥ ৭ ॥ পুত্রতুল্যোঽস্মি তে ভদ্রে স্থিতে

নবম অধ্যায়।

মিথিলাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিভো! ভস্মীভূত কাম কাঁহার তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রুদ্রদেবের তপস্যা-লঙ্ঘন করায় তাঁহার কিরূপ দুঃখলাভ হইয়াছিল? হে ব্রহ্মন্! এই সকল শুনিবার জন্য আমার কুতূহল হইতেছে, অতএব এই সকল আমার নিকট বলুন। শ্রুতদেব উত্তর করিলেন,—এক্ষণে কুমারজন্ম কীর্ত্তন করিতেছি, এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে সকল রোগ ও পাপ নাশ হয় এবং যশ, পুত্র ও ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। শম্ভু কর্ত্তৃক কাম নিহত হইলে তদীয় পত্নী রতি সম্মুখে স্বামীর ভস্মাবশেষ অবলোকন করিয়া মোহিত হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া বহু বিলাপ করিলেন। তাঁহার বিলাপের বিষয় আর কি বর্ণন করিব, বনরাজিও তাঁহার ক্রন্দন শ্রবণে তাঁহারই সমান দুঃখ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর রতি স্বামীর চিতায় জীবন বিসর্জ্জন কামনায় তাৎকালিক চিতারচনাদি কার্য্যের জন্য পতির প্রিয় সহচর বসন্তকে স্মরণ করিলেন, স্মরণ করিবামাত্র বসন্ত তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া বীরপত্নী সখী রতির দুর্দশা দর্শনপূর্ব্বক খিন্ন ও ক্ষণকালমধ্যে মোহপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর লব্ধসংজ্ঞ বসন্ত রতিকে বিবিধ সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন,

মন্নি চ নার্হসি। কামং ত্যক্তুং ধর্ম্মহেতুমিত্যাদ্যৈর্বহুধাপি সা ॥ ৮ ॥ নৈব স্বাতুং মনশ্চক্রে তেন সংস্তম্ভিতা রতিঃ। দৃষ্ট্বা দার্ঢ্যং বসন্তোঽপি চিতিং চক্রে সরিত্তটে ॥ ৯ ॥ সাবগাহ্য তুনদ্যাঞ্চ কৃত্বা কার্য্যাণি সর্ব্বশঃ। সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং নিবেশ্যাত্মনি বৈ মনঃ ॥ ১০ ॥ চিতিমারোঢুমারেভে ততো জাতাশরীরবাক্। মা প্রবেশয় কল্যাণি বহ্নিং পতিপরায়ণা ॥ ১১ ॥ ভবিষ্যতি চ তে পত্যুর্হরাদ্বিষ্ণোশ্চ যাদবাৎ। জন্মদ্বয়ং ক্রমেণৈব তত্র চোত্তরজন্মনি ॥ ১২ ॥ ভৈষ্ম্যাং কৃষ্ণান্মহাবিষ্ণোঃ প্রদ্যুম্নাখ্যো ভবিষ্যতি। বসিষ্যসি ত্বঞ্চ শাপাদ্ব্রহ্মণঃ শম্বরালয়ে ॥ ১৩ ॥ প্রদ্যুম্নাখ্যেন তে পত্যা সঙ্গতিশ্চ ভবিষ্যতি। ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ বাণী চাকাশগোচরা ॥ ১৪ ॥ শ্রুত্বা তাং তু নিবৃত্তাভূন্মরণে কৃতনিশ্চয়া। ততো দেবাঃ সমাজগ্মুঃ স্বার্থে কামে হতে হরাৎ ॥ ১৫ ॥ রত্যা কৃতং প্রশশংসুস্তে বৃহস্পত্যগ্নিপুরোগমাঃ। তাং তে নিবর্ত্তয়ামাসুর্বরেণ মহতা সতীম্ ॥ ১৬ ॥ অনঙ্গোঽপি ভবেৎ সাঙ্গো মৃত এবাক্ষিগো ভবেৎ। ইতি তাং তু বিনির্বর্ত্ত্য ধর্ম্মং চোপদিদেশিরে ॥ ১৭ ॥ পূর্ব্বকল্পে স্বয়ং রাজা সুন্দরাখ্যো মহাপ্রভুঃ। ত্বমেব পত্নী তত্রাপি রজঃসঙ্করকারিণী ॥ ১৮ ॥ তেনেয়ঞ্চ দশাভূত্তে কুর্ব্বিদানীঞ্চ নিষ্কৃতিম্। মন্দাকিন্যান্তু বৈশাখে প্রাতঃস্নানং তদা কুরু ॥ ১৯ ॥ মধুসূদনমভ্যর্চ্চ্য কথাং দিব্যাং তথা শৃণু। অশূন্যশয়নং নাম ব্রতমারভ ভামিনি ॥ ২০ ॥ ধর্ম্মেণানেন তে ভদ্রে ব্রতেনাপি চ মাধবে। নূনং তে ভবিতা পত্যুরূপলব্ধির্ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ ইতি দত্ত্বা বরং দত্বা দেবা জগ্মুর্যথাগতাঃ। তথা কৃত্বাগ্নিবৃত্তা সা দেবী কামসতী তথা ॥ ২২ ॥ গঙ্গাবগাহনং চক্রে মেষসংস্থে দিবাকরে। অশূন্যশয়নং নাম ব্রতং চাপি

বসন্ত বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমি তোমার তনয়তুল্য, আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমার শরীর পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে, কেননা, এই শরীরই নিখিল ধর্ম্মের হেতুভূত। বসন্ত অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তাঁহার গতির প্রতিরোধ হইল না, তিনি বলিলেন, স্বামিবিহীন হইয়া আমি ক্ষণকালও থাকিতে অভিলাষ করি না। বসন্তও তাঁহার জীবনবিসর্জ্জনে একান্ত নির্ব্বন্ধ জানিয়া নদীতীরে চিতা নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর চিতা নির্ম্মিত হইলে রতি জাহ্নবীজলে অবগাহন অশেষরূপে শবপিণ্ডপ্রদানাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান এবং ইন্দ্রিয়গণের সংযমপূর্ব্বক আত্মায় মনোনিবেশপূর্ব্বক যেমন চিতারোহণ করিতে যাইবেন, অমনই আকাশে এক দৈববাণী উত্থিত হইল। সেই অশরীরিণী দৈববাণী বলিল,—“হে কল্যাণি! তুমি অনলে প্রবেশ করিও না; তুমি পতিপরায়ণা, অতএব তোমার পতি হরের ও যদুপতি হরির তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি ক্রমে এই জন্মদ্বয় লাভ করিয়া উত্তর জন্মে অর্থাৎ যখন যদুপতির পুত্র হইবেন, তখন রুক্মিণীর উদরে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রদ্যুম্ন নামে প্রখ্যাত হইবেন; তুমি যখন ব্রহ্মার শাপে শম্বরালয়ে বাস করিবে, তখনই তোমার পতি প্রদ্যুম্নের সহিত তোমার মিলন হইবে।” আকাশবাণী এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, রতি মরণ জন্য কৃতনিশ্চয়া হইয়াও এই পতিপ্রাপ্তিরূপ আকাশবাণী শ্রবণে সে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বৃহস্পতি, অগ্নি ও ইন্দ্রপ্রমুখ সুরগণ,—মদন তাঁহাদের কার্য্যের জন্য হরের নয়নবহ্নিতে নিহত হইয়াছে, এজন্য তথায় আগমনপূর্ব্বক রতির কার্য্যকলাপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সেই সতী রতিকে পরম বরপ্রদানে নিবৃত্ত করিলেন।১—৬। সুরগণ বলিলেন, হে সতি। তোমার স্বামী অনঙ্গ মৃত, আমাদের বরে এই অনঙ্গ অচিরে অঙ্গযুক্ত হইয়া তোমার দর্শনগোচর হইবেন।” সুরগণ রতিকে এইরূপ বরদানে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে রতে। পূর্ব্বকালে তোমার স্বামী সুন্দর নামে প্রভুশক্তিসম্পন্ন রাজা ছিলেন, তুমি তাঁহার পত্নী ছিলে, হে কল্যাণি! একদা তুমি রজঃসঙ্কর করিয়াছিলে, তজ্জন্যই তোমার আজ এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, অতএব তুমি তোমার এই পাপের ক্ষয় কর। তুমি বৈশাখমাসে জাহ্নবীজলে সতত প্রাতঃস্নান, মধুসূদনের পূজা ও তদীয় দিব্য পূত কথা শ্রবণ কর; হে ভামিনি! অশূন্যশয়ন ব্রতের অনুষ্ঠান কর। হে ভদ্রে! বৈশাখব্রত প্রাতঃস্নানাদি এবং অশূন্যশয়ন ব্রত এই কার্য্যদ্বয়ের প্রভাবে তোমার পুনরায় পতিপ্রাপ্তি হইবে। আমরা নিশ্চয় বলিতেছি, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুরগণ রতিকে এইরূপে বরদান করিয়া যথাগত স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে জ্ঞানশালিনী কামপত্নী সতী রতিও তাঁহাদের আদেশানুসারে ক্লেশকর মরণসঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইয়া মেষসংস্থ দিবা-

মহামনাঃ ॥ ২৩ ॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেণ সদ্যঃ কামোহক্ষিগোচরঃ । অভূত্তস্তে মহারাজ লোকে চাবার্য্যবীর্য্যবান্ ॥ ২৪ ॥ পূর্ব্বকল্পেহপ্যয়মপি রাজা ধর্ম্মপরায়ণঃ । বৈশাখোক্তান্মহাধর্ম্মান্নাকরোত্তেন বৈ স্মরঃ ॥ ২৫ ॥ দেহহানিং প্রপেদেহসৌ পুত্রে হপি পরমাত্মনঃ । বৃথা নীতে তু বৈশাখে মেষসংস্থে দিবাকরে ॥ ২৬ ॥ অবস্থেয়ঞ্চ দেবানাং মনুষ্যাণাং তু কা কথা । ত্র্যম্বকেহন্তর্হিতে পশ্চান্নিরাশা গিরিকন্যকা ॥ ২৭ ॥ তূষ্ণীং স্থিতাং তদা ভ্রান্তাং তাং দৃষ্ট্বা হিমবান্ গিরিঃ । চকিতঃ স্বগৃহং নিন্যে দোর্ভ্যাং তাং পরিরভ্য চ ॥ ২৮ ॥ রূপৌদার্য্যগুণান্ দৃষ্ট্বা হরস্যৈব মহাত্মনঃ । স এব মে পতির্ভূয়াদিতি তন্নিষ্ঠমানসা ॥ ২৯ ॥ গঙ্গোপকূলমাপেদে তপস্তপ্তুং ধৃতব্রতা । নিবারিতাপি সা দেবী পিত্রা মাত্রা স্বকৈর্জনৈঃ ॥ ৩০ ॥ অর্চ্চয়ন্তী মহালিঙ্গং নিরাহারা জটাধরা । দিব্যবর্ষসহস্রান্তে প্রত্যক্ষোহভূন্মহেশ্বরঃ ॥ ৩১ ॥ ভূত্বা বর্ণ্যপি সায়াহ্নে পর্ণশালামুখে বিভুঃ । সন্নিষ্ঠমনসো দার্ঢ্যং বাক্যৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ৩২ ॥ জ্ঞাত্বা বরাদরং ভদ্রে বরয়েতি মহাপ্রভুঃ । সা বব্রেহথ পতিং রুদ্রং ত্বং ভবেতি বরাননা ॥ ৩৩ ॥ স তথৈব বরং দত্ত্বা ঋষীন্ সস্মার সপ্ত চ । আজগ্মুস্তেহপি মুনয়ঃ স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ পুরঃ ॥ ৩৪ ॥ ঋষীণাং জ্ঞাপয়ামাস কন্যাং প্রষ্টুং হিমালয়ম্ । তথাদিষ্টা ভগবতা কন্যার্থং হিমবদ্গৃহম্ ॥ ৩৫ ॥ প্রাপুর্ব্বিহায়সা সর্ব্বে দ্যোতয়ন্তো দিশো দশ । প্রত্যুজ্জগাম স গিরিঃ সপ্তৈতান্ ব্রহ্মবিত্তমান ॥ ৩৬ ॥ সম্পূজ্য বিধিবৎ সর্ব্বান্ সুখাসীনানপৃচ্ছত । ধন্যোহস্মি কৃতকৃত্যোহস্মি যদ্ভবন্তো গৃহাগতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ভবদাগমনং মন্যে মম জন্মফলং স্থিতি । ন কৃত্যং বিদ্যতেহস্মাভিঃ পূর্ণার্থানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩৮ ॥ তথাপি ব্রূত কার্য্যং

করে বৈশাখমাসে গঙ্গাস্নান করত অশূন্যশয়ননামক ব্রত আরব্ধ করিলেন। হে মহারাজ! রতি অশূন্যশয়ন ব্রতের পুণ্যপ্রভাবে অপ্রতিহতবীর্য্য কামকে সদ্য নয়নগোচর করিলেন। পূর্ব্বকল্পে রতিপতি রাজা সুন্দরও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তিনি বৈশাখমাসোক্ত ধর্ম্মের আচরণ করেন নাই, এই পাপে পরমাত্মার কুমার হইয়াও তাঁহাকে দেহহীন হইতে হইয়াছে। দিবাকরের মেষরাশিতে গমন কাল বৈশাখমাস বৃথা অতিবাহিত করিলে দেবগণেরও অবশ্যই দুর্দ্দশাপ্রাপ্তি হয়, মনুষ্যের কথা আর কি কহিব? অনন্তর শঙ্কর অন্তর্হিত হইলে গিরিকুমারী নিরাশা হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন হিমালয় কন্যাকে একান্ত বিভ্রান্ত দেখিয়া সত্বর তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া নিজালয়ে চলিয়া গেলেন। গিরিজা মহাত্মা গিরিশের রূপ, ঔদার্য্য ও গুণনিচয় পর্য্যালোচন করত তিনিই আমার পতি হইবেন এইরূপে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া তাঁহাতে মন একান্ত ন্যস্ত করিলেন এবং ব্রতধারণপূর্ব্বক গঙ্গার উপকূলে গমন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মাতা পিতা ও স্বজনগণ তাঁহাকে তপস্যার্থ নিষেধ করিলেও গৌরী নিরাহারা ও জটাধারিণী হইয়া মহালিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তপস্যার দেবীয় দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে বিভু মহেশ্বর সায়ং সময়ে ব্রহ্মচারিবেশে তাঁহার পর্ণশালাসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শনদান করিলেন। অনন্তর শঙ্কর তাঁহার পরীক্ষার্থ নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া জানিলেন, উমার মন তাহাতে একান্ত দৃঢ় রহিয়াছে। বিভু ভূতপতি বরগ্রহণে তাঁহাকে আদরবতী জানিয়া কহিলেন,—ভদ্রে! বর প্রার্থনা কর, বরাননা গৌরী রুদ্রেরনিকট প্রার্থনা করিলেন,—আপনি আমারপতি হউন।১৭—৩৩। রুদ্রও "তাহাই হউক" বলিয়া গৌরীর বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর সপ্তর্ষিগণ অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক শিবসমীপে দণ্ডায়মান হইলে শিব তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আপনারা হিমালয়ের আলয়ে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কোন্ পাত্রে তদীয় কন্যা অর্পণ করিবেন। অনন্তর দেবদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট কন্যাপ্রার্থী সপ্তর্ষিগণ দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া আকাশপথে বিচরণ করত হিমালয়ের গৃহে গমন করিলেন। হিমালয় ব্রহ্মবিদ্বরেণ্য সপ্তর্ষিগণকে গৃহাগত দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সুখে সমাসীন হইলে হিমালয় বলিতে লাগিলেন;—আপনারা আমার গৃহে সমাগত হইয়াছেন, অতএব আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম। আপনাদের আগমনে আমার জন্ম সার্থক বলিয়া মনে হইতেছে! আপনারা মহাত্মা, আপনাদের নিখিল প্রয়োজন পূর্ণ হইয়াছে; আপনাদের আগমনে আজ আমারও নিখিল ক্রিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। যদিও

যো যৎ কর্ত্তব্যং ময়াধুনা। ইত্যুক্তাস্তে তথা প্রোচুর্হিমবন্তং মহাগিরিম্ ॥ ৩৯ ॥ ত্বয়া স্বসদৃশং বাক্যমুক্তং গিরিপতে দৃঢ়ম্। অস্মদাগমনে হেতুং বক্ষ্যামস্তে মহোদয়ে ॥ ৪০ ॥ কন্যা তে পার্ব্বতীনাম পূর্ব্বং দক্ষাত্মজা সতী। জাতা তব কুমারী যা যজ্ঞে ত্যক্তকলেবরা ॥ ৪১ ॥ অস্যাঃ পাণিগ্রহে দক্ষঃ শম্ভুর্নান্যো জগত্রয়ে। দেয়া সা শম্ভবে দেবী ভবতানন্তমিচ্ছতা ॥ ৪২ ॥ পূর্ব্বজন্মসহস্রেষু ভবতা সুকৃতং কৃতম্। ইদানীং তব দিষ্ট্যা তু পরিপাকমুপাগতম্ ॥ ৪৩ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সংহৃষ্টাত্মা মহাগিরিঃ। ব্যাজহার পুনর্ব্বাক্যং পুত্রী বল্কলধারিণী ॥ ৪৪ ॥ গঙ্গাতীরে নিরাহারা তপস্তপতি দুশ্চরম্। কাঙ্ক্ষমাণা পতিং শম্ভুং তস্যা ইষ্টমিদং স্থিতি ॥ ৪৫ ॥ দত্তা কন্যা ময়া তস্মৈ ত্র্যম্বকায় মহাত্মনে। শীঘ্রং গত্বা ভবন্তস্তু যত্র শম্ভুর্মহাপ্রভুঃ ॥ ৪৬ ॥ প্রীত্যা হিমবতা দত্তাং গৃহাণেতি নিবেদ্য চ। ভবন্ত এব কুর্ব্বন্ত চৈতদ্বৈবাহিকীং ক্রিয়াম্ ॥ ৪৭ ॥ ইত্যুক্তাস্তে হিমবতা তমামন্ত্র্য শিবং যযুঃ। লক্ষ্যাদ্যা যোষিতঃ সর্ব্বা বিষ্ণ্বাদ্যা দেবতা অপি ॥ ৪৮ ॥ সপ্তাতরোঽথ মুনয়ো দ্রষ্টুং জগ্মুর্মহোৎসবম্। শিবঃ সর্ব্বামরগণৈর্মুনিভির্মাতৃভিস্তথা ॥ ৪৯ ॥ অন্বিতো বৃষভারূঢ়ঃ প্রমথানাং গণৈর্বৃতঃ। ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গাদ্যৈঃ কাহলীপটহাদিকৈঃ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মঘোষৈর্বন্দিভিশ্চ প্রাবিশদ্ধিমবৎপুরীম্। সুমুহূর্ত্তে শুভে লগ্নে শুভগ্রহনিরীক্ষিতে ॥ ৫১ ॥ বিবাহমকরোচ্ছম্ভুঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। মহোৎসবস্তদা চাসীত্ত্রিলোক্যাং প্রাণিনাং নৃপ ॥ ৫২ ॥ মহোৎসবে নিবৃত্তে তু শঙ্করো-লোকশঙ্করঃ। রেমে স্বচ্ছন্দয়া দেব্যা লোকধর্ম্মানুব্রতঃ ॥ ৫৩ ॥ ঋদ্ধিমদ্ধিমবদ্গেহে দেবেন্দ্রভবনোপমে।

আপনারা পূর্ণকাম, তথাপি আমার প্রতি আদেশ করুন, আমি আজ আপনাদের কি প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? অনন্তর গিরিরাজ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সপ্তর্ষিগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—হে গিরিরাজ! এই বাক্য তোমার মত ব্যক্তির উপযুক্তই হইয়াছে, সন্দেহ নাই, এক্ষণে আমাদিগের আগমনকারণ বর্ণন করিতেছি, আমাদের বাক্য অবশ্যই তোমার মঙ্গলাবহ হইবে। তোমার কন্যা পার্ব্বতী পূর্ব্বে দক্ষসুতা সতী ছিলেন, তিনি দক্ষযজ্ঞে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তোমার কুমারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পাণিগ্রহণে শূলপাণি শঙ্করই একমাত্র উপযুক্ত পাত্র; ত্রিজগতে তাঁহার অনুরূপ বর আর নাই। যদি অনন্ত পুণ্য কামনা কর, তবে তুমি দেবী গৌরীকে হরের করে অর্পণ কর। হে পর্ব্বতরাজ! তুমি সহস্র সহস্র অতীত জন্মে যে অনন্ত সুকৃত সঞ্চয় করিয়াছিলে, তোমার ভাগ্যবলে সেই পুণ্যের পরিণাম আজ উপনীত হইল। মহাগিরি হিমালয় সপ্তর্ষিগণের মুখে এবংবিধ অভীষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন;—আমার কন্যা বল্কলধারিণী ও নিরাহারা হইয়া গঙ্গাতীরে দুশ্চর তপস্যা করিতেছে; পশুপতিকে পতি পাওয়াই তাহার তপস্যার কামনা। অতএব আপনাদিগের বাক্য যে কেবল আমারই ইষ্ট তাহা নহে, এই বাক্য তাহারও অভীষ্ট। আমি মহাত্মা ত্রিলোচনকে আমার পুত্রী দান করিব, যে স্থানে স্থাণু বিরাজমান, আপনারা সত্বর তথায় গমন করুন এবং তাঁহাকে বলুন যে "হিমবান্ প্রীতমনে আপনাকে তাঁহার কন্যা দান করিবেন। আপনি গ্রহণ করুন।" তাঁহাকে এইরূপ নিবেদন করিয়া আপনারা স্বয়ংই বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করুন।৩৮—৪৭। গিরিরাজ-হিমবান্ সপ্তর্ষিগণের সমীপে এইরূপ প্রার্থনা করিলে তাঁহারা গিরিরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শিবসমীপে গমন করিলেন। অনন্তর শিবের বিবাহবার্ত্তা পাইয়া রমা প্রভৃতি সুররমণী, বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ, অরুন্ধতী ব্যতীত সপ্তর্ষিপত্নী এবং মুনিনিচয় ইহাঁরা সকলেই সেই উৎসব দর্শনে আগমন করিলেন। অনন্তর শিব বিবাহার্থ যাত্রা করিয়া বৃষে আরোহণ করিলেন, নিখিল দেব, মুনিগণ ও সপ্তর্ষিপত্নীরা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং প্রমথগণ তাঁহাদের অনুগমন করিল। তখন ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, কাহল ও পটহাদি বাদ্য বাজিয়া উঠিল; চারিদিকে বেদধ্বনি উত্থিত হইল এবং বন্দিগণ স্তুতিগাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ত্রিপুরারি এইরূপে গিরিপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর শুভমুহূর্ত্তে শুভগ্রহগণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত শুভলগ্নে কৈলাসপতি হৃষ্টান্তঃকরণে পার্ব্বতীর পাণি গ্রহণ করিলেন। হে নৃপ! এই শিববিবাহ ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণের একটী মহা উৎসবস্বরূপে পরিণত হইয়াছিল। অনন্তর বিবাহ-উৎসব নিবৃত্ত হইলে লোকশঙ্কর শঙ্কর লোকধর্ম্ম-উদ্যানক্রীড়াদিতে অনুব্রত হইয়া দেবীর সহিত

শর্ব্বর্য্যা নন্দিনীতীরে বনরাজিষু শঙ্করঃ ॥৫৪॥ মত্তালি দ্বিজসন্নাদময়ূরেরবমণ্ডিতে। দিব্যবর্ষসহস্রাণি রেমে স্বচ্ছন্দয়া বিভুঃ ॥ ৫৬ ॥ স্ত্রীণামিন্দ্রবরাভাবাত্তস্মিন্ কালে নৃপোত্তম। পুংসঃ সঙ্গাৎ পুনর্গর্ভো নারীণাং স্রবতি ধ্রুবম্ ॥ ৫৬ ॥ প্রত্যহং রমণাদ্দেব্যাং নাভূদ্দগর্ভো হরাদ্বত। দেবানামভবচ্চিন্তা পুত্রালাভাদ্বরাদ্বিভোঃ ॥ ৫৭ ॥ সর্ব্বে সঙ্গত্য সম্মন্ত্র্য মিথ এবং বভাষিরে। কামীবাভূদ্রতৌ নিত্যং সক্তো দেব্যা হরঃ স্বরাট্ ॥ ৫৮ ॥ নাস্মাকং সিধ্যতে কার্য্যং নিত্যং গর্ভস্য সংস্রবাৎ। পুনা রতির্যথা নাভূত্তথা স্মাভির্ব্বিধীয়তাম্ ॥ ৫৯ ॥ মিথ এবন্তু সম্ভাষ্য ব্যচিন্বন্ ক্ষণমত্র তে। অগ্নিং কৃত্যে বিনিশ্চিত্য হ্যাচুর্ম্মানপুরঃসরম্ ॥ ৬০ ॥ অগ্নে মুখং

স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। নন্দিনীতটে বনরাজিবিরাজিত দেবেন্দ্রভবনোপম হিমালয়ের সমৃদ্ধ গৃহ; ঐ গৃহ মত্ত মধুকরনিকর, মধুরবাক্ কোকিলাদি বিহগকুল ও উচ্চনাদকারী ময়ূরগণে মণ্ডিত। বিভু শঙ্কর তথায় গিরিজার সহিত দিব্য সহস্র বৎসর বিহার করিলেন। হে নৃপোত্তম! নারীগণের গর্ভ ধারণ বিষয়ে শচীপতির একটী অভিশাপবাণী শ্রুত হয়; তিনি অভিশাপ প্রদান কহরেন যে, নারীদিগের গর্ভ সঞ্চিত হইলে যদি পুনরায় পুরুষসংসর্গ ঘটে, তবে সেই গর্ভ স্রাবিত হইবে; অহো হরের রমণসময়ে তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি প্রতিদিনই রমণ করিতেন, ইহাতে পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত গর্ভ নষ্ট হইতে লাগিল, সুতরাং দেবীর গর্ভ আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না। দেবীর গর্ভে বিভু ভূতপতির তনয় জন্মিল না দেখিয়া দেবগণ চিন্তিত হইলেন, তাঁহারা সকলেই একত্র মিলিত হইয়া সম্যক্ মন্ত্রণাপূর্ব্বক পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—স্বরাট্ শঙ্কর অত্যন্ত কামুক ব্যক্তির ন্যায় সুরত ব্যাপারে দেবীর প্রতি সতত আসক্ত হইয়াছেন; অতএব নিত্য গর্ভস্রাব হওয়ায় আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে না; পুনরায় ভূতপতির যাহাতে রতি উৎপত্তি না হয়, এক্ষণে আমাদের তাহাই কর্ত্তব্য। তাঁহারা কিছুক্ষণ পরস্পর এইরূপ আলাপ করিয়া কোন্ দেব এই কার্য্যে দক্ষ, এইরূপ অন্বেষণ করিতে করিতে শেষে অগ্নিকে এই কার্য্য সাধনে নিপুণ মনে করিয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে অগ্নে! আপনি

ত্বং দেবানাং ত্বং বন্ধুর্গতিরেব চ। ইদানীমপি গচ্ছ ত্বং রমতে যত্র বৈ হরঃ ॥ ৬১ ॥ রত্যন্তে দর্শয়াত্মানং পুনারতির্যথা ন বৈ। ত্বাং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেবী ততশ্চাপসরেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬২ ॥ শিষ্যো ভূত্বা তু রত্যন্তে পৃচ্ছ তত্ত্বং স্মরান্তকম্। তত্ত্বসম্প্রশ্নব্যাজেন কালং বহু নয় প্রভো ॥ ৬৩ ॥ বহুকালে গতে দেবী কুমারং প্রসবিষ্যতি। দেবৈরেবং প্রার্থিতোঽগ্নিরোমিত্যুক্তা হরং যযৌ ॥ ৬৪ ॥ বীর্য্যোৎসর্গাৎ পূর্ব্বমেব গতো বহ্নী রতান্তরে। তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেবী বিবস্ত্রা বিমনা যযৌ ॥ ৬৫ ॥ রতিং বিহায় ত্বরয়া ততো রুদ্রোঽতিকোপিতঃ। বহ্নিং প্রাহ গৃহাণেদমভিসৃষ্টং তু দুর্ম্মতে ॥ ৬৬ ॥ মদ্বীর্য্যং দুঃসহং পাপ রতৌ বিঘ্নস্ত্বয়াভবৎ। উৎসৃজামি চ মদ্বীর্য্যং ত্বন্মুখে হব্যবাহন ॥ ৬৭ ॥ ইত্যুক্তোৎসৃষ্টবান্ বীর্য্যং হব্যবাহমুখে হরঃ।

দেবগণের মুখ, দেবগণ আপনার মুখেই আহুতি ভক্ষণ করেন, এবং আপনি দেবতাদিগের সুহৃৎ ও গতি; যে স্থানে হর গৌরীর সহিত সুরতব্যাপারে রত, আপনি এখনই তথায় গমন করুন। আপনি তথায় উপনীত হইয়া সুরতাবসানে তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হইবেন। এইরূপ করিলে পুনরায় হরের রতিভাবের উদয় হইবে না, আর নিশ্চয়ই দেবীও আপনাকে অবলোকন করিয়া লজ্জাবশত তথা হইতে চলিয়া যাইবেন। কেবল ইহাই নহে, রতির অবসানে আপনি শিবের শিষ্য হইয়া সেই কামান্তকারীর নিকট তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবেন। হে প্রভো! তত্ত্বজিজ্ঞাসাচ্ছলে আপনি তাঁহার বহুকাল অপনয়ন করুন। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে দেবী পার্ব্বতীও কুমার প্রসব করিবেন। দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি "ওম্" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাদের বাক্য অঙ্গীকার করত শিবসমীপে উপনীত হইলেন। অগ্নি হরের র৺ির অবসানে বীর্য্যত্যাগের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইলেন। ৪৮—৬৪। অগ্নিকে অবলোকন করিয়া দেবী বিমনা ও বিবস্ত্রা হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। অনন্তর রতিভঙ্গে রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে কহিলেন,—রে দুর্ম্মতে! আমি এই বীর্য্যত্যাগ কদিলাম, এক্ষণে তুই ইহা গ্রহণ কর্। অরে পাপ! তুই আমার এই সুরত কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিস্; রে হব্যবাহন! আমার এই দুঃসহ বীর্য্য তোমারই মুখে

তত্ত্বা দহ্যমানঃ সন্ সোদরে বীর্য্যমুল্বণম্ ॥ ৬৮ ॥ চিন্তয়ানো যযৌ ধাম দেবানাং যজ্ঞপুরুষঃ। কথঞ্চিৎ প্রাণতো মুক্তো দেবেভ্যস্তন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ৬৯ ॥ দেবা বহ্নীরিতং শ্রুত্বা হর্ষশোকৌ সমাযযুঃ। স্খিতং বীর্য্যমিতি হ্লাদং কথং তু প্রসবো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥ ইতি দুঃখং তদা চাসীদ্বহ্নেঃ কুক্ষৌ তু শাম্ভবম্। ববৃধে তেজ আক্ষিপ্তং দশ মাসা গতাস্তদা ॥ ৭১ ॥ নাপশ্যৎ প্রসবোপায়ং বহ্নদুঃখপবায়গঃ। দেবান্ বৈ শরণং প্রাপ গর্ভমোচনহেতবে ॥ ৭২ ॥ তে দেবা বহ্নিনা সাকং প্রাপুর্গঙ্গাং যশস্বিনীম্। গঙ্গাং স্তোত্রেণ তে স্তুত্বা প্রার্থয়ামাসুরঞ্জসা ॥ ৭৩ ॥ ত্বং মাতা সর্ব্বদেবানাং ত্বমেব জগতাং পতিঃ। দেবতার্থং তু ত্বং ভদ্রে ধৎস্ব তেজস্তু শাম্ভবম্ ॥ ৭৪ ॥ ভবদ্বহ্নের্ব্বর্দ্ধতে গর্ভো নাস্ত্রীত্বাৎ প্রভবোঽস্য চ। তস্মাদেনং চ নঃ সর্ব্বান্ সমুদ্ধর দয়াং কুরু ॥ ৭৫ ॥ ইত্যেবং প্রার্থিতা দেবী তথাস্ত্বিতি বচোঽব্রবীৎ। দেবাস্তু বহ্নয়ে প্রাদুর্মন্ত্রং গর্ভবিমোচনম্ ॥ ৭৬ ॥ তন্মন্ত্রাদ্গর্ভমারুহ্য হ্যস্বজদ্ধব্যবাহনঃ। গঙ্গায়াং শাম্ভবং তেজো ভাষল্লোকদুঃসহম্ ॥ ৭৭ ॥ সা চোঢ়া কতিচিন্মাসান্ শশাক ততঃ পরম্। নির্জ্জলা তৎপ্রভাবেণ স্ফুটদ্রক্তকলেবরা ॥ ৭৮ ॥ বহুদুঃখাকুলা দেবী পাতিব্রত্যপ্রভাবতঃ। উজ্জহার স্বোদরস্থং গর্ভং লোকৈকপাবনী ॥ ৭৯ ॥ শরকাণ্ডে তু চিক্ষেপ দহ্যমানং সমন্ততঃ। শারকাণ্ডেস্তু সচ্ছিন্নঃ ষোঢা ভিন্নো বভূব হ ॥ ৮০ ॥ ষট্কৃত্তিকাঃ সমাজগ্মুর্ব্রহ্মণা চোদিতাস্তদা। শারকাণ্ডে বিনির্ভিন্নং ষোঢা সন্ধায় শাম্ভবম্ ॥ ৮১ ॥ ষণ্মুখং পুরুষং কৃত্বা হ্যকেদেহমিতিস্ফুটম্। কৃত্তিকা বিধিনাজ্ঞপ্তাস্তং তথা চক্রিরে দৃঢ়ম্ ॥ ৮২ ॥ তদ্দেহং পুরুষাকারং ষণ্মুখং শবকাণ্ডগম্। অরক্ষ্যমাণমেবাসীচ্ছরকাণ্ডেষু বৈ চিরম্ ॥ ৮৩ ॥ একদা বৃষভারূঢ়ো পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ। শ্রীশৈলং গন্তুমনসৌ তৎস্থল" পথিজগ্মতুঃ ॥

পরিত্যাগ করিলাম। অনন্তর হর এইরূপ বলিয়া হুতাশনের মুখে সেই বীর্য্যত্যাগ করিলেন। যজ্ঞ-পুরুষ সেই হুতাশন তেজোময় হরবীর্য্য উদরে ধারণপূর্ব্বক দহ্যমান হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সুরপুরে গমন করিলেন। মৃতকল্প হুতাশন অতি-কষ্টে দেবগণের নিকট তাঁহার এই দশা নিবেদন করিলেন। অগ্নির এই কথা শুনিয়া সুরগণের যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ সমুৎপন্ন হইল, দেবগণ বীর্য্য স্খলিত হইল মনে করিয়া একবার আহ্লাদিত; কিন্তু পুরুষের উদরে গর্ভ, কিরূপে ইহা প্রসব হইবে, এই সকল ভাবিয়া দুঃখিত হই-লেন। তখন অগ্নির উদরে শঙ্করনিক্ষিপ্ত তেজ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে দশ মাস অতীত হইল, সুরগণ প্রসবের উপায় দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাথত হইলেন। অনন্তর বহ্নি গর্ভমোচন কামনায় সুরগণের শরণাপন্ন হইলে দেবগণ বহ্নির সহিত যশস্বিনী জাহ্নবীর নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহারা বিবিধ স্তুতিবাক্যে গঙ্গার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—আপনি দেবগণের মাতা, ত্রিজগতের রক্ষাভার আপনার উপর ন্যস্ত; হে ভদ্রে! দেবতাদিগের হিতকামনায় আপনি শম্ভুর তেজ ধারণ করুন। সম্প্রতি হুতাশনের উদরে সেই গর্ভ বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু হুতাশন পুরুষ, অতএব তিনি প্রসব করিতে পারিতেছেন না। আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই গর্ভধারণ করিয়া আমাদিগকে ও হুতাশনকে রক্ষা করুন। দেবী গঙ্গা দেবগণ কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া "তাহাই হউক" এই বাক্য বলিলেন। দেবগণও তখন হব্যবাহনকে গর্ভবিমোচনমন্ত্র প্রদান করিলেন। হুতাশন মন্ত্রলাভ করিয়া সেই মন্ত্রপ্রভাবে তেজস্বীদিগেরও দুঃসহ শিবতেজ আকর্ষণপূর্ব্বক জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন করিলেন। জাহ্নবী সেই তেজ কতিপয় মাস ধারণ করিয়া অনন্তর আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সেই বীর্য্য-প্রভাবে জাহ্নবীজল শুকাইয়া গেল এবং তাঁহার কলেবর গাঢ় লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। লোক-পাবনী গঙ্গা পাতিব্রত্য হেতু অত স্ত দুঃখাকুল হই-লেন, তিনি স্বীয় উদরস্থ গর্ভ বাহির করিয়া শরবণে নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজে তখন দিক্ সকল দহ্যমান হইল এবং শরকাণ্ডে বিভিন্ন হইয়া সেই শিবতেজ ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। তখন ব্রহ্মার প্রেরিত ষট্ কৃত্তিকা তথায় আগমনপূর্ব্বক শরকাণ্ডে বিভিন্ন সেই ছয় ভাগ শিবতেজ একত্র করিয়া সেই তেজ ষণ্মুখাকৃতি একদেহাবশিষ্ট সুন্দর এক পুরুষরূপে পরিণত করিল। অনন্তর কৃত্তিকাগণ ষণ্মুখাকৃতি পুরুষাকার সেই শরকাণ্ডস্থিত পুরুষের রক্ষার উপায় চিন্তা করিয়া বিধাতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াই তাহার অঙ্গ দৃঢ় করিয়া দিল। ষড়ানন অরক্ষ্যমাণ হইয়া সেই শরকাণ্ডে দীর্ঘকাল বাস করি-লেন ।৬৫—৮৩। অনন্তর এক সময়ে শঙ্করী ও শঙ্কর

৮৪॥ তদাসীৎ পার্ব্বতী দেবী সদ্যঃ স্রুতপয়োধরা। বিস্মিতা তাবদদ্রুদ্রং স্নুতৌ কস্মাৎ পয়োধরৌ॥ ৮৫॥ কারণং ব্রূহি বিশ্বাত্মন্নিত্যুক্তস্তু হরোঽব্রবীৎ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পুত্রোঽধোবর্ত্ততে তব॥ ৮৬॥ ত্বয়ি বীর্য্যমমুৎসৃষ্টং প্রাগেবাগাদ্ধবির্বহঃ। তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা ত্বং বৈ প্রবিষ্টা চ স্থলান্তরম্॥ ৮৭॥ ময়া কোপাদ্বহ্নিমুখে বিসৃষ্টং বীর্য্যমুল্বণম্। দেবানাঞ্চ প্রসাদেন গঙ্গায়াং ব্যসৃজদ্বিভুঃ॥ ৮৮॥ গঙ্গা চ দহ্যমানা সা ব্যক্ষিপচ্চ শরান্তরম্। তত্র ষোঢ়াপ্রভিন্নস্তু মাতৃভিশ্চ দৃঢ়ীকৃতম্॥ ৮৯॥ পুরুষাকৃতিমাপেদে তং দৃষ্ট্বা তে স্তনৌ স্নুতৌ। পালনীয়ং মহাবীর্য্যং বিষ্ণুনা সমবিক্রমম্॥ ৯০॥ অয়মেবৌরসঃ পুত্রস্তব ভাতি বিনিশ্চিতম্। তস্মাদ্‌গৃহাণ শীঘ্রং ত্বং ত্বেনাখ্যাতিরতীব তে॥ ৯১॥ ইত্যাজ্ঞপ্তা শম্ভুনা সা তমাদায়ার্ভকং ক্রুতম্। অঙ্কমারোপ্য তং দেবী পায়য়ামাস সা স্তনৌ॥ ৯২॥ দেবেন মোহিতা দেবী পুত্রস্নেহপরাভবৎ। পুনঃ কৈলাসমগমৎ প্রভুণা সহ শঙ্করী॥ ৯৩॥ লালয়ন্তী সুতং দেবী সন্তোষং পরমং যযৌ। এবং কুমারজননং বর্ণিতন্তে ময়াদ্ভুতম্॥ য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং কুমারজননং শুভম্। পুত্রপৌত্রাভিবৃদ্ধিং তু লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯৫॥ মহদ্দুঃখং তু জননে হরস্যাপি যতোঽভবৎ। প্রীত্যানুশ্রুতবৈশাখধর্ম্মোঽপ্যপ্রতিমো ভবেৎ॥ ৯৬॥ তস্মাদ্বৈশাখধর্ম্মো হি সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনঃ। অবৈধব্যপ্রদঃ পুণ্যঃ সর্ব্বসম্পদ্বিধায়কঃ॥ ৯৭॥ অনঙ্গোঽপি হি সাঙ্গত্বং যৎপ্রভাবাৎ সমাপ্তবান্। অন্নাদ্যা চাপ্যদত্বা চ বৈশাখো যস্য বৈ গতঃ॥ ৯৮॥ অপি ধর্ম্মকৃতো বাপি ভবেদ্দুঃখপরম্পরা। সর্ব্বধর্ম্মো হিতঃ স্যাচ্চ যদ্যেকোঽয়মনুষ্ঠিতঃ॥ ৯৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে কুমারোৎপত্তিকথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

বৃষভারোহণে কৈলাসশৈলে গমন করিলে পথক্রমে সেই শরবণ সমীপে উপনীত হন। তখন পার্ব্বতীর পয়োধর হইতে স্তন্য ক্ষরিত হইতে থাকে। শঙ্করী তখন বিস্মিতা হইয়া মহেশসমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পয়োধরদ্বয় হইতে কেন স্তন্য ক্ষরিত হইতেছে? হে বিশ্বাত্মন্! ইহার কারণ বলুন। হর গৌরী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন;—হে দেবি! এ বিষয়ে বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই শরবণে তোমার একটী নিষ্কলঙ্ক পুত্র আছে; আমি তোমার সহিত সুরতব্যাপারে রত হইলে আমার বীর্য্যত্যাগের পূর্ব্বেই হুতাশন তথায় আসিয়া উপনীত হন। তুমি তাঁহাকে দেখিয়াই লজ্জাবশত স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিলে; আমি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মুখে মদীয় তেজোময় বীর্য্য বিসর্জ্জন করি। হব্যবাহন দেবগণের অনুগ্রহে সেই তেজ জাহ্নবীর উদরে নিক্ষেপ করে, তারপর জাহ্নবীও দহ্যমানা হইয়া সেই বীর্য্য শরবণে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনন্তর শরবণে সেই তেজ ছয় ভাগে বিভক্ত হইলে৹ ষট্‌কৃত্তিকা তথায় আগমনপূর্ব্বক ষড়্‌ধা বিভক্ত সেই তেজ একত্র করিয়া তাহার দৃঢ়তা সম্পাদন করেন। অনন্তর সেই তেজ পুরুষাকৃতি ধারণ করে। হে প্রিয়ে! এক্ষণে সেই পুরুষকে দেখিয়াই তোমার পয়োধর হইতে স্তন্য ক্ষরিত হইতেছে। এই বিষ্ণুসমবিক্রম মহাবীর্য্য তনয়কে তোমার পালন করা উচিত হইতেছে। আমার ঔরসজাত এই তনয় তোমার পুত্ররূপে প্রতিভাত হইতেছে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি সত্বর ইহাকে গ্রহণ কর, এই তনয় দ্বারা তোমার অত্যন্ত বিখ্যাতি হইবে। ৮৪—৯১। অনন্তর দেবী পার্ব্বতী শম্ভুর আদেশে সেই কুমারকে সত্বর গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোড়ে আরোপিত করিয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। স্বামীর মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণে বিস্মিতা ও পুত্রস্নেহপরায়ণা দেবী শঙ্করী শঙ্করের সহিত কৈলাসশৈলে গমন করিলেন এবং সেই সন্তানের লালনপালন করিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন। হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট অদ্ভুত কুমারজন্ম বর্ণন করিলাম। এই কুমারজননে ত্রিলোচনের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল; অতএব যে মানব কুমারজন্মের এই শুভ বৃত্তান্ত সতত শ্রবণ করে, তাহার পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধি হয় সংশয় নাই। এই বৈশাখধর্ম্ম সর্ব্বপাপনাশন। অতএব যে নর প্রীতি সহকারে বারংবার এই বৈশাখধর্ম্ম শ্রবণ করে, সে লোকে অপ্রতিম হয়। অতএব বৈশাখধর্ম্ম—অবৈধব্যপ্রদ, সর্ব্বসম্পদ্‌বিধায়ক; এবং এই বৈশাখধর্ম্মপ্রভাবে অনঙ্গও অঙ্গযুক্ত হইয়াছিলেন। বিনাদানে ও বিনাস্নানে যে মানবের বৈশাখ মাস অতিবাহিত হয়, ধার্ম্মিক হইলেও তাহার দুঃখপরম্পরাপ্রাপ্তি ঘটে। যে মানব একমাত্র বৈশাখ-

দশমোঽধ্যায়ঃ।

মৈথিল উবাচ। যৎকামপত্নীচরিতমশূন্যশয়ন-ব্রতম্। দেবোপদিষ্টং তস্যাস্তু বিধানং ব্রূহি ভূসুর॥ ১॥ কিং দানং কো বিধিস্তস্য পূজনং কিং ফলং তথা। এতদাচক্ষ্ব ভূদেব শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে॥ ২॥ শুকদেব উবাচ। শৃণু ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ব্রতং পাপ-প্রণাশনম্। অশূন্যশয়নং নাম রমায়ৈ হরিণো-দিতম্॥ ৩॥ যেন চীর্ণে ন দেবেশো জীমূতাভঃ প্রসীদতি। লক্ষ্মীভর্ত্তা জগন্নাথঃ সমস্তাঘৌঘ-নাশনঃ॥ ৪॥ অকৃত্বা যস্ত্বিদং রাজন্ ব্রতং পাতকনাশনম্। গার্হস্থ্যমনুবর্ত্তেত তস্যেদং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ৫॥ শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াং মহীপতে। অশূন্যশয়নাখ্যং তদ্‌গ্রাহ্যং ব্রতমনুত্তমম্॥ ৬॥ চাতুর্ম্মাস্যে তু সম্প্রাপ্তে হবিষ্যাশী ভবেন্নরঃ। চতুর্ভিঃ পারণং মাসৈঃ সম্যঙ্ নিষ্পাদ্যতে প্রভো॥ ৭॥ লক্ষ্মীযুক্তো জগন্নাথঃ পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ। পারণে দিবসে প্রাপ্তে ভক্ষ্যঞ্চৈব চতুর্ব্বিধম্॥ ৮॥ উপায়নঞ্চ দাতব্যং ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে। সৌবর্ণীং রাজতীং চাপি মূর্ত্তিং কুর্য্যান্মনোরমাম্॥ ৯॥ পীতাম্বরধরাং দিব্যাং বনমালাবিভূষিতাম্। শুক্লপুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্॥ ১০॥ শয্যাদানৈর্ব্বস্ত্রদানৈ-র্ব্বিপ্রাণাং ভোজনৈস্তথা। দম্পত্যোর্ভোজনৈশ্চৈব দক্ষিণাভিঃ প্রপূজয়েৎ॥ ১১॥ এবং তু চতুরো মাসান্ পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্। মার্গশীর্ষাদিমাসেষু পূজ-য়েৎ পূর্ব্ববদ্বিধিম্॥ ১২॥ রক্তবর্ণং হরিং ধ্যায়ে-দ্রুক্মিণীসহিতং তথা। চৈত্রাদীংশ্চতুরো মাসানেবং সম্পূজয়েত্ততঃ॥ ১৩॥ ভূম্যা সহ স্থিতং দেবমর্চ্চ-য়েদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্। সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভিঃ স্তূয়মানমকল্ম-ষম্॥ ১৪॥ আষাঢস্য চ মাসস্য দ্বিতীয়ায়াং সমা-পয়েৎ। অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ জুহুয়াদনলে শুভে॥ ১৫॥ মার্গশীর্ষাদিমাসানাং পাবণে ভূমিপালক। জুহুয়াদ্বিষ্ণুগায়ত্র্যা চৈত্রাদীনাং নিবোধয়॥ ১৬॥

ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার নিখিল ধর্ম্মই সাধিত হয়। ৯২—৯৯।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

মিথিলাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্র। দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া কামপত্নী রতি যে অশূন্যশয়ন ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ব্রতবিধান বর্ণন করুন। হে ভূদেব। এই ব্রতের কি দান, বিধি কিরূপ ও কোন দেবের পূজা করিতে হয় এবং এই ব্রতে কিরূপ ফললাভ হয়? এই সকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। এই সমস্ত শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কুতূহল হইতেছে। শুকদেব উত্তর করিলেন,—হে রাজন্। পুনরায় শ্রবণ কর, এই অশূন্য শয়ন পাপ-প্রণাশন ব্রত—হরি রমার নিকট বর্ণন করেন। হে রাজন্। যে ব্রতের আচরণে দেবেশ নীরদ শ্যাম লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতি প্রসন্ন হইয়া পাপ বিনষ্ট করেন, যে মানব সেই পাপনাশন অশূন্য শয়ন ব্রতের অনুষ্ঠান না করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়া থাকে। এক্ষণে বিধান বলিতেছি,—হে মহীপতে! শ্রাবণমাসের শুক্লদ্বিতীয়ায় অনুত্তম অশূন্যশয়ন ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকাল উপস্থিত হইলে মানব হবিষ্যাশী হইয়া এই সময় অতিবাহিত করিবে এবং মাসচতুষ্টয়ের অবসানে সম্যক্ পারণ করিবে। এই ব্রতে সলক্ষ্মীক জনার্দ্দনের পূজা করিতে হয় এবং পারণদিনে চর্ব্ব্যচোষ্যাদি চতুর্ব্বিধ সামগ্রী ভক্ষণ কর্ত্তব্য। পারণদিবসে কুটুম্বী দ্বিজগণকে উপায়ন দান করিবে, মনোরম রাজতী বা সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। এই মূর্ত্তির পরিধানে দিব্য পীতবসন ও গলে বনমালা বিলম্বিত থাকিবে। সুগন্ধি শুক্ল কুসুম দ্বারা পুরুষোত্তমের পূজা করিতে হয় এবং শয্যা, ভোজ্য ও বস্ত্র দ্বারা দ্বিজগণের সন্তোষ সাধন বিধেয়। অনন্তর দ্বিজদম্পতিকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণাদানে তাঁহাদের পূজা করিবে। কার্ত্তিকাদি চারিমাসেই এইরূপে বিষ্ণুর পূজা কর্ত্তব্য। মার্গ-শীর্ষাদি মাসে পূজা পূর্ব্ববৎ করিবে। মার্গশীর্ষ মাসে হরির ধ্যানের একটু পার্থক্য আছে। মার্গশীর্ষমাসে হরিকে রক্তবর্ণ ও রুক্মিণীসমন্বিত চিন্তা করিতে হইবে। চৈত্রাদি চারিমাসেও পূজার ক্রম মার্গশীর্ষ-মাসেরই সদৃশ, চৈত্রাদি মাসে অকল্মষ হরিকে ধরণী-সমন্বিত ও সনন্দনাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান চিন্তা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। চৈত্রমাসে আরব্ধব্রত আষাঢ়ের দ্বিতীয়াতে উদ্‌যাপন কর্ত্তব্য। এই ব্রতের উদ্‌যাপনে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই

পৌরুষেণ চ মন্ত্রেণ জুহুয়াদনলে শুভে। পঞ্চামৃতং পায়সঞ্চ অপূপং ঘৃতপাচিতম্॥ ১৭॥ এবং ক্রমেণ দ্রব্যাণি প্রতিমাস্থ নিবোধয়। সৌবর্ণীং প্রতিমাং দদ্যাল্লক্ষ্মীনারায়ণস্থ চ॥ ১৮॥ সৌবর্ণীং মধ্যমে দদ্যাৎ কৃষ্ণস্থ পরমাত্মনঃ। রাজতীং স্বস্তিমে দদ্যাদ্বরাহস্থ মহাত্মনঃ॥ ১৯॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ। বস্ত্রযুগ্মৈরলঙ্কারৈর্যথা-বিত্তানুসারতঃ॥ ২০॥ অর্চ্চয়িত্বা ততো দদ্যাদ-পূপান্ ঘৃতপাচিতান্। উপায়নার্থে বিপ্রেভ্যো দ্বাদশভ্যো নিবেদয়েৎ॥ ২১॥ আচার্য্যায় ততো দদ্যাৎ প্রতিমাং পূর্ব্বকল্পিতাম্। শয্যাং সকল্পিতাং পূর্ণাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্॥ ২২॥ তস্যামভ্যর্চ্চ্য বিধিবল্লক্ষ্মীনারায়ণং পরম্। কাংস্যপাত্রেণ সহিতাম-পূপৈর্বহুভিস্তথা॥ ২৩॥ বস্ত্রালঙ্কারসহিতাং দক্ষিণাভি-স্তথৈব চ। ব্রাহ্মণায় বিশিষ্টায় বৈষ্ণবায় কুটুম্বিনে॥২৪॥ দাতব্যা বিধিবৎপূজ্য ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ। লক্ষ্ম্যা অশূন্যং শয়নং যথা তব জনার্দ্দন॥ ২৫॥ শয্যা মমাপ্যশূন্যা স্যাদ্দানেনানেন কেশব। এবং সম্প্রার্থ্য দেবেশং স্বয়ং ভোজনমা-চরেৎ॥ ২৬॥ পুরুষো বা সতী বাপি বিধবা বা সমাচরেৎ। অশূন্যশয়নার্থঞ্চ কর্ত্তব্যং ব্রতমুত্তমম্॥ ২৭॥ এবং তব ময়া খ্যাতং বিস্তরান্নৃপসত্তম। সুপ্রসন্নে জগন্নাথে ভবেয়ুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ॥ ২৮॥ তস্মিংস্তুষ্টে তু দেবেশে দেবানামপি দুর্ল্লভাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ॥ ২৯॥ অবশ্যং গন্তকামেন তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। এবমুক্তং ময়া সর্ব্বং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৩০॥ ইত্যুক্তস্তেন রাজর্ষিঃ পুনরপ্যাহ তং মুনিম্। বৈশাখে ছত্রদানস্য মাহাত্ম্যং বিস্তরাদ্বদ॥ শৃণ্বতোঽপি ন তৃপ্তির্মে বৈশাখোক্তান্ শুভাবহান্॥ ৩২॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা যশস্যং পুণ্যবর্দ্ধনম্। প্রত্যুবাচ মহাভাগঃ

অষ্টাক্ষর মন্ত্র প্রদীপ্ত অনলে আহুতি প্রদান কর্ত্তব্য। হে ভূমিপালক! মার্গশীর্ষাদি মাসে যে ব্রতের পারণ নির্দ্দিষ্ট, তাহার উদ্‌যাপনে "ওঁ নমো নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ" ইত্যাদি বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর চৈত্রাদি মাসে যে ব্রতের পারণ, তাহার আহুতি ক্রম শ্রবণ কর। চৈত্রাদিমাসে পারণযোগ্য ব্রতে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে প্রদীপ্ত অনলে আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর পঞ্চামৃত, পায়স ও ঘৃতপক্ব অপূপদান কর্ত্তব্য। হে রাজন্! এইরূপে ক্রমানুসারে দান করিতে হয়। এক্ষণে প্রতিমার বিধানে শ্রবণ কর।● শ্রাবণাদি মাসচতুষ্টয়াত্মক ব্রতে লক্ষ্মী ও নারায়ণের সুবর্ণময়ী প্রতিমা দান কর্ত্তব্য। এতন্মধ্যে ব্রতারম্ভের মধ্য সময়ে পরমাত্মা হরির সুবর্ণপ্রতিমা এবং ব্রতান্তে মহাত্মা বরাহের রজতপ্রতিমা দিতে হয়। অনন্তর কেশবাদি বিষ্ণুনামা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া বিত্তানুসারে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করত ঘৃতপক্ব অপূপ দান করিবে। অনন্তর দ্বাদশটী বিপ্রকে উপায়ন প্রদান করিয়া আচার্য্যকে পূর্ব্বকল্পিত প্রতিমা দান করিবে। তদনন্তর সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ ও সর্ব্বাভরণভূষিত শয্যা প্রকল্পিত করিয়া তাহাতে যথাবিধি লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করিবে এবং বহু অপূপসংযুক্ত কাংস্য পাত্র, বস্ত্র, অলঙ্কার ও প্রচুর দক্ষিণাসমন্বিত করিয়া উত্তম বৈষ্ণব কুটুম্বী ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা করত ঐ শয্যা দান করিবে।৯—২৪। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। এক্ষণে শয্যা-দানের মন্ত্র কথিত হইতেছে। মন্ত্র যথা—হে জনার্দ্দন! লক্ষ্মী কর্তৃক আপনার শয়নীয় যেমন সতত অশূন্য থাকে, হে কেশব! শয্যাদানপ্রভাবে আমার শয্যাও তদ্রূপ অশূন্য হউক। দেবেশ বিষ্ণুকে সম্যক্ প্রকারে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অবশেষে স্বয়ং ভোজন করিবে। পুরুষ, সতী নারী ও বিধবা অশূন্যশয়নকামনায় এই অনুত্তম অশূন্যশয়ন ব্রতাচরণ করিবে। হে নৃপসত্তম! এই তোমার নিকট বিস্তাররূপে অশূন্যশয়ন ব্রতের বিষয় বর্ণন করিলাম; দেবেশ জগৎপতি সুপ্রীত হইলে দেব-দুর্লভ সন্ততি লাভ হয়। অতএব বিষ্ণুপদপ্রার্থী মানবগণ সর্ব্বপ্রযত্নে এই উত্তম ব্রত আচরণ করিবে। হে রাজন্! এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রায় সকল কথাই বলিলাম, এক্ষণে অন্য কি আর শ্রবণে অভিলাষ কর? রাজর্ষি শ্রুতকীর্ত্তি ঋষি শ্রুতদেব কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন;—হে মুনে! বৈশাখমাসের ছত্রদানমাহাত্ম্য বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন। হে ঋষে! বৈশাখোক্ত শুভাবহ প্রভাবানবহ শ্রবণে আমার তৃপ্তির অবসান হইতেছে না। অনন্তর মহা-যশা শ্রুতদেব মহাভাগ শ্রুতকীর্ত্তির এই সকল যশস্য ও পুণ্যবর্দ্ধন বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে

শ্রুতদেবো মহাযশাঃ ॥ ৩৩ ॥ শ্রুতদেব উবাচ। বৈশাখে ধর্ম্মতপ্তানাং মানবানাং মহাত্মনাম্। যে কুর্ব্বন্ত্যাতপত্রাণং তেষাং পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৩৪ ॥ অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। বৈশাখে ধর্ম্মমুদ্দিশ্য পুরা কৃতযুগে কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ বঙ্গদেশে পুরা কশ্চিদ্ধেমকান্ত ইতি শ্রুতঃ। কুশকেতোঃ সুতো ধীমান্ রাজা শস্ত্রভৃতাং বরঃ। একদা মৃগয়াসক্তো গহনং বনমাবিশৎ ॥ ৩৬ ॥ তত্র নানাবিধান্ হত্বা মৃগান্ ক্রোড়াদিকান্ বহূন্। শ্রান্তো মধ্যাহ্নবেলায়াং মুনীনামাশ্রমং যযৌ ॥ ৩৭ ॥ তদা শতর্চ্চিনো নাম ঋষয়ঃ শংসিতব্রতাঃ। সমাধিস্থা ন জানন্তি বাহ্যকৃত্যঞ্চ কিঞ্চন ॥ ৩৮ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা নিশ্চলান্ বিপ্রান্ ক্রুদ্ধো হন্তুং মনো দধে। ভূপং নিবারয়ামাস শিষ্যাণামযুতস্তদা ॥ ৩৯ ॥ দুর্ব্বুদ্ধে শৃণু নো বাক্যং গুরবস্তু সমাধিগাঃ। নো জানন্তি বহিঃকৃত্যং তস্মাৎ ক্রোধং ন চার্হসি ॥ ৪০ ॥ ততঃ শিষ্যান্সুবাচেদং বচনং ক্রোধবিহ্বলঃ। যূয়ং কুরুধ্বমাতিথ্যমধ্বশ্রান্তস্য মে দ্বিজাঃ ॥ ৪১ ॥ এবমুক্তাশ্চ ভূপেন শিষ্যা ঊচুস্তদা নৃপম্। নাজ্ঞপ্তা গুরুভির্ভূপ বয়ং ভিক্ষাশিনঃ পুনঃ ॥ ৪২ ॥ গুরুতন্ত্রাঃ কথং কর্ত্তুমাতিথ্যং তে বয়ং ক্ষমাঃ। প্রত্যাখ্যাতো নৃপঃ শিষ্যৈস্তান্ হন্তুং ধনুরাদদে ॥ ৪৩ ॥ মৃগদস্যুভয়াদিভ্যো বহুধা রক্ষিতা ময়া। তে মামেবোপশিক্ষন্তি ময়া দত্তপ্রতিগ্রহাঃ ॥ ৪৪ ॥ এতে মাং ন বিজানন্তি কৃতঘ্না ভূরিমানিনঃ। হতোঽপি মে ন দোষঃ স্যাদেতান্ বৈ হ্যাততায়িনঃ ॥ ৪৫ ॥ এবং বিক্রুধ্যমানঃ সন্ শরান্মুঞ্চন্ শরাসনাৎ। তান্ বিদ্রুতাননুদ্রুত্য জঘ্নে শিষ্যশতত্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ দুদ্রুবুর্ভয়তঃ সর্ব্বে বিহায়াশ্রমমঞ্জসা। বিদ্রাবিতেষু শিষ্যেষু বলাদাশ্রমসংস্থিতান্ ॥ ৪৭ ॥ সম্ভারান্ জগৃহুঃ শীঘ্রং সৈনিকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ। যথেষ্টং ভোজনং চক্রুর্নৃপেনৈবানুমোদিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ সেনাবৃতো রাজা পুরীমাগাদ্দিনাত্যয়ে।

কহিলেন,—যাঁহারা বৈশাখের আতপতপ্ত মহাত্মা মানবগণকে আতপতাপ হইতে পরিত্রাণ করেন, তাঁহাদের পুণ্য অনন্ত, এবিষয়ে ইতিহাসজ্ঞগণ একটী পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহা পুরাকালে সত্যযুগে বৈশাখ-ধর্ম্ম উদ্দেশে কৃত হইয়াছিল। ২৫—৩৪। পুরাকালে বঙ্গদেশে হেমকান্ত নামক জনৈক বিখ্যাত নৃপ ছিলেন। শস্ত্রধারীদিগের অগ্রণী ধীমান্ নৃপ হেমকান্ত কুশকেতুর পুত্র। হেমকান্ত একদা মৃগয়াসক্ত হইয়া গহন অরণ্যে প্রবেশ করেন, এবং নানাবিধ মৃগ বরাহাদি হননপূর্ব্বক মধ্যাহ্নসময়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মুনিগণের আশ্রমে উপনীত হন। শতার্চ্চিনামক শংসিতব্রত ঋষিগণ আশ্রমে সমাধিমগ্ন ছিলেন। বহির্ব্যাপারে তাঁহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। এদিকে পরিশ্রান্ত রাজা তাঁহাদিগকে নিশ্চেষ্ট দর্শনে রোষপরবশ হইয়া সেই ঋষিসকলের বিনাশে উদ্যত হন। সেই সকল তপস্বীর অযুত অযুত শিষ্য ছিল, তাঁহারা নৃপতিকে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—রে দুর্ব্বুদ্ধে! আমাদের বাক্য শ্রবণ কর, আমাদিগের গুরুগণ সমাধিস্থ, ইঁহারা বাহিরের কৃত্য কিছুই বিদিত নন; অতএব ক্রোধ করা তোমার উচিত নহে। তখন ক্রোধবিহ্বল ভূপাল সেই শিষ্যগণকে কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি পথশ্রান্ত, আপনারা আমার আতিথ্য করুন। শিষ্যগণ নৃপ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া তাঁহার কথার উত্তরে কহিলেন,—আমরা ভিক্ষাশী, বিশেষতঃ গুরুপরতন্ত্র, অতএব হে নৃপ! গুরুর অনুজ্ঞা ব্যতীত কিরূপে আপনার সৎকার করিব? নৃপ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহাদিগকেই নিহত করিবার জন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। রাজা মনে মনে আলোচনা করিলেন,—মৃগ ও দস্যুভয় হইতে এই ঋষি সকলকে আমি সতত রক্ষা করিয়া থাকি, এই ঋষিগণ আমারই নিকট প্রতিগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে, ইহারা কিনা আজ আমাকে শিক্ষাদান করিতেছে? এই কৃতঘ্ন বহুমানী মুনিগণ আমাকে চিনিতে পারিতেছে না; ইহারা আততায়ী, অতএব ইহাদিগকে নিহত করিলে আমার পাপ হইবে না। রাজা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া অত্যন্ত ক্রোধসহকারে শরাসন হইতে বাণ মোচন করিলেন। শিষ্যগণ পলায়ন করিলেন; বাণও তাঁহাদের পশ্চাদ্‌গমন করিয়া তিনশত শিষ্য নিহত করিল। তাঁহাদিগকে নিহত দেখিয়া অন্যান্য আশ্রমবাসী ঋষিগণ ভয়ে তৎক্ষণাৎ আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন; আশ্রমস্থিত ভীত শিষ্যগণ ধাবিত হইলে পাপমতি মহীপতির সৈনিকগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্রব্যসম্ভার গ্রহণ করিল এবং নৃপকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই সকল সামগ্রী অভিলাষানুরূপ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এই সকল ব্যাপারে দিনাবসান হইল। রাজা সৈন্যগণে

কুশকেতুস্ততঃ শ্রুত্বা তনয়স্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৪৯ ॥ পুর্য্যান্নির্ঘাতয়ামাস গর্হয়ন্ গর্হয়ন্ সুতম্। রাজ্যানর্হং ক্ষমাহীনং স্বদেশাদপি ভূমিপ ॥ ৫০ ॥ পিত্রা ত্যক্তস্ততো রাজা হেমকান্তোঽতিবিহ্বলঃ। বনং বিবেশ গহনং হত্যাভিশ্চ সুপীড়িতঃ ॥ ৫১ ॥ বহুকালমবাসীচ্চ গহ্বরে নির্জ্জনে বনে। আহারং কল্পয়ামাস ব্যাধধর্ম্মমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥ ন ক্বাপি স্থিতিমাপেদে হত্যয়াভিক্রুতো ভৃশম্। অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি গতান্যস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন ত্রিতো নাম মহামুনিঃ। তস্মিন্নরণ্যে বৈশাখে রবৌ মধ্যন্দিনে গতে ॥ ৫৪ ॥ গচ্ছন্নাতপবিক্লান্তস্তৃষ্ণয়া চাপি পীড়িতঃ। ক্বচিদ্বৃক্ষবিহীনে তু প্রদেশে মূর্চ্ছিতোঽভবৎ ॥ ৫৫ ॥ দৈবাদ্দৃষ্ট্বা হেমকান্তস্ত্রিতং নাম মহামুনিম্। তৃষার্ত্তং মূর্চ্ছিতং শ্রান্তং কৃপাং

পরিবৃত্ত হইয়া নিজ পুরে প্রস্থান করিলেন। হে ভূমিপ শ্রুতকীর্ত্তে! অনন্তর হেমকান্ত পুরপ্রবেশ করিলেন, তদীয় পিতা কুশকেতু তাঁহার এই সকল কুকার্য্য শ্রবণ করিয়া পুত্রকে বহুবার নিন্দা করিতে করিতে পুরী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। কেবল ইহাতেই কুশকেতুর তৃপ্তি হইল না, তিনি ক্ষমাহীন তনয় রাজ্যের অযোগ্য, এইরূপ আলোচনা করিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। অনন্তর রাজা হেমকান্ত পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অতি বিহ্বল হইলেন; ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়িত করিল; তিনি গহন অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। নৃপ হেমকান্ত, বনান্তে প্রবেশ করিয়া, এক নির্জ্জন গিরিগহ্বরে বহুকাল বাস করিলেন এবং ব্যাধধর্ম্ম হিংসাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভোজনব্যাপার সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মহত্যা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তিনি কোথায়ও সুস্থির হইতে পারিলেন না, ইতস্তত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দুরাত্মা নৃপের এইরূপে অষ্টাবিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইল। এই সময়ে ত্রিতনামা মহামুনি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বৈশাখের মধ্যাহ্নসময়ে সেই অরণ্যে উপনীত হন। ঋষি ত্রিত পথশ্রান্ত ও তৃষ্ণান্বিত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত হন এবং বৃক্ষচ্ছায়াহীন বনপ্রদেশে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকেন। দৈবগতিতে নৃপতি হেমকান্তও তথায় উপনীত হইয়া ত্রিত মুনিকে দর্শন করেন, কিন্তু হেমকান্ত দুরাত্মা হইলেও সেই তৃষ্ণার্ত্ত শ্রান্ত ঋষির প্রতি

চক্রে নৃপাধমঃ ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মণস্ত্রেতদা ছত্রং কৃত্বা চাতপবারণম্। মুনের্জগ্রাহ শিরসি হ্যলাবুস্থং জলং দদৌ ॥ ৫৭ ॥ লব্ধসংজ্ঞোঽভবত্তেন হ্যুপচারেণ বৈ মুনিঃ। পত্রচ্ছত্রং ক্ষত্রদত্তং গৃহীত্বা গতবিক্লমঃ ॥ ৫৮ ॥ গ্রামং ক্বচিচ্ছনৈঃ প্রাপ্য কিঞ্চিদাপ্যায়িতেন্দ্রিয়ঃ। তেন পুণ্যপ্রভাবেণ ব্রহ্মহত্যাশতত্রয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ বিনষ্টমভবত্তস্য ক্ষণাদেব মহাত্মনঃ। ততো বিস্ময়মাপন্নো হেমকান্তো মহারথঃ ॥ ৬০ ॥ বহুধা পীড্যমানস্য ব্রহ্মহত্যাঃ কথং গতাঃ। কেনাপি নিষ্কৃতা হ্যেতাঃ ক গতাঃ কেন হেতুনা ॥ ৬১ ॥ ইত্যেবং চিন্তয়ামাস ব্রহ্মহত্যাবিমোচনম্। এবমবস্থিতে রাজ্ঞি যমদূতা অথাগমন্ ॥ ৬২ ॥ নেতুমেনং মহাত্মানং হেমকান্তং বনে স্থিতম্। গ্রহণীং জনয়ামাসুঃ প্রাণান্ হর্ত্তুং মহাত্মনঃ ॥ ৬৩ ॥ তদা প্রাণবিয়োগার্ত্তঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ দদর্শ হ। যমদূতান্ মহাঘোরানূর্দ্ধকেশান্ ভয়ঙ্করান্ ॥ ৬৪ ॥ চিন্তয়ানঃ স্বকর্ম্মাণি তুষ্ণীমাসীত্তদা

করুণা প্রকাশ করেন। তিনি তখন পলাশপত্রে ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া ত্রিতের আতপ নিবারণ করেন এবং একহস্তে মুনির মস্তক গ্রহণপূর্ব্বক অপর করে অলাবুর জল তাঁহার মুখে ঢালিয়া দেন। অনন্তর রাজার প্রদত্ত উপচারে ঋষি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়ের প্রদত্ত পত্রনির্ম্মিত ছত্র গ্রহণ করিয়া বিগতশ্রম হইলেন। অনন্তর ঋষি ধীরে ধীরে এক গ্রামের আশ্রয় লইলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণও কথঞ্চিৎ সজীব হইয়া উঠিল। এদিকে এই পুণ্যপ্রভাবে ত্রিশত ব্রহ্মহত্যা মহাত্মা নৃপ হেমকান্তকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিল; মহারথ হেমকান্ত বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন,—ব্রহ্মহত্যা আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করিত, আজ তাহারা সহসা কিরূপে বিদূরিত হইল? আমার কোন্ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মহত্যা বহিষ্কৃত হইল? ব্রহ্মহত্যা কোথায় গেল? ইহার হেতু কি? ব্রহ্মহত্যাবিমোচন বিষয়ে রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়াও কোন কারণ জানিতে পারিলেন না, তিনি একস্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর যমদূতগণ মহাত্মা বনবাসী হেমকান্তের আনয়ন জন্য তথায় আসিয়া উপনীত হইল। তাহারা মহাত্মা নৃপের প্রাণহরণ জন্য গ্রহণী পীড়ার প্রয়োগ করিল। অনন্তর প্রাণবিয়োগার্ত্ত রাজা তিনটী পুরুষ দর্শন করিলেন; সেই ঊর্দ্ধকেশ পুরুষত্রয় যমের দূত। তাহারা ঘোর-

নৃপঃ। ছত্রদানপ্রভাবেণ জাতা বিষ্ণুস্মৃতির্নৃপ ॥ ৬৫ ॥ তেন স্মৃতো মহাবিষ্ণুর্বিষ্বক্‌সেনং স্বমন্ত্রিণম্। উবাচ তূর্ণং ত্বং গচ্ছ যমদূতান্নিবারয় ॥ ৬৬ ॥ বৈশাখ-ধর্ম্মনিরতং হেমকান্তং তু পালয়। নিষ্পাপমেনং মদ্ভক্তং পিত্রে দেহি পুত্রং গতঃ ॥ ৬৭ ॥ মদীরিতেন বাক্যেন কুশকেতুঞ্চ বোধয়। সর্ব্বধর্ম্মোজ্‌ঝিতো বাপি ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৮ ॥ বৈশাখধর্ম্মনিরতো মৎপ্রিয়ঃ স্যান্ন সংশয়ঃ। কৃতাগাশ্চাপি ত্বৎপুত্রো মুনিত্রাণপরায়ণঃ ॥ ৬৯ ॥ বৈশাখে ছত্রদানেন নিষ্পাপো নাত্র সংশয়ঃ। তেন পুণ্যপ্রভাবেন শান্তো দান্তশ্চিরায়ুষঃ ॥ ৭০ ॥ শৌর্য্যৌদার্য্যগুণো-পেতস্ত্বৎসমোঽহয়ং গুণৈরপি। তস্মাদেনং রাজ্য-ভারে সংস্থাপয় মহাবলম্ ॥ ৭১ ॥ বিষ্ণুনৈবং সমাজ্ঞপ্তমিত্যাদিশ্য নৃপোত্তমম্। পিতুর্ব্বশে হেম-কান্তং স্থাপ্যায়াহি চ মাং পুনঃ ॥ ৭২ ॥ ইত্যাদিষ্টো ভগবতা বিষ্বক্সেনো মহাবলঃ। হেমকান্তং সমাসাদ্য যমদূতান্নিবার্য্য চ ॥ ৭৩ ॥ পাপিনা শস্তমেনৈব পস্পর্শাঙ্গেষু ভূমিপম্। ভগবদ্ভক্তসংস্পর্শাদ্ধতব্যাধিঃ ক্ষণাদভূৎ ॥ ৭৪ ॥ বিষ্বক্‌সেনস্তু ভক্তেন সহ তস্য পুরীং যযৌ। তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো ভূত্বা কুশকেতুর্মহাপ্রভুঃ ॥ ৭৫ ॥ ননাম শিরসা ভক্ত্যা দণ্ডবৎপতিতো ভুবি। গৃহং প্রবেশয়া-মাস পার্ষদং পরমাত্মনঃ ॥ ৭৬ ॥ স্তুত্বা চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পূজয়ামাস বৈভবৈঃ। তস্মৈ প্রীতমনাঃ প্রাহ বিষ্বক্সেনো মহাবলঃ ॥ ৭৭ ॥ হেমকান্তং সমুদ্দিশ্য যদুক্তং বিষ্ণুনা পুরা। তচ্ছ্রুত্বা কুশকেতুশ্চ পুত্রং রাজ্যে নিবেশ্য চ ॥ ৭৮ ॥ বিষ্বক্‌-সেনাভ্যনুজ্ঞাতঃ সভার্য্যো বনমাবিশৎ। বিষ্বক্সেনো হেমকান্তমনুমন্ত্র্যাভিপূজ্য চ ॥ ৭৯ ॥ শ্বেতদ্বীপং যযৌ ধীমান্ বিষ্ণুপার্শ্বে মহামনাঃ। হেমকান্তস্ততো রাজা বৈশাখোক্তান্ শুভাবহান্ ॥ ৮০ ॥ বিষ্ণু-প্রীতিকরান্ ধর্ম্মান্ প্রতিবর্ষং চকার হ, ব্রহ্মণ্যো

দর্শন ও মহাভয়ঙ্কর। রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া স্বীয় কর্ম্মনিচয় স্মরণপূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। হে নৃপ! ছত্রদানপুণ্যপ্রভবে বিষ্ণু তাঁহার স্মরণ পথে পতিত হইলেন। রাজা মহাবিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু স্বীয় মন্ত্রী বিষ্বক্‌সেনের প্রতি আদেশ করিলেন,—হে মন্ত্রিন্! সত্বর হেমকান্তের সমীপে গমন করিয়া যমদূতগণকে নিবারণ কর। হেমকান্ত বৈশাখ ধর্ম্মনিরত, অতএব তাহাকে রক্ষা কর। তোমরা রাজা কুশকেতুসমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে বল,—"তোমার পুত্র নিষ্পাপ বিষ্ণুভক্ত।" আমার কথিত বাক্যে কুশকেতুকে বুঝাইয়া আরও বলিবে যে, "যে মানব সকল ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিত হইয়াও বৈশাখধর্ম্মে নিরত হয়, সে আমার প্রিয়, সন্দেহ নাই; তোমার তনয় মুনিত্রাণপরায়ণ, অতএব সাপরাধ হইয়াও এক্ষণে নিরাপরাধ। হেম-কান্ত বৈশাখ মাসে ত্রিতকে ছত্রদান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছে, সংশয় নাই। তোমার তনয় যে ছত্রদান করিয়াছে, সেই পুণ্যপ্রভাবে শান্ত, দান্ত, চিরায়ু এবং শৌর্য্য ও ঔদার্য্যাদি গুণযুক্ত হইয়া সকল গুণেই তোমার সমান হইয়াছে। অতএব এই মহাবল তনয়কেই রাজ্য পালনে নিযুক্ত কর। এবং "বিষ্ণুই" এইরূপ আদেশ করিয়াছেন।" নৃপোত্তম কুশকেতুকে এইরূপ বলিয়া হেমকান্তকে তাহার বশে স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় আমার সমীপে আগমন কর। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট মহাবল বিষ্বক্‌সেন ভূমিপতি হেমকান্তের নিকট গমনপূর্ব্বক যমদূতদিগকে নিষেধ করিলেন এবং মঙ্গলময় কর দ্বারা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। তখন ভগবদ্ভক্তের করস্পর্শে নৃপ হেমকান্তের ক্ষণকাল মধ্যে ব্যাধি দূরীভূত হইল। ৬৫—৭৪। অনন্তর বিষ্বক্‌সেন নৃপ হেম-কান্তের সহিত তদীয় পুরে গমন করিলেন, প্রভু কুশকেতু বিষ্বক্‌সেনকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হই-লেন এবং ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ভক্তি সহকারে মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। নৃপ কুশকেতু বিষ্ণুপার্ষদ পরমাত্মা বিষ্বক্‌সেনকে পুরমধ্যে লইয়া গেলেন এবং বিবিধ স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়া বিভবানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর মহাবল প্রীতমনা বিষ্বক্‌সেন বিষ্ণু হেমকান্তকে উদ্দেশ করিয়া পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, নৃপ কুশকেতুকে তৎসমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। কুশকেতু রাজা বিষ্ণুর আদিষ্ট বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং বিষ্বক্‌সেনের আদেশক্রমে পত্নীর সহিত অরণ্যের আশ্রয় লইলেন। মহামনা ধীমান্ বিষ্বক্‌সেনও বিষ্ণুভক্ত হেমকান্তের পূজা করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করত শ্বেতদ্বীপে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর পার্শ্বে মিলিত হইলেন। অনন্তর রাজা হেমকান্ত প্রতিবৎসর বৈশাখোক্ত শুভাবহ বিষ্ণুপ্রীতিকর

ধর্ম্মবার্থিনঃ শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮১ ॥ দয়ালুঃ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। প্রবৃদ্ধঃ সর্ব্বসম্পত্তিঃ পুত্রপৌত্রাদিভির্ব্বৃতঃ ॥ ৮২ ॥ ভুক্ত্বা ভোগান্ সমস্তাংশ্চ বিষ্ণুলোকমবাপ্তবান্ ॥ ৮৩ ॥ নেক্ষে ত্বু বৈশাখসমাংশ্চ ধর্ম্মান্ সুখপ্রযত্নান্ বহুপুণ্যহেতূন্। পাপেন্ধনাদগ্নিনিভান্ সুলভ্যান্ ধর্ম্মাদিমোক্ষান্তপুমর্থহেতূন্ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে ছত্রদানপ্রশংসনে হেমকান্তস্য ব্রহ্মহত্যাদিপাপশমনবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

মৈথিল উবাচ। বৈশাখধর্ম্মাঃ সুলভাঃ পুণ্যরাশিবিধায়কাঃ। বিষ্ণুপ্রীতিকরাঃ সদ্যঃ পুমর্থানাঞ্চ হেতবঃ ॥ ১ ॥ ন প্রখ্যাতাঃ কথং লোকে শাশ্বতাঃ শ্রুতিচোদিতাঃ। প্রখ্যাতা রাজসা ধর্ম্মাস্তামসা অপি ভূরিশঃ ॥ ২ ॥ দুর্ঘটা বহুযত্নাশ্চ বহুদ্রব্যব্যয়াবহাঃ। কেচিন্মাঘং প্রশংসন্তি চাতুর্ম্মাস্যম্ পরে জনাঃ ॥ ৩ ॥ ব্যতীপাতাদিধর্ম্মাংশ্চ বর্ণয়ন্তীহ ভূরিশঃ। এতদ্বিবেকং বিস্তার্য্য শ্রোতুকামায় মে বদ ॥ ৪ ॥ শ্রুতদেব উবাচ। শৃণু ভূপ প্রবক্ষ্যামি ন প্রখ্যাতা ইমে কথম্। ইতরেষাঞ্চ ধর্ম্মাণাং কথং খ্যাতিশ্চ ভূতলে ॥ ৫ ॥ রাজসাস্তামসা ভূমৌ বহবঃ কামুকা জনাঃ। ইচ্ছন্ত্যৈহিকভোগাংস্তে পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ ॥ ৬ ॥ ক্বচিৎকথঞ্চন কাপি জনেষ্বেকোঽতিকৃচ্ছ্রতঃ। সর্গায় যততে লোকে তস্মাদ্‌যজ্ঞাদিসৎক্রিয়াঃ ॥ ৭ ॥ ক্ষুদ্রচেতিপ্রযত্নেন মোক্ষং নোপাসতে নরঃ। ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো জনাঃ কাম্যানুপাসতে ॥ ৮ ॥ প্রখ্যাতা রাজসা ধর্ম্মাস্তামসা অপি তেন বৈ। ন খ্যাতাঃ সাত্ত্বিকা ধর্ম্মা হরিপ্রীতিকরা ইমে ॥ ৯ ॥ নিষ্কামিনাম

ধর্ম্মনিচয় আচরণ করিতে লাগিলেন। নৃপ হেমকান্ত ধর্ম্মমার্গে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন, শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিখিল প্রাণীতে দয়ালু, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সতত প্রবুদ্ধ হইলেন। তিনি বিবিধ সম্পদ্‌যুক্ত ও পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সমস্ত ভোগ উপভোগপূর্ব্বক অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। হে রাজন্। বৈশাখসদৃশ ধর্ম্ম আমার নয়নগোচর হয় না, বৈশাখব্রত অনায়াসে বহুপুণ্যের জনক হইয়া থাকে; বৈশাখের সুখলভ্য ধর্ম্ম পাপরূপ কাষ্ঠে অনলতুল্য এবং এই বৈশাখধর্ম্মই ধর্ম্মাদি মোক্ষান্ত অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গের সাধন জানিবে।৭৫—৮৪।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

মিথিলাপতি বলিলেন,—বৈশাখের ধর্ম্ম অনায়াসলভ্য, পুণ্যরাশির জনক, বিষ্ণুপ্রীতিকর এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুর্ব্বর্গের সদ্যঃ সাধন। হে ঋষে। বেদাদিষ্ট এই নিত্যধর্ম্ম বৈশাখব্রত এতকাল ত্রিলোকে কেন বিখ্যাতিলাভ করে নাই? হে মুনে। ত্রিলোকে যাহা রাজস ও তামস, সেই সকল ধর্ম্মেরই ভূরি প্রকাশ দেখা যায়॥ কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্ম দুর্ঘট, উহার সাধনে বহু আয়াস ও বহু দ্রব্যসম্ভারের প্রয়োজন। কেহ মাঘমাসের বিশেষ প্রশংসা করেন, অপর কেহ বলেন,—চাতুর্ম্মাস্য ব্রতই শ্রেষ্ঠ, আবার কেহ ব্যতীপাতাদি ধর্ম্মের ভূরি প্রশংসা কীর্ত্তন করেন, এসকল শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কুতূহল হইতেছে, অতএব বিস্তারপূর্ব্বক এতদ্‌বিষয়ক বিবেক আমার নিকট বর্ণন করুন। শ্রুতদেব উত্তর করিলেন,—হে ভূপ! এই বৈশাখব্রতাদি কেন বিখ্যাতি লাভ করে নাই, আর কিজন্যই বা ভূতলে অপর ধর্ম্মসকলের বিখ্যাতিবাহুল্য দৃষ্ট হয় না, এসকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাজস ও তামস-প্রকৃতিভেদে ভূমিতলে বহু কামুক লোক বিদ্যমান। তাহারা পুত্র, পৌত্র, সম্পদ্ প্রভৃতি ঐহিক ভোগেরই সতত কামনা করে, এই সকল ত্রিলোকবাসী লোকের মধ্যে কদাচিৎ কোথাও একজন অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য স্বর্গের নিমিত্ত প্রযত্ন করিয়া থাকে, তাহাদেরই জন্য লোকে যজ্ঞাদি সৎক্রিয়ার প্রবর্ত্তন হইয়াছে।১—৭। এই সকল যজ্ঞযাজী লোকগণকে ক্ষুদ্রাশয় জানিবে, কেননা, তাহারা অতি প্রযত্ন সহকারে ভূরি ভূরি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে বটে; কিন্তু মোক্ষের উপাসনা না করিয়া তাহারা কামনারই দাস হয়। এই যে রাজস ও তামস ধর্ম্মের কথা কহিলাম, বহুলোকেই এই ধর্ম্মের আচরণ করে, অতএব এই রাজস তামস ধর্ম্মই বিশ্বে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ইমে ধর্ম্মা হৈহিকামুষ্মিকপ্রদাঃ। ন জানন্তি জনা মূঢ়া মোহিতা দেবমায়য়া॥ ১০॥ যথাধিপত্যে সম্প্রাপ্তে সর্ব্বসিদ্ধো মনোরথঃ। মোহনার্থং ফলং প্রাপ্তমাধিপত্যেন হীয়তে॥ ১১॥ কারণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি গোপনে ভূতলেঽঞ্জসা। যদ্বৈশাখোক্তধর্ম্মাণাং সাত্ত্বিকানাং নৃণামিহ॥ ১২॥ সার্ব্বভৌমঃ পুরা কাশ্যামিক্ষাকুকুলভূষণঃ। কীর্ত্তিমানিতিবিখ্যাতো নৃপপুত্রো মহাযশাঃ॥ ১৩॥ জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো ব্রহ্মণ্যো রাজসত্তমঃ। একদা মৃগয়াসক্তো বসিষ্ঠাশ্রমমাযযৌ॥ ১৪॥ গচ্ছন্মার্গে দদর্শাসৌ বৈশাখে ধর্ম্মনিষ্ঠুরে। ভূয়োভূয়ঃ কার্য্যমাণান্ শিষ্যাংস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১৫॥ কচিৎপ্রাপাং প্রকুর্ব্বন্তি ছায়ামণ্ডপমেব চ। তটপ্রপাতং নিস্তীর্য্য বাপীং কুর্ব্বন্তি নির্ম্মলাম্॥ ১৬॥ সুপবিষ্টান্ কচিদ্বৃক্ষে ব্যজনৈর্ব্বীজয়ন্তি চ। কচিদ্দদ্যুরীক্ষুদণ্ডান্ কচিদ্‌গন্ধান্ কচিৎফলম্॥ ১৭॥ মধ্যাহ্নে ছত্রদানঞ্চ সায়াহ্নে পানকস্য চ। কচিদ্দদন্তি তাম্বূলং নেত্রে কর্পূরলেপনম্॥ ১৮॥ সুচ্ছায়ে চ বনে কেচিৎ সুসংমৃষ্টাঙ্গনেষু চ। কেচিদাস্তরয়ন্ত্যজ্ঞা বালুকানি হিতানি চ॥ ১৯॥ কুর্ব্বন্ত্যান্দোলিকাং রাজন্ বৃক্ষশাখাবলম্বিনীম্। কে যূয়মিতি পপ্রচ্ছ বাসিষ্ঠা ইতি তেঽব্রুবন্॥ ২০॥ কিমেতদিতি পপ্রচ্ছ ধর্ম্মা বৈশাখচোদিতাঃ। পুমর্থহেতব ইমে ক্রিয়ন্তেঽস্মাভিরঞ্জসা॥ ২১॥ বসিষ্ঠস্যাজ্ঞয়া চেতি তেঽব্রুবন্ নৃপসত্তমম্। এতদাচরণে পুংসাং কিং ফলং কস্তু তুষ্যতি॥ ২২॥ এতদ্বিস্তার্য্য মে ব্রূত যূয়ং সম্যগ যথাশ্রুতম্। ইতি রাজ্ঞা তু সম্পৃষ্টাঃ প্রত্যুচুস্তে মহীপতিম্॥ ২৩॥ গুরোরাজ্ঞাক্রমেণৈব কুর্ব্বতাং পথি সৎক্রিয়াঃ॥ নাস্মাকমবকাশোঽত্র গুরুং পৃচ্ছ

সাত্ত্বিকধর্ম্ম কামনাহীন, এই সকল ধর্ম্ম কেবল হরির প্রীতিকর জানিবে; এই সাত্ত্বিক ধর্ম্ম কেন বিখ্যাত হয় নাই, শ্রবণ কর। যদিও এই ধর্ম্ম নিষ্কাম, তথাপি ইহা দ্বারা মানবগণের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ সিদ্ধিই সাধিত হইয়া থাকে; কিন্তু মূঢ় মানবগণ দেবমায়াবিমোহিত হইয়া তাহা জানিতে পারে না। লোক যেমন আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া সকল বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হয়, আবার মোহকর বস্তু লাভ করিয়া সেই আধিপত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাত্ত্বিক ধর্ম্মের আচরণ করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াই মায়ার মোহে আর অগ্রসর হয় না; সুতরাং তাদৃশ মানবের আধিপত্যপ্রাপ্তি ঘটে না। সাত্ত্বিকধর্ম্মাচরণশীল বৈশাখব্রতাচরণকারী মানবগণের বিষয় একটী প্রমাণ বর্ণন করিতেছি, ইহা ভূতলে সংঘটিত হইয়াছিল, অদ্যাপি ইহার তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই। পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুকুলভূষণ নৃপপুত্র মহাযশাঃ সার্ব্বভৌম নৃপতি কীর্ত্তিমান্ কাশীতে বাস করিতেন; তিনি জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, ব্রাহ্মণ্যসম্পন্ন এবং রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদা মৃগয়াসক্ত নৃপ কীর্ত্তিমান, মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন। হে রাজন্! তিনি পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন,—সেই মহাত্মা বশিষ্ঠের শিষ্যগণ বৈশাখের আতপতপ্ত দিনে নিরন্তর কার্য্য করিতেছেন;—তাঁহারা কোথাও প্রপাখনন, কোথাও ছায়ামণ্ডপনির্ম্মাণ, কোথাও বিস্তৃত তটভূমিসমন্বিত নির্ম্মল বাপী প্রস্তুত করিতেছেন, কোন শিষ্য কোথাও ব্যজন গ্রহণপূর্ব্বক, তরুতলে উপবিষ্ট পথিকগণকে বীজন, কেহ ইক্ষুদণ্ডপ্রদান, কেহ চন্দন ও কেহ ফল দান করিতেছেন; কোন শিষ্য পথিকগণকে মধ্যাহ্নে ছত্রদান ও সায়াহ্নে পানীয়দান করিতেছেন, কেহ তাম্বূলদান ও কেহ নেত্রে কর্পূরলেপন অর্পণ করিতেছেন; কোন শিষ্য উত্তম ছায়ায়, কেহ বনে ও কেহ সুশোভন গৃহাঙ্গনে আস্তরণ আস্তৃত করিতেছেন; কোন শিষ্য মনোজ্ঞ বালুকা দ্বারা পথনির্ম্মাণ করিতেছেন এবং কোথাও বৃক্ষশাখায় দোলা বিলম্বিত করিতেছেন। রাজা কীর্ত্তিমান্ বশিষ্ঠশিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কে? শিষ্যগণ উত্তর করিলেন,—আমরা বশিষ্ঠশিষ্য॥৮—২০। অনন্তর রাজা সা করিলেন,—আপনারা একি করিতেছেন? তাঁহারা উত্তর করিলেন, এই সকল বৈশাখমাসোক্ত ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম আচরণ করিলে মানবগণের সদ্যঃ পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়; আমরা তাহাই করিতেছি। হে নৃপসত্তম! ঋষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াই আমরা বৈশাখব্রত করিতেছি। রাজা প্রশ্ন করিলেন,—এই ধর্ম্মাচরণে মানবের কিরূপ ফল লাভ হয় আর এই ব্রতাচরণে কোন্ দেব তুষ্ট হন? আপনারা যেরূপ শুনিয়াছেন, বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন। রাজার প্রশ্ন শুনিয়া শিষ্যগণ উত্তর করিলেন,—গুরুর আজ্ঞায় আমরা এইরূপ করিতেছি, আমাদের অবসর নাই, আপনি তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক এবিষয় যথোচিত জিজ্ঞাসা করুন।

যথোচিতম্ ॥ ২৪ ॥ স বেত্তি তত্ত্বতো নূনং ধর্ম্মানেতান্মহাযশাঃ। ইতি শিষ্যৈর্বসিষ্ঠস্য প্রত্যুক্তস্তু ক্রতুং যযৌ ॥ ২৫ ॥ বসিষ্ঠস্যাশ্রমং পুণ্যং বিদ্যাযোগোপবৃংহিতম্। সমায়াস্তং নৃপং বীক্ষ্য বসিষ্ঠঃ প্রীতমানসঃ ॥ ২৬ ॥ আতিথ্যং বিধিবচ্চক্রে সানুগস্য মহাত্মনঃ। সূপবিষ্টঃ কৃতাতিথ্যঃ প্রীতঃ পপ্রচ্ছ তং গুরুম্ ॥ ২৩ ॥ রাজোবাচ। মার্গে দৃষ্টং মহাশ্চর্য্যং ত্বচ্ছিষ্যৈশ্চ কৃতং শুভম্। ময়াপৃষ্টঞ্চ তৈর্নোক্তং ক্রিয়মাণং শুভাবহম্ ॥ ২৮ ॥ নাস্মাকমবকাশোঽত্র হেতদ্ধর্ম্মপ্রশংসনে। কর্ত্তব্যা চ ক্রিয়াস্মাভির্গুরুণা যা চ চোদিতা ॥ ২৯ ॥ গুরুং গচ্ছেতি তৈরুক্ত আগতোঽহং তবান্তিকম্। মৃগয়াসক্তচিত্তেন শ্রান্তেনাতিথ্যমিচ্ছতা ॥ ৩০ ॥ দৃষ্টং মার্গে ত্বিদং পুণ্যং তব শিষ্যৈশ্চ কারিতম্। জিজ্ঞাসাসীত্ততঃ শ্রোতুং ধর্ম্মানেতান্মুনীশ্বর ॥ ৩১ ॥ ত্বমাদিরাদিমান্ ধর্ম্মান্ সমাচরসি বৈ যতঃ। তান্ ধর্ম্মাংচ্ছোতুকামায় শিষ্যায় প্রণতায় চ। শ্রদ্দধানায় মে ব্রূহি বিস্তরান্মুনিপুঙ্গব ॥ ৩২ ॥ ইতীক্ষ্বাকুকুলীনেন রাজ্ঞা পৃষ্টো মহাযশাঃ ॥ ৩৩ ॥ মনসা তোষমাপেদে সম্যক্‌পৃষ্টোঽধুনামুনা। অহো ব্যবসিতা বুদ্ধী রাজংস্তেঽদ্য সুশিক্ষিতা ॥ ৩৪ ॥ যস্মাদ্বিষ্ণুকথায়াঞ্চ তদ্ধর্ম্মাচরণেঽপি চ। মতিরাত্যন্তিকী জাতা সুকৃতং ফলিতং তব ॥ ৩৫ ॥ ইতি সম্ভাষ্য রাজানং জাতহর্ষস্তমব্রবীৎ। শৃণু ভূপ প্রবক্ষ্যামি যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়াধুনা ॥ ৩৬ ॥ যস্য শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বর্ত্ততে বিষয়াত্মকঃ ॥ ৩৭ ॥ বৈশাখস্নাননিরতঃ স প্রিয়ো মধুবিদ্বিষঃ। সাঙ্গান্ ধর্ম্মাননুষ্ঠায় বৈশাখো যেন নাদৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ স্নানদানার্চ্চনৈঃ পুণ্যৈস্তস্য দূরতরো হরিঃ। অপ্রাপ্য চাপ্যদত্বা চ বৈশাখো যেন নীয়তে ॥

সেই মহাযশা বশিষ্ঠই এই সকল ধর্ম্ম যথার্থতঃ অবগত আছেন। রাজা বশিষ্ঠশিষ্যগণ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সত্বর সেই মহর্ষিসমীপে গমনপূর্ব্বক যোগবিদ্যাদ্বারা সংবর্দ্ধিত তদীয় পুণ্য আশ্রম দর্শন করিলেন। বশিষ্ঠ রাজাকে সমাগত দর্শন করিয়া প্রীতমনা হইলেন এবং অনুগত রাজা কীর্ত্তিমানকে যথাবিধি আতিথ্যসৎকার দ্বারা সৎকৃত করিলেন। অনন্তর রাজা আতিথ্যপরিগ্রহপূর্ব্বক প্রীত হইলেন এবং আসনে সুখাসীন হইয়া সেই গুরু মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি পথে অতি আশ্চর্য্যব্যাপার দর্শন করিয়াছি, আপনার শিষ্যগণ সেই সকল শুভাবহ কার্য্য করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগের এই শুভাবহ কার্য্যের উদ্দেশ্য বিদিত হইবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাঁহারা এবিষয়ে কিছুই কহিলেন না, পরন্তু বলিলেন,—"এসকল ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে আমাদের অবসর নাই, আমরা গুরুর আদেশে এই সকল কার্য্য করিতেছি, আপনি গুরুর সমীপে গমন করুন।" আমি তাঁহাদের আদেশে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। হে গুরো! আমার চিত্ত মৃগয়ায় আসক্ত; আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত; এক্ষণে আপনার প্রদত্ত আতিথ্য গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া এখানে আসিয়াছি। হে মুনীশ্বর! আমি আপনার আশ্রমপথে যে সকল পুণ্যানুষ্ঠান দর্শন করিয়াছি, যাহা আপনার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন উদিত হওয়ায় সেই সকল ধর্ম্ম শ্রবণকামনায় আমি সমাগত হইয়াছি। আপনি মুনিগণের অগ্রণী ও আদিম ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা; আমি আপনার প্রণত শিষ্য, সম্প্রতি আপনার আচরিত আদিম ধর্ম্ম শ্রবণকামনায় সমাগত। হে মুনিপুঙ্গব! আমি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, অতএব বিস্তাররূপে আমার নিকট বর্ণন করুন। ২১—৩২। অনন্তর ইক্ষ্বাকুকুলকুলীন রাজা কীর্ত্তিমান কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাযশা বশিষ্ঠ মনে মনে প্রীত হইলেন এবং তিনি বুঝিলেন,—এই রাজা যথার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন,—অহো রাজন্! তোমার বুদ্ধি অদ্য সম্যক্ সুশিক্ষিত ও ব্যবসিত হইয়াছে; কেননা, তোমার জ্ঞান বিষ্ণুকথা ও বিষ্ণুধর্ম্মাচরণে আসক্ত; তোমার আত্যন্তিকী মতি জন্মিয়াছে এবং সুকৃত ফলিত হইয়াছে। বশিষ্ঠ রাজাকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—হে নৃপ! সম্প্রতি আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিষয়ে বলিতেছি, শ্রবণ করুন; এই ধর্ম্মের শ্রবণমাত্রে নিখিল কলুষ নষ্ট হয়। যে মানব সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বিষয়াসক্ত হইয়াছে, তাদৃশ মানবও যদি বৈশাখস্নাননিরত হয়, তবে সেও মধুরিপুর প্রিয় হইয়া থাকে। যাহারা পুণ্য স্নান, দান, ও অর্চ্চনাদি দ্বারা অঙ্গযুক্ত ধর্ম্মনিচয়ের আচরণ করিয়াছে, পরন্তু বৈশাখধর্ম্মের আদর করে নাই, তাদৃশ মানবের সমীপ হইতে হরি দূর

৩৯॥ কর্ম্মণা স তু চণ্ডালো নাত্র কার্য্যা বিচারণা। বৈশাখোক্তৈর্মহাধর্ম্মৈর্যেন চারাধিতো হরিঃ॥ ৪০॥ তৈশ্চ তোষং সমায়াতি প্রদদাতি সমীহিতম্। লক্ষ্মীভর্ত্তা জগন্নাথো হ্যশেষাঘৌঘনাশনঃ॥ ৪১॥ ধর্ম্মৈঃ স্বল্পৈশ্চ প্রীণাতি ন প্রয়াসৈর্ধনৈরপি। ভক্ত্যা সম্পূজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদাতি সমীহিতম্॥ ৪২॥ তস্মাদ্রাজন্ সদা ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা মধুবিদ্বিষঃ। জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ॥ ৪৩॥ পরিতোষং ব্রজত্যাশু তৃষার্ত্তঃ সলিলৈর্যথা। মহদপ্যল্পদং কর্ম্ম তথা হ্যল্পঞ্চ ভূরিদম্॥ ৪৪॥ কর্ম্মণাল্পত্বভূরিত্বে ন হেতু মহদল্পকে। কিন্তু কর্ম্মস্বরূপঞ্চ গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ৪৫॥ বৈশাখোক্তা ইমে ধর্ম্মাঃ স্বল্পায়াসকৃতা অপি। বহুব্যয়বিনাশাশ্চ বিষ্ণোঃ প্রীতিকরাঃ শুভাঃ॥ ৪৬॥ তস্মাত্ত্বমপি ভূপাল বৈশাখোক্তান্ সমাচর। তদ্রাষ্ট্রীয়ৈর্জনৈঃ সর্ব্বৈঃ কারয়েমাশু ভাবহান্॥ ৪৭॥ ন করোতি চ যো ধর্ম্মান্ বৈশাখোক্তান্নরাধমঃ। বহুধা শিষ্যমাণোঽপি স দণ্ড্যস্তব ভূপতে॥ ৪৮॥ ইত্যাবশ্যকতাং সম্যক্ শাস্ত্রৈর্যুক্ত্যুৎপাদ্য তস্য চ। পশ্চাদ্বৈশাখনির্দিষ্টান্ ধর্ম্মান্ প্রোবাচ সর্ব্বশঃ॥ ৪৯॥ শ্রুত্বা তান্ সকলান্ ধর্ম্মান্ গুরুং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। স রাজা গৃহমাগত্য সর্ব্বান্ ধর্ম্মাংশ্চকার হ॥ ৫০॥ ভক্তিমান্ কেশবে রাজন্ দেবদেবে নিরঞ্জনে। নান্যং পশ্যতি দেবেশাৎ পদ্মনাভান্মহীপতিঃ॥ ৫১॥ ভেরীমুখান্ মাতঙ্গং স্বরাষ্ট্রেঽঘোষয়দ্ভটৈঃ। অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যশীতির্নহি পূর্য্যতে॥ ৫২॥ প্রাতর্ন স্নাতি মেষস্থে সূর্য্যে সর্ব্বোঽপি যো জনঃ। স মে দণ্ড্যশ্চ বধ্যশ্চ নির্বাস্যো বিষয়াদ্রুবম্॥ ৫৩॥ পিতা বা যদি বা পুত্রো ভার্য্যা বাথ সুহৃজ্জনঃ। বৈশাখধর্ম্মহীনশ্চ নিগ্রাহ্যো দস্যুবন্ময়া॥ ৫৪॥ দাতব্যং বিপ্রমুখ্যেভ্যঃ স্নাত্বা প্রাতর্জলে শুভে। প্রপাদানাদিধর্ম্মাংশ্চ

হইতে দূততরে গমন করেন। বিনা স্নান ও বিনা দানে যাহার বৈশাখমাস অতিবাহিত হইয়াছে, তাদৃশ নর কর্ম্মচণ্ডাল, সন্দেহ নাই। যে মানব বৈশাখোক্ত মহাধর্ম্মদ্বারা হরির আরাধনা করে, হরি তাহার সেই ধর্ম্মাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট দান করেন। রমাপতি জগৎপতি অশেষ কলুষরাশি বিনাশ করেন, তিনি বহুপ্রয়াস ও বহু ধনসাধন ধর্ম্মদ্বারা যাদৃশ প্রীত না হন, স্বল্প বৈশাখধর্ম্মে তদপেক্ষা সমধিক প্রীত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! ভক্তি দ্বারা বিষ্ণু সম্যক্ পূজিত হইলে অভীষ্ট দান করেন, অতএব মধুরিপু হরির প্রতি সতত ভক্তি করিবে। ভক্তিসহকারে কেবল জলদ্বারা জগৎপতি হরির পূজা করিলেও তিনি ক্লেশহা হন এবং জলদ্বারা তৃষার্ত্ত ব্যক্তির যেরূপ তৃপ্তি হয়, হরিও তদ্রূপ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। কখন মহৎ কর্ম্ম অল্পফলদ হয়, আবার কখন অল্প ক্রিয়া ভূরি ফলদান করে; অত এব কর্ম্মের অল্পতা বা আতিশয্য মহাফল বা অল্পফলের হেতু হইতে পারে না। কেননা কর্ম্মের স্বরূপ ও গতি দুর্জ্ঞেয়। বৈশাখোক্ত এই ধর্ম্মনিচয় অল্পায়াসসাধ্য হইলেও বহু ব্যয়সাধ্য ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ, কেননা এই সকল সুখোত্তম বৈশাখধর্ম্ম বিষ্ণুর পরম প্রীতিকর। হে ভূপাল! এই বৈশাখব্রত শুভাবহ, অতএব তুমি স্বয়ং এই ব্রতের আচরণ কর এবং তোমার রাষ্ট্রবাসী প্রজাগণদ্বারাও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করাও। হে রাজন্! তোমার রাজ্যে যে নরাধম এই বৈশাখব্রত না করিবে, সাতিশয় শিষ্ট হইলেও তুমি তাহাকে দণ্ড দিবে। হে ভূপ! ঋষি বশিষ্ঠ এইরূপে রাজাকে শাস্ত্রযুক্তিযুক্ত আবশ্যকীয় বিষয় সকলে সম্যক্ জ্ঞান জন্মাইয়া দিয়া পরে অশেষরূপে বৈশাখধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা গুরুর নিকট সেই সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মসকলের পালন করিতে লাগিলেন।৩৯—৫০। হে রাজন্! রাজা দেবদেব নিরঞ্জন কেশবের প্রতি ভক্তিমান্ হইলেন; দেবেশ পদ্মনাভ কেশব ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে তিনি দর্শন করিতেন না। তাঁহার আদেশে হস্তিবাহিত ভাটগণ ভেরী বাজাইয়া রাষ্ট্রমধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিল যে, যাহারা আট বৎসরের অধিকবয়স্ক এবং যাহাদের অশীতি বর্ষ পূর্ণ হয় নাই; এরূপ প্রজা রাজ্যমধ্যে মেষসংক্রান্তিবাসরে বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান না করিলে, তাহারা দণ্ডধর কর্তৃক দণ্ডনীয় হবে; রাজা তাদৃশ প্রজাদিগকে বধ কিংবা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। সন্দেহ নাই। রাজা আরও আদেশ করিলেন,— আমার পিতা, পুত্র, পত্নী কিংবা সুহৃদ্ ব্যক্তিও যদি বৈশাখধর্ম্মবিবর্জ্জিত হন, আমি তাঁহাদিগকে দস্যুবৎ নিগ্রহ করিব। হে বিপ্রগণ প্রজাগণ! তোমরা শ্রেষ্ঠ বিপ্রগণকে দান, প্রাতঃকালে নির্ম্মল

স্তুকৃষ্ণং শক্তিতোহনঘাঃ ॥ ৫৫॥ বিপ্রাংশ্চ ধর্ম্মবক্তারং গ্রামেগ্রামে ন্যবেশয়ৎ। পঞ্চানামপি গ্রামাণামকরোদধিকারিণম্ ॥ ৫৬॥ দণ্ডার্থং ত্যক্তধর্ম্মাণাং দশবাজিনির্ষেবিতম্।০ এবং প্রবৃত্তঃ সর্ব্বত্র সার্ব্বভৌমস্য শাসনাৎ ॥ ৫৭ ॥ প্রবৃদ্ধো ধর্ম্মবৃক্ষোহয়ং সর্ব্বদেশেষু বিস্তরাৎ। যে কেচিন্নিধনং যান্তি ভূপালবিষয়ে নরাঃ ॥ ৫৮ ॥ প্রসাদাচ্চ নৃপশ্রেষ্ঠ তে যান্তি হরিমন্দিরম্। অবশ্যং বৈষ্ণবো লোকঃ প্রাপ্যন্তে মানবৈর্ক্র তম্ ॥ ৫৯ ॥ ব্যাজেনাপি সকৃৎ স্নাতঃ প্রাতর্মেষগতে রবৌ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৬০ ॥ ন প্রাপ্নোতি যমং ধর্ম্মং সকৃদ্বৈশাখস্নানতঃ। বৈলেখ্যমগমদ্রাজা রবিসুনুস্তদা নৃপ ॥ ৬১ ॥ লেখ্যকর্ম্মণি বিশ্রান্তশ্চিত্রগুপ্তোঽভবত্তদা। মার্জ্জিতানি চ লেখ্যানি পুরা পাপোত্তবানি চ ॥ ৬২ ॥ গচ্ছন্তির্বৈষ্ণবং লোকং স্বকর্ম্মভির্জনৈঃ ক্ষণাৎ। শূন্যাস্ত নরকাঃ সর্ব্বে পাপিপ্রাণিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬৩ ॥ স্বর্গযানোহভবৎ মার্গো বৈশাখস্য প্রভাবতঃ। সর্ব্বেঽপি বিমলাকারা জনা যান্তি হরেঃ পদম্ ॥ ৬৪ ॥ দিবৌকসাস্তু যে লোকাঃ শূন্যাঃ সর্ব্বে তথাভবন্। শূন্যে ত্রিবিষ্টপে জাতে শূন্যেষু নরকেষু চ ॥ ৬৫ ॥ নারদো ধর্ম্মরাজানং গত্বা চেদমুবাচ হ। মাক্রন্দঃ শ্রূয়তে রাজন্ প্রাক্ শ্রুতো নরকে যথা ॥ ৬৬ ॥ তথা ন ক্রিয়তে লেখ্যং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতকর্ম্মণাম্। চিত্রগুপ্তো মুনিরিব স্থিতোহয়ং মৌনসংস্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥ কারণং ব্রূহি রাজেন্দ্র ন যান্তি তব মন্দিরম্। মনুষ্যাঃ পাপকর্ম্মাণো মায়াদম্ভবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ এবমুক্তে তু বচনে নারদেন মহাত্মনা। প্রাহ বৈবস্বতো রাজা কিঞ্চিদ্দৈন্যসমন্বিতঃ ॥ ৬৯ ॥ যোঽয়ং নারদ ভূপালঃ পৃথিব্যাং সাম্প্রতং স্থিতঃ। সোহতিভক্তো হৃষীকেশে পুরাণপুরুষোত্তমে ॥ ৭০ ॥

জলে স্নান এবং বিভবানুসারে প্রপাদানাদি ধর্ম্ম কর। রাজা প্রজাগণের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মবক্তা বিপ্রগণকে নিযুক্ত করিলেন, এক এক ধর্ম্মবক্তাকে পঞ্চ পঞ্চ গ্রামের অধিকারী করিয়া দিলেন এবং ধর্ম্মবিবর্জ্জিত প্রজাগণের দমন জন্য তাঁহাদের বহনার্থ দশটী করিয়া অশ্ব প্রদান করিলেন। সার্ব্বভৌম নৃপতির শাসনে রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্রই এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইলে সকলদেশেই এই ধর্ম্মতরু প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল। হে নৃপোত্তম! সার্ব্বভৌম নৃপতির রাজ্য এমনই পুণ্যময় হইল যে, প্রমাদবশত যে সকল লোক রাজ্যমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল, তাহারাও হরিমন্দিরে গমন করিতে লাগিল। তত্রত্য মানবগণ বৈশাখপুণ্যপ্রভাবে অতি দ্রুতবেগে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে লাগিল। যে সকল লোক ছল আশ্রয় করিয়া বৈশাখে একবার মাত্র প্রাতঃস্নান করিল, তাহারাও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইল। একবার মাত্র বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া মানবগণ যমের শাসন অতিক্রম করিল। হে রাজন্! সূর্য্যতনয় যম তখন বৈলেখ্যবৃত্তি অর্থাৎ লিপিতে পাপ-বৃত্তান্ত লেখনবৃত্তি হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেন। তদীয় অনুগ চিত্রগুপ্ত প্রাণিগণের পাপলেখন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনিও বিশ্রামলাভ করিলেন। তিনি পূর্ব্বে যে সকল পাপ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল লিপি মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন। মানবগণ স্বস্বকর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যবলে ক্ষণকালমধ্যে বিষ্ণুলোকে গমন করিলে, নরকে পাপী প্রাণী রহিল না, ক্রমে নরকনিকর শূন্য হইয়া উঠিল। বৈশাখপ্রভাবে পথে যমের যান আর বাহিত হইল না। সকলেই বিমলবেশ ধারণ করিয়া হরির পাদপদ্মে গমন করিল। ৫১-৬৪। কেবল যমপুরী নহে, ত্রিদশালয়ও শূন্য হইল, ত্রিদশবাসীরাও বৈশাখধর্ম্মপ্রভাবে বৈকুণ্ঠে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অমরাবতী ও নরকনিচয় জনহীন হইলে নারদ ধর্ম্মরাজসমীপে গমনপূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন;—হে রাজন্! পূর্ব্বে নরকে যেরূপ চীৎকার শ্রবণ করিতাম, এখন আর তদ্রূপ শ্রবণগোচর হইতেছে না। আপনি দুষ্কৃতকর্ম্মাদিগের পাপ-লিপি লেখন করিতেন, এখন আপনাকে লিখিতেও দেখিতেছি না, আপনার এই চিত্রগুপ্তও মুনির ন্যায় মৌনী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। হে রাজন্! ইহার কারণ কি, বলুন। মায়া ও দম্ভ-বিবর্জ্জিত পাপকর্ম্মা মানবগণ আপনার মন্দিরে আগমন করিতেছে না কেন? মহাত্মা নারদ এইরূপ কহিলে তপনতনয় দৈন্যমনা যম উত্তর করিলেন;—হে নারদ! সম্প্রতি যিনি ধরণীর অধীশ্বর, তিনি হৃষীকেশ পুরাণপুরুষ পুরুষোত্তমের প্রিয়

প্রবোধয়তি বৈশাখধর্ম্মে ভেরীস্বনেন চ। অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যশীতির্ন হি পূর্য্যতে ॥ ৭১ ॥ যো বৈ হ্যকৃতবৈশাখঃ স মে দণ্ড্যো ন সংশয়ঃ। তদ্ভয়াদ্ধি জনাঃ সর্ব্বে নোল্লঙ্ঘন্তি কদাচন ॥ ৭২ ॥ গচ্ছন্তি বৈষ্ণবং ধাম কর্ম্মণা তেন নারদ। বৈশাখসেবনাল্লোকা যান্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ৭৩ ॥ তেন রাজ্ঞা মুনিশ্রেষ্ঠ মার্গো লুপ্তো মমাধুনা। কৃতা হি নরকাঃ শূন্যা লোকাশ্চাপি দিবৌকসাম্ ॥ ৭৪ ॥ বিশ্রান্তো লেখকো লেখে লিখিতং মার্জ্জিতং জনৈঃ। বৈশাখমাসধর্ম্মস্য মাহাত্ম্যং ত্বীদৃশং মুনে ॥ ৭৫ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি বিমুক্তানি জনৈর্দ্বিজ। কৃত্বা বৈশাখকৃত্যানি যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৭৬ ॥ সোঽহং কাষ্ঠসমো জাতো ন কশ্চিন্মম গোচরঃ। যুদ্ধং কৃত্বা তু তং হন্মি সর্ব্বথাদ্য মহাবলম্ ॥ ৭৭ ॥ অকৃত্বা স্বামিকার্য্যন্তু নির্ব্যাপরো যদি স্থিতঃ। তস্য বিত্তং সমশ্নাতি স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৭৮ ॥ যদি দেবাদবধ্যোঽয়ং তদা ব্রহ্মাণমেত্য চ। নিবেদ্য তস্মৈ তৎ সর্ব্বং পশ্চাৎ স্বস্থস্থিতির্ভবম্ ॥ ৭৯ ॥ ইত্যুক্ত্বা দ্বিজমামন্ত্র্য সানুগঃ প্রযযৌ ভুবম্। স কালো মহিষারূঢ়ো দণ্ডমুদ্যম্য ভীষণম্ ॥ ৮০ ॥ মৃত্যুরোগজরাদ্যৈশ্চ পার্ষদৈশ্চ মহোৎকটৈঃ। পঞ্চাশৎকোটিসংখ্যাকৈর্যমদূতৈর্বৃতস্ততঃ ॥ ৮১ ॥ স তূর্ণং তস্য রাজর্ষে রুরোধ সকলাং পুরীম্। শঙ্খং দধ্মৌ মহাঘোরং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৮২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা স তু রাজর্ষির্জ্ঞাত্বা বৈবস্বতং যমম্। স সজ্জীকৃতসর্ব্বস্বঃ পত্তনান্নির্যযৌ রুষা ॥ ৮৩ ॥ তয়োর্যুদ্ধমভূত্তত্র ভীষণং রোমহর্ষণম্। মৃত্যুং কালং তথা রোগং যমং দূতপতিং তথা ॥ ৮৪ ॥ জিত্বা ক্ষণেন রাজর্ষিদ্রাবয়ামাস রোষতঃ। ততঃ ক্রুদ্ধো যমো রাজা স্বয়মভ্যেত্য তং রুষা ॥ ৮৫ ॥ যুযোধ বহুভির্ব্বাণৈঃ সিংহনাদং চকার হ। চকর্ত্ত রাজা তস্যাপি কার্ম্মুকং

তক্ত, তিনি ভেরীনিনাদ দ্বারা প্রজাগণমধ্যে বৈশাখধর্ম্মের ঘোষণা করিয়াছেন এবং প্রজাগণের প্রতি আদেশ করিয়াছেন ;—যে সকল প্রজার আট বৎসরের অধিক বয়স এবং যাহাদের অশীতিবর্ষ পূর্ণ হয় নাই ; আমার রাজ্যমধ্যে তাদৃশ প্রজা বৈশাখধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইলে তাহারা আমার দণ্ড্য, সংশয় নাই।” প্রজাগণ রাজদণ্ডভয়ে তাঁহার আদেশ কদাচ উল্লঙ্ঘন করে না ; হে নারদ ! সকলেই বৈশাখধর্ম্ম আচরণ করিয়া স্বস্বকর্ম্ম প্রভাবে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছে। হে মুনিসত্তম ! বৈশাখের সেবায় নরগণ হরিমন্দিরে গমন করিয়াছে ; সেই নরপতি কর্ত্তৃক আমার পথ লুপ্ত হইয়াছে, তিনিই আমার নরকনিকর নারকিহীন এবং সুরগণের ত্রিদশালয় শূন্য করিয়াছেন ; আমার লিপিকর চিত্রগুপ্তও রাজার এই ধর্ম্মপ্রভাবে কর্ম্মহীন হইয়াছেন, পরন্তু পূর্ব্বকালে যে সকল লোকের নাম লিখিত হইয়াছিল, তাহাও এখন কর্ত্তন করিতেছেন। হে মুনে! বৈশাখ মাসের ধর্ম্মমাহাত্ম্য এইরূপই। হে দ্বিজ! মানবগণ বৈশাখব্রত করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইতেছে এবং বৈশাখকৃত্য করিয়া বিষ্ণুর পরমপদে গমন করিতেছে। আমি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় হইয়াছি, নিগ্রহ বা অনুগ্রহের সামর্থ্য আমার কিছুমাত্র নাই। হে মুনীশ্বর ! আমি যুদ্ধ করিয়া অদ্য সেই মহাবল মহীপালকে নিহত করিব ; যে প্রভুর কার্য্য না করিয়া তাহার আদেশে উদাসীন হয়, প্রভু তাহার সমস্ত বিত্ত হরণ করেন এবং নিশ্চিতই তাহার নরকে গমন হয়। অতএব আমার সমরার্থ গমন করাই শ্রেয়ঃ। আমি এখন যুদ্ধার্থ গমন করিব, এই নৃপ দেবগণেরও অবধ্য। যদি একান্তই ইহাকে নিহত করিতে না পারি, তবে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেই আমার নিষ্কৃতি হইবে। যম এইরূপ বলিয়া দ্বিজ নারদকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং যুদ্ধার্থ ভীষণ দণ্ড উত্থিত করিয়া মহিষারোহণে ধরণীতলে প্রস্থিত হইলেন। ৬৫-৮০। অনুগগণ তাঁহার অনুগমন করিল ; মৃত্যু, রোগ, জরাদি তদীয় উৎকট পার্ষদগণ সতত তাঁহার পার্শ্ব দেশে অবস্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিল এবং তাঁহার পঞ্চাশৎ কোটি দূত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। তপনতনয় ক্ষণকালমধ্যে রাজর্ষি নরপতির পুর অবরোধ করিলেন। যম লোকভয়ঙ্কর ভীষণ শঙ্খধ্বনি করিলেন, রাজর্ষিও শঙ্খরব শ্রবণে রবিতনয় যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া রোষপরবশ হইলেন এবং সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিলেন। উভয়ের ভীষণ রোমহর্ষণ সমর বাধিল। রোষপরবশ রাজা শরনিকর দ্বারা মৃত্যু, কাল, রোগ প্রভৃতি যমসৈন্য ও চমূপতি যমকে ক্ষণকালমধ্যে নির্জ্জিত করত তাঁহাদিগের ভীষণ ভীতি উৎপাদন করিলেন। অনন্তর যম ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং সিংহনাদ সহকারে বহুবাণ দ্বারা তাঁহার

বিশিখৈস্ত্রিভিঃ॥ ৮৬॥ পুনশ্চর্ম্মাসিমাদায় যমো হন্তুমথাগমৎ। তং দৃষ্ট্বা তু নৃপঃ ক্রুদ্ধঃ পুনশ্ছিত্ত্বাসি-চর্ম্মণী॥ ৮৭॥ নিচখান ললাটে চ শরং কালোরগ-প্রভম্। যমস্তেনাহতঃ ক্রুদ্ধস্ততো দণ্ডমুপাদদে। ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ সমন্ত্র্য দণ্ডং তস্মৈ মুমোচ হ॥ ৮৮॥ হাহাকারো মহানাসীজ্জনানাং পশ্যতাং তদা। তদা বিষ্ণুঃ স্বভক্তস্য রক্ষার্থে প্রাহিণোদরি॥৮৯॥ বিষ্ণুমুক্তং তদা চক্রং শীঘ্রমাগত্য তদ্রণে। যমদণ্ডেন সংযুধ্য তদ্‌ব্রহ্মাস্ত্রং নিবার্য্য চ॥ ৯০॥ যমং হন্তুমথারেভে সহস্রারং মহাদ্ভুতম্। দেবভক্তস্ততো ভীতস্তদা-স্তৌচ্চক্রমঞ্জসা॥ ৯১॥ সহস্রার নমস্তেহস্তু বিষ্ণু-পাণিবিভূষণ। ত্বং সর্ব্বলোকরক্ষার্থে হরিণা চ ধৃতঃ পুরা॥ ৯২॥ ত্বাং যাচেহদ্য যমং ত্রাস্তু বিষ্ণুভক্তং মহাবলম্॥ ৯৩॥ নৃণাং দেবদ্রুহাং কালস্ত্বমেব হি ন চাপরঃ। তস্মাদেনং যমং রক্ষ কৃপাং কুরু জগৎপতে॥ ৯৪॥ নৃপেণৈবং স্তুতং চক্রং যমং হিত্বা নৃপান্তিকম্। পুনর্যযৌ মহারাজ দেবানাং পশ্যতাং দিবি॥ ৯৫॥ ততো যমোহতিনির্ব্বিণ্ণো ব্রহ্মণঃ সদনং যযৌ। স দদর্শ সমাসীনং মূর্ত্তা-মূর্ত্তজনৈর্বৃতম্॥ ৯৬॥ ধ্রুবাশ্রয়ং জগদ্বীজং সর্ব্বলোক-পিতামহম্। উপাস্যমানং বিবুধৈর্লোকপালৈর্দিগীশ্বরৈঃ॥ ৯৭॥ ইতিহাসপুরাণাদ্যৈর্বেদৈর্বিগ্রহসংস্থিতৈঃ। মূর্ত্তিমদ্ভিঃ সমুদ্রৈশ্চ নদীভিশ্চ সরোবরৈঃ॥ ৯৮॥ দেহবদ্ভিস্তথা বৃক্ষৈরশ্বত্থাদ্যৈরশেষিতৈঃ। বাপী-কূপতড়াগৈশ্চ মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ পর্ব্বতৈঃ॥ ৯৯॥ অহো-রাত্রৈস্তথা পক্ষৈর্মাসৈঃ সংবৎসরৈস্তথা। কলাকাষ্ঠা-নিমেষৈশ্চ ঋতুভিশ্চায়নৈর্যুগৈঃ॥ ১০০॥ সঙ্কল্পৈশ্চ বিকল্পৈশ্চ নিমিষোন্মেষণৈস্তথা। ঋক্ষৈর্যোগৈশ্চ করণৈঃ পূর্ণিমাভিঃ সুসংক্ষয়ৈঃ॥ ১০১॥ সুখৈর্দুঃখৈ-র্ভয়ৈশ্চৈব লাভালাভৈর্জয়াজয়ৈঃ। সত্ত্বেন রজসা চৈব তমসা চ সমন্বিতম্॥ ১০২॥ শান্তমূঢ়াতিপ্রৌঢ়ৈশ্চ বিকারৈঃ প্রাকৃতৈরপি। বায়ুনা দেবদেবেন শ্লেষ্মপিত্তাদিভির্বৃতম্॥ ১০৩॥ তেষাং মধ্যেহ-

---

সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা শরত্রয় দ্বারা যমের শরাসন ছেদন করিলেন, শরা-শন ছিন্ন দেখিয়া যম পুনরায় অসি-চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিধন মানসে সমাগত হইলেন। অনন্তর রাজা অসিচর্ম্মকর রবিতনয়কে দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পুনরায় তাঁহার অসিচর্ম্ম চ্ছেদন করত কালোরগপ্রভ শরদ্বারা তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। যমের ললাটে শর বিদ্ধ হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত রাজার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। যম কর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রযুক্ত দণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে চারিদিকে দর্শক মানবগণের হাহাকার রব উত্থিত হইল, তখন বিষ্ণু ভক্তের রক্ষার জন্য উদ্যত হইলেন। হরি বিষ্ণুচক্র ত্যাগ করিলেন, বিষ্ণুর মহাদ্ভুত সুদর্শন সত্বর রণভূমে উপনীত হইল এবং সেই যমদণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক যমের নিধন সাধনে উদ্যত হইল। এই সকল ব্যাপার দর্শনে দেবভক্ত রাজা ভীত হইলেন। তিনি সুদর্শনের স্তব করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—হে সুদর্শন! আপনি বিষ্ণুর করভূষণ, আপনাকে নমস্কার, পূর্ব্বকালে নিখিল লোকরক্ষার জন্য হরি আপনাকে করে ধারণ করিয়াছেন; মহাবল যম বিষ্ণুভক্ত; অপনি আজ তাঁহাকে পরিত্রাণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। হে জগৎপতে! যম দেবদ্রোহী নরগণের কালস্বরূপ, দেবদ্রোহীর শাসনসামর্থ্য অন্য কাহারও নাই। অত-এব যমের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন। হে মহারাজ! সুদর্শন নৃপ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যমকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন দান করত দর্শকগণের সমক্ষেই পুনরায় আকাশপথে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর যম সাতিশয় নির্ব্বিণ্ণ হইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—ধ্রুবলোকের আশ্রয় জগদ্বীজ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সমাসীন; ব্রহ্মোপাসক ও জীবন্মুক্ত জনগণে তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত; দিক্‌পতি লোকপাল ও অন্যান্য বিবুধগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন, পুরাণ ইতি-হাসাদিও বেদসমূহ বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে বিদ্যমান; মূর্ত্তিমান্ সমুদ্র, নদী, সরোবর, অশ্বত্থতরু, বাপী, কূপ, তড়াগ, পর্ব্বত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, সংবৎসর, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, ঋতু, অয়ন, যুগ, সংকল্প, বিকল্প, নিমেষ, উন্মেষ, ঋক্ষ, যোগ, করণ, পূর্ণিমা, সংক্ষয়, সুখ, দুঃখ, ভয়, লাভ, অলাভ, জয়, এবং অজয় ইহা-রাও পিতামহের সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাবৃত শান্ত, মূঢ়, অতি প্রৌঢ়, বিকারযুক্ত, প্রাকৃত ব্যক্তিগণ এবং শ্লেষ্মা ও পিত্তাদিসমন্বিত দেবদেব বায়ু তাঁহার

বিশৎ সৌরিঃ সব্রীড়া চ বধূর্যথা। বিলোকয়ন্ ধরাপৃষ্ঠং ম্লানবক্ত্রং বাদর্শয়ৎ॥ ১০৪॥ সম্প্রবিষ্টং যমং দৃষ্ট্বা সকাশস্থং সহানুগম্। বিস্মিতাস্তে মিথঃ প্রোচুঃ কিমর্থং ভাস্করিস্ত্বিহ॥ ১০৫॥ সম্প্রাপ্তো লোককর্ত্তারং দ্রষ্টুং দেবং পিতামহম্। নির্ব্যাপারঃ ক্ষণমপি যোহয়ং নাস্তি রবেঃ সুতঃ॥১০৬॥ সোহয়মভ্যাগতঃ কস্মাৎ কচ্চিৎ ক্ষেমং দিবৌকসাম্। আশ্চর্য্যাতিশয়োহয়ং চ সম্মার্জ্জিতপটস্ত্বয়ম্॥ ১০৭॥ লেখকস্তমনুপ্রাপ্তো দৈন্যেন মহতান্বিতঃ। ন কদাচিৎপটো হ্যস্য মার্জ্জিতো ধর্ম্মভীরুণা॥ ১০৮॥ যন্ন দৃষ্টং শ্রুতং বাপি তদিহাদ্য প্রপদ্যতে। এবমুচ্চরতাং তেষাং ভূতানাং ভূতশাসনঃ। নিষ্পপাতাগ্রতো ভূমৌ ব্রহ্মণো রবিনন্দনঃ॥ ১০৯॥ কৃত্তমূলো যথা শাখী ত্রাহিত্রাহীতি বৈ রুদন্। পরিভূতোহস্মি দেবেশ সম্মার্জ্জিতপটঃ কৃতঃ॥১১০॥ ত্বয়ি নাথে ন বিকলং পশ্যামি কমলাসন॥ ১১১॥ এবমুক্তা হি নিশ্চেষ্টো বভূব নৃপসত্তম। ততঃ কোলাহলঃ শব্দঃ সভায়াং সমজায়ত॥ ১১২॥ যো হি খেদয়তে মর্ত্ত্যান্ সর্ব্বান্ স্থাবরজঙ্গমান্। স বৈ রুদতি দুঃখার্ত্তঃ কস্মাদ্বৈবস্বতো যমঃ॥ ১১৩॥ জনসন্তাপকর্ত্তা যঃ সোহচিরাদ্যাত্যশোভনম্। নহি দুষ্কৃতকর্ত্তা হি নরঃ প্রাপ্নোতি শোভনম্॥ ১১৪॥ ততো নিবারয়ামাস বায়ুস্তেষাং বচস্তদা। লোকানাং সমবেতানাং মতং জ্ঞাত্বা চ বেধসঃ॥ ১১৫॥ নিবার্য্য লোকান্ মার্ত্তণ্ডিং শনৈরুত্থাপয়ন্নকৃৎ। ভুজাভ্যাং শালপীনাভ্যাং লোকহৃত্র উদারধীঃ॥ ১১৬॥ বিহ্বলং তং পরায়ত্তমাসনে সন্ন্যবেশয়ৎ। আসনস্থমুবাচেদং ব্যোমস্থূন্ রবেঃ সুতম্॥ ১১৭॥ কেন ত্বমভিভূতোহসি কেন স্থানান্নিবারিতঃ। কেনায়ং মার্জ্জিতো দেব পটো লেখপটস্তব॥ ১১৮॥ ব্রুহি সর্ব্বমশেষেণ কুতো হেতোস্ত্বমাগতঃ। যঃ প্রভুস্তাত সর্ব্বেষাং স তে কর্ত্তা মমাপি চ। অপি কস্মাচ্চ মার্ত্তণ্ডে দুঃখং হৃদয়সংস্থিতম্॥ ১১৯॥

সমীপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ম্লানবদন সূর্য্যতনয় যম লজ্জিতা নববধূর স্যায় অধোমুখ হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সানুচর রবিনন্দন তথায় প্রবেশ করিয়া ক্রমে সভাসদ্‌গণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া পরস্পর আলাপ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন ;—এই যে রবিনন্দন লোককর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন। ইনি তো বিনা কার্য্যে ক্ষণমাত্রও থাকেন না! তবে ইনি কেন আসিতেছেন? দেবগণের কুশল তো? আরও এই এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিতেছি ;—ইঁহার লেখ্যপত্র মার্জ্জিত রহিয়াছে। লেখক চিত্রগুপ্ত মহাদৈন্যযুক্ত হইয়া ইঁহার অনুগমন করিতেছেন। এমন কোন ধর্ম্মভীরুই নাই, যে ইঁহার লেখ্যপত্র মার্জ্জন করে? অহো! যাহা কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই, আজ তাহাই উপস্থিত হইল। ব্রহ্মার সভাধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এইরূপ বলাবলি করিতে থাকিলে, নিষ্পাপ ভূতশাসন রবিনন্দন ব্রহ্মার সম্মুখে “ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন” এইরূপ বলিতে বলিতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত হইলেন। যম বলিলেন,—হে দেবেশ! আমি পরিভূত হইয়াছি, আমার লেখ্যপত্র প্রোঞ্ছিত করিয়াছে ; হে কমলাসন! আপনি যাহার নাথ বিদ্যমান, তাহার এইরূপ বৈকল্য কেন হইল? ৮১—১১১। হে নৃপসত্তম! যম এইরূপ বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইলেন, সভায় এক কোলাহল শব্দ উত্থিত হইল। সকলেই বলিতে লাগিলেন,—যিনি নিখিল মানব, স্থাবর ও জঙ্গমসমূহের খেদ উৎপাদন করেন, সেই সূর্য্যতনয় খিন্নমনা হইয়া কেন রোদন করিতেছেন। অহো! যে জন মানবের সন্তাপ উৎপাদন করে, অচিরেই তাহাকে ভ্রষ্টশ্রী হইতে হয়; দুষ্কৃতকারী নর কদাচ শ্রীমান্ হয় না। অনন্তর সমীরণ সমবেত মানবগণের মতি বিদিত হইয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং তাঁহাদের বাক্যে বাধা দিয়া শালতুল্য স্থূল বাহুযুগল দ্বারা রবিতনয়কে তৎক্ষণাৎ উত্থাপিত করিলেন। অনন্তর আকাশদূত সমীরণ বিহ্বল রবিতনয়কে আসনে উপবেশন করাইয়া বলিতে লাগিলেন—হে পটো! কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক তুমি অভিভূত হইয়াছে, কে তোমাকে তোমার স্বাধিকার হইতে বিতাড়িত করিয়াছে? এবং কোন্ মানব তোমার লিপিপত্র মর্জ্জিত করিয়াছে? তুমি কি জন্য এখানে আগমন করিয়াছ? অশেষরূপে ঐ সকলের কারণ বল। হে তাত! যিনি সর্ব্বভূতের প্রভু, তিনি তোমার এবং আমারও কর্ত্তা; অতএব হে মার্ত্তণ্ডে! কি হেতু তোমার হৃদয় দুঃখার্দ্দিত হইয়াছে? ইহা আমার নিকট তোমার বলা উচিত

স এবমুক্তঃ শ্বসনেন সত্যমাদিত্যসূনুর্বচনং বভাষে। বিলোক্য বক্ত্রং কুশকেতুসূনোঃ সগদ্গদং চেদমহো-হতিদীনম্॥ ১২০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষ সংবাদে কীর্ত্তিমদ্বিজয়-বর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

যম উবাচ। শৃণু মে বচনং নাথ লোপিতোঽহং পিতামহ। মরণাদধিকং মন্যে মৎপদস্য চ খণ্ডনম্॥ ১॥ নিয়োগী ন নিয়োগং হি করোতি কমলাসন। প্রভোর্বিত্তং সমশ্নাতি স ভবেৎ কাষ্ঠকীটকঃ॥ ২॥ যোঽশ্নাতি লোভাদ্বিত্তানি প্রজ্ঞাবাংশ্চ মহীপতে। স তির্য্যগ্যোনিনরকে যাতি কল্পশতত্রয়ম্॥ ৩॥ নিঃস্পৃহো নাচরেদ্যস্তু নিয়োগং পদ্মসম্ভব। ভুক্ত্বা তু নরকান্ ঘোরান্ স পুমান্ বায়সো ভবেৎ॥ ৪॥ আত্মকার্য্যপরো যস্তু স্বামিকার্য্যং বিলুম্পতি। ভবেদ্বেশ্মনি পাপাত্মা আখুঃ কল্পশতত্রয়ম্॥ ৫॥ নিয়োগী যশ্চ ভূত্বা বৈ তিষ্ঠন্নিত্যং স্ববেশ্মনি। শক্তস্তু কার্য্যকরণে মার্জ্জারো জায়তে নরঃ॥ ৬॥ সোঽহং দেব তবাদেশাৎ প্রজা ধর্ম্মেণ সাধয়ে। পুণ্যেন পুণ্যকর্ত্তারং পাপং পাপেন কর্ম্মণা॥ ৭॥ সম্যগ্বিচার্য্য মুনিভির্ধর্ম্মশাস্ত্রান্বিতৈঃ প্রভো। কল্পাদৌ বর্ত্তমানস্য যাতনা দাপয়ন্নম॥ ৮॥ কর্ত্তুং নিয়োগমেবং হি ত্বদীয়ো নৈব শক্নুয়াম্। রাজ্ঞা কীর্ত্তিমতা ভগ্নো নিয়োগস্তব চ ক্ষিতৌ॥ ৯॥ ভয়াদস্য জগন্নাথ পৃথ্বীং সাগরাম্বরাম্। বৈশাখধর্ম্মসহিতাং পালয়ন্ বর্ত্ততে ক্বচিৎ॥ ১০॥ বিহায় সর্ব্বধর্ম্মাংশ্চ বিহায় পিতৃপূজনম্। বিহায়াগ্নিসপর্য্যাং তু তীর্থযাত্রাদি-সৎক্রিয়াঃ॥ ১১॥ যোগসাংখ্যাবুভৌ ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা প্রাণনিবোধনম্। ত্যক্ত্বা হোমং চ স্বাধ্যায়ং কৃত্বা পাপানি ভূরিশঃ॥ ১২॥ প্রয়ান্তি বৈষ্ণবং লোকং কৃত্বা বৈশাখসৎক্রিয়াঃ। মনুজাঃ পিতৃভিঃ সার্দ্ধং তথৈব চ পিতামহৈঃ॥ ১৩॥ তেষামতীতপিতরঃ

হইতেছে। বায়ু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আদিত্য-তনয় যম দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন। অহো! কুশকেতু তনয়কে স্মরণ করিয়া তিনি তখন অতি দীন বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ১১২—১২০।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

যম বলিলেন,—হে নাথ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। হে পিতামহ! আমার অধিকার খণ্ডিত হওয়ায় ইহা যেন আমার মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক বলিয়া মনে হইতেছে। হে কমলাসন! নিয়োগী অর্থাৎ দণ্ডাধিকারী ব্যক্তি যদি দণ্ড দান না করে, তবে সে প্রভুর বিত্ত নষ্ট করে এবং কাষ্ঠকীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। হে জগৎপতে! যে প্রজ্ঞাবান্ হইয়াও লোভবশতঃ প্রভুর বিত্ত উপভোগ করে, সে শতত্রয় কল্পকাল তির্য্যগ্যোনিনরকে গমন করে। হে পদ্মযোনে! যে ব্যক্তি নিস্পৃহ হইয়া প্রভুর আজ্ঞাপালন না করে, অনেক ঘোর নরক ভোগ করিয়া সেই পুরুষ বায়স হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যে জন আত্মকার্য্যপরায়ণ হইয়া প্রভুর কার্য্য নষ্ট করে, সে শতত্রয় কল্পকাল পাপাত্মার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ইন্দুর হয়। ১—৫। দণ্ডাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি সামর্থ্য সত্ত্বেও যদি সতত নিজগৃহে বাস করে, তবে তাহার মার্জ্জারযোনি লাভ হয়। হে দেব! আমিও আপনার নিযুক্ত, প্রজা-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আপনার আদেশে পুণ্যকর্ম্মার পূতভাবে এবং পাপাচারের কঠোর কর্ম্মদ্বারা পালন শাসন করিয়া থাকি। হে প্রভো! আদিকল্পেই এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং মুনিগণপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ বিশেষরূপ বিচার করিয়াই আমি দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে যাতনা দান করি। হে প্রভো! আমি কদাচ আপনার আজ্ঞার অন্যথা করিতে সমর্থ নহি। সম্প্রতি ক্ষিতিতলে রাজা কীর্ত্তিমান আপনার নিয়োগ ভঙ্গ করিয়াছে। হে জগৎপতে! মহীপতি কীর্ত্তিমান সাগরাম্বরা ধরিত্রীর সর্ব্বত্র বৈশাখধর্ম্মের ঘোষণা করিয়াছে; তাহার ভয়ে প্রজাগণ পিতৃপূজা, হুতাশনসেবা, তীর্থযাত্রাদি সৎকর্ম্ম, দ্বিবিধ সাংখ্য ও যোগ, প্রাণায়াম, হোম এবং স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিখিল ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভূরি ভূরি পাপাচরণ করিয়াও বৈশাখধর্ম্ম-প্রভাবে বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছে। হে পিতা-মহ! বলিব কি, বৈশাখের সৎক্রিয়াকারী নরগণ পিতৃপিতামহাদির সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করি-

পিতৃণাং পিতরস্তথা। তথা মাতামহা যান্তি তেষাং বৈ জনকাদয়ঃ ॥ ১৪॥ তেষামপি চ নেতারো জনিত্রীণাং চ পূর্ব্বজাঃ। এতদ্দুঃখং পুনর্দেব মম মস্তকভেদনম্ ॥১৫॥ প্রিয়ায়াঃ পিতরো যান্তিমার্জ্জয়িত্বা লিপিং মম। পিতৃণাং বীজজো যস্ত ধাত্র্যা কুক্ষৌ ধৃতো বিভো ॥ ১৬॥ যদঙ্কেন কৃতং কর্ম্ম তদঙ্কেনৈব ভুজ্যতে। তন্নিরস্য কৃতং সর্ব্বং জ্ঞানংস্বেকঃ কুলে তু যঃ ॥ ১৭ ॥ তারয়েত্তাবুভৌ পক্ষৌ যদ্বিংশোপর্য্যলং বিভো। প্রিয়ায়াশ্চাপি বৈ তাত সর্ব্বে বৈ কুক্ষিসম্ভবাঃ ॥ ১৮ ॥ তেঽপি সর্ব্বে জগন্নাথ যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্। ন মে প্রয়োজনং দেব নিয়োগেনেদৃশেন বৈ ॥ ১৯ ॥ বৈশাখধর্ম্মনিরতঃ স মাং ত্যক্ত্বা ব্রজেদ্ধরিম্। ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধৃত্য ত্যক্তপাপোঽতিশোভনঃ ॥ ২০ ॥ স ত্যক্ত্বা মম মার্গং হি প্রয়াতি হরিমন্দিরম্। ন যজ্ঞৈস্তাদৃশৈর্দেব গতিং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২১ ॥ সর্ব্বতীর্থৈর্ন দানাদ্যৈর্ন তপোভিশ্চ ন ব্রতৈঃ। অপি বা সকলৈর্ধর্ম্মৈর্যুক্তো নাপ্নোতি তাং গতিম্ ॥ ২২ ॥ প্রয়াগপাতাদ্রণমধ্যপাতাদ্ভৃগোশ্চ পাতান্মরণাচ্চ কাশ্যাম্। ন তাং গতিং যান্তি জনাশ্চ সর্ব্বে বৈশাখনিষ্ঠেন চ যা প্রপদ্যতে ॥ ৩॥ প্রাতঃস্নাত্বা দেবপূজাঞ্চ কৃত্বা শ্রুত্বা কথাং মাসমাহাত্ম্যসংজ্ঞাম্। ধর্ম্মান্ কৃত্বা চোচিতান বৈষ্ণবাংশ্চ স বৈ ভবেদ্বিষ্ণুলোকৈকনাথঃ ॥ ২৪ ॥ অপ্রমাণমহং মন্যে লোকং বিষ্ণোর্জগৎপতেঃ। যো ন পুর্য্যেত কোট্যোঘৈঃ সর্ব্বতঃ কমলাসন ॥২৫॥ মাধবাবসথেঽস্য সমস্তেন পিতামহম্। বিকর্ম্মস্থাবিকর্ম্মস্থাঃ শুচয়োঽশুচয়স্তথা ॥ ২৬॥ কৃত্বা বৈশাখকৃত্যানি লোকা যান্তি নৃপাজ্ঞয়া। যোঽস্মাকং হি মহচ্ছত্রুর্ভবতাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥ নিগ্রাহ্যো জগতাং নাথ ভবতাসৌ মহীপতিঃ। হিত্বা হি সকলান্ ধর্ম্মান্ সকৃদ্বৈশাখস্নানতঃ ॥ ২৮ ॥ অসংস্কৃতজনা যান্তি বৈকুণ্ঠং হরিমন্দিরম্। অস্মাভিস্ত

তেছে, তাহাদের পিতামহের ঊর্দ্ধতন পিতৃগণ, তৎপিতৃগণ, মাতামহ, মাতামহের জনকাদি, তাঁহাদেরও পিতৃগণ এবং তাঁহাদের যাঁহারা জনয়িত্রী, তাঁহাদিগের পূর্ব্বজগণও বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছে। হে দেব! ইহাই আমার শিরোভেদী মহাদুঃখ। হে বিভো! যাহারা বৈশাখব্রত করে, তাহাদের শ্বশুরগণও আমার লিপি মার্জ্জনা করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছে। পিতৃগণের অপরশাখাসম্ভূত জ্ঞাতি, এবং যে শিশু ধাত্রী ক্রোড়ে লালিত হইতেছে, সেও বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছে। যে অঙ্কে ক্রীড়া করিতেছে, সেই শিশু তদবস্থাতেই বিষ্ণুলোক ভোগ করিতেছে। যে একমাত্র কুলের আশ্রয়, সেও সর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানবলে বিষ্ণুলোকে চলিয়া যাইতেছে হে তাত! হে বিভো! বৈশাখব্রতিগণের প্রিয়ার কুক্ষিসম্ভূত মানবগণ তাহাদের পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলেরই বড়বিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত—উদ্ধার করিতেছে। হে জগৎপতে! সকলেই বিষ্ণুর পরমপদে গমন করিতেছে। হে দেব! বৈশাখধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণ আমাকে অতিক্রম করিয়া হরির পরমপদে গমন করিতেছে, অতএব ঈদৃশ নিয়োগে আমার প্রয়োজন নাই। যে পাপ করিয়াছে, সেও বৈশাখধর্ম্মপ্রভাবে একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া স্বয়ং বিগতপাপ ও সুশোভনবেশে আমার অধিকার অতিক্রমপূর্ব্বক হরিমন্দিরে গমন করিতেছে। হে দেব! মানব বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা, নিখিলতীর্থসেবা, অনেক দান, ব্রত, এমন কি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের আচরণ করিয়াও যে গতি প্রাপ্ত হয় না, একমাত্র বৈশাখব্রতের আচরণ করিয়া সেই গতিলাভ করিতেছে। মানবগণ বৈশাখধর্ম্মে নিরত হইয়া যে গতিলাভ করে, প্রয়াগ, রণভূমি, পর্ব্বতশিখর এবং বারাণসীতে প্রাণত্যাগ করিয়াও সে গতি প্রাপ্ত হয় না। যে মানব বৈশাখে প্রাতঃস্নান দেবপূজা, বৈশাখমাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং যথোচিত বৈষ্ণবধর্ম্মনিচয়ের আচরণ করিতেছে, সে-ই একমাত্র বিষ্ণুলোকের নাথরূপে পরিণত হইতেছে।৬—২৪। হে কমলাসন! ইহা যেন আমার মনে অপ্রমাণ বলিয়া বোধ হইতেছে, কেননা যে সকল পাপী তথায় গমন করিতেছে, তাহাদের কোটী কোটী পাপসত্ত্বে কি জগৎপতি বিষ্ণুর লোক সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ হইতেছে না? হে পিতামহ! কি নিষিদ্ধকর্ম্মা, কি বিধিবোধিত ধর্ম্মাচারী, কি শুচি কি অশুচি রাজার আজ্ঞায় সকলেই মাধবালয় বৈশাখের সমস্ত ধর্ম্ম পালন করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছে; অতএব এই রাজা আপনার আমার উভয়েরই পরম অরি; বিশেষতঃ হে জগৎপতে! আপনি এই মহীপতির নিগ্রহ করুন। নিখিলধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একবারমাত্র বৈশাখস্নান করিয়াই এই অসংস্কৃত ব্যক্তিগণ হরিমন্দির বৈকুণ্ঠে

কৃতোপেক্ষো বিষ্ণুপাদৈকসংশ্রয়ঃ॥ ২৯॥ সমস্তং নেষ্যতে লোকং পার্থিবো নাত্র সংশয়ঃ। এষ দণ্ডপটো হ্যদ্য তব পদ্ভ্যাং নিবেদিতঃ॥ ৩০॥ লোকপালত্বমতুলমর্জ্জিতং তেন ভূভুজা। কিমপত্যেন জাতেন মাতুঃ ক্লেশকরেণ বৈ॥৩১॥ যো ন পাতয়তে শত্রুং জ্যেষ্ঠমাসীব ভাস্করঃ। বৃথাসুতা হি যুবতির্জাতা চেদ্ধি কুপুত্রিণী॥ ৩২॥ ন তস্যাঃ স্ফুরতে কীর্ত্তির্ঘনস্থেব শতহ্রদা। যৎপিতুর্নোদ্ধরেৎ পাপাদ্বিদ্যয়া বা বলেন বা॥ ৩৩॥ মাতুর্জঠরজো রোগঃ স প্রসূতো ধরাতলে। ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ যৎপ্রতীপো ভবেৎ সুতঃ॥ ৩৪॥ মাতৃহা হ্যুচ্যতে সদ্ভিঃ স পুত্রঃ পুরুষাধমঃ। তন্মাতা নৃপপত্নী চ লোকবিখ্যাতসৎক্রিয়া॥ ৩৫॥ একৈব বীরসূর্লোকে বীরঃ স নাত্র সংশয়ঃ। যথা বৈ কীর্ত্তিমান্ জাতো মল্লিপের্ম্মার্জ্জনায় বৈ॥ ৩৬॥ নেদং ব্যবসিতং দেব কেনচিৎ ক্ষত্রিয়েণ হি। পুরাণেষু জগন্নাথ ন শ্রুতং পটমার্জনম্॥ ৩৭॥ সোঽহং ন জানামি জগৎপতীশ ঋতে ক্ষিতীশং হরিতৎপরং তম্। প্রচোদয়ন্তং পটহং সুঘোষাদ্বিলোপয়ানং মম বেশ্মমার্গম্॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে যমদুঃখনিরূপণং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। কিমাশ্চর্য্যং ত্বয়া দৃষ্টং কিমর্থং খিদ্যতে ভবান্। সদ্গণেষু কৃতস্তাপঃ স তাপো মরণান্তিকঃ॥ ১॥ তন্নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রাপ্যন্তে পরমং পদম্। ন গচ্ছন্তি হরের্লোকং কথং ভূপস্য শাসনাৎ॥ ২॥ একোঽপি গোবিন্দকৃতঃ প্রণামঃ শতাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ। যজ্ঞস্য কর্ত্তা পুনরেতি জন্ম হরেঃ প্রণামো ন পুনর্ভবায়॥ ৩॥ কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য সরস্বত্যা চ কিং তথা। জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ ৪॥ ব্রাহ্মণঃ শ্বপচীং ভুঞ্জন্

গমন করিতেছে। এই রাজা একমাত্র বিষ্ণুর পাদপদ্মেরই আশ্রয় লইয়াছে। মর্ত্ত্যভূমির অধিপতি এই মহীপতি সমস্ত লোককেই বৈকুণ্ঠে উপনীত করিবে সংশয় নাই। হে দণ্ডনিপুণ! এই রাজা অতুল লোকপালত্ব অর্জ্জন করিয়াছে, এই আপনার পাদযুগলে অদ্য সমস্ত নিবেদন করিলাম। যে তনয় মাতার ক্লেশ উৎপাদন করে, যে জ্যৈষ্ঠমাসের ভাস্করের ন্যায় শত্রুর তাপ উৎপাদন করে না, মাতার অদৃশ তনয় লাভে কি ফল? যে মাতা তাদৃশ সন্তান প্রসব করে, তাহাকে ব্যর্থ তনয়া ও কুপুত্রিণী বলা যায়। মেঘমালায় বিদ্যুৎ যেরূপ চকিতের ন্যায় অদৃশ্য হয়, তাদৃশী মাতার কীর্ত্তিও তদ্রূপ বিলুপ্ত হয়। যে পুত্র বিদ্যা বা বীর্য্য দ্বারা পিতাকে পাপমুক্ত করে না, সে বসুধাতলে প্রসূত হইলেও মাতার জঠরপীড়াজনক জানিবেন। যে তনয় ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে বিমুখ হয়, পণ্ডিতগণ তাদৃশ সুতকে মাতৃঘাতী বলেন এবং সে পুরুষাধম। নৃপতি কীর্ত্তিমান্ যাঁহার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই মাতা নৃপ পত্নী, সৎক্রিয়া দ্বারা লোকবিখ্যাতা ও ত্রিলোকে বীরসূ। এবং সেই রাজাই বীরতনয়; সংশয় নাই। এই কীর্ত্তিমান্ আমার লিপি মার্জ্জন করিয়াছে। হে দেব! কোনও ক্ষত্রিয় এরূপ করিতে পারে নাই। হে জগৎপতে! আমার লিপি কেহ খণ্ডন করিয়াছে, পুরাণে এরূপ শ্রবণ করি নাই। হে জগৎপতে! হে স্বামিন্! এই হরিপরায়ণ ক্ষিতিপতি কীর্ত্তিমান্ ভিন্ন অন্য কোন ক্ষত্রিয় যে পটহনিনাদ দ্বারা ঘোষণা করিয়া আমার অধিকার বিলুপ্ত করিয়াছে, এরূপ আমার জানা নাই।২৫—৩৮।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি একি আশ্চর্য্য দেখিয়াছ? তুমি কেনই বা খেদ করিতেছ? অবজ্ঞা সাধুগণ যে তাপদান করেন, তাহা মরণান্তিক হইয়া থাকে। কীর্ত্তিমান্ সাধু; তাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রেই মানব পরম পদ প্রাপ্ত হয়। অতএব এই ভূপতির শাসনে প্রজাগণ কেন হরিমন্দিরে গমন করিবে না? দেখ, যে মানব একবার গোবিন্দের পাদপদ্মে প্রণত হইয়াছে, সে শতাশ্বমেধাবসানে অবভৃথস্নায়ীর তুল্য; যজ্ঞকর্ত্তা পুনরায় জন্মলাভ করে, কিন্তু হরির প্রণামকারীর জন্ম হয় না। যাহার জিহ্বাগ্রে "হরি" এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারিত হয়, কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতীতীর্থের

বিশেষেণ রজস্বলাম্। যদি বিষ্ণুং স মরণে স্মরে-ন্নাপ্নোতি তৎপদম্॥ ৫॥ অভক্ষ্যভক্ষণাজ্জাতং বিনাশয়স্য সঞ্চয়ম্। প্রয়াতি বিষ্ণুসাযুজ্যং যতো বিষ্ণুপ্রিয়া স্মৃতিঃ॥ ৬॥ এবং বিষ্ণুপ্রিয়ো মাসো বৈশাখো নাম বৈ যম। যদ্ধর্ম্মশ্রবণাদেব মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ৭॥ যাতীতি কিমু বক্তব্যং তস্যা-নুষ্ঠানতৎপরঃ। যস্মিন্ সঙ্কীর্য্যতে যো হি প্রীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥ ৮॥ কথং ন যাতি চ গতিং তস্যা-নুষ্ঠানতৎপরঃ। অস্মাকং জগতাং নাথো জনিতা পুরুষোত্তমঃ॥ ৯॥ তৎপ্রীত্যৈ মাধবে মাসি ধর্ম্মা-নেতান্ করোত্যয়ম্। তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা সহায়ে সর্ব্বদা স্থিতঃ॥ ১০॥ ন তস্য ভূপতেঃ সৌরে সমর্থস্ত্বঞ্চ শিক্ষণে। ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে কচিৎ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং নৈবো-পজায়তে॥ ১১॥ নিয়োগী স্বামিকার্য্যেষু যাবচ্ছক্তি সমীহতে। তাবতা স কৃতার্থঃ স্যান্নরকান্নৈব গচ্ছতি॥ ১২॥ কার্য্যে শক্তির্বানক্রান্তে স্বামিনে চ নিবে-দয়েৎ। অনৃণস্তাবতা ভৃত্যো নিয়োগী সুখমশ্নুতে॥ ১৩॥ তস্মান্নিবেদিতার্থস্য ন ঋণং ন চ পাতকম্। যত্নে কৃতে স্বকর্ত্তব্যে নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ॥ ১৪॥ তস্মাদশক্যকার্য্যেঽস্মিন্ন বিশোচিতুমর্হসি॥ ১৫॥ ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা সৌরিঃ পুনরত্যন্তখিন্নধীঃ। উবাচ দীনয়া বাচা বাষ্পাকুলেক্ষণঃ॥ ১৬॥ প্রাপ্তং তাত ময়া সর্ব্বং ত্বদঙ্ঘ্রিভজনেন বৈ। নাহং যাস্যে পুনঃ কর্ত্তুং নিয়োগং পদ্মসম্ভব॥ ১৭॥ প্রশাসতি মহাবীর্য্যে ভূপেঽস্মিন্ ভূমিমণ্ডলে। চাল-য়িত্বা স্বধর্ম্মাংশ্চ তমেকং ভূপতিং বিভো॥ ১৮॥ কৃতকৃত্যোঽস্মি তনয়ো গয়ায়াং পিণ্ডদো যথা। কৃপালো তদিদং কার্য্যং সাধয়স্ব মমাব্যয়ম্॥ ১৯॥ বিজ্বরস্ত ততো ভূয়ঃ শাসনং তে করোম্যহম্। শ্রুত্বা ব্রহ্মা যমেনোক্তং পুনশ্চিন্তাপরায়ণঃ॥ ২০॥

সেবা করিয়া তাহার কি হইবে? দেখ, ব্রাহ্মণ রজস্বলা চাণ্ডালী উপভোগ করিয়া যদি মরণ-সময়ে বিষ্ণু স্মরণ করেন, তবে তিনিও কি হরির পরম পদ প্রাপ্ত হন না? হরির স্মৃতিই তাঁহার প্রিয়, মানব এই হরিনাম স্মরণে অভক্ষ্যভক্ষণ-জনিত পুঞ্জীকৃত পাপ বিদূরিত করিয়া বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে যম! এই বৈশাখ মাস বিষ্ণুপ্রিয়, এই বৈশাখ মাসের ধর্ম্মনিচয় শ্রবণ করিয়া মানব নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। অতএব মানব যে সেই বৈশাখব্রততৎপর হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবে, এই বিষয়ে আর বক্তব্য কি? যে বৈশাখ মাসে নাম কীর্ত্তন করিলে পুরুষোত্তম প্রীত হন, সেই বৈশাখের অনুষ্ঠান করিয়া মানব কেন না উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবে? পুরুষোত্তম বিষ্ণু জগতের নাথ এবং আমাদেরও জন্মদাতা; নৃপ কীর্ত্তিমান্ সেই বিষ্ণুপ্রিয় বৈশাখধর্ম্ম আচরণ করিতেছে, অতএব প্রসন্নাত্মা বিষ্ণু তাহার সহায় হইয়াছেন; হে সৌরে! তুমি তাহার শিক্ষা দানে অসমর্থ; দেখ, বাসুদেবভক্তদিগের কদাচ অশুভ হয় না, তাহাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা বা ব্যাধিভয় নাই। হে জগৎপতে! নিয়োগী ব্যক্তি স্বামিকার্য্য যথাশক্তি করিয়াই কৃতার্থ হয়; আর যথা-সাধ্য স্বামিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে নিয়োগী কখনও নরকে গমন করিবে না। প্রভুর নিয়োগ যদি ভৃত্যের সাধ্যাতীত হয়, তবে প্রভুকেই নিবেদন করিবে, এইরূপ হইলে নিয়োগী ভৃত্য অঋণী সুখী হন। যে ভৃত্য সাধ্যাতীত নিয়োগ পুনর্ব্বার প্রভুর নিকট জ্ঞাপন করে, সে অঋণী এবং তাহার পাতক নাই। নিজকার্য্যের ন্যায় অবশ্য প্রভুর আদেশ সাধিতে যত্নবান্ হইবে, কিন্তু যত্ন করিলেও যদি সাধিত না হয়, তবে তাহাতে দেহী ব্যক্তির কোন দোষ নাই। এই কীর্ত্তিমান্ বিষ্ণুভক্ত, ইহাকে শিক্ষা দেওয়া তোমার অসাধ্য, অতএব এবিষয়ে শোক করিও না।১—১৫। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া রবিতনয় আরও অত্যধিক খিন্ন হইলেন, বাষ্পবিগলিত হওয়ায় তাঁহার লোচন-যুগল আকুল হইল, তিনি দীনবাক্যে বলিতে লাগিলেন;—হে পদ্মসম্ভব! আপনার পাদপদ্মের সেবা করিয়াই আমি সর্ব্ববিধ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; হে বিভো! মহাবল ভূমিপাল স্বধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক যত দিন অবনীমণ্ডল শাসন করিবেন, ততদিন আর আমি আপনার নিয়োগ পালনে সক্ষম হইব না। গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া তনয় যেমন জনকের নিকট কৃতকৃত্য হয়, অদ্য আমিও তদ্রূপ কৃতকৃত্য হইলাম। হে কৃপালো! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার এই কার্য্য সাধন করুন, যেন আমি বিগতজ্বর হইয়া আপনার শাসন সংরক্ষণ করিতে পারি। যমের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা

তমুবাচ পুনর্ব্রহ্মা সান্ত্বয়ন্ বহুধাপ্যমুম্। ব্রহ্মোবাচ। ন নিগ্রহস্তব যোগ্যো রাজা বিষ্ণুধর্ম্মপরায়ণঃ॥ ২১ ॥ যদি চ্ছলয়সে কোপাদগচ্ছামো হন্তিকং হরেঃ। নিবেদ্য সকলং তস্মৈ কর্ম্ম পশ্চাত্তদীরিতম্॥ ২২॥ স এব কর্ত্তা লোকস্য ধর্ম্মস্য পরিপালকঃ। স চ দণ্ডধরোঽস্মাকং শাস্তা কর্ত্তা নিয়ামকঃ॥ ২৩ ॥ ন তদুক্তেঽস্তি প্রত্যুক্তিরস্মাকং বিহিতা বৃষ। ন রাজোক্তেস্তু প্রত্যুক্তির্দৃশ্যতে ক্বাপি ভূতলে॥ ২৪॥ ইত্যাশ্বাস্য যমং তেন সাকং ক্ষীরাম্বুধিং যযৌ। ব্রহ্মা তুষ্টাব চিন্মাত্রং নির্গুণং পরমেশ্বরম্ ॥ ২৫॥ সাংখ্যযোগৈরদ্বিতীয়মেকং তং পুরুষোত্তমম্। আবিরাসীত্তদা বিষ্ণুর্ব্রহ্মণা সংস্তুতো হরিঃ॥ ২৬॥ প্রণামং চক্রতুস্তস্মৈ যমো ব্রহ্মা চ সত্বরম্। তাবুবাচ মহাবিষ্ণুর্মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ২৭॥ কস্মাদ্যুবামিহায়াতৌ কিং দুঃখং দনুজৈরভূৎ। ম্লানং যমমুখং কস্মাৎ কেন বা নতকন্ধরঃ॥ ২৮॥ এতদ্বদস্ব মে ব্রহ্মন্নিত্যুক্তশ্চাহ কঞ্জজঃ। ত্বদ্দাসবর্য্যো ভূপালো ভূমিং শাসতি বৈ নরাঃ॥ ২৯॥ বৈশাখধর্ম্মনিরতা যান্তি তে পরমব্যয়ম্। ততো যমপুরী শূন্যা তেন চাতীব দুঃখিতঃ॥ ৩০॥ তেন যুদ্ধং চকারাসৌ হন্তুং দণ্ডমথাদদে। ত্বচ্চক্রেণ পরাভূতো যযাবদ্য মমান্তিকম্॥ ৩১॥ ন চ শক্তো বয়ং দণ্ডং ত্বদ্ভক্তানাং মহাত্মনাম্। তস্মাত্ত্বামেব শরণং বয়ং প্রাপ্তা মহাবিভো॥ ৩২॥ তস্মাদ্ভূপং দণ্ডয়িত্বা পালয়ৈনং যমং স্বকম্। ইত্যুক্তঃ প্রহসন্ প্রাহ ব্রহ্মাণং যমমেব চ॥ ৩৩॥ লক্ষ্মীং বাপি পরিত্যক্ষ্যে প্রাণান্ দেহমথাপি বা। শ্রীবৎসং কৌস্তুভং মালাং বৈজয়ন্তীমথাপি বা॥ ৩৪॥ শ্বেতদ্বীপঞ্চ বৈকুণ্ঠং ক্ষীরসাগরমেব চ। শেষঞ্চ গরুড়ং চৈব ন ভক্তং ত্যক্তুমুৎসহে॥ ৩৫॥ বিসৃজ্য সকলান্ ভোগান্মদর্থে ত্যক্তজীবিতান্। মদাত্মকান্ মহাভাগান্ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥৩৬॥তস্মাত্ত্বদ্দুঃখশমনে হ্যুপায়ং কল্প-

---

পুনরায় চিন্তান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্য প্রদানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে যম! রাজা কীর্ত্তিমান্ বিষ্ণুধর্ম্মপরায়ণ; অতএব তোমার নিগ্রহের যোগ্য নহে। যদি কোপ বশতঃ একান্তই তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চাও, তবে আমি হরির নিকট গমন করিয়া তোমার আচরিত কর্ম্মনিচয় তাঁহাকে নিবেদন করিব। হে যম! তার পর তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য আচরণ করিবে। "তিনিই ত্রিলোকের কর্ত্তা এবং ধর্ম্মের পালক; তিনি আমাদিগের দণ্ডধর, শাস্তা, কর্ত্তা ও নিয়ামক। হে ধর্ম্ম! তাঁহার উক্তিতে আমাদের প্রত্যুক্তি করা বিহিত নহে। দেখ, রাজার উক্তিতে ক্ষিতিতলে কুত্রাপি প্রজাগণের প্রত্যুক্তি করিতে দেখা যায় না। ব্রহ্মা যমকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার সহিত ক্ষীরসাগরতীরে গমন করিলেন এবং সাংখ্য যোগ দ্বারা এক অদ্বিতীয় চিন্মাত্র নির্গুণ পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর হরি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন, যম ও ব্রহ্মা সত্বর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; তখন মহাবিষ্ণু মেঘগম্ভীর বাক্যে যম ও ব্রহ্মাকে বলিলেন;—আপনারা কি জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন? কোন দানব কি আপনাদের দুঃখ উৎপাদন করিয়াছে? যমের মুখ কেন ম্লান দেখিতেছি এবং ইহার মস্তকই বা কেন নত হইয়াছে? হে ব্রহ্মন্! এই সকল আমার নিকট বলুন। অনন্তর বিষ্ণুনাভিপঙ্কজসম্ভূত ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন,—আপনার ভক্তশ্রেষ্ঠ ভূপতি কীর্ত্তিমান্ বসুধা শাসন করিতেছেন, তাঁহার প্রজাগণ বৈশাখধর্ম্মনিরত হইয়া আপনার অব্যয় পদে প্রবেশ করিতেছে। ইহাতে যমপুরী শূন্য হইয়াছে, এই জন্যই যম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। যম কীর্ত্তিমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য যমদণ্ড পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তারপর আপনার চক্রের নিকট পরাভূত হইয়া যম অদ্য আমার নিকট সমাগত হইয়াছেন। হে মহাবিভো! আপনার মহাত্মা ভক্তগণের প্রতি দণ্ডবিধানে আমরা অসমর্থ, অতএব আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। যম আপনার নিজের লোক, অতএব রাজাকে দণ্ডপ্রদান করিয়া যমকে পালন করুন। এইরূপ প্রার্থিত হইয়া বিষ্ণু হাসিতে হাসিতে যম ও ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"আমি রমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি অথবা প্রাণ, দেহ, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বৈজয়ন্তী মালা, শ্বেতদ্বীপ, বৈকুণ্ঠ, ক্ষীরসাগর, শেষ এবং গরুড়, এ সকলও আমার পরিত্যাজ্য হইতে পারে; কিন্তু ভক্তকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। যাঁহারা বিবিধ বিলাসবিভোগ বিসর্জ্জন দিয়া আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যে সকল মহাভাগ মহাত্মা আমাতেই একান্ত নিরত, তাঁহাদিগকে কিরূপে

য়াম্যহম্। তস্য চায়ুর্ময়া দত্তমযুতং ভূপতের্ভুবি॥ ৩৭॥ গতাস্তষ্টৌ সহস্রাণি তত্রেদানীং নরান্তক। আয়ুঃ-শেষে তেন নীতে মৎসাযুজ্যং গতেঽপি চ॥ ৩৮॥ ভবিষ্যতি ততো রাজা বেনো নাম দুরাত্মবান্। স লুম্পতি মহাধর্মান্ সর্বানেতান্ শ্রুতীরিতান্॥ ৩৯॥ তদা বৈশাখধর্মাশ্চ বিচ্ছিন্নাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ। স্বকৃতে-নৈব পাপেন বেনো দগ্ধো ভবিষ্যতি॥ ৪০॥ পশ্চাদহং পৃথুর্ভূত্বা পুনর্দ্ধর্ম্মান্ প্রবর্ত্তয়ে। তদা জনেষু প্রখ্যাতান্ বৈশাখোক্তান্ করোম্যহম্॥ ৪১॥ মদ্ভক্তো মদ্গতপ্রাণো যস্ত বিস্তস্তসংগ্রহঃ। একঃ সহস্রে ভবিতা তস্য প্রখ্যাপয়েদ্ধি তান্॥ ৪২॥ কশ্চিদেব হি জানাতু ধর্ম্মানেতান্ ক্ষিতৌ মম। ভতস্তে ভবিতা কার্য্যং মা বিষীদ নরান্তক॥ ৪৩॥ দাপয়িষ্যামি তে ভাগং মাসেঽস্মিন্ মাধবেঽপি চ। নরৈঃ সর্বৈশ্চ বৈশাখধর্ম্মনিষ্ঠৈর্মহাত্মভিঃ॥ ৪৪॥ ভূপেনাপি চ কালেন খেদং শমর তেন চ। বীর্য্যশুল্কস্ত তে ভাগংশত্রোর্ভুঙ্ক্তে বলাধিকাৎ॥ ৪৫॥ গৃহ্নন্ গৃহ্নন্ স্বকং ভাগং ন ভাগী দুঃখমর্হতি। ত্বামুদ্দিশ্য ন কুর্বন্তি প্রত্যহং যে নরা ভুবি॥ ৪৬॥ স্নানং চার্ঘ্যং সোদকুম্ভং দধ্যন্নং চান্তিমে দিনে। বৈশাখে সকলং কর্ম্ম তেষাঞ্চ বিফলং ভবেৎ॥ ৪৭॥ তস্মাৎ ক্রোধং ত্যজ নৃপে ভাগদে মৎপরায়ণে। যে কে চাপি চ কুর্বন্তি লোকে তে ভাগদা নরাঃ॥ ৪৮॥ বৈশাখোক্তে মহাধর্ম্মে তেষাং বিঘ্নঞ্চ মা কুরু। মামেব যে যজন্ত্যদ্ধা ত্বাং হিত্বা ধর্ম্মপালকম্॥ ৪৯॥ মদাজ্ঞয়া মহাভাগ তদা দণ্ডঞ্চ ত্বং কুরু। নৃপাত্তাগং দাপয়িতুং সুনন্দং প্রেষয়ামি চ॥ ৫০॥ মচ্ছাসনাৎ স বৈ গত্বা ভাগস্তে দাপয়িষ্যতি। তিষ্ঠত্যেবং যমে স্বস্য সন্নিধৌ গরুড়াসনঃ॥ ৫১॥ সুনন্দং প্রেষয়ামাস নৃপং বোধয়িতুং বিভুঃ। সোঽপি গত্বা বোধয়িত্বা পার্শ্বঞ্চ পুনরাগমৎ॥ ৫২॥ ইত্যাখ্যস্য যমং বিষ্ণু-স্তত্রৈবান্তরধীয়ত। যমং স্বয়ং সান্ত্বয়িত্বা সমনুজ্ঞাপ্য বেগতঃ॥ ৫৩॥ অতিবিস্ময়মাপন্নো যযৌ ধাম

পরিত্যাগ করিব? হে নরান্তক! তোমার দুঃখশমনার্থ আমি এক উপায় করিতেছি, আমি ভূতলে এই নৃপতি কীর্ত্তিমানের অযুতবর্ষ আয়ু নিরূপিত করিয়াছি। এই অযুতবর্ষের অষ্ট সহস্র অতীত হইয়াছে; ইহার আয়ুষ্কাল শেষ হইলে এই নৃপতি আমার সাযুজ্য লাভ করিবেন। তখন দুরাত্মা বেন নামে জনৈক রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদোদিত ধর্ম্ম সকল বিলোপ করিবে, এবং তৎকালে বৈশাখ-ধর্ম্মসমূহ বিচ্ছিন্ন হইবে, সংশয় নাই। তখন বেন স্বকৃত পাপেই দগ্ধ হইবে। অনন্তর আমি পৃথুরূপে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় ধর্ম্মনিচয় প্রবর্ত্তিত করিব। তখন মৎকর্ত্তৃক জনসমাজে বৈশাখধর্ম্ম প্রচারিত হইলে সহস্রের মধ্যে একজন বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আমার ভক্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইবে। ক্ষিতিতলে কদাচিৎ একজন বৈশাখধর্ম্ম বিদিত হইবে। হে নরান্তক! তখন তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তুমি খেদ করিও না। বৈশাখ মাসে তোমার একটী ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব, মহাত্মা বৈশাখধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণ তোমাকে তোমার সেই ভাগ প্রদান করিবেন এবং স্বয়ং রাজাও যথাকালে তোমাকে তোমার প্রাপ্য ভাগ প্রদান করিবেন, অতএব তোমার দুঃখ দূর কর। দেখ, শত্রুবলিত স্বীয় অধিকার বলবীর্য্য দ্বারা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে সেই অধিকার ভোগ করিয়া আর তাহাতে দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। ভূতলে যে সকল লোক তোমার উদ্দেশে প্রত্যহ স্নান করিয়া শেষদিবসে অর্ঘ, জলপূর্ণ কুম্ভ ও দধিযুক্ত অন্নপ্রদান না করিবে, তাহাদের বৈশাখকৃত ধর্ম্ম-সকল বিফল হইবে। ১৬—৪৭। হে যম! নরপতি কীর্ত্তিমান্ হরিপরায়ণ, তিনি তোমার ভাগ প্রদান করিবেন; অতএব তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিও না। কেবল নরপাল কেন, ক্ষিতিতলে যাঁহারা তোমার ভাগ প্রদান করিবেন, কদাচ তাঁহাদের বৈশাখ-মহাধর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। হে মহাভাগ ধর্ম্মপাল! যাহারা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার পূজা করিবে, তুমি তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবে। আমি নৃপতি দ্বারা তোমার ভাগ প্রদানার্থ এখনই নৃপতি-সমীপে সুনন্দকে প্রেরণ করিতেছি, আমার আদেশে সুনন্দ তথায় গমনপূর্ব্বক এখনই তোমার ভাগ প্রদান করাইবে। অনন্তর গরুড়াসন বিভু বিষ্ণু যম তথায় থাকিতে-থাকিতেই তাঁহার সমক্ষে নৃপের প্রতি উপদেশার্থ সুনন্দকে প্রেরণ করিলেন। সুনন্দ তখনই নৃপসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর আদেশ বুঝাইয়া দিলেন এবং অনতি-বিলম্বে পুনরায় হরির পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু স্বয়ং এইরূপে যমকে সান্ত্বনাদান করিলেন, এবং তাঁহাকে গমনের অনুমতি দিয়া

সহানুগৈঃ। যমোঽপি স্বপুরীং প্রায়াৎ কিঞ্চিৎ সং-হৃষ্টমানসঃ॥ ৫৪॥ পশ্চাৎ বিষ্ণোর্নির্দেশেন সুনন্দ-পরিবোধিতাঃ। ভাগদাঃ সকলা লোকা যে বৈশাখ-পরায়ণাঃ॥ ৫৫॥ ধর্ম্মরাজং পুরস্কৃত্য যে ন কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। তেষাং হি স্বয়মাদত্তে পুণ্যং বৈশাখসম্ভবম্॥ ৫৬॥ কুর্য্যাচ্চ প্রত্যহং স্নানং দদ্যাদর্ঘ্যং যমায় বৈ। বৈশাখে সকলং পুণ্যমন্যথা বিফলং ভবেৎ॥ ৫৭॥ সোদকুম্ভঞ্চ দধ্যন্নং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ মাধবে। ধর্ম্ম-রাজং সমুদ্দিশ্য দাতব্যং প্রথমং জনৈঃ॥ ৫৮॥ পশ্চাৎ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য গুরুমুদ্দিশ্য বৈ নরঃ। মধু-সূদনমুদ্দিশ্য পশ্চাদ্দেবং জনার্দ্দনম্॥ ৫৯॥ শীত-লোদকদধ্যন্নং তাম্বুলঞ্চ সদক্ষিণম্। সকলং কাংস্য-পাত্রস্থং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥ ৬০॥ দদ্যাচ্চ প্রতিমাং দিব্যাং মধুসূদনদেবতাম্। মাসধর্ম্ম-প্রবক্ত্রে চ দদ্যাদ্বিপ্রায় সীদতে॥ ৬১॥ তমেব ধর্ম্মবক্তারং পূজয়েদ্বিভবৈঃ স্বকৈঃ। ইত্যাদিষ্টঃ সুনন্দেন তথা রাজা চকার হ॥ ৬২॥ স নীত্বা চায়ুষঃ শেষং ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্। পুত্র-পৌত্রাদিভির্যুক্তো জগাম হরিমন্দিরম্॥ ৬৩॥ বৈকুণ্ঠস্থে নৃপে তস্মিন্ বেনো রাজাধমোঽভবৎ। সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ বৈশাখধর্ম্মা অপি বিশেষতঃ॥ ৬৪॥ দুরাত্মনা চ তেনৈব লুপ্তা এব বভূবিরে। ন প্রখ্যাতাঃ পুনর্ভূমৌ ভূরিশো মোক্ষহেতবঃ॥ ৬৫॥ যঃ কশ্চিন্নৈব জানাতি বৈশাখোক্তানিমাঞ্জনান্। বহুজন্মার্জ্জিতে পুণ্যপরিপাক উপাগতে॥ ৬৬॥ বৈশাখোক্তেষু ধর্ম্মেষু মতিরাত্যন্তিকী ভবেৎ। মৈথিল উবাচ। পূর্ব্বমন্বন্তরস্থো হি বেনো রাজা দুরাত্মবান্॥ ৬৭॥ অয়ং বৈবস্বতস্থো হি রাজা চেক্ষ্বাকুনন্দনঃ। ইতি শ্রুতং ময়া পূর্ব্বমিদানীং চোচ্যতে ত্বয়া॥ ৬৮॥ অয়ং বৈকুণ্ঠগঃ পশ্চাদ্বেনো রাজা ভবিষ্যতি। ইত্যেতং সংশয়ং ছিন্ধি শ্রুত-দেব মহামতে॥ ৬৯॥ শ্রুতদেব উবাচ। পুরাণেষু চ বৈষম্যং যুগকল্পব্যবস্থয়া। ন চাপ্রামাণ্যশঙ্কা তে কথায়া ব্যত্যয়ে ক্বচিৎ॥ ৭০॥ গতে দৈনন্দিনে কল্পে যথৈষা শাশ্বতী শুভা। মার্কণ্ডেয়েন মে

সত্বর তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। যমও অতীব বিস্মিত হইয়া অনুগগণসহ স্বীয় আলয়ে গমন করিলেন, তাঁহার মন কথঞ্চিৎ হৃষ্ট হইল, তিনি স্বীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুর নির্দেশানুসারে সুনন্দপ্রবোধিত নৃপতি কীর্ত্তিমানের প্রজাগণ বৈশাখধর্ম্মপরায়ণ হইয়া যমভাগ প্রদান করিতে লাগিল। তৎকালে যে সকল লোক অগ্রে যমভাগ প্রদান না করিয়া বৈশাখ-ব্রত করিত, রাজা স্বয়ং তাহাদিগের সমস্ত ব্রতপুণ্য গ্রহণ করিতেন। প্রত্যহ স্নান ও যমের উদ্দেশে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে, অন্যথা বৈশাখের সকল ধর্ম্ম নিষ্ফল হইবে। বৈশাখের পৌর্ণমাসীতে যমের উদ্দেশে প্রথমেই জলপূর্ণ কুম্ভ ও দধিযুক্ত অন্ন দান করিবে। এবং তৎপশ্চাৎ পিতৃগণ, গুরু ও মধুসূদন জনার্দ্দনের উদ্দেশে শীতল জল-পূর্ণ কুম্ভ, দধিযুক্ত অন্ন, তাম্বুল, কাংস্যপাত্রস্থ ফল—ব্রাহ্মণগণকে এই সকল সদক্ষিণ প্রদান করিবে। মধুসূদনের দিব্য প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্তিহীন বৈশাখধর্ম্মবক্তা দ্বিজকে তাহা প্রদান করিবে এবং যথাশক্তি সেই ধর্ম্মবক্তার পূজা করিবে। রাজা সুনন্দের নিকট যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি তদ্রূপই বৈশাখব্রত করিয়াছিলেন। অভীপ্সিত বিবিধ ভোগের অব-সানে রাজার আয়ুষ্কাল শেষ হইল। তিনি পুত্র-পৌত্রাদির সহিত মিলিত হইয়া হরিমন্দিরে গমন করিলেন। তাঁহার বৈকুণ্ঠবাসকালে নৃপাধম বেনের অভ্যুত্থান হইল। সেই দুরাত্মার শাসন সময়ে নিখিল ধর্ম্ম বিশেষতঃ বৈশাখধর্ম্ম বিশেষ-রূপে বিলুপ্ত হইল। ভূতলে মোক্ষের হেতু সকল লোপ পাইল, ধর্ম্মনিবহ আর প্রখ্যাত হইল না। জনসমাজে সাধারণ নরগণমধ্যে কেহই আর শুভাবহ বৈশাখধর্ম্ম বিদিত হইল না। যাহা-দের অনন্তজন্মের সঞ্চিত পুণ্যের পরিপাক উপস্থিত, তাহাদেরই বৈশাখধর্ম্মে আত্যন্তিকী মতি জন্মিল। মিথিলাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি ইক্ষ্বাকু-কুলভূষণ নৃপতি কীর্ত্তিমানের কথাসম্বলিত যে কালের কথা কহিতেছেন, তখন বৈবস্বতমনুর অধিকার; রাজা দুরাত্মা বেন ইহার পূর্ব্ব মন্বন্তরে প্রাদুর্ভূত হন, অথচ রাজা কীর্ত্তিমান্ বৈকুণ্ঠে গমন করিলে পশ্চাৎ বেনের জন্ম হইবে, আমি পূর্ব্বে এই-রূপ শুনিয়াছি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে মহামতে শ্রুতদেব! আমার এই মহাসংশয় ছেদন করুন। শ্রুতদেব উত্তর করিলেন,—যুগ-কল্প-ব্যবস্থানুসারে পুরাণের বৈষম্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু যে সকল প্রামাণ্য অংশ, তাহার ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় না। যেমন নিত্য দৈনন্দিন কল্পের গতাগতি চলিতেছে, তদ্রূপ এই সকল শুভ ইতিহাসেরও

প্রোক্তা সা চোক্তা তব ভূপতে ॥৭১॥ তস্মান্ন খ্যাতি মায়াস্তি ধর্ম্মা বৈশাখসম্ভবাঃ। কশ্চিদেব হি জানাতি বিরক্তো বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে যমদুঃখসান্ত্বনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রুতদেব উবাচ। যঃ প্রাতঃ স্নাতি বৈশাখে মেষসংস্থে দিবাকরে। মধুসূদনমভ্যর্চ্চ্য কথাং শ্রুত্বা হরেরিমাম্ ॥ ১ ॥ স তু পাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্। বাচ্যমানাং কথাং হিত্বা যোঽন্যাং সেবেত মূঢ়ধীঃ ॥ ২ ॥ রৌরবং নরকং প্রাপ্য পৈশাচীং যোনিমাপ্নুয়াৎ। অত্রৈবোদাহরন্তীম-মিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৩ ॥ পাপঘ্নং পাবনং ধর্ম্ম্যং সদ্যো বন্দ্যং পুরাতনম্। পুরা গোদাবরীতীরে ক্ষেত্রে ব্রহ্মেশ্বরে শুভে ॥ ৪ ॥ দুর্ব্বাসশিষ্যৌ পরমহংসৌ ব্রহ্মৈকনিষ্ঠিতৌ। সদৈবোপনিষদ্বিদ্যা-নিষ্ঠিতৌ নিরপেক্ষিতৌ ॥ ৫ ॥ ভিক্ষাযাত্রাধিমো পুণ্যৌ তৌ গুহাবাসিনাবুভৌ। সত্যনিষ্ঠতপো-নিষ্ঠাবিতি খ্যাতৌ জগত্রয়ে ॥ ৬ ॥ তয়োর্মধ্যে সত্যনিষ্ঠঃ সদা বিষ্ণুকথাপরঃ। শ্রোতৃণামপ্যভাবে চ ব্যাখ্যাতৃণাং তথা নৃপ ॥ ৭ ॥ তদা কর্ম্মকলা নিত্যাঃ করোত্যদ্ধা মুনীশ্বরঃ। শ্রোতা চেদস্তি যঃ কশ্চিত্তস্মৈ ব্যাখ্যাত্যহর্নিশম্ ॥ ৮ ॥ যদি ব্যাখ্যাতি কশ্চিদ্বা পুণ্যাং বিষ্ণুকথাং শুভাম্। তদা সন্ত্যজ্য কর্ম্মাণি শৃণোতি শ্রবণে রতঃ ॥ ৯ ॥ অতিদূরস্থ-তীর্থানি দেবতায়তনানি চ। হিত্বা কথাবিরোধীনি তথা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ ॥ ১০ ॥ শৃণোতি চ কথাং দিব্যাং শ্রোতৃভ্যো বক্তি বৈ স্বয়ম্। বিনা কথাং ন জানাতি সেব্যমন্যন্নরেশ্বর ॥ ১১ ॥ ব্যাখ্যাতি চ গৃহে স্বস্য বক্তা রোগাদ্যুপদ্রুতঃ। কূপস্নানপরো ভূত্বা শৃণোত্যেব কথাং মুনিঃ ॥ ১২ ॥ কথায়াশ্চ বিরামে তু স্বকৃত্যং সাধয়ত্যলম্। কথাং বৈ শৃণ্বতঃ

নিত্যতা জানিবে, হে ভূপতে। মুনি মার্কণ্ডেয় আমার নিকট এইরূপই বলিয়াছিলেন, অদ্য আমি তোমার নিকট তাহাই বলিলাম। হে নৃপ! সেই বেন হইতেই আর বৈশাখধর্ম্ম বিখ্যাতি লাভ করে নাই, কদাচিৎ কোন বিষয়বিরক্ত বিষ্ণুতৎপর নরই এই বৈশাখধর্ম্ম জানিতে পারিয়াছে। ৪৮—৭২।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রুতদেব বলিলেন,—যে নর বৈশাখে দিবাকরের মেষরাশিবাসকালীন প্রাতঃস্নান, মধুসূদনের অর্চ্চনা এবং হরির এই পুণ্যকথা শ্রবণ করে, সে পাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদে গমন করে। হরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে থাকিলে যে মূঢ় মানব তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কথায় আসক্ত হয়, তাহার রৌরব নরক ভোগের পর পিশাচ-যোনিপ্রাপ্তি হয়। এই বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস পণ্ডিতগণ উদাহরণরূপে কীর্ত্তন করেন। এই পুরাতন উপাখ্যান সদ্যঃ পাপঘ্ন, পাবন, ধর্ম্ম্য এবং বন্দনীয়। পূর্ব্বকালে গোদাবরীতীরে সুশোভন ব্রহ্মক্ষেত্রে দুর্ব্বাসার পরমহংস শিষ্যদ্বয় বাস করিতেন। তাঁহারা একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, সতত উপনিষদ্‌বিদ্যা সেবা করিতেন এবং তাঁহারা বিষয় নিরপেক্ষ ছিলেন। ঐ পূতশিষ্যদ্বয় গিরিগুহায় বাস ও ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিয়া জীবন-ধারণ করিতেন, তাঁহারা সত্যনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ নামে বিখ্যাতি লাভ করেন। ১—৬। হে নৃপ! ঐ শিষ্যদ্বয়ের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ সতত বিষ্ণুকথাপরায়ণ ছিলেন, শ্রোতা কিংবা বক্তার অভাবেও তিনি বিষ্ণুকথায় বিরত হইতেন না। সেই মুনীশ্বর কখনও যথাতত্ত্ব হরির ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন, শ্রোতা প্রাপ্ত হইলে তাহার নিকট অহ-র্নিশ মধুসূদনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন, যদি বা কখন বক্তা পাইতেন, তবে শ্রবণনিরত সত্যনিষ্ঠ অন্যান্য কার্য্যের সঙ্কোচ করিয়া শুভা-বহ বিষ্ণুকথাই শ্রবণ করিতেন। অতিদূর-স্থিত তীর্থে বা দেবালয়ে গমন কিংবা বহু-বিধ কর্ম্মাচরণ এই সকল বিষ্ণুকথাশ্রবণের বিরোধী। এজন্য তিনি ঐ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক সতত বিষ্ণুকথা শ্রবণ বা শ্রোতা পাইলে স্বয়ং কীর্ত্তন করিতেন। হে নরেশ্বর! তিনি বিষ্ণুকথা শ্রবণ ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম সেব্য বলিয়া জানিতেন না। স্বীয় গৃহে কখনও ধর্ম্মবক্তা হইতে থাকিলে রোগাভিভূত গৃহস্বামী মুনি কূপস্নান-পরায়ণ হইয়া পুণ্য হরির কথা শ্রবণ করিতেন। তাহার পর কথায় অবসান হইলে অত্যন্ত স্বকৃত্য-

পুংসো জন্মবন্ধো ন বিদ্যতে॥ ১৩॥ সত্ত্বশুদ্ধিস্ততো বিষ্ণাবরতিশ্চৈব গচ্ছতি। রতিশ্চ জায়তে বিষ্ণৌ সৌহৃদং চৈব সাধুষু॥ ১৪॥ নীরজং নির্গুণং ব্রহ্ম সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে। জ্ঞানহীনস্য বৈ পুংসঃ কর্ম্ম বৈ নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ১৫॥ বহুধাচরিতং চাপি হ্যন্ধেবাঙ্কদর্পণম্। কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি বহুধা শোচিতাত্মভিঃ॥ ১৬॥ সত্ত্বশুদ্ধ্যৈ ভবন্ত্যেব সত্ত্বশুদ্ধ্যা শ্রুতিং ব্রজেৎ। শ্রুতেস্তু জ্ঞানমাসাদ্য জ্ঞাত্বা ধ্যানায় কল্পতে॥ ১৭॥ বহুধা শ্রবণং ধ্যানং মননং শ্রুতিচোদিতম্। যত্র বিষ্ণুকথা নাস্তি যত্র সাধুজনা নহি॥ ১৮॥ সাক্ষাদ্গঙ্গাতটং বাপি ত্যাজ্যমেব ন সংশয়ঃ। যদ্দেশে তুলসী নাস্তি বৈষ্ণবং ধাম বা শুভম্॥ ১৯॥ যত্র বিষ্ণুকথা নাস্তি মৃতস্তত্র তমো ব্রজেৎ। যদ্গ্রামে বৈষ্ণবং ধাম নাস্তি কৃষ্ণমৃগোঽপি বা॥ ২০॥ যত্র বিষ্ণুকথা নাস্তি সাধবো বাতদাশ্রয়াঃ। মৃতস্তত্র পুমান্ ক্ষিপ্রং শ্বানযোনিশতং ব্রজেৎ॥ ২১॥ বিচার্য্যোপনিষদ্বিদ্যামিতি নিশ্চিত্য বৈ মুনিঃ। সদা বিষ্ণুকথাসক্তো বিষ্ণুস্মৃতিপরায়ণঃ॥ ২২॥ ন কিঞ্চিদধিকং জাতু মন্যতে শ্রবণাৎ পরম্। ইতরস্তু তপোনিষ্ঠঃ কর্ম্মনিষ্ঠো দুরাগ্রহী॥ ২৩॥ ন ব্যাখ্যাতি স্বয়ং বাপি ন শৃণোতি চ সৎকথাম্। বাচ্যমানাং কথাং হিত্বা তীর্থস্নানায় গচ্ছতি॥ ২৪॥ তীর্থেঽপি চ প্রবৃত্তায়াং কথায়াং ভূমিপালক। কর্ম্মলোপভয়াদ্দূরং যাতি চাঞ্চল্যশঙ্কিতঃ॥ ২৫॥ ব্রজন্তি গৃহকৃত্যার্থং সঙ্গমাৎ পরতো জনাঃ। ন শ্রোতারো ন বক্তারস্তস্য পার্শ্বে তু কর্ম্মিণঃ॥ ২৬॥ দুরাত্মনস্তু দুর্বুদ্ধেঃ কাল এবং ক্ষয়ং গতে। জিহ্বাং শ্রুতিঞ্চ ন ক্বাপি সম্প্রাপ্তা হি কথা বিভোঃ॥ ২৭॥ অশ্রোতৃত্বাদবক্তৃত্বাদ্দুর্বুদ্ধিত্বাদ্দুরাগ্রহাৎ। পশ্চাৎ পঞ্চত্বমাসাদ্য সদ্যো ধর্ম্মেণ বৈ মুনিঃ॥ ২৮॥ পিশাচোঽভূচ্ছমীবৃক্ষে ছিন্নকর্ণাহ্বয়োঽবলঃ। নিরাশ্রয়ো নিরাহারঃ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ॥ ২৯॥ এবং বৈ খিদ্যমানস্য সমা দিব্যাযুতা গতাঃ। নাপশ্যৎস্বস্য ত্রাতারং নিরাহারোঽতিদুঃখিতঃ॥ ৩০॥ স্বকৃতং

নিচয় বাহুল্যরূপে সাধন করিতেন। কেন না কথাশ্রবণেই পুরুষের জন্মবন্ধ দূর হয়। কথা শ্রবণে মানবের সত্ত্বশুদ্ধি ও বিষ্ণুতে রতি জন্মে, ক্রমে বিষ্ণুতে রতি জন্মিলে সাধুগণের প্রতি সৌহৃদ্য জন্মিয়া থাকে। তারপর নীরোগ এবং সদ্য হৃদয়ে নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা লাভ হয়। জ্ঞানহীন মানবের কর্ম্ম নিষ্ফল, জ্ঞানহীন মানব বহুবিধ কর্ম্মাচরণ করিলেও অন্ধকারে দর্পণ দর্শনের ন্যায় কোন কার্য্যকর হয় না। জ্ঞানীর ক্রিয়মাণ বহু কর্ম্ম আত্মার শুদ্ধি সম্পাদন করে, আর আত্মা শুদ্ধিসম্পন্ন হইলে বেদজ্ঞান লাভ হয়, অনন্তর বেদজ্ঞান হইতে জ্ঞানী ধ্যাননিপুণ হইয়া থাকে। অতএব সতত বহুধা-বেদোক্ত শ্রবণ, ধ্যান ও মনন অবলম্বন কর্ত্তব্য। যে স্থানে বিষ্ণুকথা বা সাধুগণ নাই, সাক্ষাৎ জাহ্নবীতীর হইলেও সে স্থান বর্জ্জনীয়; সংশয় নাই। যে দেশে তুলসী বা শুভাবহ বৈষ্ণব দেবালয় নাই, কিংবা বিষ্ণুকথায় আলোচনা হয় না, তত্রত্য মানব মৃত হইয়া নরকে গমন করে। যে স্থানে বিষ্ণুমন্দির, কৃষ্ণসার মৃগ কিংবা বিষ্ণুকথা নাই, সাধুগণ যে দেশের আশ্রয় গ্রহণ করেন না; কেননা তত্রত্য নর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুরযোনিতে গমন করে। ঋষি সত্যনিষ্ঠ বিবিধ উপনিষদ্বিদ্যায় বিচারপূর্ব্বক এই সকল বিষয়ে স্থিরমতি হইয়া সতত বিষ্ণুকথাসক্ত ও বিষ্ণুস্মৃতিপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুকথাশ্রবণ হইতে কদাচ অন্য কিছুই অধিক বলিয়া মনে করিতেন না। অপর শিষ্য তপোনিষ্ঠ কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া দুরাগ্রহযুক্ত হন, তিনি কখন স্বয়ং বিষ্ণুকথার ব্যাখ্যা কিংবা শ্রবণ করিতেন না। কোথাও বিষ্ণুকথার ব্যাখ্যা হইলে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থস্নানে গমন করিতেন, হে ভূমিপালক! সেই তীর্থেও যদি সৎকথা প্রবর্ত্তিত হইত, নিত্যকর্ম্মলোপের ভয়ে চাঞ্চল্যবশতঃ তপোনিষ্ঠ তথা হইতে দূরে চলিয়া যাইতেন। অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ পরস্পর সম্মিলনের পর অর্থাৎ কথাবসানে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু তপোনিষ্ঠের পার্শ্বে কি শ্রোতা কি বক্তা ইঁহারা স্থান পাইতেন না। দুর্ব্বুদ্ধি দুরাত্মা সত্যনিষ্ঠের এইরূপেই কালক্ষয় হইল, তাহার জিহ্বা বা কর্ণ বিভু বিষ্ণুর মাহাত্ম্য শ্রবণে কদাচ লিপ্ত হইল না। মুনি তপোনিষ্ঠ দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ বিষ্ণুকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন নাই, তাঁহার এতাদৃশ দুরাগ্রহের জন্য তিনি কিয়দ্দিনান্তর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ছিন্নকর্ণ নামে বলহীন এক পিশাচ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পিশাচ ছিন্নকর্ণ নিরাশ্রয় ও নিরাহার হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল, পিপাসায় তাহার তালু, কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। এইরূপে খিদ্যমান হইয়া পিশাচ ছিন্নকর্ণের দিব্যপরিমাণে অযুত বৎসর অতি-

চিন্তয়ানশ্চ মত্তোন্মত্ত ইবাভ্রমৎ। ক্ষুধয়া পর্য্যটন্ বাপি নির্বৃত্তিং নাপ মূঢ়ধীঃ ॥ ৩১ ॥ কৃশানুসদৃশো বায়ুরঙ্গং স্পৃষ্টাকৃতাত্মনঃ। কালাগ্নিতুল্যা আপশ্চ ফলপুষ্পাদিকং বিষম্ ॥ ৩২ ॥ ন ক্বাপি সুখমাপেদে কর্ম্মঠো দীনধীরয়ম্। এবং ব্যবসিতে তস্মিন্নরণ্যে জনবর্জ্জিতে ॥ ৩৩ ॥ কথয়া রহিতে ক্ষেত্রে স্বাশ্রয়ে সাধুবর্জ্জিতে। দৈবাদায়াৎ সত্যনিষ্ঠস্তদা পৈঠীনসীং পুরীম্ ॥ '৪ ॥ গচ্ছন্ মার্গে দদর্শাসৌ ছিন্নকর্ণং বহুব্যথম্। দৃষ্ট্বাত্মানং দ্রাবয়ন্তং ক্রন্দন্তং ক্ষুধয়াতুরম্ ॥ ৩৫ ॥ মা ভৈষীরিতি চাভাষ্য কোঽসীত্যাহ মুনীশ্বরঃ। দশেদৃশী চ কস্মাত্তে ন তে দুঃখমতঃ পরম্ ॥ ৩৬ ॥ ইত্যাশ্বস্তোঽমুনা ছিন্নকর্ণঃ প্রাহাতিবিহ্বলঃ। তপোনিষ্ঠো যতিরহং শিষ্যো দুর্ব্বাসসঃ পরম্ ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মেশ্বরক্ষেত্রবাসী কর্ম্মনিষ্ঠো দুরাগ্রহী। কর্ম্মলোপভয়ান্মোচ্যাত্ময়া দুর্বুদ্ধিনা মুনে ॥ ৩৮ ॥ সাধুভির্বাচ্যমানাপি নাদৃতা বিষ্ণুসৎকথা। ন বাখ্যাতা চ শ্রোতৃভ্যঃ কথা কর্ম্মনিকৃন্তনী ॥ ৩৯ ॥ তেন কর্ম্মবিপাকেণ মহতাহং মৃতিং গতঃ। ছিন্নকর্ণোঽভবং নাম্না পিশাচো দুঃখবিহ্বলঃ ॥ ৪০ ॥ ন পশ্যামি চ ত্রাতারং দুঃখাদস্মাৎ কথঞ্চন। তব দৃষ্টিপথং যাতো দিষ্ট্যাহং গতকল্মষঃ ॥ ৪১ ॥ অদ্য মে দেবতাস্তুষ্টা গুরবঃ সাধবশ্চ যে। হরিশ্চ মে প্রসন্নোঽভূদ্‌যতস্তে দর্শনং মম ॥ ৪২ ॥ পপাত পাদয়োর্ভূমৌ ত্রাহিত্রাহীতি বৈ ক্রন্দন্। ততস্তু কৃপয়াবিষ্টঃ সত্যনিষ্ঠো মহাযশাঃ ॥ ৪৩ ॥ দোর্ভ্যামুত্থাপয়ামাস শস্তমাভ্যাং মুনীশ্বরঃ। ততস্তপ উপস্পৃশ্য দদৌ পুণ্যমনুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥ বৈশাখমাসমাহাত্ম্যশ্রবণস্য মুহূর্ত্তজম্। তেন পুণ্যপ্রভাবেন সদ্যোধ্বস্তাখিলাশুভঃ ॥ ৪৫ ॥ 'পিশাচদেহনির্মুক্তো দিব্যদেহধরোঽভবৎ। দিব্যং বিমানমারুহ্য তং

বাহিত হইল; নিরাহার পিশাচ তাহার ত্রাণকর্ত্তা না দেখিয়া অতি দুঃখিত হইল, এবং স্বীয় কর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক কখন মত্ত কখন উন্মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। মূঢ়ধী ক্ষুধায় অত্যন্ত আকুল হইল, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও কুত্রাপি নির্বৃতি প্রাপ্ত হইল না। সমীরণও অনলের ন্যায় হইয়া সেই অকৃতাত্মার শরীর স্পর্শ করিতে লাগিল, জল কালানলের ন্যায় এবং ফলকুসুমাদি বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। কর্ম্মী দীনচেতা তপোনিষ্ঠ কুত্রাপি শান্তি লাভ করিলেন না। এইরূপে তিনি নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন, বিষ্ণুকথাশূন্য তদীয় বাসক্ষেত্রে সাধুগণ সমাগত হইতেন না। ছিন্নকর্ণ পিশাচরূপী তপোনিষ্ঠ বিচরণ করিতে করিতে একদা দৈববশে পৈঠীনসী পুরে উপনীত হন। সত্যনিষ্ঠ পৈঠীনসীপুরে বাস করিতেন, সত্যনিষ্ঠ তখন পথে বিচরণ করিতেছিলেন, তিনি দেখিলেন, খিদ্যমান ছিন্নকর্ণ ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রধাবিত হইতেছে। মুনীশ্বর তাঁহার ঈদৃশ দশা সন্দর্শন করিয়া বলিলেন,—"তোমার ভয় নাই, বল—তুমি কে, তোমার কেন এইরূপ দশা উপস্থিত হইয়াছে? অদ্য হইতে আর তোমার কোন ক্লেশ হইবে না।" অতি বিহ্বল ছিন্নকর্ণ সত্যনিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া বলিতে লাগিল,—"আমার নাম তপোনিষ্ঠ, আমি যতি ঋষি দুর্ব্বাসার শিষ্য; ব্রহ্মেশ্বর ক্ষেত্রে আমার বাস-ভূমি, আমি দুরাগ্রহবশতঃ কর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলাম। হে মুনে! মূঢ়তাহেতু কর্ম্মলোপ-ভয়ে আমার বুদ্ধি অতিশয় কুৎসিত হইয়াছিল, সাধুগণ কখন বিষ্ণুর পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিলে আমি তাহার প্রতি আদর প্রদর্শন করি নাই, যে বিষ্ণুকথাই কর্ম্মবন্ধন ছেদন করে, শ্রোতৃগণ-সমীপে আমি সেই বিষ্ণুকথার ব্যাখ্যা করি নাই, আমি সেই মহাকর্ম্মবিপাকফলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিন্নকর্ণনামক পিশাচ হইয়াছি; আমি আমার এই দুঃখের ত্রাণকর্ত্তা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া দুঃখে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছি। ৩০—৪০। হে মুনে! ভাগ্যবশে আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া অদ্য আমি নিষ্পাপ হইলাম, আপনার দর্শন লাভ করায় অদ্য আমার প্রতি দেবতা, গুরু ও সাধুগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ভগবান্ হরিও আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তপোনিষ্ঠ এইরূপ বলিয়া "ত্রাহি ত্রাহি" শব্দে রোদন করিতে করিতে সত্যনিষ্ঠের পাদমূলে পতিত হইলে মহাযশা মুনীশ্বর সত্যনিষ্ঠ কৃপাবিষ্ট হইয়া স্নিগ্ধ বাহুযুগল দ্বারা ধারণপূর্ব্বক তাহাকে উত্থাপিত করিলেন। অনন্তর জলস্পর্শপূর্ব্বক তাঁহার বৈশাখমাসমাহাত্ম্যের মুহূর্ত্তমাত্র শ্রবণফল তপোনিষ্ঠকে প্রদান করিলেন, এই পুণ্যপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ তপোনিষ্ঠের নিখিল কলুষ বিধ্বস্ত হইল, এবং সে পিশাচশরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিব্য দেহ ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে তথায় দিব্য

প্রণম্য মহামুনিম্ ॥ ৪৬ ॥ আমন্ত্র্য চ পরিক্রম্য যযৌ বিষ্ণোঃ পরং পদম্। সত্যনিষ্ঠস্ততো ধীমান্ যযৌ পৈঠীনসীং পুরীম্ ॥ ৪৭ ॥ মাহাত্ম্যশ্রবণস্যৈবং চিন্তয়ানঃ পুনঃপুনঃ। শ্রুতদেব উবাচ। যত্র বিষ্ণুকথা পুণ্যা শুভা লোকমলাপহা ॥ ৪৮ ॥ তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ। যত্র প্রবহতে পুণ্যা শুভা বিষ্ণুকথাপগা ॥ ৪৯ ॥ তদ্দেশবাসিনাং মুক্তিঃ করসংস্থা ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে কথাপ্রশংসায়াং পিশাচমুক্তিপ্রাপ্তির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রুতদেব উবাচ। ভূয়ঃ শৃণুষ্ব ভূপাল মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। বৈশাখস্য চ মাসস্য বল্লভস্য মধুদ্বিষঃ ॥ ১ ॥ পুরা পাঞ্চালদেশে তু রাজা পুরুযশোঽভবৎ। তনয়ো ভূরিযশসঃ পুণ্যশীলস্য ধীমতঃ ॥ ২ ॥ পিতর্য্যুপরতে ভূপ রাজ্যস্থো ধর্ম্মালালসঃ। শৌর্য্যোদার্য্যগুণোপেতো ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৩ ॥ শশাস পৃথিবীং সর্ব্বাং স্বধর্ম্মেণ মহামতিঃ। পূর্ব্বজন্মজলাদানাদ্দোষেণ মহতা বৃতঃ ॥ ৪ ॥ সম্পদ্ধানিমবাপাসৌ কালেন কিয়তানঘ। হয়া গজা মৃতিং যাতা মহদ্রোগেণ পীড়িতাঃ ॥ ৫ ॥ দুর্ভিক্ষমতুলং চাসীন্নির্ম্মানুষ্যবিধায়কম্। রাজ্যং কোশং তদা চাসীদ্গজভুক্তকপিত্থবৎ ॥ ৬ ॥ বলহীনং নৃপং জ্ঞাত্বা কোশরাষ্ট্রবিবর্জ্জিতম্। তং জেতুমেষ সময় ইতি নিশ্চিতমানসাঃ ॥ ৭ ॥ আজগ্মুঃ শতশো ভূপা রিপবস্তস্য ভূপতেঃ। জিগ্যুর্যুদ্ধেন তং ভূপং পঞ্চালবিষয়াধিপম্ ॥ ৮ ॥ পরাজিতস্ততো রাজা বিবেশ গিরিগহ্বরে। শিখিন্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং ধাত্র্যাদিগণসংযুতঃ ॥ ৯ ॥ অজ্ঞাতপদ্ধতিশ্চান্তের্দুঃখসমাকুলঃ। ত্রিপঞ্চাশৎসমাশ্চৈব নীতাস্তেন বিলীয়তা ॥ ১০ ॥ চিন্তয়ামাস ভূপালঃ কিমেতদিতি ভূরিশঃ। কর্ম্মণা জন্মশুদ্ধোঽহং মাতৃপিতৃহিতে রতঃ ॥ ১১ ॥ গুরুভক্তঃ সদাক্ষিণ্যো ব্রহ্মণ্যো ধর্ম্মতৎপরঃ।

বিমান আসিয়া উপনীত হইল, তিনি সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক মুনিকে প্রণাম, আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিলেন। অনন্তর ধীমান্ সত্যনিষ্ঠ পৈঠীনসী পুরে গমন করিলেন এবং বৈশাখমাসের মাহাত্ম্যশ্রবণজাত পুণ্যের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। শ্রুতদেব বলিলেন, যে স্থলে লোকমলাপহা শুভাবহা পবিত্র বিষ্ণুকথা কীর্ত্তিত হয়, সেই স্থানে নিখিল তীর্থ ও ক্ষেত্রসমূহ উপনীত হইয়া থাকে। যে স্থানে বিষ্ণুকথারূপিণী শুভাবহা পুণ্যনদী প্রবাহিত হয়, তদ্দেশবাসী মনুষ্যগণের মুক্তি করস্থ জানিবে, নাই। ৪১—৫০।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে ভূপাল! পুনরপি পাপনাশন মধুরিপুর প্রিয়মাস বৈশাখের মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পাঞ্চালদেশে পুরুযশা নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি ধীমান্ পুণ্যশীল ভূরিযশার পুত্র। হে ভূপ! শৌর্য্য ও ঔদার্য্যসমন্বিত ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ রাজা পুরুযশা পিতা ভূরিযশা লোকান্তর গমন করিলে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ধর্ম্মাসক্ত হইয়া যথাবিধি রাজধর্ম্মে সমস্ত পৃথিবীর শাসন পালন করেন। হে অনঘ! এই রাজা পূর্ব্বজন্মে জল দান করেন নাই, এজন্য মহাদোষ তাঁহাকে আশ্রয় করে এবং অল্পকালমধ্যেই তাঁহার সম্পদ্‌হানি হয়। গজ ও অশ্বসমূহ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে পতিত হইল, ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া রাজ্য জনশূন্য করিয়া ফেলিল; তাঁহার রাজ্য ও কোষ যেন গজভুক্ত কপিত্থের ন্যায় অন্তঃসার শূন্য হইয়া উঠিল। তদীয় শত্রু অন্যান্য শত শত ভূপালগণ তৎকালে মহীপালকে বলহীন ও কোষরাষ্ট্রশূন্য মনে করিয়া নিশ্চয় করিলেন, ইহাই পুরুযশাকে জয় করিবার উপযুক্ত অবসর। তাঁহারা এইরূপ স্থির করিয়া নরপতি পুরুযশাকে আক্রমণপূর্ব্বক সমরে পরাজয় করিয়া তদীয় রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। ১—৮। পাঞ্চালপতি পরাজিত হইয়া পত্নী শিখিনী ও কতিপয় পরিচারিকা সমভিব্যাহারে গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। রাজা এবং তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ কেহই পার্ব্বত্য পথ বিদিত নহেন, এজন্য অজ্ঞাত পথে বিচরণ করিয়া রাজা অত্যন্ত কাতর হইলেন। দীনচেতা নৃপতির এইরূপে ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর অতিবাহিত হইল। রাজা একদিন চিন্তা করিলেন,—অহো! এ কি আমার মহাদুঃখ উপস্থিত হইল। “কর্ম্ম দ্বারা আমি শুদ্ধজন্মা, মাতৃপিতৃহিতে রত

দয়াবান্ সর্ব্বভূতেষু দেবভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥ ন ভ্রাতা মে ন পুত্রো মে ন চ মে সুহৃদো হিতাঃ । দয়াপৌরুষবিখ্যাতাঃ কুলীনস্যাপি মে কৃতঃ ॥ ১৩ ॥ কেন বা কর্ম্মণা চাপ্তং দারিদ্র্যং ভূরি দুঃখদম্ । কেন বাপজয়ো মেঽদ্য কেন বা বনবাসিতা ॥ ১৪ ॥ ইতি চিন্তাকুলো রাজা গুরুং সস্মার খিন্নধীঃ । যাজোপযাজকৌ নাম সর্ব্বজ্ঞৌ মুনিসত্তমৌ ॥ ১৫ ॥ আজগ্মতুর্মুনীন্দ্রৌ তৌ রাজ্ঞাহূতৌ মহামতী । তৌ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় রাজা পাঞ্চালবল্লভঃ ॥ ১৬ ॥ ননাম শিরসা ভক্ত্যা প্রবাসেনাতিপীড়িতঃ । রাজচিহ্ন-বিহীনশ্চ কেনাপ্যজ্ঞাতপদ্ধতিঃ ॥ ১৭ ॥ তূষ্ণীং ভূত্বা মুহূর্ত্তং হি পতিত্বা ভুবি পাদয়োঃ । দোর্ভ্যা-মুত্থাপিতস্তাভ্যাং পরিমৃষ্টাশ্রুলোচনঃ ॥ ১৮ ॥ বিধিবৎপূজয়ামাস বন্যৈরেবার্হণৈঃ শুভৈঃ । সুপবিষ্টৌ তু তৌ বিপ্রৌ পপ্রচ্ছানতকন্ধরঃ ॥ ১৯ ॥ ব্রাহ্মণৌ বদতং দুঃখকারণং চ ক্ষিতীশিতুঃ । কর্ম্মণা শুদ্ধজন্মস্য পিতৃদেবপ্রিয়স্য চ ॥ ২০ ॥ পাপভীরোঃ কৃপালোশ্চ গুরুভক্তস্য মে কুতঃ । দারিদ্র্যং কোষহানিশ্চ রিপুভিশ্চ পরাভবঃ ॥ ২১ ॥ কস্মাদরণ্যবাসশ্চ কুত একাকিতা মম । ন পুত্রো ন চ মে ভ্রাতা ন হিতাঃ সুহৃদশ্চ মে ॥ ২২ ॥ দুর্ভিক্ষং বা কুতশ্চাসীদ্দেশে মৎপালিতেঽনঘে । এতদ্বিস্তার্য্য মে ব্রূতং কারণং মুনিপুঙ্গবৌ ॥ ২৩ ॥ ইত্যুক্তৌ তৌ মুনিশ্রেষ্ঠৌ ভূতেনাত্যন্তদুঃখিনা । প্রত্যূচতুর্মহাত্মানৌ কিঞ্চিদ্ধ্যান-পরায়ণৌ ॥ ২৪ ॥ যাজোপযাজকাবূচতুঃ । শৃণু ভূপ প্রবক্ষ্যাবস্তব দুঃখস্য কারণম্ । পুরা ভূপ মহাপাপী ব্যাধস্ত্বং দশজন্মসু ॥ ২৫ ॥ নিষ্ঠুরঃ সর্ব্বলোকানাং সদা হিংসাপরায়ণঃ । ধর্ম্মলেশাকরঃ ক্বাপি ন দমো ন চ বৈ শমঃ ॥ ২৬ ॥ ন জিহ্বা বক্তি নামানি বিষ্ণোর্ব্বাপি কথঞ্চ ন । চেতঃ স্মরতি গোবিন্দ-চরণাম্বুরুহদ্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥ ন প্রণামঃ কৃতঃ ক্বাপি

গুরুভক্ত, দাক্ষিণ্যসমন্বিত, ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন এবং ধর্ম্মতৎপর; প্রাণিনিচয়ে আমি দয়া করিয়া থাকি, দেবতায় আমার ভক্তি আছে, ইন্দ্রিয়গণ আমার বশীভূত; আমি এইরূপ সর্ব্ববিধগুণসম্পন্ন কুলীন হইয়াও কেন বহু দুঃখভাজন হইলাম? কেন আমার ভ্রাতা ও পুত্র নাই; দয়া ও পৌরুষবিখ্যাত সুহৃদ্গণ কেন আমার হিতে রত নহে? অথবা আমার এই ভীষণ দারিদ্র্যপ্রাপ্তির কোন কারণ থাকিবে! যাহা হউক, আমি এখানে কিরূপে এই দুঃখ জয় করিব, কি করিলে আমার বনবাস বিদূরিত হইবে; খিন্নমনা রাজা এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া গুরুকে স্মরণ করিলেন। রাজার স্মরণ মাত্রে যাজ ও উপযাজকনামক তদীয় সর্ব্বজ্ঞ মুনিসত্তম মুনীন্দ্র মহামতি গুরুদ্বয় তথায় উপনীত হইলেন। প্রবাসপীড়িত পাঞ্চালপতি সহসা তাঁহাদিগকে দেখিয়াই গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। অজ্ঞাতপথ রাজচিহ্নবিহীন মহীপতি মুহূর্ত্তমাত্র তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদের পদযুগলে পতিত হইলে তাঁহারা বাহু-যুগল দ্বারা ধারণপূর্ব্বক রাজাকে উত্থাপিত করি-লেন। নৃপতি তখন উত্থিত হইয়া কর দ্বারা নয়ননীর পরিমার্জ্জিত করত সুশোভন বন্য ফলমূলাদি আহরণপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহাদের পূজা করিলেন। অনন্তর সেই দ্বিজদ্বয় যথাবিধি পূজিত হইয়া আসনে সুখে সমাসীন হইলে রাজা মস্তক অবনত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে বিপ্রদ্বয়! আমি বসুধার অধীশ্বর, কর্ম্ম দ্বারা আমি শুদ্ধজন্মা এবং পিতৃ দেব ও দ্বিজাতিগণের প্রতি আমার অনুরাগ আছে; অতএব কিজন্য আমার মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কারণ বলুন। আমি সতত পাপ-ভীরু, কৃপালু ও গুরুভক্ত; কেন আমার দারিদ্র্য ও কোষহানি হইল এবং কিরূপেই বা অরিকুল আমাকে পরাভব করিল? কি জন্য আমার একাকী বনবাস ঘটিল? আমার পুত্র ও ভ্রাতা নাই কেন? সুহৃদ্গণ কেন আমার হিতসাধন করিতেছে না? আমার শাসিত পাপহীন রাজ্যে দুর্ভিক্ষই বা কিরূপে উপস্থিত হইল? হে মুনিপুঙ্গবদ্বয়! এই সকল বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন। ৯—২৩। অত্যন্ত দুঃখক্লিষ্ট নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত মহাত্মা মুনিসত্তমদ্বয় ক্ষণকাল ধ্যানপরায়ণ হইয়া রাজার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন। যাজ ও উপযাজক কহিলেন,—হে রাজন্! তোমার দুঃখের কারণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে নৃপ! পুরাকালে তুমি দশজন্ম মহাপাপী ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি নির্দ্দয় হইয়া নিখিল লোকের হিংসায় রত থাকিতে। ধর্ম্মের লেশও তোমাকে স্পর্শ করিত না; পদমদাদি তোমার ছিল না; তোমার রসনা কখনও হরিনাম কীর্ত্তন করিত না। তোমার চিত্ত কদাচ গোবিন্দের পাদ-পদ্ম সেবা করিত না; কদাচ তোমার মস্তক

শিরসা পরমাত্মনে। নব জন্মানি তে ভূপ গতান্যেবং দুরাত্মনঃ ॥২৮॥ দশমে জন্মনি প্রাপ্তে ব্যাধস্ত্বং সহ্যভূধরে। নিষ্ঠুরঃ সর্ব্বলোকানাং নরাণাং ত্বং নরান্তকঃ ॥ ২৯ ॥ দয়াহীনঃ শস্ত্রজীবী সদা হিংসাপরায়ণঃ। নির্গুণঃ সকলত্রস্ত্বং মার্গপীড়াকরঃ শঠঃ ॥ ৩০ ॥ প্রজানাং গৌড়দেশ্যানাং রাক্ষসো মানুষাশনঃ। এবঙ্কাব্দাস্ত্বতীতানি নৈজং হিতমজানতঃ ॥ ৩১ ॥ বালাপত্যমৃগাণাং চ পক্ষিণাং চ বধাত্তব। দয়াহীনস্য দুর্ব্বুদ্ধের্জন্মন্যস্মিন্নপুত্রতা ॥ ৩২ ॥ বিশ্বাসঘাতকত্বেন ভ্রাতরো নৈব সোদরাঃ। মার্গপীড়াকরত্বেন সুহৃজ্জনবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৩ ॥ সাধুনাং চ তিরস্কারাচ্ছত্রুভিস্তে পরাজয়ঃ। কদাপ্যদত্তদোষেণ দারিদ্র্যং পতিতং গৃহে ॥ ৩৪ ॥ সদৈবোদ্বেগকারিত্বাৎ প্রবাসস্তে দুরাসদঃ। সর্ব্বেষামপ্রিয়ত্বাচ্চ দুঃখমত্যন্তদুঃসহম্ ॥ ৩৫ ॥ নিরাহারোঽপ্যতঃ পূর্ব্বং সদা ক্রূরেণ কর্ম্মণা। তস্মাদ্রাজ্যাপহারস্তে জন্মন্যস্মিন্মহামতে ॥ ৩৬ ॥ অথ তে সৎকুলীনত্বে হেতুং তচ্চাপি ব্রবীম্যহম্। যদা ত্বং গৌড়দেশীয়ো হ্যন্তিমে ব্যাধজন্মনি ॥ ৩৭ ॥ স্বকর্ম্মনিরতো ক্রূরে বিপিনে কণ্টকাবিলে। তিষ্ঠত্যেবং দয়াহীনে সর্ব্বভূতান্তকে পথি ॥ ৩৮ ॥ বৈশ্যাবাজগ্মতুর্দিব্যৌ ধনাঢ্যৌ ঘর্ম্মপীড়িতৌ। মুনিশ্চ কর্ষণো নাম বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৩৯ ॥ জটাচীরধরঃ পুণ্যঃ কমণ্ডলুপরিগ্রহঃ। তান্ দৃষ্ট্বা ধনুরাদায় মার্গং রুদ্ধ্বা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ অনুদ্রুত্য শরী বৈশ্যৌ কৃত্বা ছিন্নশরীরকৌ। তয়োরেকং চ ত্বং হত্বা গৃহীত্বাখিলতৎপণম্ ॥ ৪১ ॥ অপরং হন্তুমুদ্যুক্তে স দুদ্রাব ভয়াৎ দ্রুতম্। পণং গুল্মে বিনিক্ষিপ্য ভীতঃ প্রাণপরীপ্সকঃ ॥ ৪২ ॥ কর্ষণোঽপি মুনিঃ শীঘ্রং ব্যাধান্মৃতিবিশঙ্কয়া। আতপে ধাবমানঃ সংস্তৃষাঘর্ম্মপ্রপীড়িতঃ ॥ ৪৩ ॥ মূর্চ্ছামাপ গলৎস্বেদঃ

পরমাত্মাকে প্রণাম করে নাই। এইরূপে তোমার নয়জন্ম অতিবাহিত হয়; এই নয়জন্মে তুমি অতীব দুরাত্মা ছিলে। অনন্তর তোমার দশমজন্মে তুমি সহ্যভূধরে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে; এ জন্মেও তুমি সকল লোকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে, যমের ন্যায় মানবগণের পীড়া উৎপাদন করিতে; তুমি দয়াহীন, শস্ত্রজীবী সদা হিংসাপরায়ণ ও নির্গুণ ছিলে এবং শঠতা অবলম্বনপূর্ব্বক পত্নীর সহিত পথে অবস্থানপূর্ব্বক পথিকগণকে পীড়িত করিতে। তুমি মানুষাশন রাক্ষসরূপে গৌড় দেশের প্রজাগণকে ভক্ষণ করিয়াছিলে। তুমি তোমার নিজহিত বুঝিতে পার নাই, এইরূপে তোমার অনেক বৎসর অতীত হইয়াছিল। হে ভূপাল! তুমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ দয়া বিসর্জ্জন দিয়া যে মৃগ ও পক্ষিগণের শিশু সন্তান ভক্ষণ করিয়াছ, এজন্য এই জন্মে তোমার পুত্র হয় নাই। তুমি বিশ্বাসঘাতক ছিলে, এজন্য তোমার সহোদর ভ্রাতাও নাই; তুমি পক্ষিগণের পীড়া উৎপাদন করিতে, এজন্য সুহৃদ্‌গণ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তুমি সাধুগণের তিরস্কার করিয়া অরিকরে পরাজিত হইয়াছ; কখনও তুমি দান কর নাই, এজন্য তোমার দারিদ্র হইয়াছে; তুমি সতত নরগণের উদ্বেগকর কার্য্য করিয়া দুঃখাবহ প্রবাসে বাস করিতেছ, এবং সকলের অপ্রিয় করিতে বলিয়া অত্যন্ত দুঃসহ দুঃখের ভাজন হইয়াছে। হে মহামতে! তুমি পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্রূর কর্ম্ম করিয়াছিলে, এজন্য এজন্মে তুমি হৃতরাজ্য ও ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছ।২৪—৩৬। হে রাজন্! অনন্তর তুমি কেন সাধু কুলীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহারও কারণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার অন্তিম অর্থাৎ দশমজন্মে যখন তুমি গৌড়দেশে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ব্যাধোচিত ক্রূরকর্ম্মে নিরত হইয়া কণ্টকবহুল বনে বাস করিতেছিলে, তৎকালে নিদাঘপীড়িত ধনাঢ্য বৈশ্যদ্বয় এবং বেদবেদাঙ্গপারগ, জটাচীরধারী কমণ্ডলুকর কর্ষণনামক পুণ্যশীল মুনি সেই বনপথে বিচরণ করিতেছিলেন, তুমি পথিকগণের প্রাণনাশ করিয়া তাহাদের ধনরত্নের লুণ্ঠনাভিপ্রায়ে পথিমধ্যে বাস করিতে, তোমার দয়ার লেশমাত্র ছিল না; তুমি উহাঁদিগকে দর্শনকরতঃ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পথ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিয়াছিলে। অনন্তর তাঁহারা তোমার সম্মুখাগত হইলে সত্বর শরকরে গমনপূর্ব্বক তুমি ঐ বৈশ্যদ্বয়ের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া একজনকে নিহত ও তাঁহার ধনরত্ন অপহরণ করিয়াছিলে। অনন্তর তুমি যখন অপর পথিক বৈশ্যকে নিহত করিতে উদ্যত হও, তখন সে ভীতিবশতঃ দ্রুত পলায়ন করে এবং প্রাণের মায়ায় তদীয় ধনরত্ন একগুল্মমধ্যে নিক্ষেপ করে। এই সকল ব্যাপার দর্শনে ঋষি কর্ষণও ব্যাধ হইতে প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়া ধাবমান হইলেন, আতপতাপে ধাবমান হইয়া তিনি তৃষ্ণায় অত্যন্ত পীড়িত হইলেন, তাঁহার দেহ হইতে স্বেদ নির্গলিত হইতে লাগিল, তিনি মূর্চ্ছা-

সংজ্ঞামাত্রাবশেষিতঃ। বিহায়ৈনং দ্রুতবে চ বৈশ্যো জীবনতৎপরঃ ॥ ৪৪ ॥ ত্বং তাবদনুদ্রুতৌ দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতং পথি ভূসুরম্। পণং কুত্র বিনিক্ষিপ্তং কিয়দ্দূরং গতো বণিক্ ॥ ৪৫ ॥ ইতি পৃষ্টং দ্বিজং শ্রান্তমুজ্জীবয়িতুমুদ্যতঃ। ফুৎকৃত্বা কর্ণয়োস্তস্য নাগরং স্মৃতিকারণম্ ॥ ৪৬ ॥ পল্বলস্থোদকেনৈব কৃমিকর্দ্দম-সংযুজা। নেত্রে সমৃমৃজ্য শ্রান্তস্য পর্ণৈঃ সংবীজ্য তন্মুখে ॥ ৪৭ ॥ সসংজ্ঞঃ চ মুনিং কৃত্বা ত্বমাখশ্বস্থমানসঃ। মা শঙ্কা তে মুনে কার্য্যা মত্তঃ শস্ত্রভৃতো বনে ॥৪৮॥ নিষ্কিঞ্চনঃ সুখী লোকে কুতস্তে ভয়মুল্বণম্। ভিন্নপাত্রেণ জীর্ণেন ন মে কিঞ্চিদ্বিধ্যতি ॥ ৪৯ ॥ এতাবদ্বদ মে বিদ্বন্ বণিক্কুত্র পলায়িতঃ। কুত্র গুল্মে ধনং ক্ষিপ্তং তেন শীঘ্রং পলায়তা ॥ ৫০ ॥ অন্যথা ত্বাং হনিষ্যামি যদি মিথ্যা বদিষ্যসি। কর্ষণ উবাচ। ধনং গুল্মে বিনিক্ষিপ্তং মার্গাদস্মাৎপলায়িতঃ ॥ ৫১ ॥ ইতি প্রাহ ভয়াৎ সোঽপি পৃষ্টঃ প্রাণপরীপ্সয়া। গচ্ছ বিপ্র সুখং মার্গং মত্তো ভীতিং বিহায় চ ॥ ৫২ ॥ ইতো বিদূরে সলিলং তড়াগে বর্ত্ততে শুভম্। তৎ পীত্বা সলিলং পুণ্যং গচ্ছ গ্রামং গতশ্রমঃ ॥ ৫৩ ॥ অধুনৈবাগমিষ্যন্তি রাজকীয়াঃ পথা জনাঃ। মৎ-পদান্বেষণে সক্তাঃ শ্রুত্বা রাবং বণিক্পতেঃ ॥ ৫৪ ॥ তৃষার্ত্তমনুগন্তুং মে ন শক্যং ত্বাং ততো দ্বিজ। বীজয়ানেন পর্ণেন ঘর্ম্মঃ কিঞ্চিদ্গমিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ তস্মৈ দত্ত্বা পলাশঞ্চ ত্বমাগা বিপিনং পুনঃ। তেন পুণ্যপ্রভাবেন বৈশাখে ঘর্ম্মঘর্ঘরে ॥ ৫৬ ॥ স্বকার্য্যার্থং কৃতেনাপি মুনেস্ত্রাণায় পদ্ধতৌ। জন্মাসীত্তে মহাপুণ্যে রাজবংশেঽতিবিস্তৃতে ॥ ৫৭ ॥ যদীচ্ছসি সুখং রাজ্যং ধনধান্যাদিসম্পদঃ। স্বর্গাপবর্গৌ যদি বা সাযুজ্যং বা হরেঃ পদম্ ॥ ৫৮ ॥ কুরু বৈশাখধর্ম্মাংস্ত্বং

প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার সামান্যমাত্র সংজ্ঞা অবশিষ্ট রহিল। জীবনরক্ষণপরায়ণ বৈশ্য মুনির জীবন রক্ষায় যত্ন করিল না, সে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তুমিও ধনাঢ্য বৈশ্য ও ঋষি কর্ষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলে। অনন্তর ব্রাহ্মণকে পথে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তুমি তখন "বৈশ্য কোথায় গেল, তাহার ধনরত্ন কোন্ স্থানে নিক্ষেপ করিল" ইত্যাদি জানিবার জন্য সেই শ্রান্ত দ্বিজকে উজ্জীবিত করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলে। তুমি চেতনা সম্পাদনের জন্য ফুৎকার দ্বারা তাঁহার কর্ণদ্বয়ে শুণ্ঠীচূর্ণ নিক্ষেপ, কৃমিকর্দ্দমসমাকুল পল্বলজল দ্বারা নেত্রপরিমার্জ্জন এবং পর্ণনিচয় দ্বারা ব্যজন নির্ম্মাণ করিয়া মুখে বীজন করিতে লাগিলে। তুমি এইরূপ করিলে ঋষি কর্ষণ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। অনন্তর মুনি চেতনা লাভ করিলে তুমি সুস্থিরমানস হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ;—"হে মুনে! যদিও আমি শস্ত্রধারী হইয়া বনে বিচরণ করি, তথাপি আমা হইতে আপনার কোন আশঙ্কা নাই ; কেননা ত্রিলোকে যাহার কিছু নাই, সেই সুখী ; অতএব আপনি কেন অত্যন্ত ভীত হইতেছেন ? আপনার এই ভগ্ন জীর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া আমার কোনই ফল নাই। হে বিদ্বন্! আপনি আমাকে কেবল এই মাত্র বলিয়া দিউন যে, বণিক্ কোন্ স্থানে পলায়ন করিল এবং সে যখন দ্রুত পলায়ন করিতেছিল, তখন তাহার ধনরত্ন কোন্ গুল্মে নিক্ষেপ করিয়াছে ? আপনি যদি এইরূপ না করেন, বা মিথ্যা কথা বলেন, তবে অবশ্যই আপনাকে বিনাশ করিব। ঋষি কর্ষণ তোমা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রাণরক্ষাকামনায় সকল কথাই বলিয়া দিলেন। কর্ষণ কহিলেন,—"বৈশ্য এই গুল্মে ধন নিক্ষেপ এবং এই পথে পলায়ন করিয়াছে।" ঋষি এইরূপে সেই গুল্ম ও পথ প্রদর্শন করিলেন। তখন তুমি তাহাকে বলিলে "হে বিপ্র! আপনি আমা হইতে ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক এই পথে গমন করুন, এই স্থানের অদূরে একটী তড়াগ আছে, সেই তড়াগের সলিল অতি মনোহর ; আপনি সেই সলিল পানে গতক্লম হইয়া নিজ গ্রামে গমন করুন। আমি আর বিলম্ব করিব না, এখনই পথরক্ষক রাজপুরুষগণ আগমন করিবে ; তাহারা বৈশ্যের চীৎকার শুনিয়া আমার গতির অনুসন্ধানে তৎপর হইবে। এই জন্য হে দ্বিজ! আপনি তৃষ্ণার্ত্ত হইলেও আমি আপনার অনুগমনে অসমর্থ। এই পত্র গ্রহণ করুন, শ্রান্তি উপস্থিত হইলে এই পত্র দ্বারা বীজন করিয়া শ্রান্তি দূর করিবেন।"৩৭—৫৫। তুমি ঋষি কর্ষণকে পলাশপত্র প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলে। হে ভূপ! তখন বৈশাখ মাস, তুমি বৈশাখের দারুণ উত্তাপে পথে মুনিকে ত্রাণ করিয়াছিলে ; যদিও তুমি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐরূপ করিলে, তথাপি তোমার সেই পুণ্যপ্রভাবে তুমি অতি বিস্তৃত মহাপুণ্য নৃপকুলে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছ। হে নৃপ! যদি রাজ্য সুখকামনা থাকে, যদি ধন-ধান্যাদি সম্পত্তিতে অভিলাষ থাকে, যদি স্বর্গ বা অপবর্গলাভ মনে

সর্ব্বসৌখ্যমবাপ্স্যসি। মাসোঽয়ং মাধবো নাম তৃতীয়া চাক্ষয়াহ্বয়া ॥ ৫৯ ॥ গাঞ্চ সকৃৎপ্রসূতাখ্যাং দেহি বিপ্রায় সীদতে। তেন তে কোশপূর্ত্তিঃ স্যাচ্ছয্যাং দেহি সুখং ভবেৎ ॥ ৬০ ॥ কুরু ছত্রপ্রদানঞ্চ সাম্রাজ্যন্তে ভবিষ্যতি। স্নানং কুরু যথান্যায়ং তথৈবার্চ্চয় মাধবম্ ॥ ৬১ ॥ দেহি ত্বং প্রতিমাং দিব্যাং কৃত্বা তেন জয়ো ভবেৎ। আত্মতুল্যগুণান্ পুত্রান্ যদি কাময়সে নৃপ ॥ ৬২ ॥ সর্ব্বভূতহিতার্থায় প্রপাদানঞ্চ ত্বং কুরু। বৈশাখোক্তানিমান্ ধর্ম্মান্ সম্যগাচর ভূমিপ ॥ ৬৩ ॥ তেন তে সকলা লোকা বশং যাস্তি ন সংশয়ঃ। নিষ্কামকেণ চিত্তেন যদি ধর্ম্মান্ করিষ্যসি ॥ ৬৪ ॥ বৈশাখে পুণ্যমাসেঽস্মিন্ প্রীতয়ে মধুঘাতিনঃ। প্রত্যক্ষো ভবিতা বিষ্ণুস্তব নির্ম্মলচেতসঃ ॥ ৬৫ ॥ যেন চাচারিতাঃ পুংসা ধর্ম্মা হ্যেতে শুভাবহাঃ। তেষাঞ্চ হ্যক্ষয়া লোকাঃ পুরাণে কবয়ো বিদুঃ ॥ ৬৬ ॥ এতৎ সর্ব্বং তব প্রোক্তং যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্। ইতি রাজানমামন্ত্র্য ব্রাহ্মণৌ চ পুরোধসৌ ॥ ৬৭ ॥ যাজোপযাজকৌ নাম জগ্মতুস্তৌ যথাগতৌ। ততো রাজা মহাবীর্য্যঃ পুরোধোভ্যাঞ্চ বোধিতঃ ॥ ৬৮ ॥ বৈশাখধর্ম্মান্ সকলাংশ্চকার শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। যথোপদিষ্টঞ্চ তথা মধুসূদনমর্চ্চয়ৎ ॥ ৬৯ ॥ ততো লব্ধপ্রভাবঃ সন্ বন্ধুভিঃ সকলৈর্বৃতঃ। পাঞ্চালনগরীং প্রাপ হৃতশেষবলান্বিতঃ ॥ ৭০ ॥ ততস্তু শত্রবো ভূপা উপশ্রুত্য চ ভূপতেঃ। প্রবেশঞ্চ পুরস্তাথ পুনরাজগ্মুরুদ্ধতাঃ ॥ ৭১ ॥ তদা পাঞ্চালভূপেন নৃপাণামভবদ্রণম্। জিগ্যে সর্ব্বান্মহাবাহুনেক এব মহরথঃ ॥ ৭২ ॥ পলায়িতেষু ভূপেষু নানাদেশপথিষ্বপি। রাজ্ঞাং কোশগজানশ্বান্ স্বয়ং জগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥ ৭৩ ॥ অশ্বানাং নির্ব্বুদঞ্চৈব গজানাঞ্চ ত্রিকোটিকম্। রথানামর্ব্বুদঞ্চৈব দীর্ঘগ্রীবাযুতং তথা ॥ ৭৪ ॥ রাসভানাং ত্রিলক্ষাণি প্রাপয়ামাস তাং পুরীম্। বৈশাখধর্ম্মমাহাত্ম্যাৎ ক্ষণাৎ সর্ব্বে চ ভূভৃতঃ ॥ ৭৫ ॥ করদা ভগ্নসঙ্কল্পাঃ পাদাক্রান্তা বভূবিরে। সুভিক্ষমতুলঞ্চাসীৎ পাঞ্চালবিষয়েষু চ ॥ ৭৬ ॥ একচ্ছত্রমভূদ্রাজ্যং

হয়, অথবা যদি হরির চরণ বা সাজুয্য লাভই তোমার অভীষ্ট হয়, তবে বৈশাখধর্ম্ম আচরণ কর, সর্ব্ববিধ সৌখ্য লাভ করিবে। বৈশাখমাসের অপর নাম মাধব। এই বৈশাখের তৃতীয়া অক্ষয়া; এই অক্ষয়া তৃতীয়ায় বৃত্তিক্লিষ্ট ব্রাহ্মণকে সকৃৎপ্রসূতা গো দান কর। এইরূপ করিলে তোমার কোষ পরিপূর্ণ হইবে। তুমি শয্যাদান কর,—সুখী হইবে; ছত্র দান কর,—তোমার সাম্রাজ্যলাভ হইবে। হে রাজন্! যথাবিধি স্নান, মাধবের পূজা এবং দ্বিজাতিকে দিব্য প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান কর, তোমার বিজয় হইবে। হে নৃপ! যদি তোমার আত্মতুল্য তনয়লাভে অভিলাষ থাকে, তবে সর্ব্বভূতের হিতকামনায় প্রপাদান কর। হে ভূমিপ! তুমি বৈশাখোক্ত ধর্ম্মনিচয়ের আচরণ কর, বৈশাখপুণ্যপ্রভাবে সকল লোক তোমার বশীভূত হইবে; সংশয় নাই। মধুরিপুর অতি প্রিয় বৈশাখমাসে যদি নিষ্কামচিত্তে ধর্ম্মাচরণ কর, তোমার মানস নির্ম্মল হইবে এবং হরি প্রীত হইয়া তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিবেন। যে সকল পুরুষ এই শুভাবহ বৈশাখধর্ম্মের আচরণ করিয়াছে, পুরাণে কবিগণ তাঁহাদের অক্ষয় লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে রাজন্! আমরা যেরূপ দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, তোমার নিকট এসকল তদ্রূপই বর্ণন করিলাম। যাজ ও উপযাজকনামক গুরুদ্বয় রাজাকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক যথাগত স্থানে গমন করিলেন। মহাবীর্য্য রাজাও গুরুদ্বয় কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে বৈশাখধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। গুরুদ্বয় যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রাজা বন্ধুগণ সহ তদ্রূপই মধুসূদনের অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বপ্রভাব লাভ করিলেন। তিনি পাঞ্চাল নগরীতে গমনপূর্ব্বক বিনষ্ট শ্রী পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। ৫৬—৭০। তাঁহার শত্রু অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাকে পুরপ্রবেশ করিতে দেখিয়া উদ্ধত হইয়া যুদ্ধার্থ তাঁহার সম্মুখীন হইলে, তাহাদের সহিত পাঞ্চালপতির যুদ্ধ আরম্ভ হইল; বীর্য্যবান্ মহারথ মহীপতি একাকীই সেই সকল ভূপালকে পরাজিত করিলেন। অনন্তর ভূপালগণ নানাদেশে পলায়ন করিলে, তিনি তাহাদের কোষ গজ ও অশ্ব সকল স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার নির্ব্বুদ অশ্ব, কোটিত্রয় গজ, অর্ব্বুদ রথ, অযুত উষ্ট্র এবং লক্ষত্রয় গর্দ্দভ লাভ হইল ও তাঁহার পাঞ্চাল পুরী পুনরায় তাঁহার অধিকারে আসিল। বৈশাখ ধর্ম্মপ্রভাবে তাঁহার রিপু রাজগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভগ্নমনোরথ হইল এবং তাহারা করদ হইয়া তাঁহার পদতলের আশ্রয় লইল।

প্রসাদান্মধুঘাতিনঃ। পুত্রাঃ পঞ্চাপি তস্যাসন শৌর্য্যৌদার্য্যগুণান্বিতাঃ ॥৭৭॥ ধৃষ্টকীর্ত্তির্ধৃষ্টকেতু-র্ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথাপরে। বিজয়শ্চিত্রকেতুশ্চ ময়ূরধ্বজসন্নিভাঃ ॥ ৭৮ ॥ অনুরক্তাঃ প্রজাশ্চাসন্ ধর্ম্মেণ প্রতিপালিতাঃ। বৈশাখস্য প্রতাপেন প্রত্যয়স্তৎক্ষণাদভূৎ ॥ ৭৯ ॥ পুনশ্চকার তান্ ধর্ম্মান্ পাঞ্চালনগরীশ্বরঃ। অকামুকেন চিত্তেন প্রীতয়ে মধুঘাতিনঃ ॥ ৮০ ॥ ধর্ম্মেণানেন সন্তুষ্টো ভগবান্ মধুসূদনঃ। অক্ষয়ায়াং তৃতীয়ায়াং প্রত্যক্ষঃ সমজায়ত ॥ ৮১ ॥ তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো ভূত্বা পরমাত্মানমচ্যুতম্। নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৮২ ॥ পীতাম্বরধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্। সলক্ষ্মীকং সানুগঞ্চ গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ॥ ৮৩ ॥ নিরীক্ষ্য দুঃসহং তেজঃ সদ্যো মীলিতলোচনঃ। উৎপতন্ সম্পতন্-হর্ষান্মত্তোন্মত্ত ইব ভ্রমন্ ॥ ৮৫ ॥ পুলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গো গলদ্বাষ্পাকুলেক্ষণঃ। তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভুবি ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে পাঞ্চালদেশাধিপতের্জ্জয়প্রাপ্তিদারিদ্র্যনাশবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রুতদেব উবাচ। তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতাশয়ঃ সদ্যঃ সমুত্থায় ননাম মূর্দ্ধ্না। চিরং নিরীক্ষ্যাকুললোচনো হ্যমুং বিশ্বাত্মদেবং জগতামধীশম্ ॥১॥ দধার পাদাববনিজ্য তজ্জলং যৎপাদজাব্রহ্ম জগৎপুনাতি। সমর্চ্চয়ামাস মহাবিভূতিভির্মহার্হবস্ত্রাভরণানুলেপনৈঃ ॥ ২ ॥ স্রগ্‌ধূপদীপামৃতভক্ষণাদিভিস্ত্বগ্‌গাত্রবিত্তাত্মসমর্পণেন। তুষ্টাব বিষ্ণুং পুরুষং পুরাণং নারায়ণং নির্গুণমদ্বিতীয়ম্ ॥ ৩ ॥ নিরঞ্জনং বিশ্বসৃজামধীশং বন্দে পরং পদ্মভবাদিবন্দিতম্। যন্মায়য়া তত্ত্ববিদুত্তমা জনা বিমোহিতা বিশ্বসৃজামধীশ্বরম্ ॥ ৪ ॥ মুহ্যন্তি মায়াচরিতেষু মূঢ়া গুণেষু চিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতম্। অনীহ এতদ্বহুধৈক আত্মনা সৃজত্যবত্যত্তি ন

তখন পাঞ্চালপুরে অতুল সুভিক্ষ হইল এবং মধুরিপুর প্রসাদে রাজা একচ্ছত্র সম্রাট্ হইলেন। তাঁহার শৌর্য্য ও ঔদার্য্যাদিগুণ সমন্বিত ধৃষ্টকীর্ত্তি, ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিজয় ও চিত্রকেতু নামে ময়ূরধ্বজসন্নিভ পাঁচটী পুত্র জন্মিল। প্রজাগণ রাজার অনুরক্ত হইল, রাজা ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগের শাসন পালন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালপতি সকাম বৈশাখধর্ম্ম আচরণ করিয়া ধর্ম্মের প্রভাবসকল সদ্যঃ প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি পুনরায় বিষ্ণুর প্রীতির জন্য নিষ্কাম বৈশাখধর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্মদর্শনে ভগবান্ মধুসূদন প্রীত হইয়া অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিলেন। রাজা সেই চতুর্ব্বাহু, শঙ্খচক্রগদাধর, পীতাম্বর পরিধায়ী, বনমালাবিভূষিত, সানুগ, সলক্ষ্মীক, গরুড়ারূঢ়, পরমাত্মা, অচ্যুত নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সেই দুঃসহ তেজোদর্শনে তৎক্ষণাৎ নয়নদ্বয় নিমীলন করিলেন। তিনি হর্ষভরে কখনও পতিত, কখন ঊর্দ্ধে উত্থিত, কখন মত্ত, কখন উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর পুলকে আকুল হইল, নয়নদ্বয় বাষ্পবারিদ্বারা পরিপূরিত হইয়া গেল। তিনি বদ্ধাঞ্জলি ও ভূতলে প্রণত হইয়া পরমভক্তি-সহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৭৭—৮৫।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রুতদেব বলিলেন,—মধুসূদনের দর্শনে আহ্লাদে নৃপতির সর্ব্বশরীর আপ্লুত হইল, তিনি তখনই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা মধুসূদনকে প্রণাম করিলেন। জগৎপতি বিশ্বাত্মা হরির চিরদর্শনে নৃপতি পুরুযশার লোচনযুগল সমাকুল হইল। যাঁহার পাদসরোজজাত জাহ্নবী আব্রহ্ম জগৎ পবিত্র করেন, রাজা সেই জগৎপতির পাদপদ্ম ধৌত করিয়া পাদোদক মস্তকে ধারণ ও মহাবিভূতি এবং মহার্ঘ বস্ত্র, আভরণ ও মাল্য দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি মাল্য, ধূপ, দীপ এবং সুমধুর ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দ্বারা ত্বক্, গাত্র, বিত্ত ও আত্ম সমর্পণপূর্ব্বক পুরাণপুরুষ নির্গুণ নারায়ণ অদ্বিতীয় বিষ্ণুর স্তব করিলেন। রাজা বলিলেন,—যাঁহার মায়ায় তত্ত্ববিদ্বরেণ্যগণও মোহিত হন, যিনি প্রজাপতিগণেরও অধিপতি, পদ্মযোনি ব্রহ্মাও যাঁহাকে বন্দনা করেন, আমি সেই নিরঞ্জন প্রজাপতি রমাপতিকে বন্দনা করি। ১—৪। মূঢ়গণ যে ভগবানের মায়াচরিতে মুগ্ধ হয়, গুণনিচয়ে বৈচিত্র্য দর্শন করে, যাঁহার কোন চেষ্টা

সঞ্জাতেঽপ্যথ ॥ ৫ ॥ সমস্তদেবাসুরসৌখ্যদুঃখ-প্রাপ্ত্যৈ ভবান্ পূর্ণমনোরথোঽপি। তত্রাপি কালে স্বজনাভিগুপ্ত্যৈ বিভর্ষি সত্ত্বং খলনিগ্রহায় ॥ ৬ ॥ তমোগুণং রাক্ষসবন্ধনায় রজোগুণং নির্গুণ বিশ্ব-মূর্ত্তে। দিষ্ট্যা ত্বদঙ্ঘ্রিঃ প্রণতাঘনাশনস্তীর্থাস্পদং হৃদি ধৃতঃ সুবিপক্কযোগৈঃ ॥ ৭ ॥ উৎসিক্তভক্ত্যুপহতাশয়-জীবভাবাঃ প্রাপুর্গতিং তব পদস্মৃতিমাত্রতো যে। ভবাখ্যকালোরগপাশবন্ধঃ পুনঃপুনর্জন্মজরাদিদুঃখৈঃ ॥ ৮ ॥ ভ্রমামি যোনিষ্বহমাখুভক্ষবৎ প্রবৃদ্ধতর্ষস্তব পাদবিস্মৃতেঃ। নূনং ন দত্তং ন চ তে কথা শ্রুতা ন সাধবো জাতু ময়াপি সেবিতাঃ ॥৯॥ তেনারিভির্ধ্বস্ত-পরার্দ্ধ্যলক্ষ্মীর্বনং প্রবিষ্টঃ স্বগুরু হৃদং স্মরন্। স্মৃতৌ চ তৌ মাং সমুপেত্য দুঃখাৎ সন্বোধয়াক্রন্তুরার্ত্ত-বন্ধু ॥ ১০ ॥ বৈশাখধর্ম্মৈঃ শ্রুতিচোদিতৈঃ শুভৈঃ স্বর্গাপবর্গাদিপুমর্থহেতুভিঃ। তদ্বোধতোঽহং কৃতবান্ সমস্তান্ শুভাবহান্মাধবমাসধর্ম্মান্ ॥১১ ॥ তস্মাত্ত্বয়ে পরমঃ প্রসাদস্তেনাখিলাঃ সম্পদ উর্জ্জিতা ইমাঃ। নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারকা ন ভূর্জ্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ ॥১২॥ উপাসিতাস্তেঽপি হরন্ত্যঘং চিরাদ্বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া। যান্মনসে ত্বং ভবিনোঽপি ভূরিশস্ত্যক্তেষণাংস্ত্বৎপদন্যস্তচিত্তান্ ॥ ১৩ ॥ নমঃ স্বতন্ত্রায় বিচিত্রকর্ম্মণে নমঃ পরস্মৈ সদনু-গ্রহায়। ত্বন্মায়য়া মোহিতোঽহং গুণেষু দারার্থ-রূপেষু ভ্রমাম্যনর্থদৃক্ ॥ ১৪ ॥ ত্বৎপাদপদ্মে সতি মূল-নাশনে সমস্ত পাপহরং সুনির্ম্মলম্। সুখেচ্ছয়ানর্থ-নিদানভূতৈঃ সুতাত্মদারৈর্ম্মমতাভিযুক্তঃ ॥ ১৫ ॥ ন কাপি নিদ্রাং লভতে ন শর্ম্ম প্রবৃদ্ধতর্ষঃ পুনরেব তস্মিন্। লব্ধ্বা দুরাপং নরদেবজন্ম ত্বং যত্নতঃ সর্ব্ব-পুমর্থহেতুঃ ॥ ১৬ ॥ পদারবিন্দং ন ভজামি দেব

নাই; যিনি এক হইয়াও বহুরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক সৃজন ও পালন করেন; যিনি সঙ্গহীন; যিনি পূর্ণমনোরথ, সমস্ত সুরাসুরও যাঁহার নিকট সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, যিনি খলগণের নিগ্রহার্থ ও স্বজন-গণের রক্ষার্থ যথাকালে মূর্ত্তি ধারণ করেন; যিনি নির্গুণ বিশ্বমূর্ত্তি হইয়াও রাক্ষসগণের বন্ধন জন্য রজঃ ও তমোগুণাবলম্বন করেন—আমার ভাগ্য-ক্রমেই অদ্য আমি তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইতে সমর্থ হইয়াছি; অহো! অদ্য আমার যোগের পরিণতি উপস্থিত; কেননা তীর্থাস্পদীভূত পাপ-বিনাশন হরিপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিবার আজ আমার অধিকার হইয়াছে। যাঁহারা প্রবল ভক্তি দ্বারা অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই আপনার পাদপদ্মের স্মরণমাত্র অনুত্তম গতি-লাভ করেন। আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়াই আমি সংসারনামক কালোপম নাগপাশে বদ্ধ, বারবার জন্মজরাদি দুঃখ দ্বারা ক্লিষ্ট এবং মার্জ্জারবৎ লোলুপ হইয়া অনেক যোনি ভ্রমণ করিয়াছি। আমার নিশ্চয়ই মনে হয়, আমি দান করি নাই এবং হরিকথা শ্রবণ বা কদাচ সাধুসেবা করি নাই; তজ্জন্য আমি অরিকর্তৃক বিধ্বস্ত ও লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া বনে গমন করিয়া-ছিলাম। অহো! আমার কি ভাগ্য। আমি গুরু স্মরণ করিয়াছিলাম, স্মরণমাত্রে আর্ত্ত-বন্ধু আমার গুরুদ্বয় আমার সমীপাগত হইয়া আমাকে দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপদেশ দানে প্রবৃত্ত করেন; তাঁহারা আমাকে বেদোক্ত স্বর্গ ও অপবর্গাদি পুরুষার্থসাধক সুশোভন বৈশাখ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, আমি তাঁহাদের উপদেশেই সেই সকল শুভাবহ বৈশাখধর্ম্মনিচয় আচরণ করি-য়াছি। ৫—১১। অনন্তর সেই বৈশাখধর্ম্ম হইতেই আমার অতীব প্রীতি ও এই সকল উর্জ্জিত সম্পদ্ লাভ হইয়াছে। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, ভূ, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্ ও মন ইহারা উপাসিত হইয়া দীর্ঘকালেও জ্ঞানিগণের যে পাপ হরণ করিতে পারেন না, বৈশাখধর্ম্মের মুহূর্ত্তমাত্র সেবায় তৎসমস্ত বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। হে বিভো! যাঁহারা কামনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত আপনার চরণে ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারা বার বার জন্মলাভ করিয়াও আপনার সম্মত হয়। আপনি স্বতন্ত্র, বিচিত্রকর্ম্মা, শ্রেষ্ঠ, সাধুগণের প্রতি সদয়; আমি আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া দারা, অর্থ ও রূপ প্রভৃতি গুণবস্তুতে অনর্থদৃষ্টি হইয়াছি, আপ-নাকে নমস্কার। আপনার পাদপদ্মের স্মরণে সংসারকারণ অবিদ্যা বিনষ্ট হয়, এবং সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ায় অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া থাকে; আমি অনর্থের নিদানভূত সুখাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিয়া সুত, দেহ ও পত্নীর মমতায় মুহ্যমান হই-য়াছি; পুত্রদারাদিতেই পুনঃপুনঃ আমার কামনা বলবতী হইতেছে; আমি কোথায়ও নিদ্রা বা শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি নিখিল পুরুষার্থসিদ্ধির হেতুভূত, কিন্তু আমি দুষ্প্রাপ্য ক্ষত্রিয় জন্ম লাভ করিয়াও আপনার সেবার জন্য

সম্মূঢ়চেতা বিষয়েষু লালসঃ। করোমি কর্ম্মাণি সুনিষ্ঠিতঃ সদাপ্রবৃদ্ধতর্ষস্তদপেক্ষয়া দদৎ॥ ১৭॥ পুনশ্চ ভূয়ামহমদ্য ভূয়ামিত্যেব চিন্তাশতলোলমানসঃ। তদৈব জীবস্য ভবেৎ কৃপা বিভো দুরন্তশক্তেস্তব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ১৮॥ সমাগমঃ স্যান্মহতাং হি পুংসাং ভবাম্বুধির্যেন হি গোষ্পদায়তে। সৎসঙ্গমো দেব যদৈব ভূয়াত্তর্হীশ দেবে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥ ১৯॥ সমস্তরাজ্যাপগমং হি মন্যে হ্যনুগ্রহস্তে ময়ি জাতমঞ্জসা। যথার্থ্য তে ব্রহ্মসুরাসুরাদ্যৈর্নিবৃত্ততর্ষৈরপি হংসযূথৈঃ॥ ২০॥ ইতঃ স্মরাম্যচ্যুতমেব সাদরং ভবাপহং পাদসরোরুহং বিভো। অকিঞ্চনপ্রার্থ্যমমন্দভাগ্যদং ন কাময়েঽন্যত্তব পাদপদ্মাৎ॥ ২১॥ অতো ন রাজ্যং ন সুতাদিকোষং দেহেন শশ্বৎপততা রজোভুবা। ভজামি নিত্যং ত্বদুপাসিতব্যং পাদারবিন্দং মুনিভির্বিচিন্ত্যম্॥ ২২॥ প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস স্মৃতির্যথা স্যাত্তব পাদপদ্মে। সক্তিঃ সদা গচ্ছতু দারকোষপুত্রাত্মচিহ্নেষু গণেষু মে প্রভো॥ ২৩॥ ভূয়ান্মনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োর্বচাংসি তে দিব্যকথানুবর্ণনে। নেত্রে মমেমে তব বিগ্রহেক্ষণে শ্রোত্রে কথায়াং রসনা ত্বদর্পিতে॥ ২৪॥ ঘ্রাণঞ্চ ত্বৎপাদসরোজসৌরভে স্বস্তক্তগন্ধাদিবিলেপনে সকৃৎ। স্যাতাঞ্চ হস্তৌ তব মন্দিরে বিভো সম্মার্জ্জনাদৌ মম নিত্যদৈব॥ ২৫॥ পাদৌ বিভোঃ ক্ষেত্রকথানুসর্পণে মূর্দ্ধা চ মে স্যাত্তব বন্দনেঽনিশম্। কামশ্চ মে স্যাত্তব সৎকথায়াং বুদ্ধিশ্চ মে স্যাত্তব চিন্তনেঽনিশম্॥ ২৬॥ দিনানি মে স্যুস্তব সৎকথোদয়ৈরুদ্গীয়মানৈর্মুনিভির্গৃহাগতৈঃ। হীনঃ প্রসঙ্গস্তব মে ন ভূয়াৎ ক্ষণং নিমেষার্দ্ধমথাপি বিষ্ণো॥ ২৭॥ ন পারমেষ্ঠ্যং নচ সার্ব্বভৌমং ন চাপবর্গং স্পৃহয়ামি বিষ্ণো। ত্বৎপাদসেবাঞ্চ সদৈব কাময়ে প্রার্থ্যাং শ্রিয়া ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ॥২৮॥ ইতি রাজ্ঞা

যত্ন করিতেছি না; হে দেব! বিষয়ে আমার চিত্ত লালায়িত, আমি মূঢ়চেতা; আমি আপনার পাদপদ্ম সেবা করিলাম না। আমি যতই সুসমাহিত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিতে চাই, আমার বিষয় লালসা যেন তদপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায়; আমি ভাবি;—আমি আজও আছি, পরেও থাকিব; হে বিভো! এইরূপ শত শত চিন্তায় আমার চিত্ত আকুল হইয়াছে। হে বিশ্বমূর্ত্তে! আপনার শক্তি দুরতিক্রম্য; জীবের প্রতি আপনার যখন করুণা হয়, তখনি আপনি অবতার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন এবং তখনই পুরুষগণের সংসারসাগর গোষ্পদের ন্যায় হইয়া থাকে। হে দেব! যখন সাধুসংসর্গ লাভ হয়, তখনই আপনার প্রতি মতি জন্মে; হে ঈশ! আমার যে নিখিল রাজ্যৈশ্বর্য্য অপহৃত হইয়াছিল, আমার মনে হয়, ইহা আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ বিশেষ। হে আর্য্য! হংসশ্রেণীর ন্যায় ব্রহ্মাদি সুরাসুরগণ আপনার যে চরণ বন্দন করিয়া নিবৃত্তাভিলাষ হইয়াছেন, আজ হইতে আমি আপনার সেই ভবভয়নিবারক অচ্যুত চরণসরোজের সাদরে শরণ লইলাম। আমি আপনার পাদপদ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করি না; আপনার পাদপদ্ম অকিঞ্চনের প্রার্থ্য ও সৌভাগ্যদ; সুত, কোষ, দেহ এবং রাজ্যাদি রজোভব ও নিত্য বিনাশশীল; অতএব এই সকল আমার অভীষ্ট নহে। মুনিগণ আপনার যে চরণারবিন্দ বন্দনা করেন, এক্ষণে তাহাই আমার চিন্ত্য ও উপাস্য; হে দেবেশ! প্রসন্ন হউন; হে জগন্নিবাস! আপনার পাদসরোজে যাহাতে স্মৃতি থাকে, আমার প্রতি প্রীত হইয়া তাহাই করুন, হে প্রভো! স্ত্রী, পুত্র, কোষ, দেহ ও স্বগণের প্রতি সতত আমার আসক্তি না থাকুক, কৃষ্ণপদারবিন্দে আমার মন অনুরক্ত ও তদীয় দিব্য কথানুকীর্ত্তনে আসক্ত হউক। হে বিভো! আমার এই নয়নদ্বয় আপনার বিগ্রহদর্শনে, কর্ণদ্বয় কথাশ্রবণে ও রসনা কথামৃতের আস্বাদনে অর্পিত হউক। ১২—২৪। হে দেব! আমার ঘ্রাণ আপনার পাদপদ্মের সৌরভ আঘ্রাণে ও করদ্বয় ত্বদীয় উচ্ছিষ্ট গন্ধচন্দনাদি-বিলেপনে এবং আপনার মন্দির সম্মার্জ্জনে সতত নিরত হউক। হে বিভো! আমার পাদদ্বয় আপনার ক্ষেত্রপরিক্রমায়, মস্তক সতত আপনার বন্দনে, কাম আপনার সৎকথাশ্রবণে এবং বুদ্ধি সতত আপনার চিন্তনে নিযুক্ত হউক। মুনিগণ আমার গৃহাগত হইয়া যে সকল সৎকথা কীর্ত্তন করেন, হে বিষ্ণো! আমার দিন যেন সেই সকল কুশলাবহ সৎকথাশ্রবণে অতিবাহিত হয়, ক্ষণকালের জন্যও যেন আমার নীচসংসর্গ না হয়; নিমেষার্দ্ধও যেন আমার বৃথা যায় না। হে বিষ্ণো! আমি ব্রহ্মপদের কামনা করি না, আমার যেন সার্ব্বভৌমপদপ্রাপ্তি হয় না; আমি অপবর্গ অভিলাষ করি না; ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ আপ্রনীত্র যে পাদপদ্মের সেবা অভিলাষ করেন, আমি সতত সেই

ততো বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ কমলেক্ষণঃ। মেঘগম্ভীরয়া বাচা তমুবাচ ক্ষিতীশ্বরম্॥ ২৯॥ শ্রীভগবানুবাচ। জানে ত্বাং দাসবর্য্যং মে নিষ্কামুকমকল্মষম্। অথাপি তে প্রদাস্যামি বরং দৈবতদুর্লভম্॥ ৩০॥ আয়ুষ্যং চাযুতং দিব্যং সম্পদশ্চ নরেশ্বর। ভক্তির্ময়ি দৃঢ়া ভূয়াদন্তে সাযুজ্যমেব চ॥ ৩১॥ ত্বয়া কৃতেন স্তোত্রেণ মাং স্তুবন্তি চ যে ভুবি। তেষাং তুষ্টঃ প্রদাস্যামি ভুক্তিং মুক্তিং ন সংশয়ঃ॥ ৩২॥ তৃতীয়েয়ং অক্ষয়া নাম ভুবি খ্যাতা ভবিষ্যতি। যস্যাং তব প্রসন্নোঽহং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥ ৩৩॥ যে কুর্ব্বন্তি নরা মূঢ়াঃ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ব্যাজেনাপি স্বভাবাদ্বা যান্তি মৎপদমব্যয়ম্॥ ৩৪॥ যে চাক্ষয়তৃতীয়ায়াং পিতৄনুদ্দিশ্য মানবাঃ। শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি তেষাং বৈ তদ্দানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৩৫॥ ন চানয়া তিথির্লোকে সমা বা নাধিকা ভুবি। অস্যাং কৃতং স্বল্পমপি তদক্ষয্যফলং ভবেৎ॥ ৩৬॥ যো গাং দদ্যান্নৃপশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে। সর্ব্বসম্পৎ-প্রবর্ধাখ্যা ভুক্তিমুক্তিঃ করে স্থিতা॥ ৩৭॥ যো হি দদ্যাদনড্বাহং সর্ব্বপাপবিনাশনম্। কালমৃত্যুবিমুক্তঃ সন্ দীর্ঘায়ুর্ব্যমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৮॥ বৈশাখমাসে যো ধর্ম্মান্ কুরুতে মৎপ্রিয়াবহান্। তেষাং মৃত্যুজরা-জন্মভয়ং পাপং হরাম্যহম্॥ ৩৯॥ যথা বৈশাখ-ধর্ম্মৈস্তু তুষ্টঃ স্যাং সকলৈরপি। মাসধর্ম্মৈর্ন তুষ্টঃ স্যাং মাসো মে মাধবঃ প্রিয়ঃ॥ ৪০॥ সর্ব্বধর্ম্মো-জ্ঝিতা বাপি ব্রহ্মচর্য্যবিবর্জ্জিতাঃ। বৈশাখমাসনিরতা যান্তি মৎপদমব্যয়ম্॥ ৪১॥ যদ্দুরাপং তপোভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈর্মখৈরপি। তদ্ধাম পরমং যান্তি বৈশাখনিরতা নরাঃ॥ ৪২॥ অপি পাপসহস্রং বা মাসোঽয়ং হরতেঽনঘ। প্রায়শ্চিত্তবিহীনং বা মৎ-পাদস্মরণং যথা॥ ৪৩॥ গুরূপদিষ্টঃ কান্তারে বৈশাখে নিরতো ভবান্। সমারাধ্য জগন্নাথং তেনাপ্তমখিলং নৃপ॥ ৪৪॥ ধর্ম্মেণানেন সম্প্রীতঃ প্রত্যক্ষোঽহং ভবামি তে। ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামান্ দেবৈরপি

পাদসেবা কামনা করি। ক্ষিতিপতি কর্ত্তৃক কমললোচন বিষ্ণু এইরূপে স্তুত হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং মেঘ-গম্ভীরবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি জানি যে তুমি আমার একজন শ্রেষ্ঠ সেবক; তোমার কোন কামনা নাই, তুমি নিষ্পাপ; তথাপি আমি তোমাকে দেবদুর্লভ বরদান করিতেছি। হে নরেশ্বর! তোমার দিব্য পরিমাণে অযুত আয়ু ও উত্তমপদ লাভ হউক; আমাতে তোমার ভক্তি দৃঢ় হউক এবং অন্তকালে তুমি আমার সাযুজ্য লাভ কর। ভূতলে যে সকল লোক তোমার কৃত এই স্তোত্রে আমার স্তব করিবে, আমি তাহাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করিব, সংশয় নাই। যে তৃতীয়ায় আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া ভুক্তি মুক্তি প্রদান করিলাম, ভূতলে এই তৃতীয়া অক্ষয়া তৃতীয়া নামে বিখ্যাত হউক। ছল করিয়াই হউক কিংবা স্বভাবতঃই হউক, যে সকল মূঢ় মানবও এই তৃতীয়ায় স্নানাদি কার্য্য করিবে, তাহারাও আমার অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইবে। যে সকল লোক অক্ষয়া তৃতীয়ায় পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের দত্ত শ্রাদ্ধ অনন্তফলজনক হইবে। ত্রিলোকে এই তিথির সমান বা অধিক কোন তিথি নাই; এই তিথির অত্যল্প কার্য্যও অক্ষয়ফলদ হয়। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যে মানব এই অক্ষয়তৃতীয়ায় কুটুম্বী দ্বিজগণকে গোদান করিবে, তাহার সম্পৎ বৃষ্টির ন্যায় অজস্র বৃদ্ধি পাইবে এবং ভুক্তি ও মুক্তি তাহার করস্থ জানিবে।২৫—৩৭। যে মানব এই দিনে সর্ব্ব-পাপবিনাশন বৃষদান করে, কালমৃত্যুবিমুক্ত হইয়া সে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকে। যে মানব বৈশাখ মাসে আমার শুভাবহ ব্রত করে, আমি তাহার মৃত্যু জরা ও জন্মভয় এবং পাপ হরণ করিয়া থাকি। বৈশাখ মাস আমার অতীব প্রিয়, অন্যান্য নিখিল ধর্ম্মের আচরণে আমার যাদৃশ প্রীতি হয়, এক-মাত্র বৈশাখব্রতে আমি ততোধিক প্রীত হইয়া থাকি। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যক্ত বা ব্রহ্মচর্য্যাদিবিবর্জ্জিত নরও যদি বৈশাখ মাসনিরত হয়; তবে সেও আমার অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিবিধ তপস্যায় যাহা দুষ্প্রাপ্য, অনেক যজ্ঞ ও সাংখ্য-যোগেও যাহা লভ্য নহে; বৈশাখনিরত নরগণ আমার সেই পরম ধামে গমন করে। হে অনঘ! আমার পাদপদ্ম স্মরণে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিনা পাপক্ষয় হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র সঞ্চিত পাপ বৈশাখ মাস হরণ করিয়া থাকে। হে নৃপ! তুমি গুরুর উপদেশে বনে বসিয়া যে বৈশাখব্রতে নিরত হইয়া জগৎপতি আমার আরাধনা করিয়া-ছিলে, সেই সুকৃতিবলেই অখিল অভীষ্ট লাভ করিয়াছ; তোমার বৈশাখধর্ম্মে প্রীত হইয়াই আমি তোমাকে প্রত্যক্ষদর্শন দান করিয়াছি। এক্ষণে দেবগণেরও দুর্লভ বিবিধ ভোগ যথেচ্ছ

স্সুদুর্লভান্॥ ৪৫॥ ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। পশ্যতামেব সর্ব্বেষাং তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৪৬॥ ততো ভূপালবর্য্যোঽসৌ বভূবাত্যন্তবিস্মিতঃ। হৃষ্টপুষ্টতনুর্ভূপ লব্ধনষ্টধনো যথা॥ ৪৭॥ ততঃ শশাস পৃথিবীং ভক্তিস্তস্তৎপরায়ণঃ। মহদ্ভির্ব্বোধিতো নিত্যং গুরুভিশ্চ নিরন্তরম্॥ ৪৮॥ নান্যং প্রিয়তমং মেনে বাসুদেবমৃতে নৃপঃ। যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসন্ দারামাত্যসুতাদয়ঃ॥ ৪৯॥ সর্ব্বান্ ধর্ম্মাংশ্চকারাসৌ বৈশাখোক্তান্ পুনঃপুনঃ। তেন পুণ্যপ্রভাবেন পুত্রপৌত্রাদিভির্বৃতঃ॥ ৫০॥ ভুক্ত্বা মনোরথান্ সর্ব্বান্ দেবানামপি দুর্লভান্। অন্তে জগাম সাযুজ্যং বিষ্ণোর্দ্দেবস্য চক্রিণঃ॥ ৫১॥ য ইদং পরমাখ্যানং শৃণ্বন্তি শ্রাবয়ন্তি চ। তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥ ৫২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে পাঞ্চালাধিপতে-বিষ্ণুসাযুজ্যপ্রাপ্তির্নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রুতকীর্ত্তিরুবাচ। বৈশাখধর্ম্মানখিলানিহামুত্র ফলপ্রদান্। ভূয়োঽপি শৃণ্বতস্তাসীত্তৃপ্তির্নাদ্যাপি মানদ॥ ১॥ যত্র চাকৈতবো ধর্ম্মো যত্র বিষ্ণুকথাঃ শুভাঃ। তচ্ছাস্ত্রং শৃণ্বতো নৈব তৃপ্তিঃ কর্ণরসায়নম্॥ ২॥ পূর্ব্বজন্মকৃতং পুণ্যং দিষ্ট্যা পাকমুপাগতম্। আতিথ্যব্যপদেশেন যদ্ভবান্ গৃহমাগতঃ॥ ৩॥ বচোঽমৃতং মুখাম্ভোজনিঃসৃতং পরমাদ্ভুতম্। পীত্বা তৃপ্তঃ পারমেষ্ঠ্যং মোক্ষং বা চ ন কাময়ে॥ ৪॥ তস্মাত্তানেব ধর্ম্মান্মে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কান্। বিষ্ণু-প্রীতিকরান্ দিব্যান্ ভূয়ো বিস্তরতো বদ॥ ৫॥ ইত্যুক্তস্তু পুরা রাজ্ঞা শ্রুতদেবো মহাযশাঃ। সংহৃষ্টাত্মা শুভান্ ধর্ম্মান্ পুনর্ব্যাহর্তুমারভৎ॥ ৬॥ শ্রুতদেব উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। বৈশাখধর্ম্মবিষয়াং ভাবিতাং মুনিভির্মুহুঃ॥ ৭॥ পম্পাতীরে দ্বিজঃ কশ্চিচ্ছঙ্খো নাম মহাযশাঃ। গুরৌ সিংহগতে চাগাদ্গঙ্গাং গোদাবরীং

উপভোগ করিয়া অন্তে আমার সাযুজ্য লাভ করিবে। দেবদেব জনার্দ্দন রাজাকে এইরূপ বর দিয়া দর্শকগণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে নৃপ! রাজাও এই ব্যাপার দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং নষ্টধন লাভে লোক যেরূপ হৃষ্টপুষ্ট হয়, তিনিও তদ্রূপ হৃষ্টপুষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজা হরির প্রতি ভক্তিচিত্ত ও হরিপরায়ণ হইয়া সতত গুরু এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-গণের উপদেশে বসুধা শাসন করিতে লাগিলেন। যাঁহার সম্পর্কে আজ পুত্র, পত্নী ও অমাত্যাদি প্রিয় হইয়াছে, মহীপতি সেই বাসুদেব ব্যতীত অন্য কিছুই প্রিয় মনে করিতেন না, তিনি পুনঃপুনঃ বৈশাখোক্ত ধর্ম্মনিচয়ের আচরণ করিলেন এবং সেই পুণ্যপ্রভাবেই পুত্র পৌত্রাদির সহিত যুক্ত হইয়া দেবগণেরও দুর্লভ বিবিধ মনোরথ লাভ করত অন্তে চক্রী বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিলেন। যাঁহারা এই উত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করেন বা অন্য কাহাকে শ্রবণ করান, তাঁহারা পাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদে গমন করেন।৩৮—৫২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

রাজা শ্রুতকীর্ত্তি বলিলেন,—হে মানদ! ইহপর উভয় কালেরই অখিলফলপ্রদ বৈশাখধর্ম্ম পুনঃ পুন শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তির অবসান হই-তেছে না, এই বৈশাখধর্ম্ম অকপট, ইহা সুশোভন বিষ্ণুকথায় পূর্ণ এবং কর্ণের রসায়নস্বরূপ; এই বৈশাখ-শাস্ত্র শ্রবণে আমার তৃপ্তি চরিতার্থ হইতেছে না, অহো! আমি পূর্ব্ব জন্মে কতই পুণ্য করিয়াছিলাম যে, আমার ভাগ্যবশে অতিথিবেশে আপনি আমার ভবনে শুভাগমন করিয়াছেন, আপনার মুখপদ্ম-নিঃসৃত পরমাদ্ভুত বাক্যামৃতের রসাস্বাদ করিয়া আমার এমনই তৃপ্তি হইতেছে যে, ব্রহ্মপদ অধিক কি, মোক্ষও আমার অভীষ্ট হইতেছে না। অতএব ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক বিষ্ণুপ্রীতিকর সেই দিব্য বৈশাখ-ধর্ম্ম আমার নিকট বিস্তাররূপে পুনরায় বর্ণন করুন। ১—৫। পূর্ব্বকালে রাজা কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাযশা শ্রুতদেব হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় বৈশাখধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রুতদেব বলি-লেন,—হে রাজন্! পাপবিনাশিনী বৈশাখধর্ম্মকথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন; মুনিগণ ধর্ম্ম বিষয়ে মুহুর্মুহু এই সকল কথার অবতারণা করিয়া থাকেন। পম্পাতীরে শঙ্খনামক মহাযশা জনৈক দ্বিজ বাস করিতেন। তিনি বৃহস্পতির সিংহরাশিতে অবস্থান-

গুত্তাম্ ॥ ৮ ॥ তীর্ত্বা ভীমরথীং পুণ্যাং কান্তারে কণ্টকাচলে। নির্জ্জলে নির্জ্জনে ঘোরে বৈশাখে তপকর্ষিতঃ ॥ ৯ ॥ বৃক্ষে চোপবিবেশাসৌ মধ্যাহ্নসময়ে দ্বিজঃ। তদা কশ্চিদ্দুরাচারো ব্যাধশ্চাপধরঃ শঠঃ ॥১০॥ নির্ঘৃণঃ সর্ব্বভূতেষু কালান্তক ইবাপরঃ। তং কুণ্ডলধরং বিপ্রং দীক্ষিতং ভাস্করোপমম্ ॥ ১১ ॥ দৃষ্ট্বা বদ্ধা স জগ্রাহ কুণ্ডলাদিকমুগ্রধীঃ। উপানহৌ চ ছত্রঞ্চ অক্ষমালাং কমণ্ডলুম্ ॥ ১২ ॥ পশ্চাদ্বিসৃজ্য তং বিপ্রং গচ্ছেত্যাহ বিমূঢধীঃ ॥ ১৩ ॥ ততঃ স গচ্ছন্ পথি শর্করাবিলে সূর্য্যাংশুতপ্তে জলবর্জ্জিতে খরে। সন্তপ্তপাদস্তৃণছাদিতে স্থলে ক্বচিচ্চচারোপবসন্মূর্চ্ছিতোঽসৌ ॥ ১৪ ॥ স বৈ দ্রুতং সম্পতন্ ক্বাপি তুষ্যন্ হাহেতিবাদী স জগাম তূর্ণম্। দৃষ্ট্বা মুনিং খিদ্যমানং পৃথিব্যাং মধ্যং গতে পুংক্তি দয়া বভূব ॥ ১৫ ॥ ব্যাধস্থ ধর্ম্মাবিমুখস্য চ পাপবুদ্ধেস্তস্মৈ দদামি সুখদাং খলু পাদরক্ষাম্ ॥ ১৬ ॥ চৌর্য্যেণৈব স্বধর্ম্মেণ যা গৃহীতা বনান্তরে। তদীয়মেব তৎসর্ব্বং ব্যাধানাং ধর্ম্মনির্ণয়ঃ। তস্মাদুপানহৌ দাস্যে মুহুর্দ্দুঃখাপনুত্তয়ে ॥ ১৭ ॥ তেন শ্রেয়ো ভবেদ্যচ্চ তদ্ভবেন্মম পাপিনঃ। জীর্ণে চোপানহৌ দ্বে চ বর্ত্তেতে পাদয়োর্ম্মম। ন তাভ্যামস্তি মে কৃত্যং তস্মাত্তে বৈ দদাম্যহম্ ॥ ১৮ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসি তূর্ণং গত্বা দদৌ চ তে। শর্করাতপ্তপাদায় দ্বিজবর্য্যায় সীদতে ॥ ১৯ ॥ উপানহৌ গৃহীত্বা তে নির্ব্বৃতিঞ্চ পরাং যযৌ। সুখী ভবেতি তং ব্যাধমাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ ॥ ২০ ॥ নূনং সুপক্বপুণ্যোঽহয়ং বৈশাখে দত্তবানম্। ব্যাধস্থাপি চ দুর্ব্বুদ্ধেঃ প্রায়ো বিষ্ণুং প্রসীদতি ॥ ২১ ॥ সর্ব্বস্বাপ্ত্যা চ ভূয়োঽপি যৎসুখং তদভূন্মম। ততোঽভিশ্রুত্য তদ্বাক্যং কিমেতদিতি বিস্মিতঃ ॥ ২৩ ॥ ব্যাজহার পুনর্ব্বিপ্রং ব্রাহ্মণং ব্রহ্মবাদিনম্। স্বদীয়ং তু ময়া দত্তং কথং

কালে শুভার্থী গোদাবরী নদীতীরে গমন করেন। অনন্তর দ্বিজ শঙ্খ বৈশাখ মাসে পুণ্যা ভীমরথী পার হইয়া কণ্টকাচলের বনপ্রদেশে যাইতে যাইতে ক্রমে ঘোর নির্জ্জন জলহীন দেশে উপনীত হন। তখন শঙ্খ মধ্যাহ্নে বৈশাখের তাপে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া এক বৃক্ষকোটরের আশ্রয় লন। ঐ কালে চাপধারী জনৈক ব্যাধ তথায় আসিয়া উপনীত হয়। ঐ শঠ দুরাচার, ঘৃণাহীন, নিখিল প্রাণীর দ্বিতীয় কালান্তক, উগ্রকর্ম্মা ব্যাধ কুণ্ডলধারী সূর্য্যসন্নিভ দীক্ষিত দ্বিজকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে বন্ধন করত তদীয় কুণ্ডল, পাদুকাযুগল, ছত্র, অক্ষমালা এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিল। মূঢ় ব্যাধ তাহার কুণ্ডলাদি সমস্ত অপহরণ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিল এবং বলিল,—হে দ্বিজ। এখান হইতে চলিয়া যাও। অনন্তর হৃতসর্ব্বস্ব উদ্ধরেণ দ্বিজ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সূর্য্যতাপতপ্ত বালুকাকুল জলবর্জ্জিত খরতর পথে চলিতে চলিতে তিনি অতীব সন্তপ্ত হইলেন, তাহার পাদদ্বয়ে অত্যন্ত তাপ লাগিল, তিনি তৃণাচ্ছাদিত পথে বিচরণ করিয়া কখন উত্তপ্ত হইয়া উপবেশন ও কখনও বা গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন সন্তপ্ত হইয়া দ্রুতগমন, কখন হাহাকার রব উচ্চারণ এবং কোথাও বা সামান্ত তৃপ্তি লাভ করিয়া উপবেশন—এইরূপে ক্রান্ত গমন করিতে থাকিলে মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডে খিদ্যমান মুনিকে সন্দর্শন করিয়া ধর্ম্মবিমুখ ব্যাধের দয়া হইল; সেই পাপমতি মনে করিল,—আমি ইহাকে অবশ্যই সুখদ পাদত্রাণ দান করিব। আমি স্বধর্ম্ম চৌর্য্যদ্বারা বনমধ্যে ইহার নিকট যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি, এই সকল বস্তুতে আমারই অধিকার, আর ইহাই ব্যাধধর্ম্ম। এক্ষণে আমি ইহাকে পাদুকা অর্পণ করি, কেন না এই পাদুকা দ্বারা ইহার পদদুঃখের অপনোদন হইবে। আমি পাপী, অবশ্য এই দানপ্রভাবে আমারও শ্রেয় হইবে। আমার পাদদ্বয়ে যে পাদুকা বিদ্যমান, ইহা জীর্ণ হইয়াছে, ইহা দ্বারা আর অধিক দিন আমার কার্য্য চলিবে না, অতএব এই পাদুকাই দান করিব। ১৬-১৮। ব্যাধ মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করি। দ্বিজসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পাদুকা দান করিল, দ্বিজশ্রেষ্ঠ শঙ্খের সূর্য্যতাপতপ্ত বালুকায় পাদদ্বয় নিতান্ত খিন্ন হইয়াছিল, তিনি পাদুকা গ্রহণ করিয়া পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন এবং ব্যাধকে "সুখী হও" এইরূপ আশীর্ব্বাদ-বাক্যে অভিনন্দিত করিয়া সেই দুর্ব্বুদ্ধি ব্যাধকে পুনর্ব্বার বলিলেন,—বৈশাখে তোমার এই পাদুকাদান দেখিয়া আমার মনে হয়, তোমার অতীব পুণ্যপরিপাককাল উপস্থিত, সন্দেহ নাই, আর বিষ্ণুও তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। হে ব্যাধ। সর্ব্বস্ব লাভে যে সুখ হয়, একমাত্র পাদুকা প্রাপ্ত হইয়া আমার সেই সুখলাভ হইয়াছে। ব্যাধ দ্বিজের বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিল,—আপনি এ কি বলিতেছেন। সে পুনরায় সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী দ্বিজকে বলিল,

পুণ্যং ভবেন্মম ॥ ২৩॥ প্রশংসসি চ বৈশাখং হরিস্তুষ্টো ভবেদিতি। এতদাচক্ষ্ব মে ব্রহ্মন্ কো বৈশাখস্তু কো হরিঃ ॥ ২৪॥ কো ধর্ম্মঃ কিং ফলং তস্য শুশ্রূষোর্মে দয়ানিধে। ইতি ব্যাধবচঃ শ্রুত্বা শঙ্খস্তুষ্টমনা অভূৎ ॥ ২৫॥ প্রশংসন্ স চ বৈশাখং পুনর্বিস্মিতমানসঃ। ইদানীং দত্তবান্ পাদত্রাণে মে লুব্ধকঃ শঠঃ ॥ ২৬॥ যদ্দুর্বুদ্ধেশ্চ বৈষম্যং জাতং চিত্রমহো বত। সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণাং ফলং জন্মান্তরেষু বৈ ॥ ২৭॥ বৈশাখমাসধর্ম্মাণাং ফলং সদ্যঃ ক্ষণে নৃণাম্। পাপাচারস্য দুর্বুদ্ধের্ব্যাধস্যাপি দুরাত্মনঃ ॥ ২৮॥ দৈবাদ্বুপানহোদ্দানাৎ সত্ত্বশুদ্ধিরভূদহো। যচ্চ বিষ্ণোঃ প্রিয়ং কর্ম্ম যত্তত্তৎসন্তোষানির্ম্মলম্ ॥ ২৯॥ তদেব ধর্ম্মমিত্যাহুর্ম্মন্বাদ্যা ধর্ম্মবিত্তমাঃ। ধর্ম্মা মাধবমাসীয়াঃ প্রিয়া বিষ্ণোরতীব তে ॥ ৩০॥ ধর্ম্মৈর্ম্মাধবমাসীয়ৈর্যথা তুষ্যতি কেশবঃ। ন তথা সর্ব্বদানৈশ্চ তপোভিশ্চ মহামখৈঃ ॥ ৩১॥ নানেন সদৃশো ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মেষু বিদ্যতে। মা গয়াং যাস্ত মা গঙ্গাং মা প্রয়াগং তু পুষ্করম্ ॥ ৩২॥ মা কেদারং কুরুক্ষেত্রং মা প্রভাসং সমন্তকম্। মা গোদাং মা চ কৃষ্ণাঞ্চ মা সেতুং মা মরুদ্বৃধম্ ॥ ৩৩॥ বৈশাখধর্ম্মমাহাত্ম্যং শংসন্তী চ কথাপগা। তত্র স্নাতস্য বৈ বিষ্ণুঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে ॥ ৩৪॥ মাসে মাধবসংজ্ঞেঽস্মিন্ যৎস্বল্পেনৈব সাধ্যতে। ন তদ্বহুব্যয়ৈর্দ্দানৈর্ন ধর্ম্মৈর্বাপি বৈ মখৈঃ ॥ ৩৫॥ মাসোঽয়ং মাধবো নাম ব্যাধ পুণ্যবিবর্দ্ধনঃ। তস্মিন্ মহৎ ত্বয়া দত্তে পাদুকে তাপনাশনে ॥ ৩৬॥ তেন তে পূর্ব্বকালীনং পুণ্যং পাকমুপাগতম্। তুষ্টস্তু ভগবান্ প্রায়ঃ শ্রেয়ো ব্যাধ বিধাস্যতি ॥ ৩৭॥ অন্যথা তে কথং ভূয়াদ্বুদ্ধিরেতাদৃশী শুভা। মুনাবেবং ব্রুবাণে চ মৃত্যুনা প্রেরিতো বলী ॥ ৩৮॥ সিংহো ব্যাঘ্রবধার্থায় প্রাদ্রবৎ ক্রোধবিহ্বলঃ। মধ্যে দৃষ্টা চ মাতঙ্গং দৈবাদ্দেবেন কল্পিতম্ ॥ ৩৯॥ তং হস্ত-

---

আপনার বস্তু আপনাকে দিয়াছি, ইহাতে আমার কিরূপে পুণ্যার্জ্জন হইল? আপনি কি জন্য বৈশাখের প্রশংসা করিতেছেন এবং কেনই বা বলিতেছেন,—হরি আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন? হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে বলুন,—বৈশাখই বা কে আর হরিই বা কে? এই সমস্ত বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন। হে দয়ানিধে! ধর্ম্ম কি? সেই ধর্ম্মের ফল কিরূপ? এই সকল শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে, অতএব এই সকল বলুন। ব্যাধের বাক্য শুনিয়া শঙ্খ বিস্মিত হইলেন এবং বৈশাখের প্রশংসা করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে বলিতে লাগিলেন,—তুমি লুব্ধক ও শঠ হইয়াও যে আমাকে পাদুকাযুগল দান করিলে এবং তোমার এই যে দুর্ব্বুদ্ধির বৈষম্য জন্মিয়াছে, ইহা অতীব বিচিত্র; বহু জন্মান্তরের পুণ্য-প্রভাবেই নিখিল ধর্ম্মের ফল ফলিয়া থাকে। অহো! মানবগণের বৈশাখধর্ম্মফল অল্পকালেই ফলে। অহো! কি আশ্চর্য্য! পাপাচার দুর্ব্বুদ্ধি দুরাত্মা ব্যাধ দৈববশে আজ পাদুকাদান করায় ইহার কিরূপ দেহশুদ্ধি হইল? মনু প্রভৃতি ধর্ম্মবিত্তমগণ বলিয়াছেন,—যাহাতে বিষ্ণুর প্রীতি হয়, যে কার্য্য তাঁহার সন্তোষপ্রদ, তাহাই ধর্ম্ম। হে সাধো! বৈশাখধর্ম্ম বিষ্ণুর অতিপ্রিয়, বৈশাখধর্ম্মে কেশব যেরূপ সন্তুষ্ট হন, সর্ব্ববিধ দান, উগ্রতপস্যা ও মহাযজ্ঞেও তাঁহার তদ্রূপ প্রীতি হয় না। ধর্ম্মসমূহের মধ্যে বৈশাখধর্ম্মের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই; অতএব মানব গয়া, গঙ্গা, প্রয়াগ, পুষ্কর, কেদার, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, সমস্তক, গোদাবরী, কৃষ্ণা, রামেশ্বর সেতুবন্ধ বা মরুদ্বৃধ প্রভৃতি গমন না করিয়া কেবল বৈশাখধর্ম্মের সেবা করুক। বৈশাখমাহাত্ম্যরূপ কথানদী অতীব প্রশংসনীয়। যে মানব এই বৈশাখমহাত্ম্য কথারূপ নদীতে অবগাহন করে, বিষ্ণু সদ্য তাহার হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন।১৯—৩৫। এই বৈশাখ মাসে অল্পব্যয়ে যেরূপ ধর্ম্ম সাধিত হয়, বহু দান, ধর্ম্ম ও যজ্ঞদ্বারাও তদ্রূপ ধর্ম্ম সাধিত হয় না। হে ব্যাধ! এই মাধবনামক বৈশাখ মাস পুণ্যবর্দ্ধন, তুমি এই পুণ্যময় বৈশাখমাসে আমাকে তাপনাশন পাদুকাযুগল দান করিয়াছ; অতএব তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের পরিপাককাল উপস্থিত হইয়াছে। হে ব্যাধ! ভগবান্ বিষ্ণু তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, তিনি তোমার শ্রেয়োবিধান করিবেন; অন্যথা তোমার এইরূপ সাধুবুদ্ধির উদয় হইত না। মুনি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এক ক্রোধবিহ্বল বলীয়ান্ সিংহ অন্য এক শার্দ্দূলবধার্থ প্রধাবিত হইয়া তথায় উপনীত হইল; দৈবানুবন্ধবশতঃ তৎকালে ঐ সিংহ ও শার্দ্দূলের মধ্যস্থলে এক মাতঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। সিংহ শার্দ্দূল-লক্ষ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই মাতঙ্গকে মারিবার জন্য আড়ি পাকাইয়া

মৃধ্যতোঽগমদ্বৎ পদাক্রান্তং ব্যবস্থিতম্। তয়োর্যুদ্ধমভূদ্রাজন্ সিংহমাতঙ্গয়োর্বনে ॥ ৪০ ॥ শ্রান্তৌ যুদ্ধাচ্চ বিরতৌ নিরীক্ষন্তৌ চ তস্থতুঃ। ব্যাধমুদ্দিশ্য যচ্চোক্তং মুনিনা চ মহাত্মনা ॥ ৪১ ॥ সমস্তপাতকধ্বংসি দৈবাচ্ছুশ্রুবতুশ্চ তৌ। তেনৈব মাসমাহাত্ম্যশ্রবণেনামলাশয়ৌ ॥ ৪২ ॥ শাপান্মুক্তৌ চ তৌ দেহাৎ সদ্যো মুক্তৌ দিবং গতৌ। দিব্যরূপধরৌ দিব্যৌ দিব্যগন্ধানুলেপনৌ ॥ ৪৩ ॥ দিব্যং বিমানমারূঢৌ দিব্যনারীনিষেবিতৌ। সদ্যোঽবনতমূর্দ্ধানৌ প্রাঞ্জলী চোপতস্থতুঃ ॥ ৪৪ ॥ মুনীন্দ্রো ধর্ম্মবক্তা চ ব্যাধমুদ্দিশ্য বৈ পথি। তৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ প্রাহ কৌ যুবামিতি নিশ্চলঃ ॥ ৪৫ ॥ দুর্যোনৌ তু কুতো জন্ম যুবয়োর্ব্বা কথং মৃতিঃ। অহেতোর্ব্বিপিনে চাস্মিন্ পরস্পরবধোদ্যতৌ ॥ ৪৬ ॥ এতৎসর্ব্বং সুবিস্তার্য্য সম্যগ্বদত মেঽনঘৌ। ইত্যুক্তৌ মুনিনা তেন বচঃ প্রত্যূচতুঃ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥ মতঙ্গস্য মুনেঃ পুত্রৌ দন্তিলঃ কোহলোঽপরঃ। শাপদোষেণ তৌ জাতৌ নাম্না দন্তিলকোহলৌ ॥ ৪৮ ॥ রূপযৌবনসম্পন্নৌ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদৌ। আবামুদ্দিশ্য প্রোবাচ পিতা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ ॥ ৪৯ ॥ মতঙ্গো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সর্ব্বধর্ম্মবিদুত্তমঃ। বৈশাখে মাসি তনয়ৌ মধুসূদনবল্লভে ॥ ৫০ ॥ প্রপাং কুরুত মার্গে চ জনান্ বীজয়তং পথম্। মার্গে ছায়াং বিধত্তাঞ্চ ভূর্য্যন্নং শীতলাম্বু চ ॥ ৫১ ॥ কুরুতং স্নানমুষসি তথৈবার্চ্চয়তং বিভুম্। কথাঞ্চ শৃণুতং নিত্যং যয়া বন্ধো নিবর্ত্ততে ॥ ৫২ ॥ এবঞ্চ বহুভির্ব্বাক্যৈর্ব্বোধিতাবপি দুর্ম্মতী। ক্রুদ্ধোঽহমবং দন্তিলোঽহং মত্তোঽহং কোহলাহ্বয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ ক্রুদ্ধঃ শশাপ তৌ সদ্যঃ পিতা ধর্ম্মেষু লালসঃ ॥ ৫৪ ॥ পুত্রঞ্চ ধর্ম্মবিমুখং ভার্য্যাং চাপ্রিয়বাদিনীম্। অব্রহ্মণ্যঞ্চ রাজানং ত্যজেৎ সদ্যো ন চেৎ পতেৎ ॥ ৫৫ ॥ দাক্ষিণ্যাদর্থলোভাদ্বা সংসর্গং যে প্রকুর্ব্বতে। তে সর্ব্বে নরকং যান্তি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ইতি জ্ঞাত্বা শশাপাবাং মদক্রোধপরিপ্লুতৌ ॥ ৫৬ ॥

উপবেশন করিল। হে রাজন্। তখন সেই বনে সিংহ ও মাতঙ্গে যুদ্ধ বাধিল, ক্ষণকালমধ্যে যুদ্ধে উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িল। হে নৃপ! তখন মহাত্মা মুনি ব্যাধের প্রতি যে উপদেশবাক্য বলিতেছিলেন, বিশ্রান্ত সিংহ ও শার্দ্দূল উভয়েই এই সকল বিষ্ণুকথা শ্রবণ করিতে করিতে তথায় উপবেশন করিল। দৈববশে কলুষবিধ্বংসী বৈশাখমাহাত্ম্য শ্রবণে তাহাদের হৃদয় নির্ম্মল হইল, এবং তাহারা উভয়েই শাপমুক্ত হইয়া পশুশরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যদেহে স্বর্গলোকে গমন করিল। তাহারা দিব্য দেহ ধারণ করিল, গন্ধচন্দনে তাহাদের শরীর অনুলিপ্ত হইল, দিব্য বিমান আসিল, অমরনারীগণ তাহাদের সেবা করিতে লাগিল, তাহারা তখন অবনতমস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে করিতে সেই বিমানারোহণে গমন করিল। ধর্ম্মবক্তা মুনি পথে বসিয়া ব্যাধের প্রতি বৈশাখমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় ঐ ব্যাপার সংঘটিত হয়। মুনি মুক্ত সিংহ-শার্দ্দূল সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং নিশ্চলভাবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কে? কিজন্য তোমাদের দুর্যোনিতে এই জন্ম হইয়াছিল এবং অকারণ কেনইবা তোমরা এই অরণ্যে পরস্পর বধোদ্যত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলে। হে নিষ্পাপ পুরুষদ্বয়! আমার নিকট এই সমস্ত বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন কর।" অনন্তর মুনি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই শাপমুক্ত পুরুষদ্বয় প্রত্যুত্তর করিল;—আমরা দুইজন মতঙ্গ মুনির তনয়, আমাদের একজনের নাম দন্তিল ও অপরের নাম কোহল ছিল; শাপদোষে আমাদের এইরূপ দশা হইয়াছে। ৩৫—৭৮। আমরা রূপযৌবনসম্পন্ন ও সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ ছিলাম। একসময়ে ধর্ম্মার্থকোবিদ আমাদের পিতা সর্ব্বধর্ম্মবিত্তম মহর্ষি মতঙ্গ মাধববল্লভ বৈশাখ মাসে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"হে তনয়দ্বয়! পথে প্রপা নির্ম্মাণ, পথিকগণের বীজন, পথে ছায়া নির্ম্মাণ, ভূরি অন্ন ও শীতল জল স্থাপন, প্রভাতে স্নান, বিভু ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা এবং নিত্য হরিকথা শ্রবণ কর; এইরূপ করিলে তোমাদের ভববন্ধন নিবৃত্ত হইবে। হে দ্বিজ! আমরা দুর্ম্মতি, পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে বহু প্রবোধিত হইয়াও আমরা তাহা সম্পাদন করিলাম না; পরন্তু আমাদের ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে আমি দন্তিল ক্রুদ্ধ এবং আমি কোহল উন্মত্ত হইলাম। ধর্ম্মলোলুপ পিতা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সদ্যই আমাদিগের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন। তিনি জানিতেন,—"ধর্ম্মবিমুখ তনয়, অপ্রিয়বাদিনী পত্নী এবং অব্রহ্মণ্যহীন নরপতিকে সদ্য পরিত্যাগ করা উচিত; কখন তাহাদের সংসর্গ শ্রেয়স্কর নহে; যাহারা দাক্ষিণ্যে বা অর্থলোভে তাদৃশ পুত্র, পত্নী বা রাজার সংসর্গ করে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল তাহারা নরকে বাস

ক্রুদ্ধোঽহং দন্তিলো ভূয়াৎ সিংহঃ ক্রোধপরিপ্লুতঃ।
মত্তশ্চ কোহলো ভূয়াদ্বনে মাতঙ্গযূথপঃ॥ ৫৭॥
কৃতানুতাপৌ পশ্চাত্তু প্রার্থয়াবো বিমোচনম্।
আবাভ্যাং প্রার্থিতো ভূয়ো বিশাপঞ্চ দদৌ পিতা॥
৫৮॥ যুবাং প্রাপ্য চ দুর্যোনিং কিয়ৎকালান্তরেঽপি
চ। সঙ্গমো ভবিতা তত্র পরস্পরবধৈষিণোঃ॥ ৫৯॥
তস্মিন্নেব হি সময়ে সংবাদো ব্যাধশঙ্খয়োঃ।
বৈশাখধর্মবিষয়ো দৈবাদ্বাং শ্রবণেঽপি চ॥ ৬০॥
গমিষ্যতি ক্ষণাদেব তস্মান্মুক্তির্ভবিষ্যতি। শাপা-
মুক্তৌ পূর্ব্বমেব রূপমাস্থায় পুত্রকৌ॥ ৬১॥ মামেব
প্রাপ্য বস্তং নান্যথা মে বচো ভবেৎ। ইতি
শপ্তৌ চ গুরুণা দুর্যোনিং প্রাপ্য দুর্মতী॥ ৬২॥
প্রাপ্য দৈবাৎ সঙ্গতিঞ্চ পরস্পরবধৈষিণৌ। সংবাদং
যুবয়োর্দিব্যং শুভং তং শুশ্রুবাবহে॥ ৬৩॥ তেন
সদ্যো বিমুক্তিশ্চ ক্ষণাদেবাবয়োরভূৎ। ইতি সর্ব্বং
সমাখ্যায় প্রণম্য চ মুনীশ্বরম্॥ ৬৪॥ সমামন্ত্র্যাভ্যনু-
জ্ঞাতৌ জগ্মতুঃ পিতুরন্তিকম্। ততেবং শঙ্খবৃত্তান্ত
মুনির্ব্যাধং দয়ানিধিঃ॥ ৬৫॥ পশ্য বৈশাখমাহাত্ম্য-
শ্রবণস্য ফলং মহৎ। মুহূর্ত্তশ্রবণাদেব তয়োর্মুক্তিঃ
করে স্থিতা॥ ৬৬॥ ইতি ব্রুবাণং মুনিপুঙ্গবং তং
দয়ানিধিং নিঃস্পৃহমগ্র্যবুদ্ধিম্। বিশুদ্ধসত্ত্বং সুকৃতৈক-
পাত্রং স ত্যক্তশস্ত্রঃ পুনরাহ ব্যাধঃ॥ ৬৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে দন্তিলকোহল-
মুক্তিপ্রাপ্তিবৃত্তান্তবর্ণনং নাম সপ্তদশো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাধ উবাচ। ভবতানুগৃহীতোঽস্মি মুনে পাপো-
ঽতিদুষ্টধীঃ। দয়ালবো মহান্তো হি স্বভাবাদেব
সাধবঃ॥ ১॥ ক্ব ব্যাধশ্চাকুলীনোঽহং ক্ব চ বা
মতিরীদৃশী। কেবলং ভবতামেব মন্যেঽহমনুগ্রহমুত্ত-
মম্॥ ২॥ অথ সাধো চ শিষ্যোঽস্মি কৃপাপাত্রো-

করিয়া থাকে।” পিতা এইরূপ জানিয়া মদ-ক্রোধ-পরিপ্লুত আমাদিগকে শাপ প্রদান করেন; হে মুনে! রোষপরবশ পিতার শাপবাণী শ্রবণ করুন। তিনি বলেন,—“ক্রুদ্ধ দন্তিল সিংহ হউক এবং এই মত্ত কোহল মাতঙ্গগণের যূথপ মত্তমাতঙ্গ হইয়া বনে বাস করুক।” পিতা শাপ প্রদান করিলে পশ্চাৎ আমরা অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট শাপ-বিমোচন প্রার্থনা করি, তিনিও আমাদিগের প্রার্থনায় আমাদের শাপ-মোক্ষণ করেন। পিতা বলেন,—“আমার বাক্যের অন্যথা হইবে না, তোমরা সম্প্রতি কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হইয়া বনে বাস কর, তার পর কিছুকাল অতীত হইলে তোমরা পরস্পর বধোদ্যত হইয়া একত্র মিলিত হইবে, সেই বনে ঋষি শঙ্খ ব্যাধের প্রতি বৈশাখধর্ম্ম বর্ণন করিবেন, তখন তোমরা দৈববশে তথায় উপনীত হইয়া সেই ঋষিভাষিত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া সদ্য মুক্ত হইবে। হে পুত্রদ্বয়! শাপমুক্ত হইয়া তোমাদের পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবে এবং তখনই আমার সমীপে আসিয়া বাস করিবে।” হে সাধো! আমরা দুর্ব্বুদ্ধি। পিতার শাপে আমরা সদ্য কদর্য্য যোনিতে জন্ম লইয়াছিলাম। দৈববশে আজ আমাদের ভ্রাতৃযুগলের মিলন হইয়াছে,—আমরা পরস্পর বধোদ্যত হইয়াছিলাম, আমরা উভয়েই আপনাদের শুভাবহ কথোপ-কথন শ্রবণ করিয়াছি, আর তজ্জন্যই আমরা আজ সদ্য শাপমুক্ত হইলাম। হে রাজন্! সেই পুরুষদ্বয় এই সকল বলিয়া সেই মুনীশ্বর শঙ্খকে প্রণাম ও সম্যক্ আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করত পিতার নিকট গমন করিল। দয়া-নিধি শঙ্খ এই সকল ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ব্যাধকে বলিলেন,—হে ব্যাধ! বৈশাখমাহাত্ম্য শ্রবণের মহাফল অবলোকন কর, দেখ, মুহূর্ত্ত-মাত্র বৈশাখ মাহাত্ম্য শ্রবণে সিংহ ও শার্দ্দুলের মুক্তি করতলস্থ হইল। ঋষিসত্তম শঙ্খ এইরূপ বলিলে ব্যাধ অস্ত্রত্যাগ করিয়া সেই দয়ানিধি নিস্পৃহ সূক্ষ্মবুদ্ধি শুদ্ধদেহ পুণ্যভাজন মুনিকে পুনরায় বলিতে লাগিল। ৪৭—৬৭।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্যাধ বলিল,—হে মুনে! আমি দুর্ম্মতি ও পাপ-পরায়ণ; আজ আমি আপনা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হই-লাম। অহো! সাধু মহাত্মগণ যে দয়ালু হন, ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক গুণ; অন্যথা—কোথায় আমি অকুলীন ব্যাধ আর কোথায়ই বা আমার ঈদৃশী মতি; আমার কেবলই মনে হয়,—ভবাদৃশ মহাত্মা-

হন্তি মানব। অনুগ্রাহ্যোঽস্মি পুত্রোঽস্মি কৃপাং কুরু দয়ানিধে ॥ ৩॥ যথা মে ন পুনর্ভূয়াদসন্মতিরনর্থদা। সন্তিত্ব সঙ্গতেঃ কাপি ন ভূয়ো দুঃখমশ্নুতে ॥ ৪॥ তস্মাদ্বোধয় মাং বিপ্র সূক্তৈর্বেদোক্তিজৈঃ পাপনাশকৈঃ। যেন চাদ্ধা তরিষ্যন্তি সংসারাব্ধিং মুমুক্ষবঃ ॥ ৫॥ সাধূনাং সমচিত্তানাং তথা ভূতদয়াবতাম্। ন চ হীনোত্তমঃ কাপি নাত্মীয়ো হি পরস্তথা ॥ ৬॥ ঐকাগ্র্যেণ বিচিন্ত্যাথ চিত্তশুদ্ধিঞ্চ পৃচ্ছতি। সর্ব্বদোষযুতো বাপি সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতোঽপি বা ॥ ৭॥ কৃতানুতাপশ্চ যদা যদা পৃচ্ছতি বৈ গুরূন্। তদৈবোপদিশন্ত্যদ্ধা জ্ঞানং সংসারমোচকম্ ॥ ৮॥ যথা গঙ্গা মনুষ্যাণাং পাপনাশস্য ভাবিনী। তথা মন্দসমুদ্ধারস্বভাবাঃ সাধবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯॥ মা বিচারয় মাং বোদ্ধুং দয়ালো ভক্তবৎসল। শুশ্রূষুত্বান্নতত্বাচ্চ শুদ্ধত্বাত্তব সঙ্গতেঃ ॥ ১০॥ ইতি ব্যাধবচঃ শ্রুত্বা পুনর্বিস্মিতমানসঃ। সাধুসাধ্বিতি সম্ভাব্য ধর্ম্মান্ বক্তুং প্রচক্রমে ॥ ১১॥ শঙ্খ উবাচ। বিষ্ণুপ্রীতিকরান্ দিব্যান্ সংসারাব্ধিবিমোচকান্। শৃণু ধর্ম্মাংশ্চ বৈশাখে যদি ব্যাধ শমিচ্ছসি ॥ ১২॥ আতপো বাধতে ঘোরো ন চ্ছায়া নাম্বু চাত্র চ। অন্যৎ স্থলান্তরং যামো যত্র চ্ছায়া তু বর্ত্ততে ॥ ১৩॥ তত্র গত্বা জলং পীত্বা সুচ্ছায়াঞ্চ সমাশ্রিতঃ। তত্র তে বর্ণয়িষ্যামি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ॥ ১৪॥ বিষ্ণোর্মাধবমাসস্য যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্। ইত্যুক্তো মুনিনা তেন ব্যাধঃ প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৫॥ ইতোঽদূরে সলিলং বর্ত্ততে চ সরোবরে। কপিত্থাস্তত্র বৈ সন্তি ফলভারেণ পীড়িতাঃ ॥ ১৬॥ গচ্ছাবস্তত্র সম্প্রীতির্ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ। ব্যাধেনৈবং সমাদিষ্টস্তেন সাকং যযৌ মুনিঃ ॥ ১৭॥ কিয়দ্দূরং ততো গত্বা দদর্শাগ্রে সরোবরম্। বককারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥ ১৮॥ হংসসারসক্রৌঞ্চাদ্যৈঃ সমন্তাৎ পরিশোভিতম্। কীচকৈশ্চ সুঘোষৈশ্চ

দিগের উত্তম অনুগ্রহ ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি সাধুগণের সহিত সঙ্গত হয়, কদাচ তাহার দুঃখভোগ হয় না। অতএব যাহা দ্বারা মুমুক্ষুগণ সদ্য সংসারসাগর পার হন, আপনি সেই পাপনাশন উত্তম বাক্যনিচয় দ্বারা আমার জ্ঞান উৎপাদন করুন। যাঁহারা সাধু ও সমচিত্ত এবং সর্ব্বভূতে যাঁহাদের দয়া বিদ্যমান, তাঁহাদের হীন কি উত্তম, আত্মীয় কিংবা পর—এইরূপ ধারণা কদাচ থাকে না। মানব যৎকালে আত্মকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, তখনই গুরুগণের নিকট গমন করিয়া পাপনিষ্কৃতির কারণ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু জিজ্ঞাসু যদি নিখিলদোষযুক্ত ও সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হয়, আর যদি একান্তমনে আত্মশুদ্ধির উপায় জানিতে বাসনা করে, তখন গুরুগণ সদ্যই তাদৃশ জিজ্ঞাসুকে সংসারমোক্ষণ জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন। জাহ্নবী যেমন মানবগণের পাপনাশিনী, মন্দকর্ম্মা মানবগণের উদ্ধার করাও সাধুদিগের তদ্রূপ স্বভাবসিদ্ধ গুণ। হে দয়ালো! আপনি ভক্তবৎসল, আমি নীচজাতি বলিয়া আমাকে জ্ঞানদান করিতে, বিচার-বিতর্ক করিবেন না; কেননা, আমি একণে আপনার সংসর্গে শুদ্ধ, শুশ্রূষাপরায়ণ ও বিনীত হইয়াছি। ব্যাধের বাক্য শুনিয়া ঋষি পুনরায় বিস্মিতমানস হইলেন এবং তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ১-১১। শঙ্খ বলিলেন,—হে ব্যাধ! যদি তোমার স্বীয় কুশল কামনা থাকে, তবে বিষ্ণুপ্রীতিকর সংসারসাগরোত্তরণক্ষম দিব্য বৈশাখধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এই স্থান ঘোর আতপতাপকর, এখানে ছায়া বা জল নাই, অতএব চল আমরা উভয়েই স্থানান্তরে গমনপূর্ব্বক যে স্থানে ছায়া ও জল আছে, এরূপ স্থলে বাস করি এবং জল পান ও ছায়ায় উপবেশন করিয়া সেই স্থানেই তোমার নিকট পাপনাশন বৈষ্ণবমাস বৈশাখের মাহাত্ম্য আমার যেরূপ জানা আছে বা আমি যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তৎসমস্ত বর্ণন করি। মুনি এইরূপ বলিলে ব্যাধ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল,—এই বনের অদূরে এক সরোবর বিরাজিত, তথায় জল আছে, ঐ সরোবরতীরে অনেক কপিত্থ তরু বিদ্যমান। সেই সকল কপিত্থ তরু প্রভৃত ফলভারে নম্র হইয়া রহিয়াছে। চলুন, আমরা সেই স্থানে গমন করি, সেস্থানে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হইবে, সংশয় নাই। অনন্তর ব্যাধকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শঙ্খ মুনি ও তাহার সহিত গমন করিলেন এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই সম্মুখে এক সরোবর দেখিতে পাইলেন। ঐ সরোবর বক ও কারণ্ডবগণে আকীর্ণ এবং চক্রবাকনিচয়ে উপশোভিত। সরোবরের তীরভূমি হংস, সারস ও ক্রৌঞ্চাদি বিহঙ্গমগণের সমাগমে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; তীরস্থলের কোথাও বংশের

ভূষিতং ভ্রমরৈরপি ॥ ১৯ ॥ নক্রকচ্ছপমীনাদ্যৈ-র্গাহিতং সুমনোহরম্। কুমুদোৎপলকহ্লারপুণ্ডরীকাদিভির্বৃতৎ ॥ ২০ ॥ শতপত্রৈঃ কোকনদৈঃ সমন্তাৎ পরিশোভিতম্। পক্ষিণাঞ্চ কলারাবৈর্মুখরা নয়নোৎসবম্ ॥ ২১ ॥ তটে কীচকগুল্মৈশ্চ তথা বৃক্ষৈশ্চ শোভিতম্। বটৈঃ করঞ্জৈর্নীপৈশ্চ চিঞ্চিণীভিস্তথৈব চ ॥২২॥ নিম্বপ্লক্ষপ্রিয়ালৈশ্চ চম্পকৈর্বকুলৈঃ শুভৈঃ। পুন্নাগৈস্তম্বরৈশ্চৈব কপিত্থামলকৈরপি ॥ ২৩॥ নিপেষণৈশ্চ জম্বুভিঃ সমন্তাৎ পরিশোভিতম্। বন্যমাতঙ্গসারঙ্গবরাহমহিষাদিভিঃ ॥ ২৪ ॥ শশৈশ্চ শল্লকৈশ্চৈব গবয়ৈরুপশোভিতম্। খড়্গনাভিমৃগাদ্যৈশ্চ ব্যাঘ্রৈঃ সিংহৈর্বৃকৈরপি ॥ ২৫ ॥ খরাস্তকৈশ্চ শরভৈশ্চমরীভিঃ সুমণ্ডিতম্। শাখাশাখান্তরং শীঘ্রং প্লবমানৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ ॥ ২৬ ॥ মার্জ্জারৈশ্চৈব ভল্লুকৈর্ভীষণং রুরুভিস্তথা। ঝিল্লীশব্দৈশ্চ ক্রেঙ্কারৈঃ কীচকানাং রবৈস্তথা ॥ ২৭ ॥ ঘোরবায়ুবিনির্ঘাতদারুভারৈঃ সমন্বিতম্। এতদৃশং সরো দিব্যং ব্যাধেনৈব প্রদর্শিতম্ ॥২৮॥ দদর্শ মুনিশার্দ্দুলস্তৃষয়া বাধিতো ভৃশম্। স্নাত্বা মধ্যাহ্নবেলায়াং সরস্তস্মিন্মনোরমে ॥ ২৯ ॥ বাসসী পরিধায়াথ কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ। দেবপূজাং ততঃ কৃত্বা ভুক্ত্বা ফলমতন্দ্রিতঃ ॥ ৩০ ॥ ব্যাধোপনীতং স্বাদু কপিত্থং শ্রমহারি চ। সুখোপবিষ্টঃ পপ্রচ্ছ ব্যাধং ধর্ম্মরতং পুনঃ ॥ ৩১ ॥ কিং বক্তব্যং ময়া হ্যদ্য ভবাদৌ ধর্ম্মতৎপর। ধর্ম্মাশ্চ বহবঃ সন্তি নানামার্গাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৩২ ॥ তত্র বৈশাখমাসোক্তাঃ সূক্ষ্মা অপি মহার্থদাঃ। সর্ব্বেষামেব জন্তূনামিহামুত্র ফলপ্রদাঃ। যৎ প্রষ্টব্যং মনসি তে যচ্চাদৌ তচ্চ পৃচ্ছতাম্ ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তো মুনিনা তেন ব্যাধঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥ ব্যাধ উবাচ। কেন বা কর্ম্মণা চাসীদ্ব্যাধজন্ম তমোময়ম্। কেন বা চেদৃশী বুদ্ধিঃ সঙ্গতির্ব্বা মহাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥ এতচ্চান্যৎ সমাচক্ষ যদি মাং মন্যসে প্রভো। ইত্যুক্তঃ পুনরপ্যাহ শঙ্খো নাম মহামুনিঃ ॥ ৩৬ ॥ মেঘগম্ভীরয়া বাচা স্ময়মানমুখাম্বুজঃ। শঙ্খ উবাচ। শাকলে নগরে পূর্ব্বং দ্বিজস্থং বেদপারগঃ ॥ ৩৭ ॥ স্তম্বো নাম

মধুরধ্বনি, কোথাও ভ্রমরকূজন শ্রুতিগোচর হইতেছে; মনোহর নীরে কুম্ভীর, কচ্ছপ ও মীনাদি জলজন্তুগণ বিচরণ করিতেছে, কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, পুণ্ডরীক, শতপত্র ও কোকনদ প্রভৃতি নানাজাতীয় পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিক্ শোভিত করিতেছে, বিহগকুলের নয়নমনোরম কলরবে চারিদিক মুখরিত হইতেছে, তটভূমি বংশগুল্ম এবং বট, করঞ্জ, নীপ, চিঞ্চিনী (তেঁতুল), নিম্ব, প্লক্ষ, প্রিয়াল, চম্পক, বকুল, সুশোভন পুন্নাগ, তুম্বর, কপিত্থ, আমলক, নিপেষণ এবং জম্বু প্রভৃতি তরুরাজি দ্বারা চারিদিক্ পরিশোভিত হইতেছে; বন্য মাতঙ্গ, সারঙ্গ, বরাহ, মহিষ, শশ, শল্লক, গবয়, গণ্ডার, কস্তূরীমৃগ, শার্দ্দুল, সিংহ, বৃক, খরান্তক, শরভ, চমরী এবং শাখা হইতে শাখান্তরে শীঘ্র গমনশীল প্লবমান প্লবঙ্গমগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বনভূমির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে; বনভূমির কোনস্থান মার্জ্জার, ভল্লুক ও রুরুমৃগগণ কর্ত্তৃক ভীষণ হইয়াছে; কোনস্থান বংশসমূহের ঝিল্লির ও ক্রেঙ্কার শব্দে এবং কোনস্থান ঘোর বায়ুর আঘাতে ছিদ্যমান তরু নিচয়ের ঘোরতর রবে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। ব্যাধ মধ্যাহ্ন সময়ে ঋষিশার্দ্দুল শঙ্খকে এইরূপ একটী সরোবর প্রদর্শন করাইল। তিনি তখন অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত ছিলেন, সরোবর দর্শন করিয়া সেই মনোহর সরোবরে স্নান করিলেন এবং সোত্তরীয় বসন পরিধানপূর্ব্বক মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করত দেবপূজা করিলেন। ব্যাধ শ্রমহারী সুস্বাদু ফল আনিয়া দিলে অনলস ঋষি সেইসকল ফল ভক্ষণ করিয়া আসনে সুখে উপবেশনপূর্ব্বক ধর্ম্মনিরত ব্যাধকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ধর্ম্মতৎপর! বল, অদ্য তোমার নিকট কোন্ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিব? ধর্ম্ম বহুবিধ এবং তাহাদের পৃথগ্বিধ পথও অনন্ত; তন্মধ্যে বৈশাখোক্ত ধর্ম্মই প্রাণিগণের ইহপরকালে ফলপ্রদ ও মহার্থকর; এক্ষণে তোমার মনে যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহাই অগ্রে জিজ্ঞাসা কর। ১২-৩৩। সেই ঋষি শঙ্খ এইরূপ বলিলে ব্যাধ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল। ব্যাধ বলিল,—হে প্রভো! যদি আমাকে ধর্ম্মশ্রবণের যোগ্য বলিয়া মনে হয়, তবে কোন্ ধর্ম্ম দ্বারা আমার তমোময় ব্যাধজন্ম হইয়াছে, কেন আমার ঈদৃশ মতি হইল? আর কি করিয়াই বা ভবাদৃশ মহাত্মার সহিত সংসর্গ ঘটিল? এই সকল এবং অন্যান্য বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ব্যাধের প্রশ্ন শুনিয়া মহামুনি শঙ্খের মুখকমলে হাসি দেখা দিল, তিনি ব্যাধ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পুনরায় মেঘগম্ভীরবাক্যে বলিতে লাগিলেন। শঙ্খ কহিলেন,—পুরাকালে শাকল নগরে শ্রীবৎস-

মহাতেজাস্ত্বথা .শ্রীবৎসগোত্রজঃ। তবেষ্টা গণিকা কাচিদ্দাসীত্তৎসঙ্গদোষতঃ ॥ ৩৮ ॥ ত্যক্তা নিত্যক্রিয়া নিত্যং শূদ্রবদ্গৃহমাগতঃ। শূন্যাচারস্ত দুষ্টস্ত পরিত্যক্তক্রিয়স্ত চ ॥ ৩৯ ॥ ব্রাহ্মণী চ তদা চাসীদ্ভার্য্যা কান্তিমতী তব। সা ত্বাং পর্য্যচরৎ শুভ্রঃ সবেশ্যং ব্রাহ্মণাধমম্ ॥ ৪০ ॥ উভয়োঃ ক্ষালয়ন্তী চ পাদাংস্বৎপ্রিয়কারিণী। উভয়োরপ্যধঃ শেতে উভয়োর্ব্বচনে রতা ॥ ৪১ ॥ বেশ্যয়া বার্য্যমাণাপি পাতিব্রত্যব্রতস্থিতা। এবং শুশ্রূষয়ন্ত্যা হি ভর্ত্তারং বেশ্যয়া সহ ॥ ৪২ ॥ জগাম সুমহান্ কালো দুঃখিতায়া মহীতলে। অপরস্মিন্ দিনে ভর্ত্তা মাষঞ্চ মূলকান্বিতম্ ॥ ৪৩ ॥ অভক্ষয়চ্ছূদ্রধর্ম্মান্নিষ্পাবাংস্তিলমিশ্রিতান্। তদপথ্যমশিত্বা তু বমংশ্চৈব বিরেচয়ন্ ॥ ৪৪ ॥ অপথ্যাদ্দারুণো রোগো ব্যজায়ত ভগন্দরঃ। স দহ্যমানো রোগেণ দিবারাত্রং তু ভূরিশঃ ॥ ৪৫ ॥ যাবদাস্তে গৃহে বিত্তং তাবদ্বেশ্যা চ সংস্থিতা। গৃহীত্বা তস্য সা বিত্তং পশ্চান্নোবাস মন্দিরে। অন্যস্থ পার্শ্বমাসাদ্য গতা ঘোরা সুনির্ঘৃণা ॥ ৪৬ ॥ ততঃ স দীনবচনো ব্যাধিবাধাসুপীড়িতঃ। উক্তবান্ স রুদন্ ভার্য্যাং রুজা ব্যাকুলমানসঃ ॥ ৪৭ ॥ পরিপালয় মাং দেবি বেশ্যাসক্তং সুনিষ্ঠুরম্ ॥ ৪৮ ॥ ন ময়োপকৃতং কিঞ্চিত্ত্বয়ি সুন্দরি পাবনি। কো ভার্য্যাং প্রণতাং পাপো নাদ্রিয়েত গর্হিতঃ ॥ ৪৯ ॥ স ষণ্ঢো ভবিতা ভদ্রে দশ জন্মসু পঞ্চসু। দিবারাত্রং মহাভাগে নিন্দিতঃ সাধুভির্জ্জনৈঃ ॥ ৫০ ॥ পাপযোনিমবাপ্স্যামি ত্বাং সাধ্বীমবমন্য বৈ। অহং ক্রোধেন দগ্ধোঽস্মি তবাপমানজেন বৈ ॥ ৫১ ॥ এবং ব্রুবাণং ভর্ত্তারং কৃতাঞ্জলিপুটাব্রবীৎ। ন দৈন্যং ভবতা কার্য্যং ন ব্রীড়া কান্ত মাং প্রতি ॥ ৫২ ॥ ন চাপি ত্বয়ি মে ক্রোধো যেন দগ্ধো বদস্যথ।

গোত্রে তোমার জন্ম হয়, তুমি বেদপারগ মহাতেজা দ্বিজ ছিলে এবং তোমাব নাম ছিল স্তম্ব। এক বেশ্যা তোমার অভীষ্ট ছিল, তুমি নিত্য সেই বেশ্যা বাসে বাস করিতে; বেশ্যাসংসর্গে তোমার চিত্ত কলুষিত হওয়ায় তুমি নিত্যক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শূদ্রবৎ হইয়াছিলে। তুমি আচারহীন, দুষ্ট ও পরিত্যক্তক্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণগণের অধম হইয়াছিলে। তোমার পত্নীর নাম কান্তিমতী, তিনি ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন; তুমি এবংবিধ দোষদুষ্ট হইলেও শুভ্র কান্তিমতী তোমার পরিচর্য্যায় ত্রুটি করিত না; তুমি বেশ্যাসহ গৃহাগত হইলে পতিব্রতা কান্তিমতী ত্বদীয় প্রিয়কামনায় তোমাদের উভয়েরই পাদ প্রক্ষালন করিত; তুমি বেশ্যার সহিত একশয্যায় শয়ান হইলে কান্তিমতী তোমাদের উভয়ের পাদদেশে শয়ন করিয়া তোমাদের আজ্ঞা পালন করিত। বেশ্যা তাঁহাকে পাদদেশে শয়ন ও তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিতে নিষেধ করিলেও পতির প্রীতির জন্য পতিব্রতা কান্তিমতী তাহা ত্যাগ করিত না। এইরূপে বেশ্যাসহ স্বামীর সেবায় ত্বদীয় পত্নী দীনা কান্তিমতীর অতিদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল। অনন্তর এক সময়ে তুমি শূদ্রধর্ম্মনিরত হইয়া মূলকযুক্ত মাষ ও তিলমিশ্রিত নিষ্পাব ভোজন কর, সেই অপথ্য ভোজনে তোমার বমন ও বিরেচন হইতে থাকে এবং এই কুপথ্যাশনে দারুণ ভগন্দর রোগ তোমাকে আক্রমণ করে; তুমি ভগন্দর রোগে দিবারাত্র অত্যন্ত দহ্যমান হও। বেশ্যা-সেবীর গৃহে যে পর্য্যন্ত ধন সম্পত্তি বিদ্যমান থাকে, বেশ্যাও ততকাল তাহার সেবা করে; অনন্তর নিঃশেষরূপে ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক তাহার আলয় হইতে চলিয়া যায়; সেই ভয়ঙ্করী নির্ঘৃণা বেশ্যাও নিঃস্ব দেখিয়া তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর এক ব্যক্তির নিকট গমন করিল। ৩৪—৪৬। তুমি অতীব ব্যাধিপীড়িত হইয়া রোদন করিতে করিতে দীনবচনে পত্নীকে কহিলে,—"হে দেবি! আমি বেশ্যাসক্ত হইয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইয়াছি, রোগে আমার হৃদয় অত্যন্ত আকুল হইয়াছে, আমাকে রক্ষা কর। হে পূতচরিতে! আমি তোমার কোন উপকারই করি নাই; হে সুন্দরি! কোন্ পাপীয়ান্ নিন্দিতকর্ম্মা প্রণতা পত্নীর সম্মান না করে? হে ভদ্রে! এইরূপ কুকর্ম্মপরায়ণ নর দশজন্ম ষণ্ড হয়। হে মহাভাগে! আমার এই কুৎসিত কার্য্য দেখিয়া সাধুগণ অহর্নিশ আমাকে নিন্দা করিয়া থাকেন; তুমি আমার সাধ্বী পত্নী, তোমার অপমান করায় অবশ্যই আমায় কুযোনিতে জন্ম হইবে। হে সাধ্বি! আমি তোমার অপমান করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সেই অপমানজ ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছি।" হে ব্যাধ! স্বামীকে এইরূপ বলিতে দেখিয়া লজ্জিতা কান্তিমতী অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক বলিল,—হে কান্ত! আপনি আমাকে কোন দুঃখই দেন নাই। আপনি যে বলিতেছেন, আমার ক্রোধে দগ্ধ হইয়াছেন, কৈ! আমি ত

পুরা কৃতানি পাপানি দুঃখানীহ ভবন্তি হি। ৫৩॥ তানি যা ক্ষমতে সাধ্বী পুরুষো বা স উত্তমঃ। যন্ময়া পাপয়া পাপং কৃতং বৈ পূর্ব্বজন্মনি॥ ৫৪॥ তদ্ভুঞ্জন্ত্যা ন মে দুঃখং ন বিষাদঃ কথঞ্চন। ইত্যেবমুক্ত্বা ভর্ত্তারং সা সুশ্রূষমপালয়ৎ॥ ৫৫॥ আনীয় জনকাদ্বিত্তং বন্ধুভ্যো বরবর্ণিনী। ক্ষীরোদবাসিনং দেবং ভর্ত্তারং সা ব্যচিন্তয়ৎ॥ ৫৬॥ শোধয়ন্তী দিবারাত্রৌ পুরীষং মূত্রমেব চ। নখেন কর্ষতী ভর্ত্তুঃ কৃমীন্ কষ্টাচ্ছনৈঃশনৈঃ॥ ৫৭॥ ন সা স্বপিতি রাত্রৌ তু ন দিবা বরবর্ণিনী। ভর্ত্তুর্দুঃখেন সন্তপ্তা দুঃখিতেদমথোচত॥ ৫৮॥ দেবাশ্চ পান্তু ভর্ত্তারং পিতরো যে চ বিশ্রুতাঃ। কুর্ব্বন্তু রোগহীনং মে ভর্ত্তারং গতকল্মষম্॥ ৫৯॥ চণ্ডিকায়ৈ প্রদাস্যামি রক্তমাংসসমুদ্ভবম্। সুষ্ঠন্নং মাহিষোপেতং ভর্ত্তুরারোগ্যহেতবে॥ ৬০॥ মোদকান্ কারয়িষ্যামি বিঘ্নেশায় মহাত্মনে। মন্দবারে করিষ্যামি চোপবাসান্ দশৈব তু॥ ৬১॥ নোপভুঞ্জামি মধুরং নোপভুঞ্জামি বৈ ঘৃতম্। তৈলাভ্যঙ্গবিহীনাহং স্থাস্যে নৈবাত্র সংশয়ঃ॥ ৬২॥ জীবত্বারোগহীনোঽয়ং ভর্ত্তা মে শরদাং শতম্। এবং সা ব্যাহরদ্দেবী বাসরে বাসরে গতে॥ ৬৩॥ তদা চাগান্মুনিঃ কশ্চিন্মহাত্মা দেবলাহ্বয়ঃ। বৈশাখে মাসি ঘর্ম্মার্ত্তঃ সায়াহ্নে তস্য বৈ গৃহম্॥ ৬৪॥ তদা বৈ ভার্য্যয়া চোক্তং ভিষগ্‌বৈ গৃহমাগতঃ। তেন বৈ রোগহানিঃ স্যাত্তস্যাতিথ্যং করোম্যহম্॥ ৬৫॥ জ্ঞাত্বা ত্বাং ধর্ম্মবিমুখং ভিষগ্ব্যাজেন বঞ্চিতঃ। পাদাবনেজনং কৃত্বা তজ্জলং মূর্দ্ধ্নি সাক্ষিপৎ॥ ৬৬॥ পানকঞ্চ দদৌ তস্মৈ ঘর্ম্মার্ত্তায় মহাত্মনে। স্বয়ানুমোদিতা সায়ং ঘর্ম্মতাপনিবারকম্॥ ৬৭॥ স প্রাতরুদিতে সূর্য্যে মুনিঃ প্রায়াদ্যথাগতঃ। অথ চাল্পেন কালেন সন্নিপাতোঽভবত্তব॥ ৬৮॥ ত্রিকট্ব্যাং নীয়মানায়াং ভর্ত্তাঙ্গুলিমখণ্ডয়ৎ। উভয়োর্দন্তয়োঃ শ্লেষঃ সহসা সমপদ্যত॥ ৬৯॥ তৎখণ্ডমঙ্গুলের্ব্বক্ত্রে

আপনার প্রতি কোনই কোপ করি নাই! আমি পূর্ব্বজন্মে যেন কতই পাপ করিয়াছি, তজ্জন্যই আমার এই দুঃখদশা উপস্থিত হইয়াছে। যে পুরুষ বা নারীর এইরূপ জ্ঞান বিদ্যমান, সেই পুরুষই উত্তম এবং তাদৃশী রমণীই সাধ্বী। আমিই পাপপরায়ণা, আমি পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ করিয়াছি, অতএব সেই পাপফল ভোগ করিয়া আমার কোন দুঃখ হইতেছে না বা আমি খিন্নাও নহি। বরবর্ণিনী সুভ্রূ কান্তিমতী এইরূপ বলিয়া জনক ও বন্ধুগণের নিকট হইতে ধন আনয়নপূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্বামীর সেবা করিতে লাগিল। রমণীশিরোমণি কান্তিমতীর অহর্নিশি নয়নে নিদ্রা নাই, তিনি স্বামীকে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু মনে করিয়া কখন নখদ্বারা স্বামীর ভগন্দর হইতে ধীরে ধীরে অতিকষ্টে কৃমিকুল আকর্ষণ করিতেন, কখন ভগন্দর ধৌত করিয়া দিতেন এবং দিবারাত্র তাহার মলমূত্র শোধন করিতেন। তিনি স্বামীর ক্লেশদর্শনে ক্লিষ্টমনা হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্যে দেবাদির স্তব করিয়াছিলেন ;—দেবগণ আমার ভর্ত্তাকে রক্ষা করুন, বিখ্যাত পিতৃগণ পতিকে রোগহীন ও পাপপরিশূন্য করুন ; আমি স্বামীর আরোগ্যকামনায় দেবী চণ্ডিকাকে রক্ত-মাংসপরিবৃত ও মহিষ-দধিমিশ্রিত সুশোভন অন্নপ্রদান করিব ; মহাত্মা বিঘ্নেশের উদ্দেশে মোদকসমূহ উৎসর্গ করিব ; আমি দশটী শনিবারে উপবাস করিব, শনিবাসরে উপোষিত থাকিয়া মধুরদ্রব্য ও ঘৃত ভোজন পরিত্যাগ করিব এবং আমি তৈলাভ্যঙ্গ ত্যাগ করিব, এবিষয়ে সংশয় নাই। আমার স্বামী রোগহীন হইয়া শতায়ু হউন। সাধ্বী কান্তিমতী প্রতিদিনই দেব-পিতৃগণের সন্নিধানে এইরূপে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। হে ব্যাধ! তোমাকে ধর্ম্মবিমুখ জানিয়া চিকিৎসকগণও তখন তোমার চিকিৎসা করেন নাই। অনন্তর একদা দেবল নামক মহাত্মা মুনি বৈশাখের আতপে পীড়িত হইয়া সায়ং সময়ে তোমার গৃহে উপনীত হন, তখন কান্তিমতী দেবলকে দেখিয়া কহিলেন, ভিষগ্বর! আমার গৃহে উপনীত, আমি ইহার আতিথ্য করিব, ইহার আতিথ্যসৎকার করিলেই আমার পতির রোগ দূর হইবে। কান্তিমতী এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার পাদ ধৌত করত তদীয় পাদোদক তোমার মস্তকে নিঃক্ষেপ করিলেন এবং সেই মহাত্মাকে ঘর্ম্মপীড়িত দেখিয়া তাঁহারই অনুমোদনক্রমে তাঁহাকে ঘর্ম্মতাপনিবারক পানীয় প্রদান করিলেন। ৪৭-৬৭। তোমারই অ লয়ে দেবল ঋষি সে রজনী যাপন করিলেন, রাত্রি প্রভাতা হইল ও সূর্য্য উদিত হইলেন, তিনি যথাগত স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অল্পকালমধ্যেই তোমাকে সন্নিপাত আক্রমণ করিলে, তুমি অচেতন হইলে, তোমার পত্নী কান্তিমতী ত্রিকটু লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তোমার মুখে অর্পণ করিতেছেন ; সহসা তোমার দাঁতে দাঁত লাগিয়া গেল, তখন

ছিন্নং ভর্ত্তুঃ সুকোমলম্। খণ্ডয়িত্বাঙ্গুলিং ভর্ত্তা পঞ্চত্বমগমত্তদা ॥ ৭০ ॥ শয্যায়াং সুমনোজ্ঞায়াং স্মরংস্তাং পুংশ্চলীং শুভাম্। মৃতং বিজ্ঞায় ভর্ত্তারং ভার্য্যা কান্তিমতী তব ॥ ৭১ ॥ বিক্রীয় চাপি বলয়ং গৃহীত্বা চেন্ধনং বহু। চক্রে চিতিং তেন সাধ্বী মধ্যে কৃত্বা পতিং তদা ॥ ৭২ ॥ অবগূহ্য ভুজাভ্যাঞ্চ পাদৌ চান্নিধ্য পাদয়োঃ। মুখে মুখং বিনিক্ষিপ্য হৃদয়ং হৃদয়ে তথা ॥৭৩॥ জঘনে জঘনে দেবী হ্যাস্ত্রানং সন্নিবেশ্য চ। দাহয়ামাস কল্যাণী ভর্ত্তৃদেহং রুজান্বিতম্। আত্মনা সহ কল্যাণী জ্বলিতে জাতবেদসি ॥ ৭৪ ॥ বিমুচ্য দেহং সহসা জগাম পতিং সমালিঙ্গ্য মুরারিলোকম্। পানীয়দানেন চ মাধবেঽস্মিন্পাদাবনেজাদপি যোগিগম্যম্ ॥ ৭৫ ॥ ত্বমন্তকালে গণিকাবিচিন্তয়া দেহং ত্যক্ত্বা মুক্তসমস্তকিল্বিষঃ। জন্ম ব্যাধ্যং প্রাপ্যসে ঘোররূপং হিংসাসক্তঃ সর্ব্বদোদ্বেগকারী ॥ ৭৬ ॥ দত্তা ত্বয়া পানকস্থাপি স্বয়ং মাসেঽস্মিন্ত মাধবে সাধুজানে। ব্যাধো জাতাস্তথা জাত্যা সুবুদ্ধির্ধর্ম্মবান্ প্রষ্টুং সর্ব্বলোকৈকহেতুন্ ॥ ৭৭ ॥ ধৃতং মূর্দ্ধ্না পাদশৌচাবশিষ্টং জলং মুনেঃ সর্ব্বপাপাপহারি। তেনেয়ং তে সঙ্গতির্মে বনেঽস্মিন্ যয়া ভূয়ঃ সম্পদঃ সন্ততিশ্চ ॥ ৭৮ ॥ ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং পূর্ব্বজন্মনি যৎকৃতম্। কর্ম্ম পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ দৃষ্টং দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৭৯ ॥ গোপ্যং যদ্যপি তে প্রবক্ষ্যামি যত্তবান শ্রোতুমিচ্ছতি। জাতা তে চিত্তশুদ্ধির্বৈ স্বস্তি ভূয়ান্মহামতে ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে ব্যাধোপাখ্যানে ব্যাধস্য পূর্ব্বজন্মকনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাধ উবাচ। বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কর্ত্তব্যা ধর্ম্মা ভাগবতাঃ শুভাঃ। তত্রাপি মাধবীয়াশ্চ ইত্যুক্তং তু ত্বয়া পুরা ॥ ১ ॥ স বিষ্ণুঃ কীদৃশো ব্রহ্মন্ কিংবা তস্য

তোমার দন্তে কান্তিমতীর অঙ্গুলি কর্ত্তিত হইল। তোমার বক্ত্রমধ্যে কান্তিমতীর সুকোমল অঙ্গুলি রহিয়া গেল, তুমি তাঁহার অঙ্গুলি খণ্ডিত করিয়া সেই বেশ্যাকে স্মরণ করিতে করিতে সুমনোজ্ঞ শয্যাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে। অনন্তর ত্বদীয় পত্নী সাধ্বী কান্তিমতী তোমাকে মৃত জানিয়া তাঁহার বলয় বিক্রয় করত বহু কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক এক চিতা নির্ম্মাণ করিলেন। চিতা নির্ম্মিত হইলে তিনি তোমাকে তাহার উপর আরোপিত করিলেন এবং তোমার ভুজযুগলে ভুজদ্বয়, পাদদ্বয়ে পাদদ্বয়, মুখে মুখ, হৃদয়ে হৃদয় ও জঘনে জঘন নিক্ষেপ করিয়া আলিঙ্গন করত তোমার দেহাচ্ছাদন করিয়া স্বীয় আত্মার সহিত তোমার রোগান্বিত দেহ দাহ করিলেন। এইরূপে কল্যাণী দেবী কান্তিমতী স্বামীর সহিত প্রজ্বলিত হুতাশনে দেহ দগ্ধ করিলেন। তিনি স্বামীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিয়া সত্বর বিষ্ণুর আলয়ে গমন করিলেন। অহো বৈশাখে দ্বিজসেবার কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! কান্তিমতী বৈশাখে নিদাঘতপ্ত দ্বিজের পাদ ধৌত করত সেই পাদোদক ধারণ ও পানীয় দান করিয়া আজ যোগিগম্য বিষ্ণুলোকে গমন করিল। হে ব্যাধ! তুমি মৃত্যুকালে তোমার সেই অভীষ্ট বেশ্যার স্মরণ করিয়াছিলে, তোমার পত্নীর পুণ্যপ্রভাবে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়াও তজ্জন্য তোমার জন্মগ্রহণ করিতে হয়; তাই তুমি ঘোররূপ হিংসাসক্ত, নিখিল প্রাণীর উদ্বেগকারী ব্যাধ হইয়া জন্মিয়াছ। হে সাধ্বীপত্নীক! এই ব্যাধজন্মেও আজ তুমি মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসে পাদুকা ও পানীয় দান করিয়াছ, এই দানপ্রভাবে তোমার সর্ব্বলোকহিতকারী ধর্ম্মজিজ্ঞাসুতা জন্মিয়াছে। তুমি পূর্ব্বজন্মে যখন পীড়িত হও, তোমার পত্নী কান্তিমতী তখন দেবলের পাদ ধৌত করিয়া সর্ব্বপাপহারী সেই বারি তোমার মস্তকে অর্পণ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য আজ তোমার আমার সংসর্গ ও সম্পৎসন্ততি লাভ হইয়াছে। হে ব্যাধ! আমি দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ ও পুণ্যকর্ম্ম সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে যদি তোমার আর কিছু জানিতে অভিলাষ থাকে, বল, গোপনীয় হইলেও তোমার নিকট আমি সে সকল বর্ণন করিব। হে মহামতে! তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তোমার মঙ্গল হউক। ৬৭—৮০।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ব্যাধ বলিল,—হে ঋষে! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, বৈশাখমাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে শুভোত্তম ভাগবত ধর্ম্মসমূহের আচরণ করিবে। হে ব্রহ্মন্! সেই

হি লক্ষণম্। কিং মানং তস্য সদ্ভাবৈঃ কৈর্জ্ঞেয়ো ভগবান্ বিভুঃ॥ ২॥ কীদৃশা বৈষ্ণবা ধর্ম্মাঃ কেনাসৌ প্রীয়তে হরিঃ। এতন্মাচক্ষ মে ব্রহ্মন্ কিঙ্করায় মহামতে॥ ৩॥ ইতি পৃষ্টস্তু ব্যাধেন পুনঃ প্রাহ স বৈ দ্বিজঃ। প্রণম্য জগতামীশং নারায়ণমনাময়ম্॥ ৪॥ শঙ্খ উবাচ। শৃণু ব্যাধ প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণুরূপমকল্মষম্। যদচিন্ত্যং বিরিঞ্চ্যাদ্যৈর্মুনিভির্ভাবিতাত্মভিঃ॥ ৫॥ পূর্ণশক্তিঃ পূর্ণগুণো নির্দ্দিষ্টঃ সকলেশ্বরঃ। নির্গুণো নিষ্কলোঽনন্তঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ॥ ৬॥ যস্যেতদখিলং বিশ্বং চরাচরমনীদৃশম্। সাধীশং সাশ্রয়ং যচ্চ যদ্বশে নিয়তং স্থিতম্॥ ৭॥ অথ তে লক্ষণং বচ্মি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। উৎপত্তিস্থিতিসংহারা হ্যাবৃত্তির্নিয়মস্তথা॥ ৮॥ প্রকাশৌ বন্ধমোক্ষৌ চ বৃত্তির্যস্মাত্তবন্ত্যমী। স বিষ্ণুর্ব্রহ্মসংজ্ঞোঽসৌ কবীনাং সম্মতো বিভুঃ॥ ৯॥ সাক্ষাদ্ব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ পশ্চাদ্ব্রহ্মাদিকানপি। ব্রহ্মশব্দং সোপপদং ব্রহ্মাদিষু বিদো বিদুঃ॥ ১০॥ নান্যেষাং ব্রহ্মতা কাপি তদ্বদ্ব্যেকাংশভাগিনাম্। তদেতদ্ব্রহ্মগম্যং হি জন্মাদ্যস্য মহাবিভোঃ॥ ১১॥ শাস্ত্রঞ্চ বেদাঃ স্মৃতয়ঃ পুরাণং বৈ তদাত্মকম্ ইতিহাসঃ পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মহামতে॥ ১২॥ এভিরেব মহাবিষ্ণুর্জ্ঞেয়ো নান্যৈঃ কথঞ্চন। নাবেদবিন্মনুতে বিষ্ণুং মনুতে স নরঃ ক্বচিৎ॥ ১৩॥ নেন্দ্রিয়ৈর্নানুমানৈশ্চ ন তর্কৈঃ শক্যতে বিভুম্। জ্ঞাতুং নারায়ণং দেবং বেদবেদ্যং সনাতনম্॥ ১৪॥ অস্যৈব জন্মকর্ম্মাণি গুণান্ জ্ঞাত্বা যথামতি। মুচ্যন্তে জীবসঙ্ঘাশ্চ সদা তদ্বশবর্ত্তিনঃ॥ ১৫॥ ক্রমাদ্বিরোশ্চ মাহাত্ম্যং যথা সাতিশয়ং ভবেৎ। একৈকস্মিন্ স্থিতা শক্তির্দেবর্ষিপিতৃমাতৃকে॥ ১৬॥ প্রত্যক্ষেণাগমেনাপি তথৈবানুময়াপি চ। আদৌ নরোত্তমং বিদ্যাদ্বলে জ্ঞানে সুখে তথা॥ ১৭॥ তস্মাচ্ছতং শতগুণং বিদ্যাজ্জ জ্ঞানাদিভির্বৃতম্। ভূতান্মনুষ্যগন্ধর্ব্বান বিদ্যাচ্ছতগুণাধিকান্॥ ১৮॥ তত্ত্বাভিমানিনো

বিষ্ণু কীদৃশ? তাঁহার লক্ষণ কি? সাধুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহার কিরূপ পরিমাণ অবধারণ করিয়াছেন? সেই বিভু ভগবান্‌কে কোন্ কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারিয়াছেন? বৈষ্ণবধর্ম্মনিচয় কিরূপ? এবং কি করিলেই বা হরি প্রীত হন? হে মহামতে ব্রহ্মন্! আপনার কিঙ্করের প্রতি এই সকল বলুন। ব্যাধ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঋষি শঙ্খ জগদীশ অনাময় নারায়ণকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। শঙ্খ কহিলেন,—হে ব্যাধ! যিনি ব্রহ্মাদি দেব ও ভাবিতাত্মা তপস্বিগণের অচিন্ত্য, সেই কলুষশূন্য বিষ্ণুর রূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিষ্ণু—পূর্ণশক্তি, পূর্ণগুণ, সকলের ঈশ্বর, নির্গুণ, নিষ্কাম, অনন্ত ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; এই যে অনিশ্চিততত্ত্ব, আধিসমন্বিত ও অতুলনীয় অখিল সচরাচর বিশ্ব দর্শন করিতেছ, এই বিশ্ব সতত তাঁহারই বশে অবস্থিত; এক্ষণে তোমার সমীপে সেই পরমাত্মা ব্রহ্মের লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন, যাঁহা হইতে প্রাণিগণ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে; লোকশিক্ষার জন্য যাঁহার দণ্ডধারণ; যাঁহাতে জ্ঞান ও অজ্ঞান ও বন্ধ মোক্ষ বিদ্যমান এবং যাঁহা হইতে প্রাণিনিচয়ের জীবন পুষ্ট হয়, কবিগণ সেই বিভু বিষ্ণুকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। পণ্ডিতগণ বিষ্ণুকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহারা আরও কতিপয় ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করেন,ঐ ব্রহ্মশব্দ উপপদযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা,শিবপ্রভৃতি সংজ্ঞান্বিত। ১—১০। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার একাংশভাগী, কদাচ তাঁহাদের ব্রহ্মতা নিরূপিত হইতে পারে না। হে মহামতে! আদিজন্মা মহাবিষ্ণুর এই সকল বিষয় শাস্ত্রগম্য। শাস্ত্র, বেদ, স্মৃতিনিচয়, স্মৃতি ও বেদাত্মক পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র এবং ভারত এই সকল দ্বারাই মহাবিভু বিষ্ণুকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, অন্য কোনরূপে তাঁহাকে জানা যায় না। যে নর বেদবিৎ নহে, কদাচ সে এই বিষ্ণুকে জানিতে পারে না, ইন্দ্রিয়নিচয়, বিবিধ অনুমান বা তর্ক দ্বারা কেহই বেদবেদ্য সনাতন নারায়ণ বিভু দেব বিষ্ণুকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় না। জীবসঙ্ঘ সতত ইহাঁর জন্ম, কর্ম্ম ও গুণনিচয় যথাজ্ঞান জানিতে পারিলেই ইহাঁর বশবর্ত্তী হইয়া মুক্ত হয়। পিতৃ, মাতৃ ও দেবর্ষি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ইহাঁর শক্তি বিদ্যমান, কিন্তু যেমন ব্রহ্মা হইতে শিব অধিক শক্তিমান্ ও শিব হইতে আবার বিষ্ণুর শক্তি সাতিশয়, তদ্রূপ জীবভেদে শক্তির তারতম্য আছে। এই সকল শক্তি কোথাও প্রত্যক্ষ ও কোথাও অনুমান দ্বারা জানিতে হয়। প্রথমে বল, জ্ঞান ও সুখ দেখিয়া উত্তম নরের অনুমান করিতে হয়; তারপর যাঁহাতে জ্ঞানাদি বহুগুণ বিদ্যমান, তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত নরোত্তম হইতে শতগুণ অধিক

দেবাস্তেভ্যো বিদ্যাচ্ছতাধিকান্। তত্ত্বাভিমানি দেবেভ্যঃ সপ্তৈব ঋষয়ো বরাঃ ॥ ১৯ ॥ সপ্তর্ষিভ্যো বয়ো হ্যগ্নিরগ্নেঃ সূর্য্যাদয়স্তথা। সূর্য্যাদ্‌গুরুর্গুরোঃ প্রাণঃ প্রাণাদিন্দ্রো মহাবলঃ ॥ ২০ ॥ ইন্দ্রাচ্চ গিরিজা দেবী দেব্যাঃ শম্ভুর্জগদ্‌গুরুঃ। শম্ভোর্বুদ্ধি-র্মহাদেবী বুদ্ধেঃ প্রাণো বলাধিকঃ ॥ ২১ ॥ ন প্রাণাৎ পরমং কিঞ্চিৎ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। প্রাণাজ্জাতমিদং বিশ্বং প্রাণাত্মকমিদং জগৎ ॥ ২২ ॥ প্রাণে প্রোতমিদং সর্ব্বং প্রাণাদেব হি চেষ্টতে। সর্ব্বাধারমিমং প্রাহুঃ সূত্রং নীলাম্বুদপ্রভম্ ॥ ২৩ ॥ লক্ষ্মীকটাক্ষমাত্রেণ প্রাণস্যাস্য স্থিতির্ভবেৎ। সা লক্ষ্মীর্দ্দেবদেবস্য কৃপালেশৈকভাজিনী ॥ ২৪ ॥ ন বিষ্ণোঃ পরমং কিঞ্চিন্ন সমো বা কথঞ্চন। ব্যাধ উবাচ। কথং জীবেষয়ং প্রাণঃ সূত্রনামাধিকো-ঽভবৎ ॥ ২৫ ॥ নির্ণয়ো বা কথং হ্যস্য প্রাণাধিক্যং কথং বিভো। এতদাচক্ষ্ব মে ব্রহ্মন্ কথং প্রাণাদ্বিভুঃ পরঃ ॥ ২৬ ॥ শঙ্খ উবাচ। শৃণু ব্যাধ প্রবক্ষ্যামি যৎপৃষ্টো নির্ণয়স্ত্বয়া। প্রাণাধিক্যং সমুদ্দিশ্য জীবৈশ্চ সকলৈরপি ॥ ২৭ ॥ পুরা নারায়ণো দেবঃ পদ্মস্রষ্টৌ সনাতনঃ। সৃষ্ট্বা ব্রহ্মাদিকান্ দেবানিদং প্রাহ জনার্দ্দনঃ ॥ ২৮ ॥ সাম্রাজ্যেঽহং স্থাপয়েয়ং ব্রহ্মাণং বঃ পতিং প্রভুম্। যো যুষ্মাস্বধিকো দেবো যৌবরাজ্যে সুরেশ্বরাঃ ॥ ২৯ ॥ তং স্থাপয়ত শীলাঢ্যং শৌর্য্যৌদার্য্যগুণান্বিতম্। ইত্যুক্তা বিভুনা দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ ॥ ৩০ ॥ এবং বিবদিরেঽন্যোন্যমহং ভূয়ামহং স্থিতি। সর্ব্বে বিবদমানাশ্চ সূর্য্যং কেচিৎ পরং বিদুঃ ॥ ৩১ ॥ শক্রং কেচিৎপরং কামং কেচিত্তুষ্ণীন্তু তস্থিরে। তে নির্ণয়মপশ্যন্তঃ প্রষ্টুং নারায়ণং যযুঃ ॥ ৩২ ॥ নমস্কৃত্য পুনঃ প্রাহুঃ সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়োঽমরাঃ। বিচারিতং মহাবিষ্ণো সর্ব্বৈরস্মাভিরঞ্জসা ॥ ৩৩ ॥ অস্মাসু দেবমধিকং নৈব বিদ্মঃ কথঞ্চন। ত্বমেব নির্ণয়ং

শক্তিমান্ বলিয়া জানিতে হইবে। সাধারণ প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণের শক্তি শতগুণ অধিক। মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণ হইতে তত্ত্বাভিমানী দেবগণ শতগুণ অধিক শক্তিমান্; তত্ত্বাভিমানী দেবগণ হইতে সপ্তর্ষিগণ শতগুণ শ্রেষ্ঠ, এইরূপে সপ্তর্ষি হইতে অগ্নি শ্রেষ্ঠ, অগ্নি হইতে সূর্য্যাদি, সূর্য্য হইতে গুরু, গুরু হইতে জগৎপ্রাণ সমীরণ, সমীরণ হইতে মহাবল ইন্দ্র, ইন্দ্র হইতে দেবী গিরিজা, গিরিজা হইতে জগদ্‌গুরু শঙ্কর, শঙ্কর হইতে মহাদেবী বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে প্রাণ শতগুণ অধিক বলসম্পন্ন। প্রাণ হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; কেন না প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত; প্রাণ হইতেই এই প্রাণাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন; প্রাণেই সকল গ্রথিত আর প্রাণ হইতে সকলের চেষ্টা হইয়া থাকে। এই যে সাধারণ প্রাণী হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত যে সকল কথিত হইল, পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন,—নীলমেঘকান্তি বিষ্ণুই এ সকলের আধার ও সূত্র; যে লক্ষ্মীর কটাক্ষবিক্ষেপমাত্রে এই প্রাণের স্থিতি হয়, সেই লক্ষ্মী ইঁহার কৃপালেশভাগিনী জানিবে; অতএব বিষ্ণু হইতে শ্রেষ্ঠ বা বিষ্ণুর সমান আর কিছুই নাই। ব্যাধ বলিল,—হে বিভো! আপনি ভূতাদির মধ্যে যে প্রাণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিলেন, এই প্রাণ জীবগণের সূত্র হইল কিরূপে এবং কিরূপেই বা ইহার বলাধিক্য নির্ণীত হইবে? হে ব্রহ্মন্! এই সকল এবং বিভু বিষ্ণুই বা প্রাণ হইতে কেন শ্রেষ্ঠ হইলেন? ইহাও আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।১১—২৬। শঙ্খ কহিলেন,—হে ব্যাধ! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহা এবং প্রাণিনিচয়ের যাহা একমাত্র সমুদ্দিষ্ট, সেই প্রাণাধিক বিষ্ণুর বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পাদ্মকল্পে সনাতন দেব জনার্দ্দন নারায়ণ সৃষ্টি বিস্তার করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রতি আদেশ করেন;—হে দেবগণ! তোমাদের রক্ষার জন্য প্রভু ব্রহ্মাকে এই সাম্রাজ্যের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিলাম, তোমাদের মধ্যে যে দেব অধিক শক্তিমান্ ও শীলাঢ্য এবং যাহার শৌর্য্য ও ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান, তোমরা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত কর। অনন্তর বিভু কর্তৃক আদিষ্ট ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধিল, সকলেই বলিতে লাগিলেন,—"আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইব, আমিই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য।" অনন্তর পরস্পর বিবদমান দেবগণের মধ্যে কেহ বলিলেন,—সূর্য্যই যৌবরাজ্যের যোগ্য, কেহ বলিলেন,—শক্র, কেহ কাম আবার কোন কোন সুর কিছুই না বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর অমরনিকর এ বিষয়ের নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া নারায়ণসমীপে জিজ্ঞাসার্থ গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে মহাবিষ্ণো! আমরা সকলেই যথার্থতঃ বিচার করিয়া দেখিলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, নির্ণয়

ব্রূহি দেবাঃ সংশয়িনঃ খলু ॥ ৩৪ ॥ ইতি পৃষ্টোঽমরৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ। দেহাদস্মাচ্চ বৈরাজাদ্-যস্মিন্নিক্রামতি হ্যয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ পতিষ্যতি প্রবিষ্টে তু যস্মিন্ বৈ হ্যুত্থিতো ভবেৎ। স দেবো হ্যধিকো নূনং নাপরস্তু কথঞ্চন ॥ ৩৬ ॥ ইত্যুক্তাস্তে ততঃ সর্ব্বে তথাস্ত্বিতি বচোঽব্রুবন্। নিশ্চক্রাম জয়ন্তাহ্বঃ পাদাৎ পূর্ব্বং সুরেশ্বরঃ ॥ ৩৭ ॥ তদা পঙ্গুমমুং প্রাহুর্ন দেহঃ পতিতস্তদা। শৃণ্বন্ পিবন বদন্ জিঘ্রন পশ্যন্নাস্তেঽচলন্নপি ॥ ৩৮ ॥ পশ্চাদ্গুহ্যাদ্বিনিষ্ক্রান্তো দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ। তদা ষণ্ডমমুং প্রাহুর্ন দেহঃ পতিতস্তদা ॥৩৯॥ শৃণ্বন্ পিবন বদন জিঘ্রন্ পশ্যন্নাস্তেঽচলন্নপি। পশ্চাদ্ধস্তাদ্ বিনিষ্ক্রান্ত ইন্দ্রঃ সর্ব্বামরেশ্বর ॥ ৪০ ॥ হস্তহীনমমুং প্রাহুর্ন দেহং পতিতস্তদা। শৃণ্বন্ পিবন্ বদন্ জিঘ্রন্ পশ্যন্নাস্তেঽচলন্নপি ॥ ॥৪১ ॥

লোচনাভ্যাং বিনিষ্ক্রান্তঃ সূর্য্যস্তেজস্বিনাং বরঃ। তদা কাণমমুং প্রাহুর্ন দেহঃ পতিতস্তদা ॥ ৪২ ॥ শৃণ্বন্ পিবন্ বদন্ জিঘ্রন পশ্যন্নাস্তেঽচলন্নপি। ঘ্রাণাৎ পশ্চাদ্বিনিষ্ক্রান্তৌ নাসত্যৌ বিশ্বভেষজৌ। অজিঘ্রাণমমুং প্রাহুর্ন দেহঃ পতিতস্তদা ॥ ৪৩ ॥ শৃণ্বন্ পিবন্ বদন্নেবা জিঘ্রন্নাস্তেঽচলন্নপি। শ্রোত্রাদ্দিশো বিনিষ্ক্রান্তা ন দেহঃ পতিতস্তদা। তদামুং বধিরং প্রাহুর্ম্মৃতং নৈব কথঞ্চন ॥ ৪৪ ॥ পিবন্ বদন্নপি তদা হ্যশৃণ্বন্নচলন্নপি। বরুণো রসনায়াস্তু বিনিষ্ক্রান্তস্ততঃ পরম্। তদা-রসজ্ঞমেবাহুর্ন দেহঃ পতিতস্তদা ॥ ৪৫ ॥ জীবং-শ্চলন্নদন্নাস্তে তথা জানন্ শ্বসন্নপি। ততো বাচো নিষ্ক্রান্তো বহ্নির্ব্বাগীশ্বরো বিভুঃ ॥ ৪৬ ॥ তদা মূকমমুং প্রাহুর্ন দেহঃ পতিতস্তদা। জীবংশ্চলন্নদন্নাস্তে তথা জানন্ শ্বসন্নপি ॥ ৪৭ ॥ পশ্চাদ্রুদ্রো বিনিষ্ক্রান্তো মনসো বোধনাত্মকঃ। তদা জড়মমুং প্রাহুর্ন দেহঃ

করিতে পারিলাম না; এ বিষয়ে সুরগণ সংশয়িত, অতএব আপনিই ইহার একটা নির্ণয় করিয়া বলুন। বিভু বিষ্ণু অমরনিকর কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সহাস্য-আস্যে উত্তর করিলেন,—হে সুরগণ। যে সুর আমার এই বিরাট্ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমার এই দেহ পতিত হইবে আর উত্থিত হইবে না, সেই সুরই শ্রেষ্ঠ, তদ্ভিন্ন অন্য কনীয়ান্ জানিবে। বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া সুরগণ "তাহাই হউক" বলিয়া বিভুর বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর জয়ন্ত নামক সুরবর প্রথমে প্রভুর পাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, অমরগণ দেখিলেন, দেহ পঙ্গু হইয়াছেন, কিন্তু শ্রবণ, পান, ভাষণ, ঘ্রাণ এবং দর্শন— সমস্ত কার্য্যই চলিতে লাগিল, পঙ্গু হওয়ায় তিনি গমনই করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার দেহ পতিত হইল না, তিনি নিশ্চল ভাবে উপবেশন করিলেন। অনন্তর গুহ্য হইতে দক্ষ প্রজাপতি নিষ্ক্রান্ত হইলেন, দেবগণ দক্ষের বহির্গমনে তাঁহাকে ষণ্ডের ন্যায় দর্শন করিলেন; তখনও বিভু শ্রবণ, পান, ভাষণ, ঘ্রাণ, দর্শনাদি করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার দেহ পতিত হইল না, এক স্থানে উপবেশন করিয়া রহিলেন। পশ্চাৎ হস্ত হইতে অমরনিকরের অধীশ্বর ইন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ইন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলে তিনি করহীন হইলেন; শ্রবণ, পান, ভাষণ, ঘ্রাণ, দর্শনাদি যাবতীয় কার্য্যেই ইহার শক্তি সামর্থ্য বিদ্যমান রহিল, কিন্তু হস্তহীন হইয়াও তিনি পতিত হইলেন না, এক স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর লোচনযুগল হইতে তেজস্বিবর দিবাকর বহির্গত হইলেন, সুরগণ দিনকরের বহির্গমনে ইহাকে অন্ধ বলিয়া বলিলেন, তখনও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত শ্রবণাদি সকল শক্তির স্ফূর্ত্তি রহিল, কিন্তু নয়নদ্বয়হীন হইলেও ইহার দেহ পতিত হইল না, একত্র উপবিষ্ট রহিলেন। ২৭—৪২। তদনন্তর নাসিকা হইতে বিশ্বভেষজ অশ্বিনীকুমার বিনিষ্ক্রান্ত হইলে অমরগণ তাঁহাকে গন্ধ-গ্রহণশক্তিহীন বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখনও তিনি শ্রবণাদি পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন রহিলেন, কিন্তু একমাত্র গন্ধগ্রহণে তাঁহার সামর্থ্য রহিল না ও দেহ পতিত হইল না। ইনি একস্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহার কর্ণ হইতে দিক্-সকল নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন অমরনিকর বিভুকে বধির বলিয়া বিদিত হইলেন, কেহই তাঁহাকে মৃত বলিলেন না, বিভু পান ও ভাষণে সমর্থ রহিলেন, কিন্তু শ্রবণ বা গমন করিতে পারিলেন না, তথাচ তাঁহার দেহ পতিত হইল না। অতঃপর রসনা হইতে বরুণ বিনির্গত হইলে তিনি অরসজ্ঞ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন; জীবনধারণ, ও ভোজন প্রভৃতিতে তাঁহার সামর্থ্য বিদ্যমান রহিল, সকল জানিতে পারিলেন; কিন্তু তাঁহার দেহ পতিত হইল না, তিনি শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে একস্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর বাগীশ্বর বহ্নি তাঁহার বাক্য হইতে বিনির্গত হইলেন,—

পতিতস্তদা॥ ৪৮॥ জীবংশ্চলন্নদন্নাস্তে তথা জানন্ খসন্নপি। পশ্চাৎ প্রাণো বিনিষ্ক্রান্তো মৃতমেনং তদা বিদুঃ। পুনরেবং তদা প্রাহুর্দেবা বিস্মিত-মানসাঃ॥ ৪৯॥ দেহমুত্থাপয়েদ্যস্তু পুনরেবং ব্যবস্থিতঃ। স এব হ্যধিকোঽস্মাসু যুবরাজো ভবিষ্যতি॥ ৫০॥ ইত্যেবং তু প্রতিশ্রুত্য বিবিশুশ্চ যথাক্রমম্। জয়ন্তঃ প্রাবিশৎ পাদৌ নোত্তস্থৌ তৎকলেবরম্॥ ৫১॥ গুহ্যঞ্চ প্রাবিশদ্দক্ষো নোত্তস্থৌ তৎকলেবরম্। ইন্দ্রো হস্তৌ বিবেশাথ নোত্তস্থৌ তৎকলেবরম্॥ ৫২॥ চক্ষুঃ সূর্য্যঃ প্রবিষ্টোঽভূন্নোত্তস্থৌ তৎ কলেবরম্। দিশঃ শ্রোত্রে প্রবিবিশুর্নোত্তস্থৌ তৎ কলেবরম্॥ ৫৩॥ বরুণঃ প্রাবিশজ্জিহ্বাং নোত্তস্থৌ তৎকলেবরম্। নাসাং বিবিশতুর্দস্রৌ নোত্তস্থৌ তৎকলেবরম্॥ ৫৪॥ বহ্নিশ্চ প্রাবিশদ্বাচং নোত্তস্থৌ তৎকলেবরম্। মনশ্চ প্রাবিশদ্রুদ্রো নোত্তস্থৌ তৎকলেবরম্॥ ৫৫॥ পশ্চাৎপ্রাণো বিবেশাসৌ তদোত্তস্থৌ কলেবরম্। তদা দেবা বিনিশ্চিত্য প্রাণং দেবাধিকং বিভুম্॥ ৫৬॥ বলে জ্ঞানে চ ধৈর্য্যে চ বৈরাগ্যে প্রাণনেঽপি চ। ততোঽভিষেচয়াঞ্চক্রুর্যৌবরাজ্যে মহাপ্রভুম্॥ ৫৭॥ উৎকৃষ্টস্থিতিহেতুত্বাদুক্‌থমেকং তদা জগুঃ। তস্মাৎ প্রাণাত্মকং বিশ্বং সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্॥ ৫৮॥ অংশৈঃ পূর্ণৈর্বলাঢ্যৈশ্চ পূর্ণোঽয়ং জগতাং পতিঃ॥ ৫৯॥ ন প্রাণহীনং জগদস্তি কিঞ্চিৎ প্রাণেন হীনং ন চ বৈ সমেধতে। ন প্রাণহীনং স্থিতমত্র কিঞ্চিৎ প্রাণেন হীনং ন চ কিঞ্চিদস্তি। তস্মাৎ প্রাণঃ সর্ব্বজীবাধিকোঽভূদ্বলাধিকঃ সর্ব্বজীবান্তরাত্মা॥ ৬০॥ প্রাণাৎ কোঽপি হ্যধিকো বা সমো বা শাস্ত্রে দৃষ্টঃ শ্রুতপূর্ব্বো ন চাস্তে॥ ৬১॥ তত্তৎকার্য্যানুগঃ প্রাণো হ্যেকো দেবো হ্যনেকধা। তস্মাৎ প্রাণং

বহ্নি বিনির্গত হইলে তাঁহাকে সকলে মূক বলিয়া অভিহিত করিলেন, তখন তাঁহার ভাষণ ব্যতীত যথাসম্ভব গুণনিচয়ের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল; কিন্তু দেহ পতিত হইল না। তারপর বোধনাত্মক রুদ্র তাঁহার মন হইতে বহির্গত হইলেন, সুরগণ তখন বিভুকে জড় বলিয়া বর্ণন করিলেন, তাঁহার জ্ঞান ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত যথাসম্ভব শক্তিরই স্ফূর্ত্তি হইল, কিন্তু দেহ পতিত হইল না। পরে তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ বিনির্গত হইল, প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হইলে তাঁহার দেহ পতিত হইল, সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে মৃত বলিয়া অভিহিত করিলেন। তখন বিস্মিতমানস সুরগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—যাঁহার বহির্গমনে বিরাট্ দেহের পতন হইয়াছে, যে প্রাণ পুনঃপ্রবেশ করিলে এই বিরাট শরীরের উত্থান হয়, সেই প্রাণই আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব প্রাণই যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। সুরগণ পরস্পর এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া যথাক্রমে আবার সেই বিরাট্ শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। প্রথমে জয়ন্ত তাঁহার পাদদেশে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কলেবর উত্থিত হইল না, দক্ষ গুহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু দেহ উত্থিত হইল না। ইন্দ্র করযুগলে প্রবেশ করিলেন, কলেবর উত্থিত হইল না, সূর্য্য নয়নে প্রবিষ্ট হইলেন, কলেবর উত্থিত হইল না। দিক্ সকল শ্রবণযুগলে প্রবেশ করিল, কলেবর উত্থিত হইল না; বরুণ রসনায় প্রবেশ করিলেন, কলেবর উত্থিত হইল না; অশ্বিনীকুমার নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, কলেবর উত্থিত হইল না, বহ্নি বাক্যে প্রবেশ করিলেন, কলেবর উত্থিত হইল না; রুদ্র হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, কলেবর উত্থিত হইল না; অনন্তর প্রাণ যখন প্রবেশ করিলেন, অমনই দেহ উত্থিত হইল। তখন সুরগণ প্রাণকে নিশ্চয়রূপে তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিলেন। ৪৩—৬৩। অনন্তর সুরগণ বল, জ্ঞান, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য ও প্রীতিসম্পাদন সকল বিষয়েই প্রাণকেই শ্রেষ্ঠ জানিয়া সেই মহাপ্রভু প্রাণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে ব্যাধ! প্রাণই জীবন ধারণে উৎকৃষ্ট কারণ, তজ্জন্য সকলেই প্রাণের ঐরূপ নামনিরুক্তি করিয়া থাকেন, অতএব স্থাবরজঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্বকে প্রাণাত্মক বলিয়া জানিবে। জগৎপতি প্রাণ পূর্ণবলাঢ্য অংশনিচয় দ্বারা পূর্ণ। জগতে প্রাণহীন কোন বস্তুই নাই, আর প্রাণহীন হইয়া কোন বস্তুই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; এই জগতে প্রাণহীন কোন বস্তুই স্থিতিশীল নহে, আর প্রাণহীন হইয়া কোনবস্তু থাকিতেও পারে না। প্রাণ জীবনিচয়ের অন্তরাত্মা, নিখিল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ এবং ইহার বলও অত্যধিক; অতএব এ জগতে প্রাণ হইতে শ্রেষ্ঠ বা প্রাণের সমান কোন বস্তুই শাস্ত্রে দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। একমাত্র প্রাণদেব বহুধা বিভক্ত হইয়া সময়োচিত কার্য্যের অনুগমন করেন, প্রভু

বহবঃ প্রাহুঃ প্রাণোপাসনতৎপরাঃ। লীলয়ৈব জগৎ স্রষ্টুং হন্তুং পালয়িতুং প্রভুঃ॥ ৬২॥ শেষাদিশিবশক্রাদ্যাশ্চেতনাশ্চ জড়া অপি। বাসুদেবাদৃতে কোঽপি নৈনং পরিভবিষ্যতি॥ ৬৩॥ সর্ব্বদেবাত্মকঃ প্রাণঃ সর্ব্বদেবময়ো বিভুঃ। বাসুদেবানুগো নিত্যং তথা বিষ্ণুবশস্থিতঃ॥ ৬৪॥ বাসুদেবপ্রতীপস্তু ন শৃণোতি ন পশ্যতি। দেবাঃ প্রতীপং কুর্ব্বন্তি রুদ্রেন্দ্রাদ্যাঃ সুরেশ্বরাঃ॥ ৬৫॥ প্রতীপং ক্বাপি কুরুতে ন প্রাণঃ সর্ব্বগোচরঃ। তস্মাৎ প্রাণো মহাবিষ্ণোর্বলমাহুর্মনীষিণঃ॥ ৬৬॥ এবং জ্ঞাত্বা মহাবিষ্ণোর্মাহাত্ম্যং লক্ষণং তথা। পূর্ব্ববন্ধানুগং লিঙ্গং জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ॥ ৬৭॥ বিসৃজ্য পরমং যাতি নারায়ণমনাময়ম্। শ্রুত্বা শঙ্খোদিতং বাক্যং পুনর্ব্যাধঃ প্রসন্নধীঃ॥ ৬৮॥ প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা পুনঃ পপ্রচ্ছ তং মুনিম্। ব্রহ্মন্মহানুভাবস্য প্রাণস্যাস্য জগদ্‌গুরোঃ॥ ৬৯॥ ন খ্যাতো মহিমা লোকে কথং সর্ব্বেশ্বরস্য বৈ। দেবানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ ভূপানাঞ্চ মহাত্মনাম্॥ ৭০॥ মহিমা শ্রূয়তে লোকে পুরাণেষু সহস্রশঃ। এতদাচক্ষ্ব মে ব্রহ্মন্ শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে॥ ৭১॥ শঙ্খ উবাচ। পুরা প্রাণো হরিং দেবং নারায়ণমনাময়ম্। অশ্বমেধৈর্যষ্টুকামো গঙ্গাতীরং যযৌ মুদা॥ ৭২॥ হলৈশ্চকার ভূশুদ্ধিং নানামুনিগণৈর্বৃতঃ। অন্তর্বল্মীকলীনস্তু কণ্বো নাম সমাধিগঃ॥ ৭৩॥ হলোৎকৃষ্টো বিনিষ্ক্রান্তঃ ক্রোধাদিদমুবাচ হ। দৃষ্ট্বা পুরঃ স্থিতং প্রাণং শশাপ হ মহাবিভুম্॥ ৭৪॥ অদ্যপ্রভৃতি ন খ্যাতিং মহিমা ভুবনত্রয়ে। তব প্রাপোতি দেবেশ ভূলোকে তু বিশেষতঃ॥ ৭৫॥ প্রখ্যাতাস্তে ভবিষ্যন্তি হ্যবতারা জগত্ত্রয়ে। ইত্যুক্তো মুনিনা তেন বায়ুঃ ক্রোধাত্তমব্রবীৎ॥৭৬॥ বিনাপরাধং শপ্তোঽস্মি ত্বিতক্ষুং মাং নিরাগসম্। তস্মাৎ কণ্ব মহাবাহো গুরুদ্রোহী ভবাশু চ॥ ৭৭॥ লোকে নিন্দিতবৃত্তিশ্চ ভবেত্যাহ সদাগতিঃ। ততঃ প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ প্রাণস্যাস্য মহাপ্রভোঃ॥ ৭৮॥ ন খ্যাতো মহিমা লোকে ভূলোকে তু বিশেষতঃ।

অনায়াসে জগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য ইঁহাকে স্থষ্টি করিয়াছেন; এজন্য প্রাণোপাসনতৎপর ব্যক্তিগণ প্রাণকেই শ্রেষ্ঠ কহিয়া থাকেন। একমাত্র বাসুদেব ব্যতীত অনন্ত, শিব শক্রাদি দেবগণ এবং চেতন, অচেতন ও জড় কেহই প্রাণকে পরাভূত করিতে পারে না। বিভু প্রাণ সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বদেবের আত্মা; দেবগণ ইঁহারই নিত্য অনুগত ও ইনি সতত বাসুদেবের বশে বাস করেন; প্রাণই বাসুদেবরূপী। যদি কেহ বাসুদেবরূপী প্রাণের প্রতিকূলাচরণ করে, তবে তাহার শ্রবণ ও দর্শনশক্তি বিনষ্ট হয়। রুদ্র ও ইন্দ্রাদি সুরেশ্বরগণও পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বগোচর প্রাণ কদাচ কাহারও প্রতিকূলাচরণ করেন না; এজন্য মনীষিগণ প্রাণকেই বাসুদেবের বল বলিয়াছেন। হে ব্যাধ! এইরূপে বাসুদেবের মাহাত্ম্য ও লক্ষণ জানিয়া জীবগণ সর্পের জীর্ণত্বক্‌ত্যাগের ন্যায় পূর্ব্বকর্ম্মানুবন্ধী লিঙ্গদেহ পরিত্যাগ করিয়া অনাময় নারায়ণের পরম পদ প্রাপ্ত হয়। শঙ্খভাষিত এই সকল কথা শুনিয়া ব্যাধের হৃদয় প্রসন্ন হইল এবং সে বিনয়াবনত হইয়া পুনরায় মুনিসমীপে প্রশ্ন করিল। ব্যাধ বলিল,—হে ব্রহ্মন্! প্রাণ মহানুভাব, জগদ্‌গুরু ও সকলের ঈশ্বর; পুরাণে অনেক মহাত্মা দেব, মুনি ও মহীপালগণের সহস্র সহস্র মাহাত্ম্যকথা শ্রুত হয়; কিন্তু লোকে প্রাণের প্রভাব কেন বিখ্যাত হয় নাই? হে ব্রহ্মন্! আমার ইহা শুনিবার জন্য কুতূহল হইতেছে, অতএব আমার নিকট উহা বর্ণন করুন। ৫৭—৭১। শঙ্খ বলিলেন,—পূর্ব্বকালে প্রাণ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা অনাময় নারায়ণ হরিকে পূজা করিবার জন্য হর্ষসহকারে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তিনি মুনিগণে পরিবৃত হইয়া ভূমির শুদ্ধি সম্পাদনার্থ হলদ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়াছিলেন। ঋষি কণ্ব তথায় বল্মীক মৃত্তিকামধ্যে সমাধিমগ্ন ছিলেন; কর্ষণকালে তাঁহার হলাগ্রে উৎকৃষ্ট হইয়া তিনি বহির্গত হইলেন। তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল, তিনি মহাপ্রভু প্রাণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন,—হে দেবেশ! আজ হইতে ত্রিভুবনে বিশেষতঃ ভূর্লোকে তোমার খ্যাতি লুপ্ত হইবে। যাঁহারা অবতার, তাঁহারাই ত্রিজগতে প্রখ্যাত হইবেন। প্রাণ মুনি কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া রোষপরবশ হইলেন এবং তিনিও মুনি কণ্বকে পাপ প্রদান করিলেন। সদাগতি প্রাণ কহিলেন,—হে মহাবাহো কণ্ব! আমি নিরপরাধ ও তপস্বী; তুমি বিনা অপরাধে আমাকে অভিশপ্ত করিলে অতএব আমার শাপে তুমিও অচিরে গুরুদ্রোহী হও। জনসমাজে তোমার চরিত্র নিন্দিত হউক। হে ব্যাধ! তদবধি ত্রিলোকে বিশেষতঃ ভূতলে প্রাণের মহিমা বিখ্যাতি লাভ করে

শাপাৎ কণ্বো গুরুং জগ্ধা সূর্য্যশিষ্যোহভবত্তদা ॥৭৯॥ ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টং তু ত্বয়াধুনা। যচ্ছোতব্যমিতো ব্যাধ পৃচ্ছ মাং মা বিচারয় ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে বায়ুশাপকথনং নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ।

ব্যাধ উবাচ। কিং জীবা বিভুনা সৃষ্টাঃ কোটিশোহথ সহস্রশঃ। দৃশ্যন্তে ভিন্নকর্ম্মাণো নানামার্গাঃ সনাতনাঃ ॥ ১ ॥ নৈকস্বভাবা এতে হি কুত এব মহামতে। সর্ব্বং তৎপৃচ্ছতে মহ্যং বিস্তরাত্তত্ত্বতো বদ ॥ ২ ॥ শঙ্খ উবাচ। ত্রিবিধা জীবসঙ্ঘা হি রজঃসত্ত্বতমোগুণাঃ। রাজসা রাজসং কর্ম্ম তামসাস্তামসং তথা ॥ ৩ ॥ সাত্ত্বিকাঃ সাত্ত্বিকং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত্যেতে যথাক্রমম্। ক্বচিচ্চ গুণবৈষম্যমেতেষাং সুসংস্থতো ভবেৎ ॥ ৪ ॥ তেনৈবোচ্চাবচং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তঃ ফলভাগিনঃ। ক্বচিৎ সুখং ক্বচিদ্দুঃখং কাচিচ্চোভয়মেব চ ॥ ৫ ॥ গুণানামেব বৈষম্যাৎ প্রাপ্নুবন্তি নরা ইমে। প্রকৃতিস্থা ইমে জীবা বদ্ধা এতৈর্গুণৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৬ ॥ গুণকর্ম্মানুরূপেণ কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ৈঃ ফলম্। গুণানুগুণ্যং ভুঞ্জন্তে প্রকৃতিং যান্ত্যমীজনাঃ ॥ ৭॥ প্রকৃতিস্থাঃ প্রাকৃতিকা গুণকর্ম্মাভিমূর্চ্ছিতাঃ। গতিং প্রাকৃতিকীং যান্তি ব্যত্যয়ঃ প্রকৃতের্ন হি ॥ ৮ ॥ তামসা দুঃখবহুলা সদা তামসবৃত্তয়ঃ। নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা লোকে সদা দ্বেষৈকজীবিনঃ ॥ ৯ ॥ রাক্ষসাদ্যাঃ পিশাচাস্তাস্তামসীং যান্তি বৈ গতিম্। রাজসা মিশ্রমতয়ঃ কর্ত্তারঃ পুণ্যপাপয়োঃ ॥ ১০ ॥ পুণ্যাৎ স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি ক্বচিৎ পাপাচ্চ যাতনাম্। অত এতে মন্দভাগ্যা আবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ ॥ ১১ ॥ ধর্ম্মশীলা দয়াবন্তঃ শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়কাঃ। সাত্ত্বিকাঃ সাত্ত্বিকীং বৃত্তিমনুতিষ্ঠন্ত আসতে ॥ ১২ ॥ তে চোর্দ্ধং যান্তি বিমলা গুণাপায়ে মহৌজসঃ। বিভিন্ন-

---

নাই, এবং মুনি কণ্বও স্বীয় গুরুকে ভক্ষণ করিয়া সূর্য্যের শিষ্য হইয়াছিলেন। হে ব্যাধ! তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এই আমি তাহার যথাযথ উত্তর করিলাম, এক্ষণে তোমার আর যাহা জানিবার ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর। তুমি মনে কোনরূপ বিতর্ক করিও না। ৭২—৮০ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

ব্যাধ বলিল,—হে মহামতে! বিভু কি জন্য সহস্র সহস্র কোটি কোটি জীব-সৃষ্টি করিলেন? কেনই বা এই সনাতন জীবপ্রবাহ বিভিন্নকর্ম্মা ও বিভিন্ন-পথগামী দৃষ্ট হয়? এবং ইহারা কেনই বা একস্বভাব-বিশিষ্ট হয় নাই? ইহার কারণ কি? আমি এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বিস্তাররূপে যথাযথ আমার নিকট বর্ণন করুন। শঙ্খ কহিলেন,—হে ব্যাধ! এই যে জীবসঙ্ঘ দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণ ভেদে এই ত্রিবিধ জীবগণের মধ্যে যথাক্রমে যাহারা রজোগুণান্বিত, তাহারা রাজস, তমোগুণান্বিত তামস এবং সাত্ত্বিকগণ সাত্ত্বিক ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই যে ত্রিবিধ গুণভেদ কথিত হইল, কদাচিৎ ইহার বৈষম্যও দৃষ্ট হয়। এই গুণবৈষম্যহেতুই ফলাভিলাষী লোকগণ উর্দ্ধ ও নীচ কর্ম্ম করিয়া থাকে। আর এই গুণ-বৈষম্যবশতই তাদৃশ ফলাভিলাষীরা কখন সুখ, কখন দুঃখ ও কখন সুখদুঃখ উভয়মিশ্রিত ফল-প্রাপ্ত হয়। জীবনিবহ এইগুণত্রয়ে বদ্ধ হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থান করে, গুণ ও প্রাকৃত কর্ম্ম-অনুসারেই তাহাদের কর্ম্মের ব্যত্যয় ও গুণানুবন্ধী ফল হয় এবং তাহারা পুনঃপুনঃ প্রকৃতির আশ্রয় করে।১—৭। প্রাকৃত লোকগণই প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা মোহিত হয় ও প্রাকৃতিকী গতি লাভ করে, কিন্তু প্রকৃতির বিকৃতি কদাচ হয় না। যাহারা তামস, তাহারা সতত দুঃখবহুল তমোময় বৃত্তির অনুবৃত্তি করে এবং লোকে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ও নিরন্তর প্রাণিগণের দ্বেষ্টা হয়। এই সকল তমোময় জীবগণই রাক্ষস হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত তামসী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা রাজস, তাহাদের মতি মিশ্র, তাহারা কখন পুণ্য ও কখন পাপ কর্ম্মের আচরণ করে; এই মিশ্রকর্ম্ম দ্বারা তাহাদের কখন পুণ্যকর্ম্ম প্রভাবে স্বর্গপ্রাপ্তি এবং কখন পাপ-কর্ম্মফলে নরকযাতনা ভোগ হয়। অতএব ইহা-দিগকে মন্দভাগ্য বলিতে হইবে, কেননা ইহারা পুনঃপুনঃ জন্ম মরণ প্রাপ্ত হয়। যাহারা সাত্ত্বিক, তাঁহারা সতত সাত্ত্বিক বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং ধর্ম্মশীল, দয়াবান, শ্রদ্ধাযুক্ত, ওজস্বী ও অসূয়াবিহীন হন। গুণাপায়ে সেই সকল বিমল লোকের

কর্ম্মণাং চাতঃ পৃথগ্ ভাবাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ১৩ ॥ গুণ-কর্ম্মানুরূপেণ তেষাং বিষ্ণুর্ম্মহাপ্রভুঃ। কর্ম্মাণি কারয়ত্যদ্ধা স্বস্বরূপাপ্তয়ে বিভুঃ ॥ ১৪ ॥ বিষ্ণো-র্বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে পূর্ণকামস্ত বৈ নহি। সৃষ্টিং স্থিতিং হৃতিং চৈব সম্যামেব করোত্যয়ম্ ॥ ১৫ ॥ স্বগুণাদেব তে সর্ব্বে কর্ম্মণঃ ফলভাগিনঃ। আরামোপ্তান যথা সর্ব্বান্ সমং বর্ষয়তি ক্রমান্ ॥ ১৬ ॥ এককুল্যাজ্জলা হ্যঙ্গ ক্রমাশ্চ প্রকৃতিঙ্গতাঃ। নারামোপ্তরি বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যং বা কথঞ্চন ॥ ১৭ ॥ ব্যাধ উবাচ। জনানাং পূর্ণভোগানাং কদা মুক্তির্ভবেন্মুনে। সৃষ্টিকালেঽথবা হ্যন্তকালে বা স্থাপনস্ত চ ॥ ২৮ ॥ ক্বচিচ্চ সৃষ্টিকালস্ত সংহারস্থাপি বৈ স্থিতেঃ। এতদ্বিস্তার্য্য মে ব্রহ্মন্ ভগবচ্চেষ্টিতং বদ ॥ ১৯ ॥ শঙ্খ উবাচ। চতুর্যুগ-সহস্রাণি ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে। রাত্রিশ্চ তাবতী তস্ত হ্যহোরাত্রং দিনং ভবেৎ ॥ ২০ ॥ দশপঞ্চ-দিনাস্ত্বাহু. পক্ষং মাসো দ্বয়াত্মকঃ। মাসদ্বয়মৃতুং প্রাহুরয়নঞ্চ ঋতুত্রয়ম্ ॥ ২১ ॥ অয়নে দ্বে বৎসরঃ

ঊর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। যাহারা বিভিন্নকর্ম্মা, পৃথক্ ভাবাপন্ন ও পৃথক্ পৃথক্ আচারসম্পন্ন হয়, মহাবিভু বিষ্ণু স্বস্বরূপফলপ্রাপ্তির জন্য গুণকর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। পূর্ণকাম বিষ্ণুর বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য নাই, বৃষ্টি যেরূপ উদ্যানজাত তরুরাজির উপর সমান ভাবে বর্ষণ করে, তিনিও তদ্রূপ সমানরূপেই সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন, কিন্তু লোক সকল স্ব স্ব গুণানুসারেই ফলভাগী হইয়া থাকে। হে সাধো। উদ্যানকুল্যার কূলে বিদ্যমান বৃক্ষকুল যেমন সমভাবে অভিষিক্ত হয়, কদাচ তাহাতে যেস উদ্যানকর্ত্তার বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য থাকে না, তদ্রূপ বিভুর সৃষ্ট প্রাণিগণও তাঁহার নিকট সমভাবে পালিত হইয়া থাকে। ব্যাধ বলিল,—হে মুনে! যাহাদের ভোগ পূর্ণ হইয়াছে, সৃষ্টিকালে, কিংবা অন্তকালে অথবা মধ্যমাবস্থায়—ইহার কোন্ সময়ে তাহাদের মুক্তি হইবে? হে ব্রহ্মন্! ভগবানের আচরিত এই সমস্ত কার্য্য আমার নিকট বিস্তাররূপে বলুন। শঙ্খ কহিলেন,—সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং তাবৎপরিমাণ অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগে এক রাত্রি হয়; এই দিন ও রাত্রি লইয়া ব্রহ্মার অহোরাত্র। হে ব্যাধ! ব্রহ্মমানের পঞ্চদশদিনে এক পক্ষ, শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষে মাস; দুইমাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন,

স্তাবত্তাদৃক্ শতসমা যদি। গচ্ছন্তি ব্রহ্মণো হ্যন্ত ব্রহ্মকল্পং তদা বিদুঃ ॥ ২২ ॥ তাবান্ হি প্রলয়ঃ কাল ইতি বেদবিদাং মতম্। প্রলয়স্ত্রিবিধঃ প্রোক্তো মানবো মানবাত্যয়ে ॥ ২৩ ॥ দৈনন্দিনো দ্বিতীয়ো হি ব্রহ্মণো দিবসাত্যয়ে। ব্রহ্মণোঽথ লয়ে পশ্চাদ্ ব্রাহ্মঞ্চ প্রলয়ং বিদুঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মণস্তু মুহূর্ত্তে তু মনোস্ত প্রলয়ং বিদুঃ। প্রলয়েষু ব্যতীতেষু চতুর্দ্দশসু বৈ ক্রমাৎ ॥ ২৫ ॥ দৈনন্দিনপ্রলয়ং প্রাহুঃ প্রলয়ানাং স্থিতিং পুনঃ। ত্রয়াণামেব লোকানাং লয়ো মন্বন্তরে ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ চেতনানাং তদা নাশো ন লোকানাং ক্ষয়ো ভবেৎ। উদকৈরেব পূর্ত্তিশ্চ যথা পূর্ব্বং তথা পুনঃ ॥ ২৭ ॥ মন্বন্তরান্তে ভূয়াত্তু চেতনানাং পুনর্ভবঃ। দৈনন্দিনলয়ে ব্যাধ সর্ব্বস্থাপি ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ সত্যলোকং বিনা সর্ব্বে লোকা নশ্যন্তি সাধিপাঃ। সচেতনাঃ সাধিভূতাঃ প্রসুপ্তে চতুরাননে ॥ ২৯ ॥ তত্ত্বাভি-মানিনো দেবাঃ কেচিচ্চ মুনয়স্তথা। শিষ্যন্তি সুপ্তাঃ সর্ব্বেঽপি সত্যলোকব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩০ ॥ তিষ্ঠন্তি সুপ্তিমাপন্না যাবৎ কল্পমতীন্দ্রিযাঃ। পুন-

---

দুই অয়নে একবৎসর, এইরূপ শতবৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মার এক কল্পকাল বলিয়া জানিবে; আর ইহাকেই প্রলয়কাল বলে, ইহা বেদজ্ঞগণের মত। প্রলয় ত্রিবিধ,—মানব, দৈনন্দিন ও ব্রাহ্ম। মানবের গণন ব্যত্যয় হয়, তখন তাহাকে মানব, ব্রহ্মার দিনাবসানে দৈনন্দিন এবং ব্রহ্মার যে কালে প্রলয় হয়, তাহাকে ব্রহ্মলয় বলে।৮—২৪। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্তে মনুর প্রলয় হয়, এইরূপ ক্রমে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের নামই দৈনন্দিন প্রলয়। অতঃপর স্থিতির কথা বলিতেছি। মন্বন্তরকালে ত্রিলোকে-রই লয় হয়, এই লয়ে চেতনাসম্পন্ন দ্রব্য বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ত্রিভুবনের লয় হয় না। কোন স্থানের বদ্ধ জল ছাড়িয়া দিলে সেই জলপ্রবাহ যেমন সমস্ত অপূর্ণস্থান পূর্ণ করে, মন্বন্তরের অবসানেও তদ্রূপ প্রাণিগণে ত্রিভুবন পূর্ণ হয়। হে ব্যাধ! দৈনন্দিন লয়ে একমাত্র সত্যলোক ব্যতীত কি প্রাণী কি ত্রিভুবন. অধিপগণ সহ সমস্তই বিনষ্ট হয়। চেতন অচেতন সমস্ত বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মা শয়ন করেন, তখন সকলেই সত্যলোক অব-লম্বনপূর্ব্বক নিদ্রিত হয়, কতিপয় অভিমানী দেবতা ও মুনি তখন শাসন করেন। যখন সকল লোক সুপ্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিত হয়, তখন তাঁহা-

র্নিশাত্যয়ে ব্রহ্মা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ ॥ ৩১ ॥ ঋষীন্‌ দেবান্ পতৃঁল্লোকান্ধর্ম্মান্ বর্ণান্ পৃথক্ পৃথক্। পুনর্দশাবতারা হি বিষ্ণোর্দ্দেবস্য চক্রিণঃ ॥৩২॥ নিয়মেন ভবন্ত্যেতে তথান্যেঽপি চ ভূরিশঃ। দেবতা ঋষয়শ্চৈব আকল্পঞ্চ গিরাং পতেঃ॥ ৩৩ ॥ পুনরেবাভিবর্ত্তন্তে ব্রহ্মণা সহ মুক্তিগাঃ। ভূপাশ্চ সাধবো যে চ সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ পরং গতাঃ॥ ৩৪ ॥ তেনৈব চাভিবর্ত্তন্তে সত্যলোকব্যবস্থিতাঃ। তন্নাশিগাঃ পূর্ব্বাস্তি তন্নাম্না শ্রুতিসংস্থিতাঃ॥ ৩৫ ॥ তত্তদ্গোত্রেষু জায়ন্তে তত্তৎ কর্ম্মরতাঃ সদা। দৈত্যানামপি সর্ব্বেষাং যদা কলিযুগাত্যয়ঃ॥ ৩৬ ॥ কলিনা সহ গচ্ছন্তি স্বাং গতিং নিরয়ালয়াঃ। তেষাঞ্চ রাশিসংস্থা যে তন্নামানোঽপরেঽপি চ॥ ৩৭ ॥ জায়ন্তে কর্ম্মণা স্বেন তত্তৎকর্ম্মবিধায়কাঃ। সৃষ্টিকালং প্রবক্ষ্যামি মুক্তিকালং তথৈব চ॥ ৩৮ ॥ ব্রহ্মাদীনাঞ্চ দেবানাং সমাহিতমনা ভব। নিমেষো দেবদেবস্য ব্রহ্মকল্পসমো মতঃ॥ ৩৯ ॥ তস্যাবসানে চোন্মেষো দৈবতদবশিখামণেঃ। নিমেষান্তে ভবেদিচ্ছা স্রষ্টুং লোকাংশ্চ কুক্ষিগান্॥ ৪০ ॥ সোঽপশ্যৎ স্বোদরে সর্ব্বজ্জীবসজ্বাননেকশঃ। স্বজ্যোমুক্তানমূন্ সর্ব্বাগ্নিঙ্গভঙ্গমুপাগতান্॥ ৪১ ॥ সুপ্তাঃ স্মৃতিস্থাঃ সর্ব্বেঽপি তমোগা অপি সর্ব্বশঃ। পূর্ব্বকল্পে লিঙ্গভঙ্গমাপন্না বিধিপূর্ব্বকাঃ॥৪২॥ মানবাস্তা জীবকোষা জীবন্মুক্তাশ্চ মুক্তিগাঃ। পূর্ব্বকল্পে বিমুক্তাশ্চ ব্রহ্মাদ্যা মানবান্তকাঃ॥ ৪৩॥ ধ্যানসংস্থা হি তিষ্ঠন্তি বিষ্ণুকুক্ষিগতা অপি। উন্মেষস্যাদিমে ভাগে চতুর্ব্যূহাত্মকো বিভুঃ॥ ৪৪ ॥ ভূত্বা তু পূর্ব্বসাড্গুণ্যাদ্বাসুদেবাচ্চ ব্যূহগাৎ। দধৌ তু ব্রহ্মণে মুক্তিং সাযুজ্যাখ্যাং মহাবিভুঃ॥ ৪৫ ॥ দত্ত্বা তদনু সাযুজ্যং তত্ত্বজ্ঞানং মহাত্মনাম্। সারূপ্যং চৈব কেষাঞ্চিৎ সামীপ্যঞ্চ তথা বিভুঃ॥ ৪৬ ॥ সালোক্যঞ্চ তথান্যেষাং দত্ত্বা দেবো জনার্দ্দনঃ। অনিরুদ্ধবশে সর্ব্বান্ স্থিতাল্লোঁকানলোকয়ৎ॥ ৪৭ ॥ প্রদ্যুম্নস্য বশে দত্ত্বা সৃষ্টিং কর্ত্তুং মনো দধে। মায়াং জয়াং কৃতিং শান্তিমুপযেমে স্বয়ং হরিঃ॥ ৪৮। চতুর্ব্যূহৈঃ

দের ইন্দ্রিয়ের কোনই ক্রিয়া থাকে না। হে ব্যাধ! পুনরায় নিশাবসানে ব্রহ্মা পূর্ব্বের মতন সৃষ্টি করেন, তখন তিনি ঋষি, দেব, পিতৃলোক, ধর্ম্ম, বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ এই সকলের সৃষ্টি করেন। আবার চক্রধারী বিষ্ণুর দশাবতারের প্রাদুর্ভাব হয়, কল্পকাল পর্য্যন্ত ঋষি সুর সকলেই সেই বাক্‌পতির প্রবর্ত্তিত নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; এবং সকলেই ব্রহ্মার সহিত পুনরায় মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। ব্রহ্মার সহিত সত্যলোকস্থিত ভূপ ও সাধুগণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন। তখন পূর্ব্বেও যাঁহাদের শ্রুতিসম্মত যে গোত্র, যে রাশি, যে নাম ও যে কর্ম্ম ছিল, পুনরায় আবির্ভূত হইয়াও পূর্ব্বরূপ নাম গোত্রাদি প্রাপ্ত হন এবং সতত কর্ম্মরত হইয়া থাকেন। দৈত্যদানবকুল এইরূপে কলিযুগাত্যয়ে কলির সহিত স্বীয় গতি অনুসারে নিরয়লোকের আশ্রয় করে, তাহারাও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে তত্তৎকর্ম্মবিধায়ক রাশি, নাম ও গোত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ব্যাধ! ব্রহ্মাদি দেবগণের সৃষ্টি ও মুক্তিকাল কহিতেছি, তুমি সমাহিতমনা হও। ব্রহ্মার এক কল্পকাল সদৃশ দেবদেব বিষ্ণুর এক নিমেষ, এই নিমেষের অবসানে দেবদেবের শিখামণির উন্মেষ হয়। যে সকল লোক তাঁহার কুক্ষিমধ্যে অবস্থিত, নিমেষাবসানে এই কুক্ষিস্থিত লোক সকলের সৃজনে তাঁহার ইচ্ছা হয়; তিনি তদীয় কুক্ষিস্থিত অনেক জীবসঙ্ঘের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন। এই জীবপ্রবাহ কতবার মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কতবার মুক্তিভাজন হইয়াছে, তমোময় গর্ভে সুপ্তাবস্থায় বাস করিয়াও তাহাদের সে স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পে যাহারা বিধিবোধিত স্বস্বকর্ম্মানুসারে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবম্ভূত মানবান্ত জীবজাতি জীবন্মুক্ত ও মুক্তিভাজন হইয়া থাকে; আর ব্রহ্মাদি মানবান্ত যে সকল জীবপ্রবাহ পূর্ব্বকল্পে মুক্তিভাগী হইয়াছিল, তাহারা বিষ্ণুকুক্ষিমধ্যে বাস করিয়াও ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করে। উন্মেষের আদিম সময়ে, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ ও বাসুদেব এই চতুর্ব্যূহাত্মক মহাবিভু সদ্গুণসমবেত ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমে বাসুদেবব্যূহ হইতে ব্রহ্মাকে সাযুজ্যনামক মুক্তি প্রদান করেন; তৎপর ক্রমে মহাত্মাদিগকে সাযুজ্য ও তত্ত্বজ্ঞান, অপর কাহাকে সারূপ্য, কাহাকে সামীপ্য ও অন্য কাহাকে সালোক্য মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অনন্তর বিভু জনার্দ্দন, অনিরুদ্ধব্যূহে অবশিষ্ট লোক সকল অবস্থিত দেখিয়া প্রদ্যুম্নব্যূহের আশ্রয় লইয়া সৃষ্টির জন্য মনোনিবেশ করেন। অনন্তর স্বয়ং মহাবিষ্ণু বিভু হরি পূর্ণগুণযুক্ত বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহে ব্যবস্থিত হইয়া

পূর্ণগুণৈশ্বর্য্যাসুদেবাদিকৈঃ ক্রমাৎ। তাভির্যুক্তো মহাবিষ্ণুশ্চতুর্ব্যূহাত্মকো বিভুঃ॥ ৪৯ ॥ ভিন্নকর্ম্মাশয়ং লোকং পূর্ণকামো হ্যজীজনৎ। উন্মেষান্তে পুনর্ব্বিষ্ণুর্যোগমায়াং সমাশ্রিতঃ॥ ৫০ ॥ সঙ্কর্ষণাদ্-ব্যূহগাচ্চ হরত্যেতচ্চরাচরম্। তদেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতৎ কার্য্যং চিন্ত্যং মহাত্মনঃ॥ ৫১ ॥ যদ-চিন্ত্যং দুর্ব্বিভাব্যং ব্রহ্মাদ্যৈরপি যোগিভিঃ। ব্যাধ উবাচ। কে বা ভাগবতা ধর্ম্মাঃ কৈর্ব্বিষ্ণুশ্চ প্রসীদতি॥ ৫২ ॥ তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং বদ নো মুনে। শঙ্খ উবাচ। যেন চিত্তবিশুদ্ধিঃ স্যাদ্যঃ সতামুপকারকঃ॥ ৫৩ ॥ তং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং ধর্ম্মং যশ্চ কেনাপ্যনিন্দিতঃ। শ্রুতিস্মৃত্যুদিতো যস্ত যদি নিষ্কামিকো ভবেৎ॥ ৫৪ ॥ যস্ত লোকাবিরুদ্ধোঽপি তং ধর্ম্মং সাত্ত্বিকং বিদুঃ। চতুর্ব্বিধা হি তে ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমবিভাগতঃ॥ ৫৫ ॥ নিত্যনৈমিত্তিকাঃ কাম্যা ইতি তে চ ত্রিধা মতাঃ। তে সর্ব্বে স্বস্বধর্ম্মাশ্চ যদা বিষ্ণোঃ সমর্পিতাঃ॥ ৫৬ ॥ তদা বৈ সাত্ত্বিকা জ্ঞেয়া ধর্ম্মা ভাগবতাঃ শুভাঃ। দেবতান্তরদৈবত্যাঃ সকামা রাজসা মতাঃ॥ ৫৭ ॥ যক্ষরক্ষঃ-পিশাচাদিদৈবত্যা লোকনিষ্ঠুরাঃ। হিংসাত্মকা নিন্দিতাশ্চ ধর্ম্মাস্তে তামসাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৮ ॥ সর্ব্বদা সাত্ত্বিকান্ ধর্ম্মান্ বিষ্ণুপ্রীতিকরাননুষ্ঠান্। কুর্ব্বন্ত্যনীহয়া নিত্যং তে বৈ ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৯ ॥ যেষাং চিত্তং সদা বিষ্ণৌ জিহ্বায়াং নাম বৈ বিভোঃ। পাদৌ চ হৃদয়ে যেষাং তে বৈ ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬০ ॥ সদাচাররতা যে চ সর্ব্বেষামুপকারকাঃ। সদৈব মমতাহীনাস্তে বৈ ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬১ ॥ যেষাঞ্চ শাস্ত্রে বিশ্বাসো গুরৌ সাধুষু কর্ম্মসু। যে বিষ্ণুভক্তাঃ সততং তে বৈ ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬২ ॥ যেষাং হি সম্মতা ধর্ম্মাঃ শাশ্বতা বিষ্ণুবল্লভাঃ। শ্রুতিস্মৃত্যুদিতা যে চ তে ধর্ম্মাঃ শাশ্বতা মতাঃ॥ ৬৩ ॥ অটনং সর্ব্বদেশেষু বীক্ষণং সর্ব্বকর্ম্মণাম্। শ্রবণং সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিষয়াসক্তচেতসাম্॥ ৬৪ ॥ অকিঞ্চিৎকরমেতেষাং বণ্ডস্যেব বরস্ত্রিয়ঃ। সাধূনাং দর্শনেনৈব মনো দ্রবতি বৈ সতাম্॥ ৬৫ ॥ চন্দ্রস্য কৌমুদীসঙ্গাচ্চন্দ্রকান্তশিলা যথা। ক্বচিৎ সচ্ছাস্ত্রশ্রবণাদ্বিষয়ৈ রহিতং মনঃ॥ ৬৬ ॥ তিষ্ঠত্যেব সতাং পুংসাং

যথাক্রমে মায়া, জয়া, কৃতি ও শান্তি ইহাদিগকে বিবাহ করেন এবং মায়াদিদ্বারা ব্যূহিত হইয়া ভিন্নকর্ম্মাশয় লোক সকল সৃজন করত পূর্ণকাম হন। অনন্তর হরি উন্মেষাবসানে যোগমায়াকে অশ্রয় করত সঙ্কর্ষণব্যূহে এই চরাচর জগৎ হরণ করেন। হে ব্যাধ! এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাদি যোগিগণেরও অচিন্ত্য ও দুর্ব্বিভাব্য মহাত্মা বিষ্ণুর কার্য্যজাত কীর্ত্তন করিলাম; তুমি ইহা চিন্তা কর। ব্যাধ বলিল,—হে মুনে! এক্ষণে আমি ভাগবত ধর্ম্ম কি? কি করিলে বিষ্ণু প্রসন্ন হন? এই সকল শুনিতে অভিলাষ করি, অতএব আমার নিকট বর্ণন করুন। শঙ্খ কহিলেন,—যদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, যাহা সাধুদিগের উপকারক এবং যে ধর্ম্মের কেহ নিন্দা করে না, তাহাকেই সাত্ত্বিক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। যাহা শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত, যে কার্য্যের কামনা নাই এবং ত্রিলোকের অনিরুদ্ধ, তাহাই সাত্ত্বিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমবিভাগক্রমে চতুর্ব্বিধ; তন্মধ্যে আবার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ ভেদ কথিত হয়। নিজধর্ম্মানুসারে এই নিত্য, নৈমিত্তিক কিংবা কাম্য কর্ম্ম যখন বিষ্ণুতে অর্পিত হয়, তখনই উহাকে উত্তম ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। রাজসগণ সকাম হয়, তাহারাই কামনাবশে এক দেবতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার আরাধনা করে। ২৫—৫৭। যক্ষ, রক্ষ, পিশাচাদি যাহাদের উপাস্য, তাহারা তামসপ্রকৃতি এবং তাহারা নিষ্ঠুর হিংসাত্মক ও নিন্দিত ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। যে সকল সাত্ত্বিকপ্রকৃতি লোক উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া সতত বিষ্ণুপ্রীতিকর শুভাবহ ধর্ম্মনিচয়ের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই ভাগবত; যাঁহাদের চিত্ত সতত বিষ্ণুতে নিরত, জিহ্বায় বিভুর নাম অনবরত উচ্চারিত, তদীয় পাদপদ্ম হৃদয়ে বিদ্যমান, তাঁহারাই ভাগবত। যাহারা সদাচারে রত, সকলের উপকারক এবং সতত মমতাহীন, তাঁহারাই উত্তম ভাগবত। শাস্ত্র, গুরু ও সৎক্রিয়ায় যাঁহাদের বিশ্বাস আছে এবং যাঁহারা সতত বিষ্ণুর ভক্ত তাঁহারাই ভাগবত। শ্রুতি ও স্মৃতিকথিত ধর্ম্মই নিত্য; যাঁহারা বিষ্ণুর প্রিয় এই সনাতন ধর্ম্মের সম্মান করেন, তাঁহারাই ভাগবত। হে ব্যাধ! যাঁহারা ভাগবত—তাঁহারা সমস্ত দেশ পর্য্যটন, নিখিল সৎকর্ম্ম দর্শন, ধর্ম্মসমূহের শ্রবণ করেন, বিষয়ে কদাচ তাঁহাদের চিত্ত আসক্ত হয় না; ক্লীব ব্যক্তির মনোজ্ঞ রমণীর ন্যায় তাঁহারা বিষয়কে অতি অকিঞ্চিৎকরই মনে করিয়া থাকেন। যাঁহারা সাত্ত্বিক লোক, চন্দ্র ও কৌমুদীসঙ্গমে চন্দ্রকান্ত শিলার ন্যায় সাধুদর্শনে তাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হয়; বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মন কখনও শাস্-

তেজোরূপং হৃতকল্মষম্। পদ্মবন্ধোঃ প্রভাসঙ্গাৎ সূর্য্যকান্তশিলা যথা ॥ ৬৭ ॥ নিষ্কামৈর্হি জনৈর্যৈস্তু শ্রদ্ধয়া সমুপাশ্রিতঃ। যো বিষ্ণুবল্লভো নিত্যং ধর্ম্মো ভাগবতো মতঃ ॥ ৬৮ ॥ তৈর্দৃষ্টা বহবো ধর্ম্মা ইহামুত্র ফলপ্রদাঃ। বিষ্ণুপ্রীতিকরাঃ সূক্ষ্মাঃ সর্ব্বদুঃখবিমোচকাঃ ॥ ৬৯ ॥ দধ্নঃ সারমিবোদ্ধৃত্য ধর্ম্মং বৈশাখসম্ভবম্। রমায়ৈ ভগবানাহ ক্ষীরাব্ধৌ হিতকাম্যয়া ॥ ৭০ ॥ মার্গচ্ছায়াবিনির্ম্মাণং প্রপাদানং চ বৈ তথা। ব্যজনৈর্ব্যজনঞ্চৈব প্রশ্রয়াণাং সমর্পণম্ ॥ ৭১ ॥ ছত্রস্যোপানহোর্দানং দানং কর্পূরগন্ধয়োঃ। বাপীকূপতড়াগানাং নির্ম্মাণং বিভবে সতি ॥ ৭২ ॥ সায়াহ্নে পানকস্যাপি দানং তু কুসুমস্য চ। তাম্বূলদানং পাপঘ্নং গোরসানাং বিশেষতঃ ॥ ৭৩ ॥ লবণান্বিততক্রস্য দানং শ্রান্তায় বৈ পথি। অভ্যঙ্গকরণং চৈব দ্বিজপাদাবনেজনম্ ॥ ৭৪ ॥ কটকম্বলপর্য্যঙ্কদানং গোদানমেব চ। মধুযুক্ততিলানাং চ দানং পাপবিনাশনম্ ॥ ৭৫ ॥ সায়াহ্নে চেক্ষুদণ্ডানাং দানমুর্ব্বারুকস্য চ। রসায়নপ্রদানং চ পিতৃনির্ব্বাপণং তথা ॥ ৭৬ ॥ এতে ধর্ম্মা বিশিষ্যোক্তা মাসেঽস্মিন্ মাধবপ্রিয়ে। প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ে স্নাত্বা যথোক্তবিধিনা দ্বিজকুলেরিতম্ ॥ ৭৭ ॥ নিত্যকর্ম্মাণি কৃত্বৈবং মধুসূদনমর্চ্চয়েৎ। কথাং মাধবমাসীয়াং শৃণুয়াচ্চ সমাহিতঃ ॥ ৭৮ ॥ তৈলাভ্যঙ্গং বর্জ্জয়েচ্চ কাংস্যপাত্রে তু ভোজনম্। নিষিদ্ধভক্ষণং চৈব বৃথালাপং তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৯ ॥ অলাবুং গৃঞ্জনং চৈব লশুনং তিলপিষ্টকম্। আরনালং ত্রিঃসট্টং চ ঘৃতকোশাতকীং তথা ॥ ৮০ ॥ উপোদকীং কলিঙ্গং চ শিগ্রুশাকং চ বর্জ্জয়েৎ। নিষ্পাবাণি কুলিত্থানি মসূরাণি চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৮১ ॥ বৃন্তাকানি কলিঙ্গানি কোদ্রবাণি চ বর্জ্জয়েৎ। তন্দুলীয়শাকং চ কৌসুম্ভং মূলকং তথা ॥ ৮২ ॥ ঔদুম্বরং বিল্বফলং তথা শ্লেষ্মাতকীফলম্। সর্ব্বথা বর্জ্জয়েদ্বিদ্বান্ মাসেঽস্মিন্ মাধবপ্রিয়ে ॥ ৮৩ ॥ এতেষন্যতমং ভুক্ত্বা স চণ্ডালো ভবেদ্ ধ্রুবম্। তির্য্যগ্‌যোনিশতং যাতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮৪ ॥ এবং মাসব্রতং কুর্য্যাৎ প্রীতয়ে মধুঘাতিনঃ। এবং ব্রতে সমাপ্তে তু প্রতিমাং কারয়েদ্বিভোঃ ॥ ৮৫ ॥ মধুসূদনদৈবত্যাং সবস্ত্রাং চ সদক্ষিণাম্। স্বর্চ্চিতাং বিভবৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৮৬ ॥ বৈশাখসিতদ্বাদশ্যাং দদ্যাদ্দধ্যন্নমঞ্জসা। সোদকুম্ভং সতাম্বূলং

শ্রবণে বিবর্ণবিমুখ হয়, কিন্তু পদ্মিনীপতি তপনদেবের প্রভাসংসর্গে সূর্য্যকান্ত শিলার ন্যায় সাধুদিগের হৃদয়ে অকল্মষ তেজোরূপ নিরন্তর বিরাজিত থাকে। যে সকল নিষ্কাম মানব শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুর প্রিয় সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের আশ্রয় করেন, তাঁহারাই ইহপর কালে ফলপ্রদ বহু ধর্ম্ম দর্শন করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রীতিকর ধর্ম্মসমূহ অতি সূক্ষ্ম এবং নিখিল দুঃখের বিমোচনকারক। ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ লোকহিতের জন্য দধির সার গ্রহণের ন্যায় ধর্ম্মসমূহ হইতে এই বক্ষ্যমাণ বৈশাখসম্ভব ধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া রমার নিকট কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন,—পথে ছায়ানির্ম্মাণ, প্রপাদান, ব্যজনদ্বারা বীজন, আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান; ছত্র, পাদুকা, কর্পূর ও গন্ধ দান; যথাশক্তি বাপী, কূপ ও তড়াগনিচয়ের নির্ম্মাণ; সায়াহ্নে কুসুম, পানীয়, পাপন শন পান, তৃষ্ণ ও শ্রমক্লিষ্টকে লবণান্বিত তক্র দান; দ্বিজগণের পাদসেবা, অভ্যঙ্গকরণ; তাঁহাদিগকে কট, কম্বল, পর্য্যঙ্ক, গো, পাপবিনাশন মধুযুক্ত বহু তিল দান; সায়াহ্নে ইক্ষুদণ্ড, উর্ব্বারুক (ফুটি) ও রসায়ন দান; পিতৃগণের নির্ব্বাপণ; হে প্রিয়ে! আমার প্রিয় বৈশাখমাসে এই সকল ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট। তিনি আর বলেন,—দ্বিজগণের আদেশানুসারে সূর্য্যোদয়ে প্রাতঃস্নান করিয়া নিত্যক্রিয়াসকল সমাধানপূর্ব্বক মধুসূদনের অর্চ্চনা করিবে এবং সমাহিত হইয়া বৈশাখমাসীয় বিষ্ণুকথা শ্রবণ করিবে। ৫৮—৭৪। তৈলাভ্যঙ্গ, কাংস্য পাত্রে ভোজন, নিষিদ্ধ ভক্ষ্য, বৃথালাপ, অলাবু, (দুধলাউ) গৃঞ্জন, লশুন, তিলপিষ্টক, আরনাল (কাঞ্জিক), দগ্ধান্ন, ঘৃত কোশাতকী, উপোদকী (পুইশাক), সর্ষপ, শিগ্রুশাক, নিষ্পাব, কুলত্থ কলাই, মসূর, বৃন্তাক, কৌসুম্ভ ফল, কোদ্রব, তন্দুলীয় শাক, মূলা, উডুম্বর, বিল্ব, শ্লেষ্মাতকী ফল, বিচক্ষণ মানব মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসে এই সকল সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবেন; ইহার যে কোন একটী ভক্ষণ করিলে চণ্ডালযোনি লাভ হয়, সংশয় নাই; এবং এই সকলের ভক্ষণকারী শত তির্য্যগ্‌যোনি গমন করে, ইহাও নিশ্চিত। মধুরিপুর প্রীতির জন্য এইরূপে বৈশাখব্রত আচরণ করিয়া মাসান্তে ব্রত সমাপ্ত হইলে বিভু বিষ্ণুর প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে মধুসূদনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত বস্ত্রান্বিত করিবে এবং বিভবানুসারে ঐ প্রতিমার পূজা করিয়া দক্ষিণার সহিত দ্বিজকে দান করিবে, বৈশাখের শুক্লা দ্বাদশীতে দধ্যন্ন যথোপযুক্ত

সকলং চ সদক্ষিণম্ ॥ ৮৭ ॥ দদামি ধর্ম্মরাজায় তেন প্রীণাতু বৈ যমঃ। অপসব্যাৎ সমচ্চার্য্য নামগোত্রে পিতৃক্রতঃ ॥ ৮৮ ॥ দদ্যাদধ্যন্নমক্ষয্যং পিতৃণাং তৃপ্তিহেতবে। গুরুভ্যশ্চ তথা দদ্যাৎ পশ্চাদ্দদ্যাচ্চ বিষ্ণবে॥৮৯॥ শীতলোদকদধ্যন্নং কাংস্যপাত্রস্থমুত্তমম্। সদক্ষিণং সতাম্বূলং সভক্ষ্যং চ ফলান্বিতম্ ॥ ৯০ ॥ দদামি বিষ্ণবে তুভ্যং বিষ্ণুলোকজিগীষয়া। ইতি দত্বা যথাশক্ত্যা গাং চ দদ্যাৎ কুটুম্বিনে॥ ৯১ ॥ এবং মাসব্রতং কুর্য্যাদ্যো দম্ভেন বিবর্জ্জিতঃ। স সর্ব্বৈঃ পাতকৈর্হীনঃ কুলমুদ্ধৃত্য বৈ শতম্ ॥ ৯২ ॥ পশ্যতামেব ভূতানাং ভিত্বা বৈ সূর্য্যমণ্ডলম্। যতি বিষ্ণোঃ পরং ধাম যোগিনামপি দুর্লভম্ ॥ ৯৩ ॥ ব্যাখ্যাত্যেবং দ্বিজশ্রেষ্ঠবরে মাধবীয়াংশ্চ ধর্ম্মান বিষ্ণ্বাদীষ্টানতিমহিতত্বান ব্যাধপৃষ্টান সমস্তান ॥ ৯৪ ॥ বটঃ সদ্যঃ পশ্যতামেব ভূমৌ পপাতাহো পঞ্চশাখী ক্রমোহয়ম্। বৃক্ষাত্তস্মাৎ কোটরে সংস্থিতো হি ব্যালঃ কশ্চিদ্দীর্ঘদেহী করালঃ। হিত্বা দেহং পাপযোনিং চ সদ্যঃ স বৈ তস্থৌ প্রাঞ্জলির্নম্রমূর্দ্ধা ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে ভাগবতধর্ম্মকথনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

দধ্যন্ন, জলপূর্ণ কুম্ভ, তাম্বুল, ফল ও দক্ষিণা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে দান করিবে। মন্ত্র যথা—“আমি ধর্ম্মরাজকে এই সকল দ্রব্য দান করিতেছি, অতএব যম আমার প্রতি প্রীত হউন।” অনন্তর বিপরীত রীতি ক্রমে পিতৃগণের নাম গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য দধিযুক্ত অন্ন দান করিবে। এইরূপে গুরুগণকে দধ্যন্ন দান করিয়া পরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বিষ্ণুকে দধ্যন্নাদি দান করিবে। মন্ত্র যথা—“আমি বিষ্ণুলোক জয়ের নিমিত্ত বিষ্ণুকে শীতলজল, কাংস্যপাত্রস্থ উত্তম দধিযুক্ত অন্ন, দক্ষিণা, তাম্বুল, ফল, ও বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য দান করিতেছি।” এইরূপে বিষ্ণুকে দান করিয়া কুটুম্বিগণকে যথাশক্তি গোদান করিবে। যে দম্ভহীন মানব এইরূপ বিধিতে বৈশাখব্রত করে, সে নিখিলপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শতকুল উদ্ধারপূর্ব্বক সুরগণের চক্ষুর সমক্ষে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করত যোগিগণদুর্লভ বিষ্ণুলোকে গমন করে। অহো! ব্যাধপৃষ্ট দ্বিজবর শঙ্খ এইরূপে বিষ্ণুপ্রিয় বিষ্ণুমাহাত্ম্যময় সমস্ত বৈশাখধর্ম্ম বর্ণন করিতেছেন, তৎকালে তত্রত্য পঞ্চশাখাযুক্ত এক বটবৃক্ষ তাঁহাদের সমক্ষে সদ্যঃ পতিত হইল। ঐ বটতরুকোটরে এক দীর্ঘদেহী করাল সর্প বাস করিত। ঐ সর্প কোটর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, এবং ক্ষণকাল মধ্যে তদীয় পাপদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি ও অবনতমস্তক হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ৭৫—৯৫।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রুতদেব উবাচ। ততস্তু বিস্মিতো ভূত্বা শঙ্খো ব্যাধসমন্বিতঃ। কো ভবানিতি তং প্রাহ দশৈষা চ কুতস্তব॥ ১॥ কেন বা কর্ম্মণা সৌম্য মতিস্তব শুভাবহা। অকস্মাত্তে কথং মুক্তিরেতদাচক্ষ্ব বিস্তরাৎ॥ ২॥ শঙ্খেনৈব তদা পৃষ্টো দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি। প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩॥ অহং পুরা দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রয়াগে বহুভাষণঃ। রূপযৌবনসম্পন্নো বিদ্যামদসুগর্ব্বিতঃ ॥ ৪ ॥ ধনাঢ্যো বহুপুত্রাঢ্যঃ সদাহঙ্কারদূষিতঃ। কুশীদস্য মুনেঃ পুত্রো নাম্না রোচন ইত্যহম্ ॥ ৫ ॥ আসনং শয়নং নিদ্রা ব্যবায়োঽক্ষপরিক্রিয়াঃ। লোকবার্ত্তা কুসীদং বা ব্যাপারাস্তে মমাভবন্ ॥ ৬ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

শ্রুতদেব কহিলেন,—অনন্তর শঙ্খ ও ব্যাধ উভয়েই বিস্মিত হইলেন। শঙ্খ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে তুমি কে? কি জন্য তোমার এইরূপ দশা উপস্থিত হইয়াছে? হে সৌম্য! তুমি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছ যে, তোমার এইরূপ শুভদায়িনী মতি উপস্থিত হইয়াছে? হে সাধো! কিরূপেই বা তোমার অকস্মাৎ মুক্তি সম্পাদিত হইল? বিস্তাররূপে এই সকল আমার নিকট বর্ণন কর। শঙ্খ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই দিব্যপুরুষ দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত ও বিনয়াবনত হইয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে সাধো! আমি পূর্ব্বকালে প্রয়াগে বাস করিতাম, আমি একজন বহুভাষী ব্রাহ্মণ ছিলাম; আমার রূপ, যৌবন, বিদ্যা, ধন ও অনেক পুত্র ছিল; আমি সতত অহঙ্কারদোষে দুষ্ট ছিলাম, আমার পিতার নাম কুশীদ আর আমার নাম ছিল,—রোচন। ১—৫। আসন, শয়ন, নিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রীসংসর্গ, লোকবার্ত্তা এবং

তন্ত্রযাত্রাণি কর্ম্মাণি লোকনিন্দাবিশঙ্কিতঃ। সদম্ভশ্চ সদা কুর্ব্বে ন শ্রদ্ধা মে কদাচন ॥ ৭ ॥ দুর্ব্বুদ্ধের্ম্মম দুষ্টস্য কিয়ৎকালো গতোঽভবৎ। তদা বৈশাখমাসেঽস্মিন্ জয়ন্তো নাম বৈ দ্বিজঃ ॥ ৮ ॥ শ্রাবয়ামাস তন্মাসধর্ম্মান্ ভাগবতপ্রিয়ান্। তৎক্ষেত্রে বাসিনাং পুণ্যকর্ম্মাণাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৯ ॥ নারীনরাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ সহস্রশঃ। প্রাতঃ স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য মধুসূদনমব্যয়ম্ ॥ ১০ ॥ কথাং শৃণ্বন্তি সততং জয়ন্তেন সমীরিতাম্। শুচির্ভূত্বা মৌনধরা বাসুদেবকথারতাঃ ॥ ১১ ॥ বৈশাখধর্ম্মনিরতা দম্ভালস্যবিবর্জ্জিতাঃ। তাং সভাঞ্চ প্রবিষ্টোঽহং কৌতুকাচ্চ দিদৃক্ষয়া ॥ ১২ ॥ সোষ্ণীষেণ ময়া মূর্দ্ধ্না নমস্কারোঽপি নো কৃতঃ। তাম্বূলঞ্চ মুখে কৃত্বা কঞ্চুকঞ্চ ময়া ধৃতম্ ॥ ১৩ ॥ কথাবিক্ষেপমচুরং লোকবার্ত্তাভিরগ্রনাৎ। সর্ব্বেষাং চিত্তচাঞ্চল্যমভূদ্বৈ লোকবার্ত্তয়া ॥ ১৪ ॥ ক্বচিদ্বাসঃ প্রসার্য্যাহং ক্বচিন্নিন্দন্ ক্বচিদ্ধসন্। এবং কালো ময়া নীতঃ কথা যাবৎ সমাপ্যতে ॥ ১৫ ॥ পশ্চাত্তেনৈব দোষেণ সদ্যোঽহমায়ুর্ব্বিনষ্টধীঃ। সন্নিপাতেন পঞ্চত্বং প্রাপ্তোঽহঞ্চ পরে দিনে ॥ ১৬ ॥ তপ্তসীসজলৈঃ পূর্ণং নিরয়ঞ্চ হলাহলম্। প্রাপ্য ভুক্তা যাতনাঞ্চ মন্বন্তানি চতুর্দ্দশ ॥ ১৭ ॥ যুক্তেষথ চ লক্ষেষু তথা চতুরশীতিভিঃ। ক্রমাদযোনিষু জাতোঽহমিদানীং চাবসন্ সক্রমে ॥ ১৮ ॥ দশযোজনবিস্তীর্ণে শতযোজনমুন্নতে। ব্যালোঽহং তামসঃ ক্রূরঃ সপ্তযোজনকোটরে ॥ ১৮ ॥ ভূত্বা বসামি বিপ্রর্ষে কর্ম্মণা বাধিতঃ পুরা। অযুতঞ্চ সমা যাতা নিরাহারস্য কোটরে ॥ ২০ ॥ দৈবাত্তব মুখাম্ভোজসমীরিতকথামৃতম্। শ্রুত্বা চক্ষুর্দ্বয়েনাহং সদ্যো ধ্বস্তাশুভো মুনে ॥ ২১ ॥ ব্যালযোনিং বিসৃজ্যাহং দিব্যরূপধরঃ পুমান্। প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা পাদৌ তে শরণং গতঃ ॥ ২২ ॥ কস্মিন্ জন্মনি

কুসীদগ্রহণ এই সকল আমার কার্য্য ছিল। আমার লোকনিন্দাভয় ছিল না, আমি সদম্ভে সতত অতি সূক্ষ্ম কর্ম্ম সকল করিতাম, এ সকল কার্য্যে আমার লেশমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। ক্রমে আমার বুদ্ধি অত্যন্ত কলুষিত হয়, অনেক কুৎসিত কর্ম্মের আচরণে আমার কিছুকাল কাটিয়া যায়। অনন্তর বৈশাখমাসের এক সময় জয়ন্তনামক জনৈক দ্বিজ ভাগবতপ্রিয় বৈশাখধর্ম্ম বর্ণন করেন; তিনি যে স্থানে বসিয়া ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেন, তাহা সেই ক্ষেত্রবাসী পুণ্যকর্ম্মা দ্বিজগণের আশ্রম; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় নরনারীগণ প্রাতঃস্নান ও অব্যয় মধুসূদনের পূজা করিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক জয়ন্তভাষিত বৈশাখমাহাত্ম্য সতত শ্রবণ করিতেন। সকলেই পবিত্র, সমাহিতমনা ও মৌনী হইয়া বাসুদেবকথায় রত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের দম্ভ ছিল না, তাঁহারা সকলেই বৈশাখধর্ম্মনিরত হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার দর্শনে আমার কুতূহল হয়, আমি সেই সভার দর্শনমানসে তথায় প্রবেশ করি; আমার মস্তকে উষ্ণীষ বদ্ধ ছিল, আমি প্রণাম করিলাম না; লৌকিক কথায়ই আমার রুচি অধিক ছিল। আমি শরীরে বর্ম্ম ধারণ ও মুখে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে সেই পুণ্যকথার বিঘ্ন জন্মাইয়া দিই। সেই সভায় উপবেশনপূর্ব্বক যেমন আমি লৌকিক কথার অবতারণা করিলাম, অমনিই শ্রোতৃবর্গের চিত্তে চাঞ্চল্য দেখা গেল। অনন্তর কথার সমাপ্তকাল পর্য্যন্ত আমি সভার কোন স্থানে বস্ত্র উড্ডয়ন ও কোথায়ও ধর্ম্মকথার নিন্দা করিলাম এবং কোথায়ও বা অট্টহাসি হাসিতে লাগিলাম। এইরূপে আমার সেই সময় অতিবাহিত হইল এবং এই দুষ্কর্ম্মপ্রভাবে সদ্যই আমার আয়ু ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইল। সান্নিপাত আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল; পরদিনেই আমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলাম।৬—১৬। আমি চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কাল তপ্তসীসকের ন্যায় উত্তপ্ত জলপূর্ণ নরকে ও হলাহলযুক্ত নরকে বাস করিয়া বিবিধ যাতনা ভোগ করিলাম। অনন্তর আমি একএক করিয়া চতুরশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে সর্পজন্ম লাভ করিয়া এই তরুকোটরে অবস্থান করিতেছিলাম। আমি যে তরুর কোটরে বাস করিতাম, এই তরু দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন সমুন্নত; হে বিপ্রর্ষে! আমার বাসকোটর সপ্তযোজন পরিমিত। আমি পূর্ব্বকালে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সেই কর্ম্মদ্বারা বাধ্য হইয়াই আমি তামস ক্রূর সর্প হইয়া এই তরুকোটরে বাস করিয়াছি। আমি নিরাহার হইয়া অযুতবৎসর এই তরুকোটরে বাস করিয়াছি। হে মুনে! আপনার মুখকমল হইতে যে কথামৃত বহির্গত হইয়াছে, অদ্য ভাগ্যবশে তাহা শ্রবণ ও আপনাকে চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া নিষ্কলুষ হইলাম; সম্প্রতি আমি সর্পযোনি পরিত্যাগ করিয়া দিব্যপুরুষরূপ ধারণ করিয়াছি। আমি প্রাঞ্জলি প্রণত হইয়া আপ-

ত্বং বন্ধুর্ন জানে মুনিসত্তম । ন ময়োপকৃত ক্বাপি সানুকম্পঃ কৃতঃ সতাম্ ॥ ২৩ ॥ সাধূনাং সমচিত্তানা- সদা ভূতদয়াবতাম্ । পরোপকারপ্রকৃতির্ন চৈষামন্তথা মতিঃ ॥ ২৪ ॥ মমাদ্যানুগৃহাণ ত্বং যথা ধর্ম্মে মতি- র্ভবেৎ । ন ভূয়াদ্বিস্মৃতিঃ ক্বাপি বিষ্ণোর্দ্দেবস্য চক্রিণঃ ॥ ২৫ ॥ মহতাং সাধুবৃত্তানাং সঙ্গতিশ্চ সদা ভবেৎ । দারিদ্র্যমেকমেব স্যান্মদান্ধপরমাঞ্জনম্ ॥ ২৬ ॥ ইতি তং বহুধা স্তুত্বা প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ । প্রাঞ্জলিঃ প্রণতস্তস্থৌ তূষ্ণীমেব তদগ্রতঃ ॥ ২৭ ॥ শঙ্খো দোর্ভ্যাং সমুত্থাপ্য পূর্ব্বপ্রেমপরিপ্লুতঃ । পস্পর্শ পাণিনা চাঙ্গং শস্তমেন গতাধ্বসঃ ॥ ২৮ ॥ চক্রে সোঽনুগ্রহং তস্মিন্ দিব্যরূপধরে দ্বিজে । প্রাহ তং কৃপয়াবিষ্টো ভাবিবৃত্তান্তমঞ্জসা ॥ ২৯ ॥ দ্বিজ ত্বং মাসমাহাত্ম্যশ্রবণাচ্চ হরেরপি । মাহাত্ম্য- শ্রবণাৎ সদ্যো বিধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ ॥ ৩০ ॥ অহিতায কলঙ্কঞ্চ ক্রমাৎগত্বা পুনর্ভুবি । দশার্ণে বিষয়ে পুণ্যে ভবিতা ত্বং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩১ ॥ বেদশর্ম্মেতি বিখ্যাতঃ সর্ব্ববেদবিশারদঃ । তত্র তে ভবিতা জাতিস্মৃতিরাত্যন্তিকী শুভা ॥ ৩২ ॥ তথা স্মৃতানু- বন্ধস্ত্বং ত্যক্তসর্ব্বৈষণঃ শুভঃ । করোষি সকলান্ ধর্ম্মান্ বৈশাখোক্তান্ হরিপ্রিয়ান্ ॥ ৩৩ ॥ নির্দ্বন্দ্বো নিঃস্পৃহোঽসঙ্গো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । সদা বিষ্ণুকথালাপো ভবিতা তত্র জন্মনি ॥ ৩৪ ॥ ততঃ সিদ্ধিং সমাপ্যাথ বিধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ । প্রাপ্নোষি পরমং ধাম যোগিনামপি দুরাসদম্ ॥ ৩৫ ॥ মা ভৈষীঃ পুত্র ভদ্রং তে ভবিতা মৎপ্রসাদতঃ । হাস্যাদ্ভয়াত্তথা ক্রোধাদ্দ্বেষাৎ কামাদথাপি বা ॥ ৩৬ ॥ স্নেহাদ্বা সকৃ- দুচ্চার্য্য বিষ্ণোর্নামাঘহারি চ । পাপিষ্ঠা অপি গচ্ছন্তি বিষ্ণোর্দ্ধাম নিরাময়ম্ ॥ ৩৭ ॥ কিমু তচ্ছ্র- দ্ধয়া যুক্তা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ । দয়াবন্তঃ কথাং শ্রুত্বা গচ্ছন্তীতি দ্বিজোত্তম ॥ ৩৮ ॥ কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা কথালাপৈকতৎপরাঃ । সর্ব্ব-

---

নার চরণে শরণ লইলাম । হে মুনিসত্তম ! আমি জানি না—আপনি আমার কোন্ জন্মের বন্ধু ছিলেন । আমিত কখনও কাহারও উপকার বা সাধুদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করি নাই ; অথবা ভবাদৃশ সমচিত্ত সাধুব্যক্তি সতত সর্ব্বভূতে দয়াবিতরণ করেন, কদাচ পরোপকার-প্রকৃতি পরিত্যাগ করেন না, আমার মনে হয়—আপনার অনুগ্রহেই আমার এইরূপ জ্ঞানোদয় হইয়াছে । হে সাধো ! অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার যেন ধর্ম্মে মতি থাকে, কদাচ চক্রধারী বিষ্ণু যেন আমার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন এবং আমার যেন সতত পূতচরিত্র মহাত্মা সাধুগণের সংসর্গ লাভ হয় । অহো ! দারিদ্রই মদান্ধনয়নের উৎকৃষ্ট অঞ্জন । আমার যেন সেই দারিদ্র্য সতত বিদ্যমান থাকে । সেই দিব্য পুরুষবিগ্রহ এইরূপে বহু স্তব-স্তুতি করিয়া মুনিকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন এবং প্রাঞ্জলি প্রণত হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন । তাঁহার স্তব শ্রবণে প্রেমপরিপ্লুত ঋষি শঙ্খ বাহুযুগল দ্বারা সেই নির্ভীক দিব্যপুরুষকে উত্থাপিত করিয়া স্নিগ্ধ-করে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তদীয় ভাবী বৃত্তান্ত সকল কীর্ত্তন করত সেই দিব্য দ্বিজরূপধারীর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন । শঙ্খ বলিলেন,—হে দ্বিজ ! অদ্য হরির প্রিয় বৈশাখমাসমাহাত্ম্য শ্রবণে সদ্যই তোমার অখিল কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইল । তুমি নিষ্কলঙ্ক হইলে, এক্ষণে তুমি ভূতলে গিয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পুণ্য দশার্ণদেশে দ্বিজোত্তম হইয়া বাস করিবে ।১৭—৩১। তোমার নাম হইবে বিখ্যাত বেদশর্ম্মা, তুমি সর্ব্ববেদবিশারদ হইবে । এজন্মে তোমার পূর্ব্বস্মৃতি বিশেষরূপে জাগরূক থাকিবে, পূর্ব্বস্মৃতিপ্রভাবে কোনরূপ কামনা তোমার অন্তঃকরণে স্থান পাইবে না, তুমি মধুসূদনপ্রিয় বৈশাখোক্ত নিখিল ধর্ম্মাচরণ করিবে, তুমি গুরুভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইবে, তোমার দ্বন্দ্ব, স্পৃহা ও সঙ্গ থাকিবে না । এই জন্মে সতত তোমার বিষ্ণুকথালাপ সংঘটিত হইবে এবং এই জন্মেই তোমার অখিল কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন ও সিদ্ধিলাভ ঘটিবে । হে পুত্র । তুমি ভয় করিও না ; যে পরমপদ যোগিগণেরও পরম দুর্লভ, তাহাই তুমি লাভ করিবে । আমার প্রসাদে তোমার মঙ্গল হউক । হে বৎস ! হাস্য বশতই হউক, অথবা ভীতি, ক্রোধ, দ্বেষ, কাম কিংবা স্নেহপ্রযুক্তই হউক, পাপিগণও যদি একবার হরির পাপহারী নাম শ্রবণ করে, তবে তাহারাও বিষ্ণুর নিরাময় ধামে গমন করিতে সমর্থ হয় । হে দ্বিজোত্তম ! শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় দয়াযুক্ত ও জিতক্রোধ মানবগণ হরিনাম শ্রবণ করিয়া যে বিষ্ণুর পরম ধামে গমন করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে আর কি বলিব ? তাদৃশ কেহ ভক্তিসহকারে কেবল কথালাপেই মুক্ত হন, অথবা কেহ অষ্ট ধর্ম্মচিন্তা পরি-

ধর্ম্মোজ্ঝিতা বাপি যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৩৯ ॥ যেঽন্যদিনা চ ভক্ত্যা বা কেচিদ্বিষ্ণুমুপাসতে। তেঽপি যান্তি পরং ধাম পূতনেবাসুহারিণী ॥ ৪০ ॥ মহদ্ভিঃ সঙ্গতো নিত্যং বাগ্বিসর্গস্তদাশ্রয়ঃ। মুমুক্ষূণাঞ্চ কর্ত্তব্যঃ স বিধিঃ শ্রুতিচোদিতঃ ॥৪১ ॥ স বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ৪২ ॥ যঃ কষ্টসেবাং ন চ কাঙ্ক্ষতে বিভুর্ন বাসনং ভূরি ন রূপযৌবনে। স্মৃতঃ সকৃদ্গচ্ছতি ধাম ভাস্বরং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেত ॥ ৪৩ ॥ তমেব শরণং যাহি নারায়ণমনাময়ম্। ভক্তবৎসলমব্যক্তং চেতোগম্যং দয়ানিধিম্ ॥ ৪৪ ॥ কুরু সর্ব্বানিমান্ ধর্ম্মান্ বৈশাখোক্তান্মহামতে। তেন তুষ্টো জগন্নাথঃ শর্ম্ম তে চ বিধাস্যতি ॥ ৪৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ ব্যাধং দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতঃ। স দিব্যঃ পুরুষঃ প্রাহ পুনস্তং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৪৬ ॥ দিব্যপুরুষ উবাচ। ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ত্বয়া শঙ্খ দয়ালুনা। দিষ্ট্যা গতা মে দুর্যোনির্যামি চৈব পরাং গতিম্ ॥ ৪৭ ॥ ইতি তঞ্চ পরিক্রম্য হ্যনুজ্ঞাতো দিবং যযৌ। ততঃ সায়মভূদ্রাজন্ শঙ্খো ব্যাধেন তোষিতঃ ॥ ৪৮ ॥ সন্ধ্যাং সায়ন্তনীং কৃত্বা রাত্রিশেষং নিনায় চ। নানাখ্যানৈশ্চ ভূপানাং দেবানাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৪৯ ॥ লীলাভিরবতারাণাং দৃষ্টগোষ্ঠীভিরেব চ। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় পাদৌ প্রক্ষাল্য বাগ্যতঃ ॥ ৫০ ॥ ধ্যায়ংশ্চ তারকং ব্রহ্ম কৃত্বা শৌচাদিসৎক্রিয়াম্। বৈশাখে মেষগে সূর্য্যে স্নাত্বা প্রাক্ চ ভগোদয়াৎ ॥ ৫১ ॥ কৃত্বা সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম তথা সন্তর্প্য চাখিলান্। ব্যাধমাহূয় হৃষ্টাত্মা মূর্দ্ধি প্রোক্ষ্য নিরীক্ষ্য চ ॥ ৫২ ॥ রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম দদৌ বেদাধিকং শুভম্। বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্ ॥ ৫৩ ॥ তেভ্যশ্চানন্তনামভ্যোঽধিকং নাম্নাং সহস্রকম্। তাদৃঙ্নামসহস্রেণ রামনামসমং মতম্ ॥ ৫৪ ॥

ত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন; ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। কোন কোন মানব অন্যান্য দেবগণে বিদ্বিষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুরই উপাসনা করেন, তাদৃশ মানব ও প্রাণনাশিনী পূতনার ন্যায় জীবন বিসর্জনপূর্ব্বক বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। বেদ বলেন,—মুমুক্ষুগণ মহাত্মগণের সহিত সতত সংসর্গ, বিষ্ণুর বাক্যরচনা ও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যাঁহার বাগ্বিসর্গ জনসাধারণের পাপহর, যাঁহার মাহাত্ম্যপ্রকাশক শ্লোকাবলী অর্থহীন বাক্যযুক্ত হইলেও প্রাণিগণের পাপ দূর করিয়া থাকে; যাঁহার অনন্ত নাম যশোযুক্ত, সাধুগণ সতত সেই কৃষ্ণনাম শ্রবণ, সঙ্কীর্ত্তন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি ভক্তগণের কষ্টকল্পিত সেবার আকাঙ্ক্ষা করেন না, ভূরি আসন বা রূপযৌবন যাঁহার অভীষ্ট নহে, যাঁহাকে একবার স্মরণ করিলে ভক্তগণ ভাস্বর বিষ্ণুধামে গমন করেন, সেই দয়ালু বিভুর কে না শরণ লয়? হে সাধো! সেই বিষ্ণু ভক্তবৎসল, অব্যক্ত, চেতোগম্য ও দয়ানিধি; তুমি সেই অনাময় নারায়ণের শরণ গ্রহণ কর। হে মহামতে! তুমি বৈশাখোক্ত এই ধর্ম্মনিচয়ের আচরণ কর, বৈশাখধর্ম্মপ্রভাবে সেই জগৎপতি তোমার শ্রেয়োবিধান করিবেন। ঋষি শঙ্খ এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে সেই দিব্যপুরুষ ব্যাধদর্শনে সুবিস্মিত হইয়া ঋষিসত্তম শঙ্খকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল। দিব্যপুরুষ বলিল,—হে শঙ্খ! আপনি দয়াবান্, আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়া ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম; ভাগ্যবশেই অদ্য আপনার দর্শনলাভ করিয়াছি, তাই আমার দুর্যোনি দূর হইল, আমি পরম গতি প্রাপ্ত হইলাম। দিব্যপুরুষ এইরূপ বলিয়া ঋষিকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গপুরে প্রস্থিত হইলেন। হে রাজন! অনন্তর সায়ংসময় সমাগত হইল, ঋষি শঙ্খ ব্যাধ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আপ্যায়িত হইয়া সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিলেন; মহাত্মা ভূপ, দেব, অবতারনিকরের লীলা ও বংশ বর্ণন প্রভৃতি বিবিধ উপাখ্যান আলাপনে তাঁহার সে রজনী অতিবাহিত হইল।৩২—৪৯। ঋষি শঙ্খ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাগ্যত হইয়া পাদপ্রক্ষালন করিলেন এবং শৌচাদি সৎক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করিয়া তারক ব্রহ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মেষসংস্থ বৈশাখের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃ প্রভৃতি অখিল লোকের তর্পণ করিলেন। তারপর ব্যাধকে আহ্বানপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাকে দর্শন করত তাঁহার মস্তক জলধারা প্রক্ষালন করিয়া বেদসার শুভাবহ 'রাম' এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র তাহাকে অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—হে ব্যাধ! বিষ্ণুর এক একটী নামই নিখিল বেদের নাম হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার সহস্র নাম তদীয়

তস্মাদ্রামেতি তন্নাম জপ ব্যাধ নিরন্তরম্। ধর্ম্মা-নেতান্ কুরু ব্যাধ যাবদামরণান্তিকম্॥ ৫৫ ॥ ততস্তে ভবিতা জন্ম বল্মীকস্য ঋষেঃ কুলে। বাল্মীকিরিতি নাম্না চ ভূমৌ খ্যাতিমবাপ্স্যসি॥ ৫৬॥ ইতি ব্যাধং সমাদিশ্য প্রতস্থে দক্ষিণাং দিশম্। ব্যাধোঽপি তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ॥ ৫৭॥ কিঞ্চিদ্দূরামনুগো ভূত্বা স রুদন্ বিরহাতুরঃ। যাবদ্দৃষ্টি-পথং তাবৎ পশ্যংস্তস্য গতিং পুনঃ॥ ৫৮॥ পুনর্নিব-বৃত্তে কৃচ্ছ্রাত্তমেব হৃদি চিন্তয়ন্। বনং নির্ম্মায় তন্মার্গে প্রপাং কৃত্বা সুনির্ম্মলাম্॥ ৫৯॥ স্মৃতি-যোগ্যানিমান্ ধর্ম্মান্ বৈশাখোক্তাংশ্চকার হ। বন্যৈঃ কপিত্থপনসৈর্জম্বুচূতাদিভিঃ ফলৈঃ॥ ৬০॥ মার্গগাণাং শ্রমার্ত্তানামাহারং পরিকল্পয়ন্। উপানদ্ভিশ্চন্দনৈশ্চ ছত্রৈশ্চ ব্যজনৈরপি॥ ৬১॥ বালুকাস্তরণোপেত-চ্ছায়াভিশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ। আজহারাথ পান্থানাং শ্রমং স্বেদোদ্ভবং তথা॥ ৬২॥ প্রাতঃ স্নাত্বা দিবারাত্রং জপন্ রামেতি বৈ মনুম্। ব্যাধজন্মনি নামাসৌ বল্মীকস্য সুতোঽভবৎ॥ ৬৩॥ কৃণুর্নাম মুনিঃ কশ্চিত্তস্মিন্নেব সরোবরে। তপো বৈ দুস্তরং তেপে বাহ্যব্যাপারবর্জ্জিতঃ॥ ৬৪॥ বল্মীকমভবদ্দেহে তস্য কালেন ভূয়সা। বল্মীক ইতি তং প্রাহুস্ততো বৈ মুনিপুঙ্গবম্॥ ৬৫॥ পশ্চাত্তপোবিরামান্তে কৃণৌ স্মৃতিপথং গতে। স্ত্রিয়োঽনুস্মরতো রাজন্ স্খলিতং চেন্দ্রিয়ং মুনেঃ॥ ৬৬॥ জগ্রাহ শৈলূষী কাচিত্তস্যাং যজ্ঞে বনেচরঃ। বাল্মীকিরিতি বিখ্যাতো ভুবনেষু মহাযশাঃ॥ ৬৭॥ যো বৈ রামকথাং দিব্যাং স্বৈঃ প্রবন্ধৈর্মনোহরৈঃ। লোকে প্রখ্যাপয়ামাস কর্ম্মবন্ধনিকৃন্তনীম্॥ ৬৮॥ শ্রুতদেব উবাচ। পশ্য বৈশাখমাহাত্ম্যং ভূপালাদ্যাপি ভূতিদম্। ব্যাধোঽপ্যু-পানহৌ দত্ত্বা ঋষিত্বং প্রাপ দুর্ল্লভম্॥ ৬৯॥ য ইদং পরমাখ্যানং পাপঘ্নং রোমহর্ষণম্। শৃণুয়াচ্ছ্রা-বয়েদ্বাপি ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ॥ ৭০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে ব্যাধো-
পাখ্যানে বাল্মীকের্জন্মকথনং নামৈক-
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

অনন্তনামমধ্যে উত্তম; তাদৃশ সহস্র নামের সহস্র আবার একটী রামনামের সমান, অতএব তুমি নিরন্তর 'রাম' নাম জপ কর। হে ব্যাধ! যে পর্য্যন্ত তোমার মরণ উপস্থিত না হয়, ততকাল এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; অতঃপর এই ধর্ম্ম-প্রভাবে তোমার বল্মীক ঋষির কুলে জন্ম হইবে। তুমি বাল্মীকিনামে ভূতলে বিখ্যাতি লাভ করিবে। ঋষি শঙ্খ ব্যাধের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া দক্ষিণ দেশে প্রস্থিত হইলেন। ব্যাধও তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল এবং কিয়দ্দূর গুরুর অনুগমন করত বিরহা-তুর হইয়া রোদন করিতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল, ব্যাধ তাঁহার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঋষি দর্শনপথের অতীত হইলে তাঁহাকে হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে অতি-কষ্টে নিবৃত্ত হইল। ব্যাধ পথমধ্যে এককানন নির্ম্মাণ ও সুনির্ম্মলজলা প্রপা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই কাননে বাস করত বৈশাখযোগ্য ধর্ম্মনিচয়ের আচরণ করিতে লাগিল। বনজাত কপিত্থ, পনস, খর্জ্জুর, জম্বু ও আম্রাদি ফলদ্বারা শ্রমক্লিষ্ট পথিক-গণের আহার প্রদান করিল। পথমধ্যে কোথাও শ্রমার্ত্ত পথিকগণকে পাদুকা, চন্দন, ছত্র ও ব্যজন প্রদান করিল; কোথাও উত্তপ্ত বালুকাভূমে ছায়া নির্ম্মাণ করিয়া পথিকগণের শ্রমোদ্ভব স্বেদ অপ-নোদিত করিল। সেই ব্যাধ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অহোরাত্র 'রাম' নাম জপ করিতে লাগিল। হে রাজন্! ব্যাধজন্মেই সে বল্মীক ঋষির পুত্ররূপে প্রখ্যাত হইল। হে নৃপ! কৃণু নামক অনেক মুনি বাহ্য-ব্যাপাররহিত হইয়া তত্রত্য এক সরোবরতীরে দুশ্চর তপশ্চরণ করেন; তিনি অনন্তকাল তপস্যা করিতে থাকিলে ক্রমে তাঁহার দেহ বল্মীকমৃত্তি-কায় (উইমাটী) আচ্ছন্ন হইল; এজন্য সেই মুনিসত্তমকে সকলেই বল্মীক বলিয়া বিদিত হইয়াছিল। হে রাজন্! অনন্তর তাঁহার তপস্যার বিরাম হইলে তিনি রমণী স্মরণ করিয়া স্খলিতেন্দ্রিয় হন, তৎকালে এক শৈলূষী তাহা গ্রহণ করে, সেই শৈলূষীর উদরে ঐ বনেচর ব্যাধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনন্তর এই বনেচরই ভূতলে মহা-যশা বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হন, ইনি স্বীয় রচিত প্রবন্ধনিচয় দ্বারা দিব্য মহাকথাপূর্ণ কর্ম্মবন্ধচ্ছেদন-সমর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত "রামায়ণ" প্রণয়ন করিয়া-ছিলেন। শ্রুতদেব বলিলেন,—হে ভূপাল! বৈশা-খের প্রভাব অবলোকন কর, এই বৈশাখ মাস অদ্যাপি ভূতলে ভূতিপ্রদ হইয়া থাকে; দেখ, ব্যাধও পাদুকাযুগলদান করিয়া দুর্লভ ঋষিত্ব লাভ করিল। যে মানব পাপঘ্ন রোমহর্ষণ এই পরম

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মৈথিল উবাচ। কা হ্যস্মিংস্তিথয়ঃ পুণ্যা মাসে বৈশাখসংজ্ঞকে। কানি দানানি শস্তানি তাসু তাসু বিশেষতঃ॥ ১॥ কাঃ প্রখ্যাতাশ্চ বৈ লোক এতদাচক্ষ্ব বিস্তরাৎ। শ্রুতদেব উবাচ। ত্রিংশচ্চ তিথয়ঃ পুণ্যা বৈশাখে মেষগে রবৌ॥ ২॥ একাদশ্যাং কৃতং পুণ্যং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ। সর্ব্বদানেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্॥ ৩॥ সমবাপ্নোতি বৈশাখ একাদশ্যাং জলাপ্লুতঃ। স্নানং দানং তপো হোমো দেবতার্চ্চনসৎক্রিয়াঃ॥ ৪॥ কথায়াঃ শ্রবণং চৈব সদ্যো মুক্তিবিধায়কম্। রোগাত্যুপহতো যশ্চ দারিদ্র্যেণাপি পীড়িতঃ॥ ৫॥ শ্রুত্বা কথামিমাং পুণ্যাং কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। অস্নাত্বা চাপ্যদত্ত্বা চ যেন নীতা ইমাঃ শুভাঃ॥ ৬॥ স গোঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ পিতৃঘ্নশ্চ মহান্ স্মৃতঃ। জলাশয়াশ্চ স্বাধীনাঃ স্বাধীনঞ্চ কলেবরম্॥ ৭॥ মাধবো মনসা সেব্যঃ কালশ্চ সুগুণোত্তমঃ। সাধবশ্চ দয়াবন্তঃ কো ন সেবেত মাধবম্॥ ৮॥ দরিদ্রৈশ্চ ধনাঢ্যৈশ্চ পঙ্গুভিশ্চান্ধকৈস্তথা। যণ্ঢৈশ্চ বিধবাভিশ্চ নারীভিশ্চ নরৈস্তথা॥ ৯॥ কুমারযুবরদ্ধৈশ্চ রোগার্ত্তৈরপি ভূমিপ। অতীবসুখসাধ্যো হি ধর্ম্মো বৈশাখগোচরঃ॥ ১০॥ মাসমেনমনুপ্রাপ্য ধর্ম্মান্ কুরু ইমান্ শুভান্। কো ন মস্তকং কুরুতে তস্মাৎ কো নু পরঃ শুভঃ॥ ১১॥ যোঽতীব সুলভান্ ধর্ম্মান্ন করোতি নরাধমঃ। তস্যৈব সুলভা লোকা নারকা নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২॥ অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি তস্মিন্ মাসে চ কোত্তমা তাং তিথিং সর্ব্বপাপঘ্নীং দধ্নঃ সারমিবোদ্ধৃতাম্॥ ১৩॥ চৈত্রে মাসি মহাপুণ্যে মেষসংস্থে দিবাকরে। পাপঘ্নী পিতৃদৈবত্যা গয়াকোটিফলপ্রদা॥ ১৪॥ অত্রৈব শ্রূয়তে পুণ্যা পিতৃগাথা পুরাতনী। শৃণু তাং সৎকথাং রাজন্ সাবর্ণে শাসতি ক্ষিতিম্॥ ১৫॥ ত্রিংশৎ কলিযুগস্যান্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে। আনর্ত্তে তু দ্বিজঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মবর্ণ ইতি শ্রুতঃ॥ ১৬॥ দৃষ্ট্বা

উপাখ্যান শ্রবণ করে ও অন্য কাহাকে শ্রবণ করায়, তাহাকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। ৫০—৭০।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মিথিলাধিপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৈশাখমাসের কোন্ কোন্ তিথি পুণ্যজনক? বিশেষতঃ সেই তিথিনিচয়ে কোন্ কোন্ দান প্রশস্ত? ত্রিলোকে কোন্ কোন্ তিথি প্রখ্যাত? বিস্তারপূর্ব্বক এই সকল বলুন। শ্রুতদেব উত্তর করিলেন,—মেষসংস্থ দিবাকরে বৈশাখমাসে ত্রিংশৎ তিথিই পুণ্যজনক। তন্মধ্যে একাদশীতে কৃত পুণ্য অন্যান্য তিথি অপেক্ষা কোটিকোটিগুণ অধিক। নিখিল দান ও তীর্থসেবায় যে পুণ্য, বৈশাখের একাদশীতে জলাপ্লুত হইলে তাহার তুল্য ফল লাভ হয়। এই একাদশীদিনে স্নান, দান, তপ, হোম, দেবতার্চ্চন, বিষ্ণুকথাশ্রবণ প্রভৃতি নিখিল সৎক্রিয়া মুক্তিজনক জানিবে। রোগাভিভূত ও দারিদ্র্যপীড়িত মানবও এই বৈশাখ-একাদশীতে বিষ্ণুর পূতকথা শ্রবণ করিয়া কৃতকৃত্য হয়। যে মানব স্নান ও দান না করিয়া এই সকল শুভাবহ পুণ্যদিনের অতিবাহন করে, তাহাকে জীবৎ গোঘ্ন ও পিতৃঘ্ন বলিয়া জানিবে। সর্ব্বত্রই জলাশয়সমূহে সকলের সমান অধিকার, প্রাণিগণের স্বীয় কলেবরও স্ব স্ব অধীন; এই কালও উত্তমগুণযুক্ত; অতএব মনে মনে মাধবের সেবা কর্ত্তব্য; সাধুগণ দয়াশীল, তাঁহারা সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া থাকেন; এরূপ সুযোগ পাইয়া কে না মাধবের সেবা করে? ১—৮। হে ভূমিপ! দারিদ্র, ধনাঢ্য, পঙ্গু, অন্ধ, ক্লীব, বিধবা, নারী, নর, কুমার, যুবা, বৃদ্ধ ও রোগাতুর—বৈশাখসম্বন্ধী ধর্ম্ম সকলের পক্ষেই অতীব সুখসাধ্য, অতএব তুমিও এই বৈশাখমাস সমাগত হইলে বৈশাখোক্ত ধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর। যিনি বৈশাখধর্ম্মসাধনে যত্নবান্ হন, তাঁহা হইতে আর কে শ্রেষ্ঠ আছে? যে নরাধম বৈশাখের অতীব সুখলভ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহারই নরকনিচয় সুলভ হইয়া থাকে; সংশয় নাই। অনন্তর মথিত দধির সরোদ্ধারের ন্যায় তোমার নিকট বৈশাখের পাপনাশিনী উত্তম তিথি কীর্ত্তন করিতেছি। চান্দ্র চৈত্র মাসে দিবাকরের মেষরাশিতে অবস্থানকালীন পিতৃদৈবত্যা অমাবস্যা তিথি অতীব পুণ্যা; ইহা কোটি গয়ার তুল্য ফলদায়ক। এই তিথিতেই পুণ্য পুরাতনী পিতৃগাথা শ্রুত হয়; এক্ষণে সেই পুণ্যকথা শ্রবণ কর। হে রাজন! ত্রিংশৎ কলিযুগাবসানে যখন সাবর্ণিমনু পৃথিবী শাসন করেন, তখন ক্ষিতিতল হইতে ধর্ম্ম সকল তিরোহিত হইয়াছিল। তৎকালে আনর্ত্তদেশে ধর্ম্মবর্ণ নামক জনৈক বিখ্যাত

কলিযুগে রাজন্ জনান্ পাপরতান্মুনিঃ। তস্যৈব প্রথমে পাদে বর্ণধর্ম্মবিবর্জ্জিতে ॥ ১৭ ॥ স কদাচিৎ সত্রযাগং মুনীনান্তু মহাত্মনাম্। অগমৎ পুষ্করে ক্ষেত্রে কুর্ব্বতাং মৌনধারিণাম্ ॥ ১৮ ॥ তত্র চাসন্ পুণ্যকথা ঋষীণাং শাস্ত্রগোচরাঃ। তত্র কেচিৎ কলিযুগং প্রশশংসুর্ধৃতব্রতাঃ ॥ ১৯ ॥ কৃতে যদ্বৎসরাৎ সাধ্যং পুণ্যং মাধবতোষণম্। ত্রেতায়াং মাসতঃ সাধ্যং দ্বাপরে পক্ষতো নৃপ ॥ ২০ ॥ তস্মাদ্দশগুণং পুণ্যং কলৌ বিষ্ণুস্মৃতের্ভবেৎ। অত্যল্পমপি বৈ পুণ্যং কলৌ কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ২১ ॥ দয়াপুণ্যবিহীনে তু দানধর্ম্মবিবর্জ্জিতে। দয়াদানঞ্চ সুকৃতে সকৃদুচ্চার্য্য বৈ হরিম্ ॥ ২২ ॥ স এব চোর্দ্ধগো নূনং দুর্ভিক্ষে চান্নদস্তথা। এতৎপ্রসঙ্গাবসরে নারদোঽভ্যেত্য বৈ মুনিঃ ॥২৩॥ করেণৈকেন শিশ্নঞ্চ জিহ্বাং চৈকেন বৈ হসন্। প্রগৃহ্যোন্মত্তবত্তত্র ননর্ত্ত মুনিসত্তমঃ ॥ ২৪ ॥ সভ্যাস্তদা তমিত্যূচুঃ কিমেতদিতি নারদ। প্রত্যুবাচ স তান্ সর্ব্বান্নৃত্যং কুর্ব্বন্ হসন্ সুধীঃ ॥ ২৫ ॥ সন্তোষাদ্যূয়মিহ প্রোক্তং নৃত্যস্তির্ভাবিতাত্মভিঃ। সিদ্ধা বয়ং ন সন্দেহঃ পুণ্যোঽয়ং কলিরাগতঃ ॥ ২৬ ॥ তৎ সত্যং ন চ সন্দেহো বহু স্বল্পেন সাধ্যতে। স্মরণাত্তোষমায়াতি কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ ২৭ ॥ তথাপি বঃ প্রবক্ষ্যামি দুর্ঘটঞ্চ দ্বয়ং শ্রুবম্। শিশ্নস্য নিগ্রহঃ পুত্রা জিহ্বায়া অপি নিত্যশঃ ॥ ২৮ ॥ দ্বয়ং যদ্বি ভবেদ্যস্য স এব স্যাজ্জনার্দ্দনঃ। ভবদ্ভির্নাত্র স্থাতব্যং তস্মাৎ কলিযুগাগমে ॥ ২৯ ॥ পাষণ্ডং ভারতং হিত্বা সঞ্চরধ্বং যথাসুখম্। যত্র কুত্রাপি দেশেষু মনো যত্র প্রসীদতি ॥ ৩০ ॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ। সত্রং সমাপ্য সহসা যযুস্তে চ যথাসুখম্ ॥ ৩১ ॥ ধর্ম্মবর্ণোঽপি তচ্ছ্রুত্বা ত্যক্তুং ভূমিং মনো দধে। স ব্রতং চোর্দ্ধতেজস্কং ধৃত্বা দণ্ডকমণ্ডলু ॥ ৩২ ॥ জটাবল্কলধারী চ ভূত্বা চৈবং

দ্বিজ বাস করিতেন। হে রাজন্! দ্বিজ ধর্ম্মবর্ণ কলিকালের প্রথমপাদে মানবগণকে পাপরত ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিবর্জ্জিত দেখিয়া পুষ্করে গমন করেন। তখন পুষ্করক্ষেত্রে মহাত্মা মৌনী মুনিগণের যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই যাগভূমে শাস্ত্রবিৎ ঋষিগণ সমবেত হইয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় কথার অবতারণা করেন। তন্মধ্যে কতিপয় ধৃতব্রত ঋষি কলিকালের প্রশংসা করেন; হে নৃপ! তাঁহারা বলেন,—সত্যযুগে একবৎসর মধ্যে যে পুণ্য কার্য্যে বিষ্ণুর সন্তোষ সাধন হয়, ত্রেতায় তাহা একমাসে, দ্বাপরে একপক্ষে অর্থাৎ পনরদিনে সাধিত হইয়া থাকে; কিন্তু কলিকালে বিষ্ণুস্মরণেই তাহার দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। কলিকালে অত্যল্প পুণ্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহা কোটিগুণ সম্পন্ন হয়। এই কলিকালে দয়া, পুণ্য ও দানধর্ম্ম অতি বিরল। যে মানব একবার হরির নাম উচ্চারণ করিয়া দয়া, দান, এবং দুর্ভিক্ষে অন্ন বিতরণ করে, নিশ্চয়ই তাহার উর্দ্ধগতি হয়। মুনিগণের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই ঋষিসত্তম নারদ এক করে শিশ্ন ও অপর করদ্বারা রসনা ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে আগমন করিলেন। সভাসদগণ নারদের এই অদ্ভুত দশা দর্শনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে নারদ! তোমার একি দৃষ্ট হইতেছে। সুধী নারদ হাসিয়া নৃত্য পরিত্যাগ করিলেন না, তিনি তাঁহাদের কথার উত্তর করিলেন,—আপনারা ভাবিতাত্মা তপস্বী, আপনারা এখনই যে নৃত্য সহকারে বলিয়াছেন, মধুসূদনের সন্তোষেই সকল সিদ্ধি হয়; আপনারা আরও বলিয়াছেন, হরিসন্তোষেই আমরা সিদ্ধপ্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে আমারও সন্দেহ নাই। এই পুণ্য কলিযুগ সমাগত, এই কলিযুগে যে স্বল্পায়াসে সিদ্ধি সাধিত হয়, ইহা সত্য এ বিষয়ে সংশয় নাই; ক্লেশনাশন কেশব শরণমাত্রে সন্তোষ প্রাপ্ত হন।১৭—২৭। কিন্তু আপনাদের নিকট আমার দুইটী বক্তব্য আছে, কলিকালে এই দুইটী দুর্ঘট জানিবেন। হে পুত্রগণ! নিরন্তর শিশ্নের ও জিহ্বার নিগ্রহ, কলিকালে এই কার্য্যদ্বয় দুর্ঘট; যাঁহার এই দুইটী বশীভূত হইয়াছে, তাঁহাকে স্বয়ং জনার্দ্দন বলিয়া জানিবেন। হে ঋষিগণ! কলিকাল সমুপাগত, আপনারা এখানে বাস করিবেন না; আপনারা এই পাষণ্ডপূর্ণ ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করুন; যে স্থানে আপনাদের মন প্রসন্ন হয়, তথায় গমন করুন। ঋষিগণ দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। ধর্ম্মবর্ণও এই বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক ভারতত্যাগে মনন করিলেন; তিনি কলির লোকগণের অনাচার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং উর্দ্ধতেজস্ক ব্রতে অব-

যযৌ পুনঃ। কলৌ যুগে ত্বনাচারান্ দ্রষ্টুং বিস্মিতমানসঃ॥ ৩৩॥ তত্রাপশ্যজ্জনান্ ঘোরান্ পাপাচাররতান্ খলান্। পাখণ্ডিনো দ্বিজাঃ সর্ব্বে শূদ্রাঃ প্রব্রাজিনস্তথা॥ ৩৪॥ ভর্ত্তারং দ্বেষ্টি ভার্য্যা চ শিষ্যো দ্বেষ্টি গুরুং তথা। ভৃত্যশ্চ স্বামিহন্তা চ পুত্র পিতৃবধে রতঃ॥ ৩৫॥ শূদ্রপ্রায়া দ্বিজাঃ সর্ব্বে বস্তপ্রায়াশ্চ ধেনবঃ। গাথাপ্রায়াস্তথা বেদাঃ ক্রিয়াসাম্যাঃ শুভাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩৬॥ ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যাঃ ফলদাস্তত্র দেবতাঃ। তা এব শ্রদ্ধয়ার্চ্চন্তি জনাঃ পাপরতাঃ শিতাঃ॥ ৩৭॥ সর্ব্বে ব্যবায়নিরতাস্তদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। কূটসাক্ষ্যপ্রবক্তারঃ সদা কৈতবমানসাঃ॥ ৩৮॥ মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং সদা কলৌ। সর্ব্বেষাং হৈতুকী বিদ্যা সা পূজ্যা নৃপমন্দিরে॥ ৩৯॥ গীতাদ্যাশ্চ কলা বিদ্যা নৃপাণাঞ্চ প্রিয়াবহাঃ। হীনাশ্চ পূজ্যতাং যান্তি নোত্তমাশ্চ কলৌ যুগে॥ ৪০॥ শ্রোত্রিয়াশ্চ দ্বিজাঃ সর্ব্বে দরিদ্রাঃ স্যুঃ কলৌ যুগে। বিষ্ণুভক্তির্নরাণান্তু প্রায়শো নৈব বর্ত্ততে॥ ৪১॥ প্রায়ঃ পাষণ্ডভূয়িষ্ঠং পুণ্যক্ষেত্রং ভবিষ্যতি। শূদ্রা ধর্ম্মপ্রবক্তারো জটিলাস্তাপসাঃ কলৌ॥ ৪২॥ সর্ব্বে চান্যায়ুষো মর্ত্ত্যা দয়াহীনাঃ শঠা জনাঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মপ্রবক্তারঃ সর্ব্বে চ গ্রহণোৎসবাঃ॥ ৪৩॥ স্বার্চ্চনং চাপি হীচ্ছন্তি বৃথা নিন্দাপরায়ণাঃ। অসূয়ানিরতাঃ সর্ব্বে প্রভোঃ স্বগৃহমাগতে॥ ৪৪॥ ভ্রাতা চ ভগিনীগন্তা পিতা পুত্রীঞ্চ বৈ কলৌ। সর্ব্বেঽপি শূদ্রীনিরতাঃ সর্ব্বে বারাঙ্গনারতাঃ॥ ৪৫॥ সাধূন্নৈব বিজানন্তি বহু পাপাংশ্চ মন্যতে। ব্যক্তীকুর্ব্বন্তি সাধূনাং দোষমেকং দুরাগ্রহাঃ॥ ৪৬॥ পাপানাং দোষজাতানি গুণত্বেন বদন্তি হি। দোষমেব প্রগৃহ্ণন্তি কলৌ তু বিগুণা জনাঃ॥ ৪৭॥ জলৌকা ধর্ম্মসংযুক্তা রক্তং পিবতি নো পয়ঃ। ওষধ্যঃ সত্ত্বহীনা হি ঋতূনাং ব্যত্যয়স্তথা॥ ৪৮॥ দুর্ভিক্ষং সর্ব্বরাষ্ট্রেষু কন্যা কালে ন সূয়তে। নটনর্ত্তকবিদ্যাসু প্রীতিমন্তো নরাঃ কলৌ॥ ৪৯॥ বেদবেদান্তবিদ্যাসু নিরতা যে

স্থিত হইয়া দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ও বল্কল ধারণপূর্ব্বক ভারত ভূমি পরিত্যাগ করিলেন। হে রাজন্! ঋষিগণ যথেচ্ছ চলিয়া গেলে ধর্ম্ম-বর্ণ দেখিলেন,—লোকগণ খলস্বভাব হইয়া ভীষণ পাপাচারে রত হইয়াছে, দ্বিজগণ পাষণ্ড হইয়া উঠিয়াছে, শূদ্রসমূহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছে, পত্নী স্বামীর দ্বেষ করিতে লাগিল, শিষ্য গুরুর দ্বেষ্টা হইল, ভৃত্যগণ প্রভুর বিনাশ ও তনয় পিতার বধসাধনে নিরত হইল। তিনি আরও দেখিলেন,—দ্বিজগণ শূদ্রপ্রায়, ধেনুনিচয় দুগ্ধহীন, বেদ গাথার ন্যায়, শুভাবহ ক্রিয়াকলাপ লৌকিক ক্রিয়াসদৃশ, ভূত, প্রেত ও পিশাচাদি অপদেবতাগণ ফলদ হইতেছে, পাপরত ক্রূর নরগণ শ্রদ্ধা সহকারে তাদৃশ অপদেবতাদিগকেই পূজা করিতেছে; সকলেই স্ত্রী সম্ভোগরত, স্ত্রীর জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত, কূটসাক্ষ্যদাতা ও ধূর্ত্ত; কলির লোকের মনে এক, বাক্যে আর এক এবং কার্য্যে তাহার বিপরীত; সকলেই হেতুশাস্ত্রবাদী; নৃপালয়ে হেতুবিদ্যারই অধিক সম্মান; গীত, বাদ্য ও কলাবিদ্যাই কলির ভূপালগণের প্রিয়; কলিকালে হীন মানবগণই পূজিত হয়, উত্তম মানবগণ পূজিত হন না; কলির বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ দরিদ্র, মানবগণমধ্যে বিষ্ণুভক্তি প্রায়ই দেখা যায় না।২৮—৪১। কলিকালে পুণ্যক্ষেত্র প্রায়ই পাষণ্ড-পরিপূর্ণ হইবে; শূদ্রগণ ধর্ম্মবক্তা ও জটাধারিমাত্রেই তপস্বী বলিয়া গণ্য হইবে; নরগণ দয়াহীন, শঠ ও অল্পায়ু হইবে, সকলেই ধর্ম্মবক্তা ও পরদ্রব্য হরণপরায়ণ হইবে। মানবগণ সকলের নিকট পূজিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিবে ও বৃথানিন্দাপরায়ণ হইবে; ভৃত্যগণ প্রভুর অসূয়া ও গৃহে আসিয়া তাঁহার নিন্দা করিবে; ভ্রাতা ভগিনীগমন ও পিতা কন্যাগমন করিবে। কলির লোকগণ প্রায় শূদ্রানিরত ও বেশ্যাসক্ত হইবে; সাধুগণকে কেহই বিদিত হইতে সমর্থ হইবে না, সকলেই সাধুদিগকে অত্যন্ত পাপীয়ান্ বলিয়া মনে করিবে। দুরাগ্রহ ব্যক্তিগণ সাধুদিগের কোন একটী দোষ অবশ্যই কল্পনা করিবে; আর পাপী মানবগণের দোষসমূহ গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিবে; কলির গুণহীন মানব সকলেরই দোষানুসন্ধান করিবে; জলৌকা যেমন দুগ্ধপান না করিয়া রক্তপান করে; কলির লোকও তদ্রূপ জলৌকাধর্ম্মাবলম্বী হইয়া রক্তপানে রত হইবে; কলিতে ওষধিসমূহ বীর্য্যহীন হইবে ও ঋতুর বিপর্য্যয় ঘটিবে; সকল রাজ্যেই দুর্ভিক্ষ রাক্ষস প্রাদুর্ভূত হইবে; কন্যা যথাকালে প্রসব করিবে না এবং কলির লোকসকল সতত নাট্য নৃত্যাদিতেই প্রীতিমান্ হইবে। নৃপ! যাহারা

গুণাধিকাঃ। ভৃত্যান্ পশ্যন্তি তানুচ্চাস্তে ভ্রষ্টাশ্চাখিলা নৃপ ॥ ৫০ ॥ ত্যক্তশ্রাদ্ধক্রিয়াঃ সর্ব্বে ত্যক্তবেদোদিত-ক্রিয়াঃ। জিহ্বায়াং বিষ্ণুনামানি ন বর্ত্তন্তে কদাচন। শৃঙ্গাররসনির্ব্বাণাস্তদ্গীতাস্তেব তে জগুঃ ॥ ৫১ ॥ ন বিষ্ণুসেবা ন চ শাস্ত্রবার্ত্তা ন যাগদীক্ষা ন বিচারলেশঃ। ন তীর্থযাত্রা ন চ দানধর্ম্মাঃ কলৌ জনে ক্বাপি বভূব চিত্রম্ ॥ ৫২ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা ধর্ম্ম-বর্ণোঽপি সুভীতোঽত্যন্তবিস্মিতঃ। বংশং পাপাৎ ক্ষয়ং যান্তং দৃষ্ট্বা দ্বীপান্তরং যযৌ ॥ ৫৩ ॥ স চরন্ সর্ব্বদ্বীপেষু লোকেষ্বেব তু সর্ব্বশঃ। পিতৃলোকং যযৌ ধীমান্ কদাচিৎ কৌতুকান্বিতঃ ॥ ৫৪ ॥ তত্রাপশ্যন্মহাঘোরান্ ভ্রাম্যমাণাংশ্চ কর্ম্মভিঃ ॥ ৫৫ ॥ ধাবতো রুদমানাংশ্চ পততঃ পতিতানপি। তত্রা-পশ্যচ্চান্ধকূপে পতিতান্ স্বান পতৃনধঃ ॥ ৫৬ ॥ দূর্ব্বাগ্রলম্বিনো দীনান্ দূর্ব্বাচ্ছেদে হি শঙ্কিতান। তদা প্রাপ্তঃ কোঽপি চাখুর্দূর্ব্বামূলং তদাশ্রয়ম্ ॥ ৫৭ ॥ তেন ভাগত্রয়ং চাত্তমেকো ভাগোঽবশেষিতঃ। তং দৃষ্ট্বা তে ক্ষীয়মাণং মূলং দুঃখেন কর্ষিণঃ ॥ ৫৮ ॥ অধো দৃষ্ট্বা চান্ধকূপং তটপাতাদিভীষণম্। দুষ্কৃতাহং মহাঘোরং কর্ম্মণাপ্তং সুদুঃখিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ অগ্রে চাপি দুরুত্তারমবলম্ববিবর্জ্জিতম্। তান্ দৃষ্ট্বা বিস্মিতো ভূত্বা দয়ালুর্ব্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬০ ॥ কে যূয়ং পতিতা হ্যস্মিন্ কেন দুস্তরকর্ম্মণা। কস্য গোত্রে সমুৎপন্নাঃ কথং বো মুক্তিরূর্জ্জিতা ॥ ৬১ ॥ এতদ্যূয়ং বদধ্বং মে শর্ম্ম বোঽথ ভবিষ্যতি ॥ ৬২ ॥ ইত্যেবমুদিতা-স্তেন পিতরোঽথ সুদুঃখিতাঃ। তমূচুঃ করুণাং বাচং ধর্ম্মজ্ঞতিপুরঃসরাঃ। পিতর ঊচুঃ। বয়ং শ্রীবৎসগোত্রীয়া ভুবি সন্তানবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬৩ ॥ পিণ্ডশ্রাদ্ধবিহীনাশ্চ তেন পচ্যামহে বয়ম্। নিঃসন্তা-নোঽপি নো বংশো জাতঃ পাপৈঃ কলৌ যুগে ॥ ৬৪ ॥ নাস্মাকং পিণ্ডদশ্চাস্তি বংশে পাপাৎ ক্ষয়ং গতে। তেনান্ধকূপে পতনং নিস্তম্বুনাং দুরাত্ম-নাম্ ॥ ৬৫ ॥ একো হি বর্ত্ততে বংশে ধর্ম্মবর্ণো

বেদবিদ্যানিরত ও অধিক গুণসম্পন্ন, ভ্রষ্টাচার কলির অখিল লোক তাঁহাদিগকে ভৃত্যের ন্যায় দর্শন করিবে। সকলেই বেদোদিত শ্রাদ্ধ ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। কদাচ কাহার জিহ্বায় জনা-র্দ্দনের নাম শুনা যাইবে না। নরগণ শৃঙ্গার রসকেই পরম নির্ব্বাণ বলিয়া মনে করিবে, সকলেই শৃঙ্গার-সম্বন্ধী কথার কীর্ত্তন করিবে। বিষ্ণুসেবা, শাস্ত্র-বার্ত্তা, যাগদীক্ষা, বিচারবুদ্ধি, তীর্থযাত্রা ও দানধর্ম্ম যেন কলির লোকের মনে অতীব বিচিত্র বলিয়া বোধ হইবে। ধর্ম্মবর্ণ এই সকল অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হইলেন এবং পাপাচরণে বংশক্ষয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া অন্য এক দ্বীপে চলিয়া গেলেন। তিনি এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপ, এইভাবে ক্রমে সকল লোক বিচরণ করিলেন। ধীমান্ ধর্ম্মবর্ণ একদা কৌতূহলান্বিত হইয়া পিতৃলোকে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন,—তদীয় পিতৃগণ বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা ভীষণ পরিশ্রান্ত হইয়া-ছেন, কেহ ধাবিত, কেহ রোরুদ্যমান, কেহ পতিত ও কেহ পতনোন্মুখ হইতেছেন। তিনি আরও দেখিলেন,—তাঁহার কতিপয় পিতৃগণ অন্ধকূপে পতিত; কতিপয় অধঃপতনোন্মুখ, তাঁহারা দূর্ব্বার অতি সূক্ষ্ম অগ্রভাগ অবলম্বন করিয়া দীনভাবে অবস্থানপূর্ব্বক কখন দূর্ব্বা ছিন্ন হইবে তজ্জন্য শঙ্কিত হইতেছেন; এক মূষিক আসিয়া সেই স্বল্প দূর্ব্বা মূলের ভাগত্রয় কৃন্তন করিয়াছে ও এক-ভাগ অবশিষ্ট আছে, তাঁহারা একবার সেই ক্ষীয়মাণ দূর্ব্বার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে-ছেন, অতিদুঃখে সেই দূর্ব্বামূল আকর্ষণ করিতে-ছেন, আবার অধোদিকে অন্ধকূপে ভীষণ পতন ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। তাঁহারা একদিকে যেমন স্বীয় কর্ম্মজনিত দুষ্পার ভীষণ অন্ধকূপ দর্শনে দুঃখিত হইতেছেন, সম্মুখে আবার তেমনই আশ্রয়হীন হইয়া ভীষণতর খিন্ন হইয়াছেন। দয়ালু ধর্ম্মবর্ণ পিতৃগণের এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কে? এমন কি দুস্তর কর্ম্ম করিয়াছেন যে, আপনারা এই অন্ধ-কূপে পতিত হইতেছেন? আপনারা কোন্ গোত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? কি করিলে আপনাদের উত্তম মুক্তি হইতে পারে? আপনারা এ সকল আমার নিকট বলুন, আপনাদের মঙ্গল হইবে ॥৪—৬২॥ ধর্ম্মবর্ণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আর্ত্ত পিতৃগণ তাঁহাকে বেদধর্ম্মানুসারে বক্ষ্যমাণ করুণবাক্যে বলিতে লাগিলেন। পিতৃগণ বলিলেন,—আমরা শ্রীবৎস-গোত্রীয়, ভূতলে আমরা সন্তানহীন হইয়াছিলাম; শ্রাদ্ধ-পিণ্ডবিহীন হওয়ায় সম্প্রতি আমরা পচ্যমান হইয়াছি। কলিকাল সমাগত হইলে অনেক পাপাচরণ করিয়া আমাদের সন্তানগণ বংশহীন হয়, পাপ বশতঃ বংশ ক্ষীণ হইলে আমাদের শ্রাদ্ধপিণ্ডদাতা বিলুপ্ত হয়। আমরা দুরাত্মা, তাই নিঃসন্তান হইয়াছি;

মহাযশাঃ । স বিরক্তশ্চরত্যেকো ন গার্হস্থ্যমুপেয়িবান্ ॥ ৬৬ ॥ তজ্জন্য তেন বিশ্রামো দূর্ব্বানালাবলম্বিতাঃ । নিকৃন্তত্যাঙ্গ তন্মূলমাখুঃ খাদতি প্রত্যহম্ ॥ ৬৭ ॥ একস্তেবাবশিষ্টত্বাৎ কিঞ্চিন্মূলোঽবশেষিতঃ । আখুনা খাদ্যমানশ্চ বর্ত্ততে সৌম্য পশ্যতাম্ ॥ ৬৮ ॥ তস্য চায়ুঃক্ষয়ে তাত শেষমাখুর্হরিষ্যতি । পশ্চাৎ কূপে পতিষ্যামো হ্রুস্তারেঽন্ধতামসে ॥ ৬৯ ॥ তস্মাত্ত্বং চ ভুবং গত্বা ধর্ম্মবর্ণং প্রবোধয় । অস্মদ্বাক্যৈর্দয়াপাত্রৈর্গার্হস্থ্যে বিমুখং মুনিম্ ॥ ৭০ ॥ পিতরস্তে ভৃশার্ত্তা হি নরকে পতিতা ময়া । অন্ধকূপে হ্রুস্তারে দৃষ্টা দূর্ব্বাবলম্বিতাঃ ॥ ৭১ ॥ সা দূর্ব্বা বংশরূপা হি তন্মূলং সততং মুনে । কালাখ্যো মূষকস্তস্য মূলং খাদতি প্রত্যহম ॥ ৭২ ॥ বংশনাশোঽনুক্রমত একস্ত্বং ত্ববশেষিতঃ । তেন মূলস্য দূর্ব্বায়া নষ্টং ভাগত্রয়ং মুনে ॥ ৭৩ ॥ একো ভাগোঽবশিষ্টোঽত্র যতস্ত্বং বর্ত্তসে ভুবি । কিঞ্চিৎ খাদন্তি বৈ হ্যাখুস্তব চায়ুঃক্ষয়ক্রমাৎ ॥ ৭৪ ॥ পরেতে ত্বয়ি চাস্মাকং তবাপি পতনং ভবেৎ । কূপ এবান্ধতামিস্রে সন্তানেঽপি ক্ষয়ং গতে ॥৭৫॥ তস্মাদ্গার্হস্থ্যমাসাদ্য কুরু সন্ততিবর্দ্ধনম্ । তেনাস্মাকং তবাপি স্যাদ্গতিরূর্দ্ধা ন সংশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥ এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ । যজেত বাশ্বমেধঞ্চ নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৭৭ ॥ যদ্যেকোঽপি চ বৈশাখে মাঘে বা কার্ত্তিকেঽপি চ । অস্মানুদ্দিশ্য বৈ স্নানং শ্রাদ্ধং দানং করিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥ তেন চোর্দ্ধগতির্ভূয়ান্নরকাদুদ্ধৃতিশ্চ নঃ । একো বা বিষ্ণুভক্তঃ স্যাদেকো বা হরিবাসরী ॥ ৭৯ ॥ একো বা শৃণুয়াদ্বিষ্ণোঃ কথাং পাপবিনাশনীম্ । তস্যাতীতং কুলশতং ভাবি চাপি কুলং শতম্ ॥ ৮০ ॥ অপি পাপযুক্তং ক্বাপি নরকং নৈব পশ্যতি । কিমন্যৈর্বহুভিঃ পুত্রৈ-

আর তজ্জন্যই আজ অন্ধকূপে আমরা পতনোন্মুখ। আমাদের বংশে একমাত্র সন্তান বিদ্যমান, তাহার নাম মহাযশা ধর্ম্মবর্ণ; ধর্ম্মবর্ণ সংসারে বিরক্ত হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, সে এক্ষণে একাকী সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। আমাদের সেই ভ্রমণশীল সন্তান আছে বলিয়াই আমরা দূর্ব্বানালের অবলম্বন লাভ করিয়াছি; আমাদের আর সন্তান নাই, এজন্য মূষিক আসিয়া প্রতিদিন এই দূর্ব্বামূল ভক্ষণ করিতেছে, আর আমাদের এক সন্তান অবশিষ্ট আছে বলিয়াই এই দূর্ব্বামূলের অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। হে সৌম্য! তুমি সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক দর্শন কর, দেখিতে পাইবে, মূষিক দূর্ব্বামূল ভক্ষণ করিতেছে। হে তাত! যৎকালে আমাদের সেই সন্তান ধর্ম্মবর্ণের আয়ুঃশেষ হইবে, মূষিকও তখন এই অবশিষ্ট দূর্ব্বামূল নিঃশেষরূপে কৃন্তন করিবে, তখন অবশ্যই আমরা এই দুস্তর অন্ধকূপে পতিত হইব। অতএব তুমি ভূতলে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মবর্ণকে প্রবোধিত কর; আমরা সর্ব্বথা দয়ার পাত্র, তুমি গার্হস্থ্যবিমুখ মুনি ধর্ম্মবর্ণকে আমাদের এই সকল উক্তি দ্বারা বুঝাইয়া বলিবে;—"তোমার পিতৃগণ অত্যন্ত পীড়িত; আমি দেখিয়া আসিলাম,—তাঁহারা নরকে পতনোন্মুখ; আমি দেখিয়াছি,—তাঁহারা দুস্তর অন্ধকূপে পতনোন্মুখ হইয়া এক সূক্ষ্ম দূর্ব্বার মূল অবলম্বন করিয়া আছেন। হে মুনে! সেই দূর্ব্বাই বংশরূপী, কালরূপী মূষিক প্রত্যহ সেই দূর্ব্বামূল ভক্ষণ করিতেছে; হে মুনে! বংশনাশের ক্রমানুসারেই সেই দূর্ব্বামূল ছিন্ন হইবে, তুমি অবশিষ্ট আছ বলিয়াই এখনও সেই দূর্ব্বার তিন অংশ মূষিক কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও ক্ষীণ একাংশ অবশিষ্ট আছে। তুমি যতকাল ভূতলে জীবিত থাকিবে, তত দিনই এই ক্ষীণাংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তোমার আয়ুঃক্ষয় হইলে মূষিকও তাহা নিঃশেষরূপে ভক্ষণ করিবে; আর তুমি প্রেতভবনে গমন করিলে, সন্তানহীন হইয়া তোমার পিতৃগণেরও অন্ধতামিস্র-নামক কূপে পতন হইবে।৬৩—৭৫। অতএব তুমি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সন্ততিবর্দ্ধন কর, এইরূপ করিলে তোমার এবং আমাদের ঊর্দ্ধগতি লাভ হইবে, সংশয় নাই। কোন তনয় অশ্বমেধ দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিবে, কেহ নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে, আর কোন না কোন তনয় অবশ্যই গয়ায় গমন করিবে; কেহ বা বৈশাখ, মাঘ ও কার্ত্তিক মাসে স্নান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধদান করিবে; তনয়গণের এই সকল ক্রিয়া দ্বারা আমাদের নরক হইতে উদ্ধার হইয়া ঊর্দ্ধগতি হইবে; একজন বিষ্ণুভক্ত হইবে, একজন বা হরিবাসরপরায়ণ হইবে, অপর কোন তনয় বা বিষ্ণুর পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করিবে; এজন্য পিতৃগণ বহু তনয় কামনা করেন। হে সৌম্য! তুমি তাহাকে বলিবে, এইরূপ করিলে সেই তনয়ের ঊর্দ্ধ ও অধস্তন শতকুল উদ্ধার হয়; যদি তদীয় পিতৃগণের মধ্যে কেহ পাপপ্রবৃত্তিপরায়ণ হন, তথাপি তাঁহার নরক দর্শন

১১৩॥ সোদকুম্ভং তথা শ্রাদ্ধং কৃত্বা পাপবিনাশনম্। তেন দত্তা পিতৃণাঞ্চ মুক্তিমাবৃত্তিবর্জ্জিতাম্॥ ১১৪॥ স্বয়ং বিবাহমকরোৎ সন্ততিং প্রাপা বৈ সতীম্। লোকে প্রখ্যাপয়ামাস তাং তিথিং পাপনাশনীম্॥১১৫ স্বয়ং পুনর্মুদা ভক্ত্যা গন্ধমাদনমাযযৌ॥১১৬॥ তস্মাৎ পুণ্যতমা চৈত্রা মধোর্দ্দর্শাহ্বয়া তিথিঃ। নানয়া সদৃশী লোকে তিথির্দৃষ্টা শ্রুতাপি বা॥ ১১৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে কলিবর্ম্মনিরূপণে পিতৃমুক্তির্নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুকদেব উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। অক্ষয্যায়াস্তৃতীয়ায়াঃ সিতে পক্ষে চ মাধবে॥ ১॥ যে কুর্ব্বন্তি চ তস্যাং বৈ প্রাতঃ স্নানং তপোদয়ে। তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥ ২॥ দেবান্ পিতৄন্মুনীন্ যস্তু কুর্য্যাত্তদ্দিনে তর্পণম্। তেনাধীতঞ্চ বেদৈশ্চ তেন শ্রাদ্ধশতং কৃতম্॥ ৩॥ মধুসূদনমভ্যর্চ্য কথাং শৃণ্বন্তি যে নরাঃ। অক্ষয্যায়াং তৃতীয়ায়ান্তে নরা মুক্তিভাগিনঃ॥ ৪॥ যে দানং তত্র কুর্ব্বন্তি মধুজিৎপ্রীতয়ে শুভম্। তদক্ষয়ং ফলত্যেব মধুশাসনশাসনাৎ॥ ৫॥ দেবর্ষিপিতৃদৈবত্যা তিথিরেষা মহাশুভা। ত্রয়াণাং তৃপ্তিদাত্রী চ কৃতে ধর্ম্মে সনাতনে॥ ৬॥ প্রখ্যাতিশ্চ তিথেরস্যাঃ কেন চাস্তি তদপ্যহম্। বক্ষ্যামি নৃপশার্দ্দূল সাবধানমনাঃ শৃণু॥ ৭॥ পুরা পুরন্দরস্যাসীদ্যুদ্ধঞ্চ বলিনা সহ। দেবানাং চৈব দৈত্যানাং দ্বন্দ্বযুদ্ধমভূত্ততঃ॥ ৮॥ স নির্জ্জিত্য বলিং দৈত্যং পাতালতলবাসিনম্। পুনর্ভুবং সমাসাদ্য চোতথ্যস্যাশ্রমং যযৌ॥ ৯॥ তত্রাপশ্যচ্চ তৎপত্নীং গুর্ব্বিণীং মন্দগামিনীম্। চলচ্ছ্রোণিতটাবদ্ধকাঞ্চীদাম্না সুমণ্ডিতাম্॥ ১০॥ ক্বণৎকঙ্কণনির্ঘোষজিতমত্তালিকোকিলাম্। বস্তুচিত্রাম্বরাং রামাং মঞ্জুবাচং শুচি-

---

তর্পণ করিয়া জলপূর্ণ কুম্ভ দান ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলেন। তিনি এইরূপ দান করিলে তদীয় পিতৃগণের মুক্তি হইল, আর তাঁহাদিগকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইল না। তারপর তিনি বিবাহ করিলেন, এবং সতী পত্নী লাভ করিয়া পিতৃগণের প্রসাদে সেই সতী হইতে সন্ততি প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিজ ধর্ম্মবর্ণের এই ব্যাপারের পর হইতে ত্রিলোকে পাপনাশিনী চৈত্রী অমাবস্যা বিখ্যাতা হইল। তিনিও ভক্তিযুক্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় গন্ধমাদনে গমন করিলেন। হে রাজন্! তদবধি চৈত্রমাসের অমাবস্যা তিথি পুণ্যতমা হইয়াছে, আমি ত্রিলোকে এই চৈত্রী অমাবস্যাসদৃশী অন্য কোন তিথি দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ১০৯—১১৭।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শুকদেব বলিলেন,—অনন্তর বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয় অক্ষয়তৃতীয়ার পাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। যাহারা এই অক্ষয়া তৃতীয়ায় সূর্য্যোদয়ে প্রাতঃস্নান করে, তাহারা পাপনির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে মানব এই পুণ্যতিথিতে দেব, পিতৃ ও মুনিগণের উদ্দেশে তর্পণ করে, তাহার সমস্ত অধ্যয়ন, সমস্ত যজ্ঞ ও শত শ্রাদ্ধ করা হয়। যে সকল লোক অক্ষয়-তৃতীয়ায় মধুসূদনের পূজা করিয়া তদীয় পুণ্যকথা শ্রবণ করে, তাহারা মুক্তিভাজন হয়। যে নর এই তিথিতে মধুরিপুর প্রীতির জন্য মনোজ্ঞ দান করে, মধুশাসনের শাসনে তাহার সেই দান অক্ষয়ফল প্রসব করিয়া থাকে। এই শুভদায়িনী পুণ্যতিথির দেবতা—দেব, ঋষি ও পিতৃগণ, ইহাতে ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে তাহা অক্ষয় হয় ও এই তৃতীয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণ এই ত্রিলোকেরই তৃপ্তিদান করিয়া থাকে। হে নৃপশার্দ্দূল! কিরূপে এই অক্ষয়া তৃতীয়া বিখ্যাতা হইয়াছে, তাহাও তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর। ১—৭। পূর্ব্বকালে বলির সহিত দেবরাজের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে দেব ও দৈত্যগণের পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল। দেবরাজ পাতালতলবাসী দানবপতি বলিকে নির্জ্জিত করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক উতথ্যের আশ্রমে গমন করেন। ইন্দ্র দেখিলেন,—উতথ্যপত্নী গর্ব্ভবতী, তিনি ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, তাঁহার শ্রোণিতটে পরিবদ্ধ কাঞ্চীদাম চঞ্চল হওয়ায় অতি মনোহর শোভায় বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার কঙ্কণের নিক্বণধ্বনি যেন মত্ত কোকিল ও ভ্রমরের রব পুরাজিত করিয়াছে। তিনি মনোহর

স্থিতাম্ ॥ ১১ ॥ লসৎকুঙ্কুমলাজ্যাঞ্চ কুচাভ্যামুপশোভিতাম্। হসৎপদ্মমুখীং দিব্যাং নীলোৎপলসুলোচনাম্ ॥ ১২ ॥ কেতক্যুদরপাণ্ডুভ্যাং গণ্ডাভ্যাঞ্চ মনোরমাম্। শ্রমোচ্ছ্বসন্তীং দীনাক্ষীং পর্ণশালামুখে স্থিতাম্ ॥ ১৩ ॥ স্বপন্তীং শয়নে ক্বাপি তাং দৃষ্ট্বা মোহমাগতঃ। বলৎকারেণ বুভুজে গুর্ব্বিণীং পাকশাসনঃ ॥ ১৪ ॥ গর্ভস্থস্তু তদা পিণ্ডঃ স্বস্য পাতবিশঙ্কয়া। ছাদয়ামাস বৈ যোনিং দ্বারে পাদেন দুঃখিতঃ ॥ ১৫ ॥ ততশ্চস্কন্দ বীর্য্যং তদ্ভুবাবেব বলিদ্বিষঃ। গর্ভস্থং চুকোপাসৌ ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥ ১৬ ॥ তং শশাপ চ গর্ভস্থং রুষা তাম্রান্তলোচনঃ। জাত্যন্ধো ভব দুর্ব্বুদ্ধে মাবমংস্থা যতঃ পদা ॥ ১৭ ॥ প্রচ্ছাদ্য যোনিদ্বারঞ্চ ততো দীর্ঘতপাহ্বয়ঃ। পদা প্রস্কন্দিতাদ্বীর্য্যাজ্জাতঃ সমজায়ত ॥ ১৮ ॥ পশ্চাদিন্দ্রো যযৌ শীঘ্রমৃষেঃ শাপবিশঙ্কিতঃ। পলায়ন্তং হরিং দৃষ্ট্বা জহসুর্ব্বটবোঽখিলাঃ ॥ ১৯ ॥ ততস্তু ব্রীড়িতো ভূত্বা যযৌ মেরোর্গুহাং শুভাম্। তত্র লীনশ্চচারাসৌ গুপ্তয়ং বৈ তপো মহৎ ॥ ২০ ॥ মেরৌ বিলীয় বসতি দেবেন্দ্রে লজ্জয়ান্বিতে। গূঢ়বিজ্ঞায় তাং বার্ত্তাং দৈতেয়া বলিপূর্ব্বকাঃ ॥ ২১ ॥ সুরানাক্রম্য বুভুজুর্বলীন্দ্রশ্চামরাবতীম্। দিক্পালানাং বিভূতীশ্চ শম্বরাদ্যা বলীয়সঃ ॥ ২২ ॥ বলাদ্বুভুজিরে হীননাথে রাষ্ট্রে দিবৌকসাম্। রক্ষিতারমজানন্তো দেবাশ্চাগ্নিপুরোগমাঃ। পপ্রচ্ছুর্ধিষণং দেবং দেবাচার্য্যমকল্মষম্ ॥ ২৩ ॥ পপ্রচ্ছুরিন্দ্রবৃত্তান্তং ক্বাস্তিতিষ্ঠতি নঃ প্রভুঃ ॥ ২৪ ॥ দৈত্যাক্রান্তমিদং রাষ্ট্রং হীননাথং দিবৌকসাম্। কুতো নায়াতি দেবোঽসৌ ভূয়ান্ কালো গতো বিভো ॥ ২৫ ॥ তং যামো যত্র ধিষণ প্রার্থয়ামশ্চ তং বিভুম্। ইতি পৃষ্টস্তদা দেবৈর্ধিষণ-

---

চিত্র বসন পরিধান করিয়াছেন। সেই রমণীশিরোমণি শুচিস্মিতা উতথ্যপত্নী অতি মধুর বাগ্‌বিন্যাস করিতেছেন। তাঁহার কুচদ্বয়ের মধ্যভাগ অত্যুজ্জ্বল, অত্যুচ্চ কুচদ্বয়ে তাহার এক অপূর্ব্ব শোভা স্ফুরণ হইয়াছে। তাঁহার সহাস্য মুখখানি বিকশিত কমলের ন্যায়, লোচনযুগল নীলোৎপলসদৃশ মনোজ্ঞ, কেতকীকুসুমের উদর তুল্য পাণ্ডু গণ্ডদ্বয় দ্বারা তাঁহার শোভা অতীব নয়ন-মনোরম হইয়াছে। উতথ্যপত্নী শ্রমক্লিষ্টা হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার নয়নে যেন দৈন্য ভাব দেখা দিয়াছে; তিনি কখন পর্ণশালার সম্মুখে উপবেশন আবার কখনও শয্যার উপরে শয়ন করিতেছেন। পাকশাসন ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মোহাপন্ন হইলেন এবং সেই গুর্ব্বিণী উতথ্যপত্নীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিলেন। তখন গর্ভস্থ পিণ্ড স্বীয় পাতাশঙ্কায় অতি দুঃখিত হইয়া পাদদ্বারা যোনিদ্বার আচ্ছাদিত করিল। তখন বলিবিদ্বেষী শচীপতির বীর্য্য স্খলিত হইয়া ভূমিতেই পতিত হইল। অনন্তর ভগবান্ পাকশাসন গর্ভস্থ পিণ্ডের প্রতি প্রকুপিত হইলেন, ক্রোধে তাঁহার নয়ন তাম্রবর্ণ ধারণ করিল। তিনি গর্ভস্থ পিণ্ডের প্রতি শাপ প্রয়োগ করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই আমাকে পাদ দ্বারা অবমানিত করিয়াছিস্, অতএব তুই জাতমাত্র অন্ধ হইবি।" গর্ভপিণ্ড পদদ্বারা যোনিদেশ আচ্ছাদিত করিয়াছিল, ইন্দ্রবীর্য্য গর্ভে প্রবিষ্ট না হইয়া ভূতলেই পতিত হইল। অনন্তর সেই ভূপতিত বীর্য্য হইতে ঋষি দীর্ঘতপা জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ঋষি উতথ্যের অভিশাপ ভয়ে ইন্দ্র সত্বর তথা হইতে পলায়ন করিলেন। সহস্রলোচনকে পলায়মান দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ উচ্চ হাস্য করিলেন, ইন্দ্র দ্বিজগণের হাস্যদর্শনে লজ্জিত হইয়া মেরুর মনোরম গুহায় আশ্রয় লইলেন। তিনি মেরুর গুহায় অন্যের অদৃশ্য হইয়া দুশ্চর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন; দেবরাজ লজ্জাবশত মেরুর গুহায় আত্মগোপন করিয়া বাস করিতে থাকিলে বলিপ্রমুখ দিতিতনয়গণ চার দ্বারা শচীপতির বার্ত্তা বিদিত হইল, তাহারা সুরগণকে আক্রমণপূর্ব্বক অমরাবতী উপভোগ করিতে লাগিল; তখন বলিই ইন্দ্রের পদ অধিকার করিয়া বসিল। বলীয়ান্ শম্বরাদি অসুরগণ বলপূর্ব্বক দিক্‌পালদিগের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতে লাগিল। স্বর্গরাজ্য নাথহীন হইল, ত্রিদশবাসী সুরগণ আপনাদের রক্ষিতার অদর্শনে অগ্নিকে অগ্রে করিয়া দেবগুরু অকল্মষ বৃহস্পতির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮—২৩। তাঁহারা দেবগুরুর নিকট ইন্দ্রবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—আমাদের প্রভু দেবরাজ কোথায়? হে বিভো! স্বর্গরাজ্য অসুরগণের অধিকৃত হইয়াছে ও সুরগণ নাথহীন হইয়াছেন; দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল, এখনও কেন দেবরাজ আসিতেছেন না? হে সুরগুরো! আমরা সেই প্রভুকে প্রার্থনা করি, তিনি যে স্থানে অবস্থিত, এক্ষণে আমরা তথায় গমন করিব। সুরগণ কর্ত্তৃক

স্তানুবাচ হ ॥২৬॥ রসাতলে বলিং জিত্বা চোতথ্যস্যাশ্রমং যযৌ। ভুক্ত্বা পত্নীং চ দার্পেন তচ্ছিষ্যৈরেব নিন্দিতঃ ॥ ২৭ ॥ ভীতিতস্তু দিবং যাতুং গুহাং মেরোর্বিবেশ হ। তত্রৈবাস্তে শচীযুক্তঃ স্বকৃতং চিন্তয়ন্ বিভুঃ ॥ ২৮ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবা অগ্নিপুরোগমাঃ। গুহাং মেরোর্যযুঃ শীঘ্রং দৃষ্টা প্রার্থয়িতুং বিভুম্ ॥ ২৯ ॥ তত্র দৃষ্ট্বা গুহালীনং দেবেন্দ্রং পাকশাসনম্। তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈস্তদ্বীর্যৈর্লোকবিশ্রুতৈঃ ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্র তুভ্যং নমস্তেঽস্তু সর্ব্বদেবাধিপায় তে। বয়ং দৈত্যৈর্বাধিতাশ্চ ত্বয়া হীনা ভৃশার্দ্দিতাঃ ॥ ৩১ ॥ স্থানভ্রষ্টাশ্চরামোহঙ্গ নানাদেশেষু দুঃখিতাঃ। তস্মাদাগত্য দেবেন্দ্র জহি শত্রূনরিন্দম ॥ ৩২ ॥ ইতি স্তুতস্তদা দেবৈর্নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ। লজ্জয়াবনতো ভূত্বা পশ্যন্ ভূমিং চ চক্ষুষা ॥ ৩৩ ॥ ন কিঞ্চিদপি চোবাচ দুঃখাদ্গদ্গদভাষণঃ। তজ্জ্ঞাত্বা ধিষণঃ প্রাহ তং সুরেন্দ্র ভয়ানকম্ ॥ ৩৪ ॥ মা শক্র ত্বং সুরপতে কর্ম্মাধীনমিদং জগৎ। মানাপমানৌ সুখং দুঃখং লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ॥ ৩৫ ॥ পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধেন ভবন্ত্যেতে ন সংশয়ঃ। জীবঃ কর্ম্মানুগো দুঃখং দিষ্টং দৈবেন কালতঃ ॥ ৩৬ ॥ প্রাজ্ঞাঃ প্রায়ো ন শোচন্তি ন প্রহৃষ্যন্তি বৈ সুখাৎ। তস্মাৎ প্রারব্ধতঃ প্রাপ্তং দুঃখং চেন্দ্র তব প্রভো ॥ ৩৭ ॥ তৎপ্রাপ্য মঘবন্ দুঃখং নৈব শোচিতুমর্হসি। ইত্যুক্তো গুরুণা চাহ মঘবানমরাধিপান্ ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ। পরস্ত্রীসঙ্গদোষেণ বলং বীর্য্যং যশোঽমলম। মন্ত্রশক্তিঃ শাস্ত্রশক্তির্বিদ্যাশক্তিশ্চ মানদ ॥ ৩৯ ॥ প্রভবন্নষ্টবীর্য্যং মে তুষ্ণীং তেন বসাম্যহম্। পাকশাসনবাক্যং তু শ্রুত্বা স্বাচার্য্যসংযুতাঃ ॥ ৪০ ॥ মন্ত্রয়ামাসুরেকান্তে পুনস্তস্য বলাপ্তয়ে। তদা গুরুশ্চ তান প্রাহ করুণশ্চ বিদুত্তমঃ ॥

প্রার্থিত হইয়া বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে কহিলেন,—শচীপতি রসাতলে বলিকে জয় করিয়া উতথ্যের আশ্রমে গমন করেন এবং তৎপত্নীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিয়া উতথ্যশিষ্যগণের নিকট অত্যন্ত নিন্দিত হন। তিনি স্বর্গরাজ্যে গমন করিতেছিলেন, কিন্তু উতথ্যশিষ্যগণের অট্টহাস্যে লজ্জিত হইয়া আর স্বর্গে গমন করিলেন না, তিনি মেরুর নিভৃতগুহায় আশ্রয় লইলেন, শচীও গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তিনি আত্মকৃত কর্ম্ম চিন্তা করিয়া শচীর সহিত সেই গুহায়ই বাস করিতেছেন। অগ্নিপ্রমুখ সুরগণ বৃহস্পতির মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সুররাজ ইন্দ্রের দর্শনমানসে সাতিশয় সত্বর সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় পাকশাসন সুররাজকে গুহালীন দেখিয়া লোকবিশ্রুত বিবিধ স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। সুরগণ কহিলেন,—হে ইন্দ্র! আপনি সুরনিকরের অধীশ্বর, আপনাকে নমস্কার। আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমরা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত অর্দ্দিত হইয়াছি, হে সুররাজ! আমরা স্থানভ্রষ্ট হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে নানাদেশ বিচরণ করিতেছি, হে অরিন্দম! আপনি সুরপুরে আগমনপূর্ব্বক অসুরগণকে নিহত করুন। অনন্তর সুররাজ দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া গুহামুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, লজ্জায় তাঁহার মস্তক অবনত হইল, তিনি ক্ষিতিতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন, দুঃখে তাঁহার বাক্য গদগদ হইয়া গেল, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। দেবগুরু বৃহস্পতি সুররাজের এই ভীষণ অবস্থা বিদিত হইয়া বলিলেন,—হে সুররাজ! তুমি শোক করিও না, এই জগৎ কর্ম্মের অধীন, মান অপমান, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ এবং জয় পরাজয়—এ সকল পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে, সংশয় নাই। ২৬—৩৫। জীব কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মানুসারেই যথাকালে জীবের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তনে সুখলাভ হইয়া থাকে, প্রাজ্ঞগণ প্রায়ই এই কর্ম্মপ্রসূত সুখ দুঃখে কখন হৃষ্ট বা মুহ্যমান হন না। হে সুররাজ! তুমিও তোমার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল লাভ করিয়াছ, অতএব দুঃখিত হইও না। হে মঘবন! কর্ম্মের যখন এইরূপ প্রভাব, অতএব দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া তোমার এরূপ শোক করা উচিত হইতেছে না। গুরু কর্ত্তৃক সুররাজ এইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া দেবগণসহ আচার্য্যের প্রতি বলিতে লাগিলেন। দেবরাজ বলিলেন,—পরস্ত্রীসংসর্গদোষে আমার বল, বীর্য্য, অমল যশ, মন্ত্রশক্তি, শাস্ত্রশক্তি, ও বিদ্যাশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। হে মানদ! আমার বীর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে, তাই আমি মৌনী হইয়া গিরিগুহায় বাস করিতেছি। আচার্য্যপ্রমুখ সুরগণ পাকশাসনের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিভৃতে উপবেশনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার বলপ্রাপ্তির বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তখন জ্ঞানিপ্রবর দেবগুরু দেবগণের প্রতি করুণ

৪১॥ বৃহস্পতিরুবাচ। মাসো বৈশাখনামায়ং প্রিয়ো বৈ মধুঘাতিনঃ। সর্ব্বাশ্চ তিথয়ঃ পুণ্যা মাসেঽস্মিন্ মাধবপ্রিয়ে॥ ৪২॥ তত্রাপি চ সিতে পক্ষে মাসেঽস্মিন্নক্ষয়াহ্বয়া। যা তস্যাং স্নানদানাদি শ্রদ্ধয়া চ করোতি বৈ॥ ৪৩॥ তস্য পাপসহস্রাণি নশ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ। অনবদ্যং তথৈশ্বর্য্যং বলং ধৈর্য্যং ভবন্তি চ॥ ৪৪॥ তস্মাত্তস্যাং তৃতীয়ায়াং হরিণা বলবিদ্বিষা। স্নানদানাদিসদ্ধর্ম্মান্ কারয়ামো হিতাপ্তয়ে॥ ৪৫॥ ভবিষ্যতি চ সা শক্তির্বিদ্যায়া মন্ত্রশাস্ত্রয়োঃ। বলং ধৈর্য্যং যশশ্চৈব যথাপূর্ব্বং ভবিষ্যতি॥ ৪৬॥ ইত্যেবং তু বিচার্য্যাথ গুরুর্দ্দেবৈঃ সমাহিতঃ। ইন্দ্রেণ কারয়ামাস ধর্ম্মানেতান্ হরিপ্রিয়ান্॥ ৪৭॥ অক্ষয্যায়াং তৃতীয়ায়াং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদান্। তেন পূর্ব্ববদেবাসীদ্বলং ধৈর্য্যাদিকং বিভোঃ॥ ৪৮॥ পরস্ত্রীসঙ্গদোষোঽপি সদ্য এব ব্যলীয়ত। পশ্চদ্ধতাশুভঃ শক্রো বাহোর্ম্মুক্ত ইবোডুপঃ॥৪৯॥ দেবতানাং তথা মধ্যে শুশুভে চ হরির্যথা। পশ্চাদ্দেবৈঃ সমাযুক্তো বিনির্জ্জিত্য তথাসুরান্॥ ৫০॥ তৃতীয়ায়াশ্চ মাহাত্ম্যাদ্ভাগ্যযুক্তোঽমরাবতীম্। বিবেশ বিভবৈঃ সার্দ্ধং শঙ্খতূর্য্যাদিনিঃস্বনৈঃ॥ ৫১॥ অক্ষয্যাতাশ্চ শক্রেণ স্বধামানি যযুঃ সুরাঃ। ততস্তে যজ্ঞভাগাংশ্চ লেভিরে চ যথা পুরা॥ ৫২॥ পিণ্ডভাগাংশ্চ পিতরো যথাপূর্ব্বং প্রপেদিরে। স্বাধ্যায়ে মুনয়স্তুষ্টা দৈত্যানাঞ্চ পরাজয়ঃ॥ ৫৩॥ তদাপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ তৃতীয়া চাক্ষয়াহ্বয়া। প্রখ্যাতা সর্ব্বলোকেষু দেবর্ষিপিতৃতুষ্টিদা॥ ৫৪॥ তস্মাৎ পুণ্যতমা চৈষা সর্ব্বকর্ম্মনিকৃন্তনী। ভুক্তিমুক্তিপ্রদা নৃণাং তৃতীয়া চাক্ষয়াহ্বয়া॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদেঽক্ষয়তৃতীয়ায়াং শ্রেষ্ঠত্বকথনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রুতদেব উবাচ। তিথিষেতাসু পুণ্যাসু দ্বাদশী সিতপক্ষিণী। বৈশাখমাসে রাজেন্দ্র সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী॥ ১॥ কিং দানৈঃ কিং তপোভিশ্চ

বাক্য প্রয়োগ করিলেন। বৃহস্পতি বলিলেন,—সম্প্রতি মধুসূদনপ্রিয় বৈশাখ মাস সমুপাগত, মাধবপ্রিয় শ্রীশ্রী-বৈশাখের সমস্ত তিথিই অতিপূত, বৈশাখের পুণ্য তিথিনিচয়ের মধ্যে আবার শুক্লপক্ষীয় অক্ষয়া তৃতীয়ানাম্নী তিথি পূততরা, যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে এই অক্ষয়া তৃতীয়ায় স্নানদানাদি করে, তাহার সহস্র সহস্র পাপ বিনষ্ট হয় এবং তাহার অনিন্দিত ঐশ্বর্য্য, বল ও ধৈর্য্য লাভ ঘটে, সংশয় নাই। অতএব আমি সুররাজের হিতকামনায় তাঁহা দ্বারা এই অক্ষয়তৃতীয়ায় স্নানদানাদি নিখিল উত্তম ধর্ম্ম আচরণ করাইব। আমার মন্ত্রশক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবে অবশ্যই দেবরাজের পূর্ব্ববৎ বল, ধৈর্য্য ও যশোলাভ হইবে। সমাহিত সুরগুরু এইরূপ বিচার করিয়া সুররাজ দ্বারা বৈশাখের অক্ষয়া তিথিতে ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ হরিপ্রিয় ধর্ম্মনিচয় করাইলেন। অক্ষয়তৃতীয়ার এই পুণ্যপ্রভাবে সুররাজের পূর্ব্ববৎ বল, বীর্য্য ও ধৈর্য্যাদি লাভ হইল এবং তাঁহার পরস্ত্রীসংসর্গজনিত দোষরাশি সদ্য বিলীন হইয়া গেল। দেবরাজ রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় নিষ্কলুষ হইয়া দেবগণ মধ্যে ভগবান্ হরির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্যপ্রভাবে পুনরায় সৌভাগ্যপ্রাপ্ত দেবরাজ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং অসুরগণকে পরাজিত করত পুনরায় অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেন। তখন চারিদিকে শঙ্খ-তূর্য্যাদি প্রতিধ্বনিত হইল, সুরগণ ইন্দ্রের নিকট অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। অনন্তর অসুরনিকর পরাজিত হইলে সুরগণ পূর্ব্বের ন্যায় যজ্ঞভাগ লাভ করিলেন, পিতৃগণ পিণ্ডভাগী হইলেন এবং ঋষিগণ স্বাধ্যায়ে সন্তোষ লাভ করিলেন; তদবধি বৈশাখশুক্লতৃতীয়া ত্রিলোকে অক্ষয়া নামে বিখ্যাতা হইল। ত্রিলোকবিখ্যাতা অক্ষয়া—দেব, পিতৃ ও ঋষিসমূহের প্রীতি প্রদান করিতে লাগিল। অতএব পুণ্যতম এই অক্ষয়া তৃতীয়াই মানবগণের নিখিল কর্ম্মের নিকৃন্তনী ও ভুক্তিমুক্তিপ্রদা। ৩৬—৫৫।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শ্রুতদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! বৈশাখের পূততিথিসমূহমধ্যে নিখিলকলুষনাশিনী শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী অন্যতমা; যাহারা এই দ্বাদশীর সেবা করে না, তাহাদের কি দান, কি তপস্যা, কি

বিষ্ণুপোষৈর্ব্রতৈশ্চ কিম্। কিমিষ্টৈশ্চৈব পূর্ত্তৈশ্চ দ্বাদশী যৈর্ন সেবিতা ॥ ২ ॥ গঙ্গায়াং সূর্য্যরাগে তু যো দদ্যাদ্গোসহস্রকম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি প্রাতঃ স্নাত্বা হরের্দিনে ॥ ৩ ॥ যদন্নং চাৰ্হতে চান্নং দ্বাদশ্যাং চ সিতে শুভে। সিকৃথে সিকৃথে ভবেত্তস্য কোটিব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ৪ ॥ যো দদ্যাত্তিলপাত্রং তু দ্বাদশ্যাং মধুসংযুতম্। নির্ধূতাখিলবন্ধস্তু বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৫॥ একাদশ্যাং সিতে পক্ষে কুর্য্যাজ্জাগরণং হরেঃ। স জীবন্নেব মুক্তঃ স্যাত্তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৬ ॥ কোটীন্দুসূর্য্যগ্রহণে তীর্থান্যুৎপ্রাব্য যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি প্রাতঃ স্নাত্বা হরের্দিনে ॥ ৭ ॥ তুলস্যাঃ কোমলৈঃ পত্রৈর্দ্বাদশ্যাং বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ। সমস্তকুলমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকাধিপো ভবেৎ ॥ ৮ ॥ তুলসীপত্রপুষ্পৈশ্চ বৈশাখেহশ্বত্থপূজনম্। পুষ্পাদ্যভাবে ধান্যৈর্বা পূজয়ন মধুসূদনম্। যমং পিতৄন্ গুরূন্ দেবান্ বিষ্ণুমুদ্দিশ্য মানবঃ ॥ ৯ ॥ মাধবে শুক্লদ্বাদশ্যাং সোদকুম্ভং সদক্ষিণম্। দধ্যন্নং চৈব যো দদ্যাত্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥১০॥ প্রয়াগে প্রত্যহং চৈব কুর্য্যাদ্দ্বিজকোটিভোজনম্। যাবৎ সংবৎসরং পূর্ণং ষড্রসাদৈর্মনোরমৈঃ। তৎফলং সমবাপ্নোতি মধুশাসনশাসনাৎ ॥ ১১ ॥ শালিগ্রামশিলাদানং যঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশীদিনে। বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১২ ॥ দ্বাদশ্যাং পয়সা যস্তু স্নাপয়েন্মধুসূদনম্। রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং যৎফলং পরিজায়তে ॥ ১৩ ॥ ত্রয়োদশ্যাং যজেদ্বিষ্ণুং পয়োদধিবিমিশ্রিতৈঃ। শর্করামধুভির্দ্রব্যৈর্মধুসূদনপ্রীতয়ে ॥ ১৪ ॥ তৎফলং সমবাপ্নোতি গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ। পঞ্চামৃতৈশ্চ যো বিষ্ণুং ভক্ত্যা সংস্নাপয়েদ্বিভুম্ ॥ ১৫ ॥ স সর্ব্বকুলমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। যো দদ্যাৎ পানকং হ্যস্যাং সায়াহ্নে প্রীতয়ে হরেঃ ॥ ১৬ ॥ জীর্ণপাপং জহাত্যাশু জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ। সায়াহ্নে চৈব যো দদ্যাদূর্ব্বারুকরসায়নম্ ॥ ১৭ ॥ ভবেন্মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধাদূর্ব্বারুকরসায়নাৎ। ইক্ষুদণ্ডং চূতফলং দদ্যাদ্দ্রাক্ষাফলানি চ ॥ ১৮ ॥ ন বিচ্ছিত্তিঃ সন্ততেঃ স্যাত্তস্য বৈ শতপুরুষম্। যো দদ্যাদ্গন্ধ-

---

উপবাস, ব্রত বা ইষ্টা-পূর্ত্ত—সকলই বিফল। মানব সূর্য্য-চন্দ্রগ্রহণে গঙ্গায় গো-সহস্র দান করিয়া যে ফল লাভ করে, হরিপ্রিয় এই দ্বাদশীদিবসে প্রাতঃস্নান করিয়া তাহার তুল্য ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। বৈশাখের শুভাবহ দ্বাদশী তিথিতে যোগ্য ব্যক্তিকে অন্নদান করিলে প্রত্যেক অন্নে তাহার কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয়। যে নর দ্বাদশীদিনে মধুসংযুক্ত তিলপাত্র দান করে, তাহার পাপরাশি বিধ্বস্ত হয় এবং সেই মানব বিষ্ণুলোকে বাস করে। যে মানব শুক্ল-একাদশীদিনে জাগরণ করে, সে জীবন্মুক্ত এবং দেবগণ তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। নিখিল তীর্থে কোটি কোটি সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণে অবগাহন করিলে যে ফল, একমাত্র হরি-বাসরে প্রাতঃস্নানে তাহার তুল্য ফল লাভ হয়। মানব দ্বাদশীদিনে তুলসীর কোমল দল দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়া সমস্ত কুলের উদ্ধার করে ও স্বয়ং বিষ্ণুলোকের অধিপতি হয়। বৈশাখে তুলসীপত্র ও পুষ্পদ্বারা অশ্বত্থ ও মধুসূদনের পূজা করিবে, যদি পুষ্পাদির অভাব হয়, তবে কেবল ধান্য দ্বারা পূজা করিবে। মানব বৈশাখের শুক্লদ্বাদশীতে বিষ্ণুর উদ্দেশে যম, পিতৃ, গুরু ও দেবগণের পূজা করিয়া দক্ষিণার সহিত জলপূর্ণ কুম্ভ দান করিবে। এক্ষণে এই পুণ্যতিথিতে যে মানব দধিযুক্ত অন্ন-দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর; প্রয়াগে প্রত্যহ ষড্রসযুক্ত মনোহর অন্ন দ্বারা সংবৎসর পর্য্যন্ত কোটিব্রাহ্মণভোজনে যে পুণ্য হয়, মধু-শাসনের শাসনে বৈশাখে দধ্যন্নদাতারও তাহার তুল্য ফল হয়।১—১১। মানব বৈশাখের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীদিনে শালগ্রামশিলা দান করিয়া নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। যে মানব দ্বাদশীদিনে দুগ্ধদ্বারা মধুসূদনকে স্নান করায়, তাহার রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ত্রয়োদশীদিনে মধুসূদনের প্রীতির জন্য দধিদুগ্ধমিশ্রিত শর্করা ও মধুদ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। যে মানব পঞ্চামৃত দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর সম্যক্ স্নান করায়, সে নিখিলকুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে। যে মানব ত্রয়োদশীতে হরির প্রীতিকামনায় সায়ং সময়ে পানীয় দান করে, সর্পের জীর্ণত্বক্ত্যাগের ন্যায় সেই মানব সত্বর তাহার জীর্ণ পাপ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মানব সায়ং সময়ে জনক ঊর্ব্বারুক-রসায়ন দান করিয়া এই রসায়নদানপ্রভাবে কর্ম্মবন্ধ হইতে বিমুক্ত হয়। যে মানব ইক্ষুদণ্ড, আম্র ও দ্রাক্ষা ফল দান করে, শতপুরুষ পর্য্যন্ত তাহার সন্তানবিচ্ছেদ হয় না। দ্বাদশীদিনে সায়ং

লেপং তু মাধবে দ্বাদশীদিনে ॥ ১৯ ॥ বাহ্যোপঘাতৈঃ সকলৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পুণ্যং দ্বাদশ্যাং রাজসত্তম ॥ ২০ ॥ মাধবে তু সিতে পক্ষে তদক্ষয্যফলং ভবেৎ। প্রখ্যাতিমস্যা বক্ষ্যামি যেন জাতেতি ভূমিপ ॥ ২১ ॥ সর্বেষাং সর্ব্বপাপঘ্নীং সর্ব্বমঙ্গলদায়িনীম্। পুরা কাশ্মীরদেশে তু দ্বিজো দেবব্রতাহ্বয়ঃ ॥ ২২ ॥ তস্যাসীন্মালিনী নাম তনয়া চারুরূপিণী। দদৌ তাং সত্যশীলায় বিপ্রবর্য্যায় ধীমতে ॥ ২৩ ॥ তামুদ্বাহ্য যযৌ ধীমান্ স্বদেশং যবনাহ্বয়ম্। রূপযৌবনসম্পন্না তস্য নৈব প্রিয়াভবৎ ॥ ২৪ ॥ সদা বিদ্বেষসংযুক্তস্তস্যাং তিষ্ঠতি নিষ্ঠুরঃ। নান্যস্য কস্যচিদ্দ্বেষ্টি তাং বিনা নৃপতে পতিঃ ॥ ২৫ ॥ তস্মিন্ সা ক্রোধসংযুক্তা বশীকরণসম্পৃষ্টা। অপৃচ্ছৎ প্রমদা রাজন্ যাস্ত্যক্তাঃ পতিভিঃ পুরা ॥ ২৬ ॥ তাভিরুক্তা তু সা ভূপ বশ্যো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। অস্মাকং প্রত্যয়ো জাতো ভর্ত্তৃত্যাগাবমানিনাম্ ॥ ২৭ ॥ প্রযুজ্য ক্ষোভজং যন্ত্রং নীতা হি পতয়ঃ পুরা। যোগিনীং ত্বং তু গচ্ছাদ্য দাস্যতে ভেষজং শুভম্ ॥ ২৮ ॥ ন বিকল্পস্ত্বয়া কার্য্যো ভবিতা দাসবৎপতিঃ। যোগিনীমন্দিরে গত্বা তাসাং বাক্যেন ভূপতে ॥ ২৯ ॥ প্রসাদমতুলং তস্যা লেভে হৃষ্টচারিণী সতী। শতস্তম্ভসমাযুক্তাং কুটীং ভেজে ত্বরান্বিতা ॥ ৩০ ॥ সুবিস্তৃতাং সুবর্ণাঢ্যাং তথৈবাযাতযামিকাম্। প্রাবৃতা দীর্ঘবস্ত্রেণ সন্নিধিং তেন যোগিনী ॥ ৩১ ॥ দীর্ঘাভিশ্চ সটাভিশ্চ প্রাবৃতা দীপ্তিসংযুতা। পরিচারসমোপেতা বীক্ষমাণা শনৈঃশনৈঃ ॥ ৩২ ॥ অক্ষসূত্রকরা সা তু জপন্তী প্রার্থিতা তয়া। দদৌ বশ্যকরং মন্ত্রং ক্ষোভকং প্রত্যয়াত্মকম্ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ সা প্রণতা ভূত্বা দদ্যাদ্রব্যাঙ্গুলীয়কম্। বজ্রমাণিক্যসংযুক্তমতিরক্তপ্রভান্বিতম্ ॥ ৩৪ ॥ মৃদুকাঞ্চনসংযুক্তং তাম্ররশ্মি-

---

সময়ে গন্ধাম্বুলেপন দান করিলে মানব বাহ্য উপঘাত হইতে বিমুক্ত হয়, সংশয় নাই। হে রাজসত্তম। বৈশাখের শুক্লদ্বাদশীতে যে কিছু পুণ্য কৃত হয়, তাহা অক্ষয়ফলজনক হইয়া থাকে। হে ভূমিপাল। কিরূপে বৈশাখশুক্লদ্বাদশী বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি। এই তিথি লোকসকলের কলুষনাশিনী ও নিখিল মঙ্গলদায়িনী জানিবে। পুরাকালে দেবব্রতনামক জনৈক দ্বিজ কাশ্মীর দেশে বাস করিতেন, তাঁহার চারুরূপিণী এক কন্যা ছিল, ঐ কন্যার নাম মালিনী। দেবব্রত দ্বিজোত্তম, ধীমান্ সত্যশীলের করে কন্যা মালিনীকে অর্পণ করেন, সত্যশীলের স্বদেশের নাম যবন, সত্যশীল মালিনীর পাণিপীড়ন করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। মালিনী রূপযৌবনসম্পন্না হইয়াও সত্যশীলের বল্লভা হইতে পারিলেন না, সত্যশীল মালিনীর প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হইয়া সতত নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন। 'হে রাজন্'! সত্যশীল যে নিষ্ঠুর ছিলেন এমন নয়, তিনি কেবল পত্নী মালিনীর প্রতিই বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন, অপর কাহারও দ্বেষ করিতেন না। মালিনী সত্যশীলের প্রতি কুপিত হইয়া পতির বশীকরণে কামনা করিলেন। হে রাজন। মালিনী একদিন পতিপরিত্যক্ত প্রমদাগণকে স্বামিবশীকরণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা মালিনীকে বলিল,—অচিরে তোমার পতি বশ হইবে। 'পূর্ব্বে আমাদিগকেও আমাদের পতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা স্বামিপরিত্যক্ত ও অবমানিত হইয়া এই ঔষধপ্রয়োগে প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি,—আমাদের স্ব স্ব পতি বশীভূত হইয়াছেন। তুমি অদ্যই যোগিনীসন্নিধানে গমন কর, তিনি তোমাকে শুভাবহ ঔষধ প্রদান করিবেন। তুমি হৃদয়ে দ্বিধাভাব করিও না। সেই ঔষধেই তোমার স্বামী দাসবৎ বশ্য হইবেন। হে ভূমিপাল। সতী মালিনীর বুদ্ধি কলুষিত হইল, তিনি কামিনীগণের উপদেশে ত্বরান্বিত হইয়া যোগিনীমন্দিরে গমনপূর্ব্বক সেই যোগিনীর অতুলনীয় অনুগ্রহ লাভ করিলেন। সেই যোগিনীর গৃহ শতস্তম্ভসমাযুক্ত, সুবিস্তৃত ও অত্যুজ্জ্বল; তাঁহার কুটীরের এমনই নির্ম্মাণকৌশল, দেখিলেই যেন নবনির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ যোগিনী সুদীর্ঘ বসনে আবৃতা; তাঁহার মস্তক দীর্ঘ জটায় আচ্ছাদিত এবং তিনি অত্যন্ত দীপ্তিসমন্বিতা। পরিচারকগণ সেই যোগিনীর সমীপে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে এবং তাঁহার করে অক্ষসূত্র বিদ্যমান; তিনি সেই মালা জপ করিতেছেন। যোগিনী মালিনী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ ক্ষোভ ও বশ্যকর মন্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। মালিনীও যোগিনীকে প্রণাম করত মন্ত্রমূল্যরূপ স্বীয় অঙ্গুলীয়ক যোগিনীকে প্রদান করিলেন। ঐ অঙ্গুরীয়কের একদিক্ বজ্র ও মাণিক্যখচিত হওয়ায় অতি লোহিতপ্রভ হইয়াছে এবং অপরদিকে কমনীয় কাঞ্চন থাকায়

সমগচ্ছতি। ততো দৃষ্ট্বা তু সন্তুষ্টা পাদকং চাঙ্গুলীয়কম্ ॥ ৩৫ ॥ হৃদয়ং চ তয়া জ্ঞাতং তৎপত্যেরবমানজম্। তদোক্তা হি তয়া ভূপ তাপস্যা হিতযুক্তয়া ॥ ৩৬ ॥ চূর্ণরক্ষান্বিতো হ্যেষ সর্ব্বভূতবশঙ্করঃ। চূর্ণং ভর্ত্তরি সংযোজ্য রক্ষাং গ্রীবাশ্রয়াং কুরু ॥ ৩৭ ॥ ভবিষ্যতি পতির্বশ্যো নান্যাং যাস্যতি সুন্দরীম্। নাপ্রিয়ং বদতি ক্কাপি দুশ্চারিণ্যাস্তবাপি চ ॥ ৩৮ ॥ চূর্ণরক্ষাং গৃহীত্বা সা প্রাপ ভর্ত্তৃগৃহং পুনঃ। প্রদোষে পয়সা যুক্তশ্চূর্ণো ভর্ত্তরি যোজিতঃ ॥ ৩৯ ॥ গ্রীবায়াং হি কৃতা রক্ষা ন বিচারঃ কৃতস্তয়া। তদা স পীতচূর্ণস্তু ভর্ত্তা নৃপবরোত্তম ॥ ৪০ ॥ তচ্চূর্ণাৎ ক্ষয়রোগোঽভূৎ পতিঃ ক্ষীণো দিনে দিনে। গুহ্যে তু কৃময়ো জাতা ঘোরা দুষ্টব্রণোদ্ভবাঃ ॥ ৪১ ॥ দিনৈঃ কতিপয়ৈ রাজন্ পত্যুর্নৈব ব্যবস্থিতিঃ। উবাস স্বেচ্ছয়া সাপি পুংশ্চলী দুষ্টচারিণী ॥ ৪২ ॥ হততেজাস্ততো ভর্ত্তা তামুবাচাকুলেন্দ্রিয়ঃ। ক্রন্দমানো দিবারাত্রৌ দাসোঽস্মি তব শোভনে ॥ ৪৩ ॥ ত্রাহি মাং শরণং প্রাপ্তং নেচ্ছেঽহমপরাং স্ত্রিয়ম্। ততস্তু বিদিতং জ্ঞাত্বা ভীতা সা মেদিনীপতে ॥ ৪৪ ॥ অলঙ্কারকৃতে পত্যুর্জীবনেচ্ছুর্ন বৈ হিতা। যোগিনীঞ্চ যযৌ শীঘ্রং তস্যৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৫ ॥ তয়া চ ভেষজং দত্তং দ্বিতীয়ং দাহশান্তয়ে। দত্তে চ ভেষজে তস্মিন্ স্বস্থোঽভূত্তৎক্ষণাৎ পতিঃ ॥ ৪৬ ॥ তিষ্ঠত্যুপপতির্গেহে গৃহকৃত্যাপদেশতঃ। সর্ব্ববর্ণসমুদ্ভূতা জারাস্তিষ্ঠন্তি বৈ গৃহে ॥ ৪৭ ॥ ন কিঞ্চিদ্বচনে শক্তির্ভর্ত্তুর্জাতা কথঞ্চন। ততস্তেনৈব দোষেণ সর্ব্বাঙ্গেষু চ জন্তবে ॥ ৪৮ ॥ কৃময়শ্চাস্থিভেত্তারঃ কালান্তকযমোপমাঃ। তৈর্নাসাজিহ্বয়োশ্চাসীচ্ছেদঃ কর্ণদ্বয়স্য চ ॥ ৪৯ ॥ স্তনয়োশ্চাঙ্গুলীনাঞ্চ পঙ্গুত্বং চাপি চাগতম্। তেন পঙ্কত্বমাপন্না গতা নরকযাতনাঃ ॥ ৫০ ॥ তাম্রভাণ্ডে চ সা দগ্ধা-

ভানুকিরণের ন্যায় কান্তি ধারণ করিয়াছে। হে রাজন্! যোগিনী চরণতলে তাদৃশ অঙ্গুরীয়ক দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তাপসী যোগিনী ভাবিলেন,—পতিকর্ত্তৃক অবমানিতা হইয়া মালিনীর হৃদয় এইরূপ হইয়াছে। তিনি এইরূপ মনে করিয়া পতির অহিতকামনায় তখন মালিনীকে বলিলেন,—এই রক্ষাসমন্বিত চূর্ণ গ্রহণ কর, ইহা নিখিল প্রাণীর বশকর, এই চূর্ণ তোমার স্বামীর প্রতি প্রয়োগ ও তাহার গ্রীবায় এই রক্ষা বন্ধন করিবে, এইরূপ করিলেই তোমার স্বামী বশীভূত হইবে, অপর কোন সুন্দরীর সমীপে গমন করিবে না। অধিক বলিব কি, তুমি যদি দুশ্চারিণীও হও, তথাপি কদাচ তোমায় অপ্রিয়বাক্য বলিবে না। মালিনী চূর্ণ ও রক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক পতির গৃহে গমন করিল এবং প্রদোষসময়ে দুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করাইল। মালিনী মনে কোনই দ্বিধা করিল না, সে স্বামী সত্যশীলের গলদেশে সেই রক্ষাও বন্ধন করিয়া দিল। হে নৃপোত্তম! মালিনীর পতি সত্যশীল সেই চূর্ণপান করিলেন, সেই চূর্ণ হইতে তাঁহার ক্ষয়রোগ উপস্থিত হইল, তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তাঁহার গুহ্যে দুষ্টব্রণ জন্মিল, সেই ব্রণ হইতে ভয়ঙ্কর কৃমিসমুদ্ভূত হইল। হে রাজন্! এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে মালিনী আর পতিসমীপে বাস করিল না, সে দুশ্চরিত্রা হইয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিল। অপহৃতকান্তি সত্যশীল দিবারাত্রি রোদন করিতে করিতে আকুলেন্দ্রিয় হইয়া একদিন মালিনীকে বলিলেন,—হে শোভনে! অদ্য হইতে আমি তোমার দাস, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা কর, আমি আর কোন রমণীসন্নিধানে গমন করিব না। হে মেদিনীনাথ! মালিনী স্বামীর আদেশ শুনিয়া ভীত হইল, সে তখন ভূষণধারণে নিযুক্ত ছিল, পতির জীবনরক্ষায় বা তাঁহার হিত সাধনে যত্ন করিল না। সত্বরগমনে যোগিনীসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল। ১২—৪৫। যোগিনী সত্যশীলের দাহশান্তির জন্য অপর একটী ঔষধ প্রদান করিলেন, মালিনীও সেই ঔষধ আনয়ন করিয়া ভর্ত্তাকে ভক্ষণ করাইল। ঔষধ সেবন করিয়া সত্যশীলও ক্ষণকাল মধ্যে সুস্থ হইলেন। তৎকালে মালিনীর উপপতি গৃহে উপনীত হইল, মালিনী গৃহকার্য্যের ভাণ করিয়া উপপতিসমীপে গমন করিল। সকল বর্ণের উপপতিই তাহার গৃহে আসিতে লাগিল। স্বামী সত্যশীল এই সকল অবলোকন করিয়াও কিছু বলিতে পারিলেন না, অনন্তর এই পাপে মালিনীর সর্ব্বশরীরে কালান্তক যমোপম কৃমিকুল জন্মিল, ঐ সকল কৃমি মালিনীর অস্থি পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া ফেলিল, ক্রমে তাহার নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণদ্বয়, স্তনযুগল ও অঙ্গুলি সকল ছিন্ন হইয়া গেল, মালিনী পঙ্গু হইল। মালিনী [illegible]

মূত্রাণি দগ্ধ পঙ্ক চ। শ্বানযোনিষু সঞ্জাতা শতবারং পুনঃপুনঃ॥ ৫১॥ ছিন্ননাসা ছিন্নকর্ণা কৃমিমূর্দ্ধা নিরন্তরম্। ছিন্নপুচ্ছা ভগ্নপাদা তাড়িতা চ গৃহে গৃহে॥ ৫২॥ পশ্চাৎ সৌবীরদেশেষু পদ্মবন্ধোর্দ্বিজস্য চ। দাস্যা গৃহে শুনী জাতা বহুদুঃখসমাকুলা॥ ৫৩॥ ছিন্নকর্ণা ছিন্ননাসা ছিন্নপুচ্ছাঙ্ঘ্রিরাতুরা। কৃমিপূর্ণশিরা নিত্যং কৃমিযোনিশ্চ তিষ্ঠতি॥ ৫৪॥ এবং ত্রিংশদ্গতা বর্ষা অস্মিজ্জন্মনি ভূমিপ। দৈবাৎ কর্ম্মবিপাকেন বৈশাখে মেষগে রবৌ॥ ৫৫॥ শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং পদ্মবন্ধোস্তনূদ্ভবঃ। নদ্যাং স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা সার্দ্রবস্ত্রো গৃহং যযৌ॥ ৫৬॥ তুলসীবেদিকাং প্রাপ্য পাদাববনিজে নিজৌ। বেদিকায়ামধোদেশে সা শুনীস্বাপমাগতা॥ ৫৭॥ প্রাক্সূর্য্যোদয়বেলায়াং পাদোদকপবিপ্লুতা। সদ্যো ধ্বস্তাশুভা জাতা জাতিস্মৃতিরভূৎ ক্ষণাৎ॥ ৫৮॥ স্মৃত্বা কর্ম্ম কৃতং পূর্ব্বং সা শুনী তাপসং সদা। চুক্রোশ করুণা দীনা মুনে ত্রাহীতি বৈ পুনঃ॥ ৫৯॥ স্বকর্ম্ম চ মুনীন্দ্রায় স্মৃত্বাচখ্যৌ ভয়াকুলা। ভর্ত্তুর্বিষপ্রয়োগং তু স্বস্য দুশ্চরিতং তথা॥ ৬০॥ যাস্তাপি যুবতী ব্রহ্মন্ ভর্ত্তুর্বঞ্চং সমাচরেৎ। বৃথাধর্ম্মা দুরাচারা পচ্যতে তাম্রভাজনে॥ ৬১॥ ভর্ত্তা নাথো গুরুর্ভর্ত্তা ভর্ত্তা দৈবতমুত্তমম্। বিক্রিয়াং কৃত্যা সাধ্বী সা কথং সুখমবাপ্নুয়াৎ॥ ৬২॥ তির্য্যগ্‌যোনিশতং যাতি কৃমিকোটিশতানি চ। তস্মাত্তুমুষ্য কর্ত্তব্যং স্ত্রীভির্ভর্ত্তুর্বচঃ সদা॥ ৬৩॥ সাহং পঞ্চে পুনর্যোনিং কুৎসিতাং যাতনান্বিতাম্। যদি নোদ্ধরসে ব্রহ্মন্নদ্য স্বদৃষ্টিসম্মুখাম্॥ ৬৪॥ তস্মাদুদ্ধর মাং ব্রহ্মন্ দুষ্কৃতাং পাপচারিণীম্। সুকৃতস্য প্রদানেন বৈশাখে শুক্লপক্ষকে॥ ৬৫॥ যা কৃতা তু ত্বয়া ব্রহ্মন্ দ্বাদশী পুণ্যবর্দ্ধিনী। তস্যাং ত্বয়া কৃতং পুণ্যং স্নানদানান্নভোজনৈঃ॥ ৬৬॥ দুশ্চারিণ্যা অপি ব্রহ্মৎ-

প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ নরকযাতনা ভোগ করিতে লাগিল, সে পঞ্চদশ জন্ম উত্তপ্তত্তাম্রভাণ্ড নামক নরকে দগ্ধ হইল, শতবার পুনঃপুনঃ কুক্কুর যোনিতে কুক্কুরীজন্মগ্রহণ করিল। এই কুক্কুরী জন্মেও সে ছিন্ননাসা ছিন্নকর্ণা ছিন্নপুচ্ছা ও ছিন্নপাদা হইয়াছিল। কৃমিকুল নিরন্তর তাহার মস্তকে থাকিয়া যাতনা প্রদান করিত এবং সে যে গৃহেই গমন করিত, গৃহস্থগণ তাহাকে সর্ব্বত্রই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত। অনন্তর মালিনী সৌবীরদেশের দ্বিজ পদ্মবন্ধুর দাসীগৃহে কুক্কুরী হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বহুদুঃখে সমাকুল হইল। এজন্মেও সে ছিন্নকর্ণা, ছিন্ননাসা, ছিন্নপুচ্ছা ও ছিন্নপদা হইয়া দুঃখাতুরা হইয়াছিল; ইহার মস্তকে ও যোনিস্থানে কৃমিকুল সতত বিদ্যমান ছিল। হে ভূমিপতে! এজন্মেও মালিনীর ত্রিংশৎ বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হয়। এই সময় বৈশাখমাস, দিবাকর মেষরাশিতে গমন করিয়াছেন; দ্বিজ পদ্মবন্ধুর পুত্র বৈশাখের শুক্লদ্বাদশীতে নদীতে স্নান করত শুচি হইয়া আর্দ্রবস্ত্রে গৃহে গমন করেন এবং তুলসীবেদিকা সন্নিধানে উপনীত হইয়া জলদ্বারা নিজে পাদ ধৌত করেন। কর্ম্মবিপাক বশত দৈবযোগে কুক্কুরী সেই তুলসীবেদিকা সমীপে শয়ানা ছিল। তখন দিবাকর উদিত হন নাই, তৎকালে কুক্কুরী সেই পাদপ্রক্ষালন জলে পরিপ্লুতা হইল; তাহার অশুভরাশি সদ্য বিধ্বস্ত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। ৪৬—৫৮। দীনা করুণা কুক্কুরী স্বীয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অতি তারস্বরে তপস্বী মুনিতনয়কে আহ্বান করত পুনঃপুনঃ বলিল, হে মুনে! আমাকে ত্রাণ করুন। কুক্কুরী স্বীয় কর্ম্ম স্মরণ করত ভয়াকুলা হইয়া পূর্ব্বাচারিত কর্ম্মনিচয় মুনীন্দ্রসন্নিধানে নিবেদন করিল; সে স্বামীর প্রতি বিষপ্রয়োগ আচরণ, নিজের দুশ্চারিত্র্য সকলেই প্রকাশ করিয়া পরে কহিল—ব্রহ্মন্! আমার ন্যায় অন্য কোন যুবতীও ভর্ত্তাকে বঞ্চনা করিলে তাম্রভাজন নরকে পাচিত হইয়া থাকে। সে দুর্বৃত্তা, তাহার সমস্ত ধর্ম্ম বৃথা হয়। বস্তুতঃ ভর্ত্তাই নাথ, ভর্ত্তাই গুরু এবং ভর্ত্তাই উত্তম দেবতা, সাধ্বী রমণী স্বীয় চরিত্র বিকৃত করিয়া কিরূপে সুখলাভ করিতে পারে? তাদৃশী দুশ্চারিণী রমণী শত তির্য্যগ্‌যোনি ও শতকোটি কৃমিযোনিতে জন্ম লাভ করে। হে দ্বিজ! নারীগণের সতত স্বামীর আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। আমি তাহা করি নাই, হে ব্রাহ্মণ! অদ্য আমি আপনার দৃষ্টিপথের সম্মুখীনা হইয়াছি, আপনি যদি আমাকে উদ্ধার না করেন দেখিতেছি, অবশ্যই আমাকে পুনরায় যাতনান্বিত কুযোনিতে জন্ম লইতে হইবে। আমি দুষ্কৃতকারিণী পাপচারিণী, হে ব্রহ্মন্! আমাকে উদ্ধার করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনি সুকৃতসম্পন্ন, আপনি বৈশাখের পুণ্যবর্দ্ধিনী শুক্লদ্বাদশীতে স্নান, দান ও ব্রাহ্মণভোজনাদি দ্বারা বহু পুণ্য সঞ্চয়

স্তেন মুক্তির্ভবিষ্যতি। যস্যাং তু সুন্দরঃ স্নাতঃ স্বগৃহে মনুজঃ কিল॥ ৬৭ ॥ সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। তপস্তং দত্তং হুতং যত্র কৃতং দেবার্চ্চনাদি যৎ॥ ৬৮ ॥ তদক্ষয়ফলং জ্ঞেয়ং ত্বৎকৃতং দ্বাদশীদিনে। এবংবিধফলং যৎস্যাত্তদ্দেহি সফলং মম॥ ৬৯ ॥ দ্বাদশ্যামুপবাসেন ত্রয়োদশ্যাং তু পারণাৎ। যৎ ফলং স্যাত্তদপ্যদ্য তেন মুক্তির্ভবিষ্যতি॥ ৭০ ॥ দয়াং কুরু মহাভাগ দীনায়াং দীনবৎসল। দীননাথো জগন্নাথো যুষ্মন্নাথো জনার্দ্দনঃ॥ ৭১ ॥ তদীয়াস্তাদৃশা এব যথা রাজা তথা প্রজাঃ। বৈবস্বতপদধ্বংসিন্ পরিত্রাহি সুদুঃখিতাম্॥ ৭২ ॥ ত্বদ্দ্বারবাসিনীং দীনাং শুনীং মাং দীনবৎসল। ব্রহ্মহত্যাসহস্রং বা গোহত্যানাং সহস্রকম্॥ ৭৩ ॥ অগম্যানাঞ্চ কোটীশ্চ দহত্যেব শুভা তিথিঃ। তস্যাং কৃতং মহাপুণ্য মহ্যং দত্ত্বা মহামুনে॥ ৭৪ ॥ মামুদ্ধর সমুদ্বিগ্নাং দীনাং নাথ সমুদ্ধব। অন্তে তুভ্যং দ্বিজেন্দ্রায় নম উক্তিং বদাম্যহম্॥ ৭৫ ॥

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা শুনীমাহ মুনেঃ সুতঃ। স্বকৃতং জন্তবোঽশ্নন্তি সুখদুঃখাত্মকং শুনি॥ ৭৬ ॥ তস্মাৎ কিমু ত্বয়া কার্য্যং ক্রুরয়া পাপশীলয়া। যয়া ভর্ত্তা বশং নীতো রক্ষাচূর্ণাদিভির্দ্বিজঃ॥ ৭৭ ॥ সাধুভ্যো যৎকৃতং পাপং স্বস্য দুঃখকরং ভবেৎ। সাধুভ্যো যৎকৃতং পুণ্যং স্বস্য দুঃখহরং ভবেৎ॥ ৭৮ ॥ উভয়ং ভ্রংশতামেতি পাপেভ্যো যৎকৃতং ভবেৎ। শর্করামিশ্রিতং ক্ষীরং কাদ্রবেয়নিবেদিতম্॥ ৭৯ ॥ বিষবৃদ্ধিকরং দৃষ্টমেবং পাপকরং ভবেৎ। বদত্যেবং মুনিসুতে শুনী দুঃখৈকরূপিণী॥ ৮০ ॥ পুনশ্চুক্রোশোর্দ্ধস্বরং তৎপিত্রে বহুভাষিণী। পদ্মবন্ধো পরিত্রাহি শুনীং ত্বদ্দ্বারবাসিনীম্॥ ৮১ ॥ ত্বদুচ্ছিষ্টাশিনীং নিত্যং ত্বং পাহীতি পুনঃপুনঃ। স্বপোষ্যা যে হি বর্ত্তন্তে গৃহস্থস্য মহাত্মনঃ॥ ৮২ ॥ তেষামুদ্ধরণং কার্য্যমিতি বেদবিদাং মতম্। চণ্ডালা বায়সাশ্চৈব সারমেয়াশ্চ নিত্যশঃ॥ ৮৩ ॥ গৃহস্থানাং দয়াপাত্রং

করিয়াছেন, আমি আপনার আশ্রিতা, অতএব আমি দুশ্চারিণী হইলেও আপনার প্রসাদে আমার মুক্তি হইবে। দ্বিজ দ্বাদশীতে যাঁহার আলয়ে স্নান করেন, তিনি গৃহে বসিয়াই নিখিলতীর্থের ফললাভ করিয়া থাকেন, সংশয় নাই। দ্বাদশীদিবসে তপস্যা, দান, হোম এবং দেবপূজাদি যাহা কিছু কৃত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয়ফলজনক হইয়া থাকে। হে মহাভাগ! আপনার দ্বাদশীকৃত ফল সকল আমাকে দান করুন, আপনি দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশী দিবসে পারণ করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই পুণ্যেই সদ্য আমার মুক্তি হইবে। হে দীনবৎসল! আমি দীনা, আমার প্রতি দয়া করুন। আপনি দীননাথ, জগন্নাথ, আপনাদের নাথও জনার্দ্দন; রাজা প্রজা উভয়ই আপনার নিকট তুল্য; হে যমজয়িন্! আমি অত্যন্ত দুঃখিতা, দীনা, শুনী, আপনার দ্বারবাসিনী আমাকে পরিত্রাণ করুন। হে দীনবৎসল! শুভাবহ এই দ্বাদশীতিথি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, সহস্র গোহত্যা এবং কোটি অগম্যাগমন জনিত পাপও বিনাশ করিতে সমর্থ; হে মহামুনে! আপনি সেই দ্বাদশীতিথিতে যে মহাপুণ্য করিয়াছেন, আমাকে সেই পুণ্য প্রদান করিয়া রক্ষা করুন। হে নাথ! আমি দীনা ও উদ্বিগ্না; আমাকে উদ্ধার করুন। হে দ্বিজেন্দ্র! আমি আর কি বলিব? আপনার প্রতি নমঃ অর্থাৎ আপনাকে প্রণাম করিয়াই আমার কথাবসান করিলাম। ৫৯—৭৫

কঙ্কবীর কথা শুনিয়া মুনিতনয় তাহাকে কহিলেন,—হে শুনি! প্রাণিগণ স্বকৃত পুণ্যপাপাদি কর্ম্মের সুখ-দুঃখাত্মক কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করে। তুমি তোমার স্বামীকে রক্ষা ও চূর্ণাদি দ্বারা বশীকরণ করিতে গিয়া যে পাপ করিয়াছ, ইহাতে পাপকারিণী—তোমারও হীনচিত্ততার পরিচয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমি আর কি কহিব? সাধুগণের প্রতি পাপাচরণ করিলে তাহা নিজের দুঃখকর হয়, আর পুণ্যকার্য্য করিলে স্বীয় দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পাপীর প্রতি পাপাচরণ ও পুণ্যানুষ্ঠান উভয়ই নিষ্ফল হয়; দেখ, সর্পকে শর্করামিশ্রিত ক্ষীরদান করিলে দান হইলেও তাহা শুভজনক হয় না। উহাতে কেবল তাহার বিষবৃদ্ধিই করা হয়, অতএব ঐরূপ কর্ম্ম পাপকর। মুনিতনয় এইরূপ বলিতে থাকিলে দুঃখের প্রতিমূর্ত্তি সেই শুনী পুনরায় বিকটস্বরে বহু চীৎকার করিয়া তদীয় পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল;—হে পদ্মবন্ধো! আমি শুনী, আপনার দ্বারে আশ্রিতা, অতএব রক্ষা করুন; আমি নিত্য আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজন করি, অতএব আমাকে পরিত্রাণ করুন। বেদবাদিগণ বলিয়া থাকেন, যাহারা মহাত্মা গৃহস্থ ব্যক্তির পোষ্য, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করা [illegible] কর্ত্তব্য। চণ্ডাল, বায়স ও সারমেয় [illegible] নিত্য বলিভোজী, তাহারা [illegible] পাত্র;

প্রত্যহং বরিষ্ঠোজ্জিতঃ। অশক্তং নোদ্ধরেৎ পোষ্যং রোগাদ্যুপদ্রুতং যদি ॥ ৮৪ ॥ সোঽধঃ পতেন্ন সন্দেহ ইতি বেদবিদাং মতম্ ॥ ৮৫ ॥ কর্ত্তারমেকং জগতাং হি কর্ত্তা কুটুম্বাত্মনা পাতি সমস্তজন্তূন্। দারাদিরূপব্যপদেশতো হরিস্তস্মাত্তদাজ্ঞা খলু পোষ্যরক্ষা ॥ ৮৬ ॥ অপোষ্যরক্ষাং পরিহৃত্য জন্তুর্দৈবেন রুগ্না যদি বর্ত্ততেঽল্পধীঃ। স দেবদ্রোহী সকলস্য হন্তা কীনাশলোকানন্তু সম্প্রয়াতি ॥ ৮৭ ॥ কর্ত্তব্যাত্মা-দয়ালুত্বাদেতামুদ্ধর দুর্মতিম্। ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা দুঃখার্ত্তায়া গৃহে সুতঃ। নিশ্চক্রাম গৃহাত্তূর্ণং পদ্মবন্ধুর্দয়ানিধিঃ ॥ ৮৮ ॥ কিমেতদিতি তাং প্রাহ পুত্রঃ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ। স তু পুত্রবচঃ শ্রুত্বা তমেবং প্রাহ বিস্মিতঃ ॥ ৮৯ ॥ পদ্মবন্ধুরুবাচ। মমাত্মজ কথং বাক্যমীদৃশং ব্যাহৃতং ত্বয়া। ন সাধূনামিদং বাক্যং ভবতীহ ধরাত্মন ॥ ৯০ ॥ আত্মসৌখ্যকরাঃ পাপা ভবন্তি পরিভাবিতাঃ। পশ্য পুত্র জনাঃ সর্ব্বে পরোপকরণায় বৈ ॥ ৯১ ॥ শশী সূর্য্যোঽথ পবনো রজনী হুতভুগ্ জলম্। চন্দনং পাদপাঃ সন্তঃ পরোপকরণে স্থিতাঃ ॥ ৯২ ॥ অস্থিদানং কৃতং পুত্র কৃপয়া হি দধীচিনা। দেবানামুপকারায় জ্ঞাত্বা দৈত্যান্ মহাবলান্ ॥ ৯৩ ॥ কপোতার্থে স্বমাংসানি শিবিনা ভূভুজা পুরা। প্রদত্তানি মহাভাগ শ্যেনায় ক্ষুধিতানি বৈ ॥ ৯৪ ॥ জীমূতবাহনো রাজা পুরাসীৎ ক্ষিতিমণ্ডলে। তেনাপি জীবিতং দত্তং গরুড়ায় মহাত্মনে ॥ ৯৫ ॥ তস্মাদ্দয়ালুনা ভাব্যং দ্বিজবর্যেণ বিপশ্চিতা। শুদ্ধে বর্ষতি দেবস্তু কিমশুদ্ধে ন বর্ষতি ॥ ৯৫ ॥ কিন্ন দীপয়তে চন্দ্রশ্চণ্ডালানাং গৃহে সদা। তস্মাদহং শুনীমেতাং যাচন্তীঞ্চ পুনঃপুনঃ। ৯৭ ॥ উদ্ধরিষ্যে নিজৈঃ পুণ্যৈঃ পঙ্কমগ্নাঞ্চ গাং যথা। ইতি পুত্রং নিরাকৃত্য প্রতিজজ্ঞে মহামতিঃ ॥ ৯৮ ॥ দত্তং দত্তং মহাপুণ্যং দ্বাদশীদিনসম্ভবম্। শুনি গচ্ছ হরের্দ্ধাম নির্ধূতাখিলকল্মষা ॥ ৯৯ ॥ তদ্বাক্যাৎ সহসা ভূপ দিব্যাভরণভূষিতা। বিমুচ্য দেহং জীর্ণং তু দিব্যরূপধরা শুভা ॥ ১০০ ॥ শতাদিত্যপ্রভা

অশক্ত ও রোগাভিভূত পোষ্য ব্যক্তিকে যে গৃহস্থ উদ্ধার না করে, তাহার অধোগতি হয়, ইহা বেদবিদ্গণের মত। জগৎপতি হরিও দারাদি-ব্যপদেশে কুটুম্বপোষক হইয়া সমস্ত প্রাণীর রক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব পোষ্যরক্ষা তাঁহারই অনুমোদিত বলিয়া জানিবেন। দৈববিমুখ গৃহস্থ যদি পোষ্যরক্ষায় উপেক্ষা করিয়া অন্তরূপ বুদ্ধি করে, তবে তাহাকে দেবদ্রোহী ও নিখিল প্রাণীর হন্তা কহে ; আর সে দেহাবসানে যমলোকে গমন করিয়া থাকে। আমি দুর্ম্মতি, আপনি দয়ালু ; অতএব আপনার কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই আমাকে মুক্ত করুন। অনন্তর দয়াসিন্ধু পদ্মবন্ধু দুঃখার্ত্তা গৃহদ্বারবাসিনী শুনীর বাক্য শুনিয়া গৃহ হইতে সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং শুনীর নিকট ইহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার তনয়ই তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তিনি তনয়ের বাক্য শুনিয়া বিস্মিতহৃদয়ে পুত্রকে বলিতে লাগিলেন। পদ্মবন্ধু বলিলেন,—হে সৌম্য বদন। তুমি আমার তনয় হইয়া এ কিরূপ বাক্য বলিয়াছ? তোমার এই বাক্য সাধুসম্মত নহে, আর তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। যাহারা কেবল নিজের সুখকর কার্য্য করে, সেই পাপাচারগণ পরিভূত হয় ; হে তনয়! প্রাণিগণের পরোপকার ব্রতের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। এই দেখ,—শশী, সূর্য্য, সমীরণ, রজনী, হুতাশন, জল, চন্দনতরু—এই সাধুগণ সতত পরোপকারের জন্যই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।৭৬—৯২। হে পুত্র! দ্বিজ দধীচি মহাবল দেবগণের দীন দশা দর্শন করিয়া তাঁহাদের উপকারকামনায় কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় অস্থি দান করিয়াছিলেন। হে মহাভাগ! পুরাকালে কপোতের প্রাণবিনিময়ে বসুধাধিপ শিবি শ্যেনকে স্বীয়মাংস কর্ত্তন করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন ; ক্ষিতিতলে জীমূতবাহন নামক জনৈক রাজা ছিলেন, তিনিও মহাত্মা গরুড়কে আত্মপ্রাণ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব বিদ্বান্ দ্বিজ সতত দয়াযুক্ত হইবেন। দেখ, ইন্দ্র কি কেবল অশুদ্ধ দেশ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধদেশে বর্ষণ করেন? চণ্ডালের গৃহে কি শীতরশ্মি সতত কিরণ বিতরণ করেন না? অতএব আমি পুনঃপুনঃ উদ্ধার-প্রার্থিনী শুনীকে পঙ্কমগ্ন গোর ন্যায় নিজ পুণ্য দ্বারা উদ্ধার করিব। মহামতি পদ্মবন্ধু পুত্রের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনপূর্ব্বক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ;—হে শুনি! আমার দ্বাদশীজাত মহাপুণ্য নিশ্চয়রূপে তোমাকে দান করিলাম, তুমি এক্ষণে অখিল কলুষবিমুক্ত হইয়া হরিপুরে গমন কর। হে ভূপ! পদ্মবন্ধুর মুখ হইতে যেমন ঈদৃশ বাক্য উচ্চারিত হইল, অমনিই শুনী স্বীয় জীর্ণ শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া অতি

জাতা সাবিত্রীপ্রতিমা যথা। জগামামন্ত্র্য তং বিপ্রং দ্যোতয়ন্তী দিশো দশ ॥ ১০১ ॥ ভুক্ত্বা দিবি মহাভোগান্ পশ্চাজ্জাতা মহীতলে। নরনারায়ণাদেবাদুর্ব্বশী নাম নামতঃ ॥ ১০২ ॥ বৈশাখশুক্লদ্বাদশ্যাঃ প্রভাবেণ বরাঙ্গনা। দেবানাঞ্চ প্রিয়া জাতা অপ্সরস্ত্বঞ্চ সা যযৌ ॥ ১০২ ॥ যদ্‌যোগিগম্যং হুতভুক্‌প্রকাশং বরং বরেণ্যং পরমার্থরূপম্। যৎপ্রাপ্য সন্তোঽপি হি যান্তি মোহং তৎপ্রাপ রূপঞ্চ শুনী হি দেবী ॥ ১০৪ ॥ পশ্চাৎ স পদ্মবন্ধুর্হি তাং তিথিং পুণ্যবর্দ্ধিনীম্। লোকেটীং খ্যাপয়ামাস মধুজিৎপ্রাণবল্লভাম্ ॥ ১০৫ ॥ কোটীন্দুসূর্য্যগ্রহণাধিকা সা সমস্তরূপাধিকপুণ্যরূপা। যজ্ঞৈঃ সমস্তৈরতিরিচ্যমানা দ্বিজেন খ্যাতা ভুবনত্রয়ে চ ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদাম্বরীষসংবাদে শুনীমোক্ষপ্রাপ্তির্নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

মনোহর বেশ ধারণ করিল। তাহার শরীর শতসূর্য্যপ্রভাযুক্ত হওয়ায় সে যেন সাবিত্রীপ্রতিম হইল; তখন সে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া মুনিকে আমন্ত্রণ করত স্বর্গধামে গমন করিল এবং বহুকাল তথায় মহাভোগ সকল উপভোগ করিয়া পুনরায় ক্ষিতিতলে জন্মগ্রহণ করিল। এই জন্মে তাহার উৎপত্তি নরনারায়ণের দেহ হইতে সম্ভাবিত হইয়াছিল; তাহার নাম হইয়াছিল উর্ব্বশী। অহো! বৈশাখশুক্লদ্বাদশীর কি প্রভাব! এই বরাঙ্গনা অপ্সরস্ব লাভ করিয়া দেবগণের প্রিয় হইয়াছিল। অহো! যাহা যোগিগম্য, যাহা হইতে হুতাশনের প্রকাশ, যা.। বর ও বরেণ্য এবং পরমার্থরূপ, যাহা প্রাপ্ত হইয়া সাধুগণও মোহিত হন; সেই দ্বাদশীপ্রভাব লাভ করিয়া শুনী দেবী হইল। অনন্তর দ্বিজ পদ্মবন্ধু মধুসূদনের প্রিয় পুণ্যবর্দ্ধিনী দ্বাদশীর প্রভাব দেখিয়া পৃথিবীতে এই তিথির মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন, তিনি ত্রিলোকে এইরূপ প্রচার করিলেন যে, দ্বাদশী—কোটিচন্দ্রসূর্য্যগ্রহণতুল্য; যত প্রকার পুণ্য আছে, দ্বাদশীব্রত তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নিখিল যজ্ঞ হইতেও ইহা উৎকৃষ্ট। ৯৩—১০৬।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রুতদেব উবাচ। যাস্তিস্রস্তিথয়ঃ পুণ্যা অন্তিমা শুক্লপক্ষকে। বৈশাখমাসি রাজেন্দ্র পূর্ণিমান্তাঃ শুভাবহাঃ ॥১॥ অন্ত্যাঃ পুষ্করিণীসংজ্ঞাঃ সর্ব্বপাপক্ষয়াবহাঃ। মাধবে মাসি যঃ পূর্ণং স্নানং কর্ত্তুং নচ ক্ষমঃ ॥২॥ তিথিষ্বেতাসু স স্নায়াৎ পূর্ণমেবফলং লভেৎ। সর্ব্বে দেবাস্ত্রয়োদশ্যাং স্থিত্বা জন্তূন পুনন্তি হি ॥ ৩ ॥ পূর্ণায়াং সর্ব্বতীর্থৈশ্চ বিষ্ণুনা সহ সংস্থিতা। চতুর্দ্দশ্যাং স যজ্ঞাশ্চ দেবা এতান্ পুনন্তি হি ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মঘ্নং বা সুরাং বা সর্ব্বানেতান পুনন্তি হি। একাদশ্যাং পুরা যজ্ঞে শাখ্যামমৃতং শুভম্ ॥ ৫ ॥ দ্বাদশ্যাং পালিতং তচ্চ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। ত্রয়োদশ্যাং সুধাং দেবান্ পায়য়ামাস বৈ হরিঃ ॥৬॥ জঘান চ চতুর্দ্দশ্যাং দৈত্যান্ দেববিরোধিনঃ। পূর্ণায়াং সর্ব্বদেবানাং সাম্রাজ্যাপ্তির্ব্বভূব হ ॥ ৭ ॥ ততো দেবাঃ সুসন্তুষ্টা এতাসাঞ্চ বরং দদুঃ। তিসৃণাঞ্চ তিথীনাং বৈ প্রীত্যোৎফুল্লবিলোচনাঃ ॥ ৮ ॥ এতা বৈশাখমাসস্য তিস্রশ্চ তিথয়ঃ শুভাঃ। পুত্রপৌত্রাদিফলদা নরাণাং পাপহানিদাঃ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শ্রুতদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! এই ত গেল দ্বাদশীর কথা, ইহার পর শুক্লপক্ষে আর যে তিনটি পুণ্যতিথি আছে, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এই তিথিত্রয় বৈশাখমাসে অতি শুভাবহ। এই তিথিত্রয়ের নাম পুষ্করিণী, ইহারা সর্ব্বপাপনাশিনী। যে মানব সম্পূর্ণ বৈশাখ মাসে স্নান করিতে অসমর্থ, এই তিথিত্রয়ে স্নান করিলে তাহার সম্পূর্ণ মাসস্নানের ফল লাভ হয়। সুরগণ ত্রয়োদশীতে বাস করিয়া নিখিল প্রাণীকে পবিত্র করেন, পূর্ণিমায় অখিল তীর্থ ও বিষ্ণুর সহিত অবস্থিত হন, আর চতুর্দ্দশীতে ত্রিদশগণ সকল যজ্ঞের সহিত বাস করিয়া ভূতনিচয়কে পূত করিয়াথাকেন। ব্রহ্মঘ্নই হউক কিংবা সুরাপীই হউক, এই পুণ্য তিথিত্রয় সকলকেই বিমল করেন। পুরাকালে বৈশাখের একাদশীতে অমৃত উৎপন্ন হইলে দ্বাদশীতে উহা প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, ত্রয়োদশীতে হরি ঐ অমৃত সুরগণকে পান করান, চতুর্দ্দশীতে হরি সুরবিরোধী অসুরগণের নিধনসাধন করেন এবং পূর্ণিমায় ত্রিদশবাসিগণের সাম্রাজ্য লাভ হয়। ১—৭। অনন্তর সুরগণ সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতি-উৎফুল্ললোচনে এই তিথিত্রয়কে বরদান করেন। তদবধি বৈশাখমাসের এই তিথিত্রয় মানবগণের শুভাবহ,

৯॥ যোঽস্মিন্ মাসে চ সম্পূর্ণে ন স্নাতো মনুজাধমঃ। তিথিত্রয়ে তু স স্নাত্বা পূর্ণমেব ফলং লভেৎ॥ ১০॥ তিথিত্রয়েঽপ্যকুর্ব্বাণঃ স্নানদানাদিকং নরঃ। চাণ্ডালীং যোনিমাসাদ্য পশ্চাদ্রৌরবমশ্নুতে॥ ১১॥ উষ্ণোদকেন যঃ স্নাতি মাধবে চ তিথিত্রয়ে। রৌরবং নরকং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১২॥ পিতৃন্ দেবান্ সমুদ্দিশ্য দধ্যন্নং ন দদাতি যঃ। পৈশাচীং যোনিমাসাদ্য তিষ্ঠত্যাভূতসংপ্লবম্॥ ১৩॥ প্রবৃত্তানাঞ্চ কামানাং মাধবে নিয়মে কৃতে। অবশ্যং বিষ্ণুসাযুজ্যং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৪॥ আমাসং নিয়মাসক্তঃ কুর্য্যাদ্যদি দিনত্রয়ে। তেন পূর্ণফলং প্রাপ্য মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে॥ ১৫॥ যো বৈ দেবান্ পিতৄন্ বিষ্ণুং গুরূনুদ্দিশ্য মানবঃ। ন স্নানাদি করোত্যদ্ধামুষ্য শাপপ্রদা বয়ম্॥ ১৬॥ নিঃসন্তানো নিরায়ুশ্চ নিঃশ্রেয়স্কো ভবেদিতি। ইতি দেবা বরং দত্ত্বা স্বধামানি যযুঃ পুরা॥ ১৭॥ তস্মাত্তিথিত্রয়ং পুণ্যং সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনম্। অন্ত্যং পুষ্করিণীসংজ্ঞং পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনম্॥ ১৮॥ যা নারী সুভগাপূপপায়সং পূর্ণিমাদিনে। ব্রাহ্মণায় সকৃদ্দদ্যাৎ কীর্ত্তিমন্তং সুতং লভেৎ॥ ১৯॥ গীতপাঠন্তু যঃ কুর্য্যাদন্তিমে চ দিনত্রয়ে। দিনেদিনেঽশ্বমেধানাং ফলমেতি ন সংশয়ঃ॥ ২০॥ সহস্রনামপঠনং যঃ কুর্য্যাচ্চ দিনত্রয়ে। তস্য পুণ্যফলং বক্তুং কঃ শক্তো দিবি বা ভুবি॥ ২১॥ সহস্রনামভির্দ্দেবং পূর্ণায়াং মধুসূদনম্। পয়সা স্নাপ্য বৈ যাতি বিষ্ণুলোকমকল্মষম্॥ ২২॥ সমস্তবিভবৈর্যস্তু পূজয়েন্মধুসূদনম্। ন তস্য লোকাঃ ক্ষীয়ন্তে যুগকল্পাদিব্যত্যয়ে॥ ২৩॥ অস্নাত্বা চাপ্যদত্ত্বা চ বৈশাখশ্চ গতো যদি। স ব্রহ্মহা গুরুঘ্নশ্চ পিতৃণাং ঘাতকস্তথা॥ ২৪॥ শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্। বৈশাখে চ পঠন্মর্ত্ত্যো ব্রহ্মত্বং চোপপদ্যতে॥ ২৫॥ যো বৈ ভাগবতং শাস্ত্রং শৃণোত্যেতদ্দিনত্রয়ে। ন পাপৈর্লিপ্যতে ক্বাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ২৬॥ দেবত্বং মনুজৈঃ প্রাপ্তং কৈশ্চিৎ সিদ্ধত্বমেব চ। কৈশ্চিৎ প্রাপ্তো ব্রহ্মভাবো দিনত্রয়নিষেবণাৎ॥ ২৭॥ ব্রহ্মজ্ঞানেন বৈ মুক্তিঃ

পুত্রপৌত্রাদিফলদ ও পাপহানিকর হইয়াছে। যে মনুজাধম এই সম্পূর্ণ বৈশাখমাসে স্নান না করিয়াও এই তিথিত্রয়ে মন্ত্রস্নান করে, তাহার পূর্ণমাস স্নানেরই ফললাভ হয়। যে নর এই তিনতিথিতেও স্নানদানাদি করে না, তাহার চাণ্ডালযোনিগমন ও পরে রৌরবনরক ভোগ হইয়া থাকে। যে মানব মাধবপ্রিয় বৈশাখ মাসের এই তিথিত্রয়ে উষ্ণজলে স্নান করে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের শাসনকাল তাহার রৌরব নরক ভোগ হয়। যে নর পিতৃ ও দেবগণের উদ্দেশে এই তিন তিথিতে দধিযুক্ত অন্নদান না করে, পুনঃ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহার পিশাচযোনিতে বাস হয়। মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসে নিয়মপূর্ব্বক কাম্যকর্ম্মকারীরও অবশ্য বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। সম্পূর্ণ মাস নিয়মপালনে অশক্ত মানব যদি এই দিনত্রয়েও নিয়ম পালন করে, তথাপি তাহার পূর্ণমাসব্রতের ফল হয় এবং সে বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া হৃষ্ট হইয়া থাকে। দেবগণ বলিয়াছেন,—যে মানব দেব, পিতৃ ও গুরুর উদ্দেশে এই দিনত্রয় স্নান-দানাদি করে না, আমরা তাহার শাপপ্রদ হই; এবং সেই নর নিঃসন্তান, নিরায়ু ও অমঙ্গলভাজন হয়। পুরাকালে সুরগণ ত্রয়োদশী-আদি তিথিত্রয়কে এইরূপ বরদান করিয়া নিজপুরে গমন করিয়াছিলেন। তদবধি এই তিথিত্রয় পুণ্য ও সর্ব্বপাপবিনাশন হইয়াছে; এই তিথিত্রয়ের মধ্যে অর্থাৎ অন্ত্য পূর্ণিমানাম্নী তিথি পুত্র-পৌত্রাদিবর্দ্ধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।৮-১৮। যে সৌভাগ্যবতী নারী পূর্ণিমাদিনে ব্রাহ্মণগণকে একবার অপূপ ও পায়স দান করে, তাহার কীর্ত্তিমান্ তনয়লাভ হয়। যে মানব এই শেষ তিথিত্রয়ে গীতা পাঠ করে, এক এক দিনে তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়, সংশয় নাই। এই দিনত্রয়ে যে মানব সহস্রনাম পাঠ করে, স্বর্গে কিংবা ভূতলে তাহার পুণ্যফল কে বলিতে সমর্থ? পূর্ণিমার দিন সহস্রনাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক যে মানব মধুসূদনকে স্নান করায়, তাহার অকল্মষ বিষ্ণুলোক লাভ হয়। যে মানব সমস্ত বিভব দ্বারা মধুসূদনের পূজা করে, যুগ-কল্পাদি ব্যত্যয়েও তাহার লোক সকল ক্ষীণ হয় না। স্নানদান ব্যতীত যাহার বৈশাখমাস অতিবাহিত হয়, তাহাকে ব্রহ্মঘ্ন, গুরুঘাতী ও পিতৃহা জানিবে। বৈশাখমাসে এই তিথিমাহাত্ম্যময় শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ যে মানব নিত্য পাঠ করে, তাহার ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। যে মানব দিনত্রয়ে এই ভাগবতী কথা শ্রবণ করে, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তাহাকে কি কদাচ পাপলিপ্ত হইতে হয়? এই দিনত্রয়ের সেবাকারী নর দেবত্ব, সিদ্ধত্ব ও কদাচিৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানে ও প্রয়াগমরণে মানবের যেরূপ মুক্তি হয়, নিয়মপূর্ব্বক

প্রয়াগমরণেন বা। অথবা মাসি বৈশাখে নিয়মেন জলাপ্লুতেঃ ॥ ২৮ ॥ নীলং বৃষং সমুৎসৃজ্য বৈশাখঞ্চ জলাপ্লুতেঃ। সমস্তবন্ধনির্মুক্তঃ পুমান্ যাতি পরং পদম্ ॥ ২৯ ॥ গাং সবৎসাং দ্বিজেন্দ্রায় সীদতে চ কুটুম্বিনে। ইহাপমৃত্যুনির্মুক্তঃ পরত্র চ পরং ব্রজেৎ। ৩০ ॥ স্নানদানবিহীনস্তু বৈশাখীং চৈব যো নয়েৎ। শ্বানযোনিশতং প্রাপ্য বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৩১ ॥ তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটিশ্চ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে। সম্ভূয় মন্ত্রয়াঞ্চক্রুঃ পাপসঙ্ঘাতশঙ্কিতাঃ ॥ ৩২ ॥ জনা অস্মাসু পাপিষ্ঠা বিসৃজন্তি স্বকং মলম্। তদস্মাকং কথং গচ্ছেদিতি চিন্তাসমন্বিতাঃ ॥ ২২ ॥ তীর্থপাদং হরিং জগ্মুঃ শরণ্যং শরণং বিভুম্। স্তুত্বা চ বহুভিঃ স্তোত্রৈঃ প্রার্থয়ামাসুরঞ্জসা ॥ ৩৪ ॥ দেবদেব জগন্নাথ সর্ব্বাঘৌঘবিনাশন। জনা অস্মাসু পাপিষ্ঠাঃ স্নাত্বা পাপানি সর্ব্বশঃ ॥ ৩৫ ॥ বিসৃজ্য ত্বৎপদং যান্তি ত্বদাজ্ঞাধারিণো ভুবি। অস্মাকং চৈব তৎ পাপং কথং গচ্ছেজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৬ ॥ তদুপায়ং বদাস্মাকং ত্বৎপাদশরণৈষিণাম্। ইতি তীর্থৈঃ প্রার্থিতস্তু ভগবান্ ভূতভাবনঃ।" প্রহসন্ প্রাহ তীর্থানি মেঘ-গম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। সিতে পক্ষে মেষসূর্য্যে বৈশাখান্তে দিনত্রয়ে ॥ ৩৮ ॥ সর্ব্বতীর্থময়ে পুণ্যে মমাপি প্রাণবল্লভে। যূয়ং ভগোদয়াৎ পূর্ব্বং বহিঃসংস্থজলাপ্লুতাঃ ॥ ৩৯ ॥ বিমুক্তাঘাঃ পুণ্যরূপা ভবন্ত্বাশু সুনির্ম্মলাঃ। ভবন্তিশ্চ বিমুক্তাঘৈর্যে ন স্নাতা দিনত্রয়ে ॥ ৪০ ॥ তেষু তিষ্ঠন্তু তৎপাপং জনৈর্ধুম্মদ্বিরেচিতম্। ইতি তীর্থপদো বিষ্ণুস্তীর্থানাঞ্চ বরং দদৌ ॥৪১॥ অনুজ্ঞাপ্য চ তান্ যোগাত্তত্রৈবান্তর-ধীয়ত। স্বধামানি পুনঃ প্রাপ্য তানি তীর্থানি নিত্যশঃ ॥ ৪২ ॥ প্রতিবর্ষন্তু বৈশাখে তথৈবান্ত্য-দিনত্রয়ে। তেনাঘৌঘং বিমুচ্যৈব যান্তি নির্ম্মলতা-মহো ॥ ৪৩ ॥ যে তু স্নানং ন কুর্ব্বন্তি বৈশাখান্ত-দিনত্রয়ে। তে ভবন্তু সমস্তানাং জনানাং পাতকা-শ্রয়াঃ ॥ ৪৪ ॥ ইতি শাপঞ্চ তীর্থানি হ্যস্নাতানাং বদন্তি চ। ন তেন সদৃশঃ পাপো যো ন স্নাতো দিনত্রয়ে ॥ ৪৫ ॥ বিচারিতেষু শাস্ত্রেষু ন দৃষ্টো ন

বৈশাখে জলাবগাহনেও তদ্রূপ মুক্তি হইয়া থাকে। পুরুষ বৈশাখমাসে জলাবগাহনের পর নীলবৃষ উৎসর্গ করত সমস্ত কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যে মানব দারিদ্রক্লিষ্ট কুটুম্বীকে সবৎসা গো দান করে, তাহার ইহকালে অপমৃত্যুভয় থাকে না এবং পরকালে পরমপদপ্রাপ্তি হয়। স্নানদানবিহীন হইয়া যে মানব বৈশাখ মাস অতি-বাহিত করে, সে শত কুক্কুরযোনি গমন করিয়া পরে বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ত্রিভুবনে সার্দ্ধ-ত্রিকোটি তীর্থ বিদ্যমান, তাঁহারা এককালে পাপ-সঙ্ঘাতে ভীত হইয়া মন্ত্রণা করেন যে, পাপিষ্ঠ মানব-গণ আমাদের নীরে অবগাহন করিয়া সমস্ত মল-ত্যাগ করিতেছে, অতএব কিরূপে আমাদের পবিত্রতা রক্ষিত হইবে? তাঁহারা এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া তীর্থপাদ বিষ্ণু হরির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং বিবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহার যথা-যথ স্তব করিয়া প্রার্থনা করেন। তীর্থ-চয় বলেন,— হে দেবদেব! আপনি জগৎপতি নিখিল কলুষ-বিনাশন; ভূতলবাসী পাপী লোক সকল আপনার আদেশে আমাদের সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক নিখিল পাপ আমাদের নীরে পরিত্যাগ করত আপনার পদে প্রবেশ করিতেছে, হে জনার্দ্দন! কিরূপে আমা-দের এই দুরিত বিদূরিত হইবে। আমরা আপ-নার পাদপদ্মের শরণ লইলাম, আমাদের এই দুরিত-ক্ষয়ের উপায় বিধান করুন। ভূতভাবন ভগবান্ তীর্থ-গণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সহাস্য-অস্যে মেঘ-গম্ভীর বাক্যে তাঁহাদের প্রতি উত্তর করিলেন। ১৯—৩৭। ভগবান্ বলিলেন,—বৈশাখ মাসে সূর্য্য মেষরাশিতে গমন করেন, ঐ বৈশাখের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী আদি অন্ত্য তিথিত্রয় পুণ্য, সর্ব্বতীর্থময় এবং আমার প্রাণপ্রিয়; এই তিথিত্রয়ে সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বে তোমারা বহিঃস্থ জলে আপ্লুত হইয়া পাপহীন, পুণ্যপ্রতিম ও সুনির্ম্মল হইবে। যে সকল লোক উক্ত দিনত্রয়ে তোমাদের সলিলে অবগাহন করিবে না, তোমাদের ক্ষালিত পাপ তাহাদিগের শরীরেই প্রবেশ করিবে। তীর্থপদ বিষ্ণু তীর্থগণকে এইরূপ বর প্রদান করিলে তাঁহারা বিষ্ণুর আদেশে যোগশরীরে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর তীর্থনিচয় স্ব স্ব ধামে গমন করিয়াও প্রতিবর্ষে বৈশাখমাসের সেই অন্ত্যতিথিত্রয়ে বিষ্ণুর আদিষ্ট পথের অনুসরণ করত বিধৌতপাপ হইয়া অতীব নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি শাস্ত্রবিদ্গণ কহিয়া থাকেন,— "যাহারা বৈশাখের ত্রয়োদশী আদি অন্ত্য তিথিত্রয়ে স্নানদানাদি না করে, তাহারা নিখিল পাপের আশ্রয় হউক।" পণ্ডিতগণ এইরূপেই দুরিত্র-ক্ষাপ-বাণী ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও

চ বৈ ধ্রুবঃ। তত্মাদিনত্রয়ে কার্য্যং স্নানদানার্চ্চনাদিকম্ ॥ ৪৬ ॥ অন্যথা নরকং যান্তি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং শ্রুতকীর্ত্তে মহামতে ॥ ৪৭ ॥ পৃষ্টং বৈশাখমাহাত্ম্যং যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্। মাহাত্ম্যস্য চ লেশোঽয়ং মাধবস্য চ বর্ণিতঃ ॥ ৪৮ ॥ কাৎস্ন্যাদ্বক্তুঞ্চ ব্রহ্মাপি নালং বর্ষশতৈরপি। পুরা কৈলাসশিখরে পার্ব্বত্যৈ শঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৯ ॥ আহ মাধবমাহাত্ম্যং পৃচ্ছন্ত্যৈ শতবৎসরম্। তথাপি নান্তমগমদশক্তো বিররাম হ ॥৫০॥ কো নু বর্ণয়িতুং শক্তঃ কাৎস্ন্যান্মাহাত্ম্যমুত্তমম্। বিনা বিষ্ণুং জগন্নাথং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥ পুরা সর্ব্বৈঽপি ঋষয়ো মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। লেশস্য লেশং ব্যাচখ্যুর্জ্জনানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৫২ ॥ নান্তঃ কেনাপি ব্যাখ্যাতো হ্যশক্তত্বান্মহীপতে। ত্বঞ্চ মাসে তু বৈশাখে কুরু দানাদিসৎক্রিয়াঃ ॥ ৫৩ ॥ তেন ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ সম্প্রাপ্স্যোষি ন সংশয়ঃ। ইতি তং বোধয়িত্বা চ মৈথিলং জনকান্বয়ম্ ॥ ৫৪ ॥ শ্রুতদেবস্তমামন্ত্র্য গন্তুং চক্রে মনস্ততঃ। জাতাহ্লাদঃ স রাজর্ষির্গলদ্বাষ্পাকুলেক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥ উৎসবং কারয়ামাস স্বাভিবৃদ্ধ্যৈ মনোরমম্। গ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য শিবিকামধিরোপ্য তম্ ॥ ৫৬ ॥ চতুরঙ্গবলৈর্যুক্তঃ স্বয়ং পৃষ্ঠমথান্বগাৎ। পুনশ্চান্তঃপুরং প্রাপ্য সকলৈর্বিভবৈরপি ॥৫৭॥ বস্ত্রৈরাভরণৈশ্চৈব গোভূতিলহিরণ্যকৈঃ। প্রণম্য চ পরিক্রম্য তস্থৌ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥ ৫৮ ॥ ততঃ স তু মহাতেজাঃ শ্রুতদেবো মহাযশাঃ। সন্তুষ্টঃ পরমপ্রীতো যযৌ ধাম স্বকং মুনিঃ ॥ ৫৯ ॥ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং চ মাধবে। স্নানং দানং পূজনং চ কথাশ্রবণমেব চ ॥ ৬০ ॥ বৈশাখধর্ম্মনিরতঃ স বৈ মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। ধনশর্ম্মা ব্রাহ্মণশ্চ প্রেতাশ্চৈব যথা পুরা ॥ ৬১ ॥ নারদ উবাচ। ইত্যেতৎপরমাখ্যানমম্বরীষ তবোদিতম্। শ্রবণাৎ সর্ব্বপাপঘ্নং সর্ব্বসম্পদ্বিধায়কম্ ॥ ৬২ ॥ তেন ভুক্তিং চ মুক্তিং

বলেন,—এই দিনত্রয়ে যাহারা স্নান না করে, শাস্ত্রবিচার করিয়া তাদৃশ পাপী দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। অতএব এই দিনত্রয়ে স্নান, দান ও অর্চ্চনাদি অবশ্যকর্ত্তব্য, অন্যথা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল তাদৃশ মানবের নরকভোগ হয়। হে শ্রুতকীর্ত্তে। তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি যেরূপ দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, এই তোমার নিকট বৈশাখের সমস্ত মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম; হে মহামতে! ইহা মধুসূদনপ্রিয় বৈশাখের মাহাত্ম্যগাথার রেখামাত্র বর্ণিত হইল, শতবর্ষেও ব্রহ্মা ইহার সমস্ত মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। পুরাকালে কৈলাসশিখরে সমাসীনা উমা মহেশসমীপে বৈশাখমাহাত্ম্যবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে স্বয়ং শঙ্কর শতবৎসর বৈশাখমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াও অন্তদর্শন না পাইয়াই বিরত হইয়াছিলেন। অনাময় নরনারায়ণ জগৎপতি বিষ্ণু ব্যতীত কাহার সাধ্য অশেষরূপে এই বৈশাখের উত্তম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে? পুরাকালে নরগণের হিতকামনায় ঋষিসমূহ এই পাপনাশন বৈশাখের লেশমাত্র মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু অশক্ত হইয়া কেহই বৈশাখের মাহাত্ম্য শেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। হে মহীপতে! তুমিও বৈশাখমাসে দানাদি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর, এইরূপ করিলে ভুক্তিমুক্তিলাভ করিবে, সংশয় নাই। ঋষি শ্রুতদেব মিথিলাধিপতি জনককে এইরূপে প্রবোধিত করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক গমনে মনন করিলেন, রাজর্ষি হৃষ্ট হইলেন। বাষ্পবারিতে তাঁহার নয়নযুগল আকুল হইল। স্বীয় অভ্যুদয়ের নিমিত্ত তিনি মনোরম উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন, ঋষিকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া গ্রামপ্রদক্ষিণ করাইলেন এবং চতুরঙ্গবলের সহিত স্বয়ং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুনরায় ঋষিসহ অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক বস্ত্র, আভরণ, তিল, গো, হিরণ্য প্রভৃতি বিবিধ বিভবদ্বারা তাঁহার সৎকার করত প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। ৩৮—৫৮। মহাতেজা মহাযশা ঋষি শ্রুতদেবও পরমপ্রীত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বধামে গমন করিলেন। ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা মাধবপ্রিয় বৈশাখের এই পুণ্যতিথিত্রয়ে যে মানব স্নান, দান, পূজা ও কথাশ্রবণ প্রভৃতি বৈশাখধর্ম্মে নিরত হয়, তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। পুরাকালে ব্রাহ্মণ ধনশর্ম্মা ও প্রেতগণ এইরূপ ধর্ম্মাচরণ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিল। নারদ কহিলেন,—হে অম্বরীষ! এই তোমার নিকট পরম উপাখ্যান বর্ণন করিলাম, এই উপাখ্যান শ্রবণে সকল পাপ বিনষ্ট ও নিখিল সমৃদ্ধি লাভ

চ জ্ঞানং মোক্ষং চ বিন্দতি। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা অম্বরীশো মহাযশাঃ ॥ ৬৩ ॥ প্রহৃষ্টান্তরবৃত্তিশ্চ বাহ্যব্যাপারবর্জ্জিতঃ। প্রণনাম তথা মূর্দ্ধ্না দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ॥ ৬৪ ॥ বিভবৈরখিলৈশ্চাপি পূজয়ামাস তং পুনঃ। সম্পূজিতস্তমামন্ত্র্য নারদো ভগবান্ মুনিঃ ॥ ৬৫ ॥ লোকান্তরং যযৌ ধীমান্ শাপানৈ্নকত্র-সংস্থিতিঃ। অম্বরীষোহপি রাজর্ষির্নারদোক্তানিমান্ শুভান্ ॥ ৬৬ ॥ ধর্ম্মান্ কৃত্বা বিলীনোহভূৎ পরে ব্রহ্মণি নির্গুণে। সূত উবাচ। য ইদং পরমাখ্যানং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৬৭ ॥ শৃণুয়াদ্বা পঠেদ্বাপি স যাতি পরমাং গতিম্। লিখিতং পুস্তকং যেষাং গৃহে তিষ্ঠতি মানদাঃ ॥ ৬৮ ॥ তেষাং মুক্তিঃ করস্থা হি কিমু তচ্ছ্রবণাত্মনাম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে বৈশাখ-মাসমাহাত্ম্যে নারদাম্বরীষসংবাদে ফলশ্রুতিকথনং নাম পঞ্চবিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

হয় এবং ইহার শ্রবণে ভুক্তি, মুক্তি, জ্ঞান ও মোক্ষ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নারদের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া মহাযশা অম্বরীষের অন্তরবৃত্তিনিচয় প্রহৃষ্ট হইল, তাঁহার আর বাহ্যব্যাপারের স্ফূর্ত্তি রহিল না, তিনি ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া মস্তক দ্বারা নারদকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর অম্বরীষ অখিল বিভবদ্বারা ভগবান্ মুনি নারদের পূজা করিলেন; তিনি অভিশাপবশে কদাচ একস্থানে অধিক-ক্ষণ অবস্থান করিতে পারিতেন না। ধীমান্ মুনি রাজা কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য লোকে চলিয়া গেলেন। এদিকে রজর্ষি অম্বরীষও নারদা-দিষ্ট শুভাবহ ধর্ম্মনিচয় আচরণ করিয়া নির্গুণ পর-ব্রহ্মে লীন হইলেন। সূত কহিলেন,—যে মানব পাপঘ্ন পুণ্যবর্দ্ধন এই পরম উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার পরম গতি লাভ হয়। হে মানবগণ! যাঁহারা এই উপাখ্যানময় পুস্তক লিখিয়া গৃহে রক্ষা করেন, তাঁহাদেরও মুক্তি করস্থ হয়, উপাখ্যান-শ্রবণকারীর মুক্তি বিষয়ে আর কি কহিব? ৫৯—৬৯।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

সমাপ্তমিদং বৈশাখমাস-মাহাত্ম্যম্। ২—৭।

বিষ্ণুখণ্ডম্।

অযোধ্যা-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জয়তি পরাশরসূনুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ। যস্যাস্যকমলগলিতং বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ পিবতি ॥ ১ ॥ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ২ ॥ ব্যাস উবাচ। হিমবদ্বাসিনঃ সর্ব্বে মুনয়ো বেদপারগাঃ। ত্রিকালজ্ঞা মহাত্মানো নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ॥ ৩ ॥ যেঽর্ব্বুদারণ্যনিরতা দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। মহেন্দ্রাদ্রিরতা যে বৈ যে চ বিন্ধ্যনিবাসিনঃ ॥ ৪ ॥ জম্বুবনরতা যে চ যে গোদাবরিবাসিনঃ। বারাণসীশ্রিতা যে চ মথুরাবাসিনস্তথা ॥ ৫ ॥ উজ্জয়িন্যাং রতা যে চ প্রথমাশ্রমবাসিনঃ। দ্বারাবতীশ্রিতা যে চ বদর্য্যাশ্রমিণস্তথা ॥ মায়াপুরীশ্রিতা যে চ যে চ কাঞ্চীনিবাসিনঃ। এতে চান্যে চ মুনয়ঃ সশিষ্যা বহবোঽমলাঃ ॥ ৭ ॥ কুরুক্ষেত্রে মহাক্ষেত্রে সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে। বর্ত্তমানে চ রামস্য ক্ষিতীশস্য মহাত্মনঃ। সমাগতাঃ সমাহূতাঃ সর্ব্বে তে মুনয়োঽমলাঃ ॥ ৮ ॥ সর্ব্বে তে শুদ্ধমনসো বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। তত্র স্নাত্বা যথান্যায়ং কৃত্বা কর্ম্ম জপাদিকম্ ॥ ৯ ॥ ভরদ্বাজং পুরস্কৃত্য বেদবেদাঙ্গপারগম্। আসনেষু বিচিত্রেষু বৃষ্যাদিষু যথাক্রমাৎ ॥ ১০ ॥ উপবিষ্টাঃ কথাশ্চক্রুর্নানাতীর্থাশ্রিতাস্তদা। কর্ম্মান্তরেষু সত্রস্য সুখাসীনাঃ পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥ কথান্তেষু ততস্তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। আজগাম মহাতেজাস্তত্র সূতো মহামতিঃ ॥ ১২ ॥ ব্যাসশিষ্যঃ পুরাণজ্ঞো রোমহর্ষণসংজ্ঞকঃ। তান্ প্রণম্য যথান্যায়ং মুনীনুপাবিবেশ সঃ। উপবিষ্টো যথান্যায়ং মুনীনাং বচনেন সঃ ॥ ১৩ ॥ ব্যাসশিষ্যং মুনিবরং সূতং বৈ রোমহর্ষণম্। তং পপ্রচ্ছুর্মুনিবরা ভরদ্বাজাদয়োঽমলাঃ ॥ ১৪ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। ত্বত্তঃ শ্রুতা মহাভাগ নানাতীর্থাশ্রিতাঃ

প্রথম অধ্যায়।

জগৎ যাঁহার মুখকমলগলিত বাঙ্ময় অমৃত পান করে, সেই সত্যবতীহৃদয়নন্দন পরাশরতনয় ব্যাস জয়যুক্ত হউন। নারায়ণ, নরোত্তম, নর, দেবী ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া অনন্তর জয়শব্দ উচ্চারণ করিবে। ব্যাস বলিলেন,—মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ক্ষিতিপতি মহাত্মা রামের দ্বাদশবার্ষিকসত্র প্রবর্ত্তিত হইলে হিমালয়বাসী বেদপারগ মুনিগণ নৈমিষারণ্যবাসী ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মা মুনিগণ এবং অর্ব্বুদারণ্য, দণ্ডকারণ্য মহেন্দ্রপর্ব্বত ও বিন্ধ্যবাসী, জম্বুবনসেবী, গোদাবরীতীরবাসী, বারাণসীনিবাসী, মথুরা, উজ্জয়িনী ও দ্বারাবতীবাসী, বদরীনিবাসী, মায়াপুরীবাসী, কাঞ্চীনিবাসী, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমরত ঋষি তপস্বী ও বহু শিষ্যসমন্বিত অন্যান্য মুনিগণ আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বিশুদ্ধহৃদয়, বেদবেদাঙ্গপারগ, ও মুনিবৃত্তিপরায়ণ, সকলেই সমাহূত হইয়া সেই সত্রক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন। ১—৮। এই সকল ঋষি সত্রক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক স্নান ও যথাবিধি জপাদি কর্ম্ম সমাধা করত বেদবেদাঙ্গপারগ ভরদ্বাজকে অগ্রে করিয়া বিচিত্র কৃষ্ণসারাজিনে যথাক্রমে উপবেশন করিলেন। অনন্তর যজ্ঞক্রিয়া সমাহিত হইলে সেই সকল সুখাসীন ঋষি পরস্পর তীর্থবিষয়ে নানা কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ভাবিতাত্মা মুনিগণের পরস্পর আলাপন সম্ভাষণ চলিতে থাকিলে ইত্যবসরে পুরাণজ্ঞ মহামতি মহাতেজা রোমহর্ষণনন্দন ব্যাসশিষ্য সূত তথায় উপনীত হইয়া মুনিগণকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের অনুমোদনক্রমে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর ভরদ্বাজপ্রমুখ অমলমুনিগণ ব্যাসশিষ্য মুনিসত্তম

কথায়। সরহস্যানি সর্ব্বাণি পুরাণানি মহামতে ॥ ১৫ ॥ সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামঃ সরহস্যং সনাতনম্। অযোধ্যায়া মহাপুর্য্যা মহিমানং গুণোজ্জ্বলম্ ॥ ১৬ ॥ কীদৃশী সা সদা মেধ্যাযোধ্যা বিষ্ণুপ্রিয়া পুরী। আদ্যা সা গীয়তে বেদে পুরীণাং মুক্তিদায়িকা ॥ সংস্থানং কীদৃশং তস্যাস্তস্যাং কে চ মহীভুজঃ। কানি তীর্থানি পুণ্যানি মাহাত্ম্যং তেষু কীদৃশম্ ॥ ১৮ ॥ অযোধ্যাসেবনাম্নৃণাং ফলং স্যাৎ সূত কীদৃশম্। কিং চরিত্রং সূত তস্যাঃ কা নদ্যঃ কে চ সঙ্গমাঃ ॥ ১৯ ॥ তত্র স্নানেন কিং পুণ্যং দানেন চ মহামতে। তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামস্ততঃ সূত গুণাধিক ॥ ২০ ॥ এতৎসর্ব্বং ক্রমেণৈব তথ্যং ত্বং বেত্থ সাম্প্রতম্। অযোধ্যায়া মহাপুর্য্যা মাহাত্ম্যং বক্তুমর্হসি ॥ ২১ ॥ সূত উবাচ। ব্যাসপ্রসাদাজ্জানামি পুরাণানি তপোধনাঃ। সেতিহাসানি সর্ব্বাণি সরহস্যানি তত্ত্বতঃ ॥ ২২ ॥ তং প্রণম্য প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং ভবদগ্রতঃ। অযোধ্যায়া মহাপুর্য্যা যথাবৎসরহস্যকম্ ॥ ২৩ ॥ বিদ্যাবন্তং বিপুলমতিদং বেদবেদাঙ্গবেদ্যং, শ্রেষ্ঠং শান্তং শমিতবিষয়ং শুদ্ধতেজোবিশালম্। বেদব্যাসং সততবিনতং বিশ্ববেদৈকযোনিং, পারাশর্য্যং পরমপুরুষং সর্ব্বদাহং নমামি ॥ ২৪ ॥ নমো ভগবতে তস্মৈ ব্যাসায়ামিততেজসে। যস্য প্রসাদাজ্জানামি হ্যযোধ্যামহিমামহম্ ॥ ২৫ ॥ শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে সাবধানাঃ সশিষ্যকাঃ। মাহাত্ম্যং কথয়িষ্যামি অযোধ্যায়া মহোদয়ম্ ॥ ২৬ ॥ উদীরিতমগস্ত্যায় স্কন্দেনাশ্রাবি নারদাৎ। অগস্ত্যেন পুরা প্রোক্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় তৎ ॥ ২৭ ॥ কৃষ্ণদ্বৈপায়নাচ্চৈতন্ময়া প্রাপ্তং তপোধনাঃ। তদহং বচ্মি যুষ্মভ্যং শ্রোতৃকামেভ্য আদরাৎ ॥ ২৮ ॥ নমামি পরমাত্মানং রামং রাজীবলোচনম্। অতসীকুসুমশ্যামং রাবণান্তকমব্যয়ম্ ॥

রোমহর্ষণসুত সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ! আপনার নিকট হইতে তীর্থবিষয়ক অনেক কথাই আমরা শ্রবণ করিয়াছি; হে মহামতে! সরহস্য পুরাণনিচয়ও আপনি আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছেন; সম্প্রতি আমরা মহাপুরী অযোধ্যার উজ্জ্বল গুণযুক্ত সরহস্য সনাতন মহিমা শ্রবণে অভিলাষ করিতেছি। বেদ বলেন, পুরীনিকরমধ্যে মুক্তিদায়িকা অযোধ্যাই আদ্যা; এক্ষণে বলুন,—সেই বিষ্ণুপ্রিয়া সতত পবিত্রা অযোধ্যাপুরী কিরূপ? হে সূত! পুরীর সংস্থান কিরূপ? কোন্ কোন্ মহীপাল অযোধ্যা পুরী উপভোগ করিয়াছেন? সেখানে কি কি পুণ্য তীর্থ বিদ্যমান? সেই সকল তীর্থের মাহাত্ম্য কিরূপ? অযোধ্যার সেবায় মানবগণের কি ফললাভ হয়? হে সূত!, অযোধ্যার প্রাকৃতিক অবস্থা কিরূপ? তথায় কোন্ কোন্ নদী বিদ্যমান? কোন্ কোন্ নদীর সঙ্গম আছে? হে মহামতে! মানবগণ স্নান-দান করিয়া তথায় কি কি পুণ্য প্রাপ্ত হয়? হে গুণাধিক সূত! আমরা আপনার মুখে এই সকল শুনিতে ইচ্ছা করি; আপনি এই সকলের তথ্য যথাবিধি বিদিত আছেন। সম্প্রতি যথাক্রমে আমাদের নিকট সেই মহাপুরী অযোধ্যার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—হে তপোধনগণ! আমি যাঁহার প্রসাদে ইতিহাস-রহস্যান্বিত পুরাণনিচয় তত্ত্বতঃ বিদিত হইয়াছি, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপনাদের সমীপে মহাপুরী অযোধ্যার সরহস্য মহাত্ম্যকথা যথাযথ বর্ণন করিতেছি। ৯—২৩। যিনি সকল জ্ঞানেন; যাঁহার প্রসাদে বিপুল জ্ঞানলাভ হয়; বেদবেদাঙ্গ দ্বারা যাঁহার সরূপ জানা যায়; যিনি শ্রেষ্ঠ ও শান্ত; রূপাদি বিষয় হইতে যাঁহার চিত্ত বিনিবৃত্ত হইয়াছে; যিনি কেবল বিশুদ্ধ তেজোদ্বারা বিশালতা লাভ করিয়াছেন; যিনি সতত বিনত ও বিশ্ববৃত্তান্ত বিদিত হওয়ার একমাত্র উপায়স্বরূপ, আমি সেই পরাশরসুত পরম পুরুষ বেদব্যাসকে সতত প্রণাম করি। আমি যাঁহার প্রসাদে অযোধ্যার মহিমা বিদিত হইয়াছি, সেই অমিততেজা ব্যাসকে "নমো ভগবতে ব্যাসায়" বলিয়া নমস্কার করি। হে মুনিগণ! আমি অভ্যুদয়শালিনী অযোধ্যার মহিমা বর্ণন করিতেছি, আপনারা শিষ্যগণ সহ সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ করুন। হে তপোধনগণ! এই অযোধ্যামাহাত্ম্য পূর্ব্বে স্কন্দ নারদসমীপে শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যসন্নিধানে বর্ণন করেন, তারপর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অগস্ত্যসমীপে এই অযোধ্যার মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন; তদনন্তর আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট ইহা প্রাপ্ত হই; আপনারা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণাভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছেন, অতএব আমি সেই মাহাত্ম্য আপনাদের নিকট বর্ণন করিতেছি। যিনি রাবণের নিধনসাধন করিয়াছেন, যাঁহার বর্ণ অতসীকুসুমের ন্যায় শ্যাম, আমি

২৯ ॥ অযোধ্যা সা পরা মেধ্যা পুরী দুষ্কৃতিদুর্লভা। কস্য সেব্যা চ নায়োধ্যা যস্যাং সাক্ষাদ্ধরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৩০ ॥ সরযূতীরমাসাদ্য দিব্যা পরমশোভনা। অমরাবতীনিভা প্রায়ঃ শ্রিতা বহুতপোধনৈঃ ॥ ৩১ ॥ হস্ত্যশ্বরথপত্ত্যাঢ্যা সম্পদ্ভিশ্চ সংস্থিতা। প্রাকারাঢ্যপ্রতোলীভিস্তোরণৈঃ কাঞ্চনপ্রভৈঃ ॥ ৩২ ॥ সানুপবেশৈঃ সর্ব্বত্র সুবিভক্তচতুষ্টয়া। অনেকভূমিপ্রাসাদা বহুভিত্তিসুবিক্রিয়া ॥ ৩৩ ॥ পদ্মোৎফুল্লশুভোদাভির্বাপীভিরুপশোভিতা। দেবতায়তনৈর্দিব্যৈর্ব্বেদঘোষৈশ্চ মণ্ডিতা ॥ ৩৪ ॥ বীণাবেণুমৃদঙ্গাদিশব্দৈরুৎকৃষ্টতাং গতা। শালৈস্তালৈর্নারিকেলৈঃ পনসামলকৈস্তথা ॥ ৩৫ ॥ তথৈবাম্রকপিত্থাদ্যৈরশোকৈরুপশোভিতা। আবামৈর্ব্বিবিধৈর্যুক্তা সর্ব্বর্তুফলপাদপৈঃ ॥ ৩৬ ॥ মালতীজাতিবকুলপাটলীনাগচম্পকৈঃ। করবীরৈঃ কর্ণিকারৈঃ কেতকীভিরলঙ্কৃতা ॥ ৩৭ ॥ নিম্বজম্বীরকদলীমাতুলিঙ্গমহাফলৈঃ। লসচ্চন্দনগন্ধাঢ্যৈর্নাগরৈরুপশোভিতা ॥ ৩৮ ॥ দেবতুল্যপ্রভাবৈশ্চ নৃপপুত্রৈশ্চ সংযুতা। সুরূপাভির্ব্বরস্ত্রীভির্দেবস্ত্রীভিরিবাবৃতা ॥৩৯॥ শ্রেষ্ঠৈঃ সৎকবিভির্যুক্তা বৃহস্পতিসমৈর্দ্বিজৈঃ। বণিগ্জনৈস্তথা পৌরৈঃ কল্পবৃক্ষৈরিবাবৃতা ॥ ৪০ ॥ অশ্বৈরুচ্চৈঃশ্রবস্তুল্যৈর্দন্তিভির্দিগ্গজৈরিব। ইতি নানাবিধৈর্ভাবৈরুপেতেন্দ্রপুরীসমা ॥৪১॥ যস্যাং জাতা মহীপালাঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবাঃ। ইক্ষাকুপ্রমুখাঃ সর্ব্বে প্রজাপালনতৎপরাঃ ॥ ৪২ ॥ যস্যাস্তীরে পুণ্যতোয়া কূজদ্ভৃঙ্গবিহঙ্গমা। সরযূর্নাম তটিনী মানসপ্রভবোল্লসা ॥ ৪৩ ॥ ধর্ম্মদ্রবপরীতা সা ঘর্ঘরোত্তমসঙ্গমা। মুনীশ্বরাশ্রিততটা জাগর্ত্তি জগদুজ্জ্বিতা ॥ ৪৪ ॥ দক্ষিণাচ্চরণাঙ্গুষ্ঠান্নিঃসৃতা জাহ্নবী হরেঃ। বামাঙ্গুষ্ঠান্মুনিবরাঃ সরযূর্নির্গতা শুভা ॥ ৪৫ ॥ তস্মাদিমে পুণ্যতমে নদ্যৌ দেবনমস্কৃতে। এতয়োঃ স্নান-

সেই অব্যয় রাজীবলোচন পরমাত্মা বামকে নমস্কার করি। যে পুরী অতি পবিত্র, যে স্থান দুষ্কৃতিদুর্লভ অর্থাৎ দুষ্কৃতিপ্রাপ্য মানবের হয় না, যেখানে স্বয়ং হরি মূর্ত্তিধারী হইয়া বিরাজ করেন, সেই অযোধ্যা কাহার না সেব্যা হয়? অমরপুরীসদৃশী পরম শোভাশালিনী দিব্যপুরী অযোধ্যা সরযূতীরে বিরাজিতা; এই পুরীর প্রায় সর্ব্বত্রই তপোধনগণ বাস করেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি ও অন্যান্য সমৃদ্ধি দ্বারা এই পুরী অতীব উন্নতমস্তকে অবস্থিত; পুরীর প্রাকার, প্রতোলী ও তোরণনিচয় কাঞ্চনসন্নিভ, ইহার সর্ব্বত্রই সানুসন্নিবেশ দ্বারা সুবিভক্ত চতুরবয়ব বিশিষ্ট; ভূমিভাগে সর্ব্বত্রই অনেক প্রাসাদ বিদ্যমান, এই প্রাসাদশ্রেণীর ভিত্তি অতি গভীর; প্রফুল্লকমল ও নির্ম্মলজলশালী বহুবাপী দ্বারা এই পুরী উপশোভিত; সর্ব্বত্রই দেবায়তন বিরাজমান, দিব্য বেদনিনাদে ও বেণু, বীণা এবং মৃদঙ্গাদির শব্দে মুখরিত দেবায়তননিচয়দ্বারা ভূষিত হইয়া এই পুরী অতি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে; শাল, তমাল, নারিকেল, পনস, আমলক, আম্র, কপিত্থ ও অশোকতরুরাজিবিরাজিত বিবিধ আরাম ও উপবনে এপুরীর মনোহর শোভা সম্পাদিত; পাদপগণ সকল ঋতুতেই সমান্তিকে ফলপুষ্প প্রদান করিতেছে; মালতী, জাতী, বকুল, পাটলী, নাগচম্পক, করবীর, কর্ণিকার ও কেতকীকুসুমতরু এবং প্রচুর ফলশালী নিম্ব, জম্বীর, কদলী ও মাতুলুঙ্গ বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা অত্রত্য আরামসমূহ মনোহর শোভাশালী হইয়াছে; সমৃদ্ধ চন্দনগন্ধযুক্ত নাগরিকনিকর, দেবপ্রভ রাজকুমারগণ এবং অমররমণীর ন্যায় সুরূপা বরনারীগণ নগর মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে; কোথাও দ্বিজোত্তমগণ বৃহস্পতিতুল্য সৎকবিদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে করিতে গমন করিতেছেন, কোথাও পৌরগণ কল্পতরুসদৃশ বণিক্দিগের সহিত পণ্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কোথাও উচ্চৈঃশ্রবঃসদৃশ অশ্বসমূহ ভ্রমণ করিতেছে ও কোথাও দিগ্গজের ন্যায় বৃহৎ দন্তসমন্বিত করিনিকর বিচরণ করিতেছে। এরূপ নানাবিধ সমৃদ্ধিসম্পন্ন অযোধ্যা যেন পুরন্দরপুরীর অনুকরণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। ২৯—৪১। প্রজাপালননিরত ইক্ষাকুপ্রমুখ সূর্য্যবংশসমুদ্ভূত ভূপালগণ এই অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সরযূ মানস সরোবর হইতে জাত, যাঁহার জল পুণ্যময়, ভৃঙ্গাদি বিহঙ্গমগণ যাঁহার তীরতরুতে বসিয়া কূজন করে, ধর্ম্ম দ্রবীভূত হইয়া যাঁহার কলেবর পূর্ণ করিয়াছে, যিনি উত্তম ঘর্ঘরনদের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন, যাঁহার তীরভূমে মুনিগণ বাস করেন এবং যিনি স্ফীত প্রবাহে জগৎ প্লাবিত করেন; মহাপুরী অযোধ্যা সেই সরযূতীরে বিরাজিতা। হে মুনিবরগণ! যেমন জাহ্নবী বিষ্ণুর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ সরযূও তেমনই বিষ্ণুর বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে নিঃসৃতা; অতএব এই নদীদ্বয় পুণ্যতম এবং সুরগণ এই নদী-

মাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥৪৬॥ তামযোধ্যামথ প্রাপ্তোহগস্ত্যঃ কুম্ভোদ্ভবো মুনিঃ। যাত্রার্থং তীর্থমাহাত্ম্যং জ্ঞাত্বা স্কন্দপ্রসাদতঃ ॥ ৪৭ ॥ আগত্য তু পুনঃ সোঽপি কৃত্বা যাত্রাং ক্রমেণ চ। যথোক্তেন বিধানেন স্নাত্বা সন্তর্প্য তান্ পিতৄন্ ॥৪৮॥ পূজয়িত্বা যথান্যায়ং দেবতাঃ সকলা অপি। সর্ব্বাণ্যপি চ তীর্থানি নমস্কৃত্য যথাবিধি ॥ ৪৯ ॥ কৃতকৃত্যোঽভিভানন্দস্তীর্থমাহাত্ম্যদর্শনাৎ। অভূদগস্ত্যো বপেণ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥ ৫০ ॥ স ত্রিরাত্রং স্থিতস্তত্র যাত্রাং কৃত্বা যথাবিধি। স্তবন্নযোধ্যামাহাত্ম্যং প্রতস্থে মুনিসত্তমঃ ॥ ৫১ ॥ তমায়ান্তং বিলোক্যাথ বহুলানন্দসুন্দরম্। কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ পপ্রচ্ছানন্দকারণম্ ॥ ৫২ ॥ ব্যাস উবাচ। কুতঃ সমাগতো ব্রহ্মন্ সাম্প্রতং মুনিসত্তমঃ। পরমানন্দসন্দোহঃ সমভূৎ সাম্প্রতং তব ॥ ৫৩ ॥ কস্মাদানন্দপোষোঽভূত্তব ব্রহ্মন্ বদস্ব মে। মমাপি ভবদানন্দাৎ প্রমোদো হৃদি জায়তে ॥ ৫৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ। অহো মহদথাশ্চর্য্যং বিস্ময়ো মুনিসত্তম। দৃষ্ট্বা প্রভাবং মেঽছদ্যাভূদযোধ্যায়াস্তপোধন ॥ ৫৫ তস্মাদানন্দসন্দোহঃ সমভূন্মম সাম্প্রতম্। তচ্ছ্রুত্বাগস্ত্যবচনং ব্যাসঃ প্রোবাচ তং মুনিম্ ॥ ৫৬ ॥ ব্যাস উবাচ। ভগবন ব্রূহি তত্ত্বেন বিস্তরাৎ সরহস্যকম্। অযোধ্যায়া মহাপুর্য্যা মহিমানং গুণাধিকম্ ॥ ৫৭ ॥ কঃ ক্রমস্তীর্থযাত্রায়াঃ কানি তীর্থানি কো বিধিঃ। কিং ফলং স্নানতস্তত্র দানস্য চ মহামুনে। এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ বিস্তরাদ্বদতাং বর ॥ ৫৮ ॥ অগস্ত্য উবাচ। অহো ধন্যতমা বুদ্ধিস্তব জাতা তপোধন। দৃশ্যতে যেন পৃচ্ছা তে হ্যযোধ্যামহিমাশ্রিতা ॥ ৫৯ ॥ অকারো ব্রহ্ম চ প্রোক্তং যকারো বিষ্ণুরুচ্যতে। ধকারো রুদ্ররূপশ্চ অযোধ্যানাম রাজতে ॥ ৬০ ॥ সর্ব্বোপপাতকৈর্যুক্তৈর্ব্রহ্মহত্যাদিপাতকৈঃ। নাযোধ্যা শক্যতে যস্মাত্তামযোধ্যাং ততো বিদুঃ ॥ ৬১ ॥ বিষ্ণোরাদ্যা পুরী

দ্বয়কে নমস্কার করেন। এই সরযু ও জাহ্নবীর জলে স্নানমাত্রেই মানবের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট হয়। কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য স্কন্দপ্রসাদে তীর্থমাহাত্ম্য বিদিত হইয়া তীর্থ-যাত্রাপ্রসঙ্গে এই অযোধ্যায় আগমন করেন। তিনি অযোধ্যায় উপনীত হইয়া তীর্থযাত্রাবিধি অনুসারে বিধিপূর্ব্বক সরযুজলে অবগাহন, পিতৃগণের তর্পণ, দেবগণের পূজা ও তীর্থনিচয়ের নমস্কার করিয়া কৃতকৃত্য ও আনন্দসম্পন্ন হইয়াছেন। অনন্তর তীর্থমাহাত্ম্যদর্শনে পুলকে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। মুনিবর অগস্ত্য তীর্থযাত্রাবিধি অনুসারে ত্রিরাত্র তথায় বাস করিয়া যথাবিধি অযোধ্যামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করেন। অনন্তর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস আনন্দবাহুল্যে পুলকাঞ্চিতশরীর ঋষিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাস বলেন,—হে ঋষিসত্তম! সম্প্রতি আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? হে ব্রহ্মন্! আমি দেখিতেছি আপনার পরম আনন্দসন্দোহ উপস্থিত হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! কিরূপে আপনার এইরূপ হর্ষপুষ্টি হইয়াছে, আমার নিকট বলুন। আপনার আনন্দ সন্দর্শন করিয়া আমারও হৃদয়ে প্রমোদ জন্মিতেছে। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—অহো মুনিসত্তম! এ বড়ই আশ্চর্য্য কথা; হে তপোধন! আজ অযোধ্যার প্রভাবদর্শনে আমার অতীব বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমি অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলাম, সেই অযোধ্যা হইতে আমার এইরূপ আনন্দসন্দোহ উদ্ভূত হইয়াছে। ঋষি অগস্ত্যের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাস তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন্! অযোধ্যার প্রভাব যদি এতই গুণবহুল হয়, তবে সেই মহাপুরী অযোধ্যার মহিমা আমার নিকট রহস্য সহ বিস্তারপূর্ব্বক যথাযথ বর্ণন করুন। হে মহামুনে! অযোধ্যা যাত্রার ক্রম কিরূপ? উথায় কি কি তীর্থ আছে? তীর্থ সকলের কিরূপ বিধি? স্নান ও দানের পৃথক পৃথক্ ফল—হে বাগ্মিবর! এই সকল আমার নিকট বলুন। অগস্ত্য প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—হে তপোধন! তোমার বুদ্ধি ধন্যতমা। অহো! দেখিতেছি,—অযোধ্যামাহাত্ম্য শ্রবণে তোমরা অত্যন্ত মতি জন্মিয়াছে। শাস্ত্র বলেন,—'অ'কার ব্রহ্ম, 'য'কার বিষ্ণু এবং 'ধ'কার রুদ্রের রূপ; অযোধ্যা—এই বর্ণত্রয়ে সম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে; অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এখানে সতত বাস করেন, এজন্য এই ক্ষেত্রের নাম অযোধ্যা হইয়াছে। সর্ব্ববিধ উপপাতকযুক্ত ব্রহ্মহত্যাদি পাপও এই ক্ষেত্রকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না, এ জন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে অযোধ্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। অযোধ্যা—বিষ্ণুর আদ্যা পুরী; এই পুরী

যেয়ং ক্ষান্তং ন স্পৃশন্তি দ্বিজ। বিষ্ণোঃ সুদর্শনে চক্রে স্থিতা পুণ্যকরী ক্ষিতৌ ॥ ৬২ ॥ কেন বর্ণয়িতুং শক্যো মহিমাস্যাস্তপোধন। যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবো বিষ্ণুর্ব্বসতি সাদরঃ ॥ ৬৩ ॥ সহস্রধারামারভ্য যোজনং পূর্ব্বতো দিশি। প্রতীচি দিশি তথৈব যোজনং সমতোঽবধিঃ ॥ ৬৪ ॥ দক্ষিণোত্তরভাগে তু সরযুতমসাবধিঃ। এতৎ ক্ষেত্রস্য সংস্থানং হরেরন্তর্গৃহং স্থিতম্। মৎস্যাকৃতিরিয়ং বিপ্র পুরী বিষ্ণোরুদীরিতা ॥ ৬৫ ॥ পশ্চিমে তস্য মূর্দ্ধা তু গোপ্রতারাসিতাদ্দ্বিজ ॥ ৬৬ ॥ পূর্ব্বতঃ পৃষ্ঠভাগো হি দক্ষিণোত্তরমধ্যমঃ। তস্যাং পুর্য্যাং মহাভাগ নাম্না বিষ্ণুর্হরিঃ স্বয়ম্। পূর্ব্বদৃষ্টপ্রভাবোঽসৌ প্রাধান্যেন বসত্যপি ॥ ৬৭ ॥ ব্যাস উবাচ। ভগবন কিম্প্রভাবোঽসৌ যোঽয়ং বিষ্ণুহরিস্ত্বয়া। কীর্ত্তিতো মুনিশার্দ্দূল প্রসিদ্ধিং গতবান্ কথম্। এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মমাগ্রতঃ ॥ ৬৮ ॥ অগস্ত্য উবাচ। বিষ্ণুশর্ম্মেতি বিখ্যাতঃ পুরাভূদ্ ব্রাহ্মণোত্তমঃ। বেদ-বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধর্ম্মকর্ম্মসমাশ্রিতঃ ॥ ৬৯ ॥ যোগধ্যানরতো নিত্যং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ। স কদাচিত্তীর্থযাত্রাং কুর্ব্বন বৈষ্ণবসত্তমঃ। অযোধ্যামাগতো বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ সাক্ষাদ্বসেদিতি ॥ ৭০ ॥ চিন্তয়ন্মনসা বীরস্তপঃ কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ। স বৈ তত্র তপস্তেপে শাকমূলফলাশনঃ ॥ ৭১ ॥ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো হুতপঞ্চস মহাতপাঃ। বার্ষিকে চ নিরালম্বো হেমন্তে চ সরোবরে ॥ ৭২ ॥ স্নাত্বা যথোক্তবিধিনা কৃত্বা বিষ্ণোস্তথার্চ্চনম্। বশীকৃতেন্দ্রিয়গ্রামং বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ॥ ৭৩ ॥ মনো বিষ্ণৌ সমাবেশ্য বিধায় প্রাণসংযমম্। ওঁকারোচ্চারণাদ্ধীমান হৃদি পদ্মং বিকাসয়ন্ ॥ ৭৪ ॥ তন্মধ্যে রবিসোমাগ্নিমণ্ডলানি যথাবিধি। কল্পয়িত্বা হরিং মূর্ত্তং যস্মিন দেশে সনাতনম্ ॥৭৫॥ পীতাম্বরধরং বিষ্ণুং শঙ্খচক্রগদাধরম্। তঞ্চ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য মনস্তস্মিন্নিবেশ্য চ ॥৭৬॥ ব্রহ্মরূপং হরিং ধ্যায়ন্ জপন্মৈ বৈ দ্বাদশাক্ষরম্। বায়ুভক্ষঃ স্থিতস্তত্র বিপ্রস্ত্রীন্ বৎসরান বসন ॥ ৭৭ ॥ ততো দ্বিজবরো ধ্যাত্বা স্তুতিং চক্রে হরেরিমাম্। প্রণিপত্য জগন্নাথং চরাচরগুরুং

মূর্ত্তিবা স্পর্শ করেন না, ইনি বিষ্ণুর চক্রের উপর বিরাজিত থাকিয়া পুণ্যদাত্রী হইয়াছেন। হে তপোধন! যে স্থানে হরি শরীরধারী হইয়া আদর সহকারে বিরাজ করেন, সেই ক্ষেত্রের মহিমা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? পূর্ব্বদিকে সহস্র ধারা হইতে একযোজন, পশ্চিম দিকে সম হইতে একযোজন, দক্ষিণে সরযু হইতে একযোজন এবং উত্তরে তমসা হইতে একযোজন, ইহাই অযোধ্যাক্ষেত্রের সংস্থান ও এই স্থান মধ্যে হরির অন্তর্গৃহ অবস্থিত। হে বিপ্র! এই বিষ্ণুপুরী অযোধ্যা মৎস্যাকৃতি; হে দ্বিজ! ইহার মস্তক পশ্চিমদিকে, গোপ্রতার ও অসিত তীর্থ পর্য্যন্ত, ইহার পুচ্ছভাগ পূর্ব্বদিকে এবং উত্তর ও দক্ষিণে মধ্যভাগ জানিবেন; হে মহাভাগ! হরি এই পুরীমধ্যে বিষ্ণুবিগ্রহে বিরাজ করেন; আমি সেখানে বাস করিয়া তাঁহার উত্তম উত্তম প্রভাব দর্শন করিয়াছি। ৪২—৬৭। ব্যাস জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যে কহিলেন, হরি বিষ্ণুরূপে সেই পুরীমধ্যে অবস্থিত; হে মুনিশার্দ্দূল! এক্ষণে সেই বিষ্ণুর প্রভাব এবং তিনি কিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন? এই সকল বিস্তাররূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—পুরাকালে বিষ্ণুশর্ম্মনামক জনৈক বিখ্যাত ব্রাহ্মণসত্তম ছিলেন, তিনি বেদবেদাঙ্গের তত্ত্ব বিদিত ছিলেন এবং সতত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতেন। সেই যোগধ্যানরত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবসত্তম বিষ্ণুশর্ম্মা একদা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অযোধ্যায় আগমন করেন। তিনি ভাবিলেন, সাক্ষাৎ বিষ্ণু এই স্থানে বাস করেন, অতএব আমি এই স্থানে তপস্যা করিব, বীর বিষ্ণুশর্ম্মা এইরূপ স্থির করত ফলমূলাশন হইয়া তথায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাতপা বিষ্ণুশর্ম্মা গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ, বর্ষাকালে অবলম্বন হীন ও হেমন্তে সরোবর মধ্যে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয় বশীভূত হইল, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধভাব ধারণ করিল; তিনি যথাবিধি স্নান ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ধীমান্ বিষ্ণুশর্ম্মা প্রাণ বায়ুর সংযমপূর্ব্বক বিষ্ণুতে মনোনিবেশ করিলেন, ওঁকারের উচ্চারণে তদীয় হৃদয়পদ্ম প্রকাশিত হইল, তিনি সেই বিকসিত হৃদয়সরোজে রবি, সোম ও অগ্নিমণ্ডল যথাবিধি কল্পনা করিয়া পীতাম্বরপরিহিত শঙ্খচক্রগদাধারী হরির সনাতন মূর্ত্তি পুষ্পপুঞ্জ দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাতেই মন নিবেশ করিলেন। তিনি বায়ুমাত্রভক্ষণে জীবন ধারণ করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করত হরির ব্রহ্মরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন, এইরূপে তাঁহার বৎসরত্রয় অতিবাহিত হইল। অনন্তর ধ্যানাবসানে অনলস দ্বিজ বিষ্ণুশর্ম্মা জগৎপতি

হরিম্। বিষ্ণুশর্ম্মাথ তুষ্টাব নারায়ণমতন্দ্রিতঃ ॥ ৭৮ ॥ বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ। প্রসীদ ভগবন্ বিষ্ণো প্রসীদ পুরুষোত্তম। প্রসীদ দেবদেবেশ প্রসীদ কমলেক্ষণ ॥ ৭৯ ॥ জয় কৃষ্ণ জয়াচিন্ত্য জয় বিষ্ণো জয়াব্যয়। জয় যজ্ঞপতে নাথ জয় বিষ্ণো পতে বিভো ॥ ৮০ ॥ জয় পাপহরানন্ত জয় জন্মজরাপহ। নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে ॥ ৮১ ॥ নমঃ সর্ব্বেশ ভূতেশ নমঃ কৈটভসূদন। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় জগন্মূল জগৎপতে ॥ ৮২ ॥ নমো দেবাধিদেবায় নমো নারায়ণায় বৈ। নমঃ কৃষ্ণায় রামায় নমশ্চক্রায়ুধায় চ ॥ ৮৩ ॥ ত্বং মাতা সর্ব্বলোকানাং ত্বমেব জগতঃ পিতা। ভয়ার্ত্তানাং সুহৃন্মিত্রং ত্বং পিতা ত্বং পিতামহঃ ॥ ৮৪ ॥ ত্বং হবিস্ত্বং বষট্কারস্ত্বং প্রভুস্ত্বং হুতাশনঃ। করণং কারণং কর্ত্তা ত্বমেব পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৫ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণে মাং সমুদ্ধর মাধব ॥ ৮৬ ॥ প্রসীদ মন্দরধর প্রসীদ মধুসূদন। প্রসীদ কমলাকান্ত প্রসীদ ভুবনাধিপ ॥ ৮৭ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্যেবং স্তবতস্তস্য মনোভক্ত্যা মহাত্মনঃ। আবির্বভূব বিশ্বাত্মা বিষ্ণুর্গরুড়বাহনঃ ॥ ৮৮ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতাম্বরধরোঽচ্যুতঃ। উবাচ স প্রসন্নাত্মা বিষ্ণুশর্ম্মাণমব্যয়ঃ ॥ ৮৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। তুষ্টোঽস্মি ভবতো বৎস মহতা তপসাধুনা। স্তোত্রেণানেন সুমতে নষ্টপাপোঽসি সাম্প্রতম্ ॥ ৯০ ॥ বরং বরয় বিপ্রেন্দ্র বরদোঽহং তবাগ্রতঃ। নাতপ্ততপসা দ্রষ্টুং শক্যঃ কেনাপ্যহং দ্বিজ ॥ ৯১ ॥ বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ। কৃতকৃত্যোঽস্মি দেবেশ সাম্প্রতং তব দর্শনাৎ। ত্বদ্ভক্তিমচলামেকাং মম দেহি জগৎপতে ॥ ৯২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ভক্তিরস্ত্বচলা মে বৈ বৈষ্ণবী মুক্তিদায়িনী। অত্রৈবাস্ত্বচলা মে বৈ জাহ্নবী মুক্তিদায়িনী ॥ ৯৩ ॥ ইদং স্থানং মহাভাগ ত্বন্নাম্না খ্যাতিমেষ্যতি ॥ ৯৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তা দেবদেবেশশ্চক্রেণোৎখায় তৎস্থলম্। জলং প্রকটয়ামাস গাঙ্গং পাতালমণ্ডলাৎ ॥৯৫॥ জলেন তেন ভগ-

---

চরাচরগুরু নারায়ণ হরিকে প্রণাম করিয়া বক্ষ্যমাণ স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন,—হে ভগবন্! প্রসন্ন হউন, হে বিষ্ণো! হে পুরুষোত্তম! প্রসন্ন হউন, হে কমলনয়ন। হে দেবদেবেশ! প্রসন্ন হউন। হে কৃষ্ণ। আপনি চিন্তাতীত; হে বিষ্ণো। হে অব্যয়। আপনি জয়যুক্ত হউন; হে বিভো! আপনি যজ্ঞপতি ও ত্রিলোকপতি, হে নাথ! হে বিষ্ণো! আপনার জয় হউক। হে অনন্ত! আপনি পাপ, জন্ম ও জরা অপহরণ করেন, আপনার জয় হউক, জয় হউক। আপনি কমলনাভ ও আপনার গলে বনমালা বিলম্বিত, আপনাকে নমস্কার। হে ভূতপতে। হে সর্ব্বেশ। আপনি কৈটভাসুরকে নিষূদিত করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার; হে জগৎপতে! আপনি ত্রিলোকের পতি ও জগতের মূলকারণ আপনাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! আপনি দেবাধিদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি কৃষ্ণ ও বলরামরূপী; চক্র আপনার আয়ুধ, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বলোকের মাতা ও পিতা; আপনিই জগৎপিতা ভয়ার্ত্তগণের সুহৃৎ, মিত্র, আপনি পিতা ও পিতামহ; আপনি হবি, বষট্কার, প্রভু ও হুতাশন; আপনি করণ, কারণ, কর্ত্তা এবং আপনিই পরমেশ্বর; আপনার করে শঙ্খ, চক্র, গদা বিদ্যমান; হে মাধব! আমাকে উদ্ধার করুন। আপনি মন্দরগিরি ধারণ করিয়াছিলেন, হে মধুসূদন! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; হে কমলাকান্ত। হে জগৎপতে। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন।৬৮—৮৭। অগস্ত্য বলিলেন,—মহাত্মা বিষ্ণুশর্ম্মা ভক্তিপূর্ণমানসে বিষ্ণুর এইরূপ স্তব করিলে পীতাম্বরধারী শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণি অব্যয় অচ্যুত গরুড়াসন বিশ্বাত্মা বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন, এবং বিষ্ণুশর্ম্মার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে বৎস। সম্প্রতি তোমার তীব্রতপস্যাদর্শনে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি আমার যে স্তব করিয়াছ, ইহা দ্বারা এক্ষণে তুমি নিষ্পাপ হইলে, হে বিপ্রেন্দ্র। আমি বরদরূপে তোমার সম্মুখে উপনীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। হে দ্বিজ। কেহই বিনা তপস্যায় আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—হে দেবেশ। আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি আজ কৃতকৃত্য হইলাম, হে জগৎপতে। আপনার প্রতি যেন আমার কেবল অচলা ভক্তি থাকে, আমাকে এই বর দান করুন। ভগবান্ বলিলেন,—হে মহাভাগ! তোমার মুক্তিদায়িনী বৈষ্ণবী ভক্তি অচলা হউক; আমার আদেশে মুক্তিজননী জাহ্নবীদেবী এই স্থানে অচলা হইয়া বিরাজ করুন; আমার এই স্থান তোমার নামে বিখ্যাত হউক। অগস্ত্য বলিলেন,—কৃপাপরবশ দয়াসিন্ধু দেবদেব বিষ্ণু এইরূপ বলিয়া চক্র দ্বারা সেই স্থান উৎখাত করতঃ পাতালমণ্ডল হইতে

বারি পবিত্রেণ দয়াম্বুধিঃ। নীরজস্ক ভূমিতলং ক্ষণাদ্বলয়ে কৃপাবশাৎ॥ ৯৬॥ চক্রতীর্থমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তদ্দ্বিজ। জাতং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতমঘৌঘধ্বংসকারকম্॥৯৭॥ তত্র স্নানেন দানেন বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ॥ ৯৮॥ ততঃ স ভগবান্ ভূয়ো বিষ্ণুশর্ম্মাণমচ্যুতঃ। কৃপয়া পরয়া যুক্ত উবাচ দ্বিজবৎসলঃ॥ ৯৯॥ শ্রীভগবানুবাচ। ত্বন্নামপূর্ব্বিকা বিপ্র মন্মূর্ত্তিরিহ তিষ্ঠতু। বিষ্ণুহরীতি বিখ্যাতা ভক্তানাং মুক্তিদায়িনী॥ ১০০॥ অগস্ত্য উবাচ। ইতি শ্রুত্বা বচো বিপ্রো বাসুদেবস্য বুদ্ধিমান। স্বনামপূর্ব্বিকাং মূর্ত্তিং স্থাপয়ামাস চক্রিণঃ॥ ১০১॥ ততঃ প্রভৃতি বিপ্রেশ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। পীতবাসাশ্চতুর্ব্বাহুর্নাম্না বিষ্ণুহরিঃ স্থিতঃ॥ ১০২॥ কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য প্রারভ্য দশমীতিথিম্। পূর্ণিমামবধিং কৃত্বা যাত্রা সাংবৎসরী ভবেৎ॥ ১০৩॥ চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। বহুবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ১০৪॥ পিতৄনুদিশ্য যস্তত্র পিণ্ডান্নির্ব্বাপয়িষ্যতি। তৃপ্তাস্তে পিতরো যান্তি বিষ্ণুলোকং ন সংশয়ঃ॥ ১০৫॥ চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বিষ্ণুহরিং বিভুম্। সর্ব্বপাপক্ষয়ং প্রাপ্য নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে॥ ১০৬॥ যথাশক্ত্যা তত্র দানানি দত্ত্বা নিষ্কল্মষো নরঃ। বিষ্ণুলোকে বসেদ্ধীমান্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১০৭॥ অন্যদাপি নরস্তত্র চক্রতীর্থে জিতেন্দ্রিয়ঃ। দৃষ্ট্বা সকৃদ্ধরিং দেবং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১০৮॥ ইতি সকলগুণাব্ধির্ধ্যেয়মূর্ত্তিশ্চিদাত্মা হরিরিহ পরমূর্ত্ত্যা তস্থিবান্মুক্তিহেতোঃ। তমিহ বহুলভক্ত্যা চক্রতীর্থাভিষেকী বসতি সুকৃতিমূর্ত্তির্যোঽর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুলোকে॥ ১০৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডেঽযোধ্যা-
মাহাত্ম্যে বিষ্ণুহরিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অগস্ত্যমুনিরিত্যুক্ত্বা চক্রতীর্থাশ্রয়াং কথাম্। বিভোর্বিষ্ণুহরেশ্চাপি পুনরাহ দ্বিজোত্তমাঃ।

জাহ্নবীজল প্রকটিত করিলেন এবং সেই বিমলজল দ্বারা ক্ষণকালমধ্যে সেই ভূমিতল ধূলিহীন করিয়া দিলেন। হে দ্বিজ! তদবধি এই স্থান চক্রতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই শুভাবহ চক্রতীর্থ ত্রিলোকের পাপরাশি ধ্বংস করিতে সমর্থ এবং মানব এই স্থানে স্নান-দান করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করে। অনন্তর দ্বিজবৎসল অচ্যুত ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া পুনরপি বিষ্ণুশর্ম্মাকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে বিপ্র! আমার নামের পূর্ব্বে তোমার নাম যুক্ত হইয়া আমার মূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং সেই মূর্ত্তি বিষ্ণুহরি নামে বিখ্যাত হইয়া ভক্তগণের মুক্তি বিধান করুক। অগস্ত্য বলিলেন,—ধীমান্ বিষ্ণুশর্ম্মা বাসুদেবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নিজ নাম পূর্ব্বে রাখিয়া তথায় চক্রধর হরির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! তদবধি পীতবসন শঙ্খচক্রগদাধর চতুর্ব্বাহু হরি 'বিষ্ণুহরি' নামে সেই চক্রতীর্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে এই তীর্থের যাত্রাপ্রকরণ শ্রবণ কর। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথি হইতে পূর্ণিমার মধ্যে যাত্রা করিয়া সংবৎসর তীর্থ ভ্রমণ করিবে, ইহারই নাম সাংবৎসরী যাত্রা। মানব চক্রতীর্থে স্নান করিয়া নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং বহুসহস্রবৎসর স্বর্গলোকে বাস করে। যে নর পিতৃগণের উদ্দেশে এই তীর্থে পিণ্ডাদি দান করে, তদীয় পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন, সন্দেহ নাই। মানব চক্রতীর্থে স্নান ও বিভু বিষ্ণুহরি মূর্ত্তি দর্শন করত নিখিল কলুষমুক্ত হইয়া স্বর্গপুরে গমন করে। ধীমান্ মানব এই তীর্থে যথাশক্তি দান করিলে নিষ্পাপ হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল বিষ্ণুলোকে বাস করিতে সমর্থ হন। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত যাত্রাকাল ব্যতীত জিতেন্দ্রিয় মানব চক্রতীর্থে হরিকে একবার মাত্র দর্শন করিয়াও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। নিখিল গুণের সারস্বরূপ ধ্যেয়মূর্ত্তি চিদাত্মা হরি মানবগণের মুক্তির জন্য এইরূপে অত্যুত্তম মূর্ত্তিতে এই স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন। যে সুকৃতী মানব চক্রতীর্থে অভিষেক করিয়া অত্যন্ত ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করে, তাহার বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। ৮৮—১০৯।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! ঋষি অগস্ত্য এই কথা বলিয়া পুনরায় বিভু বিষ্ণুহরির চক্রতীর্থ-

১॥ অগস্ত্য উবাচ। পুরা ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা বিজ্ঞায়
হরিমচ্যুতম্। অযোধ্যাবাসিনং দেবং তত্র চক্রে
স্থিতিং স্বয়ম্॥ ২॥ আগত্য কৃতবাংস্তত্র যাত্রাং
ব্রহ্মা যথাবিধি। যজ্ঞঞ্চ বিধিবচ্চক্রে নানাসম্ভার-
সংযুতম্॥ ৩॥ ততঃ স কৃতবাংস্তত্র ব্রহ্মা লোক-
পিতামহঃ। কুণ্ডং স্বনাম্না বিপুলং নানাদেবসমন্বিতম্॥
৪॥ বিস্তীর্ণজলকল্লোলকলিতং কলুষাপহম্। কুমু-
দোৎপলকহ্লারপুণ্ডরীককুলাকুলম্॥ ৫॥ হংসসারস-
চক্রাহ্ববিহঙ্গমমনোহরম্। তটান্তবিটপোল্লাসিপত-
ত্রিগণসঙ্কুলম্॥ ৬॥ তত্র কুণ্ডে সুরাঃ সর্ব্বে স্নাতাঃ
শুদ্ধিসমন্বিতাঃ। বভূবুরব্জা বিগতরজস্কা বিমলত্বিষঃ॥
৭॥ তদাশ্চর্য্যং মহদ্দৃষ্ট্বা তে সর্ব্বে সহসা সুরাঃ।
ব্রহ্মাণং প্রণিপত্যোচুর্ভক্ত্যা প্রাঞ্জলয়স্তদা॥ ৮॥
দেবা উচুঃ। ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বেন মাহাত্ম্যং
কমলাসন। অস্য কুণ্ডস্য সকলং খ্যাতস্য বিমলত্বিষঃ॥
৯॥ অত্র স্নানেন সর্ব্বেষামস্মাকং বিগতং রজঃ।
মহদাশ্চর্য্যমেতস্য দৃষ্ট্বা কুণ্ডস্য বিস্মিতাঃ। সর্ব্বে
বয়ং সুরশ্রেষ্ঠ কৃপয়া ত্বমতো বদ॥ ১০॥ ব্রহ্মোবাচ।
শৃণ্বন্তু সর্ব্বে ত্রিদশাঃ সাবধানাঃ সবিস্ময়াঃ।
কুণ্ডস্যৈতস্য মাহাত্ম্যং নানাফলসমন্বিতম্॥ ১১॥
অত্র স্নানেন বিবিধপাপাত্মানোঽপি জন্তবঃ। বিমানং
হংসসংযুক্তমাস্থায় রুচিরাম্বরাঃ। নিবসন্তি ব্রহ্মলোকে
যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ১২॥ অত্র দানেন হোমেন
যথাশক্ত্যা সুরোত্তমাঃ। তুলাশ্বমেধয়োঃ পুণ্যং
প্রাপুর্মুনিসত্তমাঃ॥১৩॥ মমাস্মিন্ সরসি শ্রীমান্ জায়তে
স্নানতো নরঃ। তস্মাদত্র বিধানেন স্নানং দানং
জপাদিকম্॥ ১৪॥ সর্ব্বযজ্ঞসমং স্যাদ্বৈ মহাপাতক-
নাশনম্। ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতিমিতো যাস্যত্যনুত্ত-
মাম্॥ ১৫॥ অস্মিন কুণ্ডে চ সান্নিধ্যং ভবিষ্যতি
সদা মম। কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য চতুর্দ্দশ্যাং
সুরোত্তমাঃ॥ ১৬॥ যাত্রা ভবিষ্যতি সদা সুরাঃ
সাংবৎসরী মম। শুভপ্রদা মহাপাপরাশিনাশকরী
তদা॥ ১৭॥ স্বর্ণঞ্চৈব সদা দেয়ং বাসাংসি বিবিধানি
চ। নিজশক্ত্যা প্রকর্ত্তব্যা সুরাস্তৃপ্তির্দ্বিজন্মনাম্॥১৮॥

বিষয়ক কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অগস্ত্য কহিলেন,—পুরাকালে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা অচ্যুত হরিকে অযোধ্যায় অবস্থিত জানিয়া স্বয়ং সেই চক্র তীর্থে বাস করিয়াছিলেন। তিনি যথাবিধি যাত্রা করিয়া অযোধ্যার চক্রতীর্থে আগমন করত তথায় বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করেন, তাঁহার যজ্ঞে বহুবিধ সামগ্রী সম্ভার আহৃত হইয়াছিল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় নামানুসারে নানাদেবসমন্বিত এক বৃহৎ কুণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মকুণ্ড কলুষাপহ; বিস্তীর্ণ জলকল্লোলে আকুলিত ও কুমুদ, উৎপল, কহ্লার এবং পুণ্ডরীকসমাকীর্ণ, এই কুণ্ডে হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ বিচরণ করায় ইহার অতি মনোহর শোভা সম্পাদিত হইয়াছে; কুণ্ডের তীরতরু নয়নমনোরম পক্ষিগণে সমাকুল হওয়ায় অতি বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। একদা সুরনিকর এই ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহনপূর্ব্বক সদ্য শুদ্ধিসমন্বিত, বিমল কান্তিযুক্ত ও রজোহীন হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা সহসা এই মহাশ্চর্য্যকর ব্যাপার দর্শন করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করত ভক্তিসহকারে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! আমাদিগের নিকট বিমলকান্তি গভীর-জল ব্রহ্মকুণ্ডের মাহাত্ম্য সকল যথাযথ বর্ণন করুন, হে কমলাসন! এই কুণ্ডে স্নান করিয়া আমাদের রজোভাব নষ্ট হইয়াছে, আমরা এই কুণ্ডের প্রভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমাদের নিকট কুণ্ডমাহাত্ম্য বর্ণন করুন।১—১০। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সবিস্ময় ত্রিদশগণ! সাবধানে নানাফল-সমন্বিত এই ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। পাপাত্মা প্রাণিগণও যদি এই কুণ্ডে বিধিপূর্ব্বক স্নান করে, তবে তাহারা মনোজ্ঞ বসন পরিধানপূর্ব্বক হংস-সমন্বিত বিমানারোহণে ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং পুনঃ প্রলয়কালপর্য্যন্ত তাহারা তথায় বাস করিয়া থাকে। হে সুরোত্তমগণ। ঋষিসত্তমগণ এই স্থানে যথাশক্তি দান ও হোম করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়াছিলেন। আমার এই সরোবরে স্নান করিয়া মানব শ্রীমান্ হয়। এই স্থানে মানব যথাবিধি স্নান, দান ও জপাদি করিলে তাহা নিখিল যজ্ঞের তুল্য ফলজনক ও মহাপাতকনাশন হয়। আজ হইতে আমার এই কুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড নামে অনুত্তম খ্যাতি লাভ করিবে। আর আমিও সতত এই কুণ্ডসন্নিধানে বাস করিব। হে সুরসত্তমগণ! কার্ত্তিকের শুক্লচতুর্দ্দশীদিবসে আমার সাংবৎসরী যাত্রা হইবে; হে সুরগণ! এই যাত্রা শুভপ্রদ ও মহাপাপরাশির নাশকরী জানিবেন। হে দেবগণ! এই যাত্রায় দ্বিজগণের তৃপ্তির জন্য যথাশক্তি স্বর্ণ ও বস্ত্র দান

অগস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তা দেবদেবোহয়ং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। অন্তর্দধে সুরৈঃ সার্দ্ধং তীর্থং দৃষ্ট্বা তপোধন ॥ ১৯ ॥ তদাপ্রভৃতি তৎকুণ্ডং বিখ্যাতং পরমং ভুবি। চক্রতীর্থাচ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি কুণ্ডং স্থিতং মহৎ ॥ ২০ ॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্তা স তপোরাশিরগস্ত্যঃ কুম্ভসম্ভবঃ। পুনঃ পৃষ্টো মুনিবরো ব্যাসায়াব্রবীৎ কথাম্ ॥ ২১ ॥ অগস্ত্য উবাচ। অন্যচ্ছৃণু মহাভাগ তীর্থং দুষ্কৃতিদুর্লভম্। ঋণমোচনসংজ্ঞন্তু সরযূতীরসঙ্গতম্ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডান্মুনিবর ধনুঃসপ্তশতেন চ। পূর্ব্বোত্তরদিশাভাগে সংস্থিতং সরযুজলে ॥ ২৩ ॥ তত্র পূর্ব্বং মুনিবরো লোমশো নাম নামতঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন স্নানং চক্রে বিধানতঃ ॥ ২৪ ॥ ততঃ স ঋণনির্ম্মুক্তো বভূব গতকল্মষঃ। তদাশ্চর্য্যং মহদ্দৃষ্ট্বা মুনীন্ সানন্দমব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥ পশ্যন্ত্বেতস্য মহতো গুণাংস্তীর্থবরস্য বৈ। ভুজাবূর্দ্ধং তথা কৃত্বা হর্ষেণাহাশ্রুলোচনঃ ॥ ২৬ ॥ লোমশ উবাচ। ঋণমোচনসংজ্ঞস্য তীর্থমেতদনুত্তমম্। যত্র স্নানেন জন্তুনামৃণনির্যাতনং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ ঐহিকং পারলৌকিক্যং যদৃণত্রিতয়ং নৃণাম্। তৎ সর্ব্বং স্নানমাত্রেণ তীর্থেঽস্মিন্নশ্যতি ক্ষণাৎ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বতীর্থোত্তমঞ্চৈতৎ সদ্যঃ প্রত্যয়কারকম্। ময়া চাস্য ফলং সম্যগনুভূতং নৃণামিহ ॥ ২৯ ॥ তস্মাদত্র বিধানেন স্নানং দানঞ্চ শক্তিতঃ। কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া যুক্তৈঃ সর্ব্বদা ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৩০ ॥ স্নাতব্যঞ্চ সুবর্ণঞ্চ দেয়ং বস্ত্রাদি শক্তিতঃ ॥৩১॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তা তীর্থমাহাত্ম্যং লোমশো মুনিসত্তমঃ। অন্তর্দধে মুনিশ্রেষ্ঠঃ স্তবংস্তীর্থগুণান্মুদা ॥ ৩২ ॥ ইত্যেতৎকথিতং বিপ্র ঋণমোচনসংজ্ঞকম্। যত্র স্নানেন জন্তুনামৃণং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ। ঋণমোচনতীর্থাত্তু পূর্ব্বতঃ সরযুজলে ॥ ৩৩ ॥ ধনুর্দ্বিশত্যা তীর্থঞ্চ পাপমোচনসংজ্ঞকম্। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা তত্রস্নানেন মানবঃ। জায়তে তৎক্ষণাদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৪ ॥ ময়া তত্র মুনিশ্রেষ্ঠ দৃষ্টং মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥ পাঞ্চালদেশসম্ভূতো নাম্না নরহরি-

---

করিতে হয়। অগস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর দেবদেব লোকপিতামহ ব্রহ্মা চক্রতীর্থ দর্শন করিয়া সুরগণ সহ তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। হে তপোধন! তদবধি এই ব্রহ্মকুণ্ড ভূতলে বিপুল বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই মহাকুণ্ড চক্রতীর্থের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সূত কহিলেন,—কুম্ভসম্ভব তপোরাশি ঋষি অগস্ত্য এইরূপ বলিলে পুনরায় ব্যাস কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ উত্তম কথা কহিতে লাগিলেন। অগস্ত্য কহিলেন,—হে মহাভাগ। এক্ষণে পাপহীন অন্য তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন! হে মুনিবর! সরযূতীরে ঋণমোচননামক এক তীর্থ বিদ্যমান, এই তীর্থ সরযূজলের এক অংশ ও ইহা সরযূর পূর্ব্বোত্তরদিগ্ভাগে ব্রহ্মকুণ্ড হইতে সপ্তশত ধনুঃপ্রমাণ ব্যবধানে বিদ্যমান। ঋষিসত্তম লোমশ পূর্ব্বকালে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে যথাবিধি এই তীর্থে স্নান করিয়া বিগতপাপ ও ঋণত্রয়মুক্ত হইয়াছিলেন। ঋষি লোমশ এই তীর্থের মহাবিস্ময়কর মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া আনন্দ সহকারে মুনিগণকে বলিয়াছিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা তীর্থবর ঋণমোচনের মহামাহাত্ম্য দর্শন করুন। লোমশ হর্ষসহকারে ঋষিগণ সমীপে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যখন ঋণমোচনের মহিমা বর্ণন করেন, তখন তাঁহার লোচনদ্বয় জলাকুল হইয়াছিল। লোমশ বলিলেন,—ঋণমোচন অতি উত্তম তীর্থ, এই তীর্থে স্নান করিলে মানবগণ ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হয়। ১১—২৭। মানবগণ ঋণিমোচনে অবগাহনমাত্র ক্ষণকাল মধ্যে ঐহিক ও পারলৌকিকাদি ত্রিবিধ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ঋণমোচন সর্ব্বতীর্থোত্তম ও প্রত্যক্ষফলদায়ক, আমি ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি এই তীর্থে স্নান করিয়া ঋণমুক্ত হইয়াছি। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষী মানবগণের এই তীর্থে শক্তি অনুসারে সতত যথাবিধি শ্রদ্ধাপুরঃসর স্নানদান কর্ত্তব্য। মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া যথাশক্তি সুবর্ণ ও বস্ত্র দান করিবে। অগস্ত্য বলিলেন,—ঋষিসত্তম লোমশ হর্ষসহকারে এইরূপে তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্তব করিতে করিতে অন্তর্ধান করিলেন। হে বিপ্র! এই তোমার নিকট ঋণমোচন তীর্থের বিষয় বলিলাম, মানবগণ এই তীর্থে স্নান করিয়া সদ্য ঋণমুক্ত হয়। ঋণমোচন তীর্থের পূর্ব্বদিকে দুইশত ধনু ব্যবধানে সরযূজলে পাপমোচননামক তীর্থ বিদ্যমান, মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া সদ্য বিগতপাপ ও বিশুদ্ধাত্মা হয়; সংশয় নাই। হে মুনিসত্তম! আমি এই পাপমোচন তীর্থের এক অত্যুত্তম মাহাত্ম্য দর্শন করিয়াছি। পাঞ্চালদেশে

দ্বিজঃ। অসৎসঙ্গপ্রভাবেন পাপাত্মা সমজায়ত ॥৩৬॥ নানাবিধানি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। কৃতবান্ পাপিসঙ্গেন ত্রয়ীমার্গবিনিন্দকঃ ॥ ৩৭ ॥ স কদাচিৎ সাধুসঙ্গাত্তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ। অযোধ্যামাগতো বিপ্র মহাপাতককৃদ্দ্বিজঃ ॥ ৩৮ ॥ পাপমোচনতীর্থে তু স্নাতঃ সৎসঙ্গতো দ্বিজঃ। পাপরাশিবিনষ্টোঽস্য নিষ্পাপঃ সমভূৎ ক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥ দিবঃ পপাত তন্মূর্দ্ধ্নি পুষ্পবৃষ্টির্মুনীশ্বর। দিব্যং বিমানমারুহ্য বিষ্ণুলোকং গতো দ্বিজঃ ॥ ৪০ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং ময়া চ দ্বিজপুঙ্গব। শ্রদ্ধয়া পরয়া তত্র কৃতং স্নানং বিশেষতঃ ॥ ৪১ ॥ মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং তত্র স্নানং বিশেষতঃ। দানং চ মনুজৈঃ কার্য্যং সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে ॥ ৪২ ॥ অন্যদা তু কৃতে স্নানে সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥ পাপমোচনতীর্থে তু পূর্ব্বং তু সরযূজলে। ধনুঃশতপ্রমাণেন বর্ত্ততে তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥ সহস্রধারাসংজ্ঞং তু সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্। যস্মিন্ রামাজ্ঞয়া বীরো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। প্রাণানুৎসৃজ্য যোগেন যযৌ শেষাত্মতাং পুরা ॥ ৪৫ ॥ সার্দ্ধং হস্তত্রয়েণৈব প্রমাণং ধনুষো বিদুঃ। চতুর্ভির্হস্তকৈঃ সংখ্যা দণ্ড ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪৬ ॥ সূত উবাচ। ইত্থং তদা সমাকর্ণ্য কুম্ভযোনিমুনেস্তদা। কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ কৌতুকাৎ ॥ ৪৭ ॥ ব্যাস উবাচ। সহস্রধারামাহাত্ম্যং বিস্তরাদ্বদ সুব্রত। শৃণ্বংস্তীর্থস্য মাহাত্ম্যং ন তৃপ্যন্তি মনো মম ॥ ৪৮ ॥ অগস্ত্য উবাচ। সাবধানঃ শৃণু মুনে কথাং কথয়তো মম। সহস্রধারাতীর্থস্য সমুৎপত্তিং মহোদয়াৎ ॥ ৪৯ ॥ পুরা রামো রঘুপতির্দেবকার্য্যং বিধায় বৈ। কালেন সহ সঙ্গম্য মন্ত্রং চক্রে নরেশ্বরঃ ॥ ৫০ ॥ আবাং মন্ত্রয়মাণৌ হি যঃ পশ্যেদন্তিকাগতঃ। ময়া ত্যাজ্যো ভবেৎ ক্ষিপ্রমিত্থং চক্রে স সংবিদম্ ॥ ৫১ ॥ তস্মিন মন্ত্রয়মাণে হি দ্বারে তিষ্ঠতি লক্ষ্মণে। আগতঃ স তপোরাশির্দুর্ব্বাসাস্তেজসাং নিধিঃ ॥ ৫২ ॥ আগত্য লক্ষ্মণং শীঘ্রং প্রীত্যোবাচ ক্ষুধাকুলঃ ॥ ৫৩ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ।

নরহরি নামক জনৈক দ্বিজ ছিলেন। তিনি অসৎসঙ্গে পতিত হইয়া পাপাত্মা হন। তিনি কুসংসর্গে মিলিত হইয়া বেদবিগর্গিত ব্রহ্মহত্যাদি নানাবিধ পাপাচরণ করেন। হে বিপ্র! অনন্তর সাধুগণ তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলে সেই মহাপাতকী দ্বিজ নরহরি তাঁহাদের সঙ্গে অযোধ্যায় উপনীত হন এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পাপমোচন তীর্থে স্নান করেন। হে মুনিবর! দ্বিজ নরহরি পাপমোচনে অবগাহন করিয়া সদ্য নিষ্পাপ হইলেন। তাঁহার পাপরাশি বিনষ্ট হইলে তাঁহার মস্তকে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং তিনি দিব্য বিমানারোহণে হরিপুরে গমন করিলেন। হে দ্বিজপুঙ্গব! আমিও এই মহাবিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া সাতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে পাপবিমোচনে অবগাহন করিলাম। মানবগণ পাপমোচনকামনায় মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিবসে এই তীর্থে স্নান বিশেষতঃ দান অবশ্য করিবে। এই চতুর্দ্দশী ব্যতীত অন্য সময়েও পাপমোচনে স্নান করিলে মানবের সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। পাপমোচনের পূর্ব্বদিকে শতধনুঃপ্রমাণ ব্যবধানে সরযূজলে এক উত্তম তীর্থ আছে, এই তীর্থের নাম সহস্রধার, এই সহস্রধার সর্ব্বপাপবিনাশন জানিবে। পুরাকালে পরবীরহা লক্ষ্মণ রামের আদেশে যোগবলে এই সহস্রধারে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে গমন করেন। হে সাধো! ধনুর প্রমাণ সার্দ্ধত্রিহস্ত জানিবে, আর চারিহস্তে এক দণ্ড কথিত হয়। ২৮—৪৬। সূত কহিলেন,—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কুম্ভসম্ভব ঋষি অগস্ত্যসমীপে এইরূপ শ্রবণ করিয়া কৌতুকবশতঃ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে সুব্রত! সহস্রধারের মাহাত্ম্য বিস্তারপূর্ব্বক বলুন; সহস্রধারের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমার মন তৃপ্তির সীমাদর্শনে সমর্থ হইতেছে না। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে মুনে! আমি পুনবায় সহস্রধার তীর্থের উৎপত্তিবিবরণ বর্ণন করিতেছি, ইহার মাহাত্ম্য মহাপ্রভাব, অতএব সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। পুরাকালে রঘুপতি নরেশ্বর রাম সুরকার্য্য উদ্ধারপূর্ব্বক কালের সহিত সঙ্গত হইয়া মন্ত্রণা করেন, তিনি মন্ত্রণার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মন্ত্রণাকালে যে আমাদের সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমাদের মন্ত্রণা দর্শন করিবে, আমি সত্বর তাহাকে পরিত্যাগ করিব। রাম এইরূপ প্রতিজ্ঞার পর মন্ত্রণাগৃহে গমন করিয়া মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলে তখন লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন; তৎকালে তেজোনিধি তপোরাশি ঋষি দুর্ব্বাসা দ্বারে উপনীত হইলেন। তিনি ক্ষুধাকুল ছিলেন। দ্বারদেশে উপনীত হইয়াই প্রীতিবশতঃ তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের প্রতি বলিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—হে

সৌমিত্রে গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং রামাগ্রে মাং নিবেদয়। কার্য্যার্থিনমিদং বাক্যং নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৫৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ। শাপাদ্ভীতঃ স সৌমিত্রিস্ত্বর্ণং গত্বা তয়োঃ পুরঃ। মুনিং নিবেদয়ামাস রামাগ্রে দর্শনার্থিনম্। দুর্ব্বাসসং তপোরাশিমাত্রিনন্দনমাগতম্ ॥ ৫৫ ॥ রামোঽপি কালমামন্ত্র্য প্রস্থাপ্য চ বহির্যযৌ। দৃষ্ট্বা মুনিং তং প্রণতঃ সম্ভোজ্য প্রভুরাদরাৎ ॥ ৫৬ ॥ দুর্ব্বাসসং মুনিবরং প্রস্থাপ্য স্বয়মাদরাৎ। সত্যভঙ্গভয়াদ্বীরো লক্ষ্মণং ত্যক্তবাংস্তদা ॥ ৫৭ ॥ লক্ষ্মণোঽপি তদা বীরঃ কুর্ব্বন্নবিতথং বচঃ। ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য সুমতিঃ সরযূতীরমাযযৌ ॥ ৫৮ ॥ তত্র গত্বাথ চ স্নাত্বা ধ্যানমাস্থায় সত্বরম্। চিদাত্মনি মনঃ শান্তং সঙ্গম্যাবস্থিতস্তদা ॥ ৫৯ ॥ গতঃ প্রাদুরভূত্তত্র সহস্রফণমণ্ডিতঃ। শেষশ্চক্ষুঃশ্রবাঃ শ্রেষ্ঠঃ ক্ষিতিং ভিত্বা সহস্রধা। সুরলোকাৎ সুরেন্দ্রোঽপি সমাগাদমরৈঃ সহ ॥ ৬০ ॥ ততঃ শেষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরম্। উবাচ মধুরং শক্রঃ সুবাণাং তত্র পশ্যতাম্ ॥ ৬১ ॥ ইন্দ্র উবাচ। লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমারোহ স্বপদং স্বকম্। দেবকার্য্যং কৃতং বীর ত্বয়া রিপুনিষূদন ॥ ৬২ ॥ বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি ত্বং সনাতনম্। ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতঃ শেষোঽপি বিলসৎফণঃ ॥ ৬৩ ॥ সহস্রধা ক্ষিতিং ভিত্বা সহস্রফণমণ্ডলৈঃ। ক্ষিতেঃ সহস্রচ্ছিদ্রেষু যস্মাদ্ভিত্বা সমুদ্গতাঃ ॥ ৬৪ ॥ ফণাসাহস্রমণিভির্দগ্ধাঃ শেষস্য সুব্রত। তস্মাদেতন্মহাতীর্থং সরযূতীরগং শুভম্। খ্যাতং সহস্রধারেতি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ এতৎক্ষেত্রপ্রমাণং তু ধনুষাং পঞ্চবিংশতিঃ। অত্র স্নানেন দানেন শ্রাদ্ধেন শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥ ৬৬ ॥ অত্র স্নাতো নরো ধীমাঞ্ছেষং সম্পূজ্য চাব্যয়ম্। তীর্থং সম্পূজ্য বিধিবদ্বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৭ ॥ তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং স্নানং বিধিপুরঃসরম্। শেষরূপাহিবদ্ধ্যেয়াঃ পূজ্যা বিপ্রা বিশেষতঃ ॥ ৬৮ ॥ স্বর্ণং চান্নং চ বাসাংসি দেয়ানি শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ। স্নানং দানং হরেঃ পূজা সর্ব্বমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥ ৬৯ ॥

সুমিত্রাতনয়। তুমি সত্বর রামসমীপে গমন করিয়া আমার আগমনবৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন কর, হে লক্ষ্মণ। আমার আগমনের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, অতএব অন্যথা করা তোমার উচিত নহে। অগস্ত্য কহিলেন,—সুমিত্রাসুত দুর্ব্বাসার শাপভয়ে শঙ্কিত হইয়া সত্বর তাঁহাদের সম্মুখে গমন করিলেন এবং রামের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন যে, অত্রিনন্দন তপোরাশি ঋষি দুর্ব্বাসা আপনার দর্শনবাসনায় আগমন করিয়াছেন। প্রভু রামও লক্ষ্মণের বাক্যশ্রবণে কালকে আমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দিলেন এবং বহির্দেশে আগমনপূর্ব্বক ঋষিবর দুর্ব্বাসার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইলেন ও বিবিধ বস্তুদ্বারা আদর সহকারে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন। অনন্তর বীর রাম সত্যভঙ্গভয়ে লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলেন; সুমতি বীর লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাক্য ব্যর্থ করিয়াছেন, এজন্য সরযূতীরে সত্বর গমনপূর্ব্বক সরযূজলে স্নান করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং চিদাত্মায় শান্ত মন নিবেশিত করিয়া সম্যক্ অবস্থান করিলেন। অনন্তর সহস্রফণাভূষিত চক্ষুঃশ্রবা সর্পরাজ অনন্ত ক্ষিতিতল সহস্রধা ভেদ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন; এই সময় অমরপুর হইতে সুরগণসহ সুররাজও আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর সুররাজ ইন্দ্র দর্শক সুরগণের সমক্ষে সেই শেষাত্মতা প্রাপ্ত সত্যসঙ্গর লক্ষ্মণের প্রতি বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে বীর। তুমি শত্রুসমূহ নিষূদিত করিয়া সুরকার্য্য সাধন করিয়াছ, হে লক্ষ্মণ। এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার স্বীয় পদে প্রবেশ কর। তোমার অত্যুত্তম সনাতন বৈষ্ণব স্থান লাভ হউক। হে সুব্রত। ঐ দেখ, তোমার মূর্ত্তি অনন্ত সহস্রফণা বিস্তারপূর্ব্বক সমাগত হইয়াছেন; তিনি সহস্র ফণামণ্ডলদ্বারা ক্ষিতিতল ভেদ করিয়া আগমন করায় তাঁহার ফণামণিতে সেই সহস্র ছিদ্রপথ দগ্ধ হইতেছে। অতএব আজ হইতে সরযূতীরগ এই সুশোভন মহাতীর্থ সহস্রধার নামে বিখ্যাত হইবে, সংশয় নাই। এই ক্ষেত্রের প্রমাণ হইবে পঞ্চবিংশতি ধনুঃ। এইতীর্থে শ্রদ্ধাসহকারে স্নান, দান ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে নর নিখিলকলুষমুক্ত হইয়া হরিপুরে গমন করিবে। যে ধীমান্ মানব সহস্রধারে স্নান করিয়া যথাবিধি শেষনাগ, অনন্ত ও তীর্থের পূজা করেন, তাঁহার বিষ্ণুলোকলাভ হইবে। অতএব সকলেরই এইতীর্থে বিধিপূর্ব্বক স্নানাদি করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাবান্ মানবগণ এইতীর্থে বিপ্রগণকে শেষসর্পের ন্যায় ধ্যান করতঃ তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া স্বর্ণ, অন্ন ও বস্ত্রনিচয় দান করিবে। এখানে স্নান, দান ও হরির পূজা সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে,

তস্মাদেতন্মহাতীর্থং সর্ব্বকামফলপ্রদম্। ক্ষিতৌ ভবিষ্যতি সদা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭০ ॥ শ্রাবণে শুক্লপক্ষস্য যা তিথিঃ পঞ্চমী ভবেৎ। তস্যামত্র প্রকর্ত্তব্যো নাগানুদ্দিশ্য যত্নতঃ ॥ ৭১ ॥ উৎসবো বিপুলঃ সদ্ভিঃ শেষপূজাপুরঃসরম্। উৎসবে তু কৃতে তত্র তীর্থে মহতি মানবৈঃ ॥ ৭২ ॥ সন্তোষ্য চ দ্বিজান ভক্ত্যা নাগপূজাপুরঃসরম্। সন্তুষ্টাঃ ফণিনঃ সর্ব্বে পীড়য়ন্তি ন মানুষান্ ॥ ৭৩ ॥ বৈশাখমাসে যে স্নানং কুর্ব্বন্ত্যত্র সমাহিতাঃ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৭৪ ॥ তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং মাধবে যত্নতো নরৈঃ। স্নানং দানং হবিঃ পূজ্যো ব্রাহ্মণাশ্চ বিশেষতঃ। তীর্থে কৃতেঽত্র মনুজৈঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৭৫ ॥ বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যো দদ্যাৎ সালঙ্কারাং পয়স্বিনীম। সবৎসামত্র সত্তীর্থে সৎপাত্রায় দ্বিজন্মনে ॥ ৭৬ ॥ তস্য বাসো ভবেন্নিত্যং বিষ্ণুলোকে সনাতনে। অক্ষয়ং স্বর্গমাপ্নোতি তীর্থ-স্নানেন মানবঃ ॥ ৭৭ ॥ অত্র পূজ্যো বিশেষেণ নরৈঃ শ্রদ্ধসমন্বিতৈঃ। বৈশাখে মাল্যলঙ্কারৈরবস্ত্রৈশ্চ দ্বিজ-দম্পতী ॥ ৭৮ ॥ লক্ষ্মীনারায়ণপ্রীত্যৈ লক্ষ্মীপ্রাপ্ত্যৈ বিশেষতঃ। বৈশাখে মাসি তীর্থানি পৃথিবীসংস্থিতানি বৈ ॥ ৭৯ ॥ সর্ব্বাণ্যপি চ সঙ্গত্য স্থাস্যন্ত্যত্র ন সংশয়ঃ। তস্মাদত্র বিশেষেণ বৈশাখে স্নানতো নৃণাম্। সর্ব্বতীর্থাবগাহস্য ভবিষ্যতি ফলং মহৎ ॥ ৮০ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্ত্বা মুনিরাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুবসঙ্গতম্। শেষং সংস্থাপ্য তত্তীর্থে ভূভারহরণক্ষমম্। লক্ষ্মণং যানমারোপ্য প্রভস্থে দিবমাদরাৎ ॥ ৮১ ॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং বিখ্যাতিং পরমাং যযৌ। বৈশাখে মাসি তীর্থস্য মাহাত্ম্যং পরমং স্মৃতম্ ॥ ৮২ ॥ পঞ্চম্যামপি শুক্লায়াং শ্রাবণস্য বিশেষতঃ। অন্যদা পর্ব্বণি শ্রেষ্ঠং বিশেষং স্নানমাচ-রেৎ। সহস্রাধারাতীর্থে চ নরঃ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥৮৩॥ বিধিবদিহ হি ধীমান স্নানদানানি তীর্থে নরবর ইহ শক্ত্যা যঃ করোত্যাদরেণ। স ইহ বিপুলভোগা-ন্নির্মলাত্মা চ ভক্ত্যা ভজতি ভুজগশায়িশ্রীপতেরাত্ম-নৈক্যম্ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মকুণ্ডসহস্রধারাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ক্ষিতিতলে সহস্রধার মহাতীর্থ সর্ব্বকামফলদ বলিয়া সতত গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। শ্রাবণমাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে সাধুগণ শেষসর্পের পূজাপুরঃ-সর নাগগণের উদ্দেশে এই স্থানে যত্নপূর্ব্বক উৎ-সব করিবেন। মানবগণ কর্ত্তৃক এই মহাতীর্থে নাগোৎসব অনুষ্ঠিত হইলে এবং ভক্তিপূর্ব্বক নাগ-গণের পূজা ও দ্বিজগণের সন্তোষ সাধিত হইলে ফণিগণ সন্তুষ্ট হয়। তাহারা মানবগণের পীড়া উৎ-পাদন করে না। যাহারা সমাহিত হইয়া বৈশাখ-মাসে সহস্রধারে স্নান করে, কোটিকল্প কালেও তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। অতএব বৈশাখমাসে মানবগণের এইতীর্থে যত্নপূর্ব্বক স্নান, দান এবং হবির ও বিশেষতঃ দ্বিজদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। মানবগণ এইরূপ করিলে তাহাদের সর্ব্ববিধ কামনা পূর্ণ হয়। যে মানব এই অনুত্তমতীর্থে বিষ্ণুর উদ্দেশে দানের যোগ্যপাত্র ব্রাহ্মণকে সালঙ্কারা সবৎসা পয়স্বিনী ধেনুদান করিবে, তাহার সতত সনাতন বিষ্ণুলোকে বাস হইবে। মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করে। বিশেষতঃ এই তীর্থে বৈশাখমাসে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া লক্ষ্মী-নারা-য়ণের প্রীতির জন্য মাল্য ও অলঙ্কার দ্বারা দ্বিজ দম্পতীর পূজা করিতে হয়। এইরূপ করিলে লক্ষ্মীলাভ হইয়া থাকে। বৈশাখমাসে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সহস্রধারে আগমন করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করে, সংশয় নাই। অতএব এই স্থানের বৈশাখস্নানই মানবগণের পক্ষে প্রশস্ত, কেন না এই তীর্থে বৈশাখস্নানেই সকল তীর্থফল লাভ হয়। অগস্ত্য কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সুররাজ লক্ষ্মণকে এইরূপ সুরোচিত বাক্য বলি-লেন এবং ভূভারহরণক্ষম শেষ নাগকে সেই তীর্থে প্রতিষ্ঠিত ও লক্ষ্মণকে যানে আরোপিত করিয়া সুরপুরে চলিয়া গেলেন। তদবধি এই তীর্থ অত্যন্ত বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে। বৈশাখমাসেই এই তীর্থের মাহাত্ম্য সমধিক জানিবে; বিশেষতঃ শ্রাবণপঞ্চমীদিবস ততোধিক প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সময় পর্ব্বকালই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। মানব পর্ব্বকালে এই সহস্র-ধারে স্নান করিয়া স্বর্গপুরে গমন করে। যে ধীমান্ মনুজোত্তম আদর সহকারে এই তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক শক্তি অনুসারে যথাবিধি স্নান ও দান করে, সেই নির্ম্মলাত্মা ইহলোকে বিবিধ ভোগ্য উপভোগ করিয়া অন্তে শেষশায়ী রমাপতির সাযুজ্য লাভ করে। ৪৭—৮৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ইতি শ্রুত্বা বচো ধীমানাদরাৎ কুম্ভজন্মনঃ। প্রোবাচ মধুরং বাক্যং কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ॥ ১॥ ব্যাস উবাচ। ভগবন্নদ্ভুতমিদং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্। শ্রুত্বা ত্বত্তো মম মনঃ পরমানন্দমাযযৌ॥ ২॥ অন্যত্তীর্থবরং ব্রূহি তত্ত্বেন মম শৃণ্বতঃ। ন তৃপ্তিরস্তি মনসঃ শৃণ্বতো মম সুব্রত॥ ৩॥ অগস্ত্য উবাচ। শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি তীর্থমন্যদনুত্তমম্। স্বর্গদ্বারমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপহরং সদা। ৪॥ স্বর্গদ্বারস্য মাহাত্ম্যং বিস্তরাদ্বক্তুমীশ্বরঃ। নহি কশ্চিদতো বৎস সংক্ষেপাচ্ছৃণু সুব্রত॥ ৫॥ সহস্রধারামারভ্য পূর্ব্বতঃ সরযূজলে। ষট্‌ত্রিংশদধিকা প্রোক্তা ধনুষাং ষট্‌শতী মিতিঃ॥ ৬॥ স্বর্গদ্বারস্য বিস্তারঃ পুরাণজ্ঞৈর্বিশারদৈঃ। স্বর্গদ্বারসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ৭॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নাসত্যং মম ভাষিতম্। স্বর্গদ্বারসমং তীর্থং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে॥ ৮॥ হিত্বা দিব্যানি ভৌমানি তীর্থানি সকলান্যপি। প্রাতরাগত্য তিষ্ঠন্তি তত্র সংশ্রিত্য সুব্রত॥ ৯॥ তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং প্রাতঃ স্নানং বিশেষতঃ। সর্ব্বতীর্থাবগাহস্য ফলমাত্মন ঈপ্সতা॥ ১০॥ ত্যজন্তি প্রাণিনঃ প্রাণান্ স্বর্গদ্বারান্তরে দ্বিজ। প্রযান্তি পরমং স্থানং বিষ্ণোস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১॥ মুক্তিদ্বারমিদং পশ্য স্বর্গপ্রাপ্তিকরং নৃণাম্। স্বর্গদ্বারমিতি খ্যাতং তস্মাত্তীর্থমনুত্তমম্॥ ১২॥ স্বর্গদ্বারং সুদুষ্প্রাপং দেবৈরপি ন সংশয়ঃ। যদ্যৎ কাময়তে তত্র তত্তদাপ্নোতি মানবঃ॥ ১৩॥ স্বর্গদ্বারে পরা সিদ্ধিঃ স্বর্গদ্বারে পরা গতিঃ। জপ্তং দত্তং হুতং দৃষ্টং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। ধ্যানমধ্যয়নং সর্ব্বং দানং ভবতি চাক্ষয়ম্॥ ১৪॥ জন্মান্তরসহস্রেণ যৎ পাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্। স্বর্গদ্বারপ্রবিষ্টস্য তৎ সর্ব্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্॥ ১৫॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বৈ বর্ণসঙ্করাঃ। কৃমিম্লেচ্ছাশ্চ যে চান্যে সঙ্কীর্ণাঃ পাপযোনয়ঃ॥ ১৬॥ কীটাঃ পিপীলিকাশ্চৈব যে চান্যে মৃগপক্ষিণঃ। কালেন নিধনং প্রাপ্তাঃ স্বর্গদ্বারে

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ধীমান ঋষি ব্যাস কুম্ভসম্ভব অগস্ত্যের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মধুরবাক্য বলিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন। এই তীর্থমাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত ও উত্তম; আপনার মুখে এই সকল শ্রবণ করিয়া আমার মন পরম আনন্দিত হইয়াছে। হে সুব্রত! তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণে আমার অভিলাষ হইতেছে, আমি যতই শুনিতেছি, আমার মনের আকাঙ্ক্ষা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব আমার নিকট অন্যান্য উত্তম তীর্থনিচয় বর্ণন করুন। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে বিপ্র! সতত সর্ব্বপাপহর স্বর্গদ্বার নামক অন্য একটী অনুত্তম তীর্থকথা কীর্ত্তন করিতেছি। হে বৎস সুব্রত! স্বর্গদ্বারের মাহাত্ম্য কেহই বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে সমর্থ হয় না, অতএব সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই স্বর্গদ্বার সহস্রধার হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে ষট্‌শত ষট্‌ত্রিংশৎ ধনু ব্যবধানে সরযূজলে বিরাজিত; পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বর্গদ্বারের বিস্তার এইরূপই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। স্বর্গদ্বারসদৃশ তীর্থ হয়ও নাই, হইবেও না। আমি ত্রিসত্য করিয়া কহিতেছি, আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না। হে সুব্রত। ব্রহ্মাণ্ডগোলকে স্বর্গদ্বারসদৃশ আর কোন তীর্থ নাই, ভৌম ও দিব্য তীর্থনিচয় স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাতঃকালে স্বর্গদ্বার তীর্থে উপনীত হয়। যাহারা সকল তীর্থস্নানফলের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদিগের এই স্বর্গদ্বার তীর্থে প্রাতঃকালে স্নান করা কর্ত্তব্য। ১—১০। হে দ্বিজ! যে সকল প্রাণী স্বর্গদ্বারে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা হরির পরমস্থানে গমন করিয়া থাকে, সংশয় নাই। দেখ, এই স্বর্গদ্বারই মানবগণের মুক্তিদ্বার এবং ইহা স্বর্গের দ্বার বলিয়া তীর্থনিচয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই স্বর্গদ্বারই দেবগণের সুদুষ্প্রাপ্য, সংশয় নাই। মানবগণ এই স্থানে যাহা যাহা কামনা করে, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হয়। স্বর্গদ্বারে উত্তম সিদ্ধি ও স্বর্গদ্বারেই পরম গতি লাভ হয়; এই তীর্থে জপ, দান, দর্শন, তপশ্চরণ, ধ্যান ও অধ্যয়ন প্রভৃতি যে কিছু কার্য্য কৃত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। সহস্র জন্মান্তরেরও যে সকল পাপ সঞ্চিত থাকে, স্বর্গদ্বারে প্রবেশমাত্র তাহা ক্ষয় পায়। হে দ্বিজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য বর্ণসঙ্কর, সঙ্কীর্ণমনা পাপযোনি ম্লেচ্ছ, কৃমি, কীট, পিপীলিকা, অন্যান্য মৃগ ও বিহগগণ স্বর্গদ্বারে যথাকালে প্রাণত্যাগ করিয়া যে ফললাভ করে,

শৃণু দ্বিজ ॥ ১৭ ॥ কৌমোদকীকরাঃ সর্ব্বে পক্ষিণো গরুড়ধ্বজাঃ। শুভে বিষ্ণুপুরে বিষ্ণুর্জ্জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ১৮ ॥ অকামো বা সকামো বা অপি তীর্থগতোঽপি বা। স্বর্গদ্বারে ত্যজন্ প্রাণান্ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৯ ॥ মুনয়ো দেবতাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যা যক্ষা মরুদ্গণাঃ। যজ্ঞোপবীতমাত্রেণ বিভাগং চক্রিরে তু যে ॥২০॥ মধ্যাহ্নেঽত্র প্রকুর্ব্বন্তি সান্নিধ্যং দেবতাগণাঃ। তস্মাত্তত্র প্রকুর্ব্বন্তি মধ্যাহ্নে স্নানমাদরাৎ ॥ ২১ ॥ কুর্ব্বন্ত্যনশনং যে তু স্বর্গদ্বারে জিতেন্দ্রিয়াঃ। প্রয়ান্তি পরমং স্থানং যে চ মাসোপবাসিনঃ ॥ ২২ ॥ অন্নদানরতা যে চ বস্ত্রদা ভূমিদা নরাঃ। গোবস্ত্রদাশ্চ বিপ্রেভ্যো যান্তি তে ভবনং হরেঃ ॥ ২৩ ॥ যত্র সিদ্ধা মহাত্মানো মুনয়ঃ পিতরস্তথা। স্বর্গং প্রয়ান্তি তে সর্ব্বে স্বর্গদ্বারং ততঃ স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥ চতুর্দ্ধা চ তনুং কৃত্বা দেবদেবো হরিঃ স্বয়ম্। অত্র বৈ রমতে নিত্যং ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মলোকং পরিত্যজ্য চতুর্ব্বক্ত্রঃ সনাতনঃ। অত্রৈব রমতে নিত্যং দেবৈঃ সহ পিতামহঃ ॥ ২৬ ॥ কৈলাসনিলয়াবাসী শিবস্তত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ২৭ ॥ মেরুমন্দরমাত্রোঽপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ। স্বর্গদ্বারং সমাসাদ্য স সর্ব্বো ব্রজতি ক্ষয়ম্ ॥ ২৮ ॥ যা গতির্জ্ঞানতপসাং যা গতির্যজ্ঞযাজিনাম্। স্বর্গদ্বারে মৃতানাং তু সা গতির্বিহিতা শুভা ॥ ২৯ ॥ ঋষিদেবাসুরগণৈর্জ্জপহোমপরায়ণৈঃ। যতিভির্মোক্ষকামৈশ্চ স্বর্গদ্বারো নিষেব্যতে ॥ ৩০ ॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি কাশীবাসেষু যৎ ফলম্। তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন কলৌ দাশরথীং পুরীম্ ॥ ৩১ ॥ যা গতির্যোগযুক্তানাং বারাণস্যাং তনুত্যজাম্। সা গতিঃ স্নানমাত্রেণ সরয্বাং হরিবাসরে ॥ ৩২ ॥ স্বর্গদ্বারে মৃতঃ কশ্চিন্নরকং নৈব পশ্যতি। কেশবানুগৃহীতা হি সর্ব্বে যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩৩ ॥ ভূলোকে চান্তরিক্ষে চ দিবি তীর্থানি যানি বৈ। অতীত্য বর্ত্ততে তানি তীর্থান্যেতদ্দ্বিজোত্তম ॥ ৩৪ ॥ বিষ্ণুভক্তিং সমাসাদ্য রমন্তে তু সুনিশ্চিতাঃ। সংহৃত্য শক্তিতঃ কামং বিষয়েষু হি সংস্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥ শক্তিতঃ সর্ব্বতো যুক্তা শক্তিস্তপসি সংস্থিতা। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৩৬ ॥

তাহা শ্রবণ কর। ইহারা গদাধারণ ও গরুড়ারোহণপূর্ব্বক সুশোভন বিষ্ণুপুরে বিষ্ণুরূপে বিরাজ করেন। অকামই হউক আর সকামই হউক, কিংবা তীর্থযাত্রীই হউক, স্বর্গদ্বারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া বিষ্ণুলোক লাভ করে। সুর, মুনি, সিদ্ধ, সাধ্য, যক্ষ ও মরুদ্গণ স্বর্গদ্বারে আগমনপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীতপরিমাণ স্থান স্ব স্ব তীর্থরূপে বিভাগ করিয়া লইয়া থাকেন। সুরগণ মধ্যাহ্ন সময়ে এই স্থানে আগমন করেন, অতএব আদরপূর্ব্বক এই তীর্থে মধ্যাহ্নকালে স্নান করা কর্ত্তব্য। যে সকল জিতেন্দ্রিয় মানব স্বর্গদ্বারে অনশন ব্রত কিংবা মাসোপবাস করে, তাহাদের উত্তম স্থানে গতি হয়। অন্নদানরত, বস্ত্রদ, ভূমিদাতা এবং যাহারা বিপ্রগণকে সহস্র গোদান করে, তাহারা হরিপুরে গমন করিয়া থাকে। তত্রত্য মহাত্মা মুনি, সিদ্ধ ও পিতৃগণ স্বর্গগমন করেন, এজন্য এই স্থানের নাম স্বর্গদ্বার হইয়াছে। স্বয়ং রাঘবরূপী দেবদেব হরি স্বীয় তনু চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া ভ্রাতৃগণসহ সতত এই স্থানে বাস করেন। পিতামহ সনাতন চতুরানন ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরগণ সহ এই স্থানে নিরত অবস্থান করিয়া থাকেন। কৈলাসবাসী শিবও সতত এই স্বর্গদ্বারে বিরাজ করেন। ১১—২৭। এই স্বর্গদ্বারে আগমন করিলে মানবগণের মেরুমন্দরসদৃশ পাপরাশি বিনষ্ট হয়। নিখিল জ্ঞান, তপস্যা ও যজ্ঞদ্বারা যে গতি হয়, স্বর্গদ্বারে মৃত হইলেও মানবের তাদৃশী শুভাবহা গতি লাভ হইয়া থাকে। ঋষি, সুর, অসুর, যতি ও মোক্ষকামিগণ জপহোমপরায়ণ হইয়া এই স্বর্গদ্বারের সেবা করেন। ষষ্টিসহস্র বৎসর কাশীবাসে যে ফল হয়, কলির লোক এই দাশরথীপুরে স্বর্গদ্বারে নিমেষার্দ্ধে তাহার তুল্য ফললাভ করিতে সমর্থ হয়। বারাণসীতে তনুত্যাগী যোগিগণের যে গতি, হরিবাসরে সরয়ূজলে অবগাহনকারী নরের সেই গতি লাভ হয়। স্বর্গদ্বারে প্রাণত্যাগ করিয়া কেহই নরক দর্শন করে না, পরন্তু সকলেই কেশবানুগৃহীত হইয়া উত্তম গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গে যে সকল তীর্থ আছে, এই স্বর্গদ্বার সেই সকল তীর্থকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহারা বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়াছে, বিষ্ণুতে যাহাদের বুদ্ধি দৃঢ় হইয়াছে, যাঁহারা বিষয় হইতে যথাশক্তি কামনা প্রত্যাহার করিয়াছে এবং যাহারা সর্ব্ববিধ শক্তিদ্বারা স্বীয় শক্তি তপস্যায় আসক্ত করিয়াছে, কোটিকল্প কালেও তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। শত শত পাপ

হন্যমানোঽপি যো বিদ্বান্ বসেচ্ছস্ত্রশতৈরপি। স যাতি পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৩৭ ॥ স্বর্গদ্বারে বিমুক্তো্ত স যাতি পরমাং গতিম্। উত্তরং দক্ষিণং বাপি অয়নং ন বিকল্পয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ সর্ব্বস্তেষাং শুভঃ কালঃ স্বর্গদ্বারং শ্রয়ন্তি যে। স্নানমাত্রেণ পাপানি বিলয়ং যান্তি দেহিনাম্ ॥ ৩৯ ॥ যাবৎপাপানি দেহেন যে কুর্ব্বন্তি জনাঃ ক্ষিতৌ। অযোধ্যা পরমং স্থানং তেষামীবিস্মাদরাৎ ॥ ৪০ ॥ জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং বিশেষতঃ। তস্য সাংবৎসরী যাত্রা দেবৈশ্চন্দ্রহরেঃ স্মৃতা ॥ ৪১ ॥ তস্মিন্নুদ্যাপনং চন্দ্রসহস্রং ব্রতযোগিভিঃ। কার্য্যং প্রযত্নতো বিপ্র সর্ব্বযজ্ঞফলাধিকম্ ॥ ৪২ ॥ তস্মিন্ কৃতে মহাপাপক্ষয়াৎ স্বর্গো ভবেন্নৃণাম্ ॥ ৪৩ ॥ শ্রীব্যাস উবাচ। ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বেন তস্য চন্দ্রহরেঃ শুভাম্। উৎপত্তিঞ্চ তথা চন্দ্রব্রতস্যোদ্যাপনে বিধিম্ ॥ ৪৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ। অযোধ্যানিলয়ং বিষ্ণুং নন্তুং শীতাংশুরুৎসুকঃ। আগচ্ছত্তীর্থমাহাত্ম্যং সাক্ষাৎকর্ত্তুং সুধানিধিঃ। অত্রাগত্য চ চন্দ্রোঽথ তীর্থযাত্রাং চকার সঃ ॥ ৪৫ ॥ ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বঞ্চ নানাশ্চর্য্যসমন্বিতঃ। সমারাধ্য ততো বিষ্ণুং তপসা দুশ্চরেণ বৈ ॥ ৪৬ ॥ তৎপ্রসাদং সমাসাদ্য স্বাভিধানপুরঃসরম্। হরিং সংস্থাপয়ামাস তেন চন্দ্রহরিঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥ বাসুদেবপ্রসাদেন তৎস্থানং জাতমদ্ভুতম্। তদ্ধি গুহ্যতমং স্থানং বাসুদেবস্য সুব্রত ॥ ৪৮ ॥ সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ভর্ত্তুর্মোক্ষস্য সর্ব্বদা। অস্মিন্ সিদ্ধাঃ সদা বিপ্র গোবিন্দবিপ্র ব্রতমাস্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ নানালিঙ্গধরা নিত্যং বিষ্ণুলোকাভিকাঙ্ক্ষিণঃ। অভ্যস্যন্তি পরং যোগং মুক্তাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৫০ ॥ যথা ধর্ম্মমবাপ্নোতি অন্যত্র ন তথা ক্বচিৎ। দানং ব্রতং তথা হোমঃ সর্ব্বমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥ ৫১ ॥ সর্ব্বকালফল প্রাপ্তির্জায়তে প্রাণিনাং সদা। তস্মাদত্র বিধাতব্যং প্রাণিভির্যত্নতঃ ক্রমাৎ। দানাদিকং বিপ্রপূজা দম্পত্যোশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৫২ ॥ সর্ব্বযজ্ঞাদি কফলং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্। সর্ব্বদেবাবলোকস্য যৎপুণ্যং জায়তে নৃণাম্ ॥ ৫৩ ॥ তৎসর্ব্বং জায়তে পুণ্যং প্রাণিনামস্য দর্শনাৎ। তস্মাদেতন্মহাক্ষেত্রং

দ্বারা হন্যমান হইয়াও যে বিদ্বান্ মানব স্বর্গদ্বারে বাস করে, যেস্থানে গমন করিলে মানব শোক প্রাপ্ত হয় না, সেই উত্তম স্থানে তাহার গতি হইয়া থাকে। স্বর্গদ্বারে প্রাণত্যাগ করিলেই উত্তমগতি লাভ হয়। এই তীর্থে দক্ষিণ কিংবা উত্তরায়ণ বিচার নাই; স্বর্গদ্বারের শরণাপন্ন মানবের সকল কালই শুদ্ধ। ক্ষিতিতলে যেরূপ পাপ যতপ্রমাণই কৃত হউক না কেন, এই তীর্থে স্নানমাত্রেই দেহীদিগের সেই সমস্ত দুরিতক্ষয় হয়; আর শাস্ত্র সাদরে বলিয়া থাকেন—অযোধ্যা তাহাদের পরমস্থান। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ, বিশেষতঃ পূর্ণিমাতিথিতে দেবগণ চন্দ্রহরির সাংবৎসরী যাত্রা করিয়া থাকেন। যোগিগণ এই পূর্ণিমাদিনেই চন্দ্রসহস্র ব্রতের উদ্যাপন করেন। হে বিপ্র! এই ব্রত নিখিল যজ্ঞফল হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব যত্নপূর্ব্বক সহস্রচন্দ্র ব্রত কর্ত্তব্য; এই ব্রত করিলে পাপক্ষয় হইয়া মানবগণের স্বর্গবাস হয়। ব্যাস জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন! চন্দ্রহরির মনোহর উৎপত্তি ও চন্দ্রব্রতোদ্যাপনের বিধি যথাযথ বর্ণন করুন। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—সুধানিধি শীতাংশু ঔৎসুক্যবশতঃ তীর্থমাহাত্ম্যদর্শনমানসে অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক অযোধ্যাপতি বিষ্ণুকে নমস্কার করেন। চন্দ্র এখানে আসিয়া বিধিপূর্ব্বক তীর্থযাত্রা করিয়া নানা মাহাত্ম্যদর্শনে বিস্মিত হন ও দুষ্কর তপস্যাদ্বারা হরির আরাধনা করেন। অনন্তর অযোধ্যানাথের প্রসাদ লাভ করিয়া তিনি নিজের নাম পূর্ব্বে বিন্যাসপূর্ব্বক হরির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এজন্য এই মূর্ত্তি চন্দ্রহরি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।২৮—৪৭। হে সুব্রত! বাসুদেবের প্রসাদে এই স্থান অতি অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে; আর এই স্থান বাসুদেবের অতি গোপনীয় জানিবে। হে বিপ্র! নিখিল প্রাণীর মোক্ষদাতা বিষ্ণুর ইহা একটী পরম স্থান; গোবিন্দব্রতধারী বিষ্ণুলোকাভিলাষী মুক্তাত্মা জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধগণ নানারূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে সতত বাস করেন। এই তীর্থে যে ফল লাভ হয়, অন্যত্র কোন তীর্থেই সেরূপ হয় না; দান, ব্রত এবং হোম সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। প্রাণিগণের এই তীর্থেই কামনানিচয় পূর্ণ হয়, অতএব এই স্থানেই সতত যত্ন সহকারে ধর্ম্ম/কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। দানাদি, বিষ্ণুপূজা, বিশেষতঃ দ্বিজদম্পতির অর্চ্চনা অধিক ফলজনক। নিখিল যজ্ঞ, অখিল তীর্থাবগাহন ও সর্ব্ববিধ দেবদর্শন প্রভৃতি কার্য্যে যে পুণ্য হয়, কেবলমাত্র এই তীর্থের দর্শনেই প্রাণিগণের পুর্ব্বোক্ত

পুরাণাদিষু গীয়তে ॥ ৫৪ ॥ উদ্যাপনবিধি-শ্চাত্র নৃভির্দ্বিজপুরঃসরম্। অগ্রে চন্দ্রহরেশ্চন্দ্র-সহস্রব্রতসংজ্ঞকঃ ॥ ৫৫ ॥ গতে বর্ষদ্বয়ে সার্দ্ধে পঞ্চপক্ষে দিনদ্বয়ে। দিবসস্যাষ্টমে ভাগে পতত্যেকোঽধিমাসকঃ ॥ ৫৬ ॥ ত্র্যাবিকে বা অশীত্যব্দে চতুর্ম্মাসযুতে ততঃ। ভবেচ্চন্দ্রসহস্রং তু তাবজ্জীবতি যো নরঃ। উদ্যাপনং প্রকর্ত্তব্যং তেন যাত্রা প্রযত্নতঃ ॥ ৫৭ ॥ যৎপুণ্যং পরমং প্রোক্তং সততং যজ্ঞযাজিনাম্। সত্যবাদিষু যৎপুণ্যং যৎপুণ্যং হেমদায়িনি। তৎপুণ্যং লভতে বিপ্র সহস্রাব্দস্য জীবিভিঃ ॥ ৫৮ ॥ সর্ব্বসৌখ্যপ্রদং তাদৃক্পুণ্যব্রতমিহোচ্যতে ॥ ৫৯ ॥ চতুর্দ্দশ্যাং শুচিঃ স্নাত্বা দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। চরিব্রহ্মচর্য্যশ্চ জিতবাক্কায়মানসঃ। পৌর্ণমাস্যাং তথা কৃত্বা চন্দ্রপূজাং কারয়েৎ ॥ ৬০ ॥ পূর্ব্বঞ্চ মাতরঃ পূজ্যা গৌর্য্যাদিক্রমেণ চ। ঋত্বিজঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধপুরঃসরম্ ॥ ৬১ ॥ প্রযত্নতঃ প্রতিমা কার্য্যা চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভা। সহস্রসংখ্যা হ্যথবা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধকম্। নিজবিত্তানুমানেন তদর্দ্ধেন তদর্দ্ধকম্ ॥ ৬২ ॥ ততঃ শ্রদ্ধানুমানাদ্বা কার্য্যা বিত্তানুমানতঃ। অথবা ষোড়শ শুভা বিধাতব্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬৩ ॥ চন্দ্রপূজাং ততঃ কুর্য্যাদাগমোক্তবিধানতঃ। মাষৈঃ ষোড়শভিঃ কার্য্যা প্রত্যেকং প্রতিমা শুভা ॥ ৬৪ ॥ সোমমন্ত্রেণ হোমস্তু কার্য্যো বিত্তানুমানতঃ। প্রতিমাস্থাপনং কুর্য্যাৎ সোমমন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ সোমোৎপত্তিং সোমসূক্তং পাঠয়েচ্চ প্রযত্নতঃ। চন্দ্রপূজাং ততঃ কুর্য্যাদাগমোক্তবিধানতঃ ॥ ৬৬ ॥ চন্দ্রন্যাসং কলান্যাসং কারয়েন্মণ্ডলে জনম্। একাদশেন্দ্রিয়ন্যাসং তথৈব বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৬৭ ॥ চন্দ্রবিম্বনিভং কার্য্যং মণ্ডলং শুভতণ্ডুলৈঃ। মধ্যে চ কলশঃ স্থাপ্যো গব্যেন পয়সা পুনঃ ॥ ৬৮ ॥ চতুরস্রেষু সম্পূর্ণান্

ফল সকল লাভ হইয়া থাকে, অতএব পুরাণ শাস্ত্রে এই ক্ষেত্র মহাক্ষেত্র নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মানবগণ দ্বিজপুরঃসর হইয়া প্রথমেই চন্দ্রহরির সহস্রচন্দ্রব্রতের আচরণ করিবে, তার পর উদ্যাপনবিধি কর্ত্তব্য। এক্ষণে ব্রতের উদযাপনকাল কথিত হইতেছে,—পূর্ণ সহস্রচন্দ্র এই ব্রতের উদ্যাপনকাল, দুই বৎসর আটমাস সতর দিন অতীত হইলে দিবসের অষ্টমভাগে এক মলমাসের আবির্ভাব হয়, আর তিরাশী বৎসর চারি মাসে সহস্রচন্দ্র পূর্ণ হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সৌরক্রমে এই মাস গণনা করিতে হইবে, কেন না চান্দ্রক্রমে গণিত হইলে মলমাস পতিত হওয়ায় তিরাশী বৎসর চারি মাসের পূর্ব্বেই সহস্রচন্দ্র পূর্ণ হইয়া যায় ও ব্রতোদ্যাপনকালও পূর্ব্বোক্ত তিরাশী বৎসর চারি মাসের পূর্ব্বেই পতিত হয়। যে মানব ব্রতারম্ভ করিয়া এই সহস্র চন্দ্রের পূর্ণকাল তিরাশী বৎসর চারি মাস জীবিত থাকিবে তাহারই যত্নপূর্ব্বক এই যাত্রার উদ্যাপন করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞযাজিগণের যাহা পরম পুণ্য, সত্যবাদীদিগের যাহা উত্তম সুকৃত, এবং সুবর্ণ-দাতা ও সহস্রবৎসর জীবিগণ যে পুণ্য লাভ করেন, ইহকালে সর্ব্বসৌখ্যপ্রদ সহস্রচন্দ্র ব্রতেও সেই পুণ্য লাভ হয়। শুচি মানব চতুর্দ্দশী তিথিতে দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নান করিয়া বাক্য, কায় ও মনঃসংযমনে কৃতসংযত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিবে। অনন্তর পূর্ণিমাদিনে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ধারণপূর্ব্বক চন্দ্রপূজা করিয়া প্রথমে গৌরী-পদ্মাদিক্রমে ষোড়শমাতৃকা পূজা করিবে। অনন্তর ভক্তি-সহকারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া ঋত্বিকগণের পূজা ও প্রযত্ন সহকারে চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভ সহস্রসংখ্যক চন্দ্রপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। এই প্রতিমা-নির্ম্মাণ বিভবানুসারে সহস্র, তদর্দ্ধ পঞ্চশত বা তদর্দ্ধ সার্দ্ধদ্বিশত কিংবা নিজ বিত্তানুরূপ ক্রমার্দ্ধ ক্রমার্দ্ধ করিয়া যেমন বিত্ত ও শ্রদ্ধা তদনুসারে নির্ম্মাণ করিবে। অথবা ষোড়শ সংখ্যা পর্য্যন্ত চন্দ্র-প্রতিমা-নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য, এবং এই সকল প্রতিমা মনোহর করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হয়। অনন্তর আগমোক্ত বিধানে চন্দ্রপূজা করিবে। হে দ্বিজ! পূর্ব্বে যে প্রতিমানির্ম্মাণক্রম কথিত হইয়াছে, ঐ সকল প্রতিমা সুশোভনা হইবে এবং প্রত্যেক প্রতিমাই ষোড়শমাষপরিমাণে নির্ম্মাণ করিবে। ৫৮—৬৪। অনন্তর বিভবানুসারে সোমমন্ত্রে হোম করিবে এবং সোমমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিমা স্থাপন করত প্রযত্ন সহকারে সোমোৎপত্তি ও সোমসূক্ত পাঠ করিবে। অনন্তর আগমোক্ত বিধানে পুনর্ব্বার চন্দ্রের পূজা করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে যথাবিধি চন্দ্রন্যাস, কলান্যাস ও একাদশ ইন্দ্রিয়ন্যাস করিবে। এই চন্দ্রবিম্বনিভ চন্দ্রমণ্ডল শ্বেততণ্ডুল দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া মণ্ডল মধ্যে গব্যদুগ্ধযুক্ত একটী কলস স্থাপন কর্ত্তব্য। মণ্ডলের চতুরস্র অর্থাৎ চতুষ্কোণের বহির্ভাগে

কলশান্ স্থাপয়েদ্বহিঃ। মণ্ডলে চন্দ্রপূজা চ কর্ত্তব্যা নামভিঃ ক্রমাৎ॥ ৬৯॥ হিমাংশবে নমশ্চৈব সোমচন্দ্রায় বৈ নমঃ। চন্দ্রায় বিধবে নিত্যং নমঃ কুমুদবন্ধবে॥ ৭০॥ সুধাংশবে চ সোমায় ওষধীশায় বৈ নমঃ। নমোঽজায় মৃগাঙ্কায় কলানাং নিধয়ে নমঃ॥ ৭১॥ নমো নক্ষত্রনাথায় শর্ব্বরীপতয়ে নমঃ। জৈবাতৃকায় সততং দ্বিজরাজায় বৈ নমঃ॥ ৭২॥ এবং ষোড়শভিশ্চন্দ্রঃ স্তোতব্যো নামভিঃ ক্রমাৎ॥ ৭৩॥ ততো বৈ প্রযতো দদ্যাদ্বিধিবন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্। শঙ্খতোয়ং সমাদায় সপুষ্পং ফলচন্দনম্॥ ৭৪॥ নমস্তে মাসমাসান্তে জায়মান পুনঃপুনঃ। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্ক ত্বং রোহিণ্যা সহিতো মম॥ ৭৫॥ এবং সম্পূজ্য বিধিবচ্ছশিনং প্রণতো ভবেৎ। ষোড়শান্তে চ কলশা দুগ্ধপূর্ণাঃ সবস্ত্রকাঃ॥ ৭৬॥ সবস্ত্রাচ্ছাদনাঃ শান্ত্যৈ দাতব্যাস্তে দ্বিজন্মনে। অভিষেকং ততঃ কুর্য্যাৎ পায়সেন জলেন তু॥ ৭৭॥ ঋত্বিজাং মনসস্তুষ্টিঃ কার্য্যা বিত্তানুমানতঃ। ব্রহ্মাণং ভোজয়েত্তত্র সকুটুম্বং বিশেষতঃ॥ ৭৮॥ পূজনীয়ৌ প্রযত্নেন বস্ত্রৈশ্চ দ্বিজদম্পতী। কর্ত্তব্যঞ্চ ততো ভূরিদক্ষিণাদানমুত্তমম্॥ ৭৯॥ প্রতিমাশ্চ প্রদাতব্যা দ্বিজেভ্যো ধেনুপূর্ব্বিকাঃ। সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং তথান্নঞ্চ বিশেষতঃ। দাতব্যং চন্দ্রসুপ্রীত্যৈ হবিষ্যং দেবং দ্বিজন্মনে॥ ৮০॥ উপবাসবিধানেন দিনমেবং নয়েৎ সুধীঃ। অনন্তরে চ দিবসে কুর্য্যাদ্ভগবদর্চ্চনম্। বান্ধবৈঃ সহ ভুঞ্জীত নিয়মঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ॥ ৮১॥ এবঞ্চ কুরুতে চন্দ্রসহস্রং ব্রতমুত্তমম্। ব্রহ্মঘ্নোঽপি সুরাপোঽপি স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। ব্রতেনানেন শুদ্ধাত্মা চন্দ্রলোকং ব্রজেন্নরঃ॥ ৮২॥ যাদৃশশ্চ ভবেদ্বিপ্র প্রিয়ো নারায়ণস্য চ। এবং করোতি নিয়তং কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ॥ ৮৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চন্দ্রসহস্রব্রতোদ্যাপনবিধিবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। তস্মাচ্চন্দ্রহরিস্থানাদাগ্নেয্যাং দিশি স স্থিতঃ। দেবো ধর্ম্মহরির্নাম কলিকল্মষনাশকঃ॥ ১॥ বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ স্বকর্ম্মপরি-

---

চারিটী জলপূর্ণ কলস স্থাপন করিতে হইবে, অনন্তর "হিমাংশবে নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে প্রত্যেকতঃ চন্দ্রের বক্ষ্যমাণ নাম উল্লেখপূর্ব্বক চন্দ্রের পূজা করিবে। তদনন্তর স্তব করিবে; যথা—হিমাংশুকে নমস্কার, সোমচন্দ্রকে নমস্কার, চন্দ্র, বিধু ও কুমুদবন্ধুকে সতত নমস্কার; সুধাংশু সোম ও ওষধীশকে নমস্কার। অজ, মৃগাঙ্ক ও কলানিধিকে নমস্কার, নক্ষত্রনাথকে নমস্কার, শর্ব্বরীনাথকে নমস্কার; এবং জৈবাতৃক ও দ্বিজরাজকে সতত নমস্কার। এইরূপে চন্দ্রের ষোড়শ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে স্তব করিয়া তদনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রযত্ন সহকারে যথাবিধি পুষ্প ও চন্দনযুক্ত সজল শঙ্খ চন্দ্রকে প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—"হে শশাঙ্ক! আপনি প্রত্যেক মাসের অবসানে পুনঃপুনঃ পূর্ণরূপে উদিত হন, আপনি রোহিণীর সহিত মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।" এইরূপে যথাবিধি চন্দ্রের পূজা করিয়া অনন্তর প্রণত হইবে এবং স্বীয় শান্তিকামনায় দুগ্ধ ও বস্ত্রপূর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত অন্ত ষোলটী কলস দ্বিজকে প্রদান করিবে। অনন্তর দুগ্ধমিশ্র জল দ্বারা অভিষেক করিয়া বিভবানুসারে ঋত্বিক্‌গণের মনস্তুষ্টি সম্পাদিত করিবে; বিশেষতঃ কুটুম্বের সহিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। তৎপর বহু বস্ত্রদ্বারা প্রযত্ন সহকারে দ্বিজদম্পতির পূজা ও তাঁহাদিগকে উত্তম ভূরি দক্ষিণা দান করিয়া দ্বিজগণকে ধেনুর সহিত প্রতিমা দান করিবে। অনন্তর চন্দ্রের উত্তম প্রীতির জন্য সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র বিশেষতঃ অন্নদান কর্ত্তব্য। তদনন্তর সুধী ব্রতী সেই দিবস অনশনে অতিবাহিত করিয়া পরদিন ভগবানের অর্চ্চনা করিবে এবং পূজাবসানে বান্ধবগণ সহ ভোজন করিয়া নিয়ম পরিত্যাগ করিবে। এই রূপে অত্যুত্তম চন্দ্রসহস্র ব্রত করিলে ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, স্তেয়ী ও গুরুতল্পগ মানবও ব্রতপ্রভাবে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। হে বিপ্র! যে নর এইরূপ ব্রত করে, তাহাকে নারায়ণের প্রিয় জানিবে। মানব নিয়ত এই ব্রত করিয়া কৃতকৃত্য হয়। ৬৫—৮৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—সেই চন্দ্রহরিক্ষেত্রের আগ্নেয়দিকে কলিকল্মষনাশন দেব ধর্ম্মহরি বিদ্যমান। পুরাকালে বেদবেদাঙ্গের তত্ত্বার্থ-

নিশ্চিতঃ। পুরা সমাগতো ধর্মস্তীর্থযাত্রাচিকীর্ষয়া॥ ২॥ আগত্য চ চকারোচ্চৈর্যাত্রাস্তত্রাদরেণ সঃ। দৃষ্ট্বা মাহাত্ম্যমতুলমযোধ্যায়াঃ সবিস্ময়ঃ॥ ৩॥ বিধায় স্বভুজাবূর্দ্ধৌ বিপ্রোঽহবোচমুদান্বিতঃ। অহো রম্যমিদং তীর্থমহো মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৪॥ অযোধ্যাসদৃশী ক্বাপি দৃশ্যতে নাপরা পুরী। যা ন স্পৃশতি বসুধাং বিষ্ণুচক্রস্থিতানিশম্॥ ৫॥ যস্যাং স্থিতো হরিঃ সাক্ষাৎ সেয়ং কেনোপমীয়তে। অহো তীর্থানি সর্ব্বাণি বিষ্ণুলোকপ্রদানি বৈ॥ ৬॥ অহো বিষ্ণুরহো তীর্থমযোধ্যাহো মহাপুরী। অহো মাহাত্ম্যমতুলং কিং ন শ্লাঘ্যমিহাস্থিতম্॥ ৭॥ ইত্যুক্ত্বা তত্র বহুশো ননর্ত্ত প্রমদাকুলঃ। ধর্ম্মো মাহাত্ম্যমালোক্য অযোধ্যায়া বিশেষতঃ॥ ৮॥ তং তথা নর্ত্তমানং বৈ ধর্ম্মং দৃষ্ট্বা কৃপান্বিতঃ। আবির্ব্বভূব ভগবান্ পীতবাসা হরিঃ স্বয়ম্। তং প্রণম্য চ ধর্ম্মোঽথ তুষ্টাব হরিমাদরাৎ॥ ৯॥ ধর্ম্ম উবাচ। নমঃ ক্ষীরাব্ধিবাসায় নমঃ পর্য্যঙ্কশায়িনে। নমঃ শঙ্করসংস্পৃষ্টদিব্যপাদায় বিষ্ণবে॥ ১০॥ ভক্ত্যার্চ্চিতসুপাদায় নমোঽজাদিপ্রিয়ায় তে। সুভাঙ্গায় সুনেত্রায় মাধবায় নমো নমঃ॥ ১১॥ নমো হরবিন্দপাদায় পদ্মনাভায় বৈ নমঃ। নমঃ ক্ষীরাব্ধিকল্লোলস্পৃষ্টগাত্রায় শার্ঙ্গিণে॥ ১২॥ ওঁ নমো যোগনিদ্রায় যোগক্ষৈর্ভাবিতাত্মনে। তার্ক্ষ্যাসনায় দেবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ১৩॥ সুকেশায় সুনাসায় সুললাটায় চক্রিণে। সুবস্ত্রায় সুবর্ণায় শ্রীধরায় নমো নমঃ॥ ১৪॥ সুবাহবে নমস্তভ্যং চারুজঙ্ঘায় তে নমঃ। সুবাসায় সুদিব্যায় সুবিদ্যায় গদাভৃতে॥ ১৫॥ কেশবায় চ শান্তায় বামনায় নমোনমঃ। ধর্ম্মপ্রিয়ায় দেবায় নমস্তে পীতবাসসে॥ ১৬॥ অগস্ত্য উবাচ। ইতি স্তুতো জগন্নাথো ধর্ম্মেণ শ্রীপতির্মুদা। উবাচ স হৃষীকেশঃ প্রীতো ধর্ম্মমুদারধীঃ॥ ১৭॥ শ্রীভগবানুবাচ। তুষ্টোঽহং ভবতো ধর্ম্ম স্তোত্রেণানেন সুব্রত। বরং বরয় ধর্ম্মজ্ঞ যস্তে স্বান্মনসঃ প্রিয়ঃ॥ ১৮॥ স্তোত্রেণানেন যঃ স্তৌতি মানবো মামতন্দ্রিতঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি পূজিতঃ শ্রীযুতঃ সদা॥ ১৯॥ ধর্ম্ম উবাচ।

বিৎ স্বকর্ম্মনিষ্ঠিত ধর্ম্ম তীর্থযাত্রাভিলাষে এই স্থানে আগমন করেন। ধর্ম্ম এই স্থানে আগমন করিয়া সাদরে এক মহতী তীর্থযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি অযোধ্যার অতুল মাহাত্ম্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া হর্ষভরে ভুজদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন,—"অহো! কি রম্য তীর্থ! অহো! এই তীর্থ কি উত্তম মাহাত্ম্যময়! আমি অযোধ্যার ন্যায় অপরপুরী দর্শন করি নাই; এই পুরী বসুধাস্পর্শ করে নাই, সতত বিষ্ণুচক্রে অবস্থিত। এই স্থানে স্বয়ং হরি বিরাজ করেন। অতএব এই পুরীর সহিত অন্য কাহার উপমা প্রযুক্ত হইতে পারে? অহো! অত্রত্য তীর্থনিচয় বিষ্ণুলোকপ্রদ; অহো! বিষ্ণুর কি প্রভাব! অহো! কি উত্তমতীর্থ! অহো! অযোধ্যা মহাপুরী! অহো! কি অপূর্ব্ব তীর্থমাহাত্ম্য। অত্রত্য কোন্ বস্তু না পূজনীয়!" ধর্ম্ম এইরূপ বলিয়া অনেক নৃত্য করিলেন এবং অযোধ্যার মাহাত্ম্য আলোচনা করিয়া তাঁহার হৃদয় প্রেমাকুল হইল। অনন্তর ধর্ম্মকে তদ্রূপ নৃত্য করিতে দেখিয়া কৃপাপরবশ পীতবাসা স্বয়ং হরি তথায় আবির্ভূত হইলেন; ধর্ম্ম তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সাদরে স্তব করিতে লাগিলেন, ধর্ম্ম বলিলেন,—ক্ষীরাব্ধিনিলয়কে নমস্কার; শেষপর্য্যঙ্কশায়ীকে নমস্কার; হে বিষ্ণো! শঙ্কর আপনার দিব্যচরণদ্বয় ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার।১—১০। ভক্তগণ ভক্তিভরে যাঁহার পাদপদ্মের অর্চ্চনা করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার প্রিয়, যাঁহার অঙ্গ শোভন ও নয়নদ্বয় মনোরম, সেই মাধবকে নমস্কার। হে শার্ঙ্গিন্! আপনার পাদদ্বয় ও নাভি অরবিন্দনিভ, ক্ষীরসাগরের জলকল্লোল আপনার চরণকমল স্পর্শ করে, আপনাকে নমস্কার। যোগই যাঁহার নিদ্রা, যোগ ও নক্ষত্রাদি দ্বারা যাঁহার শিশুমারাদি শরীর গঠিত, যিনি গরুড়াসনে সমাসীন, সেই দেব গোবিন্দকে নমস্কার, নমস্কার। হে চক্রিন্! আপনার ললাট, নাসিকা ও কেশ সুশোভন, আপনি উত্তম বস্ত্র ও বর্ণদ্বারা শ্রীধারণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। সুবাহু, চারুজঙ্ঘ, সুবাসা, দিব্যরূপ, সুবিদ্যাযুক্ত, গদাধর, কেশব, শান্ত বামন, ধর্ম্মপ্রিয় ও পীতবাসা দেব বাসুদেবকে নমস্কার। অগস্ত্য কহিলেন,—ধর্ম্মকর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া জগৎপতি রমাপতি হৃষীকেশ উদারবুদ্ধি হরি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে ধর্ম্ম! তোমার এই স্তুতিবাক্যে আমি তোমায় প্রতি প্রীত হইলাম; হে সুব্রত! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যে অতন্দ্রিত মানব এই স্তুতিবাক্যে আমার স্তব করিবে, সে নিখিল কামনা লাভ করিয়া সতত পূজিত ও শ্রীমান হইবে

যদি তুষ্টোঽসি ভগবন্ দেবদেব জগৎপতে। ত্বামহং স্থাপয়াম্যত্র নিজনাম্না জগদ্গুরো ॥২০॥ অগস্ত্য উবাচ এবমস্ত্বিতি সম্প্রোচ্যাভবদ্ধর্ম্মহরির্বিভুঃ। স্মরণাদেব মুচ্যেত নরো ধর্ম্মহরের্বিভোঃ ॥ ২১ ॥ সরযূসলিলে স্নাত্বা স্বচিন্তাকুলমানসঃ। দেবং ধর্ম্মহরিং পশ্যেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ অত্র দানং তথা হোমং জপো ব্রহ্মণভোজনম্। সর্ব্বমক্ষয়তাং যাতি বিষ্ণু-লোকে নিবাসকৃৎ ॥ ২৩ ॥ অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি যৎকিঞ্চিদ্দুষ্কৃতং ভবেৎ। প্রায়শ্চিত্তং বিধাতব্যং তন্নাশায় প্রযত্নতঃ ॥ ২৪ ॥ প্রায়শ্চিত্তেন বিধিনা পাপং তস্য প্রণশ্যতি। তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিধানতঃ ॥ ২৫ ॥ অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি রাজাদের্নিগ্রহাত্তথা। নিত্যকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্যাদ্‌যস্য পুংসোঽবশাত্মনঃ। তেনাপ্যত্র বিধাতব্যং প্রায়শ্চিত্তং প্রযত্নতঃ ॥ ২৬ ॥ অত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবো বিষ্ণু-র্বসতি সাদরঃ। তস্মাদ্বর্ণয়িতুং শক্যো মহিমা ন হি মানবৈঃ ॥ ২৭ ॥ আষাঢে শুক্লপক্ষস্য একাদশ্যাং দ্বিজোত্তম। তস্য সাম্বৎসরী যাত্রা কর্ত্তব্যা তু বিধানতঃ ॥ ২৮ ॥ স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ধর্ম্মহরিং বিভুম্। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে বসেৎ সদা ॥২৯॥ তস্মাদ্দক্ষিণদিগ্‌ভাগে স্বর্ণস্য খনিরুত্তমা। যত্র চক্রে স্বর্ণবৃষ্টিং কুবেরো রঘুজাজ্ঞয়াৎ ॥ ৩০ ॥ ব্যাস উবাচ। ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বজ্ঞ স্বর্ণবৃষ্টিরভূৎ কথম্। কুবেরস্য কথং ভীতিরুৎপন্না রঘুভূপতেঃ ॥ ৩১ ॥ এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরান্মম সুব্রত। শ্রুত্বা কথারহস্যানি ন তৃপ্যতি মনো মম ॥ ৩২ ॥ অগস্ত্য উবাচ। শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি স্বর্ণস্যোৎপত্তিমুত্তমাম্। যস্য শ্রবণতো নৃণাং জায়তে বিস্ময়ো মহান্ ॥৩৩॥ আসীৎ পুরা রঘুপতিরিক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধনঃ। রঘুর্নিজভুজোদারবীর্য্যশাসিতভূতলঃ ॥৩৪॥ প্রতাপ-তাপিতারাতিবর্গব্যাখ্যাতসদ্‌যশাঃ। প্রজাঃ পালয়তা সম্যক্ তেন নীতিমতা সতা ॥ ৩৫ ॥ যশঃপুরেণ সংলিপ্তা দিশো দশ সিতত্বিষা। স চক্রে প্রৌঢ়-

—

ধর্ম্ম কহিলেন,—হে জগৎগুরো। হে দেবদেব ভগবন্। যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আপনাকে আমার নামানুসারে এই স্থানে স্থাপন করিতে অভিলাষ করি। অগস্ত্য কহিলেন, অনন্তর বিভু ভগবান্ "তাহাই হউক" বলিয়া ধর্ম্মের বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক ধর্ম্মহরি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। এই ধর্ম্মহরির মূর্ত্তি স্মরণ-মাত্রেই মানব মুক্ত হয়। মানব সরযূজলে অবগাহন করিয়া উত্তমচিন্তাকুলিত মনে দেব ধর্ম্ম হরিকে দর্শন করিলে নিখিলকলুষবিমুক্ত হয়। এই স্থানে অন্নদান, হোম, জপ ও ব্রাহ্মণভোজন সকলই অক্ষয়ফলজনক হয় এবং এই সকল কর্ম্ম প্রভাবে মানবের বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। অজ্ঞানকৃতই হউক আর জ্ঞানকৃতই হউক, মানবের যে কিছু দুষ্কৃতি সঞ্চিত হয়, সেই দুরিত-নাশের জন্য প্রযত্নপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য. আর যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই দুষ্কৃতি বিদূরিত হইয়া থাকে, অতএব এই তীর্থে মানব প্রযত্নসহকারে পাপনাশ কামনায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে অবশীকৃত-মানস মানবের জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃ অথবা রাজনিগ্রহে নিত্যকর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, সেও যত্নপূর্ব্বক এই তীর্থে প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করুক। এখানে স্বয়ং বিষ্ণু সাদরে বাস করেন। অতএব মানবগণ এই তীর্থের মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নহে। সন্দেহ নাই।২১—২৭। হে দ্বিজোত্তম। আষাঢের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে যত্নপূর্ব্বক এই স্বর্গদ্বার তীর্থের সাংবৎসরী যাত্রা কর্ত্তব্য। নর স্বর্গদ্বারে স্নান ও বিভু ধর্ম্মহরিকে দর্শন করত সকল পাপ হইতে মুক্ত ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে। এই স্বর্গদ্বার তীর্থের দক্ষিণ দিগ্‌ভাগে একটী উত্তম স্বর্ণখনি আছে। রঘুর ভয়ে কুবের এই স্থানে স্বর্ণ-বৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন্! এখানে কেন স্বর্ণবৃষ্টি হইল? হে তত্ত্বজ্ঞ। কেনই বা রঘুপতি হইতে কুবেরের ভয় হইয়াছিল? এই সকল বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন! হে সুব্রত। এই সকল রহস্য কথা শ্রবণে আমার মন তৃপ্তির সীমা দর্শন করিতেছে না। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে বিপ্র। এক্ষণে স্বর্ণের উত্তম উৎপত্তিকথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, মানব-গণের এই স্বর্ণোৎপত্তি কথা শ্রবণে মহাবিস্ময় জন্মিয়া থাকে। পুরাকালে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন রঘুপতি রঘু স্বীয় উদার ভুজবীর্য্যে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল শাসন করিয়াছিলেন। তদীয় অরাতিকুল তাঁহার প্রতাপে তাপিত হইলেও শাসনগুণেই তাঁহার উত্তমযশ বিঘোষিত করিত, সেই পূতচরিত রাজা রঘু অত্যুত্তম নীতি অবলম্বনে প্রজাকুলের শাসন সংরক্ষণ করিতেন; যশঃপ্রকর্ষের তদীয় বিমল কিরণ তৎকালে যেন দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল।

নিশ্চিতঃ। পুরা সমাগতো ধর্ম্মস্তীর্থযাত্রাচিকীর্ষয়া॥ ২॥ আগত্য চ চকারোচ্চৈর্যাত্রাস্তত্রাদরেণ সঃ। দৃষ্ট্বা মাহাত্ম্যমতুলমযোধ্যায়াঃ সবিস্ময়ঃ॥ ৩॥ বিধায় স্বভুজাবূর্দ্ধৌ বিপ্রোঽবোচন্মুদান্বিতঃ। অহো রম্যমিদং তীর্থমহো মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৪॥ অযোধ্যাসদৃশী কাপি দৃশ্যতে নাপরা পুরী। যা ন স্পৃশতি বসুধাং বিষ্ণুচক্রস্থিতানিশম্॥ ৫॥ যস্যাং স্থিতো হরিঃ সাক্ষাৎ সেয়ং কেনোপমীয়তে। অহো তীর্থানি সর্ব্বাণি বিষ্ণুলোকপ্রদানি বৈ॥ ৬॥ অহো বিষ্ণুবহো তীর্থমযোধ্যাহো মহাপুরী। অহো মাহাত্ম্যমতুলং কিং ন শ্লাঘ্যমিহাস্থিতম্॥ ৭॥ ইত্যুক্ত্বা তত্র বহুশো ননর্ত্ত প্রমদাকুলঃ। ধর্ম্মো মাহাত্ম্যমালোক্য অযোধ্যায়া বিশেষতঃ॥ ৮॥ তং তথা নৃত্যমানং বৈ ধর্ম্মং দৃষ্ট্বা কৃপান্বিতঃ। আবির্ব্বভূব ভগবান পীতবাসা হরিঃ স্বয়ম্। তং প্রণম্য চ ধর্ম্মোঽথ তুষ্টাব হবিমাদরাৎ॥ ৯॥ ধর্ম্ম উবাচ। নমঃ ক্ষীরাব্ধিবাসায় নমঃ পর্য্যঙ্কশায়িনে। নমঃ শঙ্করসংস্পৃষ্টদিব্যপাদায় বিষ্ণবে॥ ১০॥ ভক্ত্যার্চ্চিতসুপাদায় নমোঽজাদিপ্রিয়ায় তে। সুভাঙ্গায় সুনেত্রায় মাধবায় নমো নমঃ॥ ১১॥ নমোঽরবিন্দপাদায় পদ্মনাভায় বৈ নমঃ। নমঃ ক্ষীরাব্ধিকল্লোলস্পৃষ্টগাত্রায় শার্ঙ্গিণে॥ ১২॥ ওঁ নমো যোগনিদ্রায় যোগর্ক্ষৈর্ভাবিতাত্মনে। তার্ক্ষ্যাসনায় দেবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ১৩॥ সুকেশায় সুনাসায় সুললাটায় চক্রিণে। সুবস্ত্রায় সুবর্ণায় শ্রীধরায় নমো নমঃ॥ ১৪॥ সুবাহবে নমস্তুভ্যং চারুজঙ্ঘায় তে নমঃ। সুবাসায় সুদিব্যায় সুবিদ্যায় গদাভৃতে॥ ১৫॥ কেশবায় চ শান্তায় বামনায় নমোনমঃ। ধর্ম্মপ্রিয়ায় দেবায় নমস্তে পীতবাসসে॥ ১৬॥ অগস্ত্য উবাচ। ইতি স্তুতো জগন্নাথো ধর্ম্মেণ শ্রীপতির্মুদা। উবাচ স হৃষীকেশঃ প্রীতো ধর্ম্মমুদারধীঃ॥ ১৭॥ শ্রীভগবানুবাচ। তুষ্টোঽহং ভবতো ধর্ম্ম স্তোত্রেণানেন সুব্রত। বরং বরয় ধর্ম্মজ্ঞ যত্তে স্যান্মনসঃ প্রিয়ঃ॥ ১৮॥ স্তোত্রেণানেন যঃ স্তৌতি মানবো মামতন্দ্রিতঃ। সর্ব্বান কামানবাপ্নোতি পূজিতঃ শ্রীযুতঃ সদা॥ ১৯॥ ধর্ম্ম উবাচ।

বিৎ স্বকর্ম্মনিষ্ঠিত ধর্ম্ম তীর্থযাত্রাভিলাষে এই স্থানে আগমন করেন। ধর্ম্ম এই স্থানে আগমন করিয়া সাদরে এক মহতী তীর্থযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি অযোধ্যার অতুল মাহাত্ম্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া হর্ষভরে ভুজদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন,—"অহো! কি রম্য তীর্থ! অহো! এই তীর্থ কি উত্তম মাহাত্ম্যময়! আমি অযোধ্যার ন্যায় অপরপুরী দর্শন করি নাই; এই পুরী বসুধাস্পর্শ করে নাই, সতত বিষ্ণুচক্রে অবস্থিত। এই স্থানে স্বয়ং হরি বিরাজ করেন। অতএব এই পুরীর সহিত অন্য কাহার উপমা প্রযুক্ত হইতে পারে? অহো! অত্রত্য তীর্থনিচয় বিষ্ণুলোকপ্রদ; অহো! বিষ্ণুর কি প্রভাব। অহো! কি উত্তমতীর্থ! অহো! অযোধ্যা মহাপুরী। অহো! কি অপূর্ব্ব তীর্থমাহাত্ম্য। অত্রত্য কোন্ বস্তু না পূজনীয়!" ধর্ম্ম এইরূপ বলিয়া অনেক নৃত্য করিলেন এবং অযোধ্যার মাহাত্ম্য আলোচনা করিয়া তাঁহার হৃদয় প্রেমাকুল হইল। অনন্তর ধর্ম্মকে তদ্রূপ নৃত্য করিতে দেখিয়া কৃপাপরবশ পীতবাসা স্বয়ং হরি তথায় আবির্ভূত হইলেন; ধর্ম্ম তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সাদরে স্তব করিতে লাগিলেন, ধর্ম্ম বলিলেন,—ক্ষীরাব্ধিনিলয়কে নমস্কার; শেষপর্য্যঙ্কশায়ীকে নমস্কার; হে বিষ্ণো। শঙ্কর আপনার দিব্যচরণদ্বয় ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার।১—১০। ভক্তগণ ভক্তিভরে যাঁহার পাদপদ্মের অর্চ্চনা করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার প্রিয়, যাঁহার অঙ্গ শোভন ও নয়নদ্বয় মনোরম, সেই মাধবকে নমস্কার। হে শার্ঙ্গিন! আপনার পাদদ্বয় ও নাভি অরবিন্দনিভ, ক্ষীরসাগরের জলকল্লোল আপনার চরণকমল স্পর্শ করে, আপনাকে নমস্কার। যোগই যাঁহার নিদ্রা, যোগ ও নক্ষত্রাদি দ্বারা যাঁহার শিশুমারাদি শরীর গঠিত, যিনি গরুড়াসনে সমাসীন, সেই দেব গোবিন্দকে নমস্কার, নমস্কার। হে চক্রিন্! আপনার ললাট, নাসিকা ও কেশ সুশোভন, আপনি উত্তম বস্ত্র ও বর্ণদ্বারা শ্রীধারণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। সুবাহু, চারুজঙ্ঘ, সুবাসা, দিব্যরূপ, সুবিদ্যাযুক্ত, গদাধর, কেশব, শান্ত বামন, ধর্ম্মপ্রিয় ও পীতবাসা দেব বাসুদেবকে নমস্কার। অগস্ত্য কহিলেন,—ধর্ম্মকর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া জগৎপতি রমাপতি হৃষীকেশ উদারবুদ্ধি হরি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে ধর্ম্ম! তোমার এই স্তুতিবাক্যে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম; হে সুব্রত! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যে অতন্দ্রিত মানব এই স্তুতিবাক্যে আমার স্তব করিবে, সে নিখিল কামনা লাভ করিয়া সতত পূজিত ও শ্রীমান হইবে

যদি তুষ্টোঽসি ভগবন্ দেবদেব জগৎপতে। স্থামহং স্থাপয়াম্যত্র নিজনাম্না জগদ্গুরো ॥২০॥ অগস্ত্য উবাচ এবমস্ত্বিতি সম্প্রোচ্যাভবদ্ধর্ম্মহরির্বিভুঃ। স্মরণাদেব মুচ্যেত নরো ধর্ম্মহরের্বিভোঃ ॥ ২১ ॥ সরযূসলিলে স্নাত্বা সুচিন্তাকুলমানসঃ। দেবং ধর্ম্মহরিং পশ্যেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ অত্র দানং তথা হোমং জপো ব্রাহ্মণভোজনম্। সর্ব্বমক্ষয়তাং যাতি বিষ্ণুলোকে নিবাসকৃৎ ॥ ২৩ ॥ অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি যৎকিঞ্চিদ্দুষ্কৃতং ভবেৎ। প্রায়শ্চিত্তং বিধাতব্যং তন্নাশায় প্রযত্নতঃ ॥ ২৪ ॥ প্রায়শ্চিত্তেন বিধিনা পাপং তস্য প্রণশ্যতি। তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিধানতঃ ॥ ২৫ ॥ অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি রাজাদের্নিগ্রহাত্তথা। নিত্যকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্যাদ্যস্য পুংসোহবশ্যমন্য। তেনাপ্যত্র বিধাতব্যং প্রায়শ্চিত্তং প্রযত্নতঃ ॥ ২৬ ॥ অত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবো বিষ্ণুর্বসতি সাদরঃ। তস্মাদ্বর্ণয়িতুং শক্যো মহিমা ন হি মানবৈঃ ॥ ২৭ ॥ আষাঢে শুক্লপক্ষস্য একাদশ্যাং দ্বিজোত্তম। তস্য সাম্বৎসরী যাত্রা কর্ত্তব্যা তু বিধানতঃ ॥ ২৮ ॥ স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ধর্ম্মহরিং বিভুম্। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে বসেৎ সদা ॥২৯॥ তস্মাদ্দক্ষিণদিগ্ভাগে স্বর্ণস্য খনিরুত্তমা। যত্র চক্রে স্বর্ণবৃষ্টিং কুবেরো রঘুজাজ্ঞয়াৎ ॥ ৩০ ॥ ব্যাস উবাচ। ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বজ্ঞ স্বর্ণবৃষ্টিরভূৎ কথম্। কুবেরস্য কথং ভীতিরুৎপন্না রঘুভূপতেঃ ॥ ৩১ ॥ এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরান্মম সুব্রত। শ্রুত্বা কথারহস্যানি ন তৃপ্যতি মনো মম ॥ ৩২ ॥ অগস্ত্য উবাচ। শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি স্বর্ণস্যোৎপত্তিমুত্তমাম্। যস্য শ্রবণতো নৃণাং জায়তে বিস্ময়ো মহান্ ॥৩৩॥ আসীৎ পুরা রঘুপতিরিক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধনঃ। রঘুর্নিজভুজোদারবীর্য্যশাসিতভূতলঃ ॥৩৪॥ প্রতাপতাপিতারাতির্বর্ণব্যাখ্যাতসদ্যশাঃ। প্রজাঃ পালয়তা সম্যক্ তেন নীতিমতা সতা ॥ ৩৫ ॥ যশঃপূরেণ সংলিপ্তা দিশো দশ সিতত্বিষা। স চক্রে প্রৌঢ়-

ধর্ম্ম কহিলেন,—হে জগৎগুরো! হে দেবদেব ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আপনাকে আমার নামানুসারে এই স্থানে স্থাপন করিতে অভিলাষ করি। অগস্ত্য কহিলেন, অনন্তর বিভু ভগবান্ "তাহাই হউক" বলিয়া ধর্ম্মের বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক ধর্ম্মহরি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। এই ধর্ম্মহরির মূর্ত্তি স্মরণমাত্রেই মানব মুক্ত হয়। মানব সরযূজলে অবগাহন করিয়া উত্তম-চিন্তাকুলিত মনে দেব ধর্ম্মহরিকে দর্শন করিলে নিখিলকলুষবিমুক্ত হয়। এই স্থানে অন্নদান, হোম, জপ ও ব্রাহ্মণভোজন সকলই অক্ষয়ফলজনক হয় এবং এই সকল কর্ম্ম প্রভাবে মানবের বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। অজ্ঞানকৃতই হউক আর জ্ঞানকৃতই হউক, মানবের যে কিছু দুষ্কৃতি সঞ্চিত হয়, সেই দুরিতনাশের জন্য প্রযত্নপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, আর যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই দুষ্কৃতি বিদূরিত হইয়া থাকে; অতএব এই তীর্থে মানব প্রযত্নসহকারে পাপনাশ কামনায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে অবশীকৃতমানস মানবের জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃ অথবা রাজনিগ্রহে নিত্যকর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, সেও যত্নপূর্ব্বক এই তীর্থে প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করুক। এখানে স্বয়ং বিষ্ণু সাদরে বাস করেন। অতএব মানবগণ এই তীর্থের মহিমা বর্ণনে করিতে সমর্থ নহে। সন্দেহ নাই।১১—৭২। হে দ্বিজোত্তম! আষাঢের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে যত্নপূর্ব্বক এই স্বর্গদ্বার তীর্থের সাংবৎসরী যাত্রা কর্ত্তব্য। নর স্বর্গদ্বারে স্নান ও বিভু ধর্ম্মহরিকে দর্শন করত সকল পাপ হইতে মুক্ত ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে। এই স্বর্গদ্বার তীর্থের দক্ষিণ দিগ্ভাগে একটী উত্তম স্বর্ণখনি আছে; রঘুর ভয়ে কুবের এই স্থানে স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন্! এখানে কেন স্বর্ণবৃষ্টি হইল? হে তত্ত্বজ্ঞ! কেনই বা রঘুপতি হইতে কুবেরের ভয় হইয়াছিল? এই সকল বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন! হে সুব্রত! এই সকল রহস্য কথা শ্রবণে আমার মন তৃপ্তির সীমা দর্শন করিতেছে না। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে বিপ্র! এক্ষণে স্বর্ণের উত্তম উৎপত্তিকথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, মানবগণের এই স্বর্ণোৎপত্তি কথা শ্রবণে মহাবিস্ময় জন্মিয়া থাকে। পুরাকালে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন রঘুপতি রঘু স্বীয় উদার ভুজবীর্য্যে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল শাসন করিয়াছিলেন। তদীয় অরাতিকুল তাঁহার প্রতাপে তাপিত হইলেও শাসনগুণেই তাঁহার উত্তমযশ বিঘোষিত করিত, সেই পূতচরিত্র রাজা রঘু অনুত্তম নীতি অবলম্বনে প্রজাকুলের শাসন সংরক্ষণ করিতেন, যশঃপ্রকর্ষের তদীয় বিমল কিরণ তৎকালে যেন দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল।

বিভবসাধনাং বিজয়ক্রমাৎ ॥ ৩৬ ॥ নানাদেশান্ সমাক্রম্য চতুরঙ্গবলান্বিতঃ। ভূতানি বশমানীয় বসু জগ্রাহ দণ্ডতঃ ॥ ৩৭ ॥ উৎকৃষ্টান্নৃপতীন্ বীরো দণ্ডয়িত্বা বলাধিকান্। রত্নানি বিবিধান্যাশু জগ্রাহাতিবলস্তদা ॥ ৩৮ ॥ স বিজিত্য দিশঃ সর্ব্বা গৃহীত্বা রত্নসঞ্চয়ম্। অযোধ্যামাগতো রাজা রাজধানীঞ্চ তাং শুভাম্ ॥ ৩৯ ॥ তত্রাগত্য চ কাকুৎস্থো যজ্ঞায়োৎসুকমানসঃ। চকার নির্ম্মলাং বুদ্ধিং নিজবংশোচিতক্রিয়াম্ ॥ ৪০ ॥ বসিষ্ঠং মুনিমাহূয় বামদেবঞ্চ কশ্যপম্ ॥ ৪১ ॥ অন্যানপি মুনিশ্রেষ্ঠান্নানাতীর্থসমাশ্রিতান্। সমানয়দ্বিনীতেন দ্বিজবর্য্যেণ ভূপতিঃ ॥ ৪২ ॥ দৃষ্ট্বা স্থিতান্ স তান্ সর্ব্বান্ প্রদীপ্তানিব পাবকান্। তানাগতান্ বিদিত্বাথ রঘুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। নিশ্চক্রাম যথান্যায়ং স্বয়মেব মহাযশাঃ ॥ ৪৩ ॥ ততো বিনীতবৎ সর্ব্বান্ কাকুৎস্থো দ্বিজসত্তমান্। উবাচ ধর্ম্মযুক্তঞ্চ বচনং যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৪৪ ॥ রঘুরুবাচ। মুনয়ঃ সর্ব্ব এবৈতে যূয়ং শৃণুত মদ্বচঃ। যজ্ঞং

বিধাতুমিচ্ছামি তত্রাজ্ঞাং দাতুমর্হথ ॥ ৪৫ ॥ সাম্প্রতং মামকো যজ্ঞো যুক্তঃ স্যান্মুনিসত্তমাঃ। এতদ্বিচার্য্য তথ্যেন ব্রূত যূয়ং মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪৬ ॥ মুনয় ঊচুঃ। রাজন্ বিশ্বজিদাখ্যাতো যজ্ঞানাং যজ্ঞ উত্তমঃ। সাম্প্রতং কুরু তং যত্নান্মা বিলম্বং বৃথা কৃথাঃ ॥ ৪৭ ॥ অগস্ত্য উবাচ। নৃপশ্চক্রে ততো যজ্ঞং বিশ্বাদিগ্জয়সংজ্ঞিতম্। নানাসম্ভারমধুরং কৃতসর্ব্বস্বদক্ষিণম্ ॥ ৪৮ নানাবিধেন দানেন মুনিসন্তোষহর্ষকৃৎ। সর্ব্বস্বমেব প্রদদৌ দ্বিজেভ্যো বহুমানতঃ ॥ ৪৯ ॥ তেষু বিপ্রেষু যাতেষু পূজিতেষু গৃহান্ স্বকান্। বন্ধুষ্বপি চ তুষ্টেষু মুনিষু প্রণতেষু চ ॥ ৫০ ॥ তেন যজ্ঞেন বিধিবদ্বিহিতেন নরেশ্বরঃ। শুশুভে শোভনাচারঃ স্বর্গে দেবেন্দ্রবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৫১ ॥ তত্রান্তরে সমভ্যায়ান্ মুনির্যমবতাংবরঃ। বিশ্বামিত্রমুনেরন্তেবাসী কৌৎস ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥ দক্ষিণার্থং গুরোর্দ্ধামান্ প্রাবতুং তং নরেশ্বরম্। চতুর্দ্দশসুবর্ণানাং কোটীরাহর

রাজা রঘু তখন দিগ্‌বিজয়ার্জ্জিত ধনদ্বারা প্রৌঢ়কালোচিত বিভবসাধনে মনন করিয়া নানাদেশ আক্রমণ করত চতুরঙ্গ বলান্বিত হইয়া দণ্ডদ্বারা রাজগণকে বশে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে ধনগ্রহণ করেন। অতিবল বীরবর অল্পকালমধ্যে অনেক বলাধিক শ্রেষ্ঠ নৃপকে দণ্ডদ্বারা শাসন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণ করিলেন। রাজা এইরূপে দিক্‌সকল জয় ও প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়া সুশোভনা রাজধানী অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কাকুৎস্থ অযোধ্যায় আসিলেন, যজ্ঞ করিবার জন্য তাঁহার মন সমুৎসুক হইল; যজ্ঞাদি ক্রিয়া তাঁহার কুলোচিত, তাই তিনি সেই কুলোচিত ক্রিয়ায় নির্ম্মল মন নিবিষ্ট করিলেন। ভূপতি রঘু মহর্ষি বশিষ্ঠকে আহ্বান করিলেন, পরে বিনীত রাজা সেই দ্বিজবর বশিষ্ঠ দ্বারা বামদেব, কশ্যপ এবং অন্যান্য নানা তীর্থবাসী শ্রেষ্ঠ মুনিগণকে আনয়ন করাইলেন। অনন্তর মহাযশাঃ পরপুরঞ্জয় কাকুৎস্থ রঘু সেই সমাগত পাবকোপম মুনিগণকে সমাসীন দেখিয়া পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বিনীতভাবে যজ্ঞসিদ্ধির জন্য সেই দ্বিজসত্তমগণকে বক্ষ্যমাণ ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন। রঘু কহিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা সকলেই মিলিত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ করুন, হে মুনিসত্তমগণ! সম্প্রতি আমি যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিতেছি, অতএব আমার কি যজ্ঞ করা উচিত, আপনারা তাহার আদেশ প্রদান করুন। হে মুনীশ্বরগণ! আপনারা যথাযথ এই সকল বিচার করিয়া আমার প্রতি আদেশ করুন। ২৮—৪৬। মুনিগণ কহিলেন,—হে রাজন্! বিশ্বজিৎ নামে একটী যজ্ঞ আছে, ঐ যজ্ঞ সকল যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ, সম্প্রতি তুমি যত্নপূর্ব্বক সেই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ কর, বিলম্ব করিও না। অগস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর রাজা বিবিধ মধুর দ্রব্যসম্ভার আহরণপূর্ব্বক সর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিলেন, তাঁহার যজ্ঞে মুনিগণ নানাবিধ দান গ্রহণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি দ্বিজগণকে বহুমানপুরঃসর সর্ব্বস্ব দান করিলেন। অনন্তর বিপ্রবাসী সকলেই রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। যথাবিধি অনুষ্ঠিত নরেশ্বরের বিশ্বজিৎ যজ্ঞে তদীয় কুটুম্বগণ পানভোজনে সন্তুষ্ট ও মুনিগণ সৎকার পাইয়া হৃষ্ট হইলেন, শোভনাচার রাজাও ক্ষণকাল মধ্যে স্বর্গের দেবেন্দ্রবৎ শোভা পাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য ঋষিগণের অগ্রণী ধীমান্ মুনি কৌৎস নরনাথকে পবিত্র করিবার জন্য তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি গুরুদক্ষিণা প্রদানার্থ রাজার নিকট ধন যাচ্ঞা করিলেন এবং

সত্বরম্ ॥ ৫৩ ॥ মদ্দক্ষিণেতি গুরুণা নির্ব্বন্ধাদ্বাচিতো রুষা। আগতঃ স মুনিঃ কৌৎসস্ততো যাচিতু-মাদরাৎ। রঘুং ভূপালতিলকং দত্তসর্ব্বস্বদক্ষিণম্ ॥ ৫৪ ॥ তমাভ্যাগতমভিপ্রেত্য রঘুরাদরতস্তদা। উত্থায় পূজয়ামাস বিধিবৎ স পরন্তপঃ। সপর্য্যাসীত্তস্ত সর্ব্বা মৃৎপাত্রবিহিতক্রিয়া ॥ ৫৫ ॥ পূজাসম্ভারমালোক্য তাদৃশং তু মুনীশ্বরঃ। বিস্মিতোঽভূন্নিরানন্দো দক্ষিণাশাং পরিত্যজন্। উবাচ মধুরং বাক্যং বাক্যজ্ঞানবিশারদঃ ॥ ৫৬ ॥ কৌৎস উবাচ। রাজন্নভ্যুদয়স্তেঽস্তু গচ্ছাম্যন্যত্র সাম্প্রতম্ ॥ ৫৭ ॥ গুর্ব্বর্থাহরণায়ৈব দত্তসর্ব্বস্বদক্ষিণম্। ত্বাং ন যাচে ধনাভাবাদতোঽন্যত্র ব্রজাম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তস্তেন মুনিনা রঘুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীদেনং বিনয়াদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৯ ॥ রঘুরুবাচ। ভগবংস্তিষ্ঠ মে হর্ম্ম্যে দিন-মেকং মুনিব্রত। যাবদর্থজিহেত্যে ভগবন্ যতে দর্থাঙ্কুচ্ছকৈঃ ॥ ৬০ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্ত্বা পরমোদারবচো মুনিমুদারধীঃ। প্রতস্থে চ রঘুস্তত্র কুবেরবিজিগীষয়া ॥ ৬১ ॥ তমায়ান্তং কুবেরোঽথ বিজ্ঞাপ্য বচনোদিতৈঃ। প্রসন্নমনসং চক্রে বৃষ্টিং স্বর্ণস্য চাক্ষয়াম্ ॥ ৬৩ ॥ স্বর্ণবৃষ্টিরভূদ্যত্র সা স্বর্ণখনিরুত্তমা। স মুনিং দর্শয়ামাস খনিং তেন নিবেদিতাম্ ॥ ৬৪ ॥ তস্মৈ সমর্পয়ামাস তাং রঘুঃ খনিমুত্তমাম্। মুনীন্দ্রোঽপি গৃহীত্বাশু ততো গুর্ব্বর্থমাদরাৎ ॥ ৬৫ ॥ রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস সর্ব্বমস্তদ্গুণাধিকঃ। বরানথ দদৌ তুষ্টঃ কৌৎসো মতিমতাং বরঃ ॥ ৬৬ ॥ কৌৎস উবাচ। রাজন্ন ভব সৎপুত্রং নিজবংশগুণান্বিতম্। ইয়ং স্বর্ণখনিস্তূর্ণং মনোভীষ্টফলপ্রদা ॥ ৬৭ ॥ ভূয়াদত্র পরং তীর্থং সর্ব্বপাপহরং সদা। অত্র স্নানেন দানেন নৃণাং লক্ষ্মীঃ প্রজায়তে ॥ ৬৮ ॥ বৈশাখে

কহিলেন,—"হে রাজন্! সত্বর চতুর্দ্দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আনয়ন কর; আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে গুরুকে দক্ষিণা দানের প্রার্থনা জানাইলে তিনি রোষপরবশ হইয়াই আমার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়াছেন।" হে দ্বিজ! গুরুদক্ষিণার্থী ঋষি কৌৎস যখন আদর সহকারে রাজা রঘুর সমীপে ধন-কামনায় আগমন করেন, ভূপালতিলক রঘু তখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়া বসিয়াছেন; তথাপি পরন্তপ রঘু তাঁহার প্রতি আদর প্রদর্শন করিলেন, তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া সমাগত সেই ঋষি কৌৎসকে যথাবিধি পূজা করিলেন। রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন। তখন একটী মাত্র মৃৎপাত্র অবশিষ্ট; রাজা সেই মৃৎপাত্র দ্বারাই ঋষির পাদ প্রক্ষালনাদি শুশ্রূষা করিলেন। মুনীশ্বর কৌৎস রাজার করে তাদৃশ পূজা সম্ভার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তাঁহার আনন্দ তিরোহিত হইল, তিনি দক্ষিণাপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করি-লেন। অনন্তর বাক্যজ্ঞানবিশারদ ঋষি কৌৎস রাজার প্রতি বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য বলিতে লাগি-লেন। কৌৎস কহিলেন,—হে রাজন্! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে গুরুদক্ষিণার আহরণ জন্য আমি অন্যত্র গমন করি; তুমি বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছ, তোমার ধনাভাব হইয়াছে, অতএব আমি অন্যত্র গমন করি। অগস্ত্য কহিলেন,—মুনি কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া সেই পরপুরঞ্জয় রঘু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া যথাবিধি অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বিনয় সহকারে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। রঘু উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—হে ভগবন্ মুনিব্রত! আপনি একদিন আমার প্রাসাদে বাস করুন, আমি এই সময় মধ্যে আপনার প্রার্থিত অর্থের জন্য চেষ্টা করিব। ৫৭—৬০। অগস্ত্য কহিলেন,—উদারবুদ্ধি রঘু কৌৎসকে এইরূপ পরম উদারবাক্য বলিয়া কুবেরজয়ার্থ প্রস্থিত হইলেন। রঘু কুবের-পুরে উপনীত হইলে কুবের রঘুর আগমন সংবাদ শুনিয়া তখনই অক্ষয় স্বর্ণবৃষ্টি করিয়া তাঁহার প্রীতি সাধন করিলেন। হে দ্বিজ! কুবের যেস্থানে স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই স্বর্ণের উত্তম খনি হইল। অনন্তর রঘু ঋষি কৌৎসকে সেই উত্তম স্বর্ণ খনি প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকেই তৎ-সমস্ত প্রদান করিলেন। অনন্তর গুণাধিক জ্ঞানি-বর মুনীশ্বর কৌৎসও সত্বর সেই খনি হইতে আদর সহকারে গুরুদক্ষিণার্থ স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া রাজা রঘুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অবশিষ্ট স্বর্ণ প্রত্যর্পণ এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক বর দান করিলেন। কৌৎস কহিলেন,—হে রাজন্! সত্বর স্বীয় বংশ-গুণানুরূপ উত্তম তনয় লাভ কর, এই স্বর্ণখনি সতত অভীষ্ট ফলদ। এই স্থানে সর্ব্বপাপ-হর একটী উৎকৃষ্ট তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হউক। যে সকল মানব এই তীর্থে স্নান দান করিবে, আমার বরানুসারে তাহারা শ্রীমান্ হইবে

শুক্লদ্বাদশ্যাং যাত্রা সাংবৎসরী স্মৃতা। নানাভীষ্টফল-প্রাপ্তির্ভূয়াম্মদ্বচসা নৃণাম্ ॥ ৬৯ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইতি দত্ত্বা বরান্ রাজ্ঞে কৌৎসঃ সন্তুষ্টমানসঃ। প্রতস্থে নিজকার্য্যার্থে গুরোরাশ্রমমুৎসুকঃ ॥ ৭০ ॥ রাজা স কৃতকৃত্যোঽথ শেষং সংগৃহ্য তদ্ধনম্। দ্বিজেভ্যো বিধিবদ্দত্ত্বা পালয়ামাস বৈ প্রজাঃ ॥ ৭১ ॥ এবং স্বর্ণখনের্জাতং মাহাত্ম্যঞ্চ মুনীশ্বরাৎ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মহরিস্বর্ণখনিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বেন কথং নির্বন্ধতো মুনিঃ। বিশ্বামিত্রো নিজং শিষ্যং কৌৎসং ক্রোধেন তাদৃশম্ ॥ ১ ॥ দুষ্প্রাপ্যমর্থং যত্নেন বহু প্রার্থিতবাংস্তদা। এতৎ সর্ব্বঞ্চ কথয় ময়ি যদ্যস্তি তে কৃপা ॥ ২ ॥ অগস্ত্য উবাচ। শৃণু দ্বিজ কথামেতাং সাবধানেন্দ্রিয়ঃ স্বয়ম্। বিশ্বামিত্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স দিব্যজ্ঞানলোচনঃ ॥ ৩ ॥ নিজাশ্রমে তপো দুর্গং চকার প্রযতো ব্রতী। একদা তমথো দ্রষ্টুং দুর্ব্বাসা মুনিরাগতঃ ॥ ৪ ॥ আগত্য চ ক্ষুধাক্রান্ত উচ্চৈঃ প্রোবাচ স দ্বিজঃ। ভোজনং দীয়তাং মহ্যং ক্ষুধা-পীড়িতচেতসে। পায়সং শুচি চোষ্ণঞ্চ শীঘ্রং ক্ষুধার্ত্তিনে দ্বিজ ॥ ৫ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচঃ ক্ষিপ্রং বিশ্বামিত্রঃ প্রযত্নতঃ। স্থাল্যাং পায়সমাদায় তং সমর্প্য ততঃ স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥ তদাদায়োত্থিতং দৃষ্ট্বা দুর্ব্বাসাস্তং বিলোকয়ন্। উবাচ মধুরং বাক্যং মুনিং লক্ষণতৎপরঃ ॥ ৭ ॥ ক্ষণং সহস্ব বিপ্রেন্দ্র যাবৎ স্নাত্বা ব্রজাম্যহম্। তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং তিষ্ঠ আগচ্ছাম্যেষ সাম্প্রতম্ ॥ ৮ ॥ ইত্যুক্ত্বা স জগামৈব দুর্ব্বাসাঃ স্বাশ্রমং তদা ॥ ৯ ॥ বিশ্বামিত্রস্তপোনিষ্ঠস্তদা সাক্ষাদিবাচলঃ। দিব্যং বর্ষসহস্রং স তস্থৌ স্থিরমতিস্তদা ॥ ১০ ॥ তস্য শুশ্রূষণপরো মুনিঃ কৌৎসো যতব্রতঃ। বভূব পরমোদারমতির্বিগতমৎসরঃ ॥ ১১ ॥ পুনরাগত্য স মুনির্দুর্ব্বাসা গতকল্মষঃ। ভুক্ত্বা চ পায়সং সদ্যঃ স জগাম নিজাশ্রমম্ ॥ ১২ ॥ তস্মিন্

বৈশাখ শুক্লাদ্বাদশীতে এই তীর্থে সাংবৎসরী যাত্রা হইবে, আমার আদেশে মানবগণ এই যাত্রা করিয়া নানারূপ অভীষ্ট লাভ করুক। অগস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর লব্ধকাম সন্তুষ্টমানস কৌৎস সমুৎসুক হইয়া রাজাকে এইরূপ বরদানপূর্ব্বক নিজ প্রয়োজনানুসারে গুরুর আশ্রমে চলিয়া গেলেন। রাজাও কৌৎসের সন্তোষ দর্শনে কৃতকৃত্য হইলেন এবং কৌৎস পরিত্যক্ত অবশিষ্ট ধনরাশি গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি দ্বিজগণকে প্রদান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। হে ব্যাস! ঋষি কৌৎস হইতে এইরূপে স্বর্ণখনির মাহাত্ম্য সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ৬৯—৭২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্! ক্রোধপরবশ ঋষি বিশ্বামিত্র কেন স্বীয় শিষ্য কৌৎসের প্রতি এইরূপ বহু যত্নেও দুষ্প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্তির জন্য নির্ব্বন্ধ জানাইলেন? যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে যথাযথ এই সকল আমার নিকট বলুন। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজ! সমাহিতেন্দ্রিয় হইয়া এই কথা শ্রবণ কর। দিব্যজ্ঞাননয়ন মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র প্রযত হইয়া ব্রত ধারণপূর্ব্বক নিজাশ্রমে দুশ্চর তপস্যা করেন, একদা ঋষি দুর্ব্বাসা বিশ্বামিত্রের দর্শনার্থ তদীয় আশ্রমে উপনীত হন। দ্বিজ দুর্ব্বাসা ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন। তিনি আশ্রমে আসিয়াই উচ্চকণ্ঠে বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন;—হে দ্বিজ! আমি ক্ষুধাতুর, ক্ষুধায় আমার চিত্ত ব্যাকুল; অতএব সত্বর আমাকে ঈষদুষ্ণ পবিত্র পায়স প্রদান কর। বিশ্বামিত্র দুর্ব্বাসার এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রযত্নসহকারে সত্বর পাত্রে পায়স লইয়া তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। লক্ষণতৎপর দুর্ব্বাসা বিশ্বামিত্রকে পায়স করে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি স্নানার্থ গমন করিতেছি, এখনই আসিব, আমি যতক্ষণ প্রত্যাবর্ত্তন না করি, ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর। ঋষি দুর্ব্বাসা এইরূপ কহিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন, তপোনিষ্ঠ বিশ্বামিত্রও স্থাণুর ন্যায় অচলা হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র এইরূপে দিব্য সহস্র বৎসর স্থিরমতি হইয়া অবস্থান করিলেন। ১-১০। এই সময় পরমোদারবুদ্ধি বিগতমৎসর যতব্রত ঋষি কৌৎস বিশ্বামিত্রের শুশ্রূষা রত হন অনন্তর বিগতকল্মষ দুর্ব্বাসা আসিলেন

গত্তে মুনিবরে বিশ্বামিত্রস্তপোনিধিঃ। কৌৎসং বিদ্যাবতাং শ্রেষ্ঠং বিসসর্জ্জ গৃহান্ প্রতি ॥ ১৩ ॥ স বিসৃষ্টো গুরুং প্রাহ দক্ষিণা প্রার্থ্যতামিতি। বিশ্বামিত্রস্ত তং প্রাহ ত্বং কিং দাস্যসি দক্ষিণাম্। দক্ষিণা তব শুশ্রূষা গৃহং ব্রজ যতব্রত ॥ ১৪ ॥ পুনঃপুনর্গুরুং প্রাহ শিষ্যো নির্ব্বন্ধবান্ যদা। তদা গুরুর্গুরুক্রুদ্ধঃ শিষ্যং প্রাহ চ নিষ্ঠুরম্ ॥ ১৫ ॥ সুবর্ণস্য সুবর্ণস্য চতুর্দ্দশ সমাহর। কোটীর্মে দক্ষিণা বিপ্র পশ্চাদ্গচ্ছ গৃহং প্রতি ॥ ১৬ ॥ ইত্যুক্তো গুরুণা কৌৎসো বিচার্য্য সমুপাগমৎ। কাকুৎস্থং দিগ্বিজেতারং যযাচে গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ১৭ ॥ ইত্যুক্তং তে মুনিবর ত্বয়া পৃষ্টং হি যৎপুনঃ। অতোহন্যচ্ছৃণু তে বচ্মি তীর্থ-কারণমুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥ তস্মাদ্দক্ষিণদিগ্‌ভাগে সম্ভেদঃ সিদ্ধসেবিতঃ। তিলোদকী-সরয্বোশ্চ সঙ্গত্যা ভুবি সংশ্রুতঃ ॥ ১৯ ॥ তত্র স্নাত্বা মহাভাগ ভবন্তি বিবজ্জা

এবং সেই বিশ্বামিত্র প্রদত্ত পায়স তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঋষিবর দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলে তপোনিধি বিশ্বামিত্র জ্ঞানিগণের অগ্রণী কৌৎসকে নিজগৃহে যাইতে আদেশ করিলেন, কৌৎস গুরু বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন;—আমার নিকট গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করুন। বিশ্বামিত্র উত্তর করিলেন,—হে যতব্রত! তোমার শুশ্রূষা দ্বারাই আমি প্রচুর দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়াছি তুমি কি আর দক্ষিণা দিবে, এক্ষণে গৃহে গমন কর। শিষ্য কৌৎস বিশ্বামিত্রের বাক্যে তৃপ্ত হইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ গুরুদক্ষিণা দানের নির্ব্বন্ধ জানাইলেন। কৌৎসের বাক্যে গুরুরোষাবিষ্ট গুরু বিশ্বামিত্র তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তিনি কহিলেন,—হে দ্বিজ! তুমি চতুর্দ্দশ কোটি স্বর্ণ আহরণ করিয়া আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর, তারপর গৃহে গমন করিবে। অনন্তর কৌৎস গুরু বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া মনে মনে বিচারপূর্ব্বক দিগ্‌বিজয়ী কাকুৎস্থ রঘুর নিকট গুরুদক্ষিণার জন্য সমাগত হন। হে মুনিবর! তুমি পুনরায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এই তাহার উত্তর করিলাম; এক্ষণে অন্য তীর্থবিষয়ক কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বর্ণখনির দক্ষিণদিগ্‌ভাগে সিদ্ধসেবিত সম্ভেদ তীর্থ, এই সম্ভেদ তীর্থ তিলোদকী ও সরযূর সঙ্গম স্থানে অবস্থিত ও ত্রিলোকবিশ্রুত। হে মহাভাগ!

নরাঃ। দশানামশ্বমেধানাং কৃতানাং যৎফলং ভবেৎ। তদাপ্নোতি স ধর্ম্মাত্মা তত্র স্নাত্বা যতব্রতঃ ॥ ২০ ॥ স্বর্ণাদিকঞ্চ যো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণে বেদপারগে। শুভাং গতিমবাপ্নোতি। অগ্নিবচ্চৈব দীপ্যতে ॥ ২১ ॥ তিলোদকীসরয্বোশ্চ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে। দত্বান্নঞ্চ বিধানেন ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২২ ॥ উপবাসঞ্চ যঃ কৃত্বা বিপ্রান্ সন্তর্পয়েন্নরঃ। সৌত্রামণেশ্চ যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৩ ॥ একাহারস্তু যস্তিষ্ঠে-ন্মাসং তত্র যতব্রতঃ। যাবজ্জীবকৃতং পাপং সহসা তস্য নশ্যতি ॥ ২৪ ॥ নভস্যকৃষ্ণামাবস্যাং যাত্রা সাংবৎ-সরী ভবেৎ। রামেণ নির্ম্মিতা পূর্ব্বং নদী সিন্ধুরিবা-পরা ॥ ২৫ ॥ সিন্ধুজানাং তুরঙ্গাণাং জলপানায় সুব্রত। তিলবচ্ছ্যামমুদকং যতস্তস্যাং সদা বভৌ ॥ ২৬ ॥ তিলোদকীতি বিখ্যাতা পুণ্যতোয়া সদা নদী। সঙ্গমাদন্যতো যস্যাং তিলোদক্যাং শুচি-ব্রতঃ। স্নাতো বিমুচ্যতে পাপৈঃ সপ্তজন্মার্জ্জিতৈ-রপি ॥ ২৭ ॥ তস্মাত্তিলোদকীস্নানং সর্ব্বপাপহরং মুনে। কর্ত্তব্যং সুপ্রযত্নেন প্রাণিভির্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিভিঃ। স্নানং দানং ব্রতং হোমং সর্ব্বমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥ ২৮ ॥

এই তীর্থে স্নান করিয়া নর বিজর হয়। যে যতব্রত ধর্ম্মাত্মা মানব এখানে স্নান করেন, তাঁহার দশ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। ১১—২০। সম্ভেদ তীর্থে যে নর বেদপারগ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণাদি দান করে, তাহার উত্তম গতি লাভ ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তি হইয়া থাকে। যে মানব ত্রিলোকবিশ্রুত সরযূ ও তিলোদকীর সঙ্গমস্থলে বিধিপূর্ব্বক অন্নদান করে, তাহার আর জন্ম হয় না। যে মানব উপবাসী থাকিয়া অন্নাদি দানে দ্বিজগণের তৃপ্তি সাধন করে, তাহার ইন্দ্রযাগের ফল হয়। যে যতব্রত নর একাহার হইয়া সম্ভেদতীর্থে একমাস বাস করে, তাহার আজন্মকৃত পাপ সদ্য বিনষ্ট হয়। ভাদ্রমাসের অমাবস্যা দিবসে এই সম্ভেদতীর্থের সংবৎসরী যাত্রা হয়, হে সুব্রত! পুরাকালে রাম সিন্ধুজ তুরঙ্গগণের জল পানার্থ দ্বিতীয় সিন্ধুর ন্যায় এখানে একটী নদী নির্ম্মাণ করেন; এই নদীর জল তিলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, এজন্য এই পুণ্যতোয়া নদী তিলোদকী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। শুচিব্রত মানব প্রসঙ্গক্রমে এই তিলোদকীতে স্নান করিয়া সপ্ত জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে মুনে! ধর্ম্মাভিলাষী মানব প্রযত্নসহকারে তিলোদকীতে স্নান করিলে, ব্রত এবং হোম সমস্তই

ইতি বিবিধবিধানৈস্তীর্থযাত্রাং, ক্রমেণ প্রথিতগুণবিকাসঃ প্রাপ্তপুণ্যো বিধায়। হরিমুপহৃতভাবঃ পূজয়ন্ সর্ব্বতীর্থং ব্রজতি পরমধাম ধ্বস্তপাপঃ কথঞ্চিৎ॥ ২৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তিলোদকীপ্রভাববর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। তস্মাৎ সঙ্গমতো বিপ্র পশ্চিমে দিক্তটে স্থিতম্। সীতাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ১॥ যত্র স্নাত্বা নরো বিপ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। সীতয়া কিল তৎকুণ্ডং স্বয়মেব বিনির্ম্মিতম্। রামেণ বরদানাচ্চ মহাফলনিধীকৃতম্॥ ২॥ শ্রীরাম উবাচ। শৃণু সীতে প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং ভুবি যাদৃশম্। ত্বৎকুণ্ডস্যাস্য সুভগে ত্বৎপ্রীত্যা কথয়াম্যহম্॥ ৩॥ অত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ জপো হোমস্তপোঽথবা। সর্ব্বমক্ষয়তাং যান্তি বিধানেন শুচিস্মিতে॥ ৪॥ মার্গকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং তত্র স্নানং বিশেষতঃ। সর্ব্বপাপহরং দেবি সর্ব্বদা স্নায়িনাং নৃণাম্॥ ৫॥ ইতি রামো বরং প্রাদাৎ সীতায়ৈ চ প্রজাপ্রিয়ঃ। তদাপ্রভৃতি সর্ব্বত্র তত্তীর্থং ভুবি বর্ত্ততে॥ ৬॥ সীতাকুণ্ডমিতি খ্যাতং মানবানাং পরমাদ্ভুতম্। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা নূনং রামমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭॥ তত্র স্নানেন দানেন তপসা চ বিশেষতঃ। গন্ধৈর্মাল্যৈর্ধূপদীপৈর্নানাবিভববিস্তরৈঃ। রামং সম্পূজ্য সীতাঞ্চ মুক্তঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮॥ মার্গে মাসি চ স্নাতব্যং গর্ভবাসো ন জায়তে। অন্যদাপি নরঃ স্নাত্বা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৯॥ বিভোর্ব্বিষ্ণুহরের্ব্বিপ্র রম্যে পশ্চিমদিক্তটে। দেবশ্চক্রহরির্নাম সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ॥ ১০॥ তস্য চক্রহরের্ব্বিপ্র মহিমা ন হি মানবৈঃ। শক্যো বর্ণয়িতুং ধীরৈরপি বুদ্ধিমতাং বরৈঃ॥ ১১॥ ততঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে নাম্না পুণ্যং হরিস্মৃতি। বিষ্ণোরায়তনং খ্যাতং পরমার্থফলপ্রদম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১২॥ তয়োর্দ্দর্শনতো যান্তি তেষাং পাপানি দেহিনাম্। তানি পাপানি যাবন্তি কুর্ব্বতে ভুবি যে নরাঃ॥ ১৩॥ পুরা দেবা-

---

অক্ষয় হইয়া থাকে। যে মানব এইরূপে বিবিধ বিধানে তীর্থযাত্রাক্রমে তীর্থের সেবা ও হরির পূজা করে, তাহার গুণ নিচয় বিকসিত ও প্রথিত হয়, সেই পুণ্যবান্ নর আর জন্ম গ্রহণ করে না, তাহার পাপ বিদূরিত হয় ও সে অনায়াসে হরির পরম ধামে গমন করে। ২১—২৯।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে বিপ্র! তিলোদকী সঙ্গমের পশ্চিমে সরযূতীরে সর্ব্বকামদ বিখ্যাত সীতাকুণ্ড বিদ্যমান। হে বিপ্র! মানব এই সীতাকুণ্ডে স্নান করিয়া নিখিল কলুষবিমুক্ত হয়। স্বয়ং সীতা এই কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, রামের বরদান প্রভাবে এই সীতাকুণ্ড মহাফলের নিধিস্বরূপ হইয়াছে। শ্রীরাম বলিলেন,—হে সীতে! ভূতলে ত্বদীয় সীতাকুণ্ডের কিরূপ মাহাত্ম্য, হে সুভগে! তোমার প্রিয় কামনায় আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে শুচিস্মিতে! এই সীতাকুণ্ডে বিধিপূর্ব্বক স্নান, দান, জপ এবং হোম সকলই অক্ষয় ফলজনক হইবে। হে দেবি! মানবগণ এই তীর্থে স্নান করিয়া সতত কলুষমুক্ত হইয়া থাকে, তথাপি অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীই সীতাকুণ্ড স্নানে প্রশস্ত। প্রজাপ্রিয় রাম সীতাকে এইরূপ বর দান করিলে, তদবধি পৃথিবী মধ্যে এই সীতাকুণ্ড সর্ব্বত্র প্রথিত ও মানবগণের বিস্ময়দ হইয়াছে! এই তীর্থে স্নান করিলে নর নিশ্চয়ই রামকে লাভ করে। মানব এই তীর্থে স্নান, দান, তপস্যা বিশেষতঃ গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ প্রভৃতি প্রচুর বিভবদ্বারা রাম ও সীতার সম্যক্ পূজা করিলে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। অগ্রহায়ণমাসে সীতাকুণ্ডস্নানে গর্ভবাস বিনষ্ট হয়; এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে স্নান করিয়াও নর হরিপুরে গমন করে।১—৯। হে বিপ্র! সীতাকুণ্ডের পশ্চিমে সরযূতটে বিভু বিষ্ণু হরির সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ চক্রহরি তীর্থ; হে দ্বিজ! জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ধীর মানবও চক্রহরির মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না। তাহার পশ্চিমে হরিস্মৃতি তীর্থ। এখানে বিষ্ণুর একটী বিখ্যাত আয়তন আছে। এই তীর্থ পরমার্থফলপ্রদ। চক্রহরি ও হরিস্মৃতি এই উভয় তীর্থের দর্শনমাত্রেই মানবগণের দেহস্থিত পাপ নষ্ট হয়, এবং ক্ষিতিতলে তাহারা যখন যে পাপ করে, সকলই বিলীন হইয়া থাকে। পুরাকালে সুরাসুরের

পুরৈব জাতে সংগ্রামে ভৃশদারুণে। দৈত্যৈর্ব্বরমদোৎসিক্তৈর্দ্দেবা যুধি পরাজিতাঃ ॥ ১৪ ॥ তেষাং পলায়মানানাং দেবানামগ্রণীর্হরঃ। সংস্তভ্য চৈব তান্ সর্ব্বান্ পুরস্কৃত্যাম্বুজাসনম্ ॥ ১৫ ॥ ক্ষীরোদশায়িনং বিষ্ণুং শেষপর্য্যঙ্কশায়িনম্। লক্ষ্ম্যোপবিষ্টং পার্শ্বে চ চরণাম্বুজহস্তয়া ॥ ১৬ ॥ নারদাদ্যৈর্মুনিবরৈরুদ্গীতগুণগৌরবম্। গরুড়েন পুরঃস্থেনানিশমঞ্জলিনা স্তুতম্ ॥১৭॥ ক্ষীরাব্ধিজলকল্লোলমদবিন্দ্বঙ্কিতাম্বরম্। তারকোৎকরবিস্ফারতারহাররিরাজিতম্ ॥ ১৮॥ পীতাম্বরমভিস্মেরবিকাশস্তাবভাবিতম্। বিভ্রতং কুণ্ডলং স্থূলং কর্ণাভ্যাং মৌক্তিকোজ্জ্বলম্ ॥ ১৯ ॥ কিরীটং পদ্মরাগাণাং বলয়ং দধতং পরম্। মিত্রস্য রাহুবিত্রাসনিবর্ত্তনমিবাপরম্ ॥ ২০ ॥ সকৌস্তভপ্রভাচক্রং বিভ্রাণং প্রবলারুণম্। শরণং স জগামাশু বিনীতাত্মা স্তবন্নিতি ॥ ২১ ॥ তস্মিন্নবসরে শম্ভুঃ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ। তুষ্টাব প্রযতো ভূত্বা বিষ্ণুং জিষ্ণুং সুরদ্বিষাম্ ॥২২॥ ঈশ্বর উবাচ। সংসারার্ণবসন্তারসুপর্ণসুখদায়িনে। মোহতীব্রতমোহারিচন্দ্রায় হরয়ে নমঃ ॥ ২৩ ॥ স্ফুরৎসম্বিন্মণিশিখাং চিত্তসঙ্গতিচন্দ্রিকাম্। প্রপদ্যে ভগবদ্ভক্তিং মানসোদ্যানবাহিনীম্ ॥ ২৪ ॥ রত্নবল্লীমিব স্বচ্ছাং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনীম্। যস্যাং চতুর্ম্মুখোৎপত্তিকল্পসংকল্পনামিব ॥ ২৫ ॥ হেলোল্লসৎসমুৎসাহশক্তিং ব্যাপ্তজগত্রয়াম্। যা পূর্ব্বকোটির্ভাবানাং সত্ত্বানাং বৈষ্ণবীতি বা ॥ ২৬ ॥ পবনান্দোলিতাম্ভোজদলপর্য্যন্তবর্ত্তিনাম্। পতত্তামিব জন্তূনাং স্থৈর্য্যমেকা হরিস্মৃতিঃ ॥২৭॥ নমঃ সূর্য্যাত্মনে তুভ্যং সংবিৎকিরণমালিনে। হৃৎকুশেশয়কোষশ্রীসমুন্মেষবিধায়িনে ॥ ২৮ ॥ নমস্তস্মৈ যমবতে যোগিনাং গতয়ে সদা। পরমেশায় বৈ পারে মহসাং তমসাং তথা ॥ ২৯ ॥ যজ্ঞায় ভুক্তহবিষা ঋগ্‌যজুঃসামরূপিণে। নমঃ সরস্বতীগীতদিব্যসদ্‌গুণশালিনে ॥ ৩০ ॥ শান্তায় ধর্ম্মনিধয়ে ক্ষেত্রজ্ঞায়ামৃতাত্মনে।

অতি দারুণ সমর হয়। এই সময়ে বরমদোন্মত্ত অসুরগণের করে সুরনিকর পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। দেবগণকে পলায়মান দেখিয়া সুরাগ্রণী ত্রিলোচন তাহাদিগের পলায়নে বাধাপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদতীরে শেষশায়ী বিষ্ণুর সমীপে উপনীত হন। অনন্তর সুরগণ দেখিলেন,—চরণসরোজকরা রমা তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; নারদাদি মুনিবরগণ তাঁহার গুণগৌরব গান করিতেছেন; গরুড় তাঁহার পুরোভাগে উপবিষ্ট হইয়া যুক্তকরে নিরন্তর স্তব করিতেছেন; ক্ষীরজলধির উচ্ছৃঙ্খল জলকল্লোলোত্থিত শীকর দ্বারা তাঁহার বসন লাঞ্ছিত হইয়াছে, তারকাবৎ বালুকা-নিকর তাঁহার শরীরে বিস্ফারিত তারাহারের শোভাধারণ করিয়াছে; তাঁহার পরিধানে পীতবসন, আস্য ঈষৎ হাস্যযুক্ত ও সেই আস্যে এক মনোহর ভাবের বিকাশ হইয়াছে; তিনি শ্রবণযুগলে মৌক্তিকোজ্জ্বল স্থূল কুণ্ডলধারণ করিয়াছেন; তাঁহার মস্তকে কিরীট বিরাজিত ও করে উত্তম পুষ্পরাগ বলয় বিলসিত; বক্ষে প্রভাযুক্ত কৌস্তভ, তিনি করদ্বারা চক্র ধারণ করিয়াছেন; ইঁহাকে দেখিয়া তপনের রাহুবিত্রাস নিবৃত্তিকর বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তৎকালে বিনীতাত্মা শঙ্কর স্তব করিতে করিতে সত্বর তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন এবং সুরগণ সহ প্রযত হইয়া সেই জিষ্ণু বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন।১০—২২। ঈশ্বর কহিলেন,—যিনি সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন, গরুড় যাঁহার প্রসাদে সুখলাভ করিয়াছে, যিনি চন্দ্রের ন্যায় মোহময় তীব্র তম হরণ করেন, সেই হরিকে নমস্কার। হে ভগবন্! আমি জ্ঞানমণি শিখাযুক্ত চিত্তসঙ্গতিরূপিণী চন্দ্রিকাশালিনী মানসোদ্যানচারিণী ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় লইলাম। যাঁহার কল্পনা শ্বেতদ্বীপবাসিনী স্বচ্ছ রত্নবল্লীর ন্যায় বিপুলা; চতুরাননের সৃজন যাঁহার এক উত্তম সঙ্কল্প; যাঁহার উৎসাহ শক্তি হেলায় সমুল্লসিত হইয়া ত্রিজগদ্ ব্যাপ্ত করিয়াছে; যাঁহার বৈষ্ণবী শক্তিবলে পূর্ব্বে কোটি কোটি প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে; যে হরির স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া পবনান্দোলিত পদ্মদলের পর্য্যন্তের ন্যায় ক্ষীণাশ্রয়ী পতনশীল প্রাণিগণের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, সেই হরিকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি সূর্য্যাত্মা, জ্ঞাননিবহ আপনার কিরণ; আপনার জ্ঞানস্বরূপ কিরণ দ্বারাই হৃদয়ের পদ্মকোষের শোভা বিকশিত হয়; আপনাকে নমস্কার। হে পরমেশ! আপনি যোগীগণের অগ্রণী ও সতত যোগীদিগের গতি; মহাতমের পরপারেও আপনার সত্তা বিদ্যমান; আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি যজ্ঞ, হুতভুক্ ও ঋক্ যজু এবং সামরূপী; সরস্বতী গীতি দ্বারা আপনার দিব্য গৌরব গান করিয়া থাকেন;

শিব্যযোগপ্রতিষ্ঠায় নমো জীবৈকহেতবে। ঘোরায় মায়াবিধয়ে সহস্রশিরসে নমঃ ॥ ৩১ ॥ যোগনিদ্রাত্মনে নাভিপদ্মোদ্ভূতজগৎস্রষ্ট্রে। নমঃ সলিলরূপায় কারণায় জগৎ স্থিতেঃ ॥ ৩২ ॥ কার্য্যমেয়ায় বলিনে জীবায় পরমাত্মনে। গোপ্ত্রে প্রাণায় ভূতানাং নমো বিশ্বায় বেধসে ॥ ৩৩ ॥ দৃপ্তায় সিংহবপুষে দৈত্যসংহারকারিণে। বীর্য্যায়ানন্তমনসে জগদ্ভাবভৃতে নমঃ ॥ ৩৪ ॥ সংসারকারণাজ্ঞানমহাসন্তমসচ্ছিদে। অচিন্ত্যধাম্নে গুহায় রুদ্রায়াত্যুদ্বিজে নমঃ ॥ ৩৫ ॥ শান্তায় শান্তকল্লোলকৈবল্যপদদায়িনে। সর্ব্বভাবাতিরিক্তায় নমঃ সর্ব্বময়াত্মনে ॥ ৩৬ ॥ ইন্দীবরদলশ্যামং স্ফুজ্জৎকিঞ্জল্কবিভ্রমম্। বিভ্রাণং কৌস্তুভং বিষ্ণুং নৌমি নেত্ররসায়নম্ ॥ ৩৭ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইতি স্তুতঃ প্রসন্নাত্মা বরদো গরুড়ধ্বজঃ। ববর্ষ দৃষ্টিসুধয়া সর্ব্বান্ দেবান্ কৃপান্বিতঃ। উবাচ মধুরং বাক্যং প্রশ্রয়াবনতান্ সুরান্ ॥ ৩৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। জানামি বিবুধাঃ সর্ব্বমভিপ্রায়ং সমাহিতঃ। দৈতেয়ৈর্বিক্রমাক্রান্তং পদং সমরদর্পিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥ সবলৈর্বলহীনানাং প্রতাপো বিজিতঃ পরৈঃ। সাম্প্রতং তু বিধাস্যামি তপো যুষ্মদ্বলায় বৈ ॥ ৪০ ॥ অযোধ্যানগরে গত্বা করিষ্যে তপ উত্তমম্। গুপ্তো ভূত্বা ভবেত্তেজোবিবৃদ্ধ্যৈ দৈত্যশান্তয়ে ॥ ৪১ ॥ ভবন্তোঽপি তপস্তীব্রং কুরুধ্বমমলমানসাঃ। অযোধ্যাং প্রাপ্য তাং দেবা দৈত্যনাশায় সত্বরম্ ॥ ৪২ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তান্তর্দধে দেবান্ দেবো গরুড়বাহনঃ। অযোধ্যামাগতঃ ক্ষিপ্রং চকার তপ উত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥ গুপ্তো ভূত্বা যদা বিষ্ণুঃ সুরতেজোঽভিবৃদ্ধয়ে। তেন গুপ্তহরির্নাম দেবো বিখ্যাতিমাগতঃ ॥ ৪৪ ॥ আগতস্য হরেঃ পূর্ব্বং যত্র হস্ততলাচ্চ্যুতম্। সুদর্শনাখ্যং

আপনাকে নমস্কার। হে শান্ত! আপনি ধর্ম্মের নিধি, ক্ষেত্রজ্ঞ, অমৃতাত্মা এবং আপনা হইতেই জীবনিবহ সমুদ্ভূত ও আপনারই শিব্যযোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার নিকট উপদেশ শিক্ষা করিয়া থাকে, আপনাকে নমস্কার। যিনি মায়াবিধান করিয়া মানবগণের নিকট ঘোররূপী হইয়াছেন, যাঁহার সহস্র মস্তক এবং যোগনিদ্রায় শয়ান হইলে যাঁহার নাভি-কমল হইতে লোক পিতামহ ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়া জগৎ সৃজন করেন, যিনি জগতের কারণরূপী, সেই সলিলরূপী হরিকে নমস্কার। কার্য্যদ্বারা যাঁহার পরিমাণ হয়; যিনি জীব ও পরমাত্মা উভয়রূপেই বিরাজিত; যিনি জীবগণের জীবন ও গোপ্তা, আমি সেই বিশ্বাত্মা ভগবান্ বেধাকে নমস্কার করি। যিনি প্রদীপ্ত সিংহশরীর ধারণ করিয়া অসুরগণের প্রাণ সংহার করেন, মনদ্বারা যাঁহার বীর্য্যের সীমাদর্শন হয় না এবং যিনি জগৎ ধারণ করেন, সেই হরিকে নমস্কার। হে বিভো! অজ্ঞানতাই সংসারের কারণ, আপনিই সেই ঘোর অজ্ঞানান্ধকারের নিরাকরণ করেন; আপনার বাসস্থান গুহ্য অতএব চিন্তাতীত; আপনি সকলের ভীষণ, কেহই আপনার উদ্বেগ জন্মাইতে পারে না, আপনাকে নমস্কার। হে শান্ত! আপনার শান্তকল্লোলই কৈবল্যপদপ্রদ, আপনি সর্ব্বময় অথচ সর্ব্বভূতাতিরিক্ত; আপনাকে নমস্কার। যিনি ইন্দীবরদলের ন্যায় শ্যাম, ও মনোরম কেশর দ্বারা যাঁহার শরীর সমধিক শোভাশালী হইয়াছে, যিনি কৌস্তুভ ধারণ করেন, আমি সেই নয়নরসায়ন বিষ্ণুকে নমস্কার করি। অগস্ত্য কহিলেন,—বরদ গরুড়ধ্বজ হরি শঙ্কর কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং কৃপান্বিত হইয়া বিবুধগণের প্রতি দৃষ্টিসুধা বর্ষণ করিলেন। অনন্তর হরি বিনয়নম্র সুরগণের প্রতি বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন, ভগবান্ বলিলেন,—সুরগণ! আমি পূর্ব্বেই তোমাদের হৃদ্গত অভিপ্রায় বিদিত হইয়াছি; যুদ্ধদর্পিত দৈত্যগণ বিক্রম দ্বারা তোমাদের পদ আক্রমণ করিয়াছে, সবল শত্রুই দুর্ব্বলকে স্বীয় প্রতাপে পরাজিত করে, ইহা স্বাভাবিক। যাহা হউক, আমি সম্প্রতি তোমাদের বলবৃদ্ধির জন্য তপস্যা করিব। হে সুরগণ! দৈত্যভীতির ও তোমাদের বলবৃদ্ধির কামনায় আমি এক্ষণে অযোধ্যাপুরে গমন করিয়া অতি গুপ্তভাবে উত্তম তপস্যা করিব; হে সুরগণ! তোমরাও তথায় সত্বর গমন করিয়া অসুরগণের নাশের জন্য অমলমানসে তীব্র তপস্যা কর। অগস্ত্য কহিলেন,—গরুড়বাহন হরি দেবগণকে এইরূপ বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন এবং সত্বর অযোধ্যায় আগমন করিয়া উত্তম তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে বিপ্র! সুরতেজ বৃদ্ধি-কামনায় বিষ্ণু যখন গুপ্তভাবে অযোধ্যায় তপস্যা করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি গুপ্তহরি নামে বিখ্যাত হন। আর তাঁহার অযোধ্যায় আগমন সময়ে যে স্থানে তদীয় সুদর্শনচক্র করচ্যুত হয়,

তজ্জন্যং তেন চক্রহরিঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৫ ॥ তয়োর্দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। হয়েস্তেন প্রভাবেণ দেবাঃ প্রবলতেজসঃ ॥ ৪৬ ॥ জিত্বা দৈত্যান্ রণৈঃ সর্ব্বান্ সম্প্রাপ্য স্বপদান্ যথা। রেজিরে বিপুলানন্দৈরসুরানার্দ্দয়ংস্ততঃ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ সর্ব্বে সমেত্যাশু বৃহস্পতিপুরঃসরাঃ। দেবাঃ সর্ব্বেঽনমন্মৌলিমালার্চ্চিতপদাম্বুজম্। হরিং দ্রষ্টুমথাগচ্ছন্নযোধ্যায়াং সমুৎসুকাঃ ॥ ৪৮ ॥ আগত্য চ ততঃ শ্রুত্বা নানাবিধগুণাদরম্। ভাবৈঃ পুণ্যৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য নত্বা প্রাঞ্জলয়স্তদা। হরিমেকাগ্রমনসা ধ্যায়ন্তো ধ্যাননিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ তানাগতান্ সমালোক্য পদভক্ত্যা কৃতানতীন্। প্রসন্নঃ প্রাহ বিশ্বাত্মা পীতবাসা জনার্দ্দনঃ ॥ ৫০ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ভোভো দেবা ভবন্তশ্চ চিরাদ্দিষ্ট্যাদ্য সঙ্গতাঃ। অধুনা ভবতামিচ্ছাং কাং করোমি সুরা অহম্। তদব্রূত ত্বরিতা মহ্যং কিং বিলম্বেন নির্ভয়াঃ ॥ ৫১ ॥ দেবা উচুঃ। ভগবন্ দেবদেবেশ ত্বয়া

সেই স্থানই চক্রহরি নামে কথিত হইয়া থাকে। চক্রহরি ও গুপ্তহরি এই উভয় স্থানের দর্শনমাত্রেই মানব সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয়। অনন্তর সুরগণ বিষ্ণুর এই তপঃপ্রভাবে প্রবল হইয়া উঠেন এবং সমরে অসুরগণকে পরাজিত করিয়া স্বস্ব পদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর দেবগণ বিপুল আনন্দে দৈত্যদিগকে অর্দ্দিত করিয়া সত্বর দেবগুরু বৃহস্পতিসমীপে উপনীত হইলেন এবং বৃহস্পতিপ্রমুখ ত্রিদশগণ স্ব স্ব মৌলিমালা অবনমিত করিয়া হরির চরণসরোজের পূজা করিলেন। অনন্তর হরির প্রতি একাগ্রমনা সুরগণ সমুৎসুক হইয়া হরিদর্শন মানসে অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক আদরসহকারে তাঁহার গুণগৌরব শ্রবণ ও পূতহৃদয়ে ভক্তিভাবে অযোধ্যানাথের পূজা করিলেন এবং ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া অঞ্জলিবন্ধন করত তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন। সমাগত দেবগণ ভক্তি সহকারে হরির পাদপদ্মে নত হইলে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া বিশ্বাত্মা পীতবাসা জনার্দ্দন প্রীতিপ্রসন্নহৃদয়ে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে দেবগণ! অদ্য ভাগ্যবশে সুদীর্ঘ কালের পর তোমরা আমার সহিত সঙ্গত হইয়াছ, সম্প্রতি আমি তোমাদের কোন অভীষ্টপূরণ করিব; তোমরা নির্ভয় হইয়া তাহা আমার নিকট সত্বর বল। বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সুরগণ উত্তর করিলেন,—হে ভগবন্! আপনার দর্শনলাভেই

সম্প্রতি সর্ব্বশঃ। সর্ব্বং সমভবৎ কার্য্যং নিষ্পন্নং বৈ জগৎপতে ॥ ৫২ ॥ তথাপি সর্ব্বদা ভাব্যং নিত্যং দেব ত্বয়া বিভো। অস্মত্রকার্য্যমত্রৈব বিজিতেন্দ্রিয়বর্ত্মনা ॥ ৫৩ ॥ এবমেব সদা কার্য্যং শত্রুপক্ষবিনাশনম্ ॥ ৫৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। এবমেতৎ করিষ্যামি ভবতামরিসঞ্জয়ম্। শ্রীমতাং তেজসো বৃদ্ধিং করিষ্যামি সদা সুরাঃ। কথেয়ং চ সদা খ্যাতিং লোকে যাস্যতি চোত্তমাম্ ॥ ৫৫ ॥ অয়ং নাম্না গুপ্তহরির্দেবো ভুবনবিশ্রুতঃ। মদীয়ং পরমং গুহ্যং স্থানং খ্যাতিং সমেষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ অত্র যঃ প্রাণিনাং শ্রেষ্ঠঃ পূজাযজ্ঞজপাদিকম্। করোতি পরয়া ভক্ত্যা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৭ ॥ অত্র যঃ কুরুতে দানং যথাশক্ত্যা জিতেন্দ্রিয়ঃ। স স্বর্গমতুলং প্রাপ্য ন শোচতি কদাচন ॥ ৫৮ ॥ অত্র মৎপ্রীতয়ে দেবাঃ প্রাণিভির্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিভিঃ। দাতব্যা গোঃ প্রযত্নেন সবৎসা বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৯ ॥ স্বর্ণশৃঙ্গী রৌপ্যখুরী বস্ত্রদ্বয়সমাবৃতা। কাংস্যোপদোহনা তাম্র-পৃষ্ঠী বহুগুণান্বিতা ॥ ৬০ ॥ রত্নপুচ্ছা দুগ্ধবতী ঘণ্টাভরণ-

আমাদের সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে; হে দেবদেব জগৎপতে! তথাপি আমাদের রক্ষণার্থ এই স্থানে অবস্থান করুন; হে দেব! আমাদের ইহাই প্রার্থনা যে, আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার নিরোধ করত এইস্থানে থাকিয়া সতত আমাদের অরিগণের বিনাশ করুন।২৩—৫৪। ভগবান্ বলিলেন,—হে সুরগণ! আমি তাহাই করিব, আমি এইস্থানে অবস্থান করিয়া তোমাদের অরিজয় ও শ্রীমান্‌দিগের তেজোবৃদ্ধি করিব। ত্রিলোকে এই কথা উত্তম বিখ্যাতিলাভ করিবে, আমার গুপ্তহরি নাম ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ও আমার এই পরম গুহ্যস্থানও সম্যক্ খ্যাতিলাভ করিবে। এই স্থানে যে শ্রেষ্ঠ জীব ভক্তিপূর্ব্বক পূজা যজ্ঞ ও জপাদি করিবে, তাহার উত্তম গতি লাভ হইবে। যে জিতেন্দ্রিয় মানব এইস্থানে যথাশক্তি দান করে, সে অতুল স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকে, কদাচ শোকপ্রাপ্ত হয় না। হে দেবগণ! ধর্ম্মাভিলাষী লোকের আমার প্রীতির জন্য এইস্থানে যথাবিধি সবৎসা গোদান করা কর্ত্তব্য; এই গোদানের একটু বৈশিষ্ট্য আছে; তাহা এই—গো; স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যক্ষুর, বস্ত্রদ্বয়াবৃত, কাংস্যদোহনপাত্র, তাম্রপৃষ্ঠ, বহুগুণান্বিত, রত্নপুচ্ছ, দুগ্ধবতী, ঘণ্টাভরণ-

ভূষিতা। অর্চ্চিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ সুপ্রসন্নামৃতপ্রজা॥ ৬১॥ দ্বিজায় বেদবিদ্যায় গুণিনে নির্ম্মলাত্মনে। বিষ্ণুভক্তায় বিদুষে আনৃশংস্যরতায় চ ॥ ৬২ ॥ ব্রাহ্মণায় চ গৌর্দেয়া সর্ব্বত্র সুখমশ্নুতে। ন দেয়া দ্বিজমাত্রায় দাতারং সোহবপাতয়েৎ ॥ ৬৩ ॥ মৎপ্রীতয়েহত্র দাতব্যা নির্ম্মলেনান্তরাত্মনা॥ ৬৪ ॥ স্নাতং যৈশ্চ বিশুদ্ধ্যর্থমত্র মদ্ভক্তিতৎপরৈঃ। তেষাং স্বর্গতয়ো নিত্যং মুক্তিঃ করতলে স্থিতা॥ ॥ ৬৫ ॥ তথা চক্রহরেঃ পীঠে মৎপ্রীত্যৈ দানমুত্তমম্। জপহোমাদিকং চাপি কর্ত্তব্যং যত্নতো নরৈঃ॥ ৬৬॥ ভবন্তোহপি বিধানেন যাত্রাং কুর্ব্বন্তু সত্তমাঃ। অস্মাৎ গুপ্তহরেঃ স্থানান্নিকটে সংযমে শুভে॥ ৬৭॥ প্রত্যগ্‌ভাবে গোপ্রতারাদ্‌যোজনত্রয়সম্মিতে। ঘর্ঘরাম্বু-তরঙ্গিণ্যা সরয্বাঃ সঙ্গতাঃ যতঃ॥ ৬৮॥ অত্র স্নাত্বা বিধানেন দ্রষ্টব্যাত্র প্রযত্নতঃ। দেবো গুপ্তহরির্নাম সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদঃ॥ ৬৯॥ অগস্ত্য উবাচ: ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবঃ পীতাম্বরধরোহচ্যুতঃ॥ দেবা অপি বিধানেন কৃত্বা যাত্রাং প্রযত্নতঃ। অযোধ্যায়াং স্থিতা নিত্যং হরের্গুণবিমোহিতাঃ॥ ৭০॥ তদা প্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র তৎস্থানং ভুবি পপ্রথে। কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষেণ যাত্রা সাংবৎসরী ভবেৎ॥ ৭১॥ বিষ্ণো-র্গুপ্তহরেস্তত্র সঙ্গমস্নানপূর্ব্বিকা। গোপ্রতারে চ তীর্থেহস্মিন্ সরযূঘর্ঘরাশ্রিতে। স্নাত্বা দেবোহর্চনীয়োহয়ং সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥৭২॥ তথা চক্রহরের্যাত্রা কর্ত্তব্যা সুপ্রযত্নতঃ। মার্গশীর্ষস্য বিশদে পক্ষে হরিতিথৌ নরৈঃ॥ ৭৩॥ এবং যঃ কুরুতে যাত্রাং বিষ্ণুলোকে স মোদতে॥ ৭৪॥ শ্রীসূত উবাচ। এবমুক্ত্বা তু বিরতে মুনৌ কমলজন্মনি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ পুনরাহ সবিস্ময়ঃ॥ ৭৫॥ ব্যাস উবাচ। অত্যাশ্চর্য্যময়ীং ব্রহ্মন্ কথামেতাং তপোধন। উক্তবানসি যেনৈতৎসাশ্চর্য্যং মম মানসম্॥ ৭৬ ॥ বিস্তরেণ মম ব্রূহি মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতম্॥ ৭৭॥ শৃণু সঙ্গম-মাহাত্ম্যং বিপ্রেন্দ্র পরমাদ্ভুতম্। স্কন্দদেবাচ্ছ্রুতং সম্যক্‌কথয়ামি তথা তব॥ ৭৮ ॥ দশকোটিসহস্রাণি দশকোটিশতানি চ। তীর্থানি সরযূনদ্যা ঘর্ঘরো-

---

ভূষিতা, গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চিত; প্রসন্না ও জীববৎসা হইবে। এক্ষণে দানের যোগ্যপাত্র নির্দ্দিষ্ট হইতেছে;—যিনি বেদবিৎ, গুণশালী, নির্ম্মলাত্মা, বিষ্ণুভক্ত, বিদ্বান্ ও আনৃশংস্য পরায়ণ, তাঁহাকেই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত গোদান করিতে হইবে; দেয় ও গ্রহীতা কথিত লক্ষণযুক্ত হইলেই দাতা সুখলাভ করিতে সমর্থ হইবে; দ্বিজমাত্রকেই দান করিবে না, কেননা অযোগ্যপাত্রে দান করিলে দাতার পতন হইয়া থাকে। দাতাও আমার প্রীতির জন্য অমলাত্মা হইয়া দান করিবে। যাহারা আমার প্রতি ভক্তিতৎপর হইয়া আত্মশুদ্ধির জন্য এই স্থানে স্নান করে, তাহাদের স্বর্গলাভ হয়, এবং মুক্তি তাহাদের করতলস্থিত জানিবে। এইরূপ আমার চক্রহরির পীঠেও আমার প্রীতির জন্য মানব যত্নপূর্ব্বক উত্তম দান জপ ও হোমাদি করিবে। হে সত্তমগণ! তোমরাও যথাবিধি যাত্রা করিয়া আমার গুপ্তহরিতীর্থের সন্নিধানে মনোরম স্থানে বাস কর; এই গুপ্তহরির পশ্চিমদিকে গোপ্রতর তীর্থ হইতে যোজনত্রয় পরিমিত স্থানে ঘর্ঘরাম্বু নদী সরযূর সহিত সঙ্গত হইয়াছে; তোমরা এই ঘর্ঘরাম্বু ও সরযূজলে যথাবিধি স্নান করিয়া যত্নসহকারে গুপ্তহরিকে দর্শন কর; এই গুপ্তহরির দর্শনে নিখিল কামনা সিদ্ধ হয়। অগস্ত্য কহিলেন,—পীতাম্বরধারী অচ্যুতহরি এইরূপ বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন, দেবগণও যথাবিধি যাত্রা করত হরির গুণে বিমোহিত হইয়া সতত অযোধ্যায় বাস করিতে লাগিলেন।৫৫—৭০। হে বিপ্রেন্দ্র! তদবধি এই তীর্থ পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হইল; কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এই গুপ্তহরির সাংবৎসরিকী যাত্রা হয়। বিভুহরি গুপ্তহরি ও গোপ্রতার এবং সরযূ ও ঘর্ঘর এই সঙ্গমদ্বয়ে স্নান করিয়া দেবদেব হরির পূজা করিলে নিখিল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। নরগণ যত্নসহকারে মার্গশীর্ষমাসের হরিতিথি শুক্লা একাদশী দিবসে চক্রতীর্থের যাত্রা করিবে। যে নর এইরূপ যাত্রা করে, তাহার বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। সূত বলিলেন,—কুম্ভসম্ভব ঋষি অগস্ত্য এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বিস্মিত হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি অতি উত্তম কথাই কহিয়াছেন, হে তপোধন! আপনার মুখে এই মহাবিস্ময়কর কথা শুনিয়া আমার মনও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে। পুনরায় এই পরমাদ্ভুত মাহাত্ম্য আমার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! এক্ষণে পরমাদ্ভুত সঙ্গমমাহাত্ম্য শ্রবণ কর, আমি এবিষয়ে স্কন্দদেবের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই তোমার নিকট সম্যক্‌রূপে কহিতেছি। হে বিপ্র! আমি স্কন্দের নিকট শুনিয়াছি,—এই সরযূ-ঘর্ঘরসঙ্গমে একাদশ

দকসঙ্গমে। নিবসন্তি সদা বিপ্র স্কন্দাদবগতং ময়া॥ ৭৯॥ দেবতানাং সুরাণাঞ্চ সিদ্ধানাং যোগিনাং তথা। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাঞ্চ সান্নিধ্যং সর্ব্বদা স্থিতম্॥ ৮০॥ তস্মিন্ সঙ্গমসলিলে নরঃ স্নাত্বা সমাহিতঃ। সন্তর্প্য পিতৃদেবাংশ্চ দত্ত্বা দানং স্বশক্তিতঃ॥ ৮১॥ হুত্বা বৈষ্ণবমন্ত্রেণ শুচির্যৎফলমাপ্নুয়াৎ। তদিহৈকমনা বিপ্র শৃণু যৎকথয়ামি তে ৮২॥ অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। কুরুক্ষেত্রে মহাক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে॥ ৮৩॥ সুবর্ণদানে যৎপুণ্যমহন্যহনি তদ্ভবেৎ॥ ৮৪॥ অমাবাস্যাং পৌর্ণমাস্যাং দ্বাদশ্যোরুভয়োরপি। অয়নে চ ব্যতীপাতে স্নানং বৈষ্ণবলোকদম্॥ ৮৫॥ তিষ্ঠেদ্যুগসহস্রন্তু পাদেনৈকেন যঃ পুমান্। বিধিবৎসঙ্গমে স্নায়াৎ পৌষ্যাং তদবিশেষতঃ॥ ৮৬॥ লম্বতেহবাক্‌শিরা যস্তু যুগানামযুতং পুমান্। স্নাতানাং শুচিভিস্তোয়ৈঃ সঙ্গমে প্রযতাত্মনাম॥ ৮৭॥ বৃষ্টির্ভবতি যা পুংসাং ন সা ক্রতুশতৈরপি॥ ৮৮॥ পৌষে মাসি বিশেষেণ স্নানং বহুফলপ্রদম॥ ৮৯॥ পৌষে মাসি বিশেষেণ যঃ কুর্য্যাৎ স্নানমাদৃতঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা বর্ণসঙ্করঃ। স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্॥ ৯০॥ পৌষে মাসি তু যো দদ্যাদ্বহুমতাঢ্যং দীপমুত্তমম্। বিধিবচ্ছ্রদ্ধয়া বিপ্র শৃণু তস্যাপি যৎফলম্॥ ৯১॥ নানাজন্মার্জিতং পাপং স্বল্পং বহ্বপি বা ভবেৎ। তৎসর্ব্বং নশ্যতি ক্ষিপ্রং তোয়স্থং লবণং যথা॥ ৯২॥ আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং সন্ততীঃ সৌখ্যমুত্তমম্। প্রাপ্নোতি ক্রিয়াফলং নিত্যং দীপদঃ পুণ্যভাঙ্নরঃ॥ ৯৩॥ যস্তু শুক্লত্রয়োদশ্যাং পৌষেহত্র প্রযতো ব্রতী। জাগরং কুরুতে ধীরঃ স গচ্ছেদ্ভবনং হরেঃ॥ ৯৪॥ জাগরং বিদধ্যাদ্রাত্রৌ দীপং দত্ত্বা তু সর্ব্বশঃ। হোমঞ্চ কারয়েদ্বিপ্রো নিয়তাত্মা শুচিব্রতঃ॥ ৯৫॥ বৈষ্ণবো বিষ্ণুপূজাঞ্চ কুর্ব্বন শৃণ্বন হরেঃ কথাম্। গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ বিষ্ণুতোষণকারকৈঃ। কথাভিঃ পুণ্যযুক্তাভির্জাগযাচ্ছর্ব্বরীং নরঃ॥ ৯৬॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে স্নাত্বা বিধিবদাদরাৎ। বিষ্ণুং সম্পূজ্য বিপ্রাংশ্চ দেয়ং স্বর্ণাদি শক্তিতঃ॥ ৯৭॥ স্বর্ণং চান্নঞ্চ

সহস্র কোটীতীর্থ সতত বিদ্যমান, নিখিল দেব, দেবী, সিদ্ধ, যোগী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই সঙ্গমতীর্থে নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন, হে বিপ্র। শুচি সমাহিতমনা মানব এই সঙ্গমসলিলে স্নান, দেব ও পিতৃগণের তর্পণ, যথাশক্তি দান এবং বৈষ্ণবমন্ত্রে হোম করিয়া যে ফললাভ করে, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। সহস্র অশ্বমেধ, শতবাজপেয় এবং মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণকালীন স্বর্ণদান করিলে যে ফল, পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াকুশল মানবেরও প্রতিদিনে তাহার তুল্য ফল হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শুক্লা কৃষ্ণা উভয় দ্বাদশী, অয়ন ও ব্যতীপাতযোগে এই সঙ্গমসলিলে স্নান বিষ্ণুলোকপ্রদ। পুরুষ সহস্রযুগ একপাদে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, পৌষের পূর্ণিমায় একবার মাত্র এই সঙ্গমসলিলে যথাবিধি স্নান করিয়াও মানব তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে। মানব অবাক্‌শিরা ও লম্বমান হইয়া অযুতযুগ তপস্যাদ্বারা যে ফললাভ করে, প্রযতাত্মা নরগণ এই সঙ্গমের পূতজলে স্নান করিয়াও তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ পৌর্ণমাসই এই সঙ্গমস্নানে প্রশস্ত ও বহু ফলপ্রদ; পুরুষ শত যজ্ঞদ্বারাও তাহার সমান পুণ্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ পৌষমাসে যে মানব আদরসহকারে এই সঙ্গমস্নান করেন, তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র এমন কি বর্ণসঙ্কর হইলেও তাঁহার ব্রহ্মপদ লাভ হয়, তাঁহার আর জন্ম হয় না।৭৯—৯০। হে বিপ্র। যে মানব বিধিপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে এই সঙ্গমে পৌষমাসে ঘৃতবহুল উত্তম দীপদান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। স্বল্পই হউক, আর বহুই হউক, তাহার নানাজন্মার্জ্জিত কলুষসকল প্রক্রিয়া বিশেষদ্বারা জলস্থিত লবণের ন্যায় বিনষ্ট হয়। এই তীর্থে নিত্য দীপদাতা পুণ্যভাজন মানব আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, সন্ততি ও উত্তম সৌখ্য প্রাপ্ত হয়। আর তাহার ক্রিয়াকলাপ ফলদ হইয়া থাকে। পৌষমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে যে প্রযত ব্রতী ধীর নর জাগরণ করে, সে হরিপুরে গমন করিয়া থাকে। এক্ষণে জাগরণ নিয়ম কথিত হইতেছে,—রজনীযোগে সর্ব্বত্র দীপদান করিয়া জাগরণ করিবে, নিয়তাত্মা শুচিব্রত বৈষ্ণব দ্বিজদ্বারা হোম করাইবে, তিনি বিষ্ণুপূজা করিবেন। অনন্তর বিষ্ণুর কথা শ্রবণ ও গীত, বাদ্য এবং নৃত্যাদিদ্বারা বিষ্ণুর সন্তোষ সাধন করিবে। মানব পুণ্য বিষ্ণুকথা শ্রবণে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়া বিমল প্রভাতকালে যথাবিধি স্নান করত বিষ্ণু ও বিপ্রগণকে পূজা করিয়া যথাশক্তি

বাসাংসি যো দদ্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। সঙ্গমে বিধিবদ্বিদ্বান্ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৯৮ ॥ বর্ষেবর্ষে তু কর্তব্যো জাগরঃ পুণ্যতৎপরৈঃ ॥ ৯৯ ॥ হরিঃ পূজ্যো দ্বিজাঃ সম্যকসন্তোষ্যাঃ শক্তিতো নবৈঃ। তেন বিষ্ণোঃ পুরা তুষ্টিঃ পাপানি বিফলানি চ। ভবন্তি নির্ব্বিষাঃ সর্পা যথা তার্ক্ষ্যস্য দর্শনাৎ ॥ ১০০ ॥ তত্র স্নাতো দিবং যাতি অত্র স্নাতঃ সুখী ভবেৎ ॥ ১০১ ॥ ত্রিষু লোকেষু যে কেচিৎ প্রাণিনঃ সর্ব্ব এব তে। তর্প্যমাণাঃ পরাং তৃপ্তিং যান্তি সঙ্গমজৈর্জ্জলৈঃ ॥ ১০২ ॥ ভূতানামিহ সর্ব্বেষাং দুঃখোপহতচেতসাম্। গতিমন্বেষমাণাং ন সঙ্গমসমা গতিঃ ॥ ১০৩ ॥ সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান পুরুষস্তাত্মনা সহ। পুংসস্তারয়তে সর্ব্বান সঙ্গমে স্নানমাচরন্ ॥ ১০৪ ॥ জাত্যন্ধৈর্বিহতে তুল্যাস্তথা পঙ্গুভিরেব চ। সমেত্যাত্র চ ন স্নান্তি সরয়ুঘর্ঘরসঙ্গমে ॥ ১০৫ ॥ বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যদ্বত্তথা তীর্থেষু সঙ্গমঃ। সরয়ুঘর্ঘরাযোগে বৈকুণ্ঠবাসো নরঃ সদা ॥ ১০৬ ॥ অত্র স্নানেন দানেন যথা শক্ত্যা জিতেন্দ্রিয়ঃ। হোমেন বিধিযুক্তেন নরঃ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৭ ॥ নরো বা যদি বা নারী বিধিবৎস্নানমাচরেৎ। স্বর্গলোকনিবাসো হি ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১০৮ ॥ যথা বহ্নির্দ্দহেৎ সর্ব্বং শুষ্কমার্দ্রমথাপি বা। ভস্মীভবন্তি পাপানি তৎসমাগমমজ্জনাৎ ॥ ১০৯ ॥ একতঃ সর্ব্বতীর্থানি নানাবিধিফলানি বৈ। সরয়ুর্ঘর্ঘরোৎপন্নসঙ্গমস্ত্বধিকো ভবেৎ ॥ ১১০ ॥ সর্ব্বতীর্থাবগাহস্য ফলং যাদৃক্স্মৃতং শ্রুতৌ। তাদৃক্ফলং নৃণাং সম্যগ্ভবেৎ সঙ্গমমজ্জনাৎ ॥ ১১১ ॥ গোপ্রতারাভিধং তীর্থমপরং বর্ত্ততেঽনঘ। সন্নিধৌ সঙ্গমস্যৈব মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১১২ ॥ যত্র স্নানেন দানেন শোচতি নরঃ ক্বচিৎ। গোপ্রতারসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১১৩ ॥ বারাণস্যাং যথা বিদ্বন্ বর্ত্ততে মণিকর্ণিকা। উজ্জয়িন্যাং যথা বিপ্র মহাকালনিকেতনম্ ॥ ১১৪ ॥ নৈমিষে চক্রবাপী তু যথা তীর্থতমা স্মৃতা। অযোধ্যায়াং তথা বিপ্র গোপ্রতারাভিধং মহৎ ॥ ১১৫ ॥ যত্র রামাজ্ঞয়া বিদ্বন সাকেতনগরীজনাঃ। অবাপুঃ স্বর্গমতুলং নিমজ্জ্য পরমাম্ভসি ॥ ১১৬ ॥ ব্যাস উবাচ। অবাপুস্তে কথং স্বর্গং সাকেতনগরীজনাঃ। কথঞ্চ রাঘবো বিদ্বন্নেতৎ কথয় সুব্রত ॥ ১১৭ ॥ অগস্ত্য

স্বর্ণাদি দান করিবে। যে নর এই সঙ্গমে শ্রদ্ধাসহকারে বিধিপূর্ব্বক স্বর্ণ, অন্ন ও প্রচুর বস্ত্রদান করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। পুণ্যতৎপর নরগণের বর্ষে বর্ষে এইরূপ জাগরণ, হরির পূজা ও যথাশক্তি দ্বিজগণের সম্যক্ সন্তোষসাধন কর্ত্তব্য, এইরূপ করিলে বিষ্ণুর পরম তুষ্টি ও গরুড় দর্শনে সর্পের যেরূপ বিষ নাশ হয়, তদ্রূপ পাপজাল বিলীন হয়। সঙ্গমের একদিগের স্নানফল স্বর্গবাস ও অপরদিকে স্নান করিলে সুখলাভ হয় এবং সঙ্গমজলে স্নান করিলে ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণ পরম তৃপ্তিলাভ করে। যে সকল দুঃখোপহতচিত্ত মানবগণ উত্তম গতি অন্বেষণ করে, তাহাদের পক্ষে এই সঙ্গমের ন্যায় উত্তম গতি নাই। এই সঙ্গমে স্নান করিলে ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্তপুরুষের সহ আত্মার ত্রাণ হয়। যাহারা সরয়ূ ঘর্ঘরের সঙ্গমে আগমন করিয়া স্নান করে না, এই পাপপ্রভাবে তাহারা পঙ্গু হয়। বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তীর্থনিচয়ের মধ্যে তদ্রূপ এই সঙ্গমই শ্রেষ্ঠ, মানব সরয়ূ-ঘর্ঘরসঙ্গমের সঙ্গলাভ করিয়া সতত বৈকুণ্ঠবাসী হয়। জিতেন্দ্রিয় মানব এই সঙ্গমতীর্থে যথাশক্তি বিধিপূর্ব্বক অবগাহন, দান ও হোম করিয়া স্বর্গলাভ করে। নর বা নারী এই সঙ্গমে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া স্বর্গলোকে বাস করে, সংশয় নাই। শুষ্কই হউক আর আর্দ্রই হউক, বহ্নি যেমন সকল কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সরয়ূ-ঘর্ঘরস্নায়ী মানবও তদ্রূপ পাপরাশি ভস্মীভূত করে। একদিকে নিখিল তীর্থের ফলরাশি একত্রিত হইলেও এই সঙ্গমস্নানফল তাহা হইতে অধিক হয়। বেদে তীর্থনিচয়ের অবগাহনে যে ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই সঙ্গমস্নানেও মানবের তাহার তুল্য ফললাভ হয়।৯১—১১১। হে অনঘ! গোপ্রতর নামক যে অপর একটী তীর্থ সঙ্গম সন্নিধানে বিদ্যমান, ঐ গোপ্রতরও মহাপাতকনাশন, মানব এই স্থানে স্নান ও দান করিলে কদাচ শোক প্রাপ্ত হয় না। গোপ্রতরের তুল্য পুণ্যতীর্থ কখনও হয় নাই, হইবেও না। হে বিদ্বন্! বারাণসীতে যেমন মণিকর্ণিকা, হে বিপ্র! উজ্জয়িনীতে যেমন মহাকালনিকেতন এবং নৈমিষারণ্যে যেমন চক্রবাপী, হে বিপ্র! অযোধ্যার এই মহাতীর্থ গোপ্রতরকেও তদ্রূপ জানিবে। হে বিদ্বন! রামের আজ্ঞায় সাকেতনগরবাসী নরগণ গোপ্রতরে নিমজ্জন করিয়া অতুল স্বর্গলাভ করিয়াছিল। ব্যাস বলিলেন,—হে সুব্রত! সাকেতনাগরিকগণ কিরূপে স্বর্গে গমন করিল এবং রামই বা কেন তাহাদিগকে স্বর্গবাসের আদেশ করিলেন, এই সকল বলুন।

উবাচ। সাবধানঃ শৃণু মুনে কথামেতাং সুবিস্তরাৎ। যথা জগাম রামোঽসৌ স্বর্গং স চ পুরীজনঃ॥১১৮॥ পুরা রামো বিধায়ৈব দেবকার্য্যমতন্দ্রিতঃ। স্বর্গং গন্তুং মনশ্চক্রে ভ্রাতৃভ্যাং সহ বীরধীঃ॥ ১১৯॥ ততো নিশম্য চারেণ বানরাঃ কামরূপিণঃ। ঋক্ষ-গোপুচ্ছরক্ষাংসি সমুৎপেতুরনেকশঃ॥ ১২০ ॥ দেবগন্ধর্বপুত্রাশ্চ ঋষিপুত্রাশ্চ বানরাঃ। রামক্ষয়ং বিদিত্বা তু সর্ব্ব এব সমাগতাঃ॥ ১২১॥ তে রাম-মনুগন্তোচুঃ সর্ব্বে বানরযূথপাঃ। তবানুগমনে রাজন সম্প্রাপ্তাঃ স্ম ইহানঘ॥ ১২২ ॥ যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেস্ত্বং পুরুষর্ষভ। সর্ব্বে খলু হতাঃ স্যাম দণ্ডেন মহতা নৃপ॥ ১২৩॥ শ্রুত্বা তু বচনং তবামৃক্ষবানররক্ষসাম্। বিভীষণমুবাচাথ রাঘবস্তৎক্ষণং গিরা॥ ১২৪॥ যাবৎপ্রজা ধরিষ্যন্তি তাবদেব বিভীষণ। রাক্ষসেন্দ্র মহদ্রাজ্যং লঙ্কাং ত্বং পালয়িষ্যসি॥ ১২৫॥ শাধি রাজ্যঞ্চ ধর্ম্মেতন্নান্যথা ন বচঃ কুরু। প্রজাস্ত্বং রক্ষ ধর্ম্মেণ নোত্তরং বক্তু-মর্হসি॥ ১২৬॥ এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো হনুমন্ত মথাব্রবীৎ। বায়ুপুত্র চিরং জীব মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ॥ ১২৭॥ যাবল্লোকা বদিষ্যন্তি মৎকথাং বানরর্ষভ। তাবত্ত্বং ধারয় প্রাণান্ প্রতিজ্ঞাং প্রতি-পালয়ন্॥১২৮॥ মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব অমৃতপ্রাশনা-বুভৌ। যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবদেতৌ ধরিষ্যতঃ॥ ১২৯॥ পুত্রপৌত্রাংশ্চ যেঽস্মাকং তান্ রক্ষন্ত্বিহ বানরাঃ। এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থঃ সর্ব্বাংশ্চ চ বানরান্। ময়া সার্দ্ধং প্রযাতেতি তদা তান রাঘবোঽব্রবীৎ॥ ১৩০॥ প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং পৃথুবক্ষা মহাভুজঃ। রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুরোধসমথাব্রবীৎ॥ ১৩১॥ অগ্নি-হোত্রাণি যান্ত্বগ্রে দীপ্যমানানি সর্ব্বশঃ। বাজপেয়াতি-রাত্রাণি নিঃস্ব চ মমাগ্রতঃ॥ ১৩২॥ ততো বশিষ্ঠস্তেজস্বী সর্ব্বং নিশ্চিত্য চেতসা। চকার বিধিবৎকর্ম্ম মহাপ্রস্থানিকং বিধিম্॥ ১৩৩॥ ততঃ ক্ষৌমাম্বরধরো ব্রহ্মচর্য্যসমন্বিতঃ। কুশানাদায় পাণিভ্যাং মহাপ্রস্থানমুদ্যতঃ॥ ১৩৪॥ ন ব্যাহর-চ্ছুভং কিঞ্চিদশুভং বা নরেশ্বরঃ। নিষ্ক্রম্য নগরাত্ত-

অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে মুনে! সাবধান হইয়া শ্রবণ কর, রাম পৌরজনসহ যেরূপে স্বর্গে গিয়া-ছিলেন, আমি তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি। পুরাকালে বীরধী অনলস রাম সুরকার্য্য সমাধা করিয়া ভ্রাতৃযুগল ভরত ওশত্রুঘ্নসহ স্বর্গগমনে মনন করেন। অনন্তর কামরূপী বানরগণ চারমুখে এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া তথায় উপনীত হইল, ক্রমে অনেক ঋক্ষ ও গোপুচ্ছ রাক্ষসগণ, দেব ও গন্ধর্ব্বতনয়, ঋষিকুমার এবং অন্যান্য বানরগণও এই সংবাদ পাইয়া সকলেই রামসমীপে সমাগত হইল। অনন্তর বানরযূথপতিগণ রামের অনুগমনে অভিপ্রায় জানাইয়া বলিল,—হে অনঘ! আমরা সকলেই আপনার অনুগমন করিব, যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি স্বর্গে গমন করেন, হে পুরুষর্ষভ রাম! তবে আপনার এবংবিধ মহাদণ্ডপাতে নিশ্চয়ই আমরা সকলেই প্রাণে মরিয়া যাইব।” রাঘব রাম সেই ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষস-গণের এইরূপ নির্ব্বন্ধ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বিভীষণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন,—হে বিভীষণ! যত কাল লোক সকল বিদ্যমান থাকিবে, তুমি তাবৎ এই মহারাজ্য লঙ্কার শাসন পালন কর, তুমি ধর্ম্মাবলম্বনে প্রজাগণের শাসন ও রাজ্য-পালন করিবে, আমার বাক্যের অন্যথা করিও না, আর এবিষয়ে তোমার কোনরূপ উত্তর করাও উচিত হয় না। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম বিভীষণের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়া হনূমানকে কহিলেন,—হে বায়ুতনয়! চিরজীবী হও, তুমিও প্রতিজ্ঞা বৃথা করিও না। হে বানরর্ষভ! যে পর্য্যন্ত লোক সকল আমার কথা কীর্ত্তন করিবে, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করত ততকাল জীবন ধারণ কর, আর মৈন্দ দ্বিবিদ ইহারা অমৃতপ্রাশী অমর হইয়া যতকাল ত্রিলোকের অস্তিত্ব থাকিবে, ততকাল জীবন ধারণ করুক এবং অন্যান্য বানর-গণ এই অযোধ্যায় বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের পুত্র পৌত্রগণকে রক্ষা করুক। রঘুবর কাকুৎস্থ রাম এইরূপ বলিয়া বানরগণের প্রতি পুনরায় কহিলেন,—তোমরা আমার সহিত গমন কর। অনন্তর রজনী প্রভাতে পৃথুবক্ষা মহাভুজ রাজীব-লোচন রাম পুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন,—আমি মহাপ্রস্থান করিব, বাজপেয় অতিরাত্র প্রভৃতি দীপ্যমান অগ্নিহোত্র আমার অগ্রে অগ্রে গমন করুক। রামের বাক্যে তেজস্বী মহর্ষি বশিষ্ঠ মনে মনে তাৎকালিক অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ নিশ্চয় করিয়া যথাবিধি মহাপ্রাস্থানিক বিধির অনু-ষ্ঠান করিলেন। অনন্তর মহাপ্রস্থানোদ্যত রাম ক্ষৌমাম্বরধারণ ও ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত হইয়া করযুগলে কুশ ধারণ করিলেন, নরনাথ মৌনী হইলেন, তখন

শ্চাৎ সাগরাদিব চন্দ্রমাঃ ॥ ১৩৫ ॥ রামস্য সব্যপার্শ্বে তু সপদ্মা শ্রীঃ সমাশ্রিতা। দক্ষিণে হ্রীর্বিশালাক্ষী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ ॥১৩৬॥ নানাবিধায়ুধস্তত্র ধনুর্জ্জ্যা-প্রভৃতীনি চ। অন্বব্রজন্তি কাকুৎস্থং সর্ব্বে পুরুষ-বিগ্রহাঃ ॥ ১৩৭ ॥ বেদো ব্রাহ্মণরূপেণ সাবিত্রী সব্যদক্ষিণে। ওঁকারোঽথ বষট্কারঃ সর্ব্বে রামং তদাব্রজন্ ॥ ১৩৮ ॥ ঋষযশ্চ মহাত্মানঃ সর্ব্বে চৈব মহীধরাঃ। অনুগচ্ছন্তি কাকুৎস্থং স্বর্গদ্বার-মুপস্থিতম্ ॥ ১৩৯ ॥ তথানুযান্তি কাকুৎস্থমন্তঃ-পুরগতাঃ স্ত্রিয়ঃ। সবৃদ্ধাবালদাসীকাঃ সপর্ষদ্দার-রক্ষকাঃ ॥ ১৪০ ॥ সান্তঃপুরশ্চ ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ। রামং ব্রজন্তমাগম্য রঘুবংশমনুব্রতাঃ ॥১৪১॥ ততো বিপ্রা মহাত্মানঃ সাগ্নিহোত্রাঃ সমন্ততঃ। সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থমনুগচ্ছন্তি সর্ব্বশঃ ॥ ১৪২ ॥ মন্ত্রিণো ভৃত্যযুক্তাশ্চ সপুত্রাঃ সহবান্ধবাঃ। সর্ব্বে তে সানুগাশ্চৈব হ্যনুগচ্ছন্তি রাঘবম্ ॥ ১৪৩ ॥ ততঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাঃ। গচ্ছন্তমনু গচ্ছন্তি রাঘবং গুণরঞ্জিতাঃ ॥ ১৪৪ ॥ তথা প্রজাশ্চ সকলাঃ সপুত্রাশ্চ সবান্ধবাঃ। রাঘবস্যানুগাশ্চাসন্ দৃষ্ট্বা বিগতকল্মষম্ ॥ ১৪৫ ॥ স্নাতাঃ শুক্লাম্বরধরাঃ সর্ব্বে প্রযতমানসাঃ। কৃত্বা কিলকিলাশব্দমনুযাতাশ্চ রাঘবম্ ॥ ১৪৬ ॥ ন কশ্চিত্তত্র দীনোঽভূন্ন ভীতো নাতিদুঃখিতঃ। প্রহৃষ্টা মুদিতাঃ সর্ব্বে বভূবুঃ পর-মাদ্ভুতাঃ ॥ ১৪৭ ॥ দ্রষ্টুকামাশ্চ নির্ব্বাণং রাজ্ঞো জনপদাস্তথা। সম্প্রাপুস্তেঽপি দৃষ্ট্বৈব নভোমার্গেণ চক্রিণম্ ॥ ১৪৮ ॥ ঋক্ষবানররক্ষাংসি জনাশ্চ পুর-বাসিনঃ। আগত্য পরয়া ভক্ত্যা পৃষ্ঠতঃ সমুপাযযুঃ ॥ ১৪৯ ॥ তানি ভূতানি নগরে হ্যন্তর্দ্ধানগতান্যপি। রাঘবং তেঽপ্যনুযযুঃ স্বর্গদ্বারমুপস্থিতম্ ॥ ১৫০ ॥ যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থং স্থাবরাণি চরাণি চ। সর্ব্বাণি স্বর্গগমনে মতিং কুর্ব্বন্তি তান্যপি ॥ ১৫১ ॥ নাসীৎ সত্ত্বমযোধ্যায়াং সুসূক্ষ্মমপি কিঞ্চন। যদ্রাঘবং নানুযাতি স্বর্গদ্বারমুপস্থিতম্ ॥ ১৫২ ॥ অর্দ্ধযোজনং গত্বা নদীং পশ্চান্মুখো যযৌ। সরযূং পুণ্যসলিলাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥ ১৫৩ ॥ অথ তস্মিন্ মুহূর্ত্তে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈ-

---

কি শুভ, কি অশুভ, তাঁহার মুখে কোন বাক্যই উচ্চারিত হইল না। অনন্তর শশধর যেরূপ সাগর হইতে বহির্গত হন, তিনিও তদ্রূপ অযোধ্যানগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাম বহির্গত হইলে তাঁহার বাম পার্শ্বে কমলান্বিতা কমলা ও দক্ষিণে বিশালাক্ষী লজ্জা চলিলেন এবং সম্মুখে অবিচলিত অধ্যবসায়, নানাবিধ আয়ুধ, ধনু, ও গুণ প্রভৃতি পুরুষ বিগ্রহ ধারণ করিয়া সকলেই সেই মহাপুরুষের অনুগমন করিল। তখন ব্রাহ্মণবিগ্রহ বেদ তাঁহার বামপার্শ্বে ও সাবিত্রী দক্ষিণে গমন করিলেন এবং ওঁকার, বষট্কার সকলেই রামের অনুগমন করিলেন। মহাত্মা ঋষি ও মহীধরনিকর তাঁহার অনুগমন করিয়া স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত উপনীত হইলেন। এতদ্ভিন্ন নিখিল অন্তঃপুরস্ত্রী, বাল বৃদ্ধ দাস দাসী, পার্ষদ ও দ্বার রক্ষকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিল। তখন শত্রুঘ্নসহ ভরত পুর হইতে বহির্গত হইলেন, অন্তঃপুরবাসিগণ তাঁহাদের অনুগমন করিল; তাঁহারাও ক্রমে আসিয়া রামের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর চারিদিক্ হইতে পুত্রদারাদিসহ অগ্নিহোত্রী মহাত্মা বিপ্র স্ব স্ব ভৃত্য ও বান্ধবগণসহ, সপুত্র মন্ত্রী এবং সপুত্রবান্ধব, হৃষ্ট পুষ্ট গুণরঞ্জিত প্রজাগণ সেই বিগতকল্মষ রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।১২৮—১৪৫। সকলেই স্নান করিয়া শুক্লবসন পরিধানপূর্ব্বক প্রযত হইল এবং সকলেই কিলকিলা শব্দ উত্থিত করিয়া রাঘবের অনুগমন করিতে লাগিল। তথায় কেহই দীন, ভীত বা দুঃখিত ছিল না, সকলেই প্রহৃষ্ট, মুদিত ও মহাবিস্মিত; সেই নির্ব্বাণ পুরুষের দর্শন বাসনায় নানা জনপদ হইতে রাজগণ আগমন করিলেন, এবং সকলেই তাঁহাকে আকাশ-পথে চক্রধারীর ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন। ঋক্ষ, বানর রাক্ষস ও পুরবাসিগণ পরম ভক্তি-পূর্ব্বক সেই মহাপুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, অযোধ্যাপুরী প্রাণিহীন হইল, সকলেই রামের অনুগমন করিয়া স্বর্গদ্বারে উপনীত হইল। যে সকল স্থাবর ও চর প্রাণী কাকুৎস্থকে দর্শন করিতে লাগিল, সকলের প্রাণে যেন এক অপূর্ব্ব স্বর্গ-বাসের বাসনা জাগরিত হইয়া উঠিল। রাঘবের অনুগমন করিয়া স্বর্গদ্বারে উপনীত হয় নাই, এমন কোনও সূক্ষ্মসত্ত্বও তৎকালে অযোধ্যায় বিদ্যমান রহিল না। অনন্তর রঘুনন্দন রাম পশ্চাৎ দিকে অর্দ্ধযোজন গমন করিয়া পূতসলিলা সরযূ দর্শন করিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও সেই মুহূর্ত্তেই মহাত্মা সুর ও ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্গদ্বারে

ঋষিভিশ্চ মহাত্মভিঃ। আযযৌ তত্র কাকুৎস্থঃ স্বর্গদ্বারমুপস্থিতম্ ॥ ১৫৪ ॥ বিমানশতকোটিভির্দিব্যাভিঃ সর্বতো বৃতঃ। দীপযন সর্বতো ব্যোম জ্যোতির্ভূতমনুত্তমম্ ॥১৫৫॥ স্বয়ম্প্রভৈশ্চ তেজোভির্মহদ্ভিঃ পুণ্যকর্মভিঃ পুণ্যা বাতা ববুস্তত্র গন্ধবন্তঃ সুখপ্রদাঃ ॥ ১৫৬ ॥ সপুণ্যপুষ্পবর্ষং চ বায়ুযুক্তং মহাজবম্। গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ তস্মিন সূর্য্য উপস্থিতঃ ॥ ১৫৭ ॥ সরযূসলিলং রামঃ পদ্ভ্যাং স সমুপাস্পৃশৎ। ততো ব্রহ্মা সুরৈর্যুক্তঃ স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ১৫৮ ॥ ত্বং হি লোকপতির্দেব ন ত্বাং জানাতি কশ্চন। অহং তে বৈ বিশালাক্ষ ভূতপূর্বপরিগ্রহঃ ॥ ১৫৯ ॥ ত্বমচিন্ত্যং মহদ্ভূতমক্ষয়ং লোকসংগ্রহে। যামিচ্ছসি মহাবীর্য্য তাং তনুং প্রবিশ স্বকাম্ ॥ ১৬০ ॥ পিতামহস্য বচনাদিদমেবাবিশৎ স্বয়ম্। সুদিব্যং বৈষ্ণবং তেজঃ সংসারং স সহানুজঃ। ততো বিষ্ণুতনুং দেবাঃ পূজয়ন্তঃ সুরোত্তমম্ ॥ ১৬১ ॥ সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ। যে চ দিব্যা ঋষিগণা গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা। সুপর্ণা নাগযক্ষাশ্চ দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ॥ ১৬২ ॥ দেবাঃ প্রহৃষ্টা মুদিতাঃ সর্বে পূর্ণমনোরথাঃ। সাধুসাধ্বিতি তে সর্বে ত্রিদিবস্থা বভাষিরে ॥ ১৬৩ ॥ অথ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ। এষাং লোকং জনৌঘানাং দাতুমর্হসি সুব্রত ॥ ১৬৪ ॥ ইমে তু সর্বে মৎস্নেহাদায়াতাঃ সর্বমানবাঃ। ভক্তাশ্চ ভক্তিমন্তশ্চ ত্যক্তাত্মানোঽপি সর্বশঃ ॥ ১৬৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুকথিতং সর্বলোকেশ্বরোঽব্রবীৎ। লোকং সন্তানিকং নাম সংস্থাস্যন্তি হি মানবাঃ ॥১৬৬॥ স্বর্গদ্বারেঽত্র বৈ তীর্থে রামমেবানুচিন্তয়ন্ প্রাণাংস্ত্যজন্তি ভক্ত্যা বৈ স সন্তানং পরং লভেৎ ॥ ১৬৭ ॥ সর্বে সন্তানিকং নাম ব্রহ্মলোকাদনন্তরম্। বানরাশ্চ স্বকাং যোনিং রাক্ষসাশ্চাপি রাক্ষসীম্ ॥ ১৬৮ ॥ যস্যা বিনিঃসৃতা যে বৈ সুরাসুরতনূদ্ভবাঃ। আদিত্যতনযশ্চৈব সুগ্রীবঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ১৬৯ ॥ ঋষয়ো নাগযক্ষাশ্চ প্রযাস্যন্তি স্বকারণম্। তথা ব্রুবতি দেবেশে গোপ্রতারমুপস্থিতম্ ॥ ১৭০ ॥ তজ্জলং সরযুং ভেজে পরিপূর্ণং ততো জলম্। অবগাহ্য

সমাগত কাকুৎস্থ সমীপে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের শতকোটি দিব্যবিমানে সকল দিক্ আবৃত হইল, তখন স্বয়ংপ্রভ মহাত্মা পুণ্যকর্মাদিগের অনুত্তম প্রদীপ্ত তেজে আকাশমণ্ডল জ্যোতির্ময় হইয়া গেল। গন্ধবান্ সুখপ্রদ পুণ্য পবন প্রবাহিত হইলে পূত পুষ্পবৃষ্টি বায়ুযুক্ত হইয়া মহাবেগে পতিত হইতে লাগিল, এবং গন্ধর্বগণ অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া দিবাকরের আরাধনা করিল। অনন্তর রাম পদযুগল দ্বারা সরযূনীর স্পর্শ করিলেন, ব্রহ্মা সুরগণসহ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেব! আপনি নিখিল লোকের নাথ, কেহ আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না; হে বিশাললোচন! আমিও পূর্বে আপনা হইতে প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি; হে মহাবীর্য্য! আপনি লোকনিয়মনের জন্য স্বীয় অভিলাষানুসারে অচিন্ত্য অক্ষয় মহাভূত স্বকীয় তনুতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। আমি লোকপিতামহ ব্রহ্মা, আপনি আমারই প্রার্থনায় সুদিব্য বৈষ্ণব তেজ অবলম্বনপূর্বক স্বয়ং অনুজসহ সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন; আপনি সুরোত্তম, দেবগণ আপনাকে বিষ্ণুতনু জানিয়া পূজা করেন; সাধ্যগণ মরুদ্গণ অগ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ, দিব্য ঋষি, অপ্সরা, গন্ধর্ব, সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও দেবগণ আপনার পূজা করিয়া প্রমুদিত ও পূর্ণমনোরথ হন এবং ত্রিদশবাসিগণ স্বর্গে থাকিয়া আপনার উদ্দেশে সাধু সাধু বলিয়া থাকেন।১৪৬—১৬৩। অনন্তর মহাতেজা বিষ্ণু পিতামহকে কহিলেন,—হে সুব্রত! এই জনসমূহের উত্তমলোক বিধান কর; এই মানবগণ স্নেহভরে আগমন করিয়াছেন, ইহারা সকলেই ভক্ত, ভক্তিমান্ ও সর্বপ্রকারে ত্যক্তাত্মা। বিষ্ণুর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিখিল লোকের নাথ ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—মানবগণ সন্তানিক অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন লোকে সংস্থাপিত হইবে। যাহারা এই স্বর্গদ্বারতীর্থে ভক্তিসহকারে রামকে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাদিগের অবিচ্ছিন্ন লোক লাভ হইবে এবং সকলেই ব্রহ্মলোকের পরবর্তী সন্তানিক নামক লোকে গমন করিবে। বানরগণ স্বীয়যোনি, রাক্ষসগণ রাক্ষসীযোনি এবং সুর ও, অসুর প্রভৃতি যে যে যোনি হইতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, স্বর্গদ্বার তীর্থ প্রভাবে সকলেই সন্তানিক লোকলাভ করিবে। সূর্য্যতনয় সুগ্রীব সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিবেন এবং ঋষি, নাগ ও যক্ষগণ স্ব স্ব কারণ শরীর প্রাপ্ত হইবেন। দেবেশ ব্রহ্মা এইরূপ বলিতে থাকিলে রাম ক্রমে গোপ্রতারে উপনীত হইলেন; এই গোপ্রতার সরযূরই এক অংশ, গভীর জল; রামের অনুগামী

জলং সর্ব্বে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রহৃষ্টবৎ ॥ ১৭১ ॥ মানুষং দেহমুৎসৃজ্য তে বিমানান্তথারুহন্। তির্য্যগ্যোনিগতা যে চ প্রবিশ্য সরযূং তদা ॥ ১৭২ ॥ দেহত্যাগং চ তে তত্র কৃত্বা দিব্যবপুর্দ্ধরাঃ। তথান্যান্যপি সত্ত্বানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ১৭৩ ॥ প্রাপ্য চোত্তমদেহং বৈ দেবলোকমুপাগমন্। তস্মিংস্তত্র সমাপন্নে বানরা ঋক্ষরাক্ষসাঃ। তেঽপি প্রবিবিশুঃ সর্বে দেহান্নিক্ষিপ্য বৈ তদা ॥ ১৭৪ ॥ তদা স্বর্গং গতাঃ সর্ব্বে স্মৃত্বা লোকগুরুং বিভুম্। জগাম ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং রামো হৃষ্টো মহামতিঃ ॥ ১৭৫ ॥ অতস্তদ্গোপ্রতারাখ্যং তীর্থং বিখ্যাতিমাগতম্। গোপ্রতারে পরো মোক্ষো নান্যতীর্থেষু বিদ্যতে ॥ ১৭৬ ॥ জন্মান্তরশতৈর্বিপ্র যোগোঽয়ং যদি লভ্যতে। মুক্তির্ভবতি তস্যৈকজন্মনা লভ্যতে ন বা ॥ ১৭ ॥ গোপ্রতারে ন সন্দেহো হরির্ভক্ত্যা সুনিশ্চিতঃ। একেন জন্মনান্তোঽপি যোগমোক্ষং চ বিন্দতি ॥ ১৭৮ ॥ গোপ্রতারে নরো বিদ্বান্ যোঽপি স্নাতি সুনিশ্চিতঃ। বিশত্যসৌ পরং স্থানং যোগিনামপি দুর্লভম্ ॥ ১৭৯ ॥ কার্ত্তিক্যাং চ বিশেষেণ স্নাতব্যং বিজিতেন্দ্রিয়ৈঃ। কার্ত্তিকে মাসি বিপ্রর্ষে সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। স্নাতুমায়ান্ত্যযোধ্যায়াং গোপ্রতারে বিশেষতঃ ॥ ১৮০ ॥ গোপ্রতারসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। যত্র প্রয়াগরাজোঽপি স্নাতুমায়াতি কার্ত্তিকে ॥ ১৮১ ॥ নিষ্পাপঃ কলুষং ত্যক্ত্বা শুক্লাঙ্গঃ সিতকঞ্চুকঃ। শুদ্ধ্যর্থং সাধুকামোঽসৌ প্রয়াগে মুনিসত্তম ॥ ১৮২ ॥ যানি কানি চ তীর্থানি ভূমৌ দিব্যানি সুব্রত। কার্ত্তিক্যাং তানি সর্ব্বাণি গোপ্রতারে বসন্তি বৈ ॥ ১৮৩ ॥ গোপ্রতারে জপো হোমঃ স্নানং দানং চ শক্তিতঃ। সর্ব্বমক্ষয়তাং যাতি শ্রদ্ধয়া নিয়মব্রতম্ ॥ ১৮৪ ॥ কার্ত্তিকে প্রাপ্য তদ্যান্তি তীর্থানি সকলান্যপি। গোপ্রতারং গমিষ্যামঃ পাপং ত্যক্তুমিতীচ্ছয়া ॥১৮৫॥ গোপ্রতারে কৃতং স্নানং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। গোপ্রতারে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা গুপ্তহরিং বিভুম্। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৮৬ ॥ বিষ্ণুমুদ্দিশ্য বিপ্রাণাং পূজনং চ বিশেষতঃ। কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া যুক্তৈঃ স্নানপূর্ব্বং যতব্রতৈঃ ॥ ১৮৭ ॥ পয়স্বিনী চ গৌর্দেয়া

সকলেই সে জলে অবগাহন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রহৃষ্টের ন্যায় হইল এবং মানুষ-শরীর ত্যাগ করিয়া বিমানে আরোহণ করিল। তখন তির্য্যক্ যোনিগণও সরযূনীরে প্রবেশ করিয়া প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য দেহ ধারণ করিল এবং অন্যান্য স্থাবর ও চর প্রাণিগণ উত্তম দেহ প্রাপ্ত হইয়া সুরলোকে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইলে বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসগণ লোকগুরু বিভু রামকে ভাবিতে ভাবিতে দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত করিয়া দিয়া সকলেই স্বর্গে গমন করিল। মহামতি রামও হৃষ্টহৃদয়ে ত্রিদশগণ সহ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। হে বিপ্র! তদবধি গোপ্রতারাখ্য তীর্থ লোকে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে। তীর্থনিচয় মধ্যে এরূপ তীর্থ আর নাই, এই তীর্থে পরম মোক্ষ লাভ হয়। শতজন্মের পুণ্যফলে মানবের যদি এই গোপ্রতারযোগ লাভ হয়, অবশ্যই তাহার একজন্মে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যদি শ্রদ্ধাসহকারে গোপ্রতারে ... করেন, সন্দেহ নাই; এই তীর্থে মানব একজন্মেই যোগ মোক্ষ লাভ করে। যে জ্ঞানী নর বিশ্বাস সহকারে গোপ্রতারে স্নান করে, সে যোগিদুর্লভ পরম স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে। ১৬৪—১৭৯। বিশেষতঃ কার্ত্তিক পূর্ণিমায় জিতেন্দ্রিয় মানবগণের এই গোপ্রতার তীর্থে অবশ্যই স্নান কর্ত্তব্য; হে বিপ্রর্ষে! কার্ত্তিকমাসে বাসবসহ সুরগণ অযোধ্যায় গোপ্রতারে স্নানার্থ আগমন করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তম! গোপ্রতার তীর্থের তুল্য তীর্থ আর হয়ও নাই, হইবেও না; যে প্রয়াগ তীর্থে পুণ্যকামী মানব স্বীয় শুদ্ধির জন্য পাপ পরিত্যাগ করিয়া শুক্লাঙ্গ ও শুভ্রকঞ্চুক হয়, কার্ত্তিকমাসে সেই প্রয়াগরাজ স্বয়ং এই তীর্থে স্নানার্থ আগমন করেন। হে সুব্রত! এই পৃথিবীমণ্ডলে যে সকল দিব্যতীর্থ বিদ্যমান, কার্ত্তিক পূর্ণিমায় তৎসমস্ত গোপ্রতারে বাস করিয়া থাকেন। এই গোপ্রতারে জপ, হোম, স্নান ও দান প্রভৃতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত সমস্ত নিয়ম ব্রতই অক্ষয় হয়। কার্ত্তিকমাস সমাগত হইলে তীর্থ সকল "পাপ পরিত্যাগ করিতে গোপ্রতারে গমন করিব" এইরূপ অভিলাষ করিয়া আগমন করিয়া থাকে। গোপ্রতারে স্নান করিলে কলুষ সকল বিনষ্ট হয়; মানব এই তীর্থে স্নান ও বিভু গুপ্তহরিকে দর্শন করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। বিশেষতঃ এই তীর্থে বিষ্ণুর উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিতে হয়, যতব্রত মানবগণ স্নান করিয়া

সালঙ্কারা চ শক্তিতঃ। বিপ্রায় বেদবিদুষে নিয়মব্রতশালিনে। ব্রাহ্মণায়াতিশুচয়ে বিষ্ণুপ্রীত্যৈ যতাত্মনা ॥ ১৮৮॥ অন্নং বহুবিধং হেম বাসাংসি বিবিধানি চ। দাতব্যানি হরেঃ প্রাপ্ত্যৈ ভক্ত্যা পরময়া যুতৈঃ ॥ ১৮৯ ॥ সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে নর্ম্মদায়াং শশিগ্রহে। তুলাদানস্য যৎপুণ্যং তদত্র দীপদানতঃ ॥১৯০॥ ঘৃতেন দীপিকো যস্য তিলতৈলেন বা পুনঃ। জ্বলতে মুনিশার্দ্দূল হয়মেধেন তস্য কিম্ ॥ ১৯১ ॥ তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্বৈঃ কৃতং তীর্থাবগাহনম্। দীপদানং কৃতং যেন কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ ॥ ১৯২ ॥ নানাবিধানি তীর্থানি ভুক্তি-মুক্তিপ্রদানি চ। গোপ্রতারস্য তান্যত্র কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ১৯৩ ॥ স্বর্ণমল্পং চ যো দদ্যাদ্-ব্রাহ্মণে বেদপারগে। শুভাং গতিমবাপ্নোতি হ্যগ্নিবচ্চৈব দীপ্যতে ॥ ১৯৭ ॥ গোপ্রতারাভিধে তীর্থে ত্রিলোকীবিশ্রুতে দ্বিজ। দত্বান্নং চ বিধানেন ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ১৯৫ ॥ তত্র স্নানং তু যঃ কুর্য্যাদ্বিপ্রান সন্তর্পয়েন্নরঃ। সৌত্রামণেশ্চ যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৯৬ ॥ একাহারস্তু যস্তিষ্ঠেন্মাসং তত্র যতব্রতঃ। যাবজ্জীবকৃতং পাপং সহসা তস্য নশ্যতি ॥ ১৯৭ ॥ অগ্নিপ্রবেশং যে কুর্য্যুর্গোপ্রতারে বিধানতঃ। তে বিশন্তি পদং বিষ্ণোর্নিঃসন্দঙ্কং তপোধন ॥ ১৯৮ ॥ কুর্ব্বন্ত্যনশনং যেঽত্র বিষ্ণুভক্ত্যা মুনিশ্রিতাঃ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৯৯ ॥ অর্চ্চয়েদ্যস্তু গোবিন্দং গোপ্রতারে হি মানবঃ। দশসৌবর্ণিকং পুণ্যং গোপ্রতারে প্রকথ্যতে ॥ ২০০ ॥ অগ্নিহোত্রফলো ধূপো গোবিন্দস্য সমর্পিতঃ। ভূমিদানেন সদৃশং গন্ধদানফলং স্মৃতম্ ॥ ২০১ ॥ অত্যদ্ভুতমিদং বিদ্বন স্থানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্। কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষেণ অত্র স্নাত্বা শুচিব্রতঃ ॥ ২০২ ॥ স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা দশস্বর্ণফলং লভেৎ। স্বর্ণদঃ স্বর্গবাসী চ যো দদ্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ২০৩ ॥ সুতীর্থে পর্ব্বণি শ্রেষ্ঠে দশস্বর্ণফলপ্রদে। জ্যেষ্ঠশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ ॥ ২০৪ ॥ উপোষিতঃ শুচিঃ স্নাতো বিষ্ণুপূজনতৎপরঃ। দীপং দদ্যাৎ প্রযত্নেন নানাফলবিধায়িনম্ ॥ ১০৫ ॥ তাবদর্জ্জন্তি পুণ্যানি

শ্রদ্ধাসহকারে বিপ্রপূজাও শক্তি অনুসারে নিয়ম ব্রতধারী বেদজ্ঞ দ্বিজকে সালঙ্কারা পয়স্বিনী গোদান করিবে। যতাত্মা নরগণ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য পরম ভক্তিসহকারে এই তীর্থে অতিপূত বিপ্রকে বহুবিধ অন্ন ও অনেক বসন দান করিবে, এইরূপ করিলে হরি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণকালীন কুরুক্ষেত্রে ও চন্দ্রগ্রহণে নর্ম্মদায় তুলাপুরুষদানে যে পুণ্য, এই তীর্থে দীপ দান করিলে তাহার সমান পুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে ঋষিশার্দ্দুল! যে মানব এই গোপ্রতারে ঘৃত কিংবা তিল তৈলপূর্ণ দীপ প্রজ্বালিত করে না, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহার কি হইবে? গোপ্রতারে যে নর কার্ত্তিকমাসে কেশবের সম্মুখে দীপ দান করে, তাহার নিখিল যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমস্ততীর্থাবগাহনের ফল লাভ হয়। ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক অন্য নানাবিধ যে সকল তীর্থ আছে, তাহারা গোপ্রতারের ষোড়শাংশের এক অংশও নহে। যে মানব এই তীর্থে অল্প মাত্র স্বর্ণও বেদপারগ বিপ্রকে দান করে, তাহার উত্তম গতিলাভ হয় এবং সে অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! গোপ্রতারনামক তীর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত, যে মানব বিধিবিধানে এখানে অন্নদান করে, তাহার আর জন্ম হয় না। যে নর এই গোপ্রতারে স্নান ও দ্বিজগণের তৃপ্তি সাধন করে, তাহার ইন্দ্রযাগের ফল লাভ হয়। যে যতব্রত মানব একাহার হইয়া গোপ্রতারে একমাস বাস করে, তাহার যাবজ্জীন সঞ্চিত পাপরাশি সহসা বিনষ্ট হয়। হে তপোধন! যে মানব এই তীর্থে বিধিপূর্ব্বক অগ্নি প্রবেশ করে, তাহার বিষ্ণুর পদে প্রবেশ করা হয়, সংশয় নাই। যাহারা মুনিবৃত্তি আশ্রয় করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান হইয়া অনশন ব্রত করে, শতকোটি কল্পকালেও তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। যে মানব গোপ্রতারে গোবিন্দের পূজা করে, তাহার দশসুবর্ণ দানের পুণ্য হয়, গোবিন্দের উদ্দেশে ধূপদানে অগ্নিহোত্র ফল এবং গন্ধ দানে মানবের ভূমিদানের ফল হইয়া থাকে। হে বিদ্বন্! এইস্থান অত্যদ্ভুত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া অতিপূত হয়। মানব স্বর্গদ্বারে স্নান করিয়া দশসুবর্ণদানের পুণ্য প্রাপ্ত হয়, যে নর শ্রদ্ধাতৎপর হইয়া স্বর্গদ্বারে স্বর্ণদান করে, তাহার স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। এই তীর্থ অতি উত্তম, শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব জ্যৈষ্ঠ শুক্লচতুর্দ্দশী দিবসে এইস্থানে দশ সুবর্ণ দান করিবে, রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং সেই দিবস উপবাসী থাকিয়া স্নান করত পবিত্রভাবে বিষ্ণুপূজনপরায়ণ হইবে ও যত্নসহকারে বিবিধ ফলবিধায়ক দীপ দান

স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে। যাবদ্দদ্যাজ্জলে দীপং কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ ॥ ২০৬ ॥ পৌর্ণমাস্যাং প্রভাতে তু স্নাত্বা নির্ম্মলমানসঃ। হরিং সম্পূজ্য বিধিবদ্বিধায় শ্রাদ্ধমাদরাৎ ॥ ২০৭ ॥ দত্ত্বান্নঞ্চ যথাশক্ত্যা সন্তোষ্য ব্রাহ্মণাংস্ততঃ॥ বস্ত্রাদিভিরলঙ্কারৈঃ সম্পূজ্য দ্বিজদম্পতী ॥ ২০৮॥ বিভুং গুপ্তহরিং দৃষ্ট্বা সম্পূজ্য তু বিশেষতঃ। নমস্কৃত্যাম্বু তত্তীর্থং শুচিস্তদ্গতমানসঃ ॥ ২০৯ ॥ স্বর্গদ্বারে চ বিধিবন্মধ্যাহ্নে স্নানমাচরেৎ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২১০ ॥ ইতি পরমবিধানৈর্গোপ্রতারে বিধায় প্রথিতসুকৃতিমূর্ত্তিঃ স্নানমুচ্চৈঃ প্রযত্নাৎ। কলিতনিখিলপাপঃ পূজয়িত্বাদরেণাচ্যুতমমলবিকাশো বিষ্ণুসাযুজ্যমেতি ॥ ২১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বর্গদ্বারগোপ্রতাবতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করিবে। কার্ত্তিকমাসে যাবৎকাল জলেব উপব কেশবসম্মুখে দীপ প্রদত্ত না হয়, ততকালেই স্বর্গ, মর্ত্ত, ও রসাতলের পুণ্যপুঞ্জ গর্জ্জন অর্থাৎ গর্ব্ব করিয়া থাকে। দীপদান কবিলেই পুণ্যনিচয়েব গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে পূর্ণিমাতিথিতে স্নান করিয়া মানব নির্ম্মলমানস হইবে এবং হরির পূজা করিয়া যথাবিধি আদর সহকারে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে, তাব পব শক্তি অনুসারে অন্নদান করিয়া দ্বিজগণের সন্তোষ সাধন ও বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা দ্বিজদম্পতীব পূজা করিবে। তদনন্তর বিভু গুপ্তহরিব দর্শন, বিশেষরূপে তাঁহার পূজা ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া শুচি ও তদ্গতমানসে মধ্যাহ্নসময়ে বিধিপূর্ব্বক স্বর্গদ্বারে স্নান করিতে হইবে। এইরূপ করিলে মানব কলুষরাশি হইতে মুক্ত ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। যে পুণ্যপ্রতিম বিখ্যাত মানব এই সকল উত্তম বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক সাতিশয় যত্নসহকারে গোপ্রতারে স্নান ও সাদরে হরির পূজা করে, তাহার নিখিল পাপ বিদূরিত হয় এবং সে অচ্যুত ও অমল বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করে। ১৮০—২১১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। তীর্থমন্যৎ প্রবক্ষ্যামি ক্ষীরোদকমিতি স্মৃতম্। সীতাকুণ্ডাচ্চ বায়ব্যে বর্ত্ততে গুণসুন্দরম্। পুণ্যৈকনিচয়স্থানং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্ ॥ ১ ॥ পুবা দশরথো রাজা পুত্রেষ্টিং নাম নামতঃ। চকার বিধিবদ্যজ্ঞং পুত্রার্থং যত্র চাদরাৎ ॥ ২ ॥ ক্রতুং সমাপয়ামাস সানন্দো ভূরিদক্ষিণম্। যজ্ঞান্তে ক্রতুভুক্ তত্র মূর্ত্তিমান্ সমদৃশ্যত ॥ ৩ ॥ হস্তে কৃত্বা হেমপাত্রং হবিঃপূর্ণমনুত্তমম্। তস্মিন্ হবিষি সঙ্কীর্ণং বৈষ্ণবং তেজ উত্তমম্। চতুর্ব্বিধং বিভজ্যৈব পত্নীভ্যো দত্তবান্ নৃপঃ ॥ ৪ ॥ যত্র তৎক্ষীরসম্প্রাপ্তির্জাতা পরমদুর্ল্লভা। ক্ষীবোদকমিতি খ্যাতং তৎস্থানং পাপনাশনম্। উদকেনাভিব্যক্তঞ্চ উত্তমঞ্চ ফলপ্রদম্ ॥ ৫ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো ধীমান্ বিজিতেন্দ্রিয় আদরাৎ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি পুত্রাংশ্চ সুবলশ্রুতান ॥ ৬ ॥ আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য একাদশ্যাং জিতব্রতঃ। তত্র স্নাত্বা

সপ্তম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—ক্ষীবোদক নামক অন্য এক তীর্থের কথা কহিতেছি। এই ক্ষীরোদক সীতাকুণ্ডেব বায়ব্যদিকে অবস্থিত ও বিবিধ গুণে এই তীর্থ অতি মনোবম। এই ক্ষীরোদক পুণ্যনিচয়েব প্রধান স্থান ও অখিল দুঃখের বিনাশক। পুরাকালে রাজা দশরথ আদর সহকারে পুত্রকামনায় এই স্থানে যথাবিধি পুত্রেষ্টি যাগ করেন। আনন্দিতমনা নৃপতি দশরথ যখন ভূরিদক্ষিণ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাপন করেন, তৎকালে যজ্ঞাবসানে হুতাশন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। হুতাশন হস্তে হেমপাত্র লইয়া দেখা দিয়াছিলেন। ঐ পাত্র উত্তম হবির্দ্বারা পূর্ণ এবং সেই হবিতে উত্তম বৈষ্ণবতেজ নিহিত ছিল। অনন্তর রাজা দশরথ সেই হবি চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া পত্নীচতুষ্টয়কে অর্পণ করিলেন। হে দ্বিজ! যেস্থানে পরম-দুর্লভ সেই ক্ষীর প্রাপ্তি সংঘটিত হইয়াছিল, সেই পাপনাশক স্থান ক্ষীরোদক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থান জলধারা পরিবেষ্টিত ও উত্তম ফলপ্রদ। যে জিতেন্দ্রিয় ধীমান্ মানব এই ক্ষীরোদকে আদরপূর্ব্বক স্নান করে, তাহার নিখিল [illegible] সন্তান লাভ হয়। জিতব্রত [illegible]

বিধানেন দত্ত্বা শক্ত্যা দ্বিজন্মনে ॥ ৭ ॥ বিষ্ণুং সম্পূজ্য বিধিবৎ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ। পুত্রানবাপ্নুয়াদ্বিদ্ধি ধর্ম্মাংশ্চ বিধিবন্নরঃ ॥ ৮ ॥ তস্মাৎ ক্ষীরোদকস্থানান্নৈর্ঋতে দিগ্দলে শ্রিতম্। খ্যাতং বৃহস্পতেঃ কুণ্ডমুদ্দণ্ডাচণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং পুণ্যামৃততরঙ্গিতম্। যত্র সাক্ষাৎ সুরগুরুর্নিবাসং কিল নির্ম্মমে ॥ ১০ ॥ যজ্ঞঞ্চ বিধিবচ্চক্রে বৃহস্পতিরুদারধীঃ। নানামুনিগণৈর্যুক্তং রম্যং বহুফলপ্রদম্। সুপর্ণচ্ছায়সম্পন্নং কুণ্ডং তৎপাপিদুর্ল্লভম্ ॥ ১১ ॥ ইন্দ্রাদয়োঽপি বিবুধা যত্র স্নাত্বা প্রযত্নতঃ। মনোভীষ্টফলং প্রাপ্তাঃ সৌন্দর্য্যৌদার্য্যতুন্দিলাঃ ॥ ১২ ॥ যত্র স্নানেন দানেন নরো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ১৩ ॥ ভাদ্রে শুক্লে তু পঞ্চম্যাং যাত্রা তত্র ফলপ্রদা। অন্যদাপি গুরোর্বারে স্নানং বহুফলপ্রদম্ ॥ ১৪ ॥ বৃহস্পতেস্তথা বিষ্ণোঃ পূজাং তত্র য আচরেৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে স মোদতে ॥ ১৫ ॥ ভবেদ্বৃহস্পতেঃ পীড়া যস্য গোচরবেধতঃ। তেনাত্র বিধিবৎ স্নানং কার্য্যং সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬ ॥ হোমং কৃত্বা গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ সুবর্ণেন বিনির্ম্মিতা। স্থিত্বা জলে প্রদেয়া বৈ পীতাম্বরসমন্বিতা ॥ ১৭ ॥ বেদজ্ঞায়াতিশুচয়ে স্নাত্বা পীড়াপনুত্তয়ে। হোমঞ্চ কারয়েত্তত্র গ্রহজাপ্যবিধানতঃ ॥ ১৮ ॥ এবং কৃতে ন সন্দেহো গ্রহপীড়া প্রণশ্যতি ॥ ১৯ ॥ তদ্দক্ষিণে মুনিশ্রেষ্ঠ রুক্মিণীকুণ্ডমুত্তমম্। চকার যৎ স্বয়ং দেবী রুক্মিণী কৃষ্ণবল্লভা ॥ ২০ ॥ তত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং চক্রে নিবাসং সলিলে তদা। বরপ্রদানাৎ স্নেহেন ভার্য্যায়াঃ প্রগুণীকৃতম্ ॥ ২১ ॥ তত্র স্নানং তথা দানং হোমং বৈষ্ণবমন্ত্রকম্। দ্বিজপূজাং বিষ্ণুপূজাং কুর্ব্বীত প্রযতো নরঃ ॥ ২২ ॥ তত্র সাম্বৎসরী যাত্রা কর্ত্তব্যাসু প্রযত্নতঃ। ঊর্জ্জকৃষ্ণনবম্যাঞ্চ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে ॥ ২৩ ॥ পুত্রবান জায়তে বন্ধ্যো যাত্রাং কৃত্বা ন সংশয়ঃ। নারীভির্ব্বা নরৈর্ব্বাপি কর্ত্তব্যং স্নানমদরাৎ ॥ ২৪ ॥ ভুক্ত্বা ভোগান্ সমগ্রাংশ্চ বিষ্ণুলোকে স মোদতে। লক্ষ্মীকামনয়া তত্র স্নাতব্যঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৫ ॥ সর্ব্বকামমবাপ্নোতি তত্র স্নানেন মানবঃ। রুক্মিণীশ্রীপতিপ্রীত্যৈ দাতব্যঞ্চ

আশ্বিন শুক্ল একাদশী দিবসে ক্ষীরোদকে স্নান যথাশক্তি দ্বিজকে দান এবং বিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া নিখিল কামনা ও বহু পুত্র লাভ করে। এই ক্ষীরোদক তীর্থের নৈঋতদিকে বিখ্যাত বৃহস্পতিকুণ্ড বিদ্যমান। এই কুণ্ড উদ্দণ্ডাচণ্ড দ্বারা মণ্ডিত, বৃহস্পতি কুণ্ড সর্ব্বপাপ প্রশমন ও পূত অমৃত দ্বারা তরঙ্গায়িত। সাক্ষাৎ সুরগুরু বৃহস্পতি এইস্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উদারমতি বৃহস্পতি এই কুণ্ডে যথাবিধি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই রম্য কুণ্ড নানা মুনিগণ কর্ত্তৃক সমাকীর্ণ, বহুফলপ্রদ ও উত্তম পাদপপত্র দ্বারা ছায়াসম্পন্ন। পাপিগণের এই কুণ্ডদর্শন দুর্লভ। ইন্দ্রাদি দেবগণও যত্নসহকারে এই কুণ্ডে স্নান করিয়া অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত এবং সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্যগুণে স্ফীত হন। এই তীর্থে স্নান ও দান করিয়া নর পাপবিমুক্ত হয়। ভাদ্রমাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিকুণ্ডযাত্রা সমধিক ফলপ্রদ; অন্য সময়েও বৃহস্পতিবারে এই কুণ্ডে স্নান বহুফলপ্রদ হয়। মানব এই কুণ্ডে বৃহস্পতি ও বিষ্ণুর পূজা করিয়া সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয় ও বিষ্ণুলোকে গমনপূর্ব্বক পরম হৃষ্ট হইয়া থাকে। গোচরবেধে যাহার বৃহস্পতি পীড়াদায়ক হয়, তাহার সঙ্কল্পপূর্ব্বক এই কুণ্ডে যথাবিধি স্নান অবশ্যকর্ত্তব্য। বৃহস্পতি পীড়াগ্রস্ত মানব পীড়ার উপশমন জন্য হোম করিয়া সুবর্ণ দ্বারা গুরুমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঐ মূর্ত্তি পীতাম্বরপরিবেষ্টিত করিয়া জলমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বেদজ্ঞ পবিত্র দ্বিজকে দান করিবে এবং গ্রহ জাপ্য বিধানানুসারে হোম করাইবে। এরূপ করিলে গ্রহ পীড়া বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। ১—১৯। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বৃহস্পতি কুণ্ডের দক্ষিণে উত্তম রুক্মিণীকুণ্ড। কৃষ্ণবল্লভা দেবী রুক্মিণী স্বয়ং এই কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন। এই রুক্মিণী কুণ্ডের সলিলে স্বয়ং বিষ্ণু বাস করিয়া থাকেন; বিষ্ণুস্নেহবশতঃ পত্নী রুক্মিণীকে বরদান করিয়া এই কুণ্ডের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। প্রযত নর এই কুণ্ডে স্নান, দান, বৈষ্ণবমন্ত্রে হোম, দ্বিজপূজা ও বিষ্ণুপূজা করিবে। পাপনাশ কামনায় কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণনবমী দিনে যত্নপূর্ব্বক এই রুক্মিণী কুণ্ডের সাম্বৎসরী যাত্রা করিতে হয়। রুক্মিণী কুণ্ডের যাত্রা করিয়া বন্ধ্য মানবও পুত্রবান্ হয়, সংশয় নাই। নরই হউক আর নারীই হউক, সকলেরই আদর সহকারে এই কুণ্ডে স্নান কর্ত্তব্য; এইরূপ করিলে সমস্ত ভোগ উপভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ লক্ষ্মীলাভ কামনায় এই কুণ্ডে স্নান করিতে হয়। যে মানব এই কুণ্ডে স্নান করে, তাহার সর্ব্ববিধ কামনাই পূর্ণ

সশক্তিতঃ ॥ ২৬ ॥ কর্ত্তব্যা বিধিবৎ পূজা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। ধ্যেয়ো লক্ষ্মীপতিস্তত্র শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২৭ ॥ পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী নারদাদিভিরীড়িতঃ। তার্ক্ষ্যাসনো মুকুটবান্ মহেন্দ্রাদিবিভূষিতঃ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বকামফলাবাপ্ত্যৈ বক্ষোলক্ষিতকৌস্তুভঃ। অতসীকুসুমশ্যামঃ কমলামললোচনঃ ॥ ২৯ ॥ এবং কৃতে ন সন্দেহঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ। ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা হরিলোকে স মোদতে ॥ ৩০ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তীর্থং মন্তদঘাপহম্। কলিকিল্বিসসংহারকারকং প্রত্যয়াত্মকম্ ॥ ৩১ ॥ পরং পবিত্রমতুলং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্। ধনযক্ষ ইতিখ্যাতং পরং প্রত্যয়কারকম্ ॥ ৩২ ॥ রুক্মিণীকুণ্ডবায়ব্যদিগ্দলে সংস্থিতং শুভম্। হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেরাসীত্তত্র ধনং মহৎ ॥ ৩৩ ॥ তস্য রক্ষার্থমত্যর্থং রক্ষিতো যক্ষ উচ্চকৈঃ। বিশ্বামিত্রো মুনিঃ পূর্ব্বং যদা চৈব পরাজয়ৎ ॥ ৩৪ ॥ হরিশ্চন্দ্রং নরপতিং রাজসূয়করং পরম্। রাজ্যং জগ্রাহ সকলং চতুরঙ্গবলান্বিতম্ ॥ ৩৫ ॥ তদ্ধনেন্দাচ্চ স মুনির্ধনং সকলমুত্তমম্। তদ্রক্ষায়ৈ প্রযত্নেন যক্ষং স্থাপিতবানসৌ ॥ ৩৬ ॥ প্রমন্থুব ইতিখ্যাতং প্রমোদানন্দমন্দিরম্। স্বক্ষাং বিদধতস্তস্য বহুযত্নেন সুব্রশঃ ॥ ৩৭ ॥ তুতোষ স মুনির্দ্ধীমান্ কদাচিদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। উবাচ মধুরং বাক্যং প্রীত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৩৮ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। বরংবরয় ধর্ম্মজ্ঞ কিপ্রমেব বিমৎসরঃ। ভক্ত্যা পরময়া ধীর সন্তুষ্টোঽস্মি বিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥ যক্ষ উবাচ। বরং প্রযচ্ছসি যদি বিপ্রবর্য্য মদীপ্সিতম্। মমাঙ্গমতিদুর্গন্ধি শাপাচ্চ নৃপতেরভূৎ। সুগন্ধয়িতুং ব্রহ্মর্ষে তৎ প্রসীদ মুনীশ্বর ॥ ৪০ ॥ অগস্ত্য উবাচ। এবমুক্তে তু যক্ষেণ মুনির্দ্ধ্যানস্থলোচনঃ। তং বিবিচ্যানয়া ভক্ত্যা অভিষেকং চকার সঃ ॥ ৪১ ॥ তীর্থোদকেন বিধিবৎ কৃত্বা সঙ্কল্পমাদরাৎ। ততঃ সোঽভূৎ ক্ষণেনৈব সুগন্ধোত্তরবিগ্রহঃ ॥ ৪২ ॥ তথাভূতঃ স মধুরং

হইয়া থাকে। এই তীর্থে রুক্মিণীও শ্রীপতির প্রীতির জন্য শক্তি অনুসারে দান এবং বিশেষরূপে যথাবিধি দ্বিজগণের পূজা কর্ত্তব্য। এখানে বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে লক্ষ্মীপতির ধ্যান করিতে হইবে;—রমাপতি বিষ্ণু—শঙ্খ-চক্রগদাধারী, পীতাম্বরধর ও মাল্যবান; নারদাদি ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন; তাঁহার আসন গরুড়, তদীয় মস্তক মুকুটশোভিত এবং ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ কর্ত্তৃক বিভূষিত; তাঁহার বক্ষস্থল কৌস্তুভশোভিত, ঐ কৌস্তুভ যেন নিখিল কামনা প্রাপ্তির সূচনা করিতেছে; তাঁহার বর্ণ অতসীকুসুমের ন্যায় শ্যাম ও লোচন কমলের তুল্য অমল। মানব হরির এইরূপ ধ্যান করিলে সকল কামনা প্রাপ্ত হয় এবং ইহলোকে সুখভোগ করিয়া হরিপুরে গমনপূর্ব্বক পরম হৃষ্ট হয়, সংশয় নাই। অনন্তর পাপহর অন্য এক তীর্থের কথা কহিতেছি, এই তীর্থ পরম পবিত্র, সর্ব্বকাম সিদ্ধিদ, কলিকল্মষনাশন ও প্রত্যয়াত্মক। এই তীর্থের তুলনা হয় না; এই পরম প্রত্যয়কারক বিখ্যাত তীর্থের নাম ধনযক্ষ। এই শুভাবহ ধনযক্ষ রুক্মিণীকুণ্ডের বায়ব্যদিকে অবস্থিত। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের বিপুল ধনসম্পত্তি এইস্থানে রক্ষিত ছিল, এই ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য এক যক্ষ সতত নিযুক্ত থাকিত। পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্র যখন রাজসূয়যাজী রাজসত্তম হরিশ্চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া রাজার চতুরঙ্গ বলান্বিত সকল রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন মুনি ঐ সকল উত্তম ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্নপূর্ব্বক ঐ যক্ষকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যক্ষ তদবধি ঐ সকল ধনসম্পত্তি স্বীয় বশে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই স্থানে প্রমন্থুব নামে একটী বিখ্যাত মন্দির আছে, এই মন্দির নিরন্তর প্রমোদানন্দে পূরিত; যক্ষ বহুযত্নে এই মন্দিরমধ্যে ঋষি বিশ্বামিত্রের সম্পত্তি সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। বিজিতেন্দ্রিয় ধীমান্ মুনি সন্তুষ্ট হইয়া একদা প্রীতিভরে যক্ষকে বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য বলিয়াছিলেন। ২০—৩৮। বিশ্বামিত্র বলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি বিমৎসর হইয়া সত্বর বর প্রার্থনা কর; হে ধীর! তোমার পরম ভক্তি দর্শনে আমি তোমার প্রতি অতীব প্রীত হইয়াছি। যক্ষ উত্তর করিল,—হে বীরবর্য্য! নৃপতির শাপে আমার গাত্র দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে; হে মহর্ষে! যদি আপনি আমাকে আমার অভীষ্ট বর প্রদান করেন, তবে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; হে মুনীশ্বর! আমাকে সুগন্ধযুক্ত করুন। অগস্ত্য কহিলেন,—যক্ষ এইরূপ কহিলে ধ্যানস্তিমিতলোচন মুনি যক্ষের এবংবিধ ভক্তির কথা স্মরণ করিয়া তীর্থোদক দ্বারা আদরসহকারে সঙ্কল্পপূর্ব্বক যথাবিধি তাহার অভিষেক করিলেন। অনন্তর ঋষির অভিষেকপ্রভাবে যক্ষের শরীরেই উপরার্দ্ধ সুগন্ধময় হইয়া উঠিল। বিনয়াবনত ধীমান্ যক্ষ এইরূপ সৌরভবিস্তৃতিসম্পন্ন হইয়া আঞ্জলিবদ্ধ-

প্রোবাচ প্রাঞ্জলিস্ততঃ। পুনঃ পুনঃ স্থিতো ধীমান্ বিনয়াবনতস্তদা ॥ ৪৩ ॥ যক্ষ উবাচ। ত্বৎকৃপাভিরহং ধীর জাতঃ সুরভিবিগ্রহঃ। এতৎ স্থানং যথা খ্যাতিং যাতি সর্ব্বজ্ঞ তৎ কুরু ॥ ৪৪ ॥ ত্বৎপ্রসাদেন বিপ্রর্ষে তথা যত্নং বিধেহি বৈ ॥৪৫॥ অগস্ত্য উবাচ। এবমুক্তঃ ক্ষণং ধ্যাত্বা মুনিঃ স্তিমিতলোচনঃ। যক্ষং প্রতি প্রসন্নাত্মা হ্যুবাচ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৪৬ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। প্রসিদ্ধিমতুলাং যক্ষ এতৎ স্থানং গমিষ্যতি। ধনযক্ষ ইতি খ্যাতিমেতত্তীর্থং গমিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥ সৌন্দর্য্যদং শরীরস্য পরং প্রত্যয়কারকম্। যত্র স্নাত্বা বিধানেন দৌর্গন্ধ্যং ত্যজতি ক্ষণাৎ। তত্র স্নানং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং পুণ্যকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৪৮ ॥ দানং শ্রদ্ধাস্বশক্তিভ্যাং লক্ষ্মীপূজা বিশেষতঃ। তত্র স্নানেন দানেন লক্ষ্মীপ্রীত্যৈ বিশেষতঃ ॥ ৪৯ ॥ পূজয়া তু নিধীনাঞ্চ নরানামপি সুব্রত। ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা পরলোকে স মোদতে ॥ ৫০ ॥ মহাপদ্মস্তথা পদ্মঃ শঙ্খো মকরকচ্ছপৌ। মুকুন্দকুন্দনীলাশ্চ খর্ব্বশ্চ নিধয়ো নব ॥ ৫১ ॥ এতেষামপি কুণ্ডেহত্র সন্নিধির্ভবিতানঘ। এতেষান্তু বিশেষেণ পূজা বহুফলপ্রদা ॥ ৫২ ॥ জলমধ্যে প্রকর্ত্তব্যং নিধিলক্ষ্মীপ্রপূজনম্ ॥ ৫৩ ॥ অন্নং বহুবিধং দেয়ং বাসাংসি বিবিধানি চ ॥ ৫৪ ॥ সুবর্ণাদি যথাশক্ত্যা বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ। গুপ্তং দানং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং সুপ্রযত্নতঃ ॥ ৫৫ ॥ ফলানি চ সুবর্ণানি দেয়ানি চ বিশেষতঃ ॥ ৫৬ ॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং স্নানং বহুফলপ্রদম্। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তৈঃ কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়াধিকম্ ॥ ৫৭ ॥ মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ। তত্র স্নানং পিতৃণাস্তু তর্পণঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতিতি ব্রুবন্। অপসব্যেন বিধিবত্তর্প্যয়েদঞ্জলিত্রয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ এবং কুর্ব্বন্নরো যক্ষ ন মুহ্যতি কদাচন। অত্র স্নাতো দিবং যাতি অত্র স্নাতঃ সুখী ভবেৎ ॥ ৬০ ॥ অত্র স্নাতেন তে যক্ষ কর্ত্তব্যং পূজনং পুরঃ। ত্বৎপূজনেন বিধিবন্নৃণাং পাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৬১ ॥ নমঃ প্রমথরাজেতি পূজামন্ত্র উদাহৃতঃ। তীর্থমধ্যে প্রকর্ত্তব্যং পূজনং শ্রবণাদিকম্ ॥

পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ মুনিকে মধুর বাক্য বলিতে লাগিল। যক্ষ কহিল,—হে ধীর! আপনার কৃপায় আমার শরীর সৌরভময় হইয়াছে, হে সর্ব্বজ্ঞ! এক্ষণে এই স্থান যাহাতে খ্যাতিসম্পন্ন হয়। হে বিপ্রর্ষে! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করুন। অগস্ত্য কহিলেন,—স্তিমিতলোচন ঋষি বিশ্বামিত্র যক্ষ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইলেন এবং যক্ষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কোমল বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে যক্ষ! এই স্থান অতুল প্রসিদ্ধি লাভ করিবে এবং এই তীর্থ তোমার নামানুসারে ধনযক্ষ নামে বিখ্যাত হইবে। প্রত্যয় রক এই পরমতীর্থ শরীরের সৌন্দর্য্যদ। এই স্থানে যত্নপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিলে সদ্য দৌর্গন্ধ বিনষ্ট হইবে। পুণ্যকামী মানবগণের এই ধনযক্ষ তীর্থে যত্নপূর্ব্বক স্নান করা কর্ত্তব্য। এখানে শ্রদ্ধাসহকারে যথাশক্তি দান করিবে, বিশেষতঃ লক্ষ্মীর পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য। হে সুব্রত! লক্ষ্মীর প্রীতির জন্য এই তীর্থে স্নান দান ও লক্ষ্মী এবং নববিধ নিধির পূজা করিলে ইহলোকে বিবিধ সুখভোগ করিয়া পরলোকে হৃষ্ট হয়। মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল এবং খর্ব্ব এই নবনিধি। হে অনঘ! এই নিধিনিচয়ের কুণ্ডসকলে লক্ষ্মী দেবী সতত সন্নিহিতা থাকেন। বিশেষতঃ এই সকলের পূজা অধিক ফলপ্রদ। ৩৯—৫২। জল মধ্যে লক্ষ্মীপতির পূজা কর্ত্তব্য, বিত্তশাঠ্য বিবর্জ্জিত হইয়া এই সকল কুণ্ডে বহুবিধ অন্ন, বিবিধ বসন এবং যথাশক্তি সুবর্ণদান করিতে হয়। এই তীর্থে অত্যন্ত প্রযত্নসহকারে গুপ্তদান কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ফল ও সুবর্ণ অবশ্যই দান করিবে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী দিবসেই এই তীর্থে স্নান বহু ফলপ্রদ, পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই সকল স্নান দান করিতে হয়। মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে এই সকল নিধিতীর্থের সংবৎসরী যাত্রা সমাহিত হইয়া থাকে। এই সকল তীর্থে স্নান বিশেষতঃ পিতৃগণের তর্পণ কর্ত্তব্য। "ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হউক" এইরূপ বলিয়া অঞ্জলিত্রয় জলদ্বারা অপসব্যক্রমে যথাবিধি তর্পণ করিতে হয়। হে যক্ষ! মানব এইরূপ করিয়া কদাচ মুহ্যমান হয় না। হে যক্ষ! এই স্থানে স্নান করিয়া মানব স্বর্গে গমন করে, এই তীর্থে স্নানে নর সুখী হয়; এখানে যাহারা স্নান করিবে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের তোমার পূজা কর্ত্তব্য; মানবগণ এই তীর্থে যথাবিধি তোমার পূজা করিলে তাহাদের পাপক্ষয় হইয়া থাকে। "নমঃ প্রমথরাজ" ইহাই তোমার পূজা মন্ত্র কথিত হয়। তীর্থ মধ্যেই তোমার

৬২ ॥ নিধিলক্ষ্ম্যোস্তথা যক্ষ তব পূজা বিশেষতঃ। এবং যঃ কুরুতে ধীরঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩ ॥ ধনার্থী ধনমাপ্নোতি পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নুয়াৎ। মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নোতি তৎ কিং ন যদিহাপ্যতে ॥ ৬৪ ॥ যস্তু মোহান্নরো যক্ষ স্নানং ন কুরুতে কিল। তস্য সাম্বৎসরং পুণ্যং ত্বং গ্রহীষ্যসি সর্ব্বশঃ ॥ ৬৫ ॥ ইতি দত্ত্বা বরাংস্তস্মৈ বিশ্বামিত্রো মুনীশ্বরঃ। অন্তর্দ্দধে মুনিবরস্তদা স চ তপোনিধিঃ ॥ ৬৬ ॥ তদাপ্রভৃতি তৎ স্থানং পরমাং খ্যাতিমাযযৌ। তস্য তীর্থস্য সকলা ভূমিঃ স্বর্ণবিনির্ম্মিতা ॥ ৬৭ ॥ দিব্যরত্নৌঘ-খচিতা সমন্তাদুপশোভিতা। এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৬৮ ॥ ধনযক্ষাদুত্ত-রস্মিন্ দিগ্‌ভাগে সংস্থিতং দ্বিজ। বসিষ্ঠকুণ্ডং বিখ্যাতং সর্ব্বপাপাপহং সদা ॥ ৬৯ ॥ বসিষ্ঠস্য সদা তত্র নিবাসঃ সুতপোনিধেঃ। অরুন্ধতী সদা যস্য বর্ত্ততে নির্ম্মলব্রতা ॥ ৭০ ॥ তত্র স্নানং বিশেষেণ শ্রাদ্ধপূর্ব্বমতন্দ্রিতঃ। যঃ কুর্য্যাৎ প্রয়তো ধীমাংস্তস্য পুণ্যমনুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥ বামদেবস্য তত্রৈব সন্নিধি-র্বর্ত্ততেঽনঘ। বশিষ্ঠবামদেবৌ তু পূজনীয়ৌ প্রয-ত্নতঃ ॥ ৭২ ॥ পতিব্রতা পূজনীয়ারুন্ধতী চ বিশেষতঃ। স্নাতব্যং বিধিনা সম্যগ্দাতব্যঞ্চ স্বশক্তিতঃ ॥ ৭৩ ॥ সর্ব্বকামফলপ্রাপ্তির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। অত্র যঃ কুরুতে স্নানং স বশিষ্ঠসমো ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥ ভাদ্রে মাসি সিতেপক্ষে পঞ্চম্যাং নিয়তব্রতঃ। তস্য সাম্বৎসরী যাত্রা কর্ত্তব্যা বিধিপূর্ব্বিকা ॥ ৭৫ ॥ বিষ্ণু-পূজা প্রযত্নেন কর্ত্তব্যা শ্রদ্ধয়াত্র বৈ। সর্ব্বপাপবিশু-দ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৭৬ ॥ বসিষ্ঠকুণ্ডা-দ্বিপ্রেন্দ্র প্রত্যগ্দিগ্দলমাশ্রিতম্। বিখ্যাতং সাগরং কুণ্ডং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্। যত্র স্নানেন দানেন সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৭ ॥ পৌর্ণমাস্যাং সমুদ্রস্য স্নানাদ্যৎ পুণ্যমাপ্নুয়াৎ। তৎ পুণ্যং পর্ব্বণি স্নাতো নরশ্চাক্ষয়মাপ্নুযাৎ ॥ ৭৮ ॥ তস্মাদত্র বিধানেন স্নাতব্যং পুত্রকাঙ্ক্ষয়া। আশ্বিনে পৌর্ণমাস্যাস্তু বিশেষাৎ স্নানমাচরেৎ ॥ ৭৯ ॥ এবং কুর্ব্বন্নরো বিদ্বান্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। তত্র স্নাত্বা নরো

পূজা ও তোমার নাম শ্রবণাদি কর্ত্তব্য, এই তীর্থে নিধি, লক্ষ্মী এবং তোমার পূজাই বিশেষভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ধীর নর এইরূপ বিধিবিধানে পূজা করে, তাহার নিখিল কামনা লাভ হয়। ধনার্থী ধন, পুত্রার্থী পুত্র এবং মোক্ষার্থী মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়; অধিক কি, জগতে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা এই তীর্থের সেবা করিয়া মানব প্রাপ্ত না হয়। হে যক্ষ। যে মানব মোহবশতঃ এই নিধিতীর্থে স্নান করে না, তুমি তাহার সংবৎসরকৃত সুকৃতনিচয় গ্রহণ করিবে, সংশয় নাই। অনন্তর মুনিবর মুনীশ্বর তপোনিধি বিশ্বামিত্র যক্ষকে এইরূপ বহুবিধ বরদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে দ্বিজ! তদবধি এই স্থান পরম বিখ্যাতি প্রাপ্ত হইল। এই তীর্থের ভূমিসমূহ স্বর্ণবিনি-র্ম্মিত, দিব্যরত্ন দ্বারা খচিত এবং সকল দিকেই সম্যক্ সুশোভিত। হে বিদ্বন্! যে মানব পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে এই তীর্থের সেবা করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। হে দ্বিজ! ধন-যক্ষের উত্তর দিগ্‌ভাগে বসিষ্ঠকুণ্ড বিদ্যমান, এই কুণ্ড বিখ্যাত ও সতত সর্ব্বপাপহর। উত্তম তপোনিধি ঋষি বসিষ্ঠ সতত এই কুণ্ডে বাস করেন, নির্ম্মলব্রতা অরুন্ধতীও সতত স্বামিসমীপে অবস্থিত রহিয়াছেন। যে প্রযত ধীমান্ নিরলস নর শ্রাদ্ধ করিয়া এই তীর্থে স্নান করে, তাহার পুণ্য অনুত্তম। হে অনঘ! বামদেবেরও এই তীর্থে সতত সন্নিধান জানিবে, অতএব যত্ন-সহকারে বসিষ্ঠ ও বামদেব, উভয়েরই এই তীর্থে পূজা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ অরুন্ধতীর পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই তীর্থে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া যথাশক্তি দান করিতে হয়, এইরূপ করিলে নিখিল কামনা পূর্ণ হয়, সংশয় নাই। যে নর এই স্থানে স্নান করে, সে বসিষ্ঠের সমান হয়। ৫৩-৭৪। নিয়তব্রত মানবগণ ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে বসিষ্ঠ কুণ্ডের যথাবিধি সংবৎসরী যাত্রা সমাহিত করিবে। যে মানব শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে এই তীর্থে বিষ্ণুর পূজা করে, সেই সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ মানব বিষ্ণুলোকে গমনপূর্ব্বক পূজিত হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! বসিষ্ঠ কুণ্ডের পশ্চিম দিগ্‌ভাগে বিখ্যাত সাগর কুণ্ড। এই সাগর কুণ্ড সর্ব্বকর্ম্মার্থ সিদ্ধিদ; এই স্থানে স্নান দান করিলে নিখিল কামনা লাভ হয়। মানব পৌর্ণমাসীতে সাগর স্নান করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, পর্ব্বস্নানেও নর তাদৃশ অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। অতএব পুত্র-কামনায় এই সাগরকুণ্ডে যথাবিধি স্নান করিবে; বিশেষতঃ আশ্বিন পৌর্ণমাসীতে এই তীর্থে অবশ্যই স্নানকর্ত্তব্য। বিদ্বান্ নর এইরূপ করিয়া নিখিল

দত্ত্বা যথাশক্ত্যা দিবং ব্রজেৎ ॥ ৮০ ॥ সাগরান্নৈর্ঋতে ভাগে যোগিনীকুণ্ডমুত্তমম্। যত্রাসতে চতুঃষষ্টিযোগিন্যো জলসংস্থিতাঃ ॥ ৮১ ॥ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাঃ পুংসাং স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ। পরসিদ্ধিপ্রদাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ ॥ ৮২ ॥ আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষতঃ। স্নাতব্যঞ্চ প্রযত্নেন যোগিনীপ্রীতয়ে নৃভিঃ ॥ ৮৩ ॥ অত্র স্নানং তথা দানং সর্ব্বং সফলতাং ব্রজেৎ। যক্ষিণীপ্রভৃতয়ঃ সিদ্ধা ভবন্ত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ যোগিনীকুণ্ডতঃ পূর্ব্বমুর্ব্বশীকুণ্ডমুত্তমম্। যত্র স্নাতো নরো বিদ্বন্নুর্ব্বশীং দিবি সংশ্রয়েৎ ॥ ৮৫ ॥ পুরা কিল মুনির্ধীরো রৈভ্যো নাম তপোধনঃ। চচার হিমবৎপার্শ্বে নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ তত্তপো বিপুলং দৃষ্ট্বা ভীতঃ সুরপতিস্ততঃ উর্ব্বশীং প্রেষয়ামাস তপোবিঘ্নায় চাদরাৎ ॥ ৮৭ ॥ ততঃ সা প্রেষিতা তেনাজগাম গজগামিনী। উবাস হিমবৎপার্শ্বে রৈভ্যাশ্রমমনুত্তমম্ ॥ ৮৮ ॥ বনফুল্ললতাকুঞ্জে মঞ্জুকূজদ্বিহঙ্গমে। কিন্নরীকেলিসঙ্গীতস্তিমিতাঙ্গকুরঙ্গকে ॥ ৮৯ ॥ পুন্নাগকেশরাশোকচ্ছিন্নকিঞ্জল্কপিঞ্জরে। কল্পিতে কাঞ্চনগিরো দ্বিতীয় ইব বেধসা ॥ ৯০ ॥ সা বভৌ কান্তিসর্ব্বস্বকোশঃ কুসুমধন্বনঃ। উর্ব্বশ্যনন্যসামান্যলাবণ্যামৃতবাহিনী ॥ ৯১ ॥ অঙ্গপ্রভাসুবর্ণেন সিতমৌক্তিকশোভিতা। তারুণ্যরুচিরত্বেন তারুণ্যেন বিভূষিতা ॥ ৯২ ॥ বিলোললোচনাপাঙ্গতরঙ্গধবলত্বিষা। নবপল্লবসচ্ছায়ং কল্পয়ন্তী নিজাধরম্ ॥ ৯৩ ॥ কর্ণোৎপলস্থিসংঘুষ্যদ্ভৃঙ্গাঢ্যচূতমঞ্জরী। সুধাগর্ভসমুদ্ভূতা পারিজাতলতা যথা ॥ ৯৪ ॥ তনুমধ্যা পৃথুশ্রোণির্ব্বর্ণোত্তিন্নপয়োধরা। নিঃশাণিতশরস্যেব শক্তিঃ কুসুমধন্বনঃ ॥ ৯৫ ॥ অপশ্যদাশ্রমে তস্মিন্মুনিরায়তলোচনাম্। নয়নানলদাহেন বিদগ্ধেন মনোভুবা ॥ ৯৬ ॥ ত্রিনেত্রবঞ্চনায়ৈব কল্পিতাং

কলুষ হইতে মুক্ত হয় এবং যথাশক্তি স্নান দান প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। সাগরকুণ্ডের নৈর্ঋতকোণে উত্তম যোগিনীকুণ্ড, এই যোগিনীকুণ্ডের জলমধ্যে চতুঃষষ্টি যোগিনী বিদ্যমান; এই যোগিনীগণ মানবদিগের বিশেষতঃ রমণীগণের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন এবং ইঁহারা পরমাসিদ্ধি ও সর্ব্বকামফলপ্রদা। এই সকল যোগিনীর প্রীতির জন্য মানবগণের আশ্বিন শুক্লাষ্টমী তিথিতে যোগিনীতীর্থে স্নান করা কর্ত্তব্য। হে বিদ্বন্! যোগিনীকুণ্ডে অবগাহন করিয়া মানব স্বর্গস্থিত উর্ব্বশীকে লাভ করিতে পারে। পুরাকালে জিতেন্দ্রিয় ধীমান্ তপোধন মুনি রৈভ্য অনাহারে হিমালয় পার্শ্বে তপস্যা করিয়াছিলেন। রৈভ্যের বিপুল তপস্যা দর্শনে সুরপতি বাসব ভীত হইয়া তাঁহার তপোবিঘ্নার্থ তথায় উর্ব্বশীকে আদরপূর্ব্বক প্রেরণ করেন। গজগামিনী উর্ব্বশী সুরপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক হিমবৎ পার্শ্বে অনুত্তম রৈভ্যাশ্রমে বাস করিতে লাগিল। উর্ব্বশী ফুল্লবনরাজিবিরাজিত এক লতাকুঞ্জে আশ্রয় লইল; বিহঙ্গমগণ সেই কুঞ্জমধ্যে মঞ্জু কূজন করিত; তথায় কিন্নরীনিকরের কেলিসঙ্গীতে কুরঙ্গকুলের অঙ্গনিচয় স্তিমিত হইত; পুন্নাগ, কেশর ও অশোক কুসুমের কিঞ্জল্ক সকল ছিন্ন হইয়া তাহার লতাকুঞ্জ চিত্রিত হইয়াছিল; তদ্দর্শনে তৎকালে মনে হইত কাঞ্চনশৈলের এই লতা কুঞ্জটী বিধাতার যেন আর একটী মনোরম নির্ম্মাণ; সামান্য জনের অলভ্য লাবণ্যামৃতবাহিনী উর্ব্বশী সুবর্ণ সদৃশ স্বীয় শরীর শোভায় ও শ্বেত মৌক্তিকভূষণে ভূষিত হইয়া এমনই মনোরম কান্তি ধারণ করিল যে, তাহাকে দেখিয়া অনুমান হইতে লাগিল যেন কুসুমশরের শোভাসম্পৎসমূহ একত্র পুঞ্জীভূত হইয়াছে। উর্ব্বশী যৌবনোচিত তারুণ্য মনোহারাদি গুণনিচয়ে বিভূষিতা, তাহার নিম্নদিগ্‌গামিনী ঈষদ্ বক্র দৃষ্টি স্বভাবরক্ত অধরোষ্ঠে পতিত হওয়ায় বিমল লোচনের ধবল কান্তিতে সেই অধরোষ্ঠ নবপল্লবের আভার ন্যায় ঈষৎ তাম্রাভ ধারণ করিয়াছে। তাহার কর্ণে চূতমঞ্জরী বিরাজিত, সেই মঞ্জরীর মধু পানলোভে মধুকরগণ তাহাতে পতিত হইয়া গুন্ গুন্ রব করিতেছে; তাহার নয়নমনোহর শ্রবণযুগল চূতমঞ্জরী হইতেও সুকোমল হওয়ায় ঐ মঞ্জরী যেন সুধাগর্ভ পারিজাতের ন্যায় শোভিত হইতেছে। উর্ব্বশীর মধ্যদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব স্থূল, পয়োধর দ্বয় প্রশস্তপীবর; তাহাকে দেখিলেই কুসুমশরের শাণিত শক্তি বলিয়া মনে হয়। ৭৫—৯৫। ঋষি রৈভ্য স্বীয় আশ্রম সন্নিধানে সেই আয়তলোচনা উর্ব্বশীকে দর্শন করিলেন। রৈভ্য ভাবিলেন,—অহো! মনোভবের কি অপূর্ব্ব বিজ্ঞতা, ইনি মদনদহনের লোচনানলে দগ্ধ হইয়াও ত্রিলোচনের বঞ্চনায় জন্যই বুঝি ললনা-

ললনাত্তত্বম্। তামাশ্রমলতাপুষ্পকাঞ্চীরচিতকুণ্ডলাম্ ॥ বিলোক্য তাং বিশালাক্ষীং মুনির্ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ। বভূব রোষসন্তপ্তঃ শশাপ চ বহ্ন জ্বলন ॥ ৯৮ ॥ রৈভ্য উবাচ। কুরূপতাং ব্রজ ক্ষিপ্রং যা ত্বং সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা। সমাগতা তপোবিঘ্নহেতবে মম সন্নিধৌ ॥ ৯৯ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইতি শপ্তা রুষা তেন মুনিনা সা শুভক্ষণা। উবাচ বনিতা ভূত্বা প্রাঞ্জলির্মুনিমাদরাৎ ॥ ১০০ ॥ উর্ব্বশ্যুবাচ। ভগবন্মে প্রসীদ ত্বং পরাধীনা যতস্ত্বহম্। স্বচ্ছাপস্য কথং মুক্তির্ভবিতা নিয়তব্রত ॥ ১০১ ॥ রৈভ্য উবাচ। অযোধ্যায়ামস্তি তীর্থং পাবনং পরমং মহৎ। তত্র স্নানং কুরুষাদ্য সৌন্দর্য্যং পরমাপ্নুহি ॥ ১০২ ॥ ত্বন্নাম্নৈব চ বিখ্যাতিং তোয়ং যাস্যতি তদ্ধ্রুবম্ ॥ ১০৩ ॥ অগস্ত্য উবাচ। এবং সা বিপ্রবচসা বিদধে সর্ব্বমাদরাৎ। সুন্দরী সাভবৎ ক্ষিপ্রং তৎ স্নানং খ্যাতিমাযযৌ ॥ ১০৪ ॥ অত্র স্নানং মুনিশ্রেষ্ঠ যঃ কুর্য্যাদ্বিধিবজ্জনঃ। সৌন্দর্য্যং পরমং তস্য ভবেত্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১০৫ ॥ ভাদ্রে শুক্লতৃতীয়ায়াং যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ। বিষ্ণুরত্র জনৈঃ পূজ্যঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১০৬ ॥ এবং কুর্ব্বন্নরো বিদ্বান বিষ্ণুলোকে বসেৎ সদা। নরো বা যদি বা নারী সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৭ ॥ ঘোষার্ককুণ্ডং পরমমুর্ব্বশীকুণ্ডদক্ষিণে। বর্ত্ততে মুনিশার্দ্দূল সর্ব্বপাপাপহং সদা ॥ ১০৮ ॥ যত্র স্নানেন দানেন সূর্য্যলোকে মহীয়তে। এতত্তীর্থস্য সদৃশং নাপরং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১০৯ ॥ ব্রণী কুষ্ঠী দরিদ্রী বা দুঃখক্রান্তোঽপি যো নরঃ। করোতি বিধিবৎস্নানং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১০ ॥ রবিবারে বিশেষেণ কর্ত্তব্যং স্নানমাদরাৎ। ভাদ্রে মাসি তথা মাঘে শুক্লষষ্ঠ্যাং প্রযত্নতঃ ॥ ১১১ ॥ কর্ত্তব্যং বিধিবৎ স্নানং সূর্য্যলোকাভিকাঙ্ক্ষয়া। পৌষে মাসি তথা স্নানং সূর্য্যবারে বিশেষতঃ ॥ ১১২ ॥ সপ্তম্যাং রবিযুক্তায়াং স্নানং বহুফলপ্রদম্। ঘোষাভিধোঽভবৎ পূর্ব্বং সূর্য্যবংশে নরেশ্বরঃ ॥ ১১৩ ॥ সমুদ্রমেখলামেকঃ পৃথিবী সমপালয়ৎ। যস্য কীর্ত্ত্যা

তনুর কল্পনা করিয়াছেন। রৈভ্য দেখিলেন,—উর্ব্বশী তাঁহারই আশ্রমজাত লতা কুসুম দ্বারা কাঞ্চী ও কর্ণকুণ্ডল রচিত করিয়াছে, সেই বিশালাক্ষীকে দর্শন করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয় ব্যাকুল হইল, অনলসদৃশ রোষপরবশ ঋষি উর্ব্বশীকে অভিশপ্ত করিলেন। রৈভ্য কহিলেন,—হে ললনে! তুই সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত হইয়া আমার তপোবিঘ্নার্থ মদীয় আশ্রমে উপনীত হইয়াছিস্, অতএব তুই সত্বর কুরূপতা প্রাপ্ত হ। অগস্ত্য কহিলেন,—রোষপরবশ ঋষি কর্ত্তৃক শুভদর্শনা উর্ব্বশী এইরূপে অভিশপ্তা হইয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক আদরসহকারে বনিতারূপে মুনিকে কহিতে লাগিল। উর্ব্বশী বলিল,—হে ভগবন্! আমি পরাধীনা নারী, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; হে নিয়তব্রত। এক্ষণে কি করিয়া আপনার অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব। রৈভ্য উত্তর করিলেন,—অযোধ্যায় পরম পাবন এক মহাতীর্থ আছে, তুমি অদ্যই তথায় গিয়া স্নান কর, আবার সুরূপতা প্রাপ্ত হইবে। আর সেই জল তোমারই নামে ভূতলে বিখ্যাতি লাভ করিবে। অগস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর উর্ব্বশী বিপ্রবাক্যে আদরপূর্ব্বক সেই সকল অনুষ্ঠান করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় সত্বর সৌন্দর্য্য লাভ করিল এবং সেই স্নান তাহার নামে 'উর্ব্বশীকুণ্ড' বলিয়া বিখ্যাত হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ। যে মানব এই তীর্থ বিধিপূর্ব্বক স্নান করে, তাহার পরম সৌন্দর্য্য লাভ হয়, সংশয় নাই। ৯৬—১০৫। ভাদ্রমাসের শুক্লা তৃতীয়ায় এই উর্ব্বশীকুণ্ডের সংবৎসরীযাত্রা হয়। মানবগণ সর্ব্বকাম সিদ্ধির জন্য এইস্থানে বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকে। যে বিদ্বান্ নর এইরূপ করে, তাহার বিষ্ণুভবনে বাস হয়। নরই হউক আর নারীই হউক এইতীর্থে সকলেরই সর্ব্ববিধ কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। হে মুনিশার্দ্দূল! উর্ব্বশীকুণ্ডের দক্ষিণে পরম ঘোষার্ক কুণ্ড বিদ্যমান। এই কুণ্ড সতত সর্ব্বপাপ-হর, এখানে স্নান দান করিলে মানব সূর্য্যলোকে পূজিত হয়। এই ঘোষার্ক কুণ্ডসদৃশ অপর তীর্থ কুত্রাপি নাই, ব্রণী, কুষ্ঠী, দরিদ্র বা দুঃখাক্রান্ত মানব এই তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া নিখিল কামনা লাভ করে। বিশেষতঃ রবিবারে আদরসহকারে এই কুণ্ডে স্নান করিতে হয়। সূর্য্যোলোককামী মানব ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্ল ষষ্ঠী তিথিতে প্রযত্ন সহকারে এই তীর্থে যথাবিধি স্নান করিবে। পৌষমাসের রবিবারেও এই ঘোষার্ক কুণ্ডে স্নান প্রশস্ত; এই রবিবার সপ্তমী তিথিযুক্ত হইলে সমধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ঘোষ নামক এক নরেশ্বর সূর্য্যবংশসমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় মহী-

প্রকাশন্তে ত্রিলোকীমণ্ডলানি বৈ ॥ ১১৪ ॥ যঃ প্রতাপাৎ স্ফুরন্ ভাতি প্রভাকর ইবাপরঃ। প্রচণ্ডতরদোর্দ্দণ্ডখণ্ডিতারাতিমণ্ডলঃ ॥ ১১৫ ॥ স কদাচিৎ-প্রজাপালো মন্ত্রিবিন্যস্তভূতলঃ। বভ্রাম মৃগয়াসক্তো বনেঽতিগহনদ্রুমে ॥ ১১৬ ॥ স রাজা পূর্ব্বজন্মোত্থ-পাপৈরশুভসূচকৈঃ। কৃমিব্যাপ্তকরাম্ভোজঃ সুন্দরোঽপি গতস্ময়ঃ ॥ ১১৭ ॥ মৃগয়ায়ামভূদেকঃ কদাচিৎ পর্য্যটন্ বনে। বরাহসিংহহরিণান্নিঘ্নন্ গচ্ছন্নিতস্ততঃ ॥ ১১৮ ॥ তৃষাক্রান্তো ম্লানতনুঃ সরোঽপশ্যৎ পুরো নৃপঃ। দদর্শ তত্র চ মুনীন স্নানসন্ধ্যাদিতৎপরান্ ॥ ১১৯ ॥ ততো বিধিবদাচম্য স্নানং চক্রে নরেশ্বরঃ। ততো দিব্যশরীরোঽভূদানন্দামলমানসঃ ॥ ১২০ ॥ মুনিভিস্তীর্থমাজ্ঞায় চক্রে সূর্য্যস্তুতিং প্রিয়াম্ ॥ ১২১ ॥ রাজোবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ নমস্তভ্যং চিদাত্মনে। নমঃ সবিত্রে সূর্য্যায় জগদানন্দদায়িনে ॥ ১২২ ॥ প্রভাগেহায় দেবায় ত্রয়ীভূতায় তে নমঃ। বিবস্বতে নমস্তুভ্যং যোগজ্ঞায় সদাত্মনে ॥ ১২৩ ॥ পদ্মায় পরমেশায় ত্রিলোকীতিমিরচ্ছিদে। অচিন্ত্যায় সদা তুভ্যং নমো ভাস্করতেজসে ॥ ১২৪ ॥ যোগপ্রিয়ায় যোগায় যোগজ্ঞায় সদা নমঃ। ওঁকারায় বষট্কাররূপিণে জ্ঞানরূপিণে ॥ ১২৫ ॥ যজ্ঞায় যজমানায় হবিষে ঋত্বিজে নমঃ। রোগঘ্নায় স্বরূপায় কমলানন্দদায়িনে ॥ ১২৬ ॥ অতিসৌম্যাতিতীক্ষ্ণায় সুরাণাং পতয়ে নমঃ। সত্রাসায় নমস্তুভ্যং ভক্তত্রায় প্রিয়াত্মনে ॥ ১২৭ ॥ প্রকাশকায় সততং লোকানাং হিতকারিণে। প্রসীদ প্রণতায়াদ্য মহ্যং ভক্তিকৃতে স্বয়ম্ ॥ ১২৮ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য স প্রসন্নো রবিঃ স্বয়ম্। আবির্ব্বভূব সহসা ভক্তস্য প্রিয়কাম্যয়া। উবাচ মধুরং বাক্যং প্রশ্রয়ানতমূর্দ্ধজম্ ॥ ১২৯ ॥ রবিরুবাচ। বরং বরয় রাজেন্দ্র প্রসন্নোঽস্মি তবাগ্রতঃ। দদামি তদ্বরং তেঽদ্য যত্ত্বয়া মনসেপ্সিতম্ ॥ ১৩০ ॥ রাজোবাচ। ভগবন্ ভাস্করানন্ত প্রয-

পাল ঘোষ সমুদ্রমেখলা মেদিনীকে সম্যক পালন করিয়াছিলেন। যাঁহার কীর্ত্তি দ্বারা ত্রিলোকী মণ্ডল প্রকাশিত, যিনি স্বীয় প্রতাপে প্রদীপ্ত দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় প্রতিভাত হন, যাঁহার প্রচণ্ডতর দোর্দ্দণ্ডে অরাতিমণ্ডল খণ্ডিত হয়, সেই প্রজাপালক ঘোষ একদা সচিবগণের প্রতি ভূভার বিন্যস্ত করিয়া মৃগয়াসক্ত হৃদয়ে তরুরাজিগহন অরণ্যে পরিভ্রমণ করেন। রাজা ঘোষ পরম সুন্দর ছিলেন। তাঁহার অহঙ্কার ছিল না, কিন্তু তাঁহার করকমল কৃমিসমাকুল ছিল। পূর্ব্বজন্মে তিনি যে পাপ করিয়াছিলেন, ঐ কৃমিসঙ্কুল করই তাঁহার সেই অশুভের সূচনা করিয়া দিত। রাজা ঘোষ কদাচিৎ একাকী মৃগয়ার্থে অরণ্য পর্য্যটন করিতে করিতে বরাহ, সিংহ ও হরিণগণের নিধন সাধন করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণপূর্ব্বক তৃষ্ণাক্রান্ত ও ম্লানতনু হইয়া পুরোভাগে এক সরোবর দর্শন করেন। তিনি দেখিলেন,—মুনিগণ সেই সরোবরে স্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদিতে তৎপর হইয়াছেন। অনন্তর নরেশ্বর ঘোষ যথাবিধি আচমন করিয়া উহায় স্নান করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর মনোরম হইল, এবং আনন্দে তাঁহার মন সহসা নির্ম্মল হইয়া উঠিল। রাজা মুনিগণের নিকট সেই সরোবরকে এক তীর্থ বলিয়া বিদিত হইলেন। তিনি তখন সূর্য্যপ্রিয় স্তবগাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—হে ভগবন! আপনি চিদাত্মা, হে দেবদেবেশ! আপনাকে নমস্কার। আমি জ্ঞানানন্দদায়ী সবিতা সূর্য্যকে নমস্কার করি। যিনি অচিন্ত্য, আমি সতত সেই ভাস্করকে নমস্কার করি। যোগপ্রিয়, যোগ ও যোগজ্ঞকে সতত নমস্কার। যিনি জ্ঞানরূপী, ওঙ্কার ও বষট্কারময়, যিনি যজ্ঞ, যজমান, হবি ও ঋত্বিক্, আমি সেই সূর্য্যকে নমস্কার করি। যিনি পদ্মের আনন্দদায়ী, যাঁহার স্বরূপ অতি সৌম্য, অতিতীক্ষ্ণ, সেই রোগঘ্ন রবিরূপকে নমস্কার। হে প্রিয়াত্মন! আপনি যজ্ঞভুক্ এবং ভক্তের ত্রাতা, আপনাকে নমস্কার। আপনি সতত প্রকাশমান ও লোকহিতকারী, আমি আপনার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিতেছি, আমি প্রণত; অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১০৬—১২৮। অগস্ত্য কহিলেন,—নৃপতি ঘোষ এইরূপ স্তববাদ করিলেন স্বয়ং সূর্য্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং, ভক্তের প্রিয় কামনায় সহসা আবির্ভূত হইয়া সেই বিনয়াবনত নৃপকে বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। রবি বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমি প্রীত হইয়া তোমার সম্মুখে সমাগত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর! তুমি অদ্য যে বর অভিলাষ করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব। রাজা উত্তর করিলেন,—হে ভগবন্ বিভো ভাস্কর! হে অনন্ত! যদি আমাকে বরদান করেন, তবে

ষ্ছসি বরং যদি। মন্নাম্না কৃতমূর্ত্তিস্তে তিষ্ঠস্বত্র সদা বিভো ॥ ১৩১ ॥ রবিরুবাচ। এবমস্তু মনুষ্যেন্দ্র তব বাঞ্ছা মনোহরা। এতৎস্তোত্রং ত্বয়োক্তং মে যে পঠিষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১৩২ ॥ তেভ্যস্তুষ্টঃ প্রদাস্যামি সর্ব্বান্ কামান্নরেশ্বর। এতৎস্থানং পরাং খ্যাতিং ত্বন্নাম্না যাস্যতি ক্ষিতৌ ॥ ১৩৩ ॥ সর্ব্বান কামানবাপ্নোতি যোঽত্র স্নানং সমাচরেৎ। মদ্ভক্তেন সদা রাজন্ কর্ত্তব্যং স্নানমত্র বৈ ॥ ১৩৪ ॥ যং যং কামমিহেচ্ছেত্ত তংতং কামমবাপ্নুয়াৎ। যত্র স্নানান্নরো রাজন্ সূর্য্যলোকে বসেৎ সদা ॥ ১৩৫ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইতি দত্ত্বা বরং দেবঃ কৃপয়া পরয়া যুতঃ। ভাস্বান্ সহস্রকিরণস্তদান্তর্দ্ধানমাযযৌ ॥ ১৩৬ ॥ রাজা ভাস্করদেহোত্থাং রবিমূর্ত্তিমনুত্তমাম্। তত্র সংস্থাপয়ামাস পূজয়ামাস চ স্বয়ম্ ॥ ১৩৭ ॥ ঘোষার্ককুণ্ডং তন্নাম্না তত্র খ্যাতিং জগাম হ ॥ ১৩৮ ॥ ইতি রুচিরবিধানৈর্ভূর্ণমাদিত্যমূর্ত্তিং বিমলপরমভক্ত্যা পূজয়িত্বাদরেণ। তদমৃতময়কুণ্ডে স্নানমাদৌ বিধায় প্রচুরবিমলকীর্ত্তিঃ সূর্য্যলোকে বসেৎ সঃ ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঘোষার্ককুণ্ডমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। ঘোষার্কতীর্থাদ্বিপ্রর্ষে পশ্চিমে দিক্তটে স্থিতম্। রতিকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপহরং সদা ॥১॥ যত্র স্নানেন দানেন পরাং কান্তিমবাপ্নুয়াৎ। তৎপশ্চিমদিশাভাগে কুসুমায়ুধনামকম্ ॥ ২ ॥ কুণ্ডং প্রসিদ্ধমতুলং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। যত্র স্নানেন দানেন কন্দর্পসদৃশাকৃতিম্। লভতে না বিধানেন মুনে নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ রতিকুণ্ডে তথা বিপ্র কুসুমায়ুধকুণ্ডকে। শ্রদ্ধয়া কুরুতে স্নানং স সৌখ্যপরমো ভবেৎ ॥ ৪ ॥ কুণ্ডদ্বয়েঽত্র মিথুনং যৎস্নানং কুরুতে কিল। রতিকামাবিব খ্যাতৌ সদা তৌ সুন্দরৌ তদা ॥ ৫ ॥ তস্মাদত্র বিধানেন স্নাতব্যং ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিভিঃ। দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা রতিকন্দর্পতুষ্টয়ে ॥ ৬ ॥ ভবেতাং নিয়তং তস্য সন্তুষ্টৌ রতিমন্মথৌ। মাঘে বিশদপঞ্চম্যাং যত্র স্নানং

আপনি আমার নামে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই স্থানে সতত বাস করুন। রবি বলিলেন,—হে মনুজেন্দ্র! তাহাই হউক, তোমার অভিলাষ বড়ই মনোরম হে নরেশ্বর! যে সকল লোক তোমার পঠিত আমার এই স্তোত্র পাঠ করিবে, আমি তাহাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া নিখিল অভিলাষ প্রদান করিব! ক্ষিতিতলে এইস্থান তোমার নামে বিখ্যাতি লাভ করিবে। যে মানব এই স্থানে স্নান করিবে, তাহার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। হে রাজন্! আমার ভক্ত সতত এই তীর্থে স্নান করিবে এবং সে যে যে কামনা করিবে, তাহার তৎসমস্ত লাভ হইবে। হে রাজন! যে নর এই তীর্থে স্নান করে, দিবাকর পুরে তাহার বাস হয়। অগস্ত্য কহিলেন,—সহস্র কিরণ দেব ভাস্বান পরম কৃপাপরায়ণ হইয়া এইরূপ বরদানপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন, মেদিনী পতি ঘোষও দিনকরদেহোত্থিত অনুত্তম রবিমূর্ত্তি তথায় সংস্থাপিত করিয়া পূজা করিলেন। তদবধি এইতীর্থ মহীপতি ঘোষের নামানুসারে ঘোষার্ক কুণ্ড নামে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে। রাজা ঘোষ এইরূপ মনোজ্ঞ বিধানে সত্বর বিমল পরম ভক্তিপূর্ব্বক আদরসহকারে আদিত্যমূর্ত্তি পূজা করিলেন এবং সেই অমৃতময়কুণ্ডে স্নান করত বিমল বহুল কীর্ত্তিমান্ হইয়া সূর্য্যলোকে বাস করিতে লাগিলেন। ১২৯—১৩৯।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! ঘোষার্কতীর্থের পশ্চিমতটদিগ্‌ভাগে সতত বিখ্যাত সর্ব্বপাপহর রতিকুণ্ড বিদ্যমান, এই কুণ্ডে স্নান করিয়া নর পরম কান্তি লাভ করে। এই রতিকুণ্ডের পশ্চিম দিগ্‌ভাগে কুসুমায়ুধ নামক প্রসিদ্ধ কুণ্ড অবস্থিত। এই কুসুমায়ুধকুণ্ড সর্ব্বার্থসিদ্ধিদ, ইহার তুলনা মিলে না। হে মুনে! নর এই কুণ্ডে যথাবিধি স্নান দান করিয়া কন্দর্পকান্তি লাভ করে, সন্দেহ নাই। হে বিপ্র! যে মানব রতি এবং কুসুমায়ুধ কুণ্ডে শ্রদ্ধার সহিত স্নান করে, তাহার সর্ব্বত্রই পরম সৌখ্য লাভ হয়, আর যে নর রতি ও কুসুমায়ুধ এই উভয়কুণ্ডেই স্নান করে, সে পত্নীর সহিত রতিপতির ন্যায় খ্যাতি প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা রতি-কন্দর্পসদৃশ পরম সৌন্দর্য্য লাভ করে, সন্দেহ নাই। অতএব এই কুণ্ডদ্বয়ে অবশ্যই যথাবিধি স্নান করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মানব রতিকন্দর্পের প্রীতির জন্য এই তীর্থে যথাশক্তি দান করিবে।

শুভপ্রদম্ ॥ ৭ ॥ রতিকুণ্ডে পুরঃ স্নাত্বা পশ্চাৎ কন্দর্পকুণ্ডকে। স্নাতব্যং তদ্দিনে বিপ্র মিথুনেন প্রযত্নতঃ ॥ ৮ ॥ রতিকন্দর্পয়োঃ পূজা বিধাতব্যা বিশেষতঃ। বস্ত্রাদিভিরলঙ্কারৈঃ সম্পূজ্যৌ দ্বিজ-দম্পতী ॥ ৯ ॥ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০ ॥ চন্দনাগুরুকর্পূরকস্তূরীকুঙ্কুমাদিভিঃ। বাসোভির্বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েদ্দ্বিজদম্পতী ॥ ১১ ॥ এবং কৃতে ন সন্দেহো রতিকন্দর্পতুষ্টয়ে। তদ্-ব্রজে মৈথুনং বিপ্র রতিকন্দর্পতুল্যতাম্ ॥ ১২ ॥ কুসুমায়ুধকুণ্ডাত্তু প্রতীচ্যাং দিশি সংস্থিতম্। মন্ত্রেশ্বর ইতি খ্যাতং তৎস্থানং ভুবি দুর্লভম্ ॥ ১৩ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা মন্ত্রেশ্বরং বিভুম্। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৪ ॥ পুরা রামো দেবকার্য্যং বিধায়ামলকর্ম্মকৃৎ। কালেন সহ সঙ্গম্য মন্ত্রং চক্রে নরেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ স্বর্গং প্রতিপ্রয়াণায় যত্র স্নাতো জিতেন্দ্রিয়ঃ। তত্রৈব স্থাপিতং লিঙ্গং মন্ত্রেশ্বর ইতি শ্রুতম্ ॥ ১৬ ॥ তদুত্তরে সরো রম্যং কুমুদোৎপলমণ্ডিতম্। তত্র স্নানং তথাদানং নানাফলদমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥ চৈত্রশুক্ল-চতুর্দ্দশ্যাং যাত্রা সাংবৎসরী স্মৃতা। তত্র স্নানেন দানেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনাৎ। অক্ষয়ং স্বর্গমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৮ ॥ মন্ত্রেশ্বরস্য মহিমা নহি কেনাপি শক্যতে। সম্যগ্বর্ণয়িতুং বিপ্র য উত্তমফলপ্রদঃ। মন্ত্রেশ্বরসমং লিঙ্গং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥ সুগন্ধিপুষ্পধূপাদিকুসুমাদ্যনুলে-পনৈঃ। পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদঃ ॥ ২০ ॥ এবং কৃতে ন সন্দেহো মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা। তত্রৈবোত্তরভাগে তু শীতলা বর্ত্ততেঽনঘ ॥ ২১ ॥ তাং সম্পূজ্য নরো বিদ্বান্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। সর্ব্বদা পূজনং তস্যাঃ সোমবারে বিশেষতঃ। কর্ত্তব্যং সুপ্রযত্নেন নৃভিঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২২ ॥ বিস্ফোটকাদিকভয়ে নরৈশ্চ সমুপস্থিতে। কর্ত্তব্যং পূজনং সম্যগ্রোগাদিভয়নাশনম্ ॥ ২৩ ॥ তদুত্তরে তু তত্রৈব দেবী বন্দীতি বিশ্রুতা। যস্যাঃ স্মরণ-মাত্রেণ নিগড়াদিভয়ং নহি ॥ ২৪ ॥ রাজা ক্রুদ্ধেন

এইরূপ করিলে সেই নরদম্পতির প্রতি মদনদম্পতি সতত প্রীত হন। হে বিপ্র। মাঘমাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে এই কুণ্ডদ্বয়ের স্নান শুভপ্রদ। পতিপত্নী মিলিত হইয়া প্রথমে রতিকুণ্ডে এবং তৎপশ্চাৎ কন্দর্পকুণ্ডে প্রযত্নপূর্ব্বক স্নান করিবে, অনন্তর যত্ন-সহকারে রতি-রতিপতির পূজা করিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা দ্বিজদম্পতির অর্চ্চনা করিতে হইবে। এই-রূপ করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়, সংশয় নাই। অনন্তর চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তূরী, কুঙ্কুম এবং বিবিধ বসন ও কুসুম দ্বারা দ্বিজদম্পতির পূজা কর্ত্তব্য; এরূপ করিলে রতি-কন্দর্প প্রীত হন, সন্দেহ নাই। হে দ্বিজ! যে মনুজ এইরূপ করে, সে রতি-কন্দর্পের সদৃশ হইয়া দাম্পত্যসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। হে বিপ্র। কুসুমায়ুধ-কুণ্ডের পশ্চিমদিকে বিখ্যাত মন্ত্রেশ্বরকুণ্ড অবস্থিত। এই মন্ত্রেশ্বর কুণ্ড ভূমণ্ডলে দুর্লভ, যে সকল মানব এই তীর্থে স্নান ও বিভু মন্ত্রেশ্বরের দর্শন করে, শতকোটিকল্পকালেও তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। পুরাকালে অমলকর্ম্মা নরেশ্বর রাম সুর-কার্য্য সুসাধিত করিয়া কালের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থানে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয় রাম স্বর্গপ্রয়াণকামনায় এই মন্ত্রেশ্বরতীর্থে স্নান করিয়া এই স্থানে মন্ত্রেশ্বরনামক বিশ্রুত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্ত্রেশ্বরের উত্তরে এক রম্য সরোবর বিরাজমান, এই রম্য সরোবর কুমুদ ও উৎপলমালায় সমলঙ্কৃত; এই সরোবরে স্নান ও দান নানাবিধ অনুত্তম ফলপ্রদ। ৭—১৭। চৈত্রমাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে এই তীর্থের সংবৎসরী যাত্রা হয়; এই তীর্থে স্নান, দান, ও ব্রাহ্মণ-গণের অর্চ্চনা করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয় সংশয় নাই। হে বিপ্র। কেহই এই উত্তম ফলপ্রদ মন্ত্রেশ্বরের মহিমা সম্যক্ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না; এবং মন্ত্রেশ্বরের তুল্য লিঙ্গ হয়ও নাই, হইবেও না। পরম প্রযত্নপূর্ব্বক সুগন্ধি ধূপ, দীপ, পুষ্প এবং অনুলেপনাদি দ্বারা সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধিদ মন্ত্রে-শ্বর লিঙ্গের পূজা করিতে হয়। এইরূপ করিলে মুক্তি মানবের করতল গত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে অনঘ। মন্ত্রেশ্বরের উত্তর দিগ্‌ভাগে শীতলা দেবী বিদ্যমান, বিদ্বান্ মানব শীতলার সম্যক্ পূজা করিয়া নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। সকল কালেই শীতলার পূজা হইতে পারে, বিশেষতঃ সোমবারেই সর্ব্বার্থসিদ্ধিকামনায় মানব যত্নসহ-কারে এই শীতলার পূজা করিবে। বিস্ফো-টকাদি ভীতি সমুপস্থিত হইলে মানবগণের শীতলা পূজা কর্ত্তব্য; শীতলা সম্যক্ পূজিত হইলে রোগাদি ভয় বিনষ্ট হয়। শীতলার উত্তরে শীতলা-সমী-পেই বিশ্রুতা বন্দীদেবী বিদ্যমানা। এই বন্দীদেবীর

যে বদ্ধাঃ শৃঙ্খলানিগড়াদিভিঃ। বন্দীং সংস্মৃত্য দেবীং তু মুক্তাঃ স্যুস্তৎক্ষণাদ্ধি তে॥ ২৫॥ যাত্রা তস্যাঃ প্রযত্নেন কর্ত্তব্যা যত্নতো নরৈঃ। মঙ্গলে হি বিশেষেণ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদা॥ ২৬॥ গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈরপি চ সুব্রত। নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈর্ব্বাপি পূজনীয়া প্রযত্নতঃ॥ ২৭॥ বন্দীপ্রীতৈ্য মুনিশ্রেষ্ঠ দেয়ং ব্রাহ্মণভোজনম্। এবং কৃতে ন সন্দেহঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ২৮॥ তদুত্তরস্মিংস্তথৈব চুড়কী ভুবি কীর্ত্তিতা। বর্ত্ততে পরমা সিদ্ধিরূপিণী স্মরণান্নৃণাম্॥ ২৯॥ সুসন্দিগ্ধেষু কার্য্যেষু ভয়ে চ সমুপস্থিতে। যস্যাঃ স্মরণতো নৃণাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ৩০॥ অগ্রে তস্যাঃ সদা কার্য্যা নৃভিরঙ্গুষ্ঠতো ধ্বনিঃ। দীপদানং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং নিয়তাত্মভিঃ॥ ৩১॥ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং নৃণাং দীপদানং প্রশস্যতে। চতুর্দ্দশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং তস্যা যাত্রা বিনির্ম্মিতা॥ ৩২॥ ততঃ পূর্ব্বদিশাভাগে বর্ত্ততে তীর্থমুত্তমম্। মহারত্ন ইতি খ্যাতং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্॥ ৩৩॥ যত্র স্নানেন দানেন পূজয়া চ দ্বিজন্মনাম্। সর্ব্বকমার্থসিদ্ধিঃ স্যাম্মাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩৪॥ ভাদ্রে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাত্রা সাংবৎসরী স্মৃতা। যাত্রাস্তে কিল মুখ্যাস্য মহারত্না ইতি শ্রুতা॥ ৩৫॥ মহারত্ন ইতি খ্যাতং তস্মাত্তীর্থমনুত্তমম্। তত্র দানং প্রকর্ত্তব্যং দ্বিজসন্তোষকারকম্॥ ৩৬॥ নারীভিরপি বিপ্রর্ষে কর্ত্তব্যো জাগরোৎসবঃ। বীর্য্যসৌভাগ্যসম্পন্নসর্ব্বসৌখ্যায় সর্ব্বদা। তত্র স্নানং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া নরৈঃ॥ ৬৭॥ ততো নৈঋর্ত্যদিগ্‌ভাগে দুর্ভবাখ্যং সরঃ শুভম্। বর্ত্ততে সুকৃতোদাখ্যং মহাভবসবস্তথা॥ ৩৮॥ তত্র স্নানাদবাপ্নোতি সদা স্বর্গপদং নরঃ। ধনং বহুবিধং দেয়ং বাসাংসি বিবিধানি চ॥ ৩৯॥ শিবপূজা প্রকর্ত্তব্যা স্নাত্বা কুণ্ডদ্বয়ে নরৈঃ। নানাবিধেন ভাবেন ভক্ত্যা পরময়া যুতৈঃ॥ ৫০॥ গন্ধাদিভিঃ শুভৈঃ পুষ্পৈরর্চ্চনীয়ো মহেশ্বরঃ। নীলকণ্ঠোহন্ধকারাতির্ন্নারাধ্যো যোগিনামপি॥ ৪১॥ ইতি ধ্যাত্বা শিবং সার্দ্ধং নিষ্পাপং প্রয়তো নরঃ। সর্ব্বকামানবাপ্যাশু শিব-

স্মরণ মাত্রে নিগড়াদি বন্ধনভয় বিদূরিত হয়। রাজার কোপে পড়িয়া যাহারা নিগড় শৃঙ্খলাদি বন্ধনে বদ্ধ হয়, বন্দী দেবীর স্মরণ করিয়া তাহারা সদ্য মুক্ত হয়, সংশয় নাই। হে সুব্রত। নর যত্নসহকারে এই বন্দীদেবীর যাত্রা করিবে, বিশেষতঃ মানব মঙ্গলবারে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদা বন্দী দেবীকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা প্রযত হইয়া পূজা করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বন্দীদেবীর প্রতীতির জন্য দ্বিজগণকে ভোজ্যদান করিতে হয়, এইরূপ করিলে নরের নিখিল কামনা পূর্ণ হয়, সংশয় নাই। বন্দীদেবীর উত্তর ভূভাগে তাঁহারই সমীপে চুড়কী বিদ্যমানা, ইনি পরমা সিদ্ধিরূপিণী। নরগণ ইঁহার স্মরণ মাত্রে সুসন্দিগ্ধ বিষয়ের সুমীমাংসা দর্শন করিয়া থাকে এবং কোনরূপ ভীতি সমুপস্থিত হইলে চুড়কীর স্মরণ করিলে মানবের সিদ্ধিসকল লাভ হয়। নিয়তাত্মা নরগণ চুড়কীর সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক অগ্রে অঙ্গুষ্ঠধ্বনি (তুড়ি?) করিয়া তারপর যত্ন সহকারে দীপদান করিবে। চুড়কী সমীপে দীপদান প্রশস্ত। চুড়কী সমীপে দীপদানে মানবগণের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। প্রত্যেক চতুর্দ্দশীতেই চুড়কীর যাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চুড়কীর পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগে সর্ব্বতীর্থোত্তম উত্তমতীর্থ মহারত্ন নামে খ্যাত বিদ্যমান। এই মহারত্ন তীর্থে স্নান, দান ও দ্বিজগণের পূজা করিলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, সংশয় নাই। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে মহারত্ন তীর্থের সাংবৎসরী যাত্রা সুসমাহিত হয়, ইহার মুখ্যযাত্রার নাম বিশ্রুতা মহারত্না। এই জন্যই এই অনুত্তম তীর্থের নাম হইয়াছে মহারত্ন। এই তীর্থে দ্বিজগণের সন্তোষসাধনার্থ দান করা কর্ত্তব্য, হে বিপ্রর্ষে! নারীগণও এখানে জাগরণোৎসব সুসমাহিত করিবে। নরগণ বীর্য্য, সৌভাগ্য, সম্পৎ এবং সৌখ্যকামনায় শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে সতত এই তীর্থে স্নান করিবে। মহারত্নের নৈঋর্তদিগ্‌ভাগে দুর্ভর নামক শুভাবহ সরোবর বিদ্যমান, এখানে সুকৃতোদর মহাভর নামে আরও একটী সরোবর আছে। ১৮—৩৮। মানব এই সরোবরদ্বয়ে সতত স্নান করিয়া স্বর্গপদ প্রাপ্ত হয়। মানব এই সরোবরদ্বয়ে স্নান করতঃ বহুবিধ ধন ও বিবিধ বসন দান করিয়া বিবিধভাবে পরম ভক্তিসহকারে গন্ধাদি ও সুশোভন কুসুমসমূহ দ্বারা মহেশ্বর শিবের পূজা করিবে। শিবের ধ্যান যথা—অন্ধকরিপু নীলকণ্ঠ যোগিগণেরও আরাধ্য। প্রযত মানব নিষ্কলুষ শিবের এইরূপ ধ্যান করতঃ নিষ্পাপ হইয়া সকল কামনা আশু লাভ করে এবং সতত শিবলোকে বাস করিয়া থাকে। হে বিপ্র! মানব এইরূপ করিলে

লোকে বসেৎ সদা ॥ ৪২ ॥ এবং কৃত্বা নরো বিপ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। মহাভরে বরে তীর্থে তথা দুর্ভরসংজ্ঞকে ॥ ৪৩ ॥ ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যঃ কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। শিবপূজাঞ্চ বিবিবদ্দ্বিজপূজাং বিশেষতঃ ॥ ৪৪ ॥ যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা শিবলোকে স সংবসেৎ। এবং কুর্ব্বন্নরো বিদ্বান্ মুহ্যতি কদাচন ॥ ৪৫ ॥ বিষ্ণুরুদ্রৌ চ তস্যাতিসুপ্রসন্নৌ সনাতনৌ। তয়োঃ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥ অতঃ কিং বহুনোক্তেন বিপ্র তীর্থমনুত্তমম্। সর্ব্বপাপৌঘশমনং সর্ব্বাভীষ্টকরং সদা ॥ ৪৭ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তীর্থমন্যচ্ছুভাবহম্। যত্র যাত্রা তথা দানং বিনা ভাগ্যং ন সম্ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥ ঈশানে দুর্ভরস্থানান্মহাবিদ্যাভিধং মহৎ। তস্য দর্শনতো নৃণাং সিদ্ধয়ঃ স্যুঃ করে স্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ তদগ্রে সরসি স্নাত্বা মহাবিদ্যাস্তু যো নরঃ। পশ্যতি শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫০ ॥ সিদ্ধপীঠং তথা খ্যাতং সম্যক্‌প্রত্যয়কারকম্। তত্র পূজা বিধাতব্যা ভক্ত্যা পরময়া দ্বিজ ॥ ৫১ ॥ মন্ত্রং যঃ শ্রদ্ধয়া বিপ্র শৈবং শাক্তমথাপি বা। গাণপত্যং বৈষ্ণবং বা তত্র যঃ প্রয়তো নরঃ ॥ ৫২ ॥ একাগ্রমানসো বিদ্বন্নারাধ্যাবর্ত্তয়েৎ সদা। তস্য সিদ্ধির্ভবেন্নিত্যং চমৎকারো ভবেদ্দ্বিজঃ ॥ ৫৩ ॥ তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং জপাদিকমতন্দ্রিতৈঃ। অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ যাত্রা স্যাৎ প্রতিমাসিকী ॥ ৫৪ ॥ দেয়ান্নানি বহুশো নানাবিধফলানি চ। ক্ষীরেণ স্নপনং কার্য্যং পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৫৫ ॥ উচ্চাটনাদীন্যপি চ মোহনাদি বিশেষতঃ। অত্র স্থানে বিশেষেণ দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি ॥ ৫৬ ॥ সিদ্ধস্থানে পরং মোক্ষং বশীকরণমুত্তমম্। জপো হোমস্তথা দানং সর্ব্বমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥ ৫৭ ॥ আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য নবরাত্রিষু সুব্রত। যত্র গত্বা নরো বিপ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৮ ॥ যদা পূর্ব্বং বিনির্জ্জিত্য রাবণং কোলরাবণম্। সমাগতো রঘুপতিঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ ॥ ৫৯ ॥ যত্র গত্বা পদা বীরো ভরতো রামকাঙ্ক্ষয়া স্থিতঃ সানুচরঃ শ্রীমান্ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥ ৬০ ॥ তত্রাগমৎ সুরগবী প্রাদুর্ভূতা স্রবৎ-

সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। তীর্থবর মহাভর ও দুর্ভর এই সরোবরদ্বয়ে যে নর শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হইয়া ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে যথাবিধি শিবপূজা বিশেষতঃ ভক্তিসহকারে দ্বিজগণের পূজা করে, তাহারা সতত শিবলোকে বাস হইয়া থাকে। যে বিদ্বান মানব এরূপ করেন, তিনি কদাচ মুহ্যমান হন না; সনাতন বিষ্ণু ও রুদ্র সতত তাঁহার প্রতি অতি প্রীত হন। হে বিপ্র! অধিক কি কহিব, মহাভর ও দুর্ভর এই সরোবরদ্বয়ের স্মরণমাত্রে মানব নিখিল কলুষবিমুক্ত হয়। হে দ্বিজ! অনন্তর সতত সর্ব্বপাপনাশন, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ অত্যুত্তম অপর এক শুভাবহ তীর্থের কথা কহিতেছি। দান ও যাত্রা ব্যতীতই এই তীর্থসেবায় সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য সম্ভাবিত হয়। এই তীর্থ দুর্ভর সরোবরের ঈশানকোণে বিদ্যমান, এই মহাতীর্থের নাম—মহাবিদ্যা; এই মহাবিদ্যাতীর্থের দর্শনমাত্রেই মানবগণের সিদ্ধিনিবহ করতলগত হইয়া থাকে। মহাবিদ্যার পুরোভাগে এক সরোবর বিরাজিত, যে নর অগ্রে এই সরোবরে স্নান করিয়া শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হইয়া মহাবিদ্যার দর্শন করে, তাহার পরম গতিলাভ হয়। এই মহাবিদ্যাতীর্থে বিখ্যাত এক সিদ্ধপীঠ বিদ্যমান, এই সিদ্ধপীঠের দর্শনে ইহাতে সেবাধিষ্ঠানের প্রত্যয় কারণ সম্যক্‌রূপে জন্মাইয়া দেয়। হে দ্বিজ! এই সিদ্ধপীঠে পরমভক্তি সহকারে পূজা করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজ! যে প্রযত মানব পরম শ্রদ্ধাসহকারে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য কিংবা বৈষ্ণবমন্ত্রে একাগ্রমনে আরাধনা করিয়া সিদ্ধপীঠ সমীপে সতত বাস করে, হে বিদ্বন্! তাহার অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়। ৬৯—৫৩। অতএব অতন্দ্রিত মানব এই সিদ্ধপীঠে জপাদি করিবে। প্রতিমাসের অষ্টমী ও নবমীতিথিতে এই সিদ্ধপীঠের মাসিকী যাত্রা হয়; এখানে বহু অন্নদান ও নানাবিধ ফলদান কর্ত্তব্য; এবং প্রযত্নসহকারে ক্ষীরদ্বারা সিদ্ধপীঠের স্নান করাইয়া পূজাও করিতে হয়। এইপীঠে উচ্চাটনাদি বিশেষতঃ মোহনাদি সিদ্ধ হয়। এখানে দুষ্ট মন্ত্রও সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই সিদ্ধপীঠে পরম মোক্ষলাভ হয় ও এই পীঠ উত্তম বশীকরণের উপায়স্বরূপ এবং এখানে জপ, হোম ও দান সকলই অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। হে সুব্রত দ্বিজ! আশ্বিন শুক্লপক্ষের নবরাত্রিতে নর এই তীর্থে আগমন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বকালে সীতালক্ষ্মণ সহায় রঘুপতি রাম লোকরাবণ রাবণের নিধনসাধন করিয়া এই সিদ্ধপীঠে সমাগত হইয়াছিলেন, তখন সানুচর বীর শ্রীমান্ ভরত রাম দর্শনাভিলাষে পাদচারে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক অত্যন্ত শ্রীযুক্ত হন। অনন্তর নৃপবরের আগমনে

স্তনী। তৎস্তনেভ্যঃ প্রসুস্রাব দুগ্ধং বহুগুণাধিকম্ ॥ ৬১ ॥ তদ্ভুবিপতিতং দুগ্ধং দৃষ্ট্বা বানররাক্ষসাঃ। বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ প্রপপুস্তে চরাচরম্ ॥ ৬২ ॥ কিমেতদিতি রাজেন্দ্র তানুবাচ রঘূদ্বহঃ। বসিষ্ঠো বেত্তি তৎ সর্ব্বং পৃচ্ছামস্তং মুনিং বয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ ইত্যুক্তাস্তাস্ততঃ সর্ব্বে বসিষ্ঠপ্রমুখে স্থিতাঃ। তে পপ্রচ্ছুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ কৃত্বা চাগ্রেসরং নৃপম্ ॥ ৬৪ ॥ বসিষ্ঠোঽপি ক্ষণং ধ্যাত্বা তমুবাচ নিরাকুলম্। রামং প্রতি সম্বোধ্য সর্ব্বেষামগ্রতো মুনিঃ ॥ ৬৫ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। শৃণু রাম মহাবাহো কামধেনুরিয়ং শুভা। সমাগতা তব স্নেহাৎ প্রস্রবন্তী স্তনাৎ পয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ কুম্ভমধ্যে সমুদ্ভূতো রুদ্রস্ত্বাং দ্রষ্টুমাগতঃ। নিষ্পন্নকার্য্যং দেবানাং নির্জ্জিতারাতিমুত্তমম্ ॥ ৬৭ ॥ ইমং সম্পূজয় ক্ষিপ্রমেতৎকুণ্ডস্য সন্নিধৌ। শীঘ্রং ত্বমপি যত্নেন পূজয়েমং শিবং শুভম্। দুগ্ধেশ্বরমিতি খ্যাতং ক্ষীরকুণ্ডে পবিত্রকম্ ॥ ৬৮ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ততো রঘুপতিঃ শ্রীমান্ বসিষ্ঠোক্তবিধানতঃ। পূজয়ামাস তল্লিঙ্গং দুগ্ধেশ্বরমিতি স্মৃতম্ ॥ ৬৯ ॥ সীতয়া সংকৃতং যস্মাত্তৎ কুণ্ডং, ক্ষীরসংজ্ঞকম্। সীতাকুণ্ডমিতি খ্যাতিং জগামানুপমাং ততঃ ॥ ৭০ ॥ সীতাকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দুগ্ধেশ্বরং প্রভুম্। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭১ ॥ অত্র স্নানং জপো হোমো দানং চাক্ষয়তাং ব্রজেৎ। সীতাকুণ্ডে তু সংপূজ্য সীতারামৌ সলক্ষ্মণৌ ॥ ৭২ ॥ দুগ্ধেশ্বরঞ্চ সম্পূজ্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ। জ্যৈষ্ঠে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং যাত্রা সাম্বৎসরী স্মৃতা ॥ ৭৩ ॥ এবং যো বিধিবৎ কুর্য্যাদ্দয়াধর্ম্মবিশারদঃ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৭৪ ॥ তত্র পূর্ব্বদিশাভাগে সুগ্রীবরচিতং মহৎ। তীর্থং তপোনিধেস্তত্র বর্ত্ততে সন্নিধৌ শুভম্ ॥ ৭৫ ॥ যত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ রামং সম্পূজ্য যত্নতঃ। তস্মিন্নেব দিনে তত্র সর্ব্বান কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৬ ॥ তৎপ্রত্যগ্দিশি বৈ স্থানং হনুমৎকুণ্ডমিত্যপি। তস্য পশ্চিমতো বিপ্র বিভীষণসরঃ শুভম্ ॥ ৭৭ ॥ তয়োঃ

সুরালয় হইতে প্রস্রুতস্তনী সুরসুরভী তথায় উপনীত হইলে তাঁহার স্তননিচয় হইতে বহুগুণান্বিত দুগ্ধ ক্ষরিত হয়; তখন বানর ও রাক্ষসসমূহ ভূপতিত সেই দুগ্ধ দর্শনে পরম বিস্মিত হইয়া সকলেই সেই ক্ষীরপান করিতে থাকে। তাহারা এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে রামকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিল,—হে রাজেন্দ্র! ইহা কি? রঘুকুলতিলক রাম তাহাদের বাক্যে উত্তর করিলেন,—মহর্ষি বশিষ্ঠ এবিষয় বিদিত আছেন, এক্ষণে আমরা সেই মুনিকেই জিজ্ঞাসা করি। এইরূপ স্থির হইলে সকলেই রামকে অগ্রে করিয়া বশিষ্ঠ সমীপে গমন করিলেন এবং সকলেই ঋষির সম্মুখে উপবেশন করিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক সুরভীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মুনিগণের অগ্রণী ঋষি বশিষ্ঠ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া নিরাকুল রঘুকুলতিলক রামকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহো রাম! শ্রবণ কর; ইনি কল্যাণদায়িনী কামধেনু, তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ করিতে করিতে ইনি সুরপুর সমাগত হইয়াছেন। এই দেখ, সম্প্রতি তোমার দর্শনবাসনায় এই ক্ষরিত দুগ্ধ হইতে রুদ্র [illegible] হইয়াছেন, তুমিও অরিকুল নির্মূল করিয়া দেবগণের উত্তম কার্য্য সাধন করিয়াছ; [illegible] এই কুণ্ডসন্নিধানে সত্বর সম্যক্‌রূপে [illegible] পূজা কর। এই পরম পূত ক্ষীর[illegible] [illegible] আখ্যাবিশিষ্ট দুগ্ধেশ্বর নামে বিখ্যাত হউন। ৫৪—৬৮। অগস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর শ্রীমান রঘুপতি বশিষ্ঠ কথিত বিধানানুসারে সেই দুগ্ধেশ্বরনামক লিঙ্গের সম্যক্ পূজা করিলেন। সীতাও সেই ক্ষীরকুণ্ডের সংস্কার করিয়াছেন, এজন্য ক্ষীরকুণ্ড অনুপম সীতাকুণ্ডনামে বিখ্যাত হয়। মানব সীতাকুণ্ডে স্নান ও বিভু দুগ্ধেশ্বরের দর্শন করিলে নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। এই কুণ্ডে স্নান, দান, জপ ও হোম অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। মানব সীতাকুণ্ডে সলক্ষ্মণ রাম ও সীতার পূজা করিয়া দুগ্ধেশ্বরের সম্যক্ অর্চ্চনা করিলে নিখিল কামনা লাভ করে। জ্যৈষ্ঠমাসের চতুর্দ্দশীতে সীতাকুণ্ডের সম্বৎসরী যাত্রা হয়, যে দয়াধর্ম্মবিশারদ মানব এইরূপে যথাবিধি সীতাকুণ্ডের সেবা করে, যে স্থানে গমন করিলে জীব শোক প্রাপ্ত হয় না, তাহার সেই পরম স্থান লাভ হয়। এই সীতাকুণ্ডের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে তপোনিধি সুগ্রীবের সুগ্রীব চরিত নামক মহাতীর্থ বিদ্যমান। তপোনিধি সুগ্রীব এই শুভাবহ তীর্থ সন্নিধানে বাস করেন। যে এই তীর্থে স্নান ও দান করিয়া [illegible] রামের পূজা করে, সেই দিনেই তাহার নিখিল কামনা [illegible] হয়। এই সুগ্রীবতীর্থের [illegible]

স্নানেন দানেন রামসম্পূজনেন চ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি তস্মিন্নেব বিধানতঃ। ইয়ং সা পরমা মেধ্যাযোধ্যা ধর্ম্মনিধিঃ স্মৃতা॥ ৭৮॥ ইত্যুক্তাস্ত ততঃ সর্ব্বে বসিষ্ঠমুনিমাদরাৎ। পপ্রচ্ছুর্ব্বিনয়াৎ ক্ষিপ্রং বিভীষণপুরঃসরাঃ। কথয়স্ব তপোরাশে কথামেতাং সুদুর্লভাম্॥ ৭৯॥ অযোধ্যায়াঃ পরং বিপ্র মাহাত্ম্যং কথয়স্তি যৎ। তৎসর্ব্বং কথয় ক্ষিপ্রং শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৮০॥ যথা যাত্রাং বিধাস্যামঃ ক্রমেণ চ বিধানতঃ। তদস্মাসু কৃপাং কৃত্বা কথস্ব তপোনিধে॥ ৮১॥ বসিষ্ঠ উবাচ। শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে অযোধ্যামহিমাদ্ভুতম্। যৎ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮২॥ ইদং গুহ্যতরং ক্ষেত্রমযোধ্যাভিধমুত্তমম্। সর্ব্বেষামেব ভূতানাং হেতুর্ম্মোক্ষস্য সর্ব্বদা॥৮৩॥ অস্মিন্ সিদ্ধাঃ সদা দেবা বৈষ্ণবং ব্রতমাস্থিতাঃ। নানালিঙ্গধরা নিত্যং বিষ্ণুলোকাভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৮৪॥ অভ্যস্যন্তি পরং যোগং যুক্তপ্রাণা জিতেন্দ্রিয়াঃ। নানাবৃক্ষসমাকীর্ণে নানাবিহগবাসিনি॥ ৮৫॥ কমলোৎপলশোভাঢ্যসরোভিঃ সমলঙ্কৃতে। অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে সর্ব্বদা সেবিতে শুভে॥ ৮৬॥ রোচতে হি সদা বাসঃ ক্ষেত্রে নিত্যং হরেরিহ। মন্যমানা বিষ্ণুভক্ত্যা বিষ্ণৌ সর্ব্বেঽর্পিতক্রিয়াঃ॥ ৮৭॥ যথা মোক্ষমিহাপ্নোতি নান্যত্র হি তথা ক্বচিৎ। অতঃ শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং যস্মাচ্চ বসতির্হরেঃ। মহাক্ষেত্রমিদং যস্মাদযোধ্যাভিধমুত্তমম্॥ ৮৮॥ নৈমিষে চ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে চ পুষ্করে। স্নানাৎ সংসেবনাদ্বাপি ন মোক্ষঃ প্রাপ্যতে তথা॥৮৯॥ ইহ সম্প্রাপ্যতে যদ্বত্তত এব বিশিষ্যতে। প্রয়াগে বা ভবেন্মোক্ষ ইহ বা হরিসংশ্রয়াৎ। সর্ব্বস্মাদপি তীর্থাগ্র্যাদিদমেব মহৎ স্মৃতম্॥ ৯০॥ অব্যক্তলিঙ্গৈর্মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ সিদ্ধৈর্ম্মহর্ষিভিঃ। ইহ সম্প্রাপ্যতে মোক্ষো দুর্লভোঽন্যত্র যো মতঃ॥ ৯১॥ তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি হরির্যোগমৈশ্বর্য্যমুত্তমম্। আত্মনশ্চৈব সাযুজ্যমীপ্সিতং স্থানমুত্তমম্

বিদ্যমান। হে বিপ্র! হনুমৎকুণ্ডের পশ্চিমে শুভাবহ বিভীষণ কুণ্ড; এই উভয় কুণ্ডে যথাবিধি, স্নান দান ও রামের পূজা করিলে মানব সেই দিনেই নিখিল কামনা লাভ করে। হে রাম! এই যে পবিত্র অযোধ্যা দর্শন করিতেছ, এই অযোধ্যা নিখিল ধর্ম্মের নিধি বলিয়া বিদিত হও। অনন্তর বিভীষণপুরঃসর রামানুচরনিকর ঋষিবশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া বিনয় ও আদরসহকারে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল। হে তপোরাশে! লোকে অযোধ্যার উত্তম মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্ত্তিত হয়, তৎসমস্ত আমাদের নিকট বর্ণন করুন; হে বিপ্র! এই অযোধ্যা-মহাত্ম্যকথা অতীব দুর্লভ, অতএব সত্বর কীর্ত্তন করুন, আমরা শ্রবণ করি। হে তপোনিধে! আমরা এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে কোন্ বিধিতে অযোধ্যা যাত্রার অনুষ্ঠান করিব, আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া ক্রমে তাহাও বলুন। বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন,—যে অযোধ্যামাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করিয়া নর নিঃসংশয়ে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়, মুনিগণ সেই অদ্ভুত মহিমা শ্রবণ করুন। এই উত্তম অযোধ্যাক্ষেত্র পরম গুহ্য এবং সকল প্রাণীরই সতত মুক্তির হেতুভূত; এই ক্ষেত্রে বিষ্ণুলোকাভিলাষী যুক্তপ্রাণ জিতেন্দ্রিয় দেব ও সিদ্ধগণ নানারূপ শরীর ধারণ করিয়া বৈষ্ণব ব্রতাবলম্বনে সতত পরম যোগাভ্যাস করিতেছেন; অযোধ্যাক্ষেত্র বিবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ, সেই সকল তরুর উপরে বিবিধ বিহগকুল বাস করে, বহু সরোবরদ্বারা এই ক্ষেত্র সমলঙ্কৃত, উৎপল ও কমলবাহুল্যে সরোবরের অপূর্ব্বশোভা সম্পাদিত হইয়াছে; অপ্সরাগণ সতত এই সুশোভন ক্ষেত্রের সেবা করিয়া থাকে; অধিক কি, স্বয়ং হরি নিরন্তর এই ক্ষেত্রে বাসাভিলাষ করেন। জ্ঞানী বিষ্ণুভক্তগণ বিষ্ণুর প্রতি নিখিল ক্রিয়া অর্পিত করিয়া এই ক্ষেত্রে যেরূপে মোক্ষলাভে সক্ষম হন, এরূপ অন্য কোন ক্ষেত্রেই সম্ভবে না। অযোধ্যা এক মহাক্ষেত্র; স্বয়ং হরি এই স্থানে বাস করেন বলিয়া এক্ষেত্র সর্ব্বোত্তম জানিবে। এই মহাক্ষেত্র অযোধ্যার সেবা করিলে যাদৃশ মোক্ষলাভ হয়, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার ও পুষ্করক্ষেত্রে স্নান কিংবা এই সকল ক্ষেত্রের সেবা করিলেও তদ্রূপ মোক্ষ হয় না। এই স্থানের সেবায় যে মোক্ষ হয়, সেই মোক্ষই প্রশংসনীয়। নিখিল তীর্থ মধ্যে অযোধ্যাক্ষেত্রই শ্রেষ্ঠ; কেননা এক প্রয়াগক্ষেত্রে মোক্ষ হয়, আর এই ক্ষেত্রেও হরির শরণগ্রহণ করিলে মোক্ষ হইয়া থাকে। অতএব এই ক্ষেত্রও এক মহাতীর্থ জানিবে। অব্যক্তশরীর মুনি, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ এই ক্ষেত্রে যে মোক্ষ লাভ করেন, আমার মনে হয়, অন্যত্র তাদৃশ মোক্ষ দুর্লভ। যাহারা এই অভীষ্ট উত্তম অযোধ্যাক্ষেত্রের সেবা করে, হরি তাহাদিগকে অত্যুত্তম যোগৈশ্বর্য্য ও আত্মসাযুজ্য প্রদান করিয়া থাকেন।

॥ ৯২ ॥ ব্রহ্মা দেবর্ষিভিঃ সার্দ্ধং শ্রীশ্চ বায়ুর্দিবাকরঃ। দেবরাজস্তথা শক্রো যে চান্যেঽপি দিবৌকসঃ ॥ ৯৩ ॥ উপাসতে মাহাত্মানঃ সর্ব্বত্র হরিমাদরাৎ। অন্যেঽপি যোগিনঃ সিদ্ধাঃ ক্ষেত্ররূপা মহাব্রতাঃ। অনন্যমনসো ভূত্বা সর্ব্বদোপাসতে হরিম্ ॥ ৯৪ ॥ বিষয়াসক্তচিত্তোঽপি ত্যক্তধর্ম্মরতির্নরঃ। ইহ ক্ষেত্রে মৃতঃ সোঽপি সংসারী ন পুনর্ভবেৎ ॥ ৯৫ ॥ যে পুনর্নিগমাধীনাঃ সত্রস্থা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ। ব্রতিনশ্চ নিরারম্ভাঃ সর্ব্বে তে হরিভাবিতাঃ ॥ ৯৬ ॥ দেহভঙ্গং সমাপদ্য ধীমন্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতাঃ। গতান্তে চ পরং মোক্ষং প্রসাদাৎ সর্ব্বদা হরেঃ ॥ ৯৭ ॥ জন্মান্তরসহস্রেষু যুঞ্জন্ যোগী ন চাপ্নুয়াৎ। তমিহৈব পরং মোক্ষং মরণাদপি গচ্ছতি ॥ ৯৮ ॥ এতৎ সংক্ষেপতো বচ্মি ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যমুত্তমম্। এতদেব পরং স্থানমেতদেব পরং পদম্। এতাদৃশ্যাপরং স্থানং পুনরন্যত্র দৃশ্যতে ॥ ৯৯ ॥ অত্র গত্বা প্রযত্নেন যাত্রা পুণ্যাভিকাঙ্ক্ষিভিঃ। কর্ত্তব্যা বিধিবদ্ধীরাঃ ক্রমেণ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ ॥ ১০০ ॥ প্রথমেঽহনি কর্ত্তব্য উপবাসো যতাত্মভিঃ। নিয়মেন ততঃ স্নানং দানঞ্চৈব স্বশক্তিতঃ ॥ ১০১ ॥ উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০২ ॥ উপবাসং বিধায়াসৌ চক্রতীর্থে নরঃ কৃতী। উপবাসদিনে স্নায়াদ্দদ্যাচ্চৈব স্বশক্তিতঃ ॥ ১০৩ ॥ বিপ্রং সম্পূজ্য বিধিবৎ পশ্যেদ্বিষ্ণুহরিং বিভুম্। স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা বিষ্ণুং সম্পূজ্য যত্নতঃ ॥ ১০৪ ॥ ক্ষৌরঞ্চ কারয়েত্তত্র ব্রতী ধর্ম্মাভিধে ততঃ। পাপমোচনকে স্নানমৃণমোচনকে ততঃ ॥ ১০৫ ॥ স্নাত্বা সহস্রধারায়াং শেষং সম্পূজ্য যত্নতঃ। দৃষ্ট্বা চন্দ্রহরিং দেবং ততো ধর্ম্মহরিং বিভুম্ ॥ ১০৬ ॥ ততশ্চক্রহরিং দৃষ্ট্বা দদ্যাচ্চৈব স্বশক্তিতঃ। ব্রহ্মকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। মহাবিদ্যাসমীপে তু রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ ॥ ১০৭ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে পুনরুত্থায় সদ্ব্রতী। স্বর্গদ্বারে প্রযত্নেন বিধিবৎ স্নানমাচরেৎ ॥ ১০৮ ॥ শ্রাদ্ধঞ্চ বিধিবৎ কৃত্বা দত্বা চৈব স্বশক্তিতঃ। বিষ্ণুং সম্পূজ্য বিধিবদ্দ্বিপ্রানপি পুনঃপুনঃ ॥ ১০৯ ॥ দম্পতী চ প্রযত্নেন পূজ্যৌ বস্ত্রাদিভিস্তথা। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তৈর্দাতব্যা

দেবর্ষিগণসহ কমলযোনি ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, বায়ু, দিবাকর, দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য মহাত্মা ত্রিদশবাসিগণও আদরসহকারে এই তীর্থে হরির আরাধনা করেন; এবং অন্যান্য ক্ষেত্ররূপী মহাব্রত সিদ্ধযোগিগণও অনন্যমনা হইয়া সতত হরির উপাসনা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মত্যাগী বিষয়াসক্তচিত্ত সংসারী নরও যদি এই ক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার আর জন্মগ্রহণ হয় না। যে সকল বিজিতেন্দ্রিয় নিগমসেবী ঋষি আড়ম্বরপরিহীন ও ব্রতস্থ হইয়া যজ্ঞ করেন, তাঁহারা হরির সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হন; এবং ত্যক্তসঙ্গ ধীমান মুনিগণ জন্মলাভ করিয়াও হরির প্রসাদে এই ক্ষেত্রপ্রভাবে পরম মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। যুক্তযোগীও জন্মান্তরসহস্রে যে মোক্ষলাভে সক্ষম হন না, এই ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে সেই মোক্ষ লাভ ঘটে। হে দ্বিজ! এই যাহা অদ্ভুত অযোধ্যাক্ষেত্র-মাহাত্ম্য বলিলাম, ইহা সংক্ষিপ্ত; এই ক্ষেত্রই উত্তম, ইহাই পরমপদ; অযোধ্যার সদৃশ উত্তম ক্ষেত্র আমি আর দর্শন করি নাই; পুণ্যকামী ধীর মানবগণের এই ক্ষেত্রে গমন করিয়া শ্রদ্ধাযত্নপূর্ব্বক যথাবিধি যাত্রা করা বিধেয়। ক্রমে যাত্রার ক্রম কথিত হইতেছে; যতাত্মা মানবগণ প্রথমদিনে নিয়মপূর্ব্বক উপবাস এবং পরে স্নান করিয়া যথাশক্তি দান করিবে। পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জনপূর্ব্বক গুণনিচয়ের সহিত যে বাস, তাহাকেই উপবাস বলিয়া জানিবে। ৬৯—১০২। কৃতী মানব উপবাস করিয়া উপবাস দিনে চক্রতীর্থে স্নান ও যথাশক্তি দান করিবে। তারপর বিধিপূর্ব্বক বিপ্রকে ভোজন করাইয়া বিভু বিষ্ণুকে দর্শন করিবে। অনন্তর ব্রতী নর স্বর্গদ্বারে স্নান ও যত্নপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করিয়া ধর্ম্মনামক তীর্থে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধান করিবে। তারপর ক্রমে পাপমোচন, ঋণমোচন ও সহস্রধার তীর্থে স্নান করিয়া যত্নসহকারে অনন্তের পূজা করিবে; তদনন্তর যথাক্রমে চন্দ্রহরি, ধর্ম্মহরি ও চক্রহরি দেবকে দর্শন করিয়া যথাশক্তি দান করিবে। অনন্তর মানব সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া মহাবিদ্যার সমীপে জাগরণ করিবে। তদনন্তর সাধুব্রতী বিমল প্রভাত কালে গাত্রোত্থান করিয়া যত্নসহকারে যথাবিধি স্বর্গদ্বারে স্নান, বিধিপূর্ব্বক পিতৃশ্রাদ্ধ এবং শক্তি অনুসারে দান করিবে এবং বিষ্ণুর সম্যক্ পূজা করিয়া পুনরায় দ্বিজগণের পূজা করিবে। অনন্তর বস্ত্রাদি দ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রযত্নসহকারে দ্বিজদম্পতীর পূজা করিয়া

ভূরিদক্ষিণা ॥ ১১০ ॥ বিপ্রান্‌ সম্পূজ্য বিধিবদ্ভুঞ্জীত প্রযতো নরঃ ॥ ১১১ ॥ অন্যেদ্যুরপি চোত্থায় শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। রুক্মিণীপ্রভৃতীস্তত্র পঞ্চোত্তীর্থানি চ ক্রমাৎ ॥ ১১২ ॥ তত্র তত্র নরঃ স্নাত্বা দত্ত্বা চৈব স্বশক্তিতঃ। বিষ্ণুং সম্পূজ্য যত্নেন মনোবাক্কায়-নির্ম্মলঃ ॥ ১১৩ ॥ যাত্রাং সমাপয়েৎ সম্যগুনিয়তাত্মা শুচিব্রতঃ। যত্র ক্বাপি মৃতো ধীরঃ পরং মোক্ষ-মবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ। বসিষ্ঠোক্ত-মিতি শ্রুত্বা কৃত্বা চৈব যথাবিধি। বিভীষণপুরোগাস্তে বভূবুর্নির্ম্মলাস্তদা ॥ ১১৫ ॥ ইতি বহুলবিধানৈস্তীর্থ-যাত্রাং বিধায় প্রচুরসুকৃতপূর্ণাস্তে চ সুগ্রীবমুখ্যাঃ। গতমলিনসুদেহাঃ স্বর্গচর্য্যাপ্রযত্নাদ্রূপগুণিতগুণৌঘাস্তে বভূবুঃ সমস্তাঃ ॥ ১১৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হনুমৎকুণ্ডবিভীষণসরস্তীর্থা-যোধ্যাযাত্রাবিধিক্রমবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তাঁহাদিগকে ভূরি দক্ষিণা দান করিবে। তদনন্তর অন্যান্য দ্বিজগণের সম্যক্‌ পূজা করিয়া প্রযতব্রতী স্বয়ং ভোজন করিবে। তারপর পরদিনে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে রুক্মিণী প্রভৃতি দেবীও ক্রমে অন্যান্য তীর্থ সকল দর্শন, সেই সকল তীর্থে স্নান, যথাশক্তি দান এবং যত্নপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করিবে। অনন্তর মন, কায় ও বাক্য নির্ম্মল করিয়া শুচিব্রত মানব সম্যক্‌রূপে যাত্রা সমাহিত করিবে। ধীর নর এই তীর্থের যে কোন স্থানে মৃত হইয়া অনুত্তম গতিলাভ করিয়া থাকে। অগস্ত্য কহিলেন, বিভীষণপ্রমুখ রামানুচরগণ বশিষ্ঠাদিষ্ট এই সকল তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ ও সকলেই সেই সকল তীর্থের যথাবিধি সেবা করিয়া নির্ম্মল হইলেন এবং সেই বিভীষণ প্রমুখ রাক্ষস ও সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণ সকলেই বিবিধ বিধানে তীর্থযাত্রা সমাহিত করিয়া প্রচুর সুকৃতসম্পন্ন বিমলিন ও দিব্যদেহ হইয়া বহুগুণান্বিত অযত্নলভ্য স্বর্গসুখের আস্পদ হইলেন। ১০৩—১১৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। জটাকুণ্ডাত আগ্নেয়দিগ্দলে সংশ্রিতং মহৎ। গয়াকূপমিতি খ্যাতং সর্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদম্‌ ॥ ১ ॥ যত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ যথাশক্ত্যা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বকামমবাপ্নোতি শ্রাদ্ধং কৃত্বা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২ ॥ নরকস্থাশ্চ যে কেচিৎ পিতরশ্চ পিতামহাঃ। বিষ্ণুলোকে তু গচ্ছন্তি তস্মিন্‌ শ্রাদ্ধে কৃতে তু বৈ ॥ ৩ ॥ তস্মিন্‌ শ্রাদ্ধে কৃতে বিপ্র পিতৃণামনৃণো ভবেৎ। শক্তুভিঃ পিণ্ডদানন্তু সযবৈঃ পায়সেন চ ॥ ৪ ॥ কর্ত্তব্যমৃষিনির্দ্দিষ্টং পিণ্যাকেন গুড়েন বা। শ্রাদ্ধং তত্তীর্থকে প্রোক্তং পিতৃণাং তুষ্টিকারকম্‌ ॥ ৫ ॥ তত্র শ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং নরৈঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ। তুষ্যন্তি পিতরস্তেষাং তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৬ ॥ তুষ্টেষু পিতৃষু শ্রীমান্‌ জায়তে পুত্রবাংস্তথা। শ্রাদ্ধেন পিতরস্তুষ্টাঃ প্রযচ্ছন্তি সুতান্‌ বহূন্‌ ॥ ৭ ॥ শ্রিয়ঞ্চ বিপুলান্‌ ভোগান্‌ শ্রাদ্ধকৃদ্ভ্যো ন সংশয়ঃ। তস্মাদত্র বিধানেন বিধাতব্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৮ ॥ শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাযুতৈঃ সম্যগভীষ্টফলকাঙ্ক্ষিভিঃ।

নবম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—জটাকুণ্ডের আগ্নেয়দিকে গয়াকুণ্ড বিদ্যমান; এই মহাতীর্থ বিখ্যাত ও সর্ব্বা-ভীষ্টফলপ্রদ; জিতেন্দ্রিয় দ্বিজোত্তম এই গয়াকুণ্ডে স্নান, যথাশক্তি দান ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া নিখিল কাম্যবস্তু লাভ করেন। এই তীর্থে স্নান করিলে নরকস্থ পিতৃপিতামহগণ এই শ্রাদ্ধপ্রভাবে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। হে বিপ্র। গয়াকুণ্ডে শ্রাদ্ধ করিলে মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। এই কুণ্ডে শক্তু (ছাতু) দ্বারাই পিণ্ডদান করিবে, যব বা পায়স দ্বারা পিণ্ডদান করিবে না। অথবা ঋষিনির্দ্দিষ্ট পিণ্যাক ও গুড়দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। মুনিগণ বলিয়াছেন, এ তীর্থে পিতৃলোকের এইরূপ শ্রাদ্ধই প্রীতিপ্রদ। ১—৫। লোক সকল শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদিগের প্রতি পিতৃ ও সুরগণ প্রীত হন, আর পিতৃ ও দেবগণ তুষ্ট হইলে মানব শ্রীমান্‌ ও পুত্রবান্‌ হইয়া থাকে। পিতৃগণ শ্রাদ্ধদানে তুষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধকারীকে বহু তনয়, শ্রী ও বিপুল ভোগ প্রদান করেন, সন্দেহ নাই। অতএব অভীষ্টাভিলাষী শ্রদ্ধাবান্‌ মানবেরা যত্ন-সহকারে এই তীর্থে বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করা

গয়াকূপে বিশেষেণ পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৯ ॥ সোমবারেণ সংযুক্তা অমাবস্যা যদা ভবেৎ। তত্রানন্তফলং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১০ ॥ অন্যদা সোমবারেণ তত্র শ্রাদ্ধং বিধানতঃ। পিতৃসন্তোষদং নিত্যং তত্র দত্তাক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১১ ॥ তত্র পূর্ব্বদিশাভাগে তীর্থং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্। পিশাচমোচনং নাম বিদ্যতে চ ফলপ্রদম্ ॥ ১২ ॥ তত্র স্নাত্বা চ দত্বা চ পিশাচো নৈব জায়তে। তত্র স্নানং তথা দানং শ্রাদ্ধঞ্চৈব বিশেষতঃ। কর্ত্তব্যঞ্চ প্রযত্নেন নরৈঃ শ্রাদ্ধসমন্বিতৈঃ ১৩॥ মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ। স্নানং তত্র প্রকর্ত্তব্যং পিশাচত্ববিমুক্তয়ে ॥ ১৪ ॥ তৎসন্নিধৌ পূর্ব্বভাগে মানসং নাম নামতঃ। তীর্থং পুণ্যনিবাসাগ্র্যং স্নাতব্যঞ্চ বিশেষতঃ। তত্র স্নানেন দানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥ নানাবিধানি পাপানি মেরুতুল্যানি বৈ পুনঃ। তত্র স্নানাৎ ক্ষয়ং যান্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৬ ॥ যৎকিঞ্চিদ্বিদ্যতে পাপং মানসং কায়িকং তথা। বাচিকঞ্চ তথা পাপং স্নানতো বিলয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥ প্রৌষ্ঠপদ্যাং সদা কার্য্যা পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ। যাত্রা তস্য নৃভির্বিপ্র পুণ্যবদ্ভিঃ ক্রিয়াপরৈঃ ॥ ১৮ ॥ তস্মাদ্দক্ষিণদিগ্‌ভাগে বর্ত্ততে সুকৃতৈকভূঃ। তমসা নাম তটিনী মহাপাতকনাশিনী ॥ ১৯ ॥ যত্র স্নানং তথা দানং সর্ব্বপাপহরং সদা। যস্যাস্তটে তথা রম্যে সর্ব্বদা ফলদায়কে ॥ ২০ ॥ নানাবিধানি স্থানানি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। মাণ্ডব্যস্য মুনেঃ স্থানং বর্ত্ততে পাপনাশনম্ ॥ ২১ ॥ যস্যাস্তীরে মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র সুমনোহরম্। তস্যাশ্রমপদং রম্যং নানাবৃক্ষমনোহরম্ ॥ ২২ ॥ যস্মাৎ স্থানাৎ সমুদ্ভূতা তমসা সুতরঙ্গিণী। তদ্বনং পুণ্যমধিকং পাবনং পদমুত্তমম্ ॥২৩॥ যস্য দর্শনতো নৃণাং সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ প্রফুল্লনানাবিধগুল্মশোভিতং লতাপ্রতানাবনতং মনোহরম্। বিরূঢ়পুষ্পৈঃ পরিতঃ প্রিয়ঙ্গুভিঃ সুপুষ্পিতৈঃ কণ্টকিতৈশ্চ কেতকৈঃ ॥২৫॥ তমালগুল্মৈর্নিচিতং সুগন্ধিভিঃ। সকর্ণিকারৈর্বকুলৈশ্চ সর্ব্বতঃ। অশোকপুন্নাগবরৈঃ সুপুষ্পিতৈর্দ্বিরেফমালা-

---

অবশ্যকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ গয়াকূপে শ্রাদ্ধদান যেমন অক্ষয় ফলজনক হয়, তদ্রূপ এই তীর্থে অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাও পিতৃগণের অনন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে। অন্য সময়ে কেবল সোমবারে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিলেও তাহা সতত প্রীতিপ্রদ ও অক্ষয় ফলবিধায়ক হয়। এই গয়াকুণ্ডের পূর্ব্বদিগভাগে বহু ফলপ্রদ সর্ব্বোত্তম পিশাচমোচন তীর্থ বিদ্যমান। এই পিশাচমোচনে স্নান ও দান করিলে মানব কদাচ পিশাচ হয় না। শ্রাদ্ধাযুক্ত মানব এই পিশাচমোচনে যত্নপূর্ব্বক স্নান, দান বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ করিবে; বিশেষতঃ পিশাচত্বমুক্তির জন্য মানব এখানে মার্গশীর্ষমাসের শুক্লচতুর্দ্দশী তিথিতে অবশ্যই স্নান করিবে। পিশাচমোচনেরই সন্নিধানে পূর্ব্বদিকে মানস নামক তীর্থ, এই মানস পুণ্যনিচয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানে বিশেষরূপে স্নান করিতে হয়। এই মানসতীর্থে স্নান ও দান করিলে নিখিল কাম্য লাভ হইয়া থাকে। মেরুসদৃশ নানাবিধ পাপযুক্ত মানবেরও এই তীর্থে স্নান করিলে তৎসমস্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, সংশয় নাই। অধিক কি, কায়িক, বাচিক ও মানসিক যেকিছু পাপ থাকুক না কেন, মানস স্নানে তৎসকল বিলীন হয়। ৬—১৭। হে বিপ্র! পুণ্যবান্ ক্রিয়াকুশল লোক সকল ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা দিবসে সতত মানসতীর্থের যাত্রা করিবে। মানসের দক্ষিণদিকে সুকৃতের একমাত্র ক্রীড়াভূমি, মহাপাতকনাশিনী তমসানাম্নী তটিনী। এই তমসাতটিনীতে স্নান দান সতত সর্ব্বপাপহর। ইহার রম্য তটভূমে তরুগণ সর্ব্বদা ফলদান করে, ভাবিতাত্মা মুনিগণ ইহার বহু বিস্তৃত তীরদেশে সতত বাস করিয়া থাকেন। হে ঋষি! এই তটিনীতটে মুনি মাণ্ডব্যের পাপনাশন পরম আশ্রমপদ বিদ্যমান এবং তীরভূমির সকল স্থানই সুমনোহর। মুনি মাণ্ডব্যের আশ্রমপদ পরম রম্য তরুরাজি দ্বারা পরিশোভিত, শোভনাঙ্গী তরঙ্গিণী তমসা মুনি মাণ্ডব্যের এই আশ্রমপদ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। উক্ত মাণ্ডব্যবন সমধিক পাবন। মানবগণ এই মাণ্ডব্যবনদর্শনে নিখিল কলুষবিমুক্ত হয়। অহো মুনি মাণ্ডব্যের আশ্রমটীর কি অপূর্ব্বশোভা!—আশ্রমের বনভূমি নানাবিধ প্রফুল্ল গুল্মদ্বারা শোভিত। লতাপ্রতান ফলকুসুমভারে অবনত হওয়ায় কি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ বনভূমির চারিদিকেই কণ্টকিত কেতকী ও প্রিয়ঙ্গু পুষ্পতরুর কুসুমোদ্গম হইতেছে। সর্ব্বত্রই সুগন্ধি গুল্মবেষ্টিত তমাল-কর্ণিকার

কুলপুষ্পসঙ্কয়ৈঃ ॥ ২৬ ॥ ক্বচিৎ প্রফুল্লাম্বুজরেণুভূষিতৈর্বিহঙ্গমৈশ্চারুফলপ্রচারিভিঃ। বিনাদিতং সারসমুৎকুলাদিভিঃ প্রমত্তদাত্যূহকুলৈশ্চ বল্গুভিঃ ॥ ২৭ ॥ ক্বচিচ্চ চক্রাহ্বরবোপনাদিতং ক্বচিচ্চ কাদম্বকদম্বকৈর্যুতম্। ক্বচিচ্চ কারণ্ডবনাদনাদিতং ক্বচিচ্চ মত্তালিকুলাকুলীকৃতম্ ॥ ২৮ ॥ মদাকুলাভির্ভ্রমরীভিরারান্নিষেবিতং চারুসুগন্ধিপুষ্পবৎ। ক্বচিচ্চ পুষ্পৈঃ সহকারবৃক্ষৈর্লতোপগূঢ়ৈস্তিলকদ্রুমৈশ্চ ॥ ২৯ ॥ প্রহৃষ্টনানাবিধপক্ষিসেবিতং প্রমত্তহারীতকুলোপনাদিতম্। সমন্ততঃ সুন্দরদর্শনীয়তাং সমুদ্বহত্তন্দনমুল্লসন্মহৎ ॥ ৩০ ॥ নিবিড়নিচুলনীলং নীলকণ্ঠাভিরামং মদমুদিতবিহঙ্গীবৃন্দনাদাভিরামম্। কুসুমিততরুশাখালীনমত্তদ্বিরেফং নবকিসলয়শোভাশোভিতং সৎফলাঢ্যম্ ॥ ৩১ ॥ ইত্যাদিবহুশোভাঢ্যং সর্ব্বদিক্ষু মনোহরম্। যত্র মাণ্ডব্যমুনিনা তপস্তপ্তং মহৎ কিল। যৎপ্রভাবাদভূত্তীর্থং পাবনং তৎ সদা মহৎ ॥ ৩২ ॥ তৎপূর্ব্বং গোতমস্যর্ষেরাশ্রমং পাবনং মহৎ। তৎপূর্ব্বং চ্যবনস্যর্ষেঃ পরাশরমুনেরিদম্। প্রথমং তে মুনিশ্রেষ্ঠ পিতুঃ কিল তপোনিধেঃ ॥ ৩৩ ॥ নানাবিধানি তীর্থানি চাশ্রমাশ্চৈব সর্ব্বশঃ। বর্ত্তন্তে তাপসানাঞ্চ যস্যাস্তীরে সমন্ততঃ ॥ ৩৪ ॥ তমসা নাম সা জ্ঞেয়া বর্ত্ততে তটিনী শুভা। যজ্ঞযূপান্ সমুৎখায় শোভিতা বহুশোহভিতঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্র স্নানেন দানেন শ্রাদ্ধেন চ বিশেষতঃ। সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৬ ॥ মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে পঞ্চদশ্যাং বিশেষতঃ। স্নানং তস্য ফলপ্রাপ্তিদায়কং সর্ব্বদা নৃণাম্ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং স্নানং নির্ম্মলমানসৈঃ। প্রযত্নতো মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্ ॥ ৩৮ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তমসাপরমং শুভম্। সীতাকুণ্ডমিতিখ্যাতং শ্রীদুগ্ধেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৩৯ ॥ ভাদ্রে শুক্লচতুর্থ্যান্তু তস্য যাত্রা শুভাবহা। সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থং পূজ্যো বিঘ্নেশ্বরস্তথা। তস্য স্মরণমাত্রেণ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ৪০ ॥ তস্মাদ্দক্ষিণদিগ্‌ভাগে ভৈরবো নাম নামতঃ। যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

সমাকীর্ণ বকুলতরুকুল, সুপুষ্পিত পুন্নাগ ও অশোকসমূহে শোভিত, এবং সকল স্থলেই অলিকুলে সমাকুল হইয়া কুসুমমধু পান করিতেছে, কোথাও প্রফুল্ল পদ্মরেণুদ্বারা বিভূষিত বিহঙ্গমগণ রম্য রম্য ফলসমূহে বিচরণ করিতেছে, কোথাও সারস, মুৎকুল ও প্রমত্ত দাত্যূহগণের মনোহর নিনাদ শ্রুত হইতেছে, কোনও স্থান চক্রবাকগণ কর্ত্তৃক নিনাদিত, কোথাও কাদম্বক-কদম্বে উপশোভিত, কোন স্থান কারণ্ডবনাদে নিনাদিত, কোন স্থান মত্ত অলিকুলে আকুলিত এবং মনোজ্ঞ গন্ধযুক্ত পুষ্পসমন্বিত আশ্রমের সর্ব্বস্থানই মদাকুল ভ্রমরীনিকর কর্ত্তৃক নিষেবিত। আবার কোথাও কুসুমিত সহকার ও লতাজালে প্রচ্ছন্ন তিলক তরুরাজি বিরাজিত, প্রমত্ত হারীত প্রভৃতি বিবিধ বিহঙ্গমগণ ঐ সকল বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া নিনাদ করিয়া থাকে, কোথাও নিবিড় নীল বেতসবনে নীলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ উপবেশন করিয়া মনোভিরাম রব করিতেছে, মদে মুদিতনয়না বিহঙ্গীগণ সেই বিহঙ্গমনাদের প্রতিধ্বনি করিতেছে, নব নব কিশলয়শালী কুসুমিত তরুশাখা সকলে মত্ত অলিকুল লীন হইয়া তরুনিকরের মনোহর শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে; অধিক কি, আশ্রমপদের সর্ব্বস্থানই যেন এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি হইয়াছে। মুনিমাণ্ডব্য এইরূপ বহুশোভা সমৃদ্ধ সর্ব্বত্র মনোহর আশ্রমে সতত সুমহান্ তপস্যা করিতেন। তাঁহারই তপঃপ্রভাবে এই তীর্থ মহাপাবন হইয়াছে। এই মাণ্ডব্য তীর্থের পূর্ব্বদিকে মহর্ষি গোতমের মহাপূত আশ্রম এবং তৎপূর্ব্বে ঋষি চ্যবনের আশ্রম বিদ্যমান। হে মুনিসত্তম! তোমার পিতা তপোধন পরাশর প্রথমে এইস্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮—৩৩। এই তমসাতটের সকল দিকেই নানাবিধ তীর্থ ও অনেক তাপসগণের আশ্রম বিদ্যমান। শুভাবহা বিখ্যাতা তমসাতটিনীর তটে সর্ব্বত্রই বহু যজ্ঞযূপ নিখাতিত হওয়ায় ইহার এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। এই তমসাতটে স্নান, দান বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, সংশয় নাই। বিশেষতঃ মার্গশীর্ষমাসের শুক্ল পূর্ণিমাতিথিতে তমসাস্নান মানবগণের সতত সমধিক ফলপ্রদ। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য নির্ম্মলমনা মানব যত্নসহকারে মার্গশীর্ষপূর্ণিমায় এই তীর্থে স্নান করিবে। অনন্তর শ্রীদুগ্ধেশ্বরের সন্নিধানে তমসার অপর আর একটী শুভাবহ পরম তীর্থের কথা কহিতেছি, ইহার নাম বিখ্যাত সীতাকুণ্ড; ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্থীতে এই সীতাকুণ্ডের যাত্রা শুভাবহা। এইতীর্থে সর্ব্বকামনাসিদ্ধির জন্য বিঘ্নেশ্বরের পূজা কর্ত্তব্য; এই বিঘ্নেশ্বরের স্মরণমাত্রে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। এই সীতাকুণ্ডের দক্ষিণদিগ্‌ভাগে ভৈরব নামক অনাদি

রক্ষিতো বাসুদেবেন ক্ষেত্ররক্ষার্থমাদরাৎ। তস্য পূজা বিধাতব্যা প্রযত্নেন যথাবিধি। মনোহভীষ্টফলপ্রাপ্তির্ভৈরবস্য প্রসাদতঃ॥ ৪২ ॥ মার্গশীর্ষস্য কৃষ্ণায়ামষ্টম্যাং তস্য নির্ম্মিতা। যাত্রা সাম্বৎসরী তত্র সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ৪৩ ॥ পশূপহারসম্ভূতি কর্ত্তব্যং পূজনং জনৈঃ। সর্ব্বকামফলপ্রাপ্তির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৪ ॥ নির্ব্বিঘ্নং তীর্থবসতির্ভৈরবস্য প্রসাদতঃ। জায়তে তেন কর্ত্তব্যা পূজা তস্য প্রযত্নতঃ॥ ৪৫ ॥ এতস্মিন্নুত্তরে ভাগে রম্যং ভরতকুণ্ডকম্। যত্র স্নাত্বা নরঃ পাপৈর্ম্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৬ ॥ তত্র স্নানং তথা দানং সর্ব্বমক্ষয়তাং ব্রজেৎ। অন্নং বহুবিধং দেয়ং বাসাংসি বিবিধান্যপি॥ ৪৭ ॥ যত্নতো দেবতাঃ পূজ্যা বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃতৈঃ। নন্দিগ্রামে বসন্ পূর্ব্বং ভরতো রঘুবংশজঃ॥ ৪৮ ॥ রামচন্দ্রং হৃদি ধ্যায়ন্নির্ম্মলাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। ততঃ স্থিত্বা প্রজাঃ সর্ব্বা ররক্ষ ক্ষিতিবল্লভঃ॥ ৪৯ ॥ তত্র চক্রে মহৎ কুণ্ডং ভরতো নাম ভূপতিঃ। রামমূর্ত্তিঞ্চ সংস্থাপ্য চচার বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫০ ॥ তৎকুণ্ডে সুমহৎপুণ্যং নানাপুষ্পসমন্বিতম্। কুমুদোৎপলকহ্লারপুণ্ডরীকসমন্বিতম্॥ ৫১ ॥ হংসসারসচক্রাহ্ববিহঙ্গমবিরাজিতম্। উদ্যানপাদপচ্ছায়াসচ্ছায়মমলং সদা॥ ৫২ ॥ তত্র স্নানং মহাপুণ্যং প্রমোদানন্দনির্ম্মলং। তত্র স্নানং তথা শ্রাদ্ধং পিতৄনুদ্দিশ্য কুর্ব্বতঃ। পিতরস্তস্য তুষ্যন্তি তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥ ৫৩ ॥ স্বর্ণং চান্নং বিধানেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বকমেতত্তু কর্ত্তব্যং প্রযতৈর্নরৈঃ॥ ৫৪ ॥ তৎপশ্চিমদিশাভাগে জটাকুণ্ডমনুত্তমম্। যত্র রামাদিভিঃ সর্ব্বৈর্জটাঃ পরিহৃতা নিজাঃ॥ ৫৫ ॥ জটাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্। যত্র স্নানেন দানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ৫৬ ॥ পূর্ব্বকুণ্ডেষু সম্পূজ্যো ভরতঃ শ্রীসমন্বিতঃ। জটাকুণ্ডেষু সম্পূজ্যৌ সসীতৌ রামলক্ষ্মণৌ। চৈত্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ॥ ৫৭ ॥ ইতি পরমবিধানৈঃ পূজয়েদ্রামসীতে তদনু ভরতকুণ্ডে লক্ষ্মণঞ্চ প্রপূজ্য। বিধি-

---

প্রসিদ্ধ তীর্থ বিদ্যমান, ইহাঁকে দর্শনে মানব নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। বাসুদেব ক্ষেত্র রক্ষার জন্য সাদরে ইহাঁকে এইতীর্থে রক্ষা করিয়াছেন, যথাবিধি যত্নপূর্ব্বক ইহাঁকে পূজা করা কর্ত্তব্য। এই ভৈরবের সাদরে সতত পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মার্গশীর্ষমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে ভৈরবতীর্থের সাংবৎসরী যাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই ভৈরবযাত্রা সর্ব্বকামসিদ্ধিদায়ক। মানবগণ পশূপহারসমন্বিত দ্রব্যসম্ভার দ্বারা ভৈরবের পূজা করিবে, এইরূপ করিলে ভৈরবের প্রসাদে সর্ব্বকাম ফললাভ হয়, এবং বিঘ্নবিরহিত হইয়া ভৈরবতীর্থে বাস করিতে সমর্থ হইয়া থাকে সংশয় নাই। অতএব প্রযত্নপূর্ব্বক অবশ্যই ভৈরবের পূজা করিবে। ভৈরবতীর্থের উত্তরভাগে রম্য ভরতকুণ্ড। নর ভরতকুণ্ডে স্নান করিয়া সর্ব্বপাপমুক্ত হয়, সংশয় নাই। এইতীর্থে স্নান দান সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। এখানে বহুবিধ অন্ন ও বিবিধ বসনদান এবং বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। পুরাকালে নির্ম্মলাত্মা জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশসম্ভব ভরত রামকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া নন্দিগ্রামে বাস করিতেন; তিনি তথায় থাকিয়া নিখিল প্রজার রক্ষা করত ক্ষিতিপতির বল্লভ হইয়াছিলেন। তৎকালে ভরত ভূপতি এই মহাকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তিনি তথায় রামমূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক সতত সেই কুণ্ডসমীপে বিচরণ করিতেন।৩১—৫০। ভরতকুণ্ড মহাপূত ও কুসুমসমূহে সমন্বিত। কুমুদ, উৎপল, কহ্লার ও পুণ্ডরীককুসুমে এই কুণ্ড সুশোভিত ছিল। হংস, সারস ও চক্রবাক বিহঙ্গমগণ কুণ্ডসমীপে বিচরণ করিত এবং এই অমলকুণ্ডের উদ্যানপাদপদ্বারা অনুত্তম ছায়া সম্পাদিত হইত। ভরতকুণ্ডে স্নান করিলে মানব নির্ম্মল হয় এবং এই স্নানে প্রমোদ ও আনন্দ নির্ম্মল মহাপুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে মানব ভরতকুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহার প্রতি পিতৃ ও দেবগণ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রযত নর ভরততীর্থে যত্ন ও শ্রদ্ধাসহকারে দ্বিজকে যথাবিধি স্বর্ণ এবং অন্ন দান করিবে। ভরতকুণ্ডের পশ্চিমদিকে অনুত্তম জটাকুণ্ড। এইস্থানে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী স্ব স্ব জটা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই সর্ব্বতীর্থোত্তম তীর্থ জটাকুণ্ড নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই জটাকুণ্ড স্নান ও দান করিলে নিখিল কামনা লাভ হয়। প্রথম অর্থাৎ ভরতকুণ্ডে ভরত এবং জটাকুণ্ডে সীতার সহিত রাম-লক্ষ্মণের সম্যক্ পূজা করিবে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে এই কুণ্ডদ্বয়ের সংবাৎসরী যাত্রা হয়। হে দ্বিজ! সুকৃতিমূর্ত্তি পুরুষ এইরূপে পরম-বিধানে প্রণয়ে

বদরত্নকুণ্ডে তদনুসন্মজ্জনেন বসতি সুকৃতিমূর্ত্তির্বৈষ্ণবে তত্র লোকে ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গয়াকূপপিশাচমোচনমানসতীর্থতমসা-নদীমাণ্ডব্যাদ্যাশ্রমসীতাকুণ্ডবৃহস্পতিকুণ্ডরুক্মিণীকুণ্ডধনযক্ষবশিষ্ঠকুণ্ডসাগরকুণ্ডযোগিনীকুণ্ডরমাকুণ্ডঊর্বশীকুণ্ডঘোষার্ককুণ্ডরতিকুণ্ডকুসুমায়ুধকুণ্ডমন্ত্রেশ্বরভৈরব-ভারতকুণ্ডজটাকুণ্ডমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। নিরাহারো নরো ভূত্বা ক্ষীরাহারোঽপি বা পুনঃ। অজিতং পূজয়েদ্বিপ্র তস্য সিদ্ধিঃ করে স্থিতা ॥ ১ ॥ মহোৎসবস্তু কর্ত্তব্যো গীতবাদিত্রসংযুতঃ। এবং যঃ কুরুতে ধীমান্ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥ এতস্মাদুত্তরে বিদ্বন্ বীরস্য শুভসূচকম্। স্থানং মত্তগজেন্দ্রস্য বর্ত্ততে নিয়তব্রত ॥ ৩ ॥ তদগ্রে সরসি স্নাত্বা বসেত্তত্র সুনিশ্চিতম্। পূর্ণাং সিদ্ধিমবাপ্নোতি যামবাপ্য ন শোচতি ॥ ৪ ॥ অযোধ্যারক্ষকো বীরঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদঃ। নবরাত্রিষু পঞ্চম্যাং যাত্রা সাংবৎসরী ভবেৎ ॥ ৫ ॥ গন্ধপুষ্পাদিধূপাদিনৈবেদ্যাদিবিধানতঃ। পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদঃ। যং যং কামমিহেচ্ছেত্ তং তং কামমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬ ॥ এতস্মাদ্দক্ষিণে ভাগে সুরসা নাম রাক্ষসী। বিষ্ণুভক্তা সদা বিপ্র বর্ত্ততে সিদ্ধিদায়িকা ॥ ৭ ॥ তাং সম্পূজ্য নরো ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৮॥ লঙ্কাস্থানাদিহানীতা রামেণোৎকৃষ্টকর্ম্মণা। অযোধ্যায়াং স্থাপিতা সা রক্ষার্থং নিয়তব্রতৈঃ ॥ ৯ ॥ সম্পূজ্যা বিধিবত্তস্যা দর্শনং কার্য্যমাদরাৎ। সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থমুৎসবোঽপি শুভপ্রদঃ। কর্ত্তব্যঃ সুপ্রযত্নেন গীতবাদিত্রসংযুতৈঃ ॥১০॥ নবরাত্রে তৃতীয়ায়াং যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ। সর্ব্বদা সুখসন্তানসিদ্ধয়ে পরমার্থদা। নানাসঙ্গীতবাদিত্রনৃত্যোৎসবমনোহরা ॥ ১১ ॥ এবং কৃতে ন সন্দেহঃ সর্ব্বদা রক্ষিতো ভবেৎ ॥ ১২ ॥ এতৎ পশ্চিমদিগ্ভাগে বর্ত্ততে পরমো মুনে। পিণ্ডারক ইতি খ্যাতো বীরঃ পরমপৌরুষঃ। পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥ যস্য পূজাবশান্নৃণাং সিদ্ধয়ঃ

রাম ও সীতার এবং তৎপশ্চাৎ ভরতকুণ্ডে লক্ষ্মণের পূজা করিয়া তার পর অমৃতকুণ্ডে যথাবিধি সস্ত্রীক নিমজ্জন করিলে পুণ্যমূর্ত্তি মানব বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারে। ৫১—৫৮।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯

দশম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে দ্বিজ। যে নর নিরাহার বা ক্ষীরাহার হইয়া অজিতের পূজা করে, সিদ্ধি তাহার করস্থ জানিবে। হে বিদ্বন্! ধীমান মানব তথায় গীতবাদিত্রসংযুক্ত মহোৎসব করিবে; এইরূপ করিলে তাঁহার নিখিল কামনা লাভ হয়। হে নিয়তব্রত! জটা ও ভরত কুণ্ডের উত্তরে মত্ত গজেন্দ্র বীরের শুভসূচক স্থান বিদ্যমান; এই স্থানের সম্মুখে এক সরোবর আছে, এই সরোবরে স্নান করিয়া স্থিরচিত্তে এই স্থানে অবস্থান করিবে। এইস্থানে বাস করিলে মানবের পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয় এবং এইরূপ পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে আর তাহার শোক ভয় থাকে না। সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদ এই বীরই অযোধ্যার রক্ষক। নবরাত্রের মধ্যে পঞ্চমী তিথিতে এই তীর্থের সাংবৎসরী যাত্রা হয়। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা যথাবিধি যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদ বীরের পূজা কর্ত্তব্য। মানব এই বীরের পূজা করিয়া যে যে কামনা করে, তৎসমস্ত প্রাপ্ত হয়।১—৬। হে বিপ্র! এই বীরের দক্ষিণ ভাগে সিদ্ধিদায়িকা বিষ্ণুভক্তা সুরসানাম্নী রাক্ষসী সতত বিরাজিতা; মানব সেই সুরসা রাক্ষসীর সভক্তি পূজা করিয়া সকল কামনা লাভ করে। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম লঙ্কা হইতে সুরসাকে আনয়নপূর্ব্বক অযোধ্যারক্ষার্থ স্থাপন করেন। নিয়তব্রত মানবগণ সুরসার যথাবিধি পূজা করিয়া সাদরে তাহাকে দর্শন করিবে। সর্ব্বকামনাসিদ্ধির জন্য এই সুরসার শুভপ্রদ উৎসব করিবে। এই উৎসবে যত্নসহকারে গীতবাদিত্রাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। নবরাত্র মধ্যে তৃতীয়ায় এই তীর্থের সাংবৎসরী যাত্রা হয়। সতত সুখসন্তান সিদ্ধির জন্য সুরসার যাত্রা কর্ত্তব্য। এই সুরসা যাত্রায় নানাবিধ সঙ্গীত, বাদিত্র ও নৃত্যোৎসব করিতে হয়, এইরূপ করিলে নৃত্যোৎসব মনোহরা সুরসা পরমার্থ দান করেন। মানব এইরূপ করিলে সর্ব্বদা রক্ষিত হয়, সংশয় নাই। হে মুনে! সুরসার পশ্চিমদিগ্ভাগে উত্তম পৌরুষসমন্বিত পরম বীর বিখ্যাত পিণ্ডারক বিদ্যমান। গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদিদ্বারা

করসংশ্রিতাঃ। তস্য পূজাবিধানেন কর্ত্তব্যং পূজনং নরৈঃ॥ ১৪॥ সরযূসলিলে স্নাত্বা পিণ্ডারকঞ্চ পূজয়েৎ। পাপিনাং মোহকর্ত্তারং মতিদং কৃতিনাং সদা॥ ১৫॥ তস্য যাত্রা বিধাতব্যা সপুষ্যা নবরাত্রিষু। তৎপশ্চিমদিশাভাগে বিঘ্নেশং কিল পূজয়েৎ॥ ১৬॥ যস্য দর্শনতো নৃণাং বিঘ্নলেশো ন বিদ্যতে। তস্মাদ্বিঘ্নেশ্বরঃ পূজ্যঃ সর্ব্বকাম-ফলপ্রদঃ॥ ১৭॥ তস্মাৎ স্থানত ঐশানে রামজন্ম প্রবর্ত্ততে। জন্মস্থানমিদং প্রোক্তং মোক্ষাদিফল-সাধনম্॥ ১৮॥ বিঘ্নেশ্বরাৎ পূর্ব্বভাগে বাসিষ্ঠাত্তূত্তরে তথা। লৌমশাৎ পশ্চিমে ভাগে জন্মস্থানং ততঃ স্মৃতম্॥ ১৯॥ যদ্দৃষ্ট্বা চ মনুষ্যস্য গর্ভবাসজয়ো ভবেৎ। বিনা দানেন তপসা বিনা তীর্থৈর্বিনা মখৈঃ॥ ২০॥ নবমীদিবসে প্রাপ্তে ব্রতধারী হি মানবঃ। স্নানদানপ্রভাবেণ মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ॥ ২১॥ কপিলাগোসহস্রাণি যো দদাতি দিনে দিনে। তৎফলং সমবাপ্নোতি জন্মভূমেঃ প্রদর্শনাৎ॥ ২২॥ আশ্রমে বসতাং পুংসাং তাপসানাঞ্চ যৎফলম্। রাজসূয়সহস্রাণি প্রতিবর্ষাগ্নিহোত্রতঃ॥ ২৩॥ নিয়মস্থং নরং দৃষ্ট্বা জন্মস্থানে বিশেষতঃ। মাতাপিত্রো-র্গুরূণাঞ্চ ভক্তিমুদ্বহতাং সতাম্॥ ২৪॥ তৎফলং সমবাপ্নোতি জন্মভূমেঃ প্রদর্শনাৎ॥২৫॥ পিতৄণামক্ষয়া তৃপ্তির্গয়াশ্রাদ্ধাধিকং ফলম্॥ ২৬॥ মন্বন্তরসহস্রেষু কাশীবাসেষু যৎফলম্। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি সরযূদর্শনে কৃতে॥ ২৭॥ গয়াশ্রাদ্ধঞ্চ যে কৃত্বা পুরুষোত্তমদর্শনম্। কুর্ব্বন্তি তৎ ফলং প্রোক্তং কলৌ দাশরথীং পুরীম্॥ ২৮॥ মথুরায়াং কল্পমেকং বসতে মানবো যদি। তৎফলং সমবাপ্নোতি সরযূদর্শনে কৃতে॥ ২৯॥ পুষ্করেষু প্রয়াগেষু মাঘে বা কার্ত্তিকে তথা। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি সরযূ-দর্শনে কৃতে॥ ৩০॥ কল্পকোটিসহস্রাণি হ্যবন্তী-বাসতো হি যৎ। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি সরযূ-দর্শনে কৃতে॥ ৩১॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ভাগীরথ্যব-গাহজম্। তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন কলৌ দাশরথীং পুরীম্॥ ৩২॥ নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা প্রাণিনাং রামচিন্তনম্। সংসারকারণাজ্ঞাননাশকং জায়তে ধ্রুবম্॥ ৩৩॥ যত্র কুত্র স্থিতো যস্তু হ্যযোধ্যাং

প্রযত্নসহকারে পিণ্ডারকের পূজা কর্ত্তব্য। এই পুণ্ডরীকের পূজায় সিদ্ধিনিবহ করস্থ হয়, অতএব মানবগণ যত্নপূর্ব্বক পিণ্ডারকের যথাবিধি পূজা করিবে। প্রথমে সরযূজলে স্নান করিয়া পাপিগণের মোহকারী ও সুকৃতদিগের মতিদ পিণ্ডারকের পূজা কর্ত্তব্য নবরাত্র মধ্যে পুষ্যাযুক্ত দিবসে পুণ্ডরীকের যাত্রা বিধেয়। পিণ্ডারকের পশ্চিমে বিঘ্নেশের পূজা করিবে; বিঘ্নেশের দর্শনে মানবের বিঘ্নলেশ থাকে না; অতএব সর্ব্বকামফলপ্রদ বিঘ্নেশের পূজা কর্ত্তব্য। বিঘ্নেশের ঈশানকোণে মোক্ষাদিফলসাধন রামজন্মনামক স্থান বিদ্যমান। বিঘ্নেশের পূর্ব্বে, বশি-ষ্ঠের উত্তর ও লোমশের পশ্চিমে জন্মস্থান কথিত হয়; এইস্থানের দর্শনে মানবের গর্ভবাস দূর হয় ব্রতধারী মানব নবমীদিনে এই তীর্থে স্নান ও দান করিয়া সেই পুণ্যপ্রভাবে দান, তপস্যা, তীর্থসেবা ও যজ্ঞ না করিয়াও জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। জন্মভূমির দর্শনমাত্রেই প্রতিদিন সহস্র সহস্র কপিলা গোদান ফললাভ হইয়া থাকে। আশ্রমবাসী তাপস ঋষিগণের যে পুণ্য, সহস্র রাজসূয় করিলে যে ফল এবং প্রতি বর্ষে অগ্নিহোত্র করিলে তাহাতে যে ফল সমুৎপন্ন হয়, মানব নিয়মস্থ হইয়া ঐ জন্মভূমির দর্শন করিলে তৎসমস্ত ফল লাভ করে। সাধু-চরিত্র ব্যক্তি মাতা, পিতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া যে ফল লাভ করে, জন্ম-ভূমির দর্শনেও সেই ফল লাভ হয়। ৭—২৫। সরযূদর্শনে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি। গয়া-শ্রাদ্ধ হইতেও সরযূদর্শনের ফল অধিক; সহস্র মন্বন্তর কাশীবাসে যে ফল, সরযূদর্শনেও তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে। যাহারা কলি-কালে দশরথতনয় রামের অযোধ্যাপুরীর দর্শন করিয়াছে, তাহাদের গয়াশ্রাদ্ধ ও পুরুষোত্তম দর্শ-নের তুল্য ফল হয়। যে নর সরযূদর্শন করে, তাহার এক কল্পকাল মথুরাবাসের ফল হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে পুষ্কর বা প্রয়াগ বাসে যে পুণ্য, মানবের একমাত্র সরযূদর্শন করিলেই তাহার তুল্য ফল হয়। সরযূদর্শনে সহস্রকোটি কল্পকাল অবন্তীবাসের ফল হয় এবং ষষ্টি সহস্র বৎসর জাহ্নবীজলে অবগাহন করিলে যে ফল হয়, মানব দাশরথীপুরী অযোধ্যাদর্শনে নিমিষার্দ্ধে তাহার তুল্য ফল লাভ করিয়া থাকে। প্রাণি-গণের নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধকাল রাম-চিন্তায় সংসারের কারণ অজ্ঞান বিনাশ হয়; যাহারা

Sanskrit verses (upper part, two columns):

... পুনরাবৃত্তিঃ ... অবসানেন ... পুনঃপুনঃ ... দেবা ... ভাগো ... বক্ষ্যে ॥ ৩৫ ॥ ... পাপযোনয়ঃ। তেঽপি মুক্তা দিবং যান্তি শ্রীরামবচনং যথা ॥ ৩৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা বিরতে তস্মিন্মুনৌ কলশজন্মনি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসঃ পুনরূচে তপোধনঃ ॥ ৩৭ ॥ দুর্লভা সর্বজন্তূনাং কথা বিস্তরতঃ ক্রমাৎ। যাত্রাক্রমোঽপি চ ময়া ... আগচ্ছতামপাম্ ॥৩৮॥ ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্ষেত্রস্থানং যথাবিধি। যাত্রাক্রমং মুনিশ্রেষ্ঠ সম্যক্কুরু তপোধন ॥ ৩৯ ॥ ফলং ব্রূহি ক্রমেণৈব বিস্তরাৎ পৃচ্ছতো মম। যদ্যস্তি ময়ি তে বিদ্বন্ কৃপা কারুণিকোত্তম ॥ ৪০ ॥ যথা শ্রুত্বা ক্রমেণৈব যাত্রাং বিশ্ববিদাং বর। করোমি ত্বৎপ্রসাদেন তথা কুরু মহাব্রত ॥ ৪১ ॥ অগস্ত্য উবাচ। শৃণু বক্ষ্যামি তত্ত্বেন যাত্রাক্রমমথাদিতঃ। অযোধ্যাং সপ্ততীর্থানাং যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ৪২ ॥ মনোবাক্কায়শুদ্ধেন নির্দোষেণাজিতাত্মনা। ... মানসেষু ... তীর্থেষু ... জিতেন্দ্রিয়ঃ। যঃ করোতি বিধিং ... তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৪৩ ॥ ব্যাস উবাচ। মানসান্যেব তীর্থানি কথয়স্ব তপোধন। যেষু স্নাতবতাং ... বিশুদ্ধির্মনসো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ। শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি মমানঘ। যেষু সম্যঙ্ নরঃ স্নাত্বা প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥ সত্যতীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। সর্বভূতদয়াতীর্থং তীর্থানাং সত্যবাদিতা ॥ ৪৬ ॥ জ্ঞানতীর্থং তপস্তীর্থং কথিতং তীর্থসপ্তকম্। সর্বভূতদয়াতীর্থে বিশুদ্ধির্মনসো ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥ ন তোয়পূতদেহস্য স্নানমিত্যভিধীয়তে। স স্নাতো যস্য বৈ পুংসঃ সুবিশুদ্ধং মনো মতম্। ভৌমানামপি তীর্থানাং পুণ্যত্বে কারণং শৃণু ॥ ৪৮ ॥ যথা শরীরস্যোদ্দেশাঃ কেচিন্মধ্যোত্তমাঃ স্মৃতাঃ। তথা পৃথিব্যামুদ্দেশাঃ কেচিৎ পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥ তস্মাদ্ভৌমেষু তীর্থেষু মানসেষু চ সংবসেৎ। উভয়েষু চ যঃ স্নাতি স যাতি

নাই। মানব যেথানে থাকিয়াই মনে মনে অযোধ্যা স্মরণ করুক না কেন, শত কল্পান্তেও তাহার পুনর্জন্ম হয় না। ব্রহ্ম সবযূনীবরূপে বিরাজ করিয়া জীবগণের সতত মুক্তিদান করে, এ স্থানে কর্মের ভোগ নাই, মানব জীবনাবসানে রামরূপ প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন পশু, পক্ষী, মৃগ এবং অন্যান্য পাপযোনিগণও মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে, ইহা রামের শাসন। অনন্তর কুম্ভসম্ভব মুনি অগস্ত্য এই সকল বলিয়া বিরত হইলে তপোধন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পুনরায় বলিতে লাগিলেন। হে তপোধন! আমি আপনার নিকট নিখিল প্রাণীর দুর্লভ কথা বিস্তাররূপে শ্রবণ করিয়াছি। ক্রমে অযোধ্যাযাত্রীদিগের যাত্রাক্রমও আপনি কহিয়াছেন। মুনিসত্তম! সম্প্রতি আপনার নিকট যথাবিধি যাত্রাক্রমানুসারে ক্ষেত্রস্থান শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে বিদ্বন্! সম্প্রতি ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য। যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, হে কারুণিকোত্তম! তাহা হইলে আমার নিকট ক্ষেত্রফলও বর্ণন করুন। হে ... হে বিশ্ববিদ্বরেণ্য! আপনার প্রসাদে এই সকল শ্রবণ করিয়া আপনার আজ্ঞানুসারে আমি অযোধ্যাযাত্রা করিতে ... হইতে শেষ পর্য্যন্ত যথাযথ যাত্রাক্রম কহিতেছি, শ্রবণ কর। মনোবাক্কায়শুদ্ধ নির্দোষাত্মা জিতেন্দ্রিয় মানব মানসাদি উত্তম সপ্ততীর্থে স্নান করিয়া সম্যক বিধির অনুষ্ঠান করে, তাহার তীর্থ ফল লাভ হইয়া থাকে। ব্যাস বলিলেন,—হে তপোধন! যে সকল তীর্থে স্নান করিলে মানবগণ শুদ্ধমনা হয়, সেই মানসাদি তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। ২৬—৪৪। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে অনঘ! মানসাদি তীর্থ সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, এই সকল তীর্থে সম্যক্ স্নান করিয়া মানবগণ পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। সত্যতীর্থ, ক্ষমাতীর্থ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহতীর্থ, সর্বভূতদয়াতীর্থ, সত্যবাদিতাতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ ও তপস্তীর্থ—এই সপ্তবিধ তীর্থ কথিত হয়। সর্বভূতদয়াতীর্থে মনের বিশুদ্ধি হয়, কেবল জল দ্বারা শরীর শুদ্ধ হইলে তাহাকে স্নান বলা যাইতে পারে না, স্নান দ্বারা যাঁহার মন সুবিশুদ্ধ হইলেই তাহাকে স্নান করে। ভৌমতীর্থনিচয় কেন পূত হইল, এক্ষণে তাহার কারণ শ্রবণ কর। যেমন শরীরের কোন অংশ উত্তম ও কোন অংশ অধম, তদ্রূপ এই পৃথিবীর কোন কোন ... মানসাদি তীর্থেই ... বাস ... তাহারা ...

পরমাং গতিম্ ॥ ৫০ ॥ তস্মাত্ত্বমপি বিপ্রেন্দ্র বিশুদ্ধে-নান্তরাত্মনা। যাত্রাং কুরু প্রযত্নেন যাত্রা নৈব প্রোদিতা ময়া। তস্ত বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র তীর্থযাত্রা-বিধিং ক্রমাৎ ॥ ৫১ ॥ জায়ন্তে চ জলেষেব ম্রিয়ন্তে চ জলৌকসঃ। ন চ গচ্ছন্তি তে স্বর্গম-শুদ্ধমনসো মলাঃ ॥ ৫২ ॥ বিষয়েষ্বনিশং রাগো মনসো মল উচ্যতে। তেষেব হি ন সঙ্গস্য নৈর্ম্মল্যং সমুদাহৃতম্ ॥ ৫৩ ॥ চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানং ন শুধ্যতি। শতশোঽপি জলৈর্ধৌতে সুরাভাণ্ডম-পাবনম্ ॥ ৫৪ ॥ দানমিজ্যা তপঃ শৌচং তীর্থসেবা শ্রুতিস্তথা। সর্ব্বাণ্যেতানি তীর্থানি যদি ভাবেন নির্ম্মলঃ ॥ ৫৫ ॥ নিগৃহীতেন্দ্রিয়গ্রামো যত্রৈব বসতে নরঃ। তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করং তথা ॥ ৫৬ ॥ এতত্তে কথিতং বিপ্র মানসং তীর্থলক্ষণম্। স্নাতে যস্মিন্ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সফলাঃ স্যুঃ ক্রিয়াবতাম্ ॥ ৫৭ ॥ প্রাতরুত্থায় মতিমান্ সঙ্গমে স্নানমাচরেৎ। বিষ্ণুং বিষ্ণুহরিং দৃষ্ট্বা স্নায়াদ্বৈ ব্রহ্মকুণ্ডকে ॥ ৫৮ ॥ চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চক্রহরিং বিভুম্। ততো ধর্ম্মহরিং দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥ একাদশ্যা-মেকাদশ্যামিয়ং যাত্রা শুভাবহা। প্রাতরুত্থায় মতিমান্ স্বর্গদ্বারজলপ্লুতঃ ॥ ৬০ ॥ বিধায় নিত্যজং কর্ম্ম অযোধ্যাঞ্চ বিলোকয়েৎ। সরযূঞ্চ ততো দৃষ্ট্বা পশ্চেন্মত্তগজং ততঃ ॥ ৬১ ॥ বন্দীঞ্চ শীতলাঞ্চৈব বটুকঞ্চ বিলোকয়েৎ। তদগ্রসরসি স্নাত্বা মহাবিদ্যাং বিলোকয়েৎ ॥ ৬২ ॥ পিণ্ডারকং ততো দৃষ্ট্বা ততো ভৈরবদর্শনম্। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামেষা যাত্রা ফলপ্রদা ॥ ৬৩ ॥ অঙ্গারকচতুর্থ্যান্তু পূর্ব্বোক্তা দেবতা অপি। বিঘ্নেশঞ্চ ততঃ পশ্যেৎ সর্ব্বকামার্থ-সিদ্ধয়ে ॥ ৬৪ ॥ প্রাতরুত্থায় মতিমান্ ব্রহ্মকুণ্ডজলে প্লুতঃ। বিষ্ণুং বিষ্ণুহরিং দৃষ্ট্বা মনোবাক্কায়শুদ্ধিমান্ ॥ ৬৫ ॥ মন্ত্রেশ্বরং ততো দৃষ্ট্বা মহাবিদ্যাং বিলোকয়েৎ। অযোধ্যাঞ্চ ততো দৃষ্ট্বা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬৬ ॥ স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা সচেলো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। নানাবিধানি পাপানি বহুজন্মকৃতানি চ। সচেল-স্নানতো যান্তি তস্মাৎ সচেলমাচরেৎ ॥ ৬৭ ॥ এষা বৈ

উত্তম মধ্যম সকল তীর্থেই স্নান করে, তাহাদের পরম গতি লাভ হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! তুমিও বিশুদ্ধমনা হইয়া প্রযত্নপূর্ব্বক তীর্থ যাত্রা কর, এই যাত্রাক্রম আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট কীর্ত্তন করি নাই, এক্ষণে ক্রমে সেই তীর্থযাত্রাক্রম কীর্ত্তন করিতেছি। দেখ, জলাশয়বাসী প্রাণিগণ জলেই জন্মে ও জলেই প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু তাহারা স্বর্গে গমন করিতে পারে না, কেননা তাহাদের মলিন মন ত নির্ম্মল হয় না। সর্ব্বদা বিষয়ে যে অনুরাগ, তাহাকেই মনোমল কহে, আর সেই বিষয়েই যে মনঃসংযোগ না করা, তাহাই মনের নৈর্ম্মল্য বলিয়া কথিত হয়। জল দ্বারা শতশত বার সুরাভাণ্ড ধৌত হইলেও যেমন সুরাভাণ্ড পূত হয় না, তদ্রূপ মন বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট না হইলে তীর্থস্নানে সেই দুষ্ট মন বিশুদ্ধ হয় না। দান, যজ্ঞ, তপ, শৌচ, তীর্থ-সেবা ও শ্রুতি নির্ম্মলমনা মানবের পক্ষে এই সকলই তীর্থ, যাহাদের ইন্দ্রিয়নিচয় নিগৃহীত হইয়াছে, তাহারা যে স্থানে বাস করে, তাহাদের পক্ষে সেই স্থানই কুরুক্ষেত্র। নৈমিষ ও পুষ্করক্ষেত্র। হে বিপ্র! এই তোমার নিকট মানস তীর্থ লক্ষণ বর্ণিত হইল, এই সর্ব্বভূতদয়া তীর্থে অবগাহনমাত্রেই ক্রিয়াবান্ জনগণের সমস্ত ক্রিয়া সকল হইয়া থাকে। মতিমান্ মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সঙ্গমতীর্থে স্নান ও বিষ্ণুবিষ্ণুহরিকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মাকুণ্ডে স্নান করিবে। ৪৫—৫৮। অনন্তর মানবচক্রতীর্থে স্নান, বিভুচক্রহরি ও তদনন্তর ধর্ম্ম-হরিকে দর্শন করিয়া নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয় প্রতি একাদশীতে এই যাত্রা শুভাবহা। মতিমান্ মানব প্রভাতে শয্যাত্যাগ করত স্বর্গদ্বারে স্নান ও নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া অযোধ্যা দর্শন করিবে, তদনন্তর সরযূ ও মত্তগজ দর্শন করিয়া বন্দী, শীতলা ও বটুক অবলোকন করিবে। এই বটু-কের সম্মুখে এক সরোবর আছে, সেই সরোবরে স্নান করিয়া মহাবিদ্যা পিণ্ডারক ও ভৈরব দর্শন করিবে। অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীতেই এই যাত্রা প্রশস্ত। অঙ্গারক চতুর্থী দিনে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত দেবতা দর্শন ও তদনন্তর সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য বিঘ্নেশের দর্শন করিবে। মতিমান্ মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ব্রহ্ম-কুণ্ডজলে স্নান আপ্লুত করিয়া বিষ্ণু বিষ্ণুহরিকে দর্শন করত মন, বাক্ ও শরীরের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিবে। অনন্তর মন্ত্রেশ্বর ও মহাবিদ্যা দর্শন করিয়া সর্ব্বকামনা সিদ্ধির জন্য অযোধ্যা গমন করিবে। জিতেন্দ্রিয় মানব স্বর্গদ্বারে সচেল স্নান করিয়া বহুজন্মকৃত নানাবিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়, অতএব সচেল স্নান করাই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। এই

গদিতা যাত্রা সর্ব্বপাপহরা শুভা ॥ ৬৮ ॥ য এবং কুরুতে যাত্রাং নিত্যং শুভফলপ্রদাম্। ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৬৯ ॥ তস্মাত্ত্বমপি বিপ্রেন্দ্র অযোধ্যাং ব্রজ মাচিরম্। তত্র গত্বা ক্রমেণৈব যাত্রাং কুরু যতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭০ ॥ অযোধ্যা পরমং স্থানমযোধ্যা পরমং মহৎ। অযোধ্যায়াঃ সমা কাচিৎ পুরী নৈব প্রদৃশ্যতে ॥ ৭১ ॥ অযোধ্যা পরমং স্থানং বিষ্ণুচক্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭২ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং বিপ্র ময়া পৃষ্টং হি যত্ত্বয়া। সমাশ্রয় মুনে তাং ত্বমনুজানীহি মামতঃ ॥ ৭৩ ॥ সূত উবাচ। ইত্যেতদুক্ত্বা বিরতে মুনৌ কলশজন্মনি। উবাচ মধুরং বাক্যং ব্যাসঃ স তপসাং নিধিঃ ॥ ৭৪ ॥ ব্যাস উবাচ। ধন্যোঽহমস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্ম্যহং মুনে: সত্যং শৌচং শ্রুতং বিপ্রং সুশীলঞ্চ ক্ষমার্জ্জবম্। সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলন্তস্য অযোধ্যাং নাগতো যদি ॥ ৭৫ ॥ যস্মিন্ময়ি প্রসন্নেন ত্বয়োক্তো ধর্ম্মনির্ণয়ঃ। ইদানীমপি গচ্ছামি হ্যযোধ্যাং নির্ম্মলাং পুরীম্। ত্বমপি ব্রজ বিপ্রেন্দ্র স্বমাশ্রমপদং নিজম্ ॥

সূত উবাচ। ইত্যেবমুক্ত্বা ক্রমশো যাত্রাবিধিমনুত্তমম্। জগাম তপসাং রাশিরগস্ত্যঃ কুম্ভসম্ভবঃ ॥ ৭৭ ॥ স্বমাশ্রমপদং ধীরো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। ব্যাসোঽপি মহসাং রাশির্জ্জগাম বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭৮ ॥ অযোধ্যামাগতো বিপ্রঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। আগত্যৈতদ্বিধানেন কৃত্বা যাত্রাং যথাক্রমম্ ॥ ৭৯ ॥ দৃষ্ট্বা মহাশ্চর্য্যকরং কারণং তীর্থমুত্তমম্। আনন্দতুন্দিলস্তত্র সম্যগাচম্য বুদ্ধিমান্ ॥ ৮০ ॥ ততো জগাম বিপ্রেন্দ্রঃ স্বমাশ্রমপদং মুনিঃ। ব্যাসেন কথিতং মহ্যং মাহাত্ম্যং ক্রমশস্তদা ॥ ৮১ ॥ ময়া শ্রুত্বা চ মাহাত্ম্যং যাত্রাং কৃত্বা বিধানতঃ। কুরুক্ষেত্রে সমাগত্য ভবদগ্রে নিরূপিতম্ ॥ ৮২ ॥ ইদং মাহাত্ম্যমতুলং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ। শ্রদ্ধয়া যশ্চ শৃণুয়াৎ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৮৩ ॥ তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন শ্রোতব্যঞ্চ জনৈঃ সদা। দ্বিজপূজা বিষ্ণুপূজা বিধাতব্যা প্রযত্নতঃ ॥ ৮৪ ॥ দাতব্যঞ্চ সুবর্ণাদি যথাশক্ত্যা দ্বিজন্মনে। পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম-

---

তোমার নিকট সর্ব্বপাপহরা শুভা অযোধ্যাযাত্রা বলা হইল। যে মানব নিত্য উত্তম ফলপ্রদা শুভাবহা অযোধ্যাযাত্রা করে, কোটিকল্পকালেও তাহার সংসারে আসিতে হয় না। অতএব বিপ্রেন্দ্র! তুমিও সত্বর অযোধ্যায় গমন কর এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া যাত্রাক্রমে যাত্রার অনুষ্ঠান করিও। দেখ, অযোধ্যা উত্তম স্থান, মহাক্ষেত্র অযোধ্যা সর্ব্বতীর্থোত্তম, অযোধ্যার সমান অন্য কোন পুরীই দৃষ্ট কুত্রাপি হয় না। পরম স্থান অযোধ্যা বিষ্ণুচক্রে অবস্থিত। হে বিপ্র! আমি যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। হে মুনে! তুমি এক্ষণে সেই অযোধ্যার আশ্রয় লও এবং আমাকে বিদায় দাও। সূত কহিলেন,—কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে তপোনিধি ব্যাস বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনে! আমি ধন্য অনুগৃহীত ও কৃতকৃত্য হইলাম, আমি বুঝিলাম—যে নর অযোধ্যাগমন না করে, তাহার সত্য, শৌচ, শ্রুত, বিপ্রত্ব, সুশীলতা, ক্ষমা ও আর্জ্জব সকলই বিফল হইয়া যায়। আপনি আমার নিকট যত্নপূর্ব্বক যে অযোধ্যার ধর্ম্মনির্ণয় বর্ণন করিলেন, আমি এখনই সেই নির্ম্মলপুরী অযোধ্যায় গমন করিব। হে দ্বিজোত্তম! এক্ষণে আপনিও

আপনার আশ্রমে গমন করুন। । সূত কহিলেন,—তপোরাশি কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য ব্যাসসমীপে এইরূপে ক্রমশঃ অনুত্তম অযোধ্যাযাত্রা বিধি বর্ণন করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং ধীর অগস্ত্য স্বীয় আশ্রমপদে উপনীত হইলেন। বিস্ময়ে তাঁহার লোচনযুগল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তেজঃপুঞ্জ বিজিতেন্দ্রিয় দ্বিজ ব্যাসও সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য অযোধ্যায় আগমন করিলেন। বুদ্ধিমান্ ব্যাস অযোধ্যায় আগমন ও সম্যক্ আচমনপূর্ব্বক বিধিবিধানে যথাক্রমে যাত্রা করিলেন। মহাবিস্ময়কর তীর্থোত্তম অযোধ্যা দর্শনে তাঁহার শরীর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তারপর মহর্ষিব্যাস স্বীয় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক ক্রমে আমার নিকট সেই অযোধ্যামাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। আমিও তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়া যথাবিধি অযোধ্যা যাত্রা করিয়াছিলাম, তৎপর কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া আপনাদের সম্মুখে তাহা বর্ণন করিলাম। যে প্রযত মানব এই অতুল মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। অতএব মানবগণ এই অযোধ্যামাহাত্ম্য যত্নপূর্ব্বক সতত শ্রবণ করিবে। মাহাত্ম্য শ্রবণানন্তর যত্নসহকারে দ্বিজ ও বিষ্ণুর পূজা এবং যথাশক্তি দ্বিজকে সুবর্ণদান কর্ত্তব্য। এই মাহাত্ম্য

লভেৎ ॥ ৮৫ ॥ অতিবিপুলবিধানৈর্বর্ণিতং ধর্ম্মমাদ্যং জনমতি পরভক্ত্যা ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমেতৎ। স ইহ নরবরঃ শ্রীসমার্থ স সম্যগ্ ব্রজতি হরিনিবাসং প্রাগ্‌ভোগাংশ্চ ভুক্ত্বা ॥৮৬॥ যঃ পাঠকস্যাপি কদাচিদেব

শ্রবণে পুত্রার্থী বহুপুত্র ও ধর্ম্মকামী ধর্ম্ম লাভ করে। আমি অতি বিস্তৃতরূপে অদ্য এই আদ্যধর্ম্ম বর্ণন করিলাম। যে মানব পরম ভক্তিভরে এই ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সেই নরবরেণ্য নিখিল সমৃদ্ধির অধিপতি হয় এবং সম্যক্‌রূপে বিবিধ বস্তু উপভোগ করিয়া অন্তকালে হরিপুরে গমন করিয়া থাকে। যে

দদাতি বিত্তঞ্চ যথাস্বশক্ত্যা। পাত্রাণি বস্ত্রাণি মনোহরাণি রৌপ্যং সুবর্ণঞ্চ গবীঃ স মুচ্যেৎ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতি সহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডেঽযোধ্যামাহাত্ম্যেঽগস্ত্যব্যাসসংবাদেঽযোধ্যাযাত্রাবিধিক্রমবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

নর পাঠককে যথাশক্তি ধনসম্পত্তি, মনোহর পাত্র, বস্ত্র ও রৌপ্য সুবর্ণ এবং গোদান করে, তাহার মুক্তি হয়।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

সমাপ্তমিদমযোধ্যামাহাত্ম্যম্। ২—

সমাপ্তশ্চেদং বিষ্ণুখণ্ডম্। ২।